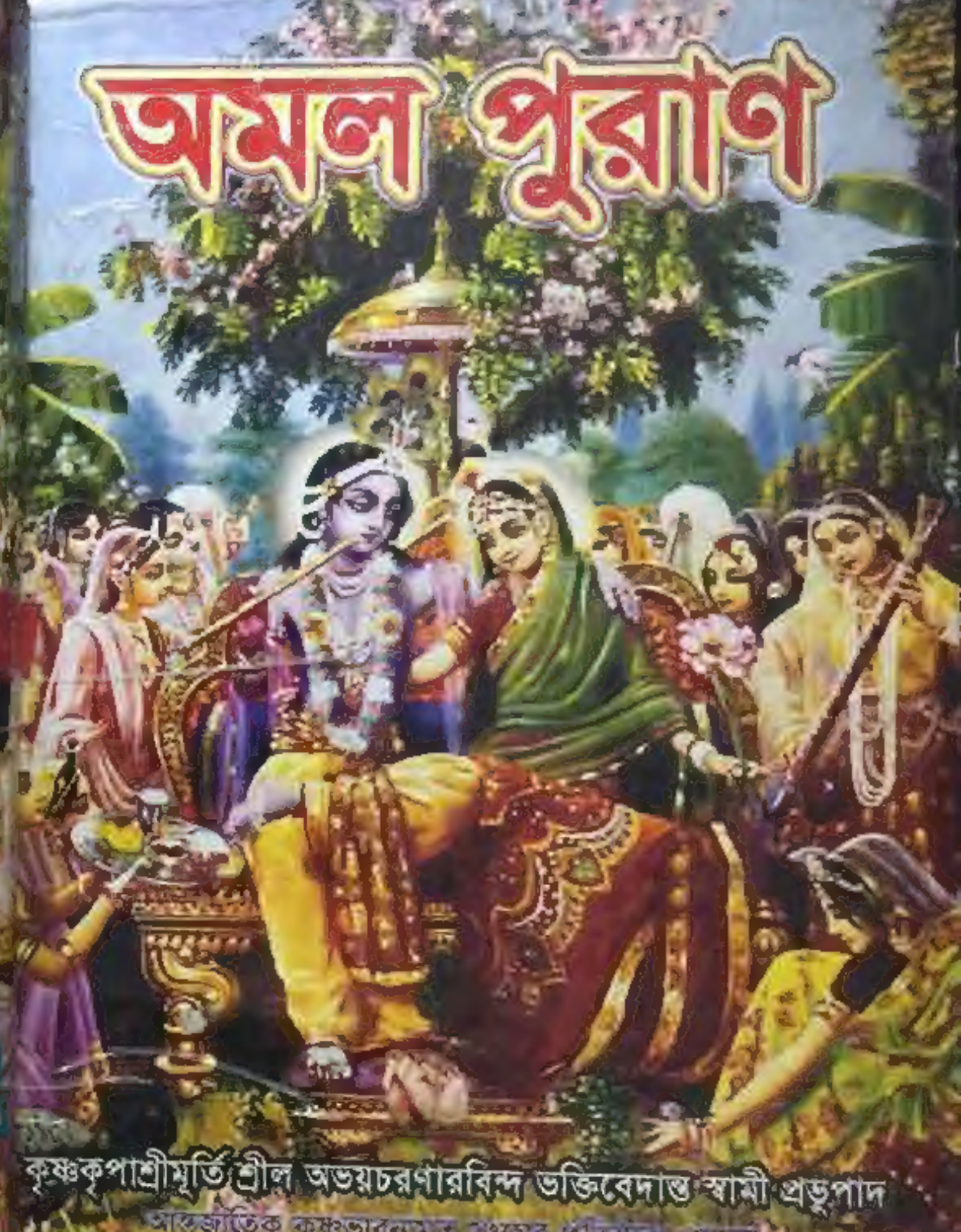




অমল পুরাণ

অমল পুরাণ



কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবোদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
 আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান - ব্রাহ্মণ





শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

সমস্ত বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের সারাতিসার

অমল পুরাণ

(অখণ্ড সংস্করণ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

ইংরেজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহজ-সরল প্রাঞ্জলপূর্ণ

বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে গদ্যাকারে সংকলিত



ভক্তিবাদান্ত পাবলিশিং হাউস

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক :

ডেজোগৌরঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ : শ্রীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুর অনির্ভাষ্য তিথি মহামহোৎসব।

২১ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ,

৭ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ,

২৯ পৌষ ১৪২১ গৌরাব্দ,

৫০০০ কপি।

গ্রন্থ-স্বত্ব :

২০০৮ ভক্তিবেন্দু পাবলিশিং হাউস

কল্কাত্ত নবম্বন্ধ সত্ত্বিকিত

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ঋষিকেশ দাস ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ :

শ্রীমায়াপুর চক্রে প্রেস

বৃহৎ, মৃদঙ্গ স্তম্ভ

শ্রীমায়াপুর, ৭৪১০১০

নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

প্র (০০৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১৩ সপ্তদশ অধ্যায়	
প্রথম স্কন্ধ		কলির বৃত্ত এবং পুরস্কার	৪৪
প্রথম অধ্যায়		১ অষ্টদশ অধ্যায়	
ঋষিদের প্রশ্ন		মহারাজ পরীক্ষিত ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত	৪৭
দ্বিতীয় অধ্যায়		২ উনবিংশতি অধ্যায়	
দ্বিতীয় ভাব ও দ্বিতীয় পদ্য		তৎকালে গোবিন্দীর আকর্ষণ	৫০
তৃতীয় অধ্যায়		৩ দ্বিতীয় স্কন্ধ	৫৩
শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন সমস্ত অবতারের উৎস		৪ প্রথম অধ্যায়	
চতুর্থ অধ্যায়		ভগবদ-উপলব্ধির প্রথম স্তর	৫৪
শ্রীনারদ মুনির আকর্ষণ		৫ দ্বিতীয় অধ্যায়	
পঞ্চম অধ্যায়		কুমারভাট্টের দ্বারা	৫৬
ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে		৬ তৃতীয় অধ্যায়	
শেখরীর নারদের নির্দেশ		৭ চতুর্থ অধ্যায়	
ষষ্ঠ অধ্যায়		৮ পঞ্চম অধ্যায়	
নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন		৯ সর্ব কারণের কারণ	৬২
সপ্তম অধ্যায়		১০ ষষ্ঠ অধ্যায়	
দ্রোণপুত্র মতিল		১১ পুরুষ-মুক্তির স্বীকৃতি	৬৫
অষ্টম অধ্যায়		১২ সপ্তম অধ্যায়	
কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাপ্তকাল		১৩ বিনীত কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতারসমূহ	৬৭
নবম অধ্যায়		১৪ অষ্টম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ		১৫ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন	৭২
দশম অধ্যায়		১৬ নবম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যাত্রা		১৭ ভগবানের বাণীর বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর	৭৪
একাদশ অধ্যায়		১৮ দশম অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যাত্রা		১৯ শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে প্রথম উত্তর	৭৬
দ্বাদশ অধ্যায়		২০	
মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন		২১	
ত্রয়োদশ অধ্যায়		২২	
দ্বতরাষ্ট্র পুত্রমাগ করলেন		২৩	
চতুর্দশ অধ্যায়		২৪	
শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা		২৫	
পঞ্চদশ অধ্যায়		২৬	
যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ		২৭	
ষোড়শ অধ্যায়		২৮	
কিভাবে পরীক্ষিত কলিযুগের সমুদ্বীর্ণ হন		২৯	

অমল পুরাণ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়		ছাবিশেতি অধ্যায়	
মৈত্রেয় সমীপে কিছুকের গমন		৮৬ কর্মম মূনি ও মেবহুতির পরিণয়	১৩৭
পঞ্চম অধ্যায়		ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
কিছু-মৈত্রেয় সন্বাদ		৯১ মেবহুতির অনুষ্ঠান	১৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায়		চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
বিষ্ণুরূপের সৃষ্টি		৯৫ কর্মম মূনির বৈরাগ্য	১৪৩
সপ্তম অধ্যায়		পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন		৯৭ ভগবতুতির মহিমা	১৪৬
অষ্টম অধ্যায়		ষড়বিংশতি অধ্যায়	
গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে রূপার আবির্ভাব		৯৯ জ্ঞান প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব	১৪৮
নবম অধ্যায়		সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
সৃজনী নক্ষত্রের রক্ত রূপার প্রার্থনা		১০২ জ্ঞান প্রকৃতির উপলব্ধি	১৫২
দশম অধ্যায়		অষ্টবিংশতি অধ্যায়	
সৃষ্টির বিভাগ		১০৫ ভগবতুতি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ	১৫৪
একাদশ অধ্যায়		ঊনবিংশতি অধ্যায়	
পরমশু থেকে কালের গণনা		১০৭ ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবতুতির ব্যাখ্যা	১৫৭
দ্বাদশ অধ্যায়		ত্রিংশতি অধ্যায়	
কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি		১০৯ ভগবান কপিলদেব কর্তৃক	
ত্রয়োদশ অধ্যায়		অশুভ সন্ধ্যা কর্মের বর্ণনা	১৬০
জীবরহস্যময়ের আবির্ভাব		একত্রিংশতি অধ্যায়	
চতুর্দশ অধ্যায়		১১২ জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান	
সাম্রাজ্যে বিভিন্ন গর্ভধারণ		কপিলদেবের উপদেশ	১৬২
পঞ্চদশ অধ্যায়		চাষিবেশি অধ্যায়	
ভগবতুতির বর্ণনা		১১৮ সন্ধ্যা কর্মের বন্ধন	১৬৫
ষোড়শ অধ্যায়		ত্রয়োত্রিংশতি অধ্যায়	
বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে		১২২ কপিলদেবের কার্যকলাপ	১৬৭
অধিবেশের অভিশাপ			
সপ্তদশ অধ্যায়		চতুর্থ স্কন্ধ	১৭১
রাক্ষসের সবদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়		প্রথম অধ্যায়	
অষ্টাদশ অধ্যায়		১২৭ মনুস্মৃতির বংশোদ্ভূত	১৭২
করাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ মৈত্রেয় যুদ্ধ		দ্বিতীয় অধ্যায়	
ঊনবিংশতি অধ্যায়		১২৯ শিবের প্রতি মন্দের অভিশাপ	১৭৫
হিরণ্যাক্ষ বধ		তৃতীয় অধ্যায়	
বিংশতি অধ্যায়		১৩১ শিব এবং সতীর কার্যকলাপ	১৭৭
মৈত্রেয়-বিষ্ণু সন্বাদ		চতুর্থ অধ্যায়	
একবিংশতি অধ্যায়		১৩৪ সতীর মেহভাগ	১৭৯
মনু-কর্মসংস্কার			

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়		ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
দশদশ ন্যায়		১৮১ পৃথু মহারাজের ভগবতুতির গমন	২৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়		চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
১৮৩ শিবকে প্রণাম করলেন		১৮৩ ঋতুগীত বীর্জন	২৪১
সপ্তম অধ্যায়		পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
১৮৬ মন্দের যজ্ঞ অনুষ্ঠান		১৮৬ রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী	২৪৬
অষ্টম অধ্যায়		ষড়বিংশতি অধ্যায়	
১৯১ পৃথু মহারাজের গৃহভ্রমণ ও কন্যাসম		১৯১ পুরঞ্জনের যুগ্মায় গমন ও তাঁর মহিষীর স্রোত	২৫০
নবম অধ্যায়		সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
১৯৬ পৃথু মহারাজের গৃহে প্রত্যাগমন		১৯৬ পুরঞ্জনের নগরীতে চতুর্বেশের আক্রমণ	
দশম অধ্যায়		এবং কলকল্যায় উপস্থান	২৫২
২০১ বকসের সঙ্গে পৃথু মহারাজের যুদ্ধ		অষ্টবিংশতি অধ্যায়	
একাদশ অধ্যায়		২০১ পরবর্তী কালে পুরঞ্জনের দ্বিতীয় প্রাপ্তি	২৫৪
২০৬ পৃথু মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে		ঊনবিংশতি অধ্যায়	
২০৬ ৱারতুব মনুর উপদেশ		২০৬ দারুণ ও রাজা প্রাণীসমূহের কথোপকথন	২৫৮
দ্বাদশ অধ্যায়		ত্রিংশতি অধ্যায়	
২০৬ পৃথু মহারাজের ভগবতুতির গমন		২০৬ প্রচেতসের কার্যকলাপ	২৬৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়		একত্রিংশতি অধ্যায়	
২০৬ পৃথু মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা		২০৬ প্রচেতসের প্রতি মন্দের উপদেশ	২৬৮
চতুর্দশ অধ্যায়			
২১২ বেশ রাজার কাহিনী		২১২ পঞ্চম স্কন্ধ	২৭১
পঞ্চদশ অধ্যায়		প্রথম অধ্যায়	
২১৫ পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি		২১৫ মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ	২৭২
ষোড়শ অধ্যায়		২১৭ দ্বিতীয় অধ্যায়	
২১৭ বশীমের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তূতি		২১৭ মহারাজ আশীমের চরিত্রকথা	২৭৬
সপ্তদশ অধ্যায়		২১৯ তৃতীয় অধ্যায়	
২১৯ পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের স্রোত		২১৯ মহারাজ নতির পত্নী মেহমতীর গর্ভে	
অষ্টাদশ অধ্যায়		২২২ শ্রবতসের আবির্ভাব	২৭৮
২২২ পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী প্রোহন		চতুর্থ অধ্যায়	
ঊনবিংশতি অধ্যায়		২২৪ ভগবান করতসের চরিত্রকথা	২৮০
২২৪ পৃথু মহারাজের শত্রু অশ্বমেধ যজ্ঞ		পঞ্চম অধ্যায়	
২২৭ বিংশতি অধ্যায়		২২৭ পুরমের প্রতি ভগবান করতসের উপদেশ	২৮৩
২২৭ পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব		২৮৩ ষষ্ঠ অধ্যায়	
একবিংশতি অধ্যায়		২৮৩ ভগবান অমরতসের কার্যকলাপ	২৮৭
২৮৩ পৃথু মহারাজের উপদেশ		২৮৭ সপ্তম অধ্যায়	
২৮৩ ঋষিবেশি অধ্যায়		২৮৩ মহারাজ করতের চরিত্রকথা	২৮৯
২৮৩ পৃথু মহারাজের মিলন			

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়		ষড়বিংশতি অধ্যায়	
ভরত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা	২৯০	নরকের বর্ণনা	৩৪০
নবম অধ্যায়			
জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র	২৯৩	ষষ্ঠ স্কন্ধ	৩৪৫
দশম অধ্যায়		প্রথম অধ্যায়	
জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রত্নগণের সাক্ষাৎ	২৯৬	অজামিলের উপাখ্যান	৩৪৬
একাদশ অধ্যায়		দ্বিতীয় অধ্যায়	
মহারাজ রত্নগণের প্রতি জড় ভরতের উপদেশ	২৯৯	বিভূদত্ত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার	৩৫০
দ্বাদশ অধ্যায়		তৃতীয় অধ্যায়	
মহারাজ রত্নগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ	৩০১	যমদূতদের প্রতি মহারাজের উপদেশ	৩৫৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়		চতুর্থ অধ্যায়	
রাজ্য রত্নগণের প্রতি জড় ভরতের		ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপতি দ্বয়ের	
অতিরিক্ত উপদেশ	৩০৩	হসেওহা প্রার্থনা	৩৫৬
চতুর্দশ অধ্যায়		পঞ্চম অধ্যায়	
সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য	৩০৬	নারদ মুনির প্রতি প্রজ্ঞাপতি দ্বয়ের অভিশাপ	৩৬০
পঞ্চদশ অধ্যায়		ষষ্ঠ অধ্যায়	
মহারাজ শ্রিধরতের বংশধরদের মহিমা	৩১২	দক্ষকন্যাদের বংশ	৩৬৪
ষোড়শ অধ্যায়		সপ্তম অধ্যায়	
জম্বুদ্বীপের বর্ণনা	৩১৪	দেবগুরু কৃষ্ণপতিকের ইচ্ছার অপমান	৩৬৭
সপ্তদশ অধ্যায়		অষ্টম অধ্যায়	
গঙ্গার অবতরণ	৩১৬	মারায়ণ-কবচ	৩৬৯
অষ্টাদশ অধ্যায়		নবম অধ্যায়	
ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা	৩১৯	ব্রহ্মাসুরের আবির্ভাব	৩৭২
উনবিংশতি অধ্যায়		দশম অধ্যায়	
জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা	৩২৩	দেবতা এবং ব্রহ্মাসুরের মধ্যে যুদ্ধ	৩৭৭
বিংশতি অধ্যায়		একাদশ অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা	৩২৬	ব্রহ্মাসুরের দ্বিতীয় ওপাবনী	৩৭৯
একবিংশতি অধ্যায়		দ্বাদশ অধ্যায়	
সূর্যের গতির বর্ণনা	৩৩১	ব্রহ্মাসুরের মহিমাযুক্ত মৃত্যু	৩৮১
দ্বাবিংশতি অধ্যায়		ত্রয়োদশ অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডের কল্পপথ	৩৩২	দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ	৩৮৪
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়		চতুর্দশ অধ্যায়	
শিওমার-চক্র	৩৩৪	মহারাজ চিত্রকেতুর শোক	৩৮৫
চতুর্বিংশতি অধ্যায়		পঞ্চদশ অধ্যায়	
শাতালগোবের বর্ণনা	৩৩৫	রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অশ্বিনীর উপদেশ	৩৮৯
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়		ষোড়শ অধ্যায়	
ভগবান জনপদেবের মহিমা	৩৩৯	ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্রকেতুর সাক্ষাৎকার	৩৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তদশ অধ্যায়		পঞ্চদশ অধ্যায়	
চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ	৩৯৬	সকল মানুষদের প্রতি উপদেশ	৪০৫
অষ্টাদশ অধ্যায়			
দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য চিত্রির ব্রত	৩৯৯	অষ্টম স্কন্ধ	৪৬১
উনবিংশতি অধ্যায়		প্রথম অধ্যায়	
পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠান বিধি	৪০৩	ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ	৪৬২
		দ্বিতীয় অধ্যায়	
সপ্তম স্কন্ধ	৪০৭	মহাজৈত্রের সম্বন্ধ	৪৬৪
প্রথম অধ্যায়		তৃতীয় অধ্যায়	
ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী	৪০৮	মহাজৈত্রের বৃক্ষ	৪৬৬
দ্বিতীয় অধ্যায়		চতুর্থ অধ্যায়	
মৈত্রেয়্যাজিৎ হিরণ্যকশিপু	৪১১	মহাজৈত্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন	৪৬৯
তৃতীয় অধ্যায়		পঞ্চম অধ্যায়	
হিরণ্যকশিপুর অমর ইণ্ড্রার পরিকল্পনা	৪১৫	ভগবানের কাছে দেবতারের সুরক্ষা প্রার্থনা	৪৭০
চতুর্থ অধ্যায়		ষষ্ঠ অধ্যায়	
ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সন্ধান	৪১৮	দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি	৪৭৪
পঞ্চম অধ্যায়		সপ্তম অধ্যায়	
হিরণ্যকশিপু মহান পুত্র প্রত্যাদ	৪২১	বিদগ্ধান করে শিবের ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা	৪৭৬
ষষ্ঠ অধ্যায়		অষ্টম অধ্যায়	
দৈত্যবান্দবদের প্রতি প্রত্যাদের উপদেশ	৪২৫	শ্রীসমুদ্র মন্ডল	৪৭৯
সপ্তম অধ্যায়		নবম অধ্যায়	
প্রত্যাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল	৪২৭	মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার	৪৮২
অষ্টম অধ্যায়		দশম অধ্যায়	
ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ	৪৩১	দেবতা ও মানবদের যুদ্ধ	৪৮৪
নবম অধ্যায়		একাদশ অধ্যায়	
প্রত্যাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ত্রৈলোক্যপন্থ	৪৩৬	দেবরাজ ইন্দ্রের মৈত্রেয়্যাজিৎ সংহার	৪৮৯
দশম অধ্যায়		দ্বাদশ অধ্যায়	
ভক্তপ্রবর প্রত্যাদ	৪৪১	মোহিনীমূর্তির শিব বিরোধে	৪৮৯
একাদশ অধ্যায়		ত্রয়োদশ অধ্যায়	
আদর্শ সমাজ—চতুর্ভূজ	৪৪৫	ভারী মনুদের বর্ণনা	৪৯২
দ্বাদশ অধ্যায়		চতুর্দশ অধ্যায়	
আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম	৪৪৭	ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি	৪৯৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়		পঞ্চদশ অধ্যায়	
সিদ্ধ পুরুষের আচরণ	৪৪৯	বলি মহারাজের স্বর্গলোক ভ্রম	৪৯৪
চতুর্দশ অধ্যায়		ষোড়শ অধ্যায়	
আদর্শ গৃহস্থ-জীবন	৪৫২	পরেব্রত	৪৯৬

অমল পুরাণ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মঙ্গল অধ্যায়		মঙ্গল অধ্যায়	
ভগবানের অসীমতার পূর্ব স্বীকার	৪৯৯	ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীলা	৫৪২
অষ্টাদশ অধ্যায়		একাদশ অধ্যায়	
বামনবৈষ্ণবের ভগবানের অবতরণ	৫০১	শ্রীরামচন্দ্রের পৃথিবী শাসন	৫৪৬
উনবিংশতি অধ্যায়		দ্বাদশ অধ্যায়	
বলি মহারাজের কাছে বামনসেবক মানজিকা	৫০৩	শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী	৫৪৯
বিশিষ্ট অধ্যায়		ত্রয়োদশ অধ্যায়	
বলি মহারাজের সর্ব স্বর্গসমর্পণ	৫০৬	মহারাজ নিমির বংশ	৫৫০
একবিংশতি অধ্যায়		চতুর্দশ অধ্যায়	
ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বক্ষন	৫০৮	উৎকলীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরুরবা	৫৫১
দ্বাবিংশতি অধ্যায়		পঞ্চদশ অধ্যায়	
বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ	৫১০	ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম	৫৫৪
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়		ষোড়শ অধ্যায়	
দেবভাষণে পুত্ররাজ স্বর্গপ্রাপ্তি	৫১২	ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিলকত্রিকরণ	৫৫৭
চতুর্বিংশতি অধ্যায়		সপ্তদশ অধ্যায়	
ভগবানের সংস্কারকর্তা	৫১৪	পুরুরবার পুত্রদের বংশ বিবরণ	৫৫৯
নবম স্কন্ধ	৫১৯	অষ্টাদশ অধ্যায়	
প্রথম অধ্যায়		রাজা যম্যতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি	৫৬০
রাজা সুহৃদের জীবা প্রাপ্তি	৫২০	উনবিংশতি অধ্যায়	
দ্বিতীয় অধ্যায়		রাজা যম্যতির মুক্তিনাশ	৫৬৩
মদুপুরের বংশ	৫২২	বিশিষ্ট অধ্যায়	
তৃতীয় অধ্যায়		পুরুর বংশ বিবরণ	৫৬৫
সুন্দর্য এবং চাকম মুনির বিবাহ	৫২৩	একবিংশতি অধ্যায়	
চতুর্থ অধ্যায়		ভরতের বংশ বিবরণ	৫৬৭
অমরীর মহারাজের চরণে দুর্বাঙ্গা মুনির অপরাজ	৫২৫	দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
পঞ্চম অধ্যায়		অজমীড়ের বংশ বিবরণ	৫৬৯
দুর্বাঙ্গা মুনির জীবন ব্রহ্ম	৫৩০	ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
ষষ্ঠ অধ্যায়		যম্যতির পুত্রদের বংশ বিবরণ	৫৭২
সৌতরি মুনির অধঃপতন	৫৩২	চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
সপ্তম অধ্যায়		পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	৫৭৪
মহাভারত বংশধরবংশ	৫৩৫	দশম স্কন্ধ	৫৭৯
অষ্টম অধ্যায়		প্রথম অধ্যায়	
ভগবান কপিলদেবের সঙ্গে	৫৩৭	শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব : ভূমিকা	৫৮০
সপ্তদশ অধ্যায়		দ্বিতীয় অধ্যায়	
অষ্টম অধ্যায়		দেবভাষণে দ্বারা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বক্ষন	৫৮৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়		দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	৫৮৭	কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রধারণ	৬৪৩
চতুর্থ অধ্যায়		ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
কংসের অত্যাচার	৫৯০	ব্রাহ্মণপণ্ডীদের প্রতি অনুগ্রহ	৬৪৬
পঞ্চম অধ্যায়		চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মিলন	৫৯৩	গিরি-গোবর্ধন পূজা	৬৪৯
ষষ্ঠ অধ্যায়		পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
পুতনা বধ	৫৯৫	শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন	৬৫১
সপ্তম অধ্যায়		ষড়বিংশতি অধ্যায়	
তৃণাবর্তাসুর বধ	৫৯৮	অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ	৬৫৩
অষ্টম অধ্যায়		সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের মুখে মধো বিশ্বরূপ প্রদর্শন	৬০১	সেনরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরভির প্রার্থনা	৬৫৫
নবম অধ্যায়		অষ্টবিংশতি অধ্যায়	
দ্বা বশোদার রক্তের দ্বারা কৃষ্ণকে বস্ত্রন	৬০৪	বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার	৬৫৮
দশম অধ্যায়		উনবিংশতি অধ্যায়	
কমলাকুণ্ড কৃষ্ণ উদ্ধার	৬০৬	বাসনুজের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন	৬৫৭
একাদশ অধ্যায়		বিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের বালালীলা	৬০৯	গোপীগণের কৃষ্ণ অধেষণ	৬৬০
দ্বাদশ অধ্যায়		একবিংশতি অধ্যায়	
অমাসুর বধ	৬১৩	গোপীগণের বিরহ বীতি	৬৬৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়		দ্বাবিংশতি অধ্যায়	
ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ	৬১৬	পুনর্মিলন	৬৬৪
চতুর্দশ অধ্যায়		ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার ভব	৬২১	বাসনুজ	৬৬৬
পঞ্চদশ অধ্যায়		চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
ধেনুকাসুর বধ	৬২৬	নন্দ মহারাজ উদ্ধার ও শব্দাহু বধ	৬৬৮
ষোড়শ অধ্যায়		পঞ্চবিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের কালির মনন	৬২৯	কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহবীতি	৬৭০
সপ্তদশ অধ্যায়		ষড়বিংশতি অধ্যায়	
কালিয়ার ইতিহাস	৬৩৪	অরিষ্টাসুর বধ	৬৭২
অষ্টাদশ অধ্যায়		সপ্তবিংশতি অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের প্রলম্বাসুর বধ	৬৩৫	কেন্দী ও ঘোমাসুর বধ	৬৭৪
উনবিংশতি অধ্যায়		অষ্টবিংশতি অধ্যায়	
দ্বাদশম গ্রাম	৬৩৭	অকুরের কদম্বনে আগমন	৬৭৬
বিংশতি অধ্যায়		উনবিংশতি অধ্যায়	
কদম্বের বর্ষা ও শরৎ ঋতু	৬৪৮	অকুরের বিকলোক্ত কর্ণন	৬৭৮
একবিংশতি অধ্যায়		চতুর্বিংশতি অধ্যায়	
গোপীগণের কৃষ্ণের বন্দীধর্মের মহিমা কীর্তন	৬৪১	অকুরের প্রার্থনা	৬৮১

অমল পুরাণ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
একচত্বারিংশতি অধ্যায়		উনবিংশতিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের হৃৎপুর প্রবেশ	৬৮৩	মরকাসুর বধ	৭৩২
ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায়		ষষ্টিতম অধ্যায়	
যজ্ঞস্থলে ধনুর্ভঙ্গ	৬৮৬	ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাবী ক্রম্বিবীকে উদ্ধৃত করলেন	৭৩৪
ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায়		একষষ্টিতম অধ্যায়	
কুবলঙ্গাশীড় বধ	৬৮৮	শ্রীকলরাম ক্রম্বীকে বধ করলেন	৭৩৮
চতুঃচত্বারিংশতি অধ্যায়		বিষষ্টিতম অধ্যায়	
করল বধ	৬৯০	উমা ও অনিরুদ্ধের মিলন	৭৪১
পঞ্চচত্বারিংশতি অধ্যায়		ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধৃত করলেন	৬৯২	শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন	৭৪৩
ষট্চত্বারিংশতি অধ্যায়		চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়	
উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন	৬৯৫	রাজা নৃগ উদ্ধার	৭৪৬
সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায়		পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়	
স্রমর সঙ্গীত	৬৯৭	শ্রীকলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন	৭৪৮
অষ্টচত্বারিংশতি অধ্যায়		ষট্টিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের হুঁট করেন	৭০২	মকল বাসুদেবকৃষ্ণী শৌভ্রক	৭৫০
উনপঞ্চাশতম অধ্যায়		সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়	
অকুরের হস্তিনাপুর গমন	৭০৪	শ্রীকলরাম দ্বিবিধ মহাবানরকে বধ করলেন	৭৫৩
পঞ্চাশতম অধ্যায়		অষ্টবিংশতিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপপূরী প্রতিষ্ঠা করলেন	৭০৬	সাত্বেয় বিবাহ	৭৫৪
একপঞ্চাশতম অধ্যায়		উনসপ্ততিতম অধ্যায়	
যুধিষ্ঠিরের উদ্ধার	৭০৯	নায়দমুনি স্বরূপের শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন	৭৫৭
দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়		সপ্ততিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রম্বিবীর হার্তা	৭১৩	ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ	৭৬০
ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায়		একসপ্ততিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ ক্রম্বীকে হরণ করলেন	৭১৫	শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন	৭৬৩
চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়		দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ ও ক্রম্বিবীর বিবাহ	৭১৮	জয়ানন্দের বধ	৭৬৬
পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়		ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়	
শ্রম্যের ইতিকথা	৭২১	মুক্ত রাজ্যস্বত্বের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা	৭৬৮
ষট্টিপঞ্চাশতম অধ্যায়		চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়	
সামর্য্যে হনি	৭২৪	রাজ্যস্বত্ব অর্থে শিশুপাল উদ্ধার	৭৭০
সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়		পঞ্চদশতিতম অধ্যায়	
সত্রীকৃত্য বক্র্য ও হনি প্রত্যর্পণ	৭২৬	কুর্য্যেধন অপমানিত রোধ করলেন	৭৭৩
অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়		ষট্টিসপ্ততিতম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন	৭২৯	শাম্বক ও কৃষ্ণদেবের মধ্যে যুদ্ধ	৭৭৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তদশতিতম অধ্যায়		তৃতীয় অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দামব শাম্বকে বধ করলেন	৭৭৭	মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ	৮২৭
অষ্টদশতিতম অধ্যায়		চতুর্থ অধ্যায়	
গন্ধবক্র্য, বিদুরথ ও রোমহর্ষণ বধ	৭৭৯	নিমিরাঙ্কে ত্রিমিল শ্রীভগবানের অবতারসমূহের	
উনবিংশতিতম অধ্যায়		স্বাখ্যা শোনান	৮৩২
শ্রীকলরামের তীর্থে গমন	৭৮১	পঞ্চম অধ্যায়	
অশীতিতম অধ্যায়		বসুদেবের প্রতি শ্রীনাথ সুমির	
ব্রাহ্মণ কুমার স্বরূপের শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন	৭৮৩	উপদেশের শেবাংশ	৮৩৫
একাদশতিতম অধ্যায়		ষষ্ঠ অধ্যায়	
সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন	৭৮৬	ষাটবদেব প্রভাসে প্রস্থান	৮৪০
দ্বাদশতিতম অধ্যায়		সপ্তম অধ্যায়	
কৃষ্ণ ও বলরাম কুমাকনবাসীদের সঙ্গে		উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ	৮৪৪
মিলিত হলেন	৭৮৮	অষ্টম অধ্যায়	
ত্র্যাদশতিতম অধ্যায়		পিতৃকথা কাহিনী	৮৪৯
শ্রীপদ্মী কুমারবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন	৭৯১	নবম অধ্যায়	
চতুর্দশতিতম অধ্যায়		জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি	৮৫৩
কুরুক্ষেত্রে যবিরের শিক্ষা	৭৯৪	দশম অধ্যায়	
পঞ্চদশতিতম অধ্যায়		সকাম কর্মের প্রকৃতি	৮৫৬
বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান		একাদশ অধ্যায়	
ও সেবকীর পুত্রদের উদ্ধার	৭৯৮	বক্র্য ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি	৮৫৯
ষড়দশতিতম অধ্যায়		দ্বাদশ অধ্যায়	
অর্জুনের সুভ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে		সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য	৮৬৪
শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান		ত্রয়োদশ অধ্যায়	
সপ্তদশতিতম অধ্যায়		হনোবতার ব্রাহ্মণ পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর	
মুর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা		প্রদান করলেন	৮৬৬
অষ্টাদশতিতম অধ্যায়		চতুর্দশ অধ্যায়	
কুমাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব		শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের	
রক্ষা পেলেন		যোগপদ্ধতি বর্ণন	৮৭০
উনবিংশতিতম অধ্যায়		পঞ্চদশ অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন		ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগবিদ্যা বর্ণন	৮৭৩
ষট্টিতম অধ্যায়		ষোড়শ অধ্যায়	
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসমূহের সংক্ষিপ্তসার		পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য	৮৭৫
একাদশ স্বক		সপ্তদশ অধ্যায়	
প্রথম অধ্যায়		ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণনায় পদ্ধতি বর্ণন	৮৭৭
মুণ্ডব্রহ্মের প্রতি অভিশাপ		অষ্টাদশ অধ্যায়	
দ্বিতীয় অধ্যায়		বর্ণনায় ধর্মের বর্ণনা	৮৮১
নিমি মহারাজের সাথে নববোণেশ্বরের সাক্ষাৎ		উনবিংশতি অধ্যায়	
		পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা	৮৮৪

অমল পুরাণ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশিষ্ট অধ্যায়		১ষ্ঠ অধ্যায়	
ওচ্চকৃতি : জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা প্রেমা	৮৮৭	মহারাজ পরীক্ষিতের হেতুভাগ	৯৩৫
একবিশিষ্ট অধ্যায়		সপ্তম অধ্যায়	
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পঞ্চম ব্যাখ্যা	৮৯০	শৌরাধিক প্রসঙ্গ	৯৪০
দ্বাবিশিষ্ট অধ্যায়		অষ্টম অধ্যায়	
জড় সৃষ্টির উপাদান	৮৯২	সন্ন্যাসায়ণ কবির প্রতি কর্কটের কবির প্রার্থনা	৯৪১
ত্রয়োবিশিষ্ট অধ্যায়		নবম অধ্যায়	
অবতী ব্রাহ্মণের সীত	৮৯৬	মার্কটের কবি ভগবানের মায়ালক্তি	
চতুর্বিংশতি অধ্যায়		দর্শন করজেন	৯৪৫
সাত্ত্বিক বর্ণন	৯০০	দশম অধ্যায়	
পঞ্চবিংশতি অধ্যায়		ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক	
প্রকৃতির ত্রিগুণ ও ভাস্কর্য	৯০২	মার্কটের কবির প্রার্থনা	৯৪৭
ষড়বিংশতি অধ্যায়		একাদশ অধ্যায়	
এল সীত	৯০৪	বিরাট পুরুষের নবকল্প বর্ণনা	৯৫০
সপ্তবিংশতি অধ্যায়		দ্বাদশ অধ্যায়	
শ্রীবিষ্ণু অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ	৯০৭	শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ	৯৫২
অষ্টবিংশতি অধ্যায়		ত্রয়োদশ অধ্যায়	
জ্ঞানযোগ	৯১০	শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা	৯৫৬
উনবিংশতি অধ্যায়			
অষ্টবিংশতি অধ্যায়	৯১৩		
দ্বাবিশিষ্ট অধ্যায়			
ভগবানের অন্তর্ভুক্ত	৯১৬		
একবিংশতি অধ্যায়			
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত	৯১৯		
দাদশ স্কন্ধ	৯২৩		
প্রথম অধ্যায়			
কলিযুগের অষ্টপতিত রাজবংশ	৯২৪		
দ্বিতীয় অধ্যায়			
কলিযুগের রাজ্য	৯২৫		
তৃতীয় অধ্যায়			
ভূমি সীতা	৯২৮		
চতুর্থ অধ্যায়			
মার্কটের চতুর্বিধ প্রকার	৯৩১		
পঞ্চম অধ্যায়			
মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল ভগবৎ	৯৩৪		
গোহাশ্রিত চরম উপদেশ			

ভূমিকা

কর্তমান যুগে পৃথিবীতে প্রতিদিনই নতুন নতুন হাজার হাজার ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। আর অশ্লিষ্ট নিত্য নতুন ভূমিকাও ধর্ম সম্প্রদায়ও দিকে দিকে গড়িয়ে উঠছে। আর তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সহস্র সরল ধর্মপ্রাণ মানুষের মনোভাব হয়ে বিপর্যয় চ্যলিত হয়ে নিপদগ্রস্ত হচ্ছে। আর সেইসাথে তথাকথিত জ্ঞান বিকাশে বিকাশী মানুষদের মধ্যে দিনদিন ক্রমশঃ বিংশ-বিংশের ছড়িয়ে পড়ে বিভ্রান্তির এক অশ্লিষ্ট ও অস্বাভাবিক দাবানল দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে। কলিযুগ ক্রমশঃ বত অগ্রসর হবে ততই এর প্রকরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকবে। তথাকথিত ধর্মপ্রাণী মানুষ বেশধারী প্রত্যেকের প্রকৃত ধর্ম প্রচারের পরিবর্তে নান্দিত্যবোধ ও অধর্মকে ধর্ম হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবে, যেখানে হাজার হাজার বছর আগে বৈদিক শাস্ত্রে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। আর আমরা কলিযুগে সূচনাতে একজন জ্ঞান ব্রহ্মণ আর একজন অজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গর্তের মধ্যে পতিত হয়, সেইরকম একই দৃশ্য সারা পৃথিবীতে বিদ্যমান দেখছি।

প্রকৃতপক্ষে, কোন সাধারণ বদ্ধ জীব কখনও কোন ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করতে পারেন না। ধর্ম তু সাক্ষর ভগবৎ প্রদীপ্তম—ধর্মশাস্ত্র বহু ভাবনাই কেবল প্রদান করেন। বিভিন্ন যুগে স্থান-কাল-পার হিসাবে ভগবান বহু নিজে কথা তাঁর কোন একজন শক্ত্যবোধ অবতারের মাধ্যমে জগতে প্রকৃত ধর্মকে স্থাপন করেন। সেখানে ভগবৎপীতায় (৪/৭) বহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য মানিভবতি ভাঙ্গত।

তদাত্মনমধর্মস্য তদাভ্যাসং সৃজাম্যহম্।

সৃষ্টির প্রসঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথমে সমস্ত নান্দ জ্ঞান এই জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রাহ্মা বিনি বহু তাঁর নান্দিশ্রম থেকে উদ্ধৃত হয়েছিলেন তাঁকে প্রদান করেন। তখন এক হন্য ব আদিকহরে—বসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদি কবি ব্রাহ্মণ হন্যে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাই সনাতন ধর্ম নিত্য। জীব ভগবানের অংশসত্ত্ব হওয়ার ফলে যেমন নিত্য, সনাতন ধর্মও ভগবান প্রদত্ত সর্বপ্রথম উপদ্রষ্ট হওয়ার ফলে

যেমনই নিত্য। ভগবান এই চতুঃ জগৎ সৃষ্টির আগে প্রথমে ব্রাহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন। তারপর সেই নিত্য বৈদিক জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রাহ্মা, ব্রাহ্মা থেকে নারদ, এইভাবে গুরুপরম্পরা দ্বারা প্রবাহিত হয়ে ব্রাহ্মা থেকে শিবায় প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মা থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। তাই বেদের আর এক নাম 'ব্রহ্ম'।

কিন্তু কলিযুগে যেই শুরু হলো তখন মানুষের মধ্যে কলির প্রভাবে সমস্ত সৎসংসারী ধীরে ধীরে সোণ পেতে থাকে। এবং তারা ক্রমশঃ গভীরভাবে মাতার প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে থাকে।

মায়ামুখ জীবের নানি বহুঃ কৃষ্ণজ্ঞান।

জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ কোম-পুরাণ।

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

মাতার প্রভাবে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তার নিজের চেষ্টায় কৃষ্ণমুখি অশ্লিষ্ট করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে জীবকে বোম ও পুরাণ আদি শাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রদান করেছেন।

বৈদিক জ্ঞানের ভাঙার অক্ষরও প্রদীপ্ত। তখন এই জগতে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান কেবল একটি মাত্র বেদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই বেদের অপর আর এক নাম হচ্ছে 'জ্ঞান'। যা থেকে আমরা সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত হতে পারি। কিন্তু কলিযুগের মায়াক্রম সাধারণ জীবনের পক্ষে সেই বেদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হ্রাসক্ষম করা সম্ভব নয়। তাই যাতে বিভিন্ন ভবের ব্যক্তির প্রত্যেকেই সেই বৈদিক জ্ঞান সহজে লাভ করতে পারেন সেজন্য প্রথমে বেদকে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারভাগে ভাগ করা হয়। তারপর সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তিরের জন্য বেদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন কাহিনী সংকলন করে ১৭টি পুরাণ রচিত হয়। এছাড়াও ১০৮টি উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র, মহাভারত অদি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রদীপ্ত হয় যাতে সমস্তের এমনকি সর্ব নিম্ন ভবের শূন্য, স্ত্রী ও ব্রহ্মবন্ধুতাও সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে জীবনকে সুখময় ও আনন্দময় করে পাড়ে তুলতে পারে। কিন্তু বসুদেব সকলের হিতার্থে সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রদান করা সত্ত্বও নিজে আত্মতত্ত্ব লাভের পরিবর্তে

হাস্যে অপরূপে অনুভব করেন। যখন তিনি তার এই অসন্তোষের কারণ তাঁর পরমাত্মা ও প্রভুর ন্যায়মুখিত জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি তাঁকে বেদের অভিমুখিত সারমর্ম স্বরূপ ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা সম্বন্ধিত শুদ্ধ প্রেমস্রবী ভক্তিবৃত্ত 'শ্রীমদ্ভাগবত' উপস্থাপনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তখন শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে বৈদিক জ্ঞানের সবচেয়ে পূর্ণ ও গ্রাম্যিক ভাষা সম্বন্ধিত এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র বৃক্ষের সুপক ফলরূপে পরিচিত প্রহরারূপে, জমল পূরণ 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রণয়ন করেন।

সাধারণতঃ বেদ, পুরাণ, উপনিষদ আদি শাস্ত্রগ্রন্থে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ভুজের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তথাকথিত বেদের অধুগামী ধার্মিক ব্যক্তিরা বেদের নির্দেশিত সেই সমস্ত স্বাভাবিক আদি বিভিন্ন কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক জোর স্বর্গ সুখভোগ লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাদের কখনও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদি রূপ সন্দেহ-চক্রের বন্ধ থেকে চিরজন্মে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না।

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিবের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেনা ধর।

নাহ যেনি সন্ধ্যা ফিরে, অমর ভক্ষণ করে,
তাঁর জন্ম অধঃপাতে বার ও

(চৈতন্য চরিতামৃত)

সেইজন্য যে সমস্ত তথাকথিত শাস্ত্রগ্রন্থে পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমাশ্রিত এবং নির্মল কীর্তি স্বার্থভাবে কীর্তন করা হয় না, তা হচ্ছে অর্থহীন। যে কণী ভগ্ন পথিকেরী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সত্ত পুরুষেরা কাকেরের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ব্যয়ে নিবাসকারী পরমহংসেরা সেখানে কোনরকম আশ্রয় অনুভব করেন না। লক্ষ্যতঃ যে সাধিয়া অর্থহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির কর্মসূচী পূর্ণ, তা দিয়া লক্ষ্যভ্রমে পরিপূর্ণ এক অপরূপ সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ধার জনসাধারণের লাগ-লাগলি কীর্তনে এক বিঘ্নের সূচনা করে। এই অপ্রত্যুত সাহিত্য সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা গ্রহণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। আত্মোপলব্ধি

জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গ-বিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই, যে সকাম কর্ম শুদ্ধ থেকেই প্রোৎসাহক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিবৃত্ত সেবার উদ্দেশ্যে পরিণত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন? ভগবানকে ভক্তা বা কিছু বর্ণনা করা হোক না কেন তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে। ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তাদের ভোগকে অনুপ্রাণিত করা বিশেষভাবে নিশ্চরীয় এবং অবিবেচকের মধ্যে কাজ হবে। কেননা তার কাজে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি সার্গে পিণ্ড হবে এবং নিবৃত্তি মার্গে তার অনুসরণ করবেন না।

পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম নামে চলে।

ভাগবত বলে তাহা পরিপূর্ণ হলে ॥

ধর্ম প্রোজ্জ্বলিতকৈতবোহই পরমো নির্মলসরাসার সত্য

—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপে জড় বাসনাবৃত্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে কর্তন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছেন, যা কেবল সর্বজোভাবে নির্মলসর সত্যকেই হৃদয়বৃত্ত করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় স্বভাব বস্তু, সেই সত্যকে জানতে পারলে জ্ঞাতাপ মুখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি যেনজ্ঞান উপলব্ধির পরিপক অবস্থায় এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এক ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়সম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আদর কি হয়েছিল? কেউ যখন হৃদয়কমল চিত্তে এবং একগ্রন্থতা সহকারে এই ভাগবতের খাবী গ্রহণ করেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাই সমস্ত জিজ্ঞাসা ও চিন্তাশীল মানুষ যাই করুকক্ষণী বৈদিক শাস্ত্রের অন্ত্যস্ত সুপক ফল শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্যই আশ্রয়ন করবেন। কেননা তা শ্রীল গুরুদেব নোবামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ার ফলে এই ফলটি আরও অধিক উপাদেয় হয়েছে, যা মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আশ্রয়ন করে থাকেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো হতো ভক্তিবোধোভাজঃ ।

আইহুকপ্রতিষ্ঠাতা যরাহ্মা সুপনীমিতঃ ॥

(ভাঃ ১/২/৮)

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যাব দ্বারা ইহ্লিমতাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টৈক্যী এবং অপ্রতিহত ভক্তি লাভ করা যায়। সেই ভক্তিবলে অমর নিবৃত্তি হয়ে আত্ম বস্তু প্রসন্নতা লাভ করে

জনকোপশমং সাক্ষাৎভিঃপদমধোভাজঃ ।

লোকম্যাজনতো বিভাংচক্রে সাক্তসংহিতাম্ ॥

(ভাঃ ১/৭/৬)

ধর্মের জাগতিক দৃশ্য-দুর্দশা, যা ছাড়া তার কাছে অনর্থ, ভক্তিবোধের মাধ্যমে অচিবেই তার উপলব্ধ হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং তাই মহাজানী বাসনায় পরমতত্ত্ব সম্বন্ধিত এই সত্য-সংহিতা সংকলন করেছেন।

কৃষ্ণে স্বরূপগণ্যে ধর্মজানদিতি সৎ ।

কলৌ নটদৃশ্যেব পুরাণাকৌশল্যেনোদিতঃ ॥

(ভাঃ ১/৩/৪০)

ধর্ম, জ্ঞান আদি সব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে গমন কালে, পারমার্থিক সূত্রিত কলিযুগের জীবদেহ হিত সাধনের জন্য এই পুরাণরূপ সূর্য উদ্ভিত হয়েছে।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসংমিতম্ ।

উত্তমপ্রোক্তচরিতং চকোঃ ভগবদুদ্ভিঃ ॥

নিঃপ্রোক্ষ্য লোকস্য কন্যঃ স্বভাষনং মহৎ ॥

(ভাঃ ১/৩/৪০)

এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাহুর বিগ্রহ এবং তা সংকলন করেছেন ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের চরম মঙ্গল লাভন করা এবং এটি সর্বজোভাবে সার্থক, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বজোভাবে পরিপূর্ণ।

'সর্ববৈদ্যসারং হি শ্রীভাগবতমিহ্যতে'

(ভাঃ ১২/১৩/১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বৈদ্য বর্ণনের সার বলে ঘোষণা করা হয়। যিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসমতে তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন না। অমায়্য বৈদিক প্রমুখাঙ্গি এবং পৃথিবীর অন্যান্য শাস্ত্রমুখ্য তত্ত্ববিন্দই

প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, যতদিন পর্যন্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়বৃত্তে প্রভু এবং উপলব্ধ না হয়। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমৃতের মহাসাগর এবং পবন গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্রভু প্রবণ, কীর্তন এবং বিবরণ ভগবতকে পরিচয় করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রচনা করেছেন যে, জগতে সমস্ত গ্রন্থ কৃষ্ণ হারে গেলেও তেমনমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধন ও উদ্ধার করতে সক্ষম হবে

নিমগ্নানং যথা গঙ্গাং সেবনাম্যাত্মনো যথা ।

বৈকুণ্ঠানং যথা নভঃ পূরণামিমাং তথা ॥

(ভাঃ ১২/১৩/১৩)

ঠিক যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠতম, সমস্ত আকাশ্য বিগ্রহের মধ্যে অচ্যুতই পরম, বৈকুণ্ঠের মধ্যে পিবেই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

ক্ষেত্রান্যং চৈব সর্বব্যং যথা কালী হানুমতম্ ।

ওথা পূরণাত্মন্যং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিভাঃ ॥

(ভাঃ ১২/১৩/১৭)

হে ব্রাহ্মণগণ, তীর্থযাত্রাসমূহের মধ্যে কালী যেমন শ্রেষ্ঠতার অনতিক্রান্ত, ঠিক তেমনই সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম।

শ্রীমদ্ভাগবতং পূরণমমলাং যদৈক্যন্যং ত্রিভং

মহিন্ পারমহংসামেকমমলাং জ্ঞানং পরং বীজতঃ ।

তত্র জ্ঞানবিলম্বভক্তিসংহিতং নৈকর্ম্যমধিকৃতং

তদ্বৎ সুপটলং বিচারপণ্ডিতো ভক্ত্যা বিনুচোদয়ঃ ॥

(ভাঃ ১২/১৩/১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ কৈবল্যের অতি প্রিয়, কেননা এতে পরমহংসদের গ্রন্থা পবন অমল জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত নিম্ন জ্ঞান, কৈবল্য এবং ভক্তির সার জড় জগৎ থেকে মুক্তির উপায় বাক্য করে। যে কোন ব্যক্তি যিনি আত্মবিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিবৃত্ত চিত্তে হৃদয়বৃত্তের প্রবণ কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণজ্ঞান মুক্তি লাভ করেন।

ইদং ভাগবতং পূর্ণং ব্রহ্মণ্যং নাভিগচ্ছতঃ

পরমেশ্বর ভগবান সর্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে এই অতুলনীয় নিমজ্ঞানের প্রদীপ সত্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা নরহমুখিত করেছিলেন এবং নরহমুখি

তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কেবাসকে বলেছিলেন। শ্রীল স্বামীদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুঁথি শ্রীল শুকদেব গোবিন্দীর কাছে যত্ন করেছিলেন এবং শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী কৃপাপূর্বক এই জ্ঞান পরীক্ষিত মহারাষ্ট্রকে বলেছিলেন।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভক্ত্যামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমুর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেন্দ্য স্বামী প্রভুপাদ তাঁর পরমারাধ্য শুকদেব জয় ও বিজ্ঞানদ পরমহংস পরিব্রাজকচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত মতশ্রী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে নান্যভাষাশে প্রচারের জন্য ইংরেজীতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ ও বিশদ ভাষ্যসহ বিশদ আকারে প্রদান করেন। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তাঁর গ্রন্থাবলী। দিব্য জ্ঞান সমৃদ্ধিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থাবলীর গ্রাম্যনিকতা, গভীরতা এবং সরলতার জন্য বিশ্বান সমাজে এগুলি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছে এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত হয়েছে। বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের পূর্বে অন্য কেউ এমন বিশদ আকারে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য প্রদান করেন নি। শ্রীল প্রভুপাদের, সমরোপযোগী সহজ, সরল ভাষ্যবাদের ভক্তিবৈদ্য ভাষ্য সারা জগতে এক দিব্য পারমার্থিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এই 'অমল পুরাণ' গ্রন্থটি হলো সর্বমোট আঠারো ছাজার শ্লোকসম্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশটি স্কন্ধের প্রতিটি শ্লোকের শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক সহজ, সরল ইংরেজী গদ্যানুবাদের রূপা সমৃদ্ধ অর্থও সংস্করণ। যে সমস্ত শব্দপ্রয়োগ ব্যক্তি গ্রন্থবাক্য, অমল পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের জীবনকে পরিচালনার রূপে গ্রহণ করেছেন, তারা যেন সবাই ভগবান থেকে অভিন্ন এই অমূল্য গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-কে সর্বদা জীবনসঙ্গী হিসেবে বরণ করতে পারেন, সেইজন্য আমরা সামান্য প্রয়াস করেছি মাত্র। আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে যদি একজনও ব্যক্তি কৃষ্ণকৃপাশ্রী বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুন্দর কল 'অমল পুরাণ' আনন্দন করে প্রেমময়ী ভগবদ্ সেবার মুক্ত হয়ে পরম পুরুষার্ব শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন এবং ভক্ত ভগবতের প্রিয়তম মুখে থেকে মুক্ত হয়ে চিত্তপ্রিয় ভগবদ্ধামে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ লাভ করতে পারেন তাহলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

সুমেধা সম্পন্ন পাঠকদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করানো যায় যে, যারা এই অমল পুরাণের বিশ্লেষণ মূলক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে চান তারা অবশ্যই কৃষ্ণকৃপাশ্রীমুর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেন্দ্য স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রণীত অষ্টোত্তর শত বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থগুলি পাঠ্য করলে অবশ্যই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান আকরণে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

প্রথম স্কন্ধ

(সৃষ্টি)



ঋষিদের প্রশ্ন

হে বসুদেব তুমি শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রশংসা নিবেদন করি। অগ্নি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, কেননা তাঁর অর্ন্তীত আর কোনও কারণ নেই। তিনিই আদি কবি স্রষ্টার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাঁর দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মেহাজন হয়ে পড়েন, ঠিক যেভাবে মেহাজন হয়ে পড়লে আগুনে জল লব্ধ হয়, অথবা জলে মাটি লব্ধ হয়। তাঁরই প্রভাবে জগৎ প্রকৃতির তিনটি ওশার মাধ্যমে জড় ভূত্ব সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলীক হলেও সত্যকে প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, যিনি জড় ভূত্বের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত তাঁর দ্বারা নিজাকাল বিচার করেন। আমি তাঁর ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য।

জড় বস্তুসমূহ সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভ্রান্তত্ব পূরণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে যা কেবল সর্বভেদভাবে নির্মল্য উত্তরাই হলস্বপ্ন করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু, সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে টুংপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ব অবস্থায়) এই সীমাত্রাংকিত সূচনা করেছেন এবং ভগবৎপ্রজ্ঞান স্তম্ভকম করতে এই প্রহরীই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ বন্ধন প্রহরণে চিত্তে এল একপ্রভা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবৎপ্রজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

হে শিষ্য! এক চিত্তশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষসদৃশ বৈদিক শাস্ত্রের অত্যন্ত সুশক্ত কল শ্রীমদ্ভাগবত আহবান করুন। তা শ্রীল ভগবৎ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই এই কলটি আরও অধিক উপাদেয়

হয়েছে, যদিও এই অনুভবের রূপ মুক্ত পূরণের পর্যন্ত আহবান করে থাকেন। এক সময় শৌনক আদি ঋষিরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রীতি সাধনের জন্য বিষ্ণু-ঈর্ষ নৈমিত্ত্যে সফ্র বর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে সেই শৌনকাদি ঋষিরা উত্তাপিতে আশুতি প্রদান করে সমস্ত আসনে উপবিষ্ট শ্রীল সূত গোস্বামীকে স্রষ্টার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“হে পরম শ্রেষ্ঠের সূত গোবিন্দী, আপনি সম্পূর্ণরূপে নিম্পাপ আপনি মহাভারত আদি ইতিহাস সহ অষ্টমুখ পূরণ এক সমস্ত ধর্মশাস্ত্র সমুচ্চর করে অধ্যয়ন করেছেন। তদু- তাই নয়, তা আপনি ব্যাখ্যাও করেছেন।”

“হে সর্বপ্রবীণ কেশববিদ সূত গোবিন্দী, আপনি ভগবানের অবতার বসুদেবের জ্ঞান গ্রাপ্ত হয়েছেন, এবং যে সমস্ত ঋষিরা ভৌতিক এবং আধিতৌতিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করেছেন তাদের কাছ থেকেও আপনি জ্ঞানগ্রাপ্ত হয়েছেন। যেহেতু আপনি স্বাধীন এবং স্নিগ্ধ, তাই আপনার গুরুদেবের বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন। কেন না, নিম্ন স্বরূপসম্পন্ন অর্ধ্যং প্রীতিশীল শিষ্যের কাছেই গুরুবর্ষ অতি নিগূঢ় রহস্য বাস্তব করেন। হে আশুমান! আপনি জনসাধারণের পরম মঙ্গল কিভাবে সাধিত হয়, তা সহজবোধ্যভাবে আমাদের কাছে শোনান।”

“হে মহাজ্ঞানী, এই কলিযুগের মানুষের প্রায় সকলেই অজ্ঞ। তারা কলহপ্রিয়, অঙ্গস, মন্দগতি, দুঃগাহীন এবং সর্বোপরি তারা নিরস্ত্র যোগ্যদের দ্বারা উপদ্রুত। ব্যক্তিগত শাস্ত রয়েছে এবং সেই সমস্ত শাস্ত্র নানা রকমের কর্তব্য- কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা বহু বহু ধরে বিলম্বিত হয়ে পাঠ করার ফলে কেবল জানতে পারা যায়। তাই হে ঋষি, দয়া করে আপনি সেই সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য বিস্তারিত করে শোনান, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে সুপ্রসন্ন হতে পারে।”

“হে সূত গোবিন্দী! আপনার সর্ববিধ মঙ্গল হোক।

আপনিও অসম্মত হয়ে যে কি উপদেশ পরমেশ্বর ভগবান বসুদেব পটী দেবকীর গর্ভে অর্ঘ্যবৃত্ত হয়েছিলেন। যাঁর অন্তরে এক আবির্ভাব সমস্ত জীবের মঙ্গল এবং সন্ততির জন্য হয়ে থাকে আমরা সেই সন্তানের মীলনমুহু গ্রহণ করতে অভিসারী। আপনি অনুগ্রহ করে তৎপরম্পরায় লভ সেই জ্ঞান আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, কেন না তা শ্রবণ ও কীর্তনে উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়।”

“কলি-যুগের ভবিষ্যৎ আবারে আবার মানুষ বিবল হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিম্ন নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সৎসাক্ষ থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে বহু মহাকাব্যও কীত হল। হে সূত গোবিন্দী, যে সমস্ত মহর্ষিরা সর্বভেদভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সুখ-প্রভাবে অর্ধ্যং লব্ধি মাত্রই জীব পবিত্র হয়, কিন্তু পুণ্যশ্রী পঙ্কজ সাক্ষাৎ সেকা অর্ধ্যং লব্ধি, অকালেই আদি করার পরেই কেবল মানুষকে পবিত্র করে। কলিযুগের পাপ পঙ্কিল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এমন কে আছে যে পরমেশ্বর ভগবানের অগ্রকৃত মহিমা শ্রবণ করতে অনিচ্ছুক? পরমেশ্বর ভগবানের অগ্রকৃত কার্যকলাপ অত্যন্ত মহৎ ও উন্নত এবং নারক আদি মহান ঋষিক তা কীর্তন করেন। তা শ্রবণ করার জন্য আমরা অত্যন্ত আকুল হয়েছি, দয়া করে আপনি বিভিন্ন অঙ্গভারে তাঁর বিভিন্ন শ্রীলব্ধিসমূহের কথা আমাদের বলুন।”

“হে মহাজ্ঞানী সূত গোবিন্দী, দয়া করে আপনি আমাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য অঙ্গভারের অগ্রকৃত শ্রীলব্ধিসমূহের কথা বর্ণনা করুন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম মঙ্গলময় শ্রীলব্ধিসমূহ সম্পাদিত হয় তাঁর চিত্ত-শক্তি যোগমায়ার দ্বারা। উত্তম শ্রোতার দ্বারা মনস্ত হন যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অগ্রকৃত শ্রীলব্ধি যতই আমরা শ্রবণ করি না কেন, আমাদের তৃপ্তি হবে না। বীরা তাঁর স্নেহ সম্পর্কযুক্ত হওয়ার অগ্রকৃত রূপ আহবান করেছেন তাঁরা নিরস্ত্র তাঁর শ্রীলব্ধিসমূহের রূপ আহবান করেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বাভাবিকতার সঙ্গে অনুভবের শ্রীলব্ধিসমূহ করেছেন, এক এইভাবে তাঁর করুণা গোপন রেখে তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন। কলিযুগের আগমন হয়েছে জেনে আমরা এই বৈকস- ক্ষের নৈমিত্ত্যে শ্রীপদকাল ব্যাপী সজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছি, এখন আমাদের উদিকথা শ্রবণের অবসর লাভ হয়েছে। আমরা মানুষের সমগ্র পাপ-অনহরণকারী কলিকাল-পাপ লুপ্তির সূত্র উদ্বীণ হতে ইচ্ছুক। সমুদ্রের পলপায় পরম কঠোর উপকৃষ্ণ মানুষকে করে কর্ণধার সপুষ আপনাকে বিধাতাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে আপনার জ্ঞান লাভ ঘটাইয়েছেন। পরম ব্রহ্ম যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি তাঁর নিজা ধাতু স্বত্বের সন অগ্রকৃত লীলায় প্রবেশ করলে সনাতন ধর্ম কল ললাপন্ন হয়েছে, তা আমাদের বলুন।”



দ্বিতীয় অধ্যায়

দিব্য ভাব ও দিব্য সেবা

রোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা (সূত গোবিন্দী) শৌনকাদি ব্রাহ্মণদের সেই সব প্রশ্নে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে তাঁদের খয়বাক জ্ঞানালেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তৎপর হলেন।

শ্রীল সূত গোবিন্দী বললেন—“অগ্নি সেই মহর্ষিকে (ওকনের গোবিন্দী) আমরা প্রণতি নিবেদন করছি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন; তিনি যখন সত্যাস অবলম্বন করার জন্য উপনয়ন অনুষ্ঠান হওন

আগেই স্থত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পিতৃদেব শ্রীল জ্ঞানসেন তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাতর হয়ে তাঁকে 'হে পুত্র! হে পুত্র!' বলে আহ্বান করেছিলেন, তখন তাঁর ভাবনার ভগ্নর বৃক্ষরাশিও বিরহকাতর পিতার বাধার ব্যথিত হয়ে প্রত্যাগত করেছিল। সংসাররূপ গভীর অন্ধকার উত্তীর্ণ হওয়ার অভিজাতী বিষমাসক্ত মানুষদের কাছে কৃপা করে যিনি স্বীয় প্রভাব-জ্ঞাপক সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারস্বত অনুশ্রম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক ধীন-সম্পূর্ণ সর্বপুরাণ-রহস্য শ্রীমদ্ভগবত বলেছিলেন, সেই মুনিগণের ওক ব্যাশ-ভরস শ্রীল তত্ত্বদেবকে আশি আশার সমস্ত প্রণতি নিকেনন করি। সংসার-বিকারী গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবত উচ্চারণ করার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নর-নারায়ণ কবি নামক ভগবৎ-অবতার, বিদ্যাসেনী সরস্বতী এবং ব্যাসদেবকে আশি আশার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।"

"হে কবিশ্রম, আপনাদের আমন্ত্রণ বন্দ্যে প্রবর্তিত করি। আপনাদের প্রকৃতি অতি উত্তম, কেন না সেগুলি কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রস্থের দ্বারাই কেবল আত্ম সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়। সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জ্ঞান জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিরূপ্য তত্ত্ব লাভ করা যায়। সেই তত্ত্ববলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে আত্ম বন্দ্য প্রসন্ন লাভ করে। তত্ত্ব সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অতিশয়ই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি অন্বলম্বিত আসে। স্বীয় কৃতি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালন রূপ স্ব-ধর্ম অনুষ্ঠান করার কলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা স্বা স্ব মাত্র। সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে চরম মুক্তি লাভ করা। তা কখনো জড় বিষয় লাভের আশায় অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। অতিক্রম, তত্ত্বজ্ঞান মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, স্বীয় পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা কেন কখনই ইন্দ্রিয়-সুখভোগের উদ্দেশ্যে জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন। ইন্দ্রিয় সুখভোগকে কখনই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। সুস্থ জীবন যাপন করা অথবা আত্মকে নির্মল রাখার বাসনাই কেবল করা

উচিত, কেন না মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-ভক্ত স্বাক্ষর অনুসন্ধান করা। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়। যা অর্থের জ্ঞান, অর্থীৎ এক এবং অধিতীর বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের সংশ্লিষ্ট বা কথিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিকণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যমুক্ত হয়ে শান্ত অবলম্বিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের তত্ত্ব হৃদয়ে পরমাধারুণে সেই তত্ত্ববস্তুকে ধর্মান করেন।"

"হে বিজ্ঞমোহ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্বীয় প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি-বিধান করাই হচ্ছে স্ব-ধর্মের চরম কল। তাই একপ্রান্তে ভীষ্ম, নিরস্ত্র সন্তবৎসল ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধন করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ রূপ তরবারির দ্বারা বন্দ্য জ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম-বন্ধন ছেদন করেন। তাই সেই ভগবানের কথার কেই বা রতিমুক্ত হবে না?"

"হে ভ্রাতৃপণ কবিশ্রম, সব রকমের পাণ খেতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভগবত্বত্বের সেবা করার ফলে মহৎ-সেবা সাধিত হয়। এই ধরনের সেবার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাধারুণে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিমুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন। নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভগবত অংশ করলে এবং ভগবানের তত্ত্ব ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম প্রোকেস দ্বারা বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তত্ত্ব সুস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হয়। যখন হৃদয়ে নৈতিকী ভক্তির উদয় হয়, তখন স্বর্গ ও ভগ্নোত্তরের প্রত্যাবর্তন কাম, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি নিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। এইভাবে শুদ্ধ-সত্ত্ব অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে মুক্ত হওয়ার কলে স্বীয় চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সবরকম জড়-বন্ধন মুক্ত

হয়ে ভগবত্ব-নির্ভর উপলব্ধি করেন। আবার আত্ম পরমাত্মা ভগবানকে ধর্মান হলে হৃদয়গ্রন্থি দূর হয়, সমস্ত সংসার দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল পরিত্যক্ত হয়। তাই সমস্ত পরমার্থবাদীরা চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সতকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেন না এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মকে অনুপ্রাণিত করে। পরমেশ্বর ভগবান সখ, রক্ত এবং তম নামক জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত। জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিনটি গুণজাত রূপ ধারণ করেন। এই তিনটি রূপের মধ্যে, সমস্ত মানুষই সত্ত্বগুণজাত রূপ বিষ্ণুর থেকে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করতে পারেন। কঠে হচ্ছে মুক্তিকার বিকার, কিন্তু ধোঁয়া কাঠ থেকে প্রের। আর অগ্নি তার থেকেও প্রের, কেন না অগ্নির দ্বারা (হৈমিক ব্রহ্মের মাধ্যমে) উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা যায়। তেমনিই, রজোগুণ ভগ্নোত্তর অংশের প্রের, কিন্তু সত্ত্বগুণ সর্বশ্রেষ্ঠ, কেন না সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।"

"পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেন না তিনি জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর আরাধন করেছিলেন। যারা সেই সমস্ত মহর্ষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। যারা মুক্তি লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে অগ্রহী, তাঁরা অবশ্যই অসুখ্যরহিত এবং তাঁরা সকলের প্রতি প্রদ্বাপরায়ণ। তথাপি জঁবা ভক্তের আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর জ্ঞান অবতারদের নিজ আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন। যারা রক্ত ও

ভগ্নোত্তরের অধীন, তারা শিকণুক, স্তম্ভ এবং প্রজাপতিদের পূজা করে, কেন না তারা স্বী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার জার প্রত্যাতি।"

"বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীতি-বিধান এবং যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জ্ঞান। সমস্ত নগর কর্মের চরম কল তিনিই পান করেন। পরম জ্ঞান এবং সমস্ত তপস্কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবার যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য। এই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নির্ণয় হয়ে প্রথমে কব-অরুণকিঞ্চা ত্রিগুণময়ী স্বীয় বহিঃকণ শক্তি মাধ্যমে নির্মিত করে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। জড় জগৎ সৃষ্টি করার পর ভগবান (স্বকৃষ্ণ) নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর স্বার্থে প্রবেশ করেন। যদিও তিনি জড় প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে অবস্থিত এবং যদিও মনে হয় যে এই জড় জগতে তাঁর সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত গুণে অধিষ্ঠিত এবং পূর্ণ জ্ঞানময়। জ্ঞান যোগ্য কাঠের মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনিই পরমেশ্বর ভগবানও পরমাধারুণে সব কিছুই মাধ্যম পরিব্যাপ্ত। যদিও তিনি অধিতীয় পরম পুরুষ, তবুও মনে হয় তিনি যেন নানাকালে প্রকাশিত হয়েছেন। পরমাধা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের মেহে প্রবেশ করেন এবং মুক্ত মনের দ্বারা তাদের এই সমস্ত গুণগুলির প্রতিক্রিয়া ভোগ করেন। এইভাবে সমস্ত জগতের পতি দেবতা, মানুষ এবং পশু অধাবিত সমস্ত গ্রন্থ লোকগুলি প্রতিপালন করেন। বিভিন্ন অবতারাে তিনি তাঁর লীলা-কিলাস করে বিত্ত-সত্ত্বও অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উচ্চর করেন।"



তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস

শ্রীল সূত গোবামী বললেন—“সৃষ্টি আদিতে পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে তাঁর পুরুষ-অবতারে বিরাট রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং মহত্ব, অহংকার এবং পঙ্কতমানে আদি জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। এইভাবে জড় রূপকে সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে যেসবটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।”

‘পুরুষাবতারের এক অংশ গর্ভোদকে লভ্য করে বোধান্ধা বিষ্ণুর করেন। তাঁর নান্দিত থেকে একটি পদ্ম বিকশিত হয় এবং সেই পদ্ম থেকেই ব্রজপতিদের পতি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত বিষ্ণু-ব্রহ্মাও পুরুষের বিরাট পর্দায় আবদ্ধ, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি এই জড় উপাদানের সঙ্গে তাঁর কোনও সংঘর্ষ নেই। তাঁর শরীরের পদ্ম উৎকর্ষ সহকারে পদা প্রকৃতিতে অবস্থিত। ভক্তরা তাঁদের বিধান-চক্র দ্বারা পরম চমৎকার অসংখ্য হস্ত-পদ মুখ যুক্ত পুরুষের নিক্ত রূপ মর্শন করেন। সেই শরীরের অসংখ্য হস্ত, কণ্ঠ, চক্ষু এবং নাসিকা রয়েছে। সেগুলি অসংখ্য কুণ্ডল, উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং আলিঙ্গন করার শোভিত। এই রূপ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার) ব্রহ্মাও প্রকাশিত অসংখ্য অবতারের উৎস এবং অসংখ্য বীজ। এই রূপের অংশ এবং কলা থেকে দেবতা, মনুষ্য আদি বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হয়েছে।”

“সৃষ্টি আদিতে প্রথমে ব্রহ্মার চারজন অধিবাসিত পুত্র (চতুষ্টয় বা কুমারেরা) ছিলেন, যারা ব্রহ্মার অলঙ্কার করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই পৃথিবীর স্বপ্ন রসাতলে পতিত হয়েছিল, তখন এই বিশেষ অবস্থার জন্য পৃথিবীতে উদ্ধার করতে হস্ত-করে সমস্ত স্বভাবের পরম ভোক্তা হয়েছিলেন বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতারে কাল রূপে রূপে রূপে। অসংখ্য পরমেশ্বর ভগবান দেবর্ষি নারদরূপে তাঁর তৃতীয় পুত্রাংশে অবতরণ করেছিলেন। যেসব বৈ সমস্ত বর্ণের রূপে উদ্ভূত এবং নিম্নোক্ত কর্ম সমস্ত জীবকে অনুপ্রাণিত করে, তিনি সেগুলি সম্পন্ন করেছিলেন।

চতুর্থ অবতারে ভগবান ধর্মরাজের পর্দায় গর্ভে নর এবং নারায়ণ নামক ইন্দ্র পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ইন্দ্র-সংযমে অদর্শ প্রদর্শন করার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পঞ্চম অবতারে তিনি অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ নামে অবতরণ করেন। তিনি আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সৃষ্টির উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করে সাংখ্য দর্শন প্রদান করেন, কেন না কালের প্রভাবে সেই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরম পুরুষের বস্তু অবতার হচ্ছেন মহর্ষি অত্রির পুত্র ভগবান দত্তাত্রেয়। মাতা অনুসূয়ার প্রার্থনায় তিনি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অলঙ্কার, প্রভাষ এবং অন্য অনেক পাত্যমার্গিক জ্ঞান দান করেছিলেন। সপ্তম অবতার হচ্ছেন ব্রজপতি কৃষ্ণ ও তাঁর পত্নী জাকৃতির পুত্র যজ্ঞ। ‘স্বায়ম্ভুব মহমুখের তিনি এই ব্রহ্মাও পালন করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র স্বায় আদি দেবতারার ঠাঁয়ে সেই কার্যে সাহায্য করেছিলেন, ভগবানের অষ্টম অবতার হচ্ছেন মহারাজ ন্যাসি ও তাঁর পত্নী মেতাসেবীর পুত্র মহারাজ অবত্রেয়। এই অবতারে ভগবান পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন, যে পন্থা সর্বভাষ্যে জিতেন্দ্রির এক সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মানুষদের দ্বারা গৃহীত পরমহংসরা অবলম্বন করে থাকেন।”

“হে বিপ্রগণ, অধিষ্ঠাতার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে নবম অবতারে ভগবান পুণ্ডরীক রাজসেই স্বায় করেছিলেন। এই পৃথিবীর প্রবাসীসমূহকে তিনি দোহন করেছিলেন। তাই পৃথিবী তখন পরম কল্যাণের হয়ে উঠেছিল। চক্ষুসমস্ত হয়ে মহামায়ান হয় এবং সমস্ত পৃথিবী জলের অতল তলে নিমজ্জিত হয়, তখন ভগবান মহামায়ান রূপে ধারণ করে সৈবদ্যত মনুকে একটি নৌকার উপর রেখে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। একাকাল অবতারে ভগবান কূর্মরূপে পরিগ্রহ করে তাঁর পুত্র মক্ষরচল পর্বতকে ধারণ করেছিলেন, যা সমস্ত-মহানকারী দেবতা এবং মানবেরা মক্ষরচলরূপে ব্যবহার করেছিল। দ্বাদশ অবতারে ভগবান

যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ত্রয়োদশ অবতারে তিনি মোহিনীরূপে অসুরদের সন্ধ্যাহিত করে দেবপ্রভেদে অনুতপন করতে প্ররোচিত করেন। চতুর্দশ অবতারে ভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর মথুরা দ্বারা দৈত্যগণ দ্বিগুনানন্দপূর্ণ সুসুখ শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন, যিক সেভাবে একজন সুভদ্রর এককাতন তুল দীর্ঘ করে। পঞ্চদশ অবতারে ভগবান বামনরূপে পদা করে দৈত্যগণ বসির বজ্রদ্বারা গমন করেছিলেন। ষোড়শ তিনি দেবতারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া জন্য ত্রিকূল অধিকার করতে আসিলেন, কিন্তু তবুও তিনি কেবল ত্রিগাণ ইন্দ্রি ভিক্ষা করেছিলেন। সোড়শ অবতারে ভগবান কৃতপতিরূপে অবতীর্ণ হয়ে কৃত্রিম রাজাদের দৈব-বিজয় বিজয়ী থেকে তাদের প্রতি কৃত্রিম হয়ে পৃথিবীকে একশতকর কৃত্রিমশূন্য করেছিলেন। সাতদশ অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পদ্মায় মূর্খের পত্নী সত্যবর্তীর গর্ভে আবির্ভূত হন। মানবকুলের ভিতর বুদ্ধিমত্তার স্বভাৱ মর্শন করে তিনি তাদের কল্যাণের জন্য কেশবের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিলেন। অষ্টাদশ অবতারে ভগবান ঈশ্বরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেবতারের অতীন্দ্র সিদ্ধির জন্য তিনি দেবরাজ ভগ্না বাক-বধ আদি কর্ম সম্পাদন করে তাঁর আত্মবিক্রম শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। ঊনবিংশতি এবং বিংশতি অবতরণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে একা শ্রীকৃষ্ণরূপে কৃষ্ণকুলে (যদু বংশে) আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর জার গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কলিযুগের প্রারম্ভে ভগবান ভগ্নবিশ্বেষী নাস্তিকদের সন্ধ্যাহিত করার জন্য কৃষ্ণসেই নামে গদা প্রদানে অজ্ঞান পুরুষের আবির্ভূত হন। তাবলব্ধ দ্বিগুণ অবতারে যুগ সন্ধিকালে, অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে নৃপতিরা যখন মনুষ্যরূপ হয়ে যাবে, তখন ভগবান কলি অবতার নামে বিষ্ণুগণ নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতরণ করবেন।”

“হে ব্রাহ্মণগণ, বিশাল জলাশয় থেকে যেমন অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়, তিক তেমনই ভগবানের থেকে অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন। সমস্ত ষড়ি, মনু, দেবতা এবং অনুর বংশধরেরা যারা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন, তাঁরাও হচ্ছেন ভগবানের অংশ এবং কলা প্রকাশিত। এই অংশ ও কলায় অন্তর্গত। পূর্বোক্ত এই সমস্ত

অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বরং। যখন নাস্তিকদের অজ্ঞানতা থেকে বাহ্য, তখন অসংখ্যকর রূপে রূপে রূপে ভগবান এই ধরাদানে অবতীর্ণ হন। যে মনুষ্য মনোযোগ সহকারে ভগবানের বহুসংখ্য প্রকৃতি অর্থাৎ অবতারের কথা সকাল এবং সন্ধ্যায় চিন্তাপূর্ণক পাঠ করেন, তিনি জড় ভগবানের বসন্ত মুখ-কুন্দলা থেকে মুক্ত হন।”

“জড় ভগবতে ভগবানের হে বিরাট রূপের ধারণা, যা কল্যাণসূত। যা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যের (এক মনো ভক্তদের) ভগবানের রূপ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কোন প্রাকৃত বা জড় রূপ নেই। মেঘ এবং পৃথিবী দ্বারা দ্বারা দাহিত হয়, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরা বলে যে আকাশ মেঘের এবং বায়ু পৃথিবীর। তেমনই, ভগ্না আত্মার জড় শরীরের ধারণা প্রদান করে। এই জুল রূপের ধারণার উদ্দেশ্যে অত্রোক্তি সূক্ত রূপ রয়েছে, যার কোন পরিণত রূপ নেই এবং যা দেখা যায় না, যাকে শোনা যায় না এবং যা অপ্রকাশিত। এই সূক্ত রূপের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের স্বরূপ, যা না হলে সে কারোপাধি গ্রহণ করতে পারত না। আত্মোপলব্ধির দ্বারা কেউ এখন কৃত্যসম করতে পারে যে জুল এবং সূক্ত শরীরের সঙ্গে ওচ্ছ আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, তখন সে নিজেকে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে মর্শন করে। ভগবানের কৃপায় যখন মায়াজড় প্রভব প্রকাশিত হয় এবং জীব পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি আত্মজড়ের আলোকে উদ্ভাসিত হন এবং স্বীয় মহিমায় অভিহিত হন। এইভাবে বিজ্ঞানেরা সেই জ্ঞানবহিত এবং প্রাকৃত কর্মবহিত ভগবানের জ্ঞান এবং কর্মের বর্ণনা করেন, যা বৈশিক শাস্ত্র ও অনাবিহিত। তিনিই হচ্ছেন হৃদয়েষণ।”

“যাব চরিত্র সর্বনাই নির্ভয় এবং নিরাময়, সেই ভগবান জড় ইন্দ্রিয়ের এবং জড় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কোনভাবে প্রভাবিত না হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রতিটি জীবের চক্ষুরে বিরাজ করেন এবং তিনি সর্ব অবস্থাতেই সম্পূর্ণভাবে কর্তা। নটর অভিনয়রূপে পদাঙ্কন ভগবানের এম রূপ এবং লীলাবিলাসের অপ্রাকৃত স্বভাব বিকৃত

মনোভঙ্গরূপে মূৰ্খ মানুষেরা জানতে পারে না। তারা তাদের জ্ঞান-কল্পনায় অথবা অকোরে মাধ্যমে ভাষা কবতে পারে না। যাঁরা দূরত্ববীর্য ঋক্‌জ্ঞানী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অনুকমভাবে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা সেবাপরায়ণ, তাঁরাই কেবল ভগবতের সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ মহিমা, শক্তি এবং শিবা তার সমস্ত অবস্থাতে পড়েন।”

“এই ধরনের প্রশ্ন করার মাধ্যমেই কেবল এই জগতে শকল হওয়া যায় এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। কেন না এই ধরনের প্রশ্ন জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অস্বাক্ষিত প্রশ্ন বিকলিত করে এবং ভক্ত-মৃত্যুর ভয়ানক আবর্ত থেকে জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে।”

“এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বাস্তব বিগ্রহ এবং তা সকলকেই ভগবানের অবতার শ্রীল ব্যাসদেব। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মানুষের নরম হৃদয় সাধন করা এবং এটি সর্বভোক্তার সার্বিক, পূর্ণ খলসময় এবং সর্বভোক্তার পরিপূর্ণ। শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এবং এই হৃদয়ভেদ ইতিহাসের

সারভূত আহরণ করার পর সমস্ত আত্মজানীদের মুকুটমণিরূপে তাঁর পূত্রকে তা দান করেছিলেন। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোবিন্দী গঙ্গার তটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট এবং মহান ঋষিদের দ্বারা পবিত্রীকৃত মহারাজ পর্বীক্ষিতকে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর জীলা সংবরণ করে কর্ম ও ভক্তজ্ঞানসহ নিজ ধামে গমন করলেন, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই পুরাণের উদয় হয়েছিল। কলিযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভগবৎ-দর্শনে অক্ষয় মানুষের এই পুরাণ থেকে আলোক প্রাপ্ত হবে।”

“হে ভক্তজানী দ্ব্যাক্ষণ্য, (মহারাজ পর্বীক্ষিতের সমক্ষে) শুকদেব গোবিন্দী যখন শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করেন, তখন নিব্বিষ্ট চিত্তে আমি তা শ্রবণ করেছিলাম এবং তাই সেই মহান শক্তিশালী বিশ্ববিরূপী কৃপার আমি শ্রীমদ্ভাগবত হৃদয়সম করেছিলাম। এখন তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, তা আমার উপলব্ধি অনুসারে আপনাদের শোনারত চেষ্টা করব।”

সংস্কৃত সংস্কৃত সংস্কৃত

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীনারদ মূনির আবির্ভাব

সূত্র গোবিন্দীকে এইভাবে বলতে শুনে সেই কীর্তনকারী ব্রহ্ম অনুষ্ঠানে রত সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ এবং বিদ্বান শৌনক মূনি তাঁকে অভিবন্দন জানিয়ে বললেন—“হে সূত্র গোবিন্দী, ঋগ্‌জ্যোতিষ কবতে পারেন এবং কবতে পারেন, তাঁদের মধ্যে আপনিই হচ্ছেন সব চাইতে সঙ্গাচীন এবং দ্বিজার্হ। আপনি দ্বারা কবিতা বৈদ্যবতের পবিত্র কণী কণা করুন, যা মহান শক্তিশালী মহর্ষি শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল। কেন্দ্র সমস্ত এবং কেন্দ্র হানে তা প্রথম শুক হয়েছিল, আর কেন্দ্রই যা তা গ্রহণ করা

হয়েছিল? মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দৈপ্যল ব্যাস কোথা থেকে এই শাস্ত্র প্রদান করার অনুমোদনা লাভ করেছিলেন? তাঁর (ব্যাসদেবের) পুত্র ছিলেন এক মহান ভক্ত, এক অদ্বিতীয় ভক্তজানী এবং তাঁর চিত্ত ছিল সর্বদাই পরমার্থ সাধনে একাগ্র। তিনি সব ইচ্ছা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের উর্ধ্বে ছিলেন এবং বসিও তিনি জানী ছিলেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁরক দেখে একজন মৃদু লোক বলে মনে হত। শ্রীল ব্যাসদেব যখন তাঁর পুত্রকে অনুসরণ করছিলেন, তখন নয় অবস্থার মানবজাতি সুকর্তী কুবর্তীরা, তাঁরা ব্যাসদেবের নয় যুবক-পুত্রকে দেখে কোন

কম সমজ্ঞা অনুভব করেননি, তাঁরা অন্য ব্যাসদেবকে দেখে দম্ভকণ্ঠে তাঁদের বহু পরিধান করেছিলেন। সেই সময়ে ব্যাসদেব যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন সেই সুকর্তীরা তাঁদের দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের পবিত্র দৃষ্টিতে শ্রী এক পুত্রকে কেন ভেদ ছিল না, কিন্তু মহর্ষির দৃষ্টিতে নেই ভেদ ছিল। কৃষ্ণ এবং জ্ঞানসম্পন্ন প্রবেশে উপায়, মুক এবং অন্ধের মতো বিচরণ করে তিনি যখন হস্তিনাপুর (আধুনিক দিল্লী) নগরে প্রবেশ করলেন, তখন পুণ্ডরীকী ব্যাসদেব-গুনয় শ্রীল শুকদেব গোবিন্দীকে জিজ্ঞাসে মিনতে পারলেন? কিভাবে মহারাজ পর্বীক্ষিতের সঙ্গে এই মহর্ষির সাক্ষাৎ হল, যার ফলে সমস্ত বেদের অপ্রাকৃত নির্ধারণ (শ্রীমদ্ভাগবত) তাঁর কাছে কীর্তিত হয়েছিল? তিনি (শুকদেব গোবিন্দী) গৌড়দেশকাল পর্যন্ত গৃহমেধিদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এবং তিনি জা করতেন কেবল তাদের গৃহকে পরিষ্কার করার জন্য।

“কথিত আছে যে, অভিমুখ্য-পুত্র মন্তরাজ পর্বীক্ষিত হয়েছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং তাঁর জ্ঞান এবং কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত। সত্তা করে আপনি আমাদেব তাঁর ভক্ত বলুন। তিনি ছিলেন এক মহান সম্রাট এবং তাঁর রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্যের তিনি ছিলেন অধীশ্বর। তিনি এতই মহিমাবিত ছিলেন যে তিনি পাণ্ডব-বংশের যান বর্ধন করেছিলেন। তিনি কেন সব কিছু পবিত্রাণ করে গঙ্গার তীরে উপবিষ্ট হয়ে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন? তিনি ছিলেন এতই মহান এক সম্রাট যে, তাঁর সমস্ত পুত্ররা তাঁর পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ বৌদ্ধসম্পন্ন মহাবীর এবং তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কেন সব কিছু, এমন কি তাঁর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন? যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁরা কেবল অপরের মঙ্গল সাধন, উন্নতি সাধন এবং সুখ-প্রদানের জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁরা কোন রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন ব্যাপন করেন না। তাই মহারাজ (পর্বীক্ষিত) যদিও সব রকম জড়-জাগতিক বিষয়াবলি থেকে মুক্ত ছিলেন, তবু কেন তিনি তাঁর পেছজাণ করলেন, যা ছিল অন্যদের আশ্রয়বরণ? আমরা জানি যে, বেদের

করেকটি অংশ বাতীত সমস্ত বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে আপনি বিশেষভাবে পারদর্শী এবং তাই আমরা আপনাকে বে প্রশংসা করেছি তার উত্তর আপনি স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।”

শ্রীসূত্র গোবিন্দী বললেন—“ত্রেতা এবং দ্বাপরের যুগপর্বারে কলু-সুহিতা সভাবতীর গর্ভে পরাশর মূনির পুত্ররূপে মহর্ষির (ব্যাসদেবের) জন্ম হয়। একসময়ে তিনি (ব্যাসদেব) সূর্যোদয়ের সময় সরস্বতী নদীর জলে প্রাতঃস্নান করে একাকী উপবিষ্ট হয়ে ধ্যানস্থ হলেন। মহর্ষি বেনব্যাস এই যুগের কর্ম-নিপত্তর দর্শন করলেন। কালের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে তা হয়ে থাকে। পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি তাঁর শিবা দৃষ্টি দ্বারা এই যুগের প্রভাবে জড়-জগতের অধঃপতন দর্শন করলেন। তিনি সেবলেন যে, এই যুগের লক্ষ্যহীন জনসাধারণের আত্ম অত্যন্ত হ্রাস পাবে এবং সবুতপের অভাবে তারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই তিনি সমস্ত কর্ম এবং আশ্রমের মানুষের কি ভাবে হৃদয়সাধন করা যায় সেই চিন্তা করলেন। তিনি দেখলেন যে, যেসে নিবেশিত ব্রহ্ম-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বৃত্তি অনুসারে তার কার্যকলাপকে পবিত্র করা। এই প্রক্রিয়াকে সরলীকৃত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন, মানুষের মধ্যে তা বিস্তার করার জন্য। জ্ঞানের আদি উৎস বেদকে চারটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাণে উল্লিখিত সত্য কনিষ্ঠলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করার পর, শৈল অধি হলেন অকবেদের অধ্যাপক, জৈবিনি হলেন সামবেদের অধ্যাপক এবং কৈশম্পায়েন যজুর্বেদের দ্বারা মহিমাম্বিত হলেন। সূর্যমুনি অগ্নির, যিনি অগ্নিস্ত্র হ্রদ্ব সহকারে সেন্দ্রপরায়ণ ছিলেন, তাঁকে অথর্ব বেদ দান করা হয়েছিল এবং আমার নিজা রোমহর্ষণ ঋষির দ্বারা পুরাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ অর্পণ করা হয়েছিল। সেই সমস্ত ভক্তব্রতী ঋষিরা বিভিন্ন বেদকে তাঁদের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং প্রশিষ্যের শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন এবং এইভাবে শুক-শিষ্য-পরম্পরায় অনন্ত শাখার বৈদ্য-অনুশীলন শুরু হয় এইভাবে অজ্ঞানীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু মহর্ষি বেনব্যাস বেদ সংকলন করেন, যাতে অজ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা তা

“এইভাবে বাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করছিলেন তখন নারদ ব্রহ্মি সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী তাঁর ওর অশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে খাঁল বাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্ত্ত্বক ব্রহ্মাকে হেতাবে সম্বোধন করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।”

“হে প্রিয় বাস, তেজ না কেন কারণে কৃষ্ণভক্তের
পদম হলেও তাঁকে কখনই অন্যের মতো (সকাম কর্মী
ইহাদি) মনেসে-কৃত্তে পতিত হও হই না, তেন না, যে
মানুষ একবার পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিপদের অনুভূত
আনন্দন করছেন, তিনি নিরন্তর ভগবানের সন্তোষ করা
ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবান
স্বয়ং এই বিশ্ব, ভাষাণি তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই
এই জগৎ প্রকাশিত হইছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই
জগৎ বর্তমান এবং ভবিষ্যের পর তাঁর মতোই আ প্রীতি
হইতে হয়। কৃষ্ণি সে নই হল। আমি কেবল সংক্ষেপে
তোমাকে তা বলছি। কৃষ্ণি পূর্ণব্রহ্ম। কৃষ্ণি আমার ঋত
অসুখাধী পরমাত্মা ভগবানকে ভক্তিতে পার, তেন না কৃষ্ণি
ভগবানের কলা-অনুভব। হাইও কৃষ্ণি ছাড়ইল, তবুও
সবই মানুষের মনল সাধনের জন্য কৃষ্ণি এই প্রতিবর্তিত

আবির্ভূত হয়ে। তাই দয়া করে তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিধি শীলসমূহ অত্যন্ত উচ্ছলভাবে কর্তব্য কর। তত্ত্ববোধী মহর্ষিরা বধ্যবৎসাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তপস্করী, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম যন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদিত একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্রদ্ধা, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কর্তব্য করা।”

“হে মুনিবর, পূর্বকরে আমি যেসকল ঋষিদের পরিত্যক্ত এক দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষকালের চারটি মাসে তাঁরা বধন একত্রে কসবাস করছিলেন। তখন আমি তাঁদের সেবার নিযুক্ত ছিলাম। যদিও তাঁরা ছিলেন নম্রবর্ণী, সেই বেদজ্ঞ দুনিয়া তাঁদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যদিও আমি তখন ছিলো একটি বালক যার, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম সমস্ত এবং সব রকম নিতমূলত জেলাধুলার প্রতি উদাসীন। তদুপরি, আমি দুরন্ত ছিলাম না এবং আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতাম না। একবার কেবল অনুমতি গ্রহণ পূর্বক আমি তাঁদের উচ্চিষ্ট গ্রহণ করেছিলাম এবং তার কালে আমার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিধ্বস্ত হয়েছিল। তার ফলে আমার হৃদয় নির্মল হয় এবং সেই সময় সেই পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই।”

“হে ব্যাসদেব, সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নির্দিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি দশ পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার কৃতি কৃতি পেতে থাকে। হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কৃতি লাভ করা রাই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি হির মতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই কৃতি যত কৃতি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার জন্মকালকাল কালে আমাকে এই ধূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে, কেন না ভগবান এবং তাঁর উভয়েই প্রপঞ্চাতীত। এইভাবে বর্ষা এবং পক্ষ—এই দুটি ক্ষুদ্রত সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবত্বক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করল, তখন রক্ত এবং ভাষ্যতপের আচরণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আমি

সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলাম। আমার ব্যবহার ছিল নম্র এবং তাঁদের সেবা করার ফলে আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল। আমার হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলাম এবং আমার দেহ ও মনের দ্বারা আমি অবিচলিতভাবে তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছিলাম। দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তেরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা যখন ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে দান করেছিলেন। সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে আমি সব কিছুই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাবে স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। জা জন্মের ফলে সহজেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া যায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।”

“হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞারা বলে পেছেন যে ত্রিভূত দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা। হে ভগবান-মিত্র ব্যাসদেব, যেই ব্যক্তির প্রভাবে যোগ জন্মায়, সেই ব্যক্তিই যখন অন্য দ্রব্য বা ঐবসের সঙ্গে রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই যোগের কি নিবৃত্তি হয় না? মানুষের নৈমিত্তিক কাব্য কর্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যেমি-অমণের কাণ্ড। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মই যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তখন তা কর্মস্বপ্নী বৃক্ষকে বিনাশ করতে সক্ষম হয়। এই জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা এবং সব রকমের জ্ঞান তখন তার অধীন তত্ত্বরূপে আপন থেকেই প্রকাশিত হয়। তখন যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে কর্ম করলে, তখন তিনি পুণ্য পুণ্য শ্রীকৃষ্ণের তপ ও নারসমূহ কীর্তন করেন এবং স্বরূপ করেন।”

“প্রশংসারূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সত্ত্ববর্ণ, প্রায় ও অনিচ্ছ এই চতুর্ভূতায়াক, আপনাকে মনের দ্বারা সমস্তার ও ধ্যান করি। এইভাবে তিনি বাসুদেব আবে চর মূর্তির নামাঙ্ক মন্ত্রের দ্বারা মহোত্তর চিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত যজ্ঞধরকে পূজা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানবান।”

“হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কেন্দ্রস্থ জ্ঞান দান করেন এবং তারপর অগ্নি আদি দিক্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার আনন্দমিত্তি মর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন। তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী কর, যা তুমি তোমার বিশেষ

বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেন না, তা জানলে মহান বিদ্বানদের সব কিছু জানা হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যার নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাধি হয়। এ ছাড়া দুঃখ-নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।”



ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

সূত গোস্বামী বললেন—“হে ব্রাহ্মজগণ, এইভাবে দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম-বৃত্তি প্রভৃতি সহস্রাধি ব্রহ্ম করে সত্যবর্তী-তনয় ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীকৃষ্ণদেব জীবনরূপে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—“হে দেবর্ষি, আপনার সেই গুহ্য ভগবৎস্বভাব বিবরে উপদেশদাতা পরিব্রাজকেরা যখন দূরদেশে গমন করলেন, তখন পূর্ব জীবনের সেই বালাবস্থায় আপনি কি করেছিলেন।”

“হে ব্রাহ্মণ পুত্র, আপনি দীক্ষা গ্রহণের পর কিভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং আপনার পূর্ব দেহ বধ্যসময়ে ছাপন করার পর কিভাবে আপনি এই দেহ প্রাপ্ত হন।”

“হে মহর্ষি, বধ্যসময়ে কাল সব কিছু বিনাশ করে, তা হলে কিভাবে এই বিষয়-বস্তু কালের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার স্মৃতিতে এখনও উচ্ছলভাবে বিরাজ করেছে।”

শ্রীনারদ মুনি বললেন—“সেই মহর্ষিরা, যারা আমাকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তাঁরা দূর দেশে গমন করলেন এবং আমি এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করেছিলাম।”

“আমার মাতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক এবং তিনি ছিলেন দাসী, আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র পুত্র।

আমি ছাত্র তাঁর আর অন্য কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই তিনি আমাকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি বধ্যবৎসবে আমাকে প্রতিপালন করতে চাইতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাই তিনি আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না। এই কারণে সর্বোত্তমভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেই তাঁর হাতের আঁঠের পুতুলের মতো। আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করেছিলাম। আমি আমার মাতের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এবং আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।”

“এক সময়ে আমার অভাগিনী মা যখন বাতিলে পো-সোহন করতে বাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আবৃত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে। সেই ঘটনাতিক আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে তাঁর দিকে দ্রোহ করি।”

“স্বহত্যা করার পর আমি কং সন্মুখালী জন্মপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি, বনি, ক্ষেত্র, উপত্যকা, বাগান, উপকন এবং কন অতিক্রম করেছিলাম। আমি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র আমি হৃদয়ে পূর্ণ পাহাড় এবং পর্বত অতিক্রম করেছিলাম এবং সুন্দর পদ্মকূলে স্নানোভিত, বিশ্রান্ত সময় এবং সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলঙ্কৃত

বর্ণের প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত জলাশয় এবং স্থলভূমি অতিক্রম করেছিলেন। তারপর আমি নল, বাঁশ, কব, কৃষ্ণ, লতাগুল ইত্যাদিতে পূর্ণ জাতীয় ধূম্র অস্ত্রাঙ্গী একাকী অতিক্রম করেছিলেন। আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকারে নিম্নসমুদ্র ঘরের মধ্যে নিচে গিয়েছিলুম। এইভাবে প্রথম করে আমি দৈনিক এক ঘনসিক উভয় দিক দিয়েই পরিভ্রমণ করে গড়েছিলেন, এবং আমি চূর্ণা ও পুণ্ডরীক হয়েছিলুম। তখন নদীতে এবং হ্রদে মন করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার স্রাব দূর করেছিলুম। তারপর, জন্মানবলী এক অরণ্যে একটি অশ্বখ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা মৃত পুরুষদের কাছে থেকে ঠিক যেভাবে স্রবণ করেছিলেন, সেই বর্ণনা অনুসারে আমার অন্তরে অন্তরালে বিরজমান পরমাখার গান করতে শুরু করেছিলেন। আমি যখন আমার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণবিক্ষেপের ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন, তখন আমার চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উন্ময় হয়েছিল, আমার চক্ষুর অপ্রসারিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।”

“হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রকল অশ্বখের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার সেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণিত হয়েছিল। অশ্বখের গম্ভীর নিম্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এক নিঃশব্দে মর্শন করতে পারছিলাম না। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ ঘোষণাভাবে মনস্ত কামর পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈরাগ্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ মর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারানোর মতো বেতাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি ইষ্টাং উঠে গাড়িয়েছিলুম। আমি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ কামর মর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে পুনরায় মর্শন করার অসমর্থ চিত্তে চান্দাভাবের মর্শন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁর আমি আর সেখানে পাইনি এবং এইভাবে অচ্যুত হয়ে আমি অচ্যুত শোকাবৃত হয়ে পড়িলাম। সেট নির্ভর স্থানে আমার প্রচেষ্টা মর্শন করে সমস্ত জড় বর্ণনা এইভাবে যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি

অত্যন্ত গভীর ও অতিমধুর স্বরে আমার অশ্রুতে কলন উপলব্ধ করার জন্য বললেন, ‘হে নরক, এই জীবনে তুমি আর আমাকে মর্শন করতে পারবে না। যামেব সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কলচিৎ মর্শন করতে পারে। হে নিম্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ মর্শন করবে এবং তা কেবল আমার প্রতি আমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। কেননা তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য পালারিত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে। অশ্বখের জন্যও যদি ভগবন্ত সাধু-সেবক করা হয়, তা হলে আমার প্রতি সুদূর মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে সুঃখসাম্য এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত স্বাবে আমার পার্শ্বস্থ লাভ করে। আমার সেবার নিবন্ধ বুদ্ধি কখনই প্রতিহত হতে পারে না। বৃষ্টির সময় এমন কি প্রলয়ের সময়েও আমার রূপায় ভোগ্য স্বুতি অপ্রতিহত থাকবে।”

“তারপর সেই পরম ঈশ্বর, যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, কিন্তু পরম অকৃত, ঐশ্বর্যবানী শেষ করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে আমি নতুন মনকে তাঁকে আমার প্রাপ্তি নিকেরন করেছিলুম। এইভাবে সব রকম সামাজিক লৌকিকতা উপলব্ধ করে আমি ভগবানের দিক দান এবং মহিমা নিবৃত্ত কীর্তন করতে শুরু করি। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এইভাবে কীর্তন এবং স্মরণ অচ্যুত মঙ্গলজনক। এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে আমি সর্বজ্ঞতাবে তৃপ্ত হয়ে অচ্যুত বিনীত এবং নির্বংশ চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্বতন করতে থাকি।”

“হে ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিত্রায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন, তখন আমার মনে কোন অসংজ্ঞা ছিল না। সব রকমের জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মনুষ্য হয়েছিল, ঠিক যেভাবে ‘হৃদিং ওয়ং তালোক ধূম্রংভবঃ খেদা যাত।’

“পরমেশ্বর ভগবানের সব তত্ত্ব উপস্থিত একটি চিত্রায় পরিণত লাভ করে আমি পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করি এবং তার ফলে আমার সমস্ত কর্মফল নিবৃত্ত হয়। তজ্জাত যখন পরমেশ্বর ভগবান মায়াবল কারণ ব্যবহা

গায়ন করলেন, তখন তখন সুস্থির সমস্ত উপাসকগণের মন উপলব্ধি হয়েছিল। তখন তখন তাঁর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাঁর মন তাঁর নিঃশব্দে মাধ্যমে তাঁর স্বাধীন প্রবেশ করেছিলেন।”

“১০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য স্বর্গাচি, জমিবা, অর্ধি জর্জর বহিঃস্থের তাঁর মনোভাব থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর মনোভাব অর্ধিও জমিভূত হয়েছিলেন। তখন থেকে সর্বশক্তিমান নিবৃত্ত কলুষ আর অপ্রাকৃত অপ্রাকৃত এক জড় ভগবানের রিত্রবলে অপ্রতিহতভাবে সর্বোত্তম করছি। কেন না আমি নিবৃত্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মৃত্যু হতেছি। এইভাবে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রাপ্ত এই বীণা ব্যক্তির অপ্রাকৃত বিচলিত ভগবানের মহিমা নিবৃত্ত কীর্তন করি বহুই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচ্যুত প্রতিমধুর মহিমা এবং কার্যকলাপ কীর্তন করতে শুরু করি, ভগবান তিনি আমার হৃদয় আমার আবির্ভূত মন, যেন আমার চাক ওনে তিনি চলে আসেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মাধ্যমে নির্দেশ যে ব্রহ্মা সর্বস্ব ইষ্ট্রের দ্বারা বিখ্যাতোপাসনায় আসুন, তখন এক অর্ধি

উপস্থিত নৌকার করে ভবমিহু পায় হতে পারে—তা হতে নিবৃত্ত পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করা। বোম-প্রদানীক দ্বারা উপস্থিত-সংযমে অনুশীলনের মাধ্যমে তার এবং গোভেন প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু অশ্বখের অজ্ঞাতপরি পরিভ্রমণের জন্য তা অপ্রাপ্ত নয়, এই পরিভ্রমণ কেবল পরমেশ্বর ভগবানের চিত্রিত্র সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়।”

“হে ব্যাসদেব, তুমি নিম্পাপ। তাই তোমার প্রায় অনুসারে আমি আমার জ্ঞান এবং কার্যকলাপের কথা তোমাকে বললাম। তা তোমার নষ্টপরিধানেরও সহায়ক হবে।”

সূত্র গোষ্ঠী বললেন—“এইভাবে ব্রহ্মা-সূত্র ব্যাসদেবকে নির্দেশ দ্বারা জীল নাবদ মুনি তাঁর কাছ থেকে বিদ্যে নিলেন এবং তাঁর বীণা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তিনি তাঁর ইচ্ছাভায়ে বিচরণ করার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। জীল নাবদ মুনি মায়ালা জড়মুক্ত হোক, কেন না তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা করে তিনি অশ্বখ আশ্রয় করেন এবং ধূম্র-দুর্লভাচিষ্ট জগৎকে আনন্দ দান করেন।”



সপ্তম অধ্যায়

দ্রোণপুত্র দণ্ডিত

শৌনক ভবি ভিজ্ঞান করলেন—“হে সূত্র গোষ্ঠী, অচ্যুত স্বয়ং এক নিবৃত্ত ওপসম্পন্ন ব্যাসদেব ব্রহ্মায়মুনির কব্ব থেকে সব কিছু ওনেছিলেন। সুতরাং নরদ মুনি চলে হাওয়ার পর ব্যাসদেব কি করলেন?”

ব্রহ্মসূত্র গোষ্ঠী বললেন—“যেদের সঙ্গে অতি অন্তর্যমানে সম্পর্কিত সরস্বতী মর্শী পশ্চিম তটে অবস্থিত চিত্রায় কার্যকলাপের আনন্দ বহনকারী পরমাত্মা নামক স্থানে একটি আশ্রয় আছে। সেই স্থানে, শ্রীল ব্যাসদেব কণ্ডী কৃষ্ণ পবিত্র তাঁর আশ্রয়ে উপবেশন

করলেন এবং তখন স্পর্শ করে তাঁর চিত্তকে পবিত্র করার জন্য ধ্যানস্থ হলেন। এইভাবে তাঁর মনকে একত্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বপ্রভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে অভিযোগে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ মর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বর্ণিত ছিল। এই বর্ণিত শক্তির প্রভাবে জীব জড় পৃথিবী তিনটি ভাগে ভাগিত হওয়া সত্ত্বেও নিঃশব্দে জড়া প্রকৃতি সমস্ত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের ধূম্র ভোগ

করে। খীয়ে জাগতিক লুপ্ত-দুর্গা, যা হলে তার কাছে জনক, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না এবং তাই মহাজননী যামিনীর পরম-ভক্ত নমস্কৃত এই সাহিত্য সাহিত্য সংকলন করেছেন। কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ করার মাধ্যমে পরম পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং তার কলে শোক, মোহ এবং তার ভবকল্যাণ অলগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পর মহর্ষি বেদব্যাস পূর্ববিচারপূর্বক তা সশোভন করেন এবং তা তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের গোপালীকে শিল্প দান করেন, তিনি ইতিমধ্যেই নিষ্কৃতি মার্গে নিভৃত ছিলেন।”

শ্রীশৌনক সূত গোপালীকে বিজ্ঞাসা করলেন—“শ্রীকৃষ্ণের গোপালী ইতিমধ্যেই নিবৃতি মার্গে নিরত ছিলেন এবং তার ফলে তিনি ছিলেন আত্মারাম। তা হলে কেন তাঁকে এই নিশালা সাহিত্য অধ্যয়ন করার কষ্ট বীক্য করতে হয়েছিল?”

শ্রীসূত গোপালী বললেন—“সমস্ত আত্মাব্যমোহ, বিশেষ করে বীরা নিবৃতি মার্গে নিরত, সব রকমের অভ্যস্ত থেকে মুক্ত হওয়া সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। পরমেশ্বর ভগবান সীবা ভগবানীতে বিকৃতিত এবং তাই তিনি সকলকে অকর্ষণ করেন, এমন কি সূত পুত্রদেরও। ব্যাসনন্দন শ্রীমৎ তকসকলের চিত্ত ভগবান শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হওয়ার এই ভাববৃত্ত-পূর্ণাঙ্গ অভ্যাস বিনাশ হলেও তা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই ভগবদ্ভক্তি বিজ্ঞান করার ফলে তিনি বৈষ্ণবদের অভ্যাস গ্রহণের হারছিলেন। এমন সুখভরে কৃষ্ণকথাই যাতে উদ্ভূত হয় সেইভাবে আমি রাজর্ষি পরীক্ষিতের জ্ঞান ও কর্মপুণ্যতা এবং সেইভাষা ও মুক্তিযুক্ত এবং পিতৃবল্লভ মহাপ্রহ্লাদ কর্তৃক করত।”

“কৌরব এবং পাণ্ডব উভয় পক্ষের বীরেরা যখন কুরুক্ষেত্রে ভগবান হত হয়ে তাঁদের গভব্যস্থল প্রাপ্ত হন এবং যখন তাঁদের পলায়নে ভগ্ন উক্ত কৃতবাটপুত্র শোক করতে করতে ধ্বংসী হয়, তখন দ্রোণাচার্যের পুত্র (অমলপুত্র) শ্রীপদীর পঞ্চপুত্রকে নিমিত্ত অবস্থায় হতর করে তখনই বহুত তার প্রভুকে পূর্বস্বপ্নরূপে দান করে। দুর্ভাগ্য হলে সে হলে করেছিল যে তার ফলে

দুর্যোধন প্রসন্ন হবে। দুর্যোধন কিন্তু তার এই পর্হিত কর অনুমোদন করেনি এবং সে তাতে মোটেই প্রীত হয়নি। পাণ্ডবদের পাঁচ পুত্রের জননী দ্রৌপদী তাঁর পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে অক্ষুণ্ণভাবে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁর গভীর শোক শাস্ত্র করার চেয়ার অর্জুন তাঁকে বললেন, ‘হে ভগ্নে, আমার গভীরের থেকে নিষ্কৃতি তাঁর দিলে তোমার পুত্রদের হত্যাকারীর মন্তক ফেলন করে আমি তোমাকে তা উপহার দেব। তখন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেব এবং আমি তোমাকে সাধনা দেব। তারপর, তোমার পুত্রদের মৃত্যুসহ সংকার করে তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে মান করো।’ অর্জুন, যাকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ এবং সারথিকুলে সর্বদা পরিচালিত করেন, তিনি এই ধর্মের থাকার দ্বারা দ্রৌপদীকে সন্তুষ্ট করেন। ভগবান ভগবান অশ্রুপূর্ণের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে রথে চড়ে তিনি তাঁর অস্ত্রভরম পুত্র অমলপুত্রের পঞ্চপুত্রের পঞ্চপুত্রের রাজপুত্রের হত্যাকারী অমলপুত্র সূত থেকে অর্জুনকে প্রচণ্ড পঠিতে তার দিকে আসতে দেখে অভ্যস্ত প্রীত হয়ে তার কীকর রক্তের জন্য রথের পলায়ন করে, ঠিক যেভাবে দ্রোণাচার্যের ভগ্নে পলায়ন করেছিলেন। দ্রোণপুত্র (অমলপুত্র) যখন দেখল যে তার অমলপুত্র রক্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে বিকেনন করল যে দ্রোণার মমক (পারমপুত্রিক ভগ্ন) চরম অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া তার আত্মরক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই। তার কীকর বিপন্ন হওয়ার ফলে সে জল স্পর্শপূর্বক আসন করে দ্রোণার অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য একপ্রাণ চেষ্টা করে উচ্চারণ করল, যদিও সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্রটিকে সংকরণ করা যায়। তার ফলে এক প্রচণ্ড ভেজরাশি সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তা এত প্রচণ্ড ছিল যে অর্জুন মনে করেছিলেন যে তাঁর কীকর বিপন্ন এবং তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাহায্য করে বললেন, ‘হে কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন পদ্ধতির কোন সীমা নেই। তাই তুমি তোমার ভক্তদের ফলকে অস্ত্র দান করতে পার। জড় জগতের দুঃখ-দুর্গাণের তাপে লব্ধ সকলেরই মুক্তির পথ হচ্ছ তুমি। তুমিই হচ্ছ সেই আমি পুত্রের ভগবান যিনি সৃষ্টির সর্বত্র নিজেই বিস্তার করেছেন এবং যিনি হলেই আরাধিত্য

হতীত। তুমি তোমার চিত্ত পদ্ধতির প্রভাবে জড় প্রকৃতির প্রভাব প্রতিহত কবেছ। তুমি সর্বদাই চিত্তের জ্ঞান এবং আনন্দে আধিপত্য। যদিও তুমি এই জড় প্রকৃতির অতীত, তবুও বহু জীবের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি চতুর্দশবিধ অনুষ্ঠান করে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে এইভাবে ভূ-ভার হরণ করার জন্য এবং তোমার সখ্যদের ও তোমার অনন্য ভক্তদের নিঃসঙ্গ তোমার কথা স্মরণ করার জন্য তুমি অক্লান্ত কর। হে ভেজরাসের দেবতা, এই ভক্তের তেজ কিতাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছ? তা আসলে কেমন থেকে? আমি তা বুঝতে পারছি না।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“এটি দ্রোণপুত্রের কর্ম। যদিও সে সেই অস্ত্র সংকরণ করার উপায় জানে না, তবুও সে এই দ্রোণার অস্ত্র নিষ্করণ করেছে। সে তার আসন মৃত্যুভয়ে তীত হয়ে এই কাজ করেছে। হে অর্জুন, আর একটি দ্রোণার অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা হৈলে এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছ অস্ত্রবিহার্য, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারা তুমি এই অস্ত্রের ভেদ প্রতিহত কর।”

শ্রীসূত গোপালী বললেন—“পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সে কণ্ঠ শুনে অর্জুন পদ্ধতি হওয়ার জন্য জল স্পর্শ করে আসন করলেন এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদর্শিত করে তিনি দ্রোণার অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর দ্রোণার অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই দুটি দ্রোণার অস্ত্রের ভেজরাশির সংঘর্ষের ফলে সূর্যমতলের মতো এক প্রকণ্ড অগ্নিশিখা নভোমণ্ডল এবং সমস্ত প্রহতলি আচ্ছাদিত করেছিল। ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীরা সেই অস্ত্র দুটির সংঘর্ষের আগুনের তাপ অনুভব করে প্রহতলীন সংকটক আগুনের কথা ভাবতে লাগলেন। এইভাবে জনসাধারণকে উপভুক্ত দেখে এবং প্রহসনমুহুরে অবশ্যজ্ঞাবী এবং আশঙ্ক্য করে অর্জুন ভবকল্যাণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সেই দুটি দ্রোণার অস্ত্রকেই ভবকল্যাণ সংকরণ করলেন। অর্জুন, ক্রোধে বীরা রেখ দুটি অমল-গোপালের মতো রক্তিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তুভাবে গৌতমীর পুত্রকে প্রোত্তর করে একটি পত্ন মতো পড়ি দিলে যেহে ফেললেন।”

“অমলপুত্রকে রক্তাক্ত করার পর অর্জুন তাঁকে পিঠের নিচে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

তখন তাঁর পাশের মতো সুন্দর চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ‘হে পার্থ, যে অমলপুত্র নিরপরাধ, নিমিত্ত নিঃসঙ্গ রাত্রিরেণো হত্যা করেছে, এই সেই দ্রোণপুত্রকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, এফে বধ কর। মত্ত, প্রমত্ত, উগ্র, নিমিত্ত, নিশেধ, নরপত, ভগ্ন, ভগ্ন, বালক বা ব্রীলোক শত্রু হলেও ধর্মিক ব্যক্তি তাকে বধ করেন না। যে দৃশ্য, কুর ব্যক্তি পদের প্রাণ বধ করে বীরা প্রাণ পরিপোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক, তা না হলে তার সেই পাপের ফলে সে নরকগামী হবে। হে অর্জুন, আমি শুনেছি যে তুমি দ্রৌপদীর কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ যে তুমি তাঁর পুত্রহত্যাকারীর মন্তক তাঁকে উপহার দেবে। অতএব হে বীর! এই পাপিত কুলজার তোমার স্বজনদের হত্যা করেছে, এবং বীর প্রভু দুর্যোধনের অর্নভিত্রের কার্য অনুষ্ঠান করেছে। সুতরাং এই অমলপুত্রকে বধ কর।”

সূত গোপালী বললেন—“এইভাবে অর্জুনের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন, তবুও মহাত্মা অর্জুন তাঁর অস্ত্র ভেদ পুত্রহত্যা হলেও গুরুপুত্র অমলপুত্রকে হত্যা করতে চাইলেন না। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সঙ্গ ও সারথিকুলে মদন করেছিলেন, সেই অর্জুন নিজ পিঠের উপরিত হতে নিহত পুত্রশোকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর কাছে অমলপুত্রকে সমর্পণ করলেন। পত্নীর মতো রক্তবৃদ্ধ এবং অস্ত্রের জ্বলো কার্য করে ফলে অধোকন এবং মৌন গুরুপুত্রকে ধর্ম করে অভ্যস্ত শোভন-চরিত্রা দ্রৌপদী দ্বারা চিত্তে নব্রমে তাকে প্রণাম করলেন। এইভাবে অমলপুত্রকে রক্তবৃদ্ধ অমলপুত্র দেখে সাক্ষী দ্রৌপদী নসন্তবে বলে উঠলেন—এর বহন হোচন কর, এর বহন হোচন কর, কেন না দ্রোণাচার্য সহ সমস্তই আমারই পুত্র। দ্রোণাচার্যের কপার প্রভাবেই আপনি গোপালীর মত সহ ধনুর্বিদ্যার এবং প্রয়োগ ও উপভোগের কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্রে শিক্ষালাভ করেছেন। পুত্রবীর দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্র এই অমলপুত্রকেই বিদ্যায়ন। তাঁর অমলপদী কনীও জীবিত জাচ্ছেন, কেন না বীর পুত্র প্রসন্নী বলে তিনি তাঁর মৃত পত্নির সহনুতা হননি। হে ধর্মবীর, হে মহাপ্রহ্লাদ! সর্বদা অমলপুত্রের পুত্র এবং কন্যার গুরুত্ব কেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন। আমি যেমন পুত্রহারা হতে

অকর্ণপূর্ণ করেন নিরন্তর যোদন করি। এই অশ্বখামার
মাতা পতিব্রতা গৌতমী তেন সেভাবে যোদন না করেন।
অসংবতম্ভা যে সমস্ত কবির ব্রাহ্মণসুলের স্রোত জন্মার,
সেই কৃষ্ণ ব্রহ্মকৃষ্ণ সেই কবির বংশকে সপরিবারে
শোকে নিমজ্জিত করে শীঘ্র নষ্ট করে।”

সূত গোস্বামী বললেন—“হে ব্রাহ্মণগণ! ধর্মপুত্র
যুধিষ্ঠির ধর্মীতি অনুসারে উক্ত রাণীর সেই ন্যায়সম্মত
মহৎ সতকণ এবং সমস্তার্ণ উক্তি সমর্থন করেছিলেন।
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ইতিহাস নকুল ও সহদেব এবং
সাত্যকি, অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ
এবং অন্যান্য সমস্ত মহিলা সকলেই মহারাজের সঙ্গে
একমত হলেন। ভীম বিক্রম তাঁদের সঙ্গে একমত হতে
পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধত্ব প্রস্তাব করলেন, যে অশ্বখা
দুর্ভুত নিমিত্ত শিশুদের অস্বস্তিক হত্যা করেছে, তাকে বধ
করাই উচিত।”

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীম, দ্রৌপদী এবং
অন্যান্যদের কথা শুনে তাঁর ক্রুদ্ধ অর্জুনের মুখমণ্ডল দর্শন
করলেন এবং মৃদু বোঝে বলতে শুরু করলেন—
“ব্রহ্মবধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি

আততায়ী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে
হবে। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে এবং তোমার
কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা।
তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞাও তোমাকে
রক্ষা করতে হবে এবং তোমাকে ভীমসেন এবং আমার
সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আচরণ করতে হবে।”

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—“ঠিক সেই সময়ে অর্জুন
ভগবানের নির্দেশ হৃদয়সম্মত করলেন এবং তাঁর ভরগরির
দ্বারা তিনি অশ্বখামার মস্তকের কোলাশি এবং মণি ফেল
করলেন। শিশু হত্যা করার ফলে অশ্বখামার দেহের
দীপ্ত ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, এবং এখন তার
মস্তকের মণি কেটে নেওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে
ডেউহীন হয়ে পড়ল। এই অবস্থার তাকে বহুদুঃখ
করে শিকির থেকে বার করে দেওয়া হল। মস্তক মূণ্ডন
করা, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা এবং বাসস্থান থেকে
বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মবধুর উপযুক্ত শাস্তি।
দৈহিকভাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ নেই। তারপর
পাতবেয়া এবং দ্রৌপদী শোকার্ত চিত্তে তাঁদের মৃত
আত্মারদের সংকার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন।”



অষ্টম অধ্যায়

কুন্তীদেবীর প্রার্থনা এবং পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা

সূত গোস্বামী বললেন—“তারপর পরলোকগত
আত্মার-স্বজনদের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করার মানসে
পাতবেয়া দ্রৌপদীসহ গঙ্গাতীরে গমন করলেন। মহিলা
অশ্রুতাবে যাত্রা করলেন। তাঁর জন্য বিলাপ করে তাঁরা
যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গাজল অর্পণ করলেন এবং গঙ্গার স্নান
করলেন, কেননা সেই জল পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মের
ধূলিকণা মিশ্রিত হয়ে পরিষ্কার লাভ করেছে। সেখানে
কৌরব-দ্রুপদী মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর অনুজ ভ্রাতৃগণ এবং
দুঃশাস্ত্রী, গাঙ্গাদী, কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ শোকার্তচিত্ত হতে

বসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেখানে ছিলেন।
সর্বশক্তিমানের দুর্বার বিধি-নিয়মাদি এবং জীকের উপরে
সেগুলির প্রতিফলিত কথা উল্লেখ করে পরমেশ্বর ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত মুনিগণ আর্ত ও শোকার্তচিত্ত
সকলকেই সাফল্য দিতে লাগলেন। ধূর্ত-দুর্যোজন এবং তার
দলবল অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য।
কণ্ঠতাপূর্বক অপহরণ করেছিল। পরমেশ্বরের কৃপায়
তাঁর পুনরুদ্ধার কার্য সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং দুর্যোধনের
সাথে যে সমস্ত অসং রক্তাক্তা বোঝা দিয়েছিল, তাদেরও

পরমেশ্বর বধ করেছিলেন। রাণী দ্রৌপদীর কোলাকণ্ঠ
করার ফলে বাঘের আঘাত করে হয়েছিল, তাদেরও মৃত্যু
হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের
তত্ত্বাবধানে তিনটি সুসম্পন্ন অধর্মের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের
উদ্যোগ করিয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমেই শত বর
অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুধিষ্ঠির মহারাজের ধর্ম-ব্যক্তি
সর্বদিকে মহিমাম্বিত করে তুলতে প্ররোচিত করেছিলেন।
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত
হয়ে তিনি সাত্যকি ও উজ্জ্বলহ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ
জানিয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা পুজিত হয়ে ভগবানও
তাঁদের প্রতি পূজা করলেন। যে মুহূর্তে তিনি রথে
আরোহণ করে পমনোদ্যত হয়েছেন, সেই সময় তিনি
দেখলেন যে উত্তরা ভরে ব্যাকুল হয়ে তাঁর দিকে
স্রুতবেগে আসছেন।”

উত্তরা বললেন, “হে দেবতাদেব দেবতা, হে
জগদীশ্বর, হে মহাযোগী! আমাকে রক্ষা করুন, কারণ
ব্রহ্মভাব সম্বিত এই জগতে আপনি ছাড়া আর কেউ
আমাকে মৃত্যুর কবাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবে
না। হে পরমেশ্বর, আপনি সর্বশক্তিমান। একটি জনস
সৌহবণ আমার প্রতি স্রুতগতিতে থাকিত হচ্ছে। হে
নাথ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে এটি আমাকে দণ্ড
করুক, কিন্তু এটি কেন আমার গর্ভস্থ সন্তানটিকে দণ্ড না
করে। হে পরমেশ্বর, আমাকে এই কৃপা করুন।”

সূত গোস্বামী বললেন—“তাঁর কথা ধৈর্য সহকারে
শ্রবণ করে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর ভগবান তৎক্ষণাৎ
কুলতে পাললেন যে দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বখামা পাণ্ডব
বংশের শেষ বংশধরটিকে কিন্ত করার জন্য ব্রহ্মা
নির্দেশ করেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শৌনক), পাতবেয়া
তখন স্থলস্থ ব্রহ্মাণ্ড তাঁদের অতিমুখে আসতে দেখে
তাঁদের পাঁচটি নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিলেন। সর্বশক্তিমান
পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে
সর্বতোভাবে তাঁর পরাধীনতা অন্ত্য ভক্তদের মহা বিপদ
উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি তাঁদের রক্ষা করার জন্য
আপন অস্ত্র সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। পরম যোগ
রহস্যের নিমিত্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ভীষের হৃদয়ে
পরমাধ্বারূপে বিদ্যাজ করলেন। তাই কুরুবংশ রক্ষা করার

জন্য তাঁর যোগমাতার দ্বারা তিনি উত্তরার বর্জ আকৃত
করলেন। হে শৌনক, যদিও অশ্বখামা কর্তৃক নির্ধিকৃত
ব্রহ্মাণ্ড ছিল অব্যর্থ এবং অনিবার্য, তথাপি শ্রীবিষ্ণু
(শ্রীকৃষ্ণের) তেজের দ্বারা প্রতিভূত হওয়াতে তা
সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় এবং ব্যর্থ হল। হে ব্রাহ্মণগণ, যে
আশ্চর্যম্বর ও অদ্যুত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মাদারশক্তির
দ্বারা এই ভক্ত জগতের সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও
ক্ষয় করেন এবং যিনি প্রাকৃত জগদ্রহিত, তাঁর পক্ষে
এই ব্রহ্মাণ্ড প্রশমন-কার্য বিশেষ নিম্নতর বলে মনে
করেন না। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের তেজ থেকে মুক্ত হয়ে
কুরুভক্ত সাগী কুন্তী তাঁর পতনপূর এবং দ্রৌপদীসহ
একযোগে শ্রীকৃষ্ণের ত্বক করছে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ
তখন দ্বারকার অতিমুখে পমনোদ্যত হলেন।”

শ্রীমতী কুন্তীদেবী বললেন—“হে কৃষ্ণ, আমি
তোমাকে আমার সন্তান প্রসূতি নিবেদন করি। কারণ তুমি
আমি পুরুষ এবং জন্ম প্রকৃতির সমস্ত গুণের অধীশ্বর।
তুমি সকলের অন্তরে ও বাহিরে অগমিত, তথাপি
তোমাকে কেউ দেখতে পার না। তুমি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের
অধীশ্বর, তুমি যারূপা যবনিকার দ্বারা আচ্ছাদিত, অব্যক্ত
ও অদ্যুত। হৃদয়টি যেমন অভিনেতার সাক্ষে সঙ্কীর্ণ
নির্ভীকে দেখে সাধারণত চিনতে পারে না, তেমনই তুমি
ব্যক্তির তোমাকে দেখতে পার না। পরমার্থের পক্ষে
উন্নত পরমহংসদের, মুনিদের এবং জড় ও চেতনের
পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাদের অন্তর নির্জন
হয়েছে, তাঁদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিবোধ-বিজ্ঞানে
বিকলিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ কর। তাহলে
আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে সম্মানরূপে
জানতে পারবে। বসুদেবভট্ট, দেবকীমন্ডন, গোপদাজ
বংশের পুত্র এবং গাভী ও ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দদায়ক
পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার আমার সন্তান প্রসূতি
নিবেদন করি।”

“হে পরমেশ্বর, তোমার উদয়-কোস্তের নভিভেল
পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, পলদেশে পদের দ্বারা নিয়ত
শোভিত, তোমার সৃষ্টিপাত পদেব মতো চিত্ত এবং
পাদদ্বয় পদ চিহ্নিত, তোমাকে আনন্দ সন্তান প্রসূতি
নিবেদন করি। হে হৃদীকেশ, সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি
ও সর্বেশ্বরেশ্বর, তোমার জননী দেবকীকে স্বর্গপরাণ

ক'সে দীর্ঘকাল যাবৎ কল্যাণকর করে রাখতে তিনি পোকে অভিভূত হলে তুমি তাঁকে কারাদণ্ড করেছিলে, তেমনই তুমি আমাকে এবং আমার পুত্রদের খাতিয়ে বিপন্নরাশি থেকে মুক্ত করেছ। হে কৃষ্ণ, পরমেশ্বর শ্রীহরি। বিষ্ণু, ব্রহ্মা আদি, নরনাথক কাকাস, পাণচজ্ঞানময় সভা, কনকাসের দুঃখ কষ্ট থেকে, এবং হুড়ে বহু প্রহরপ্রবীর প্রাপ্যমাত্রী বহুসমূহ থেকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ করেছ। আর এখন অশ্বখামার ব্রহ্মাণ্ড থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করলে। হে জগদীশ্বর, আমি কামনা করি যেন সেই সমস্ত সফট করে খাতিয়ে উপস্থিত হয়, যাহতে যারে যারে আমরা তোমাকে বর্জন করতে পারি। কারণ তোমাকে বর্জন করলেই আমাদের আর জ্ঞান-মুক্তির চক্রে আবর্তিত হতে হবে না ও এই সংসার চক্রে বর্জন করতে হবে না। হে পরমেশ্বর, যীশু জড় আশঙ্কিত হলে, তুমি মহাজেই তাদের গোচরীভূত হও। আর হে ব্যক্তি জড়জাগতিক প্রথিতপন্থী এবং সমস্ত কুলোভূত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্য, উচ্চ শিক্ষা, সৈনিক সৌন্দর্য নিয়ে আপন উন্নতি করতে সচেষ্ট, সে ঐকান্তিক অবসরকালে তোমার কাছে আসতে পারে না। জড় বিবর্তে তারা সম্পূর্ণভাবে নিম্ন, তুমি সেই অস্তিত্বনয়নের সম্পন্ন। তুমি প্রকৃতির ওপরে কিম্বা-প্রতিক্রিয়ার অতীত। তুমি সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব এবং তাই তুমি সর্বপ্রকার কল্যাণ-খাসনা রহিত হয়ে প্রলাভ এবং মুক্তি লাভে সমর্থ। আমি তোমাকে আমার সমস্ত শ্রুতি নিবেদন করি। হে পরমেশ্বর, আমি মনে করি যে তুমি নিত্যকালকাল, পরম নিমজ, আদি ও অন্তিম এবং সর্বব্যাপ্ত। তুমি সমস্তের সমস্তের প্রতি চেয়েই কল্যাণ বিতরণ কর। পরম্পরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের কালে জীবের মধ্যে কলহ হয়। হে পরমেশ্বর, তোমার অপ্রাকৃত লীলা কেউই বুঝতে পারে না, যা জগতচক্রে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতো যার মতে হয় এবং তাই তা বিদ্বেষজনক। কেউই তোমার বিবেক কৃপার অথবা বিবেকের পাত্র নয়। মানুষ কেবল অজ্ঞানবশত মনে করে যে তুমি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। হে শিক্ষা, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কর, তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত এবং সমস্তের পরমাত্রা হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানগ্রহণ কর। তুমি গণ, মানুষ, অবি এবং জগতের কুলে অবতরণ কর। স্পষ্টতই এ সমস্ত অজ্ঞাত

বিমোহিতকর। হে কৃষ্ণ, দরিদ্রতা ভয় করার অপরোধে মহাদেব এক তোমাকে বর্জন করার জন্য রক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তখন তোমার নয়ন অশ্রুর দ্বারা স্নানিত হয়েছিল এবং তা তোমার নয়নের অঙ্গন বিবর্তিত করেছিল। আর ভয়েরও ভয়বশত তুমি তখন ভয়ে ভীত হয়েছিলে। তোমার সেই অবস্থা আমার কাছে এখনও বিমোহিতকর। কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের হইমরহিত করার জন্য অজ্ঞ জগতগ্রহণ করেছে এবং কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয়ভক্ত যদু প্রামাণ্য বিধানের জন্য তুমি জগতরহিত হওয়া সত্ত্বেও কুলে শে জগতগ্রহণ করেছ। সবার পর্বতের বন বৃক্ষের জন্য যেমন সেখানে চক্ষু বৃক্ষের জন্য হয়, তেমনই তুমি মহারাজ যদু বংশে জগতগ্রহণ করেছ। অন্য কেউ কেউ বলেন যে হসুবেব এবং সেখানী তোমার কাছে প্রার্থনা করার তুমি তাঁদের পুত্ররূপে জগতগ্রহণ করেছ। নিঃসন্দেহে তুমি প্রাকৃত জগতরহিত, তথ্যনি তুমি তাঁদের প্রকল সাধনের জন্য এবং সেখানবীরী অসুরদের সংহার করার জন্য জগতগ্রহণ করেছ। অন্যেরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানায়, আর তাই তুমি সেই ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। আমার অন্ত আরও অনেক বলেন যে অনিয়মিত কাম এবং কর্মের বন্ধনে অবস্থ জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্ভাগ্যভক্ত বহুজীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই জগৎ, স্বরূপ, মর্মে আদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে। হে শ্রীকৃষ্ণ, যীশু তোমার অপ্রাকৃত চরিত-কর্ম নিত্যরূপে প্রকাশ করেন, কীর্তন করেন, স্বরূপ করেন এবং অধিরা উচ্চারণ করেন অথবা অন্যে তা করলে অনশ্রিত হয়, তাঁর অবশ্যই তোমার শ্রীপাদপঙ্কজ অধিরেই বর্জন করতে পারেন, যা একমাত্র জ্ঞান-মুক্তির প্রকৃতক নিবৃত্ত করতে পারে। হে প্রভু, তুমি তোমার সমস্ত কর্তব্য স্বয়ং সম্পাদন করেছ। যদিও আমরা সর্বতোভাবে তোমার কৃপার উপর নির্ভরশীল এবং তুমি জড় আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই এবং যখন সমস্ত প্রজাতির আশ্রয়ের প্রতি বিবেচনায়, সেই অবস্থার

তুমি কি জড় আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? জীবাত্মার প্রাণ হটলেই যেমন কোন দেহের নাম ও রূপ শেষ হয়ে যায়, তেমনই তুমি যদি আমাদের না দেখে তাহলে আমাদের সমস্ত রূপ ও কীর্তি পাণ্ডব এবং বনুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। হে পদাধব (শ্রীকৃষ্ণ), আমাদের রাজ্য এখন তোমার শ্রীপাদপঙ্কজের সুলক্ষণযুক্ত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে গেছে লাগে, কিন্তু তুমি চলে গেলে আর তেমন শোভা পাবে না। এই সমস্ত জনপদ সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, কারণ প্রভুত পরিমাণে শস্য ও ঔষধি উৎপন্ন হচ্ছে, বৃক্ষসমূহ পরিপক্ব ফলে পূর্ণ হয়েছে, নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে, গিরিসমূহ ধাতুতে পূর্ণ হয়েছে এবং সমস্ত সম্পদে পূর্ণ হয়েছে। আর এ সবই হয়েছে সেগুলির উপর তোমার ওত পুটিপাতের বলে। হে জগদীশ্বর, হে সর্বভাবী, হে বিশ্বরূপ, দয়াকর তুমি আমার জগদীশ্বর-বর্জন, পাণ্ডব এবং যাদবদের প্রতি গভীর ক্ষেপে বর্জন দ্বিষ্ট করে দাও। হে যদুপতি, নন্দ যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্র অতিমুখে প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার একমুখি মতি যেন নিত্যরূপে তোমাকেই আকৃষ্ট হয়। হে শ্রীকৃষ্ণ, হে জর্জুরের সখা, হে বৃক্ষসমূহের, পৃথিবীতে উৎপাতবরী রাজন্যবর্গের তুমি হিন্দুশাসক। তুমি আমার দীর্ঘ, তুমি গোলোকাদিপতি। গাতী, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের পুণ্য দূর করার জন্য তুমি অবতরণ কর। তুমি রোগেশ্বর, জগৎগুরু, সর্বলভিমান ভগবান এবং তোমাকে আমি বারবার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীমত গোদারী বলেন—“পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সুনির্বাচিত পক্ষমালার দ্বারা রচিত কৃষ্ণদেবীর স্তোত্র এইভাবে প্রবণ করে যদু হ্যসলেন। সেই যদি তাঁর যোগেশ্বরের মতোই ছিল

মনোমুগ্ধকর। শ্রীমতী কৃষ্ণদেবীর প্রার্থনা এইভাবে প্রবণ করে পরমেশ্বর ভগবান পরে ইতিহাসপুস্তকের প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক অন্যান্য মহিমান্বিত তাঁর বিদ্যারের কথা জানালেন। কিন্তু তিনি গম্যমান্য হলে মহাবাহু যুগিতির তাঁকে প্রেমভরে অনুসরণ করে নিবারণ করলেন। ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং অকুতোভয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস আদি শাস্ত্রসমূহের প্রমাণ উল্লেখপূর্বক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও শোকসন্তপ্ত মহারাজ যুগিতির পান্থি পেলেন না।

হে মুনিপণ, বর্নপুর মহারাজ যুগিতির তাঁর জগদীশ্বর ও বনুবর্গের মৃত্যুতে সাধারণ জাগতিক মানুষের মতো শোকভিত্ত হইয়াছিলেন এক, এইভাবে মেহ ও মোহের কলীভূত হয়ে তিনি কলতে গেলেন, “হায়! আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। আমার হৃদয় গভীর অজ্ঞানতার আচ্ছন্ন। এই দেখ, যা অবশেষে অন্যের ভুল, তারই জন্য আমি বহু কষ্ট, যা অকৌতুকী সের বহু করেছি। আমি বহু কলক, ব্রাহ্মণ, সুহন, সখা, শিষ্য, গুরুজন এবং প্রাণেশ্বর বহু করেছি। তাই এই সমস্ত পাপের ফলে আমার জন্য যে নরক বাস আসন্ন, লক লক বহু জীবিত থাকলেও তা থেকে আমার মুক্তি হবে না। ন্যায়সমস্ত কারণে প্রজাপালক রাজা শত্রু যম করলে, কোন পাপ হয় না। কিন্তু শত্রুর এই সমস্ত অনুশাসন আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমি ব্রীহদ্রথের বহু পতি ও বান্ধবকে হন করেছি এবং এইভাবে আমি এতই শত্রুতর সৃষ্টি করেছি যে জড়জাগতিক কল্যাণ সাধনের দ্বারা তা অপনোদন করা সম্ভব নয়। কর্মের দ্বারা যেমন কর্মফল ফল পরিত্রাণ করা যায় না অথবা সুবার দ্বারা যেমন সুখ-কলিত পাত্র পবিত্র করা যায় না, তেমনই যখন পণ্ডব করে নরহত্যাকর্মিত পাপও রেখে যায় না।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ

শ্রীমুখ গোবর্ধী বলিলেন—“কৃষ্ণদেবের কপালে বসে
এক হস্তে কমান জন্য ভীষ্ম হস্তে যুধিষ্ঠির মহারাজ
অত্যন্ত ধর্মতত্ত্ব আনন্দ জানে সেই মুহূর্ত্তেই গমন
করলেন। সেখানে ভীষ্মদেব শরণার্থ্যে শান্তি হয়ে
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সমস্ত
অস্ত্র বর্শনসময়ে সজ্জিত উত্তম অস্ত্রের সন্নিবিষ্ট অস্ত্র
সুন্দর সুন্দর রূপে আয়োজন করে তাঁর অনুগমন করলেন।
ভীষ্মের সঙ্গে ব্যাসদেব, গাণ্ডারীর দ্বন্দ্ব পুরোহিত
বোমার মধ্যে অবস্থা একে অন্যের ছিল।”

“হে বিদর্ভ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের
সঙ্গে একটি রথে চড়ে তাঁদের অনুগমন করলেন।
এইভাবে যুধিষ্ঠির হস্তে অস্ত্রের অস্ত্রের অস্ত্রের
বলে মনে হয়ে লাগল, ঠিক যেমন কৃষ্ণের পৃথক
আদি সঙ্গী পরিবৃত্ত অবস্থায় মনে হয়। অকস্মৎ
থেকে বিদ্যুৎ এক দৈত্যের মতো তাঁকে (ভীষ্মদেবকে)
ভূমিতে সারিত মেঘে পাতলায় যুধিষ্ঠির তাঁর অন্ত
আত্মায় এক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে
প্রতি নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর
হতে তিনি ছিলেন প্রথম, সেই ভীষ্মদেবকে সর্পি
করায় কপালে সমস্ত মহাবীর, অর্থাৎ সমস্তে বিদ্য
কৌরব, দ্রুপদ ও রাজর্ষিগণ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।
সেখানে পর্বতমুনি, নারদমুনি, বৌদ্ধ, ভগবানভার
কালদেব কৃষ্ণ, ভগবান, পরমেশ্বর ও তাঁর শিবাব্দ,
বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, বিদ্য, পুংসম, অসিত, ককীমান,
গৌতম, অগ্নি, বৈশিষ্ট্য এবং সুকর্ণের মধ্যে মহান মুনি-
জ্ঞান উপস্থিত ছিলেন।”

“হে রাজপুত্র, একই ভাবেই অগ্নি অমল পরমেশ্বর
এক কপাল ও অগ্নির প্রথম যুগ্মে তাঁদের মিত্র নিজ
শিবা পরিবৃত্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।
অর্জুনকে, বৈশম্য-পার অনুসারে সর্ব সম্প্রদায়
দেব, অগ্নি-প্রভৃতি ভীষ্মদেব সেই সমস্ত মহাবীরগণ
কর্ণের সেখানে উপস্থিত মেঘে বসাবতীরে তাঁদের

স্বাগত জ্ঞাপন করেছিলেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ
প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অর্পিত হয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর
অস্ত্রের শক্তিতে নিজ অস্ত্রের বরুণ প্রকাশিত করে
ছিলেন। সেই পরমেশ্বরই ভীষ্মদেবকে সমস্ত উপস্থিতি
ছিল এবং যেহেতু ভীষ্মদেব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অসন্ত
তাই তিনি স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সূচনা করলেন।
মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রেরা তাঁদের মরণোন্মুখ নিত্যমুহুর
প্রতি প্রীতিবশত অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে কাছেই
বসেছিলেন। তাই সেখানে ভীষ্মদেব ভগবান ভীষ্মের
অভিলক্ষণ জানালেন। তাঁদের প্রতি প্রীতি এবং সেখানে
বসে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর চোখে
ভীষ্মদেবের অঙ্গ দেখা গেল।”

ভীষ্মদেব বললেন—“হায়, সত্যই কর্মের পুর হওয়ার
কালে তোমরা কী ভীষণ কৃষ্ণ-কর্ম এবং কী ভীষণ অন্যায়
আচরণ ভোগ করছ। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় মধ্যে
তোমাদের জীবিত থাকার কথা নয়, তবুও ভ্রমণ, ভগবান
এক কর্মের দ্বারা তোমরা সুরক্ষিত হয়েছিল। মহাবীর
পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আমার পুত্রবধু কুন্তী কন্য নিত্য-
সন্তানদিগকে বিধবা ছা, এক সেইজন্যই কৃষ্ণ কষ্ট তিনি
ভোগ করেন। আর বসন্ত প্রায়ই বড় হয়ে উঠলে,
তখনও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে প্রভুত কৃষ্ণ-
কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। আমার মতে, এই সবই
বটেই অনিবার্য কালের প্রভাবে, যাঁর দ্বারা প্রতিটি প্রহর
প্রতিটি জীব নিয়ন্ত্রিত হয়ে, ঠিক যেমন মেঘরাশি বায়ুর
দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে। অনিবার্য কালের প্রভাবে কি
অনুভূত। এই প্রকার অশ্রুবির্ভর—আ না মনে, ধর্মপুত্র
রাজা যুধিষ্ঠির বেথানে, গঙ্গাবতী মহাবীরগণ ভীষ্মদেব ও
পশ্চিমালী অত্র গাণ্ডারী মহাবীরের অর্জুন সেখানে,
এক সর্বোপরি পাণ্ডবের সাক্ষ্য সুকল পরমেশ্বর ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ সেখানে, সেখানে প্রতিকূল্য হয় কি করে।”

“হে রাজপুত্র, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা
কেউই জানতে পারে না। এমনকি, মহান দর্শনিকগণও

কিন্তু অনুসন্ধিৎসার সহকারে নিরোজিত থেকেও কেউই
বিস্তারিত হন। হে ভগবানশ্রীকৃষ্ণ (যুধিষ্ঠির), আমি তাই
মনে করি যে এ সবই পরমেশ্বর ভগবানের সর্বত্রের
অনুভূত। পরমেশ্বর ভগবানের অশ্রুচিহ্ন সর্বত্রেরই সাক্ষ্য
করা নিয়ে তোমাকে তা অবশ্যই মনে চলাতে হবে।
তুমি এখন সর্বত্র প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছ যে
নাথ, এখন দায় অন্যায় হয়েছ, সেই সব প্রজাদের কথা
এখন ভেবেচিন্তে নিতে হবে। এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষ্য অচিরে
আদি পুরুষ। তিনি আমি মনোহর, পরম প্রভু। কিন্তু
তিনি তাঁর নিজের সন্ত মনোহর প্রভাবে আমাদের
মুগ্ধ করে যুধিষ্ঠিরেরই একজনকে সঙ্গে হয়ে তাঁদের
মাঝে বিভ্রম করছেন। হে রাজপুত্র, শিব, দেবর্ষি নারদ
এক ভগবানভার কণ্ঠস্বর আদি সর্বত্রই সাক্ষ্য
সম্পূর্ণের মাধ্যমে তাঁর অশ্রু নিম্নে মহিমাভক্তি সহজে
অবশ্য। হে রাজপুত্র, সত্যই মোদের মধ্যে যাঁকে
ভোমরা ভোমাদের মাতুল-পুত্র, অশ্রু বশিষ্ঠ বধু,
ওতকল্যে, অজ্ঞানতা, সূত্র, হিতকারী, সাবধী ইত্যাদি
বলে মনে করেছ, তিনিই হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অত্র-ও পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার
জন্য তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সর্বত্রের
প্রতি সমভাবে করুণাশীল, ভোগবুদ্ধিজনিত অভিমতশূন্য
এক সর্বত্র প্রকার অসম্ভববিশিষ্ট। তাই তিনি যা করেন,
তা সবই ক্ষম বিচারশূন্য। তিনি সমস্তাবশ্য পুরুষ।
সকলের প্রতি সমবশী হওয়া সম্বন্ধে তিনি আমার
জীবনের অগ্রিম সম্বন্ধে কৃপা করে আমাকে সর্পি দিতে
এসেছেন, কারণ আমি তাঁর ঐকান্তিক সেবক।
অর্জুনসম্বন্ধিত চিন্তে যে ভগবান তাঁর ভাবে অর্পিত হয়ে
তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি তাঁদের জড়দেহে ভগবান
সময় কর্মের বন্ধ থেকে মুক্ত করেন। আমার প্রভু তিনি
চতুর্ভুজ এবং তাঁর বদনকমল সর্বোচ্চ সূর্যের মতো
রশ্মি মেঘ ও প্রকৃত হৃদয়ের দ্বারা সূর্যোদিত, তিনি কৃপা
করে আমার এই জড়দেহে পরিভ্রমের সুখের আমার জন্য
প্রতীক্ষা করেন।”

শ্রীমুখ গোবর্ধী বললেন—“ভীষ্মদেবের সেই
সম্প্রদায়ী কল্য ঐকল করে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত মহান
অধিবীরের সমস্ত শরণার্থ্যার্থী ভীষ্মদেবের কাছে ধর্ম-
বিষয়ক বিভিন্ন কর্তব্যকর্মাদির অচালাপ্য নীতি নিহা

সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। মহারাজ
যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধিৎসার ভীষ্মদেব প্রথম মানুষের
জীবনের স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত কর্ম এবং
আত্মার বিভ্রমের সাক্ষ্য বিদ্যুত করলেন। তারপর তিনি
মহাবীরের সুই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে অনাসক্তির
প্রতিরোধী ক্রিয়া এবং আসক্তির অস্ত্রক্রিয়ার বর্ণনা
করলেন। তারপর তিনি বিভ্রম অনুসারে দানধর্ম, ব্রতধর্ম
এক মোক্ষধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। তারপর তিনি
শ্রীলোক এবং ভক্তদের কর্তব্যকর্মাদি সংশ্লিষ্ট এবং
নিয়ন্ত্রিত কৃত্যবোধ বর্ণনা করলেন। হে কবি, তারপর
ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষভার উপায়াদি ব্যাপ্যক
কর্ম প্রসঙ্গে ভগবান ভীষ্মদেব ইতিহাস থেকে দূরীভূত
উদ্বেগ করে বিভিন্ন কর্ম এক অস্ত্রের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে
বিস্তারিত করেছিলেন। বসন্ত যুধিষ্ঠির কর্তব্য-কর্মের
বিষয়ে ভীষ্মদেব উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূর্যের পশ্চিম
উত্তর গোলাবর্তে অভিমুখী হন। সিন্ধবোণীরা বীর
উত্তম ইচ্ছাশীল মৃত্যুপ্রসন্ন করতে চান, তাঁর এই বিশেষ
সময়টির অভিল্যব করে থাকেন। অবিলম্বে সেই
কালটি, যিনি সমস্ত অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ
দিচ্ছেন, যিনি সমস্ত সমস্ত রণসময়ে সঙ্গ্রাম করেছিলেন
এক সমস্ত সমস্ত মানুষকে দমন করেছিলেন, তিনি বাক্য
সেই কলমে এবং সমস্ত কলম থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত
হয়ে সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর মন প্রত্যাহার করে নিলেন,
তাঁর মন-সম্বন্ধে যে বীষ্ণুর উচ্ছল নীতদমনধারী
চতুর্ভুজ আদি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে
ছিলেন, তাঁর দিকে তখন প্রসারিত নির্মিতের কৃষ্টি নিবৃত্ত
করে গিয়েছেন। নিম্নে যাঁর চর হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
সর্পি গর্ত কলম কলম তিনি চতুর্ভুজ সমস্ত অস্ত্র
বিষয় থেকে ভগবান মুক্ত হলেন এবং শরণার্থ্যে গাণ্ড
সমস্ত নৈতিক বৈশ্যের উপলব্ধ হল। এইভাবে তাঁর
ইচ্ছাশীল বাহ্যিক কার্যকলাপ ভগবান কলম হয়ে
গিয়েছিল এবং তিনি তাঁর জড়দেহে পরিভ্রমের সময়
সমস্ত জীবে নিঃসৃত অস্ত্রের অস্ত্রের ভব করতে
লাগলেন।”

ভীষ্মদেব বললেন—“আমরা ঠিক, অনুভূতি এবং
ইচ্ছা, যা প্রথম বিভিন্ন বিষয় এবং যুধিষ্ঠির কর্তব্যে
নিরোজিত ছিল, তা এখন সর্বোচ্চ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে

বিনিযুক্ত হোক। তিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত, কিন্তু কখনো কখনো ভক্তকুলশ্রেষ্ঠ-রূপে তিনি এই ছড় ভগ্নতে অবতরণ করে অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও এই ক্ষণ জগৎ তাঁর থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল) মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, উজ্জ্বল এবং সুশোভিত বর্ণযুক্ত, সূর্যকিরণের মতো নির্মল বীণ বসনে সজ্জিত এবং কুচিত্তে কেন্দ্রবিন্দু আকৃতি সুবর্ণময় সমাধিত নিম্ন নরীয়াধারী এই অর্জুন-সম্মান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার কর্তব্য-সামান্যহিত চিন্তাবৃত্তি আসক্তি লাভ করুক। যুদ্ধক্ষেত্রে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব কণ্ঠ অর্জুনের রণের সারথি হয়েছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের আল্লালিখিত কেশরাশি অথবা পুরোশ্চিত্র হুঁসির দ্বারা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল এবং পান্ডবের কলে তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্ষিত হয়েছিল। তাঁর এই সমস্ত শোভা আমার তীক্ষ্ণ শরীরের অতীতকালী দ্বারা প্রসঞ্চিত হয়ে তাঁর উপভোগ্য হয়েছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত বাক্তি হোক। অর্জুনের জ্ঞানেশ পান্ডবের তাঁর সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এবং দুর্যোধনের সৈন্যদের মাঝখানে তাঁর রণটি নিয়ে নিয়েছিলেন এবং তখন সেখানে তাঁর কৃপা-কটাক্ষের দ্বারা নিম্ন লোকের আনন্দ হরণ করে দিলেন। পরন্তু দিকে শুদ্ধান্তে তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই রূপ সঞ্চিত হল। আমার চিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক। কুরুক্ষেত্র বৃহৎ সেনাবাহিনীর মুখমণ্ডল এবং সেই সেনাবাহিনীর অপ্রচলিত স্বজন বীরপুরুষের মর্দন করে আশ্রিত অজ্ঞানের মতো কপূরিত বুদ্ধির প্রভাবে অর্জুন যখন মরে করেছিলেন যে আত্মীয়-বন্ধনের বিচ্ছেদ করে তাঁর পাশ ছেঁবে, তখন অপ্রাকৃত জ্ঞান হার করে তিনি সেই অজ্ঞানজন্য মর করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানানুগত আমার অসংকল্পিত বিশ্ব হোক। আমার অভিল্যাপ পূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও রথ থেকে নেমে এসে রথের চাকা তুলে নিয়েছিলেন এবং হস্তিক বধ করার জন্য প্রবল বেগে ধাবমান সিংহের মতো পৃথিবী কম্পিত করে তিনি আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর উজ্জীর্ণখানিক তাঁর শরীর থেকে পথ পড়ে গিয়েছিল। রণক্ষেত্রে আমার তীক্ষ্ণ শর অত-বিকৃত হয়ে বিকৃত রূপ দিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে জেত রাণাবিত হয়ে

আমাকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে আমার দিকে ছুটে এসেছে, সেই যুদ্ধিসাতা ভগবান মুকুট পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার পরম ষড়ি হোক। যুদ্ধের সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার ঐক্য সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হোক। মর্দন হস্তে চাকু এবং বাহু হস্তে অশ্ব-কল্যাণারী সর্ব উপরে অর্জুনের মাথার রক্তাক্তরী সারথিকণে শোভমান শ্রীকৃষ্ণ আমি আমার চিত্ত একাগ্র করছি। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁকে যাত্রা মর্দন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর সর্বশেষে তাঁদের করুণ প্রাপ্ত হয়েছিল। আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক, তাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি, মধুর হাস্য এবং প্রেমপূর্ণ ঈশ্বর ব্রজগোপিকাদের আকর্ষণ করেছিল। (সামন্ত্য থেকে তাঁর অভ্যর্থিত হওবার পর) ব্রজগোপিকারা তাঁর নিঃসহ উল্লাসকে হয়ে তাঁর গমনভঙ্গি ও বিকৃত কার্যকলাপের অনুকরণ করেছিলেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধির রাজসূর বজ্র সমস্ত মুনি, অধি এবং শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মহান সমাবেশ হয়েছিল এবং সেই ক্ষুদ্র শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবানরূপে সকলের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। আমি তা প্রত্যক্ষভাবে মর্দন করেছিলাম এবং তাঁর চরণ আমার চিত্ত নিবদ্ধ করার জন্য আমি সেই ধর্মের স্বরণ করছি। এখন আমি পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে আমার সমস্ত উপহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা করতে পারি, কারণ তাঁর সহকে আমার দৈত্যভাবের সমস্ত মোহ এখন দূর হয়ে গেছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে, এমনকি মনোবাহীদের হৃদয়ে পর্যন্ত বিরাজ করেন। সূর্য তির তির ভাবে প্রতিভাত হলেও সূর্য একটাই।”

সূত গোষাণী বললেন—“এইভাবে তীর্থসেব তাঁর মন, কল ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা তাঁর চেতনাকে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আনিষ্ট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অজ্ঞান পান্ডবকে শ্রীভীষ্মের মিলিত হয়েছেন যেখানে সেখানে উপহিত সকলে দ্বিবারমানে পাণ্ডবের মতো বৈদ্যভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর অর্জুন সেবতাবল এবং মর্দনের মনোব্রজ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সুশ্রুতি ধ্যান করলেন। সং প্রকৃতির রাজসূর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রস্তুত করলেন এবং আকাশ থেকে পূর্ণাবৃত্তি হতে লাগল।”

“হে কুরুক্ষেত্রিক (শৌর্য), তীর্থসেবের মৃতদেহের

অভ্যর্থিত্য সম্পাদন করে মহারাষ্ট্র যুদ্ধির কণিকের জন্য দ্রুত অভ্যর্থিত হলেন। সন্তুষ্ট মহাবিশ্ব গুপ্ত সৈনিক মন্ত্বে দ্বারা সেখানে উপহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। অতঃপর মহারাষ্ট্র যুদ্ধির অর্চিবৈ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করে তাঁর জ্যেষ্ঠভাত

দুত্তরাষ্ট্র ও তাতপত্নী তপস্বিনী দ্বাদ্বাদীকে সাধনা দিয়েছিলেন। তারপর মহান ধর্মরাজ যুদ্ধির জ্যেষ্ঠভাত দুত্তরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি অনুসারে ধর্মের বিধান ও রাজকীর্তি নীতি-নিয়মাদি কঠোবভাবে পালন করে তাঁর নিত্য-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।”



দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা

শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করলেন—“তাঁর নামা উত্তরাধিকার অপরোপকারী এবং নামপ্রকার অনিষ্ট সাধনকারী পত্রসিদ্ধকে অনুজ্ঞা করে মহারাজর রথ করে ধর্মিকপ্রণয় রাজা যুদ্ধির কিভাবে তাঁর রাজ্য শাসন করেছিলেন? অতঃপর তিনি কৃষ্ণদ্বারা চিত্তে তাঁর রাজ্য ভোগ করতে পারেননি।”

সূত গোষাণী বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত জগতের পালনকর্তা, জ্যোতির্গুণ পাবনালে নিঃশেষিত কুরুক্ষেত্র পুনঃস্থাপিত করে এবং যুদ্ধিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে প্রসন্ন চিত্ত হয়েছিলেন। তীর্থসেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করে মহারাষ্ট্র যুদ্ধির মোহদূর হয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রমে তাঁর অনুগ্রহী অনুজগণসহ ইন্দ্রের মতো সমাগরা পৃথিবী পালন করেছিলেন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধির রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রহরজন মতো যৎসং করিবর্ষণ করত এবং পৃথিবী মানুষের সমস্ত প্রয়োজনই পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করত। দুঃখবতী প্রফুল্লময়্য প্রাণীদের স্বর্গত জ্ঞন থেকে কবিত শূন্য গোচারণাভূমি নিভ হত। মদী, সাগর, বৃক্ষ ও লতা সমাধিত পর্বতসমূহ, শস্য, ওষধি যুদ্ধির মহারাষ্ট্রের রাজ্যে প্রতি ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান করত।

অজ্ঞাতপত্র যুদ্ধির রাজত্বকালে কখনো জেত প্রাণীদের আধ্যাত্মিক, আধিত্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক ত্রেণ, কোনরকম ক্ষয়কষ্ট, রোগ-বন্ত্রণা এবং শীতোষ্ণাদিজনিত কষ্ট ছিল না। পাতবদের শোক জননোদনের জন্য এবং ভগিনী সূতপ্রার প্রীতি কলমার শ্রীহরি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যান হস্তিনাপুরে অবস্থান করেছিলেন।”

“পরে পরমেশ্বর ভগবান দ্বারার অনুমতি চাইলেন এবং মহারাষ্ট্র অনুমতি দিলেন, তখন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহারাষ্ট্র যুদ্ধির চরণে প্রণত হয়ে ব্রজা নিবেদন করলেন এবং মহারাষ্ট্র তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তারপর পরমেশ্বর অন্যান্য সকলেরও আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে এক ভাষণে অভিযমন গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন। তখন সূতপ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা, গান্ধারী, দুত্তরাষ্ট্র, দুবৎস, কৃপাচার্য, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, ধৌম্য এবং সত্যবতী সকলেই শাস্ত্রধর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিবহ সম্মত করতেন যে গেয়ে শোকে দুঃখময় হয়ে পড়েন। সাধুসক প্রভারে বুদ্ধিমান ব্যক্তির একবার মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানকে উপাস্তি করার ফলে বিধর্মী অসং সন ত্যাগ করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা থেকে মুহর্তের জন্যও নিবৃত্ত হতে পারেন না, তাহলে পাতবেরা, বীরা

ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা ভগবানের দর্শন, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ ও একত্রে অহরহ করেছিলেন, কি করে তাঁদের পাশে তাঁর বিহীন সন্ধ্যা করা সম্ভব? তাঁদের সর্বদা হৃদয় প্রেমপাশে আবদ্ধ হয়ে বিপ্লবিত হচ্ছিল। তাঁরা অগণক নেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন, এবং হৃৎকণ্ঠে করে ইতস্তত করে কেঁদেছিলেন। কেন্দ্রীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদ থেকে বহন করে নিয়ে এলেন, তখন অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু আত্মীয় স্বজনগণের নরন অকস্মিক হইলো, কিন্তু যাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণের ঘাটে কোনরকম অসুস্থতা না হয়, সেইজন্য তাঁরা বসে বসে তাঁদের বিপ্লবিত হৃৎকণ্ঠে করে কেঁদেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহন হস্তিনাপুর থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ, মঙ্গড়া, ধুপুড়ী, আনক, মৃদুভি এবং নান্ন রকমের বাদ্য, বীণা, গোমুখ ও ভেরী আদি সমস্ত কদম্ব এক সাথে হাজতে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার বাসনায় কুরুরাজবংশীয় লক্ষ্মণপ্রাসাদ-দ্বীপে আরোহণ করে অনুগাণ ও লক্ষ্মণপ্রাসাদে স্থিতহাস্যমুখ হয়ে তাঁকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব সবার মনোযোগে এবং চিত্তে অর্জিত হইল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মৃত্যুশাসনভিত্তিক ও রক্তিমিত্তিক দণ্ডবৃত্ত হেতু হইয়া ধারণ করলেন। উভয় ও সাত্যকি প্রতি চরিত্রের চারদ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে বন্দন করতে লাগলেন, এবং মধুপতিগণে পরমেশ্বর ভগবান কুসুমাকীর্ণ আসনে উপবিষ্ট হয়ে পথ চলেতে চলেতে তাঁদের সিন্ধু দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উচ্চারিত আশীর্বাদ-জনি সর্বদা শোনা যেতে লাগল। প্রিণ্ডপাটীত পরমেশ্বরভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার আশীর্বাদ যদিও অনুপস্থিত, কিন্তু নররূপে নীলা অভিনয়কারী ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই আশীর্বাদ ঐশ্বর্যবৃত্তি হইয়াছিল। উভয়প্রকারে দ্বারা বসিত ভগবানের অগ্নিকৃত প্রণালীর চিত্রায় মধ্য হয়ে কুরু-কুলসম্প্রদায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁদের এই আলোচনা তৈরিক মস্তকের চেহেড়া আদিক আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

তাঁরা বলেছিলেন—“ইনিই সেই আদি পুরুষোত্তম

ভগবান, যার কথা আমরা শ্রবণ করে থাকি। প্রকৃতির গুণসমূহ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে তিনিই কেবলমাত্র বিরাজমান ছিলেন এবং যেহেতু তিনিই পরমেশ্বর ভগবান, তাই কেবলমাত্র তাঁরই মধ্যে নিশাকালে নিম্না যাত্রার মতো সমস্ত জীব সঞ্চারিত হয়ে লীন হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবান পুনরায় তাঁর বিভিন্ন অংশধরন জীবনের নাম এবং রূপ প্রদান করার বাসনায়, জগৎ প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে তাদের ন্যস্ত করেন। তাঁরই শক্তির প্রভাবে, জগৎ প্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টি করার শক্তি অর্জন করেন। জীবকূলের কর্তব্য-কর্মাদি বিধান করার উদ্দেশ্যে তিনিই শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন। ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যার অপ্রাকৃত রূপ জিতেন্দ্রিয় সংযত-চিত্ত অমল্যাত্মা মহান ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিযোগের মাধ্যমে দর্শন করে থাকেন। জীবের অস্তিত্ব নির্মল ও শুদ্ধ করার সেটিই হল একমাত্র পন্থা।”

“হে সখি, ইনিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, যার আকর্ষণীয় ও গুহ্য লীলাসমূহ বৈদিক শাস্ত্রের অতি প্রচুর অংশগুলিতে তাঁর মহান ভক্তগণের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ইনিই সেই একমাত্র পুরুষ যিনি এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কার্য সাধন করে থাকেন এবং তা সত্ত্বেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। যখনই গ্রাস্তা ও শাসকবৃন্দ ভ্রমোৎপন্ন দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অধর্ম আচরণপূর্বক পতন পথে জীবন যাপন করে, তখন এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁর অপ্রাকৃত রূপে বিভিন্ন যুগে প্রকটিত হয়ে তাঁর সর্গশক্তিমান পরমশ্রুতায় বিশ্বজগতের প্রতি বিশেষ কৃপা এবং অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন আদি লীলা-বিক্রম প্রকাশ করে থাকেন। আত্মা, যদুগণ পরম মহিমায় মহিমাম্বিত এবং মধুরা সবচাইতে পুণ্যময় কেননা এই পুণ্যবাক্য লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি যার মনুষ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশবে মথুরায় বিহার করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি প্রথম আশ্চর্য্য বিহীন যে দ্বারকায় অর্পের মহিমাকেও জাহ্নিত করেছে এবং পৃথিবীর পুণ্য অসিদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। দ্বারকাবাসীরা সর্বদাই সমস্ত জীবদ্বারা আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমময় রূপ-বৈশিষ্ট্যে দর্শন করেছেন। তিনি মধুর হৃদয়ময় কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাঁদের অনুগৃহীত করেছেন।”

“হে সখিগণ, তিনি বীনের পাণ্ডিত্য করেছেন, সেই

সমস্ত পৃথিবীদেয় কথা একবার চিন্তা কর। তাঁর অধরোক্তি থেকে এখন অহরহ (চুষনের মাধ্যমে) সুখ আবাদনের জন্য নিশ্চিতভাবে পূর্ণজ্ঞানে তাঁরা কতই না রক্ত পানন, পুত্র রান, যজ্ঞহোমাদি, আর পরমেশ্বরের সমস্ত আরাধনা করেছেন। ব্রহ্মকৃষ্ণের লক্ষ্যগণ তুমি চেয়েই অনুকম্পার আশায় মৃদুবে মৃদুভাষ্য হইলেন। প্রদ্যায়, শব্দ, অর্থ, প্রমুখ সন্তানের জননী, কৃষ্ণাঙ্গী, সন্তোষা এবং জগৎকর্তার হাতে রমণীমের তিনি বলপূর্বক তাঁদের স্বরূপসত্তা থেকে হরণ করেন এবং ভৌমাসুর ও তাঁর সহস্র-সহস্র সহস্রকে নিহত করে পরে তিনি অমল্য মহিলাদেরও বলপূর্বক হরণ করেন। এই সব মহিলারা সকলেই মহিমাম্বিত। সেই সমস্ত নারীগণ নিহত অপরি ও স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও পরিভ্রমণে মহিমাম্বিত হয়েছেন। তাঁদের পতি কমলসোভনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুল্য সামগ্রী আহরণ করে উপহাররূপে প্রদানপূর্বক তাঁদের হৃদয়ের আনন্দ বর্ধন করেছেন এবং তাঁদের নিঃসঙ্গ রেখে কখনো তিনি পুত্র থেকে নিঃসঙ্গ করেন না। স্বাভাবিক ইতিহাসপুস্তকের পূর্ণনারীণ যখন এইভাবে বাত্যালাপ করছিলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি শিতহাস্যে তাঁদের গুণ্ড অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের উপরে কৃপাদৃষ্টি নিঃসরণপূর্বক মধুর পরিভ্রমণ করে চলে গেলেন। মহারাজ যুদ্ধিষ্ঠির অজ্ঞাতপুরু হইলেন, অন্যান্য নরদের

হাতে মধু আদি অসুখের পত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও অভিনয়ের আশঙ্কায় তাঁর প্রতিরক্ষার জন্য এবং প্রেমবশেও তাঁর সাথে হঠাৎ, অর্থ, রক্ত এবং পদাতিক সৈন্য সমন্বিত এক বিরাট চতুরন-বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নর্তার মেহের বেশে বিচ্ছেদ-ব্যাকুল কুন্তলমণ্ডিত পাণ্ডবেরা কল্পের পর্বত শ্রীকৃষ্ণের সহগমন করেছিলেন। তখন তাঁদের কিরে যেতে, রাজী করিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অস্তিত্ব অনুগামীদের সঙ্গে বীর দ্বারকাপূর্বীতে গমন করলেন।”

“হে ভগবান শৌর্য, অরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুনাট্যবর্তী কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, শুবসেনা, দ্বন্দ্বাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, মরুভূমি প্রদেশ এবং বারিহীন ও অল্প জনবিশিষ্ট মরুভূমি সমূহ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে ইবং পরিভ্রমণ অবস্থায় অবস্থানিত হয়ে শৌর্য ও আতীব বেশের পশ্চিমবর্তী প্রদেশ দ্বারকায় অবশেষে উপস্থিত হলেন। এই সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্য দিয়ে পতিপ্রমলকালে সেখানকার কুমারীরা অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, আরাধনা করেছিল এবং বিভিন্ন উপহার-সামগ্রী নিবেদন করেছিল। সন্ধ্যাকালে সকল কুন্ডলই পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষাৎকর্মে ধর্মীর কৃত্যসমূহ আচরণের জন্য তাঁর হৃদয় হৃদিত রাখলেন। পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যাকালে সূর্য অস্তমিত হলে নিয়মিতভাবেই তিনি এই বিধি পালন করতেন।”



একাদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ

সূত্র গোদারী কলসেন—“তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) আনন্দের সেনে (দ্বারকা) তাঁর অতি সমৃদ্ধশালী স্বজনগণের প্রান্তে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমন-কর্তব্য ঘোষণা করে যেন সেই দেশবাসীর বিধবতা প্রশমনের জন্যই তাঁর মঙ্গল-সম্মতি (পাণ্ডবজনা) ধনিত করলেন। গুহ্য স্বীকৃতিসম্পন্ন পন্থাটি

পরমেশ্বর ভগবানের করতল হাতে বিদ্যুত হয়ে তাঁর দ্বারা ধনিত হলে, তাঁর অপ্রাকৃত অধবোক্তের স্পর্শে সেটি রক্তিম হইয়া উঠেছিল। তখন মনে হইল, একটি শুভ রাজহংস যেন রক্তিমাক্ত কমলসোভনের মণ্ডল মধ্যে উভয়বে বোলা করছে। সংস্রবের মহাভয় বিনাশক সেই স্বা-

মিনার তলে, সকল ভক্তবৎসল ভগবান প্রজ্ঞানের এই প্রকার অভিনন্দনবাক্যসমূহ শ্রবণ করে সহর্ষে তাঁর চিত্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা কৃপা বিস্তার করতে করতে হারক নগরীতে প্রবেশ করলেন। নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী বেল নাগেশ্বর দ্বারা সুবাসিত, তেমনই হারক নগরী শ্রীকৃষ্ণের মহোৎসবালী মধু, ভোজ, স্নান, অর্ঘ্য, কুসুম, অক্ষত ও বৃক্ষিণের দ্বারা সুবাসিত ছিল। হারক নগরী সমস্ত ভক্তের সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পরিষ্কৃত কৃষ্ণ ও লাল, আদ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল। পরমেশ্বর ভগবানকে যোগ্যত জানাবার জন্য পূজার, পুষ্পার এবং পশিপার্শ্বে নির্মিত তোতলসমূহ উৎসবের চিহ্নরূপ ধ্বজ, পতাকা, কমলীবৃক্ষ, আমগাছ, পুষ্পালোর দ্বারা সুবসতাবে সজ্জাযুক্ত হয়েছিল এবং সেগুলি সর্বভোগ্যে সুবিকিরণকে রুদ্ধ করে ছায়া সৃষ্টি করেছিল। রাজপথ, সর্দীপ পথ, পণ্যবিশিষ্ট এবং অসনসমূহ অত্যন্ত সুসজ্জাযুক্ত পরিচার করা হয়েছিল এবং তারপর সুবাসিত বাগিচাে পরিসিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যোগ্যত জানাবার জন্য কল, ফুল এবং ভক্ত্য পশ্যাবির অঙ্কুরসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল। প্রতিটি আবাসস্থলের দ্বারে দ্বারে দাঁড়ি, অক্ষত ফল, ইক্ষু এবং জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাসিক সাহস্রী দ্রব্য হয়েছিল এবং পূজার উপকরণ, যুগ এবং বীণ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ হাবসাব্যমে আসলেন তলে হস্তোৎসব, অঙ্কুর, উৎসব, অঙ্কুর কমলপলী কলসে, প্রদ্যুম্ন, চাকল্য ও আকর্ষণী-সঙ্গ শব্দ, সকলেই জনকের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে শয়ন, আসন, ভোজন পরিচাল্য করেছিলেন। পুষ্পাঙ্গি মাসিক দ্রব্যসমূহ দ্রাক্ষপত্রের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা প্রত্যবেগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অগ্রে ছিল শৌভাগ্যের প্রতীকরূপ রাজহস্তী। তখন শব্দ এবং তুর্ভ জনিত হচ্ছিল এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা তাঁদের প্রায়শ্চন্দ্র জ্ঞান নিবেদন করেছিলেন। তখন শত শত বিখ্যাত বীরশক্তিজন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিবিধ বান্ধসমূহে আগ্রহে প্রবেশ করে তাঁর প্রতি ধ্যানিত হয়েছিল। তাঁদের সুন্দর মুখ-মণ্ডলে দোদুল্যমান

প্রজ্ঞার কলসেন—“হে প্রভু, আপনি ব্রহ্মা, চতুস্কল এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও পূজিত। যখন জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করতে চান, আপনি তাদের পরম পতি। আপনি জড়ভূত পরমেশ্বর ভগবান এবং অপ্রতিহত ষালও আপনার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। হে অমর্ত্য সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের দ্বারা, ওভাসকর্ষী, প্রভু, পতি, পিতা, গুরু এবং আরাধ্য ভগবান। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সর্বভোগ্যে সার্থক হয়েছি। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদাই আমাদের উপর আপনার কৃপা বর্ষ করেন। আহা, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পুনরায় আপনার কৃপার অনাথ আমরা সন্য হয়েছি। আপনি বর্ষের দেবতাদের মূলভ দর্শন। আপনি কিংবদন্তি, আপনার ইহং হাস্যভুক্ত বৈদ্যুতিক বসনভুক্ত এবং সর্ববসন এই অপ্রাকৃত রূপ আমরা দর্শন করতে পারছি। হে কমলসেতন শ্রীহরি, যখন আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের পরিচাল্য করে ধর্মপুত্র, কৃপাধন ও হিতৈষীপুত্র গমন করেন, তখন আপনার বিক্রম-নিরূপে এক মুহূর্ত সময়ও অগ্রহের কাছে কোটি কোটি বছরের মতো মনে হয়। হে অচ্যুত, তখন আমাদের অস্ত্র সূর্যের কিরণ থেকে বিকৃত চকুর মতো হয়। হে প্রভু, আপনি যদি এইভাবে সব সময় প্রকাশ পাতেন, তা হলে সন্য তাপ মোচনকারী সুন্দর হাস্য শোভিত আপনার মুখ-মণ্ডল দর্শন না করতে পেতে কিভাবে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি?”

“তখন ভক্তবৎসল ভগবান প্রজ্ঞানের এই প্রকার অভিনন্দনবাক্যসমূহ শ্রবণ করে সহর্ষে তাঁর চিত্ত দৃষ্টিপাতের দ্বারা কৃপা বিস্তার করতে করতে হারক নগরীতে প্রবেশ করলেন। নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী বেল নাগেশ্বর দ্বারা সুবাসিত, তেমনই হারক নগরী শ্রীকৃষ্ণের মহোৎসবালী মধু, ভোজ, স্নান, অর্ঘ্য, কুসুম, অক্ষত ও বৃক্ষিণের দ্বারা সুবাসিত ছিল। হারক নগরী সমস্ত ভক্তের সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পরিষ্কৃত কৃষ্ণ ও লাল, আদ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল। পরমেশ্বর ভগবানকে যোগ্যত জানাবার জন্য পূজার, পুষ্পার এবং পশিপার্শ্বে নির্মিত তোতলসমূহ উৎসবের চিহ্নরূপ ধ্বজ, পতাকা, কমলীবৃক্ষ, আমগাছ, পুষ্পালোর দ্বারা সুবসতাবে সজ্জাযুক্ত হয়েছিল এবং সেগুলি সর্বভোগ্যে সুবিকিরণকে রুদ্ধ করে ছায়া সৃষ্টি করেছিল। রাজপথ, সর্দীপ পথ, পণ্যবিশিষ্ট এবং অসনসমূহ অত্যন্ত সুসজ্জাযুক্ত পরিচার করা হয়েছিল এবং তারপর সুবাসিত বাগিচাে পরিসিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যোগ্যত জানাবার জন্য কল, ফুল এবং ভক্ত্য পশ্যাবির অঙ্কুরসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল। প্রতিটি আবাসস্থলের দ্বারে দ্বারে দাঁড়ি, অক্ষত ফল, ইক্ষু এবং জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাসিক সাহস্রী দ্রব্য হয়েছিল এবং পূজার উপকরণ, যুগ এবং বীণ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ হাবসাব্যমে আসলেন তলে হস্তোৎসব, অঙ্কুর, উৎসব, অঙ্কুর কমলপলী কলসে, প্রদ্যুম্ন, চাকল্য ও আকর্ষণী-সঙ্গ শব্দ, সকলেই জনকের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে শয়ন, আসন, ভোজন পরিচাল্য করেছিলেন। পুষ্পাঙ্গি মাসিক দ্রব্যসমূহ দ্রাক্ষপত্রের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা প্রত্যবেগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অগ্রে ছিল শৌভাগ্যের প্রতীকরূপ রাজহস্তী। তখন শব্দ এবং তুর্ভ জনিত হচ্ছিল এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা তাঁদের প্রায়শ্চন্দ্র জ্ঞান নিবেদন করেছিলেন। তখন শত শত বিখ্যাত বীরশক্তিজন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিবিধ বান্ধসমূহে আগ্রহে প্রবেশ করে তাঁর প্রতি ধ্যানিত হয়েছিল। তাঁদের সুন্দর মুখ-মণ্ডলে দোদুল্যমান

বর্ণাঙ্কুর কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল, যার কলে তাদের কপোলদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুন্দর চিত্রিতাঙ্গ, শিরীষ মর্ত্যকরণ, দ্ব্যঙ্করণ, লোহণিকরণ, ডাটিগণ এবং স্তম্ভকরণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা চরিত্রতথ্যসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে যে ব্যক্ত মতো আভারনা করতে লাগলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ক-বাহব, আকর্ষণ-বহন, পুরুষাঙ্গী এবং আর যারা তাঁকে যোগ্যত জানতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের হককে অর্থোচিত সম্মান এবং প্রভু প্রদর্শন করলেন। সর্বপ্রতিম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে সন্তক অক্ষত করে নমস্কার, কাউকে আভিমান করে, কাউকে আশ্রয়, কাউকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ, কাউকে ইহং হাস্যভুক্ত দর্শন দানে এবং কাউকে বা অতীষ্ট বর এবং অতর প্রদান করে, আচণ্ডাল সকলকেই যথোচিত সম্মান করেছিলেন। তারপর সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ ও দ্রাক্ষগণ সমভিব্যাহারে ভগবান দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করলেন।

“হে বিশ্ণুগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্রাক্ষপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হারকর কুলসমীপল তাঁকে দর্শন করার জন্য প্রসঙ্গসমূহের শীর্ষে আগ্রহে প্রবেশ করছিলেন। তাঁদের কাছে তা এক মহোৎসবের মতো মনে হয়েছিল। হারকনগরীতে সর্বদা সমস্ত নৌদর্শকের আগ্রহরূপ অদ্ভুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও তৃপ্তি লাভ করতে ন শ্রীকৃষ্ণের বহুল গুণীমবীর বিদগ্ধন। তাঁর মুখের সৌন্দর্যগণ অদ্ভুত গানের অমর্ত্যকীর্তনের পদপাত্ররূপ। তাঁর বাক্য লোকপালদের আশ্রয় এবং তাঁর শ্রীপদময় তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ যখন হারকর রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার উপর যেত ছত্র শোভা পাচ্ছিল, যেত চন্দ্র বাকন কর হচ্ছিল এবং পুষ্প বৃষ্টির কলে সারা পথ পুষ্পাচ্ছন্নিত হয়েছিল। তখন গীতবাস ও কহালা পোষিত শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু ও নিম্নাং পোষিত ঘন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল। তারপর তাঁর পিতার আলয়ে প্রবেশ করে তিনি দেবকী আদি তাঁর মাতার দ্বারা আশ্রয়িত হন এবং তিনি মন্তক অক্ষত করে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন। তাঁদের পূর্বকে আলিঙ্গন করে মাতারা তাঁকে

তাঁদের কোলে বসালেন। তখন মেঘবশত তাঁদের কল থেকে পুষ্প নির্গত হতে লাগল এবং অমল্যাক্ষর দ্বারা তাঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে আভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর যেখানে তাঁর বোল দ্ব্যঙ্করেরও অধিক পত্নী বস করতেন, সেই সর্ব অতীষ্টের সর্বোৎকৃষ্ট তাঁর প্রসঙ্গসমূহে ভগবান প্রবেশ করলেন।

“শীর্ষ প্রবাসের পর পত্নিকে গৃহে প্রত্যর্জন করলে মেঘে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের দ্বারা পরমসম্মানে পূর্ণ হল, তাঁদের চকু ও কল লক্ষ্যকর হল এবং তাঁরা তাঁদের আসন এবং চিত্তাঙ্গ অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন। তাঁদের দ্বারা তাঁর ছিল এতই প্রবল যে লক্ষ্যশীলা মহিষীরা প্রথমে ভগবানকে তাঁদের অন্তরে অন্তরে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে চোখ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পাঠালেন (এবং তা ছিল নিজেদেরই আলিঙ্গন করার মতো)। কিন্তু হে ভক্তগণ! যদিও তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে চোখে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা অঙ্ক বর্ষণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বদা একান্তভাবে তাঁদের পাশে অবস্থান করতেন, তবুও তাঁরা শ্রীপাদপদগুলি প্রতিপল তাঁদের কাছে না সরহমান হলে মনে হত। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যদিও চক্কাবদ্ধা, কিন্তু তিনি ভগবানের পদপাত্র কখনো পরিচাল্য করতে পারেন না। অতএব কেন মন্ত্রী একত্রে সেই পদপাত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেনা থেকে বিবর্ত হতে পারেন? বাবু কেন বীণে বীণে পরস্পর সংবর্ধকের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে বীণ বাক্যে বন্ধ করে, ত্রিক ভেদনই পৃথিবীর তারস্বরূপ আশ, গজ, রথ পদাতিক সমন্বিত বহু অশ্বোহিনী সেনাযুক্ত বৃত্তিক রাজসময় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদনপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্ত্ব তাড়িত বহু করেছিলেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অদ্ভুত শক্তিতে অস্তর করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রভু লোকের মতো সর্বপ্রকার রমণীয়ে মহোৎসব করতেন অমল্য ত পাতাং করেছিলেন। যদিও পরমাসুন্দরী মহিষীরা গুরু ভক্তিসম্পন্ন নির্মল অনাথ হস্ত এবং সন্য দৃষ্টিপাত বরং ভক্তগণ পদপাত্র হয়ে হস্তাচার তাঁর পুষ্পাঙ্ক পরিচাল্য করেন

এক মহাবৈশ্যালী সাম্রাজ্যের মহাদেবের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু তবুও তাঁদের মোহিনী বিদ্যা এবং আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিভলিত করতে পারেননি। অমৃতব্রহ্ম বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা নিরাসক্ত, প্রাকৃত সঙ্গাভীত শ্রীকৃষ্ণকে জড়ের দ্বারা প্রভাবিত প্রকৃতির সঙ্গী বলে মনে করে। পরমেশ্বর ভগবানের এমনই ঐশী প্রভাব—প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মারা-প্রশ্নকে অবস্থিত করেন তিনি

প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই তাঁর ভগবান প্রহণ করেছেন যে সকল ভক্ত, তাঁরাও জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই সকল্য ও অবলা শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রিয়তম পতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে মোহবশত তাঁকে তাঁদের বশীভূত ও একান্ত অনুগত বলে মনে করতেন। নাক্তিকেরা যেমন ভগবানের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাঁরা তাঁদের পতির মহিমাব্যঞ্জিত পরিসীমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।”



দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

শৌনকমুনি বললেন—“অশ্বত্থার দ্বারা উপস্থিত ভরস্বর এবং অপরাধের প্রকাশের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের জননী উত্তরাধেবীর গর্ভ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিত রক্ষা পান। অতীত কৃতিসম্পন্ন এবং পরম ভক্ত, মহান সম্রাট পরীক্ষিত কেমন করে সেই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? কেমন করেই বা তাঁর মৃত্যু হল, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি কেন গতি লাভ করলেন? যে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীকৃষ্ণের গোপালী অপ্রকৃত ভক্তজ্ঞান প্রদান করেন, আমল সকলে জ্ঞাত সহকারে তাঁর কথা শুনতে চাই। দয়া করে এই বিষয়ে কিছু বলুন।”

শ্রীমুখ গোপালী বললেন—“মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্বকালে সকলকে সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর নিজের মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপাশে নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পন্থাগুলির বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠির ভগবানের পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা, অর্থব্যয় যে সমস্ত রাজ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি উচ্চতর গন্তব্যস্থল লাভ করেছিলেন তার কথা,

তাঁর মহিবীরের কথা, তাঁর পরাক্রমশালী সাত্যমেব কথা, তাঁর বিজিত রাজ্যের কথা, এই পৃথিবীর উপর তাঁর আধিপত্যের কথা এবং তাঁর যশ ইত্যাদির কথা স্বর্গলোকে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। যে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে বর্ণের অধিবাসীরাও তা লাভ করার বাসনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের সেবার দায় ছিলেন, তাই ভগবান সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারত না।”

“হে ভৃগুনন্দন (শৌনক), রাজা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিত (অশ্বত্থার কণ্টক নিকশিত) ব্রহ্মাত্মের ভাণে বধন দণ্ড হস্তিগেলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে সর্জন করেছিলেন। তিনি (ভগবান) ছিলেন মাত্র অশুভ পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত। তাঁর অচ্যুত এবং অপরূপ সুন্দর দেহটি ছিল চন্দ্রায়ম বর্ণ। তাঁর পরনে ত্র্যম্বক বর্ণ নীতবসন এবং হস্তকে উজ্জল স্বর্ণমুদ্রা ছিল। এইভাবে শিশু পরীক্ষিত তাঁকে সর্জন করেছিলেন। ভগবান ছিলেন চতুর্ভুজসম্পন্ন, তাঁর কর্ণ ছিল তপ্তবর্ণের কুণ্ডল এবং জ্যেষ্ঠবর্ণের তাঁর চক্ষু হয়েছিল অলক্ৰিয়। তিনি স্বল্প পরিমণ্ডন করছিলেন,

তখন তাঁর ধনা উচ্চাচর মতো নিরন্তর তাঁর চতুর্ভুজকে ঘুরছিল। স্বর্ষ যেমন ছিন্নরাশি বাস্পীভূত করে, তেমনই ভগবান তাঁর গম্য প্রভাবে অশ্বত্থার নিকশিত সেই ব্রহ্মাত্মের তেজঃ সিন্ধু করেছিলেন। কর্ণস্থিত শিশু তাঁকে সর্জন করেছিলেন এবং তিনি যে ছিলেন, সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। এইভাবে শিশু পরীক্ষিতকে সর্জন দান করে, স্থান ও কালের অতীত, সর্বদিক ব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান, ধর্মরক্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অপ্রবৃত্ত হন। তদনন্তর শুভ গ্রহসমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হলে, পাণ্ডু সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডুর কণ্ঠের জ্যোৎস্বর্ণ করলেন। সেই সময়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রযুস্মিচিতে সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। বৌদ্ধ, কৃপার্ঘ্য প্রমুখ ভক্তেরা ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলজনক ব্যক্তিকার্য পঠি করেছিলেন। ক্রিভাবে, কখন ও কোথায় গমন করতে হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির পুত্রব্রহ্মের জন্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ছুনি গ্রাম, হস্তী, অশ্ব ও উত্তম আশ-সম্পাদি দান করেছিলেন। বিদান ব্রাহ্মণের দান লাভে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুণ্ড্রুলশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বললেন যে, তাঁর পুত্রটি অবশ্যই পুত্র বচনের উপযুক্ত।”

ব্রাহ্মণেরা বললেন—“মহাপ্রভাবশালী এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এই নির্ণয় সন্তানটিকে পুনরুদ্ভার করেছেন। এক অস্বাভাবিক প্রাকৃত ব্রহ্মাত্মের প্রভাবে স্বল্প তাঁর সিন্ধু অসিন্ধু হয়েছিল, তখন তাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক যেহেতু রক্ষিত হয়েছিলেন, তাই এই শিশুটি জগতে বিজ্ঞান নামে সুপরিচিত হবেন। যে মহাত্মগণ্য, এই শিশুটি যে ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন এবং সমস্ত সত্ত্বগুণে ভূষিত হবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।”

ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) জিজ্ঞাসা করলেন—“যে মহাপ্রভাব, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সং কীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্রকীর্তি মহামান্য রাজবিশ্বের অনুসরণ করতে পারবে?”

ব্রাহ্মণেরা বললেন—“হে ভৃগুনন্দন যুধিষ্ঠির, এই বালক স্বাক্ষর মনুস্মৃতি ইন্দ্রকুর মতো প্রজ্ঞারক্ষক এবং

নন্দবরনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণের হিতকামী ও ব্রাহ্মণ নীতিপারায়ণ, বিশেষত সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন। এই শিশুটি উশীনের রাজ্যের রাজা যশবী নিগির মতো বদন্য দাতা ও শরণাগতের পালক হবেন, ও মহারাজা পুণ্ড্রের পুত্র ভরতের মতো জ্ঞানবর্ধক ও যান্ত্রিকসহ তাঁর বংশের যশ বিস্তার করবেন। ধর্মবীরীদের মধ্যে এই শিশু অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ হবেন। তিনি অগ্নির মতো দূর্বর্ষ এবং সমুদ্রের মতো দুষ্টর হবেন। এই শিশুটি সিংহের মতো বিক্রমশালী, হিমাশ্রয়ের মতো সুমহান আশ্রয়, ধর্মরাজ মতো বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর পিতামাতার মতোই সহনশীল হবেন। এই শিশুটি মানসিক সামান্যতার তাঁর পিতামহ যুধিষ্ঠির অথবা ব্রাহ্মণ সমতুল্য হবেন, বৈদ্যাস পর্বতের অধিপতি শিবের মতো তিনি মহাবদন্য হবেন এবং নন্দীদেবীরও আশ্রয়স্থল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের মতোই তিনি প্রত্যেকের আশ্রয় হবেন। এই শিশুটি শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত দিব্যগুণজনিত মহিমা তাঁরই মতো হবেন। তিনি উদারতার মহারাজ রত্নদেব এবং ধর্মরাজের মহারাজ বংশের মতো হবেন। এই শিশুটি ঘৈর্ষ্য বলি মহারাজের মতো হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নৈতিক কৃষ্ণভক্ত হবেন, কবী অশ্বমেধ রাজ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করবেন। এই শিশুটি রাজবিশ্বের কন্দমোহ হবেন। বিকশান্তি ও ধর্মের স্বার্থে, তিনি উজ্জ্বল ও কলহপ্রিয় সকলেরই বশবাস্ত হবেন। এক ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্থ শ্রেণিত এক ভক্তক নাগের দলপনে তাঁর মৃত্যু হবে, তা শোনার পরে, তিনি সমস্ত জড়ভ্রাম্যন্তিক জাগ্রতি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপাশে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। হে রাজন! এই বালকটি বেনকাসেব পুত্র ব্রাহ্মণী শুকসেবের মুখ থেকে স্বার্থ আশ্রয়জন দানতে ইচ্ছুক হবেন এবং সমস্ত জড় আশক্তি পবিত্রাণ করে ভরসেবহীন হবেন।”

“যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং মনজাত শিশুর ভাগ্য গণনার দক্ষ সেই বৈদ্য ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিলে, প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বর্গেই প্রত্যাবর্তন করলেন।”

“এই কথক জগতে পরীক্ষা নামে (যিনি পরীক্ষা করেন) প্রসিদ্ধ হবেন, কেননা তিনি তাঁর জন্মের পূর্বে যে পুরুষকে মর্শন করেছিলেন, তাঁরই অনুসন্ধানে সমস্ত মানুষদের পরীক্ষা করতে থাকবেন; এইভাবে তিনি নিরন্তর তাঁরই কথা চিন্তা করবেন। অজ্ঞান (পরীক্ষক) তাঁর নিজস্ব মনের অভিভাবককে সম্মুখে প্রতিপালিত হতে গুরুপক্ষের চোখের মতো মিলে মিলে বার্ষিক হতে লাগলেন। সেই পরীক্ষক বালক অবস্থাতেই বলাবলি ধর্মিক, সকলের প্রিয়জন, মহানতত্ত্ব এবং বুদ্ধিমান হয়েছিলেন।”

“ঠিক এই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির জাতিবৈজ্ঞানিক পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক অগ্নিরে বসে অনুষ্ঠান করার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু কিছু অর্থ সংগ্রহের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কেননা উক্ত তথ্যই না থাকায় কর এক জরিমানা আদায় করা ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কোনও উপায় ছিল না। মহারাজের ঐকান্তিক অভিলাষ সত্ত্বেও অবশ্যই হতে তাঁর

ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁর দিকে পশ্চাদপসরণ করে (মহারাজ মন্ত্রস্তবের পরিত্যক্ত) প্রচুর ধনবস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই সম্পদের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় ক্ষত্রিয় বংশধরিত্ব পাপের ভরে তাঁর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সেই যজ্ঞে আহুত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমনপূর্বক (বিজ্ঞ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়ে আত্মীয়-বংশধরদের আনন্দ বিধানের জন্য কর্তব্য মনে অনুষ্ঠান করেছিলেন।”

“হে শৌনক, তারপর শ্রীপদ্মসিংহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং বহুবাহুবর্ষের বিদ্যার জ্ঞানিয়ে অর্জুনসিংহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাকগণ পরিবেষ্টিত হয়ে যাকগণ নগরীর উল্লেখ্য বাক্য করলেন।”

* * *

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন

শ্রীমত গোদামী বললেন—“তীর্থ পর্বতে কালে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে জীনের পরম পতি মহর্ষি জ্ঞান লাভ করে বিদুর ইন্ড্রিয়পুর নগরে ফিরে গেলেন। তিনি ইন্ড্রিয়পুর সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। মৈত্রেয় মুনির কাছে সন্ন্যাস প্রাপ্ত করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করার পর আরও প্রাপ্ত করা থেকে বিদুর বিরত হলেন।”

“যখন বিদুরকে প্রাসাদে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন সমস্ত গৃহবাসী—মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যাকি, মদ্রয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, লক্শ্মী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তর, কুন্তী, কৌরবদের আরও

অনেক পত্নীসহ এক সন্তানসহ অন্যান্য মহিলাসহ সবাই মহানগরে প্রস্থত সেখানে এলেন। মনে হচ্ছিল কেন দীর্ঘকাল পর তাঁরা ভাবার তাদের চেতনা ফিরে পেলেন। যেন তাঁদের দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে এইভাবে পরম আকুলতার সঙ্গে তাঁরা সকলে মহানগরে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিধিৎ প্রণতি বিনিময় করেছিলেন এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন। উৎকণ্ঠা এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে, তাঁরা সকলে হেহের বলে কাঁদতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন উপবেশনের আসন প্রদানের আয়োজন করলেন এবং অভ্যর্থনা জানালেন। বিপুলভাবে

ভোজনান্তে বিশ্রাম করে বিদুর আদামদায়ক একটি আসনে উপবেশন করলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয় ও নৃত্য সততরূপে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং উপস্থিত সকলে তা শুনে লাগলেন।”

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—“হে পিতৃব্য, আপনার কি মনে আছে, কিতাবে আপনি আমাদের জন্যই সহ সততরূপে সর্বপ্রকার সুযোগ থেকে নিরন্তর তৃষ্ণা করেছিলেন? পাণ্ডুর ডানার মতো আপনার পক্ষপাতরূপে জ্ঞান্য বিষ প্রয়োগ এবং অসিংহযোগ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। আপনি কুমতল পরিভ্রমণকালে কেন বৃষ্টির দ্বারা সেহবাটা নির্বাহ করতেন? কেন কেন প্রফল পরিভ্রমণ এবং তাঁরই সেকা আপনি করতেন? হে প্রভু, আপনার নতো মহান্ জগদ্ব্যবসায়ি স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনার হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রত্ব বহন করে সমস্ত জগতেই তীর্থ পবিত্রত্ব কল্প থাকেন। হে চিত্রকূট, আপনি নিশ্চয়ই দ্বারকাতে গিয়েছিলেন। সেই পবিত্রধামে আমাদের বহুবাহুবর্ষ এবং সুভদ্রবর্ষ যাকগো রওছেন। যীরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবার সদায়ক থাকেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের দেখেছেন যা তাঁদের কথা শুনে থাকতেন তাঁরা সকলে তাঁদের ব শ পূর্বে সুখে আছেন তো?”

“এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মহারাজ বিদুর যদুবংশ কথাসের সমাজের ব্যতীত, ব্যক্তিগতভাবে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তা ক্রমশ মর্শন করলেন। কুরুশাসন মহারাজ বিদুর কেন সমস্তই লাভবান মর্শন দেখতে পারতেন না। তবু তিনি অগ্রির আর অসহনীয় এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন না। কারণ সুযোগাদি আপনা হতেই আসে। এই মহারাজ বিদুর তাঁর জাতি-সম্প্রদায়ের সকলের কাছে ঠিক দেবভূজ্য মানুষের মতোই সমাদৃত হতে চিত্তবিন্দু সেখানে বসেই যাতা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তির মজলসান করতে পারেন এবং তার দ্বারা অন্য সকলেরও প্রীতিবিধান করা যায়।”

“মণ্ডক মূনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিদুর বর্তমান পুনরুৎপত্তি করেছিলেন, সেই শতবর্ষব্যাপী অযাধ্যা পাপীদের পাপকর্ম অনুসারে স্বাধাধ দণ্ড বিধানের জন্য ইমরাজের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।”

“মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য ছাড় করে এবং তাঁর বংশের মহান্ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার উপায় এক পৌত্রের জন্মের মর্শন লাভ করার পরে, শান্তিতে স্বভাব করেছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, যীরা ছিলেন জনসাধারণের কাছে সকলেই লক্ষ প্রশংসক, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি অসামান্য ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন। যীরা পুত্র-পরিবার দিয়ে অত্যন্ত আসক্ত এবং সর্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, পরম দুঃখের জন্য কাল অজ্ঞানভাবে তাদের অতিক্রম করে যায়।”

মহারাজ বিদুর এই সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, “হে রাজন, শীঘ্র আপনি এখান থেকে বেগিয়ে পড়ুন। আর কিসের করবেন না। দেখুন, মহাত্ম্য কিতাবে আপনাকে আচ্ছন্ন করেছে। এই জড় গুণের কোনও মানুষের দ্বারা এই ভয়াবহ পরিহিতির প্রতিকার হতে পারে না। হে প্রভু, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই মহাকালরূপে আমাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। হে-ই মহাকালের দ্বারা সবাকার হব, তাকে অকলিই তার সর্গোৎপত্তি প্রিয় প্রাণই সর্গপণ করতে হয়, এক জন-সম্পদ, মন-মর্শন, সন্তান-সন্ততি, জমি-বাড়ি এই সবের মতো অন্যান্য তিনিসেন কথা আর কী করার আছে! আপনার শিষ্টা, জ্ঞাত, বহু, পুরুষ সকলেই মৃত এবং প্রয়াত। আপনি নিজেও আপনার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন, আপনার সেই এখন অবশেষ, এবং আপনি অন্যের গৃহে বাস করছেন। আপনি জলকাল থেকেই অন্ধ এবং সম্পত্তি আপনার অবশেষিত হ্রাস পেয়েছে। আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বুদ্ধিবশ হ্রাস। আপনার দন্দরাজি জীব হয়েছ, আপনার বৃদ্ধের একটি ঘটেছে এবং আপনার কণির সঙ্গে স্পর্শে কক নির্গত হচ্ছে। আহা, তেমনও জীনের বেঁচে থাকার আসা কী কলবতী! বখাখই, আপনি ঠিক ওকটা পোষা কুকুরের মতোই বেঁচে রয়েছেন আর জীনের পেটে উচ্ছিন্ন আর হ্রদ্য করছেন। যাকের আপনি অস্থিতে নিষ্কণ করে এবং বিশ্ব প্রয়োগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দাঁড়িয়ে নির্ভর করে অহংগতিও জীবন কাশন করার তেমনও প্রয়োজন নেই। আপনি তাদের ব্রীদেও একজনকে অপমানিত করেছিলেন এবং

ভ্রাতার রাজ্য ও ধন-সম্পদ অপহরণ করে নিয়েছিলেন। মৃত্যুবরণে আপনার অনিশ্চয় মতেও এবং মান-মর্যাদা নষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্য আপনার অস্বস্তিকা থাকলেও, আপনার কার্যকরী সেইটি অবশ্যই একটা পুরনো পোশাকের মতো জরাজীর্ণ এবং কমপ্রোমিসে। তাঁকেই ধীরে ধীরে ফিরাতে গিয়ে তখন অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে যান, এবং সমস্ত সারি থেকে মুক্ত হয়ে, জড় সেইটি যখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে তখন তা ত্যাগ করেন। তিনি নিজের উল্লোকে বা অন্যের কাছ থেকে এলে আশ্চর্যান্বিত হতে ওঠেন এবং এই জড় জগতের অসীম দাড়া আর সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করেন, এবং তাই গৃহত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে তাঁর হৃদয়িত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরিতে ভরসা রাখেন, সুনিশ্চিতভাবে তিনিই সর্বোত্তম মনবসত্তা, অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আত্মীয়-স্বজনদের অজান্তেই উত্তর দিকে গমন করুন, কারণ শীঘ্র এমন একটি সময় আসছে যার প্রভাবে মানুষের সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যাবে।”

“এইভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর কর্তৃক উপদেষ্টা হয়ে আত্মীয় বংশের মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান (প্রজ্ঞা) লাভ করে চিত্তের দৃঢ়তার দ্বারা আত্মীয়বর্গের নিবিড় স্নেহপালন করে গৃহ থেকে মুক্তিসাধনের পথে বহির্গত হন। বুড়ে তাঁর আশ্রয় পাওয়া সত্ত্বেও প্রশংসিত বোদ্ধার মতো সম্যগদণ্ড অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীদের আনন্দময় যে হিমালয় পর্বতমালা, সেই অভিক্ষেপে তাঁর পটিকে গমন করতে দেখে পাছাবরাক সুবলের কন্যা সখিপ্রভা সগী পাছাবী তাঁর অনুগামিনী হলেন। অজান্তেই বৃষ্টির মহারাজ সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া এবং যেমনি কার্য সমাপন করে ছিল, গাভী, ভূমি ও রক্তাক্ত দ্বারা স্থানগুলোর প্রগতি নিবেদন করে ও গুরুজনের বন্দনা করার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে শিখা স্নিগ্ধ ও ধৃতরাষ্ট্র এবং সুবল-তনয়া পাছাবীকে দেখতে পেলেন না।”

উদ্বিগ্নচিত্ত বৃষ্টির সেখানে সন্ধ্যাক সমাপ্তি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে সন্ধ্যা, আমাদের বৃদ্ধ এবং অসুস্থ পিতৃকে কোথায়? আমাদের পরম আত্মীয় পুত্রসত্ত বিদুর এবং হস্ত-পুত্র ২১সকলের মতো পাছাবী বা কোথায় গিয়েছেন? আমরা জোড়াতাল ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং

পৌত্রদের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিরহভক্ত। নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। তিনি কি আমার সেই অপবাদের নিদারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পত্নীসহ গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিলেন? যখন আমাদের পিতা পাতৃ শয়োগত হলেন, এবং আমরা সকলে নিভাস্ত নিত, তখন এই দুই নিতুলা আমাদের সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন তাঁরা সকল সময়ে ছিলেন আমাদের মঙ্গলময় ততাকাতক্ষী। হায়, তাঁরা এখন থেকে কোথায় গেলেন?”

সূত গোদামী কলপেন—“তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখে বিরহভক্তির সন্ধ্যা দয়া এবং মেহজনিত বিকলতা হেতু অত্যন্ত কাতর হওয়ার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই প্রায়ের যথার্থ প্রত্যুত্তর প্রদান করতে পারলেন না। প্রথমে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বৃষ্টির দ্বারা মনকে সংযত করে, তারপর তাঁর দুই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে এবং তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণদ্বারা চান করতে করতে, অজান্তেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।”

সন্ধ্যা কলপেন—“হে কৃতব্যবসার বংশধর, আপনার দুই পিতৃ একই পাছাবীর অভিপ্রায় কিছুই আমি জানি না। হে মহাবাহো, আমি সেই মহাশয়গণ কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি।”

“সন্ধ্যা যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন বীণা হতে মহাভাগবত নারদ সেইখানে অবিরত হলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে অতিশ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করে অভ্যর্থনা জানালেন।”

মহারাজ যুধিষ্ঠির কলপেন—“হে ভগবত, আমার দুই পিতৃ কোথায় গেছেন তা আমি জানি না, এবং সমস্ত গৃহস্থীনা, শোক-কাতরা আমার মাতৃসহ উপস্থিতী পাছাবীকেও আমি দেখতে পারি না, আপনি মহাশয়গণের রূপারের মতো আমাদের সাক্ষপথ দেখাতে পারেন।”

এইভাবে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাভাগবত, লক্ষণিক চতুর্দশে দেখি নারদ বলতে লাগলেন—“হে ধার্মিক মহত্ম, কারণে জন্য শোক করো না, কারণ প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। তাই সমস্ত জীব একই ভাদের শলবর্ষ প্রাপ্তি করে থাকেন যেন নির্বিঘ্নে

ধাকড়ে পারেন। ভগবানই তাদের মিস্ত্রী করেন এবং বিচ্ছিন্ন করেন। গাভী যেমন মাসিকবে বন্ধুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি মানুষেরাও বিভিন্ন অনুশাসনাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়। কোনও বেদোক্তাও যেমন তাঁর নিজের ইচ্ছামতো তাঁর খেলার নিদিসপত্র সাজান আর ছত্রাকার করে ফেলে, তেমনই ভগবানের পরম ইচ্ছার মানুষের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।”

“হে রাজন, যদিও মানুষকে জীব জগৎ নিত্য ও মেহরূপে অনিত্য, অথবা অনির্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই আপনি মনে করেন, তবে যে কোন অবস্থা থেকে বিচার করলে তারা আপনার শোকের পাত্র নয়। মেহজনিত মেহ কতীত শোষণের আর অন্য কোন কারণ নেই। অতএব আত্মসম্মানে অজ্ঞানভাবনিত আপনার এই উৎকর্ষা পরিত্যাগ করুন। আপনি এখন ভাবলেন, যারা অনাথ অসহায়, সেইসব জীবেরা আপনার কাছে ছাড়া কিতাবে প্রাণ ধারণ করবে। এই পাঞ্চভৌতিক শরীরটি কাল, কর্ম, ও গুণের বশবর্তী। তার কলে সর্পগত হয়ে থাকার মতো সেই শরীর কিতাবে অন্যদের রক্ষা করবে? হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের নিকর, পদরহিত ব্যাঘ্র, তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের নিকর। দুর্বল জীবেরা জগদান জীবদের জীকরণের ভরসা এবং এক জীব অন্য জীবের বাস—এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব হে রাজন, আপনি কেবলমাত্র সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই অবলোকন করুন—তিনি এক এবং অধিতার, তিনি বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকট করে এবং তিনি অন্তরে ও বাইরে দু'ভাবেই প্রকাশিত হন।”

“হে মহারাজ, সেই ভূতভাবন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্-বিদ্যেবীক্ষের ক্রিয়া করার জন্য সর্বপ্রাণী কালকালে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাব্যেব সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন এবং এখন তিনি অবশিষ্ট কার্যের প্রতীক্ষা করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান এই পৃথিবীতে আছেন, সেই পর্যন্ত আপনারা পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন।”

“হে রাজন, আপনার পিতৃ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর স্নাতক বিদুর এবং তাঁর পত্নী পাছাবী সহ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন, যেখানে অবিসের আশ্রয় আছে। সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গানদী সপ্তকর্ষি প্রাণী সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্তধারায় বিভক্ত করেছেন, সেই জন্য এই স্থানকে লোকে সপ্তপ্রাণতীর্থ বলে। সেই সপ্তপ্রাণতীর্থ নদীর তীরে, ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কেবলমাত্র জলপান করে অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন যখন এবং ইষ্ট্রের সহযোগে সত্যরক এবং মানুষকে পুত্র-কন্যার আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে। তিনি ঐগিক আসনের পছন্ডি এবং স্বাম-প্রক্রিয়াদি আদত করেছেন, তিনি জড় বিষয় থেকে হস্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভাবনায় মগ্ন হতে পারেন এবং সেইভাবে জড়া প্রকৃতির সন্ধ, রজো এবং তমোগুণজনিত কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধির মাঝে আপনি শুদ্ধ পরিচয়ের সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং তারপরে পরম ব্রহ্মের মাঝে এক জীবসত্তারূপে তাঁর গুণগত একাত্মতার জ্ঞান অর্জন করে পরম সত্যের দ্বারে সাযুজ্য লাভ করতে হবে। জড়জগতিক আবদ্ধ আকাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে চিনাকালে উন্নীত হতে হবে। ইষ্ট্রের সমস্ত কার্যকলাপ বাইরে থেকেও সংযত করে এবং ভোক্তার বুদ্ধিতে বাহ্য বিষয় আহরণ রূপ জড়া প্রকৃতির তনুবেশিতাদির দ্বারা প্রভাবিত সর্ব প্রকার ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে মানুষের মতো নিঃশব্দভাবে তাঁকে অবস্থান করতে হবে। সব রকম জড়জগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করার পর, সেই পথের সমস্ত বিষয় অতিক্রম করে, তাঁকে অবশেষে হস্তে অধিষ্ঠিত হতে হবে।”

“হে রাজন, আর থেকে বৃষ সন্তবত পঞ্চম দিনে তিনি মেহত্যাগ করবেন এবং তাঁর সেই দেহ ভাঙ্গে পবিত্র হবে। বাইরে থেকে পর্বতসিমহ তাঁর পতির দেহ যোগায়তে সন্ধ হতে দেখে পত্নীসহ পত্নী পাছাবীও সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে একপ্রাণিত্বের তাঁর পতির অনুবর্তিনী হবেন।”

“হে কৃষ্ণকন, তখন বিদুরও সেই আশ্রয় ইটের দর্শন করে হর্ষ এবং বিদ্রোহে অভিভূত হয়ে তীর্থসেবার

জন্য সেই পূর্ণা পবিত্র তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করবেন। এই করমেন্দে এরা যুগিতির মহারাষ্ট্রও নারদেও বাণী কন্যে বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণা হস্তে স্বর্গে আরোহণ করবেন এবং শোক পরিভ্রমণ করবেন।"



চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা

দ্বীপ্ত গোমায়ী বললেন—“শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্য দর্শন করত জন্য এবং পুণ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও পরবর্তী ভক্তিব্রত জানবার জন্য অর্জুন ধারকায় নির্যেজিলেন।”

“কহেৎ যাস পত হলেও অর্জুন কিত্তে এলেন না। মহারাষ্ট্র যুগিতির স্থান ভবনয় অনিষ্টপূর্ণক অমলক চিহ্নাদি দর্শন করত লাপলেন। তিনি দেখলেন যে, কলেন পতি অত্যন্ত ভয়বহ হয়ে উঠেছে, বহুগুলির ধর্ম বিপর্যয় হয়েছে। হেন, লোভ ও মিথ্য সমস্ত মনুষ্যের প্রবৃত্তি হতে উঠেছে এবং সেই জন্য তারা পাপের পথ অনুসরণ করে ক্রীড়িকা নির্বাহ করতে অসমর্থ হয়েছে। বহুদের মধ্যেও সমস্ত বাস্তবিক আদান-প্রদান এবং আচরণাদি কপট-পূর্ণ এবং শঠজ্ঞান বহুবিধ হয়ে উঠল। আর পাবিত্রিক কাপাবাদি মধ্যেও নিত্যান্ড, পুত্রবন্ধ্য, সুবন্দ্য, এমন কি দাতব্যগের মধ্যেও নির্যত সত্যের ঘটতে লুপ্ত। পতি-পত্নীর মধ্যেও সর্বদা উৎকণ্ঠ। অস কলহ নিত্য ঘটিল। কালক্রমে, এমন হয়ে উঠল যে, কোকরা মেটুটি লোভ, কোম আদ মত্বে হস্ত হতে পড়েছিল। এই সব অশুভ লক্ষণাদি দেখে যুগিতির মহারাষ্ট্র তাঁর ছোট্ট ভাই ভীমসেনকে বললেন, “অমি অর্জুনকে আর বহুসংখ্য সাথে সাক্ষাৎ করর জন্য এক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ণসূচী জানবার জন্য হালদা পাঠিয়েছিলাম। সাত মাস হয়ে গেল সে গেছে, তবু এখনও সে কিত্তে এল না। সেখানে কি হচ্ছে, জা আমি কিছুই জানতে পারছি না। সেবর্ষি নারদ যে বর্ণনাক্রমে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধাচারিত্ত

লীলা সারবর্ণ করবেন, সেই সময় কি একাই উপস্থিত হয়েছে? ভগবান কি পৃথিবী থেকে অশ্রুত হতে চলেছেন? তাঁর কাছ থেকেই আমাদের যাবতীয় কাজকীর এইসব সমৃদ্ধি সম্পদ, রাজ্যশাট, গুপতী স্ত্রী, কৈনকুল, বংশানুক্রম, প্রজ্ঞাপাশন, শত্রুসমূহ এবং উচ্চতর ব্রহ্মলোকাদির মধ্যে ভবিষ্যৎ সংকল লাজের সত্যকর্ম সব কিছুই অর্জন করেছি। এই সবই আমাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলোই হয়েছে।”

“কেষ কেষ, হে মহাব্যাধ, গ্রহনকত্রাদির প্রত্যক্ষকরিত (আধিবিদিক), জাগতিক গতিক্রিয়া, সমুদ্র (অধিভৌতিক), এবং দৈহিক যন্ত্রণাদি থেকে উৎপত্ত (আধ্যাত্মিক) কত রকমের ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হয়েছে, যা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অদৃষ্ট ভবিষ্যতের বিপদলজ্জার ইস্তক দিলে। আমরা বাদ উঠ, কাম নরন ও বাদ বাহ সবই করবার সম্পন্ন হচ্ছে। আশ্চর্য্য আমরা হস্তগত বাগবের কাম্পিত হচ্ছে। এই সমস্তই অব্যাহিত অমলসের সূচনা ইঙ্গিত করছে। হে ভীম, এই দেখ, এই শৃগালী মুখ থেকে অমল উৎসার করতে করতে উদীরমান সূর্যের নিকে তাকিয়ে বিকট আতঙ্কন করছে আর এই কুকুরটা নির্ভর চিত্তে আমরা নিকে তাকিয়ে বিকট ভাবে শব্দ করছে। হে ভীমসেন, পুত্রবন্ধ্য, এমন পাণ্ডীসের মধ্যে উৎকর্ষী পণ্ডর আমার হাত দিক দিবে চলে যাচ্ছে এবং গর্ভভাঙ্গর মতো, নিহরোমির অশুভ পণ্ডর আমাকে প্রবঞ্চিত করছে। আমার লক্ষণ যেন আমাকে দেখে রোদন করছে বলে মনে হচ্ছে। দেখ! এই শামরাটিকে যেন হস্তমুত বলে

মনে হচ্ছে। পেটা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কর্তন হয়ে আমায় কাম কাম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন সত্তা দিব্য দ্রাক্ষাণ্ডকে শূন্য করে ফেলতে চাইছে। দেখ, খুদ্র কিত্তাবে প্রকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী আর পাছাড় পর্বত কাঁপছে। শোন, দিন রোহে বহুপাত হচ্ছে এবং দেখ, নীল আকাশ থেকে বিদ্যুৎ মেঘে আসছে। মূলিরালিতে দিব্য অন্ধকার করে প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। মেনসমুদ্র অতি দীর্ঘসময়ক চতুর্দিকে হস্ত করণ করছে। সুবিক্রম নিম্নগত হয়ে যাচ্ছে এবং আকাশে ভয়-লক্ষ্যগনি পরস্পর যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে। দ্বিরাষ্ট্র প্রাণীরা যেন অশ্রিতে প্রবলিত হয়ে লক্ষন করছে। লল, নলী, সত্যবত, জলপায়াদি এবং মন সবই বিকৃত হচ্ছে। বৃতাহুতি প্রদানেও অগ্নি আর প্রবলিত হচ্ছে না। এ কি কুসময়? জানি না, কি ঘটতে চলেছে? গোবৎসগণ আর গোমাতার স্তন পান করছে না, পাণ্ডীসের স্তন থেকেও আর দুগ্ধারা নিগলিত হচ্ছে না। তারা অজস্রুদী হয়ে ঈড়িরে থেকে রোদন করছে এবং গোচারণ ভূমিতে বৃষগণও আর আসন প্রকাশ করছে না। হিন্দির দেখপ্রতিমাগুলি যেন স্বর্ষতে কলবরে রোদন করছেন। তারা যেন মনে ভাব করে চলে কোত উদ্যত হয়েছেন। এই সমস্ত পদ্য, জলপন, প্রাণগজ, ধনিকমার, উশ্যন-অমরাদি সবই যেন এখন শ্রী-পতি এক নিরন্দ্র হয়েছেন জানি না, অক্ষত কত বিপর্যয় আমাদের জন্যে প্রতীক করে আছে। এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে আমরা মনে হচ্ছে যে, আর পৃথিবীর সৌভাগ্য দিনটই হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের স্রবণহিঁ চিহ্নিত হওঁর সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ধরিত্রী। এই সব লক্ষণাদি নির্দেশ করছে যে, জা আর থাকবে না।”

“হে ব্রাহ্মণ পৌনক, পৃথিবীতে সেই সময়ে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে মহারাষ্ট্র যুগিতির বহু অশুভ যুগিতিগুণ্ড হয়েছিলেন, তখন অর্জুন করকপূরী থেকে কিত্তে এলেন।”

“অর্জুন তখন তাঁর চরণদলে নিপতিত হলেন, তখন মহারাষ্ট্র যুগিতির লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ভাতবকর যেন অকৃতপূর্ণ। তাঁর মুখ ছিল অক্ষত ও মহেনকমল থেকে কিছু কিছু অশ্রু মেঘে আসছিল।”

অর্জুনকে এইভাবে হস্তম্পর্শী উদ্বোধ-উৎকণ্ঠার কাম্পিতীয় দেবদ্বার দেখে, মহারাষ্ট্র যুগিতির মরম মূনির উল্লিত অরুণ করে সুকলবর্গের সমস্ত অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—“ভাই, আমাকে বল, আমাদের বহুবাক্য আর আত্মীয়-স্বজনগণা অধু, ভোজ, মর্শাহ, আই, সাতত, অম্বক ও বুকিরা জর্ঘাৎ বহুবংশের সকলে কুলে আছেন ত? আমার শ্রবের সাতানহ পুরসেন মনলে আছেন ত? আর, আমার মাতুল বসুদেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুলে আছেন ত? সেকী প্রমুখ বসুদেবের সাত পত্নী পরম্পরের প্রতি ভগ্নীভাবাপন্ন। তারা সকলেই তাঁদের পুত্র ও পুত্রবৎসগণসহ সুখে আছেন ত? বীর্ষ পুত্র অশ্রুত সুচাচারী, সেই উগ্রমের সাক্ষাৎ এবং তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের দেক্ষ এক্ষণে জীবিত আছেন ত? উগ্রসেন সুখে আছেন ত? দ্বীক এক তাঁর পুত্র কৃতবর্মী, অকুর, ভবত, গল, সাল ও শরঙ্গিৎ এর সকলে ভাল আছেন ত? তন্তুদের প্রভু বলরাম কুলে আছেন ত? বুকি বংশের মহান সেনাপতি প্রমুখ কোম আছেন? আর, বুদ্ধে অতিশয় পদপ্রমুখাঙ্গী, ভগবানের অরণ্য প্রকাশ, অনিশ্চয় অনেপে আছেন ত? সুবেণ, চাকদেক, জাফবতীর পুত্র সাহ একে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রগণ কবজাদি তাঁদের পুত্রসহ ভাল আছেন ত? অত্যন্ত, উদ্বত প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং জীবলভার ও শ্রীকৃষ্ণের বাহবলে সুরক্ষিত সুলন্দ, নন্দ প্রভৃতি আমাদের অন্যান্য পরম সুলস সাহিত্র ব্রৌটগল কুলে আছেন ত? তারা আমাদের কুল চিত্তা করেন ত? সেই ভাষণমের হিতকারী শুভবৎসল দেবিন্দ, পরম পুত্রমোহম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হারকা পূরীতে সুধর্মী বাহক সজার সুহলবর্গ পরিবেশিত হয়ে সুখে আছেন ত?”

“অমি পুত্রব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাল ভগবতের মলক নাখন, প্রতিপালন এবং উগ্রতি সাহসের উৎকণ্ঠা বহুবলকল সমুদ্রের মধ্যে অশ্রুতের কলবরসহ অকলন করছেন। আর বহুবলৌহর শ্রীকৃষ্ণে বাহবলের দ্বারা সংরক্ষিত আর নিজগণদী ভাবকপূরীতে বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরবর্গের মধ্যে দ্বিলেত লুপ্তিত হয়ে পরম জানক্যে বিহার করছেন। সত্যাত্ম প্রমুখ ভাবকর ইহিটীকল ভগবানের চরণ-সেবাকল মুখা কর্ষ সম্পন্ন করে ভগবানকে সেবতানের পদাশ্রিত করতে প্ররোচিত

করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শতীদেবীর ভোগযোগ্য (পারিজাত পুষ্প) উপভোগ করেন। বন্দবীষণ পরমেশ্বর ভগবানের বাহুবলের প্রভাবে প্রতিপালিত হয়ে সর্বজ্যোতাবে ভয়াবীন হয়ে থাকেন, আর তাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যোগ্য এবং বলপূর্বক অধিকৃত সুধর্ম, নামে সভাপ্রহরিতে তাঁরা তাঁদের চরণ ধারা পদদলিত করে বিচরণ করেন।”

“হে রাজ্য অর্জুন, তোমার নিজের সমস্ত কুলস ত? তোমার পার্বণিক দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি দীর্ঘকাল দ্বারকায় ছিলে বলে কি তাঁরা তোমার অবস্থা প্রদর্শন করেছেন বা তোমার অশোচিত সম্মান রক্ষা করেছেন? কেউ কি তোমাকে অপ্রীতিকর আশুত কথা বলেছে কিংবা যে কিছু প্রার্থনা করেছে, তাঁকে দাখিলা দেখাতে পারনি, কিংবা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি কি তা পূর্ণ করতে পারনি? তুমি সর্বদাই পরমপুণ্ড্র যোগ্য

ভীষ্মদ্রোণেই আশ্রয় প্রদান করে থাক। আজ কি কোন শরণাপন্ন ভ্রাতৃপুত্র, বালক, পাতী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক কিংবা অন্য কোন প্রার্থীকে অত্যাচারমূলক অক্ষম হয়েছে? তুমি কি কোন অগম্য স্ত্রীতে গমন করেছ? কিংবা, কোন গম্য স্ত্রীলোকের প্রতি বঞ্চন্য আচরণ করনি? অথবা পাখে তোমার সমতক বা তোমার থেকে অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে? তোমার সম্মুখে একত্রে ভোজন করবার যোগ্য বৃদ্ধ বা বলবানের তুমি কি যত্ন নাওনি? তাদের বাস নিয়ে তুমি কি একাই ভোজন করেছ? অথবা অশোণ্ড কোনও গর্হিত কার্য কি তুমি করেছ? অথবা, তোমার অতি প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তুমি কি শূন্যতা বোধ করেছ? হে অর্জুন ভাই, এ ভাড়া তোমার এই রক্ত অশ্রুতির আর কোনও কারণই আমি ভ্রমভ্রমে পারছি না।”



পঞ্চদশ অধ্যায়

যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ

সূত্র লোকস্বামী বললেন—“শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর কৃষ্ণসখা অর্জুনকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে নানা প্রকার আশ্বাসিত করে জিজ্ঞাসা করলেন।”

“গভীর শোকে অর্জুনের মুখ এবং হৃদয়গত দুঃখ হয়েছিল। তাই তাঁর সেই প্রচাটন হয়েছিল। এখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদয় হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে উক্ত বেগের অত্যন্ত কটকট হয়েছিল। তখন তিনি অতি কষ্টে বিগলিত শোভাক্ষ সংবরণ করলেন, অকম্পিত হস্ত ধরা সজ্জিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশরীরে তাঁর কুবই উৎকর্ষ হয়েছিল বলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।”

শ্রীকৃষ্ণের সখাশ্রব, মিত্রতা, বন্ধুত্ব এক সারথী আদি বর্ষেব কথা স্মরণ করে অর্জুন বাস গদগদ হয়ে অগ্রসর

যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন—“মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি আমার প্রতি বর্নিত কবুর মতো আচরণ করতেন, তিনি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমার যে বিপুল তেজ দেবতাদেরও বিশ্বয় উৎপাদন করত, তা অশ্রুত হয়েছিল। আমি তাঁকে হারিয়েছি বীর কলকালের বিরহে এই সমস্ত ভ্রবনের সব কিছুই গ্রাণহীন সেহের মতো অশ্রির এবং শূন্য বলে মনে হয়। আমি কেনস তাঁরই কৃপার ফলে বলীমান হয়ে হৃদয় রাজভবনে বসাবের সভায় সমাপ্ত কামোদিত নৃপতিদের প্রচলন পরভূত হয়েছিল। আমার ঋণের আর আরোপণ করে অসংখ্য লক্ষা বিক করেছিলেন এবং তার ফলে স্রোপদীকে লাভ করেছিলেন। তিনি নিরুটি ছিলেন বলেই সমস্ত সৎকারে আমি দেবতাপণ

সহ মহারাজার ইচ্ছামতের ভয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং তাই অধিদেবকে খাতিব ফল সহ করতে সিতে পেরেছিলেন। কেনস তাঁরই কৃপার সেই কলক খাতিব ফলের মধ্যে থেকে মহারাজার রক্ত গেয়েছিল, এবং তাই আমদের আশ্রয় স্থাপত্য শিকনিত মারামারী সভাপ্রহরিত আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন—যে সভাপ্রহর সমস্ত অশ্রুতারা রাজসুর বজ্রের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন এবং আশ্রয়তে প্রত্যর্ষ নিবেদন করেছিলেন। চল হাজার হাজার শক্তি সমবেত আশ্রয়তারা ভগবানেরই কৃপার ফল করেছিলেন জ্ঞানসম্মত, আর পদবুগল কই নৃপতিদের দ্বারা পূজিত হত। জ্ঞানসম্মত মহাভৈরব বজ্র বলি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত রাজাদের নিতে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এইভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা আমাকে কই প্রদান করেছিলেন। রাজসুর বজ্রোৎসবে বিশেষভাবে পবিত্র এবং সুন্দর কই অত্যাশ্রয় সজ্জিত তোমার পত্নীকে যখন দুঃখকামীর কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন সে অত্যাশ্রয় নামে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হয়েছিল এবং তিনিই সেই দুঃখকামীর পত্নীর কেশ বর্ণীকৃত করেছিলেন। আমাদের কবাসের সময়, আমাদের ভ্রাতৃর সমস্ত ফেলার অন্য আমাদের শরঙ্গ, সুবাসা মুনির, যিনি তাঁর অকৃত শিষ্যই ভোজন করেন, আমাদের আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), শাক্যের অবশিষ্টতার গ্রহণ করেই আমাদের রক্ত করেছিলেন। ঐভাবে তিনি ভয় গ্রহণ করেছিলেন বলে নদীতে অশ্রুত মুনিগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে আহরণে পরিভূতি অনুভব করেছিলেন আর সমস্ত ত্রিকুলও তাই পতিত হয়েছিল। তাঁরই প্রভাবে আমি যুদ্ধে বেবাদিনের মহাদেবকে এবং তাঁর পত্নী পার্বতীকে বিনোদিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনি (শিব) তখন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নিজের অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। অন্য দেবতারাও তাঁদের নিজের নিজের অস্ত্র আমাকে দান করেছিলেন এবং তা ছাড়াও এই শরীরেই আমি বর্ণালোকে যেতে পেরেছিলাম এবং সেন্সর ইন্দ্র তাঁর সভায় আমাকে তাঁর মহান আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন। যখন আমি অতিথিরূপে অনেক দিনের জন্য স্বর্ণলোকে অবস্থান করেছিলাম, তখন দেবরাজ অন্য স্বর্ণলোকে অবস্থান করেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা নিবাতকট নামক এক অশ্রুতে

সংহর করার জন্য পাণ্ডবদারী আমার কায়বুগলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হে প্রাকৃতীয় রাজবংশের বংশধর, এখন আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হারিয়েছি, বীর প্রভাবে আমি এত শক্তিশালী হয়েছিলাম। কৌরবদের সামরিক শক্তি ছিল বহু অস্ত্রের প্রাণী সমবেত সমুদ্রের মতো এবং তার ফলে তা ছিল দুরতিক্রম্য। কিন্তু তাঁর সাধে কবুদের ফলে, আমি, কবাক্ষ হার তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাঁরই কৃপার প্রভাবে আমি গোদা বিরিরে আনতে এবং সমস্ত তেজের উৎস হরণ কই রাজাদের হারিমার নিরোদ্ধরণ বলপূর্বক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনিই তাহের আমু হরণ করে নিয়েছিলেন এবং তিনিই বৃদ্ধক্রেতে তাঁর, কপ, প্রোচ্যার্য, কপ প্রমুখ কৌরব রাজান্যবর্গের দ্বারা রচিত বিপুল সৈন্যসজ্জা থেকে মনোহর এবং ওজ হরণ করেছিলেন। তাদের আবেদন এক দক্ষত অপর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রক্ত অশ্রুতগণে চলনা করার সময়ে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। অশ্রুতদের অশ্রুতমুহ যেমন মুসিংহদের পরম সেকত প্রহাদের অশ্রুত স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনি তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপার স্তীষ, স্রোপ, কপ, ভূরিক্ষা, সুবাসা, কপ, ভয়হরণ এবং বাহীক প্রভৃতি বীরভূতামলদের প্রদুত অব্যর্থ বীর অশ্রুতমুহ আমার কেশ স্পর্শ করতেও সক্ষম হয়নি। বহন আমার কৃপার অশ্রুতের জন্য চল আনতে আমি রক্ত থেকে নেমেছিলাম, তখন তাঁরই কৃপার দ্বারা আমাকে কই করতে দিবা করেছিল। আর জগতের উদ্ধারকর্তা আমার সেই পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রতি আমার কুমতিবসত তাঁকে আহার রবের সারবিরূপে নিযুক্ত করতে দুসোহনী হয়েছিল। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূর্ব মুক্তিলাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে ভোজন করেন এবং ব্যক্তিসেবা নিবেদন করে থাকেন।”

“হে রাজন! সেই মাঘ তমার প্রতি যে সমস্ত পত্নী অকট সুন্দর হাসিমুখ পতিহাস কাতা প্রহোদন করতেন, এবং আমাকে কখনও ‘হে পার্ব, হে অর্জুন, হে সখ, হে কুরুক্ষত্র’ ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত প্রদুত মনোহর সংখ্যানে সঞ্চারিত করতেন, আজ সেই সব সঞ্চার করে আহার হস্ত অত্যাশ্রয় বাবুল হচ্ছে। সঞ্চার করে আহার হস্ত অত্যাশ্রয় বাবুল হচ্ছে। সঞ্চার করে আহার হস্ত অত্যাশ্রয় বাবুল হচ্ছে। সঞ্চার করে আহার হস্ত অত্যাশ্রয় বাবুল হচ্ছে।

ও ভোক্তাবি কল্পতাম। বীতভ্যাগত কাজের আশ-
 কল্পসময় সময়ে যদি সৈবাৎ কোন কার্যের দা বাকের
 কতিপয় খণ্ড, তখন আমি তাঁকে "ওহে। তুমি ও বড়
 সজবানী" এইকম করোঁকিতে তিরস্কার করতাম। কিন্তু
 সখা তেমন সখার এক লিখা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য
 করেন, সেইভাবে দেবপুত্র পরমহুতা হলোও তিনিও
 মনমতি আমার সমস্ত অপরাধই নিজগুণে সহ্য
 করতেন।"

"হে রাজশ্রেষ্ঠ, এখন আমার পরম বন্ধু, পরম সুজন,
 পুরুষোত্তম কর্তব্য আমি ত্যক্ত হয়েছি এবং তাহি আমার
 হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের
 জন্মকালে তাঁর সমস্ত খ্রীষ্টের আমি যখন রক্ত করে
 নিয়ে আসছিলাম তখন পাণ্ডে কতকগুলি অতি নীচ গোপ
 এসে আমাকে অবলায় হস্তে অনায়াসে পরাভূত করেছে।
 পূর্বে রাজারা তাঁর প্রভাবে আমার কাছে মস্তক অবনত
 করতেন, আজ সেই চকু, সেই কণ, সেই রূপ ও সেই
 অঙ্গ—সমস্তই আছে এবং আমিও সেই রূপই আছি,
 কিন্তু তেমন বিবিধ যন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাম্র অকতি
 প্রকারের কোন কল লাভ হয় না, বাদ্য প্রভাবে সৃষ্ট
 কাস-পদ সফরে কোন লাভ হয় না অথবা উচ্চ ভূমিতে
 বীজ বপন করলে কোন কল উৎপন্ন হয় না, তেমনই
 শ্রীকৃষ্ণের মিলে কঠিনের মধ্যেই আমার চকু প্রভৃতি
 সমস্তই অকর্মণ্য হয়েছে, আমিও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি।"

"হে রাজন, আপনি দ্বারকাপুরীর যে সুকণ্ঠের কথা
 জিজ্ঞাসা করলেন, দ্বারকামহের অভিযানে তাঁদের
 বিশেষভাবে যোহ উপস্থিত হয়, পরে আর থেকে প্রকৃত
 বাক্য নায়ক মহিমা পান করার তাঁদের এমন
 চিত্তোত্তম উপস্থিত হয় যে, তাঁরা যেন পুরুষের
 পরম্পরকে চিনতে না পেতে এড়কা করেই দ্বারা
 পরস্পরকে আঘাত করে প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন,
 এমন তাঁদের চর-পাঁচ জন অবশিষ্ট আছে। কর্তব্যই,
 পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা পতির প্রভাবে জীব কখনও
 বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে বা পরস্পর
 পরস্পরকে পালন করে।"

"হে বরদেব, সমুদ্রে বৃহৎ এক অধিকতর বলশালী
 অস্তর প্রাণী যেমন ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জলতর প্রাণীদের
 ভক্ষণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সকল এবং বৃহৎ

বস্তুদের দ্বারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র বস্তুদের সংহার করিয়ে
 পৃথিবীর তার লাবণ্য করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান
 (গোবিন্দ) প্রথম উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আপুট
 হচ্ছি, কেননা এগুলি বেশ এবং কালের সমস্ত
 পরিবর্তিতে কদমের তপ প্রদর্শিত করার সারগর্ভ
 উপদেশে পূর্ণ।"

সুত গোদামী বললেন—“এইভাবে অত্যন্ত গভীর
 বৌদ্ধার্গ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করতে
 করতে অর্জুনের অন্তরকল শোকহিত হয়েছিল এবং জড়
 জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। নিমন্তর
 ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদের দ্বারা করার ফলে অতি
 দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল এবং তাঁর
 মন থেকে সমস্ত কল বিমুক্ত হয়েছিল। ভগবানের
 শীলাবিন্যাস এবং কার্যকলাপের ফলে এক তাঁর
 অনুপস্থিতির ফলে, মনে হয়েছিল কেন অর্জুন তাঁর সেওয়া
 সমস্ত উপদেশ ফুলে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা
 হয়নি, এবং তিনি পুনরায় তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বা
 হয়েছিলেন। এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফলে
 তিনি দ্বিগুণভিত সমস্ত সৎপথ চিহ্ন করেছিলেন। তার
 ফলে তিনি প্রকৃতির ঠিক তখন প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে
 নির্গুণ হয়ে অবস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর আর কত-মৃত্যুর
 বন্ধন আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তিনি
 জড় পরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রত্যাবর্তনের কথা, এবং এই
 পৃথিবী থেকে বস্তুগুলির বিনাশের কথা শুনে শিকসমতি
 মহাশয় যুধিষ্ঠির যুগ্মে শ্রীকৃষ্ণের গমে বিরে যেতে স্থির
 সংকল্প করলেন। কুন্তীদেবীও অর্জুনের যুগ্মে যুগ্ম করণের
 বিষয় একে ভাবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার কথা শ্রবণ
 করে একান্ত ভক্তি সহকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত ভগবান
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদে তাঁর চিত্ত সমর্পণ করে এই জড়
 জগৎ ত্যাগ করলেন। তাঁর নিজে তাঁর ভোলায় পর
 যেমন সেই দুটি তাঁরকেই ফেলে দেওয়া হয়, তেমনই
 অস্বিকারিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দ্বারকায়ের দ্বারা
 বরিত্রায় ভরসাক্ষ অসুখের বধ সাধন করে পৃথিবীর
 ভর হরণ করেছিলেন এবং তারপর ভাস্কর্যও অপ্রকট
 করিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে উভয়েই সমান। ঠিক
 যেমন একজন মানুষকে এক সেই পরিচয় করে অন্য

সেই মূল্য করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীর ভর
 কল্য করে অন্য মহাত্মা-আদি কেবল রূপ পরিগ্রহ করেন
 এবং প্রয়োজন সাধনের পর সেই সমস্ত রূপ অপ্রকট
 করেন। এর পরিচয় বর্ণ প্রকাশ করা বিধেয়, সেই পরম
 পুরুষ ভগবান যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য সমন্বিতে এই
 পৃথিবী পরিভ্রমণ করলেন, সেইদিনই অবিদ্যার
 জননদুহের অমঙ্গলের কারণ যে কলি ইতিপূর্বেই কিছুটা
 প্রকটিত হয়েছিল, সে অপ্রকট প্রত্যক্ষাঙ্গিত মনুষ্যের
 জীবনে অপ্রকট পরিবর্তিত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে
 প্রকটিত হল। দোষ, মিথ্যা, কুসংস্কার ও হিংসা প্রভৃতি
 অধর্মজন্য বিস্তার লাভ করতে দেখে নিজ যুধিষ্ঠির
 মহাশয় বুঝলেন যে, তাঁর রাজত্বকালে, রাজ্যে গৃহে এবং
 যেহেতু কলির সঞ্চার হয়ে, তাই তিনি মহাপ্রস্থান কববার
 উপযুক্ত বসনসমূহ পরিধান করলেন। অতঃপর, সমস্ত
 যুধিষ্ঠির বর্গাংশে তাঁর মহোত্তরান, বিনীত পৌত্র
 পৌত্রকে সঙ্গায় পৃথিবীর অধিবাসনকে ইতিপূর্বের
 সিংহাসনে অবস্থিত করেছিলেন। তারপর তিনি
 অধিবাসনের পুত্র (শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র) যাকে পুরস্কৃতের
 অধিবাসনের মণ্ডার প্রভাবিত করলেন। তারপর
 মহাশয় যুধিষ্ঠির প্রজাপতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গার্হস্থ্য
 জীবন পরিভ্রমণ করে বাওরায় উদ্দেশ্যে আপনাকে অগ্নি
 আবেশ করলেন। মহাশয় যুধিষ্ঠির তৎকালে তাঁর বসন
 ও কাপড়ি যাকর্ষীয় দ্বারকামহের জলস্রোতমূহ পরিভ্রমণ
 করে অহঙ্কার এবং বসন্ত বর্জন করলেন এবং তাঁর সম
 কিছু বন্ধন ছিন্ন করলেন। অতঃপর তিনি কল-অগ্নি
 ইন্দ্রিয়সমূহকে জ্বলন যত্নে, তাকে প্রাণ, প্রাণকে নিশ্বাস
 জগদবহুতে, জগদবহুকে বৃত্তান্তে, বৃত্তান্তকে পঞ্চভূতমূহ
 মধ্যে লীন করলেন এবং শীতের জড়জাগতিক দাবী
 থেকে মুক্ত হলেন। তারপর সেই দুই যুধিষ্ঠির
 পঞ্চভূতের একাক্ষরক মন্ত বেহকে জড় প্রকৃতির তিন
 গুণে লীন করে, সেই গুণত্রয়কে একত্রে বা অবিদ্যার
 লীন করলেন এবং তারপর অবিদ্যাকে জাহ্নবী এবং
 জাহ্নবীকে জাহ্নবী হ্রদে লীন করলেন। তারপর যুধিষ্ঠির
 মহাশয় জিহবায় পরিচয় করে, সব বস্তু আহার বর্জন
 করে, হেঁদী ভাষা স্বকল্যণ করে, অলুপারিত বেশ হয়ে

নিজেকে জড়, উপাধি ও শিলাচর মতো ভাব দেখিয়ে
 অনুজ্ঞা দি তারও অলুপ না করে এক বহিঃকর মতো
 কাহণ্য কোনও কথাই কর্ণপাত না করেই গৃহ থেকে
 বহির্গত হলেন।"

"একপ্রকারে পরমেশ্বর দ্বারা করতে করতে, যেমতে
 গমন করলে তার জিহবায় হয় না, মহাশয় যে গৃহে
 গমন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির মহাশয় সেই উচ্চ বিদ্যেই
 গমন করলেন। অতঃপর বহু কলির প্রভাবে সারা
 পৃথিবীর প্রজাদের গর্ভ-অঙ্গরথের প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত
 দেখে যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারও অবস্থিত চিত্তে তাঁর
 অনুগমন করলেন। কিন্তু পাণ্ডবের সকল ধর্ম, অর্থ,
 কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্ভুজ সমস্ত রূপে আচ্ছন্ন
 করেছিলেন, তাই তিনি তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
 রূপকল্যকেই জীবের পরম পুরুষার্থ বলে, মনে মনে
 তাঁরই দ্বারা ব্যাঘ্র করতে লাগলেন। নিরন্তর ভগবানের
 কথা শ্রবণ করার ফলে তাঁদের চেষ্টায় নির্মল হওয়ার
 চিন্তাভাষে তাঁরা পরম ন্যায্যত্ব, পরমেশ্বর ভগবান
 শ্রীকৃষ্ণের শাসনাবলি চিত্তে ধর লাভ করেছিলেন। সেই
 দ্বারা তাঁরই প্রাপ্ত হন, ইহা একান্তিকভাবে ভগবানের দ্বারা
 করেন। পোষ্যক কৃষ্ণদেব-এক ভগবানের সেই ধর্ম
 জড় বিশ্বাসকে জনকের কখনই লাভ করতে পারে না।
 কিন্তু পাণ্ডবের সমস্ত জড় কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যেত
 হয়েছিল যখন তাঁরা সমগ্রীতে সেই ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
 বিদ্যেত শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে আনিত হয়ে প্রভাস তাঁরই সেই
 পরিভ্রমণ করে নিতুপনয় দ্বারা গমন করলেন।
 শ্রীপদীও দেখলেন যে, তাঁর পরিসরে হৃদয় কেউ তাঁর
 অপেক্ষা না করে একে একে সকলেই চলে গেলেন।
 তিনি পরমেশ্বর ভগবান মানুষকে ইতিপূর্বের
 জ্ঞানভেদ। তিনি এবং সুভদ্রা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে
 একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করে তাঁর পরিসরেই চকুপল
 সুখের অর্জন করলেন।"

"ভগবানের প্রিয় পাত্র পাণ্ডবের এই পরম পরিচয়
 পরম মঙ্গলকর মহাপ্রস্থান কর্তব্য। তিনি দ্বারা সহকারে
 প্রবণ করেন, তিনি কখনই ভগবত্ব লাভ করে পরম
 গতি প্রাপ্ত হন।"



ষোড়শ অধ্যায়

কিভাবে পরীক্ষিৎ কলিযুগের সম্মুখীন হন

সূত গোহার্মী বললেন—“হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণসম, তাম্র পদ্মায় পাবন্য পুণ্ড্রিতরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় তাঁর যে সমস্ত মহন্য গুণাবলীর কথা বলেছিলেন, কালক্রমে তিনি সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে কিছুকিৎ হয়ে একজন পরম ভাববৃত্তিতে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ উত্তর যুগটির কথা ইরাদতীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং সেই ইরাদতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল চারটি পুত্র কন্যাপ্রহণ করেছিল, মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃপাচরিত্রে গুরুত্বপূর্ণ কথন করে গঙ্গার তীরে তিনিটি অশ্রমে বসে অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই বজ্রে তিনি প্রচুর ধর্মিক দান করেছিলেন এবং এই বজ্রে সাধারণ মানুষেরও বর্ণের ভেদভাষের দর্শন করতে পেরেছিলেন। এক সময়, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন পৃথিবী জয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান রাজবংশধরী এক পুত্রকে, কনি, একটি গাভী এবং একটি বৃষকে পাতে আচ্ছাদিত করে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে উপস্থিত দত্ত দান করতে উদ্যত হন।”

শৌনক কনি কিস্তাস্য কবলেন—“সেই পুত্রাধর রাজকোশে বসন করে গাভীকে তখন পদাশ্রিত করা সত্ত্বেও, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তাঁকে কেমনই সামান্য দত্ত দান করেছিলেন? এই সমস্ত ঘটনা কনি কৃষ্ণ সখসীর হয়, তা হলে দয়া করে আপনি আমাদের কাছে তা বর্ণন করুন। ভাববৃত্তিতে বা ভগবানের শ্রীপাদপদের যুগ্ম শ্রবণের অশ্রুত করে সেই সমস্ত বিষয়ের কি প্রয়োজন? হে সূত গোহার্মী, কিছু মানুষ অশ্রুতগাভী বৃত্তার কল থেকে মুক্ত হয়ে নিজা জীবন লাভের প্রয়াস করেন। তাঁরা মৃত্যুর নিম্নে বহরাজকে আহন করে মৃত্যুর করাল প্রাস থেকে রক্ষা পান। মৃত্যুর কারণ স্বকল দমবাজ বৃত্তকল এখানে উপস্থিত থাকেন, তৎক্ষণাৎ কারও মৃত্যু হবে না। ভগবানের প্রতিনিধি, মৃত্যুর নিম্নে বহরাজকে বহরাজ সেখানে আহন জানিয়েছিলেন। বাক্য তাঁর

কবলিত, তাদের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানের অমৃতময় লীলাসমূহের বর্ণনা গ্রহণ করার সুযোগ গ্রহণ করা। স্বরূপি এবং স্বরূপ আদর্শিত অঙ্গস মানুষেরা নিজের জ্ঞান তাদের রাগি অভিবাহিত করে এবং অর্থহীন কার্যকলাপে মিন অতিক্রমিত করে।”

সূত গোহার্মী বললেন—“মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন কৃত সাধাক্ষেপ রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন, তখন কলিযুগের লক্ষণাবলি তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সংবাদ তিনি যখন পান, তখন তাঁর কাছে তা মোটেই প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয়নি। অবশ্য তার মনে তিনি সংগ্রাম করার একটি সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর অনুবীণ কুলে নিয়ে সামরিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, রথী, অশ্বারোহী, গজ এবং পদাশ্রিত সৈন্য পরিবৃত্ত হয়ে, কৃষ্ণকল অশ্রুতগাভী এবং সিংহচিহ্নিত ক্ষত্রপোষিত রথে চড়ে বিবিজবের উৎসর্গে নগরী থেকে বাহির হলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ভদ্রাশ্র, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুম্ভাসল, তিম্পুক ইত্যাদি পৃথিবীর সমস্ত অংশ জয় করে নেই সমস্ত দেশের শাসকদের কাছে থেকে উপঢৌকনাদি আদায় করেছিলেন। রাজা যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মহান ভগবতন্ত পূর্ণপুত্রদের এক শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেরও কিভাবে অশ্রুতগাভীর অশ্রুত প্রত্যুত্তর দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন, সে-কালক গ্রন্থ কয়েকটি। লোকের তাঁর কাছে বুদ্ধি এবং পুণ্ড্র বশবশতের কেশবের প্রতি গভীর মোহ এবং ভক্তির কথাও কলত। এই প্রত্যুত্তর মহিষ্য তাঁরনকরীদেব প্রতি অশ্রুত প্রসার হয়ে মহারাজ পতীর তুর্গি সহকারে তাঁর চক্ষুর উদ্বীলিত করেছিলেন এবং মঙ্গলান্যাতা সহকারে তাদের অতি মূল্যবান কঠোর এবং বসন দান করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ওয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিশ্বক) যিনি সারা জগতে মান্য, তিনি তাঁর অহিতকী কৃপাশ্রুত তাঁর প্রিয় পাদপুত্রদের সনধ্য গ্রহণ করেছিলেন, দৌত্য করেছিলেন, সমাকালে

ক্রীড়ার সতর্ক হয়েছিলেন, রাগে উত্তপ্ত ভরসার হতে তাঁদের প্রহরী হয়েছিলেন এবং এইভাবে তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের অন্য প্রকার সেবা করেছিলেন। কনিষ্ট শ্রাত্যকালে তিনি তাঁদের প্রণীত নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁদের নির্দেশ শাসন করেছিলেন। তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবানের শ্রীপাদপদের প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হয়েছিলেন।”

“যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর পূর্ণপুত্রদের সুকৃতি বিষয়ক কথা গ্রহণ করে মিন যাপন করছিলেন এবং অতিশয় আশ্চর্য হয়ে নিজের পর মিন তাঁদেরই চিত্তার মগ্ন হয়ে থাকতেন, তখন কী ঘটছিল, তা এখন আপনারা আমার কাছে শুনেতে পারেন।”

“ধর্মীতির রক্ষক ধর্মরাজ একটি কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন। আর তখন তাঁর দেখা হয়েছিল গাভীরূপী ধর্মীতা যাতার সাথে—তিনি যেন স্বংসহায় গোমাতার মতোই বিবাহ হয়ে ছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অশ্রুতগাভী, আর তাঁর দেহের সৌন্দর্য যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তাই ধর্মরাজ তখন ধর্মীতামাতাকে প্রশ্ন করেছিলেন—‘হে মাতা, আপনি কি সম্পূর্ণ কৃপণে নেই? আপনাকে কেন কৃষ্ণরূপে মনে হচ্ছে? আপনার মুখ সামান্য অন্ধকারাক্ত দেখাচ্ছে, আপনি কি অন্তরে কোনও আধিভাষিতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিংবা কোনও আত্মীয়-বন্ধু মৃত্যু চলে গেছে, তার কথা ভাবছেন? আমার তিনটি পা আমি হারিয়েছি আর আমি এখন একটি মাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার এই রক্ত অশ্রুতগাভী আপনাকে কি দুঃখ করছেন? কিংবা যাত্রা বিধি-অমল্যাকারী মাসেকৃষ্ণ পুত্র, এর পর তারা আমাকে প্রাস করবে বলে আপনি কি নিরাশ উদ্বেগভুল হয়েছেন? অথবা বর্তমানে কোনই স্বজাতি অনুষ্ঠিত হয় না বলে ভগবানের উদ্দেশ্যে বজ্র-উৎসর্গের ভাষ আপনাকে হচ্ছে, তাই আপনি কি ব্যস্ত হয়েছেন? কিংবা পুণ্ড্রিক এবং অনাবৃষ্টির ফলে জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে আপনি কি শোকাভুল হয়েছেন? কাতজানবর্জিত মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত অসহায় অপ্রহরী অনুবী দ্বীলোক এবং শিশুদের জন্য আপনি কি করণা অনুভব করছেন? কিংবা ধর্মীতি বিবোধী কার্যকলাপে মগ্ন ব্রাহ্মণদের দ্বারা বগদেবী পরিচালিত হচ্ছে বলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? অথবা যে সমস্ত শাসককুল ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিক

মন্য করে না, ব্রাহ্মণেরা তাদেরই কাছে আশ্রয় নিচ্ছে বলে আপনি কি দুঃখিত? ভাব্যবগত কত্রি শাসকবর্গ এখন এই কলিযুগের প্রভাবে বিপ্রান্ত হয়ে গেছে, আর তাই তারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। আপনি কি এই বিপর্যয়ের জন্য শোকাভিভূত হয়েছেন? এখন সাধারণ লোকে আহার, নিদ্রা, পান, বৈশ্বাসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারে বিগ্নিগ্নিগ্নিগ্নি কিছুই মেনে চলে না, অসংসার কাত অসংসার ইচ্ছামতো করে থাকে। এর জন্য আপনি কি দুঃখিত?’

“হে ধর্মীতা মাতা, পরম পুণ্ড্রবাসন ভগবান শ্রীহরি বহু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকল অবতারের গ্রহণ করেছিলেন কেবলই আপনার প্রত্যুত্তর তার লাভের জন্য। এখনে তাঁর সকল লীলা সম্পাদনই অশ্রুতগাভী, আর সেগুলি মোক্ষপাথের পথ সুদৃঢ় করে তোলে। এখন তিনি অশ্রুতগাভী হয়েছেন বলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁর লীলাকথা শ্রবণ করছেন এবং মনে মনে সেগুলির অশ্রুতগাভী শোকাভুল হয়েছেন। হে মাতা কৃষ্ণরূপী, সকল ঐশ্বর্যের আপনি আশ্রয়। অনুগ্রহ করে আপনার মনস্তাপের মূল কারণ আমাকে বলুন, যার ফলে আপনি দুঃখ ক্রোশে জড়িত হয়ে এমন দুর্বল কীর্ণতনু হয়েছেন। আমার মনে হয়, কালের দাপট প্রভাব বা অতি বসিষ্টকও পরাভূত করে, তার দ্বারা আপনার সমগ্র সৌভাগ্য অপসৃত হয়েছে, যে-সৌভাগ্য ভগবানের দ্বারাও বসিত হ’ত।”

ধর্মীতা (গাভী রূপী) তাই ধর্মরাজকে (কৃষ্ণ রূপ) উত্তর দিলেন—“হে ধর্মরাজ, আমার কাছে বা কিছু জানিতে চেয়েছেন, সবই আপনি নিশ্চয়ই জানেন। এই সমস্ত প্রত্যুত্তর আমি উত্তর ভেদভাষ চেষ্টা করব। একদা আপনিও চারটি পদের ওপরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার সারা বিশ্ব ব্রাহ্মণের সুখ স্বয়ং করেছিলেন। তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে (১) সত্যবাহিনী, (২) ওচিঅ, (৩) অন্নের দুঃখে অসহনীয়তা, (৪) জ্ঞান সংবাদের ক্ষমতা, (৫) অশ্রুতগাভী, (৬) কৃষ্ণরূপ, (৭) মনের অশ্রুতগাভী, (৮) বাহ্যিকভাষার সংযম, (৯) কঠোর-অকঠোর্যের পারিত্যজন, (১০) সাম্যভাষ, (১১) সহনশীলতা, (১২) স্বভাবিক ভগবতন্ত-শ্রুতগাভী, (১৩) বিস্ময়, (১৪) জ্ঞান, (১৫) ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে বিতৃষ্ণা, (১৬) ক্ষেত্র, (১৭) শৌর্য, (১৮) প্রত্যুত্তর, (১৯)

সব কিছু সম্ভব করার ক্ষমতা, (২০) যথার্থভাবে দায়িত্ব-
কর্তব্য পালনের দক্ষতা, (২১) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা
(পর্যায়ীনতাপূর্ণ), (২২) কর্মকুশলতা, (২৩) সম্যক
সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা, (২৪) উদ্বেগহীন ধৈর্য, (২৫)
সুদৃঢ়তা, (২৬) অভিনবত্ব, (২৭) ভদ্রস্বভাব, (২৮) মুক্ত
হস্তে দান-দায়িত্ব, (২৯) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, (৩০) সকল
জ্ঞানের পরিশুদ্ধি, (৩১) যথার্থ কর্তব্য প্রায়শ, (৩২) সকল
তোষণাবস্তুতে অধিকার, (৩৩) উৎকৃষ্টতা, (৩৪) হৈর্ষ,
(৩৫) নির্ভরযোগ্যতা, (৩৬) যশ, (৩৭) মাননীয়তা,
(৩৮) গর্বশূন্যতা, (৩৯) ভগবৎ, (৪০) নিত্যতা এবং
অন্যান্য আরও অনেক অপ্রাকৃত গুণবৈশিষ্ট্যাদি যা নিত্য
বিরাজমান ও যেগুলি কখনই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করা
যায় না। সকল সাবিতিকতা এবং সৌন্দর্যের আধার
পুরুষোত্তম ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে
এখন তাঁর অপ্রাকৃত লীলা সংবেদন করেছেন। তাঁর
অপ্রকটকালে কলিযুগ সর্বত্র তার প্রজ্ঞা বিস্তার করেছে,
তাই আমি এই পরিস্থিতি দৃষ্ট করে দুঃখিত হচ্ছি।”

“হে দেবশ্রেষ্ঠ, তোমার এবং আমার নিঃস্বের এবং
সকল দেবতা, ঋষি, পিতৃলোকবাসী, ভগবৎভক্তজন এবং
মানব সমাজের বর্ণ ও আশ্রয় প্রার্থার অনুসরণকারী
সকলের অবস্থা বিবেচনা করে আমি শোক করছি। ঐশ্বর্য
প্রমুখ দেবতারা ভগবানের পরগণত্ব হওয়া সত্ত্বেও যে
লক্ষ্মীদেবীর বিভিন্ন কল্যাণকর শাসনের অশ্রয় কলঙ্ক
তপন্য করেছিলেন, সেই লক্ষ্মীদেবী তাঁর নিবাসস্থল
পদ্মকল পরিত্যাগ করে অত্যন্ত অনুগ্রহ সহকারে যে

শ্রীকৃষ্ণের নির্মল চরণকমলের সৌন্দর্য নিরন্তর সেবা
করেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা, বস্তু, অমূল্য ও পদ্ম
আদি চিহ্নে চিহ্নিত শ্রীচরণের দ্বারা আমি সম্যকরূপে
অনুকৃত হয়েছিলাম, তখন ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্যই
আমার সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কেননা আমি
তখন ভগবানের কাছে থেকে বিভূতি লাভ করেছিলাম।
তখনই যখন সেই বিভূতি আমার সমস্ত উপস্থিত হল,
তখন আমার হৃদয় গর্ভ হল। বোধ হয়, সেই গর্ভ গর্ভ
করার জন্যই ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন।”

“হে মুর্তিমান ধর্ম, আমি যখন অসুরবংশীর রাজ্যের
শত শত অশ্বৈহিংসী রূপ গুরুভারে আক্রান্ত হয়েছিলাম,
তখন ভগবান সেই অসুরদের সংহার করে আমার
গুরুভার হরণ করেছিলেন। তেমনই আমি দুর্ভাগ্যবশত
অবস্থায় যখন (পাদরায় বিহীন হয়ে) বাঁড়ার ক্ষমতা
হারিয়েছিলেন, তখন তোমাকে সূত্র করার জন্য তিনি তাঁর
অন্তরঙ্গ শক্তির প্রভাবে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে পরম
রমণীয় শরীর ধারণ করেছিলেন। যিনি প্রেমপূর্ণ
অবলোকন, রচিত হাস্য ও মধুর সঙ্গীত করলে,
সত্যতায় প্রভৃতি মধুমিনী কামিনীপণ নৈর্ঘ ও মান
যন্ত্রাভাস, বীর রূপ-চিহ্নে অনুকৃত হয়ে এবং চরণ স্পর্শ
অনুভব করে অমর অঙ্গ পুলকিত হত সেই পুরুষোত্তম
ভগবানের বিরহ কে সহ্য করতে পারে?”

“পৃথিবী এবং ধর্ম যখন পরস্পর এইভাবে
কণ্ঠস্পর্শ করছিলেন, তখন পরীক্ষিত নামক রাজর্ষি
পৃথিবীকেই সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হলেন।”

সপ্তদশ অধ্যায়

কলির দণ্ড এবং পুরস্কার

সূত্র গোষ্ঠারী বললেন—“সেখানে উপস্থিত হয়ে
মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত দেখলেন যে, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ
করে একটি দণ্ডের দ্বারা অনাথকে একটি গাভী ও বৃষকে

প্রহার করছে। বৃষটি খেতপাড়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। শূদ্রের
প্রহারে সে এমনি ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মৃত্যু ত্যাগ
করে কল্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গাভীটি ধর্মদাবী হওয়ার ফলে অত্যন্ত ওড়ল হালত
তিনি যেন লীনা এবং বৎসহীনা। বৃষটি তাঁর পশে
আঘাত করছিল। তাই তাঁর নমন অপ্রসিক্ত এবং তিনি
অত্যন্ত কৃশ হয়ে তৃণ ভক্ষণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা
প্রকাশ করছিলেন।”

সুবর্ণচিহ্নিত রাখে আরম্ভ হয়ে, ধনুর্বাণে সুসজ্জিত
মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত সেই শূদ্রকে বহুগাভীর স্বরে জিজ্ঞাসা
করলেন—“তুই কে? কল্যান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই
পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সক্ষম
করছিস? তুই মনের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস? ঠিক
কিছু তোমার কার্যকলাপ কত্রির নীতির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ
গাভীবাসী অর্জুনসহ দূরে গমন করেছেন বলে তুই কি
নিজনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করতে সক্ষম করছিস?
তাঁর ফলে তোমার যে অপরাধ হয়েছে, তাতে তুই বাধের
উপস্থিত।”

মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত তখন বৃষটিকে জিজ্ঞাসা
করলেন—“আপনি কে? আপনি কি বৃণালতরু কেন
বৃষ, না কোনও দেবতা? আপনি তিনটি চরণ হারিয়েছেন
এবং মাত্র এক পশে নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি
কি কোনও দেবতা বৃষরূপ ধারণ করে আমাদের হলনা
করছেন? কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরদের ভূজ বাসে সুরক্ষিত
কোনও রাজ্যে এই প্রথম আপনাকে অপ্রজ্ঞানে অনুভব
হতে দেখলাম। এখনও নব্বই এই পৃথিবীতে রাজর্ষীর
অবলোকন ফলে কারও অপ্রজ্ঞাত হতে দেখা যায়নি। হে
সুরভীন্দ্রন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই।
নিরন্তরীয় বৃষটিকে তার পাওয়ারও পরকার নেই। আর,
হে গোমাতা! আপনিও আর রোজন করছেন না।
দুইয়ের শাসনকর্ত্ত আমি প্রীতি প্রকৃতি আপনার নলপই
হবে। হে মাধি, যে রাজার রাজ্যে প্রজ্ঞা অসং
ব্যক্তির দ্বারা সত্ত্ব হয়, সেই রাজার ন্যায়টির বশ,
পরমাত্ম, সৌভাগ্য ও পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্মাদি সবই
লাভ প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্টতমের দুঃখ-মুর্শা দূর করা
অবশ্যই রাজার পরম ধর্ম, তাই আমি অতীত জন্মক এই
মানুষটির প্রাণ অবশ্যই সংহার করব, কারণ সে অনান্য
প্রাণীদের প্রতি হিংসে হয়ে উঠেছে।”

তিনি (মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত) সেই বৃষটিকে পুনরায়
জিজ্ঞাসা করলেন—“হে সুরভীন্দ্রন, কে আপনার তিনটি

পা ছেদন করেছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী
রাজ্যের রাজা আপনার মতো দুঃখ ও আর কারও
হয়নি।”

“হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সন্তু প্রকৃতির,
তাই আপনার সর্বসীল মঙ্গল হোক। দ্বন্দ্ব করে আপনি
আমাকে কখন কোন দুঃখভরে আপনার অঙ্গ ছেদন
করেন, তার জন্য পুণ্যপুত্রদের বশ ও কীর্তি কলুষিত
হচ্ছে। বারা নিরপরাধ জীবের কাঁটের কারণে, এই
জগতের সর্বত্রই আমি তাদের কাছে ভরের কারণ।
দুর্ভাগ্যের নম্রের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে কেউই
সাধারণের কল্যাণ সাধন করেন। যে দুর্ভাগ্য নিরপরাধ
জীবের প্রতি হিংসে করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি
যদিও বর্ষ-অনুকূলে সম্পূর্ণ দেবতাও হয়, তবু আমি তাঁর
কাছ ছেদ করে দেব। বরষা শাসনের অনুশাসন অনুসারে
নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাঁদের পালন করা এবং
যখন অস্বাভাবিক অবস্থা থাকে না, তখনও তারা শাস্ত্রবিধি
উপরতল করে অপ্রজ্ঞাত স্বাভাবিক কলমে বিপর্যয়ী
হয়, তাদের দ্বাধাশ্রয় তিরস্কার করাই শাসনকারী রাজার
পরম ধর্ম।”

ধর্মরাজ বললেন—“যে পাণ্ডবদের ভক্তিতাবময়
গুণবৈশিষ্ট্যাদিতে বিভূষিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত
দেীতাদি কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন, আপনি সেই
পাণ্ডবদেরই বংশধরের মতো উপস্থিত কথাই বলছেন।
হে নরশ্রেষ্ঠ, কেন বিশেষ দুরাচারী যে আমাদের দুঃখ-
দুর্ভাগ্য ঘটিয়েছে, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন, কারণ বহু
মতাবলম্বী দার্শনিকদের বিভিন্ন সব অভিহিতের দ্বারা
আমরা বিভূষিত হতে গেছি। কিছু দার্শনিক যারা সব
রকমের রৈজ্ঞান্য অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রচার করেন
যে, জীব নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী।
অন্যেরা বলে যে, অভিমতবীর্য শক্তিই সুখ-দুঃখের জন্য
দায়ী। আবার অনেকে বলে যে, কর্মই সুখ-দুঃখের কর্ত্তা,
তেমনি আবার হাড়কদীরা বলে যে, স্বভাব বা প্রকৃতি
আমাদের সুখ-দুঃখে পরম কারণ। কিছু সন্ন্যাসী বলেন,
বীর্য বিকাশ করেন যে, যুক্তি বিচারের সাহায্যে সুখ-
শোকের কারণ নির্ণয় করতে কেউ পারে না, বা করনার
সাহায্যেও তা জানতে পারে না, অথবা ভাষার প্রকাশ
করতেও পারে না। হে রাজর্ষি, আপনার নিজের মনীষার

সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই চিন্তা করুন।”

সূত গোষামী বললেন—“হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিত ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ লম্বুট হলেন এবং নিভুল ও বিগতসময় হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—“হে বৃদ্ধপন্থী ধর্মজ্ঞা: ধর্ম শাস্ত্রে কল হই যে অধর্মিক বা পাপাচারীর যে হান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই হান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি ওগো পরিত্র নিচ্ছেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সত্যের ধর্ম—বৃদ্ধপন্থী ধর্মকে কবেই মাত্র। এইভাবে দৈবী দায়িত্ব গতি নিশ্চয় জীবনের মন এবং আশ্রয়ের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, যজ্ঞ ও সত্য রূপ জেতার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, ক্রীসন এবং নেশাভ্রমিত মস্তিষ্ক রূপে বর্তমান অধর্মের প্রভাবে জেতার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে। এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ে উপর ভর করে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মকামী কলি ক্রমশঃ প্রবলনের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার এই পদটিও ধ্বংস করায় চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্তরে অবস্থিত পুণ্যবীর ভক্ত হরণ করেছিলেন। তিনি বহন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাব সর্বভোক্তার পৃথিবীর সমস্ত সাক্ষিত হয়েছিল। হুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাক্ষী ধরিত্রী, আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্যেবী শূন্যের রাজ্য হয়ে ভোগ করবে—এই বলে শত্রু করতে করতে অস্ত্র ত্যাগ করছিলেন। এইভাবে মহারাজী (সহল শত্রু সঙ্গে একতরফে সন্ধ্যা করতে সক্ষম) পরীক্ষিত, বর্ষ এবং পৃথিবীকে সাধন পান করে, অধর্মের ক্রান্ত বরুণ কর্তাকে সাহায্য করাও জ্ঞা তাঁর বড় প্রহণ করলেন। কলি বহন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে লিপ্ত হয়ে সে তার রাজত্ব পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবতরমস্তকে নিপতিত হয়ে অতঃসমর্পণ করল। দীনবৎসল, শরণাগত পালক, হলকী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিত তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে

কৃপাক্ষত তাকে বধ করলেন না এবং যেন ঐহিক হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন, ‘আমরা অর্জনের যশের উত্তরাধিকারী, তাই তুমি বহন কৃতান্তলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি জেয়াকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর। কলি যা অধর্মকে বধি রাজা বা রাষ্ট্রনেতৃত্বের অচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই শৌচ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, অপটুতা, কলহ ও দুষ্ট প্রকৃতি অধর্মসমূহ প্রকলভাবে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে বন্ধ বিস্তারনিপুণ ব্যক্তিকেরা বজ্র অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রাহ্মপাঠ প্রদেলে জেতার দ্বারা উচিত নয়। স্বল্পে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পুজিত হয়, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কলহ তিনি স্বাক্ষর ও জবর সকলেরই আত্মা এবং তিনি যাবত মতো সকলেরই অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারা লম্বুট হয়ে ব্যক্তিকের সর্বসঙ্গী বঙ্গল সাধন করেন।”

দ্বীসূত গোষামী বললেন—“এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক আদিত হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। ততবারি হস্তে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিত মহারাজকে তখন তার কাছে বমগাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে কলতে লাগল, ‘হে পৃথিবীর একমাত্র সন্তা, আপনার আত্মানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে কলি করছি, সেখানে আমি কনুর্গণসহ আপনাকে বেধতে পারছি। অতএব, হে ধর্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরকিতে আপনার আত্মা পান করব পারি।”

সূত গোষামী বললেন—“কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিত তাকে যেখানে দৃঢ় ক্রীড়া, আসব পান, অবিধ দ্রীসক এবং পত্ন হস্ত হই, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন। কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিত তাকে সুবর্ণ বস্ত্রের অনুমতি প্রদান করলেন।

কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান। অধর্মাত্ম কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আত্মা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাচটি স্থানে বাস করতে লাগল। অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকর্ষণ করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী—তাঁদের পক্ষে, এই সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। তারপর মহারাজ পরীক্ষিত বৃদ্ধপন্থী ধর্মের তপস, শৌচ এবং সন্ন্যাস তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর আত্মসম্পূর্ণ কার্যকলাপের

মাধ্যমে পৃথিবীর প্রকৃত উন্নতি সাধন করেছিলেন। মহা সৌভাগ্যশালী সন্তাট মহারাজ পরীক্ষিত বনগমনে অভিনাবী পিতামহ মহারাজ বৃষ্টিবর্ষ কর্তৃক অর্পিত রাজোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাতাপ, চতুর্ভূতী, মহাযশা, পরীক্ষিত কৌরব রাজনন্দীর দ্বারা মহিমাম্বিত হয়ে ইতিমানুরে অবস্থান করছেন। অভিনন্দ্য-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিত এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার বন্ধ করা সত্ত্ব হইবে।”



অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিত ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

দ্বীসূত গোষামী বললেন—“মহারাজ পরীক্ষিত মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বখানর ব্রাহ্মণ দ্বারা দুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অশ্রুতকর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুযুগে নিপতিত হননি। অবিকল, মহারাজ পরীক্ষিত সর্বদা জ্ঞাতসারে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে ভক্ষক লংশনে গ্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে ক্লিষ্ট হননি। তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিত ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোষামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্য বরণ করেছিলেন এবং ভগবানের তব সম্বন্ধভাবে অবগত হয়ে গঙ্গার তীরে তাঁর সেই তপস করছিলেন। তাঁর একমাত্র হওয়া নিশ্চিত নয়, কেননা বীরা উত্তমশ্রেষ্ঠ ভগবানের বার্তাতেই অবিরত রত থাকেন, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের কথাক্রম সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল শরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়ও তাঁদের বুদ্ধি-বিস্ময় হয় না। অভিনন্দনময় মহারাজ পরীক্ষিত যতদিন এই পৃথিবীর একমাত্র সন্তাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবীত হলেও

তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে মুহূর্তে এই স্বাধীন পরিভ্রমণ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মুহূর্তেই এখানে প্রবেশ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন মহাকরের মতো সরগ্রাহী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামাত্রই তার কল পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্রুত কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরগ হয় না, সেগুলি অশ্রুতি হলেই কল বান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদ্রোহী ছিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিত বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু দ্বারা অসংসংগত ভ্রমের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন সিংহের মতো। পরাক্রমশালী এবং তিনি মূর্খ এবং অসতর্ক ব্যক্তিদের হস্ত করেছিলেন। হে বর্ষদ্বন্দ্ব, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পত্নি ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি। যাঁরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি

সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।”

সূত গোখামী বললেন—“হে বিজ্ঞেষ্ট, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিত ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিগতমোহ হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—“হে বৃদ্ধগোখামী ধর্মজ্ঞ। ধর্ম শব্দে বলা হয় যে, আধ্যাত্মিক বা পাপচ্যায়ী যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে কোনও আপন তর পন্থায় দিচ্ছেন না। সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম—বৃদ্ধগোখার্য করেছেন মাত্র। এইভাবে দৈবী মন্ত্রের পত্তি নিশ্চয় জীবেদের মন এবং স্বাক্ষের অংশের, একে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যমুখে তপস্যা, শৌচ, ব্রহ্ম ও সত্য রূপে ভোমার চারটি পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, ক্রীসক এক নেশানিত মণ্ডল রূপে কথোম কথোমের প্রভাবে ভোমার তিনটি পদ ভয় হয়েছে। এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর তার করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মরূপী কলি ক্রমশ প্রবলমান দ্বারা সংবর্তিত হয়ে আপনার এই পদটিও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যের অকণ্ঠই পৃথিবীর চার হস্ত করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মহাময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বভোক্তার পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিভ্রম্য হয়ে সাক্ষী ধরিত্রী, ‘আমাকে ব্রাহ্মণ বিবেচী বুকেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে’—এই বলে পোক করতে করতে অন্ধ ভাগ করছিলেন। এইভাবে মহারাজী (সহস্র শতক সসে এককভাবে সংগায় করতে সক্ষম) পরীক্ষিত, ধর্ম এবং পৃথিবীকে সাহস্য দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সাহস্য করার জন্য তাঁর ঋণ গ্রহণ করলেন, কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিচল হয়ে সে তার রাজকণ পরিচায়ক করে তাঁর পাশতলে প্রসবতমভাবে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। ঈশবৎসল, শরণাগত পালক, বালকী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিত তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে

কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না এবং যেন মিথঃ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন, ‘আমরা অর্জুনের বশেষ উত্তরাধিকারী, তাই তুমি যখন কৃতান্তলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর। কলি বা অধর্মকে যদি রাজ্য বা রাষ্ট্রনেত্রকপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অকণ্ঠই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কম্পটজ, কলহ ও নষ্ট প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, হে অধর্মবদ্ধ। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গ বিস্তারনিপুণ ব্যক্তিকেরা বঙ্গ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মবর্ত্ত প্রদেশে ভোমার থাক উচিত নয়। সঙ্গে বসিও কখনও কখনও কোন সেকতা পূজিত হন, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্বাক্ষ ও ভগ্নম সকলেরই আত্মা এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও কাইরে অবস্থিত। সেই ভগ্নবান ধীকরি যজ্ঞের দ্বার সন্তুষ্ট হয়ে ব্যক্তিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।”

শ্রীসূত গোখামী বললেন—“এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে ভীত হয়ে লাল। উত্তরাধিকারী হতে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিত মহারাজকে তখন তার কাছে ধর্মরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে কহতে লাগল, ‘হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আত্মানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানে আমি ধর্মবাসীরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অতএব, হে ধর্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি বিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।’”

সূত গোখামী বললেন—“কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিত তাকে যেখানে দ্রুত ক্রীড়া, অসব পান, আঁবেদী ক্রীসক এবং পদ হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকতে অনুমতি দিলেন। কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিত তাকে সুবর্ণ কম্বাসের অনুমতি প্রদান করলেন।

কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান। অধর্মাক্রম কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাচটি স্থানে বাস করতে লাগল। অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রণীত আকাক্ষতা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকানতা, ধর্মহীনতা, ব্রাহ্মণ এবং সম্রাসী—তাদের পক্ষে, এই সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। তারপর মহারাজ পরীক্ষিত বৃদ্ধগোখার্যের তপঃ, শৌচ এবং দ্বাররূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর আত্মসম্পূর্ণ কার্যকলাপের

মাধ্যমে পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিত বনগমনে অভিলাক্ষী পিতামহ মহারাজ বৃষ্টিচর কর্তৃক আর্পিত সাজেসবৃত্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এমন সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্তী, মহাবিশ্বা, পরীক্ষিত কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমামণ্ডিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন। অভিলাক্ষী-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিত এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার বঙ্গ করা সম্ভব হয়েছে।”



অষ্টাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিত ব্রাহ্মণ-বালকের দ্বারা অভিশপ্ত

শ্রীসূত গোখামী বললেন—“মহারাজ পরীক্ষিত মাড়গর্ভে অবস্থানকালে, দ্রোগাচার্যের পুত্র অশ্বখামার ব্রহ্মাঙ্গ দ্বারা দণ্ড হওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈতকর্মী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হননি। অর্জেক্ষ, মহারাজ পরীক্ষিত সর্বদা জ্ঞাতসারে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ছিলেন এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক দংশনে প্রাণ সঙ্কট হলেও সেই ভয়ে বিচলিত হননি। তারপর, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজ পরীক্ষিত ক্যাসনেকের পুত্র ওকসেন গোখামীর শরণাগত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবানের তত্ত্ব সম্বন্ধভাবে অবগত হয়ে পদার তীরে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এককম হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা তাঁর উত্তমশ্রেষ্ঠ ভগবানের ব্যতীতেই অবিরত বৃত্ত থাকেন, যোগে নিরন্তর ভগবানের কথারূপ সেই অমৃত পান করেন এবং তাঁর চরণ-কমল স্মরণ করেন, জীবনের অন্তিম সময়েও তাঁদের বুদ্ধি-বিত্রম হয় না। অভিমন্যুসকন মহারাজ পরীক্ষিত যতদিন এই পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট ছিলেন, ততদিন কলি এই পৃথিবীর সর্বত্র প্রবর্তিত হলেও

তার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেদিন বে মৃত্যুতে এই ধরাধাম পরিত্যগ করেছিলেন, অধর্মের আশ্রয় কলি সেই দিন সেই মৃত্যুতেই এখানে প্রবেশ করেছিল। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন মনুষ্যের মতো সারপ্রাণী। তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই কলিযুগে শুভ কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছামতই অবলম্বন পাওয়া যায়, কিন্তু অশুভ কর্মসমূহের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় না, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হলেই ফল দান করে। তাই তিনি কলিযুগের প্রতি বিদেহী ছিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিত বিবেচনা করেছিলেন যে, নির্বোধ মানুষেরাই কেবল কলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করবে, কিন্তু যারা আত্মসম্মতি তাদের কলি থেকে কোন ভয় থাকবে না। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন সিংহের মতো পরাক্রমশালী এবং তিনি দুর্ধ এবং অসতর্ক ব্যক্তিরের রক্ষা করেছিলেন। হে ঋষিবৃন্দ, আপনারা জানাতে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই অনুসারে আমি আপনাদের মহারাজ পরীক্ষিতের পন্থে ইতিহাসের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করেছি। ধীরা তাঁদের জীবনের পূর্ণ সিদ্ধি

অভিলাষী, তাঁদের অবশ্যই প্রত্যাশিত টিকে অদ্বৈতকর্ম পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত গুণ এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধীত কথা জ্ঞান করা কর্তব্য।”

অবির কালেন—“হে সৌম্য সূত গোবামী। আপনি লীলায় হন এবং অমল বন লাভ করুন, কেননা আপনি অত্যন্ত সুখরত্নাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতো যত্নশীল জীবনের কাছে যা ঠিক অমৃতের মতো। আমরা যে বস্তু অনুষ্ঠান করছি, সেই অনুষ্ঠানে চুস্ত্রোক্তনিত্ত বস্তু বিস্তারিত সত্যকথা, তাই আমরা জানি যে নিশ্চিতভাবে তার ফল লাভ করা যাবে কি না। ধূমের দ্বারা বিবর্ণ আমাদের দেহকে আপনি শ্রীশৈবিশ্বের চমকবিবিশ্বের অদ্বৈত গুণ কমিয়েছেন। অগ্নবৎসরীর সঙ্গে বিবেচনায় সহ করার ফলে জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তার সঙ্গে স্বর্ণ বা মোকেরও তুলনা করা যায় না, শুধু অগ্নিশীল মানুষের জাগতিক সমুদ্রের কথা আর কি বলার আছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গোবিন্দ) পরে সেই মহাপ্রাণের একমাত্র আশ্রয়। নিম্ন ব্রহ্মা মানুষ যোগেশ্বররূপে তাঁর অপ্রাকৃত ভগবৎস্বের ইচ্ছা করতে পারেন না। কেননা রসক ব্যক্তি কি তাঁর মহিমা প্রকাশ করে কোনো পূর্ণরূপে তুষ্ট হতে পারেন? হে সূত গোবামী, আপনি বিদ্যুৎ এবং ভগবানের গুণ ভক্ত, করণ ভগবানের সেবাই অগ্নবৎসরীর একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই আপনি বজা করে আমাদের ভগবানের লীলাসমূহ বর্ণনা করুন, যা সমস্ত ভৌতিক বিচার ধারার অতীত, কেননা, সেই বাণী গ্রহণ করতে আমরা ঐকান্তিকভাবে আত্মহী। হে সূত গোবামী, সেই মহোচ্চস্বক মহারাজ পরীক্ষিত হাস্যমলক ওষধিদের কাছে যে ভাস্কর ভগবান লাভ করে পতঙ্গকর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষকলা লাভ করেছিলেন, সে কথা আপনি বজা করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। বজা করে আপনি আমাদের কাছে সেই অমল সন্তান মহিমা বর্ণনা করুন, কেননা তা পরিত্রাণকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তা মহারাজ পরীক্ষিতকে সেনাদনে হয়েছিল এবং তা তত্ত্ববোধে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের গুণ ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।”

শ্রীসূত গোবামী কালেন—“আহা! যদিও আমরা সন্তান সর্বদুঃখ ও ধর্মপী জ্ঞানবৃত্ত মহাপুত্রস্বক সেবা করব

তলেই কেবল সফলকাম্য হয়েছি। এই প্রকার মহাপ্রাণের সহকৃৎ কেবল বার্তালাপ করার কলেই নিম্নকুলে জন্মকিনিত অস্বাভাব্য অচিরেই বিদূষিত হয়ে যায়। আর যীশু মহান ভক্তের নির্দেশ অনুসারে অসীম শক্তিসম্পন্ন অমলকে সিংহ নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কি কথা? পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অমল এবং ভগবান লীলা, তাঁর মম অমল। এখানে প্রতিপন্ন হল যে, পরমেশ্বর ভগবান অমল এবং কেউই তাঁর সমকুল্য নন। তাই কেউই যথেষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে বলতে পারেন না। মহান দেবতারা অনেক প্রার্থনা করেও যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করতে পারেন না, সেই লক্ষ্মীদেবী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, যিনি ভগবান এই প্রকার সেবার আকর্ষণী নন। ব্রহ্মা যীশু পাদপদ্ম নিম্নকুল সঙ্গিল সংগ্রহ করে অর্ধস্বকল তা মহাদেবকে নিবেদন করেন (গঙ্গা জাগে), এবং বা মহাদেবসহ সমগ্র জগৎকে পবিত্র করছেন, এই জগতে সেই মুকুল ভিন্ন অন্য কে ভগবৎ শব্দবাচ্য হতে পারেন? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসক্ত অমল সংগত ব্যক্তির সহায় কুল সেই এবং সূত্র নন মহাজাগতিক আকর্ষণ পরিচাল্য করে সমগ্র আশ্রয়ের স্রম সিদ্ধি পরমহংসক প্রবির জন্য গৃহভাগ্য করে চলে যান, আর কলে অহিংসা তত্ত্ব বৈরাগ্য সাংসারিকজগৎ সম্পাদিত হয়।”

“হে সূর্যসমূহ দীপ্তিমান অবিলম্ব। শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত লীলা আমি আমার জ্ঞান অনুসারে কথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব। পাশ্চাত্য যেমন তাদের শক্তি অনুসারে আকাশে বিচরণ করে, তেমনই পণ্ডিতেরা তাঁদের উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের লীলা কীর্তন করেন।”

“এক সময় মহারাজ পরীক্ষিত পরমসম শর বোঝান করে সূর্যগ্রহণ বসে সূর্যের অনুসরণ করতে করতে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় ভীত হয়ে পড়লেন। জনসংগের অধেষণ করতে করতে তিনি শরীক স্ববির প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রব্রিষ্ট হলেন এবং দেখলেন যে, এক মুনি নগ্ন নির্মালিত করে প্রশান্তভাবে উপবেশন করে আছেন। সেই মুনির ইন্দ্রিয়, গ্রাম, মন এবং বুদ্ধি সমস্তই জগৎ বিহার থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছিল, এবং তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুবুদ্ধি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত তুরীর লগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তিনি ব্রহ্মকৃত ও নির্বিকার ছিলেন। সমাধিই সেই মুনির সেই ইচ্ছাকৃত বিস্মিত জটা এবং

মুগ্ধচর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তখনই রাজার তপসু সর্বদা বিভূত হয়ে পড়েছিল, তাই তিনি সেই সমাধিই মুনির কাছে জাগ প্রার্থনা করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন যে, মুনি তাঁকে ভূশাল, হনু, অর্থাৎ কিছুই প্রদান করলেন না, এমন কি প্রিয় করে সম্ভাবনও করলেন না, তখন তিনি নিজেকে অবমানিত মনে করে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হলেন। যে ব্রাহ্মণপণ্ডা কুমার্ত এবং তুমার্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সেই ব্রাহ্মবির প্রতি ক্রোধ এবং রসসংগত ছিল সম্পূর্ণ অতৃপ্তপূর্ণ। পূর্বে রাজা কখনো এরকম আচরণ করেননি। এইভাবে অবমানিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিত ক্রোধবশত ব্রাহ্মবির ভক্তসম্প্রদায় একটি মৃত সর্প কুকুরের অপ্রত্যাশিত দ্বারা হানি করে তাঁর স্নানপ্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্তন করলেন। পূর্বে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মনে মনে ভাঙতে লাগলেন, সেই যদি কি সত্য সত্যি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ একত্র করে নির্মালিত নেড়ে ফান করা হয়েছে, নাকি, একজন অস্বভাবকে অত্যাচারী না করার জন্য সমাধিস্থ হওয়ার ভান করা হয়েছে।”

“সেই মুনির একটি পুত্র ছিল, সে ব্রাহ্মণপুত্র হওয়ার ফলে অত্যন্ত শক্তিময় ছিল। সে যখন তখন বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তখন সে জানতে পারে রাজা কিভাবে তাঁর নিজেকে লালিত করেছে, তৎকালে সেই ব্রাহ্মণবালক শূন্য ফল, ‘বেশ! শাসকের কি রকম গাণ আচরণপারায়ণ হয়েছে। অক এবং ধর্মবাক্য কুকুরের সঙ্গে খেলার তুলনা হতে পারে, আর কি না আরও প্রকুর প্রতি পাপকরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা ক্রমবৃত্তের গৃহলক্ষ্য কুকুর বলেই নিরূপিত করেছে। তবু অকই হাস্যম্প্রদায় থাকবে। আর তবু কিসের ভিত্তিতে পূর্বে প্রকাশ করে প্রকুর সঙ্গে এক পায়ে ভোজন করার সাংস পার? সকলের পরম পাদক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইদামে গমন করেছেন বলে এই সমস্ত উচ্ছ্বল গোরুর ভাসের প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই আমি তাদের পতনক করছি। তোমরা আমার শক্তি দেখা’ অবিলম্বক শূন্যর চন্দ্রের ক্রোধে আরক্ত হয়েছিল, সে তার বেলার সাধীদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতে কৌশলী নদীর জলে অকমস করে ব্রহ্মাণস ফাট উত্থাপন করল। সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রাজাকে অভিলাষ দিল, ‘হে কুল্যায়র বর্ণাল্য লভন করে আমরা নিজাকে এইভাবে অবমানন

করেছে, আরও আশ্রয়করণে তৎকক সর্প সন্তান মিলে তাঁকে বংশন করবে।”

অবিক্রম্য এই বলে আশ্রয়ে প্রত্যাগমন করল এক তাঁর নিজের গলদেশে মৃত সর্প দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উচ্চবরে রোদন করতে লাগল—“হে ব্রাহ্মণপণ্ডা! আমরা মুনির গেষ্ট উচ্ছ্বত সেই শরীক স্ববি তাঁর পুত্রের ক্রন্দন শ্রবণ করে দীর্ঘ দীর্ঘে তাঁর নেত্রের ঊর্ধ্বালিত করলেন এবং তাঁর গলদেশে এক মৃত সর্প দেখতে পেলেন। তিনি সেই গাণটিকে একপাশে ঠুকে ফেলল তাঁর পুত্রকে ভিজ্ঞাসা করলেন, বৎস! কি রক্ত তুমি ক্রন্দন করছ? কেউ কি তোমার অনিষ্ট করেছে? সে কথা শুনে অবিলম্বক তাঁর নিজকে সমস্ত কৃতাণ্ড বংশিল।”

“তাঁর পুত্র অতিসম্প্রদায়ের অনুপবৃত্ত সেই মহারাজ পরীক্ষিতকে শপথ দিয়েছে ওনে সেই ব্রাহ্মণ শরীক স্ববি তাঁর পুত্রকে প্রণয়না করলেন না। শপথের, তিনি পুত্রকে বললেন, আর্য্য স্বী দুঃখের বিবর! তুমি বহু পাপ করছ। তুমি লম্ব গলদায়ে ওকতর দণ্ড প্রদান করছ। হে বৎস! তোমার বুদ্ধি অপমিত্ত এবং তাই যে রাজা নরসেই ও বিকৃতুল্য বলে বিদিত, যার দুর্বিষয় ভেজের প্রভাবে সমস্ত হাজারা সুদক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে সুধৈর্ঘ্য ভেল করে, তাঁকে সাধল্য অনুবের সমতুল্য বলে মনে করা তোমার উচিত হয়নি। হে বৎস, চক্খাটী শ্রীভগবানের প্রতিমিই হচ্ছেন রাজা। সেই রাজা অর্হিত হল এই পৃথিবীতে সূর্য চোজের প্রসূর্তন হয়ে এবং একদা বাক্যনির্ধীন মেঘপালের হতে মুহূর্তের মধ্যে লিষ্ট হবে। রাজতত্ত্বের সমাধির ফলে দণ্ড ও পুণ্ড কর্তৃক জনসাধারণ সম্প্রতি গুণিত হওয়ার ফলে ভরফর সামাজিক দৃষ্ট সেবা দেবে। মানুষ পরম্পরকে দিশন করবে এবং পত, স্বী ও গল গণহন্য করবে। আর এই সমস্ত পাশের জন্য আমরা লারী হব। তখন মানুষ কে মিহিত কার্যের ব্যবহার প্রাক্তির্গল সত্যক থেকে বিভূত হবে। তার ফলে তার কেবল অবনৈতিক উন্নতি ও ইচ্ছাকৃত সাধনের চেষ্টাই হয় থাকবে। সেই ফলে সঙ্গমকবে সৃষ্টি হবে। তারা কুকুর ও ফনরের হতো সঙ্গমকবে উৎপাদন করবে। বর্ষকক, মহাপ্রাণী, পরম ভগবত, অধমেষ বাক্যকারী রাজর্ষি কুখা, কুখা ও

পরিণামে কাতর হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে আমাদের কাছে আসতে সেই পরীক্ষা মহারাজ কোন মতেই আমাদের অভিপ্রেত পাত না।

“তখন সেই অধি, সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি যেন তাঁর বুদ্ধিহীন অপরিণত বালকপুত্রকে ক্ষমা করেন, যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত তাঁর মহান উত্তমক অভিশাপ দিয়ে মৃত্যু অপরোধ করেছে, ভগবানের উত্তম এতই মহিমা যে, যিনি তাঁর অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত, অভিশপ্ত, বিচলিত, উপেক্ষিত, এমন কি

নিহতও হন, তা হলেও তাঁর কথনো প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবেন না। সেই মুহূর্তেই শরীক তাঁর পুত্রের অপরাধ চিত্ত করে এইভাবে অনুতাপ করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি নিজে যে রাজ্যের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন সেই ভগবানের কথা একবারও চিত্ত করলেন না। সংসারে প্রায়ই সাধুর অন্য কর্তৃক সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হলেও তাকে কিছু হন না, কেননা তাঁরা সুখ-দুঃখ আদি ওপে অনাসক্ত।”



উনবিংশতি অধ্যায়

শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব

শ্রীমুখ গোস্বামী বললেন—“রাজা (মহারাজ পরীক্ষা) গৃহে প্রত্যর্জন করার সময় অব্যত লাগলেন যে, তিনি একজন নির্দোষ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ এবং অশিষ্ট অচরণ করছেন। তখন কালে তিনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।”

মহারাজ পরীক্ষা ভাবলেন—“ভগবানের আদেশ অনুমান করার ফলে আমার ভবিষ্যতে আমার অকল্যাণ ভরসা বিপন্ন সমুপস্থিত হবে, সেই দিবসে কেন সংশয় নেই। সেই বিপন্ন নীচাই উপস্থিত থেকে, তা হলেই আমার পুত্রের উপস্থিত প্রাপ্তি হবে এবং পুত্রের আমি সেই প্রকার পরিত্রা করব প্রবৃত্ত হব না। ব্রাহ্মণ সংকুচিত, ভগবৎ চেতনা এবং দেহ-বাক্য অবহেলা করার ফলে আমি অত্যন্ত অসত্য এবং নগ্ন। তাই আমি চাই যে, আমার রাজ্য, পরাক্রম এবং ধন-সম্পদ ব্রাহ্মণের ক্রোধান্বিতে এক্ষণে ভস্ম হয়ে যাক, যাতে আমি ভবিষ্যতে এই প্রকার অমঙ্গলজনক মনোভাবের দ্বারা কখনো প্রভাবিত না হতে পারি।”

“রাজা বসন এইভাবে অনুশোচনা করছিলেন, তখন তিনি সর্বদা পেলেন যে, অধিগুণের অভিপ্রেত ফলে, তৎকালে দলনে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হবে। রাজা সেই

সংকল্পটি শুভ সময়ের ফলে মনে করেছিলেন, কারণ তাঁর ফলে আত্মিক বিশ্বাসের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্খের সেবা সর্বাধিক পুরুষার্থের সত্যতায়ার জেনে, মহারাজ পরীক্ষা আত্ম-উপলব্ধির জন্য সমস্ত পুত্রা পবিত্র্যাপ করে সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্খে তাঁর চিত্ত একত্র করার জন্য সুবর্ণী গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করলেন। যে সুবর্ণী শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে বিমিশ্রিত তুলসীদলের সংস্পর্শে সর্বোৎকৃষ্ট সজিলাশি ঘন করেছে, তিনি মহাদেব পর্যন্ত দেবতাদের জন্তর এবং বাহিরে উভয় পবিত্র করছেন, মুক্ত নিকটবর্তী জেনে কোন মানুষ সেই পবিত্র ভাগীরথীর সেবা না করবে?”

“পাণ্ডবের উপস্থিত বশের পরীক্ষা মহারাজ তখন স্থির করেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে উপবেশন করে আমন্ত্রণ জনপন করবেন এবং মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্খে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিবেদন করবেন। তাই, সব রক্তম আসক্তি এবং সব পরিভ্যাগ করে তিনি মূনিনের মতো শান্তভাবে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় তুলসীদল মহানুভব মূনির তাঁদের শিষ্যসহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাধুরা করাই তীর্থ স্বরূপ, তাঁরা

তীর্থসমূহের তীর্থসকলকে পরিবেশ করল। অত্রি, বলিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিস্টনেমি, চণ্ড, অসিতা, পরশুর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উত্তম, ইন্দ্রপ্রমথ, ইন্দ্রবজ্র, মেধাতিথি, দেবল, আশ্বিনী, জলরাজ, যৌতম, শিরোদ্য, মেত্রেয়, ওর্ব, কবচ, কুন্তরোমি, দৈপায়ন, ভগবান নারদ প্রমুখ মহাবীরা ব্রাহ্মণের বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি এবং ব্রাহ্মণ এবং অল্প আদি ভবিষ্যৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমবেত শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎ দর্শন করে রাজা তাঁদের বথাবিধি পূজা করলেন এবং মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম করলেন। তৎপরে, তাঁরা সকলেই বসন সুখে উপবেশন করলেন, তখন রাজা তাঁদের পুনরায় প্রণাম করলেন এবং বিনীতভাবে কৃতজ্ঞচিহ্নপুটে তাঁর প্রায়োপবেশনের অভিশাপের কথা জানালেন।”

সেই ভাগবান রাজা বললেন—“আমরা বথার্থই মহাদেবের কৃপা লাভের শিক্ষার লিখিত অত্যন্ত মঙ্গলীয় রাজ্যের মধ্যে মহা নৌভাগ্যবান। সাধারণত আপনারা (মহাবীরা) মনে করেন যে, রাজকুল অসম্মান্য মতো মূর্খ বর্জনীয়। চিন্তা ও লজ্জা অগতির নিয়ম পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণের লাগুতবে আমাদের অত্যন্ত কৃপা করেছেন। আমি নিরন্তর পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হিলাম, কিন্তু ভগবান আমাকে ব্রহ্মা করার জন্য এমনভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন যে, তাঁর বশে আমি এই জগতের প্রতি বিরক্ত হব।”

“হে ব্রাহ্মণ, আমাকে সম্পূর্ণরূপে আবহমানপিত বসে গ্রহণ করুন এবং ভগবানের প্রতিমূর্তি মা গঙ্গাও আমাকে সেইভাবে স্বীকার করুন, কেননা আমি ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খ আমার হলয়ে ধারণ করেছি। এখন ব্রাহ্মণ-উত্তর প্রেরিত ভক্তকই হোক বা কৃষ্ণকই হোক আমাকে মনন করুন, আমার একমাত্র বাসনা যে, আপনারা সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্খ তীর্থ করুন। আমি সমস্ত ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে পুনরায় প্রার্থনা করছি যে, যদি আমাকে আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, তবে কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার পূর্ব আসক্তি থাকে, আমি যেন সর্বদা তাঁর ভক্তদের সব লাভ করতে পারি এবং সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি কেন আমার মৈত্রীভাব থাকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সংযত

মহারাজ পরীক্ষা তাঁর পুত্রের হাতে রাজ্যভার শাস্ত করে, গঙ্গার মঙ্গল তীরে পূর্ণহুল কুশাসনে উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করলেন।”

“মহারাজ পরীক্ষা বসন এইভাবে প্রায়োপবেশন করলেন, তখন অগ্নির দেবতারা তাঁর কাছের প্রসঙ্গ করে পুষ্পবাণী করতে লাগলেন এবং মূলুতি শব্দে লাগলেন। সেখানে সমবেত সমস্ত মহাবীরা মহারাজ পরীক্ষিতের সাক্ষর প্রণাম করলেন এবং ‘সাদু’ ‘সাদু’ বলে তা অনুমোদন করলেন। অধিরা অর্জবতই সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনে উৎসাহ, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত গুণে গুণাবিত। তাই তাঁরা ভগবন্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে দেশে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুসরণকারী পাণ্ডু বংশীর ব্রাহ্মণের কলতিলাক! আপনি যে পরমেশ্বর ভগবানের নিষ্ঠা সামিধ্য লাভের জন্য বৎস রাজ্যের রাজমুখ্যে শোভিত আপনার সিংহাসন পবিত্র্যগ করেছেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বর্তমান পর্বত ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহারাজ পরীক্ষা সমস্ত জড় কলুষ এবং সর্ব প্রকার শোক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে পরম ধামে গিয়ে না যান, বর্তমান পর্বত আমরা সকলে এখানে প্রতীক্ষা করব।’”

“অধিরা যা বলেছেন তা অত্যন্ত অতিমুখ, পণ্ডীর অর্থাপূর্ণ এবং পূর্ণরূপে সত্য ছিল। তাই তা শুনে মহারাজ পরীক্ষা শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শোনেবার অভিজ্ঞা সেই মহাবীরের অভিনন্দন জানিয়ে কলতে লাগলেন—‘হে মহাবীর! আপনারা সকলে অত্যন্ত কৃপাপরবন হতে ব্রাহ্মণের সমস্ত লিখ থেকে এখানে এসেছেন। আপনারা সকলে ত্রিভুবনেও উর্ধ্ব (সত্যলোকে) বিরাজমান মূর্তিমান বেদসমূহের যতো। কেননা অগ্নির প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনারদের স্বভাব এবং তা ছাড়া এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে আপনারদের কোন স্বার্থ নেই। হে বিশ্বদেবতাজন ব্রাহ্মণ! আমি এখন আপনারদের কাছে আমার আশ্রয় কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করছি। দয়া করে, বথার্থভাবে বিচার করে আমাকে বলুন, সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের, বিশেষ করে যে মানুষ মরণোন্মুখ, তার অবশ্য কর্তব্য কি।’”

28

সেই ভগবানের সন্ততি বিধান করা। এই বিরাট বিগ্রহের যে সমস্ত অংকুর সন্তান সেন্সর আমি আপনার কাছে কর্তব্য করলাম। মুক্তিকারী ব্যক্তির তাঁদের বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত কুল পরীক্ষা তাঁদের মন একাত্ম করেন, কেননা এই ভড় ভগবতে তা ছাড়া আর কিছু নেই। মনুষ্যের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবানে মনকে একাগ্র করা,

যিনি বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, ঠিক যেমন মানুষ স্বপ্নে স্বপ্নে হাজার হাজার রূপ সৃষ্টি করে। সেই সর্বশক্তিমান পরম সন্তোষে কেবল মনকে একাগ্র করা উচিত, তা না হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হতে হবে।"



দ্বিতীয় অধ্যায়

হৃদয়াভ্যন্তরস্থ ভগবান

ঈশ তখনই পেরানী বললেন—“বিশ্ববৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা বিরাট রূপের ধ্যান করার মাধ্যমে ভগবানের সন্ততি বিধান করে তাঁর লুপ্ত চেতনা ফিরে পেরেছিলেন এক এই বিশ্ব প্রলয়ের পূর্বে ঠিক যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে উন্নতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

"বৈদিক ধর্মের দ্বারা প্রদর্শিত পথ একই মোহময়ী যে, মনুষ্যের বুদ্ধি স্বর্গ আদি অর্থহীন বিষয়ে দাবিত হয়। বহু জীব বর্ষলোকে অলীক সুখভোগের স্বপ্নে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত স্থান সে কোনরকম প্রকৃত সুখ আনন্দ করতে পারে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি উপাধিসম্বিত এই জগতে কেবল নুনাভ্যন্তর অংশকতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়াস করবেন। তাঁর কর্তব্য বুদ্ধিমত্তা সহকারে হির হওয়া এবং কখনো অবস্থিত বস্তুর জন্য কোন রকম প্রয়াস না করা, কেননা তিনি স্ববহনিতভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল অর্থহীন পরিভ্রম মাত্র। ভূমিরূপ লব্যা থাকতে শরীরের জন্য খাট এবং পালকের কি প্রয়োজন? বাহ্যিক উপাধিভোগের কি প্রয়োজন? আর বন্ধন অজ্ঞানি কর্তব্য, তখন কল্যাণ পাত্রেই কি প্রয়োজন? নিক ও বৃক কল্যাণি থাকতে কল্যাণ কি প্রয়োজন? পথে কি কোন জীর্ণ বস্ত্র পড়ে নেই? অন্যদের পালন করার জন্য তাদের অস্তিত্ব, সেই বৃক্ষা কি আর ভিক্ষা দান

করবে না? নবীতালি কি তকিয়ে গেছে, যার ফলে তারা আর তত্ত্বজ্ঞানকে জ্ঞানন করছে না? পর্বতের গুহাগুলি কি রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান ভগবান কি পরমপদকে আর রক্ষা করছেন না? তা হলে জ্ঞানবান মুনিধর্মের কেন এইভাবে গর্বে অন্ধ এবং প্রমত্ত ব্যক্তিরের তোষামোদ করতে ব্যস্ত? এইভাবে হির হয়ে তাঁর সর্বশক্তিমান প্রভাবে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান, নিত্য এবং অর্থহীন, তিনিই জীবনের পরম লক্ষ্য এবং তাঁর আরাধনার ফলে মানুষ সনাতনের হেতুরূপ অবিদ্যাকে দূর করতে পারে। যোর জড়বাদী ছাড়া আর কে পারমাণবিক বিষয়ে চিন্তা না করে অনিত্য বিষয়ের চিন্তা করবে? দুঃখ-দুর্দশায় নবী বৈতরণীতে পতিত হয়ে তাকে বীজ কর্মজাত ব্রিডাপ ভোগ করতে হয়, তা দেখা সত্ত্বেও লুপ্ত ছাড়া আর কোন ব্যক্তির বিষয়ে পৃথক হলে? অন্যেরা (যোগীরা) তাঁদের সোহের অস্তিত্ব হৃদয়-গহ্বরে বিদ্যমান চতুর্ভুজ লক্ষ-চক্ষু-পদা-পূর্ণধারী প্রাদেশময় ধর্মশার দ্বারা স্মরণ করে থাকেন। তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করছে। তাঁর চকুদ্বয় কমল হস্তের মতো আয়ত, এবং তাঁর বদন কদম্ব পুষ্পের ফলের মতো নীত বর্ণ এবং তিনি বহু মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা বিভূষিত। মহারথবর্তিত স্বর্গীয় কীর্তি

ও কুণ্ডল মহামূল্যবান স্নিগ্ধমুহুরে তারা বিশেষভাবে দীপ্তিমান। তাঁর শ্রীপাদপদ হৃদয় যোগীদের বিকশিত হৃদয় পথের তর্পিকারূপ আয়তনে সংস্থাপিত। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত তৌক্তিক-মণি শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর স্বচ্ছ নানাপ্রকার রত্নসমূহ, এবং তাঁর গলদেশ অঙ্গন শোভা সম্বিত কনকহারে বেষ্টিত।

তাঁর কটদেশে মেঘলার দ্বারা এবং অঙ্গুলিগুলি কল্যাণ রত্ন বর্তিত অঙ্গুরীর দ্বারা সুশোভিত। তাঁর অন্যান্য অঙ্গ নুপুর, কঙ্কণ আদি বহু মূল্যবান অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর মুখমণ্ডল কৃষ্ণিত স্নিগ্ধ অমল নীলবর্ণ কেশের দ্বারা অতিশয় শোভমান এবং হাঙ্গা দ্বারা পরম মনোহর। ভগবানের উদার নীলা এবং হৃদয়যুক্ত কটাক্ষপাতে যে চমৎকার স্রষ্টারী দীপ্তিমান হয়, তাতে তাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহ পূর্ণরূপে সূচিত হয়। তাই বতকশ ধ্যানের দ্বারা মনকে নিকট করা যায়, ততক্ষণই ভগবানের এই দিব্য কাশের উপর মনকে হির করা উচিত। ভগবানের শ্রীপাদপদ থেকে উৎস করে তাঁর হৃদয়োচ্ছল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত। প্রথমে তাঁর শ্রীপাদপদে মনকে হির করা উচিত, তারপর গুণ, তারপর জ্ঞান এবং এইভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর আসের ধ্যান করা উচিত। চিত্ত বস্ত ওদ্ধ হইবে, স্থান ততই গভীরতায় লাভ করবে। বতকশ পর্বত কুল জড়বাদীদের জড় এবং চেতন উভয় জগতেরই হ্রাস, পরমেশ্বর ভগবানে প্রেম ভক্তির উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্বত তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পর বহুপূর্বক ভগবানের বিরাট রূপেরই ধ্যান করা উচিত।"

"হে রাজন, যোগী বন্ধন এই মনুষ্যলোক ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর উচিত উপযুক্ত হ্রাস এবং সনের চিত্তের উদ্বিগ্ন না হয়ে সুখের আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা সংবর্ত করা। তারপর, যোগীর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর নির্বল বুদ্ধির দ্বারা তাঁর মনকে আশ্রয় লীন করা এবং তারপর আত্মাকে পরমেশ্বর বিলীন করা। তাঁর ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত জীব জীবের পরম অবস্থা লাভ করে অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়। সেই লক্ষ্যোপলব্ধি সত্ত্বে, স্বর্গের স্বেভাসেরও নিয়ন্ত ও সাহায্যকারী কাল কোন প্রভাবে বিস্তার করতে পারে না, আর সামান্য দেবতা—যারা প্রাকৃত জগতেরই কেবল

আধিপত্য করেন, তাঁরা কি প্রভাবে বিস্তার করবেন? সেখানে লজ্জা, রক্তো অথবা তমোশক্তি এবং অহংকার তত্ব, জড় কারণ সমূহ, প্রথম বা প্রকৃতির কোনই প্রভাব নেই। যথার্থ পরমার্থবাদীরা জানেন যে, পরম পদে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিক্রম সত্ত্বে সম্পর্কিত, তাই তাঁরা বা কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তা পরিত্যাগ করেন। ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ স্রষ্টার সম্পর্কে সম্পর্কিত তত্ব তত্বের তাই কখনো বৈধম্যের সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদকে হৃদয়ে ধারণ করে সর্বজন তাঁর আরাধনা করেন। এইভাবে মুক্তিরা ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে বিদ্যর অন্ধানমূহ সন্মুখে বিনষ্ট করে পাদমূলের দ্বারা মূল্যধারকে রুদ্ধ করেন, এবং প্রাণবাহুকে বহুদানে উত্তীর্ণ করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। ধ্যানপরায়ণ তত্ত্ব মাতি থেকে প্রাণবাহুকে হৃদয়ে, তারপর সেখান থেকে কঠোর অধোদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে নিয়ে যাবেন। তারপর জিতচিত্ত হুনি বুদ্ধির দ্বারা অনুসরণ করে তাকে বীরে বীরে ভ্রমণমুখে নিয়ে যাবেন। তারপর উত্তীর্ণযোগী তাঁর প্রাণবাহুকে জ্ঞান-হরের মধ্যে চালিত করে প্রাণবাহুর বহির্গমনের সাতটি পথ, অর্থাৎ শোভাধর, নেত্রধর, নাসিকাধর ও মুখধর রুদ্ধ করে তাঁর প্রকৃত আলর ভগবত্বকে তাঁর লক্ষ্য হির করবেন। তিনি যদি সমস্ত জড় ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন, তাহলে তিনি ব্রহ্মবস্ত্র ভেদ করে সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হবেন।"

"হে রাজন, যোগীর যদি ব্রহ্মপদ, অষ্টসিদ্ধি, অথবা বৈহারসদের সঙ্গে অন্তরীক্রে ভ্রমণ করার বাসনাদি জড়ভোগের আশঙ্কনা থাকে, তা হলে তিনি দেহভোগের সময় মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ত্যাগ না করে সেগুলি সহ সেই সেই লোকে ভোগার্থে গমন করবেন। পরমার্থবাদীর চিত্তের নীর লাভের প্রয়াসী। ভগবত্বক্তি, তপস্চর্যা, ভোগ এবং দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাদের গতি জড় জগতের অস্ত্র এবং বাহিরে অপ্রতিহত। সত্য স্বরূপীরা, অথবা জড়বাদীরা কখনো সেই প্রকায় অপ্রতিহত গতিতে গমনাগমন করতে পারে না। হে রাজন, এই প্রকার যোগীরা প্রথমে হৃদয়পথে ব্রহ্মলোকের মার্গস্বরূপ

শুদ্ধ ভক্তি : হৃদয়ের পরিবর্তন

জ্যোতির্ময়ী সুদূর নাড়ীয যোগ অগ্নির থেকেই বৈষ্ণবের লোকে ধান। এখানে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে কলুব-বিদ্যেীত হয়ে আরও উর্ধ্ব শিতুমার চক্রে যান, যেখানে তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে সম্পর্ক লাভ করেন। এই শিতুমার সমস্ত প্রকারের আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু, এবং তাকে বলা হয় শ্রীবিষ্ণুর (পর্জেনকণ্যাটী বিষ্ণুর) নাকি। যোগীরাই কেবল শিতুমার চক্রে অতিক্রম করে মহালোক প্রাপ্ত হন যেখানে শুভ প্রভৃতি মহাবিশ্ব ৪,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘায়ু উপভোগ করেন। এই মহালোকটি আধ্যাতিক ক্তরে অগণিত অধিদেও পূজ্য। ক্রমশঃ বহন জনসংখ্যার মুখাধির দ্বারা পোষকতায় লব্ধ হয়, তখন তিনি শুভ মহাবিশ্বের বিদ্যানে করে সত্যলোকে গমন করেন। সত্যলোকের আয়ুষ্কাল ১,৫৪,৮০,০০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর। সত্যলোকে শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, উদ্বেগ এই সমস্ত কিছুই নেই, কেবল চেতনা জনিত এক প্রকার দুঃখ রয়েছে। সেই দুঃখের কারণ এই যে, ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অল্প জড় জগতের বদ্ধ জীবনের অশেষ দুঃখ দর্শন করে তাদের প্রতি তাঁদের কতলায় উদ্বিগ্ন হয়। সত্যলোক প্রাপ্ত হওয়ার পর শুভ নীতীকল্পের বহুত বৃন্দসহস্রদশ একটি সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করেন এবং ক্রমশঃ দৃষ্টিকাত থেকে জলমুগ্ধি প্রাপ্ত হন এবং তারপর জ্যোতির্ময় মূর্তি এবং কাছবীর মূর্তি প্রাপ্ত হন, এবং অবশেষে আকাশ রূপ প্রাপ্ত হন। এইভাবে শুভ প্রাণেশ্বরের প্রাপ্তি গন্ধ, রসনেত্রির প্রাপ্তি রস, চকুর প্রাপ্তি রূপ, স্বকের প্রাপ্তি স্পর্শ, প্রবণেশ্বরের প্রাপ্তি। আকাশের গুণ শব্দ, কর্মজিরের প্রাপ্তি জড় মিত্রা আদি সমূহকে অতিক্রম করেন। এইভাবে শুভ বৃন্দভূত, সুন্দরভূত ও

ইন্দ্রিয়সমূহের লব্ধ হন এবং সার্বিক রাতনিক ও জর্যাসক অহংকার প্রাপ্ত হন সেই অহংকারের সঙ্গে বিজ্ঞান তত্ত্ব বা মহৎ তত্ত্ব গমন করেন, এবং তারপর তিনি শুভ আত্ম-উপলব্ধির ক্তরে উন্নীত হন। সম্পূর্ণরূপে তিনি পবিত্র হয়েছেন, কেবল তিনিই তাঁর স্বকল প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ আনন্দ এবং তৃপ্তির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্কলিত করতে পারেন। তিনি ভগবদ্ভক্তি এই পূর্ণতার ক্তর লাভ করেছেন, তিনি আর কখনও এই জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন না এবং এখানে কিরে আসেন না।

“হে রাজন, আপনার প্রথের উত্তরে আমি যা বললাম তা বেদের কল্যাণ বলে জানবেন এবং তা নিত্য সত্য। ব্রহ্মান্ড আরাধনার তুষ্টি হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে তা বলেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে জন্মানাশ জীবনের ভগবানকে প্রেমময়ী দেবার পছা ব্যতীত ভববন্ধন মোচনের আর কোন মঙ্গলময় পছা নেই।”

“মহাশক্তি ব্রহ্মা, গভীর মনোনিবেশ সহকারে একান্তচিত্তে তিনবার বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তা পুণ্যপুণ্যভায়ে বিচার করে স্থির করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর্জবই হচ্ছে ধর্মমূল্যের পরম পূর্ণতা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অতর্কীয়ভাবে বিদ্যমান রয়েছেন। দর্শন দ্বারা এবং বুদ্ধি দ্বারা কিসবপূর্বক সেই সত্য অনুভব করা যায়।”

“হে রাজন, তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বত্র এবং সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির স্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা। বীরা ভক্তদের অত্যন্ত শ্রিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত কর্ণবৃহদের দ্বারা পান করেন, তাঁরা বিবর ভোমে দৃষিত অত্মকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের সর্বাঙ্গে গমন করেন।”



শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দী বললেন—“হে মহারাজ নরীকিৎ, যেভাবে আপনি আমাকে মরণোত্তর বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, সেই অনুসারে আমি আপনাকে উত্তর দিয়েছি।”

“যে ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কামনা করেন, তাঁর জেপটি (ব্রহ্মা জগৎ বৃহস্পতির) আরাধনা করা উচিত। তিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের পট্টা কামনা করেন, তাঁর কেন্দ্রিক ইন্দ্রের আরাধনা করা উচিত, এবং তিনি পুরাণি কামনা করেন, তাঁর প্রজাপতিদের আরাধনা করা উচিত। তিনি শ্রী কামনা করেন, তাঁর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর আরাধনা করা উচিত। তিনি প্রজ্ঞা কামনা করেন তাঁর অগ্নিকে আরাধনা করা উচিত, এবং তিনি ধন কামনা করেন, তাঁর অষ্টমসুর আরাধনা করা উচিত। তিনি বল কামনা করেন, তাঁর শিবের অংশ ক্রমের আরাধনা করা উচিত। তিনি প্রভু পরিচালণ শস্য কামনা করেন, তাঁর অমিত্রির আরাধনা করা উচিত। তিনি স্বর্ণ কামনা করেন, তাঁর আদিত্যদের উপাসনা করা উচিত। তিনি বাক্য কামনা করেন, তাঁর বিশ্বদেবের উপাসনা করা উচিত, এবং তিনি জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চান, তাঁর সাধ্যদেবের পূজা করা উচিত। তিনি বীরা কামনা করেন, তাঁর অশ্বিনী কুমারদেবের আরাধনা করা উচিত, এবং তিনি দেহের পুষ্টি কামনা করেন, তাঁর পৃথিবীকে পূজা করা উচিত। তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জনে কামনা করেন, তাঁর অতর্কীয় ও পৃথিবীর স্থিত থাকার কামনা করেন, তাঁর অতর্কীয় ও পৃথিবীর আরাধনা করা উচিত। তিনি রূপ কামনা করেন, তাঁর গভীররূপ আরাধনা করা উচিত। তিনি শ্রী কামনা করেন, তাঁর উর্ধ্বী অলঙ্কার আরাধনা করা উচিত। তিনি সর্বকালের উপর অধিপত্য কামনা করেন, তাঁর ব্রহ্মাকে আরাধনা করা উচিত। তিনি বল আরাধনা করেন, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত এবং তিনি ধন সর্বত্রই অতিলাবী, তাঁর কুবেরের আরাধনা করা উচিত। তিনি বিদ্যালাভের আভিলাষ করেন, তাঁর শিবের আরাধনা করা

উচিত, এবং তিনি লক্ষ্যপ্রাপ্তির কামনা করেন, তাঁর সত্যী উমানন্দীর আরাধনা করা উচিত। পরমাখিক জানেন উত্তম সাধনের জন্য শ্রীবিষ্ণু জগৎ তাঁর ভক্তদের অঙ্গাধার করা উচিত। বীরা সন্তানদিগকে কামনা করেন, তাঁদের নিত্যপূর্ণের আরাধনা করা উচিত, বীরা সুখ কামনা করেন, তাঁদের পুণ্যজন ব্রহ্মসংহৃদের এক বীর কামনা করেন, তাঁদের বিভিন্ন দেবতাদের আরাধনা করা উচিত। তিনি রাজস্ব কামনা করেন, তাঁর মনুষ্যের আরাধনা করা উচিত। তিনি শত্রুবিজয়ের আরাধনা করেন, তাঁর অসুরদের আরাধনা করা উচিত, এবং তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের কামনা করেন, তাঁর চন্দ্রদেবের আরাধনা করা উচিত। কিন্তু বীর কোন জড় সুখভোগের কামনা নেই, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। যে ব্যক্তির বুদ্ধি উন্নত, তিনি সব রকম জড় কামনাতেই ঘেঁষে, অথবা সমস্ত জড় কামনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বহন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বত্রোত্তরে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাও এই পৃথিবীতে ভগবানের শুভ ভক্তের সন্ম প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যে সাত্ত্বিক আত্মসংকলণ জনিতচিত্ত ভক্তি লাভ করেন, আরই কলে তাঁদের জনপ্রিয়তা ভক্তি লাভ করেন, আরই কলে তাঁদের সর্বত্রই কল্যাণ সঞ্চিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরী সর্বত্রই নিত্য জ্ঞান জ্ঞাতা প্রকৃতির গুণের চক্রে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে। এই জ্ঞান জ্ঞাত প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কলে মহাবিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত। যে অপ্রকৃত হওয়ার কলে মহাবিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত। যে এই জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারবে?”

শ্রীল বললেন—“বাসদেবের পুত্র শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দী ছিলেন একজন অতি বিদ্বান ঋষি এবং তিনি কায়ের অঙ্গরে সব কিছু কল্যাণ করতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে এ সব বিবরণ শ্রবণ করার পর পরীক্ষিত মহারাজ তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন।”

“হে সুভ গোস্থায়ী! আগ্নার কাণী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তবু, আত্মবিন্যাস-নিরাম মহাকাব্যেও স্ত্রীলোকদের গোস্থায়ী অধারক পরীক্ষিত কর্তৃক মিত্যাসিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে যে সমস্ত উপদেশ দিবেছিলেন যে কথা প্রামাণ্যের কাছে হীর্জন করুন।”

“হে বিবান্ দ্বাদশ, পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রিত
কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, এক তা অচিন্ত্য বলে
মনে হয়, কেননা মহান্ পণ্ডিতদের মহতী প্রচেষ্টাও তা
জোরের জন্য পর্যাপ্ত নয়। পরমেশ্বর ভগবান এক, তা
তিনি একমাই প্রকৃতির সৃষ্টির দ্বারা কার্য করেন, অথবা
মুগদ্যৎ বস্তুকে নিজেই বিস্তার করেন অথবা প্রকৃতির
গুণসমূহ পরিচালনা করার জন্য ক্রমশঃ সিন্ধুকে বিস্তার
করেন। দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সমস্যার নিরসন
করুন। আপনি কেবল বৈদিক শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন
এক আত্মতত্ত্ববেত্তাই নন, আপনি ভগবান ব্রীক্ষের
একজন মহান্ ভক্ত এক তাই আপনি ভগবানেই
সমান।”

শ্রীমৎ বুদ্ধদেব গোষ্ঠাবাসী কলমেন—“জামি সেই ভগবানকে আমার সন্তান প্রণাম নিবেদন করি, যিনি অতঃপর আমার সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির ত্রিবিধ তপ অঙ্গীকার করেন। তিনি প্রতিটি জীবের ধর্মের বিরাজমান পয়স

পূর্ণ এবং তাঁর কার্যকলাপ অচিহ্নিত। আমি পুনরায় পূর্ণ
অস্তিত্ব এবং অধ্যাত্ম রূপ সম্বন্ধিত পরমেশ্বর ভগবানকে
আমার সর্বত্র প্রণতি নিবেদন করি, যিনি পূর্ণবান ভক্তদের
সমস্ত সংকট থেকে উদ্ধার করেন এবং অসন্তুষ্ট মনুষ্যদের
নাস্তিক মনোবৃত্তি বৃদ্ধিতে বাধ্য নেন। পারমার্থিক নিখিল
স্বর্বাঙ্গ ভূতে অসিদ্ধিহীন পরমহংসদের তিনি বিশিষ্টগণ দান
করেন। বসুপেশীরদের পার্বণ এবং অসন্তুষ্টদের যিনি সর্ব
সদস্যর সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি আমার সর্বত্র প্রণাম
নিবেদন করি। তিনি জড় এবং চেতন উভয় জগতেইই
পরম ক্রোড়, তথাপি তিনি চিদাকাশে তাঁর শীলান্বিত
করেন। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়, কেননা তাঁর অসংকুল
ঐশ্বর্য অনন্ত এবং অসীম। আমি সেই সর্বমঙ্গলদায়ক
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমার সর্বত্র প্রণাম নিবেদন করি আর
হৃদযাত্রা কীর্তন, শ্রবণ, দর্শন, স্মরণ, প্রবণ এবং পূজনের
কালে সমস্ত পাণরাসি অচিরেই ধৌত হয়। আমি
সর্বমঙ্গল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাতাবার আমার প্রণতি
নিবেদন করি। তাঁর চরিত্রগুলোর পরম গ্রহণ করার ফলে
পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত
জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং অনারোগ্যে চিন্ময়
জগতের প্রতি অগ্রসর হন। আমি সর্বমঙ্গলদায়ক ভগবান
শ্রীকৃষ্ণকে বাতাবার আমার সর্বত্র প্রণতি নিবেদন করি,
কেননা ভগবান পরমরূপ মহান্ ধ্বনিগণ, বান্দীপণ, কীর্তীগণ,
প্রতিধ্বনিগণ স্বপ্নীগণ, মনসী বা বোলীগণ, বেদজ হর
উচ্চারণকরীগণ অথবা সঙ্গারী পূজকগণ কেউই সেই
সমস্ত মহান্ গুণের দ্বারা ভগবানের দেহ বা করে মঙ্গল
লাভ করতে সক্ষম হন না। কিরাত, যুগ, আত্র, পুনিগণ,
পুতগণ, জাতীর, তরু, বন, খল তথা অন্যান্য সমস্ত
জাতির পাণাসক্ত মানুষেরা বীর ভক্তদের শ্রবণ গ্রহণ
করার ফলে প্রভ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী
পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সর্বত্র প্রণতি নিবেদন করি।
তিনি আত্মভাববোধ পূর্ববোধ পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বর।
তিনি ধৈর্য, ধর্মাত্ম এবং ভগবান বুদ্ধিমান প্রকাশ। তিনি
ব্রহ্মা, শিব এবং কপটজ্য সহিত সমস্ত ব্যক্তিসের দ্বারা
পূজিত। এই প্রকার লোক ও সত্ত্বের আশ্রয় পরমেশ্বর
ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। সমস্ত ভক্তদের
অরাধ্য ভগবান, অক্ষয়, বৃদ্ধি প্রমুখ বসুপেশীর লোকদের
পালক এবং পৌরব ও সৌভাগ্যের অধিকারী লক্ষ্মীমেশ্বর

সৃষ্টি-প্রকরণ

প্রাঙ্গণ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি লব্ধ, রাজকোষ, বন্ধু-বান্ধব
এবং আত্মীয়-বন্ধনদের প্রতি দৃঢ় অসক্তি চিরকালের জন্য
ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েছিলেন। হে মহর্ষিগণ, যথাস্থা
মহারাজ নরীক্ষিত, নিরাকর ধীকৃতকর জীবনের মত হয়ে,
তাঁর হৃদয় অসময় বেগে ধর্মনিষ্ঠান আদি সবকিছু সকল

পতি, সমস্ত যজ্ঞের নির্দেশক এবং সেই সূত্রে সমস্ত জীবের সারক, সমস্ত বুদ্ধিমত্তার নিয়ন্ত্রক, জড় এবং চেতন সমস্ত লোকসমূহের অধীশ্বর এবং পৃথিবীর প্রথম অবতার (সর্বোৎকৃষ্ট) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন মুক্তিদাতা। মহাশক্তির শাসন অনুসরণ করে প্রতিজন তাঁর চরণকমলের চিত্র করার ফলে ভগবত্বভেদে সমাধিতে সেই পরম সত্যকে দর্শন করতে পারেন। কিছু অনোধর্মী জানীরা তাদের কখনো অনুসারে তাঁকে অনুমান করতে চেষ্টা করে। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে শক্তিশালী জ্ঞান বিকশিত করেছিলেন এবং সৃষ্টি ও তাঁর নিজের সবকিছু পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং সেই বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মূখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। সমস্ত জ্ঞানদাতা কবিদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। যে পরমেশ্বর ভগবান

ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে শয়ন করে প্রকৃতির উপাদান থেকে সৃষ্টি সমস্ত শরীরকে উজ্জীবিত করেন, এবং পুরুষাবতাররূপে জীবকে তার জড় শরীরের জনক কোলটি গুপের (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাকৃত) অধীনস্থ করেন, সেই ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়কে অলঙ্কৃত করেন। আমি বৈদিক শাস্ত্রের সঙ্কলনকারী, বাসুদেবের অকণ্ডার শ্রীল বাসুদেবকে আমার সর্বত্র প্রণতি নিবেদন করি। শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের মুখাবলি থেকে নিঃসৃত অমৃতের মিথ্যাজ্ঞান পান করেন।"

"হে রাজন, প্রথম জন্ম, জন্ম থেকেই বীর মধ্যে বৈদিক জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল, তাঁর সেই পুত্র ব্রহ্মাকে ভগবান নিজ মূখে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, ব্রহ্মাও নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে তাঁকে সেই কথাই বলেছিলেন।"



পঞ্চম অধ্যায়

সর্ব কারণের কারণ

শ্রীনারদমুনি ব্রহ্মাকে বললেন—“হে দেবদেব! আপনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রথম জন্ম, আমি আপনাকে আমার সর্বত্র প্রণতি নিবেদন করি। কৃপা করে আপনি আমাকে দিব্য জ্ঞান দান করুন, যা মনুষ্যকে অজ্ঞা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাপন করে।"

"হে পিতা! কৃপা করে আপনি আমাকে এই ব্যক্ত জগতে বাস্তবিক লক্ষণসমূহ বর্ণন করুন। তত্ত্ব আশ্রয় কি? কিভাবে তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে? কিভাবে তত্ত্ব সংরক্ষণ হয়? এবং কাল নিয়ন্ত্রণে এই সবকিছু সম্পাদিত হচ্ছে? হে পিতা, এই সব কিছুই আপনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে জ্ঞাতেন কেননা পূর্বে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে এবং বর্তমানে যা কিছু সৃষ্টি

হচ্ছে, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু রয়েছে তা সবই আপনার হস্তস্থিত একটি অমলকীর মতো। হে পিতা! আপনাকে জ্ঞানের উৎস কি? আপনি কাল আশ্রয়ে রয়েছেন? এবং কাল অধীনে আপনি কার্য করছেন? আপনার বাস্তবিক স্থিতি কি? আপনি কি আপনার শক্তির দ্বারা জড় উপাদানের সাহায্যে সমস্ত জীবদের সৃষ্টি করেন? যাকৃৎশা যেমন অন্যায়সে আরো দ্বার পরাভূত না হয়ে জাল সৃষ্টি করে, আপনিও তেমন অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত, আপনার স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি করেন। নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারি, তা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা সমান হোক অথবা নিত্য বা অনিত্য হোক, তা

সবই আপনি দ্বারা আর কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, আপনি এতেই রহান। আপনি যদিও সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী, তথাপি আপনি যে পূর্বকালে অনুশালন অনুসরণ করে কঠোর তপস্যা করেছেন সে কথা ভেবে আমরা আশ্চর্যবিশিষ্ট চিত্তে অনুমান করি যে, আপনার থেকেও অধিক শক্তিশালী আর কেউ একজন রয়েছেন। হে পিতা! আপনি সবকিছু জানেন, এবং আপনি সকলের নিয়ন্তা। তাই আমি যে সমস্ত প্রশ্ন আপনাকে করে অর্পণ করি, আপনি কৃপা করে আমাকে তত্ত্ব উত্তর দিন যাতে আমি আপনায় শিষ্যরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।"

এবি ব্রহ্মা বললেন—“হে কলস নারদ, সকলের প্রতি কৃপাশ্রয় হয়ে (এমনকি আমার প্রতিও) তুমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলি করেছ, কেননা তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের পরোক্ষ দর্শন করে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তুমি আমার সবকিছু বা বলেছ তা মিথ্যা নয়, কেননা বর্তমান পর্যন্ত কেউ আমার থেকে পরতর পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞাত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অংশই আমার বীরবতী কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হয়। ভগবান তাঁর বীর জ্যোতি (ব্রহ্মজ্যোতি) দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করার পর তাঁরই শক্তিতে সেই ভগবৎ প্রকাশিত বস্তুতে আমি পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করি, ঐক যেমন সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, আকাশ, প্রভাশালী গ্রহসমূহ, নক্ষত্র আদি প্রকাশিত হয়। আমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমার সর্বত্র প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁর খানি করি, বীর দুর্জয় দ্বারা জয় বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তারা আমাকে পরম নিয়ন্ত্রক বলে মনে করে। ভগবানের দ্বারা শক্তি তাঁর কার্যকলাপের জন্য সজ্জাবোধ করার ফলে ভগবানের সম্মুখে আসতে পারেন না। কিন্তু যে সমস্ত জীব আমার দ্বারা মোহিত হয়েছেন, তারা সর্বদাই ‘আমি’ এবং ‘অন্য’ এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বত্র প্রলাপ করে। সৃষ্টির পটটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চ মহাকৃত, কর্ম, শাস্ত কাল, জীবের স্বভাব এবং জীব, এই সমস্তই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন আশ্রয়, এবং বাসুদেব থেকে এসেছে কোন ভিন্ন সত্তা নেই। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান নরায়ণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং সেগুলি তাঁরই

নির্মিত, সমস্ত দেবদেবী তাঁরই কল থেকে উদ্ভূত এবং তাঁরা সকলেই তাঁর সেবক, জগৎ আদি বিভিন্ন লোকসমূহ তাঁরই জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার বস্তু অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে তৈরি তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা। সর্বপ্রকার খাদ্য এবং বোম্ব হয়ে নরায়ণকে জ্ঞানবীর বিভিন্ন উপায়, সর্বপ্রকার তপস্বীর উদ্দেশ্য হচ্ছে নরায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। শিষ্য জ্ঞানের সংকলিত উদ্দেশ্য হচ্ছে নরায়ণের দর্শন লাভ করা এবং মুক্তির চরম প্রাপ্তি হচ্ছে নরায়ণের ধ্যানে প্রবেশ করা। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সর্বদা গুণ পরমাত্মার উপর ঐকান্তিক সাধনে তিনি পূর্বের জ্ঞান সৃষ্টি করেছেন আমি ঐকান্তিক সাধন করি। এমনকি আমিও তাঁরই সৃষ্টি। পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ চিন্তা এবং তা সমস্ত জড় প্রাণের স্বর্গীয়, তথাপি জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের জন্য তিনি তাঁর বহিঃস্বা শক্তিই মাধ্যমে সৃষ্টি, রক্ষা এবং তত্ত্ব নামক প্রকৃতির তিনটি গুণ স্বীকার করেন। প্রকৃতির এই তিনটি গুণ স্বরূপ, জ্ঞান এবং ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়ে নিত্য শাস্ত্র জীবকে তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দায়ী করে তাকে কর্মী এবং কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে।"

"হে ব্রাহ্মণ নারদ! সেই পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত বস্তু জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়। তিনি সকলের, এমনকি আমাকেও নিয়ন্তা। সমস্ত শক্তির নিয়ন্ত্রক ভগবান, তাঁর শক্তির দ্বারা নিত্যকাল, সমস্ত জীবের জড় এবং তাদের স্বভাব সৃষ্টি করেন, এবং তিনি পুনরায় বস্তুত্বভাবে তাদের নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন। প্রথম পুরুষাবতারের মধ্যে বিলীন করে দেন। প্রথম পুরুষাবতারের (কালপার্বশাটী বিষ্ণু) পর মহত্ব বা জড় সৃষ্টির তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তারপর কাল প্রকট হয়, এবং কালক্রমে তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়, প্রকৃতির কর্ম হচ্ছে তিনটি গুণের অভিব্যক্তি। সেগুলি কার্যে রূপান্তরিত হয়। মহত্ব বিকৃত হওয়ার ফলে জড় কার্যকলাপের উদ্ভব হয়। প্রথমে সত্ত্ব এবং রজোগুণের রূপান্তর হয় এবং তারপর তমোগুণের প্রভাবে রূপ, জ্ঞান এবং ক্রিয়াকলাপ উদ্ভব হয়। আন্তঃক্রমিক বহুবার তিন রূপে রূপান্তরিত হয়ে বৈকারিক, তৈজস এবং তামস অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার এই তিন প্রকারে উদ্ভূত হয়। জ্ঞান অহঙ্কার থেকে প্রকৃতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুরুষ-সূক্তের স্বীকৃতি

রাজস্ব অহঙ্কার থেকে ত্রিরা শক্তি এক স্বাধিক অহঙ্কার থেকে জ্ঞানশক্তি প্রকাশ হয়। হে নারদ, তুমি তা হৃদয়লব্ধ করতে সক্ষম। তখন অহঙ্কার থেকে প্রথমে পঞ্চ মহাত্ম্যের প্রথম উপাদান আকাশের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আকাশের সূক্ষ্মরূপ হচ্ছে নক্ষ, ত্রিক কোমল প্রথম সূত্র দ্বারা সম্পর্ক। আকাশের রূপান্তরের ফলে স্পর্শ ও শব্দ বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে, এবং কারণরূপে তাতে আকাশের সূক্ষ্ম থাকতে বায়ুতেও সূক্ষ্মরূপ রয়েছে। বায়ুই দেহধারণ, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, জননিক বলা ও শরীরের শক্তির হেতু কাল, কর্ম ও কৃত্যবশত বায়ুর বিকল্পের ফলে আগুন উৎপন্ন হয়। আগুনের তপ রূপ। আকাশ ও বায়ু তেজের কারণ হওয়াতে তেজের রূপসহ নক্ষ ও স্পর্শ ও শব্দ বিরাজিত। আগুনের বিকল্পের ফলে স্পর্শবৎ ফলের উৎপত্তি হয়। ফলে জ্বালাম, বায়ু ও তেজের কারণরূপ সূক্ষ্ম থাকতে তাতে বহুত্বরূপে নক্ষ, স্পর্শ ও রূপ বর্তমান। ফলের বিকল্প থেকে মাটি উৎপন্ন হয়। মাটির আভাবিক তপ নক্ষ। এই মাটিতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও ফলের কারণরূপ সূক্ষ্ম থাকতে মাটিতে সোপানির তপ নক্ষ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্তমান। কৈশিক অহঙ্কার থেকে মন উদ্ভূত হয়ে বৃত্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে শরীরের গতি নিঃস্রব্দ নক্ষি দেবতায় প্রকট হয়েছে। এই সমস্ত দেবতায় ইচ্ছা বিন্দুসমূহের নিরাক, বায়ুর নিরাক পন্দনয়ন, সূর্যসেব, বক্ষ প্রজাপতির নিরাক, অশ্বিনী কুমারের, দেবদ্রাক্ষ ইত্য, স্বর্গের ঐতিহ্য উপেক্ষ, জাতিভেদধারণের প্রধান মিত্র এসব প্রজাপতি ব্রহ্মা। রাজস্ব অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হলে তা থেকে জ্ঞানশক্তি, বুদ্ধি এবং ত্রিরাশক্তি প্রদানসহ বর্ণ, স্বক, নন্দিক, চক্, জিহ্বা, কাক, পাশি, উপহ, পান এবং পানু এই কণ্ঠি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

“হে বৈষ্ণব ব্রহ্মসি নারদ। এই সমস্ত সৃষ্টি জ্ঞানশক্তি, বলা পঞ্চ মহাত্ম্য, ইন্দ্রিয়-সমূহ, মন এবং প্রকৃতির তপশি বহুত্বরূপ পর্বত না মিলিত হয়, তত্বরূপ শরীর সৃষ্টি সত্ত্ব হয় না। এইভাবে ফলবানের শক্তির দ্বারা এইগুলি একত্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির মুখ এবং সৌপ কাদম্বসমূহ স্বীকার করে এই ব্রহ্মাও প্রকট হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ব্রহ্মাওসমূহ হাজার হাজার বছর কারণ-

সমূহের ফলে নির্মিত হইল। আরণ্যক সমস্ত জীবে ইন্দ্রিয় ভগবান ভাস্কর মধ্যে প্রবর্তিত হয়ে সেগুলিকে পূর্ণরূপে সজীব করে। যদিও ভগবান (মহাবিশ্ব) কাল সমূহে পারিত রহেছেন, তথাপি তিনি তার থেকে নির্গত হয়ে নিজেকে হিরণ্যগর্ভরূপে বিতরণ করে প্রতিটি ব্রহ্মাও প্রবেশ করেছেন এবং নক্ষ-সহস্র পান, হস্ত, মূখ অক্ষি, মস্তক ইত্যাদি সহ বিরাটরূপে পরিগ্রহ করেছেন বহু বহু দার্শনিকের কল্পনা করে যে ব্রহ্মাওর সমস্ত লোকসমূহ ভগবানের বিরাটরূপে উৎকর্ষ এবং নিজ ভাস্কর বিভিন্ন কাল-প্রত্যক্ষের প্রকাশ। ব্রহ্মাওর ভগবানের মুখ, কবিরো উন্নয়ন, বৈশ্যের উন্নয়ন এবং সূত্রের উন্নয়ন পান মূখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। পৃথিবীর স্তর পর্বত সমস্ত অহঙ্কারে তাঁর পদমুগে অবস্থিত। তাঁর উৎকর্ষ ভূগর্ভে তাঁর নভিমেণে অবস্থিত। তারও উৎকর্ষ দেবতাদের বসস্থান স্বর্গলোক তাঁর ফলে অবস্থিত এবং ইহান্ মুনি-বর্গের বেখানে নিরাক করেন সেই মহর্গে তাঁর বকে অবস্থিত বলে কথিত হয়েছে। সেই বিরাট পুরুষের প্রীতিবশে জনলোক অবস্থিত, ভূগর্ভ উপলোক এবং মস্তকে এই ব্রহ্মাওর সর্বোচ্চ লোক সত্যলোক অবস্থিত। তাঁর উৎকর্ষে যে বৈষ্ণবলোক তা নিত্য (অর্থাৎ এই সৃষ্টি জগতের অন্তর্গতী বহু)।”

“হে পূর নারদ, আমার থেকে অবগত হও যে ব্রহ্মাওর চতুর্দশ ভূবানের মধ্যে সাতটি হচ্ছে অহঙ্কার। অহঙ্কার নামক প্রথম লোকটি সেই বিরাট পুরুষের কটিমেণে অবস্থিত, দ্বিতীয়লোক তিতল তাঁর উৎকর্ষে অবস্থিত, তৃতীয়লোক সত্যল তাঁর জ্ঞানরূপে অবস্থিত, চতুর্থলোক তলাতল তাঁর জ্ঞানরূপে অবস্থিত, পঞ্চমলোক মহাতল তাঁর চতুর্দশে অবস্থিত, ষষ্ঠ রূপতল তাঁর পদমুগের অগ্রভাগে অবস্থিত এবং সপ্তমলোক পাতাল তাঁর পদতলে অবস্থিত। এইভাবে ভগবানের বিরাট রূপ সমস্ত লোকে পূর্ণ। অথবা ব্রহ্মাওর সমগ্র লোকসমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারে। বলা, ভগবানের বিরাট রূপের পদমুগে অবস্থিত পাতাল লোক থেকে শুরু করে এই পৃথিবী পর্বত ভূগর্ভে, নভিমেণে অবস্থিত ভূগর্ভে, এবং বক্ষ থেকে শুরু করে মস্তক পর্বত স্বর্গলোক নামক উৎকর্ষলোকসমূহ।”

ব্রহ্মা কহিলেন—“সেই বিরাট পুরুষের মুখ বাক উন্নয়ন এবং তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির উৎপত্তি হইল, তাঁর বক্ষ অগ্নি নক্ষত্রা পায়ত্রী অগ্নি বেদের সত্ত্ব ফলের কেন্দ্র। তাঁর জিহ্বা বলা (দেবতাদের অন্ন), কবা (নিভূমেণ অন্ন), অমৃত (মনুষ্যদের অন্ন), মধুরানি বহুবিধ রসের উৎপত্তিহইল। তাঁর নাসানদ্বয়র সমস্ত জীবের প্রাণের ও বায়ুর উৎপত্তিহইল, তাঁর শ্রোত্রের থেকে অশ্বিনী কুমারের ও সর্বপ্রকার ওষধি উৎপন্ন হয়েছে এবং দ্ব্যঙ্গলোক থেকে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি উৎপন্ন হয়েছে। তাঁর নেত্র রূপসমূহের এবং রূপ প্রকাশক বস্ত্রসমূহের উৎপত্তিহইল। তাঁর নেত্রমণ্ডলকম্বর স্বর্ণ এবং সূর্যের উৎপত্তিহইল। তাঁর কর্ণের দিকসমূহ এবং সমস্ত তেজের উৎপত্তি হইল এবং তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় জ্ঞানশক্তি এবং সর্বপ্রকার শব্দের উৎপত্তিহইল। তাঁর শরীর বহুশক্তি সমূহের এবং সৌভাগ্যের হইল। তাঁর হৃদয় বহুশক্তি নক্ষ, স্পর্শ এবং সর্বপ্রকার যজ্ঞের উৎপত্তিহইল। তাঁর রোমসমূহ সমস্ত কল্পতির উৎপত্তিহইল। তাঁর কেশদ্বার ও শ্রবণসমূহ মেঘসমূহের উৎপত্তি হইল এবং তাঁর নখসমূহ বিদ্যুতের, শিলা ও ধাতুর উৎপত্তি হইল। কপালবন্ধ বায়ুর ইহান্ দেবতা এবং জনসমধারণের রক্তক মেঘতাদের উৎপত্তিহইল। সেই পুরুষের পদক্ষেপ ভূগর্ভে, ভূগর্ভে এবং স্বর্গলোকের আশ্রয়। তাঁর প্রীতিপানয় আশ্রয়ের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্ত্রসমূহকে রক্ত করে, সর্বপ্রকার তর থেকে রক্ত করে এক সর্ববিধ তর ও সকল প্রকার বস আশীর্বাদের আশ্রয়হইল। ভগবানের জননেন্দ্রিয় থেকে জল, বীর্ষ, জলন, বুদ্ধি এবং প্রজাপতিদের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁর জননেন্দ্রিয় সমস্ত পুত্রের কারণ যা জননের ত্রেণকে লাঘব করে।”

“হে নারদ, সেই পুরুষের গুহোন্নিয় হচ্ছে বয়, মিত্র ও মলজ্ঞানের হইল, এবং তাঁর পানু হিংস্র, বৃতাঙ্গ, বৃতা এবং মরকের আশ্রয় বলে ব্যাপ্ত। সেই বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ পরাতপ, অমর ও অজ্ঞানের হইল, তাঁর

শরীরসমূহ নক্ষ-নক্ষ এবং তাঁর অধিষ্ঠাত্রী পর্বতসমূহের অধিষ্ঠান সেই বিরাট পুরুষের নির্বিণের রূপ মহাসাগর সমূহের আশ্রয়হইল। তাঁর উন্নয়ন তৌতৌক দৃষ্টিতে নিহত জীবদের আশ্রয়। তাঁর ইন্দ্র জীবদের সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়। বুদ্ধিমান মানুষেরা এইভাবে তাঁকে জানেন। সেই মহান পুরুষের চেতনা ধর্মের, অমর, জোয়ার এবং সনক, সনাতন, সনৎ কুমার এবং সনন্দন, এই চার কুমারের আশ্রয়হইল। সেই চেতনা সত্ত্ব এবং নিক জ্ঞানোত্তর আশ্রয়। আশ্রয় (মহা) থেকে শুরু করে তুমি ভব (নিব), জোয়ার অশ্রয় মহান স্বর্গলোক, দেবজগৎ, অসুরজগৎ, মনুষ্যজগৎ, নাগজগৎ, পক্ষীজগৎ, জন্তুজগৎ, মরীচীজগৎ, পক্ষীজগৎ, জলজগৎ, বক্ষসমূহ, রাক্ষসজগৎ, তৃণজগৎ, উন্নয় (সর্পাঙ্গি), পতঙ্গসমূহ, পিতৃজগৎ, শিশুজগৎ, বিদ্যাধরজগৎ, চারণজগৎ, বৃক্ষজগৎ এবং জল, স্থল ও অন্তরীকর্ষী অন্যান্য বিবিধ প্রাণীসমূহ এবং গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, তারকা, তড়িৎ, মেঘমালা, তৃণ, ভবিষ্যৎ ও কর্তমান যে কিছু সকলেই সেই পুরুষ। অর্থাৎ তাঁর থেকে কিছুই তির সত্ত্ব সেই বস্তু কিম্বা এক তির পরিমাণ (নয় ইতি) ইহান্কারে অধিষ্ঠিত, তথাপি তিনি এই বিষ্ণুকে আবৃত্ত করে আছেন। সূর্য যেমন বিকিরণের মাধ্যমে অস্তর এবং বাহির উভয়ই আলোকিত করে, তেমনই সেই পরম পুরুষ বিরাট রূপ প্রকাশ করে ব্রহ্মাওর অস্তর এবং বাহিরে সর্বত্রই পালন করেন।”

“হে ব্রহ্মাণ অরুণ, সেই পরমেশ্বর ভগবান অমৃত এবং অতরের নিরাক। তিনি সূত্রা এবং কৃত্ত কপতের সকল কর্মের অতীত। তাই সেই পরমেশ্বরের মহিমা অসীম। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রত্যক্ষরূপের দ্বারা এই কৃত্ত জগৎ প্রকাশ করেছেন, যেখানে সমস্ত বহু জীবেরা জগতের আশ্রয়ের উৎকর্ষ দ্বিত ভগবদ্ব্যয় আমরতা, নির্ভরতা এবং কল ও জ্ঞানের উৎকর্ষ থেকে মুক্ত নিত্য নিবাস। জিহ্মপত, যা ভগবানের শক্তির ত্রি-চতুর্দশ,

তা ছাড়া জগতের বাহিরে অবস্থিত এবং সেই স্থান তাদের জন্য যথেষ্ট কখনো পুনর্জন্ম হবে না। আর যারা সংসার-জীবনের প্রতি আসক্ত এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে না, তাদের ছাড় জগতের দ্বিপোকের মধ্যেই থাকতে হয়। সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তির প্রভাবে, যারা ছাড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায় এবং যারা ভগবদ্ভক্তি-সংগ্ৰহ, উভয়েরই পরম নিয়ন্ত্রণ। তিনি সর্বব্যাপ্তেই অজ্ঞান এবং কল্পবিকল্প জ্ঞান উভয়েরই পরম প্রভু। সেই পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং ছাড় উপাদান, গুণ এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত নিরাকার উদ্ভূত হয়েছে। তখন তিনি এই সমস্ত ছাড় প্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন সূর্য তার ত্রিভুজ এবং অংশ থেকে ভিন্ন থাকে। আমি বন্ধন যন্ত্রপুঞ্জের (মহা বিষ্ণু) বাতি পর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তখন আমার কাছে বন্ধ অনুষ্ঠান করার জন্য সেই যন্ত্রপুঞ্জের অবয়ব কঠোর জ্ঞান কোন সামগ্রী ছিল না। বন্ধ অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট কালসহ (বসন্ত) পুষ্প, পত্র, ফুল ও বজ্রমুখি—এই সমস্ত বন্ধ সামগ্রী প্রয়োজন হয়। বন্ধ অনুষ্ঠানের অন্য সমস্ত উপকরণগুলি হচ্ছে পানি, শব্দ, মৃত, মধু, স্বপ্ন, মৃত্তিকা, জল, স্বপ্নবেশ, বজ্রবেশ, স্নানবেশ এবং বন্ধ সম্পাদনকারী চারজন পুরোহিত। অজ্ঞান অনুষ্ঠান প্রয়োজনগুলি হচ্ছে বিভিন্ন নাম বিশিষ্ট মন্ত্র, ব্রত এবং দক্ষিণার দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের আহ্বান করা। এই আহ্বান বিশিষ্ট প্রয়োজন এবং বিশিষ্ট বিভিন্ন দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে হওয়া উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ থেকে আমি যজ্ঞের এই সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করেছি। দেবতাদের নাম উচ্চারণ করার মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ড চরম লক্ষ্য কিছুকাল লাভ করা যায় এবং এইভাবে প্রাপ্তি এবং চরম আশ্রিত পূরণে সম্পাদিত হয়। এইভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের পরম চোক্তা, পরমেশ্বর ভগবানের সেহের অঙ্গ থেকে বন্ধ অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত সামগ্রী এবং সজ্জা সৃষ্টি করে তাঁর বন্ধ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলাম।”

“হে পুত্র! তারপর তোমার নরাজন দ্বারা, যারা হচ্ছে প্রজাপতি, ব্যাক এবং অব্যাক দুইপ্রকার পুরুষদের প্রসন্ন করার জন্য যথেষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বন্ধ সম্পন্ন

করাছিল। তারপর অনুষ্ঠান জাতির পিতা অনুগণ, মহান কবিগণ, দেবভাগ্য, বিদ্যান পণ্ডিতগণ, দেবভাগ্য, মৈত্রেয়গণ এবং মনবগণ যজ্ঞের দ্বারা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আরাধনা করেছিলেন। ভগবানের শক্তিশালী ছাড় প্রকৃতিতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান স্বয়ং অগুণ হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি কার্য, পালন কার্য এবং বিনাশকার্য সাধনের জন্য প্রকৃতির গুণসমূহ গ্রহণ করেন। তাঁর ইচ্ছায় আমি সৃষ্টি করি, শিব সংহার করেন এবং তিনি ধ্বংস নিজ ভগবানবরণে সবকিছু পালন করেন। তিনি এই ভিন্ন শক্তির শক্তিমান নিয়ন্ত্রণ।”

“হে পুত্র! তুমি আমার কাছে যা কিছু প্রশ্ন করবে, আমি তা তোমাকে এইভাবে বলব। তুমি নিশ্চিতভাবে জানে যে (ছাড় এবং চেতন জগতে) কার্য এবং ক্রমবর্তনে যা কিছু কঠোর, আমার কোন কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়।”

“হে নরাজন! যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শীশাদপন্ন অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ধারণ করেছি, তাই আমি যা কিছু বলি তা কখনোই মিথ্যা হয় না। আমার মনের প্রসঙ্গিতও কখনো অবলম্বন হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনো বিবরের অন্তর আপত্তিতে অধঃপতিত হয় না। বেদমন্ত্র, তপোমন্ত্র এবং প্রজাপতিদের দ্বারা পুজিত প্রভু একান্ত চিহ্নে নিগুণতা সহকারে যোগ সমাপ্ত করেও বন্ধ জন্মবাতার সহজে জানতে পারিনি, তখন আমার সৃষ্ট অন্যান্য জীবেরা বিভাবে সেই পুরুষকে জানতে পারবে। তাই জন্ম-মৃত্যুর ক্রম থেকে উদ্ধারকারী তাঁর শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করাই আমার পক্ষে সর্বোৎকর্ষ প্রেরণ। এই আত্ম-সমর্পণ সর্বমঙ্গল এবং তার ফলে সর্বপ্রকার সুখ লাভ হয়। আকাশ যেমন নিজেই নিজের অন্ত পাণ না, তেমনই ভগবানও তাঁর সীমা অসীম করতে পারেন না। অতএব অন্যেরা বিভাবে তা করতে পারেন? যেহেতু আমি, তুমি এবং শিব সেই চিহ্নে আমাদের অবস্থি অনুমান করতে পারি না, অন্য দেবদেবীরা তা বিভাবে জানবে? যেহেতু আমরা সকলেই ভগবানের আয়ার দ্বারা বিবেচিত, তাঁর দ্বারা বিনির্মিত এই বিশ্বকে আমরা আমাদের নিজ নিজ ক্রম অনুসারে মর্শন করি। আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সন্তান প্রপতি নিকেন করি, যার

অন্তর্য এবং কার্যসমূহ আমরা প্রথম জীবনের জন্য পান করি, যদিও তাঁর স্বরূপে তাঁকে পূর্ণরূপে জানা যায় অসম্ভব। সেই আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অবতার মহাবিশ্ব রূপে নিজেকে বিস্তার করে এই ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি করেন। তাঁর মধ্যেই অবস্থা সৃষ্টি প্রকাশিত হয়, এবং ছাড় পদার্থ ও ছাড় আভিযুক্ত সবই তিনি স্বয়ং। কিছুকালের জন্য তিনি তাদের পালন করেন এবং তারপর তিনি পুনরায় তাদের আত্মসং করে নেন। পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ শুদ্ধ এবং ছাড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত। তিনি পরম সত্য এবং পূর্ণ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সর্বব্যাপ্ত, অবিদ্য, অনাদি এবং অনন্ত। হে মহর্ষি নারদ, মহান মুনির সর্বকম ছাড় কার্য-কাল থেকে মুক্ত হয়ে বন্ধ অবিচলিত ইন্দ্রিয়ের শরণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে জানতে পারেন। অন্যথা, বৃথা স্বর্গের দ্বারা সবকিছু বিকৃত হয়ে যায় এবং ভগবান আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান। কারণার্থবোধী বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবানের প্রথম অবতার, এবং তিনি নিত্যকাল, স্বভাব, কার্যকারণত্ব প্রকৃতি, জ্ঞান, মহাদেব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, প্রকৃতির গুণসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, নিরাকার, পরোক্ষকারী

বিষ্ণু, স্বাবয়ব, জগৎ আদি সমস্ত জীব সমষ্টির ইন্দ্র। আমি স্বয়ং (ব্রহ্মা), শিব, ভগবান বিষ্ণু, দক্ষ আদি প্রজাপতি, তোমরা (নারদ তথা কুমারগণ) ইন্দ্র, চন্দ্র আদি স্বর্গলোকের অধিপতিগণ, ভুবলোকের অধিপতিগণ, মন্বালোকের অধিপতিগণ, পাশালাদির অধিপতিগণ, বর্ষ, বিদ্যাবত ও চারলোকের অধিপতিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, মর্গ ও মাগবুলের নারকগণ, কবিগণ ও পিতৃগণের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ, সৈত্যোজ, সিদ্ধেশ্বর ও শানবেশগণ, অন্যান্য যে সমস্ত দেব, নিশাচ, দ্রুত, ক্রোধ, জলচর, পশু এবং পক্ষীকুলের অধিপতিগণ এবং এই জগতে যা কিছু ঐশ্বর্যবৃত্ত, তেজস্বিত, ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত, মনোশক্তিযুক্ত, বলবান, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাবৃত্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্যজনক, রূপবান ও অক্ষয় তা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত শক্তির এক অংশ মাত্র।”

“হে নরাজন, সেই পরম পুরুষের লীলাবতীরের কথা মনন করলে অন্য কথা প্রবণ করার কামনারূপ কলুষ দূরিত হয়। সেই সমস্ত লীলা অত্যন্ত প্রতিমধুর এবং আশ্বাসদায়ী। তাই তারা আমার হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান।”



সপ্তম অধ্যায়

বিশিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট অবতারসমূহ

ব্রহ্মা বললেন—“যখন অনন্ত শক্তিশালী ভগবান পূর্ণ সমুদ্রে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য লীলালঙ্ঘনে বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আমি মৈত্রেয় (হিঙ্গপ্যাঙ্ক) সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং ভগবান তাঁকে তাঁর দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করেছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রজাপতি কঠির পত্নী আকৃতির গর্ভে সূর্য্য নামে পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর সূর্য্য তাঁর পত্নী দক্ষিণার গর্ভে সূর্য্য প্রমুখ দেবতাদের উৎপাদন করেছিলেন।

সূর্য্য ইন্দ্রবেশরূপে দ্বিলোকের (উর্ধ্ব, অর্ধ এবং মধ্যবর্তী) মহান দুঃখভার হরণ করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখভার হরণ করেছিলেন বলে স্বানব জাতির পিতা স্বায়ম্ভব অনু তাঁকে হরি নামে অভিহিত করেছিলেন। ভগবান তারপর কপিলদেব ক্রমে প্রজাপতি কর্ম এবং তাঁর পত্নী দেবহুতির পুত্ররূপে নরাজন রামশীল (ভরী) অবতরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাতাকে প্রাজ্ঞজ্ঞান দান করেছিলেন, যা ফলে তিনি এই জগতেই প্রকৃতির গুণরূপ

পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়ে কপিলদেবের প্রদর্শিত পথায় মুক্তি লাভ করেছিলেন। অত্রি ঋষি সন্তান কামনা করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করলাম।' তার ফলে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হয়েছিল। তাঁর শ্রীপাদপঙ্খের পরাগ দ্বারা পবিত্র হয়ে যশু, হৈহয় অত্রি মণ্ডিতগণ ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করার বাসনা করে আমি ভগবান্না করেছিলাম, এবং আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তখন চতুর্ভুজ রূপে (সনক, সনৎকুমার, সনমন এবং সনাতন) আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্বকল্পে প্রলয়ে আঘাতব বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু চতুর্ভুজেরা তা এত সুন্দরভাবে কর্ণা করেছিলেন যে মূনিগণ জ ভগবান্না স্পষ্টভাবে মর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভগবান্না এবং যুগ্মসাধনের নিজস্ব পন্থা প্রদর্শনের জন্য তিনি ধর্মের পত্নী এবং দক্ষের কন্যা সৃষ্টির পূর্বে নয় এবং নরায়ণ এই দ্বিবিধ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কামদেবের সক্রিয় অলসায় তাঁর ভগবান্না ভাষ্য করতে এসে যখন দেখল যে তাদের মধ্যে বহু সন্দেহাংশ তাঁর সেই থেকে নির্গত হচ্ছে, তখন তারা বিকল মনোবধ হয়েছিল। শিবের মতো মহাবলবান ব্যক্তির তাঁদের রোষযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা কামতে দম্ব করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নিজস্বের ক্রোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। কিন্তু ক্রোধের অতীত ভগবানের অমল অন্তরকরণে ক্রোধ কখনো প্রবেশ করতে পারে না, অতএব তাঁর মনে বিভ্রাণে কার আশ্রয় গ্রহণ করবে?"

"ক্রোধের সমকক্ষ এম নিমাত্তর বাক্যবলে জর্জরিত হয়ে অশ্রুমানিত বেদ করেছিলেন, এবং বালক হওয়া সত্ত্বেও কঠোর ভগবান্না করার জন্য বনে গমন করেছিলেন। ভগবান তখন প্রবল প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রবলোক প্রদান করেন, উপরিহিত এবং অধঃস্থিত মহর্ষিগণ তাঁর স্তব করে থাকেন। মহারাজ কো উৎপদগামী হয়েছিল এবং তখন ব্রাহ্মণদের বস্ত্র-কঠোর শাপবাক্যে তাঁর শৈশব ও ঐশ্বর্য দম্ব হয়। সে নরকে পতিত হতে থাকলে ক্রোধের প্রদর্শনায় এবং তাকে পকিরাণ করার জন্য ভগবান পুণ্য অবস্থায় তার পুত্রত্ব স্বীকার করেন

এবং সর্বপ্রকার দাস্য পৃথিবী থেকে দোরান করেন। মহারাজ নার্সি এবং তাঁর পত্নী সুদেবীর পুত্রবশে ভগবান আবির্ভূত হয়ে অকৃতবেদ নামে পরিচিত লাভ করেন। তিনি মনের সাম্যভাব লাভের জন্য জড়-যোগ অনুশীলন করেছিলেন। এই অবস্থাকে পরমহংসপদ বা মুক্তির চরম সিন্ধু অবস্থা বলে মনে করা হয়, যে ক্ষেত্রে জীব উন্নত স্বরূপে অবস্থিত হয়ে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত চিত্ত হয়। ভগবান আমার (ক্রোধের) অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হস্তগ্রীবা অবতার রূপে প্রকট হয়েছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ এবং তাঁর অঙ্গকান্তি সুকর্ণরূপ। তিনি সাক্ষাৎ বেদ এবং সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। যখন তিনি বাস গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে সমস্ত মধুর বৈদিক জ্যোতিঃ প্রবলিত হয়েছিল।"

"কল্যাণে সত্তরত নামক ভাবী বৈবস্বত যুগ দেখতে পাবেন যে অংস্যাবতাররূপে ভগবান পৃথিবী পর্যন্ত সর্বপ্রকার জীবাশ্মদের আশ্রয়। কেননা কল্যাণে প্রলয়-করিত্তর হয়ে ভীত হয়ে বেদ-সমূহ আমার (ক্রোধের) মুখ থেকে নির্গত হয়, এবং ভগবান তখন সেই বিশাল জলরাশি মর্শন করে উৎসুর হন এবং বেদ-সমূহকে রক্ষা করেন। আদিদেব ভগবান কূর্মরূপ ধারণ করে অন্ততলাভের জন্য স্বীত-সমুদ্র মহানকারী দেবতা ও মনোবৈবস্বত মহানভবরূপে যখন পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেই পর্বতের দুর্গের কলে অধর্ষিত্ত অকল্যাণ ভগবান কণ্ঠস্থ সূত্র অনুভব করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের মহাভয় দূর করার জন্য ভয়ঙ্কর ক্রমুটি, দম্ব ও ভীষণ বমনযুক্ত নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক গদা হস্তে আক্রমণকারী মৈতর্যাককে (হিরণ্যকশিপুকে) তাঁর উরুদেশে স্থাপন করে নখ দ্বারা তাঁর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করেছিলেন। গুহিত বলশালী কুমীর যখন জলের মধ্যে যুগ্মপতি গজরাজের পর ধারণ করে, তখন সেই গজরাজ অত্যন্ত কাণ্ডর হয়ে তার ওঁচের দ্বারা একটি পদ্য ধারণ করে ভগবানকে সন্ধান করে অর্পেছিল, 'হে অত্রি পুত্রয়, আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি। হে পরিব্রাজকারী, আপনি তীর্থক্ষেত্রের মতো বিখ্যাত। আপনার দিবা নাম স্বরণ করা যাইই সকলে পবিত্র হয়, তাই আপনার নাম কীর্তনীয়।' চক্রপাশী জীবরি সেই শত্রুগণী গজরাজের আর্দ্রনাথ শ্রবণ করে

পক্ষীয়াজ গজরাজ পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তাঁর চক্রের দ্বারা কুমীরের বদন বিখণ্ডিত করেছিলেন এবং কৃপাপূর্বক গজরাজের গুড় ধরে তাকে কুমীরের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।"

"ওপাতীত ভগবান অশিত-পুত্র আদিভাণের মধ্যে বরুনে সর্বচর্চিত্ত হলেও তপে সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। সেই যজ্ঞাধিপতি ভগবান বিষ্ণু পদনিক্ষেপের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক অতিক্রম করেন। ত্রিগাণ ভূমি তিক্তা করার হলে তিনি বামনরূপে বলি মহারাজের অধিকৃত সমস্ত ভূকন অধিগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তিক্তা হলে তা গ্রহণ করেছিলেন, কেননা নিগ্রহ এক অনুগ্রহ করতে সমর্থ জন্মেরা সব কিছু করতে পারেনও যজ্ঞের ব্যতিরেকে সংগঠকারী ব্যক্তিকে ঐশ্বর্যই কল্পে তাদেয়ও কর্তব্য নয়। বলি মহারাজ, বিনি তাঁর হস্তকে ভগবানের পদদ্বীত জল ধারণ করেছিলেন, তাঁর ওঁচের নিবেদন সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতীত অন্য আর কিছু চিত্ত করেনি। ভগবানের তৃতীর চন্দ্র রাধার জন্য তিনি তাঁর সেই নিবেদন করেছিলেন। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে স্বর্গািজ্যও মূল্যহীন, যা তিনি স্বীকৃত হয়ে দ্বারা অধিকার করেছিলেন।"

"হে মারজ! সেই ভগবান হংসাবতারে তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিবোধ এবং ভগবদ্ব্যবস্থার বিরোধে করেছিলেন। বাসুদেবের ঐকান্তিক ভক্তকই কেবল সেই জল হৃদয়সম করতে পারেন। মনস্তর অবস্থায় ভগবান মনঃ সংগঠরণে তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা দুঃখতকারী রাজাদের বদন করেন। সর্ববস্তুর অপ্রতিহতভাবে তাঁর রাজ্য দাননের মহিমা এবং তাঁর কীর্তি ত্রিভুবনেরও উর্ধ্ব, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক সত্যলোকও বিস্তার লাভ করেছিল। ভগবান যজ্ঞব্রজরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিরন্তর রক্ত জীবদের তাঁর স্বীকৃতি দ্বারা অচিরেই জোন নিরাময় করেন এবং তাঁর প্রভাবেরই দেবতার স্বীকৃতি লাভ করেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নিরন্তর মহিমাবিত্ত হন। পূর্বে সৈতদের দ্বারা যে যজ্ঞভাগ অবরুদ্ধ হয়েছিল, তাও তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে আয়ুর বিধকে বেদ বা চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। যখন স্বত্রের স্বমধারী শাসকেরা পরম সত্যের পর থেকে ঠষ্ট হতে নরক যন্ত্রণা

ভোগের অচিন্ত্য হয়েছিল, তখন পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান পৃথিবীর কটকটকরণ সেই সমস্ত রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণদার কৃষ্ণের দ্বারা ওকুলবির অবিদ্যের বিনাশ সাধন করেছিলেন।"

"এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাঁর অংশসহ মহারাজ ইকাকুর রূপে অন্তরঙ্গ-শক্তি সীতাদেবীর পতিবরণে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নিত্য মহারাজ রূপের আভ্যনুসারে তিনি তাঁর পত্নী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ বনে গমন করেছিলেন এবং বীর্ষকাল সেখানে বসবাস করেছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী দশমুখ রাক্ষস তাঁর প্রতি মহা অপরাধ করেছিল এবং তাঁর কল চরমে সে নিশাপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর প্রিয়তম সীতার বিবাহে ব্যথিত হয়ে (ত্রিপুর দম্ব করতে ইচ্ছুক) মহাশেবের মধ্যে ক্রোধে আবর্তিত হয়ে রাবণের নগরী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তখন সমুদ্র চরে কম্পমান হয়ে তাঁকে পথ প্রদান করেছিলেন, কেননা তাঁর আত্মীয়-অজ্ঞান, জলচর মকর, সর্প, কুমীর প্রভৃতি ভগবানের ক্রোধাধারিত্ত তাপে দম্ব হচ্ছিল। রাবণ যখন যুদ্ধ করছিল তখন তার কক্কেলের মতো সর্পের ইওয়ার কলে দেবযজ্ঞ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তীর নজরাজি ভাষ হয়েছিল এবং তাৎক্ষণিক ভাষ অংশসমূহ ইতস্তত বিকল হওয়ার দিকসমূহ আলোকিত হয়েছিল, রাবণ তখন জল শক্তির গর্বে পবিত্র হতে উত্তর গঙ্গার সৈন্যদের মধ্যে অট্টহাস্য করতে করতে বিচরণ করেছিল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সেই পবিত্রী হরণকারী রূপের সেই হাসকে তাঁর যনুকের টকার মারই প্রাণের সঙ্গে বিনাশ করেছিলেন।"

"পৃথিবী যখন অসুররূপে নৃপতির সৈন্যসমূহের দ্বারা ভরাভ্রান্ত হয়েছিল, তখন সে ভয় অপনোদনের জন্য ভগবান তাঁর অংশসহ আবির্ভূত হন। নৃশব কুজবর্ণ কোদাসসহ ভগবান তাঁর অমিকরণে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা বিস্তার করেন। তাঁর মহিমা কেউই বসায়গভাবে অনুমান করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান সে সর্বদেব কোদ সর্বদেব নেই। মাতৃকোড়িত্ত সূত্র শিতকরণে বিশাল শরীর পুতনা

ব্রাহ্মণীয় প্রাণবৎ, তিনমণ্ডলের নিও অবস্থার পদাধাতে শক্তি ভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়ে পশুপূর্বক কান্দাশ্রমী অতি উচ্চ অর্ধমুখকৃষ্ণগণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের উৎসাহে, এই সমস্ত কার্য স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব? যখন গোপ বালকেরা এবং তাদের পত্নীরা যমুনার বিরাট জল পান করেছিল, ভগবান (ঐর বালা অবস্থায়) ঐর কৃপাশূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনঃজীবিত করেছিলেন। যমুনার জলকে বিতরণ করার জন্য তাতে কীল দিয়ে তিনি কোয়ার হলে বিকের তরল উদ্ভীর্ণকারী কালীর মাগকে বণ্ড দান করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান কতীত্ব কে এইপ্রকার অসম্ভব কার্য সম্পাদন করতে পারে? কালীর মাগকে বণ্ড দান করার পর সেই রহস্যই বধন ব্রহ্মবাসীরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা স্বপ্ন ছিলেন, তখন তরু পাশে থেকে বসে দক্ষিণা প্রদানিত হওয়ার জন্য ব্রহ্মবাসীদের জীবে সংসার হয়ে উঠলে ভগবান বলদেন্দুকে কেবলমাত্র ঐর তরু নির্ধীক্স করার মাধ্যমে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এমনই অলৌকিক ভগবানের কার্যকলাপ।”

*গোপরমণী (শ্রীকৃষ্ণের মজা বশোনা) বধন পুত্রর কঙ্কর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বধন করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁকে বধন করার পক্ষে সে সমস্ত চক্রবুই অপব্যবহৃত হলে প্রতিভাত হয়েছিল। অকস্মেৎ হতভম্ব হয়ে সেই প্রয়াস ভাঙ্গা করলে শ্রীকৃষ্ণ বীজে বীজে জড়ন করে ফলে তাঁর মূখ বালন করেছিলেন, তখন তাঁর মূ তাঁর বুকের ভিতর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্ধন করে মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেও তাঁর পুত্রের বৈশম্যতার প্রভাবে তিনি ভিরভবে আতঙ্ক হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব মহারাজকে কন্যাপাণের তার থেকে রক্ষা করেছিলেন, এবং ব্রহ্মদেবের পুত্র বধন গোপকালকবের পর্বতের ওহার আটক করে রেখেছিল, তখন তিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন। ব্রহ্মবাসীরা বধন সাহসিন কঠোর পরিগ্রহ করার কালে রাতে পতীর নিদ্রার মধ্য হতে, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চিত্রপাতের সর্বোচ্চ লোকে উন্নীত করে পুরস্কৃত করতেন। এই সমস্ত অর্ধকলাপ অগ্রস্কৃত এবং তা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রমাণ করে। ব্রহ্মবানের গোপেরা বধন শ্রীকৃষ্ণের নির্বোধে ইন্দ্রের বধ

বধ করে দিয়েছিলেন, তখন সাতদিন ধরে নিরন্তর মুখলতার দৃষ্টি হতে থাকলে কৃষ্ণদেব ভেসে বাওর উপক্রেয় হয়েছিল। ব্রহ্মবাসীদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ তখন সাত বছর বয়সে বালক হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্ম পত্নের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন একটি ছাতর মতো এক হাতে বহন করেছিলেন। ভগবান বধন তার চক্রকিরণে উদ্ভাসিত নিমিত্তে কৃষ্ণবনের মনে মধুর সঙ্গীতের দ্বারা ব্রহ্মবাসীদের কামনীভা উদ্বীণিত করে হাসলতা করতে উদ্বুত হনেন, তখন ফাটা কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামক বৈতা সেই ব্রহ্মবাসীদের হৃদয় করবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তার গড় থেকে মস্তকটি ছেদন করলেন। প্রলম্ব, ধেনুক, বক, কেলী, অরিত, চাপু, মুষ্টি, কুলদ্যাপীড় হস্তী, কসে, বধন, নরকাসুর এবং পৌত্রকের মতো অসুরেরা তথা শাস্ত্রের মতো মধ্যবী, বিভিন্ন বানর এবং কন্দল, বস্তুর, সপ্তমুখ, শঙ্কর, বিদূষণ এবং রুচি প্রমুখ প্রসিদ্ধ রাজগণ, এবং ক্যাংকাজ, মংস্য, কুল, স্তম্ভ এবং কেকর প্রমুখ মহান যোদ্ধাগণ সাক্ষ্যে শ্রীহরির সঙ্গে অতঃপর ফলমে, অর্জুন, তাঁম ইত্যাদি ন্যমে তাঁরই সঙ্গে যাত্রা বৃদ্ধ করবে। এইভাবে নিহত হওয়ার কালে এই সমস্ত অসুরেরা নিরীশে ব্রহ্মভ্যাপ্তি প্রাপ্ত হয়ে অথবা বৈশুঠলোকে ভগবানের বীর খাম প্রাপ্ত হবে। তাহলেই মনুষ্যেরা বধন সঙ্কচিত বুদ্ধি এবং অম্ব আত্মসম্পন্ন হবে, তখন তাদের পক্ষে বৈদিক জ্ঞান জয়সম্যক করা কঠিন হবে বলে যেকোনো করে ভগবান সত্যকর্তীর গুহ (ব্যাসদেব) রূপে আবির্ভূত হয়ে যুগের পরিহিত অসুসারে বেধকালী কঙ্কবুদ্ধকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করলেন। নাতিক অসুরেরা বৈদিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত লক্ষ হয়ে, মহাবিজ্ঞানী মনমানব কর্তৃক নির্মিত মহাতপস্বানে চড়ে গগনমার্গে অনুশীলনে কিরণ করবে, তখন তাদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি উপবর্ধ প্রচার করলেন।”

“তারপর কলিযুগের শেষে, বধন তথাকথিত সন্ধ্যু এবং উজ্জতর তিন বর্ণের সন্ধ্যু ব্যক্তিদের পৃথক ভগবানের কথা আলোচনা হবে না এবং বধন প্রাপ্তির শাসন-ব্যবস্থা জনসংসারণ কর্তৃক নির্বাচিত পুত্র অথবা তার

থেকেও নিকৃষ্ট ভূতের মানুষদের হাতে মৃত্যু হবে, এবং কলম কাঠ, বাখা, ববট ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র আর কোন হবে না, তখন ভগবান পরম মণ্ডপাতরূপে আবির্ভূত হবেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান, অগ্নি (ব্রহ্মা) এবং প্রজাপতিগণ; তারপর হিড়ি সমরে শ্রীবিষ্ণু, নিরুত্তরে জড়তা সমন্বিত বেবতপন এবং বিভিন্ন শোকের রাজগণ, এবং সংহারকালে অধর্ম, রত্ন, এবং ক্রোধী নাতিক ইত্যাদি এবং সকলশেই কল পাণ্ডবী ভগবানের শক্তির দ্বিত্ব প্রতিনিধি। শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রম কে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারে? কোন বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরমাণু গণনা করে থাকতে পারে, কিন্তু তার পক্ষেও বিষ্ণুর বীর্য গণনা করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি তাঁর ত্রিক্রম অবতারে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সভ্যলোকেরও উর্ধ্ব চক্টির তিন ওপের সাথে অবস্থা পর্যন্ত তাঁর পর-বিক্ষেপ করেছিলেন, এবং তার কালে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাম্বান হয়েছিল। অগ্নি হু হোমের অগ্রম্ব যুনিগণও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে জ্ঞানতে পারি না, সুতরাং আমাদের পরে যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিভাবে তাঁকে জ্ঞানবে? ভগবানের প্রথম অবতার শেষ সহস্র বধনে তাঁর ওপবর্ধী নিকটর গান করেও এখনও পর্বত তার সীমার পার্শ্ব। বীরা নিঃপটে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাপত্ত হয়েছেন, তাঁর ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রভাবে সুতর ভন-সমূহ উত্তীর্ণ হতে পারেন এবং ভগবানকে জ্ঞানতে পারেন। কিন্তু যার বুদ্ধির শৃংগলের ভল এই জড় দেহটির প্রতি আসক্ত, তারা কখনোই তা পারে না।”

“হে কলম, যদিও ভগবানের শক্তি অজ্ঞের এবং অপরিসেয়, তথাপি তাঁর শরণাপত্ত হওয়ার ফলে আমরা জারি কিভাবে তিনি তাঁর বৈশম্যের দ্বারা কার্য করেন। এইভাবে ভগবানের শক্তি তুমি ভগবান শিব, বৈজ্ঞান্যেট প্রমুখ, বারহু বনু, তাঁর পত্নী শতরুণা, মনু-সত্যান প্রিয়ত, উত্তমপদ, আকৃতি, মেহুতি, প্রসুতি, স্রাটমবর্ধি, কচু, বেনের নিতা অম, মহারাজ ধন, ইচ্ছাকু, ঠেল, ইচ্ছাকু, মহাবাক জমক, দাধি, রণু, অধরীম, সগর, পর, সল্ল, মহাকাতা, অলক, সতধনু, অনু, রতিসে, তাঁর, বলি, অম্বুর্জয়, মিলীন, মৌতবি, উতক, শিবি, দেবল,

শিরলাম, সরস্বত, উত্ব, পরাম্প, তুরিবে, বিতীল, হনুমত, ওকমেব গোদামী, অর্জুন, অরিতসেন, বিদুর, কতমেব ইত্যাদি ব্যক্তিরা অমগত আছেন। ওহ ভক্তের শরণাপত্ত হওয়ার কালে এক ভক্তি বোণে তাঁদের পদাভ অনুসরণ করার কালে স্ত্রী, পুত্র, বৃণ, শবর আদি পাগলীবীরাক এমনকি পত্ন-পাণ্ডিরা পর্বত ভগবন্ত-বিজ্ঞান অকাত হয়ে আরার মেহমর বধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ব্রহ্ম-উপলব্ধি শোকরহিত স্বামীয় আনন্দে পূর্ণ। জা অথলাই পরম পুত্র ভগবানের পরম পদ। তিনি নিজ কোভরহিত এবং হুত্তর। তিনি জ্ঞাত পদার্থের বিপরীত পূর্ণ চেতনাময়। নির্মল এবং তেজরহিত তিনি সমস্ত কারণ এবং কার্যের পবন কারণ। তাঁর সকল কর্মের উদ্দেশ্যে যখন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় স্ব, এবং যার তাঁর সামনে অবস্থান করতে পারে না। এইপ্রকার অপ্রাকৃত অবস্থার, জানী অথবা বোণীদের মতো, কৃত্রিমভাবে মনকে সংবৃত করায়, মনোমগ্নসুত জ্ঞানা-করনা করার অর্থ্য ধ্যান করার প্রয়োজন হয় না, ঠিক যেমন বর্বার নিরন্তরকারী দেবরাজ ইন্দ্রে জল পাওয়ার জন্য কৃপা পান করার কষ্ট করতে হয় না। যা কিছু মনলার সে সেকোই পরম প্রভু হনেন পরমেশ্বর ভগবান, কেননা জ্ঞাত অথবা চিত্রর অভিনে কীলের সমস্ত কর্মের ফল তিনিই প্রদান করেন। তাই তিনি হনেন পরম উপকারী। প্রতিটি স্বীবই কামরহিত, তাই দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান বায়ুর মতো আত্মার বা কীলের অভিনে জড় দেহের কিলেশের পরেও বর্তমান থাকে।”

“হে পুত্র, অগ্নি ভোমাকে সজেকনে পরমেশ্বর ভগবানের শুভ বর্ণা কবলায়, যিনি হনেন এই প্রকাশিত জগতের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বর ভগবান হরি কিস এই স্কন্ধ এক অত্যন্ত জগতের আর অন্য কোন অংশ নেই। হে মায়, এই ভগবন্ত-বিজ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান সজেকনে আমাকে হলেছিলেন। এই ভগবন্ত-বিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের বর্ণনা। তুমি এই বিজ্ঞান সম্প্রদারিত কর। নিষ্ঠা সহকারে এই ভগবন্ত তুমি বর্ণনা কর যাতে মানুষ সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং সমস্ত শক্তির পরম উৎস, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তি লাভ করতে পারে।

ভগবানের নির্দিষ্ট শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের সহকারে তা করা হলে কী কখনোই মায়া ছাড়া মোর্চ্য কার্যকলাপ, তাঁর শিখা অনুসারে কীর্তন, অভিনয়ন এবং হবে না।' প্রবণ করা উচিত। নিম্নমিত ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা



অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন

মহারাজ পরীক্ষিত ওকতের গোদামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে ব্রাহ্মণ, তুমি কর্তৃক উপস্থিত হয়ে দেবত্ব মায়া রূপে নিশিষ্ট প্রীতময়মুনি কেন্দ্রভাবে এক জন্মে সাত্রে প্রাকৃত ওপরস্থিত প্রীতময়ময় অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করেছিলেন?”

রাজা কলেন—“আমি অশ্রু পশ্চিম প্রীতির কথা বলব করতে ইচ্ছুক, যা সমস্ত লোকের সমস্ত কীর্তির পক্ষে কল্যাণকর।”

“হে মহাভাগবান ওকতের গোদামী, দয়া করে আপনি প্রীতময়ময়মুনির কথা বর্ণনা করতে থাকুন যাতে আমি জড় গুণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মনকে পরমায়ার, পরমেশ্বর ভগবান প্রীতময় নিবেশিত করে আমার কলহকে পরিত্যাগ করতে পারি। বীরা নিম্নমিতভাবে একপূর্বক প্রীতময়ময় বল করেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতময় অর্থাৎ প্রীতময়মুনি (অর্থাৎ প্রীতময়মুনি) করণ সিদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করে অকলস কলহময় অধিকৃত হয় এবং কল, ক্রোধ, মোহ জাদি ভক্তজ্ঞানাতিক অসক্তি প্রসূত সমস্ত মলিনতাকে বিদূরিত করে, ঠিক যেমন শব্দ কতুর আগুনে কর্মময় ভগবানের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়ে যায়। ভগবত্বের প্রভাবে কী হৃদয় নির্মল হয়েছে, ভগবানের সেই ভক্ত কখনোই ভগবান প্রীতময়মুনির আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না কেননা সেখানে তিনি পরম ভূগুণ লাভ করেন, ঠিক যেমন পীর্থ

কেশবের পথ প্রদানের পথ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পশ্চিম সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত হয়।”

“হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, তাঁর আশ্রয় ভক্ত দেহ থেকে ভিন্ন। কী কী কোন কারণের বশবর্তী হয়ে নাকি ঘটনাচক্রে আকস্মিক দেহ প্রাপ্ত হয়? আপনি তা জ্ঞাতেন, তাই আপনি দয়া করে আমাকে তা বলুন। মীর উদয় থেকে পদ্ম নাল প্রাপ্ত হইয়াছে সেই পরমেশ্বর ভগবান যদি তাঁর কলহ এবং পরমিত অনুসারে বিরাট শরীরযুক্ত হন, তাহলে তাঁর সেই শরীর এক সাধারণ কীর্তির পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মীর কল কেন জড় উৎস থেকে হয়নি, পক্ষান্তরে ভগবানের নাকি থেকে উদ্ভূত কল থেকে হয়েছে এবং সেই সূত্রে তিনি অশ্রুপরিহিত, সেই ব্রহ্মা জড় ভগবতের সমস্ত প্রাণীসমূহের মঠ। ভগবানের কৃপায় সেই ব্রহ্মা তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃপা করে আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বলুন যিনি পরমাত্মরূপে সকলের কলমে বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত শক্তির ইশ্বর হলেও বহিঃস্বা মায়শক্তি থাকে স্পর্শ করতে পারে না।”

“হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ, পূর্বে বিদ্রোহণ করা হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোক তাদের শাপকণ্ঠসহ বিরাট পুরুষের বিরাট শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত। আমি এও শুনেছি যে বিভিন্ন ভূতন হলে বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর। কিন্তু অদ্যো প্রকৃত স্থিতি কি? দয়া করে আপনি কি তা বিশ্লেষণ করবেন? দয়া করে আপনি সৃষ্টি এবং প্রলয়ের অন্তর্বর্তী কাল (কল), গৌণ সৃষ্টি (বিকল) এবং

ভূতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শব্দের দ্বারা সৃষ্টিত কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করুন। সেক্ষেত্রে, মানুষ ইত্যাদি মীরে পরিচিত বিভিন্ন গ্রহলোকের বিভিন্ন কীর্তির আবুর জাল এবং পরিমিত সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করুন।”

“হে বিদ্রোহণ! দয়া করে আপনি কালের দ্বারা এক বৃহৎ পরিমিতের কারণ এবং কর্ম অনুসারে কালের বিভাজন সূচনা করুন, তা বর্ণনা করুন। বিভাজন বিভিন্ন গুণ থেকে উৎপন্ন কালের এবং কীর্তির কারণ অনুসারে কীর্তির সেক্ষেত্রে থেকে অভ্যন্তর ন্যায় প্রাণী পর্যন্ত উন্নীত হয় ভগবান অব্যবহিত হয়, সেই সম্বন্ধেও আপনি দয়া করে বিশ্লেষণ করুন।”

“হে বিদ্রোহণ! দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন ভূমি, জাতাল, মিত্র, অক্ষয়, প্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, এবং সেই সমস্ত জ্ঞানে যে সমস্ত প্রাণীর কল করে তাদের উৎপত্তি বিভাজন হয়। বায়ু ও অভ্যন্তর ভেদে এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ, মহাশ্বাসের চরিত্র এবং যে যে লক্ষণ ও স্বভাব অনুসারে কর্ম ও জ্ঞানময় নির্দিষ্ট হয়, তাও কৃপা করে বলুন। বিভিন্ন বৃণ, তাদের পক্ষিম, কৃমিসমূহ এবং পরমেশ্বর ভগবান প্রীতির কৃপাকলসের অতি আশ্চর্য কার্যকলাপ আপনি কৃপা করে বর্ণনা করুন। কৃপা করে এও বলুন যে মানব সমাজের সাধারণ ধর্ম কি, ধর্ম অনুষ্ঠানের বিশেষ কর্তব্য কি, কর্মময় ধর্ম কি, রাজবিশেষের ধর্ম কি, এবং বিশাখার মানুষদের ধর্ম কি। সৃষ্টির ভূতসমূহ এবং তাদের সংখ্যা, তাদের কারণ এবং তাদের লক্ষণ, ভগবত্বের পক্ষ এক অসীম বোধের বিধিও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। যখন বোণীনের ঐশ্বর্য কি এবং তাঁদের চরম উপলব্ধি কি? সিদ্ধ বোণী বিভাজন তাঁর সূক্ষ্ম শরীর থেকে মুক্ত হয়? ইতিমধ্যে পুরাণ আদি শাস্ত্র সম্বন্ধিত বৈদিক শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত জ্ঞান কি? দয়া করে আপনি জ্ঞান প্রীতির উৎপত্তি বিভাজন করুন, বিভাজন তাদের পলন হয় এবং বিভাজন তাদের সংহর হয়। ভগবত্বের অনুকূল ও প্রতিদূল্য বিবরণ কি কি? বৈদিক বিধি এবং বেদের অনুগামী

শাস্ত্রসমূহের নির্দেশ কি, এবং ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবিধের সাধনের বিধি কি? দয়া করে আপনি বিশ্লেষণ করুন ভগবানের শরীরে লীনপ্রাপ্ত কীর্তিদের সৃষ্টি হয় কিভাবে, পার্শ্বময় উৎপত্তি হয় কিভাবে, এবং কীর্তির বন্ধন এবং মোহের কারণ কি এবং তাঁর স্বরূপে সে কিভাবে অবস্থান করে। অতঃ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তির দ্বারা তাঁর লীলা আশ্রয়ন করেন, এবং প্রলয়ের সময় তিনি সে সমস্ত তাঁর বহিঃস্বা শক্তিতে পরিত্যাগ করেন, এবং তিনি কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্বি যে সবদ্রুতি, আমি প্রবণ থেকে আপনার কাছে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছি এবং যে সমস্ত বিষয় চমক করতে পারিনি, কৃপাপূর্বক আপনি ব্রহ্মবৈশ্বক্যে সে সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করুন। যেহেতু আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে সে সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করুন। হে মহর্ষি! আশ্রয়মণি ব্রহ্মার সঙ্গে আপনিই একমাত্র এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সমূহের ভক্তবৃত্ত। এই জগতে অন্যান্য সকলে পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের আচার্য্যিক বিষয়েই অনুসরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ! যেহেতু আমি আপনার বর্ণী-সমুদ্র থেকে প্রবাহিত অকৃত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাকৃত পলন করেছি, তাই আমি অকলসমণিত কোম ভ্রান্তি অনুভব করছি না।”

সূত্র গোদামী কলেন—“অতঃ পরীক্ষিত কর্তৃক এইভরম ভক্তসহ প্রীতময়মুনির কল কলতে আমন্ত্রিত হয়ে ওকতের গোদামী ভক্তের আনন্দিত হইলেন। মহাভাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রথম কল কলকল ব্রহ্মাণ্ডে যে বৈশ্বক্য ভগবত নামক পুরাণ বলেছিলেন, তা বলতে আরম্ভ করলেন। মহাভাজ পরীক্ষিত ছিলেন শাস্ত্রবিশেষের সর্ব উত্তরাধিকারী, এবং তাই তিনি উপযুক্ত ভক্তির কল উৎপত্ত প্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওকতের গোদামীও মহাভাজ পরীক্ষিতের সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য নিঃশঙ্কে প্রস্তুত কলেন।”



"হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কার্যসীমিত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রসারের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব। হে ব্রহ্মা! আমার সঙ্গে সম্পর্কবাহিত যদি কোন কিছু ভাব্যপূর্ণ বস্তু প্রতীক্ষমান হয়, তা হলে তার কোন ব্যক্তব্য নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনে, যা হচ্ছে অস্বপ্নের প্রতিবিম্বের মতো। হে ব্রহ্মা, জেনে রেখ যে মহাকৃতসমূহ যেমন উদ্ভবিত সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিন্ত হয়েও অবশিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনই আমিও জগৎ সর্বভূতে প্রবিন্ত হওয়া সত্ত্বেও ততোক্ত বস্তু থেকে পৃথক থাকি। যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে, তাকে অনন্তই প্রত্যক্ষ এবং পূরাক্রমে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্ববস্থায় এই বিষয়ে পবিত্র কর্তব্য হবে। হে ব্রহ্মা! তুমি একাগ্র চিত্তে আমার এই শিক্ষাগোষ্ঠ অনুসরণ কর, তা হলে করে ও বিকরে কোনরূপে অহংকার তোমাকে বিচলিত করবে না।"

শ্রীচক্রেণ গোহামী মহাশয় পরীক্ষিতক কলেন—
"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি লোকসমূহের পরম অধিপত্যে হিত ব্রহ্মকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে তাঁর সামনে থেকে তাঁর সেই অপ্রাকৃত রূপ অপ্রতিষ্ঠিত করলেন। চক্রেণের নিক্ত অসংখ্য প্রশ্নকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি কতর্হিত হলে সর্বভূতময় সেই ব্রহ্মা তাঁর উদ্দেশ্যে

কল্পাঙ্কলি হরে পূর্বপূর্ব কল্পের মতো এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। একেটা প্রজাপতি এবং ধর্মপতি ব্রহ্মা সমস্ত জীবের মঙ্গল কামনা করে এবং নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য বিধিপূর্বক বস-নিয়মসমূহ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ব্রহ্মার উত্তরোত্তরকারী পুত্রদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়তম ন্যায়, যিনি সর্বদা তাঁর সেবার তৎপর, এবং তাঁর নিজের উপদেশসমূহ সুশীল আচরণ, নিন্দা এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা গালন করতেন। হে রাজন্! মহর্ষি একে ভক্ত শ্রেষ্ঠ ন্যায় তাঁর নিজেকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন এবং মাহেশ্বরের বিমুখের পমত্ত ন্তি সঙ্কল্পে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন। হে মহারাজ, আপনি এখন আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, মহর্ষি ন্যায় লোকসমূহের প্রপিতামহ হীরা নিজ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন দেখতে পেয়ে সেই সমস্ত প্রশ্নই করেছিলেন। এরপর নিজ ব্রহ্মা তাঁর পুত্র ন্যায়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দশটি লক্ষণ বিশিষ্ট ভাগবত-পুণ্য উপদেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে রাজন্! পরা-পরাক্রমে মহর্ষি ন্যায় সর্বজীবের উপরে ভক্তিব্যাপ্ত হিত হরে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানমগ্ন অনন্ত ন্তিসম্পন্ন ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন। হে রাজন্! ভগবানের বিরাট রূপ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রশ্ন আপনি করেছেন সেগুলির উত্তর আমি পূর্বোক্ত চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা রূপে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব।"



দশম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর

শ্রীল চক্রেণ গোহামী বললেন— "এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মাণ্ডের উপস্থিতি, উপস্থিতি, লোকসমূহের স্থিতি, ভগবান কর্তৃক গালন, কর্মবাসনা, মহত্ত্ব, উপগন্তুজ্ঞান, ভগবদ্ধার প্রত্যাবর্তন, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটি

লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। দশম ভাষে (আশ্রয়ের) বিস্তৃত আলোচনার জন্য পূর্ব ন্যটি লক্ষণ মহাশয় বৈদিক প্রমাণের দ্বারা, কখনও বা সাধারণ বিশ্লেষণের দ্বারা, কখনও বা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করেছেন।

কোড়শ উপাঙ্গানের সৃষ্টি বস্তু—লক্ষ্যমহাত্ম্য (স্থিতি, অঙ্গ, চেতন, মনঃ, বোধ্য), লক্ষণ, বস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, ক্রিয়ার, ত্বক এবং মন—এদের কলা হয় সর্গ। আরো জ্ঞাত প্রকৃতির গুণের প্রতিফলকে কলা হয় বিসর্গ। ভগবানের সৃষ্ট বস্তুসমূহের মর্যাদা পাশ্চাত্য দ্বারা হে উৎকর্ষ, তার নাম 'স্থিতি'; তাঁর ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, এর নাম 'গোবর্ষ'; তাঁর অনুগ্রহীত সন্তানের ভগবদুপাসনার নির্দেশ স্বরূপ ধর্মই 'সকর্ম'; এই প্রকাশ ভিত্তিতে যে বহুবিধ কর্মবাসনা, তার নাম 'উত্তি'। শ্রীহরির অবতারসমূহের অনুচরির এবং তাঁর ভক্তদের নানাবিধ উপাখ্যান 'ঐশ্বর্য' বলে উক্ত হয়েছে। মহাবিকুর বোগমিহ্মার পর উপদ্রিসহ জীবদের যে শত্রু, তার নাম 'নিরোধ'; মায়িক মূল-সুন্দর্য পরিহার করে শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থানের নাম 'মুক্তি'। বীর থেকে এই জগৎ প্রকাশিত হয় এবং বীর থেকে সৃষ্টি ও লয় হয়, তিনি পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলে অভিহিত হন। তিনি আশ্রয়—তিনি পবন সত্য।"

"বিবিধ ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে কলা হয় আধ্যাত্মিক পুরুষ, ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাকে কলা হয় আধিদৈবিক পুরুষ এবং চক্ষু-নালকে দৃষ্ট ব্যক্তিকে কলা হয় আধিজ্যোতিক পুরুষ। জীবাত্মার উপরোক্ত তিনটি অবস্থা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত আশ্রয়ের আশ্রয় হিসাবে সে সব কটি অবস্থাই দর্শন করেন, তিনি সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র, এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরম আশ্রয়। বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে সেই বিরাট পুরুষ (মহাবিকুর), কারণ-সমূহ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করলেন এবং লহন করার ইচ্ছা করে নিত্য জল (গর্ভোদক) সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ নন এবং তাই স্পষ্টভাবে তিনি নর বা পুরুষ। সেই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত সেই নিত্য জলবানি তাই নার বলে কথিত। যেহেতু তিনি সেই জলে শয়ন করেন তাই তার নাম নারায়ণ। নিজের সৃষ্ট সেই জলে তিনি হাজার হাজার বছর বাস করতে আগমন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব এবং এই সবার ভোজ্য জীব কেবল তাঁর কৃপার প্রভাবেই কর্তমান,

এক তিনি উপলব্ধ করলে আর তাদের অস্তিত্ব থাকে না। পরমেশ্বর ভগবান বস রূপে প্রকাশিত হতে ইচ্ছা করে বোগমিহ্ম থেকে উদ্ভূত হলে এক ইন্দ্রিয় বীর্ষকে মায়াক্রিয়ের দ্বারা তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।"

"ভগবানের ভক্তি কিভাবে অসিদ্ধ, অসিদ্ধ এবং অধিকৃত এই তিনভাগে বিভক্ত হয়, তা আমার কাছে প্রবণ কর। মহাবিকুর নিত্য শরীরের হুলকালাশ থেকে ইন্দ্রিয়গতি, অন্তঃশক্তি ও বৈশক্তি উৎপন্ন হল। তারপর সমস্ত জীবনী শক্তির উপসংহার প্রাপ্যক্তি উৎপন্ন হল। বাজার অনুচরের যেমন তাদের প্রভু অনুগমন করে, তেমনই জীবদেহের ব্যক্তি প্রশসমূহ (ইন্দ্রিয়সমূহ) মুখ্য প্রাণের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মুখ্য প্রাণ নিকটে হলে সমস্ত জীবদেহের ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপও ত্বর হয়। প্রাণশক্তি কর্তৃক স্ফোভিত হয়ে বিরাট পুরুষের মুখ্য এবং ত্বকর উত্তর হয়, এবং যখন তিনি আহার এবং পান করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মুখ বিকশিত হয়। মুখ থেকে তালু প্রকট হয় এবং তারপর জিহ্বা উৎপন্ন হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার খানের উৎপত্তি হয় যাতে জিহ্বা তাদের আবাদন করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কথ্য কলাতে ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে বাক (ইন্দ্রিয়) ও তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি প্রকাশিত হলেন। পরে তিনি যখন জলে শয়ন করেছিলেন, তখন এই পমত্ত ক্রিয়া নিকট ছিল। তারপর পরম পুরুষ যখন দ্রব্য গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন, তখন নাসিকা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপন্ন হল, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও গন্ধ প্রকাশিত হল। সেই সঙ্গে গন্ধবহনকারী জায়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাও প্রকাশিত হলেন। এইভাবে সব কিছু যখন অস্বভাব্যে ছিল, ভগবান তখন নিজেকে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই সব কিছু দর্শন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন চক্ষু, আলোকের দেবতা সূর্য, দৃষ্টিশক্তি এবং দৃশ্য বস্তুসমূহ সব কিছু প্রকট হয়েছিল। অধিধের জ্ঞানবীর ইচ্ছা বিকশিত হবার কালে কর্ণ, শব্দ শক্তি, শ্রবণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এক স্রোতব্য বস্তুসমূহ প্রকট হয়েছে। অধিগণ পরমাত্মা সংঘে জ্ঞানবীর বাসনা করেছিলেন। যখন কোমলতা, কাঠিন্য, উষ্ণতা, শীতলতা, লব্ধতা এবং গুরুত্ব ইত্যাদি ভৌতিক গুণাবলী অনুভব করার বাসনা হয়েছিল, তখন স্বক, লোমকূপ, ঘেহের রোগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী

যেকোনও (কৃত্তমসূহ) উৎপন্ন হয়েছে। অনেক ভিতরে এবং কাছেরে বায়ুর আবরণ রয়েছে, তার মাধ্যমে সম্প্রসারণ প্রকট হয়েছে। তারপর পরে পৃথক যখন বিভিন্ন কর্ম অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর হস্তের, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এবং স্বর্গের দেবতা ইত্য প্রদর্শিত হয়, সেই সঙ্গে স্বয়ং এবং দেবতা উভয়েই উপর নির্ভরশীল কার্যও প্রকট হয়। তারপর গতি নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছার বলে তাঁর পা প্রকট হয়, এবং তাঁর পা থেকে পাঠের অধিকাংশ দেবতা বিকৃত উৎপন্ন হয়। তাঁর ব্যক্তিগত চতুর্ভাষানে সমুদ্রেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠানরূপ তাদের কর্তৃত্বকর্মে মুক্ত হয়। তারপর মৈত্রেয় সুখের জন্য, সবান-সমুদ্র উৎপাদনের জন্য এবং স্বর্গের অমৃত আরাধনের জন্য ভগবান জনেন্দ্রের প্রকাশ করেছেন। এই জনেন্দ্রের অধিকাংশ দেব হচ্ছেন প্রজাপতি। মৈত্রেয় সুখের বিচার এবং তার অধিকাংশ দেবতা ভগবানের উৎসাহের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারপর ভূত অসুরের অসারোগ্যে ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলে মহাবীর স্বরূপ অধিষ্ঠান উৎপন্ন হল এবং তারপর গাধু-ইন্দ্রিয় ও তার অধিকাংশ দেবতা মিত্র প্রদর্শিত হলেন। গাধু ইন্দ্রিয় এবং তাকে কষ্ট উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছেন মিত্র দেবতা। তারপর যখন তিনি এক শরীর থেকে অন্য শরীরে সাতারার ইচ্ছা করেন, তখন নাভি, অঙ্গন বাহু এবং হৃদয় একসাথে সৃষ্টি হয়েছিল। হৃদয় এবং অঙ্গন বাহু উভয়েরই আশ্রয় হচ্ছে নাভি। যখন তাঁর আহার এবং পান করার ইচ্ছা হয়েছিল তখন কৃষ্ণি, অম্ল ও নাক্ষত্রসমূহ প্রদর্শিত হয়েছিল; নদী এবং সমুদ্রসমূহ তৃষ্ণি এবং পৃষ্ণির উৎস। যখন তাঁর বীর মন্ত্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন হনর (হনর অধিষ্ঠান), মন, চক্ষু, সংকল্প এবং অভিলাষ উৎপন্ন হয়েছিল। দেহের সমুদায়, বহা ব্রহ্ম, চর্ম, অঙ্গ, রক্ত, মেদ, মজ্জা এবং অস্থি উৎপন্ন হয়েছে মাটি, জল এবং অগ্নি থেকে। আর অকল, জল এবং বায়ু থেকে গ্রাসবার প্রদর্শিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়সমূহ জড়। প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যুক্ত, এবং গুণসমূহ অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন। মন সর্ব প্রকার জড় অভিজ্ঞতার (সুখ এবং দুঃখ) দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং বুদ্ধি মনের বিবেচনা করার ক্ষমতাব্যবস্থা। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বহিঃস্থ রূপ পৃথিবী আদি অষ্ট

আবরণের দ্বারা আবৃত, যা আমি পূর্বে আপনায় কাছে বিশ্লেষণ করেছি।”

“অতএব এর (জড় ভগবতের) অতীত এক দ্বিবা জগৎ রয়েছে যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। সেই জগতের অগ্নি, মধ্য এবং অব্যবস্টে; তাই জা বানী অথবা চিন্তার অতীত এবং তা জড় দ্বারা থেকে ভিন্ন। জড় দৃষ্টিকোণ থেকে ভগবানের যে উপরোক্ত বর্ণনা আপনার কাছে করলাম, তা ভগবানের সম্বন্ধে অবগত শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্তা মাম, রূপ, লীলা, পরিবার এবং বৈচিত্র্যের বিষয় হয়ে নিজেকে এক অপ্রাকৃত রূপে প্রকাশ করেন। যদিও তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, তথাপি মনে হয় যেন তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত।”

“হে রাজন্। জেনে রাখুন যে, সমস্ত জীবই তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ব্রহ্মা এবং নক্ষ আদি প্রজাপতিগণ, বৈবস্বত মনু প্রমুখ মনুগণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাপ্রাণ, ভূত, ব্যাস, বশিষ্ঠ আদি ঋষিগণ, নিম্নলোকে এবং সিদ্ধলোকের ঋষিবাগীশগণ, চারুণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর, দক্ষ, ত্রিপুর, অশুরা, নগ, সর্প, কাম্পুরুষ, নর, মাতৃ, ব্রহ্মস, শিশাচ, প্রোভ, ভূত, কিনারক, কুশাও, উন্মাদ, বেতাল, বাতুদান, প্রহ, মৃগ, পত, বৃক, সর্গীসুগ, পর্বত, স্বাকর এবং জঙ্গম জীবসমূহ, জরামুক্ত, অশুভ, বেদজ, এবং উদ্ভিজ্জ, আদি চতুর্বিধ প্রাণী, জলচর, ভূচর ও খেচরসমূহ সুখী, অসুখী অথবা সুখ-সুখের মিত্র অবস্থার সমস্ত জীব তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে। সত্ত্ব, রজা এবং তমো, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অনুসারে দেব, নর এবং নারকী, এই তিন প্রকার জীব রয়েছে। হে রাজন্। এমনকি একটি গুণ প্রকৃতির অপর দুটি গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পুনরায় তিনটি গুণে বিভক্ত হয়, এইভাবে প্রতিটি জীব অন্য গুণ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত অর্জন করে। পরমেশ্বর ভগবান সমগ্র জগতের পালনকর্তা রূপে, সৃষ্টির পর বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্য, মনুষ্যোত্তর জীবসমূহ এবং দেবতাদের মধ্যে সব রকম বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করেন। তারপর কল্যাণে ভগবান কল্যাণে সমগ্র সৃষ্টিকে সংহার করেন, ঠিক যেমন বায়ু মেঘরাশিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মহান্

তদুজ্জ্বলীরা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত রূপের অতীত ভগবানের অধিক মহিমামণ্ডিত দিব্য কার্যকলাপ দর্শন করার উপযুক্ত। এই জড় ভগবতের সৃষ্টি এক সংহার কার্যে ভগবান সরাসরিভাবে যুক্ত হন না। বেলে তাঁর প্রত্যেক হস্তক্ষেপের যে বর্ণনা রয়েছে, তা কেবল জড় প্রকৃতি যে প্রস্তুত নয়, সেই দাবী প্রতীক্ষা করার জন্য। এখানে সংক্ষেপে সৃষ্টি এবং সংহারের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, তা ব্রহ্মার একমিনের বিধির বিপরীত। এটি মহত্বের সৃষ্টিও বিধি, যাতে প্রকৃতি নিহিত থাকে।”

“হে রাজন্, যথাসময়ে আমি স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপে সমগ্রের রূপ এবং তাদের বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ বর্ণনা করব। কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে পাণ্ডকালের বিবরণে কলমে, প্রবল করব। বৌদ্ধিক ঋষি সৃষ্টি সম্বন্ধে সব কিছু শ্রবণ করার পর সূত গোবামীর কাছে বিদূর সম্বন্ধে শুন

করলেন, কেননা সূত গোবামী তাঁকে পূর্বে উদ্দেশ্য করেছিলেন, কিভাবে বিদূর তাঁর অতি অপরিহার্য আত্মীয়-বন্ধনদের বর্জন করে গৃহত্যাগ করেছিলেন।”

বৌদ্ধিক ঋষি বললেন—“দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, বিদূর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে অধ্যাক্ষ মিত্রে কি আলোচনা হয়েছিল। বিদূর কি প্রণ করেছিলেন এবং তাঁর উত্তরে মৈত্রেয় কি বলেছিলেন। দয়া করে আপনি আমাদের এও বলুন বিদূর কেন তাঁর আত্মীয়-বন্ধনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, এবং কেন তিনি পুনরায় গৃহে ফিরে এসেছিলেন। তীর্থ লব্ধি করার সমস্ত বিদূর কি করেছিলেন তাও আপনি আমাদের বলুন।”

সূত গোবামী উত্তর দিলেন—“মহাশয় পর্দাশ্রিতের প্রার্থের উত্তরে মহামুনি যা বলেছিলেন, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে এখন বলব। দয়া করে তা শ্রবণ করুন।”

দ্বিতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত

ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ

(ସୃଷ୍ଟିର ଚିତ୍ର)



বিদুরের প্রশ্ন

শ্রীল ওকদেব গোবামী বললেন—“মহান ভগবত্ত্ব বিদুর তাঁর সমুদ্রযাত্রী পুত্র ভগবৎপূর্বক বনে প্রবেশ করে ভগবৎ কৃপামূর্তি তব মৈত্রেয়কে এই প্রশ্ন করেছিলেন। পাণ্ডবের পুত্রের কথা অস্বপ্ন কি কল্পনা আছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মন্ত্রীর কার্য করেছিলেন। তিনি তাঁদের পুত্রকে নিজের মতো বলে মনে করে সেখানে প্রবেশ করতেন এবং তিনি দুর্বোধনের প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করেছিলেন।”

শ্রীল ওকদেব গোবামীকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—“কোথার এবং কখন মহাত্মা বিদুরের সঙ্গে মহাভাগবত মৈত্রেয় কবির সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল? হে প্রভু, দয়া করে আপনি ঐ আলোচনার কাছে কর্ণ করুন। মহাত্মা বিদুর ছিলেন ভগবানের একজন মহান গুহ্য ভক্ত এবং তাই ভগবৎ কৃপামূর্তি তব মৈত্রেয়কে কাছে তাঁর প্রহরী দিলেন। আপনিই অত্যন্ত অস্বপ্নপূর্ণ, সর্বোচ্চ জ্ঞানের এবং বিজ্ঞানের কর্তৃক অনুমোদিত।”

শ্রীমত গোবামী বললেন—“মহর্ষি ওকদেব গোবামী ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং মহাভাগবত পটীকিতের প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। রাজা কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, “অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে সেই বিষয়ে প্রবেশ করুন।”

শ্রীল ওকদেব গোবামী বললেন—“রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অসং পুত্রদের পাণ্ডবদের চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়েছিল এবং তাঁর কলে সে তার পিতৃহীন ভ্রাতৃপুত্র পাণ্ডবদের জতুগৃহে প্রবেশ করিয়ে দাখ করতে উদ্যত হয়েছিল। দেবতুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের মহাবীর কেশাকর্ষণ করার নিকরীর কার্য থেকে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র দুঃশাসকে নিবারণ করেনি, যদিও দ্রৌপদীর নেত্রজল তাঁর বক্ষঃস্থলের কুমকুম বিদৌত করেছিল। অজ্ঞাতপন্থে যুধিষ্ঠির কলি দ্যুতক্রীড়ায় অন্যান্যভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাই তিনি বনে গিয়েছিলেন। বনাসরে বন থেকে ফিরে এসে তিনি বন তাঁর রাজ্যের

ন্যায়সমুত্ত অশ্বজগৎ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তখন মোহাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে প্রত্যাশায় করেছিল। অর্জুন কর্তৃক অশ্বপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌটবসভায় প্রেরিত হয়েছিল এবং যদিও তাঁর কানী কেউ কেউ (ভীষ্ম আদি) বিতর্ক অমৃতের মতো প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু পুণ্যশ্রম হওয়াতে অনার্য তা প্রবেশ করতে পারেনি। রাজা (ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্বোধন) শ্রীকৃষ্ণের বাসন বহমান করেনি। বিদুর যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (ধৃতরাষ্ট্র) কর্তৃক মন্ত্রণার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র নিয়ে তাঁকে যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন তা সুবক্ষ্য মহাবিশ্বারম্ভ এবং রাজনীতিবিদ্যা অতি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন।”

বিদুর বলেছিলেন—“আপনার অন্তরের কলে সুবিধহ যাতনা যে অকাতরে সহ্য করেছে, সেই অজ্ঞাতপন্থে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজভাগ আপনি তাকে কিসিয়ে দিন। সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদের সঙ্গে অলোক করেছে, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রতিশোধপরায়ণ ভীষ্ম, যে সাপের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছে। অশ্বশ্রী আপনি তার গুণে ভীত। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুত্রদের তাঁর অস্বীয়রূপে স্বীকার করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের শ্রীকৃষ্ণের শপথ করেছেন। তাঁর গৃহে তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, বদুবংশীয় রাজ্য ও রাজপুত্রগণসহ বিবাহ করছেন, যাঁরা অসংখ্য রাজাদের জয় করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন তাঁদের সকলের প্রভু। আপনি মূর্তিময় পাণ্ডবরূপ দুর্বোধনকে আপনার মিত্র পুত্ররূপে গণন করছেন, কিন্তু সে কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং যেহেতু আপনি এইভাবে একজন কৃষ্ণবিদ্বেষীকে গণন করছেন, তাই আপনি সমস্ত মঙ্গলজনক গুণাবলী হারিয়েছেন। বত গীত্র সত্ত্ব এই লক্ষীপুত্রকে পরিত্যাগ করে আপনি সমস্ত বংশের মঙ্গল মর্দন করুন।”

“যাঁর চরিত্রের গুণাবলী সমস্ত প্রজ্ঞের ব্যক্তিগণ বহমান করেন সেই বিদুর যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন দুর্বোধন ক্রোধান্বিত হয়ে ক্রমশঃ অধরে তাঁকে অপমান করেছিল। দুর্বোধন তখন কর্ণ, তাঁর কনিষ্ঠ

ভ্রাতৃগণ ও তাঁর ভ্রাতৃপুত্রসহ পঠিত ছিল। এই দারীপুত্রকে এখানে যে ডেকে এনেছে? এ এতই দূরীণ যে, যাদের আরে পুণ্ড্র হয়েছে, তালেকই বিপক্ষতা অচরণে প্রবৃত্ত হয়ে শত্রুর সাহায্যার্থে নিযুক্ত হয়েছে। একে এখনি প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করা হোক এবং তেমন তার খাসমাত্র খেন সে তার সঙ্গে নিজে যেতে পারে।”

“এইভাবে কর্ণভেদী বাণের মতো তাঁক বাক্যে মর্মান্বিত হয়ে বিদুর দ্বারে তাঁর কনুকে রেখে তাঁর ভ্রাতৃদের প্রাসাদে পবিত্র্যায় করলেন। ভগবানের সমায় খেলা বলে মনে করে তিনি তাতে কিছুমাত্র কানিত হননি। বিদুর তাঁর পুণ্যশ্রমের প্রভাবে কৌবরদের পুণ্যজিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যতিনাপুর ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের শ্রীপাদসম্মুখীন বৎ তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যে সমস্ত তীর্থস্থানে ভগবানের শত্রু সহস্র চিন্ময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত, অতি উন্নত স্তরের পুণ্য সম্বন্ধে বাক্যময় তিনি সেই সমস্ত তীর্থপর্বত করেছিলেন। তিনি অযোধ্যা, দ্বারক, মথুরা আদি বিভিন্ন তীর্থস্থানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করতে করতে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন। পুণ্যময় ও নিরলস্য উপবন, পর্বত, কুঞ্জ, নদী, স্রোতস্বতী এবং যে সমস্ত পুণ্যস্থানে ভগবান কখনো বিগ্রহসমূহ মন্দির অলঙ্কৃত করে বিরাজমান, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি তীর্থপর্বত করেছিলেন। পৃথিবী পর্বত কায়র সময় তিনি কেবল ভগবান শ্রীহরির সন্ততিবিধানের তত্ত্ব গণন করেছিলেন। তাঁর কৃতি ছিল পবিত্র ও ব্রতত্ম। যদিও তাঁর বেশ ছিল অবশ্রুতের মতো এবং ভূমি ছিল তাঁর লম্বা, শুষ্ক ও পবিত্র তীর্থস্থান করার কলে তিনি সর্বদা পবিত্র ছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মীয়জনদের অগোচর ছিলেন। এইভাবে ভ্রাতৃবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্বত করতে করতে তিনি প্রভাসাঙ্করে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় বহুগুণ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়তার পৃথিবীত একচ্ছত্র সম্রাটরূপে এক সামরিক পত্নীর অধীনে পৃথিবী শাসন করছিলেন। প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হয়ে তিনি তখনতে পেলেন যে, বাণের ঘর্ষণে ফলে উৎপন্ন আগুন যেমন সমস্ত বন দগ্ধ হয়, তেমনি পরস্পরের বিরোধনালে তাঁর সমস্ত স্বজনবর্গ ধ্বংস হয়েছিল।

হয়েছে। তারপর তিনি পশ্চিমবাহিনী সরস্বতী নদীর অভিমুখে গমন করলেন। সরস্বতী নদীর তীরে এখানেই তাঁর বসেছে, যথা—(১) দ্রিষ্ট, (২) উশ্বনা, (৩) মনু, (৪) পুশু, (৫) অশ্বি, (৬) অসিত, (৭) বাবু, (৮) সুদাস, (৯) মো, (১০) ওই ও (১১) প্রাধদেব। বিদুর সেই সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে বখানিধি ধর্মীর অনুষ্ঠান করেছিলেন। এছাড়া মহান শ্রী ও নেকচরণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরও অনেক মন্দির ছিল। এই সমস্ত মন্দির ভগবানের প্রধান চিত্রসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং সেগুলি সর্বদাই মানুষকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়।”

“তারপর সমুদ্রযাত্রী সৌর্য্য প্রদেশ, সৌর্য্য, মৎস্য, ও পশ্চিম ভারতের যুগলগুণ নামক রাজ্যসমূহ অতিক্রম করে যখন তিনি হম্বনার তীরে উপনীত হলেন, তখন সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত উদ্বারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারপর তিনি গভীর প্রেম এবং অনুকৃতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ব, প্রাণতত্ত্ব ও বৃহৎপতির প্রবাসে পূর্বদিশা উদ্বারকে আলিঙ্গন করলেন। বিদুর তারপর তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিবার পরিজনদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবানের নতিপত্রভ্যন্তে বাক্য অনুবোধে যে সনাতন পুত্রকন্যা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যাঁরা সকলের মঙ্গলসাধন করে পৃথিবীতে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন, তাঁরা (শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান) নুরসেনের গৃহে স্বাক্ষর আছেন তো? হে উদ্বার! কৃষ্ণকুলের পরম হিতৈষী, আমারই ভগিনীপতি বসুদেব ভাল আছেন তো? তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভ্রাতৃদের প্রতি তিনি নিরবং রোহণ্যায়ণ এবং তিনি সর্বদা তাঁর পরীক্ষার সন্তোষবিধান করেন। হে উদ্বার! বসুদেব সেনানায়ক এবং পূর্বকালে তিনি ছিলেন কামদেব, সেই প্রদ্যায় এখন কেমন আছেন? ক্রাশ্রী দ্বাভবদেব সন্ততিবিধান করে তাঁদের কন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে বধু! সাহস, বুদ্ধি, ভোজ ও বালাহনের অধিপতি মহারাজ উৎসব এখন ভাল আছেন তো? তিনি রাজসিংহাসনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে দূরদেশে অবস্থান করেছিলেন।

দিল্লী জীকৃষ্ণ তাঁকে পুনরায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। হে সৌম্য! সত্য ভাল আছে তো? তাঁর রূপ ঠিক জীকৃষ্ণের মতো। পূর্বজন্মে নিকপতী অধিকার দর্শে কার্তিকেয়রূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং এখন এই জন্মে কুমারহীনী জাহ্নবতী অনেক ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছেন। হে উদ্ধব! যুধামন্যু কুশলে আছেন তো? তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যার রহস্য শিখা করেন এবং তিনি ভগবান জীকৃষ্ণের সেবা করে সন্ন্যাসীদেহও দুর্ভিক্ষ চিন্তার পদ লাভ করেছেন। স্বতন্ত্রমন অমর ভাল আছেন তো? তিনি নিম্নাপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের পরাগমত। এক সময় তিনি পথের মধ্যে জীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে অপ্রাকৃত প্রেমাম্বশে দৈর্ঘ্যহীন হয়ে সেই পথের ধুলোর সূতিয়ে পড়েছিলেন। বেশ যেমন যজ্ঞবিক্রমরূপ অর্পকে প্রদান করেন, তেমনই সেবক-ভোজ্যবাহকের কন্যা সেবকী দেবমাতা অধিতীর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তিনি (সেবকী) ভাল আছেন তো? অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো? তিনি সমস্ত শুভ কৃত্যের সমস্ত কক্ষম পুরুষকারী এবং অতীত কাল থেকেই তাঁকে কণ্ঠের প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি মনের প্রবর্তক এবং বিকুর চতুর্ষ যুধ। হে সৌম্য! একদা যারা জীকৃষ্ণকেই তাঁদের অস্ত্রাঙ্কুররূপে জেনে ঈরন্য তাঁরই অনুসরণ করেন, সেই হলীক, চাক্ষুষক, গল ও সত্যভামার পুত্র—এরা সকলে ভাল আছেন তো? মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম প্রতিপালন করে এবং ধর্মের মর্গলা রক্ষা করে রাজশাসন করছেন তো? পূর্বে দুর্জয়ক যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষার বন্ধ হুজিল কেননা তিনি (যুধিষ্ঠির) তাঁর বাধ্যবল্যপূর্ণ জীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন। যিনি কৃষ্ণকে গদা ধ্বনি করতে করতে বিচিত্র মার্গে হরণ করতেন এবং বীর পদাঘাত নলভূমি স্রা করতে পাকত না, সেই সর্পের মতো অকৃত্রিম ক্রোধবরাহ, অজ্ঞেয় ভীম পাপীদের প্রতি তাঁর দীর্ঘকালের সন্ধিত জোষ পরিত্যগ করেছেন তো? যে অর্জুনের বাণের জালে আচ্ছন্ন হতেও কণ্ট ক্রিয়াজবনধারী নিব তাঁর যুদ্ধসৈন্যগো সন্তোষ লাভ করেছিলেন এবং মহাবীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তমান

গাভীর গুণধারী সেই অর্জুন শত্রুদের বিনাশ করে সুখে আছেন তো? যে সমস্ত শত্রুদ্বয় তাঁদের কাণ্ডারের দ্বারা সুরক্ষিত, তাঁরা ভাল আছেন তো? চকু যেমন পশ্চুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই তাঁরা পুত্রের পুত্রদের দ্বারা সুরক্ষিত। গরুড় যেমন বহুধারী ইন্দ্রের মুখ থেকে অমৃত আচ্ছন্ন করেন, তাঁরাও তেমনই সুখে দুর্য়োধানের কাছ থেকে তাঁদের ন্যায়সমস্ত রক্ষা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হে উদ্ধব! পুত্র কি এখনও বেঁচে আছেন? তিনি কেবল তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের জন্যই জীকনধারণ করছিলেন, তা না হলে অধিতীর যোদ্ধা এবং অধিরথ যিনি একাকী ধনুকদ্বারা সহায় করে চতুর্বিধ জয় করেছিলেন, সেই রাজর্ষিগ্রেষ্ঠ পাপু বাতীত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল।”

“হে সৌম্য! যে বৃত্তান্তটি মৃত শ্রাভা লাভের অন্তঃ সন্তানদের প্রতি সিংহাষ আচরণ করে শ্রাভার দ্রোহ করেছে, যিনি তাঁর পুত্রদের অনুবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর গৃহ থেকে নির্বাসিত করেছেন, যদিও আমি হুজি তাঁর বধার্ঘ হিতকাঙ্ক্ষী, সেই অধ্যাপিত বৃত্তান্তের জন্য আমি অনুশোচনা করি। তাতে আমি অলক্ষ্য হইনি। সকলের অলক্ষ্য আমি পৃথিবী হরণ করেছি। পরমেশ্বর ভগবান জীকৃষ্ণের নরবৎ লীলাসমূহ এই মর্ত্যলোকে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মধ্যে বলে মনে হয় এবং তাই জ্ঞানের পক্ষে মোহজনক, কিন্তু আমি তাঁর কৃপার প্রভাবে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং তখন মনে আমি সর্বভোক্তা হই। কল, জন ও বিদ্যা এই তিন প্রকার গর্বের দ্বারা উৎপত্তমামী হয়ে যে সমস্ত মূণ্ডিতরা তাদের প্রবল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীর মূখ উৎপাদন করেছে, তাদের বিনাশ করে পরাগমত ভক্তদের দুঃখ দূর করতে সক্ষম হয়েও ভগবান জীকৃষ্ণ সব রকম অপরাধে অপরাধগ্রস্ত দুষ্করের বিনাশ করেননি। ভগবান গুণসিঁহ হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্তদের বিনাশের জন্য আকর্ষিত হন, কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও সকলকে আকর্ষণ করার জন্য তিনি তাঁর লীলাবিনাস সম্পাদন করেন। তা না হলে গুণাভীত পরমেশ্বর ভগবানের এই পৃথিবীতে আসার কি কারণ থাকতে পারে? হে সৌম্য! তাই বলা করে সেই ভগবানের

মহিমা কীর্তন কর, বীর মহিমা তাঁর স্বয়ংসমূহে কীর্তিত অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের উল্লেখ্যই তিনি তাঁর জননা হত। তিনি অজ, তবুও ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরাগমত শাসকদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান জীকৃষ্ণের স্মরণ

শ্রীল ওকদেব গোদাহী বললেন—“বিদুর স্বকন মহাক্ষমত উদ্ধবকে প্রিয়তম (ভগবান জীকৃষ্ণ) সবধীর কথা বলতে অনুরোধ করলেন, তখন ভগবৎ স্মৃতিজনিত তাঁর উৎকণ্ঠা বলে উদ্ধব তৎক্ষণাৎ উত্তরদানে তৎপর হলেন। তিনি বললেন, পাঁচ বছর বাসে, জীকৃষ্ণের সেবার এমনই মগ্ন থাকতেন যে, খাঁর মা তাঁকে প্রত্যাশা করার জন্য ডাকলেও তিনি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন না। উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন এবং সর্বাংশে তাঁর এই সেবাবৃত্তি হাস পায়নি। জীকৃষ্ণের বার্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কক্ষস্বকীর সব কণ্ঠ স্মরণ হয়েছিল। কক্ষকালের জন্য উদ্ধব পূর্ণ বৈদ্যতা অক্ষয়ন করলেন এবং তাঁর সেই অচল হয়ে রইল। তাঁর ভক্তিমোগে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে অমৃত আশ্বাসনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে রইলেন এবং তখন মনে হচ্ছিল তিনি কেন গর্তীর থেকে গর্তীরতর অসম্মে বহু হচ্ছেন। বিদুর পূর্ব ভগবৎ প্রেমজনিত বিকাশসমূহ উদ্ধবের সর্বক্ষে মক্ষণ পেতে দেখলেন। তাঁর ঈশ্ব উৎখালিত নেত্রের থেকে অশ্রু বার পড়তে লাগল। বিদুর কথিতে পরলেন যে, উদ্ধব প্রায় ভগবৎ প্রেমমগ্ন করে কৃতার্থ হয়েছেন।”

মহাম্ ভক্ত উদ্ধব শীঘ্রই ভগবদ্ধায় থেকে মন্বলোকে কিয়ৎ এলেন এবং সোম মুহূর্তে তাঁর পূর্ব স্মৃতি আগরিত করে প্রসন্ন চিত্তে তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেন—“হে প্রিয় বিদুর! কক্ষকাল সূর্য অস্তমিত

হওয়ার কালকাল মহামর্গ অমায়ের গৃহকে প্রাস করছে, অতঃপর আমার কুশল সম্বন্ধে আমি খার কি বলব? সমস্ত প্রহলোকসমূহ এই ব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্ব মূর্ত্যগাশালী এবং তাঁর থেকে অধিক মূর্ত্যগা হচ্ছে কুবংশের সদস্যরা। কেননা তাঁরা জীহ্বিক পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি, ঠিক যেমন চন্দ্ৰ সমুদ্রে পতকার সময় মাছের ঠাঁকে চিনতে পারেনি। স্বাক্ষের সকলেই ছিলেন অতিজ্ঞ ডক্ত, তাঁর গোলের চিত্ত ভাব জনের ব্যাপারে অত্যন্ত মগ্ন এবং অতিজ্ঞ ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা সর্বদাই জীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কেবল তাঁকে অন্তর্গামীরূপেই জানতেন। ভগবানের মায়ার দ্বারা বিস্মিত ব্যক্তির নাকো কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের পরাগমত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি করতে পারে না। ভগবান জীকৃষ্ণ, যিনি পৃথিবীর সকলের সমুখে তাঁর শাস্ত বরণ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবল্যকীর ভগবতী না করার বলে তাঁকে বধ্যবজ্রের কর্ম করার অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিরের স্মৃতির অগোচর করেছিলেন। ভগবান এই ভক্ত ভগবৎ তাঁর যোগমায়াকে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লীলায় উপায়েগী তাঁর নিত্য শাস্ত রূপ তিনি এসেছেন। সেই লীলাসমূহ এতই মনোরম যে, তাতে ঈশ্বরমূলে গবিত সকলের, এমনকি বৈকুণ্ঠধিপতি ভগবানেবও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাই জীকৃষ্ণের ঈশ্বর বেষ সমস্ত ভূবণের ভূষণস্বরূপ। ত্রিত্ববনের সমস্ত মেবতারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয় হলে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের নন্দনামককর রূপ বর্ণন করে এই অনুমান করেছিলেন যে, বিধাতার প্রসূতা নির্মাণ বিহীন যে নৈপুণ ছিল, তা সমস্তই এই শ্রীমুখি প্রকাশে নিহিত হইয়াছে। হামা, প্রমোদ ও দৃষ্টি বিনিময়ের লীলাবিলাসের পর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মসুন্দরীসের জ্ঞান করেছিলেন, তখন তাঁর অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গদেবীর সঙ্গে তাঁদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হয়েছিল, এবং তাঁদের স্ব-স্ব কার্য সমাপ্ত না হলেও, তাঁরা নিশ্চেষ্টের মতো অবস্থান করেছিলেন।

“তখন ও জড় উভয় সৃষ্টিরই পরম কৃপাময় নিয়ন্ত্রণের ভগবান আজ, কিন্তু যখন তাঁর শাস্ত্রপট ভক্ত এবং জড় প্রকৃতির অধীন ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন তিনি মহত্ত্বসহ অধিসদৃশ আবির্ভূত হন। আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তে করি—অপারহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারাগারে অধ্যবসায় করেছিলেন, শত্রুর ভয়ে তিনি অস্বপোন করে তাঁর পিতার প্রতিরক্ষা থেকে দূরে দূরে আস করেছিলেন এবং অসীম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভয়ে মরুতা থেকে পলায়ন করেছিলেন—এই সমস্ত বিবাক্তির ঘটনা আমার মনে খেঁচ উৎপন্ন করে। শ্রীকৃষ্ণ কংসের ভয়ে মূর্ছে গমনের জন্য তাঁর পিতামাতার চরণ সেরা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তাঁদের কাছে কমা তিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “হে মাতাঃ। হে পিতাঃ। দয়া করে আপনারা আমাদের (আমার ও কন্যার) অক্ষমতাকে ক্ষমা করুন।” ভগবানের এই প্রকার আর সমস্ত আচরণের স্বষ্টি আমার হৃদয়কে স্বচ্ছত্বের কামছে। যারা পৃথিবীকে ভাষ্যক্রান্ত করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওধুমত তাঁর অতদিকার কৃতাভের দ্বারা তাদের সংহার করেছিলেন। তাঁর চরণকমলের রেণু এমনকি একবার মাত্রও যিনি আত্মা করেছেন, তিনি কি আর তা বিস্মৃত হতে পারেন? আপনি নিজেও দেখেছেন কিভাবে চেনিয়ার (শিতপাল) কৃষ্ণবর্ষী হওয়া লক্ষণ, গোপীরা সম্যক যোগ অনুশীলন করার প্রভাবে যে সিদ্ধি বাহ্য করেন, সেই সিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর কিং কে সহ্য করতে পারেন? তেমনই অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের কামানে অর্জুনের কাণের আঘাতে পবিত্র হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মদনামককর মুখকমলের শোভা তাঁদের নন্দন দ্বারা পান করতে করতে প্রাপত্যগ

করেছিলেন, তাঁরাও ভগবানের দাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের অধীশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হস্তান্ত্র প্রথম পুরুষ। অসংখ্য যোদ্ধা-নায়েক। তাঁদের মৃত্যু তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করার নির্বিঘ্ন সামগ্রীর দ্বারা তাঁর পূজা করেন।”

“হে বিদূর, রাক্ষসিহাসনে অসীম উগ্রসেনের সমুদ্রের দণ্ডায়মান হয়ে যখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), “মহারাজ, দয়া করে অবধান করুন” এই বলে নিবেদন করেছেন, সেই কথা শ্রবণ হওয়ার ফলে আমার মতো কৃতান্তের অন্তঃকরণ কি ব্যথিত হয় না?”

“আহা। দুঃখ পূতনা লাক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করার উদ্দেশ্যে কালকূট মিলিত স্তন পান করিয়েও ধর্মীর যোগ পতি লাভ করেছিল। তাঁর থেকে দয়ালাভ আর কে আছে যে, আমি তার শরণাগত হব? ত্রিশতির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অসুরেরা বৈরীভাবপর হয়ে তাঁর প্রতি অভিমুখিত চিন্তে জার্ম (কলাপ) পুর গজদ্বার সত্ত্বে চক্র হস্তে তাঁকে তাদের সমুদ্রে মর্দন করেছিল, সেই অসুরেরও আমি অধিক ভগবান ভক্ত বলে মনে করি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে, ভোক্তারাজের কারাগারে বসুদেবপুত্রী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, কংসের ভয়ে ভীত নিজ কর্তৃক খনিত হয়ে, নন্দ মহারাজের গোচারপটমিতে তিনি এগারে বছর আচ্ছাদিত ভয়িত মতো বসুদেবসহ বাস করেছিলেন। সর্বশক্তিবান ভগবান তাঁর শৈশবে গেমপলাক এবং গো-কংসে পরিত্রুত হয়ে পক্ষীকুলের কাকলি কুন্ডলে মুগ্ধরিত ঘন বৃন্দাবন যমুনাতটের উপরনে বিচরণ করতেন। ভগবান যখন তাঁর বাঙ্গালীরা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন ত্র্য কেন্দ্র ব্রহ্মবাসীদের কাছেই প্রকট হয়েছিল। কখনও তিনি ঠিক একটি শিশুর মতো রোদন করেছিলেন এবং কখনও হাস্য করেছিলেন এবং উখন তাঁকে একটি মুখ সিংহ-শিশুর মতো দেখাত। পরম সুন্দর খাতী ও বৃষদের চারণ করতে করতে সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের আশ্রয় ভগবান তাঁর বংশী বাজাতেন। এইভাবে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর গোপবালকদের উল্লসিত করতেন। ভোক্তারাজ কংস কর্তৃক কামরূপধারী মহা মায়াবী অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল,

কিন্তু ভগবান লীলাক্রমে অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি শিশু তার পুতুল ছেড়ে ফেলে। কালীর সর্পের দ্বিগে যখন যমুনার এক জলধি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তখন বৃন্দাবনের অধিবাসীরা মহা দুর্দশায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান তখন সেই সর্পরাক্ষকে বশমান করে সেখান থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, তারপর নদী থেকে উঠে এসে, বসুদেব জল যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি স্নাতীদের সেই জল পান করিয়েছিলেন। মহারাজ নন্দের সমৃদ্ধিশালী বিত্তসমূহ গো-পুত্রার ব্যবহার করার দাসদার এবং সেবরাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে উপদেশ

দিয়েছিলেন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাহায্যে গো, অর্ঘ্য ও গোচাল কৃষি ও গাভীদেহ পূজা অনুষ্ঠান করার জন্য।”

“হে সৌম্য বিদূর! দেবরাজ ইন্দ্র অশ্রয়নিত হওয়ার ফলে, বৃন্দাবনে প্রবলভাবে বারি বর্ষণ করেছিলেন এবং তার ফলে ব্রহ্মকুমির অধিবাসীরা জীবনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরম দয়ালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছত্রের আকারে ধারণ করার লীলাবিলাসের দ্বারা তাঁদের সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। পরবর্ত্তকালের পূর্ণ চন্দ্রের জোহনার উজ্জ্বল রাত্রি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনোহর সঙ্গীতের দ্বারা গোপীদের আকৃষ্ট করে রমণী-সমাজের সুকল্লপে সুশোভিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।”



তৃতীয় অধ্যায়

বৃন্দাবনের বাইরে ভগবানের লীলাবিলাস

শ্রীভক্তব বললেন—“তারপর শ্রীকৃষ্ণ কলসেবসহ মথুরাপুরীতে গিয়ে তাঁদের পিতামাতার অন্তরবিধানের জন্য জনসাধারণের নেত্র্য কংসকে তাঁর সিংহাসন থেকে টেনে এনে মহাধলে তাকে ছুঁতে কেলে হত্যা করেছিলেন। তাঁর ওক্ত সান্নীপনি মুনির তাহে থেকে ফেল একবার খাদ্র ব্রহ্মণ করে তিনি বিভিন্ন শাখা সমস্ত সমগ্র জে হৃদয়ক্রম করেছিলেন এবং তাঁর গুণসম্পন্ন প্রার্থনা অনুপ্রাণে তাঁর পুত্রকে হৃদয়লোক থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যে আকৃষ্ট হয়ে বৎ রাজ্য এবং রাজপুত্র তাঁকে বিবাহ করার জন্য বহুবল সজার উপহিত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত রাজসম্পন্ন মন্তকে পরাক্রম করে, গজদ্ব বেজবে জড়ত কলস নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন। অবিকলাস সাত্যটি বৃকে রক্ষণ করে তিনি ব্রাহ্মকুমারী মাধবিকীকে স্বয়ংস্বরে বিবাহ করেছিলেন। যদিও ভগবান

কন্যারূটিকে জয় করেছিলেন, তবুও সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলারী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে সংগ্রাম হয়েছিল। অস্ত্রাশ্রে সুশিক্ষিত ভগবান তাঁদের সকলকে হত্যা করেছিলেন অথবা আহত করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে অক্ষত ছিলেন। সাধারণ মানুষ বেভাবে পতীর প্রীতিসাধন করে, তেমনই তাঁর পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ষ থেকে পরিভ্রান্ত বৃক হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পত্নীর প্রচোচনার (দৈব হওয়ার ফলে), ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার সমগ্র সামরিক শক্তিসহ তাঁর পিতৃ পিতৃ ব্যথিত হয়েছিল। ধর্মীর পুত্র মন্তলাপুত্র সমগ্র লালমণ্ডল তার শরীতের দ্বারা গ্রাস করতে চেয়েছিল এবং সেই জন্য যুদ্ধে ভগবান তাকে হত্যা করেন। তার রাগত ভবন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তার ফলে নরকাসুরের রাজা তিনি তার পুত্রকে কিরিত্রে দেন এবং

অবশর তিনি সেই অসুরের অণ্ডপুত্র প্রবেশ করেছিলেন। অসুরের কর্তৃক অপহৃত রাজকন্যারা আত্মবলু শ্রীহরিকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ, লজ্জা ও অনুগাণ্ডুষ্য দৃষ্টির দ্বারা তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অশ্রুস্রাবা পঙ্কির প্রভাবে নানা গুহে অবস্থিত সেই সমস্ত রাজকন্যাদের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে, একইসময়ে শাস্ত্র বিধিমাতে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন। তাঁর অপ্রাকৃত রূপে নিজেদের বিস্তার করার জন্য ভগবান তাঁদের প্রত্যেকের গর্ভে ঠিক তাঁর নিজের মতো গুণসম্পন্ন বশ-বশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কালকবচ, মগধরাজ ভরাসহু এবং শাল্য সৈন্যেরা মণ্ডুপুত্রী অবরোধ করেছিল, তখন ভগবান তাঁর ভক্তদের তেজ প্রদর্শন করার জন্য তাঁদের বধ করেননি। শবর, বিবিশ, বাণ, মুর, কবল ও ধনুর্ধর আদি কহ অসুরদের, কয়েকজনকে তিনি নিজে বধ করেন এবং অন্যদের শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামিত্র দ্বারা বধ করিয়েছিলেন।

“হে বিদুর! তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বিনার ঔষুশ্রুদের লক্ষপাতী হয়ে আগত সেই সমস্ত রাজাদেরও ভগবান বিনাশ করেছিলেন। সেই সমস্ত রাজারা এত পশ্চিমাবর্তী ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। কৰ্ণ, দুশ্যাসন ও সৌমতের কুমতলয় দুর্বারের হস্তপ্রী এবং হস্তাযু হয়েছিল। তাঁর অনুচরবর্গসহ সে বন্য ভয় উক হয়ে ভূমিতে লুটিছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে তাকে দর্শন করে আনন্দিত হননি।”

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভগবান বলেছিলেন—
“দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন এক ভীমের সহায়তার অট্যাক্ষ অকৌশলীভূত পৃথিবীর বিশাল ভার হরণ হয়েছে, কিন্তু জা সাংক্ৰম্য আমাদের থেকে উৎপন্ন যদুবংশের মহাতার এখনও বর্তমান, যা পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ হতে পারে। যখন সেই যদুবেরা মণ্ডুপানে উন্নত হয়ে আরক্ত সোচনে পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হবে, তখন সেই খিলাই তাদের বিনাশের কারণ হবে, অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। আমার অন্তর্ধানের পর তা ঘটবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মনে মনে চিন্তা করে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তাঁর রাজ্যে স্থাপন করে এবং সাধুদের বর্ষ চন্দ্রদর্শন করে সুকৃত্যের আনন্দবিধান করেছিলেন।

পুত্রবংশধরের যে উপাতি মহাবীর অভিমুখ্য কর্তৃক টান নদী উত্তরার বর্ডে সংস্থাপিত হয়েছিল, তা দ্রোণপুত্র অশ্বখামার ব্রহ্মাণ্ডে বধ হয়েছিল। কিন্তু পবনতীকালে ভগবান ও পুনরায় রক্ষা করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়েছিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরও সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী হয়ে, তাঁর কনিষ্ঠ স্নাতাদের সহায়তার পৃথিবী পালন করে, আনন্দে কালযাপন করেছিলেন। বিশ্ব অন্তর্যামী ভগবানও দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করে বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কীকন্যাপন করে আনন্দ আশ্বাপন করেছিলেন। তিনি সাংখ্য দর্শনের নির্দেশ অনুসারে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অবস্থিত ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দ্বিগু সহস্রা অবলোকন, অমৃতভূজ্য মধুর বাক্য, নির্বোধ চরিত্রসহ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থলস্বরূপ তাঁর অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে সেখানে বিরাজমান ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এবং অন্যান্য লোকে (উচ্চতর দিব্যলোকে) বিশেষ করে যাদবদের সঙ্গে তাঁর লীলাসমূহ উপভোগ করেছিলেন। রাতে অবসর সময়ে তিনি তাঁর পত্নীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ লাস্যভঙ্গ্য প্রেম উপভোগ করেছিলেন। এইভাবে ভগবান বহু বহু পৃহু জীবনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তারপর প্রাণকে প্রকটিত পৃহুসুলভ কণ্ডুভুক্ত কামভোগের জীকন থেকে অবসর গ্রহণ করার বাসনা তাঁর পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়েছিল।”

“প্রত্যেক জীব মৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং তার কলে তার ইচ্ছার সুখভোগও সেই মৈবের অধীন। তাই ভক্তিবোধে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে বীরা ভগবানের ভক্ত হতে পেরেছেন, তাঁরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ইচ্ছার কার্যকলাপে কদা বা শ্রীতি স্থাপন করা সম্ভব নয়। এক সময় কু ও ভোজবংশীয় রাজকুমারেরা বেলা করতে করতে মুনিদের জ্ঞেয় উৎপাদন করেছিলেন এবং তাঁর কলে, ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে, সেই মুনিগণ তাঁদের অভিপ্রাণ দিয়েছিলেন। তার কয়েক মাস পর, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিমোহিত হয়ে, দেবতাদের অবতার বৃকি, ভোজ এবং অজকবংশীয়েরা মহা আনন্দে তাঁদের গ্রন্থ চড়ে প্রভাস তীরে গিয়েছিলেন। কিন্তু বীরা ছিলেন ভগবানের নিত্য

ভক্ত, তাঁরা ছাড়াতেই ছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা সকলে রান করেছিলেন এবং সেই তীরের জল দিয়ে পূর্বপুরুষ, দেবতা ও অর্ষিদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তর্পণ করেছিলেন। তারপর তাঁরা রাজকীয়ভাবে ব্রাহ্মণদের ক পাতিদান করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের কেবল দুগুটি গাভীই দান করা হয়নি, তাঁদের বর্ষযুগ, রক্ত, শব্দ, বস্ত্র, দুগ্ধচর্ম, কশল, রথ, হাতি, ঘোড়া, কন্যা এবং

শ্রীবিলাসিনীর জন্য পর্যাপ্ত ভূমিও দান করা হয়েছিল। ভগবান তাঁরা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভগবানকে নিবেদিত অত্যন্ত সুবাস্ত্রা ধাতুপ্রভা নিবেদন করে, মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে, তাঁদের প্রণাম করেছিলেন। সেই সমস্ত যাদবেরা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের বক্ষা করার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ স্থাপন করেছিলেন।”



চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন

উক্ত বসনেন—“তারপর, তাঁরা সকলে (কৃষ্ণ এবং ভোজবংশীয়গণ) সেই ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে ভোজন সমাপন করে মন্দির পান করেছিলেন। তার কলে তাঁরা সকলে হস্তজান হয়ে উৎকর্ষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করে পরস্পরের ঘর্ষ স্পর্শ করেছিলেন। বাণের ঘর্ষের ফলে যেমন বিনাশ সংঘটিত হয়, তেমনিই সূর্য অস্তগত হলে সূর্যপানে তাঁদের সর্বদের চিত্ত বিকৃত হয়েছিল এবং তাঁদের বিনাশ সাধন হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অশ্রুস্রাবা পঙ্কির প্রভাবে (তাঁর বংশের) গতি দর্শন করে সরস্বতী নদীর তীরে গিয়েছিলেন এবং আচমন করে একটি বৃক্ষের মূলে উপবেশন করেছিলেন। ভগবান শরণাগতের দুঃখ-মুগ্ধ হরণ করেন। তাই, তাঁর বীর বংশ ধ্বংসসাধন করার ইচ্ছা করে, তিনি পুণ্যই আমাকে বলিষ্ঠ প্রায়শে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।”

“হে শত্রুদমনকারী বিদুর! তাঁর যদুবংশ আমাদের অতিপ্রায় অবগত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুর শ্রীনাশপত্র দর্শন-দিয়েছেন দুঃখ সহসে অসমর্থ হয়ে, আমি তাঁর অনুগমন করেছিলাম। এইভাবে তাঁকে অনুসরণ করে, আমার সন্তোষক এবং প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতী নদীর তীরে পতীর চিত্তর মদ হয়ে, একাকী উপবিষ্ট অবস্থায়

আমি দর্শন করেছিলাম। যদিও তিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্বরূপ, তবুও তিনি নিরাশ্রয়ভাবে সেখানে বিরাজ করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ উচ্ছল শ্যামবর্ণ এবং দৃষ্টিমানসময়। তাঁর নেত্রের প্রশান্ত এবং প্রভাত সূর্যের মতো অশ্রবর্ণ। তাঁর চতুর্ভুজ ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ এবং পীঠকর্ণ কোণের কঙ্কর দ্বারা অর্ধি তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি একটি নবীন অশ্বখ বৃক্ষ পুস্তপে রেখে, যম উকর উপরে দক্ষিণ পাশপাশ স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ-দুঃখ ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তাঁকে আনন্দপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। তখন কৃষ্ণদেয়ানন বেদব্যাসের সুহৃৎ ও সখা মহাভাগবত মৈত্রেয় জগি ত্রিভুজ্য পর্বতের ক্রান্তে করতে বদ্ব্যক্রেমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।”

“শ্রীভগবানের প্রতি অত্যন্ত অনুবৃত্ত মৈত্রেয় মুনি প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের কথা শ্রবণ করছিলেন। তখন প্রহ্লাদ তাঁর মস্তক অবনত হয়েছিল। ভগবৎ কণা শ্রবণসময় সেই মুনির সমুদ্রে ভগবান দুকূল অনুগ ও হান্যবৃত্ত দৃষ্টির দ্বারা আমার জ্ঞান অগনোদন করে বলতে লাগলেন—‘হে কু! পুরাতলে বন অষ্ট কু এবং অন্যান্য দেবতার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার বিস্তারিত জন্ম

করতেছিলেন, তখন তুমি আমার সজ লাভের কামনা করেছিলে। তোমার অন্তরে অনুস্থান করে তোমার মনের সেই কামনা আমি জানতে পেরেছিলাম। অন্যদের জন্য যদিও তুমি দুঃখপা, কিন্তু আমি তোমাকে তা দান করেছি। হে মাধো। তোমার সমস্ত ক্ষমতার মধ্যে কর্তব্যের অন্যই চরম জন্ম, কেননা তুমি এই জন্মে আমার কৃপালাভ করেছ। এখন তুমি এই মর্ত্যালোক পরিভ্রমণ করে আমার দিবা ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করতে পার। তোমার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সৌভাগ্যক্রমে এই নির্জন স্থানে তুমি আমার দর্শন লাভ করলে। হে উদ্ধব। পূরাকালে পদ্ম কলসে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাক্ষত্রিক অন্তর্নিহিত ব্রহ্মাকে আমি আমার অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণনা করেছিলাম, মনীষিগণ তাকেই শ্রীমদ্ভাগবত বলে।

উদ্ধব বললেন—“হে বিদুর। পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক এইভাবে অনুগ্রহীত হয়ে এবং তাঁর সারস উক্তি শ্রবণ করে গভীর আবেগে আমার কণ্ঠ কন্ড হয়েছিল এবং শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন আমি আমার কক্ষ মুখে কৃতজ্ঞসিগুটে তাঁকে এই রকম বলেছিলাম—‘হে প্রভু। যে ভক্ত অগ্নিশ্রম শ্রীপাদপদের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার যুক্ত, তাঁর কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বর্ণের মতো কোনটিই দূর্লভ নয়। কিন্তু হে মহন। আমি ফেল আপনায় চরণাবিস্মের প্রেমময়ী সেবতেই যুক্ত হতে চাই। হে প্রভু। আপনি যে নিষ্কিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জ্ঞানবাহিত হয়েও জ্ঞান স্বীকার করেন, কামের নিরঞ্জে হওয়া সত্ত্বেও লব্ধকরে পলায়ন করেন ও দুর্গে অস্ত্রের গ্রহণ করেন এবং অস্বপ্নি হয়েও স্বপ্নী পরিবৃত্ত হয়ে গৃহস্থ অশ্রম স্বীকার করেন—এই সমস্ত বিবরের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্যার অধিকারও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয়। হে প্রভু। ফালের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত, অস্বহীন জ্ঞান সমন্বিত এবং সংশয়েরহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি যে আমাকে থেকে এনে আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, আপনি মোহপ্রাপ্ত না হয়েও যে, মোহাক্ষয়ের মতো এই সব আচরণ করতেন, তা আমাকে বিমোহিত করেছে। হে প্রভু। আপনি আপনার নিজের রহস্য প্রকাশ করে, যে পদ্যম শুধু জ্ঞান ব্রহ্মাকে বর্ণেছিলেন, তা যদি আমাদের শ্রবণের যোগ্য বলে মনে

করেন, তাহলে কৃপা করে তুমি ব্যাখ্যা করুন। তা শ্রবণ করলে আমরা অন্যায়ের সংসার দুঃখ অতিক্রম করতে পারব। আমি স্বন পদ্যসম্বন্ধ ভগবানকে আমার চক্ষুদের বাসনার কণ্ঠ বলেছিলাম, তখন কমলনয়ন ভগবান আমাকে তাঁর অপ্রাকৃত স্থিতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি আমার গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরম তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অন্বেষণ করে, তাঁর শ্রীপাদপদে প্রণাম ও তাঁকে প্রদক্ষিণপূর্বক বিরহকাতর চিত্তে একানে উপস্থিত হয়েছি। হে শ্রীর বিদুর। তাঁর দর্শন-আনন্দ থেকে হস্তিত হওয়ার ফলে আমি এখন উপস্থিতের মতো হয়েছি এবং সেই বেগনা অপনোদনের জন্য, আমি এখন সব লাভের জন্য হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে যাচ্ছি, যে সন্ধ্যাে তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই বদরিকা আশ্রমে ভগবান নর এবং নারায়ণ নামক ঋষিরূপে অবতরণ করে সমস্ত সং জীনাঙ্গদের কল্যাণের জন্য বীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করছেন।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“উদ্ধবের কাছে থেকে বিদ্যার বিদুর তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বার্তা শ্রবণ করে, দিবা জ্ঞানের দ্বারা তাঁর অমহা শোক প্রশমিত করেছিলেন। ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব যখন বদরিকা আশ্রমে চলে যাচ্ছিলেন, তখন কুরুক্ষেত্র বিদুর তাঁর প্রতি স্নেহ এবং বিশ্বাসবশত এই কথাগুলি বলেছিলেন—‘হে উদ্ধব। যেহেতু ভগবানের সেবকেরা অন্যায়ের সেবা করার জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন, তাই ভগবান স্বয়ং যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করেছেন, সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান কৃপাপূর্বক বর্ণনা করা আপনার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত।’”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“আপনি মহর্ষি মৈত্রেয় কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হতে পারেন, যিনি নিকটিই অবস্থান করছেন এবং যিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার ফলে পূজনীয়। এই মর্ত্যালোক ত্যাগ করার ঠিক পূর্বে ভগবান স্বয়ং তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“হে রাজন। যমুনার তীরে বিদুরের সঙ্গে ভগবানের দিবা নাম, বশ, ওণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে উদ্ধব গভীর শোকে

প্রতিভূত হয়েছিলেন। সেই রাত্রিটি কেন যুক্তের মতো স্রষ্টব্যহিত হয়েছিল। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।”

দ্ব্যজ্ঞা জিজ্ঞাসা করলেন—“সমস্ত বীর যোদ্ধাদের মনোভেদের বলাপতি বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়েরা ব্রহ্মশাপে কিন্ট হলে, ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান শ্রীহরিও যখন তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন, তাহলে কেমন উদ্ধব কিভাবে অবশিষ্ট রইলেন?”

শ্রীল শুকদেব গোদামী উত্তর দিলেন—“হে রাজন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ছিল কেবল একটি হলনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পরম ইচ্ছাই তাঁর লীলা সংবরণের প্রকৃত কারণ ছিল। সংখ্যায় অত্যন্ত পরিবর্ধিত তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভগবদ্বাক্যে প্রেরণ করার পর, তিনি স্বয়ং পৃথিবী ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে, এইভাবে চিত্ত করেছিলেন। আমি এই জড় জগতের দৃষ্টি থেকে অপ্রকট হলে, আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধবই কেবল আমার সখ্যবীর তত্ত্বজ্ঞান সম্যকভাবে অবগত হওয়ার যোগ্য হলেন। উদ্ধব আমার থেকে কোন অংশেই কম নয়, কেননা তিনি কখনও জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন। তাই তিনি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিস্তরণ করার জন্য এই জগতে অবস্থান করেন।”



পঞ্চম অধ্যায়

বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“কুরুক্ষেত্র বিদুর যিনি ভগবদভক্তিতে পূর্ণরূপে নিগূঢ় ছিলেন, এইভাবে সুরধুনী গঙ্গার উৎসস্থলে (হৃতিদ্বার) পৌঁছে অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি মৈত্রেয়কে উপস্থিত অবস্থায় দর্শন করলেন। সৌম্যতার পরিপূর্ণ এবং দিবা গুণাকর্ষিত প্রভাবে পরিতুষ্ট বিদুর তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘হে মহর্ষি। এই জগতে সকলেই জড় সুখভোগের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু তবু ফলে তাদের জড় সুখও

শুকদেব গোদামী মহারাজ পরীক্ষণকে বলেছিলেন যে, ‘সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস এবং এতগুণের গুরু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অবশিষ্ট হয়ে উদ্ধব বদরিকা আশ্রমতীর্থে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানে জ্ঞান সমাধিময় হয়েছিলেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই জড় জগতে অবিসর্জন এবং ত্রিলোভাব সম্বন্ধে বিদুরও উদ্ধবের কাছে থেকে শ্রবণ করেছিলেন, যে বিষয়ের অনুসন্ধান মহর্ষির অত্যন্ত অন্যতম সৎকার্য করে থাকেন। ভগবানের মহিমাবিশিষ্ট কার্যকলাপ এবং এই জড় জগতে তাঁর অলৌকিক লীলাবিন্যাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ, তাঁর ভক্ত স্বর্গীয় কন্যা কামোর পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন এবং অধীর-চিত্ত, পণ্ড-বৃদ্ধাব ও ভগবৎ বহির্মুখ পান্ডবদের জন্য তা তেমন মানসিক স্থানার কারণ। শ্রীকৃষ্ণ যে এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে স্মরণ করেছিলেন, সেই কথা মনে করে প্রাণে বিহ্বল হয়ে, বিদুর উদ্ধবকে সোদন করতে লাগলেন। হে কুরুক্ষেত্র। পরম ভাগবত বিদুর কয়েকদিন যমুনার তীরে বাস করার পর, পল্লভ তীরে গমন করেছিলেন, যেখানে মহর্ষি মৈত্রেয় বিরাট কমছিলেন।”

লাভ হয় না অথবা দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না, পক্ষান্তরে, তাদের অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই লাভ হয়। তাই আপনি দয়া করে জ্ঞানকের বলুন, গুরুত্ব সুখ লাভের জন্য জিজ্ঞাস্য আমাদের জীবনধারণ করা কর্তব্য। হে প্রভু। বহিরাঙ্গ শক্তির প্রভাবে কৃষ্ণ-বহির্মুখ অব্যর্থপারায়, অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশাত্মক ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করার জন্য পরোপকারী মহাপুরুষেরা ভগবানের প্রতিমিত্ররূপে এই মর্ত্যালোকে পরিভ্রমণ করেন। অতএব, হে সাধুশ্রেষ্ঠ।

আপনি আমাদের সেই অপ্রাকৃত ভগবৎকৃতির বিষয়ে উপদেশ দান করল, তার ফলে সবলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত হয়ে, কৃপাপূর্ণক অন্তরের অন্তঃস্থ থেকে বের এবং পূর্ণাঙ্গের প্রামাণিক আশ-ভরসা, যা তিনি কেবল তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই দান করেন, তা কেন আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। হে মহর্ষি! সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, নিম্পদ, ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান বিভ্রমে অপ্রকাশ করে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তা পালনের জন্য সকলের জীবিত নির্বাহ করেন, আপনি দয়াকরে তা করুন। তিনি তাঁর হৃদয়কামে শরন করেন এবং এইভাবে সমস্ত সৃষ্টিকর্তা সেই স্থানে স্থাপন করে তিনি বিভিন্ন যোজিতে প্রকাশিত হন জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁকে তাঁর ভরণপোষণের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করতে হয় না, কেননা তিনি সমস্ত যোগশক্তি অধীশ্বর এবং সব বিস্তার অধিপতি। এইভাবে তিনি সমস্ত জীব থেকে পৃথক। ব্রাহ্মণ, গাভী এবং বেকারের কণ্ঠ সাধনের জন্য, যে ভগবান বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন, তাঁর অমৃতময় চরিতাবলী আপনি আমাদের কাছে দয়া করে বর্ণনা করুন, তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ নিরন্তর প্রবণ করা সত্ত্বেও আমাদের মন কখনও পূর্ণিমে পরিপূর্ণ হয় না। সমস্ত সত্ত্বদের পরম রক্ষা বিভিন্ন গ্রহলোক এবং বাসস্থান নির্মাণ করেছেন, যেখানে জীব তাদের প্রকৃতি ও কর্ম অনুসারে অবস্থান করেছে। ভগবানই সেই সমস্ত স্থানের রাক্ষা এবং শাপকনের সৃষ্টি করেছেন। হে বিজ্ঞপ্রেম! কৃপা করে আমাদের বলুন বিভ্রমে বিশ্বব্রহ্মা, স্বয়ংসম্পূর্ণ নারায়ণ বিভিন্ন জীবের স্বভাব, কর্ম, জ্ঞান, আকৃতি এবং নার সৃষ্টি করেছেন। হে প্রভু! আমি ব্যাসদেবের মুখ থেকে মানবসমাজের উন্নতির এবং নিরন্তর জ্ঞতির ধর্ম সব্বদে আর বার প্রশ্ন করেছি এবং এই সমস্ত অভিজ্ঞতার বিষয় প্রকাশ করে তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু কৃষ্ণভগবান পালে তৃপ্ত হইনি। যার চরণকমল সমস্ত তীর্থস্থানের সমষ্টি এবং যিনি মহান ভবিষ্যৎ ও ভক্তকণ কণ্ঠ পূজিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা পর্যাণ্ডরূপে প্রকাশ না করে, কে তৃপ্ত হতে পারে? এই সমস্ত বিষয় কেবল কর্ণকণ্ডে দিয়ে প্রবেশ করার মাধ্যমে, যে কেউ ভববন্ধন ও

পারিবারিক আনন্দিত হোল করতে পারে। আপনাব মগা মহর্ষি কৃষ্ণভগবান ব্যাস পূর্বেরই তাঁর মহান রচনা মহাভারতে ভগবানের দ্বিবা গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অতিপ্রায় ছিল জনসাধারণের অর্থ ও কাম বিষয়ক প্রাঙ্গ্য কথা শ্রবণ করার তীব্র প্রবণতার মাধ্যমে, তাঁদের মনোযোগকে কৃষ্ণকথার (ভগবদ্গীতা) প্রতি আকৃষ্ট করানো। যিনি নিবস্তুর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে উৎসুক, তিনি ক্রমশঃ অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েন। যে ভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম শ্রবণ করার ফলে দিবা কানন্দ আশ্বাসন করেছেন, তাঁর সব রকম দুঃখ-কাঁট অচিরেই পরিত্যক্ত হয়।

“হে মহর্ষি! যে সমস্ত মানুষ তাদের পার্শ্বকর্মের ফলে হরিকথার বিমুখ এবং তার ফলে মহাভারতের অবসর (ভগবদ্গীতা) শব্দে অজ্ঞ, তারা শোচনীয়দেরও শোচনীয়। তাদের জন্য আমিও শোক করি, কেননা আমি দেখছি বিভ্রমে তারা দার্শনিক ব্যক্তিত্বের জীবনের লক্ষ্য সব্বদে নান রকম ভ্রমবাদ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রকার অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানো অনুশীলন করে শাস্ত্র কালের প্রভাবে তাদের আত্মা ক্ষয় করেছে। হে অর্জুন! মৈত্রেয়! প্রমত্ত যেভাবে মূল থেকে মূখ আহুল করে, তেমনি আপনিও সমস্ত কথার সারভূত পবিত্র কীর্তি শ্রীহরির কথাই সারা জগতের মানুষের জন্য আমাদের কাছে কীর্তন করুন। এই বিশ্বের উৎপত্তি ও পালনের জন্য সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়ে যিনি অবতরণ করেন, সেই পরম নিয়ন্তা, পরম পুরুষ ভগবানের অতিমানবীয় দ্বিবা জীবাশ্বাসসমুহ আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।”

শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দী বললেন—“এইভাবে বিদুর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে এই প্রশংসা করে সমস্ত মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য বলতে শুরু করলেন—‘হে বিদুর! আপনার জন্ম হোক। আপনি আমার কাছে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিম্নলিখিত মঙ্গলের চরম প্রকাশ এবং এইভাবে আপনি সমগ্র জগৎ ও আমার প্রতি আপন্যের কৃপা প্রদর্শন করেছেন, কেননা আপনার মন সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত চিত্তের মগ্ন থাকে।’”

“হে বিদুর! আপনি যে একাক্ষর্যে ভগবানকে স্মরণ করেছেন, তা মোটেই অপ্রচলিতক নয়, কেননা আপনি মহর্ষি বেদব্যাসের দীর্ঘ থেকে জ্ঞানগ্রহণ করেছেন। আমি

জানি যে, আপনি পূর্বজন্মে প্রজ্ঞা সত্ত্বরূপে মগ্ন ছিলেন, মাগধা দুর্গের ‘অভিশাপে’ চিহ্নিত হইবার চারিত্র্যকণ পূর্ণাঙ্গ দানীর পর্বে সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবের দীর্ঘে আপনি জ্ঞানগ্রহণ করেছেন। আপনি পরমেশ্বর ভগবানের মিত্র পার্শ্ব এবং ভগবান তাঁর স্বভাবে ক্রিয়ে হৃদয়ের সমস্ত, আপনার জন্য আহবান করে নির্বেশ রেখে দিয়েছেন। তাই আমি আপনার কাছে ভগবান বিভ্রমে এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের জন্য তাঁর অপ্রাকৃত শক্তি বিস্তার করে জীবাশ্বাস করুন তা একে একে বর্ণনা করব।”

“সমস্ত জীবের প্রকৃত পরমেশ্বর ভগবান অপ্রচলিত সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবেই কেবল সৃষ্টি সম্ভব হয় এবং পুনরায় সব কিছু তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই পরম আত্মা বিভিন্ন নামে উপলব্ধিত হন। সব কিছুর একত্বের অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান ছিলেন একমাত্র স্রষ্টা। সেই সময় জড় জগৎ ছিল না এবং তাই তিনি তাঁর অংশ এবং বিভিন্নাংশে ব্যতীত নিজেকে অসুপূর্ণ বলে অনুভব করেছিলেন। বহিঃপ্রাণ প্রকৃতি তখন সূপ্ত অবস্থায় ছিল, যদিও তাঁর অন্তরপ্রাণ প্রকৃতি তখন প্রকাশিত ছিল। ভগবান হলেন স্রষ্টা এবং বহিঃপ্রাণ শক্তি হচ্ছে দৃশ্য, যা জড় সৃষ্টির কারণ এবং কার্য উভয়রূপে ত্রিবিধাশীল হয়। হে মহালৌভাগ্যবান বিদুর! এই বহিঃপ্রাণ শক্তি যারা নামে পরিচিত এবং তার মাধ্যমেই কেবল সমস্ত জড় সৃষ্টি সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবান পুরুষাত্মক রূপে নিজেকে বিস্তার করে ত্রিগুণাদিকা জড় প্রকৃতিতে বর্তমান করেন এবং তার ফলে নিজকালের প্রজ্ঞার জীবসমূহ অবিত্ত হয়। তারপর কালের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মহত্ত্ব অবিত্ত হইত এবং এই বিশুদ্ধ সব্বরূপ মহত্ত্বের ভগবান তাঁর দীর্ঘ শরীর থেকে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী বীজ বপন করেছিলেন। তারপর ভাবী জীবদের উৎসরণে মহত্ত্বের বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হইত। মহত্ত্ব অমোক্ষ প্রধান এবং তার থেকে অহংকার উদ্ভব হয়। এটি সৃষ্টিভঙ্গের চেতনা সমবিত এবং কলপ্রসূ হওয়ার কাল সমবিত পরমেশ্বর ভগবানের একটি অংশ। মহত্ত্ব বা মহান কারণিক সত্তা অহংকারে রূপান্তরিত হয়, যা কারণ, কার্য এবং ফল এই তিন পর্বে প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত চারিত্র্যকণে মননিত করে সম্পন্নিত হয় এবং এগুলির ভিত্তি হইলে পক্ষ মহাত্মক, হুল ইচ্ছাসমুহ ও মানসিক ভ্রমাক্ষয়। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণে অহংকার প্রকাশিত হয়। সত্ত্বের ফলে প্রতিক্রিয়ার ফলে অহংকার মনে রূপান্তরিত হয়। যে সময় দেহত্যাগ প্রকাশ্যমান ভগবতের নিয়ন্তা করেন তাঁরও সেই একই তত্ত্ব থেকে, অর্থাৎ অহংকার এবং সত্ত্বগুণের প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। উল্লিখিত নিম্নলিখিতভাবে রাক্ষস অহংকার থেকে উদ্ভূত। আর তাই, ভ্রম-ভ্রম ভিত্তিক দার্শনিক জ্ঞান এবং সকাম কর্ম প্রচলিত যজ্ঞোপন্যেতেই উৎপন্ন হয়। অপ্রাণ শব্দের পরিপাঠ এবং লক্ষ্য আনন্দিক অহংকারের প্রপত্তর। অর্থাৎ, আকাশ পরমাত্মক প্রতীকাত্মক প্রতিমিধি। তারপর পরমেশ্বর ভগবান আকাশের প্রতি ঠিকান করেন, যা শাস্ত্র কাল এবং বহিঃপ্রাণ শক্তির আনন্দিক মিত্র এবং তার ফলে স্পর্শ অনুভূতির বিকাশ হয়, যার থেকে আকাশে বায়ুর উদ্ভব হয়। অপর অপ্রাণ শক্তিশালী বায়ু আকাশের সঙ্গে বিস্তার প্রাপ্ত হয়ে রূপান্তরিত সৃষ্টি করেই এবং রূপান্তরিত থেকে ভূতন প্রকাশক জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছে। সেই জ্যোতি বহন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টির বিবর্তিত হয়, তখন কাল ও মাত্রার প্রবেশোপে রূপান্তর এবং কালের উৎপত্তি হইত। তারপর জ্যোতি থেকে উদ্ভূত জ্ঞান ভগবানের সৃষ্টিগোচর হয় এবং তাতে কাল ও মাত্রার সহযোগে গন্ধ গুণাদিক পৃথিবীর সৃষ্টি হইত।”

“হে সচ্ছন পুরুষ, সমস্ত ভৌতিক উপাদানসমূহ, আকাশ থেকে স্রষ্টা পর্বত সব কটি ভৌতিক উপাদানে প্রকাশিত হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়াক্ষয় মিত্র শক্তির ফলে। উল্লিখিত ভৌতিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেহত্যাগ ভগবান ত্রিবিধ সত্ত্বাবলি কলা। তাঁরা বহিঃপ্রাণ শক্তির অধীন শাস্ত্র কালের প্রভাবে দেহ প্রবণ করেন এবং তাঁরা তাঁর বিভিন্ন অংশ। উল্লেখ উপর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন কার্যকলাপের তার অর্জন করা হইত এবং সেগুলি সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।”

দেবতারা বললেন—“হে ভগবান! আপনার

চর্যাবলি শব্দগত জীবনের কাছে একটি ছত্রের মতো, যা তাঁদের সংসারের সমস্ত ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। সেই আশ্রয়ে আশ্রিত মহাবিশ্ব সমস্ত জড়জাগতিক ক্লেশ মুখে হুঁড়ে কেলে দেন। তাই আমরা আপনায় শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হে নিজ, হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান। এই জড় জগতে জীবনোপার্জনও সুখী হতে পারে না, কেননা তারা হিতাহিত দুঃখের দ্বারা অভিভূত। তাই তারা আপনার জ্ঞানে পরিপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মের দ্বারার আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরাও সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত তাঁদের আশ্রয়স্থল। নির্মল চিত্ত মহাবিশ্ব বৈরাগ্য পঙ্কজ দ্বারা অভিভূত হয়ে নিরন্তর আপনার সুবন্দনরূপ বীড়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ পানপানি সন্নিবেশিত পানীয় পাত্র প্রদান করার মাধ্যমে প্রতিপদে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেন। প্রজ্ঞা ও ভক্তি সহকারে কেবল আপনার শ্রীপাদপদ্ম দেখে প্রবল কলহ করে এবং কলহে তার ধ্যান করার বলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ জানে যে আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং বৈরাগ্যবলে শান্ত হয়। তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা।”

“হে ভগবান। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য আপনি অবতরণ গ্রহণ করেন এবং তাই, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি, কেননা তা সর্বদা আপনার ভক্তদের স্তুতি ও ভক্তির প্রদান করে। হে প্রভু। আত্মীয়বন্ধনসহ ভূমি দেহ-গেহলিপিতে বাসের ‘আশ্রি’ ও ‘আশ্রয়’ এই অসংখ্য বাক্য প্রবল, সেই সমস্ত মানুষদের দেহপুণে আপনি অন্তর্দ্বারীরূপে অবস্থান করলেও যে পানপদ্ম তাদের মুখ্যপা, আমরা সেই পানপদ্মকে ভজনা করি। হে পরমেশ্বর ভগবান। যে সমস্ত পানীকের অন্তর্ভুক্তি বহিস্কৃত জড়বাদী কার্যকলাপের ফলে অভ্যন্তরীণ দূষিত হয়েছে, তারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম কর্তন করতে পারে না, কিন্তু, আপনার সীলার অপ্রাকৃত আদর্শ আশ্রয়ন করাই তাঁদের একমাত্র পন্থা, সেই শুদ্ধ ভক্তেরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম কর্তন করেন। হে প্রভু।

যাঁরা তাঁদের ঐকান্তিক মনোভাবের জন্য কেবল আপনার কথামত পানে প্রবর্তনশীল বর্ষিত ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্যের সারথীরাপ জ্ঞান লাভ করেন, তাঁরা অচিরেই চিদানন্দে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। অন্যেরা, যাঁরা চিত্তের অল্প উপলব্ধির প্রভাবে শান্ত হয়েছেন এবং জ্ঞানের শক্তিশালী প্রভাবে দ্বারা প্রকৃতির গুণ জয় করেছেন, তাঁরাও আপনার প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁদের কেবল অত্যন্ত ক্লেশই লাভ হয়, অথচ ভক্তেরা কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন এবং তাঁদের এই প্রসঙ্গ কোন কষ্ট লাভ করতে হয় না। হে আমি পুরুষ। তাই, আমরা কেবল আপনারই। যদিও আমরা আপনার সৃষ্টি, আমরা প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাবে একে একে জগৎগ্রহণ করেছি এবং এই কারণে আমাদের কার্যকলাপ পরস্পরের থেকে ভিন্ন। তাই, সৃষ্টির পর আপনাকে দিয়া অদ্বৈত প্রদান করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করতে পারিনি।”

“হে অজ্ঞ। কৃপা করে আপনি আমাদের সেই মার্গ ও সাধন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করুন, যা অনুসরণ করার ফলে আমরা আপনার উপভোগের জন্য সমস্ত অঙ্গ এবং সামগ্রী অর্পণ করতে পারি, যার ফলে আমরা এবং এই জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীরা নির্বিঘ্নে জীকরণ করতে পারি এবং আপনার জন্য ও আমাদের নিজেদের জন্য জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাতৃষ্ণা অনায়াসে সন্তোষ করতে পারি। আপনি সমস্ত দেবতাদের এবং বিভিন্ন বৈদ্য-বিজ্ঞানের আমি অধিষ্ঠাতা। আপনি পূর্ণাঙ্গ পুরুষ এবং অপরিবর্তনীয়। হে ভগবান। আপনার কোন উত্তরে নেই এবং আপনার থেকে বর্ষিত কেউ নেই। প্রাকৃত জগৎবহিত আপনি আদ্যশক্তি জগতে মহত্ত্বরূপ ধীরে অধীন করেছেন।”

“হে পরমেশ্বর। সৃষ্টির আধিতে মহত্ত্ব থেকে যে কার্যের জন্য আমরা উদ্বৃত্ত হয়েছি, দ্বারা করে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন কিভাবে আমরা আপনার আশ্রয় লাভ করব। দ্বারা করে আপনি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তি প্রদান করুন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগে আপনার অভিলষিত কার্য সম্পাদন করতে পারি।”

বিশ্বরূপের সৃষ্টি

মৈত্রেয়্য গৃহি বললেন—“এইভাবে ভগবান মহত্ত্ব আমি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিশ্রিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনার প্রস্তুত ভাব প্রকাশ করলেন। পরম শক্তিময় ভগবান তখন সেই কালীসহ ত্রয়োবিশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই কালী তাঁর বহিঃস্বা প্রকৃতি, তিনি বিভিন্ন উপলব্ধিগতিকে সংশ্লিষ্ট করেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবান তখন তাঁর শক্তির দ্বারা এই সমস্ত তত্ত্ব প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তখন ত্রয়োবিশতি তত্ত্বসমূহ ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়েছিল, তখন ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবান তখন তাঁর অংশের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির উপলব্ধিতে প্রবেশ করলেন, তখন সেইগুলি বিরাটরূপে পরিণত হল, যাতে সমস্ত লোকসমূহ এবং চরাচর জগৎ অবস্থান করে। হিরণ্য নামক বিরাট পুরুষ এক হাজার দ্বিগুণ বৎসর ইন্দ্রাণ্ডেব ফলে বাস করেছিলেন এবং সমস্ত জীবেরও তাঁর সঙ্গে শায়িত ছিল। মহত্ত্বের সমস্ত শক্তি, বিরাটরূপে স্বয়ং নিজেই জীবের জ্ঞান-শক্তি, জিহ্বা-শক্তি এবং আত্ম-শক্তিতে বিভক্ত করে, পুনরায় সেগুলিকে বধ্যবদ্ধভাবে এক, দশ এবং তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন। বিরাট পুরুষ পরমায়ার প্রথম অবতার এবং অংশ। তিনি অসংখ্য জীবদ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাঁর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি বিস্তার করে, যা এইভাবে সংবর্তিত হয়। তিন, দশ এবং একের দ্বারা বিরাট পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হয়, অর্থাৎ তিনিই পরীক্ষা, মন ও ইন্দ্রিয়। তিনিই হল প্রকর প্রাপ্তির দ্বারা চালিত সমস্ত পতিবিশিষ্ট নিরন্তরকারী শক্তি এবং তিনিই এক হিরণ্য, যেখানে প্রাপ্তশক্তি উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দারিদ্র্যসম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্ম। দেবজগৎ কর্তৃক এইভাবে প্রদর্শিত হয়ে তিনি—নিজে নিজে বিচার করেছিলেন এবং তাঁদের অবগতির জন্য বিরাটরূপে প্রকাশ করেছিলেন।”

মৈত্রেয়্য বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিরাটরূপ

প্রকাশ করার পর কিভাবে নিজেকে বিভিন্ন দেবতাসমূহে পৃথকীকৃত করেছিলেন, তা এখন আপনি আমার কাছে জ্ঞান করুন। উল্ল সূত্র থেকে অগ্নি বা তাপ পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, সমস্ত লোকসমূহ তাঁদের স্বীয় স্বরূপে ভ্রমে প্রবেশ করলেন। সেই স্বাক্ষরিত দ্বারাও জীব যাত্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। তখন বিরাট পুরুষের তাপ পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন লোকপাল বরুণ তাতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে জীবের জিহ্বার দ্বারা সব কিছুই স্বয়ং গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ হয়। ভগবানের সুই নাসারূপে তখন পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অধিনীকৃতরূপে তাঁদের উপবৃত্ত সেই স্থানে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব প্রত্যেক বস্তুর গ্রহণ করতে পারে। তারপর, বিরাট পুরুষের চক্ষুর পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোকের পরিচালক সূর্যদেব দৃষ্টিরূপে নিজ অংশে তাতে প্রবেশ করলেন এবং তার ফলে জীব রূপ কর্তন করতে পারে। বিরাটরূপ থেকে বখন পৃথকভাবে স্বাক্ষর প্রকাশ হয়, তখন বায়ুর পরিচালক লোকপাল অমল অপ্ৰভিয়সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজন্য লাভ হয়। তখন বিরাটরূপের কর্ণের প্রকাশিত হয়, তখন দ্বিতীয়সমূহের নিরন্তরকারী দেবতাপ স্বীয় প্রবেশপ্রকরণে অংশে তাতে প্রবেশ করলেন, তার ফলে সমস্ত জীব শব্দ জ্ঞান করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তখন দ্রুত পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্পর্শের নিরন্তরকারী দেবতা তাঁর অংশে তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজন্য সূত্র এবং কদম্ব বা চুনকামির অনুভব হয়। সেই বিরাট পুরুষের উপস্থিতি ইন্দ্রিয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা রক্তরূপে অংশে সেই ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলেন। তার ফলে জীব মৈকুল অদ্বৈত উপভোগ করতে পারে। বিরাট পুরুষের পায়ু পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, পায়ু ইন্দ্রিয়সহ লোকপাল সূর্য তাঁর অধিদেবতাসমূহে তাতে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব মল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। তারপর তখন বিরাট পুরুষের হস্তের পৃথকরূপে

প্রকাশিত হয়, তখন স্বর্গলোকের শাসক ইন্দ্র তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীব তার জীবিক নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। তারপর বিরাটরূপের পদদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার ফলে বিষ্ণু নামক দেবতা (পরমেশ্বর ভগবান নন) গমনরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বিরাটরূপের বৃদ্ধি বন্ধ পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বৈশেষ অধিজাতা ব্রহ্মা তাঁর বোধরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব জাতব্য বিচার উপলব্ধি করতে পারে। তারপর, বিরাট পুরুষের হৃদয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয় এবং চন্দ্রসেব মনরূপ স্বীয় অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। জীব সেই মনের দ্বারা সংকল্প আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তারপর, বিরাট পুরুষের অস্থল্য পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, অহঙ্কারের নিয়ন্ত্রণ রক্ত অর্থাৎ বৃত্তিরূপ অংশসহ তাতে প্রবিষ্ট হন। সেই অহং বৃত্তির দ্বারা জীব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে। তারপর, তাঁর চেতনা বন্ধন তির্যকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মহত্ত্ব তার আংশিক চেতনাসহ তাতে প্রবেশ করে। এইভাবে জীব বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়, তারপর, বিরাটরূপের স্তম্ভ থেকে স্বর্গলোক প্রকাশিত হয়, পদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভিসেখ থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত স্থানে জ্ঞান প্রকৃতির গুণ অনুসারে স্বেচ্ছা প্রভৃতি প্রকট হয়। সবগুণের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেবতার স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হয়, আর রাজ্যগুণের দ্বারা প্রভাবিত মনন তাদের অবিনশ্ জীবসহ পৃথিবীতে বাস করে। যে সমস্ত জীব চন্দ্রের পার্বতী, তারা জ্ঞান প্রকৃতির তৃতীয় গুণ ভগ্নাংশের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী অস্তরীকে অবস্থিত। হে কুরুব্রহ্ম! বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বীরা এই বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উৎসুহ, তাঁদের কল্য হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সমাজের অন্যান্য বর্ণের প্রকৃত শিক্ষক ও পারমার্থিক পথপ্রদর্শক। তারপর সেই বিরাট পুরুষের বাহুবল থেকে পালন করার বৃত্তি এবং সেই বৃত্তির অনুসরণকারী কত্রির উৎপন্ন হয়। কত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে জোর এবং দৃঢ়তাকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করা। সন্ত

মানুষের জীবিক, অর্থাৎ শস্য উৎপাদন এবং প্রজাতির মধ্যে তার বিতরণ করার বৃত্তি ভগবানের বিরাটরূপের উল্লেখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কর্তব্য সম্পাদন করার দ্বারা গ্রহণ করেন যে সমস্ত ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁদের কল্য হয় বৈশ্য। তারপর, পরমেশ্বর ভগবানের পদদ্বয় থেকে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধির জন্য পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে শূদ্রেরা অর্ধাক্রান্ত, যার স্বেচ্ছা বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার স্ব-বৃত্তিসহ সামাজিক বিভাগ পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই পারমার্থিক উপলব্ধি এবং মুক্ত জীবন লাভের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, বীর বৃত্তি অচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য।”

“হে ক্রি। পরমেশ্বর ভগবানের অস্ত্রোজা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বিরাটরূপের দ্বিবা কাল, কর্ম এবং শক্তির মাহাত্ম্য কে সিরূপন করতে পারে বা মাপতে পারে? আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমার গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমি হতাশা প্রকাশ করতে পেরেছি এবং আমি নিজেকে বা কুণ্ডে পেরেছি, তার দ্বারা আমি বিত্তম বাণীর মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। যদি আমি তা না করি, তাহলে আমার ব্যক্তিগত অসত্য থেকে কল। পুণ্যলোক ভগবানের কার্যকলাপ এবং গুণাবলী কীর্তন করাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মহান কহিগণ এমনই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কেবল তার সমীপবর্তী হওয়ার ফলেই প্রবেশপ্রিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হে বংশ! আমি কবি ব্রহ্মা এক মহত্ব দিক কংসর দ্বান করার পর, কেবল এইকুই জানতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর মহিমা অধিজাত। পরমেশ্বর ভগবানের আশ্চর্যজনক শক্তি ইন্দ্রকাল সূর্যকালী মায়াদালীসের পর্যন্ত সম্বোধিত করে। ভগবানের এই শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবানেরও অজ্ঞাত, অতএব অসম্পূর্ণ ব্যক্তির আর কি কথা। বাণী, মন এবং অহঙ্কার তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবগণসহ ভগবানকে জানতে অসমর্থ হয়েছে। তাই, আমাদের প্রকৃতিই হয়ে তাঁর প্রতি শুধু আমাদের সমস্ত প্রপতি নিবেদন করতে হবে।”



বিদুরের অতিরিক্ত প্রশ্ন

শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দী বললেন—“হে রাজন! কুরুব্রহ্মণ্য ভগবানের বিস্তৃত পুত্র বিদুর ব্রহ্মর্ষ মৈত্রেয়ের এই উপদেশ শ্রবণ করে মধুর যাকো তাঁকে প্রদত্ত করেছিলেন—‘হে মহান ব্রাহ্মণ! বেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ চিন্ময় এবং অপরিবর্তনীয়, তাহলে তিনি কিভাবে জ্ঞান প্রকৃতির গুণ এবং কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত? এইগুলি যদি তাঁর লীলা হয়, তাহলে অধিকারীর কার্যকলাপ কিভাবে সম্পন্ন হয় এবং প্রকৃতির গুণবহিত গুণাবলী কিভাবে প্রদর্শন করেন? কলকোরা অন্য বালকদের সঙ্গে খেলাব অথবা বিচিত্র আমোদ প্রমোদে উৎসাহী, কেননা তারা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের বেলায় সেই স্বতন্ত্র কোন বাসনার সম্ভাবনা নেই, কেননা তিনি আত্মতৃপ্ত এবং সর্বদাই সব কিছুয় প্রতি অনাসক্ত। তাঁর স্বরচিত ত্রিগুণাত্মিক মায়াক্রিয়ের দ্বারা ভগবান এই নিঃ সৃজন করিয়েছেন। তাঁর দ্বারা তিনি এই সৃষ্টি পালন করেন এবং পক্ষান্তরে, আশ্রয়ও করেন। এইভাবে পুণ্ড পুণ্ড সৃষ্টি এবং কলস কর্তব্য সম্পাদিত হয়। শুধু আত্মা বিত্তম চৈতন্যসম্পন্ন এবং তা কখনই স্বেচ্ছা, কাল, অবস্থা, বস্তু অথবা অন্য কার্যের দ্বারা অচেতন হয় না। তাহলে কিভাবে সে অবিচ্ছিন্ন দ্বারা আচ্ছন্ন হয়? ভগবান পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তাহলে জীবের কার্যকলাপ কেন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় এবং দুঃখ-দুর্দশার পর্যবেশিত হয়? হে মহান মনীষীপণ। এই অবিদ্যাজনিত সত্ত্বের প্রভাবে আমার মন অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়েছে এবং তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি যেন কৃপা করে আমার এই মোহ দূর করেন।”

শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দী বললেন—“হে রাজন! তব-জিজ্ঞাসা বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মৈত্রেয় মুনি যেন প্রথমে একটু আশ্চর্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি নিঃসন্দেহে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ আকাশময়।”

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“কোন কোন বদ্ধ জীব এই জ্ঞান সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করে যে, পরমাত্ম বা পরমেশ্বর ভগবান মায়াকর্তৃক মোহাচ্ছন্ন হন, আরও সেই সঙ্গে উত্তর এও মানে যে, ভগবান বদ্ধ নন। এই সিদ্ধান্ত সর্বত্র বৃত্তির বিরোধী। যথেষ্ট যেমন মানুষ কখনও বন্ধনও দেখে যে, তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, তেমনি জীব তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়, যদিও তা মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। জ্ঞানে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব কল্পন আদি জালের ধর্ম সৃষ্টি হয়, তেমনি জড়ের সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাবে আমাদের জড় তত্ত্ব বাল প্রতীতি হয়। কিন্তু, বিশ্বের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলনের ফলে, পরমেশ্বর ভগবান বাসনাবন্ধে কুপার প্রভাবে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এই জ্ঞান ধারণা থেকে বীজে ধীরে মুক্ত হওয়া যায়। ইঞ্জিয়গুলি যখন হস্ত-পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিভূক্ত হয়, তখন সৃষ্টি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সমস্ত ত্রৈল সর্বভোভাবে বিদূরিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাণত নাম রূপ ইত্যাদি শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা এই কেবল মানুষ অস্ত্রীল দুঃখ-দুর্দশাশূর্ণ পরিভূতি থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই, যীশ ভগবানের সুগন্ধযুক্ত চন্দ্রশেখর সেবার প্রতি আনন্দ হয়েছেন, তাঁদের সমস্ত আর কি বলার আছে?”

বিদুর জ্ঞানেন—“হে মহাপ্রজ্ঞাশালী কবি। হে ব্রহ্ম! আপনার প্রত্যয় উপদেশমতকারী আকারণ অস্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব সংশয় এক সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে। আমার মন এখন পূর্ণরূপে এই দুই বিষয়ে স্থাবল্য করছে। হে বিদ্যামহর্ষি! আপনার স্বাক্ষর অস্ত্রাঙ্ক সাদু এবং যথোচিত। ভগবানের বহিঃপ্রকাশ শক্তির গতি ব্যতীত বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশার অন্য আর কোন ভিত্তি নেই। এই জগতে দ্বারা সবচাইতে দুঃখ এবং বীরা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা উভয়েই সুখ প্রাপ্ত হন।

আমি যারা এই দুয়ের মধ্যবর্তী করে রয়েছে, তারা জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্ভাগ্য ভোগ করে। কিন্তু, হে প্রভু! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, এই জড় জগৎ অশ্রুতদৃষ্টিতে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আসল। এখন আমার দৃষ্টি নিশ্চয় হয়েছে যে, আপনার শ্রীচরণের সেবার দ্বারা আমি এই জড় ধারণা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হব। শ্রীচরণদ্বয়ের চরণদুগলের সেবার দ্বারা যশু সৈন্তের অপরিবর্তনীয় শত্রু পরমেশ্বর ভগবানের সেবানিষ্ঠা চিহ্নর অমল পাত হয় এবং তাঁর হাতে জড়জাগতিক ক্রেশ জোঁক হয়। আর সুবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে কৈবর্ত-পথদ্বারী গুরু ভক্তদের সেবা করার সুযোগ লাভ করা সুখ। গুরু ভক্তেরা সমস্ত দেবতারদের সেবতা এবং সমস্ত জীবের নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সর্বজোভাবে কীর্তন করেন। সমস্ত জড় শক্তি মহত্ত্ব সৃষ্টি করার পর এবং ইঞ্জিয়সমূহ-সহ বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ করার পর, পরমেশ্বর ভগবান ভাতে প্রবেশ করলেন। সর্বসমুদ্রশায়ী পুরুষাবতারকে কলা হস্তে জড় সৃষ্টির আদি পুরুষ এবং তাঁর বিরাট রূপের মধ্যে লোকসমূহ এবং তাদের অধিকারীণ বিরাজ করেন, তাঁর বহু সহস্র হস্ত ও পদ রয়েছে। হে মহান ভ্রাতৃপুত্র! আপনি সেই বিরাট-পুরুষের ইঞ্জিয়সমূহ, ইঞ্জিয়ের বিদ্য, বস, প্রকার প্রাপকায়, তিন প্রকার জীবীশক্তি সহজে কর্তব্য করেছেন। এখন আপনি দয়া করে বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিভিন্ন বিদ্বৃতি সহজে বিশ্লেষণ করুন। হে প্রভু! আমি বলে করি যে, এই সকল বিদ্বৃতিতেই পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র এবং কুটুম্বসহ বিভিন্ন ভাবাপন্ন প্রজাসমূহের অবস্থান এবং তাদের দ্বারাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রয়েছে। হে বিদ্যমান ভ্রাতৃপুত্র! আপনি দয়া করে বলুন দেবতাদের আরও প্রকৃতি কীভাবে বস্তুত্বের নেতা বিভিন্ন মনুষ্যের নিযুক্ত করেন। দয়া করে মনুষ্যের কথা এবং তাঁদের বংশধরদের কথাও বর্ণনা করুন। হে মৈত্রেয়! পৃথিবী এবং তার উর্ধ্ব ও নিম্নে যে লোকসমূহ বর্তমান, তাদের আকার, অবস্থান এবং পরিমল দয়া করে বর্ণনা করুন। দয়া করে আপনি মনুষ্যত্বের, মনুষ্য, দেবতা, সন্ন্যাস, পক্ষী, জরথুষ্ট্র, যক্ষ, অশুর এবং উদ্ভিদ ইত্যাদির সৃষ্টি এবং অনুবিভাজনমূহ আমায়ের

কাছে বর্ণনা করুন। দয়া করে প্রকৃতির তিন ওপের অবতারের ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক পরমেশ্বর ভগবানের অবতার এবং তাঁর উদয় কার্যকলাপেরও বর্ণনা করুন হে মহর্ষি! লক্ষণ, আচরণ এবং শব্দ, দ্বয় আমি স্বভাব অনুসারে মানবসমাজের বর্ণ এবং আশ্রয় বিভাগ, মহান অবিদ্যের জন্ম ও কর্ম এবং হেনের বিভাগ সহজেও আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন। আপনি দয়া করে বিদ্য-বিধানসহ স্বজ্ঞের বিস্তার, অষ্টাদশ যোগের পন্থা, নৈমিষ্য জ্ঞান, সাংখ্য কর্ম এবং জগৎবৃত্তির পন্থা বর্ণনা করুন। দয়া করে পায়ণ মার্গের সম্পূর্ণতা এবং বৈবাহ্য, প্রতিসেরম এবং গুণ ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে জীবের প্ৰতিবিম্বি আপনি বর্ণনা করুন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বিধের পরম্পর অবিচ্ছিন্ন নিমিত্তসমূহ, জীবিক নির্বাহের বিভিন্ন উপায় এবং কৈবিক শাস্ত্রে বেদমতে অর্থশাস্ত্র বর্ণিত হয়েছে, তা আপনি দয়া করে আমায়ের কাছে বর্ণনা করুন। হে ব্রহ্মণ! আপনি দয়া করে ব্রাহ্মবিধি, পিতৃকোকেস সৃষ্টি, গ্রহ, নক্ষত্র ও অরক্ষকলীর কলচ্চত্র এবং তাদের অবস্থান সহজে বর্ণনা করুন। কৃপাপূর্বক নাম, উপন্যাস এবং জগাধার বনন প্রকৃতি কর্মের যে মূল এবং প্রবাসী ও বিশদ্রুত মানুষের যা কর্তব্য, তা আপনি বর্ণনা করুন। হে নিম্পাপ! যেহেতু সমস্ত জীবের নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত ধর্মের এবং কর্মের প্রজ্ঞানী সমস্ত ব্যক্তির পিতা, দয়ালু করে আপনি বলুন সেই ভগবানকে কীভাবে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করা যায়।”

“হে বিরাটো! গুরুপথ অত্যন্ত দীর্ঘবংশল। তাঁদের অনুগামীদের প্রতি, শিষ্যদের প্রতি এবং পুত্রদের প্রতি তাঁর অত্যন্ত দয়ালু এবং গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হয়েও তাদের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন। দয়া করে আপনি বর্ণনা করুন জড় প্রকৃতির তত্ত্বের কত প্রকার প্রকার হয় এবং প্রায়শ্কালে ভগবান যখন যোগনিহাচ শয়ন করেন, তখন তাঁর সেবা করার জন্য কারা বেঁচে থাকেন? জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব কি, তাঁদের বহুপ কি? বৈদিক জ্ঞানের বিধের বৈশিষ্ট্য কি? এবং গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজন কি? ভগবানের নিম্নলিখিত ভক্তেরা এই প্রকার জ্ঞানের উৎস সমস্তে উপলব্ধ করেছেন। সেই সমস্ত ভক্তদের সহায়তা ব্যতীত

ভক্তিবোধ এবং বৈবাগ্য সহজে জ্ঞান লাভ করা কীভাবে সম্ভব?”

“হে মহর্ষি! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাবিলাস সহজে জ্ঞানতে ইচ্ছুক হয়ে আমি এই সমস্ত প্রশ্ন করেছি। আপনি সকলের সুখের, তাই দয়া করে নষ্ট-দৃষ্টি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করুন। হে নিম্পাপ! আপনি দয়া করে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমস্ত জড় ক্রেশ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে।

এই প্রকার দান সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি থেকে শ্রেষ্ঠ।”

শ্রীচরণের গোষ্ঠার্মী বললেন: “সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বর্ণনা করতে উৎসাহী মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় বিদূর কর্তৃক এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, পুরাণের বর্ণনা অনুসারে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ভগবানের অশ্রুত মাহিমা বর্ণনা করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।”



অষ্টম অধ্যায়

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদূরকে বললেন—“মহারাণ পুত্র রাজবংশে গুরু ভক্তদের সেবা করার যোগ্য, কেননা এই বংশের সন্তান-পুত্রিতরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত। আপনিও এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনার প্রয়াসের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অশ্রুত লীলাসমূহ প্রতিফলন নব মনোমল্লভাবে আত্মদেবোপস্থ হচ্ছে। আমি এখন ভাগবত পুরণ কীর্তন করব, যা অতি জ্ঞান সুখের আশার মধ্য দুঃখে পতিত জীবদের মনল সাধনের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান মহান কবিরের তুলিয়েছিলেন।”

“ভিত্ত্বল পূর্বে, ঐক্যভুক্তভাবে জ্ঞানতে ইচ্ছুক হয়ে, চতুঃসল্লোষ্ট সনৎকুমার জ্ঞান্যাত্ম মহর্ষিগণসহ ঠিক আপনারই মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে আত্মীন সর্ববর্ষের কাছে বাসুদেব-গুরু সমস্তে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সর্ববর্ষ তাঁর পরমহাধ্য ভগবানের দ্বানে মগ্ন ছিলেন, যাঁকে অভিজ্ঞ কৃষ্ণ বাসুদেবেরে জ্ঞান আপন করে থাকেন। কিন্তু সেই মহান কবিরের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নরম-কমল হৃদয় উদ্বীলিত করে বগতে লাগলেন, ‘অলিখ পঙ্গব জ্ঞানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোকে এসেছিলেন এবং

তাঁর প্রেরণে জটা সিন্ধ ছিল। তাঁর ভগবানের চরণকমল স্পর্শ করেছিলেন, যা নাগরাজের কল্যাণ পতি লাভের কামনার প্রেমভরে মানাবিধ উপহার সহকারে পূজা করেন। সনৎকুমার প্রমুখ কুমারগণ, যাঁরা সকলেই ভগবানের অশ্রুত লীলাসমূহ সমস্তে অবগত ছিলেন, তাঁর গভীর অনুরাগ এবং প্রেমপূর্ণ শব্দবলীর দ্বারা সুন্দর জ্বল ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সর্ববর্ষের সহস্র উন্নত স্বপ্নের দ্বিত্ব চিরীটের উচ্ছ্বল হবির কিরণে চতুর্ধিক উদ্ভাসিত হয়েছিল। ভগবান সর্ববর্ষ এই প্রকার নিবৃতি পরায়ণ মহর্ষি সনৎকুমারকে শ্রীমদ্ভাগবতের এই ভাংপর্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। অপর সনৎকুমারও সাংখ্যজ্ঞান অধি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, বেদায়ে তিনি ভগবান সর্ববর্ষের কাছে শুনেছিলেন, সেইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহর্ষি সাংখ্যজ্ঞান ছিলেন সমস্ত পরমহংসদের মধ্যে প্রধান এবং তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন আবার গুরুদেব পরমেশ্বর এবং বৃহস্পতি উভয়েই তাঁর কক্ষ বেঁচে আ শ্রবণ করেছিলেন। মহর্ষি পুলক্য কর্তৃক উপলব্ধি হয়ে পূর্বাত্ত মহর্ষি পরমেশ্বর এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরণ (শ্রীমদ্ভাগবত) আমাকে বলেছিলেন।

হে বৎস, যেহেতু তুমি আমার জন্মপর্যন্ত অশুভাগী, তাই যেভাবে আমি প্রবেশ করেছি, তোমার কাছেও আমি তা করি।" "কিন্তু কখন কখনও ছিল, তখন বর্তমানকালীয় বিকৃত একাকী মহানাগ জনপদের শয্যায় শায়িত ছিলেন। যদিও প্রতীত হচ্ছিল যে, তিনি বহিঃকাল শক্তির ক্রিয়ার প্রতীকিত ঠাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিম্নিত ছিলেন, তবুও তাঁর মনে পূর্ণরূপে নিমীলিত ছিল না। ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে আগুনের দাহিত্য শক্তি থাকে, তেমনই ভগবান সমস্ত জীবদেহের তাল্পের সূত্র শরীরে নিমজ্জিত করে, প্রলয় বারিতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের দ্বারা সংবর্ধিত কাল নামক শক্তিতে শয়ন করেছিলেন। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে সহস্র চতুর্যুগ শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর বহিঃকাল শক্তির দ্বারা প্রতীত হয়েছিল কেন তিনি জগতের মধ্যে শয়ন করে আছেন। যখন কাল শক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে জীবসমূহ তাদের স্বকাম কর্মের বিকাশ করার জন্য বেবিরে আসতে শুরু করে, তখন ভগবান তাঁর চৈতন্য রেহকে মীলনভরনে লনি করলেন। সৃষ্টির সূত্র বিষয়ে ভগবানের মনোবোণা অভিনিবিষ্ট ছিল, যা রাজ্যত্বের দ্বারা কোড়িত হয় এবং তাঁর ফলে সৃষ্টির সুস্বরূপ তাঁর নতিদেশ ভেদ করে উদ্ভূত হয়। জীবের সকাম কর্মের এই সমগ্র স্বরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মাতি ভেদ করে একটি পথের কলির মতো আকার ধারণ করল এবং ভগবানের ইচ্ছায় তা একটি সূর্যের মতো সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে, ক্রিয়াল প্রলয় বারি ওজিরে মিল। সেই সর্বলোকময় পন্থাগুলো ভগবান বিকৃত স্বয়ং পরমাধার্যে প্রবেশ করেন এবং এইভাবে যখন তা প্রকৃতির সমস্ত ওশেত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তখন বৈদিক জ্ঞানের মূর্তি বিহীন, বাক্যে স্বয়ং বলা হয়, তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা পঞ্চমূল থেকে আবির্ভূত হন এবং পনের কণিকার অবস্থিত হওয়ার সত্ত্বেও তিনি এই অগণ্যকে দর্শন করতে পারেন না। তাই, তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁর ফলে তিনি দ্রাবটি মুগ্ধ লাভ করলেন। সেই পক্ষে সমসাময়িক ব্রহ্মা সৃষ্টি সমগ্র, সেই পক্ষ সমগ্র অথবা নিজের সমগ্র স্বাধীনভাবে বুঝতে পারলেন না।

কল্পান্তে প্রলয়কালীন শব্দ ভরকে উদ্ভাসিত করেছিল এবং উদ্ভাসিত তরঙ্গে সেই পক্ষটি পূর্ণিত হচ্ছিল। ব্রহ্মা তাঁর অজ্ঞানতাবশত ভাবতে লাগলেন, এই কল্পের উপর নিরাশ্রয় আমি কে? কোথা থেকে এইটি বিকশিত হয়েছে? এর বাঁচে জ্ঞানের অভাবের নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে বার থেকে এই কল্পটি উদ্ভূত হয়েছে। এইভাবে বিচলিত করে ব্রহ্মা পঞ্চমূলের দ্বিতীয় দিকে কলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই নাগে প্রবেশ করে বিকৃত নাকির নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর মূল বৃত্তে পেলেন না।

"হে বিদূষ! ব্রহ্মা তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইভাবে অবহেলা করতে করতে তাঁর অস্থির জ্ঞান উপনীত হল, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর হস্তধৃত শাস্ত্র চক্র এবং যা সূত্রের সূত্রের মতো জীবের অস্তিত্বের ভর উৎপন্ন করে। ভগবান অতীত লক্ষ্য লাভে অকৃতকার্য হয়ে, তিনি সেই অবস্থান থেকে বিবর্তিত হয়ে, সেই পনের উপর ফিরে গেলেন। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্তিত থেকে নিবৃত্ত হয়ে, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের চিত্তায় বৈশীভূত করেন। ব্রহ্মার একমাত্র বৎসর পাত্র তাঁর জ্ঞান যখন পূর্ণ হল, তখন তিনি অতীত জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তাঁর ফলে তিনি তাঁর অন্তরের অন্তরস্থলে পঞ্চম পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর মহান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যাকে তিনি পূর্বে দর্শন করতে পারেননি। ব্রহ্মা সেই জ্ঞানে এক বিশাল পরমসুখ শয্যা দেখতে পেরেছিলেন, যা ছিল শেখনাগের শরীর এবং তাতে পরমেশ্বর ভগবান একাকী শায়িত ছিলেন। চতুর্দিক শেখনাগের মাথার মণির ক্রিয়ারে উদ্ভাসিত ছিল এবং সেই জ্যোতি সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল। ভগবানের চৈতন্য শরীরের কাণ্ডি প্রকাল পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। সেই প্রকালের পর্বত সমগ্র আকাশের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল, কিন্তু ভগবানের গীত বসন সেই সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। পর্বতের চূড়াটি স্বর্ণময় ছিল, কিন্তু ভগবানের মণিরব্রত খচিত মুকুট সেই পর্বতের সুস্বর্ণময় ক্রসকে উপহাস করছিল। সেই পর্বতের বরণা, ওষধি অদি ও পুষ্পময় শূন্যাবলী যেন সেই পর্বতের গলায় মাল্য বসে মনে হচ্ছিল, কিন্তু মণিরব্রত,

মুক্তো, কুলসীপত্র ও পুষ্পমালায় বিভূষিত ভগবানের সুবিশাল শরীর, হস্ত ও পদ সেই পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। তাঁর চৈতন্য রেহ সৌন্দর্য ও প্রবেশে অপ্রমিত ছিল এবং তা স্বর্ণ, মর্ত্তী ও পাশালা এই ত্রিভুজ বিকৃত ছিল। তাঁর লিঙ্গ বিগ্রহ অনুপম বসন এবং বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার ফলে স্বতঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ভগবান তাঁর চরণাবলি উল্লোলিত করে দেখাচ্ছিলেন। সমস্ত জড় কল্প থেকে মুক্ত ভক্তিরোগের দ্বারা লজা সমস্ত পুরস্কারের উৎস তাঁর চরণতল। এই সমস্ত পুরস্কার তাঁদেরই জন্য যীনা ওষু ভক্তির দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। তাঁর হস্ত ও চরণের চন্দ্রসদৃশ নখ থেকে বিচ্ছুরিত অপ্রকৃত জ্যোতির প্রদীপ ক্রমের পাণ্ডির মতো মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর সুন্দর হাসির দ্বারা ভক্তদের সেরা গ্রহণ করে তাঁদের ক্রোল দূর করেন। কুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব অত্যন্ত মনোহর কেননা তা তাঁর অধরের ক্রিয় এবং তাঁর মাসিক ও জাগরণের সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। হে শ্রীর বিদূষ! ভগবানের নিত্যবিশেষ কদম্ববৃক্ষের কেন্দ্র বর্ণের রেশম মতো পীত বর্ণের বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং তাকে বেঁধে করেছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত একটি মেখলা। তাঁর বক্ষস্থল ব্রীহৎ চিহ্ন এবং এক অমূল্য কঠহারের দ্বারা বিভূষিত ছিল। চন্দন বৃক্ষ যেমন সুগন্ধ পুষ্প ও শাখাসমূহের দ্বারা সুশোভিত হয়, তেমনই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ মূল্যবান মণিরব্রত ও মূল্যসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তিনি হস্তে পাত সত্ব শাখা সমন্বিত অমূল্য মূল কুণ্ডল মতো। তিনি ভগবতের অন্য সকলের প্রভু। চন্দন বৃক্ষ যেমন বহু সপের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনই ভগবানের শ্রীমঙ্গল অনন্তদেবের

ফলার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। বিশাল পর্বতের মতো ভগবান সমস্ত জীবের ও জগত জীবসমূহের নিবাসরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি সর্বদেব স্বয়ং কেননা শ্রীজন্মভূমে তাঁর সন্না। পর্বতের যেমন পাত সত্ব শিখর আছে, তেমনই ভগবান পাত সত্ব মুকুট শোভিত অনন্তদেবের স্বপার দ্বারা বিভূষিত ছিলেন এবং পর্বত যেমন কখনও কখনও মণিরব্রত পূর্ণ থাকে, তেমনই ভগবানের অপ্রকৃত শ্রীবিগ্রহও মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা পূর্ণরূপে বিভূষিত ছিল। পর্বত যেমন কখনও কখনও সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হয়, তেমনই ভগবানও কখনও কখনও প্রলয় বারিতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন। এইভাবে পর্বতসদৃশ ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা হিংস্র হয়েছিল যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি। তিনি দেখলেন যে, তাঁর কদম্ববৃক্ষে বৈদিক জ্ঞানের গীতিমালা ওষুদ্বাকারী অমূল্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। সুদর্শন চক্র তাঁকে এমনভাবে রক্ষা করেছে যে, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিও তাঁর কাছে শৌভতে পারে না। ব্রহ্মাও তাঁর ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা স্বয়ং এইভাবে ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাকি সরোবর, পদ্মকুল, প্রলয় যারি, প্রলয় বায়ু ও আকাশ দর্শন করলেন। সব কিছু তখন তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল। এইভাবে রাজ্যত্বের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হন এবং ভগবান পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নির্মিত সৃষ্টির পাঁচটি কারণ দর্শন করে তিনি সৃজনোমুখ মনোবৃত্তির অতীত কারণে তাঁর সমগ্র কার্য নিবেদন করতে শুরু করলেন।"



সৃজনী শক্তির জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনা

ব্রহ্মা কহিলেন—“হে প্রভু! কহ কহ বহুতর তপস্যার পর আজ আমি আপনাকে জানতে পেরেছি। হায়, বেহুদারী কীকো কি দুর্ভাগা যে, তারা আপনাকে কামর অযোগ্য। হে প্রভু, আপনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, কেননা আপনার অর্চ্য অর কোন পরমতত্ত্ব নেই। যদি আপনার থেকেও শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু থাকে, তবে তা পরমতত্ত্ব নয়। আপনি জড় তত্ত্বের সৃষ্টি শক্তি প্রদর্শন করে পরম পুরুষরূপে বিদ্যমান করেন। যে রূপ আমি বর্ণন করছি তা জড় কণুর থেকে চিরজল হুত এক তত্ত্বের কৃপা করার জন্য অতুল্য শক্তির প্রকাশরূপে তা অবিকৃত হয়েছে। এই অতুল্য জল কহ অতুল্যের উৎস এবং আপনার নাভিস্থ থেকে উদ্ভূত কমলো আমার জল হয়েছে। হে প্রভু! আপনার এই নিজ আনন্দময় এবং জলময় স্বরূপ থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন রূপ আমি দেখি না। চিরকালে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মলোকটির কোন সাময়িক পরিবর্তন হয় না এবং আপনার অনন্তরূপ শক্তির কোন অবসর হয় না। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, কেননা আমি আমার জড় দেহ এক ইঞ্জিরের গর্বে বদ্ধ, অথচ আপনি সমগ্র জগতের পরম কারণ হওয়া সম্ভব জ্ঞাতীত। আপনার এই কর্তমান স্বরূপ, অথবা পরমেশ্বর ভাবনায় শ্রীকৃষ্ণের অন্য যে কোন রূপ, সমগ্র জগতের জন্য সমানভাবে মঙ্গলময়। যেহেতু আপনি আপনার এই নিজ শাস্তরূপ প্রকাশ করেছেন, যে রূপে আপনার ভক্তেরা আপনার ধ্যান করে, আমি তাই আপনাকে আমার সত্য প্রসূতি নিবেদন করি। যারা নরকগামী, তারা আপনার সবিপের রূপের উপেক্ষা করে, কেননা তারা জড় বিষয়ের চিত্তর যত।”

“হে প্রভু! বৈদিক শব্দ-ভাষ্যরূপ যাহুর দ্বারা বাহিত আপনার চরিত্রের পৌরুষ বীজ তাঁদের কর্তব্যের দ্বারা প্রকাশ করেছে, তারা আপনার প্রেমের সর্ব অসীমতার করেন। তাঁদের হৃদয়পথে থেকে আপনি কখনও বিচলিত হন না। হে প্রভু! এই জগতের মানুষেরা সব রকম

আধ্যাতিক চিন্তার হতবুদ্ধিত হতে পড়ে—তারা কখনই ভাবতীত থাকে। তারা সর্বকাল তাদের ধন, মেহ এবং আত্মীয়জনদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাই তারা সর্বজন থেকে এবং কবেই বাসনার পূর্ণ থাকে। তারা ‘আমি’ এবং ‘আমর’ এই নগর খালপায় ভিত্তিতে লোভের কবচী ধরে সমস্ত উদ্যোগ করে। বতকল পর্যন্ত না তারা আপনার নিয়োগ শ্রীপাদপদের আশ্রয় গ্রহণ করে, ততকাল পর্যন্ত তারা এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ থাকে।”

“হে প্রভু! যারা আপনার সর্ব মঙ্গলময় নিত্য লীলাসমূহ বীর্জের ও প্রকাশ বঞ্চিত, তারা অকস্মিৎ অতুল্য দুর্ভাগা এক বিবেকহীন। তারা অতি অকস্মেৎ জন্য ইঞ্জির সুখ উপভোগ করে, অতঃপর কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। হে কখন অস্তিত্বের। হে প্রভু! এই সমস্ত হতভাগ্য জীবের নিরন্তর ক্রোধ, ক্রোধ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, পিত্ত, কক উৎপাদক শীত, স্বেদা গীত, কৃষ্টি আমি দানসিদ্ধ উপভোগে দ্বারা সর্বদা বিচলিত হয় এক তাঁর যৌন আবেগ ও অনর্গল ক্রোধের দ্বারা নিরন্তর অভিভূত হয়। আমি তাদের প্রতি করুণা অনুভব করি এবং তাদের এই দুর্দশা দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি। হে প্রভু! আত্মার পুরুষ জড়আধ্যাতিক দুঃখ-কষ্টের কলহিক অস্তিত্ব নেই। তবুও বতকল পর্যন্ত বহু জীব মেহানুভূতিতে আবদ্ধ থেকে ইঞ্জির সুখভোগের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, ততকাল পর্যন্ত সে আপনার বহিরাঙ্গ শক্তির প্রভাবে, জড় উপভোগে দুঃখ-দুর্দশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই প্রকার অভ্যন্তর তাদের ইঞ্জিরতালিকে প্রচণ্ড কষ্টদায়ক ও কঠোর পরিভ্রমে নিবৃত্ত করে। যারো তারা অনিচ্ছা রোগে ভোগ করে, কেননা তাদের খুঁড়ি বিজ্ঞের নর প্রকার মনোবর্ষ-প্রসূত জলনা-কলনা দ্বারা তাদের নিজা ভয় করতে থাকে। আধিভৈদিক শক্তির দ্বারা তাদের সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এমনকি রহস্য কথিতও যদি চিন্তার বিজ্ঞের প্রতি বিশ্বাস হয়, তাহলে তারাও এই সঙ্গেরে অবস্থিত হতে থাকে।”

“হে প্রভু! আপনার ভক্তেরা যথামতভাবে রূপ রূপের মাধ্যমে আপনাকে সর্জন করতে পারেন এবং তাঁদের হৃদয় তখন নির্মল হয় এবং সেখানে আপনি আপনার জ্ঞান প্রকাশ করেন। আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি এতই কৃপাময় যে, যেই রূপে তারা নিরন্তর আপনাকে চিত্ত করেন, তাঁদের কাছে আপনি আপনার সেই প্রকার দ্বিত্ব এবং দ্ব্যন্তর স্বরূপ প্রকাশ করেন। হে প্রভু! যত্ন অতঃপর, বিন্যাস উপভোগ সহকারে আপনার পূজা করলেও তারা নানা প্রকার জড় কামনা-বাসনার পূর্ণ, সেই সমস্ত মেহদায়ক পূজায় আপনি ততঃপর প্রসন্ন হন না। আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি সর্বদা বহুতর পরমেশ্বররূপে বিদ্যমান করেন এবং আপনি সর্বদা নিজা শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু অতঃপর কাহে আপনি জলজ। বৈদিক বিধির অনুসারে, নান, তপস্চর্যা, চিন্তার পলিভা, ব্রত সহকারে আপনার আরাধনা এবং আপনার সন্তর্জিতধানের জন্য আপনাকে কর্মকলাপ নিবেদন করা ইত্যাদি যে সমস্ত পুণ্য কর্ম, তা সবই মঙ্গলজনক। এই প্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান কখনও ব্যর্থ হয় না। আমি পরম চিন্তার উপভোগে আমার প্রসূতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর অজ্ঞান শক্তির দ্বারা নিজা চৈতন্যময়িত। তাঁর নির্ভীক রূপ আত্ম উপলব্ধির কীকার দ্বারা হৃদয়সহ করা যাব। আমি তাঁকে আমার প্রসূতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর লীলার দ্বারা ব্রহ্মাচের সৃষ্টি, স্রষ্টি এবং প্রকাশের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন। আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যিনি প্রবর্তন, তপস্বী এবং কার্যকলাপ লৌকিক ব্যবহারের বহুমুখের অনুকরণ। কেউ যদি মেহতাপ করার সমস্ত ভয়ানকসংসার ও তাঁর দিক দ্বারা উচ্চারণ করেন, তাহলে তিনি অকস্মিৎ ভগবান তাঁর কল-কলান্তরের সমস্ত গাণ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করেন।”

“হে প্রভু! আপনি এই ব্রহ্মাতরুণী কৃপায় আমি মূল। সেই কৃপাটি প্রকারে জ্ঞাত প্রকৃতির তিনটি স্বরূপ ভেদ করে বর্ণিত হয়েছে। সেই তিনটি স্বরূপ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আমি, সংহারকর্তা নিম এবং সর্বভূতীয়ান পালনকর্তা আপনি এবং আমার তিন জনে কহ পাঁচটি বর্ণিত হয়েছে। তাই জগৎজননী কৃষ্ণকল আপনাকে আমি আমার প্রসূতি নিবেদন করি। সন্তানসিদ্ধিহে আপনার দ্বারা জনসংসারের

পথ প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত প্রকৃত মঙ্গলময় কার্যকলাপ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির অনুসরণ না করে, তারা অর্ধহীন কার্যকলাপে যুক্ত হয়। বতকল পর্যন্ত এই সমস্ত পুণ্য কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রকল্পতা কখন থাকে, ততকাল তাদের জীবন সংগ্রামের সমস্ত পরিশ্রম বিফলিত হয়। আমি তাই নরকত কলহরূপে ক্রিয়াজীল আপনাকে আমার প্রসূতি নিবেদন করি। হে প্রভু! অবিদ্যাত কাল এবং সমস্ত বহুতর ভোগনা আপনাকে আমি আমার সত্য প্রসূতি নিবেদন করি। যদিও আমি এমন স্থানে অবস্থিত বা দুই পরার্থকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যদিও আমি ব্রহ্মাচের অন্য সমস্ত লোকের অধিপতি এবং যদিও আমি আত্ম উপলব্ধির জন্য কহ কহ বহুতর যত্নে তপস্যা করেছি, তবুও আমি আপনাকে আমার অন্য নিবেদন করি। হে প্রভু! আপনার নিজের ইচ্ছার, অতঃপর লীলাধিনাসের জন্য আপনি তির্যক, মনুষ্য, বেহতর আমি বিভিন্ন বোনিতে অবস্থিত হন। আপনি কখনও জড় কণুর দ্বারা প্রভাবিত হন না। ধর্ম সংস্কারের দর্শিত্ব সম্পাদনের জন্যই আপনি অবস্থিত হন, তাই হে পরমেশ্বর ভগবান, এইভাবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আমার প্রসূতি নিবেদন করি। হে প্রভু! প্রবল তপস্যালার উৎসাহিত প্রকার ব্যক্তি আপনি নিজা-সুখ উপভোগ করেন। শেষ শব্দায় পদন করে আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের আপনার নিজের আনন্দ প্রদর্শন করেন। সেই সময়, সমগ্র ব্রহ্মাচ আপনার উপরে অবস্থান করে। হে আমল পুরুষীত। আপনার কৃপার প্রভাবে সৃষ্টি করার জন্য আমি আপনার নাভিপত্রকল পূর্ণ থেকে উপভোগ করেছি। আপনি যখন নিজা-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন ব্রহ্মাচের সমস্ত গ্রহগুলি আপনার চিন্তার উদরে অবস্থিত ছিল। এখন, নিজা অপসারণ প্রভাভের প্রসূতিতে পদের মধ্যে আপনার নেত্র উদ্বীণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনিই এই জগতের সমস্ত জীবের একমাত্র বন্ধ ও পরমদ্বা এবং সকলের চরণ সুখের জন্য তাঁর বদ্ধ ঐশ্বর্যের দ্বারা তিনি সকলকে পালন করেন। তিনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আমি পূর্বের মতো সৃষ্টি করেছি জল তাঁর স্রষ্টিতে অবস্থিত হতে অস্বস্তিসম্পন্ন হতে পারি, কেননা আমিও তাঁর শ্রিত শরণাগত আত্মাণের একজন।

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই শরণাগত আত্মাদের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর কার্যকলাপ সর্বদাই তাঁর অমূল্য শক্তি রম্যময়ী বা লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমি প্রার্থনা করি, জড় জগতের সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে আমি যেন কেবল তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি যে, আমার এই কার্যকলাপের দ্বারা আমি যেন জড়া প্রকৃতি কর্তৃক প্রজন্মিত হয়ে না পড়ি, কেননা তার কলে নিজেকে হ্রাস বলে মনে করার অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে সক্ষম হব। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অমূল্য। তিনি যখন প্রলায় বারিতে শয়ন করেছিলেন, তখন তাঁর নতি-সংকেত থেকে যে পদ্ম বিকশিত হয়েছিল, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক শক্তিরূপে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমি এখন জগৎকালে প্রকাশিত তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ শক্তিসমূহের প্রকাশে নিযুক্ত আছি। তাই আমি প্রার্থনা করি যে, আমার জড়জাগতিক কার্য সম্পন্ন করার সময় আমি যেন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মার্গ থেকে বিচ্যুত না হই। সেই পুরাণ পুরুষ ভগবান অগ্নির কণাময়। আমি কামনা করি যে, তিনি যেন ঔর্য মন্ত্রন-কমল উদ্বীলিত করে স্নিত হাস্য সহকারে আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তিনি কৃপাপূর্বক সুমধুর রসে উপদেশ প্রদান করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের উদয় সাধন করতে পারেন এবং আমাদের বিদ্যাল দূর করতে পারেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদূর! ব্রহ্মা তাঁর আবির্ভাবের ঊৎস পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর কৃপা লাভের জন্য মন এবং কণীর ক্ষমতা অনুসারে প্রার্থনা করেছিলেন। এইভাবে প্রার্থনা করে তিনি মীথব হয়েছিলেন, কেন তাঁর তপস্যা, জন্মের প্রচেষ্টা এবং ধ্যান করার ফলে তিনি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান দেখেছিলেন যে, ব্রহ্মা বিভিন্ন গ্রহনৈয়কর সৃষ্টি ও পরিকল্পনার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন এবং প্রলায়-বারি দর্শনে অত্যন্ত বিহ্বল হতেছিলেন। তিনি ব্রহ্মার অভিশ্রাব বুঝতে পেরে মস্তীক, চিত্রাঙ্গীল বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মার মোহ অপনোদন করেছিলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান তখন বললেন—“হে কেশব! সৃষ্টিকর্তা সম্পাদনের বিষয়ে তুমি বিহ্বল হও অথবা উবিগ্ন হও না। তুমি আমার কাছে জ প্রার্থনা কর, তা পূর্বই তোমাকে প্রদান করা হয়েছে। হে ব্রহ্মা,

আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য তুমি তপস্যা ও ধ্যান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন কর। সেই কর্মের দ্বারা তুমি তোমার হৃদয়ভিত্তিক থেকে সব কিছু জানতে পারবে। হে ব্রহ্মা! তুমি যখন ভক্তিমোগে সমাহিত হবে, তখন তোমার সৃষ্টিকর্তা, তোমার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমাকে দেখতে পাবে এবং তুমি দেখবে যে, তুমি, সমগ্র জগৎ ও সমস্ত জীব—সকলেই আমার মধ্যে অবস্থিত। তুমি সমস্ত জীবদ্বারা এবং সমগ্র বিশ্বে আমাকে দর্শন করবে, ঠিক যেমন আগুন কাঠের মধ্যে অবস্থান করে। সেই প্রকার দ্বিবা দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার ফলেই কেবল তুমি সর্বপ্রকার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারবে। তুমি যখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের ধারণা থেকে মুক্ত হবে এবং তোমার ইন্দ্রিয়গুলি জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন তুমি আমার সাহসর্বে তোমার গুরু স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। তখন তুমি শুদ্ধ চেতনার অবস্থিত হবে। যেহেতু তুমি অসংখ্যরূপে প্রজা যুক্তি করার কামনা করবে এবং তোমার বিভিন্ন সেকা বিস্তার করার ইচ্ছা করবে তাই এই বিষয়ে তোমার কখনও কোন কষ্ট হবে না, কেননা তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী কৃপা চিরকালের জন্য নিরন্তর বাড়তে থাকবে। তুমি আমি ঋষি এবং যেহেতু প্রজা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হওয়া হবেও তোমার মন সর্বদাই আমাতে নিবিষ্ট, তাই পণ্ড প্রসবকারী রজোগুণ কখনই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যদিও বহু জীবদের নগ্নে আমাকে জানা দুষ্ট, আজ তুমি আমাকে জানতে পেরেছ, কেননা তুমি জান যে আমার রূপ কোন জড় পদার্থ, বিশেষ করে পাঁচটি স্থূল এবং তিনটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে নির্মিত হয়নি। তুমি যখন বিচার করছিলে, যে কলটি থেকে তোমার জন্ম হয়েছে তার নালটি কোন ঊৎস আছে কিনা, তখন তুমি সেই পক্ষ্মণালেও প্রবেশ করেছিলে, তবে তুমি কিছুই খুঁজে পাওনি। কিন্তু সেই সময়ে আমি তোমার অন্তরে আমার স্বরূপ প্রকাশ করেছিলাম। হে ব্রহ্মা! আমার চিন্তার লীলার মহিমা বর্ণনা করে তুমি যে প্রার্থনা করেছ, আমাকে জন্মের জন্য তুমি যে তপস্যা করেছ এবং আমার প্রতি তোমার দৃঢ় নীতি—এই সবই আমার অহৈতুকী কৃপা বলে জেনে। তুমি যে চিন্তার ওপাবলী অনুসারে আমার বর্ণনা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি

প্রত্যক্ষ প্রসন্ন হয়েছি। বিষয়সত্ত্ব মানুষেরা এই কল্মাকে প্রকৃত বলে মনে করে। আমি তোমাকে বল দান করছি, তোমার কার্যকলাপের দ্বারা তুমি যে সমস্ত জগৎকে মহিমান্বিত করতে চাও, তোমার সে কামনা সচল হবে।"

“হে মানুষ ব্রহ্মার মতো প্রার্থনা করে এবং এইভাবে আমার পূজা করে, অর্চনাই তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হবে, কেননা আমিই হকি সর্ব কর প্রদাতা; তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিহিত হচ্ছে যে, সর্ব প্রকার প্রণয়ত গুরুত্ব, তপস্চর্য, হস্ত, দান, যোগ, সমাধি ইত্যাদির চরম লক্ষ্য—আমার সন্তুষ্টিবিধান করা। আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আমি

পরম পরিচালক এবং স্রিয়তম। মানুষ স্রাভিগত কুল এবং সূক্ষ্ম শরীরে প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু তাদের কর্তব্য কেবল আমার প্রতি অনুরক্ত হওয়া। আমার নির্দেশ অনুসরণ করে, পূর্ণ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা এবং সর্ব কারণের পরম কারণ আমার থেকে সরাসরিতাবে তুমি যে স্নেহ প্রাপ্ত হয়েছ, তার দ্বারা তুমি এখন পূর্বের মতো প্রজা সৃষ্টি কর।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য ব্রহ্মাকে এইভাবে বিস্তার করার নির্দেশ দিয়ে আমি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ অধ্বর্তিত হলেন।"



দশম অধ্যায়

সৃষ্টির বিভাগ

শ্রীবিদুর বললেন—“হে মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমাকে বলুন ভগবানের অন্তর্যামের পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর শরীর এবং মন থেকে জীবদের শরীর সৃষ্টি করেছিলেন। হে মহাজানী! দয়া করে আপনি আমার সমস্ত সন্দেহ নিরসন করুন এবং আমি থেকে অন্ত পর্বও আমি আপনাকে যে সব প্রশ্ন করেছি, সে সম্বন্ধে আমাকে জ্ঞানদান করুন।"

সূত গোষামী বললেন—“হে ভগবত! বিদুর কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহর্ষি মৈত্রেয় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সব কিছুই তাঁর হৃদয়ে ছিল এবং তিনি এইভাবে একে একে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন।"

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদূর! পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা এইভাবে একমত দ্বিবা বর্ষ ধরে তপস্যা করেছিলেন এবং নিজেকে গুণবহুত্বিত্তে যুক্ত করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা দেখলেন, যে পথে তিনি অবস্থিত ছিলেন এবং যে জলের ভিতর সেই কলটি উদ্ধৃত হয়েছিল, তার উভয়ই প্রচলিত বায়ুর প্রভাবে কম্পিত

হতিল। দীর্ঘ তপস্যা এবং আত্ম-উপলব্ধির চিন্তার জ্ঞান লাভ করার ফলে ব্রহ্মা স্ববহনিত জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই তিনি জলময় সেই বায়ু সম্পূর্ণরূপে পান করেছিলেন। তারপর তিনি দেখলেন, যে পথে তিনি সমাসীন ছিলেন তা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত, তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন, পূর্বে প্রলায়ের সময় এই কালে যে গ্রহসমূহ নীল হয়েছিল, সেইগুলি তিনি কিভাবে সৃষ্টি করবেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা যুক্ত হয়ে, ব্রহ্মা সেই পদ্মের কর্ণিকাতে প্রবেশ করলেন এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত সেই পল্লটিকে তিনি প্রথমে তিনটি ভাগে এবং তারপর চৌদ্দটি বিভাগে বিভক্ত করলেন। ব্রহ্মা হুগ্নে ব্রহ্মাণ্ডের সবচাইতে মহান ব্যক্তি, কেননা তাঁর পরিচয় চিন্তার জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিপরায়ণ। তাই তিনি বিভিন্ন প্রকার জীবের কলের জন্য চতুর্দশ কুল সৃষ্টি করেছিলেন।"

বিদুর মৈত্রেয়ের কাছ জিজ্ঞাস্য করলেন—“হে প্রভু! হে তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি! দয়া করে শঙ্কত কাল সম্বন্ধে

আপনি বর্ণনা করুন, যা অদ্বৈতকর্ম্য পরমেশ্বর ভগবানের একটি রূপ। সেই শাক্ত কল্পের লক্ষণ কি? কৃষ্ণ কল্পে বিস্তারিতভাবে তা আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।”

মৈত্রেয় বললেন—“পঞ্চম কাল হচ্ছে জড় প্রকৃতির তিনটি ওৎপন্ন পারম্পরিক ক্রিয়ার আদি উৎস। তা অন্তরিকর্তনীয় ও অসীম, এবং তা প্রাকৃত সৃষ্টিতে ভগবানের লীলার নিমিত্ত মাঝ। এই অর্পণ জড়। প্রকৃতিরূপে পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ অলুপ্ত কালের দ্বারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন। তা বিকৃত্যায় প্রভাবে ভগবানের বস্তুগত অস্তিত্বেরূপে অবস্থিত। এই জড় সৃষ্টি এখন যেমন আছে, পূর্বেও তেমনই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। ওৎপন্ন পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সৃষ্টি হয়, এ জড় আরও নটি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি হয়েছে। শাক্ত কাল, জড় উপাদান এবং কোন ব্যক্তির গুণগত কর্মের ফলে তিন প্রকার প্রকার রয়েছে। নয় প্রকার সৃষ্টির প্রথমটি হচ্ছে বহুত্ব বা সমগ্র জড় উপাদানজনিত সৃষ্টি, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে প্রকৃতির গুণগুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে, অহঙ্কারের উদ্ভব হয় যাতে জড় উপাদানসমূহ, ভৌতিক জ্ঞান এবং প্রাকৃত কর্মের উদয় হয়। তৃতীয় সৃষ্টিতে তত্ত্ব বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে এবং তার থেকে উপাদানসমূহের উদ্ভব হয়েছে। চতুর্থ সৃষ্টিতে জ্ঞান এবং কর্মকর্ত্ত সৃষ্টি হয়েছে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জাত দেবতাল্প এক মন হচ্ছে পঞ্চম সৃষ্টি। ষষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে প্রজ্ঞান অহঙ্কার, যার ফলে জীন বুদ্ধিহীনদের মধ্যে আচরণ করে।”

“উপরোক্ত এই সমস্ত সৃষ্টিগুলি ভগবানের বহিঃপ্রকাশের প্রাকৃত সৃষ্টি। এখন আমরা কাকে প্রজ্ঞাতাদের অবতার রূপায় সৃষ্টির বিষয়ে প্রকাশ কর, সৃষ্টি রচনার বিষয়ে বীর মেধা ভগবানেরই প্রজ্ঞা। সপ্তম সৃষ্টি হৃদয়সমূহের সৃষ্টি, তা হয় প্রকার—অস্পৃশ্য (পুষ্পবিশীন কলকন বন্ধ), চরবি (যে গাছ কল পাকলে মরে যায়), লতা, স্বকন্য (কেনু বৃক্ষ), বীকথ (আরোহণে অক্ষম

লতা), এবং ক্রম (পুষ্পসমূহের দ্বারা কলকন)। সমস্ত হৃদয় প্রাণী আত্মবোধে উর্ধ্ব সফরপনীয়। তারা প্রায় অচেতন, কিন্তু তাদের অন্তরে যেমনটি অনুভূতি আছে। তারা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। অষ্টম সৃষ্টি নিম্ন স্তরের প্রাণীদের সৃষ্টি। তারা বিভিন্ন প্রকারের এবং তাদের সংখ্যা অটোশ। তারা অত্যন্ত মূর্খ এবং অজ্ঞ। তারা প্রাণের দ্বারা তাদের অতীত বস্তুকে জ্ঞানতে পারে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে কোন বস্তু স্মরণ করতে অক্ষম। যে বিদ্বৎতম বিদুর! নিম্ন স্তরের পতঙ্গের মধ্যে গাভী, ছাগল, মহিষ, কুক্কর, শূকর, গরু, ঘরু, ঘরু, ভেড়া, উট এরা সকলে দুই পুরবিশিষ্ট। অশ্ব, বজ্র, পর্দভ, গৌর, শরভ এবং চমরী এরা এক পুরবিশিষ্ট। এখন তুমি আমার কাছে পঞ্চ নববিশিষ্ট পতঙ্গের কথা শ্রবণ কর। কুক্কর, শূকর, ব্যাঘ্র, বৃক, বিড়াল, শপক, পক্ষার, শিং, বানর, হস্তী, কূর্ম, কুমির, গোসাপ ইত্যাদি পঞ্চ নববিশিষ্ট প্রাণী। শ্রৌক, শকুনি, বক, বাজ, ভান, চক্ৰক, ময়ূ, হংস, সরস, চক্রবাক, কাক, পেচক ইত্যাদি হচ্ছে পক্ষী। নিম্নগামী খলনালী-বিশিষ্ট যে অনুযাতেশী, তা শুধু এক প্রকার এবং তারা হচ্ছে নবম সৃষ্টি। মানুষদের মধ্যে প্রজ্ঞাতাদের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। তাই মানুষ নানা রকম দুঃখ-দুর্লভের মধ্যেও সর্বদা কর্মতৎপর এবং তারা সর্বপ্রকারে নিজেদের সুখী বলে মনে করে। হে সত্তম বিদুর! এই শেষ তিনটি সৃষ্টি এবং দেবতাদের সৃষ্টি (দশম সৃষ্টি) হচ্ছে বৈকৃত সৃষ্টি, যা পূর্ব বর্ণিত প্রাকৃত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। চতুঃসদয়ের সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয়াক্ষর। কৈবল্যিক দেবসৃষ্টি আট প্রকার—(১) দেব, (২) পিতৃ, (৩) অসুর, (৪) পক্ষ ও অলরা, (৫) বক ও রাক্ষস, (৬) লিক, চারণ ও বিদ্যাদর, (৭) ভূত, প্রেত ও নিশঙ্ক এবং (৮) ক্রুর ইত্যাদি। স্মরণের বস্তু ব্রহ্মা ঐদের সৃষ্টি করেন।”

“এখন আমি মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। পরমেশ্বর ভগবানের প্রজ্ঞাতাদের সৃষ্টিতর্জ্য হুজা অব্যর্থ সকল সহকারে প্রতি ফল সৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন।”

একাদশ অধ্যায়

পরমাণু থেকে কালের গণনা

মৈত্রেয় বললেন—“জড় জগতের যে কৃষ্ণতম অংশ অবিভক্ত এবং সেহরূপে যার গঠন হয় না, তাকে বলা হয় পরমাণু। তা সর্বদা তার অদৃশ্য অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান থাকে, এমনকি প্রলয়ের পরেও। জড় সেই এই প্রকার পরমাণুর সমগ্র, কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই সমগ্র প্রায় ধারণা রয়েছে। পরমাণু হচ্ছে বস্তু কণাগুলির চরম অকণা। বস্তু তাকে বিভিন্ন প্রকারের শরীর নির্মাণ না করে তাদের স্বরূপে দৃষ্ট থাকে, তখন তাদের বলা হয় পরমাণু। ভৌতিক রূপে নিশ্চয়ই অনেক প্রকারের শরীর রয়েছে, কিন্তু পরমাণুর প্রায় সমগ্র অংশ সৃষ্টি হয়। পরমাণু-সম্বন্ধিত শরীরের প্রতিবিম্ব মাশ অনুসারে কালের গণনা করা যায়। কাল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান প্রীতির পতি, তিনি জড় জগতের গোচর হলেও সমস্ত পদার্থের পতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। পরমাণুর আরম্ভকে অতিক্রম করে বৌদ্ধ সমগ্র, সেই অনুসারে পরমাণবিক কালের আরম্ভকে মাশ হয়। যে কাল সমগ্র পরমাণুর সামগ্রিক অব্যক্ত সমষ্টিকে আবৃত করে, তাকে বলা হয় পরম-মহৎ কাল।”

“কাল কালের গণনা নিম্নলিখিতভাবে করা হয়—দুইটি পরমাণুতে একটি অণু এবং তিনটি অণুতে একটি ক্রমসূচী। ক্রমসূচীর মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবর্তি সূর্য্যগির মধ্যে এই ক্রমসূচী দেখা যায়। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ক্রমসূচী উৎসর্গামী হয়ে আকাশের দিকে থাকে। তিনটি ক্রমসূচী সংযুক্ত হতে বৌদ্ধ সমগ্র লগ্নে, তাকে বলা হয় ক্রমটি, এককত ত্রুটি পরিমিত কালকে বলা হয় বেষ। তিন বেষের মিলনে এক লব হয়। তিন লব পরিমিত কালে এক নিমেষ হয়, তিন নিমেষে এক কল হয় এবং পঞ্চ কল এক কাষ্ঠা এবং পঞ্চম কলার এক লব হয়। পনের লবুতে এক নড়িকা হয়, তাকে এক পণ্ড বলা হয়। দুই পণ্ডে এক মুহূর্ত্ত হয় এবং ছয় অম্বা সপ্ত হতে মানুষের গণনা অনুসারে দিন অথবা রাত্রির এক চতুর্থাংশ বা এক প্রহর হয়। চার মাস পরিমিত বর্ষের

দ্বারা নির্মিত চার অণুলি পরিমাপ পঞ্চম কাল হয় পল (চৌক আউল) পরিমিত ভাগপদে একটি দ্বিগুণ করে সেই পাতটি যদি জলে রাখা হয়, তাহলে সেই পাতটি জলে পূর্ণ হতে বসন্তকাল সময় লাগে, সেই সময়কে বলা হয় নড়ি অথবা পণ্ড। চার প্রহরে বা মাসে মানুষের দিন এবং চার প্রহরে রাত্রি হয়। পঞ্চম লবুতে এক পঞ্চ হয় এবং পণ্ড ও কল এই দুই পক্ষে এক মন হয়। দুই পক্ষের সমষ্টিতে এক মাস হয় এবং তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। দুই মাসে এক বর্ষ হয় এবং ছয় মাসে এক অরন হয়, তা দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে দ্বিবিধ। দুই অরনে দেবতাদের এক দিন এবং রাত্রি হয় এবং দেবতাদের সেই দিবাকর মানুষের পনের এক বছর হয়। মানুষের আয়ু এক পত বৎসর। প্রজ্ঞাতালী সক্রম, প্রহ, জ্যোতিষ এবং পরমাণু সমগ্র বিশে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় তাঁর প্রতিনিধি পাঞ্চ কালের প্রভাবে তাদের বীর কলকণে আবর্তিত হচ্ছে। আকাশে সূর্য, বৃহস্পতি, চন্দ্র, নক্ষত্র ও জ্যোতিষের পাঁচটি কক্ষের বিভিন্ন নাম রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের স্ব-সংকেস রয়েছে।”

“হে বিদুর! সূর্য তাঁর অসীম অংশ এবং আলোকের দ্বারা সমস্ত জীবনের প্রাপক করেন। তিনি সমগ্র জীবের আয়ু কয় করেন যাতে তারা যাবত বস্তু থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তিনি স্বর্গে উন্নীত হওয়ার পথ প্রদান করেন। এইভাবে তিনি প্রচণ্ড পতিতে মহাকালে পরিশ্রম করেন এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে প্রতি পাঁচ বছরে একবার পূজার ব্যবস্থা নেওয়া সর্বকালে তাঁকে প্রজ্ঞা নিকেন করা।”

বিদুর বললেন—“আমি এখন পিতৃলোকের, কালিলোকের এবং মনুজ্যলোকের অধিবাসীদের আয়ুগণনা সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। এখন আপনি দয়া করে সেই সমগ্র জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ জীবনের আয়ু সম্বন্ধে কখন কাল কল্পের লীলার অতীত। হে চিন্তার শক্তিসম্পন্ন! আপনি

পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণকারীকরণ শব্দত কালের গতিবিধি সহজে অবগত। আপনি যেহেতু আত্ম-উদবেগে, তাই আপনি আপনার দিবা দৃষ্টির প্রভাবে সব কিছু সন্দেহ করতে পারেন।"

মৈত্রেয় বলিলেন—“হে শিষ্য! চার যুগকে বলা হয় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ। এই চার যুগের সমন্বয়ে যে সময়, তা দেবতাদের বার হাজার বছর। সভ্যযুগের দ্বিতিকাল দেবতাদের ৪,৮০০ বছরের সমান, ত্রেতাযুগের দ্বিতিকাল দেবতাদের ৩,৬০০ বছরের সমান; দ্বাপর যুগের দ্বিতিকাল দেবতাদের ২,৪০০ বছরের সমান; এবং কলিযুগের দ্বিতিকাল দেবতাদের ১,২০০ বছরের সমান। প্রতিটি যুগের প্রথম এবং শেষ সন্ধিকাল, যা পূর্বের উল্লেখ অনুসারে কেবলমাত্র কয়েক সত বৎসর, তাহেই অতিজ্ঞা স্মৃতিসিদ্ধি বৃদ্ধি বলা থাকে। এই সন্ধিকালে সমস্ত প্রকার ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।"

“হে শিষ্য! সভ্যযুগে মানুষ যথার্থ রীতি অনুসারে পূর্ণরূপে ধর্মের আচরণ করত, কিন্তু অন্য যুগে অধর্মের বৃদ্ধির ফলে এক এক পাশ করে ধর্মের হ্রাস পেতে থাকে। ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোকের) ঐক্যে ব্রহ্মার লোকে এক হাজার চতুর্দশ এক দিন হয়। তেমনই ব্রহ্মার রাত্রিকালও ততখানি, এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সেই সময় নিদ্রা নান। ব্রহ্মার নিশাফে বহন ব্রহ্মার দিন শুরু হয়, তখন পুনরায় ত্রিলোকের সৃষ্টি শুরু হয় এবং তখন চতুর্দশ মনুর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। প্রত্যেক মনু একজনের চতুর্দশের কিছু অধিক কাল পর্যন্ত স্বীকণ উপভোগ করেন। প্রত্যেক মনুর অবসানে, তাঁদের বংশধরগণ-সহ পরবর্তী মনুর আকর্ষণ হয়, যিনি বিভিন্ন গৃহমণ্ডল শাসন করেন, কিন্তু সবধর্মগণ এবং ইশ্বের মতো দেবতাপন ও গর্ভবদের মতো তাঁদের অনুপ্রাণীকরণ সকলেই মনুর সঙ্গে যুগপৎ আবির্ভূত হন। সৃষ্টিতে ব্রহ্মার দিব্যভাষে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের আবর্তন হয় এবং সকাল কর্ম অনুসারে, সোমকাল্য তিথ্যক, মনুষ্য, দেব ও গিতৃগণ আদি অধিবাসীদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। প্রত্যেক মনুগণ, পরমেশ্বর ভগবান মনু এবং অন্যান্য অবতাররূপে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশ করে আবির্ভূত হন। এইভাবে তাঁর শক্তিকে প্রকাশন করে তিনি বিশ্বের শাসন করেন।

দিনান্তে, ত্রয়োত্তমের ক্ষুদ্র অংশের অধীনে, বিশ্বের শক্তিশালী অভিব্যক্তিও ব্যতির অক্ষকার লীন হয়ে যায়, শাশ্বত কালের প্রভাবে অসংখ্য জীব তখন প্রকৃতিে বিলীন হয়ে থাকে এবং তখন সব কিছু নীরবে হয়ে যায়। ব্রহ্মার নখন রাত্রি শুরু হয়, তখন লোকত্রয় জন্মায় হয়ে যায় এবং ঠিক সাধারণ ব্যতির মতো তখন চন্দ্র ও সূর্য নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়। সর্গবদের মুনিসেবিত অধির ফলে এই প্রলয় হয় এবং তখন মহর্ষ্যের অধিবাসী ভূগু আদি ঋষিগণ ত্রিলোকসংস্কারী প্রকৃতি অধির তামে নীড়িত হয়ে জনলোকে গমন করেন। প্রলয়ের শুরুতে সমস্ত সমুদ্র বর্ধিত হয় এবং প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরঙ্গসমূহ উদ্বেলিত হয়ে, দ্রিভুকনকে পরিপ্রাণিত করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তখন মুনিত নরনে জলের উপর অসন্ত লখ্যার পয়ন করেন এবং জনলোকের অধিবাসীরা তখন কৃতান্তলিপুটে তাঁর ভব করেন। এইভাবে ব্রহ্মাসহ প্রত্যেক জীবের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন লোকে কালের গতি অনুসারে সবকোরেই আয়ু একসত বৎসর। ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ু দুর্ভাগে বিভক্ত। তাঁর আয়ুর প্রথম অর্ধভাগ ইতিমধ্যেই গত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধ এখন চলছে। ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব পর্যায়ের প্রারম্ভে ব্রহ্মা-কল নামক কল ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়েছিল। তেদের আবির্ভাব এবং ব্রহ্মার জন্ম একসঙ্গে হয়েছিল। প্রথম ব্রহ্মা-কলের পরের কলকে বলা হয় পাত্ম-কল, কেননা সেই কলে ভগবান শ্রীহরির নতি সরোবর থেকে ব্রহ্মাওরূপে কল বিকশিত হয়েছিল। হে ভগবত! ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কল ব্যাহ-কল নামেও প্রসিদ্ধ, কেননা সেই কলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি কলারূপে অবতরণ করেছিলেন। ব্রহ্মার জীবনের দুটি পরাধকাল, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিকার-রহিত, জনন্ত এবং স্বর্ষ অগতের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের এক নিমেষ মাত্র।"

“শাশ্বত কাল সকলই পরমাপু থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীকনকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনের নিয়ন্ত্রিত কিন্তু জে সঙ্কেত ও পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল কেবল তাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বাক্য সেহেতেনার দ্বারা প্রভাবিত, এমনকি সভ্যলোক পর্যন্ত বা ব্রহ্মাওর অন্যান্য উচ্চতর লোকেও কালের এই প্রভাব বিনামূল। আটটি জড় উপলব্ধির সমন্বয়ে যোড়শ প্রকার বিকার

লোকে প্রকাশিত এই যে ব্রহ্মাও, তার অভ্যন্তর পঞ্চাশ কোটি বোজান বিস্তৃত এবং নিম্নলিখিত আকরণের দ্বারা আবৃত। ব্রহ্মাওকে আবৃত করে যে সমস্ত তত্ত্ব, তা উত্তরোত্তর মনস্তপ অধিক বিস্তৃত এবং সমস্ত ব্রহ্মাওগুলি

এক বিশাল সমন্বয়ে পরমাপুর মতো প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বব্যবরণের পরম কারণ বলা হয়েছে। এইভাবে বিস্তৃত চিন্ময় ধাম নিঃসন্দেহে শাশ্বত এবং তা সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস মহাবিশ্বরূপে খান।"

ক ক ক

দ্বাদশ অধ্যায়

কুমার ও অন্যান্যদের সৃষ্টি

মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন—“হে অভিজ্ঞ শিষ্য! এতক্ষণ আমি আপনার কাছে পরমেশ্বর ভগবানের কল নামক রূপের মহিমা কণা করলাম। এখন আপনি আমার কাছে কোণর্ড ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন।"

“ব্রহ্মা প্রথমে জীবের স্বরূপের অপ্রকাশক ভব, দেহমিহে অহংবুদ্ধি এবং মোহ ও ভোগের ইচ্ছা, তামিহ বা ভোগেচ্ছার কথা থেকে ত্রোশের সঞ্চার, অক্ষতামিহ বা ভোগ্যবস্তুর নেশ আমার মৃত্যু ঘটল এইরূপ বুদ্ধি—এই সমস্ত এবং অন্যান্য অজ্ঞান বৃত্তিসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রকার ভ্রমোৎপত্ত সৃষ্টিতে নান্দীয়ারী কৃত্য বলে সন্দেহ করে, ব্রহ্মা তাঁর কার্যকলাপে অধিক অনন্য অনুভব করেননি এবং তাই তিনি ভগবানের ধান করার মাধ্যমে তাঁর অন্তরকরণ নির্মল করে অন্যান্য সৃষ্টি শুরু করেছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মা কল, সন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারজন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন উদ্বর্তিতা এবং তাই তারা জড়জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর পুত্রদের সৃষ্টি করে তাঁদের বললেন, “হে পুত্রগণ! এখন তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর।” কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে, মোক্ষার্থনিষ্ঠ কৃপারূপে সেই অর্থে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদের পিতার আদেশ গালন করতে অস্বীকার করার ফলে, ব্রহ্মার অজ্ঞারে দুর্বিষহ ত্রেনশ উৎপন্ন হয়েছিল, যা তিনি তখন সংবরণ করতে চেষ্টা

করেছিলেন। যদিও তিনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তা তাঁর আর মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং তৎক্ষণাৎ নীল-লোহিত বর্ণের একটি শিও উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর অজ্ঞের পর তিনি ক্রন্দন করতে করতে কলতে লাগলেন—“হে বিখ্যাত! হে জগদ্বন্দক! দয়া করে আপনি আমার নন্দ ও স্থানসমূহ নির্দেশ করে দিন।” পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মা তখন মৃদু ব্যাক্যের দ্বারা সেই ব্যক্তিটিকে শান্ত করেন এবং তাঁর অনুগ্রহে স্বীকার করে বললেন—“ক্রন্দন করো না। তুমি যা চেয়েছ তা আমি অংশাই করব।” তারপর ব্রহ্মা বললেন—“হে সুর্যপুত্র! যেহেতু তুমি উৎকর্ষিত হয়ে ক্রন্দন করেছ, তাই প্রজাসমূহ তোমাকে ক্রয় নামে অভিহিত অর্থাৎ। হে পুত্র! হনয়, ইন্দ্রিষ, প্রাশবাবু, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও তপস্যা—এই সমস্ত স্থান আমি পূর্বেই তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছি। ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় কুমার ক্রয়! তোমার এগারটি আরও নাম রয়েছে, সেইগুলি হচ্ছে—মনু, যমু, মহিনস, মহান, শিব, যতধন, উগ্রব্রহ্ম, ভব, কল, বাসুদেব ও পুত্রহত। হে ক্রয়! ব্রহ্মাণী নামক তোমার একমাত্র পত্নীও রয়েছে এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিবুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও বীক। হে প্রিয় কুমার! এখন তুমি তোমার এবং তোমার বিভিন্ন পত্নীদের জন্য এই সমস্ত নাম এবং নির্দিষ্ট স্থান স্বীকার কর এবং যেহেতু তুমি একজন প্রজাপতি, তাই তুমি ব

প্রজা সৃষ্টি কর।' সবচাইতে শক্তিশালী রক্ত বীর সেহের বর্ণ নীল ও লাল রঙের মিশ্রণ, তিনি তাঁরই মতো আকৃতি, শক্তি ও উন্নত স্বভাবসম্পন্ন বহু সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছিলেন। রক্ত থেকে সৃষ্টি তাঁর অসংখ্য পুত্র এবং পৌত্রগণ সমবেত হয়ে অগণ প্রাণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই পরিস্থিতি দর্শন করে ভয়ভীত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কহিলে কলেন—‘হে সুরভেট! এই প্রকার প্রজা সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের চক্ষুনির্গত প্রকৃতিত অধির দ্বারা নিরাসমূহ ফসে করতে শুরু করেছে এবং তারা আমাকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। হে পুত্র! তুমি তপস্যার অনুষ্ঠান কর, যা নিম্নলিখিত জীবের পক্ষে মঙ্গলকর এবং যা তোমারও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন করবে। তপস্যার প্রভাবেই পূর্ব করের মতো তুমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারবে। তপস্যার দ্বাবাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়, যিনি সবলের হৃদয়ে বিরাটরূপে হওয়া সত্ত্বেও ইজিরে উপলব্ধির অতীত।’

ঐমত্রেয় কলেন—‘এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, রক্ত তাঁর বেদপতি ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে তপস্যা করার জন্য কন্যে প্রবেশ করলেন। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে, সন্তান-সন্ততি বিতার করার জন্য সপটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। মরীচি, অগ্নি, অস্মিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও দশম পুত্র দ্বারা এইভাবে কল্পগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মার শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ নিন্ত ভাস্কর থেকে নরদের জন্ম হয়েছিল। বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল তাঁর নিখোদ থেকে, দক্ষ তাঁর বৃদ্ধসুতি থেকে, ভৃগু তাঁর স্বক থেকে এবং ক্রতু তাঁর হস্ত থেকে। পুলস্ত্য কন থেকে, অস্মিরা হৃৎ থেকে, অগ্নি নেত্র থেকে, মরীচি মন থেকে এবং পুলহ ব্রহ্মার নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মার বে কন্যে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ অবস্থান করেন, সেখানে থেকে বর্ষ উৎপন্ন হয়েছিল এবং অধর্ম তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অধর্ম থেকে লোকের ভয়াবহ বৃত্তা সংঘটিত হয়। কাম ও বাসন ব্রহ্মার হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, জ্ঞান তাঁর ক্র্যুপালের মধ্য থেকে, লোভ তাঁর অধরের মধ্য থেকে, ক্রোধ তাঁর মুখ থেকে, সমূহ তাঁর শির থেকে, সমস্ত

পাপের উৎস সব রকম ক্রিয়মাণ কার্যকলাপ তাঁর মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বর্ষমানসী দেবদুর্ভাগে পতি যদর্শি কর্তব্য ব্রহ্মার হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে জগতের সমস্ত বস্তু ব্রহ্মার শরীর অথবা মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে।’

‘হে বিদুর! আমরা শুনেছি যে, ব্রহ্মার বাক্য নারী এক কন্যা ছিলেন, যিনি তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা কামে উদ্যত হয়ে তাঁকে অভিলাষ করেছিলেন, কিন্তু সেই কন্যা নির্বিকার্য ছিলেন। মরীচি প্রমুখ ব্রহ্মার পুত্রেরা এইভাবে তাঁদের পিতাকে বিভ্রান্ত করে আনৈতিক আচরণ করতে দেখে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে কলেন—‘হে পিতা! এই প্রকার কর্ম আর কলে আপনি নিজেকে সমন্যায়িত করছেন, যা পূর্বে কোন ব্রহ্মা কখনও করেননি, অন্য কেউ করেনি, অথবা পূর্ব করে আপনিও করেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে সহন করবে না। এই ব্রহ্মাও আপনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাহলে কিভাবে আপনি আপনার কন্মার সঙ্গে বৌদ সম্পর্কে দ্বিষ্ট হতে চান এবং আপনার সেই বাসনাকে সংবর্ত করতে পারেন না? আপনি যদিও সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি, তবুও এই আচরণ আপনার শোভা পায় না কেননা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য মনসগত আপনায় চরিত্রের অনুসরণ করে। আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করি, যিনি অস্বহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বীর জ্যোতির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য তিনি যেন দয়া করে কর্মকে রক্ষা করেন।’ প্রজাপতিদের শিষ্ট ব্রহ্মা তাঁর পুত্র সমস্ত প্রজাপতিদের এইভাবে কলতে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর শরীর ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সেই শরীর তখন সর্বদিকে অক্ষকারে উন্নত কৃষ্ণকটিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল।’

‘কোন এক সময়, বর্ষন ব্রহ্মা টীকা করছিলেন, কিভাবে তিনি বিগত করের মতো বিশ্ব সৃষ্টি করবেন, তখন তাঁর চার মুখ থেকে বিবিধ জ্ঞান সমন্বিত চতুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্নিহোত্র বকের চার প্রকার উপকরণ—বসুমান (মহুগায়ক), হোতা, অগ্নি এবং উপবেদের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত কর্ম প্রকাশিত

হয়েছিল। তখনপর ধর্মের চারটি তত্ত্ব (সত্র, তপ, দত্তা ও শৌচ) এবং চারটি ধর্মের কর্তব্য সব কিছুই প্রকাশিত হয়।’

বিদুর কলেন—‘হে তপোধন মহর্ষি! দয়া করে আপনি আমার কাছে বিবরণ করুন, কিভাবে এবং কার সাহায্যে ব্রহ্মা তাঁর মুখনিঃসৃত বৈদিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।’

ঐমত্রেয় কলেন—‘ব্রহ্মার পূর্বসি মুখ থেকে বহাভরে কক, যজু, সাম ও অধ্বর্ষ এই চারটি বেদ প্রকাশিত হয়। তারপর, পূর্বে অনুভূত বৈদিক যজু, ইক্যা (পৌরোহিত্য), তত্ত্বিজোমের প্রতিপাদ্য বিধ, প্রাশস্তিত (চিন্ময় কার্যকলাপ) ব্রহ্মাধ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, যুদ্ধকলা, সঙ্গীতকলা ও স্থাপত্য বিজ্ঞান—এই সমস্ত বেদ থেকে রচনা করেছিলেন। এইগুলি তাঁর পূর্ব মুখ থেকে শুরু করে একে একে প্রকাশিত হয়েছিল। বেহেতু তিনি সমস্ত জাতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি তখন তাঁর সমস্ত মুখ থেকে পঞ্চর বেদ—পুরাণ ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের বক (বোড়নী, উৎখ, পূরীষি, অগ্নিষ্টোম, আগ্র্যার্থ্য, অতিরাত্র, বাকপের ও লোসব) ব্রহ্মার পূর্ব মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যা, দান, তপস্চর্চা ও সত্য—এইগুলিকে ধর্মের চারটি পালা হয় এবং সেইগুলি জ্ঞানবান জ্ঞান জীবনের চারটি আশ্রম এবং বৃষ্টি অনুসারে চারটি বর্ষভাগ রয়েছে। ধর্মাবাহিক ক্রম অনুসারে ব্রহ্মা সেইগুলি সৃষ্টি করেছেন। তারপর সাক্ষি বা মিত্রদের উপনয়ন সংস্কার, প্রজাপতি বা বর্ষব্যাপী ব্রত অবলম্বন, ব্রাহ্ম বা বেদ গ্রহণ, বৃহস্পতি বা জামরগ শৈলিক ব্রহ্মচর্চ, বার্জ বা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবিকা-নির্বাহ, সজ্ঞ বা কাজনদি ইতি, শালীন বা অব্যাহিত বৃষ্টি এবং শিলোহ বা পরিষ্ঠাত পদ্য সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ—এই সমস্ত গৃহের কঠোরসমূহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন। বনগ্রহ আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—বৈখানস, বাসকিল্য, ঐদুহর ও কেনপ। সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি বিভাগ হচ্ছে—কুটীচক, বহুদাসক, হংস ও নিষ্ক্রিয়। এইগুলি ব্রহ্মার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তর্কবিদ্যা, বেদ-নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য, আইন-শৃঙ্খলা, মীতিশাস্ত্র এবং

প্রসিদ্ধ যজু ভূম, ভূম ও স্ব, এই সবই ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রথম ঔৎসর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর হৃদয় থেকে। তারপর সর্বশক্তিমান প্রজাপতির দেহের লোম থেকে উৎকিক নামক বৈদিক ছন্দ, ত্বক থেকে প্রধান বৈদিক যজু গায়ত্রী, মাস থেকে ত্রিষ্টুপ, শ্রাবু থেকে অনুষ্টুপ এবং অগ্নি থেকে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে। পদ্য লেখার কল বা পণ্ডিত তাঁর মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং বৃহতী নামক আর এক প্রকার ছন্দ প্রজাপতির প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মার আশ্রা থেকে স্পর্শক, সেই থেকে স্বরকর্ষ, ইজির থেকে উত্কর্ষ, বল থেকে জন্তুত্বর্ষ এবং তাঁর ইজিরের কার্যকলাপ থেকে সঙ্গীতের সাতটি স্বর উদ্ভূত হয়েছে। শব্দ-ব্রহ্মের উৎসব্রহ্ম ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং তাই তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধারণার অতীত। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরম তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং তিনি বিবিধ শক্তি-সম্বিত।’

‘তারপর ব্রহ্মা অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করেছিলেন, বার স্বাক্ষরে বৌদজীবন নির্বিক্ত ছিল না, এইভাবে তিনি সৃষ্টিকর্মে মনোনিবেশ করেছিলেন। হে কৌরব! ব্রহ্মা কখন দেখলেন যে যদ্যদীর্ঘবান কবিরের উপস্থিতি সাক্ষ্যে জনসংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল না, তখন তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।’

ব্রহ্মা যেন যেন কলেন—‘আহা কি আশ্চর্য! আমি সর্বদা সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃত রয়েছি, তবুও আমার প্রজাসমূহ বিস্তার লাভ করছে না। দৈব ছাড়া এই পূর্ত্যায়ের আর অন্য কোন কারণ নেই। এইভাবে তিনি বন্দন চিন্তামগ্ন ছিলেন এবং মৈকশক্তি স্রীকাল্য করছিলেন, তখন তাঁর বেহ থেকে আরও দুইটি সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছিল। সেইগুলি ব্রহ্মার বেহ বলে চিন্তা। সব্য বিত্ত মেহ দুটি বৌদ সম্পর্কের দ্বারা বৃদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বরকৃষ যজু নামে পরিচিত হন এবং যিনি স্ত্রী তিনি মহত্বা হনুর মহিবী শতরূপা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই সময় থেকে মৈধুন-ধর্মের দ্বারা প্রজাসমূহ বীয়ে বীয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। হে ভরত! বহাসমতে তিনি (মনু) শতরূপ থেকে পাঁচটি সন্তান প্রাপ্ত হয়েছিলেন—দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও

উদ্ভাসমান এবং তিনটি কন্যা আকৃতি, দেহকৃতি ও প্রসূতি। দান করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে গজের মিনা পিতা মনু তাঁর প্রথম কন্যা আকৃতিতে কৃতি নামক কথিকে দান করেন। তাঁদের থেকে সমগ্র জগৎ জনসংখ্যায় পূর্ণ দান করেন, অর্থাৎ কন্যা দেহকৃতিতে কর্দ্দম নামক কথিকে দান করেন।

☆ ☆ ☆

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজন্! মহর্ষি মৈত্রেয় কাছ থেকে এই সমস্ত পুণ্যতম বার্তা শ্রবণ করার পর, বিদুর ভগবান যাসুদেবের কথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যা তিনি আনন্দপূর্বক জনতে চেয়েছিলেন।”

বিদুর বললেন—“হে মহর্ষি! ব্রহ্মার পুত্র বায়স্তুব তাঁর প্রিয়তম পত্নীকে লাভ করার পর কি করেছিলেন? হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি তাম্বারাজেশ্বর (যনু) ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহান ভক্ত এবং তাই তাঁর উদাত্ত চরিত্র ও কার্যকলাপ শ্রবণযোগ্য। দয়া করে আপনি তা বর্ণন করুন। আমি তা শুনতে অত্যন্ত উৎসুক। যারা সন্তোষের কাছ থেকে পরিপ্রসঙ্গপূর্বক দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্রবণে প্রবৃত্ত, তাঁদের শুদ্ধ ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে শুদ্ধ ভক্তদের মূখ থেকে শ্রবণ করা উচিত। শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তাঁদের হৃদয়ে ভক্তদের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের ধ্যান করেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান প্রসঙ্গ হারে বিদুরের আশ্রিত তাঁর শ্রীপাদপঙ্খ স্থাপন করেছিলেন, কেননা বিদুর ছিলেন অত্যন্ত বিনীত ও ত্রিভু। মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরের কথায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন এবং তাঁর মনোভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি জনতে গুরু করেছিলেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—“মানবজাতির পিতা মনু তাঁর পত্নীসহ আবির্ভূত হয়ে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ব্রহ্মার প্রতি যুক্তকরে প্রণতি নিবেদন করার পর,

এইভাবে বলেছিলেন। আপনি সমস্ত জীবের পিতা এবং তাদের জীবিত নির্বাহের উৎস, কেননা তারা সকলে আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দয়া করে আপনি আমাদের আদেশ করুন, কিভাবে আমরা আপনায় সেবা করতে পারি। হে পুত্রমহী! আপনি আমাদের কর্মক্ষমতা অনুসারে কর্তব্য সম্পাদন করার নির্দেশ দান করুন, যাতে আমরা তা অনুসরণ করে ইহলোকে যশোলাভ করতে পারি এবং পরলোকে সদগতি প্রাপ্ত হতে পারি।”

ব্রহ্মা বললেন—“হে প্রিয় পুত্র! হে কিতীশ্বর! তুমি নিম্নপটে আন্তরিকভাবে শিক্ষা লাভের জন্য আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমাদের উভয়ের সর্বাধীন মঙ্গল কামনা করি। হে বীর! নিজের সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের আদর্শ দৃষ্টান্ত তুমি প্রদান করবে। গুরুজনদের প্রতি এই প্রকার শ্রদ্ধা বাঞ্ছনীয়। যিনি ইর্ষার সীমায় অতীত এবং সংযতচিত্ত, তিনি মহানপে নিজের আদেশ স্বীকার করেন এবং তাঁর পূর্ণ কর্মতা অনুসারে তা পালন করেন। যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত আত্মপারদর্শক পুত্র, তাই আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তোমার পত্নীর গর্ভে তোমারই মতো গুণাবলীসম্পন্ন সন্তান উৎপাদন কর। ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে পুত্রবী পালন কর এবং এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের অরাগন কর। হে রাজন্! তুমি যদি জড় এগতে জীবদেহ বধায়তনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পার, তাহলে সেটিই

হবে আমার প্রতি তোমার শ্রেষ্ঠ সেবা। পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখবেন যে, তুমি যজ্ঞ জীবদেহের সুস্বভাবের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, তখন হর্বাঙ্কল শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। জনার্জন (শ্রীকৃষ্ণ) রূপে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে ঈশ্বরসাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে মনুষ্যের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। তিনি হজ্জেন পরম আশা এবং তাই তারা তাঁর সন্তুষ্টিবিধান না করে, তারা অল্পই স্বার্থ রক্ষার অর্থহীন করে।”

শ্রীমনু বললেন—“হে সর্বশক্তিমান প্রভু! হে সর্বপালন্যক! আমি আপনার আদেশ পালন করব। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আমার স্থান তোমার এক আমার থেকে উৎপন্ন প্রজাদের স্থান কোথায়। হে দেবদেব! আপনি কৃপা করে প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করার প্রযত্ন করুন, কেননা তা হচ্ছে সমস্ত জীবদের বাসস্থান। আপনার প্রচেষ্টা ও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তা করা সম্ভব হবে।”

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“এইভাবে জনময় দেখে, ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করেছিলেন, কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায়। ব্রহ্মা ভাবলেন, আমি যখন সৃষ্টিস্বার্থে মগ্ন ছিলাম, তখন পৃথিবী জলময়িত্ব হারে সমুদ্রের গভীরে থমক রয়েছে। সৃষ্টি রচনার কার্যে ব্যস্ত আমি একমুখি করতে পারি? সবচাইতে ভাল হয় যদি সর্বশক্তিমান ভগবান আমাদের নির্দেশ দেন। হে সিন্ধুগণ বিদুর! ব্রহ্মা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন মহাশয় তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে একটি বরাহরূপ বহির্গত হয়েছিল। সেই বরাহটির আয়তন ছিল অদূর্ত পরিমাণ। হে ভারত! ব্রহ্মার সম্বন্ধে সেই বরাহ আকাশস্থ হয়ে, এক মহাকায় হস্তীর মতো এক বিশাল আকার ধারণ করেছিল। আকাশে অবস্থিত আশ্চর্যজনক সেই বরাহরূপ মণি করে বিশ্বব্যাপ্তিভূত হয়ে, মরীচি প্রমুখ ব্রাহ্মণ, কুমারগণ ও কনুসহ ব্রহ্মা নানা প্রকার স্তম্ভ-বিনষ্ট করতে লাগলেন। কোন অসামান্য ব্যক্তি কি ছায়াবেশে শূকররূপে আবির্ভূত হয়েছেন? একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তিনি আমার নাসারন্ধ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমে এই বরাহ অগুপ্ত পরিমাণ দৃষ্ট হয়েছিল এবং কবির মতোই

তা বিশাল পাবনের মতো হয়েছে। তাঁর কলে আমার মন বিকৃত হয়েছে। ইনি কি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু? ব্রহ্মা যখন তাঁর পুত্রগণসহ এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশাল পর্বতের মতো প্রচণ্ড গর্জন করেছিলেন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অসামান্য ক্ষমতার দ্বারা পুনরায় গর্জন করে, ব্রহ্মা ও অন্য সমস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদের আনন্দবিধান করেছিলেন এবং সেই কনিষ্ঠ চতুর্দিকে প্রতিফলিত হয়েছিল। যখন জনলোক, তপোশ্রম ও সত্যলোকের অধিবাসী মহান মুনি ও ঋষিগণ ভগবান বরাহদেবের সেই প্রচণ্ড গর্জন শ্রবণ করেছিলেন, যা ছিল পরম কণ্ঠস্বর ভগবানের সর্ব মঙ্গলময় বাণী, তখন তারা তিন বেন থেকে পর্বত যজ্ঞ উচ্চারণ করেছিলেন। মহান ভক্তদের বৈদিক যজ্ঞ উচ্চারণের উত্তরে, একটি গাজেশ্বর মতো ব্রীড়ী করতে কবডে তিনি পুনরায় গর্জন করে জলে প্রবেশ করেছিলেন। ভগবান হজ্জেন বৈদিক যজ্ঞের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভক্তদের প্রার্থনা তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য জলে প্রবেশ করার পূর্বে, ভগবান বরাহদেব তাঁর পুঞ্জ উত্তোলন করে আকাশে উত্তীর্ণ হতেন, তখন তাঁর কাঁধের কর্ণে কেশসমূহ তম্পিত হতেন। তাঁর দৃষ্টিপাত ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং তিনি তাঁর বুকের দ্বারা ও উজ্জ্বল ওজস্বল হস্তের দ্বারা আকাশের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ভগবান বিষ্ণু এবং তাই তিনি ভীষ্ম, ভদ্র ও শূকর-শরীর ধারণ করার জন্য তিনি ভ্রমণে দ্বারা পৃথিবীর অধোবন করেছিলেন। তাঁর মন ছিল অত্যন্ত তরঙ্গিত এবং তিনি তাঁর ভুবকারী ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এইভাবে তিনি জলে প্রবেশ করেছিলেন। বিশাল পর্বতের মতো জলে নিশ্চিন্ত হয়ে, বরাহদেব মহাসমুদ্রের অধ্যভলব বিদীর্ণ করেছিলেন, তখন দৃষ্টি অতি উচ্চ তরঙ্গ সমুদ্রের বাল্ল মতো গুপ্ত হয়েছিল এবং যখন ছুরেছিল সমুদ্র কেন ভয়ে গুরুতর দীর্ঘ বাহু বিস্তার করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ‘হে স্বকেশ্বর! আমাকে এইভাবে বিতর্ক করবেন না। দয়া করে আপনি আমাকে ব্রহ্ম করুন।’ ভগবান বরাহদেব তাঁকে বঙ্গের মতো বুকের দ্বারা জলাকে বিদীর্ণ করেছিলেন এবং অসীম সমুদ্রের সীমা

প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল পৃথিবীকে সৃষ্টির পূর্বের মতো শায়িত করেছিলেন এবং তখন তিনি স্বয়ং তাকে উত্তোলন করেছিলেন। ভগবান ব্রাহ্মসেব অকল্যাণক্রমে পৃথিবীকে তাঁর বশবর্ত্ত করে জল থেকে উত্তোলন করলেন। তখন তাঁর রূপে চতুর্ভুজ আলোকিত হয়েছিল। সেই সময় তাঁর ত্রেম সূক্ষ্ম চক্রে মতো উদ্ভীষ্ট হয়েছিল। তিনি ভগবান সৈন্ত হিরণ্যকশ্যপকে বধ করেছিলেন, যদিও সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেড়া করেছিল। তারপর ভগবান ব্রাহ্মসেব জলের মধ্যে সেই সৈন্তকে নহর করলেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ হতীকে নহর করে। ভগবানের গণেশ ও ভিত্তা দৈত্যের রক্তে আরতিম হয়েছিল, ঠিক যেমন গজের গৈরিক মূর্ত্তিক খন করার সময় আরতিম হয়ে ওঠে। তখন ভগবান এক পশ্চিমের মতো ঈড় করতে করতে তাঁর গুহ বশবর্ত্তভাবে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন। তাঁর অক্ষকান্তি ছিল তমালের মতো নীলাভ এবং তাই ব্রহ্মা প্রমুখ মহর্ষিগণ ক্রমে পেরেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁরা তাঁকে তাঁদের সত্রাজ্ঞ মণ্ডি নিবেদন করেছিলেন।

“পতীর শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত কথিতা তখন বলেছিলেন—‘হে অজিত! হে বজ্রভাঙ্গ! আপনি সর্বভোক্তা হইয়া যুক্ত হোন। আপনি সমস্ত বৈদ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে ক্রিয় করছেন। আপনার বিগ্রহের রোমকূপে যজ্ঞসম্পন্নমুহ নিমজ্জিত হইতে রয়েছে। কোন কারণবশত (পৃথিবীকে উত্তোলন করার জন্য) আপনি এখন বহ্যহস্তে পরিগ্রহ করেছেন। হে ভগবান! আপনার শ্রীমূর্ত্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পৃথিবী, ভিত্তি দ্বারা দুর্গা জগৎ ও মন্দির করতে পারে না। নারদী এবং অন্য সমস্ত বৈদিক মন্ত্র আপনার হৃদয়ের স্পর্শে বিরাজমান। আপনার শরীরের রোমবলীতে কৃষ্ণ রস, আপনার নেত্রে মৃত এবং আপনার চর নাভে চর প্রকার কর্ত্ত বিরাজ করে। হে ভগবান! আপনার ভিত্তি যজ্ঞ, আপনার মণ্ডিক যজ্ঞ, আপনার উদর ইজ এবং আপনার কর্ণিকের চন্দন। আপনার মুখে ব্রহ্মভাষ্য পাঠ্য প্রসিদ্ধ, আপনার গলা এহা নামক সোমপাত্র এবং আপনি বা চর্চন করুন তা হচ্ছে অগ্নিহোত্র। অধিকন্তু, হে ব্রহ্ম! স্বর্গের

আপনার অবতরণ হচ্ছে সর্বপ্রকার নীকার বাসনা। আপনার শ্রীমূর্ত্তি তিন প্রকার ইজার ক্রম এবং আপনার মন্দির নীকার ক্রম এবং সমস্ত বাসনার সমাপ্তি। আপনার ভিত্তি নীকার প্রাবৃত্তিক কর্ত্ত, আপনার মন্দির হোমরহিত অগ্নি ও উগাসনার অগ্নি এবং আপনার শ্রীমূর্ত্তি বাসনার সমাপ্তি। হে ভগবান! সোম নামক যজ্ঞ আপনার বীর্ষ। আপনার বৃত্তি প্রত্যেকের নীকার আচর অনুষ্ঠান। আপনার হৃদয় অগ্নি সত্ত্ব গুণে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের সত্ত্ব উপদান। আপনার দেহশক্তি দ্বারা সিন্ধ্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের প্রতীক। তাই আপনি সোম ও অসোম উভয় প্রকার সমস্ত যজ্ঞের বিবর এবং যজ্ঞের দ্বারা কেবল আপনি আবদ্ধ হন। হে ব্রহ্ম! আপনি পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত প্রাথমিক দ্বারা, বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ও যজ্ঞের উপকরণের দ্বারা আপনি পৃথিবী। আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি নিকেন করি। মন যজ্ঞ দৃশ্য ও অদৃশ্য সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন আপনাকে উপলব্ধি করা যায়। ভক্তিময়ী জ্ঞানের পদম গুণে আপনাকে আমরা আমাদের সত্রাজ্ঞ প্রণতি নিবেদন করি। হে পৃথিবী ধারণকারী, আপনি আপনার মন্দিরপ্রভায়ে পর্বতসহ যে পৃথিবী ধারণ করেছেন, তা জল থেকে বহির্গত মন্ত্র সত্ত্বরাজের দত্তমুণ্ড মন্ত্র পদ্যমূলের মতো শোভা পাবে। হে ভগবান! মহান পর্বতশ্রেণীতে শৃঙ্গসমূহ যেমন বেদরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শোভা পায়, তেমনই আপনার মন্দির-অগ্রভাগের দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করার ফলে, আপনার অগ্রভাগে বিগ্রহ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছ। হে ভগবান! স্বর্গ ও জগৎ সমস্ত জীবের অসংখ্য হওয়ার ফলে, এই পৃথিবী আপনার পতী এবং আপনি হচ্ছেন পরম পিতা। দ্বারা খরিতীসহ আমরা আপনাকে আমাদের সত্রাজ্ঞ প্রণতি নিকেন করি। পৃথিবীর মধ্যে আপনি আপনার স্বীয় শক্তি নিহিত করেছেন, ঠিক যেমন একজন সুন্দর ষাটিক অরশি কাঠে অগ্নি স্থাপন করেন। হে ভগবান, আপনি ছাড়া আর কে জলের তিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারে? কিন্তু আপনার পক্ষে তা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয়। কেননা আপনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বের নির্মাণকর্ম সম্পাদন করেছেন। আপনার দ্বারা দ্বারা আপনি এই আশ্চর্যজনক জগৎ সৃষ্টি

করেছেন। হে পরমেশ্বর ভগবান! নিম্নলিখিত আমার সকল জ্ঞান, তপ ও সত্যলোক নামক অত্যন্ত পুণ্যবান লোকসমূহের নিবাসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার শরীরের কল্পনের ফলে আপনার কোশরের অগ্রভাগ থেকে যে জলকণা পতিত হয়েছে, তার দ্বারা অতিবিক্ত হয়ে আমরা পবিত্র হয়েছি। হে ভগবান, আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের ভোন সীমা নেই। দ্বারা আপনার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের সীমা জানতে চায়, তারা নিশ্চয়ই মহামূর্খ। এই জগতে সকলেই তত্ত্বাবধানী যোগবর্ত্তির দ্বারা আবদ্ধ। কৃপা করে আপনি সেই সমস্ত যজ্ঞ জীবদের প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদান করুন।

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“এইভাবে মহর্ষি ও ব্রাহ্মাবাগীণ কর্ত্তক স্তব হইবে, ভগবান তাঁর পুর দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করে, তাকে জলের উপর স্থাপন করলেন। এইভাবে সমস্ত জীবের পালনকর্ত্তা পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু জলের তিতর থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে,

তাকে জলের উপর স্থাপন করে, তাঁর স্বীয় দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন।”

“কেউ যদি ভক্তি সহস্রের সহস্রের এই যজ্ঞসময়ী কাহিনী শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তাহলে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যন্ত প্রসন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান বধন করণে প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তাঁর অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। কিন্তু উপলব্ধির দ্বারা মানুষ ইচ্ছাতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি স্বাভাবিক অন্য সব কিছুই নিরর্থক। যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মুক্ত হন, তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান স্বয়ং ভগবান কর্ত্তক পূর্ণতার সর্বোচ্চ করে উন্নীত হন। যে মানুষ নয়, সে ছাড়া এই জগতে অন্য আর কে আছে, যে জীবনের পরম পূর্ণবার্ষ সম্বন্ধে অপ্রার্থী নয়? এমন কে আছে, যে ভগবানের গীলাকধারক অমৃত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যা নিজেই মানুষকে তাঁর সব রকম জাগতিক ক্রমে থেকে মুক্ত করতে পারে?”



চতুর্দশ অধ্যায় সায়ংকালে দিতির গর্ভধারণ

শ্রীল চক্রেব গোদামী বললেন—“মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবানের ব্রাহ্ম অবতারের কথা শুনে করার পর, হতমুগ্ধ বিদুর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে অনুগ্ৰহ করেন, যাতে তিনি কৃপাপূর্বক ভগবানের অন্যান্য অপ্রাকৃত গীলাসমূহ বর্ণনা করেন, কেননা তিনি (বিদুর) তখনও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি।”

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“হে মুনিশ্রেষ্ঠ। পরম্পরক্রমে আমি তনেছি যে, আমি মৈত্রেয় হিরণ্যক বজ্রমূর্ত্তি পরমেশ্বর ভগবান (ব্রাহ্মসেব) কর্ত্তক নিহত হয়েছি। হে ব্রাহ্মণ। ভগবান যখন ঈড়াজলে পৃথিবীকে উদ্ধার করছিলেন, তখন কি কারণে মৈত্রেয়াজের সঙ্গে

ব্রাহ্মসেবের যুদ্ধ হয়েছিল? আমার মন অত্যন্ত ভিজ্ঞাসু হয়েছে, তাই আমি ভগবানের অবতারের বর্ণনা জ্ঞান করে তৃপ্ত হতে পারছি না। আপনি কৃপা করে এক ব্রাহ্মণের অন্তরে কাছে আরও বেশি করে বর্ণনা করুন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বীর! আপনি ভক্তের উপযুক্ত প্রশ্ন করেছেন, কেননা তা পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে। তিনিই হচ্ছেন মরুশীল ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। মহর্ষি (নারদেব) কাছ থেকে এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করে, যদ্যচাচ্চ উত্তলনপাদের পুত্র (ব্রহ্ম) পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং মৃত্যুর মন্তকে পদার্থ করে

ভগবদ্ভ্যামে অরোহণ করেছিলেন। বহুব্রহ্মণী ভগবানের সঙ্গে দৈত্য বিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের ইতিহাস বলি বহুতর আশে বহুতর দেবতাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে দেবদ্রোহী ব্রহ্মা বর্ণনা করেছিলেন, তখন আমি তা শ্রবণ করেছিলাম।”

“দক্ষকন্যার নীতি কামরূপে পীড়িতা হয়ে, সজ্জাকালে তাঁর পতি মরীচিপুত্র কন্যাপের কাছে সন্তান লাভের মানসে, সজ্জাবেশের মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার জন্য আকেন করতালি। সূর্য বকন অস্ত রাহুল, তখন সেই মহর্ষি কল্যাণায় অধিষ্টিত জীবিতপুত্র উদ্দেশ্যে আত্মি প্রদান করার মাধ্যমে পূজা করে সমাধি দিচ্ছেন। সেই কালে সুন্দরী নীতি তাঁর বাসনা ব্যক্ত করে বললেন—‘হে বিদ্যার প্রেত, মত হরী যেমন কমলী বৃক্ষকে পীড়িত করে, তেমনি কল্প তাঁর পরাসন গ্রহণ করে আমাকে কলপূর্বক পীড়িত করছেন। তাই আপনি আমার প্রতি দয়াপরকণ হয়ে সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আমার সপত্নীদের সমৃদ্ধি লব্ধি করে আমি অত্যন্ত যত্নে হয়েছি এবং তাই আমি সন্তান কামনা করি। এই কার্য সম্পন্ন করে আপনি সুখী হবেন। পতির আশীর্বাদে পত্নী ভ্রমতে সন্তান লাভ করেন এবং আপনার মতো পতি সন্তান লাভ করে বলবী হবেন, কেননা আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ভগবতে প্রজা বুদ্ধি করা। পুরাকালে, আমাদের অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও বৃহত্তরবেশ পিতা বক আমাদের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন—তোমরা কাকে পতিবে করণ করতে চাও। আমাদের ওতাতাকাকী নিজ বক আমাদের অভিল্যব জানতে পেরে, তাঁর তেজস্ব কন্যাকেই আপনার হাতে অর্পণ করেছেন এবং তখন থেকেই আমরা সকলে আপনায় অনুগত। হে কমলগোচর! কৃপা করে আমার আসন্ন পূর্ণ করার হার আমার মনস-বিধান করুন। আর্ত ব্যক্তি বক কোন মহাপুরুষের শরণ গ্রহণ করে, তখন তার নিবেশ বিকল হয় না।”

“হে বীর (বিদুর)। মরীচিক্তর কল্পন বহুব্রহ্মণী, বীর ও কামের দ্বারা কলুখিতা নীতিকে সাক্ষ্য দিয়ে, এইভাবে বলছিলেন। হে ভরতীয়া! পুত্রি ও অভিল্যব করহ তা আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব, কেননা যে দ্রী থেকে ত্রিবর্ষ নীতি লাভ হয়, তার কামনা কে না পূর্ণ করে? ভলবানের সাহায্যে যখন সমুদ্র পার হওয়া যায়,

তেমনি পত্নীর সঙ্গে অঙ্গ করার মাধ্যমে ভলবান উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে মানিনি। পত্নী এতই সহানুভূত পরবশ হয় যে, পতির সমস্ত পবিত্র কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্যে, তাকে পতির অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। পত্নীর উপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে, মানুষ নিশ্চিহ্নে বিচরণ করতে পারে। দুর্গপতি যেমন অন্যায়সে আমন্ত্রণকারী মস্যুদের পরাক্রান্ত করে, তেমনি পত্নীর আশ্রয় নিয়ে মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করতে পারে, যা অন্যান্য আত্মমীদের পক্ষে দুর্ভার। হে পুণ্ডরিক! আমরা জেমার মতো হাতে পায়ে না এবং সারা জীবন এমনকি জ্ঞানময়ও প্রতাপকর করে তোমার কণ শোধ করতে পারব না। এমনকি বারা ক্ষুধিতও ওপাতলীর প্রশংসাকরী, তাদের পক্ষেও তোমার কণ শোধ করা সম্ভব নয়। যদিও তোমার কণ শোধ করা সম্ভব নয়, তবুও অতিবেই সন্তান লাভের কন্ত তোমার কামবাসন আমি তৃপ্ত করব। কিন্তু তোমাকে কিছুকণ প্রতীক্ষা করতে হবে যাতে খলোয়া আমার নিন্দা না করে। এই বিশেষ সময়টি সবচাইতে অগুস্ত, কেননা এই সময় ভবভর মর্শন ভূতপ্রেত ও ভূতপতি ক্রুরের অনুচরের বিচরণ করছে হে মানিনি। ভূতপতি শিব এই সজ্জাকালে ভূতপণ পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁর কান বৃষভে পিঠে চড়ে ব্রহ্ম করেন। ভলবান শিবের নির্মল স্বর্ণা দেহ ভ্রমর দ্বারা আচ্ছাদিত। তাঁর জটাজুট শাশানের ঘূর্ণিবায়ুর ধ্বনির প্রভাবে ঘূর্ণ ঘূর্ণ। তিনি তোমার হেরে এবং তিনি তাঁর ত্রিনয়নের দ্বারা সব কিছু মর্শন করেছেন। ভগবান শিব কাউকে তাঁর আশ্রয় বলে মনে করেন না, অথচ এমন কেউ নেই যিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তিনি কাউকেই আমন্ত্রণীয় বা নিমন্ত্রীয় বলে মনে করেন না। আমরা তাঁর উচ্চৈশ্বর্য অথবা সঙ্কটের পূজা করি এবং আমাদের ভ্রত হচ্ছে তাঁর পরিত্যক্ত বস্ত্র গ্রহণ করা। যদিও এই ভ্রত অমতে কেউই ভলবান শিবের সমান অথবা তাঁর থেকে মহত্তর নয় এবং যদিও মহাপ্রাণ তাঁর অধিকারিনি দূর করার জন্য তাঁর জনন্য চরিত্র অনুসরণ করেন, তবুও তিনি সমস্ত ভগবত্ত্বত্বের মুক্তি দেওয়ার জন্য বহু নিশাচর বতো আচরণ করেন। কুকুরের ভল্য এই নরীকে দ্বারা আশ্রয়িত করে এবং বহু অলঙ্কার, মাল্য ও অনুলেকনের দ্বারা তার লালন-পালন করে, সেই সমস্ত

যুগেরা তিনি (শিব) যে আহার্য্য তা না জেসে তাঁর কার্যকলাপের উপহাস করে। ব্রহ্মার বতো দেবতারাও তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম-আচরণ অনুসরণ করেন। তিনি জড়জঙ্গমাতিক সৃষ্টির কারণকরণ দ্বারা নিরপ্ত। তিনি ব্রহ্মন এবং তাই তাঁর শিলাচরণ আচরণ কেবল অভিনয় মাত্র।”

মৈত্রেয় বললেন—“নীতি তাঁর পতির দ্বারা এইভাবে বিকলিত হওয়া সম্ভবও কামোদিত্য কোণ্য বতো লক্ষ্যার্থী হয়ে, ব্রহ্মবি কন্যাপের বসন ধলন করেছিলেন। তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্যে অবগত হয়ে, তিনি নিষিদ্ধ কর করতে অধ্য হয়েছিলেন এবং পুণ্ডরীক স্মৃতির প্রতি প্রস্তুতি নিবেশন করে, তিনি নির্জন স্থানে তার সঙ্গে মিলন করেছিলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামপূর্বক বাক্য সবেধ করেছিলেন এবং সনাতন ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করে পবিত্র পাবতী মন্ত্র জপ করেছিলেন। হে ভরত! তার পর নীতি তাঁর সৌবদুত আচরণে অন্য লক্ষ্যকণত আধোমুখী হয়ে তাঁর পতির নরীপদতী হয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ। সমস্ত জীবদেবের পতি রূপের কাছে আমি মহা অপরাধ করেছি, সেই জন্য তিনি কেন আমার গর্ভ কিন্তি না করেন। সেই ব্রহ্মজপ ভলবান শিবকে আমি আমার প্রস্তুতি নিবেশন করি, তিনি দুঃপণ করতর মহান দেবতা এবং সমস্ত জড় বাসনায় পূর্ণকারী। তিনি সর্বমঙ্গলময় এবং কাম্যশীল, কিন্তু দত্ত বিত্তে তাঁর ক্রোধ তাঁকে তৎকাল্য উদ্যত করতে পারে। যিনি আমার ভগিনী সতীর পতি হওয়ার কলে আমার তরীপতি, তাই তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। তিনি সমস্ত রমণীদের পুণ্ডরীক প্রভু। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের সিংহ এবং অসত্য ব্যাধেরও কাম্যে রমণীদের প্রতি তিনি কৃপা প্রদর্শন করতে পারেন।”

মৈত্রেয় বললেন—“পতি ব্রহ্ম হয়েছেন বলে ভরে কলিত-কলবরা তাঁর ব্রীকে মহর্ষি কল্য এইভাবে সংবেশন করলেন। নীতি বৃষভে পেরেছিলেন যে, তিনি তাঁর পতিক প্রতিক্রিয়ক সজ্জা-নিরম সঙ্গপনকারে লিপ্ত করে অপরাধ করেছিলেন, তবুও তিনি সংসারে তাঁর সন্তানদের কল্যাণ কামনা করেছিলেন।”

বিদ্যন কল্য কল্যেন—“যেহু তোমার চিত্ত সুবিত

ছিল, সজ্জাকালীন যুগুত ছিল অপবিত্র, তাহাড়া পুত্রি ভলবান আশে পত্নীর কন্যে এবং দেবতাদের অবজ্ঞা করেহু, তাই সব কিছুই অগুস্ত ছিল। হে জেমণীলা তোমার অতিপণ্ড গর্ভ থেকে দুটি কল্যাপের পুত্র জন্মগ্রহণ কববে। হে ভাগ্যার্থীনা! তাঁরা ত্রিলোকের সকলের নিরন্তর শৌকের কারণ হবে। তারা শীল, নিম্পাপ প্রাণীদের হত্যা করবে, নারীদের অত্যাচার করবে এবং মহাভদ্রদের ক্রোধ উৎপাদন করবে। সেই সমস্ত সমস্ত জীবের ওতাতাকাকী ভলবান ভলবান অবতীর্ণ হয়ে, ঠিক যেভাবে ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা পর্বতমূহকে চূর্ণ করেন, সেইভাবে তাদের সংহার করবেন।”

নীতি কল্যেন—“আমরা পুত্রেরা যে সুন্দরী চক্রধরী পরমেশ্বর ভগবানের হস্তের দ্বারা উদারতাপূর্বক নিহত হবে, তা অত্যন্ত ভদ্র। হে মানিনি। তারে কেন কল্যও ব্রাহ্মণ ভগবত্ত্বত্বের ক্রোধের দ্বারা নিহত না হয়। যে দর্ভ ব্রাহ্মণের দ্বারা অধিপণ্ড হয়েহে অথবা সর্বদা অন্য প্রাণীদের ভয় প্রদান করে, নারীরাও তাঁকে কৃপা করে না, অথবা যেই যোনিতে তার জন্ম হয়, সেই যোনির প্রাণীরাও তার প্রতি অনুগ্রহ করে না।”

ভলবান কল্য কল্যেন—“তোমার শোক, অনুগ্রহ, যথাযথ বিচার, পরমেশ্বর ভলবানের প্রতি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি এবং শিবে ও আমার প্রতি তোমার ভক্ত্য কলে, তোমার পুত্রের (হিতব্যকশিপুত্র) পুত্রদের অথো একজন (প্রমুদ) ভলবানের এক সর্বমন্ড ভক্ত হবেন এবং তাঁর কীর্তি ভলবানেরই কীর্তির মতো বিস্তার লাভ করবে। তাঁর পরম অনুগ্রহ করার জন্য, সাদুরা মৌরী ভল থেকে মুক্ত হওয়ার অজ্ঞাস করে, তাঁর মতো চরিত্র লাভের ঠোঁড় করবে, ঠিক যেভাবে নিজ ক্রুরে স্বর্গকে সংগোপনের উপায়ের দ্বারা শোভন করা হয়। তাঁর প্রতি সকলেই প্রসন্ন হবেন, কেননা যে ভক্ত ভলবান কীর্তীত অন্য আর কিছু কামনা করেন না তাঁর প্রতি সমস্ত বিশ্বের নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান সর্বো প্রসন্ন থাকেন। সেই সর্বপ্রেত ভগবত্ত্বত্ব মহাভা, মহানুভব ও মহাভদ্রদের সংগে সজাইতে মহৎ হবেন। তাঁর পরিশুদ্ধ ভক্তির কলে, তিনি অবশ্যই চিহ্নব্রহ্ম-সমর্পিতে অবস্থিত হবেন এবং এই জড় জপং ত্যাপ করার পর চিৎ জগতে প্রবেশ করবেন। তিনি ধারিত, সুশীল, সমস্ত সমুদ্রের আধার

হবেন। তিনি পরসূরে সুবী, পরদুগ্ধে দুঃখী এবং অজ্ঞাতশত্রু হবেন। চন্দ্র যেমন গ্রীষ্মকালীন সূর্যের তাপ দূর করেন, তেমনই তিনি জগতের শোক হরণ করবেন। লক্ষ্মীকলা লগনার ভূষণযকণ, ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে রূপধারণকারী, কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল, কমলনয়ন

পরমেশ্বর ভগবানকে তোমার পৌত্র সর্বদা অতুল ও বাইরে দর্শন করবেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“তারা পৌত্র একজন মহান ভক্ত হবেন এবং তাঁর পুত্রেরা ত্রীকঙ্কের দ্বারা নিহত হবে জেনে দিতি মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।”



পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবদ্ধামের বর্ণনা

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“হে বিদ্বৎ! কশ্যপের পত্নী দিতি যুবতে পেরেছিলেন যে, তাঁর গর্ভস্থ সন্তান দেবতাদের ও অন্যান্যের শীড়সায়ক হবে, তাই তিনি কশ্যপের পতিশালী বীৰ্য শত বৎসর ধরে ধারণ করেছিলেন। বিভিন্ন গর্ভের ভেজের দ্বারা সমস্ত গ্রহে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকাশ রুদ্ধ হয়েছিল এবং বিভিন্ন লোকের মনোভাব সেই ভেজের দ্বারা বিচলিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ব্রহ্মাকে বিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘সবদিকে এই অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণ কি?’”

অগ্নিবান দেবতারা বললেন—“হে মহান! এই অন্ধকার বা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়েছে, তা আপনি দেখুন। আপনি এই অন্ধকারের কারণ জানেন, যেহেতু কালের প্রচলন আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই আপনার কাছে কিছুই অজ্ঞাত নেই। হে দেবদিশে! হে বিশ্বের পালনকর্ত্তা! হে অন্য লোকের দেবতাদের মুকুটমণি। আপনি চিৎ ও জড় উভয় জগতেরই সমস্ত জীবেদের অভিধার জানেন। হে বল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদি উৎস, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি আপনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথকীকৃত রূজোতপ বীকার করেছেন। বহিঃস্বা শক্তির সহায়তায় আপনি অব্যক্ত উৎস থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনাকে আমরা সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, এই সমস্ত গ্রহ আপনার মধ্যে অবস্থিত এক সমস্ত জীব

আপনার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই আপনি এই বিশ্বের কারণ এবং যে ব্যক্তি অবিচলিতভাবে আপনার ধ্যান করেন, তিনি ভক্তি লাভ করেন। যারা তাঁদের শাস-প্রজ্ঞাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেছেন, সেই পরিণত যোগীদের কখনও এই জগতে পরাজয় হয় না। কেননা এই প্রকার যোগসিদ্ধির প্রভাবে তাঁরা আপনার কৃপা লাভ করেছেন। যুব যেমন তার নাসিকা সংলগ্ন রক্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব বৈদিক নির্দেশের দ্বারা সজ্জালিত হয়, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ তেওঁ লভন করতে পারে না। যে প্রধান পুরুষ সেই বেদ প্রদান করেছেন, তাঁকে আমরা আমাদের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।”

দেবতারা ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলেন—“দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপূর্বক দৃষ্টিপাত করুন, কেননা আমরা দুর্গপাক্ষিত অবস্থায় পতিত হয়েছি। এই অন্ধকারের কালে আমাদের সমস্ত কর্ম লুপ্ত হয়েছে। অতিমাত্রায় ইচ্ছা প্রবোধের কালে আমরা যেমন অস্বাভাবিক হয়ে যার, তেমনই দিতির গর্ভে কশ্যপের বীৰ্য থেকে উৎপন্ন জাগ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার সৃষ্টি করেছে।”

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“নিশ্চয় শব্দ-স্পর্শের দ্বারা গীকে জানা যায়, সেই বিধায়ে ব্রহ্মা দেবতাদের প্রার্থনার প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের সমষ্টি-বিধানের চেষ্টা করেছিলেন।”

শ্রীব্রহ্মা বললেন—“সনক, সনাটন, সনন্দন ও সনৎকুমার, আমার এই চার মানসপুত্র তোমাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা কেন নির্দিষ্ট বসনা ছাড়াই কখনও কখনও জড় আকাশে ও চিদাকাশে বিচরণ করে থাকেন। এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে তারা পরমেশ্বরে প্রবেশ করেছিলেন, কেননা তাঁর সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিলেন। চিদাকাশে পরমেশ্বর ভগবানের ও তাঁর শঙ্ক ভক্তদের নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠ নামক স্থানের সৌন্দর্য রয়েছে। সেই স্থান জড় জগতের সমস্ত লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত। বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের মতে রূপ সমন্বিত। তাঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাশূন্য হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিময়ী সেবার যুক্ত। বৈকুণ্ঠলোকে আমি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন এবং তাঁকে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি তত্ত্ব সত্ত্বময়, স্বতে রজ ও তমোগুণের কোন স্থান নেই। তিনি ভক্তদের ধর্মীয় প্রগতি বিধান করেন। সেই বৈকুণ্ঠলোকে অত্যন্ত মঙ্গলময় অনেক কন রয়েছে। সেই সমস্ত কনকে কৃষ্ণলি অর্জীষ্টপূণকারী কন্যবৃক এবং সমস্ত জড়তে সেইগুলি ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ থাকে, কেননা বৈকুণ্ঠলোকে সব কিছুই চিন্তার ও সন্নিবেশ। বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা তাঁদের পত্নী ও পার্শ্বগণসহ বিমানে বিচরণ করেন এবং নিরন্তর ভগবানের চরিত ও গীলাসমূহ গান করেন, যা সর্বদাই অমলসংজ্ঞক প্রভাব থেকে মুক্ত। শ্রীভগবানের মহিমা স্বরূপ তাঁরা কীর্তন করেন, তখন মধুপূর্ণ মাধবীলতায় প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধকেও তা উপহাস করে। স্বরূপ প্রমরদের অধিপতি উচ্চস্বরে গুণন করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তখন কপোত, কোকিল, সরস, চক্রবাক, চাতক, হংস, তব, তিল্লি, বসু প্রভৃতি বিহঙ্গমগুলির কলরব কণকাসের জন্য শুভ হয়। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার জন্য, এই সমস্ত অশ্রুপূর্ণ বিহঙ্গেরা তাঁদের নিজের গান বন্ধ করে দেয়। যদিও মন্দার, কুম্ভ, কুরক, উৎপল, চম্পক, অর্প, পুণ্ড্রাগ, নাগকেশর, বকুল, কমল ও পারিজাত বৃক্ষসমূহ অপ্রাকৃত সৌরভমণ্ডিত পুষ্প পূর্ণ, তবুও তারা তুলসীর তপস্বীর জন্য তাঁকে বহু সম্মান করে। কেননা ভগবান তুলসীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি স্বরূপ

তুলসীপত্রের মালা কণ্ঠে ধারণ করেন। বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদ্য ও অর্প নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, শ্রিত হাস্যোচ্ছ্বাস সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃত্ত, তিল্ল তবুও তাঁদের হাস-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না। বৈকুণ্ঠলোকের রমণীরা লক্ষ্মীদেবীর মতোই সুন্দরী। এই প্রকার অপ্রাকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত রমণীরা হস্তে গীলাপত্র ধারণ করেন এবং তাঁদের চরণের নৃপুণ থেকে কিকিনি-ধনি উৎপন্ন হয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভের দ্বারা কখনও কখনও তাঁরা সূর্য সন্বেত্ত শ্ফটিকময় মেওয়ারলগুলি সম্ভারন করেন। লক্ষ্মীদেবী দাসী পরিবৃত্ত হয়ে প্রবাহ ঝটিত নিম্ন জলাশয়ের তীরে তাঁর বাগানে তুলসীদল নিবেদন করে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা করার সময়, তাঁরা স্বরূপ অলস উন্নত নাগিন-সমন্বিত তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দর্শন করেন, তখন তাঁদের কনকে তা আরও অধিক সুন্দর বলে মনে হয়, কেননা তাঁদের মুখ ভগবান কর্তৃক চুম্বিত হয়েছে। দূর্তাগা মানুষেরা বৈকুণ্ঠলোকের কনকে সম্বন্ধে আলোচনা না করে, বা শ্রবণের অবোধতা ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, সেই সমস্ত অনর্থক বিবরণ সম্বন্ধে লবণ করে, তা অত্যন্ত শোকের বিষয়। যারা বৈকুণ্ঠ-বিষয়ের কনকে ত্যাগ করে জড় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে, তাবা অজ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রপঞ্চিত হয়।”

শ্রীব্রহ্মা বললেন—“প্রিয় দেবতাপণ! মনুষ্যজীবন এতই বহুপূর্ণ যে, আমরাও সেই জীবন প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করি, কেননা মনুষ্যজীবনে ধর্মতত্ত্ব ও জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। তেওঁ যদি মনুষ্যজীবন লাভ করে সম্বন্ধে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর দ্বার দানবসম ন করেন, তাহলে কৃথতে হবে যে, সে বহিঃস্বা প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। যাদের হেহ প্রেমামাশে বিচার প্রাপ্ত হয় এবং যারা বীৰ্যবল ত্যাগ করেন এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার কালে সর্বাঙ্গ হন, তাঁরা ধ্যান ও অনন্ত তপস্যার ফলস্বরূপ স্র জগৎও ভগবানের সাক্ষ্যে উন্নীত হন। ভগবানের রাজ্য জড় জগতের উর্ধ্ব অবস্থিত এবং তা ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও স্পৃহণীয়। এইভাবে সনক, সনাটন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক

মহর্ষিগণ তাঁদের যোগশক্তি প্রভাবে চিৎ জগতে উপবেশিত বৈকুণ্ঠপাশে পৌছে অতৃপ্ত আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন যে, সেই পরমোন্নত সর্বোত্তম ভক্তদের দ্বারা চালিত পবন অলঙ্কৃত বিমানসমূহের দ্বারা দীপ্তিমান এক স্বরূপ ভগবানের ভাব অধিকৃত। ভগবানের আশাস বৈকুণ্ঠপুরীর ছায়া তাঁর অতিক্রম করলেন। সেজন্যের সাক্ষ্যস্বরূপ প্রতি একটিও আশ্রয় অনুভব না করে, তাঁরা সপ্তম দ্বারে পদাধারী, সমবয়স্ক ও জ্যোতির্ময় দুজন ছাত্রকে দর্শন করলেন, যারা অত্যন্ত সুশাসন ভেদে, কুণ্ডল, তিরীতি আদি অলঙ্কারে ভূষিত ছিলেন। সেই ছাত্রপালন্য সপ্ত অমরবোধিত জনমানব দ্বারা ভূষিত ছিলেন, যা তাঁদের নীল বর্ণ কল্যুণ্ঠের মধ্যে বিন্যস্ত ছিল। তাঁদের বকির জ্যোতি, অসংখ্য নান্দ্যপুট ও অসংখ্য লোচনের দ্বারা চিত্রিত সেই কিছুটা ক্ষুদ্র রূপ মনে হচ্ছিল। সমস্ত দিক দিয়ে পতি সর্বত্র অব্যাহিত ছিল। তাঁরা 'আপন' ও 'পর', এইরূপ বৈষম্য জ্ঞানবহিত ছিলেন। উপরত অগ্রে তাঁরা বর্ণ ও বীজ নির্মিত অন্য ছায়া বার বেতাবে অতিক্রম করেছিলেন, সেইভাবে তাঁরা সপ্তম দ্বারেও প্রবেশ করলেন। সেই চারজন নিম্নরূপ বালক-বধিরা যদিও ছিলেন সমস্ত জীবনের মধ্যে সত্যসিদ্ধ বৃদ্ধ ও আত্ম-ভয়বোধ, তবুও তাঁদের দেখতে ঠিক পাঁচ বছরের শিশুর মতো। কিন্তু ভগবানের অলঙ্কারকর কভাব সম্বিত সেই ছাত্রপালন্য বালক বধিদের দেখলেন, তখন তাঁরা তাঁদের মহিমান অবলম্ব করে তাঁদের পদ অবলম্বন করলেন, যদিও বধিদের প্রতি তাঁদের এই লবঙ্গ ছিল অনুচিত। সত্যসিদ্ধ যোগ হওয়া সত্ত্বেও কুমারের বাল বৈকুণ্ঠ দৈবতাদের দৃষ্টির সমস্ত শ্রীহরির সেই দুইজন ছাত্রপালন্যের দ্বারা প্রতিহত হলেন, তখন তাঁদের পদম প্রিয় প্রভু ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করার পতীর আকর্ষণের বলে তাঁরা ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদের চক্ষু সঙ্গত পতিত হয়ে উঠল।

মহর্ষিগণ বললেন—“এই দুজন কে? যারা ভগবানের সেবার অধিষ্ঠিত, তাঁদের মধ্যে ভগবানেরই মতো গুণাবলীর বিকাশ হয়। কিন্তু ভগবানের সেবার সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এদের এই নিম্ন কভাব কেন? এরা বৈকুণ্ঠে বাস করছে কিভাবে?

বৈকুণ্ঠপাশের মনুষ্যের ভাবমানের দ্বারা প্রাণে সন্তত হয়েছিল কিভাবে? ভগবানের কোন শত্রু সেই ভাবলে কে তাঁর প্রতি উপাসনা করছে হতে পারে। সত্যত এই দুই ব্যক্তি তবুও তাই তারা অন্যদের তুলনায় মনে করে। বৈকুণ্ঠপাশে দেখানোর প্রাথমিকের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে, তিরী যেমন ক্ষুদ্র আকাশের সঙ্গে মহাকাশের সামঞ্জস্যের মতো। তাহলে এই সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে এই ভয়ের দীপ্ত কেন? এই দুই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠপাশের মধ্যে কেনাচন করেছে, কিন্তু এদের এই অসামঞ্জস্য এলা কোথা থেকে? তাই আমরা বিচার করে দেখে, এই দুজন কপূর্ণিত ব্যক্তিদের কিভাবে দত্ত হওয়া উচিত। এই দত্তবিধান উপরত হওয়া উচিত, যার ফলে পরিণামে এদের উপলব্ধ হবে। বেহেতু এরা বৈকুণ্ঠে ভেদ ভাব দর্শন করতে, তাই তারা কপূর্ণিত এবং এদের এখান থেকে জড় জগতে স্থানান্তরিত করে উচিত, যেখানে জীবনের তিন প্রকার শত্রু রয়েছে। বৈকুণ্ঠের সেই দুইজন ছাত্রপাল, যারা অলঙ্কারে ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা বালক সুরভে পারলেন যে, সেই ভ্রাতৃদের তাঁদের অভিধান দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁরা জড়ত্ব ভীত হয়ে কাচকভাবে সেই দুনিমের দ্বারে ধরে ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন, কেননা কোন ভয়ের দ্বারাও ভ্রাতৃদের অভিধান নিবারণ করা যায় না।”

অধিদের দ্বারা অভিধান হয়ে ছাত্রপালন্য বললেন—“আপনাদের মধ্যে মহর্ষিদের সত্যসিদ্ধ না করার সত্য আপনারা যে আশ্রয়ের দত্ত দিয়েছেন, তা উচিতই হয়েছে। কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি যে, আমাদের অনুতাপ দর্শন করে আপনারা এই অনুগ্রহ করুন, আমাদের উত্তরণের অধোগামী হওয়ার সমস্তও কেন ভগবান বিশ্বাসিত মোহ আমাদের অতিক্রম না করে। নতি থেকে পদ উদ্ধৃত হওয়ার বলে বীর নাম পদনাত এবং বর্ষপারমণ্য বক্তিতের আনন্দবরণ পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ছাত্রেরা মহর্ষিদের অপমান করেছেন। সেই মুহূর্তে পবনহাসে দুনিমের অধোগামী চন্দ্র-বুদ্বল চালন করতে করতে তাঁর পতী লক্ষ্মীদেবীসহ তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।”

“পূর্বে যাঁকে কেবল সমাধিযোগে তাঁদের হস্তাত্যন্তে দর্শন করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে সত্য প্রমুখ

অধিগত তাঁদের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন। তিনি যখন এগিয়ে আসছিলেন, তখন তাঁর পার্শ্বেরা ছা, পদ্যে আদি উপলব্ধসহ তাঁর সঙ্গে আসছিলেন। তাঁর দুই লক্ষ্য হওয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ চামর এবং সত্যকে ছা দেখিত ছিল। চার পাশে মুক্তা বিকশিত ছা বায়ু সত্যের সত্যলিঙ্গ হচ্ছিল এবং তা দেখে মনে হচ্ছিল যে পূর্ণ চক্রে থেকে অমৃতের কিছু বায়ুর প্রবাহে করে পড়ছে। ভগবান সমস্ত আনন্দের উপে। তাঁর সমস্ত উপলব্ধি সত্যের কল্যাণের জন্য এবং তাঁর মেধপূর্ণ হস্ত ও দৃষ্টিপাত হস্তের অস্ত্রস্বরূপে স্পর্শ করে। ভগবানের সুখের সেতের বর্ণ হচ্ছে শ্যাম এবং তাঁর চন্দ্র বর্ণ লক্ষ্মীদেবীর নিবাসল, যিনি স্বর্গলোকের নীল হ্রদ সত্য চিত্রের সত্যলিঙ্গ গৌরবহিত করেন। এইভাবে মনে হচ্ছিল যে ভগবান সত্য তাঁর চিত্রের বৈকুণ্ঠপাশের সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য বিতরণ করছিলেন। তাঁর বিশাল নিতম্ব প্রদেশে পীত বসনের উপর কাটকট পোড়া পড়ে, তাঁর বক্ষস্থলে কমলা সুশোভিত রাতে অলিঙ্গন তখন করে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করছিল। তাঁর সুখ অধিকতর বল পোড়া পামিল, তাঁর এক হাত তাঁর বহন পদ্যের সঙ্গে ন্যস্ত ছিল এবং অন্য হাতে তিনি একটি পদ ঘুরাচ্ছিলেন। তাঁর মুখপটল সত্যলিঙ্গ কৃতলের শোভা বর্ষনকারী পদ্যলোকের দ্বারা সৌন্দর্যবহিত ছিল, যা বিদ্যুতের শোভাও দ্বিগুণে দিচ্ছিল। তাঁর নমিল ছিল উন্নত এবং তাঁর সত্যলিঙ্গ হস্তের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর সুপুত্র বর্ণ চতুর্ভুজের মধ্যে এক অশুর ভক্তের লিখিত ছিল এবং তাঁর সত্যলিঙ্গ বৈকুণ্ঠ মণিতে পোড়িত ছিল। নারায়ণের অনুগ্রহ সৌন্দর্য তাঁর ভক্তদের মুক্তির দ্বারা বর্ণ গুণে পরিবর্তিত হয়ে এতই অলঙ্কারিত হয়েছিল যে, তা লক্ষ্মীদেবীর সত্যসিদ্ধ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বর্ণ করেছিল। যে প্রিয় বৈকুণ্ঠপাশ এইভাবে যে ভগবান নিজেই প্রকাশ করেছিলেন তিনি আশার, শিবের এবং ভোমাদের সত্যের পূজনীয়। অধিগত অতৃপ্ত মনে তাঁকে দর্শন করে আনন্দহর তাঁর শ্রীপাদপাশে তাঁদের সত্য অলঙ্কার করে প্রাপ্তি নিয়ে আসছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপাশের অলঙ্কার থেকে বৈকুণ্ঠপাশের সৌন্দর্য যখন বায়ু বিকশিত হয়ে, সেই বধিদের দ্বারা প্রবেশ করেছিল, নির্বিশেষে সত্য

উপলব্ধি প্রাপ্ত আশ্রয় হওয়া সত্য। তাঁরা তখন তাঁদের সেই এবং মনে এক পার্শ্ববর্তন অনুভব করেছিলেন। ভগবানের সুখের সত্যলিঙ্গ তাঁদের কাছে নীল পদ্যলিঙ্গের মতো মনে হচ্ছিল এবং ভগবানের শ্রীপাদপাশে তাঁদের কাছে প্রস্তুত কৃষ্ণকুলের মতো মনে হচ্ছিল। ভগবানের সেই বর্ণ দর্শন করে, মহর্ষিগণ পূর্ণচক্রে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা যখন পুনরায় তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পদ্যলিঙ্গের মতো মনে হচ্ছিল তাঁর শ্রীপাদপাশের বর্ণ দর্শন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা বার বার ভগবানের চিত্রের দ্বারা অলঙ্কারিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বলে তাঁরা ভগবানের সত্যের সত্যলিঙ্গ দ্বারা দর্শন করেছিলেন। এইটি ভগবানের সেই রূপ বীর ধর্ম বোধীরা অনুভব করে গেলেন। ভগবান যাই অব্যবহৃত, কিন্তু অন্যদের পক্ষে সেই সিদ্ধি পূর্ণচক্রে দত্ত করা সম্ভব নয়।”

কুমারগণ বললেন—“হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি যদিও সমস্ত জীবের অতৃপ্ত দিগন্ত করেন, তবুও আপনি দ্ব্যন্থানের কাছে প্রকাশিত হন না। কিন্তু আপনি যদিও অন্য, তবুও আপনাকে আত্ম প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করলেন। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের যে উপলব্ধি আশ্রয় করণ-বিকল্পের দ্বারা জ্ঞান করেছিলেন, এখন আপনাদের কৃপাপূর্ণ উপলব্ধি বলা আমারা তা অব্যবহৃতভাবে অলঙ্কার করতে পারলেন। আমরা জানি যে, আপনি হলেন পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান, যিনি নিত্য সত্যে তাঁর নিজ রূপ প্রকাশ করেন। আপনাদের এই চিত্র, নিজ স্বরূপ অপ্রতিহত ভক্তির দ্বারা সত্য কেবল আপনাদের কৃপার দ্বারা ভক্তবক্তিতের প্রভাবে নির্বাসিত মহর্ষিগণ অলঙ্কার করতে পারেন। যে সমস্ত ব্যক্তি অত্যন্ত নিম্ন এবং সব কিছু অব্যবহৃত কৃষ্ণে সত্য, সত্যসিদ্ধি পূর্ণময় সেই সব ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের স্বীকৃতির ও স্বকীয় হস্তের লীল্যসমূহ স্বর্গে প্রদত্ত হন। এই প্রকার ব্যক্তিরা মুক্তির মতো সর্বোচ্চ জড়লিপিক অনুগ্রহকে প্রাপ্ত করেন না। অতএব আপনাদের কৃপা মহর্ষিগণ বর্ণ-সুখের কথা কি দ্বারা বলার আছে?”

“হে প্রভু! আপনাদের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে,

আমাদের হৃদয় এবং মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবার যুক্ত থাকে, তুলসীদাস যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত হওবার কালে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তেমনই আমাদের বাণীও যেন আপনার লীলাসমূহ কবিতা করার কালে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় এবং আমাদের কর্ণ-বিবর যেন আপনার অপ্রাকৃত ওপাকলীর কীর্তনে সর্বদা পূর্ণ থাকে, তাহলে যে কোন নারকীর পরিস্থিতিতে আমাদের জ্ঞান হোক না কেন,

* * *

ষোড়শ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ

শ্রীরাজা কলসেন—“ঋষিদের সূক্তের বাণীর প্রশংসা করে, বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে কলসেন—
জয় এবং বিজয় নামক আমার এই পার্শ্বদেয়া আমাকে অবজ্ঞা করার ফলে আপনারদের প্রতি মহা অপরাধ করেছে। হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমার প্রতি অনুরক্ত, তাই আপনারা যে তাদের দত্ত দান করেছেন তা আমি অনুমোদন করলাম। আমার কাছে ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রিয়। আমার পরিচালকেরা যে অসংখ্য প্রদর্শন করেছে তা আমারই দ্বারা করা হয়েছে, কেননা সেই দ্বারপালেরা আমারই পরিচালক। আমি মনে করি যে, এই অপরাধ আমিই করেছি, তাই এই ঋণের জন্য আমি আপনারদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। ভুলে যাবি কোন অপরাধ করে, তাহলে জনসাধারণ সেই জন্য প্রভুকে সোধ দেয়, ঠিক যেমন শরীরের কোন অঙ্গে খেঁচ কুঁচ হলে, তার ফলে সমস্ত শরীর দূষিত হয়ে যায়। নির্বিঘ্ন বিশ্বে যে কোন ব্যক্তি, এমনকি কুকুরের মাংস রন্ধন করে ভোজন করে যে চণ্ডাল, সেও আমার নাম, রূপ ইত্যাদির মর্মীয়া অবশেষ দ্বারা অবগাহন করার ফলে

তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। আপনারা নিঃসন্দেহে আমাকে উপলব্ধি করেছেন, সুতরাং আমার নিজের দাবী যদি আপনারদের প্রতি প্রতিফল আচরণ করে, তাহলে তাকেও ছেদন করতে আমি ইচ্ছুক করব না।”

ভগবান আরও বললেন—“জ্যেষ্ঠত্ব আমি আমার ভক্তদের সৈবক, তাই আমার চরমকর্ম এতেই পবিত্র হয়ে গেছে যে, তারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ মোচন করে এবং আমি এমন স্বভাব অর্জন করেছি যে লক্ষ্মীদেবী আমাকে ছেড়ে যান না, যদিও তাঁর প্রতি আমার কোন আশঙ্কি নেই এবং অন্যেরা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে এবং তাঁর কৃপালেশ লাভ করার জন্য পবিত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের কার্যকলাপের সমস্ত ফল আমাকে নিবেদন করেছেন এবং তাঁরা আমার প্রসাদ গ্রহণ করে সর্বদা পরিতুষ্ট থাকেন, তাঁদের মুখে নিবেদিত বৃত্তপক সুবাসু আহার্য আমি স্বতন্ত্র আনন্দ সহকারে উপভোগ করি, আমার একটি মুখ যে যজ্ঞাগ্নি, তাতে ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা অর্পিত হবিত্তেও আমি ভাতটা আহ্বান করি না। আমি আমার অপ্রতিদ্বন্দ্ব অস্ত্রস্বা শক্তির ঈশ্বর

এবং আমার পাদোদক পান্য জিতুকাকে পবিত্র করে এবং শিশিলাক্ষর মহামেঘ তাঁর মস্তকে তা ধারণ করে পবিত্র হয়। আমি বৈষ্ণবের চরণ-রস আমার মস্তকে ধারণ করতে পারি, তাহলে এমন কে আছে যে তা অধীকার করবে? ব্রাহ্মণ, গাভী এবং বালকইহঁদের প্রাণীক আমার শরীর। পাপের ফলে যাদের বিচলবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, তারা এইরকম আমার থেকে ভিন্ন মনে মনে করে। তারা ঠিক ক্রুদ্ধ সর্পের মতো এবং পাণীশের দণ্ডনাচা বদরাজের শকুনিগণের মতোরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের চক্ষুর দ্বারা তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে। পক্ষাঘুরে, ব্রাহ্মণেরা কর্কশ বাসু প্রয়োগ করলেও বাঁরা অস্ত্রে আনন্দিত এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি ব্রহ্মাণ্ডধারণ থাকেন এবং বীধের দৃষ্টিভঙ্গল অস্ত্রের মতো শিথ হাতিতে উজ্জ্বল, তাঁরা আমার হৃদয় কণীভূত করেছেন। তাঁর ব্রহ্মণ্যের আমার স্বরূপ বলে মনে করেন এবং প্রেমপূর্ণ কাকের দ্বারা তাঁদের প্রশংসা করে শব্দ করেন, ঠিক যেভাবে পূর তাঁর ক্রুদ্ধ শিপাকে লাগু করে অথবা ফেলে দেয় আরি তোমাদের লাগু করছি। আমার এই সেবকেরা তাঁদের প্রচুর অভিপ্রায় না হলে, আপনারদের বিরুদ্ধে অগম্য করে। তাই যদি আপনারা এই আদেশ দেন যে, তাঁরা কেন তাঁদের অগম্যদের ফল ভোগ করে শীঘ্রই আমার কাছে ফিরে আসে এবং আমার দ্বার থেকে তাঁদের নির্বাসনের ফল পাঠিয়ে অভিবিহিত হয়, তাহলে তা আমার প্রতি আপনারদের অনুগ্রহ বলে আমি মনে করব।”

হক্ষা বলতে লাগলেন—“ঋষিগণ যদিও ক্রোধরূপ সর্পের দ্বারা গণিত হয়েছিলেন, তবুও বৈদিক মন্ত্রের প্রবাহের মতো ভগবানের মধুরোচ্ছল বাক্য শ্রবণ করে তাঁরা তুষ্ট হয়ে পালেননি। ঋষিগণ কর্তৃক প্রসারণ করে অমনোনিবেশ সহকারে ভগবানের অপূর্ণ কণী গ্রহণ করা সত্ত্বেও, মহাবপূর্ণ অভিপ্রায় এবং গভীর বৈশিষ্ট্য-সম্বিত সেই বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের কাছে কঠিন হয়েছিল। তাঁরা ক্রোধে পালেননি ভগবান কি করতে চেয়েছিলেন। তবুও ভগবানের দর্শন লাভ করে চরমকর্ম প্রদর্শিত অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের পায় শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তখন যিনি তাঁর অস্ত্রস্বা শক্তি যোগস্বাচার দ্বারা তাঁর কীর্তিমালা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে

তাঁরা কৃতান্তলিপুটে লেখছিলেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অভিপ্রায় বুঝতে জামরা অক্ষম, কেননা যদিও আপনি সকলের পরম অধীশ্বর, তবুও আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই কথাগুলি বলছেন যেন আমরা আপনার কোন উপকার করেছি। হে প্রভু! আপনি ব্রহ্মণ্য সংকুচিত পরম পরিচালক। নিজে অচরণ করে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ পদ দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি কেবল বেবত্তমসেই পরম পূজ্য নন, আপনি ব্রাহ্মণদেরও পরম উপায়। আপনি সমস্ত জীবের লাভের দ্বারের উদয় এবং আপনার ভগবৎ করণে বৎ রূপে প্রকাশিত হয়ে আপনি সর্বদা ধর্মকে রক্ষা করেছেন। আপনি ধর্মভক্তের পরম উদ্দেশ্য এবং আমাদের মতে আপনি নিষ্ঠা, অস্বাভ ও নির্বিকার। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, যোগী এবং পরমার্থবাদীগণ সমস্ত জড় কামন্য-বসনার নিবৃত্তি সাধন করে অজ্ঞানত্ব তব-সংসার পার হন। তাই, পরমেশ্বর ভগবানকে অনুগ্রহ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যে লক্ষ্মীদেবীর পদধূলি অন্য লক্ষ্যে তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার দাবীর মতো আপনার আদেশের অগোচর করেন, কেননা কোন ভাগ্যবান তত্ত্ব কর্তৃক আপনার চরণে নিবেদিত তুলসীদাসের নবীন মলিকায় লুকন্য করে যে স্বমস্তনের রাজা, তার নিবাস ফুলে (আপনার শ্রীপাদপদ্মে) তাঁর হৃদয় সুরঞ্জিত রাখার জন্য তিনি সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন।”

“হে প্রভু! আপনার ওচ্চ ভক্তদের কার্যকলাপের প্রতি আপনি অত্যন্ত অনুরক্ত, তবুও যিনি সর্বদা আপনার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার যুক্ত, সেই লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আপনি আসক্ত নন। অতএব ব্রাহ্মণেরা যে পথে বিচরণ করেছেন, সেই পথের ধূলির দ্বারা আপনি বিভ্রমে পবিত্র হতে পারেন এবং আপনার স্বক্ষের উপর যে শ্রীকংস-হিংস্র, তার দ্বারা আপনি বিভ্রমে মহিষাধিত হতে পারেন? হে ভগবান! আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। তাই ভিন্নমুখে নিজেকে প্রকাশ করে আপনি দ্বন্দ্ব এবং জন্ম প্রাণী সম্বিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাতাকে পালন করেন, আপনার ওচ্চ সম্ভার এবং সর্বস্বকার কণ প্রদানকারী অনুগ্রহের দ্বারা সেবিত এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি রক্ত ও তাম্রতপের উপাসনাত্মিকে নিরস্ত করেন। হে প্রভু!

আপনি বিজ্ঞানজ্ঞানের রক্ষক। আপনি যদি পূজা এবং মণ্ডপ বানী প্রদান করে উন্নয়ন করা না করেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে নীতি ও অধ্যয়নকে আত্মশাসনীয় জন্মসাধক প্রদানের পক্ষে পবিত্রতা করতে হবে। হে প্রভু! আপনি সমস্ত মঙ্গলের উৎস, তাই আপনি কখনও চান না যে, মঙ্গলময় পথ বিনষ্ট হয়ে যাক। কেবল জন্মসাধকদের মঙ্গলের জন্য আপনার মহান শক্তির দ্বারা আপনি অস্তিত্ব দেবেন কিনা-সাক্ষ্য করেন। আপনি ত্রিলোকের স্বয়ং এবং সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তাই আপনি স্বয়ং বিনীতভাবে আচরণ করেন, তখন তার ফলে আপনার প্রভাব স্বীকৃত হয় না। শব্দভাষ্য এইভাবে বিনীত হওয়ার দ্বারা আপনি আপনার চিন্তার সীমা প্রদর্শন করেন। হে প্রভু! এই দুই জন নিরপরাধ ব্যক্তির অথবা আমাদেরও যে মতই আপনি বিতে চান, তা আমরা নিঃপটে গ্রহণ করব। আমরা বুঝতে পারছি যে, দুই জন নির্দোষ ব্যক্তিকে আমরা অভিমান দিয়েছি।”

ভগবান উত্তর দিলেন—“হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা জেনে রাখুন যে, আপনারা তাঁদের যে মত দিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে আমরাই দ্বারা নির্ধারিত এবং তাই তাঁরা অধ্যাপিত হয়ে কৈতন্যে জগৎপ্রদান করবে। কিন্তু যেকোনো দ্বারা উৎসাহ দানের একমাত্র দ্বারা তাঁরা আমার সঙ্গে মৃদুভাবে যুক্ত হবে এবং অচিরেই তাঁরা আমার সম্মুখে ফিরে আসবে।”

ব্রীহদ্রথ কহিলেন—“তাদের সেই অধিগত সমগ্রকাল বৈকুণ্ঠলোকে নরনারায়ণদ্বয়ক বৈকুণ্ঠনাথ পরমেশ্বর ভগবানকে মর্শন করে সেই নিত্য ধর্ম ত্যাগ করলেন। অধিগত ভগবানকে প্রদর্শন করে, তাঁকে প্রণতি দিলেন করে এবং বৈকুণ্ঠের দিক্ত ঐশ্বর্য সহজে অধ্যাপিত হয়ে, অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

ভগবান তখন তাঁর অনুরক্ত জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে কহিলেন—“এই স্থান থেকে প্রস্থান কর, কিন্তু কোন ভয় করো না। তোমাদের কল্যাণ হোক। ব্রাহ্মণের অভিমান

বশত হৃদয় আমি সর্বদা, তবুও আমি তা ভয় না। শব্দভাষ্য, এই অভিমান আমার অনুমোদিত। কৈতন্য থেকে তোমাদের এই প্রস্থান লক্ষ্যবর্তী হবার পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তিনি যখন আমার দ্বারা ত্যাগ করে পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসছিলেন, তখন আমি বিশ্রাম করছিলাম বলে তোমরা তাঁকে দ্বারা বাধা দিয়েছিল এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত দুঃস্থ হয়েছিলেন। ভগবান সেই দুই জন বৈকুণ্ঠবাসী জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে আমার দ্বারা কহিলেন—ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যোগ অনুশীলনের ফলে, ব্রাহ্মণদের অবহেলা করার পাপ থেকে তোমরা মুক্ত হবে এবং অচিরেই আমার কাছে ফিরে আসবে। এইভাবে ভগবান দ্বারা মঙ্গলের আদেশ দিলে, দিক্ত বিনাম ক্রোধী দ্বারা তৃপ্ত এবং সর্বোত্তম ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ তাঁর দ্বারা তিনি প্রবেশ করলেন। কিন্তু যেকোনো মত প্রভু সেই দুই জন দ্বারা ব্রাহ্মণদের ফলে সৌন্দর্য এবং ভেদ হারিয়ে, বিকলপ্রভ হইল, ভগবানের দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকে থেকে অধ্যাপিত হলেন। অবশ্য, তার এবং বিজ্ঞান স্বয়ং ভগবানের দ্বারা থেকে পণ্ডিত হইলেন, তখন অপরূপ বিমানে উপনিষ্ট যেকোনো কষ্ট থেকে মস্ত হাহাকার কনি উদ্ভিত হয়েছিল।”

ব্রহ্মা কহিতে লাগলেন—“ভগবানের সেই দুই জন প্রথম দ্বারা মঙ্গলময় মিত্রের পক্ষে প্রবেশ করে, ভগবান দ্বারা শক্তিমানী বীরের দ্বারা অধ্যাপিত হয়েছেন। সেই দুই অনুরক্ত ভেদের দ্বারা তোমাদের ভেদ এখন তিরস্কৃত হওয়ার ফলে, তোমরা বিচলিত হইলে। এর প্রতিবিধান করার নীতি আমরা সেই, ক্রোধ ভগবানদ্বারা ইচ্ছাক্রমে এই সব কিছু হয়েছে। হে প্রিয় পুত্রগণ! ভগবান হচ্ছে প্রকৃতির তিন ভাগের দ্বারা এবং তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ।” তাঁর আশ্চর্যজনক সূক্ষ্ম নীতি গোপনভাবে অধ্যাপকেরও সহজে বুঝতে পারেন না। সেই আদি পুরুষ ভগবানই কেবল আমাদের রক্ষা করতে পারেন। এই বিষয়ে চিন্তা করে তাঁর কোন উদ্বেগ আমরা সাধন করতে পারব।”



ব্রহ্মাণ্ডের সবদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়

ব্রীহদ্রথের কলমেন—“বৈকুণ্ঠ থেকে তার হয়েছিল হইল, সেই ব্রহ্মার কাছ থেকে সেই কষ্টকালের কারণ সহজে প্রবেশ করে, স্বর্গলোকবাসী দেবতারা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তখনই তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ লোক প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সর্গীয় রমণী নীতি তাঁর পরিত্যক্ত সন্তানদের থেকে দেবতাদের উপরই ত্যাগ করে এবং তাঁর পতির কাছ থেকেও সেই ভবিষ্যদ্বাসী প্রকাশ করে, অত্যন্ত উদ্ভিগ হয়ে, শতাব্দী পূর্ণ হলে দুইটি বহন পুর প্রসব করলেন।”

“সেই মঙ্গলময় কুমারী হলে স্বর্গলোকে, ভুলোকে ও ভবতরীকে সনাতন ব্রহ্মাণ্ডের সীমার সীমিত এবং আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক বর্ণনা দেখা দিতে লাগল। তখন পর্যন্ত সহ পৃথিবী কল্পিত হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল যে সর্বত্র জ্ঞান ছিল। তখন, কেহ এই ব্রহ্মাণ্ড সহ শনি জ্ঞানি কহ অমঙ্গলময় প্রহ তখন উদ্ভিত হয়েছিল। স্পর্শ-বৃক্ষকর বায়ুসমূহ প্রবল কটিকাকে সৈন্য এবং ধূলিসমূহকে সৈন্য করে, বিশাল বৃক্ষবালি সমূহে উৎপাদন করে, প্রচণ্ডভাবে পর্বত করতে করতে প্রবাহিত হতে লাগল। সেই সমস্ত বিদ্যুৎজনক অতিহাস্যবৃত্ত দেবদানবের দ্বারা নভোমণ্ডলের আতিভয়ময় আচ্ছাদিত হল। সর্বত্র অন্ধকারময় হওয়ার ফলে, তখন আর কোন কিছুই দেখা গেল না। সমুদ্র কোন দোষভায় হয়ে উঠে তরঙ্গান্বিত সহ প্রলোভনে পর্বত করতে লাগল এবং তার ফলে তার উন্নয়ন কল-জন্তুসমূহ কোথাকৈ হয়েছিল। নদী ও স্রোতসসমূহও বিকৃত হয়েছিল এক সেবানবসর পক্ষান্তরে শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। আর আর সূর্য এবং চন্দ্রভাগের সমস্ত সূর্য এবং চন্দ্রের চার পাশে তুরঙ্গময় পবিত্র প্রকাশ পেতে লাগল। বিনা মেঘের ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা শোণ যেতে লাগল এবং পর্বতের ওহা থেকে রথ-সিক্তের নির্ভয়ে হয়ে দল উদ্ভিত হতে লাগল। প্রাসের যত পুণ্যলীলা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করে অমঙ্গলময় চিংকার করেছিল, এবং ধূলাও ও

পেচকেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দল করেছিল। কুন্তেরা যেখানে সেখানে গ্রীবা উত্তোলন করে, কখনও শরীরের মধ্যে, কখনও বা ক্রান্তির মধ্যে বিবিধভাবে চিংকার করতে লাগল। যে কিছু, পর্বতেরা লম্বা হতে তাদের তীক্ষ্ণ খুরের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করে এবং উন্নতির মধ্যে অর্ধের রথ করতে করতে চতুর্দিকে ঘণ্ডিত হতে লাগল। পর্বতের বর্জ্যের দ্বারা তীর্থ হয়ে, পাখিরা দল করতে করতে তাদের সীমিত থেকে উড়ে গেল এবং গোলাপার ও অরণ্যে পতন্য তীর্থ হয়ে বার বার বিষ্ঠা ও মৃত পরিত্যক্ত করতে লাগল। গাভীরা তীর্থ হয়ে দুগ্ধে পরিবর্তে রক্ত বর্ণ করেছিল, মেঘরাশি পূর্ণ বর্ণ করেছিল, দেব-প্রতিমা মন্ডলে যেন অন্ধ বিমর্শন করেছিল এবং বিনা দ্বারা বৃক্ষসমূহ কুণ্ডিত হয়েছিল। মঙ্গল, শনি জ্ঞানি অস্তিত্ব গ্রহসমূহ অত্যন্ত উদ্ভল হয়ে বৃষ্ণ, বৃষ্ণপতি এবং শুক্র আদি শুক্র গ্রহ ও অন্যান্য নক্ষত্রের অতিক্রম করেছিল এবং বহু পতির দ্বারা প্রত্যাবর্তন করে প্রহণি পরম্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃতি করেছিল। এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক অস্তিত্ব লক্ষণ মর্শন করে, ব্রহ্মার চার জন পুত্রপুত্র ব্যতীত অন্য সকলে, বীর জয় এবং বিজয়ের অধ্যাপিত হয়ে দিল্লির পুত্রবধন জগৎপ্রদান রক্ষা সহজে অধ্যাপিত ছিলেন না, তাঁরা অত্যন্ত ভয়বর্তী হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, জগতের প্রদার উপস্থিত হয়েছে।”

“এই দুইটি বৈকুণ্ঠ দ্বারা পুত্রবধনে আবির্ভূত হয়েছিল, অচিরেই তারা কলেক্ত অধ্যাপন শৈলিক পদে প্রদর্শন করতে ওহা করল। ইন্দ্রাণ্ডের মধ্যে তাদের শরীর দুইটি বিশাল পর্বতের মধ্যে দৃষ্টি পেতে লাগল। তাদের সেই এত বীর হয়েছিল যে, মনে হইল তারা কোন ভয়ের ভয়-বৃক্ষের অধ্যাপকের দ্বারা অধ্যাপকে চূর্ণন করছে। তারা তাদের শরীরের দ্বারা বিকলমুহ অধ্যাপন করেছিল এবং তাদের প্রতি পক্ষের দ্বারা পৃথিবীকে কল্পিত করেছিল। তাদের বহু উদ্ভল অধ্যাপকের দ্বারা অধ্যাপিত

ছিল এবং অত্যন্ত সুন্দর মেখলা বেষ্টিত কটিদেশের দ্বারা তারা যেন সূর্যকে আচ্ছাদিত করেছিল। প্রজাদের চক্ষু প্রজাপতি কণাণ তাঁর সমস্ত পুত্রদের মধ্যে যার প্রথমে জন্ম হয়েছিল, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যাক এবং দ্বিতীয় প্রথমে থাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপু। জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবনে কারোয় কাছে সূত্যর ভয় ছিল না, কেননা সে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল। সেই বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ছিল এবং ত্রিভুবনকে আক্রমণ করতে সে সক্ষম হয়েছিল। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তার কার্যকলাপের দ্বারা সর্বদাই সন্তুষ্ট করতে প্রস্তুত ছিল। হিরণ্যকশিপু দীর্ঘ-সাধনের জন্য হিরণ্যাক সংগ্রাম করার কাসনার কাঁধে গদা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করত।”

“হিরণ্যাকের স্নেহ ছিল দুঃসহ। তার পায়ের ছিল পঞ্চাঙ্গমান স্বর্ণের নুপুর, সে বৈজয়ান্তী মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং তার এক কক্ষদেশে ছিল একটি বিশাল স্নান। তার মানসিক ও দৈহিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মার ঘরে সে অত্যন্ত পবিত্র হয়েছিল। কারও হাতে তার নিহত হওয়ার ভয় ছিল না এবং তার গতি রোধ করার ক্ষমতাও কারোয় ছিল না। তাই তার দর্শন মাত্রই গুরুত্বকে সেনে ন্যাপেশা যেভাবে পলায়ন করে, দেবতারাও সেইভাবে ভয়ে ভীত হয়ে লুপিয়েছিলেন। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা, যারা পূর্বে তাঁদের শক্তির গর্বে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের দেখতে না পেয়ে এবং তাঁরা যে তার তেজস্বলে ভীত হয়ে পলায়ন করেছেন, তা বুঝতে পেরে, সেই বৈজয়ান্তী তাঁরপক্ষে গর্জন করতে লাগল। স্বর্গ থেকে গিয়ে এসে, সেই বলায়ান দৈত্য তারকর গর্জনশীল পত্নীর সমুদ্রে ক্রীড়া করার মানসে মত্ত মাতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিল। সে সমুদ্রে পবিত্র হলে, বরুণের সৈন্য-সরূপ জল-জন্তুসমূহ ভরাডের

হয়ে অতি দূরে পলায়ন করেছিল। এইভাবে, আঘাত না করেই হিরণ্যাক তার তেজ প্রদর্শন করেছিল। বহু বহু বছর ধরে সমুদ্রে বিচরণ করে, মত্ত কলবান হিরণ্যাক তার লৌহ-নির্মিত ধন্যর দ্বারা বায়ু বিস্কৃৎ বিশাল তরঙ্গমালাকে বার বার আঘাত করেছিল এবং তার পর সে বরুণের রাজধানী বিভাবরীতে গিয়ে পৌঁছাল। অসুরদের বাসস্থান পাণ্ডুল-লোকের পালক এবং জল-জন্তুদের প্রভু বরুণের গৃহ হচ্ছে বিভাবরী। সেখানে হিরণ্যাক বরুণদেবের কাছে গিয়ে নীচবৎ প্রশিখাত করল পরে, তাঁকে উপহাস করে শ্লিষ্ট হাস্য সহকারে বলেছিল, ‘হে অধিরাজ! আমাকে যুদ্ধ দান করুন। আপনি একজন মহা বলশালী লোকপালবিপতি। আপনি দাত্তিক ও অহঙ্কারী বীরদের দর্প হরণ করেছিলেন এবং এই জগতের সমস্ত দৈত্য ও দানবদের পরাভূত করেছিলেন। এক সময় আপনি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য রাজসূর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।’ এইভাবে অন্তহীন মদমত্ত পুরু কর্তৃক উপহাসিত হয়ে, পূজ্য জলাধিপতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তির দ্বারা সেই সমুখিত ক্রোধকে সংবরণ করে উত্তর দিয়েছিলেন—‘হে দৈত্যরাজ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ার বলে, আমরা এখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছি। আপনি যুদ্ধে এত নিপুণ যে, আমি পুরুষ বিকৃত ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি না যিনি আপনাকে যুদ্ধে সন্তুষ্টি-বিধান করতে সমর্থ। তাই, হে অসুররাজ, এমন কি আপনার মতো বীরেরাও বীর ভাব করেন, তাঁর কাছেই আপনি পদম ককন।’

বরুণদেব বলতে লাগলেন—‘তাঁর কাছে পৌঁছালে আপনি অতি শীঘ্রই নষ্ট-ধ্বংস হয়ে কুকুরের দ্বারা পরিকৃত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে চির নিভ্রায় শায়িত হবেন। আপনার মতো দুই ব্যক্তির বিনাশ করার জন্য এবং সাধুদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি বরাহ আদি বিবিধ রূপ ধারণ করেন।’

* * *

অষ্টাদশ অধ্যায়

বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক দৈত্যের যুদ্ধ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—‘গর্বোদ্ধত এবং অহঙ্কারী দৈত্যটি কক্ষের সেই যাত্রা বিশেষ প্রাপ্ত করল না। হে প্রিয় বিন্দু, সে নারদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের পবনস্থান অবগত হয়ে, ঋত বেগে রসাতলে প্রবেশ করেছিল। সে তখন সেখানে সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরকে তাঁর বরাহরূপে তাঁর দলনাগের দ্বারা পৃথিবীকে উর্ধ্বে উত্তোলন করতে দেখেছিল। তিনি তাঁর আরও নেত্রের দ্বারা সেই দৈত্যের তেজস্বানি হরণ করেছিলেন। সেই দৈত্য তখন উপহাস করে বলেছিল—‘ও, এইটি একটি উভচর জন্তু।’

ভগবানকে সম্বোধন করে সেই পৈতা বলল—‘রে শূকর রূপধারী দেবশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শোন। রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে এবং আমার দ্বারা আহত না হয়ে, আমার উপস্থিতিতে তুমি তা নিয়ে যেতে পারবি না। রে শূক। আমাদের হত্যা করার জন্য তুমি আমাদের শত্রুর দ্বারা পুষ্ট হয়েছিস এবং অদৃশ্য থেকে তুমি কয়েকজন দৈত্যদের বধও করেছিস। রে মূর্খ। তোর শক্তি কেবল যোগ্য। তাই আজ তোকে হত্যা করে, আমি আমার অসীম-বজ্রনগের শোক দূর করব। আমার হস্ত নিষ্কিঞ্চ আমার দ্বারা তেজ মন্তক বন্ধন চূর্ণ হবে এবং তোর মৃত্যু হবে, তখন দেবতা এবং কবির দ্বারা ভক্তি সহকারে তোকে বজ্রভাঙ্গ নৈবেদ্য নিবেদন করে, তারাও সমুদ্রে উৎপাতিত হৃকের মতো আপনা থেকেই বিনষ্ট হবে।’

‘ভগবান যদিও সেই অসুরের কটু বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ব্যথিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই কেন্দ্র সহ্য করেছিলেন। তাঁর দলনাগে অবস্থিত পৃথিবীকে তাঁর দেখে, তিনি জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, ঠিক যেমন ভূমিরের দ্বারা আহত হতী তাঁর হস্তিনী সহ নির্গত হয়। ভগবান বন্ধন জল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন হিরণ্যাক, যার মাথায় চুল ছিল স্বর্ণাভ এবং যার গাও ছিল তরঙ্গর, সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, ঠিক

যেমন ভূমির হতীকে অনুসরণ করে। বজ্রের মতো গর্জন করে সে বলেছিল—‘যুদ্ধে আহ্বানকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে এইভাবে পানিয়ে যেতে তোর লক্ষ্য করে না? নির্ভর প্রার্থী পক্ষে কোন কিছুই নিশ্চয় নয়। তখনই পৃথিবীকে জলের উপর তাঁর গোচরীভূত স্থানে সংস্থাপন করে, তাতে তাঁর আধার শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, অতঃ সেইটি জলে ভেসে থাকতে পারে। তাঁর শত্রু বন্ধন সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছিল, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্ত ব্রহ্মা ভগবানের ভক্তি করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁর উপর পুষ্প-মুষ্টি চরেছিলেন। সেই দৈত্যটি, যার দেহ বহু যুগাবন চলচ্ছর, কখন এবং কখন স্বর্ণময় বর্ষে সম্ভিত ছিল, এক বিশাল গদা নিয়ে ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিল। ভগবান তার মর্মভেদী কটুষ্টি সহ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর তরঙ্গর ব্রোণ প্রকাশ করেছিলেন।’

পরামেশ্বর ভগবান বললেন—‘আমরা যথার্থই কনবাসী প্রাণী এবং আমরা তোর মতো কুকুরবের নিকারের অধিকার করছি। যারা মৃত্যু-পাশ থেকে মুক্ত, তাঁরা তোর অন্তর্ভুক্ত প্রলাপকে প্রাপ্ত করেন না, কেননা তুমি মৃত্যুর নিঃস্রব দ্বারা আবদ্ধ। আমরা অবশ্যই রসাতলবাসীদের অধিকৃত ধন হরণ করে লজ্জাহীন হয়েছি। তোর শক্তিশালী গদার দ্বারা আহত হওয়া সত্ত্বেও, আমি কিছুকাল এই জলে থকব, কেননা তোর মতো শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন করে, আমার এখন যাওয়ার লোভাও স্থল থাকবে না। তুমি বহু পদাতিত সৈন্যের সেনাপতি এবং এখন তুমি আমাদের পরাভূত করার জন্য শীঘ্রই প্রচেষ্টা করতে পারিস। তোর মূর্খ বাক্যলাপ পরিত্যাগ করে এবং আমাদের হত্যা করে, তোর অসীম-বজ্রনগের অস্ত্র মোচন করার চেষ্টা কর। যে গর্বোদ্ধত কৃষ্টি নিজেই প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে পারে না, সে সত্যর বশার অযোগ্য।’

“হে কৃষ্ণ-বংশজ! প্রজ্ঞাতের দেবতাদের মধ্যে সব
চাইতে বড়ই প্রজ্ঞা তাঁর অনুগামী। অধিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত
হয়ে, পৃথিবীর নিমিত্ত সেই দৈত্য এবং বরাহরূপী
নরসিংহর উৎকর্ষের মধ্যে সেই প্রজ্ঞা হৃদয় কর্ত্তে

ভগবান তখন কলসেন—“তুই এখন আমাকে কহ
করিতে এডাই আত্মী, তখন আমার অগ্রদূতের করে চেষ্টা
কর।” এইভাবে আশুত হয়ে, সেই দৈত্য পুনরায়
ভগবানকে লক্ষ্য করে গদা নিক্ষেপ করিল এবং ভয়ঙ্কর
গর্জন করিতে লাগিল। ভগবান কখন সেখানে যে, সেই
গদা তাঁর নিকটে জাঁকপ বেগে আসিলে, তখন তিনি
সেখানেই অর্চনালিঙ্গভাবে বঁড়িতে থেকে অপরীক্ষিতভাবে
তা ধরে কলসেন, ঠিক যেভাবে লক্ষ্যায় গদাধর একটি
লাগকে ধরে। এইভাবে তার নৌকর বর্ধ ইত্যাদি, সেই
মহা সৈন্য ইত্যদ্ব এবং অসংখ্য হয়েছিল। ভগবান
তার গদা প্রদর্শন করিতে চাহিলেও, সে তা গ্রহণ করিতে
ইচ্ছা করল না। ইন্দ্রপরাশর ব্যক্তি যেমন পরের প্রাণের
অসিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তার তপস্যালব্ধ অর্চনার
(মার, উচ্চলি অসি) প্রদর্শন করে, তেমনই সেই সৈন্য
কলসে অর্চনার সঙ্গে লালসামান এক ভয়ঙ্কর ত্রিশূল সমস্ত
যত্নের সৈন্য ভগবানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিল। মহা
কালার সেই দৈত্য কর্তৃক প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত সেই
ত্রিশূল আসলে ঔজ্জলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু
পরমেশ্বর ভগবান তা তাঁর হৃদয়স্থ পুনর্দর্শন চক্রের দ্বারা
বৎ বৎ করেছিলেন, ঠিক যেমন ইন্দ্র নক্ষত্রের পরিচয়
একটি লক্ষ্য হেমন করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের
চক্রের দ্বারা তার ত্রিশূল বৎ বৎ ইত্যাদি, বৈভ্যটি
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। এই সে প্রচণ্ডভাবে গর্জন করিতে
করিতে ভগবানের অতিমুখে ধবীত হয়ে, হীমবৎ

চিকিৎসিত ভগবানের কণ্ঠে মুষ্টির দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করেছিল এবং তার পর সে অস্ত্রহীত হয়েছিল।”

“হে বিদুর! আমি বরাহরূপ ভগবান মৈত্রেয়ীর দ্বারা এইভাবে আহত হলে, তাঁর দেহের কোন অঙ্গই স্বাভাবিকভাবে বিচলিত হয় না, ঠিক যেমন সুন্দর মাল্যের দ্বারা আহত হয়ে, হস্তী কখনও বিচলিত হয় না। তারপর সেই দৈত্য যোগমহাবীর শ্রীহরির প্রতি নরনাশী মারাত্মক বিক্রম করতে লাগল। তা দেখে সাধারণ মানুষেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, অগতির প্রলয়-কাল সমুপস্থিত হয়েছে। চার দিক থেকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, তার ফলে ধূলি এবং শিলাশূণ্ডির দ্বারা চতুর্দিক তমসাক্ষর হয়ে পড়ল এবং সর্বত্র পাথর পতিত হতে লাগল, কেন সেইগুলি কৈমণ্ডল্যের দ্বারা নির্মিত হচ্ছিল। সজোমগল বিদ্যুৎ এবং বজ্র সহ মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার নক্ষত্ররাজি বিলুপ্ত হয়েছিল এবং আকাশ থেকে পুঁজ, কেশ, রক্ত, মল, মূত্র ও অগ্নি বর্ষণ হচ্ছিল। হে নিম্মাণ বিদুর! তখন মনে হয়েছিল কেন পর্বতগুলি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করছিল এবং তার পর অজুলান্বিত কেনা শূল-ধারিনী কতগুলি নগরাক্ষসী এসে উপস্থিত হয়েছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথারোহী বহু অস্ত্রতরী যুদ্ধ এবং কামস হিন্দোদ্ধক ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করতে লাগল। সমস্ত রাজ্যের ভোক্তা ভগবান তখন সেই অসুর কর্তৃক প্রকাশিত মারাত্মক ক্রিয়াকর্মের জন্য তাঁর প্রিয় সুন্দরী চন্দ্র প্রয়োগ করেছিলেন। সেই সময় হিরণ্যাক্ষের মাতা নিতির হঠাৎ হৃৎকম্পন হয়েছিল এবং পতি কশ্যপের বাক্য উন্নত শ্রবণ হল এবং তাঁর শ্রবণ থেকে রক্ত ক্রম হতে লাগল। মৈত্রেয়ী তখন লেগল যে, তার মায়ামতি প্রতিভা হয়েছে, সে তখন পুনরায় পরমেশ্বর ভগবান কেশবের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ক্রোধভরে তার দুই বাহুর দ্বারা তাঁকে জাপটে ধরে পেল করার চেষ্টা করল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সে দেখল যে, ভগবান তার বাক্যবাহুর বহির্দেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দৈত্যটি তখন বজ্রসদৃশ কঠোর মুষ্টির দ্বারা ভগবানকে আঘাত করতে লাগল, কিন্তু ভগবান অধোজ্ঞে তাঁর হস্ত ধ’রা তার কর্ণমূলে আঘাত করলে, ঠিক যেভাবে মল্লপতি ইন্দ্র বৃক্সসুরকে আঘাত করেছিলেন। বিম্বজিৎ ভগবান যদিও

অকলীলক্রমে সেই মৈত্রেয়কে আঘাত করেছিলেন, তার ফলেই সেই মৈত্রেয় শরীর দুর্গত হতে লাগল। তার চক্ষুস্বর অন্ধ-কোঁটার থেকে বেরিয়ে এল। তার হস্ত-পদ ভগ্ন হল, মাথার কেশ অজুলান্বিত হল এবং সে প্রচণ্ড বায়ু-বেগে সমুদ্রে উৎপাটিক বিশাল বৃক্ষের মতো মৃত অবস্থায় পতিত হল। অজ্ঞ (ব্রহ্মা) এবং অন্যান্য দেবগণ এসে দেখলেন যে, সেই ভীষণ দণ্ড-বিশিষ্ট দৈত্যটি তার অধর দলন করে ধরাশায়ী হয়েছে, অথচ তার বীড়ি মলিন হয়নি। তখন ব্রহ্মা তার প্রশংসা করে বলেছিলেন—আহা! এই প্রকার সৌভাগ্যজনক মৃত্যু কে লাভ করতে পারে?”

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—“দেবীন্ড্র নির্জন স্থানে যোগ-সমাবির দ্বারা অনিত্য জড় নিম্ন শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে শ্রীপাদ-পরের ধ্যান করেন, সেই পায়ের দ্বারা আহত হয়ে দৈত্যশ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রীমুখ-পূর্য বর্ধন করতে করতে তার নবর শরীর ত্যাগ করেছিল। অভিশপ্ত হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের এই দুই পার্শ্বদিকে অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। এই প্রকার কয়েক জনের পর, তারা তাদের স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন করবে।”

ভগবানের উদ্দেশ্যে দেবতার যত্নলেন—“হে ভগবান, আপনাকে আমরা পূর্য পূর্য প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং জগতের পালনের জন্য আপনি শুদ্ধ মণ্ডে বরাহরূপ ধারণ করেছেন। জগৎ-নির্ধাতককারী এই দৈত্যটি সৌভাগ্যক্রমে আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে এবং আপনার শ্রীপাদ-পক্ষে তত্ত্বপরাগ্ণ অমরাত ওখন আশঙ্ক হয়েছি।”

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“এইভাবে অত্যন্ত ভয়ানক হিরণ্যক দৈত্যকে সংহার করে, আমি বরাহ ভগবান শ্রীহরি তাঁর নিত্য আনন্দময় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা ভগবান সংস্কৃত হয়েছিলেন। হে প্রিয় বিদুর! আমি তোমার কাছে আমি বরাহরূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণ এবং মহান যুদ্ধে অস্তিত বিক্রম হিরণ্যাক্ষকে ক্রীড়নকের মতো বধ করার কাহিনী বর্ণনা করলাম। আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যেভাবে তা শ্রবণ করেছিলাম, সেইভাবেই তা আমি বর্ণনা করেছি।”

শ্রীসূত গোহামী বলতে লাগলেন—“হে ব্রাহ্মণ! পরম ভাগবত কথ্য (নিদুর) মহর্ষি কৌবর্যের (মৈত্রেয় মূনির) কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিশ্বাসের আখ্যান শ্রবণ করে নিত্য আনন্দ লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন। অমৃত-বংশী ভগবন্তত্বের কার্যকলাপ স্বরূপ করে বন্ধন নিত্য আনন্দ আনাদান করা হয়, তখন শ্রীবংশ চিত্তশক্তি স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিশ্বাসের কথা কি আর কলার আছে। কুমীর কর্তৃক আক্রমণ পক্ষের বন্ধন তাঁর শ্রীপাদ-পরের ধ্যান করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময় তাঁর সহপণ্ডিতী হস্তিনীরা কাতরভাবে আর্দ্রনয়ন করেছিল এবং ভগবান তাদের অঙ্গ স্নেহী থেকে রক্ষা করেছিলেন। নির্জন চিত্ত জন্ম-কাল ভক্তদের দ্বারা ভগবান সহজেই প্রসন্ন হন, কিন্তু

অসাধুদের পক্ষে তিনি দুরাক্ষয়। এমন কৃষ্ণ জীব কে আছে যে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মতো মহান প্রভুকে প্রেমময়ী সেবা করবে না?”

“হে ব্রাহ্মণ! পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য আমি বরাহরূপে অবিকৃত পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধের এই অমৃত আখ্যান বিনি শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন অথবা তাতে আনন্দ লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত মৃত্যু পাপ থেকেও মুক্তি লাভ করতে পারেন। এই পরম পবিত্র আখ্যান মহাপুণ্য, সম্পদ, যশ, আনন্দ এবং সমস্ত ইঙ্গিত বস্ত্র প্রদান করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তা প্রাণ এবং কর্মজিহ্মের পতি স্বর্গিত করে। হে শৌনক! কেউ যদি তাঁর শ্রীবনের অগ্নি সময়ে তা শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি ভগবানের পরম ধর্ম প্রাপ্ত হন।”



বিংশতি অধ্যায়

মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—“হে সূত গোহামী! পৃথিবী কলশে পুনরায় স্থাপিত হলে, জড় জগতে জন্ম-প্রদকরী জীবনের মুক্তি জন্য বায়দ্বয় মনু কি মার্গ প্রদর্শন করেছিলেন? ভগবানের ইচ্ছায় বিক্রম বড়বয় করার ফলে, শত পুত্র সহ তাঁর স্নেহিত স্নেহিতর কন্য বিনি ত্যাগ করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং সখা, সেই বিদুরের সহকে শৌনক কনি প্রস করেছিলেন। অন্যদিকে সেখ থেকে বিদুরের জন্ম হয়েছিল এবং তিনি তাঁর থেকে কোন অংশে মুক্ত ছিলেন না। এইভাবে তিনি সর্বভাষ্যকরণে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পঙ্খের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পবিত্র তীর্থ স্থানসমূহে পর্বত করে বিদুর সর্বভাষ্যকরণে কলুষমুক্ত হয়েছিলেন এবং অবশেষে হস্তিনাতে পৌঁছে তিনি সর্ব স্নেহিত পরমার্থ-ভাববিশিষ্ট মহর্ষি মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ

লাভ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে নন্দ রক্তর শ্রবণ করেছিলেন। বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে যে কাৰ্ত্তাপাণ হয়েছিল, তখন তা নিচরই ভগবানের নির্মল লীলা-বিশ্বাসের আলোচনা হয়েছিল। সেই সময় আখ্যান শ্রবণ করা ঠিক পক্ষর জলে স্নান করার মতো, কেননা তাঁর ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। হে সূত গোহামী, আপনার সর্বভাষ্যকরণে মনন হোক। দ্বারা করে আপনি অমরদের কাছে অত্যন্ত উন্নত এবং কীর্তনীয় ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন। এমন কেন ভক্ত হয়েছেন যিনি ভগবানের এই অমৃতময়ী লীলা-ভক্ত হয়েছেন যিনি ভগবানের এই অমৃতময়ী লীলা-বিশ্বাসের বর্ণনা শ্রবণ করে ভূপ্ত হতে পারেন? বৈদ্যগণের মহর্ষিগণ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হতে, ব্রোমহর্ষের পুত্র সূত গোহামী, তাঁর চিত্ত সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-বিশ্বাসে রত ছিল, তিনি

কলহলেন—আমি এখন যা বলব, শ্রী করে আপনারা তা মেনে নিন।”

সূত গোষ্ঠী বসে লাগলেন—“শ্রী দৈবী মায়ার প্রভাবে বরাহ রূপধারী ভগবান কিভাবে লীলাভূমে পৃথিবীকে চূর্ণাভূত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং অকালক্রমে হিপ্যাককে বধ করেছিলেন, সেই কথা শুনে, ভরত বংশে নিরুপদ্রব আনন্দিত হয়েছিলেন। নিরুপদ্রব মৈত্রেয় কবিরে কলতে লাগলেন—হে পবিত্র ঋষি। যেহেতু আপনি আমাদের অচিন্ত্য বিবরণ সবই অবগত, তাই বলা করে আমাদের কলুন, জীবনের অমি জনক প্রজাপতির উৎপত্তি করার পর, জীব সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা কি করেছিলেন? স্রষ্টা, স্রষ্টব্যবস্তু অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন এবং কিভাবে তাঁরা এই অগণক প্রজাতি করেছিলেন? তাঁরা কি তাঁদের পত্নীদের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছিলেন? অথবা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছিলেন? কিংবা সমস্ত মিলিত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন?”

মৈত্রেয় বললেন—“প্রকৃতির তত্ত্বের সমস্ত অর্থই বহন জীবের অদৃষ্ট, অসংখ্য এবং অসংখ্য শক্তির দ্বারা সঞ্চিত হয়, তখন হস্তে উৎপন্ন হয়। জীবের অদৃষ্টের (জীবের) প্রকাশ্য রূপে প্রকাশ হস্তে থেকে তিন প্রকার অহঙ্কারের উদ্ভব হয়েছিল। সেই অহঙ্কার থেকে পাঁচটি নীচি করে ভক্তের উদ্ভব হয়েছে। পৃথক পৃথকভাবে ভক্ত ভক্ত সৃষ্টি করতে অক্ষত হয়ে, এই সমস্ত উপাদানগুলি পরস্পর ভগবানের শক্তি সহযোগে মিলিতভাবে একটি সূর্যের মত সৃষ্টি করেছিল। সেই হিরণ্যর অটম অচেন্দ্র অসংখ্য এক সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল ভগবানসুত্রে ভালে সঞ্চিত ছিল। তার পর ভগবান গর্ভোদকপারী বিকল্পে তাকে প্রকাশ করেন। গর্ভোদকপারী বিকল্পে বাতি থেকে একটি সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল পদ উদ্ভূত হয়েছিল। সেই পদটি সমস্ত বহু জীবের অধিকার স্বরূপ এবং প্রথম জীব সর্ব শক্তিমান ব্রহ্মা সেই পদটি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বহু গর্ভোদকপারী পরস্পর ভগবান ব্রহ্মার হস্তে প্রকাশ করলেন, তখন ব্রহ্মার চিত্তের উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই চিত্তের দ্বারা তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্বের মতো সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। সর্ব প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর দ্বারা

থেকে বহু জীবের অধিকার স্বরূপ সৃষ্টি করেছিলেন। তা পাঁচ প্রকার এবং সেইগুলিকে বলা হয়—তাম্রিত, অমৃতমিত, তম্র, মোহ এবং মহাতম। কিন্তু হস্তে ব্রহ্মা সেই অবিদ্যাময় শরীর ত্যাগ করেছিলেন। সেই শরীর ভাঙতে পলিত হল এবং যখন ও রাক্ষসের আ আধিকার করার জন্য তৎপর হয়েছিল। সেই ব্রহ্মা ক্রোধ এবং ক্রোধের উদ্ভব-কৃত। ক্রোধ এবং ক্রোধের ক্রোধ হস্তে, তখন ব্রহ্মাকে তৎপর করার জন্য চতুর্ভুজ থেকে আবির্ভব হয়েছিল এবং চিত্তের করে বলেছিল, ‘একে ছেড়া না। একে খেঁচো কেন?’ সেহেতু ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁদের বললেন, ‘আমাকে ছেঁড়ো না, আমাকে তোমরা ব্রহ্মা কর। তোমরা আমায় থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তোমরা আমার পুত্র। তাই তোমরা বধ এবং রাক্ষস নামে পরিচিত হও।’ তার পর তিনি সমস্তের প্রভাব দ্বারা বীজমান হুয়া মেঘভাণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের সামনে তিনি দিবসের জ্যোতিষের রূপ পরিভাষণ করেছিলেন এবং তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডে তা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁর স্বরূপে থেকে অসুরদের সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারা অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত ছিল। অত্যন্ত কামোদ্ভব হয়ে, তারা মৈথুনের জন্য ব্রহ্মার প্রতি ধাবমান হয়েছিল। পৃথকীয় ব্রহ্মা প্রথমে তাদের দুগ্ধবৃত্তি দেখে হেসেছিলেন, কিন্তু পরে বহন তিনি দেখলেন যে, নির্লজ্জ অসুরেরা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভীত হয়ে ক্রোধ বেগে পলায়ন করেছিলেন। তখন তিনি পরস্পর ভগবানের সর্ম্পকবর্তী হলেন, যিনি তাঁর ব্রহ্মাণ্ডে পদাধিকার স্বরূপে সমস্ত ব্রহ্মা দূর করেন এবং অতীত কাল প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের অসংখ্য মান করার জন্য তাঁর অসংখ্য নিক্ত রূপ প্রকাশ করেন। ভগবানের সর্ম্পকবর্তী হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন—হে প্রভু। এই সমস্ত পাপিষ্ঠ অসুরদের থেকে আমাদের রক্ষা করুন, যাদের আমি আপনার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তারা মৈথুনাসক্ত হয়ে এখন আমাদের ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল। হে প্রভু। আপনিই কেবল ব্রহ্মা প্রাপ্ত জনপদের ব্রহ্মা-সংরক্ষক এবং যারা আপনার চরণাবলি পদ প্রদান করে না, তাদের আপনিই ব্রহ্মা দূর করেন। অন্যের মন যিনি সত্যকরণে দর্শন করতে পারেন, সেই

পরস্পর ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মার ব্রহ্মা দর্শন করে তাঁকে বলেছিলেন, ‘তোমরা এই অসুরের শরীর ত্যাগ কর। এইভাবে ভগবান কর্তৃক আনিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর সেই ত্যাগ করেছিলেন।’

“ব্রহ্মার পরিভাষণ সেই সত্যের রূপ প্রকাশ করল, যা ছিল এক ব্রহ্মার সর্গাঙ্গ এবং যা কামকে উদ্বীণ করে। সমস্ত অসুরেরা, যারা ভগবান কামকে এবং ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত, তারা সেই সত্যকে ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহণ করল, যার চরণপদে পুণ্ড্রের ধর্মিত সত্যের মান, যার মেত্রেয় স্ব-বিকল্প, যার কটিদেশে সূর্য বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্ব-মেত্রেয় দ্বারা বেষ্টিত। তাঁর পরস্পরদের পরস্পর উপদর্শনের কালে অত্যন্ত উদ্ভব এবং বাধ্যমান শূন্য হয়ে পোড়িত, তাঁর নরসিকা ও বহু ব্রহ্মা সূর্য, তাঁর অধরে অতি সূর্য এক হাসি খেলা করছিল এবং তিনি লীলাভূমে অসুরদের প্রতি ক্রোধাঙ্গিত করেছিলেন। তাঁর ক্রুদ্ধিত কলমায় ঘন শ্যাম বর্ণ এক তিনি ঘন সঞ্চিত হয়ে নিজে থেকে অদ্বিত করেছিলেন। সেই রমণীকে দর্শন করে অসুরেরা যৌন কুলকলিত তাঁর প্রতি অনুবৃত্ত হয়েছিল। তাঁর প্রকাশ্য করে অসুরেরা কলতে লাগল—অহা, কি অদৃষ্ট সৌন্দর্য। কি অসংখ্য অসংখ্য। কি মনোহর নবীন যৌবন। তাঁর প্রতি কামাসক্ত আমাদের সকলের হৃদয় সে সম্পূর্ণরূপে কাম-মত্তের মতো ক্রিয় করছে। সেই ক্রুদ্ধিমত্ত অসুরেরা প্রমত্তবৃত্তি সত্যকে একজন ক্রুদ্ধী স্বীকরণে বিবেচনা করে, যা প্রকাশ্য স্বর্গ-বিতর্ক করেছিল। তাঁর পদ প্রদর্শনত ব্রহ্মা সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। হে সূর্যী বালিকা। তুমি কে? তুমি কয় পত্নী অথবা কয় কন্যা? আর কি উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের সম্মুখে এখানে প্রবর্ত হয়েছ? তোমার এই অমূল্য সৌন্দর্যের পদ্য প্রবোধ দ্বারা কেন তুমি দুর্ভাগা আমাদের প্রলুব্ধ করছ? হে অসুর। তুমি যেই হও না কেন, আমাদের ক্রোধের তোমার দর্শন পেরেছি। তুমি বহন কামকে নিয়ে খেলা কর, তখন সমস্ত দর্শকদের মন তুমি কলিত কর। হে সূর্যী। তুমি বহন বর বর তোমার ক্রোধের দ্বারা কপটটিকে মাটিতে আঘাত করছ, তখন তোমার চরণ-কমল এক জাহাঙ্গীর হির থাকবে না। তোমার পূর্ণবিকলিত স্বপ্নের দ্বারা কেন তোমার কটিদেশে

হয়েছে এক তোমার স্বপ্ন সৃষ্টি হস্ত হয়েছে। অহা, তোমার সূর্য কলমায় কি শোভা বিস্তার করেছে! সূর্য বৃত্তি অসুরেরা এইভাবে সেই সাহসকাল সত্যকে তাব মেহমতীরে নিজে থেকে প্রকাশ্যবর্তী এক সূর্যী ক্রুদ্ধী বলা মনে করেছিল এবং তারা তাঁকে অসুখক অধিকার করেছিল।”

“তার পর পৃথকীয় ব্রহ্মা পত্নীর ভাব-ব্যক্ত হস্ত সহকারে, যেন তাঁর নিজের সৌন্দর্যকে নিজে উপভোগ করে, গর্ভ এবং অগ্নির সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা সেই ক্রিয়মতী দ্বারা জ্যোত্স্নের রূপ পরিভাষণ করেছেন। নিজস্ব প্রদূষ গর্ভেরা তখন তা সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। তার পর ভগবান ব্রহ্মা তাঁর জাহাঙ্গীর থেকে ভূত এবং পিশাচদের সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাদের সকলকে বধ এবং ভূত কোল কোল, তিনি তাঁর মেত্রেয় নিউলিত করেছিলেন। জীবের স্রষ্টা ব্রহ্মা ক্রুদ্ধরূপ শরীর ত্যাগ করলে, ভূত ও পিশাচেরা সেই শরীর গ্রহণ করল। এইটি দ্বারা করা দ্বারা ন্যমণ্ড পরিচিত। যে-সমস্ত মনুষ্য অপবিত্র তাদের ভূত ও পিশাচেরা অসংখ্য করে এবং তাদের সেই অসংখ্যকে বলা হয় উপদ্রবের জব্বা। জীবের পৃথকীয় ব্রহ্মা নিজেকে বসনা এবং শক্তিতে পূর্ণ বলে মনে করে, তাঁর অশ্রুতা রূপের নতি থেকে সত্য এবং পিতামহের সৃষ্টি করেছিলেন। পিতামহ তাঁদের অস্তিত্বের চরণ সেই অদৃষ্ট শরীর গ্রহণ করেছিলেন। সেই অদৃষ্ট শরীরের দ্বারা কাম-মত্তের পতিত ব্যক্তির সাধ্য এবং পিতামহের (পরলোকগত পূর্বপুরুষের) দ্বারা উপলব্ধ পিতা ঘন করে। তার পর ব্রহ্মা তাঁর অদৃষ্ট স্বাক্ষর করত দ্বারা লিখ এবং বিদ্যাবানের সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁদের ‘অদ্বিতীয়’ নামক অতি অদ্বিত সেই প্রদান করেছিলেন।”

“এক দিন জীব ব্রহ্মা জলে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করেছিলেন এবং নিজেই নিজের প্রকাশ্য করে সেই প্রতিবিম্ব থেকে কিস্পৃক্ত এবং ক্রিয়বোধের সৃষ্টি করেছিলেন। কিস্পৃক্ত এবং ক্রিয়বোধের দ্বারা পরিভাষণ সেই প্রতিবিম্বিত রূপটি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের পত্নীপদ সহ প্রতিদিন উদ্ভাণে তাঁর কার্যভাণের বর্ণন করে তাঁর প্রকাশ্য করেন।”

“এক সময় ব্রহ্মা তাঁর সেই পূর্ব স্বাক্ষর প্রদর্শন করে

শয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে না দেখে অত্যন্ত চিন্তাচিন্তিত হয়েছিলেন এবং ক্রোধবশত তিনি তখন তাঁর সেই শরীরও পরিত্যাগ করেছিলেন। যে প্রিয় বিদূষ! প্রকারে সেই শরীরে বেশ চ্যাত হয়ে সর্পে রূপান্তরিত হল এবং হস্ত-পদাদি সমুচিত হয়ে সেই মেহ যখন সর্পিণি গতিতে গমন করছিল, তখন বিহ্বত কণ-খিনিষ্ট অভ্যন্ত হিংসে নাগদের সৃষ্টি হয়েছিল। এক দিন প্রথম সৃষ্ট জীব স্বয়ং প্রজা তাঁর জীবনের উৎকল্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে, তাঁর মনের দ্বারা সমগ্র ভগবতের কল্যাণ সাধনকারী মনুষ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। আর-তৎক্ষণেই প্রজা মানুষদের তাঁর ধীর রূপ দান করেছিলেন। মনুষ্যের দর্শন করে, স্বেচ্ছা গভীর আদি পূর্বে যাকের সৃষ্টি

হয়েছিল, তাঁরা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন—হে ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর! আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনি যা সৃষ্টি করেছেন তা অতি উত্তম। যেহেতু এই কর্মসমূহ মনুষ্য-জীবনে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই আমরা সকলে হৃদয়ভাষে গ্রহণ করতে সক্ষম হব। ভগবান, উপাসনা, বাস এবং ভক্তিযুক্ত সমাবির দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত করে, স্বয়ং প্রজা তাঁর প্রিয় পুত্ররূপে কথিনের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রজাদের দৃষ্টি অজ্ঞ প্রজা তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে তাঁর দেহের এক একটি অংশ দান করেছিলেন, যা গভীর ধ্যান, মনের সমাধি, অলৌকিক শক্তি, তপস্বী, বুদ্ধি এবং বৈরাগ্যযুক্ত ছিল।”



একবিংশতি অধ্যায়

মনু-কর্দম সংবাদ

বিদূষ বললেন, “হে পূজ্য ঋষি, স্বয়ং মনু বংশে অত্যন্ত সম্মানযুক্ত। এই বংশে যিহুন ধর্মের প্রাণ বোঝাবে প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, মর্যাদা করে তা বর্ণনা করুন। স্বয়ং মনু দুই মহান পুত্র—প্রিয়তম এবং উত্তমপাদ ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সপ্ত-বীপবর্তী পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন। হে পবিত্র ব্রহ্মণ! হে নিশাণ! আপনি স্বেচ্ছা নারক তাঁর কন্যার বিবাহ বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন প্রজাপতি কর্মের পত্নী। সেই বয় যোগী যোগের আট সিদ্ধি সমবিত্ত রাজকন্যার মাধ্যমে কত সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। অবশেষে আমাকে মর্যাদা করে আপনি তা বলুন। হে পবিত্র ঋষি! কৃপা করে আমাকে বলুন প্রজার পুত্র দক্ষ এবং কচি স্বয়ং মনু অন্য দুই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়ে কিতাবে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিয়েছিলেন—“প্রজা সৃষ্টি করার জন্য প্রজার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, পরম পূজ্য কর্ম মনি

দক্ষ হাজার বছর ধরে সরস্বতী নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন। মহর্ষি কর্ম সমাধি হয়ে ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে সেই তপস্বী অনুশীলন করার সময়, পরপরতমের সমস্ত বর আশু প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। তখন সত্য যুগে, পরলোচন পরমেশ্বর ভগবান কর্ম মূর্তি প্রতি প্রদান হয়ে, তাঁকে তাঁর চিহ্ন স্বরূপ দেখিয়েছিলেন, যা কেবল যেসব মাধ্যমেই স্থান দায়। কর্ম মনি জড় কলুষ-মহিত, সুর্কের মতো উজ্জ্বল বেত পদ এবং কুহীন দ্বারা বিভূষিত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেছিলেন। ভগবানের পরনে ছিল নির্মল নীল বসন এবং তাঁর পদ-সদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডল কৃষ্ণিত কাল কেশদামের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তিনি কিরীট এবং কর্ণ-কুণ্ডলে শোভিত, তাঁর তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা বিরাজমান এবং চতুর্থ হাতে পোত উৎকলরূপ ক্রীড়নক শোভমান। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি সমস্ত ভক্তের হৃদয় হরণ করে। তাঁর

হৃদয়ে শ্রীবৎস চিত্র, গলদেশে কৌন্তভ মনি এবং তিনি পুরুষের স্বর্গে তাঁর চরণদ্বয় স্থাপন করে আকাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। কর্দ্দম মনি যখন সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর মিনা মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মস্তক অবনত করে ভূমিতে নিম্নীকৃত হয়ে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ ছিল এবং তিনি কৃতজ্ঞানিপূর্বক ভগবানের কৃপা করে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন।”

মহর্ষি কর্ম বললেন—“হে পরম আরাধ্য ভগবান! সমস্ত ভক্তিভেদে উৎসে, আপনাকে দর্শন করে আমার চক্ষুদ্বয় আজ পূর্ণরূপে সার্থক হল। মহান যোগী স্ব-জ্ঞানদ্বারা ধরে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আপনার চিহ্ন রূপ দর্শন করার অজ্ঞানতা করেন। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আদর্শ তরলি। আমার প্রভাবে যাদের বুদ্ধি ভীষ্ট হয়েছে, কেবল তারাই নারকীদেরও প্রাণ অনিত্য ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সেই পাদপদ্মের আরাধনা করে। কিন্তু, হে প্রভু! আপনি এতই দয়ালব যে, এমন কি তাদের প্রতিও কৃপা বর্ষণ করেন। তাই কামধেনুর মতো যে আমার সমস্ত ভাব-বাসনা পূর্ণ করবে, সেই প্রকার আমারই মতো স্বভাব-নিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করার ঋণের অধিগত আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছি, কেননা আপনি কলুষ-মন্দ।”

“হে ভগবান! আপনি সমস্ত জীবাত্মার প্রভু এবং নেতা। আপনার পরিচালনায় সমস্ত বহু জীবেরা স্বচ্ছবৎসের মতো নিরন্তর তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টায় যুক্ত। হে বর্ষ-বৃর্ভে! তাদের অনুশ্রম করে, আমিও শাস্ত কালরূপী আপনাকে পূজার মৌল্যে নিবেদন করছি। কিন্তু, বীরা বীরাধারা জড়-জাগতিক বিষয়কে এবং এই সকল বিষয়ের পশুতুল্য অনুমাত্রীদের পরিত্যাগ করেছে এবং পরমেশ্বর সঙ্গে আপনার গণালী এবং কার্যকলাপের যাদুকর সৃষ্টিকারী অমৃত আরাধন করে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ছত্রছায়া আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই জড় দেহের দৌলিক অধঃপাতগুলি থেকে মুক্ত হতে পারেন। আপনার তিন নতি-সমবিত্ত চক্র অক্ষর ব্রহ্মের অক্ষরাত্তর উপর আবর্তিত হচ্ছে।

তার তেরটি পদ (চর), তিন শত ঘটটি পর্ব, ছাটি পরিধি এবং তাতে অনন্ত পত্র বহিত রয়েছে। যদিও তাঁর আবর্তন সমস্ত সৃষ্টির আবৃত্তি করছে, কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ধাবিত এই চক্র ভগবৎভক্তের আবৃত্তি করতে পারে না।”

“হে ভগবান! আপনি একলাই ব্রহ্মাওসমূহ সৃষ্টি করেন। হে পরমেশ্বর! এই জগৎ সৃষ্টি করার বাসনায়, আপনার অন্তরঙ্গ তথা দ্বিতীয়া শক্তি, যোগমায়ার অধীনস্থ শক্তির দ্বারা আপনি তাদের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং পুনরায় বিদায় করেন, ঠিক যেমন একটি উর্ণাভ তর শক্তির দ্বারা জাল বোনে এক পুনরায় তা প্রাণ করে। হে ভগবান! আপনার ইচ্ছা না থাকলেও, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়-ভৃগুর জন্য আপনি স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদান-সমবিত্ত এই জগৎ সৃষ্টি করেন। আপনার অহৈতুকী কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হোক। কেননা তুলসী পত্রের মালার শোভিত আপনার শাস্ত রূপে আপনি আমাদের সমুদ্রে প্রকাশিত হয়েছেন। আমি নিরন্তর শরণ গ্রহণের বোগ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি, কেননা আপনি নগণ্য কামিনের উপরও সর্বদা আপনার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। আপনার দ্বারা শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ বিস্তার করেছেন, যাতে সমস্ত জীব আপনাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সত্য কর্ম থেকে বিবৃত হতে পারে।”

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—“সেই বাক্যের দ্বারা একান্তিকভাবে সংস্কৃত হয়ে, পুরুষের স্বর্গে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণু অমৃত মধুর বাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন। মেহপূর্ণ ইবং হাস্য সহকারে ঋষির প্রতি সৃষ্টিপাত করার সময়, পতীর রেখে তাঁর দণ্ডবল সমালিঙ্গিত হয়েছিল।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“যে জন্য তুমি মন এবং ইন্দ্রিয় সংবোধের দ্বারা আমার আরাধনা করছ, তোমার সেই মনোভাব অবগত হয়ে, আমি পূর্বেই তার বাবস্থা করেছি। হে জীবাত্মক ঋষি! দ্বারা আমার আরাধনার দ্বারা ভক্তি সহকারে আমার সেবা করে, বিশেষ করে তোমার মতো ব্যক্তির, দ্বারা তাদের সর্বদা আমাকে অর্পণ করেছে, তাদের নিরাস হওয়ার কোন প্রসঙ্গই ওঠে না। প্রজার পুত্র সঘাট স্বয়ং মনু, যিনি তাঁর ধর্ম আচরণের

জনা অত্যন্ত বিখ্যাত, তিনি ব্রাহ্মধর্মে অবস্থান করে, সপ্ত সাগর-সামুদ্র এই পৃথিবী শাসন করছেন। হে ব্রাহ্মণ! ধর্ম অনুষ্ঠানে সূক্ষ্ম, সেই বিখ্যাত সপ্তটি তার পত্নী শতরূপা সহ তোমাকে দর্শন করার জন্য পরশু মিন এখানে আসবে। তার এক বর: প্রাপ্ত, সুন্দর স্বভাব এবং সন্তানসমূহ সমস্ত কৃষ্ণ-সরস কন্যা রয়েছে। সে তার উপযুক্ত পতির আশ্রয় করছে। হে মহেশ্বর! তার নিজ-স্বাভা সর্বতোভাবে তার বেলায় প্রার্থী তোমার হস্তে তার কন্যাকে তোমার পত্নী-রূপে অর্পণ করার জন্য তোমাকে দর্শন করতে আসবে। হে পবিত্র ঋষি! তুমি এক বছর ধরে যার কথা তোমার হৃদয়ে চিন্তা করছে, সেই রাজকুমারী ঠিক সেই রক্তময়ী হবে। এতদ্বারা সে তোমার হবে এবং পূর্ণ তুমি সম্পাদনপূর্বক তোমার পেরু করবে। তোমার বীর্য ধারণ করে সে নয়টি কন্যা প্রসব করবে এবং তোমার সেই কন্যাদের মাধ্যমে ঋষিরা সন্তান উৎপাদন করবেন। আমার আদেশ যথাযথভাবে পালন করার ফলে তুমি নির্মল হৃদয়-সম্পন্ন হবে, তোমার সমস্ত কর্মের ফল আমাকে সমর্পণ করে, তুমি অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত হবে। সমস্ত জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তুমি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করবে। সকলকে অত্যন্ত প্রদান করে, তুমি নিজেই এবং সমগ্র জগৎকে আমার হস্তে দর্শন করবে এবং আমাকেও তোমার হস্তে দেখতে পাবে। হে মহর্ষি! তোমার পত্নী দেবহুতির গর্ভে তোমার নয় কন্যা সহ আমি আমার অংশ-কলা প্রকাশ করব এবং দেবহুতিকে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করব।”

মৈত্রেয় ঋষি বলতে লাগলেন—“এইভাবে কর্ণম মুনিকে উপদেশ দিয়ে, কেবল কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ব্যক্তির নয়-গোষ্ঠের পরমেশ্বর ভগবান সরস্বতী নদী বেষ্টিত বিষ্ণু সরোবর থেকে অন্তর্ভুক্ত হলেন। কর্ণম ঋষি দেখতে লাগলেন, হৃদয় মুক্ত পুরুষেরাও যে-পাথের কন্যা করেন, সেই বৈকুণ্ঠ হাথে ভগবান অভির্ভূত হলেন। তিনি পাড়িয়ে থেকে প্রবণ করলেন, ভগবানের বাহন গরুড় যখন তাঁকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পক্ষ সজ্জার মতো সাময়িকের প্রসঙ্গই স্পন্দিত হচ্ছিল। তার পর, ভগবানের অপর্যায়ের পর, পূজ্যের কর্ণম মুনি বিষ্ণু-সরোবরের তীরে, ভগবান যে-কথা বলেছিলেন তার

প্রতীক্ষা করে অবস্থান করেছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর ভাষা সহ স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত রথে আরোহণ করেছিলেন। তার পর, তাঁর কন্যাকে তাঁর উপর সংস্থাপন করে, পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেছিলেন।”

“হে বিনুর। ভগবান কর্ণম পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে ঋষিঃ ভগবতী ব্রত সম্পূর্ণ হলে, তাঁরা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই পবিত্র বিদ্যুৎস্রোতের সরস্বতী নদীর জলের দ্বারা পরিষ্কৃত ছিল এবং তা বহির্গণ কর্তৃক সৈবিত ছিল। তার পবিত্র জল কেবল হৃদয়প্রদই ছিল না, তা ছিল অমৃতের মতো মধুর। সেই সরোবরের নাম ছিল বিদ্যুৎস্রোত, কেননা পরগাগত ঋষির প্রতি সন্তীর্ণ করণের অভিভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের নেত্র থেকে সেখানে অক্ষবিশু পতিত হয়েছিল। সেই সরোবরের তট পবিত্র বৃক্ষরাজি ও লতার দ্বারা সুশোভিত ছিল এবং সমস্ত ফল ও ফুলের দ্বারা সেইগুলি সমৃদ্ধ ছিল। তা বিবিধভাবে কুজরস পবিত্র পাত-পাখির আশ্রয় দান করেছিল। তা সন্ত বৃক্ষরাজি কুণ্ডল শোভার দ্বারা বিভূষিত ছিল। সেই স্থান অত্যন্ত বিহ্বল পক্ষীদের কুঞ্জে প্রতিধ্বনিত হত। হৃদয়প্রদ সরোবর সেখানে আনন্দে বিচরণ করতো, উন্মত্ত মধুরের গর্ভতরে নৃত্য করতো এবং আনন্দোচ্ছল কোকিলেরা পরস্পরকে আহ্বান করতো। বিষ্ণু সরোবর কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, বকুল, আমল, কুম্ভ, মন্দার, কুটজ আদি পুষ্পে ভরা বৃক্ষ এবং তরুণ আশ বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেবানকার বায়ু কারুণ্য, প্রব, হংস, কুরুর, জলকুকুট, সরস, চক্রশাক, চকোর প্রভৃতি পক্ষীদের মনোহর কুঞ্জে নিবসিত ছিল। বিষ্ণু সরোবরের তট হরিন, কুয়াই, কজার, গব্ব, হরী, গোপূষ বানর, সিংহ, মর্কট, নকুল, কুম্ভারী মুগ প্রভৃতি পশুগণ পরিবৃত ছিল। সেই পবিত্র স্থানে অদ্বিতীয় স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কন্যা সহ প্রব্রুত হয়ে এবং ঋষির নিকট গিয়ে দেখলেন যে, পবিত্র ঋষিতে আর্হতি নিবেদন করে সেই ঋষি তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। যদিও তিনি দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তবুও তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত জোতির্ময় এবং তা স্নীপ হয়ে পড়েনি, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর প্রতি তাঁর স্নেহযুক্ত কটাক্ষপাত করেছিলেন এবং তিনি ভগবানের চন্দ্র-সদৃশ সুমধুর কথাগুলো পান করেছিলেন। সেই ঋষির

শরীর ছিল দীর্ঘ, নয়ন কমলদলের মতো বিস্তৃত, তাঁর মস্তকে জটিলতার এবং পরমে চাঁর বসন। তাঁর সন্ন্যাসবৃত্তি হয়ে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে আশ্রয়িত মনির মতো মলিন দেখতে পেলেন। রাজাকে তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হতে দেখে এবং তাঁর সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করতে দেখে, ঋষি তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে আশীর্বাদপূর্বক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ঋষির সম্মান গ্রহণ করে, রাজা মৌলীভাষ অকলঙ্কপূর্বক আসন গ্রহণ করেছিলেন। তখন কর্ণম মুনি ভগবানের আদেশ শ্রবণ করে, রাজার প্রীতি উৎপাদনপূর্বক সুমধুর স্বাক্ষর করে বলতে লাগলেন— হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই সাধুদের সন্তোষ এবং অসাধুদের বিনাশের জন্য এইভাবে পর্যটন করছেন, কেননা আপনি ভগবান শ্রীহরির পালনকারী শক্তির মূর্ত প্রকাশ। আকাশাকতা অনুসারে, আপনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, কার্গজ ইন্দ্র, বায়ু, বহু, ধর্ম, বরুণ প্রভৃতি রূপ ধারণ করেন। আপনি ভগবান শ্রীবিষ্ণু কঠোর ঋষি কেউ নন,

তাই আপনাকে আমি সর্বতোভাবে সম্ব্যয় করি। আপনি যদি স্বরাজি বিভূষিত এই জয়শীল রথে আরোহণ করে, ধনুকের টঙ্কারের দ্বারা তরঙ্গর শব্দ করে, ধর্ম-বিরোধী পাবতীদের দ্বারা উৎপাদন করে, আপনার বিশাল সেনাদাহিনীর পদ-প্রহারের দ্বারা ভূমণ্ডলকে কম্পিত করে সূর্যের মতো এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করতেন, তা হলে স্বয়ং ভগবান কর্ণম প্রব্রুত মণ্ডিত ঋষি সংস্থাপক সমস্ত ধর্মীতিই দুর্বৃত্ত অনুরোধে ধনা বিনষ্ট হত। আপনি যদি পৃথিবীর পরিধির চিত্র ত্যাগ করেন, তা হলে অধর্মের বিস্তার হবে, কেননা তখন ধন-লোলুপ মানুষদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। তখন সেই সমস্ত পুণ্ড্রেরা অত্যাচার করবে এবং এই দিন বিনষ্ট হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, হে পরাক্রমশালী রাজা! কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন, কা কলন, আমি সর্বাত্মকরণে মিশ্রণে তা সম্পাদন করবো।”



দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কর্ণম মুনি ও দেবহুতির পরিণয়

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“সব্বাটের শেষে ওপালী এবং কার্ণকলাপের মহিমা বর্ণনা করে, ঋষি মৌল হাফেন এবং সপ্তটি মনু নিজের প্রশংসা প্রবণ করে, লব্ধি হতে বসিতে বললেন। কোকিল ব্রাহ্ম বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করার জন্য তাঁর মুখ থেকে আপনার মতো ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা তপস্যা, জ্ঞান এবং যোগে যুক্ত এবং ইন্দ্রির সূক্ষ্ম প্রতি পরাধ্বব। ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য, সংস্থাপন পরমেশ্বর তাঁর সহস্র বহু থেকে আমাদের অর্থাৎ ক্রিয়াদের সৃষ্টি করেছেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণদের কলা হয় তাঁর হৃদয় এবং ক্রিয়াদের কলা হয় তাঁর বাহু সেই জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্রিয় পরস্পরকে রক্ষা করার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করেন, এবং পরমেশ্বর ভগবান,

তিনি কার্ণ ও কর্ণরূপ হওয়া সত্ত্বেও অস্বাধ, প্রকৃত পক্ষ তিনিই পরস্পরের মাধ্যমে তাঁদেরকে রক্ষা করেন। আপনার দর্শনের ফলেই কেবল আমার সমস্ত সন্দেহ সূর হয়েছিল, কেননা আপনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক প্রজাপালনে আগ্রহী রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বিব্রমণ করেছেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শন লাভ করেছি, কেননা রাজা আমার জনকে দমন করেনি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেনি, আমার পক্ষে আপনার দর্শন লাভ করা সুখের। এইটি আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি আপনার পবিত্র পদগুলি আমার মস্তক দ্বারা স্পর্শ করতে পেরেছি। আমার সৌভাগ্যের ফলে আমি আপনার উপদেশ লাভ করেছি এবং এইভাবে আপনি

আমার উপর মহৎ কৃপা বর্ষণ করেছেন। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাব করি যে, আমি অনন্ত কল-কুহরের দ্বারা আপনার বিতর্ক বাধী প্রবণ করতে পেরেছি।”

“হে মহর্ষি! কৃপাপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আপনি আমার ক্রীড়িত নিবেদন প্রবণ করুন, কেননা আমার কন্যার প্রতি যেহেতু আমার মন ব্যাকুল হয়েছে। আমার এই কন্যাটি শ্রিহরত ও উদ্ভাসপাণের ভগ্নী। সে যশস, চরিত্র এবং সৎসঙ্গ-সম্বন্ধিত উপযুক্ত পতির অন্বেষণ করছে। যে মুহূর্তে সে বরষা মূর্ধনি কাছ থেকে আপনার উরত চরিত্র, বিদ্যা, কল, বরষ ও তপাবলীর কথা প্রবণ করে, তখন থেকে সে আপনাকেই পতিত্ব জ্ঞান করবে বলে দৃঢ় সংকল্প করেছে। অতএব, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! দয়া করে আপনি একে গ্রহণ করুন, কেননা আমি প্রজ্ঞা সহকারে আপনার কাছে একে নিবেদন করছি। আমার এই কন্যার সর্বতোভাবে আপনার পত্নী হওয়ার উপযুক্ত এবং সে আপনার গৃহস্থ আশ্রয়ের সমস্ত কর্তব্য কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রসবে। যেহেতু বিশ্বের প্রতি বিরক্ত ব্যক্তিরও আপনাকে উপস্থিত বিষয়কে প্রত্যাপন করা উচিত নয়, অতএব যে কামসত্ত্ব তার লব্ধে আর কি কলার আছে। যে ব্যক্তি আপনাকে আপনত কাম বস্তুর আদর করে, পরে কৃপণের কাছে ভিক্ষা করে, তিনি মহা প্রতিষ্ঠাশালী হলেও তাঁর মন ক্ষয় হয় এবং অবশেষে অবজ্ঞা করণ জন্ম তাঁর লব্ধমণ্ডল হইত।”

স্বয়ম্ভব মনু কলেন—“হে জ্ঞানবান! আমি শুনেছি যে, আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন, দয়া করে আপনি আমার দ্বারা অর্পিত এই কন্যার পানিগ্রহণ করুন, কেননা আপনি আত্মীকন ব্রাহ্মণ্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেননি।”

মহর্ষি উত্তর দিলেন, “আমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সেই কথা সত্য। আপনার কন্যারও অন্য কারও কাছে প্রতিজ্ঞা নয় কিংবা বিবাহিঞ্জ নয়। অতএব বৈদিক বিধি অনুসারে আমার বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার কন্যার বিবাহের বাসনা, বা বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত, অর্থাৎ পূর্ণ হোক। তিনি এতই সুন্দরী যে, তাঁর অসংকল্পিত দ্বারা তাঁর অলংকারেরও পোতা তির্যকৃত হয়, সুতরাং কোন পুতক সমাধিপূর্বক তাঁর পণিগ্রহণ না

করবে? আমি শুনেছি যে, আপনার কন্যা যখন প্রাসাদের ছাদে উপর কক্ষ নিয়ে খেলা করছিল, তখন তাঁর পায়ের নৃণুরের শব্দে তাঁর সৌন্দর্য আরও অধিক শোভাযুক্ত হয়েছিল এবং কক্ষের প্রতি নিবদ্ধ তাঁর মুষ্টি চঞ্চল হয়েছিল, তখন বিধাবসু নামক গর্ভবর্তীক সর্পন করে, সান্নোহকণ্ড বিমূঢ় চিত্ত হয়ে তাঁর বিমান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। রমণীকুলের ভূষণ-স্বরণ, স্বয়ম্ভব মনু কন্যা এবং উত্তরপাণের ভগ্নী এই কন্যাটিকে কোন্ মুক্তিমান স্বস্তি সাগরে গ্রহণ করবে না? বান্দা লক্ষ্মীমোহীর চরণ-কমলের সেবা করেনি, তার একে সর্পন পর্বত করতে পারে না, অথচ ইনি যেহেতু আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করার জন্য এখনো এসেছেন। অতএব এই সাধবী কন্যাকে আমি একটি শর্তে পত্নীগ্রহণ গ্রহণ করব—যতদিন পর্যন্ত না তিনি আমার বীর ধারণ করেন, ততদিন পর্যন্ত আমি তাঁর উজ্জনা করব এবং তার পর পরমহংসের ভগবন্তির বে-পায়া অবলম্বন করব, আমি সেই জীবে গ্রহণ করব। সেই পন্থা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বর্ণনা করেছিলেন এবং তা হিংসা-রহিত। বীর থেকে এই বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, যিনি তা পালন করছেন এবং অতঃপর বীর মধ্যে তা লীন হয়ে যাবে, সেই অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান আমার পরম প্রভু। তিনি এই জগতে জীবনের জয়দানকারী প্রজ্ঞাপতিদেরও উৎস।”

শ্রীমহেশ্বর কলেন—“হে মহান যোদ্ধা বিদুর! মণ্ডলী কর্মসে কেননা এই পর্বত বলেই তাঁর আরাধ্য অরবিন্দগত ভগবান বিষ্ণুর চিত্ত করে বৌদ হইলেন। তাঁর দ্বিত হৃদয়ের দ্বারা শোভিত সুবমণ্ডল তখন সেবহুতির মন হরণ করেছিল এবং তিনি তখন সেই মহর্ষির ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। সবটাই তাঁর মহিষী এবং তাঁর কন্যার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হয়ে, অত্যন্ত আশ্রয়ের সঙ্গে বর গণ্যবিত সেই মুনিকে তাঁর উপযুক্ত কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। মহাবাহী শতরূপা প্রীতিভরে বহুমূল্য অলংকার, বসন এবং গুহের বিনিময় উপকরণ যৌতুক-সম্পদ সম্প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত পাত্র সম্প্রদান করে স্বয়ম্ভব মনু তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন তখন বিজয়ম কেননার ব্যক্তি হয়েছিল এবং তখন তিনি যেহেতু তাঁর দুই বাম দ্বারা তাঁর কন্যাকে আদর্শন করেছিলেন। কন্যার বিবাহ সচ্য করতে না পেরে, সবটাই “হে দ্রাঘ।

হে বধবো!” এইভাবে সঙ্কল্পন করতে করতে অকস্মাৎ তাঁর কন্যার মস্তক সিক্ত করেছিলেন। মহর্ষির অনুমতি নিয়ে সবটাই তাঁর পত্নী সহ রথে আশ্রোহণ করে, তাঁর অনুগামীগণ সহ ব্রাহ্মণ্যনী অতিথুগে বাহ্য করলেন। পথে তিনি কবিরের হিতসাধিনী সরস্বতী নদীর উত্তর তটে প্রাপ্ত কবিরের আশ্রয়ের পোতা-সম্পদ দেখতে পেলেন। তাঁর আগমন বার্তা পেয়ে অচল উজ্জল হয়ে, ব্রাহ্মবর্ত থেকে তাঁর প্রজ্ঞা তাঁদের প্রভুকে সাগত জানবার জন্য সংগীত, বাদ্য এবং কুণ্ডিত সহকারে এগিয়ে এসেছিলেন। সর্ব সম্পদ-সম্বন্ধিত বর্হিহতী নদী এই নাম প্রাপ্ত হয়েছিল কেননা ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বকল করাহরণে প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়। তিনি যখন দেহ কাম্পন করেছিলেন, তখন তাঁর রোম এই স্থানে পতিত হয়ে, চির হরিৎ কৃষ্ণ এবং কাল ধাসে রূপান্তরিত হয়, বার দ্বারা কবির যত্নে বিষ্ণু সৃষ্টিকারী অসুরদের পরাভূত করার পর শ্রীবিষ্ণুর উপাসন করেছিলেন। বীর কৃপার মনু এই ভূমণ্ডলের উপর অবিলম্বে লাগ করেছিলেন, কৃষ্ণ এবং কাল নির্মিত আসন বিধিয়ে তিনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যে বর্হিহতী নদীতে মনু পূর্বে বাস করতেন, সেখানে আগমন করে তিনি ত্রিভঙ্গ পুণ্ড্র-নাশক প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। স্বয়ম্ভব মনু তাঁর পত্নী এবং প্রজ্ঞাপন সহ জীবন উপভোগ করেছিলেন এবং ধর্ম-বিত্ত্ব অব্যাহত কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে, তিনি তাঁর বাসনাসমূহ পূর্ণ করেছিলেন। সতীক সুগায়কেরা তাঁর

সহ কীর্তিসমূহের গান করতেন এবং প্রতিদিন প্রত্যবে, তিনি প্রেমাসক্ত চিত্তে ভগবানের মহিমা কীর্তন প্রবণ করতেন।”

“স্বয়ম্ভব মনু ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। যদিও তিনি জড় সুবভোগে লিপ্ত ছিলেন, তবুও সর্বদা ককভাবনাময় পরিবেশে জড় সুব উপভোগ করার জন্য তিনি নিকৃষ্টতম জীবন অঙ্গ-পতিত হননি। তার ফলে, যদিও বীরে বীরে এক মনস্তর-ব্যাপী তাঁর বীর আশু সমাপ্ত হয়ে এসেছিল, তবুও কবিরের জন্যও তার স্বার্থ অপচয় হয়নি, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের শীলা প্রদণ, জ্ঞান, শেখন এবং কীর্তনে মগ্ন ছিলেন। তিনি সর্বদা বাসুদেবের কথা চিন্তা করে এবং বাসুদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে বৃত্ত থেকে, তাঁর জীবন কাল একান্তই চতুর্ভুগ (৭১×৪৩২০,০০০ বৎসর) অতিক্রম করেছিলেন। এইভাবে তিনি পতিত্ব অতিক্রম করেছিলেন।”

অতএব হে বিদুর! বীর ভক্তিবোধে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শারীরিক, মনসিক, বৈদিক এবং অন্যান্য মনুষ ও জীবনের দ্বারা প্রদত্ত ক্রম ক্রিভাবে নীড় দিতে পারে? কবিরগণ কর্তৃক ক্রিান্তিত প্রবের উত্তরে, সন্ত জীবে প্রতি কৃপা-প্রবণ হয়ে তিনি (স্বয়ম্ভব মনু) সাধারণ মানুষের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রয়ের বানবিশ পবিত্র কর্তব্য সবল উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি কীর্তনের বোধ আদ্যাক মনু এই অকৃত চরিত্র তোমার কাছে বর্ণনা করলাম, এখন তাঁর কন্যা সেবহুতির প্রভাবের বর্ণনা প্রকল কর।”

সেবহুতি সেবহুতি সেবহুতি

ক্রয়োবিশ্ণুতি অধ্যায়

সেবহুতির অনুতাপ

মৈত্রেয় কলেন—“তাঁর নিষ্ঠা-মাতা প্রজ্ঞান করলে, সাধবী সেবহুতি, যিনি তাঁর পতির মনোভাষ বুঝতে পারতেন, নিকট গভীর প্রীতি সহকারে তাঁর পতির সেবা

করেছিলেন, ঠিক যেমন পার্বতী দেবী তাঁর পতি শিবের সেবা করেন। হে বিদুর! সেবহুতি অকৃত এবং বাহিরে পবিত্র হয়ে, অন্তরঙ্গভাবে, পতীর প্রজ্ঞা সহকারে, সর্বদা

চিত্রে, শ্রীতি এবং মধুর স্বাক্ষর দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছিলেন। অক্লান্তভাবে এবং উদ্যম সহকারে কার্য করে, সমস্ত কাম, দত্ত, ধৈর্য, শোভ, পাণচর্য এবং অসংখ্য পরিভাষণ করে, তিনি তাঁর অত্যন্ত তেজস্বী পতির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। ক্ষুর কন্যা, যিনি ছিলেন তাঁর পতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত, তিনি তাঁর পতিকে বিধাতার থেকেও বড় বলে মনে করতেন। তাই, তিনি তাঁর কাম থেকে মহা আশীর্বাদ প্রত্যাশা করেছিলেন। দীর্ঘ কাল ব্রত আচরণপূর্বক তাঁর সেবা করার ফলে, তাঁর শরীর দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়েছিল। তাঁর সেই অবস্থা দেখে দেবর্ষিগণের কর্মসমূহ ব্যক্তি হয়েছিলেন এবং পতীর প্রেমে কলম্বু হয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন—“হে স্বামিন্, মনুষ্য সম্বন্ধীয় কন্যা! আমি তোমার পতীর অনুগ্রহময়ী ভক্তি এবং প্রেমপূর্ণ সেবার অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। দেবর্ষিগণের কাছে তাদের দেহ অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু তুমি সেই সেহেঁকেও আমার জন্য কষ্ট করতে বিধারের করনি দেখে, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি। আমি বর্ষের রাত থেকে তপশ্যা, ধ্যান এবং কৃষ্ণকীর্তির আচরণ করে, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছি। তুমি বলিও তার এবং শোক-রহিত এই উপলব্ধিগুলি একদা অনুভব করনি, তবুও সেইগুলি আমি তোমাকে দান করব, কেননা তুমি ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেছ। সেখ, আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি দেখতে পারবে সেইগুলি কত সুন্দর। ভগবানের কৃপা সত্যীকৃত অন্য উপভোগ্যে কি লাভ? পরমেশ্বর তপস্বী শ্রীবিক্রম মুকুটি সঞ্চালনে সমস্ত জড় বিবর ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার পতিরতা ধর্মের প্রভবে, তুমি দিব্য উপহারসমূহ প্রাপ্ত হয়েছ এবং এই সমস্ত দিব্য সম্পদ অতি সস্ত্রান্ত কালে অকল্পিতকারী এবং প্রভুত ধনসম্পদের অধিকারী স্বর্গলোকের পক্ষেও দুর্লভ।”

“সর্ব প্রকার দিব্য জ্ঞানে অধিষ্ঠিত তাঁর পতির বানী শ্রবণ করে, অকল্যাণে দেবদুষ্টি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর সুখমণ্ডল শিথল হওয়া এবং ইন্দ্র সঙ্কেত পূর্ণ দৃষ্টিপাতের ফলে, অকল্যাণ সুন্দর হয়ে উঠেছিল এবং তিনি প্রসন্ন ও তিরস্কৃত পদগম হয়ে বলতে লাগলেন—“হে প্রিয় পতি! হে বিজ্ঞপ্ত! আমি জানি যে, আপনি সর্ব সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং আপনি সমস্ত অদ্যত

যোগ-শক্তি-র অধিকারী, কেননা আপনি যোগমায়ার আশ্রয়ে রয়েছেন। কিন্তু এক সময় আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাদের দৈহিক মিলন সার্বক হবে, কেননা মহান পতি প্রাপ্ত হয়ে, সাধনী স্ত্রীর সমস্ত লাভ করা একটি স্বত্ব বড় গুণ। হে প্রভু! আমি আপনার প্রতি কামার্তা হয়েছি। তাই বলা করে আপনি স্বর্গের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা করুন, যাতে অদ্যত রতিপূতা হেতু আমার কুল পতীর আপনার যোগ্য হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত একটি গৃহের কথাও আপনি বিবেচনা করুন।”

মৈত্রেয় কবি বললেন—“হে বিগ্ন! তাঁর প্রিয় পতীর শ্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে, কর্মসমূহ তুমি তাঁর যোগ-শক্তি প্রয়োগ করে, তৎকালই ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল এক প্রাসাদ-সদৃশ বিমান সৃষ্টি করেছিলেন। সেইটি ছিল সব রকম রত্নে খচিত, মণি-মণিকোষে সজ্জিত এবং সমস্ত আসনা পূরণকারী এক আশ্চর্যজনক প্রাসাদ। সেইটি সব রকম আসবাবপত্র এবং ঔষধের দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা কালক্রমে ক্রমশ বর্ধনশীল ছিল। সেই প্রাসাদটি সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তা সর্ব রকমে সুবাসক ছিল। তাঁর চারদিকে পাতাল, পটিকা এবং বিভিন্ন বর্ণের শিরকমার দ্বারা সজ্জিত ছিল। তা সুন্দর পুষ্প-মালার সুসজ্জিত ছিল, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মধুকরেরা গুঞ্জন করছিল এবং তা মুকুল, ধৌল, কৌশল প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদের উপর্যুপরি বিরচিত সাতটি তলার স্থানে স্থানে শয্যা, পাশক, ব্যজন ও অপেনাবির দ্বারা সুসজ্জিত থাকায়, তা অত্যন্ত মনোহর প্রতিভাত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের দেওয়ালগুলি নানাবিধ শিল্প-কার্যের দ্বারা সুবিত্ত থাকায়, তার শোভা আরও বর্ধিত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের মেঝে ছিল মরকত মণির দ্বারা রচিত এবং সেখানে প্রবাল দ্বারা রচিত বেদিসমূহ বিরাজ করছিল। প্রবাল নির্মিত দ্বারদেশ এবং হীরক খচিত কপটি সমন্বিত হওয়ার, সেই প্রাসাদ অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। ইন্দ্রবীজ মণি রচিত প্রাসাদের চূড়ার, স্বর্ণ-কুন্ডলমূহ মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছিল। হীরকময় লেওয়ানে শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ মণিসমূহ খচিত থাকায়, মনে হচ্ছিল যেন তারা চন্দ্রকান; তা বিচিত্র স্রোতের দ্বারা

সজ্জিত ছিল এবং তাতে বহুদল্য সোনার ভোজন ছিল। সেই প্রাসাদে ইতস্ততঃ বসে বসে হলে এক পদাবত ছিল এবং বহু কৃত্রিম হলে ও পারাবতও ছিল, যেগুলিতে দেখতে এতই জীবন্ত বলে মনে হত যে, প্রকৃত জীবন্ত হলে ও পারাবতের ঝাঁক সেইগুলিকে তাগেই মতো জীবন্ত পক্ষী বলে মনে করে, তাদের উপর বার বার উড়ে কসতো এবং তার বলে সেই প্রাসাদ পক্ষীর কলয়ে ঘুরবিত্ত ছিল। সেই প্রাসাদের ক্রীড়াঙ্গণ, নিগ্রাম কক্ষ, পয়স কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং বহিরাঙ্গন এমন আবাসলোকভাবে সজ্জিত ছিল যে, তা স্বয়ং কর্মসমূহ মুনিরও বিশ্ব উপভোগ্য করেছিল।”

“কর্মসমূহ যখন দেখলেন যে, দেবদুষ্টি অপ্রসন্ন চিত্তে সেই বিশাল, ঔষধমণ্ডিত প্রাসাদটিকে দেখছেন, তখন তিনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি সকলেরই হৃদয়ের প্রাক্কল্য জানতে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পতীকে বলছিলেন—“হে প্রিয় দেবদুষ্টি! তোমাকে অত্যন্ত ভীত বলে মনে হচ্ছে। তুমি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর সৃষ্ট এই বিশ্ব সর্বোত্তম রান কর, যা মানুষের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে এবং তার পর এই বিশ্বে আরোহণ কর। কমল-নয়না দেবদুষ্টি তাঁর পতির সেই বাক্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বদন ছিল মলিন এবং তাঁর মাথার চুল ছিল জটায়ুত, তাই তাঁকে দেখতে খুব একটা আকর্ষণীয় লাগছিল না। তাঁর দেহ ধূলি-পঙ্কজ ঘন আভরণে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁর জননুগল বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই ভুবনভূতেই সরস্বতীর পবিত্র জলে পূর্ণ সেই সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সরোবরের মধ্যে একটি গৃহে তিনি এক হাজার বালিকাকে দেখতে পেলেন, তারা সকলেই ছিলেন কিশোর কন্যা এবং পঞ্চব্রজ। তাঁকে দেখে সেই বালিকারা তৎক্ষণাৎ উঠে পাঁড়িয়ে কল্লোড়ে বললেন, “আমরা আপনার পরিচরিকা। বলা করে আমাদের কলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?” সেই বালিকার দেবদুষ্টির প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে, অতি স্নেহজনক তৈলাদিত দ্বারা তাঁর পায় মর্দন করিয়ে হান করিয়েছিল এবং তার পর তাঁর পরিধানের জন্য নতুন এবং সুন্দর নির্মল বস্ত্র দিয়েছিল। তার পর তারা তাঁকে গ্রেপ্তার এবং বহুদল্য অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিয়েছিল, যা উজ্জ্বল রোয়তি

বিকিরণ করছিল। তার পর তারা তাঁকে সর্ব গুণ-সমন্বিত উত্তম আহার্য এবং অন্ননামক এক প্রকার মধুর পানীয় পান করিয়েছিল। তার পর তিনি আবদার তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন। তাঁর দেহ সব রকম মল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল এক নির্মল বস্ত্র এবং তিনি শুভ তিলক চিহ্নের দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁর পরিচরিকাদের দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভা সহকারে সেবিত হচ্ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর সার শরীর সম্পূর্ণরূপে স্নাত হয়েছিল, তিনি সর্বাঙ্গে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর বলার ছিল একটি পদকবৃত্ত এক বিশেষ হার। তাঁর হাতে কলর এবং পদযুগলে পদ্মচন্দন কর্ণ-মুগুর শোভা পাচ্ছিল। তিনি তাঁর কাটিফেলে বহু রত্ন-খচিত এক স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন এবং বলসেপে এক কহলুগের সুভোর দ্বারা ও নানাবিধ মল্ল দ্রব্য দিয়ে তাঁকে আরও বিভূষিত করে হয়েছিল। তাঁর সুখমণ্ডল সুন্দর লত এবং মনোহর ঔষুধলের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর সুসজ্জিত অঙ্গরবৃত্ত মের পদ্মকলির সৌন্দর্য্যে পরাভূত হয়েছিল। তাঁর সুখমণ্ডল কৃত্রিম কক্ষ ভেলদানে আবৃত ছিল। যখন তিনি কাটিফেলে হঠাৎ অপ্রাপ্ত তাঁর পরম প্রিয় পতি কর্মসমূহকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পরিচরিকাগণ সহ তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পতির সম্মুখে সর্ব পবিত্রাধিকার পবিত্র হয়ে এক তাঁর পতির যোগ-শক্তি দর্শন করে, তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

“কর্মসমূহ যখন দেখলেন যে, দেবদুষ্টি হান করে নির্মল হয়ে, এমন সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিলেন যে, তিনি কেন তাঁর পূর্বের পতী নন। তিনি তাঁর পূর্বের রাজকন্যার মতো সৌন্দর্য্য দিয়ে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত তাঁর মনোহর মুচুপুল শোভা পাচ্ছিল এবং এক হাজার ক্রিয়াধারী তাঁর সেবা করার প্রতীক করছিল।”

“হে শত্রুহরি, পতীর প্রতি কর্মসমূহের অনুগ্রহ তখন বর্ধিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সেই প্রাসাদোপম বিমানে আরোহণ করিয়েছিলেন। বিদ্যামণ্ডিত ফর্দত সেবিতা দ্বিতীয় পতীর প্রতি আপাত দৃষ্টিতে আসক্ত হলেও, কর্মসমূহ মনোহর মনোহর গুণ হারি না ছিল তাঁর আদর্শবৎ। সেই প্রাসাদ-সদৃশ বিমানে কর্মসমূহ যখন

পরিচালিকাশক্তি কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন, ঠিক যেমন আজগোড় কুণ্ড প্রকাশক চন্দ্র তরকা-বেষ্টিত হয়ে শোভা পায়। সেই প্রাসঙ্গ্যেই নিম্নে তিনি মেরু পর্বতের প্রাচীর উপত্যকার প্রশংসা করেছিলেন, যা কখনও ভীষণতম বীভৎস, সুগন্ধিত কখনও বায়ু প্রভাবে আরও অধিক সুন্দর হয়েছিল। সেই সমস্ত উপত্যকার স্বেচ্ছায়ের কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণের সুন্দরী রমণীয় পরিবৃত্ত হয়ে এবং নিজের দ্বারা বসিত হয়ে, সাধারণত অমল উপভোগ করেন। অর্থাৎ মুনিও তাঁর পত্নী ও সুন্দরী রমণীর দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন এবং কখনও কখনও অমল উপভোগ করেছিলেন। তাঁর পত্নী কর্তৃক সজ্জিত হয়ে, তিনি সেই নিম্নে কেবল মেরু পর্বতেই নয়, বৈষ্ণবক, সুবসন, সন্ধান, পুণ্ড্রভঙ্গ ও চৈত্ররথ্য প্রভৃতি উপায়ে এবং মানব সংস্কারের অমল উপভোগ করেছিলেন। বায়ু যেমন অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, ঠিক সেইভাবে তিনি বিভিন্ন লোকে বিচরণ করেছিলেন। তাঁর সেই অত্যন্ত প্রৌঢ়, বীভৎসালী এবং ইচ্ছানুসারে গমনশীল বিমারে চড়ে তিনি স্বপ্ন গমন-মার্গে বিচরণ করেছিলেন, তখন তিনি দেবতাদেরও অতিক্রম করেছিলেন। স্বর্গীয় পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীশাসনপত্রের শরণ গ্রহণ করেছেন, সেই দৃঢ় সংকল্পের ব্যক্তির পক্ষে কি কোন বস্তু দুর্বল হতে পারে? তাঁর জীবাশয় সর্বোচ্চ ভর নানকারী শস্যের মতো পবিত্র নদীর উপরে। তাঁর পত্নীকে কখনও পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের বিভিন্ন মণ্ডল প্রদর্শন করিয়ে, যথা যোগী কর্মের মুনি তাঁর নিজের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁর আশ্রমে বিদ্যে এসে, তিনি রক্ত উপস্থূল মনুষ্য স্বেচ্ছায়ের প্রতি সুখ প্রদান করার জন্য নিজেই নরনারায়ণ বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সঙ্গে কখনও কখনও অমল উপভোগ করেছিলেন, যা তাঁর কাছে এক মুহূর্তের মতো প্রতীত হয়েছিল। স্বেচ্ছায়ের সেই নিম্নে রমণেশ্বর বর্ষাকালী পরম উৎকৃষ্ট শস্যের তাঁর অত্যন্ত জনকর পতির সঙ্গে হৃদয়গত আকার, কত সময় ধৈর্য অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, যা কখনো পারেননি। সেই সম্পত্তি স্বপ্ন কখনও কখনও অমল উপভোগ করেছিলেন, তখন এক দৃঢ় শরৎ কতু অর্থাৎ কালের মতো অতিবাহিত হয়েছিল।

“শক্তিশালী কর্ম মুনি সকলের মনের কথা জানতেন এবং তিনি সকলের বাসের পূর্ণ করতে পারতেন। আশ্চর্য্যের মধ্যেও মুনি স্বেচ্ছায়ের তাঁর অর্ধাঙ্গিনীরূপে বিবেচনা করেছিলেন। নিজেকে সঞ্চয় বিভক্ত করে, তিনি স্বেচ্ছায়ের গর্ভে নরনারায়ণ বীভৎস করেছিলেন। তাঁর ঠিক পরেই, সেই দিনই, স্বেচ্ছায়ের নয়টি কন্যা-সন্তান প্রসব করেছিলেন। সেই কন্যার সন্তানই ছিল সর্বাসুন্দরী এবং তাদের দেহ থেকে রক্ত-পত্রের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছিল।”

“তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি বাইরে ঈষৎ হাস্যমিত্তি হলেও, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত এবং সন্তপ্ত হয়েছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর মনি-সুখ স্বেচ্ছায়ের পদচারণার দ্বারা তিনি ভূমি লিখন করতে (দোণ কাটতে) লাগলেন। অর্থাৎ মুনি হয়ে, অর্থাৎ সর্বত্র গমন করে, তিনি সুমধুর ফলে ধীরে ধীরে করতে লাগলেন।”

স্বেচ্ছায়ের বললেন—“হে প্রভো! আপনি আমার কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সবই আপনি পূর্ণ করেছেন, কিন্তু আমি যেহেতু আপনার শরণাগত, তাই কৃপা করে আপনি আমাকে অতর দান করুন। হে ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যারা তাদের উপনৃত পতি অর্থেণ করে তাদের পতিগৃহে চলে যাবে। কিন্তু সম্মানী হয়ে আপনি বনে চলে যাওয়ার পর, কে আমাকে সাধন দেবে? এককাল পূর্ণ আমি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন না করে, কেবল ইন্দ্রিয়-ভৃগু সাধনের বিষয়ে আমার সময় ব্যথা অতিবাহিত করেছি। আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হয়ে আপনাকে ভাল বেবেছিলাম, আপনার চিহ্নের হিষ্টি সম্বন্ধে আমি তখন জানতে পারিনি। কিন্তু তা সবেও আপনার প্রতি আমার যে-অ্যাসক্তি, তা আমাকে সমস্ত ভর থেকে মুক্ত করুক। ইন্দ্রিয় ভৃগু-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ অবশ্যই সংসার বন্ধনের মার্গ কিন্তু সেই সঙ্গ যদি অজ্ঞাতসারেও সাধুদের সঙ্গে করা হয়, তা হলে তা মুক্তির বাধন-বন্ধন হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির কর্ম তাকে ধর্মভিত্তিক করে না, তার ধর্ম অনুষ্ঠান জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তির উপশমন করে না এবং যার বৈরাগ্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার গর্ববসিত হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃত। হে

ভগবৎ! আমি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের মুরতিরূপে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আপনার সঙ্গ লাভ প্রার্থনা করি। প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছি, তখন কখনও, আমি মুক্তির অন্বেষণ করিনি।”



চতুর্বিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনির বৈরাগ্য

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—“প্রশংসনীয় মনুষ্য স্বেচ্ছায়ের বৈরাগ্যপূর্ণ স্বামী প্রবল করে, ময়ালু কর্তৃক মুনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্বামী শরণপূর্বক বলতে লাগলেন—হে প্রশংসনীয় ব্রাহ্মকন্যা, তুমি নিরাশ হয়ে না। অত্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান আচিরেই তোমার পুত্ররূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন। তুমি পবিত্র ব্রত পালন করো। ভগবান তোমার কল্যাণ সাধন করবেন। তাই এখন তুমি পতীর অঙ্গ, ইন্দ্রিয় সংযম, ধর্ম অনুশীলন, তপস্বী এবং ধন দান করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা কর। তোমার ধর্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, পরমেশ্বর ভগবান আমায় কখনও বিভক্ত করে তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। তিনি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দান করে, তোমার হৃদয়-প্রীতি ছেদন করবেন।”

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“স্বেচ্ছায়ের তাঁর পতি প্রজাপতি কর্মের আদেশের প্রতি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিলেন। হে মহর্ষি! এইভাবে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরামজন ব্রহ্মচর্যের পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন। কখনও কখনও, পরমেশ্বর ভগবান মনুষ্যের কর্ম মুনির কীর্ষে প্রবৃত্ত হয়ে, স্বেচ্ছায়ের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে স্বর্গের কণ্ট থেকে অগ্নি প্রকলিত হয়। তখন পৃথিবীতে তাঁর অবতরণের সময়, স্বেচ্ছায়ের গগন মণ্ডলে বর্ষারমান মেঘের মতো তাঁদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন। স্বর্গের পাদক গর্ভেরা ভগবানের সহিষা কীর্তন করে গান গাইতে লাগলেন এবং অপরাজিত পরম আনন্দে নাচতে লাগলেন।

ভগবানের আবির্ভাবের সময় গগন-মার্গে মুক্তরূপে বিচরণকারী স্বেচ্ছায়ের পুণ্ড্র-বৃত্তি করেছিলেন। তখন সমস্ত দিক-বস্তু, জলরাশি এবং সকলের চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। মনীষী আমি অর্থাৎ সঙ্গ বরষা ক্রমা সন্তান নদী পরিবেষ্টিত কর্ম মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন।”

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—“হে ব্রহ্ম সংহারক! জ্ঞান আহরণে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অঙ্গ ব্রহ্মা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের এক অংশ সাংঘ্য যোগ নামক পূর্ণ জ্ঞান বিবেচন করে জ্ঞান, তাঁর চিত্ত সর্বত্র স্বরূপে স্বেচ্ছায়ের গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। অবতাররূপে তাঁর বাহ্যিক কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মা তাঁর প্রচলিত ইন্দ্রিয় এবং নির্মল অন্তরকরণের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করার পর, তিনি কর্তব্য এবং স্বেচ্ছায়ের বললেন—হে প্রিয় পুত্র কর্মহ! তুমি যেহেতু নিম্নপটে, ব্রহ্মা সংহারক, পূর্ণরূপে আমার নির্দেশ পালন করো, তাঁর ফলে তুমি স্বাধীনভাবে আমার পূজা করো। তুমি আমার সমস্ত নির্দেশ পালন করো এবং তাঁর দ্বারা তুমি আমাকে সন্ধান প্রদর্শন করো। পুত্রের কর্তব্য ঠিক এইভাবে পিতার সেরা করা। অনুগ্রহ কর্তব্য হচ্ছে নিম্ন অথবা চন্দ্রবর্ষের আদেশ ‘যথা আত্মা’ হলে সন্ধান সহকারে পালন করা।”

শ্রীব্রহ্মা তখন কর্ম মুনির ময়টি কন্যার প্রশংসা করে বললেন—“তোমার এই সমস্ত সুশোভনা কন্যারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাধনী। তাঁরা যে-ভানের বশবর্ত্তনের দ্বারা বিভিন্নভাবে এই সৃষ্টি বৃদ্ধি করবে, সেই সমস্ত

আমার কোন সন্দেহ নেই। অতএব, আজই তুমি তোমার কন্যাদের স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, শ্রেষ্ঠ খবিরের হস্তে তাদের সম্প্রদান কর, তা হলে সারা ব্রাহ্মণ জুড়ে তোমার যশোলাভি বিস্তৃত হবে। হে কর্মমুনি! আমি জানি যে, আশি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বৈশ্বকাম্যের প্রভাবে এখন অবতরণ করেছেন। তিনি জীবেদের সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী এবং এখন তিনি কপিল মূনির রূপ ধারণ করেছেন। সুবর্ণ বর্ষ কেশ-সম্বাহিত, কমল-নহন এবং পট্ট তিস্তমুখ পাদপদ্ম সম্বিষ্ট কপিলদেব যোগের দ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা জাগতিক কর্মের বাসনা সমূলে তিনটি করছেন।”

শ্রীশ্রদ্ধা তখন সেবহুতিকে বললেন—“হে মনুজ্য! যিনি কৈটভসুরকে বধ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি তোমার সমস্ত অধিকা এবং সংশয়ের এহি হোল করছেন। তার পর তিনি সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। তোমার পুত্র সমস্ত নিম্ন জীবজন্তুদের অধীশ্বর হবেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞান প্রদানে দক্ষ আচার্য্যের দ্বারা অনুমোদিত হবেন এবং মনুহরের মাঝে তিনি কপিল নামে বিখ্যাত হবেন। যেকৃত্তির পুত্র নামে তিনি তোমার যশ বৃদ্ধি করবেন।”

শ্রীমহেশ্বর বললেন—“কর্মমুনি এবং তাঁর পত্নী সেবহুতিকে এইভাবে বলে, ব্রাহ্মণের নির্মাতা ব্রহ্মা, যিনি হলে সার্বভৌম পরিত্যক্ত, তিনি তাঁর বাহন হংসে চড়ে চার কুমার এবং নারদ সহ ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ শোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হে বিদুর, ব্রাহ্মণ প্রহ্মানের পর, তাঁর নির্দেশ অনুসারে, কর্মমুনি বিশেষ প্রজা হষ্টা সেই মন্যজন মহর্ষিদের তাঁর নয়টি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। কর্মমুনি মনীষিকে কলা, অত্রিকে অননুয়া, অমিতাকে প্রজ্ঞা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভূ নামক কন্যা দান করেছিলেন। পুলহকে গতি, ক্রতুকে পতিব্রজা জিন্মা, ভূতকে ষাতি এবং কপিলকে অকম্পতী নামক কন্যা সমর্পণ করেছিলেন। তিনি পাণ্ডি-নারী কন্যাকে অখর্বীর নিকট সম্প্রদান করেছিলেন। এই শস্ত্রির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভালভাবে সম্পাদিত হয়। এইভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিবাহকর্ম

সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁদের সস্ত্রীক জালন-পালন করতে লাগলেন। হে বিদুর! এইভাবে বিবাহিত হয়ে, অধিরা কর্মমুনির খেতে বিদায় গ্রহণ করে, আনন্দিত অন্তরে তাঁদের নিজ-নিজ অশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যোগেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে, কর্মমুনি নির্জনে তাঁর সমীপবর্তী হয়ে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে কলতে লাগলেন—“আহা, যে-সমস্ত দুর্শশাস্ত্রিষ্ট জীবজন্তু তাদের শাপ কর্মের ফলে, সস্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করছে, দীর্ঘ কাল পরে ব্রাহ্মণের দেবতার তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। বহু জন্ম হয়ে, বহু পরিণত বৈশীরা পূর্ণ সমাধিরোগে নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করেন। আমাদের মধ্যে সাধারণ লোকদের লম্বুতা গাঢ় না করে, সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের গম্যপাতিত্ব করার জন্যই আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সর্বদাই আপনার ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, তাই আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য এবং প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দেওয়ার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবান! যদিও আপনার কোন জড় রূপ নেই, তবুও আপনার তলত রূপ রয়েছে। সেই সব কয়টি রূপই আপনার চির বিদ্য, বা আপনার ভক্তদের অভ্যন্তরিত্রি। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই পরমভক্ত সত্বরে জানতে আগ্রহী সমস্ত মহর্ষিদের অভিব্যক্তির বোধ্য। আপনি ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, বিদ্যা ফল, জ্ঞান, বীর্ষ এবং শ্রী—এই বহুবিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি। আমি কপিলরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের পদ গ্রহণ করি যিনি স্বতন্ত্রভাবে শক্তিময় এবং দিত্য, যিনি পয়স পুরুষ এবং মহত্ত্ব ও মহত্বাল, যিনি ত্রিগুণাত্মক বিশেষ সর্বত্র পালনকর্তা এবং যিনি প্রলয়ের পর সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসং করে নেন। সমস্ত জীবের প্রভু আপনিই কাহে আজ আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার রয়েছে। যেহেতু আপনি আমাকে আমার পিতৃ-জন থেকে মুক্ত করেছেন এবং আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়েছে, তাই আমি সম্মান আশ্রম অবলম্বন করতে চাই। এই গৃহস্থ জীবন ত্যাগ

করে, শোক-রহিত হয়ে, আপনাকে সর্বদাই শ্রবণ করে, আমি ইচ্ছাকৃত বিচরণ করতে চাই।”

পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব বললেন—“হে মূনে, সত্যসর্বভাবে অথবা শাস্ত্রে আমি যা কিছু বলি, তা জগতের সকলের কাছে সর্বভোক্তা প্রামাণিক। আমি পূর্বে আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পুরস্কারে আমি জন্ম গ্রহণ করব, তা সত্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমি অবতরণ করেছি। এই জগতে আমার অবির্ভাবের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে শাশ্বত মর্শন বিরোধন করা, বা অনর্থপূর্ণ জড় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিল্যাবী মুমুকুদের দ্বারা অত্যন্ত সমন্বিত। অমল উপলব্ধির এই দুর্ভেদ্য পন্থা কালের প্রভাবে এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই মর্শন মানব-সমাজে পুনরায় প্রবর্তন করার জন্য এবং বিরোধন করার জন্য, আমি কপিলরূপী এই সেহ ধারণ করেছি বলে জানলেন। এখন আমার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, আপনার সমস্ত কার্যকলাপ আমাতে অর্পণ করে, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন। অজ্ঞের কৃত্যকে জব্ব করে, অমৃতত্ব লাভের জন্য আপনি আমার ভক্তন করুন। আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা আপনার হৃদয়ে, সমস্ত জীবের অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমার্থরূপে বিদ্যমান আমাকে সর্বদা মর্শন করবেন। তার ফলে আপনি শোক এবং ভয় থেকে মুক্ত নিজ জীবন প্রাপ্ত হবেন। আমি আমার মাতাকেও পরমার্থিক জীবনের দ্বার-দ্বার এই পরম জ্ঞান বর্ণনা করব, যাতে তিনিও সমস্ত সত্য কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আশা উপলব্ধি করতে পারেন এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তার ফলে তিনিও সমস্ত জড়-জাগতিক ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবেন।”

শ্রীমহেশ্বর বললেন—“এইভাবে তাঁর পুত্র কপিল কর্তৃক পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়ে, প্রজাপতি কর্মমুনি তাঁকে পরিত্রাণ করে, প্রসন্ন চিত্তে তৎকালীন যমে লুপ্ত করেছিলেন। সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রবণ করার জন্য এবং সর্বভোক্তাকে তাঁর পদ গ্রহণ করার জন্য, কর্মমুনি যৌনরত অবলম্বন করেছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হয়ে, একজন সত্যসৌভাগ্য তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন, অগ্নি এবং আশ্রয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর মনকে কার্য-কারণের দ্ব্যতীত, ত্রুটিহীন তিনটি ওপের প্রকলক, তপাতীত এবং ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা অনুভূত পরমেশ্বর ভগবান পরম্পরে স্থির করেছিলেন।”

“এইভাবে তিনি জন্ম অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং মন্যতাপন্য হারিয়েছিলেন। অবিচলিত, সত্যের প্রতি সমন্বী এবং ঐক্য ভাব-রহিত হয়ে, তিনি বধ্যববস্ত্রের আশ্র-মর্শন করেছিলেন। তাঁর মন অন্তর্মুখী হয়েছিল এবং তিনি তারকের দ্বারা অবিচলিত সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি বহু জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, সর্বশ্রুতমী সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবান অনুভবের দ্বারা প্রেমময়ী স্বেচ্ছা বৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি যেখানে যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত এবং সকলেরই তাঁর দৃষ্টি অবস্থিত, কেননা তিনিই হলেন সকলের পরমাত্মা। নিম্নলিখ ভগবত্বক্তি সম্পাদন করার ফলে, সমস্ত যৌবন ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে, সকলের গতি সমন্বী হয়ে, কর্মমুনি জাগতী গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”



ভগবদ্ভক্তির মহিমা

শ্রীশৈলক বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান ভগবদ্বিহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা কপিল যুনি রূপে হস্ত গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণার্থে নিত্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য তিনি অবতরণ করেছিলেন। এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের থেকে বেশি জানেন। তাঁর থেকে অধিক নূরানীর অধবা তাঁর থেকে উত্তর যোগী কেউ নেই। তাই তিনিই হচ্ছেন যেনের প্রভু এক সর্বদা তাঁর সম্বন্ধে ভবন কর্তৃক কখনই ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত ভূমি সাধন হয়। তাই কৃপা করে বসন্ত আত্মা পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপ এবং লীলাসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন।”

শ্রীশূত গোবামী বললেন—“পরম শক্তিমান ঋষি মৈত্রেয় ছিলেন ব্যাসদেবের শাখা। নিত্য জ্ঞান সম্বন্ধে বিদ্যুৎের প্রবেশ অনুপ্রাণিত এবং প্রসন্ন হয়ে মৈত্রেয় বলেছিলেন, কর্তব্য বন্ধন বলে গ্রহণ করেছিলেন, তখন ভগবান কপিল তাঁর মস্ত দেহভূতির প্রসঙ্গটা বিধানের জন্য ঠিক-সমোচ্চের তীরে অবস্থান করেছিলেন। পরমভক্তের চরম লক্ষণের দ্বারা প্রসন্ন কপিলদেব বন্ধন কর্তে নিরত হয়ে অবস্থান করেছিলেন, তখন দেহভূতি রূপার বাণী স্মরণ করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—হে ভগবান! আমি আমার অসং ইন্দ্রিয়ের বিহীন-অভিলষ থেকে অভ্যস্ত শ্রান্ত হয়েছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে করতে আমি তুমিসমূহ সংসার-কুপে পতিত হয়েছি। হে ভগবান! অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনিই আমার একমাত্র উপায়, কেননা আপনি হচ্ছেন আমার নিত্য দেহ, যা আপনার কৃপার প্রভাবেই জেগে ও জগৎ-কল্যাণের পর আমি লাগু করেছি। আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সমস্ত জীবের আদি এবং অধীন্য। সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার জন্য, আপনি সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন। হে প্রভু! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমার মস্ত মোহ দূর করুন।

আমার অহঙ্কারের ফলে, আমি আপনার মায়ায় দ্বারা বদ্ধ হয়েছি এবং আমার দেহকে আমি এবং বেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আমার বলে মনে করছি। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, কেননা আপনিই একমাত্র শরণ্য। আপনি সেই কুঠর, যার দ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা যায়। আমি তাই আপনাকে আমার প্রপতি নিবেদন করছি, কেননা আপনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার কাছে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্বন্ধে জ্ঞানতে চাই।”

মৈত্রেয় বললেন—“তাঁর মাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিম্নলিখিত বাক্যের প্রবণ করে, ভগবান তাঁকে সেই প্রশ্ন করার জন্য অন্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং ইহং হাস্য সহকারে অধ্যাত্মবাসীদেব মার্গ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—“যে যোগ-পদ্ধতি ভগবান এক জীবের সম্পর্ক নির্ধারিত করে, যা জীবের চরম মঙ্গল সাধন করে এক বা জড়-জাগতিক সমস্ত সুখ এবং দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করে, সেইটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা। হে পরম পরিত্রস্ত! আমি পুরাকালে মহান ঋষিদের কাছে যে যোগ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছিলাম, সেই প্রাচীন যোগের পন্থা আমি এখন আপনার কাছে বলছি। এইটি সর্বকোষে উপলব্ধি এবং ব্যবহারিক। যেই অবস্থায় জীবের চেতন প্রকৃতির তিনটি ওপের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাকে বলা হয় বদ্ধ জীবন। কিন্তু সেই চেতনা বন্ধন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তিনি মুক্ত হন। মানুষ বন্ধন ‘আমি’ এবং ‘আমার’ এই দ্বারা পরিচিতি-প্রসূত ক্ষম, মোহ ইত্যাদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হন, তখন তাঁর মন শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ অবস্থায় তিনি শুধাকবিত জড় সুখ এবং দুঃখের অর্জিত হন। তখন জীবাত্মা জগৎ-সদৃশ হলেও নিজেকে জড় প্রকৃতির অর্জিত, জ্যোতির্মা, অখণ্ডিতরূপে

দর্শন করতে পারে। আত্ম উপলব্ধির সেই অবস্থায়, মানুষ তত্ত্ববুদ্ধি জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সব কিছু বধ্যবদ্ধভাবে দর্শন করেন, তখন তিনি জড় বিবাদের প্রতি উদাসীন হন এবং তাঁর উপর জড় প্রকৃতির প্রভাব ক্লীপক হয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তত্ত্ববুদ্ধি না হলে, কোন প্রকার যোগীই আত্ম উপলব্ধিতে পিছু লাভ করতে পারেন না, কেননা সেইটি হচ্ছে একমাত্র মঙ্গলজনক পন্থা। প্রতিটি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিই ভালভাবে জানেন যে, জড় আসক্তি আত্মার সব চাইতে বড় বন্ধন। কিন্তু সেই আসক্তি বন্ধন বরূপ-নিবৃত্তি তত্ত্বের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তখন তার কাছে মুক্তির দর উন্মুক্ত হয়ে যায়। সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তিনি সহানুভূতি, দয়ালু এবং সমস্ত জীবের সুখ। তাঁর কোন শত্রু নেই, তিনি নাকি, তিনি শত্রুর নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং তিনি সমস্ত সত্ত্বপের দ্বারা বিচলিত। এই প্রকার সাধুরা একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে অকলিতভাবে ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের জন্য তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-বন্ধন এবং বন্ধু-বান্ধব পরিচালনা করেন। নিরন্তর আমার কণ্ঠ মনন এবং কীর্তন করে, সাধুরা কোন প্রকার জড়-জাগতিক তাগ অনুভব করেন না, কেননা তাঁরা সর্বদাই মদগত চিত্ত।”

“হে মায়া! হে মায়া! এইগুলি সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত মহান ভক্তদের গুণমণী। আপনার অনর্থ কর্তব্য এই প্রকার সাধুদের প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা তার ফলে জড় আসক্তি-জনিত সমস্ত মোহ নিবৃত্ত হয়। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং সন্তুষ্টি বিধান করে। এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে, ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ভাবে মুক্ত হওয়ার পথে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রুচি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। এইভাবে ভক্ত সঙ্গে ভগবদ্ভক্তিতে মুক্ত হয়ে, নিরন্তর ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করার ফলে, ইহলোকে এবং পরলোকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বিরক্তির উদয় হয়। এই ধৃষ্ণভক্তির পন্থা হচ্ছে সব চাইতে সহজ-সরল যোগ অনুশীলনের পন্থা, কেউ বন্ধন ভগবদ্ভক্তিতে বধ্যবদ্ধভাবে মুক্ত হন,

তিনি তখন তাঁর বন্ধকে সংযত করতে সক্ষম হন। এইভাবে প্রকৃতির ওপের সেবার মুক্ত না হয়ে, কৃষ্ণভক্তিদ্বারা নির্ধারিত করে, কৈরাণ্যবৃত্ত জ্ঞান লাভ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবার বন্ধকে একাগ্র করে, যোগ অনুশীলনের দ্বারা সে এই জীবনেই আমার সম লাভ করে, কেননা আমি ছিছি পরমভক্ত পরমেশ্বর ভগবান।”

ভগবানের এই বাণী শুনে, দেহভূতি জিজ্ঞাসা করলেন—“আমি কি প্রকার ভক্তি বিকাশ করে এবং অভ্যাস করব, যার ফলে আমি জ্ঞানলাভে এবং শীঘ্রই আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবা প্রাপ্ত হতে পারি? আপনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, যোগের লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে জড়-জাগতিক অভিভাবের নিবৃত্তি সাধন করা। দয়া করে আপনি বলুন সেই যোগ কি প্রকার এক কতভাবে সেই অলৌকিক যোগকে যোগ্য করা? হে আমার শ্রীর পুত্র কপিল! আমি একজন ক্রীলোক। আমার পক্ষে পরমভক্ত হওয়ার কথা অত্যন্ত কঠিন কেননা আমার যুতি অল্প। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে বিশ্লেষণ করেন, তা হলে মন্বন্তরী ইওয়ার সম্বন্ধে আমি জ্ঞা বুঝতে পারব এবং গুরু বলে নিত্য সুখ অনুভব করতে পারব।”

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“তাঁর মাথের কথা শুনে, কপিলদেব তাঁর উদ্দেশ্য অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি তিনি কৃপাপরশন করেছিলেন কেননা তাঁর দেহ থেকে তাঁর জ্ঞান হয়েছিল। তিনি তাঁর কাছে সাংখ্য লক্ষন বর্ণনা করেছিলেন, যা গুরুপরম্পরায় ভক্তি এবং যোগের সমন্বয়।”

কপিলদেব বললেন—“ইন্দ্রিয়সমূহ নৈমিত্তিক এবং তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কার্য করা। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন দেবতাদের প্রতীক, তেমনিই মন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মনের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে সেবা করা। সেই সেবার জন্য বন্ধন কোন একমাত্র উদ্দেশ্য বর্তীত ভগবানের সেবার মুক্ত হন, তখন তা মুক্তির থেকেও অনেক অধিক প্রেরণকর। ভক্তি জীবের সৃষ্টি দেহকে অতিরিক্ত প্রিয়ান ব্যতীতই করা করে ফেলে, ঠিক যেমন জঠরায় সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যকে গ্রহণ করে দেয়। হে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই

আমার ক্রীপাদশ্যের সেবার যুক্ত, তিনি কখনও আমার সঙ্গে এক হতে যেতে চান না। এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত সর্বদাই আমার লীলাবিলাসের এবং কার্যকলাপের কীর্তন করেন। হে মাতঃ! আমার ভক্তেরা সর্বদাই উদীয়মান প্রভাতী সূর্যের মতো অরুণ লোচনযুক্ত আমার চন্দ্র মুখমণ্ডল-সম্বন্ধিত রূপ অবলোকন করেন। তাঁরা আমার সর্ব মঙ্গলময় বিভিন্ন রূপ দর্শন করতে চান এবং অনুকূলভাবে আমার সঙ্গে ব্যাক্যল্লষণ করতে চান। ভগবানের হান্যোচ্ছল এবং আকর্ষক রূপ দর্শন করে এবং তাঁর অত্যন্ত মধুর বাণী শ্রবণ করে, শুধু ভক্তেরা তাঁদের তেজস্বী হৃদয়ে কেন্দ্র করে। তাঁদের ইচ্ছাগুলি অন্য সমস্ত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ময় হয়। তাঁর ফলে তাঁদের মুক্তি লাভের স্পৃহা না থাকলেও, তাঁরা আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে আমার চিত্তের ময় থাকার ফলে, ভক্তেরা স্বাধীনতার এমন কি সত্যলোকের সর্ব সৌন্দর্য ঐশ্বর্যও কামনা করেন না। তাঁরা যোগের তপ্ত-সিদ্ধিও কামনা করেন না, এমন কি তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে পর্বত উন্নীত হতে চান না। কিন্তু সেইগুলি না চাইলেও, এই জীবনেই তাঁরা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন।

“হে মাতঃ! ভক্তেরা যে নিত্য ঐশ্বর্য লাভ করেন, তা কখনও নষ্ট হয় না, কোন রকম অস্ত্র এমন কি কালক্রমেও সেই ঐশ্বর্য কিস্ট করতে পারে না। যেহেতু

ভক্তেরা আমাকে তাঁদের সখা, আত্মীয়, পুত্র, গুণ, সূত্র এবং ইষ্টদেবতা বলে গ্রহণ করেন, তাই তাঁদের ঐশ্বর্য থেকে তাঁরা কখনও বঞ্চিত হন না। যাঁরা ইহলোকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, গুণ, গৃহ অথবা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু, এমন কি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা পূর্বত পরিত্যাগ করে, অন্য ভক্তি সহকারে সর্ব ব্যাপ্ত বিশ্বের আমাকে ভজনা করে, আমি তাঁদের সঙ্গো-সমুদ্রে পরপারে নিয়ে বাই। আমি খ্যাতিত থনা করণে শরণ গ্রহণ করার ফলে, কেউই তাঁর জন্ম-মৃত্যুর ভর থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেননা আমি ইচ্ছা সর্ব শক্তিমান, সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস এবং সমস্ত আত্মা-পরম আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান। আমার ভয়ে কাণ্ড প্রবাহিত হয়, সূর্য বিকশিত করে, মেঘের রাজা ইন্দ্র হারি বর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এক মৃত্যু বিচরণ করে। ঘোষণাও তাঁদের শাশ্বত লাভের জন্য নিত্য জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিবাদে আমার ক্রীপাদশ্যের শরণ গ্রহণ করেন এক আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁরা নির্ভয়ে আমার ধামে প্রবেশ করার কোমল অর্জন করেন। তাই যাদের মন ভগবানের চরণে নির্বেদিত হয়ে স্থির হয়েছে, তাঁরাই মুক্ত নিত্য সহকারে ভগবত্বতির অনুশীলন করেন। জীবনের চরণে সিদ্ধি লাভের সেটিই একমাত্র উপায়।”



বড়বিশিষ্ট অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব

ভগবান ভগবত্বের বললেন—“হে মাতঃ! এখন আমি নবমভক্তের বিভিন্ন বিভাগ সংক্ষেপে আপনার কাছে বর্ণনা করব, যা জ্ঞানার ফলে যে কোন ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। আশা উপলব্ধির চরণে পূর্ণতা হচ্ছে জ্ঞান। আমি সেই জ্ঞান

আপনার কাছে বিশ্লেষণ করব, যার দ্বারা জড় অগতির প্রতি অসত্তিকরণ হ্রাসপ্রাপ্তি হোলেন করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা এবং তাঁর আসি নেই। তিনি জড়; প্রকৃতির গুণের অতীত এবং জড় দ্ব্যর্থিক অস্তিত্বের অতীত। তিনি সর্বত্রই উপলব্ধ হন কেননা

তিনি স্বয়ং প্রকাশ এবং তাঁর আসের জ্যোতির দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির পালন হয়। পরমেশ্বর ভগবান, যিনি মহতের থেকেও মহীয়ান, তাঁর লীলাকণে সৃষ্ট জড় প্রকৃতিতে গ্রহণ করেছেন, যা ত্রিগুণাত্মক এবং ত্রিবিভূত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। জড়া প্রকৃতি তাঁর ত্রিগুণের দ্বারা নিচিহ্নরূপে বিভক্ত হয়ে, জীবের রূপ সৃষ্টি করে এবং জীব তা দর্শন করে নিজের জ্ঞান আকর্ষণকারী রূপের দ্বারা মোহিত হয়। ত্রিগুণ জীব তাঁর বিশ্রামের ফলে, জড় প্রকৃতির প্রভাবকে তার কর্মক্ষেত্র বলে মনে করে এবং এইভাবে প্রভাবিত হয়ে, সে ত্রিগুণতত্ত্ব নিয়ে তার কর্মের কঠোর বলে মনে করে। জড় চেতনাই, যার জীবনের কারণ, যে পরিস্থিতিতে জড়া প্রকৃতি জীবের উপর বিভিন্ন অবস্থা কলপক প্রয়োগ করে। জীবদ্বারা যদিও কিছুই করে না এবং সে এই প্রকার কার্যকলাপের অতীত, তবুও সে বহু জীবনের দ্বারা এইভাবে প্রভাবিত হয়। বহু জীবের জড় শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেহভাসের কালন হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। বিজ্ঞ কৃতিরা তা জ্ঞানেন। জড়া প্রকৃতির অতীত যে জীব, তাঁর সুখ এবং দুঃখে অনুভূতি যার আত্মার দ্বারা উৎপন্ন হয়।”

যেবহুতি বললেন—“হে পরমেশ্বর ভগবান! দ্বারা করে আপনি আমার কাছে পুরুষ এবং তাঁর শক্তিসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করেন, কেননা তা উভয়েই এই প্রকট এবং গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির কারণ।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“তিন গুণের শাক্ত অত্যন্ত সমস্ত বস্তু অবস্থার কারণ এবং তাকে বল হয় প্রধান। তাঁর ব্যক্ত অবস্থাকে কলা হয় প্রকৃতি। পাঁচটি কলা তত্ত্ব, পাঁচটি সূত্র তত্ত্ব, চারটি অন্তরঙ্গিত্র, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিতে কলা হয় প্রধান। পাঁচটি কলা উপাদান হচ্ছে ভূমি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ। পাঁচটি সূত্র উপাদান হচ্ছে রস, রূপ, স্পর্শ এবং গন্ধ। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা দশ, যথা—প্রবণেন্দ্রিয়, বাসেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, দ্বাগেন্দ্রিয়, বাসেন্দ্রিয়, হৃদয়, পদযন্ত্র, ক্রমেন্দ্রিয় এবং গায়ু। সূত্র অন্তরঙ্গিত্র চার প্রকার, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুবিত চেতনা। তাদের বুদ্ধি এবং লক্ষণ অনুসারেই কেবল তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। এই সবকিছুকে কলা হয় সমস্ত ব্রহ্ম।

এদের সমস্তর সঞ্জন করে যে কলা, তাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবানের প্রভাব ফলে অনুভব করা যায়, যার ফলে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে, অহঙ্কারের দ্বারা বিশেষভাবে মোহিত হয়ে জীবদের মৃত্যু-ভর উৎপন্ন হয়।”

“হে মাতঃ! হে স্বাক্ষর মনুর কন্যা! আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, প্রকৃতির সাক্ষ্য অব্যক্ত অবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে, যার থেকে সৃষ্টির শুরু হয়। অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে এক বাইরে কালরূপে বিরাজ করে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বের সমস্ত সঞ্জন করেন। জড়া প্রকৃতিতে ভগবান দ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তিকে আধান করেন, তখন প্রকৃতি মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন, যাকে কলা হয় কলির। জড়া প্রকৃতি কখন বহু জীবের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জ্যোতিত হন, তখন তা সংঘটিত হয়। এইভাবে, বৈচিত্র্য প্রকাশ করার পর, জ্যোতির্ময় মহত্ত্ব, যার মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রয়েছে, যা সমস্ত ভগবতের অঙ্গুর-রূপ এবং প্রকারের সমস্ত বা বিনষ্ট হয় যার না, তা প্রকারের সমস্ত তার জ্যোতিকে আকৃষ্ট করে যে তত্ত্ব, তাকে পালন করেছিল অর্থাৎ লোপ করেছিল। সহজ, বা বহু, শান্ত, ভগবৎ উপলব্ধির স্থান এবং তাকে সাধারণত বাসুদেব বা চিত্ত কলা হয়, যা মহত্ত্বকে প্রকাশিত হয়। মহত্ত্বকে প্রকাশ হওয়ার পর, এই সমস্ত বুদ্ধিগুলির একসাথে উন্নয়ন হয়। জ্ঞান যেমন পৃথিবীর স্পর্শে আসার পূর্বে, তার স্বাভাবিক অবস্থার স্বচ্ছ, মধুর এবং শান্ত থাকে, তেমনি শুদ্ধ চেতনার বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শান্তত্ব, স্বচ্ছত্ব এবং অনিলব্রিত। মহত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যা ভগবানের স্বীয় শক্তি থেকে উৎপন্ন। অহঙ্কার প্রধানত তিন প্রকার ত্রিগুণাত্মক সম্বন্ধিত—বৈকারিক, তৈজস এবং তামস। এই তিন প্রকার অহঙ্কার থেকে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বহুত্বের উদ্ভব হয়। সর্বজন নামক পুরুষ, যিনি হচ্ছেন সর্ব শির-সম্বন্ধিত ভগবান অনন্তরূপে, তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারের স্বরূপ, যার থেকে ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের উৎপত্তি হয়েছে। এই অহঙ্কারে ভূত, ভগবৎ এবং কার্যভের স্বরূপ রয়েছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে শান্ত, কোমল এবং বিচল

লক্ষসমূহ জাতি প্রত্যক্ষ হয়। বৈকারিক অহঙ্কার থেকে জন্ম এক প্রকার বিকার সংঘটিত হয়। তার থেকে মনের উৎপত্তি হয় এবং মনের সমস্ত এবং বিকার থেকে কদমর উৎপত্তি হয়। জীবনের মন ইন্দ্রিয়সমূহের অধীকৃত অনিশ্চয় নামে পরিচিতি হয়। তার অবসানটি পরবর্তমানের মীল কমলার মতো বর্ণ-বিশিষ্ট। যৌবন বীজে বীজে উৎপন্ন হয়।

“হে সতী! তৈজস অহঙ্কারের বিকারের ফলে, বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির কার্য হচ্ছে বস্তু বস্তুকে চেনাওঁতে হয়, তখন জন্মের প্রকৃতি নিরূপণ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সাহায্য করা। সৎসার, সত্য জ্ঞান, সঠিক জ্ঞান, সৃষ্টি এবং মিত্র—পৃথক পৃথক বুদ্ধিতেই বুদ্ধির কয়েকটি লক্ষণ বলে কথিত হয়। তৈজস অহঙ্কার থেকে দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় প্রাণশক্তির উপর আধিপত্য এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির উপর অধিপত্য। তায়স অহঙ্কার বস্তু প্রবেশের ভঙ্গবস্তুর বীজের দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন লব-ভঙ্গবস্তুর প্রকাশ হয় এবং লব থেকে আকাশ এবং প্রকাশের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীত্ব এক খাঁয়ের প্রকৃত চতুর্ভুজ রয়েছে, তাঁরা বস্তুর অর্থব্যাক এবং বস্তুর উপস্থিতির ইতিহাসকে আকাশের সূক্ষ্মরূপ বলে শব্দের সঙ্গে প্রকাশ করেন। আকাশের কার্য এবং লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত স্রষ্টাদের কল্প এবং আভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের স্থান এবং অবকাশ প্রদান করা, যথা—প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং মনের কার্যকর হওয়া। লব থেকে উদ্ভূত আকাশ কালের গতির প্রভাবে বিকার প্রাপ্ত হয়ে, তা থেকে স্পর্শ-ভঙ্গবস্তুর উৎপত্তি হয় এবং তা থেকে বায়ু এবং স্পর্শের উৎপত্তি হয়। কোমলতা, কঠোরতা, নীতলতা এবং উত্তম—এইগুলি স্পর্শের লক্ষণ। এই স্পর্শ হচ্ছে বায়ুর ভঙ্গবস্থা। আকাশের, মিত্র, লব এক অসামান্য ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়ের প্রতি সংযোগ করা এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে হৃদয়বস্তুর কার্য কল্পনের মাধ্যমে বায়ুর ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। বায়ু এবং স্পর্শের উৎপত্তির মিথস্ক্রিয়া করে, মৈত্রেয় প্রভাবে রূপের উৎপত্তি হয়। এই রূপের বিকাশের লব-ভঙ্গবস্থা অধি উৎপন্ন হয় এবং কর্মেন্দ্রিয় বিভিন্ন অর্থের বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন করে।”

“হে সত্য! আকৃতি, গুণ এবং ব্যক্তির দ্বারা রূপের কৃতি বোকা হয়। অধিগত রূপ তার আকৃতির দ্বারা উপলব্ধ হয়। অধিক জ্ঞান তার তার আকৃতি, রূপের কঠোর কমতা, পরিপাক, নীতলতা বিনাশ, বাস্তবিক এবং সূক্ষ্ম, কঠোর, ক্ষেপণ ও পাণ্ডুর উদ্ভেদের দ্বারা। অধি এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মিথস্ক্রিয়া করে, মৈত্রেয় রূপের রূপ-ভঙ্গবস্তুর উৎপত্তি হয়। রূপ থেকে কালের উৎপত্তি হয় এবং রূপ গ্রহণকারী জিজ্ঞাসা উদ্ভূত হয়। রূপ বলিও মূলত এক, কিন্তু অন্যান্য পদার্থের সংস্পর্শে তা কঠোর, নরম, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি রূপ প্রকারে বিভক্ত হয়েছে। আকর্ষণ, বিভিন্ন মিশ্রণকে শিথীকরণ, ত্বষ্টি উৎপাদন, জীবিতকরণ, মৃত্যুকরণ, তল নিবারণ, বার বার উদ্ভূত হলেও জলধারের পুন্য পুন্য উৎপাদন এবং ত্বষ্টি নিবারণ এইগুলি কালের কৃতি। কালের সঙ্গে রূপ-ভঙ্গবস্তুর মিথস্ক্রিয়া করে, মৈত্রেয় বায়ু-ভঙ্গবস্তুর উৎপত্তি হয়। তা থেকে ঘটি এবং ভ্রাম্যন্তর উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা অমরা পৃথিবীর লব অনুভব করতে পারি। লব এক হওয়া সত্ত্বেও, ভ্রাম্যন্তর সংস্পর্শের মাধ্যমে অনুভব—মিত্র, সূক্ষ্ম, শক্ত, উন্নত, অম্ল ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত হয়েছে। পরমেশ্বরের স্বরূপকে আকাশের প্রদান করা, বাসস্থান নির্মাণ করা, লব রাখার পর তৈরি করা ইত্যাদি কার্য ঘটির লক্ষণ। লবের কল্প করা যে, পৃথিবী সমস্ত ভ্রাম্যন্তর আশ্রয়স্থল। যে ইন্দ্রিয়ের বিবরণ হচ্ছে লব তাকে বলা হয় ভ্রাম্যন্তর এবং যার বিবরণ হচ্ছে স্পর্শ তাকে বলা হয় ভ্রাম্যন্তর। যে ইন্দ্রিয়ের বিবরণ হচ্ছে রূপ তা অধির বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় কর্মেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিবরণ হচ্ছে গন্ধ বা পৃথিবীর বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় ভ্রাম্যন্তর। বেহেতু কারণ কার্যের বিদ্যমান থাকে, তাই পূর্ববর্তী ভ্রাম্যন্তর গুণগুলি পরবর্তী ভ্রাম্যন্তর থেকে। সেই কারণে আকাশ অধি ভ্রাম্যন্তর চতুর্ভুজের বিশেষ গুণগুলি ঘটিতে পাওয়া যায়। মহত্ত্ব অধি এই সমস্ত লব তবু যখন অমিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখন সৃষ্টির আদি করণ পরমেশ্বরের ভঙ্গবস্থা লব, কর্ম এবং গুণ সহ ভ্রাম্যন্তর প্রবেশ করেছিলেন। ভ্রাম্যন্তরের উপস্থিতির ফলে সেই লব তবু সক্রিয় এক মিলিত হওয়ার ফলে, এক অচেতন

ভ্রাম্যন্তর উৎপত্তি হয়েছিল। সেই অণু থেকে বিরাট পুরুষ প্রকটি হয়েছিলেন।

“এই ভ্রাম্যন্তরকে বলা হয় ভ্রাম্যন্তর প্রকাশ। জাতি রূপ, অধি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্ত্বের যে আকর্ষণ রয়েছে, তা ভ্রাম্যন্তরে পৃষ্টির থেকে পরবর্তী ভ্রাম্যন্তরটি লব গুণ অধিক এক তার থেকে আকর্ষণটি হচ্ছে প্রকাশের আকর্ষণ। এই ভ্রাম্যন্তরে ভ্রাম্যন্তরের বিকাশের বিকাশ রয়েছে, যার মধ্যে একটি অণু হচ্ছে চতুর্ভুজ ভ্রাম্যন্তর। পরমেশ্বরের ভ্রাম্যন্তর বিরাট পুরুষ সেই কর্মের অন্তর্ভুক্ত প্রবেশ করলেন, যা কালে শাসিত ছিল এবং তিনি তাকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করলেন। সর্ব প্রথমে তাঁর মুখ প্রকটি হয়েছিল এবং তার পর অধিমেন সহ প্রবেশের প্রকাশিত হয়েছিল। অধিমেন হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয়ের অধিকাংশ বস্তু। তার পর দুইটি বাসার প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাকে ভ্রাম্যন্তর ও ভ্রাম্যন্তর প্রকাশ হয়েছিল। ভ্রাম্যন্তরের সঙ্গে বায়ুসমূহের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি সেই ইন্দ্রিয়ের অধিকাংশ। তার পর বিরাট পুরুষের চতুর্ভুজ প্রকটি হয়েছিল এবং তার মধ্যে ছিল কর্মেন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়ের প্রকাশের সঙ্গে, সেই ইন্দ্রিয়ের অধিকাংশ সূর্যের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর তাঁর দুইটি কর্ম প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল ভ্রাম্যন্তর এবং সেই সঙ্গে বিকাশের অধিকাংশ বিকাশের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর ভ্রাম্যন্তর বিরাট পুরুষ বিকাশের তাঁর স্বক প্রকাশ করেন এবং তার পর তাঁর প্রেম, শক্তি এবং গুণ প্রকাশিত হয়। তার পর সমস্ত ওহি প্রকটি হয় এবং তার পর তাঁর ভ্রাম্যন্তর প্রকাশিত হয়। তার পর বীর্ষ এবং কালের অধিকাংশের প্রকটি হয়েছেন। তার পর ভ্রাম্যন্তর ও রূপ ভ্রাম্যন্তর ইন্দ্রিয় এবং তার পর ভ্রাম্যন্তর বস্তুতার প্রকাশ হয়, যাঁকে সব প্রকাশিত জুড়ে সকলে গুণ করে। তার পর ভ্রাম্যন্তরের বিকাশের দুইটি হাত প্রকাশিত হয়েছিল এক সেই সঙ্গে বস্তু ভ্রাম্যন্তর এবং কালের কমতার উৎপত্তি হয়েছিল এবং তার পর ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর পদম্বর প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে ভ্রাম্যন্তরের প্রকাশ এক তার পর ভ্রাম্যন্তর বীজ প্রকটি হয়েছিলেন। বিরাটরূপের বস্তু প্রকাশিত হয় এবং তার পর রক্ত উৎপন্ন হয়, তার পর নদী সমূহের (ধর্মীর

অধিকাংশের) এবং তার পর উত্তর প্রকাশিত হয়।

“তার পর কৃষ্ণ ও লিপাসের অনুভূতির উৎপত্তি হয়েছিল এক তার পর সমূহের প্রকাশ হয়েছিল। তার পর রূপের প্রকটি হয় এবং রূপের থেকে রূপ প্রকাশিত হয়। মনের পর রূপ প্রকটি হয়। তার পর বুদ্ধির প্রকাশ হয় এবং বুদ্ধির পর ভ্রাম্যন্তর প্রকটি হয়। তার পর অহঙ্কার প্রকটি হয় এবং তার পর লব। শিরের আবির্ভাবের পর ভ্রাম্যন্তর এবং ভ্রাম্যন্তর অধিকাংশ বস্তুতার প্রকাশ হয়। বস্তু বস্তুতার এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিকাংশের এইভাবে প্রকটি হলেন, তখন তাঁরা তাঁদের আবির্ভাবের উৎসকে ভ্রাম্যন্তর চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে অক্ষম হয়ে, তাঁরা বিরাট পুরুষকে ভ্রাম্যন্তর ভ্রাম্যন্তর একে একে তাঁর লেহে পুন্য প্রকাশ করেছিলেন। অধিমেন বাগেন্দ্রিয় সহ তাঁর মুখে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষকে তিনি ভ্রাম্যন্তর পারলেন না। তখন বায়ুসমূহ ভ্রাম্যন্তর সহ তাঁর নাসিকার প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ ভ্রাম্যন্তর পারলেন না। সূর্যসমূহ ভ্রাম্যন্তর সহ বিরাট পুরুষের চতুর্ভুজ প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠলেন না। তখনই, বিকাশের অধিকাংশ বস্তুতার প্রবেশের সহ তাঁর কর্ম প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি উঠলেন না। স্বর্গের অধিকাংশ বস্তুতার তখন ওহিসমূহ সহ রোহ-সম্মিত বিরাট পুরুষের স্বক প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ ভ্রাম্যন্তর হলেন না। তখন কালের বস্তুতা বীর্ষ সহ তাঁর ভ্রাম্যন্তরতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ ভ্রাম্যন্তর হলেন না। সূর্যের বস্তুতা তখন ভ্রাম্যন্তর বায়ু সহ বিরাট পুরুষের পাশে প্রবেশ করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে কর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেন না। তখন ইন্দ্রিয়ের ভ্রাম্যন্তর শক্তি সহ তাঁর স্বক প্রবেশ করলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ তা সত্ত্বেও ভ্রাম্যন্তর হলেন না। ভ্রাম্যন্তর বিকাশ তখন রক্তময়নের কমতা সহ তাঁর পায়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠে উঠলেন না। তখন নদীসমূহ রক্ত এবং রক্ত সঞ্চালনের কমতা সহ তাঁর ধর্মীতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষকে নাড়াতে পারলেন না। সমস্ত তখন কৃষ্ণ এবং ভ্রাম্যন্তর সহ তাঁর উত্তর প্রবেশ করলেন, তবুও বিরাট পুরুষ ভ্রাম্যন্তর হলেন না। চতুর্ভুজ তখন রক্ত সহ তাঁর

হাস্যে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। স্বপ্ন তখন বুদ্ধি সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষকে উঠতে রাজী করানো গেল না। ক্রমশঃ তখন অহঙ্কার সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ নড়লেন না। কিন্তু যখন চেতনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বপ্নচরণের নিয়ন্ত্র চিহ্ন সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, ঠিক তখন বিরাট পুরুষ কারুণ্য-বহি থেকে উখিত হলেন।

কেউ যখন নিদ্রিত থাকে তখন তার সমস্ত জড় কমতাবলি—যথা প্রাক্ষণিক, অমনোহীন, কর্মশূন্য, মন এবং বুদ্ধি—তাকে জাগরিত করতে পারে না। সে তখনই জাগরিত হয়, যখন পরমাত্মা তাকে সাহায্য করে। অতএব, ভগবানের ঐকান্তিক সেবার দ্বারা লব্ধ ভক্তি, সৈরাগ্য এবং পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে এই স্রীরে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যদিও তিনি তা থেকে ভিন্ন।”

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির উপলব্ধি

ভগবান কপিলমহাশয় বলতে লাগলেন—“বিকার-বহিত এবং কর্তৃত্বাভিমানমূলা হওয়ার কালে, জীব যখন এইভাবে জড়া প্রকৃতির তপের দ্বারা অপ্রভাবিত থাকে, তখন জড় মেহে অধীন করলেও সে তপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে, ঠিক যেমন সূর্য তার জ্বলের প্রতিবিম্ব থেকে স্বচ্ছভাবে অবস্থান করে। আত্মা যখন জড়া প্রকৃতির মোহ এবং অহঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, তার মেহকে জ্ঞান স্বরূপ বলে মনে করে, তখন সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন হয় এবং অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে নিজেকে সব কিছুবই কর্তা বলে মনে করে। এইভাবে বহু জীব প্রকৃতির তপের সম প্রভাবে, উচ্চ এবং নীচ বিভিন্ন যেনিতে সেহান্তরিত হয়। বতস্পন পর্যন্ত না সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়, ততক্ষণ জ্ঞান তার কর্মদোষে এই অবস্থা স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে জীব জড় অস্তিত্বের অতীত, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ধনোভাবের কালে, তার ভববন্ধনের নির্বৃত্তি হয় না এবং সে স্বপ্নবৎ নানা রকম অনর্থক কাজ প্রত্যবিত্ত হয়। প্রতিটি বহু জীবের কর্তব্য হচ্ছে জড় সৃষ্টোৎপত্তের প্রতি আসক্ত তার কলুষিত চেতনাকে বৈরাগ্য সহকারে অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে

ভগবানের সেবার যুক্ত করা। তার ফলে তার মন এবং চেতনা পূর্ণরূপে বশীভূত হবে। যম আদি যোগের বিভিন্ন পন্থার অনুশীলনের দ্বারা জ্ঞানবান হওয়া এবং আয়ত্ত কথ্য শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা তত্ত্ব ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।”

“ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, সমস্ত জীবের প্রতি সমজ্ঞাপন হতে হয়, কারণ প্রতি বৈরাগ্যের পোষণ করতে সেই, কারণ সেসে আবার খনিষ্ঠ সম্পর্কও রাখতে নেই। ব্রহ্মচর্য গালন করতে হয়, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত কর্মের ফল নিবেদন করে স্বর্গ অনুষ্ঠান করতে হয়। ভক্তের উচিত অন্নাদ্যাস যা উপার্জন করা যায় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহ্বার করা উচিত নয়। তাঁর নির্জন স্থানে বাস করা উচিত এবং সর্বদাই চিত্তশীল, শান্ত, মৈত্রীপূর্ণ, ধ্যান্য এবং আত্ম-তত্ত্ব হওয়া উচিত। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে চেতন এবং জড়ের জ্ঞানের দ্বারা সর্জন-শক্তি বৃদ্ধি করা। অনর্থক জড় দেহটিকে স্বলপ বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে মেহের সম্পর্কের প্রতি অদূরত হওয়া উচিত নয়। জড় চেতনের উর্ধ্ব চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং জীবনের

জ্ঞান সমস্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। এইভাবে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, আকাশে যেমন সূর্যকে লক্ষণ করা যায়, ঠিক সেইভাবে আত্মাকে লক্ষণ করা উচিত। অহঙ্কার এবং অহঙ্কারেরও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবানকে মুক্ত জীব উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি জড় ভাবের অধীন এবং তিনি সব কিছুতে প্রবর্তিত হয়েছেন। তিনি এক এবং অবিচার্য পরমতত্ত্ব এবং তিনি মায়ার চন্দ্র সূর্য আকাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রথমে জ্বলে প্রতিবিম্বরূপে এবং দ্বন্দ্বের নিমিত্তে দ্বিতীয় প্রতিবিম্বরূপে সূর্যকে উপলব্ধি করা যায়, ঠিক সেইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। তদুপরি আত্মা এইভাবে প্রথমে ত্রিনিদ্র অহঙ্কারে এবং তার পর মেহ, ইরিষ এবং মনে প্রতিবিম্বিত হয়। যদিও মনে হয় যে ভক্ত পঞ্চভূতে, ভোগের বিষয়ে, জড় ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধিতে লীন হয়ে রয়েছেন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি জ্ঞাত এবং অহঙ্কার থেকে মুক্ত। জীব স্রষ্টারূপে স্রষ্টাভাবে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় তার অহঙ্কার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে, সে স্রষ্টাভাবে মগ্ন করে যে, সে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক যেমন ধন-সম্পদ হারাবার কালে মানুষ গভীর দুঃখে অভিভূত হয় এবং মনে ভাবে যে, সে নিজেও নষ্ট হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি যখন তাঁর পরিপক্ব জ্ঞানের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তখন অহঙ্কারের প্রভাবে তিনি যে অবস্থা স্বীকার করেছেন তা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।”

দেবভূতি জিজ্ঞাসা করলেন—“হে ব্রাহ্মণ! জড়া প্রকৃতি কি কখনও জীবাত্মাকে মুক্তি দেয়? যেহেতু তাদের পরম্পরের আকর্ষণ নিত্য, তাই তাদের বিচ্ছেদ কিভাবে সম্ভব? পৃথিবী এবং পানির অথবা জল এবং রসের যেমন পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি বুদ্ধি এবং চেতনার পরস্পর থেকে পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব, সমস্ত কর্মের নিষ্টির অনুষ্ঠান হলেও, বতস্পন পর্যন্ত জড়া প্রকৃতি তার উপর তার প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বৈরাগ্যে রাখে, ততক্ষণ তার পক্ষে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? যদিও যনোর্থপ্রসূত জ্ঞান এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভব-বন্ধনের মহাত্ম্য বিদূরিত হয়েও থাকে, কিন্তু তার কারণ নষ্ট না

হওয়ায়, পুনরায় সেই ভয় আবির্ভূত হতে পারে।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে আমার সেবা করেন এক তাব কালে সীর্ঘ কাল ধরে অহঙ্কার সম্বন্ধে অথবা আমার কাছ থেকে দূরত্ব করেন, তা হলে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন। এইভাবে স্বর্গ আচরণ করার ফলে, কোন প্রকার কর্মভোগের উক্ত হতে না এবং তিনি জড় জ্ঞানের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। পূর্ণ জ্ঞান এবং চিন্ময় তত্ত্ব-লক্ষণ সহকারে সূক্তাপূর্ণ এই ভক্তি অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। সূক্তাপূর্ণ আত্ম-সমাধিতে মগ্ন হওয়ার জন্য কঠোর বৈরাগ্যবৃত্ত হওয়া উচিত এবং ভগবতী ও অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করা উচিত। জড়া প্রকৃতির প্রভাব জীবকে আশ্রিত করে যেহেতু এবং তার ফলে মনে হয় যে জীব নিরন্তর জলন্ত অগ্নিতে মগ্ন হচ্ছে। কিন্তু ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে, এই প্রভাব দূর করা সম্ভব, ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন আতনে সেই কাঠই তপ্ত হয়ে যায়। জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার দোষ লক্ষণ করে এবং তাই তা পরিত্যাগ করে, জীব তখন স্বতন্ত্র হয় এবং স্বীয় মহিমার দ্বিত হয়। ব্রহ্মবৃত্তের অনুশ্রম চেতনা প্রায় আশ্রয়িত থাকে এবং তখন মনে প্রভাব অস্তিত্ব বহু লক্ষণ হয়, কিন্তু যখন সে জ্ঞানে উঠে পূর্ণ চেতনার অধিষ্ঠিত হয়, তখন আর এই সমস্ত অশুভ বস্তু তাকে মোহিত করতে পারে না। আন্তরিক ব্যক্তি জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মুক্ত হলেও, জড়া প্রকৃতির প্রভাব তখনও তাঁর অপকার করতে পারে না, কেনন তিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে স্থিত হয়েছিল। কেউ যখন বহু বর্ষব্যাপী এবং বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভগবৎ-সেবা এবং আত্ম উপলব্ধিতে এইভাবে যুক্ত হন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত এই জড় ভগবতের যে কোন লোকের সুখ উপভোগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হন, তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। আত্মার তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে আত্মা অন্তর্হীন অদেহাতী কৃপার দ্বারা অহঙ্কার উপলব্ধি লাভ করেন এবং তার ফলে, সমস্ত সংসার থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর সত্ত্বা ধামের প্রতি অবিচলিতভাবে ততস্পন্ন হন, যা আমার অনন্ত অলম্বন পরা শক্তির আশ্রয়দীন। সেটিই হচ্ছে জীবের চরম সিদ্ধির পরম

লক্ষ্য। তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করায় পর, যোগীভক্ত সেই
মিষ্টা খামে গমন করেন এক সেখান থেকে তিনি আর
কখনও ফিরে আসেন না। লিঙ্গ বোধীর চিত্ত স্বপ্ন
বহিরঙ্গ শক্তির দ্বারা প্রকাশিত যোগ-সিদ্ধির প্রতি অঙ্গ

আকৃষ্ট হয় না। তখন তিনি আমার প্রতি আত্মগত গতি
প্রাপ্ত হন এবং তখন মৃত্যু আর তাঁকে পরাভূত করতে
পারে না।”



অষ্টবিংশতি অধ্যায়

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে কপিলদেবের উপদেশ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে যাতঃ। হে
রাজপুত্রী। এখন আমি আপনাকে কয়েক যোগের লক্ষণ
বর্ণনা করব, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে একত্র করা। এই
পন্থা অনুশীলনের ফলে, হৃদয় প্রসন্ন হতে পারে এবং
পরম সত্যের পথে অগ্রসর হতে পারে। মনুষ্যের
মহাসাধ্য স্বপ্ন আচরণ করা উচিত এবং বিধর্ম আচরণ
পবিত্র্যাস করা উচিত। ভগবানের কৃপায় তিনি যা প্রাপ্ত
হন, তা নিয়ে তাঁর সন্তুষ্ট থাকে উচিত এবং শ্রীভক্তদের
শ্রীপাদপদের আরাধনা করা উচিত। হৃদয়ের কর্তব্য
হচ্ছে প্রচলিত প্রথা অনুসারে তথাকথিত বৈ-ধর্ম আচরণ
হয়, সেই সমস্ত গ্রন্থ ধর্ম পরিচালনা করে, মুক্তির পথে
এগিয়ে নিয়ে যায় যে-মোক্ষ ধর্ম, তার প্রতি আকৃষ্ট
হওয়া। নিতহারা হইয়া সর্বদা নির্জন স্থানে বসে করা
উচিত, যাতে জীবনে চরম সিদ্ধি লাভ করা যায়।
মনুষ্যের উচিত অহিংসা এবং সত্যতা অনুশীলন করা,
চৌক্যব্রত থেকে বিরত থাকা এবং জীকন ধারণের জন্য
যত্নবৃত্তি প্রয়োজন তত্বকুই সংগ্রহ করা। তাঁর উচিত
কর্মে পালন করা, তলস্যা অনুষ্ঠান করা, পরিষ্কার থাকা,
বেশ অধ্যয়ন করা এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা
করা। মৌন অবলম্বন করা, বিভিন্ন প্রকার যোগ আসন
অভ্যাসের দ্বারা স্বৈর্ভা লাভ করা, প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা,
ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করা এবং এইভাবে
মনকে ছব্বরে একত্র করা যোগীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।
প্রাণবায়ু এবং মনকে দেহাত্মক প্রাপ্তি ছাড়া চক্রে

কোন একটিতে ধারণ করে, মনকে পরমেশ্বর ভগবানের
অপ্রাকৃত লীলার ধ্যান করায় নামই হচ্ছে সমাধি বা
মনের সমাধান। এই পন্থার দ্বারা অথবা অন্য কোন
সঠিক পন্থার দ্বারা কলুষিত এবং জড় সুখভোগের প্রতি
স্বপ্নদাই আকৃষ্ট অসংবদ্ধ মনকে নিয়ন্ত্রিত করা অবশ্য
কর্তব্য। এইভাবে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের চিত্তের
স্থির করতে হয়। মন সংবৃত্ত করে জিত্যসন হয়ে, নির্জন
এবং পবিত্র স্থানে আসন বিছিয়ে, সহজ মুদ্রার উপবিষ্ট
হয়ে, দেহ বন্ধ রেখে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়।
যোগীর কর্তব্য অত্যন্ত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করা, তার
পর সেই শ্বাস ধারণ করা এবং অবশেষে শ্বাস ত্যাগ
করা। অথবা, বিপরীতক্রমে, প্রথমে শ্বাস ত্যাগ করা,
তার পর শ্বাস বহিয়ে ধারণ করা এবং অবশেষে শ্বাস
গ্রহণ করা। এইভাবে প্রাণবায়ু পথ শোধন করতে হয়।
তা করা হয় যাতে মন অচঞ্চল হয়ে স্থির হতে পারে।
অগ্নি এবং বায়ুর দ্বারা সজ্জ হলে, স্বপ্ন যেমন সমস্ত মল
থেকে মুক্ত হয়, যোগীও তেমন প্রাণায়াম অভ্যাস করার
ফলে, অচিরেই সমস্ত মানসিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হন।
প্রাণায়ামের দ্বারা সমস্ত শারীরিক দোষ সম্পূর্ণরূপে দূর
হয় এবং ধারণার দ্বারা সমস্ত পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া
যায়। প্রত্যাহারের দ্বারা বিষয় সংসর্গজনিত দোষ থেকে
মুক্ত হওয়া যায় এবং পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের দ্বারা
জড় জগতের আসক্তিজনিত তিন গুণের বন্ধন থেকে
মুক্ত হওয়া যায়। যোগ অভ্যাসের দ্বারা মন যখন

সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তখন স্বপ্ন নির্মলিত হয়ে স্বীয়
নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত করে, পরমেশ্বর ভগবানের
রূপের ধ্যান করতে হয়।”

“পরমেশ্বর ভগবানের মুখপদ্ম সূর্য্যর, মনঃ পদ্মপত্রের
মতো অকণ বর্ণ, অঙ্গ লীল উৎপন্ন দানের মতো শরীর
বর্ণ। তাঁর তিন হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, এবং গদা ধারণ
করে রয়েছেন। তাঁর কদম্ব পদ্ম-কেশরের মতো পীত
উজ্জ্বল পটবস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাঁর কঙ্কণে শ্রীবৎস চিহ্ন।
তাঁর কণ্ঠে বীণাশালী কৌন্তভ মণি বিরাজিত। তাঁর
গলদেশে কমলা বিলম্বিত রয়েছে এবং মধুর গন্ধে মন
হরণেরা মালার চারিপাশে গুঞ্জন করছে। তিনি কল মৃত্যু
মুক্তাহার, কীরীট, অঙ্গদ এবং নুপুরের দ্বারা অত্যন্ত
সুন্দরভাবে সজ্জিত। তাঁর কটিদেশে অজিতা, তিনি তাঁর
ভক্তের হৃদয়-কমলে দণ্ডায়মান। তাঁর মতো সুন্দর
কলীর বস্ত্র আর কিছু নেই এবং তাঁর প্রশান্ত রূপে তাঁর
ভক্ত-সর্গকের মন এবং মননের আনন্দ বর্ধন করে।
ভগবান অত্যন্ত সুন্দর-বর্ণন এবং তিনি সর্বলোকের
আরাধ্য। তিনি মিত্য মনভিচার এবং সর্বদাই তাঁর
ভক্তদের প্রতি কৃপা বিতরণে উৎসুক। ভগবানের বহিরা
সর্বদাই স্বীকৃত করার যোগ্য, কারণ তাঁর মহিমা তাঁর
ভক্তদের মহিমা বর্ধন করে। তাই ভগবান এবং তাঁর
ভক্তের ধ্যান করা উচিত। মন যতক্ষণ না স্থির হয়,
ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের শব্দে রূপের ধ্যান করা উচিত।
এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর যত্ন করে, যোগী তাঁর
হৃদয়ে ভগবানকে দণ্ডায়মান, গমনশীল, উপবিষ্ট অথবা
শায়িত অবস্থায় ধর্মান ক্রম, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের
লীলাসমূহ সর্বদাই অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। তাঁর
মনকে ভগবানের শাশ্বত রূপে নিবদ্ধ করে, যোগী
ভগবানের পূর্ণ অবয়বের সমস্ত বর্ণন না করে, এক-একটি
অঙ্গে মনকে স্থির করবেন। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে
আসন মনকে স্থির করবেন। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে
ধর্ম, ব্রহ্ম, অকুল এবং পদ্ম চিহ্নিত ভগবানের চরণ-
কমলের ধ্যান করা। সেই চরণ-কমলের অত্যন্ত সুন্দর
রংগবর্ণে শোভমান নবরূপ চন্দ্রহাসের কিরণছটার
হৃদয়ের ধন আকর্ষণ দূরীভূত হয়। ভগবানের চরণ-
কমল প্রকাশিত জল থেকে উৎপন্ন গঙ্গার পবিত্র জল
মস্তকে ধারণ করে, নিবৎ মঙ্গলময় হয়েছেন। ভগবানের
শ্রীপাদপদ প্রসিদ্ধ বস্ত্রের মতো, যা ধ্যানকারীর মনে

সর্বদা পবিত্র সদৃশ শালসমূহ ছাড়া করে, অত্যন্ত দীর্ঘ
কাল ব্যবৎ ভগবানের প্রীতিরূপসিদ্ধ ধ্যান করা উচিত।”

“যোগীকে কঠিন সৌভাগ্যের অধিকারী লক্ষ্যবৈশিষ্ট্যের
কর্তব্যবল্লভ করে ধ্যান করা, যিনি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা
পূজিত এবং সৃষ্টিকর্তা ভক্তের জননী। তিনি সর্বদা
সচ্ছিন্নভাবে ভগবানের পা এবং ভক্তের তাঁর কপালকে
দ্বারা অত্যন্ত বহু সহকারে সেবা করে থাকেন। তার
পর যোগী পরমেশ্বর ভগবানের উদ্ভাষের ধ্যান করবেন,
যা সমস্ত শক্তির আধার। তাঁর উদ্ভব অতীত পূর্বের
মতো গুহ-শ্যামল এবং ভগবান স্বপ্ন গঙ্গার অঙ্গে
বাহিত হন, তখন তা সব চাইতে সুন্দর বলে প্রতিভাত
হয়। তার পর যোগী গুলকেশ পর্বত লবিত পীত
বসনপরি কাঞ্চিদাম-বেষ্টিত ভগবানের সূতোল
নিত্যদেশে ধ্যান করবেন। তার পর যোগী ভগবানের
উদরের মধ্যভাগে বহি-সরোভের ধ্যান করবেন। সেই
নাতি থেকে ভুবনসমূহের অধিকার-স্বত্ব একটি পদ
প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই পদ হচ্ছে প্রথম সৃষ্ট জীব প্রথম
আবাসস্থান। তার পর যোগী ভগবানের ভুবনসমূহের ধ্যান
করবেন, যা উৎকৃষ্ট মনকে মণির দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যা
তাঁর বস্ত্রের সুন্দরাল মুক্তামালার কিরণের প্রভাবে বেতাভ
হলে প্রতীত হয়। তার পর যোগীর কর্তব্য মহালক্ষ্মীর
আবাসস্থান পরমেশ্বর ভগবানের বক্ষের ধ্যান করা।
ভগবানের বক্ষ রমণীয় সমস্ত লিঙ্গ আনন্দের উৎস এবং
নয়নের পূর্ণ সত্ত্বের প্রসারকারী। তবে পর যোগী সমস্ত
বিষয়ের দ্বারা পূজিত ভগবানের কঠিনে হৃদয়ে ধ্যান
করবেন। ভগবানের কঠি তাঁর কঙ্কণে দেবদুর্গার
কৌন্তভ মণির সৌন্দর্য বর্ধন করে। তার পর যোগীর
ভগবানের চরণটি কল ধ্যান করা উচিত, যা মল্ল প্রভৃতির
বিভিন্ন কার্যের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের সমস্ত শক্তির
উৎস। তার পর মনঃ পর্বতের সূর্য্যের মতো উজ্জ্বল
তাঁর হৃদয়ের জলভরগুলির ধ্যান করা উচিত। তাঁর
হৃদয়ও সহস্র অঙ্গ সমন্বিত এবং হৃদয়ে তেজস্বী
সুন্দর চক্রে ধ্যান করা উচিত এবং তাঁর কমল-সমূহ
হতে রক্তহৃদয়ের মতো প্রতীকমান লক্ষ্যও ধ্যান করা
উচিত। ভগবানের অতি প্রিয় কৌন্তেশ্বরী গঙ্গার ধ্যান
করা উচিত। এই গঙ্গা বৈদী-ভগবান হৃদয়ের মহাব
করার ফলে, তাদের পোষিতপক্ষে সিদ্ধ। গুণবর্ত

যশস্বত্বের দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত তাঁর অতি সুখ-
কমলালার এবং সর্বদা ভগবানের সেবার মুক্ত বিত্ত-
জীবন-ধরণ তাঁর গঙ্গার মুক্তাহারকও ধ্যান করা
উচিত। তাঁর পর যোগী ভগবানের কমল-সদৃশ
মুখমণ্ডলের ধ্যান করলে, তিনি তাঁর উৎকৃষ্ট ভক্তদের
অনুকম্পা করার জন্য তাঁর বিভিন্ন রূপ এই জগতে প্রকট
করেন। তাঁর সুকোমল গণ্ডস্থল বীর্ণমান মকর কুণ্ডলের
সমকালীন উজ্জ্বল এবং তাঁর উন্নত নাসিকা তাঁর মুখ-
কমলকে এক অপরূপ শোভার উদ্ভাসিত করেছে। যোগী
তাঁর পর ভগবানের সুখ মুখমণ্ডলের ধ্যান করলে, যা
কুচিত কেশদাম, পঙ্ক-সদৃশ নাসন এবং নৃত্যপার ক্রমুগলেন
দ্বারা শোভিত। তাঁর মুখকমল যশস্বত্ব পরিবেষ্টিত
পদ্মকলকে লক্ষ্য করে এবং তাঁর নেত্রের ভাস্কর্য শোভার
দ্বারা সন্তরণীল বীর্ণবুলকে লক্ষ্য দেয়। যোগীর
কর্তব্য পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের অনুকম্পাপূর্ণ চকুর
অবলোকন একান্তভাবে ধ্যান করা, কারণ তা তাঁর
ভক্তদের ভগবত্ব বিকাশ দৃষ্ট থেকে মুক্ত করে। তাঁর
সুনিহিত হাস্যমুখ দৃষ্টিপাত তাঁর অতীন্দ্র কৃপার পূর্ণ।
যোগীর এইভাবে ভগবান শ্রীহরির অত্যন্ত মনোহর
হাস্যের ধ্যান করা উচিত, যা তাঁর স্বরূপভেদে গভীর
শোক থেকে উৎপন্ন অকর সন্তুষ্ট প্রকাশ করে। যোগীর
ভগবানের বহির্মুখ ক্রমুগলেনও ধ্যান করা উচিত, যা
সামুদ্রের উপকরণার্থে কামদেবকে মোহিত করার জন্য
তিনি তাঁর অজ্ঞান শক্তি থেকে প্রকট করেছেন। যোগীর
কর্তব্য প্রেমাপ্রসূত ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মধুর
হাস্য তাঁর হাস্যের অস্ত্রস্থলে ধ্যান করা। বিষ্ণুর এই
হাস্য এতই মনোহর যে, তা অজ্ঞানকে ধ্যান করা যায়।
পরমেশ্বর ভগবান বসন হাসেন, তখন কৃষ্ণকর্ণির পঙ্কজের
মতো তাঁর কুহু সন্তরাজি তাঁর অপরোক্ষের কাঙ্ক্ষিতে
অকণ্ঠ হয়ে ওঠে। যোগী বসন একবারে তাঁর মনকে
ভগবানের এই মধুর হাস্যে স্থির করেন, তখন আর তাঁর
অন্য কিছু দর্শন করার বাসনা থাকে না। এই পঙ্ক-
অনুসরণের দ্বারা যোগীর চিত্তে ভগবান শ্রীহরির প্রতি
বীর্ণ বীর্ণ ভাবের উৎস হয়। তখন আনন্দের
অতিশয়োক্তি তাঁর মেহে রোমাঞ্চ হয় এবং তাঁর চিত্ত
ভক্তিরসে ভ্রাবীভূত হয়, তিনি তখন গভীর প্রেমে নিরন্তর
অনন্ত অকণ্ঠে অবগাহন করেন। বড়শির দ্বারা মাছকে

আকর্ষণ করার মতো তাঁর চিত্ত, যা ভগবানকে আকর্ষণ
করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা বীর্ণ বীর্ণ জড়-জাগতিক
কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

“মন বসন এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত
হয় এবং জড় বিষয় থেকে বিবর্ত হয়, তখন বীর্ণশিখা
যেমন তৈলের অভাবে নির্বিন্যস্ত হয়ে যায়, তেমনি মনও
ইঞ্জিয়সমূহের বিবর্ত প্রবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়
এবং ব্যবধান-রহিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষ
করে। এইভাবে সর্বোচ্চ চিত্তের স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার
ফলে, মন সমস্ত কর্মফল থেকে নিবৃত্ত হয়ে, সমস্ত জড়
সুখ এবং দুঃখের ধারণার অতীত বীর মহিমার অবস্থিত
হয়। যোগী তখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর
সম্পর্ক উপলব্ধি করেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে,
সুখ-দুঃখ এবং তাদের প্রতিক্রিয়া, যেগুলির কারণ তিনি
স্বয়ং বলে মনে করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা অবিদ্যায়নিত
অহঙ্কারের ফল। যেহেতু তিনি তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি
করেছেন, পূর্ণরূপে সিদ্ধ জীবের তাই আর তখন বোধ
থাকে না, তাঁর জড় যেহেতু কিভাবে চলার কামে এবং
কর্ম করছে, ঠিক যেমন মদা পানে উন্মত্ত ব্যক্তি বুঝতে
পারে না, তার শরীরে বসন আছে কি নেই। এই প্রকার
মুক্ত যোগীর ইঞ্জিয় সহ শরীরের দাবিদার পরমেশ্বর
ভগবান অসং প্রহসন করেন এবং সেই মেহ আরক্ত বর্মের
সমার্থি পর্বত কার্য করে। স্বরূপে জাগ্রত মুক্ত ভক্ত
এইভাবে যোগের চরম সিদ্ধ অবস্থা সমাধিতে অবস্থিত
হয়ে, সেই দেহকে এক মেহ সম্পর্কিত পুত্র-কন্যাদিকে
আর ভজনা করেন না। এইভাবে তিনি তাঁর মেহের
কার্যকলাপকে অপ্রদৃষ্ট কার্যকলাপ বলে মনে করেন।
পরিবার এবং সম্পত্তির প্রতি অত্যধিক মেহের ফলে,
মানুষ যেমন তার পুত্র এবং তার বিত্তকে নিজের বলে
মনে করে এবং তার জড় শরীরের প্রতি আসক্তির ফলে,
তার এই প্রকার মমত্ব দেখে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ
বুঝতে পারে যে, তার পরিবার এবং তার বিত্ত তার থেকে
ভিন্ন, তেমনি মুক্ত জীব বুঝতে পারে যে, তার মেহ
তার থেকে ভিন্ন। জলন্ত অগ্নি যেমন অগ্নিশিখা থেকে,
শুশ্রূষ থেকে এবং ধূম থেকে ভিন্ন, যদিও তারা
সকলেই জলন্ত কাঠ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে,
পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পরমেশ্বর

ভগবান, যিনি পরমেশ্বর নামে পরিচিত, তিনি হলেন ঈশ।
তিনি পঞ্চ মহাভূত, ইঞ্জিয় এবং চেতনা সংযুক্ত জীবদ্বারা
যা যাচাই করে থেকে ভিন্ন। যোগীর কর্তব্য সমস্ত প্রকাশে
সেই একই আত্মাকে দর্শন করা, কারণ যা কিছু বিদ্যমান
তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ।
এইভাবে ভক্তের কর্তব্য তেদন্যাব-রহিত হয়ে সমস্ত
জীবদেবের দর্শন করা। সেইটি হচ্ছে পরমাত্মা উপলব্ধি।



উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা

দেবভূতি কালেন—“হে প্রভো! আপনি পূর্বে মাঝে
দর্শন অনুসারে সম্পূর্ণ প্রকৃতি এবং আত্মার লক্ষণ অত্যন্ত
নিজস্ব-সম্মতভাবে বর্ণন করেছেন। এখন আমি আপনার
কামে প্রার্থ্য করছি যে, আপনি তাঁর দর্শন আমার কাছে
সবিস্তারে বর্ণনা করুন, যা সমস্ত দর্শনের চরম পরিণতি।
হে প্রভু। কৃপা করে আমার জন্য এবং জনসাধারণের
জন্য, জ্ঞান-মৃত্যুর নিরন্তর প্রক্রিয়ারও বর্ণনা করুন, কারণ
সেই সমস্ত বিশদের কথা শ্রবণ করে, আমরা জড়-
জাগতিক কার্য থেকে বিমুক্ত হতে পারি। কৃপা করে
আপনি শাশ্বত কালেরও বর্ণনা করুন, যা আপনারই
স্বরূপের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যার প্রভাবে জনসাধারণ
পূণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়। হে ভগবান! আপনি সূর্যের মতো,
কাষণ আপনি জীবের অস্থকায়ালয় বহু জীবনকে
আলোকিত করেন। যেহেতু তাদের জ্ঞানচক্রে উদ্ভাসিত
হয়নি, তাই আপনার আশ্রয় স্বতীত তারা সেই অস্থকায়
তারা চিরনিবৃত্ত এবং তাই তারা জড়-জাগতিক কর্মে
অনর্থক ব্যস্ত থাকে এবং তাদের অজ্ঞান পরিভ্রম বলে
মনে হয়।”

শ্রীমৈত্রেয়্য বললেন—“হে কুরুপ্রেম! মহামুনি
কপিলদেব তাঁর যশস্বী মাজুর এই সুন্দর বাক্য প্রকাশ করে
অত্যন্ত প্রশংসা করে, করুণা বিপ্লবিত চিত্তে সেই ব্যাক্যের

অগ্নি যেমন বিভিন্ন প্রকার কাঠে বিভিন্ন রূপে প্রতিচ্ছায়
হয়, তেমনি জড় প্রকৃতির গুণের বিভিন্ন পরিবর্তিত
ওজ জীবদ্বারা বিভিন্ন স্তরে প্রকট হয়। এইভাবে আমার
দুরতম মোহময়ী প্রভাব দূর করে, যোগী তাঁর স্বরূপ
স্থিত হতে পারেন। এই দ্বারা জড় সৃষ্টির কার্য এবং
কারণরূপে উপস্থিত, তাই তাকে জ্ঞান অস্ত্র্য কহিল।”

অভিনন্দন করে তাঁর মাতাকে বলতে লাগলেন, হে
মহাদেব! অনুষ্ঠানকারীর বিভিন্ন গুণ অনুসারে
ভগবদ্ভক্তির অনেক পন্থা রয়েছে। প্রেমী, ভৈরবী, ত্রিশা,
মন্ত্র ও মাৎসর্য-পরাচয় শক্তি আমার প্রতি যে ভক্তি
করে, তা তামসিক। যে ব্যক্তি বিহয়, ফল এবং প্রার্থ্যের
উল্লেখে ভৈরবী হয়ে আমার পূজা করে, তার সেই
ভক্তি রাজসিক। জড় ফল সবার কর্মের ফল থেকে
মুক্ত হওয়ার উল্লেখে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন
এবং তাঁর কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করেন, তখন
তাঁর ভক্তি সাধিক। পরমেশ্বর ভগবানের সিন্ধু নাম এবং
গণাবলী প্রকাশ করা মাত্রই, সন্তানের হৃদয়ে নিবাসকরী
ভগবানের প্রতি আত্মার যে অহৈতুকী এবং অবিজ্ঞিত
আকর্ষণের উৎস হয়, তাই হচ্ছে নির্যণ ভক্তির লক্ষণ।
পল্লব ফল যেমন পাতাবিন্যাসে সমুদ্রের প্রতি প্রবাহিত
হয়, এই প্রকার ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক ভক্তিক ঠিক
তেমনভাবে ভগবানের প্রতি প্রবাহিত হয়। শুদ্ধ ভক্ত
সাধোক্ষ, সার্বী, সামীপ্য, সারুণ্য অথবা একত্ব—এই
পঞ্চ মুক্তির কোনটি গ্রহণ করেন না, এমন কি ভগবান
সেইগুলি তাঁদের দান করলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না।
যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি, সেই ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ
স্তর লাভ করে, ভক্ত প্রকৃতির তিন গুণের প্রকাশ

অতিক্রম করতে পারেন এবং ভগবানের চিত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হতে পারেন।”

“ভক্তের কর্তব্য কোন ক্রম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা বিলা, স্বর্গ অর্থাৎ স্বর্গ, বা অত্যন্ত মহিমামণ্ডিত। অত্যাধিক হিন্দো না করে, নিয়মিতভাবে ভক্তির কার্য সম্পাদন করা উচিত। ভক্তের নিয়মিতভাবে মন্দিরে আমার শ্রীবিগ্রহ মর্দন করা, আমার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা এবং আমার উদ্দেশ্যে পূজার উপচার এবং প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত। তাঁর উচিত সম্বরণে নিয়ম চিহ্নে, প্রতিটি জীবকে চিত্রের ভাব-সমর্থিত বলে মর্দন করা। শুদ্ধ ভক্তের উচিত গুরুদেব এবং আচার্য্যের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। বীনজনদের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করা উচিত এবং সমস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় সংযম এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার দ্বারা সম্পাদন করা উচিত। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই আধ্যাত্মিক বিষয় গ্রহণ করা এবং সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম সন্তোষিত করে তাঁর সময়ের সম্বাহরণ করা। তাঁর আচরণ সর্বদাই সরল হওয়া উচিত এবং যদিও তিনি ককট প্রতি ঈর্ষাপরোহিত নন এবং সকলের প্রতিই বন্ধুত্বাবোধ, তবুও দ্বারা আধ্যাত্মিক বিচারে উদভূত নয়, তাদের সব তাঁর বর্জন করা উচিত। কেউ যখন এই সমস্ত দিব্য গুণাবলীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুণাবিত হন এবং তার ফলে তাঁর চেতনা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নাম এবং আমার দিব্য গুণাবলী গ্রহণ করা মাত্রই, আমার প্রতি আকৃষ্ট হন। যাবৎকাল যত যেমন লব্ধকে তার উৎপত্তি স্থান থেকে বহন করে দ্রাণেভ্রমে পৌঁছে দেয়, তেমনই যিনি নিরন্তর কৃপাকরতার ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত, তিনি সর্ব বাণ্ড পরমায়াকে প্রাপ্ত হন।”

“পরমস্বাক্ষরে আমি প্রতিটি জীবকে বিরাজমান। কেউ যদি সর্বত্র বিরাজমান সেই পরমাত্মাকে অবমাননা করে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সেবার যুক্ত হয়, তা হলে তা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি মন্দিরে ভক্তদের বিগ্রহের পূজা করে, কিন্তু জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মরূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, সে

অবশ্যই অজ্ঞানাত্ম এবং তার সেই পূজা ভ্রমে বিচ্যাসার যতোই অর্থহীন। যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিন্তু অন্য জীবদের প্রতি হিংসাপরোহিত, সেই ভেদবশী ব্যক্তি অন্য জীবদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করার ফলে, কখনও মনে শান্তি লাভ করতে পারে না।”

“হে যাতঃ! বারা সমস্ত জীবের অন্তরে আমার উপস্থিতি সত্ত্বে অজ্ঞ, তারা যদি বধ্যাযগ অনুষ্ঠানের দ্বারা মন্দিরে আমার বিগ্রহের পূজাও করে, সেই পূজার অধি প্রসন্ন হই না। বতক্স পর্বত না নিজের হৃদয়ে এবং অন্য সমস্ত জীবের হৃদয়ে আমার উপস্থিতি উপলব্ধ হয়, ততক্স পর্বত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, অর্থাৎ-বিগ্রহের পূজা করে জগত্য়া উচিত। যে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন মর্দন করে, মৃত্যুর প্রকল্পিত অধিরূপে আমি তার মহা ভয় উৎপন্ন করি। অতএব, দান, সন্মান এবং মৈত্রীপূর্ণ অচরণের দ্বারা সমস্ত জীবকে সম দৃষ্টিতে মর্দন করে, সমস্ত জীবের আশ্বাস স্বরূপে বিরাজমান আমার পূজা করা উচিত।”

“হে কল্যাণী যাতা। অচেতন লম্বার্থ থেকে জীব শ্রেষ্ঠ এবং তাদের মধ্যে যারা জীবদের লক্ষণ প্রদর্শন করে তারা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাদের চেতনা বিকশিত হয়েছে এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে। যে সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা রস আশ্বাসন করতে পারে, তারা সম্পূর্ণভূতি বিকশিত হয়েছে যে-সমস্ত জীব তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। রস আশ্বাসন করতে পারে যে-সমস্ত জীব, তাদের থেকে দ্বাদশ গ্রহণ করতে পারে যে-সমস্ত জীব তারা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বিকশিত হয়েছে। প্রবণক্স প্রাণীদের থেকে রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম জীবেরা শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে দুই পদার্থিত মস্ত-বিপীট প্রাণীরা শ্রেষ্ঠ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বহু পদ-বিশিষ্ট প্রাণী। তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদ এবং তাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে দ্বিপদ-বিশিষ্ট মানুষ। মানুষদের মধ্যে যে-সমস্ত গুণ এবং কর্ম অনুসারে চতুর্ভূষণে বিভক্ত হয়েছে তা শ্রেষ্ঠ, চতুর্ভূষণে মধ্যে দ্রাক্ষণ

নামক পৃথিব্যন মানুষেরা সর্বোত্তম। দ্রাক্ষণদের মধ্যে যারা কেবল অশায়ন করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং বেদজ্ঞ দ্রাক্ষণদের মধ্যে যারা বেদের তাৎপর্ষ্য সম্বন্ধে অকণ্ড তাঁরা সর্বোত্তম। বেদ তাৎপর্ষ্যজ্ঞ দ্রাক্ষণ থেকে মীমাংসক দ্রাক্ষণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন স্বধর্মবৃত্ত দ্রাক্ষণ। স্বধর্মবৃত্ত দ্রাক্ষণ থেকে মুক্তসঙ্গ দ্রাক্ষণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শুদ্ধ তত্ত্ব, যিনি কোন ফলের প্রত্যাশা না করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন। অতএব আমাকে ছাড়া অন্য আর কোন কিছুতে যে-ভক্তির আকর্ষণ নেই এবং তাই যিনি তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর জীবন—তাঁর সবকিছু—আমাকে নিবেদন করে, অব্যাহতভাবে আমার শরণাগত হয়েছেন, সেই প্রকার কর্তব্যভিত্তিমূল্য, সমধর্মী পূত্রব থেকে কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখতে পাই না। এই প্রকার আদর্শ তত্ত্ব সমস্ত জীবদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা বা নিরন্তররূপে প্রতিটি জীবের শরীরে প্রবেশ করেছেন।”

“হে যাতঃ! হে মনুকন্যা! যে ভক্ত এইভাবে ভগবদ্ভক্তি এবং অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন করেন, তিনি কেবল ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানের সবার ধর্ম প্রাপ্ত হতে পারেন। এই পুরুষ, যাকে প্রাপ্ত হওয়া জীবের অবশ্য কর্তব্য, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম এবং পরমাত্মরূপে পরিচিত পরমেশ্বর ভগবানের রূপ। তিনি প্রধান দিব্য পুরুষ এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সর্বভোক্তার চিত্র। বিভিন্ন জড় প্রকাশের রূপান্তর সাধনকারী কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আর একটি রূপ। বারা জানে না যে, কাল হচ্ছে সেই একই ভগবান, তারা কালের ভয়ে ভীত হয়। সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান

ঐতিহ্য হচ্ছেন কাল এবং সমস্ত প্রকৃতির প্রভু। তিনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তিনি সকলের আশ্রয় এবং জীবদের দ্বারা অন্য সমস্ত জীবদের সাহায্য করেন। কেউই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রদ্ধা নয় অথবা অপ্রিয় নয়। কেউই তাঁর কণ্ঠ নয় অথবা শত্রু নয়। কিন্তু যারা তাঁকে ভুলে যাননি, তিনি তাঁদের অনুপ্রেরণা প্রদান করেন এবং যারা তাঁকে ভুলে গেছে, তিনি তাদের সংহার করেন। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বাহু প্রবাহিত হয়, সূর্য ভিন্ন বিকল করে, ইন্দ্র বহি বর্ষণ করে এবং নক্ষত্রগণ নীতি প্রকাশ করে। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে বৃক্ষ, লতা, ওষধি এবং সরসুমি পাছেরা আপন আপন সময়ে ফুল এবং ফল ধারণ করে। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র বেলা-ভূমি অতিক্রম করে প্রবাহিত হয় না। তাঁরই ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এবং পর্বত সহ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের জলে নিমজ্জিত হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণে আকাশ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রহদের স্থান প্রদান করে, যেখানে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। তাঁর পরম নিয়ন্ত্রণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যে শরীর সত্ত্ব জ্বলন সহ বিদ্যুত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে জড় প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণ দেবতাক্স সৃষ্টি, লোক এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন। এই জড় ভগবানের দ্বারা এবং জগত্য় সব কিছুই তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাল অনাদি এবং অনন্ত। তা কাহ্নাণ্ড-সমূহ এই জড় ভগবানের শ্রী পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিমিধি। কাল এই জগতের অস্তক। তা এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির রূপ দেওয়ান রয়েছে বেদন সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করে, তাদের তেমনই মৃত্যুর দেবতা ধর্মজ্ঞেরও বিশেষ সাধন করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকার সম্পাদন করে।”



ত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান কপিলদেব কর্তৃক অশুভ সকাম কর্মের বর্ণনা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“মেঘপুঞ্জ যেমন শক্তিশালী বায়ুর প্রভাবে জ্ঞানে না, ঠিক তেমনই জড় চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি কালের অসীম বিক্রম জ্ঞানতে পারে না, তার দ্বারা সে চলিত হয়। তৎকালিক সুখের জন্য জড়বাদীরা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে যে-সব প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, কালক্রমে পরমেশ্বর ভগবান তা সবই কিনা করেন এবং সেই জন্য বস্তু ছাড়িয়ে শোক করে। পঞ্চদশ জড়বাদী ভক্তি জানে না যে, তার মেহটি অনিত্য এবং তার মেহের সঙ্গে সম্পর্কিত গৃহ, ক্ষেত্র এবং সম্পদ—সেই সবও অনিত্য। অজ্ঞানতাক্রান্ত যে সব কিছুতে বিভ্রাট করে মনে করে। জীব এই সমস্যাতে যে খেঁচি বেনিচে তার প্রহসন করে, সেই যেমিটেই সে বিশেষ সন্তোষ লাভ করে এবং সেই অবস্থায় সে কখনও বিরক্ত হয় না। যে বিশেষ বেনিচে বস্তু জীব রয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। মায়ার আবরণাত্মক প্রভাবের দ্বারা বিমোহিত হয়ে, নরকে লাকলেও, তার সেই শরীরকে সে ত্যাগ করতে চায় না, কারণ সেই নরকীয় অবস্থাকেই সে সুখের বলে মনে করে। দেহ, স্ত্রী, পুত্র, পুং, পুং, ধন, বস্তু প্রভৃতির প্রতি গভীর আসক্তির ফলে, জীব তার জড়-আগতিক জীবনে এই প্রকার সন্তোষ অনুভব করে। এই প্রকার সব প্রভাবে বস্তু জীব নিজেকে কৃতার্ক বলে মনে করে। উৎকর্ষের সর্বজন দৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, এই প্রকার মূর্খতা তাদের ওষাকথিত কুটুম্বের চরণ-পোষণের জন্য দুঃখান্বিত হয়ে, সর্বদা নানা প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হয়। যে রজনী মায়ার দ্বারা তাকে মোহিত করে, তাকেই সে তার চন্দর এবং ইন্দ্রিয় অর্পণ করে। নির্জন স্থানে সে তার আলিঙ্গন এবং পোশন আলাপের দ্বারা তার সঙ্গসুখ উপভোগ করে এবং নিত্যের আশ-কাম মিটি বুলিতে সে মুগ্ধ হয়ে থাকে। আসক্ত পুত্রের ব্যক্তি কটনৈতি এবং রাজনীতিতে পূর্ণ পারিবারিক জীবনে অবস্থান করে। সর্বদা দুঃখ

বিস্তার করে এবং ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণার কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, সে তার দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জন্যই কেবল কর্ম করে। যদি সে সেই দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনে সফল হয়, তখন সে নিজেকে সুখী বলে মনে করে। সে ইতস্ততঃ হিংসে আচরণ করে ধন-সম্পদ অর্জন করে এবং যদিও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সে তা করে, কিন্তু সে নিজেকে কেবল সেই অর্থের দ্বারা কেনা জ্বালের দ্বারা মাত্র অংশই আহরণ করে এবং এইভাবে বাপের জন্য সে সন্মানভাবে ধন সংগ্রহ করেছিল, তাহলেই অন্য সে মরকগামী হয়। যখন তার জীবিকার সে কুর্ষ হয়, তখন সে বার বার তার অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টায় সে যখন ব্যর্থ হয় এবং বিনষ্ট হয়, তখন সে অত্যধিক লোভের কারণে, অন্যের ধন প্রহসন করে। যখন সেই মূর্খতা তার পরিবারের সমস্যার ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে হতশী হয়, তখন সে তার স্বার্থের কথা চিন্তা করে চীৎকার ত্যাগ করে শোক করে। তাদের পালন-পোষণ তাকে অসমর্থ দেখে, তার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাকে আর আশ্রয় দিতে সক্ষম করে না, ঠিক কোমল নির্ময় কৃষকেরা বৃদ্ধ বয়সকে অক্ষম করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মূর্খ সন্তানের জীবনের প্রতি বিরক্ত হয় না, তাদের সে এক সমস্ত পালন করেছিল, তাহলেই দ্বারা অশ্রদ্ধাভরে সে পালিত হয়। অজ্ঞান প্রভাবে বিরূপাকৃতি হয়ে, সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। এইভাবে সে গৃহে ঠিক একটি পোষা কুকুরের মতো থাকে এবং অবহেলাভরে তাকে যা দেওয়া হয়, তাই সে খায়। অমিয়াল্প, অশ্রুতি অধি নানা রকম রোগগ্রস্ত হয়ে, সে কেবল অন্ন একটি আহরণ করে এবং অক্ষম হওয়ার ফলে, কোন রকম স্বাস্থ্য করতে পারে না। সেই রূপ অবস্থায়, ভিতরের বায়ুর চাপে, তার চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে আসে এবং কফের দ্বারা তার শ্বাসনাশী রক্ত হয়ে যায়। তার নিঃশ্বাস নিতে শুধু খুব কষ্ট হয় এবং তার গলা

দিয়ে ‘খুব-খুব’ শব্দ বের হয়। এইভাবে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে। তার আত্মীয় এবং বন্ধুরা তাকে ঘিরে তখন শোক করতে থাকে এবং যদিও সে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবুও কালপালের বশবর্তী হয়ে সে তার তাদের কোন প্রকার উত্তর দিতে পারে না। এইভাবে, অসংখ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কুটুম্ববশে ব্যাপ্ত ব্যক্তি তার আত্মীয় স্বজনদের এইভাবে ব্রহ্মকন্যেতে দেখে গভীর দুঃখে তার প্রাণ ত্যাগ করে। সে অসহ্য বেদনায় অচেতন হয়ে অত্যন্ত কলপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময়, পরেশ্বরের চরণের হস্তদ্বারা সে তার কাছে আসতে দেখে এবং তখন মহাভয়ে সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে থাকে। ব্রাহ্মের পাহারাদারেরা যেমন অপরাধীকে বস্তু দেওয়ার জন্য প্রেরণ করে, তেমনই যে-ব্যক্তি অপরাধজনক ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণার কার্যে মুগ্ধ ছিল, তাকে হস্তদ্বারা একটি লত মড়ি দিয়ে তার গলায় ঝুঁকে এবং তার সূক্ষ্ম মেহকে আবৃত করে, যাতে তাকে অত্যন্ত কষ্টের দ্বন্দ্ব দেওয়া যায়। এইভাবে হস্তদ্বারা বস্তু তাকে নিতে দান, তখন তার চন্দর নির্দীপ্ত হয় এবং তার সর্ব শরীর কাপতে থাকে। পশ্চিমাকা কুকুরেরা তাকে কামড়তে থাকে এবং তখন সে তার সমস্ত পাপকর্মের কথা স্মরণ করে। এইভাবে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। অপরাধীকে তীব্র সূর্য-কিরণে, তপ্ত কল্কের বস্তু দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, মায় দুপাশে লালন থাকে। সে যখন ইতিমধ্যে অসমর্থ হয়, তখন হস্তদ্বারা তার পিঠে চাকু দিয়ে আঘাত করে এবং সে ক্রমাৎ এক ভয়ানক বীড়িত হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কোন জল নেই, আরও নেই এবং বিজ্ঞানের কোন স্থান নেই। হস্তদ্বারা পথে বেগে যেতে সে পরিপাক হয়ে পড়ে বার এক কখনও কখনও সে অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু তাকে জোর করে উঠতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে শীঘ্রই তাকে হস্তদ্বারা সামনে নিয়ে আনা হয়। এইভাবে দুই-তিন মৃত্যুর মধ্যে তাকে নিরানবুই হাজার যোজন পথ অতিক্রম করতে হয় এবং ঠাক পথ তাকে তৎক্ষণাৎ ঘোর স্থানপথে বস্তু দান করা হয়, যা ভোগ করতে সে ব্যর্থ হয়। তাকে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে রেখে, তার অন্ন-প্রত্যাহার দৃষ্ট করা হয়, কখনও কখনও তার নিজের মাংস তাকে খেতে বাধ্য

করা হয় অথবা হস্তদ্বারা তার মাংস খায়। নরকের কুকুর এবং শকুনিরা তার বাড়ি সকল টেনে বার করে এবং তা সত্ত্বেও সে জীবিত থাকে এবং তা দেখে। সর্ব, পুণ্ডিক, দানব ইত্যাদি প্রাণী তাকে দংশন করে এবং তার ফলে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে। তার পর তার অন্ন-প্রত্যাহার দ্বারা বস্তু বস্তু করে কষ্ট হয় এবং হস্তদ্বারা বিন্দীপ করা হয়। তাকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং ফলে অথবা গুহায় তাকে অবরুদ্ধ করা হয় পুষ্ক এবং গুহা, যাদের জীকন অকিঞ্চ যৌন আচরণের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়েছিল, তাদের ডিম্ব, অস্থিতমিত্র এবং রৌর্য নামক নরকে অন্য প্রকারে স্থান দেয় করতে হয়।”

“হে যাতঃ। কখনও কখনও ফলা হয় যে, এই পৃথিবীতেই নরকে অথবা স্বর্গের অনুভব হয়, কারণ কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও নরকীয় বস্তু ভোগ করতে দেখা যায়। যে মানুষ পাপ কর্মের দ্বারা নিজেকে এক সময় পরিবারের সমস্যার ভরণ-পোষণ করেছিল, এই শরীর ত্যাগ করার পর, তাকে নরকীয় জ্বল ভোগ করতে হয় এবং তার আত্মীয়-কর্মসেবকও স্থান ভোগ করতে হয়। তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর, সে একলা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে এবং তার প্রাণীদের প্রতি হিংস করে সে যে-ধন অর্জন করেছিল, সেই পাপকে পাবেয়রূপে সে সঙ্গে নিয়ে যায়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় কুটুম্ব পোষণকারী ব্যক্তিকে তার পাপ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য নরকীয় অবস্থায় নিঃক্ষেপ করা হয়, তার অবস্থা তখন হস্ত-সর্বধ ব্যক্তির মতো হয়। অতএব, যে ব্যক্তি জীবিত উপায়ের দ্বারা তার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন পালনে অত্যন্ত উৎসুক, সে অজ্ঞানমিত্র নামক নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে প্রবেশ করে। সমস্ত কষ্টের নরকীয় অবস্থায় ভোগ করার পর এবং নিরুত্থম পত-জীবন থেকে মনুষ্য জন্মের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত তার ক্রমশ তিতিক্রম করে এবং এইভাবে হস্তভোগ করার মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে, সে পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে।”



জীবের গতি সম্বন্ধে ভগবান কপিলদেবের উপদেশ

ভগবান কপিলেন—“পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় জীবাত্মা তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে, বিশেষ প্রকার শরীর ধারণের জন্য, পুরুষের দেহত্যাগ আশ্রয় করে নতুন শরীরে প্রবেশ করে। সেই দেহত্যাগ গর্তে পতিত হলে, এক দ্বারে শোণিতের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, পক্ষ স্রষ্ট্রিতে কুণ্ডলের আকারে প্রাপ্ত হয়, মশ মিলের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে বদরী কলের মধ্যে হয় এবং তার পর বীজে বীজে তা মাসেপিতে অবস্থা অণুে পরিণত হয়। এক মাসের মধ্যে তার বস্তুক গঠিত হয় এবং দুই মাসের মধ্যে তার হাত, পা এবং অন্যান্য অঙ্গ গঠিত হয়। তিন মাসের মধ্যে তার নখ, আঙ্গুল, লেহ, অঙ্গি ও চর্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে জন্মেন্দ্রিয় ও মেহের ছিদ্রগুলি যথা—চক্ষু, নাক, কান, মুখ ও পায়ু প্রকটিত হয়। গর্ভ ধারণের চার মাসের মধ্যে শরীরের সপ্ত ধাতুর উদ্ভব হয়, সেগুলি হচ্ছে—স্বক, মাসে, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। পঞ্চ মাসের মধ্যে তার কৃথা এবং তৃষ্ণার অনুভব হতে শুরু করে এবং ষষ্ঠ মাসে জরায়ুর দ্বারা আবৃত জন্ম সন্ধিল কুল্লিতে বসল করে। সাতত্বক অঙ্গগণের দ্বারা সেই জন্ম বর্ধিত হতে থাকে এবং সন রক্তই কৃমি কীটের উৎপত্তিহল, অত্যন্ত জঘন্য সেই মল-মূত্রের গর্তে তাকে থাকতে হয়। উদ্ভবই কৃমিগর্ভ কৃমিরা তার সুকোমল দেহটিকে সর্বকল কড়-বিকট করতে থাকে। তার কলে সে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে, কাল বার মুহূর্ত হতে থাকে। সাতার তুল্য তিক্ত, তীব্র, অত্যন্ত লণ্ণাক্ত অথবা অত্যন্ত টক বায়োর দ্বারা শিশু তার সর্বস্ব অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। ভিতরে জরায়ুর দ্বারা আবৃত এবং বাইরে মায়ের দ্বারা বেষ্টিত হলে, পৃষ্ঠ ও শ্রীব্যবস্থে কুণ্ডলের মতো বাক অবস্থায় এবং তার মস্তক উদরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায়, সে মাতার উদরের এক পাশে অবস্থান করে শিশুটি তখন শিশুর পক্ষীর মতো অঙ্গ সঞ্চালনে অসমর্থ হতে, গর্ভের স্থা বস করে। সে যদি ভাগ্যবান

হয়, তখন তার পূর্বের নত জন্মের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কথা তার স্মরণ হয় এবং সে তখন শ্রীনিবাস পরিচয় করে। সেই অবস্থায় মনের শক্তি লাভ করা কি করে সম্ভব? গর্ভ ধারণের সাত মাস পর তার চেতনা লাভ হয়, তখন প্রসবের করেক সপ্তাহ পূর্ণ থেকে যে প্রসব-বাধু নীচের দিকে চাপ দিতে থাকে, সেই বায়ুর দ্বারা চালিত হয় এবং সেই নোরে জঘন্য উদরে জাত কৃমির মতো সে এক স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সেই চ্যুত অবস্থায়, সপ্ত কতুর আকর্ষণে বদ্ধ জীব হাত জোড় করে ভগবানের স্তব করতে শুরু করে, যিনি তাকে সেই অবস্থায় স্থাপন করেছেন। মানব-দেহ প্রাপ্ত আত্মা বলতে থাকে—আমি পরমেশ্বর ভগবানের চরণ-কমলের পরগণিত হলাম, যিনি তাঁর বিভিন্ন নিত্য স্বরূপে আকর্ষিত হয়ে, এই পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করেন। আমি কেবল তাঁরই শরণ গ্রহণ করি, কারণ তিনি আমাকে সর্বভোক্তাভাবে অত্যন্ত প্রদান করতে পারেন এবং তাঁর থেকে আমি জীবনের এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি, যা আমার পাপকর্মের জন্য সর্বভোক্তাভাবে উপবৃত্ত।”

“বিশুদ্ধ আত্মা আমি আমার কর্মের বন্ধনে, মাথার ব্যবহাণায় মড়-কঠরে শায়িত রয়েছি। আমি তাঁকে আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এখানে আমারই সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু তিনি অবিকারী এবং অপরিবর্তনশীল। তিনি অসীম কিন্তু সন্তান হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করা যায়। তাঁকে আমি আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি। আমি এই পক্ষতাত্ত্বিক জড় শরীর ধারণ করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং তাই আমি প্রকৃতপক্ষে চিরম হওয়ার সম্ভব, আমার গুণ এবং ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার হচ্ছে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান এই প্রকার জড় শরীর গ্রহিত, তাই তিনি জীব এবং জড় প্রকৃতির অতীত এবং যেহেতু তিনি সর্বদাই তাঁর চিরম গুণে মহিমাম্বিত, তাই আমি তাঁকে

আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি। মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত আত্মা প্রার্থনা করে—জীব মাথার বশীভূত হয়ে, সন্তান-চক্রে তার অস্তিত্বের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা কুলে কাণ্ডার কলেই, সে এইভাবে বদ্ধ হয়ে পড়ে। অতএব, ভগবানের কৃপা ব্যতীত, সে কিভাবে পুনরায় ভগবানের অপ্রকৃত প্রেমময়ী সেবার মুক্ত হতে পারে?”

“পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর অংশ অন্তর্গামী পরমাণুরূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তিনি ভক্ত আর কে সমস্ত স্বাক্ষর এবং জন্ম বন্ধনের পরিচালনা করতে পারেন? তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের এই তিনটি অবস্থায় বিরাজ করেন। তাঁরই নির্দেশনায় বদ্ধ জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে বৃত্ত হয় এবং বদ্ধ জীবনের ত্রিভাণ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, আমাদের কেবল তাঁরই শরণাগত হতে হবে। তার মায়ের উদরে রক্ত, মল এবং মূত্রের কূপে পতিত হয়ে এবং তার মায়ের জঠরগৃহে বদ্ধ হয়ে, দেহী জীবাত্মা সেখানে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে মল পক্ষনা করে এবং মার্শনা করে, “হে ভগবান! এই হতভাগ্য জীব কখন এই কলারগর থেকে মুক্ত হবে?” হে ভগবান! আপনার অহৈতুকী কৃপায়, যদিও আমি হাত মশ মাস বস্ত্র, তবুও আমার চেতনা জাগরিত হয়েছে। এই অহৈতুকী কৃপায় জন্য, পতিত জীবের কল্প পরমেশ্বর ভগবানকে কৃতজ্ঞলিপুটে প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া, আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করার আর কোন উপায় নেই। অন্য প্রকার শরীরে জীব কেবল তার সহজাত প্রকৃতিই অনুভব করে, সে তার সেই বিশেষ শরীরের সুখের এবং দুঃখের ইন্দ্রিয় অনুভূতিই কেবল অনুভব করে। কিন্তু আমি এমন একটি শরীর পেয়েছি, যাতে আমি আমার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য সহজে অবগত হতে পারি; তাই আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আশীর্বাদে আমি এই দেহ লাভ করেছি এবং যাঁর কৃপায় আমি আত্মের এবং বাহিরে তাঁকে দর্শন করতে পারি। অতএব, হে প্রভু! যদিও আমি একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় বসে করছি, তবুও জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকূপে পুনরায় পতিত হওয়ার জন্য, আমি আমার সাতগর্ভ থেকে নির্গত হতে চাই না। আপনার বাহিরঙ্গ প্রকৃতি

দৈবীমায় তৎক্ষণাৎ নন্দ্যাত শিত্তে আমার স্তবের এবং সে তৎক্ষণাৎ হিঙ্গা পরিচিতির দ্বারা প্রভাবিত হবে, যা থেকে নিরন্তর জড়-মৃত্যুর আবর্তিত হওয়ার সূচনা হয়। অতএব, আর ব্যাকুল না হয়ে, আমি আমার বন্ধুকর্ষী নির্মল চেতনার সাহায্যে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে নিজেকে উদ্ধার করব। কেনে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীশরণায় আমার মনের মধ্যে ধারণ করে, কাল বার জন্ম এবং মৃত্যুর জন্য অনেক ক্ষতের গর্তে প্রবেশ করা থেকে নিজেকে উদ্ধার করব।”

“গর্ভে অবস্থান কালে, মল মাস বস্ত্র গর্তই জীব এইভাবে বাসনা করে। কিন্তু যখন সে এইভাবে ভগবানের স্তব করে, তখন প্রসবের কলবীভূত বায়ু তাকে অধোমুখী করে ভূমিষ্ট হওয়ার জন্য প্রেরণ করে। অতঃপর সেই বায়ুর দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে এবং অধোমুখী হয়ে, অতি কষ্টে সেই শিশু বেরিয়ে আসে, সেই সমর অসহ্য কৈনার তরঙ্গ দ্বারা কষ্ট হয় এবং শূন্য হিল্লত হয়। শিশু রক্তাক্ত কলবস্ত্রে ভূমিতে পতিত হয়ে, বিচ্যন্ত কৃমির মতো অঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকে। সে তার উত্কর্ষ জ্ঞান হারিয়ে, মায়ের প্রভাবে শ্রমণ করতে থাকে। গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর, শিশু প্রতিপালিত হয় সেই সমস্ত স্মৃতিদেব দ্বারা, যার বৃথতে পারে না সে কি চায়। তাকে বা দেওয়া হয় তা প্রত্যাখ্যান করতে অসমর্থ হয়ে, সে এক অবস্থিত পরিপ্তিতে পতিত হয়। বেদজাত কীটসমূহে পূর্ণ যন্ত্রণা বিঘ্ননার শামিতে সেই বৃষ্টাণা শিশুটি চুলকানি থেকে আরাম পওয়ার জন্য তার অঙ্গ চুলকাতে পারে না, তার উঠে বসা, খাওয়ানো অথবা লোকেদের কাছ তে সরে কথা। অত্যন্ত কোমল স্বক-বিশিষ্ট সেই শিশুটিকে তার অসহ্য অবস্থায় ভাঁপ, মশা, হাংপোকা ইত্যাদি কামড়াতে থাকে, টিক যেমন ছোট কৃমি কড় কৃমিকে দংশন করে। বিগতজ্ঞান শিশুটি তখন উচ্চবরে ত্রমণ করতে থাকে। এইভাবে শিশুটি নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে বাল্যাবস্থায় পর্যাগ করে। বাল্যাবস্থায়ও সে অপ্রাপ্য বস্ত্র বাসনা করে এবং তা না পেয়ে সে দুঃখ অনুভব করে। এবং এইভাবে অজ্ঞানতাক্ষত, সে কৃষ্ণ এবং দুঃখিত হয়। সেই বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে, আহার বিহারের জন্য, জীব তার অতিমম এবং ক্রোধ বর্ধিত করতে থাকে এবং তার কল

ভারই মতো অন্যান্য মানুষের মতো তার শরীরের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার অজ্ঞানের বলে, জীব পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এই দ্বন্দ্ব ধারণার ভিত্তিতে, সে সমস্ত অনিষ্টকে বস্তুকে 'অমর' বলে মনে করে এই অসংসারজন্মের অগতে তার অজ্ঞান বৃদ্ধি করে। জীবের যে দেহটি তার নিরন্তর জন্মের কারণ এবং অজ্ঞান ও সাকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে বা তার অনুগমন করে, সেই দেহটির জন্য সে কখন রক্ষণ কর্ম করে, বা তার নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হওয়ার কারণ হয়। অতএব, জীব যদি মানুষের মতো সর্ব প্রভাবে বৌদ্ধ সুখ এবং জিহ্বার দ্বারা চরিতার্থ করার জন্য অসং পণ অবলম্বন করে, তা হলে তাকে পুনরায় চক্রে প্রবেশ করতে হয়। অসং সত্ত্বের প্রভাবে সত্তা, সৌচ, ধর্ম, ব্রহ্ম, পারমার্থিক বুদ্ধি, লজ্জা, উপসর্গ, যশ, কমা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, সৌভাগ্য আদি সমস্ত সদ্গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রকার অশান্ত, অসংযম-বহিত, মৃদু, অত্যন্ত শোচনীয় এবং কামিনীকুলের দ্বারা ক্রীড়ামুগ্ধের মতো অশান্তি কামিনী সার করা কখনই কর্তব্য নয়।

‘দ্বীপক এবং দ্বীপসীমার মত জীবের যে-প্রকার মোহ ও বন্ধন সৃষ্টি করে, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেই বন্ধন হয় না। ব্রহ্মা তাঁর নিজের কন্যাকে দর্শন করে তার রূপ-স্বরূপে মোহিত হয়েছিলেন এবং সে বন্ধন সুপীড়িত করেন। তখন ব্রহ্ম দৃশ্যরূপ ধারণ করে নির্জন্মের মতো তার পিছনে পিছনে থাকিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট পশু জীবের মধ্যে, বলা—মূষা, দেবতা এবং পশুদের মধ্যে ব্যাঘ্রাল বসি কতীত তার কেউই দ্বীপসীমার মতো অকর্ষণের দ্বারা বিমুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে না। শ্রী কামিনী অমর্যায় মায়ার প্রভাব দেখুন, যে কেবল তার স্নেহের দ্বারা এই জগতের সর্ব স্রেষ্ঠ বীর্যের তার পলায়ন করে-রাখে। যিনি যোগের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা লাভ করতে চান এবং অমর্যায় সেবার দ্বারা যিনি অসং-উপলব্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের কখনই সুন্দরী কামিনীর সাক্ষাৎ উচিত নয়, কারণ লাগে দেহব্যাধি করা হয়েছে যে, চতুরের জন্য নরী নরকের দ্বার স্বরূপ। ভগবানের

নির্মিতা নারী মায়ার প্রতিনিধি এবং যে ব্যক্তি সেখা প্রতীকায় করে এই মায়ার সাক্ষর করে, তার নিশ্চয়ভাবে জেনে রাখা উচিত যে, তা তুলাধারিত কুণের মতো তার মৃত্যু-স্বরূপ। জীব অসং পূর্বজন্মে নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, এই জন্মে দ্বীপক প্রাপ্ত হয়েছে এবং মোহবশত পুরুষরূপী মায়াকে দর্শন, সন্তান, পুত্র আদির প্রত্যাশা বলে মনে করে। ব্যাঘ্রের সঙ্গীত যেমন মৃগের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তেমনি পতি, পুত্র, পুত্র ইত্যাদিকে ভগবানের বহিঃস্বা শক্তির দ্বারা তার মৃত্যুর আয়োজন বলে দ্বীপ মনে করা উচিত। বিশেষ ধরনের শরীর হওয়ার ফলে, বিশ্বাসও জীব তার সাকাম কর্ম অনুসারে, এক লোক থেকে আর এক লোকে ব্রমণ করে। এইভাবে সে সাকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে, নিরন্তর তার ফল ভোগ করে। এইভাবে জীব তার কর্ম অনুসারে, জড় মন এবং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ একটি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। যখন বিশেষ কর্মের ফল সমাপ্ত হয়, সেই সমাপ্তিকে বলা হয় মৃত্যু এবং যখন বিশেষ কর্মফলের শুরু হয়, সেই শুরুকে বলা হয় জন্ম। দর্শন মায়ার রোগপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে, চক্ষু বন্ধ হওয়া এবং রূপ দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন দর্শনেন্দ্রিয় মৃতপ্রায় হয়ে যায়। তখন চক্ষু এবং দৃশ্য উভয়ের দ্বারা জীব তার দর্শনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তেমনি, বস্তুর অনুভূতির ফলে জড় শরীর বন্ধন অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে বলা হয় মৃত্যু। জীব যখন তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে দর্শন করতে শুরু করে, তখন বলা হয় জন্ম। অতএব, মৃত্যুর চক্রে ভীত হওয়া উচিত নয়, বরং তাকে আত্মা বলেও মনে করা উচিত নয়, জীবের অপ্রত্যাশিত বর্জিত করে সেইগুলি উপাভাগ করার চেষ্টা করাও উচিত নয়। জীবের দৈনন্দিক প্রকৃতি উপলব্ধি করে আসক্তি-বহিত হয়ে এবং উদ্বেগে হির হয়ে এই জগতে বিচরণ করা উচিত। সমস্ত দৃষ্টি-সমবৃত্তি হয়ে, ভগবত্বক্তির দ্বারা পতি-সমবৃত্তি হয়ে এবং জড় পরিচয়ের প্রতি উপাসীন হয়ে, যুক্তির দ্বারা এই দৈনন্দিক জগতে জড় দেহটি প্রত্যর্পণ করা উচিত তার ফলে এই জড় জগতের প্রতি উপাসীন হওয়া হয়।

দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

সাকাম কর্মের বন্ধন

ভগবান বললেন—“যে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবন অবলম্বন করে জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার ফলে সে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং ইন্দ্রিয়-ভৃগু সাধনের বাসনা চরিতার্থ করে। সে বার বার একইভাবে আচরণ করে। ইন্দ্রিয়-ভৃগুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, এই প্রকার ব্যক্তির সর্বদাই ভিত্তিবিহীন এবং তাই, যদিও তার নান প্রকার বন্ধন অনুষ্ঠান করে এবং দেবতা ও পিতৃপুত্রবাদের প্রসার করার জন্য বড় বড় ব্রত পালন করে, তবুও তাতে কলঙ্কভিত্তি অপ্রতীক্ষিত হয়। এই প্রকার বিশ্বাসিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পিতৃ ও দেবতাদের প্রতি আত্মবৃত্ত হয়ে, চন্দ্রলোকে উন্নীত হতে পারে, যেখানে তারা সৌম্যরূপ পন্ন করতে পারে। তার পর তারা পুনরায় এই লোকে ফিরে আসে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যখন অনন্তরূপ নামক সার্বভৌমার দ্বারা হন, তখন চন্দ্রলোক আদি বর্ণলোক সহ বিশ্বব্রহ্মে ব্যক্তিদের সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে যায়। ঈশ্বর বুদ্ধিমান এবং বাঁদার চেতনা শুদ্ধ, তাঁরা কলঙ্কভিত্তির সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত থাকেন। জড় প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁরা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কোন কর্ম করেন না। পশুপত্রে, বেহেতু তাঁরা স্বধর্ম নিরত, তাই তাঁরা বিদগ্ন অনুসারে কার্য করেন। আসক্তি-বহিত হয়ে এবং প্রকৃতি তরঙ্গ বাসনা-বহিত হয়ে অথবা অহঙ্কারপূর্ণ হয়ে, নিজের বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের দ্বারা, জীব গুণ চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং তখন সে তার স্বরূপে অর্জিত হয়। এইভাবে তথাকথিত জড়-জাগতিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা, মানুষ অনাম্যে ভগবদ্ব্যয়ে প্রবেশ করতে পারে। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ জ্যোতির্ময় পথের মধ্যমে, পূর্ব পরমেশ্বর ভগবানের প্রাপ্ত হন, যিনি জড় জগৎ ও চিত্ত-জগতের অধীশ্বর এবং সৃষ্টি ও বিনাশের পরম কারণ। পরমেশ্বর ভগবানের হিতৈষণার প্রকাশের উপাসকের এই জগতে দুই পন্থার পথ পথ্য থাকেন, যখন ব্রহ্মারও

মৃত্যু হয়। ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতির দুই পন্থার নামক কলঙ্কভিত্তি কলঙ্কের অভিজ্ঞতার পর ব্রহ্মা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছাদিত জড় ব্রহ্মাণ্ডের অবসান সাধন করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। যে যোগী প্রাণায়াম এবং মনোনিবেশের দ্বারা জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হয়ে, কল মৃত্রে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, দেহভোগের পর তাঁরা ব্রহ্মার নরীয়ে প্রবেশ হন এবং তাই ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি লাভ করে পরমেশ্বর পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান, তখন এই যোগীরও ভগবদ্ব্যয়ে প্রবেশ করেন।

“অতএব, যে মাতঃ। যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ভগবদ্বক্তির মাধ্যমে সরাসরিভাবে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ প্রাপ্ত করেন। যে মাতঃ। কেউ বিশেষ কারণে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার মতো দেবতা, সনৎ-কুমারের মতো ঋষি এবং ভরীচির মতো মুনিদেরও সৃষ্টির সমস্ত এই জগতে পূজার জিনিস আসতে হয়। প্রকৃতির তিন গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া যখন শুরু হয়, তখন দৃশ্য জগতের ঈশ্বর বেদগর্ভ ব্রহ্মকে এবং অধ্যাত্মিক দর্শন ও যোগ-পদ্ধতির প্রবর্তক মহান ঋষিদেরও কালের প্রভাবে জিনিস আসতে হয়। তাঁরা তাঁদের নিয়ম কর্মের প্রভাবে মুক্ত এবং তাঁরা প্রথম পুরুষ অবতারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু সৃষ্টির সমস্ত তাঁদের পূর্বের মতো রূপ এবং পথে তাঁরা জিনিস থাকেন। অতঃ এই জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা খুব সুন্দরভাবে এবং গভীর ব্রহ্মা সহকারে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। তারা প্রতিদিন এই সমস্ত বৈধ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু কর্মফলের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়ে, তারা জ্ঞান করে। ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এই প্রকার ব্যক্তির সর্বদাই উৎকর্ষের পূর্ণ থাকে এবং অসংখ্য ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে সর্বদাই ইন্দ্রিয়-ভৃগু সাধনের অভিজাতী হয়। তারা পিতৃদের পূজা করে এবং তাদের পতিবাদের বা সমাজের অর্থবা রাষ্ট্রের



জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য দিবা-রাত্রি ব্যস্ত থাকে। এই প্রকার ব্যক্তির কথা হয় দৈনন্দিক, কারণ তারা দিবস সাধনে উৎসাহী। বন্ধ জীবনের প্রাণকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তারা বিশ্বাস। তারা পরমেশ্বর ভগবানের শীলা ভ্রমণে আগ্রহী নয়, যা তাঁর অপ্রাকৃত বিক্রয়ের জন্য প্রবণ। এই প্রকার ব্যক্তির ভগবানের পরম আদেশ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু তারা ভগবানের শীলাভ্রমণ অমৃতের প্রতি বিশ্বাস, তাই তাদের বিচ্ছিন্নতা শূন্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তারা ভগবানের চিন্তায় শীলা-বিলাসের কথা না শুনে, নির্যাসিত মানুষের কুৎসিত কার্যকলাপের কথা ভাব করে। এই প্রকার বিব্রাণিত ব্যক্তির সূর্যের দক্ষিণ অয়ন পথে পিড়লোকে গমন করে, তার পর সেখান থেকে বসে পুনরায় এই লোকে তাদের নিজস্বের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে জীবনের অন্ত পর্যন্ত পুনরায় সেই সত্য কর্মই করতে থাকে। তাদের পুণ্য কর্মের ফল নিঃশেষ হয়ে গেলে, তারা সৈবধে পুনরায় অবগতিতে হয়ে এই লোকে ফিরে আসে, ঠিক যেমন উচ্চপথে উন্নীত কোন ব্যক্তিকে কখনও কখনও সহসা পদচ্যুত করা হয়।”

“হে মাতা! আমি তাই আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শীলাদপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করুন, কারণ তাঁর শীলাদপন্থা আরাধ্য। পূর্ণ ভক্তি এবং প্রেম সহকারে তা গ্রহণ করুন, কারণ তার ফলে আপনি দিবা ভগবত্বভিমে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন। কৃষ্ণভাক্ষার মুক্ত হলে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করলে, শীঘ্রই জ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে, উন্নীত ভক্তের মন সমমনী হয় এবং কোন বস্তুটি দ্রিৎ এবং কোন বস্তুটি অপ্রিয়, তিনি এই ধারণার অর্জিত হন। শুদ্ধ ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত বুদ্ধির প্রভাবে সমমনী হন এবং নিজেকে জড়ের কল্পিত প্রভাব থেকে মুক্তরূপে দর্শন করেন। তিনি কোন বস্তুকেই উচ্চ বা অধঃপ্রাণে দর্শন করেন না এবং তিনি শুদ্ধভাবের ভগবানের সমান হওয়ার ফলে, নিজেকে চিন্তায় তাঁর অধিষ্ঠিত বলে অনুভব করেন।”

“পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পূর্ণ চিন্তার অধঃপ্রাণ, কিন্তু উপলব্ধির বিবিধ পন্থা অনুসারে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান অথবা পুরুষাত্মকরূপে প্রতীত হন।

সমস্ত বোণীসের জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি হচ্ছে বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিবর্তিত। বিভিন্ন প্রকার যোগ-পদ্ধতির দ্বারা কেবল সেইটুকুই লাভ হয়। যারা চিন্তায় অকণ্ঠে প্রতি পরাভূত, তারা তাদের কল্পনামূলক ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমতত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শন করে এবং তাই তাদের সেই লাভ করার ফলে, সব কিছুই তাদের কাছে আপেক্ষিক বলে মনে হয়। মহত্ত্ব বা সমগ্র শক্তি থেকে, অবস্থার, তিন গুণ, গুণ মহত্ত্ব, ব্যক্তি চেতনা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং জড় সেই আদি উৎসের করেছি। তেমনই, আমরা থেকেই (পরমেশ্বর ভগবান থেকে) সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই পূর্ণ জ্ঞান তিনিই লাভ করতে পারেন, যিনি ব্রহ্ম, হিরণ্য এবং পূর্ণ বৈরাগ্য সহকারে ভগবত্বভিমে মুক্ত হয়েছেন এবং যিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি জড় সত্ত্ব থেকে দূরে থাকেন।”

“হে ব্রহ্মের মাতা! আমি ইতিপূর্বে পরমতত্ত্বকে জ্ঞানায় পন্থা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, যার দ্বারা জড় এবং চেতনের প্রকৃত তত্ত্ব এবং তাদের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দার্শনিক গবেষণার চরম পরিণতি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা। এই জ্ঞান লাভ করে যখন প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হওয়ার যায়, তখন ভগবত্বভিমে গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে ভগবত্বভিমে দ্বারা অথবা দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, একই লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হতে হয় এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। একই বস্তু যেমন তার বিভিন্ন গুণের ফলে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হয়, তেমনই ভগবান এক, কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে, তিনি ভিন্ন বলে প্রতীত হন। সত্য কর্ম এবং ব্রহ্ম অনুভবের দ্বারা, সত্যের দ্বারা, তপস্চর্যা অনুষ্ঠানের দ্বারা, বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা, দার্শনিক গবেষণার দ্বারা, মন নিঃস্রবের দ্বারা, ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা, যোগের বিভিন্ন অঙ্গের অনুশীলনের দ্বারা, ভগবত্বভিমে দ্বারা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণমূলক ভক্তিরূপে প্রদর্শনের দ্বারা, অস্বতন্ত্র উপলব্ধির দ্বারা এবং তাঁর বৈরাগ্য আগ্রহ করার দ্বারা আত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি সক্ষম, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে, জড় জগতে এবং চিৎ-

জগতে যেভাবে তাঁর বস্তুগত ভিন্ন প্রকাশিত সেইভাবে উপলব্ধি করেন।”

“হে মাতা! আমি আপনাকে ভক্তিরূপে পন্থা এবং চারটি আশ্রমে এর স্বরণ বর্ণনা করেছি। শাস্ত্র কাল যে কিতাবে সকলের কাছে অদৃশ্য থেকে, সমগ্র জীবনের লক্ষ্যভ্রমণ করে, তাও আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। অজ্ঞান-জর্জরিত বা আত্ম-বিস্মৃত হয়ে কর্ম করার ফলে, সেই কর্ম অনুসারে জীবের মান প্রকার জড়-জগতিক স্থিতি লাভ হয়। হে মাতা! কেউ কখন সেই বিশুদ্ধিতে প্রবেশ করে, তখন সে বুঝতে পারে না, তার পতি কোথায় শেষ হবে। এই উপদেশ কখনও চর্বাণু, অক্লান্ত অথবা দুঃখচর্যীদের সেওয়া উচিত নয়। এই উপদেশ দাত্তিক এবং ধর্মমতীদের জন্য নয়। যারা অত্যন্ত গোষ্ঠী, পারিবারিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত,



ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

কপিলদেবের কার্যকলাপ

শ্রীমহাভারত কলেন—“এইভাবে ভগবান কপিলদেবের দ্বারা এবং কর্ম মুনির পন্থা দেবভূতি ভগবত্বভিমে এক দিবা জ্ঞান সম্পর্কিত সমস্ত অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। যুক্তির পটভূমি-বাক্য সাংঘর্ষ্য দর্শনের প্রবর্তক ভগবান কপিলদেবকে তিনি নিম্ন লিখিত ভূতির দ্বারা প্রসন্ন করেছিলেন।”

সেবভূতি বললেন—“ব্রহ্মাণ্ডের ভগবত্বভিমে সমগ্র শাস্ত্র আপনায় লিপিবদ্ধ থেকে উদ্ধৃত হয়েছেন বলে, ব্রহ্মাণ্ডে অজ্ঞ বলা হয়। আপনার শরীর অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড কেবল আপনারই ধ্যান করেছিলেন। হে ভগবান! যদিও আপনার করণীয় কিছু নেই, তবুও আপনি আপনার সত্যকে জড় প্রকৃতির গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন, যার ফলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদিত হয়। হে ভগবান! আপনি সত্য-সঙ্কল্প এবং সমস্ত জীবের পরমেশ্বর।

তাদের জন্য আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং যদিও আপনি এক, আপনার বিবিধ শক্তি নানাতাবে কার্য করতে পারে। সেইটি হৃদয়ঙ্গম করে অচিন্ত্য। পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। হে প্রভু! যার উল্লেখে সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে, সেই পরমেশ্বরের গর্ভে কিতাবে তা সম্ভব। তার উত্তর হচ্ছে এই যে, তা সত্য কারণে আপনি একটি পিতৃরূপ ধারণ করে আপনার পাত্রে অর্চনা চুষতে চুষতে একলা একটি ঋণাত্মক শরন করেন। হে ভগবান! পতিতদের পাপকর্মের প্রলয়ের জন্য এবং প্রাণের ভক্তি ও যুক্তির জ্ঞান বুদ্ধির জন্য, আপনি এই শরীর গ্রহণ করেছেন। যেহেতু এই সমস্ত পাপাশ্রয় আপনার নির্দেশের উপলব্ধির্ভঙ্গী, তাই আপনি হেতুর বরাহ আদি কণা নিয়ে অবস্থান করেন। তেমনই আপনার আশ্রিতদের দিবা জ্ঞান বিতরণ করার জন্য

আপনি প্রকট হয়েছেন, কুব্জভোজী পরিবারে বর জন্ম হয়েছে, সেও যদি একবার পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করে, তাঁর নীলম্র দ্রবণ করে, তাঁকে প্রসূতি নিকেন করে অথবা তাঁকে স্মরণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ্য হয়, অতএব যীশু প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্জন করেন, তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সংঘর্ষে তি আর করার আছে। অহো! যীশু আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁর কণ্ঠ ধ্বা! কুব্জভোজী পরিবারে কলহগ্রস্ত করলেও এই প্রকার ব্যক্তির পূজা। যীশু আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তাঁর সর্ব প্রকার তপস্যা এবং অমিহেই যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন এবং তাঁরা আর্ষদের সমস্ত সমাচার অর্জন করেছেন। আপনার পবিত্র নাম গ্রহণ করার জন্য তাঁর নিশ্চয়ই সমস্ত পবিত্র তীর্থে গমন করেছেন, কো অধ্যয়ন করেছেন এবং সমস্ত আত্মশুদ্ধি পূর্ণ করেছেন। হে ভগবান! আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি হচ্ছেন কপিল নামক ভগবান জীকিষ্ক এবং আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান পরমেশ্বর। ইজির এক মনের বিচ্ছেদ থেকে মুক্ত হয়ে, মহাত্মা এক ঋষির আপনার ধ্যান করেন, কারণ আপনার ঋণার প্রভাবই কেবল মানুষ জড়। প্রকৃতির তিন তপের যজ্ঞ থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রলয়ের সময়, সমস্ত কো আপনাই রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মায়ের আকো গমন হয়ে, মাতৃবংশল ভগবান কপিল গভীরতরুপূর্বক উত্তর নিয়েছিলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে মাতঃ! আমি আপনার আশ্র-উপলব্ধি যে পন্থা সংঘর্ষে উপদেশ দিয়েছি তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আপনি অনায়াসে তা অনুষ্ঠান করতে পারবেন এবং তা অনুষ্ঠান করার কালে, আপনি আপনার বর্তমান শরীরেই, অতি শীঘ্র মুক্তি লাভ করতে পারবেন। হে মাতঃ! যীশু প্রকৃতই অধ্যাক্ষবাহী, তাঁরা আপনাকে প্রদত্ত আহার এই উপদেশ অনুসরণ করেন। আপনি নিশ্চিতভাবে জানে জ্ঞাতে পারেন যে, আশ্র-উপলব্ধি এই পন্থা আপনি যদি সম্যকভাবে অনুসরণ করেন, তা হলে আপনি নিশ্চিতভাবে অসংখ্য জড়-আত্মিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, আনন্দের প্রাপ্ত হবেন। মাতঃ! যারা এই ভগবদ্ভক্তি সংঘর্ষে অনভিজ্ঞ, তারা কখনই জগৎ-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে না।”

শ্রীমদ্ভগবতঃ বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব তাঁর প্রিয় মাতাকে উপদেশ দিয়ে, তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার কালে, তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। দেবদুহিতও তাঁর পুত্রের দ্বারা উপনিষ্ট হয়ে, সেই আশ্রমে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করতে শুরু করলেন। তিনি কর্মমুনির গৃহে সমাধি-যোগ অভ্যাস করেছিলেন এবং সেই গৃহটি ফুলের দ্বারা এত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল যে, সেইদিকে সরস্বতী নদীর পুষ্প-মুকুট বলে মনে করা হত। তিনি দিনে তিনবার মাস করেতেন এবং তার কালে তাঁর কুক্কিত কণ্ঠ কেশদাম জটায়ুত এবং পিঙ্গল বর্ণ হয়েছিল। তাঁর কঠোর তপস্যার কালে, তাঁর দেহ ধীরে ধীরে নীর্ণ হয়েছিল এক তাঁর বসন তীর্ণ হয়েছিল। প্রজাপতি কর্মমের যত্ন এবং গৃহস্থালি তাঁর তপস্যা এবং বোপের বলে এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, যীশু অসুখীকে বিমানে বিচরণ করেন, তাঁরোও তাঁর ঐশ্বর্যের প্রতি দীর্ঘাশ্রয় হতেন। এখানে কর্মম মুনির গৃহের ঐশ্বর্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেই গৃহের শয্যা ছিল চূড়-কেনিত, আসনসমূহ হস্তীদন্ত-নির্মিত এবং সেইগুলি সোনার জড়িত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং পালকগুলি ছিল সোনার তৈরি এক বালিশগুলি অত্যন্ত কোমল ছিল। সেই গৃহের বসন সূচিক-নির্মিত মেওয়ারলগুলি মহা মূল্যবান মণিচক্রের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেখানে আলোকের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেই গৃহ সেই সমস্ত মণির কারণে আলোকিত ছিল। সেই গৃহের রমণীরা সকলেই সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। সেই গৃহের অসংখ্য সুন্দর বসনের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যেখানে অত্যন্ত মধুর সৌরভযুক্ত ফুল ছিল এবং অনেক বৃক্ষ ছিল, যেগুলিতে তাজা ফল উৎপন্ন হত এবং সেইগুলি উচ্চ এবং সুন্দর ছিল। সেই ঋণানের আকর্ষণ ছিল বৃক্ষের উপর কৃষ্ণরঙ পক্ষীকুল এবং গুহরঙ মধুকর। তারা সেই পরিবেশকে অত্যন্ত মনোরম করে তুলেছিল। দেবদুহিত যখন সেই বনোরম উদ্যানের পদ্যপূর্ণ সঙ্কলনে গমন করতেন তখন প্রবেশ করতেন, তখন বর্ণের মেওয়ারল অলঙ্কারে সজ্জিত কর্মম মুনির গার্হস্থ্য জীবনের মহিমা গান করতেন। তাঁর মহান পতি কর্মম তাঁকে সর্বদা সব রকম সুখান প্রদান করেছিলেন। যদিও তাঁর স্থিতি সর্বতোভাবে অতুলনীয় ছিল, তবুও

কপিলনামেরও ব্যক্তিও তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য খালি করেও, সাক্ষী দেবদুহিত তাঁর পুত্রের বিচ্ছেদ-জনিত দিগ্ভে কাতর হয়ে, সেই সমস্ত সুখ ত্যাগ করেছিলেন। দেবদুহিত পতি ইতিমধ্যেই গৃহত্যাগ করে সম্যক আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন এবং তার পর তাঁর একমাত্র পুত্র কপিলদেব গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। যদিও তিনি জীবন এবং মৃত্যুর সমস্ত তত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং যদিও তাঁর হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত ছিল, তবুও তাঁর পুত্রের কিহে তিনি বংশহারা পাতীর মতো কাতর হয়েছিলেন।”

“হে বিদূর, এইভাবে সর্বদা তাঁর পুত্র পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেবের ধ্যান করে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত তাঁর গৃহের প্রতি তিনি অত্যন্ত হয়েছিলেন। তার পর, তাঁর পুত্র প্রথম বসন ভগবান কপিলদেবের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত পতীর আশ্রম সহকারে গ্রহণ করে, দেবদুহিত নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের নিরন্তর ধ্যান করতে শুরু করেছিলেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে তত্ত্বযুক্ত হার জ করেছিলেন। যেহেতু তাঁর প্রেরণা প্রবল ছিল, তাই তিনি তাঁর মেহের প্রয়োজনের জন্য ঠিক হটটুকুই আশ্রিত, ততটুকুই কেবল গ্রহণ করেছিলেন। পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার কালে, তিনি জানে হিত হয়েছিলেন, তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হয়েছিল, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন এবং জড়। প্রকৃতির প্রভাবজাত সমস্ত দূর্ভাবনা দূর হয়েছিল। তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানে মগ্ন হয়েছিল এবং তিনি আপন থেকেই নির্বিশেষ স্নানজন উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রহ্ম-উপলব্ধি আত্মরূপে তিনি জড়-আত্মিক জীবনের কারণ-প্রযুক্ত সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর পরম তৌত্বিক ক্রেশের নিবৃত্তি হয়েছিল এবং তিনি চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জড়। প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এক নিত্য সমাধিতে অবস্থিত হয়ে, তিনি তাঁর জড় মেহের কথা চুপে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন মানুষ জেগে ওঠার পর, তার স্বপ্ন-দৃষ্ট শরীরের কথা চুপে যায়। তাঁর পতি কর্মম স্ট্রি মেবাক্ষনারা তাঁর মেহের পালন-পোষণ করার এবং তাঁর কোন রকম মানসিক উৎকণ্ঠা না থাকায়, তাঁর মেহ কৃপ হয়নি। তাঁকে তখন ঠিক ধূম্রস্বর বহির মতো প্রতীত

হয়েছিল। যেহেতু তিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তাই তখন যে তাঁর মন আলঙ্কারিত হয়েছিল এবং তখন যে তাঁর বসন অস্নান হয়েছিল, সেই সময়ে তাঁর কোন চেতনাই ছিল না।”

“হে বিদূর! কপিলদেব কর্তৃক উপনিষ্ট দ্বার অনুসরণ করে দেবদুহিত অচিরেই জড় জগতের যজ্ঞ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানকে পরমাক্ষর্যে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে প্রিয় বিদূর! যেই স্থানে দেবদুহিত সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেই স্থানটিকে পরিত্রস্ত বলে মনে করা হয়। তা তিন লোকে সিদ্ধিলাভে বিখ্যাত। প্রিয় বিদূর! তাঁর মেহের তৌত্বিক উপলব্ধি হইত্ত্ব হইত্ত্ব হইত্ত্ব, তা একমাত্র এতটী নীতিকরণ প্রবাহিত হচ্ছে, যা সমস্ত নীতির মধ্যে পুণ্যতম। সেই নীতিতে যিনি গমন করেন, তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং তাই যীশু সিদ্ধি লাভের অভিলাষী, তাঁরা তাকে অবগাহন করেন।”

“হে বিদূর! ভগবান মহর্ষি কপিল তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে, তাঁর নিজস্ব আশ্রম ত্যাগ করে উত্তর-পূর্বদিকে গমন করেছিলেন। তিনি যখন উত্তর-পূর্বদিকে গমন করেছিলেন, তখন চাবণ, গজর্ষ, মুনি, জলরা আদি স্বর্গলোকের অধিবাসীরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সমস্ত তীর্থে সর্বা নিবেদন করেছিলেন এবং বসবাসের স্থান প্রদান করেছিলেন। জিলাপের বস্তু জীবনের উদ্ধারের জন্য কপিল মুনি এখনও সেখানে সমাধিগ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত সাংখ্যচার্যরা তাঁর পূজা করেন। হে পুত্র। তুমি যেহেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, তাই আমি উত্তর দিয়েছি। হে শিষ্য! কপিলদেব এবং তাঁর মাতার বৃত্তান্ত এবং তাঁদের কার্যকলাপ সমস্ত আলোচনায় মগ্ন হয়ে পবিত্র। কপিলদেব এবং তাঁর মাতার আচরণের লীনা অত্যন্ত গোপনীয়। সেই বৃত্তান্ত যিনি গ্রহণ করেন অথবা পাঠ করেন, তিনি পঞ্চদশ-সহ পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব হয়ে যান এবং তার পর পরমেশ্বর ভগবানের অগ্রগত শ্রোয়তী সেবার মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানকে প্রবেশ করেন।”

চতুর্থ স্কন্ধ

(ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ)



মনুকন্যাদের বংশাবলী

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—“স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পত্নী শতরূপা থেকে তিনটি কন্যা লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের নাম হচ্ছে—আকৃতি, দেবহৃতি এবং প্রসূতি। আকৃতির দুজন ভাই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বায়ম্ভুব মনু এই শর্তে তাঁকে প্রজাপতি রুচির হাতে সম্প্রদান করেছিলেন যে, তাঁর থেকে যে পুত্রের জন্ম হবে, তাকে মনুর কাছে তাঁর পুত্ররূপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর পত্নী শতরূপা এই শর্তটিকে অনুমোদন করেছিলেন। প্রজাপতি রুচির গুণাবলীতে আত্মক শক্তিসম্পন্ন রুচি প্রজাপতির পক্ষে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী আকৃতির গর্ভে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেছিলেন। আকৃতির দুটি সন্তানের মধ্যে, পুত্রসন্তানটি ছিলেন বজ্র ভগবানের অবতার এবং তাঁর নাম ছিল বজ্র, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর আর একটি নাম। আর কন্যাসন্তানটি ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর অংশাবতার। স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত প্রসন্নতাপূর্বক বজ্র নামক অপূর্ব সুন্দর যাকটিকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর জামাতা রুচি তাঁর কন্যা দক্ষিণাকে তাঁর কাছে রেখেছিলেন। বজ্রের ইচ্ছা ভগবান পরবর্তী কালে দক্ষিণাকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পতিকরণ লাভ করার কামনা করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, বজ্রটি পুত্র লাভ করেছিলেন। বজ্র এবং দক্ষিণার বারটি পুত্রের নাম ছিল—তোষ, প্রতোষ, সত্যেন, ভদ্র, পাবি, ইন্দ্ৰস্পতি, ইয়, কবি, বিহু, বহু, সুদেব এবং সোমন। স্বায়ম্ভুব মনুও এই পুত্রের দেবতা হয়েছিলেন, যাদের বৈবর্ত্যে তুখিত বলা হয়। মরীচি সপ্তর্ষির প্রদান হয়েছিলেন এবং বজ্র দেবতারের রাজা ইয় হয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র শ্রিয়ত ও এবং উত্তানপাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁদের পুত্র ও পৌত্রের সমস্ত ত্রিতুল্য জুড়ে বিভ্রাট লাভ করেছিল।”

“হে বৎস! স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবহৃতিতে কর্ণয় মুনির কাছে সম্প্রদান করেছিলেন।

সেই কথা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি এবং আপনিও তা প্রায় সম্পূর্ণ শ্রবণ করেছেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর কনয় প্রসূতিকে ব্রহ্মব পুত্র এক প্রজাপতির অর্নাতম দক্ষের হাতে দান করেছিলেন। দক্ষের বংশধরেরা ত্রিলোক জুড়ে বিভ্রাট লাভ করেছে। আমি আপনাকে কর্ণয় মুনির নরটি কন্যার বিবাহে পূর্বেই বলেছি, যাদের নরজন প্রকারিত্তে দান করা হয়েছিল। এখন আমি সেই নরজন কন্যার বংশধরদের কথা বর্ণনা করব। বজ্র করে আপনি তা আয়ত্ত করে শ্রবণ করুন। কর্ণয় মুনির কন্যা কলা, মরীচির সঙ্গে যৌর বিবাহ হয়েছিল, তিনি কলাপ এবং পূর্ণিমা নামক দুটি সন্তান প্রদান করেছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা সাত্ত্বি জুড়ে বিভ্রাট হয়েছে। হে কিশোর! কলাপ এবং পূর্ণিমা নামক দুই সন্তানের মধ্যে পূর্ণিমার বিরজ, কিশপ এবং মেতকুল্যা নামক তিনটি সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মেতকুল্যা ছিল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-বৌত জল, যা পরবর্তী কালে কর্ণলোকে গঙ্গার রূপান্তরিত হয়েছিল। অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়া তিনজন অত্রি প্রসিদ্ধ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, যথা—সোম, লম্বাভের এবং দুর্বাসা, যারা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের অংশাবতার। সোম ব্রহ্মা, লম্বাভের বিষ্ণু এবং দুর্বাসা শিবের অংশাবতার ছিলেন।”

তা শোনার পর, বিষ্ণু মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“হে ভগবৎস! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যারা সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহরকর্তা, তাঁরা অত্রি মুনির পত্নীর সন্তান কিভাবে হয়েছিলেন?”

মৈত্রেয় বললেন—“অত্রি মুনি যখন অনসূয়াকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দেন। তখন অত্রি মুনি তাঁর পত্নী সহ কঠোর তপস্যা করার জন্য বজ্র নামক পর্বতের উপত্যকার গিয়েছিলেন। সেই পর্বতের উপত্যকায় নির্বিঘ্ন নামক মণ্ডী প্রবাহিত হয়ে। সেই নদীর তটে অশোক, পলাশ আদি পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পতোলে সুশোভিত ছিল এবং সেখানে স্বর্গের জল সর্বদা মধুর ধর্মি উৎপন্ন করে প্রবাহিত হচ্ছিল। পতি এবং পত্নী সেই অত্রি সুখের স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সেই বছর সেখানে প্রাণায়াম অভ্যাসের জন্য তাঁর মনকে একাগ্র করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর সমস্ত আনন্দ সন্তোষ করে, এক গায়ত্রী উপর সন্তোষমান হয়ে, তেজস্ব বায়ু আহরণ করে এক শত বছর তপস্যা করেছিলেন। তিনি কামনা করেছিলেন—আমি যৌবন বয়স প্রাপ্ত করেছি, সেই জগদীশ্বর তপস্বীপূর্বক আমায় ঠিক তাঁরই মতো একটি পুত্র প্রদান করুন। অত্রি মুনি যখন এইভাবে কঠোর তপস্যায় যুক্ত ছিলেন, তখন প্রাণায়ামের প্রভাবে তাঁর মস্তক থেকে এক প্রজ্বলিত অত্রি নির্গত হয়েছিল এবং ত্রিতুল্যের তিনজন মুখা মেঘতা সেই অত্রি কর্ণয় হয়েছিলেন। সেই সময়ে, যগন্না, স্বর্ঘ, মিত্র, বিলাস, পাপ প্রভৃতি স্বর্ণবাসীপণ সহ তিন মেঘের অত্রি মুনির আগ্রসে এসেছিলেন। তপস্যার প্রভাবে বিঘাণ্ড সেই বছরির আগ্রসে তাঁরা এইভাবে প্রবেশ করেছিলেন। বহু এক পায়ে বঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু সেই ত্রিজন দেবতারের একত্রে তাঁর কাছে আসতে দেখে, তিনি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, অত্যন্ত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক পায়ে তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন। তার পর তিনি সেই ত্রিজন দেবতারের কন্যা করতে শুরু করেছিলেন, যারা তাঁদের যখন—বৃহ, হস ও গরুড় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের হাতে ডমরু, কুশ ঘাস ও চক্র ছিল। মুনি ভূমিতে পতিত হয়ে, তাঁদের দণ্ডবৎ প্রণতি নিলেন করেছিলেন। সেই ত্রিজন দেবতারকে তাঁর প্রতি প্রসন্ন দেখে অত্রি মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেহনির্গত হস্তিক্রুর তাঁর চোখ কলসে গিয়েছিল এবং তাই তিনি সেই সময় তাঁর নেত্র নির্মীলিত করেছিলেন। কিন্তু বেহেতু তাঁর হৃদয় পূর্বেই সেই দেবতারের প্রতি আকষ্ট ছিল, তাই তিনি কোনক্রমে নচেতন হয়ে, কৃতান্তলিপুটে মধুর শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান দেবতারের কণ্ঠ্য করতে লাগলেন।”

স্বর্ঘ অত্রি বললেন—“হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, আপনারা প্রকৃতির তিন জন স্বীকরণ করে তিন ভাগে আপনাদেরকে বিভক্ত করেছেন, যেভাবে আপনারা প্রতি করে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্ম করে থাকেন। অত্রি আপনারদের সকলকে আমার মস্তক প্রণতি নিবেদন করি এবং আমি আপনারদের কাছে জানতে চাই, আমার প্রার্থনার দ্বারা আপনারা তিনজনের মধ্যে কারে

আমি আত্মন করেছি। আমি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে পুত্র হালের বাসনা করে তাঁকে অনুমান করেছি এবং আমি কেবল তাঁরই কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু যখন তিনি মনুদের হৃদয় কর্ণায় অর্জিত, তত্বেও আপনারা তিনজন এখানে এসেছেন। বজ্র করে আমারে বহুদন তিতাবে আপনারা এসেছেন, কারণ সেই দিবসে আমি অত্যন্ত সন্তোষপ্রাপ্ত হয়েছি।”

স্বর্ঘ মৈত্রেয় বললেন—“অত্রি মুনির সেই কথা শুনে তিনজন যখন কেবল মনু হোসেছিলেন এবং তাঁরা মধুর করে উত্তর দিয়েছিলেন।”

ত্রিজন দেবতা অত্রি মুনির বললেন—“হে ব্রহ্মণ! ভূমি সত্যসকল এবং তবু ভূমি শ্রু চেত্রে, তা হলে তার তেরে প্রমাণ হবে না। আমরা সকলেই সেই পুত্রের যৌর জন্ম তুরি করাই এবং তাই আমরা সকলে তোমার কাছে এসেছি। আমাদের লবিত আপ-বরণ পুত্র ভূমি লাভ করবে এবং বেহেতু আমরা তোমার স্বর্ঘবাসীপণ প্রসন্ন কামনা করি, তাই তোমার সেই পুত্রের সমস্ত ভগ্ন জুড়ে তোমার বল বিভ্রাট করবে। এইভাবে, অত্রি মুনির তাঁর অত্রিবিভক্ত কর প্রদান করে, সেই ত্রিজন দেবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই কাম্পিত্যে দুষ্টিপথ থেকে অত্রিট হয়ে গেলেন। তার পর ব্রহ্মার অংশ থেকে সোমের জন্ম হয়েছিল, বিষ্ণুর অংশ থেকে মহাবলী বজ্রের জন্ম হয়েছিল এবং শব্দের অংশ থেকে দুর্বাসার জন্ম হয়েছিল। এখন আপনি আমার কাছে থেকে অত্রিয়ার অনেক পুত্র শ্রবণে শ্রবণ করুন।”

“অত্রিয়ার পত্নী বজ্র চন্দ্রটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন, যাদের নাম ছিল—লীলাবতী, কৃষ্ণ, রক্ত এবং অনমতি। এই চারটি কন্যা বাতীত তাঁর আরও দুটি পুত্র হয়েছিল। তাঁদের একজনের নাম উত্তম এবং অন্যজন হৃদয় পরব ছিলেন কৃষ্ণাতি। পুন্ড্রা তাঁর পত্নী বর্ষিীর মাধ্যমে অশ্বতা নামক এক পুত্র লাভ করেছিলেন, তিনি পরবর্তী জন্মে মহাদি হয়েছিলেন। তা ছাড়া পুন্ড্রার জন্ম একটি মহান সানু প্রকৃতির পুত্র হয়েছিল, যার নাম ছিল বিপ্রা। বিপ্রের দুই পত্নী ছিলেন। প্রথম পত্নী ইন্দ্ৰবিদ্যা থেকে স্বর্ঘপতি কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এবং অন্য পত্নী কোশলী থেকে স্বর্ঘ, কৃষ্ণ ও বিদীপন, এই তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল। পুন্ড্রা স্বর্ঘি পত্নী পতি তিনটি পুত্রের জন্ম

দিয়েছিলেন, যাঁদের নাম ছিল—কর্মসেষ্ঠ, বরীমান ও মহিষা এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান ঋষি। ব্রহ্মর পত্নী ক্রিয়া বালকিলা নামক ষাট হাজার মহর্ষির জন্ম দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঋষিরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন এবং তাঁদের জ্ঞানের প্রভাবে তাঁদের শরীর জ্যোতির্ময় ছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁর পত্নী উর্বা, বীর আর এক নাম অক্ষকী, তাঁর থেকে চিত্রকেতু আদি সাতটি নির্মল মহর্ষির জন্ম দান করেছিলেন। সেই সাতজন মহর্ষির নাম—চিত্রকেতু, সুরোচি, বিবজা, মিত্র, উশ্বপ, বসুভদ্রান এবং দ্যুম্য। বশিষ্ঠের অন্য পত্নী থেকে আরও কয়েকজন অত্যন্ত যোগ্য পুত্র হয়েছিল। অশ্বপায় পত্নী চিহ্নি দ্ব্যক নামক ব্রত ধারণ করে অশ্বশিরা নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এখন আশনি আমার কাছে মহর্ষি ভূপের বংশধরদের সম্বন্ধে প্রবণ করুন। ভূও মুনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞান্যবান। তিনি তাঁর পত্নী দ্যাতি থেকে বশা এবং বিধাতা নামক দুই পুত্র এবং শ্রী নামী এক কন্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই কন্যাটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিযুক্তা ছিলেন। মহর্ষি মেক তাঁর দুই কন্যা আয়তি এবং নিয়তিকে ধাত্ত এবং বিধাতার হস্তে সম্বরণ করেন। আয়তি এক নিয়তি থেকে মুকু এবং প্রাণ নামক দুটি পুত্রের জন্ম হয়। মুকু থেকে যাক্ষেষ্ঠের ঋষির জন্ম হয় এবং প্রাণ থেকে কেমসিরা ঋষির জন্ম হয়, যাঁর পুত্র ছিলেন উশনা (তুঙ্গচাৰ্য), যিনি কবি মাহেভ পুরিচিত। এইভাবে কবিও ভৃগু-কপীল।”

“হে বিদুর! এইভাবে মহান ঋষিদের এবং কর্মম মুনির কন্যাদের সন্তানদের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রজা বৃদ্ধি হয়েছিল। যে-ব্যক্তি ব্রহ্ম সহকারে এই বংশের আখ্যান প্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। প্রসূতি লক্ষ্য অনুসরণ কন্যার বিবাহ হয়েছিল ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের সঙ্গে। তাঁর পত্নী প্রসূতি থেকে দক্ষের অত্যন্ত সুন্দরী কমল-নয়ন বোলাটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। বোলাটি কন্যার মধ্যে তেরটিকে তিনি ধর্মকে এবং একটি কন্যা অগ্নিকে সম্বরণ করেন। অবশিষ্ট দুই কন্যার একটিকে তিনি পিতৃলোককে দান করেছিলেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক বাস করতেন এবং অপর কন্যাটিকে তিনি শিবের হস্তে সম্বরণ করেন, যিনি পানী ব্যক্তির চরকর থেকে উদ্ধার করেন। দক্ষ যে তেরটি

কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন, তাঁদের নাম হচ্ছে—ব্রহ্মা, মৈত্রেী, দরা, শান্তি, ভূষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বৃদ্ধি, মেধা, ভিত্তিক, শ্রী এবং মূর্তি। এই তেরটি কন্যা যে-সমস্ত সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—ব্রহ্মা থেকে শুভ, মৈত্রেী থেকে প্রসাদ, দরা থেকে অভয়, শান্তি থেকে সুব, ভূষ্টি থেকে ধূম, পুষ্টি থেকে স্মর, ক্রিয়া থেকে যোগ, উন্নতি থেকে দর্প, বৃদ্ধি থেকে অর্থ, মেধা থেকে স্মৃতি, ভিত্তিক থেকে ক্ষম এবং শ্রী থেকে প্রবর। সমস্ত সন্তানের আধার মূর্তি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমর-নারায়ণের জন্ম দিয়েছিলেন। মর-নারায়ণের আবির্ভাবের কালে, সমস্ত অগ্নি আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সকলের মন প্রসন্ন হয়েছিল এবং এইভাবে সর্বত্র বায়ু, নদীসমূহ, পর্বতসমূহ অত্যন্ত মনোহর হয়েছিল। বর্গলোক রাজনা কঙ্কতে চকু করেছিল এবং আকাশ থেকে পুষ্প-বৃষ্টি হয়েছিল। ঋষিরা প্রসন্ন হয়ে বৈদিক জুব উচ্চারণ করেছিলেন, গর্দ্ব এবং ক্রিরেবা নাম গাইতে শুরু করেছিলেন এবং বর্গের অগ্নিবাহী নাচতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে মর-নারায়ণের আবির্ভাবের সময় সমস্ত মঙ্গলমুখক জগৎ দেখা গিয়েছিল। সেই সময় ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারাও ব্রহ্মা সহকারে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।”

দেবতারা বললেন—“আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আর্যদের সত্রাধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি তাঁর ঋষিগণ শক্তিরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বাহু এবং মেঘ বেগম অন্তরীক্ষে অবস্থিত, এই সৃষ্টিও তেমন তাঁর মধ্যে অবস্থিত। এখন তিনি মর-নারায়ণ ঋষিরূপে ধর্মের গৃহে আবির্ভূত হয়েছেন। বিতক প্রাথমিক পাক্ত বেদের দ্বারা যাকে জ্ঞান বার এক যিনি জড় জগতের দুঃখ-মূর্ণশর নিবৃত্তির জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন। তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত লক্ষ্মীদেবীর জাল্য নির্মল নয়ন সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে।”

“হে বিদুর! মর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে দেবতাদের কদম্বার দ্বারা পুষ্টিত হয়েছিলেন। ভগবান তখন তাঁদের উপর তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তখন পর গজমাসন পর্বতে চলে গিয়েছিলেন। সেই মর-নারায়ণ ঋষি, যাঁরা

হচ্ছেন হ্রীকেশের জাল-প্রকাশ, সম্ভ্রান্ত তাঁরা কৃতার হরণের জন্য যুগ এবং কৃতবংশে কৃত ও অকৃতবংশে আবির্ভূত হয়েছেন। অগ্নিদেব তাঁর পত্নী বহাগে পাক্ত, লবমান এবং তচি নামক তিনটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন, যাঁরা বহাগ্রিহে নির্বেদিত অগ্নিত ভোজন করেন। এই তিন পুত্র থেকে পরতার্পন বংশধরের জন্ম হয়েছে এবং তাঁরাও হচ্ছেন অগ্নিদেব। পিতা এবং পিতামহ সহ অগ্নিদেবের সংখ্যা মোট ঊনপঞ্চাশ। নির্বিশেষবাদী ব্রাহ্মণদের বহাগ্রিহে অগ্নিত আচতার ভোজ্য এই ঊনপঞ্চাশজন অগ্নিদেবতা। অগ্নিহাস্ত, ঋষিহর, সৌম্য এবং আত্মপগণ হচ্ছেন পিতা। তাঁরা

সাগরিক অথবা নিরগ্নিক। এই সমস্ত পিতৃদের পত্নী হচ্ছেন রাজা হৃষিকেশ কন্যা বগ। বগ, যাঁকে পিতৃহৃত সম্বরণ করা হয়েছিল, তাঁর পুত্র এবং ধাতিকী নামক দুটি কন্যা হয়। তাঁরা তদুদেহ ছিলেন নির্বিশেষবাদী এক সিন্ধু ও বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী। সতী নামক যোড়শত কন্যাটি ছিলেন শিবের পত্নী। তিনি ভূগু সর্বদা ব্রহ্মা সহকারে তাঁর পতির সেনার বৃত্ত ছিলেন, তদুৎ তাঁর জেন পুত্র হয়নি। শিব নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও সতীর পিতা লক্ষ তাঁর সিন্ধা করতেন। বহি, ট্রেণ্ড প্রাপ্ত পুত্র, সতী যোগ প্রভাবে তাঁর দেহত্যাগ করেছিলেন।



দ্বিতীয় অধ্যায়

শিবের প্রতি দক্ষের অভিশাপ

কিুর দ্বিজগণা করলেন—“দক্ষ তাঁর কন্যার প্রতি অত্যন্ত হেহপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও কেন সতীকে অবহেলা করেছিলেন এবং সুশীল ব্যক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিলেন? সমস্ত জগতের চকু শিব দিবেদী, শান্ত এবং আত্মপ্রদ। তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তবু সত্ত্বেও দক্ষ কেন এই প্রকার একজন মঙ্গলময় ব্যক্তির প্রতি বৈরীজগণ হয়েছিলেন? হে মৈত্রেয়! দেহত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। জগনি কি দ্বা করে আমার কাছে বর্ণনা করেন, কি করণে শত্রু এবং জামাতা এমনই তিক্ত ভাবেই সিগু হয়েছিলেন, যার ফলে মহাদেবী সতী দেহত্যাগ করেছিলেন?”

মৈত্রেয় কবি বললেন—“পূর্বকালে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকারীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক মহাবজের অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে সমস্ত মহর্ষিগণ, মুনিগণ, দেবতগণ এবং অগ্নিদেবগণ তাঁদের অনুগামীগণ সহ সমবেত হয়েছিলেন। প্রজাপতিদের অধিপতি দক্ষ বধন সেই

সভার প্রবেশ করেছিলেন, তখন সূর্যের হস্তে তাঁর উজ্জল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত সভা আলোকিত হয়েছিল এবং তাঁর সম্মুখে সমস্ত সমবেত সমস্ত ব্যক্তির নিতান্তই নগণ্য বলে মনে হয়েছিল। ব্রহ্মা এবং শিব বাস্তীত, সমস্ত অধিদেবগণ এবং সেই মহাপ্রভাব অব্যাহত সমবেত সমবেত তাঁর শরীরের জ্যোতিস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাঁদের আসন থেকে উঠে গাড়িয়েছিলেন। সেই মহান সভার সভাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে বধ্যভোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে জগত জন্মিয়েছিলেন। ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা নিবেদন করে দক্ষ তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আসন গ্রহণ করার পূর্বে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন না করে শিবকে বসে থাকতে দেখে দক্ষ অত্যন্ত অসম্মত হয়েছিলেন। তখন দক্ষ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর চোখ দুটি জ্বলছিল। তিনি তখন অত্যন্ত কঠোরভাবে শিবের বিরুদ্ধে বচনও শুরু করেছিলেন। উপস্থিত সমস্ত ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং অগ্নিদেবগণ। দ্বা করে মনেযোগ সহকারে আপনারা আমার কথা প্রবণ করুন। আমি জ্ঞানাত্ম

অথবা মাংসভোজ করে তা ঠিক না। লোকপালদের নাম এবং স্বপ্ন শিব দিনটি করেছে এবং সদাচারের পন্থা কলুষিত করেছে। যেহেতু সে নির্লজ্জ, তাই সে জানে না কিভাবে আচরণ করা উচিত। সে অশ্লি এবং ব্রাহ্মণদের সমক্ষে আমার কন্যার পানিত্রহণ করার ফলে, আমি তার গুরুজন। সে আমার গাউরী-সদৃশ কন্যাকে বিবাহ করেছে এবং তখন সে ঠিক একজন সাধুর মতো ভাব করেছিল। তার চোখ ঠিক বনরের মতো, তবুও সে আমার যুগলকন্যাকে বিবাহ করেছে। তা সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে এবং মিষ্ট বাক্যের দ্বারা আমাকে স্বাগত জানানো উপযুক্ত বলেও মনে করেনি। শিষ্টাচারের সমস্ত নিয়ম-ভঙ্গকারী এই ব্যক্তিটিকে আমার কন্যাদান করার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। কারণ ব্যক্তিগত বিধি-নিষেধগুলি পালন না করার ফলে, সে অপবিত্র, কিন্তু পুত্রকে বেশ পাঠ করানোর মতো আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি। সে শাসনের মতো অপবিত্র স্থানে বাস করে এবং ভূত-প্রেতেরা হচ্ছে তার সহচর। সারা শরীরে চিৎকার মেখে, উদ্ভাসের মতো নগ্ন হয়ে, সে কখনও হাসে এবং কখনও কাঁদে। সে নিরমিতভাবে ম্লান করে যা এবং তার অঙ্গের ভূষণ হচ্ছে যুগ্মমালা এবং অগ্নি। তাই সে কেবল নামেই শিব স্বীকৃত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সে সব চাইতে উন্নত এবং অশুভ। তাই সে ভ্রমোত্তাপের উদ্ভাব ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয় এবং তাদের অধিপতি। ব্রহ্মার অনুবোধে আমি আমার কন্যাকে তার হস্তে সম্প্রদান করেছি যদিও সে সমস্ত প্রকার দৌচরহিত এবং তার হৃদয় জঘন্যতম নোরোম পূর্ণ।”

হর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“এইভাবে শিবকে তাঁর শত্রু বলে মনে করে দক্ষ জল দিয়ে আচমন করে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেবজারা যজ্ঞের নৈবেদ্য লাভের অধিকারি, কিন্তু সমস্ত দেবতার মধ্যে সব চাইতে অধম শিব স্বজ্ঞাপা পাবে না। হে বিদূর। স্বজ্ঞসভার সদস্যদের অনুগ্রহে সত্ত্বেও, দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তার পর সেই সভা ত্যাগ করে তাঁর গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন। শিবকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে জানতে পেরে, শিবের প্রধান পার্শ্বদের অন্যতম নন্দীশ্বর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ফলে তাঁর চক্ষু

আবৃত্তিম হয়ে ওঠে এবং দক্ষ ও সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মসমস্ত ব্রাহ্মণেরা দক্ষের কর্কশ বাক্যে শিবকে অভিশাপ দেওয়া সহ্য করেছিলেন, তিনি তাঁদের সকলকেই অভিশাপ দিতে মান্য করেন। যে ব্যক্তি দক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে মনে করে স্বর্গশপত শিবকে অবহেলা করেছে, সে দুর্ভাগ্যবান। তার এই ভ্রমজ্ঞানের ফলে সে শিব জান থেকে ব্যক্তি হতে। কপট ধর্মপরায়ণ যোগেশ্বর ক্রীড়নে মানুষ ক্ষত-জাগতিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং তার ফলে বেদের আপাত ব্যাখ্যার প্রতি অস্বীকৃতি হয়, তাতেই তার যুক্তি ভ্রষ্ট হয় এবং সে সকাম কর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। দক্ষ তার দেহকেই সর্বস্ব বলে মনে করেছে। তাই যেহেতু সে বিকৃলান বা বিকৃলিতের কথা ভুলে গেছে এবং কেবল ক্রীসত্ত্বোপের প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাই অচিরেই সে একটি ছাপলের দুষ প্রাপ্ত হবে। যারা জড় বিদ্য এবং বুদ্ধির অনুশীলনের ফলে জড়ের মতো নির্বোধ হয়ে গেছে, তারা অজ্ঞানতমশত সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। তারা জেনেওনে শিবের নিন্দা করেছে, তাই তারা ক্ষম-মৃত্যুর চক্রের বার বার আবর্তিত হতে থাকুক। যারা বেদে মোহমগ্ন প্রতিজ্ঞার পূর্ণাঙ্গী ভাবের আশ্রিত এবং তার ফলে জড়ত্বে পরিণত হয়ে শিবের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েছে, তারা সর্বদা নকাম কর্মের প্রতি আসক্ত থাকুক। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা কেবল তাদের সেই ধারণার জন্য শিকড়তা, তপস্চর্যা এবং ব্রত গ্রহণ করে। তাদের ভ্রমাত্মক বিচার থাকবে না। তারা কেবল দেহমুখের জন্য হাতে ধারে গিয়ে ভিক্ষা করে খন সংগ্রহ করেন। নন্দীশ্বর জাতি-ব্রাহ্মণদের এইভাবে অভিশাপ প্রদান করলে, ভূত যুগি তখন শিবের অনুগামীদের ভরসায় করে প্রচণ্ড ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন। যারা শিবের সন্তুষ্টি নিয়মের জন্য ব্রত গ্রহণ করেছে অথবা যারা এই নিয়ম পালন করে, তারা সিদ্ধিভাবের নাস্তিক হয়ে এবং দিব্য শাস্ত্র-নির্দেশের বিরুদ্ধ আচরণ করবে। যারা শিব-পূজার ব্রত গ্রহণ করে, তারা এতই দুর্ভাগ্য, তারা কষ্ট, ভয় এবং অস্থি ধারণ করে তাঁর অনুকরণ করে। তারা এখন শিবের উপাসনার দীক্ষিত হয়, তখন তারা মন, মাসে, এই প্রকার বস্ত্র প্রত্যা করে।”

ভূত যুগি বললেন—“যেহেতু তুমি ব্রহ্ম এবং বৈদিক

নির্দেশের অনুসরণকারী ব্রহ্মণ্যের দক্ষ ব্রহ্ম, তাই দুর্ভাগ্য হবে যে, তুমি নাস্তিক মতবাদ অবলম্বন করবে। মানব সভ্যতায় ব্রহ্মণ্যের জ্ঞান যেম নাশিত বিবর্ত প্রচল করে, যা পুণ্যকাল থেকে নিন্দা সত্ত্বেও অনুসরণ করা হয়েছে। তাই দুষ্ট মানব হচ্ছেন পণ্ডিতের গুরুত্ব, সমস্ত ক্রীতবৎ ও ভ্রমাত্মকী বলে ঈশ্বর জনমি বলা হয়। সাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধ এবং পরম লজ্জার বৈদিক দিকের নিন্দা করে, ভূত-পতি শিবের অনুগামী তোমরা সকলে নিঃসন্দেহে অধঃপতিত হয়ে পাবগীতে পরিণত হবে।”

মৈত্রেয় অর্থাৎ বললেন—“হয়ল শিবের অনুগ্রহ এবং দক্ষ ও ভূতের পক্ষ অবলম্বনকারীদের মধ্যে শাপ-লাগান

হয়ল, তখন শুভকাল শিব ভ্রমাত্মক দিকের অনুগ্রহ। তবু না বলে, তাঁর অনুগ্রহীতদের সঙ্গে সেই স্বজ্ঞসভা থেকে চলে গিয়েছিলেন।” হে বিদূর। ব্রহ্মণ্যের সমস্ত প্রচলিত এইভাবে সমস্ত বন্য হতে এক ব্রহ্ম অনুগ্রহ করেছিলেন, কারণ পণ্ডিতের ভ্রমজন্য ঈর্ষানু পূজা করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ব্রহ্ম হে অনুগ্রহকারী বিদূর। স্বজ্ঞসভা সমস্ত দেবতারা ব্রহ্ম সমীপে গিয়ে গেল এবং হৃদয়ব সত্ত্বেও ম্লান করেছিলেন। এই ফলকে বলা হয় স্বব্রহ্ম-ম্লান। এতদ্বারা ভ্রমের পরিচয় হয়, তাঁর ইচ্ছা হই হই নামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”



তৃতীয় অধ্যায়

শিব এবং সতীর বার্তালাপ

মৈত্রেয় বললেন—“এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষণ এবং জামাত, অর্থাৎ দক্ষ এবং শিবের নিবেদন বর্ষমান ছিল। ব্রহ্মা যখন দক্ষকে সমস্ত প্রজাপতির অধিপতি পদে অভিষিক্ত করেন, তখন দক্ষ অত্যন্ত গর্বোদ্ধত হয়েছিলেন। দক্ষ ব্রাহ্মণের নামক এক ব্রহ্ম ওক করেছিলেন এবং ব্রহ্মার সমর্থন সত্ত্বেও তাঁর অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল। তার পর তিনি বৃহস্পতির বনক আর একটি ব্রহ্ম অনুগ্রহ করেছিলেন। ব্রহ্ম ব্রহ্ম অনুগ্রহ ইচ্ছিল, তখন ব্রহ্ম ব্রহ্মারি, দেবর্ষি, পিতৃ এবং দেবতাপ অত্যন্ত স্মরণভাবে অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত তাঁর পত্নীসহ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন দ্রাষ্টা থেকে সেখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন। পরম সাধু দক্ষকন্যা সতী পদা-মার্গে বিচরণকারী স্বর্গলোকবাসীদের পরম্পর আলোচনার জন্যে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতা এক মহান ব্রহ্ম কবলে। ব্রহ্মা তিনি দেখলেন যে, সমস্ত দিক থেকে স্বর্গবাসীদের উচ্চল যুগলকন্যা পত্নীসহ অতি সুন্দর কন্যা এবং কঠোর ও কর্কটবাস বিকৃতি হয়ে, তাঁর

পিতৃসহ সবে সেই দক্ষ সেখানে কন্যা জন চলেছেন, তখন তিনি তাঁর পতি ভূতনামের কাছে গিয়ে পদ্য ঠেসকা সহত্রে এই কথাগুলি বলেছিলেন, হে প্রিয় পতি শিব। আপনার স্বতন্ত্র এক মহাব্রহ্ম সম্পন্ন করেছেন একে সেই ব্রহ্ম নির্মিত হয়ে সমস্ত দেবতারা সেখানে বাসেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে সবে, আমার সেখানে বসি। হতে হই আমার চরিত্রের ও তাঁর পতির সত্ত্বেও তাই-ব্রহ্মসত্ত্ব সম্পন্ন করে ব্রহ্মসত্ত্ব সেই মহাব্রহ্ম অনুগ্রহে নিবৃত্ত। আমার পিতৃ-পুত্র জলজারে সজ্জিত হয়ে, অর্থাৎ সেই সভার ব্রহ্মসত্ত্ব করে জন হয়ে চাই। আমার চরিত্রের, মাতৃব্রহ্ম, তবুও পিতৃসহ এক জনের ব্রহ্মসত্ত্বের জর্জর-ব্রহ্মসত্ত্ব সেখানে লিপ্তই সমবেত হয়েছেন। তাই আমি বলি সেখানে বসি, যা হলে আমি তাঁর চেয়েও পাব। সেখানে আমি উচ্চব্রহ্ম ব্রহ্মসত্ত্ব এবং মহাব্রহ্ম কর্তৃক অনুগ্রহিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম সত্ত্বেও পাব। যে প্রিয় পতি, সেই সমস্ত কন্যা আমি সেখানে বেতে

মহার্ষি উৎকর্ষিত। এই মৃগ্য জগৎ ত্রিগুণের পারম্পরিক
ক্রিয়া বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিঃপ্রকাশ শক্তির এক
আলোকরশ্মির মত। সেই মত আপনি সম্পূর্ণরূপে
অবগত। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমি একজন
তত্ত্বজ্ঞানহীনা অকলা ক্রী। তাই আমি আর একবার
আমার জন্মভূমি সর্পন করতে চাই। হে ভক্ত, হে
মীনকম্ব! কেবল আমার আত্মীয়-বন্ধনবাই নয়, অন্য
কোনোও সূক্ষ্ম অলঙ্কার এবং সৌন্দর্য্য বিকৃতি হলে,
উৎসব পতি এবং বস্ত্রের সঙ্গে সেখানে কতক
সেধু, উৎসব খেত বিঘ্নসমূহ কিভাবে সমস্ত আকর্ষণকে
সুশোভিত করেছে। হে সের্বক! পিতৃগৃহে উৎসবের
কথা শুনে কন্যার সেই কিভাবে অতিশীত থাকতে
পারে? আপনি যদি মনে করেন যে আমাকে সেখানে
নিবাস করা হয়নি, কিন্তু বন্ধু, স্বামী, গুরু অথবা পিতার
গৃহে তো কি নিবাসেরও জগত। হে অমল শিব!
কৃপণপূর্বক আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনি
আমাকে আপনার অর্ধাঙ্গিনীরূপে স্বীকার করেছেন,
অতএব আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্বক আপনি আমার
অনুরোধ স্বীকার করুন।”

মহার্ষি মৈত্রেয় বললেন—“কৈলাস পর্বতের ব্রাহ্মচারী
শিবের মণ্ডিত তখন বিষ্ণুরূপের সন্মুখে তাঁর প্রতি দ্বন্দ্বের
মর্মভেদী কটুক্তি কণা শব্দ হইলেন, তবু তিনি তাঁর
প্রিয়তমা পত্নীর বাক্য শ্রবণ করে, হেসে উত্তর
দিয়ছিলেন। হে সুন্দরী! তুমি বলছ যে, অস্বাস্থ্য
হতেও বন্ধুর গৃহে যাবার কথা। সেই কথা সত্য, যদি
সেই বন্ধু স্বেচ্ছাবৃত্তি-জনিত অস্বাস্থ্যের ফলে ক্রান্ত হয়ে
গোব সর্পন না করে। বিদ্যা, ভগবান, বিত্ত, সৌন্দর্য,
যৌবন এবং আভিলাষ—এই ছয়টি মহাভয়ের গুণ,
কিন্তু তারা সেইগুলি লাভ করার ফলে ধ্বংস হয় এবং
তার ফলে অমের সন্মুখি বা বিসেক হারিয়ে বেলে,
তখন তারা মহৎ ব্যক্তির হৃদয় ধর্ষণ করতে পারে
না। যারা অসংকট-চিন্তা হওয়ার ফলে, অতিথিদের
কল্কটি-করা জলদানে সর্পন করে, তাদের আত্মীয় বা
বন্ধু বলে মনে করত, অমের গৃহে যাওয়া উচিত নয়।”

শিব বললেন—“আত্মীয়দের কটুক্তি দ্বারা মর্মভেদ
হলে যে প্রকৃত ব্যক্তি অনুভূত হয়, শত্রুর বাণের দ্বারা
আঘাত হলেও সেই প্রকার ব্যক্তি হয় না, কেননা সেই
ব্যক্তি নিরাস্ত্র হৃদয়কে নির্দীপ করে। হে সুন্দরী! আমি
জানি যে, দ্বন্দ্বের সমস্ত কন্যাদের মধ্যে তুমি হচ্ছে সব
চাইতে আদরের কন্যা, কিন্তু আমার পত্নী বলে তুমি তাঁর
গৃহে সন্ধান লাভ করবে না। পক্ষান্তরে, আমার সঙ্গে
সম্পর্কের ফলে তুমি সুখিত বোধ করবে। যখন
অবস্থান্তরে তারা পরিচালিত হওয়ার ফলে, সর্বদা মন এক
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সত্ত্ব হই, তারা কখনও আত্ম-ভয়
ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য সত্য করতে পারে না। আত্ম-উপলব্ধির
দ্বারা উন্নীত হতে অক্ষম হয়ে তারা সেই সমস্ত ব্যক্তির
প্রতি ঐর্ষ্যপরায়ণ হয়, ঠিক যেমন অসুদেরা পরমেশ্বর
ভগবানকে ঐর্ষ্য করে। হে সুন্দরী! আত্মীয়বন্ধন এবং
বন্ধু-বান্ধবেরা অবশ্যই পরস্পরের প্রতি প্রত্যাখ্যান, নমস্কার
ও অভিবাদনাদি করে থাকেন। কিন্তু বীর্য্য চিন্তার দ্বারা
উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা স্বার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে,
সেই সমস্ত সেহাডিমালী কৃতিদের না করে, সেহে
অকৃত্যের বিরুদ্ধে পরমাধ্যম করে থাকেন। আমি
সর্বদা গুরু ভক্তভাবনায় ভগবান বাসুদেবকে আমার প্রণতি
নিবেদন করি। কৃষ্ণচেতনাই হচ্ছে গুরু চেতনা, যাতে
কসুমের নামে অভিহিত পরমেশ্বর ভগবান আবরণপূর্ণ
হয়ে প্রকাশিত হন। জেয়ার নিজ বলিও জেয়ার দেহের
জালদাজ, তবুও বেহেতু তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা
আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাই তাঁকে সর্পন করা
তোমার উচিত নয়। হে বরাকল! স্বাসংসর্গ-পরায়ণ
হওয়ার ফলে, আমার কোল অপরায়ণ না থাকলেও, নিষ্ঠুর
বাক্যের দ্বারা তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন। আমার
এই উপদেশ সত্যও যদি তুমি আমার কন্যা উপেক্ষা করে
সেখানে যাও, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হবে না।
তুমি কতাব সঙ্কলীল এবং তুমি যদি তোমার স্বজনের
দ্বারা অপমানিত হও, তা হলে সেই অপমান তৎক্ষণাৎ
মুছাফল্য হবে।”

চতুর্থ অধ্যায়

সতীর দেহত্যাগ

মহার্ষি মৈত্রেয় বললেন—“বিধাতার সর্ভকে এইভাবে
উপদেশ দিয়ে শিব নীরব হলেন। সতী তাঁর পিতৃগৃহে
আত্মীয়-বন্ধনদের সর্পন করার জন্য অত্যন্ত উৎকর্ষিত
হয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি শিবের সাধবান
স্বামীত্বও ভয়ভীত হয়েছিলেন। সেদৃষ্টান্তে তিনি
একবার গৃহ থেকে নির্গত হয়ে পর ব্রহ্মের আশ্রয় গৃহে
প্রবেশ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর শিবের গৃহে তাঁর
আত্মীয়-বন্ধনদের সর্পনের বাসবান ব্যাঘাত হওয়ার ফলে,
সতী অত্যন্ত বিষম হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রতি
প্রেমাত্মিন্যবোধের তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা করে
পড়ছিল। অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে তিনি কীভাবে লাগলেন
এবং ক্রোধভরে তাঁর অসমোক্ষ পতি শিবের প্রতি
এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর সেই
ক্রোধাভির দ্বারা তাঁকে ভয় করে কোপে। তার পর
সতী তাঁর পতি, যিনি প্রেমের বশে তাঁকে তাঁর অর্ধাঙ্গ
প্রদান করেছিলেন, সেই শিবকে পরিহাস্য করে, ক্রোধ
এবং শোকের ফলে বীর্ষ নিঃসরণ পরিভ্রম্য করতে
তাঁর পিতার গৃহে গমন করেছিলেন। দুর্বল ক্রোধভরিত
তিনি এই প্রকার নির্বোধের মতো আচরণ করেছিলেন।
মর্ষমান, মল আদি শিবের হৃদয় দ্বারা অনুভবের এক
বন্ধ পার্শ্বদেয়া বন্ধন দেখলেন যে, সতী একাকিনী কত
পতিতে প্রস্থান করেছে, তখন তাঁর ক্রোধ নন্দীকে আশ্রয়
করে সতীর পক্ষাৎ পক্ষাৎ ব্যস্ত হলেন। শিবের
অনুচররা সতীকে বুকের উপর বসিয়েছিলেন এবং তাঁকে
তাঁর পোষা পাখিটি দিয়েছিলেন। তাঁরা কমল, সর্পন
ইত্যাদি তাঁর উপভোগের নম্র সামগ্রীগুলি দিয়েছিলেন
এবং তাঁর মাথার উপর একটি বিশাল চত্রাতপ
ঢাকিয়েছিলেন। সুশুভি, শম্বু, কেশু ইত্যাদি সহকরে তাঁর
তাঁর সঙ্গে গমন করেছিলেন এবং তাঁদের সেই যাত্রাকে
এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় শোভাযাত্রার মতো মনে
হয়েছিল। সতী যখন তাঁর পিতৃগৃহে প্রবেশ করলেন,
তখন সেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছিল এবং সেই যজ্ঞস্থলে

তখন সকলে বৈদিক যজ্ঞ উচ্চারণ করছিলেন। সেখানে
মহার্ষিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও দেবতালয় সমবেত হয়েছিলেন
এবং যজ্ঞের জন্য সেখানে বহু পত্র রাখা হয়েছিল এবং
বৃষ্টি, লৌহ, কপ, কাষ্ঠ, কুশ ও চর্ম্মনির্মিত জটসমূহ
সাজানো হয়েছিল। সতী যখন তাঁর অনুচরদের সঙ্গে
যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, তখন যজ্ঞের দ্বারা কেউই
তাঁকে সাধব সন্তান জ্ঞান করেন না। কিন্তু তাঁর মতো
এক ভর্তুকী অস্ত্রপূর্ণ নয়নে এবং হর্ষেতুলা তলে তাঁকে
সমবেত অলিঙ্গন করেছিলেন এবং অত্যন্ত মনোরম
ভাষায় বাক্যদান করেছিলেন। তখন তাঁর ভাই এবং
মাতা তাঁকে সাগরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সতী তাঁদের
হস্ত কানের কোর উত্তর দেরি এবং যদিও তাঁর
আনন্দ ও উপহার প্রদান করা হয়েছিল, তিনি সেগুলির
কোনটিই গ্রহণ করেননি। কারণ তাঁর পিতা ইদর সঙ্গে
কোন কথা করেননি এবং কুশল প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে হস্ত
জানেননি।”

“বললে গিরে সতী দেখলেন যে, তাঁর পতি
শিবকে কোল বন্ধভাবে বেঁধে রাখা হয়নি।” তখন তিনি
কৃতান্তে পৌঁছিলেন যে, শিবকে তাঁর পিতা হস্তে জব্দ
না করে কোল বন্ধভাবে করেছেন, অধিকন্তু তাঁর হৃদয়
পত্নীত্বও জব্দ করেছেন। তার ফলে তিনি এত ক্রোধ
হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতার প্রতি এমনভাবে
বৃষ্টিলাভ করেছিলেন যেন তিনি তাঁকে ভয় করে
কোপে। শিবের অনুচর তৃতীয় দিককে আঘাত করে
অবস্থা হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সতী তাদের
নিবৃত্ত হওয়ার কাশে দেখে। তিনি অত্যন্ত ক্রোধ ও বিষম
হয়েছিলেন এবং তখন তিনি কর্ম্ম-কার্যে হস্ত-পদাঙ্গ লিপ্ত
এবং তাঁর সেই অর্ধহীন ও কটকট হস্ত অনুষ্ঠান করে
কলে অত্যন্ত গর্বেভত হয়, তাঁদের ভরসেন করতে ওত
করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে সত্যের সম্বন্ধ তাঁর
পিতার নিন্দা করেছিলেন।”

দেবী বললেন—“শিব সমস্ত কীর্ত্তি প্রদান। তাঁর



মতো দীপিশালী এক গুহা চুল তাঁর মস্তক থেকে উৎপত্তি করলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে গভীর শব্দে অট্টহাস্য করতে করতে সেই জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। তখন আকাশের মধ্যে উটু এবং তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক ভয়ঙ্কর শব্দমণ্ডল অসূরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর দীপ্ততালি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাঁর মাথার কেশরাশি ছিল অসংখ্য অগ্নির মতো। বিভিন্ন আত্মশব্দকারী সঙ্কট স্বর-সমবিত্ত তাঁর গলায় ছিল নরমুণ্ডের মতো। সেই মহাকায় অসুর যখন কৃষ্ণজলিগুটি শিবকে ভিজাল করলেন, 'হে প্রভু, এখন আমি কি করব?' তখনই সূর্যনাথ শিব তাঁকে আশ্বস্ত দিয়েছিলেন, 'যেহেতু তুমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তুমি হচ্ছে আমার সমস্ত পার্শ্ববর্তীর অভিযুক্ত। অতএব, যজ্ঞস্থলে গিয়ে তুমি দক্ষ এবং তাঁর সৈনিকদের সহায় কর। হে হিন্দু! সেই কৃষ্ণার্ধ স্তম্ভটি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের কোষের স্তম্ভমান প্রকাশ এবং তিনি শিবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে, তিনি যে-কোন বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিজেকে সমর্থ বলে মনে করে শিবকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে শিবের জন্য বহু সৈনিকেরা সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর হাতে ছিল এক বিশাল ত্রিশূল, যা হৃদয়কে পর্যন্ত বধ করতে সমর্থ ছিল এবং তাঁর পদক্ষেপের ফলে তাঁর পায়ে দুর্গুণ্ডলিও যেন গর্জন করছিল। তখন, সেই যজ্ঞ উপস্থিত পুরোহিত, ব্রহ্মসান, ব্রহ্মণ এক তাঁদের পট্টাঙ্গ সকলে অশ্রুচর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই অজ্ঞানের এল কোথা থেকে? তাঁর পর তাঁরা ক্রমশে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি ধূসর কৃষ্ণ এবং তখন তাঁরা সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই ঝড়ের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করে তাঁরা বলেছিলেন—যাহু প্রবাহিত হচ্ছে না, কেউ গভীর পাল তড়াস করেও নিজে জ্বালায় না, অসূরের সৌরাস্রোত ফলেও এই ঝড় সত্ত্ব নয়, কাতব এখনও প্রবল পরক্রমশালী রাজ্য বর্হি তাদের দণ্ড দেওয়ার জন্য জাঁপিত রয়েছেন। তা হলে এই ধূসর ঝড় সমুদ্ভূত হচ্ছে কোথা থেকে? তা হলে কি এই গ্রহের প্রলয়ের সমস্ত উপস্থিত হয়েছে?"

"দক্ষের পট্টা প্রসূতি এবং সেখানে সমবেত অমল

সমস্ত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন— প্রজাপতি দক্ষ নিরপরাধ সতীকে অবজ্ঞা করার ফলে, সতী যে তাঁর ভগিনীদের সমক্ষে দেহভাগ করেছেন, সেই পাপেবই বলে এই সমস্ত উপস্থিত হয়েছে। প্রলয়ের সময়, শিবের অট্টাকলাপ বিধিপূর্ণ হয় এবং তিনি তাঁর ত্রিশূলের দ্বারা দিক-গণ্ডেশ্বরের বিধি করেন। যজ্ঞ যেমন মেঘসমূহকে সর্বত্র বিধিপূর্ণ করে, তেমনভাবেই তাঁর বাহুরূপ ধ্বংসমূহ বিস্তার করে তিনি অট্টহাস্য করতে করতে নৃত্য করেন। সেই বিশাল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটি তাঁর ভয়ঙ্কর মস্তবাক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর হস্তগুলি প্রত্যবে নক্ষত্রসমূহ কক্ষুণ্ডিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর প্রচণ্ড তেজের দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত করেছিলেন। দক্ষের অন্য অচরণের ফলে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রদর্শন থেকে নিস্তার লাভ করতে পারতেন না। এইভাবে বহু সপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন দক্ষ পৃথিবীতে এবং আকাশে ভয়ঙ্কর সমস্ত অশান্ত ইঙ্গিত দেখতে লাগলেন।"

"হে হিন্দু! শিবের সমস্ত অনুচরেরা সেই বজ্রভূমি বেটন করেছিল। তারা ছিল স্বর্বাঙ্গী এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তাদের উন্নত এবং যুগ্ম মকরের মতো কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণাভ ছিল। তারা বজ্রভূমির সর্বত্র ছুটছুটি করে মহা উৎসাহে সৃষ্টি করেছিল। কিছু সৈন্য যজ্ঞ-মঞ্চের দক্ষ ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ পট্টাশালার চূকে পড়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থল বিধি করতে গুরু করেছিল এবং কেউ আবাসস্থল ও পাকশালার প্রবেশ করেছিল। তারা বজ্রপাত ছেড়ে ফেলেছিল, কেউ কেউ যজ্ঞাধি নির্ভিহে দিয়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং কেউ কেউ যজ্ঞকুণ্ডে মৃত্যোগ্রস্ত করেছিল। কেউ কেউ পলায়নকারী মুনিদের পথ রোধ করেছিল, কেউ কেউ সেখানে সমবেত স্ত্রীদেব ভিরঙ্কর করেছিল এবং কেউ কেউ মণ্ডপ থেকে পলায়নকারী দেবতাদের বন্দি করেছিল। শিবের এক অনুচর মণিমান ভুগু মুনিকে বন্দি করেছিলেন এবং কৃষ্ণকায় অসুর বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে বন্দি করেছিলেন। চতুশে নামক শিবের আর একজন অনুচর পৃথাকে বন্দি করেছিলেন এবং নন্দীশ্বর ভদ্র দেবতাকে বন্দি করেছিলেন। নিরস্তর প্রস্তুত বর্জিত হচ্ছিল এবং

সমস্ত পুরোহিত ও যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত সদস্যরা আর ফলে এক মহা সম্রাট পতিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদেবের ডারে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করতে গুরু করেছিলেন। যিনি যুগ্ম হস্তে যজ্ঞাধিতে অর্পিত নিবেদন করছিলেন, বীরভদ্র সেই ভুগু মুনির স্বস্ত্যায় উৎসাহিত করেছিলেন। দক্ষ যখন শিবের নিন্দা করছিলেন, তখন ভদ্র ব্রহ্মতে উৎসাহিত করেছিলেন, সেই কারণে বীরভদ্র ক্রোধবশত তাঁকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তাঁর চক্ষুর উৎপাদিত করেছিলেন। অনিন্দনীয় বিবাহের সময় গ্যুতকীড়াকালে বলদেব বেতাবে কনিষ্ঠরাজ দন্ত্যাক্ষের সন্তোষ উৎপাদিত করেছিলেন, সেইভাবে যে দক্ষ শিবের নিন্দার সময়ে দন্ত প্রকাশ করেছিলেন এবং তখন সেই নিন্দার সমর্থন করে যে পূজাও তাঁর দন্ত্যাক্ষ প্রদর্শন করে হেরেছিলেন, বীরভদ্র তাঁদের উভয়েই দন্ত্যাক্ষ উৎপাদিত করেছিলেন। তখন সেই বিশালকায় বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপর বসে তীক্ষ্ণদাঁত খড়্গের দ্বারা তাঁর মস্তক

ছেদন করতে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু দক্ষের শরীর থেকে তাঁর মস্তক নির্ভিন্ন করতে পারলেন না। তিনি অস্ত্র এবং হস্তের দ্বারাও দক্ষের মস্তক ছেদন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চর্য ভ্রাতৃও ছেদন করতে পারলেন না। তার ফলে বীরভদ্র অত্যন্ত আশ্চর্যম্বিত হয়েছিলেন। তখন বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে পশুগুলি দেওয়ার মূল্যবান দর্শন করে তাঁর দ্বারা দক্ষের মস্তক ছেদন করেছিলেন। বীরভদ্রের সেই কার্য দর্শন করে, শিবপত্নী দুঃখ, গ্রেত এবং নিশাচর সাধু সাধু বলে জোলায়লা করে উঠল, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা দক্ষের হৃদয়তে হানাকান করে উঠল। বীরভদ্র তখন মহা ক্রোধে দক্ষের মস্তকটি নিয়ে দক্ষের দিক হজাধিতে জা আর্হতর মতো নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে শিবের অনুচরদের দক্ষের সমস্ত আয়োজন ভাঙন করে এবং সমস্ত যজ্ঞস্থলে আগুন ছালিয়ে তাঁদের প্রভুর নাম কৈলাসের উদ্দেশ্যে প্রার্থন করেছিলেন।"

ঐ ঐ ঐ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মা শিবকে প্রসন্ন করলেন

মৈত্রেয় বললেন—“সমস্ত পুরোহিত, ব্রহ্মসান, সদস্য এবং বেবতারা শিবের সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে ত্রিশূল, ভয়ঙ্করী ইত্যাদি অস্ত্রের দ্বারা সর্বাস্থে ঘাহত হয়ে, ভয়বিহীন চিন্তে হাজার কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে প্রণতি নিক্ষেপ করার পরে, দক্ষের যজ্ঞ বা কিছু হয়েছিল জা সবিভ্রারে তাঁরা নিবেদন করতে গুরু করলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে পূর্বই জানতে পেরেছিলেন যে, দক্ষবাজ্ঞ এই সমস্ত ঘটনাতলি ঘটবে, তাই তাঁরা সেই যজ্ঞে যাননি।"

বেবতা এবং সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণকারী সদস্যদের সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করে ব্রহ্মা বললেন—“মহাপুরুষের নিন্দা করে এবং তাঁর ফলে তাঁর চরণ-কমল অপরাধ

করে বহু অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা কখনই সুখী হতে পারবে না। এইভাবে তোমরা কখনই সুখ লাভ করতে পারবে না। নিত্যকে তাঁর হজাংশ থেকে বঞ্চিত করার ফলে, তোমরা সকলেই তাঁর স্ত্রীপদপক্ষে অপরোধ করছ। শুধুও যদি তোমরা গুরু অনুষ্ঠানে তাঁর স্ত্রীপদপক্ষে প্রণত হয়ে তাঁর পদ প্রণাম কর, তা হলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। ব্রহ্মা তাঁদের উপদেশ দিয়ে বললেন যে, শিব এতই শক্তিশালী যে তিনি ফুড হাস লোকপাল সহ সমস্ত গ্রহলোক তৎক্ষণাৎ বিধিষ্ট করত পারেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, শিব তাঁর ত্রিহস্ততা পট্টাঙ্গ বিরোজে অত্যন্ত স্থাপিত হয়েছেন এবং দক্ষের নিষ্ঠুর ব্যক্তির দ্বারা তিনি বিশেষভাবে বর্জিত হয়েছেন। এই

যে সমস্ত ভক্তরা সর্বতোভাবে আপনার শ্রীপাদপাশে তাঁদের জীবন অর্পণ করেছেন, তাঁরা প্রতিটি জীবের মধ্যে পরমাখ্যাক্রমে আপনার উৎসাহিতা দর্শন করেন এবং তাঁরা বলে তাঁরা বিভিন্ন জীবের মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না। এই প্রকার ব্যক্তির সমস্ত জীবের প্রতিই সমান। তাঁরা কখনই পশুর মতো জোড়ের বশীভূত হন না, কখন পশুর ভেদভাবে বাতীত কোন কিছুই দর্শন করতে পারে না। যে-সমস্ত ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি সহকারে সব কিছু দর্শন করে, তারা কেবল স্বেচ্ছা কর্তৃক লিপ্ত, তারা খুঁট আপত্তি বুঝে, যার অন্তরে উত্তীর্ণ দর্শনে হৃদয়ে কোন অনুভব করে এবং যার কর্তৃক ও মর্মভেদী ব্যক্তির দ্বারা অন্যদের ব্যক্তি মের, তারা ইতিমধ্যেই দৈব কর্তৃক নিহত হয়েছে। তাই আপনার সঙ্গে মহান ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় তাঁদের স্ব করর কোনও প্রয়োজন হয় না। হে ভগবান! পরমেশ্বরের দূর্লভ্য মায়ায় তারা মেহাভারত বিবরণসত্ত ব্যক্তির দ্বি কখনও কোন অপরাধ করে, সন্ধ্য পূর্ণ দগ্ধবশত তাদের সেই অপরাধ গুরুতরভাবে গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন যে, মায়া বশীভূত হয়ে তারা অপরাধ করে, তাই তাঁদের বিলাপ করার জন্য তাঁর পরমেশ্বর প্রকাশ

করেন না। হে ভগবান! আপনি কখনও পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাবশালিনী মায়ায় দ্বারা বিমোহিত হন না। তাই আপনি সর্বত্র এবং যারা সেই মায়ায় দ্বারা মোহিত এবং স্বেচ্ছা কর্তৃক প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁদের প্রতি আপনার কৃপাশ্রবণ হওয়া উচিত। হে ভগবান শিব! আপনি বজ্রভাঙ্গের অধিকারি এবং আপনি কল প্রদানকারী। কু-বাজিরেরা আপনাকে আপনার ভাগ প্রদান করেনি, তাই আপনি সব কিছু ধ্বংস করেছেন এবং তাঁর ফলে বজ্র অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখন আপনি যা প্রয়োজন তা করুন এবং আপনার ন্যেয় ভাগ গ্রহণ করুন। হে ভগবান! আপনার কৃপা বজ্রমনি (রাজা দক্ষ) পুনর্জীবিত হোন, ভগবান তাঁর চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হোন, কু মুনির শত্রু এবং পূর্বসেবের সত্ত্বাভি পুনরায় পূর্ববৎ হোক। হে ভগবান শিব! আপনার সৈন্যদের অস্ত্র এবং প্রভুরের অস্ত্রভেদে যে-সমস্ত দেবতা এবং পুরোহিতদের অস্ত্র-প্রত্যক্ষি ভয় হয়েছে, তাঁরা আপনার অনুগ্রহে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন। হে বজ্রনাশক! দ্বারা করে আপনি আপনার বজ্রভাগ গ্রহণ করুন এবং কৃপাপূর্বক বজ্র পূর্ণ হতে দিন।”



সপ্তম অধ্যায়

দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান

মৈত্রেয় ধর্ম বললেন—“হে মহাবাহু বিদুর! ব্রহ্মার অনুগ্রহে দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে, তাঁর উত্তরে শিব হৃদয়পূর্বক বলেছিলেন, ‘হে পূজ্য পিতা ব্রহ্মা! সেখানকার যে অপরাধ করেছেন, সেই জন্য আমি কিছু মনে করি না। কারণ এই সেখানকার শিশুসুলভ নিবেদন, তাঁদের অপরাধেও তবু আমি তেমন দিই না। তাঁদের সংশোধন করার জন্যই কেবল আমি দণ্ড দিয়েছি। বোধহু দক্ষের মস্তক সঙ্কীর্ণ হতে ভয়সংগ হয়েছে, তাই তিনি একটি যজ্ঞের মস্তক প্রাপ্ত হবেন। তখন নামক দেবতা মিত্রের নেত্রে

দ্বারা তাঁর বজ্রভাগ দেখতে পাবেন। পূর্বা কেল তাঁর শিব্যের নবের দ্বারা চর্চন করতে পারবেন, তিনি বক্ষ একলা থাকবেন, তখন তাঁকে কেবল নিষ্টক ভোজন করেই সন্তুষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে-সমস্ত দেবতারা আমাকে বজ্রভাগ দিতে সম্মত হয়েছেন, তাঁদের সর্বস্বের ক্ষয় থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। যাদের দ্বারা কেটে গেছে, তাঁদের অধিনীকৃত্যের দ্বারা দ্বারা কাজ করতে হবে এবং যাদের হস্ত কাটা গেছে, তাঁদের পুনরায় হস্তের দ্বারা কর্ম করতে হবে। পুরোহিতদেরও সেইভাবে

কর্ম করতে হবে, আর কুণ্ড জাগ্রতের দাড়ি দাগ হবেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদুর! সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তির ব্রহ্মদানকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিবের কণী ব্রহ্ম করে অস্ত্রের অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর পর মহর্ষি-প্রধান কুণ্ড শিবকে বজ্রভাগে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এইভাবে কথিগণ, শিব ও ব্রহ্মা সহ দেবতারা সেই স্থানে গিয়েছিলেন যেখানে মহাবজ্র অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সব কিছু ঠিক শিবের নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন হওয়ার পর, দক্ষের সঙ্গে বজ্রের নিমিত্ত পশুর মস্তক যোজন করা হয়েছিল। বক্ষ দক্ষের শরীরে পশুর মস্তক সংযোজিত হয়েছিল, তখনই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হয়ে সুশোভিতের মতো জাগ্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সমুদ্রে শিবকে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়েছিলেন। তখন ব্রহ্মদান শিবকে দর্শন করে, শিবদেবী দক্ষের কলুবিও হৃদয় ভংগলং পরংকালীন সরোবরের মতো নির্মল হয়েছিল। রাজা দক্ষ শিবের ক্রব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা সতীর সূতর কথা শ্রবণ হওয়ার তাঁর জোব অস্ত্রধারায় পূর্ণ হয়েছিল এবং গভীর লোকে তাঁর কষ্ট রুদ্ধ হয়েছিল এবং তিনি ক্রব করতে সমর্থ হননি। সেই সময় রাজা দক্ষ রেহ ও অনুরাগের দ্বারা বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর চক্ষু বুদ্ধি জাগ্রিত হয়েছিল। অতি কষ্টে তিনি তাঁর বনকে লাভ করেছিলেন, তাঁর ভাবাবেগ সবেত করেছিলেন এবং তখন চেতনার তিনি শিবের ক্রব করতে শুরু করেছিলেন।”

রাজা দক্ষ বললেন—“হে ভগবান শিব! আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি, কিন্তু আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনার অনুগ্রহ থেকে আমাকে বজ্রিত করার পরিবর্তে, আপনি আমাকে দণ্ডায়মান করে আমার প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আপনি এবং শ্রীবিষ্ণু কখনও অযোগ্য দ্বাখণ্ডেরও উপেক্ষা করেন না। অতএব বজ্র অনুষ্ঠানে বৃদ্ধ আমাকে আপনি কেন উপেক্ষা করবেন? হে মহান এবং শক্তিশালী শিব! বিখ্যা, তপ, ক্রত এবং আত্ম-ভগ্নপরাধ দ্বাখণ্ডের রক্ষা করার জন্য প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর বৃষ থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন। গোপালক যেমন দণ্ড হস্তে গাতীয়ে রক্ষা করে, তেমনই আপনিও দ্বাখণ্ডের সমস্ত বিলাপ থেকে

রক্ষা করার ফলে ধর্মকে রক্ষা করেন। আমি আপনার পূর্ণ মহিমা জানতাম না। তাই সভ্যস্থলে আপনার উপর আমি দুর্বাক্যবান বান বর্ণন করেছিলাম, যদিও আপনি তা প্রাহ্য করেননি। আপনার মতো পণ্ড পূজ্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করার ফলে, আমি মনকে অশান্তিত হতে বাধ্যলাম, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে দণ্ডায়মান করে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃপাপূর্বক প্রসন্ন হোন, কারণ আমার কথার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করার অমন্ত্র আমার নেই।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“এইভাবে শিব দক্ষকে কমা করলে এবং রাজা দক্ষ ব্রহ্মার আজায় উপস্থান ও ক্রতিলগ্ন সহ পুনরায় বজ্রকার্য আরম্ভ করলেন। তাঁর পর, বজ্রকার্য শুরু করার জন্য দ্বাখণ্ডের প্রথমে বীভতন এবং শিবের প্রাচ্যার প্রোত পার্শ্বদেব পূর্ণভূমিত মোক্ষের চক্রের রক্ষা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর পর তাঁরা অতিতে পুরোহিত নামক আশ্রিত দেওয়ার যাদু করেছিলেন।”

“শ্রী বিদুর। বিশুদ্ধ চিত্তে রাজা দক্ষ যজ্ঞবল্লীশ্বর ব্রহ্ম সহ সঙ্গে বৃত্ত আবেশিত দেওয়া মাত্রই, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর আদি দ্বাখণ্ডপদে সেখানে প্রবর্তি হয়েছিলেন ভগবান নরায়ণ বিশাল পক্ষবৃত্ত তর্ক বা পরমেশ্বর ক্রমে আরম্ভ ছিলেন। ভগবান সেখানে আবির্ভূত হওয়া মাত্রই সমস্ত লিঙ্গ আলোকে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং তাব ফলে সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মা এবং অন্য সকলের জ্যোতি বর্ধ হয়েছিল। তাঁর অক্ষগতি শ্যামল, বহু বর্ণের মতো নীল এবং তাঁর তিরীট সূর্যের মতো সৌন্দর্যমান। তাঁর কোমলানি চমকের মতো নীলাভ এবং তাঁর বৃষমণ্ডল তর্ককুল-লোভিত। তাঁর ত্রিট হাতে সন্ধ্য, চন্দ্র, গঙ্গা, পদ্ম, ধনু, বাণ, চুল ও তরবারি এবং তাঁর বাহনভল বলহ, অক্ষর আদি বর্ণ আভরণে সজ্জিত। তাঁর সান্ন অর পুষ্পিত বৃক্ষের মতো শোভা ধারণ করেছিল। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষস্থলে লক্ষীদেবী এবং কষ্টে কলকলের মালা বিরজিত ছিল, তাই তাঁকে অসামান্য শৌন্দর্যমণ্ডিত দেখাচ্ছিল। তাঁর বৃষমণ্ডল মধুর হৃদয় দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা সারা জগৎকে, বিশেষ করে ভক্তদের মোহিত করতে পারে। তাঁর উত্তর পর্শ্ব খেত হৃদয়ের মতো খেত চামর আশ্রিত হস্তে, এবং তাঁর মাথার উপর চন্দ্রের মতো খেত চন্দ্রাঙ্গল বিলাস কবছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সমাগত দেখে ব্রহ্মা, শিব, গন্ধর্ব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতারা সকলে তাঁদের সমস্ত মনোবল প্রগতি নিবেদন করেছিলেন। নারায়ণের দেহনির্গত রশ্মিচৌর্য সকলের প্রত্যেক সান হয়েছিল এবং সবলেই মীরব হয়েছিলেন। সমস্ত এক প্রকার ভরতীত হয়ে, উপস্থিত সকলেই কৃতজ্ঞাচিন্তা অকস্মত মস্তকে অধোক্ষ্ম পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যদিও ব্রহ্মাদি দেবতারাও ভগবানের অকৃত মহিমা অনুমান করতে অসমর্থ, তবুও ভগবানের কৃপার ঠাণ্ডা তাঁর চিত্তর মূল কর্তে পেয়েছিলেন। কেবল ঠের সেই কৃপার প্রভাবেই তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁর প্রতি স্তব নিবেদন করতে পেরেছিলেন।”

“এখন ভগবান বিষ্ণু যাকে নিবেদিত অশ্রুতি গ্রহণ করতেন, তখন প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতিগত সমস্ত স্বভাবের ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রজাপতিদের ঠক এবং তিনি দম ও সুনক আদি পর্যায়দের দ্বারাও সেবিত।”

পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তোষন করে দক্ষ বললেন— “হে প্রভু! আপনি করুণাপ্রসূত সমস্ত অবস্থায় অতীত। আপনি সম্পূর্ণরূপে চিত্তবৃত্ত, নির্ভর এবং সর্ব অবস্থাতেই আপনি যাত্রাধীন। যদিও আপনি জড় প্রকৃতিতে অবস্থিত হন, কিন্তু আপনি যাতায়াত। আপনি সর্বদাই জড় কলুষ থেকে মুক্ত কেননা আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।”

ভগবানকে সন্তোষন করে ঋত্বিকেরা বললেন— “হে ভগবান! আপনি জড় কলুষের অতীত, শিবের অনুসন্ধানের অতিশয়পর কলে আমরা সফল কর্তে আসতে হয়েছি এবং তার কলে আমরা এখন অধঃপতিত হয়েছি এবং আপনার বিষয়ে তাই আমরা কিছুই জানি না। হস্ত করার অভ্যুত্থাতে আমরা এখন বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগের অনুশাসনে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা জানি যে, আপনি দেবতাদের স্বীয় ভাষা প্রকাশ করার আয়োজন করেছেন।”

সভার সদস্যরা ভগবানকে সন্তোষন করে বললেন— “হে সত্যত্ব জীবনের একমাত্র আভ্যাস! বহু জীবনের এই মূর্ত্যক, মূর্ত্যে কালক্রমী সর্প সর্বদা পলল করতে উদ্যত

হয়ে রয়েছে। এই জগৎ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের সর্গে পূর্ণ এবং সেখানে বহু হিংস্র পশু সর্বদা আক্রমণ করতে উদ্যত। শোকক্রমী অশ্বি সর্বদা সেখানে ফলছে, এবং অলীক সুখের মর্বাচিকা সর্বদা জীবকে প্রলোভিত করছে, কিন্তু জা থেকে করণ আভ্যাসের কোন স্থান নেই। তাই অকৃত ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যুর চক্রে, সর্বদা তাগে তথাকথিত কর্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাস করছে এবং আমরা জানি না কখন তারা আপনার শ্রীপাদপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করবে।”

শিব বললেন— “হে ভগবান! আমার মন এবং চেতন নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপায়ে স্থির থাকে, যা সমস্ত অতীষ্টপ্রস হওয়ার কলে সমস্ত মুক্ত মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত। আপনার চরণ-কমলে আমার মন স্থির হয়েছে বলে, দ্বারা আমার কার্যকলাপ অণ্ডিত বলে আমার নিদ্রা করে, তাদের দ্বারা আমি আর বিচলিত হই না। তাদের দোষাবোধে আমি কিছু মনে করি না এবং পরাক্রান্ত আমি তাদের কমা করি, ঠিক যেমন আপনি সমস্ত জীবদের প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শন করেন।”

শ্রীভূত বললেন— “হে ভগবান! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ছুত পিনীন্দিক পর্বত সকলেই আপনার মূলভূম্য মাঝে প্রভাবে আচ্ছন্ন এবং তার কলে তারা ভাঙের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়। প্রত্যেকেই তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার কলে তারা মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আপনি যে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে বিদ্যমান করেন, তা তারা বস্তুত বুঝতে পারে না, এমন কি তারা আপনার পরম পদও বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি হচ্ছেন সমস্ত পরমাগত জীবের সুহৃৎ এবং রক্ষক। তাই, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ হয়ে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।”

ব্রহ্মা বললেন— “যদি কেউ জ্ঞান লাভের বিভিন্ন পথের মাধ্যমে আপনাকে জানার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি কখনই আপনার ব্যক্তিত্ব এবং নিত্য স্বরূপ বুঝতে পারবেন না। আপনার স্থিতি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানার প্রয়াস হচ্ছে ভৌতিক, কারণ সেই জ্ঞান অজ্ঞানের উপায় এবং উদ্দেশ্যও ভৌতিক।”

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন— “হে ভগবান! প্রতিটি হস্তে অগ্নি-সম্বন্ধিত আপনার এই অষ্টভূজ দিবা রূপ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রকট হয় এবং জা মন ও নেত্রের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই রূপ আপনি ভক্ত-বিদেষ্টা অনুরূপের বণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা তৎপর।”

ঋত্বিক-পত্নীগণ বললেন— “হে ভগবান! ব্রহ্মার নির্দেশে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত যজ্ঞের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শিব এই যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন এবং তাঁর ক্রোধের কলে যজ্ঞ বলির পশুতা বৃদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই যজ্ঞের সমস্ত প্রকৃতি নষ্ট হয়েছে। এখন আপনার পরমপাল-লোচনের দৃষ্টিপাতের দ্বারা এই যজ্ঞস্থলকে পুনঃ পরিষ্কৃত করুন।”

ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন— “হে ভগবান! আপনার কার্যকলাপ পরম অদ্ভুত এবং বলিও আপনি আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সব কিছু সম্পাদন করেন, তবুও আপনি সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি মোটেই আগ্রহ নন। এমন কি আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও আসক্ত নন, যাঁর কৃপা লাভের জন্য ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও তাঁর পূজা করেন।”

সিদ্ধগণ প্রার্থনা করেছিলেন— “হে ভগবান! দ্বাদশলক্টিষ্ট হস্তী যেমন নদীর তলে প্রবেশ করে তার সমস্ত ক্রেশ ডুবে যায়, তেমনি আমাদের মন আপনার দিবা লীলামূলের নদীতে সর্বদা নিমজ্জিত থাকার কলে, সেই চিন্তার আনন্দ কখনই পরিত্যাগ করতে চায় না, যা ব্রহ্মাণ্ডের থেকেও অধিক আনন্দদায়ক।”

দক্ষপত্নী প্রার্থনা করেছিলেন— “হে ভগবান! আপনি যে যজ্ঞস্থলে অবস্থিত হইছেন তা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রগতি নিবেদন করি এবং আমি আপনার কাছে অনুজ্ঞা করি যেন আপনি এই উপলক্ষে প্রয়াস হেন। আপনি যতীত এই যজ্ঞস্থল ঠিক একটি মন্তকহীন কবচের মতো শ্রীহীন।”

বিভিন্ন লোকপালেরা বললেন— “হে ভগবান! আমরা কেবল আমাদের প্রত্যেক অনুভূতিকেই বিকাশ করি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা জানি না যে, আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনাকে সর্জন করেছি কি না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কেবল এই

পূজা করছি সর্জন করতে পারি, কিন্তু আপনি পঞ্চভূতের অতীত। আপনি বহু তত্ত্ব। তাই আমরা আপনাকে জড় জগতের সৃষ্টিকালে সর্জন করছি।”

মহাহোপাধায়ক বললেন— “হে ভগবান! স্বীকৃত্য আপনাকে সমস্ত জীবের পরমাত্মরূপে জেনে, আপনাকে তাঁদের থেকে অভিন্নরূপে সর্জন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার অধস্ত প্রিয়। স্বীকৃত্য আপনাকে প্রভু বলে মনে করে এবং নিজস্বস্বরূপে আপনার দান বলে মনে করে আপনার তত্ত্ববদী সেবার যুক্ত থাকে, তাঁদের প্রতি আপনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হন। আপনি তাদের প্রতি সর্বদা অনুকূল। আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সমস্ত প্রগতি নিবেদন করি, যিনি নির্ভর প্রকার বস্তু উৎপাদন করেছেন এবং তাদের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তাদের জড় জগতের তিনটি ভাগের স্বীকৃত্য করেছেন। তিনি যজ্ঞ বহিরঙ্গা শক্তির মিত্রবর্ধন নন; তাঁর স্বরূপে তিনি জড় জগতের যৌক্তিক থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং মায়ার দ্বারা পরিচিতি থেকে মুক্ত।”

মুনিমহন বেদগণ বললেন— “হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সমস্ত প্রগতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সত্ত্বগুণের আশ্রয় হওয়ার কলে সমস্ত ধর্ম, উপাস্যা এবং কৃপা সাধনের উৎস। আপনি সমস্ত ভৌতিক গুণের অতীত এবং কেউই আপনাকে অথবা আপনার প্রকৃত স্থিতি জানে না।”

অগ্নিগণ বললেন— “হে ভগবান! আপনি আপনাকে আমার সমস্ত প্রগতি নিবেদন করি, কারণ আপনার কৃপার দ্বারা প্রদর্শিত যথি মতো তেজস্বী এবং যজ্ঞ নিবেদিত বৃত্ত মিজিত হরি স্বীকার করি। স্বভূতের অনুসারে গীত প্রকার হরি আপনাকেই বিভিন্ন শক্তি এবং পীত প্রকার যৌক্তিক মন্ত্রে আপনি পূজিত হন। যজ্ঞ বলতে পরমেশ্বর ভগবান আপনাকেই বোঝানো হয়।”

দেবতারা বললেন— “হে ভগবান! পূর্বে প্রকাশের সময় আপনি জড় জগতের বিভিন্ন শক্তি সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই সময়, সত্যকি উপর লোকদর্শীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে হ্যস করেছিলেন। প্রত্যেক আপনি হচ্ছেন আমি পূর্ণ এবং আপনি প্রকৃত-বাহিত্যে লোকদর্শন-সদৃশ স্বরূপ করেন। এখন আপনি প্রাণদায় সেকল আমাদের সমস্ত প্রকট হয়েছেন। বহু করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।”

কুমারেরা বললেন—“হে ভগবান! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র
আদি সমস্ত দেবতাসমূহ এবং ঋষিগণ আদি মহর্ষিগণ কেবল
আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ। আপনি হচ্ছেন পরম
শক্তিমান বিষ্ণু, সমস্ত বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ
মাত্র। আমরা সর্বদাই আপনাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে
স্বীকার করি এবং আমরা আপনাকে আমাদের সমস্ত
প্রণতি নিবেদন করি।”

বিদ্যাধিপতির কথন—“হে ভগবান! এই মনুষ্য
শরীর সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু আপনার বহিঃশক্তি
শক্তির কবীভূত হয়ে জীব বাস্তবিকতায় তবু মেথেকে অজ্ঞা
যলে মনে করে এবং তার ফলে যথার দ্বারা প্রভাবিত
হয়ে সে ক্ষুদ্র সৃষ্টিভাষের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে চায়।
পঞ্চভূত হয়ে সে সর্বদা অমিতা, মায়িক সূচের প্রতি
আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আপনার শিব স্বরূপলগ্ন এতই প্রকা
প্রকাশসম্পন্ন যে, কেউ যদি সেই বিষয়ে ভ্রমণ এবং
কীর্তনে বৃত্ত হন, তা হলে তিনি এই মোহ থেকে উদ্ধার
লাভ করতে পারেন।”

ভ্রামরগণ কথন—“হে ভগবান! আপনি সাক্ষাৎ
বক্তৃতা কর। আপনি হবি, আপনি অগ্নি, আপনি বৈদিক
যজ্ঞসূত্র, আপনি সর্ষপ, আপনি শিব, আপনি কুশ এবং
আপনি যজ্ঞপাত্র। আপনি বহু অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত,
আপনি ইন্দ্রাদি দেবতা এবং আপনি যজ্ঞের পশু। যজ্ঞ
যা কিছু উৎসর্গ করা হয় তা আপনি অথবা আপনার
শক্তি। হে ভগবান! হে সৃষ্টিমান বৈদিক জ্ঞান।
কলকাল পূর্বে ব্রহ্মন বরাহ অবতারে আপনি পৃথিবীতে
জল থেকে উদ্ভোজন করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি হস্তী
অনায়াসে সরোবর থেকে একটি পল্লব উত্তোলন করে।
বিশাল বরাহরূপে আপনি যখন সর্জন করেছিলেন, সেই
সিদ্ধ শক্তিরই যজ্ঞমাত্র বলে স্বীকার করা হয়েছিল এবং
সমকালি মহর্ষিগণ তার ধ্যান করে আপনার ভাব
করেছিলেন। হে ভগবান! আমরা আপনার মর্মের
প্রতীক্ষা করছিলাম, কারণ আমরা বৈদিক বিধি অনুসারে
যজ্ঞ করতে অসমর্থ হয়েছিলাম। তাই আমরা আপনার
কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি প্রদ
হেন। কেবল আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে,
সমস্ত যজ্ঞ-বিধি আত্মকর্য করা যায়। আমরা আপনার
সমস্ত আপনাকে আমাদের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীমৈত্রেয় কথন—“সেখানে উপস্থিত সকলের দ্বারা
এইভাবে ভগবান বিষ্ণু অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, দক্ষ
অন্তরূপে পুনরায় বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন,
যে শিবের অনুচরদের দ্বারা নিষেধ হয়েছিল। হে নিষ্পাপ
বিদুর! ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত
যজ্ঞকর্মের ভোগী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত জীবের
পরমাত্মা হওয়ার ফলে, তিনি কেবল যজ্ঞের তাঁর অংশ
প্রাপ্ত হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাই প্রসন্নভাবে দক্ষকে
সহোদন করে বলেছিলেন—ব্রহ্মা, শিব এবং আমি জড়
জগতের পরম কারণ। আমি পরমাত্মা, ব্রহ্মসম্পূর্ণ
সাক্ষী। কিন্তু নির্বিশেষভাবে ব্রহ্মা, শিব এবং আমার
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।”

“হে দক্ষ হিজ। আমি হজি আমি ভগবান, কিন্তু এই
জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কার্য আমি
আমার জড় প্রকৃতির মাধ্যমে করে থাকি এবং বিভিন্ন
প্রকার কার্য অনুসারে, আমার প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন নাম
রবেছে। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল ব্রহ্মা, শিব আদি
দেবতাদের আমার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এমন
কি জীবদেহও স্বতন্ত্র বলে মনে করে। সাধারণ
বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মনুষ্য ব্রহ্ম এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের
মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দর্শন করে না। তেমনই,
আমার ভক্তের সর্বব্যাপ্ত ভগবান বিষ্ণু এবং অন্ত কোল
বহু বা ব্যক্তির মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না।
যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং জীবাত্মার পরস্পর থেকে
ভিন্নরূপে দর্শন করেন না এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি
প্রকৃতপক্ষে শান্তি উপলব্ধি করেন, অনাগ্র করে না।”

মৈত্রেয় কথন—“এইভাবে ভগবান কর্তৃক
সৃষ্টভাবে আদিষ্ট হয়ে, সমস্ত ব্রহ্মপতিদের প্রধান দক্ষ
শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। ব্রহ্মবিশিষ্ট দ্বারা তাঁকে পূজা
করার পর, দক্ষ পুণরুপে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা
করেছিলেন। দক্ষ শিবকে তাঁর কল্যাণ নিবেদন করে,
সম্মানপূর্বক সর্বজোড়াবে পূজা করেছিলেন। যাজ্ঞিক
অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর, তিনি অন্য সমস্ত দেবতা এবং
সেখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান
করেছিলেন। তার পর, পুরোহিতগণ সহ সমস্ত কর্তব্য
সমাপ্ত করার পর, তিনি দ্বার করেছিলেন এবং
সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে বিধিপূর্বক বহু

অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণু পূজা করার পর, দক্ষ
সম্পূর্ণরূপে ধর্মপথে স্থিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, সেই
হজ্ঞে সমাগত সমস্ত দেবতারাই তাঁকে পুণ্য লাভের
জানীদার করে, স্বর্গলোকে গিয়ে গিয়েছিলেন। আমি
ওনেছি যে, দক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরীর ভ্রামর করার পর,
সাক্ষ্যদ্বী (বক্ষকন্যা) হিমালয়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ
করেছিলেন। তিনি মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ
করেছিলেন। এই কথা আমি প্রামাণ্য সূত্রে ওনেছি।
অশ্বিনী (মুর্গাশ্বিনী), যিনি সাক্ষ্যদ্বী (সতী) রূপে

পরিচিন্তা ছিলেন, তিনি শিবকে পূজারত তাঁর পতিরূপে
রূপ করেছিলেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন
শক্তি মনুষ্য সৃষ্টি সমস্ত কার্য করে। হে বিদুর! শিবের
দ্বারা নিষেধ দক্ষযজ্ঞের এই কাহিনী আমি বৃহস্পতির
শিবা মহাপ্রভাবত উদ্ধার করে ওনেছিলাম। হে
কৃতজ্ঞমন! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক পরিচালিত
এই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী যদি কেউ শ্রবণ করেন একে তা
জ্ঞানময় শোভন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত জড়
কলুষ থেকে মুক্ত হন।”

✱ ✱ ✱

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন

মহর্ষি মৈত্রেয় কথন—“সমকালি চার কুমার, নারদ,
কতু, হংস, অরুণি এবং হৃতি—ব্রহ্মার এই সমস্ত পুত্রেরা
গৃহে অবস্থান না করে উচ্চৈরিত্যে অর্ধাং মৈত্রিক ব্রহ্মচর্য
হয়েছিলেন। ব্রহ্মার আর এক পুত্র হচ্ছেন অর্ধাং, তাঁর
পত্নীর নাম হচ্ছে মিথ্যা। তাঁদের মিলনের ফলে দধি
এবং মাতা নামক দুটি অসুবিধক পুত্র এবং কল্যাব নাম
হয়। নির্ঘটিত নামক অসুরের মত কোন সন্তান ছিল না,
সে এই দুটি অসুরকে গ্রহণ করেছিল। হে মহারাজ। দধি
ও মাতা থেকে লোভ এবং শঠতা জন্মায়। তাদের
মিলনের ফলে ক্রোধ এবং হিংসার জন্ম হয় এবং অসুখ
মিলনের ফলে কলি এবং তার ভগিনী দুর্ভতির জন্ম হয়।
হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কলি এবং দুর্ভতির মিলনের ফলে বৃষ্ট
এবং ভীতি নামক সন্তানের জন্ম হয়। বৃষ্ট এবং ভীতির
মিলনের ফলে যজ্ঞ-যাচনা এবং নির্যাস নামক সন্তানের জন্ম
হয়। হে বিদুর! আমি সংক্ষেপে প্রত্যেক কলুষ বিক্রমণ
করেছি। যে ব্যক্তি এই কল্যাণ ভিন্নতার শ্রবণ করেন, তাঁর
আশঙ্ক্য সমস্ত কলুষ বিবৌজ হই এবং তিনি পুণ্য অর্জন
করেন।”

“হে কুমারশ্রেষ্ঠ! আমি এখন আপনার কাছে বাহুবল

মনুষ্য কলুষভোগের কথা বর্ণনা করব, যিনি পরমেশ্বর
ভগবানের অঙ্গের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
বাহুবল মনুষ্য এবং তাঁর পত্নী শতরূপার উত্তমলগ্ন এবং
প্রিয়েরও নামক দুটি পুত্র ছিল। যেহেতু তাঁরা উভয়েই
ছিলেন ভগবান বাসুদেবের জগেশ্বর বংশধর, তাই তাঁরা
এই ব্রহ্মাও শাসন করতে এবং প্রজাদের পালন ও বক্ষণ
করতে অত্যন্ত সমর্থ ছিলেন। মহারাজ উত্তমলগ্নের
সুর্নাতি এবং সুকৃতি নামক দুই পত্নী ছিলেন। সুকৃতি
ছিলেন মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু সুর্নাতি, তাঁর পুত্র
ছিলেন এবং তিনি রাজ্যের শুভাশুভ প্রিয় ছিলেন না। এক
সময় মহারাজ উত্তমলগ্ন সুকৃতি পুত্র উভয়কে তাঁর
অঙ্গে স্থান দিতে আদর করছিলেন, সেই সময় এবং
মহারাজ তাঁর পিতার কোলে উঠবার চেষ্টা করছিলেন,
তখন তাঁর বিদাতা সুকৃতি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত
হয়ে, অত্যন্ত দ্বিগুণভাবে রাজ্যকে তুলিয়ে ওমিয়ে কলতে
লাগলেন—হে কলুষ! তুমি রাজসিংহাসনে অধব রাজ্য
কোলে বসার যোগ্য নও। নিম্নলিখিত তুমি রাজ্য পুত্র

কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য নও। হে বৎস! তুমি জন্ম না যে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে, তুমি অন্য কোন ঠাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমার স্নেহে রাখা উচিত যে, তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তুমি এমন একটি বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, যা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তুমি যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে চাও, তা হলে তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। প্রথমে তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান নবায়ণকে প্রসন্ন করতে হবে এবং তার পর তাঁর কৃপায় তোমাকে পরকর্তী হয়ে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে।”

মৈত্রেয় তর্কি বললেন—“হে নিরুর! তাঁর বিমাতার কর্কশ স্বাক্ষর দ্বারা আহত হয়ে, ঈশ্বর মহারাজ লগ্নোত্তর মর্পের মতো বহাক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পিতা কোন প্রতিবাদ না করে নীরব হয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর মহারাজ যখন তাঁর মাতের কাছে গিয়েছিলেন, তখন স্নেহে তাঁর অধরোষ্ঠ কম্পিত হচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত কলশভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সূনীতি তখনই তাঁকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং অস্ত্রপূর্ববাসীরা তাঁর কাছে তখন সুকঠিন সমস্ত দুঃস্বপ্নের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তার কলে সূনীতিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি লাবণ্যের মধ্যে দ্বিত ব্যক্তির মতো শোকাগ্নিতে লজ্জা হয়ে রোদন করেছিলেন। তাঁর সপত্নীম বাক্য যতই তাঁর শ্রবণশ্রবণে উদ্ভিত হতে লাগল, ততই তাঁর কন্ঠের মতো সুন্দর সুবমণ্ডল অস্ত্রব্যায়ার সিক্ত হয়েছিল এবং তখন তিনি এইভাবে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনিও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছিলেন এবং সেই সুঃশব্দকে পরিবৃত্তি নিরাসনের কোন উপায় তাঁর জ্ঞান ছিল না। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন—‘হে বৎস! তুমি কখনও মনের অমঙ্গল কর না। কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয়, তখন সে নিজেকেই সেই কষ্ট ভোগ করে।’”

“হে বৎস! সুকঠি যা বলেছে তা ঠিকই, কারণ তোমার পিতা রাজা আমাকে তাঁর পত্নী কেন, তাঁর লসী বলেও মনে করেন না। আমাকে স্বীকার করতে তিনি

লজ্জাবোধ করেন। তাই, তুমি যে একজন দুঃখগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ এবং তার ক্রন্দন পান করে বড় হয়েছ, সেই কথা ঠিকই। হে বৎস! তোমার বিমাতা সুকঠি তোমাকে যা বলেছেন, তা শুনতে অত্যন্ত কষ্ট হলেও তা সত্য। তাই, তুমি যদি তোমার সবাই উত্তমের মতো রাজসিংহাসন লাভ করতে চাও, তা হলে মৎসর্গ পরিত্যাগ করে এখনই তোমার বিমাতার আদেশ পালন করতে চেষ্টা কর। তুমি অবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপেয়ে আরাধনা কর। পরমেশ্বর ভগবান এতই মহান যে, কেবল তাঁর শ্রীপাদপায় আরাধনা করার দ্বারা তোমার প্রণিভমহ ইচ্ছা এই বিশ্ব সৃষ্টি করার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদিও তিনি অজ্ঞ এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে প্রধান, তবুও তিনি তাঁর সেই সুমহান পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, কেবলমাত্র সেই ভগবানেই কৃপায়, ঈশ্বর মহান বোন্দীরাও তাঁদের প্রাণবন্ত নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা মন সংযমে মাধ্যমে আরাধনা করেন। তোমার পিতামহ আরম্ভ মনু প্রচুর মনের মাধ্যমে মহান বজ্রসমূহ অনুষ্ঠান করে, একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তার কলে তিনি চৌদ্দক সুখ এবং ত্যাপের মুক্তি লাভ করেছিলেন, যা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। হে বৎস! তুমিও ভক্তবৎসল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। যারা সৎসার-চক্র থেকে মুক্তি লাভের আশ্রয় করেন, তাঁরাও সর্বদা ভক্তিযোগে ভগবানের চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বর্গ অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হয়ে, তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে স্থাপন কর এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁর সেবার সর্বদা যত্ন হও। হে ঈশ্বর! কল-নন্দ ভগবান ব্যতীত অন্য আর কাউকে আমি দেখি না, যিনি তোমার দুঃখ অপনোদন করতে পারেন। প্রজ্ঞা আমি বৈবত্যর যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা আরোহণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও লব্ধহস্তে সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য তৎপর থাকেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“শ্রুতপক্ষে ঈশ্বর মহারাজের অতীত সিদ্ধির জন্য তাঁর মাতা সূনীতি তাঁকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই, সেই সময়ে গভীরভাবে বিবেচনা করে এবং বুজির দ্বারা সংশয় হ্রাস করে, তিনি তাঁর পিতার গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। মহর্ষি নরদ সেই

সংবাদ শুনেছিলেন এক ঈশ্বর মহারাজের কার্জনলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে, তিনি বিস্ময়বিশিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বর কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র হস্তের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করে বলেছিলেন। আচ্ছা! কার্জনের তেজ তাঁ অদ্ভুত! তাঁরা তাঁদের সম্মানের বর দানও সত্য করতে পারেন না। অনুমান করে দেখুন। এই বালকটি একটি ছোট শিশু, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিমাতার দুর্ভক্তি তার কাছে অসহ্য হয়েছে।”

মহর্ষি নরদ ঈশ্বরে বললেন—“হে বৎস! তুমি একটি বালক মাত্র, যার এখন খেলাধুলার আসক্ত অবসর কথা। তোমার সম্মান হানিকর কথাই তুমি এইভাবে বিচলিত হয়ে কেন? হে ঈশ্বর! তুমি যদি মনে ধর যে, তোমার আশ্র-সম্মানের দ্বনি হয়েছে, তা হলেও তোমার অসন্তোষের কোন কারণ নেই। এই প্রকার অসন্তোষ দ্বারাওই আর একটি লক্ষণ, প্রতিটি জীবই তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবন বহেছে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিবিম্বি অত্যন্ত বিচিত্র। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য সেই পন্থা অবলম্বন করে, অনুকূল বা প্রতিফলভার বিচার না করে, সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকে। তুমি তোমার মাতার উপদেশ অনুসারে, ভগবানের কৃপা লাভের জন্য ধ্যানযোগের পন্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমার মতে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রকার তপস্চর্যা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন। সমস্ত জড় কলুষ-বর্জিত হয়ে, বহু তপস্যা করে এবং নিরন্তর সমাধিমগ্ন হয়ে, বহু যোগী জন্ম-জন্মান্তর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবানকে উপলব্ধি করার পথ যুঁজে পাননি। অতএব, হে বৎস! এই বুঝা প্রচেষ্টা থেকে তুমি নিবৃত্ত হও; এই কাজ সকল হবে না। তোমার পক্ষে এখন গৃহে কিংবা বাগ্যাই প্রেরণের হবে। যখন তুমি বড় হবে, তখন ভগবানের কৃপায় তুমি এই যোগ অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তখন তুমি এই কার্য সম্পাদন কর। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই, তা সুখেন্দ্রিয়ক হোক অথবা সুখদায়ক হোক, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা প্রস্তুত বলে তুমি সন্তুষ্ট থাকো উচিত। এইভাবে যে-বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, সে

অন্যভাবে অজ্ঞানতার অন্ধকর অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। সন্তুষ্টপন্থি কর্তব্য নিজের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে নর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া, নিজের থেকে কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে নর্শন করে তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া; এবং নিজের সমান গুণশূন্য ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। তা হলে এই জড় জগতের ত্রিভাঙ্গ দুঃখ তখনই তাতে অতিক্রান্ত করতে পারবে না।”

ঈশ্বর মহারাজ কললেন—“হে নরদ তর্কি! যাদের হৃদয় জড় জগতের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিভ্রান্ত, তাদের হৃদয়ের শান্তি লাভের জন্য আপনি কৃপাপূর্বক যে উপদেশ দিয়েছেন, তা অবশ্যই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তাই এই প্রকার নর্শন আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। হে শ্রুত! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবান তাই আপনার উপদেশ গ্রহণ করছি না, কিন্তু এটি আমার দোষ নয়। প্রতিদ্রুত জন্মগ্রহণ করার ফলে, আমি এমন হয়েছি। আমার বিমাতা সুকঠি তাঁর দুর্ভক্তিরূপ বাণের দ্বারা আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছেন, তাই আপনার বুদ্ধিবান উপদেশ আমার হৃদয়ে স্থান পাবে না। হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ! আমি এমনই একটি লজ্জা অধিকার করতে চাই, যা আজ পর্যন্ত এই ত্রিভুবনের কেউ লাভ করতে পারেননি, এমন কি আমার নিজ এবং পিতামহও পারেননি। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান, তা হলে দয়া করে আপনি আমাকে সেই সং পন্থা প্রদর্শন করুন, যা অনুসরণ করে আমি আমার জীবনের সেই ঈশ্বোপায় সাধন করতে পারব। হে ভগবান! আপনি প্রকারে বোধ্য পুত্র এবং আপনি সারা জগতের মঙ্গলের জন্য বীণা ব্যক্তিরে সর্বত্র বিবেচন করেন। আপনি ঠিক সুবোধ মন্ত্রে, যে সূর্য সমস্ত জীবের উপকারেতে জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে আলোকিত করে।”

মৈত্রেয় তর্কি বললেন—“ঈশ্বর মহারাজের উক্তি শ্রবণ করে মহাশয় নরদ মুনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং তার প্রতি তাঁর অইহলুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি নিঃশব্দিত উপদেশ দিয়েছিলেন।”

মহর্ষি নরদ ঈশ্বর মহারাজকে বললেন—“তোমার যা সূনীতি তোমাকে যে ভগবানস্বরূপ পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, তা তোমার জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত। তাই তোমার চীড়িত ভগবানস্বরূপে পূর্ণকল

মত হওয়া। যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্ভুজ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে মগ্ন হওয়া, কারণ তাঁর শ্রীশরণগতের আরাধ্যরূপে কাল এই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।”

“হে বৎস! তোমার কল্যাণ হোক। তুমি যমুনার তটে যমুনা নদীতে স্নান কর এবং সেখানে গিয়ে পবিত্র হও। সেখানে স্নান করলে যমুনা নদীর ভগবানের নিকটবর্তী হয়, কারণ ভগবান সেখানে সর্বদা বিরাজ করেন। নতুন মূনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন—হে বৎস! কালিন্দী বা যমুনা জলে তুমি প্রতিদিন তিনবার স্নান কর, কারণ সেই জল অত্যন্ত শুভ, পবিত্র এবং নির্ভয়। স্নান করার পর তুমি অষ্টাঙ্গ-যোগের আধ্যাত্মিক বিধিগুলি পালন করে, কোন নির্জন স্থানে আসনে উপবেশন কর। আসনে উপবেশন করে, প্রাণায়ামের তিনটি অত্যন্ত অনুশীলন করে ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয় সংবর্ত কর। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, প্রতীকর্ষ ধর্ম সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান শুরু কর। (এখানে ভগবানের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে।) ভগবানের যুগ্মমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং নিরন্তর প্রসন্ন। ভক্তের চিত্তে তাঁকে কখনও প্রভাব দলে মনে হয় না এবং তিনি সর্বদাই তাঁদের কৃপা করতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁর নয়ন, তাঁর সুন্দর কায়দা, তাঁর উন্নত নাসিকা এবং তাঁর পদমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি সমস্ত দেবতাদের থেকেও অধিক সুখের। ভগবানের রূপ সর্বদাই উজ্জ্বল। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরভাবে গঠিত এবং নিখুঁত। তাঁর চক্ষু এবং শুভ্রাঙ্গ উদ্ভীষ্টমান পূর্বের মতো রক্তিম। তিনি সর্বদাই পরশাগতকে আশ্রয়দান করতে প্রস্তুত এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁকে অবলোকন করেন, তিনি পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেন। তিনি সর্বদাই পরশাগতের প্রভু হওয়ার খোঁজ, কারণ তিনি হচ্ছেন স্বকণ্ঠ সিদ্ধ। ভগবান হচ্ছেন শ্রীমৎস্য বা লক্ষ্মীদেবীর আসনরূপ চিহ্নসম্বিত এবং তাঁর অঙ্গ কান্তি ফল নীলবর্ণ। তিনি পুরুষ, তাঁর গলায় কায়দার মালা এবং তিনি শব্দ, চন্দ্র, গম ও পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে নিজ প্রকৃতি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নম্রাঙ্গ রক্তভূষণে বিভূষিত; তাঁর বাহ্যিক রক্তচিহ্ন মুকুট, গলায় কণ্ঠহার এবং হাত

কলয়, তাঁর কণ্ঠে কৌজল মণি শোভা পাচ্ছে এবং তাঁর পরনে নীল পট্টাবৃত্ত। তাঁর নিত্যবশেষ মেখলায় সাদা পরিবেষ্টিত এবং চন্দ্রমণ্ডল স্বর্ণ-মণ্ডলে সুশোভিত। তাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। তিনি সর্বদা শান্ত ও শিষ্ট এবং তাঁর রূপ নয়ন ও মনের আনন্দদায়ক। প্রকৃত বোন্দী হৃদয়রূপে পোষে কর্তব্যের অব্যাহত ভগবানের চিন্তার রূপের ধ্যান করেন, যাঁর পদযুগল মণিসমূহ পদমণ্ডলের কিরণে উজ্জ্বলিত। ভগবানের যুগ্মমণ্ডল সর্বদাই যমুনা হৃদয়ে উজ্জ্বলিত এবং ভক্তের কর্তব্য ভগবানের সেই ভক্তবৎসল রূপ নিরন্তর দর্শন করা। ধ্যানকারীর কর্তব্য সমস্ত বরপ্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানকে এইভাবে দর্শন করা। যিনি এইভাবে সর্বদা ভগবানের মঙ্গলময় রূপের ধ্যান মনকে একাগ্রীভূত করেন, তিনি অচিরেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং তিনি কখনও ভগবানের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন না।”

“হে রাজপুত্র! আমি তোমাকে এখন সেই যমুনা নদীতে স্নান, যা এই ধ্যানের পন্থা রূপে করা কর্তব্য। সাধনাত্মক সঙ্গে স্নান করি এই পন্থা রূপে করলে, অচিরেই বিচরণকারী সিদ্ধপুরুষদের দর্শন করা যায়। ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এটি শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যরূপে ধ্যানশাস্ত্র মত। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করে এবং যমুনা উপাসনা করে কৃষ্ণ, কল ও বিবিধ বায়বীয় প্রাথমিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে প্রাণ, কাম এবং সুখিমা ও অসুখিমা বিবেচনা করে করা উচিত। শুভ জল, শুভ কলমালা, কল, মূল এবং শাক-সবজির ঘাস, যা কল পাওয়া যায়, অথবা নবীন দুর্বাঘাস, পুষ্পের কলি, এমন কি পাছের জল দিও পর্যন্ত ভগবানের পূজা করা উচিত, আর যদি সম্ভব হয়, তা হলে ভুলশীপায় নিবেদন করা উচিত, যা পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। মাটি, জল, স্নান, কণ্ঠ এবং ধাতু ইত্যাদি ভৌতিক উপাদান দিয়ে নির্মিত ভগবানের রূপের আরাধ্য করা সম্ভব। যেন মাটি এবং জলের অতিরিক্ত জল কিছু দিও অর্ঘ্যবিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব নয়, তাই তা দিয়ে তৈরি বিগ্রহেরই উপরোক্ত বিধি অনুসারে আরাধ্য করা উচিত। যে ভক্ত পূর্ণরূপে অধ্যবসায়িত, তাঁর অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরচিত্ত হওয়া উচিত এবং কল

যে যমুনা পাওয়া যায়, তা খেয়েই তার সমস্ত কল উচিত। হে বৎস! প্রতিদিন তিনবার ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধ্যনা এবং যমুনা জল করা বাতীত, তাঁর পরম ইচ্ছা এবং স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত ভগবানের বিভিন্ন অবতারাণের চিন্তায় কার্যকলাপের ধ্যান করণও তোমার কর্তব্য। নির্দিষ্ট উপচার সহকারে ভিত্তিভাবে ভগবানের আরাধ্যনা করা উচিত, সেই সম্পর্কে পূর্বতন ভগবতন্ত্রের পন্থা অনুসরণ করা উচিত, অথবা হৃদয়ের আভ্যন্তরে যমুনা থেকে অর্জিত ভগবানকে যমুনা উপাসনার দ্বারা পূজা করা উচিত। এইভাবে তিনি ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন এবং বিধি অনুসারে ভগবতন্ত্রের কর্তব্যকলাপে যুক্ত, ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে যত্নবান করেন। ভক্ত যদি জড় ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইঞ্জিয়তৃপ্তি অথবা জড় অধ্যায়ের নমন থেকে মুক্তি লাভ করতে চান, তা হলে ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে সেই ফল প্রদান করেন। তেউ যদি মুক্তি লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হন, তা হলে তাঁর পক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানের অগ্রাকৃত শ্রেয়সী স্বেচ্ছায় যুক্ত হওয়া উচিত এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসমিত কার্যকলাপ থেকে অবলাই দূরে থাকে উচিত।”

“রাজপুত্র! এই মহারাজ যখন এইভাবে সের্বি নবম কর্তব্য উপনিষ্ট হালন, তখন তিনি তাঁর শ্রীভক্তকে নরম মুনিকে পরিত্রাসা করে সৎক প্রপত্তি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদমণ্ডলের চিত্ত ধারা অর্জিত হওয়ার ফলে, বিশেষভাবে পবিত্র সেই যমুনাতে উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেছিলেন। ঐ মহারাজ যখন ভগবতুক্তি সম্পাদনের জন্য যমুনাতে গিয়েছিলেন, তখন নারদ মূনি প্রাসাদে রাজা কিতাবে আছেন তা দেখতে যেতে সক্ষম করেছিলেন। নারদ মূনি যখন সেখানে গেলেন, তখন রাজা তাঁকে সৎক প্রপত্তি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সুখে আসনে উপনিষ্ট হয়ে নারদ মূনি বলেছিলেন—হে মহারাজ! আপনার যুগ্ম অত্যন্ত বড় বলে মনে হচ্ছে এবং আপনি যেন দীর্ঘকাল ধরে কোন বিষয়ে পটীতভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু কেন এই অবস্থা হয়েছে? আপনার ধর্ম অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অথবা ইঞ্জিয়তৃপ্তি সাধনে কি কোন বাধা সৃষ্টি হয়েছে?”

রাজা উত্তর দিলেন—“হে ব্রাহ্মণ! আমি অত্যন্ত দুঃখ এবং আমি এতই ক্লান্তিগ্রস্ত যে, আমি আমার পঞ্চদশীর বাজকের প্রতিও অত্যন্ত নির্ভর করেছি। সে যদিও একজন ব্রহ্মা এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত, তবুও তার মাতা সহ তাঁকে আমি নির্ভরিতা করেছি। হে ব্রাহ্মণ! আমার পুত্রের যুগ্মমণ্ডল ঠিক একটি পদ্মফলের মতো। আমি তাঁর বিশদ্রবক অবস্থার কথা চিন্তা করছি। সে অর্জিত এবং সে হয়তো অত্যন্ত সুখী। তবে কোথাক সে হয়েছে ওয়ে আছে এবং কোন্‌ভাবে তাকে খাওয়ার জন্য হয়তো আক্রমণ করেছে। হায়! ভেবে দেখুন আমি আমার স্ত্রীর কত বর্ণীভূত! আমার নিকৃষ্টতার কথা একটা কল্পনা করেন। শ্রেয়সী আমার সেই যুগ্ম আমার কোলে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি তাকে আমার করিনি, এমন কি জলিতের জন্যও আমি তাকে রেই-সজ্জাও করিনি। ভেবে দেখুন আমি কত নির্ভর।”

সেবর্ষি নারদ উত্তর দিলেন—“হে ব্রাহ্মণ! আপনি আপনার পুত্রের জন্য শোক করছেন না। সে পদমণ্ডল ভগবান কর্তৃক পূর্ণরূপে রক্ষিত। আপনি যদিও তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে যথাযথভাবে রক্ষণ করুন, কিন্তু তার কী-ই ইতিমধ্যে সারা ভগ্ন হতে পড়িয়াছে হয়েছে। হে ব্রাহ্মণ! আপনার পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য। সে এমন কার্য সম্পাদন করবে, যা মহান রাজ্য এবং কীর্তনের পক্ষেও অনন্তব। অচিরেই সে তার কার্য সম্পাদন করে গৃহে ফিরে আসবে। আপনি ভেবে রাখুন যে, সে সারা ভগ্ন হতে আপনার বশত বিচ্যুত হবে।”

মহর্ষি মেঘের কাণে—“নারদ মুনির দ্বারা উপনিষ্ট হয়ে, রাজা উত্তরপাদ তাঁর বিশাল ঐশ্বর্যের রাজ্যের সমস্ত কার্য পরিচালনা করে, কেবল তাঁর পুত্র প্রবের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে ঐ মহারাজ যমুনাতে পৌঁছে, যমুনা নদীতে স্নান করেছিলেন এবং পটীত মনোবল সহকারে সেই রাতে উপবাস করেছিলেন। তাঁর পর সেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধ্যরূপে যমুনাতে গেলেন। প্রথম মাসে ঐ মহারাজ কেবল তাঁর দেহ বাসনে জন্ম, প্রতি তিন দিন অল্পের কেবল কলিমা এবং বস্ত্রী ফল ভক্ষণ করেন। এভাবেই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের

উন্নতি সাধন করতে থাকেন। দ্বিতীয় মাসে ঋষি মহারাজ প্রতি ছয় দিন অন্তর কেবল চন্দ্র তৃণ এবং পত্র আহার করতে থাকেন। এইভাবে তিনি ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন। তৃতীয় মাসে প্রতি নয় দিন অন্তর তিনি কেবল জলপান করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সমর্পণ হয়ে, তিনি উত্তমশ্রেণীর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। চতুর্থ মাসে ঋষি মহারাজ প্রায়শঃমের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি কেবল প্রতি বারো দিন অন্তর খাদ্যগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যয়মধ্য হয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। পঞ্চম মাসে, রুক্মিত্র ঋষি তাঁর খাদ্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যে, তিনি একটি স্তম্ভের মতো নিশ্চলভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে পরমোচ্চ সম্পূর্ণরূপে একত্র করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয়সকল ও অঙ্গের বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং এইভাবে তাঁর মনকে অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হতে দিয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের রূপে একত্র করেছিলেন। ঋষি মহারাজ যখন এইভাবে সমগ্র জগৎ সৃষ্টির অঙ্গের এবং সমস্ত জীবের প্রভু ভগবানকে ধারণ করেছিলেন, তখন ত্রিকূটন কম্পিত হতে শুরু করেছিল। রুক্মিত্র ঋষি যখন তাঁর এক পায়ে উপর অবলম্বিতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর পদাস্থিটির নীচেরে নির্ণীড়িত হয়ে ধ্বির্দ্বীপ অর্ধাংশ অক্ষত হয়েছিল।

নবম অধ্যায়

ঋষি মহারাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—“ভগবান যখন এইভাবে দেবতাদের আশাস দিলেন, তখন তাঁর সমস্ত ভাব থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে আপন আপন স্বর্ণলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তার

ঠিক যেমন একটি হাটিকে নৌকার করে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন, তার দক্ষিণ এবং বামপদ পরিবর্তনে নৌকাটি প্রকল্পিত হয়। ঋষি মহারাজ যখন তাঁর পূর্ণ একাগ্রতার প্রভাবে, সমগ্র চেতনার উৎস ভগবান জীবিকুর মতো ভারী হয়ে নির্মোহলেন, তখন তাঁর দেহের দ্বারগুলি রুদ্ধ করার ফলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শাসন রুদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র লোকের সমস্ত ইচ্ছা দেবতারা এইভাবে রুদ্ধমধ্য হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের পদ্য গ্রহণ করেছিলেন।”

দেবতারা বললেন—“হে ভগবান! আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবেরের আশ্রয়। আমরা অনুভব করছি যে, সমস্ত জীবেরের শাসন রুদ্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে আমাদের কখনও এই রকম কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। যেহেতু আপনি সমস্ত শরণাগত জীবেরের চরম আশ্রয়, তাই আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি, দয়া করে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।”

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন—“হে দেবতাপণ! তোমরা বিচলিত হয়ে যা। মহারাজ উত্তমশ্রেণীর পুত্র, যে এখন সম্পূর্ণরূপে আমার চিহ্নময় মধ্য হয়েছেন, তার কঠোর তপস্যা এবং দৃঢ় সংকল্পের ফলে জা হয়েছেন। সে ব্রহ্মাণ্ডের নিখাদ-প্রকাশের ক্রিয়া রোধ করেছে। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গৃহে এখন নিরপাণে বিরাজে পাব। আমি সেই কালটিকে এই কঠোর তপস্যার থেকে নিবৃত্ত করব এবং তার ফলে তোমরা এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবে।”

পর পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সহস্রাবীর্বা অবতার থেকে অস্তিত্ব, তিনি গুরুত্বপূর্ণ আরাধনা করে তাঁর দেবক ধ্যানে মগ্ন করার জন্য যথুযনে গিয়েছিলেন। যোগসিদ্ধির প্রভাবে ঋষি মহারাজ বিদুরের মতো উজ্জ্বল

ভগবানকে যে ক্ষণের ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন, সেই রূপ সহসা অপ্রতীত হয়েছিল। ঋষি মহারাজ তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চক্ষু উদ্বলিত করে মাত্রই তিনি ঠিক বেলায় তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে মর্শন করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে তাঁর সম্মুখে দেখতে পেয়েছিলেন। ভগবানকে সম্মুখে মর্শন করে ঋষি মহারাজ অত্যন্ত বিচল হয়েছিলেন এবং স্বপ্না সহকারে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁকে দৃঢ়তর প্রণতি নিবেদন করে, তিনি ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন। ঋষি মহারাজ ভাবনটি করে ভগবানকে এমনভাবে মর্শন করেছিলেন, যেন তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা ভগবানের সৌন্দর্য পান করেছিলেন, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম চুম্বন করে, তিনি তাঁর বস্ত্র দ্বারা তাঁকে আলিসন করেছিলেন। ঋষি মহারাজ যদিও ছিলেন একটি ছোট্ট কালক, তবুও তিনি উৎকৃষ্ট শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অশক্ত, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ যথাসমর্থভাবে নিজেকে রুদ্ধ করতে পারেননি। সর্ব অন্তর্হীন পরমেশ্বর ভগবান ঋষি মহারাজের সেই নিহল অবস্থা বুঝতে পেরে, তাঁর অধৈর্যকী কৃপার প্রভাবে তাঁর শব্দের দ্বারা তাঁর সম্মুখে কৃতজ্ঞগীতটি দণ্ডায়মান ঋষি মহারাজের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন। সেই সময় ঋষি মহারাজ বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অসংগত হয়েছিলেন এবং পদমত্তবুদ্ধে ও সমস্ত জীবের সঙ্গে পদমত্তবুদ্ধের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। সর্ব বিঘ্নাত বিশৃঙ্খল কীর্তি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট প্রেমে পবিত্র হইয়ে, ঋষি মহারাজ, যিনি ভবিষ্যতে এমন একটি লোক প্রাপ্ত হবেন, যা প্রত্যেক সময়েরও বিনষ্ট হবে না, তিনি মননশীল এবং নির্ণায়ক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।”

ঋষি মহারাজ বললেন—“হে ভগবান! আপনি সর্বশক্তিমান। আমার অস্ত্রের প্রকাশ করে আপনি আমার হস্ত, পদ, কণ্ঠ, হৃদয়, জাতি সুগু ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগরিত করেছেন, বিশেষ করে আমার বাক্য শক্তিকে। আমি আপনাকে আমার সর্বত্র প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা আপনি চিহ্নরূপে এবং জড় জগৎ দ্বিগু দ্বিগু

প্রকারে প্রকাশিত হন। আপনি আপনার বহিঃশক্তি শক্তির দ্বারা জড় জগতে মহৎ জাদি শক্তি সৃষ্টি করে, পদমত্তবুদ্ধে এই জড় জগতের অভ্যন্তর প্রবেশ করেন। আপনি পরম পুরুষ, এবং জড় প্রকৃতির স্পন্দনশীল ওপের মাধ্যমে আপনি নানা প্রকারে জগৎ প্রকাশ করেন, ঠিক যেমন অগ্নি বিভিন্ন আকৃতির কাঠখণ্ডে প্রস্রবী হয়ে বিভিন্নরূপে প্রকল্পিত হয়। হে প্রভু! স্বপ্না পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত। সৃষ্টির আদিতে আপনি তাঁকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তার ফলে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মর্শন করতে পেরেছিলেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, ঠিক যেমন সুপ্তোপকৃত ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরেই তার কর্তব্য উপলব্ধি করতে পারে। আপনি সৃষ্টিকারীসেব একমাত্র আশ্রয় এবং আপনি সমস্ত আর্ত ব্যক্তির বন্ধু, অতএব পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি ভিত্তিবে আপনাকে বিশ্বস্ত হতে পারেন? যারা এই চারভাব গীতটির ইন্দ্রিয়প্রতির জ্ঞান কেবল আপনার পূজা করে, তারা অবশ্যই আপনার মাদারশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। সৎসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কাম্য-স্বরূপ আপনার মতো একব্যক্তিকে পাওয়া সাহেব, আমার মতো মূর্খ ব্যক্তিকে সেই ইন্দ্রিয়প্রতির লাভের জন্য আপনার কাছে বর প্রার্থনা করে, যা মরকেও লাভ হয়। হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানের ফলে, অতএব আপনার গুরু ভক্তের তাই থেকে আপনার মহিমা প্রকাশ করার ফলে, যে চিহ্ন আপনার লাভ হয়, তা নির্ণিশেষ ব্রহ্মের লীন হয়ে গেছে বলে মনে করার বা পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার অনন্ড থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক। যেহেতু ভগবৎ প্রেমাময়ের কাছে ব্রহ্মানন্দও পরাভূত হয়ে যায়, সুতরাং কালকল্প তরবারের দ্বারা সিন্ধি হয়ে যায় যে স্পন্দনশীল স্বর্ণদুর্গ, সেই সম্বন্ধে আর কি বলব আছে? স্বর্ণলোকে উদ্বীত হলেও কালকল্পে পুনরায় সঞ্চিত হয় অর্থাৎলোকে অংশগত হতে হয়।”

“হে অনন্ত ভগবান! কৃপা করে আপনি আমারে আশীর্বাদ করুন, যেন নিবৃত্ত আপনার সেবার দৃঢ় ওচ্চ ভক্তদের সঙ্গ আমি লাভ করতে পারি। এই প্রকার নিম্ন ভক্তবা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত। আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, ভগবৎচক্রের প্রকারে আমি ছদ্মস্ত অধিব তনু-সমর্ষিত ভক্তের তৎসমুদ্র পাব হতে পারব। তা জানব

পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে, কেননা আমি আপনার শাস্ত দ্বিতীয় ওশাব্দী এবং সীলসমূহ অশ্রয় করার জন্য উদ্যত হয়েছি। হে ভগবান! তুমি আমার শ্রীপাদপদের সৌরভে নিরন্তর সোণাল ভক্তের মঙ্গল করেন, তিনি কখনও বিষয়াসক্ত মানুষদের অত্যন্ত প্রিয় হে সেই এবং সেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন, সন্তান সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, গৃহ, বিত্ত ও পত্নীর প্রতি আসক্ত হন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেইগুলি গ্রাহ্যই করেন না। হে ভগবান! হে অমল! আমি জানি যে, পণ্ড, বৃদ্ধ, পক্ষী, সর্পসৃগ, সেব, মানব, মানুষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জীবজাতি মহাপ্রভু থেকে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বমুখ ছড়িয়ে রয়েছে, আমি জানি যে, সেই জীবজাতি কখনও সন্ত এবং কখনও অসন্ত, কিন্তু আমি এই প্রকার পরম জ্ঞান কখনও হারান করিনি বা আমি এখন দেখছি। এখন মতবাদ দুটি করার জন্য তর্ক-বিতর্কের সমাপ্তি হয়েছে। হে ভগবান! করাতের ভগবান গৌরোক্ষপাদী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি শেকনাগের লগ্নায় লগ্নন করেন এবং তখন তাঁর নতি থেকে একটি বর্ণের কমল উৎপন্ন হয় এবং তাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি হচ্ছেন সেই পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! অগ্নির অগ্নিও চিত্রের দুটিপাতের দ্বারা আপনি বুদ্ধির কার্যের সমস্ত অবস্থার পরম সাক্ষী। আপনি নিজ মুক্ত, আপনার অস্তিত্ব তবু সবে অবস্থিত এবং পরমাত্মরূপে আপনার অস্তিত্ব অপরিবর্তনীয়। আপনি হৃদয়বর্তী আদি পরমেশ্বর ভগবান এবং আপনি জড় প্রকৃতির তিন ওশাব্দী শব্দও শ্রবণ। তাই আপনি সমস্ত সবার জীব থেকে তির। শ্রীবিষ্ণুরূপে আপনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বভাৱে পালন করেন এবং আপনি জড় প্রকৃতির সমস্ত যজ্ঞকলের ভোক্তা। হে ভগবান! আপনার নির্বিশেষ প্রকারে দুটি পরম্পরবিপরীত তত্ত্ব—জ্ঞান এবং অবিজ্ঞান সমস্ত বিরাজমান। আপনার বিবিধ শক্তি নিরন্তর প্রকাশিত, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অগ্নিও, আদি, অপরিবর্তনীয়, অসীম এবং অসংখ্য, তা হচ্ছে জড় জগতের কল। যেহেতু আপনি হচ্ছেন সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাই আমি আপনাকে আমার সমস্ত ভক্তি নিকেন

করি। হে ভগবান! হে পরমেশ্বর! আপনি সমস্ত আশীর্বাদের মূর্ত রূপ। তাই, তিনি অন্য সমস্ত বাসনা-রহিত হয়ে ভক্তিবৃত্তি চিত্তে আপনার শ্রীপাদপদের আরাধনা করেন তাঁর কাছে রাজসমুদ্র নিত্য নগ্ন হইয়া যায়। আপনার শ্রীপাদপদের আরাধনা করার এমনই আশীর্বাদ। গীতা যেমন তার নবজাত বৎসকে দুগ্ধদান করে এবং সমস্ত আত্মাণের ভর থেকে বাল্য করে পালন করে, আপনিও তেমন আপনার অইচ্ছকী কৃপার প্রভাবে, আমার মতো অজ্ঞান ভক্তকে পালন করেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদ্বৎ! সং বাসনার পূর্ণ অন্তরকরণ-সম্বিত ব্রহ্ম মহারাজ যখন তাঁর প্রার্থন শেষ করলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, ‘হে ব্রাহ্মপুত্র! হে! তুমি পবিত্র ব্রহ্ম পালন করছ এবং আমি তোমার অস্তরের বাসনা সব্বদে অবগত। যদিও তোমার অভিজ্ঞান অত্যন্ত উচ্চ এবং পূর্ণ করা অসম্ভব কঠিন, তা সবেও আমি তোমার সেই বাসনা পূর্ণ করব। তোমার সর্বভাৱে থাকা হোক। হে ব্রহ্ম! আমি তোমাকে ব্রহ্মলোক নামক এক উচ্ছল প্রহ প্রদান করব, যার অস্তিত্ব কল্পান্তে প্রলয়ের পরেও অক্ষয় থাকবে। সমস্ত সৌবহুগল, প্রহ এবং নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত সেই লোকে একনও পর্যন্ত কেউ আধিপত্য করেনি। নভোমণ্ডলের সমস্ত জ্যোতিষ সেই প্রহকে প্রদর্শন করে, চিত্র যেমন বাল্যসমূহ লস্ক মাদুইয়ের সমস্ত মেধীদণ্ডের চারপাশে প্রদর্শন করে। ধর্ম, অগ্নি, কল্যাণ, ওজ্র আদি মহর্ষিগণ অধুনিবিত নক্ষত্ররাজি সেই ব্রহ্ম নক্ষত্রকে দর্শনে রেখে সত্য প্রদর্শন করে। যখন তোমার পিতা তোমার হস্তে রাজ্য তার সমর্পণ করে বলে গমন করতেন, তখন তুমি হস্তি হাজার বছর ধরে অপ্রতিহেতভাবে সমস্ত পৃথিবী শাসন করবে। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় একনকর মতোই শক্তিশালী থাকবে। তুমি কখনও বৃদ্ধ হবে না।”

“ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে, তোমার ভ্রাতা উত্তম মুগ্ধা করতে বনে গিয়ে নিহত হবে এবং তখন তোমার বিমাতা নৃশক্তি তার পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাবুল হয়ে তাকে খুঁজতে বনের মধ্যে দাবানলে প্রবেশ করবে। আমি সমস্ত যজ্ঞের হুদর। তুমি বহু মহান ব্রহ্ম অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে এবং প্রভূত দানও করবে। এইভাবে এই

জীবনে জড়-জাগতিক সুখের আশীর্বাদ ভোগ করতে পারবে এবং জীবনান্তে তুমি আমাকে নম্রণ করতে পারবে। হে ব্রহ্ম! তোমার জড়-জাগতিক জীবনের পর এই পর্যায়ে তুমি আমার লোকে থাকবে, যা সর্বদা অন্য সমস্ত প্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা নমস্কৃত। তা সপ্তর্ষিমণ্ডলের উর্ধ্ব এবং সেখানে একবার গেলে তার এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“বালক ব্রহ্ম মহাবাহু দ্বারা পুষ্টিত এবং সম্মানিত হয়ে এবং তাঁকে তাঁর স্বীয় ধাম প্রদান করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু পঞ্চকর নিজে আরোহণ করে তাঁর স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভগবানের চরণ-কমলের উপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম মহারাজ তাঁর চরিত্র কল লাভ করেছিলেন, কিন্তু তা সবেও তিনি প্রসন্ন হননি। এইভাবে তিনি তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

শ্রীবিদুর প্রহ করলেন—“হে ব্রাহ্মণ! ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অত্যন্ত গ্রেহপরায়ণ এবং কৃপার ভগবানের প্রসন্নতা বিলম্বময়ী ও চরিত্র দ্বারাই কেবল তা লাভ করা যায়। এক জনেই ব্রহ্ম মহাবাহু তা লাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিবেকী। তা হলে, কেন তিনি প্রসন্ন হননি?”

মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—“ব্রহ্ম মহাবাহুগেহ হস্ত তাঁর বিমাতার বাক্যরূপে বিদ্ধ হওয়ার করে, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাই তিনি যখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করেছিলেন, তখনও তিনি তাঁর বিমাতার দুর্গবাহার ভুলতে পারেননি। তিনি এই জড় জগৎ থেকে প্রকৃত মুক্তি প্রার্থনা করেনি। তাই তাঁর ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর সমস্তে এসেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরের জড় বাসনার জন্য তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন।”

“ব্রহ্ম মহাবাহু যেন যেন ভাবলেন—ভগবানের চরণ-কমলের আশ্রয় লাভের প্রচেষ্টা করা কোন সহজ কাজ নয়, কারণ সনন্দ প্রমুখ মহান ব্রহ্মচারীরাও সম্বিতের অগ্নির যোগের সাধনা করে বহু জন্মের পর ভগবানের শ্রীপাদপদের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমি কেবল ছয় মাসের মধ্যেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তবুও, ভগবান ব্যতীত অন্য বিধের অভিজ্ঞান ব্যতীত

ফল, আমি অধঃপতিত হয়েছি। হায়! দেখ আমি কত দুর্ভাগ্য! আমি ভগবানের শ্রীপাদপদের সর্দীপবর্তী হয়েছিলাম, তিনি জগৎ-মৃত্যুর বন্ধন চর্চিয়ে ছেলন করতে পারেন, কিন্তু তা সবেও, মূর্ত্যবলত, আমি তাঁর কাছে এমন বদ্ধ প্রার্থনা করেছি যা নষ্ট। স্বর্গের দেবতারা, স্বীকৃত আমার অধঃপতিত হতে হবে, তাঁরা আমাকে গুণবহুতির প্রভাবে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হতে দেখে ইর্ষ্যপরায়ণ হয়েছেন। এই সমস্ত ভ্রমভিত্তিক দেবতারা আমার বুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছেন এবং তাই আমি নবম মুনির উপদেশ অনুসারে স্বার্থ বর প্রার্থনা করতে পারিনি।”

“ব্রহ্ম মহারাজ অনুতাপ করেছিলেন—আমি মহারাজ আত্ম হিলাস প্রকৃত তবু সমস্ত অভ্যন্তরীণ বলে, আমি আমার জোলে নিঃশিও ছিলাম। দ্বিতীয় অভিনিবেশ-কর্মিত ভেন কর্মের বলে, আমি আমার ভক্তিতে শত্রু বলে মনে করেছিলেন এবং প্রতিবন্দিত অস্তুরে কাথিত হয়ে মনে করেছিলাম, ‘তারা আমার শত্রু।’ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মকে প্রসন্ন করা সবেও তাঁর কাছে কেবল করেকটি অর্পণই বদ্ধ প্রার্থনা করেছি। আমার কার্যকলাপ ঠিক একটি মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার মতো। দেখ আমি কি দুর্ভাগ্য, কাণ, ভ্রম-মৃত্যুর বন্ধন ছেলনসমী পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সবেও আমি কেবল সেই বন্ধনই প্রার্থনা করেছি। ভগবান যদিও আমাকে তাঁর সেবা-সম্মান প্রদান করেছিলেন, তবুও নিত্যমুখ মূর্ত্যবলত এবং পুণ্যের অভাববলত, আমি কেবল নাম-জল এবং জাগতিক উন্নতি কামনা করেছি। আমার অবস্থা ঠিক এক শবিত ব্যক্তি মতো, তিনি এক হল সম্রাটের কাছে মূর্ত্যবলত কেবল একটি খুন্ ভিন্ন করেন, যদিও তাঁর প্রতি প্রসন্নতাবলত সম্রাট তাঁকে যে কোন কিছু দিতে ইচ্ছুক।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদ্বৎ! তোমার মতো ব্যক্তির, যারা মুকুণ্ডের (যিনি মুক্তি দান করতে পারেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান) শ্রীপাদপদের তবু ভক্ত এবং তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদের মধুর প্রতি ভক্ত হইয়া, তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদের সেবা করেই প্রসন্ন থাকেন জীবনের যে কোন অবস্থাতেই এই প্রভাবে

ভক্তরা সমুপস্থিত থাকেন এবং তাই তাঁরা ভগবানের কাছে কখনও জড়জাগতিক উন্নতি প্রার্থনা করেন না।”

“মহারাজ উত্তমপাদ যখন শুনেলেন যে, পুত্র প্রবৃত্তি দিয়ে আসছেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন প্রবৃত্তি তাঁর মৃত্যুর পর দিয়ে আসছেন। তিনি সেই সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেননি, কারণ তিনি ভেবেছিলেন কি করে তা সম্ভব। তিনি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এই প্রকার সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব। তিনি যদিও সেই বার্তাবাহকের কথার বিশ্বাস করতে পারেননি, তবুও দেবর্ষি নারদের কাণ্ডে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই সেই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবাহকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তিনি তাকে এক অতি দুলাবন মুক্তার কণ্ঠহার দান করেছিলেন। মহারাজ উত্তমপাদ তাঁর হারানো পুত্রের মুখ চর্চন করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে, তখন অতি উগ্রম অশ্বযুক্ত, স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করে, বেদমন্ত্র প্রাণ, পরিবারের সমস্ত প্রাণী সমন্বয়, রাজকর্মচারী, স্ত্রী এক অন্তরঙ্গ বন্ধুগণসহ তৎক্ষণাৎ নগরী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। শোভাযাত্রা সহস্রায়ে তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন লক্ষ্য, ভূমুখিত, নগরী আদি যক্ষসজন্মক বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছিল এবং সৌভাগ্যসূচক বৈদিক মহোৎসব উদ্ভাসিত হচ্ছিল। মহারাজ উত্তমপাদের উত্তর পত্নী সুমীতি এবং সূর্য্যি এবং তাঁর অন্য পুত্র উত্তম সহ নিকিয়ার আরোহণ করে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন। প্রবৃত্তি মহারাজকে উপবনের সন্নিকটে আশ্রিত দেখে মহারাজ উত্তমপাদ অতি নীচ তাঁর রথ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র প্রবৃত্তিকে দীর্ঘকাল না দেখার ফলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং তাই পত্নীর প্রেমে তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি তাঁর হারানো পুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। দীর্ঘকাল কেলেতে কেলেতে মহারাজ দুঃখ দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রবৃত্তি মহাবাজ কিন্তু পূর্বের মতো ছিল না; পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদসংগে স্পর্শে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। প্রবৃত্তি মহারাজের সঙ্গে মিলনের ফলে, রাজা উত্তমপাদের দীর্ঘকালের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল এবং

তাঁর তিনি বার বার প্রবৃত্তিকে মস্তক আশ্রয় করেছিলেন এবং আনন্দপ্রসার দ্বারা তাঁকে রান করিয়েছিলেন। সন্তানপ্রাপ্তি প্রবৃত্তি মহারাজ প্রথমে তাঁর পিতার চরণযুগল কন্দা করলেন এবং উত্তমপাদ আশীর্বাদ ও কুশল প্রদানির দ্বারা তাঁর পুত্রকে সন্তোষ করলেন। তার পর প্রবৃত্তি মহারাজ তাঁর মাতৃহরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। প্রবৃত্তি মহারাজের ছোট মা সূর্য্যি যখন দেখলেন যে, সেই নিম্পাণ বালকটি তাঁর চরণে প্রণত হয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং অক্লপদম্ব শব্দে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, “হে প্রিয় পুত্র। তুমি চিরজীবী হও।” অল্প যেমন স্বাভাবিকভাবেই নিম্পাণী হয়, তেমনই পবনেশ্বর ভগবানের প্রতি মৈত্রী-ভাবগত হওয়ার ফলে, মিত্র গুণাবলীতে বিভূষিত কণ্ঠির প্রতি সমস্ত জীব স্বাক্ষরীণ হয়। উত্তম এবং প্রবৃত্তি মহারাজ দুই ভাইও প্রেমে বিহ্বল হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল। উভয়ের অঙ্গস্পর্শে তাঁদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল এবং উভয়েই মুগ্ধ হই আনন্দাক্ষর বিসর্জন করেছিলেন। প্রবৃত্তি মহারাজের জননী সুমীতি তাঁর প্রাপের থেকেও অধিক প্রিয় পুত্রের সুকোমল অঙ্গ স্পর্শ করে, পত্নীর প্রসন্নতার তাঁর সমস্ত বেদনা বিস্মৃত হয়েছিলেন। হে বিদুর! বীর-প্রসন্নী সুমীতির ক্রমশঃপন থেকে স্মৃতির মুখের সঙ্গে তাঁর অশ্রুধারা সিক্ত হয়ে প্রবৃত্তি মহারাজের সমস্ত অঙ্গ সিক্ত করেছিল। সেটি ছিল একটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ।”

পুত্রকাসীবা রাজবর্ষিণী সুমীতির প্রশংসা করে বললেন—“হে রাজর্ষি! দীর্ঘকাল পূর্বে আপনায় প্রিয় পুত্র হারিয়ে গিয়েছিল এবং আপনায় মধ্য সৌভাগ্যের ফলে, এখন তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। আপনায় এই পুত্র দীর্ঘকাল আপনাকে রক্ষা করবে এবং আপনায় সমস্ত শোক দূর করবে। হে জননী! আপনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের গুণা করেছেন, যিনি তাঁর ভক্তদের মধ্য বিপদ থেকে রক্ষা করেন। বীর নিরস্তর তাঁর ধ্যান করেন, তাঁর অঙ্গ-সুতার পথ অতিক্রম করেন। এই প্রকার সিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।”

“হে বিদুর! এইভাবে সকলে যখন প্রবৃত্তি মহারাজের প্রশংসা করছিলেন, তখন রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং প্রবৃত্তি ও তাঁর মাতা উভয়কে একটি

চতুর্থীবা পুত্র আরোহণ করিয়ে তিনি তাঁর মাতৃহরকে ফিরে গিয়েছিলেন, যেখানে সকলেই তাঁর প্রশংসা করছিল। সমস্ত নগরী কুল ও কুলের গুণসম্বন্ধিত কন্যার বৃক্কের ত্রুত এবং নবীন গুণক স্তম্ভ দ্বারা সাজানো হয়েছিল এবং প্রাসাদদ্বারে মস্তক-ভোজন রচিত হয়েছিল। প্রতিটি দ্বার আম্রপল্লব, বনু, মাল্য ও ভুজাম্বলের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং বহির্বেশে সারি সারি জলপূর্ণ কলস এবং তাঁর সামনে বীপানলী লোভা পাচ্ছিল। নগরীর সমস্ত প্রাসাদ নগরদ্বার এবং প্রাচীর স্বর্ণময় পলিক্রমে বিভূষিত হয়েছিল। প্রাসাদের শিখরগুলি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিল এবং নগরীর চতুর্দিকে উড়ে বেতছিল যে সমস্ত বিমান, সেগুলির শিখরগুলিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিল। নগরের সমস্ত চত্বর, রাজপথ, গলি এবং বাস্তব মোড়ে বসন্তের উজ্জ্বল গুলি খুব ভাল করে পবিষ্কার করা হয়েছিল এবং চন্দন জলে সিক্ত করা হয়েছিল; আর খই, ফল, ধান, ফুল, ফল এবং অন্য অনেক প্রকার মাস্তিক উপহার সামগ্রী মাদীর সর্জন ছড়ানো হয়েছিল। এইভাবে যখন প্রবৃত্তি মহারাজ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সমস্ত স্ত্রী পুংললনাগণ তাঁকে চর্চন করার জন্য সমাবেশ হয়েছিলেন এবং বৎসলা মেহে তাঁরা তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর উপর শ্রেষ্ঠ সর্জন, ফল, দই, জল, দুগ্ধ, ফল এবং ফুল বর্ষণ করেছিলেন। এইভাবে প্রবৃত্তি মহারাজ তাঁদের মনোহর নীচ শ্রবণ করতে করতে তাঁর পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন।”

“তার পর প্রবৃত্তি মহারাজ বৎসলায় সন্নিবেশিত তাঁর পিতার প্রাসাদে বাস করেছিলেন। তাঁর রেহর্শাল

পিতা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তিনি সেই প্রাসাদে স্বর্ণের লেভাসেব মতো সুখে বাস করতে লাগলেন। সেই প্রাসাদে সুবৃক্ষমণ্ডিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্মিত, স্বর্ণময় পলিক্রম-বিভিষ্ট শয্যা, মহামূল্য আসন এবং সোনার আসনবস্ত্র বিদ্যমান ছিল। সেই বাস্তবপ্রাসাদ হরকত আদি মণিবস্ত্র-বস্ত্রিত স্তম্ভগুলির প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং স্নাতে হারত চর্ম্মিণী লক্ষময় বীপসম্বন্ধিত সুন্দর বীপুর্ভিষিত ছিল। রাজার প্রাসাদ উদ্যানসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যেখানে স্বর্ণলোক থেকে নিয়ে আসা বৎসলা ছিল। সেই বৎসলা বিহঙ্গ-বিহুদ সুবর্ণের ক্রুরন করছিল এবং মনুপানেশ্বর মনুপানে গুনগুন করে গান করছিল। সেখানকার সরোবরগুলি পাতার তৈরি সোপানাবলীর দ্বারা শোভিত ছিল, তাতে পদ্ম, উৎপল ও কুমুদাভি প্রস্ফুটিত ছিল এবং ফল, ফল, চন্দ্রময়, সাদর ইত্যাদি পক্ষীকুল সেই জলে নিহাং করছিল। রাজর্ষি উত্তমপাদ তাঁর পুত্র প্রবৃত্তি মহারা প্রবৃত্তি করে এবং তাঁর প্রবৃত্তি চর্চন করে অত্যন্ত মনোহর হয়েছিলেন, তখন প্রবৃত্তি কার্যকলাপ ছিল আশ্চর্য্যতম। তারপর মহারাজ উত্তমপাদ বিজয় করে দেখলেন যে, প্রবৃত্তি মহারা রাজা পলিচালনার উলম্বক বরস প্রাপ্ত হয়েছেন এবং মনুপা সম্মত আছেন এবং প্রজারও তাঁর প্রতি বিশ্বাস অনুভব, তখন তিনি প্রবৃত্তিকে সন্ন্যাসী পুত্রের সঙ্গে পদে অধিষ্ঠিত করলেন। তাঁর কৃদ্বাঙ্গা বিবেচনা ক্রম এবং তাঁর কাহার কলাপের কথা চিন্তা করে, মহারাজ উত্তমপাদ বিহবের প্রতি বিবর্ত হয়ে গুন গুন করেছেন।”



দশম অধ্যায়

যক্ষদের সঙ্গে প্রবৃত্তি মহারাজের যুদ্ধ

মহর্ষি মোহন্য বললেন—“হে বিদুর! তার পর প্রবৃত্তি মহারাজ প্রজাপতি শিবমন্ডির কন্যা ব্রহ্মকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কন্যা এবং বৎসর নামক দুই পুত্র

হয়েছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী প্রবৃত্তি মহারাজের ইলা নামক কন্যা আর একজন নন্দী ছিল, যিনি ছিলেন বহুবলবতর কন্যা। তাঁর পরে তিনি উৎকল নামক একটি পুত্র এবং

এক অতি সুন্দরী কন্যারূপে উৎপাদন করেছিলেন। ঈশ্বর মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম, তিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, এক সময় যুগ্মায় গিয়ে, হিমালয় পর্বতে এক অতি কলকান যক্ষের দ্বারা নিহত হন। তাঁর মাতা সুস্মৃতিও তাঁর পুত্রের লব্ধ অনুসরণ করেছিলেন (মৃত্যুবরণ করেছিলেন)। হিমালয় পর্বতে যক্ষের হাতে তাঁর ভ্রাতা উত্তমের মৃত্যু হলেও, সেই সংবাদ পেয়ে ঈশ্বর মহারাজ শোক এবং ক্রোধে অভিভূত হয়ে, তাঁর রথ চড়ে বঙ্গপুত্রী বা অলকানন্দী নদীতে অবস্থিত হয়েছিলেন। ঈশ্বর মহারাজ উদ্ভাবিতমুখে হিমালয় পর্বতে গমন করেছিলেন। সেখানে একটি উপত্যকায় রথের অনুচরণ অধিবাসিত একটি নগরী তিনি দর্শন করতেন।”

“হে বিদুর! অলকানন্দীতে পৌছলে মাত্রই, ঈশ্বর মহারাজ তাঁর শব্দে কৃৎসার দিয়েছিলেন এবং সেই শব্দধ্বনি সমগ্র আকাশ জুড়ে এবং সমস্ত সিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তা শুনে বঙ্গ-রমণীসহ অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল। তাদের চোখ মেখে কেঁদা যাচ্ছিল যে, তাদের রুমর উৎকর্ষ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। হে মহাবীর বিদুর! ঈশ্বর মহারাজের শব্দধ্বনি সত্য করতে না পেরে, হতাবলী বঙ্গবীরেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, ঈশ্বর মহারাজকে আক্রমণ করার জন্য নাত্রী থেকে বেরিয়ে এল। যথা ধনুর্ধারী ও মহাতীরী ঈশ্বর মহারাজ সেই বঙ্গসৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখে, একসঙ্গে তিন-তিনটি করে বাণ নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করতে লাগলেন। বঙ্গবীরেরা বহন দেখল যে, ঈশ্বর মহারাজের দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন হতে চলেছে, তখন তারা সহজেই তাদের সমস্তজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাধীন অবস্থাবতী। কিন্তু বীর হিসেবে, তারা ঈশ্বর মহারাজের কার্যের প্রশংসা করেছিল। সর্প যেমন পদস্পর্শ সহনে অসমর্থ, সেই বঙ্গরাজও যেমন ঈশ্বর মহারাজের আশ্রয়ভিক্ষুক স্বীয় সহ্য করতে না পেরে, তাদের কনু থেকে একসঙ্গে ছাটি করে বাণ তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগল এবং এইভাবে তারা তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। বঙ্গ সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং তারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অস্ত্রতর্ক্য ঈশ্বর মহারাজকে পরাস্ত করতে ইচ্ছা করেছিল। তাদের

সমস্ত শক্তি সহকারে তারা রথ এবং সারথি সহ ঈশ্বর মহারাজের উপর পরিষ, নিঃশূল, প্রালম্ব, শক্তি, অস্ত্র, ভূতবী এবং বিভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। নিরস্তর অস্ত্র বর্ষণের ফলে ঈশ্বর মহারাজ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন নিরস্তর বর্ষণের ফলে পর্বত সমাচ্ছন্ন হয়ে দৃষ্টির অগোচর হয়। উচ্চতর সোকেস সমস্ত সিংহরা আকাশ থেকে সেই যুদ্ধ দেখছিলেন এবং যখন তারা দেখলেন যে ঈশ্বর মহারাজ বক্রপাক্ষের বাণ-বর্ষণে আচ্ছাদিত হয়ে গেছেন, তখন তারা হাহাকার করে উঠেছিলেন, ‘হায়! মনুর পৌত্র ঈশ্বর সূর্যবৎ এখন বঙ্গের সমুদ্রে অস্তমিত হল।’ হঠাৎ সামগ্রিকভাবে জয় লাভ করে উদ্গমিত হয়ে চিংকার করছিল যে, তারা ঈশ্বর মহারাজকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু তখন হঠাৎ ঈশ্বর মহারাজের রথ অবস্থিত হল, ঠিক যেমন কৃষ্ণাটিকা ভেদ করে মহা সূর্যের প্রকাশ হয়। ঈশ্বর মহারাজের ধনুকের টানার এক ব্যঙ্গের ফলস্বরূপ শত্রুদের হস্তে বিবাস উৎপন্ন করেছিল। তিনি নিরস্তর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন এবং তাঁর ফলে শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র চূর্ণবিচূর্ণ হল, ঠিক যেমন প্রবল বায়ু আত্যাশ্রের মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন করে। ঈশ্বর মহারাজের ধনুস থেকে বিনির্মিত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণগুলি শত্রুদের বর্ম ভেদ করে তাদের শরীরে প্রবেশ করেছিল, ঠিক যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পর্বতপরে বিদারণ করে।”

“হে বিদুর! ঈশ্বর মহারাজের যাবত দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন হয়েছিল, সেইগুলি কল্কুণ্ডল এবং উল্লীষের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। সেই শরীরের জড়যন্ত্রগুলি ছিল সুন্দর বর্ণ অলঙ্কারে মজে সুন্দর, তাদের যাবতগুলি সেন্যের কখন এবং কেয়ুরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তাদের মস্তকে মহা মূল্যবান স্বর্ণমুকুট লোভা পড়ছিল। সেই রণভূমিতে এই সমস্ত অলঙ্কার বিক্ষিপ্ত থাকার কালে, তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং তা একজন বীরের পক্ষেও মনোহর হয়েছিল। অন্য যে সমস্ত যক্ষরা, যারা নিহত হইল, তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহান যোদ্ধা ঈশ্বর মহারাজের যাবত দ্বারা লবণ হয়েছিল। তাই তারা তখন পালিয়ে যেতে লাগল, ঠিক যেমন সিংহের দ্বারা পরাস্ত হতে হতী পলায়ন করে। নরকোষ্ঠে ঈশ্বর মহারাজ তখন দেখলেন যে, সেই বিশাল

যুদ্ধক্ষেত্রে একটিও সমস্ত শত্রুসৈন্য পণ্ডায়মান নেই। তখন তিনি অলকানন্দী দর্শন করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, ‘মহাবীর বঙ্গের পরিকল্পনা কেউই জানে না।’ ইতিমধ্যে ঈশ্বর মহারাজ যখন মহাবীর বঙ্গের পুন্য আক্রমণের আশঙ্কা করে তাঁর সারথির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তারা এক প্রচণ্ড লবণ ওনতে পেলেন, যেন সমগ্র সমুদ্র সেখানে এসে পড়েছে এবং তাঁরা দেখলেন যে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে চতুর্দিকে ধূলিরশি সমুখিত হচ্ছে। কপিকের মধ্যে আকাশ ঘন মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্ন হল, প্রচণ্ড লবণ বহুপাত হতে লাগল, বিদ্যুৎ চমকতে লাগল এবং সেই সঙ্গে প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। হে নিশাপাণ বিদুর! তখন রক্ত, রোমা, পুষ্ক, বিষ্টা, মূত্র এবং মেদ বর্ষণ হতে লাগল এবং গগনমণ্ডল থেকে হ্রদের মধ্যস্থে বহু বহু শিরহিত দেহ পতিত হতে লাগল। প্রায় পর, আকাশে একটি বিশাল পর্বত দৃষ্ট হল এবং তা থেকে চতুর্দিকে প্রচুর বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে গলা, পরিষ্ক, নিষ্ক্রিয় ও মুখল ইত্যাদি পতিত হতে লাগল। ঈশ্বর মহারাজ দেখলেন যে, ক্রোধপূর্ণ চক্ষুসম্বিত বিশালকার সর্পেরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্গিরণ করতে করতে তাঁকে



একাদশ অধ্যায়

ঈশ্বর মহারাজকে যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশ

ব্রীহস্পতির কলপনে—“হে বিদুর! ঈশ্বর মহারাজ মহাবীরের অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী প্রবল করে, জাল স্পর্শ করে আচ্ছন্ন করলেন এবং তাঁর পর ভগবান ব্রহ্মারূপে নির্মিত বাণ তাঁর ধনুকে যুক্ত করলেন। ঈশ্বর মহারাজ ধনুকে মাঝপাশে যোজন করা মাত্রই বঙ্গনির্মিত দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল, ঠিক যেমন পূর্ণকণে প্রাণ-তত্ত্বজন লাভের

প্রাণ করার জন্য এগিয়ে আসছে এবং সেই সঙ্গে উদ্ভূত হতী, সিংহ এবং ব্যাঘ্র বলে বলে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তাঁর পর তাঁরামূর্তি সমুদ্র কেন প্রলয়কালীন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, প্রবল তবর সহযোগে সারা বিশ্ব ভ্রাবিত করতে করতে ভীষণ মর্দন করতে লাগল। অসূরিক যক্ষেরা স্বভাবতই ভয়ঙ্কর ক্রুর এবং তাদের অসূরিক মহারাজ দ্বারা তারা অনেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সৃষ্টি করে অসংখ্য ব্যক্তিদের তত দেখাতে পারে। মহাবীর বহন ওনলেন যে, অসূরের হ্রদের প্রতি মানবী শক্তি প্রদোষ করেছে, তখন তারা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে কল্যাণকর অনুপ্রেরণা দিতে শুরু করলেন।”

সমস্ত মুনিতা বললেন—“হে উত্তমপাদেব পুত্র ঈশ্বর! শার্দূলা পরবৈকর ভগবান, তিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, তিনি গোমার শত্রুদের সংহার করেন। ভগবানের পবিত্র নাম ভগবানেরই মতো শক্তিসম্পন্ন, তাই ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং ভগবানের দ্বারাই কেশব ভরদ্বাজ মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়। আর এইভাবে ভগবন্তের পরিত্রাণ পাই।”

ফলে, সমস্ত আড়-জাগতিক দুঃখ এবং সুখ দূর হয়ে যায়। ঈশ্বর মহারাজ বহন নারায়ণ অগ্নি নির্বিত সেই অস্ত্রটি তাঁর ধনুকে যোজন করলেন, তখন তা থেকে সুন্দরতম সত্ত্ববৃত্ত এবং কলহাদের পক্ষের মতো পাণ্ডব-সমবিত শব্দসমূহ নিঃসৃত হল। মহারাজ যেমন দীর্ঘ শব্দ করতে করতে বনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই পরসমূহ ভেদনই

সম্রাসনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা হল। সেই সমস্ত তীক্ষ্ণদার যশ
শত্রু-সৈন্যদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় মুর্ছিত হয়ে
পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক বন্ধ তাদের
অগ্রসর উত্তোলন করে, মহা ক্রোধে ঈশ্বর মহাকাঙ্ক্ষকে
আক্রমণ করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হল। সর্ব যেমন
কথা উন্নত করে পক্ষদের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত বন্ধ
সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ঈশ্বর
মহাকাঙ্ক্ষকে পবিত্র করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল।
ঈশ্বর মহাকাঙ্ক্ষ যখন দেখলেন যে, বন্ধরা তাঁর প্রতি এগিয়ে
আসছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ক্রোধে দ্বারা তাদের খণ্ড
খণ্ড করেছিলেন। তাদের শরীর থেকে বাহ, পা, মাথা,
পেট আলাদা করে, তিনি সেই বন্ধদের সূর্যমণ্ডলের
উপরিস্থিত লোক প্রকাশ করেছিলেন, যা কেবল সর্বোত্তম
উর্কাক্ষেতা জ্ঞানভারীরাই প্রাপ্ত হয়। যখন স্বায়ত্বব মনু
দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ঈশ্বর এমন অনেক বন্ধদের বধ
করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, শুধু তিনি
অত্যন্ত কৃপাণবন হলে, মহর্ষিগণ সহ ঈশ্বর মহাকাঙ্ক্ষের
কাছে এসে তাঁকে সং উপদেশ দিয়েছিলেন।”

শ্রীমন্ বললেন—“হে বৎস! এই বৃদ্ধ বধ করা।
অনর্ঘত ক্রুদ্ধ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয়
ভীষনের পথ। প্রকৃতপক্ষে তারা অপরাধী নয়, সেই
সমস্ত বন্ধদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা
অতিক্রম করছ। হে পুত্র! তুমি যে নির্দোষ বন্ধদের
বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা বীকৃত হয়নি এবং তা
তোমাদের পরিবারের উপযুক্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং
অধর্মের নিয়ম সম্বন্ধে তাদের অবগত থাকবে কথা। হে
বৎস! তুমি যে তোমার মাতার প্রতি অত্যন্ত হেয়নীল
এবং ক্রোধে হাতে তার কৃত্যে তুমি যে অত্যন্ত মর্মান্বিত
হয়েছ তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ,
একজন মাত্র বন্ধের অগরণে, তুমি অন্য কতজন নির্দোষ
বন্ধকে বধ করছ। দেখকে কখনও আত্মা বলে মনে
করা উচিত নয় এবং তার ফলে অনেকে হেতুকে পাত্তর
মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির পথ অনুসরণ
করলে যে সমস্ত সাধু, ঠাকুর পক্ষে এই ধর্মের প্রচারণা
মিশেষভাবে বর্জ্য। ভগবান শ্রীহরির নাম বৈকুণ্ঠলোক
প্রাপ্ত হওয়ার অন্তিম কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভগবান যে,
সমস্ত জীবের পরম ধাম শ্রীভগবানের আরাধনা করার

কালে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছ। যোহুত
তুমি ভগবানের তত্ত্ব ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার
কথা চিন্তা করেন এবং তুমি তাঁর অন্তরক ভক্তদেরও
মানা। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত।
তাই তোমাকে এই প্রকার নিম্নলিখিত কার্যে লিপ্ত হতে
দেখে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি। তত যখন অন্যদের
প্রতি তির্যাক, দয়া, মৈত্রী এবং সমস্ত প্রদর্শন করেন,
তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।
কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন,
তিনি তাঁর জীবনমাতেই স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভেদ অবস্থা
থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জড় প্রকৃতির সমস্ত
গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অন্তর্দীন চিত্তে আনন্দ প্রাপ্ত
হন। পক্ষ মহাভূত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়।
সেই পক্ষভূত স্বীদেহ এবং পুরুষদেহে পবিত্র হয়। স্ত্রী
এবং পুরুষের মিলনে এই সংসারে অন্যান্য স্ত্রী এবং
পুরুষের সৃষ্টি হয়।”

“হে ঈশ্বর মহাকাঙ্ক্ষ! পরমেশ্বর ভগবানের মায়িক জড়
শক্তির দ্বারা এবং জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের মিশ্রিতভাবে
দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সংঘটিত হয়। হে ঈশ্বর!
পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হন
না। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ।
তিনি বন্ধ প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং
বর্ষ উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত
হয়, ঠিক যেমন চক্ষুর আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়।
পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্য কালক্রমে পবন শক্তির
দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিশ্রিতভাবে কারণ হন এবং তার
ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। মনে হয় যেন
তিনি কার্য করছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নয়। তিনি হত্যা
করছেন, কিন্তু তিনি হত্যা নয়। এইভাবে বোঝা যায় যে,
তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই বৈশাল সব কিছু ঘটছে। হে
ঈশ্বর! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু কালক্রমে তিনি সব
কিছুর নবোৎপত্তি। তাঁর আদি সেই, যদিও তিনি সব
কিছুর অধি, তিনি অব্যয়, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ
হয়ে যায়। পিতার মাধ্যমে জীবের সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর
দ্বারা তার বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর
থেকে মুক্ত। অলঙ্কারে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের
সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাষণার। তাঁর

কাছে কেউই তাঁর মিত্র নয় অথবা শত্রু নয়। কালের
অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা
দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বাতুর প্রবাহের ফলে ধূলিকণা
ওড়ে, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-
জাগতিক জীবনের সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। পরমেশ্বর
ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার
কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের
আত্ম অত্যন্ত স্বতন্ত্র এবং অন্য কোন জীবের আত্ম অত্যন্ত
দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিরন্তন স্থিতিতে অবস্থিত এবং
তাঁর নিজের আত্ম হ্রাস অথবা বৃদ্ধির কোন প্রবণী ওঠে
না। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য
এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্মের ফল বলে। অন্য কেউ
বলে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বভাব, আবার অনেকে বলে
কাল, কেউ কেউ বলে জাগতিক এবং অন্য কেউ বলে
যে, তার কারণ হচ্ছে কার। পরম সত্য না চিন্তার তত্ত্ব
কখনই অস্পষ্ট ইতিহাসভূতির বেগমত নয়, অথবা প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতার বিষয় নয়, তিনি জড় প্রকৃতি অদি বিভিন্ন
শক্তির স্বরূপ এবং তাঁর পবিত্রত্বনা অথবা কার্যকলাপ
কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই বৃদ্ধ হতে হবে যে,
যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু
অনোধ্যত্বসূত জ্ঞান-কলনের দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে
পারে না।”

“হে বৎস! কৃষকের অনুরক্ত এই সমস্ত বন্ধরা
তোমার মাতা উত্তমের বধকর্তা নয়। জীবের জন্ম এবং
মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই হয়।
পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন
করেন এবং বধা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু যোহুত তিনি
এই সমস্ত কার্যকলাপের অতীত, তাই তিনি কখনও এই
সমস্ত কার্যক্রমের দ্বারা কখনও জড় প্রকৃতির
গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত
জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং পালনকর্তা,
তাঁর বহির্বল শক্তির মাধ্যমে তিনি সকলের সৃষ্টি করেন,
পালন করেন এবং সংহার করেন। হে ঈশ্বর! তুমি
পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির
পথম লক্ষ্য। এক্ষা আমি সেব্যগণ পৃথক সকলেই তাঁরই
নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাস্যন্য কলীকর্তা তাব

শ্রুত্ব কার্য করতে বাধ্য হয়। হে ঈশ্বর! মাত্র পক্ষ বন্ধর
বশে তোমার মাতা বর্ষা সর্গের বর্ণীতে অত্যন্ত মর্মান্বিত
হয়ে, তোমার মাতার আশ্রয় ব্যাধ করে ভগবানকে
পাণ্ডার উদ্দেশ্যে তুমি যোগপন্থতি অনুশীলন করার জন্য
বলে গিয়েছিলেন। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই হিহুবনের
সর্বোচ্চ পথ প্রাপ্ত হয়েছ। হে ঈশ্বর! তাই তুমি অক্ষর
ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিবদ্ধ
কর। তোমার স্বকপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর
ভগবানের প্রতি উৎসূহ হও এবং তার ফলে, আত্ম-
উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত
ভোগগুলি নিত্যই কলহাদী। এইভাবে তোমার
স্বভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এবং সমস্ত অনশ্বের উৎস
ও পরমাত্মরূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান
পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অতিদ্রুতই
‘আমি’ এবং ‘আমার’ এই মোহ থেকে মুক্ত হবে।”

“হে বৎস! আমি তোমাকে যা বলেছি, সেই সম্বন্ধে
একটি দিভ্য কর। তা যোগের ঠেবের মতো কাজ
করবে। তোমার দ্বন্দ্ব সংকরণ কর, কারণ পারমার্থিক
উপলব্ধি পাবে প্রেম্য হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি
তোমার সর্গক্ষীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার
উপদেশ পালন কর। যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে
মুক্তি লাভের আশা-ব্রহ্মী, তার কখনই কোথায় কলুষিত
হওয়া উচিত নয়, কারণ জেনগতিভূত ব্যক্তি অন্য
সকলের উত্তমের ভাগ্য হয়। হে ঈশ্বর! তুমি মনে কর
যে, বন্ধরা তোমার মাতাকে হত্যা করেছে এবং তাই তুমি
বহুসংখ্যক বন্ধকে হত্যা করবে। কিন্তু তোমার এই
অচরণের দ্বারা তুমি শিবের মাতা, যিনি দেবতাদের
কোষাধ্যক্ষ সেই কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ করেছ। তুমি ভেবে দেখ
যে, তোমার আচরণ কৃষ্ণের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত
অসম্মানজনক হয়েছে। হে বৎস! সেই কারণে,
কৃষ্ণের ক্রোধে আমাদের বংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই
নিমিত্ত কল, প্রশান্তি এবং জুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর।
স্বায়ত্বব মনু তাঁর পৌত্র ঈশ্বর মহাকাঙ্ক্ষকে এইভাবে শিক্ষা
প্রদান করে তাঁর দ্বারা সংকৃত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর
আলয়ে গমন করেছিলেন।”

শত্রুসেনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা হল। সেই সময়ে তীক্ষ্ণদায়ক শত্রু-সৈন্যদের বিচলিত করেছিল, যারা প্রায় হুহুত করে শব্দেছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য অনেক বন্ধ তাদের অসুস্থতা উপস্থাপন করে, মহা রোগে ভুগে মহারাজকে আক্রমণ করবে ভাবা তাঁর প্রতি ধাবিত হল। মর্গ বেমন ফণা উন্নত করে গরুড়ের দিকে ধাবিত হয়, সমস্ত বন্ধ সৈনিকেরাও সেইভাবে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে ভুগে মহারাজকে পরাস্ত করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। ভুগে মহারাজ বন্ধ দেখলেন যে, বন্ধরা তাঁর প্রতি এগিয়ে আসছে, তবৎসং তিনি তাঁর বাণের দ্বারা তাদের বধ করতে আরম্ভ করেন। তাদের শরীর থেকে কাছ, পা, মাথা, পেট আলাদা করে, তিনি সেই বন্ধদের সূর্যমণ্ডলের উপরিস্থিত লোক প্রদান করেছিলেন, যা কেবল সর্বোত্তম উর্ধ্বরেতা স্বাক্ষরকারীরাই প্রাপ্ত হয়। যখন স্বায়ত্ত্ব বন্ধ দেখলেন যে, তাঁর পৌত্র ভুগে এমন অনেক বন্ধদের বধ করছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে অপরাধী নয়, তখন তিনি অত্যন্ত কৃপাণুরূপ হয়ে, মহর্ষিগণ সহ ভুগে মহারাজের কাছে এসে তাঁকে সব উপদেশ দিয়েছিলেন।”

শ্রীমু বললেন—“হে বৎস! এই যুদ্ধ বন্ধ কর। অনর্থক ক্লেশ হওয়া সমীচীন নয়, তা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথ। প্রকৃতপক্ষে যারা অপরাধী নয়, সেই সমস্ত বন্ধদের হত্যা করে এখন তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করছ। হে পুত্র! তুমি যে নির্ণেয় বন্ধদের বধ করছ তা মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি এবং তা আমাদের পরিবারের উপবৃত্তও নয়, কারণ ধর্ম এবং অধর্মের নিরম সৃষ্টি তাদের অবগত থাকায় কথা। হে বৎস! তুমি যে তোমার বাপের প্রতি অত্যন্ত রোহিণী এবং অশ্রু হাতে তার মৃত্যুতে তুমি যে অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়েছ তা বোকা ফলে, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ, একজন মাত্র বন্ধের অশ্রুতে, তুমি অন্য কতজন নির্ণেয় বন্ধকে বধ করেছ। দেবকে কখনও আত্মা বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে অন্যের দেহকে পণ্ডা মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবন্তুতির পথ অনুসরণ করেন হে সমস্ত যাদু, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের অচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীহরির দাম কৈকুলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তুমি এতই ভগবান যে, সমস্ত জীবের পরম দাম শ্রীভগবানের আরাধন্য করার

ফলে, তুমি ইতিমধ্যেই সেই দাম প্রাপ্ত হয়েছ। যেহেতু তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই ভগবান সর্বদাই তোমার কথা চিন্তা করেন এবং তুমি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদেরও জান। তোমার জীবন হচ্ছে আদর্শ আচরণের নিমিত্ত। তাই তোমাকে এই প্রকার নিম্নলিখিত কার্যে লিপ্ত হতে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। ভক্ত বন্ধন অন্যদের প্রতি ভিত্তি, দয়া, মৈত্রী এবং সমস্ত প্রদর্শন করেন, তখন ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। কেউ বন্ধন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রসন্ন করেন, তিনি তাঁর জীবনধারায়ই স্থল এবং সূত্র জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হতে যান। এইভাবে জড় প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, তিনি অশ্রুহীন চিত্তের আনন্দ প্রাপ্ত হন। পঞ্চ মহাবৃত্ত থেকে জড় জগতের সৃষ্টি শুরু হয়। সেই পঞ্চবৃত্ত বীদেহ এবং পুত্রবাহে পরিণত হয়। স্ত্রী এবং পুত্রের মিলনে এই সংসারে অমৃত্যু স্ত্রী এবং পুত্রের সৃষ্টি হয়।”

“হে ভুগে মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবানের দায়িত্ব জড় শক্তির দ্বারা এবং জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং চলার সংঘটিত হয়। হে ভুগে! পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কল্পিত হন না। তিনি হলেন এই জড় জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি যখন প্রেরণা দেন, তখন অন্য অনেক কারণ এবং কার্য উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয়, ঠিক যেমন চুবুড়ের আকর্ষণে লৌহ চালিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অতিক্রমীয় কালরূপ পঞ্চ শক্তির দ্বারা প্রকৃতির তিন গুণের মিথস্ক্রিয়ার কারণ হন এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার শক্তি প্রকট হয়। যখন হয় তখন তিনি কার্য করছেন, কিন্তু তিনি কর্তা নন। তিনি হত্যা করছেন, কিন্তু তিনি হস্ত নন। এইভাবে যেন যার বে, তাঁর অস্তিত্ব শক্তির দ্বারা কেবল সব কিছু ঘটেছে। হে ভুগে! পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, কিন্তু জননরূপে তিনি সৃষ্টি কল্পের সাহোদরতা। তাঁর দ্বারা নেই, যদিও তিনি সব কিছু আদি, তিনি অন্তর, যদিও কালক্রমে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পিতার দ্বারা স্ত্রীর সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর দ্বারা তাই বিনাশ হয়, কিন্তু তিনি সর্বদাই জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত। কালরূপে পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলেরই প্রতি সমভাষণ। তাঁর

কাছে কেউই তাঁর নিত্য নয় অথবা শত্রু নয়। কালের অধীনে সকলেই তাদের কর্মফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করছে। যেমন, বায়ুর প্রবাহের ফলে পুষ্কলতা ও শুষ্কতা, তেমনই জীব তার বিশেষ কর্ম অনুসারে, জড়-জাগতিক জীবনে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সর্বশক্তিমান এবং তিনি জীবকে তার কর্মফল প্রদান করেন। এইভাবে যদিও কোন জীবের আত্ম অত্যন্ত অন্ন এবং অন্য কোন জীবের আত্ম অত্যন্ত দীর্ঘ, তবুও তিনি সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত এবং তাঁর নিজের আয়ুর দ্বারা অথবা বৃদ্ধির কোন প্রবলী ওঠে না। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার জীবনের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের সুখ-দুঃখকে কর্ণের ফল বলে। অন্য কেউ বলে যে, তাঁর কারণ হচ্ছে বন্ধন, আবার অনেকে বলে কাল, কেউ কেউ বলে ভাষা এবং আবার কেউ বলে যে, তাঁর কারণ হচ্ছে কাম। পরম সত্য বা চিত্তের তত্ত্ব কখনই অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বোধগম্য নয়, অথবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। তিনি জড় প্রকৃতি আদি বিভিন্ন শক্তির উৎস এবং তাঁর পরিত্যক্তা অথবা কার্যকলাপ কেউই হস্তাক্ষর করতে পারে না, তাই বৃত্তান্তে যেন যে, যদিও তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, কিন্তু মনোদর্মপ্রসূত স্বপ্ননা-কল্পনার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না।”

“হে বৎস! কুবেরের অনুচর এই সমস্ত বন্ধরা তোমার ভ্রাতা উপমের বধকর্তা নয়। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু সর্ব কারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারা হয়। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, শাসন করেন এবং বধা সময়ে ধ্বংস করেন, কিন্তু বেহেতু তিনি এই সমস্ত কার্যকলাপের অর্থাৎ, তাই তিনি কখনও এই সমস্ত কার্যজনিত অহঙ্কারের দ্বারা অথবা জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি সকলের নিমিত্ত এবং পালনকর্তা; তাঁর বহিঃস্বা শক্তির দ্বারা তিনি সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন। হে ভুগে! তুমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হও, যিনি জগতের উন্নতির পরম লক্ষ্য। ব্রহ্মা আদি দেবতাপ্রাণ পর্যন্ত সকলেই তাঁরই নিয়ন্ত্রণে কার্য করছেন, ঠিক যেমন নাসবৎ কলীবার তার

প্রভুর কার্য করতে বাধ্য হয়। হে ভুগে! যার পাঁচ বছর বয়সে তোমার মাতার সতীনের বর্ণীতে অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়ে, তোমার মাতার আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানকে পাণ্ডবর উদ্দেশ্যে তুমি যোগপর্যন্ত ক্রুশীলন করার জন্য বনে গিয়েছিলে। তার ফলে তুমি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মবনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছ। হে ভুগে! তাই তুমি অক্ষর ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তোমার চেতনা নিষ্কর কর। তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উৎসাহ হও এবং তার ফলে, আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা তুমি দেখবে যে, জড়-জাগতিক সমস্ত ভেদগুলি নিত্যই কল্পদ্বারী। এইভাবে তোমার দ্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে এবং সমস্ত জ্ঞানশেখর উৎস ও পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা তুমি অচিরেই ‘আমি’ এবং ‘আমার’ এই বোধ থেকে মুক্ত হবে।”

“হে ব্রহ্মন! আমি তোমাকে যা বলেছি, সেই সময়ে একটু বিচার কর। তুমি তোমার উৎসাহের দ্বারা কাজ করবে। তোমার ক্রোধ সংবরণ কর, অরূপ পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। আমি তোমার সর্বার্থীণ মঙ্গল কামনা করি। তুমি আমার উপদেশ গালন কর। যে ব্যক্তি এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বর্ণীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাত্তিত্বত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্দেশ্যে কারণ হয়। হে ভুগে! তুমি মনে করছ যে, বন্ধরা তোমার বাতাকে হত্যা করেছে এবং তাই তুমি বৎসবৎসক বন্ধকে হত্যা করেছ। কিন্তু তোমার এই আচরণের দ্বারা তুমি শিবের ভ্রাতা, যিনি দেবতাদের কোমল্যক সেই কুবেরকে বধ করেছ। তুমি ভেবে দেখ যে, তোমার আচরণ কুবের এবং শিবের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক হয়েছে। হে বৎস! সেই কারণে, কুবেরের ক্রোধে আমাদের বংশ অভিস্রুত হওয়ায় পুর্বেই বিনয় বন, প্রণতি এবং স্তুতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন কর। স্বায়ত্ত্ব বন্ধ তাঁর পৌত্র ভুগে মহারাজকে এইভাবে শিক্ষা প্রদান করে তাঁর দ্বারা সংস্কৃত হয়ে, মহর্ষিগণ সহ তাঁর আশ্রয়ে গমন করেছিলেন।”

শ্রব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদুর। শ্রব মহারাজকে জ্যেষ্ঠ প্রশংসিত হল এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে বন্ধনের হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হলেন। ধনপতি কুবের বন্ধন সেই সংকল্প পেলেন, তখন তিনি বন্ধ, কিম্বদ এবং চরপদের দ্বারা পুঙ্খিত হয়ে শ্রব মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং অপ্রলিপ্ত হয়ে লভ্যরজন শ্রব মহারাজকে তাকান তিনি বলতে লাগলেন।”

ধনপতি কুবের বললেন—“হে নিম্পাণ কবিরূপসুতঃ। তোমার পিতামহের উপদেশে তুমি যে দুঃখজনক বৈরীতাম ত্যাগ করেছ, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি অভ্যর্থনা প্রদান করেছি। প্রকৃৎপৎক, তুমি বন্ধনের হত্যা করনি এবং আরও তোমার ভাইকে হত্যা করেনি, কারণ সৃষ্টি এবং সংসারের পরম কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অলঙ্কারী প্রকাশ। সেহাৎকবুড়ির ফলে, নিজের এবং অপরদের প্রতি ‘আমি’ এবং ‘তুমি’ এইরূপ বাস্তব ধারণার ক্ষয় হচ্ছে অবশ্য। এই সেহাৎকবুড়িই হচ্ছে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ এবং তা আমাদের সংসারচক্রে নিরন্তর আবর্তিত করে। হে শ্রব। আমরা কাছে এসে। ভগবান সর্বদা তোমার মঙ্গল করুন। অথোক্ত ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং এইভাবে বৈরাগ্য-বহিত হয়ে সমস্ত জীবই এক। তাই, সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিত্তরূপের সেবা করতে শুরু কর। তাই, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে মৃত্ত কর, কারণ তিনিই কেবল আমাদের এই অজ্ঞ-জ্ঞানমিত বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। ভগবান যদিও জড় প্রকৃতির সঙ্গে মৃত্ত, তবুও তিনি এই জড় প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে আলাদা থাকেন। এই জড় জগতের সব কিছুই সংঘটিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে। হে মহারাজ উত্তাননাথের পুত্র শ্রব মহারাজ। আমরা ওমেছি যে, তুমি নিরন্তর পশ্চিমাত পরমেশ্বর ভগবানের দ্বিবা প্রেমময়ী স্বেকার মৃত্ত। তাই তুমি আমাদের কাছ থেকে সব রকম কর গ্রহণের যোগ্য।

অতঃপর নির্দিষ্ট্য তুমি আমরা কাছ থেকে কর প্রার্থনা করতে পার।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদুর। বন্ধরাজ কুবের যখন শ্রব মহারাজকে কর প্রার্থনা করার জন্য বললেন, তখন মহাভাসবত মহামতি শ্রব মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অকিলিঙ শ্রুতি লাভ করে সুকর অজ্ঞান-সমূহ পল্ল হতে পারেন। ইচ্ছাকৃত পূর কুবের শ্রবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং আনন্দিত চিত্তে তাঁর বঞ্চিত কর প্রদান করেছিলেন। তার পর তিনি শ্রবের সম্মুখে অতর্কিত হলেন। শ্রব মহারাজও তখন তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। শ্রব মহারাজ হত সিন গৃহে ছিলেন, তত সিন তিনি সমস্ত কুবের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তান বিধানের জন্য বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রশংসা বিধান করা, যিনি সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং যিনি যজ্ঞের ফল প্রদান করেন। শ্রব মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সব কিছুই উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় তিনি দেখেছিলেন যে, সব কিছু কেবল তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। ভগবানকে ফল হয় অদ্যত, কারণ তিনি কখনও তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার পরম কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না। শ্রব মহারাজ সমস্ত দ্বিবা গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত প্রভাশু, দ্বিহিত ও দ্বিহিত ব্যক্তিমের প্রতি দয়াশু এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। তাঁর এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁর প্রজারা তাঁকে তাঁদের পিতা বলে মনে করতেন। শ্রব মহারাজ ভোক্তার দ্বারা পূণ্য কর এবং ভগবানের দ্বারা অতন্ত কর্মের ফল কর করে, দ্বিহিত হাজার বছর ধরে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন। সংবৎ-ইন্দ্রিয় মহারাজ শ্রব মহারাজ এইভাবে ধর্ম, অর্থ এবং অকরণ ত্রিবিধ অনুকূলভাবে অনুষ্ঠান দ্বারা বহুতাল

অতিবাহিত করে, অবশেষে তাঁর রাজসিংহাসনের ভাব তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন। শ্রব মহারাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জগৎ বস্তু বা মায়াজালের মতো জীবনের মোহগ্রস্ত করে, কারণ তা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরাঙ্গ মায়াজালের দ্বারা রচিত। এইভাবে শ্রব মহারাজ অবশেষে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বাস্তব এবং মহাসমস্ত পরিবৃত্ত হৃদয়ল জুড়ে বিস্তৃত তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহ, পত্নী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, সৈন্যসামন্ত, সমৃদ্ধ রাজকোষ, তাঁর অত্যন্ত আশ্রয়প্রদ প্রাসাদ এবং রমণীয় বিহারস্থল মারা রচিত বিবেচনা করে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন। স্মৃটিকের মতো স্বচ্ছ পবিত্র জলে নিয়মিতভাবে স্নান করার ফলে, শ্রব মহারাজের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিল। তিনি যোগালাপে উপবিষ্ট হয়ে শাণারামের দ্বারা তাঁর শাসিত্রা এবং শ্রাণবায়ু সংযত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেছিলেন। তার পর তিনি তাঁর মনকে ভগবানের প্রতিরূপ অর্থাৎ বিদ্যাহে ধ্যান করিয়েছিলেন, এইভাবে ভগবানের ধ্যান করতে করতে তিনি পূর্ণ সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন। চিত্তর আনন্দে অতিমৃত্ত হওয়ার ফলে, তাঁর নয়ন-বৃন্দল থেকে অবিরল ধারার অক্ষ প্রবাহিত হতে লাগল এবং অসংখ্য পুন্ডলকে বাস্তব হয়ে উঠল। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে সমাধিবৃত্ত হওয়ার ফলে, শ্রব মহারাজ তাঁর জড় দেহের অস্তিত্ব বিস্মৃত হলেন এবং তার ফলে ভবকলাং জড় দেহের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন। মুক্তির সেই লক্ষণগুলি প্রকট হওয়া যায়, তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি সুন্দর বিমান নন্দিত আলোকিত করে আকাশ থেকে অবতরণ করেছে, যেন পূর্ণরূপে আকাশ থেকে নীচে নেমে আসছে। শ্রব মহারাজ সেই বিমানে দুইজন অতি সুন্দর বিষ্ণুপার্বতের সেবতে পেলেন। তাঁরা চতুর্ভুজ এবং তাঁদের অঙ্গকণ্ঠ শ্যামবর্ণ, তাঁরা বিশেষ বয়স এবং তাঁদের মন কমলের মতো অকলক। তাঁদের হাতে গলা ছিল এবং তাঁদের পরিধানে ছিল অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র এবং মাথার ছিল মুকুট, আর তাঁরা হার, অঙ্গদ, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত ছিলেন। সেই অসাধারণ ব্যক্তিমের ভগবানের পার্শ্ব হল চিত্তে পেরে, শ্রব

মহারাজ ভবকলাং উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, কিংবর্তব্য-বিমৃত্ত হয়ে পড়ার ফলে, তিনি যে কিভাবে তাঁদের আগত জানাবেন তা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি কেবল করজোড়ে তাঁদের প্রশংসা নিবেদন করে, ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা উচ্চারণ করেছিলেন।

“শ্রব মহারাজ সর্বদাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদের চিত্তর মগ্ন থাকতেন। তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে কুবের ছিল। যখন নন্দ এবং সুন্দর নামক ভগবানের দুই অস্ত্রাঙ্গ পার্শ্ব সমস্ত কবলে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন শ্রব মহারাজ হাতজোড়ে করে উঠে দাঁড়িয়ে, বিনীতভাবে তাঁর মস্তক অবনত করেছিলেন। তাঁরা তখন তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে রাজন। আপনার ভগবান হোক। আমরা যা বলব তা মনেবোঁগ সহকারে শ্রবণ করুন। আপনি যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়সের ছিলেন, তখন আপনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবানকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন। আমরা সমস্ত জগতের বস্তু শার্শ নামক জনক দ্বারা দ্বিহিত্রা ভগবানের প্রতিনিধি। আপনাকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়ে, আমরা এখানে এসেছি। এই বিকুলোকে প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আপনার তপস্যার দ্বারা আপনি তা অর্জন করেছেন। মহান অবিশ্বাস এবং সেবভাগপও সেই পদ প্রাপ্ত হল। সেই সময় যাম (বিকুলোকে) কেবল দর্শন করার জন্য সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র এই স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করে। আপনি অসুখ, সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা আপনাকে আগত জানাচ্ছি।”

“হে মহারাজ শ্রব। আপনার পূর্বপুরুষেরা অথবা অন্য কেউ সেই চিত্তর লোক কখনও প্রাপ্ত হননি। সেই স্থান বিকুলোকে নামে পরিচিত সর্বোচ্চ পদ, যেখানে শ্রীবিষ্ণু বহুং বাস করেন। এই দ্বন্দ্বাতের সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা তা পুঙ্খিত হয়। মরা করে আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন এবং সেখানে নিত্যকাল বাস করুন। হে ভগবত। এই অদ্বিতীয় বিমানটি ভগবান পাঠিয়েছেন, যার দ্বারা উত্তমপ্রোক্তের দ্বারা করা হয় এবং যিনি সমস্ত জীবদ্বারের নিরোহণ। আপনি এই বিমানে আরোহণের সম্পূর্ণ যোগ্য।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“শ্রব মহারাজ ভগবানের

অত্যন্ত দ্রিয় পর ছিলেন। বৈকুণ্ঠলোকের মুখা ভগবৎ পার্শ্বদেবের সুমধুর বাণী শ্রবণ করে তিনি পুণ্য স্থান সমাপন করলেন এবং উপযুক্ত আভরণে ভূষিত হয়ে, তাঁর নিজ মাহাত্ম্য কুত্র সম্পন্ন করেছিলেন। তার পর দেখানে উপস্থিত সমস্ত মহর্ষিদের সন্তোষ প্রাপ্তি নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। বিমানে আরোহণ করবার পূর্বে, ঈশ্বর মহারাজ সেই বিমানটিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং বিকুণ্ঠ পার্শ্বদেব প্রাপ্তি নিবেদন করেছিলেন। তখন তাঁর রূপ তপ্ত-কাকনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এইভাবে তিনি সেই নিবা বিমানে আরোহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঈশ্বর মহারাজ যখন সেই চিরময় বিমানটিতে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, মূর্তিময় মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছে। কিন্তু তাকে একবারে গ্রাস্য না করে, তিনি তাঁর হস্তকে পা রেখে, সেই বিমানটিতে আরোহণ করেছিলেন, যা ছিল একটি বিশাল গৃহের মতো। তখন আকাশে দুন্দুভি, মৃদল ও পলব বজ্রতে শুরু করেছিল, মুখা গজবোঁরা গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা ঈশ্বর মহারাজের উপর পূজাবলি করেছিলেন। ঈশ্বর মহারাজ বিমানে আরোহণ করার পর, বিমান যখন ছাড়তে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর দুঃখিতা মাতা সুনীতির কথা স্মরণ করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, “আমার দুঃখিনী জন্মটিকে ফেলে রেখে, আমি কি করে বৈকুণ্ঠলোকে যাব?”

“বৈকুণ্ঠলোকের দুই মহান ভগবৎ পার্শ্বদেব ও সুনন্দ ঈশ্বর মহারাজের মনের কথা জানতে পেরে, তাঁকে দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর মাতা সুনীতি অন্য আর একটি বিমানে তাঁর পূর্বভাগে বাসছেন। অন্তরীক দ্বিগে মাতার সময়, ঈশ্বর মহারাজ ক্রমশ সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহগুলি দেখতে পেলেন এবং পথে তাঁর উপর পূজা-বর্ষণকারী ও বিভিন্ন বিমানে চিত্রকরকারী সমস্ত দেবতাদের দেখতে পেলেন। এইভাবে ঈশ্বর মহারাজ সপ্তবিমণ্ডল ভ্রমণ করেছিলেন। সেই স্থানের উর্ধ্ব লোকে তিনি পাশ্চাত্য চিরময় পর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে শ্রীবিষ্ণু বাস করেন। বৈকুণ্ঠলোক তাঁর জ্যোতির দ্বারা উজ্জ্বলিত। এই জড় ভগবৎ উজ্জ্বল লোকসমূহ সেই জ্যোতির প্রতিফলনের ফলেই উজ্জ্বল হয়। যারা অন্যান্য জীবের প্রতি

কৃপাণবরন নয়, তারা কখনও সেই লোকে যেতে পারে না। যারা নিবন্ধ জীবের কৃপাণবরন কার্যকরপে দৃঢ়, তাঁরাই সেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। যারা শাস্ত্র, সমদর্শী, নির্মল ও পবিত্র এবং যারা অন্য সমস্ত জীবদের কিতাবে প্রশস্ততা বিধান করতে হয় তা জানেন, তাঁরা ভগবৎভক্তদের বন্ধু; তাঁরাই কেবল অন্যায়সে ভগবৎকৃপায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এইভাবে মহারাজ উত্তমপদের অত্যন্ত মহিমাম্বিত পুত্র, ঈশ্বর মহারাজ পূর্ণরূপে বৃক্ষভাবনাময় হয়ে ত্রিলোকের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে কুরুনন্দন বিদুর। বরীবর্ষ যেমন মেঘমণ্ডলের চারপাশে পরিভ্রমণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্ক তিক সেইভাবে প্রকলবেগে ঈশ্বর মহারাজের গায়কে প্রদক্ষিণ করেছে। ঈশ্বর মহারাজের মহিমা নশন করে, নারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে প্রচেষ্টাদের যজ্ঞে মহা আনন্দে পরবর্তী তিনটি ব্রোক ঘেঁষেছিলেন।”

সেবার্ষি নারদ বললেন—“পত্নীরা সুনীতির পুত্র ঈশ্বর মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রভাবে এবং অত্যন্ত পতিশালী ভগবানের প্রভাবে, এমন এক উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা বেদান্তবিশ্ব ব্রহ্মবাদীরাও লাভ করতে পারেন না। সূত্ররূপ সাধারণ মানুষের আর কি কথা। দেখ, কিভাবে ঈশ্বর মহারাজ তার বিমাতার বাক্যবলে মর্ষহত হয়ে, কেবল পাঁচ বছর বয়সে বনে গিয়েছিল এবং আমার নির্দেশে তপস্যা করেছিল। ভগবান যদিও আশ্রয়, তবুও ঈশ্বর মহারাজ ভক্তোচিত বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা তাঁকে পরাস্ত করেছিল। ছয় মাস ধরে কঠোর তপস্যা করার পর, ঈশ্বর মহারাজ পাঁচ বছর বয়সে অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আহা। কোন মহান ভদ্রিয় বৎ বৎ বছর ধরে তপস্যা করার পরেও এই পদ লাভ করতে পারে না।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদুর। ঈশ্বর মহারাজের মহান যশ এবং চরিত্র সম্বন্ধে তুমি যা কিছু প্রশংসা আমন্ত্রণ করেছিলে, আমি সবিত্তারে তা বর্ণনা করেছি। মহাশয় এবং ভগবৎভক্তরা ঈশ্বর মহারাজের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহবোধ করেন। ঈশ্বর মহারাজের আশ্রয় প্রাপ্তকারীর ধন, যশ এবং আশ্রয় বৃদ্ধি পায়। তা এতই

পরিষ্কার যে, কেবলমাত্র তা শ্রবণ করার ফলেই স্বর্গলোক বা ঈশ্বরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এট আশ্রয় এতই মহিমাম্বিত যে, তা শ্রবণের ফলে দেবতারা পবিত্র প্রসন্ন হন এবং তা এতই পতিশালী যে, তার ফলে সমস্ত লগ বিনষ্ট হয়। যিনি ঈশ্বর মহারাজের এই আশ্রয় শ্রবণ করেন এবং আত্মা ও ভক্তি সহকারে তাঁর শুদ্ধ চরিত্র হৃদয়কম করার জন্য বার বার প্রয়াস করেন, তিনিও শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদন করেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ-দুর্যের নিবৃত্তি হয়। যিনি ঈশ্বর মহারাজের এই আশ্রয় শ্রবণ করেন, তিনি তাঁরই মতো উত্তম গুণাবলী অর্জন করেন। যার মহিমা, শক্তি অথবা প্রভাব লাভ করতে চান, এই পন্থার দ্বারা তাঁর তা লাভ করতে পারেন, আর যারা চিত্তশীল এবং সত্যানের আকাঙ্ক্ষী, তাঁদের বাহ্য-পূরণেরও এটি হচ্ছে উপযুক্ত উপায়।”

মহর্ষি মৈত্রেয় নির্দেশ দিয়েছিলেন—“ঈশ্বর মহারাজের মহৎ চরিত্র ও কার্যকলাপ দ্রাক্ষণ বা দ্বিজদের সঙ্গে প্রাত্যহিক এবং সচ্ছন্দ্য একপ্রতিবে কীর্জন করা উচিত। যারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণ-কমলের শরণ গ্রহণ

করেছেন, তাঁদের সেরা রক্তর পারিত্রমিক না নিয়ে, ঈশ্বর মহারাজের এই আশ্রয় কীর্জন করা উচিত। বিশেষ করে পুর্ণিমা, অমাবস্যা, ষাণ্মাসী, শ্রবণ নক্ষত্রের উনয়ে, বিশেষ তিথির সমাপ্তিতে, বাতীপাতে, সংক্রান্তিতে অথবা যবিবাস্তে এই আশ্রয় কীর্জন করা উচিত। এইভাবে, কোন রক্তর বাবগারিক উদ্দেশ্যে কিন, এই আশ্রয় কীর্জন করা হলে, বস্তা এবং দ্রোতা উভয়েই সিদ্ধিলাভ করেন। ঈশ্বর মহারাজের আশ্রয় অনুভব লাভের পরম মহিমাম্বিত জ্ঞান। যারা পরম সত্য সম্বন্ধে অনাগত নর, এই জ্ঞানের দ্বারা তাদের সত্যের পথে পরিচালিত করা যায়। যারা নিবা সহস্রবৃতির ফলে, দীনজনদের রক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরা আপনা থেকেই দেবতাদের কৃপা এবং আশীর্বাদ লাভ করেন। ঈশ্বর মহারাজের নিবা কার্যকলাপ সারা জগতে প্রসিদ্ধ এবং তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ঈশ্বর মহারাজ শৈশবেই সমস্ত খেলার সামগ্রী পরিচাল্য করে তাঁর মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে, ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। হে বিদুর। আমি এই আশ্রয় এখন সমাপ্ত করেছি, কতক ভেদের আছে আমি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করেছি।”



ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঈশ্বর মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা

শ্রীমুখ গোপাখী শৌনকাদি সমস্ত ঋষিদের বললেন—“মৈত্রেয় ঋষির কাছে ঈশ্বর মহারাজের বিষ্ণুধামে আগ্রহণের বর্ণনা শ্রবণ করে, ভগবানের প্রতি বিদুরের ভক্তি অলপ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তিনি মৈত্রেয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে মহান ভক্ত। প্রচেষ্টা করা কেন? কেন কুলে তাঁদের জন্ম হয়েছিল? তাঁর কারণ পুত্র ছিলেন এবং কোথায় তাঁরা সেই মহান বস্তু অনুষ্ঠান করেছিলেন? আমি জানি যে, সেবার্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি ভগবৎভক্তির পাকরাত্রিক বিধি

শুধরন করেছেন এবং স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রচেষ্টা বন্ধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞপুত্রের ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন ঈশ্বর মহারাজের নিবা গুণাবলী সেবার্ষি নারদ বর্ণন করেছিলেন। হে দ্রাক্ষণ। নারদ মুনি কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্জন করেছিলেন এবং সেই সত্যের ভগবানের কোন্ লীলা বর্ণন করা হয়েছিল? আমি তা গনহত অত্যন্ত আশ্রয়ী। দয়া করে আপনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেই মহিমা বর্ণন করুন।”

মহাবি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—“হে বিদুর! মহারাজ ধন বহন বনে প্রস্থান করলেন, তখন তাঁর পুত্র উৎকল তাঁর শিতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সারা পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব স্থাপনকারী রাজসিংহাসন গ্রহণ করতে চাননি। উৎকল তাঁর জ্ঞান থেকেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট এবং সন্তোষের প্রতি আনন্দিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমদলী, কারণ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরমাঙ্গুর এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাঙ্গুরে বিরাজমান দেখতেন। পরম প্রকৃতির জ্ঞানের প্রসারের দ্বারা, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই মুক্তিকে বলা হয় নির্বাপ। তিনি বিশ্ব জ্ঞানকে ধন ছিলেন এবং সেই জ্ঞানবস্তু হিত্তিতেই তিনি সর্বদা বিরাজ করতেন, যা জগৎ বর্ষিত হচ্ছিল। নিরন্তর ভক্তিদোষের অনুশীলনের ফলে তাঁর শব্দে ও সত্ত্ব হইয়াছিল। ভক্তিদোষকে অধির সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ ও জড় বাসনাক্রম সমস্ত মন দখল করে। তিনি সর্বদাই তাঁর আত্ম-উপলব্ধির স্বরূপে অভিহিত ছিলেন এবং ভগবানের অতিরিক্ত অন্য কিছুই তিনি দেখতেন না এবং তিনি সর্বদা তাঁরই স্বেচ্ছাতে বৃত্ত থাকতেন। পথে বিচরণ করার সময় আরবুদ্ভি-সম্পন্ন মানুষেরা উৎকলকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং মূক বলে মনে করত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি জ্ঞান ছিলেন না। তিনি ভ্রমাক্রান্ত ছিলেন শিবনিহীন অধির যজ্ঞে অবস্থান করতেন। সেই কারণে মন্ত্রী এবং কুলপুঙ্খপণ উৎকলকে বুদ্ধিহীন ও উন্মত্ত বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষিনন্দন বৎসরকে পৃথিবীর রাজ্যপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। মহাবাহু বৎসরের দ্বীপে নামক অত্যন্ত প্রিয় পত্নী ছিলেন, তিনি পুষ্পার্ণ, তিগ্ধকোচু, ইষ, উর্জ, বসু এবং জর নামক ছয় পুত্র প্রসব করেন। পুষ্পার্ণের প্রভ এক দোষা নামক দুই পত্নী ছিল। প্রভার প্রাতঃ, মধ্যাহ্নিকম্ এবং সায়ম্ নামক তিন পুত্র ছিল। দোষার প্রমোদ, নিশিধ এবং ত্রাট নামক তিন পুত্র ছিল। কুট্টের পত্নী পুষ্পলিনী এবং তিনি সর্বভোজা নামে এক অতি শক্তিশালী পুত্র প্রসব করেন। সর্বভোজার পত্নী আকৃতি চাকুস নামক পুত্র প্রসব করেন, যিনি মহান্তরে যত মনু হয়েছিলেন। চাকুস মনুর পত্নী ছিলেন নভলা, তিনি পুরু, কুৎস দ্রিত, দ্বাস, সভাবান, কত, ব্রত, অর্ঘ্যমোহ, অর্জুন, প্রদ্যুম্ন, নিধি এবং উপমুক নামক

গুণচিহ্ন পুত্রদের প্রসব করেন। ষাটোজম পুত্রের মধ্যে, উপমুক তাঁর পত্নী পুষ্পলিনীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সুসজ্জন ছিলেন এবং তাঁদের নাম ছিল অশ্ব, সুম্না, খ্যাতি, ক্রতু, অজিতা এবং গয়। অশ্বের পত্নী সুনীল বর্ণ নামক একটি পুত্র প্রসব করেন, এই বর্ণ ছিল অত্যন্ত কুটিল। তার অত্যন্ত দুষ্টি খভাবে মর্মান্বিত হয়ে, রাজর্ষি অশ্ব গৃহ ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন। হে বিদুর! মহর্ষিদের অভিধান কঙ্কর মতো কঠোর। তাই তাঁরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বর্ণ রাজ্যকে অভিধান দিয়েছিলেন, তখন তার মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর কোন রাজা না থাকায়, দস্যু-ভরদ্বারের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, রম্যো বিশ্বমলা দেখা দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রজারা ভীকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিল। ও দেখে, মহর্ষিরা যোনের দক্ষিণ হস্তটিকে স্পর্শ করেছিলেন এবং তাঁদের মনুনের ফলে, ভববান নিম্নরূপ অংশে আলি রাজা গৃহে আবর্তিত হয়েছিলেন।”

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে ব্রাহ্মণ! মহারাজ অশ্ব ছিলেন অত্যন্ত সুশীল। তিনি অত্যন্ত চরিত্রাল ও সাধু পুত্র ছিলেন এক ব্রাহ্মণ্য সংক্ৰান্তির প্রতি অনুবৃত্ত ছিলেন। তা হলে এই প্রকার মহাভ্রমার যোনের মধ্যে কুসজ্জন কিতাবে উৎপন্ন হয়েছিল, যার জন্য তিনি বিরক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন? ধর্মন্ত মহর্ষিরা কেন শাসন-নও ধারণকারী রাজা বর্ণকে ব্রাহ্মণ্য দিয়েছিলেন? প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে, রাজা যদি কখনও অত্যন্ত পাপপূর্ণ আচরণ করেন ও থাকেন, তবুও তাঁকে অপমান না করা। কারণ তিনি তাঁর জেজের দ্বারা অন্য সমস্ত শাসকদের থেকে অধিক প্রভাবশালী।”

বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করলেন—“হে ব্রাহ্মণ! আপনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয় কালের সমস্ত বিবরণের সম্বন্ধে পূর্ব ভাবভারব অবগত আছেন। তাই বর্ণ রাজার সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি আপনাকে কাছে চলে চাই। আমি আপনার প্রত্যয়ান ভক্ত, তাই মরা করে আপনি তা বর্ণনা করুন।”

শ্রীমৈত্রেয় উত্তর দিলেন—“হে বিদুর! এক সময় মহান রাজা অশ্ব অশ্বমেধ নামক এক মহাবল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত সমস্ত অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা জানতেন, কিতাবে দেবতার আস্থান করতে

হয়, কিন্তু তাঁদের চোঁটা সত্ত্বও কোন দেবতা সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে আসেননি।”

সেই যজ্ঞে নিযুক্ত পুরোহিতরা তখন রাজা অশ্বকে বললেন—“হে রাজন্! আমরা বধ্যবৈতাবে যজ্ঞে বৃত্ত আশ্রয়ি দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বও দেবতারা তা গ্রহণ করছেন না। হে রাজন্, আমরা জানি যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকল সাংগী আপনি গভীর ব্রহ্ম এবং সাবধানতর সহকারে সংগ্রহ করেছেন এবং তা নৃত্যিত নয়। আমাদের উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রও বীর্ষহীন নয়, কারণ উপলব্ধি সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা মধ্যমভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী এবং এই যজ্ঞ তাঁরা দক্ষতা সহকারে অনুষ্ঠান করেছেন। হে রাজন্! দেবতারা যে কোন অপমানিত অথবা উপেক্ষিত বলে অনুভব করেন, তার কোন কারণও আমরা খুঁজে পাই না, কিন্তু তা সত্ত্বও যজ্ঞের সাক্ষী দেবতারা তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না। কেন যে এই রকম হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।”

সেই প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় বললেন যে, “পুরোহিতদের সেই কথা শুনে রাজা অশ্ব অত্যন্ত বিষম হয়েছিলেন। তখন তিনি পুরোহিতদের কাছ থেকে কিছু করার অনুমতি নিয়ে, সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সমস্ত পুরোহিতদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।”

পুরোহিতদের নথোবন করে রাজা অশ্ব বললেন—“হে পুরোহিতগণ! মরা করে আমাকে বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি। দেবতারা আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা এই যজ্ঞে আসছেন না এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না।”

প্রধান পুরোহিতগণ বললেন—“হে রাজন্! এই জীমেনে আপনার কোন পাপ নেই, এমন কি আপনার মনেও কোন পাপ নেই। কিন্তু পূর্ব জীমেনে আপনি পাপ করেছিলেন, যার ফলে অত্যন্ত ধর্মিক হওয়া সত্ত্বেও, আপনার কোন পুত্র সন্তান নেই। হে রাজন্! আপনার কলাপ হোক। আপনি অপুত্রক, কিন্তু আপনি যদি ভগবানের কাছে পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, তা হলে যজ্ঞের ভগবান আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন। যখন যজ্ঞপুত্র হই আপনার পুত্র লাভের বাসনা পূর্ণ করার জন্য আশ্রয়িত

হবেন, তখন সমস্ত দেবতারা তাঁর সঙ্গে আসবেন এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করবেন। যজ্ঞকর্তা (কর্মকারের অন্তর্গত) যে বাসনা নিয়ে ভগবানের পূজা করে, তার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। এইভাবে রাজা অশ্বের পুত্র-পারের উদ্দেশ্যে, তাঁরা সমস্ত জীমেনের জলরে অবস্থিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অর্ঘ্যত প্রদান করতে বনহ করেছিলেন। যজ্ঞে আশ্রয়িত সেওয়ার মাধ্যমেই, যজ্ঞাধি থেকে সুবর্ণ মালাভূষিত এবং শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পরিহিত এক পুত্রব আসির্ভূত হলেন। তিনি একটি কর্পাসে পায়ের নিয়ে এসেছিলেন। রাজা ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে, তিনি অঙ্কলিন্দ হয়ে সেই পায়ের প্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর দ্বাণ গ্রহণ করে তিনি তাঁর পত্নীকে তা প্রদান করেছিলেন। পুত্রহীন রানী সুনীল পুত্রোৎপাদক সেই পায়ের ভাঙ্গন করে তাঁর পতির সাহায্যে গর্ভবতী হন এবং বধ্য সময়ে এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই বালকটির জন্ম হয়েছিল আশ্রয়িতাবে অধর্মের বংশে। তার যাতন ছিল সাক্ষ্য মৃত্যু এবং সে তার যাতনায় অধঃপতন হয়েছিল, তখন ফলে সে অত্যন্ত অধর্মিক হয়েছিল। সেই নিকুর বালক ধর্ষণ নিয়ে বনে গিয়ে, অকারণে নিকীহ হরিণদের বধ করত। তাকে আসতে দেখা মাত্রই পুত্রজনেরা চিংকার করত, “নিকুর বেশ আসছে! নিকুর বেশ আসছে!” সেই বালক এত নিকুর ছিল যে, খেলার সময় সে তার সমন্বয় বালকদের পশুর সঙ্গে হত্যা করত। রাজা অশ্ব তাঁর পুত্র বর্ণের নিকুর ও নির্দর আচরণ দর্শন করে, তাকে সন্তোষন করার জন্য অন্য প্রকার বৃত্ত দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সংলগ্নে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন না। তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিষম হয়েছিলেন।”

রাজা মনে মনে কানলেন—“যাঁরা অপুত্রক তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তাঁরা অকপাই পূর্বজন্মে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, যার ফলে কুপুত্রের দ্বারা তাঁদের অসহ্য দুঃখভোগ করতে হয় না। পাপী পুত্রের ফলে মানুষের বন নষ্ট হয়। তার অধর্ম আচরণের ফলে, গৃহে অধর্ম এবং বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তা কেবল অতর্কিত উৎকর্ষের সৃষ্টি করে। এমন কোন বিবেচ্য এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যিনি এই প্রকার কুপুত্র কামনা করবেন? এই প্রকার পুত্র জীবৎ মোহবন্ধনের কারণ ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার নিহিত গৃহ ত্রোদারক হয়ে থাকে।”

তার পর রাজা মনে মনে বিচার করেছিলেন—“সুপুত্র থেকে কুপুত্র ভাল, কারণ সুপুত্র থেকে গৃহের প্রতি আনন্ডের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কুপুত্র থেকে তা হয় না। কুপুত্র গৃহকে নরকে পরিণত করে, যার ফলে বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই সেই গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়। এইভাবে চিন্তা করে, রাজা অল্প রাগে ধুমাতে পারলেন না। তিনি গৃহস্থ জীবনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েছিলেন। তাই, একদিন পতীর রাগে তিনি শব্দ্য থেকে উদ্ভিত হলেন এবং পতীর নিম্নার মন থেকেই আনন্ডকে (তার শরীরকে) ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় রাজ্যের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে, তিনি নিঃশব্দে তাঁর গৃহ ও সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

সকলে যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন সমস্ত প্রজারা, পুরোহিতরা, মন্ত্রীরা, সুহৃদেবরা এবং জনসাধারণ অত্যন্ত গোকাঁপড়ন হয়েছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর অবেশন করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন অন্তিম খোঁজা ডার অস্তরে পরমাঙ্গুর অবেশন করে। সর্বত্র রাজার অবেশন করা সত্ত্বেও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে, নাগরিকেরা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন এবং তাঁরা নগরীর সেই স্থানে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে রাজ্যের সমস্ত মহাবীরা রাজার অনুপস্থিতির ফলে সমবেত হয়েছিলেন। নাগরিকেরা অক্লান্ত নরনে সেই মহাবীরের প্রগতি নিবেদন করে সবিতরে তাঁদের আনিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোথায়ও রাজাকে খুঁজে পাননি।”



চতুর্দশ অধ্যায়

বেণ রাজার কাহিনী

মহাবীর মৈত্রের কালসন—“হে মহাবীর বিনুর! তুমি আদি তবির সর্বদাই জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করতেন। যখন তাঁরা দেখতেন যে, রাজা অস্বস্তি অনুপস্থিতিতে জনসাধারণের হিতসাধন করার মতো কেউ নেই, তখন তাঁরা যুক্তিতে পেরেছিলেন যে, শাসক না থাকা ফলে মানুষেরা স্বাধীন এবং অসংযত হয়ে যাবে। মহাবীর তখন রাজমাতা সুবীথাকে ডেকে এনে, তাঁর অনুমতিক্রমে বেণকে পৃথিবীপতিরূপে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও তাতে মন্ত্রীদের সম্মতি ছিল না। ফলে সে অত্যন্ত কষ্টের এবং নিষ্ঠুর ছিল, সেই কথা আগে থেকেই সকলের জ্ঞান ছিল; তাই সে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছে শোনা মাত্রই, সমস্ত দস্যু এবং তথ্যদেবরা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল এবং সাপের তরে মৃত্যিক যেমন পৃথিরে পড়ে, তেমনি তারাও ইতস্তত পৃথিরে পড়েছিল। রাজসিংহাসনে আরোহণ করে, বেণ

অষ্ট ঐশ্বর্যমুক্ত হয়ে সর্ব শক্তিময় হয়েছিল। তার ফলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠেছিল। অহঙ্কারে মগ্ন হয়ে সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তার ফলে সে মহান ব্যক্তিত্বের অপমান করতে শুরু করে। তার ঐশ্বর্যের গর্বে অন্ধ হয়ে রাজা বেশ রথে আরোহণ করে, অস্থূলভাটনরহিত হস্তীর মতো লুলোক এবং জুলোক জপিত করে, তার রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। রাজা বেণ ভেড়ী নিয়মের দ্বারা রাজ্যের সর্বত্র যোচনা করেছিল যে, গ্রামপেড়া আর কোন প্রকার বন্ধ অনুষ্ঠান করতে পারবেন না, যান করতে পারবেন না বা যোয আদি ক্রিয়া করতে পারবেন না। অর্থাৎ সব বন্ধ অনুষ্ঠান সে বন্ধ করে দিয়েছিল। নিষ্ঠুর বেণের অত্যাচারে লর্শন করে, সমস্ত মহাবীরা একত্রে মিলিত হয়ে বিচার করেছিলেন যে, সার পৃথিবীর মানুষেরা এক মহা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। তাই তাঁরা মহাপরবশ হয়ে নিজস্বের মধ্যে আলোচনা

শুরুতে শুরু করেছিলেন, কারণ তাঁরা স্বয়ং যত অনুষ্ঠানকারী ছিলেন। মহাবীরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলেন যে, জনসাধারণ উত্তম দিক থেকে নিপদগ্রস্ত হয়েছে। খ্যাতির উত্তম দিক প্রকটিত হলে যেমন তার স্বাধীনতা পিনীলিকারো ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হয়, ঠিক তেমনই, সেই সময়ে জনসাধারণ এবিধিক দাণ্ডিহুজানইন এক রাজা এবং অন্যান্য দস্যু-তন্ত্রের আদির মাঝে বিপদাপন্ন হয়েছিল। অস্বাভাবিকতা থেকে রাজ্যকে বন্ধ করার জন্য, স্বাধীন বিবেচনাকে বন্ধ করে রাখলেন যে, বেণ অবেশন। হতভা। সত্বেও, রাজনৈতিক সঙ্কটের ফলে, তাকে তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু হায়! এখন জনসাধারণ সেই রাজার দ্বাথাই উপেক্ষিত হচ্ছে। এই অবস্থার মানুষ সুখী হতে পারে কি করে?”

অবিরী চিন্তা করতে শুরু করলেন—“সুবীথার মর্মে থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, রাজা বেশ কতকটাই অত্যন্ত দুট। এই দুট রাজ্যকে সমর্থন করা ঠিক দুঃসিঁরে সাপ পোষার মতো। এখন সে সব বন্ধ দুঃখ-কষ্টের কাল হয়েছিল। প্রজাদের রক্ষণ করার জন্য আমরা এই বেণকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করেছিলাম, কিন্তু এখন সে প্রজাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার এই সমস্ত ক্রটি সত্ত্বেও, আমরা তাকে এখন বোকাতে চেষ্টা করব। তার ফলে তার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে না।”

অবিরী বিবেচনা করলেন—“তার দুট দ্বাথ সবচেয়ে অসম্মত সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলাম। কিন্তু জা সত্ত্বেও আমরা বেণকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলাম। আমরা যদি তাকে আমাদের উপদেশ গ্রহণে বাধ্য করতে না পারি, তা হলে সে জনসাধারণের দ্বারা নিশ্চিত হয়ে এবং আমাদের তাদেই সঙ্গে বোধ্য লেব। এইভাবে আমাদের তেজের দ্বারা তাকে ভঙ্গীভূত করব। এইভাবে সংকল্প করে, অবিরী তাঁদের ক্রোধ সংযোগপূর্বক বেণ রাজার কাছে গিয়েছিলেন এবং তাকে যশুর কাজে সাফল্য দিয়ে এই কথাগুলি বাদেছিলেন—“হে রাজন! তোমাকে সব উপদেশ দেওয়ার জন্য আমরা এসেছি। দয়া করে পতীর মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তা করার ফলে, তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য, ধীর্ঘ এবং কীর্তি বৃদ্ধি পাবে। যারা ক্রোধ, মন, খাফা এবং ক্রুদ্ধির দ্বারা বর্ষ আচরণপূর্বক

ক্রীড়ম যাপন করে, তারা বর্ষলোকে উন্নীত হয়, যা সমস্ত লোক এবং দুঃখ-ক্লেশ থেকে মুক্ত। এইভাবে জড়-জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তারা অনন্তীয় সুখ প্রাপ্ত হয়। হে বীর! সেই ছেড় জনসাধারণের পাবহারিক ক্রীড়ন নষ্ট করার নিমিত্ত হতভা তেজের উচিত নয়। যদি তোমার কার্যকলাপের ফলে তাদের পরমার্থিক ক্রীড়ন বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমি অক্লান্তি তোমার ঐশ্বর্য এবং রাজ্যকে থেকে পতিত হবে। রাজা যখন দুট অস্বাভাবিক ও দস্যু-তন্ত্রদের উৎপত্ত থেকে প্রজাদের রক্ষা করেন, তখন তিনি সেই পুণ্যকর্মের ফলে, প্রজাদের থেকে শুদ্ধ গ্রহণ করেন। এই প্রকার পুণ্যবান রাজা ইহলগ্নে এবং পরলগ্নেও নিশ্চিতভাবে সুখ প্রাপ্ত হন। যে রাজার রাজ্যে এবং নগরে জনসাধারণ নিষ্ঠাসহকারে চতুর্দশ এবং চতুর্দশম সমাজ-ব্যবস্থা পালন করে এবং সমস্ত প্রজারা তাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার মুক্ত, সেই রাজাকে পুণ্যবান বলে বিবেচনা করা হবে।”

“হে মহাভাগ! রাজা যদি দেখেন যে, কৃতজ্ঞতা বিহারা ভগবান যথার্থভাবে পূজিত হচ্ছেন, তা হলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। ক্রমশঃ তার নিম্ন মহান সেকতারদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান পূজিত হন। তিনি বন্ধ প্রসন্ন হন, তখন কোন কিছু লাভ করা আর অসম্ভব হয় না। সেই জন্য বিভিন্ন গ্রহলোকের পালক দেবতারা এবং সেই সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীরা ভগবানকে সমস্ত প্রকার সৈবেশে নিবেদন করে মহা আনন্দ অনুভব করেন।”

“হে রাজন! সমস্ত গ্রহলোকে সমস্ত ব্রহ্মকলেশ ভোক্তা হচ্ছেন প্রধান দেবতাপ্রাপ্ত সহ পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান তিন যেমন সার স্বরূপ, তিনিই সব কিছুই ইন্দ্র এবং সমস্ত উপন্যাস চরম লক্ষ্য। অতএব তোমার উন্নতির জন্য তোমার দেববাসীদের বিভিন্ন প্রকার বন্ধ অনুষ্ঠান করা উচিত। কতকিঞ্চিৎ তোমার কর্তব্য হয়ে, সর্বদা বন্ধ অনুষ্ঠান করবে জন্য তাদের পরিত্যাগ করা। তখন তোমার রাজ্যে সমস্ত ভ্রাতাদের বন্ধ অনুষ্ঠান ব্রতী হবেন, তখন ভগবানের অংশ-সম্প্রদ শ্রেষ্ঠত্বের তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন এবং তেজের অধিবাসিত ফল প্রাপ্ত প্রদান করবেন। অতএব, হে বীর!

হল অনুষ্ঠান কর করে। তুমি যদি তা কর কর, তা হলে দেবতাদের অবজ্ঞা করা হবে।”

রাজা বেশ উত্তর দিল—“তোমরা সকলেই নিতান্তই অজ্ঞ। তোমরা যে অবস্থাকে খর্ব বলে মনে করবে, তা অত্যন্ত সুখের বিষয়। তোমাদের অবস্থা বড় ভাল পালন-পোষণকারী পতিত পবিত্র্যাপ করে উপপতিকে অধিব্যবহারী দুই মতো। কর যের অজ্ঞানপ্রকৃত রাজ্যরানী ভগবানের পূজা করে না, তারা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ অনুভব করতে পারে না। তোমরা দেবতাদের প্রতি এত অনুকূল, কিন্তু তাঁরা কে? দেবতাদের প্রতি ক্ষেত্রক্ষেত্র এই প্রীতি করতই কুপারী স্ত্রীর বিবাহিত জীবন উপেক্ষা করে, উপপতির প্রতি অনুকূল হওয়ার মতো। জীবিত, ব্রহ্ম, শিব, ইন্দ্র, বাহু, বন, সূর্যমণ্ড, পরশুরাম, কৃষ্ণ, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ এবং অন্য সকলে, তারা খাপ ও কর প্রদান করতে পারে, এর সকলেই যত্ন সহে অধিষ্ঠান করে। ওই রাজাকে সর্বসম্বল করা হয়। অতএব এরা সকলেই রাজার এই শরীরের অংশ। অতএব হে মিত্র! তোমরা আমার প্রতি যত্নসহকারী পরিচর্যা করে, তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আমার পূজা কর এবং আমার উদ্দেশ্যে সব কিছু দিও। তোমরা যদি বুঝিও না, তা হলে বুঝতে পারবে যে, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, যে সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান গ্রহণ করতে পারে।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বলিলেন—“ওহ পুরুষেরা! এরা এবং সর্বাংশ থেকে ভীত হওয়ার কালে, রাজা বেশ মতিভ্রম হইবে এবং সর্বভাব সৌজন্য থেকে বঞ্চিত হইবে। মহর্ষিরা গভীর সম্মান সহকারে তাকে যে অনুরোধ করেছিলেন, তা সে গ্রহণ করতে পারেনি এবং তার কলে সে বিকৃত হইবে। হে বিদূর! তোমরা সর্বদা সঙ্গ হও। সেই বৃদ্ধ রাজা নিজেকে সন্ত কণ্ঠে পতিত বলে মনে করে এইভাবে সেই মহর্ষিদের অপমান করেছিল এবং রাজার ব্যক্তি মর্মান্বিত হয়ে তাঁর তরু প্রতীক ভাঙতে শুরু করেছিলেন।”

সমস্ত মহান ঋষিগণ তখন গর্জন করে উঠেছিলেন—“একে সহ্য কর। একে সহ্য কর। এ ভাঙতে ভাঙতে ও পাপী। এ যদি তেঁজ থাকে, তা হলে অকণ্ঠই

সে সারা পৃথিবীকে অতি বীড়ন ভাঙতে করবে। এই বুঝার। ঋষিগণ ভাঙতের রাজসিংহাসনে কসার কোন বোধাত্মক নেই। সে এমনই নির্লজ্জ যে, ভগবান জীবিতকে পর্যন্ত অপমান করার দুসাহস করে। যে-ভগবানের কৃপাভাজন হয়ে এই ব্যক্তি সমস্ত সৌভাগ্য এবং এই প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করে, মূর্তিমান পালনকারী রাজা বেশ চড়া, আর কেই বা সেই ভগবানের শ্রদ্ধা করতে পারে? ঋষিরা এইভাবে তাঁদের আত্মনিত শ্রেণ্য প্রকাশ করে, ভগবান রাজা কোথেকে হস্ত করতে হির করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রদ্ধা করার কালে, রাজা বেশ পূর্বের হস্ত হইবে। এইভাবে কোন প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ না করে, ঋষিরা কেবল বাক্য বলির দ্বারা রাজা কোথেকে সহায় করেছিলেন। তার পর ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রস্থান করেছিলেন। বেশ-কন্দী সুবীরা তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হইছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে বিশেষ উপাযানের প্রয়োজনের দ্বারা এবং যত্নের দ্বারা (মন্ত্র-বোনে) সন্তোষ করতে হির করেছিলেন।”

“এক সময় সেই মহাব্যাক্ষণ সন্ন্যাসী নদীতে স্নান করে এবং স্বচ্ছতারে অস্তিত্ব প্রদান করে, তাঁর মৈনসিন কৃত্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার পর, নদীর তটে উপবেশন করে, তাঁরা চিত্ত ভগবানের শীলা আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন। সেই সময় রাজ্যে নান প্রকার উপদ্রব হওয়ার কালে, সমাজে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল হইছিল। তাই সেই ঋষির নিজস্বের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন—যেহেতু রাজার মৃত্যু হইবে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই, তাই হইতে হইবে বসু-ভগবানের প্রচার প্রচার সঙ্কটপূর্ণ হইতে পারে। ইহন ঋষির কখন এইভাবে আলোচনা করেছিলেন, তখন তাঁরা প্রবেশিল যে, সর্বাঙ্গের এক ধূসর কণ্ঠ উচ্চ হইতেছে। নাপরিক্রমের মূর্তি মন্ত বসু-ভগবানের চতুর্দিকে ঘণ্টিত হওয়ার কালে এই কণ্ঠ উঠেছিল। সেই ধূসর কণ্ঠ শ্রবণ করে ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা যেন মৃত্যুর কালে, মহা শিশুদের সৃষ্টি হইতেছে। শাসক না থাকার কালে, রাজ্যে আইন ও পৃথক-বহিত হইতেছে এবং তার কালে ভগবান বসু-ভগবানের প্রাকৃত দেখা দিইতেছে। রাজ্য প্রচারের প্রসঙ্গ হইতেছে। সেই মহান ঋষিগণ হস্তে তাঁদের

নিজস্বের শক্তির দ্বারা সেই উপদ্রব উপশম করতে পারতেন—ঠিক যেভাবে তাঁরা রাজা কোথেকে সহায় করেছিলেন—তদুপে তাঁরা তা করা অনুষ্ঠিত কর দিওন করেছিলেন। তাই তাঁরা সেই উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা করতেন। ইহন ঋষিরা মিত্রতা করণের যে, ব্রাহ্মণ বসিও ঋষিগণ এবং সকলের প্রতি সন্মানী হওয়ার কালে নিরপেক্ষ, তদুপে বীনজনদের অবহেলা করা তাঁর কর্তব্য নয়। এই প্রকার অবহেলার কালে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণের কর হয়, ঠিক যেমন একটি ভগ্নপাত্র থেকে জল করে পড়ে। ঋষিরা মিত্রতা করেছিলেন যে, রাজারি জন্মের এই বংশ একেবারে কলে হওয়া উচিত নয়, কারণ এই বংশের বীর অত্যন্ত শক্তিমান এবং এই বংশের সমস্তের ভগবত্ব পবিত্র হয়। ঋষিরা এইভাবে স্থিরচিত্ত কর, অতিবেশ এবং এক বিশেষ পন্থায়, মৃত রাজা যেন উত্তম মন করেছিলেন। তার কালে রাজা যেন শরীর থেকে এক বামন পুরুষের উৎপত্তি

হইতেন। রাজা যেন উত্তম মন থেকে যে ব্যক্তিটি উৎপন্ন হইতেন, তার নাম ছিল বামন, তার লয়ের বা কাশের মতো কণ্ঠবর্ণ ছিল, তার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত খর্ব, তার বাহু এবং পা খর্ব এবং তার চোখ ছিল অত্যন্ত নিম্ন। তার নাসিক্য অনুন্নত, তার কণ্ঠ বক্তব্য এবং তার বেশ ভাষাবর্ণ ছিল। সে অত্যন্ত নির্দীপ্ত ও মন্ত ছিল এবং তার জন্মের পরেই সে অন্নত হয়ে প্রকট হইতেন, ‘মহানন্দ! আমি কি করব?’ ঋষিরা তখন উত্তর দিইতেন, ‘নির্দীপ্ত অর্থাৎ উপবেশন কর।’ এইভাবে বৈদ্য জাতির জনক নিবানন্দ জন্ম হইতেন। তার (নিবানন্দ) জন্মের পরেই, সে রাজা যেন সমস্ত পালনকার্য কল গ্রহণ করেছিলেন। তাই এই নিবান জাতি সর্বদা চুরি, ডাকাতি এবং শিকার জাদি পালনকার্যে সর্বদা যুক্ত থাকে। তার কালে যত্নের ভেদব্যবস্থা পর্বতে এবং অরণ্যেই বাস করতে হয়।”

কি কি কি

পঞ্চদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজের আবির্ভাব ও অভিষেক

মহর্ষি মৈত্রেয় বলিলেন—“হে বিদূর! তার পর ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা পুনরায় রাজা যেন মৃত শরীরের বাহ্যিক গ্রহণ করেছিলেন এবং তার কালে তার বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী উৎপন্ন হইতেন। সেই কনিষ্ঠ বৈদিক জ্ঞানে পরমত্ত ছিলেন। তাঁরা তখন যেন বাহু থেকে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীকে উৎপন্ন হইতে দেখেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইতেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মিত্র ভগবান জীবিত সন্ন্যাসী।”

মহান ঋষিগণ বলিলেন—“এই পুরুষ ভগবান বিদূর ভূম-লালন জন্ম এবং এই স্ত্রীটিও ভগবানের সন্ন্যাসী লক্ষ্মীর অবশেষ। এই দুজনের মধ্যে তিনি পুরুষ,

তিনি স্ত্রী পৃথিবী জুড়ে তাঁর কল বিস্তার করেন। তাঁর নাম হবে পৃথু। প্রকৃতপক্ষে তিনি হইল সমস্ত রাজাদের মধ্যে অগ্রণী। অত্যন্ত সুন্দরী এবং সমস্ত সত্ত্বেরে বিভূষিত এই বমণীটি ভূবনেশ্বর ভূবন-ব্রহ্মণ হইল। তাঁর নাম হবে অর্চি। ভবিষ্যতে তিনি পৃথু মহারাজকে তাঁর পতিক্রমে বধন করবেন। পৃথু মহারাজরূপে সর্বমঙ্গল ভগবান তাঁর পতির এক অংশের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হইবেন। ভগবানের নিজস্বিনী হইল লক্ষ্মীদেবী এবং তাঁরই অংশে অর্চিরূপে পৃথু মহারাজের রানী হওয়ার জন্য অবতীর্ণ হইবেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বলিলেন—“হে বিদূর! তখন সমস্ত

রাক্ষসেরা পৃথু মহারাজের মহিমা কীর্তন করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা তাঁর অঙ্গোপাসন করেছিলেন, সিকরা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন এবং স্বর্গের অঙ্গরারা হুহা আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। অশ্বত্থীশে শব্দ, ত্বর্ন, মৃদঙ্গ এবং দুর্ভুজি বাজতে লাগল। বিভিন্ন লোক থেকে মেবতা, মহর্ষি এবং পিতৃগণ তখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। মেবতা ও দেবশ্রেষ্ঠগণ সহ সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রভু ব্রহ্মা সেখানে এসেছিলেন। মহারাজ পৃথু ইচ্ছা করতলে বিদ্যুৎ ছাড়তে দেখে এবং দুই পদতলে পথচিহ্ন দর্শন করে ব্রহ্মা কৃতান্তে পেরেছিলেন যে, মহারাজ পৃথু হচ্ছেন ভগবানের অংশ। অরুণ যীর কবতলে চক্ররোপে অন্য রেক্সর দ্বারা প্রতিহত হয় না, না বিলুপ্ত হয় না, তাঁকে শরমেধর ভগবানের অংশ-অবতার বলে বুঝতে হবে। তখন ব্রাহ্মণী রাক্ষসেরা রাজার অভিষেকের আয়োজন করেছিলেন। শোকেরা তখন চতুর্বিধ থেকে সেই অনুষ্ঠানের জন্য বিবাহ ব্যবসায়ের সংগ্রহ করেছিলেন। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছিল। সমস্ত নদী, সমুদ্র, গিরি, পর্বত, নগর, গাভী, পক্ষী, শব্দ, স্বর্গলোক এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা তাদের ক্রমতা অনুসারে রাজাকে দেওয়ার জন্য বিবিধ প্রকার উপহার সংগ্রহ করেছিল। এইভাবে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, রাজসিঁহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; এবং অত্যন্ত সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত পত্নী অর্চি সহ রাজা অগ্নির মতো বিদ্যাক্ত করছিলেন।

"হে বিদুর! মহারাজ পৃথুকে কুবের এক কণিনির্মিত সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন। কুবেরের তাঁকে একটি ছত্র উপহার দিয়েছিলেন, যা চক্রের মতো উজ্জ্বল এবং যা থেকে নিরস্তর বৃষ্টি করিনিধু বর্ষিত হয়। মহারাজ পৃথুকে বায়ু দুটি চামড় প্রদান করেছিলেন; ধর্মরাজ তাঁকে বশ-বধনকরী এক পুষ্পমণ্ডল প্রদান করেছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে এক মহাদুলাবান মুণ্ডট প্রদান করেছিলেন; এবং যমরাজ তাঁকে সারা পৃথিবী শাসন করার জন্য একটি অজদন্ত প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা পৃথু মহারাজকে ত্রিধন জ্ঞাননির্মিত একটি বর্ম প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মার পত্নী ভারতী (সরস্বতী) তাঁকে এক দিবা হার প্রদান করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে সুদর্শন চক্র দান করেছিলেন এবং বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীদেবী তাঁকে অক্ষর

সম্পদ প্রদান করেছিলেন। শিব তাঁকে মশ চক্র তরিত একটি তরবারি প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী তাঁকে শক্ত চক্র অর্জিত একটি চাপ প্রদান করেছিলেন। চন্দ্রমল তাঁকে অমৃতময় কতকগুলি অম্ব প্রদান করেছিলেন এবং বিশ্বকর্মা তাঁকে একটি অত্যন্ত সুন্দর রথ প্রদান করেছিলেন। অগ্নিদেব তাঁকে ছাপ ও গোশূঙ্গ-নির্মিত একটি ধনুক প্রদান করেছিলেন। সূর্যদেব তাঁকে সূর্যরশ্মির মতো উজ্জ্বল বাণ প্রদান করেছিলেন। ভূর্লোকের অধিবাসী ভূমিদেবী তাঁকে যোগপঙ্ক্ত-সমর্পিত দুটি পাদুকা প্রদান করেছিলেন এবং আকাশের দেবতারা পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। আকাশমার্গে বিচরণকারী গন্ধর্ব, বিদ্যাধর আরি দেবতারা পৃথু মহারাজকে নাট্য, গীত, বাদ্য এবং নিজের ইচ্ছা অনুসারে অর্জিত হস্তে যাওয়ার কৌশল প্রদান করেছিলেন। মহর্ষিরা তাঁকে ত্যামের অমোঘ আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন। সমুদ্র তাঁকে সলিলসম্বৃত বক্ষ উপহার দিয়েছিলেন। সমুদ্র, পর্বত, নদী তাঁকে শিলা বাধায় তাঁর রথ চালাবার জন্য পথ প্রদান করেছিল। তার পর সূত, যাপধ এবং কপীরা তাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে তার শুভ করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেণের পুত্র গরম শক্তিশালী মহারাজ পৃথু বক্ষ তাঁর সম্মুখে সেই সমস্ত ব্যক্তির দেবত্বের, তখন তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়ে, যুগু হেঁসে অলঙ্কারবিশ্বরে বলতে লাগলেন, 'হে সৌম্য সূত, যাপধ এবং বশিষ্ঠ, জেয়স আমার যে-সমস্ত গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছ তা এখনও অপ্রকাশিত। সুতরাং যে-সমস্ত গুণ আমি গুণাবিত নই, সেই সমস্ত গুণের প্রশংসা কেন করছ? আমি চাই না যে, তোমাদের এই বাক্যবলী আমাতে প্রবৃত্ত হয়ে বিখ্যাত প্রতাপের হোক, তাই তোমাদের এই শুভ আশ্র কেন জগা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কর। হে যজ্ঞভারী ভাবকপণ। জেয়স যে-সমস্ত গুণের কথা বর্ণনা করেছে; সেগুলি যখন প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে প্রকাশিত হবে, তখন জেয়স এইভাবে আমার প্রশংসা করো। সমস্ত ব্যক্তির ভগবানের উদ্দেশ্যে যে-কৃতজ্ঞতা করে, সেই সমস্ত গুণাবলী কখনও মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করো না, তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সেই গুণগুলি নেই। এই সমস্ত মহান গুণাবলী ধারণে সক্ষম কোন

দুষ্টিমান ব্যক্তি আছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সেই গুণগুলির অধিকারি না হয়ে, কিসায়ে তার অনুগামীদের তার প্রশংসা করতে দিতে পারে? কোন মানুষকে যদি এই বলে প্রশংসা করা হয় যে, যদি সে শিক্ষিত হত, তা হলে সে একজন মহা পণ্ডিত হত অথবা একজন মহাপুরুষ হত, তা হলে সেটি প্রত্যঙ্গা রাজ্য আর কিছু নয়। যে দুর্ভ ব্যক্তি এই প্রকার প্রশংসা গ্রহণে সম্মত হয়, সে জ্ঞানে নয় যে, এই প্রকার প্রশংসাবাক্য প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি অপমান-বৃদ্ধক। সম্মানিত এবং উদার-হৃদয় ব্যক্তি

যেমন তাঁর নিম্ননীয় কার্যকলাপের কথা শুনেতে চান না, তেমনই অত্যন্ত বিখ্যাত এবং পরাক্রমশালী ব্যক্তি নিজের প্রশংসা শুনেতে চান না।"

মহারাজ পৃথু বললেন—"হে সূত আমি ভক্তবৎস। আমার কার্যকলাপের দ্বারা একাধি আমি প্রসিদ্ধ হইনি, কারণ তোমাদের বন্দীদের কোন কার্য একমুখ পরিত্য আমি করিনি। অতএব একটি শিশুর মতো আমি কিসায়ে তোমাদের আমার গুণগণন কার্যে নিবৃত্ত করতে পারি?"

৫৫ ৫৫ ৫৫

ষোড়শ অধ্যায়

বন্দীদের দ্বারা পৃথু মহারাজের স্তুতি

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—"পৃথু মহারাজ বক্ষ এইভাবে বললেন, তখন তাঁর বিরতপূর্ণ অমৃতময় বালী গায়কদের অত্যন্ত প্রশংসা দিখন করেছিল। তখন তাঁরা ঘুমিয়ে প্রেরণাক্রমে পুনরায় তুরি তুরি প্রশংসার ধারা স্রাব্য বর্ণনা করতে লাগলেন।"

গায়কেরা বললেন—"হে রাজন! আপনি সাক্ষ্য ভগবনে বিষ্ণুর অবতার এবং তাঁরই অইহতুতী কৃপায় আপনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। অতএব, আপনার মহিমাবিত্ত কার্যকলাপের বখাবৎভাবে গুণগণন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও আপনি রাজা বেণের শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও ব্রহ্মা আমি দেবতাদের মতো মহান বক্তাদের পক্ষেও আপনার মহিমাবিত্ত কার্যকলাপের সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদিও বখাবৎভাবে আপনার মহিমা কীর্তন করার ক্রমতা আমাদের নেই, তবুও আপনার মহিমায় কীর্তন করার নিমিত্ত আমরা প্রেরিত। ঘুমিয়ে মহাজনের কাছ থেকে যে-উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, সেই অনুসারে আমরা আপনার মহিমা কীর্তন করার চেষ্টা করব। কিন্তু যে বর্ণনাই আমরা করি, তা সর্বদা নিতান্ত অপর্ণাও এবং নগণ্য। হে রাজা! যেহেতু আপনি ভগবানের সাক্ষ্য

অবতার, তাই আপনার সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত উদার এবং প্রশংসনীয়। এই পৃথু মহারাজ ধর্ম লাভকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলকে ধর্মে প্রবৃত্ত করছেন এবং ধর্মকে রক্ষা করছেন। ধর্ম-বিরোধীদের এবং নাস্তিকদের কাছে তিনি হলেন মহান দণ্ডদাতা। এই রাজা, স্ববাদমতে, সমস্ত জীবনের পালন করার জন্য এবং সুন্দর অবস্থার রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করতে নিরন্তর বিভিন্ন দেবতারূপে প্রকাশ করছেন। এইভাবে তিনি প্রজাদের বৈদিক কল অনুষ্ঠান করতে অনুপ্রাণিত করে কার্যলোক লাভন করছেন। যথাসময়ে তিনি উপহৃত খাদ্য সর্ষের দ্বারা এই ভূর্লোক পালন করছেন। এই পৃথু মহারাজ সূর্যের সঙ্গে শক্তিশালী হলেন এবং সূর্যদেব যেমন সকলকে সমানভাবে তাঁর ত্রিধন বিতরণ করেন, মহারাজ পৃথুও সমানভাবে সকলের প্রতি তাঁর কৃত্রণ্য বিতরণ করছেন। সূর্য যেমন কবরের মধ্যে ছাট মাস ধরে জল বাষ্পে পরিণত করে, স্বর্গতলে প্রচুরভাবে তা ফিরিয়ে দেয়, ঠিক তেমনই মহারাজ পৃথুও নাগরিকদের কাছ থেকে ফর আদায় করে, প্রয়োজনের সময় তাদের তা ফিরিয়ে দেবেন। এই পৃথু মহারাজ সমস্ত নগরিকদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হলেন। কোন আর্ত

যাতি যদি বিধি-বিধান অবহেলা করে রাজার মন্তকে পদার্পণও করে, তা হলেও তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশে, কিছু মনে না করে তাকে ক্ষমা করবেন। পৃথিবীর পালকরণে তিনি পৃথিবীরই মতো সহনশীল হবেন। যখন বুটি হবে না এবং আগের অভাবে প্রজাদের ভীষণ কষ্ট হবে, তখন ভগবানের অংশস্বত্ব এই রাজা নিজেই ইন্দ্রের মতো ঘনি বর্ষণ করবেন। এইভাবে তিনি অনার্যসে অন্যবুটি থেকে প্রজাদের রক্ষা করবেন। এই পৃথু মহারাজ তাঁর রেহিসিদ্ধ দৃষ্টিশক্তির দ্বারা এবং মনোবৈরাগ্য সুন্দর চুখাশ্রিমার দ্বারা সকলের আনন্দ বর্জন করবেন। পৃথু মহারাজের অনুসৃত মার্গ কেউ বুঝতে পারবে না। তাঁর কার্যকলাপও অত্যন্ত গোপন থাকবে এবং তিনি যে কিতাবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাও কারও পক্ষে লেখা সম্ভব হবে না। তাঁর রাজকোষ সকলের অজ্ঞাত থাকবে। তিনি অন্তর্হীন মাহাত্ম্যসম্পন্ন হবেন এবং সমস্ত গুণের আধার হবেন। তাঁর নব স্বামী এবং প্রভু থাকবে, ঠিক যেমন সমুদ্রে দেবতা বহু সর্বদা জলের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। অরবি কাঠ থেকে যেমন অগ্নি উৎসর্গ হয়, ঠিক তেমনই বেল রাজার মৃত শরীর থেকে পৃথু মহারাজের জন্ম হয়েছিল। তাই পৃথু মহারাজ সর্বদাই অগ্নির মতো অবস্থান করবেন এবং তাঁর শরীর তাঁর সখীপত্নী হতে সক্ষম হবে না। তাঁর পত্নদের কাছে তিনি দুঃস্বপ্ন হবেন, কারণ তাঁর অস্তি নিকটে থাকলেও তারা তাঁর কাছে আসতে পারবে না। কেউই পৃথু মহারাজের শক্তিকে পরাভূত করতে পারবে না। পৃথু মহারাজ তাঁর সমস্ত প্রজাদের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সমস্ত কার্যকলাপ দেখতে সমর্থ হবেন। শুক্ল ও তাঁর গুণের ব্যবস্থা কেউই জানতে পারবে না। সেহাভ্যন্তরীণ প্রাণবায়ু যেমন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকলাপ করা মধ্যেও সর্ব বিধের সর্বদা নিরপেক্ষ থাকে, পৃথু মহারাজও তেমন প্রাণো এবং নিপায় উদারমীন থাকবেন। যেহেতু রাজা সর্বদা ধর্মপথে থাকবেন, তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং তাঁর শত্রুর পুত্র, উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবেন। শত্রুর পুত্র যদি অদৃশ্যীয় হয়, তা হলে তিনি তাকে দণ্ডদান করবেন না, কিন্তু তাঁর নিজের পুত্র যদি দণ্ডনীয় হয়, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে দণ্ড দেবেন।

সূর্যমৈব যেমন অপ্রতিহতভাবে তার উজ্জ্বল তিরণ মানসাতল পর্বত বিস্তার করে, মহারাজ পৃথু প্রভাবও তেমন যতদিন পর্বত তিনি জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্বত মানসাতল পর্বত বিস্তৃত থাকবে। এই রাজা তাঁর ব্যবহারিক কার্যকলাপের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করবেন এবং তাঁর সমস্ত প্রজারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবে। সেই কারণে নাগরিকেরা পরম প্রসন্নতা সহকারে তাঁকে তাদের পালনকারী রাজারূপে বরণ করেছিল। এই রাজা দূত্বভূত এবং সর্বদা সজ্ঞাতভিহ্ন হবেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের অনুরাগী হবেন, বৃদ্ধদের সেবা করবেন এবং শরণাগতদের আশ্রয়দান করবেন। তিনি সকলকে সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং দীন ও অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করবেন। রাজা অন্য রমণীমের মাতৃবৎ প্রজ্ঞা করবেন এবং তাঁর নিজের স্বীকে তাঁর পেছের অর্ধ অঙ্গসমূহ মনে করবেন। তিনি তাঁর প্রজাদের পুত্রবৎ মেহে পালন করবেন এবং তিনি নিজেকে সর্বদা ভগবানের মহিমা প্রচারকারী ভক্তদের পরম আচ্ছাদকারী দাস বলে মনে করবেন। রাজা সমস্ত দেহধারী জীবনের আশ্রয়ভূত প্রিয় বলে মনে করবেন এবং তিনি সর্বদা সুহৃৎদের আনন্দ বর্জন করবেন। তিনি মুক্ত পুত্রবৎদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ করবেন এবং অসামান্য ব্যক্তিদের তিনি কঠোরভাবে দণ্ডদান করবেন। এই রাজা ব্রিভুবনের অধীশ্বর এবং তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের পত্নিতে আবিস্ট। তিনি নির্বিকার এবং ভগবানের শক্ত্যবশে অবতর। মুক্ত ও পূর্ণপ্রজ্ঞ হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত জড় বৈচিত্র্যকে অর্থহীন বলে মনে করেন, কারণ সেগুলি মূলত অবিনয়ের দ্বারা রচিত। অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী এই বীর রাজার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তিনি তাঁর শ্রীতে ধনুক ধারণ করে, তাঁর বিজয়ী রথে চড়ে সূর্যের মতো ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করবেন এবং তিনি উদয়তল পর্বত সমগ্র ভূখণ্ড শাসন করবেন। যখন এই রাজা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন, তখন অন্য সমস্ত রাজার এবং দেবতার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার উপহার প্রদান করবেন। তাঁদের মহিবীর্যও তাঁকে হস্তে চক্র এবং গদাচিহ্নধারী অবি রাজা বলে বিবেচনা করে তাঁর যশ পান করবেন, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো ফলশীল হবেন।

“প্রজাসংসল এই অসাধারণ রাজা প্রজাপতিদের মতো

প্রজা পালন করবেন। প্রজাদের জীবিত সম্পাদনের জন্য তিনি গোবরুণা এই পৃথিবীকে দোহন করবেন। কেবল তাই নয়, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর পতিশালী বস্ত্রের দ্বারা পর্বত নির্দীর্ণ করেন, তেমনই তিনি তাঁর ধনুকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রভাগের দ্বারা গিরিপর্বত চূর্ণ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল করবেন। সিংহ যখন তার পুচ্ছ উন্নত করে যেন বিচরণ করে, তখন অন্য সমস্ত অশ্ব পশুরা লুকিয়ে পড়ে। তেমনই, পৃথু মহারাজ যখন তাঁর মেঘ ও কুবের পুঙ্গবনির্মিত এবং বুদ্ধে অপ্রতিহত ধনুকে টাকার দ্বিগুণ তাঁর মাজো বিচরণ করবেন, তখন সমস্ত আনুরিক-ভাবাপন্ন দুর্বৃত্ত ও দস্যুরা চতুর্দিকে পলায়ন করে যুদ্ধারিত হবে।

“সরস্বতী নদীর উৎসস্থলে এই রাজা একদল অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন। শেষ বসন্তি অনুষ্ঠানের সময় দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অঙ্গ অপহরণ করবেন। পৃথু

মহারাজ তাঁর প্রাসাদ সলেন্ড উপবনে চতুঃসনকের অন্যতম সনৎকুমারের সঙ্গ লাভ করবেন। রাজা ভক্তিনবহুসরে তাঁর আরাধনা করবেন এবং যে জ্ঞানের দ্বারা পরম আনন্দ লাভ করা যায়, সেই দ্বিবা জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন। এইভাবে যখন মহারাজ পৃথু বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জনসাধারণে বিদিত হবে, তখন পৃথু মহারাজ তাঁর অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী কার্যকলাপের বর্ণনা নিজেও সর্বদা গুনতে পাবেন। কেউই পৃথু মহারাজের অশেষ অমান্য করতে পারবে না। সারা পৃথিবী জুড়ে করে তিনি প্রজাদের ব্রিভাণ দৃষ্টে সম্পূর্ণরূপে দিষ্ট করবেন। তখন তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হবে এবং সুর ও অসুরেরা সকলেই তাঁর উদার কার্যকলাপের মহিমা বীর্জন করবে।”



সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথিবীর প্রতি পৃথু মহারাজের ক্রোধ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“এইভাবে বর্ধীরা পৃথু মহারাজের তপাবলী এবং বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন। তার পর পৃথু মহারাজ প্রশংসা কাকের দ্বারা তাঁদের অভিনন্দন এবং ঐশিষ্ট বস্তু প্রদান করে তাঁদের সন্তোষ-বিধান করেছিলেন। এইভাবে সন্তুষ্ট হয়ে পৃথু মহারাজ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের নেতাদের, তাঁর সেককের, তাঁর মন্ত্রীদের, পুরোহিতদের, ন্যায়িকদের, সাধারণ দেশবাসীদের, অন্যান্য জাতির মানুষদের, প্রশংসকদের এবং অন্যান্য সকলকে বধ্যযজ্ঞ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার বলে তাঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।”

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“যে ব্রাহ্মণ। বহুপ্রপ ধারণে সমর্থ পৃথিবী কেন গাভীজপ ধারণ করেছিলেন? এবং পৃথু মহারাজ যখন তাঁকে দোহন করেছিলেন, তখন বৎস কে হয়েছিল এবং

দোহনপাত্র কি হয়েছিল? পৃথিবী কতদূরই অসমতল, কিন্তু পৃথু মহারাজ কিতাবে তাকে সমতল করেছিলেন? আর দেবরাজ ইন্দ্রই য কেমন তাঁর বজ্রাঙ্গ অপহরণ করেছিলেন? রাজর্ষি পৃথু বেদবিদদের মধ্যে যেই সনৎকুমারের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর, তিনি কিতাবে তাঁর জীবনে ব্যবহারিকভাবে জ্ঞান প্রয়োগ করেছিলেন এবং তিনি কি প্রকারে গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নক্যাবেশ অবতার, তাই তাঁর কার্যকলাপের যে-কোন বর্ণনা অবশ্যই অত্যন্ত ক্রতিমুদ্র এবং তা সর্ব সৌভাগ্যপ্রসূ। জামি সর্বদা আপনার এবং অধোক্ষক ভগবানের ভক্ত। তাই দয়া করে পৃথু মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করুন, যিনি রাজা বংশের পুত্ররূপে গাভীজপী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।”

শ্রীমুত গোহাঙ্গী বললেন—“বিদুর যখন ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতারের কার্যকলাপ তখনই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তখন মৈত্রেয়ও অনুপ্রাণিত হয়ে এবং নিদুরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তার পর মৈত্রেয় বলেছিলেন—‘হে বিদুর! যখন দ্বাশ্রয় ও ভবিষ্য পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অতিবিশিষ্ট করেছিলেন এবং তাঁকে প্রজাদের রক্ষক বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন অজ্ঞান হতেছিল। অন্যথায় প্রজাদের দেন্দু বাতকিই নীল হয়েছিল। তাই তারা রাজার কাছে এসে তাদের প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়েছিল। হে রাজন্! যুদ্ধের কোটরই আমি যেমন ধীরে ধীরে বৃক্ষটিকে গুটিয়ে কেটে, তেমনই আমরা আমাদের জটরাগ্নির প্রভাবে গুটিয়ে যাচ্ছি। আপনি শরণার্থীদের রক্ষক এবং আমাদের জীবিকা প্রদানের জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। তাই আমরা সকলে আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আমাদের রক্ষা করেন। আপনি কেবল একজন রাজাই নন, আপনি উপদানের অবতারও। বাস্তবিকভাবে আপনি সমস্ত রাজাদের রাজা। আপনি আমাদের সর্বদায়ক জীবিকা প্রদান করতে পারেন, কারণ আপনি আমাদের জীবিকাপতি। তাই, হে রাজাধিরাজ! দয়া করে আর বিতর্ক করে আপনি আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধন করুন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন, অন্যথায় অন্যথায় আমাদের মৃত্যু হবে।’

‘হে বিদুর! পৃথু মহারাজ প্রজাদের এই প্রকার বিমূঢ় ভাবন করলেন এবং তাদের করণ্য অবস্থা বর্ণন করে, তার অন্তর্নিহিত কারণ জানবার জন্য ককশ ধরে চিন্তা করেছিলেন। সেই বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজা ক্রোধে সমস্ত জগৎ সংহারকারী ত্রিপুরারির মতো শবাসন গ্রহণ করলেন এবং পৃথিবীকে লক্ষ্য করে তাতে শর যোজন করলেন। পৃথিবী বন্ধ দেখলেন যে, মহারাজ পৃথু তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর ধনুক এবং বাণ গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে কাপড়ে গুরু করেছিলেন। তিনি তখন পৃথু মহারাজের ভয়ে একটি গাভীর রূপ ধারণ করে, বাধ তাড়িত হরিণীর মতো চতুর্বেগে পলায়ন করতে গুরু করেছিলেন। জা দেখে মহারাজ পৃথু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর চক্ষু উল্লীষমান সূর্যের মতো অরতিময় হয়েছিল। তাঁর ধনুক বাণ যোজন করে, তিনি সেই গাভীরূপী পৃথিবী বেগানেই

পলায়ন করছিলেন, তাঁর পশ্চাদ্গমন করছিলেন। গোকর্ণী পৃথিবী দু্যলোক ও ভুলোকের মধ্যে ইতস্তত পলায়ন করছিলেন এবং যেখানেই তিনি যাচ্ছিলেন, মহারাজ পৃথু ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানেই তাঁর পশ্চাদ্গমন করছিলেন মানুষ যেমন নিকুর মৃত্যুর হাত থেকে নিজের পাশ না, তেমনই গোকর্ণী পৃথিবী বেগপুত্র পৃথু মহারাজের হাত থেকে নিজের কোল উপায় নেই দেখে, অবশেষে তাঁত ও কুণ্ডিত চিণ্ডে তিনি পলায়ন-কার্য থেকে নিবৃত্ত হলেন। মহা ঐশ্বর্যশালী পৃথু মহারাজকে ধর্ম-তত্ত্ববোদ্ধা এবং শরণার্থ-সংসার বলে মনোহর করে পৃথিবী বললেন— ‘আপনি সমস্ত জীবের রক্ষক। এখন আপনি এই লোকের রাজ্যরূপে অবস্থিত হয়েছেন, সুতরাং দয়া করে আপনি আমাকেও রক্ষা করুন।’

গাভীরূপী পৃথিবী রাজার কাছে আবেদন করতে লাগলেন—‘আমি অত্যন্ত দীন এবং আমি কোন পাপকর্ম করিনি। জা হলে কেন আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? ধর্মজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি আমার প্রতি বিরোধ-পরায়ণ হয়েছেন এবং কেন আপনি একজন অকলা রক্ষীকে এইভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? হে রাজন্! কোন স্ত্রীলোক যদি অপরাধ করে, জা হলেও মানুষ তাকে প্রহার করে না, অতএব আপনার মতো দয়ালু, প্রজারক্ষক ও দীনবৎসল রাজার আচরণ কি কথা। হে রাজন্! আমি একটি সুদৃঢ় ভরণীর মতো এবং সমস্ত বিশ্ব জামাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আপনি যদি আমাকে বিদীর্ণ করেন, জা হলে আপনি কিভাবে নিজেকে এবং আপনার প্রজাদের নিরক্ষিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন?’

পৃথু মহারাজ ঐবিত্তীকে ফললেন—‘হে বশুন্ধরে! তুমি আমার আদেশ ও শাসন অবজ্ঞা করেছ। দেবতাক্রমে তুমি আমারে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছ, কিন্তু জার বিনিময়ে তুমি যথেষ্ট ঋণশস্য উৎপাদন করনি। সেই কারণে আমি তোমাকে অবশ্যই বধ করব। যদিও তুমি প্রতিদিন তৃণ ভক্ষণ কর, তবুও তুমি আমারে উপযোগের জন্য তোমার নুড়ের খলি পূর্ণ করছ না। যেহেতু তুমি জেনে-ওয়ে এই অপরাধ করছ, তাই তুমি বলতে পার না যে, গাভীরূপ ধারণ করেছ বলে, তোমাকে দত্তপন্ন করা উচিত নয়। তুমি এতই কলমুর্তি

যে, পূর্বকালে একা যে-সমস্ত গুহাধি ও শাসন বীজ সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি তুমি নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ এবং আমার আদেশ সত্ত্বেও তুমি সেগুলি প্রদান করছ না। আমার বাণের দ্বারা তোমাকে বও খণ্ড করে কেটে, তোমার মাংসের দ্বারা আমি আমার রাজ্যের এই সমস্ত লুণ্ঠার প্রজাদের আর্তনাল শান্ত করব। যে নিকুর বর্জিত—জা সে গুরুত্ব হোক, স্ত্রী হোক অথবা স্ত্রী হোক—সে যদি কেবল নিজের ভরণ-পোষণের কাপারেই অগ্রহী হত এবং অন্য জীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করে, জা হলে রাজা তাকে বধ করতে পারে। এই প্রকার বধ প্রকৃত বধ বলে মনে করা হয় না। তুমি অত্যন্ত গর্বাক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়েছ। এখন তুমি তোমার যোগশক্তির প্রভাবে গাভীরূপ ধারণ করেছ, কিন্তু জা হলেও আমি আমার বাণের দ্বারা তোমাকে তিন ভাগ করে খণ্ডবিখণ্ড করব এবং তার পর আমার যোগশক্তির প্রভাবে আমি নিজেই এই সমস্ত প্রজাদের ধ্বংস করব। তখন সাফল্য যমরাজ-সদৃশ পৃথু মহারাজ ক্রোধময়ী মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেন তখন মূর্তিমান ক্রোধরূপে প্রতিজ্ঞাত হয়েছিলেন। তাঁর বাক্য শ্রবণ করে পৃথিবী ভয়ে কম্পমানা হয়েছিলেন। বহাভলি সহকারে পৃথু মহারাজকে প্রণতি নিবেদন করে, ঐবিত্তী বলতে লাগলেন—‘হে পরমেশ্বর ভগবান! হে প্রভু! আপনার বিধি দিবা এবং আপনি আপনার মায়ার জায়া প্রকৃতির তিন গুণেও মিথস্ত্রিয়ার মাধ্যমে বহুদূর এবং বধ যেমনিতে বিস্তার করেছেন। আপনি সর্বদা দিবা স্থিতিতে অবস্থিত এবং বিবিধ জড়-জাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন জড় সৃষ্টির দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন না। তার ফলে আপনি জড়-জাগতিক অবস্থানে মোহমগ্ন হন না। হে ভগবান! আপনি জড় সৃষ্টির পূর্ণ পরিচালক। আপনি এই জড় জগৎ ও প্রকৃতির তিনটি গুণ উৎপন্ন করেছেন এবং তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়স্থল-বহন পৃথিবীরূপে আমাকেও সৃষ্টি করেছেন। তবুও হে প্রভু, আপনি সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। এখন আপনি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আপনার অস্ত্র উদ্যত করে আমাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন আমি আর বরং শরণ গ্রহণ করব। সৃষ্টির দ্বারা আপনি আপনার

অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সমস্ত স্বকর ও জগৎ প্রাণীদের সৃষ্টি করেছিলেন। সেই শক্তির দ্বারা এখন আপনি জীবদের রক্ষা করতে প্রস্তুত। আপনিই ধর্মের পরম রক্ষক। জা হলে কেন আমি গাভীরূপ ধারণ করা সত্ত্বেও আমাকে সংহার করতে আপনি ইচ্ছা করছেন?’

‘হে ভগবান! যদিও আপনি এক, তবুও আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি নিজেকে বহুদূর বিস্তার করেছেন। স্বাকার মাধ্যমে আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাই আপনি ইচ্ছেন দ্বারা ভগবান। দ্বারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নর, তারা আপনার চিন্তার অব্যবহাণ কুহকে পাত্রে না, কারণ তারা আপনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। হে ভগবান! আপনার স্বীকৃত শক্তির দ্বারা আপনি সমস্ত জড় উপাদানের, ইন্দ্রিয়সদৃশের, নিরঙ্গুলতরী শ্বেতশ্যে, বৃক্ষের, অহর্যাকের এক অন্য সব কিছু আপনি করণ। আপনার শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। আপনার শক্তির প্রভাবেই কেবল সব কিছু কখনও প্রকাশিত হয় এবং কখনও অপ্রকাশিত হয়। তাই আপনিই ইচ্ছেন সর্ব সংহারের পরম করণ পরমেশ্বর ভগবান। তুমি আপনার ভগবান সত্ত্ব প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি দত্ত। এক সমস্ত আপনি বহুদূর প্রকাণ্ডে নিহতরূপে রম্যরূপ থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। আপনার স্বীকৃত শক্তির প্রভাবে এই জগৎকে পালন করার জন্য, আপনি সমস্ত তৌপ্তিক উপাদান, ইন্দ্রিয়সদৃশ এবং হলুদ সৃষ্টি করেছেন। হে ভগবান! এইভাবে এক সমস্ত আপনি কল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাই আপনি ধরাতর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এখন একজন অহর্যাকরূপে আপনার তাঁড় বাণের দ্বারা আপনি আমাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু আমি তো কেবল জলের উপর একটি লৌকর মতো সব কিছু আমিই রেখেছি। হে ভগবান! আমিও আপনার জড় প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছি। তার ফলে আমি আপনার অব্যবহাণের দ্বারা মোহমগ্ন হয়েছি। আপনার ভক্তদের অব্যবহাণও হানতরূপে করা যায় না, অতএব আপনার লীলা সত্ত্বেও কি আমি বন্ধন আছি। এইভাবে সব কিছুই, পরম্পর-বিহীন এবং অসংলগ্ন বলে মনে হয়।’

অষ্টাদশ অধ্যায়

পৃথু মহারাজ কর্তৃক পৃথিবী দোহন

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—“হে বিদুর! পৃথিবী এইভাবে ক্রম করা সম্ভব পৃথু মহারাজের ক্রোধ উপস্থাপন হল না এবং অত্যন্ত ক্রোধের ফলে তাঁর অংগ তখন কম্পিত হচ্ছিল। পৃথিবী অত্যন্ত ভীত হওয়া স্বাভাবিক, রাজ্যে অশান্তি করার জন্য এইভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। হে ভগবান! দয়া করে আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমি আপনাকে যা নিবেদন করছি, তা বৈধ সহকারে গ্রহণ করুন। দয়া করে এই বিষয়ে আপনি একটু বিবেচনা করুন। আমি অত্যন্ত ধীমান হতে পারি, কিন্তু ময়ুর যেমন প্রতিটি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, ত্রিক তেমনই পণ্ডিত কৃতি সমস্ত বিবর থেকেই তার সারভাগ গ্রহণ করেন। সমস্ত মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য, কেবল ইহলোকেই নয়, পরলোকেও মনুষ্যের উন্নতি সাধনের জন্য তদ্বদনীয় মুনিকবিদ্য বিবিধ উপায় নির্ণয় করে গেছেন। যিনি পূর্বতন মহর্ষিদের প্রদর্শিত উপায় ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বাধিকভাবে অনুসরণ করেন, তিনি অন্যায়সে তাঁর জীবনের উপেক্ষা সাধন করতে পারেন। যে সমস্ত সূর্য মনুষ্য নির্ভুল নির্দেশ প্রদানকারী মহর্ষিদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে কল্পিত উপায়সমূহ উদ্ভাবন করে তাদের সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবলই ব্যর্থ হবার নিশ্চয় হয়।”

“হে রাজন! পুরাকথায় ব্রহ্মা যে-সমস্ত বীজ, মূল, ওষধি এবং শস্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা এখন সমস্ত অভ্যন্তরীণ ভোগ করছে, যারা সব রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত। হে রাজন! কেবল শস্য এবং ওষধিই অভ্যন্তরের ভোগ অংশ উপেক্ষা ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই নয়, ফলস্বভাবে আমার পালনও হচ্ছে না। ইন্দ্রিয়ভূতি সাধনের উপেক্ষা খাদ্যশস্য ব্যবহার করে বাস্য চোরে পরিণত হয়েছে, সেই সমস্ত সূর্য্যুতের দণ্ডবলে অন্ধ রাজ্যের দ্বারাও আমি অন্যায়। তাই আমি সমস্ত বীজ পুতিতে রেখেছি, কারণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ

অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করার কথা। ধার্মিকতা আমার চিত্তের সজ্জিত থাকায় ফলে, এই সমস্ত শস্যবীজ নিশ্চয়ই জীর্ণ হয়েছে। তাই আচার্য বা শাস্ত্র নির্দেশিত উপযুক্ত উপায়ে, সেই সমস্ত বীজগুলি এখনই উদ্ধার করা অপমান্য কর্তব্য। হে মহাবীর! হে ভূতডাকন! আপনি যদি প্রচুর খাদ্যশস্য প্রদান করে জীবনের কষ্ট নিবারণ করতে চান, আপনি যদি আমাকে দোহন করে তাদের পোষণ করতে চান, তা হলে আপনি উপযুক্ত বৎস, দোহনপত্র ও গোছা নিয়ন্ত্রণ করুন, যাতে আমি আমার বৎসের প্রতি অত্যন্ত বৎসলা হয়ে, আপনার বাসনা অনুসারে দুগ্ধ প্রদান করতে পারি। হে রাজন! আপনি আমাকে এমনভাবে সমস্তল করেন, যেন বর্ষা ঋতু শেষ হয়ে গেলেও, ইন্দ্রসেব-বর্জিত জল আমার উপরিভাগে সর্বত্রই সমভাবে থাকতে পারে এবং পৃথিবীকে আর্দ্র রাখতে পারে। তার ফলে সর্বপ্রকার উৎপাদনের জন্য তা অত্যন্ত স্তব্ধ হবে।”

“পৃথিবীর এই প্রিয় ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করে পৃথু মহারাজ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার পর তিনি ব্যায়সকে ডেকে বৎস রূপে গ্রহণ করে, তাঁর নিজের হাতকে দোহন পাত্ররূপে পরিণত করে, পৃথিবীরূপ গাড়ী থেকে সমস্ত ওষধি ও শস্য দোহন করেছিলেন। অন্তেরা, বীর পৃথু মহারাজের সঙ্গে বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরাও পৃথিবী থেকে সার গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে সকলেই সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং পৃথু মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁদের বাসনা অনুসারে তাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহর্ষিগণ বৃহস্পতিকে বৎসে পরিণত করে এবং তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহকে দোহনপাত্রে পরিণত করে, তাঁদের স্বামী, মন ও শব্দ পরিচয় করার জন্য সর্বপ্রকার বৈদিক জ্ঞান দোহন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বৎসে পরিণত করে, পৃথিবী থেকে সোমবসনগণ অনুভব দোহন করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের মানসিক কামতা

দেবের কামতা এবং ইন্দ্রিয়ের কামতা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। দৈত্য-দানবেরা অসুরকুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজকে বৎস বানিয়ে, বিভিন্ন প্রকার সূত্র এবং আসব দোহন করেছিল, যা তারা লৌহপাত্রে রেখেছিল। পক্ষী ও অলসারা বিজ্ঞবসুকে বৎস বানিয়ে, পক্ষবৃন্দের পায়ে দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। সেই মুগ্ধ মধুর সঙ্গীতকলা ও সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মকর্মে মুগ্ধ দেবতা লৌভাগ্যবান পিতৃপন অর্ঘ্যাকে বৎস বানিয়ে অত্যন্ত প্রভাসহকারে অগ্নক বৃদ্ধর পায়ে কণা দোহন করেছিলেন, যা হচ্ছে পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত জ্ঞান। তার পর সিদ্ধলোক-বাসীরা এবং বিদ্যাধরলোক-বাসীরা কপিল মুনিকে বৎসরূপে পরিণত করে এবং আকাশকে পাত্র করে, অশ্বিনী তারি বোগসিদ্ধি দোহন করেছিলেন। বস্তু বিদ্যাধরেরা আকাশে উড়ায় বিদ্যা লাভ করেছিলেন। কিশ্কিন্দ্রের লোকবাসীরা ময়ূরমণ্ডকে বৎস বানিয়ে, সংকল্পমাত্র অদৃশ্য হওয়ার এবং অনাক্ষর্যে আবর্তিত হওয়ার বিদ্যা দোহন করেছিলেন। তার পর বন, রজন, ভূত এক পিণ্ডাচরা, যারা মাসে আহারে অভ্যস্ত, তারা শিবের অবতার রক্তকে বৎসে পরিণত করে, নর-কপালরূপ পাত্র বস্তু থেকে প্রস্তুত বস্তু দোহন করেছিল। তার পর কলাহীন সর্প, কলাবৃত্ত সর্প, বিলাস নগ্ন, বৃত্তিক এবং অন্যান্য সমস্ত বিষধর প্রাণীরা তক্তককে বৎস বানিয়ে, সাপের গর্তরূপ পাত্র পৃথিবী থেকে বিষ দোহন করেছিল। নগাদি চৌহদ্দস প্রাণীরা শিকার বাহন বৃকে বৎস করে এবং অনাক্ষর্যে পাত্র করে তাদের আহারের জন্য তাজা সবুজ ঘাস দোহন করেছিল। ব্যাঘ্র আদি হিংস্র পশুরা মিহকে বৎস বানিয়ে তাদের আহার্যরূপ মাসে দোহন করেছিল। লক্ষীরা গরুড়কে বৎস বানিয়ে, পৃথিবী থেকে তাদের আহার্যরূপে জলময় কীটপতঙ্গ এবং স্বাক্ষর ভৃগুপত্র দোহন করেছিল। কুকুর বটবৃককে বৎস বানিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুখানু রস দোহন করেছিল। পর্বতেরা হিমালয়কে বৎস বানিয়ে, শূররূপ পাত্র বিভিন্ন

প্রকার দাতু দোহন করেছিল। পৃথিবী সকলকে তাদের উপযুক্ত আহার প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন। তার ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীরা তাদের স্ব স্ব জাতির প্রথম স্বাতন্ত্র্যকে বৎসে পরিণত করে, বিভিন্ন প্রকার পাত্র তাদের বাস্যরূপ পৃথক পৃথক স্তব্ধ লাভ করেছিলেন।”

“হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর! এইভাবে পৃথু প্রমুখ অন্নভোজী জীবের ভিন্ন ভিন্ন বৎস সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন দোহনপাত্র তাদের অর্জীত বাস্যরূপ স্তব্ধ দোহন করেছিলেন। তার পর, পৃথিবী সমস্ত জীবদের বিভিন্ন প্রকার আহার্য প্রদান করেছিলেন বলে, পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত দেহপরিচাল হয়ে পৃথিবীকে দুহিতবে বরণ করেছিলেন। তার পর, রাজাধিরাজ মহারাজ পৃথু তাঁর ধনুকের শক্তির দ্বারা নিম্নপর্বত চূর্ণবিচূর্ণ করে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করেছিলেন। তাঁরই কৃপায় পৃথিবী প্রায় সমতল হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের কাছে পৃথু মহারাজ ছিলেন ঠিক পিতার মতো। তাই তাদের স্বীকৃতি নির্বাহের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি প্রদানে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল করার পর, সত্যসের বৃত্তি এবং বাসনা অনুসারে, তিনি তাদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ কক গ্রাম, নগর, পশ্চিম, দুর্গ, ঘোষপট্টী, গোপালা, সেনানিবাস, বনি, কুবকদের গ্রাম এবং পাহাড়ী গ্রাম প্রভৃতি বাসস্থান নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পৃথু মহারাজের রাজত্বকালের পূর্বে এই ভূমণ্ডলে নন্দর, গ্রাম, গোচারশকুনি ইত্যাদির পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না। সকলেই তাদের নিজেদের বেয়াল-বুশিমাভা এবং সুবিধামতো তাদের ফলফল তৈরি করত এবং তার ফলে সব কিছুই অকিন্যত ছিল। কিন্তু পৃথু মহারাজের সমর থেকে পরিকল্পনা অনুসারে, নগর ও গ্রাম পশুদের ব্যবস্থা ওক হয়।”

উনবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ

মহর্ষি মৈত্রেয় কহিলেন—“হে প্রিয় বিদুর! হায়পুত্র যমুর ক্ষেত্র ব্রহ্মসভ্যে, যেখানে সন্ন্যাসী নদী পূর্ববাহিনী হয়ে প্রবাহিত হইল, সেখানে পৃথু মহারাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বীজিত হয়েছিলেন। মহা শক্তিশালী সেবরাজ ইন্দ্র বহন করি গেলেন, তখন তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সত্যম কর অনুষ্ঠানে পৃথু মহারাজ ঠেকে অতিক্রম করবেন। তাই পৃথু মহারাজের সেই মহাবল অনুষ্ঠান তাঁর কাছে অবস্থা হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান ঐবিক্ত সকলের হৃদয়ে পত্রমাহারাজে বিরাজমান এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মলোকের অধীশ্বর ও সমস্ত জ্ঞান জোতা। তিনি যখন পৃথু মহারাজের দ্বারা উপস্থিত ছিলেন। তখন বিদুর বহন যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব, লোকপালপদ এবং তাঁদের অনুচরগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন নন্দ, কবি এবং অপরগণা তাঁর কন্যাদর্শন করছিলেন। শিব, বিদ্যাসুর, সৈন্য, লোক এবং যজ্ঞরথ ভগবানের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুন্দর নন্দ অশ্বি দুই পার্শ্বসংক্রান্ত ছিলেন। সর্বত্র ভগবানের সেবা করতে উৎসুক মহারাজ ভক্তপদ এবং কনিষ্ঠ, লোক, দত্তাদের প্রমুখ মহর্ষিগণ ও সন্যাসি বোপেবনগণ, সকলেই ভগবান ঐবিক্তার সঙ্গে সেই মহান যজ্ঞ যোগদান করেছিলেন।”

“হে বিদুর! সেই মহারাজ সমস্ত ভূমি কাষেদুর মধ্যে হয়েছিল এবং সেই বহন অনুষ্ঠানের ফলে, সকলের সৈন্যসৈন্য ঐবিক্তের সমস্ত অশ্বশক্ত্যাদি পূর্ণ হয়েছিল। বহমান নদীসমূহ অধু, কবাহ, অন্ন ইত্যাদি সমস্ত রস বহন করেছিল এবং বিদ্যাসুর প্রভৃতি পরিমাণে ফল ও মধু উৎপাদন করেছিল। শক্তি পত্রমাণে সপ্তাহ হ্রাস পেয়ে, গাভীরা প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দই, তি এক অন্যান্য পশুও অশ্বশক্তির বস্ত্রমুখ প্রদান করেছিল। সমস্ত নানা প্রকার মূল্যবান রত্নসমূহে পূর্ণ ছিল, পর্বত গাভীতে পূর্ণ ছিল এবং তাঁর অশ্বি ছিল অসংখ্য উর্বর এবং তাতে

চতুর্বিধ খাদ্যসমগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছিল। তখন বিভিন্ন ব্রহ্মলোকের লোকপালপদ ও জনসাধারণ পৃথু মহারাজের জন্য নান্য প্রকার উপহার নিয়ে সেখানে এসেছিলেন। পৃথু মহারাজ অশ্বশক্ত ভগবানের প্রাপ্তি ছিলেন। বহু বহন অনুষ্ঠান করার কালে, পৃথু মহারাজ ভগবানের কৃপায় অশ্বশক্ত উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজের এই ঐশ্বর্য সন্তুষ্ট করতে না পেয়ে খেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রতি অশ্বশক্ত-পরায়ণ হয়ে, তাঁর দ্বারা বিদুর উৎপাদন করার চেষ্টা করেছিলেন। পৃথু মহারাজ যখন শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞটি অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন ইন্দ্র সকলের অলঙ্কারে বস্ত্রশক্তি অপহরণ করেন। পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত মারসর্ব-পরায়ণ হয়ে, তিনি জা করেছিলেন। ইন্দ্র বহন যোদ্ধাটি চূড়ি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি মুক্ত পুত্রবৎ বেন ধারণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বেন ছিল এক প্রকার প্রত্যাহা, কারণ তখন তাঁর অশ্বশক্ত ভগবানত ধর্মচরণ বলে মনে হয়েছিল। ইন্দ্র বহন অশ্বশক্ত্যর্থে এইভাবে পলায়ন করছিলেন, তখন মহর্ষি অশ্বি তাঁকে দেখতে পান এবং সমস্ত ঘটনা সবকিছু অবগত হন। মহর্ষি অশ্বি বহন পৃথু মহারাজের পুরকে ইন্দ্রের হৃদয় কণা জানান, তখন সেই পরম বীর অশ্বশক্ত ক্রুদ্ধ হয়ে “দাঁড়াও! দাঁড়াও!” বলতে ক্রোধে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। ইন্দ্রকে জাগ্রতী ও অশ্বশক্ত্যাদি দেখে, পৃথু পুত্র তাঁকে একজন ধর্মাত্ম ও পবিত্র সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি কণা নিক্ষেপ করেছিলেন। অশ্বি বহন দেখলেন যে, ইন্দ্রকে শিখা না করে, মহারাজ পৃথু পুত্র তাঁর দ্বারা প্রত্যাহিত হয়ে ক্রোধে এসেছেন, তখন অশ্বি দুর্গি তাঁকে পুনরায় হস্তা করলে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, পৃথু মহারাজের দ্বারা বিদুর সৃষ্টি করার জন্য, ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে। সেই কথা শুনে, বেশ রাক্ষস পৌত্র উৎকণ্ঠা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে আকাশমার্গে পলায়নরত

হইলেন পশুশক্ত্যাদি করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতি অশ্বশক্ত ক্রুদ্ধ হইতেছিলেন এবং পশুশক্ত্যাদি দ্বারা জাগ্রতী বোঝাবে হাবলেন পশুশক্ত্যাদি করিত হইতেছিলেন, তিন্ত সেইভাবে তিনি ইন্দ্রকে পশুশক্ত্যাদি করেছিলেন। ইন্দ্র বহন দেখলেন যে, পৃথু পুত্র তাঁর পশুশক্ত্যাদি করেন, উৎকণ্ঠা তিনি তাঁর পশুশক্ত্যাদি করে, তেঁদেরি তেঁদের সেখান থেকে অশ্বশক্ত হইলেন। মহর্ষি পৃথু পুত্র সেই অশ্বি নিয়ে তাঁর নিত্যর বহনস্থলে গিয়ে গিয়েছিলেন।”

“হে বিদুর! মহর্ষি মহারাজ পৃথু পুত্রের এই অশ্বশক্ত পরাক্রম লক্ষ্য করে, তাঁকে শিখিতপদ দায় প্রদান করেছিলেন। হে বিদুর! অত্যন্ত শক্তিশালী কর্তার রাজা ইন্দ্র তখন ঘন অশ্বশক্ত্যাদি দ্বারা বহনস্থল অশ্বশক্ত করে, কর্ণশক্ত্যাদি দ্বারা পশুশক্ত্যাদি বোঝে রাজা সেই অশ্বশক্ত্যাদি পুনরায় অশ্বশক্ত করেছিলেন। মহর্ষি অশ্বি পুনরায় পৃথু মহারাজের পুরকে দেখিয়েছিলেন যে, আকাশমার্গে ইন্দ্র পলায়ন করেছে। অশ্বশক্ত পৃথু পুত্র তখন পুনরায় তাঁর পশুশক্ত্যাদি করেছিলেন, তিন্ত তিনি বহন দেখলেন যে, ইন্দ্র কপাল ও বর্মি ভগ্ন করছেন, তখন তিনি তাঁকে হত্যা না করতে ছিন্ন করছিলেন। মহর্ষি অশ্বি বহন পুনরায় তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তখন পৃথু মহারাজের পুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ক্রোধে বন বোঝন করলেন। তা দেখে ইন্দ্র উৎকণ্ঠা সন্ন্যাসীরা হতবশ এবং অশ্ব পরিচয় করে সেখান থেকে অশ্বশক্ত হইতেছিলেন। তার পর মহারাজ পৃথু পুত্র শক্তিশক্ত পুনরায় সেই অশ্বি নিয়ে তাঁর নিত্যর বহনস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় থেকে দ্বারা মক্ষুতি, তদ্রূপ কণা সন্ন্যাসীরা বেন গ্রহণ করেছিল। ইন্দ্রই তাই প্রবর্তন করেছেন। বহমান অপহরণের চেষ্টায় ইন্দ্র বে-সমস্ত সন্ন্যাসবেশ ধারণ করেছিলেন, সেগুলি নান্দিক্য লক্ষ্যে প্রতীক। এইভাবে পৃথু মহারাজের বহনের অশ্ব বহন করার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র অশ্বশক্ত সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে কণা সন্ন্যাস প্রকার সৃষ্টি হয়েছে। তিন্ত সন্ন্যাসীরা মধু থাকে এবং তখনও তখনও তারা বস্ত্রকর্ষণ বেশ ধারণ করে; তাইবের কণা হয় কাপালিক। এগুলি তেবল পাপকর্মের প্রতীক মাত্র। পাপাসক্ত মানুষেরা এই তপস্বীকৃত সন্ন্যাসীদের খুব সমাদর করে, কারণ তারা সকলেই হচ্ছে ভগবত্বিকের দায়িত্ব। তারা তাদের

নিজের মহারাজ পুত্রের কণা কাপালে অত্যন্ত বাকপট। তিন্ত আমায়ে জনতে দাব হে, তাদের ধর্ম-আচরণকারী বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা ভ্রম। তৃতীয়বৎসর মোহাজের মানুষেরা তাদের ধর্মিক বলে মনে করে এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে নিজেদের সর্বদায় করে। অত্যন্ত পরাক্রমশালী মহারাজ পৃথু উৎকণ্ঠা তাঁর পুত্রের গ্রহণ করে ইন্দ্রকে হস্তর ক্রোধে উদাত হইতেছিলেন, কারণ ইন্দ্র এই প্রকার অশ্বশক্ত সন্ন্যাসভঙ্গ প্রবর্তন করেছিলেন। যখন পুরোহিতরা এবং অন্য সকল দেখলেন, পৃথু মহারাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে হস্তর ক্রোধে উদাত হইতেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে বলেছিলেন—“হে মহারাজ! মন্ত্র করে তাঁকে বহু করবেন না, কারণ যজ্ঞস্থলে বহন নিমিত্ত পণ্ডিতের অশ্ব তিন্ত বহু করা উচিত নয়। এটি শাস্ত্রের নিয়ম। হে বহন! আপনার বহন অনুষ্ঠানে বিদুর সৃষ্টি করার ফলে, ইন্দ্র ইতিমধ্যেই হতবশ হইতেছে। জামরা অশ্বশক্ত্যাদি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আত্মা করে, এই বহনশক্ত্যাদি তদ্রূপ মিত্রে আসব এবং আমাদের মন্ত্রের বলে থাকে অশ্বশক্ত্যাদি হইতে করণ, কারণ সে হচ্ছে আপনার শক্তি।”

“হে বিদুর! রাজ্যে এই উপদেশ দেওয়ার পর, বহন অনুষ্ঠানে বহু পুত্রশক্ত্যাদি মহারাজের দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। তাঁরা বহন দ্বারা অশ্বশক্ত্যাদি নিমিত্ত যাচ্ছিলেন, তখন ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের নিবৃত্ত করলেন।”

ব্রহ্মা তাঁদের সম্বোধন করে কহিলেন—“হে বহন অনুষ্ঠানকারীরা, আপনারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বহু করতে পারেন না। সেটি আপনার কর্তব্য নয়। আপনারদের কোনে গ্রহণ উচিত যে, ইন্দ্র পরমেশ্বর ভগবানেরই মন্ত্রে। যাত্নবিক পক্ষে তিনি ভগবানের একজন মন্ত্রাধেশ অবতার। এই বহন অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনারা সমস্ত দেবতাদের প্রসন্নতা বিদান করার চেষ্টা করছেন, তিন্ত আপনারদের জ্ঞান উচিত যে, সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন ইন্দ্রের অংশ। তা হলে এই মহান যজ্ঞে আপনারা কিতাবে তাঁকে বহু করতে পারেন? পৃথু মহারাজ অনুষ্ঠানে বিদুর সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র এতদূর কঠোরপন পশু অশ্বশক্ত্যাদি করেছেন, বহু কণে ভবিষ্যতে ধর্মের সুনির্দিষ্ট পথ দিষ্ট হবে। ভেবে দেখুন, আপনারা

যদি তাঁর আবণ্ড বিরোধিতা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্য অনেক অধর্মের পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন।”

“অতএব বিপুলকীর্তি পুণ্ড্র নিরানবুইটি যজ্ঞই হোক।” তাঁর পর ব্রহ্মা পুণ্ড্র মহারাজের প্রতি কলেন, “যেহেতু আপনি মোক্ষের মার্গ সহজে পূর্ণরূপে অবগত, অতএব আপনার আর অধিক যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন।” আপনার উত্তরেই কল্যাণ হোক, কারণ আপনি এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই পরমেশ্বর আগমনের লক্ষ্যাবেষ অবতর। সুতরাং আপনি ইন্দ্র থেকে ভিন্ন নন। অতএব ইন্দ্রের প্রতি আপনার কৃপা হওয়া উচিত নয়। হে রাজন! আপনার যজ্ঞ স্বাক্ষরভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে, কুব্জ ও চিত্রাশক্তি হবেন না। এই বিদ্রুপ দৈবের প্রভাবেই হয়েছে। দ্বন্দ্ব কত্রে স্বাক্ষরকারে আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, দৈবের চড়ায়ে যদি কোন কিছু ঘটে, তা হলে সেই জন্ম আমাদের পুণ্ড্রিত হওয়া উচিত নয়। দৈবের দ্বারা কোন কার্য ফলি হলে, কতই আমরা সেই কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করি, ততই আমরা ছড়বামী কিম্বদের ঘন ভাঙকাবে প্রবেশ করি। এই বজ্র অনুষ্ঠান বন্ধ করুন, কারণ এই যজ্ঞের ফলে ইন্দ্র অনেক অধর্ম আচরণ প্রবর্তন করেছে। আপনি জেনে রাখুন যে, দেবতাদের যথোপযুক্ত অনেক বধ অবস্থিত রক্ষণ রয়েছে। দেখ, যজ্ঞের চুরি করার কলে, দেবরাজ ইন্দ্র কিভাবে যজ্ঞের মাঝে এক বিদ্রুপ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত এই সমস্ত চিত্রাকর্ষক পাপকর্ম জনসাধারণকে অধিকৃত করবে।”

“হে বেণুপুত্র মহারাজ পুণ্ড্র! আপনি ভগবান বিষ্ণুর

কলা অবতার। রাজা বেণুর দুই কার্যকলাপের কলে, ধর্ম প্রারম্ভকৃত হয়েছিল। সেই উচিত সময়ে আপনি ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে অবতরণ করেছেন। বার্তাবিকল্পকে ধর্মরক্ষণ করার জন্য আপনি রাজা বেণুর শরীর থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। হে প্রজারক্ষক! দয়া করে আপনি আপনার অবতরণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করুন। ইন্দ্র যে পাপও মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, তা নানা অধর্মের জন্মদায়ী। সুতরাং আপনি দয়া করে সেই সমস্ত ইশলা অচিরে নিবৃত্ত করুন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—“এইভাবে পরম শুভ ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, পুণ্ড্র মহারাজ তাঁর যজ্ঞ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন এবং গভীর স্নেহ প্রদর্শন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। তাঁর পর পুণ্ড্র মহারাজ মৃত্যু করেছিলেন। বজ্র অনুষ্ঠানের পর, বিধি অনুসারে স্নান করতে হয়। তাঁর পর তাঁর মহিমামণ্ডিত কর্কশলাপে প্রসন্ন হয়েছিলেন যে সমস্ত দেবতারা, তাঁদের কাছ থেকে তিনি ক্ষম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গভীর ব্রহ্মা সহকারে, আপনি রাজা পুণ্ড্র এই যজ্ঞে উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণদের নানা প্রকার উপহার প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, রাজাকে তাঁদের আশ্রিত আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।”

সমস্ত মহর্ষি ও ব্রাহ্মণেরা কলেন—“হে শক্তিশালী রাজা! আপনার নিমন্ত্রণে সর্বশ্রেণীর জীবেরা এই সভায় যোগদান করেছেন। তাঁরা গিত্যলোক ও স্বর্গলোক থেকে এসেছেন এবং মহর্ষিগণ ও স্মরণীয় মানুষেরাও এই সভায় যোগদান করেছেন। এখন তাঁরা সকলেই আপনার বধদ্বারে এবং আপনার দানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।”



বিংশতি অধ্যায়

পুণ্ড্র মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—“হে বিষ্ণু! নিরানবুইটি বজ্র অনুষ্ঠানের কলে ভগবান ত্রীমূর্তি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্রসহ সেই বজ্রস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পর তিনি বলছিলেন—হে মহারাজ পুণ্ড্র! ইন্দ্র তোমার শত অধর্মে বজ্র অনুষ্ঠানে বিদ্রুপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এখন সে ক্ষমতাবী হয়ে তোমার কাছে এসেছে। তাই তাকে তোমার কমা করা উচিত। হে রাজন! ধীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং আনন্দের হিতসাধনে রত, মনুষ্য-সমাজে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা কখনও মনের প্রতি বিরোধ-পন্থা হন না। তাঁরা ভালভাবে জানেন যে, ভাঙা থেকে এই জড় কোথাকার। পূর্বপুত্র আচার্যদের উপদেশ পালন করার ফলে, পারমার্থিক জীবনে উন্নত তোমার মতো ব্যক্তিরাও যদি আমার মায়ের প্রভাবে মোহান্ত হন, তা হলে তোমার পারমার্থিক উন্নতি কেবল সন্দের অনর্থক অপচয় বলেই মনে করা হবে। বীরা দেহবলবৃদ্ধির কারণ সহজে পূর্ণরূপে অত্যন্ত, বীরা জানেন যে, এই দেহ অজলমিত অবিদ্যা, কাম ও কর্মের দ্বারা সৃষ্ট, তাঁরা কখনও মোহের প্রতি আসক্ত হন না। সম্পূর্ণরূপে সোহৃদবুদ্ধি থেকে মুক্ত যে-অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার গৃহ অগত, মিত্র অসি পারীত্রিক বিবাহের প্রতি মমতা থাকবে কি হবে? আত্মা এক, শুদ্ধ, চিত্তর এবং স্বতঃপ্রকাশ। তিনি সমস্ত সত্ত্বগুণের আধার এবং সর্বব্যাপ্ত। তিনি জড় আকরক-রহিত এবং তিনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। তিনি অন্য সমস্ত জীব থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং তিনি সমস্ত দেহধারী আত্মার অতীত। এইভাবে তিনি পরমাশ্রম ও আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অগত, তিনি জড় প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই আত্মার দিব্য প্রেমময়ী সেবার অবস্থিত।”

“হে পুণ্ড্র মহারাজ! কেউ যখন তাঁর স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে, কোন স্বকর্ম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা না করে,

আমার শ্রেয়সী সেবার কৃত হন, তিনি ধীরে ধীরে তাঁর স্বধর্মে অনাবিল তৃপ্তি আনন্দ করেন। তাঁর যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্তের মন উদার ও স্বচ্ছ হয় এবং তিনি তখন সব কিছুই সমভাবে নন্দন করেন। জীবনের এই অবস্থার শক্তি লাভ হয় এবং তিনি তখন সন্তানসম্বন্ধ বিপ্রকলনী আত্মার সমনস প্রাপ্ত হন। যিনি জানেন যে, এই জড় কোথাকার পক্ষ-মহাত্ম্য, জানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গঠিত এবং আত্মা স্থির ও উদারীণ হয়ে এই সবার অধ্যাক্ষত করে, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।”

“হে রাজন! প্রকৃতির তিনটি গুণের মিশ্রিত্যার প্রভাবে এই জড় জগত নিরন্তর পরিবর্তন হয়। পক্ষ-মহাত্ম্য, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের নিজেই দেহপ্রাপন এবং জল, বা আত্মার দ্বারা বিদ্রুপ হয়—এই সবার সমন্বয়ে দেহ গঠিত হয়। যেহেতু জল ও শূন্য জড় উপাদানের এই সমন্বয় থেকে আত্মা সম্পূর্ণ দ্বিত্ব, তাই আমরা সবে শূন্য সৌহার্দ্য ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ আমরা তত পূর্ণরূপে অর্জনিত হয়ে, জড় জগতের এই শূন্য ও দুঃখের দ্বন্দ্ব কিসি হন না।”

“হে বীর রাজা! সর্বদা সমন্বয়পন্ন হয়ে উন্নত, স্বধর্ম ও অধর্ম সমস্ত মনুষ্যের প্রতি সমন্বয়ভাবে আচরণ কর। অনিত্য শূন্যরূপে চিহ্নিত হতো না। সর্বপ্রকারে তোমার মন ও ইন্দ্রিয় সবদল কণ। আমর বান্ধবপন্থা, তুমি জীবনের যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সর্বদা চিত্তর করে অধিকৃত হয়ে, রাজারূপে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার চেষ্টা কর। তোমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তোমার লোকের প্রজাদের রক্ষা করা। রাজার ধর্ম হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের রক্ষা করা। এইভাবে আচরণ করার কলে, রাজা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রজাদের শূন্যকর্মের এক-বচন্য ভোগ করেন। কিন্তু রাজা বা মনুষ্যপ্রধান যদি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে কিন্তু তাদের বদাধিকার প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে করে না, সেই রাজার পুণ্যফল

প্রজারা হরণ করে এবং তার প্রজাদের পাণ্ডকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়।”

“হে মহারাজ পৃথু! তুমি যদি শুক-পরম্পরা ধারার সিংহাসন প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ রাজাদের নির্দেশ অনুসারে প্রজা পালন কর এবং সব বকর মনোদ্বন্দ্ব-প্রসূত সন্তানদের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, তাঁদের তেওঁরা ধর্মীর অনুশাসন পালন কর, তা হলে তোমার সমস্ত প্রকার সুখী হবে এবং তার তোমার প্রতি প্রজ্ঞাপরায়ণ হবে এবং তুমি অতিশ্রমী সন্তক, সনাতন, সন্তান ও সন্তৎকুমার এই চারজন মুক্ত-পুরুষের সর্পন লাভ করবে।”

“হে রাজন্! তোমার উত্তম গুণাবলী এবং অপূর্ব সুন্দর আচরণে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রশংসা হয়েছি। সেই জন্য তুমি আমার কাছে যে-কোন বর প্রার্থনা করতে পার। যারা উচ্চগণাবলী-সম্বিত নর এবং তাদের আচরণ উত্তম নর, তারা কেবলমাত্র বলা অনুষ্ঠানের দ্বারা, কঠোর তপস্যার দ্বারা অথবা কোন অভ্যাসের দ্বারা কখনও আমার কৃপা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাদের চিত্ত সমস্ত পবিত্রতায় বৈশ্ব-রহিত, তাঁদের হৃদয়ে আমি সর্বদা বিরক্ত করি।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে কিং! এইভাবে বিবর্তিত মহারাজ পৃথু পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ নিয়মার্হ করেছিলেন। ইহা তখন তাঁর কৃতকর্মের জন্য লক্ষিত হয়ে, পৃথু মহারাজের পদবুগলে পতিত হলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজ তৎকালে প্রেমামুত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁর বজ্রাঘ্র অংশহরণ-জনিত বিষমতপন পরিত্যাগ করেছিলেন।”

“পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূজা করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পূজা করার সময়, পৃথু মহারাজের ভবন-প্রেম ক্রমশঃ খর্ষিত হয়েছিল। ভগবান তখন বহান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু যোহুত তিনি পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ-পরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি প্রস্থান করতে পারলেন না। ভগবান তখন তাঁর কমল-নয়নের দ্বারা পৃথু মহারাজের আচরণ সর্পন করেছিলেন, তত্ত-সংসল্যাহত তাঁর এই বিলম্ব হয়েছিল। আমি রাজা পৃথুর চকু তখন অশ্রুপূর্ণ হওয়ার এবং কষ্ট রক্ত হওয়ার, ভগবানকে সর্পন করতে পারলেন

না এবং তাঁকে সন্তোষ করতে পারলেন না। তিনি কেবল তাঁর হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে, কৃতাঞ্জলিপুটে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর তিনি অশ্রুধারা মার্জন করে দেখতে গেলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে, পরজের উদ্যত স্বস্তে তাঁর হস্তের অগ্রভাগ বিদ্যত করে, তাঁর অশ্রুবিভূষণ নরন-পাথের পথিকরূপে অবস্থান করছেন। তখন পৃথু মহারাজ তাঁকে সম্বোধন করে এই প্রার্থনাটি নিবেদন করেছিলেন।”

“হে ভগবান! বীড়ের বরদান করার ক্ষমতা রয়েছে, আপনি সেই দেবতাদেরও ঈশ্বর। অতএব কোন বিবেকী ব্যক্তি কেন আপনার কাছে জড় জগতের গুণের বন্ধনে মোহপ্রস্ত ব্যক্তিদের ভোগ্য বর প্রার্থনা করবে? সেই সমস্ত বর নরকবাসী জীবেরা পর্বত আপনা থেকে লাভ করে। হে ভগবান! আপনি ব্রহ্ম-সাক্ষীও অবশ্যই দান করতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত বর আমি লাভ করতে ইচ্ছা করি না। হে ভগবান! আমি তাই আপনার অতিশ্রমী নীন হয়ে যাওয়ার বর প্রার্থনা করি না; কারণ সেই অতিশ্রমে আপনার শ্রীপাদপদ্মের অমৃত পান করা যায় না। আমি কেবল অমৃত বর লাভের বর প্রার্থনা করি, কারণ তার ফলে আমি আপনার বর্ষ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করতে সক্ষম হব। হে ভগবান! মহাপুরুষদের মুখনিঃসৃত উত্তমমন্ত্রকের দ্বারা আপনার মহিমা কীর্তিত হয়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের এই মহিমা ঠিক কেশরের কণার মতো। যখন ইহন ভক্তদের মুখনিঃসৃত বানী আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিস্পর্শ কেশরের পৌরসুত বহন করে, তখন বিমূর্ত জীবেরা পুনরায় আপনার সঙ্গে তাদের নিজ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে। এইভাবে ভক্ত-বা বখাবধভাবে জীবনের মুগ্ধ হলায়তন করতে পারে। হে ভগবান, আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার সৌভাগ্য যাচীত আর অন্য কোন বর চাই না। হে মহা-মহিমাবিত্ত ভগবান! কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সাহচর্যে আপনার কার্যকলাপের মহিমা একবারও শ্রবণ করেন এবং তিনি যদি একটি পাত না হন, তা হলে ভগবত্বক্তের সঙ্গে তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না, কারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা কখনও করবে না। আপনার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের পূর্ণপছা

লক্ষ্মীদেবীর গ্রহণ করেছেন। তিনি কেবল আপনার অনন্ত কার্যকলাপ ও অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করার জন্য সর্বদা উৎসুক। এখন আমি ঠিক ভক্তলার মতো ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার যুক্ত হতে চাই, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সিন্ধু গুণের আধার। সেই জন্য হাতে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আমার বিবাহ হতে পারে, কারণ আমার উভয়েই একপ্রতিভে একই সেবার যুক্ত হব। হে জগদীশ্বর! লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন দ্বারা জগতের মাতা এবং তবু আমার মনে হয় যে, তাঁর সেবার কৃতকর্ম করার ফলে এবং যে পদের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত সেই সেবা করার ফলে, তিনি হৃদয়ে আমার প্রতি কৃষ্ণ হতে পারেন। তা হলেও আমি আশা করি যে, আমার এই তুল্য যোগ্যবৃত্তিতে আপনি আমার পক্ষ অবলম্বন করবেন, কারণ আপনি নীনবৎসল এবং আপনি সর্বদা তুল্য সেবাকেও অনেক কষ্ট করে দেখেন। তাই লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি কৃষ্ণ হলেও, আমার মনে হয় যে, তাতে আপনার কোন কতি হবে না, কারণ আপনি সম্পূর্ণরূপে আশ্ব-নির্ভরশীল, সুতরাং লক্ষ্মীদেবীও আপনার তত প্রয়োজন নেই।”

“মহান মুক্ত পুরুষেরা সর্বদা আপনাকে ভক্তি করে, কারণ ভক্তির প্রভাবেই কেবল মোহমরী জড় অবিজ্ঞের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হে ভগবান! মুক্ত পুরুষেরা যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শ্রবণ প্রবণ করেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁরা নিজের আপনার শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন। হে প্রভু! আপনার অনন্য ভক্তের কাছে আপনি স্ব বসেছেন তা অত্যন্ত মোহকাবিনী। যেসে আপনি যে প্রলোভন প্রদান করেছেন তা অবশ্যই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের উপহৃত নয়। সাধারণ মানুষেরাই যেসে মধুর বাণীতে মোহিত হয়ে, তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ সন্ধ্যা কর্মের রত হয়। হে ভগবান! আপনার দ্বারা প্রভাবে এই জড়-ভগবতের সমস্ত জীবেরা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিমূর্ত হয়েছেন এবং অজ্ঞানতা-বশত তারা সর্বদাই সমাজ, বন্ধু ও প্রেমরূপে জড় সুখ কাহনা করছে। তাই, দয়া করে আপনি

আমাকে কোন রকম জড়-কাগতিক লাভের জন্য বর প্রার্থনা করতে বলাবেন না। পশ্চাত্তরে, পিতা যেমন তাঁর পুত্রের প্রার্থনায় প্রত্যাশা না করে তার কল্যাণের জন্য সব কিছু করেন, তেমনই আপনিও বা কিছু আমার কল্যাণের বলে মনে করেন তাই করুন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“পৃথু মহারাজের প্রার্থনা গান, ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মী ভগবান রাজাকে সন্তোষন করে ফলোদ্ভবলেন—“হে রাজন্! আমার ভক্তি-বৃত্তিতে তুমি সর্বদাই যুক্ত থেকে। তুমি বা বুদ্ধিমান-পূর্ণক ব্যক্ত করেছ, কেন এই প্রকার সং উদ্দেশ্যের ফলেই দুর্লভব্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। হে রাজন্! হে প্রজ্ঞাপনক! এখন থেকে অত্যন্ত সন্তোষনতা সহকারে তুমি আমার আদেশ পালন কর এবং কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিভ্রষ্ট হয়ো না। যে প্রজ্ঞাপূর্ণক এইভাবে আমার আজ্ঞা পালন করে, তার সর্বত্র মঙ্গল হয়।”

“পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত পৃথু মহারাজের সারগর্ভ প্রার্থনায় চতুর সমাদর করলেন। এইভাবে তাঁর দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। দেবতা, কবি, পিতৃ, গর্ভব, সিদ্ধ, চারণ, পরম, ভিকার, জলজ, মর্ত্যলোকবাসী, পক্ষী এবং বহুজলে উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত জীবদের এবং পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্শ্বদের অগ্রলিঙ্গন হয়ে পৃথু মহারাজ সুমধুর বর্ণীর দ্বারা এবং বখাস্তব সম্পদ প্রদান করে পূজা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পর, তাঁর সর্বদা ভগবান শ্রীবিজ্ঞের পদাঘ্র অনুসরণ করে তাঁদের স্ব-ব হুসে প্রস্থান করেছিলেন। পুরোহিতসহ রাজার মন হরণ করে, অচ্যুত ভগবান চিদাকাশে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পৃথু মহারাজ তখন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধা প্রতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান যদিও জড় সৃষ্টির অগোচর, তবুও তিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টিপথে নিজেই প্রকাশিত করেছিলেন। ভগবানকে প্রপতি নিবেদন করার পর, পৃথু মহারাজ তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

একবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের উপদেশ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—“পৃথু মহারাজ যখন তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য মুক্তা, কুলের মল্য, সুন্দর বস্ত্র ও স্বর্ণ-ভোষণের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শহরটিকে সাজানো হয়েছিল এবং সারা নগরী সুশৃঙ্খিত ধূপের দ্বারা সুবাসিত হয়েছিল। নগরীর পথ ও গ্রামশস্যস্থল চন্দন ও অমৃত-মিশ্রিত জলে সিক্ত হয়েছিল এবং ফুল, ফল, খই, বিভিন্ন প্রকার ধাতু, প্রদীপ ইত্যাদি ঐশ্বর্যময় সামগ্রীর দ্বারা সর্বত্র সজ্জান হয়েছিল। পথের সজ্জিমূলগুলি ফল, কুল, কমলীভক্ত, সুগন্ধি গাছের ডাল, কুম্ভ ও তরুণলবঙ্গ দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। যখন রাজা নগরে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত লোকসকল তাঁর পূজা, দক্ষিণ ইত্যাদি মাঙ্গলিক সামগ্রী নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল। নানা প্রকার রত্নালংকারে বিভূষিত কন্যাসুন্দরী কুমারীও স্বাগত জানিয়েছিল। তাদের পরম্পরের অঙ্গ সলসল হওয়ার কালে, তাদের কানের তুল ফেন পরস্পরকে স্পর্শ করছিল। রাজা যখন গ্রামে প্রবেশ করলেন, তখন শস্য ও দুগ্ধভি ধর্মিত হল, পুরোহিতেরা বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন এবং লোকসকল তাঁর পূজা করলেন। তিন্ত তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য এই সমস্ত অনুষ্ঠান শেষেও, রাজা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরবধার। নগরীর সমস্ত ব্যক্তির ও সাধারণ প্রকার সবলেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে রাজাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং রাজাও তাঁদের অতীষ্ট বর প্রদান করেছিলেন। পৃথু মহারাজ ছিলেন মহত্বের মহাপুরুষ এবং তাই তিনি ছিলেন সকলেরই পূজ্য। তিনি পৃথিবী শাসন করার সময় কন্যাসুন্দরীকে সর্বাধিক স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সর্বদাই উদার। এই প্রকার মহান সাফল্য অর্জন করার কালে, তাঁর ব্যক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল এবং চতুর্থে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”

সূত্র গোবামী বললেন—“হে ঋষিদের নায়ক

শৌনক। অগ্রান্ত যোগ্য মহিমাযুক্ত ও বিশ্ববিখ্যাত আদিরাজ। পৃথুর সম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষির কাছ থেকে শ্রবণ করার পর, মহাজনক সমুদ্র অত্যন্ত ক্রীড়িতভাবে মৈত্রেয় ঋষির অর্চনা করে তাঁকে নিম্নলিখিত প্রশংসিত করেছিলেন।”

বিদুর বললেন—“হে ভাস্কর্য মৈত্রেয়। মহর্ষি ব্রাহ্মণেরা যে পৃথু মহারাজকে রাজসিংহাসনে অভিষেক করেছিলেন, সমস্ত দেবতারা যে তাঁকে অসংখ্য উপহার প্রদান করেছিলেন এবং তিনি যে বিকৃতপ্রভ প্রাপ্ত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর প্রথম বিজ্ঞার করেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় অসংগত হয়ে, আমি পতীর আনন্দ অনুভব করছি। পৃথু মহারাজের কার্যকলাপ এতই মহান ছিল এবং তাঁর শাসন-প্রণালী এতই উদার ছিল যে, আজও সমস্ত রাজ্য ও বিভিন্ন গ্রহলোকের দেবতারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এমন কে আছে যে তাঁর মহিমাযুক্ত কার্যকলাপ শ্রবণ করতে চাইবে না? আমি পৃথু মহারাজ সম্বন্ধে অসংখ্য গুণে তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র ও বিস্তৃত।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—“হে বিদুর। পৃথু মহারাজ দক্ষা ও ধর্মনার্য অতীবর্তী জ্ঞাতো ব্যাস করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী, তাই মনে হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পূর্বকৃত পুণ্য ফল করার জন্য প্রায়ই সৌভাগ্য ভোগ করছেন। মহারাজ পৃথু ছিলেন সন্তোষ-সমর্পিত পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট। তাঁর অপ্রতিহত আদেশ শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেউ লঙ্ঘন করতে পারত না। এক সময় পৃথু মহারাজ এক মহাব্যাধি দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই বলে দেবতা, ঋষি ও রাজর্ষির সকলে সমবেত হয়েছিলেন। সেই মহান সভার মহারাজ পৃথু সর্ব প্রথমে সমস্ত পুণ্যীয় অভিযানের স্বাধীনভাবে পূজা করেছিলেন এবং তার পর তিনি সেই সভায় অসংখ্য পবিত্র চন্দ্রের মতো উৎসব করেছিলেন। মহারাজ পৃথুর সেই উদার ও বলিষ্ঠ,

তাঁর অসংখ্য গৌরব, তাঁর ব্যাবস্থার দীর্ঘ ও সুন্দর, তাঁর নেতৃত্বগণ প্রভাতকালীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল, তাঁর ন্যাসিতা উদার, সুশৃঙ্খল অত্যন্ত সুন্দর এবং বলিষ্ঠ সৌন্দর্য। তাঁর দ্বিতীয় ভাস্কর্যে পৃথু মহারাজের সর্বোচ্চ শোভা পাচ্ছিল। পৃথু মহারাজের বস্ত্রস্বল বিস্তৃত, তটিন্দ্রিয় ফুল, উদার ত্রিভাঙ্গী রেখার সুশৃঙ্খিত এবং স্বচ্ছ পাঠের মতো উজ্জ্বল দ্বিতীয় ও অপ্রাচ্যগ সংকীর্ণ। তাঁর নাতিদেহ আবেশের মতো গভীর, উদার সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল এক পাঠের পাঠের স্বচ্ছ উদার। তাঁর কোমলগণ—সুন্দর, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ও চিত্র, গলদেশ লম্বার মতো রেখাযুক্ত। তিনি একটি অতি সুন্দর দৃষ্টি পরোক্ষেন এবং তাঁর নেত্রে উপবিত্ত ছিল এক অতি সুন্দর উত্তরী। যজ্ঞে বীজিত হওয়ার সময় পৃথু মহারাজ তাঁর মূল্যবান বস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন এবং তার কালে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য দৃষ্টিগত হয়েছিল। তিনি যখন কৃষ্ণাভিন পরিধান করেছিলেন এবং জামুলে কৃষ্ণবীর ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁর দাব ও সুন্দর দেখাচ্ছিল, কারণ তার কালে তাঁর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছিল। বহু অনুষ্ঠানের পূর্বে পৃথু মহারাজ সমস্ত বিধি-নির্দেশগুলি শাসন করেছিলেন। সভা সম্বন্ধে অনুষ্ঠানিত করার জন্য এক তাঁদের আনন্দ বর্ধন করার জন্য পৃথু মহারাজ শিশু-বিশিষ্ট তারকার মতো চকুর ছাড়া তাঁদের উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তার পর তিনি গভীর দাব তাঁদের বশেছিলেন। পৃথু মহারাজের সেই দাবী ছিল অত্যন্ত মনোহর, বিচিত্র পবিত্র, স্টাটাবে বোধগম্য, শ্রবণ-মধুর, গভীর ও শুদ্ধ। তিনি কো উপস্থিত সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা বলেছিলেন।”

পৃথু মহারাজ বললেন—“হে সভার উপস্থিত সদস্যগণ! আপনাদের স্বল্প বয়স! আপনারা, সমস্ত মহাতারা, যাঁরা এই সভার উপস্থিত হয়েছেন, সন্ধ্যা করে আমার প্রার্থনা মানোযোগ সত্যকারে শ্রবণ করুন। যে-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ভিত্তাসু, ধর্মভিলাসু ব্যক্তির কাছে তাঁর মনের অভিজ্ঞার ব্যক্ত করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় আমি এই লোকের রাজসংগে নিযুক্ত হয়েছি এবং প্রজাদের শাসনের জন্য, বিপদ থেকে তাদের

রক্ষা করার জন্য এক বৈদিক নির্দেশ স্থাপিত করছি। যদ্যপি অসংখ্য তাদের ঐশ্বর্য প্রদানের জন্য আমি এই রাজসংগে ধারণ করেছি। আমি মনে করি যে, রাজ্যশাসনে আমি যদি আমার কঠোর সম্পাদন করি, তা হলে আমি বেদজ্ঞদের দ্বারা বর্ধিত ঐশ্বর্য বহু লাভ করতে পারব। সমস্ত নিয়তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, সেই গন্তব্যস্থল নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়। যে রাজা তাঁর প্রজাদের দর্শনময় ধর্ম অনুসরণ করে কঠোর সম্পাদন করার শিক্ষা না দিলে, তেমন তাদের কাছ থেকে কন্যেই কন্যে, তাঁকে প্রজাদের শাসনকার্যের ফল ভোগ করতে হইবে এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য নিশ্চয় হইবে।”

“যতএব হে প্রজাবৃন্দ! তোমাদের রাজ্যের পদাঙ্গিক কল্যাণ সাধনের জন্য, কর্ত্তব্যময় ধর্ম অনুসারে তোমাদের কর্ত্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন কর এবং সর্বদা তোমাদের ফলায়ে ভগবানের কৃপা চিন্তা কর। তা করলে তোমাদের নিঃশঙ্কর হিতসাধন হবে এবং তোমাদের রাজ্যের পদাঙ্গিক কল্যাণের ফলে তোমরা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রাপ্তি করবে। আমি সত্য নির্ভর-হীন দেবতা, পিতৃ ও ঋষিদের অনুরোধ করছি যে, আপনাদের আমায় প্রকৃত সমর্থন করুন, কারণ বৃদ্ধার পর কর্মের ফল কর্মকর্ত্তা, জ্ঞানকর্ত্তা ও দূর্ব্যককে সমানভাবে ভোগ করতে হইবে। হে পৃথিবীমণ্ডল! প্রাথমিক পাঠের মতে, একজন পরম পুণ্য নিশ্চয়ই রয়েছে যিনি আমায় কর্মের ফল প্রদান করেন। তা না হলে কেন এমন কোন কোন ব্যক্তিরই দেবা দায়, যাঁরা ইহলোকে ও পরলোকে অসংখ্য সৌন্দর্য ও শক্তি সম্পন্ন হন? তা কেমন বৈদিক প্রশ্নের জবাব দিতে পারি? হর্ষন, মন, উদারগণ, জন, প্রিয়হত, আমায় নিতম্য অঙ্গ প্রকৃতি কন্যে পুণ্যের ফল এবং প্রভাব হবার ফলে যদি প্রকৃত মহাজ্ঞানের দ্বারা তা প্রতিপন্ন হয়েই এবং তাঁরা সমস্তই ছিলেন পদাঙ্গিক পদাঙ্গিক কল্যাণের অভিধেয় বিধাতা আত্মিক। আমার নিজ এবং দুটিময় মৃত্যুর পৌত্র বেশ প্রকৃত নিম্নলিখিত ব্যক্তির দ্বারা পৃথু মোহপ্রভ হলেও, পূর্বোক্ত পৃথু মহাপুরুষের দীক্ষিত করেছেন যে, এই ভগবত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোহ অতল স্বপ্নলোকে উন্নতি আশীর্বাদ একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানই প্রদান করতে পারেন। স্বপ্নলোকে উপলব্ধির দেবতা

অভিভূতির ফলে, দুর্ভাগ্যক্রিষ্ট মানুষ অভাবীন জন-
জন্মায়ের সঞ্চিত কলুষ থেকে উদ্ধৃত হবার মুক্ত হয়।
তদনুসারে শ্রীপাদপদের অসুখ থেকে উদ্ধৃত হবার জন্মের
যতো এই পথ্য তৎক্ষণাৎ ফলকে নির্মল করে এবং তার
ফলে তার পারমার্থিক চেতনা যা কৃষ্ণভক্তি দ্বারা বীরে
বর্ধিত হয়। ভগবদ্ভক্ত হবার পরমেশ্বর ভগবানের
শ্রীপাদপদের অমর প্রহর করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে
সমস্ত ব্যস্ত ধারণা অথবা মনঃস্বর্ষের কলুষ থেকে মুক্ত
হন এবং তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের উদ্ভব হয়। ভক্তিব্যোগের
অনুশীলনের প্রভাবে বীর্যবান হওয়ার ফলেই কেবল তা
সম্ভব হয়। একবার ভগবানের শ্রীপাদপদমূলের আশ্রয়
গ্রহণ করলে, সেই ভক্তকে আর কখনও হিত্রাণ দুঃখ-
সমর্ষিত এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রজাদের উপদেশ দিলেন—
“তোমাদের কায়মনোবাক্য এবং জেমান্দের বৃত্তিগত কর্মের
ফল অর্পণ করার দ্বারা সর্বত্র উন্নয়ন চিত্তে ভগবানের সেবা
কর। তোমাদের যোগ্যতা ও বৃত্তি অনুসারে পূর্ণ বিকাশ
সহকারে, নিম্নপটে ভগবানের শ্রীপাদপদের সেবার নিযুক্ত
হও। তা হলে তোমাদের জীবনের চমক উদ্বেগসাধনে
জেমায় সম্পন্ন হবে। পরমেশ্বর ভগবান চিন্তায় একা তিনি
জড় ভগবতের দ্বারা কলুষিত নন। যদিও তিনি হচ্ছেন
জড় বৈচিত্র্যবিহীন কলীকৃত আকার, তবুও তিনি বিবিধ
বস্ত, গুণ, ক্রিয়া, মন, অর্থাৎ, সত্য, স্রবশক্তি ও নাম
দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকার বস্তু জীবনের মঙ্গলের
জন্য স্বীকার করেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত, কিন্তু
জড় প্রকৃতি, কাল, কালম ও বৃত্তিগত কর্মের সমন্বয়ে
উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার শরীরেও তিনি প্রকাশিত। একই
অর্থাৎ যেমন বিভিন্ন আকার ও আয়তনের কাঠখণ্ডে
বিত্তরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনিই বিভিন্ন প্রকার চেতনার
বিকল হয়। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞকন্দের স্বীয়
এবং ভোগ্য। তিনি পরম গুরুও। এই ভূমতলে সমস্ত
প্রজাতির দ্বারা আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বারা স্বপ্নের
দ্বারা ভগবানের পূজা করছেন, তাঁরা আমার প্রতি পরম
অনুগ্রহ প্রদান করছেন। অতএব, হে প্রজাগণ।
আপনাদের ধনাব্যয়, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁদের
মহিমায়, গুণস্যা, জ্ঞান ও বিদ্যায় যলে মহিমামিষ্ট হন।
এই সমস্ত লিখ্য সম্পদের প্রভাবে বৈষ্ণবেরা রাজকুল

থেকেও ব্রহ্ম। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে,
রাজকুল যেন কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের উপর তাদের
বিক্রম প্রদর্শন না করে এবং কখনও তাঁদের চরণে
অপরাধ না করে। পুরাতন, শাখত ও সমস্ত মহা-
পুরুষদের অগ্রণী পরমেশ্বর ভগবান কুব্জ-পাক যজ্ঞরূপী
ঐশ্বর্য লাভ করেছেন ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদের
উপাসনার দ্বারা। সকলের হৃদয়ে বিরাগ কবা সত্ত্বেও,
সর্বভাষ্যে স্বাধীন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত
প্রসন্ন হন, বীরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং নিম্নপটে
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বংশধরদের সেবা করেন, কারণ
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও তাঁদের
অত্যন্ত প্রিয়। নিম্নপটে ভগবান ও বৈষ্ণবদের সেবা
করার দ্বারা হলদের কলুষ বিমোচিত করে পরম শান্তি লাভ
করা যায় এবং জড় অসংখ্য থেকে মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট
হওয়ার যায়। এই জগতে ব্রাহ্মণদের সেবা করার থেকে
ব্রহ্ম সর্বমম কর্ম সেই কারণ যে-সমস্ত সেবাদের জন্য
নানা প্রকার বস্তু অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই
সেবায় তার ফলে প্রসন্ন হন। পরমেশ্বর ভগবান অন্য
হিসেব বিভিন্ন সেবাদের নামে নিবেদিত যজ্ঞের আর্থের
মাধ্যমে আহরণ করেন, তবুও যজ্ঞাগ্নির মাধ্যমে আহরণ
করার থেকে তবুও যদি ও ভক্তদের মুখের দ্বারা আহরণ
করে তিনি অধিক তৃপ্তি অনুভব করেন, বস্তুক তিনি তখন
ভক্তদের সন্যাস করেন না। ব্রাহ্মণ সংকুচিত্তে
ব্রাহ্মণদের লিখ্য স্থিতি লাভেরূপে সুবক্ষিত হন, কারণ
সেই সংকুচিত্তে ব্রহ্মা, গুণস্যা, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, যন ও
ইন্দ্রিয়-সংযম এক ব্যক্তির দ্বারা বৈদিক নির্দেশ পালন
করা হয়। এইভাবে জীবনের যান্ত্রিক উদ্বেগ
উজ্জলভাবে প্রকাশিত হয়, ঠিক যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে মুখ
পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।”

“এখানে উপস্থিত ব্রাহ্মের ব্যক্তিবাদ। আশ্রি
আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি, যাতে আমার
জীবনের অস্তিত্ব সমস্ত পর্বত, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও
বৈষ্ণবদের শ্রীপাদপদের ধূলিকণা সর্বদা আমার মুকুটে
ধারণ করতে পারি। যিনি এই প্রকার ধূলিকণা তাঁর
মন্তকে ধারণ করতে পারেন, তিনি অস্তি শীঘ্র সমস্ত পাপ
থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত বাক্তিত সন্তোষজনী অর্জন
করেন। যিনি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করেছেন—

গায় একমাত্র সম্পদ হচ্ছে তাঁর সন্যাস, তিনি কৃতজ্ঞ
এবং যিনি ভক্তিগত দাঁড়িয়ে শরণার্থী—তিনি পৃথিবীর
সমস্ত সম্পদ প্রাপ্ত হন। আরি তাই বাসন করি যে,
পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্শ্বেরা যেন গাভীসহ আমার
প্রতি প্রসন্ন হন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“পৃথু মহারাজের সেই সুন্দর
কাণী প্রবণ করে, সেই সভার উপস্থিত সমস্ত নেতা,
পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও সাধু মহাত্মারা তাঁকে অধিনন্দন জানিয়ে
তাঁদের গুণেতা জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁরা সকলে
খোষণা করেছিলেন যে, পুত্রের কর্মের দ্বারা পিতা
অর্থলোক-সমূহ জয় করতে পারেন,—এই হিতবাক্য
সার্থক হয়েছে। যোহু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিহত পণী
বেশ ও তার পুত্র মহারাজ পুত্র দ্বারা অস্বকার্যের নরও
থেকে ক্ষিত্য পেল। তেমনই, হিরণ্যকশিপু পরমেশ্বর
ভগবানের প্রেরণ অর্থীকার করার পাশে নরকের
গভীরতর অন্ধকার প্রদেশে পতিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তার
মহান পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রভাবে, সেও উদ্ধার লাভ
করে ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল।”

সমস্ত সাধু ব্রাহ্মণেরা পৃথু মহারাজকে সন্মান করে
বললেন—“হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে পৃথিবীর পিতা। আপনি
দীর্ঘায়ু হোন, কারণ আপনি সমস্ত জগতের পতি অচ্যুত
পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ।”

প্রোতারা বললেন—“হে মহারাজ পৃথু। আপনি

কীর্তি পরম পরিচয়, কারণ ব্রাহ্মণদের প্রভু, পবিত্র কীর্তি
পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আপনি প্রচার করছেন।
আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনাকে
আমাদের পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছি এবং তাই আমাদের মনে
হয়, আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের
আশ্রয়ে বাস করছি। হে প্রভু! প্রজাশাসন করাই
আপনার বর্ম। আপনার মাত্রে মহাপুরুষের পাশে তা
কেমন আশ্চর্যজনক কার্য নয়, কারণ আপনি অত্যন্ত নরায়ণ
এবং সর্বদা প্রজাশাসন হিতবাক্যে বক্তব্যন, সেটিই
আপনার চরিত্রের মাহাত্ম্য।”

নাগরিকেরা বললেন—“আজ আপনি আমাদের
জানচক্কে উপস্থিত করেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন
কিভাবে ভগবানের অতিক্রম করা যায়। আমাদের পূর্বকৃত
কর্ম ও নৈমিত্তিক ব্যবহারসমূহ আমরা সত্য করে জানে
যাটকে পড়েছি এবং জীবনের লক্ষ্য থেকে হ্রষ্ট হয়েছি
তার ফলে আমরা এই ব্রাহ্মণের দ্বিষ্ট হোনিতে ভ্রম
করাছি। হে প্রভু! আপনি বিগত সাধু অবস্থিত, তাই
আপনি পরমেশ্বর ভগবানের আদর্শ প্রতিবিম্ব। আপনি
আপনার বীর প্রজাদের দ্বারা মহিমামিষ্ট এবং এইভাবে
আপনি ব্রাহ্মণ সংকুচিত্তের প্রবর্তন করার দ্বারা সমস্ত জগৎ
পালন করছেন এবং অস্তিত্বের উপাসন কর্তব্য সম্পাদন
করে আপনি সকলকে ব্রহ্ম করছেন।”



দ্বাবিংশতি অধ্যায়

চতুঃসনের সঙ্গে পৃথু মহারাজের মিলন

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“প্রজারা যখন এইভাবে
মহা-পরাক্রমশালী রাজা পৃথুর মহিমা তাঁরন করছিলেন,
তখন সেখানে সূর্যের দ্বতো তেজস্বী চারজন কুমার এসে
উপস্থিত হলেন। সমস্ত যোগাভিত্তিক স্বীয় সেই চারজন
কুমার প্রহ্লাদ-সমূহকে পরিচয় করে যখন অজ্ঞান থেকে

অবতরণ করছিলেন, তখন তাঁদের উজ্জল জ্যোতি নন্দন
করে, ব্রাহ্মণ ও তাঁর অনুচরেরা তাঁদের চিত্তে
পেরেছিলেন। চার কুমারদের নন্দন করে, পৃথু মহারাজ
তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট
হয়েছিলেন। তাই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ তাঁর অমাত্যগণ সহ

উদ্ভিত হয়েছিলেন, তিক যেভাবে বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি ভাঙা প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়। যখন সেই মহাবিগ্ণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁদের যে স্বাগত জানানো হয়েছিল তা স্বীকার করে, রাজার দেওয়া আসন গ্রহণ করলেন, তখন মহারাজ পৃথু তাঁদের গৌরবের কণীভূত হয়ে, বিনয়ামূলক ভঙ্গিতে তাঁদের পূজা করেছিলেন। তারপর রাজা কুমারদের পাদোদক তাঁর নিজের মস্তকে সিঞ্জন করেছিলেন। এই প্রকার ভ্রাতাপুত্র অচর্যের দ্বারা জিতবে একজন মহাবাহকে সম্মান করতে হয়, তা রাজা একজন আদর্শ ব্যক্তিরূপে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই চারজন মহর্ষি ছিলেন শিবের অগ্রজ এবং তাঁরা যখন স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন, তখন তাঁরা কল্যানেতিতে ঠিক ছন্দে অমির মতো প্রতিভাত হচ্ছিলেন। পৃথু মহারাজ গভীর মনস্ত ও মন্ত্র সহকারে অস্তিত্ব সংকটভাবে বলতে শুরু করেছিলেন—‘হে শ্রী মহাবিগ্ণ! আপনারা সৌভাগ্যের মূর্তিবিশেষ। আপনারদের ধর্ম যোগীদেরও দুর্লভ। মানুষ কপটিং আপনারদের দর্শন করতে পারে। আমি জানি না এমন কি শুভ কার্য আমি করেছিলাম, যার ফলে আমি আপনারদের দর্শন পেলাম। যাঁর উপর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা প্রসন্ন হন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে অত্যন্ত দুর্লভ যে-কোন বস্তু দ্রাও হতে পারেন। কেবল জাই নয়, ভ্রাতৃপুত্র ও বৈষ্ণবদের সঙ্গে থাকেন যে সর্ব-মঙ্গলময় শিব ও বিষ্ণু, তাঁরও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। যদিও আপনারা সমস্ত লোকে বিচরণ করেন, তবুও কেউই আপনারদের দেখতে পায় না, ঠিক যেমন সকলের হুলের সাক্ষীরূপে বিদ্রাজ করলেও পরমজ্ঞাকে কেউই জানতে পারে না। এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও পরমজ্ঞাকে জানতে পারেন না। গৃহাসক্ত ব্যক্তি যদি নির্জন ও হন, তবুও তাঁর গৃহে সাধু সমাগম হলে তিনি ধন্য হন। সেই গৃহকারী ও তাঁর সৈন্য সেই মহান অভিধিকে জল, আসন ও স্বাগত জানানোর সামগ্রী প্রদান করে ধন্য হন এবং সেই গৃহও ধন্য হয়। পক্ষাশ্রয়ে, যে গৃহস্থের গৃহে ভগবানের ভক্তের চরণ পড়ে না এবং যেখানে সেই চরণ খোঁয়ার জল থাকে না, সেই গৃহ যদি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং জাগতিক উন্নতিতে পরিপূর্ণ হয়, তবুও তা বিদগ্ধ সপসম্মূল বৃক্ষের মতো। পৃথু মহারাজ চতুঃপদনের দ্বিজব্রত বল সাধন করে স্বাগত

জনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আপনারা আপনারদের জন্ম থেকেই নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচার্য এত পালন করেছেন এবং যদিও আপনারা মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তবুও আপনারা ভোট বলাকের মতো রয়েছেন। পৃথু মহারাজ কথনের কাছে সেই প্রকার ব্যক্তিরূপে সপক্ষে প্রমাণ করেছিলেন, যারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলে, এই ভরসার জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ইন্দ্রিয়কুপ্তি সাধনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, তারা কি কোন ব্রহ্ম সৌভাগ্য লাভ করতে পারে?’

‘আপনারা সর্বদা চিত্তের আনন্দে মগ্ন, তাই আপনারদের কুশল অথবা অকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত নয়। মনোমগ্ন-মস্ত ও ভক্ত ও অত্যন্ত আপনাদের মধ্যে নেই। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনারদের মতো মহাবিগ্ণ মনোমগ্নরা দাবানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই আমি আপনারদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, কিভাবে আমরা অচিরে এই জড় জগতে আমাদের জীবনের পথর উদ্দেশ্য-স্বপন করতে পারি। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবনের উন্নতিসাধনে অত্যন্ত আগ্রহী এবং তাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনারদের মতো স্বরূপসিক ব্যক্তিরূপে পৃথিবীর সন্ত পবিত্রমণ করেন।’

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—‘ব্রহ্মারি সনৎকুমার পৃথু মহারাজের অত্যন্ত সারগর্ভ, উপযুক্ত, স্বাক্ষর ও সন্তোষের দ্বারা প্রবণ করে পরম প্রসন্নতা সহকারে ইবং হেসে বলতে শুরু করলেন—‘হে পৃথু মহারাজ! আপনি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। এই প্রশ্ন প্রশ্ন সমস্ত জীবের পক্ষে লাভপ্রদ; বিশেষ করে সর্বদা অন্যদের হিতাকাঙ্ক্ষী আপনার মতো ব্যক্তি তা উপাধন করেছেন। যদিও আপনি সব কিছু জানেন, তবুও আপনি এই প্রশ্ন করেছেন, কারণ এটিই হচ্ছে সাধুদের আচরণ। এই প্রশ্নের বুদ্ধি আপনার মতো ব্যক্তিরই উপযুক্ত। যখন ভগবত্বক্তদের সমাবেশ হয়, তখন তাঁদের আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর প্রোক্ত ও বক্তা উভয়েরই অভিলষিত হয়। তাই এই প্রশ্নের সঙ্গায় সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক এবং প্রকৃত সুখসাধক।’

‘হে বাক্য! পরমেশ্বর ভগবানের পাদপঙ্কজের মহিমা কীর্তনে আপনি ইতিমধ্যেই অনুবৃত্ত। এই প্রশ্নের অনুব্রাজ অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রতি এই

প্রশ্নের অর্পিতকৃত শ্রদ্ধা লাভ করে, তখন আপনাকে কেউই তাঁর অস্ত্রাবের সমস্ত কামবাসনা বিবর্তিত হয়। শাস্ত্র পূর্ণরূপে বিচারের দ্বারা স্থিতিশীল হয়েছেন যে, মানব-সমাজের ভগবানের চরণে লক্ষ্য হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধিতে আসক্তি-বাহিত ইওয়া এবং নির্জন ও চিত্তব পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর অনুব্রাজ লাভ করা। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে, তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও উদ্দেশ্যে ভক্তিমোহের পন্থা প্রয়োগ করার দ্বারা বোগেশ্বর ভগবানের আশাধনা এবং ভগবানের মহিমা প্রবণ ও কীর্তন করার ফলে, ভগবানের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়। এই সমস্ত কার্য পরম পবিত্র। পারমার্থিক জীবনের উন্নতিসাধন করতে হলে, ইন্দ্রিয়কুপ্তি পরায়ণ ও অর্থলোভলুপ ব্যক্তিরের সঙ্গ পরিভ্রাণ করতে হয়। কেবল সেই প্রকার ব্যক্তিকেই নয়, এমন কি যারা তাদের সঙ্গে সঙ্গ করে, তাদের সঙ্গও পরিভ্রাণ করতে হয়। মানুষের জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলার উচিত, যাতে ভগবান জীবনের মহিমাকণ অমৃত পান না করে সে ব্যক্তিতে পাকতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে, পারমার্থিক উন্নতিসাধন করা যায়। পারমার্থিক উন্নতিসাধনে তিনি আগ্রহী, তাঁর পক্ষে অন্যতরই অহিংসা, আচার্যের পন্থা অনুসরণ, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অনুভবের লীলা স্বরূপ, বিষয় বাসনারহীন হয়ে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ পালন, এগুলি অক্ষয় কর্তব্য। এইভাবে ভগবত্বক্তির অনুশীলন করার সময়, কখনও অপরের নিন্দা করা উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য সর্বদা জীবন স্থাপন করা এবং বিরোধী তাদের ঐতর্য্যের দ্বারা কিলিক্ত না হওয়া। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেগুলি সর্বদা সহ্য করতে চেষ্টা করা। ভক্তের কর্তব্য নিরন্তর ভগবানের দিবা ওপরাবলী প্রবণ দ্বারা প্রবণ ভগবত্বক্তির বৃদ্ধি করা। ভগবানের লীলাসমূহ ভক্তের কর্তব্য-সমূহ। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী স্নেহ সম্পাদনের দ্বারা এবং জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত ইওয়ার দ্বারা, অন্যভাবে চিত্ত পরমেশ্বর ভগবানে স্থির হওয়া যায়। শ্রীভগবদেব কৃপায় পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নৈষ্ঠিকী ভক্তিলাভ করার ফলে এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় ইওয়ার ফলে, জীব পর্বতের অন্তরালে স্থিত হয়ে এবং পঞ্চভূতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে, তাঁর ভৌতিক পরিবেশকে দর্শীভূত করে,

ঠিক যেমন কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন তপ্ত সেই কাষ্ঠকেই ভরীভূত করে দেয়। কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনাবাহিত হন এবং সমস্ত জড় গুণ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি বামিক ও আত্মসুখভাবে সম্পাদিত কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। আত্ম উপসন্ধির পূর্বে, আত্ম ও পরমাত্ম মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা অল্প তখন থাকে না। ঠিক যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলে, স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। স্ত্রী যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তখন সে বিভিন্ন বাসনা সৃষ্টি করে এবং সেই কারণে সে উপাধিভূত হয়। তিন্তু আত্ম যখন চিত্তের স্থিতিতে অবস্থিত হয়, তখন তার ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন কার্যে রুচি থাকে না। বিভিন্ন কারণের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে, ঠিক যেমন জল, তেল অথবা স্বর্ণের একটি শরীরের প্রতিবিম্ব তিন তিন দিশে দৃষ্ট হয়। মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় যখন সুখভোগের জন্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি অকুপ্ত হয়, তখন মন বিক্ষুব্ধ হয়। নিবৃত্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তা করার ফলে, জীবই প্রকৃত চেতনা প্রাপ্ত হন, ঠিক যেমন হৃদয়ের তীরস্থিত কৃশাতি তৃণ ঘাঁড়ে ঘাঁড়ে হৃদয়ের জল শোষণ করে নেয়। জীব যখন তার মূল চেতনা থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন সে তার পূর্বস্থিতি পুনর প্রাপ্ত করতে পারে না। স্মৃতি বন্ধ হারিয়ে যায়, তখন অর্জিত জ্ঞান এক দ্রাব্য আধারের চিহ্নিতে আবরণ হয়। যখন তা হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাকে আত্মর নিদান বলে মনে করেন। আত্ম উপসন্ধির থেকে অধিক ভিতরে অন্য কোন বস্তু আছে বলে মনে করাই, নিজের হিতসাধনে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। কিভাবে ধন উপার্জন করা যায় এবং তা ইন্দ্রিয়কুপ্তি সাধনে ব্যবহার করা যায়, সেই চিত্তের নিবৃত্তির অঙ্গ থাকলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের দ্বাৰ্য্য নিষ্ঠা হয়। জ্ঞান ও ভক্তিবাহিত ইওয়ার ফলে, স্বক অথবা পাথর যোনিতে প্রবীত হতে হয়। যারা অজ্ঞান-সমূহ উত্তীর্ণ হতে ঐকান্তিকতার অভিলষী, তাদের কখনও ভ্রমোত্তাপ সঙ্গ তর্য উচিত নয়, কখন ভগবানী কার্যকলাপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। চতুঃপদের মধ্যে—অর্থ, ধর্ম, কাম ও মোক্ষের মধ্যে, মোক্ষকেই অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে প্রহণ

করা উচিত। অন্য তিনটি বর্ষ প্রকৃতির কাঠের নিয়মে, মৃত্যুর দ্বারা বিচলিত। আরও নিম্নতর স্তরের জীবন থেকে উচ্চতর স্তরের জীবনের পার্থক্য নিকপন করে তাকে আশীর্বাদ বলে মনে করি, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই প্রকার ভেদভাব জড় প্রকৃতির ওপরে যিৎক্রিমার সম্পর্কে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের এই সমস্ত অবস্থার কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নেই কারণ শরম নিবৃত্তির দ্বারা তা সবই নিন্ট হয়ে থাকে।

সনৎকুমার রাজাকে উপদেশ দিলেন—“অতএব, হে পৃথু মহারাজ, যিনি স্বাক্ষর ও প্রথম প্রতিটি জীবের শরীরে জীবাশ্মের সঙ্গে বিবাক করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করুন। জীবাশ্ম বুল জড় শরীর এবং প্রাণ ও বুদ্ধির দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। পরমেশ্বর ভগবান এই শরীরের ভিতর কর্তব্য ও কাব্যের সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে, নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি বিবেকের দ্বারা মমতাকে অতিক্রম করেছেন এবং যাত্রা ফলে রক্তকে সর্প বলে মনে করার ভয় পুর হয়, তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমাশ্মা চিরকাল জড় সৃষ্টির অতীত এবং তিনি বিতর্ক অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থিত। এইভাবে ভগবান সমস্ত জড় কলুষের অতীত এবং কেবল তাঁরই শরীরগত হওয়া উচিত। হে সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠের সেবার দৃষ্ট হতেছেন, তাঁরা অন্যভাবে সত্য কর্মের বাসনাবন্ধন গ্রহণ করেন থেকে মুক্ত হন। যেহেতু তা অত্যন্ত দুঃসহ, তাই জানী ও বোদী আমি অভক্তরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বৃষ্টি রোধ করার কঠোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও সফল হতে পারি না। তাই আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, বসুপুত্রের তনয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার দৃষ্ট হোন। অজ্ঞানের সমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা ভয়ঙ্কর নক্ষ-মকরসকুল। অভক্তরা যদিও সেই সমুদ্র উপরী হওয়ার জন্য কঠোর কষ্টসাধন ও তপস্যা করে, তবুও আমি আপনাকে কহছি যে, সেই সমুদ্র উপরী হওয়ার জন্য কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মরূপী নৌকার আশ্রয় অবলম্বন করুন। এই সমুদ্র যদিও অত্যন্ত দূতর, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে আপনি অন্যভাবে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে পারবেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় কথনেন—“ব্রাহ্মণ পুত্র যাত্রা তরলেন্দ্র সনৎকুমারের দ্বারা এইভাবে পূর্ণরূপে পরমার্থিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে, পৃথু মহারাজ নিম্নলিখিত শব্দে তাঁদের আরাধনা করেছিলেন।”

রাজা কথনেন—“হে ব্রাহ্মণ। হে শক্তিমান। পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তিনি উজ্জিত হয়েছিলেন যে, আপনাকে আমার গৃহে আসবেন। তাঁর সেই আশীর্বাদ পূর্ণ করার জন্য আপনাকে সকলে এখানে এসেছেন। হে ব্রাহ্মণ আপনাকে ভগবানেরই মতো কৃপালু, তাই আপনাকে তাঁর আদেশ পূর্ণরূপে পালন করেছেন। আপনাদের কিছু দান করা আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে, তা সাধুদের উজ্জীত-বন্ধন। অতএব আপনাদের আমি কি দান করব? অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! আমার জীবন, পত্নী, পুত্র, গৃহ, গৃহস্থালির সমস্ত সমগ্রী, আমার রাজ্য, বন, ভূমি এবং বিশেষরূপে আমার রাজ্যবৈব সবই আমি আপনাদের নিবেদন করলাম।

যেহেতু বৈদিক জ্ঞানসম্বিত ব্যক্তিই কেবল সেনাপতি, রাজ্যপালক, মণ্ডনাত্ম্য ও সমস্ত গ্রহলোকের অধিপতি হওয়ার যোগ্য, তাই পৃথু মহারাজ সব কিছু কুমারদের নিবেদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কৃপালু ক্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের তাদের আহার প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণেরাই কেবল তাঁদের নিজেরদের সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁদের নিজেরদের বস্তু পরিধান করেন এবং তাঁদের নিজেরদের সম্পত্তি অপরকে দান করেন।”

পৃথু মহারাজ কথনেন—“যাঁরা ভগবানের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করার দ্বারা আশ্ব-উপলব্ধি পাত্র বিবেচন করে অন্তর্হীন সেবা করেছেন এবং বৈদিক প্রমাণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস-সম্বিত যাঁদের যথেষ্ট আশ্রয় আমাদের আলোকে উজ্জীত করেছে, তাঁদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অঞ্জলি ভরে কেবল জল দেওয়া ছাড়া আর আমাদের কি দেওয়ার আছে? এই প্রকার মহাপুরুষেরা তাঁদের নিজেরদের কার্যকলাপের দাবি কেবল সন্তুষ্ট হতে পারেন, যা তাঁদের অন্তর্হীন করণার ফলে, মনক-সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—“এইভাবে পৃথু মহারাজের দ্বারা পূজিত হয়ে, ভগবত্বক্তির উপদেশটা চার

কুমারগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা রাজ্যের ওপরে প্রশংসা করতে করতে সর্বসমক্ষে আকলমার্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে দ্বিবি হওয়ার ফলে, মহাপুরুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। পারমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সাক্ষ্য লাভ করার ফলে তিনি আশ্বত্থপু হয়েছিলেন। আশ্বত্থ হওয়ার ফলে পৃথু মহারাজ সমগ্র, স্থান, শক্তি ও আর্থিক স্থিতি অনুসারে, বধ্যসমস্ত পূর্ণতা সহকারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। এই সমস্ত কার্যে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, প্রথম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। এইভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। পৃথু মহারাজ নিজেকে জড় প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদানকরণে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর ফলে তাঁর সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি সর্বদা নিজেকে সর্বেশ্বর ভগবানের দাসরূপে মনে করতেন। পৃথু মহারাজ, যিনি ধীরে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, তিনি একজন গৃহস্থরূপে গৃহে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু তিনি কখনও তাঁর ঐশ্বর্য নিজের ইন্দ্রিয়ভৃষ্টি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চাননি, তাই তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য সমস্ত অবস্থাতেই অপ্রভাবিত থাকে। ভগবত্বক্তির দৃষ্ট অবস্থার দ্বিত হয়ে, পৃথু মহারাজ কেবল ভগবৎ সেবারূপ কর্মই সম্পাদন করেছিলেন, তাঁর পত্নী অর্জিৎ গর্ভে তিনি পাঁচটি পুত্রসন্তানও উৎপাদন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে, তাঁর সেই পুত্রদের লাভ করেছিলেন। বিজিতাশ্ব, ধ্বজেশ্ব, হর্যাক, প্রবিশ ও বৃক নামক পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করার পরেও, পৃথু মহারাজ এই পৃথিবীর উপর রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত লোকের শাসনকারী দেবভাস্করের সমস্ত গুণ তিনি ধারণ করেছিলেন।

“যেহেতু পৃথু মহারাজ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি সমস্ত নার্সিকেন্দ্রের স্ব-ব বাসনা অনুসারে তাদের প্রশংসা-বিধান করার মাধ্যমে, ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী, মন, কর্ণ ও চিত্ত আচরণের দ্বারা সর্বপ্রোজ্ঞায়ে

তাদের প্রশংসা করেছেন। পৃথু মহারাজ চক্ষুগোচর রাজ্য সোমরাজ্যের মতো প্রশিদ্ধ হয়েছিলেন। সূর্য যেমন তাপ ও আলোক বিতরণ করে এবং সেই সঙ্গে জল শোষণ করে, ঠিক তেমনি পৃথু মহারাজ কঠোর শাসন-কব্যদ্বারা দ্বারা প্রজাদের কাছে থেকে কর গ্রহণ করে, বধ্যসমস্তে তাদের জা দান করতেন। পৃথু মহারাজ এতই প্রবল এবং শক্তিমান ছিলেন যে, তাঁর আদেশ অমান্য করার কর্মতা কারোয় ছিল না। তিনি ছিলেন অধির মতো দুর্ভব তেজস্বী এবং দেববাক্ষ ইন্দ্রের মতো দূরত্ব কলশালী। অপর পক্ষে, পৃথু মহারাজ আকার পৃথিবীর মতো কমাধীন এবং স্বর্ণের মতো সমস্তের অতীতপ্রভ ছিলেন। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে সকলের তৃপ্তিসাধন করে, তেমনি পৃথু মহারাজ প্রজাদের অত্যাচার মোচন করে তাদের সন্তোষ-বিধান করতেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতো গভীর এবং তাই তাঁর অতিপ্রাণ তেজ জন্মতে পারত না এবং তাঁর সংস্পর্গ ছিল পর্বতরাজ সুবেকের মতো ঠল। পৃথু মহারাজের বৃদ্ধিমত্তা ও বিনয় ছিল ঠিক ঘনবাজের মতো। তাঁর ঐশ্বর্য ছিল হিমালয় পর্বতের মতো, যেখানে সব রকম মূল্যবান মণিরূপ ও দ্রব্য সমিষ্ট রয়েছে। তাঁর ধন-সম্পদ ছিল স্বর্ণের কোষখান্ন কুবেলের মতো এবং গোপন রহস্য সংরক্ষণে তিনি ছিলেন ঠিক বংশদেবের মতো। সেহেতু শক্তি এবং ইচ্ছার শক্তিতে মহাবল পৃথু ছিলেন সর্বত্র গমনক্ষম বাদুর মতো শক্তিশালী। তাঁর অসহ্য বিক্রম ছিল শিব বা সনাতিবের অংশ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের মতো। সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন কম্বলির মতো এবং তিনি ছিলেন সিংহের মতো নির্দীপক। বাৎসল্যে তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যবান মনুর মতো এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার কর্মতা ছিল ব্রাহ্মার মতো। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে পৃথু মহারাজ সমস্ত স্ব-কলাবলী প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল ঠিক বৃহস্পতির মতো। আশ্ব-সংবহে তিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবানের মতো। ভক্তির কাপারে তিনি ছিলেন গভী, গুরু ও ব্রাহ্মণদের প্রতি আসক্ত ভক্তদের মহান অনুগামী। তিনি ছিলেন লক্ষ্যশীল এবং তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত বিনয়। আর পরোক্ষভাবে জ্ঞান তিনি এমনভাবে কার্য করতেন যে, মনে হত তিনি কোন তাঁর ব্যক্তিবর্গ স্বার্থে

কার্য করছেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবর্তী হয়েছিল এবং সমস্ত শ্রী ও মাধুর্য তাঁর মহিমা প্রদান করেছিল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যবর্তী হয়েছিল এবং সমস্ত শ্রী ও মাধুর্য তাঁর মহিমা প্রদান করেছিল, যা ছিল জীৱাশ্রয়ের কীর্তির মতোই মধুর।"



ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—“তাঁর জীবনের অক্লান্ত অধ্যয়ন, পৃথু মহারাজ যখন দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন, তখন সেই মহাপুরুষ, যিনি সারা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, তিনি যুবর ও ক্রমশ তাঁর সমস্ত সম্পদ সমস্ত জীবনের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন তিনি ধর্মের অনুশাসন অনুসরণ সকলের কৃতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করে তাঁর পূর্ণ অনুযায়িত্ব, তিনি তাঁর পুত্রদের হাতে তাঁর কন্যাসমূহ পৃথিবীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর পর পৃথু মহারাজ তাঁর বিরহে কাঁচর ও ক্রন্দনরত প্রজাদের ত্যাগ করে তপস্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পত্নীসহ একাকী বনে গমন করেছিলেন। পৃথু আশ্রয় থেকে অবসর গ্রহণ করে পৃথু মহারাজ যখনই আশ্রমের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে পালন করেছিলেন এবং বনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। পূর্বে তিনি রাজ্যশাসন কার্যে এবং পৃথিবী জয় করার ব্যাপারে যে ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, এই ব্যাপারেও তিনি সেই ঐকান্তিকতা সহকারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অতঃপরে, পৃথু মহারাজ কখনও কখনও চন্দ্র, কখনও শুক্র পত্র আহরণ, কখনও বা কেবল জল পান করে কয়েক পক্ষকাল অতিবাহিত করতেন। অকস্মেৎ কেবল বায়ু ভক্ষণ করে তিনি স্বীকৃত ধারণ করেছিলেন। যখনই আশ্রমের নিয়ম এবং মনন অধি ও মূর্খতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, পৃথু মহারাজ শীঘ্রকালে লক্ষ্যমিলন তাপ সহ্য করেছিলেন। বর্ষাকালে অনাবৃষ্টি হবার থেকে বর্ষার ধারাসম্পাদন সহ্য করেছিলেন এবং শীতকালে অকণ্ট জলগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ভূমিতেও শয়ন করতেন। পৃথু মহারাজ তাঁর বাণী সংবত করে জিতেছিলেন, উৎসাহিতা ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্র-বিধানের জন্যই কেবল এই সমস্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এইভাবে কঠোর তপস্যা করার ফলে, পৃথু মহারাজ ক্রমশ আধ্যাতিক জীবনে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং সকল কর্মের সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মন ও ইন্দ্রিয় সংবত করার জন্য তিনি প্রাণায়াম অত্যন্ত করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি সমস্ত সকল কর্মের বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সন্তোষময়ের উপদেশ অনুসারে, বরজেষ্ট মহারাজ পৃথু পারমার্থিক উন্নতিসাধনের পথ অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্ঘন করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ যিনি মধ্য চরিত্র যত্নে কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বিচলিত পালন করে পূর্বকালে ভগবদ্ধামে মুক্ত হয়েছিলেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমের উদয়ে, তিনি অবিচলিত ভক্তি লাভ করেছিলেন।

“নিরন্তর ভগবদ্ধুক্তি সম্পাদন করার ফলে, পৃথু মহারাজের মন চিন্ময় প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই তিনি নিরন্তর ভগবানের চরণাবিলম্বিত চিন্তায় মগ্ন হতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত সংসার থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। এইভাবে তিনি অহঙ্কার ও প্রজ-জাগতিক জীবনের ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পৃথু মহারাজ যখন সম্পূর্ণরূপে মোহাবৃত্তি থেকে মুক্ত

হয়েছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের দাস্য পদমহাদাস্যে লিপ্ত কবলে এইভাবে পরমাত্মার কাছ থেকে সমস্ত আশঙ্ক্য লাভ করতে সমর্থ হয়ে, তিনি যোগ ও জ্ঞানের অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কি জ্ঞান ও যোগের সিদ্ধান্তও তাঁর কোন ভক্তি ছিল না, কারণ তিনি পূর্বকালে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং যোগী ও জ্ঞানীরা যদি কৃষ্ণভক্তির প্রতি আকৃষ্ট না হন, তা হলে সংসার সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রম কখনও দূর হবে না।”

“তাবপর যখন পৃথু মহারাজের সেহত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপরে দৃঢ়ভাবে স্থির করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মভূত ভাবে স্থিত হয়ে, তিনি তাঁর সেহত্যাগ করেছিলেন। পৃথু মহারাজ এক বিশেষ বৈদিক আসনে বসে তাঁর পায়ের গোড়ালির দ্বারা গুহারার কক্ষ করেছিলেন এবং প্রাণবায়ুকে ধীরে ধীরে উর্ধ্বে উত্তোলন করে প্রথমে নাভিপেদের চক্রে, তারপর হৃদয়ের চক্রে, তাবপর কণ্ঠের চক্রে এবং অবশেষে সন্ধ্যাসের মধ্যবর্তী চক্রে উত্তোলন করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মাণ্ডে উত্তোলন করেছিলেন। তখন তাঁর সমস্ত জড় বাসনা সমাপ্ত হয়েছিল। তাবপর তিনি ধীরে ধীরে তাঁর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বায়ুতে, তাঁর দেহের চরিত্র ভগ্নকে সমগ্র পৃথিবীতে এবং তাঁর দেহের অধিকে সমগ্র অধিতে লীন করেছিলেন। এইভাবে পৃথু মহারাজ ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলিকে আকাশে, প্রত্যেক আদি দেহের তরল অংশকে সমগ্র জালে লীন করেছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীকে জলে, জলকে অগ্নিতে, অগ্নিকে বায়ুতে এবং বায়ুকে আকাশে লয় করেছিলেন। তিনি হিষ্টি অনুসারে, মনকে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে ভাস্কর্য উৎপত্তিস্থল তন্ত্রায়ে যোজন করেছিলেন। তারপর তিনি ভাস্কর্যকে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে মহত্ত্বই যোজিত করেছিলেন। তারপর পৃথু মহারাজ জীবাত্মার সম্পূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত পরম নিরন্তর অগণ করেছিলেন। যে উপলব্ধি দ্বারা জীব বন্ধ হন, সেই সমস্ত উপলব্ধি থেকে তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির আধ্যাতিক শক্তির দ্বারা মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর

কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে অবস্থিত হয়ে, তিনি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ বা প্রকরণ তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।”

“পৃথু মহারাজের পত্নী মহারাজী অতি ছিলেন অত্যন্ত কোমলস্বভাবী, তিনি তাঁর পতির অনুগামী হয়ে বনে গমন করেছিলেন। যদিও তাঁর বনে বাস করার পরোক্ষ ছিল না, তবুও তিনি স্বচ্ছতার তাঁর চরণ-সঙ্গের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেছিলেন। মহারাজী অতি যদিও এই প্রকার কঠোর অভ্যাস ছিল না, তবুও তিনি মহর্ষির মতো বনবাসী তাঁর পতির অনুগমন করেছিলেন। তিনি ভূমিতে শয়ন কবতেন এবং খেবল ফল, ফুল ও পাতা ভক্ষণ কবতেন এবং সেহেতু তিনি ভাঙে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর পতির সেবা করে তিনি যে আনন্দ লাভ করতেন, তার ফলে তাঁর কোন প্রকার ক্রেশের অনুভূতি হত না। মহারাজী অতি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি, যিনি তাঁর প্রতি এবং সার পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তিনি জীবনের কোন লক্ষ্য প্রাপ্তন করেছেন না, তখন স্বরকালে তিনি বিলাপ করেছিলেন এবং তবপর এক পর্বত-নিগরে চিত্র রচনা করে তাঁর পতির দেহ স্থাপন করেছিলেন। তারপর মহারাজী যথেষ্ট-কিনার সমস্ত কঠোর সম্পাদন করেছিলেন। মন্দির ভলে জান করে, তিনি তাঁর পতির ইচ্ছাশূন্য জলাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন। তারপর আকাশই দেবতাদের ইচ্ছাশূন্য ভক্তি নিবেদন করে এবং তিনবার চিত্র স্ফটিক করে, তাঁর পতির লক্ষণীয় ধ্যান করতে করতে তিনি চিত্তাধিতে প্রবেশ করেছিলেন। মহান রাজা পৃথুর পত্নিরা পত্নী অর্থাৎ এই বৈরাগ্যপূর্ণ জীব লক্ষন করে হাজার হাজার দেবপুত্র অত্যন্ত হাস্য হয়ে, তাঁদের পতিগণ-বহু বাণীর ভক্তি করেছিলেন। সেই সময় দেবতারা মন্দ পর্বতের শিখরে সুপুণ্ড্র বাজিয়েছিলেন এবং তাঁদের পত্নীরা সেই চিত্রের উপর পুণ্ড্রটি কাগে পরম্পরের মধ্যে এইভাবে ফলালি করেছিলেন—মহারাজী অতি ধন্য। আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের লক্ষ্য মহারাজ পৃথুর এই পত্নী তাঁর জ্ঞান, মন ও বাণীর দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছেন, নিক যেভাবে লক্ষ্মীদেবী বজ্রধন ভগবান বিষ্ণুর সেবা করেন। সেখ কিভাবে সতী অর্থাৎ তাঁর অতি প্রাণ্য পুণ্যকর্মের প্রভাবে, এখনও তাঁর পতির অনুগমন করে হতভূত পর্বত আমরা

সেখানে পাহি, উর্ধ্বগামিনী হইলেন। এই স্বপ্ন জগতে প্রতিটি মানুষের আত্ম ভিত্তি অথ, কিন্তু যীশু ভগবানের সেবার বৃত্ত, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলম ভগবানকে চিরে যান। কারণ তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মুক্তির পথে অবস্থিত। এই প্রবল ব্যক্তির কাছে কোন কিছুই দুর্বল নয়। যে-বাণী শুধু-জগতের কব কলুষসাধনের ফলে, এই পৃথিবীতে অসংখ্যের আবরণে মনুষ্য-জগৎ লুপ্ত কবেও অসিদ্ধা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে, তাকে অবশ্যই আত্মপ্রোদী এবং বঞ্চিত বলে বিবেচনা করতে হবে।”

মহার্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদূষ! অর্ধের দেবতাদের পত্নীরা যখন নিজেদের মধ্যে এইভাবে কলাবলি করছিলেন, তখন মহারাজী অর্ধি সেই লোকে পৌঁছেছিলেন, যে-লোকটি স্বপ্নশক্তি ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর পতি পৃথু মহারাজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ মহারাজ পৃথু ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান এবং তাঁর চরিত্র ছিল উদার, চমৎকার ও মহৎ। তাই আমি তাঁর কণ্ঠে তোমার কাছে যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম। যে ব্যক্তি পৃথু মহারাজের মহান চরিত্র শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, অথবা শ্রবণ করেন অথবা অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে পৃথু মহারাজের লোক প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ তিনিও ভগবদ্ধার বৈকুণ্ঠলোকে গিরে যাবেন। পৃথু মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করে গ্রাম্য জনগণের প্রাপ্ত হন, অগ্নির সার পৃথিবীর রাজ্য হন, বৈশ্য অথবা বৈশ্য ও পণ্ডিতের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন এবং সূত্র শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হন। ঐশী-পুত্র নির্বিশেষে, পত্নীর শ্রদ্ধা সহকারে পৃথু মহারাজের এই কাহিনী শ্রবণ করলে পুত্রইসং কং পুত্রলাভ করেন এবং নির্ধন ব্যক্তি ধনীশ্রেষ্ঠ হবেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করলে, কলহীন ব্যক্তি অত্যন্ত শান্ত হবেন এবং দুর্ভিক্ষ হস্তপতিত হবেন।

অর্থাৎ পৃথু মহারাজের কৃপাও এতই অসংখ্য হইল যে, তা সমস্ত অমল দূর করে। পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণ করে মানুষ মহান হতে পারে, আর পৃথু কপতে পারে, স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে এবং কলিযুগের কলুষ নাশ করতে পারে। অধিকন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পথেও উন্নতিসাধন করতে পারে। অতএব এই সমস্ত বিষয়ে আত্মশীল ঋণ বিব্রাসক্ত মানুষের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন। শাসন ক্ষমতা ও জয়লাভে ইস্রুক কোনও রাজা যদি পৃথু মহারাজের কাহিনী শ্রবণ করে উদ্যোগ করে তাঁর রথে চড়ে যাত্রা করেন, তা হলে তাঁর আদেশে অন্য সমস্ত রাজারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে কর প্রদান করবেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা পৃথু মহারাজকে তাঁর আদেশ মাত্রই কর প্রদান করেছিলেন। শুদ্ধ ভক্ত ভগবত্বতির বিধি পন্থা পালন করে চিরকাল শান্তি পাইবে, সম্পূর্ণরূপে কলুষভাবের মধ্য হতে পাবেন, ভণ্ড ও ভগবত্বতির সম্পাদন করার সময়, পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে নিজে শ্রবণ করা, পাঠ করা এবং অন্যদের শ্রবণ করানো তাঁর অবশ্য কর্তব্য।”

“হে বিদূষ! আমি যথাসাধ্য পৃথু মহারাজের চরিত্র কীর্তন করলাম, যা ভগবত্বতির বৃদ্ধি করে। যিনি এই সুযোগের সন্ধানকার করবেন, তিনিও পৃথু মহারাজের মতো ভগবদ্ধার গিরে যাবেন। যিনি পৃথু মহারাজের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত নিয়মিতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করেন, কীর্তন করেন এবং বর্ণনা করেন, ভগবানের শ্রীশাসনপত্রের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আশ্রয় নিশ্চিতভাবে বর্তিত হবে। ভগবানের শ্রীশাসনপত্র সত্যের সমুদ্র পার হওয়ার ভয়শিশু।”



চতুর্বিংশতি অধ্যায়

রুদ্রগীত কীর্তন

মহার্ষি মৈত্রেয় বললেন—“মহারাজ পৃথু চোখ পূর বিজিতার্থ, যিনি তাঁর পিতারই মতো স্বপ্নী ছিলেন, তিনি রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দিক আধিপত্য করতে দিয়েছিলেন, অথবা তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি অত্যন্ত মেহশীল ছিলেন। মহারাজ বিজিতার্থ তাঁর ভ্রাতা স্বপ্নকে পৃথিবীর পূর্ব দিক, বৃহৎকেশকে দক্ষিণ দিক, বৃহত্তে পশ্চিম দিক এবং স্বপ্নকে উত্তর দিক প্রদান করেছিলেন। পূর্বে, মহারাজ বিজিতার্থ সেবগে ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, তাঁর কন্যাকে অশ্বর্ধন বিনা প্রাপ্ত হয়ে অশ্বর্ধন উপাধি লাভ করেন। শিশুত্বী নামক পত্নীর গর্ভে তিনি তিনটি পুত্র উত্তম পুত্র উপপাদন করেন। মহারাজ অশ্বর্ধনের তিনটি পুত্রের নাম ছিল—পাৎক, নবহন ও গুটি। পূর্বে এই তিনজন ছিলেন অগ্নির দেবতা, কিন্তু মহর্ষি বসিষ্ঠের অভিশাপের ফলে তাঁরা মহারাজ অশ্বর্ধনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ফলে তাঁরা ছিলেন অগ্নিদেবের মতো শক্তিমান এবং তাঁরা যোগবলে পুনরায় অগ্নি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অশ্বর্ধনের নবমতী নামক আর এক পত্নী ছিলেন এবং তাঁর গর্ভে তিনি হবির্ধন নামক আর একটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অশ্বর্ধন বেহেতু ছিলেন অত্যন্ত উদার, তাই ইহ তাঁর পিতার মতো স্বপ্ন গ্রহণ করতেন কেনো তিনি তাঁকে হত্যা করেননি। রাজার কৃতি অনুসারে, অশ্বর্ধনকে বন্দন প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হত, বণ্ডন করতে হত অথবা শুদ্ধ গ্রহণ করতে হত, তা ঘটাত পীড়াদায়ক হলে তিনি তা করতে চাইতেন না। তাঁর ফলে এই প্রকার কর্তব্য কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন ব্রহ্ম অনুষ্ঠানে রত হয়েছিলেন। মহারাজ অশ্বর্ধন ব্রহ্ম অনুষ্ঠান করলেও, স্বাভা-ভগবত্বতা হেতুগত ফলে তিনি অত্যন্ত কৃতিমত্ত সহস্রের ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে মহারাজ

অশ্বর্ধন সমাধিমগ্ন হয়ে অনায়াসে ভগবদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অশ্বর্ধনের পুত্র হবির্ধনের পত্নীর নাম ছিল হবির্ধনী, যিনি বহিঃস্ব, স্বপ্ন, গুহ, কাম, সত্য ও জিতেন্দ্র নামক চারটি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন।”

“হে বিদূষ! হবির্ধনের অত্যন্ত শক্তিমান পুত্র বহিঃস্ব বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডের ফলে অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি হঠাৎপনের অচ্যুতসেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মহৎ ওণাবলীর প্রত্যাবে, তিনি প্রজাপতিরূপেও পরিচিত হয়েছিলেন। মহারাজ বহিঃস্ব পৃথিবীর সর্বত্র স্বয়ং যাত্রা অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর প্রভাবে পূর্বপ্রকৃপ হাত ধরবার অসমর্থ হইলেন। মহারাজ বহিঃস্ব, যিনি প্রাচীনবর্ষি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি দেবদের ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রতীরে নতকর্তিত্তে বিনয় করতেন। তাঁর সেহের প্রতিটি স্বপ্ন অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং তিনি ছিলেন নববীজ-সম্পন্ন। সুন্দর জলজারে ভূবিজ্ঞ হয়ে, বিবাহের সময় তিনি স্বপ্ন আত্মকে প্রদর্শন করছিলেন, তখন অর্ধদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কামনা করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি পূর্বে শুকীকে অভিলষত করেছিলেন। নতকর্তিত্তে বিবাহের সময় অশ্বর্ধন, পাৎক, যুনি, সিদ্ধ, নর ও নাসেগ অত্যন্ত মহান হলেও, সকলেই তাঁর নৃপুত্রের কিস্কিনী স্বপ্নের দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। মহারাজ প্রাচীনবর্ষি নতকর্তিত্তে গর্ভে গুণটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁর সকলেই সমানভাবে ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁদের সকলেরই নাম ছিল প্রভুতা। বিবাহ করে সন্তান উপপাদনের জন্য পিতা কর্তৃক আশীর্বাদ হয়ে, প্রভুতাগ্না সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর হয়ে উপসর্গ করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা স্বয়ং ভগবানের পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। স্বপ্ন প্রাচীনবর্ষির সমস্ত পুত্র উপসর্গ করার জন্য পুত্রভাগ করেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাঁদের পরম ভক্তজন

প্রদান করেছিলেন। প্রাচীনবর্ষের পুত্ররা অত্যন্ত সন্তোষিত ও মনোযোগ সহকারে তা কীর্তন ও উপাসনা করে সেই উপদেশের জ্ঞান করেছিলেন।”

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে ভ্রাতৃপুত্র! প্রচেতসের সঙ্গে শিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল কেন? দয়া করে বলুন কিভাবে সেই সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিভাবে শিব তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই আলোচনায় অত্যন্ত অনুরাগ। দয়া করে আমার প্রতি কৃপাশ্রয় করুন, সেই কথা আমাকে বলুন।”

“হে ভ্রাতৃপুত্র! কত লোকের কাছে অসংখ্য জীবনের পক্ষে শিবের সাক্ষাৎ লাভ করে অত্যন্ত দুর্লভ। এমন কি সমস্ত জড় আশক্তি থেকে মুক্ত এবং শিবের সন্মিলনের জন্য সর্বদা উন্নত থাকেন মনোমহন অধিকারী তাঁর সন্মিলন করতে পারেন না। ভগবান শিব হচ্ছেন সব চাইতে শক্তিশালী সেক্ষেত্রে, যিনি হন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। তিনি আত্মরায়। যদিও এই ভক্ত রূপে কেন বড় প্রতি তাঁর আশ্রয় নেই, তবুও বড় জীবনের কল্যাণের জন্য, তিনি সর্বদা কালী ও দুর্গা আদি ভগবতী পতিনীকে সর্বত্র বিচরণ করেন।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“হে বিদুর! সাধু চরিত্র প্রচেতসরা তাঁদের শিষ্য প্রাচীনবর্ষের কথা শিরোধার্য করে নিজের আশ্রয় পান করার জন্য পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন। এইভাবে গমন করার সময়, প্রচেতসরা এক বিশাল সরোবর দর্শন করলেন, যা প্রায় সমুদ্রের মতো বিস্তৃত ছিল। সেই সরোবরের জল ছিল মহাভারতের নির্মল অমৃতরসের মতো স্বাদ এবং জলচররা এত বড় জলাশয়ের দর্শন গ্রহণ করার ফলে, তাদের অত্যন্ত শান্ত ও প্রশান্ত বলে প্রতীত হয়েছিল। সেই বিশাল সরোবরে নানা প্রকার পদ্মকল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাদের কোনটির রং নীল, কোনটির রঙ লাল, কোনটি স্নেহে প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি দিলেই কোলা প্রস্ফুটিত হয়, আবার কোনটি লবঙ্গবর্ণ প্রস্ফুটিত হয়। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়, কল্যাণ আদি পদ্মকলে সেই সরোবরটি এমনভাবে পূর্ণ ছিল যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেটি একটি কুলের আকর। আর সেই সরোবরের তীর হংস, শাবক, চক্রবাক ও অন্যান্য পাখির কুলেই মুগ্ধিত ছিল। সেই সরোবরের

চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও লতা ছিল, এবং তাদের চম্পাশে মনোহর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। হংসদের সেই মনোরম গন্ধ শ্রবণ করে, সেখানকার গাধাপাখালি যেন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেছিল এবং তখন গাধাপাখালি পরাণ চতুর্দিকে কাযুর ধারা বিকসিত হচ্ছিল। তার ফলে সেখানে এক আনন্দময় মহোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। রাক্ষসেরা এখন মৃত্যু ও পণবশ অত্যন্ত সুমধুর রাগবিগীন হয়ে তখনে গেলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রচেতসরা তাঁদের সৌভাগ্যকে দেখেই শিবকে তাঁর পার্বত্য-সহ জল থেকে ডাকিত হতে দেখলেন। তাঁর আশ্রয় ছিল ঠিক তপ্ত-কাষ্মের মতো, তাঁর কণ্ঠ ছিল মীলিত এবং তাঁর তিনটি চক্ষু ছিল এবং তিনি অত্যন্ত কৃপাশ্রয় দিয়ে তাঁর ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন। তাঁর অনুগামী পদ্মবর্ষি সংযীতস্বরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন। শিবকে দর্শন করে প্রচেতসরা অত্যন্ত জৌহুল-বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে ভক্তবাক্যে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান শিব প্রচেতসের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, বলল তিনি সাধারণত পুণ্যকর ও সদাচারী ব্যক্তিদের রক্ষক।”

রাক্ষসেরা প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—“হে মহাত্মা প্রাচীনবর্ষের পুত্রপুত্র! তোমাদের সর্বস্বীয় মঙ্গল হোক। আমি আমি তোমরা কি করতে চাও এবং তাই তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আমি তোমাদের গোচরীভূত হয়েছি। যে অস্তিত্ব জড় প্রকৃতি ও জীব আমি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দরশন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। মনুষ্য পশু জন্তু ধরে বধাধভাবে বধাধাচরণ করার ফলে, ব্রহ্মদেব প্রাণ হওয়ার যোগ্য হন এবং তিনি যদি তাঁর থেকেও অধিক খোলাস্তা খর্জন করেন, তা হলে তিনি আমাকে লাড় করতে পারেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি অমল ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তিনি অচিরেই চিং-করতে উন্নীত হন। আমি ও অন্যান্য দেবতারা এই জড় জগতের নিনাশের পর সেই লোক প্রাপ্ত হই। তোমরা সকলেই ভগবানের ভক্ত এবং তাই আমার কাছে তোমরা স্বয়ং ভগবানের মতো প্রভু। সেই সূত্রে আমি জানি

যে, ভক্তরাও আমাকে অত্যন্ত লাড় করেন এবং আমি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। তাই তুমি আমার কাছে আমার মতো প্রিয় আর কেউ নয়। এখন আমি এতটাই মনো উচ্চারণ করব, যা কেবল দ্বিতীয়, পবিত্র ও চমৎকারই নয়, অসংখ্য জীবনের চন্দ্র সন্মিলনের অতিশয়ী ব্যক্তির পক্ষে স্রেষ্ঠ প্রার্থনা। আমি তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করব, তখন তা অত্যন্ত সন্তোষিত হবে এবং মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করা।”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“ভগবানের পরম ভক্ত, মহাপুরুষ শিব দরশন করে রাক্ষসেরা উপদেশ দিতে লাগলেন এবং তাঁরাও ক্রমশঃলিপুটে তাঁর সেই উপদেশ গ্রহণ করতে লাগলেন।”

ভগবানের প্রার্থন্য করে শিব বললেন—“হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার মহিমা সর্বতোভাবে জঘন্য হোক। সমস্ত আশ্রয় পুণ্যকর মতো আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আপনি সর্বদা তাঁদের কল্যাণসাধন করেন, তাই আপনি আমারও কল্যাণসাধন করুন। আপনার উপদেশ সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাই আপনি আরাম্য। আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর; তাই আমি পুরুষোত্তমরূপে আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু! আপনার নভিলেশ থেকে সর্বলোকাক্রান্ত পদ উৎপত্ত হয়েছে, তাই আপনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও গুণের পরম নিয়ন্ত্রণ এবং আপনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত বাসুদেব। আপনি পরম শান্ত এবং আপনার বস্তুত্বের ফলে, আপনি ছয় প্রকার বিধের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না। হে ভগবান! আপনি সূক্ষ্ম ভবের উৎস, সমস্ত জড় উপাদানের অধিষ্ঠাতা এবং সংহরকর্তা। আপনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সর্ববর্ষ এবং দুঃখের অধিষ্ঠাতা প্রদায়। তাই আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি ইন্দ্রিয় ও মনের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ। আপনি সর্বরূপে ভেজের দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করছেন আপনার ক্ষর বা বুদ্ধি সেই। তাই আমি বদ্র বর আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান অনিরুদ্ধ। আপনার অধ্যাক্ষতার বর্ণ ও মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আপনি সর্বদা জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি বর্ণস্বর্ণ বীর্ষসম্বিত

এবং তার ফলে অধিকার আপনি চতুর্ভুজ আদি বৈদিক যজ্ঞের সহায়তা করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি পিতৃলোক ও দেবলোকের পোষক। আপনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতা দেবতা এবং তিন বেদের প্রভু। আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস। হে ভগবান! আপনি বিরাট রূপ, যাতে সমস্ত জীবের শরীর মিহিত রয়েছে। আপনি ত্রিলোকের গণক এবং তার ফলে আপনি সেগুলির মধ্যে মন, ইন্দ্রিয়, দেহ ও প্রাণবাস্তু পালন করেন। আমি তাই আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি দ্বিতীয় শরীর প্রসারের দ্বারা সব কিছুই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন। আপনি জন্তু ও বাইরের সর্বব্যাপ্ত আকাশ এবং আপনি জড়-আণবিক ও জড়াতীত সমস্ত পুণ্যকর্মের চন্দ্র লক্ষ্য। আমি তাই বারবার আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি পুণ্যকর্মের কল দর্শনকারী। আপনি প্রসূতি, নিবৃত্তি ও তাদের পরিণাম। আপনি অধর্মজনিত জীবনের দুঃখ-দুর্লভ্যের কারণ, অতএব আপনি মৃত্যু। আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আপনি সমস্ত আত্মীয় প্রধানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রবীণতম এবং সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোক্তা। আপনি সমস্ত জগতের সাংখ্যযোগ-কর্মের ইন্দ্র, কারণ আপনি সর্ব-কামের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আপনি সমস্ত ধর্মতত্ত্বের পরম ইন্দ্র, পরম জন এবং আপনার মেধা কখনও কোন পরিস্থিতিতে প্রতিহত হয় না। তাই বারবার আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি।”

“হে ভগবান! আপনি কর্তা, করণ ও কর্মের পরম নিয়ন্ত্রণ। তাই আপনি দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। আপনি অহঙ্কারের পরম নিয়ন্ত্রণ কর্তা। আপনিই হচ্ছেন জ্ঞান ও বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্মের উৎস। হে ভগবান! আমি আপনার সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা আপনার অত্যন্ত প্রিয় তত্ত্বের আরাধনা করেন। আপনার অন্য বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু আমি বিশেষভাবে সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে করে আপনি আমার প্রতি দান করুন, সেই রূপ

প্রদর্শন করুন, কারণ ভক্তদের আরাধ্য সেই রূপই কেবল।
ইচ্ছায়ের সমস্ত অবস্থানগুলি পূর্ণরূপে তুলে করতে পারে।
ভগবানের রূপ বর্ষার সুসিদ্ধ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ।
বর্ষার ধারা যেমন স্রিষ্ট, ঐশ্বর দেহের সৌন্দর্যও তেমন
সিদ্ধ। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি।
ভগবানের চতুর্ভুজ ও পদ্ম-পলাশের মতো নেত্রসমষ্টি
তার মুখস্থল অর্ধ সুন্দর। তার নাসিকা উন্নত, তার
হৃদি অত্যন্ত মনোহর, তার কণ্ঠাগ্র অত্যন্ত সুন্দর এবং
সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত তার কর্ণবৃন্দ সমানভাবে সুন্দর।
তার উদার ও প্রীতিপূর্ণ হাল্য এবং তার ভক্তদের প্রতি
নেত্রাঙ্ক থেকে চিরকভাবে দৃষ্টিপাতের ফলে, ভগবান
অর্ধ সুন্দর। তার কৃষ্ণ কেশধাম কুঞ্চিত এবং
গহবৃন্দের কেশের মধ্যে তার নীতর্ক কান বায়ুর মধ্যে
উড়ছে। তার উজ্জ্বল কর্ণকণ, মুকুট, কাহ্ন, হার নুগুণ,
শ্রেণী এবং শঙ্খ, চক্র, ধ্বজ, পদ্ম সহ অন্যান্য অলংকার-
সমূহ তার ক্ষুদ্র কৌন্তুভ-মণির আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি
করছে। ভগবানের স্বচ্ছসেপ ঠিক সিরিষের মতো। সেই
স্বচ্ছসেপে ফুলের মাল্য, কঠহার ও মণিমাল্য সর্বদা
উজ্জ্বলভাবে পোড়া পাচ্ছে। এগুলি ছাড়াও রয়েছে
কৌন্তুভ-মণির সৌন্দর্য আর ভগবানের শ্যাম বহুস্থলে
সীতল-চিহ্ন, যা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। এই উজ্জ্বল
শ্রীবৎস চিহ্ন স্বর্ণ-বেগুনি কটিপাথরের সৌন্দর্যকেও
ত্রিভাঙ্গ করছে। ভগবানের উন্নত ত্রিবিধ-প্রকার শোভিত।
অ অথ পদ্মের মধ্যে গোল এবং তার নিঃসঙ্গ-প্রস্থানের
ফলে, সেই উন্নত অত্যন্ত সুন্দরভাবে কল্পিত হয়।
ভগবানের নাভিকোণে এক গভীর বে, যার যার যেন
সেজন থেকে সমস্ত লিঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পুষ্পায় সেখানেই
প্রবেশ করতে চায়। ভগবানের কোমরের নিয়ন্ত্রণ
শ্যামবর্ণ এবং তা নীতর্ক বস্ত্র ও স্বর্ণনির্মিত মেখলার
দ্বারা সুশোভিত। তার পাদপদ্ম, জন্তু, উন্নত ও
জগদ্বাল পদপদ্ম সমস্ত এবং অর্ধ সুন্দর। তার সমগ্র
শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত। হে ভগবান! আপনার
শ্রীপাদপদ্ম-মুগুণ পরকালের প্রস্তুতি পদ্মদের মতো
এবং আপনার সেই পাদপদ্মের সমস্তাঙ্গের নীতি বহু
জীবদের হৃদয়ের অজান অঙ্কুর দূর করে। হে
ভগবান! আপনি আমাকে কৃপা পূর্বক আপনার সেই রূপ
প্রদর্শন করুন, যা ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত অঙ্কুর দূর

করে। হে ভগবান! আপনি সকলের পরম গুরু,
অন্তঃপ্রাণের অঙ্কুরের আকর্ষণ সমস্ত বহু জীব
আপনার কাছে থেকে জানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে।”

“হে ভগবান! বীরা তাঁদের জীবন গণিত করতে চান,
তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, পূর্বোক্ত কপন অনুসারে
আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা। বীরা তাঁদের স্বর্গ
অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং যারা তার থেকে
মুক্ত হতে চান, তাঁদের এই তত্ত্বযোগের পন্থা অবলম্বন
করা অবশ্য কর্তব্য। হে ভগবান! যাদের সেক্ষম ইচ্ছা
জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি লাভে অভিলষী।
তেনাই, আপনি ব্রহ্মবাদীদেরও চরম লক্ষ্য। কিন্তু
তাঁদের পক্ষে আপনাকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, অথচ
যারা আপনার ভক্ত, তাঁরা আপনাকে অন্যরূপে প্রাপ্ত হতে
পারেন। হে ভগবান! ভগবদ্ভক্তি মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও
সুপুণ্ড, কিন্তু এই ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার প্রসন্নতা-
বিধান করা যায়। কেউ যদি জীবনের সিদ্ধিলাভের
বিষয়ে প্রকৃতই নিষ্ঠাপ্রাণ হন, তা হলে আত্ম-উপনিতির
অন্য পন্থা তিনি কেন গ্রহণ করবেন? অজ্ঞেয় কাল
কেবলমাত্র তার কতকটা বিপদের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস
করে। কিন্তু যারা সম্পূর্ণরূপে আপনার শ্রীপাদপদ্মের
পর্যায়ভুক্ত ভক্ত, তাঁদের কাছে ভয়ঙ্কর কাল আসতে পারে
না। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে কণাধেয় প্রত্যয়
ভগবদ্ভক্তের মল্লভক্তের সুযোগ পান, তা হলে অল্প তাঁর
কর্ম ও জানের কপের প্রতি কোন অকর্ষণ থাকে না।
তা হলে যে সমস্ত সেবতারা জ্ঞান ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন,
তাঁদের কাছে থেকে বর লাভ করার প্রতি তাঁর কি আর
আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? হে ভগবান! আপনার
শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত মঙ্গলের উৎস এবং সমস্ত পাপের কলুষ
বিনাশকারী। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করি,
আপনি কেন আমাকে আপনার ভক্তদের মল্লভক্তের
অপীর্বাণ করেন, বীরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা
করার ফলে, সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন এবং যারা বহু
জীবদের প্রতি অজ্ঞত কৃপাধার। আমি মনে করি যে,
আপনার এই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ করার সৌভাগ্যই হবে
আমার প্রতি আপনার প্রকৃত আশীর্বাদ।”

“হে ভক্তের হৃদয় ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পূর্ণরূপে
পবিত্র হয়েছে এবং যিনি ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করেছেন,

তিনি কখনও অস্বপ্ন-স্বপ্ন বহিরঙ্গ মায়াক্রান্তি দ্বারা
মোহিত হন না। এইভাবে সমস্ত কড় কলুষ থেকে
পবিত্র হয়ে, ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনার
নাম, বর্ণ, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি চিরকাল করতে
পারেন। হে ভগবান! নির্ভীক ব্রহ্ম সূর্য ভিত্তির মতো
অথবা আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত। সেই নির্ভীক ব্রহ্ম,
যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড
অবস্থিত, তা আপনিই। হে ভগবান! আপনার বহু
প্রকার শক্তি রয়েছে এবং সেই সমস্ত শক্তিগুলি ব্রহ্মরূপে
প্রকাশিত। সেই শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ
সৃষ্টি করেছেন এবং এমতভাবে তা আপনি পালন করছেন
যে, যার হা তা কেন চিরস্থায়ী, কিন্তু তবুও চরমে
আপনি তা ধ্বংস করেন। যদিও আপনি এই প্রকার
পবিত্রত্বের দ্বারা কখনও একটুও বিচলিত হন না, তবুও
জীবেরা তার ফলে বিচলিত হন এবং তাই তারা মনে
করে যে, এই জড় জগৎ আপনার থেকে ভিন্ন। হে
ভগবান! আপনি সর্বদা স্বস্তি এবং তা আমি স্পষ্টভাবে
কর্ম করতে পারি। হে ভগবান! আপনার বিধ্বংস পক্ষ
ভক্ত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আপনার অংশ
সর্বদাচারী পরমেশ্বর দ্বারা রচিত। তত্ত্ব বাস্তব অন্য
যোগীরা, বহা কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীরা তাদের বীরা
স্থিতিতে অবস্থিত থেকে, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা
আপনার আরাধনা করে। বেদে, তন্ত্রে ও অন্যান্য সমস্ত
বৈদিক শাস্ত্রে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল
আপনিই আরাধ্য। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এটিই হচ্ছে পরম
সিদ্ধান্ত।”

“হে ভগবান! আপনি সর্ব-ভাষার পরম কারণ
একমাত্র পরম পুত্র। এই জড় জগৎ সৃষ্টির পূর্বে,
আপনার মায়াক্রান্তি সূত্র অবস্থায় থাকে। যখন আপনার
মায়াক্রান্তি ক্ষোভিত হয়, তখন সত্ত্ব, রজ ও তম, এই
তিনটি গুণ সঞ্চারিত হয় এবং তার ফলে মহত্ত্ব, অহঙ্কার,
আকাশ, বায়ু, আগুন, জল, মাটি, বিভিন্ন দেহতা ও
স্ববিধগ প্রকট হন। এইভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়।
হে ভগবান! আপনার বীরা শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করার পর,
আপনি চারটি রূপে এই সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। সমস্ত
জীবের অঙ্কুরাঙ্কুর অবস্থিত হবার আপনি তাদের কলনে
এবং কিভাবে তারা তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগ করছে তাও

জানেন। এই জড় জগতে ভগবদ্ভক্তি সুযোগ প্রাপ্ত
মৌলিক মৌলিক সঞ্চিত যত্ন আশ্রয় করার মতো।
হে ভগবান! আপনার পরম ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব
করা যায় না, কিন্তু এই জগতে যে সব কিছু তাদের
প্রভায়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তা দেখে তা অনুমান করা যায়।
কালের বেগ অত্যন্ত প্রচণ্ড এবং সব কিছুই অম্মা কিছু
দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—ঠিক যেমন একটি পাত আর
একটি পাতকে আহাির করে। বায়ু যেমন আকাশের
সেবতে ছিটকির করে, ত্রিক সেইভাবে কাল সব কিছু
ছিটকির করে দেয়। হে ভগবান! এই জড় জগতে
সমস্ত জীবই বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রমত্ত
এবং তারা সর্বদাই কিছু না কিছু কলুষ বাসনার বস্ত্র।
তার কারণ হচ্ছে দুর্গমতীর লোভ। জড়-আগতিক
সুযোগের জন্য এই লোভ জীবের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে,
কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান আপনি কলরূপে তাদের প্রাথমিক
করেন, ঠিক যেভাবে একটি সর্প অন্যরূপে একটি
মূষিককে গ্রাস করে।”

“হে ভগবান! যে-কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই জানেন যে,
আপনার আরাধনা না করলে সমস্ত জীবন শূন্য হয়।
সেই কথা জানি সত্ত্বেও, কিভাবে তিনি আপনার
শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা ত্যাগ করতে পারেন? এমন কি
আমাদের পিতা এবং গুরুদেব ব্রহ্মাও নির্ভীক আপনার
আরাধনা করেছেন এবং চতুর্ভুজ মনুগুণও তাঁর পদমুখ
অনুসরণ করেছেন। হে ভগবান! কে-সমস্ত মানুষ
প্রকৃতপক্ষে জানেন, তাঁরা আপনাকে পরম ব্রহ্ম ও
পরমেশ্বর জানেন। যদিও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চরমে সব
কিছু সহায়কারী কলের চক্রে ভীত, কিন্তু আপনার
জানদান ভক্তের কাছে আপনিই হচ্ছেন নির্ভর ভাষার।
হে রাজপুত্রগণ। তোমরা সকলে বিদগ্ধ হৃদয়ে
তোমাদের রাজ্যভিত্তি কর্তব্য সম্পাদন কর। ভগবানের
শ্রীপাদপদ্মে মন স্থির করে তোমরা এই মন্ত্র জপ কর।
তার ফলে ভগবান তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন
এবং তাতে তোমাদের সর্বভোগের মঙ্গল হবে। অতঃপর,
হে রাজকুমারগণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সকলকেই
হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি তোমাদের হৃদয়েও অবস্থিত।
অতঃপর সর্বজন তাঁর মহিমা কীতন কর এবং নিঃস্বস্ত তাঁর
ধ্যান কর।”

“হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা করণ ভগবানের মিত্র নাম খীর্তন করার যোগ্যত্ব কখনো করেছি। জেমরা সকলে এই মহাবর্ষ শুরু হলে ধর্মের কল্যাণে সমাহিত থাকার ব্রত গ্রহণ করার যথাসময়ে মহান ঋষি হও। সুনির্দেশ মতো যৌনব্রত অঙ্গব্রত করে, জেমরা গভীর ধনোন্মত্ত ও শ্রদ্ধা সহকারে এই পন্থা অনুশীলন কর। সমস্ত প্রজাপতিদের প্রভু ব্রহ্মা প্রথমে আমাদের এই স্তোত্রটি শ্রবণ করিলেন। সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছুক হও আমি প্রজাপতিদেরও এই স্তোত্র শিখা দেওয়া হয়েছিল। ব্রহ্মা যখন সমস্ত প্রজাপতিদের প্রভা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন আমরা ভগবানের মহিমা খীর্তন করে এই স্তোত্র গেরেছিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। এইভাবে আমরা বিবিধ প্রকার জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যার জন্য সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে, তিনি একপ্রকারে ব্রহ্মা সহকারে এই স্তোত্র রচনা করেন, তিনি অচিরেই জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। এই শুভ অগতে বহু প্রকার কল্যাণ রয়েছে, তার মধ্যে জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ জ্ঞানরূপ সৌকার আরোহণ করে, পূর্ণচন্দ্র সংসার-সমুদ্র

উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা ছাড়া এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ায় আর কোন উপায় নেই। যদিও পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তি করা এবং তাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও কেউ যদি আমার দ্বারা রচিত ও গীত এই স্তোত্র কেবল পাঠ করেন, তা হলে তিনি জন্মায়সে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত মঙ্গলময় আশীর্বাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বস্তু। যে ব্যক্তি আমার দ্বারা গীত এই সঙ্গীত গান করেন, তিনি ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। এই প্রকার ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়ে ভগবানের কাছে যা প্রার্থনা করেন, তাই প্রাপ্ত হন। যে ভক্ত পুত্র লোকের ভীতে বদ্ধাভাবি হয়ে এই কল্পগীত গান করেন এবং অন্যদের যা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য কর্মের সমস্ত ফল থেকে মুক্ত হবেন। হে রাজপুত্রগণ! আমি যে স্তোত্রটি গাইলাম, তুমি উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। আমি জেমরদের উপদেশ দিচ্ছি এই স্তোত্র জেমরা জপ কর, কারণ তা মহান তপস্যারই মতো কার্যকরী। এইভাবে যখন তোমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, তখন তোমাদের জীবন সার্থক হবে এবং তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হবে।”



পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

রাজা পুরঞ্জনের কাহিনী

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—“হে বিদুর! এইভাবে ভগবান শিব রাজা বর্হিষতের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজপুত্রেরাও তখন প্রভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শিবের পূজা করেছিলেন। তার পর ভগবান শিব রাজপুত্রদের সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। সমস্ত প্রচেষ্টার দশ হাজার বছর জলের ভিতর পড়িয়ে, সেই কল্পগীত জপ করেছিলেন। রাজপুত্রেরা যখন জলের ভিতর ফঠোর তপস্য

করাছিলেন, তখন তাঁদের পিত্র বিভিন্ন প্রকার সাক্ষ্য কর্ম অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। তাই তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উদ্ভাবনা দেবর্ষি নারদ রাজার প্রতি অত্যন্ত দয়ালবশ হয়ে, তাঁকে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মনস্থ করেছিলেন।”

নারদ সুনি মহাকাব্য প্রাচীনবর্হিষৎকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত সাক্ষ্য কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনি কি লাভ করতে চান? জীবনের

চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া এবং সুখভোগ করা, কিন্তু সাক্ষ্য কর্মের দ্বারা যে তা লাভ হয়।”

রাজা উত্তর দিলেন—“হে মহাশয় নারদ! আমার বুদ্ধি সাক্ষ্য কর্মে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাই আমি জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত নই। দয়া করে আপনি আমাকে শুদ্ধ জ্ঞান দান করুন। দায় হলে আমি সাক্ষ্য কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারি। বরং কেবল তথাকথিত সূক্ষ্ম জীবনের প্রতি আগ্রহী—অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির বন্ধনে গৃহবন্দনে ঘন সম্পদের অধিষ্ঠান করাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তার কেবল বিভিন্ন শরীরে সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়। তারা কখনই জীবনের পরম লক্ষ্য বুঝে পায় না।”

দেবর্ষি নারদ বললেন—“হে প্রজাপতিক রাজেন্দ্র! আপনি যত্নহলে যে-সমস্ত পণ্ডনের নির্ণয়ভাবে বলি দিয়েছেন, গগনমার্গে সেই সমস্ত পণ্ডনের দেখুন। আপনি যে তাদের পীড়ন করেছেন তা স্মরণ করে, এই সমস্ত পণ্ডরা আপনায় মৃত্যুর প্রতীক্য করছে। আপনার মৃত্যুর পর তারা ব্রোণে উদ্ভীষ্ট হয়ে, লৌহময় শৃঙ্গের দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নবিছিন্ন করবে। এই সম্পর্কে আমি আপনাকে পুরজ্ঞন নামক এক রাজার সম্বন্ধে এক প্রাচীন ইতিহাস শোনাব। আপনি দয়া করে সমাহিত চিত্তে তা শ্রবণ করার চেষ্টা করুন।”

“হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে পুরজ্ঞন নামক এক রাজা ছিলেন, তিনি তাঁর মহান কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর অবিক্রান্ত (অমৃত) নামক এক বস্তু ছিল। তাঁর কার্যকলাপ কেউ বুঝতে পারত না। রাজা পুরজ্ঞন তাঁর কন্যাসের উপযুক্ত স্থান অধিষ্ঠান করতে করতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর ইচ্ছানুরূপ কোন স্থান পুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি নিরাশ ও নিঃশ্র হইয়াছিলেন। রাজা পুরজ্ঞনের ইচ্ছার-সুখভোগের অন্তহীন বাসনা ছিল। জন্ম কালে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে এমন একটি স্থানের অধিষ্ঠান করেছিলেন, যেখানে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তিনি তেমন কোন স্থান পুঁজে পেলেন না। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি এক সমস্ত হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ভাগে ভারতবর্ষ নামক স্থানে ন্যাট ঘর এবং সমস্ত সুন্দর্যবৃত্ত

একটি নগরী সেখানে পেলেন। সেই নগরীটি প্রাচীর, উপকূল, অট্টালিকা, পরিখা, পর্বাক ও বহির্দ্বার দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেখানকার গৃহসমূহ বর্ণা, বৌদ্ধ ও লৌহনির্মিত শিবরের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সেই নগরীর প্রাসাদের গৃহতল মীমা, শ্যটিক, হীরা, মুক্তা, পাশা ও প্রবালের দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই নগরীর গৃহসমূহ এমনই লীপ্তবৃত্ত ছিল যে, তার সৌন্দর্যের তুলনা লিখা নগরী ভোগবতীর সঙ্গে করা যেত। সেই নগরী বহু সভাপুত্র, চতুঃপুত্র, রাজপুত্র, ভোজনালয়, দ্যুতক্রীড়ার স্থান, বাজার, বিগ্রামস্থান, ধ্বজ, পতাকা এবং সুন্দর উপদান-সম্বিত ছিল। সেই নগরীর বাইরে এক সুন্দর সরোবরে চরণাশে বেটন করে বহু সুন্দর বৃক্ষ ও লতা ছিল। সেই সরোবরের চরণাশে পল্লীতুল্য মমুর বয়ে সর্বজন কৃজন করত এবং ভ্রমরেরা গুঞ্জন করত। সরোবরের তটস্থিত বৃক্ষের শাখাগুলি বসন্ত বাতুর দ্বারা বাহিত তুবারাচ্ছাদিত পর্বতের কর্মীর লগ প্রাপ্ত হইছিল। এই প্রকার পরিবেশে যাদের পত্নরাও সুনির্দেশ মতো হিন্দাবিহীন এবং ঈর্ষাবিহীন হয়েছিল। অসংখ্য পত্নরা জনা কাউতে আক্রমণ করত না। তদুপরি সমস্ত স্থান কোকিলের কুসুরে সুশ্রুত ছিল, তার কলে পথিকেরা মনে করতেন সেই পরিবেশ যেন তাঁদের নিমন্ত্রণ জনাচ্ছে এবং তাই তাঁরা সেই সুন্দর উদ্যানে বিগ্রাম করতেন।”

“সেই অতি সুন্দর উদ্যানে বিচরণ করতে করতে রাজা পুরজ্ঞন মহাশয় এক অত্যন্ত সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন, যিনি যদুজ্যেষ্ঠের ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দশটি ভৃত্য ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শত-শত পশু ছিল। সেই রমণী পাঁচটি মস্তক বিশিষ্ট একটি মণের দ্বারা চারদিক বেঁধে সুশ্রুত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী ও সুবতী এবং তাঁকে উপযুক্ত পতির অধিষ্ঠান অত্যন্ত উপযুক্ত বলে প্রতীত হইছিল। সেই রমণীর নাক, দাঁত ও কপোল অত্যন্ত সুন্দর। তার কর্ণপুঞ্জ তেমনই সুন্দরভাবে নিম্নত এবং উজ্জ্বল সূতনের দ্বারা বিদূষিত। সেই রমণীর কটি ও ষোড়শোপ অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর পরনে নীলবর্ণ শাড়ি এবং তাঁর কটদেশ সর্পমুখের বেষ্টিত ছিল। তিনি যখন ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর মূণুর বেঁধে কিতানীধনি উন্মিত হইছিল। তাঁকে দেখে লক্ষ্যং দেবরাজনব মতো

মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর বান্ধবদের দ্বারা তাঁর সমবর্তন এবং ব্যবসায়-বহিত ক্রমবৃত্তিকে আত্মদান করার চেষ্টা করছিলেন। সেই গজগামিনী লক্ষ্যবশত এর দ্বারা তাঁর ক্রমবৃত্তিকে আত্মদান করার চেষ্টা করছিলেন। বীর পুরুষ সেই অত্যন্ত সুন্দর রঞ্জার ক্রমবৃত্তি ও প্রসারকে মৃগমণ্ডলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তখনই তাঁর বন্য-জগৎগামী বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন সেই রমণী লক্ষ্যভরে হেসেছিলেন, তখন পুরুষের কাছে তাঁকে সুন্দর মনে হইছিল, যিনি বীর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁকে সম্বোধন না করে পারেন না। হে পঞ্চাঙ্গ-লোচনে। তুমি কে, কার কন্যা এবং কোথা থেকে তুমি এখানে এসেছ, তা বলা করে আমাকে বল। তোমাকে ঘেঁষে মনে হত যে, তুমি অতি সাধবী। কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি এখানে কি করার চেষ্টা করছ? বলা করে তুমি আমাকে তা বল। হে কমল-নয়ন! তোমার সঙ্গে এই যে এসবজন পশ্চিমালী মেহরশী রয়েছে, এরা কে? আর এই বনজন বিশিষ্ট সেকদেরা কে? যে-সমস্ত রমণীরা সেই বনজনে সেবকের অনুসন্ধান করছে, তারা কে? আর তোমার সম্বন্ধে সম্মত করছে যে সাপটি, সোঁটি বা কে? হে সুন্দরী! তুমি কি লক্ষ্মীদেবী, না শিবের পত্নী ভবানী, না ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী? যদিও তুমি অকপটী তাঁদের একজন, তবুও আমি দেখছি যে, তুমি এই নির্জন অরণ্যে বিচরণ করছ। ঘুরির মতো সবেক হয়ে, তুমি কি তোমার পতির আবেশন করছ? তোমার পতি কেই হোন না কেন, তুমি যে তাঁর প্রতি এত অনুগত, তাই বলে তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হবেন। আমি মনে করি যে, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীদেবী, কিন্তু তোমার হাতে জে পঞ্চকূল নেই। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেই পঞ্চকূলটি কোথায় পড়ে গেল? হে পরম সৌভাগ্যবর্তী! আমার মনে হচ্ছে যে, বাণের কথা আমি উল্লেখ করলার তুমি তাঁদের কেউ নও, কারণ আমি দেখছি যে, তোমার শব্দযুক্ত কুম্মিশ্রবণ করছে। কিন্তু তুমি যদি এই প্রহেলিকার কোন সুন্দরী হও, তা হলে লক্ষ্মীদেবী যেমন বিধুর সঙ্গে বিরক্ত করে বৈষ্ণবলোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমন তুমিও আমার সঙ্গে এই নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর। তুমি কেমন রূপে, আমি বলি একজন

মহান বীর এবং এই পৃথিবীর একজন অত্যাঁত পরাক্রমশালী রাজা। তোমার অপরূপ চিত্তকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে তোমার যদি লক্ষ্যবশত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রহেলিকাত হওয়ার ফলে, আমার অন্তরে পরম পশ্চিমালী কাহিন্যের জাগরিত করেছে। তাই হে সুন্দরী! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার প্রতি সদয় হও। হে সুন্দরী! সুন্দর হও ও নয়ন-সমবর্তিত তোমার সুবর্ণল অত্যন্ত সুন্দর এবং তাকে বেটন করে রয়েছে তোমার শ্যামচিহ্ন কেশরাশি। তোমার শ্রুণ থেকে অতি সুন্দর গান নিঃসৃত হচ্ছে। তুমি লক্ষ্যবশত আমার দিকে তাকাতো পারছ না। তাই আমি তোমার কাছে অনুসন্ধান করছি, হে সুন্দরী! বলা করে তুমি তোমার মস্তক উন্নত কর এবং মধুর হাস্য সহকারে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

নরক মুনি কলেন—“হে রাজন! পুরুষ যখন সেই রমণীকে স্পর্শ করতে ও উপভোগ করতে অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন, তখন সেই রমণীও তাঁর বাকের দ্বারা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মৃগ হোলে তাঁর সেই অনুসন্ধান বীকর করেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনিও নিঃসন্দেহে রাজার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।”

সেই রমণী কলেন—“হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কে যে আমাকে উপহার করেছে তা আমি জানি না। আমি তোমাকে তা বখাওভাবে বলতে পারব না। আমাদের সর্গের নাম এবং গোত্রও আমি জানি না। হে মধুগী! আমরা কেবল এটুকুই জানি যে, এই স্থানে আমরা রয়েছি। কিন্তু তার অতীত কোন কিছুই আমরা জানি না। আমরা এতই মূর্খ যে, আমাদের বসবাসের জন্য এই সুন্দর স্থানটি যে কে সৃষ্টি করেছেন, তাও আমরা জানতে চেষ্টা করি না। হে মহাশয়! এই সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী, তারা আমার সঙ্গে রয়েছে, তারা আমার শত্রু ও সখী এবং এই সপটি এই পুরীর রক্ষকবী, এমন কি আমি নিমিত্তা হলেও এই সপটি জাগরিত থাকে। আমি কেবল এটুকুই জানি। এর অধিক আর কিছুই আমি জানি না। হে শত্রু-সংহারক! তুমি যে এখানে এসেছ, তা অবশ্যই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সর্বভোক্তার তোমার কল্যাণ কামনা করি। তোমার ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত অভিজ্ঞতা আমি এবং আমার বন্ধুরা সর্বভোক্তার

পূর্ণ স্বভাব চেষ্টা করব। হে শত্রু! তুমি যাতে সর্বভোক্তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধন করতে পার, সেই জন্যই আমি সর্বভার সমবর্তিত এই নগরীর আয়োজন করেছি। এখানে তুমি একশ বছর বাস করতে পার এবং তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য সব কিছু সরবরাহ করা হবে। তুমি ছাড়া আর অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে আমি বিহার করতে পারি। কারণ তাদের তো রতিকা নেই এবং তারা জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর বিভবের জীবন উপভোগ করতে হয় তা জানে না। এই প্রকার ব্যক্তির গণতুল্যা।”

“এই প্রকারে গৃহস্থ-জীবনেই ধর্ম, তপস, কাম এবং মনো-সম্পত্তি উপভোগের সর্বভার সুখভোগ করা যায়। তার পর মানুষ মুক্তি প্রাপ্তি বশত প্রাপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থ্য বজ্রের ফলেও ভোগ করতে পারেন, বার ফলে তাঁরা শ্রেষ্ঠ লোকে উন্নীত হতে পারেন। এই সমস্ত সুখভোগ পরমার্থবাদীদের কাছে প্রার অজ্ঞাত। তাঁরা এই প্রকার সুখের কথা কল্পনাও করতে পারেন না। মহাজনের বর্ণনা অনুসারে, গৃহস্থ-জীবন কেবল মিথ্যার জন্যই অরক্ষণীয় নয়, তা পিতৃগণ, সেবকগণ, বহির্বিগণ, মহাভাগ্য এবং অন্য সকলের জন্য প্রেরণ। এইভাবে গৃহস্থ-আশ্রম পন্থার জন্যই সর্বজনক। হে বীর! তুমি নিখাত, উপার চিত্ত এবং অতি সুন্দর পুরুষ। অতএব তোমার মতো পতি বর উপহৃত থাকতে, আমার মতো কামিনী আর কােকই বা পতিকে বরণ করবে? হে মহাশয়! পৃথিবীতে এমন কোন রমণী আছে, যার মন তোমার সর্বস্বত্ববশত বাধ্যগতের আশ্রিতের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তুমি তোমার মধুর হাস্য ও উন্নত কৃপার দ্বারা আমার মতো অনগ্রহ মহিলাদের সমস্ত সন্তপ প্র কর। আমরা মনে করি যে, তুমি কেবল আমাদের উপকারের জন্য এই ভূপৃষ্ঠে বিচরণ কর।”

দেবর্ষি নরক কলেন—“হে রাজন! সেই পুরুষ ও নারী পরস্পরিক সৌহারদের দ্বারা পরস্পরকে সন্তুষ্ট করে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং একশ বছর ধরে জীবন উপভোগ করেছিলেন। পাথকের মতোই সর্গতে মহাশয় পুরুষের মহিমামিত্ত কার্যকলাপের বশোক্তকরণ। প্রীতুল্যে যখন অত্যন্ত পরম পণ্ডিত, তখন তিনি কামিনীকুল পরিত্যক্ত হয়ে সরোবরে প্রবেশ

করে তাদের সঙ্গ উপভোগ করেছেন। সেই নগরীর ন্যটি দ্বারের মধ্যে সাতটি দ্বার উপবিভাগে এবং দুটি দ্বার অবেগভাগে রয়েছে। এই দ্বারগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকার জন্য নির্মিত হয়েছে এবং সেই দ্বারগুলি ক্রমবর্তন করেন সেই নগরীর অধিবাসী। হে রাজন! সেই ন্যটি দ্বারের মধ্যে পাঁচটি দ্বার পূর্বমুখী, একটি উত্তরমুখী, একটি দক্ষিণমুখী এবং দুটি পশ্চিমমুখী। আমি সেই সমস্ত দ্বারগুলির নাম আপনাকে কাছে বর্ণনা করব। বদ্যোতো ও আকিমুখী নামক দুটি দ্বার পূর্বদিকে স্থিত ছিল, কিন্তু তারা এখনোই নির্মিত ছিল। এই দুটি দ্বার দ্বিগে রাজা তাঁর কুম্মাচারের সঙ্গে বিভাজিত নামক নগরীতে যেতেন। তেমনই পূর্বদিকে নলিনী ও নলিনী নামক দ্বারও দুটি দ্বার রয়েছে এবং তারাও একস্থানে নির্মিত হয়েছে। এই দ্বার দুটি দ্বিগে রাজা অবশুই বনমক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে সৌভাগ্য নামক নগরীতে গমন করতেন। পূর্বদিকে অবস্থিত পঞ্চম দ্বারটির নাম সুখা, অর্থাৎ প্রধান। এই দ্বার দ্বিগে তিনি নরক ও বিপদ নামক তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে বহুদন ও আপন নামক দুটি স্থানে গমন করতেন। সেই নগরীর দক্ষিণ দিকের দ্বারটির নাম নিতম্ব এবং সেই দ্বার দ্বিগে রাজা পুরুষের তাঁর কুম্মাচারের সঙ্গে নলিনী-পঞ্চাল নামক নগরীতে গমন করতেন। উত্তর দিকে ছিল দেবহু নামক দ্বার। সেই দ্বার দ্বিগে রাজা পুরুষের তাঁর পঞ্চা ক্রমবর্তনের সঙ্গে উত্তর-পঞ্চাল নামক স্থানে গমন করতেন। পশ্চিম দিকে ছিল আসুরী নামক দ্বার। সেই দ্বার দ্বিগে রাজা পুরুষের তাঁর সখা দুর্ভাগের সঙ্গে প্রায়শঃ নামক নগরীতে যেতেন। পশ্চিম দিকের আর একটি দ্বারের নাম নিমিত্ত। পুরুষ সেই দ্বার দ্বিগে তাঁর সখা লুঙ্কর সঙ্গে কৈশব নামক স্থানে গমন করতেন। সেই নগরীর ক্রম অধিবাসীর মধ্যে নির্বাক ও পেলবক নামক দুই ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তারা পুরুষের ছিলেন চন্দ্রবাস মগধিদের শাসক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এই অন্ধদের সঙ্গ করতেন। তাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে বিচরণ করে তিনি বলা প্রকার কার্য করতেন। কখনও কখনও তিনি বিচ্ছিন্ন (মন) নামক তাঁর প্রধান ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর গৃহে অসুখপূরে যেতেন। তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রের প্রভাবে মোহ, সংকোচ ও হর্ষ উপস্থিত হত। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক ক্রন্দন-কল্পনা এবং সকার কর্ম আসক্ত

হওয়ার কলে, রাজা পুরাণ সম্পূর্ণরূপে জড় বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে বর্জিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি তাঁর মহিষীর সমস্ত আসনা পূর্ণ করতেন।”

“রানী যখন মরিচা পান করতেন তখন রাজা পুরাণও তাঁর সঙ্গে মরিচা পান করতেন। রানী যখন আহার করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে আহার করতেন এবং রানী যখন চর্চন করতেন, তখন রাজা পুরাণও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চর্চন করতেন। রানী যখন গান করতেন, তখন তিনিও গান করতেন। তেমনই, রানী যখন ক্রন্দন করতেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ক্রন্দন এবং রানী যখন হাসতেন, তখন তিনিও হাসতেন। রানী যখন প্রজ্ঞা করতেন, তখন তিনিও প্রজ্ঞা করতেন এবং রানী যখন গমন করতেন, তখন রাজাও তাঁর লিঙ্গে পিছনে গমন করতেন। রানী যখন দাঁড়াতে, তখন রাজাও দাঁড়াতে এবং রানী যখন শয়ন করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে শয়ন করতেন। রানী যখন বসতেন, তখন তিনিও বসতেন এবং রানী

যখন কোন কিছু গ্রহণ করতেন, তখন তিনিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর সঙ্গে গ্রহণ করতেন। রানী যখন কোন কিছু দ্রব্য গ্রহণ করতেন, তখন রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে সেই বস্তুর দ্রব্য গ্রহণ করতেন। রানী যখন কোন কিছু স্পর্শ করতেন, তখন রাজাও তাঁ স্পর্শ করতেন এবং প্রিয়তমা রানী যখন শোক করতেন, তখন কেচারি রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে অন্যথায় মতো শোক করতেন। তেমনই রানী যখন আনন্দিত হতেন, তখন তিনিও আনন্দিত হতেন এবং রানী সন্তুষ্ট হলে, রাজাও সন্তোষ অনুভব করতেন। এইভাবে রাজা পুরাণ তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা বন্দি হয়ে প্রচলিত হয়েছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, এই জড় জগতে তিনি সর্বত্রোভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই মূর্খ রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পত্নীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন, ঠিক বেচারে একটি গোয়া জন্তু তার প্রভুর ইচ্ছানুসারে দৃঢ় করে।”



ষড়বিংশতি অধ্যায়

পুরাণের মৃগয়ায় গমন এবং তাঁর মহিষীর ক্রোধ

দেবর্ষি নারদ বললেন—“হে রাজন্! এক সময় পুরাণ তাঁর মহৎ ধনুক ও অস্ত্রের ভূঁয়ী প্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্ম সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি স্রুতগামী অশ্বেচালিত রথে পঞ্চপ্রহু নামক বনে গমন করেছিলেন। সেই রথে তিনি দুটি কিশোরক বাণ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই রথটির দুটি চক্ষু এবং একটি দুর্গায়মান থক ছিল। সেই রথে তিনটি পতঙ্গ, একটি রক্ত, একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, জোমল লাগানের দুটি বস, পাঁচটি অস্ত্র এবং সাতটি আকরণ ছিল। সেই রথের গতি পঞ্চবিধ এবং তার সমুদ্রে পাঁচটি বাধা ছিল। সেই রথের সমস্ত সাজসজ্জা

ও অলঙ্কার স্বর্ণনির্মিত ছিল। যদিও রাজা পুরাণের পক্ষে এক পলকের জন্যও তাঁর মহিষীর সহ অগ্রণ করা অসম্ভব ছিল, তবুও, মৃগয়া করার বাগনায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি মহাগর্বে তাঁর ধনুক ও বাণ প্রহণ করে, তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা না করে বনে গিয়েছিলেন। রাজা পুরাণ তখন আনুগত্য বৃত্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ও নির্দয় হয়ে উঠেছিল এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নির্বিচারে বনের বহু নিরীহ পশু বধ করেছিলেন। রাজ্য যদি থাকে আহারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, তা হলে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের খাঙ্গীর নির্দেশ অনুসারে বনে

গিয়া, তেঁদের বধ্য পণ্ডারের হত্যা করতে পারেন। অনর্থক ও অব্যর্থ পশুহত্যা তখনই অন্তর্ভুক্ত হন। রক্ত ও তমোগ্রস্তের দ্বারা প্রভাবিত মূর্খ মানুষেরা যাকে অসংযতভাবে অনাধে পশুহত্যা না করে, সেই কনাই বোলে পশুবধের সুনিয়ন্ত্রিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্ষিৎকে বলতে লাগলেন—“হে রাজন্! যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করেন, তিনি কখনও সফল কর্মে লিপ্ত হন না। আর যে ব্যক্তি নিজের ষোড়শ বৃশসিদ্ধি আচরণ করে, সে তার অহঙ্কারের প্রভাবে অধঃপতিত হয় এবং এইভাবে প্রকৃতির তিনটি ওপার বস্তুর অবস্থা হয়। তার ফলে ভীষ্ম তার প্রকৃত বুদ্ধি বর্জিত হয়ে জন্মভূমির চক্রে চিরকালের জন্য স্থির হয়ে পড়ে। এইভাবে সে মলের কীটাল থেকে শুরু করে, ব্রহ্মলোকে অতি উন্নত পদ পর্যন্ত বিভিন্ন বোমিতে ভ্রমণ করে। রাজা পুরাণ যখন এইভাবে নিজের করছিলেন, তখন তাঁর তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে, সেই বনের বহু পশু অসম্ভব বৈদ্যের তাড়ন প্রাপ্ত ত্যাগ করেছিল। রাজার এই বীভৎস ক্রিয়াকর্মার বর্ণন করে, ময়াল্য ব্যক্তির অত্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা এই প্রকার হত্যাকর্মার বর্ণন করে সহ্য করতে পারেননি। এইভাবে রাজা পুরাণ বহু শব্দ, বরষা, মহিষ, ধ্বংস, কৃষ্ণসার মৃগ, পঞ্চপ্রহু এবং নিজের করার উপবৃত্ত অন্যান্য পশু সংহার করে, প্রাণ হয়ে পড়েছিলেন। তার পর রাজা অত্যন্ত পরিভ্রান্ত হয়ে এবং ভুখা ও তৃষ্ণার কাতর হয়ে, তাঁর রাজ্যদামনে নিপ্ত হয়েছিলেন। যুগে ফিরে আসার পর, তিনি বনে করেছিলেন এবং উপবৃত্ত খাদ্য আহার করেছিলেন। তার পর তিনি বিজ্ঞান করে তাঁর সমস্ত প্রাণি হার করেছিলেন। তার পর রাজা পুরাণ উপবৃত্ত অলঙ্কারে তাঁর দেহকে সজ্জিরেছিলেন। তিনি তাঁর মেহে চক্ষুও লেপন করেছিলেন এবং নগ্নর কুলমালা ধারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহীন হয়েছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর পত্নীর অধবেশন করতে শুরু করেছিলেন। আহা! করার পর তাঁর ভুখা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়ার কলে, রাজা পুরাণ তাঁর হৃদয়ে হর্ষ অনুভব করেছিলেন। উচ্চস্তর চেতনায় উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে, তিনি ক্রমশঃকমে বারো মোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গৃহমধ্যে

ঈশ্বরে যিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, তাঁর সেই পত্নীর অধবেশন করতে শুরু করেছিলেন। তখন রাজা পুরাণ একটা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং তিনি অশুভপুত্রের রমণীত্বের চিন্তা করেছিলেন, ‘হে সুন্দরী! তোমাদের অধঃপতন সত্ত্বে জেদরা পুত্রের সঙ্গে কখনো আশ্রয় তো?’

রাজা পুরাণ বললেন—“অগ্নি কুণ্ডে পারছি না আমার পুত্রের সমস্ত সাজ-সজ্জার পুত্রের মতো আমাকে আর কোন আকর্ষণ করছে না। আমার মনে হয় যে, যুগে যদি যাত্রা ও পতিপরীক্ষা পত্নী, না থাকে, তা হলে সেই গৃহ চন্দ্রবিহীন রথের মতো। কেন মূর্খ সেই অসল্য রথে উপবেশন করবে? সত্য করে আমাকে কল, কিশোরী সমুদ্রে নির্মলিত হলে যে আমাকে সর্বদা উদ্ধার করে, সেই সুন্দরী লক্ষ্মী কোথায় অবস্থান করছে? প্রতি পদে আমাকে সর্বদা প্রদান করে সে সর্বদা আমাকে রক্ষা করে।”

সেই রমণীর তখন রাজাকে বললেন—“হে কল্যাণ! আপনার স্ত্রী যে কেন এইভাবে অবস্থান করছেন, তা আমরা জানি না। হে শত্রুন্! সত্য করে দেখুন! কিশোরী শস্যের তিনি কৃষিতে শরন করে রয়েছেন। তিনি যে কেন এইভাবে আচরণ করছেন, তা আমরা কুণ্ডে পারছি না।”

দেবর্ষি নারদ বললেন—“হে মহারাজ প্রাচীনবর্ষি! রাজা পুরাণ তাঁর মহিষীকে অধঃপতনের মতো কুণ্ডে পতিত দেখে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। দুর্ভাগ্য অন্তরে, রাজা তাঁর পত্নীকে মৃত্যু বদনে সাক্ষ্য দিতে শুরু করেছিলেন। যদিও তাঁর ভ্রাতৃ অনুশোচনায় পূর্ণ হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে সাহায্য দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তবুও তাঁর শির পত্নীর প্রাণহানিতে জেদের উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অতঃপর-নিজের অত্যন্ত নিশূণ রাজ্য বীরে বীরে তাঁর মহিষীকে সাক্ষ্য দিতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পদকূল স্পর্শ করেছিলেন, তারপর তাঁকে তাঁর ক্রোধে স্থগন করে, পত্নীর আবেগে আলিসন করেছিলেন এবং তাঁকে এইভাবে কুণ্ডে শুরু করেছিলেন।”

রাজা পুরাণ বললেন—“হে কল্যাণী! প্রভু যখন তাঁর কৃত্যকে নিজের লোক বলে মনে করেন, তিন্দু তার অপরাধের জন্য তাকে সন্তোষ দেয় না, তখন সেই কৃত্য অবশ্যই সম্প্রদায়। হে কল্যাণী! প্রভু যখন কৃত্যকে

দত্ত জেন, তখন ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে তা পক্ষ অনুগ্রহ বলে মনে করা। যে ভৃত্য তাকে ক্রোধ করে, সে নিশ্চয়ই অন্ধ, কারণ সে জানে না যে, সেটিই হচ্ছে বন্ধুর কর্তব্য। হে প্রিয়ে, হে সুদর্শনে। তোমার আকর্ষণীয় স্বর্ষকলাপের ফলে, তোমাকে অত্যন্ত চিত্তাশীল বলে মনে হচ্ছে। দয়্য করে তোমার এই হ্রেন্থ পবিত্রায় করে আমার প্রতি কৃপাপরবশ হও এবং অনুগ্রহ করে একটু হাস। তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে যখন আমি তোমার মধুর হাসি দর্শন করি এবং তোমার ফন নীল সুন্দর বেশাদাম ও তোমার উন্নত নাসিকা দর্শন করি এবং তোমার মধুর স্বক্যলাপ দর্শন করি, তখন তুমি আমার কাছে আরও অধিক সুন্দর হয়ে ওঠ এবং আরও বেশ তুমি আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ কর এবং কৃতজ্ঞ কর। তুমি হচ্ছে আমার পবন আদরিনী শ্রিততমা। হে বীরপত্নী। আমাকে তুমি বল কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে? সেই কৃতি যদি ত্রাষণ কুলোড়ত না হন, তা হলে আমি তাকে দণ্ড দিতে প্রস্তুত। যুগপিত শ্রীকৃষ্ণের সেবক স্বতীত, এই দিল্লোকে আমি অন্য আর কাউকে কমা

করব না। তোমার চরণে অপবাদ করে কেউই অচ্ছনে বিচরণ করতে পারবে না, কারণ আমি তাকে প্রচণ্ড মত্তবান করব। প্রিয়ে। ইতিপূর্বে আমি তোমার মুখ কখনও তিলকবিহীন দেখিনি, এই রকম বিষয়, অনুচ্ছল ও মেহপূর্ণ মুখ কখনও দর্শন করিনি। তোমার সুন্দর তনুশূণ আমি কখনও অঙ্গসিক্ত দেখিনি এবং বিশ্ববলের মতো রক্তিম তোমার অধর এইভাবে রক্তিম আভলুনা হতে ইতিপূর্বে আমি কখনই দেখিনি। হে রাণী। আমার পাপপূর্ণ বাসনার ফলে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে বনে পিকার করতে গিয়েছিলাম। তাই আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি। তবুও আমাকে তোমার সবচাইতে অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলে মনে করে, আমার দ্রুতি সজ্ঞনা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হও। কালবিকপকে আমি অত্যন্ত দুঃখী, কিন্তু কামদেবের বাণের আঘাতে আমি অত্যন্ত কামাঠ হয়েছি। কেন সুন্দরী রমণী তার কামুক পতিকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করবে?"



সপ্তবিংশতি অধ্যায়

পুরঞ্জনের নগরীতে চণ্ডবেগের আক্রমণ এবং কালকন্যার উপাখ্যান

দেবর্ষি নারদ বললেন—“হে রাজন্। বিভিন্নভাবে তাঁর পতিকে মোহিত করে এবং তাঁকে কণীভূত করে, রাজা পুরঞ্জনের পত্নী সর্বপ্রকারে তাঁর সন্তোষবিধান করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করেছিলেন। রাণী জান করে মলময় বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে, পান-ভোজনাদির দ্বারা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজার কাছে এসেছিলেন। রাজা তাঁর সুন্দরভাবে সজ্জিত আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল দেখে, তাঁকে সাংঘে বাগত

জানিয়েছিলেন। রাণী পুরঞ্জনী যখন রাজাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন রাজাও তাঁর বাহুগলের দ্বারা তাঁর স্বচ্ছদেশ বেষ্টন করেছিলেন। এইভাবে এক নির্জন স্থানে তাঁরা গুহ্য ভাষণ করতে লাগলেন। তখন রাজা পুরঞ্জনের তাঁর সুন্দরী পত্নীর দ্বারা অত্যন্ত মোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর গুহ্য চেতনা থেকে বিদ্রাও হয়েছিলেন। তিনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে, দিন ও রাতি অতিবাহিত হয়ে কেবল তাঁর অনর্থক আয়ু কর হচ্ছে। এইভাবে

অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে, রাজা পুরঞ্জনের উন্নত চেতনা সম্বন্ধিত হওয়া সত্ত্বেও তার পত্নীর বাহ্যিক উপাখ্যান করে মহামূল্য শস্যের সর্বনাশ ঘনন করে রইলেন। এইভাবে তিনি সেই রমণীকে তাঁর জীবনের পরম সখ্য বলে মনে করতে লাগলেন। অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হওয়ার ফলে, তিনি আত্মোপসর্গের তাৎপর্য এবং নিজেদের ও পরমেশ্বর ভগবানকে জানার মহাত্মা উপলব্ধি করতে পারলেন না।”

“হে মহাবাজ প্রাচীনবর্হিবৎ। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের কাম ও পাপপূর্ণ হননের তাঁর পত্নীর সঙ্গে রতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন এবং এইভাবে তাঁর নবযৌবন স্ফার্যের মতো অতিব্রল হতে গেল।”

দেবর্ষি নারদ তখন মহাবাজ প্রাচীনবর্হিবৎকে বলেছিলেন—“হে বিরাট (বীর্য আয়ুধান)। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের তাঁর পত্নী পুরঞ্জনীর পর্বে এগিয়ে শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু, এই কার্বে তাঁর জীবনের স্বর্ষভাগ অতিবাহিত হয়েছিল। হে প্রজাপতি মহারাজ প্রাচীনবর্হিবৎ। এইভাবে পুরঞ্জনের একশ মণি কন্যাও উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁদের নিজ ও মাতার মতো ফলশী। তাঁরা সুনীলা, উদর ও অল্যন্দ সন্তোষাবলী সমধিত্ত ছিলেন। তারপর পঞ্চাশটি রাজা পুরঞ্জনের তাঁর পিতৃবংশ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তাঁর পুত্রদের উপযুক্ত পত্নীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তাঁর কন্যাদেরও যোগ্য বরের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্রদের প্রত্যেকের শত-শত পুত্র হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের পুত্র ও পৌত্রদের দ্বারা পঞ্চাশ রাজা হয়ে গিয়েছিল। রাজা পুরঞ্জনের এই সমস্ত পুত্র ও পৌত্রের প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্ব, কোব, ভৃত্য, সহকারী আদি সমস্ত জন-সম্পদের সৃষ্টকরী ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পুরঞ্জনের আশক্তি অত্যন্ত গভীর ছিল।”

দেবর্ষি নারদ বললেন—“হে মহাবাজ প্রাচীনবর্হিবৎ। আপনার মতো রাজা পুরঞ্জনের কাম কামনাভূত হয়ে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেবতা, দিগ্ ও ভূতপতিদের পূজা করেছিলেন। সেই সমস্ত যজ্ঞ ছিল অত্যন্ত বীভৎস, আরণ্য পশুহত্যা করার বাসনা সহগণী সম্পাদিত হয়েছিল। এইভাবে রাজা পুরঞ্জনের সকল কর্মের প্রতি

ও তাঁর অস্বীয়-স্বপ্নদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে এবং কলুষিত চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনের সেই অবস্থার এসে উপনীত হলেন, যা কামিনীপ্রিয় ব্যক্তিদের অচ্ছ অত্যন্ত অগ্রিয়।”

“হে রাজন্। পঞ্চদশোক্তের অধিপতি হয়েছেন চণ্ডবেগ নামক রাজা। তাঁর অধীনে তিনশ হাটজন অত্যন্ত শক্তিশালী গর্দভ সৈনিক রয়েছে। চণ্ডবেগের গর্দভ-সৈনিকদের মতো সমসংখ্যক গর্দভী ছিল এবং তারা বারবার ইঞ্জির সুবভোগের সামগ্রীগুলি লুণ্ঠন করেছিল। গর্দভরাজ চণ্ডবেগ ও তাঁর অনুচররা যখন পুরঞ্জনের নগরী স্কান করতে শুরু করেছিল, তখন পঞ্চাশ মণিষ্ট সপটি তাদের সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে শুরু করেছিল। গর্দভদের সংখ্যা সাতশ বৃদ্ধি হলো, রাজা পুরঞ্জনের নগরীর অধ্যক্ষ পঞ্চাশ-মণিষ্ট সপটি একাকী তাদের সঙ্গে একশ বছর ধরে যুদ্ধ করেছিল। বেহেতু তাকে বৎ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তারা সকলেই ছিল এক-একজন বড় বোঝা, তাই পঞ্চাশ-মণিষ্ট সপটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে এইভাবে নিজেদের হয়ে পড়তে দেখে, রাজা পুরঞ্জনের এক সেই নগরবাসী তাঁর সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জনের পঞ্চাশ মণিক-তাঁর রাজ্যে কন সংগ্রহ করে, নানা প্রকার মৈথুনসুখে মগ্ন থাকতেন। সম্পূর্ণরূপে স্বীয় কণীভূত হয়ে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি মৃত্যুর সমীপবর্তী হচ্ছেন।”

“হে মহাবাজ প্রাচীনবর্হিবৎ। তারপর কালের কন্যা তখন পতির অধেষণে দিল্লোক ভ্রমণ করছিল, কিন্তু কেউই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। কালকন্যা (জরা) তার দুর্ভাগ্যবশত এই ভ্রমণে দুর্ভাগ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রাজর্ষি পুত্র তাকে কণন করেছিলেন বলে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কালকন্যা তাঁকে বর প্রদান করেছিল। আমি যখন সর্বোচ্চ লোক কুললোভ থেকে এক সময় এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, তখন কালকন্যা ত্রাণাও পর্বত করছিল এবং আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হর। আমাকে একজন দৈহিক ত্রাণাচরী ভেলে, তাঁকে অস্বীকার করার জন্য সে ক্রোধপূর্ণ হয়ে আমার কাছে প্রত্যন্ত করে।”

সেবর্ষি মারম কলতে লাগলেন—“আমি তার অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম বলে, সে আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, এক দুইসহ অভিযান প্রদান করেছিল। সে বলেছিল, “হে মুনে। যেহেতু আপনি আমার অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করলেন, সেই জন্য আপনি কখনও এক স্থানে স্থির হয়ে অবস্থান করতে পারবেন না।” এইভাবে আমার দ্বারা নিরাশ হয়ে, আমার উপদেশক্রমে সে তখন নামক যবন রাজ্যের সমীপবর্তী হয়েছিল এবং তাঁকে তার পতিত্যাগ করণ করেছিল। যবন রাজার কাছে গিয়ে কালকন্যা তাঁকে বলেছিল, “হে বীর! আপনি যবনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আমি আপনাকে আমার পতিত্বপে বরণ করতে চাই। আমি জানি যে, আপনার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলে, কেউ নিরাশ হয় না। যে ব্যক্তি লৌকিক প্রথা বা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চল করে না এবং কেউ লজ্জা করতে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করে না, তারা উভয়েই ভ্রমভ্রমে দ্বারা আহরণ। এই প্রকার ব্যক্তির আত্মার পথ অনুসরণ করছে। তাদের অবশ্যই পবিত্রমে শোক করতে হবে।”

কালকন্যা কল—“হে ভ্রম! আমি আপনার সেবা করবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত। দয়া করে আমাকে গ্রহণ করে, আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে আর্জের প্রতি করুণা প্রকাশ করা। কালকন্যার কথা শুনে যবনরাজ ইবং হেসে, দৈবের বিধান অনুসারে তাঁর গোপনীর কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে এক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। কালকন্যাকে সাহায্য করে তিনি তখন বলেছিলেন—কে বিবেচনা করে আমি জানতে পেরেছি কে তোমার পতি হবে। প্রকৃতপক্ষে সকলের কাছে তুমি অমঙ্গলরূপা এবং অপ্রিয়। তাই যেহেতু কেউই তোমাকে চায় না, তা হলে কেই বা তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে? এই জন্যে সকল কার্যে ক্ষমকরণ। তাই তুমি অলক্ষিতভাবে ক্রীমদের আক্রমণ কর। আমার সৈনিকদের সহায়তায় তুমি নিবিড় জঙ্গলের সংহার করতে পারবে। এই প্রকার আমার হাজ। আমি এখন তোমাকে আমার ভূমিরূপে গ্রহণ করছি। আমি তোমাদের দুজনকে এবং আমার ভ্রাতৃদ্বয় সৈনিকদের নিযুক্ত করব এই জগতে অলক্ষিতভাবে কার্য করার জন্য।”



অষ্টবিংশতি অধ্যায়

পরবর্তী জন্মে পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি

সেবর্ষি নরায়ণ কলেন—“হে মহারাজ প্রাচীনবর্ষিঃ। তারপর তার নামক যবনরাজ প্রজ্ঞার, কালকন্যা এবং তার সৈনিকগণ সহ সারা পৃথিবী বিচরণ করতে লাগলেন। এক সময় সেই ভরত সৈনিকের প্রকলভাবে পুরঞ্জনের নগরী আক্রমণ করেছিল। যদিও সেই নগরীটি ইন্দ্রির সুকভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা স্ক্রীকৃত হচ্ছিল একটি বৃদ্ধ সর্পের দ্বারা। ভরত সৈনিকদের সহায়তায়, কালকন্যা ধীরে ধীরে পুরঞ্জনের নগরীর সমস্ত অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় করেছিল। কালকন্যা যখন দেখে আক্রমণ করল,

তখন যবনরাজের ভ্রাতৃদ্বয় সৈনিকেরা বিভিন্ন স্থান দিয়ে সেই নগরীতে প্রবেশ করেছিল এবং তারা সমস্ত নগরিকদের প্রকলভাবে নীড়ন করতে শুরু করেছিল। নগরীটি যখন এইভাবে কালকন্যা ও সৈনিকদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, তখন রাজা পুরঞ্জনের তার আত্মীয়-বন্ধনদের মমতায় অত্যন্ত আকুল হয়ে, যবনরাজ ও কালকন্যার আক্রমণের ক্ষয় প্রকার ক্রেশ ভোগ করতে লাগলেন। কালকন্যার দ্বারা আঘাতিত হওয়ার বলে, রাজা পুরঞ্জনের তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেন। ঐতিহ্যের অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার বলে, তাঁর

বুদ্ধি ভাঙে হয়েছিল এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে সবকিছু হারিয়ে, তিনি গৃহবর্ষ ও যবনদের দ্বারা বনপূর্বক পরাক্রান্ত হয়েছিলেন। রাজা পুরঞ্জনের তখন দেখলেন যে, তাঁর নগরীর সমৃদ্ধি নষ্ট হয়েছে এবং তাঁর পুত্র, পৌত্র, কৃত্ত ও অমাত্যেরা ধীরে ধীরে তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তিনি একে দেখলেন যে, তাঁর পত্নী তাঁর প্রতি প্রীতিরহিত এবং উদাসীন হয়ে গেছে। রাজা পুরঞ্জনের যখন দেখলেন যে, তাঁর আত্মীয়বন্ধন, ভ্রাতৃ, অমাত্য আদি সকলেই তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই পরিস্থিতির সংলোচন করতে পারলেন না, কারণ তিনি কালকন্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়েছিলেন। কালকন্যার প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখভোগের সমস্ত বিবরণগুলি বিধাদ হয়ে যায়। কিন্তু অ সবেও হৃদয়ে কামবাসনা থাকার ফলে, রাজা পুরঞ্জনের সর্বতোভাবে অত্যন্ত মগ্ন হয়ে যান। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি তা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু তা সবেও তাঁর পত্নী ও পুত্রসন্ত প্রতি অত্যন্ত স্নেহবীণ হওয়ার ফলে, তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। গৃহবর্ষ ও যবন সৈনিকদের দ্বারা পুরঞ্জনের নগরী বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং সেই নগরী পরিত্যাগ করার দাসনা না থাকলেও, পরিস্থিতিবশত তাঁকে তা করতে হয়েছিল, কারণ তা কালকন্যার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। তখন ভয়ে জোড় জোড় প্রকার তার দ্বারের প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেই নগরীতে আতন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই নগরী যখন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন সমস্ত নাগরিকেরা, রাজার ভ্রাতারা, আত্মীয়-বন্ধনেরা, পুত্র, পৌত্র, পত্নী এবং অন্যান্য কুটুম্বগণ সেই আতনে দগ্ধ হতে লাগল। রাজা পুরঞ্জনের তার ফলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। সেই নগরীর রক্ষক সপটি যবন দেখল যে, নাগরিকেরা কালকন্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং যবনেরা তার গৃহে আতন লাগিয়ে দিয়েছে, তখন অত্যন্ত শোকে সে কাতর হয়ে পড়েছিল। যখন আতন লাগলে, যবনের কেউই সর্প যেমন সেখানে থেকে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, তেমনই নগরীর অধিবাসী সপটিও অগ্নির প্রচণ্ড তাপের ফলে, সেই নগরী ছেড়ে চলে যেতে চেরেছিল। যখন গৃহবর্ষ ও যবন সৈনিকেরা তাঁর দেহের শক্তিকে

সম্পূর্ণরূপে পরাক্রান্ত করে ফেলেছিল, তখন সেই সপটির শরীর শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সে যখন তার দেহটি ত্যাগ করার চেষ্টা করে, তখন তার শত্রুর তাকে আটকে ফেলে। এইভাবে তার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন সে উচ্চবরে ত্রাণন করতে শুরু করেছিল। রাজা পুরঞ্জনের তখন তাঁর কন্যা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, অমাত্য, ভ্রাতৃ, অন্যান্য পার্শ্বদ, গৃহ, গৃহের উপকরণ এবং বংশোদ্ভূত সঙ্কীর্ণ ধন-সম্পদের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। রাজা পুরঞ্জনের তাঁর পরিবার এবং ‘আমি’ ও ‘আমার’ ধারণার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তাই তিনি ইতিপূর্বেই অত্যন্ত মগ্নিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন তাঁর সঙ্গে কিছরের সময় উপস্থিত হওয়ার, তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। রাজা পুরঞ্জনের অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, ‘হার, আমার পত্নী এতগুলি সন্তানের ভাগে ভাগ্যক্রান্ত। আমি দেহত্যাগ করে অন্য লোকে চলে গেলে, সে কিভাবে পরিবারের এই সমস্ত আত্মীয়-বন্ধনদের পালন করবে? হাঃ! পরিবার প্রতিবালকের দুশ্চিন্তার সে না জানি কত কষ্ট পাবে।’ রাজা পুরঞ্জনের তাঁর পত্নীর সঙ্গে তাঁর পূর্ব আচরণের কথা মনে করতে লাগলেন, রাজা ভাবতে লাগলেন—‘আমি আহার না করা পর্যন্ত সে আহার করত না, আমি স্নান না করা পর্যন্ত সে স্নান করত না এবং সে আমার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিল যে, কখনও কখনও আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ভরসন করলে, সে নীরবে আমার সেই দুর্ব্যবহার সহ্য করত।’

রাজা পুরঞ্জনের ভাবতে লাগলেন—“আমি যখন দেহত্যাগের ইচ্ছা, তখন আমার পত্নী কিভাবে আমাকে সহ পরাক্রান্ত প্রদান করত এবং আমি গৃহ থেকে বাইরে চলে গেলে, সে অত্যন্ত শোকাব্ধ হত। যদিও সে কখনো আমার জননী, পুত্র ও আমার অঙ্গদ এই যে, গৃহস্থালির দার-দারিত্বগুলি বহন করতে সে কি সক্ষম হবে? আমি পরলোকে গমন করলে, সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভরশীল আমার পুত্র ও কন্যার কিভাবে ক্রীকম ধারণ করবে? ধারসমূহে নৌকা ভগ্ন হলে আরোহীদের যে অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও ঠিক সেই প্রকার হবে।” যদিও পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজা

পুত্রহনের পোক করা উচিত ছিল না, তবুও তাঁর ধীন বুজির কলে তিনি যা করেছিলেন। সেই সময় কল্প নামক কন্যারাজ্য তাঁকে বধি করার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। স্বনামেরা যখন রাজা পুরজনের একটি পুত্র মতো বন্ধন করে তাঁকে তাদের স্থানে নিয়ে যেতে লাগল, তখন রাজ্যের অনুচররা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল। তারা যখন শোক করছিল, তখন তাদেরও তার সঙ্গে জোর করে ধরে নিয়ে কাঁওয়া হয়েছিল। তখন সেই সপটিও, যাকে কন্যারাজ্যের সৈন্যরা বধি করে পুর্বেই মগদী থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল, অন্যদের সঙ্গে সেও তার প্রত্যেক অনুসরণ করতে লাগল। তারা যখন সেই মগদীটি ত্যাগ করল, তখনই তা বিলীর্ণ হয়ে পক্ষাভূতে বিলীন হল। অপ্রাপ্ত কন্যার স্বনামেরা যখন বলপূর্বক রাজা পুরজনের টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন অজ্ঞানের অন্ধকারে অন্ধর থাকার ফলে, তিনি তাঁর সখা এবং নিত্য গুণসম্পন্ন পদ্মহাসকে মরণ করতে পারেননি। সেই অত্যন্ত নির্মম রাজা পুরজনের বিভিন্ন কৃষ্ণ বৎ পণ্ডিত্য করেছিলেন। এখন সেই সমস্ত পণ্ডিত্য সুযোগ পেয়ে তাদের শিং-এর দ্বারা তাঁকে বিলীর্ণ করতে লাগল। যেন তারা কঠোর দিগে তাঁকে খণ্ড-খণ্ড করে কাটতে লাগল। রমণীর দ্বিতীয় সঙ্গ প্রভাবে, রাজা পুরজনের মতো জীবিতা নিত্যকাল সংসারের কষ্টভোগ করে এবং কং কং বহর ধরে স্তম্ভিত হতে, তখন জড়-জাগতিক জীবনের অন্ধকার প্রদেশে অবস্থান করে।"

"রাজা পুরজনের তাঁর পত্নীর কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি এক অতি সুন্দরী এবং উত্তম মনসী হয়েছিলেন। রাজারই গৃহে তিনি পরকণ্ঠে বিনর্ভজনের কন্যা হল। বিনর্ভজনে বৃহত্ত বৈদ্যবী কিশর হয়েছিল পাণ্ডু সেনের মলয়ধ্বজ নামক এক অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে। অন্যান্য রাজকুমারদের পরাজিত করে তিনি বিনর্ভ-রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রাজা মলয়ধ্বজের একটি কন্যা হয়েছিল, যার চকু ছিল অতি কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর সাতটি পুত্র-সন্তানও হয়েছিল, যারা পরবর্তী কালে হাবিড়সেনের রাজ্য হয়েছিলেন। এইভাবে সেই দুখও সাতজন রাজা ছিলেন।"

"হে মহাশয় প্রাচীনবর্ষিণী! মলয়ধ্বজের পুত্রেরা হাকার হাকার সন্তান উৎপাদন করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে দক্ষতার এবং তার পরেও সারা পৃথিবী পালন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যাকে অক্ষয়্য মুনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যার নাম ছিল পুত্র্যাত এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল ইন্দ্রবাহু। তাঁর পর রাজর্ষি মলয়ধ্বজ তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়ে, একপ্রতিষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের আরোহণ করার উদ্দেশ্যে কলাচল নামক নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে, তেমনিই মনির-মরনা বিদর্ভ-ধর্মীও পৃথিবী, পুত্র এবং ভোগ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করে, তাঁর পতি অনুগামী হয়ে কলাচলে গিয়েছিলেন। কলাচলে চন্দ্রবাস, ভাষ্যশব্দী এবং হট্টোলক নামক নদী প্রবাহিত ছিল। রাজা মলয়ধ্বজ নিঃশব্দভাবে সেই পবিত্র নদীতীরে গিয়ে স্নান করতেন। তার ফলে তিনি অমৃত ও কাইরে উভয়ও পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি স্নান করে কল, বীজ, পাতা, ফুল, মূল, কল ও ঘাস ধেরে এবং জলশান করে জীসমধারণ করছিলেন। এইভাবে তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন। উপস্যার দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর দেহে এবং হানে ধীরে ধীরে শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, বায়ু ও বর্ষা, কৃষ্ণা ও তুমর, প্রিয় ও অপ্রিয় ইত্যাদি ষেতভ্যবের প্রতি সম্মানী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সন্তুষ্ট হৃদয় হয়ে জর করেছিলেন।"

"উপাসনা, তপস্যা, যম ও নিয়মিত দ্বারা রাজা মলয়ধ্বজ তাঁর অন্তরের সমস্ত মল দূর করে, তাঁর ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তকে জর করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর আত্মাকে পরমদ্রব্য (কুরু) রূপী তেজবিন্দুতে স্থিৎ করেছিলেন। এইভাবে তিনি এক শত নিম্ন বৎসর এক স্থানে স্থাপুর মতো স্থির হয়েছিলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুভ ভক্তিময়ী আশক্তি লাভ করেছিলেন এবং সেই অবস্থার স্থির হয়েছিলেন। রাজা মলয়ধ্বজ আত্ম ও পরমাত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আত্মা একস্থানে অবস্থিত কিন্তু পরমাত্মা সর্বব্যাপ্ত। তিনি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, জড়-দেহ আত্মা নয়, কিন্তু আত্মা হচ্ছে জড় দেহের সাক্ষী।

রাজা মলয়ধ্বজ পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন কামদ ঠান্ড শুভ স্থিতিতে তিনি অমৃত ভগবানের কাছ থেকে উপাসনা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রকার নিম্ন জ্ঞানের আলাপকে তিনি সর্বতোভাবে সব কিছু উপলব্ধি করেছিলেন। এইভাবে রাজা মলয়ধ্বজ সর্জন করেছিলেন যে পরমাত্মা তাঁর পাশে কবে হয়েছেন এবং জীবিতা রূপে তিনিও পরমাত্মার পাশে কবে হয়েছেন। তাঁরা উভয়ে একত্রে থাকার ফলে, তাদের ভিন্ন স্বার্থ ছিল না, এইভাবে তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। বৈদ্যবী তাঁর পতিকে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে, সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক তাঁর মহাভাগবত পতিকে অনুসরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সেবার যত্ন ছিলেন। তত অনুষ্ঠানের ফলে বিনর্ভজনের কন্যার সর্বাঙ্গ জীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর তেলকলাপের বস্ত্র না নেওয়ার ফলে তা জটবদ্ধ হয়েছিল। যদিও তিনি সর্বদা তাঁর পতির নিকটে থাকতেন, তবুও তিনি অতিশয় ধীশলিখার মতো মৌন এবং উচ্ছলকণ্ঠে অবস্থান করতেন। বিনর্ভজনিমী তাঁর পতি যে তেজসাল করেছেন তা বুঝতে না পারা পর্যন্ত, স্থির আসনে উপবিষ্ট তাঁর পতির সেবা করে যেতে লাগলেন। তিনি যখন তাঁর পতির পদসেবা করছিলেন, তখন তিনি উকল্ল থকল্ল না করার ফলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যেহেতুপ করছেন। তখন তিনি তাঁর পতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকিনী হওয়ার ফলে, বৃহত্তর হরিণীর মতো ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই বিনর্ভজনিমী অবশেষে তাঁর বৈধব্য দশার নিমিত্ত শোক করতে করতে অকিঞ্চিৎকর ভ্রমচক্রল সিক্ত করে, উচ্ছলকণ্ঠে রোদন করতে শুরু করেছেন।"

"হে রাজর্ষি! উঠুন! উঠুন! কেন্দ্র জন্মি বৈদ্যবী ধর্মী দস্যু এবং তপাধিকারী রাজ্যে ভরে গেছে। তাই ধর্মী অত্যন্ত জীতা হয়েছেন এবং অপনার কর্তব্য হয়ে তাঁকে রক্ষা করা। পতির অনুগামী সেই পতিভ্রাতা নী সেই নির্জন অরণ্যে তাঁর পতির পদযুগলে পতিতা হয়ে, কণ্ঠ করে রোদন করতে লাগলেন। তখন তাঁর শ্রোণ দিয়ে অধিকার দ্বারা অস্ত্র দ্বারা পড়ছিল। তারপর তিনি কষ্ট দিয়ে চিত্ত রচনা করে তাতে তাঁর পতির কণ্ঠের

প্রদীপ্ত কণ্ঠ, বিলাস করতে করতে তাঁর পতির অনুসরণে সহ-রাজ কণ্ঠের কণ্ঠ হয়েছিলেন।"

"হে রাজর্ষি! তখন রাজা পুরজনের এক পুত্রের সখা ভাষণ সেখানে এসে, মধুর নাকের দ্বারা রাজর্ষিকে সাদৃশ্য দিতে লাগলেন।"

ভাষণ বিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে? তুমি কবে পত্নী প্রথম কন্যা? এই শব্দের পুত্র্যাত কে? মনে হচ্ছে যেন তুমি এই মৃত পত্নীরের কন্যা শোক করছ। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার চিত্তবলের বন্ধু। তোমার যখন হতে পারে যে, পূর্বে তুমি কবির আশ্রয় করে পরামর্শ করেছিলে। হে বন্ধু যদিও তুমি আমাকে এখনও চিনতে পারছ না, তোমার কি মনে পড়ে না যে, পূর্বে জেনের এক অতি অসুন্দর সখা ছিল। চূর্ণগালপত তুমি আমার সঙ্গ পরিচালনা করে, এই কালের ডোফর পর গ্রহণ করেছ। হে শ্রী সখা! তুমি আর আমি ঠিক দুটি হৃদয়ের মতো। আমরা দুজনে একত্রে একই হৃদয়ে বাস করি, যা ঠিক জানা সারোহরে মতো। যদিও আমরা কং সখ্য বৎসর ধরে একত্রে রয়েছি, তবুও আমরা আমাদের প্রকৃত আদর দেখতে পার পুত্র। হে সখা! তুমি আমার সেই বন্ধু। যখন থেকে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ, তখন থেকে তুমি ক্রমশ জড় বিকটে প্রতি আসক্ত হয়েছ এবং আমাকে বিদূত হয়ে, কোন ঠাঁয় দ্বারা বসিত এই জড় জগতে বিচিত্র লোহ তুমি ভ্রম করছ। সেই কলীর (জড় পত্নীরের) পাঁচটি উলান ময়টি দ্বার, একজন কক্ষ, তিনটি কোণ, ছয়টি পরিবার, পাঁচটি সোফা, পাঁচটি উপাসনা এবং একজন বী তাম অর্ধশব্দী।"

"হে সখা! পাঁচটি উলান হচ্ছে ইহিয় সুভোজনের পাঁচটি বিবর এবং অত সন্তক হচ্ছে প্রাণবায়ু, যা ময়টি দ্বার দিয়ে প্রবাহিত হয়। তিনটি কোণ হচ্ছে তিনটি প্রধান উপাসনা—অগ্নি, জল ও অতি। ছয়টি পরিবার হচ্ছে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়। পাঁচটি বিবর হচ্ছে পাঁচটি কর্মেত্রের সেগুলি পঞ্চ-মহাত্মের সংযুক্ত শক্তির দ্বারা তাদের বরদা করে। সমস্ত কার্যকলাপের নিমিত্ত বহুদেহ অস্ত্র। আত্মা হচ্ছে তেজা এবং সে হচ্ছে পুণ্য। কিন্তু পত্নী-জননী নদীতে আত্মবৈদ্য হওয়ার ফলে, সে তার স্বরূপ জানতে পারে না। হে সখা! তুমি যখন বিধব-পুত্রিণা

রমণীয় সঙ্গে এই শরীরে প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই তুমি ইন্দ্রিয়সূত্র ভেঙের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছ। এই কারণে, তুমি তোমার চিন্তার জীবনের কথা ভুলে গেছ। জন্ম ফলে তুমি এই প্রকার পানীয়সী দশা প্রাপ্ত হয়ে, নব প্রকার মুঃখ-কষ্ট ভোগ করছ। প্রকৃতপক্ষে, তুমি বিবর্তনাজের কন্যা নও, এই মলয়কাজ তোমার হিতকারী পতি নর। তুমি পুরঞ্জনেরও পতি নও। তুমি কেবল নব্বার সমন্বিত এই মেহে অবরুদ্ধ হয়েছ। কখনও তুমি নিজেকে একজন পুরুষ বলে মনে কর, কখনও বা একজন নর্তী ব্রী বলে মনে কর, আমার কখনও নপুংসক বলে মনে কর। তার কারণ হচ্ছে শরীর, যা আমার দ্বারা সৃষ্ট। এই আমার আশ্রয়ই শক্তি এবং প্রকৃতপক্ষে তুমি ও আমি, আমরা দুজনেই ওহ চিন্তার আত্মা। আমি তোমাকে আমাদের বাস্তবিক হিত সর্বদা বোঝাতে চেষ্টা করছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর। হে ত্রি় সখা! আমি এবং তুমি, পরমাত্মা এবং আত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন, কারণ আমরা উভয়েই চিন্তা। হে সখে! প্রকৃতপক্ষে

তোমার প্রকৃত স্বরূপে তুমি গুণগতভাবে আমার থেকে ভিন্ন নও। সেই কথাটি বোঝার চেষ্টা কর। যারা প্রকৃতই নিরান এবং জ্ঞানবান, তারা তোমার এবং আমার মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য দর্শন করে না। মনুষ্য যেমন দর্শনে তার নিজের প্রতিবিম্বকে তার থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করে, কিন্তু অন্যেরা দুটি শরীর দর্শন করে, তেমনি জড়-জাগতিক পরিস্থিতিতে, যাতে জীব লিপ্ত হওয়া সখেও লিপ্ত নর, ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এইভাবে উভয় হলেই হৃদয়ে বিরাম হবে। একটি হলে যখন অন্য হৃদয়ের দ্বারা উপনিষ্ট হয়, তখন সে তার স্বরূপে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ সে তার কৃচ্ছতেজা ফিরে পায়, যা সে জড় আসক্তির কলে হারিয়েছিল। হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! সর্ব-কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান পরোক্ষরূপে উপলব্ধ হন বলে বিদ্যাত। তাই আমি আপনায় কাছে এই গুরঞ্জনের কাহিনী বর্ণনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে এটি আত্ম-উপলব্ধির উপদেশ।"



উনত্রিশটি অধ্যায়

নারদ ও রাজা প্রাচীনবর্হির কথোপকথন

মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন—“হে ব্রহ্ম, রাজা গুরঞ্জনের রূপক কাহিনীর তাৎপর্য আমরা পূর্ণরূপে বুঝতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে যারা পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা বুঝতে পারেন, কিন্তু সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত আমাদের মতো মানুষদের পাশ্বে আপনায় এই কাহিনীর তাৎপর্য হৃদয়গ্রন্থ করা অসম্ভব কঠিন।”

সেবর্হি নারদ বললেন—“পুরঞ্জনকে জীব বলে জানবেন। সে তার কর্ম অনুসারে এক পদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুঃপদ, বহু পদ অথবা পদহীন বিভিন্ন শরীরে স্বেচ্ছাবৃত্ত হয়। এই সমস্ত শরীরে স্বেচ্ছাবৃত্ত হয় বলে

জীব তৎকালিক ভোক্তারূপে পুরঞ্জন নামে পরিচিত হয়। অজিজ্ঞাত বলে আমি বোকে বর্ণনা করেছি, তিনি হচ্ছেন জীবের নিজ সুখের এক প্রভু। জীব যথেষ্ট জড় নার, কার্যকলাপ অথবা গুণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই ভগবান বহু জীবের কাছে চিরকাল অজিজ্ঞাত থাকেন। জীব যখন পূর্ণরূপে জড় প্রকৃতির গুণগুলি ভোগ করতে চায়, তখন সে বহু শরীরের মধ্যে সেই শরীরটি প্রাপ্ত হতে চায়, যাতে ন্যায় দ্বারা, দুটি হাত এবং দুটি পা রয়েছে। এইভাবে সে মানুষ অথবা দেবতা হতে চায়।”

“এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত প্রমাণ শব্দটি জড়-বুদ্ধি বা

অবিন্যাসকে বোঝায়। বুঝতে হবে যে, কেউ যখন এই বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। “আমি” এবং “আমার” এই জড় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে ওর করে। এইভাবে জীব বহু হয়। পাঁচটি কর্মেঞ্জিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেঞ্জিয় পুরঞ্জনের সখা। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি হচ্ছে তার সখী এবং যে পক্ষশিরা সর্পের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে পঞ্চবৃত্তিশালী প্রাণবায়ু। একাদশতম স্বেদক হচ্ছে অন্যদের অধিপতি মন। এই মন কর্মেঞ্জিয় এবং জ্ঞানেঞ্জিয় উভয়েরই অধিপতি। পঞ্চলরাজ্য হচ্ছে সেই পরিবেশ, যেখানে পক্ষেঞ্জিয়ের বিধ উপভোগ করা হয়। এই পঞ্চলরাজ্যের ভিতরে রয়েছে নব্বার সমন্বিত এই পেহরুপ নগরী। চক্ষু, নাসিকা এবং কর্ণ—এই দ্বারতলি দুটি দুটি করে একতানে অবস্থিত। মুখ, উপর এবং পাদুও হচ্ছে বিভিন্ন দ্বার। এই নব্বার সমন্বিত শরীরে হিত হয়ে, জীব এই জড় জগতে ঋতুধর্মী কার্য করে এবং রূপ, রস আদি ইন্দ্রিয়ের বিধসমূহ উপভোগ করে। দুটি চক্ষু, দুটি নাসারক্ত এবং একটি মুখ, এই পাঁচটি দ্বার সমুখ ভাসে অবস্থিত। দক্ষিণ কর্ণকে দক্ষিণ দিকের দ্বার বলে মনে করা হয়, বাম কর্ণকে উত্তর দিকের দ্বার বলে মনে করা হয়। পশ্চিম দিকের দুটি দ্বার হচ্ছে পাদু এবং উপর। বহোদ্য এবং আবির্ভূতী নামক যে দুটি দ্বারের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে শরীরের এক স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি চক্ষু। বিজিজ্ঞাত নামক যে জনপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে রূপ বলে জানবেন। এইভাবে চক্ষু দুটি সর্বদা বিভিন্ন প্রকার রূপ দর্শনে হয়। বলিনী এবং মালিনী নামক যে দুটি দ্বারের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দুটি নাসারক্ত। সৌরভদেপ বলে যার বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে গন্ধ। অবদুত নামে তার যে সর্পের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ছাপেঞ্জিয়। মুখা নামক যে দ্বারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে সুখ এবং বিপণ হচ্ছে বাস্কিঞ্জিয়। রসজ হচ্ছে রসনেঞ্জিয়। আপন স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে ভাষণ এবং বহুদন পক্ষের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য। দক্ষিণ কর্ণকে বলা হয় শিত্রু দ্বার এবং বাম কর্ণকে বলা হয় দেবকু দ্বার।”

নারদ মুনি বললেন—“দক্ষিণ পঞ্চাল নামক যে নগরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা সকাম কর্মজন্মিত ইন্দ্রিয়সূত্র-ভেঙের কর্মভোগ্যক প্রবৃত্তি মার্গের শাস্ত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত পঞ্চাল নামক অন্য নগরীটির দ্বারা নির্মিত প্রতিপাদক জ্ঞানকাঠীর শাস্ত্রসমূহকে বোঝানো হয়েছে। জীব দুই কর্ণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং কোন জীব পিতৃলোকে এবং কোন জীব দেবলোকে উন্নীত হয়। তা সত্ত্বে হয় দুটি কর্ণের দ্বারা। আসুরী (যেহ) নামক নিম্নবর্তী দ্বার দিয়ে গ্রামক নামক যে জনপদে গমন করা হয়, তা হচ্ছে হ্রীসম্বন্ধনিত সুখ, যা মূর্খ ও নীচ সাধারণ মানুষদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বলা হয় দুর্মম এবং পাত্যুতে বলা হয় নির্মিত। পুরঞ্জন কৈশব নামক স্থানে যেতেন ফলতে কেমনো হয়েছে যে, তিনি নরকে যেতেন। ঈশ্বর সহচর লুকক হচ্ছে পাদু নামক কর্মেঞ্জিয়। পূর্বে আমি দুজনে জড় সহচরের কথাও বলেছি। তারা হচ্ছে হাত এবং পা। হাত এবং পাদের সাহায্যে জীব সব রকম কর্ম করে এবং ইচ্ছাকৃত বিচরণ করে। ঋতুপূর বসন্তে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। নিখটীন শব্দটির অর্থ হচ্ছে “সর্বজগামী” এবং তা এখানে মনকে বুঝাচ্ছে। জীব তার মনের মধ্যে প্রকৃতির গুণের প্রভাবসমূহ ভোগ করে। এই প্রভাবগুলি কখনও মোহ, কখনও মত্ততা এবং কখনও হর্ষ উপলব্ধি করে। পূর্বে বিব্রেশন করা হয়েছে যে, মহিষী হচ্ছেন বুদ্ধি। স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় থেকে বুদ্ধি বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অসুখিত বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব কর্ণকরণে বুদ্ধিরই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অনুগ্রহণ করে।”

“যাকে আমি রথ বলে বর্ণনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এই শরীর। ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে সেই রথের খোঁড়া। সংবৎসরের মতো তাদের পতি অচ্যুতিহত, কিন্তু কলমিকপক্ষে তাদের কোন গতি নেই। পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সেই রথের দুটি চাকা। জড় প্রকৃতির তিনটি গুণ সেই রথের পতাকা। পঞ্চ প্রাণেন্দ্রিয় জীবের বহন এবং মন হচ্ছে তার চালি। বুদ্ধি সেই রথের সারথি। হৃদয় রথের উপকোশন স্থান এবং সুখ-দুঃখরূপ দৃশ্যভাব বৃণবহনের স্থান। সপ্তযাতু সেই রথের আকরণ এবং পঞ্চ কর্মেঞ্জিয় তার বাহ্য চিক্রম। একাদশ ইন্দ্রিয়, সেই

পুত্রদের সৈনিক। ইজি়য়সুখে মগ্ন হয়ে জীব সেই রথে আসিয়া হয়ে তার ভ্রাতৃ বাসিন্দা চর্বিভাষ্য করান অক্ষাঙ্কন করে এবং জগৎ-জগৎয়ের হয়ে ইজি়য় সুখভোগের প্রতি খান্ডিত হয়। যাকে চতুঃপাশে গলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী কাল। দিন এবং রাত্ৰিকে যথাক্রমে পঞ্চম এবং পঞ্চদশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পশু ঘাট দিন এবং রাত্ৰি সমন্বিত সংবেদনের জ্ঞান মনুষ্যে থামু হস্ত করে। যাকে কালপন্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে বৃক্ষমহা। কেউই অস্বাভাবিক হতে চায় না, কিন্তু সাক্ষ্যৎ বসনরাজ্য হত্যা। অরাকে তাঁর জমিদারীতে স্বীকার করেছেন। যখনই বসন (বসন্তের) অনুচরদের কলা হয় মৃত্যুসেনার এবং সেগুলি হচ্ছে যেহ ও মন সক্রিয় বিভিন্ন প্রকার পীড়। প্রকৃত হচ্ছে দুই প্রকার ছত্র—অত্যধিক গরম এবং অত্যধিক ঠাণ্ডা—বেশন টাইকয়েড এবং নিউমোনিয়া। শরীরের ভিতরে শাখিত জীব আধুনিক, আধুনিক এবং আধুনিক বিভিন্ন প্রকার ক্রেশের দ্বারা কিলিত। সর্বপ্রকার ক্রেশ স্বেচ্ছা জীব সেহধর্ম, মনোবর্ষ ও ইজি়য়বর্মের বর্ণীভূত হয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাধির দ্বারা ক্রিষ্ট হয়, এই জড় জগৎকে ভোগ করার বাসনার বহু পরিকল্পনা করে। যদিও সে নির্ভর, তবুও অজ্ঞানের বলে জীব 'আদি' ও 'আমার' অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এইভাবে সে তার জড় শরীরে একশ বার অবস্থান করে।"

"জীবের নিজের ভাল অথবা মঙ্গ ভাগ্য বেছে নেওয়ার অল্প একটু স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু সে যখন তার পরম প্রভু পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যায়, তখন সে জড় প্রকৃতির ওপরে বর্ণীভূত হয়। জড় প্রকৃতির ওপরে দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে তার সেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং সেহের জন্য নানা প্রকার কর্মে আসক্ত হয়। তখনও সে তমোতপের দ্বারা, কখনও হ্রস্বতপের দ্বারা এবং কখনও সঙ্কটপের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে জীব জড় প্রকৃতির ওপরে প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। ধারা সঙ্কটপে অবস্থিত তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পুণ্যকর্ম করেন এবং তার ফলে তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে দেবতারা বাস করেন। ধারা হ্রস্বতপের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা

মনুষ্যালোকে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনশীল কর্ম করেন এবং দ্বারা ভবোত্তপের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা বিভিন্ন প্রকার কষ্টভোগ করে এবং পাশবিক জগতে বাস করে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও মনুষ্যসক, কখনও মানু্য, কখনও দেবতা, কখনও পশু, কখনও পক্ষী ইত্যাদি হয়। এইভাবে সে এই জড় জগতে ভ্রমণ করতে থাকে। প্রকৃতির ওপরে দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার কর্ম অনুসারে সে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে। ক্ষুধার ক্ষতর, বীণ কুকুর বেগুন গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে তার প্রারম্ভ অনুসারে কোথাও যা বসে দ্বারা আড়িত হয় এবং কোথাও একমুষ্টি অন্ন প্রাপ্ত হয়, তেমনই বিভিন্ন বাসিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব তার অদৃষ্ট অনুসারে বিভিন্ন ঘোষিতে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হয় এবং কখনও নিম্নতর জীবন। কখনও সে স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, কখনও নরকে অধঃপতিত হয়, আবার কখনও মধ্যবর্তী লোকে অবস্থান করে। এইভাবে সে কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ ভোগ করে। জীব তার জাগরুজমিত ক্রেশ, অন্যান্য জীবের দ্বারা প্রমত্ত ক্রেশ অথবা তার সেহ এবং মন সম্পর্কিত ক্রেশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা সর্বদা করে। কিন্তু, প্রতিকারের সমস্ত প্রচেষ্টা স্বেচ্ছা, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা অসমর্থ বন্ধ থাকতে হয়। মানু্য মস্তকে গুরুতর বহন করতে করতে বহন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই তার কাঁধে বহন করে সে মস্তককে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে সে তার তার বহনের আঁঠে দূর করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার বহনের প্রতি দূর করার যত কিছু উপায় আছে, সেগুলির মাধ্যমে সে কেবল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বোকার তার হৃদয়ভরিত করা ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছুই করতে পারে না।"

নাগর মুনি বললেন—"হে নিম্পাশ। কেউই কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কর্মের দ্বারা তার সত্য কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে না। অজ্ঞানতাপকত মানু্য সেই সমস্ত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। দুঃখপের প্রতিকার যেমন কেবল জাগরণের দ্বারাই হয়ে থাকে, তেমনই কৃষ্ণভক্তির দ্বারা অজ্ঞানের স্বরূপে জেগে ওঠা ব্যতীত অজ্ঞান এবং মোহজনিত সংসার-দুঃখ থেকে

নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই, কারণ সমস্ত সমস্যার চেষ্টা সমাধান হচ্ছে কৃষ্ণভক্তিতে জেগে ওঠা। কখনও কখনও অমরা ক্রেশে একটি যাব অথবা সাপ সেহে ভর নাই, কিন্তু ব্যাবহিকপক্ষে সেখানে কব অথবা সপ নেই। তেমনই অমরা সুক্ষরূপে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তার পরিশেষে দুঃখকষ্ট প্রোগ করি। যত থেকে জেগে ওঠা ব্যতীত এই সমস্ত দুঃখ-সুখসার নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই। জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ হচ্ছে, যে অজ্ঞান ভাবে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্রেশ চক্রম করে, সেই অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধির স্বাক্ষরে ভগবানের শরণাগত হওয়া। স্বতঃস্ফূর্ত পণ্ডিত মানু্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রতি ভক্তি না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরত হওয়া এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।"

"হে রাজর্ষি! যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান, যিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা ধারণ করেন, যিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনে বৃত্ত এবং যিনি সর্বদা ভগবানের কার্যকলাপ ধারণ করেন, তিনি অচিরেই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। হে রাজন, যে স্থানে সমস্ত-সম্পন্ন বিত্ত চিত্ত এবং ভগবানের মহিমা প্রকাশ ও কীর্তনে ব্যাকুলিত চিত্ত তত্ত্ব চিন্তণ অবস্থান করেন, সেই স্থানে যদি কেউ ভগবত ধারাবাহিনী সন্নিবেশন ভগবানের লীলায়ত প্রকাশ করার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি কৃষ্ণ, ভৃগু, আদি জীবনের সমস্ত মহোৎসবগুলি বিস্তৃত হন এবং তিনি সমস্ত ভয়, লোভ ও মোহ থেকে মুক্ত হন। বোহেহু ব্রহ্ম জীবের সর্বদাই কৃষ্ণ, ভৃগু, আদি দেহের আকাশকাতোড়ের দ্বারা উপহৃত, তাই ভগবানের অমৃতময় কণ্ড প্রবেশ আসক্তি উৎপাদনের জন্য তাদের সময় প্রায় নেই। সমস্ত প্রজ্ঞাপণ্ডিতের নিজের পবন শক্তিময় ব্রহ্মা; হহাৎসেব, মনু, দক্ষ প্রভৃতি প্রজ্ঞাপণ্ডিতগণ; সমস্ত, সনাতন আদি সর্বোচ্চ স্তরের নৈতিক স্বাক্ষরীগণ; মরীচি, অগ্নি, অদিতা, পুনতা, পুন্হ, কলু, কৃত, বসিষ্ঠ আদি মহর্ষিগণ, এবং আমর মতো অন্যান্য ব্রহ্মাবাহী ও বাচস্পতিগণ ভগবান, নিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা নিম্নতর অনুসন্ধান করেও জড় পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে নি। অন্য

বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন এবং বৈদিক মন্ত্রের লক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করা স্বেচ্ছা, তাঁরা পবন শক্তিময় পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেননি। কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবত্বভূতিতে বৃত্ত হন তখন তিনি ভগবানের অহৈতুকী কৃপারূপে অনুগ্রহ লাভ করেন। তখন চিত্ত চৈতন্য জাগরিত হয়ে, ভগবত্বভূতি বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ এবং আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন।"

"হে মহারাজ বর্হিস্থান! বৈদিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান অথবা সাক্ষ্য কর্ম বতাই প্রতিনিধিত্ব অথবা জীবনের পবন লক্ষ্য বলে মনে হোক না কেন, কখনও সেই সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন না। সেগুলিকে কখনই পরমার্থ বলে মনে করা উচিত নয়। দ্বারা জন্মদুঃখ-সম্পন্ন তারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানগুলিকে যেসব চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। তখন কখনো না যে, বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যকে তার প্রকৃত আলার ভগবানকে সাক্ষ্যে জানিয়ে দেওয়া। তার প্রকৃত জ্ঞানের কথা ভুলে গিয়ে, মোহবশত তারা অন্য গৃহের অধিবাস করে। হে রাজন! দ্বারা পৃথিবী পূর্ববৃন্দী তাঁকুপ্রা ক্রেশের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে এবং তার ফলে যাকে লক্ষ পশু বহু করার বহন আপনি অত্যন্ত গর্বিত হয়েছেন। আপনার এই মূর্খতাবশত আপনি জানেন না যে, তর্কিতই হচ্ছে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়। ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানই আপনার একমাত্র কর্তব্যকর্ম হওয়া উচিত। ভগবত্বভূতির ভাবে উন্নীত হওয়াই হচ্ছে যথার্থ নিয়ম ফল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি পরমাত্মরূপে এই জগতে জড় দেহধারী সমস্ত জীবের পঞ্চপ্রদর্শক। তিনি হচ্ছেন জড় প্রকৃতিতে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পবন নিয়ন্ত্রণ। তিনিই আমাদের পবন বন্ধ এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর শ্রীপাদগণের আশ্রয় গ্রহণ করা। ভা করা হলে, মানুষের জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। যিনি ভগবত্বভূতিতে বৃত্ত, তাঁর এই সংসারে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। তার কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্ম এবং সকলের পবন সুখ। যিনি এই রহস্য জানেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান এবং এই নিয়ম প্রভাবেই তিনি সারা জগতের গুরু হতে পারেন। যিনি প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণ থেকে আভিহ।"

দেবর্ষি নরেন্দ্র বসুদেব—“হে পুণ্ড্রব্রজ! আপনি যে
 ত্রয় করেছিলেন, তার উত্তর আমি প্রদান করতুম। এখন
 সাদৃশ্যময় এবং অত্যন্ত গোপনীয় আর একটি বিষয় আমি
 বলছি, সেই কথা প্রবল বন্ধন।”

“হে রাজন! এই হৃদিপটিকে দেখুন হে সুন্দর
পুষ্পাদ্যানে তার ব্রীহি সঙ্গে মনের আনন্দে হাস আছে।
সেই উপায়ে সে লুপ্তকর্ষ হয়ে হময়ের মধুর নীত প্রকাশ
করাছে। তার অকল্যা একবার বিবেচনা করে দেখুন। সে
জানেন না তার সম্মুখে একটি কাছ, যে অনোর মাংস
আহার করে জীবন ধারণ করে। সেই হৃদিপটীর পশ্চাতে
এক ব্যাঘ্র, যে তার উপর শালের দ্বারা তাকে বন্ধ করতে
উপায় হয়েছে। এইভাবে সেই হৃদিপটীর দ্বারা অকল্যাগ্রসী,
হে রাজন। ব্রীলোকেরা ঠিক পুষ্পের মাঝে প্রথমে
অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিন্তু চরমে অত্যন্ত ক্রোধানরক। জীব
ব্রীলোকের প্রতি কামানন্দ হয়ে জড় জগতের বন্ধনে
আবদ্ধ হন। মানুষ কেভাবে কুলের সৌরভ উপভোগ
করে, ঠিক সেইভাবে সে মৈতুনসুখ উপভোগ করে।
এইভাবে সে জিহ্বা থেকে উপহৃদ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখের জীবন
উপভোগ করে এক ভাগ বলে সে তার গৃহস্থ-জীবনকে
অত্যন্ত সুখসম্পন্ন বলে মনে করে। পক্ষীর সঙ্গে মিলিত
হলে সে সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখের চিত্তুর মগ্ন থাকে। তার
পত্নী ও শিশুদের আলাপ তার কাছে অত্যন্ত প্রতিশ্রুত
বলে মনে হয়, যা তির কুলে কুলে শুধু আহরণকারী
হময়ের মধুর ওজসের মতো। সে কুলে যার যে তার
সম্মুখে রয়েছে তাঁর, যা দিন ও রাত্তির যাবত তার আনন্দ
হরণ করছে। সে দেখতে পায় না যে, দীর্ঘে দীর্ঘে তার
আনন্দ কম হয়ে যাচ্ছে এবং সে মৃত্যুর নিত্যে ধমককে
একোবারেই প্রত্য করে না, তিনি পশ্চাৎ বিড় থেকে দূরে
হলর ভয়র চেঁচা করছেন। এই কথা হৃদয়ের কথার
চেঁচা করন। আশনি অত্যন্ত বিলম্বনক পরিহৃদিত
রহছেন এবং চতুর্ভিক থেকে সঙ্কটানর হয়েছেন। হে
রাজন! আশনি হৃদিপটীর রাসকটি কেবল হৃদয়কম করায়
চেঁচা করন। আশচর্যকর মগ্ন হয়ে, সকল কর্মের ত্যাগ
কর্ণলোকে উদ্রীত হওয়ার প্রবলসুখ পতিভাষ করন।
মৈতুন আকর্ষণীয় পূর্ণ গৃহস্থ-জীবন পরিভোগ করন এবং
ব্রীপুত্রের আখ্যান প্রবণের বাসনা পরিভোগ করে
জীবন্ত ভগবদ্ভক্তের কৃপার ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন

ককম। এইভাবে স্বস্তি অগতির আসক্তি পোকে যুক্ত
হয়।”

রাজা বলিলেন—“হে ব্রাহ্মণ! আপনি যা বলেছেন তা আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছি এবং সেই সব্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে আমি স্থির করেছি যে, কুরুক্ষেত্র অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন যে—সমস্ত আচার্যগণ তাঁরা এই শুভা জ্ঞান সব্বন্ধে অবগত নন। তাঁরা যদি সেই সব্বন্ধে অবগত হতেন, তা হলে কেন তাঁর আমাকে সেই সব্বন্ধে উপদেশ দেননি? হে ব্রাহ্মণ! আমার কর্তৃত্বপন্থেই গুরুদেবের বাক্যের সঙ্গে আপনার বাক্যের বিরোধ রয়েছে। আমি এখন ভ্রাতৃ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের পার্বক্য ফলস্বরূপ করতে শেরেছি। পূর্বে আমার সেই সব্বন্ধে কিছু সংশয় ছিল, কিন্তু আপনি কৃপাশূর্বক সেই সমস্ত সংশয় দূর করেছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি যখন কসিরাও বিতর্কে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সব্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন। নিঃসন্দেহে, ইন্ডিয়াক্সিসাধনের কোন প্রশ্নই তেঁতে না। জীব এই জীবনে যা কিছু করে, তার ফল সে পরবর্তী জীবনে ভোগ করে। বেদবিদদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে এক দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী জন্মে যে শরীরের দ্বারা কর্ম করা হয়েছে তা ইতিবর্তমানেই নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব অন্য শরীরে তার ফলভোগ করা কি করে সম্ভব?”

সেইকি সারল্য বললেন—“জীব এই জীবনে মূল শরীরের মাধ্যমে কর্ম করে। এই মূল শরীর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। মূল শরীরের বিন্যাসের পরেও সূক্ষ্ম শরীর থাকে এবং তা দ্বাৰা ও দুঃখ জেনে করে। এইভাবে কোন পন্থাও নয় না। ব্রহ্মবৃত্তের জীবিত প্রকৃত শরীর ত্যাগ করে। তার মন এবং বুদ্ধির কার্যকলাপের দ্বারা সে অন্য একটি দেহ-শরীরে আত্মা শব্দ-শরীরে সঞ্চার হয়। ঠিক যেমনই মূল শরীর পরিত্যাগ করার পর, জীব এই লোকে তখন অন্য লোকে যে, তির্যক আমি যেহি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সে তার পূর্ব জন্মের কর্মকলাপ ভোগ করে। জীব শেখা-বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে “আমি এই, আমি ঐ, এটি আমার কর্তব্য, তাই আমি এটি করব” এই প্রকার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করে।

এগুলি সবই হচ্ছে মানোদ্বর্ষ এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ
অনিতরূপে তা সবেও ভয়বাসের কুপার ভীষ তার সমস্ত
মনোরথ পূর্ণ করার সুযোগ বার। এইভাবে সে আর
একটি শরীর প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানব্রির এবং কথোদ্বিগ্ন—
এই দুই প্রকার ইঞ্জিয়ার কার্যকলাপের দ্বারা ভীষের
চেতনা বা মনোভাব যোঝা যায়। তেমনি মনোবৃত্তি বা
চেতনের দ্বারা মানুষের পূর্ববর্তী জীবনের কার্যকলাপ
অনুমান করা যায়। কখনও কখনও হঠাৎ এমন কোন
অনুভূত হস্ত, বা বর্তমান শরীরের মাধ্যমে কখনও দেখা
বা শোনা যায়নি। কখনও কখনও হঠাৎ হঠাৎ আমরা
তা কর্ণন করি। অতএব যে রাজন। সুস্থ মানসিক
আবরণ সর্ববিধ জীব তার পূর্বসেই সম্ভবত্মিত নানা
প্রকার চিন্তা এবং অনুভূতি অনুভব করে। নিশ্চিতভাবে
জেনে রাখুন যে, পূর্ববর্তী শরীরের অভিজ্ঞতা ব্যতীত
যাদের দ্বারা কোন চিন্তার কল্যাণ করা 'সম্ভব নয়।"

“হে রাজন্! আপনাব মঙ্গল হোক। প্রকৃতির সন
অনুসারে এই মন জীবের বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত
হওয়ার কারণ। মানুষের মানসিক অবস্থা যেতে যেতে
যায় সে পূর্ব জন্মে কি কৰ্ম ছিল এবং ভবিষ্যতে কি
প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে। এইভাবে মন অতীত এবং
ভবিষ্যৎ শরীরসমূহ ইঙ্গিত করে। কখনও যন্ত্রে আমরা
এমন কিছু মর্শন করি, যা এই জীবনে কখনও দেখা
যায়নি অথবা শোনা যায়নি, কিন্তু ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে
এবং ভিন্ন পরিবেশিতে এই সমস্ত ঘটনাবলির অতিশ্রুতি
হয়েছে। জীবের মন বিভিন্ন স্থান শরীরে অবস্থান করে
এবং ইঞ্জিয়সমূহ ভেদে বসন অনুসারে মন বিভিন্ন চিত্ত
অবস্থিত করে। মনে সেগুলি বিভিন্ন প্রকার সময়েরও
মাধ্যমে আবিস্কৃত হয়; তাই এই সমস্ত দৃশ্যগুলি
এমনভাবে প্রকট হয়, যেন মনে হয় পূর্বে কখনও সেগুলি
দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি। ব্যাধিভরিত্তির অর্থ হচ্ছে
এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবান
ঐক্যের সহ করা, যাতে ভগবান হেতুবে জড় ভগবতে
মর্শন করেন, ঠিক সেইভাবে ভক্ত তা মর্শন করতে
পারেন। এই প্রকার মর্শন সর্বদা সত্যই নয়, কিন্তু তা
ঠিক তমসাকৃত প্রহ রাক্ষস মতে, যা কেবল পূর্ণ চাক্ষুর
উপস্থিতিতেই দেখা যায়। স্বতন্ত্র সর্বস্ব বুদ্ধি, মন,
ইঞ্জিয়, তন্ত্র এবং জড় প্রকৃতির গুণসমূহের পরিচায়

সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অহংকার এবং
কুল দেহ বর্তমান থাকে। গভীর নিদ্রা, মূর্ছা, প্রবল ক্রান্তি
ফলে প্রচণ্ড শোক, হৃদয় সময়, অথবা যখন প্রবল হৃদয়
হয় তখন প্রলম্বায়ু সঙ্গরায় প্রতিহত হয় তখন জীবের
সেহাঙ্গবুদ্ধি হারিয়ে যায় অর্থাৎ সে তার দেহকে তার
বন্ধন বলে মনে করে না। বৌদ্ধের মতটি ইন্দ্রিয় এবং
মন সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়। কিন্তু মাতৃপর্শে ও
বালাবাহার সেই সন্নত ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন অমাবস্যার
টাকের মতো আবৃত থাকে। জীব যখন স্বপ্ন দেখে, তখন
ইন্দ্রিয়ের বিবরণগুলি প্রকৃতপক্ষে থাকে না, কিন্তু তা স্নাতক
ইন্দ্রিয়ের বিবরণের সঙ্গে ফলে সেরা প্রকাশিত হয়।
তখনই, অবিকলিত ইন্দ্রিয়-সময়িত জীব প্রকৃতপক্ষে
ইন্দ্রিয়ের বিবরণের সম্পর্কে না থাকলেও, স্নাতক থেকে
তার মুক্তি হয় না। পক্ষ-সময়, পক্ষ ইন্দ্রিয়, পক্ষ
আনন্দিত এবং মন—এই যেগুলি জড় শক্তির। এগুলি
জীবের সঙ্গে একত্রে প্রকৃতির তিনটি স্তরের দ্বারা প্রভাবিত
হয়। এটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের অস্তিত্ব। সূক্ষ্ম শরীরের
দ্বারা জীব কুল শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তা ত্যাগ করে।
তাকে বলা হয় আত্মার সেহাঙ্গ। এইভাবে আত্মা নির্ভর
প্রকার হয়, শোক, ভয়, সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে।
পর্যাপক যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী
পাতা পরিত্যাগ করে, তেমনই, জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম
অনুসারে অন্য আর একটি শরীর অবলম্বন করে তার
বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কাতন, মন হচ্ছে
সর্বপ্রকার দানবের আগার। বতক্ষণ পর্যন্ত আমরা
ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই, ততক্ষণ আমরা জড়-
জাগতিক কর্মকলাপ সৃষ্টি করি। জীব যখন জড় ক্ষেত্রে
ভ্রম করে, তখন সে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায় এবং
ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সময় সে জড় কর্মের শৃঙ্খলা সৃষ্টি
করে। এইভাবে জীব জড়-ক্ষেত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে
থাকে। সর্বদা মনে রাখুন যে, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি
এবং প্রলয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা সংঘটিত
হয়। তার ফলে এই জগতের সমস্ত বস্তুই ভগবানের
নিয়ন্ত্রণাধীন। এই দ্বি-জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা
ভগবানের সেবার দৃঢ় হওয়া উচিত।

মহর্ষি মৈত্রেয় কল্যাণন মহাভাগবত ভাষ্যের নায়ক
এইভাবে মহাভাগবত প্রাচীনত্বের কাছে জীব এবং ভগবানের

অবশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, রাজাকে আশ্বস্ত করে নিরালোকে গমন করলেন। তাঁর মৃত্যুদের উপস্থিতিতে রাজার প্রাচীনবর্ষি তাঁর পুত্রদের জন্য নগরিকদের রক্ষা করার আদেশ রেখে, গৃহত্যাগ করে তপস্যা করার জন্য কপিলাস্রম তীর্থে গমন করেছিলেন। কপিলাস্রমে তপস্যা করে রাজা প্রাচীনবর্ষি সমস্ত জড় উপাধি থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিরাকার ভগবানের প্রেমময়ী সেবার যুক্ত হয়ে, ভগবৎসাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

“হে বিদূর! জীবের আধ্যাত্মিক স্থিতি সম্বন্ধে দেবর্ষি নরদ বর্ণিত এই আখ্যান যিনি শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি দেহাঙ্কুড়ি থেকে মুক্ত হবেন। দেবর্ষি নারদের মুখনিঃসৃত এই উপাখ্যান ভগবান মুকুন্দের যশে পরিপূর্ণ। তাই এই উপাখ্যান বাক্য বর্ণিত হয়, তখন তা নিশ্চিতভাবে এই জড় জগৎকে পবিত্র করে। ও জীবের হৃদয় পবিত্র করে এবং তাকে তাঁর চিন্তার স্বরূপ শ্রবণ করতে সাহায্য করে। যিনি এই পিতৃ আখ্যান কর্তন করেন, তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তাঁকে আর এই জড় জগতে শ্রমণ করতে হয় না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ মহারাজ পুরাণের এই প্রমাণিত রূপটি আমি আমার শুভকামের কাছে শ্রবণ করেছি। কেউ যদি এই রূপকের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম

করতে পারেন, তা হলে তিনি অবশ্যই দেহাঙ্কুড়ি থেকে মুক্ত হবেন এবং পারলৌকিক জীবনে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত হতে পারবেন। কেউ যদি আশ্বস্তর দেহাত্তর সম্বন্ধে অজ্ঞ হন, তবুও তিনি এই আখ্যানটি অধ্যয়ন করার ফলে তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। শরীর, স্ত্রী এবং সমস্ত-সত্ত্বত্বের প্রতিপালনের চেষ্টা পণ্ডের মধ্যেও দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাপার সামলানোর বুদ্ধি পণ্ডের মধ্যেও পূর্ণরূপে রয়েছে। মানুষ যদি কেবল এই সমস্ত বিষয়ে উদ্রত হয়, তা হলে তার সম্মুখে একটি পণ্ডর পার্থক্য কোথায়? ক্রমবিকর্তনের পন্থার ক্রম-কর্তব্যের পর যে এই মানুষ-জীবন লাভ করেছে, তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে বুদ্ধিমান মানুষ হুল এবং সুস্থ শরীরের দেহাঙ্কুড়ি ত্যাগ করেছেন, তিনি চিন্তার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে, ভাব্যানেই মতো চিন্তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। জীবের যদি কৃষ্ণে ভক্তি, জীবের দর এবং আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তা হলে তিনি ভগবৎসাক্ষাৎ সৎসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন। কালের অন্তর্গত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হয় তা সবই বসম্বৎ। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের গুঢ় সিদ্ধান্ত।”



ত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের কার্যকলাপ

বিদূর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে ব্রাহ্মণ! পূর্বে আপনি প্রাচীনবর্ষির পুত্রদের কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন যে, তাঁরা রুদ্রপীঠ নামক স্তোত্রের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্কটবিধান করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা তি লাভ করেছিলেন? হে বার্ষ্পজ! রাজা বর্ষিষ্যের প্রচেষ্টা নামক পুত্রগণ ভগবানের প্রিয় পার্শ্বদ এবং মুক্তিপ্রাপ্ত মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করার পর, কি

লাভ করেছিলেন? নিশ্চিতভাবে তাঁরা টিং-জগতে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু তা ছাড়া, এই জড় জগতে, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে তাঁরা কি ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন?”

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—“মহারাজ প্রাচীনবর্ষির পুত্র প্রচেতাগণ তাঁদের পিতার আদেশ পালন করার জন্য সমুদ্রগর্ভে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। দেবদেবের মহাদেশ প্রসন্ন মস্ত্র জপের দ্বারা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান

ত্রিবিধের প্রসন্নতা-বিধান করতে সক্ষম হন। প্রচেতাগণ দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের পুত্ররূপে অসীম জ্ঞান তাঁর অত্যন্ত মনোহর রূপ তাঁদের সম্মুখে অবিদ্যুত হয়েছিলেন। তাঁর মস্ত্র প্রচেতাগণের তপস্রূপে প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাঁরা তাঁদের তপস্যা সার্থক হয়েছিল বলে মনে করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তখন গজাভের দ্বারা আবেশিত করে সুমেরু-শিখরলগ্ন মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। ভগবানের দিক পর্বীর অত্যন্ত মনোহর পীঠ বসনে আচ্ছাদিত ছিল এবং তাঁর গলদেশে বৌদ্ধ-অগ্নির দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর দেহনির্গত অগ্নিহুতা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অঙ্গকার পূর্ণ করেছিল। ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর মস্ত্র অতি উজ্জ্বল মুকুট এবং স্বর্ণ অলংকারে বিভূষিত ছিল। তাঁর মুকুটটি উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করছিল এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর মস্ত্রকে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর আঁট হাতে অট প্রসন্ন কন্যা। তিনি দেবকন্য, মুনিগণ এবং অন্যান্য পার্শ্বদদের দ্বারা পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাঁর সকলেই তাঁর সেবার রত ছিলেন। ভগবানের বাহন মন্ডল তাঁর নক্ষত্রনির্মিত দ্বারা বৈদিক মস্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন। গজাভকে তখন ঠিক কিম্বের মতো মনে হচ্ছিল। ভগবানের গলদেশের কন্যালা তাঁর জন্ম পূর্বত প্রসন্নিত ছিল। মালার দ্বারা শোভিত তাঁর আঁট বসিত ও আশ্রিত বহু লক্ষীদেবীর সৌন্দর্যকে স্পর্শ করছিল। কল্যাণত পুষ্টি দ্বারা অবলোকন করে ভগবান তাঁর অত্যন্ত শরণাগত মহারাজ প্রাচীনবর্ষির পুত্রদের কলমগন্তীর দ্বারা সন্তোষিত করে বলতে লাগলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের পরম্পরের সৌহার্দ্য বর্ধন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা সকলেই একই ধর্ম—ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত। তোমাদের সৌহার্দ্য বর্ধন করে আমি এক প্রসন্ন হয়েছি যে, আমি তোমাদের সর্গদীপ বলায় কামনা করি। এখন তোমরা আমার কাছে বর প্রার্থনা কর। যারা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তোমাদের শরণ করবে, তারা তাদের আত্মার প্রতি এবং সমস্ত জীবনের প্রতি সৌহার্দ্য-প্ৰদায়ক হবে। যারা একপ্রতিষ্ঠে সকালে এবং সন্ধ্যায় রুদ্রগীতের দ্বারা আমার স্তব করবে, আমি তাদের অভিলষিত বর

প্রদান করি। এইভাবে তাদের মস্ত্র-বাসনা পূর্ণ হবে এবং তাঁর সম্পূর্ণ লাভ করতে পারবে। যেহেতু তোমরা আনন্ডিত চিত্তে তোমাদের পিতার আদেশ শিরোধার্য করেছ এবং নিষ্ঠা সহকারে তা অনুষ্ঠান করেছ, তাই তোমাদের মনোহর কীর্তি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে। তোমাদের একটি অতি উত্তম পুত্র হবে, যার গুণ ব্রহ্মার থেকে কোন অংশ নূন হবে না। অতএব সেই পুত্র সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিশেষভাবে ব্যাপ্তি লাভ করবে এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্রের ত্রিভুবন পূর্ণ করবে।”

“হে রাজা প্রাচীনবর্ষিষ্যের পুত্রগণ! প্রচোচা নামক অকল্য কন্যার সহযোগে একটি কমল-নরনা কন্যা লাভ করে, তাঁর বনের বৃক্ষের স্তম্ভবদ্বারা রেখে স্বর্গলোকে কিয়ে যান। তারপর বৃক্ষের স্তম্ভবদ্বারা পরিভ্রমণে নিযুক্ত বন্য পুংগব কতর হয়ে ক্রমশঃ করতে এক করেছিল, তখন যখন রাজা অর্বাচ চন্দ্রলোকের দ্বারা সন্দর হয়ে তাঁর তত্ত্বী নিগুণের মুখে মগ্ন হইয়া কয়ে অমৃত কর্তন করেছিলেন। এইভাবে নিগুণ চন্দ্রলোকের কন্যা প্রতিপালিত হয়েছিল। যেহেতু তোমরা সকল আমার প্রত্যন্ত অনুগত, তাই আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তোমরা একই সেই অত্যন্ত গুণবতী এবং স্বপূর্ণ সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ কর এবং তোমাদের পিতার আদেশ অনুসারে তম থেকে প্রজা সৃষ্টি কর। তোমরা সমস্ত জাইয়েবা সকলেই ভগবদ্ভক্ত এবং পিতার আজ্ঞাকারী পুত্র হওয়ার ফলে সমশীল। তোমরাই সেই কন্যারও তোমাদের সকলের প্রতি চিত্ত পরম্পণ করার ফলে, বর্ষে ও চরিত্রে তোমাদেরই অনুরূপ। সেই মুখ্যমন্ত্র সুন্দরীকে তোমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ কর।”

ভগবান তখন প্রচেতাগণের অশীর্বাদ করে বলেছিলেন—“হে রাজপুত্রগণ! আমার কৃপায়, তোমরা নিত্য সহস্র-সহস্র বর্ষ অপ্রতিম প্রজবসম্পন্ন হয়ে, পার্শ্বদ ও নিত্য ভোগসমূহ উপভোগ করতে পারবে। তারপর আমার প্রতি অনির্দিষ্ট ভক্তির প্রভাবে তোমরা সমস্ত জড় বস্তু থেকে মুক্ত হবে। তখন তথাকথিত স্বর্গীয় এবং মার্কীয় সমস্ত জড় সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হয়ে, তোমরা আমায় লগ্নে কিয়ে আসবে।”

স্বর্গীয় ভগবদ্ভক্তির চিত্ত কর্মে যুক্ত হয়েছিল, তাঁরা নিশ্চিতভাবে জ্ঞানেন যে, সমস্ত কর্মের পরম ভোক্তা

হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। তাই এই প্রকার ব্যক্তি যখনই কোন কার্য করেন, তখন সেই কর্মের ফল তিনি ভগবানকে অর্পণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবন তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে অতিবাহিত করেন। এই যখন কতি পুঙ্খ-অপুঙ্খে থাকলেও, গৃহ তাঁর বন্ধনের কারণ হয় না। সর্বদা ভগবদ্ভক্তিতে মুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর সমস্ত কার্যকলাপে নব-নবায়মান আনন্দ অনুভব করেন। সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের হৃদয়ে থেকে তাঁর জন্য সবকিছুই নব-নবায়মান করে ডোলে। পরম ভক্তবোতা পুরুষের এই অবস্থাকে ব্রহ্মভূত বলা হয়। এই ব্রহ্মভূত (মুক্ত) স্তরে মানুষ কখনও মোহাচ্ছন্ন হয় না। তিনি কোন কিছুই জ্ঞান অর্পণ শোক করেন না অথবা হরষিত হয় না। এটিই হচ্ছে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফল।”

বর্ষি যৈয়ের বলছেন—“ভগবান এইভাবে বললে প্রচেষ্টাশীল তাঁর প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান হচ্ছে জীবনের সমস্ত সিদ্ধি প্রদানকারী এবং পরম রসাল প্রদাতা। তিনি সকলের পরম বন্ধু, যিনি ভক্তের দুঃখ-দুর্গতি দূর করেন। আনন্দে পঙ্গু হয়ে প্রচেষ্টাশীল তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন। ভগবানের সাক্ষাৎ দেখি লাভের ফলে তাঁরা পবিত্র হয়েছিলেন।”

প্রচেষ্টাশীল বলছেন—“হে ভগবান। আপনি সমস্ত জ্বলন্ত প্রিয়কারী। আপনার উদার গুণ এবং নাম সর্বমঙ্গল প্রদানকারী বলে নিরূপিত হয়েছে। আপনি মন ও হৃদয়ের থেকেও প্রভু পড়িয়ে গমন করতে পারেন। আপনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অসোচক। তাই আমরা আপনাকে দার দার আমাদের প্রতি নিবেদন করি। হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের প্রতি নিবেদন করি। মন বন্ধ আপনাকে হির হয়, তখন এই অল্প জপ বা জড়মুখ ভোগের বৈতত্য সমর্থিত হান, তা অর্থহীন বলে মনে হয়। আপনার চিন্তার রূপ মিলা অনুভব। তাই আমরা আপনাকে আমাদের প্রভু নিবেদন করি। এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রূপে অবস্থিত হন। হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সর্বদা প্রতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আপনি সর্বদা ভক্তদের দুঃখকষ্ট দূর

করেন, কারণ আপনার মেধা তা সম্পাদন করার পরিকল্পনা করে। পরমাত্মারূপে আপনি সর্বদা বিদ্যমান, তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আপনি বাসুদেবকে আপনার পিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেই জন্য আপনার নাম বাসুদেব এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ। আপনি এতই দয়ালু যে, আপনি আপনার সর্বপ্রকার ভক্তদের প্রভাব সর্বদা বর্ধন করেন হে ভগবান। আমরা আপনাকে আমাদের প্রতি নিবেদন করি, কারণ আপনার প্রতি থেকে সমস্ত জীবের উৎসবরূপে পদ্মকল উদ্গত হয়েছে। আপনি সর্বদা পদ্মকলের মালায় শোভিত এবং আপনার পদ্মকল সুরভিত পদ্মকলের মতো আপনার মনও পদ্মকলের বাগ্জিত মতো। তাই আমরা সর্বদা আপনাকে আমাদের সর্বদা প্রতি নিবেদন করি। হে ভগবান। আপনার বসন পদ্মকলের কেশের মতো নীলবর্ণ, কিন্তু তা কেন কল্প পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়নি। আপনি সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান করেন এবং আপনি সমস্ত জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। আমরা আরও আপনার আপনাকে আমাদের প্রতি নিবেদন করি। হে ভগবান! কল্প জীব আমরা দেখাখুবির অজ্ঞাতের সর্বদা আচ্ছন্ন। তাই আমরা সর্বদা ক্রোধকে সর্বদা প্রিয় বলে মনে করি। আমাদের এই দুর্দশাও অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য আপনি এই বিশ্ব রূপে অবস্থিত হয়েছেন। আমাদের মতো যারা এইভাবে কষ্টভোগ করছে, তাদের প্রতি আপনার এটি অন্তর্দীপ্ত কৃপার প্রকাশ। অতএব যে সমস্ত ভক্তদের প্রতি আপনি সর্বদা কৃপাশীল, তাদের আর কি কথা? হে ভগবান। আপনি সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করেন। আপনি আপনার অর্চাবিগ্রহ প্রকাশ করে আপনার বীন ভক্তদের কৃপা করেন। আপনি দয়া করে আমাদের আপনার নিত্য সেবক বলে মনে করুন। ভগবান এখন তাঁর স্বাভাবিক করণ প্রভাবে তাঁর ভক্তের কথা চিন্তা করেন, তখন তাঁর নবীন ভক্তের সমস্ত কলস পূর্ণ হয়ে যায়। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে নিরাক্ষর, তা সেই জীব যত বর্ণপাই হোক না কেন। ভগবান জীবের সবকিছু জানেন, এমন কি তাঁর অন্তরে বাসনাগুলি পর্যন্ত জানেন। আমরা বহিঃ অকান্ত নশ্বা, তবুও ভগবান আমাদের ইচ্ছাগুলি কেন জানেন না? হে ব্রহ্মাওপতি আপনি ভক্তিবোধের প্রকৃত গুরু। আপনি যে আমাদের

জীবনের চতুর্থ লক্ষ্য হয়েছেন, তাই আমরা অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করছি এবং আমরা প্রার্থনা করি যে, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সেটিই আমাদের প্রার্থনা। আপনার প্রসন্নতা বিধান ব্যতীত অন্য আর কোন বাসনা আমাদের নেই।”

“হে ভগবান। আপনি সর্বকারণের কারণ পরমেশ্বর পুরুষ এবং যেহেতু আপনার বিদ্যুতির অন্ত নেই বলে আপনি অনন্ত নামে কীর্তিত, তাই আমরা আপনাকে একান্তি বর প্রার্থনা করব। হে ভগবান। তবু যেমন পারিভ্রম্যে কৃপা প্রাপ্ত হলে আর অন্য কুলে বার না, তেমনি আমরা যখন আপনার শ্রীপাদপদের স্পর্শ হয়ে তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখন আর কি বর প্রার্থনা করব? হে ভগবান! জড় জগতের কলুষের ফলে, বর্তমান আমাদের এই জড় জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন যেনিতে ভ্রমণ করতে হবে, ততদিন কেন আমরা আপনার লীলা শ্রবণ-কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সহ লাভ করতে পারি। কল্প-জগতের আমরা কেবল এই প্রার্থনা করি। ভগবান সর্বদা ভক্তদের লবঙ্গ সমস্তের সহ প্রভাবে জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তার সঙ্গে স্বর্গলোক প্রাপ্তি এমন কি ব্রহ্মলোকোত্তরে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তিরও উল্লাস করা যায় না। কারণ জ্ঞানশীল জীবের পক্ষে সর্বোচ্চ বর হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সহ। যখনই চিত্ত-ব্রহ্মের বিত্ত কথ্য আলোচনা হয়, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী অন্তত তখনকার মতো সমস্ত জড় আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যান। কেবল তাই নয়, তাঁদের তখন আর পরম্পরের প্রতি বৈরীভাব থাকে না এবং তাঁদের কোন রকম উদ্বিগ্ন বা উৎকণ্ঠ থাকে না। যেখানে ভক্তদের মধ্যে ভগবানের নিবাস্য শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, সেখানে ভগবান সর্বদা উপস্থিত থাকেন। নারায়ণ হচ্ছেন সর্বভোগী সন্ন্যাসীদের পবন পতি এবং যারা জড় কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁর সাক্ষীতন যজ্ঞের মাধ্যমে নারায়ণের পূজা করেন। তাঁরা বাস্তবিকপক্ষে পুনঃ পুনঃ তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করেন।”

“হে ভগবান! আপনার পার্শ্ব এবং ভক্তের পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে জীবজন্তুগুলিকে পরিত্রা করুন। অতএব সর্বদা ভক্তের ভীত কোন ব্যক্তি তাঁর সন্ন্যাসে অতিক্রম প্রকাশ করবে না? হে ভগবান। আপনার

অত্যন্ত প্রিয় সখা শিবের জগৎকাল মায় সর্ব প্রভাবের আপনাকে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আপনি সর্বপ্রভু বৈশ্ব এবং আপনি দৃষ্টিক্রিয়ের ভবভোগের নিরাস্য করতে পারেন। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে, আমরা আপনার শ্রীপাদপদের আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। হে ভগবান! আমরা বৈদ অধ্যয়ন করেছি, সর্বকারণ আশ্রয় গ্রহণ করেছি এবং ভ্রাণাগণের, ভক্তদের ও পরমার্থিক জ্ঞানে অতি উন্নত বৃদ্ধিরে প্রভা নিবেদন করেছি। আমরা প্রাজ্ঞ, বদ্ধ জ্ঞানী অন্য কারও প্রতি সর্বাঙ্গপ্রদান হইনি। আমরা দীর্ঘকাল কোন কিছু আহার না করে, কলের মধ্যে কলের ভগবান করেছি। আমাদের এই সমস্ত পারমার্থিক সম্পদগুলি কেবল আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করতে হই, এটিই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। এ জড় জগতের আর কিছু চাই না। হে ভগবান! তপস্যা এবং জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি যোগীশ, এমন কি স্নান, ব্রহ্মা, শিবের মহাপুরুষগণও আপনার মহিমা এবং পতি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা বধ্যাসাধ্য আপনার তব করেছেন। এই সমস্ত মহাপুরুষদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট হলেনও আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আপনার ভব করছি। হে ভগবান! কেউই আপনার শক্ত বর জ্ঞান মিত্র নয়। তাই আপনি সকলের প্রতি সন্তোষী। আপনি লাপকর্মের দ্বারা কখনও কলুষিত হতে পারেন না এবং আপনার চিন্তার রূপ জড় প্রকৃতির অন্তর্গত। আপনি পরমেশ্বর ভগবান কারণ আপনি সর্বব্যাপ্ত। তাই আপনি বাসুদেব নামে পরিচিত। আমরা আপনাকে আমাদের সর্বদা প্রতি নিবেদন করি।”

বর্ষি যৈয়ের বলছেন—“হে বিদুর! পরমাত্ম-বৎসল ভগবান প্রচেষ্টাশীল দ্বারা এইভাবে বর্ণিত, এবং পৃথিবী হয়ে বর্ণিত, “তোমরা যা প্রার্থনা করছে তা পূর্ণ হবে।” তারপর সেই অকুণ্ডলভব ভগবান সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। প্রচেষ্টাশীল ভগবান থেকে বিদুর হতে চাননি, কারণ তাঁদের চক্ষু তখনও তাঁর কর্ণে আবদ্ধ ছিল।”

“তারপর প্রচেষ্টাশীল সিদ্ধসিদ্ধি থেকে বেড়িয়ে এসে দেখলেন যে, সমস্ত বৃক্ষগুলি অত্যন্ত উন্নত হয়ে কেন

বর্গলোকে যাওয়ার পথ বোঝ করতে উদ্যত হয়েছিল এবং সেই বৃক্ষটির দ্বারা মহীমতল আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। তখন প্রচোভায়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। যে রাজান। প্রলয়ভায়ে রক্ত যেভাবে তাঁর মুখ থেকে অগ্নি নির্গমন করেন, প্রচোভায়াও তেমন মহীমতলকে সম্পূর্ণরূপে তরলতাক্ষর করার উদ্দেশ্যে, কোমলভরে তাঁকের মুখ থেকে অগ্নি এবং বায়ু নির্গমন করতে লাগলেন। পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ ভয়সাগে হলে বেঁচে, পিতামহ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা রাজা বহিষ্কারের পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সেই বৃক্ষের মধ্যে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, তারা ভীত হয়ে ব্রহ্মার উপদেশে তাদের কন্যাটিকে প্রচোভার সমর্পণ করেছিল। ব্রহ্মার আদেশে প্রচোভায়া কন্যাটিকে বিবাহ করেছিলেন।

তাঁর গর্ভে ব্রহ্মার পুত্র নক্ষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নক্ষ মহাদেবকে অবজ্ঞা এবং অপমান করেছিলেন বলে তারিফের গর্ভে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তার ফলে তাঁকে দুবার দেহভাগ করতে হয়েছিল। তাঁর পূর্বদেহ কিন্তু হয়েছিল, কিন্তু তিনি, সেই নক্ষই চাক্ষুষ মনস্তরে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অর্জলমিত প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। নক্ষ তাঁর জন্মের পর, তাঁর দেহের জ্যোতির দ্বারা অন্য সমস্ত তেজস্বীদের তেজ আচ্ছাদিত করেছিলেন। সবকিছু কর্ম অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত নক্ষ হওয়ার ফলে, তাঁকে নক্ষ বলা হত। ব্রহ্মা তাই তাঁকে প্রজাসৃষ্টি ও ব্রহ্মলভ্যার্থে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে নক্ষ অন্যান্য প্রজাপতিদেরও প্রজাসৃষ্টি এবং ব্রহ্মলভ্যার্থে নিযুক্ত করেছিলেন।”



একত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচোভার প্রতি নারদের উপদেশ

মহর্ষি মৈত্রেয় কলপেন—“অচোভায়া কং সন্ত বৎসর পুত্রং অবস্থান করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের দ্বিগুণ জ্ঞান উন্মিত হয়েছিল। তখন তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদ গ্রহণ করে এবং তাঁদের ভাষণকে আদর্শ পুত্রের হতে সমর্পণপূর্বক পুত্র থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। প্রচোভায়া পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন, যেখানে জীবশূক মহর্ষি ভ্রাজলি অবস্থান করছিলেন। যেই দিবা জ্ঞানের দ্বারা সর্বভূতে সমদ্রি-সম্পন্ন হওয়া যায়, পূর্ণরূপে সেই জ্ঞান লাভ করে প্রচোভায়া কৃষ্ণচর্চিত্তে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রচোভায়া যোগাসনে অভাস করে তাঁনের শালবান, মন, বাণী এবং বাহ্যসৃষ্টি সংবৃত্ত করেছিলেন। এইভাবে প্রাণারামের দ্বারা তাঁর সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় অসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অকৃত্যের উপস্থিতি হয়ে তাঁরা পরমেশ্বর তাঁদের মনকে একত্রীভূত করেছিলেন। তাঁরা যখন এইভাবে প্রাণাত্মক অভ্যাস করছিলেন, তখন

দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা পুঞ্জিত নারদ মুনি তাঁদের দেখতে এসেছিলেন। নারদ মুনিকে আসতে দেখে প্রচোভায়া তৎক্ষণাৎ তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। বিধি-পূর্বক তাঁরা প্রশংসা নিবেদন করে তাঁর পূজা করেছিলেন এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে তিনি সুখে আসন গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁরা তাঁকে প্রাণ জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিলেন।”

প্রচোভায়া নারদ মুনিকে সম্বোধন করে কলপেন—“হে দেবর্ষি, হে ব্রাহ্মণ। আশা করি এখানে আমার সময় আগমনের কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে আমরা আপনার দর্শন লাভ করেছি। সূর্যদেবের জন্ম যেমন মানুষকে রাত্রির অন্ধকারের ভয় থেকে, মনুষ্য-জন্মের ভয় থেকে মুক্ত করে, তেমনি আপনার পর্ষদেও সূর্যের মতো, কালপে আপনি সমস্ত ভয় দূর করেন।” হে প্রভু! পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আশঙ্ক

হওয়ার ফলে, শিব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই থেকে আমাদের যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা হয়ে উঠে গেছে। হে প্রভু! নক্ষ করে আমাদের দ্বিগুণ জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন, যা প্রাণীস্বরূপ এবং বার বার আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভাবনার উত্তীর্ণ হতে পারি।”

মহর্ষি মৈত্রেয় কলপেন—“হে নিবৃণ। প্রচোভায়ায় দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে পরম ভাস্কর্য নারদ মুনি, যিনি সর্গ উত্তমোত্তম ভগবানে অসংকল্পিত, তিনি কলপে লাগলেন, যখন কোন জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেনার যুক্ত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর জন্ম, তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর আশ্রয়, তাঁর মন এবং তাঁর বাণী—সবই প্রকৃতপক্ষে সার্বিক হয়। সজা মানুষদের তিন প্রকার জন্ম হয়। প্রথম জন্মটি হচ্ছে তৎ পিতামহা থেকে এবং এই জন্মকে বলা হয় শৌণ্ড জন্ম। শ্রীশঙ্করদেবের কাছ থেকে যখন শীতলাভ হয়, সেই জন্মকে বলা হয় সার্বিক জন্ম। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্লান্ত্যে করি সুযোগ হয়, তখন তাকে জন্ম হয় ধার্মিক জন্ম। এই প্রকার জন্মগ্রহণের সুযোগ পাওয়া সহজও, সেবাকালের মধ্যে দীর্ঘ জীব লাভ করা সহজও, কেউ যদি ভগবানের সেবার যুক্ত না হয়, তা হলে সর্বকিছুই কার্য হতে যায়। তেমনই কারও কার্যকলাপ পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু তা যদি ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য না হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণরূপে অবহীন। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কঠোর তপস্যা, বেদ-শ্রবণ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যান, যাক-বিলাস, যনোধ্যমী জ্ঞান, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, বল এবং ইন্দ্রিয়-পটুতার কি ফল? যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরমে তৎক্ষণ্যক উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, তা সে যোগ অভ্যাস হোক, সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন হোক, কঠোর তপস্যা হোক, মন্ত্রাঙ্গ গ্রহণ হোক অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক, তা সম্পূর্ণরূপে অবহীন। এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হতে পারে, কিন্তু যদি তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে সাহায্য না করে, তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অবহীন।

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই সমস্ত আশ্রয়-উপলব্ধির মূল উৎস। তাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইত্যাদি সমস্ত গুণ

কার্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যেকোন মূল্যবান কাজ সিন্ধন করা হলে তার স্বাদ, শাখা ইত্যাদি সর্গীকৃত হয় এবং উদ্ভবে অস্তিত্বের প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভ হয়, তেমনি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানই বিভিন্ন অংশে সেকলও আশ্রয় থেকেই তৃপ্ত হন। বর্ষার জলের উদ্ভব হয় সূর্য থেকে, কালক্রমে পৃথিবীতে সৃষ্টি আবার জল শোষণ করে নেয়। তেমনিই, স্বর্গ ও জনন সমস্ত জীব পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কিছুকাল পর তাকে পুনরায় পৃথিবীর পৃষ্ঠেই মিশে যায়। তেমনিই, সর্বকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং কালক্রমে সবই আবার ভগবানে মীল হয়ে যাবে। সূর্যকল যেমন সূর্য থেকে অভিন্ন, এই রূপও তেমন পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবান এই জড় রূপে সর্বব্যাপী। ইন্দ্রিয়গুলি যখন সক্রিয় থাকে, তখন সেইগুলিকে দেহের বিভিন্ন অংশ বলে মনে হয় কিন্তু দেহ যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন তাদের কার্যকলাপ প্রকট হয় না। তেমনিই সারা জীবন ভগবান থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও তা ভিন্ন নয়।”

“হে ব্রাহ্মণ। আত্মা যেমন কখনও ঘেঁষে, কখনও আঁকড়ায় এবং কখনও বা আক্লোক পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে, তেমনি পরমেশ্বর স্বয়ং তম ও সত্ত্বগুণ গুণিতকালে প্রকাশিত হয়। কখনও তাদের প্রকাশ হয় এবং কখনও তা নীল হয়ে থাকে। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হয়েছেন সর্বকার্যের পরম কারণ, তাই তিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং নির্মিত ও উপাসন কারণ। যেহেতু তিনি গুণ-প্রবাহরূপে সংসার থেকে পৃথক, তাই তিনি তাঁর বিপত্রিতা থেকে মুক্ত এবং জড় প্রকৃতির ঈশ্বর। অতএব ভগবানের কর্তব্য হচ্ছে, গুণগতভাবে নিজেদের তাঁর সঙ্গে এক বলে মনে করে, তাঁর প্রেমময়ী সেবার যুক্ত হওয়া। সর্বভূতে মজা, অধ্যাত্মে সন্তোষ এবং বিষয় থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি—এই সঙ্কেত দ্বারা ভগবান জনার্দন শীতল প্রসন্ন হন। জড় বাসনের তরুর থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়ে, ভগবদ্ভক্ত মনস্তত্ত্ব জড় বস্তু থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তাঁর নিরঙ্কর ভগবানের চিত্ত করতে পারেন এক আত্মরিত অনুভূতি সহকারে তাঁকে সম্বোধন করতে পারেন। ভগবান তখন তাঁর ভক্তের কর্ণভূত হয়ে

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ

মহারাজ পরীক্ষিত ওকসেব গোখারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে মহর্ষি! মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন অজ্ঞানত্বা পূর্ণ ভগবদ্ভক্ত, তিনি কোন গৃহস্থ-আশ্রমে রত হয়েছিলেন? কখন গুটাই সময় কর্মের বন্ধনের মূল কাটল এবং শ্রম-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে অকৃতকার্য করে। হে বিদ্যামোহ! ভগবদ্ভক্তেরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত পুরুষ, তাই তাঁদের পক্ষে পুণ্যের প্রতি এই প্রকার আশঙ্কি সম্ভব নয়। হে মহর্ষি! যে মহানর পুরোষের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্মের দ্বারায় তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছে। তাঁদের চেতনায় কখনই আত্মীয়-বন্ধনবন্দের প্রতি আসক্ত হতে পারে না। হে মহান ব্রাহ্মণ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো ব্যক্তি, তিনি তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি এবং পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভক্ত্যায় সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা কি কত সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার মহারাজের উপস্থিত হও।”

শ্রীল ওকসেব গোখারী বললেন—“আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। ব্রাহ্মণি মহান ব্যক্তির দিক ঘোরেই যারা বীর কণ্ঠা করেন, সেই পরমেশ্বরের ভগবানের মহিমা মহাভাসবত এবং মুক্ত পরমহাসেনের কাছে অত্যন্ত মনোহর। তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্কল্পের প্রতি আসক্ত হয়েছেন এবং তাঁর চিত্ত সর্বদা তাঁর মহিমায় অবস্থিত, তিনি কখনও কখনও কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তিনি যে পরম পব প্রাপ্ত হয়েছেন তা কখনই পরিত্যাপ করেন না।”

“হে রাজন্! রাজপুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর ওকসেব নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার কালে, পরম ভগবান লাভ করে পরম ভাসবত হয়েছিলেন। এই উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনার মুক্ত ছিলেন এবং তাঁর চেতনায় অন্য কোন বিষয়ে বিকল হইনি। তাঁর পিতা ওক ওকেশ্বরী পালনের সবিহীনভাবে প্রবণ করার আদেশ দেন। তিনি প্রিয়ব্রতকে কোথাও প্রেরণ করেছিলেন যে, পাতকের নির্দেশ অনুসারে

সেটিই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। রাজপুত্র প্রিয়ব্রত কিন্তু ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা নিরন্তর ভগবানকে সন্দেশ করছিলেন এবং এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবার দ্রুত করছিলেন। যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নয়, তবুও তিনি তা বীকর করেনি। তাঁর মনে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তিনি ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন কি না।”

“এই ব্রাহ্মণের আদিশেব এবং পরম শক্তিময় ব্রাহ্মা, যিনি সর্বদা ব্রাহ্মণের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য চিত্তাঙ্গীল, যিনি সন্তানবিভাগে পরমেশ্বরের ভগবান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি ব্রাহ্মণের সৃষ্টির কলস সম্বন্ধে অগম্য হওয়ার কালে সমস্ত ব্রাহ্মণের মঙ্গল সাধনে উৎসাহ, সেই পরম শক্তিময় ব্রাহ্মা তাঁর নিজজন এবং মুক্তিমান দেবসমূহের দ্বারা পরিদ্রুত হয়ে, তাঁর মনে সত্যলোক থেকে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত বেখানে যান করছিলেন, সেখানে অকর্তৃপ হইয়েছিলেন। ব্রাহ্মা কখন তাঁর রহন হইতে উপবিষ্ট হয়ে অবতরণ করছিলেন, তখন সিদ্ধ, গর্ভব, সন্তা, চারু, মহর্ষিগণ এবং দেবকাজ তাঁদের বিমানে আরোহণ করে অলংকারিত টাওয়ারের মতো ব্রাহ্মকে সম্বর্ধন করার জন্য এবং পূজা করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। বিভিন্ন লোকের অধিনায়ীকর দ্বারা পুজিত হয়ে, ব্রাহ্মা নকর পরিত্রুত পূর্ণ চক্ষের মতো শোভা পাচ্ছিলেন এবং তারপর তাঁর বাহন হইতে নিয়ে লক্ষ্যমায়ন পর্বতের প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত উপবিষ্ট ছিলেন। নরক মুনির নিজ ব্রাহ্মা এই ব্রাহ্মণের লেটতম ব্যক্তি। নারদ মুনি সেই মহান হইসকে সর্পন কথা যায়, কুণ্ডলে পরেছিলেন যে ব্রাহ্মা এসেছেন, তাই তিনি উৎসাহে উঠে বাড়িয়েছিলেন এবং স্বায়ত্ব মনু ও তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত, বীকে নারদ মুনি শিক দিয়েছিলেন, তাঁরও উঠে বাড়িয়েছিলেন। তারপর তাঁরা কুজাঙ্গলিপটে পতীর ব্রাহ্মা সহকারে ব্রাহ্মার পূজা করতে শুরু করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত! এইভাবে ব্রাহ্মা সত্যলোক থেকে ভুলোকে অবতরণ করলে, নারদ মুনি, রাজপুত্র

প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ত্ব মনু তাঁর পুত্রের সারগ্রী নিবেদন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং বৈদিক নিষ্ঠার অনুসারে অতি মধুর কলস তাঁর স্তুতি করেছিলেন। তখন এই ব্রাহ্মণের আদি পুণ্য ব্রাহ্মা প্রিয়ব্রতের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন এবং প্রসন্ন বদনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁকে বলছিলেন—“হে বৎস প্রিয়ব্রত! আমি তোমাকে যা বলব তা মনোবোধ্য মনসে গ্রহণ কর। আমাদের ইন্দ্রিয়বল জ্ঞানের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর প্রতি ইহঁদগর্য হইতে না। শিব, তোমার পিতা, মহর্ষি নারদ, আমাদের সকলকেই সেই পরমেশ্বরে আশ্রয় লাভ করিতে হয়। আমার কেউই তাঁর আশ্রয় লাভ করিতে পারি না। কোন জীবই কঠোর তপস্যার বলে, উন্নত বৈদিক শিক্ষার বলে, অষ্টক-যোগের প্রভাবে, মৈত্রিক শক্তির প্রভাবে অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। এমন কি ধর্মের বলে, অথবা জড় ঐক্যের প্রভাবে অথবা অন্য কোন উপায়েই, কিংবা বীর শক্তির বলে অথবা অন্যদের সাহায্যে বলে, ভগবানের আশ্রয় অমায়ী করা যায় না, ব্রাহ্মা থেকে শুরু করে একটি ছত্র শিনীলিকা পর্যন্ত কারও সত্বেই ভগবানের আশ্রয় অমায়ী করা সম্ভব নয়। হে প্রিয়ব্রত! ভগবানের নির্দেশে সমস্ত জীবজন্তু জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শোক, মোহ, ভয়, সুখ এবং দুঃখে অন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর কাল করে। হে বৎস! আমরা সকলেই আমাদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বৈদিক নির্দেশের দ্বারা বর্ণিত বিচারে আবদ্ধ। এই বিজ্ঞানগুলি অবলম্বন করা অত্যন্ত কঠিন, কাল তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজন করা হয়েছে। তাই, বলীর্ষ যেমন নানিকার সম্বন্ধে হয়ে চলকের পরিচালনা অনুসারে চালিত হতে বাধ্য হয়, আমাদেরও যেমন কর্মক্রম ধর্মের কর্তৃত্ব পালন করতে হয়। হে প্রিয়ব্রত! কল্প প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে আমাদের সম্মুখীন করবান আবাদের বিশেষ শরীর গ্রহণ করেন এবং সেই অনুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। তাই অত বেলাবে চক্ষুমান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে যে অবস্থাতে অ্যাব্য রয়েছে, সেই অবস্থাতেই থেকে ভগবানের দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত। মুক্ত হইতে মানুষকে পূর্ণকর্ম অনুসারে যেহ প্রবণ করতে হয়। কিন্তু তিনি তখন

অভিমানপূর্ণ হইবে, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বেলাবে স্বতঃ পুত্র নিয়ে শব্দ কলম, তেমনই তাঁর সুখ এবং দুঃখে তাঁর পূর্ণকর্ম কর্মের বল বলে মনে করেন। এইভাবে তিনি পূর্ণপ্রতিষ্ঠা থাকেন এবং প্রকৃতির তিন গুণের বর্ণিত হইতে অন্য দ্বারা একটি ভক্ত শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কর্ম করেন না। অধিত্যক্তির ব্যক্তি যদি মনে মনে বিব্রল করে তবুও তাকে জড় বন্ধনের দ্বারা সর্বদা বীত থাকতে হয়, কারণ সে তার মন এং জানেন্দ্রিয়—এই স্বতন্ত্র সত্যের সঙ্গে সর্বদা বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু গৃহস্থ-আশ্রম ও আত্মপুণ্য জিওভিকর ব্যক্তির কোন অতিসাধন করতে পারে না। যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত হয়ে সুসংকল্পে তাঁর মন এবং পক্ষ ইন্দ্রিয়কে জড় করেন, তিনি পূর্ণের আশ্রয়ে পরমেশ্বরশালী শক্তিকে জরকারী রাখার হইতে। তিনি গৃহস্থ-আশ্রমে মধ্যমভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং বীর কামবাসন সীল হইয়াছে, তিনি নির্ভয়ে সর্বদা স্তব করিতে পারেন।”

“হে প্রিয়ব্রত! পঞ্চমাত শ্রীভগবানের পাচপদ-কোমল পূর্ণের আলয় গ্রহণ করে তুমি ছত্র ইন্দ্রিয়রূপ পত্রমত কর কর। তুমি জড়সুখ ভোগ কর কারণ ভগবান বিশেষভাবে তোমাকে তা করার আশ্রয় দিয়েছেন। তার বলে তুমি সর্বদা জড় সম্মুখ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তোমার স্বকল্প অবস্থিত হয়ে ভগবানের আশ্রয় পালন করতে পারবে।”

শ্রীল ওকসেব গোখারী কলেন—“এইভাবে ত্রিভুবনের ওক ব্রাহ্মার দ্বারা পূর্ণরূপে উপনিষ্ট হইবে, প্রিয়ব্রত তাঁর লম্বা হেতু বীকে প্রসিদ্ধি নিবেদন করেছিলেন এবং তাঁর সেই আশ্রয় পতীর ব্রাহ্মা সহকারে পালন করেছিলেন। তারপর মনু ব্রাহ্মার সন্ততি বিধানের জন্য বৎসল্য ব্রাহ্মা সহকারে তাঁর পূজা করেছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অবস্থায় অবস্থি অনুভূত দৃষ্টিতে ব্রাহ্মকে সর্পন তবতে জগলেন। প্রিয়ব্রতকে তাঁর পিতার আশ্রয় পালনে নিযুক্ত করে ব্রাহ্মা তাঁর দ্বারা সত্যলোকে কিংবে নিবেদন, যে স্থান মন অথবা বীরী কর্তার অতীত। এইভাবে ব্রাহ্মার সহায়তায় স্বায়ত্ব মনু অবলম্বন পূর্ণ হইয়াছিল। মহর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রকে শিকল কুমণ্ডল পালন এবং কলস করার জন্য রাজতীর দাঁড়তায় সর্পন করেছিলেন। এইভাবে তিনি

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়কণ বিষয় লম্বা থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে, মহারাজ প্রিয়ত্রয় জাগতিক কার্যকলাপে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সমস্ত জড় বস্তু থেকে মুক্তির কারণ-স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদের ধ্যান মগ্ন ছিলেন। মহারাজ প্রিয়ত্রয় যদিও সমস্ত জড় বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, তবুও মহৎ কৃতিত্বের মান বৃদ্ধি করার জন্য তিনি এই জড় জগৎ স্পর্শ করেছিলেন। ভগবান মহারাজ প্রিয়ত্রয় বিশ্বকর্ম নামক প্রজাপতির কন্যা বহিষ্কৃতিকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তিনি নবটি পুত্র উৎপন্ন করেন, তাঁর সৌন্দর্য, চরিত্রে, উপকরণ এবং অন্যান্য গুণাবলীতে তাঁরই সমান ছিলেন। তাঁর একটি কন্যাও হয়েছিল, যে ছিল সব চাইতে ছোট এবং তাঁর নাম ছিল উর্জস্বতী। মহারাজ প্রিয়ত্রয়ের সপ্ত পুত্রের নাম ছিল আর্ঘ্য, ইধমজিহ, বজ্রবাহ, মহাবীর, হিরণ্যরেজ, দ্বতপুট, সর্ব, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি। অগ্নিদেবের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন—কবি, মহাবীর এবং সর্ব নৈতিক লক্ষণবিশিষ্ট হয়ে, তাঁরা মানব-জীবনের সর্বোচ্চ নীতি পরমহংস-অবস্থার ভজনা করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই সম্যক আশ্রমে অবস্থিত হয়ে, তাঁরা তিনজন ইন্ড্রের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সহযত করে পরমহংস লাভ করেছিলেন। তাঁদের চিত্ত সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদের ধ্যানে মগ্ন ছিল, তিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় হওয়ার কলে বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ। যারা সর্বদা তাঁর ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন তাঁদের একমাত্র আশ্রয়। নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদের ধ্যান করার কলে, মহারাজ প্রিয়ত্রয়ের তিন পুত্র শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের ভক্তির প্রভবে তাঁর সকলের দ্বারা নিরাক্ষর পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারতেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের গুণগতভাবে কোন পার্থক্য নেই। মহারাজ প্রিয়ত্রয়ের আবেগ একজন পত্নী ছিলেন, তাঁর গর্ভে উত্তম, ভাস ও বৈবত নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এরা তিনজনই মন্ত্রের অধিপতি হয়েছিলেন। এইভাবে কবি, মহাবীর এবং সর্ব পরমহংস-অবস্থার আশ্রয় করলে,

মহারাজ প্রিয়ত্রয় একান্ত অর্চন যত্নের ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাহ্যুগলের দ্বারা তাঁর ধনুকে লব্ধ যোজন করতেন, তখন বর্মসৈন্যরা তাঁর ভরে পলায়ন করত। এইভাবে প্রলম্ব বিক্রমে তিনি ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী বহিষ্কৃতিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং দিনে দিনে তাঁদের প্রণয় বর্ধিত হয়েছিল। মহারাজ বহিষ্কৃতী তাঁর স্ত্রীসুলভ বেশভূষা, গমনভঙ্গি, হাস্য, লাস্য এবং কটাক্ষের দ্বারা তাঁর পতি বর্ধিত করেছিলেন। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন একজন মহাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা।

“এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার সময়, মহারাজ প্রিয়ত্রয় একবার পরম শক্তিশালী সূর্যদেবের কক্ষপথে কিরনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজের রাগে চড়ে সূর্যের পর্বত প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্যদেব সমস্ত গ্রহলোকগুলিকে আলোকিত করেন। কিন্তু, সূর্যদেব যখন পর্বতের উত্তর ভাগে আলোকিত করেন, তখন অশ্বীতলের দক্ষিণ দিক অন্ধকার হয়ে থাকে, আশ্রয় সূর্য যখন দক্ষিণ দিককে আলোকিত করেন, তখন উত্তর ভাগ অন্ধকার হয়ে থাকে। এই কারণে মহারাজ প্রিয়ত্রয়কে কাছে অসন্তুষ্ট হয়ে মনে হওয়ায়, তিনি বরুনীকেও দ্বিভাঙ্গে পরিণত করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় রথ সূর্যদেবের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর গর্ভে এই প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল, বরুন পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় কলে তিনি এই প্রকার অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রিয়ত্রয় যখন সূর্যের নিম্নে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন তাঁর রথের প্রান্তর দ্বারা যে ঋত সৃষ্টি হয়েছিল তা সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল এবং ভূমণ্ডল সপ্ত দীপে বিভক্ত হয়েছিল। সেই দীপগুলির নাম জম্বু, রূক্ষ, শাসলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্প। এই সমস্ত দীপের পরিমাণ সমানুসারে পূর্ব-পূর্ব দীপ থেকে পরবর্তী দীপ দিগন্ত পরিমাণ। এক-একটি দীপ এক-একটি তরল পদার্থের সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত এবং জর পরে রয়েছে আর একটি দীপ। সেই সপ্ত সমুদ্র

যথাক্রমে জম্বু, কুশ, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, নদী এবং শুষ্ক পানীয় জল—এই সপ্তবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ। সব কয়টি দীপ এই সমস্ত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে এবং সেই দীপসমূহের কেন্দ্র পরিমাণ, সেই জলধিসমূহের পরিমাণও সর্বাঙ্গতঃ সেইরূপ। মহারাজ বহিষ্কৃতীর পতি মহারাজ প্রিয়ত্রয় তাঁর পুত্র আর্ঘ্য, ইধমজিহ, বজ্রবাহ, হিরণ্যরেজ, দ্বতপুট, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক সপ্ত পুত্রের এক-একজনকে সপ্ত দীপের এক-একটি রাজ্য করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ত্রয় তাঁর কন্যা উর্জস্বতীকে শুক্রাচার্যের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। এই কন্যার গর্ভে লেঙ্কানী নামক শুক্রাচার্যের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।”

“হে রাজন! যে শুদ্ধ ভগবানের পদব্রজের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি কুশ, কুশ, শ্যেব, মোহ, জম্বু এবং যজ্ঞ—এই ছয় প্রকার কন্যাগণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং মন ও পঞ্চ ইন্ড্রিয় ভয় করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কাছে এগুলি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ তাঁর বর্ণের বহির্ভূত কোন সম্প্রদায় কতিপয় ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণ করার প্রভাবে সমস্ত জড় বস্তু থেকে অচিরেই মুক্ত হতে পারে।”

“মহারাজ প্রিয়ত্রয় যখন তাঁর পূর্ণ শক্তি এবং ধর্মের দ্বারা তাঁর জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করেছিলেন, তখন এক সময় তিনি বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন যে, যদিও তিনি সর্বদা নারদের কাছে পূর্ণরূপে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন এবং কৃষ্ণভক্ত্যামৃতের পান্য অবলম্বন করেছেন তবুও তিনি পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িত পড়েছেন। তাঁর কলে তাঁর মন তখন অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং বৈরাগ্যবৃত্ত হয়ে নিজের শিক্ষা করে তিনি কলতে শুরু করেছিলেন—কায়! ইন্ড্রিয়সুখ ভোগের জন্য

আমি কত অধঃপতিত হয়েছি। আমি জড়সুখ ভোগের জন্য বিষয়কণ অন্ধবুলে নির্মজ্জিত হয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর ইন্ড্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই না। আমি আমার পত্নীর ক্রীড়ামূলক হয়ে পড়েছি। আমাকে বিক! আমাকে বিক!”

“পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, মহারাজ প্রিয়ত্রয়ের বলাপ-উপলব্ধি পুনর্জাগরিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্রদের দ্বারা তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময়ে তিনি বহু ইন্ড্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন সেই পত্নী এবং তাঁর মহান ঐশ্বর্যসম্বিত রাজ্যসমূহ তিনি সর্বাঙ্গ পণিত্যপ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধমুক্ত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণরূপে নির্মল তাঁর হৃদয় তখন ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষ্ণভক্তির চিরমার্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং সর্বদা নারদের কৃপায় যে নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ত্রয়ের কার্যকলাপ সর্বদা অনেক প্রসিদ্ধ প্রোক্ত রয়েছে—“মহারাজ প্রিয়ত্রয় যে-সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন, তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। মহারাজ প্রিয়ত্রয় ব্যতিরিক্ত অন্য কারো দ্বারা করা যায় না এবং তাঁর মহৎ রথের চাকার দ্বারা সাতটি সমুদ্র ঘনন করেছিলেন।” “বিভিন্ন বস্তুদের মধ্যে বিবেক বদ্ধ করার জন্য মহারাজ প্রিয়ত্রয় প্রতি দীপে নদী, পর্বত ও কন ইত্যাদির দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত করেছিলেন, যাতে একে অন্যের সম্পত্তিতে আশ্রয় প্রবেশ না করে।” “নাম যুগির মহান অনুগামী এবং শুদ্ধ মহারাজ প্রিয়ত্রয় তাঁর কর্তব্য এবং যোগশক্তির প্রভাবে যে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা অলৌকিকের, অলৌকিকের বা অলৌকিকের ইন্দ্রের তিনি তা অলৌকিক বলে মনে করেছিলেন।”



দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আশীষের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোধারী বললেন—“পিতা মহারাজ প্রিয়তম পারমার্থিক পথ অবলম্বন করে তপস্যা করার জন্য যখন পুত্রপ্রাপ্ত করেছিলেন, তখন মহারাজ আশীষ তাঁর পিতার আশ্রয় অনুসারে জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীর অনুশাসন পালন করে, তিনি জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের পুত্রবৎ পালন করেছিলেন। সুযোগ পূত্র লাভ করে পিতৃলোকবাসী হওয়ায় রাগনাম, মহারাজ আশীষ এক সময় সুকর্মনিষ্ঠাদের ক্রীড়াভূমি মন্ডর পর্বতের উপত্যকায় পুন্ড্র ও অন্যান্য পুন্ড্র উপকরণ সংগ্রহ করে তপস্যা পরায়ণ হয়ে, একান্ত চিন্তে জড় সৃষ্টির অমল্য মহা ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আশি পুন্ড্র ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা আশীষের মনোবাসনা জন্মতে পেয়ে, তাঁর সত্যের শ্রেষ্ঠ অলরা পুত্রিত্বটিকে রাজ্যের কাছে পাঠিয়েছিলেন। যে সুন্দর উপবনে রাজা তপস্যা করছিলেন এবং আরাধনা করছিলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রৈলোক্য অলরা সেখানে বিচরণ করতে লাগলেন। তপোভাটটি ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যামল তরুশ্রেণি এবং বর্ণাভ লতিকায় সমন্বিত হওয়ার অত্যন্ত সুন্দর ছিল। সেই বৃক্ষের উপর মহুরাগি হুল-বিহঙ্গম কুঞ্জন করছিল এবং সরোবরে জলকুটু, কয়েকটি, কলহংসগণি জলচর পক্ষীগণও মধুর রব করছিল। এইভাবে শ্যামল কান্দী, নির্মল জল, প্রশস্তিত কলম এবং বিভিন্ন পক্ষীর কুঞ্জে সেই তপোভাটটি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল। পূর্বদিকের সুন্দর সময়ে সূর্যের-লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল এবং তাঁর প্রতি পদবিক্ষেপে নৃপুত্রের মনোহর রূপবুদ্বি ধ্বনি হচ্ছিল। রাজকুমার আশীষ যদিও অধিনির্ভীলিত নেত্রে যোগ অভ্যাস করে ইঞ্জির সবেম করছিলেন, তবুও তিনি স্বীয় কমলমণ্ডল মন্ডর-পুণ্ড্রের দ্বারা তাঁকে বর্ণন করলেন এবং তাঁর নৃপুত্রের মধুর বিকিরণী প্রকলপূর্বক তাঁর চকু ঈষৎ উদ্বীলিত করে তিনি অতি নিকটে তাঁকে দেখতে পেলেন। সেই অলকর মধুরীর মধ্যে পুন্ড্রসমূহের দ্বা

গ্রহণ করছিলেন। সেবতা এবং মনুষ্যদের মন এবং নয়নের জন্মদ প্রদানকারী তাঁর গতি, বিহার, লক্ষ্য ও বিনোদিত্য দৃষ্টি, সুমধুর স্বর, কাক এবং নেত্রাধি অবয়বসমূহ যেন মনুষ্যদের মনে কুসুম-আবুধ কম্পের প্রবেশদ্বার করে দিচ্ছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন তাঁর মুখ থেকে অনন্ত নিঃসৃত হচ্ছে। তিনি যখন খালি ত্যাগ করছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসের গন্ধে উজ্জ্বল হয়ে যৌম্যদ্বারা তাঁর সুন্দর নরন-কমলের চরপাশে উড়ছিল। তার কলে সেই কমিনী ভয়ে ব্যাকুল্য হয়ে ঈশ পদবিক্ষেপ করার তাঁর স্তন-কলস এমনভাবে কম্পিত হচ্ছিল যে তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর ও স্নাকর্ষণীয় লাগছিল। বাস্তবিকপক্ষে তখন মনে হচ্ছিল, তিনি যেন মনুষ্যের হৃদয়ে কামমেঘের প্রবেশদ্বার তৈরি করছেন। তাই তাঁকে দেখে সম্পূর্ণরূপে কবীভূত হয়ে, রাজকুমার তাঁকে কলতে লাগলেন।”

রাজকুমার প্রাণিকণ্ড অলরাকে সোধোদন করে বললেন—“হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি কে? তুমি এই পর্বতে কেন এসেছ এবং এখানে কি করতে চাইছ? তুমি কি ভগবানের মায়? মনে হচ্ছে কেন তুমি দুটি জ্যোতিষিত ধনুক ধারণ করেছ। সেগুলি ধারণ করার কারণ কি? তুমি কি নিজের জন্য না তোমার লবার জন্য সেগুলি ধারণ করেছ? হরগো তুমি যনের পতনের শিকার করার জন্য সেগুলি বহন করছ।”

তারপর আশীষ পূর্বদিকের কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—“হে সবে। তোমার নয়নের চাহনি অতি শক্তিশালী দুটি বাণের মতো। সেই বাণের পক্ষ পশ্যবুকের পাণ্ডুর মতো। যদিও তাদের শল্যক নেই, তবু তারা অত্যন্ত সুন্দর এবং তাদের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন অত্যন্ত শান্ত এবং তাই আমার মনে হয় যে, সেগুলি কারণ প্রতি নিক্ষেপ করা হয়ে না। তুমি নিশ্চয়ই সেই বাণের দ্বারা কাউকে বিনষ্ট করার জন্য এই অরণ্যে বিচরণ করছ, কিও

আমি জানি না কাকে তুমি বিনষ্ট করবে। আমার বুদ্ধি মূল এবং আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাব না। বাস্তবিকপক্ষে নিজেকে কেউই তোমার সমকক্ষ নয় এবং তাই আমি প্রার্থনা করি, তোমার এই বিক্রম যেন আমার হৃদয়ের নির্মিতই হয়।”

পূর্বদিকের অনুগমনকারী ব্রহ্মদেবের সেরে মহারাজ আশীষ বললেন—“হে শুক, এই সমস্ত ব্রহ্মদেবের আপনায় নিজের মতো আপনাকে বেঁটন করে রয়েছে। তারা নিজের শাসনকে ও উপনিষদের মত গান করছে এবং এইভাবে তারা আপনার কল্যাণ করছে। অধিকাংশ বেড়াবে বেড়াবে শাখা ছড়ান করছে, তেমনি আপনার নিয়ন্ত্রণে আপনার কেশসম্ম খেকে পতিত পুন্ড্রবৃষ্টি উল্লভল করছে। হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার নৃপুত্রের নির্ভীক কনি জনতে পাচ্ছি। সেই নৃপুত্রের মধ্যে ত্রিভীকী নন্দী রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও আমি তারের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি তাদের কুঞ্জন কলতে পাচ্ছি। তোমার সুন্দর সিত-ব-ব্রহ্মল কলম কুসুমের মতো পীত বর্ণ এবং তোমার কটিদেশ বেঁটন করে রয়েছে অলভ্যভ্রের মতো মেঘলা। তুমি কি তোমার পরিচয়ের বস্ত্র ধারণ করতে চুলে গেছ?”

আশীষ তখন পূর্বদিকের উজ্জ্বল জনবৃন্দদের প্রশংসা করে বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, তোমার কটিদেশ কল, তবুও তুমি অতি কষ্টে দুটি শূন্য স্থান করছ, যার উপর আমার চক্ষুধর আকৃষ্ট হয়েছে। সেই দুটি সুন্দর শূন্যের অভ্যন্তরে কি রয়েছে? তুমি তার উপর অলক্ষণ সুন্দর পক্ষ সেলন করছ। হে সূচক, সেই সুবহিত পক্ষ বা আমার আলমকে সুরজিত করেছে তা তুমি কোথায় পেলো? হে সুব্রহ্মণ্য, তুমি কি দ্বা করে আমাকে তোমার বাসস্থান দেখাবে? সেখানকার অধিবাসীরা কলহংসের দ্বারা এমন অপরূপ অবয়ব ধারণ করে যে, তা সর্বদা আমার মতো ব্যক্তির মন ও নয়ন উভয়ই কুহু হয়। তাদের মধুর বাণী এবং বৃহদাম্ব হাসির কল্য বিচরণ করে আমার মনে হয় যে, তাদের মুখে না জানি কত অমৃত রয়েছে। হে সবে, তোমার দেহ ধারণ করার জন্য তুমি কি আহুত কর? কারণ তামূল চর্বি-জন্মিত তোমার মুখ থেকে যে সুগন্ধ বিমর্ষিত হচ্ছে, তার কলে মনে হয় তুমি সর্বদা বিকুর ভুক্তবশিষ্টই গ্রহণ কর। তুমি নিশ্চয়ই বিকুর

অলমসম্মত। তোমার মুখমণ্ডল নির্মল সরোবরের মতো সুন্দর। তোমার কর্ণদ্বায়ে যে দুটি কল্মশচিত্র অলভ্যকৃতি কুণ্ডল বিভাজ্য করছে, সেগুলির দেহ বিকুর লঙ্কায় মতো অলভ্যক। তোমার নেত্রদ্বয়ল ব্রীনের মতো চঞ্চল। সূচক! তোমার মুখমণ্ডলল সরোবরে যেন দুটি অমিরেব মলম এক চঞ্চল ব্রীল নিত্যম করছে। তোমার দন্তপঙ্কতি রাজবংশের মতো শোভা বিস্তার করছে এবং তোমার কেশকলম যেন অলিকুলের মতো তোমার মুখের সৌন্দর্য অনুসরণ করছে। আমার মন ইতিমধ্যেই অস্থির হয়েছে এবং তুমি তোমার করতললের দ্বারা যে কল্মশচিত্র চালিত করছ তা আমার নয়ন কুলকেও অস্থির করছে। তোমার কৃষ্ণ কেশলম যে আলুলালিত হচ্ছে, তা কি তুমি পুনরায় বন্ধ করবে না? লক্ষ্যটি পূর্ণের মতো পক্ষ তোমার প্রতি অলভ্য হয়ে তোমার অতিবন্ধন করছে, তাও কি তোমার স্তম্ভ হচ্ছে না? হে তপসন, তপসীর মত অলভ্যকরক এই রূপ তুমি কোন্ তপস্যার দ্বারা লাভ করছ? এই কল্য তুমি কোথায় লিখেছ? হে সবে, কোন্ তপস্যার দ্বারা তুমি এই সৌন্দর্য লাভ করছ? আমি চাই যে তুমিও আমার সঙ্গে তপসা কর, কারণ ব্রহ্মদেবের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ইতোহে আমার প্রতি প্রসন্ন হবে, আমার ভারী হৃদয়ও তখন তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুজিত ব্রহ্মা আমার প্রতি অত্যন্ত স্পৃহাশ্রবণ হয়ে তোমাকে আমার কাছে লিখিয়েছেন এবং তাই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ আমার মন ও নয়ন তোমার নির্ভীক হয়েছ এবং কোন হাতই আমি তা অলভ্যক করতে পারছি না। হে চরশক্তি, আমি তোমার অনুগত। তোমার কোথায় ইচ্ছা সেখানে আমারও নিশ্চয় চল, তোমার লবীপদ অনুকূল্য হয়ে আমার অনুগমন করুক।”

শ্রীল শুকদেব গোধারী বললেন—“মহারাজ আশীষ, ধীর বুদ্ধিমত্তা ছিল স্বর্গের দেবতাদের মতো। মনোহর বাণের দ্বারা ক্রীড়াকরণ বিহারে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি ঈশ তামসকীলক বাণের দ্বারা দেবতাদের পদতলা বিধান করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। জম্বুদ্বীপের অধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ তামসীর বুদ্ধি, বিদ্যা, বৌদ্ধ, সৌন্দর্য, কবিত্ব, ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্য অলভ্যক হয়ে,

পূর্বচিহ্নি বহু বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে পার্শ্বীয় এবং স্বর্গীয় সূত্র উল্লেখ্য করেছিলেন। সমস্ত রাজাদের মধ্যে স্রেষ্ঠ মহারাজ আদ্যী প্রচুর পুত্রের গর্ভে নাতি, কিশকুণ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্যক, কৃত, উগ্রাশ্ব এবং কেশুমল নামক নয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। পূর্বচিহ্নি প্রতি বৎসর এক-একটি করে নয়টি পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন বড় হয়েছিল, তখন তিনি তাদের পুত্রে শরিত্যগ করে, সুন্দরায় হস্তায় উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। পূর্বচিহ্নির সেই নয়টি পুত্রই মাতার স্তন পান করে স্বাভাবিকভাবেই স্বন্দর ও সুগঠিত শরীর লাভ করেছিলেন। তাঁদের পিতা তাঁদের প্রত্যেককে অযুধীশের বিভিন্ন অংশে শাসন করার দায়িত্বের অর্পণ

করেছিলেন। তাঁদের নাম অনুসারে তাঁদের রাজ্যগুলির নামকরণ হয়েছিল। এইভাবে আদ্যীশের পুত্রগণ তাঁদের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন। পূর্বচিহ্নির প্রস্থানের পর, রাজা আদ্যীশ তাঁর কাম্বাসনা চতুর্ন না হওয়ার সর্বজন্য তাঁর কথা চিন্তা করতেন। তাই, বোম্বাক ফল অনুসারে তিনি তাঁর যুত্মর পর, সেই অপর্যায়কই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই লোকে পিতৃগণও আনন্দ ভোগ করেন। তাঁদের পিতার পরলোকে প্রাপ্তি হলে, নরকন শ্রাপ্ত মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রাশ্বী, লতা, রমা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা এবং মেঘবীতি নামক মেরুর নয়টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।



তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোবর্ষী বললেন—“আদ্যীশের পুত্র মহারাজ নাভি পুত্র লাভের বাসনা করেছিলেন এবং তাই তিনি সমাহিত চিন্তে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী পুত্রহীনা মেরুদেবীও তাঁর পতিয় সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধন করেছিলেন। যজ্ঞ ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য সাতটি দিক সাধন হয়েছে—(১) দ্ব্যুত্থান বস্তু বা আহুতি নিবেদন; (২) স্নেহ বা হৃদয় অনুসারে অর্ঘ্য করা; (৩) কাল বা সময় অনুসারে কার্য করা; (৪) মন্ত্র উচ্চারণ; (৫) ঋত্বিকচরণ; (৬) সন্ধিপন দান এবং (৭) বিধি পালন। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা সর্বদা ভগবানকে পান্ডুরা হয় না। কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল, তাই তাঁর ভক্ত মহারাজ নাভি যখন শুষ্ক এবং নির্মল চিন্তে প্রবর্তা নামক বজ্র অনুষ্ঠান করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা এবং

জপ করেছিলেন, তখন পরম বয়ালু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবৎসল্য-হেতু, তাঁর অপরাধিত পুত্র অকর্মণীয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপরূপ সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ ভক্তের মন এবং নরনের আনন্দ প্রদান করে।”

“ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর চতুর্ভুজ রূপে রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তেজোময় পুরুষোত্তম রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশে শীত পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ছিল, হস্তদ্বয়ে শ্রীবৎস চিহ্নে শোভা বিস্তার করতেন, তাঁর চার হাতে ছিল পদ্ম, গদা, চক্র ও গদা এবং তাঁর গলদেশে বসন্তুলের মালা ও কৌন্তত মণি শোভা পাচ্ছিল। মুকুট, কুণ্ডল, কলর, কটিমুখ, মুক্তাহার,

কেশুর ও নৃপুত্র আদি উচ্চল বস্ত্রাচিত সজ্জাধারী তিনি স্তম্ভ্য সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিলেন। দরিত্র ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ প্রচুর ধনবাণি লাভ করে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে, মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং নার্যগণও ভগবানের তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত দেখে, সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অকস্মত মস্তকে পূজার উপকরণ নিবেদন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন।”

ঋত্বিকগণ ভগবানের স্তুতি করে বললেন—“হে পূজ্যতম, আশ্রয় আপনর তুয়া। যদিও আপনি পরিপূর্ণ, তবুও বয়স করে আপনায় অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আপনায় নিত্যদায় আমাদের বহুবিধ মেঘ প্রহণ করুন। আমরা আপনায় বিকল্প সময়ে কৃত্তিকই অবগত নই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র এবং আচার্যদের শিক্ষা অনুসারে আমরা কেবল বারবার আপনাকে আমাদের সমস্ত প্রশংসা নিবেদন করি। বিহ্বাসিত জীবনের জড় প্রকৃতির ওপরে প্রতি অভ্যস্ত আসক্ত এবং তাই তারা যখনও পূর্ণ নয়, কিন্তু আপনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত। আপনায় নাম, রূপ, গুণ—সবই চিহ্ন এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। ঋত্বিকগণকে, কে আপনাকে জানতে পারে? জড় জগতে আমরা কেবল জড় নাম এবং ওপাই অনুভব করতে পারি। পরম পূজ্য ভগবানকে মজ্জা হ্রাতি এবং প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া আমাদের দ্বারা কোন সামর্থ্য নেই। আপনায় সর্ব বস্তুগত নিত্য ওপকর্ষীর কীর্তন সমস্ত মানব-জাতির সমস্ত পাপ নিরাসন করতে পারে। আপনায় সেই মহিমা কীর্তনই আমাদের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র কর্তব্য এবং তাঁর ফলে আমরা আপনায় অলৌকিক কৃতির অংশে মাত্র জন্মতে পারব।”

“হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সর্বভোক্তাও পূর্ণ। আপনায় ভক্ত যখন কাম্প-গাঢ় হয়ে আপনায় স্তুতি করেন এবং অনুগ্রহ করে জল, শুষ্ক পদ্ম, তুঙ্গী ও দূর্বাধুর দ্বারা আপনায় পূজা সম্পাদন করেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন। আমরা বহু উপায় সহকারে আপনায় পূজা করেছি এবং আপনায় উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আপনায় প্রসন্নতা বিধানের জন্য এত সমস্ত আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই। আপনায় মধ্যে সমস্ত

পুত্রবার্ণ সাক্ষ্যভাবে, স্বতঃসিদ্ধকালে অপ্রতিহত গতিতে এবং প্রসূতভাবে প্রতিফলিত উৎসর্গ হচ্ছে। সেই অংশের পুত্রবার্ণজন্য আনন্দই আপনায় স্বকল। কিন্তু, হে ভগবান, আমরা নিরন্তর জড় সুখভোগের বাসনা করছি। এই সমস্ত যজ্ঞের আপনায় কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনায় আশীর্বাদে যাতে আমাদের জড়সুখ ভোগ হয়, সেই জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় আমাদের সকল কর্মের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, আপনায় পেওলিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই। হে ভগবান, আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের উপায় সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কাল জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যে কি তা আমরা জানি না। আপনি যেন স্বয়ং পূজা প্রহণ করার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দর্শন দান করার জন্যই আপনি এসেছেন। আপনি আপনায় অর্গম কল্যাণকর অপর্য নামক বীর মহাশয় প্রধান করার জন্য, আমাদের অজ্ঞতাভ্রান্তি কারণে বশাবলভাবে পূজিত নই হইতে এখানে এসেছেন। হে পূজ্যতম, আপনি সমস্ত বস্তুগতের মধ্যে স্রেষ্ঠ এবং আমাদের বহু প্রশংসা করতেন জন্যই আপনি ভগবান নাভির হস্তদ্বয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যেহেতু আমাদের নবনপথের পথিক হয়েছেন, সেটিই আমাদের পক্ষে নবম বস্তুকরণ হয়েছে। হে ভগবান, যুগি-ঋষিগণ নিরন্তর আপনায় গুণগান করেন। বৈরাগ্যের দ্বারা পাণিত জ্ঞানদলে তাঁদের হৃদয়ের ফলবাণি বিকাশে হয়েছে। তাঁর কলি তাঁরা আশ্চর্য্য হয়েছেন এবং আপনায়ই স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা যদিও আপনায় মহিমা কীর্তন করে দিয়া আনন্দ অনুভব করেন, তবুও তাঁদের পক্ষেও আপনায় দর্শন দুর্লভ। হে ভগবান, আমরা বিশৃঙ্খল, কৃদার্ত, পতিত, অজ্ঞানোচ্ছন্ন, দুর্বলহৃদয়, নীড়িত এবং মৃত্যুর সময়ে প্রলয় হয়ে আক্রান্ত হওয়ার কাল, আপনায় নাম, রূপ ও ওপকর্ষী স্মরণ করতে সক্ষম নাও হইতে পারি। তাই আমরা আপনায় কাছে প্রার্থনা করছি, হে ভক্তবৎসল ভগবান, আপনায় যে দিয়া নাম, গুণ এবং লীলাসমূহ সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে, তা স্মরণ করতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। হে ভগবান, এই মহারাজ নাভি আপনায় মধ্যে একটি পুত্র

পাত করাকেই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। হে ভগবান, পরিশ্রম কর্তৃক যেমন মহা ধনধান্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে কেবল একটি শস্যকণা ভিক্ষা করে, তেমনই বর্ষ ও অশবর্ষ প্রদানে সক্ষম আপনার কাছে মহামায়া নাভি কেবল একটি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা করছেন। হে ভগবান, মহাভারতের চরণ সেবা না করে কোন পুত্রবধুই বা এই সংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, কলীভূত এবং বিবর-বিবরে ভেগে অজ্ঞানচিত্ত না হয়েছেন? আপনার বাস্তু দুর্ভাগ্য। তাঁর গতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না অথবা কেউই বলতে পারে না কিভাবে তিনি স্বর্গ করেন। হে ভগবান, আপনি বহু অমৃত কার্য করেন। এই মহাবল্য অনুষ্ঠানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্র লাভ করা; তাই আমাদের বুদ্ধি মোটেই তীক্ষ্ণ নয়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে আমরা অডিষ্ট নই। স্বাভাবিক সাধনের জন্য এই দুঃস্থ যজ্ঞ আপনাকে লাহুল করে আমরা নিশ্চয়ই আপনার শ্রীপাদপদ্মে মহা অশ্রুপাত করছি। তাই, হে ভগবান, আপনার সমদর্শিতা গুণে কৃপাপূর্বক আমাদের কমা করুন।”

শ্রীম গুরুদেব গোহামী বললেন—“ভারতবর্ষের অধিপতি নাভির সম্মানিত স্বত্বিকেরা এইভাবে গদ্যায়ক স্তোত্রের দ্বারা দেবসেষ্ঠ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করলেন। দেবসেষ্ঠ, পরম ইন্দ্র ভগবান তখন

তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—‘হে মর্ত্ত্যবর্গ, আপনারা প্রভুকে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আপনারা সকলেই সত্যবাক্য। আপনারা প্রার্থনা করেছেন যে, মহাকাল নাভির ফলে আমরা যজ্ঞে পুত্র হই। কিন্তু আমি যেহেতু অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কেউই আমার সমতুল্য না, তাই আমার যজ্ঞে আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই হোক, যেহেতু আপনারা যোগ্য ব্রাহ্মণ, তাই আপনারদের তখন ত্রিগুণ হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত ব্রাহ্মণদের আমি আমার বৃক্ষ বলে মনে করি। যেহেতু আমার তুল্য কেউ নেই, তাই আমিই আমার অংশ-কলার দ্বারা আত্মীয়াপুত্র মহারাজ নাভির পত্নী মেক্ষসেবী পর্বে আবির্ভূত হব। এই কথা বলে ভগবান অস্তবিত্ত হয়েছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী মেক্ষসেবী তাঁর পতির পাশেই বসে ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের সমস্ত কথাই শুনতে পেরেছিলেন। হে নিম্নলিখিত পরীক্ষিত মহারাজ, সেই যজ্ঞের মহাবীরের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মচারী, সম্যাসী, বনপ্রস্থ এবং যজ্ঞিক গৃহস্থদের নিজে আচরণ করে ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষা সেওয়ার জন্য এবং মহাবল্য নাভির বাসনা পূর্ণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই জন তিনি তাঁর গুণাভীভ চিন্তায় স্বরূপে মেক্ষসেবীর পুত্ররূপে আর্জিত হন।”



চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের চরিত্রকথা

শ্রীম গুরুদেব গোহামী বললেন—“নাভির পুত্ররূপে ভগবান বনম জগদ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর পদতলে ধ্বজ, বস্ত্র ইত্যাদি ভগবানের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সর্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য সমন্বিত এবং বিবর ভিত্তিক। এই সমস্ত

গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে নাভিনন্দন প্রতিদিন বর্ষিত হতে লাগলেন। তাই প্রজাবর্গ, ব্রাহ্মণগণ, দেবতাবর্গ এবং অমাত্যগণ সকলেই অভিলষ্য করেছিলেন যে, ঋষভদেব যেন পৃথিবী শাসনে প্রবৃত্ত হন। মহারাজ নাভির পুত্র বনম প্রকট হয়েছিলেন, তখন তাঁর মধ্যে কবিবল্লভ বর্ণিত

সমস্ত উত্তম গুণ—বধ্য, ভগবৎ-সম্মান সমন্বিত দৃষ্টিভিত্তি দেহ, তেজ, বীর্য, ধৈর্য, তীক্ষ্ণতা, পুত্রতা এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর পিতা এই সমস্ত গুণ সন্ধান করে, তাঁকে পরম প্রেত পুত্র বলে বিবেচনা করে ‘কলত’ নামে তাঁর নামকরণ করেছিলেন। যতদূর ঐশ্বর্যশালী দেহোত্তম ইন্দ্র মহারাজ স্বভাবসেবের প্রতি ঈর্ষানুরাগ হয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষ নামক স্বভাবসেবের সমস্ত বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন যোগেশ্বর ভগবান স্বভাবসেব ইন্দ্রের অতিপ্রাণ বৃষতে পোষ, ঈশ্বর হোসে তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর নিজস্ব অক্ষয়ভবনকে বৃষ্টির দ্বারা সর্বতোভাবে সিন্ধিত করেছিলেন। মহারাজ নাভি তাঁর বাসনা অনুসারে প্রেত পুত্র লাভ করে অক্ষয়ভবনকে বিদ্যুৎচিত্ত করেছিলেন। তিনি অনুগ্রহভরে গম্ভীর হয়ে তাঁকে ‘হে বনম, হে তাত’ বলে সম্বোধন করতেন। যোগমায়ার প্রভাবে তিনি এই বনোত্তম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যার ফলে তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন। ভগবানই কেশবক্রমে তাঁর পুত্র হয়েছিলেন এবং একজন সাধারণ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ নাভি তাঁর বিধি পুত্রকে গভীর মেহে লাগনপালন করতে লাগলেন এবং তার সঙ্গে তিনি চিহ্নর আদর্শ, স্বর্গ এবং ভূতিলে বিহ্বল হয়েছিলেন। মহারাজ নাভি বৃকতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র স্বভাবসেব নাগবিক্রমের, রাজকর্মচারীদের এবং ব্রহ্মীদের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর পুত্রের এই জনপ্রিয়তা স্বর্গ করে, বৈমিক স্বর্গ অনুসারে প্রজাপালন করার জন্য, তাঁকে সারা পৃথিবীর সহউদ্যোগে অভিবিক্ত করেছিলেন। সেই জন্য, তিনি তাঁর রাজকর্মের দ্বারা তাঁকে পরিচালিত করবে, সেই তত্ত্বকে ব্রাহ্মণদের হস্তে স্বভাবসেবকে সমর্পণ করেছিলেন। তারপর মহারাজ নাভি তাঁর পত্নী মেক্ষসেবী-সহ বনবিকাশ্রেয় গিরেছিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন এবং নিপুণতা সহকারে তিনি গুপ্তস্বার রত হয়েছিলেন। পূর্ণ সমাধিযোগে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ ভগবান নর-নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। তার ফলে বধ্যসময়ে মহারাজ নাভি বৈকুণ্ঠধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, মহারাজ নাভির মহিমা কীর্তন করে প্রাচীন ঋষিরা দুটি প্রাক রচনা করেছেন। তার

একটি হচ্ছে—‘মহারাজ নাভির মতো সাধারণ কে স্বর্গে পড়তে পারে? তার মতো সার্বভৌম কে করতে পারে? তাঁর ভক্তির বাণ আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর পুত্রকে স্বর্গে করেছিলেন।’ (দ্বিতীয় প্রেক্ষিত হচ্ছে) ‘মহারাজ নাভির থেকে ব্রাহ্মণদের প্রেত পুত্রকে (ভিক্ত) আর কে পারে? অতঃপর তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণদের পুত্র করে তাঁদের পুত্ররূপে সমস্ত করেছিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণেরা গুপ্ত তাঁদের ব্রাহ্মণোচিত তেজের দ্বারা মহারাজ নাভির সম্মুখে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রসাদভাবে সন্ধান করিয়েছিলেন।’ মহারাজ নাভি বনবিকাশ্রেয় প্রস্থান করলে, ভগবান স্বভাবসেব তাঁর রাজ্যকে তাঁর তর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বলে মনে করেছিলেন। তাবপর বনম আচরণ করে তাঁকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য প্রথমে গুপ্তকালে বাস করেছিলেন এবং গুপ্ত নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ্য পালন করে গৃহস্থদের কর্তব্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর, তিনি ব্রহ্মলক্ষ্মী প্রদান করে গৃহস্থ-অঙ্গারে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি ভারতী নামক পত্নীর পাণিগ্রহণ করে, তাঁর মাধ্যমে অক্ষয়সদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর পত্নী ভারতীকে দেবদাস ইন্দ্র তাঁকে দান করেছিলেন। স্বভাবসেব এবং ভারতী প্রতি এবং সৃষ্টি শাস্ত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান পালন করে, গৃহস্থ জীবনের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। স্বভাবসেবের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ছিলেন প্রেত গুণসম্পন্ন মহান ভগবত্বত। তাঁরই নাম অনুসারে এই বর্ষকে লোক ভারতবর্ষ বলে। ভারতের কনিষ্ঠ আরও নিরানব্বই জন ভ্রাতা ছিল। তাঁদের মধ্যে কুশাবর্ত, ইন্দ্রাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, রণা, তেতু, ভরসেন, ইন্দ্রাবর্ত, বিদর্ভ এবং কীকট—এই নয় জন জ্যেষ্ঠ। তাঁদের পরবর্তী কনি, হুধি, অম্বরীক, প্রবু, শিরসারেন, অর্জিহাং, প্রমিল, চমস ও করতাজন—এই নয় জন মহাতাপদে। তাঁরা ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের মহান প্রচরক। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি সূদৃঢ় ভক্তির জন্য তাঁরা মহিমাভিত। তাই তাঁরা অতি উন্নত ভাবে অধিষ্ঠিত। চিত্তের শক্তি বিধানকাবী তাঁদের সেই সুন্দর চরিত্র আমি (গুরুদেব গোহামী) পরে (একাদশ স্কন্ধে) কদুমের ও নারদ সংবাদের বর্ণনা করব। স্বভাবসেব ও ভারতীর উৎসাহে উদ্বিগ্ন শক্তি পুত্রের কনিষ্ঠ আরও একাশি জন পুত্র ছিল।

তাদের নিজস্ব আশে অনুসারে, তাঁরা অত্যন্ত সিনীত, বেকনিপুণ, কল্পপরায়ণ এবং সমাজিকরত আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।”

“পরমেশ্বর ভগবানের অবতার স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ছিলেন কারণ তাঁর রূপ ছিল সচ্চিদানন্দময়। তার প্রকার ভৌতিক ক্রেশের (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি) সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর কোন স্বকীয় জড় আসক্তি ছিল না। তিনি সর্বদা সকলের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি পবিত্র মুখী ছিলেন এবং সমস্ত জীবের শুভকাম্যার্থী ছিলেন। পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো আচরণ করতেন। তাই তিনি কঠোর নিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন করতেন। কল্যাণের বর্ণাশ্রম-ধর্মের অকল্যাণ হতে থাকে, তাই তিনি নিজেকে আচরণ করে, অজানাতের জনসাধারণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করেন। এইভাবে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম, অর্থ, বশ, পুত্র-কন্যা, জড় সুখ এবং অকল্যাণের নিত্য জীবন লাভ করার শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর উপদেশের দ্বারা তিনি মানুষের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করার ফলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। মহৎ ব্যক্তির বেতাবে আচরণ করে, সাধারণ মানুষ তা অনুসরণ করে। যদিও স্বভাবের সমস্ত ধর্ম প্রতিপাদক বৈদিক রহস্য স্বরাই অবগত ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে একজন কঠোর বলে মনে করে, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে শব্দ, দর্শন, তিতিকাদি বস্তুগত অনুশীলন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করেছিলেন, যেই প্রণালী রাজ্য ক্রিয়াদের উপদেশ দেন এবং ক্রিয়-শাসক বৈশ্য

ও শূদ্রের মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করেন। ভগবান স্বভাবের পাশ্চাত্য নির্দেশ অনুসারে সর্ববিধ যজ্ঞের দ্বারা এক শতাব্দীর যজ্ঞের বিস্তার আরাধনা করেছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত যজ্ঞ উপযুক্ত দ্রব্যে সমৃদ্ধ ছিল। যৌন এবং প্রজা সম্বন্ধিত অধিকারের দ্বারা পুণ্যস্থানে ও শ্রেষ্ঠকালে সেগুলি সম্পন্ন হয়েছিল। এইভাবে ভগবান বিজ্ঞ প্রণয় হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের নিবেদন করা হয়েছিল। এইভাবে সেই অনুষ্ঠান এবং উৎসব সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল। কেউই অত্যাশঙ্কনীয় আকাজক করে না, কারণ সকলেই ভালভাবে জানে যে, তার কোন অস্তিত্ব নেই। ভগবান স্বভাবের দ্বন্দ্ব দ্বারা তবর্ষ শাসন করছিলেন, তখন একজন সাধারণ মানুষও কোন সময়ে অথবা কোনভাবে কোন কিছু অকাজক করতে না। অর্থাৎ সকলেই পূর্ণরূপে প্রসন্ন ছিল এবং তাই কারোই কোন কিছু গাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সকলেই রাজ্যের প্রতি অত্যন্ত স্নেহীল ছিল এবং যেহেতু তাদের এই স্নেহ সর্বদা বর্ধিত হচ্ছিল, তাই তাদের আর অন্য কোন কামনা ছিল না। কোন এক সময় ভগবান স্বভাবের প্রথম করতে করতে ব্রাহ্মণ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে শ্রেষ্ঠ মহর্ষিদের সভায় তাঁর পুত্রের অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ব্রাহ্মণ্যের উপদেশ প্রদান করছিলেন। সেই সভায় সমস্ত প্রজাদের সম্মুখে স্বভাবের তাঁর পুত্রের শিক্ষা দান করেছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন সংবতচিহ্ন এবং প্রণয়-বিনয়াদি গুণবিশিষ্ট। তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা খুব ভালভাবে পৃথিবী শাসন করতে পারেন।”



পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রদের প্রতি ভগবান স্বভাবদেবের উপদেশ

ভগবান স্বভাবদেব তাঁর পুত্রদের বললেন—“হে পুত্রগণ, এই জগতে সেইসব প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। এই প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শূকরেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ সেবার অপ্রাকৃত ভগবান কবাই উচিত, কারণ তার ফলে হৃদয় নির্মল হয় এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অতীত চিন্তা আনন্দ লাভ হয়। গতিভগবৎ ব্রাহ্ম উপাসক এবং ভগবৎ উপাসক ভেদে বিবিধ। ব্রাহ্মশাস্ত্র এবং ভগবানের পার্শ্ব লাভকল বিবিধ মুক্তিরই উপায় হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যের সেবা করা। পঞ্চায়ে হ্রীসমীপের সঙ্গ নরকে ধারণকর। বীরা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাপরায়ণ, ক্রোধহীন এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনে রত এবং বীর তখনও অন্যায় অচল করেন না, তাঁরাই মহাত্মা নামে পরিচিত। যারা তাঁদের কৃপাক্রমামৃত পুস্কর্গগরিত করে তাঁদের ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করতে চান, তাঁরা কৃষ্ণস্বরূপীই কোন কিছু করতে চান না। যারা কেবল অহং, নিষ্ঠা, ভয় এবং মৈথুন চর্চা করে তাদের সেবার পালন করতে যান, তাঁরা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। তাঁরা পুংই হলেও তাঁদের পুংের প্রতি আসক্ত নন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং ধন সম্পদের প্রতিও আসক্ত নন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য কর্মেরও অবহেলা করেন না। এই প্রকার মানুষেরা কেবল তাঁদের সেই ধারণ করার জন্য যত্নবৃত্তি অর্থের প্রয়োজন কেবল ততটুকুই সংগ্রহ করেন। জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উৎসাহের দ্বারা আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত পুং-দুর্দশার কারণ।

প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখের আকাজক করার ফলে, সে জড় দেহ লাভ করে। তাই আমি মনে করি যে, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়ভোগ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় পতীর প্রাপ্ত হয়। জীব যতক্ষণ পূর্ব জন্মের স্মরণে জানতে অসমর্থ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জড় প্রকৃতির দ্বারা পরিত্রা হয়ে অবিস্মারিত ভোগ ভোগ করে। পাপ অথবা পুণ্য উভয় প্রকার কর্মই কর্মফল উৎপন্ন করে। যে কোন প্রকার কর্মে কঠি থাকলেই মন কর্মাক্ষত হয়, অর্থাৎ সত্য কর্মের বাসনায় আসক্ত হয়। মন যতক্ষণ কলুষিত থাকে, ততক্ষণ চৈতন্য আচ্ছাদিত থাকে এবং তার ফলে জীব সত্য কর্ম প্রবৃত্ত হয় এবং তখন একে পর এক জড় দেহ ধারণ করতে হয়। জীব যতক্ষণ ভোগের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে আত্মা এবং পরমাত্মকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মন তখন সত্য কর্মে কলুষিত থাকে। তাই, আনন্দ থেকে অস্তিত্ব বাসুদেবে যতক্ষণ না প্রাপ্তির উদয় হয়, ততক্ষণ সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। জ্ঞানবান হওয়া সত্ত্বেও জীব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টাতে মগ্ন বলে উপলব্ধি না করে, ততক্ষণ তার স্বকল বিস্তৃতির ফলে সে মৈথুন সুখপ্রদ পুংের প্রতি আসক্ত থাকে এবং নান প্রকার পুং-দুর্দশা ভোগ করে। তার অবস্থা এতটুকু মূর্খ পুংের থেকে কোন জগৎ প্রেয় নয়। স্ত্রী ও পুংের পরস্পরের প্রতি অস্বার্থপর জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই জড় আসক্তিই স্ত্রী-পুংের পরস্পরের হৃদয়-ভিত্তি-অকল এবং তার ফলেই জীবের দেহ, পুং, সম্পত্তি, সন্তান, জাতীয়ত্বজন ও ধন-সম্পদাদিতে ‘আমি এক আত্মা’ বুদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন হয়। যখন মানুষের কর্মফল-ভিত্তি পুং হৃদয়-ভিত্তি নির্মিত হয়, তখন সে পুং, কলুষ, সন্তান ইত্যাদি প্রতি

কন্যাসক্ত হয়। এইভাবে সে তার সঙ্গের বন্ধনের মূল
কমল 'আমি ও আমার' রূপ অহঙ্কারি পরিচায় করে
নিযুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

"হে পুত্রগণ, আধ্যাত্মিক চেতনায় অতি উন্নত
পরমহংসকে গুরুদেবরূপে গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে
পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রীতি এবং ভক্তিপরায়ণ
হও। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়ে সুখ-সুখ,
শীত-উষ্ণ—এই স্বাভাবিক সন্তু কর। স্বর্গলোকে উন্নীত
হলেও জীব যে দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে
পারে না, সেই কথা হৃদয়ঙ্গব করায় চেষ্টা কর।
তদানুসরণ কর। তারপর ভগবৎকৃতি সন্তের জন্য সব
করম তপস্যা কর। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত প্রচেষ্টা
পরিচ্যাগ করে ভগবানকে সেবার যুক্ত হও। ভগবানের
কথা শ্রবণ কর এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ কর।
ভগবানের মহিমা কীর্তন কর এবং চিন্তা করে সকলকে
সমদুঃস্থিতে দর্শন কর। অক্লান্তা কর্ম কর এবং শ্রোধ
ও শোক মনন কর। দেহ, গেষ ইত্যাদিতে হৃদয়বৃত্তি
পরিচায় করে শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। নির্জন স্থানে বাস
কর এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করার
অভ্যাস কর। শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ আত্মপরায়ণ হও এবং
সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন কর। অর্থক ব্যয়ব্যয়ণ কর্ম করে
কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা
কর এবং উপযুক্ত পাত্র থেকে জ্ঞান অর্জন কর।
এইভাবে ভক্তিবোধ সঞ্চার করে ধৈর্য, বক্র ও বিবেক যুক্ত
হলে, তোমরা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারবে।"

"হে পুত্রগণ, আমি তোমাদের যে উপদেশ দিচ্ছি,
অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে সেই উপদেশ অনুসারে
আচরণ কর। তার ফলে তোমরা সত্য কর্মের
বাসনায় অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবে এবং ইন্দ্রিয়প্রীতি
সম্যকরূপে ক্ষি হতে। ভগবান অধিক উদ্ভি সাধনের
জন্য তোমাদের এই মুক্তির উপায়ও ত্যাগ করতে হবে।
অর্থাৎ, মুক্তির উপায়ের প্রতিও তোমরা অসক্ত হয়ো না।
কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে দ্বিষ্টে বাবার জন্য ঐকান্তিকভাবে
অগ্রহণী হন, তাহলে ভগবানের কৃপা লাভই জীবনের চরম
লক্ষ্য বলে ঠেকে মনে করতে হবে। নিজ পুত্রদের, গুরু
শিষ্যদের এবং রাজা ভ্রাতাদের এই প্রকার শিক্ষাই দান
করেন। শিষ্য, পুত্র অথবা প্রজা যদি সেই আদেশ

অনুসরণ করতে কখনও কখনও অক্ষমও হয়, তাহলেও
যুক্ত ন হলে তাদের উপদেশ দান করতে থাকা উচিত।
যে সমস্ত মৃত ব্যক্তি পাশ এবং পুণ্ড্র কর্মে যুক্ত, তাদের
কর্তব্য হচ্ছে সর্বজেনেভ্যে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া।
সকালই সত্য কর্ম পরিচালন করে কর্তব্য। যেসকল শিষ্য,
পুত্র ও ভ্রাতাদের যদি সত্য কর্মে নিযুক্ত করে সঙ্গের-
রূপে নিবেদন করা হয়, তাহলে তারা কি পুণ্ড্রার্থ লাভ
করবে? তা অজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত হলে অজ্ঞরূপে
পণ্ডিত হওয়ার মতো। অজ্ঞানভাবকত বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তি-
গণের মনন লাভের উপায় অবগত নয়। তারা নিত্য
কামান্য হতে ভোগ্য বিষয়সমূহের জন্যই সর্বদা অক্লান্ত
করেন। সেই সমস্ত মৃত কৃতিরা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্য
পরম্পরের প্রতি ইর্ষণ্যপায়ণ হয় এবং তার ফলে অগ্রহণী
দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কিন্তু তারা এতই মূর্খ যে, সেই
কথা তারা বুঝতে পারে না। কেউ যদি অজ্ঞানী হয়
এবং সঙ্গের মাঝে আসক্ত হয়, তাহলে বখার্ব জ্ঞানবান,
কৃপালু এবং পরোমর্ষিক মাগে উন্নত কোনও ব্যক্তি
কিভাবে তাকে সত্য কর্মে প্রবৃত্ত করে ছাড় জগতের
বন্ধনে আরও বেশি করে আবদ্ধ করতে পারেন? কোন
অন্য ব্যক্তি যদি বিশেষে গমন করে, তাহলে কি কোন
সম্মান ব্যক্তি তাকে সেই বিশেষের দিকে অগ্রসর হতে
বিরোধে পারেন? কোন জ্ঞানবান অথবা দয়ালু ব্যক্তি
কখনও তা হতে দেন না। তিনি তাঁর অপ্রিত জনকে
সমুপহিত বৃত্ত্যকশ সংসার মার্গ থেকে উদ্ধার করতে না
পারেন, তাঁর গুরু, পিতা, পতি, জননী অথবা পূজ্য
দেবতা হওয়া উচিত নয়।"

"আমার চিন্তা দেহ (সক্তিদানকময় বিগ্রহ) ঠিক
একটি মানুষের মতো, কিন্তু তা অনুরূপীয় নয়। এই
তবে অচিহ্নীয়। আমি জড়া প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হয়ে
কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করি না; আমি কেবল
এই শরীর গ্রহণ করি। আমার ইন্দ্রিয় গুরু সত্ত্বময় এবং
আমি সর্বদা আমার গুরুদের করুণার কথা চিন্তা করি।
তাই প্রকৃত বর্ম যে ভক্তির পথ তা আমার হৃদয়ে রয়েছে
এবং তা আমার ভক্তদের জন্য। অধর্মকে আমি আমার
হৃদয় থেকে বহু দূরে পরিচ্যাগ করেছি। যন্ত্রা অধ্যাত্মিক
যা অজ্ঞত, তাদের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই।
আমার এই সমস্ত লিখ্য গণ্যবলীর জন্য আর্থগণ আমাকে

অন্যদের অর্থাৎ সর্বজেনে পুরুষ বা ভগবান বলে
সংস্থান করেন।"

"হে পুত্রগণ, সমস্ত চিন্তার গুণের অংশ আমার কলর
থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমাদের মাতার
পরায়ণ বিশ্বাসীদের মধ্যে হওয়া উচিত নয়। তোমরা
তোমাদের কোষ্ঠ দ্বারা তত্ত্ববোধ ভ্রান্ত্যে অনুগত্যে
থেকে। তোমরা যদি ভ্রান্তের সেবার যুক্ত হও, তাহলে
তার ফলে জন্মারও সেবা হবে এবং তোমাদের
প্রজাগণানন্দী কর্তব্যসমূহও সাবলীলভাবে সম্পাদিত
হবে। চিত্ত এবং অর্চিত—এই দুই প্রকার প্রশস্ত শক্তির
মাধ্যমে পাথরাদি জড় পদার্থ থেকে সজীব বৃক্ষ ইত্যাদি
(কম্পতি, তৃণ, গুল্ম এবং বৃক্ষ) প্রোত। হালের বৃক্ষ
থেকে গন্ধাক্ষর সর্পাসুল প্রোত। সর্পাসুল থেকে উচ্চতর
বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পতঙ্গ প্রোত। পতঙ্গের থেকে মানুষ
প্রোত এবং মানুষ থেকে ভূত-প্রোত প্রোত সত্তা তাদের
মূল দেহ নেই। তাদের থেকে প্রোত গন্ধর্ব এবং
গন্ধর্বদের থেকে প্রোত সিদ্ধ। সিদ্ধদের থেকে প্রোত
কিরীট এবং ঐশ্বর্য থেকে প্রোত অসুর। অসুরদের থেকে
দেবতারা প্রোত এবং দেবতাদের মাধ্যমে প্রোত হইলেন ইন্দ্র।
ইন্দ্রের থেকে প্রোত দক্ষ অগ্নি প্রকার পুত্রগণ এবং প্রকার
পুত্রদের মধ্যে সর্বপ্রোত হইলেন শিব। শিব প্রকার পুত্র
হলে ব্রহ্ম তাঁর থেকে প্রোত, কিন্তু ব্রহ্মও আমার অধীন।
কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদের আমার পূজ্য বলে মনে করি, তাই
ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সর্বপ্রোত।"

"হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এই জগতের কোন প্রাণীকে
ব্রাহ্মণের সমতুল্য বা ব্রাহ্মণের থেকে প্রোত বলে মনে
করি না। আমার মনোভাব সমস্তে অব্যক্ত কৃতিরা বহু
অনুষ্ঠানের পর, প্রজা এবং শ্রীতি সহকারে ব্রাহ্মণের মূর্খ
অনুপ্রদান করায় মাধ্যমে আমাকে ভোজন করায়। হখন
এইভাবে আমাকে ভ্রম নিবেদন করা হয়, তখন তা আমি
পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে আহার করি। প্রকৃতপক্ষে, এইভাবে
প্রদত্ত ভোজন আমি অগ্নিহোত্র যন্ত্রে নির্দোষ ভোজন
থেকে অধিক তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি। বন্ধনরূপে যে
আমার শাস্ত অবতরণ। তাই বেন হচ্ছে বন্ধন। এই
ব্যাধিতে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত ক্রো অধ্যাক্ষ করেন এবং যোহেহু
তাঁরা বৈদিক জ্ঞান ভগবান করেন, তাই তাঁদের বৃত্তিমূল
বেন বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণেরা সমস্তে অবস্থিত,

তাই তাঁরা পর, মন, নশা, অনুগ্রহ, তপস্যা, সর্হিকৃতা,
অনুভব—এই আটটি গুণের দ্বারা গুণাবৃত। তাহলে
সমস্ত জীবের মধ্যে কেউই ব্রাহ্মণের থেকে প্রোত নয়।
আমি সর্ব প্রার্থপূর্ণ, সর্ব শক্তিমান এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি
দেবতাদের থেকেও প্রোত। আমি স্বর্গসুখ ও মুক্তি
প্রদানকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা আমার কাছ
থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক সুখস্বাদন্য প্রার্থনা
করেন না। তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র এবং অতিক্রম। তাঁরা
কেন্দ্র আনন্ডেই ভর্তি করেন। অন্য কারোর কাছে
জাগতিক লাভের জন্য তাঁদের প্রার্থনা করার আর কি
প্রয়োজন।"

"হে পুত্রগণ, হখন অগ্নি জন্ম কোন জীবের প্রতিই
মাতার পরায়ণ হতো না। আমি তাদের সকলের মধ্যে
সিদ্ধ করছি কেনে সর্বদা তাদের সম্মান করো, তাহলে
আমার প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে। মন, চক্ষু, শ্রবণ
ও অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির বখার্ব কর্ম হচ্ছে আমায়ই
সেবার পূর্ণরূপে নিযুক্ত হওয়া। জীবের ইন্দ্রিয় যদি
এইভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহলে জীব হৃদয়ভ্রান্ত
পানসুখ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কখনও
করতে পারে না।"

শ্রীকৃষ্ণের গোয়ামী বললেন—"এইভাবে সকলের
পরম সুখের ভগবান ভবভয়ের লোকশিক্ষার জন্য তাঁর
পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁরা সকলে
সুনিশ্চিত ছিলেন। বনপ্রস্থ যাত্রার হৃদয় ভবায় পূর্বে,
সিতার পুত্রদের দ্বিত্যে উপদেশ দেওয়া উচিত, সেই
দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য তিনি তাঁদের উপদেশ
দিয়েছিলেন। কর্মবন্ধন মুক্ত নির্বণ ভক্তিপরায়ণ
সন্ন্যাসীরও এই উপদেশ থেকে শিক্ষালাভ করতে
পারেন। ভবভয়ে তাঁর মত পুত্রদের এই উপদেশ
দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে কোষ্ট ভরত ছিলেন পরম
জ্ঞানবত এবং বৈকল্যের অনুগত। সন্ন্যাসী পাননের
জন্য ভগবান ভবভয়ে তাঁর কোষ্ট পুত্রকে রাহসিহাসনে
অভিহিত করেছিলেন। তাহলেই অনিবেত হতেও
শরীরের পরিগ্রহ করে, উচ্চতর মতো সিদ্ধার ও নিযুক্ত
কেন হতে, আত্মবীর্য অধিক নিজেই মধ্যে স্থাপন করে
তিনি ব্রাহ্মণের থেকে পরিহৃত হজ্ঞ করলেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ

“ভগবান ঋষভদেবের অবশুত বেশ ধারণ করে নানব সমাজের মধ্যে জড়, খড়্গ, মৃৎ, বহির ও পিশাচের মতো বিচরণ করতেন। মানুষ যদিও তাঁকে সেই সমস্ত নামে সম্বোধন করত, তবুও তিনি মৌনাবলম্বন করে কয়েক মাসে বাসালগ্ন করতেন না। ঋষভদেব নগরী, গ্রাম, ধর্মী কৃষিক্ষেত্র, উপত্যকা, উদ্যান, পেনানিবাস, খেনিবাস, গোপনরী, ক্ষত্রীনিবাস, পর্বত, অরণ্য, আগ্রাস ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর ভ্রমণের সময় ঋষিরা যেমন কনহন্তীকে ঘিরে উজ্জ্বল করে, সেইভাবে দুর্ভিক্ষের ভয় প্রদর্শন, জড়ন, গায়ে প্রস্রাব ও পুত্ৰ পরিত্যাগ, পাথর, বিষ্ঠা ও মূত্র নিষ্ক্ষেপ, অগ্নিবায়ু ত্যাগ এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা তাঁকে নানাভাবে ক্রোধ প্রদান করলেও তিনি সেই সমস্ত গ্রাহ্য করতেন না। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জড় শরীরের পরিণতিও তাই। তিনি চিন্তায় ভরে স্বহৃদয় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তিনি এই সমস্ত অবমাননা গ্রাহ্য করতেন না। লক্ষ্যতরে যদা যার যে, তিনি চিং ওয়ং অচিং-এর পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েছিলেন এবং তাই তাঁর কোন কদম বেদান্তবুদ্ধি ছিল না। এইভাবে কয়েকটি ক্রুৎ না হয়ে একাকী সারা পৃথিবী পর্বতন করতে লাগলেন।”

“ভগবান ঋষভদেবের কব, চরণ এবং বক্ষস্থল ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তাঁর অঙ্গদ্বয়, মুখমণ্ডল প্রভৃতি অবয়ব অত্যন্ত সুকোমল এবং সুগঠিত ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল যজ্ঞাবসিদ্ধ হৃদয়ে নিঃসৃত পোষিত ছিল। তাঁর নরনয়ন ছিল প্রভাতের নিমিরনিত নবীন পদ্মপুণের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ এবং অমল বর্ণ। তাঁর চোখের তার এত মনোহর ছিল যে, তা লোকের সমস্ত সন্তান হরণ করত। তাঁর কপাল, কণ্ঠ, কঁঠ, নাক এবং অন্য সমস্ত অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁর মধুর হাসি সর্বদা তাঁর মুখকে অধিকতর মৌলসর্বে হতিত করত। তা এতই সুন্দর ছিল যে, বিবাহিতা স্বামীদের হৃদয়ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তারা যেন অমরকণ জড়িত হতেন। তাঁর

মাথা জুড়ে ছিল কুজিত জটায়ুত পিঙ্গল বর্ণ কেশ। তাঁর অকিন্যত চলা, মলিন শরীর দেখে তাঁকে পিশাচপ্রভৃতি বলে মনে হত।”

“ভগবান ঋষভদেব যখন দেখলেন যে, জনসাধারণ তাঁর যোগ সাধনের প্রতিবন্ধকতা করেছে, তখন তিনি আর প্রতিকারের জন্য আত্মগর বৃষ্টি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একস্থানে শয়ন করেই আহার, পান এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করতেন এবং সেক্ষেত্রেই অকলুষন করতেন। তার ফলে তাঁর শরীর তাঁর নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে বিরোধী দুর্ভিক্ষ এসে তাঁকে বিরক্ত না করে। যেহেতু ঋষভদেব সেই অবস্থায় ছিলেন, তাই মানুষ আর তাঁকে বিরক্ত করেনি। কিন্তু তাঁর মল-মূত্রে কোন দুর্গন্ধ ছিল না। লক্ষ্যতরে, তাঁর মল-মূত্র এতই সুগন্ধিত ছিল যে, তার সৌরভে চতুর্দিকে লক্ষ যোজন পর্বত হাল সুরভিত হয়েছিল। এইভাবে ঋষভদেব গভী, মৃগ এবং কাকের বৃষ্টি অনুগমন করেছিলেন। কখনও গমন করে, কখনও বা একস্থানে অবস্থান করে, কখনও উপবেশন করে এবং কখনও শয়ন করে তিনি গভী, মৃগ ও কাকের মতো আচরণ করে পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করতেন। যে মহারাজ পরীক্ষিত, ভগবান ঋষভদেব যোগীদের আচরণ প্রদর্শন করায় জনাই এইভাবে বিবিধ যোগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মুক্তির অধীশ্বর এবং মুক্তির আদ্যক থেকেও পত-সহস্র গুণ অধিক চিন্তার আদ্যক তিনি মথ ছিলেন। বাসুদেব কখনই হঠাৎ ঋষভদেবের অশ্রী, তাই তাঁদের স্বরূপে কোন ভেদ ছিল না এবং তাঁর ফলে ঋষভদেব জড়, পুস্ক, কল্মাষি লক্ষণ সম্বিত ভগবৎ প্রেম জলবিত করেছিলেন। তিনি সর্বদাই ভগবানের মিত্র প্রেমে মথ ছিলেন। তার ফলে অন্তরীক্কে বিচরণ, মনের গতিহত ভ্রমণ, অন্তর্দান, অল্য দেহ প্রবেশ, দূরদর্শন প্রভৃতি যোগসিদ্ধি যদিও আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছিল, তবুও তিনি সেগুলি ব্যবহার করেনি।”

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীল শুকদেব গোবামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে ভগবান, যাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল, তত্ত্বযোগ অনুশীলনের প্রভাবে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন এবং সকার কর্মের প্রতি তাঁদের সমস্ত আসক্তি সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য হয়ে ভস্মীভূত হয়। তখন তাঁদের কাছে সমস্ত যোগ ঐশ্বর্য আপনা থেকেই উপস্থিত হলেও তা তাঁদের কাছে ক্রোধানয়ক হয় না। তাহলে ঋষভদেব কেন সেগুলি অস্বীকার করলেন না?”

শ্রীল শুকদেব গোবামী উত্তর দিলেন—“হে রাজন, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু, বৃত্ত ব্যাধ যেমন পশুর দ্বারার পরও তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, কাবল তাঁরা পালিয়ে যেতে পারে, তেমনিই মহাত্মগণও চঞ্চল মনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাই তাঁরা সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মনকে পর্যবেক্ষণ করেন।”

পতিভেরা বলেছেন—“মন স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল, তাই তার সঙ্গে বদ্ধ হওয়া কঠিন উচিত নয়। মনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে, যে কোন বস্তুতেও তা আমাদের প্রত্যক্ষণ করতে পারে। সেগুলিকে মহাদেবও ভগবানের অধীনী মূর্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন এবং সৌজরী মুনি যোগসিদ্ধির অতি উন্নত অবস্থা থেকে অসংপত্তিত হয়েছিলেন। অসতী স্ত্রী যেমন সহজেই উপপতির সহ লাভের জন্য নিজের কামীর গ্রাণ তিরস্করণ, তেমনিই যোগী যদি তাঁর মনকে সবেত না রাখে, তাহলে তাঁর মন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পদ্বনের প্রবণ দিয়ে নিশ্চিতভাবেই সেই যোগীকে হত্যা করবে। মন হচ্ছে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ এবং ভয়ের মূল কারণ। এই সব একত্রে কর্মকন্ডের সৃষ্টি করে। অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মনকে বিচলিত করবে না।”

“ভগবান ঋষভদেব এই ব্রহ্মভূতের সমস্ত রাজ্য এবং সম্রাটের শিরোভূষণ ছিলেন, কিন্তু তিনি অবশুতর বেশ, তাপা এবং চরিত্র অবলম্বন করে জড়বৎ অবস্থান

করেছিলেন বলে, তখন কেউই তাঁর দ্বিত্য ঐশ্বর্য মর্শন করতে পারেনি। তিনি যোগীদের সহযোগ করার প্রতিভা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাসুদেব ক্রোধের অংশ-অবস্থাবশত্রে তাঁর মূলবৃত্তি তিনি সর্বদাই বজায় রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় নিবৃত্ত অবস্থান করে তিনি ঋষভদেব রূপে এই জড় জনগণে তাঁর শীলা সংবরণ করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ যদি তাঁর সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আর তাঁর জড় দেহ ধারণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের কোন জড় শরীর ছিল না, কিন্তু যোগমাত্রার প্রভবে তিনি তাঁর দেহকে জড় বলে মনে করেছিলেন এবং যেহেতু তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো শীলাবিলাস করছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহাঙ্গবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে মূল এবং সূক্ষ্ম দেহ অভিন্ন পরিত্যাগ করে প্রাণ করতে করতে তিনি হৃদয় ভাবের কণীচক প্রদেশের কোষ, বেদ ও কুটক প্রভৃতি বেশ ভ্রমণ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কুটিকাচল পর্বতের স্রীপবতী উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর মুখের মাথো কতকগুলি পাথরের টুকরো নিষ্ক্ষেপ করে, উদ্ভাদের মতো মুক্তভাষে দিগন্তর বেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। তিনি যখন এইভাবে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন বায়ুবেগে সেই বনের বীশের মধ্যে সংবর্ধনের ফলে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। সেই দাবানল ভগবান ঋষভদেবের দেহসহ কুটিকাচলের স্রীপবতী সেই কণীচকে ভস্মীভূত করেছিল।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী মহারাজ পরীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে রাজন, ঋষভদেবের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুকরণে ভোজ, বেদ এবং কুটকের রাজ্য অর্হৎ এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। পাণ্ডবর কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করে, রাজা অর্হৎ বিমুঢ় হয়ে এবং সমস্ত তার অপনোদনকারী বৈদিক ধর্মপথ পরিত্যাগ করে, নিজের মনগড়া এক

সেদবিকল্প ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। এইভাবে জৈনধর্মের সূচনা হয়। অন্য অনেক তথ্যভিত্তিক ধর্মও এই নীতিকায় মত অনুসরণ করেছিল। তার কলে নরাসিংহের শৈলী মায়ায় বিমোহিত হয়ে, বর্ষাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করবে। জন্ম দিনে তিনবার স্নান এবং ভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করবে। শৌচাচার পরিত্যাগ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে তারা কুপিতাঙ্গসমূহ স্বীকার করবে। নিয়মিতভাবে স্নান না করে এবং আচমন না করে তারা সর্বদা অশৌচ থাকবে এবং তারা তাদের কেশ উৎপাটন করবে। মনসড়া ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করবে। এই কলিযুগে, মানুষের অধর্মের প্রতি অধিক অনুভূতি। তার কলে সেই সমস্ত মানুষেরা। স্বাভাবিকভাবেই বেদ, বেদমুখ শ্রাঙ্গণ, ভগবান এবং ভক্তদের উপাসনা করবে। এই সমস্ত নরাসিংহেরা বেদবিরোধী ধর্মমত প্রবর্তন করে। তাদের মনসড়া মতবাদের অনুসরণ করে তারা আপনাকে থেকেই ছেঁয়ে তমিষে প্রবর্তিত হয়। এই কলিযুগে মানুষেরা রক্ত এবং তামোতপের দ্বারা আচ্ছন্ন। ভগবান স্বভবদের তাদের মায়ায় বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছিলেন।

“পতিভেরা স্বভবদের সিন্ধু গণকালী বর্ণনা করে এই প্রকার শ্রোকসমূহ কীর্তন করে—‘আহা, মন্ত-সাপর এবং মন্ত-বীণ সমন্বিতা পৃথিবীর মধ্যে এই ভয়ভর্যই সব চাইতে পবিত্র স্থান, কারণ এখানে সকলেই স্বভবদের আদি ভগবানের অবতারদের মহিমা কীর্তন করেন। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র। আহা, ত্রিপুরতের বলে সবচেয়ে আশি কি বলব, যা অত্যন্ত নির্মল এবং বিদ্যমান। এই কলে পুরাণ পুস্তক আদি বেদ ভগবান অবতীর্ণ হয়ে সকল কর্মের নিবৃত্তিস্থলক ধর্মের আচরণ করেছিলেন। এমন কোন যোগী কি আছে যিনি মনের দ্বারাও স্বভবদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন? যোগীরা যে সমস্ত সিদ্ধি লাভের জন্য লালসাক্ত, ভগবান স্বভবদের সেওসি ‘অনন্ত’ বলে পরিচয় করেছিলেন। এমন কোন যোগী আছে স্বভবদের সঙ্গে যার তুলনা করা যায়?’

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“ভগবান স্বভবদের

সমস্ত বৈদিক জ্ঞান, মানুষ, দেবতা, নাতী এবং ঐশ্বর্যদের গুরু। আমি পূর্বেই তাঁর বিচিত্র, দীনা কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা সমস্ত জীবের ব্যবহার্য পাপকর্ম ক্ষমা করে। ভগবান স্বভবদের বর্ণনা এই বর্ণনা সমস্ত মঙ্গলের উৎস। যিনি আচার্যদের পাপক অনুসরণ করে মনোযোগ সহকারে তা গ্রহণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত ভক্তি লাভ করবেন। ভগবদ্বক্তেরা জড় জগতের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, নিরন্তর ভগবদ্বক্তির অমৃত্তে অবগাহন করেন। তখন ফলে ভগবদ্বক্ত পরম আনন্দ উপভোগ করেন এবং মুক্তি যখন তাঁর সেরা করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর সেরা গ্রহণ করেন না। এমনকি ভগবান যখন তাঁদের মুক্তি দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না। ভক্তের কাছে মুক্তি নিতাই নগণ্য, কারণ ভগবানের দিবা প্রেমময়ী সেবা লাভ করার ফলে, তাঁদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁদের আর কোন জড়-আগতিক বাসনা থাকে না।”

“হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান যুক্তক পাণ্ডব ও যদুদের পাণ্ডব। তিনি আপনাদের গুরু, ইষ্টদেব, সখা এবং কার্যকলাপের পরিচালক। অধিক কি, তিনি কোন কোন সময় আপনাদের বার্তাবাহী মূর্ত অথবা চিত্রের রূপে কার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন সাধারণ ভূতের মতো আচরণ করেছিলেন। যারা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তাঁর সেবার মূর্ত, তাঁরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি সচরাচর কাউকে ভক্তিবোধ প্রদান করেন না। ভগবান স্বভবদের তাঁর অঙ্গণ সবচেয়ে অবসর ছিলেন; তাই তিনি ছিলেন আত্মকৃত এবং তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয় সুবোধের কোন বাসনা ছিল না। যেহেতু তিনি ছিলেন স্বরাস-সম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন প্রকার সাযল্য লাভের কোন বাসনা ছিল না। যারা সেবাভক্তি-যুক্ত হয়ে জড় পরিকল্পে মুক্তি করার জন্য যুগা পরিত্যক্ত হয়ে, তারা অবশ্যই তাদের প্রকৃত স্বার্থ সবচেয়ে অবগত নয়। ভগবান স্বভবদের তাঁর অমিত্যুতী কৃপাবলত, আত্মার স্বরূপ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন। তাই আমরা ভগবান স্বভবদেরকে আমাদের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।”

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের চরিত্রকথা

শ্রীল শুকদেব গোদামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—“হে রাজন, মহারাজ ভরত ছিলেন মহাভাগবত। তিনি তাঁর পিতার সংকর অনুসারে, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী শাসন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুসারে, বিশ্বরূপের কন্যা পদ্মজনীকে বিবাহ করেন। অতঃপর থেকে বেদম পদ্ধতপত্রের উৎপত্তি হয়, তেমনই মহারাজ ভরত তাঁর পত্নী পদ্মজনীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর সেই পুত্রদের নাম ছিল সুমতি, রত্নকুন্ত, সুবর্ন, অক্ষয় এবং ধৃবকেশু। পূর্বে এই ধর্মের নাম ছিল অজ্ঞানত, কিন্তু মহারাজ ভরতের রাজত্বকাল থেকে তা ভাবতবর্ষ নামে পরিচিতি হয়। মহারাজ মহারাজ ভরত সারা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। বীর কর্তব্য কর্মে পূর্ণরূপে রত থেকে তিনি অত্যন্ত সুখভাবে প্রজাপালন করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং পিতামহের মতো প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রত্যেকের স্ব-ধর্মে নিযুক্ত রেখে তিনি পৃথিবী শাসন করছিলেন। মহারাজ ভরত গভীর জ্ঞান সহকারে বিভিন্ন প্রকার বহু অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্র, ঋক, পূর্ণমাস, চাতুর্দশ্য, পণ্ডর্যক (যে বছর অশ্ব বলি দেওয়া হয়) এবং সোমযজ্ঞ (যেই যজ্ঞে সোমরাস নিবেদন করা হয়) অনুষ্ঠান করেছিলেন। তখনও তখনও এই সমস্ত বহু পূর্ণরূপে এবং স্বাভাবিক রূপে সম্পাদন করা হয়েছিল। সমস্ত যজ্ঞই তিনি চাতুর্দশ্যে বিভিন্ন দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে ভরত মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন বিভিন্ন যজ্ঞের প্রারম্ভিক কার্য সম্পাদন করার পর, মহারাজ ভরত যা ধর্মের নামে বাসুদেবকে নিবেদন করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত বহু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন। মহারাজ ভরত বিচার করেছিলেন যে, যেহেতু দেবতারা হলেন বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই বৈদিক মন্ত্রে যে সমস্ত

দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে চিত্র করার মত মহারাজ ভরত কাম, ক্রোধ, মোহ আদি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পুরোহিতেরা যখন বজ্রাঘাতে আঘাত প্রদান করার জন্য হবি গ্রহণ করতেন, তখন মহারাজ ভরত অত্যন্ত দক্ষতায় সঙ্গে হস্তসম করতেন চিত্রাণে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত সেই সমস্ত অর্ঘ্যই ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নিবেদন করা হচ্ছে। যেমন, ইন্দ্র হলেন ভগবানের বাহু এবং সূর্য হচ্ছে তাঁর চক্ষু। এইভাবে মহারাজ ভরত জ্ঞানভর্যে যে পবিত্র দেবতাকে নিবেদিত অর্ঘ্য প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিবেদন করা হচ্ছে।”

“এইভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হয়ে, মহারাজ ভরতের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তি দিন দিন বর্ধিত হয়েছিল। বাসুদেব-ভবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমহংসরূপে এবং নির্মল স্বরূপে প্রকাশিত হন। যোগীর তাঁদের হস্তকরণে পরমহংসরূপে তাঁর ধ্যান করেন, জন্মীরা নির্মলের চক্রাংগে তাঁর পূজা করেন এবং শুভ্রা পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর অঙ্গন করেন, বীর চিত্রর রূপের বর্ন পাশে তারা হয়েছেন। ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণ, শৌভব গ্রহি এবং কমলার ভূষিত এবং তাঁর হাতে লক্ষ, চক্র, গদা এবং নগ্ন শেখা পাঠ। নারদাদি ভক্তরা সর্বদা তাঁর দ্বারা তাঁর ধ্যান করেন।”

“নিরতি মহারাজ ভরতের জড় ঐশ্বর্য ভোগের জাল এক কোটি বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিল। সেই নির্দিষ্ট সময় গত হয়ে, তিনি তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধনসম্পদ তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিলে, সমস্ত ঐশ্বর্যের আগার স্বরূপ তাঁর পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করে হবিধারে, যেখানে বাসপ্রাণ দীনা পাণ্ডুরা যাব সেই পুণহাভ্যমে গমন করেছিলেন। সেই পুণহাভ্যমে ভগবান শ্রীমুখি আত্মও তাঁর ভক্তবৎসলাপেত তাঁর ভক্তদের গোদাই-মুখ হন এবং তাঁদের বাসনা পূর্ণ করেন। পুণহ জাগ্রমে

সর্বশ্রেষ্ঠ নদী গভীর প্রবাহিত। সেই নদীতে শালগ্রাম শিলা সেই সমস্ত স্থানকে শবিত করে। সেই শিলায় প্রত্যেকের উপরে এক নিম্নভাষণে অভিসম্বল চিত্র বর্তমান। পূনহ আশ্রমে উপবনে মহারাজ ভরত একাকী বাস করে বিবিধ কুসুম, কিশলয়, তুলসী, গুণকী নদীর জল, কম্বুল, কল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্যের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের অর্চনা করতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়েছিল এবং তিনি জড় সুখভোগের বাসন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই অবিলম্বে অবস্থায় তিনি নরম সন্তোষ এবং পরাভক্তি লাভ করেছিলেন।”

“মহাত্ম্যবৃত্ত ভরত এইভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবার রত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আভ্যন্তরীণ প্রেম বর্নিত হয়ে তাঁর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিল। তার ফলে তাঁর আর নিত্যকৃত্যসিদ্ধি উৎসাহ ছিল না। তাঁর মেহে রোমাঞ্চ, পূনক প্রভৃতি প্রেমের লক্ষ্যসমূহ প্রকাশিত হতে লাগল। অদম্যর উদ্গমে তাঁর মনঃকয়ের দৃষ্টি নিঃসৃত হয়েছিল। এইভাবে তিনি নিরন্তর ভগবানের অর্চনা

বর্ষ শ্রীপাদপদের ধ্যান করতে লাগলেন। শুকন তাঁর হৃদয়কল হৃদ আনন্দরূপে জলে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর মন সেই আনন্দ হৃদে নিমগ্ন হওয়ার, তিনি যে ভগবানের সেবা করছেন, তা পর্যন্ত তিনি বিম্বিত হয়েছিলেন। মহারাজ ভরত মুগ্ধত্বের বসন ধারণ করে, ব্রহ্মস্বা মন করার ফলে সিদ্ধ কুটিল জটা-কলাপে সুশোভিত হয়ে, সূর্যমণ্ডলে হিল্লার ব্যায়সকে বহু মন্ত্র আরচনা করতেন এবং সূর্যের উদয়ের সময় নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা তাঁর বন্দনা করতেন।”

“পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থিত, তিনি সশ্রু ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করেন এবং ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। ভগবান তাঁর চিত্ত-শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবান তাঁর বাসনা অনুসারে পরমাত্মা রূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি জড় সুখভোগের আকর্ষণীয় সমস্ত জীবনের পালন করেন। বুদ্ধিবৃত্তি প্রদানকারী সেই ভগবানকে আমি আমার ব্রহ্ম প্রগতি নিবেদন করি।”



অষ্টম অধ্যায়

ভরত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা

শ্রীল গুণদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজন, একদিন মল-হৃদ ভাগ্য আদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে স্নান করার পর, মহারাজ ভরত শ্রম মন্ত্র জপ করতে করতে তিন মুহূর্তকাল গভীর নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন। হে রাজন, মহারাজ ভরত বন নদীর তীরে বসে ছিলেন, তখন শিপাসার কাছের হয়ে একটি হরিণী দেখানে জনপদ করতে এসেছিল। হরিণীটি বন্য গভীর ডুপ্তি সহস্রেরে জলপান করছিল, তখন অতি নিকটে একটি সিংহ গর্জন করে উঠল। সেই লোক-ভয়ঙ্কর শব্দ হরিণীটির কর্ণে প্রবেশ করল। হরিণী স্বভাবতই যুগ্মভরে

ভীত এবং তাই সে চকিত মননে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিল। সেই গর্জন শুনে সে অত্যন্ত ভয়ানক হয়েছিল এবং ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, শিপাস নিবৃত্তি না হলেও সে লাফ দিয়ে নদী পার হল। সেই হরিণীটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল; সুতরাং ভয়ে সে বন লাফ দিয়েছিল, তখন তার গর্ভস্থ সন্তান যোনিবিরগত হয়ে নদীর প্রবাহে পড়িত হল। যুগ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গর্ভপাতে ঝিট সেই কৃষ্ণকার যুগ্মবধু লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার পর ভরত অত্যন্ত নীড়িত হয়ে, একটি গুহায় নিপতিত হওয়া মাত্র দেহভাগ করল। রাজর্ষি ভরত নদীর তীরে বসে,

সেই প্রাতঃকৃত্য হরিণ-শিশুটিকে নদীর জলে ভেলে যেতে দেখলেন। তা দেখে তাঁর হৃদয়ে কবলার সঞ্চার হল।

তিনি তদুপ মতো সেই যুগ্ম-শিশুটিকে প্রোথ খেকে তুলে এনে, তাকে প্রাতঃকৃত্য ভেলে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। বীরে বীরে মহারাজ ভরত সেই যুগ্মটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আমি দ্বারা পোকা, বাঘ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা, কবুদন আদির দ্বারা প্রীতি সম্পাদন, চন্দন আদির দ্বারা লালন প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাকে গভীর মেহে লালন-লালন করতে লাগলেন। এইভাবে হরিণ শিশুটির প্রতি আসক্ত হয়ে মহারাজ ভরত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের কর্তব্য কর্মগুলি বিম্বিত হয়েছিলেন এবং বীরে বীরে তিনি ভগবানের আরচনা থেকেও তটী হয়েছিলেন। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর প্যাবমার্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বিম্বিত হয়েছিলেন।”

মহারাজ ভরত মনে মনে চিন্তা করতেন—“আহ, এই অসহায় হরিণ শিশুটি ভগবানের কালরূপ চক্রের পরিভ্রমণের বেগে বন্ধন, সুখ ও কষ্টের থেকে ক্রান্ত হতে আমাকেই আশ্রয় রূপে প্রাপ্ত হয়েছে। সে আমাকেই তার মাতা, পিতা, জাতি, আত্মীয় ও সহচর বলে মনে করছে। আমার প্রতি এর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ধানকে ছাড়া এ আর অন্য কাউকে জানে না। অতএব, এর প্রতি আত্মসর্ব পরায়ণ হয়ে আমার মনে করা উচিত নয় যে, এর অন্য আমার স্বার্থহানি হবে। এর লালন, পালন, শোষণ এবং তোষণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু এ আমার শরণাগত হয়েছে, তাই আমি কিভাবে তাকে অবহেলা করতে পারি? যদিও এই হরিণটির জন্য আমার পারমার্থিক কর্তব্য ব্যাহত হচ্ছে, তবুও শরণাগতের অবহেলা করা তো উচিত নয়। তাহলে সেটি মন্ত বড় অন্যায় হবে। তর্যাপর আশ্রম অবলম্বন করা সত্ত্বেও, মহান ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশাক্রান্ত বদ্ধ জীবনের প্রতি অত্যন্ত করুণা অনুভব করেন। নিশ্চয়ই এই প্রকার শরণাগত ব্যক্তিকে বন্ধা করার জন্য নিঃস্বের গুণ্ডতর স্বার্থও উপেক্ষা করা উচিত। সেই হরিণ-শিশুটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে, মহারাজ ভরত তার সঙ্গে উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, জল, গ্রাম্যিক আহাৰ পর্যন্ত করতেন।

এইভাবে হরিণ-শিশুটির প্রেমে তাঁর হৃদয় আবদ্ধ হয়েছিল। মহারাজ ভরত বন্য কুল, কুসুম, সর্ষপ, পত্র, ফল, মূল এবং জল সংগ্রহ করার জন্য বনে যেতেন, তখন গায়ে শূণাল, কুসুম, ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তু এসে যুগ্ম শিশুটির প্রাণ বিলাপ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই হরিণ-শিশুটিকে সঙ্গে করেই বনে প্রবেশ করতেন। বনে প্রবেশ করে সেই হরিণ-শাবকের শিশুসুলভ আচরণে মহারাজ ভরত অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে মেহবিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি কখনও সেই হরিণ-শিশুটিকে ছাড়ে বন্ধন করতেন, কখনও জোলে স্থাপন করতেন এবং বন্ধন শৃঙ্খল করতেন, তখন যুগ্ম অবস্থায় তাঁর বন্ধ স্থাপন করতেন। এইভাবে সেই শিশুটিকে আদরের সঙ্গে লালন করতে করতে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন। মহারাজ ভরত বন ভ্রমণের পূজা করতেন অথবা নিত্য-নিমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠান করতেন, তখন সেই ক্রিয় সমাপ্ত না হতেই তিনি মাঝে মাঝে উঠে সেই হরিণ-শিশুটি কোথায় গেছে তা দেখতেন। বন্ধন তিনি দেখতেন যে হরিণ-শিশুটি জলতীরেই রয়েছে, তখন তাঁর মন এবং হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হত এবং তিনি সেই হরিণ-শাবকটিকে আশীর্বাদ করে বলতেন, “হে বৎস, তোমার সর্বপ্রকার বন্ধন হোক।” ভরত মহারাজ যদি কখনও সেই হরিণটিকে না দেখতে পেতেন, তখন তাঁর মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। স্থাপন ব্যক্তি যেমন ধন লাভ করার পর সেই ধন হারিয়ে ফেললে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তেমনি ভরত মহারাজ সেই হরিণ-শাবকটির অদর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে শোক করতেন। এইভাবে মোহামগ্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—“আহ, এই যুগ্মটি এতদ অসহায়। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এবং আমার মন চক্রের ব্যাঘ্র মন্তে মর্কস প্রবেশনা এবং শিশুভার পূর্ণ। সম্ভব ব্যক্তি যেমন পুত্র বন্ধন দুর্ভাবহারের কথা ভুলে গিয়ে তাকে বিলাপ করে, ঠিক সেইভাবে এই হরিণটি আমার উপর তার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি এইভাবে অধিবাসীর মতো আচরণ করলেও সে কি পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসবে এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? আহা! আমি কি আবার দেখতে পাব যে, এই শিশুটি দেহভা কর্তৃত্ব সুরক্ষিত হয়ে এসে ব্যাঘ্র গর্জন হিংস্র প্রাণীর অনুপস্থিতিতে নির্ভয়ে কোমল ভ্রম ভ্রমণ করতে করবে এই আশ্রমের

উপরনে চরে বেড়াচ্ছে? কি জানি, কেমন নেকড়ে অথবা কুকুর অথবা বুড়ির শূকর আমি অথবা কোন একচর ব্যক্তি তাকে ভক্ষণ করেনি জে? হয়, যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন সমগ্র জগতেই মঙ্গলোদয় হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেমন আমারই মঙ্গলোদয় হল না। সূর্যদেব মূর্তিমান কেশবরূপ, কিন্তু আমি বেদান্তে সমস্ত দয়া ধর্ম থেকে বঞ্চিত। সূর্যদেব এখন অস্তাচলে গমন করছেন, কিন্তু সন্ধ্যার হয়ে যে অসহায় পশুটি আমাকে বিধ্বংস করেছিল, সে এখনও ফিরে এল না। সেই হরিণ-শিঙীটিকে একটি রাজকুমারের মতো। সে কখন ফিরে আসবে? সে কখন আমার তার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ক্রীড়াবিলাস প্রদর্শন করবে? সে কখন আমার আহত হৃদয়কে শান্ত করবে? আমার দিশ্চর্যই পুণ্ডর লেশময়্য নেই, তা না হলে এখনও সেই হরিণটি ফিরে আসছে না কেন। হায়! আমি যখন অলীক সমাধি অবলম্বন করে চন্দ্র নির্মলিত করে থাকতাম, তখন সে প্রণব-কোণবশত আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে জলবিন্দুর মতো কোমল শূঙ্গের অপ্রভাব দ্বারা ভরে ভরে আমাকে স্পর্শ করত। আমি যখন কূল ঘাসে যথেষ্ট সামগ্রী সঞ্চয়িত, তখন সেই হরিণ-শিঙীটিকে খেলা করতে করতে তার দস্তের চরা কূল আকর্ষণ করে যত্নীয় প্রত্যেক দ্রুতি করলে, আমি যখন তাকে তিব্বত করতাম, তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে, কোমল পরিভ্রাণ করে, লংঘ্যেতির মূনি-কলকের মতো হির হয়ে বসে থাকত। এইভাবে উদ্ভাসের মধ্যে প্রকাশ করে, মহারাজ ভরত রাজ্যোপাসন করে খাইরে গেলেন। যুগ শিতর পদচিহ্ন নর্শন করে তিনি বলতে লাগলেন, “হে দুর্ভাগ্য ভরত, ধরিদ্রীর তপস্যার স্থলনাথ তোমার তপস্যা অতি নগণ্য। ভাগ্যবতী বসুন্ধরা তাঁর তপস্যার ফলে যুগ শিতর ক্ষুদ্র, সুন্দর, পরম মঙ্গলময় এবং কোমল পদচিহ্নের স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে। এই পদচিহ্নের পঙ্কতি আমার মতো মুগ্ধের নিরহঙ্কর ব্যক্তিকে প্রদর্শন করছে কিন্তু সে বনের লিকে পেছে এবং কিভাবে আমি আমার সেই ছায়ার মত ফিরে পেতে পারি। এই পদচিহ্নের প্রত্যয়ে এই ভূমি স্বর্গ অথবা মুক্তিকামী ব্রাহ্মণদের দেববল অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হয়েছে। অতঃপর চন্দ্র উদিত হলে, চন্দ্রে যুগল নর্শন করে মহারাজ ভরত

উদ্ভাসের মতো বলতে লাগলেন, ‘হায় শীতল-বহন স্তম্ভক চন্দ্রদেব আশ্রমচ্যুত মাতৃহারা এই যুগ-শিঙীটিকে কপালপর্বত হয়ে, ভয়ঙ্কর সিংহের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছেন।’ তারপর চন্দ্রকিরণ অনুভব করে, মহাসম্রাট ভরত উদ্ভাসের মতো বলতে লাগলেন, ‘এই মূর্ণশত আমার একান্ত অনুগত, আমি তাকে পুরস্কার অঙ্গীকার করেছি, দাব্যীয় শিখার মতো তার বিরহবেদনা আমার হৃদয়রূপ স্থলপঙ্কতে বিলীর্ণ করেছে। অতঃপর এই বেনব মর্শন করে, চন্দ্রদেব আমার উপর অমৃত বর্ষণ করছেন, ঠিক যেভাবে প্রবল ছুরে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে তার বধ জল সিঞ্চন করেন। এইভাবে চন্দ্রদেব আমার সুখ বিধান করছেন।’

শ্রীল গুণদেব গোষামী বললেন—“হে রাজন, এইভাবে ভরত মহারাজ যুগ-শিঙীটিকে প্রকাশমান দুর্মমণীয় বাসনার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি যোগ, তপস্যা এবং ভগবানের আরাধন থেকে হঠাৎ হয়েছিলেন। ত্য যদি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল না হত, তাহলে কিভাবে তিনি তাঁর নিজের পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরমার্থিক প্রণতির পথে প্রতিবন্ধকভাবে মনে করে পরিত্যাগ করত, অবশেষে একটি হরিণ-শিঙীর প্রতি এইভাবে আসক্ত হয়ে পড়লেন? এটি অবশ্যই তাঁর প্রারম্ভ কর্মের ফল। রাজা সেই হরিণ-শাবকটির দালম-পালনে এতই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁর পারমার্থিক কার্যকলাপ থেকে অধঃপতিত হন। অতঃপরে, কলসর্প বেড়াতে মুদিক বিবরে প্রবেশ করে, সেইভাবে হৃদয় তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তাঁর যত্নের সময় তিনি দেখলেন যেন সেই হরিণ-শিঙীটিকে তাঁর নিজের পুত্রের মতো তাঁর পাশে বসে লোক প্রকাশ করছে। তাঁর চিত্ত সেই হরিণটিতেই অজিনিষিট ছিল, তার ফলে তিনি ভগবৎ বিশ্ব মামুকের মধ্যে এই সংসার, হরিণ এবং মনুষ্য সেই জাগ্রত, পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি লাভ হয়েছিল। একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হলেও তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হয়নি। হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও ভরত মহারাজ তাঁর পূর্ব জন্মের সুদৃঢ় ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেই শরীর ধারণ করার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিগত এবং বর্তমান জীবনের

কথা বিশ্লেষণ করে, তিনি নিরন্তর অনুভব করতে করতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।”

হরিণ-শরীরে মহারাজ ভরত অনুভব করতে লাগলেন—“হায় শী দুর্ভাগ্য আমি আত্ম-উপলব্ধির পথে থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। আমি আমার নিজের পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, আত্মাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য নবিত্র বনের নির্জন স্থানে আত্ম প্রাণ করেছিলাম, আমি জিতেন্দ্রিয় হয়ে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে, ভগবান বাসুদেবের কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন আমি ভক্তির অঙ্গ অনুশীলন করার মাধ্যমে ভগবানের সেবার দৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টার আমি এতই সফল হয়েছিলাম যে, আমার মন সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মগ্ন থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মূর্ততার জন্য আমার চিত্ত পুনরায় একটি হরিণের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এখন একটি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হয়ে আমি ভগবদ্ভক্তির স্তর থেকে অনেক নীচে অধঃপতিত হয়েছি।”



নবম অধ্যায়

জড় ভরতের পরম মহৎ চরিত্র

শ্রীল গুণদেব গোষামী বললেন—“হে রাজন, মহারাজ ভরত যুগশরীর ত্যাগ করার পর এক অতি বিতণ্ড গ্রাম্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অগ্নিরস গেষ্ট্রে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণগণিত গণাবলীতে পূর্ণরূপে গুণাবিত ছিলেন। তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রির সবেত করেছিলেন এবং বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি দান, সত্যোব, সহিযুতা, মিত্র, তিহা, অনসূয়া আদি সমস্ত গুণে গুণাবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের সেবার দৃষ্ট। তিনি সর্বদা ভগবানের চিত্তায় সমাহিত থাকতেন। তাঁর মোটা পশ্চীম গর্ভে তাঁরই মধ্যে গুণসম্পন্ন নবটি পুত্রের

“ভরত মহারাজ যদিও যুগ-শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নিবৃত্ত অনুভব করার জন্য, তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় বিহরের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই কথা কাতোর কাছে প্রকাশ করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর যুগমাতাকে পরিত্যাগ করে, তাঁর ভগ্নস্থল কলস্র পর্বত থেকে পুনরায় শালগ্রাম কেলে পুণ্ড্রা-গুণ্ডাই আশ্রমে গিয়ে গিয়েছিলেন। সেই আশ্রমে অবস্থান করে, অতঃপর যাতে অসৎ সমস্ত নিকর না হতে হয়, সেই জন্য মহারাজ ভরত অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর পূর্বজীবনের কথা কারও কাছে ব্যক্ত না করে, তিনি কেমন শুকলে পাড়া বেয়ে সেই আশ্রমে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একাকী ছিলেন না, কারণ পরমাত্মা যে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, সেই কথা তিনি উপলব্ধি করতেন। এইভাবে তিনি তাঁর যুগ-শরীরের অবসানকালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর দেহ অবসানকাল সমুপস্থিত হলে, তিনি সেই পবিত্র তীর্থে গান করে তাঁর যুগ-শরীর পরিত্যাগ করেছিলেন।”

কথ হুগেছিল এবং তাঁর কলিক পশ্চীর গর্ভে একটি যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পুত্রটি হচ্ছে পরম ভাগবত রাতবিহেট মহারাজ ভরত—তিনি যুগশরীর পরিত্যাগ করে চতুর্থে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”

“ভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে, ভরত মহারাজ তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভগবদ্ভিষ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাদের মঙ্গলভাবে পুনরায় অব্যর্থন হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদা লজ্জিত ছিলেন। তাই ফলে তিনি

জনসম্মুখের কাছে নিজেকে উন্মাদ, জড়, অন্ধ এবং বহিরের মতো প্রদর্শন করতেন, যাতে তারা তাঁর পাশে কণা বলার চেষ্টা না করে। এইভাবে তিনি অসংখ্য থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। অন্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীশাদপঙ্খের কথা চিন্তা করতেন এবং নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন; তার ফলে তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি অসংখ্যের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।

“ব্রাহ্মণ নিজের মন সর্বদা তাঁর পুত্র জড় ভরতের প্রতি (ভরত হস্তাক্ষর প্রতি) রেখে পূর্ণ ছিল। তাই তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। জড় ভরত যেহেতু বৃহৎ-অবস্থায় প্রবেশ করার অযোগ্য ছিলেন, তাই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের সমাপ্তি পর্যন্তই কেবল তাঁর সংস্কার সম্পাদন করা হয়েছিল। জড় ভরতের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে লৌচ, আচমন আলি কর্মের নিয়মসমূহ বিশেষভাবে শিখা দিয়েছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেও, জড় ভরত তাঁর সময়ে মূর্খের মতো আচরণ করতেন। তিনি এইভাবে আচরণ করতেন, যাতে তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা লাভের আবেশা মনে করে, তাঁকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা না করেন। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে আচরণ করতেন। তাঁর পিতা তাঁকে মল ভ্যাগের পর হাত ধোয়ার শিক্ষা দিলে, তিনি মলভ্যাগের পূর্বে হাত ধুতেন। কিন্তু স্ত্রী সত্ত্বেও তাঁর পিতা তাঁকে যেন অশ্রয়ন করাবার ইচ্ছা করে, কস্ত ও প্রীত করিতে প্রবণ ও ব্যাহতি-সহ ত্রিপদী গাযত্রী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ চার মাসেও তিনি তাঁকে তা শেখাতে পারেননি। জড় ভরতের ব্রাহ্মণ-শিক্ষা তাঁকে তাঁর প্রাণতুল্য প্রিয় বলে মনে করে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তিনি তাঁকে সুশিক্ষিত করার বাসনায় তাঁকে ব্রহ্মচর্য, ব্রত, লৌচ, যেন অধ্যয়ন, নিয়ম, গুণসম্পন্ন সেরা এবং অধিবাস করার বিধি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি হৃদয়ে যে আশা পোষণ করেছিলেন তা পূর্ণ হল না। অন্য সকলের মতো সেই ব্রাহ্মণও তাঁর গৃহের প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং তাঁর সন্তান ছিল না যে একদিন তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর কখনও বিস্তৃতি হয় না। নৃত্য বর্ষ সময়ে অগমন

করে সেই ব্রাহ্মণকে প্রাস করছিল। তারপর, ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নী তাঁর বয়স পূত্র এবং কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করে, তাঁর পতির সহস্রতা হয়ে পতিভোগকে গমন করেছিলেন।”

“নিজের মৃত্যুর পর, জড় ভরতের নায়ক বৈশ্যের জাই তাঁকে জড় এবং মেধাহীন বলে বিবেচনা করে, তাঁর শিক্ষা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিল। জড় ভরতের বৈশ্যের ভরতেরা অন্ধবেদ, সাধবেদ এবং যজুর্বেদ—এই তিনটি সন্ধ্যা কর্ম পরামর্শ বেবের শিক্ষার পারদপ্ত ছিল। ভগবদ্ভক্তির নিত্য জ্ঞান সম্বন্ধে তারা অধঃপত্ন ছিল না। তখন কলে তারা জড় ভরতের প্রতি উন্নত হিত উপলব্ধি করতে পারেনি। অসম্পত্তিত মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে পতনশীল। পতন সময়ে তাদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, পতন চতুর্দশ অঙ্গ তার বিপদ। এই সমস্ত বিপদ পতনশীল মানুষেরা জড় ভরতকে উন্মাদ, জড়, বধির এবং মূক বলে সম্বোধন করত। তারা তাঁর সঙ্গে দুর্ভাবম্বা করত এবং জড় ভরত তাদের সঙ্গে উন্মাদ, বধির, অন্ধ অথবা অধঃপত্ন মতো আচরণ করতেন। তিনি কখনও প্রতিবাদ করতেন না অথবা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন না যে, তিনি তেমন নয়। কেউ যখন তাঁকে দিয়ে কিছু করতে চাইত, তখন তিনি তাদের ইচ্ছা অনুসারে তাই-ই করতেন। ভিক্ষার দ্বারা অথবা বেতনকল্পণ, অথবা দৈবাৎ যা কিছু খাবার আসত—তা স্বল্প পরিমাণ হোক, দূবাদ হোক, বাসী হোক অথবা কলহীন হোক—তিনি তাই-ই গ্রহণ করে আহরণ করতেন। তিনি কখনও ইন্দ্রিয়চ্যুতি সাধনের জন্য কোন কিছু আহরণ করতেন না, কারণ সুবাদ এবং বিশ্বাস ধারণা উপপাদনকারী দেহকল্পের বন্ধন থেকে তিনি ইতিমধ্যেই মুক্ত ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তির দ্বারা চেতনার মগ্ন ছিলেন এবং তাই তিনি দেহকল্পের থেকে উদ্ধৃত বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল যুগের মতো পুষ্ট এবং তাঁর অবস্থা ছিল সুন্দর। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, বাত ও বর্ষা গ্রাস্ত করতেন না এবং তিনি কখনও তাঁর শরীর আচ্ছাদিত করতেন না। তিনি ভূমিতে শায়ন করতেন এবং কখনও তেল মাখতেন না বা স্নান করতেন না। তাঁর দেহ মলিন হওয়ায় কলে, তাঁর ব্রহ্মভোগ এবং জ্ঞান আচ্ছাদিত ছিল, ঠিক যেমন মূলাকন প্রভৃৎ জ্যোতি মূল্য

দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাঁর কটিদেশে ছিল একটি অত্যন্ত মলিন বস্ত্র এবং অত্যন্ত মলিন হওয়ার ফলে, তাঁর যজ্ঞোপবীত ছিল কাদ। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বলে তাঁকে বৃশভে গেলে, মানুষেরা তাঁকে ব্রহ্মবধু অর্থাৎ নামে সম্বোধন করত। এইভাবে বিবর্তনকে ব্যক্তির দ্বারা অপমানিত এবং উপেক্ষিত হয়ে তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করতেন। জড় ভরত কেবল আহারের জন্য কাঁক করতেন। তাঁর বৈশ্যের ভায়েকও সেই সুযোগ নিয়ে, কেবল আহারের বিনিময়ে তাঁকে ক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু শস্যক্ষেত্রে যে নিত্যবে কাল কলতে হয় তা তিনি ভালভাবে জানতেন না। তিনি জানতেন না কোথায় মাটি ঢালতে হবে অথবা কোথায় ভূমি সমতল করতে হবে। তাঁর ভরতেরা তাঁকে কুল, বইল, চূব, পোতায়ে বাওয়া শস্য এবং রন্ধনপাত্র লেগে থাকা পোতায়ে অথবা খেতে দিত, কিন্তু তিনি কখনও প্রতি কোন রকম বিবেচনায় পোষণ না করে, তাই-ই ভরতের মতো ভোজন করতেন।

“সেই সময়, এক শূন্যকুলোদ্ভূত দস্যুসর্গের পুত্র কামনার ভ্রমকালীর কাছে নরপত্ন বর্গ দেওয়ার উদ্যোগ করেছিল। সেই দস্যুপতি যদি দেওয়ার জন্য একটি নরপত্নকে ধরেছিল কিন্তু সে দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হয়ে গলায়ন করে। তখন সেই দস্যুপতি তার অনুগাহীদের তাকে গল্পে আনতে আদেশ দেয়। তারা সকলে চতুর্দিক ঘনিত হয় কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পায়নি। ক্রমশ করতঃ করতে ঘোর অন্ধকারায়ন হয় হায়ে তারা অকস্মাৎ শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অগ্নির কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-স্তন্য জড় ভরতকে একটি উর্ধ্ব আসনে উপবেশন করে মূগ, বরাহ ইত্যাদি পতনের থেকে শস্যক্ষেত্রে রক্ষা করতে দেখতে পায়। দস্যুপতির অনুচররা জড় ভরতকে সমস্ত লক্ষ্যমুগ নরপত্ন বলে বিবেচনা করে, সর্বতোভাবে বলির উপবৃত্ত বলে মনে করে, তাঁকে গতি দিয়ে বেঁধে হার্যোৎসুক সহস্রক কলমে কালীর হস্তেরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই সমস্ত দস্যুরা তাদের নরপত্ন বলি দেওয়ার কল্পিত বিধি অনুসারে জড় ভরতকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্র পরিয়ে, তাঁকে পতনশীল অলঙ্কার, গহনভেল, তিলক, চন্দন এবং মালায় ঘরা বিভূষিত করেছিল। তারা তাঁকে জেতন কবিরে কালীর সম্মুখে নিয়ে এসে মূগ, মীণ,

মালা, লাক, নবপত্র, দুর্বাচুর, কলা এবং মূল দিতে কালীর পূজা করেছিল। এইভাবে নরপত্নকে বলি দেওয়ার পূর্বে তারা উর্ধ্ব গীত, ছুতি এবং মূগ, পশু ইত্যাদির উক্ত নির্ধারকের সঙ্গে প্রতিমার পূজা করেছিল এবং তারপর জড় ভরতকে প্রতিমার সামনে উপবেশন করিয়েছিল। তখন দস্যুদের মধ্যে একজন প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা অবলম্বনপূর্বক জড় ভরতকে নরপত্নত্ব মনে করে আসবর্গে পান করার জন্য কালীর কাছে তাঁর বস্ত্র নিবেদন করার বাসনায় ভ্রমকালীর মস্ত্র পবিত্রীকৃত ভরতের তীক্ষ্ণতার একটি বড়ন গ্রহণ করে, জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। যে সমস্ত দস্যু-ভরতেরা ভ্রমকালীর পূজার আয়োজন করেছিল, তারা সকলেই ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির এবং রক্ত ও ত্র্যমোহের দ্বারা অচ্ছন্ন। তারা বহু বনসম্পদ লাভের বাসনার উন্মত্ত হয়ে, বৈদিক বিধান লঙ্ঘন করে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত আশ্র-ভরতের জড় ভরতকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। এইভাবে মানুষেরা সর্বদাই হিংসাক্রক আচরণে প্রবৃত্ত থাকে এবং তাই তারা জড় ভরতকে বলি দিতে চেষ্টা করার সাহস করেছিল। জড় ভরত ছিলেন সমস্ত জীবের পরম সুকৃত। তাঁর কোন শত্রু ছিল না এবং তিনি সর্বদা তপস্যার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি সং ব্রাহ্মণ পিতৃব পুত্ররূপে ভ্রমগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি শত্রু হলেও অথবা আক্রমণকারী হলেও, তাঁকে হত্যা করা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ। কোন অবস্থাতেই জড় ভরতকে হত্যা করা কোন কারণ ছিল না। তাই ভ্রমকালী তা সহ্য করতে পারেননি। সেই সমস্ত পাপচারী দস্যুরা পরম ভয়বস্ত হতে ভরতকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সেসবী ভ্রমকালী সহসা প্রতিমা বিদীর্ণ করে বদ্য প্রকাশিতা হলেন। তাঁর শরীর প্রচণ্ড অগ্নি থেকে জ্বলছিল। সেই অগ্নির সম্মুখ করতঃ অগ্নিহুৎ হয়ে, ত্র্যোদায়েণে ভ্রমকালীর কনুটী বেগে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাঁর ভরতের ভূমিগ গীত বহির্গত হয়েছিল এবং তাঁর আরক্ত লোচন বিদূষিত হয়েছিল। এইভাবে তিনি তাঁর ভরতের রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি যেন সমস্ত জগৎ সাহসর করার জন্য সেই প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করেছিলেন। বেদি থেকে মাঝ দিয়ে নেমে এসে যে শত্রুর দ্বারা সেই দস্যুরা জড় ভরতকে হত্যা

করতে উদ্যত হয়েছিল, সেই খবরের খারাই তিনি সেই সমস্ত মস্তু এবং তৎক্ষণাত্ মৃতক জেনে করতে লাগলেন। তৎপরে তাদের সম্মেলন থেকে রক্তরূপ যে অতি উজ্জ্বল নির্গত হতে লাগল, তিনি ডাকিনী, ঘোঁকিনী ইত্যাদি তাঁর সহচরীদের সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন। অত্যধিক রক্তপানে উদ্ব্যস্ত হয়ে দেবী তখন তাঁর পার্শ্বদেহের সঙ্গে উচ্চস্বরে গান এবং নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং সেই সমস্ত দস্যুদের দ্বিধা মৃতকগুলি নিয়ে কম্পূর্ণ-কীড়া করতে লাগলেন। মহাপুরুষের প্রতি হিংসাকুল অপরাধের ফলে, অসিষ্টবর্গীকে উপদ্রোহভাবে সর্বদা মণ্ডলিত করতে হয়।”

শ্রীল ঠাকুরের গোহামী তখন মহারাজ পরিষ্কারে বললেন—“হে বিদ্যামণ্ড, যাঁরা জন্মেন যে আশা দেহ থেকে ভিন্ন, যাঁরা জন্মগ্রহণ থেকে মুক্ত, যাঁরা সর্বদা সমস্ত জীবনের মঙ্গল সাধনে রত এবং যাঁরা কখনও কারোকে অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁরা সর্বদাই সুদর্শন ক্রোধানী পরমেশ্বর গুণবানের দ্বারা রক্ষিত হন। মহাকালরূপে তিনি আসুরদের সংহার করেন এবং তত্ত্বদের রক্ষা করেন। ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই সর্ব স্ববজ্রতেই, এমনকি শিরশ্ছেদন কাল উপস্থিত হলেও, তাঁরা অবিচলিত থাকেন। তাঁদের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।”

দশম অধ্যায়

জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রত্নগণের সাক্ষাৎ

শ্রীল ঠাকুরের গোহামী বললেন—“হে রাজন, অতঃপর, গিছু-দৌরীরের রাজা রত্নগণ বহন কপিলাত্রেমে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক ইকুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে, আর একজন শিবিকা-বাহকের অবেশ্য করতে করতে মৈত্রফমে জড় ভরতকে সেখানে পেয়েছিল। সে জড় ভরতকে সুবক, বলিষ্ঠ, দৃঢ় অঙ্গ সমন্বিত দেখে, তাঁকে গরু এবং গাধার মতো ডার বহন সমর্থ বলে বিবেচনা করেছিল। মহেশ্বা জড় ভরত যদিও এই প্রকার কার্ভের উপবৃত্ত ছিলেন না, তবু তারা কোন রকম বিধা না করে, তাঁকে সম্পূর্ণ শিবিকা বহনের কার্ভে নিযুক্ত করেছিল। জড় ভরত তাঁর অধিসে মনোভাবের জন্য শিবিকা ঠিকভাবে বহন করছিলেন না। তিনি তাঁর সম্মুখে এক গরু লবিহিত স্থান নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করছিলেন, যাতে তাঁর পায়ে চাপে কোন পিপীলিকায় মৃত্যু না হয়। কিন্তু তখন কলে অন্য ব্রহ্মকর্মের সঙ্গে তাঁর পা না মেলার শিবিকা আশেপাশে হাচ্ছিল এবং রাজা রত্নগণ তখন বাহকদের জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, ‘তোমরা কেন অসুস্থভাবে শিবিকা বহন করছ? ভালভাবে তা বহন কর।’ শিবিকা-বাহকেরা রাজার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে, মণ্ডভরে ভীত হয়ে রাজার কাছে নিবেদন করেছিল—হে রাজন, আমরা আমাদের কার্য সম্পাদনে মোটেই অকুশল্য করছি না। আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমরা নৃত্বভাবেই শিবিকা বহন করছি। কিন্তু, সম্ভ্রান্তি যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছে সে মৃত্যু চলতে পারছে না বলে, আমরা তার সঙ্গে শিবিকা বহন করতে পারছি না। মণ্ডভরে ভীত বাহকদের কথা শুনে রাজা রত্নগণ বুঝতে পারলেন যে, কেবল একজনের সোবের ফলে শিবিকা যথাযথভাবে বাহিত হচ্ছে না। সে-কথা খুব ভালভাবে বুঝতে পেয়ে এবং তাদের আবেদন শুনে, তাঁর ইচ্ছা ক্রোধের উল্লেখ হয়েছিল। যদিও তিনি ছিলেন রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী এবং অত্যন্ত অস্তিত্ব, তবু তাঁর রাজ-বৈদ্যবশত তাঁর চিন্তে ক্রোধের উদয় হয়েছিল। ঐক্যপক্ষে রাজা রত্নগণের চিন্তা রক্তগতনের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাই তিনি উদ্ভ্রাঙ্কিত

অধির মতো প্রকর প্রকটভঙ্গসম্পন্ন জড় ভরতকে বললেন—আহা কী তপ্ত! ওহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই একজনী অনেককাল ধরে আনন্দ পথ এতে শিবিকা বহন করে আসত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর তা ছাড়া তোমার বার্ষিকালমত তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছ। হে মশে, তোমার শরীর জে দৃঢ় নয় এবং তুমিও ভেদন বহনন নও। তোমার সঙ্গে বাহকেরা কি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না?”

“এইভাবে রাজা বক্রোক্তি-র দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করলেও জড় ভরত অতিমানসুদাই ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তার স্বরূপ উপলব্ধি করার কালে অবগত ছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তিনি মূল অথবা কৃশ ছিলেন না, পঞ্চমহাভূত এবং তিন সূক্ষ্ম উপদানের সমন্বয়ে রচিত জড় শিশুটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। হত, পদ সমন্বিত জড় দেহটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্তার স্বরূপ (অথবা ব্রহ্মাণ্ড) উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি রাজার পরিহাসপূর্ণ তিরস্কারে বিচলিত হননি। নীরবে তিনি শূন্যের মতোই শিবিকা বহন করতে লাগলেন। তারপর রাজা কখন দেখলেন যে, শিবিকা পুনরায় আশেপাশিত হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত জোহাণ্ডি হয়ে বললেন—ওরে দুষ্ট, তুই কি করছিস? তুই কি জীবিত অবস্থায়ও মৃত নাকি? তুই জানিস না যে আমি তোর প্রভু? তুই আমার আদেশ অবজ্ঞা করছিস। তোর এই অবজ্ঞার ফলে, আমি তোকে ব্রহ্মরাজের মতো মণ্ড দেব। আমি তোর উপবৃত্ত শক্তি বিধান করব, যাতে তুই প্রকৃতিস্থ হোস। নিজেই একজন রাজা বলে মনে করাই, রত্নগণ মেহাস্ববৃত্তিপ্রকৃত ছিলেন এবং রাজ ও ভ্রমোত্তমের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। হ্রদভরে তিনি জড় ভরতকে অশাস্ত্রী বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন। জড় ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং ভগবানের তিরস্কিত। রাজা যদিও নিজেকে একজন মণ্ড বৃত্ত পণ্ডিত বলে মনে করতেন, কিন্তু তিনি পরম ভাগবতের দ্বিত্ব অকপত ছিলেন না এবং তাঁর চরিত্রও তাঁর জানা ছিল না। জড় ভরত সর্বদা ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে বহন করতেন বলে তিনি ছিলেন ভগবানের বাসস্থান সদ্গুণ। তিনি ছিলেন সমস্ত জীবের সুকণ এবং তিনি কোন প্রকার মেহাস্ববৃত্তি পোষণ করতেন না।”

তাই মহা প্রাকণ জড় ভরত ইচ্ছা হেসে বললেন—“হে বীর রাজা, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল তিরস্কার বাক্য নয়, কারণ দেহটি হচ্ছে বাহক। ভ্রমবহনকারী দেহটি আমার নয়, কারণ আমি হচ্ছি চিন্তার আশ্রয়। আপনার উচিত্তে কোন বিরোধ নেই, কারণ আমি দেহ থেকে ভিন্ন। আমি শিবিকার বাহক নই, এই দেহটি হচ্ছে বাহক। নিশ্চিতভাবে, যে কথা আপনি বলেছেন, আমি এই শিবিকা যখন পরিভ্রম করিনি, কারণ আমি এই দেহটি থেকে পৃথক। আপনি বলেছেন যে, আমি হটপুষ্টি নই। এই বাক্যটি তার পক্ষেই উপযুক্ত, যে ক্ষতি দেহ এক প্রাকার পার্শ্বক জ্ঞানে না। দেহ মূল অথবা কৃশ হতে পারে, কিন্তু কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় সহজে সেই কথা বলবে না। আশ্রয় মূলও নয় অথবা কৃশও নয়, তাই আপনি বহন বলেছেন যে, আমি হটপুষ্টি নই, তা সত্য। অধিকন্তু এই ভ্রমের উদ্দেশ্য এবং সেই মন্তব্যকালের পথ যদি আমার হত, তাহলে আমার পক্ষে কহ অসুবিধা হত, কিন্তু কেহেতু সেগুলি আমার সম্পর্কে বলা হয়নি, বলা হয়েছে আমার সেত্রে সম্পর্কে, তাই অতঃ মোটেই কোন রকম অসুবিধা হয়নি। স্থূলতা, কৃশতা, মৈত্রিক ও মানসিক ক্রোধ, কৃশ, কৃশ, ভয়, কলহ, জড় সূচ্যভোগের বাসনা, জড়, নিদ্রা, বিব্রাসক্তি, ক্রোধ, শোক এবং মেহাস্ববৃত্তি—এই সবই আশ্রয় জড় ভরতের বিকার। মেহাস্ববৃত্তিতে মগ্ন ব্যক্তিদাই এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু আমি সর্বপ্রকার মেহাস্ববৃত্তি থেকে মুক্ত। তাই আমি মূল অথবা কৃশ নই অথবা আপনি যে কথাগুলি বলেছেন, আমি তার কোনটিই নই।”

“হে রাজন, আপনি অনর্থক আমাকে জীবজড় বলে অভিযোগ করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি কেবল এই বলতে পারি যে, এই জড় জগতে সর্বকিছুরই অগ্নি এবং অন্ত রয়েছে। আর আপনি যে মনে করছেন আপনি রাজা ও প্রভু এবং তাই আমাকে আদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটিও ঠিক নয়। কারণ এই সমস্ত পদগুলি অনিষ্ট। আর আপনি রাজা এবং আমি আপনার ভৃত্য, কিন্তু কাল জার পরিবর্তন হতে পারে এবং আপনি ভৃত্য হতে এবং আমি প্রকৃত পণ্ডিত হতে পারি। এই সমস্ত অনিত্য পরিবর্তিতগুলি মৈত্রের দ্বারা সৃষ্টি হয়। হে

রাজ্য, আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন রাজা এবং আমি হই আপনার ভৃত্য, তাহলে আপনি আদেশ করুন এবং আপনার আদেশ আমাকে পালন করতে হবে। কিন্তু আমি এই কথা বলতে পারি যে, এই পার্থক্য অত্যন্ত কণ্ঠহারী এবং ব্যবহার অর্থহ প্রকৃতি থেকেই তার উৎপত্তি। এ ছাড়া তার অন্য কোন কারণ আমি দেখি না। সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতি কে? এবং ভৃত্যই বা কে? সমস্তই জড়া প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য; তাই কেউই প্রকৃতি নয় এবং কেউই ভৃত্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি বলি মনে করেন যে, আপনি প্রকৃতি এবং আমি আপনার ভৃত্য, তাহলে আমি তা স্বীকার করে নেব। আপনি দয়া করে আমাকে আদেশ দিন। বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"হে রাজ্য, আপনি বলেছেন, 'তার উপস্থিতি, স্বপ্ন, জড়তা' আমি তোকে দণ্ডন করব, তাহলে তুমি প্রকৃতি হই।" সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে জড়, সূর্য এবং বহিরের মতো অবস্থান করলেও আমি রসাতলিকা লুপ্ত করেছি। আমাকে দণ্ড দিয়ে আপনার কি লাভ হবে? আর আপনার অনুগ্রহ যদি ঠিক হয় এবং আমি যদি সত্যি সত্যিই উপস্থিত হই, তাহলে আমাকে দণ্ড দেওয়া নিষ্টকৃত্য বোঝা করার মতোই হবে। তার বলে কোন লাভ হবে না। কখন উন্নত ব্যক্তিকে দণ্ডন করা হলেও তার উন্নততার উপশব্দ হয় না।"

ঈশ ওকসেব গোহারী বললেন—"হে মহারাজ পরীক্ষা, রাজা যতদূর পালন তাগবত জড় ভবতকে কর্তব্য বাক্যে যখন তিরস্কার করেছিলেন, তখন শান্তচিত্তে মুনিবর তা সহ্য করে তার যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। অবিচার করণ দেহাত্মবুদ্ধি, কিন্তু জড় ভবত সেই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তার স্বাভাবিক দৈন্যবশত তিনি নিজেকে একজন মহান ভক্ত বলে মনে করতেন না, তিনি নীরবে তার পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে যেতেন। একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি মনে করেছিলেন যে, শিবিকা বহন করে তিনি তার পূর্বকৃত দৃষ্টান্তের ফল ভোগ করছেন। এইভাবে চিন্তা করে তিনি পূর্বকৃত শিবিকা বহন করতে লাগলেন।"

"হে পাণ্ডবদেব (মহারাজ পরীক্ষা), সিদ্ধ-শৌরীর রাজা মহারাজ রত্নগণের পরম তবু বিচারে পতীর স্বরূপ

ছিল। জড় ভবতের যোগাযোগ-সম্মত এবং হৃদয়গ্রন্থি ছেদনকারী বাক্য প্রবণ করে তাঁর রাজ-অভিমান বিদ্রুপিত হয়েছিল। তিনি শীঘ্র শিবিকা থেকে অবতরণপূর্বক ভবতের শ্রীপাদপায়ে তাঁর মন্তক স্থাপন করে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং সেই মহাভাবভরের চরিত্রে অপরাধ করার ফলে ক্ষম প্রার্থনা করে বলেছিলেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে প্রচুরভাবে এই সংসারে বিচলন করছেন। আপনি কে? আপনি কি বৈদ্য ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ? আপনি স্বজ্ঞানপন্থী বারণ করেছেন। আপনি কি যত্নের জাগি অবস্থতদের মধ্যে কেউ? আপনি কোন মহাত্মার শিষ্য? আপনি কোথায় অবস্থান করেন? আপনি এই স্থানে কেন এসেছেন? আমাদের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই কি আপনি এসেছেন? আপনি দয়া করে বলুন, আপনি কে?"

"হে মহানুভব, আমি দেবরাজ ইন্দের বস্ত্রের চারে তাঁত নই, শিবের ত্রিশূলের ভরেও তাঁত নই, যমরাজের দণ্ড অথবা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র থেকেও আমার ভয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞানের অবমাননাকার অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি।"

"হে মহানুভব, মনে হচ্ছে যেন আপনার মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভাব আপনি গোপন করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি সমস্ত জড় সংসার থেকে মুক্ত এবং পূর্ণরূপে ভগবানের চিত্তায় মগ্ন। তাই আপনার সিয় জ্ঞান অনন্ত। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কেন আপনি এইভাবে একজন জড়ের মতো বিচরণ করছেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যোগসম্মত কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই দয়া করে তা বিব্রেক্ষণ করুন। আমি আপনাকে যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মুনিদেবও পরম গুরু বলে মনে করি। মনঃসমাজের কল্যাণের জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি ভগবানের জ্ঞানরূপী অবতার কপিলদেবের সাক্ষ্য প্রতিনিধি রূপে বিধি জ্ঞান প্রদান করতে এসেছেন। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, হে ওকসেব, এই জ্ঞাপ্তে সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় কি? আপনি যে ভগবানের অবতার কপিলদেবের সাক্ষ্য প্রতিনিধি, তা কি সত্য নয়? কে প্রকৃত মানুষ এবং কে নয়, তা পরীক্ষা করার জন্য আপনি মুক্ত এবং বহিরের মতো অভিনয় করছেন।

আপনি কি সেই জন্য এই পৃথিবীপৃষ্ঠে এইভাবে বিচরণ করছেন না? আমি অত্যন্ত বিব্রাসক্ত এবং জ্ঞানাত্মক, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু আমি পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধন করতে পারি? আপনি বলেছেন, 'যদি প্রাপ্ত নই।' যদিও আজ সেহ থেকে ত্রিশ, তবু বৈদিক পরিক্রমের ফলে প্রতি দ্বয় এক তখন মনে হয় যে জগতই যেন প্রাপ্ত হয়েছে। আপনি বহু শিবিকা বহন করছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আত্মরোগ পরিক্রম হয়েছে। এটিই আমার অনুগ্রহ। আপনি এও বলেছেন যে, প্রকৃতি এবং ভৃত্যের যে বাস্তব আচরণ তা স্বতন্ত্রিক নয়, কিন্তু যদিও এই প্রাপ্তিক জগতে তা স্বতন্ত্রিক নয়, তবুও এই প্রাপ্তিক জগতের বিবরণগুলি ভেদ করতে প্রতাবিত করে। তা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়। যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনিত্য কিন্তু তাহলেও তা নিখা বলা যায় না।"

রাজা রত্নগণ মনতে লাগলেন—"হে মহানুভব, আপনি বলেছেন যে স্রীরামের কুলজ এবং কৃষ্ণের আত্মরোগ ধর্ম নয়। তা ঠিক নয়, কলম সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি আত্মরোগই হয়ে থাকে। পরোক্ষিত দুঃখ এক চাল আত্মনের তামে আপনাকে থেকেই উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে চানের অন্তরভাব সিদ্ধ হয়। তেমনি, মেহের দুঃখ এবং সুখ ইন্দ্রিয়, জ্ঞান এবং আত্মরোগ প্রভাবিত করে। জগত এই অবস্থা থেকে অনাসক্ত থাকতে পারে না।"

"হে মহানুভব, আপনি বলেছেন রাজা এবং প্রজা জগত প্রকৃতি এবং ভৃত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিত্য নয়,

কিন্তু যদিও এই সম্পর্ক অনিত্য তবুও কেউ যখন রাজার পদ গ্রহণ করেন তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের পালন করা এবং আইন লজ্জাকারীদের বণ্ডনন করা। তাদের বণ্ডনন করে তিনি প্রজাদের রাজ্যের আইন মেনে চলার শিক্ষা দেন। পুনরায়, আপনি বলেছেন যে, মুক্ত এবং বহির ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া নিষ্টকৃত্য বোঝা করার মতোই জগত, ফল বলে কোন লাভ হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর বধ্যের মুক্ত থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর পাপকর্মের ক্ষয় হয়। অতএব কাউকে যদি কলপূর্বক তাঁর বধ্যের নিবৃত্ত করা হয়, তার ফলে তাঁর মঙ্গল হয়, কারণ তখন তাঁর সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন। আপনি বা বলেছেন যে আমার কাছে নিবৃত্ত বলে মনে হচ্ছে। হে জগদেব, আমি রাজা ইন্দ্রের অভিমানে মত্ত হয়ে আপনার মতো পরম ভাগবতকে অপমান করে মহা অপরাধ করেছি। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করুন। তাহলেই কেবল আমি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারব। হে প্রকৃতি, আপনি সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ ভগবানের স্বরূপ। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আপনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। আমি যে আপনাকে অপমান করেছি, তাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয়নি, তবুও সেই অপরাধের ফলে আমার মতো ব্যক্তি যদি শিবের মতোও পতিশালী হয়, তাহলেও অচিরেই মিলিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।"



একাদশ অধ্যায়

মহারাজ রত্নগণের প্রতি জড় ভবতের উপদেশ

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভবত বললেন—"হে রাজ্য, যদিও আপনি বিজ্ঞ নন, তবুও আপনি বিজ্ঞের মতো কথা বলছেন। অতএব আপনি বিজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

নয়। অতিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও আপনার মতো প্রকৃতি অথবা জড় সুখ-দুঃখের সম্পর্কের কথা বলেন না। এইগুলি কেবল বারিহিক কার্যকলাপ। তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধিত

অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও এইভাবে কথা বলেন না। যে রাজ্য, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদির প্রশংসা যে কথা তা কেবল জড়-জাগতিক বিষয়ের কথা। যাহা বৈদর্ভিত জড় বর্ষকলাপে প্রাপ্ত, তাহা কেবল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি সন্ধান থেকে সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রকার ব্যক্তির অকণ্ঠই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। ইন্দ্রদেব ভোগ্যবস্তুর মিথ্যায় বা নিরর্থকতা যেমন আশ্রয় থেকেই অনুভূত হয়, তেমনই এই পৃথিবীতে অর্থের স্বর্গলোকে এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের যে সুখ, তা অবশেষে তুলে আসে উপলব্ধি করা যায়। কেউ যখন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখন বেন তত্ত্বজ্ঞানের এক অপূর্ব উৎস হওয়া সত্ত্বেও, যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়। জীবের মন কতকগুলি প্রকৃতির ভিত্তি ওপরে দ্বারা (সত্ত্ব, রজ এবং তম) কল্পিত থাকে, ততক্ষণন্তর মন ঠিক একটি মগ্ন হস্তীর মতো স্বতন্ত্র হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাণ এবং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্র বিভক্ত করে। তার ফলে জীব তার কর্মের ফলস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। মন কতকগুলি পাণ এবং পুণ্যকর্মের বাসনার ময় থাকে, ততক্ষণ তা স্বাভাবিকভাবেই কাম, ক্রোধ আদির দ্বারা বিকারপ্রসূ হয়। এইভাবে, তা ইন্দ্রিয়সূত্র ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মন সত্ত্ব, রজ এবং তমোভোগের দ্বারা পরিচালিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বহুভূত—এই যোড়শ উপাদানের মধ্যে মন হচ্ছে প্রধান। তাই মনেরই জন্য মেঘ, ময়, পাত, তির্যক্ আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভ হয়। উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট জন্মে মনের স্থিতি অনুসারে জীবে জড় দেহ লাভ হয়। মায় রচিত মন জীবকে আচ্ছন্ন করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ভ্রমণ করায়। তাকে বলা হয় সংসার-চক্র। এই মনের কারণে জীব জড় জগতের দুঃখ এবং সুখ ভোগ করে। জীবকে এইভাবে মোহচ্ছন্ন করে মন পাণ এবং পুণ্যকর্মের ফলসমূহ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে অজ্ঞ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মন জীবকে এই সংসারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ভ্রমণ করার এবং তার ফলে জীব মানুষ, দেবতা, শূল, কৃশ ইত্যাদি অবস্থা অনুভব করে। পশুভেদে ভেদে যে, মেঘের আকৃতি, বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে মন। মন বিষয়-ভোগে আসক্ত হওয়ার

ফলে, জীব সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু মন যখন জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তা তার সৃষ্টির কারণ হয়। নীচের পলতে যখন ঠিকমতো স্থানে না তখন তা থেকে কালো ধোয়া বেরিয়ে, কিন্তু তা যখন সূতপূর্ণ হয়ে বহুযথ্যভাবে ছড়িয়ে থাকে, তখন তা থেকে উজ্জ্বল গুত্র দীপ্তি প্রকাশিত হয়। তেমনই, মন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তা দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয় এবং মন যখন বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণচন্দ্রকার দীপ্তি প্রকাশ পায়। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অহঙ্কার—এগুলি মনের একাদশ বৃত্তি। যে বীর। শব্দ, স্পর্শ আদি পঞ্চভোগ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, মলভোগ্য আদি পঞ্চ ব্যাপার কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং মেহ, গৃহ, সমাজ ইত্যাদিতে আত্মবুদ্ধি আভিমানের বিষয়। পশুভেদে এগুলিকে মনের কর্মক্ষেত্র বলে থাকেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রজ্ঞা, শক্তি, গতি, অলভ্যতা এবং ক্রীসংযোগ—এগুলি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এ ছাড়া, 'এটি আমার দেহ, এটি আমার সমাজ, এটি আমার পবিত্র, এটি আমার দেশ' ইত্যাদি যে ধারণা, মনের এই একাদশতম বৃত্তিটিকে বলা হয় অহঙ্কার। কোন কোন লক্ষণিকের মতে এটি দ্বাদশতম বৃত্তি এবং তার কার্যক্ষেত্র হচ্ছে এই শরীর। হস্ত, পদ, সর্বাঙ্গ, অঙ্গুষ্ঠ এবং কান—এইগুলি নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত নিমিত্ত কারণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে, এই একাদশ প্রকার চিত্ত বিকার প্রথমে পঞ্চ প্রকার, তারপর সত্ত্ব প্রকার এবং তারপর কোটি প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিকার আশ্রয় থেকেই পরস্পর সমন্বয়ের ফলে হয় না। পঞ্চভোগ্য তা হয় ভগবানের নির্দেশনায়। কৃষ্ণভক্তি-রহিত জীবের মনে প্রায়ের দ্বারা রচিত বহু ধারণা এবং বৃত্তি রয়েছে। সেগুলি অনাদিকাল থেকে বর্তমান। কখনও কখনও সেগুলি অপ্রত্ন অবস্থায় প্রকাশিত হয় এবং কখন বহুব্যবহার, কিন্তু সুবৃত্তি ও সমাধি অবস্থায় সেগুলি তিরোহিত হয়। যে ব্যক্তি জীবযুক্ত তিনি এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন।

"মূর্খ প্রকার ক্ষেত্রজ রয়েছে—জীবাত্মা, যা পূর্বে বর্ণন করা হয়েছে এবং পরমেশ্বর ভগবান, যার কথা এখানে

বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির সর্বস্বাপেক্ষ কারণ। তিনি পূর্ণ এবং অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল মন। তাঁকে সংসার মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করা যায়। তিনি স্বতন্ত্রত্ব এবং তাঁর জ্ঞান, মজ্জা, জ্ঞান অথবা কৃতি নেই। তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ। তিনি নারায়ণ অর্থাৎ সমস্ত জীবের আশ্রয়। তিনি স্বৈচ্ছানুগত ভগবান এবং তিনি সর্বভূতের আবাস বাসিন্দা। তিনি তাঁর সৃষ্টির দ্বারা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বর্তমান। বায়ু যেভাবে প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গম আদি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবেশ করে তার উপর আধিপত্য করেন।"

"হে রাজা রত্নগণ, দেহধারী বদ্ধ জীব কতকগুলি পর্যন্ত জড় সুখভোগের কলুষ থেকে মুক্ত না হয় এবং তার ছায়া শতকে ভয় করে আত্মজ্ঞান লাভের পথ মাথামে আঁকতই অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এই জড় জগতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ভ্রমণ করতে হয়। আত্মার

উপাধি মন হচ্ছে সমস্ত জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কারণ। বদ্ধ জীব কতকগুলি পর্যন্ত এই তথ্য না জানে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা জড় নেহতমিত্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে করতে এই জগতে ভ্রমণ করতে হয়। মন যেহেতু রোগ, শোক, মোহ, আসক্তি, মোহ, শত্রুতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত, তাই সে এই জড় জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মরত্যা উপভোগ করে। এই অবস্থায় মন জীবের পরম শত্রু। তাকে উপেক্ষা করলে অথবা সুযোগ নিয়ে তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। যদিও তা বাস্তব নয়, তবুও তা অত্যন্ত বলবান। তা জীবের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রাখে। হে রাজা, দ্বারা করে শ্রীকৃষ্ণদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীশরণার্থের সোনারাশি অমূল্য দ্বারা এই মনকে জয় করার চেষ্টা করুন। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই কর্তব্য সম্পাদন করুন।"



দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ রত্নগণ এবং জড় ভরতের বার্তালাপ

মহারাজ রত্নগণ বললেন—"হে অবদূত, আপনি ভগবান থেকে অভিন্ন। আপনার স্বরূপে প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রবিদ্যের দূর হয়েছে। আপনি ব্রহ্মবত্ব থেকে আপনার দিবা আনন্দময় স্বরূপ গোপন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হে ব্রহ্মপুত্র, আমার মেহ বৃদ্ধিত কল্পতে পূর্ণ এবং গর্ভাশয় সর্ব আমার বিবেককে দগ্ধন করেছে। জড় ভগবান প্রভাবে আমি রোগাক্রান্ত। আপনার অনুগ্রহ উপদেশ এই প্রকার ব্যাধির উপশূল ভেদ এবং তা সূর্যের তাপে পীড়িত ব্যক্তির কাছে সুশীতল জলের মতো। যে বিষয়ে আমার সংশয় রয়েছে, সেই বিষয়ে আমি আপনাকে পরে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু এখন অস্বস্তি সত্ত্বেও যে

উপদেশ আপনি দিচ্ছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। দ্বারা করে আপনি সরলভাবে তার গুনস্বাভিষ্ট করুন, যাতে আমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমার মন তা সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছে। যে যোগেশ্বর, আপনি বলেছেন যে, দেহের গুণস্বাভিষ্ট বলে যে জ্ঞানি হক তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা অসম্ভব হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতি নেই। তার সত্যতা কেবল ব্যবহারদ্বারা। এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তরের দ্বারা পরম তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। আপনার এই বাক্যে আমার মন কিছুটা বিশুদ্ধ হয়েছে।"

ব্রহ্মজ্ঞ জড় ভরত বললেন—"জড় বস্তুর সমন্বয়ের

ফলে মান্য প্রকর পার্থিব বিজয় সাধিত হয় এবং রাণের উত্তর হয়। কেন কারণে তারা ভূগুণে বিচরণ করে এবং নিবিকলকর ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আর যা চলারের করে না, তাই পাশা ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়। সেই সমস্ত সচল পার্থিব বিকৃতির চরমরসের উপরিতানে ক্রমশ গুলু, জগুয়া, জানু, উরু, কোমর, বক্ষঃস্থল, দলমণ ও হস্ত—এই সমস্ত রয়েছে। আবার ক্ষুদ্রের উপর ক্ষুদ্রময়ী শিবিকা এবং শিবিকার মধ্যে রয়েছে তথ্যবিশিষ্ট সৌরীর রাজ্য। সেই রাজ্যের শরীর ও আর এক প্রকার পার্থিব বিজয়, সেই বিজয়ময় মেয়েই আপনি অবস্থিত এবং বাস্তবভাবে নিজেকে সৌরীর মেলের রাজ্য বলে মনে করে মদ্য হরণে। কিন্তু, নিম্ন বেতনে এই সমস্ত নিরীহ কৃতিরা যে আপনার শিবিকা বহন করছে, আপনার অন্তর আচরণের কালে তাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তাদের অবস্থা অন্তর্যন্ত শোচনীয়, কেননা আপনি তাদের কলপূর্বক আপনার শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপনি অত্যন্ত নির্দয় এবং নির্মম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি মনে করছেন যে, আপনি আপনার প্রজাদের রক্ষক। তা অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি অত্যন্ত দুর্বল এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সভার শোভা লাগুয়ার যোগ্য নন। এই পৃথিবীতে আমরা সকলে বিভিন্ন রূপসমবিত্ত জীব। আমাদের মধ্যে কেউ ছুঁড় এবং কেউ জঙ্গম। আমাদের সকলেই উৎপত্তি হয়, কিছুকালের জন্য স্থিতি হয় এবং তারপর বিনাশ হয়। তখন এই শরীর পুনরায় মাটিতে মিশে যায়। আমরা কেবল মাটির রূপান্তর বিভিন্ন শরীর এবং কার্যকলাপের ক্ষমতা কেবল মাটিরই রূপান্তর এবং নামে ক্ষুদ্র ভিন্ন, কারণ সবকিছুই মাটি থেকে উদ্ভূত হয় এবং ক্রিপণের পর পুনরায় মাটিতেই মিশে যায়। পশুপক্ষের কথা নয় যে, আমরা কেবল ধূলি এবং পুনরায় ধূলিতেই মিশে যাব। এই কথা সকলেই বিচার করে দেখতে পারেন। কেউ বলতে পারে যে, এই কুলোকেই কেবল বৈচিত্র্য রয়েছে। কিন্তু, ব্রহ্মাণ্ড সাময়িকভাবে সত্য বলে প্রতীত হলেও চরমে তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে পরমাণু থেকে, কিন্তু সেই পরমাণুও অনিত্য। যদিও কোন কোন পার্থক্য এই ধারণা গোপন করে, তবুও পরমাণু কখনই

জগতের রচনা নয়। পরমাণুর সমন্বয়ের ফলে যে এই জড় জগতের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সত্য নয়। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, তাই কণা, সূত্র, সূত্র, বৃহৎ, কণা, কারণ, চেতন, অচেতন যে সমস্ত বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, সে সবই কাল্পনিক। সেগুলি একই মাত্রার দ্বারা রচিত বিভিন্ন রূপ এবং নামে মাত্রই সেগুলি ভিন্ন। ক্রম, অভাব, অশব্দ, কাল এবং কর্মের দ্বারা বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়। আপনার জ্ঞান উচিত যে, সেগুলি কেবল জ্ঞান প্রকৃতির দ্বারা রচিত যান্ত্রিক অভিব্যক্তি। তাহলে পরম সত্য কি? তার উত্তর হচ্ছে যে, অদয় জ্ঞানই হচ্ছে পরম সত্য। তা জড় প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত। তা আমাদের মুক্তি প্রদান করে। তা অদয়, সর্বব্যাপী এবং কলনার অতীত। সেই জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি হচ্ছে ব্রহ্ম। তারপর দ্বিতীয় উপলব্ধি হচ্ছে পরমাশ্রা, যাকে যোগীরা নির্মল অন্তরকরণে মর্শন করার চেষ্টা করেন। চরমে, সেই পরম জ্ঞানের পূর্ণ উপলব্ধি হয় পরম পুরুষ ভগবানরূপে। সমস্ত ভগবানী মহাপুরুষের সেই পরম পুরুষকে ব্রহ্ম, পরমাশ্রা আদির পরম রূপ বাসুদেবরূপে বর্ণনা করেন।

“হে মহারাজ রত্নগুণ, মহাজগতের চরমরূপের দ্বারা অভিযুক্ত না হলে, কখনই পরমতত্ত্ব হনয়নম করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পাণ্ডের দ্বারা, গার্হস্থ্য-জীবনের বিধিবিধান কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করার দ্বারা, বানহো-অশ্রমে গৃহত্যাগ করার দ্বারা, সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের দ্বারা অথবা শীতের সময় জলময় হয়ে অথবা গ্রীষ্মে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে কিংবা প্রচুর সূর্যকিরণে অবস্থান করে শুপম্যা করার দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। পরম সত্যকে হনয়নম করার জন্য পছন্দ্য বানহো, মহাজগতের কুপার প্রভাবেরই কেবল পরম সত্য প্রকাশিত হয়। যে শুদ্ধ ভক্তদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা কারা? শুদ্ধ ভক্তদের সত্য রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি জড় বিবরণে আলোচনার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ ভক্তদের সভার কেবল পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ এবং নীতির বিষয়েই আলোচনা হয়। সর্বান্তঃকরণে তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর আরাধনা করেন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ব্রহ্মা সহকারে এই সমস্ত বিষয়ে নিরন্তর রূপ করার ফলে, সাদৃশ্য মুক্তির প্রয়াসী

মুদ্রকরাও তাঁদের যোগ্যবাসনা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে বসুদেবের সেবার প্রতি আসক্ত হন। পূর্বে এক সময়ে আমি ছিলাম মহারাজ উরত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বৈদিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা আমি সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পূর্ণরূপে অনাসক্ত হাত সিদ্ধিলাভ করেছিলাম। আমি পূর্ণরূপে ভগবানের সেন্যায় যুক্ত ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি হরিশ শবকের প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি আমার পারমার্থিক কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছিলাম। সেই হরিশ-শিবীর প্রতি দর্শীর হ্রেষের ফলে আমাকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিশ-শরীর ধারণ করতে হয়।”

“হে বীর রাজা, পূর্বে যে আমি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করেছিলাম, তার কালে হরিশ-শরীর

পাওয়া সত্ত্বেও আমি আমার পূর্ব জীবনের সব কথা স্মরণ করতে পেরেছিলাম। যেহেতু আমার পূর্ব জীবনের অধঃপতনের কথা আমার মনে আছে, তাই আমি সাধারণ মানুষদের সঙ্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকি। তাদের বিহ্বাসস্ত অসং-সংসার ভাষা তীতি হয়ে, সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করি। উত্তম ভক্তের সঙ্গ প্রভাবের ফলে যে কোন ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং অসংকল্প তরবারির দ্বারা জড় জগতের মোহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। ভগবান্রক্তের সঙ্গ প্রভাবে শ্রবণ-কীর্তনের ফলে, ভগবানের সেবার যুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে জীবের সুপ্ত কুজভাবাসুত অপরিণত হয় এবং এই কুজভাবিত অনুশীলনের ফলে, তিনি এই জীবনেই তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবান্রক্তে ফিরে যেতে পারেন।”



ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজা রত্নগুণের প্রতি জড় ভরতের অতিরিক্ত উপদেশ

ব্রহ্মজ্ঞানী জড় ভরত বললেন—“হে মহারাজ রত্নগুণ, জীব এই দুস্তর সত্যের মর্শে ভ্রমণ করে এবং এর বহু রূপ ও বৃত্ত্য বহন করে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সে যারার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তিন প্রকার কর্মের কনই কেবল বর্শন করে। সেই কলগুলি হচ্ছে গুণ, অগুণ এবং মিল। এইভাবে সে কর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতি আসক্ত হয়। সে একটি বর্শকের মধ্যে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে এবং লাভের আশায় রক্ত সঞ্চারের জন্য অবশেষে প্রবেশ করে। কিন্তু এই জড় ভ্রমতে সে প্রকৃত সূত্র লাভ করতে পারে না।”

“হে মহারাজ রত্নগুণ, এই সংসার-অরণ্যে ছায়াটি অত্যন্ত প্রবল দস্যু রয়েছে। বহু জীব ইহন জাগতিক

লাভের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন এই ছায়াটি দস্যু তাকে বিপক্ষে পরিচালিত করে। এইভাবে হণিকরণী বহু জীবকে বিবাস্ত করে সেই দস্যুরা তার অর্থ ভ্রমহরণ করে। বাঘ, শৃগাল এবং অন্যান্য হিংস্র পশু যেমন রক্ষকের আশ্রয় থেকে একটি মেথকে হরণ করে, ঠিক তেমনই পত্নী এবং সন্তান সেই বর্শকের দ্বারা প্রবেশ করে নানাভাবে তাতে লুপ্ত করে। এই মনে অসংখ্য কৃপ, গুণ ও গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন পশুর রয়েছে। সেই সমস্ত পশুরে বহু জীব সর্বদা হনত সদ্গুণ কুর্জনের উপগ্রবে নীড়িত হয়। কখনও কখনও সে সেই অরণ্যে এক অদীক প্রাসাদ মর্শন করে এবং কখনও কখনও সে অরণ্যে উভার মতো শিশুরের মর্শন করে বিবাস্ত হয়।”

"হে রাজন্, এই সংসার-অরণ্যের মধ্যে গৃহ, ধন, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত সেই বর্ণক এই সংসার-অরণ্যে সাক্ষ্য লাভের অশায়ে ইতস্ততঃ বাধ্য হইয়া থাকে। তখনও তার চক্ষু বৃন্দিকবুর পূজিতে আচ্ছাদিত হয়। অর্থাৎ তার পট্টম রূপে মের্হিত হয়ে, বিশেষ করে তার রাজ্যলাভ অবস্থায়, সে কাম্য হইয়াছে। এইভাবে অন্ধ হইয়া গিয়া থাকে, সে যে কোথায় থাকে এবং কি করছে তা সে দেখতে পায় না। তবাবস্থাতে প্রথম করিতে করিতে বদ্ধ জীব অশ্রু-বিদ্রীর কঠোর শব্দ শুনেতে পায় এবং তার ফলে তার কর্ণশব্দ উপস্থিত হয়। কখনও কখনও শৈল্প্য কর্তৃক তার হৃদয় ব্যথিত হয়, যা হইলে তার শত্রুদের কঠোর দৃষ্টি। কখনও হইলে সে কখনও কখনও এমন কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে যাতে কোন ফল অথবা ফল হয় না এবং তার ফলে সে কষ্টভোগ করে। তখনও হইলে সে জলের আশ্রয় গ্রহণিকর পিছনে থাকিত হয়। বদ্ধ জীব কখনও কখনও অশ্রু-বিদ্রীর নদীর দ্বারা ধাক্কা দেওয়ার ফলে দুঃখ পায়, অথবা অশ্রু-বিদ্রীর নির্মল ব্যক্তির দ্বারা দ্বারে গিয়ে অশ্রু-বিদ্রীর করে। কখনও কখনও সে সংসার-দাবানলে দহিত হয় এবং কখনও কখনও বদ্ধকল্পে রাজ্যের কর গ্রহণের নামে বন্ধ তার প্রাপ্যত্ব ধনসম্পদ অপহরণ করে, তখন সে দুঃখে প্রিয়মান হয়। কখনও কখনও উৎকর্ষ বা অধিক কলহন কতি জীবের সমস্ত ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়। তখন সে অত্যন্ত বিরাগপ্রকৃ হইয়া তার সেই অসহ্য ধন-সম্পদের জন্য খোঁজ করতে করতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কখনও কখনও সে এক বিশেষ প্রাসাদ-নগরীর কলহন করে এবং তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে সেখানে সুখে বসবাস করিয়া থাকে। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী বলে মনে করে, কিন্তু সেই তথাকথিত সুখ কেবল অধিকারের জন্যই। কখনও কখনও সেই বন্ধি পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাদুকার অভাবে তার পা কাঁটা ও কাঁকরে বিদ্ধ হয়। তখন সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি কখনও কখনও কুহার নীড়িত হয় এবং তার সেই দুর্ভাগ্যত্ব অবস্থার ফলে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হয়। তবাবস্থাতে বদ্ধ জীবকে কখনও কখনও অশ্রু-বিদ্রীর

দিলে ফেলে। তখন সে মুগ্ধ ব্যক্তির মতো অচেতন এবং অজ্ঞান অবস্থায় বনের মধ্যে পড়ে থাকে। কখনও কখনও বিধব সর্পেরা তাকে দংশন করে। দিলেবর্ণিত হওয়ার ফলে সে নরনারী জীবের অধঃপাশে পড়িত হয়, যেখানে উচ্চারণ পড়ার কোন আশা তার থাকে না। কখনও কখনও অতি নগণ্য রক্তসূচ উপভোগের জন্য সে অসহ্য রক্তবীর অধঃপাশে পড়ে। তার সেই প্রচেষ্টায় সে সেই রক্তবীর আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা অপমানিত এবং নির্মিত হইয়া থাকে। তার সেই প্রচেষ্টায় ঠিক মৌচাক থেকে যথু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌচাকের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মতো। কখনও কখনও বৎসর ব্যস্ত করে সে রক্তসূচের জন্য পরস্পর লাভ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ইন্দ্রিয়সূচের বদ্ধ সেই রক্তবীরকে খসে কোন লাভটি কলপিত অপহরণ করে গিয়ে যায়। কখনও কখনও জীব হাড়কাপালো শীত, প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড জড়তা, অতিশ্রুতি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপভোগের প্রতিকার করার কর্ণে ব্যস্ত থাকে। যখন সে তা করিতে অক্ষম হয়, তখন সে প্রচণ্ড কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও বায়না ব্যক্তিগে সে অনেক দ্বারা ব্যস্ত হয়। এইভাবে পরস্পরকে বন্ধনা করার চেষ্টায় ফলে তাদের মধ্যে পরস্পর সৃষ্টি হয়। সংসার অরণ্যের মধ্যে মানুষ কখনও ধনী হইয়া যায় এবং তার ফলে তার উপযুক্ত ঘর, বিহীন বা আসন থাকে না এবং সে কথায়কভাবে পরিবারিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। তাই সে অসহ্যের কাছ থেকে অর্থ ডিন্কা করতে যায়, কিন্তু ডিন্কার ফলে যখন তার বাসনা পূর্ণ হয় না, তখন সে কষ্ট করতে চায় অথবা পরের সম্পদ অপহরণ করতে চায়। এইভাবে সে সমাজে অপমানিত হয়। আর্থিক কেন্দ্রবিন্দুর ফলে সম্পর্ক তিত হয় এবং চব্বিশ পরশর পবিত্র হয়। কখনও কখনও পতি-পত্নী জাপতিক উমতির মধ্যে অপ্রসন্ন হয় এবং তাদের সম্পর্ক অক্ষুর দ্বারা জন্ম তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কখনও কখনও অর্থভাবের ফলে অথবা প্রাপ্যত্ব হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া মরমপন্ন হয়।"

"হে রাজন্, সংসার-অরণ্যের মধ্যে মানুষ প্রথমে তার পিতা-মাতাকে হারায়। তাদের মৃত্যুর পর সে তার নন্দনকে সন্তান সন্ততিতে প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে সে

জন্ম-জগতিতে উন্নতির মধ্যে নিঃসঙ্গ করে এবং কালক্রমে পিঙ্গর হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অধিক সমস্ত পক্ষ সে ক্রুদ্ধে পারে না কিপ্রায় এবং থেকে থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়। এমন অনেক প্রাকৃতিক ও সামাজিক দ্বার ছিল এবং ক্রমেই যার সমস্ত শক্তিশালী শত্রুদের পরাভূত করেছে, কিন্তু সবুজ অজ্ঞানতাবশত কোন নির্দিষ্ট ভূমতকে তাদের নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে, তার উপর অধিকার বিস্তার করার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ক্রমেই প্রাণ হারিয়েছে। মহাবীর অধর বিখ্যাত রক্তবীরকে নেতা হওয়া সত্ত্বেও, সর্বভাগী মহাবীর যে পরম পদ প্রাপ্ত হন, অধ্যাক্ষ উপলব্ধির সেই পদ তারা অকলহন করতে পারে না। কখনও কখনও জীব সংসার-অরণ্যে লতার আশ্রয় অকলহন করে এবং সেই লতাপ্রিত বিহীনতাবশত কলহন গ্রহণ করার বাসনা করে। সেই অরণ্যে গিয়েই পক্ষের জীব হয়ে, সে বক, সাকস এবং শতুনির সঙ্গে মধ্য স্থাপন করে। এই সংসার-অরণ্যে তথাকথিত ঘোরা, ঘাটী এবং অকলহনের কাছে বন্ধিত হয়ে, তাদের সঙ্গে ত্যাগ করে জীব প্রকৃত ভুক্তের সাধিত লাভ করতে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার ওলটের বা মহাবীরবশতের নির্দেশ পাগন করতে পারে না, এবং তাই সে তাদের সঙ্গে পরিত্যাগ করে পুনরায় স্ত্রীসঙ্গে উদ্ভিদসুখ পরায়ণ মানবদের সাধিত্যে ফিরে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মধ্য এবং মৈথুনের আনন্দ উপভোগ করে সে সুখী হইয়া চায়। এইভাবে সে তার জীবনের অপচয় করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ ব্যক্তিদের মুখ দর্শন করে, সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীব যখন একটি বানরের মতো এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফলাফি করে বৃক্ষসমূহ গৃহে তেমন মৈথুন-সুখের জন্য জীবনব্যাপন করে, তখন সে একটি গর্ভের মতো তার স্ত্রীর পলাপাতে ভাড়িত হয়। সেই কলহ থেকে মুক্তি লাভে অক্ষম হয়ে, সে অসহ্যের মতো পড়ে থাকে। কখনও কখনও সে পুনরাগাণ্য ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার ভুলনা করে ইয়োহে পক্ষ-কলহে পতিত হওয়ার সঙ্গে। সেই পক্ষ-গহরে অকলহিত হস্তীসদৃশ মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে, সে শতদলী অকলহন করে অবস্থান করে।"

"হে লঙ্কেশ্বর মহারাজ রত্নগণ, জীবাত্মা যদি কেন্দ্রের এই ভরতের পরিভূতি থেকে মুক্ত হয়, তবুও সে পুনরায় মৈথুনসুখ উপভোগ করার জন্য তার গৃহে ফিরে যায়, কারণ সেটিই হচ্ছে আসক্তির বাঁধ। এইভাবে ভগবানের মারাত্মক দ্বারা মোহিত হয়ে, জীব সংসার-অরণ্যে বিভ্রান্ত করতে থাকে। মৃত্যুর সমস্ত পর্বত সে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। হে মহারাজ রত্নগণ, আপনিত্ব জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত হইয়া যার শিকার হয়েছেন। তাই আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি আপনার প্রাপ্য এবং হৃদয়ও পরিত্যাগ করেন যাতে আপনি সমস্ত জীবের মুক্ত হইতে পারেন। নিব্রাহ্মণ্ড ত্যাগ করে আপনি ভগবত্বতির দ্বারা পাপিত জ্ঞানরূপ তরবারি গ্রহণ করুন এবং তার দ্বারা মারামারি ছিন্ন করে ভগবানগতের পরমার্থে গমন করুন।"

মহারাজ রত্নগণ বলিলেন—"এই মনুষ্যের সমস্ত জন্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কালোকে দেবজগৎ এই পৃথিবীতে জন্ম-জন্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট নয়। অতএব দেবত্ব লাভের কি প্রয়োজন! স্বর্গলোকে প্রচুর সুখভোগের সুযোগ থাকার ফলে ভগবত্বতির পরমার্থে সন্তুষ্ট হইয়া না। আপনার শ্রীপদবশতের দ্বারা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব যে অধঃপাশে ভগবানের প্রতি ঔৎসাহ্য ও দুর্ভিত তৎ প্রতি লাভ করেন, তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। মৃত্যু হইয়া আপনার সঙ্গে করার ফলে, আমি এখন সমস্ত কৃতর্ক, অহংকার এবং অধিক থেকে মুক্ত হয়েছি, যা জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ। আমি এখন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছি। আমি সেই মহাপুরুষদের সমস্ত প্রশংসা নিবেদন করি, যারা এই ধরাডালে শিশু, বানক, অধঃপাশে অথবা মহান প্রাকলকালে বিভ্রান্ত করেন। যদিও তাঁরা বিভিন্ন বেশে তাঁদের পরিচয় গোপন রাখেন, তবুও আমি তাঁদের প্রতি আমার সমস্ত প্রশংসা নিবেদন করি। তাঁদের কৃপায়, আপনারাও যত্নবর্ধের মঙ্গল হোক।"

শ্রীল ওকেশ্বর গোদামী বলিলেন—"হে উদ্ভা-ধন্য মহারাজ পরীক্ষিত, মহারাজ রত্নগণ জড় ভরতকে নিয়ে তাঁর শিবিল বন করিয়ে অপমান করোঁহেন বলে, জড় ভরতের মনে বিভিন্ন অসন্তোষের তরঙ্গ উদ্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু জড় ভরত তা উপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর হৃদয়

পুনরায় সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিল। মহারাজ রত্নগণ যদিও তাঁকে অপমান করেছিলেন, তবুও তিনি বেহেতু ছিলেন একজন পরমহংস, তাই তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। বৈষ্ণব হওয়ার ফলে, স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত সদয় হৃদয় ছিলেন এবং তাই কণ্যাপূর্বক তিনি তাঁকে আশ্রয়ভিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তারপর মহারাজ রত্নগণ যখন তাঁর শ্রীপাদপদে কাতরভাবে কমাভিক্ষা করেন, তখন তিনি সেই অপমানের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি পূর্বের মতো সমস্ত পৃথিবী পবিত্র করতে শুরু করেছিলেন। মহাতাপকত জড় ভরগেয় কাছ থেকে উপদেশ গ্রাপ্ত হওয়ার পর, সৌবীর্যপতি মহারাজ রত্নগণ সর্বভেদভাবে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তার ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেহাব্যবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। হে রাজন, যিনি ভগবানের দাসের আশ্রয়ের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি

মতিতাই ধনী কারণ তিনি অন্যায়সে বেহায়াবৃত্তি ত্যাগ করতে পারেন।"

মহারাজ পরীক্ষিত তখন শুকসেব গোত্রাধীকে বললেন—"হে প্রভু, হে মহাতাপকত, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি অরণ্যে বণিকের সঙ্গে চুলনা করে বন্ধ জীবের অবস্থা অত্যন্ত সুকরভাবে বর্ণনা করেছেন। এই উপদেশ থেকে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, দেহাব্যবৃত্তি সমন্বিত মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সেই অরণ্যে মগ্ন-তত্ত্বের মতো এবং তাঁর পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিরা ঠিক খুশাল-কুকুরাধি হিসেবে পশুর মতো। কিন্তু, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে এই কাহিনীর ভাষণের জবাবসম করা সহজ নয়, কারণ এই রূপকের প্রকৃত অর্থ নীরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। আমি তাই আপনায় কাছে প্রার্থনা করছি, দয়া করে তাঁর প্রকৃত অর্থ আপনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন।"



চতুর্দশ অধ্যায়

সংসার সুখভোগের মহা অরণ্য

মহারাজ পরীক্ষিত যখন শুকসেব গোত্রাধীকে সংসার-অরণ্যের প্রকৃত অর্থ সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তাঁর উত্তরে শুকসেব গোত্রাধী বলেছিলেন—"হে রাজন, বণিক স্বর্গের ধন উপার্জনে আগ্রহী। কখনও কখনও সে কাঠ, মাটি অথি স্বল্পমূল্য বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করে, যথেষ্ট নগরে উচ্চ মূল্যে সেগুলি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তেমনিই, বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক লাভের জন্য লেলুপ হয়ে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। বেগেবার পথ না জেনে সে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর চরমে প্রবেশ করে। জড় জগতে প্রতিটি হার শুদ্ধ জীব বিষ্ণু-দ্বারায় মোহিত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবে জীব সৈবী মায়ায় কণীভূত হয়। স্বতন্ত্র হয়ে এবং অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে, সে ভগবানের সেবার

সর্বদা যুক্ত ভক্তের সহ লাভ করতে পারে না। দেহাব্যবৃত্তিতে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ায় কণীভূত হয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে এবং সন্ত, রাজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মে প্রসূত হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব কখনও স্বর্গে, কখনও মর্তে এবং কখনও নরকে নিম্ন ঘোনিতে বিচরণ করে। এইভাবে সে বিভিন্ন শরীরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাঁর কর্ম কখনও শুভ, কখনও অশুভ এবং কখনও মিশ্র। বদ্ধ জীব তাঁর মনোমর্মের ফলে এই সমস্ত মৈহিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে তাঁর মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে এবং তাঁর ফলে সে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করার ফলে,

জীব এই জড় জগতে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে সে এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু কখনও কখনও বদ্ধ কষ্টে দুঃখ-দুর্দশার উপশম হলেও সে সাধারণত বার্ষ হয়। এইভাবে জীব-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, সে জন্মের মতো ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদের প্রোথগদী সেবার যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে পারে না। সংসার-অরণ্যে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক মস্যুর মতো। বদ্ধ জীব কুসৃত্তির বিকাশের জন্য ধন উপার্জন করতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাধ্যমে আর অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি তাঁর সেই ধন অপহরণ করে নেয়। ইন্দ্রিয়গুলি মস্যুসদৃশ, কারণ পর্জন, দ্রাণ, বাহ, স্পর্শ, শ্রবণ, বাসনা এবং সংকল্পের দ্বারা অনর্থক ভাবে দ্বিগে তাঁর অর্থ ব্যয় করার। এইভাবে বদ্ধ জীব তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে বাধ্য হয় এবং তাঁর ফলে তাঁর সমস্ত ধন ব্যয় হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ধন ধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য উপার্জন করা হয়েছিল, কিন্তু মস্যুসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে যায়।"

"হে রাজন, এই জড় জগতে শ্রী-পুত্র আদি তেল কমে মাতাই আকর্ষিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা স্বামী এবং শৃগালের মতো আচরণ করে। মেঘপালক বদ্যাসাধ তাঁর মেঘ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু বায়ু এবং শৃগালের অলপূর্বক তাদের অপহরণ করে নেয়। তেমনিই কৃপণ মানুষ যদিও অত্যন্ত ধনধান্যের সঙ্গে তাঁর ধন আগলে রাখতে চায়, তবুও তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ বালপূর্বক অপহরণ করে নেয়। কৃষক প্রতি বছর তাঁর ক্ষেত কর্ষণ করে, ভূণ-ওশ উৎপাদনের দ্বারা ক্ষেত পরিষ্কার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সমস্ত ভূণ-ওশের বীজ দখল না হওয়ার ফলে, বন্ধ শস্যের চারা বপন করা হয়, তখন ভূণ-ওশাদি আদার গজিয়ে ওঠে। লালস দিয়ে সেগুলি উপড়ে তেললেও আবার সেগুলি ঘনভাবে মাফোড়া দিয়ে ওঠে। তেমনিই গৃহস্থ-আশ্রম সকল কর্মের ক্ষেত্র। পারিবারিক জীবন ভোগ করার কামনা সম্পূর্ণরূপে দখল না হওয়া পর্যন্ত বার বার তা উদ্য হতে থাকে। পাত্র থেকে কপূর সরিয়ে নিলেও যেমন সেই পাত্রে কপূরের গন্ধ থেকে যায়, তেমনিই যতক্ষণ পর্যন্ত কামনার বীজ নষ্ট না করা হয়,

ততক্ষণ পর্যন্ত সকল কর্মের লাভ হয় না। কখনও কখনও বদ্ধ জীব গৃহস্থ-আশ্রমে তাঁর ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে দংশ, মশা, শকুনি, ঘূরিকসদৃশ মানুষদের দ্বারা লীড়িত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই সংসার মাগেই ক্রমশ করতে থাকে। অজ্ঞানের ফলে সে কামাভ হতে সবদম কর্মে প্রসূত হয়। যথেষ্ট তাঁর ধন এই সমস্ত কর্কশলপে মগ্ন থাকে, তাহি এই জড় জগৎ আকাশ-কুসুমের মতো অলীক হলেও তাঁর কাছে তা নিস্ত্র বলে প্রতিভাত হয়। কখনও কখনও এই লক্ষ্যগুরে বদ্ধ জীব পান, ভোজ্য ও স্ত্রীসহ করে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হতে সে মক্কাভূমিতে মৃগভূষণের মতো অন্দের লিখনে ধাবিত হয়। জীব কখনও কখনও স্বর্গ নামক শীত বর্ণের বিস্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পিছনে ধাবিত হয়। এই বন জড় ঐশ্বর্য ও হিসার উপে এবং তাঁর ফলে জীব অন্ধ স্ত্রীসহ, দ্যুতকীর্ষ, কংসাহার এবং আসব পানে সমর্থ হয়। যাদের মন ব্রজোত্তরের দ্বারা প্রভাবিত তারা স্বর্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক যেমন অরণ্যে শীতাত্ত ব্যক্তি আলোয়ার আলোকে অগ্নি বলে মনে করে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়। কখনও কখনও বদ্ধ জীব বাসস্থান, জল, ধন প্রভৃতি লীকম্মারপের বস্ত্রসমূহে অভিহিত হয়ে এই সংসার-অরণ্যে ইচ্ছন্ত নৌড়িয়ে কেড়ায়। কখনও কখনও বদ্ধ জীব ফেন ঘূর্ণিকায় ঘূর্ণির প্রভাবে অন্ধ হয়ে প্রমদার সৌন্দর্য মর্শনে মোহিত হয় এবং এইভাবে রমণীর সঙ্গে আরোপিত হয়, তখন তাঁর বিবেক ব্রজোত্তরের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। এইভাবে সে কামবাসনার দ্বারা অন্ধ হয়ে বিবিধার্গের স্বর্বাদা লভন করে। সে জানে না যে তাঁর এই আবেহ আচরণ বিভিন্ন দেবতার মর্শন করছেন এবং বাতের অস্তকায় অবেহ দ্বীসহ করলেও ভবিষ্যতে সেই জন্য তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। বদ্ধ জীব কখনও কখনও বুঝতে পারে যে, জড় সুখভোগের প্রচেষ্টা নিবর্তক এবং এই জড় জগৎ দুঃখের। কিন্তু, প্রকল দেহাব্যবৃত্তির ফলে তাঁর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুনরায় ঠিক একটি পশুর মতো সেই স্বর্গীকমর প্রতি ধাবিত হয়। শত্রু এবং রাজকর্মচারীরা যখন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পর্বোক্ষভাবে কঠোর ব্যবহার করে তাকে ভৎসনা করে, তখন বদ্ধ জীব অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তাঁর কাছে তা কম্পুল এবং হৃদয়-

কেন্দ্র উৎপাদন করে। এই ভরসের পৌঁচা এবং তির্যক শব্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব পূর্বজগতীয় পুণ্যকর্মের ফলে এই জীবনে জড়-জাগতিক সুখোপ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু সেই পুণ্য কর্ম হয়ে গেলে, সে জীবন্ত কী ব্যক্তিরে আশ্রয় গ্রহণ করে, যারা তারে এই জীবনে অথবা পরলোকে উত্তর পরিস্থিতিতেই কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। এই প্রকার ব্যক্তিরে তুলনা করা হলেই অপরিবর্তনীয় বৃদ্ধ-লতা এবং শিথিল কুপের সঙ্গে। কখনও কখনও সংসার-অরণ্যে দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্তি সাধনের জন্য বদ্ধ জীব ব্যক্তিকর্মের সত্তা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তাদের সমস্ত ভাবে তার বুদ্ধি ঠেট হয়। তা ঠিক অগভীর নদীতে কাপ দেওয়া মতো। তার ফলে তার মাথা কেটে যায়। তার ভরণের উপশম হয় না এবং এইভাবে উত্তরমুকি দিয়েই সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। বিস্ময় বদ্ধ জীব জৈবিক জীব প্রচুরকারী তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের পরশালত হয়। তার ফলে তার কাছ থেকে কঠোর অথবা ভবিষ্যতে তার কোন লাভ হয় না। এই জড় অরণ্যে বদ্ধ জীব বন জন্মের শোষণ করেও নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে না, শুধু সে তার নিজস্ব অর্থ পুত্রকে শোষণ করার চেষ্টা করে এবং তারে অতি দুঃখ সম্পদও অপহরণ করে নেয়। সে যদি তার পিতা, পুত্র অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদ আত্মসাৎ করতে না পারে, তাহলে সে তাদের নানাভাবে কষ্ট দেয়।"

"এই লগতে গৃহ-জীবন ঠিক দাবানলের মতো। সেখানে সুখের লেশ মাত্র নেই এবং ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর দুঃখই কেবল লাভ হয়। গৃহ-জীবনে চিরকাল সুখ লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। গৃহ-জীবনে জড়িয়ে পড়ার ফলে, জীব শোষণপ্রিয় বদ্ধ হয়। কখনও কখনও সে "আমি অত্যন্ত দুঃখী", "পূর্বজন্মে আমি কোন পুণ্যকর্ম করিনি" এই বলে নিজেকে বিচার দেয়। রাজকর্মচারীরা ঠিক নরখানক রাজস্বের মতো। কখনও কখনও এই সমস্ত রাজকর্মচারীরা প্রতিবৃদ্ধ হয়ে মানুষের সঞ্চিত ধন অপহরণ করে। তার প্রাপ্যত্ব গ্রহণের ধন হারিয়ে জীব সম্পূর্ণরূপে নিরুপসার হয়ে পড়ে। বস্ত্রত, মনে হয় ফেন তার মুঠু হয়েছে। কখনও কখনও বদ্ধ জীব কখনা করে যে, তার পিতা এবং পিতামহ পুনরায় তার পুত্র বা

পৌত্ররূপে ফিরে এসেছেন। এইভাবে সে স্বপ্নসুখতুল্য মনকর্মের সুখ অনুভব করে। গৃহ-জীবনে বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি যন্ত্র এবং সন্ধ্যা কর্ম অনুষ্ঠান করার নির্দেশ রয়েছে। এগুলি গৃহস্থের কর্তব্য। এই সমস্ত অনুষ্ঠান অত্যন্ত বিবৃদ্ধ এবং ক্রেশনায়ক। সেগুলির তুলনা করা হয়েছে উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত ব্যক্তিরে তা অতিক্রম করতে হয়। সে ব্যক্তি এই সমস্ত অনুষ্ঠান করতে চায়, তাকে পাহাড়ে আরোহণ করার সময় কাটা এবং কঁকরের বেদনা সহ্য করতে হয়। এইভাবে বদ্ধ জীব অল্প কতকা ভোগ করে। কখনও সে মৈত্রিক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ দ্বারা নীড়িত হয়ে মৈত্রিকৃত হয় এবং তার শির গুঁ, পুত্র ও কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে নির্ভর হওয়ার ফলে, সে আরও দুঃখকষ্ট ভোগ করে।"

শ্রীল শুকদেব মোদামহী মহারাজ গদ্যাক্রমে বললেন—"হে রাজন, নিম্না ঠিক একটি অজ্ঞান সাপের মতো। বারংবার সংসাররূপ অরণ্যে প্রবেশ করে, নিম্নারূপ অজ্ঞান সাপ তাদের সিলে ধরে। সেই অজ্ঞান সাপ হংসের তরঙ্গ সর্বদা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তারা নির্জন অরণ্যে পরিভ্রমণ করে পড়ে থাকে। এইভাবে বদ্ধ জীব বৃদ্ধিতে পারে না যে, তার জীবনে কি হচ্ছে। সংসার-অরণ্যে বদ্ধ জীব কখনও কখনও সর্প এবং অন্যান্য প্রাণীসদৃশ ইর্ষানয়ন ব্যক্তিরে দ্বারা দংশিত হয়। শত্রুদের হানাদ প্রভাবে বদ্ধ জীবের গর্ভরূপ বদ্ধ ভয় হয়। তখন সে অত্যন্ত অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার ফলে, ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না। তার ফলে সে আরও অসুখী হয় এবং ধীরে ধীরে সে তার বুদ্ধি এবং বিবেক হারিয়ে ফেলে। তখন সে অত্যন্ত মতো অজ্ঞানের অন্ধকূলে পতিত হয়। বদ্ধ জীব কখনও ইন্দ্রিয়ভ্রম সাধনের অতি মনস্ত সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরকীয়মণ করে অথবা তাদের ধন অপহরণ করে। তার ফলে তাকে একেবারে করা হয় অথবা সেই জীব পতি অথবা আত্মীয়-স্বজনকে তাকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে। এইভাবে অতি অল্প জড় সুখের জন্য ধর্ম, পরকীয় হরণ, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ফলে কল্যাণ হতে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। পতিত এবং পরমার্থবাদীরা তাই সন্ধ্যা কর্মের প্রতি মার্গের নিষা করেছেন, কারণ তা ইহলোকে এবং

পরলোকে দুঃখ-দুর্দশার আদি উৎস এবং জন্মভূমি। বদ্ধ জীব যদি অপরের দ্বারা অপহরণ করে কোনও প্রকারে দত্তভোগ থেকে রেহাই পায়, তাহলেও সেবস্তু নামক কোন ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করে তার ধন চিনিয়ে নেয়। তখন সেবস্তু থেকেও আসার সেই ধন বিদূষিত নামক ব্যক্তি অপহরণ করে নেয়। এইভাবে ধন কখনও একস্থানে থাকে না। তা হতে থেকে হস্তান্তরিত হয়। রেমে কেউই ধন-সম্পদ ভোগ করতে পারে না এবং তা সর্ব অবস্থাতে ভগবানেরই সম্পত্তি থাকে। জড় প্রকৃতির ব্রিডান দুঃখের প্রতিকার না করতে পারে, জীব দুঃখ চিন্তায় বিভ্রম হয়। এই ব্রিডান দুঃখ হচ্ছে অধিদৈবিক (বেদন প্রচণ্ড শীত, প্রবল জড় ইত্যাদি), অন্য জীবনের দ্বারা প্রদত্ত আধিতাত্তিক ক্রেশ এবং সেই ও মনোজাত আধিতাত্তিক ক্রেশ। ধন বিনিময়ে ব্যপারে যদি কেউ এক কড়ি অর্থক তার থেকেও কম বক্ষণ করে, তাহলে শত্রুতার সৃষ্টি হয়।"

"এই সংসারে পূর্বজন্মে কষ্টগুলি তো আছেই, আর তা ছাড়া দুঃখ, দুঃখ, রাগ, ঘেব, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, লোভ, মোহ, লোভ, স্বাংসর্গ, ইর্ষা, ভগ্নমান, কৃষ্ণ, নিশাশা, আবি, ব্যাধি, জ্বর, জ্বর, দুঃখ প্রকৃতি বা কষ্টও রয়েছে। এগুলি একত্রে বদ্ধ জীবকে দুঃখ-দুর্দশা দ্বারা আর কিছুই প্রদান করে না। কখনও বদ্ধ জীব সৃষ্টিমতী মায়াকপিনী পত্নী অথবা স্বামীীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাদের আলিঙ্গন লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার ফলে তার বিবেক এবং জীবনের চরম লক্ষণকাল বিজ্ঞান ভিন্নাভিত হয়। তখন পদার্থাত্মিক উদ্বেগ সাধনের চেষ্টা পরিত্যক্ত করে, সেই স্ত্রীর ক্রিয়াস-শব্দক নির্মাণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই ক্রিয়াস-শব্দক আসক্ত হয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান, অবলোকন এবং কার্যকলাপের জন্য মেরিত হয়। এইভাবে সে কৃষ্ণভক্তি রহিত হয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকার নামকে পতিত হয়।"

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র নাম হকিচক। সেই চক্ৰ হচ্ছে অলচক্ৰ। তা পরমাণু থেকে ব্রহ্মার আত্মা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তা সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাল নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে এবং তাকে থেকে গুরু করে কৃষ্ণভক্তিরূপ তখন পর্যন্ত জীবের আত্ম হরণ করেছে। তার ফলে বৈশম্য, কাল, বৌদ্ধ, স্বর্ধক

ইত্যাদি পরিবর্তনের মাধ্যমে জীব মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কালচক্রকে অতিক্রম করা অসম্ভব। পরমেশ্বর ভগবানের অত্র ইচ্ছায় ফলে এই কাল অত্যন্ত কঠোর। কখনও কখনও বদ্ধ জীব মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে, তার অরণ্যে বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশার কারণে পুকা করতে চায়। শুধু সে অগ্রতিহত কাল দ্বারা আবদ্ধ, সেই পরমেশ্বর ভগবানের পরশালত হয় না। বদ্ধ জীব তার পরিবর্তে অপ্রাথমিক শাস্ত্রবর্ণিত মন্যাসুট দেবতা বা ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মন্যাসুট এই সমস্ত অবতারের দ্বারা, শকুনি, বক এবং পাকের মতো। বৈদিক শাস্ত্রে এসের কোন উল্লেখ নেই। এই সমস্ত শকুনি, বক, কাক এবং বকেরা সিংহের আক্রমণ-সদৃশ আসন্ন মৃত্যু থেকে কড়িক বক্ষণ করতে পারে না। তারা এই সমস্ত অপ্রাথমিক মন্যাসুট দেবতার শরণ গ্রহণ করে, তার মৃত্যুর ফলে থেকে বক্ষণ পর না।"

"ভগ্ন স্বামী, বোদী এবং অমৃতদেবা, দ্বারা ভগবানের নিষাদ করে না তাদের কথা হয় পাবতী। তারা স্বর অধঃপতিত এবং প্রতর্জিত, কাল তার পদমার্গক উন্নতি সাধনের প্রকৃত পদা সম্বন্ধে অগত নর এবং তার তাদের কাছে যাব, তারাও নিঃসন্দেহে প্রচলিত হয়। এইভাবে প্রচলিত হয়ে কেউ কখন বৈদিক বিধির প্রকৃত অনুদায়ী (ব্রাহ্মণ অথবা কৃষ্ণভক্তদেব) শরণ গ্রহণ করে, তখন তারা তাদের নিজস্ব মন কিতাবে প্রতি এবং মৃত্যুর নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে হয়। কিন্তু সেই পদা অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে সেই সমস্ত মৃত্যু ব্যক্তির পুনরায় অধঃপতিত হয় এবং মৈথুন পরাম্পর পুত্রের শরণ গ্রহণ করে। বান্দ ইত্যাদি পতনের মতো মৈথুনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল, তাই সে সমস্ত মানুষ মৈথুনপরায়ণ, তাদের মনের কলহের ফলে যেতে পারে। এইভাবে মনের বন্ধনপ্রের পরম্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা সাধারণত পুত্র বলে পরিচিত। জীবনের উপদেশ না করে তারা অথবা বিচরণ করে, তারা কেবল পদম্পদের মুগ্ধবর্নন করে মুগ্ধ হয়, কারণ তার ফলে তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। তারা সর্বদা প্রাথমিক বা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং জাগতিক লাভের উপেক্ষা তারা কঠোর পরিগ্রহ করে। এইভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, একদিন তাদের

আমি শেষ হয়ে থাকে এবং বিবাহের চক্রে তারা অঙ্গপতিত হবে। বনের যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাগ লাগি করে, তিক যেমনই বন্ধ জীব এক সেহ থেকে আর এক সেহে সেহান্তরিত হয়। বনের যেমন অবশেষে লিঙ্গারীর জালে বন্দী হয় এবং তখন আর তার কখন মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তিক যেমনই বন্ধ জীব কখনই মৈতুন-সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সংসার-জীবনে বন্ধ জীবকে কখনই মৈতুন উৎসবে মাং হওয়ার অবসর প্রদান করে এবং তার কলে সে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হয়ে পড়ে।”

“এই জড় জগতে বন্ধ জীব বহন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায় এবং কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে না, তখন সে নানা রকম দুর্ঘর্ষ এবং পাশে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাকে ত্রিংশ দুখে ভোগ করতে হয় এবং মৃত্যুকাল হস্তীর ডয়ে তীত হয়ে সে অন্ধকার গিরিকন্দরে পতিত হয়। বন্ধ জীব প্রবল শীত, গ্রহণ শুষ্কতা ইত্যাদি ঋণ প্রকার পৈথিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। তাকে আধিসৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাতিক দুঃখও ভোগ করতে হয়। যখন সে সেতলির প্রতিকর করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। তার জড় সুখভোগের স্বপ্নের চরিতার্থ না হওয়ার কলে, সে স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিষন্ন হয়। বন্ধ জীবের মধ্যে বহন অর্থে বিস্মিত হয়, তখন প্রত্যক্ষরূপে অন্ধ শত্রুর সৃষ্টি হয়। অতি কম লাভের জন্য বন্ধ জীবের বন্ধ শত্রুর পর্বকলিত হয়। কখনও কখনও চর্যাভাবের কলে বন্ধ জীবের স্বপ্নস্থান থাকে না। কখনও কখনও তার কলার মতো স্থানও থাকে না এবং সে আহরাদি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি ছেড়েও বিফল হয়। এইভাবে সে যখন অত্যন্ত অভাববস্ত হয়, তখন সাং উপরে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়ে, সে অসং উপরে অনেক ধন অর্জন করতে চায়। সে তার আকর্ষিত বস্তু পায় না, উপরন্তু সে কেবল অনেক কষ্টে অপমানিত হয় এবং তার কলে অত্যন্ত বিষন্ন হয়। পরম্পরের চুক্তি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বার বার তাদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা বিবাহ করে। দুর্ভাগ্যবশত

তাদের বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি দ্বারা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই সংসার-মার্গ কবিধ গ্রোমে পূর্ণ এবং বিবিধ দুঃখ-দুর্দশা বন্ধ জীবকে সর্বদা পীড়িত করে। কখনও কখনও তার ক্ষতি হয়, আবার কখনও তার লাভ হয়। উভয় অবস্থাতেই এই মার্গ বিশেষে পূর্ণ, কখনও কখনও বন্ধ জীব মৃত্যু অথবা অন্য নরিত্বিত্তির দ্বারা তার গিতার থেকে বিচিন্ন হয়। নিজেকে পরিত্যাগ করে সে তার সম্মান-সম্পত্তির প্রতি আসক্ত হয়। এইভাবে বন্ধ জীব মোহাক্ষর হয় এবং তীত হয়। কখনও সে ভয়ে আতর্জন করে। কখনও সে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করে সুখী হয় এবং কখনও সে জানকে অন্ধকার হয়ে দান করে। এইভাবে সে এই জড় জগতের কখনও অবস্থায় এবং অনসিকল ধরে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে থাকে। এইভাবে সে বিশ্বাসস্থল সংসার-মার্গে বিচরন করে এবং কখনই সে সুখী হতে পারে না। যারা আত্ম-তত্ত্ববিৎ তাঁরা এই ভয়ঙ্কর সংসার-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবত্বক্তির পন্থা অবলম্বন না করে কখনও সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। অর্থাৎ এই জড় জগতে কেউই সুখী হতে পারে না। তাই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।”

“সমস্ত জীবের সুখের মহাকাব্য শান্ত চিত। তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে কশীভূত করেছেন এবং তাঁরা অন্যায়ের ভগবদ্ধমে ফিরে যাওয়ার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যবশত সংসারাসক্ত মানুষেরা তাঁদের সন করতে পারে না। বন্ধ রাজর্ষি ছিলেন যারা বন্ধ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পারদর্শী এবং দিক্শিকারী বীর ছিলেন। কিন্তু এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভগবত্বক্তি লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মহান রাজারা মেহান্ত্বক্তির দ্বারা ধারণা জয় করতে পারেননি। তার ফলে তাঁরা অন্য রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বন্ধ জীব বহন সন্ধ্যা কর্মরূপ লতাকে আশ্রয় করে, তখন সে তার পুষ্যকর্মের প্রভাবে স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হয়ে মারজীয় পরিত্বিত্তি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশত সে চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। তার সন্ধ্যা কর্মের কল ভোগ করার পথ, তাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। এইভাবে সে নিরন্তর উদ্বিগ্নাঙ্গী ও নিঃশ্বাসী হয়ে।”

জড় ভরতের উপদেশ সংক্ষেপে কর্তব্য করে, ভরতের গোষ্ঠী হলেন—“হে মহারাজ নরীকিৎ, ভগবানের বহন গরুড় যে পথ প্রদর্শন করে, জড় ভরত প্রমর্ষিত পথ তারই মতো, আর সাধারণ রাজারা ঠিক রাজের মতো। যদি পরভের মার্গ অনুসরণ করতে পারে না, তেমনই আমি পূর্বব জেনমও রাজা এবং দিগ্ভিকারী নেত্র মনোর দ্বারাও রাজর্ষি ভরতের এই ভক্তিমার্গ অনুসরণ সমর্থ হইনি। মহারাজ ভরত তাঁর বৌদ্রনৈ উত্তমাত্মক ভগবানের সেবার লালসায় সর্বাঙ্গু পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দরী বী, আনন্দের সন্তান, সুখ এবং বিশাল সাম্রাজ্য, সবই ত্যাগ করেছিলেন। যদিও এগুলি ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও মহারাজ ভরত এমনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন যে, তিনি যখনই সেগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন।”

“হে রাজন, ভরত মহারাজের কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। অনেক পক্ষে বা ত্যাগ করা ভয়াবহ তবুও তিনি তা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য, সুন্দরী পত্নী এবং পরিবার পরিত্যাগ করেছিলেন। সেবত্বেরও প্রার্থনীয় তাঁর অতুল ঐশ্বর্য তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর স্বভবে মহাপুরুষই মহান ভক্ত হওয়ার যোগ্য। তিনি সর্বাঙ্গু পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর জন্য সমস্ত বাঞ্ছনীয় বস্তু ত্যাগ করা যায়। যাদের মন ভগবানের প্রেমবর্তী সেবার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁদের কাছে মুক্তিও তুচ্ছ বলে মনে হয়। যুগপৎ তাঁর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহাবাক্ত ভরত পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হইনি, তাই যুগপৎ তাঁর ত্যাগ করার সময় তিনি উচ্চস্বরে এই প্রার্থনাটি করেছিলেন—“ভগবান সাক্ষাৎ বহুপুরুষ। তিনি কর্মসমূহের ফলসত্তা। তিনি ধর্মের রক্ষক, সাক্ষাৎ অষ্টম-লোকমুখি, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সমস্ত সুখের নিরুৎ এবং সমস্ত জীবের অন্তর্ভাবী। তিনি পরম সুন্দর। তাঁর দিক্ প্রেমময়ী সেবার আমি যেন নিরন্তর মুক্ত থাকতে পারি। এই আশা নিয়ে তাঁকে আমার সন্তান শ্রুতি নিবেদন করে, আমি এই সেহ ত্যাগ করছি।” এই প্রার্থন উচ্চারণ করে মহারাজ ভরত মেহত্যাগ করেছিলেন। কল ও কীর্তনে অগ্রহী ভক্তেরা নিরবিরতভাবে ভরত মহারাজের বিস্তৃত চরিত্র আলোচনা করেন এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন। তেঁও যদি দীনীতভাবে সকলময় মহারাজ ভরতের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তাহলে তাঁর পরমাত্ম বুদ্ধি হয়, ধন বৃদ্ধি হয়, বশ লাভ হয়, অনায়াসে স্বর্গলোকে প্রাপ্তি হয় অথবা মোক্ষ লাভ হয়। মহারাজ ভরতের চরিত্র কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে সমস্ত অর্জন লাভ হয়। এইভাবে সমস্ত ঐহিক এবং পারমার্থিক বাসনা চরিতার্থ করা যায়। অনেক কষ্টে সেগুলি প্রার্থনা করার আর কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ মহা ভক্ত ভরতের জীবন-চরিত্র কেবল অধ্যয়ন করার ফলে সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করা যায়।”



মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশধরদের মহিমা

শ্রীল চক্রেব গোপালী কহিলেন—“মহারাজ ভরতের পুত্র স্মৃতি ঋষভদেবের মার্গ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কন্তকলি পাথরী তাঁকে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেব বলে কল্পনা করেছিল। এই সমস্ত দুর্ভাগ্য দ্বারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক, তার বৈদিক নির্দেশকে কর্তৃত্ব বলে মনে করে এবং তাদের স্বকপোলকল্পিত মতবাদের দ্বারা তাদের কার্যকলাপের সমর্থন করে। এই সমস্ত পাশাচারী ব্যক্তির স্মৃতিকে বুদ্ধদেব বলে বীকার করে প্রচার করেছিল যে, সকলেরই কর্তব্য স্মৃতির পন্থা অনুসরণ করা। এইভাবে তারা মনোবর্ষের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। বুদ্ধদেব নাস্তিক পন্থার গর্ভে স্মৃতির বেৎসজিৎ নামক একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। তারপর, দেবতাজিতের পত্নী আদুতীর গর্ভে দেবদ্যুত নামক এক পুত্র হয়। দেবদ্যুতের পত্নী ধেনুতীর গর্ভে পরমেষ্ঠী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরমেষ্ঠীর সুকর্ষণ নরী পত্নীর গর্ভে প্রতীহ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ প্রতীহ স্বয়ং আশ্র-তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তার কালে তিনি স্বয়ং বিদ্বৎ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এক মহান ভক্তে পরিণত হয়ে সাক্ষাৎভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেছিলেন। সূচনা নামী পত্নীর গর্ভে প্রতীহের প্রতিহর্তা, প্রত্যোজ এবং উৎপাজ নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর এই তিন পুত্র বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। স্তম্ভী নামক পত্নীর গর্ভে প্রতিহর্তার অজ্ঞ এবং কৃমা নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অকিল্যা নামক পত্নীর গর্ভে মহারাজ কৃমার উদ্গীষ নামক পুত্রের জন্ম হয়। দেবকল্যা নামক পত্নীর গর্ভে উদ্গীষের প্রভাস নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং নিধুৎসা নামক পত্নীর গর্ভে প্রভাসের কিত নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রতী নামক পত্নীর গর্ভে কিতের পুণ্ড্রেশ নামক পুত্রের জন্ম হয়। আকুতী নামক পত্নীর গর্ভে পুণ্ড্রেশের নন্ত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। নন্তের পত্নী ছিলেন প্রতি এবং তাঁর গর্ভে মহারাজ গয় জন্মগ্রহণ করেন। গয় ছিলেন

অত্যন্ত বিখ্যাত ও পুণ্যবান রাজা এবং তাই তিনি রাজর্ষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ-প্রকাশেরা তাঁরা ব্রাহ্মণের পালনকার্য করেন, তাঁরা সর্বদাই বিদ্বৎ সম্মুখে অবস্থিত। ভক্তবান বিষ্ণুর অবতার হওয়ার কালে, মহারাজ গয়ও বিদ্বৎ সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ গয় পূর্বাংশে দিব্য জ্ঞান সম্বিত ছিলেন। তাই তাঁকে মহাপুত্র্য বলা হত। মহারাজ গয় তাঁর প্রজাদের পূর্বাংশে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, যাতে সম্রাটের অবাঞ্ছিত ব্যক্তির তাদের সম্পত্তি অপহরণ করতে না পারে। সমস্ত প্রজাদের যাতে কোন রকম ব্যাঘাত না হয়, সেই জন্য তিনি সচেতন ছিলেন (তাঁকে বলা হয় গোপাল)। প্রজাদের অংশ বিধানের জন্য তিনি কখনও কখনও তাদের উপহার বিতরণ করতেন (একে বলা হয় শ্রীশল)। তিনি কখনও কখনও প্রজাদের সভার আহ্বান করে মধুর বাকের দ্বারা তাদের উৎসাহিত করতেন (একে বলা হয় উপলক্ষন)। ক্রিান্তে সর্বোচ্চ জ্ঞানের নাগরিক হওয়া বার, সেই সম্বন্ধে তিনি তাদের অনুপ্রাণিত দিতেন (তাঁকে বলা হয় অনুপ্রাণন)। এই রকমই ছিল মহারাজ গয়ের রাজোচিত চরিত্র। অপর ঐ জ্ঞানী রাজা গয় পুংহরুপে গাইদ্য ধীরেন্দ্র সমস্ত নিগ্রহ কঠোরতা সহকারে পালন করতেন। তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন এবং তিনি ছিলেন ভগবানের একনিষ্ঠ চক্ৰ ভক্ত। তাঁকে মহাপুত্র্য বলা হত, কারণ তিনি রাজ্যরূপে তাঁর প্রজাদের সমস্ত সুযোগ-পুথি প্রদান করতেন এবং একজন পুংহরুপে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করতেন যাতে চরমে তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হতে পারেন। তৎপরত্বরূপে তিনি সর্বদা অন্য ভক্তদের সন্ধান প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকতেন এবং ভক্তদের ভগবানের সেবার নিযুক্ত করতেন। একে বলা হয় ভক্তিব্যোমের পন্থা। তাঁর এই সমস্ত দিব্য কার্যাবলীর প্রভাবে মহারাজ গয় সর্বদা মেহাধ্বনি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ

এবং তাই সর্বদা তিনি আনন্দময় ছিলেন। তিনি কখনও ক্রোধ-জার্ণাভক শোক অনুভব করেননি। যদিও তিনি সর্বদাভ্যন্তর পূর্ণ ছিলেন, তবুও তাঁর মধ্যে কোন রকম পর্ব ছিল না এবং তিনি রাজ্য দাসদের প্রতি আনন্দ ছিলেন না।

“যে মহারাজ পর্বজিৎ, পূর্ণাঙ্গি পণ্ডিতেরা মহারাজ গয়ের এই সমস্ত মহিমা কীর্তন করেন। মহারাজ গয় সর্বপ্রকার বৈদিক কর্তব্য অনুষ্ঠান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে পারদর্শী। তিনি ধর্মযজ্ঞ এবং সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সম্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সজ্ঞানের নরক এবং ভক্তদের সেকক এবং তিনি সর্বদা উপাসিত ভগবানের কলা অবতার ছিলেন। তাই মহারাজ অনুষ্ঠানে যে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? মহারাজ গয়ের প্রজা, মৈত্রী, নভা প্রভৃতি নামক কন্যারা, বীনের আশীর্বাদ অব্যর্থ, তাঁরা পবিত্র জল দিয়ে মহারাজ গয়ের অস্তিত্ব করেছিলেন। পৃথিবী ব্যাকরণ দ্বারা কত সেখানে এসেছিলেন এবং মহারাজ গয়ের সমস্ত সন্তান দর্শন করে যেন তিনি তাঁর কলকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর জন থেকে তখন মুক্ত করিত হয়েছিল। অর্থাৎ, মহারাজ গয় পৃথিবী থেকে সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে তাঁর প্রজাদের বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়ন্ত্রণ কোন বাসনা ছিল না। যদিও মহারাজ গয়ের নিজের ইচ্ছারূপ ভোগের কোন বাসনা ছিল না, তবুও বৈদিক শাস্ত্রবিত্ত কর্তব্য অনুষ্ঠানের কালে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হত। অন্য যে সমস্ত রাজারা মহারাজ গয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা সকলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই ধর্মযুদ্ধে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা তাঁকে কবিরূপ উপহার প্রদান করতেন। তেমনি, তাঁর রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁর উপহার দানের চলে পবন সন্তুষ্ট ছিলেন। তবুও কলে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পুণ্যকর্মের এক-ভক্ত্য পন্থালাকে উপভোগের জন্য মহারাজ গয়কে

পান করেছিলেন। মহারাজ গয়ের যজ্ঞে প্রচুর পবিত্রাণে সোমবস পান হত এবং ইন্দ্র সেই যজ্ঞে এসে প্রচুর পরিমাণে সোমপান করে মত্ত হতেন। বজ্রপুত্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুও সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে বিদ্বৎ ভক্তিব্যোম সহকারে সমর্পিত যজ্ঞের কল গ্রহণ করতেন। ভগবান যখন কলেও কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হন, তখন আপনি থেকেই সমস্ত দেবতা, মানব, পশু, পক্ষী, লতা, গুল্ম, তৃণ আদি এবং প্রজা থেকে শুরু করে সমস্ত জগতের জীবদের যজ্ঞের উৎসাহিত হয়। সকলের অনুরোধী পরমেশ্বর ভগবান স্বাক্ষরিকভাবেই পবন সন্তুষ্ট। কিন্তু তিনিও মহারাজ গয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে এসে বলেছিলেন, ‘আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।’ গয়তীর গর্ভে মহারাজ গয়ের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যাদের নাম ছিল—চিত্রবন, সুগতি এবং অব্যোহন। চিত্রবন তাঁর পত্নী উর্গার গর্ভে সন্তান নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। তাঁর পত্নী উৎকলার গর্ভে সন্তানের মর্দাতি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মর্দাতি তাঁর পত্নী বিদুমতীর গর্ভে বিদু নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বিদুর পত্নী সরসার গর্ভে জয় নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জয় তাঁর পত্নী সূর্যার গর্ভে বীজত নামক এক পুত্র প্রাপ্ত হন। বীজতের পত্নী ভেজরার গর্ভে মহু এবং প্রমহু নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহুর পত্নী সত্যার গর্ভে হৌকন নামক এক পুত্র হয় এবং হৌকন তাঁর পত্নী দূষণার গর্ভে হুই নামক এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। হুই তাঁর পত্নী বিদেচনার গর্ভে বিদেজ নামক এক পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হন। বিদেজের পত্নী ছিলেন বিদুচী এবং তাঁর গর্ভে কিরকের নতজিৎ প্রব্রু এক পুত্র পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ গয়কে সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত ব্রোহ্ম রয়েছে—‘ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন তাঁর দিব্য প্রভাবের দ্বারা দেবতাদের অনন্ত করতেন, ঠিক তেমনিই মহারাজ গয়কে তাঁর মহৎ ওপাঙ্গী এবং বিপুল অংশদান দ্বারা প্রিয়ভক্ত বংশধক ভূষিত করেছিলেন।”



ষোড়শ অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের বর্ণনা

মহাবাহু পরীক্ষিত্ত্বকসেন গোমুখ্যাক্তে বললেন—

“হে জম্বুগ, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে স্বতন্ত্র পর্বত সূর্য্যের তপ ও আলোক প্রদান করে এবং চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্মদের দেখা যায়, ততদূর পর্বত ভূমণ্ডলের বিস্তার। হে ভগবান, মহামায়া সিম্রতের রথচক্রে সে সাতটি পরিবার সৃষ্টি হয়েছিল, তার দ্বারা সত্ত্ব সমুদ্র স্রীত হয়েছিল। এই সাতটি সমুদ্রের ফলে ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছে। আপনি সাধারণভাবে সেগুলির জ্ঞান, নাম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এখন আমি বিস্তারিতভাবে সেই সম্বন্ধে জানতে চাই। দয়া করে আপনি আমার সেই বাসনা পূর্ণ করুন। মন যখন ভগবানের গুণময় মূল স্বরূপে অর্থাৎ বিরাট রূপে নির্বিঘ্ন হয়, তখন তা বিতর্ক সর্বেক স্থিতি প্রাপ্ত হয়। সেই চিন্ময় স্থিতিতে ভগবান বাসুদেবকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যিনি তাঁর সূক্ষ্ম রূপে স্বয়ং প্রকাশ এবং ওপাতিত। হে গুরুদেব, দয়া করে আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন কিতাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সেই জ্ঞান দর্শন করা যায়।”

মহর্ষি গুরুদেব গোমুখ্যী বললেন—“হে রাজন, ভগবানের হারামণ্ডিত বিস্তারের অন্ত নেই। এই জড় জগৎ প্রকৃতির গুণের (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ) রূপভেদ, তবু ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হলেও তা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এই জড় জগতে কেউই পূর্ণ নয় এবং অপূর্ণ ব্যক্তি সত্যত চিত্ত করার পরেও এই ব্রহ্মাণ্ডের বসাবসথ বর্ণনা করতে পারে না। হে রাজন, তুমি সবেশে আমি কেবল ভুলোক আমি প্রধান প্রহ্মে স্থানচলির নাম, রূপ, পরিমাণ এবং লক্ষণ-সমূহের উপদেশ করে সেগুলির বর্ণনা করার চেষ্টা করব।”

“ভূমণ্ডল একটি পটু ফুলের মতো এবং সপ্ত দ্বীপ সেই ফুলের কোষ। সেই কোষের মধ্যবর্তী জম্বুদ্বীপের বিস্তার দশ লক্ষ যোজন (অশি লক্ষ মাইল)। জম্বুদ্বীপ পশ্চিমাতর মতো গোলাকার; এই জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ রয়েছে। এক-একটি বর্ষের দৈর্ঘ্য ৯,০০০ যোজন

(৭২,০০০ মাইল)। আটটি সীমার নির্দেশক পর্বত তারা ঠে নয়টি বর্ষ সুন্দরভাবে বিভক্ত করেছে। এই বর্ষগুলির মধ্যে ইলাবৃত্ত নামক বর্ষটি সেই পশ্চিমাতরের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইলাবৃত্তবর্ষের মধ্যে রয়েছে সুবর্ষময় সুমেরু পর্বত। এই সুমেরু পর্বত ভূমণ্ডলরূপ পয়ের কর্ণিকায় বসে অবস্থিত। এই পর্বতের উচ্চতা জম্বুদ্বীপের বিস্তারের সমান, অর্থাৎ ৯,০০,০০০ যোজন (৭,০০,০০০ মাইল)। তার ১৬,০০০ যোজন (১,২৮,০০০ মাইল) পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে এবং তাই পৃথিবীর উপরে এই পর্বতের উচ্চতা ৮৪,০০০ যোজন (৬,৭২,০০০ মাইল)। এই পর্বতের শিখরের বিস্তার ৩২,০০০ যোজন এবং পশ্চিম ১৬,০০০ যোজন। ইলাবৃত্তবর্ষের ক্রমশ উত্তরে নীল, শ্বেত ও শ্যামবান—এই তিনটি পর্বত ক্রমান্বয়ে রম্যাক, হিরণ্যব ও কুরুবর্ষকে বিভক্ত করেছে। এই পর্বতগুলি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) প্রস্থ। পূর্ব এবং পশ্চিমে উভয় দিকেই তারা দশ সমুদ্রের তট পর্বত বিস্তৃত। পূর্ব পূর্ব পর্বতগুলি থেকে পর পর পর্বতগুলির দৈর্ঘ্য এক-দশাংশ কম, কিন্তু উচ্চতার তারা সকলেই সমান। তেরুনই, ইলাবৃত্তবর্ষের দক্ষিণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত নিম্ব, হেমকূট এবং হিমালয় নামক তিনটি পর্বত রয়েছে। তাদের প্রতিটি ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল) উন্নত। সেই পর্বত তিনটি বর্ষক্রমে হরিবর্ষ, কিশ্কিন্দ্রবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা নির্দেশ করেছে। ঠিক সেইভাবে ইলাবৃত্তবর্ষের পশ্চিমে এবং পূর্বে মাল্যবান ও গন্ধমাদন নামক যথাক্রমে দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল) উঁচু এবং তা উত্তরে নীল পর্বত এবং দক্ষিণে নিম্ব পর্বত বিস্তৃত। তারা কেতুমাল এবং উদ্রাশ্ববর্ষের সীমা নির্দেশ করে। সুমেরু পর্বতের চারদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্ব এবং কুমুদ এই চারটি পর্বত মেখলায় মতো বিস্তৃত রয়েছে। এই পর্বতগুলির উচ্চতা এবং বিস্তার ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই চারটি পর্বতের শিখর

মন্ডলের মধ্যে একটি আর গাছ, একটি দ্বার গাছ একটি কমল গাছ এবং একটি কটকটক রয়েছে। এই বৃক্ষগুলির বিস্তার ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) এবং উচ্চতা ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল)। তাদের শাখাগুলিও ১,১০০ যোজন বিস্তৃত।”

“হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু পরীক্ষিত্ত্বক! এই চারটি পর্বতের মধ্যে চারটি বিশাল হ্রদ রয়েছে। প্রথমটির নামে ঠিক পূর্বের মতো, দ্বিতীয়টির নাম ঠিক মধ্যের মতো এবং তৃতীয়টির নাম ঠিক ইন্দ্রবর্মের মতো। চতুর্থ হ্রদটি বিগুহ্ব জলে পূর্ণ। সিদ্ধ, চারণ, পদ্বর্ষ আদি উপদেবতারা এই চারটি হ্রদের সুবিধা উপভোগ করেন। তার ফলে তাঁরা অশিবা, মহিষা আদি যোনিবিশিষ্ট অন্যান্যে লাভ করেছেন। সেখানে মন্দর, চৈতন্য, বৈরাগ্যক এবং সর্গতোভদ্র নামক চারটি দিবা উপদেব রয়েছে। সেই উদ্যানে যেই দেবতারা ব্রীহদ্রসমূহ তাঁদের সুন্দরী পত্নীদের নিয়ে ভ্রামণে বিহার করেন। তখন পদ্বর্ষ নামক উপদেবতারা তাঁদের মহিষা কীর্তন করেন। যখন পর্বতের পাদদেশে দেবকৃত নামক একটি আশ্বক রয়েছে। তার উচ্চতা একদশ শত যোজন পর্বতের পূর্বের মতো হ্রদ এবং জম্বুতের মতো মধুর ফলগুলি সেই বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে দেবতাদের উপভোগের জন্য পতিত হয়। অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে, সেই সমস্ত ফলগুলি কেটে যায়। তখন তাদের ভিতর থেকে অতি মধুর সৌরভযুক্ত অমৃতকণ্ঠ রস প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় এবং অন্য বৃক্ষ সুগন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অমৃতের সূরভিত হয়ে ওঠে। সেই রস জলের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে অরুণোদা নামে এক নদী হয়েছে। সেই নদী পূর্বদিকে ইলাবৃত্তবর্ষ পর্বত প্রবাহিত হচ্ছে। শিবগুপ্তী ভবানীর অন্তর্ভুক্ত বর্ষের পূর্ববর্তী পত্নীদের সেই সেই অরুণোদা নদীর জল পান করার কাজে সুরভিত হয়ে ওঠে এবং বায়ু সেই সৌরভ বহন করার ফলে, মন বোজন পর্বত চতুর্দিক সুরভিত হয়ে ওঠে। তেরুনই, জম্বু বৃক্ষের হরী-সরীরের মতো বিশাল রসপূর্ণ এক অতি কৃষ্ণ বীজ সম্বন্ধিত ফলগুলি অতি উচ্চ স্থান থেকে পতিত হওয়ার ফলে বিদীর্ণ হয়। তাদের সঙ্গে জম্বু নদী নামক একটি নদী উৎপন্ন হয়েছে। জম্বু নদী মের পর্বতের দশ যোজন উচ্চ শিখরদেশ

থেকে অবনীতলে পতিত হয়ে, তার উৎপত্তি স্থান ইলাবৃত্তবর্ষের দক্ষিণাংশ থেকে আনুভব করে সমগ্র ইলাবৃত্তবর্ষ-ব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে। জম্বু নদীর উত্তর তীরবর্তী মুণ্ডিকা সেই রসের দ্বারা কার্য হয়ে এবং বায়ু ও সূর্য্যকিরণের দ্বারা পরিপক্ব হয়ে জাম্বুনদ নামক বর্ষে পবিত্র হয়। বর্ষের দেবতারা সেই বর্ষের দ্বারা বিবিধ প্রকার জলভাষা নির্মাণ করেন। তাই বর্ষের দেবতারা এবং তাঁদের তিন বৌতনসম্পন্ন গর্ভীরা স্বর্ণমুকুট, কায়, মেখলা, আদি জলভাষার দ্বারা পূর্ণরূপে সজ্জিত থাকেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের জীবন উপভোগ করেন। সুপার্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকন্দর নামে একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ রয়েছে। সেই বৃক্ষের কোটির থেকে পাঁচটি মধুর দ্রব্য নির্গত হয়েছে। সেগুলির প্রতিটির পরিমাণ পাঁচ ধ্যাম। এই মধুর দ্রব্য সুপার্ব পর্বতের শিখর থেকে পতিত হয়ে, ইলাবৃত্তবর্ষের পশ্চিম দিক থেকে আনুভব করে ইলাবৃত্তবর্ষের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলে সমগ্র ইলাবৃত্তবর্ষ বলেরম সৌরভে পূর্ণ হয়েছে। বীরা সেই মধু পান করেন, বায়ু তাঁদের বৃষনিস্তেত সৌরভ বহন করে শত যোজন পর্বত স্থানকে সুবাসিত করে। তেরুনই, কুমুদ পর্বতে লতাকল্প নামক একটি বিশাল কটকটক রয়েছে। তার একশত শত রয়েছে বলে তার এই নাম। সেই সমস্ত শত থেকে কতকগুলি মন প্রবাহিত হয়েছে। এই সমস্ত মনগুলি কুমুদ পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে পতিত হয়ে ইলাবৃত্তবর্ষের অধিবাসীদের উপকণ্ঠের জন্য ইলাবৃত্তবর্ষের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই মনগুলি থেকে সেবানকর অধিবাসীরা তাঁদের ইচ্ছামতো দুধ, দই, মধু, ঘি, তেল, গুড়, বাদ্য, শস্য, আসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। তাদের অতিশয়িত সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করার ফলে তারা সেখানে অত্যন্ত সুখী। এই জড় জগতের যে সমস্ত অধিবাসী সেই নদী থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ উপভোগ করেন, তাঁদের দেহে কলমত কলীবেশ দেখা যায় না এবং তাঁদের মূল পাকে না। তাঁরা কখনও ক্রান্তি অনুভব করেন না এবং পায়ের স্বর্ষজনিত দুর্গন্ধ হয় না। তাঁদের কখনও জ্বর, ব্যাধি অথবা অপমৃত্যু হয় না। তাঁরা কখনও নীত ও প্রীতির ক্রোশ অনুভব করেন না এবং তাঁদের দায়ের জ্যোতি কখনও নিভে পড়ত না। তাঁরা সূর্য্য পর্বত অভ্যন্তর

সুখে জীবনযাপন করেন। সুমেরু পর্বতের পাদদেশে, পদ্মকোষের চারপাশে কেশরের মতো আরও কুড়িটি পর্বত রয়েছে। সেগুলির নাম কুরঙ্গ, কুরঙ্গ, কুসুম, বৈকুণ্ঠ, ত্রিকুট, শিশির, পদ্ম, ক্রচক, নিম্ব, শিখরাস, কশিঙ্গ, শঙ্খ, বৈদূর্ঘ, জাক্রি, হংস, কবচ, নাগ, কলঙ্কর এবং নাগ ইত্যাদি। সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে জঠর এবং দেবকুট নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন (১,৪৪,০০০ মাইল) বিস্তৃত। তেমনই, সুমেরু পর্বতের পশ্চিম দিকে পদম এবং পারিযাত্র নামক দুটি পর্বত রয়েছে। সেগুলিও উত্তর এবং দক্ষিণে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ দিকে কৈলাস এবং কুবের নামক দুটি পর্বত রয়েছে। এই পর্বত দুটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০

যোজন বিস্তৃত এবং সুমেরু পর্বতের উত্তর দিকে ত্রিশূল এবং মকর নামক দুটি পর্বত রয়েছে এবং সেই দুটি পর্বতও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮,০০০ যোজন বিস্তৃত। এই সব কতটি পর্বতেরই বিস্তার এবং উচ্চতা ২,০০০ যোজন (১৬,০০০ মাইল)। অধির মতো উচ্চতায় সুমেরু পর্বত এই আটটি পর্বতের দ্বারা পবিবেষ্টিত। মেরু পর্বতের শিখরে মধ্যস্থলে ভগবান ব্রহ্মার পুত্রী ক্রাক্ষরায়ান। তার চতুর্ভুজ এক হাজার অমৃত যোজন (আট কোটি মাইল) বিস্তৃত। সেই পুত্রী অর্পণমিত্র এবং তাই পতিত ও অধিরা সেই পুত্রীটিকে শাতকৌতবী পুত্রী বলেন। সেই ব্রহ্মপুত্রীর চতুর্ভুজে ইন্দ্র আদি অষ্ট লোকপালদের আটটি পুত্রী রয়েছে। সেই সমস্ত পুত্রী ঠিক ব্রহ্মপুত্রীর মতো কিন্তু তাদের আরও ব্রহ্মপুত্রীর এক-চতুর্ভুজ।

সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার অবতরণ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কালেন—“যে যাক, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বামনবেশে রূপে বলি মহারাজের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর বাসপদ বিস্তার করে গদাচূর্চের নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষর নির্দেশ করেছিলেন। সেই দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ সমস্তের বিস্তৃত জল গলানদীরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হোত করে তাঁর পারের কুমকুমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে, গঙ্গার জল এক অতি সুন্দর অরুণ আভা প্রাপ্ত হয়েছে। গঙ্গার দিবা জলের স্পর্শে জীব তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গঙ্গার জল চিরপবিত্র থাকে। গঙ্গা বেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাই তিনি বিকল্পদী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তিনি জাহ্নবী, গুণীকান্দী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। এক

সময় যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের পর, গঙ্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোকে অবতীর্ণ হন। তাই পতিতেরা সেই ব্রহ্মলোকে বিকল্পদী বলেন (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত)।

“মহারাজ উত্তমপাদের পুত্র এবং ভগবানের সেবার দ্যুপ্রতিভা হওয়ার ফলে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করেন জেনে, আজও তিনি পরম ভক্তি সহকারে সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। অন্তরে অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করান ফলে, পতীর উৎকণ্ঠায় তাঁর ইচ্ছা উদ্ভাসিত হন তখন থেকে অপ্রকার ঋণে পড়ে এক তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ ও পুঙ্ক প্রকাশ পায়। মরীচি, বলিষ্ঠ, অগ্নি আদি সপ্তর্ষি ব্রহ্মলোকের নিচে বাস করেন। গঙ্গার মহিমা উত্তমরূপে অবগত হয়ে, তাঁরা আজও গঙ্গার জল তাঁদের জটাতে

ধারণ করেন। তাঁরা হিত করেছেন যে, এই গঙ্গার জলই হচ্ছে পরম সম্পদ, সমস্ত তপস্যার সিদ্ধি এবং চিরমুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবানে অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাহ্ন, এমনকি মোক্ষকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেন। জর্নীর ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্যোতিতে মীন হয়ে যাওয়াতেই পরম প্রাণি বলে মনে করেন, এই সপ্তর্ষিরা তেমন ভগবদ্ভক্তিতেই জীবনের পরম সিদ্ধি বলে মনে করেন। ব্রহ্মলোকের সন্নিকটে সপ্তর্ষিগণকে পবিত্র করে ব্রহ্মলোক কোটি কোটি সিন্ধু বিমানে আকাশ মার্গ দিয়ে নিয়ে অবতরণ করে। তারপর তা চত্বলোক প্রানিত করে সুমেরু পর্বতের শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিত হয়। সুমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গা চারটি দ্বারের বিস্তৃত হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই দ্বারগুলির নাম—সীতা, অলকানন্দ, চক্ষু এবং উদ্রা। অবশেষে এই দ্বারগুলি সমুদ্রে পতিত হয়েছে। সীতা নামক দ্বার দ্বারা সুমেরু শিখরের ব্রহ্মপুত্রী থেকে বহির্গত হয়ে নিকটস্থ কেশরাজ পর্বতগুলির শিখরে পতিত হয়। সেই পর্বতগুলি সুমেরু পর্বতের চারপাশে কেশরের মতো। কেশরাজ পর্বত থেকে গঙ্গা বহমান পর্বত শিখরে পতিত হয় এবং তারপর চত্বলোকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। চক্ষু নামক দ্বার দ্বারা ব্রহ্মপুত্রী পর্বতের শিখর থেকে জলপ্রপাত রূপে পতিত হতে, অপ্রতিহত বেগে কেতুমালবর্ষকে প্রবাহিত করে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করে। উদ্রা নামক দ্বার দ্বারা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই দ্বারা কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে উচ্ছলিত হয়ে নীল পর্বতের শিখরে, সেখান থেকে খেত পর্বতের শিখরে এবং প্ররঙ্গ শৃঙ্গবান পর্বতের শিখরে পতিত হয়। তাহপের কুমুদ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, উত্তর দিকে পদম-সমুদ্রে প্রবেশ করে। তেমনই, অলকানন্দ নামক দ্বার দ্বারা ব্রহ্মপুত্রীর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে, বিভিন্ন প্রদেশের পর্বতগুলি অতিক্রম করে প্রচণ্ড বেগে হেমকুট এবং ত্রিকুট পর্বত-শিখরে পতিত হয়। এই পর্বত শিখরগুলি প্রবাহিত করে গঙ্গা ভরতবর্ষে পতিত হয়ে সেই স্থানকে প্রবাহিত করে। তারপর গঙ্গা দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে। দ্বারা এই মনীতে রান বন্দে

আসে, তারা ভাগবান। তাদের পক্ষে প্রতি পদক্ষেপে অশ্রমে এবং রাজসুর আদি মহাদেবের জল লাভ করা দুর্লভ হয়। অন্য বহু বহু এবং ছোট নদ-নদী সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীগুলি ঠিক পর্বতের কনার মতো এবং শত শত দ্বারের তদ্য বিভিন্ন বর্ষে প্রবাহিত হচ্ছে।

“সমস্ত বর্ষের মধ্যে ভরতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। পতিত এবং মহাভাগ্য বলে যে, অন্য আটটি বর্ষ অতি পুণ্যবান ব্যক্তিদের পুণ্যের উপভোগের স্থান। স্বর্গলোক থেকে বিদ্রোহীদের পর, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের অবশিষ্ট অংশ এই আটটি বর্ষে ভোগ করেন। এই আটটি বর্ষে যারা বাস করেন, তাঁদের দ্বারা মানুষের পন্থায় লক্ষ হাজার বছর। তাঁরা দেবতুল্য। তাঁরা লক্ষ হাজার হাজার বর্ষ ধারণ করেন। তাঁদের শরীর অক্ষর মতো সুদৃঢ়। তাঁদের বৌদ্ধ সমন্বিত জীবন অত্যন্ত সুখদায়ক এবং স্ত্রী ও পুত্র উভয়েই পরম আনন্দে বীর্ণদ্বারা মৈথুনসুখ উপভোগ করেন। বীর্ণকাল ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের পর, যখন তাঁদের জীবনের মাত্র এক বছর কাল অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁদের স্ত্রীরা একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। এইভাবে এই সমস্ত বর্ষের প্রবাহিত হয়ে সুখের মন জেনে ব্রহ্মলোকের মানুষদের মতো। সেই সমস্ত বর্ষে, সর্ব কুরঙ্গ, কল এবং কিশলয় পোষিত বন উদ্যান রয়েছে এবং সেখানে বহু সুন্দর আশ্রমও রয়েছে। সেখানে বর্ষের সীমা নির্দেশক পর্বতগুলির অধ্যায়ে যে বিশাল সরোবরগুলি রয়েছে সেগুলি অবিকল্পিত পড়ে পূর্ণ। সেই পদ্মের সৌরভে রাজহংস, কাকচন্দ, কলকুট, মারস, চন্দ্রবাক প্রভৃতি পাখিরা আনন্দিত হয়ে কলরব করতে থাকে এবং তার সঙ্গে ব্রহ্মের গুণ মিশ্রিত হয়ে চতুর্ভুজ মুখরিত করে তোলে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে বিশিষ্ট নারদ। ভৃগুদের দ্বারা সর্বদা সেকিত হয়ে, তাঁরা সেই সরোবর সসীপাশে উপায়ে জীবন উপভোগ করেন। এই যনোদ্ধার পরিবেশে মেঘপতিবে পর্ষীরা মধুর হাসি এবং কামকুজ নদে তাঁদের পতিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই সমস্ত দেবতা এবং ঠাঁদের পর্ষীদের জল তাঁদের কুণ্ডলা নদ সমস্ত চন্দ্র ও কলহাস প্রদান করে। এইভাবে সেই আটটি বর্ষসম্পূর্ণ বর্ষের অধিবাসীরা তাদের

রত্নসীমার আশ্রয়ে আকৃষ্ট হয়ে অলম উপভোগ করেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর ভক্তদের কৃপা করার জন্য বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভুজকে নয়টি বর্ষের প্রতিটি বর্ষেই বিরাজমান। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সেরা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।”

শ্রীল ওকদেব গোহাটী বললেন—“ইলাবৃত্তবর্ষে পরম শক্তিমান দেবদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী চন্দ্র না যে, কোন পুরুষ সেই স্থানে প্রবেশ করত। অপ্রত্যক্ষভাবে কেউ যদি সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে নারীতে পরিণত করেন। সেই কথা আমি পত্রে (শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে) বর্ণনা করব। ইলাবৃত্তবর্ষে শ্রীশিব সর্বদা কোটি কোটি সেবিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেবিত হন। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সতর্ক—ভগবানের এই চতুর্ভুজের চতুর্ভু মূর্তি সতর্ক নিঃশব্দে শুধু চিন্তায়। কিন্তু এই জড় জগতে তাঁর কল্যাণকর কার্য অসংখ্য বলে তিনি ভাসী পথে অভিহিত হন। ভগবান শিব জানেন যে, সতর্ক হচ্ছেন তাঁর অংশী বা মূল কারণ এবং তাই তিনি সর্বদা সন্নিবিষ্ট হয়ে নিঃশব্দে ছদ্ম উচ্চারণ করে তাঁর নাম করেন।”

পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীশিব বললেন—“হে পরমেশ্বর ভগবান সতর্ক, আমি আপনাকে আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত সিন্ধু ওপরে আধার। যদিও আপনি চন্দ্র, তবুও অতঃকালের কাছে আপনি অব্যক্ত থাকেন। হে ভগবান, আপনি একমাত্র আরাধ্য, কারণ আপনি পরমেশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার। আপনার অভ্যন্তরীণবিশ্ব আপনার ভক্তদের সর্বোচ্চভাবে রক্ষা করে এবং তাঁদের সন্তানি বিধানের জন্য আপনি বিভিন্ন রূপে নিরন্তর প্রকাশ করেন। হে প্রভু, আপনি আপনার ভক্তদের সঙ্গের মোচন করেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নিরন্তর আপনারই ইচ্ছায় এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি কৃপা করে আমাকে আপনার নিত্য দাসও প্রদান করুন। আমার আমোদের ক্রোধের বেগ ক্ষয় করতে পারিনি। তাই যখন আমার জড় বস্তু মর্শন করি, তখন অনুরাগ অথবা বিদ্বেষের ভাব এজানো যায় না। কিন্তু ভগবান কখনও এইভাবে প্রভাবিত হন না। যদিও

সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য তিনি এই জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবুও তিনি অশূন্যরূপে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই তিনি ইন্দ্রিয়ের বেগ জয় করার অভিলାষী, তাঁর অনলা কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহলে তিনি বিজয়ী হবেন। বাসব দৃষ্টি কলুষিত, তাদের কাছে ভগবানের চক্ষু মধু এবং সুরা পানের ফলে অরাস্তিম বলে মনে হয়। এইভাবে যারা নিরোহিত হয়েছেন, সেই ক্রিবেকহীন ব্যক্তিরা ভগবানের প্রতি ব্রহ্ম হয় এক তাগের ক্রোধের ফলে, তাদের কাছে ভগবানও ব্রহ্ম এবং অভ্যন্তর ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কিন্তু এটি তাদের ভ্রান্তি। যখন নগবধূরা ভগবানের শ্রীপাদপায়ের স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সন্তানবিশিষ্ট তাঁরা আর তাঁর অন্যান্য অঙ্গের স্পর্শ করতে সমর্থ হননি। তবুও ভগবান তাঁদের স্পর্শে সিক্তিত হননি, কারণ তিনি সর্ব অদ্বৈতবোধেই ধীর। তাই এমন কে আছে, যে ভগবানের আশ্রয় করবে না?”

“দেবদেব মহাদেব বললেন—সমস্ত মহর্ষিরা ভগবানকে সমস্ত সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কারণ বলে স্বীকার করেন, যদিও এই সমস্ত কর্তব্যরূপে তাঁর করণীয় কিছু নেই। তাই ভগবানকে বলা হয় অনন্ত। ভগবান যদিও তাঁর শেষ অবতারে তাঁর সহস্র রূপার সমস্ত ব্রহ্মগুণগুলিকে ধারণ করে রয়েছেন, তবুও প্রতিটি ব্রহ্মগুণ তাঁর কাছে এক-একটি সবিহার মতো মনে হয়। তাই সিদ্ধি লাভের অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি তাঁর আরাধ্যা করেন না? ভগবান থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, যীর শরীর মহাক্ষয়ের দ্বারা নির্মিত এবং তিনি রজোগুণ-প্রধান বুদ্ধির আশ্রয়। সেই ব্রহ্ম থেকে অহঙ্কার তত্ত্ব আমি রক্ত জগৎগ্রহণ করেছি। আমার শক্তির দ্বারা আমি অন্য সমস্ত দেবতাদের, পঞ্চমহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করি। তাই আমি সেই ভগবানের আরাধ্যা করি, যিনি আমাদের সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যীর নিয়ন্ত্রণে সমস্ত দেবতার, মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ এমনকি ব্রহ্মা ও আমি স্বয়ং—আমরা সকলেই সূর্যবস্তুর পায়ের মতো নিয়ন্ত্রিত হই। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমরা এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং নিঃশব্দ সাধনে সক্ষম হই। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি। ভগবানের মায়া সমস্ত বস্তু

জীবদের এই জড় জগতে বোঁধ নাহে। তাই তাঁর কৃপা এবং বিশাল ক্রোধ সেই ভগবানকে আমি আমার সন্তান স্বত্বাৎ আমোদের মতো ব্যক্তি বৃত্তিতে পড়ে না তিতাবে প্রণতি নিবেদন করি।” সেই মায়াব বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি



অষ্টাদশ অধ্যায়

ভগবানের প্রতি জম্বুদ্বীপবাসীদের প্রার্থনা

শ্রীল ওকদেব গোহাটী বললেন—“দেবদেবের পুত্র ভরদ্বাজ ভগবানকে আরাধ্যা করেন, চতুঃকণ্ঠ ভেদেই তাঁর অন্তরই সেরা এবং ভগবানকে আরাধ্যা করেন। হৃদয়শীর্ষ নামক বাসুদেবের অবতারের আরাধ্যা করেন। ভগবান হৃদয়শীর্ষ ভক্তদের দ্বারা প্রিয় এবং তিনি সমস্ত যমীর অনুশাসনের নিদেয়। ভরদ্বাজ এবং তাঁর পার্শ্বেরা পরম সন্নিবিষ্টভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের সন্তান প্রণতি নিবেদন করেন এবং সন্তান উচ্চারণের মাধ্যমে নিঃশব্দে প্রার্থনা কীর্তন করেন।”

শ্রীভরদ্বাজ এবং তাঁর অন্তর পার্শ্বেরা এইভাবে ভগবানের কৃপা করেন—“আমরা সমস্ত বর্ষের উৎস ভগবানকে আমাদের সন্তান প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এই জড় জগতে জীবের মঙ্গল সূত্রীকৃত করে তাদের হস্ত নিরুল করেন। আমরা বারবার তাঁকে আমাদের সন্তান প্রণতি নিবেদন করি। আহা, কি আশ্চর্য! পূর্ব বিদ্যাসক্ত মানুষেরা ভয়ঙ্কর মুহুর্তকে দেখেও ঘেঁষে না। তারা জানে যে মুক্ত অবশ্যজারী, তবুও তারা তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে তাকে উপেক্ষা করতে চায়। পিতার মৃত্যু হলে পুত্র তাঁর পিতার কল-সম্পদ উপভোগ করতে চায় এবং পুত্রের মৃত্যু হলে পিতা সেই পুত্রের কল-সম্পদ উপভোগ করতে চায়। উভয় ক্ষেত্রেই সন্তান মন যারা জড় সূত্র ভোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।”

“হে ভগবান, আশ্রয়-তত্ত্ববিশ্ব কেন্দ্র পতিতেরা, যিবর্গের এবং দর্শনিকেরা নিশ্চিন্তভাবে জানেন যে, এই জড় জগৎ

নবর। সমাধি অনুসার তাঁরা এই জগতের প্রকৃত স্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেই তত্ত্ব তাঁরা প্রচারও করেন। কিন্তু তবুও তাঁরা কখনও কখনও আপনাত মায়ার দ্বারা মোহিত হন। এটিই আপনার প্রতি অন্তত ধীলা। তাই আমি বৃত্তিতে বলি যে, আপনার মায়া প্রতি অকৃত। আপনাকে সন্তান প্রণাম।”

“হে ভগবান, যদিও আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রেরণার থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক এবং এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা আপনি কখনও প্রভাবিত হন না, তবুও তা আপনার দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ আপনার প্রতিভা শক্তির প্রভাবে আপনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। আপনি সমস্ত কার্যের কারণ, যদিও আপনি সর্বকর্তা থেকেই স্বতন্ত্র। এইভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, আপনার প্রতিভা শক্তির দ্বারাই সর্বকর্তা সত্যটি হচ্ছে। কল্যাণে মূর্তিমান জ্ঞানবানই হৈল, যখন সমস্ত বোধ অপহরণ করে রসাতলে নিয়ে গিয়েছিল, তখন ভগবান হৃদয়শীর্ষ-মূর্তি প্রকট করে বেন উচ্চারণ করেছিলেন এবং ব্রহ্ম প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে তা প্রদান করেছিলেন। সেই সত্যসংকল্প পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তান প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীল ওকদেব গোহাটী বললেন—“হে ভগবান, ভগবান নৃসিংহদেব হৃদয়বর্ষ অবস্থান করেন। আমি পত্রে (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করেছিলাম যে প্রদ্যুম্ন মহামায়েবর জন্য নৃসিংহ মূর্তিতে ভগবান আবির্ভূত

হয়েছিলেন। মহাপুরুষের সমস্ত সংস্কার আদার প্রত্যক্ষ মহাবাহু হইলেন অসামান্য শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। তাঁর চরিত্র এবং কার্যকলাপ তাঁর কণ্ঠের সমস্ত মৈত্র্যের উহার কর্ণকল, ভগবান নৃসিংহের তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রত্যক্ষ মহাবাহু তাঁর সমস্ত পার্থক্য এবং হরিবর্ষবাসীনের নিয়ে নিম্নলিখিত যন্ত্র জ্ঞানের দ্বারা ভগবান নৃসিংহের অঙ্গভঙ্গ করিলেন। সমস্ত জেজের উপর ভগবান নৃসিংহের অমি আমায় সন্তুষ্ট প্রণতি নিবেদন করি। যে ভগবান আপনায় নব এবং আপনায় নব বস্ত্রের মতো, দয়া করে আপনি আমায়ের সমস্ত আনুভূতিক কর্মবাসনার বিশাশ করুন। দয়া করে আপনি আমায়ের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে, আমায়ের সমস্ত অজ্ঞান দূর করুন হতে আপনার কৃপায় আমরা জীবন-সংগ্রামে নিতীক হতে পারি। সারা জগতের মঙ্গল হোক, খল ব্যক্তির অশুভ হোক। সমস্ত জীবেরা তত্ত্বকে অনুশীলনের কালে, পরম্পরের মঙ্গল চিন্তা করে শান্ত হোক। তাই আমায় কেন অদোষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের ধর্ম হয়ে সর্বদা তাঁর সেবার যুক্ত থাকতে পারি।”

“হে ভগবান, আমরা প্রার্থনা করি ফেন পুত্র, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সমন্বিত সঙ্গোচ্চল কথাকথার প্রতি ফেন কখনও আসক্তি অনুভব না করি। যদি আসক্তি থাকে, তাহলে তা কেন ভগবৎ-প্রিয় ভক্তদের প্রতিই উন্মিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যিনি আত্ম-ভক্তির এবং যিনি তাঁর মনকে সংকত করেছেন, তিনি কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপলক্ষ্যী বস্তু নিবেই সন্তুষ্ট থাকেন।—এই প্রকার ব্যক্তি অচিরেই কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু অনেকে, যারা জড় বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন ধর্মের কাছে ভগবান মুক্তই হইলেন সব তাঁদের সমস্ত প্রচুর ভগবানকে বীরবতী কার্যকলাপের কথা পোষ করে এবং কোলা হয়। যুদ্ধের কার্যকলাপ এমনই বীরবতী যে, তা কেবল প্রবল কবর ফলেই ভগবান ভগবানের সমস্ত করা হয়। যে ব্যক্তি নিমন্তর ভক্তের আগ্রহের সঙ্গে ভগবানের বীরবতী কার্যকলাপের ধর্মের প্রবণ করেন, পরম্পরে পরম্পরের ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে অত্যন্ত সমস্ত যত্ন দূর করেন। লক্ষ্য ভগবান বলে যদিও সেহের মন এবং জ্ঞান পূর্ণ হয়, কিন্তু সেটি সন্তুষ্ট

হয় দীর্ঘকাল ধরে যাবতীয় তা পেরে কপাল ফল। তাই জীবনকে সার্থক করার জন্য কোন মুক্তিমান সার্থক ভগবানকে সন্ত করছেন না। যিনি ভগবান কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁর শরীরে সমস্ত ক্ষেত্র এক তাঁদের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত সন্তুষ্ট বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যারা ভক্তিবাদী এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত, তাদের মধ্যে কোন সন্তুষ্ট নেই। তারা যোগ অভ্যাসে পদদণ্ডী হতে পারে অথবা সন্তুষ্ট হতে পারে আত্মীয়-স্বজনের ভবন-পোষণ করতে পারে, কিন্তু তারা অনশুই মনোজয়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অশুৎ বহির্বিবরে ধাবিত হয় এবং অমায় দাস্য করে। তাদের মধ্যে মহৎ গুণের সন্ধানী লোভার। জলচর প্রাণী যেমন বিশাল জলাশয়ে থাকতে চায়, তেমনি জীব স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয় অতিষ্ঠ থাকার বাসনা করে। তাই জড়-জাগতিক বিষয়ে অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তিও যদি পরমাত্মা ভগবানকে পরিত্যাগ করে নৃহের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তার মহৎ শূন্যতা নীচ জাতিতেও প্তী-পুত্রের মধ্যে কেবলমাত্র মন দ্বারা যে মহৎ নিরূপিত হয়, ঠিক সেই স্বকম। যারা বিবর্তী জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তারা সমস্ত অধ্যাত্মিক গুণ হারিয়ে ফেলে। আত্মবৎ হে অনুকরণ, গৃহস্থ জীবনের তথাকথিত সুখ পরিত্যাগ করে নিতীকভাবে প্রকৃত আত্মের শ্রীসিংহের জীপানপদের শরণ গ্রহণ কর। গৃহস্থ জীবনের প্রতি আসক্তিই বাগ, বিবর্তকর, বিবাদ, ঘোষণা, পুত্র, ভ্রাতৃ, মন, চতুর্ভুজ নৃপ কলম, যদি মন হচ্ছে অম-মৃত্যুর সংসার চক্র।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“কেতুমালবর্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কামদেব রূপে বিরাজমান। তাঁর সেই ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীদেবী, প্রজাপতি সংবৎসর এবং সংবৎসরের পুত্র ও জ্যোত্স্ন। প্রজাপতির কন্যার হইলেন হস্তির অধিষ্ঠাত্রী এবং তাঁর পুত্রেরা দিনের অধিষ্ঠাত্রী। প্রজাপতির সন্তানদের সংখ্যা হুগুণ হাজার। তারা মানুষের জ্যোত্স্নের (একম বছরের) প্রতিটি দিন এবং হস্তির নিয়মে। সংবৎসরে প্রজাপতির কন্যার ভগবানের অত্যন্ত জ্যোতির্ময় চক্রে কর্ণ করে উন্মিত হওয়ার কালে তাদের সকলের গর্ভপাত হয়। কেতুমালবর্ষে ভগবান

কামদেব (প্রজাপতি) অত্যন্ত সুসংগত বিচিন্তন করে সুন্দর মুদ্রাশূন্য হামসে অঙ্গুলীতে লীলা প্রকাশপূর্বক ব্রহ্মল ইন্দ্র উন্মিত করে তাঁর বনম-কামের লোভার দ্বারা লক্ষ্মীদেবীর অনন্য বিজয় করেন। এইভাবে তিনি তাঁর নিজের পিতৃ ইন্দিরের আনন্ড উপভোগ করেন। লক্ষ্মীদেবী সংবৎসর কালের সিংহাসনে সিনের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন প্রজাপতির পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং প্রজাপতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রজাপতি-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভগবানের পূর্ব কৃপায় কপ কামদেবের আরাধনা করেন। ভগবদ্রূপে পূর্ণরূপে মহ হয়ে লক্ষ্মীদেবী নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন, “আমায় সমস্ত ইন্দিরের নিমন্ত্র এবং নরলিঙ্গের উপর ভগবান লক্ষ্মীদেবী আমায় সন্তুষ্ট প্রণতি নিবেদন করি। লেহ, জ্ঞান এবং বুদ্ধির সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হইলেন পরম অধিপতি। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের তিনিই হইলেন একমাত্র ভোক্তা। পক্ষান্তরে এবং মনসই এতদংশ ইন্দির তাঁরই অর্পিত প্রকাশ। তিনি জীবনের সমস্ত আনন্দভোগগুলি পূর্ণ করেন, যা তাঁর শক্তি হওয়ার কালে তাঁর থেকে অতিষ্ঠ। তিনি সকলের দৈহিক এবং স্বাস্থ্যিক পক্ষি কলম, যা তাঁর থেকে অতিষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হইলেন সমস্ত জীবের পরম গতি এবং তিনিই তাদের সমস্ত আনন্দভোগগুলি পূর্ণ করেন। সমস্ত বৈশেষ উন্মিত হয়ে তাঁর অধ্যাক্ষণ করা। তাই আমরা তাঁর প্রতি আমায়ের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদা আমায়ের প্রতি অনুকূল হোন।”

“হে ভগবান, আপনি সম্পূর্ণরূপে হস্ত ইন্দিরের অধীকৃত। তাই যে সমস্ত রমণীরা তাদের ইন্দিরভূক্তির জন্য গতি কামদেবের লিঙ্গ সহকারে রক্ত পানন করে, তারা অবশ্যই মোহাজর। তারা জানে না যে, সেই প্রকার পতি তাদের অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করতে পারে না। এমনকি তারা তাদের নিজেদের ধর্ম অথবা আত্ম-রক্ষা করতে পারে না, অথবা তারা নিজেদেরই কাল, কর্ম এবং গুণের অধীন। কিন্তু এই কাল, কর্ম এবং গুণ আপনার অধীন। যিনি কলম ও তাঁর হন না, পক্ষান্তরে যিনি সমস্ত ভয়াবহ ব্যক্তিরে পূর্ণরূপে আমায় প্রদান করতে পারেন, তিনিই কেবল গতি মথবা রক্ষক হতে পারেন। তাই, হে ভগবান, আপনিই

হইলেন একমাত্র গতি এবং অন্য কেউ সেই গতি দ্বারা কলম করতে না। আপনি যদি একমাত্র গতি না হন, তা হলে আপনি অন্যকে দিয়ে তাঁর হইলেন। তাই দীর্ঘ বৈদিক তত্ত্বসম্মত সমাধি, তাঁর কেবল আপনারই সন্তানের গতি দ্বারা বীজক করুন এবং তাঁরা মনে করেন যে, আপনার থেকে যেই গতি না রক্ষক জার কেউ হতে পারে না।”

“হে ভগবান, যে রমণী বিগুণ ভোজে আপনার শ্রীপাদপদের আরোহণ করেন, আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সমস্ত রাসনা পূর্ণ করেন। তবে যে রমণী অন্য কোন অধিকার দ্বারা আপনার আরোহণ করেন, আপনি অচিরেই তার রাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু চরম্বা তিনি ভগবৎসহ হয়ে অনুভব করেন। তাই কোন জড় উপলব্ধি দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদের আরোহণ করা উচিত না। যে ধর্ম অর্জিত ভগবান, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যরা সুর ও অনুরোধ বাক ইন্দিরসহ সোমের চিত্তের মত হন, তারা তাঁর অধ্যাক্ষণ না লাভ করার জন্য কঠোর উপাস্য করেন। কিন্তু আপনার শ্রীপাদপদের সোমের সর্বভোগ্যে বৃত্ত না হলে, অধিষ্ঠাত্রীকে কৃপা করি না, অতিনি বস্তু উন্মিত হোন না কেন। হেহু প্রাণি আপনার সর্বদা আমার হৃদয়ে জন্ম করি, তাই শুদ্ধ বীর্য অন্য কাউকে অধি কৃপা করতে পারি না। হে শুদ্ধ, আপনার কলম সমস্ত আর্বাণের উপর। তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেই কলমের রক্ষনা করেন এবং আপনি কৃপাপূর্বক তা তাদের ভক্তকে দান করেন। কৃপাপূর্বক আপনি আমায় হস্তকে সেই কলম দান করুন। যদিও আপনি স্বর্গভোগ চিবরূপে আমাকে আপনার বস্ত্রেরে প্রদান করেন তবু আমায় মনে হয় আপনি কেবল আমাকে যাহ্যে আমায় প্রদর্শন করেন। আপনার প্রকৃত কৃপা আপনি আপনার অকলম ভক্তদের দান করেন, আমাকে না। আপনি পরমেশ্বর, আপনার উন্মিত কেউই দূর হতে পারে না।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“বমাকবর্ষে, বৈবস্বতার অধিপতি হইলেন বৈবস্বত যনু, সেখানে ভগবান পূর্বে (চাক্রব মহত্বের অস্ত্রে) হংসারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈবস্বত যনু এখনও শুদ্ধ ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি চণ করে অশু ভগবানের

আরাধনা করেন। আমি শুদ্ধস্ব স্বরূপ ভগবানকে আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। তিনি প্রাণ, বস্তু, উচ্চল এবং ইন্দ্রিয়ের সার্বভৌম ঈশ্বর। সমস্ত অবতারদের মধ্যে তিনিই প্রথম মহামৎস অবতার রূপে অবির্ভূত হয়েছেন। আমি পুনরায় তাঁকে আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি যে ভগবান, ব্যক্তিকর যোজ্যে তার পুতুলদের নাচার এবং পতি যোজ্যে তার পত্নীকে নিরুপ করবে, তেমনি আপনি ভ্রাতৃপণ, কস্ত্রিয়, পুত্র, কৈশ্য, আমি ন্যম সমর্থিত ব্রাহ্মণের সমস্ত জীবনের নিরুপ করছেন। যদিও আপনি পরম সাক্ষী এবং নির্বেদ্যরূপ সকলের হৃদয়ে রয়েছেন, সেই সত্তা আপনি তাদের বাহিরেও রয়েছেন, তবুও সমগ্র জাতি, দেশ ইত্যাদির তথাকথিত সমস্ত নেতারা আপনাকে বুঝতে পারে না। কেবল যারা বৈদিক মন্ত্রের শব্দভরম শ্রবণ করেন, তাঁরাই আপনাকে জানতে পারেন। হে ভগবান, হ্যাঁ আমি দেবতারদের থেকে গুরু করে এই পৃথিবীর রূপনৈতিক নেতারা পর্যন্ত সমস্ত লোকপালেরা আপনার আধিপত্যের প্রতি মাৎসর্য প্রকাশ। আপনার সাহস্য ব্যতীত তারা বতন্তভাবে অন্ধা মিলিতভাবে এই হুম্মাণের ভল্ল্য জীবনের পালন করতে পারে না। সমস্ত মানুষদের, পতনের, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পক্ষী, পাখ্য-পক্ষ—এই জড় জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তার সর্বেরই একমাত্র পালক হচ্ছেন আপনি। হে সর্বশক্তিমান। সমস্ত লতা, ওষধি এবং কৃষকের আশ্রয়-স্বরূপ এই বৃক্ষরা স্বল কল্লতে উত্তাল ভরসসঙ্কল প্রলয়-বারিতে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আমাতে সব এই পৃথিবীকে ধারণ করে, আপনি প্রলয় থেকে সমুদ্রে কিল্প করেছিলেন। হে অমল, আপনি সমগ্র জগতের প্রকৃত নিয়ন্তা, তাই আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়। আমি আপনাকে আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হিরণ্যবর্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবীর্য কারণ করে বিরাজ করেন। হিরণ্যবর্ষের সশিখিত অর্বক্ষ সেই বর্ববাসী পুরুষদের সঙ্গে ভগবানের সেই প্রিয়তম শ্রীমূর্তির উপাসনা করেন। তাঁরা নিরন্তর এই মন্ত্রটি জপ করেন। হে শুভ, কৃষ্ণরূপ ধারণকারী আপনাকে আমার সঙ্গী প্রণাম। আপনি সমস্ত দিব্য গুণে। উৎস এবং সমস্ত জড় প্রভাব থেকে সর্বভোক্তা হুই আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি জলে

বিচরণ করেন, কিন্তু আপনার স্থিতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না। তাই আপনাকে আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। আপনার চিত্তের স্থিতির জন্য আপনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্বারা সীমিত নন আপনি সবকিছুই আশ্রয়রূপে সর্বত্র বিরাজমান এবং তাই আপনাকে সর্বত্র আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, এই দৃশ্য জগৎ আপনার সৃজনী শক্তির অভিযান্ত্রিক। এই জগতে যে অতর্কীয় রূপ রয়েছে তা কেবল আপনার বহিরাঙ্গ শক্তিরই প্রদর্শন মাত্র। এই বিরাটরূপ আপনার প্রকৃত স্বরূপ নয়। চিত্তময় চেতনাসম্পন্ন আপনার ভক্তেরা ছাড়া অন্য কেউই আপনার প্রকৃত রূপ ধর্ম করতে পারে না। তাই আমি আপনাকে আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান! জরাযুজ, অজনা, বেদজ এবং উত্তীর্ণ প্রভৃতি চরাচর জীব, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত ও ইন্দ্রিয়, অস্ত্রীক, বর্ষ, পৃথিবী, পর্বত, নদী, সমুদ্র, ধীপ, গ্রহ এবং নক্ষত্র—এই সবই আপনারই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ, কিন্তু আপনি এক এক অবিচীর্ণ। তাই আপনার অতীত অপর কিছু নেই। এই সমস্ত জগৎ তাই মিথ্যা নয়, অ আপনার অচিন্ত্য শক্তির সাময়িক প্রকাশ। হে ভগবান, আপনার নাম, রূপ এবং আকৃতি অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হয়। আপনি যে কত রূপে বিরাজ করেন তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না, তবুও আপনি বসিলাসেই রূপে এই জগৎকে চক্ৰিণটি তবু বিলম্ব করেছেন। তাই কেউ যদি সাংখ্য-ধর্ম সন্থে আশ্রয়ী হন, যার দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্ব নিরূপণ করা যায়, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আপনার কাছ থেকে আ শ্রবণ করা। দূর্ভাগ্যবশত অজ্ঞাতেরা আপনার প্রকৃত রূপ সন্থে অজ্ঞ থেকে কেবল বিভিন্ন উপাঙ্গদেরই গণনা করে। আপনাকে আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে ব্রাহ্মন, জম্বুদ্বীপের উত্তরভাগে কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুত্র বরাহরূপ প্রকট করে বিরাজ করছেন সেখানে কুরুবর্ষবাসীদের সঙ্গে ধরণীদেবী অবিচলিত ভক্তিযোগে নিম্নলিখিত উপনিষদ মন্ত্র বারংবার জপ করে তাঁর আরাধনা করেন। হে ভগবান, বিরাটপুরুষ রূপে আমরা আপনাকে আমাদের সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। কেবল

মহা উচ্চারণের দ্বারা আমরা আপনাকে পূর্ণরূপে জানতে পাব। আপনি ব্রহ্ম এবং আপনি ব্রহ্ম। তাই সমস্ত মন্ত্র অনুষ্ঠান আপনারই চিত্তের দ্বারা এবং আপনিই সমস্ত ব্রহ্মের ভোক্তা। আপনার রূপ শুদ্ধ সত্ত্বময়। আপনি ব্রহ্ম নামে পরিচিত কারণ কলিযুগে আপনি আপনার রূপ প্রকট রেখে অবতরণ করেন। এই নামের দ্বারা একটি কারণ হচ্ছে আপনি ত্রিযুগল ঐশ্বর্যবিশিষ্ট অর্ধাৎ আপনি ঐশ্বর্যবর্ণপূর্ণ।”

“মুনি-অকির অরুণি কষ্ট মন্থের দ্বারা জ্ঞাত্যভ্যাসিত ঋষিকে প্রকাশিত করতে পারেন। তেমনি, হে ভগবান, যারা পরমতত্ত্ব সন্থে অজ্ঞাত, তাঁরা সঠিকভাবে আপনাকে ধর্ম করার চেষ্টা করেন, এমনকি তাঁদের নিজেদের পরীক্ষাও। তবুও আপনি প্রজ্ঞা থাকেন। মানসিক অথবা নৈহিক পরোক্ষ কার্যকলাপের দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। কারণ আপনি ব্রহ্মপ্রকাশ। স্বল আপনি যেমন যে, কেউ সর্বভোক্তারূপে আপনার অশ্রবণ কন্থে, তখন আপনি তার কাছে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। সমস্ত, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের

বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, স্বর্গীয়, কাল এবং অহঙ্কার—এই সবই আপনার দ্বারা-পতি দ্বারা সৃষ্ট। অষ্টম-যোগের অনুশীলনের দ্বারা যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি স্থির হয়েছে, তাঁরা দেখতে পান যে, এই সমস্ত তত্ত্ব আপনার দ্বারা-পতির পরিণাম। তাঁরা সঠিকভাবে পটভূমিতে আপনার চিত্তের পরমাত্রা রূপও ধর্ম করেন। তাই আপনাকে বারংবার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আপনার ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু আপনার সৃজনী শক্তির দ্বারা বহু জীবদের জন্য আপনি সেই কার্য করেন। চাঁদের প্রভাবে লৌহবৎ বেজ্যের পতিশীল হয়, ঠিক সেইভাবে প্রকৃতির প্রতি আপনার দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগৎ সক্রিয় হয়। হে ভগবান, এই ব্রহ্মাণ্ডে জদি বরাহরূপে আপনি মহা সৈন্য হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে সংহার করেছিলেন। তারপর, হুই বোঝাবে জল থেকে পদ্ম ফুলে বেলা করে, ঠিক সেইভাবে আপনি আমাদের আপনার ধর্মদ্বারা ধারণ করে গর্ভোদগম সমুদ্র থেকে উচ্চল করেছিলেন। আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।”



উপনিষদিত অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অতিরিক্ত বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে ব্রাহ্মন, কিশ্কিন্দ্রবর্ষে হনুমান সর্বদা সেই বর্ববাসীপন সহ, পশ্চাদ্ভাগ এবং সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমময়ী দেবীর হুত। গন্ধর্বগণ সর্বদা শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনে রত। সেই কীর্তন পরম কল্যাণময়ী। কিশ্কিন্দ্রবর্ষপতি আশ্চর্য্য সহ হনুমান নিম্নের অত্যন্ত মনোযোগ সহস্রায়ে সেই মহিমা প্রকাশ করেন। হনুমান নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি গান করেন। আমি আপনার প্রসন্নতা দিগন্তের জন্য প্রণাম করি, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে

আমি আমার সঙ্গী প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আর্বদের সমস্ত সত্ত্বগুণের উৎস। আপনার চরিত্র ও আচরণ সর্বদা অচিন্ত্য এবং আপনার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সর্বদা সংগত। একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকাশ করে, আপনি আপনার আর্ব চরিত্র প্রদর্শন করে সকলকে বিশ্বাস দেন কিভাবে আচরণ করা কর্তব্য। নিজের পন্থায় কেবল স্বর্গের ওদের পরীক্ষা হয়, কিন্তু আপনি এমনই স্পর্শমণি যাতে সমস্ত উচ্চ ওদের পরীক্ষা হয়। আপনি তত্ত্বপ্রসঙ্গ ভ্রাতৃগণের দ্বারা উপাসিত। হে পরম পুরুষ,

হে রাজাধিরাজ, আমি আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। যাব সচিনন্দন হিহ্র হ্রদ তপস্বীর দ্বারা কলুষিত নয়, সেই ভগবানকে ওহ চৈতন্যের দ্বারাই দর্শন করা যায়। যেখানে তাঁকে এক এবং অবিভীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর চিত্রের শক্তির প্রভাবে তিনি হ্রদ কলুষের অতীত এবং যেহেতু তিনি হ্রদ দৃষ্টির বিবাহ নয়, তাই তিনি 'প্রত্যক্ষ' স্বরূপ। তিনি যারিক চেষ্টি শূন্য এবং তিনি প্রকৃত নয় ও জ্ঞান বিবর্তিত। কেবল ওহ চৈতন্যের ঋ কৃষ্ণচেতন্যের ভগবানের চিত্রের রূপ দর্শন করা যায়। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীশাসনপথে নিষ্ঠাপ্রদর্শন হয়ে, আমরা তাঁর চরণ-কমল আশ্রয়ে সর্বদা প্রণতি নিবেদন করি। রাজসরোজ রূপে মনুষ্য ব্যতীত অন্য কারোয় বধ্য ছিল না এবং সেই জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্য কেবল রাজাকে বধ করাই ছিল না, ব্রীহস্পতি যে বধুদেবের কন্যা ও মর্ত্য জীবনের শিক্ষা দেওয়ার ও তাঁর অবতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিদ্যাশা, পরমেশ্বর এবং তিনি স্ব-রূপে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর শোভনীয় কিছু নেই। অতএব তাঁর গীতাদেবীর বিরহজনিত দুঃখ কি করে হতে পারে? যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন ভগবান বাসুদেব, তাই তিনি এই ত্রিত্বেরই কেন কিছুই প্রতি আসক্ত নয়। সমস্ত আত্ম-তত্ত্বকে মহাশাস্ত্রের তিনি প্রিয়তম পরমাশ্রয় এবং অস্তুর সূত্র। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই তাঁর পক্ষে পত্নীর বিরহে দুঃখিত হওয়া এবং তাঁর পত্নী ও কনিক্রান্তা লক্ষণকে ত্যাগ করারও সম্ভব নয়। এই দুয়ের কোন একটিও ত্যাগ করা তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। উক্তকালে ভ্রম, সৌন্দর্য, কক্চাতুরি, বুদ্ধি বা জাতি, ইত্যাদির দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সত্য স্থাপন করা যায় না। তাঁর সঙ্গে সত্য স্থাপন করার জন্য এই সমস্ত গুণগুলির আত্মশুদ্ধি হয় না। আমরা অসমস্ত কনিক্র, আমরা উক্তকালে জ্ঞানগ্রহণ করিনি, আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য নেই এবং আমরা সত্য মানুষের মতো কথা বলতে পারি না, তবুও ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের তাঁর সন্তোষপূর্ণ দর্শনকার করেছেন। অতএব দেব, অসুর, মানুষ অথবা পশু-পাখি প্রভৃতি যে কেউ হোক না কেন, সবসময়ই কর্তব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্ব করা, যিনি

নররূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর ভক্তদের জন্য যে ভগবান প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের অঙ্গ সেবাতেই সন্তুষ্ট হন এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে ভক্ত সার্থক হন। শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত অসৌভাগ্যবানদের বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"ভগবানের মহিমা অতিক্রম। ভক্তদের কৃপা-পূর্ণ দর্শন, জ্ঞান, কৈর্য্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়-সংবেদ ও নিরহঙ্কার শিক্ষা দান করার জন্য তিনি ভক্তদেরই বদ্বিগতরূপে নামক স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চিত্রের ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং কল্যাণ পর্বত ভগবান রত। এটিই আত্ম-উপলব্ধির পথ। নামক পঞ্চমাত্র নামক হ্রদে ভগবান রতন অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন কিতাবে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা জীবনের পথকে লক্ষ্য ভক্তি লাভ করা যায়। তিনি ভগবানের মহিমাও বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে এই চিত্রের প্রত্যেক বিবরণকে সার্বভৌমকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বর্ণনামূলক অনুষ্ঠানকারী ভক্তদেরই নামক উপলব্ধি লাভের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। এইভাবে নামকমুনি ভক্তদেরই নামকমুনির সঙ্গে সর্বদা নরনারায়ণের সেবার দৃষ্ট হতে নিরলিখিত মন্ত্র কীর্তন করেন। সমস্ত শক্তির মধ্যে ব্রেহ্ম ভগবান নর-নারায়ণকে নমস্কার। তিনি জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, নিষ্কামের রূপ, পরমহংসের রূপ এবং অজ্ঞানরূপের অধিপতি। তাঁর শ্রীশাসনপথে অতি ব্যস্ততার প্রণতি নিবেদন করি। সেখান থেকে নিরলিখিত মন্ত্রটি কীর্তন করে নর-নারায়ণের আরাধনা করেন—

"ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কর্তা, তবুও তিনি সর্বভোক্তাও কর্তৃত্ববিহীন। যদিও মূর্খ মানুষের মনে করে যে, তিনি আমাদের মতো একটি জড় পর্বীর রূপে রয়েছেন, কিন্তু তিনি শূন্য, তৃপ্ত এবং স্রষ্টার দৈহিক রূপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তিনি সর্বকিছুর সাক্ষী, তবুও সেই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা তাঁর ইন্দ্রিয় কলুষিত হয় না। সেই অসমস্ত, জগতের সাক্ষী, পরমাত্মা জীবনরূপকে আমি ব্যস্ততার প্রদান করি। যে ভগবান যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) যে যোগের পথ বর্ণনা করেছিলেন, এটি তাইই পুনরাবৃত্ত। মৃত্যুর সময় যোগীরা আপনাকে শ্রীশাসনপথে তাঁদের চিত্ত স্থাপন করে তাঁদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। সেইই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা। বিবরাসক্ত ব্যক্তির সাধারণত তাদের

কর্তব্যের পর্বীর এবং ভবিষ্যৎ শতীকর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা সর্বদা তাদের পত্নী, সন্তান এবং ধন-সম্পদের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকে এবং মল-মূত্র পূর্ণ পর্বীরটি ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তদেরই অনুশীলনকারী ব্যক্তিও যদি তাদের মতো মৃত্যুভয়ে ভীত হন, তা হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি লাভ? তা কেবল সমস্তেরই অপচয় মাত্র। অতএব হে অশেষজ্ঞ ভগবান, দয়া করে আপনি আমাদের ভক্তিবোধ সম্পাদন করার শক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের অস্থির মনকে সংযত করে আলনার চিত্রের তা হির করতে পারি। আমরা আপনাকে আমার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব, তাই আমরা মল-মূত্রপূর্ণ এই দেহের প্রতি এক এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু সেই সঙ্গে প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। ভগবানুভূতি ব্যতীত এই আসক্তি ত্যাগ করতে আর কোন উপায় নেই। অতএব দয়া করে আপনি আমাদের এই বর দান করুন।"

"ভক্তদেরই ইলাভ্যবর্ষের মতো যে পর্বত এবং নদী রয়েছে। মল্লর, মল্লপত্র, কৈর্য, ত্রিকুট, কবচ, কলিক, কোমল, মল্ল, সের্গরি, কবাক, ঐশ্বর্য, বেকট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিদ্যা, শুভিসান, ককশি, পরিধার, স্রোণ, চিত্রকুট, সোমবর্ন, বৈবতক, ককুত, নীল, গোলাপ, ইন্দ্রকীল, কামগিরি এবং কক-সহস্র পর্বত রয়েছে এবং তাদের সম্মুখে থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নদ-নদী রয়েছে তাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও শোণ—এই দুটি নদ এবং চন্দ্রকলা, তাম্রপানী, জবাটোনা, কৃতমালা, বৈদ্যবানী, কাম্বোজী, বেনী, পরধিনী, বর্করপত্রী, তুঙ্গভদ্রা, কবকপা, ভীমবানী, গোলাবানী, নির্বিকার, পাতোজী, তাপী, রেব, সুবানী, মরীচ, চর্মভটী, মহানদী, যোগেশ্বরী, অধিবল্লার বিনোদা, তৌলিনী, কাকিনী, যমুনা, সম্বতী, গুহমতী, গৌমতী, সরস্ব, রোমবতী, সন্তোভী, সুবোদা, পতঙ্গ, চন্দ্রভাষা, মল্লভাষা, বিলভা, অসিন্দী, বিদ্যা—এই সমস্ত মল্লনদীই প্রধান। ভক্তদেরই এই সমস্ত নদী পরদা করার কলো পরিচয়। কখনও কখনও তারা এই সমস্ত নদীর নাম মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেন এবং কখনও কখনও তারা সেই নদীর জল স্পর্শ করে মৃত্যু হন করেন। এইভাবে ভাবতলসীরা পরিচয় হন। এই বর্ষে দ্বারা কন্যগ্রহণ করে তারা সন্ত, বক এবং ভগবতের তাদের

কর্ম অনুসারে সৈদী, মনুদী ও নাকদী প্রভৃতি নানা প্রকার গতি লাভ করে। কন্য গ্রহণতরবে মনুদী ঠিক ভাবে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জ্ঞানগ্রহণ করে। তেই যদি সন্তগুণের দ্বারা তাঁর স্থিতি সমস্তে প্রবলত হয়ে, বধ্যবদ্যে শিক্ষা লাভ করার মাধ্যমে বর্ণগ্রহণ-ধর্ম অনুসারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার দৃষ্ট হয়, তা হলে তাঁর কীর্তন সার্থক হয়। বধ বধ জন্মের পর পুণ্যকর্মের ফল ইন্দ্র পরিগণক হয়, তখন ওহ শুভের সন্ত করার সৌভাগ্য লাভ হয়। নানা প্রকার সন্তান কর্মের ফলে অবিদ্যার যে বন্ধন তখন সে তা কেবল করতে সক্ষম হয়। ওহ ভক্তের সন্ত প্রভাবে সর্বভূতের আশা, আশঙ্কি রহিত, জ্ঞান ও যোগের অগাধ এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভগবান কলুষে তত্ত্ব লাভ হয়। কলুষের প্রতি এই প্রেমময়ী সেবা ও ভক্তিবোধই হচ্ছে মুক্তির প্রকৃত পথ। যেহেতু মনুষ্যকণ্ড আত্ম-উপলব্ধির সর্বভৌম উপায়, তাই কর্তব্য সেবাসীরা কলুষ—জ্ঞান, এই ভক্তদেরই জ্ঞানরূপ করেছেন যে মানুষেরা, তাঁর নিকটই মহা পুণ্যজনক ভগবান করেছেন, অথবা ভগবান নিকটই তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রদর হয়েছেন। তা না হলে, কিতাবে তাঁরা এতদূরতবে জ্ঞানভুক্তিতে বৃত্ত হয়েছেন? আমরা ভগবানুভূতি সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভের জন্য ভক্তদেরই মনুষ্যভাষা লাভ করতে চাই, আর এই মানুষেরা ইতিমধ্যেই সেই সৌভাগ্য লাভ করেছেন।"

সেবাসীরা বললেন—"দুঃখের বহু, কষ্টের ভগবান, হ্রদ ও নানাবিধ ফলে আমরা সন্ত লাভ করেছি, কিন্তু তাতে কি ফল লাভ হল? এখানে আমরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে প্রবলভাবে লিপ্ত হওয়ার কালে, ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীশাসনপথে কমাটিং প্রদর্শন করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, অত্যন্তিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কালে, আমরা তাঁর শ্রীশাসনপথের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। ব্রহ্মলোকে কোটি বৎসর ধীর্ঘ জায় লাভ করার থেকে ভক্তদেরই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করাও প্রেমময়, কন্য ব্রহ্মলোকে উন্নীত হলেও জ্ঞান-বৃত্ত সমন্বিত সন্তের-কলো তিরে আসতে হয়। অতঃ পরের লোক ভক্তদেরই জ্ঞান অঙ্গ হলেও এখানে ভগবানের শ্রীশাসনপথে সর্বভোক্তাও পরদালাত হয়ে, পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সিদ্ধি সাধন করা যায়। এইভাবে জ্ঞান বৃত্তাৎ অতীত

কৈকটপোকে অভয়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে স্থানে ভগবানের কথাকল্প অমৃতের মণা প্রখরিত হয় না, যে স্থানে সেইজন্য পবিত্র নদীর তটে আশ্রিত ভক্ত-ভগবতের অধিকার নেই, যে স্থানে ভগবানের সন্ততি বিধনের জন্য নৃত্য-গীত ইত্যাদি মহোৎসব সহকারে সংকীর্ণ হয় হয় না, (যেহেতু এই যুগে সংকীর্ণ হয় অনুষ্ঠানের নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে) সেই স্থান প্রকৃতপক্ষে হলও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও সেই স্থান আশ্রয় করবেন না।

“ভারতবর্ষ ভগবত্বস্তি সম্পাদনের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ প্রদান করে, যার ফলে মানুষ জ্ঞান এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ সংকীর্ণ বন্ধন অনুষ্ঠান করার জন্য ভারতবর্ষে নির্দিষ্ট ইচ্ছার সমন্বিত মনুষ্যসেই লাভ করা সত্ত্বেও সেই সুযোগের সম্ভাবনা না করে, তা হলে তার অবস্থা ঠিক তরুর পত-পক্ষীর মতো, অসমর্থকভাবে কলহে বারো পুনরায় ব্যর্থ কর্তৃক কবী হয়। ভারতবর্ষে বহু লোক-উপাসক রয়েছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতার পৃথকভাবে উপাসিত হয়েছে তাঁরা ভগবানের দ্বারা নিহৃত দারিদ্রশীল সমস্ত কর্মচারী। সেই সমস্ত উপাসকে বা দেবতাপনকে ভগবানের বিভিন্ন অবস্থানে ভেবে তাঁদের উদ্দেশ্যে আত্মতা প্রদান করেন। তাই ভগবান সেই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন এবং উপাসকদের কল্যাণ পূর্ণ করে দীর্ঘে দীর্ঘে ভগবত্বস্তির লয়ে উন্নীত করেন। ভগবান যেহেতু পূর্ণ, তাঁর চিন্তার পরীক্ষার অংশমাত্রের পূজা করলেও তাঁদের অতীত কর প্রদান করেন। যে ভক্ত জড় বাসনা

নিরে ভগবানের কাছে যান, ভগবান তাঁর সেই সমস্ত কল্যাণ পূর্ণ করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন না। কিন্তু তত তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অভিশাপ না করলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তকে শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন এবং সেই আশ্রয় তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে। এটিই ভগবানের বিশেষ কৃপা। আমরা নিশ্চয়ই যত্ন, বেদ অধ্যয়ন এবং অন্যান্য সংকল্পের অনুষ্ঠান-জনিত পুণ্যের ফলে এখন বর্ষলোকে কল করছি। কিন্তু, একদিন এখানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যে, যদি আমাদের পুণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তার ফলে যেন আমরা ভারতবর্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করার উপযোগী মানবজন্ম লাভ করতে পারি। ভগবান কৃপাপূর্বক স্বয়ং সেই ভারতবর্ষে আবিস্কৃত করে, সেই বর্ষবাসীদের কল্যাণ বিস্তার করেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজন, কেন কেন পণ্ডিতের মতে জম্বুদ্বীপের আটটি উপদ্বীপ রয়েছে। মহারাষ্ট্র সহরের পুরো বন্দন তাঁদের হাতিরে বাওয়া জাতির অধিবাসে পৃথিবীর চতুর্দিক ঘনন করেন তখন ঐ আটটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেই দ্বীপগুলির নাম অশ্বিনী, চন্দ্রভাগ, আতর্জন, রতন, মল্লহরিশ, পাণ্ডুরা, নিহেল এবং লঙ্কা। হে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র পটীক্ষিত, জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ সত্ত্বে আমি যেভাবে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা তেমনর কাছে আমি বর্ণনা করলাম।”



বিংশতি অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের গঠন বর্ণনা

মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন—“এরপর আমি প্রকৃত আদি ছয়টি দ্বীপের পরিমাণ, লক্ষন এবং আকার বর্ণনা করব।”

“সূর্যো পর্বত জম্বুদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, জম্বুদ্বীপ লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন (৮,০০,০০০ মাইল) এবং লবণ

সমুদ্রের বিস্তারও সেই পরিমাণ। দুর্গের চতুর্দশার্ধস্থ পরিমাণ যেমন কখনও কখনও উপকনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনই জম্বুদ্বীপকে বেটনকারী লবণ সমুদ্র প্রকৃতদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রকৃতদ্বীপের বিস্তার লবণ সমুদ্রের বিস্তার, অর্থাৎ ২,০০,০০০ যোজন (১৬,০০,০০০ মাইল)। প্রকৃতদ্বীপে স্বর্গের মতো উজ্জ্বল একটি প্রকৃত বৃক্ষ রয়েছে এবং তা জম্বুদ্বীপের চতুর্দশার্ধস্থ মতো উচ্চ। সেই বৃক্ষের মূলে সাতটি শিখা সমন্বিত আশ্রয় রয়েছে। এই প্রকৃত বৃক্ষের নাম অনুসারে এই দ্বীপের প্রকৃতদ্বীপ নামকরণ হয়েছে। প্রকৃত দ্বীপের অধিবাসি হচ্ছেন মহারাষ্ট্র প্রিয়ভক্তের পুত্র ইন্দ্রজিত। তিনি এই দ্বীপকে তাঁর সাতটি পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষে বিভাগ করেন এবং এক-একটি বর্ষ এক-একটি পুত্রকে দান করেন। তারপর তিনি ভগবত্বস্তিতে বৃত্ত হওয়ায় জন্য সংসার-জীবন থেকে কলসের গ্রহণ করেন। নিব, বন, সুভদ্র, শান্ত, কেশ, অমৃত এবং অভয়—এই সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষের নামকরণ হয়েছে। সেই সাতটি বর্ষে সাতটি পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। পর্বতগুলির নাম মণিকুট, বক্রকুট, ইন্দ্রসেন, ব্রোহ্মদ্বীপ, সুপর্ণ, হিরণ্যকীট ও ব্রহ্মদ্বীপ এবং সাতটি নদীর নাম অতপা, মৃগা, অসিরগী, সাবিত্রী, সুপ্রভাত্য, শুভভাগ ও সত্যভাগ। সেই নদীর জল স্পর্শ ও দান করার ফলে ভগবৎপাৎ জড় কপূষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং হংস, পতঙ্গ, উর্ধ্বারন ও সত্যজ্ঞ নামক চারটি বর্ষের মানুষ বীর প্রকৃতদ্বীপে বাস করেন, তাঁরা এইভাবে তাঁদের কপূষ থেকে মুক্ত হন। সেখানকার অধিবাসীদের আয় এক হাজার বছর। তাঁরা দেবতাদের দ্বারা সুখ এবং তাঁদের সন্তান উৎসাদনের প্রত্যেকও দেবতাদের মতো। তাঁরা কোনো কর্মযোগ অবলম্বনপূর্বক, সূর্য্যদ্বীপ ভগবানের আরাধনা করে সূর্য্যলোকজন দর্শন প্রাপ্ত হন। (এই মন্ত্রের দ্বারা প্রকৃত দ্বীপবাসীরা ভগবানের উপাসনা করেন—) আমরা সূর্য্যদেবের শরণ গ্রহণ করি, যিনি পুরাণ পুত্র, সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্ব-রূপ। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র অরোহণ ভগবান। তিনি কে, তিনি ধর্ম এবং তিনি সমস্ত শুভ ও অশুভ ফলের অধিকারী।”

“হে রাজন, প্রকৃত আদি পাঁচটি দ্বীপের অধিবাসীদের আয়, ইন্দ্রিয়ের বল, বৈহিক ও মানসিক শক্তি, বুদ্ধি এবং

বিক্রম সকলেরই সমান। প্রকৃতদ্বীপ নিজেই সমান বিস্তৃত ইন্দ্রিয়-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তেমনই প্রকৃতদ্বীপের বিস্তার (৪,০০,০০০ যোজন বা ৩২,০০,০০০ মাইল) শান্তদ্বীপ সমান বিস্তার সমন্বিত সূর্য্যদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। শান্তদ্বীপে একটি শান্তদ্বীপ বৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপের নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটি প্রকৃত বৃক্ষটির মতোই ১০০ যোজন (৮০০ মাইল) বিস্তৃত এবং ১,১০০ যোজন (৮,৮০০ মাইল) উচ্চ। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেই বিশাল বৃক্ষটিতে পক্ষীরাজ গরুড় বাস করেন। সেখানে তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা ভগবান নিরুপ শ্রব করেন। মহারাষ্ট্র প্রিয়ভক্তের পুত্র ইন্দ্রজিত শান্তদ্বীপের অধিবাসি। তিনি সেই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে ভাগ করে তাঁর সাত পুত্রকে প্রদান করেছেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সেই বর্ষগুলির নাম—সুরোচন, সৌম্যন্য, রমণক, মেঘবর্ষ, পরিভয়, আশ্রয়ন এবং অবিজাত। সেই বর্ষে শ্রব, শ্রবপুত্র, বামনেব, কৃষ্ণ, মুকুণ্ড, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রভক্তি নামক সাতটি পর্বত রয়েছে। সেখানে অমৃত, সিন্ধুকালী, সরস্বতী, কৃষ্ণ, চন্দ্রা, নন্দ এবং রাক্ষা নামক সাতটি নদীও রয়েছে। সেগুলি একত্রিত বর্তমান। প্রতিরো, বীরধর, বসুন্ধর এবং ইন্দ্রজিত নামে বিখ্যাত এই বর্ষব্যাপী পুত্রদের কত্রের নিন্দা সহকারে বর্ষান্তর ধর্ম পালন করে ভগবানের চরণে সোম নামক চন্দ্রসেবকে উপাসনা করেন। (শান্তদ্বীপ-দ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত ক্রমের দ্বারা চন্দ্রসেবের আরাধনা করেন—) পিতৃদের এবং দেবতাদের অঙ্গ প্রদান করার উদ্দেশ্যে চন্দ্রসেব তাঁর ক্রিয়ের দ্বারা বৃত্ত ও কৃষ্ণ নামক দুটি পক্ষ মাসকে বিভক্ত করেছেন। চন্দ্রসেব কালের বিভাগ কর্তা এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের রাজা। তাই আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অধিবাসি এবং লক্ষপ্রদর্শক রূপে থাকেন। আমরা তাঁকে আমাদের সর্বোচ্চ প্রণতি নিবেদন করি।”

“সূর্য্য-সমুদ্রের বহির্ভাগে কৃষ্ণদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে যা ৮,০০,০০০ যোজন (৬৪,০০,০০০ মাইল) বিস্তৃত, অর্থাৎ সূর্য্য-সমুদ্রের বিস্তার বিস্তৃত। শান্তদ্বীপ যেমন সূর্য্য-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কৃষ্ণদ্বীপ তেমন সূর্য্য-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সমুদ্রের বিস্তারও কৃষ্ণদ্বীপেরই সমান। কৃষ্ণদ্বীপে একটি কৃষ্ণবৃক্ষ

আছে এবং তার থেকেই এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই কৃষ্ণবস্ত্র ভগবানের ইচ্ছায় সেবতানের দ্বারা নির্মিত এবং তা দ্বিতীয় অগ্নির ফল। তার কোমল এবং মিষ্ট শিখার দ্বারা সর্বদিক উদ্ভাসিত। হে রাজন, মহারাজ ত্রিপুরতের আর এক পুত্র হিতব্যয়েতা এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি এই দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষ বিভাগ করে তার সাত পুত্রদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করেন এবং তারপর স্বয়ং ভগবান প্রবৃত্ত হন। হিতব্যয়েতার সাতটি পুত্রের নাম—বসু, বসুদান, বৃক্ষটি, নাভিগুণ্ড, স্তম্ভব্রত, বিমিত্র এবং বামদেব। সেই সাতটি বর্ষ চক্র, চতুশ্চন্দ্র, কপিল, চিত্রকূট, দেবনীক, উর্ধ্বরোম্ম এবং দ্রবিশ নামক সাতটি সীমা নির্ধারণ পর্বত রয়েছে। সেখানে রমকুল্যা, মধুকল্যা, মিত্রবিন্দু, ক্ষুদ্রবিন্দু, দেবগর্তা, বৃতচ্যুত এবং মধুমাল্য নামক সাতটি নদীও রয়েছে। কৃষ্ণ, কোবিল, অভিবৃক এবং কৃষ্ণক নামে বিখ্যাত কৃষ্ণদ্বীপবাসীরা সেই সমস্ত নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে, দৈনিক শাক্তের নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করতে অভ্যস্ত পারদর্শী। তাঁরা এইভাবে অগ্নিসেব রূপে ভগবানের উপাসনা করেন। (কৃষ্ণদ্বীপবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিসেবের উপাসনা করেন—) হে অগ্নিকে, আপনি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরির জল এবং আপনি যজ্ঞের সমস্ত হবি তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে যান। তাই আমরা আপনায় কথ্যে প্রার্থনা করি, এই যজ্ঞের সমস্ত আখতি যা আমরা সেবতানের মাধ্যমে যজ্ঞের পরম ভোক্তা ভগবানকে নিবেদন করছি, দয়া করে তা আপনি ভগবানের কাছে বহন করে নিয়ে যান।

“বৃত-সাগরের বাহিরে ক্রৌঞ্চ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যার বিস্তার ১৬,০০,০০০ যোজন (১,২৮,০০,০০০ মাইল), অর্থাৎ বৃত-সমুদ্রের বিস্তারের ষিওণ। কৃষ্ণদ্বীপ যেমন বৃত-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চদ্বীপ তার সমান বিস্তার সমন্বিত কীর-সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক একটি বিশাল পর্বত রয়েছে, যা থেকে এই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। যদিও ক্রৌঞ্চ পর্বতের উত্তরদেশের কুণ্ডলি কার্তিকের অস্তুর দ্বারা বিলম্বিত হয়েছিল, তবুও সেই পর্বত চতুর্দিক কীর-সমুদ্রের জলে অভিসিঞ্চিত হয়ে এবং বরুণসেব কর্তৃক পূর্ণকৃত হয়ে ভয়শূন্য হয়েছে। এই দ্বীপের

অধিপতি বৃতপৃষ্ঠ নামক মহারাজ ত্রিপুরতের আর এক পুত্র, যিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবান এই বৃতপৃষ্ঠ তাঁর সাত পুত্রের নাম অনুসারে সাতটি বর্ষ বিভাগ করে প্রত্যেক পুত্রকে এক-একটি বর্ষের অধিপত্যে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং গৃহস্থ-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সমস্ত আচার আশা, সমস্ত কল্যাণকর গুণ সমন্বিত ভগবানের উপাসনায় শরযাগত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মহারাজ বৃতপৃষ্ঠের পুত্রদের নাম ছিল আশ্ব, ঋকুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, দ্রাক্ষিক, লোহিতার্শ এবং কনম্পতি। সেই দ্বীপে সাতটি বর্ষের সীমা নির্ধারণকারী সাতটি পর্বত রয়েছে এবং সাতটি নদীও রয়েছে। সেই পর্বতগুলির নাম শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্ধি, মন, নন্দন এবং সর্বভোজন। সেই নদীগুলির নাম অভয়া, অমর্ত্যোদা, আর্ষকা, উর্ধ্বভী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং শুক্ল। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা পুরুষ, ঋকুহ, দ্রবিশ এবং দেবক—এই চারটি বর্ষে বিভক্ত। তাঁরা সেই পবিত্র নদীর জল সেবা করে থাকেন। তাঁরা জলে অঙ্গলিপূর্ণ করে ভগবানের জলময় মূর্তি বরণের উপাসনা করেন। (ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসীরা এই মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেন—) হে নদীর জল, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনি ছুর্তাক, স্তবর্গেক এবং স্বর্গেক পবিত্র করেন। আপনায় স্বরূপের দ্বারা আপনি পাপ নাশ করেন এবং তাই আমরা আপনাকে স্পর্শ করছি। দয়া করে আপনি আমাদের পবিত্র করতে থাকুন।”

“কীর-সমুদ্রের পরে ৩২,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (২,৫৬,০০,০০০ মাইল) শাকদ্বীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বীপ যেমন কীর-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শাকদ্বীপও তেমনি সেই দ্বীপের সমান বিস্তার সমন্বিত দ্বি-সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। শাকদ্বীপে একটি বিশাল শাকবৃক্ষ রয়েছে, যার থেকে সেই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। সেই বৃক্ষটির সৌরভে সমগ্র দিক সুবাসিত থাকে। এই দ্বীপের অধিপতিও ত্রিপুরতের এক পুত্র মেঘতিথি। তিনিও তাঁর দ্বীপটিকে সাতটি বর্ষে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের নাম অনুসারে তাদের নামকরণ করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রদের তিনি সেই সমস্ত বর্ষের অধিপতি করেছিলেন। তাঁর সাত পুত্রের নাম—পুণ্ডরিক,

মলোজব, পঞ্চমাম, বৃক্ষানীক, চিত্রব্রত, বক্রপ এবং বিশ্ববার। দ্বীপটিকে বিভক্ত করে তাঁর পুত্রদের সেখানকার অধিপতি বরণ প্রতিষ্ঠিত করার পর মেঘতিথি অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান সর্বাত্মকভাবে ভগবান অনন্তের উপাসনায় মগ্ন করার উদ্দেশ্যে ভগবানে প্রবেশ করেছিলেন। এই বর্ষগুলিতেও সাতটি সীমা নির্ধারণকারী পর্বত এবং সাতটি নদী রয়েছে। সেই পর্বতগুলি হচ্ছে ইশান, উত্তপু, কলভ্র, শতভেদন, মহাব্রোত, দেবপাল এবং মহানস। নদীগুলি হচ্ছে জনা, আয়ুর্দা, উত্তপুশ্রুতি, অপর্যাক্ততা, পঞ্চনদী, সহস্রবৃতি এবং নিম্বতি। এই কর্বাসীজও কলভ্রত, সত্যব্রত, মনব্রত এবং অনুরত নামক চারটি বর্ষে বিভক্ত, যা ঠিক ব্রাহ্মণ, ক্রিত্রি, কৈশ এবং মৃত—এই চারটি বর্ষ বিভাগের অনুকরণ। তাঁরা প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করেন এবং রজ ও ভাস্মাত্মক কলুহ থেকে মুক্ত হয়ে পরম সমাধি যোগে বাহুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন। (শাকদ্বীপবাসীরা নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা বাহুরূপী ভগবানের আরাধনা করেন—) হে পরম পুরুষ, সেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা রূপ বিরাজ করে আপনি প্রাণ আদি বাবুর ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং এইভাবে আপনি সমস্ত জীবদের পালন করেন। হে ভগবান, হে সর্বাত্মার্য, হে জগদীশ্বর আপনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন।”

“সেই দ্বি-সমুদ্রের বাহিরে পুন্ডরীপ নামক আর একটি দ্বীপ রয়েছে, যা ৬৪,০০,০০০ যোজন বিস্তৃত (৫,১২,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ দ্বি-সমুদ্রের ষিওণ বিস্তার সমন্বিত। তাই সেই দ্বীপেই সমান বিস্তার সমন্বিত অভ্যন্তর বাবু জলের সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই পুন্ডরীপে অব্যুত অব্যুত (১০,০০,০০,০০০) বিওম্ব অর্পণ সমন্বিত একটি বিশাল পত্র রয়েছে, যা জলত অধিশিখার মতো উদ্ভল। সেই পত্র ফুলটিতে ব্রাহ্মণ উপবেশনের স্থান বর্ণে মনে করা হয় এবং পরম শক্তিমান জীব হওয়ার ফলে, ব্রাহ্মণকে কখনও কখনও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। সেই দ্বীপের মধ্য মনসেত্তর নামক একটি পর্বত রয়েছে, যা সেই দ্বীপের অক্ষরভাগ এবং বহিরভাগের সীমা নির্ধারণ করে। সেই পর্বতের বিস্তার এবং উচ্চতা ১০,০০০ যোজন (৮০,০০০ মাইল)। সেই

পর্বতের চারদিকে ইন্দুরি লোক-ভাগ্যের চারটি পুরী রয়েছে। সেই পর্বতের উপর সঙ্কসর নামক চক্রে সূর্যসেব তাঁর রথে পরিচালন করে সূর্যের পর্বতকে প্রদর্শন করেন। সূর্যের উত্তর দিকের পথকে বলা হয় উত্তরপথ এবং দক্ষিণ দিকের পথকে বলা হয় দক্ষিণপথ। তার একমিক দেবতাদের মিন এবং অন্য দিক দেবতাদের দ্রাক্ষি। বীতিহোম নামক মহাবাক্ত ত্রিপুরতের পুত্র হচ্ছেন এই দ্বীপের অধিপতি। তাঁর দুই পুত্র রমক এবং ধারক। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে সেই দ্বীপের দুটি দিকের দুটি বর্ষের অধিপতি নিযুক্ত করে, স্বয়ং কোন্ট্রাভা মেঘতিথির মতো ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছিলেন। তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সেই বর্ষবাসীরা ব্রাহ্মণলী ভগবানের আরাধনা করেন। তাঁরা নিম্নলিখিত মন্ত্রের ভগবানের স্তুত করেন। ব্রাহ্মণ কর্মময় নামে পরিচিত, কারণ বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের মধ্য তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি অক্লান্তভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং তাই একদিক দিয়ে তিনি ভগবান থেকে অভিন্ন। তিস্র জা সত্ত্বো অক্ষরবান্দির বেতাবে তাঁর উপাসনা করে, সেভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, পঞ্চমুদ্রে দ্বৈত ভাবে নিয়ে তাঁর উপাসনা করা উচিত সর্বা পরম জ্ঞানার্থ পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবা করা উচিত। তাই সাক্ষাৎ বৈদিক জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়েছেন যে ভগবান ব্রহ্মা, তাঁকে জ্ঞানার্থ সঙ্গত প্রণতি নিবেদন করি।”

“তারপর, বাবুজলের সমুদ্রের গড়ে এবং তাতে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে লোকলোক পর্বত, যা সূর্যের আলোকে পূর্ণ দেশ এবং আলোকবিহীন দেশগুলিকে বিভক্ত করেছে। সূর্যের পর্বত থেকে মানসোত্তর পর্বত পর্বত বিস্তৃতি সমন্বিত একটি কুমি বাবু জলের সমুদ্রের গড়ে রয়েছে। সেখানে বহু প্রাণীও বাস করে। তারপর লোকলোক পর্বত ও দ্বি-সমুদ্রের অস্তরালে এক কাকনময়ী কুমি রয়েছে। সেই কুমি স্বর্গের ইত্তরার কালে তা মর্পণের মতো আলোক প্রতিফলিত করে এবং কোন বস্তু সেখানে পতিত হলে তাকে আর দেখা যায় না। তাই সঙ্গত প্রাণী সেই স্থান বর্জন করেছে। প্রাণী অধুর্ভিত এক প্রাণী বর্জিত স্থান

দুটিব মাখখানে এক বিশাল পর্বত রয়েছে যা এই দুটি স্থানকে পৃথক করেছে, তাই তা লোকালোক নামে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের পবন ইচ্ছায় প্রত্যয়ে লোকালোক পর্বত ভূগোল, ভূবৈশিষ্ট্য ও স্বর্গলোক—এই তিন লোকের সীমা নির্ধারণক পর্বতরূপে সংস্থাপিত হয়েছে। সূর্যলোক থেকে ধ্রুবলোক পর্বত সমস্ত জ্যোতিষ এই পর্বতের দ্বারা নির্ণীত সীমার মধ্যে বিশেষ জুড়ে তাদের ক্রিয় বিতরণ করে। এই পর্বত অত্যন্ত উচ্চ, এমনকি ধ্রুবলোক থেকেও উচ্চ, তাই সমস্ত জ্যোতিষের তিনটি তার বাইরে বেড়ে পারে না। ক্রম, প্রমাণ, বিশ্লিষ্টা এবং কল্পপট্ট—এই চারটি ক্রটি থেকে হস্ত পতিতেরা বিভিন্ন লোকের লক্ষণ, পরিমাণ এবং অবস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা কিয়দ পূর্বক স্থির করেছেন যে, সূর্যের পর্বত থেকে লোকালোক পর্বতের দূরত্ব ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০,০০,০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের এক-চতুর্থাংশ। লোকালোক পর্বতের উপরে চারটি গজপতি জগদগুরু ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। তাদের নাম ব্রহ্মা, পুঙ্কজ, স্বাম এবং অপরাধিত। তারা ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত লোক ধারণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত বিদ্যা ঐশ্বর্যের ইন্দ্র এবং পরব্যোমের অধিপতি। তিনি পরমপুরুষ ভগবান এবং সকলের পরমাত্মা। ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তাঁরই নির্দেশে জড় জনগণের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত লোকের সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য এবং সেই গজপতিদের ও দেবতাদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান সেই পর্বতের উপরে তাঁর এক বিশিষ্ট সঙ্কল্প রূপ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে আমি পার্শ্ব পরিবৃত্ত হয়ে তিনি ধর্ম, জ্ঞান আমি পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং অনিরা, লবিয়া, মহিমা আমি যোগসিদ্ধি প্রকাশ করেন। তাঁর চার হাতে বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সুন্দররূপে বিলম্বমান। নারায়ণ, বিষ্ণু আমি ভগবানের বিভিন্ন রূপ বিবিধ অস্ত্রের

দ্বারা অতি সুন্দরভাবে অলংকৃত। ভগবান তাঁর চিহ্নাঙ্ক যোগমায়ার দ্বারা সৃষ্টি সমস্ত গ্রহলোক পালন করার জন্য সেই সমস্ত রূপ প্রকাশ করেন।”

“হে রাজন, লোকালোক পর্বতের বাইরে অলোকবর্ষ রয়েছে, তার বিভাগ পর্বতের অভ্যন্তর ভাগের সিদ্ধান্তের সমান, অর্থাৎ ১২,৫০,০০,০০০ যোজন (১০০ কোটি মাইল)। অলোকবর্ষের পঞ্চ মুক্তিকামী যাত্রীদের গন্ত্যস্থান। সেই স্থান জড় প্রকৃতির তপের অর্জিত, সুতরাং বিশুদ্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-পুত্রদের মিথিয়ে আনার জন্য অর্জুনকে নিয়ে এই স্থানের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন। সূর্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ভূগোলিক এক ভূবৈশিষ্ট্যের মধ্যবর্তী স্থান অন্তরীক এবং তাই তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল। সূর্য ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির দূরত্ব পঁচিশ কোটি যোজন (২০০ কোটি মাইল)। সূর্যের বৈরাগ্য নামেও পরিচিত, অর্থাৎ তিনি সমস্ত জীবের সমষ্টি-শরীর। যেহেতু তিনি সৃষ্টির সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ অচেতন অস্ত্র প্রসিদ্ধ হন, তাই তিনি মর্ত্যও নামেও পরিচিত। তাঁর আরেক নাম হিরণ্যগর্ভ, কারণ তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) থেকে তাঁর স্থল শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন।”

“হে রাজন, সূর্যদেব এবং সূর্যলোক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মিক বিভাগ করেছে। সূর্যের উপস্থিতির ফলে আমরা আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্যান্য নিম্নতর লোক সম্বন্ধে বুঝতে পারি। সূর্যের কারণেই আমরা বুঝতে পারি কেন স্থান জড় সুখভোগের জন্য, কোন্ স্থান মুক্তির জন্য, কোন্ স্থান নরক এবং কোন্ স্থান পাতাল। দেব, নর, পণ্ড, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, লতা এবং বৃক্ষ সকলেই সূর্যলোক থেকে সূর্যদেব কর্তৃক প্রস্তুত তাপ এবং অগ্নিগোলকের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের উপস্থিতির ফলেই সমস্ত জীব বেঁচে পায় এবং তাই তাঁকে কল্য হস্ত দৃশ্য-ইন্দ্র বা দৃষ্টির ইন্দ্র।”



একবিংশতি অধ্যায়

সূর্যের গতির বর্ণনা

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বলালেন—“হে রাজন, এইভাবে আমি প্রমাণ এবং লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ (৫০ কোটি যোজন বা ৪০০ কোটি মাইল দূরত্ব) বর্ণনা করলাম। গম আমি দ্বিমল শব্দের অর্থহীন মনের পরিমাণ জানা হলে যেমন উপরস্থ মনের পরিমাণ জানা যায়, তেমনি ভূগোলবৈজ্ঞানিক পতিতেরা বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগের পরিমাণ জানা হলে উপরভাগের পরিমাণ সহজেই জানা যায়। ভূগোলিক এবং স্বর্গ-গোলকের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে অন্তরীক। তা ভূগোলকে উর্ধ্ব এবং স্বর্গ-গোলকের অধঃভাগে অবস্থিত। সেই অন্তরীকের মধ্যে থেকে চন্দ্র প্রকৃতি তপ প্রদানকারী গ্রহদের রাজা ঐশ্বর্যশালী সূর্যদেব তাঁর তেজের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে উত্তপ্ত করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্থিতি পালন করেন। তিনি সমস্ত জীবকে মর্দন করতে সাহায্য করার জন্য আলোকও প্রদান করেন। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সূর্য উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং বিকৃতায়ণের মধ্যে ঘূর্ণন করার সময় সূর্যের গতি বহুক্রমে মল, ক্রিষ্ট এবং সমান হয়। তাঁর এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে আরোহণ, অবরোহণ ও মধ্যস্থানে যত্নের আদি রূপিতে ভ্রমণের ফলে, দিন ও রাত্রির সুস্পষ্টতা, দীর্ঘতা এবং সমানতা হয়। সূর্য যখন মেঘ ও তুলা রূপিতে থাকে, তখন দিন এবং রাত্রি সমান হয়। যখন বৃষ আদি পঞ্চ রাশিতে বিভ্রমণ করেন, তখন দিব্যভাগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি মাসে আশ্ব ফল্টা করে রাত্রির মান হ্রাস পায় (কর্কট রাশি পর্যন্ত)। ভরপূর্ণ দিনের সময় প্রতি মাসে আশ্ব ফল্টা করে কমতে কমতে অবশেষে তুলা রাশিতে দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়। সূর্য যখন বৃশ্চিকাদি পঞ্চ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিব্যভাগ হ্রাস পায় এবং রাত্রি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (মকর রাশি পর্যন্ত)। তারপর ধীরে ধীরে মেঘ রাশিতে পুনরায় দিন এবং রাত্রি সমান হয়ে যায়। সূর্যের দক্ষিণায়ন পর্বত দিব্যভাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উত্তরায়ণ পর্বত রাত্রি বৃদ্ধি পেতে থাকে।”

“হে রাজন, আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি এবং পতিতেরা নির্ণয় করেছেন যে, সূর্য মানসোত্তর পর্বতের চতুর্দিকে ব্রহ্মাণ্ডে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ যোজন ভ্রমণ করেন। মানসোত্তর পর্বতে সূর্যের পূর্বদিকে দেবধানী নামে ইন্দ্রের, দক্ষিণে সংবধানী নামে বরষের, পশ্চিমে নিরোচনী নামে বরষের এবং উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী রয়েছে। সেই সমস্ত পুরীতে কাল বিশেষে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সূর্যাস্ত ও মধ্যরাত্রি হয়ে থাকে এবং তার ফলে সমস্ত জীব তাদের কর্মে প্রবৃত্ত হয় অথবা নিবৃত্ত হয়। সূর্যের পর্বতবাসীরা সব সময় মধ্যাহ্নের উচ্চতম অনুভব করেন, কারণ সূর্য সর্বদা তাঁদের মাথার উপরে থেকে তাপ দান করেন। সূর্য যদিও লক্ষ্যে অভিমুখী স্বাভাবিক গতি অনুসারে সূর্যকে বায়নিকে রেখে বামাবর্তে ভ্রমণ করেন, তবুও দক্ষিণাবর্তী বায়ন প্রভাবে সূর্যকে দক্ষিণে রেখেও কখনও কখনও ভ্রমণ করেন। যে স্থানে সূর্যের উদয় হতে দেখা দেয়, তার ঠিক বিপরীত স্থানে অবস্থিত মেনের মানবেরা সেই সময়ে সূর্যাস্ত মর্দন করেন এবং যেখানে মধ্যাহ্ন তার সমসূত্রপাত স্থানে সেখানকার মানবের কাছে তা তখন মধ্যরাত্রি। অতএব যে স্থানে অবস্থিত হয়ে সূর্য সূর্য সন্ত মর্দন করে, তারা তাঁর সমসূত্রপাত স্থানে গিয়ে সূর্যকে সেই অবস্থায় দেখতে পাবে না। সূর্য যখন ইন্দ্রের পুরী দেবধানী থেকে মকরপুত্রী সংবধানীতে গমন করেন, তখন তিনি ১৫ ঘটিকার (৬ ফল্টার) ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার যোজন (১৯ কোটি ২ লক্ষ মাইল) পঞ্চ অতিক্রম করেন। মকরোত্তর পুরী থেকে সূর্য বরষের পুরী নিরোচনীতে যায়। সেখান থেকে চন্দ্রের পুরী বিভাবরীতে যায় এবং সেখান থেকে পুনরায় ইন্দ্রের পুরীতে গিয়ে আসেন। ঠিক এইভাবে চন্দ্র অন্যান্য গ্রহ ও লক্ষ্যগণসহ জ্যোতিষক্ষেত্রে উদিত হন এবং অস্তে গমন করেন। এইভাবে সূর্যেরও রথ বা শরীরের, অর্থাৎ ঐ চতুর্ভুজ যা আমি পার্বতী মহেন্দ্র দ্বারা উপাধিত হই, তা

এক মুহূর্তে ৩৫ লক্ষ ৮ শত বোজন (২ কোটি ৭২ লক্ষ ৮ হাজার ৪০০ মাইল) বেগে সেই চারটি পুরীর চতুর্দিকে ঘূর্ণন করে। সূর্যসংক্রান্ত রশ্মি সংবৎসর ন্যায়ক একটি চক্র রয়েছে। বারোটি মাস তার বারোটি অংশ, ছয় গড় তার বেশি এবং তিনটি চতুর্ভাঙ্গ তার তিনটি নটি। তার অক্ষের এক প্রান্ত সূর্যের দিকে এবং অপর প্রান্ত মানসোত্তর পর্বতে অবস্থিত। রক্তকর্ণ এই অক্ষে প্রকৃত হয়ে তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের চক্রের মতো মানসোত্তর পর্বতের উপরে অহরহ পরিঘূর্ণন করছে। তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রের অক্ষের মতো প্রথম অক্ষটি দ্বিতীয় অক্ষের সঙ্গে যুক্ত, আর দ্বিতীয় প্রথম অক্ষটির এক-চতুর্ভাঙ্গ (৩৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪০০ বোজন বা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল)। এই দ্বিতীয় অক্ষের উপরিভাগ একটি বায়ুর রক্তকর্ণ দ্বারা ক্রমবর্ধমান সঙ্গে সংযুক্ত। হে রাজন, সূর্যসংক্রান্ত রশ্মি ৩৬ লক্ষ বোজন দীর্ঘ (২ কোটি ৮৮ লক্ষ মাইল) এবং তার এক-চতুর্ভাঙ্গ পরিঘূর্ণন (৯ লক্ষ বোজন বা ৭২ লক্ষ মাইল) বিস্তৃত। রক্তকর্ণের নামকরণ হয়েছে

মায়ত্রী আদি বৈদিক হৃদয়ের নাম অনুসারে। অক্ষাংশের সেই অক্ষের ৯ লক্ষ বোজন দীর্ঘ রক্তকর্ণ জোয়ারের সঙ্গে যুক্ত করেছে। সেই রক্তকর্ণের সূর্যসংক্রান্ত রশ্মি রক্তকর্ণের অক্ষ পরিচালনা করণ সার্বভৌম কার্যে নিযুক্ত, তবুও তিনি পিছনে সূর্যসংক্রান্ত রশ্মি জালিয়ে রেখেছেন। অসুষ্ঠ পরিমিত বাট হাজার বাজিঝিল্লি কবি সূর্যসংক্রান্ত সমুদ্রে জলিঝিল্লি গুণে প্রবৃত্ত করছেন। তেমনই অন্য চোদ্দকর্ণ—খবি, গন্ধর্ব্ব, অলর, নগ, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতা দুজন করে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে, প্রতি মাসে পৃথক পৃথক নাম ধারণ করে বিভিন্ন কর্মের দ্বারা বিভিন্ন নামধারী সূর্যসংক্রান্ত ভগবানের আরাধনা করেন। হে রাজন, হুমণ্ডলে সূর্যসংক্রান্ত তাঁর কক্ষপথে ৯ কোটি ৫১ লক্ষ বোজন (৭৬ কোটি ৮ লক্ষ মাইল) পথ প্রতিবন্ধক দুই হাজার বোজন এবং দুই গ্রেসন (১৬ হাজার ৪ মাইল) বেগে অতিক্রম করেন।”



স্বাভিংশতি অধ্যায়

গ্রহগণের কক্ষপথ

মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত গ্রীষ্ম তরুণ গোষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে প্রভু, পরম শক্তিময় সূর্যসংক্রান্ত রশ্মি এবং সূর্যের পর্বতকে তাঁর দক্ষিণ রেখে ক্রমবর্ধমান প্রদক্ষিণ করেন। অকস্মেৎ সেই সময় অক্ষর তিনি সূর্যের এবং ক্রমবর্ধমানকে তাঁর দক্ষিণ রেখে স্বাভিংশতের অধিভূষণে অগ্রসর হন। সূর্য যুগপৎ সূর্যের এবং ক্রমবর্ধমানকে বামে এবং দক্ষিণে রেখে অগ্রসর হবেন, তা কিভাবে যেন সেওলা যায়।”

গ্রীষ্ম তরুণ গোষ্ঠী স্পষ্টভাবে উত্তর দিকের—“কুমোরে ঘূর্ণায়মান চক্রে ছোট ছোট নির্দোষদের যেন চক্রে ছিঁড়ি প্রদেশে চক্রে গতি থেকে ভিন্ন

তিনি প্রতিবিশিষ্ট হতে দেখা যায়, তেমনই, নক্ষত্র এবং রাশিগণ সূর্যের এবং ক্রমবর্ধমানকে দক্ষিণ রেখে কালচক্রে ঘূর্ণন করে এবং ছত্র নির্দোষের সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলিও তার সঙ্গে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিতে এবং নক্ষত্রে দেখা যায়। তা ইঙ্গিত করে যে, তাদের গতি রাশি এবং কালচক্রের গতি থেকে ভিন্ন। জগতের আদি কারণ ভগবান নারায়ণ। বেনজ মহাশয়ার কেশবর্তির দ্বারা তাঁর উপদেশ দেওয়া, তিনি সমস্ত গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য এবং কর্ম গুণের জন্য এই জগতে সূর্যরূপে অবতরণ করেছেন। তিনি নিজেকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করে বসন্ত আদি

ছয় ভাগে বিভক্ত করেছে। এইভাবে তিনি শীত, উত্তর আদি ঋতুর গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। বর্ণপ্রদ ধর্ম অনুসারে মানুষ সাধারণত সূর্যসংক্রান্ত ভগবান নারায়ণের উপাসনা করেন। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে বৈদিক অধিহোত্রাদি নানাবিধ কর্মের দ্বারা এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা পবিত্ররূপে তাঁর ভগবানের উপাসনা করেন। এইভাবে তাঁরা অন্যায়ের জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। সূর্যসংক্রান্ত যিনি হৃদয়ে নারায়ণ বা বিষ্ণু, তিনি সমগ্র জগতের আত্মাধারক। তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অস্ত্রীভূত মধ্যস্থলে কালচক্রে স্থানিতে অবস্থিত হয়ে, রশ্মির নাম অনুসারে বারোটি বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন। সেই বারোটি মাসের সময়সূচক কলা হয় সংবৎসর। চন্দ্রের গণনা অনুসারে তরু এবং কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস হয়। তা পিতৃলোকের এক দিন এবং রাত্রি। সৌর গণনা অনুসারে সোয়া দুই নক্ষত্রে এক মাস। সূর্যসংক্রান্ত দুই মাস প্রমাণ এক ঋতু হয় এবং তাই ঋতুর পরিবর্তনকে সংবৎসরের সেক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে সূর্যসংক্রান্ত যে সময়ে নভোমণ্ডলের অর্ধাংশে ঘূর্ণন করেন, সেই সময়কে কলা হয় অয়ন। সূর্যসংক্রান্ত তাঁর মন, ক্ষিপ্র ও সমান গতির দ্বারা যে কাল পর্যন্ত স্বর্গমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল—এই তিন মণ্ডলকে সর্বভৌমভাবে অতিক্রম করেন অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করেন, সেই পরিমিত সময়কে পতিভেদা সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও বৎসর—এই পাঁচটি নামে অভিহিত করেন।”

“সূর্য কিংবদন্তি ১,০০,০০০ বোজন উর্ধ্বে রয়েছে চক্রে, যিনি সূর্যের থেকেও প্রত্যন্ত গতিতে প্রদক্ষিণ করেন। চক্রে দুই পক্ষে সূর্যের সংবৎসরের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন, সোয়া দুই মাসে সূর্যের এক মাসের পথ অতিক্রম করেন এবং এক মাসে সূর্যের এক পক্ষের সমান দূরত্ব অতিক্রম করেন। গুরুপক্ষে প্রতিদিন চক্রে কলা বর্ধিত হয় এবং তখন সেক্ষেপের লি এবং পিতৃসের স্রষ্টি হয়। চন্দ্রের কক্ষপথে সেক্ষেপের স্রষ্টি হয় এবং পিতৃসের দিন হয়। এইভাবে চক্রে ত্রিশ মুহূর্তে (সারানিয়ে) এক-এক নক্ষত্র অতিক্রম করেন। চক্রে শস্যবৃদ্ধির অমৃতময় শীতল স্রষ্টির উৎস এবং তাই চন্দ্রসংক্রান্ত সমস্ত জীবের প্রাণ বলে মনে করা হয়। চন্দ্রসংক্রান্ত সমস্ত জীবের

মধ্যে প্রধান বলে থাকে বলা হয় গ্রীষ্ম। চক্রে সমস্ত শক্তিতে পূর্ণ হওয়ার ফলে ভগবানের প্রত্যয়ের প্রতীক। চক্রে মনের অধিষ্ঠাত্রী বলে মনোময়। যিনি সমস্ত উদ্ভিদ এবং বৃক্ষ-জাতকে শক্তি প্রদান করেন বলে অমৃতময় এবং তিনি সমস্ত জীবের জীবনধারণ বলে তিনি অমৃতময়। চক্রে সমস্ত দেবতা, পিতৃ, মানুষ, ছত্র, পশু, পক্ষী, সর্পীশূ, কৃষ্ণ, লজ্জা আদি সমস্ত জীবের প্রসঙ্গের বিধান করেন। চন্দ্রের উপস্থিতিতে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়, তাই চন্দ্রকে বলা হয় সর্বময়।”

“চন্দ্রসংক্রান্ত ২,০০,০০০ বোজন উপরে অক্ষকণ্ডলি নক্ষত্র রয়েছে। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তারা কালচক্রে ঘোড়িত। তাঁরা সূর্যসংক্রান্ত দক্ষিণ দিকে প্রদক্ষিণ করে এবং তাদের গতি সূর্যের গতি থেকে ভিন্ন। অভিজিৎ আদি এই রতম অষ্টাঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র রয়েছে। সেই নক্ষত্রমণ্ডলের ২,০০,০০০ বোজন উর্ধ্বে গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান। সূর্যের ঋতু, মসুর এবং সমান গতি অনুসারে এই গ্রহ কখনও সূর্যের সঙ্গে সমানভাবে, কখনও পশ্চাতে, কখনও বা অগ্রে গমন করেন। যে প্রহ বৃষ্টির প্রতিবন্ধক, গুরু সেই প্রহের প্রভাব নাশ করেন। তাই তাঁর উপস্থিতিতে কলা সৃষ্টি হয় এবং তাই তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীদের পক্ষে সর্বা হিতকর বলে মনে করা হয়। পতিভেদে সেই কথা স্বীকার করেছেন।”

“কৃষ্ণকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ বৃষ ও কখনও কখনও সূর্যের পিছনে, কখনও সামনে এবং কখনও একসঙ্গে ঘূর্ণন করেন। গুরু প্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অর্থাৎ ছত্রল থেকে ৭২,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে চন্দ্রসংক্রান্ত বৃষ বিরাজ করেন। ইনি প্রহ সর্বদাই ব্রহ্মাণ্ড-বাসীদের মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু কখন সূর্যের সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন, তখন প্রহল কৃষ্ণ-কলা, অক্ষপূর্ণ যোগ, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি-জনিত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন।”

“সূর্যের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে, অর্থাৎ ছত্রল থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে মঙ্গলগ্রহ অবস্থিত। এই গ্রহের গতি যদি যক্ষ না হয়, তা হলে ইনি তিন-তিন পক্ষে এক-একটি করে বারোটি রাশি অতিক্রম করেন। এই গ্রহ প্রায় সর্বদাই মৃৎজনক অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।”

“মহান গ্রহের ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্ব, অর্থাৎ পৃথিবীর ১,০৪,০০,০০০ মাইল উর্ধ্ব কৃষ্ণাতি অবস্থিত, যিনি এক পরিব্রাজক এক-একটি গ্রামি অতিক্রম করেন। তাঁর গতি যদি বক্র না হয়, তা হলে তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মণকূলের গুজলগুহী হন।”

“বৃহস্পতির ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্ব অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১,২০,০০,০০০ মাইল উর্ধ্ব শনিগ্রহ অবস্থিত, যিনি এক একটি গ্রামিতে দ্রিগ খাগ ধরে অবস্থান করে

ত্রিংশ অনুব্রসরে দারোটি গ্রামি পরিভ্রমণ করেন। এই গ্রহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জন্য অত্যন্ত অন্তত।”

“শনির থেকে ৮৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্ব, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ২,০৮,০০,০০০ মাইল উর্ধ্ব সপ্তর্ষিগ্রহ বিরাজ করছেন। তাঁরা সর্বদা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের মঙ্গল কামনা করতে করতে ডগবান শ্রীবিষ্ণুর পরম ধাম ধ্রুবলোক প্রদক্ষিণ করছেন।”



ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

শিশুমার-চক্র

শ্রীল গুরুদেব গোখাঘী বললেন—“হে রাজন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১৬,০০,০০০ যোজন উর্ধ্ব বে স্থান রয়েছে, পতিভোগ্য ত্যক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পদ করেন। সেখানে উত্তমপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব কল্যাণ পর্যন্ত যাত্রা জীবিত করেন, সেই সমস্ত জীবনের জীবনরূপে এখনও অবস্থান করছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কল্যাণ এবং ধর্ম সকলে সেখানে সমবেতভাবে বহু সন্মান সহকারে তাঁকে দক্ষিণে রেখে প্রদক্ষিণ করেন। ঐ মহারাজের কার্যকলাপের বহির্ভা অগ্নি পূর্বেই (চতুর্ধ্ব দিকে) বর্ণিত করেছি। ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্রুবলোক সমস্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবলম্বন উত্তরণে নিঃসৃত নিশ্চলভাবে বিরাজ করছেন। প্রবিশ্রান্ত, অক্লান্ত, শরীর শক্তিমান কাল এই সমস্ত জ্যোতিষদের নিঃসৃত ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করছেন। যখন মাড়ই করার সময় বলমণ্ডের যেমন মেটীভুক্ত, একটিকে স্তম্ভের নিকটে, একটিকে মধ্যে এবং তৃতীয়টিকে দূরবর্তী স্থানে সন্ধ্যাক্রান্ত করা হয় এবং সেই পতন্তলি প্রানের নিজ নিজ স্থান অতিক্রম সা করে স্তম্ভের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে, তেমনই, শত সহস্র গ্রহ-নক্ষত্র উর্ধ্ব ও অধঃস্থান বিভাগ অনুসারে তাঁদের নিজ নিজ কক্ষপথে ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা তাঁদের

কর্মকল অনুসারে ভগবানের দ্বারা জ্ঞাত প্রকৃতিরূপ যন্ত্রে সন্ধ্যাক্রান্ত হয়ে, ধ্রুবকে অবলম্বনপূর্বক বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে কল্যাণ কাল পর্যন্ত ধ্রুবলোকের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন, ঠিক যেমন আকাশে শত শত টান মল সমন্বিত মেঘ ভেসে বেড়ায় অথবা বিশাল শৈল পাহা ডানের কর্ম অবলম্বন করে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে অথচ কখনও পতিত হন না।”

“গ্রহ এবং নক্ষত্র সমন্বিত এই বিশাল যন্ত্রটি শিশুমার (শিশু) নামক জনকমুখের আকৃতির সদৃশ। তাঁকে কক্ষণও কখনও অবতারে স্থল মনে করা হয়। মহান যোগীনা বাসুদেবের এই রূপের-উপর ধ্যান করেন, কল্যাণ তাঁর এই রূপটি দেখা যায়। সেই শিশুমারের যন্ত্রক অধঃমুখে এবং সেহ কৃতলীভূত। তাঁর পৃষ্ঠায়ে ধ্রুব, লক্ষ্মী প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম এবং পূজ্যমূলে ধাত্য ও বিদ্যা। কটিদেশে ঈশ্বর, অসিরা আর্দ্র সপ্তর্ষি। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাঘর্ভে কুণ্ডলীভূত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ডান পাশে অতিজিৎ থেকে পূর্বসু পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র এবং বাম পাশে পূজ্য থেকে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত চৌদ্দটি নক্ষত্র রয়েছে। কুণ্ডলীভূত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের উত্তর পার্শ্বে সমান সংখ্যক নক্ষত্র থাকার কালে তাঁর ভ্যাসমাত্র বজায় থাকে। শিশুমারের পৃষ্ঠদেশে অজবীঘী

এবং তাঁর উদরে আকাশমতা বর্তমান। পূর্বসু এবং পূজ্য মধ্যস্থলে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম জোবীদেশে, অর্থাৎ ও অস্ত্রবা দক্ষিণ ও বাম পদে, অতিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম নাসিকার, ঈশ্বর ও পূর্বাষাঢ়া দক্ষিণ ও বাম চক্ষু, ধনিষ্ঠা ও মূল দক্ষিণ ও বাম কর্ণ, যথা থেকে অনুপ্রাণা পর্যন্ত দক্ষিণাঘর্ভের অটটি নক্ষত্র বাম পার্শ্বে অস্থিসমূহে এবং মৃগশীর্ষা থেকে পূর্বভাদ্র পর্যন্ত উত্তরাঘর্ভের অটটি নক্ষত্র ডান পার্শ্বে অস্থিতে এবং পততিবা ও জ্যেষ্ঠা তাঁর দক্ষিণ ও বাম কন্ডে সন্নিবেশিত রয়েছে। শিশুমারের উপরে চোয়ালে অগ্নি, নীচের চোয়ালে বমরাজ, মুখে মঙ্গল, উপরে শনি, গলায় পুষ্টমণ্ডে বৃহস্পতি, নাকমূলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে গুরু, শুনে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপাণে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্গসে কেতু এবং রেখামূলে ভাষাপন্ন সরিষেনিহিত রয়েছে।”



চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাতাললোকের বর্ণনা

শ্রীল গুরুদেব গোখাঘী বললেন—“হে রাজন, পৌরাণিকেরা বলেন যে, সূর্যের ১০,০০০ যোজন নীচে রাহু গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে কিরণ করছে। সেই গ্রহের অধিপতি সিংহিকানন্দন অসুরাধম। দেবক ও গ্রহের লাভের সম্পূর্ণ আয়োগ্য হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের কৃপায় তা লাভ করেছে। তাঁর কথ্য আমি পরে বর্ণনা করব।”

“তাপের উৎস সূর্যমণ্ডল ১০,০০০ যোজন ও চন্দ্রমণ্ডল ২০,০০০ যোজন বিস্তৃত এবং ব্রাহ্মণ্ডের বিস্তার ৩০,০০০ যোজন। পূর্বে অমৃত বিতরণের সময়, রাহু সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে বাসধান পৃষ্টি করে শত্রুতা পৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল। রাহু সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েরই প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এবং তাই সে প্রত্যেক

“হে রাজন, এইভাবে যে শিশুমারের আকৃতি বর্ণিত হল, তাই ভগবানের সর্ব সেবাময় জন। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এক সাধ্যাহ্নে যৌন হারে সেই রূপ নির্দীক্ষণ করে নিরোক্ত যন্ত্রে তাঁর উপাসনা করা উচিত—“হে কল্যাণ, আপনি কল্যাণে প্রকাশিত হয়েছেন। আপনি বিভিন্ন কক্ষপথে চরমপীঠ নক্ষত্রদের আলোক, হে সর্ব সেবাধিপতি, হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি এবং আপনায় ধ্যান করি। শিশুমাররূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরীর সমস্ত দেবতা, নক্ষত্র এবং গ্রহের অগ্রণয়। যিনি প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়, যিনি তিনকরে এই যন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। কেউ যদি তাঁর এই রূপকে কেবল প্রণতি নিবেদন করেন এবং প্রতিদিন তিনবার তাঁর রূপের ধ্যান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।”

অম্বালা ও পূর্ণিমাতে তাঁদের আচ্ছন্নিত করতে চেষ্টা করে। চন্দ্র ও সূর্যের কাছে রাক্ষস আক্রমণের কথা অবগত হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র ও সূর্যকে রক্ষা করার জন্য তাঁর শক্তিযুক্ত পরম শির সুপর্ন নামক যন্ত্র প্রয়োগ করেন। অবৈকল্যের সাধের করার জন্য প্রচণ্ড তপন এবং জ্যোতি সমন্বিত সুপর্ন রাক্ষস কাছে অসহ্য হয়েছিল এবং তাঁর কলে সে ভয়ে পলায়ন করেছিল। রাহু কখন সূর্য এবং চন্দ্রকে আক্রমণ করে, লোকে তাকে গ্রহণ বলে। রাহু গ্রহের ১০ হাজার যোজন নীচে সিংহলোক, চারনলোক এবং বিদ্যাধরলোক। বিদ্যাধরলোক, চারনলোক এবং সিংহলোকের নীচে হস্ত, রাহুস, পিশাচ, ভূত, প্রেত আদির বিহারস্থান অন্তর্ভুক্ত। ষটসূর পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং মেঘ বিসরণ করে, ভটসূর পর্যন্ত

অতীতকাল বিদ্যুৎ। যক্ষ, রাক্ষস আদির বাসস্থানের ১০০ কোজন নীচে (৮০০ মাইল) এই পৃথিবী। যতদূর পর্যন্ত হলে, ভাস, শোল আমি বড় বড় পাখিরা উড়তে পারে, ততদূর পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা।”

“হে রাজন, পৃথিবীর অখোভাশে হ্রাসাণের সীমা পর্যন্ত প্রতি দশ হাজার কোজন অস্তুরের অডল, বিডল, সুডল, তলাডল, মহাডল, রসডল এবং পাডাল নামক অন্য আরও সাতটি প্রহলোক রয়েছে। আমি ইতিপূর্বে পৃথিবীর অবস্থান সব্বন্ধে বর্ণনা করেছি। এই সাতটি প্রহলোকের আয়তনও ক্রমশঃ হ্রাসমান। বিলম্বিত মামক এই সপ্ত পাডালে যে সমস্ত ভকল, উদ্যান, ক্রীড়াহীন ও বিহীনকৃষি রয়েছে সেগুলি স্বর্ণের থেকেও অধিক সমৃদ্ধ। কারণ অসুরদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের মান অনেক উচ্চ। এই লোকের অধিবাসী সৈন্ত, পানব এবং নগেরা পুংসুখ উপভোগে মগ্ন। তাদের পত্নী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব সব্বন্ধেই মারিক জড় সুখভোগে মগ্ন। মেবতাসের সুখভোগ কখনও কখনও প্রতিহত হয়, কিন্তু এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহত সুখ ভোগ করে। এইভাবে তারা মারিক সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।”

“হে মহারাজ, কাছে বলা হয় বিলম্বিত, সেই কৃত্রিম স্বর্ণের মর নামক এক হ্যা মানব রয়েছে, যে অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী এবং স্থপতি। সে অপূর্ণ সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত সমস্ত নগরী নির্মাণ করেছে। সেখানে বহু বিচিত্র ভকল, প্রাচীর, ছাদ, সচাগৃহ, মন্দির, চক্র, এমনকি প্রবাসীজনের বাসস্থান নির্মাণ করেছে। সেই গ্রহলোকের নেতাদের প্রাসাদগুলি তৈরি হয়েছে সব চাইতে মূল্যবান মনিরত্ব দিয়ে এবং সেগুলি সর্বদা নাগ, অসুর এবং কপোত, চক, শাবি ইত্যাদি পক্ষীতে সজ্জা। সেই কৃত্রিম স্বর্ণপূর্ণী অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হয়ে অতি স্নোহের শোভা ধারণ করে বিরাট কবাহে। সেই কৃত্রিম স্বর্ণের উদ্যানগুলি খেদ অমরলোকের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে শোভা পাচ্ছে। সেই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ লতায় দ্বারা আলিঙ্গিত এবং তাদের শাখাসমূহ ফল, ফুলের গুচ্ছ এবং সুন্দর সব পানবের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে এমন শোভা ধারণ করেছে যে, তা দর্শন করা মাত্রই দর্শকের মন-প্রাণ অলঙ্কৃত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর সেখানে যে কল্যাণ রয়েছে

তা দ্বারা নির্মল অলঙ্কৃত, সেই জলে নানা প্রকার মাছ উল্লঙ্ঘন করার জন্য ক্রমশঃ। সেই কল্যাণগুলি কৃষ্ণ, কৃষ্ণায়, কুহায়, নীল ও লাল পদ্ম দ্বারা সুশোভিত। সেখানে চক্রবাক আমি যে সমস্ত বিহীন-মিথুন বাস কবাহে, তারা নিরবচ্ছিন্ন অলঙ্কৃত অলঙ্কৃত হয়ে নানা প্রকার কৃষ্ণনে সমস্ত কাননকে সুখবিত্ত করেছে। সেই মনোরম ফানি মন এবং ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণ অলঙ্কৃত নিধান করে। যেহেতু সেখানে সূর্যকরণ প্রবেশ করে না, তাই সেখানে দিন ও রাত্রির কালবিভাগ নেই, সুতরাং কালজ্ঞানিত কোন ভরও সেখানে নেই। সেখানে বহু মহাসর্গ বাস করে, যাদের মাথার মণির প্রভায় চতুর্দিকের অন্ধকার দূর হয়। যেহেতু সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা নিষ্কল ঐশ্বর্যের রস পান করে এবং ঐ মনে জ্ঞান করে, তাই তারা সব রকম মানসিক উৎকর্ষ এবং শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত। তাদের চুল লাল না, শরীরে কলীরেখা দেখা দেয় না এবং তাদের দেহে কার্যকরকর্মিত জরা দেখা দেয় না। তাদের শরীরের কাণ্ডি কখনও মলিন হয় না, তাদের ঘামজনিত দুর্গন্ধ হয় না এবং তারা স্বর্ষকর্মজনিত শ্রুতি ও অনুগ্রহ অনুভব করে না। তারা অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে প্রীতিযাপন করে এবং কালরূপী ভগবানের সুন্দর চক্র কাঠীত অন্য কোনভাবে তারা সূক্ষ্মভবে ভীত হয় না। সুন্দর চক্র যখন এই প্রদেশে প্রবেশ করেন, তখন উরে গর্ভবতী অসুর-রমণীদের গর্ভপত হয়।”

“হে রাজন, আমি এখন আপনাকে এক একে অতল আমি লোকের বর্ণনা করব। অতলে মঙ্গলানদের পুত্র বন নামক অসুর বাস করে। এই কলি ছিয়ানবুই প্রকার মায় সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত বোগী এবং স্বামীরা আজও সেই মায়ারপতির বলে মনুষ্যকে প্রভাবিত করে। সেই মানবের জন্তদের ফলে তার মুখ থেকে বৈরিনী, কামিনী এবং পুংসলী—এই তিন প্রকার রমণীর সৃষ্টি হয়েছে। বৈরিনীরা স্বর্ণের পুত্রবাদের বিবাহ করে, কামিনীরা অন্য বর্ণের পুত্রবাদের বিবাহ করে এবং পুংসলীরা একের পর এক গতি পরিবর্তন করে। কোন পুংস যদি অতলে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত নারী তাকে হটিক রস পান করায়। এই দাদক পানের ফলে তাদের হৌদ ক্রিয়ায় প্রবল সামর্থ্য হয় এবং সেই রমণীরা তাদের সঙ্গে

সন্তোকে লিপ্ত হয়। সেই রমণীরা তাদের আকর্ষণীয় অবলোকন, নির্জন ভাষণ, অনুগ্রহযুক্ত হাস্য এবং আলিঙ্গনের দ্বারা তাদের বিমোহিত করে তাদের ইচ্ছা অনুশাস্তে বশ করায়। তাদের বর্ধিত রক্তি সামর্থ্যের ফলে তারা নিজেদের অকৃত হস্তীর থেকেও বজ্রবল বলে মনে করে মগ্ন হয়। এইভাবে মন হয়ে তারা তাদের আসার মৃত্যু সব্বন্ধে অচেতন থেকে নিজেদের ভগবান বলে মনে করে।”

“অতল লোকের নীচে বিডল, যেখানে হটিকেশ্বর নিব তাঁর অনুচর ভূতপ্রভেত সহ মিলিত হয়ে প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য ভবানীসহ বিধুনীভূত হয়ে বাস করছেন। হর-গৌরীর বীর্ষ থেকে হটিকী নামক মণী বিডল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অগ্নি বন্ধুত্বের অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে, সেই নদীতে প্রবাহিত জলরূপ বীর্ষ পান করে কৃৎসন করেন। তার ফলে হটিক নামক স্বর্ণের উৎপত্তি হয়। সেই গ্রহলোকের অসুর এবং অসুরীরা সেই হটিক-স্বর্ণনির্মিত ভূষণ পরিধান করে মহানুশে সেখানে বাস করে।”

“বিতললোকের নীচে সুডল অবস্থিত। সেখানে বিরোচনের পুত্র মহাবশ্য মহাপুণ্যবান বলি মহারাজ বাস করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণু অধিষ্ঠিত পর্ভ থেকে বটু কামরূপে অবস্থিত হয়ে, হলনাপূর্বক বলির কাছ থেকে দ্বিগুণ ভূমি ভিক্ষা করে ভিক্ষাক অপহরণ করেছিলেন। বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর রাজ্য ছিরিয়ে দেন এবং ইন্দ্রেরও দুর্ভাগ্য সম্পদে সন্তুষ্ট করেন। সুডললোকে বলি মহারাজ একনও ভগবানের আরাধনায় মগ্ন রয়েছেন।”

“হে রাজন, বলি মহারাজ যে ভগবানকে তাঁর সর্বব দাদ করেছিলেন বলে বিলম্বিত মহা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কখনও মনে করা উচিত নয়। তিনি সমস্ত জীবের প্রীতি প্রদান, তিনি পরম সুখরূপে সকলের হৃদয়ে বিজয় করেন এবং তাঁর নির্দেশনায় জীব এই জগতে সুখ অমৃত সুখ ভোগ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বলি মহারাজ তাঁর সর্বব অর্পণ করেছিলেন। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য তিনি তা করেননি, শুধু শুভ হওয়ার জন্যই তিনি তা

করেছিলেন। শুধু শুভের কাছে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়। অতএব কখনও মনে করা উচিত নয় যে, বলি মহারাজ তাঁর দানের বিনিময়ে এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। কেউ বন্ধন শুধু প্রেম ভগবানের স্তব্ধ হন, তখন ভগবানের ইচ্ছায় প্রভবে তিনি জড়-জাগতিক উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন। কিন্তু কখনও শ্রদ্ধাবশত মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান জড় ঐশ্বর্য তাঁর ভগবদ্ভক্তির ফল। ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত ফল হচ্ছে শুধু ভগবদ্ভক্তি আগ্রহিত করা, যা সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। কেউ যদি কৃষ্ণ, পতন, স্বপন আদির সময়ে ব্যাকুল হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার বয়ে ভগবান্নে দাদ উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি দুর্বার কর্মবন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হন। সেই মুক্তি লাভের জন্যই সুক্তকর্মীরা কর্মমূলধরূপ বসন্তবন্ধন খেদন করার জন্য অটলবোধ আমি নানা প্রকার ক্রম স্বীকার করে। সকলের হৃদয়ে পরমাত্মকরণে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান কারণ মুক্তি মতো শুভদের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেন। অর্থাৎ ভগবানের প্রতি বীরা শুধু প্রেমপ্রাণ, ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের শুধু প্রেম দান করেন। সন্ধ্যায় আশ্বজানীদের তিনি পরমাত্মবরূপ উপলব্ধির চিত্রের আনন্দ দান করেন। ভগবান বলি মহারাজকে শুভ সুখ এবং ঐশ্বর্য প্রদান করে তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেননি, কারণ ভোগেশ্বরের ফলে জীব ভগবানের প্রেমময়ী সেবার কথা ভুলে যায়। জড় ঐশ্বর্যের ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আর একপ্র কাঁড়া যায় না। ভগবান বন্ধন দেখলেন যে, বলি মহারাজের সব্বন্ধে নিজে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই, তখন তিনি ভিক্ষা করার ছলে তাঁর শরীর দ্বারা অবশিষ্ট রেখে তাঁর কাছ থেকে বিলোকের আধিপত্য অপহরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও ভগবান সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলি মহারাজকে বরণাশে বদ্ধ করে নিরিগদ্বয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সর্বব অপহরণ করে তাঁকে বিলোকের নিক্ষেপ করা হলেও বলি মহারাজ এমনই মহান স্তব্ধ ছিলেন যে, তিনি এইভাবে বলেছিলেন। জাহা, কি দুঃখের বিষয়! এই মেহরাজ ইত্র জাতীয় বিধান ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং বৃহস্পতিকের তাঁর সচিবের পদে বরণ করে তাঁর থেকে

মহাশয় কর সবেও তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের
বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। বৃহৎশক্তিও বুদ্ধিমান নয়,
কারণ তিনি তাঁর শিষ্য ইন্দ্রকে যথাযথভাবে উপদেশ
দেননি। ভগবান বামনদেব ইন্দ্রের দ্বারা এসে নগরস্থান
হিসেব, কিন্তু ইন্দ্র তাঁর দাসা প্রার্থনা না করে, তাঁকে নিয়ে
আমার কাছ থেকে তাঁর ইন্দ্রিয়-ওপদেশের জন্য সন্মান্য
ত্রিলোকের অধিপত্য ডিমা করলেন। এই ত্রিলোকের
অধিপত্য নিজেই ফুল, বরণ সমস্ত জড় ঐশ্বর্যই কেন্দ্র
মন্ডর পর্যন্ত থাকে, যা অনন্ত কালের এক নগর্য অংশ।”

বলি মহারাজ কলেন—“আমার নিত্যমুখ প্রভুসই
একমাত্র পুরুষাৰ্থ বিধায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর শিষ্য
হিরণ্যকশিপুৰ যুগ্মার পর ভগবান সুসিংহদেব বধন
প্রভুরকে তাঁর শিষ্যর রূপে এমনকি জড় বন্ধন থেকে
মুক্তি পর্বত প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন প্রভু
মহারাজ মুক্তি এবং ভৌগোষ্য কেনিটিই গ্রহণ করেননি
তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, সেইগুলি ভগবৎশক্তির
প্রতিবন্ধক-বন্ধন এবং তাই তা ভগবানের প্রকৃত কৃপা
নয়। তাই, কর্ম এবং জ্ঞানের কল গ্রহণ করার পরিবর্তে
চতুর্দ মহারাজ কেবল ভগবানের দামোই ভিক্ষা
করেছিলেন। আনন্দে মতো ব্যক্তিরা, বসন্ত একনও জড়
সুভোদ্যের প্রতি অগন্ত, তারা জড় প্রকৃতির ওদের দ্বারা
কলুষিত এবং তারা ভগবানের কৃপা লাভে বঞ্চিত, তারা
কখনও প্রভু মহারাজের সঙ্গে বহন ভগবৎশক্তির দ্বারা
চলিত হইল দার অনুগত করতে পারে না।”

শ্রীল ভগবদেব পোহানী কলেন—“হে রাজন, বলি
মহারাজের মহিমা আমি কিতাবে বর্ণনা করব? অশিল
জগৎপুত্র, তাঁর ভক্তের প্রতি সবার সবার ভগবান নারায়ণ
দ্বারা পদাঙ্কে বলির দ্বারে অবস্থান করছেন। দিগন্তের
উপদেশে দলভূত রক্ত বধন সেই বলির দ্বারে গিয়ে
উপস্থিত হয়েছিল, তখন বামনদেব তাকে তাঁর পদাঙ্কের
দ্বারা অশিল হস্তের মাইল দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই
বলি মহারাজের চরিত্র এবং কর্মবলাপ আমি গড়ে (খণ্ড
হবে) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।”

“সুতলাশোকের নীচে সলাতল নামক আর একটি

লোক রয়েছে, যা মহাপ্রভুর রাজ্য। মহাপ্রভুর
কর্তব্য। ত্রিলোকের মহাপ্রভুর ত্রিপুরারি শিব একবার
ময়ের তিনটি পুরী দখল করেন, কিন্তু তার প্রতি প্রসন্ন
হয়ে, তিনি আবার তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেন।
সেই সময় থেকে মানবের মর ত্রিপুরারি সন্ধ্যাবে কর্তব্য
সর্বভোভাবে প্রকৃষ্ট এবং তাই তিনি আশ্চর্যজনক মনে
করেন যে, ভগবান এবং তাঁর সুদর্শন চক্রের করে তাঁর
ইওয়ার আর কোন কারণ নেই।”

“ভলাতলের নীচে মহাভল। সেখানে অক্ষয়ধারী
সর্বদা অত্যন্ত ফুল কলসের সর্গেরা জগ করেন। সেই
সময় মহাপ্রভুর মধ্যে কৃষ্ণক, তক্তক, কালিগ, সুবেশ
আদি প্রবন। মহাভলের সর্গেরা সর্বদাই ভগবানের বাহন
পক্ষীরাজ প্রভুর করে অত্যন্ত ভীত থাকে। কিন্তু তা
সবেও তারা তাদের স্বী, পুত্র, বন্ধু ও আত্মীয়-বন্ধনদের
সঙ্গে অদৃশ উপভোগ করে।”

“মহাপ্রভুর নীচে রসাতল, যেখানে দিগ্গি এবং পুত্র
পুত্র দৈত্য ও মানবেরা বাস করে। তাদের কলা হয় পণি,
নিবাতকক, কালের এবং হিরণ্যপুরুষা। এরা সকলে
দেবতাদের লড় এবং সর্গের মধ্যে বিধে বাস করে।
এরা জগ থেকেই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নিষ্ঠুর। যিনি
সমস্ত দেবতাদের অধিপতি সেই ভগবানের সুদর্শন চক্রের
দ্বারা এরা সর্বদাই পরভূত হয়। ইন্দ্রের দ্বীত সন্ন্যাস বধন
একটি বিশেষ অভিশাপ মত উচ্চারণ করেন, তখন এই
সমস্ত সর্গদাম্প অসুরেরা ইন্দ্রের দ্বারা অত্যন্ত ভীত হয়।”

“রসাতলের নীচে পাতাল বা নাসলোক, যেখানে পশু,
কুলিক, মহাপশু, যেত, কাকজ, হুতরাট্ট, লক্ষ্যুড়, ককল,
তলতর, দেবদত্ত আদি নাসলোকপতি ভক্তের আনুগিক
সর্গেরা বাস করে। তাদের নেত্র হচ্ছে বাসুকি। তারা
অত্যন্ত লেপনবস্ত্র এবং তারা কল কলবিলিপি—তাদের
দ্বারাও পাঁচটি কলা, কলও সাড়টি, কলও দলটি, কলও
এক পত এবং কলও আবার এক হাজার কলা। এই
সমস্ত কলার দ্বারা যুগ্মবান মণি সলোক রয়েছে এবং সেই
মণির আলোকে সেই বিলম্বের যোগ অক্ষবর্ণ বিদূষিত
হয়।”

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ভগবান অনন্তদেবের মহিমা

শ্রীল ভগবদেব পোহানী মহারাজ পরীক্ষিতকে
বললেন—“হে রাজন, পাতালশোকের ৩০,০০০ যোজন
নীচে ভগবানের আর এক অবতার রয়েছে। তিনি
হচ্ছেন অনন্ত বা সর্বদর্শন নামক ভগবান শ্রীবিভূত অংশ।
তিনি সর্বদাই বিওছ সন্তান, কিন্তু যেহেতু তিনি
তমোগুণের অবতার শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পুঞ্জিত হন, তাই
তাঁকে কখনও কখনও ভাসী বলা হয়। ভগবান
অনন্তদেব জড় প্রকৃতির তমোগুণের এবং বহু জীবের
অহংকরে অধিপত্য প্রভুর। বহু জীব বধন মনে করে,
‘আমি ভোক্তা এবং এই জগৎ আমার লেগের জন্য,’
এই ভাবনা সর্বদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে বহু
জীব নিজেকে প্রভুর ভগবান বলে মনে করে।”

“এই ব্রহ্মাণ্ডটি সহস্র কলা সমন্বিত ভগবান
অনন্তদেবের একটি কলায় অবস্থান করে একটি সর্গের
দ্বারা মতো প্রতীয়মান হয়। প্রসারের সময়ে অনন্তদেব
বধন সমগ্র সৃষ্টি সংহার করতে ইচ্ছা করেন, তখন
ক্লেশবশত তাঁর ক্রটি কুলি জন্মগুণের মধ্য থেকে
ত্রিশূলধারী ত্রিলোকে একাক্ষ রক্তদ্বী সর্বদর্শন নামক বহু
উক্তি হন। তিনি সমগ্র সৃষ্টি সংহার করার জন্য
আবির্ভূত হন। ভগবান সর্বদর্শনের শ্রীগমণ্ডলের অক্ষর
বহু নব্রতন মণিগুণে দর্শনপ্রাণে প্রতিভাত হয়। প্রেট
ভক্তগণ-সহ বাগবতীরা বধন ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে
ভগবান সর্বদর্শনের প্রতি তাঁদের প্রপত্তি নিবেদন করেন,
তখন তাঁরা তাঁর পদমধ্যে তাঁদের সুখের দুঃখমণ্ডল
প্রতিবিম্বিত হতে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন।
তাঁদের গণকেন জতি উজ্জল কর্তৃত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত
ইওয়ার তাঁদের দুঃখমণ্ডল স্বপূর্ব শোভা ধারণ করে।
ভগবান অনন্তদেবের সুখের সুদীর্ঘ বাহ সম্পূর্ণরূপে চিত্র
এবং তা মনোহর বলায় বিদূষিত। তাঁর কল উজ্জল ও
ইওয়ার কল সেগুলিকে রক্ত ও তাঁর মতো মনে হয়।
সুদর্শী দাম্পত্যকন্যারা বধন ভগবানের মঙ্গলময় অশীর্বাদ
শাভের আশার তাঁর বাহতে অগ্ন, চন্দন ও কুমকুম পঙ্ক

জন্মগোপন করেন, তখন তাঁর সীহজের সঙ্গপর্শে তাঁদের
হৃদয় কমায়েশে উদ্ভিত হয়ে ওঠে। তাঁদের মনের ভাব
বুঝতে পেয়ে ভগবান তখন কৃপাপূর্ণ মধুর হাস্য সহকারে
সেই রাজকন্যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁদের
মনের ব্যঙ্গ্য তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে বলে বুঝতে
পেয়ে তাঁর তখন লজ্জিত হন। তখন তাঁরা মধুর হাস্য
সহকারে মন-বিদূষিত অক্ল বর্ণ, ভক্তপ্রণেমে প্রসন্ন
ভগবানের সুখের গুণমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।
ভগবান সর্বদর্শন অনন্ত ওবেক সমুদ্র, তাই তাঁর নাম
অনন্তদেব। তিনি প্রমোদিত ভগবান থেকে অস্তিত। এই
জড় জগতের সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি
অসহিষ্ণু এবং ক্লেশ সংবরণ করে তাঁর ধামে বিরাজ
করছেন।”

“দেবতা, অসুর, উর্বর (সর্গদেবতা), সিদ্ধ, গন্ধর্ব,
কিনাফর এবং মুনিগণ নিরন্তর ভগবানের কন্যা করছেন।
তামাসিক কল মনভরে বিদূষ বলে মনে হচ্ছে এবং তাঁর
পূর্ব বিকশিত পুণ্যগুণের মন মনভরে স্পষ্টমান। তিনি
তাঁর পার্শ্ব দেব বৃক্ষগুণের তাঁর শ্রীমুখ নিম্নে মধুর
কণীর দ্বারা আনন্দিত করছেন। তাঁর পরনে নীল বসন,
অর্ণ এক কুণ্ডল, পুটদেশে হল এবং তাঁর বাহবুগল
অত্যন্ত সুগঠিত ও সুখর। তাঁর অক্ষকান্তি দেবদাত্ত
ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো ওষ, তাঁর কোমরে স্বর্ণময়ী
মেখলা এবং গলাদেশে কৈলাসদ্বী মালা, তাতে যে মধ
নয় ভূদাসী মধুরী প্রতিভা রয়েছে, তার কান্তি কখনও মন
হয় না। তার হৃদয় সৌভাগ্যে মন হয়ে বৌদ্ধিরা অলঙ্কৃত
মধুর হয়ে ওঠেন করছে এবং তার কলে তা আরও
সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে ভগবান তাঁর
উদার লীলা-বিলাস করছেন।”

“জড় জগতের বধন থেকে মুক্ত হতে বাঁরা
ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁরা বলি তরু-পরম্পরায় ধারার
সদৃশ্য শ্রীমুখ থেকে অনন্তদেবের মহিমা প্রকাশ করেন
এবং নিরন্তর সর্বদর্শনের দ্বারা করেন, ভগবান তাঁদের

অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে সমস্ত জড় কলুষ দূর করেন এবং অন্যান্য কাল দ্বারা স্ফূর্ত কৰ্মের মাধ্যমে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনাশূন্য হৃদয়গ্রহীত হইলেন। প্রকারে পুত্র নারদ মুনি সর্বদা তাঁর পিতার সত্যের ভূত্বক স্মরণে বাদ্যবজ্র (অথবা গজদ্বয়) সহ সজ্জিত হোলের দ্বারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণতালিকে বিশ্বের সৃষ্টি, বিধি এবং পালন কার্যের কারণ-বরূপ সক্রিয় করেন। সেই সময় অসংখ্য জলন্ত এবং অনান্যি। তিনি এক হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুরূপ প্রকাশিত করেছেন। তাঁর তত্ত্ব মনুষ্য কিতাবে অকণ্ড হতে পারে। সূক্ষ্ম এবং স্থূল অণু ভগবানের মধ্যে বিরাজমান। তাঁর স্ফূর্ত প্রক্তি অগ্নিতুল্যী কৃপালবত তিনি তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন, যা সর্বতোভাবে চিরন্তন। পরমেশ্বর ভগবান পরর উপর এবং তিনি সমস্ত যোগ-ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর ভক্তদের স্নান করে রাখেন এবং তাঁদের হৃদয়ে আনন্দ দান করেন জন্য তিনি বিভিন্ন অবতারে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন জীবা-বিলাস করেন। সমস্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের নব্বি নাম বলা করে কেউ যদি অকস্মাৎ তা কীর্তন করেন, অথবা আর্ও ফিরে পতিত ব্যক্তিও যদি পরিত্রাণ পায় সেই নাম একমুখ উচ্চারণ করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি নিজে যে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হনই, উপরন্তু তাঁর সার্বভৌম মাত্রে অন্যের শাপরাসিও বিনাশ করতে সমর্থ হন। অতএব জড় জগতের বহন থেকে

মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি কেন ভগবান শেষের নাম কীর্তন করবেন না? শুধু ছাড়া তিনি আর কার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।”

“ভগবান যেহেতু জনন, জই কেউই তাঁর শক্তি অনুমান করতে পারে না। বিশাল গিরি-গর্ভ, নদী, সমুদ্র, গাছপালা এবং জীবজন্তু সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ঠিক একটি জগুর মতো তাঁর সহস্র রূপের একটিতে ন্যস্ত রয়েছে। সহস্র জিহ্বা লাভ করেও তাঁর প্রভাব কে-ই বা বর্ণনা করতে পারেন? মহা শক্তিশালী ভগবান অনন্তদেবের গুণ এবং মহিমার অন্ত নেই। বস্তুতঃ তাঁর শক্তি অন্তহীন। সর্বতোভাবে ব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সব কিছুর আশ্রয়। বসন্তের মূলদেশে অবস্থান করে তিনি অসংখ্য রূপে প্রকাশ করে রয়েছেন।”

“হে রাজন, আমি বেদে যে আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রাপ্ত করেছি, সেই অনুসারে আপনার কাছে এই সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করলাম। কর্মীদের কর্ম অনুসারে এই সমস্ত গতি নির্মিত হয়। সকল ব্যক্তির বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। হে রাজন, জীবেরা সাধারণত তাদের বাসনা ও কর্মফল অনুসারে কিতাবে আচরণ করে এবং উচ্চ ও নিম্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, সেই কথা বর্ণনা করলাম। এই সম্পর্কে আপনি আমার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এবং মহাজনের শ্রীমুখে আমি যা প্রকাশ করেছি, সেই অনুসারে আমি তা বর্ণনা করলাম। এখন আমি আর কি বলব বলুন?”



ষড়বিংশতি অধ্যায়

নরকের বর্ণনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোবর্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে মহর্ষি, জীবকে কেন এই জড় জগতে বিভিন্ন জড় পরিস্থিতি ভোগ করতে হয়? দয়া করে সেই কথা আপনি বর্ণনা করুন।”

মহর্ষি শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“হে রাজন, এই জড় জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন প্রকার কর্ম রয়েছে। যেহেতু সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত, তার ফলে তাদের কার্যকলাপও

তিন প্রকার। যারা পবণে কর্ম করে তারা ধার্মিক এবং সুখী হয়, যারা রজোগুণে কর্ম করে তারা সুখ এবং দুঃখ দুই-ই ভোগ করে, আর যারা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত তারা সর্বদাই দুঃখী এবং তারা পশুর মতো জীবন যাপন করে। বিভিন্ন দ্বারা বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে জীবের গতির তারতম্য হয়। পূণ্যকর্মের ফলে যেমন স্বর্গভোগ হয়, তেমনই পাপকর্মের ফলে নরক ভোগ হয়। তমোগুণের প্রভাবে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং তাদের অজ্ঞানের দ্বারা অনুসারে তাদের নরকীয় জীবনের বিভিন্ন তর প্রাপ্তি হয়। কেউ যদি প্রমাদবশত তামসিক আচরণ করে, তা হলে তাকে অল্প কষ্ট ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জ্ঞানবশত পাপকর্ম করে, তা হলে তাকে আরও বেশি নরক-বন্ত্রা ভোগ করতে হয়। ধর্ম দ্বারা ব্যক্তিকৃতবশত পাপকর্ম করে, তাদের সব চাইতে বেশি নরকবন্ত্রা ভোগ করতে হয়। অন্যান্য কাল ধরে অবিদ্যাভ্রান্ত কামনার পরিমাণস্বরূপ জীব যে সহস্র সহস্র নরক-গতি প্রাপ্ত হয়, আমি তা এখন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।”

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোবর্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে প্রভু, এই নরকসমূহ কি ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে, ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের মধ্যে, নাকি এই পৃথিবীরই কোন স্থানে অবস্থিত?”

মহর্ষি শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“সমস্ত নরক হিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে ভূমণ্ডলের অবস্থানে এবং পূর্বোক্ত সমুদ্রের উপরিতাপে নরকের অবস্থান। পিতৃলোকও সেই প্রদেশে অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমুদ্র এবং নিম্নলোকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অধিবাস্ত্র আদি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান করেন এবং তাঁদের গোত্রভূত ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনা করেন। সূর্যসেপের অন্ত্যস্ত শক্তিশালী পুত্র যমরাজ পিতৃদের রাজা। তিনি স্বনার্ভদ পিতৃলোকে বস করেন এবং ভগবানের অজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করে, মৃত্যুর পর তাঁর দূতদের দ্বারা তাঁর অধিকারের মধ্যে অনীত প্রাণীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথভাবে বিচার করে নরকে নতুন করে। কেউ কেউ বলেন যে, ২১টি নরক রয়েছে এবং অন্য কেউ বলেন ২৮টি। হে রাজন, আমি তাদের নাম, রূপ এবং লক্ষণ অনুসারে বর্ণনা করব। সেগুলি

হচ্ছে—অমিত, অকৃতমিত, বৈধব, মহারৌরব, নৃপীপাক, কালানুভ, অসিপত্রক, সুকরবুধ, অকরুণ, ক্রিমিভোজন, সন্দংশ, তরসূরী, বস্ত্রকণ্টক-শাস্ত্রী, বৈতরণী, পুরোম, প্রাণভোগ, বিশমন, লাল্যভাঙ্গ, সারমেয়াদন, অর্বাচি, অন্নপান, ক্ষারকর্ম, রকোপণ-ভোজন, শূলপ্রোত, বন্দলুক, অষ্টনিবেধন, পর্থাবর্তন এবং সূচীমুখ। এইগুলি জীবের নরকভোগের স্থান।”

“হে রাজন, যে ব্যক্তি অপরের ঘন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সমুদ্রের তাকে কলপাশে বেঁধে বলপূর্বক তামিস্র নদীতে নিক্ষেপ করে। এই তামিস্র নরক ঘের অক্ষত্রে আচ্ছন্ন; সেখানে যমদূতেরা পানীতে ভীষণভাবে প্রহার, তাড়ন এবং তর্জন করে। সেখানে তাকে অনশনে রাখা হয় এবং কল পান করতে দেওয়া হয় না। এইভাবে ক্রুদ্ধ যমদূতের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে সে মূর্ছিত হয়। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করে তার স্ত্রী-পুত্র উপভোগ করে, সে অকৃতমিত নরকে পতিত হয়। বৃদ্ধকে ভূপতিত করার পূর্বে যেমন তার মূল ছেদন করা হয়, তেমনই সেই পানীকে ঐ নরকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যমদূতেরা মলা প্রকার বস্ত্রা প্রদান করে। এই যন্ত্রে প্রতী প্রতী বে, তার ফলে তার বুদ্ধি এবং দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। সেই জনই সেই নরকে পতিতেরা অকৃতমিত বলেন। যে ব্যক্তি তার জড় দেহটিকে তার বরূপ বলে মনে করে, তার নিজের দেহ এবং সোহর সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য নিজের পর মিন অপর প্রার্থীর হিংসা করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার দেহ এবং আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে, প্রাণী হিংসাক্রান্ত পানের ফলে রৌরব নরকে নিপতিত হয়। এই জীবনে যে হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি অন্য প্রাণীদের জ্বর দেয়, মৃত্যুর পর যখন সে তার কুণ্ড কর্মের ফলে যম-বাত্স্য প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমস্ত প্রাণীসমূহ, তাদের হিংসা করা হচ্ছে, তারা ‘রক্ত’ হয়ে তাকে পীড়া দেয়। এই অন্য পতিতেরা সেই নরকে রৌরব নরক বলেন। রক্ত প্রাণীকে এই পৃথিবীতে দেখা যায় না, তারা সর্পের থেকেও হিংস্র। যারা অন্যদের কষ্ট দিতে নিজেদের দেহ ধারণ করে, তাদের মহারৌরব নরকে নতুভোগ করতে হয়। সেই নরকে কুব্জান নামক রক্ত পশুরা তাদের হিংসা দিয়ে

মানসে আহার করে। যে সমস্ত নিষ্ঠুর মানুষ তাদের সেই ধারণার জন্য এবং জিহ্বার কৃষ্ণি সাধনের জন্য নির্মিত পণ্ড-পক্ষীকে হত্যা করে বন্ধন করে, সেই প্রকার ব্যক্তির নর-হাংসভোজী স্বাক্ষসদেরও বৃণিত। মৃত্যুর পর যমদূতেরা কুস্তীপাক নরকে কুটিল ভেলে তাদের পাক করে। ব্রাহ্মণাচারীকে কলসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, আর পরিধি ৮০,০০০ হাইল এবং বা আয়তন নির্মিত নীচ থেকে অগ্নি এবং উপর থেকে প্রখর সূর্যের তাপে সেই ভাস্কর্য্য ভূমি অভ্যন্তর উত্তপ্ত হয়। সেখানে ব্রাহ্মণাচারীকে অস্ত্রে এবং বাহিরে দগ্ধ করা হয়। অতঃপর সে স্বর্গ ও ভূকাল দগ্ধ হয় এবং বাহিরে সে প্রখর সূর্য্যকিরণ ও তপ্ত তাপে দগ্ধ হতে থাকে। তাই সে কখনও শরন করে, কখনও উপবেশন করে, কখনও উঠে দাঁড়ায় এবং কখনও ইতস্ততঃ চুটিছুটি করে। এইভাবে একটি পণ্ডর শরীরে বড় লোম রয়েছে, ততঃ হাজার বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আশংকাল উপস্থিত না হলেও যে ব্যক্তি বীর বৈদ্যব্যর্থ থেকে উঠে হয়ে পশুত ধর্ম অবলম্বন করে, যমদূতেরা তাকে অনিপয়ান নামক নরকে নিক্ষেপ করে বৈরাগ্যভক্ত করতে থাকে। প্রহরের যন্ত্রণার সে তখন সেই নরকে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তখন উভর কাণের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে তার সর্বাস ক্ষত-ভিত্ত হয়। তখন সে 'হার, হারি এখন কি করব। জাতি এখন কিভাবে রক্ষা পাব।' এই বলে আর্তনাদ করতে করতে পথে পথে ঘুরিত হয়ে পড়তে থাকে। স্বর্গ আসে করে পাবিত হত অকালবনের কল এইভাবে জেদ করতে হয়। ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুত্র দণ্ডনায় অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অন্তর্গত ব্রাহ্মণকে শরীরদণ্ড প্রদান করে, সেই পানীকে যমদূতেরা সুকরমুখ নরকে নিয়ে যায়। সেখানে অত্যন্ত বলবানী যমদূতেরা তাকে ইন্দ্রকুণ্ডের হাংসে নিক্ষেপ করে। তখন সে আর্তবরে জ্ঞান করতে থাকে এবং নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হলে যেমন মোহহত হয়ে ঘূর্ণপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইভাবে ঘূর্ণিত হয়। নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডনায় করার এই কল। ভগবানের আয়োজনে ধূরপোকা, হুণা ইত্যাদি নিরস্ত্রের প্রাণীরা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের রক্ত পান করে। এই প্রকার মঙ্গল প্রাণীদের কোন হানি নেই যে, তাদের হাশ্বানের কলে

মানুষের কষ্ট হয়। কিন্তু, ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের চেতনা উন্নত এবং তাই তারা জানে মৃত্যু কত বেদনাময়ক। বিবেক সমন্বিত মানুষ যদি বিবেকহীন তুচ্ছ প্রাণীদের হত্যা করে অথবা যন্ত্রণা দেয়, তার নিশ্চয়ই পাপ হয়। সেই প্রকার মানুষকে ভগবান অক্ষকূপ নামক নরকে নিক্ষেপ করে দণ্ডনায় করেন এবং সে যে-সমস্ত পণ্ড, পক্ষী, সরীসৃপ, মশক, উকুন, কীট, মাছি ইত্যাদি প্রাণীদের হত্যা নিয়েছিল, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা তাকে সবধি থেকে আক্রমণ করে এবং তার কলে তার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রণায় চরিত্র হয়ে সে কোথাও বিশ্রাম করতে না পেরে অকসরে নিরন্তর চুটুচুটি করতে থাকে। এইভাবে অক্ষকূপে সে একটি নিরস্ত্রের প্রাণীর মাংসে যন্ত্রণা ভোগ করে। যে ব্যক্তি কোন ভগবান্য প্রাপ্ত হলে অভিহি, বাপক বা বৃদ্ধের তার বখাবথ অংশ না দিয়ে নিজেই ভোজন করে, অথবা যে ব্যক্তি পক্ষবধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সে কলকুণ্ড বলে বর্ণিত হয়। তার মৃত্যুর পর তাকে কুমিতোজন নামক একটি নিকৃষ্ট নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকের বিস্তার ১,০০,০০০ যোজন এবং তা কুমিতে পূর্ণ। সেখানে সেই কুমিকুণ্ডে একটি কুমি হয়ে সে কুমি ভক্ষণ করে এবং সেখানকার কুমির তাকে ভক্ষণ করে। তার মৃত্যুর পূর্বে সে যদি তার অপকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে সেই পানীকে সেই কুণ্ডের ভিতর বড় যোজন তত বছর সেখানে থাকতে হয়।

“হে রাজন, যে ব্যক্তি সপ্ত উপস্থিত না হলেও ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন ব্যক্তির স্বর্ণ-বস্তু ইত্যাদি এর চৌকুর্তির দ্বারা অথবা কল প্রয়োগের দ্বারা অপহরণ করে, তাকে সমলেশ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে গৌহমর অগ্নিপিত এবং সীড়ানির দ্বারা তার ত্বক ছিন্নভিন্ন করা হয়। এইভাবে তার সারা শরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। যে ব্যক্তি অগম্য ব্রীতে এবং যে ব্রী অগম্য পুরুষে অভিগমন করে, পরলোকে যমদূতেরা তাদের তপস্বী নামক নরকে নিয়ে গিয়ে চান্দুক দিয়ে প্রহার করে এবং তারপর পুরুষকে তপ্ত গৌহমর ব্রীমূর্তি ও ব্রীকে সেই প্রকার পুরুষ-মূর্তির দ্বারা অভিগমন করার। এটিই অবৈধ বৌদ সন্দের দণ্ড। যে ব্যক্তি পণ্ডভেদ

অভিগমন করে, তার মৃত্যুর পর তাকে বহুকটক-শাখালী নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেই নরকে একটি শাখালী বৃক রয়েছে, যার কাঁঠি বজ্রের মতো। যমদূতেরা সেই পানীকে তার উপর চড়িয়ে টানতে থাকে এবং তার মলে সেই কাঁটার দ্বারা তার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন হয়। যে সমস্ত রাজপুত্র বা রাজপুত্রের কত্রি আদি দারিদ্র্যবীল পরিবারে ক্ষমগ্রহণ করা সত্ত্বেও গর্ভনীর অধোদল করে এবং তার কলে অধঃপতিত হয়, তারা মৃত্যুর পর কৈতবনী নামক নরকের নদীতে পতিত হয়। নরক বৈদ্যকারী পরিচাসন এই নদীটি ভবনর ভলচর প্রাণীতে পূর্ণ। পানী ঘড়ি বন্ধন এই বৈদ্যকারী নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেখানকার হিরে ভলচরের তাকে ভক্ষণ করতে শুরু করে। কিন্তু তার ভবনর পাপকর্মের ফলে তার প্রাণ বহির্গত হয় না। সে তার পালভর্ষের কথা শ্রবণ করতে করতে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ, রক্ত, কেশ, নখ, শুষ্কি, মেন, মাংস এবং চর্বিপূর্ণ সেই নদীতে ভাসমান করতে থাকে। শূন্য-কমলীর নির্লজ্জ পতির ঠিক একটি পণ্ডর মাংস জীকন বাপন করে এবং তাই তাদের জীকন স্নাচার, শৌচ এবং নিরমর্ষবীদ। মৃত্যুর পর তাদের পুরোন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়, বা পুঁজ, মূত্র, জোয়া, লালা ইত্যাদি দূষিত বস্তুরে পূর্ণ একটি সমুদ্র। সেখানে তারা এই সমস্ত অতি দূষিত পদার্থ ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। উচ্চ বর্ণের মানুষ (ব্রাহ্মণ, কত্রি, এবং বৈশ্য) যদি কুকুর, পর্দা ইত্যাদি পণ্ড পালনে আসক্ত হয় এবং অনর্থক মৃগয়ার গিরে পণ্ড হত্যা করে, তা হলে মৃত্যুর পর তাকে প্রলয়ে নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে তাদের লাল বানির বাপের দ্বারা বিদ্ধ করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে কল এবং প্রতিভায় গর্বে পণ্ডিত হয়, দণ্ড প্রদান করার জন্য বজ্র পণ্ড বধি দেয়, তাকে মৃত্যুর পর বিপদ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমদূতেরা তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে বধ করে। যে মূর্খ দিক (ব্রাহ্মণ, কত্রি, এবং বৈশ্য) তার সর্বা পত্নীকে বশে রাখার জন্য নিজের গুরু পান করায়, পরলোকে যমদূতেরা তাকে পালাডক নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং সেখানে গুরুনারি মাংসে তাকে গুরু পান করায়। ইহলোকে যে সমস্ত ব্যক্তি দস্যুভূক্তি করে পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা বিধ প্রদান করে,

অথবা যে সমস্ত রাজা বা রাজপুত্র অশ্রবণ আদায়ের দ্বারা অথবা অন্যদ্বারা উপায়ে বণিক সম্প্রদায়কে লুণ্ঠন করে, মৃত্যুর পর সেই সমস্ত অসুদায়ের সত্যসত্যন নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে ১২০টি কল্পের মধ্যে দণ্ড সমন্বিত কুকুর রয়েছে। যমদূতের নির্দেশে সেই কুকুরগুলি অগ্নিত তপ্তির সঙ্গে সেই সমস্ত পানীদের ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষা প্রদান করার সময়, ক্রয়-বিক্রয় করার সময় এবং দান করার সময় কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতেরা তাকে পণ্ড যোজন উত্তর পর্বত সিংহ থেকে মাথা নীচের দিকে করে অধীচিমং নামক নরকে নিক্ষেপ করে। সেই নরকের কোন অবলম্বন স্থান নেই এবং প্রস্তর নির্মিত পৃষ্ঠস্থল জলের হাংস প্রতীত হয়। কিন্তু সেখানে কোন জল নেই, তাই তাকে বলে অধীচিমং (অলহীন)। সেই পানীদের বায় বার পাছাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করা হলেও এবং তাদের দেহ তিন তিন করে বিদীর্ণ হলেও, তাদের মৃত্যু হয় না এবং তারা নিরন্তর সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। যে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী সুরাগান করে, কিংবা যে কত্রি কিংবা বৈশ্য ব্রতপালনে হয়ে প্রমাদবশত সোমরস পান করে, যমদূতেরা তাদের অরাগান নরকে নিয়ে যায়। অরাগান নরকে যমদূতেরা তাদের পা দিয়ে পানীদের বন্দনুলে চেপে ধরে তাদের মুখে অত্যন্ত উত্তপ্ত তরল পোহা ঢেলে দেয়। যে নীচ কুলোদূত এবং অগ্নি হওলা সত্ত্বেও 'আমি বড়' বলে মিথ্যে অহঙ্কারপূর্বক জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, কল অথবা আত্মে জাব থেকে প্রেত ব্যক্তিকে বখাবথভাবে সম্মান প্রদর্শন করে না, সে জীবিত অবস্থাতেই মৃত এবং মৃত্যুর পর তাকে কালকর্ষ নামক নরকে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে সে যমদূতের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ-বহন ভোগ করে। এই পরিবর্তে আনন্দ পুরুষ এবং স্ত্রী যদেছে, যাক ভৈরব অথবা ভদ্রকারীর কাছে নরবলি দিয়ে তাদের মানে ধায়। যারা এই ধরনের বজ্র করে, তাদের মৃত্যুর পর যমদূতেরা নিয়ে বাওয়া হয় এবং তারা যাদের বলি দিয়েছিল তারা রক্তন হারে সুতীক অস্ত্রের দ্বারা সেখানে তাদের বণ্ড বণ্ড করে কাটে। ইহলোকে বজ্রকর্মী ব্যক্তি যেভাবে নরবলি দিয়ে তার রক্ত পান করে আনন্দে নৃত্য-গীত করে, হিংসিত ব্যক্তিরাও তেমন পরলোকে

অজামিলের উপাখ্যান

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—“হে প্রভু, হে শুকদেব গোহামী, আপনি পূর্বে (দ্বিতীয় জন্মে) মৃত্যুর পথ (নিবৃত্তিমার্গ) বর্ণনা করেছেন। সেই পথ অনুসরণ করে অকস্ট্রে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া যায় এবং সেখান থেকে ব্রহ্মার সঙ্গে চিত্ত-জগতে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে জীবের জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়। হে মহর্ষি শুকদেব গোহামী, জীব যতক্ষণ পর্যন্ত জন্ম প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ তাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয় এবং সেই শরীর অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি হয়। এই প্রবৃত্তি অনুসরণ করে সে প্রকৃতিমূর্খে ভ্রমণ করে এবং স্বর্গালি লোক হারিয়ে দেয়, যে কথা পূর্বেই (তৃতীয় জন্মে) বর্ণিত হয়েছে। আপনি (পঞ্চম জন্মেও শেষে) অধর্মস্বরূপ যে নরোবিধ নরক রয়েছে, তারও বর্ণনা করেছেন এবং আপনি (চতুর্থ জন্মে) প্রমাণ যে মহন্তের ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হন, সেই অমায় মহন্তেরও কথাও বর্ণনা করেছেন। হে প্রভু, আপনি প্রিজ্ঞাত ও উত্তমশাসনের বংশে এক চরিত্র বর্ণনা করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান যেভাবে বিভাগ লক্ষণ এবং পরিমাপ নির্দেশ করে বিভিন্ন লোক, বর্বর, নদী, উদ্যান, কম্পলিতি স্রষ্টার সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে ভূমণ্ডল, জ্যোতিষ্ককে ও পাতাল আদি লোকের সঞ্জন করেছেন, আপনি তাও বর্ণনা করেছেন। হে মহামাণ শুকদেব গোহামী, যে উপায় অবলম্বন করলে মানুষকে নানা প্রকার অসহ্য যন্ত্রণার নরকে পতিত হতে হয় না, এমন আপনি আমার কাছে সেই উপায় কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোহামী উত্তর দিলেন—“হে রাজন, মৃত্যুর পূর্বে এই জীবনেই মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা যে পাপ আচরণ করা হয়েছে, মনসংহিতা এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মানুষ যদি যথাযথভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত না করে, তা হলে মৃত্যুর পরে তাকে নরকে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, যে কথা আমি পূর্বেই আপনাকে বলে বর্ণনা করেছি। অতএব মৃত্যুর পূর্বেই,

শরীর সুস্থ থাকতে থাকতে, শীঘ্রই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া উচিত; তা না হলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং পাপের ফল বর্ধিত হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব বিবেচনা করে চিকিৎসা করেন, তেমনই পাপের মহত্ত্ব এবং অল্পত্ব বিবেচনা করে সেই অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য।”

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—“মানুষ জানে যে, পাপকর্ম করা তম্র পক্ষে অকল্যাণকর, কারণ সে দেখতে পায় যে, ঋগ্বেদের আইনে পানী দত্তিত হয়, সাধারণ মানুষেরা তাকে তিরস্কার দিচ্ছে এবং শাস্ত্র ও ভগবৎ বাক্তিরের কাছে থেকে সে জানতে পারে যে, পানীকে পরবর্তী জীবনে নরকে লুপ্তাভোগ করতে হয়। কিন্তু তবু সত্ত্বেও মানুষ বার বার পাপকর্মে লিপ্ত হয়, এমন কি প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও। অতএব, এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তের কি মূল্য আছে? পাপকর্ম না করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিও কখনও কখনও পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাই আমি এই প্রায়শ্চিত্তের পন্থাকে হস্তীশ্রাব্যের মতো নিরর্থক বলে মনে করি। কারণ হস্তী শ্রাব্য করার পর ডাক্তার উঠে এসেই তার মাথায় এবং গায়ে ধুলি নিক্ষেপ করে।”

যেদব্যাস নন্দন শ্রীল শুকদেব গোহামী উত্তর দিলেন—“হে রাজন, যেহেতু পাপকর্মের ফল নিষ্কির করার এই পন্থাটিও সন্ধ্যা কর্ম, তাই তার দ্বারা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যারা প্রায়শ্চিত্তের বিধি অনুসরণ করে, তারা মোটেই বুজিমান নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা ভ্রমোত্তপের দ্বারা আচ্ছন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভ্রমোত্তপের প্রভাব থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ একটি কর্মের দ্বারা অন্য কর্মের প্রতিকারের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কেননা তার মনে কর্মবাসনা সমূলে উৎপাদিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের পুণ্যবান বলে মনে হলেও তারা পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হবে, সেই লক্ষণে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বেসাহেবের পূর্ণজ্ঞান লাভ করা, যার দ্বারা পবন সত্তা

পরমেশ্বর ভগবানকে চমকায়ত করা যায়। হে রাজন, গোহামী যেমন চিকিৎসকের দেওয়া পথ আহরণের ফলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তাকে যেমন বাঁধি আর আক্রমণ করতে পারে না, তেমনই, যিনি আমার বিধি-নির্দেশগুলি পালন করে চলেন, তিনি ক্রমে ক্রমে জড় কলুষ থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হন। অন্যকে একমুগ্ধ করার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন অবশ্য কর্তব্য এবং কখনও সেই জড় থেকে পতিত হওয়া উচিত নয়। সত্যকৃতভাবে হৃদয়বৃত্তি পরিচালনা করে ভগবৎচর্য করা উচিত। মন এবং ইন্দ্রিয় সবচেয়ে কড়া উচিত। মন কড়া উচিত, সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত, তৃষ্টি এবং অহিংস হওয়া উচিত, বিশি-নিবেদ্য পালন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ভগবানের লিবা নাম জপ করা উচিত। এইভাবে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবলম্বিত সত্য সম্বন্ধিত বীর ব্যক্তি তাঁর দেহ, বাক্য এবং মনের দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ থেকে সাময়িকভাবে পবিত্র হন। সেই পাপগুলি বীজব্যাডের নীচে গুঁজে দেওয়ার মতো, যেগুলি আগুন পোড়ানো হলেও তাদের মূল থেকে প্রথম সুবোধেই আগের সেই লক্ষ্যগুলি পল্লভ হতে। যারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মের অগাধতাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন এবং সেই অগাধতায় পুনরুৎপাদনের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবৎভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল এই সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অগ্নিরেই কৃশাঙ্গ দূর করে দেয়।”

“হে রাজন, কোন পানী যদি ভগবৎভক্তের সেবার যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে পারেন। আমি পূর্বেই বলেছি যে ভগবৎচর্য, ব্রহ্মচর্য এবং প্রায়শ্চিত্তের অন্যান্য পন্থার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না। সূরীল এবং সন্তান-সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত যে পথ অনুসরণ করেন, সেটিই এই জগতে সব চাইতে মহিমাময় পথ। সেই পথ ভয়বিহীন এবং শত্রুর দ্বারা স্বীকৃত। হে রাজন, সুযোগ্য যেমন বহু নদীর জলে বৌদ্ধ ভগবৎসত্তা তত্ত্ব হয় না, তেমনই অতি সুকরতাবে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তের পন্থা দ্বারা অভক্ত পবিত্র হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করলেও ধীরা অত্যন্ত একবার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ

ও লীলায় প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত, কারণ তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেছেন। সেই শরণাগত ব্যক্তি স্বপ্নেও পানীসের বন্ধন করার জন্য পান-বহনকারী বস্তুত্বের মর্শন করেন না। এই বিষয়ে পণ্ডিত এবং মহাশয়রা একটি পুরাতন ইতিহাস বৃত্তান্তরূপে বর্ণনা করেন। বিদ্যুৎ ও বহুতলের আলোচনায় সম্বন্ধিত সেই ঘটনাটি আপনি আমার কাছে প্রকাশ করুন।”

“কল্যাণক নাগের অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে এক বেণ্যা দারীকে বিবাহ করে তার মন প্রভাবে সমস্ত ব্রহ্মচর্য ত্যাগ হারিয়েছিল। এই অধর্মপতিত ব্রাহ্মণ অজামিল মনুষ্যকে কবী করে, মৃত্যুভীতির প্রবলত্ব করে অথবা সৎসঙ্গিতাবে লুপ্ত করে অন্যের কষ্ট দিত। এইভাবে সে তার শ্রী-পুত্রদের ভরণ-পোষণ করার জন্য জীবিত উপাধন করত। হে রাজন, বহু পুরসমর্পিত তার পরিবারের লালন-পালন করার জন্য নানা রকম অসহ্য পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে তার ৮৮ বছর বয়সে অত্যন্ত পতিত হয়েছিল। বৃদ্ধ অজামিলের মলটি পুত্র ছিল, তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল নারায়ণ। যেহেতু নারায়ণ ছিল তার পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, তাই সে শিতা-মালের অত্যন্ত দিক ছিল। বৃদ্ধ অজামিলের চিত্ত সেই অসুখী মধুরভাবী শিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকত। সে সর্বদা সেই শিতাকে নিয়ে থাকত এবং শিতাশুলভ চারুকলাপ সেবে আনন্দিত হত। অজামিল দিগে যখন কোর কিছু আহরণ করত, অথবা পান করত, তখন সে সেই শিতাটিকেও ভোজন করাত এবং পান করত। এইভাবে শিতাটিই লালন-পালন করে এবং তার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে অজামিল সর্বদা ব্যস্ত থাকত এবং সে কৃপাতে পারেনি যে, এখন তার জন্ম সমাপ্ত হয়ে মৃত্যু আসন্ন হয়েছে। বন্ধন বৃদ্ধ অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন সে কেবল তার পুত্র নারায়ণের কথা চিন্তা করতে লগল। অজামিল তখন দেখতে পেল যে, তিনজন পাপহত, বহুমুখ, উপদ্রোহী, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মর্শন পুত্র তাকে যন্ত্রণায় নিয়ে যতবার জন্য এসেছে। তাদের মধ্যে অজামিল অত্যন্ত বিষম হয়েছিল এবং কিছু দূরে থেলেব মম তার পুত্রটির প্রতি আসক্তিবশত অজামিল উদ্ভবের দ্বারা নাম ধরে ডাকতে শুরু করে।

এইভাবে অল্পপূর্ব নদনে সে নারায়ণের সম্য উচ্চারণ করেছিল। হে স্বাক্ষর, বিষ্ণুভক্তের মরণশুশ্রূষা অজ্ঞানদের মুখ থেকে তাঁদের প্রভুর দ্বিধা নাম ঝল করে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। অজ্ঞানদের নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণে সেই নাম উচ্চারণ করেছিল, কারণ সে অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে সেই নাম করেছিল। যমদূতেরা যখন বেশ্যাপতি অজ্ঞানদের আশ্রমকে তার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে অল্পপূর্বক টেনে বার করছিল, তখন বিষ্ণুভক্তেরা বহুনির্বোধ হয়ে তাদের নিবারণ করেছিলেন। সূর্যপুত্র যমদূতের দূতেরা এইভাবে নিবারণ হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'যমদূতের শাসনের প্রতিবেদ করার পুংসাহসকারী আপনাদের কার্য? আপনাদের কার্য সেবক? কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? এবং কেন আপনারা আমাদের অজ্ঞানদের স্পর্শ করতে বাধ্য মিথেন? আপনারা কি দেবতা, উপদেবতা অথবা দেউ ভক্ত? আপনাদের নয়ন পদ্মকুলের পানপত্রের মতো বিস্ময়করিত। আপনারা গীত কোলের কানধারী, আপনাদের সঙ্গের মাথাতেই কিবীট, কর্ণ কুণ্ডলা, পদদেশে পদ্মকুলের মলা শোভে পায়ে এবং আপনাদের স্কন্ধেই নবদেব-সম্পন্ন। আপনাদের দীর্ঘ চতুর্ভুজ ভূত, তৃণ, অসি, কলা, লক্ষ, চক্র ও শাশ্বত বাণা অনন্ত। আপনাদের দেহনির্গত হ্রিঃকৃষ্ণ এক অমূল্য জ্যোতির দ্বারা এই স্থানের অন্ধকার দূর করেছে। আপনারা কেন আমাদের বাধ্য মিথেন?'

শ্রীল ভকতদেব গোবিন্দী বললেন—“যমদূতেরা এইভাবে বললে, কাসুদের সেরকরা হৈলে অল্পপূর্বের বার বললেন, 'তোমরা যদি সত্যিই যমদূতের সেবক হও, তা হলে আমাদের কাছে ধর্মের অঙ্গ এবং অধর্মের লক্ষণ কল। নওদানের বিধি কি? দত্তের উপযুক্ত কে? সমস্ত কর্মীরাই কি স্বতন্ত্রী অথবা তাদের মধ্যে করেকজন যাত্র?'”

যমদূতেরা উত্তর দিল—“যেহে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে তাই ধর্ম এবং তার বিপরীত হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাংখ্য মনোহা এবং অ বার উদ্ধৃত হয়েছে। সেই কথা আমরা যমদূতের কাছে শুনেছি। সর্বকর্মের পরম কারণ নারায়ণ তাঁর ধর্ম চিহ্নগত বিবাক করেন, কিন্তু তা সত্যও তিনি সত্য, সত্য এবং তম—জ্ঞান প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

এইভাবে সমস্ত জীব বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন নাম (যেমন ব্রাহ্মণ, কায়, বৈশ্য ইত্যাদি), বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন কর্তব্য এবং বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এইভাবে নারায়ণ হচ্ছেন সমগ্র জগতের কারণ। সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, মেঘতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিব, জল, পৃথিবী এবং পরমাণু খণ্ড জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী। এই সমস্ত সাক্ষীদের দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম আচরণেরাই দত্তের পাত্র। সমগ্র কর্মে কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তিই তাদের পানকর্ম অনুসারে মণ্ডনীয়। হে ক্ষেপ্তবাসীপণ, আপনারা নিম্পাণ, কিন্তু এই জড় জগতে পাণ অথবা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানকারী সবলেই কর্মী। উত্তর প্রকার কর্মই তাদের পক্ষে সঙ্গ, কারণ তারা জড় প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা কলুষিত এবং গুণের প্রভাব অনুসারে তারা কর্ম করতে বাধ্য হয়। দেহদরী জীব কখনও কর্ম না করে থাকতে পারে না এবং প্রকৃতির গুণ অনুসারে তারা কর্ম করে, তার পানকর্ম করতে বাধ্য। তাই এই জড় জগতে সমস্ত জীবই মণ্ডনীয়। এই জীবনে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ও যে প্রকার ধর্ম অথবা অধর্ম আচরণ করে, পরবর্তী জীবনে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার কর্মকল ভোগ করে।”

“হে সেন্দেহগণ, প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাবের কলে আমরা তিন প্রকার জীবন দেখতে পাই। তার কলে জীবনের পান, চঞ্চল এবং মুক্ত, সুখী, অনুখী এবং তাদের মণ্ডবর্তী, অথবা ধার্মিক, অধার্মিক এবং প্রাচ-ধার্মিকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে আমরা ঠিক করতে পারি যে, পরবর্তী জীবনেও জড় প্রকৃতির এই তিন গুণ এইভাবে কার্য করবে। ঠিক যেমন বর্তমান বসন্ত ঋতু অতীতের এবং ভবিষ্যতের বসন্ত ঋতুর প্রকৃতি নির্দেশ করে, তেমনি এই জীবনের সুখ, দুঃখ অথবা তাদের মিশ্রণ পূর্ববর্তী জীবনের এবং ভবিষ্যৎ জীবনের ধর্ম এবং অধর্ম আচরণের নিমর্শন স্বরূপ হয়। সর্গাক্রিয়ের সমগ্র জগৎই মতো। কারণ তাঁর নিজের দ্বারা অথবা পরমাণুর মতো সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে মনের দ্বারা তিনি জীবের পূর্বকৃত আচরণ দেখতে পান এবং এইভাবে তিনি বুঝতে পারেন জীব ভবিষ্যতে কিভাবে আচরণ করবে। নিয়োভিত্ত ব্যক্তি যেমন তার স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকে তার নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, ঠিক

তেমনই তাঁর গুণ পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপকর্ম অনুসারে প্রাপ্ত বর্তমান শরীরটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। পান জ্ঞানেশ্বর, পান কর্মেশ্বর এবং পান তত্ত্বজ্ঞের উল্লেখ হচ্ছে মন, যা বোঝান তত্ত্ব। মনের উল্লেখ মণ্ডন্য তত্ত্ব হচ্ছে আত্মা অর্থাৎ জীব স্বরূ, যে অন্য কোনটির সহযোগিতার এক জড় জগৎকে ভোগ করে। জীব সুখ, দুঃখ এবং সুখ-দুঃখের মিশ্রণ—এই তিন প্রকার পরিধ্বিত উপভোগ করে। সুখ শরীর পান জ্ঞানেশ্বর, পান কর্মেশ্বর, পান তত্ত্বজ্ঞ এবং মন—এই যেগুলি কলা-সম্মিত। এই সুখ দেহটি গুণত্রয়ের প্রভাব সম্মিত। তা দুর্ভাগ্য বাসনাময় এবং তাই তা জীবকে অনুখ, পান, দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন মেহে যেহেতুভিত্ত করার। জীব ইচ্ছা মেহতার সেই প্রাপ্ত হয়, তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত অন্ধকিত হয়। সে যখন অনুখ-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদাই শোক করে এবং যখন সে পণ্ডনীয় প্রাপ্ত হয়, তখন সে সর্বদা ভবতীত থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, সে সর্ব অবস্থাতেই সুখী। তার এই দুঃখানুরক্ত হৃদয়কে বলা হয় সংসৃতি বা জড় জগতে এক সেই থেকে তার এক মেহে মেহোভূত হওয়া। সূর্য জীব তার মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে না পারে, তার ইচ্ছা না থাকলেও গুণের প্রভাব অনুসারে কার্য করতে বাধ্য হয়। তার অধ্বা ঠিক একটি তেজ-গুণিলোকের মতো, যে তার বুঝিসেত লাল্য দ্বারা ঘের নির্মাণ করে তাতে আবদ্ধ হয় এবং তখন সে তার বেরিয়ে আসতে পারে না। জীবও তেমনি তার নিজের কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে উদ্ধারের পথ বুঝে পার না। এইভাবে সে সর্বদা মোহাচ্ছন্ন থাকে এবং বার বার তার মৃত্যু হয়। কোন জীবই কর্ম না করে কলকালও থাকতে পারে না। প্রকৃতির তিন গুণ অনুসারে সে তার দাতবিত্ত প্রকৃতি অনুযায়ী কোন বিশেষভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। জীবের পান এবং পুণ্য কর্মসমূহ কলোদ্ধ হলে তাকে বলা হয় অনুখ। সেই অনুখই জীবের জ্ঞানের মূল কারণ। তার প্রবল কর্মবাসনার ফলে জীব কোন বিশেষ পরিবারে পিতৃসমূহ অথবা মাতৃসমূহ দেহ প্রাপ্ত হয়। তার বাসনা অনুসারে তার ফুল এবং সুখ সেই সৃষ্টি হয়। জড় প্রকৃতির সংসর্গের ফলে জীবের এই বিপর্যয় বা অঙ্গণ-

বিপর্যয় হয়, কিন্তু অনুখ-জীবন লাভ করার পর সে যদি ভগবান অথবা ভগবদ্বক্তার সন্ধান করে শিক লাভ করে, তা হলে সে তার সেই পরিধ্বিত পন্থাভূত কবতে পারে।”

“অজ্ঞান নামক প্রাচণ্ড প্রভেদে বৈদিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাস, সন্ন্যাস এবং সন্ন্যাসের অলব, প্রতর্নষ্ট, কোমলচিত্ত এবং ভিত্তিত্তির ছিলেন। অধিকন্তু তিনি সত্যবাদী, মদুজ্ঞ এবং অত্যন্ত পবিত্র ছিলেন। অজ্ঞান তাঁর শ্রীচক্রে, অধিকন্তু, অতিথি ও বৃদ্ধদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহবান ছিলেন। তিনি বস্ত্রই নিরহস্যর, উত্তরোত্তর, সর্গদ্বয়ের হিতকারী সুখ এবং সন্ন্যাস সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কখনও অধর্মিক বাক্যপ্রণয়ন করতেন না এবং কারও প্রতি উদ্ভাবনাগ্ন ছিলেন না। সেই ব্রাহ্মণ অজ্ঞান এক সমগ্র শ্রীচক্রে আবেশে কল, কল, সন্ন্যাস এবং কল যস সত্ত্বই করার জন্য করে গিরেছিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়, তিনি পথে এক অত্যন্ত কামার্ত শূত্রকে লক্ষ্য পতিত্যাগ করে এক কোণকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে দেখে। সেই শূত্রটি তার আনন্দ প্রকাশ করে হাসছিল এবং গুল্ম পরিচাল কেন সেটিই হচ্ছে স্বাধাথ আচরণ। সেই শূত্র এক কোণে উভয়েই সূর্য্যপানে উদ্ভব ছিল। সূর্য্যপানের ফলে সেই কোণের চোখ ঘূর্ণিত হচ্ছিল এবং তার বসন শিথিল হয়েছিল। এই প্রথম অবস্থার অজ্ঞান তার চর্চন করেছিলেন। শূত্রটি হরিহরলিঙ্গ বাক্য দ্বারা সেই তেজ্যটিকে আলিঙ্গন করছিল। তা দেখে অজ্ঞানের সুগু কানবাসনা উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং বিমোহিত হয়ে তিনি তখন কামের বন্দীভূত হয়েছিলেন। তিনি তখন ক্রীড়ার্ম পণ্ডিত না করার পার্শ্বকর্মে কলোদ্ধ হলে কল চেই করেছিলেন। এই জ্ঞান এবং তাঁর বুদ্ধি দ্বারা তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হৃদয়ে মন থেকে প্রভাব তিনি তাঁর মনকে সংযত করতে পারেন না। বার বারের চেষ্টা এবং সূর্যকে প্রাস করে, সেভাবেই সেই ব্রাহ্মণ অজ্ঞান প্রভেদে হওতার ফলে তাঁর বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সর্বদা সেই কোণের চিত্তা মন থাকার ফলে জীবেরই তাঁর অধঃগতন, হয়েছিল এবং তিনি তাকে তাঁর গৃহে দাসীকরণ রেখেছিলেন এবং ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত আচরণ

পরিচালনা করেছিলেন। এইভাবে অজামিল সেই বেশ্যাকে নানা উপহার দিয়ে সম্বৃত্ত করায় জন্য তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। সেই বেশ্যার সম্বন্ধ-বিধানের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত স্বাক্ষরিত কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। অজামিলের বুদ্ধি বেশ্যার কামপূর্ণ দৃষ্টির ধারি বিদ্ধ হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর অতি সুখী নবযৌবনা, স্বয়ং স্বাক্ষর খুলোত্ত্বা পত্নীকে পরিচালনা করেছিলেন। স্বাক্ষর পরিচালনা স্বয়ং হওয়া সত্ত্বেও, বেশ্যার সঙ্গ প্রত্যয়ে তিনি তাঁর সমস্ত বুদ্ধি হারিয়ে এক দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছিলেন এবং সেই বেশ্যার পুত্র-কন্যা সর্বাধিকার পরিচালনা

করতে ধন উপার্জন করার জন্য নান্য এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতেন। এই স্বাক্ষর এইভাবে শাস্ত্রবিধি উপলব্ধি করে, স্বয়ংস্বাক্ষরে প্রযুক্ত হয়ে এবং বেশ্যার তৈরি ভোজন আহ্বার করে দীর্ঘকাল যাপন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর জীবন অত্যন্ত পানময় হয়েছিল এবং তিনি অশবির ও অন্যান্য কর্মে আসক্ত হয়েছিলেন। এই অজামিল কোন প্রায়শ্চিত্ত করেননি। অতঃপর পরমরীত্যে তাঁর পান কর্মের দণ্ডভোগের জন্য সমরাজের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর পানকর্ম অনুসারে দণ্ডভোগ করে তিনি ওক করেন।”



দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশুদ্ধত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বক্তাবলী—“হে রাজেন্দ্র, মীতিশাস্ত্রমূলক বিশুদ্ধতের বহুত্বের সুবে সেই কথা শুনে তার উত্তরে বললেন, “আহা, কী কষ্ট! যেখানে ধর্মের পালন হওয়া উচিত সেই সভায় অধর্ম প্রবেশ করেছে। সার্বভৌম পালক, তাঁরা অনর্থক একজন নিপাণ ব্যক্তিকে দণ্ড দিচ্ছেন। রাজা অথবা সাক্ষরিত কর্মচারীদের পুত্রবৎ মেয়ে প্রজাদের পালন করা উচিত এবং রক্ষা করা উচিত। তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজাদের সমুদায় সেওয়া এবং সকলের প্রতি সম্মানী হওয়া। সমরাজ্য তা করেন কাণ্ড তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ধর্মবীর এবং যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও তাই করেন। কিন্তু, তাঁরা যদি এটি হয়ে যান এবং একজন নির্বীহ, নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তা হলে প্রতিপালন এবং সুবক্ষর জন্য প্রকারা কোথায় যাবে! জনসংগঠন সমাজের নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে এবং তাদের আচরণের অনুকরণ করে। নেতারা যা স্বীকার করে, প্রজারা তাকে

প্রমাণ বলে গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান নেই। সাধারণ মানুষের অথবা ঠিক একটি আবেশ লভ্য মতো, যে অর্থ পালনকর্তা প্রভুর উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তার কোলে নিশ্চিতভাবে নিলে যায়। নেতা যদি সত্যি সত্যি নদয়-হৃদয় হন এবং জীবের বিশ্বাসযোগ্য হন, তা হলে কিভাবে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস এবং মৈত্রী সহকারে যে তাঁর সর্বভোভাবে স্বকায়ত্ব হয়েছে, তাকে দণ্ড দিতে পারেন অথবা ইত্যদ্ব করতে পারেন? অজামিল তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল এই জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেননি, বিবশ হয়ে নারায়ণের দ্বিবা নাম উচ্চারণ করার ফলে তাঁর কোটি কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। যদিও তিনি ওক নাম উচ্চারণ করেননি, তবুও কেবল নামান্তরের ফলেই তিনি একন ওক হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হয়েছেন।”

“শূর্বও এই অজামিল ভোজনাদি সময়ে ‘হংস

নারায়ণ, এখানে এসে’ এইভাবে তাঁর পুত্রকে ডেকেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও না-রা-য়-ন এই মাত্রটি বর্ণ উচ্চারণ করার ফলে, তিনি তাঁর কোটি কোটি বছরের জন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। স্বয়ং অথবা অন্যান্য মূল্যবান বস্তু অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃ-হত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী এবং অন্য যে সমস্ত মহাপাতকী রয়েছে, শ্রীশিবের নাম উচ্চারণই তাদের প্রেক্ষ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভগবান শ্রীশিবের দ্বিবা নাম উচ্চারণের ফলেই এই প্রকার পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভগবান তখন মনে করেন, ‘যেহেতু এই ব্যক্তি আমার নাম উচ্চারণ করেছে, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা।’ ভগবান শ্রীশিবের দ্বিবা নাম উচ্চারণ উচ্চারণ করে মানুষ যেভাবে নির্মল হয়, বৈদিক ব্রত অথবা প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে সেইভাবে নির্মল হওয়া যায় না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে ভগবদ্ভক্তি বর্জিত হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে, ভগবানের যশ, গ্ল, বৈশিষ্ট্য, গীলা, শবিকর আদির স্বরূপ হয়। ধর্মশাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা ফলর সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের পরে মানুষের মন আবার জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দিকে ঝাঁপ্ত হয়। অতঃপর, যার সকল কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অক্লিলাবী, তাদের পক্ষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অর্থাৎ ভগবানের নাম, বল এবং শীলান্ত্র মহিম্ম কীর্তনই সর্বোচ্চ প্রায়শ্চিত্ত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই কীর্তন ক্রমের সমস্ত কলুষ সর্বভোভাবে বিনোদিত করে। মৃত্যুর সময় এই অজামিল অসহায় হয়ে অতি উচ্চতর ভগবানের নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছেন। কেবল সেই নামোচ্চারণই সমস্ত পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে ইতিমধ্যেই তাকে মুক্ত করেছে। অতঃপর, যে বহুদুঃখ, তাঁকে নরকে লগ্নভোগ করায় জন্য ভোম্বাদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না। অন্য বহুকে লক্ষ্য করে হোম, পরিত্যক্ত হোক, সংগীত বিনোদনের জন্য হোক অথবা অন্যভাবে সাজেই হোক, ভগবানের দ্বিবা নাম কীর্তন করার ফলে তৎকণাৎ অথবা পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শাস্ত্রতত্ত্ববিদ মহাজনরা সেই কথা স্বীকার করেছেন। উক্ত বৃহৎ শ্রোত পণ্ডিত হয়ে, পথে যেতে যেতে পা পিছল পড়ে হাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে, সর্গ দংশনের ফলে, প্রবল জ্বরে পীড়িত হয়ে অথবা অস্ত্রের দ্বারা আহত হয়ে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি যদি অবশেষে দ্বিবা ইতিনাম উচ্চারণ করে, তা হলে সে পাপী হলেও তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। সর্বার্থের বিশেষ বিচার করে ওক পাপের ওক এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেছেন। কিন্তু ইতিনাম কীর্তনের ফলে লঘু-ওক নির্বিশেষে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। যদিও ভগবান, ধান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীর পাপমুহুহ ভিন্নই হয়, তবুও সেই সমস্ত পুণ্যকর্ম ফলদের কর্মফলনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তৎকণাৎ কর্ম-বাসনাকূপ সমস্ত কলুষ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন। অগ্নি যেমন তুশরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তমভাৱে ভগবানের নাম কীর্তন করলে, সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। কেউ যদি কোন ওপুথের শক্তি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেই ওপুথ সেৱন করে অথবা তাকে ফেরি করে সেৱন করানো হয়, তা হলে সে ওপুথের প্রভাব না জানলেও তা ক্রিয়া করবে, কারণ সেই ওপুথের শক্তি সোণার জ্বালের উপর নির্ভর করে না। তেমনি, ভগবানের দ্বিবা নাম কীর্তনের প্রভাব না জানলেও কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তা উচ্চারণ করে, তার ফল সে প্রাপ্ত হবে।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বক্তাবলী—“হে রাজেন্দ্র, বিষ্ণুতত্ত্ব এইভাবে অত্যন্ত সুস্বভাবের বুদ্ধি-তর্কের দ্বারা ভগবত-ধর্মের সিদ্ধান্ত বিচার করে স্বাক্ষর অজামিলকে বহুদুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যু থেকে পলিগ্রাণ করেছিলেন।”

“হে অগ্নিনির্মূদন মহাদেৱ পবীকিৎ, এইভাবে বিষ্ণুতত্ত্বের প্রভুত্বের গুণ, বহুদুঃখের বহুবাক্তের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিত্ত্বের বর্ণনা করেছিল। বহুদুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাক্ষর অজামিল ভয়মুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি তখন নরমহুত্রে বিষ্ণুতত্ত্বের শ্রীপাদপদ্মের গুণ সর্বদ্ব

চলতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের মর্শন করে তাঁর তখন পরম আনন্দ হয়েছিল, তারপর তাঁরা তাঁকে যমদূতদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।”

“হে সিন্ধুপাণ মহারাজ পরীক্ষিত, মহাপুত্র, শ্রীভগবানের অনুচর বিষ্ণুদূতেরা দেখলেন যে, অজ্ঞান ছিল কলতে চাইলেন। তাই তাঁরা সহসা তাঁর সামনে থেকে অস্তিত্ব হার গেলেন। যমদূত এবং বিষ্ণুদূতের কথোপকথন শ্রবণ করে অজ্ঞান যুগান্তে পেরেছিলেন জ্ঞান প্রকৃতির ভিত্তি ওপরে অধীন ধর কি। সেই ভূত ভিত্তি বেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সহজীৱ চিন্তার গুণগোষ্ঠিত ভগবত-ধর্ম স্বরূপে অবগত হয়েছিলেন। অতিক্রান্ত, তিনি ভগবানের নাম, যশ, গুণ, মীমাংসা আমি মহিমাও শ্রবণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি পূর্ণরূপে তত্ত্ব ভেঙে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর তখন পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা আরও হয়েছিল এবং সেই জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন।”

অজ্ঞান বললেন—“হায়, আমার ইঞ্জিরের দাস হয়ে আমি কতই না অধঃপতিত হয়েছিলাম। আমি আমার রাক্ষসগোষ্ঠিত গুণ হারিয়ে একটি বেশ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি। হায়, আমাকে দিক। আমি এতই পানী যে, আমি আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করেছি। আমি আমার ভরপী সাধনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সুকপালিনী এক বেশ্যার সঙ্গে রত হয়েছি। আমাকে দিক। আমার শিশু-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের দেখাওনা করার জন্য কোন পুত্র বা বন্ধু ছিল না। যেহেতু আমি তাঁদের রক্ষাব্যবস্থা করিনি, তাই তাঁদের নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। হায়, একজন জন্ম নীচ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে আমি তাঁদের সেই অবস্থার ফলে রেখেছিলাম। এই প্রকার কার্যকলাপের পরিণতি এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। আমার মতো পাপীকে অবশ্যই ধর্মীতি ভাবসারী এবং জ্ঞাত্য জ্ঞানুক ব্যক্তিদের জন্য যে ভয়ঙ্কর নরক রয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তাদের পুণ্য বহুশাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম, না তা বাস্তব ছিল? আমি দেখেছিলাম ভয়ঙ্কর মর্শন পুরুষেরা হাতে দড়ি নিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছিল। তারা এখন কোথায় গেছে? আর সেই অত্যন্ত সুন্দর মর্শন চারজন

সিদ্ধপুরুষ, যাঁরা আমাকে বন্দনমুগ্ধ করেছিলেন এবং পৃথিবীর অগ্নিমেষে নরকে ন্যায়মান পালক আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন? পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত আমি অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে আমি সেই চারজন অতি উত্তম পুরুষের মর্শন লাভ করেছি, তাঁরা আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তাঁদের আগমনের ফলে আমার চিত্ত অত্যন্ত শাস্ত হয়েছে। আমার পূর্ব সুকৃতি না থাকলে অত্যন্ত অশান্তি, বেশ্যাপতি আমি কিভাবে যুত্মার সময় বৈবর্তপতি ভগবানের দ্বিবা নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম? তা নিশ্চয় সম্ভব হত না।”

“কোথায় আমি—নির্লজ্জ, বক্তক, ব্রাহ্মণ-শালক মূর্তিমান পাপ, আর কোথায় এই মল্লকধরন শ্রীভগবানের নরায়ণ নাম?” সেই মহাপানী আমি যখন এই সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তখন আমি আমার মন, প্রাণ ও ইঞ্জির সংযত করে সর্বদা ভগবত্তুতি পরায়ণ হব, যাতে আমাকে পুরোয় এই গভীর অন্ধকারের সংসার-জীবনে পতিত হতে না হয়। যেহেতু তুমি থেকে ইঞ্জিরসুখ ভোগের বাসনার উপর হয় এবং তার ফলে জীব নানা প্রকার পাপ এবং পুণ্যকর্মের স্বরূপে জন্ম হারে পড়ে। এটিই জড় বন্ধনের কারণ। এখন আমি নিজেই এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করব। ভগবানের মায়াই রমণীরূপে আমাকে বন্দীভূত করেছে, অত্যন্ত অধঃপতিত আমি সেই মায়ায় চার মোহাচ্ছন্ন হয়ে রমণীর বন্দীভূত পতন মধ্যে নৃত্য করেছি। এখন আমি আমার সমস্ত ভোগবাসন পরিত্যাগ করে এই মোহ থেকে মুক্ত হব। আমি সমস্ত জীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হব এবং সর্বদা কৃপাক্ষয় হব বাক্য। অতঃপক্ষে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, আমার হৃদয় এখন পবিত্র হয়েছে। তাই আমি আর ইঞ্জিরসুখ ভোগের দ্বিবা প্রলোভনে যুক্ত হব না। এখন আমি পরম সত্যে স্থির হয়েছি, তাই আমি আর আমার মেহকে আমার প্ররূপ বলে মনে করব না। আমি যেহেতু ‘আমি’ এবং ‘আমার’ ধারণা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতপাশপাশে আমার মনকে নিবিষ্ট করব।”

“অগম্য ভক্তসর (বিষ্ণুদূতের সঙ্গ) প্রভাবে অজ্ঞান দূতসংকল সহকারে মোহাবুদ্ধি থেকে মুক্ত

করেছিলেন। এই ভাবে সমস্ত জড় আর্সতি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হবিষ্যের পদম করেছিলেন। হবিষ্যের অজ্ঞান এটিই বিষ্ণুর মন্দিরে যাত্রা গ্রহণ করে ভক্তিযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চিত্তবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে তাঁর মন ভগবানের সেবার পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেছিলেন। অজ্ঞান পূর্ণরূপে ভগবত্তুতিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে ইঞ্জিরসুখ ভোগের বিষয় থেকে বিমুক্ত করেছিলেন এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপের সাথে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন। যখন তাঁর বুদ্ধি এবং মন ভগবানের প্রীতিরূপে নিবিষ্ট হয়েছিল, তখন ব্রাহ্মণ অজ্ঞান আবার তাঁর সমুদ্রে চারজন দ্বিবা পুরুষকে দেখতে পেলেন। তাঁদের তিনি পূর্ণদৃষ্টি চরজন পুরুষ বলে চিনতে পেরে, মৃতক অকলঙ্ক করে প্রণাম করলেন। বিষ্ণুদূতের মর্শন করে অজ্ঞান হবিষ্যের পদম তাঁর চার জড় সেই ভ্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তার বরুণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ভগবৎ পার্শ্বের উপস্থিত ছিল। বিষ্ণুদূতের সঙ্গে স্বর্ণনির্মিত বিমানে আরোহণ করে, অজ্ঞান আকল-মার্গ লক্ষীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা পদম করেছিলেন।”

“অজ্ঞান ছিল ব্রাহ্মণ কিন্তু অধঃপতনের ফলে তিনি ব্রাহ্মণগোষ্ঠিত অনুষ্ঠান এবং ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন। অধঃপতিত হয়ে তিনি চৌর্যবৃত্তি, সুকপাল এবং অন্যান্য সমস্ত জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একটি বেশ্যাকেও একজন হিতকারী দেখেছিলেন। তার ফলে যমদূতেরা তাঁকে নরকে নিয়ে বাচ্ছিল, কিন্তু

নারায়ণের নানাভাব উচ্চারণের প্রভাবে তিনি সংকল্পে যমপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর যারা জড় ভ্রমের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁদের কর্তব্য, যে ভগবানের প্রীতপাশপাশে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যা করে, সেই ভগবানের নাম, যশ, গুণ, মীমাংসা আমি মহিমা কীর্তন করার পন্থা অবলম্বন করা। পুণ্য প্রার্থনাত্মক, মনোবর্ষী জ্ঞান এবং অসীম-বিশেষ ধ্যান আদি অন্যান্য পন্থায় তথার্থ লাভ হয় না, কারণ এই সমস্ত পন্থা অনুষ্ঠান করার পরেও বন্ধ এবং ভ্রমভ্রমের দ্বারা বন্দীভূত মনকে সংযত করতে সমর্থ না হওয়ার ফলে, যমের পুনরায় বন্ধন কর্মে লিপ্ত হয়। যেহেতু এই অত্যন্ত গোপনীয় ঐতিহাসিক কাহিনীর সমস্ত পাণ দূর করার শক্তি রয়েছে, তাই আমি কেউ বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে তা শ্রবণ করলে অধিক বর্ণন করেন, তা হলে জড় মেহ সমর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও এবং মহাপানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আর নরকপানী হতে হয় না। প্রকটপক্ষে, যমদূতেরা তাঁকে মর্শন পশু করতে পাঠে না। তাই মেহ ত্যাগ করার পর তিনি ভগবত্বায়ে স্থির হান, যেখানে তিনি জ্ঞান সহকারে সমাদৃত এবং পুজিত হন। যুত্মার সময় অজ্ঞান তাঁর পুত্রকে সন্ধান করে, ভগবানের দ্বিবা নাম উচ্চারণ করার ফলে ভগবত্বায়ে স্থির পেরেছিলেন, অতঃপর যারা জ্ঞান সহকারে এবং নিরপবাধে ভগবানের দ্বিবা নাম কীর্তন করেন, তাঁরা যে ভগবত্বায়ে স্থির থাকেন, সেই সবকে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?”



তৃতীয় অধ্যায়

যমদূতদের প্রতি যমরাজের উপদেশ

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—“হে চরমের গোষ্ঠাধী, যমরাজ সমস্ত জীবের ধর্মধর্মের বিচারক কিন্তু এখানে আমায় দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর আদেশ প্রতিহত হয়েছে।

তাঁর তৃতীয় যমদূতেরা যখন অজ্ঞানকে প্রেরণ করার ব্যাপারে বিষ্ণুদূতের কাছে তাঁদের পরীক্ষার কথা তাঁকে বর্ণনা করল, তখন তিনি কি বললেন? হে বহিব, পূর্বে

কখনও সমস্যাগুলির আদেশ বার্থ হওয়ার কথা শোনা যায়নি। তাই আমার মনে হয়, মানুষের মনে সেই বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে। আপনি ছাড়া আর কেউই এই সংশয় ছেদ করতে পারবে না। সেটিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অতএব কৃপা করে সেই সংশয় দূর করুন।”

শ্রীলোকসেব গোপালী উত্তর দিলেন—“হে রাজন, সিদ্ধপুত্রদের দ্বারা প্রতিহত এক পরাক্রান্ত হয়ে যমদুত্তেরা সংযমীপুত্রীর অধীশ্বর যমবাজকে সেই বৃত্তান্ত জমিয়েছিল।”

যমদুত্তেরা বলল—“হে প্রভু, এই জড় জগতের শাসনকর্তা তরুণ রয়েছে? সব, রাজ ও তমোগণে অনুষ্ঠিত কর্মকল প্রকাশের কাষপই বা কয়টি? এই জগতে যদি বহু শাসনকর্তা এবং বিচারক থাকেন, তা হলে তাঁদের পরস্পর মতবিরোধের ফলে, কে যে দণ্ডার্থী এবং কে যে পুরস্কৃত হবে, তা কেতা যাবে না। পক্ষান্তরে, পক্ষান্তরের বিরোধী কার্য যদি পরস্পরকে প্রতিহত করতে না পারে, তা হলে সকলেই দণ্ডভোগ করবে এবং পুরস্কৃতও হবে।”

“যেহেতু বহু কর্মী রয়েছে, তাই তাদের বিচারের জন্য বহু বিচারক হতে পারে, কিন্তু একজন মাত্রটি যেমন ঠিক অধীশ্বর শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনি বিভিন্ন বিভাগীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন মুখ্য বিচারক থাকা আবশ্যিক। মুখ্য শাসনকর্তা একজন, বহু হতে পারেন না। আমরা জানতাম যে, আপনিই হচ্ছেন সার্বভৌম বিচারক এবং সেবতারীও আপনার অধীন। আমরা মনে করতাম, আপনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর এবং সমস্ত মানুষের পাপ-পুণ্যের একমাত্র বিচারকর্তা। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে, আগনার বিহিত মৃত আর কার্যকরী হচ্ছে না। চারজন অমৃত দর্শন সিদ্ধপুত্রেরা আপনার আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। আমরা মহাপাত্রী অজামিলকে আপনার আদেশ অনুসারে নরকে নিয়ে আসজিলাম, তখন সেই অত্যন্ত সুখের দর্শন সিদ্ধপুত্রেরা বলপূর্বক তার পাশবন্ধন ছেদন করে তাকে মুক্ত করেছিলেন। পাত্রী অজামিল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করা মাত্রই সেই চারজন অতি সুখের জন পুত্রস্ব তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘তর করো না। ভয় করো না।’ আপনার কাছে আমরা

তাঁদের সপাশ জ্ঞানতে চাই। আপনি যদি মনে করেন যে, আমরা তাঁদের ক্রোধে পারব, তা হলে দয়া করে আপনি বলুন তাঁরা কোঁ।”

শ্রীলোকসেব গোপালী কলেন—“এম দূতগণ এই প্রকার প্রণে ‘নারায়ণ’ এই দিবা নাম জবণ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে জীবনের নিবৃত্তি সমরাস্ত্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে তাঁর দূতদের বলতে লাগলেন—‘হে দূতগণ, তোমরা আমাদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে কর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তা নই। আমার উর্ধ্ব এবং ইন্দ্র, চন্দ্র আদি সহস্র দেবতাদের উর্ধ্ব একজন পরম ইন্দ্র ও নিয়ন্ত্র রয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, যারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অধ্যক্ষ, তাঁরা তাঁরই অধীন। স্বর্গে সূত্রের মতো এই বিশ্ব জগতে ষড়মুখভাবে অবস্থিত। খলস বেমন নাসিকা-সংলগ্ন রক্ষুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সমগ্র জগৎও তেমনি তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গজর গাড়ির চালক যেমন নাসা সংলগ্ন রক্ষুর দ্বারা বলসমের নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি ভগবান বেদব্যাকরণী রক্ষুর দ্বারা সমস্ত মানুষকে আবদ্ধ করেছেন, যা মানব-সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র আদি বিভিন্ন নাম এবং কর্ম অনুসারে বর্ণিত হয়েছে। ভয়ে ভীত হয়ে, এই সমস্ত রূপের মানুষেরা তাদের স্বীয় কর্ম অনুসারে ভগবানকে পূজোপহার প্রদান করেন। আমি বহু, দেবরাজ ইন্দ্র, নির্ভতি, বজ্র, চন্দ্র, অগ্নি, মহাদেব, পবন, ব্রহ্মা, সূর্য, বিধাবসু, অষ্টবসু, সাহাগল, মকংগল, ক্রতুগণ, সিদ্ধগণ, মরীচি চক্ৰতি অন্যান্য বিশেষজ্ঞ, বৃহস্পতি প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ এবং রাজ ও তমোগণ তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না, সেই দৃঢ় প্রমুখ সন্তোষ প্রধান মনিগণও ভগবানের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন না, অতএব মায়ামোহিত অন্যান্য জীবেরা বিভিন্ন ভগবানকে জ্ঞানতে পারবে? দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন চক্ষুকে দর্শন করতে পারে না, তেমনি জীবও সকলের হৃদয়ে পরমস্বাক্ষরে বিরাজমান ভগবানকে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, হৃদয় অথবা বাক্যের দ্বারা জ্ঞানতে পারে না।”

“ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন। তিনি সকলের অধীশ্বর। তিনি মারাত্মক। তাঁর রূপ, গুণ এবং স্বভাব রয়েছে, তেমনি তাঁর দূত বৈকল্যের রূপ, গুণ এবং স্বভাবও তাঁরই মতো সুন্দর। তাঁরা সর্বদা এই জগতে

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্থিতিশীল করেন। হ্রীদ্বিত্য সেই ভূতারা দেবতাসেবও পূজা; তাঁদের রূপ ঠিক হ্রীদ্বিত্য মতো এবং ত্র্য অত্যন্ত মূর্ত্ত দর্শন। বিস্ময়ভর্য শত্রুর রূপ থেকে, আমার থেকে এক শৈব-দুর্গাপাক থেকেও ভগবত্বত্বের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। প্রকৃত বর্ষ বহু ভগবানের দ্বারা প্রণীত। সম্পূর্ণরূপে সমগ্র জগৎ অস্থিত হওয়া সম্ভব, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ শোকে বিরাজ করেন, সেই মহান ঋগিষ্যও তা নিশ্চিতভাবে জানেন না। দেবতা অথবা প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও তা জানেন না, তা হলে অমর, মানুষ, বিদ্যাধর এবং চাক্রসেব আর কি কথা। ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুসেন, কলি (দেবভূতি-পুত্র), দায়দুব মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনক মহারাজ, পিতামহ ভীষ্ম, বলি মহারাজ, শুকসেব গোপালী এবং আমি—আমরা এই ব্যস্তে ছন প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব জানি। হে ভূতগণ, এই দিবা বর্ষ ষড় ভগবত-ধর্ম ষড় ভগবৎ-প্রম বর্ষ নামে পরিচিত, তা জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কল্পিত নয়। তা অত্যন্ত গোপালী এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্গোপ্য, কিন্তু কেউ যদি ভাগ্যক্রমে তা হৃদয়গ্রহণ করার সুযোগ পান, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে ভগবত্বাধারে স্থির হন। ভগবানের নিবনাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে কতিয়োগ, তাই মানব-সমাজে জীবের পরম ধর্ম।”

“হে পুরুষদৃশ ভূতগণ, ভগবানের পবিত্র নামের দ্বারা দর্শন করা। দ্ব্যাপাত্রী অজামিল তার পূর্বকে সম্বোধন করে, অজাতস্বারে, এই নাম প্রদান করার ফলে নারায়ণ-স্মৃতিহেতু তৎক্ষণাৎ বৃত্ত্যাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অতএব বুঝতে হবে যে, ভগবানের নাম, গুণ এবং কর্মের কীর্তনের ফলে মুক্ত পাপ থেকে অব্যাহালা মুক্ত হওয়া যায়। পাপ মোচনের জন্য এটিই একমাত্র উপদ্রষ্ট পন্থা। কেউ যদি নিয়মপূর্ণ ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তর হলে সেই উচ্চারণ অওত্ব হলেও তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। দৃষ্টান্তরূপে জ্ঞা যায় যে, অজামিল ছিলেন অজাত পাত্রী, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর পূর্বকে সম্বোধন করে সেই নাম উচ্চারণের ফলে, তিনি পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের দ্বারা নিমোহিত হয়ে ‘স্বাক্ষবন্ধ্য’, তৈমিনী প্রমুখ বর্ষসাত্ব-যগেজানপ দ্বাদশ মহাজন বর্ণিত ভাগবত ধর্মের রহস্য

অবগত হতে পারেননি। তাঁরা ভগবত্বত্বিত অনুষ্ঠান বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে দিবা এইমাত্র সমস্তকর করতে পারেননি। বেহেতু তাঁদের মন বেশে উল্লিখিত, বিশেষ করে হর্ষবর্ধন, সারবেদ এবং কথোদে বর্ণিত কর্মের অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট, তাই তাঁদের বুদ্ধি জড়ীভূত হয়ে গেছে। এইভাবে তাঁরা অক্লান্ত ভোগের জন্য বর্ষনোকে তাঁরীত হওয়া আদি অনিত্য ফল লাভের জন্য কর্ম অনুষ্ঠানের উপকরণ সমগ্রহেই ব্যস্ত। তাঁরা সংকীর্ণ আশ্রয়নের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের প্রতিই আগ্রহশীল। অতএব, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে, বুদ্ধিমান মানুষেরা সর্বাত্মকরূপে সমস্ত মঙ্গলময় গুণের আত্ম সর্বাত্মকমী কথবানের পবিত্র নাম কীর্তনকণ ভগবত্বত্বিত পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধানের যত্নের করেন। তাঁরা আমার কণ্ঠই নন। সাধারণত তাঁরা কোন পাপকর্ম করেন না, কিন্তু যদি ক্রমবলত, প্রমাদবশত অথবা মেহেবশত তাঁরা কখনও কোন পাপ করেনও তবু তাঁরা নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সেই পাপ থেকে রক্ষা পান।”

“হে দূতগণ, তোমরা কখনও এই প্রকার ভক্তদের কাছে যেও না, কারণ তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পরগণত। তাঁরা মনুষ্যের প্রতি সম্মানী এবং তাঁদের ভগবাত্ম দেবতা ও সিদ্ধরা গান করেন। তাঁদের কাছে পর্বত তোমরা যেও না। ভগবানের পদ তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে এবং ব্রহ্মা, অগ্নি এমন কি কাল পর্যন্ত তাঁদের মত দিতে পারে না। পরমহংস হচ্ছেন তাঁরা, যাদের জড় বৃত্তোত্তের প্রতি কোন আশ্রিত নেই এবং বরা সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মধু শসন করেন। হে দূতগণ, যারা সেই পরমহংসের সন্ধান করে না, যাদের সেই মধুশাসনে কোন রক্তম স্পৃহ্য নেই এবং যার নরকের দ্বারদ্বারপ গৃহস্থ-কীর্জন এবং জড় বৃত্তোত্তের প্রতি অসন্ত, তাদেরই আমরা কাছে ষড়মুখের জন্য আনন্দন করো। হে ভূতগণ, সেই সমস্ত পাত্রীকেই আমরা কাছে নিয়ে এসো, যাদের জিন্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ইত্যাদি কীর্তন করে না, যাদের চিত্ত একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে না এবং যাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হয় না। আর দ্বারা মানুষ

জীবনের একমাত্র কর্তব্য ত্রিবিধের ব্রত অনুষ্ঠান করে না, তাদেরও আমার কাছে নিয়ে এসো।”

(তারপর যমরাজ নিজেকে একে তাঁর কৃত্যের অপরাধী বলে মনে করে, ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে কলেন।) “হে ভগবান, অজ্ঞানিমের মতো একজন বৈষ্ণবে প্রেতের করে আমার কৃত্যের অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছে। হে নারায়ণ, হে পুরাণ পুত্র, দয়া করে আপনি আমার ক্ষমা করুন। অজ্ঞানতাবশত আমরা অজ্ঞানিমকে আপনার ভৃত্য বলে চিনতে পাবিনি এবং তাঁর ফলে আমরা অবশ্যই এক মহা অপরাধ করেছি। এই কৃত্যগুলিগুণে আমার আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। হে ভগবান, যেহেতু আপনি পরম দয়ালু এবং সমস্ত সত্ত্ব সমন্বিত, তাই দয়া করে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে বৃন্দবন, ভগবানের নাম-সংকীৰ্তন শুকতর পাণ-সমূহকেও সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই সেই নাম-সংকীৰ্তনেই সমস্ত জগতের মঙ্গলস্বরূপ। তম অবগত হওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে অন্তঃকণ্ঠে নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অবলম্বন করে। নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম এবং তাঁর কার্যকলাপ শ্রবণ

ও কীর্তন করার ফলে অনার্যসেই শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়, যা হৃদয়ের সমস্ত কলুষ বিধৌত করে। তা কেভাবে অস্ত্রকরথকে বিচলিত করে, ব্রত আদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রাণে না। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপায়ের যথুপানরত ভাঙেরা প্রকৃতির তিন তপের অধীনে সম্পাদিত দুঃখ-দুর্গতি প্রধানকারী জড়-জাগতিক কার্যকলাপে কখনও আসক্ত হন না। তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপায় ত্যাগ করে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে রত হন না। কিন্তু, তারা বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তারা ভগবানের শ্রীপাদপায়ের সেবার অবেশা করার ফলে, কাম-বাসনার দ্বারা মোহিত হয়ে কখনও কখনও প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু তা সবেও, তাদের হৃদয় পূর্ণরূপে শুদ্ধ না হওয়ার ফলে, তারা পুনরায় সেই পাপকর্মে লিপ্ত হয়। যমদূতেরা তাদের প্রভুর মুখে ভগবানের এবং তাঁর নাম, যশ ও গুণাবলীর মাহিমা শ্রবণ করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। তখন থেকে তারা ভগবত্বত্বের দর্শন করা যাইতে তাঁদের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করতেও চর্য করে। কুন্ত-উদ্ধৃত বর্ষা অগস্ত্যা বনন মলয় পর্বতে অবস্থান করে ভগবানের আরাধনার রত ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই অত্যন্ত গোপনীয় ইতিহাস বলেছিলেন।”

চতুর্থ অধ্যায়

ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য প্রার্থনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বললেন—“হে ভগবান, স্বাভাবিক মনুষ্যের দেবতা, অসুর, নর, নাগ, পশু ও পক্ষীদের সৃষ্টির কৃপাও আপনি (তৃতীয় অঙ্কে) সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি তা সত্যিভাবে জানতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর ভগবান যে শক্তির দ্বারা পরবর্তী সৃষ্টি সম্পাদন করেছিলেন, সেই সংক্ষেপেও আমি জানতে চাই।”

সুত গোস্বামী বললেন—(সেমিয়ারণে সমবেত) “হে মহর্ষিগণ, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে, মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী তাঁর প্রশংসা করে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“প্রাচীনবর্ষের দশজন পুর তপস্যা সমাপন করে যখন সমুদ্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, সারা

পৃথিবী বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। সমুদ্রের মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করার ফলে, বৃক্ষসমূহের প্রতি প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভীষ্ট হয়েছিল এবং তাঁরা সেই বৃক্ষসমূহ দ্বন্দ্ব করার বাসনার তাঁদের মন থেকে বাতু ও অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই অগ্নি ও বাতুর দ্বারা বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ হতে দিলে, অল্পপিত্তের দ্বারা চন্দ্রদেব প্রচেষ্টার ফলে শাস্ত করার জন্য কলেন। হে মহা ভাগ্যবানগণ, এই দীন বৃক্ষরাষ্ট্রকে দগ্ধ করা আপনার উচিত নয়। আপনার কর্তব্য প্রজ্ঞাযেব সমৃদ্ধি সাধন করা এবং তাদের বক্ষ্যাবেক্ষণ করা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবদেব পতি, এমন কি তিনি ব্রহ্মা আদি প্রজাপতিদেরও পতি। সেই সর্বব্যাপক এবং অব্যয় প্রভু সমস্ত জীবদের ভক্ত্য অঙ্গরূপে এই সমস্ত ব্রহ্মপতি এবং ওষধি সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ফল ও ফুল পতক এবং পক্ষীদের খাদ্য, ঘাস আদি পশুদীন জীবেরা গো-বহিঃ আদি চতুষ্পদ প্রাণীদের খাদ্য; যে সমস্ত প্রাণী তাদের সামান্য পা দুটিকে হাতের মাংসে ব্যবহার করতে পারে না, তারা খাদ্যযুক্ত বায়ু আদি পশুর খাদ্য; এবং হৃদয়, জগল আদি চতুষ্পদ প্রাণী ও পশু ইত্যাদি মানুষদের খাদ্য।”

“হে নির্মল আকাশ, আপনার নিজ প্রাচীনবর্ষি এবং পরমেশ্বর ভগবান আপনার প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব কিভাবে আপনি এই সমস্ত বৃক্ষ এবং ওষধি উদ্ভীড়ত্ব কলেন, যা প্রজাদের জীবন ধারণের উপযোগী? আপনার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রমুখ মহাদ্বারা যে সংসার অনুসরণ করেছেন, যদুব, পশু এবং বৃক্ষরূপ প্রজাদের বক্ষ্যাবেক্ষণ করার সেই মার্গ আপনারও অনুসরণ করুন। ক্রোধ ব্রহ্মদর্শন করা আপনার পক্ষে সংগত নয়। তাই আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আপনার আপনার ক্রোধ সংকল্প করুন। পিতা-মাতা বেদন শিওরের বদ্ধ এবং রক্ষক, পশু যেমন চকুর রক্ষক, পতি যেমন স্ত্রীর পালক এবং রক্ষক, বৃহহু যেমন ভিক্ষুদের পালক এবং জ্ঞানী যেমন অজ্ঞানীর রক্ষক, তেমনই রাজা প্রজাযেব রক্ষক এবং প্রাপদাতা। বৃক্ষও রাজার প্রজা তাই তাদের রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবান যদুব-পশু-পক্ষী-

বৃক্ষ আদি স্বর্গের অথবা জগত, সমস্ত জীবদের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে বিরাজমান। তাই আপনার প্রতিটি প্রাণীকেই সেই ভগবানের অধিষ্ঠান ভূমি বা হৃদয় বলে দর্শন করুন। এই প্রকার দর্শনের দ্বারা আপনারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবেন। বৃক্ষরূপী এই সমস্ত জীবদের প্রতি বৃন্দ হতে তাদের হত্যা করা আপনার উচিত নয়। যে ব্যক্তি আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধানের দ্বারা তাঁর বলবান ক্রোধ বা আকাশ থেকে গড়ার মতো হৃৎকণ্ঠে চোখে ঞ্ঠ, তা সংযত করেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই দীন বৃক্ষরাষ্ট্রকে দগ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত বৃক্ষ অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের রসল স্বেক। আপনারদেরও মঙ্গল হোক। এখন আপনারা বৃক্ষদের দ্বারা পালিত্য ‘মারিচা’ নামী অতি সুন্দরী এবং গুণাবিষ্ট এই কন্যাটিকে আপনারদের পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজন, এইভাবে প্রচেষ্টার শাস্ত করে, চন্দ্রাশ্বপতি সোমদেব প্রয়োজ্য নামী অজবীর অতি সুন্দরী কন্যাটিকে তাঁদের প্রদান করেছিলেন। প্রচেষ্টার প্রয়োজ্য সেই অতি সুন্দরী ওতনিতথিনী কন্যাটিকে ধর্ম অনুসারে বিবাহ করেছিলেন। সেই কন্যার গর্ভে প্রচেষ্টা দগ্ধ নামক একটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, যিনি প্রজাসমূহের দ্বারা ত্রিলোক পূর্ণ করেছিলেন।”

“সুহৃৎকংসল প্রজাপতি দক্ষ কেভাবে বীর্য ও মনের দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আমার কাছে মনোবোধ স্বকারে শ্রবণ করুন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর মনের দ্বারা প্রথমে সেবজ, অনুর, মন্দুয, পক্ষী, পশু, জলজ প্রভৃতি প্রজা সৃষ্টি করেন। কিন্তু প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখলেন যে, তাঁর সৃষ্টি প্রজাসমূহের হৃৎকণ্ঠে বৃদ্ধি হচ্ছে না, তখন তিনি দ্বিতীয় পর্বতের নিকটবর্তী কোন একটি পর্বতে গিয়ে দুধর তপস্যা করেছিলেন। সেই পর্বতের নিকটে অহমর্ষণ নামক একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান ছিল। সেখানে প্রজাপতি দক্ষ ত্রিসংসার-আচমনাদি করে তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ যে হংসগুহ্য নামক ভোক্তার দ্বারা আশোকক শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন এবং সেই স্তূতির ফলে ভগবান শ্রীহরি

যেভাবে দশের প্রতি ভূট হয়েছিলেন, তা আমি আপনার কাছে কীর্তন করব।”

প্রজাপতি দক্ষ বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান স্রষ্টা ও স্রাস্তার দ্বারা উৎপন্ন সবকিছু জড় পদার্থের অর্ন্তীত। তিনি অব্যক্তারী জ্ঞান ও পরম ইচ্ছাপ্রতি সমন্বিত এবং তিনি জীব ও জায়াপাতিব নিয়ন্ত্র। বহু জীবের, যারা এই জড় ভবনকে সব কিছু বলে মনে করে, তারা তাঁকে স্বপ্ন করে পাবে না; কারণ তিনি প্রত্যেক আমি প্রমথের অর্ন্তীত। তাই তিনি কতপ্রমাণ ও পরমসম্পূর্ণ এবং তিনি কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হননি। তাঁকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। (কেশ, ক্রম, স্পর্শ, গন্ধ এবং শব্দ) ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়গুলি যেমন জানতে পারে না যে, ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে তাদের অনুভব করে, তেমনই বহু জীব পরমাত্মার সঙ্গে ঘেঁষে নিবাস করলেও বুঝতে পারে না, সমস্ত জড় সৃষ্টির ইচ্ছা কিভাবে সেই পরম পুরুষ জীকে ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালনা করেন। সেই পরম নিয়ন্ত্র পরম পুরুষকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। যেহেতু দেহ, প্রাণ, অস্ত্রবিভিন্ন ও বহিঃপ্রতির, পক্ষ প্রত্যহৃত ও শুষ্ক (কেশ, ক্রম, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) হচ্ছে জড় ওষু, তাই তারা তাদের স্বীয় প্রকৃতি জানতে পারে না এবং জ্ঞানী ইন্দ্রিয় ও তাদের নিয়ন্ত্রদের প্রকৃতিও জানতে পারে না। কিন্তু জীব চিত্ত হওয়ার ফলে, তার দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়, মহাত্ম ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে জানতে পারে এবং তাদের মূল স্বরূপ তিন তপকেও জানতে পারে। জীব যদিও সম্পূর্ণরূপে সেগুলি সবকিছু অবগত, তবুও সে সর্বত্র অসীম পরম পুরুষকে জানতে পারে না। আমি তাই তাঁকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। কারণ চেতন যখন মূল এবং সূক্ষ্ম জড় অস্তিত্বের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, জ্ঞাত ও জ্ঞাতব্যের বীর চিত্ত-বিকল্প হয় না এবং সুবুদ্ধিতে বীর চিত্তের লব হয় না, তিনি সমাবি ভব প্রাপ্ত হন। জড় স্পর্শ এবং যনের সৃষ্টি, যা ন্যায় ও রূপ প্রকাশ করে, তা তখন বিবলপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমন্বিতে কেবল ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দর বরূপে প্রকাশিত হন। শুদ্ধ চিত্তর অন্তঃসরূপে যাকে সর্গ করা যায়, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। বৈদিক কর্মজ্ঞেও এবং বহু অনুষ্ঠানে দক্ষ বিদ্বৎ পণ্ডিত

ও ব্রাহ্মণেরা যেমন পঞ্চাঙ্গ সান্নিধ্যের মন্ত্রের দ্বারা পাতের অন্তঃসরূপে গুঢ়ভাবে অর্ন্তীত ও অর্ন্তীকে প্রকাশ করে বৈদিক মন্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন, তেমনই যারা প্রকৃতপক্ষে উন্নত চেতনা সমন্বিত, অর্ন্তীকে কৃষ্ণভাবনাসমন্বিত, তাঁরা হৃদয় অস্তিত্বের বিরাজমান পরমাত্মাকে স্পষ্ট করতে পারেন। হৃদয় জড় প্রকৃতির তিন গুণ এবং ময়টি উপাদানের দ্বারা (প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও পক্ষ তথ্য) এবং পক্ষ মহাত্ম ও মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত। ভগবানের বহিঃস্রা প্রকৃতি এই সংবিশেষটি উপাদানের দ্বারা পণ্ডিত। মহান যোগীরা পরমাত্মাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে শিরোভ্রমণ ভগবানের ধ্যান করেন। সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। কেউ যখন জড় প্রকৃতির অর্ন্তীত বৈদিকের বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মুক্ত হন তখনই তিনি প্রকৃতপক্ষে এই মুক্তি লাভ করতে পারেন এবং তাঁর সেবারতির প্রভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। সেই ভগবানকে জড় ইন্দ্রিয়ের আগোচর বিবিধ চিত্তর নামের দ্বারা সন্মোহন করা যায়। সেই পরমেশ্বর ভগবান যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন? জড় শব্দের দ্বারা তা কিছু ব্যক্ত হয়, বুঝির দ্বারা বা কিছু নিকপিত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বা কিছু প্রাণ হয় অথবা মনের দ্বারা তা সংকল্পিত হয়, তা সবই জড় প্রকৃতির গুণের কার্য বলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টির অর্ন্তীত, কারণ তিনি সমস্ত জড় গুণ এবং সৃষ্টির উৎস। সর্বস্বরূপের পরম কারণরূপে তিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং প্রত্যেকের পূর্বেও অজ্ঞান। আমি তাঁকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুই পরম জ্ঞানের এবং উৎস। সব কিছুই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত, সব কিছুই তাঁর এবং সব কিছুই তাঁকে নিবেদন করা হয়। তিনি হচ্ছেন পরম লক্ষ্য, তিনি নিজেরই কক্ষন অথবা অন্যভাবে দিয়েই করান, তিনিই হচ্ছেন পরম কর্তা। উজ্জ্বল বৎ কারণ হয়েছে, কিন্তু যেহেতু তিনিই সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি পঞ্চমস্তক নামে প্রসিদ্ধ, যিনি সমস্ত কার্য-কারণের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি এক এবং চরিত্রীয় এবং তাঁর

কোন কারণ নেই। আমি তাই তাঁকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। আমি সর্বদা শুভ পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত চিত্তর গুণ সমন্বিত। সমস্ত দর্শনমন্ত্রের হৃদয়-অস্তিত্ব থেকে তিনি বিভিন্ন মহাবাদ সৃষ্টি করেন, তাইই প্রচারে তারা তাদের নিজস্বের আদ্যে ভুলে যায় এবং তাঁর কলে কক্ষনও তাদের মধ্যে বিবাদ হয় আবার কক্ষনও এক হয়। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন একটি পরিবর্তিত সৃষ্টি করেন, যা কলে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। দুটি পক্ষ রয়েছে—আত্মিক এবং নাত্মিক। আত্মিকেরা, যারা পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে, তারা ষোড়শ মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ভাবনায় অনুসন্ধান করে। কিন্তু সাংস্কৃতিকেরা, যারা কেবল জড় উপাদানের বিশ্লেষণ করে, তারা নির্বিশেষ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়ে ভগবান, পরমাত্মা এমন কি ব্রহ্মকেও পদ্য কারণরূপে স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, তারা জড় প্রকৃতির অনুবলাক বহিঃস্রা ত্রিভাষ্যমাণে মগ্ন থাকে। কিন্তু, চরমে উত্তর পক্ষই এক পরম সত্যকে স্বীকার করে, কারণ বিদ্বৎ মহাবাদ পোষ্য করলেও তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পরম কারণ। তারা উভয়েই সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। সেই পরমাত্মাকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান জড় বায়, ক্রম এবং কার্যকলাপ বহিত। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তাঁর শীপাসপদ্যের সেবারত ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপাযয়। তাই তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর নিকট লীলার মাধ্যমে তাঁর চিত্তর নাম এবং রূপ প্রকাশ করেন। সেই সচ্চিদানন্দ বিদ্বৎ পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হন। যাবু যেকোন কৃপার গন্ধ গ্রহণ করে সেই গন্ধবিশিষ্ট হয় অথবা ধূলি মিশ্রিত হয়ে সেই কণিধিষ্ট হয়, তেমনই ভগবানও জীবের বাসনা অনুসারে নিজ ক্রুর উপাসনা মার্গে, তাঁর অদি রূপে প্রকাশিত না হয়ে সেব্যরূপে প্রকাশিত হন। সেই সমস্ত অন্য রূপের কি প্রয়োজন? আমি পুরুষ ভগবান কৃপাপূর্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন।”

শ্রীমৎ ততশ্বেষ গোবর্ধনী বললেন—“হে কৃষ্ণপ্রভ মহাবীর পবীত্রিত, মন্ত্রের প্রবর্তনা ভক্তবৎসল ভগবান

অতীত প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং অদম্বর্ষণ নামক পবিত্র জ্ঞানে অর্ন্তীত হয়েছিলেন। তাঁর শীপাসপদ্য তাঁর বাসন গন্ধাত্তর স্বাক্ষর বিনাক্ত এবং তাঁর অষ্ট মহাত্মক আচ্ছাদনবহিত। সেই আট হাতে তাঁর শব্দ, চক্র, অসি, চর্ম, বাণ, ধনুক, পাশ এবং দশা—এই আটটি অস্ত্র উচ্ছলভাবে লোভা পাচ্ছিল। তাঁর পরনে ছিল পীত বসন এবং অস্ত্রাশ্রি ঘনশ্যাম। তাঁর মনে ও বসন অস্ত্রের প্রসন্ন এবং তাঁর কণ্ঠে প্রাণ-বিসর্গবৎ তনুমালা। তাঁর বকু কৌন্তুত মলি এবং চৌবৎস চিত্তর স্বাক্ষর অনলবৃত্ত। তাঁর হস্তকে মস্ত উচ্ছল ত্রিবিম্বক এবং তাঁর কর্ণদ্বল ত্রকর-কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমস্ত অলঙ্কার অলৌকিক সৌন্দর্য সমন্বিত ছিল। তাঁর কটিদেশে ছিল সর্পমেখলা, সর্পবন্ধে বলয়, বাণতে প্রাণ, অর্ন্তলিতে অকুটীর এবং চরণদ্বয়ালে মূণ্ড। এইভাবে অলঙ্কারে বিভূষিত অর্ন্তল জগতের প্রভু শ্রীহরি ত্রিলোক বিমোহনকারী পুরুষোত্তমরূপে নারদ ও নন্দ আদি পার্শ্বসমূহ, ইন্দ্র আদি ব্রেহ্ম দেবতাসমূহ এবং সিদ্ধ, গাওঁ ও চারণের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেরই তাঁর উভয় পার্শ্ব ও পক্ষান্তে থেকে ভুব পাঠ এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন। ভগবানের সেই পরম অর্ন্তর জ্যোতির্ময় রূপ স্পর্শ করে প্রকাশিত দক্ষ প্রথমে একটি ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপর অতান্ত চক্ষুর দ্বারা ভূমিতে পড়তে পড়তে প্রসন্ন হয়েছিলেন। স্বর্গের জলপ্রবাহে নদী যেমন পূর্ণ হয়, তেমনই অস্ত্রাত্ত্র অস্ত্রাশ্রি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার ফলে দক্ষ কিছুই বলতে পারেননি। তিনি কেবল ভূমিতে পড়তে পড়ে বইলেন। প্রজাপতি দক্ষ কিছু না বলতে পারলেও, সর্বভূতের অনুগ্রহী ভগবান তাঁর ভক্তকে প্রজাপতির বাসনায় তাঁর সমুদ্রে সেইভাবে প্রণত দেবে, তাঁকে সন্মোহন করে ধরেছিলেন—হে মহাত্মাভগবান প্রাচুরস, যেহেতু তুমি আমার প্রতি প্রজ্ঞাপ্রদান, তাই আমার প্রতি তুমি পরম ভক্তি লাভ করবে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার পবন ভক্তিবৃত্ত তপসার প্রভাবে তোমার চরিত্র একম পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। তুমি পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।”

“হে প্রজাপতি দক্ষ, তুমি দিব্য সন্মোহনের মন্ত্র এবং বুদ্ধি সাধনের জন্য ক্রুরের তপস্যা করবে। আমিও চাই

যে এই জগতের সবচেয়ে সুখী হোক। তুমি যোহেড় সন্ন্যাসীদের মঙ্গল সাধন করে আমার বসনা পূর্ণ করার চেষ্টা কর। তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। ব্রহ্মা, শিব, মনু, সমস্ত দেবতা এবং তোমরা প্রজাপতিরা সকলেই সমস্ত জীবনের কল্যাণ সাধনের জন্য কর্ম কর। তোমরা সকলে আমারই বিদ্যুতি অর্থাৎ গুণবস্তুর বিশেষ।”

“হে ব্রাহ্মণ, ধানরূপ তপস্যা আমার হৃদয়, মস্তকশে বৈদিক জ্ঞান আমার দেহ, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং ভক্তিরূপে আমার আকৃতি, সুনিপন্ন বস্ত্র আমার ভাষা, পুণ্যকর্ম অথবা সৃষ্টি আমার মন এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে আমার আদেশ। পালনকারী দেবতারা আমার প্রাণ। এই জড় সৃষ্টির পূর্বে, আমার বিশেষ চিন্তার শক্তিরই আমিই কেবল ছিলাম। চেতনা শুধুই অপ্রকাশিত ছিল ঠিক যেমন মিশ্রিত অবস্থায় কারও চেতনা অপ্রকাশিত থাকে। আমি অনন্ত ওপের উপর এবং ওই আমি অনন্ত অথবা সর্বব্যাপ্ত নামে পরিচিত। আমার জ্ঞানপতি থেকে আমারই মধ্যে ব্রহ্মাও প্রকাশিত হয়েছে। সেই ব্রহ্মাওই তোমার উৎপত্তির অন্তর্নিহিত ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছেন। আমারই শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হেবস্ত্রেষ্ঠ ব্রহ্মা (বহুব্রু) স্বয়ং সৃষ্টিকার্যে

উদ্যত হয়ে নিজেকে জনমর্ষ বলে মনে করেছিলেন, তখন আমি তাকে উপদেশ প্রদান করেছিলাম। সেই উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার সত্যকেই কিছু ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তোমাদের নয়জন বিশ্বপতিকে সৃষ্টি করেন।”

“হে বৎস লক্ষ, প্রজাপতি পঞ্চজনের অসিদ্ধী নামক একটি কন্যা রয়েছে। তাকে আমি তোমার প্রদান করছি, তুমি তাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ কর। তুমি স্ত্রী-পুরুষের রীতিরূপ ধর্ম অবলম্বন করে, পঞ্চাবুজির জন্য এই কন্যার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। তুমি যে শত-সহস্র সন্তান উৎপাদন করবে, তারা আমার দ্বারা মোহিত হয়ে তোমার মতো মৈথুনভাব অবলম্বন করবে। কিন্তু তোমার এবং তাদের উপর আমার কৃপার প্রভাবে, তারা আমার পুত্রের সামগ্রী সংগ্রহ করে ভক্তি সহকারে জা আমাকে উপহার দেবে।”

শ্রীল শুকদেব গোথামী বললেন—“সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি প্রজাপতি দক্ষের সমক্ষে এইভাবে বলে, স্বয়ং উপলব্ধি কর্তৃক হউ সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।”



পঞ্চম অধ্যায়

নারদ মুনির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোথামী বললেন—“হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ বিশ্বমায়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাতালজর্জর (অর্ধস্রষ্টার) গর্ভে দশ হাজার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর হর্ষ নামে পরিচিত।”

“হে রাজন, প্রজাপতি দক্ষ সেই সমস্ত পুত্রদের স্বতন্ত্র ছিল অত্যন্ত মন্থ এবং তাঁরা সবাইই ছিলেন তাঁদের পিতার অত্যন্ত বাধ্য। তাঁদের পিতা যখন

তাঁদেরকে সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন। পশ্চিমে যেখানে সিঙ্ঘনদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানে নারায়ণের নামক একটি তীর্থস্থান রয়েছে। বহু মুনি ঋষি এবং সিঙ্ঘন সেই স্থানে বাস করেন। হর্ষেরা সেই পবিত্র তীর্থের জল স্পর্শ করে ও তাতে স্নান করে বিশেষভাবে পবিত্র হয়েছিলেন এবং তাঁদের পাতনহীন-

দর্শন স্খলিত হয়েছিল। কিন্তু, যোহেড় তাঁদের পিত্রী তাঁদের প্রজাপতির আদেশ লিখেছিলেন, তাই তাঁরা তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য কঠোর তপস্যার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এরমিন জেবর্গি নারদ প্রজাপতির জন্য তপস্যারত হর্ষদেবের ক্ষেপণে পেরে তাঁদের কাছে এসেছিলেন।”

দেবর্ষি নারদ বললেন—“হে হর্ষদেব, তোমরা পৃথিবীর অস্ত্র মর্শন করনি। সেখানে একটি রাজ্য রয়েছে, যেখানে কেবল একজন মানুষ বিরাট করেন। সেখানে একটি গর্ত রয়েছে, যেখানে প্রবেশ করলে কেউ বেঁচে আসে না। সেখানে একটি স্ত্রী রয়েছে যে অত্যন্ত অসতী এবং সে বিভিন্ন মনোহর বসনের দ্বারা নিজেকে সাজায়, দ্বার সেখানে এক পুরুষ আছে যে তার পতি। সেই রাজ্যে একটি নদী আছে যা উত্তর দিকে প্রবাহিত। সেখানে একটি আশ্চর্য গৃহ রয়েছে, যা পচিশটি উপাসনের দ্বারা নির্মিত, একটি হসে রয়েছে, যে বহুবিধ শস্য করে এবং একটি বস্ত্র আছে যা সূর ও বজ্রের দ্বারা নির্মিত এবং স্বয়ং ব্রহ্মাণীল। তোমরা সেই সব মর্শন করনি, সুতরাং তোমরা উন্নত-জ্ঞানহীন জনতির বলক। অতএব তোমরা প্রজা সৃষ্টি করবে কি করে? হায়, তোমাদের পিতা মর্ষক, কিন্তু তোমরা তাঁর প্রকৃত আদেশ জান না। সুতরাং তোমাদের পিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, তোমরা কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে?”

শ্রীল শুকদেব গোথামী বললেন—“নারদ মুনির সেই বৈয়াক্ষণিক ভাষা শ্রবণ করে, হর্ষেরা তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞানপতি-লক্ষ্য যুজির দ্বারা নিজেরাই তা ভিন্ন করতে লাগলেন।”

“হর্ষেরা নারদ মুনির বর্ণিত অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—‘হৃ’ (‘পৃথিবী’) শব্দের অর্থ কর্মক্ষেত্র। কর্মের হৃদয়ঙ্গম উৎপন্ন যে জড় শরীর, তা হচ্ছে জীবের কর্মক্ষেত্র এবং তা তাকে জড় উপাধি প্রদান করে। জীব স্বরূপাভীত কাল থেকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা তার সম্ভবত্বের মূলস্বরূপ। কেউ যদি মূর্খতাবশত এই অনিত্য সত্যের কর্মে লিপ্ত হয় এবং এই বন্ধন-যুক্তির চেষ্টা না করে, তা হলে তার অনিত্য কর্মের অনুশাসনে কি লাভ হবে?”

“নারদ মুনি বললেন যে, একটি রাজ্য রয়েছে যেখানে একজন মাত্র পুরুষ রয়েছে। হর্ষেরা তাঁর

এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।) একমাত্র ভ্রোহ্ম হউন পরমেশ্বর ভগবান যিনি সর্বত্র সব কিছুই পর্যবেক্ষক। তিনি হর্ষদেবপুত্র এবং সর্বভোক্তারও স্বতন্ত্র। তিনি কণমণ্ড জড়া প্রকৃতির ওপের অধীন মন, কারণ তিনি সর্বদা এই জড় সৃষ্টির অর্ধাভ। মানব-সমাজ যদি তাদের উন্নত জ্ঞান এবং কার্যকলাপের দ্বারা সেই পরমেশ্বরের না জেনে, কেবল তাদের অভিন্ন সূত্রভোগের জন্য দিন-রাত কুকূষ-বেড়ালের মতো পরিভ্রম করে, তা হলে তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপে কি লাভ?”

“(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি বিল বা হ্রদ রয়েছে যেখানে প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। হর্ষেরা সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পাতালে প্রবেশ করলে যেমন সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসা যায় না, তেমনি বৈকুণ্ঠ গানে (প্রত্যক্ষ-ধর্ম) প্রবেশ করলে, সেখান থেকে আর এই জড় জগতে কেউ ফিরে আসে না। এমন কোন স্থান যদি থাকে, যেখানে গেলে আর এই দুঃখের জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, ‘তা হলে সেই স্থানটি মর্শন না করে বা জানবার চেষ্টা না করে, কেবল বানরের মতো এই জড় জগতে লাফালাফি করলে কি লাভ হবে?’

“(নারদ মুনি এক বেশ্যা রমণীর বর্ণনা করেছেন। হর্ষেরা সেই রমণীকে চিনতে পেরেছেন।) রত্নোত্তম সমন্বিত জীবের অস্থির বুদ্ধি একটি বেশ্যার মতো স্বীকৃতির মোহ উৎপাদনের জন্য তার বেশ পরিবর্তন করে। তা বুঝতে না পেরে মানুষ যদি অনিত্য সত্যের কর্মে লিপ্ত হয়, তাতে তার কি লাভ হবে?”

“(নারদ মুনি এক বেশ্যাপতি পুরুষের কথাও বলেছেন। হর্ষেরা সেই বর্ণনাটি এইভাবে বুঝেছিলেন—) কেউ যদি বেশ্যার পতি হয়, তা হলে সে তার স্বাভাব্য হাবিয়ে তেলে। তেমনিই, কলুষিত বুদ্ধিমত্তা সমন্বিত ব্যক্তি তার জড়-জাগতিক জীবনকে বর্হিত করে। জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিরাস হয়ে সে তার বুদ্ধির পতি অনুসরণ করে, যার বলে সে বিভিন্ন দুঃখ এবং দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইভাবে কেউ যদি সত্যের কর্ম অনুষ্ঠান করে, তার কল কি লাভ হবে?”

“(নারদ মুনি বলেছিলেন যে, একটি নদী আছে যা উত্তর দিকে প্রবাহিত। হর্ষেরা সেই বর্ণনার তাৎপর্য

উপলব্ধি করেছিলেন।) সৃষ্টি এবং প্রলয়কারিণী মায়াই সেই নদী। তাই সেই নদীটি উভয় দিকে প্রবাহিত। কেউ যদি অজানতভাবে সেই নদীতে পতিত হয়, তবু হলে সে অব্যবহিত নিমজ্জিত হয় এবং যেহেতু তটের নিকটে সেই নদীতে বেশ অভয় প্রবল, তা সে সেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। হায়াকুল সেই নদীতে সকাল কর্ম অনুষ্ঠান করে কি লাভ হবে?”

“(নারদ মুনি পণ্ডিতগণ উপাসনের দ্বারা নির্মিত একটি পুত্রের কথা বলেছিলেন। হর্ষধ্বজ সেই রূপকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) পরামেশ্বর ভগবান পঞ্চবিশতি তন্ত্রের আশ্রয় এবং পরম পুণ্ডরুগে তিনি কার্য ও কারণের পরিচালক এবং প্রকাশক। কেউ যদি সেই পরম পুণ্ডরুকে না জানে অনিচ্ছা সকার্য কর্মে যুক্ত হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?”

“(নারদ মুনি একটি হংসের কথা বলেছেন। এই ভাবে সেই হংসটির ভাষা বর্ণনা করা হয়েছে।) বৈদিক শাস্ত্রে স্মৃতিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সমস্ত জড় এবং চিহ্নায় শক্তির উৎস ভগবানকে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হংস হচ্ছেন তিনি যিনি জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, যিনি সমস্ত জড়ের সত্তা প্রকাশ করেন এবং বহুত্বের ভাবন ও যুক্তির উৎস বিশ্লেষণ করেন। শাস্ত্রেও বর্ণনা বিবিধ শব্দ-ভাষায় সমন্বিত। কোন মূর্খ যদি এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ত্যাগ করে অনিচ্ছা কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তা হলে তার পরিণাম কি হবে?”

“(নারদ মুনি ক্ষুর এবং বস্ত্রের দ্বারা নির্মিত একটি বস্ত্রের উল্লেখ করেছিলেন। হর্ষধ্বজ সেই রূপকটির অর্থ এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) কালের পতি অতীত সূর্তীকৃত, যেন তা ক্ষুর এবং বস্ত্রের দ্বারা নির্মিত। সম্পূর্ণ বস্ত্র এবং অপ্রতিস্থতভাবে ক্ষয় পায়। জগতের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালিত করে। কেউ যদি এই কালচক্রকে জানার চেষ্টা না করে অনিচ্ছা সকার্য কর্মের অনুষ্ঠানে মগ্ন হয়, তা হলে তার কি লাভ হবে?”

“(নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মূর্ত্যাকলত মানুষ কিভাবে তার পিতার আদেশ অমান্য করতে পারে। এই প্রশ্নের অর্থ হর্ষধ্বজ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।) শাস্ত্রনির্দেশ শালন করা অবশ্য কর্তব্য। বৈদিক সংস্কৃতিতে উপনয়ন

সংক্রান্তে প্রাথমিক দ্বিতীয় তৃতীয় লাভ হয়। সমস্তকাল কণ্ড থেকে শাস্ত্রের উপদেশ শিক্ষা লাভের ফলে এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। তাই, শাস্ত্র হচ্ছেন প্রকৃত পিতা সমস্ত শাস্ত্রে জড় জাগতিক জীবনের সমার্থিত সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি তার পিতার বা শাস্ত্রের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, তা হলে সে মূর্খ। জড় দেহের পিতার যে আদেশ পুত্রকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত করে, তা প্রকৃত পিতার উপদেশ নয়।”

শ্রীম গুরুদেব গোহার্মী বললেন—“হে স্বাক্ষর, নারদ মুনির উপদেশ গ্রহণ করে, প্রজ্ঞাপতি দক্ষের পুত্রেরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর উপদেশ পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন এবং একমত হয়েছিলেন। সেই মহাবীর্য তাঁদের গুরুদেবরূপে বরণ করে তাঁরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং যে পথে গেলে আর এই ভ্রমতে কিসের আসতে হয় না, তাঁরা সেই পথে গমন করেছিলেন। সপ্ত বয়স—যা, অ, প, মা, পা, ধা এবং নি সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মূলত সেগুলি এসেছে সাক্ষর থেকে। দেবর্ষি নারদ ভগবানের লীলা বর্ণনা করে গান করেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই আদি চিহ্নের মহামন্ত্রের কীৰ্তনের প্রভাবে মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একত্র হয়। তখন সমস্ত ইন্দিরার ইন্দ্র হৃদয়ীকেশকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। হর্ষধ্বজের উদ্ধার করার পর, নারদ মুনি ভগবান শ্রীহৃদয়ীকেশের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্র একত্র করে সমস্ত গ্রন্থলোকে প্রদর্শন করতে লাগলেন।”

“প্রজ্ঞাপতি দক্ষের পুত্র হর্ষধ্বজা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুশীল এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন পুত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নারদ মুনির উপদেশে তাঁরা তাঁদের পিতার আদেশের প্রতি বিমূঢ় হন। দক্ষ বন্ধন সেই সর্বোদ গান, যা নারদ মুনিই তাঁর কাছে বন্ধন করে এনেছিলেন, তখন তিনি শোক করতে শুরু করেন। এই প্রকার সুমন্তনদের পিতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সকলকে হারিয়ে ছিলেন। অবশ্য এটি শোচনীয় বিষয়ই ছিল।”

“প্রজ্ঞাপতি দক্ষ যখন তাঁর পুত্রদের হারিয়ে শোক করছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তারপর দক্ষ তাঁর পত্নী শাকরার্মীর গর্ভে

জন্মও এক ভ্রাতার পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁর এই পুত্রেরা সবলান্য নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের পিতার আদেশ অনুসরণে সন্তান উৎপাদনের জন্য সবলান্যেরাও নানাবিধ সর্বোচ্চ গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বারা নারদ মুনির উপদেশ শালন করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। উপাস্য করার দ্বারাও ধারণ করে সবলান্যের সেই তীর্থে অনুষ্ঠান করেছিলেন। দক্ষের দ্বিতীয় সন্তানের দলটি নারায়ণ সর্বোচ্চ তাঁদের অগ্রজরূপে হতই উপাস্য করেছিলেন। তাঁরা পবিত্র তীর্থের জলে স্নান করে বৃন্দাবনের সমস্ত জড় বাসনারূপে কদম্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা গুরুর সমন্বিত হস্ত রূপ করে কঠোর উপাস্য করেছিলেন। প্রজ্ঞাপতি দক্ষের পুত্রেরা কঠোর মাস কেবল জল পান এবং বায়ু ভক্ষণ করেছিলেন। এইভাবে কঠোর উপাস্য করে তাঁরা এই মৃত্যু উদ্ধারণ করেছিলেন। “এই মহো নারায়ণ পুণ্ডরুগ মহামন্ত্র / বিতম্বসম্বন্ধিভ্যঃ মহাহংসায় ধীমহি (আমরা পরামেশ্বর ভগবান নারায়ণকে আমাদের সমস্ত শ্রুতি নিক্ষেপ করি, যিনি সর্বদা তাঁর চিত্র খামে বিবাক করেন। যেহেতু তিনি পরম পুণ্ডর (পরমহংস), তাই আমরা তাঁকে আমাদের সমস্ত শ্রুতি নিক্ষেপ করি।)”

“হে মহামন্ত্র পরীক্ষিত, নারদ মুনি প্রজ্ঞাপতি কামনার উপাস্যরূপে দক্ষ-পুত্রের কাছে এসে, পূর্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদের যেভাবে পুত্র অর্থ সমন্বিত উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ তাঁদেরও দিলেন। হে দক্ষপুত্রগণ, তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। তোমরা সকলেই তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ হর্ষধ্বজের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরিচয়, অতএব তাঁদের মার্গ অনুসরণ করাই তোমাদের কর্তব্য। যে ভ্রাতৃ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তিনি তাঁর অগ্রজদের পন্থা অনুসরণ করেন। অতি উন্নত সেই সমস্ত পুণ্ডরুগ ভ্রাতৃদ্বারা মন্ত্র ইত্যাদি জড়কংসল দেবদাসের সুরে জীবন উপভোগ করার সুযোগ পান।”

শ্রীম গুরুদেব গোহার্মী বললেন—“হে স্বর্গ্য, যার দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই নারদ মুনি প্রজ্ঞাপতি দক্ষের পুত্রদের এই উপদেশ দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। দক্ষের পুত্রেরা তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদের পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা

না করে তাঁরা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। সবলান্যের ভগবদ্ভক্তি দ্বারা অতীত পরামেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা লাভ সর্বভোক্তার সমীপীন পথ অন্বেষণ করেছিলেন। সেই পন্থায় দিতে চলে গেছে যে রহস্য, যার মধ্যে তাঁরা আত্মও চিত্রে আছেন। এই সময়ে প্রজ্ঞাপতি দক্ষ এক অমঙ্গল চিত্র দর্শন করেছিলেন এবং তিনি স্তব্ধ করেছিলেন যে, সবলান্য নামক তাঁর পুত্রদের দ্বিতীয় দলটিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদের পন্থা অনুসরণ করেছেন। দক্ষ যখন তখন তখন যে, সবলান্যের ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই পুণ্ডরুগ ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি নারদ মুনির প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শোকে মুহূর্তপ্রায় হয়েছিলেন। নারদ মুনির সঙ্গে বন্ধন দক্ষের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ক্রোধে দক্ষের অধর কম্পিত হয়েছিল এবং তিনি তাঁকে বলেছিলেন, “হায়, নারদ মুনি, আপনি কেবল সাধুর বেশই ধারণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধু নন। আমি গৃহস্থ আশ্রমে থাকলেও আমিই সাধু। আমার পুত্রদের ত্যাগের পথ প্রদর্শন করে আপনি অত্যন্ত পণ্ডিত অনাম্য করেছেন।”

“আমার পুত্রেরা দ্বিবিধ দল থেকে মুক্ত হইনি। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধেও বিবেচনা করেনি। হে নারদ মুনি, হে মূর্তিমান পাণ্ডা, আপনি তাদের ইহলোক এবং পরলোকে মঙ্গল প্রাপ্তির বিধি সৃষ্টি করেছেন, কারণ তারা এখনও অবি, বেদন্ত এবং পিতৃদের কাছে বর্ণী।”

“এইভাবে আপনি জীবদেব প্রতি হিংস করছেন এবং তা সত্ত্বেও নিজেকে একজন ভগবৎ পারদ বলে জাহি করে আপনি ভগবানের বন্ধ বান করছেন। আপনি অন্তিম হালকনের চিত্রে অনর্থক সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাই আপনি নির্লক্ষ ও নিষ্ঠুর। আপনি কিভাবে ভগবৎ-পারদদের মধ্যে বিচলন করতে পারেন? আপনি জড় ভগবানের ঘনা সমস্ত ভক্তের বন্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত সন্দেহ এবং তাড়নের মঙ্গল সাধনে অত্যন্ত উৎসুক। যদিও আপনি ভগবদ্ভক্তের বেশ পরিচয় করেন, তবুও আপনার প্রতি বীরা লজ্জভাবের নয়, তাদের সঙ্গে আপনি শত্রুতা সৃষ্টি করেন। আপনি বহুত্ব ভ্রমকারী এবং বহুত্বের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী।

তত্ত্ব ইত্যাদি ভাব করে এই সমস্ত জ্ঞান কার্য করতে আপনার লক্ষ্য হয় না।”

“আপনি যদি মনে করেন যে, কেবল বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা আপনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন, তা হলে আমি বলব যে, পূর্ণ জ্ঞানের উদয় না হলে কেবল আপনার মতো বেশ পরিবর্তনের দ্বারা কখনও বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে পারে না। জড় সুখভোগই যে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ, তা বিস্ময়ভোগ না করে জ্ঞান যার না। নিজে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ না করলে ভোগবাননা ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং বিস্ময়ভোগ করতে করতে বন্ধন বোঝা যায় এই জড় জগৎ কত দুঃখময়, তখন অন্যদের সাহায্য ব্যতীতই জড় সুখভোগের প্রতি বিতর্ক জন্মায়। আমাদের মন অন্যদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের বৈরাগ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তির মতো হতে পারে না। আমি যদিও দ্বী-পুত্র সহ গৃহস্থ আশ্রমে বাস করি, তবুও আমি সন্তোষে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পাশইন জীবনের আনন্দ উপভোগ করি। আমি দেবযজ্ঞ, যবিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ আমি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছি। যেহেতু এই সমস্ত যজ্ঞগুলিকে করা হয় তত, তাই আমি

গৃহস্থত নামে পরিচিত। দূর্তপাক্ষগণ, আপনি অকারণে আমার পুত্রদের সন্ন্যাসমার্গে পরিচালিত করে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আপনি আমাকে অশেষ দুঃখ দিয়েছেন। যা কেবল একবার যাত্রা সহ্য করা যায়। আপনি একবার আমার পুত্রদের আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং এখন আপনি আমার সেই অশুভ কর্তব্য করেছেন তাই আপনি মৃত্যু এবং অন্যদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানেন না। তাই আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে, আপনাকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে হবে এবং আপনি কোথাও স্থান পাবেন না।”

শ্রীল চক্রেব গোহাত্মী বললেন—“হে রাজন্, সারল মুনি যেহেতু একজন সর্বসম্মত সমু, তাই প্রজাপতি দক্ষ বন্ধন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তব্ যাচম্—‘ই্যা, আপনি ভাল কথাই বলেছেন। আমি এই অভিশাপ গ্রহণ করছি।’ নারদ মুনিও দক্ষকে প্রতিশাপ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে তাঁর অভিশাপ সহ্য করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন মহিষ এবং উদার সাধু।”



ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষকন্যাদের বংশ

শ্রীল চক্রেব গোহাত্মী বললেন—“হে রাজন্, তারপর ক্রমায় অনুরোধে প্রচ্যুতস নামে পরিচিত প্রজাপতি দক্ষ, তাঁর পত্নী অসিরীস গর্ভে ষাটটি কন্যাসন্তান উৎপাদন করেছিলেন। সেই কন্যারা সকলেই তাঁদের পিতার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণা ছিলেন। তিনি দশটি কন্যা ধর্মরাজকে, তেরটি কন্যাকে (প্রথমে আরোহিণী এবং তারপর একটী), সাতাশটি চন্দ্রদেবকে এবং অসির, কৃশাঙ্ক ও দ্রুতকে দুটি দুটি করে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। অন্য চারটি কন্যা তিনি কন্যাকে সম্প্রদান

করেছিলেন। (এইভাবে কন্যার সর্বসম্মত সত্তেরটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।) এখন আপনি আমার কাছে এই সন্তান কন্যা এবং তাঁদের বংশধরদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁরা ক্রিষ্টকন পূর্ণ করেছেন।”

“যমরাজকে যে দশটি কন্যা সম্প্রদান করা হয়েছিল, তাঁদের নাম ভানু, লম্বা, কন্দুস, যামি, বিখা, সাধ্যা, মরুতী, বসু, সুহৃতা এবং সঙ্করা। এখন তাঁদের পুত্রদের নাম শ্রবণ করুন। হে রাজন্, ভানুর গর্ভে দেবযবত নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে ইন্দ্রসেন নামক

একটি পুত্রের জন্ম হয়। লম্বার গর্ভে বিদ্যোত নামক একটি পুত্রের জন্ম হয়, বিদ্যোত থেকে মেঘসমুৎ জন্মগ্রহণ করেছেন। কন্দুসের গর্ভে সর্পট নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সর্পট থেকে কীকট নামক পুত্রের জন্ম হয়। যামির থেকে বর্ষ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং বর্ষ থেকে মন্দির জন্ম হয়। বিখার পুত্রের হাফেন বিশ্বমেঘগণ তাঁদের কোন সন্তান নেই। সাধ্যার গর্ভে সাধ্যাপের জন্ম হয় এবং সাধ্যাপ থেকে অথর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। মরুতীর গর্ভে মরুত্ম এবং জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করেন। বসুর ভগবান বাসুদেবের আশে; তিনি উপেন্দ্র নামে পরিচিত। সুহৃতার গর্ভে মৌহুর্জি নামক দেবতাপ্রব জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবতার জীবনের স্ব-ব চাক্ষুশ কর্মকণ প্রদান করেন। সঙ্করার পুত্র সঙ্কর এবং সঙ্কর থেকে কামের জন্ম হয়। বসুর পুত্র অষ্টবসু। তাঁদের নাম আমার কাছে শ্রবণ করুন—ক্রোশ, প্রাণ, ধন, ধর্ম, অগ্নি, মোহ, বাস্ত ও বিভাবসু। এরাই অষ্টবসু নামে বিখ্যাত। প্রোশ নামক বসুর পত্নী অতিমতির গর্ভে ধর্ম, শোক, ভয় আমি নামক পুত্রদের জন্ম হয়। প্রাণের পত্নী উর্জবতীর গর্ভে সহ, অমৃ ও পুরোজব নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোশের পত্নী বর্ষার গর্ভ থেকে বিবিধ পুত্রসমূহ উৎপন্ন হয়। অর্কের পত্নী বাসনার গর্ভে তর্ক আমি বহু পুত্রের জন্ম হয়। অগ্নি নামক বসুর ভার্য্য ধার্য্য হবিদক আমি বহু পুত্র প্রসব করেন। অগ্নির আর এক পত্নী কৃতিতার গর্ভে জল বা অর্জিভের জন্ম হয়। কৃশ থেকে বিশাখ আমি পুত্রের জন্ম হয়। মোহ নামক বসুর ভার্য্য শবরীর গর্ভে ভগবান শ্রীহরির অপেক্ষাকৃত শিশুময় নামক পুত্রের জন্ম হয়। বাস্ত নামক বসুর পত্নী অম্বিকার গর্ভে শিখাচার্য বিশ্বকর্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্মা হলেন আকৃতির পতি। তাঁদের থেকে চাক্ষুশ মনুর জন্ম হয়। বিশ্বদেব এবং সাধ্যাপ এই মনুর পুত্র। বিভাবসুর পত্নী উবা কুট, যোচিব এবং অগতশ নামক তিনটি পুত্র প্রসব করেন। আতপ থেকে পঞ্চযাম বা বিশ্বসের উৎপত্তি হয়, তিনি জীবন্তের দ্বীপ কর্তৃক অনুপ্রাণিত করেন। তৃতের পত্নী সরুপার গর্ভে যে কোটি সংখ্যক ক্রুরের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে এগার জন প্রধান। সেই একাদশ ক্রুরের নাম রৈবত, অজ, ভব, ভীম, বাঘ, উগ্র,

ব্রহ্মকপি, হৈমকপাং, অর্জিহু, ককরপ এবং মহান। তৃতের অপর পত্নীর গর্ভে একাদশ ক্রুরের সহচর অশ্রুত ভায়বর প্রেত, বিনয়ক প্রভৃতির জন্ম হয়। প্রজাপতি অসিরার স্বধা এবং সতী নামক দুই পত্নী। স্বধা নামী পত্নী সমস্ত পিতৃসহ তাঁর পুত্রবধে গ্রহণ করেছিলেন এবং সতী স্বধারীরস বেদান্ত তাঁর পুত্রবধে গ্রহণ করেছিলেন। কৃশাঙ্কের অর্চিস এবং বিখা নামক দুই পত্নী। অর্চিস নামক পত্নীর গর্ভে তিনি ধুমকেতু এবং দিবলর গর্ভে মেঘশিখা, মেঘল, বকুন এবং মনু নামক চার পুত্র উৎপাদন করেন। তার্য্য অর্ধাৎ কশ্যপের চার পত্নী—বিনতা (সুপর্ণা), ক্রম, পতঙ্গী এবং যামিনী। পতঙ্গী নাম প্রবর পক্ষীদের প্রসব করেন এবং যামিনী শলভগণকে প্রসব করেন। বিনতা (সুপর্ণা) ভগবান শ্রীহরির হৃদয় সন্তোষ এবং সুখের রাসের সরসি অনুভব না করণ—এই দুটি পুত্র প্রসব করেছেন। ক্রমের গর্ভে বিভিন্ন প্রকার নাগদের জন্ম হয়।”

“হে সারভবোত্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃত্তিকা তামি লক্ষণাল চন্দ্রদেবের পত্নী ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সন্তোকে ‘কন্যারোগে আক্রান্ত হও’ বলে অভিশাপ প্রদান করেন। তাই তাঁর কোন পত্নীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয়নি। তারপর চন্দ্রদেব বিবিধ ক্রিয় থাকার দ্বারা প্রজাপতি দক্ষকে প্রসব করে কন্যাসমূহকে লাভ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তান লাভ করতে পারেননি। এই কন্যাসমূহ কন্যাকে কন্য হয় এবং শুক্রগণকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এখন কন্যাপের পত্নীদের নাম শ্রবণ করুন, যাঁদের গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণকারী সমস্ত প্রাণীদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের নাম শ্রবণ করলে পবন মঙ্গল লাভ হয়। তাঁরা হলেন—অদিতি, দিতি, মনু, কাষ্ঠা, অরিস্তা, সুরমা, ইলা, মুনি, ক্রোশকলা, তাতা, সুবতি, সরমা এবং তিমি। তিমির গর্ভে সমস্ত কলচর প্রাণীর জন্ম হয় এবং সরমা গর্ভে সিংহ, ব্যাঘ্র আমি সমস্ত হিংস্র জন্তুদের জন্ম হয়।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সুবতির গর্ভ থেকে মহিষ, গাভী এবং দুই খুবিশিষ্ট অন্যান্য জন্তুর জন্মগ্রহণ করে। তাতার গর্ভ থেকে শোম, শত্নি প্রভৃতি বিশাল শিকারী পক্ষীদের জন্ম হয় এবং মুনির গর্ভ থেকে অকরাদের জন্ম হয়। ক্রোশকলার গর্ভ থেকে বন্দপ্ত নামক

সরীসৃপ, অন্যান্য সর্প এবং মগার জন্তু হয়। সমস্ত কুক-
লতার জন্তু হয় ইজার গর্ভ থেকে। সুবসার গর্ভে
সাক্ষসদের জন্তু হয়। অবিষ্টব গর্ভে গজবর্ষদের জন্তু হয়
এবং অশ্ব অগ্নি পত্ন, তাদের কুর বিতস্ত নয়, তাদের জন্তু
হয়েছে জাটার গর্ভে। হে রাজন, মনুর গর্ভে একমণ্ডিটি
পুত্রের জন্ম হয়, যাদের মধ্যে আঠারো জন প্রধান।
তাদের নাম—ভিমূর্ধা, শঙ্কর, অরীহ, ইয়গ্রীব, বিভাবসু,
অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, অর্ভানু, কনিজ, অরুণ, পুলোমা,
বৃষপর্বা, একচক্র, অনুতাপন, ধৃতকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিন্ত
এবং দুর্জয়। অর্ভানুর সুপত্না নামক এক কন্যা ছিল,
সমুদ্রি গঙ্গে তপ্ত বিবাহ হয়। বৃষপর্বর কন্যা শমিত্যাক
মহাবীর পুত্র অত্যন্ত বলবান মহাভায়ক সম্রাট বিবাহ
করেন। মনুর পুত্র কৈশানবীরের উপদানবী, ইয়শিরা,
পুলোমা এবং কালকা নামক চারটি অতি সুন্দরী কন্যা
ছিল। উপদানবীর সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের এবং ক্রতুর সঙ্গে
হমশিরর বিবাহ হয়। তারপর ব্রহ্মার অনুজ্ঞাধে প্রজাপতি
কশ্যপ কৈশানবীরের অপর দুই কন্যা পুলোমা এবং
কালকাকে বিবাহ করেন। এই দুই পত্নীর গর্ভে কশ্যপ
নিবাতকক অগ্নি হাট হাজার পুত্র উৎপন্ন করেন, যারা
শৌলোমি এবং কালকের নামে পরিচিত। তারা অত্যন্ত
বলবান ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল এবং তারা সর্বদা মুনি-ঋষিদের
যজ্ঞের স্বাধ্যাত সৃষ্টি করত। হে রাজন, আপনায় পিতামহ
অর্জুন যখন স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন, তখন তিনি একাকী
সেই সমস্ত দানবদের সংহার করেন এবং তার ফলে
দেবদাজ ইন্দ্রের ঠিকানা হয়েছিলেন। সিংহিলয় গর্ভে
মিত্রচিন্তির এক পত্ন এক পুত্রের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে
স্বাং জ্যোত এবং অন্য এক পত্ন ক্রতু। তারা সকলেই

প্রভাবশালী গ্রহে স্থান লাভ করেছেন।"

"এখন আমি ক্রমানুসারে আদিতির বংশ বর্ণনা করছি,
অপনি তা শ্রবণ করুন। এই বংশে পরমেশ্বর ভগবান
নরায়ণ তাঁর অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আদিতির
পুত্রদের নাম—বিবসান, অর্ঘ্যমা, পুবা, হুটী, সনিতা, ভপ,
ধাত্ত, বিধাত্ত, বরুণ, মিত্র, শত্রু এবং উরুক্রম। সূর্যের
বিবসানের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে প্রাক্ষসের নামক মনুর জন্ম
হয়। সেই মহাভাগ্যবতী পত্নী সংজ্ঞাই যমদেবকে ও
বামুনাকে যমজ সন্তানরূপে প্রসব করেন। তারপর বহী
অশ্বিনীকান গ্রহণ করে যখন পৃথিবীতে নিচরণ করছিলেন,
তখন তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রসব করেন। সূর্যের
অপর পত্নী দ্বারা শনৈশ্বর এবং সাবর্ষি মনু—এই দুই
পুত্র ও তপতী নামী একটি কন্যা প্রসব করেন। তপতী
সাবরণকে পতিরূপে বরণ করেন। অর্ঘ্যমার পত্নী
মাতৃকায় গর্ভে বহু জ্ঞানবান পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের
মধ্যে বীরা আশ্ব অনুশঙ্কাদের প্রকৃতি সমর্থিত, ব্রহ্মা তাঁদের
মহা থেকে মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করেন। পুবার বেকন সন্তান
ছিল না। শিব যখন বজ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, পুবা
তখন তাঁর দন্ত বিকশিত করে শিবকে মেখে হেসেছিলেন,
তার ফলে তাঁর দন্ত-সমূহ ভগ্ন হয়েছিল এবং তাই তাঁকে
শিষ্টক ডাকল করে স্বীকণ ধারণ করতে হয়। সৈত্যকন্যা
রচনা ছিলেন প্রজাপতি হুটীর পত্নী। তাঁর গর্ভে সনিকেশ
এবং বিমরুণ নামক দুটি অত্যন্ত বীর্যবান পুত্রের জন্ম হয়।
বিরূপ যদিও তাঁদের চিক্রক সৈত্যদের ভগিনীরে ছিল,
তবুও দেবতারা তাঁদের গুণ বৃহস্পতিকে অপমান করার
ফলে এবং তাঁর দ্বারা পরিভ্রম হতে ব্রহ্মার আদেশে
বিরূপকে পৌরেহিজো বরণ করেছিলেন।"

সপ্তম অধ্যায়

দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্রের অপমান

মহাভায়ক পরীক্ষিত শ্রীল গুণদেব গোখারীর কাছে
ভিজ্ঞান করলেন—“হে মহর্ষে, দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর
শিষ্য দেবতাদের কোন পরিত্যাগ করেছিলেন? দেবতারা
তাঁর চরণে কি অপরাধ করেছিলেন? দয়া করে তা
আমার কাছে বর্ণনা করুন।"

শ্রীল গুণদেব গোখারী বললেন—“হে রাজন, এক
সময় দেবদাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য লাভে মদমত্ত হয়ে
বৈদিক সঙ্গারের লঙ্ঘন করেছিলেন। তিনি অরুণ, বসুগণ,
অহমণ, আদিভাগণ, অধ্বগণ, বিশ্বদেবগণ,
সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সিদ্ধ, চারণ, স্বর্ঘ এবং
ব্রহ্মাবাদী মুনিগণ কর্তৃক পরিভ্রম হতে সফামতলে
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিদ্যাকর, অগ্নি, কিরর,
পতঙ্গ ও উরসেরা তাঁর সেবা এবং কণ করছিলেন এবং
অগ্নি ও গন্ধর্বেরা তাঁর সম্মুখে অতি মধুর করে গান
করছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জল হেঁচ ছড় ইন্দ্রের
মস্তকের উপর শোভা পাচ্ছিল এবং চামর, ব্যঞ্জন প্রভৃতি
মহাভায়ক চক্রবর্তীর চিক্রসমূহ সমন্বিত হয়ে ইন্দ্র তাঁর পত্নী
শর্টাক্ষেরী সহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; তখন মহর্ষি
বৃহস্পতি সেই সভায় এসে উপস্থিত হন। মুনিশ্রেষ্ঠ
বৃহস্পতি ইন্দ্র এবং দেবতাদের গুণদেব এবং তিনি সুর
ও অসুর সকলেরই সম্মানিত। কিন্তু ইন্দ্র তাঁর
গুণদেবকে দর্শন করে সঙ্কোপ তাঁর আসন থেকে উঠে
অভ্যর্থনা করলেন না অথবা তাঁর গুণদেবকে আসন
প্রদান করলেন না। এইভাবে ইন্দ্র তাঁকে কোন প্রকার
সম্মান প্রদর্শন করলেন না।"

"ভবিষ্যতে কি হবে বৃহস্পতি জা সবই জানতেন।
ইন্দ্রের এই অসম্মানপ্রদর্শন করে তিনি বুঝতে পারলেন
যে, ইন্দ্র তার ঐশ্বর্য মনে মত্ত হয়েছেন। বসিও তিনি
ইন্দ্রকে অভিশাপ দিতে সমর্থ ছিলেন তবুও তিনি তা
করেননি। তিনি যৌনভাবে সভা ত্যাগ করে তাঁর নিজের
গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।"

"দেবদাজ ইন্দ্র গুণদেব ও তাঁর ভুল বুঝতে

পেরেছিলেন। তিনি যে তাঁর গুণদেবের প্রতি অসম্মান
প্রদর্শন করেছেন সেই কথা বুঝতে পেরে, তিনি সেই
সভার উপস্থিত সকলের সামনেই নিজের নিন্দা করতে
লাগলেন। হাঃ, কত ঐশ্বর্যের গর্বে গর্ভিত হতে,
অকবুদ্ধিবশত আমি কি শেফলীর অন্যায় করেছি। সভার
সমগত গুণদেবকে অভ্যর্থনা না করে, আমি তাঁকে
অপমান করেছি। যদিও আমি সাত্তিক প্রকৃতি দেবদেবের
রাজ, তবুও আমি সামান্য কন্যাকে মত্ত হয়ে অহংকারের
দ্বারা কলুষিত হয়েছি। এই অশ্রুতে এই ধন-ঐশ্বর্য কে
গ্রহণ করতে চায়, যার ফলে অসংপতিত ইণ্ডার সন্তান
থাকে? হায়! আমার এই ঐশ্বর্যকে ধিক। যদি কেউ
বলে, 'ব্রহ্মসিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে অন্য রাজা অথবা
ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা প্রদর্শন করার কথা সিংহাসনে থেকে উঠে
দাঁড়াতে হবে না,' বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি ধর্মের
নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে সমস্ত নেতারা অজ্ঞানের
অধিকারে পতিত হয়েছেন এবং তারা জ্ঞানের পথ প্রদর্শন
করে মানুষকে বিশেষে পকিলাসিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে
পাথরের তৈরি নৌকায় করে সমুদ্র পর ইণ্ডার চেষ্টা
করছে। যার অজ্ঞের মতো অজ্ঞের অনুসরণ করে, তরুণ
অভিরেই তাদের সঙ্গে নিমজ্জিত হবে, তেমনি তারা
মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে, তারা নবতপ্যামী হয়,
তাদের অনুগামীরাও ভ্রমেত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।"

দেবদাজ ইন্দ্র বললেন—“তাই আমি একম সম্মতভাবে
নিঃপটে দেবগুরু বৃহস্পতির চরণপদমলে আমার সন্তত
অকণ্ঠ করব, কারণ তিনি সমস্ত জ্ঞান পূর্ণরূপে আহরণ
করেছেন এবং তিনি ইন্দ্রের সর্বভোক্তার সঙ্কটপে
অর্গতন্ত প্রাণ। আমি আমার সন্ততের জন্য তাঁর
শ্রীপদপঙ্খ স্পর্শ করে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করব।
দেবদাজ ইন্দ্র যখন এইভাবে তাঁর নিজের সভার চিক্র
কর্ষছিলেন এবং অনুতাপ করছিলেন, তখন পয়ঃ শক্তিমান
গুণ বৃহস্পতি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে, তাঁর গৃহ
ত্যাগ করে তাঁর আশ্রম্যার দ্বারা অশ্রু হয়েছিলেন,

অবশ্য বৃহস্পতি আধ্যাত্মিক চেতনার দেবরাজ ইন্দের থেকে অনেক উন্নত ছিলেন। ইন্দ্র যদিও অন্ধ দেবতাপন সহ সর্বত্র বৃহস্পতিকে বৃজলেন, কিন্তু কোমলতা তাকে বুঁকে গেছেন না। তখন ইন্দ্র ভাবলেন, 'হার, আমার গুরুকে আমায় প্রতি অসম্মতি হয়েছেন। এখন আমার সৌভাগ্য লাভের আর কোন উপায় নেই।' ইন্দ্র যদিও দেবতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তবুও তিনি মানসিক শান্তি পেলেন না।

"ইন্দের এই দুর্ভাগ্য কথা শুনে, দুইমুখি অসুরেরা তাদের গুরু গুরুচার্যের নির্দেশ অনুসারে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে কুড়ি যোদ্ধা করেছিল। অসুরদের উদ্ভূত ক্রোধে আত্মহত দেবতাদের মস্তক, উরু বাহু প্রকৃতি অঙ্গ-সমূহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। তখন ইন্দ্রই দেবতারা উপায়ত্তর না দেখে অক্লান্ত যত্নকে প্রকার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।"

পরম শক্তিময় ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে, অসুরদের বহুদল আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে দেবতারা তাঁর কাছে আসছেন, তখন তিনি অত্যন্ত দয়াপরকণ হয়ে তাঁদের সাফল্য প্রদান করে বলতে লাগলেন—“হে সুরস্রোতগণ, দুর্ভাগ্যবশত ঐশ্বর্যমানে মত্ত হয়ে তোমরা তোমাদের সত্য সমাপ্ত বৃহস্পতিকে মজাধরতবে অভ্যর্থনা করনি, যেহেতু তিনি পরমেশ্বর সহস্র অবাগত এবং সর্বভোক্তার ইন্দ্রিক-ধমনীশীল, তাই তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অতএব এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমরা তাঁর প্রতি এই প্রকার দুর্ভাবহার করেছ। হে দেবতাপন বৃহস্পতির প্রতি তোমাদের কন্যায় আচরণের কলেই তোমরা অসুরদের দ্বারা পরাজিত হয়েছ, অসুরেরা তোমাদের থেকে দুর্বল, পূর্বে তারা কয়েকবার তোমাদের কাছে পরাজিত হয়েছিল, তা হলে তোমরা অত্যন্ত সন্তোষশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে পরাজিত হলে কেন? হে ইন্দ্র, পূর্বে তোমার শত্রু বৈতরাণ্য তাদের গুরু গুরুচার্যের প্রতি অত্যাচার প্রদর্শন করার কলে দুর্বল হয়েছিল, কিন্তু একম গভীর ভক্তি সহকারে গুরুচার্যের আরাধনা করার কলে, তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল। গুরুচার্যের প্রতি তাদের ভক্তির বলে তারা এতই শক্তিশালী হয়েছিল যে, এখন তারা আমার ধামও অনুরোধে অধিকার করে নিতে পারে। গুরুচার্যের শিষ্য

অসুরেরা তাদের গুরু নির্দেশ পালনে মূঢ়তা নিয়ে হতভয় ফলে, দেবতাদের গণ্যই করেছে না। প্রকৃতপক্ষে রাজা অথবা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যক্তি বা ব্রাহ্মণ, পাণ্ডী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রতি দৃঢ় আত্মপন্থায় এবং যারা সর্বদা এই ভিনের পূজা করেন, তাঁদের কখনও অসম্মত হয় না। হে দেবতাপন, যাদের পুত্র বিশ্বরূপকে তোমাদের গুরুরূপে বরণ করা। তিনি একজন শুদ্ধ, তপস্বী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্রাহ্মণ। তোমরা যদি অসুরদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সহ্য করে তাঁর ভক্তনা কর, তা হলে তিনি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন।"

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“এইভাবে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এবং তাঁদের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত দেবতারা ইন্দ্রের পুত্র বিশ্বরূপের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, হে বিশ্বরূপ, তোমার মঙ্গল হোক। আমরা দেবতারা তোমার আগ্রহে অতিবিশ্রমে এসেছি। আমরা তোমার শিষ্যত্ব, তাই আমাদের সমরোচিত বাসনা পূর্ণ কর। হে ব্রাহ্মণ, পুত্রবান হলেও পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম, যাঁরা ব্রহ্মচারী, তাঁদের কথা আমার কি বলব? যিনি উপনয়ন প্রদান করে বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দান করেন, সেই আচার্য হচ্ছেন বেনের মূর্তি। তেমনই, পিতা ব্রহ্মার মূর্তি, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দের মূর্তি, মাতা সত্যকাম পৃথিবীর মূর্তি, ভূমিনী মহাব মূর্তি, অতিথি স্বয়ং ধর্মের মূর্তি, অত্যাগত অগ্নিদেবের মূর্তি এবং সমস্ত জীবেরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। হে পুত্র, আমরা শত্রুদের কাছে পরাজিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তুমি তোমার তপস্বীদের দ্বারা আমাদের সেই দুঃখ দূর কর। আমাদের এই প্রার্থন তুমি পূর্ণ কর। তুমি যেহেতু পূর্ণরূপে পরব্রহ্মকে জ্ঞেয়েছ, তাই তুমি একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত বর্ণের গুরু। আমরা তোমাকে আমাদের গুরু এবং পঞ্জিচালক রূপে বরণ করছি, যাহতে তোমার জপাবলীর প্রভাবে আমরা অনুরাগে শত্রুদের পরাজিত করতে পারি।"

"আমাদের কনিষ্ঠ বলে তুমি মনে কোন নিম্নতা আপত্তা করো না, বৈদিক মন্ত্রের ক্ষেত্রে এই শিষ্টাচার প্রয়োজ্য নয়। বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে জ্যোতিষ নির্ধারিত হয় যাদের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু বৈদিক

মন্ত্র উপায়ে অতি উন্নত হলে কীটও জোড়ায় পূর্ণ। অতএব যদিও সম্পর্কের দিক দিয়ে তুমি আমাদের কীট তবুও তুমিই আমাদের পুণ্যহিত হবে, সেই জন্য তোমার সৎকাম করো না।"

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“সহস্র দেবতারা যখন মহা তপস্বী বিশ্বরূপকে তাঁদের পুণ্যহিত হওবার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উদ্ভূত গিয়েছিলেন—হে দেবতাপন, পৌরোহিত্য পূর্ণরূপে লক্ষ্যভেদের অবসরেও যারা যদিও ধর্মশীল মুনিরা তবু নিম্না করেন, তবুও আমি কিভাবে আপনাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আপনাদের প্রার্থনাকে মহান অসম্মত। আমি আপনাদের শিবাসন এবং আপনাদের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য। আমি আপনাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তাই আমার নিজের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করব। হে বিভিন্ন লোকের অধীশ্বরগণ, লসাক্ষ্যে পরিভ্রান্ত লসাক্ষিক প্রবেশ করে এবং হাতে পতিত পদ্য গ্রহণ করে শিলোক্তন ভূতির দ্বারা ইন্দ্রের আকর্ষণ ব্রাহ্মণেরা সেই ধামে করেন। এইভাবে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তপস্যা করে নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন

এবং সর্বপ্রকার কাঙ্ক্ষার পূণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন। যে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করে সুব্রহ্মণ করতে চান, তিনি অত্যন্ত দৃষ্টি মনোনিবেশ সম্পন্ন। সেই প্রকার পৌরোহিত্য ছাড়া কিভাবে গ্রহণ করব? আপনাদের মঙ্গল আমার গুরুত্ব। তাই, পৌরোহিত্য নিবর্তী হলেও, আমি আপনাদের স্বচ্ছন্দে প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আমি আমার ধন ও প্রাণ দিয়ে আপনাদের অনুরোধ সফল করব।"

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“হে ব্রহ্মণ, এইভাবে দেবতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহাতপা বিশ্বরূপ দেবতাপন পবিত্র হয়ে পরম উদ্যম এবং মনোযোগ সহকারে পৌরোহিত্য কার্য সম্পাদন করেছিলেন। গুরুচার্যের বিদ্যাব দ্বারা যদিও দেবতাদের শত্রু বৈতরাণ্যের ঐশ্বর্য রক্ষিত হয়েছিল, তবুও অত্যন্ত শক্তিময় বিশ্বরূপ ন্যায়বশত নানক এবং সুব্রহ্মণ্যের ক্ষেত্রে রচনা পূর্বক সেই মন্ত্রের দ্বারা বৈতরাণ্যের ঐশ্বর্য অহংকৃত করে তা মাহাত্ম্যকে প্রদান করেছিলেন। অত্যন্ত উপদ্রবিত বিকল্প সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে যে গুহা মন্ত্র প্রদান করেছিলেন, তা ইন্দ্রকে বন্ধা করেছিল এবং বৈতরাণ্যের ক্ষয় করেছিল।"



অষ্টম অধ্যায়

নারায়ণ-কবচ

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেব গোবর্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে প্রভু, যে বিশ্বরূপের দ্বারা রক্ষিত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র অনারাগে বাহন মন্ত্র শত্রু সৈন্যদের জয় করে ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন, সেই বিষয়ে আমাকে বলুন। যে নারায়ণ-কবচের দ্বারা রক্ষিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে বহোদ্যম শত্রুদের জয় করেছিলেন, সেই সম্বন্ধেও আমাকে বলুন।"

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“দেবরাজ কর্তৃক

পুণ্যহিতরূপে নিযুক্ত বিশ্বরূপের কাছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ সহস্রকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তা বলোচ্চলেন, তা আমি বলছি, একান্ত চিত্তে তা শ্রবণ করুন।"

বিশ্বরূপ বললেন—“যদি কোন ভয় উপস্থিত হয়, তা হলে শ্রুত এবং না ভুলেই পুত্র অবলম্বন ও অর্চনাদিঃ পরিভো বা সর্বাধিকার গড়ে তুলি না। হে নারায়ণ পুণ্যহিতরূপে সর্বোচ্চভাঃ ওঃ হে নারায়ণ

ঐতিহ্য—এই বস উচ্চারণ করে আচমন করবে। তারপর কৃষ্ণ গ্রহণ করে উত্তরমুখে যেন অবলম্বনপূর্বক যেন তদভাবে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা দেহের আটটি অঙ্গে আচমন করবে এবং দ্ব্যক্ষর অষ্টাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা ভক্তন্যাস করে নৈমিত্তিক-কন্যাসের দ্বারা নিম্নোক্তভাবে নিজেকে বন্ধন করবে। প্রথমে, ঐ মন্ত্রো বরদগণ—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করে হস্তের দ্বারা শরীরের আটটি অঙ্গ—পদ, কান, কণ্ঠ, উদর, হৃদয়, উরু, বাহু, মূৰ্ধা ও মস্তক স্বতন্ত্রভাবে স্পর্শ করবে। তারপর বিপরীতভাবে অর্থাৎ '১' থেকে '৮' পর্যন্ত বর্ণসমূহ পা থেকে মাথা পর্যন্ত সহস্র-ন্যাস করে পুনরায় '৮' থেকে '১' পর্যন্ত বর্ণসমূহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমে উৎপত্তি-ন্যাস করবে। এইভাবে উৎপত্তি ন্যাস এক সহস্র-ন্যাস করা কর্তব্য। তারপর '৮' নামে ভগবতে বাসুদেবায় এই জ্ঞান অক্ষর মন্ত্র কল্যাণ করবে। এই মন্ত্রের এক-একটি অক্ষর প্রাণ যুক্ত করে, ডান হাতের তর্জনী থেকে শুরু করে বাম হাতের তর্জনী পর্যন্ত এই আটটি আঙ্গুলে আটটি বর্ণ ন্যাস করবে। তারপর অবশিষ্ট চারটি অক্ষর দুই হাতের অঙ্গুলীর দুটি পর্বে ন্যাস করবে। তারপর '৮' বিবর্তন মন্ত্র—এই মন্ত্র অষ্টাক্ষর সম্বন্ধিত মন্ত্র ন্যাস করতে হবে, যথা হৃদয়ে '৮'—এই বর্ণ ন্যাস করবে, পরে হৃদকে 'মি'—এই বর্ণ, অঙ্গুলীর মধ্যে 'ব'-কায়, শিখরোচ্চে 'ন'-কায়, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে 'বে' ন্যাস করবে। তারপর মন্ত্রপত্রকর্তা 'ন'-কার ঠীর দেহের সমস্ত সন্ধিস্থলে ন্যাস করে 'ন'-কারকে অন্তর্যমণে চিত্ত করে ন্যাস করবে। এইভাবে তিনি দ্বারা মহাবৃষ্টি হবেন। তারপর অষ্টম 'ব'-কারের সঙ্গে বিসর্গ যুক্ত করে, পূর্ব দিক থেকে শুরু করে সবদিকে 'ম্' অঙ্গুর বর্জ—এই বস উচ্চারণ করবে। এইভাবে সমস্ত দিক এই মন্ত্রের কন্যাসের দ্বারা বন্ধন করা হবে। এই ন্যাস সমাপ্তির পর নিজেকে বৈষ্ণবপূর্ণ এক গোর পদ্মের ভগবানের সঙ্গে তপগতভাবে এক হলে চিত্ত করতে হবে। তারপর ন্যায়াল কবচ নামক মন্ত্র জপ করবে। তিনি গজদেব পৃষ্ঠদেশে অসীম হয়ে ঠীর শ্রীপাদপাশের দ্বারা তাকে স্পর্শ করছেন এবং তিনি অষ্ট হস্তে শঙ্খ, চক্র, গাণ্ড, কপাল, গদা, বাণ, ধনুক এবং পাল ধারণ করে বিরাজ করছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান ঠীর আট হাতের দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। তিনি

সর্বশক্তিমান, কারণ তিনি অগ্নি, জল, বায়ু, আদি অষ্ট ব্রহ্ম সম্বন্ধিত। জলে যখন দেবতার পার্শ্ব হিবে জলজন্তুমেত থেকে মৎস্যরূপী ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। মায়াবলে যিনি বামনরূপে কাল ওয়েষ্টিগণ, সেই ভগবান বামনদেব আমাকে রক্ষা করুন। ভগবানের যে বিরটিবরণ বিখ্যাত ত্রিলোক জয় করেছিল, তিনি আমাকে পদমণ্ডলে রক্ষা করুন। যার ভয়কর অট্টহাসি শব্দে বিশ্বমণ্ডল প্রতিবন্ধিত হয়েছিল এবং অসুস্থ-পরীক্ষায় বর্জ নিপতিত হয়েছিল, সেই হিরণ্যকশিপু শত্রু ভগবান নৃসিংহদেব আমার, দুঃকষ্টে আমি দুর্গম স্থানে আমাকে রক্ষা করুন। পরম অধিনায়ক ভগবানকে যজ্ঞের মাধ্যমে জানা যায় এবং তাই তিনি যজ্ঞেশ্বর নামে পরিচিত। তিনি দ্বারা অবতাররূপে রসাতল থেকে ঠীর তীক্ষ্ণ কামরূপ দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করেছিলেন। তিনি আমাকে পথের মধ্যে দুর্ভেদনের থেকে রক্ষা করুন। পরমায়ুস্বরূপী ভগবান আমাকে পর্বত-শিখরে রক্ষা করুন এবং ভরতপ্রজা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ আমাকে প্রবাসে রক্ষা করুন। অনাবশ্যক ধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত বিহিত কর্মের লঙ্ঘন থেকে নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন। নররূপী ভগবান আমাকে দর্প থেকে রক্ষা করুন, যোগেশ্বর বজ্রেশ্বররূপী ভগবান আমাকে ভক্তিব্যোমের পতন হতে রক্ষা করুন এবং সমস্ত সং প্রাণের ঈশ্বর কশিকরূপী ভগবান আমাকে সংসার-বন্ধন থেকে রক্ষা করুন। ভগবান নন্দকুমার আমাকে কামবাসন থেকে রক্ষা করুন, ভগবান হস্তপ্রীত আমাকে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি রক্ষা প্রদর্শনে অবহেলা জ্ঞানত অপরাধ থেকে রক্ষা করুন। দেবর্ষি ন্যাস আমাকে শ্রীবিগ্রহের অর্চনায় অপরায় থেকে রক্ষা করুন এবং কুর্জরী ভগবান আমাকে অশ্বের নরক থেকে রক্ষা করুন। ভগবান বহুপ্রাণী পরীক্ষায় বারিজনক ভ্রম্যন্তি ভবন থেকে আমাকে রক্ষা করুন। অস্ত্রেস্ত্রি ও বহিঃস্ত্রি বিজয়ী ভগবান আমাকে শীতোষ্ণনি বৈতত্য জ্ঞানিত ভয় থেকে রক্ষা করুন। ভগবান বহু আমাকে লোকের অপবাদ থেকে রক্ষা করুন এবং শেখরূপী ভগবান বলরাম আমাকে ক্রোধাত্মক সর্পের থেকে রক্ষা করুন। বাসুদেব রূপী ভগবান আমাকে বৈদিক জ্ঞানের অভাব জ্ঞানিত সর্বত্রকার অজ্ঞান থেকে রক্ষা করুন। ভগবান সুদামের আমাকে

বেদবিহীন আচরণ এবং আলসাবশত বেদবিহিত অনুষ্ঠানের বিমুখতার প্রভাব থেকে রক্ষা করুন এবং ধর্মবিকার জন্য যিনি অকারণ করেন, সেই ভগবান কশিকদেব আমাকে কল্যাণের কলুষ থেকে রক্ষা করুন। দিনের প্রথম ভাগে ভগবান কেনব তাঁর পদার দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন, দিনের দ্বিতীয় ভাগে সর্বদা ভগবানরত গোবিন্দ আমাকে রক্ষা করুন, সর্বশক্তি সম্বন্ধিত নারায়ণ আমাকে দিনের তৃতীয় ভাগে রক্ষা করুন এবং দিনের চতুর্থ ভাগে চক্রবর্তী বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন। অসুস্থদের জন্য ভয়কর কুর্জরী ভগবান প্রমুদন দিনের পঞ্চম ভাগে আমাকে রক্ষা করুন, সম্রাট ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বররূপে প্রকাশিত ভগবান মাধব আমাকে রক্ষা করুন, রাত্রির প্রথম ভাগে ভগবান হস্তপ্রীত আমাকে রক্ষা করুন এবং অর্ধরাত্রি ও নিশীথে (যদিও বিত্তীয় ও তৃতীয় ভাগে) ভগবান পদ্মোদ আমাকে রক্ষা করুন। যত্রি নিশীথকালে থেকে অরুণোদয় কাল পর্যন্ত যাকে জীবৎস ত্রিংশদ্রী শ্রীভগবান আমাকে রক্ষা করুন, প্রত্যহকালে অর্থাৎ রাত্রির চতুর্থ ভাগে অসিধারী ভগবান জনার্দন আমাকে রক্ষা করুন, প্রত্যহকালে নামোদয় আমাকে রক্ষা করুন এবং প্রতি সন্ধি সময়ে কালবৃষ্টি ভগবান বিবেকেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। চতুর্দিকে সমন্বয়ক বায়ুর সহায়তায় আত্মন যেরূপ তপালিকে ভ্রমীভূত করে, সেইভাবে প্রসন্নকর্ষণ অগ্নির হস্তে প্রায় প্রত্যহকাল বিশিষ্ট সুদর্শন-চক্র ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে, আমাদের পদব্রজ ভ্রমীভূত করুন। যে ভগবানের নল, তেমনি স্পর্শের ফলে বস্ত্রের মধ্যে অসিধারী উৎপন্ন হয় এবং তুমি ভগবানের অভ্যন্তর প্রিয়। আমিও তাঁর লস। অতএব তুমি দয়া করে আমাদের পত্র—কৃত্যত, নিমায়ক, বহু, রাক্ষস, ভূত এবং গ্রহসমূহকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ কর। যে সন্ধ্যাকাল পাকজন্ম, তুমি শ্রীকৃষ্ণের দুঃখমুক্তিতে পূর্ণ হয়ে ভয়কর লস সহকারে পদব্রজের কলর কম্পিত করে রাক্ষস, গ্রহ, যন্ত্র, হাড়ক, শিশ্য এক ভয়কর দৃষ্টি সম্বন্ধিত ব্রহ্মবাক্যসময় নিযুক্ত কর। যে তীক্ষ্ণধার কণারাজ, তুমি ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে আমার পদব্রজের বস বস কর। যে শত্রুচক্রবর্তী মণ্ডল-বিশিষ্ট চর্ম (চাল), তুমি পান্যক পদব্রজ চক্র আঘাতন কর এবং তাদের পাপপূর্ণ চক্র অঙ্গহরণ কর। ভগবানের

সিঁদা নাম রূপ, গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের কীর্তন সৃষ্ট প্রহের প্রচল, উচ্চারণ, ইব্দান্বেষণ মনুহ, সর্বসুখ, সুখিত, কায়-সিংহ অগ্নি হিবে প্রাণী, ভূত-প্রভ, মাটি, কল, আত্ম, বায়ু প্রভৃতির উপগ্রহ, বিদ্যুৎ এবং পূর্বকৃত পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের প্রসন্নময় কীর্তনের প্রতিবন্ধকতায় ভয়ে আমরা সর্বদা ভীত। তাই হস্তকর মহামন্ত্রের কীর্তনের ফলে এই সব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হোক। ভগবান বিষ্ণুর বাহন প্রভু গজদেব ভগবানেরই মতো ন্তিহীন। তিনি বেদবৃষ্টি এক বিশেষ মন্ত্রের দ্বারা তিনি পুঞ্জিত হন। তিনি আমাদের সমস্ত ভয়কর পরিবর্তিত থেকে রক্ষা করুন এবং ভগবান বিষ্ণুজেন তাঁর পত্রে নামের দ্বারা আমাদের সমস্ত সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন। ভগবানের পশ্চিম নাম, তাঁর চিত্রের রূপ, তাঁর বাহন, অস্ত্র প্রভৃতি বীজ তাঁর পূর্বমের মতো তাঁকে অলঙ্কৃত করেন, তাঁরা আমাদের বুদ্ধি, ইঞ্জিয়, মন ও প্রাণকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন। সুদৃঢ় এবং কুল জন্ম হলে ক্ষত্র, ক্ষিত্র ও বৈশ্য ও ভগবান থেকে অস্তির, কারণ চরমে তিনিই হচ্ছেন সর্বভাবের পরম করুন। প্রকৃতপক্ষে কর্তব্য এবং কারণ এক, কেননা কর্তব্যে মতে কারণ নিয়মান রয়েছে। তাই পদম সত্য ভগবান তাঁর যে কোন অস্ত্রের দ্বারা আমাদের সমস্ত বিপদ বিধান করতে পারেন। ঈশ্বর, জীব, মারা এবং ভগবৎ—এই সবই বস্তু। বস্তুতঃ বিদ্যের তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, চরমে তারা এক বস্তুব বস্তু ভগবান। তাই ইদা পরমার্থিক জ্ঞানে উন্নত, তাঁর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দর্শন করেন। এই প্রকার উন্নত চেতন সম্বন্ধিত ব্যক্তির কাহে ভগবানের অস্ত্রের ভূষণ, তাঁর নাম, তাঁর বস, তাঁর গুণ, তাঁর রূপ, তাঁর আবু প্রভৃতি সব কিছুই তাঁর ন্তির প্রকাশ। তাঁদের উন্নত চিত্রের জ্ঞানের প্রভাবে তাঁরা জানেন যে, বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান সর্বত্রই উপস্থিত। তিনি সর্বদা আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন। প্রদ্যুম্ন মহারাজ উচ্চরয়ে নৃসিংহদেবের পত্রে নাম কীর্তন করেছিলেন। বড় বড় নেতাদের দ্বারা সমস্ত দিকে বিদ, অস্ত্র, জল, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদির দ্বারা যে সমস্ত বিপদ সৃষ্টি হয়েছে, তত্ত প্রদ্যুম্ন মহারাজের জন্য লক্ষ্মণকারী নৃসিংহদেব তা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ভগবান তাঁর দ্বীপ চিত্রে প্রত্যবে

ছাত্র তাদের প্রভাব আচ্ছাদিত করুন। সর্বপ্রাণে উপরে নিচে, অন্তরে, বাহ্যে এবং সর্বত্রই নৃসিংহদেব আমাদের রক্ষা করুন।”

বিশ্বরূপ বললেন—“হে ইন্দ্র, নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত এই দিব্য কবচের কান্ড আমি আপনায় কহে করলাম। এই কবচ ধারণ করার কালে, আপনি নিশ্চিতভাবে অসুর নেতাদের জয় করতে পারবেন। কেউ যদি এই কবচ ধারণ করে তাঁর চক্ষুর দ্বারা অন্যকে দর্শন করেন অথবা তাঁর পায়ের দ্বারা কাউকে স্পর্শ করেন, তা হলে সেও তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবে। যেই ব্যক্তি এই নারায়ণ কবচ নামক বিদ্যা ধারণ করেন, তাঁর কোন কালেও রাজা, দস্যু, অসুর অথবা ব্যাধি প্রভৃতি কোন বিধে থেকে ভয় থাকবে না।”

“হে দেবরাজ, পুরাকালে কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ এই কবচ ধারণ করে মরুভূমিতে বোধহলে দেহভাণ্ড করেন। ব্রাহ্মণ যে স্থানে তাঁর দেহভাণ্ড করেছিলেন,

গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ এক সময় বহু সুন্দরী রমণী পরিবৃত্ত হয়ে, কিম্বাণে করে সেই স্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। চিত্ররথ হঠাৎ অধোমুখ হয়ে তাঁর বিমান সহ আকাশ থেকে নিপতিত হয়েছিলেন। তারপর বালিখিল্য শবির নির্দেশ অনুসারে তিনি সেই ব্রাহ্মণের অস্থিভাগ পূর্ববাহিনী সরস্বতী নদীতে নিক্ষেপ করে তাতে স্নান করেছিলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বিপ্লবিত হয়ে তাঁর খাম গন্ধর্বলোক গমন করেছিলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোশ্বামী বললেন—“হে মহাবাজ পরীক্ষিৎ, যে ব্যক্তি তার উপস্থিত হলে এই কবচ ধারণ করেন অথবা স্রষ্টা সহকারে সেই সম্পর্কে প্রবণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হন এবং সমস্ত জীবকে পূজা হন। শতক্রতু ইন্দ্র বিশ্বরূপের কাছ থেকে এই বিদ্যা লাভ করেছিলেন এবং অসুরদের পরাজিত করে তিনি ত্রিভুবনের সমস্ত সম্পদ ভোগ করেছিলেন।”



নবম অধ্যায়

বৃহাসুরের আবির্ভাব

শ্রীল শুকদেব গোশ্বামী বললেন—“হে মহাবাজ পরীক্ষিৎ, অগ্নি পরম্পর সূত্রে ওনেছি যে, সেই দেব-পুরোহিত বিশ্বরূপের তিনটি মন্তক ছিল। একটির দ্বারা তিনি সোমরূপ পান করতেন, অন্যটির দ্বারা তিনি সূর্য পান করতেন এবং অপরটির দ্বারা তিনি অন্ন আহার করতেন। হে মহাবাজ পরীক্ষিৎ, বিশ্বরূপ তাঁর নিজের দিক থেকে দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং তাই তিনি প্রকৃষ্টভাবে ক্রিয়ের সঙ্গে, “ইন্দ্রায় ইং স্বাহা” (“এটি দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য”) এবং “ইন্দ্রম্ অন্নয়ে” (“এটি অগ্নিদেবের জন্য”), ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণে উচ্চারণ করে অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করেছিলেন। যদিও তিনি দেবতাদের নামে যজ্ঞ বি আচরিত দিচ্ছিলেন,

তবুও দেবতাদের অজ্ঞাতসারে তিনি অসুরদেরও বহুভাণ্ড নিয়েল করছিলেন, কারণ তাঁর মাতৃ সখকে তিনি তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। কিন্তু এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বৃকতে গিয়েছিলেন যে, বিশ্বরূপ গোপনে দেবতাদের প্রভাণ্ড করে অসুরদের বহুভাণ্ড নিবেদন করছিলেন। তখন তিনি অসুরদের কাছে পরাজিত হওয়ার ভয়ে এবং বিশ্বরূপের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর তিনটি মন্তক ছেলন করেছিলেন। তখন যে মন্তকটি দিয়ে তিনি সোমরূপ পান করতেন, সেটি কনিষ্ঠল পক্ষীতে (চাতক) রূপান্তরিত হয়েছিল। যে মন্তকটি দিয়ে সূর্য পান করতেন, সেটি কসবিক পক্ষী (চটক), এবং যে মন্তকটি দিয়ে অন্ন ভোজন করতেন, সেটি তিথিহী পক্ষী হয়েছিল।

ইন্দ্র যদিও ব্রহ্মহত্যা প্রমিত পাপ স্বাপন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও তিনি কৃতান্ত্রি হয়ে অনুতাপ সতকারে সেই পাপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক বছর যাতনা ভোগ করার পর, নিদ্রের বিগৃহীকরণের জন্য সেই পাপের ফল পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ভূমির খাম (পর্ভ) আপনা থেকেই পূর্ণ হয়ে থাকে, ইন্দ্রের কাছে এই বর পেয়ে ভূমি ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপের ফল বৃক্ষের নির্ধাররূপে দৃষ্ট হয়। (সেই জন্যই বৃক্ষের নির্ধার পান করা নিষিদ্ধ)। নারীপণ ইন্দ্রের কাছে বর লাভ করেছিল যে, তারা সর্বকালে মৈদুন সন্তোষ করতে পারবে, এমন কি গর্ভ অবস্থায়ও সন্তোষ যদি গর্ভের পক্ষে কষ্টিকারক না হয়, তা হলে সন্তোষ করতে পারবে। সেই বর লাভ করার ফলে, তারা ইন্দ্রের পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। তাই প্রতি মাসে ঋতুসময়ে রজোরূপে সেই পাপ দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের কাছ থেকে জল বর লাভ করেছিল যে, অন্য প্রবীর সঙ্গে তার মিশ্রণের ফলে, সেই বস্তুরই আধিক্য ঘটবে। সেই বর লাভ করে জল ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করেছিল। সেই পাপ ফলে বৃক্ষ এবং কেলারূপে দেখা যায়। স্বপ্ন জল আহরণ করা হয়, তখন বৃক্ষ ও মেনা কান দিয়েই তা আহরণ করতে হয়।”

বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর তাঁর নিজের দুই ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ‘হে ইন্দ্রপুত্র, তোমার শত্রুকে অচিরে বধ করার জন্য ভূমি বর্ষিত হও।’ এই বলে যজ্ঞ তিনি আচরিত নিবেদন করেছিলেন। তারপর অন্নহার্য নামক যজ্ঞের দক্ষিণ নিগম অর্থাৎ থেকে ষপক্ষকালীন কৃতান্ত্রের মতো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন এক অসুর উৎপন্ন হয়েছিল। চতুর্দিকে বিকিণ্ড বাণের মতো রক্ত পতিতে সেই অসুরের শরীর লীন লীন বর্ণিত হতে লাগল। তার শরীর দশ পর্বতের মতো প্রকাণ্ড ও বৃক্ষবর্ণ ছিল। তার অস্ত্রের দীপ্তি সন্ধ্যাকালীন

মেঘসমূহের মতো ছিল। তার শিখা শত্রু উত্তরে তাদের মন্ত্রে পিঙ্গল বর্ণ এবং নেত্রের মধ্যাকালীন সূর্যের মতো অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। সে ছিল দুর্জয় এবং মনে হচ্ছিল যেন সে তার হস্ত ত্রিশূলের উপর হিলোক ধারণ করেছে। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে স্বপ্ন নৃত্য করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবী ভূমিকম্পের ফলে কম্পিত হচ্ছে। সে স্বপ্ন বার বার জুড়প করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সে তার পর্বত গহ্বরের মতো পথীর মুখের দ্বারা সমস্ত আকাশ গ্রাস করার চেষ্টা করছে। তাকে মনে হচ্ছিল যেন সে তার জিহ্বার দ্বারা আকাশের মধ্যভাগলোকে লেহন করেছে এবং তার দীর্ঘ, স্তীর্ণ নখের দ্বারা ত্রিভুবনকে গ্রাস করেছে। সেই ভয়ঙ্কর অসুরকে দর্শন করে মানুষেরা ভীত হয়ে বন লিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিল। স্বর্গের পূত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন সেই অসুর তার গুপত্যের প্রভাবে সমগ্র লোক আবৃত করেছিল। তাই তার নাম হয়েছিল বৃহৎ অর্থাৎ যে সব নিম্ন আবৃত করে। ইন্দ্র প্রমথ দেবতারা সৈন্যে তার প্রতি দাবিত হয়ে, তাদের দিব্য অস্ত্রের দ্বারা তাকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু বৃহাসুর তাদের সমস্ত আক্রমণ গ্রাস করেছিল। অসুরের এই প্রকার প্রভাব দর্শন করে দেবতারা অত্যন্ত বিব্রা এবং আশ্চর্যবিশিত হয়েছিলেন। দেবতারা তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁরা সকলে একত্রে মিলিত হয়ে গুণ্ডখামী ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন।”

দেবতারা বললেন—“বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও মাটি—এই পঞ্চ মহাদ্রুত থেকে ত্রিলোক সৃষ্টি হয়েছে, যা ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাল আমাদের বিনাশ করবে এই ভয়ে তাঁত হয়ে আমরা কাল কর্তৃক নির্দেশিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই কালকে উপহার প্রদান করি। কিন্তু সেই কালও ভগবানের ভয়ে জীত। অতএব একমুখ আমরা সেই পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করি, যিনি আমাদের পূর্ণকাণ বান্ধ করতে সক্ষম। ভগবান সম্পূর্ণরূপে নিরহকার এবং তিনি কোন ত্রিভুত দ্বারাই আশ্চর্যবিশিত হন না। তাঁর চিত্রের পূর্ণতার কালে তিনি সর্বদা আনন্দময় এবং সর্বভোক্তাকে সন্তুষ্ট। তাঁর কোন জড় উপাধি নেই এবং তাই তিনি স্থির এবং

অন্যসকল। সেই পরমেশ্বর ভগবান সকলের পরম আশ্রয়। যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারা নিজের স্বার্থ কামনা করে, সে অন্যেরই অত্যাচারে মূর্খ। যে কৃষ্ণের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার বাসনা করে। পূর্বে মহারাজ সত্যত্রয় নামক মনু পুণ্ডরীকেশ্বরী কৃত্ত নৌকাটি মৎস্য অকতারের শূন্যে বেঁচে গুল্মের সমরে মহা সঙ্কট থেকে ছাণ শেয়েছিলেন। ঘটীর পুত্রের ভয়ঙ্কর ভয় থেকে সেই মৎস্যমূর্তি ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। সৃষ্টির আদিতে ভগবান প্রজাতি-সলিলে প্রচণ্ড বায়ু ভয়ঙ্কর তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। সেই মহা তরঙ্গ থেকে যে ভয়ঙ্কর লবণ হয়েছিল, তার কলে ভ্রম্মা তাঁর কর্মগান থেকে প্রলয়-সলিলে পতনোন্মুখ হয়েছিলেন। তখন তাঁকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদেরও এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে রক্ষা করুন। যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বহিঃস্থ মায়াশক্তির দ্বারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কৃপায় আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিস্তার করি, তিনি সর্বদা আমাদের সমুখে পরমোদ্যমের বিশালভাষ্য, কিন্তু আমরা তাঁর রূপ দর্শন করতে পারি না। আমরা তাঁকে কর্ম করতে অক্ষম, কাল আমরা নিজেরে এক-একজন স্বতন্ত্র ইন্দ্র বলে মনে করি। ভগবান তাঁর অচিন্ত্য অন্তঃসত্ত্বা শক্তির প্রভাবে বহু দিক শরীরে নিজেকে বিস্তার করেন, যেমন লেবুতালের মধ্যে বামনদের রূপে, মথিলের মধ্যে পরমেশ্বর রূপে, পদ্মের মধ্যে নৃসিংহ, বরাহ আদি রূপে, জলচরদের মধ্যে হংস, কুম্ভীর এবং মানুষের মধ্যে ঐক্কক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর অইচ্ছাকৃত কৃপার প্রভাবে তিনি সর্বদা অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতাদের রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত জীবে পরম আরাধ্য, পরম কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষরূপে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মূল। এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে ভিন্ন হওয়া সাহেব তিনি বিরটরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান করেন। আমাদের ভয়ানক অবস্থার আমরা তাঁর শরণাপন্ন হই, কারণ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, সেই পরম ঈশ্বর, পবন আত্মা আমাদের রক্ষা করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোষ্ঠাঙ্গী বললেন —“হে রাজন, দেবতারা এইভাবে জ্ঞান করলে, শঙ্ক-চক্র-গদাধর হরি প্রথমে তাঁদের হস্তে এবং তারপর তাঁদের সমুখের আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে রাজন, জীবৎস চিহ্ন এবং

কৌকুভ মনি বাতীত অন্যান্য অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ভগবানেরই সমস্তল্য বোড়শ সংখ্যক পার্শ্ব খাড়া উভয়দিকে সেব্যমান, শরৎকালীন বিভূষিত লক্ষ্যলোভ মতো নেত্রসম্মিহিত ভগবানকে দর্শন করে, দেবতারা আনন্দে বিভুল হয়ে ভূমিতে পশ্চৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তারপর ঘাঁড়ে বীরে উঠে লাভিরে তাঁরা পুনরায় প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।”

দেবতারা বললেন—“হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি যজ্ঞের ফল প্রদানকারী এবং আপনি যজ্ঞের ফল ক্রিয়াকারী কালধর। আপনি অসুরদের ক্রিয়াকারী জন্য চক্র বিক্ষেপকারী এবং আপনি বহু লামগারী। হে ভগবান, আমরা আপনাকে লক্ষ্য লক্ষ্যে নমস্কার করি। হে পরম নিরস্ত্র, আপনি দ্বিবিধ গতির (খণ্ডলোকে উত্তর, মনুষ্যরূপ এবং নরক-শূন্য) নিরস্ত্র, তবু আপনার পরম গায় হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোক। যেহেতু আপনি এই লগৎ সৃষ্টি করার পর আমরা এসেছি, তাই আপনার কার্যকলাপ অবগত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনাকে আমাদের সজ্ঞ প্রণতি বাতীত অন্য আর কিছুই নিবেদন করার নেই। হে ভগবান। হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে মহাপুরুষ! হে মহানুভব! হে পরম মঙ্গল! হে পরম কল্যাণ! হে পরম কল্যাণর। হে নির্বিকার! হে জগদাধার! হে লোকনাথ! হে সর্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংসে পরিচিন্তক সম্যাসীরা যীশ্ব কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন, ভক্তিযোগে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে তাঁরা আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন। যেহেতু তাঁদের মন আপনাকে একাগ্রীভূত, তাই তাঁরা তাঁদের চক্ৰ অস্ত্রতরঙ্গে আপনার পূরণ হস্তধর করতে পারেন। তখন তাঁদের হস্তের অস্ত্রকার সম্পূর্ণরূপে নির্দূষিত হয় এবং আপনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন। তখন তাঁরা আপনার চিত্রের স্বরূপের দ্বারা আপন আরাধ্য করিতে পারেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউই আপনাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সজ্ঞ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনার কোন অঙ্গগহনের প্রয়োজন হয় না এবং যদিও আপনার কোন জড় শরীর নেই, তবু আপনার আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু আপনি সমস্ত

জড় সৃষ্টির কারণ, আপনি বিকার প্রাপ্ত না হয়ে সমস্ত জড় উপাদানগুলি সর্ববাহ্য করেন এবং স্বয়ং এই জড় জগতের সৃষ্টি, পাকন এবং সংসার-কার্য সম্পাদন করেন। যদিও মনে হয় যে আপনি জড় কার্যকলাপে যুক্ত, তবু আপনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। তাই আপনার এই সমস্ত দ্বিবা কার্যকলাপ হস্তধর করা অত্যাচার্য্য। আমাদের দুটি প্রশ্ন। সাধারণ বহু জীব জড় প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং তার কাল তাকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে, আপনিও কি একজন সাধারণ মনুষ্যের মতো জড় প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন একটি শরীরে আবদ্ধন করেন? আপনি কি কাল, কর্ম আদির অধীনে বদ্ধত শুভ এবং অশুভ ফল ভোগ করেন? নতুবা আপনি কি আত্মারাম, জড় স্বক্কাযুক্ত এবং নিত্য-চৈতন্যবৃত্ত নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে কেবল বিদ্যমান করেন? আমরা আপনার প্রকৃত স্থিতি বুঝতে পারি না।”

“হে ভগবান, আপনাকে সমস্ত বিস্তারের সমস্ত হয়। যেহেতু আপনি পরম পুরুষ, অনন্ত দ্বিবা গুণের আধার, পরম ঈশ্বর, তাই আপনার অনন্ত মহিমা বহু জীবকে কলমের অতীত। আপনিক সিদ্ধান্তবাদীরা প্রকৃত সত্য যে কি তা না জানে, কেউটি সত্য এবং কেউটি মিথ্যা তা নিয়ে চর্চা করে। তাদের চর্চা সর্বদাই ব্রাহ্ম এক তাদের ক্রিয়ার অধীনাগেহিত, কারণ আপনার সমস্তে জান লাভ করার প্রকৃত পন্থা তারা জানে না। যেহেতু তাদের মন অপসিদ্ধান্তপূর্ণ তথাকথিত শাস্ত্রের দ্বারা বিকৃত, তাই তারা পরম সত্য আপনাকে জানতে অক্ষম। অধিকন্তু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বলবিত অপ্রত্যাশিত তাদের মতবাদগুলি তাদের জড় ধারণার অতীত অপ্রত্যাশিত আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না। আপনি এক এবং অবিভীদ্য এবং তাহি আপনার কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির নিরোধ নেই। আপনার শক্তি এতদূর মহান যে, আপনার ইচ্ছা অনুসারে আপনি যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন এবং ঘলে করতে পারেন। এই শক্তির প্রভাবে আপনার পক্ষে অসম্ভব কি হতে পারে? আপনার সম্মুখে যেহেতু কোন বৈত্ত ভয় নেই, তাই আপনি আপনার শক্তির প্রভাবে সব কিছুই করতে পারেন। একটি বস্তু যেহেতু ব্যক্তির কাছে সর্পের মতো প্রতিভাত হয়ে তার উৎপাদন করে, কিন্তু বস্তুটি বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি জানেন যে, তা কেবল

একটি বস্তু। যেমনই, আপনি, সকলের হস্তে পরমোদ্যমের তাহের বুদ্ধি অনুসারে ভয় এবং অভয় উৎপাদন করেন, কিন্তু আপনার মধ্যে কোন দৈত্যত্ব নেই। কিংবা ভয়লে দেখা যায় যে, যিনি নানারূপে প্রতীত হন, সেই পরমোদ্যমই প্রকৃতপক্ষে সব শুদ্ধের মূলভূমি। মহত্তম জড় জগতের কারণ, কিন্তু সেই মহত্তমের কারণও হচ্ছেন তিনি। তাই তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তিনি বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক; তিনি অসুখ্যমীকরণে উপলব্ধিত হন। তাঁর অভাবে সব কিছুই নৃত্য। সেই পরমোদ্যম, পরম ঈশ্বর, আপনি ভিন্ন আর কেউই নন। অতএব, হে মনুস্মন, যীশ্ব আপনার মহিমা সব্বত্রের এক কিন্তু অদৃশ্য আরাধ্যন করেছেন, তাঁদের মনে নিরন্তর জ্ঞাননের দ্বারা প্রবাহিত হতে থাকে। এই প্রকার মহান জড় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি এবং প্রতিভাত বিবর সুখের আভাস বিদ্যুত হন। সমস্ত বিবর-বাসনা থেকে মুক্ত এই মহাজগৎবস্তুরা সমস্ত জীবে প্রকৃত সুখ। তাঁদের মন সর্বভোক্তার আপনাকে নিবেদন করে এবং চিত্তের জ্ঞানক আরাধ্যন করে তাঁরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে নিপুণ। হে ভগবান, আপনি এই চক্রের পরম আত্মা এবং পরম সুখ, যীশ্ব কলম এই জড় জগতে দ্বিগে আসেন না। তাঁরা চিত্তে আপনাকে জীবনগহনের সেবা পরিচালনা করতে পারেন?”

“হে ভগবান, হে চিত্তকল-শরণ, চিত্তনের জনক! হে বামন রূপধারী দ্বিবিভ্রম। হে নৃসিংহদেবরূপী ক্রিয়র। হে হিলোক মনোহর। মনুষ্য, দেতা, পবন, সকলেই আপনাকে শক্তির প্রকাশ। হে পরম শক্তিমান, অসুরেরা বর্শা অস্ত্র শক্তিধারী হয়ে ওঠে, তখন তাদের দণ্ড দান করার জন্য আপনি বিভিন্নরূপে সর্বদা অবতরণ করেন। আপনি বামনরূপে, রাক্ষস ও কুম্ভীরে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি স্বরূপে কখনও বরাহ আদি পশুরূপে আবির্ভূত হন, কখনও নৃসিংহরূপে এবং হংসরূপে—এই মিত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং কখনও হংস, কৃষ্ণ আদি রূপধারী আবির্ভূত হন। এইভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আপনি সর্বদা অসুর এবং মানবের সন্ত সন্ত করেন। আমরা তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি পুনরায় আবির্ভূত হন এবং যদি উপলব্ধি মনে করেন, তা হলে বৃহাস্পত্যের সহায় করুন।”

“হে পরম রক্ষক, হে পিতামহ, হে পরম পবিত্র ভগবান! আমরা সকলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত আছি। আপনার চরণাবম্বিক-যুগলের ধ্যানে আমাদের চিত্ত প্রেমরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা শৃঙ্খলিত। আপনি কৃপাপূর্বক অবতাররূপে নিম্নে প্রকাশিত করুন আমাদের আপনার নিত্য দাস এবং ভক্ত বলে গ্রহণ করে, আমাদের প্রতি প্রেম হয়ে আমাদেরকে অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আপনার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা, শীতল কণ্ঠধ্বনি হৃদয়ের দ্বারা এবং আপনার সুন্দর মুখ থেকে নিঃসৃত অমৃত মধুর বাণীর দ্বারা আমাদের মৃত্যুভয়জনিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা প্রশমিত করুন।”

“হে ভগবান, অগ্নিশূলিক খেমন সমগ্র অগ্নির কার্য করতে পারে না, তেমনই আপনার অংশরূপ আমরা আপনাকে আমাদের জীবনের আবশ্যকতাপূর্ণি জানাতে অক্ষম। আপনি পূর্ণ ব্রহ্ম। তাই আপনার কাছে আমরা কি জানতে পারি? আপনি সব কিছুই জানেন, কারণ আপনি সর্বকারণের পরম কারণ, সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং সংরক্ষকর্তা। আপনি সর্বদা আপনার চিহ্নাঙ্কিতে এবং জড়শক্তিতে শীলা-বিলাস করেন, কারণ আপনিই এই সমস্ত শক্তির নিহতা। আপনি সমস্ত জীবের এবং জড় জগতের অন্তরে বিরাজ করেন এক বাইরেও বিরাজ করেন। আপনি অন্তরে পরমরূপে এবং বাইরে জড় সৃষ্টির উপাসনরূপে বিরাজ করেন। তাই যদিও আপনি বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন শরীরে প্রস্ফুট হন, তবু আপনি সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান। বস্তুত্বকে আপনিই মূলতত্ত্ব। আপনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু আপনি যেহেতু আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত, তাই কেউই আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মরূপে আপনিই সব কিছুই সাক্ষী। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই। হে ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ, তাই আপনি ভালভাবেই জানেন, কেন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছি, যে পাদপদ্মের দ্বারা সমস্ত জড়-জাগতিক ক্রেশের উপশম করে। বেহেতু আপনি পরম প্রভু এবং আপনি সব কিছুই জানেন, তাই আমরা আপনার উপদেশের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। দয়া করে আপনি আমাদের দুঃখ-

দূর্দশা নিবৃত্তি সাধন করে আমাদের লাভি প্রদান করুন। আপনার শ্রীপাদপদ্মই শরণাগত ভক্তের একমাত্র আশ্রয় এবং এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের একমাত্র উপায়। অতএব, হে পরমেশ্বর, হে শ্রীকৃষ্ণ, হৃদয়লব্ধ এই ভরসার বৃত্তাসুরকে আপনি মহার করুন, হে আমাদের অস্ত্র, আশ্রয় এবং তেজরশি গ্রাস করেছেন।”

“হে ভগবান, হে পরম পবিত্র, আপনি সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে বহু জীবনের সমস্ত বাসনা এবং কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন। হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনার মন অত্যন্ত উজ্জ্বল। আপনার আদি সেই, কারণ আপনি সব কিছুই জানি। শুধু ভক্তের সেই কথা জানেন, কারণ বীরা শুদ্ধ এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁরা অন্যায়েরে আপনার কাছে লাগত করতে পারেন। বহু জীবনের যখন কোটি কোটি বছর ধরে এই জড় জগতে দ্রবণ করার পর মুক্ত হয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁরা জীবনের পরম সাক্ষ্য লাভ করেন। তাই, হে ভগবান, আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীল গুরুদেব গোদামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত, দেবতারা যখন ভগবানকে এইভাবে ঐকান্তিক প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁর অষ্টৈক্যী কৃপার প্রভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন। প্রসন্ন হয়ে তিনি তখন দেবতাদের বলেছিলেন—‘হে প্রিয় দেবতাপণ, তোমরা যে আমার উদ্দেশ্যে আনন্ড ভূতি নিবেদন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এই জানের প্রভাবেই মুক্তি লাভ হয় এবং আমার প্রতি ঐশ্বর্যময় শ্রুতির উৎস হয়। তখন সে জড় জগতের অতীত আমার দিব্য পদ উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রকার ভক্ত পূর্ণ জানে আমার ভাব করার ফলে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটিই আমার ভক্তির উৎস।’

“হে বিবুধ শ্রেষ্ঠগণ, এই কথা যদিও সত্য যে, আমি প্রসন্ন হলে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না, তবু আমার অনন্য ভক্ত হার মন সর্বতোভাবে আমাতে একনিষ্ঠ হয়েছে, সে আমার প্রেমময়ী সেবার যুক্ত হওয়ার সুযোগ ব্যতীত অন্য কিছুই আমার কাছে প্রার্থনা করে না। যারা জড় সম্পদকেই সব কিছু বলে মনে করে অথবা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তাদের জন্য হয়

কৃপণ। আমার পরম প্রার্থনায় যে কি তা তারা ভুলে না। সেই প্রকারে পূর্ণরূপে যা পাণ্ডিত্য, তা যদি কেউ তাদের দান করে, তা হলে দুঃখের হবে যে, সেও প্রেমময়ী মহা পূর্ণ জগৎপুত্র নগরে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধ ভক্ত সকলও পূর্ণ ব্যক্তিকে জড় সুখভোগের জন্য সন্ধান করে যুক্ত প্রাপ্ত পিতৃ মেনে না, আর যাকে সেই কর্মে সাহায্য দেয় সেও দুঃখের তথা। যোগী চাইলেও অচিহ্ন হৈলে তাকে অপরাধ প্রাপ্ত মেনে না, এই প্রত্যয় ভক্তও অজ ব্যক্তির সন্ধান করে প্রাপ্ত হতে মেনে না।”

“হে মহারাজ (ইন্ড), তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা অবিশ্রান্ত চর্চাচির কাছে যাও। বিদ্যা, ব্রত ও তপস্যার দ্বারা তাঁর শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। অসিদ্ধে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঐ দেহ প্রার্থনা কর। সেই ব্যাধি যদি, যিনি চর্চাচি মাঝেও পবিত্র, সন্ন্যাসীদের লাভ করে সেই ব্রহ্মজ্ঞান অধিনীকরণদ্বারা জ্ঞান করেছিলেন। কথিত আছে যে, দধ্যাক তদ্বিনিত ধরন করে তাঁদের সেই মন্ত্র দান করেছিলেন। তাই সেই মন্ত্রকে বজা হত অধিনীক। চর্চাচির কাছ থেকে সেই মন্ত্র লাভ করে, অধিনীকরণদ্বারা জীবিমুক্ত হন। দধ্যাক বরাহন কক

নামক দুর্ভেদ্য কর্ম বৃষ্টিরূপে নিঃসৃত হলে, বৃষ্টি তাঁর পুত্র বিশ্বকপকে তা দান করেন এবং বিশ্বকপের কাছ থেকে হোম-তা তা প্রাপ্ত হয়েছে। এই দধ্যাক-কবচের বলে চর্চাচির শরীর অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়েছে। হোম-তা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেই দেহটি প্রার্থনা কর, অধিনীকরণদ্বারা যখন হোম-তাের জন্য তাঁর শরীর প্রার্থনা করবেন, তখন হোম-তাের প্রতি স্নেহবশত তিনি আপনাই তা দান করবেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করে না। কারণ দধ্যাক অতিশয় বর্ষাক। দধ্যাক তাঁর শরীর দান করলে তাঁর ছাড়া নিজে বিশ্বকর্মী ব্রহ্ম নির্মাণ করবে। সেই ব্রহ্মের দ্বারা ব্রহ্মসুরকে সাংহার করা সম্ভব হবে, কারণ আমার শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের তেজ বর্ষিত হয়ে আমার শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মসুর নিহত হলে, তোমরা হোম-তাের তেজ, অমৃত, অমৃত্যু এবং সম্পদ চিরে পাবে। এইভাবে হোম-তাের সন্তস্রাব মঙ্গল হবে। ব্রহ্মসুর হ্রিভূম ধ্বংস করতে পারলেও হোম-তাের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেই জন্য ভয় করো না। সেও আমার ভক্ত, তাই হোম-তাের প্রতি সে কখনও দ্বিষ্টা করবে না।”



দশম অধ্যায়

দেবতা এবং বৃত্তাসুরের মধ্যে যুদ্ধ

শ্রীল গুরুদেব গোদামী বললেন—“ইত্যন্ত এইভাবে আসে দিয়ে, সমগ্র জগতের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের সম্প্রদেয়েই সেবার থেকে অনুপ্রাণিত হলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবতারা অর্থার পুত্র দ্বীচি যুগির কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার চিত্ত এবং যখন দেবতারা তাঁর কাছে তাঁর শরীর ভিক্ষা করলেন, তখন তিনি আশীর্বাদভাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দেবতাদের কাছে ধর্ম উপলব্ধি প্রবণ করার জন্য ইহং হোল পবিত্র হলে তিনি

বলেছিলেন, ‘হে দেবগণ, দেবতারা জীবনের মৃত্যুর সমস্ত চেতনা অলংকরণকরী যে অনন্য যথুলা হয়, তা কি আপনার জানেন না? এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই তার জড় দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। চিবতাল বেঁচে থাকার কামনায় প্রতিটি জীব সর্বতোভাবে, এমন কি তার সর্ব উৎসর্গ করেনও তার সেই বলা করার চেষ্টা করে। সুতরাং বিবুদ্ধ যদি তা প্রার্থনা করেন, তা হলেও কে সেই দেহ ধন করতে সম্মত হবে?’”

দেবতারা বললেন—“হে মহান ব্রহ্মণ, আপনার মতো

পূণ্যবান ব্যক্তিরে কর্তব্যকরণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং তাঁরা সকলের প্রতি অত্যন্ত দয়ালবকণ। অনেক যুগলের জন্য এই প্রকার পূণ্যবান মহাত্মা কি না দান করতে পারেন? তাঁরা সব কিছু এমন কি তাঁদের সেই পর্বন্ত দান করতে পারেন। অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যক্তিরে নিশ্চয়ই পক্ষের কোন কুখ্যতি না পেতে তাদের কাছে শিক্ষা করে। কিছু চার্বাককারী যদি দাতার কোন কুখ্যতি পাবে, তা হলে সে তার কাছে কোন কিছু শিক্ষা করবে না। তেমনিই প্রাণিকারীর কোন কুখ্যতি না পায় তাহলেই দান করতে সমর্থ ব্যক্তি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন তা না হলে তিনি প্রাণিকারীকে কোন কিছু দান করতে অস্বীকার করতে পারবেন না।”

মহর্ষি দ্বীটি বললেন—“আপনাদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব প্রবণ করার জন্যই আমি আমার দেহ আপনাদের দান করত অস্বীকার করেছিলাম। এখন, তা অতি দ্রিয় হলেও যে সেই একদিন না একদিন আমাকে ভাগ করতেই হবে, তা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করছি। যে দেবভাগ্য, যে পুরুষ জীবনের প্রতি দয়ালবকণ হারা এই অনিত্য মেহের দ্বারা ধর্ম এবং ২৯ অর্জনের চেষ্টা করে না, সেই ব্যক্তি দ্বারক প্রাণীদের চেয়েও শোচনীয়। কেউ যদি অন্য জীবের দুঃখ মর্শন করে মুগ্ধিত হন এবং তাদের সুখ মর্শন করে সুখী হন, তাঁর যেই পূণ্যপ্রাপ্ত মহাত্ম্যগণ অল্পের বর্ষ বলে উপাসনা করেন। এই কণ্ঠস্বী সেই যা কুকুর নিয়ালের ভক্ষ্য এবং খার দ্বারা নিজের আহার কিছুমাত্র উপকার হয় না, সেই মেহের ধর্ম-সম্পদ এবং তার আত্মীয়স্বজন দিয়ে যদি পক্ষের উপকার করা না যায়, তা হলে সেই সকল কেবল দুঃখ-দুর্দশা ভোগেরই কারণ হয়।”

শ্রীল গুরুদেব গোত্রাণী বললেন—“অধর্কনাম দ্বীটি মুনি এইভাবে দেবতাদের সেবার তাঁর সেই উপদেশ করতে লাগলেন। তারপর পরবর্ত্তর ভববাসের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর অস্বাভাবিক স্থাপন করে তাঁর পাশ্চাত্যৈতিক দেহ ত্যাগ করেছিলেন। দ্বীটি মুনি তাঁর ইচ্ছার, প্রাণবায়ু, মন এবং বুদ্ধিকে সংযত করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত জড় বস্তু ছিঁড়েছিলেন। তখন যখন তাঁর আত্মা যে তাঁর দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, তা তিনি অনুভব করতে পারেননি। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র

দ্বীটি মুনির আত্মার দ্বারা বিশ্বকর্মার নির্মিত বস্ত্র দান করেছিলেন। দ্বীটি মুনির আত্মার দ্বারা আত্মবান ও ভগবানের তেজে ভেজীযান হয়ে এবং সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে ইন্দ্র বসন ঐশ্বর্যবতে আরোহণ করেছিলেন, তখন মুনির তাঁর জড় বস্তু ছেঁড়েছিলেন। এইভাবে তিনি যেন ত্রিলোকের হর্ব উপাসন করে ব্রহ্মসূত্রকে বধ করতে যাচ্ছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রত্ন যেমন সন্তানের প্রতি (যমরাজের প্রতি) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সংহার করার জন্য তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন, তেমনি ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অসুর ফোপতি পরিকৃত ব্রহ্মসূত্রের নিকে যোগে ধাবিত হয়েছিলেন তারপর সত্যযুগের অবসানে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নরমা মদীর তাঁরে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল।”

“হে রাজন, ব্রহ্মসূত্রের নেতৃত্বে সমস্ত অসুরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রুদ্রগণ, বসুগণ, অদিত্যগণ, অগ্নিকীকুমারদ্বয়, পিতৃগণ, বহিগণ, ঋতুগণ, অতৃগণ, সাধবগণ ও বিশ্ববেগন পরিবৃত্ত বস্ত্রধার ইন্দ্রকে সেধে তাঁর তেজ সহ্য করতে পারল না। স্বর্গ পরিচ্ছদে ভূষিত নমুচি, শম্বর, অনর্বা, তিমূর্খা, অবভ, অসুর, হযগ্রীব, শম্বুরা, নিখিচিতি, অরোমুখ, পুণ্যামা, বৃষপর্বা, প্রাহেতি, হেতি, উৎকল এবং অন্যান্য স্বর্ণরত্ন পরিচ্ছদে বিভূষিত হাজার হাজার মৈত্য়, দানব, যক্ষ, রাক্ষস এবং সুমালি, মালি প্রমুখ দুর্দান্ত অসুরেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে গলা, পরিষ, কপ, প্রাস, মুদগর, কোমর প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা দেবতাদের নিপীড়িত করতে লাগল। শূল, কুঠার, কড়গ, শতগ্রী, কুণ্ডলি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অসুরেরা বিভিন্ন দেবতাদের আক্রমণ করেছিল এবং দেবতাদের মধ্যে বীরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের বিজিত করে দিয়েছিল। আকাশে ঘন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত তারকারাজি যেমন দেখা যায় না, তেমনিই চতুর্দিকে একের পর এক নিকিণ্ড শরের জালে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হওয়ার কালে দেবতাদের দেখা যাচ্ছিল না। দেবসৈন্যদের সংহার করার উদ্দেশ্যে অসুরদের সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দেবতাদের অঙ্গ সম্পর্ক করতে পারেনি, কারণ দেবতারা সিম্রাহতে আকাশমাগেই সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ খেতে ছেদন করেছিলেন। অসুরদের দ্বারা

এক অসুপশু অস্ত্রশাস্ত্র হওয়ার, তারা পর্বতের, বৃক্ষ এবং পাথর দেবসৈন্যদের উপর বর্ষণ করতে লাগল, কিন্তু দেবতারা এতই পরিশ্রমী এবং বদ্ধ ছিলেন যে, তাঁরা সেগুলি অক্ষয়শরাসেই পূর্ণের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের অসুর-সৈন্যেরা যখন দেখল যে, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রহার এবং বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ ও পাথর বর্ষণের ফলেও ইন্দ্রের সৈন্যরা অক্ষত রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন, তখন তারা অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। কিন্তু যদি যেমন মহৎ ব্যক্তির প্রতি প্রোণাঙ্গীপক কোন রত্ন বাক্য প্রয়োগ করলে তা মহৎ ব্যক্তিকে বিচলিত করে না, তেমনিই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দেবতাদের বিরুদ্ধে অসুরদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছিল। ভগবদ্বিনুখ অসুরেরা যখন দেখল যে, তাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের যুদ্ধ করার পর্ব বর্ষ হয়েছিল। যুদ্ধের আতঙ্কেই তখনই সেনাপতিকে পরিত্যাগ করে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে মানস্ক হয়েছিল, কারণ তাদের শত্রুরা তাদের সমস্ত কল অগ্নিবর্ষণ করে নিয়েছিল। নিজ সেনাবাহিনী ত্যাগ হতে দেখে, এমন কি বার বার বণে প্রসিদ্ধ সেই সমস্ত সৈন্যরাও চরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে দেখে, উদার চিত্ত মহাবীর ব্রহ্মসূত্র হেসে

এই কথাগুলি বলেছিলেন। কান, কাল এবং পরিচিতি অনুসারে পৃথকপৃথক ব্রহ্মসূত্র আত্মারের মতোই এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি অসুরবীরদের সংহাদন করে হারিয়েছেন, ‘হে’ বিপ্রচিতি। হে নমুচি। হে পুনোনা। হে ময়, অনর্বা এবং শম্বর। প্রেমের আদর কথা প্রবণ কর এবং পলায়ন করে না।”

ব্রহ্মসূত্র বললেন—“হে সমস্ত জীব এই ভগবতে ঋণগ্রহণ করেছেন তাদের দৃষ্ট্য অবশ্যস্বার্থী। দৃষ্ট্য প্রতিকারের কোন উপায় এই ক্ষত ভগবতে কেউ খুঁজে পায়নি। এমন কি বিধাতাও তত্ত্ব প্রতিকারের উপায় বিহার করেননি। সেই অবশ্যস্বার্থী দৃষ্ট্য থেকে যদি ইহকালে কল এবং পরকালে স্বর্গলোচের সন্তোষনা থাকে, তা হলে কেন ব্যক্তি সেই মহিমামণ্ডিত দৃষ্ট্যকে অঙ্গ করে না? দুই প্রকার মহিমামণ্ডিত দৃষ্ট্য রয়েছে এবং সেই দুটি অত্যন্ত দুর্লভ। একটি যোগ অনুষ্ঠান করে বিশেষ করে অভ্যাস, যদ্ব দ্বারা মন এবং প্রাণবায়ু সংযত করে ভগবানের দ্ব্যানে মগ্ন হয়ে দৃষ্ট্যবরণ করা। অন্যটি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং পৃষ্ঠ-প্রশমন না করে দৃষ্ট্যবরণ করা।”



একাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্রের দিব্য গুণাবলী

শ্রীল গুরুদেব গোত্রাণী বললেন—“হে রাজন, অসুর সেনাপতি বৃষ এইভাবে তার সৈন্যসকলের ধর্ম উপদেশ প্রদান করলেও সেই সমস্ত ঋণগ্রহণ অসুর সৈন্যদেরকে এতই ভয়ভীত হয়েছিল যে, তারা তার বাক্য গ্রহণ করতে পারল না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবতারা সেই অনুকূল সুযোগ লাভ করে অসুর-সৈন্যদের পশ্চাতে ঘাবিত হয়ে তাদের আক্রমণ করেছিলেন এবং তারা হলে অসুর-সৈন্যরা ইতস্তত বিকিণ্ড হয়েছিল এবং তাদের তখন

কোন সেনা ছিল না। তাঁর সৈন্যদের এই প্রকার অঙ্গ অবস্থা মর্শন করে, অসুরশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রের শত্রু ব্রহ্মসূত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রকার বিদগ্ধ পরিস্থিতি সত্ত্ব করতে না পেয়ে, তিনি কলপূর্বক দেবতাদের নিশ্চিন্ত করে, ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের তিরস্কারপূর্বক বলেছিলেন, “হে বেগব, এই পলায়নরত অসুরেরা তাদের হৃদয়ভিত্তিক থেকে বিষ্টার হতে দুঃখী ভ্রমস্থল করেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের জড় মিত্রক। এই প্রকার শত্রুকে শিখন হোক

বধ করে তোমাদের লাভ কি? নিজেকে যারা বীর বলে অভিমান করে, তাদের প্রাণভয়ে গীত শতকে কখনও হত্যা করা উচিত নয়। এই প্রকার হত্যা প্রশংসনীয় নয় এবং তার ফলে কপাও লাভ হয় না। হে তুমি দেবতাপুত্র, যদি তোমাদের যুদ্ধে অর্থাৎই প্রজ্ঞা থাকে ও ফলসহ মৈত্রী থাকে এবং বিবর্তনোপে অভিলাষ না থাকে, তবে কবিরের জন্য আমার সম্মুখে দাঁড়াও।”

“হয় বলশালী কৃতাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বিশাল এবং ভয়ঙ্কর শরীর প্রদর্শনপূর্বক দেবতাদের সীত করে এমনভাবে গর্জন করেছিলেন যে, তার ফলে সমস্ত প্রাণীকর্ষ মুহূর্ত্ত হয়েছিল। দেবতারা কৃতাসুরের সেই ভীষণ শিখরানন্দ শব্দ গর্জন শ্রবণে বজ্রহত ব্যক্তির মতো মুহূর্ত্ত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। দেবতারা বহন করে তাঁদের চকু নির্মীলিত করেছিলেন, তখন কৃতাসুর তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে তাঁর নিজ বলে পৃথিবী কম্পিত করেছিলেন। সন্মত হস্তী বেনন নলককে লদনলিত করে, তিক সেইভাবে কৃতাসুর দেবতাদের পদনলিত করেছিলেন। কৃতাসুরের কার্যকলাপ মর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর প্রতি এক মহাশাপা নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। জনরের পক্ষে দুঃসহ হলেও কৃতাসুর তাঁর প্রতি লিঙ্কিত সেই গলাটিকে অত্যাধিকার্যে বাধ হতে ধরন করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অত্যন্ত বিক্রমশালী ইন্দ্রশক্ত কৃতাসুর তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, বুদ্ধবুদ্ধে প্রচণ্ড গর্জন করে ইন্দ্রের হস্তী ঐরকমের মন্তকে সেই গলায় ধরা আঘাত করেছিলেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য উভয়পক্ষের সৈন্যরাই তাঁর প্রশংসা করেছিল। কৃতাসুরের মদার আঘাতে ঐরকমের মুখ বিদীর্ণ হয়েছিল, তার ফলে ঐরকম অত্যন্ত পীড়িত হয়ে রক্ত বমন করতে করতে এবং নজ্রহত পর্বতের মতো মুগ্ধে ক্রোধে পিঠে ইন্দ্রকে দিয়ে সপ্ত কনক (জ্যেষ্ঠ পক্ষ) দূরে পতিত হয়। মহাশাপা কৃতাসুর ধর্মসিদ্ধি অনুসরণ করে, বাহন ঐরকমের আহত এবং অবসন্ন দেখে দুঃখিত চিত্ত ইন্দ্রের প্রতি পুনরায় পদা নিষ্ক্ষেপ করেন নি। সেই অবসরে ইন্দ্র তাঁর অমৃতপ্রাণী হস্তের স্পর্শে ঐরকমের ক্রত বাণে অপনোদন করে, সেই স্থানে নীরবে অবস্থান করেছিলেন।”

“হে রাজন, কৃতাসুর তাঁর ভাড়াহা পক্ষ ইন্দ্রকে বৃদ্ধ

করার বসনায় বজ্র ধারণ করে সম্মুখে অবস্থিত সেনে বৃত্তাসুরের মনে পড়েছিল, ইন্দ্র নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ভাতাকে হত্যা করেছে। ইন্দ্রের সেই পাণকর্মের কথা শ্রবণ করে, তিনি শোকে ও মোহে বিভ্রান্ত হয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, শুক্রবধ এবং আমার ভাতাকে বধ করেছে, সৌভাগ্যবশত সেই তুমি আজ শত্রুভাবে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ। হে পালিত, আমি যখন আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার পাণাণভূলা হস্তের বিদীর্ণ করব, তখন আমি আমার প্রাণকণ থেকে মুক্ত হব। কেননা স্বর্গবন্দনার তুমি অত্যাধিকারী, নিম্পাণ, তোমার হস্তের প্রধান পুরোহিত রূপে নিবৃত্ত বোধ্য গ্রাফন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। তিনি ছিলেন তোমার গুরু, কিন্তু তোমার স্বজ্ঞ অনুষ্ঠানের দারিদ্র্যতার তাঁর উপর অর্পণ করা সত্ত্বেও তুমি নির্দয়ভাবে তোমার বজ্রের দ্বারা একটি পণ্ডর মতো তাঁর শিরশ্ছেদ করেছে। হে ইন্দ্র, তুমি লজ্জা, দ্বন্দ্ব, কীর্তি এবং ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছ। নিজ কর্মবশে এই সমস্ত শব্দগণ থেকে বঞ্চিত হয়ে, তুমি ব্রাহ্মসদেবও নিম্নাশী হয়েছ। এখন আমি আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করব, তার ফলে তোমাকে অতি কষ্টে মরতে হবে এবং তোমার মৃত্যুর পর অগ্নিও তোমাকে স্পর্শ করবে না; তেবল শতুনেরা তোমার দেহ ক্ষুণ্ণ করবে। যদি অন্যান্য দেবতারা আমার প্রত্যহ না জেনে, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি তোমার অনুগ্রহী হয়ে আমার বিরুদ্ধে সন্তোষ করার জন্য তাদের অস্ত্র উদ্ব্যস্ত করে, তা হলে আমি আমার এই ভীষণ ত্রিশূলের দ্বারা তাদের মস্তক ছেলন করব এবং তাদের সেই মুণ্ডগুলি দিয়ে ছুত-স্নেহ আমি সহ ভৈরব আমি কৃত্যনাশের মজ্ঞ করব।”

“হে বীর ইন্দ্র। অথবা এই সংগ্রামে তুমিই যদি বজ্রের দ্বারা আমার শিরশ্ছেদ কর এবং আমার সৈন্যদের বিনাশ কর, তা হলে আমি আমার এই দেহ অন্য সমস্ত জীবদের (যেমন শৃগাল এবং শকুনিদের) উপহার দিয়ে কর্ম কখন থেকে মুক্ত হইবো তারই মূনির মতো। মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করব। হে দেবরাজ! আমি তোমার শমনরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকি সত্ত্বেও তি হার আমার প্রতি প্রতি তোমার বজ্র নিষ্ক্ষেপ করছ না? যদিও আমার প্রতি

লিঙ্কিত তোমার গলা কপণের কাছে ধন প্রার্থন করার মতো নিম্পাণ হয়েছ, কিন্তু এই বজ্র সেভাবে বিকল হবে না। এই বিবরে তুমি কোন সন্দেহ করে না হে দেবরাজ ইন্দ্র! তুমি আমাকে বধ করার জন্য যে বজ্র ধারণ করেছ, তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তেরো এবং দশটি মূনির তপস্যার অত্যন্ত তেজোবুস্ত হয়েছ। তুমিও যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আসনে আধায়ে হস্ত করার জন্য এসেছ, সুতরাং তোমার বজ্রের আঘাতে যে আমার মৃত্যু হবে, তাকে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তাই তোমার শির, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত সন্তান অক্ষাভাবী। তোমার বজ্রের প্রভাবে আমি সন্তান-বহন থেকে মুক্ত হব এবং এই দেহ ও ভক্ত বানশা সমন্বিত এই স্বর্গে ত্যাগ করব। ভগবান সর্ববর্ষের শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্ত স্থির করে, আমি ময়ন মূনি আমি মহান কবিরের গতি লাভ করব, যে কথা ভগবান সর্ববর্ষ স্বতঃ বলেছেন। বীরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাপন্ন এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন, তাঁদের ভগবান তাঁর নিজ জ্ঞান বা সেকলরূপে স্বীকার করেন। স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালে যে সম্পদ রয়েছে, তা তিনি তাদের দান করেন না। কারণ এই ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের কল শ্রমতা, উদ্বিগ্ন, মনস্তাপ, পর্ব এক কলহের সৃষ্টি হয়। তখন সেই সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য তাকে অধিক প্রদান করতে হয় এবং সেই সম্পদ হারালে তখন তার গতির দূশ হয়।”

“হে ইন্দ্র! আমার প্রকৃত ভাষান তাঁর ভক্তদের বর্ষ,

অর্থ এবং কামের প্রদান করতে নিষেধ করেন। তা থেকে বোঝা যায় ভগবান কত কৃপাময়। এই প্রকার কৃপা (কেননা অন্ন) তত্ত্বসম্বন্ধেই লভ্য, বিবর্তনসত্ত্ব ব্যক্তির কখনও এই প্রকার কৃপা লাভ করতে পারে না। হে ভগবান, বীর আপনায় পাদমূল আশ্রয় করেছেন, আমি কি অগ্নির আপনায় সেই দাসদের দাস হতে পারব? হে প্রাণপতি, আমি কেন পুনরায় তাঁদের দাস হতে পারি হাতে আমার মন সর্বদা আপনার শিবা ওশাবলী শ্রবণ করে, আমার বাণী যেন সর্বদা আপনার মহিমা সীতস করে এবং আমার দেহ যেন সর্বদা আপনার সৌভাগ্য সম্পাদন করতে পারে। হে স্বর্গ সৌভাগ্যের উৎস, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করে কখনো, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীও একত্রে অধিপত্য, অষ্ট যোগসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষও লাভ করতে চাই না। হে অরবিন্দাশ, অজাতপক্ষ পক্ষীসত্ত্ব যেমন মাতের আগমনের প্রতীক করে, রক্তকল্লভ গোবিন্দ যেমন কুমার পীড়িত হয়ে কখন কখন পর কন্যে তার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, বিবর্তন প্রেমী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির বর্ণনের অভিলাষ করে, আমার মনও সর্বদা সেইভাবে আপনার সেক করার আকর্ষণ করছে। হে নাথ, আমি আমার কর্মের ফলে সসোকচক্রে বন্দন করছি। তাই আমি কেন আপনার পূণ্যবীর্ষি তত্ত্বগণের সঙ্গে দণ্ড লাভ করতে পারি। আপনার দ্বারের প্রভাবে আমার চিত্ত যে দেহ, পূর্ব, কলত্র, পূর্ব প্রকৃতির প্রতি আসক্ত হয়েছ, তাতে যেন আর আসক্তি না থাকে। আমার মন, শ্রাণ, সব কিছুই যেন আপনারই আসক্ত হয়।”



দ্বাদশ অধ্যায়

কৃতাসুরের মহিমাযুক্ত মৃত্যু

শ্রীজ শুক্রদেব গোখারী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেহত্যাগ করতে ইচ্ছা করে কৃতাসুরের হস্ত লাভের চেয়ে মৃত্যুকে প্রার্থনা বলে মনে করেছিলেন।

তখন তিনি তাঁর ত্রিশূল গ্রহণ করে ব্রহ্মাও যখন ভ্রমরবে মগ্ন ছিল তখন কৈটব মৈত্রী বিষ্ণুর প্রতি বেজাবে হাবিত হয়েছিল, সেইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি হাবিত

হয়েছিলেন। তখন অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কুব্জ কুলকলীণ অগ্নিবিষাক হতো তাঁর শূল ধ্বংস করে, অতি বেগে ক্রোধের সঙ্গে ইন্দ্রের উপর নিকৈশপূর্বক গর্জন করে বলেছিলেন, 'হে পাশাশা! এখন আমি তেজকে হত্যা করব।' কুব্জসুরের শিশুল আকর্ষণার্থে উভার মতো উড়ে আসছিল। যদিও সেই অগ্নিটি এত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল ছিল যে তার নিকৈ তাকানো হাছিল না, তবু নির্ভীক চিত্তে ইন্দ্র তাঁর স্বরের দ্বারা সেই অগ্নিটি পশু পশু করেন এবং সেই সঙ্গে কুব্জসুরের সর্পাঘাত বাসুকির শরীরের মতো নিশ্চলকৃতি একটি বাহুও ছিল করেন। যদিও তাঁর একটি হস্ত সেই থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তবু কুব্জসুর অপর হাতে একটি ধৌহ গলা নিয়ে ইন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁর চোখালো জ্বালাত করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের আহ্নন ঐরাবতকেও জ্বালাত করেছিলেন। তার বলে ইন্দ্রের হস্ত থেকে বজ্র পড়ে গিয়েছিল। কুব্জসুরের সেই অজুত কার্য নশ্ব করে সুর, অসুর, চারণ ও সিদ্ধগণ সকলেই তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রের মহাবিপদ বর্ণন করে সেক্ষাণ হস্তাক্ষর করে বিলাপ করেছিলেন। পরম সমুখে তাঁর হাত থেকে বজ্র পড়িত হওয়ার, ইন্দ্রের এক প্রকার পরাক্রম হেরেছিল এবং তিনি সেই জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অস্ত্র তুলে নিতে লাহস করেননি। কুব্জসুর কিন্তু তাঁকে উপসহ্যে গিয়ে বলেছিলেন, "বজ্র গ্রহণ করে তোমার শত্রুকে বিনাশ কর। এটি বিশ্বাসের সময় নয়।"

কুব্জসুর কলেন—“হে ইন্দ্র, আমি তোমার পরমেশ্বর ভগবান স্বর্গীয় অন্য কারোই বিজয় নিশ্চিত নয়। সেই ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ এবং তিনি সর্বজ্ঞ। পরম্পর দেখারী জীব মুক্ত করার ইচ্ছা করে কখনও বিকলী হয় এবং কখনও পরাজিত হয়। লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত লোকের সমস্ত জীবেরা সর্বোচ্চভাবে ভগবানের নিরতরাধীন। জালবন্ধ পঙ্খির মতো তাদের কোন স্বাধীনতা নেই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি, মনের শক্তি, দেহের শক্তি, প্রাণ, অমরত্ব এবং মৃত্যু সবই ভগবানের নিরতরাধীন। সেই কণ্ঠ না জেনে, বুঝে না জেতেই তাদের কার্যকলাপের কারণ বলে মনে করে। হে ইন্দ্র, দক্ষমণী নরী এবং পত্নীর বৃণ বেমন বেজ্যার চলাকোরা করতে পারে না

অথবা নৃত্য করতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনই সব কিছুই ভগবানের অধীন। তেওঁই স্বতন্ত্র নয়। তিনি পুরুষ—কারণোদকশারী বিষ্ণু, গর্ভোদকশারী বিষ্ণু ও জীবেদকশারী বিষ্ণু এবং জড় প্রকৃতি, যৎসং, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত, জড় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চেতনা ভগবানের কৃপা স্বর্গীয় জড় জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না। সুখ নির্বোধ মানুষেরা ভগবানকে জানতে পারে না। যদিও তারা সর্বদাই নির্ভরশীল, তবু তারা জীবনমত নিজেদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার বলে মনে করে। তেওঁ যদি মনে করে যে, তারা পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে তার দেহটি পিতা-মাতার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই দেহটি অন্য কারও দ্বারা বিনষ্ট হবে, যেমন ব্যাঘ্র আদি পশু অন্য পশুকে গ্রাস করে, অর্থাৎ তেওঁ যদি পিতা-মাতাকে বধী এবং ব্যাঘ্র আদি পশুদের হস্ত বলে মনে করে, তা হলে তার সেই ধারণা বার্থ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবানই জীবদের দ্বারা জীবদের সৃষ্টি এবং জীবদের দ্বারা জীবদের বিনাশ করেন, অতএব তাকে জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নেই—ভগবানই স্বতন্ত্র। মৃত্যুর সময় যেমন অনিচ্ছা সংকেত আয়ু, শ্রী, বন প্রভৃতি জ্ঞাপ করতে হয়, তেমনই নিজের সময়ও ভগবান বধন কৃপা করে সেইগুলি প্রদান করেন, তখন কোন রকম প্রত্যাশা ছাড়াই সেইগুলি লাভ হয়। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের পদম ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই অকীর্তি এবং বশে, অয় এবং পরাজয়ে, মৃত্যু এবং জীবনে অকিঞ্চিৎ পাকা উচিত। সেইগুলির কার্য, সুখ এবং দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই সমতারে অবস্থান করা উচিত। যিনি জানেন লব, রজ এবং তম—এই গুণ তিনটি আচার গুণ নয়, জড় প্রকৃতির গুণ এবং যিনি জানেন শুদ্ধ আত্মা এই সমস্ত গুণের কিরূপ এবং প্রতিক্রিয়ার সাক্ষী মাত্র, তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি এই সকল গুণের বন্ধন ভেঙে দেন। হে শত্রু, লেখ, বুঝে আমার অস্ত্র এবং কাণ ছিন্ন হয়েছে। তুমি আমাকে ইতিমধ্যেই পরাজিত করছ, তবু তোমার প্রাণ হরণের বাসনার আমি যথালক্ষি বৃদ্ধ করে চলছি। এই প্রকার বিষয় পরিস্থিতিতেও আমি একটুও বিবর্ত হইনি। অতএব তুমিও তোমার বিবাদ ত্যাগ করে বৃদ্ধ কর। হে শত্রু, এই বুদ্ধকে দৃঢ়প্রজ্ঞা বলে মনে কর, এতে প্রাণই পণ, বণই অক্ষ (পাশা), হস্তী, অথ প্রভৃতি

বাহনই তার সপক। এতে যে কার জয় হবে তার কার পরাজয় হবে, তা কেউই বলতে পারে না, তা সবই নির্ভর করে ভবিষ্যতের উপর।”

শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী কলেন—“কুব্জসুরের নিম্পট বাহ্য প্রবল করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর প্রণবাসপূর্বক পুনরায় বজ্র ধারণ করেছিলেন। বিস্ময় এবং কপটতা পরিত্যাগ করে তিনি হাসতে হাসতে কুব্জসুরকে বলেছিলেন—হে মানব, সমুদ্রকালেও যে তোমার বিবেক, ধৈর্য এবং ভক্তিযুক্ত মতি অকিঞ্চিৎ রয়েছে, তা থেকে আমি কুব্জতে পারছি, তুমি সর্বাঙ্গা এবং সর্বসুহাস্ জগদীশ্বরকে অনন্যভাবে সেবা করো। তুমি ভগবানের দ্বারাকে অতিক্রম করো এবং এইভাবে মুক্ত হওয়ার ফলে, তুমি আশুরিক ভাব পরিত্যাগ করে মহান তত্ত্বের পদ প্রাপ্ত হয়েছ।”

“হে কুব্জসুর, অসুরেরা সাধারণত রজোভাসের দ্বারা প্রভাবিত। তাই, তুমি যে অসুর হওও সত্ত্বেও তবু নবে অর্বাচ্য পরমেশ্বর ভগবান রূপদেবে মুদ্রিত ভক্তিপরায়ণ হয়েছ, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। যে ব্যক্তি পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীহরির প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তিনি অমৃতের সাগরে স্নান করেন। কুব্জ বাতোদকে তাঁর কি প্রয়োজন?”

শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী কলেন—“কুব্জসুর এবং দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রেও ভগবত্বর্জিত সময়ে এইভাবে বলতে বলতে, কর্তব্যবলে পুনরায় বৃদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। হে রাজন, তাঁর উভয়েই ছিলেন মহান বোদ্ধা এবং সমস্ত শক্তিলালী।”

“হে মহারাজ পূর্বোক্ত, শত্রু সময়ে পূর্ণরূপে সক্ষম কুব্জসুর তাঁর লৌহনির্মিত পরিচ বাহু হাতে ধ্বংসপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি নিকৈশ করেছিলেন। ইন্দ্র শতপর্শ্ব নামক তাঁর বস্ত্রের দ্বারা কুব্জসুরের পরিচ এবং বাহু হাত ধুসপং ফেল করেছিলেন। কুব্জসুরের মূল হাতে ছিল কবচুগল থেকে প্রকা ধরার রক্ত করে গড়ছিল, তাই তখন তাঁতে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আকাল থেকে পড়িত ছিন্নপক পর্শ্বের

মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। কুব্জসুর ছিলেন অত্যন্ত শত্রুবাস্পন্ন এবং কপলান। তিনি তাঁর শিশু হস্ত দুটিতে রেখে অপর হস্ত আকাল পর্শ্ব বিস্তার করে, আকাশেরই মতো সুগভীর বহন, সপটল্য ভয়ঙ্কর জিহ্বা এবং মৃত্যুভুল্য করাল মনসমূহের দ্বারা ফেল চিত্রগৎ প্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল শরীর ধারণ করে, মহান অনুর কুব্জ পর্বতসমূহকে বিচলিত করতে করতে এবং পারের দ্বারা পৃথিবীকে বিচূর্ণ করতে করতে পাদচারী গিরিরাজের মতো ইন্দ্র সর্দীশে আগতে হয়ে মহা কলপালী অজগত সর্প যেভাবে হস্তীকে গ্রাস করে, সেইভাবে বাহন সহ ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। হস্তা, অনান্য প্রজাপতিগণ এবং মহর্ষিগণ সহ দেবতারা বহন দেখলেন যে কুব্জসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা অত্যন্ত পূর্ণবস্ত্র হয়ে হাহাকার করে রোদন করতে শুরু করেছিলেন। ইন্দ্রের কাছে যে মরারণ-কশট ছিল তা ভগবান নররূপ থেকে অভিজ্ঞ। সেই কবচের দ্বারা এবং তাঁর নিজের যোগশক্তির বলে ইন্দ্র কুব্জসুরের উদরে গিরেও মৃত হলি। অত্যন্ত প্রভাবশালী ইন্দ্র যন্ত্রের দ্বারা কুব্জসুরের উদর কীর্ণ করে নির্ভর হয়েছিলেন। কুব্জসুর সংহারকারী ইন্দ্র ভগবান গিরিশঙ্কর কুব্জের হস্তক ছেদন করেছিলেন। বজ্র অতিশয় বেগবান হলেও কুব্জসুরের গলায় চারদিকে ক্রমশ করে ছেদন করতে করতে তার এক বংশের সময় অর্ধীত হয়েছিল। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষের উদয় ও মক্ষিণ অরুণে ৩৬০ দিন অর্ধীত হলে, কুব্জ হস্তার বোণা সমস্ত উপস্থিত হয়। তখন বস্ত্রের দ্বারা কুব্জসুরের মস্তক চূর্ণিতে নিপতিত হয়। কুব্জসুর নিহত হলে স্বর্গে কৃষ্ণুতি বেজে উঠেছিল। গর্জন, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা কুব্জসুর ইন্দ্রের স্মৃতি করে মহাহর্ষে পুষ্পদত্তি করেছিলেন। হে অক্ষিময় মহেশ্বর পরীক্ষণ, তখন বস্ত্রের দেহ থেকে ভোতিময় আত্মা নিষ্কাশ হয়ে ভগবান হয়ে গিয়েছিলেন। দেবতারা দেখলেন যে, ভগবান সর্বদায় পরব্রহ্মে তিনি চিত্ত-ভগ্নেতে প্রবেশ করলেন।”



দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে শুভ্রতামসীল মহারাজ পরীক্ষিত, বৃহাস্পতির নিহত হলে, ইন্দ্র ক্যাঁচক লোকপালগণ সহ ত্রিত্ববনের সকলেই তখন সজাগ রহিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তারপর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, কৃত, চৈতন্য, দেবানুগণ এবং দ্রাক্ষা, শিব ও ইন্দ্রের অনুগামী দেবতার সকলে তাঁদের বন্ধনে প্রস্থান করেছিলেন। যাওয়ার সময় কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্রকে কোন সন্মতি করেননি।”

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেব গোবামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে মহর্ষি, ইন্দ্রের দুঃখের কি কারণ ছিল? আমি তা জানতে ইচ্ছুক। তিনি এখন বৃহাস্পতিকে বধ করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতার অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তা হলে ইন্দ্র কেন অসুখী ছিলেন?”

শ্রীল শুকদেব গোবামী উত্তর দিয়েছিলেন—“বৃহাস্পতির বিরুদ্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য সমস্ত ঋষি এবং দেবতাপন বন্ধন ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার ভয়ে তাঁর হাতে তাকে তর্কিত করেছিলেন।”

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর দিয়েছিলেন—“বিরুদ্ধকে বধ করার ফলে আমার যে পাপ হয়েছিল তা গ্নী, তুমি, বৃক এবং জগৎ অনুগ্রহপূর্বক বিচলিত করে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন তার একজন ব্রাহ্মণ বৃহাস্পতিকে বধ করলে, সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব?”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“দেবরাজ ইন্দ্রের সেই বাক্য শ্রবণ করে মহান ঋষিগণ বলেছিলেন, ‘হে দেবরাজ, তোমার মঙ্গল হবে। তুমি সেই জন্ম কোন ভয় করো না। আমরা তোমাকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব, তার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে তুমি মুক্ত হবে।’”

তব্বিরা বললেন—“হে ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুণ্য পরমদ্বারা পরমেশ্বর নরায়ণের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তুমি সমস্ত জগৎ স্বতন্ত্রিত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে, অতএব বৃহস্পতির দ্বারা কি

ভয়। ভগবান শ্রীনারায়ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে ব্রাহ্মণ, গাভী, পিতৃ, মাতা অথবা ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। শূদ্রাধম খণ্ড এবং চণ্ডাল আদি কাশীয়া পর্বত এইভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। আর তুমি ভক্তিময় এবং কামরা তোমাকে মহান অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সাহায্য করব। তুমি যদি এইভাবে ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান কর, তা হলে তুমি ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত প্রাণীহত্যা করলেও পাপে নিপুণ হবে না, অতএব বৃহাস্পতির মতো দুই অসুখত্যা-জনিত পাপের আর কি কথা।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“ঋষিদের বাক্য অনুপ্রাণিত হয়ে ইন্দ্র বৃহাস্পতিকে বধ করেছিলেন, কিন্তু বৃহাস্পতির নিহত হলে, সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে অপ্রায় করেছিল। দেবতারদের পরামর্শে ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বধ করেছিলেন এবং সেই পাপের ফলে তাঁকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। অন্যান্য দেবতারা যদিও তার ফলে সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সুখী হতে পারেননি। ঐশ্বর্য, ধৈর্য আদি অন্যান্য সমস্ত তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেনি। ইন্দ্র দেখলেন, চণ্ডাঙ্গীর মতো মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁর পশ্চাদ্ধাকন করে আসছে। তার সেই ভয়ানক এবং তার ফলে তার গ্লান কলংক করে তাঁপছে। সে বশ্মারোগগ্রস্ত এবং তাই তার সেই ও পক্ষিণের বহু বস্ত্রে রঞ্জিত। তার শাসনাবধি মৎস্যের মতো অসহ্য দুর্গত ভাগ্য করছে এবং তাতে পথ পর্বত দ্বিত হতে বিরেছে। সে ইন্দ্রকে “বীড়াত, পীড়াত” বলে পশ্চাদ্ধাকন করছে। হে রাজন, ইন্দ্র প্রথমে আকাশে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি দেখলেন যে মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁকে অনুসরণ করছে। তিনি দেখেনই গেলেন, সেখানেই সেই নিপাতী তাঁকে অনুসরণ করেছিল। অবশেষে তিনি প্রত্যবেশে উত্তর-পূর্ব কোণে যমস সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন। ইন্দ্র সেই যমস সরোবরে অনেক অনাক্ষিতভাবে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে পশ্চাদ্ধাকন চক্ষুতে

এক চাকার বহু বার ঘুরেছিলেন। ঋষিদের সমস্ত বৃহস্পতি ভাগ তাঁর জন্য আনন্দে কহতেন, কিন্তু জলে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে, এই দীর্ঘকাল দেবরাজ ইন্দ্র তার অসহ্যেই ছিলেন। যে পর্যন্ত ইন্দ্র জলে পশ্চাদ্ধাকন চক্ষুতে বার ভ্রমণ করেন, সেই সময় পর্যন্ত নর তাঁর মিনা ভগিনী এবং দেবতারে অক্লান্ত শাসন করত। যোগাত্ম-সম্পন্ন হওয়ার ফলে, পশ্চাদ্ধাকন শাসন করেছিলেন। কিন্তু নর সম্পদ ও ঐশ্বর্যপূর্ণে কলঙ্ক হয়ে উদ্ভূত পক্ষী পক্ষীকে ভোগ করে অধিক আসন করেন। তার ফলে নর ব্রাহ্মণের সর্বস্বত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নিক দেবতা ঐশ্বর্যের প্রভাবে ইন্দ্রের পাপ ঋষি হয়েছিল। ইন্দ্র যোহেতু যমস-সরোবরে পশ্চাদ্ধাকন বিস্ময়বী লক্ষ্যীদের দ্বারা সর্বাঙ্কিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর পাপ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। চরমে ইন্দ্র নিষ্ঠা সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করে ফলে, তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণে পুনরায় স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে দেবরাজের পদ্য অধিকৃত হন।”

“হে রাজন, দেবরাজ ইন্দ্র হর্গে ফিরে গেলে, ব্রহ্মর্ষি তাঁর কাছে এসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁকে বধ্যবন্দ্যভাবে দীক্ষিত করেছিলেন। ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ ইন্দ্রকে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছিল, কারণ

তিনি সেই যজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবানের মিনা করেছিলেন। হে রাজন, তিনি যদিও ব্রহ্মহত্যার ফলেও মুক্ত হতে কৃষ্ণাঙ্গি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর দ্বারা, নিক দেবতার দ্বারা পাপ তিনটি করেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র হর্গে ফিরে আসে মর্ষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর পশ্চাদ্ধাকন পূরণ পূর্ণ ব্রহ্মহত্যার আরাধনা করে ঋষিগণ ব্রহ্মহত্যার ফলে অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র পশ্চাদ্ধাকন হয়ে তাঁর মতান পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সতসের পূজা হয়েছিলেন। এই আরাধনাটি অত্যন্ত মহৎ, এতে ঐশ্বর্য নরায়ণের সাহায্য, অক্লান্ত উৎসর্গ প্রতিপাদন, ভক্তবৎ কথ্য, দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি এবং প্রসূত্রে সঙ্গে যুক্ত তাঁর জন্ম লাভের কথা রয়েছে। এই ঘটনাটি ইন্দ্রের মনকে দ্বারা মানুষ সন্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। সুতরাং, বিদ্যমান ব্যক্তির সর্বদা এই আরাধনাটি পঠি করার উপদেশ দেওয়া হয়। কেউ যদি তা করেন, তা হলে তিনি তাঁর চরিত্রের অর্ধকলাপে সমস্ত অর্জন করবেন, তাঁর ধন বৃদ্ধি হবে এবং তাঁর বন বিহৃত হবে। তার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাক্রম করবেন এবং তাঁর আত্ম বৃদ্ধি হবে। যোহেতু এই আরাধনাটি সর্বভাষায় কলাপতর, তাই বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা গতি শুভ উৎসর্গে তা প্রবণ এবং কীর্তন করেন।”



চতুর্দশ অধ্যায়

মহারাজ চিত্রকেতুর শোক

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেব গোবামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে শুভ্রতামসী ব্রাহ্মণ, সাধারণত অসুখের রোগ এবং ভয় ব্রহ্মহত্যার পাপদ্বারা। কিন্তু বৃহাস্পতির নিহত হলে ভগবান নরায়ণে এই প্রকার লুপ্ত ভক্তি লাভ করেছিলেন? ওক সম্ভব প্রমাণিত দেবতার এবং ভগবানসাক্ষণ

করুণবর্মিত পবিত্র প্রণয়ী বৃহস্পতি শ্রীনারায়ণে ভক্তি লাভ করেন না। (অতএব বৃহাস্পতির নিহত হলে এই প্রকার মহান ভক্তি হতেন?) এই ভক্তি ভগবতে পরমপুণ্যমুহূ, যেমন অসংখ্য, কীর্তনও যেমন অসংখ্য। সেই সমস্ত ভীত্রে মাগে অনুভবিত্ব অতি স্বল্প সাধ্যক এবং তাদের

মধ্যে কেউ কেউ কেবল ধর্ম অনুষ্ঠান করেন। হে দ্বিজোত্তম শুকদেব গোস্বামী, সেই ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করেন। হস্তার হাজার মুক্তকামীদের মধ্যে কল্যাণ একজন জড় জগতের শ্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বাসন, ইত্যাদির আসক্তি পরিত্যাগ করে মুক্ত হন এবং এই প্রকার হাজার হাজার মুক্তদের মধ্যে কল্যাণই কোন ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারেন। হে মহর্ষি, এই প্রকার কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদের মধ্যেও প্রশস্তত্বা নরায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। তদ্ব্যক্তির বৃদ্ধিহীন উপস্থিতি হয়েছে সেই কথ্যাত পাণ্ডা অসুর, যে সর্বদা অন্যদের পুং-দুর্দশা এবং উৎকণ্ঠার কারণ ছিল, সে কিভাবে এই প্রকার মহান কৃষ্ণভক্ত হয়েছিল? হে প্রভু শুকদেব গোস্বামী, বৃদ্ধ পাণ্ডা অসুর হলেও যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ কত্রিয়োচিত গৌরব প্রদর্শন করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। এই প্রকার অসুর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত হয়েছিলেন? এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে এবং আপনার কাছে তার কারণ প্রকট করতে অত্যন্ত বৌদ্ধিহীন ভাষাচ্ছিন্ন।

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—“প্রজ্ঞাবান মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টিবৃত্ত প্রথ প্রকট করে, মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী পত্নীও স্নেহ সহকারে তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজন, ব্যাসদেব, নরক এবং দেবকী কবির শ্রীমুখ থেকে যে ইতিহাস আমি শ্রবণ করেছি, সেই কথাই আমি তোমাকে বলব। মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। হে মহারাজ পরীক্ষিত, শুরসেন যেনে চিত্রকেতু নামক একজন রাজা ছিলেন, যিনি সারা পৃথিবীর একমাত্র সপুত্র ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পৃথিবী সমগ্র ছিল অর্থাৎ জীবনের সমস্ত আকর্ষণশক্তি পূর্ণ করতেন। এই চিত্রকেতুর এক কোটি পুত্রী ছিল, তিনি সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হলেও তাদের থেকে তিনি একটি সন্তানও লাভ করতে পারেননি। সৈবদ্বায়ে তারা সকলেই বয়স্ক ছিল। এক কোটি একাত্তর পুত্রী প্রতি চিত্রকেতু রূপবান, উন্নত এবং তরুণ ছিলেন। তাঁর অতি উচ্চকূলে জন্ম হয়েছিল।

তিনি পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ঐশ্বর্যবান ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণ গুণামিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন পুত্র না থাকায় তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তাঁর অতি সুন্দরী চারজন সন্তান মতিবাণী, সম্পদ, ভূমি—এই সব কিছুই সেই সার্বভৌম নরপতির প্রীতিজনক ছিল। এক সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী অগ্নিগা অবি ব্রহ্মাণ্ড গমন করতে করতে মহারাজ চিত্রকেতুর প্রায়শঃ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। চিত্রকেতু তৎক্ষণাৎ তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর পূজা করেছিলেন। তাঁকে আহ্বান এবং পানীয় প্রদান করে তিনি সেই মহান অতিথির সংকার করেছিলেন। অবি বরন সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন মহারাজ তাঁর মন এবং ইন্দ্রির সংযত করে সেই কবির পায়ের কাছে ভূমিতে উপবেশন করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, চিত্রকেতু বরন সিন্ধুকান্তভাবে মহর্ষির শ্রীপাদপদ্মের পাশে মাটিতে বসেছিলেন, তখন অবি অগ্নিগা তাঁকে তাঁর বিনয় এবং আতিথেয়তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন—“হে রাজন, আমি আশা করি আপনার দেহ, মন এবং রাজ্যকীর পার্শ্ব ও সামগ্রী সবই কুশলে রয়েছে। প্রকৃতির স্রষ্টিটি তত্ত্ব (মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ ভাঙ্গার) বরন যথাসমভাবে থাকে, তখন জড় ভক্তের মধ্যে জীব সুখী থাকে। এই স্রষ্টিটি তত্ত্ব ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তেমনই রাজ্যও সর্বদা স্রষ্টিটির দ্বারা প্রসিদ্ধ—তাঁর উপদেষ্টা (স্বামী বা গুরু), তাঁর মন্ত্রীগণ, রাজ্য, দুর্গ, কোষ, পুত্র এবং মিত্র। হে মহাদেব, রাজ্য বরন সাধারণভাবে এই সত্ত্ব প্রকৃতির অনুবর্তী হন, তখন তিনি সুখী হন। তেমনই তাঁরও বরন তাঁদের ধন-সম্পদ এবং কর্মকর্মতা রাজ্যকে নিবেদন করে রাজ্যের আদেশ পালন করেন, তখন তাঁরাও সুখী হন। হে রাজন, তোমার পত্নী, প্রজা, অমাত্য, ভৃত্য, তেল দলদা আদি সরবরাহকারী বনিকগণ, মন্ত্ৰিবৃন্দ, পুরবাসীগণ, রাজ্যপালগণ, পুত্রগণ সকলে তোমার বশবর্তী আছে তো? যদি রাজ্যের মন সম্পূর্ণরূপে সংযত থাকে, তা হলে তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং রাজ্যকর্মচারীগণ সকলেই তাঁর অধীন থাকেন। তাঁর রাজ্যপালগণ তাঁকে যথাসময়ে অব্যাহত রূপ প্রদান করেন, অতএব নিঃসন্দেহ ভৃত্যদের আর কি কথা? হে মহারাজ চিত্রকেতু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মন

প্রসন্ন নয়। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি বলে মনে হচ্ছে। তা কি তোমার নিজের থেকেই হয়েছে না অন্য কারও কারণে হয়েছে? তোমার বিবর্ণ মুখমণ্ডলই তোমার পত্নীর দৃষ্টিকোণে প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত, মহর্ষি অগ্নিগা যদিও সব কিছুই জানতেন, তবু তিনি রাজ্যকে এইভাবে প্রশংসা করেছিলেন। তখন পুত্রহীন রাজা চিত্রকেতু মহর্ষি অগ্নিগাকে বলেছিলেন—“হে মহারাজ, তপস্যা, জ্ঞান এবং সমাধির বলে আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই আপনার মধ্যে একজন সিদ্ধ বোধী আমার মতো একজন বদ্ধ জীবের অন্তরের এবং বাহিরের সব কথা জানেন। হে মহারাজ, আপনি যদিও সব কিছু জানেন, তবুও আপনি আমার দৃষ্টিকোণে কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তাই আপনার আদেশ অনুসারে আমি তার কারণ বিবেচনা করছি। কৃপা এবং ভক্তির কারণে ব্যক্তিকে যেমন মনুষ্য অথবা চন্দন আদি সুব্রহ্মণ্য বিষয় সুখ দিতে পারে না, তেমনই বর্ষের দেবজন্মেরও অভিলষিত সপ্তাহ, ঐশ্বর্য, সম্পদ আদিকে সুখ দিতে পারে না, কারণ আমি অপুত্রক। হে মহর্ষি, যাতে আমি পুত্র লাভ করে আমার পূর্বপুরুষগণ সহ অসংখ্য নরক থেকে উদ্ধার পেতে পারি, সেই উপায় বিধান করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“মহারাজ চিত্রকেতু অনুসন্ধে ব্রহ্মার মানসপুত্র অগ্নিগা অবি তাঁর প্রতি কৃপাপর্যবস হতেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মধ্য শক্তিশালী ব্যক্তি, তাই তিনি ষ্ট্রিয় উদ্দেশ্যে পায়স নিবেদন করে এক বাল্য করেছিলেন। হে চন্দ্রভ্রমর মহারাজ পরীক্ষিত, চিত্রকেতু এক কোটি সপুত্রীয় যথো যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠা, কৃতদ্যুতি নামক সেই প্রথম বিনাহিতা মহিষীকে মহর্ষি অগ্নিগা ব্রহ্মবংশের প্রদান করেছিলেন। তখন, মহর্ষি অগ্নিগা রাজ্যকে বলেছিলেন, “হে মহারাজন, এখন তুমি একটি পুত্র লাভ করবে যে তোমার হৃদয় এবং শোক উভয়েরই কারণ হবে।” এই কথা বলে, চিত্রকেতুর উত্তরের অপেক্ষা না করে সেই ঋষি প্রস্থান করেছিলেন। কৃতিকানবী যেমন অগ্নির স্নেহ থেকে মহাদেবের বীর্ষ গ্রহণ করে স্বপ্ন (জর্জিরেত) নামক পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, কৃতদ্যুতিও তেমন

অগ্নিগার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রসাদে তৎক্ষণাত্ চিত্রকেতুর বীর্ষ ধারণ করে গর্ভবতী হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, শুরসেন যেনে অধিপতি রাজ্য চিত্রকেতুর বীর্ষ ধারণ করে, রাজ্যমহিষী কৃতদ্যুতির যে গর্ভ হয়েছিল, তা শুক্রপাকের চক্রে মতো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন, স্বপ্নময় রাজ্যের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। সেই সংবাদ শ্রবণ করে শুরসেন (শশবাসীরা) অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং জ্ঞান করে ওঠি হয়ে অলঙ্কার ধারণপূর্বক বেশী প্রাণপণের দ্বারা কুমারের আশীর্বাদ বাকী পাঠ এবং জাতকর্ম সম্পন্ন করিয়েছিলেন। রাজা সেই অনুষ্ঠানে কোদানন্দকবী ব্রাহ্মণের বর্ণ, ব্রজত, কন্দ, অলঙ্কার, গ্রাম, অশ্ব, ইত্যাদি প্রভৃতি এবং ছয় অর্ঘ্য (ষাট কোটি) দান করেছিলেন। যথো যেভাবে অলঙ্কারে ভল বর্ণন করে, মহামতি রাজাও সেইভাবে কুমারের বর্ণ, ধন ও আত্ম বৃদ্ধির জন্য সকলকে তাঁদের অভিলষিত বস্তু দান করেছিলেন। পরিত্র ব্যক্তির যেমন কষ্টসহ জন্মের প্রতি দিন দিন স্নেহ বর্ধিত হয়, তেমনই, মহারাজ চিত্রকেতু যা কষ্টে সেই পুত্র লাভ করার ফলে, তাঁর প্রতি তাঁর স্নেহ দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। নিজের মতো বাতা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল। কৃতদ্যুতির সন্তান জন্ম করে তাঁর সপুত্রীদেরও পুত্র জন্মের পরিতাপ উপস্থিত হয়েছিল। পুত্রের লাভের পালন করতে করতে পুত্রবর্তী দ্বারা কৃতদ্যুতির প্রতি চিত্রকেতুর প্রীতি যেমন বর্ধিত হয়েছিল, তেমনই তাঁর অন্যান্য পত্নী বীনের পুত্র ছিল না, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রীতি ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। অন্য মহিষীরা পুত্রহীনা হওয়ার ফলে অত্যন্ত অসুখী হয়েছিলেন। রাজা তাঁদের প্রতি উৎসাহ করার ফলে, তাঁরা স্বর্গীয় নিজেদের দিকার দিতে দিতে অনুতাপ করেছিলেন। পুত্রহীনা ব্রীকে তাঁর গৃহে তার পতি অনুরণ করে এক সপুত্রীয় তাকে লগ্নীর মতো অসম্মান করে। সেই প্রকার ব্রী ভক্ত পাপের জন্য সব্ব্যস্তভাবে নিকমীর। লগ্নীরাও নিঃস্বপ্ন স্বামীকে পরিচর্যা করে স্বামীর কাছ থেকে সন্মান পাবে এবং তাই তাঁদের কোন সন্তান থাকে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা লগ্নীরও লগ্নীর মতো। জতএব, আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।”

খ্রীল শুকনের গোহাত্মী বলতে লাগলেন—“এইভাবে পতির দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এবং কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদ ঘর্ষন করে, কৃতদ্যুতির মনস্কীরা সর্বাংশ দীর্ঘায় দৃষ্ট হতে লাগলেন, যা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। কখন তাদের বিবেক বৃদ্ধি পেলে তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত কঠোর হনন হয়ে এবং তাদের প্রতি রাজার অনুরাগ সত্য করতে না পেরে, তারা অবশেষে কুমারকে বিষ প্রদান করেছিল। রাজার মনস্কীরা যে তাঁর পুত্রকে বিষ প্রদান করেছে মহারাজী কৃতদ্যুতি সেই কথা জানতে পারেননি। তাঁর পুত্রকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন বলে মনে করে, তিনি গৃহে নিদ্রা করছিলেন। তাঁর পুত্রকে যে মৃত্যু হয়েছে, সেই কথা তিনি বুঝতে পারেননি। পুরা লক্ষণ ধরে নিশ্চিত আছে বলে মনে করে, অত্যন্ত কৃতদ্যুতি মহারাজী কৃতদ্যুতি স্বামীকে আদেশ দিয়েছিলেন, ‘হে ভগ্নে, আমার পুত্রকে আমার কাছে নিয়ে এসো।’ স্বামী শরিত বালকের কাছে গিয়ে দেখল যে, তাঁর চক্ষু উন্মত্ত হয়ে আছে। তাঁর দেখে স্বামীর লক্ষ্য নেই। একে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ভক্ত হয়ে গেছে। তখন সে বুঝতে পারলে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তা দেখে, ‘হায়, আমার সর্বনাশ হয়েছে’ এই বলে আত্মনন্দ করে সে ভূমিতে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। স্বামী অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তাঁর কুমারের দ্বারা বন্ধে আঘাত করতে করতে উচ্চস্বরে চিৎকার করছিল। তাঁর সেই চিৎকার শুনে রাজী তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্রের কাছে এসে মহাশা তাকে মৃত দেখতে পেলেন। গভীর শোক তখন রাজীর বেশ এবং বসন বিকল হয়েছিল এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, সেই উচ্চ ক্রন্দন যদি শ্রবণ করে পুরবাসী স্ত্রী-পুংসব সকলেই সেখানে এসেছিল এবং তাঁদের মতো মূর্ছিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করেছিল। বিষ প্রদানকারী রাজীরাও তাদের অপরাধ ভালাভাবে জেনে কপটভাবে ক্রন্দন করেছিল। রাজা চিত্রকেতু হখন শুধলেন যে, সম্রাট কারণে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তখন তিনি শোক প্রায় অসহ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহের ফলে, তাঁর শোক অসহ্য ভাবে মতো বর্ধিত হয়েছিল। তাকে দেখতে গিয়ে তিনি সান বাত ভূমিতে স্থানিত এবং পতিত হতে লাগলেন।

মন্ত্রী আমি রাজকর্মচারী এবং দ্রাক্ষণের দ্বারা পরিপূত হয়ে, তিনি বিকীর্ণ কেশ এবং বিকল বসনে মৃত বালকের পদমূলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রাজা হখন তাঁর চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর চক্ষু অসহ্য হয়ে উঠেছিল এবং তিনি কিছুই বলতে সমর্থ হনেন না। পরিত্যক্ত শোকসন্তপ্ত এবং শব্দের একমাত্র পুত্রকে মৃত দেখে, রাজী নানানভাবে বিলাপ করেছিলেন। তা শুনে সম্রাটপুত্রবাসী, অমাত্যবর্গ এবং দ্রাক্ষণের হৃদয়ের বেদনা বর্ধিত হয়েছিল। রাজীর উদ্ভূত কেশপাশ থেকে ফুলের মল্যগুলি পড়ে গিয়েছিল। তাঁর অঙ্গ চোখের কালক বিলাপিত করে তাঁর কুমকুম-সজ্জিত স্তনযুগলকে সিক্ত করেছিল। পুত্রলোকের তাঁর উচ্চ ক্রন্দন কুরদী পাবির মধুর স্বরের মতো শোনাতিল।”

“হে বিধাতা, তুমি সৃষ্টির বিষয়ে নিশ্চয় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ, কারণ তুমি পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যুকাল নিজ সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত কর করেছ। তুমি যদি এইভাবে বিপরীত আচরণই করতে চাও, তা হলে তুমি নিশ্চয় তাদের প্রতি কৃপালু নও, তুমি তাদের শত্রু। হে ভগবান, তুমি বলতে পার যে, পুত্র জীবিত থাকতেই পিতার মৃত্যু হবে এবং পিতা জীবিত থাকতেই পুত্রের জন্ম হবে, এই রকম কোন নিয়ম নেই, কারণ সমস্তেরই কর্ম অনুসারে জন্ম-মৃত্যু হয়। কিন্তু কর্ম যদি এতই অশল হয় যে, জন্ম এবং মৃত্যু তার উপর নির্ভর করে, তা হলে নিয়ম বা ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি বল যে, নিয়মের প্রয়োজন রয়েছে কারণ জড় প্রকৃতির সঙ্গে থেকে সঞ্চিত হওয়ার ক্ষমতা নেই, তার উত্তরে তা হলে বল বায় যে, তুমি যে স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করেছ তা তুমি কর্মের দ্বারা ছিন্ন কর এবং তা হলে স্নেহের ফলে এই প্রকার দুঃখ দর্শন করে কেউই আর সন্তানদের প্রতি স্নেহ করবে না, পক্ষান্তরে তারা তাদের সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করবে। যে স্নেহের বশে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়, যেহেতু তুমি সেই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছ, তাই তুমি অনভিজ্ঞ এবং নির্বোধ।”

“হে বৎস, আমি অসহায় এবং অত্যন্ত কাণ্ডারা। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। তোমার শোকসন্তপ্ত

শিতাকে দেখ। আমি অসহায়, কারণ পুত্র না থাকলে আমাদের বৌর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সেই যন্ত্রণার মরক থেকে উদ্ধারের তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি তুমি নির্ভর আমার সঙ্গে আর অধিক দূরে যেও না। হে প্রিয় পুত্র, তুমি অসহায় হয়েছ। এখন শুভ। তোমার বেলায় সর্বাঙ্গ তোমাকে কেলেতে জড়াবে। তুমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুঃখিত। উঠে তখন পান কর এবং আমাদের শোক দূর কর। হে প্রিয় পুত্র, আমি অসহায় অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ আমি আঁক তোমার সুন্দর মুখমণ্ডলে মধুর হাস্য সঞ্চিত করতে পারব না। তা হলে কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে

তোমার ছায়া ভেঙে গিয়ে থাকে না। হে প্রিয় পুত্র, আমি ছায়া তোমার ছায়াটুকু মধুর হাস্য প্রদেতে পার না।”

খ্রীল শুকনের গোহাত্মী বললেন—“এইভাবে মৃত পুত্রের জন্য বিলাপকারীরা পৃথিবী সত্তে রাজা চিত্রকেতু যদি উচ্চস্বরে শোক করতে লাগলেন। এইভাবে রাজা ও রাজী ক্রন্দন করতে লাগলেন, তাঁদের ক্রন্দন নরনারী সকলেই শ্রবণ করেছিল। এই প্রকারিক দুঃখিনীর সমস্ত নগরবাসী শোকে অচেতনপ্রায় হয়েছিল। মহর্ষি অগ্নিবা যখন জানতে পারলেন যে, রাজা শোকসন্তপ্তে নির্ভাঙ্কিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছেন, তখন তিনি নারদ মুনি সহ পৈথানে গিয়েছিলেন।”

◆ ◆ ◆

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাজা চিত্রকেতুকে নারদ ও অগ্নির উপদেশ

খ্রীল শুকনের গোহাত্মী বললেন—“শোকসন্তপ্ত রাজা চিত্রকেতু তাঁর পুত্রের মৃত্যুসংস্কার পাশে আর একটি মৃতসংস্কার মতো পড়ে ছিলেন। তখন মহর্ষি নারদ এবং অগ্নিবা তাঁকে আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্চর্কে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। হে রাজেন্দ্র, যে মৃত বালকের জন্য তুমি এইভাবে শোক করছ, সে তোমার কে? তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি বলতে পার এমন তুমি তাঁর পিতা এবং সে তোমার পুত্র, কিন্তু তুমি কি মনে কর তোমাদের এই সম্পর্ক পূর্বে ছিল? এখনও কি রয়েছে? ভবিষ্যতে কি তা থাকবে? হে বালক, তোমাদের বোম্ব বাজুকারাণি কখনও একত্রিত হয় এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনিই কালের প্রভাবে জড় দেহকারী জীবনের কখনও মিলন হয় এবং কখনও বিচ্ছেদ হয়। ভবিষ্যতে বীজ বপন করলে কখনও তা বাহ্যিক হয়, কখনও হয় না। কখনও জমি উর্বর না হওয়ার ফলে বীজ বপন নিরর্থক হয়। তেমনিই কখনও সম্ভাব্য পিতা ভগবানের মায়ায় দ্বারা সঞ্চিত হয়ে সন্তান লাভ করে

এবং কখনও করে না। তাই এই দুঃখের শিত্তরের সম্পর্কের জন্য শোক করা উচিত নয়, যা চরম ভগবানের দ্বারা নিবন্ধিত হয়। হে রাজেন্দ্র, তুমি এবং আমরা—তোমার উপদেশমণ্ড, তোমার পত্নী এবং স্ত্রীপুংসব এবং চন্দ্রের সমস্ত স্রবণ এই যে এক কঠোর কালে রয়েছে, তা এক অমিত্য পরিস্থিতি। আমাদের জন্মের পূর্বে তা ছিল না এবং মৃত্যুর পরেও তা থাকবে না। তাই বর্তমানে আমাদের যে দ্বিষ্ট, তা মিথ্যা না হলেও ভ্রমিত। সমস্ত জীবের উচ্চ ভগবান অবশ্যই এই ভ্রমিতা জড় ভগবানের সৃষ্টির কাণ্ডারে নিরূপক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সন্তানের তটী বসন্ত হেনন তোমার ছলে কিছু তৈরি করে, ভগবানও তেমনি সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে সৃষ্টি, দ্বিষ্ট এবং সংস্কার-কর্ম সম্পাদন করেন। পিতাদের সমস্ত উৎসাহের কারণে জন্মিত যেকোনো সৃষ্টি করলে, রাজাদের দ্বারা তিনি পালন করেন এবং সর্প আমি মৃত্যুবৃত্তের মাধ্যমে সংস্কার করেন। সৃষ্টি, পালন এবং নিয়ন্ত্রণ এই ত্রিবিধিদের কোন স্বতন্ত্র নেই, কিন্তু

মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে তখন নিজেরের স্ত্রী, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলে মনে করে। হে রাজন, একটি বীজ থেকে বেকন আর একটি বীজ উৎপন্ন হয়, তেমনি একটি দেহ (পিতার দেহ) থেকে অন্য একটি দেহের (মাতার দেহের) মাধ্যমে আর একটি দেহের (পুত্রের দেহের) জন্ম হয়। জড় দেহের উপাদানগুলি যেমন নিম্ন, তেমনি এই সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে প্রস্তুত হয় যে জীব দেহে নিত্য। যারা উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন নয় তারা এই জ্ঞান এবং ব্যক্তি, এই ধরনের সমষ্টি ও ব্যক্তি বিতর্ক সৃষ্টি করে।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“এইভাবে নরদেহ মুনি এবং অসুরা দ্বিবি উপদেশে জ্ঞান লাভ করে রাজা চিত্তকেতু আশ্বাসিত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর ইন্ডের দ্বারা তাঁর মনকে যুগ্ম পথিমার্গে করে বারোছিলেন—হে মহাপুরুষ! অবশ্যই বেশে আত্মগোপন করে এখানে সমাপ্ত আপনাকে দুজন কে? আমি দেখছি যে আপনাকে মহাজ্ঞানী এবং মহৎ থেকেও অতিরিক্ত মহৎ। বৈষ্ণবের পদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে রাজ্যপেরা তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। কখনও কখনও তাঁরা উদ্ভাসের মতো বেশ গ্রহণ করে, আপনাকে মতো বিদ্যমানত মূর্তির অজানত দুই করার জন্য এই পৃথিবীতে যথেষ্টভাবে বিচলন করেন। হে মহাপ্রাণ, আমি চানছি অজানাচ্ছ জীবনের জ্ঞান উপদেশ করার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধ মন্তব্যাদি পৃথিবীতে বিচলন করেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছে সনৎকুমার, নরদ, কতু, অসুরা, দেবল, অসিত, অপ্যাক্ততম (ব্যাসদেব), মার্কণ্ডেয়, গৌতম, বসিষ্ঠ, ভগবান পরশুরাম, কপিল, তকদেব, দুর্বাসা, মাধবক্য, জাতকর্ণ, অরুণি, রোমশ, চাকন, মল্লভায়ে, জমসুরি, পাতঞ্জলি, বেদশিরা, অম্বি (হোম), মুনি পঞ্চশিখ, হিরণ্যন্যত্র, কৌশল্য, প্রত্যয়ত এবং কতকজ, আপনাকে লিখিয়ে তাঁদের মধ্যে কেউ করেন। আপনাকে দুজন মহাপুরুষ, তাই আপনাকে আমাকে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করতে সমর্থ। আমি শ্রুত, কৃত্রিম আমি প্রামাণ্যের মতো যুক্তি এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন। তাই দয়া করে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে আমাকে উদ্ধার করুন।”

অসুর বললেন—“হে রাজন, তুমি যখন পুত্র কামনা করেছিলেন, তখন যে তোমাকে পুত্র প্রদান করেছিল,

আমিই সেই অসুরা আমি। আর আমি সাক্ষ্য প্রকার পুত্র দেবর্ষি নরদ। হে রাজন, তুমি ভগবানের পবন ভক্ত। তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এইভাবে জড়-জাগতিক বিষয়ের কতিপয় মোহাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার জন্যে তুমি যে পোত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছ, তা থেকে উদ্ধার করার জন্য আমরা যুক্তন এসেছি। যারা অন্ধকারে তাঁদের জড়-জাগতিক লাভে অথবা কতিপয় প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। আমি যখন পূর্বে তোমার গৃহে এসেছিলাম, তখনই আমি তোমাকে দিবা জ্ঞান দান করতাম, কিন্তু আমি যখন দেখলাম তোমার মন অন্য বিষয়ে আসক্ত রয়েছে, তখন আমি তোমাকে কেবলমাত্র একটি পুত্র প্রদান করেছিলাম, যে তোমার হর্ষ ও বিবাসের কারণ হয়েছে। হে রাজন, এখন তুমি নিজের পুত্রবানদের দৃষ্টি অনুভব করছ। হে শ্রুতসম-পতি, শ্রী, গৃহ, ধন, রাজস্বর্ষ, বিনিম সম্পদ এবং ইন্দ্রিয়ের বিব-এ সমস্ত অনিত্য। রাজ্য, সামরিক শক্তি, ধনাগর, ভূত, অমাত্য, আত্মীয়-বন্ধন—এরা সকলেই ভয়, মোহ, লোক এবং দুঃখের কারণ। এরা পঙ্কজ-নগরের মতো অর্থাৎ অগ্নির মতো ধ্বংসের জন্য সৃষ্ট এক বিশাল প্রাণ্যের মতো। সেগুলি যন্ত্র, মায়্যা এবং কলনের মতো অশস্যারী। শ্রী, সন্তান, সম্পত্তি—এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুগুলি অগ্নির মতো এবং ক্ষয়কল্পিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি, তার কোন বাস্তব সত্তা নেই। কিছুক্ষণের জন্য তা দৃষ্ট হয় এবং তারপর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমরা এই প্রকার কলন সৃষ্টি করি এবং সেই অনুসারে পুনরায় কর্ম করি। লেখনিম্নী জীব পঞ্চ মহাজড়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন সমন্বিত মেহে মগ্ন থাকে। মনের মাধ্যমে জীব আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার ক্রম ভোগ করে তাই মেহ সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস। অতএব, হে রাজা চিত্তকেতু, সাবধানতা সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। অর্থাৎ তুমি কি দেহ, মন না আত্ম, সেই কথা যোগ্যত চেষ্টা কর। বিচার করে দেখ তুমি কোথা হতে এসেছ এবং এই দেহ জাগ্রত করার পর তুমি কোথায় যাবে এবং কেন তুমি জড় শোকের কলিত হও। এইভাবে তুমি তোমার প্রকৃত স্থিতি জানার চেষ্টা কর, তা হলে তুমি

তোমার অন্তর্গত আর্মান্তিক পথিভাগ করতে পারবে। তখন এই জড় ভগ্ন এবং কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত নয় যে সমস্ত বস্তু তাদের নিজস্ব বলে মনে করার যে বিচার, সেই বিচারও তুমি পরিত্যাগ করতে পারবে। এইভাবে তুমি শান্তি লাভ করতে পারবে।”

মহর্ষি নরদ বললেন—“হে রাজন, তুমি সংযত হয়ে আমার কাছ থেকে এই পদ্য শ্রোয়াম্বদ গ্রহণ কর।

যা প্রচণ্ড করলে সাত ক্রতির মতো ভগবান সর্বদশকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারবে। হে রাজন, পুরাকালে ভগবান শিব এরা জ্ঞানী দেবতার সঙ্গসংগে শ্রীপদপথে শব্দ প্রদান করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা সংস্পর্গে বৈতরণ্য থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে জড়নীয় এবং অমর্ত্যত্বের মর্ত্যতা লাভ করেছিলেন। তুমিও শীঘ্রই সেই পদ্য লম লাভ করবে।”



ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের সঙ্গে রাজা চিত্তকেতুর সাক্ষাৎকার

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে মহাপ্রাণ পরীক্ষিত, দেবর্ষি নরদ যোগবলে সূত রাজপুত্রকে পোকাকুল আত্মীয়বন্ধনদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে বলেছিলেন—হে জীকজ্ঞা, তোমার মঞ্চ হোক। তোমার পোকে অত্যন্ত পবিত্র তোমার মাতা-পিতা, মূল ও আত্মীয়বন্ধনদের দর্শন কর। যেহেতু তোমার অসংলগ্ন হওয়ে, তাই তোমার আত্ম এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অতএব তুমি পুনরায় তোমার দেহে প্রবেশ করে বন্ধুবন্ধন এবং আত্মীয়বন্ধন পরিদৃষ্ট করে অবশিষ্ট আত্মা ভোগ কর। তোমার পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন এবং সমস্ত ঐশ্বর্য গ্রহণ কর।”

নরদ যুনির যোগবলে জীবিতা কিছুকালের জন্য তাঁর মৃত শরীরে পুনঃপ্রবেশ করে, নরদ যুনির অনুযোগের উত্তরে বলেছিলেন—“আমি জ্ঞানীর কর্মের ফলে এক দেহ থেকে আর এক দেহে মোহাবর্তিত হচ্ছি। কখনও দেবধোনিতে, কখনও নিরন্তরের পণ্ডিতানিতে, কখনও বৃক্ষলতারূপে এবং কখনও মনুষ্য-ধোনিতে ভ্রমণ করছি। অতএব, কেন কখনও এরা আমার আত্ম-পিতা ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে কেউই আমার মাতা-পিতা নন। আমি কিভাবে এই দুই ব্যক্তিকে আমার পিতা এবং মাতারূপে গ্রহণ করতে পারি? সমস্ত জীবনের নিম্নে নদীর মতো

প্রবাহমান এই জড় জগতে সবলেই কালের প্রভাবে পরস্পরে বদ্ধ, আত্মীয়, শত্রু, নিরপেক্ষ, মিত্র, ঈর্ষান্বিত, মিত্রবী আদি ক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। এই সমস্ত সম্পর্ক সর্বত্র কেউই প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। বর্ষ যদি ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু যেমন একজনের কাছ থেকে অন্য এক জনের কাছে স্থানান্তরিত হয়, তেমনি জীব জন্ম কর্মবলের হস্তাবে একত্র পর এক বিভিন্ন প্রকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন ধোনিতে সঞ্চারিত হয়ে ক্রমোত্তরে সর্বত্র পরিভ্রমণ করে। অতঃপর সর্বত্র জীব অনুভব যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং ক জীব পণ্ড যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদিও উভয়েই জীব, তবুও তাদের সম্পর্ক অনিত্য। একটি পণ্ড কিছুকালের জন্য কোন মানুষের অধিকারে থাকতে পারে এক ভরণের সেই পণ্ডটি অন্য কোন মানুষের অধিকারে হস্তান্তরিত হতে পারে। কখন পণ্ডটি চলে যায়, তখন আর পূর্বে মালিকের তার উপর মহত্ব থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডটি তার অধিকারে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি তার মহত্ব থাকে, কিন্তু পণ্ডটি বিক্রি করে দেওয়ার পরে, সেই মহত্ব শেষ হয়ে যায়। এক জীব যদিও দেহের ভিত্তিতে অন্য জীবের সঙ্গে সাক্ষ্য যুক্ত হয়, তবু সেই সম্পর্ক অস্থায়ী, বিচ্ছিন্ন জীব নিত্য।

প্রকৃতপক্ষে যেহেতু জ্ঞান হয় অথবা মৃত্যু হয়, জীবের হয় না। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জীবের জ্ঞান হয়েছে অথবা মৃত্যু হয়েছে। তথাকথিত নিত্য-মাতার সঙ্গে জীবের প্রকৃত কোন সম্পর্ক নেই। বচস্প পর্যন্ত সে তার পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ কোন বিশেষ পিতা এবং মাতার পুত্র বলে নিজেকে মনে করে, ততক্ষণ পর্যন্তই সেই নিত্য-মাতা প্রকৃত পরীক্ষার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে। এইভাবে সে সন্তোষাবে নিজেকে তারের পুত্র বলে মনে করে তামের প্রতি ব্রহ্মপুত্র আচরণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তখন এই সম্পর্কের ভিত্তিতে সন্তোষাবে হর্ষ এবং বিষাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। জীব নিত্য এবং অনিশ্চয়, কারণ তার আমি নেই এবং তুমি নেই। তার কখনও জন্ম হয় না অথবা মৃত্যু হয় না। সে সর্বপ্রকার যেহেতু মূল কারণ, তবু সে কোন হেতুর অন্তর্ভুক্ত নয়। জীব এতই মহিমামণ্ডিত যে, সে গুণগতভাবে ভগবানের সমান। কিন্তু যেহেতু সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই সে ভগবানের বহিরাঙ্গা শক্তি মাথার দ্বারা মোহিত হতে পারে এবং তার ফলে সে তার বাসনা অনুসারে নিজের জন্য বিভিন্ন ফলস্বরূপ সৃষ্টি করে। এই আশ্বাস কেউই শ্রিয় বা অশ্রিয় নয়। সে আপন এবং পারের পার্থক্য মর্শন করে না। সে এক, অর্থাৎ সে শব্দ অথবা মিত্র, প্রজ্ঞাভক্তি অথবা অনিষ্টকারীর ঐক্য ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সে কেবল অন্যের গুণের দৃষ্ট অর্থাৎ সাক্ষী। পরম স্বরূপ (আত্মা) কর্তৃক ও তারের স্রষ্টা, কর্মফল-জনিত সুখ এবং দুঃখ গ্রহণ করেন না। জড় মেহ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং যেহেতু তাঁর জড় পরীর নেই, তাই তিনি সর্বদা নিরপেক্ষ। জীব তাঁর বিভিন্ন অঙ্গে হওয়ার ফলে, তাঁর গুণগুলি অত্যন্ত অসমমাত্রায় জীবের মধ্যেও রয়েছে। তাই শোকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।”

শ্রীম গুরুদেব গোন্ধারী বললেন—“মহাত্মা চিত্রকেতু পুত্ররূপী জীব এইভাবে বলে চলে গেলে, চিত্রকেতু এবং মৃত ফলকের অন্যান্য অস্থির-বস্তুদেরা অত্যন্ত বিমিত হইয়াছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের ব্রহ্মরূপ শূন্য হইয়া গেল। শোক পরিভাষা করেছিলেন। আত্মীয়স্বজনেরা মৃত খালকের দেহটির দৃষ্টি সংস্কার

সম্পন্ন করে শোক, মোহ, ভয় এবং দুঃখ প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ মেহ পরিভাষা করেছিলেন। এই প্রকার মেহ পরিভাষা করা অত্যন্ত ভিত্তি, কিন্তু তাঁরা অন্যভাবে তা করেছিলেন। মহারাণী কৃতদ্যুতির সপত্নীরা দ্বারা নিত্যটিকে বিশ্ব প্রদান করেছিল, তারা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল এবং সেই পাপের ফলে হতশ্রু হইয়াছিল। হে রাজন, অশ্রির উপদেশ শ্রবণ করে তারা পুত্র কান্দা পরিভাষা করেছিল। ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে তারা যমুনার জলে স্নান করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। ব্রাহ্মণেরা অশ্রি এবং নরপ মুনির উপদেশে রাজা চিত্রকেতু পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হস্তী যেমন সরোবরের পান থেকে নিশিত হয়, রাজা চিত্রকেতুও তেমন পূর্ণরূপে অন্ধকূপ থেকে নিগত হইয়াছিলেন। তারপর রাজা যমুনার জলে বিধিপূর্বক স্নান করে সেবা এবং পিতৃদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত গভীরভাবে তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করে হাজার দুই পুত্র অশ্রি এবং নারদের বন্দনা করেছিলেন এবং প্রণাম করেছিলেন। তারপর, ভগবান নরপ শরণাগত চিত্রকেতুর তত্ত্ব চিত্রকেতুর প্রতি আত্মত্ব প্রদত্ত হইয়া, তাঁকে এই দিব্য জ্ঞান উপদেশ করেছিলেন।”

“(নরপ মুনি চিত্রকেতুকে এই মন্ত্রটি প্রদান করেছিলেন।) হে প্রজ্ঞাশালী ভগবান, আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে বাসুদেব, আমি আপনায় ঝান করি, হে প্রসাদ, অশ্রি এবং সন্তোষ, আমি আপনাদের আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে চিত্র-শক্তির উৎস, হে পরম আনন্দময়, হে আশ্রয়, হে শাস্ত্র, আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম সত্য, হে এক এবং অবিভীর্ণ, আপনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে উপলব্ধ হন এবং তাই আপনি সত্য জ্ঞানের উৎস। আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আপনার স্বরূপগত অনন্তের অনুভূতির দ্বারা সর্বদা আমার চরিত্রের অর্পণ। তাই, হে প্রভু, আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমগ্র ইন্দ্রিয়ার অধিকারী হইয়াছেন, আপনি অনন্ত মূর্তি ও মহান এবং তাই আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। বচ জীবের বাণী এবং মন ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে না,

কারণ জ্ঞান নাম এবং রূপ সম্পর্কিত চিন্তা ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি সমস্ত মূল এবং মূল স্বরূপের স্বর্গাধীশ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর আর একটি রূপ। তিনি আমাদের রক্ষা করুন। মৃত্যু লাভ যেমন মৃত্যু থেকে উৎপন্ন হয়ে মৃত্যুতেই অবস্থান করে এবং তেজস্ গোলা পুনরায় মৃত্যুতেই লীন হয়, তেমনই এই জগৎ পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, পরমাত্মকে অবস্থান করেছে এবং সেই পরমাত্মকেই বিলীন হইয়া থাকে। হতঃপ্রব, ভগবান যেহেতু সেই ব্রহ্মেরও কারণ, আমরা তাঁকে আমাদের সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। ব্রহ্ম ভগবান থেকে উদ্ভূত এবং আকাশের মতো ব্যাপ্ত। যদিও জড় পদার্থের সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ নেই, তবু তা সব কিছুকে অন্তরে একত্র করিয়া ধারণ করে। হন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না বা জানতে পারে না। তাঁকে আমি আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। সৌহ যেমন অধির সংস্পর্শে তত্ত্ব হয়ে অন্য স্বরূপে দলন করার সামর্থ্য লাভ করে, তেমনই সেই, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, জড় হলেও ভগবানের চৈতন্য আশ্রয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নিজ নিজ কর্মে মগ্ন হইয়া থাকে। অধির দ্বারা তত্ত্ব না হলে সৌহ যেমন দলন করতে পারে না, সেহে ইন্দ্রিয়গুলিও তেমন পরমাত্মকে দ্বারা অনুবর্তিত না হলে কর্ম করতে পারে না।”

“হে গুণাতীত ভগবান, আপনি চিত্র-স্বরূপের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজ করেন। আপনার পাদপদ্ম-মূল সর্বদা সর্বোচ্চ সত্যের কলকলি-সদৃশ হইয়া থাকে সর্বদা। আপনি বৈষ্ণবপূর্ণ ভগবান। পুত্রস্বরূপে আপনি পরমপুত্র বলে কর্তব্য করা হইয়াছে। আপনি পরম পূর্ণ এবং সমস্ত যোগ-বিভূতির অধিপতি। আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীম গুরুদেব গোন্ধারী বললেন—“চিত্রকেতু সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হইয়াছিলেন বলে, নরপ মুনি তাঁকে শিষ্যত্ব স্বরূপ করে, তাঁর গুরুরূপে এই বিদ্যা উপদেশ দিইয়া মহর্ষি অশ্রির সঙ্গে ব্রহ্মার লোকে গমন করেছিলেন। চিত্রকেতু কেবল জলপান করে, অতি সাধারণতঃ সহকারে নরপ মুনি দেওয়া সেই মন্ত্র এক মন্ত্রই ধরে জল করেছিলেন।”

“হে মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত, চিত্রকেতু তাঁর গুরুদেব

কাহ্ন থেকে প্রাপ্ত সেই মন্ত্র তেজস্বীর সন্তান জল পান করলে, সেই মন্ত্রের পৌরী ফলস্বরূপ বিদ্যাধর-লোকের আশ্রিত। লাভ করেছিলেন। তারপর, কয়েক দিনের মধ্যে সেই মন্ত্র সাধনের ফলে, চিত্রকেতুর মন নিত্য জ্ঞানের প্রভাবে সর্বদা হইয়াছিল এবং তিনি দেবদেব অনন্তমোহের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। ভগবান অনন্ত পৈতের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে উপলব্ধ হইয়া চিত্রকেতু মেহছিলেন হে, তাঁর অন্ধকারি শেতলতার মধ্যে গুহ, তিনি নীলাধর পরিহিত এবং অতি উজ্জ্বল মুকুট, কেতুর, কটিসূত্র এবং কঙ্কণে সুশোভিত। তাঁর বৃক্ষমূল প্রকার দাঁড়িয়ে উদ্ভাসিত এবং তাঁর নরম অঙ্গবর্ণ। তিনি সমস্তময় আদি মৃত পুত্রস্বরূপে পরিবৃত। ভগবানকে লক্ষ্য করা মাত্রই মহারাষ্ট্র চিত্রকেতুর সমস্ত শাপ বিবর্তিত হইয়াছিল এবং তাঁর গুরুত্বকরণ নির্ভল হওয়ার ফলে তিনি তাঁর বরুণগত কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি মৌনভাবে প্রোক্ষ বর্ষণ করতে করতে হর্ষ রোমাঞ্চিত হইয়া, ঐকান্তিক ভক্তি সৎকারে আদি পুত্রস্বরূপে প্রণাম করেছিলেন। চিত্রকেতু তাঁর প্রোক্ষ দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম-ভালের আসন বার বার অভিষিক্ত করতে লাগলেন। প্রেমের পদপদ্ম-কন্ঠে ভগবানের উপযুক্ত প্রার্থনার বর্ষ উচ্চারণ করতে অনন্ত হইয়া, অনেককাল পর্যন্ত তাঁর কব করতে পারলেন না। তারপর, তাঁর কৃষ্ণ দ্বারা মনো কীকৃত করে এক ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যুষ্টি নিরোধপূর্বক পুনরায় স্বরূপিত লাভ করে সেই চিত্রকেতু ব্রহ্মসংহিতা, নারদগুরুদেব আদি ভক্তি-শাস্ত্রের (সংহত সংহিতার) মূর্তরূপ ভগবৎক ভগবানের কব করে হইয়াছিলেন, 'হে অজিত ভগবান, যদিও আপনি অন্যের দ্বারা অজিত, তবু আপনার যে চিত্র তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করেছেন, তাঁর দ্বারা আপনি বিজিত হন। তাঁরা আপনাকে তাঁদের অর্পণে রাখতে পারেন, কারণ যে ভক্তেরা আপনার কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করেন না, তাঁদের প্রতি আপনি অহৈতুকী কৃপাশ্রয়। প্রকৃতপক্ষে সেই নিত্য সত্যের আপনি আশ্রয় করেন, সেই জন্য আপনিও আপনার সেই জড়দের সম্পূর্ণরূপে কীকৃত করেছেন। হে ভগবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ধন ইত্যাদি আপনারই বৈষ্ণব।

ব্রহ্মা আদি অন্যান্য ঈশ্বরগণ আপনাকেই অংশের অংশ। তাঁদের মধ্যে যে সৃষ্টি করার আংশিক শক্তি রয়েছে, তা তাঁদের ইচ্ছার পরিণত করে না। সত্ত্ব ইচ্ছার বলে তাঁদের যে অভিমত, তা বৃথা। এই জগতে সব মানুষ থেকে ওঠ করে বিশাল ব্রহ্মাও এবং সবতর পর্যন্ত সব কিছুকেই আমি, মঞ্চ এবং অস্তে আপনি কর্তৃক রচিয়েছেন। অতঃ, আপনি আমি, অস্ত এবং মধ্য রচিত সনাতন। এই ভিত্তি অবস্থাতেই আপনার অবস্থা উপলব্ধি করা যায় বলে আপনি বিতা। বন্ধন জগতের অস্তিত্ব বাক্যে না, তখন আপনি আদি শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকেন। প্রতিটি ব্রহ্মাও মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মহাকাশ এবং অহঙ্কার—এই সাতটি আয়রণের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং প্রতিটি আয়রণ পূর্ববর্তীটির থেকে দশগুণ অধিক। এই ব্রহ্মাওটি ছাড়া আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাও রয়েছে এবং সেগুলি আপনার মধ্যে পরম্পর মতো পরিভ্রমণ করেছে। তাই আপনি অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ।”

“হে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত বুদ্ধিহীন ব্যক্তির জড় সুখভোগের লিপ্সু এবং দেহ-দেবীর উদাসীন করে, তারা মরণশীল। তাদের পার্শ্বিক প্রবণতায় ফলে, তারা আপনার আরাধনা না করে নগণ্য দেহভোগের উপাসনা করে, তাঁরা আপনার বিকৃতির কলিকাসমূহ। সমস্ত ব্রহ্মাও বন্ধন লাগ হয়ে যায়, তখন দেহতা সহ তাদের প্রকৃত আত্মীয়ও কিন্ট হয়ে যায়, ঠিক ফেলবে হাঙ্গা কবচাচ্য হলে, তাঁর অনুগৃহীত ব্যক্তিরের ভোগ্যসমূহও নষ্ট হয়ে যায়। হে পরমেশ্বর, কেউ যদি জড় ঐশ্বর্যের মাধ্যমে ইঞ্জিরসূত্র ভোগের স্বপ্নাব বশেও সমস্ত জানের উৎস এবং নির্ণয় আপনার উপাসনা করে, তা হলে বহু বীজ থেকে অঙ্কুর জন্ম নে, তেমনই তাঁদেরও আর পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলেই জীবকে জড়-স্বভাব চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু আপনি যেহেতু জড় প্রকৃতির অতীত, তাই যে নির্ণয় করে আপনার সঙ্গ করে সেও জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। হে অজিত, আপনি বন্ধন আপনার শ্রীশাসনকে আপনার লাভের পন্থাকরণ নিতম্ব ভাগবত-ধর্ম বলেছিলেন, তখন আপনার কিছয় হয়েছিল। চতুঃ সনদের মধ্যে জড় বান্দ্যমুক্ত আত্মব্রাহ্মণ জড় কলুষ

থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার আরাধনা করেন। অর্থাৎ, আপনার শ্রীশাসনকেই আশ্রয় লাভের জন্য তাঁরা ভাগবত-ধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন। ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম বিরুদ্ধ ভাবনার পূর্ণ হওয়ার ফলে, সকাহ কর্ম এবং “তুমি ও আমি” এবং “তোমার ও আমার” এই প্রকার বিরুদ্ধ ধারণা সমন্বিত। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগামীদের এই প্রকার বিবম বুদ্ধি নেই। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভাবনাময় এবং তাঁরা সব সময় মনে করেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের। যে সমস্ত নিমন্তরের ধর্ম শরৎসহস্র এবং বোগশক্তি লাভের জন্য সাধিত হয়, তা কম এবং বিরুদ্ধে পূর্ণ হওয়ার ফলে অশুদ্ধ এবং নষ্ট। যেহেতু সেগুলি হিংসাকরণ, তাই সেগুলি অধর্ম পূর্ণ। যে ধর্ম নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ সৃষ্টি করে, সেই ধর্ম কিভাবে নিজের অধ্বা অনোর বহুসংজনক হতে পারে? এই প্রকার ধর্ম অনুশীলন করার ফলে কি কল্যাণ হতে পারে? তার ফলে কি কখনও কোন লাভ হতে পারে? আত্মারোহী হতে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিবে এবং অন্যের কষ্ট দিবে, তারা আপনার ক্রোধ উপাসনা করে এক অধর্ম আচরণ করে।”

“হে ভগবান, আপনার যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবৎস্বীকার মানুষের ধর্ম উপলব্ধি হয়েছিল, সেই দৃষ্টি কখনও জীবনের চরম উদ্দেশ্য থেকে কিলিষ্ট হয় না। যারা আপনার পরিত্যক্তদের সেই ধর্ম অনুশীলন করেন, তাঁরা স্বতন্ত্র এবং জগত সমস্ত জীবের প্রতিই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং তাঁরা কখনও উচ্চ-নিচ বিচার করেন না। তাঁদের বলা হয় অর্থাৎ। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরমেশ্বর ভগবান আপনাকেই উপাসনা করেন। হে ভগবান, আপনার দর্শনে যে মানুষের অধিল পাণ লগ্ন হয়, তা অসম্ভব নয়। আপনার দর্শনের কি কথা, কেবল একবার মাত্র আপনার পবিত্র নাম প্রকাশ করলে, সব চাইতে নিকট চণ্ডাল পর্যন্ত জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। অতঃ, আপনাকে দর্শন করে কে না জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হবে? অতঃ, হে ভগবান, আপনাকে দর্শন করেই আমার অন্তরের সমস্ত পাণ এবং তার ফলস্বরূপ জড় আসক্তি ও কাম্যাসনা অপসারিত হয়েছে। আপনার তত্ত্ব হেবর্ষি দারস যা

দালিগুণের তার কখনও অধ্বা হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর দিকায় কখনই আমি আপনার দর্শন পেলাম। হে ভগবান, এই সংসারে জীবেরা যা আচরণ করে তা আপনার সুবিধিত, কারণ আপনি লক্ষ্যবান। সূর্যের উপস্থিতিতে জোনাকি পোতা যেমন কিছুই প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই, আপনি যেহেতু সব কিছুই জানেন, তাই আপনার উপস্থিতিতে আমার পক্ষে জ্ঞানবান মতো কিছুই নেই। হে ভগবান, আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি, বিধি এবং প্রকারের কর্তা, কিন্তু তারা অত্যন্ত দিব্যাসক্ত এবং সর্বদা ভ্রম দৃষ্টি সমন্বিত, আপনাকে দর্শন করার চক্ তরঙ্গ নেই। তারা আপনার প্রকৃত চক্ অবগত হতে পারে না এবং তাই তারা মনে করে যে, ঐ জড় জগৎ আপনার ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত। হে ভগবান, আপনি পরম পবিত্র এবং বীড়ম্বর্ণপূর্ণ। তাই আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনি চেষ্টা কৃত হলে তারপর ব্রহ্মা, ইহা আমি জড় জগতের অন্যান্য অশ্যাক্তরা তাঁদের নিজ নিজ কর্তব্যে বৃত্ত হয়। জড় প্রকৃতিতে আপনি দর্শন করার পর জ্ঞানেক্ষিতগুলি অনুভব করতে ওঠ করে। আপনার লিঙ্গোদেশে সব জড় ব্রহ্মাও সর্বপের মধ্যে বিরাজ করে। সেই সহস্রশীর্ষ ভগবান আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীম ভগবতের গোপালী বললেন—“হে কৃষ্ণকৌ মহারাজ পরীক্ষিত, বিদ্যাদরপতি চিত্রকোভর তথ্যে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভগবান অনুগ্রহের ভাবে বলেছিলেন, ‘হে রাজন, হেবর্ষি দারস এবং হেবর্ষি ভোগকে আমার সম্বন্ধে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছেন, সেই দিন জানের ফলে এবং আমার দর্শন প্রভাবে তুমি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছ। হৃদয় এবং জগত সমস্ত জীব আমারই প্রকাশ এবং তাঁর আমার থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ সমস্ত জীবের পরমাধ্বা এবং আমি প্রকাশ করি হলে তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমিই প্রকার এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ররূপে স্বকল্প এবং আমিই পরমব্রহ্ম। আমার এই দুটি রূপ—ব্রহ্ম শব্দরূপ এবং বিগ্রহরূপে আমার সচ্চিদানন্দময় তনু আমার লাম্বত স্বরূপ; সেগুলি জড় নয়। বহু জীব এই জড় জগতে সুখভোগের সাধন বলে মনে করে এই জড় জগতে ভোগ্যরূপে ব্যাপ্ত। তেমনই, জড় জগৎ জীবগণের ভোগ্যরূপে ব্যাপ্ত। কিন্তু যেহেতু তারা উভয়েই আমার

শক্তি, তাই তারা আমার দ্বারা ব্যাপ্ত। পরমেশ্বররূপে আমি এই উভয় কর্তারই কারণ। তাই তারা উভয়ই আমার উভয়েই অধ্বাভে অবস্থিত। কোন ব্যক্তি বন্ধন পতীর নিম্নায় নিমিত্ত হয়, তখন সে চিরি, নদী, এমন কি সমগ্র বিশ্ব দ্রব্য হলেও নিজের মধ্যে দর্শন করে, কিন্তু জেগে উঠলে দেখতে পায় যে, সে একটি মানুষরূপে তার শরীরের এক স্থানে আবর্তিত রয়েছে। তখন সে নিজেকে কোন বিশেষ জাতি, পরিবার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তরূপে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। সুদৃষ্টি, বন্ধ এবং ভাগবত—এই অবস্থাপ্রতি ভগবানেরই মাহা মাত্র। মনুষ্যের সর্বদা মনে রাখা উচিত, এই সমস্ত অবস্থার আমি প্রভাবিত হই। আমি সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হই না। যে সর্বদা পরমাধ্বা মাধ্যমে নিমিত্ত কর্তা তার স্বপ্নাবস্থা এবং অস্তিত্ব সুখ ভ্রমতে পারে, আমাকেই সেই পরমব্রহ্ম বলে জানো। অর্থাৎ, জার্মাই সুপ্ত জীবদ্বার কর্তব্যকরণের কারণ। নিমিত্ত অবস্থার মধ্যে দুই বিষয় যদি কেবল পরমাধ্বাই দেখে থাকেন, তা হলে পরমাধ্বা থেকে ভিন্ন জীবাত্মা কিভাবে সেই ব্রহ্মের বিষয় স্বরূপ রাখে? এক কৃতির অভিজ্ঞতা অন্য কৃতি বুদ্ধিতে পারে না। অতঃ, জ্ঞান জীব, যে স্বপ্ন এবং জগত অবস্থার প্রকাশিত জীবাত্মা সত্যকে ভ্রমাসা করে, সে কার্য থেকে পৃথক। সেই জানই হচ্ছে ব্রহ্ম। অর্থাৎ, জ্ঞানবান কলস জীব এবং পরমাধ্বা উভয়ের মধ্যে রয়েছে। অতঃ, জীবও স্বপ্ন এবং জগত অবস্থার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে। উভয় তারই আত্মা অগরিবিত এবং গুণগতভাবে পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক। জীবাত্মা বন্ধন নিজেকে আমার থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, সচ্চিদানন্দময় স্বরূপে সে যে আমার সঙ্গ গুণগতভাবে এক তা বিস্তৃত হয়, তখন তার জড়-জাগতিক সংসার-জীবন ওঠ হয়। অর্থাৎ, আমার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পরিণতি সে শ্রী, পূত্র, বিত্ত ইত্যাদি মৈত্রিক সম্পর্কে সম্পত্তি হয়। এইভাবে সে তার কর্মের প্রভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে এবং এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুতে পরিভ্রমণ করে। বৈদিক জ্ঞান এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারে। শূণ্য ভ্রমণ-কৃতিতে যাবা মনুষ্যজগৎ লাভ করেছে, তাদের পক্ষে তা বিশেষভাবে

সম্ভব। এই প্রকার অনুকূল অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও যে শক্তি তার আশ্রয় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সে স্বর্গলোকে উন্নীত হলেও পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় কর্ম অনুষ্ঠান করার কালে যে মহাক্রম প্রাপ্তি হয় সেই কথা মনে রেখ এবং লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম থেকে যে বিপর্নিত ফল লাভ হয়, সেই কথা মনে করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সক্রিয় কর্মের বাসনা পরিত্যাগ করবেন, কারণ এই প্রকার প্রচেষ্টায় ফলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিঃসমভাবে কর্ম করেন, অর্থাৎ ভগবানের পেপরে মুক্ত হন, তা হলে তিনি জড় জগতের সমস্ত ক্রম থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। সেই কথা মনে করে জ্ঞানীজন জড় বাসনা পরিত্যাগ করবেন। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই সুখ লাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নান্য প্রকার কর্ম করে, কিন্তু তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপ সক্রিয় বলে তা থেকে কখনও সুখ প্রাপ্তি হয় না এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে, সেগুলি মহা দুঃখেরই কারণ হয়।”

“মানুষের হোকা উঠিত যে, তার তানের জড়-জাগতিক অভিজ্ঞতার গর্বে পবিত্র হয়ে কর্ম করে, তাদের

জগত, স্বপ্ন এবং সৃষ্টির অবস্থায় তাদের যে ধারণা তার বিপরীত ফল লাভ হয়। অধিকন্তু তাদের জ্ঞান উচ্চিত যে, জড়বাসীরা পাশ্চাত্যকে জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন এবং তা এই সমস্ত অবস্থায় অতীত। বিবেক বলে বর্তমান জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সমস্ত ফলের আশা পরিত্যাগ করা উচিত। এইভাবে নিজ জ্ঞান লাভ করে এবং উপলব্ধি করে আমার ভক্ত হওয়া উচিত। যারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে চান, তাঁদের কর্তব্য পূর্ণ এবং অংশকণে গুণগতভাবে এক পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবের ভাব ভাঙ্গভাবে নির্বিকল করা। সেটিই জীবনের পরম পুরুষার্থ, তার থেকে দ্রেষ্ট আর কোন পুরুষার্থ নেই। যে যাকন, তুমি যদি জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে প্রজ্ঞা সহকারে আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর, তা হলে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরম সিদ্ধি লাভ করবে।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“ভগবান জগদ্ব্যপ্ত বিদ্যাক্ষা সঙ্করণ এইভাবে চিত্রকেতুকে সিদ্ধি লাভের আশা প্রদান করে, তাঁর সমক্ষেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।”



সপ্তদশ অধ্যায়

চিত্রকেতুর প্রতি পার্বতীর অভিশাপ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“যেদিকে ভগবান অনুভবের অন্তর্হিত হয়েছিলেন, সেই দিকে প্রতি নিবেদন করে রাজা চিত্রকেতু বিদ্যাদেব-পুত্ররূপে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। মুনি, সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা সংস্কৃত হয়ে মহাযোগী চিত্রকেতু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমশ করে আসলেন। তাতে তাঁর কল ও ইঞ্জির অকুশ ছিল। তিনি বিভিন্ন যোগশক্তির সিদ্ধিলাভ সুমেরু পর্বতের উপত্যকায় ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে বিদ্যাদেব-

রায়গণীদের দ্বারা হরিদ্রাময় কীর্তন করিয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। এক সময় রাজা চিত্রকেতু যখন বিষ্ণু প্রদত্ত কীর্তনময় বিমানে অঙ্গুলীকে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি সিদ্ধ এবং চারণগণ পবিত্রবস্ত্র মহাদেশকে দর্শন করেছিলেন। মহাদেব মহর্ষিদের সভায় পার্বতীকে অঙ্কে ধারণ করে তাঁর বাহুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করে ছিলেন। তা দেখে চিত্রকেতু উচ্চস্বরে হাস্য করে যাতে পার্বতীর প্রতিগোচর হয়, এইভাবে বলেছিলেন—মহাদেব

সাক্ষাৎ সোক্তগুণ, দেহধারী জীবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ধর্মের বক্তা। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনি মহর্ষিদের সভায় তাঁর ভাব্য পার্বতীকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করছেন। ভট্টাচার্য মহা-তপস্বী শিব ব্রহ্মচারী ঋষিদের সভায় সভাপতি, অথচ তিনি একজন নির্লজ্জ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে সভার মধ্যে অবস্থান করছেন। সাধারণ মানুষেরাও নির্জন স্থানে তাদের স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে তাদের সন্তুষ্টি উপভোগ করে। কিন্তু মহাদেব মহা-তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষিদের সভায় তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করছেন, এটি বড় আশ্চর্যের বিষয়।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজন, চিত্রকেতুর উক্তি শ্রবণ করে, অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মহাদেব ঈশ্বর হেসে নীরব হয়েছেন এবং তাঁর অন্তর সভাসদগণও কিছু না বলে তাঁর অনুগত হয়েছেন। শিব এবং পার্বতীর প্রভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ চিত্রকেতু কঠোর বাক্যে তাঁদের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর উক্তি মোটেই কঠোরমূল্য ছিল না এবং তাই পার্বতী দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই জিজ্ঞাসা-অতিমাত্রী চিত্রকেতুকে বলেছিলেন, ‘আহা এই ভুঁইসেড়ে ব্যক্তি এখন আমাদের সঙ্গে নির্লজ্জ ব্যক্তির মতগতায় পদ প্রাপ্ত হয়েছে নাকি? এ কি শাসনকর্তা রূপে দণ্ডধারী হয়েছে? এ কি সব কিছু একমাত্র প্রভু? আহা, পদ্মায়ানি ব্রহ্মা, ভূত, নারদ, সম্বন্ধময় প্রমুখ চতুষ্টয়ে, এদের কারোই ধর্মজ্ঞান নেই। বনু এবং কপিলও ধর্মতত্ত্ব ভুলে গেছেন। আমার মনে হয় সেই জনাই তাঁরা দেবদেবের মহাদেবকে এই প্রকার অশোভন আচরণ থেকে নিরত্তর করার চেষ্টা করেনি। এই কত্রিমাধব চিত্রকেতু ধৃষ্টতাপূর্বক ব্রহ্মা অগ্নি স্বেচ্ছামেরও অতিক্রম করে, তাঁরা যার চরণকমল-মূল্য দান করেন, সেই জগদ্ব্যপ্ত পবন ধর্মমূর্তি শিবকে শাসন করেছে, অতএব তাকে অবশ্যই নও বেওয়া উচিত। এই ব্যক্তি তাঁর সাফল্যের গর্বে পবিত্র হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছে। যে সাধুদের দ্বারা পূজিত জ্ঞানানন্দীকির শ্রীশাশনদের আশ্রয় লাভের অবদান, কারণ সে দূর্বিসীত এবং অহঙ্কারে মত্ত। হে উদ্ভূত পুত্র, এখন তুমি পাক্ষপূর্ণ অসুরকুলে অগ্রগ্রহণ কর, যাতে ভবিষ্যতে আর এই সংসারে সাধুদের প্রতি এই প্রকার অপরাধ না কর।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে মহারাজ পার্বতী, এইভাবে পার্বতী কর্তৃক অভিশাপ হয়ে মহাদেব চিত্রকেতু তাঁর বিমান থেকে অবতরণ করে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে পার্বতীকে প্রণাম করেছিলেন এবং তার ফলে পার্বতী দেবী পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।”

চিত্রকেতু বললেন—“হে মাতঃ, আপনি যে আমাকে অভিশাপ প্রদান করলেন, তা আমি আমার অন্তরির দ্বারা গ্রহণ করছি। এই অভিশাপে আমি বিচলিত নই, কারণ মানুষকে তাঁর পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে স্বেচ্ছায় সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন। অগ্নিদার প্রকারে মোহাচ্ছন্ন জীব সসমরগণ অরণ্যে, তার পূর্বকৃত কর্মের ফলে সর্বত্র সর্বদা সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। (অতএব, হে মাতঃ, এই শাপ প্রদান সম্বন্ধে আমার বা আপনাব কোন গোচর নেই।) এই সংসারে স্বয়ং বা শত্রু-মিত্র প্রভৃতি অন্য কেউই সুখ-দুঃখের কর্তা নয়। কিন্তু বরো অজ্ঞ তারা নিজেকে এবং অন্যকে এই সুখ-দুঃখের কর্তা বলে মনে করে। এই সংসার যোগ্যের গুণপ্রবাহ-স্বরূপ। সুতরাং শাপই বা কি আর অনুগ্রহই বা কি? স্বপ্নই বা কি আর নরকই বা কি? চক্ষু সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? কারণ তারদের মধ্যে সেগুলি নিয়ত প্রবাহমান। তাদের কোন বাস্তবিক সম্ভা নেই। পরমেশ্বর ভগবান এক। জড় প্রকৃতির পরিবর্তিত দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি তাঁর মায়ায় হাজ প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। মায়ায় দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে তারা অজ্ঞান হয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কখনও কখনও জ্ঞানের প্রভাবে জীব মুক্ত হয়। নবতর্পণে তারা সুখভোগ করে এবং স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করে। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। তাই কেউই তাঁর প্রিয় বা অপরি, জ্ঞানি বা বন্ধু এবং পর বা অবিদিত নয়। জড় প্রকৃতির প্রতি আসক্তি-রহিত হওয়ার ফলে তাঁর তৎকালিক সুখের প্রতি অনুরাগ অথবা দুঃখের প্রতি রোষ নেই। সুখ এবং দুঃখ উভয়েই অগোচরিক। ভগবান যেহেতু সর্বদা অজ্ঞানময়, তাই তাঁর দুঃখের কোন প্রভুই উঠে না। ভগবান যদিও আমাদের কর্মফল অনুসারে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের প্রতি অনাসক্ত এবং যদিও কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়, তবু তিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা পাপ-পুণ্য প্রভৃতি কর্ম সৃষ্টি করে সুখ এবং দুঃখ, মঙ্গল

এবং অমল, বন্ধন এবং মুক্তি, জন্ম এবং মৃত্যুরূপ সংসারের কলহ হন। হে হস্তা, আপনি আমার প্রতি অনর্থক ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু যেহেতু আমার সমস্ত সুখ এবং দুঃখ আমার পূর্বকৃত কর্মের ফল নির্ধারিত হয়েছে, তাই আমি শাপমুক্তির জন্য আপনার কাছে অনুৰোধ করছি না। আমার বাক্য সত্য হলেও আপনি যে তা অসম্ভব বলে মনে করছেন, সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।”

শ্রীল ওকমের গোপালী বললেন—“হে অগ্নিসুন্দর মহারাজ পরীক্ষিত, শিব এবং পার্বতীকে সন্তুষ্ট করে চিত্রকেতু তাঁর বিমানে অগ্নোহনপূর্বক তাঁদের সমক্ষে সেবার থেকে চলে গেলেন। শিব এবং পার্বতী যখন দেখলেন যে, শাপ প্রকাশ করা সত্ত্বেও চিত্রকেতু ভীত হলেন না, তখন তাঁর আচরণে অত্যন্ত আশ্চর্যবিত হয়ে তাঁরা হেসেছিলেন। তারপর, কেবলি নন্দন, দৈত্য, সিদ্ধ এবং পার্শ্বদের সমক্ষে পরম নতিমূলক শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলছিলেন, ‘হে সুন্দরী পার্বতী, তুমি বৈষ্ণবের মহাশয় নন্দন করলে জে? ভগবান শ্রীহরির দাম্পত্যসঙ্গ হওয়ার কালে তাঁর বধাই মহাশয় এবং তাঁরা বিবরণসুখে সম্পূর্ণ নিশ্চয়। ভগবান নাগায়গের সেবার সর্বজোড়ারে বৃত্ত ভক্তের কলহ জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক, জন্ম, কারণ এই প্রকার ক্ষেত্রের কোন ভাবনার সেবারেই আগ্রহশীল। ভগবানের সঙ্গের প্রভাবেই জীব জড় সেখানে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, অভিশাপ-অন্তঃ, এই সমস্ত দৃষ্টান্ত জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। প্রতিবশত যেমন একটি কুলের মালাকে স্পর্শ করে মনে হয়, অথবা যেনে সুখ-দুঃখের অনুভব হয়, তেমনি এই জড় জগতে অবিবেক-বশত সুখ এবং দুঃখের ভাল এবং বন্ধন বলে মনে করে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য নন্দন করা হয়। শীরা তক্ষি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবের প্রেমময়ী সেবার বৃত্ত, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণজান লাভ করেন এবং এই জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হন। তাই তাঁরা এই জগতের তথাকথিত সুখ বা দুঃখের প্রতি আগ্রহশীল হন না অগ্নি (শিব), ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারস্বর, নারদ আদি ব্রহ্মার

পুত্র, কবিশল এবং দেবতারা তাঁর অংশের অংশ হলেনও, আমায় যদি কতক ইচ্ছাভিমান করি, তা হলে তাঁর কলহ ক্রমে সমর্থ হব না। তিনি কতকই শ্রির বা অশ্রির বলে মনে করেন না। কেউই তাঁর আপন বা পর নয় তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবের আশ্রয় আশ্রা। তাই তিনি সমস্ত জীবের মঙ্গলময় দণ্ড এবং তাঁদের সকলের অশ্রুত শ্রির। এই উপরচিত চিত্রকেতু ভগবানের অত্যন্ত শ্রির ভক্ত। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদলী এবং স্নেহ-যেকপূর্ণ। তেমনি, আমিও ভগবান নাগায়গের অত্যন্ত শ্রির। অতএব এই সমস্ত মহাশয় মহাপুরুষ, ভক্ত, স্নেহ-যেব রহিত, সর্বভূতে সমদলী পুরুষের কার্য নন্দন করে বিধিত হওয়ার কোন কারণ নেই।”

শ্রীল ওকমের গোপালী বললেন—“হে রাজন, পতির কল্য ঋণপূর্বক দেবী উমা চিত্রকেতুর আচরণে বিশ্বাস পরিত্যাগ করে তাঁর মুক্তি স্থির করেছিলেন। পরম ভক্ত চিত্রকেতু পার্বতী দেবীকে প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হলেও তা নেননি। পক্ষান্তরে তিনি দেবী প্রদত্ত শাপই অকস্মত মরতে বীভৎস করেছিলেন এবং শিব ও পার্বতীকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এটিই বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে বুঝতে হবে। দুর্গামাজ (শিবপত্নী ভবনী) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে, সেই চিত্রকেতুই অনুসরণে নিতে জগদ্রহণ করেছিলেন। সিংহাসন ও জীবনে তাঁর স্বভাবিক প্রয়োগে সংযুক্ত হয়েই তিনি জড়ের অনুষ্ঠিত বজ্রাশি থেকে এক অসুর রূপে আবির্ভূত হন এবং তাই তিনি কৃষ্ণপুত্র নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, আপনি যে মহান ভগবতত্ত্ব বৃত্তের অসুর বোনিতে জগদ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনাকে কলার ঢেঁটা করেছি। চিত্রকেতু ছিলেন একজন মহান ভক্ত (মহাশয়)। কেউ যদি তত্ত্ব ভক্তের শ্রীমুখ থেকে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস জ্ঞান করেন, তা হলে তিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন। তিনি প্রাণত্যাগে গাত্রোদ্ধার করে তাঁর কণী এবং জন সংযত করেন এবং ভগবানকে স্মরণ করে চিত্রকেতুর এই ইতিহাস পাঠ করেন, তিনি অন্যায়ের ভগবত্বকে ফিরে যাবেন।”

দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করার জন্য দিতির ব্রত

শ্রীল ওকমের গোপালী বললেন—“অদিতির দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র সনিতার পত্নী পৃথিবী গর্ভে সাবিত্রী, বাহুতি ও হরী, এই তিন কন্যা এবং পাঁচজন মহাশয়, অধিহোত্র, পণ্ড, লোম ও চাক্ষুস্য নামক পুত্র সকলের জন্ম হয়। হে রাজন, অদিতির তনু নামক ষষ্ঠ পুত্রের পত্নী সিদ্ধির গর্ভে মহিমা, বিতু এবং প্রভু নামক তিন পুত্র এবং অশী নারী এক অতি সুশীলা পরম সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অদিতির সপ্তম পুত্র খাতার কুতু, নিনীকালী, রাক্ষ ও অনুষ্ঠিত নারী সার পত্নী ছিলেন। তাঁরা বধাক্রমে সারম, সর্প, প্রাত্য ও পূর্ণমাস নামক চার পুত্র প্রসব করেছিলেন। অদিতির ঊন্থর পুত্র বিধাতার ক্রিয়া নারী ভার্যার গর্ভে পুরীষ নামক পাঁচজন অগ্নিসেবকে জন্ম হয়। অদিতির নবম পুত্র বরুণের পত্নীর নাম ছিল চরণী। ব্রহ্মার পুত্র ভূত ও তাঁর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। বরুণের বীর্বে একটি কন্যাক থেকে মহাবোলা বান্দীকি জন্মগ্রহণ করেন। ভূত ও বান্দীকি বরুণের বিশিষ্ট পুত্র, কিন্তু অশক্ত এবং বসিষ্ঠ ঋষি ছিলেন মিত্র (অদিতির দশম পুত্র) এবং বরুণের সাধারণ পুত্র। বরুণের অলরা উর্বরীকে নন্দন করে মিত্র এবং বরুণের বীর্ষ স্থলিত হলে, তাঁরা সেই বীর্ষ একটি কুন্তের মধ্যে স্থাপন করেন। সেই কুন্ত থেকে অগস্তা এবং বসিষ্ঠ— এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁরা মিত্র এবং বরুণের সাধারণ পুত্র। মিত্র তাঁর পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, জরিত এবং শিহন নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, অদিতির একাদশতম পুত্র দেবরাজ ইন্দ্রের পৌলোমী নারী পত্নীর গর্ভে জয়ক, স্ববন্ত, বীতু—এই তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কথা আমায় তদেহি। অন্যতম নতি সম্বিত ভগবান তাঁর খাঁয় পতির প্রভাবে বাহনরূপে অদিতির দ্বাদশতম পুত্র উরুক্রম নামে আবির্ভূত হন। তাঁর পত্নী কীর্তীর গর্ভে বৃহৎক্রম নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎক্রমের

পৌত্রক আদি বধ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে (শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে) আমি বর্ণনা করব উরুক্রম বা ভগবান বাহনদেব কিতাবে মহর্ষি কণ্যপের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং কিতাবে তিন পদ-বিশেষের খায়া তিনি ব্রিহুবন আচ্ছাদিত করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য কার্যকলাপ, তাঁর গণাবলী, তাঁর শক্তি এবং কিতাবে তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা আমি বর্ণনা করব। এখন আমি দিতির গর্ভজাত এবং কণ্যপের পুত্র দৈত্যদের সম্বন্ধে তোমার কাছে বর্ণনা করব। এই দৈত্যবংশে পরম ভাগ্যবত প্রভাব মহারাজ এবং বলি মহারাজও আবির্ভূত হন। দিতির গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করার ফলে অসুরদের দৈত্য বলা হয়। প্রথমে দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তারা উভয়েই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং দৈত্য ও ধানবদের দ্বারা পুত্রিত হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু পত্নীর নাম ছিল ক্যাথু। তিনি ছিলেন জন্তু বনরের কন্যা। তাঁর গর্ভে বধাক্রমে সংহুগ, অনুহুগ, হুগ এবং প্রহাস নামক চার পুত্রের জন্ম হয়। এই চার পুত্রের ভবীর নাম সিহিহ। তারা সঙ্গে বিশিষ্ট মানবের দিবাহ হয় এবং সার নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। রাহ যখন বদ্বশে ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে অনুত পান করছিল, তখন ভগবান শ্রীহরি তাঁর নিরঞ্জন করেন। সংহুগের পত্নী কৃতির গর্ভে পলজন নামক পুত্রের জন্ম হয়। হুগের পত্নী ধর্মি। তার দুই পুত্রের নাম বাতাপি এবং ইঙ্গল। ইঙ্গল মেঘজনী সত্যপিকে পাশ করে অতিথি অসত্যকে চোজন করতে শিখেছিল। অনুহুগের পত্নীর নাম সূর্য। তাঁর গর্ভে সাতল এবং মহিষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। প্রহাসের পুত্র বিরোচন, তাঁর পত্নী দেবীর গর্ভে বলি মহারাজের জন্ম হয়। তারপর বলি মহারাজ আপনার গর্ভে এক ষষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁর মধ্যে জন ছিল সর্বজোড়। বলি মহারাজের প্রবাসী কার্যকলাপ পরে (অষ্টম স্কন্ধে) বর্ণিত হবে। বাপ

শিখের আরাধনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠ পার্বদেবের অন্যতম হয়েছিলেন। এখনও শিব বাগের রাজধানী বন্ধা করেন এবং সর্বদা তার পাশে থাকেন। উনপঞ্চাশজন মন্ত্রদেবও দিতির পুত্র। তাঁর অনুগত ছিলেন। দিতির পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র তাঁদের দেবর দান করেছিলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত্ব ভিক্ষাসা করলেন—“হে গুণসম্ব, সেই উনপঞ্চাশজন মন্ত্র তাঁদের জন্মের কালে নিশ্চয়ই আশুবিধ ভাবাপন্ন ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কেন তাঁদের অমরতায় পরিভ্রাণ করিয়ে দেবর প্রদান করেছিলেন? তাঁরা কি কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন? হে ব্রাহ্মণ, আমি এবং আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত সমস্ত ঋষিরা এই বিবরণ জানবার জন্য উৎসুক। অতএব হে মহামন্ত্র, দয়া করে আমাদের জ্ঞান কারণ বিদ্রোহ ককন।”

ঈশ্বর গোপাশ্রমী বললেন—“হে মহর্ষি শৌনক, মহরাজ পরীক্ষিতের প্রজাপুত্র এবং সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বচন প্রবণপূর্বক সর্বত্র শ্রীল ওকদেব গোপাশ্রমী সানন্দে তাঁর প্রশংসা করে উঠে গিয়েছিলেন।”

ঈশ্বর গুণসম্ব গোপাশ্রমী বললেন—“ইন্দ্রকে সাধাধা করায় জনাই ভাবনাই শ্রীবিষ্ণু হিরণ্যাক এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই যাত্রাকে হত্যা করেছিলেন। তাদের মৃত্যুতে তাদের মাতা দিতি শোকগর্ভাধী ক্রোধে প্রস্থানিত হয়ে ত্রিগ্ন করতে লাগলেন। ইন্দ্রবিসৃপ-নবায়ন ইন্দ্র তাঁর দুই ভাই হিরণ্যাক এবং হিরণ্যকশিপুকে বিবরণ দ্বারা বধ করিয়েছে। অতএব ইন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কঠিন হৃদয় এবং পানিষ্ঠ করে আমি তাকে হত্যা করে সুখে নিভ্রা যাব। রাজা বা অধীশ্বর নামে খ্যাত ব্যক্তিদের দেহ মৃত্যুর পর কৃষি, বিদ্যা অথবা ভাস্কর্য পরিণত হবে। সেই দেহ বরফর জন্য কেউ যদি হিংস-পরায়ণ হয়ে অন্যদের হত্যা করে, সে কি স্বীকনের শুক্ল বর্ষ সঞ্চকে অবগত? অকলাই নয়, কারক স্বীক-হিংসার ফলে তাকে নিশ্চিতভাবে নরকে যেতে হবে।”

দিতি চিত্ত করেছিলেন—“ইন্দ্র মনে করে যে তার শরীর নিষ্ঠুর এবং তার কপে যে উচ্ছ্বল হয়েছে। তাই আমি এখন এক পুত্র কাশনা করি যে ইন্দ্রের বদমাশতা দূর করবে। সেই জন্য আমাকে কোন উপায় হিব করতে হবে। এই ভেবে (ইন্দ্রহস্ত পুত্র কাশনা করে), দিতি নিঃশব্দে তাঁর মনোহর আচরণের দ্বারা কণ্ঠের প্রসঙ্গ

বিধান করতে লাগলেন। হে রাজন, দিতি সর্বদা কণ্ঠের সমস্ত বাসনা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণ করতে লাগলেন। তাঁর সেবা, প্রেম, ক্রিয়, আত্মসংযম, মৃদুহাস্য এবং মনোমুগ্ধকর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর পতির মন আকৃষ্ট করে তাঁকে তাঁর বশীভূত করেছিলেন। কণ্ঠের সন্ধিও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান, তবু তিনি কণ্ঠাচার-নিপুণা স্ত্রীর ওকদেবকে বোহিত হয়ে তাঁর বশীভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁর মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। দিতির প্রতি তাঁর এই উক্তি কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঘোষণাছিলেন যে, সমস্ত জীবদেহা অনাসক্ত। তাই প্রজাপতির জন্য তিনি পুরুষের দেহের অর্ধাংশ দিয়ে স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্ত্রীদের দ্বারাই পুরুষের চিত্ত অপরিত হর। হে প্রিয়, অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি কণ্ঠাপ তাঁর পত্নী দিতির মধুর আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মৃদু হোলে বলেছিলেন—হে সুন্দরী, হে অমিষিত্তে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, অতএব তুমি যে কোন বর প্রার্থনা করতে পার। পতি যদি প্রসন্ন হন, তা হলে স্ত্রীর ইচ্ছাশে অথবা পত্নীশে কোন কামনা দুর্লভ হতে পারে। নারীদের পতিই পরম দেবতা। লক্ষ্মীপতি ভগবান বাসুদেব যেমন সকলের অগ্রদূতরূপে অবস্থান করে তির তির নাম এবং স্বপ্নের দ্বারা বিভিন্ন দেবমূর্তিতে কন্নীদের পূজার পাত্র হন, তেমনই, সেই ভগবানই পতিরূপে স্ত্রীদের পূজার বিষয় হন। হে সুমধুর, বিবেকবতী পত্নীর কর্তব্য পতিরই হয়ে পতির আদেশ পালন দ্বারা। পতিকে অসুদেহের প্রতিনিধিরূপে জেনে, পরম ভক্তি সহকারে পতির পূজা করাই স্ত্রীর কর্তব্য। হে ভগ্নে, যেহেতু তুমি আমাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করেছে, তাই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করে তোমাকে পুণ্ডিত করব, যা অন্য স্ত্রী পত্নীদের পক্ষে দুর্লভ।”

দিতি উত্তর দিলেন—“হে মহামন্ত্র পতিদেব, আমি আমার পুত্রদের হাজিরেছি। আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান, তা হলে এক আমার পুত্র প্রার্থনা করি, যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে। কারণ বিদ্রোহ সাহায্যে ইন্দ্র আমার দুই পুত্র হিরণ্যাক এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছে। দিতির অনুমোদন ও কণ্ঠের সন্ধি অত্যন্ত বিবরণ

হয়ে অনুভাণ করেছিলেন, “আহা, আমার আমার ইন্দ্রহত্যাকরণ মহা অর্থম উপস্থিত হয়েছে।”

কণ্ঠাপ মূনি জবাবলেন—“হা, আমি এখন ভক্ত সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছি। তাই আমার মন স্ত্রীকর্ণিনী ভগবানের মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। হতভাগ্য আমি নিশ্চয় নরকে পতিত হব। আমার এই পত্নী তাঁর স্বভাব অনুসারেই উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাই তাকে ঘোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি পুত্রব। তাই আমাকেই দিক! যেহেতু আমি অধিকৃতপ্রিয়, তাই আমার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। স্ত্রীলোকের মূখ পরংকালের প্রস্তুতিতে পুত্রের মতো সুন্দর, তাদের বর্ণী অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্তৃক অমল প্রসন্ন করে, কিন্তু তাদের হৃদয় কুরখারার মধ্যে তাঁর, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে? স্ত্রীলোকের তাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুরুষদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করে যে, পুরুষেরা কেন তাদের সব চাইতে প্রিয়, কিন্তু কেউই তাদের প্রিয় নয়। মনে হয় কেন স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, কিন্তু তাদের অর্ভাষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা তাদের পতি, পুত্র অথবা প্রজাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে অথবা অন্যদের দিয়ে হত্যা করতে পারে। আমি তাকে বরদান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং তা উপলব্ধ করা যাবে না, কিন্তু ইন্দ্রের ক্রিয়ও উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমি যে উপায় দিচ্ছি, তাই উপস্থিত।”

ঈশ্বরগুণসম্ব গোপাশ্রমী বললেন—“হে কুরুদমন মহারাজ পরীক্ষিত্ব, এইভাবে চিত্ত করে কণ্ঠে মূনি তিচ্ছিত্ব কৃষ্ণ হরের নিজেস্ব নিষ্ঠা করে দিতিকে বলেছিলেন—হে ভগ্নে, তুমি যদি এক বছর ধরে আমার উপনিষ্ট এই ব্রত পালন কর, তা হলে তুমি অবশ্যই এক পুত্র লাভ করবে যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু, এই বৈকল্যবশত পালনে যদি তোমার কোন ভ্রুটি হয়, তা হলে তুমি ইন্দ্রের পঞ্চপাতী এক পুত্র লাভ করবে।”

দিতি বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আমি অবশ্যই আপনার উপদেশ অনুসারে সেই ব্রত পালন করব। একম আপনি আমাকে বলুন আমার কি করা কর্তব্য, কি করা অনুচিত এবং কি করলে ব্রত ভঙ্গ হবে না। দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে সেই সমস্ত বলুন।”

কণ্ঠাপ মূনি বললেন—“হে প্রিয়, এই ব্রত পালন করার সময় ভীষহিংসা করো না, কাউকে অভিশাপ দিও না, মিথ্যা কথা বলো না, নর এবং সৌর তেটো না এবং মূনি ও অহি আদি অশুভ বস্তু স্পর্শ করো না।”

“হে ভগ্নে, কখনও জলের মধ্যে প্রবেশ করে মন করো না, কখনও কৃষ্ণ হয়ে না, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গাপন করো না, অর্থাৎ বস্ত্র পরিধান করো না, পূর্ণদন্ত মালা কখনও পুনরাধারণ করো না। কখনও উল্লিষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, অন্নকালী প্রকৃতির উল্লেখ্য নিবেদিত অন্ন অথবা মাসে বা মাসব্যতী অপবিত্র অন্ন, ত্রিংশ পুত্রের দ্বারা আনীত অন্ন অথবা বজ্রংকলা রক্ষণীসূত অন্ন ভোজন করবে না এবং অন্নসির দ্বারা ভক্ষণ করবে না। আহারের পর মূখ, হাত এবং পা না ধুয়ে, সন্ধ্যাবেলা বেশ মুক্ত করে, অলংকার রহিত হয়ে, যক্ষসংবৎ না হয়ে এবং সর্বদা আবৃত না করে কখনও বহির্ভে যাওয়া উচিত নয়। পা না ধুয়ে অথবা ভিক্ষা পায়, উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে যাত্রা রেখে অথবা অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে ত্রিংশা নর অথবা, অথবা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় কখনও পরন করবে না। দ্বীত বস্ত্র পরিধান করে, সর্বদা পরিষ্ক এবং হিষ্ক-চক্ষণ আমি মঙ্গল প্রদায়ক করে, প্রাতঃরাশের পূর্বে গো, বিদ্র, লক্ষ্মী ও অমৃতের পূজা করবে। পতি-পুত্রবতী স্ত্রীদের মালা, চন্দন, উপহার ও অন্নকর দ্বারা পূজা করবে, আর পতিকে সম্যকরূপে অর্চন করে তাঁর জন্ম করবে এবং পতিকে দর্শন অবস্থিত মনে করে ধ্যান করবে।”

“তুমি যদি এক বছর ধরে পুণ্ডর নামক এই ব্রত নিবিড়ে স্বচ্ছ সহকারে বরণ করতে পার, তবে তোমার ইন্দ্রবতী একটি পুত্র উপহার হবে। কিন্তু এই ব্রত ধারণে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তা হলে সেই পুত্র ইন্দ্রের বধ হবে। হে মহারাজ পরীক্ষিত্ব, কণ্ঠের পত্নী দিতি পুণ্ডর নামক মন্ত্রের অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “দ্যা, আপনাদের উপদেশ অনুসারে আমি তাই করব।” উপরন্তু তিনি প্রকৃতিতে কণ্ঠাপ থেকে পর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং বহু সহকারে ব্রত পালন করতে শুরু করেছিলেন। হে মানন রাজন, দিতির অতিপ্রাভ ইন্দ্র বৃত্তিতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আত্মবক্ষাই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিয়ম, এই নীতি

অনুসারে দিতির ব্রত ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি স্বাং তাঁর মাতৃবৃন্দা আশ্রমবাসিনী দিতির সেবা করতে লাগলেন। ইহ প্রতিনিধি বন থেকে ফুল, ফল, মূল, উলকাষ্ঠ, কুশ, পত্র, অক্ষর, যুক্তিকা ও জন ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে এসে তাঁর মাতৃবৃন্দার সেবা করতে লাগলেন।"

"হে মহাগজ পর্বীক্ষিৎ, মূণহস্ত ব্যাধি যেমন মূণচর্মের দ্বারা অথবা শবীর আচ্ছাদনপূর্বক মূণরূপ ধারণ করে মূণের সেবা করে, তেমনিই ইহ প্রকৃতির দিতিপুত্রের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বাইরে বহুভাব প্রদর্শন করে দিতির সেবা করেছিলেন। ইন্দের উদ্দেশ্য ছিল দিতির ব্রত পালনে কোন ভাট পাতরা মাত্রই দিতির প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু তিনি সেই ভাব গোপন রেখে, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তাঁর সেবা করে যেতে লাগলেন।"

"হে মহীপতি, এইভাবে ইহ যখন দিতির ব্রত পালনে কোন ভাট খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি ভাঙতে লাগলেন, "কিভাবে আমার মঙ্গল হবে?" এইভাবে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। কঠোর ব্রত পালন করার ফলে দুর্বল এবং ক্লান্ত হয়ে, দিতি এক সময় আহাদের পর চ্যুতগতকণ্ঠ মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই ছিন্ন পেরে (অগ্নিমা, অগ্নিমা আদি) জ্যোতিষ্টির অধীকার ইন্দ্র যোগবলে গভীর নিদ্রার অচেতন দিতির উদরে প্রবেশ করলেন। দিতির গর্ভে প্রবেশ করে ইন্দ্র অর্পণ মতো প্রতাপালী সেই গর্ভকে বহুর চার সাত খণ্ডে কেটেছিলেন। সাতটি খণ্ড সাতটি জীব রোদন করতে থাকলে, ইন্দ্র তাদের "রোদন করে না" বলে অস্থায়ী দিয়ে সুনয়ন প্রতিটি খণ্ডকে সাত ভাগে কেটেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে পর্বীক্ষিত হয়ে তাঁরা কৃতজ্ঞপূর্বক ইন্দ্রকে কল্যেন, 'হে ইন্দ্র, আমরা মরণ, জেমনাই বাল্য, অতএব কেন তুমি আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করছ?' ইন্দ্র যখন দেখলেন যে তাঁরা তাঁর অনুগত হস্ত, তখন তিনি তাঁদের কল্যেন, 'যদি তোমরা আমার হাত হও, তা হলে তোমাদের আর কোন ভয় নেই।'"

শ্রীশ শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে মহাগজ পর্বীক্ষিৎ, আপনি যেমন অশ্বখাম্বর ব্রহ্মাক্ষের দ্বারা দণ্ড হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে আপনাকে ব্রহ্ম

করেছিলেন, তেমনিই দিতির গর্ভেও ইন্দ্রের বহুর দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে বণ্টনিতও হলেও শ্রীমদ্যামের কৃপায় তা নিন্দী হয়নি। যে আমি পূর্বক ভগবানকে একবার মাত্র পূজা করলে জীব তাঁর সমান রূপতা লাভ করে, মহান ব্রতপবিত্র হরে দিতি প্রায় এক বছর ধরে সেই ভগবানকে পূজা করেছিলেন। তার ফলে উনপঞ্চাশ ভাগের ভগ্ন হয়েছিল। লবমেধর ভগবানের কৃপায় দিতির গর্ভে ভগ্ন হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে হে দেবতাদের সমকক্ষ হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? ভগবানের অসাধারণ করার ফলে দিতি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি যখন শয্যা থেকে গারোগ্রাসন করলেন, তখন তিনি ইন্দের সঙ্গে তাঁর উনপঞ্চাশভাগ পূত্রকে সেবতে পেলেন। তাঁর সেই উনপঞ্চাশভাগ পুত্র অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং ইন্দের সঙ্গে বহুভাবপন্ন ছিলেন, তা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।"

তারপর দিতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন—“হে বংশ, তোমাদের দ্বাদশ আদিত্যের বধ করার জন্য একটি পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে আমি এই অতি দুষ্কর ব্রত পালন করেছিলাম। আমি কেবল এক পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু উনপঞ্চাশ জন পুত্র কিভাবে হল! হে বংশ ইন্দ্র, তুমি যদি তা জান, তা হলে সত্যি করে বল। মিথ্যা কলার চেয়ে বলা না।"

ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—“হে মাতঃ, আমি স্বার্থক হরে ধর্মদৃষ্টি হারিয়েছিলাম। আমি যখন জানতে পেরেছিলাম যে আপনি মহান ব্রত পালন করছিলেন, তখন আমি আপনার ভ্রমটি অন্বেষণ করছিলাম। সেই ভ্রমটি পেয়ে আমি আপনার উদরে প্রবেশ করে গর্ভ ছেদন করেছি। প্রথমে আমি গর্ভস্থ শিশুটিকে সাত খণ্ডে কেটেছিলাম। তার ফলে সাতজন কুমার হই। তারপর আমি সেই প্রত্যেকটি শিশুকে সাত খণ্ডে আবার কাটি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাদের অসংখ্য মৃত্যু হয়নি। হে মাতঃ, আমি যখন উনপঞ্চাশটি পুত্রকেই জীবিত দেখলাম, তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্যবোধিত হয়েছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি নিশ্চয়ই আপনার ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশাধার অনুবর্তনিক ফল। যারা কেবল ভগবানের অসাধারণ আশীর্বাদী তাঁর ভগবানকে কাছে জড়ি বিশ্ব কামন করেন

না, এমন কি তাঁরা যুক্তিও কামনা করেন না, কিন্তু ভগবান তাঁদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। সমস্ত প্রতিলাবে চরম লক্ষ্য হাফ প্রাপ্তকর্ত ভগবানের সেবক হওয়া। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি পবিত্র ভগবানের সেবা করেন, তিনি তাঁর ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তা হলে যে জড় সুখ নরকেও লাভ হয়, তা কেন তিনি বাসনা করবেন?"

"হে মহীপতি মাতঃ, আমি মূর্খ। দয়া করে আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। আপনার ভগবত্বের বলে আপনার উনপঞ্চাশভাগ পুত্রই অক্ষত অবস্থায় অক্ষত হয়ে। শতকণ্ঠে আমি তাদের বও বও

করেছিলাম, কিন্তু আপনার মহান ভক্তির বলে তাদের মৃত্যু হয়নি।"

শ্রীশ শুকদেব গোস্বামী বললেন—“ইন্দ্রের এই উত্তম আচরণে দিতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর ইন্দ্র তাঁর মাতৃবৃন্দাকে প্রজ্ঞাভাবে প্রণাম করে, তাঁর অনুমতিপ্রাপ্তে জাতা মন্তব্য সহ স্বর্গে গমন করেছিলেন। হে মহাগজ পর্বীক্ষিৎ, আপনি আমাকে যা শিক্ষা দান করেছিলেন, বিশেষ করে এই গুরু মন্তব্যের সহস্র, তা আমি যথাযথ আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। এখন আপনার আর কি প্রশ্ন আছে তা জিজ্ঞাসা করুন, তা হলে আমি তা বর্ণনা করব।"



উনবিংশতি অধ্যায় পুংসবন-ব্রত অনুষ্ঠান বিধি

মহারাজ পর্বীক্ষিৎ বললেন—“হে প্রভু, আপনি যে পুংসবন-ব্রত সম্বন্ধে বলেছেন, সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে শুনে চাই, কারণ আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করা যায়।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—“অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দশমী প্রথম দিনে পতির আত্মা অনুসারে স্ত্রী সর্বকামনা পূরণকারী এই ব্রত আচরণ করেন। ব্রত আরম্ভের পূর্বে মন্তব্যের দ্বারা বিবরণ স্বাক্ষর করেন। তারপর ব্রাহ্মণদের শিক্ষা দান করে, দত্তধান-পূর্বক স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করেন এবং অগ্নিকৃত্য হরে প্রান্তরান্তরে পূর্বে লক্ষ্মীদেবী সহ বিবৃদ্ধ পূজা করেন। (তারপর তিনি এইভাবে ভগবানের প্রার্থনা করেন—) হে পূর্ণকাম, আপনি সর্ব ঐশ্বর্য সমাহিত, কিন্তু আমি আপনার কাছে কোন ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি না। আমি কেবল আপনাকে আমার সন্তান প্রাপ্তি নিবেদন করি, আপনি মহাবিভূতি জলপিনী লক্ষ্মীদেবীর পতি। তাই

আপনি সমস্ত দিতির ইন্দ্র। আমি কেবল আপনাকে আমার সন্তান প্রাপ্তি নিবেদন করি। হে ভগবান, আপনি কৃপা, ঐশ্বর্য, তেজ, মহিম, বল এবং অন্যান্য সমস্ত দিব্য গুণে বিবৃদ্ধ, তাই আপনি ভগবান ও সত্যের প্রভু। ভগবান বিবৃদ্ধ উন্মেষন প্রাপ্তি নিবেদন করার পরে, ভক্ত লক্ষ্মীদেবীকে প্রাপ্তি নিবেদন করে এইভাবে প্রার্থনা করেন।) হে বিবৃদ্ধদেবী, হে বিবৃদ্ধি স্বর্গদেবী, আপনি বিবৃদ্ধি ভূতা, কারণ আপনি তাঁরই সমান রূপ এবং ঐশ্বর্যশালিনী। হে লক্ষ্মীদেবী, দয়া করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সন্তান প্রাপ্তি নিবেদন করি। 'হে বৈতর্হর্ষপূর্ণ ভগবান বিবৃদ্ধ, আপনি পূজ্যোত্তম এবং পবিত্র শক্তিমান। হে লক্ষ্মীপতি, বিশ্বকেন আমি পার্শ্বকাল সহ সর্বদা বিবৃদ্ধকাম আপনাকে আমি আমার সন্তান প্রাপ্তি নিবেদন করি। প্রতিদিন সমাহিত চিত্তে এই মন্ত্রের দ্বারা পা বেতার জল, হাত এবং মুখ ধোয়াব জল, স্নানের জল, যন্ত্র, উপবীত,

অলমস, গরু, গুণ্ড, দীপ, আদি উপহার নিবেদন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে প্রার্থনা করবেন।”

যীশু তখনই গোহাঙ্গী কলমে—“উপরোক্ত উপচার সহকারে ভগবানের পূজা করার পর, ‘ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাবিজ্ঞানপুত্রে স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নিতে ছান্দসটি আর্ঘ্য প্রদান করবেন। যদি কেউ সহস্র সম্পন্ন কামনা করেন, তা হলে তিনি প্রতিদিন ভক্তি সহকারে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করবেন। উপরোক্ত মন্ত্রে পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করা উচিত। লক্ষ্মী এক নারায়ণ একত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী সংযোগ। তাঁর সমস্ত বর প্রদান করেন এবং সমস্ত সৌভাগ্যের উৎস। তাই সকলের কর্তব্য লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা। ভক্তির চিত্তে ভূমিতে দণ্ডক প্রণাম করে দশবার সেই মন্ত্র জপ করতে হবে এবং তারপর নিম্নলিখিত স্তোত্রটি পাঠ করা উচিত।”

“হে নারায়ণ, হে লক্ষ্মী! আপনারা উভয়েই বিধের অধিপতি এবং এই জগতের ইশ্বর করণ। লক্ষ্মীদেবীকে জনা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তিনি এতই শক্তিশালী যে, তাঁর শক্তি অতিক্রম করা দুস্বর। তিনি এই জড় জগতে বহিরাঙ্গ শক্তিরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি। হে ভগবান, আপনি প্রকৃতির অধীশ্বর এবং তাই আপনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ। আপনি যজ্ঞমূর্তি। চিন্ময় কার্যকারণের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মীদেবী আপনার উপাসনার আদি রূপ, কিন্তু আপনি সমস্ত জগতের ভোক্তা। এই লক্ষ্মীদেবী সমস্ত চিন্ময় ওপের উৎস, আর আপনি ওপের প্রকাশক এবং ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে আপনিই সর্বকিছুর পরম ভোক্তা। আপনিই সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁদের পরীক্ষা, ইঞ্জিৎ এবং মনরূপ। তিনি নাম ও রূপবৃত্তা এবং আপনি সেই নাম এবং রূপের আয়ত্ত এবং তাঁদের প্রকাশের কারণ। আপনারা উভয়ে ত্রিলোকের বরদাতা এবং পরমেশ্বর, অতএব হে উন্মেষ্টক ভগবান, আপনার কৃপায় আমার মহান অভিল্যাসমূহ পূর্ণ হোক।”

যীশুতমের গোহাঙ্গী কলমে—“এইভাবে শ্রীনিবাস ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রার্থনা নিবেদন করে, পূজার উপকরণ সারিয়ে জড়ময় হন করে, পুনরায় তাঁদের পূজা করবেন অপর চর্চিতমন্ত্র চিত্তে পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণের স্তব

করবেন এবং যজ্ঞোচ্চারণের গ্রাম গ্রহণ করে গুণাশ গাঙ্গী সহ ভগবানের পূজা করবেন। ভগবানের প্রতিনিমিত্তক পণ্ডিতের প্রসঙ্গ নিবেদনপূর্বক পত্নী তাঁকে একান্তই ভক্তি সহকারে পূজা করবেন। পতিও তাঁর পত্নীর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পারিবারিক কর্মে যুক্ত হবেন। পতি ও পত্নী মধ্য একজন এই ভক্তি-পরায়াস দ্বারা অনুষ্ঠান করলেই ফলপ্রসূ। কারণ তাঁদের পরস্পরের প্রতিটি সম্পর্কের ফলে, তাঁরা উভয়েই তার ফল ভোগ করতে পারবেন। তাই পত্নী যদি এই দ্রব্য অনুষ্ঠানে অসমর্থ হন, তা হলে পতি নিষ্ঠা সহকারে এই দ্রব্য অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং পতিপরায়াস পত্নী তা হলে তার কলভাগী হবেন। ভগবদ্ভক্তি-পরায়াস এই বিশ্বস্ত ধারণ করা উচিত এবং কখনও অন্য কোন কার্যকর এই দ্রব্য থেকে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। প্রসাদ, ফুলের মালা, চন্দন এবং অলঙ্কার আদির দ্বারা প্রতিদিন ত্র্যাক্ষণ এবং পতি-পুত্রবর্তী স্ত্রীদের পূজা করবেন। পত্নীর কর্তব্য অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিধিপূর্বক প্রত্যহ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করা তারপর বিষ্ণুকে স্বপ্নে স্থাপনপূর্বক তাঁকে নির্বিলম্ব বস্ত্র অপ্রত্যাহা অনাদেয় মধ্যে বিতরণ করে স্বয়ং ভক্ষণ করবেন। তার ফলে পতি এবং পত্নী শুভ হবেন এবং তাঁদের সমস্ত অভিল্যাস পূর্ণ হবে। সাক্ষী স্ত্রী এইভাবে এক বছর এই পুণ্যবিধি অনুষ্ঠান করবেন। এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর, তিনি কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করবেন। পরের দিন সকালে স্নান এবং আচমন করে পূর্বমুখে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করায় পর, গৃহসূত্রে উক্ত পার্বণের পাকবিধান অনুসারে ঘৃতের সঙ্গে পক পায়স দ্বারা পতি অগ্নিতে বাবোটি আর্ঘ্য দেবেন। তারপর গ্রামপদের প্রসন্নতা বিধান করবেন। গ্রামপেরা যখন শ্রীঃ হয়ে আপৌর্বাণ প্রদান করবেন, তখন তা মন্তক দ্বারা গ্রহণপূর্বক ভক্তি সহকারে অবনত হস্তে তাঁদের প্রণাম করে, তাঁদের অনুমতি অনুসারে স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন। ভোজন করার পূর্বে পতি প্রথমে আচার্যকে সুখামনে উপবেশন ঘনিষে, আচার্যস্বজন এবং বন্ধুবান্ধব সহ বাকসংযত হয়ে শ্রীতক্কেবতে প্রণাম নিবেদন করবেন। তারপর ঘৃতপক পাত্রেসের অবশেষ পত্নী ভোজন করবেন। এই ইচ্ছাবশেষ সংপূর্ণ প্রদানকারী এবং সৌভাগ্যজনক। এই দ্রব্য যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে

পালন করা হয়, তা হলে সন্তান এই ভাবেই ভগবানের দ্বারা প্রাপ্ত হইবে। এই দ্রব্য পালনকারী স্ত্রী নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য, পুত্র, দীর্ঘজীবী পতি, বন, গৃহ ইত্যাদি লাভ করবে, অবিবাহিতা কন্যা যদি এই দ্রব্য পালন করে, তা হলে সে সমস্ত সমস্তপুত্র পতি লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ রমণী অর্পণ পতি-পুত্রবর্তী রমণী যদি এই দ্রব্য পালন করেন, তা হলে তিনি ঐশ্বর্যলোকে উন্নীত হতে পারবেন। মৃতবৎসা রমণী আয়ুর্হান পুত্র লাভ করতে পারেন এবং বধ ধন ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। দুর্ভাগা রমণী সৌভাগ্যবর্তী হতে পারেন এবং কুরুপা ধর্মী অত্যন্ত সুখী হতে পারেন। এই দ্রব্য পালনের ফলে রোগী

লোণমুক্ত হয়ে কর্মকর্য সেই লাভ করতে পারে। কেউ যদি পিতৃ এবং দেহত্যাগের উল্লেখ্য তর্পণ করার সময়, বিধেব কার প্রাক্তর সময় এই আচার্য্য পাঠ করেন, তা হলে দেহতা এবং পিতৃগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সহস্র বাননা পূর্ণ করেন। এই দ্রব্য অনুষ্ঠানের পর বিধু এবং লক্ষ্মীদেবী দ্বারা অনুষ্ঠানকারী প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। হে মৃতবৎসা রমণী, পতি বিলাবে এই দ্রব্য অনুষ্ঠানপূর্বক পূণ্যবান পুত্র যজ্ঞবল্লভ লাভ করেছিলেন এবং সূর্যী হর্ষোচ্চলন, তা আমি পূর্ণরূপে আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। বটখানি বিস্তারিতভাবে সমস্ত আমি তা আপনার কাছে বর্ণনা করাত দেবী বর্হিঃ।”

বট দ্রব্য সমাপ্ত

সপ্তম স্কন্ধ
(ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান)



804

আরাম্য ভগবানদেরই হোক অথবা মন্তব্যেই হোক, নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার ফলে তাঁদের চিন্তার দেহ জাগ্রত হবেন। কই যদি পাপকর্ম পরিত্যাগ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করেছেন। এই মনোনিবেশ কাম থেকে, ভেদ থেকে, ভয় থেকে, স্নেহ থেকে, ভক্তি থেকে হয়ে থাকতে পারে। কেবল শ্রীকৃষ্ণ মনোনিবেশ করার ফলে যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায় তা এখন আমি বলব।

“হে মহারাজ বৃষভিষ্ঠ, গোপীনাথ কামকণ্ঠ, কনক ভরকণ্ঠ, শিশুপাল প্রকৃতি স্বজাগরণ শত্রুত্বকণ্ঠ, বদুগণ সম্বন্ধকণ্ঠ, তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহকণ্ঠ এবং আমরা ভক্তিকণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছি। কোন না কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের বরণ গভীর নিষ্ঠা সহকারে চিন্তা করতে হবে। তারপর, পূর্বোক্তিকৃত পাঁচটি পন্থার যে কোন একটির দ্বারা ভগবদ্ভ্যাসে ফিরে যাওয়া সম্ভব। রাজ্য কেনে মতো বাড়িকেনে কিন্তু এই পাঁচটি চিন্তার মধ্যে কোন একটির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে পারেনি, তাই তাদের মুক্তি লাভ হয়নি। অতএব যে কোন উপায়েই হোক, বহুভাষেই হোক অথবা মন্তব্যেই হোক, শ্রীকৃষ্ণ মনোনিবেশ করা কর্তব্য।”

“হে পাণ্ডবগণ, তোমরা মাতৃবৃন্দার দুই পুত্র শিশুপাল এবং মন্তব্যে পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুইজন প্রধান পার্শ্ব ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিষাগের ফলে তাঁরা বৈকুণ্ঠ থেকে এই জগৎ জগতে পতিত হয়েছেন।”

মহাব্রজ বৃষভিষ্ঠ বিজ্ঞাস করলেন—“তিনি প্রকার সেই যজ্ঞ অভিষাগ, যা নিজ মৃত বিকৃতভক্তদেরও অভিভূত করতে সমর্থ হয়েছিল এবং কে সেই শাপ দিয়েছিল? ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের এই যজ্ঞ জগতে পুনরায় অংশগতন তো অসম্ভব। তাই, সেই কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বৈকুণ্ঠবাসীদের লেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্তার। তাঁদের প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় অথবা শাশ্বত সঙ্গ কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং, তাঁরা কিভাবে অভিষাগ হয়ে সাধারণ মানুষের মতো প্রাকৃত দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কথা আপনি ধরা করে বলুন।”

দেবর্ষি নারদ বললেন—“এক সময় ব্রাহ্মণ চার পুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎকুমার ত্রিভুবন পরিপ্রাণ

কথাত করতে খটনাঞয়ে বিশ্বলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও সেই চারজন মর্দারী মর্দাটি আদি ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রদের থেকেও জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তবু তাঁরা ছিলেন উল্লঙ্ঘ ও সেবতে যেন পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চাদের মতো। জয় এবং বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল যখন দেখলেন যে, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁদের সাধারণ ঐশ্বর্য বলে মনে করে, তাঁরা তাঁদের প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। এইভাবে জয় এবং বিজয় নামক দ্বারপালদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে, সনন্দন আদি মর্দারীরা অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে তাঁদের অভিষাগ দিলেন—‘হে মূর্খ দ্বারপালগণ, তোমরা রজ এবং ভ্রমোত্তপের দ্বারা প্রভাবিত, তাই তোমরা নিতম ভগবানের শ্রীশাদন্যদের আশ্রয়ে থাকার অযোগ্য। তোমরা একুনি জড় জগতে পাণ্ডিত্য আদুরী যেমিজে জগৎগ্রহণ কর।’ এইভাবে মর্দারীদের দ্বারা অভিষাগ হয়ে জয় এবং বিজয় যখন জড় জগতে পতিত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত দারিদ্র্য কবিতা বলেছিলেন—‘হে দ্বারপালগণ, তিন জগতের পর তোমরা আবার বৈকুণ্ঠলোকে তোমাদের পদে ফিরে আসবে। তখন তোমাদের শাপের কাল সমাপ্ত হবে।’ ভগবানের এই দুই পার্শ্ব জয় এবং বিজয় নিজের পুত্ররূপে এই জড় জগতে জগৎগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং হিরণ্যাক কনিষ্ঠ ছিল। তারা সৈন্ত এবং বানবংশের দ্বারা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পুজিত ছিল। ভগবান শ্রীহরি বৃষভেদেব রূপে আবর্তিত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। ভগবান যখন বরাহরূপ ধারণ করে মর্ত্যলোক সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন হিরণ্যাক তাঁকে বাধ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ভগবান বরাহদেব তখন তাকে সংহার করেন। হিরণ্যকশিপু তার পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য তাঁকে নানাবিধে বাতন দিয়েছিল। ভগবান নরভূতের পরমাঙ্গ, শিশু এবং সনকী। মহান ভক্ত প্রহ্লাদ যেতদু ভগবানের শক্তির দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই হিরণ্যকশিপু নানাবিধে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে বধ করতে পারেনি। তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয় কেন্দ্রীয় দর্পে বিক্রম পুররূপে রূপণ এবং কুন্তকর্ণরূপে জগৎগ্রহণ করেছিল। তারা ব্রাহ্মণের সমস্ত লোকের প্রবল দুঃখ-মূর্দশের কারণ হয়েছিল।”

“হে রাজন, ব্রাহ্মণদের অভিষাগ থেকে জয় এবং বিজয়কে মুক্ত করতে ভগবান শ্রীব্রহ্মচর্য রূপণ এবং কুন্তকর্ণকে বধ করার জন্য আবর্তিত হয়েছিলেন। তুমি মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে শ্রীরাঘবচন্দ্রের কবীর্যের কাহিনী শ্রবণ করবে জয় এবং বিজয় তাদের ভৃত্যীত্ব করে তোমাৎ মাতৃবৃন্দার পুত্ররূপে কত্রিয়রূপে জগৎগ্রহণ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রের আঘাতে তাদের সমস্ত পাপ নিন্ট হওয়ার জন্য এখন শাপমুক্ত হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই দুই পার্শ্ব জয় এবং

বিজয় হীরকাল ধরে ভগবানের প্রতি বৈরাগ্য পোষণ করেছিলেন। এইভাবে নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করার ফলে, তাঁরা পুনরায় ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ভ্যাসে ফিরে গিয়েছিলেন।”

মহারাজ বৃষভিষ্ঠ বিজ্ঞাস করলেন—“হে প্রভু নারদ মুনি, ত্রিা পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপু কেন এই প্রকার বিমেষী ছিল? প্রহ্লাদ মহাব্রজ কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মহান ভক্ত হয়েছিলেন? দয়া করে আপনি তা আমাকে বলুন।”



দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু

শ্রীনারদ মুনি বললেন—“হে মহারাজ বৃষভিষ্ঠ, ভগবান বিষ্ণু যখন বরাহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু রাজা হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রোধভিভূত হয়ে পরিতাপ করেছিল। ক্রোধে ওষ্ঠাধর হলেন করতে করতে হিরণ্যকশিপু কোশাধীশু চক্রেতে রোষাধির ধূমে মূর্ত্যুপ আকাশ-মণ্ডল অবলোকন করতে করতে বলল, কাল মর্ত্যবিশিষ্ট, উগ্রদৃষ্টি এবং ভয়ানক দর্শন ভকৃষ্টিমুখ মুখে তার শূল উত্তোলন করে সমবেত বানবংশের সঙ্গে, ‘হে সৈন্ত এবং বানবংশ! হে বিদূর্ষ, ত্র্যক, শঙ্কর এবং শতনাথ। হে হ্রস্বীষ, নম্রী, পাক এবং ইন্দ্রজ! হে বিপ্রচিতি, পুণ্ড্রোদয়, বকুল এবং অন্য সমস্ত অসুরেরা! তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর এবং ফিলম না করে সেই অনুসারে কার্য কর। আমার নগণ শত্রু দেবতারা আমার পশ্চয় শিব এবং অনুগত ততাকাত্মী জাতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছে। ভগবান বিষ্ণু যদিও দেবতা এবং অসুরদের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু এখন দেবতাদের দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে পুজিত হওয়ার ফলে, তাদের লজ্জা অবলম্বন করে হিরণ্যকশিপু

বধ করতে তাদের সহায়তা করেছে। ভগবান অসুখ এবং দেবতাদের প্রতি সম্ব্যশী হওয়ার বতাব পরিত্যাপ করেছে। যদিও সে পশ্চয় পুণ্ড্র, তবুও এখন, সে মারাত্মক বশে একটি অস্ত্র বালকের মতো সেবা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে, দেবতাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য বরাহরূপ ধারণ করেছে। আমি তাই আমার শূলের দ্বারা সেই বিষ্ণুকে ধড় থেকে তার মূত ছিন্ন করে, তার রক্তের দ্বারা আমার রক্তশিলায় রাজা হিরণ্যকশিপুকে ভর্ণণ করব। তা হলেই আমার শান্তি হবে। বৃক্ষের মূল কেন করা হলে বেচন তার শাখা-প্রশাখা আলাদা থেকেই পড়িয়ে যায়, তেমনিই আমি যখন সেই কপট-কজব বিষ্ণুকে হত্যা করব, তখন বিষ্ণুরূপ দেবতারাও নিন্ট হবে। যখন আমি বিষ্ণুর সংহারকার্যে মুক্ত থাকব, তখন তোমরা ব্রাহ্মণ সংকৃতি এবং কত্রিয়-শাসনের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে ঘিরে গুপসায়, বজ্র, বেদ অধ্যয়ন, ব্রত এবং লম কার্যে মুক্ত মনুষ্যদের সংহার করো। ব্রহ্মণ্য সংকৃতির মূল হচ্ছে স্বতন্ত্রত্ব। পরম্পর পুণ্ড্র শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান উৎস এবং তিনি সমস্ত দেবতা,

খসি, মিড় এবং জমশাদপুরের পথের আশ্রয় তখন গ্রাম্যদের বন্ধ করা হবে, তখন অস্ত্রহস্তের হস্ত অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করার জন্য কোউ থাকবে না এবং তার কলে শেকড়ের ধোঁয়া দ্বারা প্রসব না হওয়ার কলে, অমল থেকেই মৃত্যু হবে। যেখানে যেখানে গাভী, ক্রান্ত, বেল ও বেগবিহীন বর্ণিত-ধর্মের অনুষ্ঠান লেখবে, সেই স্থানে নিয়ে আসুন জালিতে কাও এবং উপলব্ধি নৃকসমূহ কেটে কোল। তখন সংহারিত্র পন্থার হিন্দুকনিপুণ আদেশ প্রদান সহকারে শিরোধার্য করে এবং তাকে প্রশংসা করে, তার আদেশ অনুসারে জীবহিংসার প্রবৃত্তি হয়েছিল। বৈভবের নগর, গ্রাম, গোচারণ ক্ষেত্র, উদ্যান, কৃষিক্ষেত্র, প্রাকৃতিক অরণ্য, কৃষিকের ক্ষেত্র, মূল্যবান জাতীয় বনি, কৃষকবাস, উল্লেখ্য গ্রাম এবং গোপালগী মন্ড করেছিল। তারা রাজধানী-সমূহও বন্ধ করেছিল। কোন কোন লোক খসি দ্বারা সেতু, প্রাচীর, পুরপ্রাসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিল। কেউ কেউ কুঠার হাতে গ্রাম, কীটাল প্রভৃতি উপলব্ধি নৃকসমূহ কেটে ফেলেছিল। কোন কোন লোক জলও কাঠ নিয়ে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বন্ধ করেছিল। এইভাবে হিন্দুকনিপুণ অস্ত্রহস্তের দ্বারা বার বার অসহনিকভাবে উপলব্ধ হওয়ার, মানবের বৈদিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিল। তার কলে বহুজনগ না গেলে শেকড়ের অস্ত্র বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁরা তখন স্বাধীনতা পরিভ্রমণ করে বৈভবের অসহনিকভাবে, তাদের উপলব্ধের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করার জন্য পৃথিবীতে বিস্তার করতে লাগলেন। প্রাচীর মৃত্যুতে অস্ত্র দ্রুত হস্তে, হিন্দুকনিপু তার আত্মচিহ্নিতা অনুষ্ঠান করে তাত্পর্যের সাক্ষ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

“হে রাজন, হিন্দুকনিপু অস্ত্র কৃষ্ণ হয়েছিল, কিন্তু কেহও সে ছিল একজন মন কড় রক্তনীতিজ্ঞ, তাই সে জনগণ ভিত্তিতে স্থান এবং কাল অনুসারে আচরণ করতে হয়। মধুর বাক্যে সে শত্রু, লবণ, পুষ্টি, ভূতসংক্রমণ, কৃষ্ণ, কল্যাণ, মহানত, হরিপ্রভ এবং উৎকর্ষ নামক তত্ত্ব তাত্পর্যের এবং তাদের মাতা, ভব প্রভৃতি কল্যাণমূলক এবং তার নিজ মাতা নির্ভিক সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল, হে মাতা, হে প্রভৃতি, হে প্রাত্যহিক, মহান বীরের মৃত্যুতে তোমরা শোক করো না, কারণ শত্রু সমূহে বীরের মৃত্যু অস্ত্র প্রশংসনীয় এবং বাঞ্ছনীয়। হে মাতা,

তোমরা শালার।” বহু পানশালায় যেমন পশুপাল্য একত্র মিলিত হয়, বহু জলপান করার পর তারা তাদের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে, তেমনই জীবেরা কোল পরিবারে একত্র মিলিত হয় এবং তাদের তাদের কর্মসূচ অনুসারে বিভিন্ন হস্ত যে বার নিজের গন্তব্যস্থল অভিমুখে গমন করে। জীবহিংসার মৃত্যু নেই, কারণ সে নিত্য এসে অবয়ব। জড় বস্তু থেকে মৃত হওয়ার কলে, সে জড় অথবা অথবা চিত্ত-জগতের যে কোন স্থানে যেতে পারে। সে পূর্ণ জ্ঞানময় এবং সর্বভোগ্যে জড় সের থেকে ভিন্ন, কিন্তু তার মৃত্যু জীবহিংসার অসহনিকতার কারণে, তাকে জড় প্রকৃতির সৃষ্টি সূক্ষ্ম এক মূল শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয় এবং তার কলে তাকে তথাকথিত সূক্ষ্ম এবং মূর্খ ভোগ করতে হয়। তাই আবার দেখাযায় শোকের উচ্চত নহ। জল ঢেঁল হলে যেমন উল্লসিত জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলি চঞ্চল বলে মনে হয়, তেমনই মানসিক বিকারের কলে তখন চকু দূর্ণিত হয়, তখন ভূমিও সুবন্ধ বলে মনে হয়। হে মাতা, তেমনই মন বহন জড় প্রকৃতির ওপরে দ্বারা স্থিতি হয়, তখন জীব যদিও সূক্ষ্ম এবং মূল শরীরে বিভিন্ন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মৃত, তবুও মনে করে যে, সে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে। জীব মোহময় অবস্থায় তার সের এবং ১ হস্ত আবার বলে মনে করে, কোন ব্যক্তিকে তার অঙ্গ এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে পর বলে মনে করে। এ ব্যক্তি কলে সে মূর্খভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে তার এই মনোভাবই এই জড় জগতে তথাকথিত সূক্ষ্ম এবং মূর্খের কারণ। এইভাবে অবস্থিত হওয়ার কলে বহু জীবকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে জড়প্রভ করে বিভিন্ন চেতনার কার্য করতে হয় এবং তার কলে নতুন সেরের সৃষ্টি হয়। এই চিত্তের জড়-জগতিক জীবনকে বলা হয় সংসার। এই সংসারের কলেই জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ ও চিত্তের উদয় হয়। এইভাবে কখনও আমাদের বিবেকের উদয় হয় এবং কখনও আমরা প্রজ্ঞার অন্ধকারে পতিত হই। এই বিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাসের উপাধরণ দেখা যাচ্ছে। এতে সম্রাট এবং মৃত ব্যক্তির কাছকার আলোচনা করায় যাচ্ছে। দয়া করে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

“উপনিষদ নামক গ্রন্থে সুব্রত নামক এক বিখ্যাত

দ্বারা ছিল। তিনি যুদ্ধে শত্রুর হস্তে নিহত হলে, তাঁর আত্মহত্যা তখন মৃত্যুসের চারদিকে বেগুন করে বোঝে করেছিলেন। তাঁর রক্তময় কবচ কিশীর্ণ হয়েছিল এবং আতরণ ও জালা হানচাত হয়েছিল, তাঁর কোমল শরীর হারিয়ে গিয়েছিল এবং চক্ষুর নিখার হয়েছিল, এইভাবে শত্রুর দ্বারা হস্তে নির্ভিত হয়ে নিহত সেই রাজার কথিতমৃত কলেবর যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ছিল। মৃত্যুর সময় রাজা তাঁর বীর্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং তার কলে তিনি তাঁর অস্ত্র সংলগ্ন করেছিলেন এবং তাঁর দাঁত সেইভাবেই ছিল। তাঁর শরীর কলে সুব্রত ব্রহ্মওল একম কালে হয়ে গেছে এবং তা যুদ্ধক্ষেত্রে মূল্যবান পূর্ণিত। তাঁর বাহু এক অস্ত্রস্থ হিরণ্ময় হয়ে গিয়েছিল। মহারাষ্ট্র উপনিষদের মহাবীরা তাঁদের স্বর্গীয় মৃত্যুসে নির্দিষ্ট করে জ্ঞান করতে করতে বলেছিলেন, “হে মাতা, তুমি নিহত হও, আমরও হত হয়েছি।” বার বার এইভাবে আবেগ করে তাঁরা তাঁদের কলে আঘাত করতে করতে তাঁর পায়ে পতিত হয়েছিলেন। মহাবীরা বহু উচ্চবরে জ্ঞান করছিলেন, তখন তাঁদের অস্ত্রময়ী তাঁদের কুল-কুলসে স্থায়িত হয়ে তাঁদের পতির পাদপদ্মে পতিত হয়েছিল। তাঁদের কোমল শরীর হয়েছিল এবং কলময় হস্ত পাড়ছিল। এইভাবে তাঁরা সকলের অন্তরে শোক উপলব্ধ করে তাঁদের পতির মৃত্যুতে বিলাপ করেছিলেন। হে প্রভু, নিষ্ঠুর বিধাতা আপনাকে আমাদের চক্ষুর অগোচরে নিয়ে গেছে। পূর্বে আপনি উপনিষদবাসীদের বৃত্তি প্রদান করে পালন করতেন এবং তার কলে তারা সুখী ছিল, কিন্তু এখন আপনার এই অবস্থা তাদের লোকের কারণ হয়েছে। হে রাজন, হে বীর, আপনি আমাদের অস্ত্র কতজন পতি এবং গুরু মৃত্যু ছিলেন। আপনার কল্যাণ আমরা কিভাবে প্রদান করব। হে বীর, আপনি যেখানে নাছেন আমাদেরও সেই স্থানে অনুগমন করতে আদেশ করুন। আমরা দেখতে দিয়ে আপনার পদচরিত্র দেখে করব। আমাদেরও আপনি আপনার সহ্য নিয়ে চলুন। যদিও বর্তমানে শত্রু করার জন্য সময় উপযুক্ত ছিল, কিন্তু মহাবীরা হস্ত নিয়ে যেতে না দিয়ে, তাঁদের মৃত পতিকে কোলে করে বিলাপ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত্রাচলে গমন করলেন। রাত্রীরা বহন

রাত্রির মৃত শরীরের জন্য বিলাপ করে উচ্চবরে জ্ঞান করছিলেন, তখন বহুজন থেকেও ঘনরাজ তা শুনেতে গিয়েছিলেন। একটি বালকের রূপ কারণ করে, বহুজন বহু রাজার আত্মীয়-বন্ধনদের কাছে এসে এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরব্রাহ্ম বললেন—“আহা, কি আশ্চর্য। এরা যদিও আমার থেকে কয়েক জনের বড়, এরা ভালভাবেই জানে যে, শত্রু-সহ্য জীবনের কল হতেছে এক মৃত্যু হতেছে। তাই তাদের বোঝা উচিত যে তাদেরও মৃত্যু হবে, কিন্তু তবুও তারা মোহময়। বহু জীবহিংসা এক অজান্তে স্থান থেকে আসে এবং মৃত্যুর পর সেই অপরিচিত স্থানে পুনরায় জন্মে যায়। প্রকৃতির এই নিয়মে কোন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু তবুও আমরা সর্বদা এরা কেন মৃত্যু লোক করছে। এই ব্রহ্ম রমণীকর যে আমাদের হস্তে জ্ঞানও নেই তবুও অস্ত্র আশ্চর্যের দ্বারা। আমরা অবশ্যই অস্ত্র ত্যাগবান, কারণ আমরা আমাদের পিতামাতা কষ্টক পরিভ্রমণ অসহায় শিশু হলেও তারা তবু হিংস পন্থা আমাদের থেকে ফেলেনি। আমাদের মৃত বিধাতা বলেছে যে, যিনি আমাদের মৃত্যুসে রক্ত করেছিলেন, তিনিই সর্বত্র আমাদের রক্ত করছেন।”

যদিও সেই ব্রহ্মীনের সাহায্য করে বললেন— “হে অবলাপন। অব্যয় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দ্বারা এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার হয়। এটিই বৈশ্বিক সৃষ্টি। চরিত্রাত্মক এই বিশ্ব ঠিক তাঁর খেলনার মতো। তিনি পরমেশ্বর, তাই সৃষ্টি ও সংহার উভয় করেই তিনি পূর্ণগণে সর্বাঙ্গ। কখনও কখনও মানুষের মন ব্যস্ত যেখানে সকলে দেখতে পায় সেইখানে হারিয়ে গেলেও, তাদের কলে রক্তিত হয় এবং অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। এইভাবে সে তার হারিয়ে যাওয়া মন ফিরে পায়। পশ্চাত্তরে, ভগবান যদি রক্ত না করেন, তা হলে বহু অস্ত্র মূর্খতাকে রক্তিত কনও হারিয়ে যায়। ভগবান যদি রক্ত করেন, তা হলে বহু মনো অসহায় ব্যক্তিও জীবিত থাকে, আবার পূর্বে জীবিত-বন্ধনদের দ্বারা অস্ত্র মূর্খতাকে ব্যক্তিও মৃত্যু হয় এবং কেউ তাকে রক্ত করতে পারে না। প্রতিটি বহু জীবই তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকারে দেহ প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম সমাপ্ত হলে তার শরীরও বিনষ্ট হয়।

আজ্ঞা এই সমস্ত খুল এবং সুখ দেহে অবস্থিত হলেও দেহের ধর্ম বৃদ্ধ হয় না; কারণ আজ্ঞা দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে জিন্ন। কৃৎসন্যী যেমন গৃহ থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও তার গৃহটিকে তার থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, তেমনি বড় জীব অজ্ঞানতাবশত তার শরীরটিকে তার আত্মা বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার দেহটি তার আত্মা থেকে ভিন্ন। ঘাটি, জল এবং আগুনের অংশ থেকে জীব তার দেহ লাভ করে এবং যখন সেই ঘাটি, জল এবং আগুন অসংক্রমণে বিকল প্রাপ্ত হয়, তখন সেই দেহ নষ্ট হয়ে যায়। দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। অতি বেদন কাঠে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে পৃথক বলে প্রতীত হয়, বার যেমন মুখ এবং নাসিকার অভ্যন্তরে থাকলেও দেহ থেকে ভিন্ন বলে বোধ হয় এবং আকাশ বেলা সর্বত্র হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় না। তেমনি জড় দেহের বহুতল আত্মা জীব প্রকৃতপক্ষে জড় থেকে উৎস এবং তা থেকে পৃথক।

“হে শোভাভাগ্য, তোমরা সকলেই নিভাত মূর্খ! সুবক্তা নামক যে হস্তির জন্য তোমরা শোক করছ, তিনি তো তোমাদের সম্পূর্ণই শাসিত হয়েছেন। অতএব তোমরা শোক করছ কেন? পূর্বে তিনি তোমাদের কথা শুনেছেন এবং তার উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু এখন তাঁকে না পেয়ে তোমরা শোক করছ। এই আচরণ তো অসংযত, কারণ দেহ আত্মারই যে ব্যক্তি তোমাদের কথা শুন করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন তাঁকে তো স্নেহের কখনও দেখনি। অতএব তোমাদের শোক করার তো কোন কারণ নেই। কেননা যে যেহেতু তোমরা সর্বদা সন্দেহে, সেই সেই তো এখানেই শাসিত হয়েছেন। এই দেহে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাণবায়ু, কিন্তু তাও স্রোতা বা বক্তা নয়। প্রাণ থেকেও শ্রেষ্ঠ যে আত্মা সেও স্বতন্ত্রভাবে কিছু করতে পারে না, কারণ পরমাত্মাই হচ্ছে প্রকৃত নির্দেশক, যিনি আত্মার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। শরীরের কার্যকলাপ পরিচালনাকারী পরমাত্মা দেহ এবং প্রাণ থেকে ভিন্ন। পক্ষপাত, দংশিত্রিয় এবং মনের সমন্বয়ে খুল এবং সুখ দেহের বিভিন্ন অংশ গঠিত হয়। জীব উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট তার এই সমস্ত জড় দেহের সম্পর্কে আসে এবং পরে তার স্বীয় শক্তিতে

সেগুলিকে জাগ করে। জীবের বিভিন্ন প্রকার শরীর লাভের ক্ষমতা থেকে এই হল উপলব্ধি করা যায়, আত্মা বতঞ্চন মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সমন্বিত সুখ দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, উভয়ই সে স্বপ্নম কালের বহুতল আত্মা থাকে। এই আত্মাকে বলে আত্মা জড় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং অজ্ঞ-অজ্ঞাতের অবিদ্যাবশত বিপর্যয়কণ ক্রম ভোগ করে।

“প্রকৃতির গুণ এবং তার থেকে উৎপন্ন ভাবগতিত সুখ এবং দুঃখকে বাস্তব বস্তুরূপে মর্শন করা এবং আত্মা করা নিষ্ফল। জাগত অবস্থার মন যখন বিচরণ করে এবং মানুষ নিজেকে আত্মতত্ত্বপূর্ণ বলে মনে করে, অথবা ক্রমে নিমিত্ত অবস্থার সে যখন সুন্দরী রমণীকে সন্তোষ করছে বলে মর্শন করে, তা সবই নিষ্ফল স্বপ্ন মাত্র। তেমনি, ইন্দ্রিয়ভোগ সুখ এবং দুঃখকে অবস্থান বলে জানা উচিত। আত্মজ ব্যক্তিগত আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলে জানার ফলে, কখনও শোকের কবীভূত হন না। কিন্তু যারা অজ্ঞান জ্ঞান গ্রহিত, শোক কাই তাদের স্বভাব। তাই মোহাময় ব্যক্তিকে শিক্ষণীয় করে অত্যন্ত কঠিন। এক সময়ে একটি ব্যাঘ্র ছিল যে আত্মার প্রলোভন দেখিয়ে পথিমধ্যে তার জাল দিয়ে বস্ত। সে যেন বৃত্ত্যর দ্বারা প্রেরিত পক্ষী-ধাতকরূপে নিযুক্ত হয়েছিল। ক্রমে বিচরণ করতে করতে সেই ব্যাঘ্র একছোড়া কুলিঙ্গ পক্ষী দেখতে পেল। সেই পক্ষীজালের মধ্যে পক্ষী সেই ব্যাঘ্র কর্তৃক প্রপূজা হয়ে তার জালে আবদ্ধ হয়েছিল। হে সুবক্তার মহিষীশ, কুলিঙ্গ তার চারককে বিধিবে যথ। বিপর্যয় মর্শন করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। সেই অসহায় পক্ষীটি তাকে মুক্ত করতে অসমর্থ হয়ে, স্নেহবশত বীনভাবে বিলাপ করতে লাগল। হার, বিধাতা কি নির্ধর! আমার বিদ্যা পক্ষী অসহায় হয়ে আমার জন্য শোক করছে। এই বীন পক্ষীটিকে নিয়ে বিধাতার কি লাভ হবে? তার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? নির্ধর বিধাতা যদি আমার অর্থ সেহস্রাণ আর্জকে নিয়ে বন, তবে তিনি আমাকেও নিয়ে বন না কেন? পক্ষীর বিরুদ্ধে দুঃখ-ভরাক্রম অর্থ দেহ নিয়ে জীবিত থেকে আমার কি লাভ? দুর্ভাগ্য মাতৃহীন পক্ষীশাবকগুলি কুলারে তাদের মা তাদের থেকে মেবে বলে প্রতীক্ষা করছে। তাদের এখনও পাখ্য গজায়নি।

আমি কিভাবে তাদের শাসন করব? তার পক্ষীর বিরুদ্ধে ক্রোধের ইচ্ছা হলেও পক্ষীটি অস্ত্রপূর্ণ বহনে লিপাণে করছিল, তখন সেই কাল প্রেরিত ব্যাঘ্র গোপনে দূর থেকে সেই কুলিঙ্গ পক্ষীটিকে বাধে দিচ্ছিল এবং হত্যা করেছিল।

বালককণী বমরাজ মহিষীশের কালেন—“তোমরা সকলে এতই মূর্খ যে, তোমরা নিজের মৃত্যুকেও মর্শন করতে পারছ না। অজ্ঞানতাবশত তোমরা ক্রোধে পড়ছ না যে, তোমাদের প্রতিই জন্য একশ বছর ধরে শোক করলেও তোমরা আর তাকে ফিরে পাবে না এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আয়ুও শেষ হয়ে যাবে।”

হিরণ্যকশিপু কাল—“বমরাজ যখন ব্যাকুলরূপে সুবক্তার মৃতদেহকে ঘিরে থাকে আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা তার সেই মর্শনিক বাণী শ্রবণ করে বিষয়ে হতবাক হয়েছিল। অজ্ঞ বুদ্ধিতে গেরেছিল যে, এই জড় জগতে সব কিছুই

অনিচ্ছা এবং কোন কিছুই চিত্তকল থাকবে না। সুবক্তার মূর্খ আত্মীয়-স্বজনদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে বালককণী বমরাজ সেখান থেকে অবস্থিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সুবক্তার আত্মীয়-স্বজনদের রাজ্যের অস্তিত্বিক্রম সম্পাদন করেছিল। অতএব তোমাদের দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়—তা সে নিজেরই হোক বা পরেরই হোক। অজ্ঞানতাবশতই মানুষ “আমি কে? আমার কে? কি আমার? কি আমার?” এইভাবে দেহজনিত ভেদভাব সৃষ্টি করে।

ঈশানবন মুনি বললেন—“হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের মতো সিদ্ধি তাঁর পূর্ববধু অর্থাৎ হিরণ্যাক্ষের পত্নী জম্বাজলু বহু হিরণ্যকশিপুর সেই উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুজনিত শোক বিন্যস্ত হয়েছিলেন এবং জীবনের প্রকৃত মর্শন মনোনিবেশ করেছিলেন।”



তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর অমর হওয়ার পরিকল্পনা

নরম মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কালেন—“বৈতাল্য হিরণ্যকশিপু আত্মের এবং জ্ঞান ও মৃত্যুরহিত হয়ে চেয়েছিল। সে অনিচ্ছা, লাগিয়া আদি সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিল, মৃত্যুহীন হতে চেয়েছিল এবং ব্রহ্মলোক সহ সমস্ত ব্রহ্মলোকের একত্রে পরিপতি হতে চেয়েছিল। হিরণ্যকশিপু যখন পর্বতের উপত্যাকার গাভের আত্মার উপর তার করে দাঁড়িয়ে, উৎসাহে হয়ে এবং অলপে সৃষ্টি নিবদ্ধ করে আত্মতত্ত্ব কঠোর উপাস্য করতে শুরু করেছিল। এইভাবে প্রায় অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু সে সিদ্ধিলাভের উপায় স্থাপন সেই অবস্থায় অজ্ঞানতাবশত। হিরণ্যকশিপু জটা থেকে প্রলয়কালীন সূর্যের কিরণের মধ্যে উজ্জ্বল এবং অসহ্য দীপ্তি বিজ্বলিত হতে

লাগল। তাকে এইভাবে কঠোর উপাস্যের মধ্যে ব্রহ্মলোকে বিচরণকারী দেবতার তাঁদের সিদ্ধি লাভ প্রত্যাশ করছিলেন। হিরণ্যকশিপু কঠোর উপাস্য বলে তার যত্ন থেকে আমি বিজ্বলিত হয়েছিল এবং সেই অগ্নি ও তার ধূম শারা অকল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার উপর সমস্ত প্রলোক অজ্ঞানতাবশত হয়ে উঠেছিল। তার কঠোর উপাস্যের প্রভাবে শরী এবং সমুদ্রগুলি শুষ্ক হয়েছিল, পর্বত এবং ধীর সহ ভূপৃষ্ঠ কপিত হয়েছিল এবং প্রহ-সমস্তগুলি বিকৃত হয়েছিল। বন বিক প্রস্থলিত হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু কঠোর উপাস্যের মধ্যে সমস্ত এবং অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, সমস্ত দেবতারা বর্গলোক পরিভ্রমণ করে ব্রহ্মলোকে

কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর ইঞ্জির এবং প্রাণকে সবেত করে, ছির বুদ্ধি এবং চুৎসংকল্প সহকারে তাঁর সমস্ত কামনা-বাসনা দমন করেছিলেন।

“হে রাজন্, প্রহ্লাদ মহারাজের মহৎ গুণাবলী আজও জীবনময় মহাশক্তি এবং বৈকল্যের কীর্তন করে থাকেন। সমস্ত সত্ত্ব যেমন ভগবানের মহা সর্বদাই বিবাকমান, তেমনই তাঁর তত্ত্ব প্রহ্লাদ মহারাজের মহাশক্তি সেইগুলি নিজে বিরাজমান। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, যে সভায় সধু এবং ভগবদ্ভক্তদের সম্মিলিত আশোচনা হয়, সেখানে অসুরদের পক্ষ দেখতারাও মহান ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য করেন। আপনাদের মধ্যে মহৎ ব্যক্তিরের তো কথাই নেই। প্রহ্লাদ মহারাজের অসংখ্য গুণাবলী কে নির্ণয় করতে পারে? বাসুকের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অক্লান্ত আস্থা এবং আনন্দ ভক্তি ছিল। তাঁর পূর্বকৃত ভক্তির প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আসক্তি ছিল। যদিও তাঁর সত্ত্বগুণগুলির গণনা করা সম্ভব নয়, তবুও তার মনে সিদ্ধ হত যে, তিনি ছিলেন একজন মহাশক্তি। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শৈশবে থেকেই নিঃসন্দেহ বৈষ্ণবপন্থার প্রতি উদাসীন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বজোড়াবে সেগুলি পরিচাল্য করে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত্যায় পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর মন সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকত, তাই তিনি বুঝতে পারতেন না কিভাবে এই অসংখ্য ইঞ্জিরভূক্তি সাধকের কার্যকলাপে মগ্ন হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এইভাবে ভগবানের দ্বারা সর্বদা আলিঙ্গিত হয়ে, তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন না কিভাবে উপবেশন, পর্বতন, ভোজন, শয়ন, গমন, কথোপকথন আদি দৈনিক প্রয়োজনগুলি আপনাকে থেকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিতুল চিত্তে কখনও তিনি ক্রন্দন করতেন, কখনও হাসতেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করতেন এবং কখনও উচ্চস্বরে কীর্তন করতেন। কখনও

ভগবানকে দর্শন করে, প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্ণ উৎকণ্ঠায় দ্বন্দ্ব উচ্চস্বরে ঠাণ্ডে ডাকতেন—কখনও অমনোযোগে গতি হতে বৃত্তি করতেন, কখনও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তপস্বিতা লাভ করতেন এবং জ্বরে বিস্তার হয়ে ভগবানের লীলায় অনুবরণ করতেন। কখনও কখনও ভগবানের করকমলের স্পর্শ অনুভব করে, তিনি আনন্দমগ্ন হয়ে যৌন হয়ে থাকতেন, তাঁর শরীর বোঝাচিত হত এবং ভগবৎ প্রেমে তাঁর অধর্মীয়মিত্ত নেত্র বেতে অশ্রুগারা করে পড়ত। অকিঞ্চন চন্দ্র ভগবদ্ভক্তের সন প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ নিমন্তর ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খের সেবার যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ব আনন্দমগ্ন রূপ দর্শন করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মগ্নিত ব্যক্তিরও পবিত্র হত। অর্থাৎ, প্রহ্লাদ মহারাজ তাদের দ্বিত্য প্রদান করতেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, হিরণ্যকশিপু সেই মহাভাগবৎ, মহাভাগবান প্রহ্লাদকে নির্ভাতন করেছিল, যদিও তিনি ছিলেন অর্য নিমন্তর পুর।”

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—“হে দেবর্ষে, হে সুব্রত, প্রহ্লাদ যক্ষী ছিল ভয় পূর, তবুও হিরণ্যকশিপু ভিত্তাবে সেই নির্মল হৃদয় মহাশক্তি হৃদে নিরুচ্ছিন্ন। এই বিষয়ে আমি আপনাব কাছে জ্ঞানতে ইচ্ছা করি, পিতামহ সর্বদাই তাঁদের সন্তানদের প্রতি মেহপরাশয় হন। সন্তান অবাধ্য হলে পিতামহের তখনও ভয়ঙ্কর করেন। সেই ভয়ঙ্কর শত্রুতার বশে নয়, পক্ষান্তরে সন্তানদের শিক্ষার জন্য এবং তার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু কিভাবে তার এই প্রকার মহান পুত্রকে উৎপাদিত করেছিল? সেই কথাই আমি জ্ঞানতে উৎসুক, এই প্রকার আত্মানুভূতি, সন্দেহী এবং নিতান্ত পুত্রের প্রতি হিংসা আচরণ করা পিতার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? হে রাজন্, হে প্রভু, স্বভাবত ব্রহ্মলীল পিতা তার মহান পুত্রকে দত্ত দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে, সেই কথা আমি কখনও গুনিিনি। দ্বা করে আপনি আমার এই সন্দেহ দূর করুন।”

হিরণ্যকশিপুর মহান পুত্র প্রহ্লাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—“হিরণ্যকশিপু তারি অসুখে প্রকটভাবে আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য গোপ্যেহিত্যে বরণ করেছিল। ভক্ত্যর্থের দুই পুত্র বও এবং অমর্ষ হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করত। প্রহ্লাদ মহারাজ পুত্রবৈ ভগবদ্ভক্তির শিক্ষার শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা যখন শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে প্রকটভাবে দুই পুত্রের কাছে প্রেরণ করলেন, তখন তখন প্রহ্লাদকে তারের পাঠশালায় অন্য অসুর-কালকদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। শিক্ষকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে শিক্ষাদান করেছিল, প্রহ্লাদ অকণ্ঠই তা শ্রবণ করেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতিতে কাউকে বন্ধ এবং কাউকে পক্ষ বলে বিবেচনা করা হয় এবং তা তিনি ভুল মনে করেননি। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এক সময় মৈতরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে করে অত্যন্ত ব্রহ্মভরে জিজ্ঞাসা করেছিল—‘হে বৎস, তোমার শিক্ষকের কাছে তুমি যে সমস্ত বিষয় পাঠ করেছ, তার মধ্যে কোন বিষয়টি তুমি স্রেষ্ঠ বলে মনে কর, তা আমাকে বল।’

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—“হে অনুগ্রহে মৈতরাজ, আমার গুরুদেবের কাছে আমি জেনেছি যে, যারা তাদের অনিত্য দেহকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর জীজন বাপন করে, তারা অলপশূন্য অক্ষুণ্ণে অবশ্যই দুঃখ-দুর্গম জোগ করে কেবল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। মানুষের কর্তব্য সেই পরিস্থিতি পরিচাল্য করে যেন গমন করা, বিশেষ করে বৃন্দাবনে এবং সেখানে কৃষ্ণভাবনামূর্তের গৃহা অলপশূন্য করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপঙ্খ অমর গ্রহণ করা।”

নারদ মুনি বললেন—“প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় উপলব্ধি পূর্ণা সম্বন্ধে বললেন, তখন মৈতরাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের যুখে পক্ষপক্ষের প্রতি প্রত্যাশীল দ্বন্দ্ব প্রবণ করে হেসে বলেছিলেন,

‘বালকদের বুদ্ধি এইভাবেই শত্রুত সর্বীর দ্বারা বিপর্ষিত হয়।’ হিরণ্যকশিপু তার অনুচরদের অলম্বন নিরুচ্ছিন্ন—‘হে মৈতরাজ, তোমরা এই বালককে গুরুকূলে এমনভাবে ব্রহ্ম কর, যাতে ছাত্রবৈ বৈকল্যের আশ্রয় তার বুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে না পারে। হিরণ্যকশিপু ততোধিক বন্ধন প্রহ্লাদকে গুরুকূলে নিয়ে এসেছিল, তখন মৈতরাজের পুত্রোচিত বও এবং অমর্ষ তাঁকে প্রশংসাদেয় প্রেমের কোমল বচনে জিজ্ঞাসা করেছিল। হে বৎস প্রহ্লাদ তোমার বন্ধন হোক। তুমি সত্য কথা বল, মিথ্যা বল না। এই পক্ষ বালকেরা তোমার মধ্যে মহৎ কমল তারা তোমার মধ্যে বিপর্ষিত লীলা করে না। এই শিক্ষা তুমি কিভাবে পেয়েছ? তোমার বুদ্ধি এইভাবে বিপর্ষিত হল কি করে? হে কুলশ্রেষ্ঠ, তোমার এই বুদ্ধির বিপর্ষিত তোমার নিজের দ্বারা হয়েছে, না শত্রুদের দ্বারা? আমরা তোমার গুরু এবং সেই কথা জ্ঞানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। আমাদের কাছে তুমি সত্য কথা বল।’

প্রহ্লাদ মহারাজ উত্তর দিলেন—‘যাঁর দ্বারা অনুবের বুদ্ধিকে বিমোহিত করে ‘অমর্য বন্ধু’ এবং ‘আমার শত্রু’ এই ভেদভাব সৃষ্টি করার, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার সর্বপ্রতি প্রণতি নিকম্ব করি। যদিও আমি এই বিষয়ে পূর্বে প্রমাণিক সূত্রে প্রকাশ করেছি, কিন্তু এখন আমি তা স্বাভাবিক উপলব্ধি করছি। ভগবৎ যখন কোমল জীবের প্রতি তাঁর ভক্তির ফলে প্রসন্ন হন তখন তিনি পতিত হন এবং শত্রু, মিত্র ও নিমন্তর মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। তখন তিনি বুদ্ধিমত্তা সহকারে মনে করেন, ‘আমরা সকলেই ভগবানের নিত্যদাস এবং তাই আমরা পরমেশ্বরের থেকে ভিন্ন নই।’ যারা সর্বদা ‘শত্রু’ এবং ‘মিত্র’ এর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, তারা তাদের অন্তরে পরমেশ্বাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কি কথা, এমন কি প্রকার মধ্যে বৈমিক শত্রুবেদা মহান ব্যক্তিও কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে পারে মোহাময় হয়ে পড়েন। এই প্রকার

সিঁয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা বিধাতাকে বলছিলেন—
‘হে দেবদেব, হে ভগবন্তে, সৈন্তাঙ্গিত হিতব্যকসিঁপু
কঠোর তপস্যার প্রত্যয়ে তত্ত্ব মন্তক থেকে উদ্ভূত অগ্নির
তপে আত্মা এতই সত্ত্ব হুয়ছি যে, আত্মা আর
অগ্নিকে স্বকণ্ঠে পারছি না। তুমি আমায় আগ্নায়
করো এসেছি। হে ব্রহ্মপুত্র, হে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি, আমি
যদি উপবৃত্ত হইন করুন, যা হলে আগ্নায় হই নব
অনুগত কতিপয়ে হিরণ্যকশিপু পূর্বে এই সর্বলোক-কারকসী
উপবে নিবারণ করুন।’ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত দুঃখ
তপস্যার প্রত্য হইল। যদিও তত্ত্ব পরিকর্যে আগ্নায়
জ্ঞাত নয়, তত্ত্ব আত্মা তার অভিপ্রায় বর্ণনা করছি,
যা করে আপনি তা স্বয়ং করুন।’

‘এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম পুরুষ ব্রহ্মা তপস্য, যোগমুখি
এবং সমাধির দ্বারা তাঁর আঁচি উত্তম প্রাপ্ত হইলেন।
তত্ত্ব ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর তিনি সর্বলোক পুত্র দেবতা
হইলেন। যেহেতু আমি নিত্য এবং কালো নিত্য, তাই
আমিও বহু জন্ম তপস্য, যোগ এবং সমাধির প্রত্যয়ে
ব্রহ্মায় যত্নো গল অবিকার করব। আমার কঠোর
তপস্যার প্রত্যয়ে আমি পুত্র এবং পালের কল উৎপে
দেব। আমি কালের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা পাল্টে দেন।
কালো প্রত্যয়ে কাল হইতে পারে। সুতরাং তাত্ত্ব
অতম কি প্রয়োজন? আমি ব্রহ্মায় গল প্রাপ্ত হওঁরই
প্রায় ফলে ফলে করি।’

‘হে প্রভু, আমার বিদ্য সূত্র গুনেছি যে, আপনার
গল লাভের উদ্দেশ্যে হিরণ্যকশিপু এমন কঠোর তপস্যার
প্রত্য হইলেন। আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, যা করে
অপনি প্রতিই উপবৃত্ত হইয়া অকলম্বন করুন। হে
ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডে আপনার গল সর্বলোকের জন্যই প্রায়
কলম্বনকর, বিশেষ করে গাভী এবং ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম।
তার ফলে ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্বিত এক গোরাল অধিক থেকে
অধিকতর হইয়াছিল এবং এইভাবে সর্বলোকের সুখ
এবং এক সৌভাগ্য আপনা থেকেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু
পূর্তাঙ্গকণ্ঠ, হিরণ্যকশিপু যদি আপনার গল অধিকতর
করে, তা হলে সব কিছু ক্ষিঁ হইবে।’

‘হে ব্রহ্মা, পরম শক্তিমান ব্রহ্মা এইভাবে দেবতাদের
দ্বারা বিজয়িত হইতে শুরু, বহু আমি হইয়া গেল সর্ব
তৎকাল হিরণ্যকশিপু যেখানে তপস্য করছিল সেখানে

সিঁয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রায় তপস্য করিয়া
দেখতে পারনি কাল হিরণ্যকশিপু প্রায় তপস্য করিয়া
চিঁপে, তপ, বাল প্রভৃতির দ্বারা অজ্ঞানিত ছিল।
হিরণ্যকশিপু বীর্ষকাল সেখানে নিশ্চলভাবে বসিঁয়ে
তপস্য করছিল বলে, অসংখ্য পিপীলিকা তার হস্ত, পদ,
মাংস এবং রক্ত খেয়ে ফেলেছিল। তারপর ব্রহ্মা এবং
দেবতারা তাকে তার তপস্যার দ্বারা সমস্ত অগ্নিকে আগ্ন
প্রদানকারী দেবতার সূর্যের মতো দেখতে পেয়েছিলেন।
ব্রহ্মা বিস্মিত চিত্তে হাসতে হাসতে তাকে সন্ধান করে
হইলেন—‘হে কলম্বন ধূনির পুত্র, তুমি কত, কত।
তোমার মঙ্গল হোক। তুমি তপস্যার সিঁহিলান্ত করো
এবং তাই আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তুমি
তোমার স্বাস্থ্য অনুসারে বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার
যাসকী পূর্ণ করিতে চেষ্টা করব। আমি তোমার সহস্রাঙ্গিত
বর্ণনা করে অত্যন্ত আশ্চর্য হইতেছি। কীট এবং
পিপীলিকার বহিঃ তোমার স্নান শরীর খেয়ে ফেলেছে,
তবুও তুমি তোমার অস্থিতে তোমার প্রসবায় ধারণ করে
ছাও। এটি অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তোমার
পূর্বজন ভুত প্রকৃতি অবিদিত এই প্রকার কঠোর তপস্য
করতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না। এই
ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, এক বস্তু দ্বারা বর্ষ ধরে
জল পান না করে প্রায় ধারণ করতে পারে? যে
নিতিনন্দন, পৃথককাল সহকারে তুমি হে কঠোর তপস্য
করো তা মহান অবিনের পক্ষেও অসম্ভব। তোমার এই
তপস্যার দ্বারা তুমি আমাকে নিকটতমের প্রায় করো।
হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই কারণে আমি তোমাকে তোমার
স্বাস্থ্য অনুসারে সমস্ত বর দিতে প্রস্তুত। আমি আমার
সেবতা, অনুগত মতো বরদের মৃত্যু হই না। তাই তুমি
ব্রহ্মাণ্ড হইলেও আমার বর্ণনা তোমার বিদ্য হইবে না।’

ঈশ্বরানু ব্রহ্মা বললেন—‘হিরণ্যকশিপুকে এই কথা
বলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের ব্রহ্মা তাঁর কলম্বু থেকে
অব্যর্থ দ্বারা জল নিয়ে পিপীলিকা কর্তৃক ভক্ষিত
হিরণ্যকশিপু দেবের উপর সিঁহন করেছিলেন। তার
ফলে হিরণ্যকশিপু শরীর পুরুষাঙ্গীভূত হইল।
ব্রহ্মায় কলম্বুর ফলে সিঁহ হওয়া মাত্র হিরণ্যকশিপু
ব্রহ্মসদৃশ সর্ব অগ্নয় ব্রহ্মীভূত হইতে উদিত হইল। তার
দেব শক্তিসম্পন্ন এবং অগ্নির ক্রান্তি তপস্যার ফলে
হইলেন এবং স্বর্গ থেকে যেখানে অগ্নি উদ্ভূত হয়, ঠিক

সেইখানে সে কলম্বুর নদী থেকে পূর্ণদীপকালম্ব
এক নিত্য সূর্য হইতে উদ্ভূত। হিরণ্যকশিপু
হিরণ্যকশিপু প্রায় তপস্য করিয়া তাঁর প্রত্যয়ে
অত্যন্ত অগ্নিভূত হইল। সে তৎকাল হিরণ্যকশিপু
কলম্বু হইতে প্রায় প্রতি কৃতপ্রত্য প্রকাশ করতে লাগল।
ব্রহ্মায় প্রকাশক তার সমস্ত উপবৃত্ত দেবে, সৈন্তাঙ্গিত
কলম্বু বিদ্য হইতে উদ্ভূত হইল। ব্রহ্মায় প্রসবায়
বিদ্যার জন্য সে তখন অন্ধপূর্ণ বসনে, কলম্বু
কলম্বু এবং কলম্বুনিপুট অত্যন্ত নিমিত্ততম নন্দ
কালো প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল।’

‘আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের পরম ঈশ্বরকে অত্যন্ত প্রবর্তি
নিয়মে করি। তাঁর জীবনের প্রতি দিনের মধ্যে এই
ব্রহ্মাণ্ড কালের প্রত্যয়ে বহু অন্ধকারের দ্বারা অজ্ঞানিত
হইতে পার এবং তার পরে সিন পুনরায় সেই বর প্রকাশ
প্রভু তাঁর নিজের জ্যোতির দ্বারা ত্রিগুণাধিক জ্ঞাত।
প্রকৃতির সর্বলোক সমস্ত জন্ম প্রকাশ করেন, পালন করেন
এবং বিনাশ করেন। সেই ব্রহ্মাই সত্ত্ব, রজোগুণ এবং
তমোগুণের জন্ম। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় পুরুষ
ব্রহ্মাকে আমার অগ্নি নিয়মে করি, তিনি জন্মদান এবং
যিনি এই বিরাট জগৎ সৃষ্টির কার্যে তাঁর মন ও বুদ্ধির
উপযোগ করতে পারেন। তাঁরই কাঙ্ক্ষায় পূর্ণ করে এই
ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু প্রকাশিত হইল। তাই তিনিই হচ্ছেন
সমস্ত জগতের কারণ। হে প্রভু, আপনি এই জগৎ
জগতে জীবনের উৎস, জন্ম ও জন্ম সমস্ত জীবের
প্রভু ও নিরস্ত্র এবং আপনি তাদের চেতনাকে অনুপ্রাণিত
করেন। আপনি মন, কর্মপ্রিয় এবং আনন্দপ্রিয়
পালক। অতএব আপনি সমস্ত জগৎ উপালয় ও তাদের
ওপার্জনীয় পরম নিরস্ত্র এবং আপনি সমস্ত কলম্বুও
নিরস্ত্র। হে প্রভু, সৃষ্টিকাল কলম্বু এবং সমস্ত যজ্ঞিক
ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের জন্মের দ্বারা আপনি অগ্নিভূত
আমি সাত প্রকার ব্রহ্ম অনুষ্ঠান বিস্তার করেন।
যজ্ঞপ্রত্যকে আপনি তিন ব্রহ্মে বর্ণিত ব্রহ্ম অনুষ্ঠান করতে
যজ্ঞিক ব্রহ্মাণ্ডের অনুপ্রাণিত করেন। পূর্ববর্তীকালে
আপনি সমস্ত জীবের অন্তর্ভুক্ত, আপনি অগ্নি, অমৃত
এবং সর্বলোক। আপনি জল এবং কালের সীমার অধীশ।
হে প্রভু, আপনি নিত্য কলম্বু হইতে সর্বলোক নিত্য
কলম্বু প্রায়, পাল, মুদ্রিত আঁচি বিভিন্ন অংশের দ্বারা

আপনি সমস্ত জীবের জন্ম দান করেন। প্রত্যেক জগৎ
অগ্নিভূত পলম্বু হইলে আপনি সৃষ্টি সর্বলোক
নিরস্ত্র, অন্ধকারিত, সর্বলোক এবং সমস্ত জীবের জন্ম
এক নিরস্ত্র। আপনি প্রত্যেক জগৎ সৃষ্টিই মেই, যা
সে ইচ্ছাই হইতে অথবা নিচ্ছাই হোক, স্বর্গ হোক
বা জন্ম হোক। উপনিবস আঁচি বৈদিক দ্বারা এবং
ব্রহ্মের অনুগামী পালের জন্মই হচ্ছে আপনার দ্বারা
সর্বলোকের জন্ম। আপনি হিরণ্যকশিপু, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের
আধার, কিন্তু তা সত্ত্বের পরম নিরস্ত্রকালে আপনি
ত্রিগুণাধিক জ্ঞাত প্রকৃতির অধীশ। হে প্রভু, আপনি
অবিকলভাবে আপনার দ্বারা অর্জিত হইতে, এই জগতে
আপনার বিকাশ বিস্তার করেন, তার ফলে মনে হয় যেন
আপনি জগৎ জগতের রূপ আধারন করছেন। আপনি
ব্রহ্ম, পরমাত্মা পুরাণ পুত্র ভগবান। আমি সেই পরম
পুত্রকে সমস্ত প্রবর্তি নিবেদন করি, যিনি জন্ম এবং
অব্যক্তকালে এই অধিক জগতে পরিচাল্য। তিনি
অতরঙ্গ, অবিদ্য এবং তটস্থ শক্তি নামক নিজ শক্তি
সমবর্তিত। জীবেরা ভগবানের তটস্থ শক্তি। হে প্রভু,
হে প্রভু ব্রহ্মাণ্ড, আপনি যদি আমার অধীশ হইতে দান
করেন, তা হলে ব্রহ্মে আপনার সৃষ্টি কোন প্রাণী থেকে
আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বর দিন যেন
পুত্রের ভ্রাতৃত্বের অথবা বইতে, দিনের বেলা অথবা রাতে,
ভূমিকে প্রায় আকাশে যেন আমার মৃত্যু না হয়।
আপনি আমাকে বর দিন যাতে আপনার সৃষ্টি জীব জগৎ
অথবা কলম্বু দ্বারা, ব্রহ্মে আমার দ্বারা, ব্রহ্মে অনুগত
দ্বারা অথবা পুত্র দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়।
আপনি আমাকে করদান করুন যাতে প্রাণী, অপ্রাণী কারণ
থেকে আমার মৃত্যু না হয়। আপনি আমাকে বরদান
করুন যাতে দেবতা, পৈতা, অধ্যাত্মকালসী ব্রহ্মসদৃশ
থেকে আমার মৃত্যু না হয়। যেহেতু কেউই আপনাকে
যুদ্ধে হত্যা করতে পারে না, তাই আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
আপনি আমাকে বর দিন যাতে আমারও ব্রহ্মও
প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। আপনি আমাকে সমস্ত জীবনের
ও লোকপালদের একাধিকতা প্রদান করুন এবং সেই
পন্থে সমস্ত ব্রহ্ম প্রকাশ করুন। অধিকতর, অধ্যাত্ম
তপস্য এবং যোগ অজ্ঞানের ফলে জগৎ সমস্ত যোগসিঁহি
প্রদান করুন, যা কলম্বু হইতে হয় না।’

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্যকশিপুর সজ্জাস

একদা বুনি ভবনেন—“হিরণ্যকশিপু কঠোর উপশাস্ত্র
ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই হিরণ্যকশিপু যখন
ঠার কাছে গর প্রার্থনা করেছিল, তা অত্যন্ত দুলভ হলেও
তখন তিনি তাকে সেই সমস্ত রত্ন প্রদান করেছিলেন।”

ব্রীহস্পতি বললেন—“হে হিরণ্যকশিপু, তুমি যে সমস্ত
রত্ন আমার কাছে প্রার্থনা করেছ, তা অধিকাংশ মানুষের
পক্ষে দুলভ। কিন্তু তুমি সত্ত্বো হে কপে, আমি তোমাকে
তা দান করব। তারপর ভগবান ব্রহ্মা, যিনি অসংখ্য বর
প্রদান করেন, তিনি অসুখরোগে হিরণ্যকশিপুর অঙ্গ পুড়িয়ে
এবং মহান অগ্নি ও মহাধাপন কর্তৃক সংস্কৃত হয়ে সেখান
থেকে প্রস্থান করেছিলেন। সেই হিরণ্যকশিপু এইভাবে
ব্রহ্মার বর লাভ করে স্বর্গের মধ্যে কান্দি সমন্বিত দেহ
লাভ করেছিল এবং তার জড়বস্তুর কথা শ্রবণ করে
ভগবান ব্রীহস্পতির প্রতি বিদ্রোহভাব পোষণ করতে লাগল।
হিরণ্যকশিপু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জয় করেছিল। সেই মৈত্রেয়
প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াকোকে (উচ্চ, মধ্য এবং অধোলোকের)
দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব, গন্ধ, উল, সিংহ, চম্প, বিদ্যাধর,
ঋষি, যম আদি পিতৃপতি, মনু, বাক, দ্রাক্ষ, শিশির,
শ্রেষ্ঠ, ভূত আদি সমস্ত প্রাণীদের অধিপতিসহ সহ উদ্দেশ্য
প্রহলোকসমূহ জয় করেছিল। এইভাবে সে সমস্ত
প্রহলোকের অধিপতিদের পরাক্রম কণ্ঠে উদ্দেশ্য তার
বন্দীভূত করেছিল। তাঁদের হৃদয়সমূহ জয় করে সে
তাঁদের শক্তি এবং প্রভাব অশ্রবণ করেছিল। সমস্ত
ঐশ্বর্য সমন্বিত হিরণ্যকশিপু স্বর্গের দেবতাদের প্রসিদ্ধ
ধর্মোপদেশ্যান বন্দনকাননে বাস করতে লাগল।
প্রকৃতপক্ষে সে দেবরাজ ইন্দ্রের মহা ঐশ্বর্য সমন্বিত
প্রাসাদে বাস করত। সেই প্রাসাদ যার বিকস্মা নির্মাণ
করেছিলেন এক ভা এত সুন্দরভাবে নির্মাণ কর হয়েছিল
যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী
সেখানে বাস করতেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের
সোপানগুলি প্রকল গিরি তৈরি ছিল। ভূমিতল বহুমূল্য
মরকত অধিষ্ঠিত, তিস্তিসমূহ স্ফটিক শোভিত এবং

জ্যোত্স্নী বৈদ্যুত মণি ভূমিত ছিল। উপরের চোখাচোখি
অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত, অগ্নিসমুদ্র পদ্মায়ন মণি
বর্তিত এবং দ্বীপকেন্দ্রিত রেশমের লম্বা মুক্তা দ্বারা
অলঙ্কৃত ছিল। সেই প্রাসাদের গম্বীরা অত্যন্ত সুন্দর
মণ্ডলবিশিষ্ট এবং তাদের মধ্যস্থলের মৌলিক অভুলনীয়
ছিল। তারা যখন প্রাসাদে ইচ্ছাকৃত ক্রিয় করত, তখন
তাদের পায়ের নুপুর অত্যন্ত সুন্দর সুরে ধ্বনিত হত এবং
স্বল্পে তাদের মৌলিক প্রতিবিম্বিত হত। দেবরাজ কিছু
অত্যন্ত নির্ভরিত হয়েছিল এবং হিরণ্যকশিপুর পদযুগলে
সমস্ত অমনত করে তাঁদের প্রপত্ত হতে হয়েছিল।
হিরণ্যকশিপু কলরবে দেবতাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে বধ
নিরেছিল। এইভাবে হিরণ্যকশিপু তার কঠোর শাসনের
দ্বারা সবলকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই প্রাসাদে বাস করত।”

“হে ব্রহ্মন, হিরণ্যকশিপু সর্বত্র উপস্থিত সুগায়ে মন
ধারিত এবং তাই তম ভাবলোচন সর্বত্র ঘূর্ণিত হত
কিন্তু তা সত্ত্বো বেহেতু সে কঠোর উপশাস্ত্র এবং
যোগসাধনার বলে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তাই সে
নির্যাস ঘূর্ণিত হলেও ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু ব্যতীত সমস্ত
দেবতাবি উপহার হতে তার উপাসনা করতেন। যে
পাণ্ডুর মহাসজ্জা বৃষ্টিয়, হিরণ্যকশিপু তার বীর শক্তির
দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, অন্য
সমস্ত লোকের অধিবাসীদের তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল।
বিদ্যাসু, তুষ্ণু আদি গন্ধর্বগণ, অগ্নি ঋত্ব এবং বিদ্যাধর,
অগ্নর এবং সমস্ত মহাবীরা তার বশগতন করার জন্য
জয় জয় তার জয় করত। নিষ্ঠা স্বকাবে কর্তব্য-
ধর্ম অনুসরণকারীরা যে প্রচুর উপহার এবং উপচর দিয়ে
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সেই
যজ্ঞভাগ না দিয়ে অহং তা গ্রহণ করত। তখন
হিরণ্যকশিপুর ভয়েই যেন সন্তুষ্ট সমন্বিত পৃথিবী তার
কর্ণেই চিৎ-জগতের সুরভির মতো জঘবা স্বর্গের
কারধেনুর মতো বিবিধ লস্য উৎপন্ন করেছিল। পৃথিবী
প্রচুর পরিমাণে বাষ্পাশ্রয় উৎপন্ন করেছিল, গাভী সর্বাণ্ড

পরিমাণে দুধ স্রিতছিল এবং নাভোবতল বিশেষ শোভা
প্রদু হতেছিল। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন সমুদ্র তাদের পট্টসম
লক্ষ্যের তরলের দ্বারা চিত্রকশিপু কাছ দিয়ে
হ্রদবস্ত্র প্রেরণ করত। এই সমুদ্রগুলি হলে লবণ,
কুসুম, সূতা, মৃত, দুগ্ধ, লব এবং মিশ্রিত কলের সমুদ্র।
এদের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি ত্রিকালকশিপু ত্রীভাঙ্গী
হয়েছিল। তার প্রভাবে সমস্ত বৃক্ষ এবং লতা সমস্ত
কলুতেই প্রচুর ফল এবং ফুলে শোভিত ছিল। অগ্নিবর্ষ,
শোষণ এবং মহনের ক্রিয়া, যেগুলি ব্রহ্মাণ্ডের তিনজন
বিশ্ববীর্য তথাক—ইন্দ্র, মনু এবং অগ্নির কার্য, যেগুলি
হিরণ্যকশিপু দেবতাদের সভাবত্যা ব্যতীত একাই
পালন করত। সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ
করা সত্ত্বো এবং স্বাধীন ইন্দ্রিয়সহ ভোগ করা সত্ত্বো
হিরণ্যকশিপু ভুল হতে পারেনি, কারণ তার ইন্দ্রিয়গুলিকে
নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে সে তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিপত্ত
হয়েছিল। এইভাবে তার ঐশ্বর্যগর্বে অত্যন্ত গর্ভিত হয়ে
এবং মানুসি লভন করে হিরণ্যকশিপু বীর্যকাল
অতিবাহিত করেছিল। তার কপে সে সন্ধান মহান
ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা অভিলষ হয়েছিল। বিভিন্ন লোকের
লোকপালন সহ সমস্ত অধিবাসীর হিরণ্যকশিপু প্রত্য
উৎপাদনে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিল। তাঁর এবং বিলিত
হয়ে, অন্য কোথাও আরও না গিয়ে, তার অবশেষে
ভগবান ব্রীহস্পতির শরণাগত হয়েছিল।”

“যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন, যেখানে
অমল আশ্রয় সন্ধ্যাসীমণ গমন করে আর তিরে আসেন
ন, সেই সিন্ধকে আমরা নমস্কার করি।” এইভাবে ধ্যান
করে লোকপালন নির্যাহীন হয়ে, পূর্বপণে তাদের মন
সবত করে এবং ভেদ্য কাণ্ডের আহব করে ভগবান
হরীকেশের আরাধন করতে লাগলেন। তখন ভক্ত চকুর
দ্বারা অদৃশ্য এক ব্যক্তির দিবা কঠোর তাঁরা জনতে
পেরেছিলেন। সেই রূপ মেঘের গর্ভের মতো গঠিত ছিল
এবং তা সমস্ত চকুর হ্র করে সবলকে অনুপ্রাণিত
করেছিল। ভগবানের সেই মণী ঘোষণা করেছিল, ‘হে
বিদ্যুৎপ্রেরণ, তুমি করো না। তোমাদের সঙ্গ হোক।
আমার মহিমা প্রকাশ-কীর্তন করে এক আমার প্রার্থনা করে
তোমরা আমার ভক্ত হও। তার ফলে সমস্ত জীবের
পরিমাণ লাভ হয়। হিরণ্যকশিপু সমস্ত কার্যকলাপ

সম্পন্ন করে অবলম্বন করে এবং অচিরেই আমি তার
সেই সমস্ত দুঃখের সমাপ্তি সাধন করব। ততক্ষণ পর্যন্ত
তোমরা অগমন কর।’ কেউ যখন ভগবানের প্রতিমি
দেবতাদের প্রতি, সমস্ত জ্ঞান প্রধানকারী দেবের প্রতি,
গাভীর প্রতি, ব্রাহ্মণদের প্রতি, বৈদ্যদের প্রতি, ধর্মের
প্রতি এবং চরমে পবিত্রের উপাসন আমার প্রতি গিবে
ভজনা কর হই, সে শীঘ্রই বিমল প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যকশিপু
যখন তার নির্বৈ, চলাচল এবং মহাকা কপূর প্রভৃতির
প্রতি হিরণ্যক আচরণ করবে, তখন ব্রহ্মার বর সত্ত্বো
আমি তাকে সত্ত্বো করব।”

নেহরি ভক্তন বললেন—“সকলের পক্ষ ও
পরমেশ্বর ভগবান যখন স্বর্গের দেবতাদের এইভাবে
অশাস্তি দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে উদ্দেশ্য সত্ত্বো
প্রপত্তি নিবেদন করে, মৈত্রেয় হিরণ্যকশিপু মৃত্যু
অবশ্যকারী যেনে তাঁদের আলয়ে তিরে গিয়েছিলেন।
হিরণ্যকশিপু তারজন অত্যন্ত সুস্পষ্ট পুরে মধ্য প্রহল
ছিল সর্বপ্রকারে। প্রকৃতপক্ষে, প্রহল ছিল সমস্ত নিম্ন
গণের আহার, কারণ তিনি ছিলেন ভগবানের অমল
ভক্ত। (এখানে হিরণ্যকশিপু পূর প্রহল মহারাজের
প্রদর্শনী বর্ণিত হয়েছে)। তিনি ব্রহ্মাণ্ড ওপসম্পন্ন,
সচ্ছিন্ন এক পরম সত্যকে জানতে প্রুপ্রিয় ছিলেন।
তিনি গুর মন এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে সংবত
করেছিলেন। পরমেশ্বর মতো তিনি সমস্ত জীবের প্রতি
দয়ালু এবং সৌহার্দ-পরায় ছিলেন। সমন্বিত ব্যক্তির
প্রতি তিনি ভূতের মতো আচরণ করতেন, সর্বপ্রকারে প্রতি
তিনি পিতার মতো কাংশল্য প্রকাশ করতেন, সমস্ত
ব্যক্তির প্রতি তিনি ভ্রাতার মতো অনুরক্ত ছিলেন এবং
তিনি তাঁর ওক ও ছোট ওকসমূহের উপরভূত সন্ধান
করতেন, তিনি বিদ্যা, ঐশ্বর্য, মৌলিক ও অতিজ্ঞাত
জনিত বর্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপ মুক্ত ছিলেন। প্রহল
মহারাজ যদিও আনুগিক পরিবর্তে ভগবান করেছিলেন,
তবুও তিনি আনুগিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভগবান
নিভূত পরম ভক্ত। অন্য অনুরক্তের মতো তিনি বৈদ্য-
বিদ্যেই ছিলেন না। চরম বিশেষত তিনি উচ্ছিন্ন হতেন
না এবং তিনি প্রত্যক্ষ হ পাশ্চাত্যভাবে বৈদিক সন্ধান করে
আগ্রহী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত ভক্ত বক্তকে
অবহীন হলে মনে করতেন এবং তাই তিনি সমস্ত

পরিষ্কৃত সৃষ্টি করেছেন যে ভগবান তিনি সিন্ধুরই আমাকে রূপদানের তৎকালবৎ শত্রুই পক্ষ অবলম্বন করায় বুদ্ধি প্রদান করেছেন। হে হৃদয়বগণ (অধ্যাপকগণ), সেখানে যেমন চূষকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আশ্রয় থেকেই চূষকের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি আমার চেতন ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চক্রপাণির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই আমার আর কোন দ্বন্দ্ব নেই।”

ঈশানর মুনি বললেন—“ভগবত্যাচারে দুই পুত্র বও এবং অমরকে এই কথা বলে মহাক্ষত্র প্রহর মহাক্ষত্র নীরব হলেন। সেই তৎকালবৎ ভ্রাতৃদ্বয়ের তখন ঠাঁই পতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু তারা ছিলেন হিরণ্যকশিপু সেনক, তাই তার অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল এবং প্রহর মহাক্ষত্রকে হিরণ্যক করে ডাকা করেছিল—‘বাপে, বেত দিয়ে আয়। এই প্রহর আমারদের অপকর্ষণে কারণ। তার দুর্বুদ্ধির বলে সে সৈন্যবৃন্দের অসারে পরিণত হয়েছে। এখন রাজদীতির চাকটি নীতির চতুর্ধার দ্বারা একে শাসন করাতে হবে। এই দুই প্রহর সৈন্যবৃন্দগণ চন্দ্রময়ন কটক কুকরণে জগদ্রহম করেছে। চন্দ্রম বৃক ছেলন করায় জন্ম কুটরায় প্রয়োজন হয় এক কটক কুকর কট কুটরায় সারিষ্ট পাপের জন্য জন্মদ্য উপবৃত্ত। সৈন্যবৃন্দগণ চন্দ্রমবৃক ছেলনকারী কুটরায় ছেলন বিকৃত, তার এই প্রহর হয়েছে সেই কুটরায় সারিষ্ট বও।”

“প্রহর মহাক্ষত্রের শিষ্যক বও এবং অমর ভ্রাতৃ, তির্যকার ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে ধর্ম, অর্থ, কাহ—এই ত্রিধর্ম প্রতিপালক শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগল। এইভাবে তারা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল। বিদ্বৎশাল পর প্রহরকে শিষ্যক বও এবং অমর মতে করেছিল যে, প্রহর মহাক্ষত্র সাম্য, ক্ষম, ভেদ এবং দণ্ডনীতি সম্বন্ধে দ্বাবাবচনকে শিলা প্রাপ্ত হয়েছেন তখন তারা একদিন প্রহরদের দ্বারের দ্বারা তাঁকে প্রহর করিয়ে এক জনতার অগ্নির দ্বারা সুখবচনকে সাক্ষিতে তাঁর পিতার কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে তার চরণে পতিত হয়ে শ্রমণ করতে দেখে ব্রহ্মহতের আতীর্ষ্য করেছিল এবং তাঁকে তার দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করেছিল। পিত্র স্বভাবতই পুত্রকে আলিঙ্গন করে আনন্দ অনুভব করে।

হিরণ্যকশিপুও তার ফলে প্রবন আনন্দ অনুভব করেছিল।”

মারব মুনি বললেন—“হে মহারাজ যুধিষ্ঠির হিরণ্যকশিপু প্রহর মহাক্ষত্রকে তার কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক অঙ্গাণ করেছিল। তার মেহাক্ষ তার পুত্রের হৃদয়োচ্ছ্বাস সুখমগ্নকে সিন্ধু কাটছিল। সে তার পুত্রকে এই প্রকার বলেছিল।”

ত্বিণ্যকশিপু বললেন—“হে প্রিয় প্রহর, হে বসে, হে আবৃত্ত্য, তুমি এককাল জেয়োর গুণের কাছে যা কিছু শিবেছ, তার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ বলে তুমি মনে কর তা আমাকে বল।”

প্রহর মহাক্ষত্র বললেন—“ভগবানের শিষ্ট নাম, রূপ, গুণ, পরিতক এবং লীলাসমূহ শ্রবণ এবং কীর্তন, তাদের শ্রবণ, ভগবানের শ্রীপাদপাদ্যের সেনা, যোগেশপাচারে প্রাপ্ত সহকারে ভগবানকে অর্চনা, ভগবানের কলম, তাঁর দান হওক, ভগবানকে প্রিয়তম বস্তু বলে মনে করে এবং ভগবানের কাহ সর্বস্ব সমর্পণ করা (অর্থঃ, কার্যমোদনকে তাঁর সেবা করা)—এগুলি শুদ্ধ ভক্তির নয়টি পন্থা। যিনি এই নবদ ভক্তির দ্বারা ভীকৃষ্ণের সেবার তাঁর ভীক্স অর্পণ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদান, কারণ তিনি পূর্ণজান প্রাপ্ত হয়েছেন।”

“পুত্র প্রহরদের দুবে ভগবত্যাচারে কথা শ্রবণ করে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, তার অধরোই কল্লিত হয়েছিল এবং সে তার গুণ গুণ্যচারের পুত্র বওকে এই কথাগুলি বলেছিল। হে ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যন্ত জরোণ্য এবং দৃশ্য পুত্র, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে আমার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করো। তুমি এই অধরো কলককে অসার বিদ্বৎভক্তির শিক্ষা দিয়েছ? এ তুমি কি করেছ? কারণে যেমন পাণ্ডবের দোষ প্রকাশ পায়, তেমনি এই সংসারে অনেক হৃদয়বোী প্রত্যয়ক বস্তু হয়, কিন্তু কালক্রমে তাদের কলটি অচলবৎ প্রমাণে তাদের খড়গ প্রকাশ পায়।”

হিরণ্যকশিপু গুণ গুণ্যচারের পুত্র বললেন—“হে ইন্দ্রপদ, হে রাজন, আপনার পুত্র প্রহর যা বলেছে তা আমরা তাকে শিক্ষা দিইনি এবং অন্য কেউও দেয়নি। তার এই বিদ্বৎভক্তি আভ্যন্তরিকভাবেই বিকলিত হয়েছে। অতএব, আপনার জ্ঞান সমরণ করুন এবং অমরকে

আমাদের প্রতি সোম্যাকার করবেন না। এইভাবে রাজাকে উপমান করা ভাল নয়।”

ঈশানর মুনি বললেন—“শিষ্যদের এই উত্তর শুনে হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহরকে বলেছিল, ‘ওরে অমর, ওরে কুলনালক, তুমি যদি এই শিক্ষা তের গুণের কাছে থেকে না পেয়ে থাকিস, তা হলে কোথা থেকে তা তুমি পেয়েছিস?’”

প্রহর মহাক্ষত্র উত্তর দিলেন—“অনবন্ত ইঞ্জির বিদ্যাসক্ত ব্যক্তির অজ্ঞকার মরকে প্রবেশ করে বার বার চর্চিত বস্তু চর্চণ করে। তাদের মস্তি কখনও আলোর উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টার অধক উভয়ের সংযোগে কখনই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না। বারা ক্রুদ্র জনকে ভোগ করার বসনায় দ্বারা আকর্ষ এবং তাই দ্বারা তাদেরই মতো বিদ্যাসক্ত অজ ব্যক্তিকে তাদের বেত বা চন্দ্রময় বরণ করেছে, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে ফিরে জওয়া এবং ভগবান জীবিকৃষ্ণ সেবার বৃত্ত হওয়া। অজ্ঞের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা যেমন প্রকৃত পথের সম্মান না জেনে অন্ধকূলে পতিত হয়, তেমনি অজ বিদ্যাসক্ত ব্যক্তির অন্য বিদ্যাসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নরক কার্যকর প্রত্যন্ত বৃত্ত চক্রের মধ্যে প্রবেশ হয় এবং সংসার-চক্রে বার বার আবর্তিত হয়ে ত্রিজগৎ দুঃখ ভোগ করতে থাকে। ক্রুদ্র জনদের কলম থেকে সম্পূর্ণরূপ মুক্ত বৈজ্ঞানের শ্রীপাদপদের পুণ্ডিতে অবলম্বন না করা পর্যন্ত বিদ্যাসক্ত ব্যক্তির কখনও ভগবান উল্লভনের (যিনি তাঁর প্রসাধন্য কার্যকলাপের জন্য জনহী তাঁর) শ্রীপাদপের আসিত হতে পারে না। তেলময় ক্রুদ্রত হওয়ার ফলেই ভগবানের শ্রীপাদপের শরণ গ্রহণ করে এইভাবে অজ জনদের কলম থেকে মুক্ত হওয়া যায়।”

“এইভাবে বলে প্রহর মহাক্ষত্র স্বপ্ন নীরব হয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু জেদাভ হয়ে তার কোল থেকে তাঁকে ছুড়তে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। দৃশ্য এবং জ্ঞেয়ে অরক্ত লোচন হয়ে হিরণ্যকশিপু তার ভৃত্যদের বলল—‘হে অমরগণ, এই বালককে এখন থেকে নিয়ে যাও। এ কথের যোগ্য, সুতরাং এক্ষুণি একে বধ কর। এই প্রহরই আমার ভ্রাতৃধর্মী, কারণ সে তার সুখ এবং আতীর্ষ্য-অঙ্গনদের পরিচয় করে ছুড়ার মতো আমায়

শত্রু বিষ্ণুর পদযুগলের সেবার বৃত্ত হয়েছে। পাঁচ বছর বয়স্ক কালক হওয়া সত্ত্বেও সে তার পিতামাতার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক পরিচয় করেছে। সুতরাং সে সিন্ধুরই অধিকারী। সে যে বিষ্ণুর প্রতিও সাধু ব্যবহার করবে, তাতেই বা কিম্বদ কি? ঐবধ যদি হিতকারী হয় তা হলে কবে কাল হলেও যেমন তাকে বস্তু সহজাত্রে রক্ষা করা হয়, তেমনি যদি পরও হিতকারী হয়, তা হলে তাকে পুত্রের মতো পালন করা যায়। পশ্চাত্তরে, সেহেতু কোন অজ যদি জেগের কলে নিযুক্ত হতে যায়, তা হলে জবদিষ্ট বদীভক রক্ষা করার জন্য তা কেটে ফেলা হয়। তেমনি নিজের পুত্রও যদি প্রতিফুল হয়, তা হলে বীর সেহজাত হলেও তাকে পরিচয় করা কর্তব্য। অনবন্ত ইঞ্জির বেদ-পাঠমার্কিক জীবনে উন্নতি সাধনের প্রয়াসী শেণীমের শত্রু, সুতরাং শেণীম এই প্রহরও আমার শত্রু, কারণ আমি একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই এই শত্রুকে জেগান, অসম অথবা শরণে, যে কোন উপায়েই হোক ইচ্ছা করতে হবে। অত্যন্ত তাঁক ও তরফর বস্তু ও বন্দন-বিশিষ্ট এবং তাপপ্রণ শত্রু ও বেশ সমাহত তরফর বাকসেরা দ্বারা ছিল হিরণ্যকশিপুও অমর, তারা ‘একে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা’ বলে ভাবনাতলে শল করতে করতে পায়নের ভগবানের দ্বারা মত প্রহর মহাক্ষত্রকে ত্রিখল দ্বারা আঘাত করতে লাগল। সুপরিদ ব্যক্তি সংকর্ষ করলেও যেমন তা শিফল হয়, তেমনি রাজসনের অঙ্গাণ প্রহর মহাক্ষত্রের উপর কোন বক্রম প্রভাব বিস্তার করতে পারল না কারণ তিনি নির্বিকার, অনির্মেয়, জগদ্রহা পরমেশ্বর ভগবানের সেবার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ময় ঐকান্তিক ভক্ত।”

“হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহর মহাক্ষত্রকে বধ করতে সৈন্যদের সমস্ত প্রয়াস স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন সৈন্যগণ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁকে বধ করার অন্যান্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে শুরু করেছিল। হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে বিলাল হস্তীর পায়ে দিতে ফেলে, বিশালকার ভয়ভর সর্পের মধ্যে নিবেশ করে, লসোজক বায়ু প্রয়োগ করে, পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, দ্বাদশমতে নিরোষ করে, বিধ তপান করে, উপবাস করিয়ে, প্রচণ্ড হিম, বায়ু, অগ্নি এবং জলের দ্বারা অথবা বিলাল পাথরের দিতে তাঁকে পেষণ করেছে বধ করতে

পারেনি। হিরণ্যকশিপু স্বপ্ন দেখল যে সে কোন মহতী নিম্পাণ প্রহ্লাদের অন্তর্নিহিত করতে পারছে না, তখন সে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগল তারপর সে কি করবে।"

হিরণ্যকশিপু ভাবতে লাগল—“আমি যখন প্রহ্লাদের প্রতি বহু কটুবাক প্রয়োগ করে তিরস্কার করেছি এবং তাকে হত্যা করার জন্য মনোমগ্নে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আমি বধ করতে পারিনি। নিঃসন্দেহে সে এই সমস্ত বিধবাস্যাতকাতাল্পূর্ণ আচরণের দ্বারা এবং ধর্ম্য কর্মকলাপের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার নিজের ভেতরের দায়ই নিজেকে রক্ষা করেছে। যদিও সে আমার অতি নিকটে রয়েছে এবং সে একটি নিতান্ত শিশু, তবুও সে সম্পূর্ণরূপে নিতীক। কুকুরের লেজ যেমন তার স্বাভাবিক বক্রের পরিচায়ক করে না, এও তেমন আমার জন্য আচরণ এবং তার প্রভু বিদ্রোহে কখনই নিম্মুত হবে না। আমি দেখছি যে এই কালকের শক্তি অসীম, কারণ আমার কোন দণ্ডই এর ডর হয়নি। মনে হয় কেন সে অমর। তাই, তার প্রতি শ্রদ্ধাভাব ফলে আমার মৃত্যু হবে অথবা নাও হতে পারে।”

“এইভাবে চিন্তা করে দৈত্যরাজ বিবর এবং কাঙ্ক্ষিত হলে, মুখ নিচু করে যৌনভাবে অকলঙ্ক করেছিল। তখন তখনকার দুই পুত্র যত এবং অমর্য তাকে গোপনে এই কথাগুলি বলেছিল। হে প্রভু, আমরা জানি যে আপনার জ্ঞানই হলে সমস্ত লোকপালারা ভীত হয়। তাইও সহস্রাব্দে জড়াই আপনি একলা ত্রিভুবন ভর করেছেন। অতএব আমরা আপনার বিষয় হওয়ার অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ দেখছি না। প্রহ্লাদ একটি শিশুসত্ত্বে, অতএব সে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে না। বালকের ব্যবহার কোন দোষ অথবা গুণের বিষয় হতে পারে না। আমাদের গুরু গুরুত্ব দিয়ে আলাদা পদে আপনি এই শিশুকে বরণপাশে আবদ্ধ করে রাখুন যাতে সে তার পেয়ে পাগিয়ে না যায়। তার বচন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে নখন আমাদের উপদেশ হৃদয়স্থ করবে অথবা আমাদের গুরুদেবের সেবা করবে, শুধু আপনি থেকেই

তার বৃদ্ধির পরিবর্তন হবে। তাই চিন্তা করার কোন কারণ নেই। হিরণ্যকশিপু তার চকুর পুর যত এবং অমর্যের পরামর্শে সম্মত হয়েছিল এবং গৃহস্থ রাজ্যের দর মধ্যস্থ প্রহ্লাদকে উপদেশ দিতে অনুমতি গ্রহণ করে। হৃদয়স্থ প্রহ্লাদ এবং অমর্যের জড়িত বিনীত এবং মজ প্রহ্লাদ মহারাজকে নিরস্তর ঘর, অর্থাৎ ও রায় মধ্যস্থ বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে লাগল। প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষক যত এবং অমর্য তাকে বর্ম, অর্থাৎ ও কাম—এই ত্রিবিধ লক্ষ্যে শিক্ষা দিয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সেই উপদেশের অতীত ছিলেন, তাই তাঁর জা জ্ঞান লাগেনি, কারণ সেই সমস্ত উপদেশ জ্ঞান-মত্বে জ্ঞান-জ্ঞানি ভিত্তিক সংসারের বৈতরণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষকেরা যখন তাদের গুরুদেবের কাছে তাদের গৃহে চলে যেত, তখন সেই উপযুক্ত অবসরে প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর সমবয়স্ক ছাত্রেরা খেলা করার জন্য ডাকত। প্রহ্লাদ মহারাজ, যিনি ছিলেন যথার্থই ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি তাঁর সহপাঠীদের অত্যন্ত মধুর বাক্যে সতর্কতা করে, যেসে জড়-জগতিক জীবনের নিবর্তকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গুরু করেছিলেন। তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাশ্রবণ হয়ে, তিনি তাদের নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দিয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ বৃষ্টিভর, সমস্ত বালকেরা প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং প্রাণীকৃত ছিল। তাদের অল্প বয়সে কালে, শৈতল্য এবং দেহসুখের প্রতি আসক্ত শিক্ষকের উপদেশের দ্বারা তাদের অন্তর্ভুক্তন দৃষ্টিত হয়নি। তারা তাদের খেলার সমস্ত উপকরণ পরিত্যাগ করে, প্রহ্লাদ মহারাজের কথা শ্রবণ করার জন্য তাঁকে ঘিরে বসেছিল। তাদের হৃদয় এবং নেত্র তাঁর উপর নিবদ্ধ ছিল এবং গর্ভের শিশু সহকারে তারা তাঁর সিকে তাকিয়ে তাঁর কথা শুনেছিল। অসুরকুলে অপ্রব্রব করা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন একজন মহাত্মামণ্ড এবং তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। তখন কালে তিনি তাদের জড়-জগতিক জীবনের নিবর্তকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গুরু করেছিলেন।”

দৈত্যবালকদের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ

প্রহ্লাদ মহারাজ বালক—“প্রাচ্য ব্যক্তি মনুষ্যজাতি লাভ করে জীবনের গুরু থেকেই, অর্থাৎ স্বাভাবিক থেকেই, অন্য সমস্ত প্রয়াস ত্যাগ করে ভগবৎ-স্বর্গ চর্চায় করতেন। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত দুর্বল এবং অমর্যের পরীক্ষার মুখে অসিতা হলেও তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, কারণ কুলা জীবনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা সম্ভব, নিম্নপূর্ণকি কিংবা মাত্র ভগবৎভক্তির অনুষ্ঠান করলেও মনুষ্য পূর্ণসিদ্ধি লাভ করতে পারে। মনুষ্য জীবন ভগবৎসেবায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। তাই প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য ভগবান জীবনব্যবস্থার সেবায় যুক্ত হওয়া। এই ভগবৎভক্তির স্বাভাবিক, কারণ ভগবান জীবনব্যবস্থার সকলেরই পিতা মিত্র, পরমাত্মা এবং পরম সুখ।”

“হে দৈত্য-কুলোদ্ভূত বালক, মেয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগসম্বন্ধে যে ইন্দ্রিয় সুখ তা যে কোন বোঝাতেই পূর্ণকৃত কর্ম অনুসারে লাভ হয়ে থাকে। এই প্রকৃত সুখ অর্জন থেকেই কোন রকম দ্রোহী জড়াই লাভ হয়, ঠিক যেমন বিনা প্রয়াসে সুখলাভ হয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অথবা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে জড়সুখ কোণের প্রয়াস করা উচিত নয়, কারণ তখন ফলে স্বাভাবিক কোন লাভ হয় না, লক্ষ্যভ্রমে ফলে ক্ষয় এবং শক্তিবহী অপচয় হয়। মানুষের প্রয়াস যদি কৃষ্ণভক্তির দিকে পরিচালিত হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে স্বাধীন-উপভোগের চিহ্নের সুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যুক্ত হওয়ার কালে কোন লাভ হয় না। অতএব জড় জগতে অবস্থানকালে (ভবমাত্রিত), পূর্ণকরণ সুযোগ্য ব্যক্তির কর্তব্য নয় এবং অসংসৃত পার্থক্য নিয়ন্ত্রণ করে, যে পর্যন্ত এই পরিপুষ্ট হৃদয়-স্বাধীনতা রয়েছে, ততক্ষণ ভীত না হয়ে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের জন্য যত্নশীল হওয়া। মানুষের জন্ম বড় ভয়ের একমাত্র বহুর। কিন্তু যে ব্যক্তি অজিহেদপ্রিয়, জন সেই একমাত্র বহুরের অর্ধেক সময় অর্ধেক অতিবাহিত

হয়, তখন অজ্ঞানের অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে, স্রাব্ধিবৈশ্য সে দ্বারা ঘটা ঘুরিয়ে থাকে। অতএব এই প্রকার ব্যক্তির হৃদয়স্থান এর লক্ষ্য বহুর। বালককালে নোংরা অসংসার লম্ব বহুর অতিবাহিত হয়। তেমনই, কৈশোরে কোলাহল ময় থেকে অসংসার লম্ব অতিবাহিত হয়। এইভাবে কুড়ি বছর বিতলে যায়। তেমনই, বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ হয়ে জড়-জগতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে অক্ষম হওয়ার কালে, আরও কুড়ি বছর বৃথা অতিবাহিত হয়। যখন মন এক ইন্দ্রিয় অসংসার, তখন অসংসার কাম্য এবং প্রলে মোহের ফলে, পারিবারিক জীবনের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার উপর্যুক্ত ব্যক্তি বাকি জীবনও বিফল হয়, কারণ সেই কয়টি বছরেও সে ভগবৎভক্তিতে যুক্ত হতে পারে না। গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত কেন? অজিহেদপ্রিয় ব্যক্তি যুক্ত হতে সক্ষম হয়। গৃহস্থের ব্যক্তি তার স্ত্রী-পুত্র এবং অমর্য আদীর-স্বত্বের প্রতি হেয়রূপে চক্ষুর দ্বারা অত্যন্ত মূঢ়ভাবে আবদ্ধ। জন মনুষ্যের একই প্রিয় যে, সে জনকে মধু থেকেও হৃদয়ভর করে মনে করে, তাই, সেই জন সন্তানের বাসনা কে ত্যাগ করতে পারে, বিশেষ করে পুত্র-জীবনে? তখন, পেশাদারী কৃষ্ণ (বৈশমিত্য) এবং বশিক—এক নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করেও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত হেয়শীল, তার অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সর্বদা তাদের চিত্তে পূর্ণ, সে বিভাবে তাদের সম ত্যাগ করতে পারে। বিশেষত, হেয়শীল এবং সমানুভূতিশীল পতীর নির্জন সম্মত করলে, কে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে? শিশুর মধুর আবেগে আধো বুদী স্তব্ধ করলে কেন হেয়শীল পিতা তাদের সম পরিত্যাগ করতে পারে? বৃদ্ধ শিশু-মাতা, পুত্র-কন্যা এবং সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়। কন্যা বিশেষ করে শিশুর অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং যখন সে তার পতিগৃহে চলে যায়, তখন তার কথা শিশুর সব সময় মনে হয়। সেই বস কে পরিত্যাগ করতে পারে? আর

তা ছাড়া পুঁছে নানা রকম ভোগের উপকরণ থাকে, গৃহপালিত পশু এবং ভূত্যা থাকে, সেই সব কে পরিভোজ্য করতে পারে? গৃহসমস্ত ব্যক্তির অবস্থা দ্রিক রেশমকীটের মতো, যে কোথ সে তৈরি করে, সেই কোথ কবী হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে আর খেঁচিয়ে আসতে পারে না। কেবল জিহ্বা এবং উপবৃত্ত—এই দুটি ইঞ্জিনের তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষ এই জড় জগতের বহুদলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু সে তা থেকে মুক্তিসাধ করতে পারে? যে ব্যক্তি অজান্তে আসক্ত সে বৃত্ততে পারে না যে, তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণে সে তার জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছে। সে এও বুঝতে পারে না যে, পত্রম সত্যকে উপলব্ধি করার অত্যন্ত অনুকূল এই মানুষজীবন সে অনর্থক নষ্ট করছে। কিন্তু, সে অত্যন্ত সুস্থিতমাত্র এবং সাবধানতার সঙ্গে সেবে যে, একটি পরসরও তেন অনর্থক নষ্ট না হয়। এইভাবে জড় বিষয়াবল্য ব্যক্তি নিরন্তর প্রিতাপ দৃশ্য ভোগ করা সত্ত্বেও তার জড় অস্তিত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা বেধ করে না। যদি কোন ব্যক্তি তার কুটুম্ব ভরণ-পোষণের কর্তব্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে সে তার ইঞ্জিরগুলি কবীভূত করতে পারে না এবং তার মন সর্বদাই দন সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকে। যদিও সে জানে যে পত্রের দন অপহরণ করার ফলে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হবে এবং মৃত্যুর পর বমরাজের আইনে দণ্ডভোগ করবে, তবুও সে দন সংগ্রহ করার জন্য অন্যদের প্রভাষণ করতে থাকে।”

“হে বন্ধু, মানব-নন্দনগণ! এই জড় জগতে আশাতদৃষ্টিতে বিধান ব্যক্তিরও মনে করে, ‘এটি আমার এবং শুধু আমার’ তার ফলে তারা সর্বদাই অসিদ্ধিত কুসুদ-নিড়ালের মতো তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য জীবনের আকণ্ঠ্যগুলি প্রদান করার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত হয়।”

“হে আমার বন্ধু সৈতনন্দনগণ, কোন দেশে গুপ্ত বা কোন কালে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি নিজেকে জড় জগতের বহুদলে থেকে মুক্ত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সেই সমস্ত ভগবৎবিশুদ্ধ ব্যক্তিরাজ্য জড় প্রকৃতির নিয়মে জড় জগতের বহুদলে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিরসুখ ভোগের প্রতি আসক্ত এবং তাদের একমাত্র

লক্ষ্য জীবজোগ। বস্তুতঃ তারা সুন্দরী কমণী হস্ত কীড়ামুগ্ধা। এই প্রকার জীবনের শিকরে হয়ে তারা পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং এইভাবে জড় জগতের বহুদলে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা এই প্রকার জীবনের প্রতি আসক্ত, তাদের বলা হয় অসুত। অতঃপর, যদিও তোমরা সৈতনন্দনগণ, সেই প্রকার ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাক এবং আদিসেব ভগবান জীনারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। কারণ ব্যারগণের ভক্তদের চরম লক্ষ্য জড় জগতের বহুদলে থেকে মুক্ত হওয়া।”

“হে অসুত-নন্দনগণ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই সমস্ত জীবের মূল পরমাশ্রয় এবং পরম পিতা। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে অথবা তাঁর আরাধনা করতে বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারাই কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। জীব-এক ভগবানের সম্পর্ক সর্বদাই বাস্তব এবং তাই অন্যভাবে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। পরম ইন্দ্র ভগবান যিনি অচ্যুত এবং অখর, তিনি যুদ্ধোত্তম আদি স্বাক্ষর জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান। তিনি সন্ধ্যা প্রকার জড় সৃষ্টিতে, জড় উপাদানে, মহত্ত্বের, প্রকৃতির গুণে (সমুদ্র, রাজ্যগুণ এবং ভ্রমোগুণ), অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং অহংকারেও বিরাজমান। তিনি যদিও এক, তবুও তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি চিন্ময় পরমাশ্রয় এবং সর্বকারণের পরম কারণ, যিনি সমস্ত জীবের অন্তরে সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন। তাঁকে ব্যাণ্য এবং সর্বব্যাপ্ত পরমাশ্রয় বলে ইঙ্গিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্মনিষ্ঠ। তিনি অসিকারী এবং অবিভাজ্য। তাঁকে কেবল পরম সচ্চিদানন্দরূপে অনুভব করা যায়। নাক্তিফলকে কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষা আচ্ছাদিত থাকার ফলে, তারা মনে করে যে তাঁর অস্তিত্ব নেই। অতঃপর সৈতন কুলোদ্ভূত আমাদের বালক বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এমনভাবে আচরণ কর যাতে অধোক্ষজ ভগবান তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। তোমাদের আনুগত্য প্রকৃতি পরিত্যাগ করে শরন্য এবং হৈতুভর রহিত হয়ে কর্ম কর। ভগবৎপ্রতির জ্ঞান প্রদান করে সমস্ত জীবের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শন কর এবং এইভাবে তাদের শুভাশংকী হও।”

“সর্বকারণের পরম কারণ, সব কিছুর আদি উৎস

ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছেন যে সমস্ত ভক্তেরা, তাঁদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ভগবান অশ্রুহীন চিন্ময় ওষ্ম উৎস। তাই, শুণ্যতীত ভক্তদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তির প্রচেষ্টা করার কি প্রয়োজন—জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আশ্রয় থেকেই লাভ হয়। আমরা ভগবৎপ্রতির সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপাশ্বর্য মহিমা কীর্তন করি এবং তাই আমাদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদির হাসনা করার কোন প্রয়োজন হয় না। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটিকে বেদে ত্রিবর্ণ বা মোক্ষ লাভের তিনটি উপায় বলে নির্ণয় করা হয়েছে। এই তিনটি বর্ণের মধ্যেই আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা, বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠানের পন্থা, তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন বৃত্তি নিহিত রয়েছে। এগুলি বৈদ্য অধ্যায়ের বাহ্য বিষয় এবং তাই আমি এগুলিকে জড়-জাগতিক বলে মনে করি। কিন্তু, পরম পুণ্য শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপাশ্বর্য আত্ম-নির্দেশের পন্থাকে আমি নিষা বলে মনে করি। সমস্ত জীবের শুভাশংকী এবং সুখ ভগবান প্রথমে এই নিষা জ্ঞান দেবর্ষি নারদকে উপদেশ

দিয়েছিলেন। নারদ মুনির মতো মহত্ম্যের কথা ব্যতীত এই জ্ঞান কলচরম করা অসম্ভব, কিন্তু যিনি জীবনকে মুনির পরম্পরার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি এই শুভা জ্ঞান গ্রহণের করতে পারেন।”

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—“এই জ্ঞান আমি দেবর্ষি নারদ মুনির কাছে থেকে প্রাপ্ত হয়েছি, যিনি সর্বদা ভগবানের সেবার যুক্ত। এই জ্ঞান, যাকে বলা হয় ভগবৎ-ধর্ম, তা সর্বতোভাবে বিজ্ঞানসম্মত। তা ম্যায় এবং দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত।”

সৈতনন্দনগণ বলল—“হে প্রহ্লাদ, তুমি অথবা আমরা শুভাচারের পূত্র বৃত্ত এবং অমর্ক ব্যতীত অন্য কোন গুণকে জানি না। আমরা দিও এবং তুমি আমাদের নিরস্ত। বিশেষ করে তোমার পক্ষে, যে সর্বদা প্রাসাদে থাকে, তার মহত্ম্যের সন্ধান করা অসম্ভব। হে সৌম্য, সন্ধ্যা করে আমাদের বলা কিভাবে তুমি নারদ মুনির উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন? সন্ধ্যা করে আমাদের এই সপের পূত্র করা।”



সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল

নারদ মুনি বললেন—“প্রহ্লাদ মহত্ম্যের যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সঙ্গীতী অসুর-বালকদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি আমার কথিত উপদেশসমূহ হেসে তাদের বলেছিলেন—আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু বহন ভগবান করার জন্য মন্ডর পর্বতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র আদি দেবতার দলনন্দন ব্রহ্ম করার জন্য এক স্তব্ধ যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন; ‘আহা। লিপীলিঙ্গা যেমন সর্পকে ভক্ষণ করে, তেমনি সর্বদা সকলের সত্য

প্রদানকারী হিরণ্যকশিপুও তার পাপকর্মের ফলে কিন্ট হয়েছেন।’ এই বলে ইন্দ্র আদি দেবতার সৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। অসুর বৃন্দাতির বহন যুদ্ধে একে একে দেবতারের হস্তে নিহত হতে লাগল, তখন তখন অসুরেরা মনোদ্রিকে পলায়ন করতে শুরু করল। তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তারা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা তাদের পুত্র, স্ত্রী, পুত্র, পশু এবং গৃহের উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারেনি। নিজস্ব দেবতার সৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদে লুপ্ত করেছিলেন এবং সেখানকার সব কিছু কিন্ট করেছিলেন।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতা মৈত্রেয়-রাজহিঁসীকে বধী করেছিলেন। শব্দবল কবলপ্রভৃতি বৃক্ষী পক্ষীর সঙ্গে রূপন-পরায়ণ আমার মাকে বধন তাঁরা নিয়ে আচ্ছিন্নেন, ওজন ঘটনাক্রমে নরেন দুনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমার মাকে মর্দন করেছিলেন।”

মরুদ মুনি কলেন—“হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই নিম্পাপ রমণীকে এই রকম নিষ্ঠুরভাবে নিয়ে যাওয়া তোমার উচিত নয়। হে মহাভাগবান, এই সতী অনোর স্ত্রী, একে তুমি একই মুক্ত কর, মুক্ত কর।”

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—“এই মানবশরীর গর্ভে সেই মহাদেতা হিরণ্যকশিপু বীজ রয়েছে। তাই যতদিন না প্রসব হয়, ততদিন আমি একে আমার তত্ত্বাবধানে রাখব, তারপর পুত্রের জন্ম হলে একে মুক্ত করব।”

মরুদ মুনি উত্তর দিলেন—“এই রমণীর গর্ভে নিশ্চয় নির্দোষ এবং নিম্পাপ। প্রকৃতপক্ষে সে একজন মহোৎসব, ভগবানের এক মহা প্রভাসসম্পন্ন অনুচর তাই তুমি একে বধ করতে পারবে না।”

“দেবর্ষি নরেন এইভাবে কলেন, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বাক্য অনুসারে তৎক্ষণাৎ আমার মাতাকে মুক্ত করেছিলেন। আমি ভগবানের ভক্ত বলে সমস্ত দেবতাবা তখন আমার মাকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁরা স্বর্ণলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

প্রহ্লাদ মহারাজ কলেন—“দেবর্ষি নরেন আমার মাতাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে সর্বজ্ঞেয়রূপে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, ‘হে বৎস, তোমার পতি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমে থাক।’ দেবর্ষি নরেনের উপদেশ অস্বীকার করে আমার মাতা সর্বজ্ঞেয়ভাবে চ্যামুস্ত হয়ে, আমার পিতা মৈত্রেয়কে হিরণ্যকশিপু তাঁর কঠোর উপাস্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত, তাঁর আশ্রমে ছিলেন। গর্ভবতী সতী আমার মাতা তাঁর গর্ভের মঙ্গল কামনা করে তাঁর শরীরে অগ্নির পথ প্রসব করার বাসনা করেছিলেন। এইভাবে তিনি পরম ভক্তি সহকারে নরেন মুনির সেবা করে তাঁর আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। নরেন মুনি গর্ভস্থ আমি এবং পরিচর্যিত আমার মাতা উভয়কেই হৃদয়ান উপদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি স্বভাবতই অমোহিত জীবনের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, তাই

তাঁর চিন্তায় স্থিতিতে অপরিস্রব হয়ে তিনি বর্ষাঋতু এবং দিবা কাল প্রদর্শন করেছিলেন। সেই উপদেশ সমস্ত ভক্ত কলুষ থেকে মুক্ত ছিল। দীর্ঘকাল গত হওয়ার এবং স্ত্রীজাতি বলে আমার মা সেই সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু দেবর্ষি নরেনের অনুগ্রহে আমি তা ভুলিনি।”

“হে বৎস, তোমরা যদি আমার বাক্যে লক্ষ্যমান হও, তা হলে কেবল সেই ভক্তের কলে তোমরাও সেই বালক হওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো এই দিব্যজ্ঞান হারণের করতে পারবে। তেমনই, স্ত্রীলোকেরাও এই জ্ঞান হারণের করতে জানতে পারবেন আশা কি একা ভক্ত পদার্থ কি। বৃক্ষের কল এবং ফুলের যেমন ফলবশত ছয় প্রকার ফিরে (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং মৃত্যু) হয়, তেমনই জীবাত্মম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত ভক্ত সেহেও এই প্রকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। ‘আত্মা’ শব্দে ভগবান অথবা জীবকে বোঝায়। তাঁরা উভয়েই চিরন্তন, জন্ম-মৃত্যু রহিত, অব্যয়, ভক্ত কলুষ থেকে মুক্ত, বস্তু, ক্ষেত্রজ, সব কিছুই অপ্রায়, বিকারশূন্য, অমলময়ী, সর্বকারণ, সর্বব্যাপ্ত, ভক্ত বোহের উৎস নির্ভরশীল নর এবং তাই সর্বদা অনামৃত। যে ব্যক্তি আত্মার এই বারোটি গুণ সমস্তে অবলম্বন, তিনি বর্ষাঋতু এবং তাঁর কর্তব্য ‘এই ভক্ত শরীরটি আমি এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু আমার’ মেহজনিত এই ভক্ত ধারণা ত্যাগ করা, বন্ধ ভুক্তবিশিষ্ট, যেমন বুঝতে পারেন যেখানে সেখানে রয়েছে এবং বিভিন্ন পন্থার দ্বারা অবশিষ্টটি প্রস্তুত থেকে কর্তব্য সংগ্রহ করতে পারেন, তেমনই অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবিশিষ্ট বুঝতে পারেন কিভাবে ভক্ত সেহের মধ্যে চিন্তায় আত্মা রয়েছে এবং এইভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কিন্তু, অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বুঝতে পারে না কোথায় সেখানে রয়েছে, তেমনই যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করেনি সে কখনই বুঝতে পারে না কিভাবে সেহের ভিতর আত্মা রয়েছে। ভগবানের আটটি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, তিনটি গুণ এবং বোহের বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মাটি, জল, আগ্নেয়, বায়ু, মহাভূত)—এই সবেই মধ্যে এক আত্মা সাক্ষীরূপে বিরাজমান। তাই সমস্ত মহান আচার্যেরা

উল্লেখ করেছেন যে, আত্মা এই সমস্ত ভক্ত উপাদানের দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি ভক্তের নূই প্রকার শরীর রয়েছে—নর-কুশলক, কল শরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা রচিত সুক্ষ্ম শরীর। এই শরীরের মধ্যে রয়েছে চিন্তার আত্মা। মানুষের কর্তব্য “এটি নর, এটি নর,” এইভাবে বিচার করে আত্মার অনুসন্ধান করা এবং এইভাবে চিন্তায় আত্মা ও ভক্ত পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। দীর্ঘ এবং বন্ধ ব্যক্তির কর্তব্য, বিরোধের দ্বারা পবিত্র মনের সমাহার্য সৃষ্টি, স্থিতি এবং নিরোধময়ী সমস্ত বস্তুকে সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এবং পার্থক্য নিরূপণ করা। বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি—জ্ঞাত, স্বপ্ন এবং সুবৃত্তি। যিনি এই তিনটি বৃত্তিকেই অনুভব করেন, তিনিই প্রাণি নিবৃত্ত, পরম পুত্র, পরমেশ্বর ভগবান। সৌরভের দ্বারা যেমন বায়ুর উপস্থিতি অনুভব করা যায়, তেমনই ভগবানের পরিচালনায় বুদ্ধির এই তিন বিভাগের দ্বারা আত্মাকে হৃদয়বদ্ধ করা যায়। এই তিনটি বিভাগ কিন্তু আত্মা নয়, সেগুলি তিন গুণ সম্বন্ধিত এবং ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন। কলুষিত বুদ্ধির বলে মানুষ জ্ঞাত প্রকৃতির গুণের সাক্ষীভূত হয় এবং তার ফলে সে ভক্ত জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যখন যেমন মানুষ অলীক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তেমনই অজ্ঞানজনিত সংসার অবস্থিত এবং নষ্ট। অতএব, হে বৎস মৈত্রেয়ালকপ, জেয়াদের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা, যা বলে ভক্ত প্রকৃতির প্রভাবে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন সমস্ত কর্মের বীজ নষ্ট হবে এবং জ্ঞাত, স্বপ্ন ও সুবৃত্তি অবস্থায় বুদ্ধির প্রবাহ নিবৃত্ত হবে। অর্থাৎ, ভেট বন্ধন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তাঁর অজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে ধূর হয়ে যায়।”

“ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পন্থাটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানতে হবে। সেই পন্থাটি হচ্ছে ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান। মানুষের কর্তব্য সপ্তম গ্রহণ করে গর্ভীয় প্রজ্ঞা এবং ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করা। নিজের বা কিছু রয়েছে তা সবই স্ত্রীভক্তিমূলক নিবেদন করা উচিত এবং সাধু ও চতুর্দশের সঙ্গে ভগবানের আশ্রয় করা, প্রজ্ঞা সহকারে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা, ভগবানের দিবা ওরালী এবং

কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করা, সর্বদা ভগবানের স্ত্রীপাদপদ্মের দ্বান করা এবং শান্ত ও চতুর্দশ নির্মল অনুসারে গর্ভীয় নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের স্ত্রীভক্তিমূলক আরাধনা করা উচিত। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমেশ্বরকে বিরাজমান উপাসনায় সর্বদা মনোনিবেশ করা উচিত। এইভাবে প্রতিটি জীবকে তম স্থিতি অনুসারে শ্রদ্ধা করা উচিত। এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ কাম, ক্রোধ, মোহ, মন এবং মাৎসর্য—এই বর্ষাঋতুকে জয় করে ভগবৎভক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি নিশ্চিতরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ভব প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ভগবৎভক্তির ভব প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়ভক্তিতে সাক্ষীভূত করেছেন এবং তার ফলে তিনি মুক্ত পুত্র। এই প্রকার মুক্ত পুত্র, যা ভক্ত ভক্তবৃত্ত হন সৌন্দর্যমান পরাভব ভগবানের দিবা অবস্থায় দিবা ওরালী এবং অসংখ্য বীজবতী কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, অত্যন্ত জ্ঞানবশত তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চোখ থেকে অশ্রু বয়ে পড়ে এবং কষ্ট বৃদ্ধ হয়। কখনও কখনও তিনি মুক্ত করে গান করেন, নৃত্য করেন এবং ভক্তগণ কখনও তিনি কলন করেন। এইভাবে তিনি তাঁর বিস্তৃত অজ্ঞান প্রমাণ করেন। ভক্ত বন্ধন প্রকৃত ব্যক্তির মধ্যে হয়ে যান, তখন তিনি হাসেন, উচ্চস্বরে ভগবানের গুণাবলী কীর্তন করেন, কখনও তিনি ধ্যান করেন, প্রতিটি জীবকে ভগবানের সেবার মুক্ত বলে মনে করে তাদের প্রতি প্রজ্ঞা দিবেন করেন, নিজের দীর্ঘকাল ত্যাগ করেন, সামাজিক নিষ্ঠুরতা গ্রাহ্য না করে পাগলের মতো উচ্চস্বরে “হবেকাম, হবেকাম! হে ভগবান, হে ভগবৎপুত্র!” এইভাবে কলতে থাকেন। নিবৃত্ত ভগবানের লীলা শ্রবণ করার ফলে, ভক্তের মন এবং শরীর তখন সন্তুষ্ট ভক্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তায় প্রাপ্ত হয়। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির ফলে তাঁর অজ্ঞান, ভক্ত চেতনা এবং সর্বপ্রকার ভক্ত বাসনা সাক্ষীভূত হয়ে যায়। এই ভাবে মানুষ ভগবানের স্ত্রীপাদপদ্মে আত্মার লাভ করতে পারে। জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। কিন্তু জীব হন ভগবানের সম্পর্কে আসে তখন এই চক্রের পতি সম্পূর্ণরূপে ভব হয়। অর্থাৎ, ভক্তবৃত্তিতে নিবৃত্ত হন ধ্যানের ফলে যে দিবা জ্ঞান আশ্রয় হয়, তার

কালে জীব এই সংসার থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়। সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই সেই কথা জানেন। অতএব, হে বন্ধুগণ, হে দৈত্যসম্মতগণ, তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তঃপ্রদে সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের দ্বারা করে তাঁর আরাধনা করা।”

“হে বন্ধুগণ! হে অসুর বান্দবগণ! পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদাই সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জীবের গুণাকারকী এবং বন্ধু এবং তাঁর উপাসনার কোন অসুবিধা নেই। তা হলে লোকেরা কেন তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় না? কেন তাঁর ইন্দ্রিয়স্বৰ্গ ভোগের জন্য কৃত্রিম আয়োজনের চেষ্টার অনর্থক খরচ হয়? মানুষের ধন, সুন্দরী স্ত্রী এবং কাছেরী, পুত্র-কন্যা, গৃহ, ভূমি, খাজা, চতুর্থা, অথবা জমি গৃহপালিত পশু, কন্যাসার, অর্থ এবং কাম, এমন কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পরমাত্ম সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর এবং অস্থির। যেহেতু মনুষ্য-জীব জন্মিত, অতএব যে ব্যক্তি যুগান্তে পেরেছেন যে তিনি মিত্য, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য সুখ প্রদান করতে পারে? বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, যখন অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, স্বর্গলোকের জীবন যদিও এই পৃথিবীর জীবন থেকে শত-সহস্রগুণে অধিক সুখকর, তবুও স্বর্গলোক শুদ্ধ (নির্মলম) অথবা জড় অস্তিত্বের ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। স্বর্গলোকও অনিত্য এবং তাই সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভগবানের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি কেউ কখনও দেখেনি বা শোয়নি। তাই, তোমাদের কর্তব্য তোমাদের প্রকৃত জন্মের জন্য এক জ্ঞান উপলব্ধির কথ্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করা। জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম করে। কিন্তু তার পর কেবলিহিত সফল কর্মের অনুষ্ঠান করে সে ইহলোকে অথবা পরলোকে নিরাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য তার বিপরীত কল্যাণ লাভ করে। এই জড় ভগবতে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সুখ লাভের এবং দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ ভখনই সুখী হয়,

যখন সে সুখের জন্য কোন প্রচেষ্টা করে না। মানুষ যখনই সুখের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে, তখনই তার দুঃখভোগ শুরু হয়। জীব তার দেহসুখ কামনা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেহটি যন্ত্রের সম্প্রতি। প্রকৃতপক্ষে, মথর যেহটি জীবজন্তুকে আলিঙ্গন করে এবং তারপর তাকে ছেড়ে চলে যায়। যেহেতু সেহটি চরমে বিষ্ঠা অথবা মাটিতে পরিপক হয়, তখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পক্ষী, গৃহ, যশ, সন্তান, অর্থস্বয়, ভূত, কল, রাজ্য, কোমলগার, পশু, মন্ত্রী ইত্যাদির কি প্রয়োজন? সেই সবই অনিত্য। সেই সম্বন্ধে অধিক কি বলার আছে? যতক্ষণ দেহের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই এই সমস্ত বস্তু অত্যন্ত মিয় বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ বিনষ্ট হলে যাওয়ার মাঝেই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমস্ত বস্তুগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। তাই, প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু অবিদ্যার ফলে সেগুলি অনর্থ হলেও অর্থের মতো প্রতীত হয়। নিত্য আনন্দ-হস্তের সমুদ্রের তৃপনায় সেগুলি অত্যন্ত দুঃখ। নিত্য আনন্দ এই প্রকার তৃপ্ত সম্পর্কের কি প্রয়োজন?”

“হে অসুরসম্মত বন্ধুগণ, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। তার ফলে গর্ভে প্রবেশ থেকে শুরু করে তার বিলম্ব শরীরের সমস্ত অঙ্গহাতেই তাকে নান প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই, পূর্বকালে বিবেচনা করে প্রোহরদই ফল, যে সকল কর্ম চরমে কেবল দুঃখ-দুর্দশাই প্রদান করে, তা অনুষ্ঠান করে কি লাভ? দেহদারী জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল এই জীবনে সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক শরীর প্রাপ্ত হয় এক সেই শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সে তার একটি শরীর তৈরি করে। এইভাবে সে তার অজ্ঞানের ফলে, অশ-বৃত্তার মাধ্যমে এক বোহ থেকে আর এক দেহে লেহান্তরিত হয়। পরমার্থিক উন্নতির চারটি বর্ণ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের উপর আশ্রিত। তাই হে বন্ধুগণ, ভগবত্বক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কোন প্রকর কামনা না করে, ভগবানের উপর সর্বভোগ্যে নির্ভরশীল হয়ে, ভক্তি সহকারে সেই পরম

জ্ঞান ভগবানের আরাধনা কর। পরমেশ্বর ভগবান প্রীতির সমস্ত জীবের আত্মরূপ এবং অন্তর্যামী। সমস্ত জীবই চিত্তর অজ্ঞা এবং জড় দেহের পরিশ্রমিত তরদই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান পরম প্রিয় এবং পরম নিয়ত। মেকতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, পক্ষি অথবা এই জগতের যে কেউই যদি যুক্তিমত্তা যুক্তির জীপাদপদের সেবা করেন, তা হলে তিনি ঠিক আমায়েরই মতো (প্রদুদ মহারাজ আদি মহাক্ষমদের মতো) পরম স্বকলময় স্থিতি লাভ করেন।”

“হে অসুরসম্মতগণ! ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, খণ্ডিত, সন্ন্যাস এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। এই সমস্ত গুণগুলি ভগবানকে আনন্দ দান করে না। এমন কি গান, তপস্যা, যজ্ঞ, পৌচ, ব্রত ইত্যাদির দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান

কেবল অবিদ্য, ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। একমিষ্ট ভক্তি কাঠীত অজ্ঞা সব কিছুই কেবল লোক দেবারে অভিন্নর মাত্র। হে অসুরসম্মত বন্ধুগণ, যেভাবে যেমন নিজের ভাঙ্গাশাস এবং নিজের দেবারাশাসনা করা, ঠিক সেইভাবে, সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে যিনি সর্বদা বিরাজমান, সেই ভগবানের প্রসন্নতা নিধানের জন্য তাঁর সেবা কর। হে বৈদ্যসম্মত বন্ধুগণ! যক্ষ, ব্যাক্স, নির্বেশ স্ত্রী, পুত্র, গোপ, পক্ষী, পশু এবং পানী জীবেরাও কেবলমাত্র ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। এই জগতে সর্বকরণের পরম কারণ গোবিন্দেব জীপাদপদের সেবা করা এবং সর্বত্র তাঁকে দর্শন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এটিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, যা সমস্ত শাস্ত্রে বিব্রোধ করা হয়েছে।”



অষ্টম অধ্যায়

ভগবান নৃসিংহদেবের দৈত্যরাজ বধ

নারদ মুনি বললেন, “সমস্ত দৈত্যসম্মতেরা যদ্ব্যব মহারাজের নিবা উপদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের শিকল হও ও অমর্কের বৈয়তিক উপদেশ গ্রহণ করেনি। তদনুসারে পুত্র বও এবং অমর্ক যখন দেখল যে, প্রদুদ মহারাজের সঙ্গ প্রভাবে অসুর-বালভেরা কৃমভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠেছে, তখন তারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে, দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে সেবানকর পরিস্থিতি বখাবত্বাবে বর্ণনা করেছিল। সেই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার দ্বারা শরীর কাগতে শুরু করেছিল। তখন সে ছিন্ন করেছিল তার পুত্র প্রদুদকে সে বধ করবে। হিরণ্যকশিপু স্বভাবতই ছিল অত্যন্ত দিষ্টম এবং এইভাবে অপমানিত বোধ করে, সে পদহস্ত মর্শের মতো নিশ্বাস ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। তার

পুত্র প্রদুদ ছিলেন শাস্ত্র বিদীত এবং নম্র, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত ছিল এবং তিনি কল্পজালে হিরণ্যকশিপুর শাস্ত্রবে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রদুদ মহারাজের কোমল বরস এবং মহান আচরণের জন্য তিনি তিরস্কারের উপযুক্ত ছিলেন না, তবুও হিরণ্যকশিপু বহুদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত কঠোর থাকে তাঁকে তিরস্কার করেছিল।”

হিরণ্যকশিপু বলল—“হে বুদ্ধিমান, হে সম্পৃক্তি, হে কলভেসকারক, হে অধম, তুই আমার শাসন লঙ্ঘন করেছিস, তাই তুই এক জেনী মূর্খ। আজ আমি তোকে বমালয়ে প্রেরণ করব। ওরে মৃত প্রদুদ, তুই জানিস যে আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালসন সহ বিজ্ঞের কল্মিত হয়, কিন্তু তুই কার বলে ভাবনা হয়ে আমার শাসন অতিক্রম করেছিস?”

প্রদুদ মহারাজ বললেন—“হে রাজন, আমার যে

সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন। তার একই সময়ে তখন কেউই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করার জন্য এগিয়ে আসতে সাহস করেননি। হিরণ্যকশিপু ত্রিলোকের নিম্নোক্তা নৃপতি ছিল। তাই স্বর্গের সেবাশ্রীতগ বন্ধন বেচলেন যে, সেই মহা অসুর ভগবানের হস্তে নিহত হয়েছে, তখন তাঁদের মুখমণ্ডল প্রথম আনন্দে বিকশিত হয়েছিল। তাঁরা তখন স্বর্গ থেকে মুসিংহদেবের উপর পূজাবৃত্তি করেছিলেন। তখন ভগবান নারায়ণের দর্শনভিষাধী দেবতারের বিমানে আকাশ করে গিয়েছিল। দেবতারা তাঁদের ঢাক এবং মুণ্ডিত মাছাতে গুরু করেছিলেন। সুষ্ঠু অর্চনায় অসুর খরে গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অলংকার নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।”

“হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতাপুত্র, অশ্বি, শিখ, সিদ্ধ, বিদ্যাদর, অমর, মনু, প্রজাপতি, অঙ্গরা, পঞ্চর, চন্দ্র, বক্ষ, বিষ্ণু, বেতাল, কাম্পুর্য এবং সুনন্দ, কুমার প্রভৃতি বিষ্ণুপার্শ্বদগ ভগবানের নিকটে এসেছিলেন। উচ্ছল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ভগবানের সর্দীপতী হয়ে তাঁদের হস্তকে হাত জোড় করে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং স্তব করেছিলেন।”

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উচ্ছল প্রার্থনা করে বললেন— “হে প্রভু, আপনি অনন্ত এবং আপনার শক্তি অসীম। আপনার পরাক্রম এবং অদ্ভুত প্রভাব কেউই অনুমান করতে পারে না, কারণ আপনার কার্যকলাপ কক্ষণে জড় প্রকৃতির দ্বারা কনুহিত হয় না। জড় পদে দ্বারা আপনি অন্যায়সে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন, তবুও আপনি অপরিবর্তনীয় এবং অব্যাহত থাকেন। আমি তাই আপনার প্রতি আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীকৃষ্ণদেব বললেন—“যুগের অন্ত হচ্ছে আপনার ক্ষেপের সময়। এখন এই নগণ্য অসুর হিরণ্যকশিপু নিহত হয়েছে। হে ভগবান, আপনি স্বভাবতই ভক্তবৎসল, দ্বারা করে আপনি তার পুত্র প্রভৃতি মহারাজকে রক্ষা করেন, যে সর্বতোভাবে আপনার পরাগত ভক্তরূপ আপনার নিকটেই সত্যরক্ষক।”

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—“হে পরমেশ্বর, আপনি

আমাদের উদ্ধারকারী রক্ষণকর্তা। আমাদের মজ্ঞতাপ সা প্রকৃষ্টপক্ষে আপনার, তা আপনি মৈত্রেয় কাছ থেকে পুনরায় আহরণ করেছেন। বেহেতু দৈত্য রাজ হিরণ্যকশিপু ছিল অত্যন্ত জ্ঞানবান, তাই আপনার আবাসস্থল আমাদের হস্তগত সে অধিকার করে নিয়েছিল। এখন, আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের হস্তগতের বিবান এবং অন্ধকার দূর হয়েছে। হে ভগবান, যারা স্বর্গদাই আপনার সেবার যুক্ত, তাঁদের কাছে সমস্ত জড় ঐক্য নিভেই তুচ্ছ, কারণ আপনার সেবা যুক্তিগত উর্ধ্ব। তাঁরা মুক্তির বয়মান করেন না, অতএব কাম, অর্থ এবং ধর্মের জ্ঞান কি কথা।”

সমস্ত ঋষিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—“হে ভগবান, হে পরমেশ্বর পালক, হে জাদি পুত্র, পূর্বে আপনি আমাদের যে ভগস্যার বিধির উপদেশ দিয়েছিলেন তা আপনারই চিরন্তন শক্তি। এই ভগস্যার দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, যা আপনার মধ্যে সুপ্ত অবস্থার থাকে। এই অসুরের কার্যকলাপের দ্বারা এই ভগস্যার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন, আমাদের রক্ষা করার জন্য এবং এই অসুরকে সংহার করার জন্য মুসিংহদেব রূপে আপনার আকর্ষণের ফলে, ভগস্যার পন্থা পুনরায় আপনি অনুমোদন করেছেন।”

পিতৃগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন— “সারা জগতের ধর্মপালক ভগবান শ্রীমুসিংহদেবকে আমরা আমাদের সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। যে সৈন্ত বলপূর্বক আমাদের পুত্র এবং পৌত্রদের দ্বারা হস্ত প্রাচলিত আদি অধিকার করে ভোগ করত এবং তীর্থস্থানে প্রাপ্ত তিলোদক পান করত, সেই মৈত্রেয় উদর আপনার নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে, আপনি তার উদর থেকে সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু আহরণ করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি।”

সিদ্ধগণ ভগবানের বন্দনা করে বললেন—“হে ভগবান মুসিংহদেব, আমরা, সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা স্বভাবতই অস্ত্র যোগসিদ্ধি সম্বিত। তবুও হিরণ্যকশিপু এতই অসৎ ছিল যে, সে তার কল এবং ভগস্যার প্রভাবে

আমাদের সমস্ত ক্ষমতা অগ্ৰহণ করে নিয়েছিল। তার দ্বারা সে তার যোগবলের দ্বারা অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা সেই দুর্বৃত্ত নিহত হয়েছে, তাই আমরা আপনাকে আমাদের সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি।”

বিনায়কগণ প্রার্থনা করে বললেন—“আমাদের শূন্য পুত্র হ্রাসের প্রভাবে প্রাপ্ত অন্তর্নিহিত আদি বিদ্যা, যে দুর্ভ হিরণ্যকশিপু তার মোহের কল এবং অন্যের পরাক্রম করার ক্ষমতার দ্বারা গর্বিত হয়ে নিবেদন করেছিল, পরমেশ্বর ভগবান সেই অসুরকে একটি পুত্রের মতো বধ করেছেন। সেই পরম গৌণবিরহ ভগবান মুসিংহদেবকে আমরা নিত্য প্রণতি নিবেদন করি।”

নাগগণ বললেন—“মহাপাপী হিরণ্যকশিপু আমাদের মন্তকের মনি এবং সুন্দরী স্ত্রীদের অগ্ৰহণ করেছিল। এখন, আপনার নখের দ্বারা তার বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ফলে, আপনি আমাদের পতীদের আনন্দ প্রদান করেছেন। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি।”

মুদ্রণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—“হে ভগবান, আপনার আশীর্বাদী দাসরূপে আমরা মনুদগ মানব-সমাজের জটিল প্রদান করি। কিন্তু এই মহা অসুর হিরণ্যকশিপুর সাহসিক বৈদ্যের ফলে বর্ষপ্রম-ধর্ম পালন করার প্রথা ফিট হয়েছিল। হে ভগবান, এই মহা অসুরকে সংহার করার ফলে এখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্থিতি লাভ করেছি। আমরা আপনার নিত্যদাস। দ্বারা করে আপনি আমাদের আদেশ কখন এখন আমরা কি করব।”

প্রজাপতিগণ তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন— “ব্রহ্মা এবং শিবেরও ইন্দ্র হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আদেশ পালন করার জন্য আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপুর নিবেদনের ফলে আমরা প্রকা সৃষ্টি করতে পারিনি। এখন সেই অসুর নিহত হয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আপনি তার বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। তাই, সমস্ত জগতের মঙ্গল সাধনকারী ও সন্তুষ্টি আপনাকে আমাদের সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি।”

গন্ধর্বগণ প্রার্থনা করে বললেন—“হে ভগবান, আমরা নট

অনুষ্ঠান নৃত্য-গীতের দ্বারা আপনার সেবা করি, কিন্তু এই হিরণ্যকশিপু তার কল এবং বীর্ঘের দ্বারা আমাদের তার মিথ্রাধীন করেছিল। এখন সে আপনার দ্বারা এই অধম নগা প্রাপ্ত হয়েছে। তার মতো কুপথ্যকারী কার্যকলাপের দ্বারা কি লাভ হতে পারে।”

চারণলোকের অধিবাসীরা বললেন—“হে ভগবান, সাধুদের হস্তের ত্বকের উৎসাহনকাটী দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বেহেতু আপনি সংহার করেছেন, তাই আমরা এখন আশ্বস্ত হয়েছি। আমরা আপনার শ্রীপদপায়ের নগ্ন গ্রহণ করছি, যা বন্ধ জীবনের বন্ধ কলুর থেকে মুক্ত করে।”

বক্ষগণ প্রার্থনা করে বললেন—“হে চতুর্বিধোতি ত্বকের নিয়ন্তা আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য আমরা আপনার সেবা করি বলে আমাদের আপনার শ্রেষ্ঠ সেবক বলে মনে করা হয়, তবুও বিতিপুত্র হিরণ্যকশিপুর আদেশে আমরা তার শিবিকা-কাছের কাছের নিযুক্ত হয়েছিলাম। হে মুসিংহদেব, এই অসুর যে কিভাবে সন্তোষে কষ্ট দিয়েছিল তা আপনি জানেন, কিন্তু এখন আপনি তাকে সংহার করেছেন এবং তার শরীর পক্ষ প্রাপ্ত হয়েছে।”

কিম্বদন্তিগণ বললেন—“আমরা অত্যন্ত নগণ্য জীব এবং আপনি পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা। সুতরাং আমরা নিতান্তে আপনার স্তব করব। বন্ধ ভক্তের এই অসুরের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে নিহত করেছিল, তখনই আপনার দ্বারা তার মৃত্যু হয়েছিল।”

বৈদ্যগণ বললেন—“হে ভগবান, মহতী সত্য এবং বজ্রবলে আপনার নিয়ন্তা বশ পান করি বলে সন্তোষে কাছে আমরা মহতী পূজা প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই দৈত্য আমাদের সেই পূজা তার আঘাত করে নিয়েছিল। এখন আমাদের মহা দৌত্যগোত্র কলো রোগের হাতা সেই দুর্জনকে আপনি বধ করেছেন।”

বিদ্যগণ বললেন—“হে পরম ইন্দ্র, আমরা আপনার নিত্যদাস, কিন্তু আপনার সেবা করার পরিবর্তে আমরা পিতা পরিশ্রমিকে এই অসুরের সেবার নিযুক্ত হয়েছিলাম। এই মহাপাপী এখন আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে। তাই, হে ভগবান মুসিংহদেব, হে প্রভু, আমরা আপনাকে আমাদের সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। দ্বারা করে আপনি আমাদের সংরক্ষক হোন।”

বৈষ্ণবলোকের বিষ্ণুপূজার ক্ষেত্রে ভগবানের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন—“আমাদের পরম আশ্রয় প্রদানকারী হে ভগবান, আজ আমরা সমস্ত জগতের মঙ্গল প্রদানকারী আপনায় এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপ ধারণ করলাম। হে ভগবান, আমরা যুক্ত হয়ে পেরেছি যে, এই

হিরণ্যকশিপু আপনাই সেই ব্রহ্ম, যে ব্রাহ্মের আত্মত্বের ফলে অসুর-শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা বুঝতে পারছি যে, তাঁকে বধ করে আপনি তাঁর প্রতি আপনার বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছেন।”



নবম অধ্যায়

প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম

দেবর্ষি নারদ বললেন—“ভগবান তখন অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন বলে ব্রহ্মা রক্ত প্রমুখ দেবতার তাঁর সামনে বেঁটে সাহস করেননি। সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীকে ভগবানের সাহসে খেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ভগবানের এই অদ্ভুত ওষ্ম অক্ষতপূর্ণ অদ্ভুত রূপ ধারণ করে ভয়ভীত হওয়ার ফলে তাঁর সামনে যেতে পারেননি। তখন ব্রহ্মা তাঁর নিকটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন—‘হে বৎস, ভগবান নৃসিংহদেব তোমার আত্মরিক শিতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে শান্ত কর।’”

নারদ মুনি বললেন—“হে রাজন, মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ একটি ছোট্ট ফলক হওয়া সত্ত্বেও, ব্রহ্মার বাণী বিরোধ্য করে ধীরে ধীরে ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে হুতলে পতিত হয়ে, কৃতান্তকশিপুট তাঁকে সন্তুষ্ট প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত দেখে ভগবান নৃসিংহদেব ক্রোধার্ণব হয়ে তাঁকে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের অভয় প্রদানকারী করকমল তাঁর মস্তকে স্থাপন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মস্তকে ভগবান নৃসিংহদেবের করকমলের স্পর্শের ফলে, প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত জড় বস্তু এবং বায়বীয় বস্তু সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, যেন তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে বিদ্বোধিত হয়েছিলেন। তখন

ফলে তিনি তখন চিস্তার স্বারে অবস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শরীরে চিরন্তন অনন্তের সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর নয়নমণ্ডল থেকে অশ্রুধারা বয়ে পড়ছিল এবং তিনি তখন পরম অদ্বৈত ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ একান্ত চিন্তে সমাহিত হয়ে, ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি তাঁর মন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রেম-গদগদ বচনে তাঁর গুণ করতে লাগলেন।”

প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—“অসুর কুন্তোদ্ধত আমার পক্ষে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কব কব কি করে সম্ভব? সম্বৎসরিত এবং অত্যন্ত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা আমি দেবতাগণ এবং অধিবাসী অপূর্ণ সুন্দর বাক্য প্রবাহের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে সক্ষম হইনি, সুতরাং আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে? আমার তো কোনই যোগ্যতা নেই।”

“আমি মনে করি যে ক্রম-সম্পন্ন, সমস্ত পরিবারে জন্ম, উপনয়, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নিগূণ, ভেদ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যোগ্যতা, এই সমস্ত গুণের দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল সন্তুষ্ট দ্বারাই প্রসন্ন হন। এই সমস্ত গুণে গুণাবিত না হলেও গজেন্দ্র কেবল ভক্তির দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। (সনৎসুজাত প্রহ্মে বসিত) বারোটি ব্রাহ্মণাচিৎ গুণে ভূষিত অথচ ভগবানের

শ্রীপাদপদ্ম-নিম্নে দ্বন্দ্ব-প্রাণ আপেক্ষা বীর ঘন, বাতা, কর্তৃক এসে প্রাণ ভগবানে আর্পিত, সেই চতুর্ভুজ প্রহ্লাদ। এই প্রকার ভক্ত সেই বরম প্রাণ আপেক্ষাও বেশ, জল ভক্ত তাঁর কলম পিঁড়ি করতে পারে, কিন্তু সেই অতি পরমিত প্রাণ নিরাক্ষরও পণ্ডিত করতে পারে না। ভগবান সর্বদাই সর্বজগতের আশ্রয়। তাই কেউ বহন তাঁকে কিছু নিবেদন করেন, তখন সেই ভক্তের মঙ্গলের জন্যই ভগবান তা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করেন। ভগবানের কারও মনোর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, নিজের মুখের পৌষর্ষি বর্ণাশ্রেণী প্রতিবিম্বিত হয় (অর্থাৎ ভগবানের আরাধনায় ফলে নিজেরই মঙ্গল হয়)। অতএব, অসুস্থকালে ভগবৎপ্রসন্ন করলেও আমার বুদ্ধি এবং পূর্ণ প্রাণ অনুসারে আমি শম্য পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের মহিমা বর্ণনা করলাম। ভগবানের মহিমা বল বা পাঠ করলে অবিনাশকাল এই জড় জগতে প্রতিষ্ঠা মনুষ্যও পবিত্র হয়।”

“হে ভগবান, ব্রহ্মা আমি সমস্ত দেবতার চিস্তার দ্বিত্বিত্তে অবস্থিত আপনার নির্ভীকতার প্রেমক। তাই তারা আমাদের হতে মন (প্রহ্লাদ এবং তাঁর আত্মরিক শিতা, হিরণ্যকশিপু)। এই ভক্তের রূপে আপনার আবির্ভাব আপনার নিজের আনন্দ বিধানের জন্য জানারই লীলকলাস। আপনার এই প্রকার অবতার ভগবতের মঙ্গল এবং সৌভাগ্য জন্য। হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাহি, আপনি এখন আপনার ক্রোধ সত্বন করুন, কারণ আমার শিতা যথা অসুর হিরণ্যকশিপু একম নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তির যেমন সর্প অথবা কৃচ্ছিক হত্যা করে আশঙ্কিত হন, সমস্ত জগৎ এই অসুরের হত্যাতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের দুঃখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্তবন করবে। হে অস্তিত ভগবান, আপনার অত্যন্ত ভক্তের বৃৎ, জিত্ব, সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেহ অথবা ক্রকটীভঙ্গির ভয়ে আমি ভীত নই। আমি আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অস্ত্রের বলা, রক্তাক্ত কেশর অথবা উন্নত কর্ণের ভয়ে ভীত নই। এমন কি আপনার যে গর্জনের ফলে দিক্‌পাশের পর্বতের করে কবলা যে নদীগুলি দ্বারা পত্রেরা বিদ্যমান প্রাপ্ত হয়, তারা ভয়েও আমি ভীত নই। হে পরম শক্তিমান,

পতিত-বহন, দুর্ভর প্রভু, আমার কর্মের ফলে আমি অসুরদের দ্বারা নিহত হইছি এবং তাই এই নৃসিংহ দেবের-চক্ষে অত্যন্ত ভীত হইছি। কবে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইতে চব-বকন থেকে মুক্তির আশ্রয় আপনাত পামনুনে আমাকে আত্মন করবেন? হে মহান, হে পরমেশ্বর ভগবান, প্রিয় এবং অস্তিত্ত পরিবর্তিত সর্বোপায় ফলে একা তার সর্বোপায় ও বিয়োপায় ফলে ভীতকে কর্ত অথবা নরকে অত্যন্ত দুর্দশায় অত্যাচার পতিত হইতে শোকাগিতে দৃষ্ট হইতে হয়। যদিও এই দুঃখের জীবনের নিকৃষ্টি সাধনের বহ উপায় রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত উপায়গুলি সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি থেকেও অধিক কুশলনক। তাই আমি মনে করি যে, তার একমাত্র নিরায় হইছে আপনার সেবার যুক্ত হওয়া। দয়া করে আপনি আমাকে সেই সেবার উপদেশ প্রদান করুন। হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুক্ত পুরুষদের (হংস) সঙ্গে আপনার দিব্য সেনাময়ী সেবার যুক্ত হইতে আমি জ্ঞা প্রকৃতির চিন্তা গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে কণ্ডুযুক্ত হব এবং তার ফলে আমার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র আপনার মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম হব। আমি ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পরামর্শায় আপনার মহিমা কীর্তন করব। এইভাবে আমি অন্যায়ের ভবসাগর উত্তীর্ণ হব। হে নৃসিংহদেব, হে বিজ্ঞ, সেহস্রবুদ্ধির ফলে আপনার দ্বারা উপেক্ষিত সেহস্রাী জীবেরা তাদের নিজের কল্যাণের জন্য কিছুই করতে পারে না। তারা তাদের দুঃখ নিবারণের যে উপায়ই গ্রহণ করে তা সাময়িকভাবে লাভজনক হলেও, অসংহারী। যেমন, শিতা এক মাত্র তাদের শিতকে বন্ধ করতে পারে না, চিকিৎসক এবং ঔষধ প্রোগীর কষ্ট দূর করতে পারে না এবং তরল সমুদ্রে নিমজ্জনের ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না। হে ব্রহ্ম, এই জড় জগতে সকলেই সব, রক্ত এক তমোতপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র মিনীমিকা পর্যন্ত সকলেই এই গুণের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। তাই এই জড় জগতে সকলেই আপনার প্রকৃতির বশীভূত। যে কারণে তারা কর্ম করে, যে স্থানে তারা কর্ম করে, যে সময়ে তারা কর্ম করে, যে পদার্থ নিয়ে তারা কর্ম করে, তাদের স্বীকৃতির যে উদ্দেশ্যকে তারা চক্ষু বলে বিবেচনা করেছে

এক সেই উচ্চৈশ্বর্য সাধনের উপায়—তা সবই আপনাই শক্তির প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু শক্তি এবং শক্তিদান অতিরিক্ত, তাই সেই সবই আপনাই প্রকাশ। হে ভগবান হে পরম শাস্ত্র, আপনায় বীর অংশ বিস্তার করে কালের ধাক্কা কোঁড়িত আপনায় বহিঃকর শক্তির মাধ্যমে আপনি জীবের সৃষ্টি করছেন। এইভাবে মন বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের নিষেধ এবং মোলটি উপন্যাসের দ্বারা অসুস্থীম বামনের বক্তব্যে জীবকে বোধে রাখে। আপনায় শ্রীপাদপঙ্খের শরণ গ্রহণ বিনা এই কখন থেকে কে মুক্ত হতে পারে। হে প্রভু, হে বিতো, আপনি ষোলটি উপন্যাসের দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আপনি তাম্রের জড় তপের অতীত। অর্থাৎ, এই জড় প্রবণতায় সর্বতোভাবে আপনায় নিরুত্তরাধীন এবং আপনি কখনও তাদের দ্বারা পরাভূত হন না। তাই, কাল আপনায় প্রতিবিম্বিত করে। হে প্রভু, হে পরমেশ্বর, হে অজ্ঞেয়, আমি কলচাত্রে নিষ্পেষিত এবং তাই আমি সর্বতোভাবে আপনায় পরগণপ্ত হয়েছি, এখন দয়া করে আপনি আমাকে আপনায় শ্রীপাদপঙ্খের আশ্রয়ে গ্রহণ করুন।"

"হে ভগবান, মানুষ সাধারণত দীর্ঘ আয়ু, ঐশ্বর্য এবং সুখভোগের জন্য স্বপ্নলোকে উড়ীত হতে চায়, কিন্তু আমার পিতার কার্যকলাপের দ্বারা আমি তা দেখছি। আমার পিতা এখন ফুট হয়ে বাসন্তরে অট্টহাস্য করত, তখন তার জড়টি ধর্মে করে দেবতারা লিট্ট হত। কিন্তু আমার সেই পিতা, যিনি এত নতিশীলী ছিলেন, তিনি এখন নিজেদের মধ্যে আপনায় দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন। হে ভগবান, এখন আমি ব্রহ্মা থেকে শুক করে পিনীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের জড় ঐশ্বর্য, যোগশক্তি, দীর্ঘ আয়ু এবং অন্যান্য জড় সুখের পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মহাকাল রূপে আপনি এই সবই ধ্বংস করেন। তাই, আমি সেগুলি চাই না। হে ভগবান, আমি কেবল আপনায় কাছে অনুপ্রবেশ করি, দয়া করে আমাকে শুধু ভক্তের সক্রিয় প্রদান করুন এবং ঐকান্তিক সেনাক্রমে তাঁকে সেবা করতে দিন। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভবিষ্যৎ সুখের কামনা করে, অতিক্রম করতুমি হরীতিকার মতো। মরুভূমিতে জল কোথায়? ঠিক তেমনই এই জড় জগতে সুখ কোথায়?

এই নদীতটের কি মূল্য? এটি কেবল মনো প্রভাৱ যোগের উদ্ভবস্থল। ভগবতীতঃ স্পর্শকঃ, বৈজ্ঞানিক এবং বাজ্যনীর্তিনিন্দো সেই কথা জগতেরই ভাব। কিন্তু তা সবেও জবা অমিতা মুখে অকোত্তর করে। সুখ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যেহেতু তারা আসেব উপর-সংগ্রহে অকম, তাই তারা জড় জগতের তৎকালিত সুখের পিছনে ধাবিত হয় এবং কখনই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, মহাকীর তম ও বাক্যগোষ্ঠায় অসুখকুল জাত আমি ক কোথায়? আর ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষীমবীরকেও ক তখনও প্রদান করা হয়নি আপনায় সেই অহেতুকী বৃষ্টিই বা কোথায়? আপনি কখনও তাঁদের মস্তকে আপনায় করতল করণ করেনি, কিন্তু আমার কেনে আপনি তা করেছেন। হে ভগবান, আপনি সাধারণ জীবের মতো শত্রু ও মিত্রের এবং অনুকূল ও প্রতিদ্বন্দ্বের মধ্যে ভেদভাব কর্তন করেন না, কারণ আপনায় মধ্যে ঐক্য এবং শক্তি ধারণা নেই। কিন্তু তা সবেও করতল যেমন মহৎ এবং ক্ষুরের মধ্যে পার্থক্য কর্তন না করে জীবের কল্যাণ অনুসারে কল প্রদান করে, তেমনই আপনি ভক্তের ভেদে দ্বারা অনুসারে ঐক্য আপনায় আর্শবীর প্রদান করেন। হে ভগবান, একের পর এক জড় বামনের দল প্রভাবে আমি সাধারণ মানুষের অনুসরণ করে সর্বপূর্ণ অজ্ঞতবে পতিত হয়েছি। আপনায় সেনক নারক মুনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শিবায়নে প্রহসন করেছেন এবং দিয়া স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই আমার সবপ্রথম কর্তব্য তাঁর সেবা করা। তাঁর সেবা আমি কি করে পরিচাল্য করতে পারি? হে ভগবান, হে চিত্তর ভণ্ডের অসুস্থীম উৎস, আপনি আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করে তাঁর বক্তব্য থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন, "আমি এখন তোমার চেহে থেকে তোমার মস্তক দ্বিগুণ করব। আমি বাতীত অন্য কোন ইচ্ছা যদি থাকে তা হলে সে তোকে কমা করুক।" তাই আমি যেন করি যে, আপনায় ভক্তের যাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনি আমাকে বন্ধা করেছেন এবং আমার পিতাকে বধ করেছেন। এই জড় জগৎ কখন আরও নেই।"

"হে ভগবান, আপনি নিজেতে সমস্ত জগৎকালে

পূর্ণাঙ্গ কালীন কাল সৃষ্টির পূর্বে আপনি ছিলেন, সৃষ্টি পূর্বে আপনি পালেন এবং সৃষ্টি ও অস্তুর ব্রহ্মতী আপনায় আপনি পালন করেন। তা সর্ব পূর্ণাঙ্গ তিনিই প্রকৃত হিরণ্যকশিপু এবং মাধ্যমে আপনায় বহিঃকর শক্তির দ্বারা সঞ্চারিত হয়। অতএব অস্তুর এবং সৃষ্টির বা কিছু দিবাক্রম, তা সর্বই আপনি। হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, সমস্ত জড় সৃষ্টির কারণ আপনি এবং এই জড় সৃষ্টি আপনাইই শক্তির পরিণাম। যদিও সমস্ত জড় জগৎ আপনায় যেহেতু প্রকাশিত তবুও আপনি তা থেকে ভিন্ন। 'আমায় এবং তোমার' ধারণা তা অকণ্যই দ্বিগুণ দ্বারা, কারণ প্রতিটি বস্তুই আপনায় থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে আপনায় থেকে ভিন্ন নয়। বস্তুতপক্ষে জড় জগৎ আপনায় থেকে অভিন্ন এবং তার বিশেষত্ব আপনায়ই ধার্য সৃষ্টিত হয়। আপনায় সূত্র আপনায় সৃষ্টির সম্পর্ক বীজ এবং বৃক্ষ, অথবা সূক্ষ্ম অমল এবং মূল প্রকরণের মতো। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি প্রত্যেকে পর আপনায় সৃষ্টি শক্তিকে আপনায় মধ্যে রাখেন এবং তখন মনে হয় কেন আপনি অর্ধ-নির্মীলিত নেত্র মিত্রায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধারণ মানুষের মতো দ্বিগুণ বান না কারণ আপনি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তুরীত জহন্যু আপনি চিন্তিত আমায় অনুভব করেন। কাব্যধারাকণ্যাতী বিধুতরণে আপনি এইভাবে জড় প্রকৃতির স্পর্শ না করে আপনায় চিত্তের স্থিতিতে অবস্থান করেন। আপনাকে নিশ্চিত বলে মনে হলেও, এই মিত্রা অবিদ্যাক্রান্ত মিত্রা থেকে ভিন্ন। এই বিশাল জড় জগৎ আপনায়ই পরীত। আপনায় কাল সৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতি কোঁড়িত হয় এবং তাই ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। আপনি তখন অসুস্থবোধের পর্যায়ে থেকে ছোপে ওঠেন এবং আপনায় নতি থেকে একটি চিত্তের বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মত প্রকাশকারী পদ্ম উদ্ভূত হয়, ঠিক তেমন একটি পুত্র বীজ থেকে এক বিশাল বৈদ্যুতিক কল হয়। সেই ব্রহ্মপদ থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা সেই পদ দ্বারা অন্য দ্বিগুণ দেহত পাননি। তাই, আপনাকে বহিঃকর অর্জিত হলে মনে হবে, ব্রহ্মা সেই জগৎ নিমজ হয়ে পতদর্শনালী সেই পদের উৎসে অধঃপল করেছিলেন। কিন্তু তা সবেও তিনি আপনাকে গুণে পাননি, কারণ বীজ হল অসুস্থিত হত,

তখন আর সেই বীজ সেবা দাত না। সেই অধঃপলিত ব্রহ্মা অত্যন্ত নিশ্চিত হত, সেই পদকে অস্তুর করে দল পত বধবর কঠোর তপস্যা করার ফলে পবিত্র হতে, সর্বকাবণের পতর কাবলকরণ তৎকালকে স্পর্শ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গীতে যেমন বৃক্ষ জড়াত সূক্ষ্মভাবে দ্বিগুণ থাকে, তেমনই বীজ মিত্রের সর্বাঙ্গ এবং চিত্তের তিনি তৎকালকে দ্বিগুণ করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন মহৎ মহৎ বান, চরম, মস্তক, হস্ত, চিত্র, শাসিকা, কর্ণ ও নয়ন সম্বন্ধিত আপনাকে সের্বাছিলেন। আপনি সূক্ষ্ম অলংকার এবং অস্তুরস্বৈ সূক্ষ্মজাত ছিলেন। পাতালজগৎকে বিধৃত পদ সম্বন্ধিত, চিত্রায় লক্ষ্যবৃত্ত আপনায় বিদ্যুতপ স্পর্শ করে ব্রহ্মা দ্বিগুণ জাল লাভ করেছিলেন।"

"হে ভগবান, আপনি হরীতকালে আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্ম এবং ভগবতের প্রতীক মণ্ড এবং কৈটভ মায়ক অসুরদের সংহার করে ব্রহ্মাকে বৈদিত জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই কারণে সমস্ত কবিতা আপনায় স্পর্শকে জড়াতীত শুদ্ধ সমস্তর বলে কর্তন করেন। হে ভগবান, এইভাবে আপনি মর, পত, গরি, দেহতা, মণ্ড অথবা কৃষ্ণরূপ অবতরণ করে সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং অসুরদের সংহার করেন। হে ভগবান, আপনি যুগ অনুসারে ধর্মকে রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি আপনায় ভগবতা প্রকাশ করেন না, তাই আপনাকে দ্বিগুণ বল হয়। হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার পাপপূর্ণ কামাতুর কল হর্ষ, শোক, ভয় এবং ধন লাভের কামনায় পূর্ণ। গুর ফলে তা অত্যন্ত কলুষিত এবং আপনায় কবায় প্রীতি লাভ করে না। সুতরাং বীন এবং পতিত আমি কিভাবে আপনায় শুধু আলোচনা করতে সক্ষম হব? হে অদ্বীত, আমার অবস্থা বহু সঙ্গীত দ্বারীর মতো, কাল তাকে তাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু সুবলু অ্যাপ্তের প্রতি, উপলব্ধি সূক্ষ্মী রমণীর প্রতি, বৃক্ষ কোমল নরুর প্রতি, উন্নত ভোজনবের প্রতি এবং বর্ষ গ্রামা সর্দীতের প্রতি, নাক হাণের প্রতি, চকম দৃষ্টি ইঞ্জির তৃপ্তিদায়ক সূক্ষ্ম দৃশ্যের প্রতি এবং কয়েকপ্রিয় বিভিন্ন কর্মের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করেছে। এইভাবে বিভিন্ন দিকে অকৃষ্ট হয়ে আমি বিশাশ প্রাপ্ত হচ্ছি। হে ভগবান, আপনি সর্বদাই মৃত্যুদর্শনীর জগত পায়ে চিন্তাভাব্যে অবস্থিত, কিন্তু আমার অয়োগের পাপকর্মের ফলে সেই

নদীর এই পারে পুণ্য-দুর্গা গৌণ করছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই নদীতে পতিত হয়ে বার বার জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছি এবং অত্যাশ্রয় ঘৃণা বহুসময় আহার করছি। মরা করে আপনি আমাদের প্রতি প্রতিপাত করুন—কেবল আমার প্রতিই নয়, অন্য বারা কষ্টভোগ করছে তাদের প্রতিও—এবং আপনার অহৈতুকী কৃপা ও অনুকম্পার প্রভাবে আমাদের উদ্ধার করুন এবং পাতন করুন।”

“হে পরমেশ্বর ভগবান, হে সমগ্র জগতের আমি গুরু, আপনি বারা জগতের সমস্ত কার্যের পরিচালক, অতএব আপনার পক্ষে আপনার সেবার যুক্ত অধ্যাপিত জীবনের উদ্ধার করা এমন কি পরিত্যজ্য। আপনি সমস্ত জগতের বন্ধু এবং মহত্ম্যে কর্তব্য হচ্ছে স্বর্গের প্রতি কৃপা প্রদান করা। তাই আমি মনে করি যে, আপনার সেবার যুক্ত আমাদের মতো ব্যক্তিদের প্রতি আপনি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদান করবেন। হে সর্বোত্তম, আপনার গুণগান এবং সর্বকলাপের চিত্রের সম্পূর্ণরূপে হয় থাকায় ফলে আমি মর্যাদার ভয়ে ভীত নই। আমার একমাত্র চিন্তা কেবল সেই সমস্ত মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য, যারা কিছু মূল্য ভোগের জন্য এবং তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিপালনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে হে ভগবান নৃসিংহসেব, মুনীরা কেবল তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্য অগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিচালনপূর্বক যৌন ব্রত অবলম্বন করে ধাম করার জন্য হিন্দুদের অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য অগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত এবং আপনার শ্রীপাদপদের স্মরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনও মুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই। চুলকানির উপশমের জন্য দুই হাতের ঘর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানহীন তথাকথিত পুণ্যেবো মনে করে যে, এই চুলকানিটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত দুঃখের উৎস। কৃপণ অথবা মূর্খের, যার ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, তার বার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলেও তারা কখনও মুক্ত হয় না। কিন্তু বীজা

ধীর, তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন এবং শেষ ফল তাদের মূর্খদের মতো দুঃখভোগ করছে হয় না।”

“হে পরমেশ্বর ভগবান, মুক্তির মার্গে মলটি উপায়—যৌন, ব্রত, বৈদিক জ্ঞান আহরণ, তপস্যা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, কর্মসম-ধর্ম আচরণ, ধর্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, নির্জন স্থানে বাস, মন্ত্র জপ এবং সন্ন্যাস। মুক্তির এই সমস্ত উপায়গুলি অজিতহেত্রের ব্যক্তির পেশাদারি আচ্যাস এবং জীবিক। যেহেতু এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত দাঙ্কিক, তাই এই উপায়গুলি সফল নাও হতে পারে। প্রামাণিক বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা দেখা যায় যে, জড় জগতে কার্য এবং কারণের রূপ ভগবানেরই রূপ, কারণ জড় জগৎ তাঁরই শক্তি। কার্য এবং কারণ উভয়ই ভগবানের শক্তি স্বতীত অর্থাৎ কিছু নয়। তাই, হে ভগবান, জর্নী ব্যক্তি যেমন কার্য এবং ফলদের কিংবা করে দেখতে পান কিভাবে কাঠের মধ্যে অগ্নি ব্যাপ্ত, তেমনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার যুক্ত ভক্তও ভগবানের করতে পারেন যে, আপনিই কার্য এবং কারণ। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি বাবু, পৃথিবী, আগুন, আকাশ, জল, ভস্ম, প্রাণবায়ু, পঞ্চদ্রব্য, মন, চেতনা এবং অহঙ্কার। বস্তুতপক্ষে, সুখ এবং দুঃখ, সব কিছুই আপনি। মন এবং বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত কোন কিছুই আপনার থেকে ভিন্ন নয়। জড় প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ), এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাপ্রাণ, পঞ্চ হুল তত্ত্ব, মন, দেবতা, মানুষ, কেউই আপনাকে জানতে পারে না, কারণ তার সকলেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সেই কথা বিবেচনা করে, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ভগবত্বের পন্থা অবলম্বন করেন। এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বেশ অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ে ভগবত্বভক্তিতে যুক্ত হন। অতএব, হে পূজ্যতম ভগবান, আপনাকে আমি আমার সন্তোষ প্রাপ্তি নিবেদন করি, কারণ শুভ, কর্তব্য অর্পণ, পূজা, কর্ম-সমর্পণ, চরণদ্বারা স্মরণ এবং লীলা ভবন—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত কে পরমহংসগণের প্রণাম আপনার প্রতি উক্তি লাভ করতে পারে।”

দেবর্ষি নারদ বললেন—“এইভাবে শুভ প্রহ্লাদ মহারাজের অপ্রাকৃত প্রার্থনা গ্রহণ করে ভগবান নৃসিংহসেব তাঁর প্রেম সন্মরণ করেছিলেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদে প্রণত প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে

হর্ষাচরণে—হে ভর প্রহ্লাদ, তোমার মন হোক। হে প্রহ্লাদগুণ, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি সমস্ত মানবের বাসনা পূর্ণ করি, সুতরাং তুমি আমার কাছে তোমার অন্তর্ভুক্ত কর প্রার্থনা কর। হে প্রহ্লাদ, তুমি লীলাধীর্ষী হও। আমাকে প্রসন্ন না করে কেউই আমাকে জানতে পারে না বা উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু যে আমাকে মর্শন করেছে অথবা আমাকে প্রসন্ন করেছে, তাকে আর তার নিজের সন্ততি মিথ্যার জন্য শাস্ত করতে হয় না। হে প্রহ্লাদ, তুমি মহা-ভাগবান। এরা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং উন্নত, তাঁরা লীলাভোগে আমার

প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেন, কারণ আমিই সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারি।”

নারদ মুনি বললেন—“প্রহ্লাদ মহাবীর ছিলেন অসুখবলের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্ত। প্রসূতের সর্বদা চতুঃ পুণ্যের বাসনা করে। কিন্তু ভগবান যদিও এই ভগবতের সমস্ত সুখ ভোগ করার পর প্রদান করে তাঁকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃতজ্ঞ হওয়ার ফলে প্রহ্লাদ মহাবীর তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুই গ্রহণ করতে চাননি।”



দশম অধ্যায়

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—“প্রহ্লাদ মহারাজ নিত্যন্ত গাঙ্গক হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান নৃসিংহসেবের দ্বারা প্রদত্ত সেই সমস্ত বরগুলিকে অজিতহেত্রের প্রতিবন্ধক বলে মনে করে, দীর্ঘ হাস্য সহকারে বলেছিলেন—হে ভগবান, অসুখবলে জগতগ্রহণ করার ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত। তাই, মরা করে আমাকে এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা প্রলুব্ধ করবেন না। আমি ভৌতিক অবস্থার ভয়ে অত্যন্ত ভীত এবং তাই আমি এই বন্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাই। সেই জন্যই আমি আপনার শ্রীপাদপদের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হে পরমাত্মা ভগবান, যেহেতু সকলের হৃদয়ে ভগবত্বের মূল কারণবাল কাম-কামনায় বীজ রয়েছে, তাই আপনি আমাকে গুরু ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করার জন্য এই জড় জগতে প্রেরণ করেছেন। অন্যথায়, হে ভগবান, হে সমগ্র জগতের গুরু, আপনি আপনার ভক্তের প্রতি এতই বশবাসী যে, তাঁর পক্ষে অজিতহেত্র কোন কিছু তাঁকে আপনি কলান্ত মেনে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আপনার সেবার বিনিময়ে কোন জাগতিক লাভ কামনা করে, সে

আপনার গুরু ভক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে একটি বণিক যে তার সেবার বিনিময়ে লাভ চায়। যে ভক্ত তার সেবার বিনিময়ে প্রভুর কাছ থেকে কোন রকম জাগতিক লাভের বাসনা করে, সে যোগ্য সেনক বা গুরু ভক্ত নয়। তেমনি, হে প্রভু তার প্রভুত্বের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তার ভক্তকে জড়-জাগতিক লাভ প্রদান করেন, তিনিও গুরু প্রভু নন। হে প্রভু, আমি আপনার নিয়ম সেনক এবং আপনি আমার নিত্য গুরু। আমাদের মত এবং ভক্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি প্রকৃষ্টই আমার প্রভু এবং আমি স্বভাবতই আপনার সেনক। আমাদের আর অন্য কোন সম্পর্ক নেই। হে ভগবান, হে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমাকে আমার অন্তর্ভুক্ত কর প্রদান করতে চান, তা হলে জ্ঞান আপনার কাছ থেকে প্রার্থনা করি, কেন আমার হৃদয়ে কোন জড় বাসনার উদয় না হয়। হে ভগবান, জন্ম থেকেই কাম-কামনার ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, বৈধ, বুদ্ধি, লজ্জা, ঐশ্বর্য, কল, সৃষ্টি এবং মৃত্যু, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। হে ভগবান, মানুষ বন্ধ

তার হনের সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়, তখন সে আপনারই মধ্যে ঐশ্বর্য লাভ করার যোগ্য হয়। যে বৈভবস্বর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। যে পরমাত্মা, সকল দুঃখহর। যে অদ্বৈত নরসিংহ রূপধারী পরম পুত্র, আমি আপনাকে আমার সন্তান প্রণতি নিবেদন করি।”

ভগবান বললেন—“হে প্রিয় প্রহ্লাদ, তোমার মতো ভক্ত ইহলোকে অথবা পরলোকে, কোন প্রকার জড় ঐশ্বর্য বাসনা করে না। কিন্তু তুমি সবেও আমি তোমাকে আবেশ দিচ্ছি যে, তুমি এই মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত এখানে মৈত্রেয়দের অধীশ্বর হয়ে, এই জড় জগতে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য উপভোগ কর। তুমি যে জড় জগতে রয়েছ তাকে সিন্দূর দ্বারা আঁসে না। তুমি সর্বদা আমার উপদেশ এবং কাণী শ্রবণ করে আমার চিত্তের মন থেকে, কারণ আমিই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তাই সত্যের চর্য পরিত্যাগ করে আমার আরাধনা কর। হে প্রহ্লাদ, এই জড় জগতে অবস্থানকালে তুমি তোমার সুখ অনুভবে দ্বারা পুণ্যকর্মের ফল এবং পুণ্য আচরণের দ্বারা পাপকর্মের ফল কর করবে। শক্তিশালী কালের প্রভাবে তুমি তোমার দেহ ত্যাগ করবে, কিন্তু তোমার বশ স্বর্গলোকেও কীর্তিত হবে এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত হবে তুমি ভগবদ্ব্যম্বল আমার কাছে ফিরে আসবে। যে ব্যক্তি সর্বদা তোমার কার্যকলাপ শ্রবণ করে এবং আমার কার্যকলাপও শ্রবণ করে এবং তোমার দ্বারা গীত এই ত্রেত্র কীর্তন করে, সে স্বর্গলোকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।”

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—“হে পরমেশ্বর, আপনি বেহেতু অধ্যাপিত জীবনের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই আমি আপনার কাছে কেবল একটি বর প্রার্থনা করি। আমি জানি যে আমার পিতা মৃত্যুর সময় আপনার দৃষ্টিপাতের প্রভাবে পবিত্র হয়েছেন, কিন্তু আপনার অপূর্ণ শক্তি এবং প্রেরণা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে তিনি স্রাস্তভাবে আপনাকে তাঁর স্রাস্তঘাটী বলে মনে করে অনর্থক আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সমস্ত জীবের পরম গুরু আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে নিশা করেছেন এবং আপনার ভক্ত আমার প্রতি পাগলত্ব করেছেন। সেই সমস্ত দুষ্টের দাশ থেকে আপনি তাঁকে পবিত্র করুন।”

ভগবান বললেন—“হে প্রহ্লাদ হে পরম পবিত্র সন্তান, তোমার পিতা পূর্বতন এক বংশতি পুত্রস্ব মন পবিত্র হয়েছে। বেহেতু তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই সমস্ত কৃপা পবিত্র হয়েছে। যেখানে যেখানে প্রহ্লাদ, সমদর্শী, সমচার যুক্ত এবং সমস্ত সমতানে বিভূষিত আমার ভক্তেরা বাস করে, অত্যন্ত অধ্যাপিত হলেও সেই স্থানের এবং সেই বংশের মনুষ্যেরা পবিত্র হয়ে যায়। হে মৈত্রেয় প্রহ্লাদ, আমার প্রতি ভক্তি হেতু আমার ভক্তেরা উৎকৃষ্ট এবং অপরূপ জীবনের মধ্যে ভেদ করণ করে না। তারা কখনও কাউকে হিংসা করে না। বাক্য তোমার পদ্য অনুসরণ করে, তারা স্বাভাবিকভাবেই আমার শুদ্ধ ভক্ত হবে। তুমি আমার প্রেরিত ভক্ত এবং অন্যদের কর্তব্য তোমার পদ্য অনুসরণ করা। হে বৎস, তোমার পিতা তার মৃত্যুকালে আমার আগের স্পর্শে ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়েছেন। তুমি সবেও, পুত্রের কর্তব্য পিতার মৃত্যুর পর প্রায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, যার ফলে তার নিজস্ব সংপ্রদা এবং ভক্ত হওয়ার জন্য উচ্চলোকে গমন করতে পারে। অস্ত্রোৎকীর্ণ সম্পাদন করার পর তুমি তোমার পিতার রাক্ষসে দায়িত্বভার গ্রহণ কর। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও এবং বৈষয়িক কার্যকলাপের দ্বারা কিলিঙ না হও আমাকে মনেনিবেশ কর। যেসব নির্দেশ লভ্যচন না করে, তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর।”

শ্রীনারদ মুনি বললেন—“হে মহারাজ যুগিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পিতার অস্ত্রোৎকীর্ণ সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিনি হিরণ্যকশিপুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভগবান প্রহ্লাদ হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছিল। দেবতাদের দ্বারা পবিত্র হয়ে, তিনি তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিম্ন কাণী দ্বারা প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।”

ব্রাহ্মণ বললেন—“হে দেবেশ্বর, হে অশ্বিন অধ্যক্ষ, হে ভূতলোক, হে পূর্বক (অগ্নিপুত্র), আমাদের সৌভাগ্যের ফলে আপনি সমস্ত ব্রাহ্মণের সন্তান প্রদানকারী মহাপ্রাণী অসুরকে সংহার করেছেন। এই অসুর হিরণ্যকশিপু আমার কাছে থেকে বর লাভ করেছিল যে, আমার সূঁট কোন জীবের দ্বারা সে নিহত হবে না। এই প্রতিশ্রুতি

এর ফলে উপসাগ ও হিরণ্যকশিপু বলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে সমস্ত লোকের চক্ষু লভ্যচন করেছিল। তখনকার হিরণ্যকশিপু পুত্র মহাপ্রাণের সন্তান বলে প্রহ্লাদ মহারাজ মৃত্যু থেকে একটা পেরেছে। এমন যে সম্পূর্ণভাবে প্রাণনার শ্রীপালক্যের পরশে রয়েছে। হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা। যদি কেউ আপনার চিত্তের শরীরের গমন করেন, তা হলে আপনি তাঁকে সমস্ত জড় থেকে রক্ষা করেন, এমন কি আসন্ন মৃত্যুভর থেকেও।”

ভগবান উত্তর দিলেন—“হে ব্রাহ্মা, হে পরমেশ্বর, সর্বদা দুঃখ প্রদান করে যেমন ভগবান, তেমনি অত্যন্ত ক্রোধবশত এবং স্বর্বাণরায়ণ অনুরোধে বদমান করাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অনুরোধে আর কখনও এই প্রকার বর দান করা না।”

নারদ মুনি বললেন—“হে মহারাজ যুগিষ্ঠির, সাধারণ জীবনের অগোচর ভগবান এইভাবে ব্রাহ্মকে নির্দেশ দিলে, ব্রাহ্ম কর্তৃক পুজিত হয়ে সেই স্থান থেকে অতর্কিত হয়েছিলেন। তারপর প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের অংশ ব্রাহ্মা, শিব, প্রজাপতি আদি সমস্ত দেবতাদের পূজা করে কল্পন করেছিলেন। তারপর কল্যাণ ব্রাহ্মা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মুনিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য এবং দানবদের অধিষ্ঠিত করেছিলেন।”

“হে মহারাজ যুগিষ্ঠির, তারপর ব্রাহ্মা আদি দেবতাল প্রহ্লাদ মহারাজ কর্তৃক ইচ্ছাবশত পুজিত হয়ে, প্রহ্লাদকে চরম আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁদের বাক্যে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুই পার্শ্ব হিরণ্যক এবং হিরণ্যকশিপুকে দ্বিধা পুত্র প্রাপ্ত হয়ে, জাতিবশত সকলের হৃদয়স্থিত ভগবানকে তাঁদের শত্রু বলে মনে করে, নিহত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের অভিপানে ভগবানের সেই দুই পার্শ্ব পুত্রের কৃতকর্ম এবং দশদান কাণ্ডে অত্যাচার করেছিলেন। সেই দুই পার্শ্ব ভগবান শ্রীনারদকে অলাপারণ পরাক্রমে নিহত করেছিল। ভগবান শ্রীনারদের বাণের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে কৃতকর্ম এবং দ্বাশ উভয়েই রূপক্রেতে পবিত্র হয়েছিল এবং হিরণ্যক ও হিরণ্যকশিপুও তাদের পূর্বজন্মের মতোই পূর্বরূপে ভগবানের চিত্তের মন হয়ে দেহত্যাগ করেছিল। তারা পুনরায় অনুভব-সম্মানে শিতপাল এবং দশবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ভগবানের প্রতি বৈদ্যভাব

পোষণ করেছিল এবং তেঁদের সমস্ত ভগবানের নৈদ্যে লীন হয়েছিল। তখন শিতপাল এবং দশবক্রই মন, তারা বর লাভের জন্য হিরণ্যকের প্রতি লক্ষ্য করে আসন্ন মৃত্যুর সময় হৃদয় লাভ করেছিল। বেহেতু তারা ভগবানের কথা চিন্তা করেছিল, তাই তারা ভগবানেরই মতো চিন্তা দেখ এবং রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল, ঠিক যেমন ভগবানের দ্বারা কণী কীট প্রমত্তের কথা চিন্তা করতে করতে ভগবানেরই মতো রূপ প্রাপ্ত হয়। হে গুরু ভক্তেরা ভগবদ্বক্তার দ্বারা নিরাকৃত ভগবানের কথা চিন্তা করুন, তাঁরা ভগবানেরই মতো শরীর প্রাপ্ত হন। তাহলে তারা হয় সন্ন্যাস-যুক্ত। যদিও শিতপাল, দশবক্র এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত করেছিল, তারাও সেই রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। শিতপাল এবং অন্যান্য ভগবানের প্রতি বৈদ্যভাব হওয়া সবেও চিন্তাবে মুক্তি লাভ করেছিল, সেই সময়ে তুমি জানাকে যে সমস্ত শত্রু করেছিল, তার বিরুদ্ধে আমি করলাম।”

“ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণের এই বর্ণনায় ভগবানের বিভিন্ন অবতারের কথা এক হিরণ্যক ও হিরণ্যকশিপু নামক দুই দৈত্য ক্রিয়াবে নিহত হয়েছিল, তার বর্ণনা করা হল। এই কাহিনী মহাভারত প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র, তাঁর দৃঢ় ভক্তি, পূর্ণ জ্ঞান ও তাঁর পূর্ণ বৈরাগ্য বর্ণনা করেছে। এখানে সৃষ্টি, বিধি এবং সংস্কারে অক্ষররূপে ভগবানের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রার্দ্যায় ভগবানের নিম্ন গুণাবলী এবং সেই দ্বারা জিতাবে দেবতা ও অনুরোধের অর্থ, তুমি এই ঐশ্বর্যশালী দেবতা কেন, ভগবানের নির্দেশ মাত্রই মনে হয়, তারও বর্ণনা করা হয়েছে। যে ধর্মের দ্বারা ভগবানকে ভজনা যায়, তাতে কলা হয় ভগবত-ধর্ম। তাই এই আখ্যানে আধ্যাতিক তত্ত্ব বর্ণনাবশত বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এই আখ্যানে বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমানের কথা ভাবন করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ, হিরণ্যকশিপু বধ এবং ভগবান শ্রীনারদের লীলা, তিনি সমাধিত চিত্তে শ্রবণ করেছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে অকৃতোত্তর বৈকুণ্ঠ্য প্রাপ্ত হবেন।”

নারদ মুনি বললেন—“হে মহারাজ যুগিষ্ঠির, তোমার

সকলে (শান্তবেদা) আত্ম তপস্বিন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুধাক্ষেণে তোমাদের প্রাসাদে বাস করেন। মহাবিশ্ব সেই অধা জ্ঞানের এবং তাঁর তাঁরা সর্বদা তোমাদের গৃহে গমন করেন। নিবিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কারণ শ্রীকৃষ্ণই নিবিশেষ ব্রহ্মের উৎস। তিনিই মহাপুরুষদের অধেষণীর পরমেশ্বরের উৎস, তবুও সেই পরমেশ্বর ভগবান তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু, সুহৃদ এবং মাতুলপুত্র রূপে তোমাদের সঙ্গে স্থিতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তোমাদের আত্মাধিকার। তিনি তোমাদের পুণ্যবীজ, তবুও তিনি কখনও কখনও তোমাদের শৈশবকালে এবং কখনও আবার গুরুত্বপূর্ণ আচরণ করেন। শিব, ব্রহ্মা আমি মহাপুরুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব যথার্থভাবে বর্ণনা করতে পারিনি। যিনি মহাপুরুষদের মৌলিক, ধ্যান, ভক্তি এবং ভ্যাগের দ্বারা উত্তরবন্ধক-রূপে পঞ্জিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহুতাল পূর্বে জন্ম যোগাধারী মরদানব বধন দেবাদিদেব মহাদেবের বশ বর্ষ করেছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের যশ উদ্ধার করে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।”

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—“কি কারণে মরদানব শিবের যশ ভিত্তি করেছিল? কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবকে রক্ষা করে পুনরায় তাঁর বল বিস্তার করেছিলেন? সেই কথা অংশনি লক্ষ্য করে বর্ণনা করুন।”

নারদ মুনি বললেন—“শ্রীকৃষ্ণের কৃপার সর্বদা পরম শক্তি সম্পন্ন দেবতাচা যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। তখন অসুরেরা মায়াবীক্রেষ্ঠ মরদানবের শরণ গ্রহণ করেছিল। অসুরদের মহান নারক মরদানব তিনটি অঙ্গা পুরী নির্মাণ করে অসুরদের সেগুলি দিয়েছিল। সেই পুরীগুলি ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহ নির্মিত এবং সেগুলি নিম্নোক্ত মতো অস্ত্রবীক্রে গমনশীল ছিল এবং সেগুলি অসম্ভারণ উপকরণ পূর্ণ ছিল। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই তিনটি পুরীতে দেবতাদের আগোচর থেকে অসুর সেনাপতির দেবতাদের সঙ্গে তাদের পূর্বের শত্রুতা ক্ষম করে ত্রিগোচর বিশাল ক্রোধে শুরু করেছিল। তারপর অসুরদের দ্বারা তিনটি স্বর্ণলোকের দেবতার মহাদেবের কাছে গির প্রণত হয়ে বলেছিলেন—হে প্রভু, আমরা দেবতারা ত্রিপুরাসী অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে

হয়েছি। আমরা আপনাত প্রার্থনা: কৃপা করে আমাদের আমদের রক্ষা করুন। তখন গনন শক্তিমান এক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ‘ভয় করো না।’ তারপর তিনি তাঁর ক্ষমতা বর্ণনা করে অসুরদের সেই তিনটি পুরীতে নিঃশব্দ করেছিলেন। সূর্যমণ্ডল থেকে রশ্মিসমূহের মতো মহাদেবের হনুক থেকে আগুনের মতো উজ্জ্বল বাতাসের নিকট হয়ে, সেই তিনটি পুরী আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দৃষ্টির অগোচর হয়েছিল। মহাদেবের স্বর্ণ-নির্মিত বাণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, সেই পুরী তিনটির অগ্নিস্রাবী অগ্নির প্রাণ ছাড়ে পতিত হয়েছিল। তখন মহাবোধী মরদানব তাঁর নির্মিত অস্ত্রের কূপে তাদের নিক্ষেপ করেছিল সেই অস্ত্রের স্পর্শে অসুরদের মৃত্যুদেহ নজ্জর মতো দুর্ভেদ্য হয়েছিল। মহা বলে বলীমান হয়ে, তারা তখন মেঘভেদী বিদ্যুতের মতো উল্লিখিত হয়েছিল। মহাদেবকে অস্ত্রের নির্যাস এবং অসুখী মর্মান করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মরদানবের সেই উৎপাত ক্রিয়ারে নিবারণ করা যায়, তার উপায় বিবেচনা করেছিলেন। তখন ব্রহ্মা গোবৎস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাভী হয়ে পুরীতে প্রবেশ করে কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছিলেন। অসুরেরা গোবৎস এবং গাভীটিকে দেখেছিল, কিন্তু ভগবানের আযাচ দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে, তারা তাদের নিবেদন করতে পারেনি। মহাবোধী মরদানব বধন ক্ষমতায় পেরেছিল যে, একটি গোবৎস এবং গাভী সেই কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছে, তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে, দৈবের অদৃষ্ট শক্তির প্রভাবেই তা হয়েছে। তখন সে গোকর্গ অসুরদের বলেছিল—‘আ হরোহে তা নিজে, অপরোহ, অথবা নিজেব এবং অপরোহ উভয়ের প্রতি দৈবনির্দিষ্ট ভাষণ এবং দেবতা, অসুর, মানুষ জগত অন্য কারও পক্ষে কখনই তাব অন্যথা করা সম্ভব নয়।’

‘তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম, জ্ঞান, কৈরাণ্ড, ঐশ্বর্য, তপস্যা, বিদ্যা এবং ক্রিয়া সমন্বিত স্বীয় শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম, বারহি, ধবজা, অশ্ব, হস্তী, হনুক, বর্ম, বাণ প্রভৃতি প্রায়শ্চলিত উপকরণ সৃষ্টি করে মহাদেবকে সজ্জিত করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়ে মহাদেব তখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যথং আরোহণ করে ধনুর্বাণ গ্রহণ করেছিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির,

নরক-মহাভয় উপর দৃষ্টে পর পরোত্তর করে ছিটকিয়ে অসুরদের তিনটি পুরীতে আত্মন স্বর্গের সেগুলি ভাঙে এবং অসুরের স্বর্গের দেবতার তাঁদের প্রিয় চরিত্র পুষ্টি বর্ণনা করেছেন। দেবতা, ধর্ম, শক্তি, শিব এবং কালী মহান ব্যক্তিগণ অসুরদের দিয়ে শিবের মৃত্যুকে পূর্ণবর্ষ করেছিলেন এবং অপরোহণ মহা ক্রমশে পান ও নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এইভাবে অসুরদের তিনটি পুরী ভস্মীভূত করার ফলে শিব ত্রিপুরাতি নামে পরিচিত

হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যদি দেবতাদের দ্বারা পুজিত হয়ে মহাদেব তখন তাঁর নিজের দ্বারা প্রচলিত করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সার্বজন মঙ্গলের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর স্বীয় শান্তব দ্বারা তিনি অসম্ভারণ এবং অস্বর্ভর্যকর বশ শীতলীভাষ করেছিলেন। অসুখীমান তাঁর ভাবকাল ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন, তাঁর অতিরিক্ত আশি ভর কি কলতে পারি? কথাবদ্য সূত্র তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা কেবল প্রবণ করার ক্ষমতাই সকলে পবিত্র হতে পারে।”



একাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চাচুর্বাণী

শ্রীমৎ ভক্তদেব গোবর্দী বললেন—“ব্রহ্মা, শিব আমি মহাজনদের আদর্শীয় প্রভূ মহাজনকে চিত্রিত ভবন করে, মহাজনের অগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হয়ে পুনরায় ব্রহ্মার গুণ নামক মুনিকে ভিজাস্য করলেন— হে প্রভু, যে ধর্ম থেকে মানুষ জীবনের গরম লক্ষ্য ভগবত্ব প্রতি প্রাপ্ত হয়, আমি আপনাত কাছে সেই ধর্মের কথা শুনে চাই। মানুষের বৃত্তি অনুসারে মন-সমাজকে সামাজিক এবং আধ্যাতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যার যে কার্যম-ধর্ম, সেই সমাজে আমি শুনে চাই। হে সর্বব্রহ্ম ব্রাহ্মণ, আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষ্য পূর্ণ। আপনার তপস্যা, যোগ এবং সমাধির প্রত্যয়ে পরমোচ্চ ব্রহ্মের সমস্ত পুত্রদের মধ্যে আপনিই সর্বব্রহ্ম। আপনার মতো শান্ত এবং মহাপু তার কেউ নেই এবং কিভাবে ভগবত্ব সঙ্গাদান করতে হয় এবং কিভাবে সর্বব্রহ্ম ব্রাহ্মণ হতে হয়, সেই সমাজে আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউই জানেন না। তাই, আপনি ধর্মের সমস্ত ওহ্যতব্ব অবগত আছেন এবং তা আপনার থেকে ভালভাবে আর কেউ জানেন না।”

ব্রীনারদ মুনি বললেন—“সর্বপ্রথমে আমি সমস্ত

জীবের ধর্মব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদন করে, নারায়ণের মূখ থেকে প্রসন্ন সমস্ত ধর্ম বিদ্রোহ করছি। ভগবান নারায়ণ তাঁর অংশ নয় সহ ধর্মের উৎসে লক্ষ্য কন্য বৃত্তির গর্ভে সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখনও তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য বদ্রিবাগ্নিতে তপস্যা করছেন। সর্বব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ধর্ম মূল এবং কেবল মহাজনের সৃষ্টি। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ধর্মই প্রমথকরণ। এই ধর্মের ভিত্তিতে মন, জ্ঞান, লেহ ইত্যাদি সব কিছুই প্রসন্ন হয়। সমস্ত মানুষেরই যে স্বাধীন শীতিগুলি মনে চলে উচিত সেগুলি হচ্ছে—সত্য, ধর্ম, তপস্যা (একাদশী, প্রভৃতি ভিত্তিতে উপবাস), শৌচ (নিম্নে অস্ত্র পুত্রের পান), সহনশীলতা, ভাল-মঙ্গের বিচার, ক্ষমতা, ইতিহাস-সংকল্প, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দান, শান্তি, অধ্যয়ন, শরন্য, সত্য, সাধুসেবা, জনকশ্রদ্ধা কার্য থেকে দূরে দাঁড়ে অবসর গ্রহণ, মন-সমাজের জনকশ্রদ্ধা কার্যকলাপের নিরর্থকতা বর্ণনা, যৌন এবং গর্ভীর হয়ে বৃথা আশ্রয় পবিত্রাণ, জীবিত শরৎকালে দেহ না আচ্ছাদিত করে, সমস্ত জীবকে (মানুষ এবং পশু উভয়কে) সমভাবে ভাল

বিকরণ, প্রতিটি আয়াকে (বিশেষ করে মনুস্মৃতি) ভগবানের অংশরূপে মর্শন, (সাধুদের আশ্রয়) পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ এবং উপদেশ গ্রহণ, এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের মহিমা কীর্তন, সর্বদা এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং উপদেশের কথা শ্রবণ, ভগবানের সেবা করার চেষ্টা, ভগবানের পূজা, ভগবানকে প্রণতি নিবেদন, ভগবানের দাস হওয়া, ভগবানের সবা হওয়া এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া। হে মহারাজ যুক্তির, এই ত্রিংশটি গুণ অর্জন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। কেবল এই গুণগুলি অর্জন করার কালেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। যারা অবিক্রিয়রূপে বৈদিক যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত বর্তমান এবং অন্যান্য সংস্করণের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন এবং ব্রহ্মা যাদের অনুমোদন করেছেন, তাঁরা দ্বিজ। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, কত্রিয় এবং বৈশ্য, যারা তাদের কুল-পরম্পরা এবং আচরণের দ্বারা শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য ভগবানের পূজা করা, বেশ অধ্যয়ন করা এবং দান করা। এই পদ্ধতিতে তাঁদের চতুরাশ্রমের (ব্রাহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) নিয়ম পালন করা কর্তব্য।”

“ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন আসি দ্বিটি কর্ম। কত্রিয় দান গ্রহণ যাতীত অন্য পাঁচটি কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারেন। ব্রাহ্মা অম্বর কত্রিয় ব্রাহ্মণদের উপর কর ধার্য করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণদের উপর ন্যূনতম কর, শুদ্ধ, দণ্ড ধার্য করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। বৈশ্যদের কর্তব্য সর্বদা ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করা এবং কৃষি, পোষাক ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। শূদ্রদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে উচ্চ বর্ণের সেবা করার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণও বৈশ্যের বৃত্তি—কৃষি, পোষাক এবং বাণিজ্য গ্রহণ করতে পারেন। অব্যাহতিভাবে বা পাওরা দর তদ উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। তিনি প্রতিদিন কেবল খান ভিক্ষা করতে পারেন, ক্ষেত্রবাসী কর্তৃক পরিত্যক্ত ধান সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা পোকান পলিত্যক্ত শস্যকণা সংগ্রহ করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তিও ব্রাহ্মণ অবলম্বন করতে পারেন। এই চারটি বৃত্তির মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পশ্চাতী বৃত্তি শ্রেষ্ঠ। বিপদ উপস্থিত না হলে, নিম্নস্তরের মানুষ যেট বৃত্তি অবলম্বন করবে না। আপনকালে

অর্জুয় ভিন্ন অন্য সকলেই আনন্দের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। আপনকালে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানুভূত নামক বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও ঋ-বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। উল্লসীল বৃত্তি, অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রে খেতে পতিত শস্য সংগ্রহ করাকে বলা হয় ঋত। অব্যাহতি বৃত্তিকে বলা হয় অমৃত, শস্য ভিক্ষা করাকে বলা হয় মৃত, কৃষিকার্যকে বলা হয় প্রমৃত এবং বাণিজ্যকে বলা হয় সত্যানুভূত। নিচ বৃত্তির সেবাকে বলা হয় ঋ-বৃত্তি বা কুব্বরের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ এবং কত্রিয়ের কখনও এই নির্দিষ্ট এক ধৃব্য কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তারক ব্রাহ্মণ সর্ব-বেদময় এবং কত্রিয় সর্ব-দেবময়। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সত্যতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, ধরা, সত্যভাষণ এবং ভগবানের কাছে সর্বতোভাবে নিজেই সমর্পণ—এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বুদ্ধে পরাক্রম, অস্তের দ্বারা পরাক্রম না হওয়া, বৈধ, তেজ, দান, নৈমিক আবশ্যকতার দ্বারা বিচলিত না হওয়া, ক্ষমাশীলতা, ব্রাহ্মণ-পরায়ণতা, প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ—এইগুলি কত্রিয়ের লক্ষণ। সেবতা, গুরু এবং ভগবান ত্রিবিধের প্রতি ভক্তি, ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রি-বর্ণের অনুষ্ঠান, শ্রীওরুদেব এবং শাস্ত্রের স্বাধীনে প্রজ্ঞা এবং সর্বদা অর্থ উপার্জনের জন্য উদ্যম এবং নিপুণতা—এইগুলি বৈশ্যের লক্ষণ। সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের (ব্রাহ্মণ, কত্রিয় এবং বৈশ্যদের) প্রণতি নিবেদন করা, শৌচ, নিষ্কপটতা, গুরু সেবা, মদ্যবিরহীত থাকা অনুষ্ঠান করা, চুরি না করা, সর্বদা সত্যভাষণ এবং গাভী ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা—এইগুলি শূদ্রের লক্ষণ।”

“পতির সেবা করা, সর্বদা পতির প্রতি অনুকূল থাকা, পতির আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও সমানভাবে অনুকূল থাকা এবং পতির প্রদত্ত পালন করা—এই চারটি পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ। সাধী স্ত্রীর কর্তব্য পতির প্রসন্নতার জন্য সুন্দর বসন এবং খণ্ড অলঙ্কারে সজ্জিত হওয়া এবং সর্বদা পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় বস্ত্র পরিধান করে, সম্মার্জন এবং অনুলেপনের দ্বারা গৃহকে সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা। ঊন কর্তব্য গৃহস্থালির সমস্ত উপকরণগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা এবং ধূল ও ফুলের দ্বারা গৃহকে সর্বদা সুবুত্বিত রাখা এবং সর্বদা

পুত্রসন্তান পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। দ্বিতীয় এবং সত্যনিষ্ঠ হয়ে, ইচ্ছারওনিত্য সংকল্প করে এবং যথুর বাক্যে কাল ও পরিহ্রিক্তি অনুসারে পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য প্রায় দ্বার ঊন পতির সেবা করা। পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য দোষী না হওয়া এবং সমস্ত পরিহ্রিক্তিতেই সন্তুষ্ট থাকা। গৃহকার্যে তিনি অত্যন্ত নিপুণ এবং ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান অকমতা। তিনি জিরতাবিধী এবং সত্যবাক্য, পবিত্র ও নির্মল। এইভাবে সাধী স্ত্রী সর্বদা সন্তর্ক এবং স্নেহযুক্ত হয়ে সেই পতির সেবা করবেন, যিনি পতিত নন। যে দাবী লক্ষ্মীদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিষ্ঠা সহকারে ঊন পতির সেবা করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে ঊন পতি সহ বৈবৃহল্যকে ঘিরে গিয়ে মহাসুখে সিথানে বাস করেন।”

“সত্ত্ব বর্ণের মধ্যে তারা চোর নয়, তাদের কলা হয় আন্তেবসারী ক চণ্ডাল (খণ্ডচঃ) এবং তাদেরও কুল-পরম্পরাগত বৃত্তি রয়েছে। হে রাজন, বেদজ ব্রাহ্মণেরা

যুগে যুগে, জড়ী প্রকৃতির গুণ অনুসারে মানুষের আচরণকেই ইহলোকে এবং পরলোকে মঙ্গলজনক বলে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ তাঁর স্বভাবজাত বৃত্তি অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে ঊন স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগ করে নিদ্রাম ভাব প্রাপ্ত হন। হে রাজন, কৃষ্ণক্ষেত্রে বার বার বীজ বপন করা হলে ক্ষেত নির্বীৰ্য হয়ে পড়ে এবং শুকন দীর্ঘ বপন করা হলেও সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক যেমন বিষ্ণু বিনু ধূলের দ্বারা অস্তি নির্বাণিত না হলেও প্রচুর মি নিষ্কেশের কলে অধি নির্বাণিত হয়, তেমনই কাম-বাসনার দ্বারা লিপ্ত হওয়ার ফলে সেই সমস্ত বাসনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেন, তা হলে তাঁকে ভিন্ন বর্ণের বলে মনে হলেও এই লক্ষণ অনুসারে ঊন কর্ম নির্দিষ্ট হবে।”

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম

নারদ মুনি বললেন—“বিদ্যারীর কর্তব্য পূর্বমূলে ইঞ্জিয় সংবরণ করার অভ্যাস করা। তার কর্তব্য বিনীতভাবে শ্রীওরুদেবের প্রতি প্রজ্ঞা সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ণ হওয়া এবং দাসবৎ আচরণ করা। এইভাবে যখন ব্রত সহ্য করে, কেবলমাত্র শ্রীওরুদেবের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাস করা উচিত। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে, উভয় সম্মুখ সমাহিত চিত্তে যৌন হয়ে কার্যতী মন্ত্র জপ করে চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য এবং ভগবান ত্রিবিধ উপাসনা করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। শ্রীওরুদেব আয়ান করলে, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত এবং প্রতিদিন অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীওরুদেবকে সপ্রজ্ঞা প্রণতি নিবেদন করা শিষ্যের

কর্তব্য। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হতে কুলধ্বাস গরম করে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেখলা, মৃগচর্মের রসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত গারণ করা। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় শ্রীওরুদেবকে দান করা। ওরুদেব যদি আদেশ দেন, তা হলেই কেবল তার আহার করা উচিত; শ্রীওরুদেব যদি তাকে অর্পণ না দেন, তা হলে কখনও বা তার উপকাস করা উচিত। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সূশীল এবং নম্র হওয়া, পরিমিত আহার করা, অমনসে এবং দক্ষ হওয়া, শ্রীওরুদেব ও শাস্ত্রের নির্দেশে পূর্ণ ব্রহ্মপরায়ণ হওয়া, জিতেজির হওয়া এবং স্ত্রী ও ব্রহ্মণের সঙ্গে বর্তনুক প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা।

ব্রহ্মচারী অথবা যারা গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ করেননি, তাদের কঠোর অনাতি মৃত্যুপুণ্ড্র ত্রীলোকের সঙ্গে কথোপকথন অথবা ত্রীলোকের সহ বিবাহ কথোপকথন পবিত্র্যাপ্য করা, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বসবাস যে, তা সন্ন্যাসীর মনকেও বিচলিত করে। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রহ্মচারী তাঁর দ্বারা অপমানের বেশ প্রাপ্য, পাত্র মর্শন, মাম এক তৈল মর্শন আমি কার্য করাবে না। যুবতী ত্রী অধির মাত্রে এবং পুত্রব লুপ্তকৃষ্ণের মতো। তাই নিজের কন্যার সঙ্গেও নির্জনে অবস্থান করা উচিত নয়। তেমনই, অনির্জন স্থানে অন্য সময়ে হট্টক প্রাণোন্নয়ন কেবল ভক্তকৃষ্ণই তাদের সাথে সাঙ্গ করা উচিত। জীব কতকগুলি পর্বত পূর্ণরূপে তার স্বরূপ উপলব্ধি না করে—যতক্ষণ পর্বত তার বেহাঙ্গনুদ্বির যে ত্রাণ ধারণ, যা তার মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র, তা থেকে মুক্ত না হয়—ততক্ষণ পর্বত ত্রী এবং পুরুষরূপে বে দৈত্যভাব প্রতিভূত হয়, তা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এইভাবে তার যুক্তি মোহকৃত হওয়ার কালে অধ্যাপকদের সমূহ সত্তাবনা থাকে। সমস্ত বিধি-বিধানগুলি গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই পালনীয়। তবে, গৃহস্থের পক্ষে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুকূল সময়ে গুরুদেব মৈত্রেয়কর্ষে সিদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেন। উপলব্ধি করুন অনুসারে ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণকারী ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থদের অগ্নি, তৈলসেপন, গাত্রমর্শন, ত্রীমর্শন, ত্রীলোকের ত্রিত অগ্নি, আমিষ আহার, সূরাপান, পুষ্পমাংসের দ্বারা দেহসজ্জা, পট অনুসেপন অথবা অঙ্গদ্বার ধারণ ত্যাগ করা উচিত। দ্বিজ অর্গেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের কর্তব্য পূর্ণোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রস্তুত হলে বাস করে বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ সহ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ স্বাধীনভাবে প্রবর্তন করে অনুসরণ করে। যদি সন্তান হয় তা হলে পিতার কর্তব্য ত্রীলোকের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে দক্ষিণ দিগে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে, নিজের কন্যার অনুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা। মানুষের কর্তব্য অগ্নি, গুরুদেব, আত্মা এবং সমস্ত জীবের সর্ব অবস্থাতেই অশোকত্ব ভগবান ত্রীলোককে যুগপৎ প্রণীত এবং অস্তিত্বরূপে মর্শন করা। তিনি সব কিছুই পূর্ণ নিত্যভাবের অস্তিত্ব এক খায়ে অবস্থিত। এইভাবে

অনুশীলন করার ফলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী সবারই সমস্ত ভগবানের উপলব্ধি উপলব্ধি করে সমস্ত ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে করতে পারেন।

“হে রাজন, আমি এখন সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বীর গুরুত্ব বর্ণনা করব। নিষ্ঠা সহকারে বানপ্রস্থ-আশ্রমের এই বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে, মানুষ মৃত্যুর উচ্চতর প্রহলোক মহর্লোক প্রাপ্ত হয়। বানপ্রস্থ আশ্রমের ভূমি কর্তব্যের দ্বারা উৎপন্ন শস্য আহার করা উচিত নয়। অতর্ক্যগোপন্য অগ্নক শস্যও আহার করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অধিপত্য শাসা গ্রহণ করা উচিত নয়। কল্পতপস্কে, সূর্যকরণের দ্বারা পত্র ফলই কেবল তাঁর আহার। বানপ্রস্থীর কর্তব্য অগ্নিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হয়েছে যে ফল এবং আর, তা দিগে তৈরি পুরুষোপ (পিষ্টক) হজে নিবেদন করা। মৃত্যু নতুন অন্ন প্রাপ্ত হলে, তাঁর কর্তব্য সংপূর্ণিত পুরাতন অন্ন পরিচায় করা। বানপ্রস্থবলম্বীর কর্তব্য, কেবল পিতৃ অগ্নি রাখার জন্য পণ ক্রুর অথবা পর্বত প্রহর আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি যার হিষ্, বায়ু, অগ্নি, ঘর্ষ এবং সূর্যকরণ সঞ্চ করছেন। বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর কর্তব্য জটিল্য হয়ে বেশ, রোম, শঙ্কু বর্ধিত হতে দেওয়া। তাঁর শরীরের মরলা পরিহার করা উচিত নয়। তাঁর উচিত, কমনল, মৃগচর্ষ, মণ্ড, বহুল এবং অধিবর্ষ পরিচ্ছন্ন ধারণ করা। বানপ্রস্থ-আশ্রমের কর্তব্য অত্যন্ত মনোনির্ভর হয়ে যারো বধন, আট বস্ত্র, চার বস্ত্র, দুই বস্ত্র, অথবা অন্ততপক্ষে এক বছর কমে যাক। তাঁর এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তিনি অত্যধিক তপস্যায় ফলে বিচলিত অথবা দ্রিষ্ট না হন। যখন তিনি ব্যাধি অথবা বর্ধক্যবশত জাগতিক চেতনায় উন্নতি সাধনের জন্য নিজের কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানে অথবা স্নেহ অথবা স্নেহ অকম করেন, তখন কোন আহার গ্রহণ না করে তাঁর অনশন করা উচিত। তাঁর কর্তব্য আশ্রমে অগ্নি স্বাধীনভাবে স্থাপন করে, দেহাবলম্বীর কারণে দেহের সমস্ত পরিচায়গপূর্বক জড় দেহকে ধীরে ধীরে পক্ষ-অগ্ন্যভূতে (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে) লীন করে দেওয়া।”

“সমস্ত এবং পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির কর্তব্য, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তাদের মূল উদ্দেশ্য নির্বাহ করে দেওয়া। দেহের ভিত্তিগুলি আকাশ থেকে, নিম্নাঙ্গ বায়ু

থেকে, দেহের উপর অগ্নি, জল, পৃথিবী ও প্রেমা প্রভৃতি থেকে এবং হৃৎ, পেশী, আত্মি আদি কঠিন বস্তুগুলি গঠিত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তাই পুত্রের পুন্যের সেই উপাদানগুলিতে নির্বাহ করে দেওয়া উচিত। তারপর, বহুবার স্নান করে ইন্দ্রিয়কে (জিহ্বা) জড়িয়ে সর্বপণ করা উচিত। দ্বিজ সহ হস্তধৃত ইন্দ্রিয়কে অর্পণ করা উচিত। গতি সহ পানীয় বিকৃত্যে নিবেদন করা উচিত। রতি সহ উপস্থি প্রাণান্তিকে নিবেদন করা উচিত। বিসর্গ সহ পায়ুতে মৃত্যুতে অর্পণ করা উচিত। শব্দ সহ জলপ্রবাহের দিক সমুদ্রের অধিনতি স্নেহবোধে নিবেদন করা উচিত। স্পর্শ সহ ত্বক ইন্দ্রিয় ব্যাধকে অর্পণ করা উচিত। দৃষ্টিগতি সহ রূপ সূর্যকে অর্পণ করা উচিত। অশ্রু সহ ভিত্তিকে জলে এবং অশ্রুসিক্তাধার সহ দ্রাবকে ভূমিতে অর্পণ করা উচিত। জড় রূপের সহ মনকে চন্দ্রসেবে লীন করা উচিত। বৌদ্ধ বিদ্যা সহ যুক্তি তপ্যাকে অর্পণ করা

উচিত। দেহাবলম্বী এবং দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে মনস্ত্রী উৎপাদনকারী অগ্নি সহ কর্তব্যসমূহে অগ্ন্যভূতে দেওয়া কঠোর লীন করে দেওয়া উচিত। দেহের সহ চিত্তকে ক্ষেত্রের জীব লীন করে দেওয়া উচিত এবং দ্বিজের প্রাণ লীন করে দেওয়া উচিত। অগ্নি-বৈদ্যে জলে, জলকে থেঁকে, থেঁকে বাতাসে, বাতাসকে সমগ্র জড় ভক্তি হরুপ আকাশে, আকাশকে অগ্ন্যভূতে, অগ্ন্যভূতে মহত্বকে, মহত্বকে প্রাণে এবং প্রাণকে প্রবলত পরমেশ্বরের লীন করে দেওয়া উচিত। এইভাবে যখন সমস্ত জড় উপাদান তাদের জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন পূর্ণ চিত্তের জীব পুত্রের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এক ইন্দ্রিয় ফলে তার জড় অস্তিত্ব থেকে বিবর্ত হয়ে, দ্বিজ যেন কাঠ দল হয়ে গেলে আর তখন অধিশিখা থাকে না। জড় সেই ইন্দ্রিয় বিভিন্ন জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন কেবল চিত্তের অগ্নিই অবশিষ্ট থাকে। এই চিত্তের জীব হয়ে ব্রহ্ম এবং সে পরমেশ্বরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এক।”

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সিদ্ধ পুরুষের আচরণ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—“আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলনে সমর্থ ব্যক্তির কর্তব্য, সমস্ত জড় সম্পর্ক পরিচায়গপূর্বক কেবল তাঁর দেহটি মাত্র অবশিষ্ট রেখে, গতি প্রাপ্তি কেবল এক রাতি অবস্থান করে, এক বান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা। এইভাবে, সন্ন্যাসীর কর্তব্য বেহে প্রয়োজনের জন্য কাবও উপর নির্ভর না করে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করা। সন্ন্যাসীর কেবল দেহ আত্মকমের জন্যও বসন পরিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি যদি কোন কিছু পরিধান করেনও, তা হলে কেবলমাত্র কৌশলই পরিধান করা উচিত এবং প্রয়োজন না হলে সপ্তগ্র গ্রহণ করা উচিত নয়। কেবল শও এবং

কমণ্ডলু ছাড়া সন্ন্যাসীর অন্য কিছু বহন করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী আত্মকাম, দ্বিজ তাঁর উপলব্ধি, তিনি কোন স্থান অথবা ব্যক্তির উপর নির্ভর করেন না, তিনি সমস্ত জীবের পুত্র, শত্রু এবং মায়াধারের অনন্য ভক্ত। সন্ন্যাসীর কর্তব্য, এইভাবে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে বিচরণ করা। সন্ন্যাসীর কর্তব্য পরম ব্রহ্মকে প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্তরূপে দর্শন করার চেষ্টা করা এবং ব্রহ্মকে সহ সমস্ত বস্তুতে পরস্পরে অধিভরণ দর্শন করা। অচেতন, চেতন এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার, সন্ন্যাসীর কর্তব্য আশ্রমে অবস্থিত হয়ে আত্মতত্ত্ব হৃদয়গ্রস্ত করে, যখন এক মুহুর্তে মায়ার

ও অমাত্যব বলে বিবেচনা করা। এই প্রকার উন্নত উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়ে, পরম ব্রহ্মকে সর্ব-ব্যাপ্তরূপে ধর্মান করা উচিত। যেহেতু জড় মেহের ফলস্বরূপ অমাত্যবী এবং জীবন অনিশ্চিত, তাই জীবন অমাত্যব মৃত্যু কোনদিনই অধীনস্থ করা উচিত নয়। পঞ্চাশত্রে, নিত্য কলকে অমাত্যব করা উচিত, যাতে জীবনের আবির্ভাব এক ভিন্নোভাব হয়। যে সমস্ত সাহিত্য কলক অনর্থক সময়ের অপচয়ের জন্য পাঠ করা হয়, অর্থাৎ, যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠে আধ্যাত্মিক লাভ হয় না, সেই সমস্ত গ্রন্থ ত্যাগ করা উচিত। জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশাবারি শিক্ষা হওয়া উচিত নয় এবং বৃথা ভর-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কোন পক্ষ আশ্রয় করাও উচিত নয়। প্রয়োজন আশ্রয় ছাড়া কং শিখ্য সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর উচিত নয়, অনর্থক কং গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয় এবং পাণ্ডেয় ব্যাঘ্রা কপার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অনর্থক জড় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি কোন প্রয়াস করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকৃতিই উন্নত, শান্ত এবং সমদণ্ডী স্বভাবের মিশ্রণ, কলকলু জগতি সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করার প্রয়োজন হয় না। অমাত্যব অনুসারে তিনি কখনও কখনও সেই চিহ্নগুলি ধারণ করতে পারেন এবং কখনও কর্তন করতে পারেন।

“সাদু ব্যক্তি মনঃসমাজের কাছে নিজেদের প্রকাশ না করলেও, তাঁর আচরণের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। তিনি স্নানার্থী হলেও উন্নত বালকের মতো এবং বাণী হলেও মুকবৎ মানব-সমাজের কাছে নিজেদের প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রচুর মহাশয় এবং আভ্যন্তরীণ বৃত্তি অকলঙ্ককারী এক মহাশয় আলোচনা বিবরণে একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তধারণ বলে থাকেন। শুণবাদের পন্থা প্রিয় সেরক প্রচুর মহাশয় এক সময় তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্শ্ব পরিবৃত্ত হয়ে, মহাশয়ের প্রকৃতি আধ্যাত্মিক কলক নামক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে বিবেচন করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি কবেই নদীর তীরে সত্য পর্বতের ধরাপৃষ্ঠে এসে উপনীত হন। সেখানে তিনি শান্তি এক মহাশয়কে দর্শন করেন, যার সেই শূনি-দুর্গত হলেও আধ্যাত্মিক চেতনার মিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত। সেই মহাশয় কার্যকলাপ, মেহের আকৃতি, ব্যক্তি এবং বর্ণাশ্রম আদির চিহ্ন দ্বারা মনুষ্য

বৃত্তিতে পাপনি টানটান হলে সেট লক্ষ্য লক্ষ্য করে। মহাশয়কে প্রচুর মঃগত হঃগত পুণ্যপুণ্য সেই মহাশয়কে পূজা করেছিলেন এবং তাঁর মনুষ্য দ্বারা তাঁর চরিত্রকমল স্পন্দনপূর্ণ প্রাণিত নিবেদন করে, তাঁকে জানার উদ্দেশ্যে জড়াত বিনীতভাবে এই অমাত্যব করেছিলেন।”

সেই মহাশয়কে বুলকার ধর্মান করে প্রচুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“হে মহাশয়, আপনি আপনার ঐশ্বর্যকে অর্জনের কোন চেষ্টা করেন না অথচ আপনি ভোগী ব্যক্তির মতো মূল সেই ধারণা করেছেন, আমি জানি যে, যারা অত্যন্ত ধনবান এবং তাদের কিছুই করার নেই, তারাই যেহেতু এক ধর্মের অত্যন্ত মূল সেই প্রাপ্ত হয়। হে পূর্ণ শিবায়ন সমাধিত ব্রাহ্মণ, আপনার কিছুই করণীয় নেই এবং তাই আপনি শান্তি। আপনার ইতিহাস কোণের জন্য অর্থক নেই। তা হলে ভোগ্যবিত্ত আপনার সেই এত মূল হল কি করে? আমার এই প্রশ্ন যদি অপালীন না হয়ে থাকে, তা হলে আপনি দয়া করে আমাকে বলুন তা হল কি করে। আপনি বিদ্যাব, ধর্ম, বুদ্ধিমান এবং হৃদয়ের প্রসন্নতা বিধানকারী প্রিয়বান। সাধারণ মানুষের সকল কর্মে লিপ্ত থাকতে মেহেও আপনি নিরুদ্যম হয়ে শয়ন হয়েছেন।”

নরম বৃনি বললেন—“দৈত্যব্রাহ্ম প্রচুর মহাশয়কে দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত এবং তাঁর বাক্যমতে বশীভূত হয়ে, সেই মহাশয় এবং দ্বারা সহকারে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।”

সেই ব্রাহ্মণ মহাশয় বললেন—“হে অসুখপ্রাপ্ত প্রচুর মহাশয়, আপনি সুসভ্য প্রচুরের পূজা, আপনি জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, কারণ আপনি বিদ্যা চকু লাভ করেছেন, যার দ্বারা আপনি মানুষের চরিত্র দর্শন করতে পারেন এবং মানুষের প্রকৃতি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবগত। সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান নগরায় আপনার হৃদয়ে বিরাজ করেন, কারণ আপনি তাঁর ওক ভক্ত। সূর্য যেমন ভক্তের অকৃত্যক দূর করে, ঠিক তেমনই তিনিও সর্বদা আপনার অজ্ঞান অকৃত্যক দূর করেছেন। হে রাজন, যদিও আপনি যথ কিছুই জানেন, তবুও আপনি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

মহাশয়কে কাছে আমি বেড়াতে গেলুম করেছি, সেই অনুসারে আমি আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে আমি মীরদ্ব ব্যতীত পারি না, কারণ আপনার মতো আত্ম-ওকৃত্যবী ব্যক্তি আমার সত্যকালের যোগ্য। অপরদিক দ্বারা-দ্বারা বলে আমি সংসার প্রবাহে প্রবর্তিত হচ্ছিলাম এবং এইভাবে আমি বিভিন্ন যোনিতে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, মান্য ভক্ত্য কার্যকলাপে বৃত্ত হচ্ছিলাম। অস্বাভাবিক জড় ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত মানসারবিত্ত সকল কর্মের ফলে, বিবর্তনের পন্থায় আমি এই ব্রহ্ম-পন্থা প্রাপ্ত হয়েছি যা ধর্ম, বৃত্তি, মিত্র প্রভৃতির যোনি ভববা পুনরায় অনুভবের প্রদান করতে পারে। ব্রহ্ম-জীবনে ব্রী এক পুরুষ মৈত্রীমূল উপভোগের জন্য বৃত্ত হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা মেহেতে পাই যে, তারা কেউই সুখী নয়। তাই, বিশ্রীত কল ধর্ম করে আমি জড়-জাগতিক কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। জীব জর প্রকৃত ভরণে আনন্দময়। এই আনন্দ ভগ্নই লাভ হয়, যখন সে সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়। জড় সুখভোগ করনা যায়। তাই সেই বিষয়ে বিবেচনা করে আমি সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছি এবং এক্ষণে শান্তি প্রাপ্ত হয়েছি। এইভাবে মেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবন্ত্য তাঁর কার্য নিবৃত্ত হয় কারণ সে তার মেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। যেহেতু তার এই মেহ জড় তাই তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হচ্ছে জড় অণুতের বৈচিত্র্যের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া। তার বলে জীব সস্পন্দ-বৃত্তি জেন করে। হরিশ যেমন অজ্ঞানবৃত্তে তুলার দ্বারা দর্শন না করে মর্শ্বিকার পিছনে ধাবিত হয়, জড় মেহের দ্বারা আকৃষ্ট জীবও তেমনই তার নিজের মনে যে আনন্দ রয়েছে তা ধর্মান না করে, জড় সুখের প্রতি ধাবিত হয়। জীব সুখভোগের এক মুহুর্তে নিবৃত্তি সাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন জীবমেহ সম্পূর্ণরূপে জড় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণধীন, তাই বিভিন্ন ধরীরে তার সমস্ত পরিচয় চরমে ঘর্ষ হয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সর্বদাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই ত্রিভাগে বিভক্ত। তাই, এই প্রকার কার্য সকল হলেও, তাতে কি লাভ? তা সত্ত্বেও তাকে জ্ঞান, মৃত্যু, জরা, কাধি এবং তার সকল কর্মের ফল ভোগ করতে হয়।”

ব্রাহ্মণ বললেন—“তাই দেখছি তুমি সংগ্রহে জড়াত মোতী অজিতবিত্তর ধনী ব্যক্তির ত্যাদের ধর্ম-সম্পদে খসে সবেও, সর্বদিক থেকে তাঁর হৃদয়ের কলক বুঝতে পারি না। যারা কলক এক ধর্মের দ্বারা সর্বদাই জড়ের আত্ম, মৃত্যু-ভয়, জরা, জর্জরিতকরণ, পণ্ড-পতী, লম্বাঘা, কল, এমন কি নিজের কাছ মেহেও সর্বদা তাঁর থাকে। মনঃসমাজে যারা বুদ্ধিমত্তা টানতে কষ্টের শোক, মেহ, ভয়, শ্রোণ, আশঙ্কিত, মৈত্র, সত্য প্রভৃতির মূল কারণ হল এবং আত্মের পুষ্টি পরিচালনা করা। মৌমাছি এক অজ্ঞান, এই মূল আনন্দের দ্বারা তরু কল আনন্দের দ্বারা সংগ্রহে সন্তুষ্ট থাকার এবং এক দ্বারা আনন্দ কলক আনন্দ পুষ্টি প্রদান করে। মৌমাছি লক্ষ্য থেকে আমি সন্তুষ্ট হয়ে প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার শিক্ষা লাভ করেছি, কারণ ধর্ম যদিও মনুষ্য মতোই মনুষ্য, যে কোন ব্যক্তি ধর্মপন্থিক হওয়া করে সেই ধর্ম হরণ করতে পারে। আমি কোন কিছু লাভ করার প্রয়াস করি না, আপনা থেকেই যা কিছু আমার কাছে আসে তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকি। আমি যদি সর্বদা কিছু না পাই, তা হলেও আমি সন্তুষ্ট থেকে অজ্ঞানের মধ্যে ধৈর্যবান হয়ে শান্তি থাকি। কখনও আমি অতি অল্প আহা করি এবং কখনও প্রচুর আহা করি। কখনও সেই ব্যক্তি জড়াত সুখী এবং কখনও তা বিদ্যমান। কখনও পতন এক মহাশয় সেই দ্বারা আমাকে দেখা হয় এবং কখনও অত্যন্ত অবহেলাভাবে তা দেখা হয়। কখনও আমি দিনের বেলা আহা করি এবং কখনও রাত্রে। এইভাবে অন্তরালে আমি যা পাই তাই আহা করি। আমার সেই আনন্দ কলক জন্য আমি কৌম কল, শ্রোণ, মৃত্যু, বহল, মৃত্যু আমি ভগ্নবলত যা কিছু পাই, যা নিয়েই পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকি। কখনও আমি কলপুটে, কখনও পাতল উল্ল, কখনও হসন যা পাওয়ার উপর, কখনও বা ভয়ঙ্কর, আমার কখনও অন্যের ইচ্ছাক্রমে প্রসঙ্গে উত্তম পালতে কাশনের উপর শয়ন করি।”

“হে প্রভু, কখনও কখনও আমি সুখভোগে মগ্ন করে, সারা ধরীরে চকন লেপন করে এক ফুলমলা, মনোহর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে সজ্জার মতো রথে, হস্তীতে অথবা যেতার চড়ে ভ্রমণ করি। কখনও

আবার নিশাচরিত্ত ব্যক্তির মধ্যে কিঞ্চিদ্র হয় প্রশম কবি।
বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব বিভিন্ন। তাই আমি তাদের
প্রশংসাও করি না অথবা নিন্দাও করি না। আমি কেবল
এই আশা করে তাদের মঙ্গল কামনা করি যে, তারা যেন
পরমায়া বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকতা
লাভ করে। ভাল এবং যশের যে মনোমুগ্ধতা
ভেদভাব তার ইচ্ছা চিত্ত করে, তারপর তাদের মনে
অর্পণ করতে হবে। তারপর মনে অহঙ্কারে এবং
অহঙ্কারকে সহ্যেতে আত্মবিশ্বাস নিবেদন করা কর্তব্য।
এটিই মিথ্যা ভেদভাব দূর করার পন্থা। বিজ্ঞ মনশীল
ব্যক্তির অকণ্য কর্তব্য সমসাময়িক মাত্রা হলে উপলব্ধি করা।
আত্ম-উপলব্ধির ফলেই কেবল জা সত্ত্ব। সত্যপ্রিয়

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য এবং উপলব্ধিতে অর্পণ হওয়া
সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পিছু হওয়া।
প্রহ্লাদ মহারাজ, আপনি অশেষই একজন আত্ম-ভক্ত
ভগবন্ত। আপনি সাধারণ মানুষের অথবা উচ্চাচারিত
শাস্ত্রের প্রতিমতের অপেক্ষা করেন না। তাই আমি
নিঃসন্দেহে আমার আত্ম-উপলব্ধির ইতিহাস আপনায়
আজ বর্ণনা করলাম।”

নারদ মুনি বললেন—“অসুখেতে প্রহ্লাদ মহারাজ সেই
মহাভার উপদেশ গ্রহণ করে পাবনহস্য-ধর্ম ব্রহ্মসম
করেছিলেন। তারপর সেই মহাভারকে পূজা করে তাঁর
অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রস্থান করেছিলেন।”



চতুর্দশ অধ্যায়

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন

মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিরো জিজ্ঞাসা করলেন—
“হে দেবর্ষি, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অত্র
আমাদের মতো গৃহস্থ ব্যক্তিরও যে বৈধিক বিধি
অনুসারে অনুসরণে মুক্তিলাভ করতে পারে, বলা করে
অমাকে জ্ঞা বলুন।”

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—“হে রাজন, যীশো
গৃহস্থজনে গৃহে অবস্থান করেন, তাঁদের অকণ্য কর্তব্য,
ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তাঁদের কর্মের ধূল ভোগ করার
চেষ্টা না করে, তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা যা
অর্জন করেন, তা সবই শাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা।
ভগবানের মহান ভক্তদের সঙ্গ করার মাধ্যমে এই
জীবনেই বাসুদেবকে সন্তুষ্ট করার পন্থা যথাযথভাবে
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গৃহস্থের কর্তব্য বার বার স্মরণ
করা এবং পতঙ্গ প্রভৃতি সহকারে শ্রীমদ্ভগবত ও অন্যান্য
পুস্তকে ভগবান ও তাঁর অবতারদের কার্যকলাপের সে
অমৃতময় বর্ণনা করা হয়েছে তা শ্রবণ করা। এইভাবে

মানুষ ধীরে ধীরে তাঁর শ্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি থেকে
মুক্ত হতে পারেন, ঠিক যেভাবে মানুষ স্বপ্ন থেকে জেগে
ওঠে। প্রকৃতই যিনি পতিত তাঁর কর্তব্য, দেহ ধারণের
জন্য হৃৎকৃত প্রয়োজন ততটুকুই উপার্জন করার জন্য অর্পণ
করা এবং পারিবারিক বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে মানস-সমাজে
বসবাস করা এবং এমনভাবে অজ্ঞান করা যাতে বাহ্যিক
থেকে তাঁকে অত্যন্ত আসক্ত বলে মনে হয়। মানস-
সমাজে বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য তাঁর কার্যকলাপ অথবা
সহজ-সরল পন্থা। তাঁর আত্মীয়-কুল, পিতা-মাতা, পুত্র,
ভাই এবং অন্যান্য যদি তাঁকে কোন প্রকারে পেরে, তা হলে
বাইরে “হ্যাঁ তা ঠিকই,” বলে সম্মতি প্রদর্শন করে অন্তরে
যে জটিল পরিস্থিতি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনমুখিত
করবে না, সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি না করতে তাঁর
যত্নপরিকর হওয়া উচিত। ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক
উপাদানগুলি জীবের প্রাণ ধারণের জন্য উপলব্ধ করা
উচিত। জীবন ধারণের প্রয়োজন তিন প্রকার—অর্থাৎ

হেতু উৎপত্তি (কৃষ্টি থেকে), ভূমি থেকে উৎপত্তি (পশু,
সদৃশ অথবা ফল থেকে) এবং বায়ুমণ্ডল থেকে বা
(প্রকৃতি এবং অপ্রকৃতিভাবে) পাওয়া যায়। প্রাণ
বস্তুসমূহের জন্য হৃৎকৃত পরিমাণ অর্ধের প্রয়োজন, তত পরিমাণ
অর্ধই কেবল অধিকার করা উচিত, তার অধিক অধিকার
করা হলে চুরি করা হয় এবং সে তখন প্রকৃতির নিয়মে
দণ্ডনীয় হয়। হরিণ, উট, পাখা, কুম্ভ, ইন্দুর, মগ, পাখি
এবং মরিচ, এদের নিজের পুত্রের মতো মর্শ করা উচিত।
পুত্র এবং এই সমস্ত নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য বুঝে
করা। কেউ যদি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচর্য না
হলে কেবল গৃহস্থ হই, তবুও তাঁর ধর্ম, অর্থাৎ এবং
জন্মের জন্য কঠোর প্রয়াস করা উচিত হয়। গৃহস্থ-
জীবনেও হৃদয় এবং কাল অনুসারে ভগবানের কৃপার
মূলতম প্রকাশের দ্বারা বা লাভ হয়, তা দিয়েই জীবন-
ধারণ করে সন্তুষ্ট থাকে উচিত। উপকর্মে নিপু হওয়া
উচিত নয়।”

“কুত্ব, পতিত মানুষ এবং চণ্ডাল প্রভৃতি
জন্মশ্রমেরও গৃহস্থেরা যথাযথ ভোগ করা নিষেধ পালন
করেন। এমন কি অত্যন্ত মমতাস্পদ পত্নীকেও অতিথি
সেবার নিষেধ করা উচিত। মানুষ তার পত্নীকে তার
এই আশ্রয় বলে মনে করে যে, তার জন্য সে নিজেকে
হত্যা করতে পারে অথবা পিতা এবং ততকর্তৃক হত্যা
করতে পারে। অতএব কেউ যদি সেই পত্নীর প্রতি
আসক্তি ত্যাগ করে, তা হলে তার দ্বারা অর্জিত ভোগ্যও
বিভিন্ন হয়। যথাযথভাবে বিবেচনা করে পত্নীর শরীরের
প্রতি আকর্ষণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য, কারণ সেই শরীর
অন্ত ক্রমি, বিষ্ঠা অথবা জ্ঞান পরিলভ্য হবে। এই তুচ্ছ
শরীরের কি মূল্য? আর পরম পুরুষ ভগবান কত মহান,
যিনি আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত। বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভগবৎ-
প্রসাদ অথবা পঙ্কজলা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাবসিষ্ট
আহার করে সন্তুষ্ট থাকে উচিত। আর যখন সেখানে প্রতি
আসক্তি এবং ঘেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি
উৎসাহিত মমতা পরিত্যাগ করা যায়। কেউ যখন জা
করতে সক্ষম হন, তখন তিনি মহাভার গম প্রাপ্ত হন।
প্রতিদিন সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পবন পুত্রবৎ
অবোধনা করা উচিত এবং তার ভিত্তিতে গৃহস্থভাবে
সেবাসেবা, বাধিদের, মানুষদের, জীবনের, পিতৃদের ও

নিজের আত্মাকে পূজা করা কর্তব্য। এইভাবে সকলের
হৃদয়ে বিরাজমান পবন পুত্রবৎ পূজা করা যায়। যখন
মানুষ ধর্ম এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়, তখন তার কর্তব্য
শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অধিভুক্ত্য অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে
ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। এইভাবে ভগবানের
আরাধনা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জন্মের
জ্যোত্স্না। ভগবান যদিও ব্রহ্মাণ্ডে নিবেদিত আত্মা
ভক্ত করেন, তবুও যে রাজন, আর এবং বি দিগে তৈরি
সুখাদু আহাৰ্য যখন যোগ্য গ্রাহকের মুখে মাধ্যমে তাঁকে
নিবেদন করা হয়, তখন যিনি অধিক প্রসন্ন হন। সূতরায়,
যে রাজন, তখনই গ্রাহক ও সেবকদের প্রসাদ প্রদান করা
এবং তাঁদের পর্যায় পরিমাণে আহাৰ্য কমানোর পর, সেই
প্রসাদ ভোগের ক্ষেত্রে অনুসারে অন্য জীবনের মধ্যে
নিবেদন করা। এইভাবে তুমি সমস্ত জীবের অথবা সমস্ত
জীবের অন্তরে যে পরমায়া রয়েছে তাঁর আরাধনা
করতে সমর্থ হবে।”

“যখন গ্রাহক ভক্ত মাসের কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণপূর্ণমাসের
প্রান্তে নিবেদন করবেন। তেমনই আশ্বিন মাসের
মহানবার সময় পূর্ণপূর্ণমাসের আশ্বিন-কৃষ্ণমাসের উদ্দেশ্যে
প্রান্ত নিবেদন করবেন। মকর সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য
উত্তরায়ণে ভ্রমণ করতে শুরু করে) অথবা কর্কট
সংক্রান্তির দিন (যখন সূর্য দক্ষিণায়নে ভ্রমণ করতে শুরু
করে), প্রান্ত অনুষ্ঠান করা উচিত। মেঘ সংক্রান্তিতে,
তুলা সংক্রান্তিতে কাষ্ঠীপাক যোগে, জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা, সূর্য এবং
চন্দ্র গ্রহণের সময়, দশমীতে, প্রবণ নক্ষত্রে, অক্ষয়
তৃতীয়ায়, কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমীর নবমী তিথিতে এবং
শীত ঋতুর চারটি অষ্টমীর মাঘ মাসের পূর্ণাষাঢ়ীতে,
মহাবৃত্ত পূর্ণিমায়, পূর্ণ পূর্ণিমায় অথবা চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ
পূর্ণ নয় সেই সময়, শ্রাদ্ধায় নক্ষত্র বৃত্ত পূর্ণিমায়, দ্বাদশী
তিথিযুক্ত অনুবাহা, মঘা, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরায়ণে, উত্তর
ভাদ্রপদা নক্ষত্রে অথবা উত্তর ফল্গুনী, উত্তরায়ণে অথবা
উত্তর ভাদ্রপদা একাদশীতে এবং নিজের জন্ম-নক্ষত্রে
অথবা প্রবণ নক্ষত্রযুক্ত দিনে পিতৃপুত্রবৎ আত্ম করা
কর্তব্য। এই সমস্ত কাল মানুষের পক্ষে সত্য
মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে সমস্ত
মঙ্গলজনক কার্য অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ সেই সমস্ত
কার্যকলাপের ফলে মানুষ তার অঙ্গ আবাসের মধ্যে

সামান্য অর্জন করে। এই সমস্ত স্বত্বের পরিবর্তনের সময় কেউ যদি লস্ক, ইচ্ছা বাসি পবিত্র নদীতে স্নান করে, জপ করে, হোম করে, ব্রত করে, ভগবান, ব্রাহ্মণ, পিতৃ, দেবতা এবং অন্য সমস্ত জীবনের পূজা করে এবং দান করে, তা হলে অর্জন হল লাভ হয়।”

“হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পত্নীর, পুত্রের এবং নিজের সংসার কালে, আন্তোহিকিয়ার সময় এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে, সন্ধ্যা কর্তব্যে উন্নতি সাধনের জন্য উপযুক্ত দানসমূহ অনুষ্ঠান করা অসম্ভব কর্তব্য।”

মারু মুনি কলশে—“আমি এখন যেখানে বসে আনুষ্ঠান সম্পন্ন করে যাব, সেই স্থানের বর্নন করব। যে স্থানে বৈকল পাওয়া যায়, সেই স্থান সমস্ত মঙ্গলজনক কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। সমস্ত চরিত্রের বিশেষ আদর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ যে যক্ষিরে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান পুণ্যতর। অধিকন্তু, যেকোন ব্রাহ্মণের তপস্যা, বিদ্যা এবং ধর্মীয় ধ্যান বৈদিক নিয়ম পালন করলে, সেই স্থানও পুণ্যতর। যে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে তাঁর জীবিতই নির্ধন্য পুজিত হয়, সেই স্থান অবশ্যই পবিত্র এবং যে স্থানে পূর্ণাঙ্গ-এলিড নদী অসি পবিত্র নদী প্রবাহিত হয়, সেই স্থানও প্রশংসিত। সেখানে যা কিছু আধ্যাত্মিক কর্ম সম্পন্ন হয়, তা অবশ্যই অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। পুত্রের জন্ম পবিত্র মনোমত এবং যে সমস্ত স্থানে মহাব্যাস বাস করেন, যেমন কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, প্রয়াগ, পুণ্ড্রপ্রস্থ, নৈমিষারণ্য, কবু নদী, সেতুবন্ধ, প্রত্যাস, ছানকা, মালপসী, মনুয়া, গম্পা, বিন্দুসেপের, কবিরামপ্রস্থ (নরায়ণ আশ্রম), নন্দা নদী এবং যে সমস্ত স্থানে শ্রীরাামচন্দ্র ও সীতাদেবী অশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, যেমন চিত্রকূট, মহেন্দ্র এবং মলয় জলি পর্বত—এই সমস্ত স্থান অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যতীর্থ বলে মনে করা হয়। তেমনই, ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত স্থানে কৃষ্ণভক্তসমূহ আবেগনের তেজ রয়েছে এবং যেখানে মাধবসেবা শ্রীকৃষ্ণ পুজিত হয়, পরমার্থিক উন্নতি সাধন অভিলাষী ব্যক্তিরা সেই সমস্ত স্থানে গমন করে ভগবানের আরাধনা করা উচিত। এই সমস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত কর্তব্যের ফলস্বরূপ তপ অধিক ফল উৎপাদন করে।”

“হে পৃথিবীনাথ! যক্ষ বিদ্রোহের বিরোধী করেছেন, যে, ব্রাহ্মণের স্বাক্ষর এবং জন্ম, সব বিদ্রোহ আশ্রয় এলা উল্লে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র, যাকে সব কিছু দান করা কর্তব্য। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আগন্তব্য ব্রাহ্মণ যাকে বন্ধ সেবতা, বন্ধ মূল্য-বাহি, এমন কি ব্রাহ্মণ চারপুত্র এবং আমি উপহিত হিলাস, কিন্তু যখন প্রায় উঠল কে অগ্রপুজা লাভ করবে, তখন সবলেই তপস্যা শ্রীকৃষ্ণকে মনোমীত করেছিলেন। জীবনায়িত্তে পূর্ণ এই ব্রাহ্মণ একটী বৃক্ষের মতো, যার মূল হচ্ছেন ভগবান অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)। তাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলেই সমস্ত জীবের তৃপ্তি হয়। ভগবান মানুষ, পিতৃ, পত্নী, স্ত্রী, সেবতা ইত্যাদি নব প্রকার শরীররূপী বাসনায় সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্ত অসংখ্য শরীরে ভগবান পরমাত্মারূপে বাস করেন, তার ফলে তিনি পুত্রস্বভাবের নামে প্রশংসিত। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রতিটি শরীরে পরমাত্মা জীবকে তার উপলব্ধির ক্ষমতা অনুসারে বুদ্ধি প্রদান করেন। তাই শরীরে পরমাত্মাই হচ্ছেন প্রকৃত। জীবের জ্ঞান, তপস্যা, ইত্যাদির কৃশনামূলক বিকাশ অনুসারে জীবাত্মার কাছে পরমাত্মা প্রকাশিত হয়।”

“হে রাজন, ব্রহ্মপুত্রের তরুতে বসিয়া যখন মনুকে মাঝে পরম্পরের প্রতি অমিত্রাণু আচরণ কর্তব্য করলেন, তখন তাঁরা সর্দারে—কন উপহারে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার প্রচলন করেছিলেন। তখনও কখনও কনিষ্ঠ অধিকারী তত্ত্ব পুত্রের সমস্ত উপকরণ নিবেদন করে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু বোহেতু সে ভগবানের ভক্তের প্রতি বিরোধী, তাই ভগবান তার দ্বারা পুজিত হলেও তার প্রতি প্রসন্ন হন না। হে রাজন, সমস্ত মনুষ্যদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণকেই এই ভগবত সর্বোত্তম বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি তপস্যা, কৈ অধ্যয়ন এবং সন্তোষের দ্বারা ভগবানের শরীরধারণ করে থাকেন। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে বীরা সার পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচারে রত, তাঁরা জগদগা ভগবানেরও পূজা। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রচারের স্বার্থে, তাঁদের শ্রীপাদপায়ের ধূলির দ্বারা গ্রীভূতকে পবিত্র করেন এবং তাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরও পূজা।”

সভ্য মানুষদের প্রতি উপদেশ

মারু মুনি বললেন—“হে রাজন, কোন কোন ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা কর্তব্যে প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, কোন ব্রাহ্মণেরা তপস্যায় প্রতি আসক্ত এবং অন্য অনেকে কে ব্যায়ামে আসক্ত, কিন্তু কয়েকজন, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা জ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং বিভিন্ন যোগের, বিশেষ করে ভক্তিযোগের অনুশীলন করেছেন। পিতৃপুত্রস্বভাবের মুক্তিকামী ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দান করেন। এই প্রকার উন্নত ব্রাহ্মণের অভাবে কর্মনিষ্ঠ (কর্মবণ্ড পরায়ণ) ব্রাহ্মণকে দান করা বেড়ে পড়ে। যেখানে কেবল কুশল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত এবং পিতৃপুত্রকে তিনজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। অধিক, উভয় পক্ষেই কেবল একজন ব্রাহ্মণকে স্তোত্র করলেই যথেষ্ট। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী হলেও এই অনুষ্ঠানে ব্যয়বল আয়োজন করা উচিত নয়। ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের সময় যদি অনেক ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয় স্বজনদের ভোজন করানোর ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে পৈশ-কলোচিত হয়, চর্বা, পাত্র এবং অর্চনা ব্যবহারগতাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। শুধু কাল এবং স্থান প্রাপ্ত হলে, ব্রাহ্ম সবকিছু বি দিগে তৈরি করা ভগবানকে নিবেদন করে, তারপর সেই প্রসাদ বৈকল অথবা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা উচিত, তার ফলে অর্জন সমৃদ্ধি লাভ হয়।” বৈকল, স্ত্রী, পিতৃ, সাধারণ মানুষ, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই ভগবানের ভক্তরূপে বর্নন করে, প্রদান নিবেদন করা উচিত। ধর্মতত্ত্বকে ব্যক্তি ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে কখনও মাদ্, মাসে, ডিম ইত্যাদি অমিষ নিবেদন করেছেন না এবং তিনি যদি অগ্নিও হন, তা হলেও ব্রাহ্ম অমিষ আহার করতেন না। যখন বি দিগে তৈরি উপযুক্ত খাদ্য সাধুদের নিবেদন করা হয়, তখন পিতৃপুত্র এবং ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হন। যেকোন নামে পতনহিন্দা করা হলে তাঁরা কখনও প্রসন্ন হন না। বীরা মোট ধর্মের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের অন্য সমস্ত জীবনের প্রতি কাঙ্ক্ষ, মন এবং ব্যাকের দ্বারা

হিন্দা না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার খেতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের ফলে, বীরা যখন সবকিছু বধ্যবধ্যভাবে প্রবণত, তাঁরা যথার্থই ধর্মতত্ত্বের এবং বীরা জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা পরম তত্ত্বজ্ঞানের অধিতে অধ্যাক্ষে সংবর্ত করেন। তাঁরা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ত্যাগ করতে পারেন। ভগবান যখন অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে বর্নন করে যেকোন পতরা প্রত্যন্ত ভরতীর্থ হয়ে মনে করে, “এই নির্বাহকর্তা যেকোন উল্লেখ্য সমস্তে নিত্যই দয়। সে আমাদের স্ব করে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়। এখন সে নিত্যই আমাদের হস্তা করবে।” অতএব, যিনি ধর্মতত্ত্ব সমস্তে বধ্যবধ্য অবগত, তিনি নির্বাহ পতনের প্রতি হিঙ্গাপ্রার্থনা না হয়ে, ভগবানের কৃপার আশ্রয়ে যে বাস লাভ হয়, তা নিজেই প্রতিদিন নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য নির্বাহ করবেন।”

“অধর্মের পাঁচটি শাখা—বিদর্ভ, পরধর্ম, ধর্মভাঙ্গ, উপধর্ম এবং কুধর্ম। ধর্মের ব্যক্তির অবশ্য এগুলি ত্যাগ করা কর্তব্য। যে ধর্ম স্ব-ধর্মের প্রতিবন্ধক, তাকে বলা হয় বিদর্ভ। অন্যের বিহিত ধর্মকে বলা হয় পরধর্ম। বৈদ্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট ধর্মকে বলা হয় উপধর্ম এবং বলা বিদ্যার দ্বারা অন্যেরা ব্যাধাকে বলা হয় কুধর্ম। মনুষ্যের ক্ষমতা যে ধর্ম বেদ্যত্বভাবে প্রায় কর্তব্য কর্মের অবলোকা করে, তাকে বলা হয় আভাস। মানুষ যদি তার আশ্রয় অথবা বর্ন অনুসারে তার ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তা হলে তার সমস্ত দুঃখ শ্রুতির জন্য তা যথেষ্ট হবে না কেন?”

“মানুষ যদি হলেও, জীবন ধারণের জন্য অস্বাভাবিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত নয় অথবা নিখ্যাত ধর্মবিৎ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। অজগর যেমন এক স্থানে অবস্থান করে, জীবন ধারণের চেষ্টা না করেও আহার গ্রাপ্ত হয়, তেমনই নিষ্কাম ব্যক্তিও কিনা প্রচেষ্টার তাঁর জীবিকা গ্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি অধ্যাত্ম ও সমস্ত

এবং তিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বাধিকারী ভাবনামের সঙ্গে যুক্ত, তিনি জীবিক অর্জনের কোন ক্রম প্রচেষ্টা না করা সত্ত্বেও নিম্ন আনন্দ উপভোগ করেন। কাজ এবং লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে ব্যক্তি ধন সংগ্রহের আসনায় ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সে কি কখনও সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে? পাদুক পরিহিত ব্যক্তির যেমন পাদকলুতি এবং কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কোন ক্ষতি হয় না, তেমনি সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির কোন প্রলম্ব হয় না; যন্ত্রণাকে তিনি সর্বদাই সুখ অনুভব করেন। যে রোগ, আঘাত বা ব্যক্তি কেবল একটি জল পান করেই সুখে থাকতে পারেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ইঞ্জিরের দ্বারা চালিত হয়, বিশেষ করে ক্ষিপ্রা এবং উপহাস দ্বারা, তাকে অবশ্যই তার ইঞ্জিয়চাপ্তি সাধনের জন্য গৃহপালিত কুকুরের পদ গ্রহণ করতে হয়। যে ভক্ত বা দাস আঘাতগ্রস্ত নয়, তার আধ্যাতিক বল, বিদ্যা, উপাস্যা এবং বল ইঞ্জির লোলুপতার বলে করপ্রাপ্ত হয় এবং তার জ্ঞানও ক্রমশ তিনট হয়ে যায়। কৃপা ও ভক্তার কাজের ব্যক্তি যখন আহ্বার করে, তখন তার মেহের প্রবল আকোঙ্কল এবং প্রয়োজন অবশ্যই তৃপ্ত হয়। তেমনই, কৃষ্ণ ব্যক্তির ত্রৈলোক্য তিরস্কার এবং তার মণ্ডলের দ্বারা লাভ হয়। কিন্তু মোক্ষী সকল দিক জয় করে অথবা সারা পৃথিবী ভোগ করেছে তুষ্টি হতে পারে না।”

“হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সব অভিভূত-সম্মান পণ্ডিত, সংসারজ্ঞান, বিদ্যা এবং বিদ্যে সভায় সভাপতিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তির তাঁদের নিজস্বের পক্ষে সন্তুষ্টি না হওয়ার ফলে নরকীয় জীবনে অধঃপতিত হয়েছেন। সন্তানপূর্বক পবিত্রকরা করে ইঞ্জিরসুখ ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। তেমনই, হিংসা বর্জনের দ্বারা জ্ঞান, ধন সংগ্রহের অনর্থকতা সর্বনের দ্বারা লোভ এবং তত্ত্ব বিচারের দ্বারা ভয় বর্জন করা উচিত। আধ্যাতিক জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা লোভ এবং মোহ, যাহান ভক্তদের সৈবল দ্বারা দত্ত, যৌন অসুখবনের দ্বারা কোপের অন্তরায় এবং ইঞ্জিরসুখ ভোগের চেষ্টা পরিত্যাগের দ্বারা হিংসা জয় করা যায়। সঙ্গতির এবং অহিংসার দ্বারা অন্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত পুণ্য জয় করা উচিত। ধ্যান ও সমাধির দ্বারা সৈব কর্তৃক প্রদত্ত পুণ্য এবং হঠাৎ, প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাসের দ্বারা মেহ ও ধন ভবিত পুণ্য জয়

করা উচিত। তেমনই, সৎসঙ্গের বিশেষণ দ্বারা বিশেষ করে অসুখের মাধ্যমে মিত্রা জয় করা উচিত। সন্তুষ্টির বিকাশের দ্বারা রক্ত এবং তমোগুণকে জয় করা কর্তব্য এবং ভয়পূর্ণ ঐক্যবাদের দ্বারা সন্তুষ্টিতে জয় করে, শুদ্ধ সত্ত্বের সত্ত্বের ঐক্য হওয়া উচিত। প্রজ্ঞা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার দ্বারা তা অনায়াসে সম্ভব হয়। এইভাবে প্রকৃতির গুণের প্রভাব জয় করা যায়।”

“শ্রীকৃষ্ণকে সাধক ভগবান বলে যখন কথ্য উচিত, কারণ তিনি নিম্ন জন্মরূপ ধীপের আলো প্রদান করেন, তাই, যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে দুর্বলি পোষণ করে, তার সর্বনাশ হয় তার আধ্যাতিক উপলব্ধি, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং জ্ঞান ইঞ্জিরের মধ্যে ব্যর্থ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রধান এবং পুরুষের ইন্দ্র। তাঁর শ্রীপাদপদ ব্যাসসেব্য আদি যোগেশ্বরদেরও অহেবীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খের তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তিরস্কারের অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, তপস্যা এবং যোগ সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন এবং ইঞ্জিরকে সংযত করা, কিন্তু মন এবং ইঞ্জিরকে সংযত করার পরেও সে যদি ভগবানের ধ্যান-ধারণা করতে না পারে, তা হলে তার এই সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। পেশাদারি কার্যকলাপ অথবা ব্যবসা যেমন পরমার্থিক উন্নতি সাধনে সাহায্য না করে কেবল জড় বস্তুদের কারণ হয়, তেমনই বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে ভগবদ্বিমুখ অভ্যন্তর কোন লাভ হয় না। যে ব্যক্তি তাঁর মনকে জয় করতে ইচ্ছুক, তাঁর জয় কর্তব্য আত্মীয়-বন্ধনের পদ ত্যাগ করে, মুণ্ডিত স্র থেকে মুক্ত হয়ে নির্জন স্থানে বাস করা এবং কেবল দেহ ধারণের জন্য মিতাহারী হয়ে, যত্নবিশিষ্ট প্রয়োজন কেবল তত্ত্বকু ত্যাগ করা।”

“হে রাজন, যোগ অভ্যাস করার জন্য পবিত্র তীর্থস্থানে সমতল ক্ষেত্রে আসন স্থাপন করা উচিত এবং কল্পভাবে সুখে সেই আসনে উপবেশন-পূর্বক, চিত্ত স্থির করে বৈদিক প্রথম যন্ত্র জপ করা কর্তব্য। বাসিকার অন্তর্ভাগে দুটি স্থির করে অভিজ্ঞ যোগী পুরুষ, কৃষ্ণক এবং রৌচক দ্বারা গ্রাণ এবং জপান বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করে মনের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেন। মন যখনই কামের দ্বারা পরাক্রান্ত হয়ে ইঞ্জিরসুখ ভোগের প্রতি

পতিত হয়, যোগী তৎক্ষণাৎ তাকে আকর্ষণ করে হৃদয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। এইভাবে নিয়ত অভ্যাস করায় কলে যোগী চিত্ত অকামের মধ্যেই ধূমসিঁদ্রী অধির মাত্রা স্থির এবং অবিস্রম হয়। তেমন উপর আর কাহ-বাসনার দ্বারা কলুষিত হয় না, তখন তা সমস্ত কার্যকলাপে প্রসারিত হয়, কারণ তখন নিত্য আনন্দময় জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। একবার সেই কালে অধিষ্ঠিত হলে, আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয় না। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের তির্যকরণ ধর্ম, ধর্ম এবং ধর্ম, এই ত্রৈলোক্যের ক্ষেত্র পুণ্য-অধর্ম পরিত্যাগ করেন, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর এই প্রকার জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসে, তাকে বল হয় বাহুল্য, বা যে তার নিজের ক্রম ত্যাগ করে। সে অবশ্যই মিলম্ব। যে সমস্ত সন্ন্যাসী সেহকে অশর্শাল মনে করে এবং চরমে দেহটি বিষ্ঠা, কৃষি অথবা ক্ষেত্র পরিণত হতে বলে মনে করে, কিন্তু পুনরায় মেহের ওকর্ষ দ্বারা তাকে আশ্রয় বলে তার মহিমা কীর্তন করে, তার সন চাইতে মূর্খ। পুণ্যের শরীরে বিষ্ঠা ত্যাগ, ওকর্ষ ত্যাগের অন্তিমকালী প্রজ্ঞার প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ পালন না করা, বাসিত্যাহারীর প্রাণে বাস করে তথাকথিত সমাধি-দেহের মধ্যে মুক্ত হওয়া এবং সন্ন্যাসীর ইঞ্জিরসুখ ভোগের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত নিম্নবীর। যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে, সে আশ্রমের কলহ এবং আশ্রমই অনের বিজ্ঞানকালী। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে ভগবানের বহিঃস্বাভাবিক দ্বারা নিমোহিত এবং তারের যে কোন পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত অথবা জ্ঞানের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক সম্ভব হলে নিজ দেহকে উচিত, বাড়ে তার তাসের মূল পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।”

“মনুষ্য-সর্বারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আশ্রম এবং পরমাত্ম ভগবানকে জ্ঞান। তাঁরা উভয়েই চিত্তের সত্ত্বের অধিষ্ঠিত। উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে নির্মল হলে তাঁদের উভয়েই জ্ঞান যায়। অতএব মূর্খ এবং মোক্ষী ব্যক্তি কি কারণে এবং কালে ইঞ্জিরচাপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তার দেহ ধারণ করেছে? অধ্যাত্মবাহী জ্ঞানীরা ভগবানের সূত্র শরীরটিকে একটি নাপের সঙ্গে তুলনা করেন। ইঞ্জিরগুলি তার অর্থ

ইঞ্জিরগুলি মন তার লগ্নায়; ইঞ্জিরের বিস্তার পরাক্রান্ত; বুদ্ধি হচ্ছে সর্বাধি; এবং সারা শরীর জড় বায়ু চেতন এই কামের কারণ। দেহভাট্টক লম্বা বায়ু সেই কামের চাকর অর্থ, সেই চাকর উপরিতল ও নিম্নতল ধর্ম এবং অর্থ, সেহকবুদ্ধি সমন্বিত জীব সেই কামের ভবী, বৈদিক মন্ত্র প্রদত্ত হলে ধনুত, শুদ্ধ জীব বসন্ত বাল এবং ভগবান হইলেন লক্ষ্য।”

“বহু অবস্থার মানুষের জীবন কখনও বর ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয় এবং তার প্রকাশ হয় যোগ, মেহ, লোভ, মোহ, শোণ, ভয়, রক্ত, প্রদ, তপস্যা, অসুখ, মায়, ত্রিমা, মাৎসর্য, অসহিষ্ণুতা, প্রমাদ, কৃষ্ণ ও মিথ্যার মাধ্যমে। এগুলি জীবের মূল। কখনও কখনও মানুষের কারণ সন্তুষ্টির দ্বারাও কলুষিত হয়। মানুষকে কতকগুলি বিভিন্ন তপ-প্রত্যয় সমন্বিত কল্প সর্বার গ্রহণ করতে হয়, যা সম্পূর্ণরূপে তার নিরুদ্ভাবী নয়, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্বতন আচার্যদের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁদের কৃপার মানুষ তার জ্ঞানরূপ তরবারিকে শাসিত করতে পারে এবং ভগবানের কৃপাক্রম পতির দ্বারা উপলব্ধি পত্রের পরাক্রান্ত করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্বক্ত শীর জন্মেছে তুষ্টি হয়ে, সেহত্যাগ করে তাঁর চিত্তের স্বকপে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন। পশ্চিমের, কেউ যদি অচ্যুত এবং কামের আশ্রম গ্রহণ না করে, তা হলে তার অধ্যয়ন ইঞ্জিরগুলি এবং সমাধির বুদ্ধি, উভয়েই জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হওয়ার প্রকৃতির কারণে, অসম্ভবন সেহকপ রত্নটিতে প্রবৃত্তি মার্গে ফিরে যাবে। এইভাবে যখন সে আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনরূপ বিবরণ-কলুষ দ্বারা পুনরায় আকৃষ্ট হয়, তখন সেই মানুষ জ্ঞান এবং সারবি সহ তাকে সন্তোষজনক অত্মরূপে নিক্ষেপ করে এবং সে তখন পুনরায় অত্যন্ত বিশুদ্ধক এবং ভরতর জয়-বৃত্তির চক্রে পতিত হয়।”

“বেদবিত্ত কর্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা নিম্নতরের জীবন থেকে উচ্চতরের জীবনে উন্নতি সাধন হয়, আর নিবৃত্তির দ্বারা জড় বাসনার নিবারণ হয়। প্রবৃত্তি কর্মের দ্বারা জড় জ্ঞানের বন্ধন ভোগ করতে হয়, কিন্তু নিবৃত্তির দ্বারা শুদ্ধ হয়ে নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করা যায়।

অগ্নিহোত্র-যজ্ঞ, বর্ষ-যজ্ঞ, পূর্ণিমা-যজ্ঞ, চাতুর্মাস্য-যজ্ঞ, পত্ন-যজ্ঞ এবং সোম-যজ্ঞ আদি সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান পত্নহত্যার এবং শস্য-আদি মূল্যবান সামগ্রী নষ্ট করার দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং সেই সবই জড় অসম্মান চরিতার্থ করার জন্য এবং তার ফলে অশান্তিরই সৃষ্টি হয়। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কৈবর্তের পূজা এবং বলিহরণ অনুষ্ঠান, বেতনিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয় এবং সেবার নির্মাণ, পাছালা এবং উদ্যান নির্মাণ, পানীয় জল বিতরণের জন্য কূপ খনন, বায়ু বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যের অনুষ্ঠান—এই সবই জড় নিবৃত্তির প্রতি আশক্তিরই লক্ষণ।

“হে মহাবাজ যুধিষ্ঠির, তেওঁ বলেন যে মিশ্রিত শস্য, যথা যম ও তিল যজ্ঞগ্নিতে আহুতিরূপে নিবেদন করে, তখন তা দিব্য মূষে পরিণত হয়, যা তাকে ধূম্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চরমে চলে নিয়ে যায়। তারপর যজ্ঞকর্তা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ওষধি, সজ্ঞ এবং শস্যে পরিণত হয়। সেগুলি বিভিন্ন জীব অহার করার বলে তা তাদের বীর্ষে পরিণত হয়, যা পৃথিবীতে প্রবিস্ত হয়। এইভাবে বার বার তদন্ত হয়। গর্ভধান সংস্কারের দ্বারা প্রাণ (জিহ্বা) তাঁর পিতা-মাতার কৃপায় তাঁর দেহে প্রাপ্ত হয়। এই গর্ভধান থেকে শুরু করে জীবনের শেষে অস্তিত্বক্রিয়া পর্যন্ত মানুষকে পবিত্র করার জন্য অন্নও সংস্কার রয়েছে। এইভাবে পবিত্র হওয়ার ফলে, বোধ্য ব্রাহ্মণ জড়-প্রাণতিক কার্যকলাপ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতি উদ্যত হন এবং পূর্ণজ্ঞানে ইন্দ্রিয়বলে জনপ্রিয় আলোকে উজ্জ্বলিত কর্মহীনতালিকে আশ্রিত হন।”

“হন সর্বদা সফল এবং বিকল্পের ভরসে বিদূষ। তাই ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ হনকে নিবেদন করা উচিত, তারপর হনকে বাপে নিবেদন করা উচিত, বাক্যকে কন্যাসুদয়ে, বর্ষসুদয়ে ও গুহায়ে, ওজাসকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাথে, নথকে গ্রাণে, তরলর অবশিষ্ট জীবকে ব্রহ্মে নিবেদন করা উচিত। এটিই যজ্ঞের পন্থা। উপরোক্ত জীব ক্রমশ অগ্নি, সূর্য, বিদ্যা, সত্য, ওরুপক্ষ, পুণিমা, উত্তরায়ণ এবং তাদের দেবতাদের প্রাপ্ত হন। তারপর জীব যখন ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তখন তিনি

কোটি কোটি বৎসর দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হন এবং অক্ষয় হয়ে ঊন কুল জড় উপাধির সমাপ্ত হয়। তিনি তখন সূক্ষ্ম উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর সেই সূক্ষ্ম উপাধিকে কারণ করে তিনি কারণ উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থা সাক্ষীকারে দর্শন করেন। সেট কারণ উপাধি লাভ করে তিনি তাঁর বিত্তম্ভ অবস্থা প্রাপ্ত হন, যে অবস্থার তিনি পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পরিচয় দর্শন করেন। এইভাবে জীব চিরমুক্ত লাভ করেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের এই পন্থা তাঁদের জন্য, যাঁরা যথাযথই পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন যেখানে নামক এই মার্গে বার বার ভ্রমগ্রহণ করার পর, মানুষ এই ক্রমোন্নতির স্তরগুলি প্রাপ্ত হন। যিনি আত্ম হওয়ার ফলে সমস্ত জড় ব্যসন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত, তাঁকে বার বার জন্ম-মৃত্যুর মার্গে বিচরণ করতে হয় না। যে ব্যক্তি নিত্যময় এবং দেবদান মার্গে পূর্ণরূপে অবগত এবং বৈদিক জ্ঞানের প্রভাবে তাঁর চক্ষু উদ্বীলিত হয়েছে, তিনি জড় শরীরে অবস্থান করলেও কখনও মোহাচ্ছন্ন হন না। যিনি সব ভিত্তি এবং সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে, আশ্রিতে এবং অশ্রিতে, ভোগ্য এবং ভোগ্য, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট, তিনিই পরম সত্য। তিনি সর্বদাই জ্ঞান এবং জ্ঞানরূপে, বাচক ও বাচ্যরূপে এবং অক্ষরার ও আলোকরূপে বর্তমান। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু। মরণে সূর্যের প্রতিবিম্বকে মিথ্যা বলে মনে করা হলেও যেমন তার প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনিই কল্যাণপ্রসূত জ্ঞানের দ্বারা বাস্তব বলে কিছু নেই, সেই কথা প্রমাণ করা অসম্ভব কঠিন হবে। এই জগতে পাঁচটি উপাদান রয়েছে—মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ, কিন্তু শরীর সেগুলির প্রতিবিম্ব নয় অথবা সেগুলির সমন্বয় বা বিকারও নয়। যেহেতু শরীর এবং তার উপাদানগুলি লুপ্ত নয় অথবা সমন্বিত নয়, তাই এই সমস্ত যতবাম নিত্যময়ই ভিত্তিহীন। সেহেতু শব্দভেদের দ্বারা গঠিত, তাই সুস্থ ভাবভ্রমরূপে অথবা ব্যতিরেকে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হতে পারে না। অতএব যেহেতু দেহ মিথ্যা, ইন্দ্রিয়ের বিকলগুলিও স্বভাবতই মিথ্যা বা অমিতা। যখন কোন বস্তুকে তার অংশ থেকে অঙ্গাঙ্গি করে স্বেচ্ছা হয়, তখন তাদের সাদৃশ্য স্বীকার করা হলে তাকে ভ্রম বলা হয়। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে,

তখন সে ভ্রমরূপে এবং বিস্তার দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই প্রকার মানসিক অবস্থাতে বিধি-নিষেধ সমন্বিত শাস্ত্র-নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেছে। ভাব, ক্রিয়া এবং ক্রবোর জড়ত (একত্ব) বিবেচনা করে এবং আত্মাকে সমস্ত কার্য এবং কারণ থেকে মুক্ত বলে উপলব্ধি করে, যিনি তাঁর উপলব্ধি অনুসারে জ্ঞাত, বস্তু এবং সুখিত্ব, এই তিনটি ভাবের পরিচয় করেন। মানুষ যখন মুক্ত হতে পারে যে, জ্ঞান ও কারণ এক এবং তাদের ভেদ বস্তুর ভিত্তি ও বস্তুকে ভিত্তি বলে মনে করার মতো চরমে অবস্থায়, তখন এই একত্বের বিচারকে সত্য হতে পারবে। হে মহাবাজ যুধিষ্ঠির (পার্ব), যখন মন, বাক্য এবং শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম সত্যকে ভগবানের সেবার সমর্পণ করা হয়, তাকে ক্রিয়াহীন বলে। যখন নিজের, পত্নীর, পুত্রের, আত্মীয়-স্বজনদের এবং অন্য সমস্ত জীবনের স্বার্থ এক হয়, তাকে সত্য হতে পারবে। হে মহাবাজ যুধিষ্ঠির, সাধারণ অবস্থায়, যখন কোন বিশেষের সত্যতা থাকে না, তখন মানুষের কর্তব্য তার জীবনের স্তর অনুসারে অনিবিষ্ট বস্তু, প্রচেষ্টা, উপায় এবং স্থানে তার নিহিত কার্যকলাপ সম্পাদন করা, অন্য কোন উপায়ে নয়।”

“হে রাজন, এই সমস্ত নির্দেশ অনুসারে এবং বেদের অন্যান্য নির্দেশ অনুসারে স্বর্ঘ্য অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব ইত্যাদি যাত্রা তার ফলে, গৃহে অবস্থান করলেও জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। হে মহাবাজ যুধিষ্ঠির, ভগবানের প্রতি আপনাদের সেবার ফলে আপনারা পাণ্ডবেশ, অসংখ্য রাজ্য এবং দেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট মহা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদের সেবা করার দ্বারা আপনি দিগ্ভূ হওয়ার মতো মহা বলবান শত্রুদের জয় করে যজ্ঞের উপলব্ধি আচরণ করেছেন। ভগবানের কৃপার আপনি ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হোন। বৎসল পূর্বে, যখন এক মহাক্ষেত্র (ব্রহ্মার ক্রম), আমি উপলব্ধি নামক এক গর্ভে ছিলাম। অন্য গর্ভেরা আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। আমার মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং মেহের গঠন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কুলমালা এবং চন্দনে আবৃত্তি আমি পূর-দ্রব্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। তার ফলে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি সর্বদা কামোচ্ছন্ন ছিলাম।

এক সময় দেবতাদের সভার উপস্থানের মহিমা কীর্তনের এক সংকীর্ণ উৎসব চারুভিলা এবং প্রজ্ঞানতির সেই উৎসবে যোগদান করার জন্য যত্নবর্ধ এবং ভগবানের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।”

নরায়ণ যুগি বললেন—“সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে অর্ঘ্যও শ্রীপদ পরিদ্রুত হয়ে সেখানে গিয়ে দেবতাদের মহিমা গাইতে শুরু করেছিলেন। তার ফলে ব্রহ্মাও সে অর্ঘ্য প্রজ্ঞানতিগণ প্রবলভাবে আমাকে অভিমান নিয়েছিলেন—“তোমার এই অগভীর বলে, তুমি এতগুলি ভোমের সৌন্দর্য রহিত হয়ে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর।” বহিঃ আমি বাসীর দূর্তে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তবুও বেদজ্ঞ বৈষ্ণবদের সেবা করার ফলে আমি এই দ্বন্দ্বের দ্বারা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার দৌত্যগা অর্জন করেছি। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার পন্থা এমনই শক্তিশালী যে, তার প্রভাবে গৃহহারাও অনাশ্রমে সেই চরম বল লাভ করতে পারেন, যা সন্ন্যাসীদের প্রাপ্য। হে মহাবাজ যুধিষ্ঠির, আমি এখন আপনাদের কাছে ধর্মের সেই পন্থা বর্ণনা করলাম।”

“হে মহাবাজ যুধিষ্ঠির, এই জগতে আশ্রয় পাওয়ার এতই ভাব্যময় যে, সমস্ত ব্রহ্মাও পবিত্র করতে পারেন যে-সমস্ত মহাবিশ্ব, তাঁরা আপনাদের দর্শন করার জন্য আপনাদের গৃহে আসেন। অধিকন্তু, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক আপনার গৃহের মতো আপনাদের গৃহে অত্যন্ত পুত্ররূপে অবস্থান করেছেন। আহা কি অশ্রুচরিত্র বিবর! মহান স্বর্গের সৃষ্টি এবং চিত্রের জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর অধেষণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের পরম গুণভাজকী, সুখ, স্বাভাবিক, আত্ম, পুণ্যের পরিচালক এবং গুরুরূপে আচরণ করেছেন। সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন এখানে উপস্থিত, তাঁর রূপ ব্রহ্মা শিব আদি মহাপুরুষেরাও স্তবতে পারেন না। ভক্তদের নিষ্ঠাশূর্য আত্ম-সমর্পণের জন্য তিনি তাঁদের দ্বারা উপলব্ধ হন। সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তদের পালক এবং যিনি মৌনতা, ভক্তি এবং জড় কার্যকলাপের নিবৃত্তির দ্বারা পুঞ্জিত হন, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।”

শ্রীমৎ শুকদেব গোবিন্দী বললেন—“ভগত-কুলপ্রভেদ মহাবাজ যুধিষ্ঠির দ্বারা যুগি বর্ণনা থেকে এইভাবে সব

কিছু জ্ঞানতে পেরেছিলেন। তাঁর উপদেশে শ্রবণ করার পর তিনি অকৃত্রিম গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন এবং ভক্তবৎ প্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পুত্রিত হয়ে, নারদ মুনি তাঁদের কাছ থেকে বিনায় নিগ্রে সেবান থেকে প্রস্থান করেছিলেন। হাড়ম্পূত্র শ্রীকৃষ্ণ যে

পরামেশ্বর ভগবান, সেই কথা শুনে যুধিষ্ঠির মহারাজ বিশ্বাসে হতবাক হয়েছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকে দেবতা, অসুর, ঋষি আদি চর এবং অচর বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। অকাল সকলে মহারাজ দণ্ডের কন্যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমি তাঁদের সম্বন্ধে এবং তাঁদের বিভিন্ন বংশ সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম।”

সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত

অষ্টম স্কন্ধ (সৃষ্টির সংবরণ)



ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ

মহামায়া পরীক্ষিত বললেন—“হে শুকদেব, আপনার কৃপায় আমি আরও অনেক কথার কথা শুনি পূর্ণকরণ প্রাপ্ত করলাম। কিন্তু অন্য মানুষের সম্বন্ধেও আমি শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। দয়া করে আপনি তাঁদের কথা বর্ণনা করুন। হে ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব গোদামী, পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির বিভিন্ন মহত্ত্বের ভগবানের কার্যকলাপ এবং আবির্ভাবের বর্ণনা করুন। সেই সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ করতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে তা বর্ণনা করুন। হে মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা ভগবান অতীত মহত্ত্বের যে সমস্ত কার্য করেছেন, বর্তমানে যা করছেন এবং আগামী মহত্ত্বের যা করবেন, তা দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।”

শ্রীম শুকদেব গোদামী বললেন—“এই করে শুরু করুন মনু ইতিমধ্যেই অতীত হয়েছেন। আমি আপনার কাছে আরও মনু এবং দেবতাদের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছি। প্রকার এই করে আরওই প্রথম মনু। আরও মনুর দুই কন্যা থাকতি এবং দেবহুতির গর্ভে ভগবান স্বর্গাক্রমে স্বর্গমুখি এবং কপিল নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম এবং জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। হে কুরুক্ষেত্র, আমি পূর্বেই (তৃতীয় অঙ্কে) দেবহুতি-পুত্র কপিলের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছি। এখন আমি আপনার কাছে আকৃতির পুত্র ব্রহ্মপতির কার্যকলাপ বর্ণনা করব পতঙ্গপার পতি আরও মনু স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সূত্র ভেঙে পতি অসমস্ত ছিলেন। তাই তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে, তপস্যা করার জন্য তাঁর পত্নী সহ বনে প্রবেশ করেছিলেন। হে অনন্ত, আরও মনু তাঁর পত্নী সহ বনে গমন করে সুন্দর মণ্ডির তীরে এক পায়ে ভূমি স্পর্শ করে একশ বছর যোগ তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করার সময় তিনি বলেছিলেন ‘পতঙ্গপার ভগবান চৈতন্যযুক্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এমন নয় যে তিনি এই জড় জগতের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। সব কিছু নিষ্কৃতি হলেও ভগবান স্বাকীর্ণ্যে জড়িত থাকেন। জীব তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি সব কিছু জানেন। এই জগতে যেখানে স্থির এবং অস্থির প্রাণী রয়েছে, সেখানেই

ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। এই তিনি সৌক্যে অস্বাচ্ছন্দ্যে নির্মাণ করেছেন, কেবল সৌক্যেই প্রহর করা উচিত, কখনও অন্যের কন আতঙ্কিত করা উচিত নয়। ভগবান স্বর্গে নিরন্তর সমস্ত বিশ্বের কার্যকলাপ রূপন করেন, তবুও তাঁকে কেউ বর্ণনা করতে পারে না। কিন্তু, তা হলে এই মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু কেউই তাঁকে দেখতে পারে না, তাই তিনিও কিছুই দেখছেন না, কারণ তাঁর জ্ঞান শক্তি কখনও ফলি হয় না। তাই সকলেরই কর্তব্য জীবনায়ার সঙ্গে সধারণে যিনি নিরন্তর বিরাজ করেন, সেই পরমাত্মার আরাধনা করা। ভগবানের আদি সেই, মধ্য সেই এবং অন্ত সেই। তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির নন। তাঁর অস্তর এবং বহির সেই। এই জড় জগতে আমি এবং তপু, অস্বাচ্ছন্দ্য এবং তপসের ইত্যাদি যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা ভগবানের মাধ্যমেই। এই জগৎ যা তাঁর থেকে প্রকটিত হয়েছে, তা তাঁরই অঙ্গ একটি রূপ। তাই তপসন হয়েছেন পতঙ্গ সত্য এবং তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম। সমস্ত জড় জগৎ পতঙ্গের ভগবানের নীর, বীর অশেষ নাম এবং অনন্ত শক্তি রয়েছে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, অজ এবং নির্বিকার। তিনি সব কিছু আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই। যেহেতু তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাই মনে হয় কেন তিনি এই বিশ্বের বীজ, পালক এবং সংরক্ষক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর চিন্তা শক্তিতে নিষ্কৃতি থাকেন এবং জড় প্রকৃতির কার্যকলাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। অতএব কর্মকল থেকে মানুষকে মুক্ত করে উন্নীত করার জন্য মহান ঋষিরা প্রথমে মানুষদের সকার করে নিযুক্ত করেন। কারণ স্বত্ববিশিষ্ট কর্ম অনুষ্ঠান না করলে, মুক্তির বা নৈর্ভয়্যের ভর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মসন্তোষ সর্ব্বার্থ সমন্বিত ভগবান সৃষ্টি, প্রদান এবং সংরক্ষণ সম্পাদন করেন। এইভাবে কর্ম করা সত্ত্বেও তিনি কখনও আসক্ত হন না। তাঁর যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও কখনও বদ্ধ হন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও, কখনও

১৫৬. এর কার্যই ফল ভোগ করে থাকেন। ১৫৭. পূর্ণ জ্ঞানকে, দ্বৈত ভাব বিনা থেকে মুক্ত অস্বাচ্ছন্দ্য এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। জানব সমস্তের পূর্ণম স্মিতকরণে তিনি তাঁর নিজের মার্গে শিষ্টা সের এবং এইভাবে তিনি প্রকৃষ্ট কর্মের পন্থা প্রদর্শন করেন। আরি সকলের তাঁর প্রদর্শিত সেই পন্থা অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত হবি।”

শ্রীম শুকদেব গোদামী বললেন—“আরও মনু মনু উপনিষদ নামক এই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সমাধি হয়েছিলেন, তখন তাঁকে দেখে ব্রাহ্মণ এবং অসুরেরা ভয়ানক ক্রোধিত হয়ে তাঁকে প্রাস করতে চেষ্টা করল এবং তাই তারা অতি ভয়ভঙ্গে তাঁর দিকে দ্রাবিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেব শ্রীমন্তে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনিই স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং অসুরেরা আরও মনুকে প্রাস করতে উদ্যত দেখে, তিনি যার নামক তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং অসুরদের সংহার করেছিলেন। তারপর তিনি ইন্দের পদ গ্রহণ করে স্বর্গলোক শাসন করেছিলেন। অতির পুত্র স্বর্গোত্তর দ্বীপের মনু হয়েছিলেন। দুঃখ, দুঃখ এবং বেচিৎ প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি পুত্র ছিল। সেই স্বর্গোত্তর মহত্ত্বের অক্ষর পুত্র জেহন ইন্দের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তবুও আমি দুঃখ দেবতা হয়েছিলেন এবং উর্ভ, জড় আমি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের নিকটপরাধ ভক্ত। বিখ্যাত ঋষি বেদসিয়ার পত্নী হুভিতার গর্ভে কিছু দ্বৈত অবতারের জন্ম হয়েছিল। নিতু আত্মীকন ভ্রাতারী এবং চিরকুমার ছিলেন। অষ্টানি প্রকার মুনি তাঁর কাছে অঙ্গ-সংকেম, তপস্যা আমি আচরণ শিষ্টা গ্রহণ করেন।”

“হে ব্রাহ্মণ, তৃতীয় মনু উদ্ভব ছিলেন মহারাজ প্রিয়ভক্তের পুত্র। পতঙ্গ, সূর্য এবং যজ্ঞের প্রভৃতি এই মনু পুত্র ছিলেন। তৃতীয় মহত্ত্বের প্রথম অরি বসিষ্ঠের

পুত্রের সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। সপ্তা, দেবতারা এবং ভরত দেবতা হয়েছিলেন এবং সপ্তর্ষি দেবতারা ইন্দ্রের অন্তর্গত হয়েছিলেন। এই সমস্তের মধ্যে পতী সূর্যের গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি সপ্তর্ষি নামক দেবতাপন সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইন্দের পদে অবস্থিত সবা সপ্তর্ষিও সহ সপ্তর্ষি মিত্রাত্মকী, দুঃখারী এবং দুই প্রাণীভিত্তিক ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত প্রত্যেকের সাহায্য করেছিলেন। তৃতীয় মনু উদ্ভবের দ্বারা জগৎ চতুর্থ মনু হয়েছিলেন। তারপরে পশু, পক্ষি, মনু, জেতু আমি সপ্তর্ষি পুত্র ছিল। অতঃপর অসুরেরা সত্যক, হরি এবং বীরপন দেবতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র হয়েছিলেন মিলিন এবং জোতির্ধর অরি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। হে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মহত্ত্বের দ্বিতীয় বৈভূতি নামক পুত্রপন দেবতা হয়েছিলেন। কালের প্রভাবে বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞান নষ্ট হতে থাকলে, সেই সমস্ত দেবতারা তাঁদের চোখের প্রভাবে জেহন ব্রহ্ম হয়েছিলেন। এই মহত্ত্বেরও ভগবান শ্রীমন্তে হস্তিমেবার পত্নী হুভিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হরি নামে খ্যাত হন। তিনি কৃষিকের যুগ থেকে গজেরূপে রূপ হয়েছিলেন।”

মহামায়া পরীক্ষিত বললেন—“হে ব্রহ্মপতি, কৃষিকের জগৎ গজেরূপে অজ্ঞান হলে, শ্রীমন্তে কিভাবে তাঁকে ব্রহ্ম করেছিলেন, সেই কথা আমরা বিস্তারিতভাবে শুনেও ইচ্ছুক। হে শরৎ, জগৎ বর্ণনার উত্তমরূপে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হক, তা নিশ্চিতভাবে মহান, শুভ, চন্দ্র, চন্দ্রাঙ্গন এবং শুভ।”

শ্রীমন্তে গোদামী বললেন—“হে ব্রাহ্মণপন, অসুর মৃত্যুর প্রতীকর। প্রায়োগিক পরীক্ষিত মহারাজ যখন শুকদেব গোদামীকে এইভাবে বলতে অনুপ্রাণিত করেন, তখন মহারাজের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, শুকদেব গোদামী ব্রাহ্মণকে অভিনন্দন জানিয়ে জনপেয় মহাবিশ্বের সবার মধ্য আমকে বলেছিলেন।”

তৃতীয় অধ্যায়

গজেন্দ্রের স্তব

শ্রীম গজেন্দ্র গোস্বামী বললেন—“আরও, গজেন্দ্র তখন ত্র্যম্বকে পূর্ণ সৃষ্টিমন্ত্র সঙ্কলনে জগৎ স্থির করে, তার পূর্বভায়ে ইন্দ্রদ্যুম্নরূপে যে মন্ত্র পিতৃছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় বা তার অংশ হয়েছিল, তা জপ করেছিল।”

গজেন্দ্র বলল—“আমি পরম শূন্য বাসুদেবকে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি (ওঁ নমো ভগবন্তে বাসুদেবায়)। তাঁরই করুণে আমার উপস্থিতির ফলে এই জড় শরীর কর্ম করে এবং তাই তিনি সকলের মূল কারণ। তিনি ব্রহ্মা, শিব আমি মহাপুত্রদেরও পূর্বসূরী এবং তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন। আমি তাঁর ধ্যান করি। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম অধিষ্ঠান যাকে আমরা করে সব কিছু বিদ্যাজ করে, তিনি সেই উপলক্ষ্য যা থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন পুত্রস্বয়ং তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কর্তব্য এবং কারণ থেকে তির। আমি সেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মায়া বিভ্রান্ত করে কখনও এই জগৎকে প্রকাশ করেন এবং কখনও অপ্রকাশ করেন। তিনি সর্ব অস্তিত্বেরই পরম কারণ এবং পরম কর্তব্য, তিনি স্রষ্টা এবং সাক্ষী উভয়ই। তাই তিনি সব কিছুই অর্জিত। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। কালক্রমে যখন সমস্ত গ্রন্থলোক এবং লোকপালগণ সহ এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কর্তব্য এবং কারণের কিনা হয়, তখন এক পটীয়া অস্তিত্বের পরিচিতি বিদ্যাজ করে। কিন্তু সেই অস্তিত্বের উল্লেখ হয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমি তাঁর শ্রী-নাম-লব্ধের শরণ গ্রহণ করি।”

“আমারই প্রাণকণ্ডার আচ্ছাদিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার গতিবিধি সম্বন্ধে ক্রমশঃ স্তম্ভশরীর শিরীকে যেমন বর্ণিতের চিন্তে পড়ে না, তেমনিই, পরম অস্তিত্বের কারণকলাপ এক আকৃতি ব্রহ্ম দেবতা এবং কবিরাজ

কৃততে পারেন না, সুতরাং নির্বোধ পশুদের আর কি কথা, দেবতা, কবি এবং বুদ্ধিমান জীবেরা কেউই ভগবানের অনন্ত কৃপাতে পারে না এবং তাঁর প্রকৃত স্থিতি লক্ষ্যে আসা যত্ন করতে পারে না। সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। সমস্তই, সমস্তই পুত্র, সর্বভাষী মহর্ষিগণ, যার সর্ব মঙ্গলকর শ্রী-নাম-লব্ধ দর্শন কর্তব্য কখনো যেন প্রকট, মানব এবং সন্ন্যাস ব্রত অনুশীলন করেন, সেই ভগবান আমার পতি যেন। ভগবানের জড় অংশ, কর্তব্য, নাম, রূপ, গুণ অথবা মোহ নেই। যে উদ্দেশ্যে এই জড় জগতে সৃষ্টি এবং বিনাশ হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি তাঁর অস্তিত্ব শক্তির প্রভাবে শ্রীরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণের আমি নররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর পতি অসীম এবং জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তাঁর বিবিধ রূপে তিনি অতি অলম্ব্য কর্তব্য করেন। তাই তিনি পরম ব্রহ্ম, আমি তাঁকে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। তিনি সকলের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, তিনি জীবকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন এবং মন, বসী অথবা চেতনের অনুশীলনের দ্বারা তাঁর কাছে পৌঁছানো যায় না, সেই পরমেশ্বর পরমাত্মাকে আমি বস্তুভার তথ্য। চিন্তার ক্ষেত্রে ভক্তিপরাঙ্গন তখন ভক্তেরাই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি নির্বাক সুখ প্রদাতা এবং চিন্তা লোকের প্রভু। তাই আমি তাঁকে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবকে, সুসিহবেদ আমি ভগবানের উগ্র রূপকে, বরাহবেদ আমি ভগবানের পশুরূপকে, নৃসিংহবেদের প্রত্যেক ভগবান স্তম্ভভেদকে, ভগবান বুদ্ধবেদ এবং অজ্ঞান সমস্ত অবতারদের আমি আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। তিনি নির্বাক হওয়া সত্ত্বেও জড় প্রকৃতির সব রকম এবং তনুগতকে ভাঙে করেন, সেই ভগবানকে আমি আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। তাঁর নির্বাক ব্রহ্মজ্যোতির্কেও আমি আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি।”

পরে ভগবান আপন পিতামহ, সর্বাধিক, সমস্ত জীবের সন্তোষ প্রপত্তি করে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। আপন প্রকৃতি এবং প্রকৃতির উৎস পরম পুত্র। আপন সমস্ত জড় শরীরের অধ্যক্ষ। তাই আপন পরম পুত্র। আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। যে ভগবান, আপন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিস্তার স্রষ্টা। আপন কৃপা বাটতে সন্তোষরূপে ব্রহ্মের সমস্ত প্রকারে কেনে সন্তোষ নেই। জড় জগৎ আপন জগৎ হয়ে। সন্তোষকে, আপন অস্তিত্বের আভাস প্রদান করে বলেই এই জড় জগৎকে সন্তোষ বলে বলে হয়। যে প্রভু, আপন সর্বভাষীর পরম কারণ, কিন্তু আপনাকে কোন কারণ নেই। তাই আপন সব কিছুই অস্তিত্ব কারণ। আপন হচ্ছেন পঞ্চম ও সোম-সুত্র আমি যাতে নির্মিত বৈদিক জ্ঞানের আভার এবং সেই সমস্ত পাত্র আপন সন্তোষ রূপ এবং আপন পরমেশ্বর পরম উৎস। যেহেতু আপনই কেবল সৃষ্টি প্রদান করতে পারেন, তাই সমস্ত জগৎস্রষ্টারের আপনই একমাত্র প্রভু। আপনাকে আমি আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। যে প্রভু, আমি যেমন অসি কার্কে আচ্ছাদিত থাকে, তেমনিই আপন এক আপন কাল জড় প্রকৃতির পুত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত। আপন মন কিন্তু জড় প্রকৃতির কার্যকলাপে অভিনিবিষ্ট হয় না। বীরা আলাদিক জ্ঞানে উদাত্ত, তাঁর বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীন নয়। যেহেতু এই প্রকার উদাত্ত প্রকৃতির জড়াতীত চিন্তার করে অধিষ্ঠিত, তাই আপন কল ও তাঁদের ওছ জগৎ প্রকাশিত হন। অতএব আমি আপনাকে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। যেহেতু আমার মধ্যে একটি পশু পরম মুক্ত আপন পরমেশ্বর হয়ে, তাই অবশ্যই আপন আমাকে এই জড়তর পরিচিতি থেকে মুক্ত করবেন। কল্পতপকে, অত্যন্ত কলমার হওয়ার ফলে, আপন নিজের আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। পরমাত্মরূপে আপন সমস্ত সেইখরী জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। আপন প্রত্যেক বিদ্য জ্ঞানরূপে বিখ্যাত এবং আপন অসীম। সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমি আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। যে ভগবান, বীরা সর্বভাষীর জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত, তাঁরা সর্বস্বই তাঁদের অস্তিত্বের সন্তোষে আপন ধ্যান করেন। আমার মধ্যে যারা মনোমথী জ্ঞান-কলম,

পুত্র, আত্মদ্বন্দ্ব, কলুষ, মন, বিদ্যে পরিচরিত অসীম অস্তিত্ব, আপন সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। আপন জড় প্রকৃতির কলুষ থেকে সর্বভাষীর মুক্ত পরমেশ্বর ভগবান। আপন সমস্ত জ্ঞানের উৎস পরম পুত্র। আমি তাই আপনাকে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। যে ভগবানকে আরাধনা করলে চতুর্ভাষী ব্যক্তিক ভগবান বাসনা অনুসারে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করতে পারেন, তা হলে জ্ঞান্য আরাধনার দ্বারা কি কথা? প্রকৃতপক্ষে ভগবান সেই প্রকার উচ্চভাষী উপাসকদের চিন্তার সেইও প্রদান করেন। সেই জগৎ কলমের ভগবান আমাকে এই কর্তব্য স্রষ্টা এবং সন্তোষ-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ প্রদান করুন। ঐকান্তিক ভক্তের, বীরা ভগবানের সেনা করা জড় আর কোন বাসনা নেই, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে তাঁর আরাধনা করেন এবং সর্বদা তাঁর পতি অস্তিত্ব ও মঙ্গল কার্যকলাপ সর্বদা ও কীর্তন করেন। এইভাবে তাঁরা সর্বদা আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। এই প্রকার ভক্তের কলম ও ভগবানের কাছে কোন কল প্রার্থনা করেন না। কিন্তু আমি একমাত্র এক মহা সন্তোষ পতিত হয়েছি, তাই আমি সেই নিত্য, অব্যক্ত, ব্রহ্মা আমি মহাপুত্রদেরও ইন্দ্র এবং কেবল ভক্তিবেদের দ্বারা সন্তোষ, সেই ভগবানের প্রার্থনা করি। তিনি অত্যন্ত সুখ, তাই তিনি আমায় ইন্দ্র এবং সন্তোষ ব্রহ্ম অস্তিত্বের অর্জিত। তিনি অসীম, তিনি আমি কারণ এবং তিনি সর্বভাষীর পুত্র। আমি তাঁকে আমার সন্তোষ প্রপত্তি নিবেদন করি। ভগবান তাঁর সব অংশ দ্বারা জীবন্তরূপে ব্রহ্ম আমি সেক্ষণ এবং বৈদিক জ্ঞানের নিত্য (সাম, কল, কল, এবং অর্থ) এবং বিভিন্ন দায় ও গুণ সম্বন্ধিত চরিত্র সমস্ত লোক সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি যেমন অতি থেকে নির্মিত হয়ে অবশ্য উচ্ছল নিরব যেমন সূর্য থেকে প্রকাশিত হয়ে পুনরায় তাতেই প্রবেশ করে, তেমনিই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মূল ও মূল জড় সেই এবং প্রকৃতির ওপর সন্তোষ রূপাভ্য—এই সর্ব ভগবান থেকে উচ্ছত হয়ে পুনরায় তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। তিনি সেক্ষণ মন বা সমস্ত মন, তিনি হৃদয়, পক্ষী অর্থক পশু মন। তিনি ব্রী মন, পুত্র মন অর্থক ব্রী মন, তিনি জড় মন। তিনি জড় গুণ, সাক্ষ্য কর্ম,

প্রকাশ এবং প্রকাশন করি। তিনি 'নেতি নেতি' নিষেধের অবধি এবং তিনি অনন্ত। সেই পরমেশ্বর ভগবান জন্মবৃত্ত হেন। আমি কুমিরের তবল থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে চাই না। অন্তরে এবং বাইরে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত এই হঠাৎ শরীরের কি প্রয়োজন? আমি কেবল জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্তি খুঁজি। সেই আবরণ কালের প্রভাবের দ্বারা নিষ্টি হ্রস্ব না। এখন আমি পূর্ণরূপে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যসন করে। সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সমস্ত প্রণতি নিকেন করি, যিনি সশস্ত্র বিদ্রোহ বট, যিনি স্বয়ং বিশ্বকরণ এবং না সম্বোধন যিনি এই বিশ্বের অতীত। তিনি এই জনতার সব কিছুর পরম জ্ঞাত, বিশ্বের পরমাত্মা। তিনি অজ্ঞ এবং পরম পক্ষপাত। আমি তাঁকে আমার সমস্ত প্রণতি নিকেন করি। আমি পরমেশ্বর, পরমাত্মা, ভোগেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যাঁকে সত্যি-যোগের অনুশীলনের দ্বারা কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে সিদ্ধ যোগীরা তাঁদের নির্মল জন্মের অন্ততলে দর্শন করেন। হে প্রভু, আপনি তিন প্রকার শক্তির অসহা বেগের নিরস্ত। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের উৎসবর্ণে প্রতীহমান এবং আপনি শরণাগতজনের রক্ষক। আপনি অনন্ত শক্তি সমন্বিত, কিন্তু যারা ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম তারা আপনাকে লাভ করতে পারে না। আমি যার বার আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। আমি ভগবানকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর দ্বারা ধারা তাঁর বিভিন্ন অংশে জীব মেহান্তর্কিত বলে, তার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্বৃত

হয়। আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যাঁর প্রতিমা বোঝা করি।"

শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী বললেন—“গুরুদেব যখন কোন বিশেষ ব্যক্তির কথার মা করে শ্রবণকালে এইভাবে সবেশন করেছিল, তখন সে ব্রহ্মা শিব, ইন্দ্র চন্দ্র আদি দেবতাদের আহ্বান করেন। তাই তাঁরা তেঁইই যত কাছে আসেন। কিন্তু, ভগবান শ্রীহরি হলেই পুরুষোত্তম পরমাত্মা, তাই তিনি গজেন্দ্রের সম্বন্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রাথমিক গজেন্দ্রের আঁঠু অবস্থায় বৃত্তে পেরে, ভগবান যিনি সর্বত্র বিরাজ করেন তিনি গুরুদেব দেবতাদের সহ সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গজেন্দ্রকে আহ্বান করে, ইচ্ছা অনুসরণ বেগে, চক্র আদি দ্বারা ধারণ করে তিনি যেখানে গজেন্দ্র অবস্থান করছিল, সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গজেন্দ্র সেই সময়েই জলে মহাবল কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত কষ্টে অনুভব করছিল, কিন্তু সে যখন আকাশে পড়তে পিঠে উদ্যত চক্র ভগবানকে দর্শন করেছিল, তখন সে তার পাঁতে একটি পায়ুল নিয়ে কতি কটে ফেলিল—“হে নারায়ণ, হে অখিল গুরু, হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিকেন করি।” তারপর, গজেন্দ্রকে সেই পীড়িত অবস্থায় দর্শন করে, অজ্ঞ ভগবান শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ তাঁর অইহুত্বী কৃপাকৃত গজেন্দ্রের পিঠ থেকে অবতরণ করে, কুমির সহ গজেন্দ্রকে জল থেকে টেনে উঠালেন এবং তারপর দর্শনরত সমস্ত দেবতাদের সম্মুখে তাঁর চক্রের দ্বারা কুমিরের দ্বন্দ্ব বিদীর্ণ করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করলেন।”



চতুর্থ অধ্যায়

গজেন্দ্রের বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন

শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী বললেন—“ভগবান যখন গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের, দর্শন এবং গজেন্দ্র ভগবানের এই কাহিনীর প্রকাশ করে ভগবান এবং গজেন্দ্র উভয়েরই উপর পূজাবর্ণন করেছিলেন। তখন বর্ণের দৃষ্টি থেকে উঠেছিল, গজেন্দ্রের নৃত্যগীত করতে শুরু করেছিল এবং করি, চরণ এবং সিদ্ধগণ পুরুষোত্তম ভগবানের ক্রম করতে শুরু করেছিলেন। সেবল মুনির অভিলাষে গজেন্দ্রের রাজা হুহু একটি কুমিরে পরিণত হয়েছিলেন। এখন, ভগবানের দ্বারা মুক্ত হওয়ার কালে, তিনি এক অতি সুন্দর গজবর্ণন গ্রন্থ করেছেন। কার কৃপায় তা হয়েছে তা বৃত্তে পেরে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মস্তকের দ্বারা প্রণতি নিবেদন করে উভয়দিকের পরম নিত্য ভগবানের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। ভগবানের অইহুত্বী কৃপায় তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেরে, রাজা হুহু ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের সম্মুখে গজেন্দ্রকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের কবচবস্ত্রের স্পর্শে গজেন্দ্র তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার কালে তিনি ভগবানেরই মস্তকে নীতবাস এক চতুর্ভুজ সমন্বিত হয়ে সজপা মুক্তি লাভ করেছিলেন। এই গজেন্দ্র পূর্ণরূপে দ্রবিত প্রদেশের অবগত পাণ্ডা দেশের ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক বৈকল্য রাজা ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ পূর্ব-জন্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে মল্লার পর্বতে গমন করেছিলেন এবং সেখানে একটি ছোট কুটির নির্মাণ করে তিনি তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তিনি সচাচারী হয়ে সর্বদা তপস্যায় রত ছিলেন। এক সময় তিনি যখন মৌনরত অবসর গ্রহণ করে ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন তিনি ভগবৎ প্রেরণায় পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন ভগবানের পূজা করার সময় খাদ্যগ্রহণ হয়েছিলেন, তখন অগস্ত্য মুনি নিবারণবৃত্ত হয়ে

সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শিষ্টাচার অনুসারে তাঁকে অভ্যর্থনা না করে নির্জন স্থানে মৌন অবসর গ্রহণ করে বসে রয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।”

অগস্ত্য মুনি তখন এইভাবে রাজাকে অভিলাষ দিতেছিলেন—“এই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আসাধু, পুরাণা, অশিক্ষিত এবং ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী। সূতরাং সে জ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করুক এবং মূলমূল্য হইবে যিনি প্রাপ্ত হোক।”

শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী বললেন—“হে ভাষ্কর, এইভাবে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিলাষ দিয়ে, অগস্ত্য মুনি তাঁর শিষ্যগণ সহ সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন। রাজা যেরূপ ছিলেন ভগবন্ত, তাই তিনি অগস্ত্য মুনির অভিলাষকে ভগবানের ইচ্ছা বলে বিবেচনা করে তা গ্রহণ করেছিলেন। তাই যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি একটি হঠাৎ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও ভগবান শ্রীহরির অর্চনার প্রভাব তাঁর শরণ হয়েছিল। কিতাবে ভগবানের পূজা করতে হয় এবং ক্রম করতে হয়। কুমিরের ব্যগ্রমণ থেকে এবং কুমিরদংশন লড় জীবনের বন্ধন থেকে গজেন্দ্রকে মুক্ত করে, ভগবান তাঁকে সারল্য মুক্তি প্রদান করেছিলেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী গজেন্দ্র, সিদ্ধ এবং অন্যান্য দেবতাদের সম্মুখে ভগবান গজেন্দ্রকে নিয়ে গজেন্দ্র আহ্বান করে তাঁর অতি আদৃত ঘরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পর্বতকিৎ, আমি আপনাকে কাছে ভগবানের অদ্বিত প্রভাবের কণা বর্ণনা করলাম, যা তিনি গজেন্দ্র-মোক্ষণের সময় প্রদর্শন করেছিলেন। হে কুরুদেব, যারা এই বর্ণনা শ্রবণ করেন, তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হন। এই বর্ণনা শ্রবণ করার কালে তাঁরা ভক্তের দ্বারা ধারণ করেন, কর্মযুগের বন্দন থেকে মুক্ত হন এবং তাঁরা আর কখনও দুঃখের ভেদে না। অন্তর্বে, দ্বিভক্তি ব্রাহ্মণ, কবির এবং বৈশ্যদের বিশেষ

করে গ্রাফন বৈজ্ঞানিকের নিজেদের মঙ্গলের জন্য সভালে যুম থেকে উঠে দুঃখের আদি অতঃপর নিবৃত্তি সাধনের জন্য যথাব্যবহারে এই গুরুত্ব-সোপান লীলা কীর্তন করা উচিত। যে কুরুলেট, সকলের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে প্রসন্ন হয়ে, সকলের সম্বন্ধে গুরুত্বকে আনন্দীকরণ করে বলেছিলেন—যাবা ব্যতিরিক্ত শেষে, যুব সবসময়ে শয্যাভ্যাগ করে সংযত ও একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার এবং জেমাঙ্গ রূপ, এই সরোবর, এই পর্বত, গুহা, কানন, বেঙ্গ, কীচক এবং কেশুতপ, দেবদাত্ত বৃক্ষ, ত্রিকূট পর্বতের স্বর্গ, রৌপ্য এবং গৌহনির্মিত শূন্য যেতলি আনন্দ, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাসস্থল, আমার প্রিয় দ্বার কীর সন্মুখ, চিত্রায় কিরণে সর্বদা উদ্ভাসিত যেতলীপ, আমার প্রীতম চিত্র, তৌত্তত যনি, বৈজ্ঞানিকী মালা, কৌমোদকী গদা, সুমর্শন চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, আমার বাহন পক্ষীরাজ গরুড়, আমার বহন্য শেবনাগ, আমার পুত্রিরাণী সার্কীসেধী, ব্রহ্মা, মরেন যুনি, শিব, ব্রহ্মন এবং মংসা,

ক ক ক

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের কাছে দেবতাদের সুরক্ষা প্রার্থনা

শ্রীল ভকসেব গোখামী বললেন—“হে রাজন, আমি আপনাকে কাছে অতি পবিত্র গুরুত্বমোক্ষ লীলা বর্ণনা করলাম। ভগবানের এই লীলা গ্রহণ করার কালে সমস্ত শাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এখন আমি ত্রৈলোক্য অনু সম্বন্ধে বর্ণনা করছি গ্রহণ করুন।”

“জ্ঞানস মনুর দ্বারা ত্রৈলোক্য পঞ্চম হনু হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রসেব যাবে জর্জুন, বলি এবং বিদ্যা ছিলেন প্রথম। হে রাজন, ত্রৈলোক্য মনুগণে বিদ্যুৎ ইত্য ইত্য হয়েছিলেন, দ্রুতবাহন দেবতা হয়েছিলেন এবং বিদ্যাগোমা, ফেলিরা ও উর্ধ্ববাহ প্রভৃতি ক্রাভগের সত্ত্বি হয়েছিলেন। ওত এবং তাঁর পত্নী বিকৃটার মধ্যেও ভগবান বৈকুণ্ঠ তাঁর কীর অংশ দেবতাপন সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কর্ম, ক্রমাৎ আদি আমার অবতার, আমার সর্ব-অবতার অনন্ত লীলা যা গ্রহণকারীকে পবিত্রতা প্রদান করে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ওঁকর মনু, পবন সত্য, বায়ু, শো, গ্রাফন, ভক্তি, মোহ ও কণ্যাপর বর্ষগতী মঙ্গল-অনাগন, পদা, সরস্বতী, মন ও বমুনা (কালিন্দী) নদী, ব্রীহত, চর মহারাজ, সত্ত্বি এবং গুণাবান হানবগণকে স্তবন করে, তাক সমস্ত শাপ থেকে মুক্ত হয়। হে প্রিয় ভক্ত, যোগ নিশায়ে শয্যাভ্যাগ করে ভোজের খাবা অর্পিত এই ভোজের মাধ্যমে আমাকে ভক্ত করে, আমি তোমার কীর্তনকে আমার চিত্রর ধ্যে তোমার নিত্য হিত প্রদান করি।”

শ্রীল ভকসেব গোখামী বললেন—“এই উপদেশ প্রদান করে ভগবান হনুকেণ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের আনন্দিত করে পঞ্চভেদ উপর আরোহণ করলেন।”

লক্ষ্মীদেবীর প্রজ্ঞাশা নিগদে জন্ম, তাঁর প্রার্থন অনুসারে ভগবান বৈকুণ্ঠ জগৎ একটি বৈকুণ্ঠলোক সৃষ্টি করেছিলেন, যা সবসময় দ্বন্দ্ব পুঞ্জিত হয়। যদিও ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অতি মহৎ কার্যকলাপ এবং নিজ ভগবানী অস্ত্রাশ্রয় আশ্রয়ভক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, ওঁকর তখনও কখনও আমরা তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভগবান প্রীতিপূর্ণ পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। যে ব্যক্তি ভগবানের ওপরবাসী বর্ণনা করতে সক্ষম হয়, সে সুমিথ রূপেও লোককে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভগবানের চিত্রায় ওঁকরী কেউ বর্ণনা করতে পারে না। চন্দ্র পুত্র চাক্রব বর্জ হনু ছিলেন। তাঁর পুত্র, পুত্রক এবং সুদ্যায় আদি ক পুত্র ছিল। চাক্রব সবসময় হনুগে ছিলেন ইহ,

প্রাণাধিপন দেবতা এবং হবিদ্যান, বীরক আদি সত্ত্বি ছিলেন। এই বর্জ মনুগণের ভগবন্তি ভগবান প্রীতিপূর্ণ তাঁর কীর অংশ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের নদী দেবসত্ত্বির পর্বত অর্জিত নামে ভগবন্তন করেন। তাঁর সমুদ্র মনু করে অর্জিত দেবতাদের জন্য অমৃত তৈলক করেছিলেন। কীর রূপে তিনি লিলা মনু পরিত্যক্ত তাঁর পুত্রের দ্বারা করে ইতঃপুত গ্রহণ করেছিলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত ভিজ্ঞান করলেন—“হে মহান গ্রাফন ভকসেব গোখামী, ভগবান প্রীতিপূর্ণ কেন এবং কিভাবে কীর সমুদ্র মনু করেছিলেন? কি কারণে তিনি কালে কীর্তন মনু পর্বত দ্বারা করেছিলেন? দেবতারা কিভাবে অমৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সমুদ্র হালের কালে কবে আর কি কি উৎসব হয়েছিল? দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত অমৃত লীলা আপনি বর্ণনা করুন। আপনার দ্বারা বর্ণিত ভক্তের ইচ্ছা ভগবানের প্রীতিমিত কার্যকলাপ প্রদান করে, জগৎ ভগবানের ত্রিভূত মনুগণ দ্বারা ভক্ত জামার হনুগে এখনও তুণ হনুগে।”

শ্রীপুত্র গোখামী বললেন—“হে লৈখিকরসেব সম্রাট গ্রাফনপ, ঐশ্বর্য্যের পুত্র ভকসেব গোখামীকে মহারাজ পরীক্ষিত হনু এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ভগবানের মহারাজ বর্ণনা করেছিলেন।”

শ্রীল ভকসেব গোখামী বললেন—“অনুভব বনু হনু তাঁর দ্বারা আমার দ্বারা দেবতাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল, তখন ক দেবতা পতিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁর অঙ্গ ভীষিত হনু। হে রাজন, তখন দেবতারা দুর্ভাষা মূর্খের দ্বারা অভিনন্দন হওয়ার কলে ছিলোক প্রীত হইয়েছিল এবং তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে পারেনি। তার কালে অত্যন্ত সতর্কতন হয়েছিল। ইহ, কলম প্রভৃতি দেবতার তাঁদের কীর এইভাবে বিপন্ন দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কলে সমাবান বুঝে পাননি। তখন সমস্ত দেবতারা একত্রে সূর্যক পর্বতের নিধরে ব্রহ্মার সভার গমন করেছিলেন এবং ব্রহ্মাকে তাঁদের প্রার্থিত নিবেদন করে সমস্ত বৃষ্টি নিবেদন করেছিলেন। দেবতাদের ইচ্ছাপ্রত ও কীর এই এবং তার কলে লোকতরকে হনুগে রহিত

কলি করে এবং অনুভবের পরিবর্তিত দেবতাদের ঠিক নিশীত অর্থাৎ সূর্যদিশালী কলি করে, আমি দেব পুত্র শক্তিমন ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানে তাঁর মনকে একাগ্র করে উৎসুক কলে দেবতাদের কলিতে আনলেন, ‘আমি, শিব ও তোমরা দেবতারা, অনুভব, জরায়ুজ, জওজ, উর্ধ্বক এবং ভেদজ, সমস্ত প্রাণীরা ভগবানের থেকে, হনুগে ভগবানের ওপাশদার (ব্রহ্মা) থেকে এবং আমার কলা মহর্ষিগণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তাই চল, আমরা সেই ভগবানের কাছে গিয়ে তাঁর প্রীতিপূর্ণের শরণাগত হই। ভগবানের কলা, কলীক, উর্ধ্বকলীক বা আনন্দীক কলি সেই, তনুগে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং মহারা জন্ম কলকলে সহ, কল এবং তনুগে বিভিন্ন রূপ অবতরণ করেন। এক দেহধারী কীর্তনের সত্ত্বপ্ত আহ্বান করার সময়। সৃষ্টির পালনের নিমিত্ত সত্ত্বপ্ত ভগবানের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাই এটিই ভগবানের পরম প্রহ্লা জগর উপকৃষ্ট সময়। যেহেতু তিনি স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপার এবং প্রিয়, তাই তিনি নিশ্চয়ই আমাদের শৌভাগ্য প্রদান করবেন।”

“হে অধিকার মহারাজ পরীক্ষিত! দেবতাদের এই কল বলায় পর, ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে এই জগৎ জগতের অতীত ভগবানকে নিয়েছিলেন। ভগবানের ধাম কীর সমুদ্রে যেতলীপে অবস্থিত। সেখানে (যেতলীপে), ব্রহ্মা ভগবানের ভক্ত করেছিলেন, যদিও তিনি কখনও তাঁকে বর্ণনা করেননি। যেহেতু ব্রহ্মা বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের কথা বল করেছিলেন, তাই তিনি সমাহিত চিত্তে বৈদিক কীর দ্বারা ভগবানের গুণ করেছিলেন।”

“হে অধিকারী, অসীর পরম মনু, পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সন কিচুর উৎস। আপনি সর্বভাণ্ড হওয়ার কলে, প্রতিটি কীর্তন হনুগে এবং প্রতিটি পুত্রসত্ত্বপ্তে বিদ্যমান। আপনার কলে জগৎ ওণ সেই। বহুতপস্কে, আপনি অতিশ্রু। অন্যকলনা আপনাকে গ্রহণ করতে পারে না এবং বানী আপনাকে বর্ণনা করতে পারে না। আপনি সব কিচুর পরম ইচ্ছা এবং তাই আপনি সকলের পরম পুত্রনীর। আমরা আপনাকে আমাদের সত্ব প্রার্থিত নিবেদন করি। প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা কিভাবে ভগবানের নিহন্যদীকে কার্য করে, তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে জানেন। তিনি সব কিছু প্রকাশক

এবং অজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পূর্বকৃত কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর কোন জড় শরীর নেই। তিনি পঞ্চপাশু এবং অকিঞ্চিৎ থেকে মুক্ত। তাই আমি সেই নিত্য, সর্বব্যাপ্ত এবং আকাশের মতো মহান ভগবানের ঐশ্বর্যপূর্ণের সত্ত্ব গ্রহণ করি, যিনি ত্রিমুখে (সত্য, ত্রেতা এবং কল্যাণ) যৌক্তিক সহ আবির্ভূত হন।”

“জড় কার্যের চক্রে জড় সেইটি জনকগণ গঠন করে। খলটি ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্মেত্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং দেহাচার্য্য পঞ্চবায়ু সেই চক্রে গঠন করে। প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) সেই চক্রে তিনটি নতি এবং স্রাব, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, ভূমি, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রকৃতির এই আটটি উপাদান সেই চক্রে পরিণতি। ত্রিমুখের তিনে বহিরাঙ্গ মার্কণ্ডেয় জ্ঞান এই চক্রে ভগবানস্বামী কেন্দ্রে চতুর্দিকে অতি প্রত্যক্ষের দৃষ্টিতে হয়। সেই পরমাত্মা এবং পরম সত্যকে আমরা আমাদের সর্বত্র প্রগতি নিবেদন করি। পরমেশ্বর ভগবান ওই সবগুণে অবস্থিত এবং তাই তিনি এককর্ণ—ওঁকার (প্রথম)। যেহেতু তিনি ভূমিসাধ্য জড় প্রকৃতির অতীত, তাই তিনি জড় চক্রে অদৃশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাল বা স্থানের দ্বারা তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নন, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। যাত্রা জড় প্রকৃতির ক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যোগরূপ উপায়ের দ্বারা সেই গুরুত্বপূর্ণ ভগবানের আরাধনা করেন। আমরা সকলে তাঁকে আমাদের সর্বত্র প্রগতি নিবেদন করি। ভগবানের মাধ্যমে কেউই অতিক্রম করতে পারে না এবং তা এত প্রকল যে সকলকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝতে না দিয়ে মোহিত করে। সেই মাত্রা কিন্তু ভগবানের কণীভূত, যিনি সকলকে শাসন করেন এবং সকলের প্রতি সমদর্শী। সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সর্বত্র প্রগতি নিবেদন করি। আমাদের সেই যেহেতু সবগুণ দ্বারা নির্মিত, তাই আমরা দেবতারা অস্তিত্ব এবং যথিগে সার্বিক ভাবনা। মহান কবিগুরু এইভাবে সবগুণে অবস্থিত। সুতরাং, আমরা যদি ভগবানকে না জানতে পারি, তা হলে রজঃ এবং তমোগুণের ইতর শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্ম বি কথ্য? তারা কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবে? সেই ভগবানকে আমরা আমাদের সর্বত্র প্রগতি নিবেদন করি। এই পৃথিবীতে চার প্রকার জীব রয়েছে এবং তারা

সকলেই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট। জড় সৃষ্টি তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ আশ্রিত। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং শক্তিতে পূর্ণ পরম পুরুষ। তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সমস্ত জড় জগৎ যে জল থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই জলস্রোতের কারণে জীবসমূহ জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। সেই জল ভগবানের বীৰ্য্যকরণ। সেই মাত্রা বিদ্যুতি-সম্পন্ন ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সোম বা চন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের অন্ন, বাল এবং আয়ুর উৎস। তিনি সমস্ত বসন্তের উৎস এবং সমস্ত জীবের উৎপত্তির উৎস। পৃথিবীতে সেই সোমকে ভগবানের গন্ধ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস সেই ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যজ্ঞের আশ্রিত গ্রহণ করার জন্য বার কন্য হয়েছে, সেই আশ্রিত ভগবানের মুখকরণ। সম্পদ উৎপাদন করার জন্য সেই অশ্রিত সমুদ্রের নদীতে বিরাট করে এবং উল্লসে বিরাট তা অন্ন পান করে এবং দেহের সন্তোষের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্রাব উৎপাদন করে। সেই পরম শক্তিময় ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। সূর্যমণ্ডল অর্ধরূপ-বর্ণ নামক মুক্তির মণ্ডল দেবতা। তিনি বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির প্রধান উৎস। তিনি ব্রহ্মের উপাসনার স্থান। তিনি মুক্তির দ্বার, অমৃতের উৎস এবং মৃত্যুর কারণ। সেই সূর্যমণ্ডল বার চক্রে, সেই পরম ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। স্বপ্নের এবং জন্মের সমস্ত জীব বায়ু থেকে তাদের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ প্রাপ্ত হয়। ভূতেরা যেমন স্রাবের অনুসরণ করে, আমরাও তেমন আমাদের প্রাণ ধারণের জন্য বায়ুর অনুসরণ করি। সেই বায়ু যে ভগবানের প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। পরম শক্তিময় ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, যার কর্ণ থেকে দিকসমূহ, হৃদয় থেকে দেহগত হিরা এবং নভিমণ্ডল থেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, জল, বায়ু ও শরীরের আশ্রয় আকাশ উৎপন্ন হয়েছে। যার ভেতর থেকে দেবরাজ ইন্দ্র, প্রমত্ততা থেকে দেবতাপ, ক্রোধ থেকে শিব, বুদ্ধি থেকে ব্রহ্মা, মেহের হিরা থেকে বেনসমূহ, মেহ থেকে মহর্ষি এবং প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হয়েছেন, সেই মহাবিকৃতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যার বক্ষ থেকে লক্ষ্মীময়ী, দ্বারা থেকে পিতৃগণ, জ্ঞান থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্ম, মস্তক থেকে স্বর্গ

এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগ থেকে অসংরক্ষণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরম শক্তিময় ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যার মুখ থেকে জ্ঞান এবং বৈদিক জ্ঞান, বাক থেকে জ্ঞান এবং মেহের বল, উক্ত থেকে বৈদ্য এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও জন এবং চন্দ্র থেকে বৈদিক জ্ঞানের মহাবিকৃতি পুত্রগণ উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহা-শক্তিশালী ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। তাঁর অধ্ববোষ্ঠ থেকে লোভ, উপরে ওষ্ঠ থেকে ঈর্ষা, নসিকা থেকে লোভের কাষি, শরশ্রেণীর থেকে পার্থক্য কাষ, জ থেকে বহুভাষ এবং অধিকপন্থ থেকে কাল উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহাবিকৃতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। মহা বৃক্ষগণেরও অস্ত্রাণ্ড, পঞ্চভূত, জল, ভূমি, প্রকৃতির গুণ এবং অত্যন্ত দুর্বোধ্য এই জড় জগতের বৈচিত্র্য যার যোগদ্বারা দ্বারা বসিত বলে পতিতল বর্ণনা করেন, সেই পরম নিয়ন্ত্রা ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। জ্ঞান সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সর্বত্র প্রগতি নিবেদন করি, যিনি পৃথিবীতে শাস্ত্র, সমস্ত প্রাণ থেকে মুক্ত এবং সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড় জগতের কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই জড় জগতে তাঁর নীলাবিলম্ব করার সময় বায়ুর মধ্যে অনাসক্ত থাকেন।”

“হে ভগবান, আমরা আপনার পরগণত, তবুও আপনাকে স্মরণ করতে চাই। ধরা করে আপনি আপনার আদি রূপ এবং হ্যাস্যোচ্ছল মুখপদ্ম আমাদের চক্রে বর্ণন করতে দিন এবং আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করতে দিন। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন অবতারে

প্রকট হন এবং অসংখ্যকার্য সম্পাদন করেন বা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। কর্মীরা সর্বদাই তমঃ ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগের জন্য জন সংগ্রহে আশ্রয়ী, কিন্তু সেই জন্য তাদের কঠোর পরিচর্য করতে হয়। এত কঠোর পরিচর্য করা সত্ত্বেও তার ফল কিন্তু তখনও সন্তোষজনক হয় না। বহুতপস্কে, কঠোর কঠোর তপসের কর্মের ফল কেবল বৈরাগ্যে পর্যবসিত হয়। কিন্তু ভগবানের সেবার নিঃস্বাদের সর্বতোভাবে ঐশ্বর্য করেছেন, যে সমস্ত ভক্তেরা তাঁর বসন্তে পরিচর্য না করেও যথেষ্ট ফল লাভ করতে পারেন। জড় সর্বদাই তাঁর অপারীত ফল লাভ করেন। ভগবানে সমর্পিত কর্ম যদি অতি অল্প পরিমাণেও সম্পাদিত হয়, তবুও তা কার্যকর হয় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সকলের পরম পিতা, তাই তিনি দ্বাতনিকভাবেই প্রিয় এবং সর্বদা জীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে যেমন বৃক্ষের স্বাস্থ্য এবং শাখা আপনা থেকেই দৃঢ় হয়, তেমনি, ভগবান প্রীতিপূর্ণ সেবা করলে সকলেরই সেবা কল্য হয়, তবুও ভগবান সর্বদা পরমাত্ম। হে ভগবান, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সীমার উত্তর নিত্য বর্তমান আপনাকে আমরা আমাদের সর্বত্র প্রগতি নিবেদন করি। আপনার কার্যকলাপ ওচিৎ, আপনি জড় প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্ত্রা এবং সমস্ত জড় গুণের অতীত হওয়ার ফলে আপনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। আপনি জড় প্রকৃতির তিন গুণের নিয়ন্ত্রা হলেও আপনি সবগুণের অনুসৃত। আমরা আপনাকে আমাদের সর্বত্র প্রগতি নিবেদন করি।”



দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত, ভগবান শ্রীহরি এইভাবে দেবতা এবং ব্রহ্মার চক্ষু তাঁদের ক্রোধে মাথামে পুড়িত হয়ে, তাঁদের সমুদ্রে আধিপত্য হয়েছিলেন। তাঁর অমর্যোতি সজ্জার হাজির সূর্যের উপরেও হতো উজ্জ্বল। ভগবানের সেই অমর্যোতির হ্রীত দেবতাদের দুটি প্রতিমিত হয়েছিল। তাই তাঁরা আকাশ, পিকসমূহ, পৃথিবী, এমন কি নিজেদেরও দেখতে সমর্থ হনেন না, অতএব তাঁদের সমুদ্রে উপস্থিত ভগবানকে দর্শন করতেন কি করে? শিব সহ ব্রহ্মা ভগবানের নির্মল সৌন্দর্য দর্শন করেছিলেন। তাঁর অঙ্গাঙ্গি স্পর্শেই মলি হয়ে শ্যামবর্ণ, তাঁর চক্ষু পরশের মতো অঙ্গপর্শ, তাঁর ক্রোধের বশে তপ্তকাকের মতো পীতবর্ণ এবং তাঁর সার শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। তাঁর তাঁর প্রসন্ন ও মনোহর হাসি, সুন্দর পদমুখরী এবং বহু মূল্যবান মণিধারিত মুকুট দর্শন করেছিলেন। ভগবানের চমৎকার অত্যন্ত মনোহর এবং তাঁর কপোলময় কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত। ব্রহ্মা এবং শিব দেখেছিলেন ভগবানকে কোথায় কাকী, হস্তে বলাহ, যাকে হার এবং চরণে নুপুর। তিনি ফুলমালায় ভূষিত, তাঁর কণ্ঠে কৌমুদী মণি শোভা পাচ্ছে এবং তিনি কক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেছেন। তিনি সুন্দর চক্ষু, গলা অর্থাৎ বীর অস্ত্রে সজ্জিত। শিব এবং জ্যোতি দেবতাপন সহ ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানকে দর্শনপূর্বক তাঁদের সন্ত্রস্ত প্রণতি নিবেদন করে তখন ভূমিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন।”

শ্রীব্রহ্মা বললেন—“আপনি যদিও আজ তবুও অবতাররূপে আপনার আধিপত্য এবং তিরোত্যনের কখনও নিবৃত্তি হয় না। আপনি সর্বদাই জড় প্রকৃতির ওল থেকে মুক্ত এবং আপনি চিরন্তন আনন্দের সমুদ্র সন্ধান। আপনার অপ্রাকৃত লাভ রূপ সুস্বাদু থেকেও সুস্বাদু। সেই অতিশয় আপনাকে আমরা আমাদের সন্ত্রস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ নিখাত,

শ্রেরক্ষ্যামী আঁতর বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে সর্বদা আপনার এই বৃত্তির পূজা করেন। হে প্রভু, আমরা আপনার মধ্যে সমগ্র ত্রিকুবন দর্শন করতে পারি। হে ভগবান, আপনি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আপনার থেকে এই জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে অজ্ঞান করেই তা বিরাজ করে এবং চরণে তা আপনারাতেই লীন হয়ে যায়। আপনিই সব কিছুই আদি, মধ্য এবং অন্ত, ঠিক যেমন মাটি হচ্ছে বটির কারণ ও আঁজর এবং অবশেষে সেই বটি ভেঙ্গে গেলে তা আবার মাটিতেই মিশে যায়। হে ভগবান, আপনি আপনারাতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং আপনি অন্য কারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। আপনার নিজের শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রবেশ করেছেন। বীজ কলসজ্জাব্যুতের উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন, বীরা পূর্ণরূপে শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত এবং বীরা ভক্তিরূপে অনুশীলনের দ্বারা সমস্ত জড় কলুষ থেকে নির্মল হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের চক্ষু অস্ত্রকরণে দর্শন করতে পারেন যে, যদিও আপনি জড় তপের জগতের ভিতর অবস্থান করেন, তবুও আপনি জড় প্রকৃতির স্পর্শহীন। যেভাবে কষ্ট থেকে অগ্নি, গাভী থেকে দুগ্ধ, ভূমি থেকে অন্ন ও জল এবং উদ্ভেদন থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভক্তিরূপে অনুশীলনের দ্বারা এই জড় জগতেরও আপনার অনুগ্রহ লাভ করা যায় অথবা বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্যাত্ম ব্যক্তিগণ সেই কথা বলে বেছেন। দাব্যি বীড়িত হস্তীগণ যেমন গম্বর জল প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত সুখী হয়, তেমনি, হে পছন্দাত ভগবান, যেহেতু এখন আপনি আমাদের সমুদ্রে আধিপত্য হয়েছেন, তাই আমরা শিব আনন্দ অনুভব করছি। আমরা দীর্ঘকাল ধরে আপনার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো, কিন্তু একে আপনাকে দর্শন করে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। হে ভগবান, আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের লোকপাল সমস্ত দেবতাপন আপনার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি। যে

প্রকাশ্য সাহসের জন্য আমরা এখানে এসেছি, তা আপনি এয়া করে চরিতার্থ করুন। আপনি জড়ের এবং বহিরের সব কিছুই সাধী। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই এবং তাই আপনাকে পুনরাব বলায় কোন প্রয়োজন নেই। আমি (ব্রহ্মা), শিব এবং জ্যোতি দেবতাপন ও জড় আদি প্রকাশ্যপন আদির সৃষ্টিসের মতো আপনার থেকে প্রকাশিত। যেহেতু আমরা আপনার কাণে, তাই আমাদের হৃদয় সমস্তে আমরা কি বুঝতে পারি? হে ভগবান, বলা করে ব্রহ্মাণ্ড এবং দেবতাদের উপস্থিত বৃত্তির উপায় আপনি আমাদের প্রদান করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“ব্রহ্মা আমি দেবতারা বহন এইভাবে ভগবানের ভব করেন, তখন ভগবান তাঁদের অভিজ্ঞতার আনন্দে পেরেছিলেন। তাই তিনি মেঘপটীর দ্বারা বহন করি এবং সবেত-ইন্দ্রিয় দেবতাদের বললেন। যদিও দেবতাদের ইচ্ছা ভগবান একাই দেবতাদের কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও, সমুদ্রমুখ লীলা উপভোগ করার ইচ্ছা করে তিনি তাঁদের বলেছিলেন, ‘হে ব্রহ্মা, হে শিব, হে দেবতাপন, গভীর মনোমোহন সহকারে আমার দ্বারা মনন কর, কারণ আমি যা বলছি, তুমি বলে তোমাদের শ্রেষ্ঠ লাভ হবে। বহনকণ ভোগ্যের সমৃদ্ধি না হই, ততকাল তোমরা কঠোর দ্বারা অনুসূচীত সৈন্ত এবং দানবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর। হে দেবতাপন, নিজের হিতসাধন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই জন্য পক্ষের সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করতে হয়। নিজের দার্ব সিদ্ধির জন্য সর্প-মুখিক নাম অনুসারে কর্তব্য করতে হয়। একই তোমরা অমৃত উপভোগের চেষ্টা কর, যা পান করলে মৃত্যুপ্রাপ্ত জীবন অমর হয়। হে দেবতাপন, কীরসমুদ্রে সর্বপ্রকার গুহ, তুল, লাভা ও ভবনী নিকেন করে মলার পর্বতকে মনোহর এবং অসুখিকে মনোরম করে, আমার সমুদ্রো তোমরা একপ্রতিগে কীরসমুদ্র বহন কর। তার বলে সৈন্তরা প্রলভ্যবী হবে, কিন্তু তোমরা দেবতারা বলতাপী হয়ে সমুদ্রোপিত খণ্ড লাভ করবে। হে দেবতাপন, বৈধ এবং শান্তির দ্বারা সব কিছুই সিদ্ধ হয়, কিন্তু ক্রোধের দ্বারা হয় না। অতএব, অসুরেরা তা চাইবে, তোমরা তাই অনুমোদন করো। সমুদ্র থেকে কলকূট নামক কি উপায় হবে, কিন্তু তোমরা সেই বিষয়ে ভাব করে না

এক সমুদ্র মনোরম কল বহন বিচিত্র বহু উপায় হবে, তখন সেগুলি লাভ করার জন্য প্রয়োজিত হইবে না এবং কৃৎস হইবে না।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত! দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে, বহনকণ পুরুষোত্তম ভগবান ঐশ্বর্যের সহস্রশই অর্জিত হলেন। ভগবান ব্রহ্মা এক শিব ভগবানকে তাঁদের সন্ত্রস্ত প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের দ্বারা প্রত্যাহারন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা তখন বলি মহাবাহুর কণ্ঠে গিয়েছিলেন। সৈন্তদের অত্যন্ত প্রধান রাজা বলি তখন সন্ধি স্থাপন করতে হয় এবং তখন বৃত্ত করতে হয়, সেই কথা পুন তালভাবে জানতেন। তাই যদিও তাঁর পেনা নারকেরা বিকৃত হয়ে দেবতাদের দ্বারা বলাতে উপায় হয়েছিল, কিন্তু মহারাজ বলি দেবতাদের মুখে অনুদাত দেখে, তাঁর সেন্যসকলের মিত্র করছিলেন। দেবতারা মিত্রদের পুর বলি মহাবাহুর সর্বাঙ্গ উপদেশ করেছিলেন। বলি মহারাজ তাঁর অসুত সেন্যগণদের দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন এবং ত্রিলোক বিজয় করার ফলে পরম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। বৃষ্ণ বাক্যের দ্বারা বলি মহাবাহুর প্রসন্ন মিত্র করে, মহামতি দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাণ থেকে লিপ্যাপ্ত সমস্ত প্রস্তাব অত্যন্ত নির্দোষভাবে নিবেদন করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই প্রস্তাব বলি মহাবাহু এবং তাঁর পার্শ্ব শরীর, অনিষ্টনৈমি আদি দ্রিপুত্রবাসী সমস্ত অসুরদের ভক্তির হওয়ার, প্রাণা চঞ্চলাং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।”

“হে মহাবাহুগামী মহারাজ পরীক্ষিত, তখন দেবতা এবং অসুরেরা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন। ভগবান মহা উদ্যোগে তাঁর ইন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে অমৃত উপভোগের আয়োজন করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী অর্জুনবাহু দেবতা এবং দানবেরা বলপূর্বক মলার পর্বত উপাটম করে নিবেদন করতে করতে কীরসমুদ্রে নিয়ে চলল। বহু দূর থেকে সেই বিশাল পর্বত বহন করতে গলে, মেঘরাজ ইন্দ্র, মহারাজ বলি প্রকৃতি দেবতা এবং অসুরেরা অত্যন্ত পরিত্রাভ হয়ে পড়েছিলেন। সেই পর্বত বহন করতে প্রথম এবং অবশ্য হয়ে তাঁরা জা পশ্চিমধ্যে পরিত্রাভ করেছিলেন। সেই মলার পর্বত স্বর্গের হওয়ার ফলে

সমস্ত 'ঐ' এর আশ্রয়। যে সর্ব-লোকপিতা, পিতামহ জ্ঞানেন যে অধি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার পাদপদ্ম, কাল আপনার গতি, নিকসমূহ আপনার বশ এবং জলের অধিতায় বস্তু আপনার জিহ্বা। হে ভগবান, অকণ্ঠ আপনার নাভি, বায়ু আপনার সিংহাস, সূর্য আপনার চক্ষু, জল আপনার যেত এবং আগনি উষ্ণ ও নিম্ন সমস্ত জীৱের আশ্রয়। চন্দ্র আপনার হন এবং বর্গ আপনার মন্তক। হে ভগবান, আপনি সাক্ষ্য দেবতায়। সন্তসমূহ আপনার উনয়, পর্বতসমূহ আপনার অঙ্গি, সর্বপ্রকার ওষধি ও ভাত আপনার পায়ের স্রোম, গাছবী জমি ময় আপনার সন্তান এবং বৈদিক ধর্ম আপনার হৃদয়। হে ঈশ, পঞ্চ উপনিষদ আপনার পঞ্চমুখ, যা থেকে আটত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রের বর্ণ উৎপন্ন হয়েছে। হে দেব, স্বয়ং জ্যোতি, আপনি শিব নামে বিখ্যাত। আপনি সাক্ষ্য পরমাঙ্গ-তবে অবস্থিত। হে দেব, অধর্মের ভরসে আপনার ছায়া স্বর্গমন্ড, যাঁর কলে বিবিধ অধর্মের সৃষ্টি হয়। সত্ব, রজ এবং তমোগুণ আপনার তিনটি স্রোম। সূক্ষ্মায় বৈদ আপনারই প্রকাশ, বরুণ সমস্ত শাস্ত্রব্রহ্মের আপনার কৃপাশ্রি প্রাপ্ত হয়ে বিবিধ শাস্ত্র রচনা করেছেন। হে গিরীশ, ব্রহ্মজ্যোতি যেহেতু সত্ব, রজ এবং তমোগুণের আতীত, তাই এই জড় জগতের লোকলোকান্তেও আপনি পাঠেন না বা উপলব্ধি করতে পারেন না। অ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবরাজ মহেশ্বরের বোধগম্য নয়। প্রলয়ের সময় আপনার নেত্রাধির শূন্যতায় জড় সমস্ত জগৎ ভস্মীভূত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিতাবে যে তা হয় আপনি পর্বত জ্ঞানেন না। অতএব সক্ষয়জ, ত্রিপুরাসুর, কালকূট বিব ইত্যাদি বিনাশের কণ কি আর কলার আছে? আপনার এই সমস্ত কার্যকলাপ আপনার জুতির বিধবস্ত হতে পারে না। সমস্ত জগতের উপদেশ প্রদানকারী প্রচুরক আশ্রয় মহারাজা নিরন্তর উদ্দেশ্য হৃদয়ে আপনার চরণ-কমলের চিত্র করেন, কিন্তু যার আপনার উপসার কথা জানে না, তারা আপনাকে উমা সহ কিরণ করতে দেখে হৃদয়ভেদ কাঁদে, অধর শূন্যে ভ্রম করতে দেখে উগ্র ও হিংস্র বলে মনে করে। তাই অবশ্যই নির্ভর। তারা আপনার লীলা কৃততে পারে না। ব্রহ্মা আমি দেবতারও আপনাকে জানতে পারেন না, কারণ আপনি স্বরূপ এবং

জন্ম সমস্ত সৃষ্টির জটীল। যেহেতু কেউই আপনাকে তত্ত্ব জ্ঞানে পারে না, অতএব আমরা কিভাবে আপনাকে প্রার্থনা নিবেদন করব? তা অসম্ভব। আমরা ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব, অতএব আমাদের পক্ষে যথাযথভাবে আপনার বন্দন করা সম্ভব নয়, তবুও আমরা যথাসম্মান আমাদের অনুভূতি ব্যক্ত করছি। হে মহেশ্বর, আপনার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। আমরা কেবল দেখতে পাই যে, আপনার উপস্থিতি সকলের সুখ এবং সমৃদ্ধি আনিয়ন করে। তার অতীত, আপনার কার্যকলাপ কিছুই বোঝা যায় না। আমরা কেবল এতটাই দেখতে পাই, তার বেশি নয়।"

শ্রীম শুকদেব গোবিন্দী বললেন—"সর্বলোকের হিতকারী মহেশ্বর সর্ব প্রসারলীল সেই বিষ্ণু করণে সমস্ত জীবদের অত্যন্ত পীড়িত দর্শন করে, অতীত দয়াপরবশ হয়ে তাঁর নিত্যসান্নিধ্য সতীকে এইভাবে বলেছিলেন।"

শিব বললেন—"হে ভবানী, দেব জীৱসমূহ মনের ফলে উৎপন্ন কলকূট বিব থেকে সমস্ত জীবদের তি ভরতর পরিহৃতি সৃষ্টি হয়েছে। জীব-সংগ্রামে বস সমস্ত জীবদের সুবন্দন প্রদান করাই আমার কর্তব্য। অধীনস্থ আর্তজনদের রক্ষা করাই প্রভুর কর্তব্য। ভক্তদের বহিঃস্থ শক্তির দ্বারা মোহমগ্ন হয়ে জীবেরা পরস্পরের প্রতি ঋণভাষণ হয়। কিন্তু ভক্তেরা তাঁদের নথর জীবন বিপন্ন করেও অন্যদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। হে সাংখী ভবানী, কেউ বন্দন পরোপকার করেন, তখন ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং ভগবান বন্দন প্রসন্ন হন, তখন আমিও অন্যান্য সমস্ত প্রাণী সহ প্রসন্ন হই। তাই, আমি এই বিব পান করব। আমার দ্বারা সকলের মঙ্গল সাধন হোক।"

শ্রীম শুকদেব গোবিন্দী বললেন—"ভবানীকে এই কথা বলে বিবভবন ভগবান শিব সেই বিব পান করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং মহাদেবের সামর্থ্য সহজে পূর্ণরূপ অবগত ভবানী জ্ঞানমোদন করেছিলেন। তারপর, লোকহিতকারী মহেশ্বর কৃপাপূর্বক সেই হৃদয়লব্ধ নামক বিব করতলে গ্রহণ করে পান করেছিলেন। জীৱসমূহ থেকে উৎপন্ন বলাহ-স্বরূপ সেই বিব মহাদেবের কাঁঠে একটি মীল রেখা উৎপন্ন করে তার শক্তি কলা

করেছিল। সেই রেখাটিকে চিত্র মহাদেবের কৃপা বলে মনে করা হয়। কলা হয় যে, জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য মহাপুরুষেরা বর্ষদ্বি বৈষ্ণব দুঃখ করণ করেন। সকলের হৃদয়ে বিরাক্ষণ ভদ্রবাসনের আরম্ভনার এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। এই কার্যের কথা গ্রহণ করে, লক্ষকন্যা ভবানী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সমস্ত

প্রজাতির দেহভাষ্যেও পূজা দেয়া জনগণকে বর প্রদাতা শিবের চরণসী প্রদর্শন করেছিলেন। বিব পান করার সমস্ত শিবের হাত থেকে যে একটি বিব পড়ে গিয়েছিল তা বৃন্দিক, মর্গ, বিবহর ওষধি এবং অন্য যে সমস্ত প্রাণীদের মঙ্গল বিবময়, তাই পান করেছিল।"



অষ্টম অধ্যায়

জীৱসমুদ্র মন্তন

শ্রীম শুকদেব গোবিন্দী বললেন—"মহাদেব সেই বিব পান করলে, দেবতা এবং দানবেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কলপূর্বক সমুদ্র মন্তন আরম্ভ করলেন। তার কলে সুরভি গাভী উদ্ভিত হলেন। হে মহারাজ পদীকি, ব্রহ্মারী খনিপণ বলে আশ্রিত নিকেন করার উদ্দেশ্যে মধি, দুগ্ধ এবং ঘৃত লাভের জন্য সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মলোক পর্বত উচ্চতর লোকে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার আয়োজনে শুভ বি লাভের জন্য তাঁরা সুরভীকে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর, উদ্ভাষ্য নামক চন্দ্রের মতো শ্বেতবর্ণ আশ উদ্ভিত হয়েছিল। বলি মহারাজ সেই আশ গ্রহণ করতে অভিলষ করেছিলেন এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রতিবাদ করেন। মহাদেব ফলে তারপর ঐরাবত নামক হকীয়াস উদ্ভিত হয়েছিল। সেই হকী শ্বেতবর্ণ এবং শিবের মহিমামিত ধাম কৈলাসের মহিমা তির্যকাকারী চারটি বস্তু সমন্বিত।"

"হে রাজন, তারপর, ঐরাবত আদি আটটি সিংহজ এবং অমৃত প্রমুখা আটটি হস্তিনী উৎপন্ন হয়েছিল। তারপর মহাসমুদ্র থেকে বিখ্যাত কৌন্তভ হসি এবং পঞ্চায়ন যদি উদ্ভিত হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণু তাঁর বক্ষ অলঙ্কৃত করার জন্য তাদের গ্রহণ করতে অভিলষ করেছিলেন। তারপর স্বর্গলোককে অলঙ্কৃত করে যে

পরিপ্লাবিত পুণ্ড্র তা উদ্ভিত হয়েছিল। হে রাজন, আপনি যেমন এই পৃথিবীতে সকলের অভিসার পূর্ণ করেন, এই পরিপ্লাবিতও তেমন সকলের বাসনা পূর্ণ করে। তারপর অকরোম (বারের পেশ্যোণ) আবির্ভূত হয়েছিল। তারা স্বর্ণ আভরণ ও কতহারে বিভূষিত, সুন্দর বস্ত্র পরিহিতা এবং তাদের বস্ত্র অলঙ্কার গতি স্বর্গসীমার চিত্র হল করে। তারপর রম্যদেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি সর্বভোক্তা ভগবৎ-পরায়ণ এবং কেবল ভগবানেরই প্রোক্ষা। তিনি সুলভ পর্বত থেকে জলতা বিদ্যুতের মতো তাঁর কাঁড়ির দ্বারা সর্বাঙ্গিক রঞ্জিত করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অকুলনীম গোমর্ষ, চন্দ্রের লাবণ্য, বৈদ্য, অলঙ্কার এবং মহিমার কলে দেব, মানব এবং মানব সকলেই তাঁকে বাসনা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তিনি ইচ্ছা সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস। লক্ষ্মীদেবীর উপবেশনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র উপবৃত্ত সিংহাসন নিয়ে এলেন। গঙ্গা, যমুনা আদি শ্রেষ্ঠ নদীসমূহ মুর্তিমতী হয়ে লক্ষ্মীদেবীর জন্য স্বর্ণ কলসে পবিত্র জল নিয়ে এলেন। তুমি মুর্তিমতী হয়ে অভিব্যক্তের অকুল সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে এলেন। গাভীরা পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, মধি, ঘি, গোমূত্র এবং গোময় প্রদান করল এবং বসন্ত কৃচ্ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে সমস্ত ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তা নিয়ে এল। মহর্ষিগণ

মোহিনীমূর্তিরূপে ভগবানের অবতার

শ্রীল ওকমেন্দে গোদামী কলেন—“তারপর অসুরেরা পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিল। তারা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য পরিচায়ক করে অনুভূতভাৱে ভিত্তি দিয়ে নিচ্ছেলি এবং নিচ্ছেলি করেছিল। তখন তারা দেখল যে, এক পরমা সুন্দরী যুবতী তাদের দিকে আসছে। সেই পরমা সুন্দরী যুবতীকে দর্শন করে অসুরেরা বলেছিল, “আমরা এর সৌন্দর্য কি অগুণ, এর আশ্চর্য্য কি অদ্ভুত, এর সৌন্দর্য কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত।” এই কথা বলতে বলতে তারা তাঁকে উপভোগ করার বাসনার কামাভ হতে, তাঁর প্রতি মনোহরভাবে ধাবিত হয়েছিল এবং তাঁকে মনো প্রসক্ত করে তুলে তুলে নিয়েছিল। হে সুন্দরী! হে পদ্মকল-লোভনে। তুমি কো? তুমি কোথায় থেকে এসেছ? কি উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ? তুমি কার? হে অগুণসুন্দরী উলুপালিনী তোমাকে দর্শন করা মাত্র আমাদের মন বিকৃত হচ্ছে। মানুষের কি কথা, দেবতা, মানব, পিতৃ, পিতৃ, চরিত্র এবং নোবপাল প্রভৃতিরও তোমাকে স্পর্শ করেনি। এমন নয় যে আমরা তোমার পরিচয় জানি না। হে সুন্দরী প্রাণালিনী, বিবাহা নিশ্চয়ই কৃপা পত্রবল হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তোমাকে প্রেরণ করেছেন। তাই নয় কি? হে সুমধ্যমে, হে সুন্দরী, আমরা একটি বস্তু অর্থাৎ অনুভূতভাৱে নিয়ে পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছি। আমরা এক কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পরস্পর বিবাদ করে শত্রু হয়ে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাদের এই বিবাদে সমাধান কর। দেবতা এবং মানব আমরা সকলেই প্রজাপতি কৃষ্ণপের সন্তান এবং তাঁর ফলে আমরা স্নাতকপথে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে নিজেরের পৌত্র প্রদর্শন করছি। তাই আমরা তোমাকে অনুপ্রাণিত করছি, আমাদের মধ্যে এই অনুভূত সমনভাৱে বিতরণ করে তুমি আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করে দাও।”

“এইভাবে দৈত্যদের দ্বারা অর্পিত হয়ে রাজ্য রচিত মোহিনীমূর্তি ধারণকারী ভগবান হাস্য সহকারে মনোহর ভাষায় তাদের প্রতি মৃতিপাত করে বলতে লাগলেন—“হে কৃষ্ণ-ভবনগণ, আমি একটি কেশ্য। আপনারা আমাকে এইভাবে বিশ্বাস করছেন কেন? বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও রমণীকে বিশ্বাস করেন না। হে অসুরগণ, কানন, পুণ্ডল এবং কুকুরের বৌম সম্পর্কের যেমন কোন দ্বিভাৱ নেই এবং তারা প্রতিদিন নতুন নতুন সন্ধির আবেশ করে, প্রজ্ঞাচারিণী শ্রীলোকেশনাও তেমন। এই প্রকার ঈশ্বর সবে যত্ন কখনও স্থায়ী হয় না। সেটিই পশ্চিমের মত।”

শ্রীল ওকমেন্দে গোদামী কলেন—“মোহিনীমূর্তি এই প্রকার পরিহাস বাক্য জ্ঞান করে সমস্ত অসুরেরা অধঃপতন হয়েছিল এবং গভীরভাবে হেসে তারা সেই অনুভূতভাৱে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল। তারপর ভগবান সেই অনুভূতভাৱে প্রহরণ করে, ইচ্ছা হোসে মধুর বচনে কলেন—“হে অসুরগণ, আমি অনুভূত বিভাগের বাণীকে ভুল-মূল্য ক করি না কেন, যদি তোমরা তা অগ্রীকার কর, তা হলে আমি এই অনুভূত তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি।” অসুর-নাথকেরা বিচক্ষণ ছিল না। তাই মোহিনীমূর্তির সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করে, “ইয়া, তুমি যা কলছ তাই ঠিক”, এই বলে তারা তাঁর বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হতেছিল। দেবতা এবং অসুরেরা উপবাস করে রান করেছিল এবং তারপর দৃত দ্বারা অগ্নিতে অর্ঘ্য নিবেদন করে গাভী, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের সদস্যদের অর্ঘ্য কত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের যথোপযুক্ত উপহার প্রদান করেছিলেন। অসুরের ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে দেবতা এবং অসুরেরা স্তব কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। তারপর তাঁদের নিজের নিজের কুটি অনুসারে গাভী নতুন বস্ত্র পরিধানপূর্বক অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত হয়ে পুণ্ডলমুখে কৃপাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন।

“হে রাজন, তুমিই রাজা, মীল আলি দ্বারা সুশোভিত ৫০০ ধূপের সৌন্দর্য্য সন্তানগণে দেবতা এক দানবেরা পূর্বদুর্গে হয়ে উপবেশন করেছিলেন। তখন ভগবান সুন্দর বসনে আবৃত, তল মিত্রের চারে মধুর বসি, হৃদয়হীন নন্দন, কুন্তনদণ্ড জ্ঞান এবং হাতির পিঠের মতো সুতোপ উচ্চ সমাধির মোহিনী অনুভূতভাৱে হাতে সেই হানে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সুন্দর নাক, কপোল এবং স্বর্ণকুণ্ডলে শোভিত কর্ণ তাঁর মুখমণ্ডলে এক অগুণ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করেছিল। তাঁর চক্ষুর সমস্ত তাঁর মন থেকে শক্তির প্রাণভাগ ইচ্ছা করে পড়েছিল। দেবতা এবং দানবেরা তাঁকে দর্শন করে তাঁর ইচ্ছা হাস্যমুখ মৃতিপাতে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অসুরেরা স্বভাবতই সূর্যের মতো ভূমি। তাই অনুভূত দান করা স্পর্শে মুগ্ধদের দ্বারা হঠাৎই অস্বাভাবিক বিকেনন করে অচ্যুত ভগবান অসুরদের অনুভূত ভাগ প্রদান করলেন না। মোহিনীমূর্তিরূপী প্রজাপতি ভগবান দেবতা এবং দানবেরা স্থিতি অনুসারে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উপবেশন করিয়েছিলেন। ভগবান অনুভূতভাৱে হাতে নিয়ে প্রথম অসুরদের কাছে নিয়েছিলেন এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাদের প্রসন্নতা বিধান করে অনুভূত থেকে কখন করেছিলেন। তারপর তিনি দূরে উপবিষ্ট দেবতারের অনুভূত পান করিয়ে দান, কর্ণক এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছিলেন।”

“হে রাজন, অসুরেরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সেই রমণী দ্বারা অন্যায় ক-ই করুক না কেন, তাই তারা অনুপ্রাণিত করবে। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য, তাদের সাম্রাজ্যের প্রদর্শন করার জন্য এবং একজন ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করা গর্হিত বলে, তারা মীরক ছিল। অসুরেরা মোহিনীমূর্তির প্রতি প্রাণপ্রসক্ত হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি তাদের এক প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল। তাই তাদের ভয় ছিল যাতে সেই সম্পর্ক ষ্ট হয়ে না যায়। সেইজন্য তারা তাঁর বাক্যে ক্রম এবং সন্ধান প্রদর্শন করে তাঁকে কিছু বলেনি। চন্দ্র ও সূর্যকে ধান করে যে রাহু, সে দেবতারের বেশ ধারণ করে

নিজের পরিচয় গোপন রাখে দেবতারের পাণ্ডিত্যে চোখে করেছিল এবং সকলের অন্তরে এমন কি ভগবানেরও অন্তরে অনুভূত পান করেছিল। কিন্তু চন্দ্র এবং সূর্য দ্বারা প্রতি তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত তা যুগেতে পেরেছিলেন। তার কল রাজন এই প্রভাবনা দ্বারা পড়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীহরি তাঁর কুবদ্য চোখে দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজন মস্তক জেন করেছিলেন। রাজন মস্তক বন্ধ তার দেহ থেকে ছিন্ন হয়েছিল, তখন সে অনুভূত পলায়করণ করতে না পারায় বলে, তার দেহ অনুভূত স্পর্শ লাভ করতে পারেনি এবং তার কল তা অনুভূত লাভ করেনি। রাজন মস্তক অনুভূত স্পর্শ লাভ করার কল অসম্বদ হয়েছিল। তাই প্রজ্ঞা রাজন মস্তককে একটি প্রহরণে পীড়িত দিয়েছিলেন। তার দেহেই চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু, তাই সে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতি বিবিত হয়।”

“দেবতারের অনুভূত পান সমাপ্ত হলে, ত্রিভুবনে প্রথম সুন্দর এবং প্রভাবান্বিত ভগবান অসুরদেরের সম্মুখেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও দেবতা এবং অসুরেরা তাঁদের কেবলই হান, কান, ককণ, উলুপ, কার্ণকলাপ এবং মস্তক একই ছিল, তবুও দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে বস্তুভাবি ভিন্ন হয়েছিল। দেবতার সকল ভগবানের পাদপদ্মে পুণ্ডল প্রদান করেছিলেন বলে, তাঁরা অন্যায় অনুভূতভাৱে কল লাভ করেছিলেন; কিন্তু অসুরেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করায়, তাদের ইচ্ছিত কল লাভ করতে পারেনি। রজন-সম্মুখে বাক্য, কল এবং কর্মের দ্বারা কল এবং প্রাণ রজন কল কল মনো রজন কার্ণকলাপ অনুভূত হয়, কিন্তু সেই সন্নি অনুভূত হত নিজের অথবা দেহ সম্পর্কিত বিবৃত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য। এই সমস্ত কার্ণকলাপ ভগবানকে থেকে ছিন্ন হওয়ার কল ব্যর্থ হয়। কিন্তু সেই কার্ণকলাপই কল ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনুভূত হয়, তখন তার লাভজনক কল সকলেই ভোগ করে, ঠিক যেমন গাছের গোড়ার জল দিলে সমস্ত গাছতেই জল দেওয়া হয়।”



দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ

ঈল ওকনের গোষ্ঠারী বললেন—“হে রাজন, সৈন্য এবং দানবেরা সকলেই পূর্ণ উদ্যমে সমুদ্রমন্ডল কার্যে যত্নবান হয়েছিল, কিন্তু তাক ভগবান শ্রীবাসুদেবের তত্ত্ব না হওয়ার ফলে অসুত পান করতে পারেনি। হে প্রজন্ম, ভগবান সন্তুষ্ট হইনের দ্বারা অসুত উৎপাদন করে, তাঁর প্রিয় ভক্ত দেবতারদের তা পান করিয়ে, সকলের সমক্ষে তাঁর অহন পঞ্চদশ পুটে আরোহণ করে তাঁর গায়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

“দেবতারদের এই প্রকার পরম ঐশ্বর্য লাভ করতে মেখে, অসুরেরা অসহিষ্ণু হয়ে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে দেবতারদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তারপর, অসুত পান অনুপ্রাণিত এবং নরায়ণের শ্রীশরণপায়ে সর্বদা পরণাম দেবতাররা তাঁদের অস্ত্রপত্র নিয়ে অসুরদের প্রতি-আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হে রাজন, তখন স্বর্গলয়স্থের তীরে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ এতই ভয়ানক যে, তা জবণ করলেও বোঝা যায়। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তারা ভয়বানি, কণ এবং বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করতে শুরু করেছিলেন। শঙ্খ, চূর্ব, ফল, ভেড়ী, ডমরু এবং হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাভিক্রমের তুমুল বানিতে সেই সশস্ত্র পূর্ণ হয়েছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রথীরা বিপদের রথীদের সঙ্গে, পদাভিক্রমের বিপদের পদাভিক্রমের সঙ্গে, অশ্বকেই সৈনিকেরা বিপদের অশ্বকেই সৈনিকদের সঙ্গে এবং গজার সৈনিকেরা গজার সঙ্গে সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল। সৈন্যরা কেউ উঠের উপর, কেউ হাতি উপর, কেউ গরুর উপর, কেউ খেতমুখ এবং রক্তমুখ বানরের উপর, কেউ বাঘের উপর এবং কেউ সিংহের উপর আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন। হে রাজন, অন্য সমস্ত সৈনিকেরা কেউ শকুনি, কেউ ইগল, কেউ বক, কেউ শ্যাম কেউ ভাস, কেউ তিমিজিল, কেউ শরক, কেউ মহিষ, কেউ গণ্ডার, কেউ গাভী, কেউ বৃ,

কেউ শবর এবং কেউ অরুণের লিটে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যেরা শৃগাল, মূষিক, গিরগিটি, কাক, মনুষ্য, ঋগ, কৃষ্ণগার মৃগ, হংস এবং শূলভের লিটে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে জলচর, স্থলচর ও খেতর এবং বিকট আকার প্রাণীর উপর আরোহণ করে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। হে রাজন, হে পাণ্ডবজন্ম, দেবতা এবং দানব উভয় পক্ষের যোদ্ধার অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত চক্রাঙ্গ, বর্ষাঙ্গ, কপাল এবং অত্যন্ত মূল্যবান স্বর্ণবস্ত্র খচিত দণ্ডযুক্ত করে বিকশিত ছিলেন। তাঁরা ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত পাখা এবং অন্যান্য প্রকার চামরের দ্বারাও সজ্জিত হয়েছিলেন। সেই সমস্ত যোদ্ধাদের উত্তরীর এবং উজীর বায়ুভরে অঘোষিত হওয়ার স্বভাবতই তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাছিল এবং তাঁদের বর্ম, অলঙ্কার ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র উজ্জ্বল সুবিস্ময়ে ঝলমল করছিল। এইভাবে দুই পক্ষের সৈনিকদের ঘন জলজন্তুসমূহে সমাকীর্ণ দুটি সমুদ্রের মধ্যে মনে হচ্ছিল। সেই যুদ্ধে প্রসিদ্ধ সেনাপতি বিরোচনের পুর বসি বৈহারস নামক এক অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিদ্যানে উপলব্ধি করেছিলেন। হে রাজন, সেই অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত বিমানটি মহাদানব নির্মাণ করেছিল এবং তা সর্বপ্রকার যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্র সমন্বিত ছিল। সেই বিমানটি ছিল অচিন্ত্য এবং অবশ্যমীয়া। তা তখনও নৃশ এবং অদৃশ্য ছিল। সেই বিমানে এক সুন্দর ছত্রের নিচে অসুর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বসি মহাভারত শ্রেষ্ঠ চামরের দ্বারা স্বজন করা হচ্ছিল এবং তখন তাঁকে ঠিক সর্বমুখ আক্রান্ত করে সজ্জাবোলায় উদীয়মান চক্রের মতো মনে হচ্ছিল। বসি মহাবলবৎ চতুর্দিকে সমস্ত অসুর সেনাপতিরা তাদের নিজ নিজ বাহনে উপবিষ্ট হয়ে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে ছিল নন্দী, শবর, বাপ, বিপ্রচিহ্ন, অরুমুখ, ত্রিমুখ, কালনাভ, প্রচেষ্ট, হেতি, ইন্দ্রক, শকুনি, সূতসংগ্রহ, বহ্নাদংষ্ট্র, বিরোচন, হস্তীব, শকুনি, কপাল, মেঘদুশুতি, ভাতক, চন্দ্রক, তত্ত, নিওত্ত, জত, উৎকল, অত্রিষ্ট, অত্রিষ্টনেমি,

হিঙ্গুগাধিপ, মর, পুণ্ড্রমার পুরগণ এবং কালের ও মিতাকবচ আদি অসুরেরা। এই সমস্ত অসুরেরা অদৃশ্য আশ্রয়ভেদে বসিত হয়ে কেবল সমুদ্রমন্ডলের প্রোভাগী হয়েছিল। এখন, তারা দেবতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হয়েছিল। তাদের সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তারা সিংহনাদ করতে করতে তুমুল রাব শব্দ বাজাতে লাগল। কলভিৎ বা ইত তাঁর হিংস প্রতিদ্বন্দ্বীদের লর্পন করে অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিলেন। প্রবলসমূহ যোদ্ধার সর্বদা কবিত হয়, সেই উদয়গিহিত আরও সূর্যসেতের মতো ইন্দ্র তখন মনোহারাভী ত্রিপুরারীতে আরোহণ করে পোজা পাঠিয়েছিল। স্বর্গের বিভিন্ন দেবতার কল্যাণ ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এক বিভিন্ন লঙ্ঘনে উপবিষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাহু, অত্রি, বরুণ অদি সমস্ত দেবতা এবং পার্শ্ব সহ সমস্ত লোকপালগণ। দেবতা এবং দানবের পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে হরভেদী কালের দ্বারা পরস্পরকে ভিন্ভবন করেছিলেন এবং তাৎপর্য পরস্পরের সমীপবর্তী হয়ে হৃৎযুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন।”

“হে রাজন, মহারাজ বসি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কার্তিকেয় ভরকাসুরের সঙ্গে, কল হেতির সঙ্গে এবং মিত্র প্রহেতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অরুণ কলনাভের সঙ্গে, বিহকর্মা ব্রহ্মদেবের সঙ্গে, পুষ্ট শবরের সঙ্গে এবং সূর্যবির বিরোচনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অগ্নিহোত্রেব নমুচির সঙ্গে এবং অশ্বিনীকুমারের ব্রহ্মপর্বর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সূর্যের বাপ অদি বসি মহারাজের এক পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং চন্দ্রশেখর রাবর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পদমেব পুণ্ড্রমার সঙ্গে এবং মহাবলবর্তী তত্রাকালীদেবী শুক ও নিওত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হে অরুণ মহারাজ পরীক্ষিত, মহাদেব স্বর্গের সঙ্গে এক বিজয়সু মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত হয়েছিলেন। জাজ রাজসি সহ ইন্দ্রক ব্রহ্মা পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পূর্ব কামদেবের সঙ্গে, উৎকল অসুর স্তম্ভক দেবীর সঙ্গে, কৃষ্ণপতি চক্রাচার্যের সঙ্গে এবং শনি নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। হরভেদী মিতাকবচের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, বসুপ কালকের নামক অসুরের সঙ্গে, বিহবের দেবভাঙ্গ পৌলোম

অসুরের সঙ্গে এক ক্রাশন প্রোভাগ অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই সমস্ত দেবতা এবং অসুরেরা যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে, অত্যন্ত বলপূর্বক পরস্পরকে আক্রমণ করেছিলেন। ঋত হাতের আশর কীক সকলে পরস্পরকে তীক্ষ্ণ কণ, বরুণ এবং তোমদের দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন। তারা ভুওতি, চক্র, কদা, অত্রি, পশ্চিম, পশ্চিম উৎক, শ্রাস, পশ্চিম, নিহিৎ, ভর, পশ্চিম, মৃগর এবং ভিন্ভিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বিপদের মস্তক ছিন্ন করতে লাগলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী, পদাভিক্রম এবং অন্যান্য বাহন সহ তাঁদের আরোহীদের বাহু, উরু, পদ, পা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাঁদের পতাকা, ধনু, বর্ম এবং অলঙ্কার খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছিল। দেবতা এবং অসুরদের পরস্পরকে এবং তাদের প্রকার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রচণ্ড ধূলি আকাশে উড়িত হয়ে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সর্বমুখ আক্রান্ত করেছিল। কিন্তু এর পরেই রাতের দ্বারা লিভ হয়ে সেই ধূলিজনাল নিবৃত্ত হয়েছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তখন যোদ্ধাদের ছিন্ন মস্তকের দ্বারা পরিব্যপ্ত হয়েছিল। তাঁদের মস্তক মেহ থেকে ছিন্ন হলো তাঁদের নয়ন ক্রোধযুক্ত ছিল এবং ক্রোধে তাঁরা তাঁদের অস্ত্র বর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের সিংহির মস্তক থেকে কীরীট এবং কুণ্ডল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। তেমনই, অলঙ্কারে কুণ্ডিত এবং অস্ত্রযুক্ত বহু হস্ত এবং হাতির ঠোঁড়ের মতো পা এবং উরু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কল কলকের (মস্তকহিত মেহের) উৎপত্তি হয়েছিল, তারা তাদের নিপতিত মস্তকের চক্ষুর দ্বারা বেগতে পাঠিল এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে তারা পরস্পরের সৈন্যদের আক্রমণ করেছিল। বসি মহারাজ তখন কণটি বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে, তিনটি বাণের দ্বারা ঐরাবতকে, চারটি বাণের দ্বারা ঐরাবতের পাদবন্ধ চারজন অশ্বারোহীকে এবং একটি বাণের দ্বারা হস্তীচলককে আক্রমণ করেছিলেন। হনুর্বিহার সূনিপুণ দেবতার ইন্দ্র হাতে হস্তান্তর উন্নয়ন অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেই স্বর্ণপলি প্রতিহত করেছিলেন। ইন্দ্র অতি সুনিপুণ সামরিক কার্য কর্ম কর, বসি মহারাজ তাঁর ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। তাই তিনি তখন শক্তি মায়ক উদ্ভার মতো এক বলবৎ অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বসি হাতে থাকতে থাকতেই ইন্দ্র

সেই অস্ত্র বসন্ত করেছিলেন। তখনও বালি মহারাজ একের পর এক শূল, প্রাস, তোমর, অস্ত্র প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, ইহা তৎক্ষণাৎ সেগুলি বসন্ত করেছিলেন।”

“হে রাজন, বালি যখনই তখন অস্ত্রবর্ষিত হয়ে আসুরী স্রায়া সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্রায়ার প্রভাবে তখন দেবসৈন্যদের অস্ত্রের উপর এক বিশাল পর্বত অবস্থিত হয়েছিল। সেই পর্বত থেকে দাবানলে দগ্ধ বিশাল কৃষ্ণসমুদ্র, পাখাখি মিশ্রিত অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ পাখকের বসন্তসমূহ দেবসৈন্যদের উপর পড়িত হয়ে তাঁদের মস্তক চূর্ণ করতে লাগল। বুদ্ধিক, বিশাল সর্প এবং জঘন্য কব বিধাত্তে অস্ত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এবং বিশাল হস্তীসমূহ দেবসৈন্যদের উপর পড়িত হয়ে সব কিছু চূর্ণকির্ণ করতে লাগল। শত শত বিবসন রাজসী এবং রাজসেনা শূন্যহস্তে সেখানে অবস্থিত হয়ে চিকমক করতে লাগল, “হেমন কর! বিদ্ধ কর!” তখন অসলশে প্রবল বায়ু তড়িত হয়ে ভরতর মেঘ অবস্থিত হয়েছিল। অস্ত্রের মধ্যে ভরতর শব্দ করতে করতে সেই মেঘ থেকে অসল বর্ষিত হতে লাগল। বালি মহারাজের সৃষ্ট এক মহা সংহারক স্রায়া দেবতাদের সৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগল। অতি প্রচণ্ড অস্ত্র সহ সেই অস্ত্র স্রায়েতক নামক প্রসঙ্গকালীন অস্ত্রের মতো ভাঙল। তখনও সবদিকে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উত্তীর্ণ সমুদ্রের তরঙ্গ এবং অকণ্ট দুই হয়েছিল। যুদ্ধে যখন মহা রাজ্যবী দলিলে এইভাবে অশ্রুণা থেকে বিবিধ স্রায়া সৃষ্টি করতে লাগল, তখন দেবসৈন্যদের বিবাহ হতেছিলেন।”

“হে রাজন, দেবতারা যখন অসুরদের সেই স্রায়ার প্রতিকারের কোন উপায় দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা সর্বাঙ্গক্রমে ভগবানের দান করেছিলেন এবং নিম্নলিখিত ভাঙ্গন দেখলে আনন্দিত হয়েছিলেন। পর্বতের হস্তাংশে পাদপদমূল ভিত্তি করে শীতবসন, নব বিকাকিত পরশুপল লোচন ভগবান তাঁর অস্ত্র হাতে অতি দ্রুত ধারণ করে শ্রী, কৌতুভ, মহামূল্যবান জিনিস ও ধনোদয় কুণ্ডলে শোভিত হয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। কাশ্যত হলে যেমন দুঃখময় দূর হয়ে যায়, তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান প্রবেশ করা স্রায়াই তাঁর অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে অসুরদের কুটকর্মজনিত স্রায়া জিনিস হয়ে গিয়েছিল। ক্রতগণকে, ভগবানকে স্মরণ করার কালেই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।”

“হে রাজন, সিংহবাহন কালনেমি গজদ্বাহন ভগবানকে যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শনপূর্বক তাঁর শূল শূন্য তত্তে ধরতের যুদ্ধক্ষেত্র প্রতি ভা নিক্ষেপ করেছিল। ত্রিলোকেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সেই শূল অঙ্গীলাক্রমে গ্রহণ করে, সেই অস্ত্রের দ্বারাই কালনেমিকে তার বহন সিংহ সহ সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা শ্রীলী এবং সুমালী নামক দুই অস্ত্র ধরান অসুরদের মস্তক ছিন্ন করে সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর রাণ্যবান নামক আর একটি অসুর ভগবানকে আক্রমণ করেছিল। তার অতি তীক্ষ্ণ গদা নিয়ে সিংহের খাত্তে পড়ান করতে করতে সেই অসুরটি পক্ষীস্বাক পল্লভকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আদি শূন্য ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা সেই পক্ষীস্বাক মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।”



একাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার

শ্রীল ভক্তদের গোপালী কালেশ—“তারপর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা পরস্পরের ভগবান শ্রীহরির পদম কৃপার পুনঃস্বীকৃতি করেছিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে

দেবতারা যে সমস্ত অসুরেরা পূর্বে তাঁদের পরাস্ত করেছিল, তাদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন। পরম শক্তিমান ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বালি

ভগবানকে হস্তাঙ্গ করায় তখন তাঁর হস্তে বস্ত্র প্রদান করেছিলেন, তখন অসুরেরা ‘হার, হার!’ বলে বিলাপ করতে শুরু করেছিল। অন্যত্রী এবং বসন্তকায় সৃষ্টিভূত বালি মহারাজ যখন মহান যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের সন্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন যন্ত্রপাতি ইন্দ্র বালি মহারাজকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, ‘ওরে মূঢ়, কণ্ঠ ব্যক্তি যেমন নিশ্চয় স্রোত বেয়ে তার ধন অসংখ্য করে নেয়, তেমনই তুমি স্রায়ার দ্বারা আমাদের পরাস্ত করার চেষ্টা করছিস, যদিও তুমি জানিস যে আমরা ঐ সমস্ত স্রায়ার অধীশ্বর। যে সমস্ত স্রায়েরা যোগশক্তি অথবা জড় উপায়ের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, অথবা স্বর্গলোকে অতিক্রম করে চিকমক প্রাপ্ত হতে চায় অথবা মুক্তিলাভ করতে চায়, আমি তাদের পাতল থেকেও অব্যলোকে নিক্ষেপ করি। অতঃ, সেই শর্তমান পুত্র আমি শতশত সমরিত যন্ত্রের দ্বারা তোমার সেই থেকে তোমার মস্তক ছিন্ন করব। যদিও তুমি বধ স্রায়া সৃষ্টি করতে পারিস, তবুও তুমি ফলশূন্য। এখন তোমার জাতিবর্গ এবং বন্ধুবান্ধব সহ এই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার চেষ্টা কর।’

বালি মহারাজ উত্তর দিলেন—“এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেই কালেশ নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা কীর্তি, অর্থ, পরাজয় এবং দুঃখ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হবে। কালের গতি দর্শন করে যিকোনো স্থিতির সিদ্ধি পরিস্থিতির জন্য হাবিস্ত ইন ন তখন শোক করেন না। তাই, তুমি যেহেতু তোমার জয়ের কারণে হর্ষিত হচ্ছ, তাই তোমাকে খুব একটা স্তিমিত বলে মনে হয় না। তোমরা দেবতারা মনে কর যে তোমরাই হস্তাঙ্গ কর এবং পরাজয়ের কাবল। তোমাদের এই দুর্বলতা সাধারণ জেনাদের জন্য শোক করেন। তাই তোমার বাক্য মর্মান্বিত হলেও আমি তা গ্রাহ্য করি না।”

শ্রীল ভক্তদের গোপালী কালেশ—“এইভাবে দেবতারা ইন্দ্রকে তিরস্কার করে বীরত্ববান বালি মহারাজ নান্যক নামক বায়ু তাঁর অর্ধ পর্বত আকর্ষণ করে ইন্দ্রকে আঘাত করেছিলেন। তখনও এনি পুনরায় ক্রোধে থাকে ইন্দ্রকে তিরস্কার করেছিলেন। যেহেতু বালি মহারাজের সেই তিরস্কার বাক্য ছিল সত্য, তাই দেবরাজ ইন্দ্র দুঃখিত না হয়ে, অশ্রুণ-আহত হস্তীর মতো তাঁর সেই তিরস্কার সহ্য করেছিলেন। পরসময়কারী ইন্দ্র যখন বালি মহারাজকে

হস্তাঙ্গ করায় উপলক্ষ্য অসুর্য বস্ত্রপণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন বালি মহারাজ তিরস্কার পর্বতের নীচে তাঁর বিমান সহ কুণ্ডলে পড়িত হয়েছিলেন। জ্ঞানাসুর যখন দেখল, তার সর্বা বালি কুণ্ডলিত হয়েছিল, তখন সে তার বস্তুর প্রতি বৌদ্ধার্গ্য আচরণ করার জন্য তার পক্ষ ইন্দ্রের সন্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। মহাবলবান, সিংহবাহন জ্ঞানাসুর ইন্দ্রের সন্মুখে কালেশ করে তার পদম ভাঙা ইন্দ্রের কঠিনল লক্ষ্য আঘাত করেছিল। সে ইন্দ্রের হস্তীকেও হস্তাঙ্গ করেছিল। জ্ঞানাসুরের পদম আঘাতে ইন্দ্রের হস্তী অত্যন্ত অধিক এবং ক্রান্তিত হয়ে ভানুর দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করে দুর্ভাগ্য হয়েছিল। তখনও ইন্দ্রের সারথি অশ্বশি সহস্র অশ্ব যোজিত ইন্দ্রের রথ নিয়ে এসেছিল। ইন্দ্র তখন তাঁর হস্তী পরিত্যাগ করে রথে আরোহণ করেছিলেন। স্রায়াসির সেবার প্রশংসা হয়ে অসুরেরা জ্ঞানাসুর হেসেছিল। তবুও সে তার অশ্বশি লুপ্তে দ্বারা স্রায়াসির আঘাত করেছিল। সেই কেলনা দুঃখের হলেও স্রায়াসি মর্ষ অকলঙ্ক করে সেই আঘাত সহ্য করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যন্ত্রাঘাতে জ্ঞানাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।”

“সারথি যিনি যখন জ্ঞানাসুরের অস্বীকৃতিজনক এবং ক্রুদ্ধবাদের জ্ঞানাসুরের মুদ্রা পদোপ প্রদান করেছিলেন, তখন নমুটি, কল এবং লাক নামক তিনজন অসুর বীর্যই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। কর্ণশ নিষ্ঠুর যন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের মর্মান্বিত বিদ্ধ করে এই অসুরেরা বর্ষার দ্বারা যেভাবে পর্বতকে আঘাত করে, তিক সেইভাবে বাল কর্প করে ইন্দ্রকে আঘাত করেছিল। বাল অসুর ভিত্তি হতে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্বিস্থিতি সামাল নিয়ে, ইন্দ্রের এক হস্তার অধিকে একই সময়ে ততগুলি কালের দ্বারা বিদ্ধ করে আঘাত করেছিল। লাক নামক আর এক অসুর দুইশত বাল যুগপৎ ধনুকে বোজন এবং মোচন করে সমস্ত স্রায়াসির সহ রথ এবং স্রায়াসি উভয়কে পৃথকভাবে জাবৃত করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ঘটনাটি যন্ত্রতই অত্যন্ত অদ্ভুত হয়েছিল। তারপর নমুটি নামক আর একটি অসুর জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জনকারী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী নামকটি স্বর্ণপদকৃত বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করেছিল। তখন অসুরেরা নিরস্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা ইন্দ্রকে তাঁর বধ এবং সারথি সহ বর্ষণকালে

সূর্যের মতো আকাশ করেছিল। দেবতার তাঁদের শত্রুর দ্বারা প্রবলভাবে প্রতিহত হয়ে এবং ইন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখতে পেতে অভ্যস্ত উদ্ভিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁরা মতসমূহে নরকবিদীর শুধুপোত কলিকদের মতো বিলম্ব করতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেকে পরজালের পঙ্কর থেকে মুক্ত করে তাঁর স্বপ্ন, অশ্ব, জাভা এবং সারথি সহ নির্গত হয়ে, রাত্রিশেষে সূর্যের মতো স্বীয় ভেঙ্গে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত নিক বিতপিত করে পোতা শেষে লাগলেন। বজ্রধর ইন্দ্র তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের দ্বারা অত্যন্ত নির্ভীকিত দর্শন করে, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে শত্রুদের হত্যা করার জন্য বজ্র উত্তোলন করেছিলেন।

“হে মহাবীর পরীক্ষিত, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ক্রোধের দ্বারা বল এবং পাকের মস্তক আগের আত্মীয়জন ও অনুগামীদের সমক্ষে ফেল করেছিলেন। তার ফলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। হে রাজন, বল এবং শাকের মৃত্যু দর্শন করে অল্প এক অসুর নমুটি অত্যন্ত শোকবিত্ত ও বিরোদ্ধিত হয়েছিল। তার ফলে সে ক্রোধবিত্ত হয়ে ইন্দ্রকে বধ করার বহু চেষ্টা করতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে সিংহের মতো পর্জন করতে করতে নমুটি অসুর ঘণ্টাবুড় লৌহময় শূল গ্রহণপূর্বক চিৎকার করে বলেছিল, ‘তুই এখন নিহত হবি।’ এইভাবে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি তার অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।”

“হে রাজন, দেবরাজ ইন্দ্র যখন সেই অত্যন্ত শক্তিশালী শূলটিতে ছন্দস্ত উচ্চর মতো পতিত হতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর যশের দ্বারা সেটি থও থও করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তিনি তাঁর বজ্রের দ্বারা নমুটির বস্ত্র ছিন্ন করার জন্য তার শ্রীবাসে অঘোত করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যদিও মহাধৈর্যে সেই বস্ত্র নমুটির প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও তার স্বপ্ন পর্যন্ত তা ভেদ করতে পারেনি। যে বস্ত্র বৃত্তান্তের মতো ভেদ করেছিল, তা যে নমুটির গলার স্বপ্ন পর্যন্ত ভেদ করতে পারল না, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে শত্রুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত

অশ্চর্যবিত্ত হয়ে প্রাণে লাগলেন তা কোমর মৈত্র শক্তির প্রভাবে ঘটেছিল কি না।”

ইন্দ্র ভাবলেন—“পূর্বে, অনেক পর্বত যখন তাঁদের দ্বারের সাহায্যে আকাশে উড়ত এবং ভূতলে প্রবর্ত হতে প্রজন্মের বিনাশ সাধন করত, তখন আমি এই বজ্রের দ্বারা তাদের পক্ষচ্ছেদন করেছিলাম। বৃত্তাস্তুর ছিলেন ভূতীর উপস্থায় সাবধরণ, তবুও এই বস্ত্র তাঁকে সংহার করেছিল। বস্ত্রতপকে, তেজস্বী তিনিই না, অন্য বধ বীর যাদের স্বপ্ন পর্যন্ত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা আহত হত না, তাঁরা সবলেই এই বস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়েছেন; কিন্তু এখন, সেই বস্ত্র এক হুৎ অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহত হল। সূতরাজ ব্রহ্মারের মতো হলেও তা এখন একটি সাধারণ দণ্ডের মতো অবিকলিত হয়ে। তাই আমি আর এই বস্ত্র গ্রহণ করব না।”

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“ইন্দ্র যখন এইভাবে বিদ্যায়ত্ন হয়ে পোক করেছিলেন তখন একটি দৈববাণী হয়েছিল, ‘এই অসুর নমুটি কোন গুহা অথবা আশ্রয় বস্তুর দ্বারা নিহত হবে না।’

সেই কঠোর কাল, ‘হে ইন্দ্র, যেহেতু আমি এই অসুরকে যা নিয়েছি যে গুহা অথবা আশ্রয় কোন অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, তাই তাকে হত্যা করার জন্য তোমাকে ভ্রম কেন উপায় চিন্তা করতে হবে।’

“সেই দৈববাণী শুনে, ভিজ্যে সেই অসুরকে বধ করা যায় সেই কথা ইন্দ্র সহস্রবিধ চিন্তে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন যে কেনা হচ্ছে তার উপায়, কারণ তা শুধুও নয় এবং আরও নয়। এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শুকদেব নয় এবং আরও নয় এই প্রকার ফেনার অস্ত্রের দ্বারা নমুটির বস্ত্র ছেদন করেছিলেন। তখন সমস্ত অবিত্রা সেই মহাপুরুষ ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হয়ে পূর্ণ বর্ষণ করেছিলেন এবং আলার দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। বিশ্বাক্ষু এবং পরাবসু নামক দুই গন্ধর্ব-প্রধান পরম আনন্দে গান করতে লাগলেন, কেন্দ্রশক্তি নাজতে লাগল এবং অকরাগণ যথা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। সিংহ যোগ্যে যুদ্ধসমূহকে বিনাশ করে, সেইভাবে বাহু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার প্রতিনক অসুরদের বধ করতে লাগলেন। হে রাজন,

যখন যখন দেখলেন যে দানবগণ সম্পূর্ণরূপে নিহত হতে চলছে, তখন তিনি সের্বা নারকে পাঠিয়েছিলেন। নারক দেবতার দানব বিনাশ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

সের্বা নরক কালেন—“তোমরা দেবতারা নারাকের দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাঁর কৃপায় তোমরা অমৃত লাভ করেছ। লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় তোমরা সর্বতোভাবে তপসী হয়েছ। অতএব এই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও।”

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“শ্রীনারদ মুনির দ্বারা যেনে নিজে দেবতারা তাঁদের শ্রেণ বংশল করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতেছিলেন। তারপর তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে

গিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুরেরা অবশিষ্ট ছিল, তারা দাতব্য মূনির আদেশে মহাপরম হনি মহারাজকে অন্তর্গিরি নামক পর্বতে নিয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত দানব সৈন্যের মস্তক, সেই এক অশ্ব একেবারে ফিটে হয়নি, সেই পর্বতে শুভলচর্চা তাদের সঙ্গীতমী যন্ত্রের দ্বারা পুনর্জীবিত করেছিলেন, যদি মহারাজ জগতের কর্তব্যলাপ সবচেয়ে বিশেষভাবে ঘিটক ছিলেন। তিনি যখন গুরুভারের কৃপায় তাঁর ইন্দ্রির এবং শ্রুতি ফিরে পেরেছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হয়েছিল। তাই বুঝে পরাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিবাহভক্ত হননি।”



দ্বাদশ অধ্যায়

মোহিনীমূর্তির শিব বিমোহন

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“ভগবান শ্রীহরি শ্রীরাগ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করিয়েছেন, সেই কথা শুনে বৃহলক্ষ মহাধৈর্যে উমা সহ ভূতগণ পরিবৃত্ত হয়ে ভগবান শ্রীমধুসূদন যেখানে অবস্থান করতেন, সেখানে তাঁর মোহিনীরূপ দর্শন করার জন্য গমন করেছিলেন। উমা সহ মহাদেবনে ভগবান সাগরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। মহাদেব সুখে উপবেশনপূর্বক ভগবানের পূজা করে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘হে দেবদেব, হে জগদ্ব্যাপী, হে জগদীশ, হে ষড়ময়, আপনি সমস্ত বস্তুর মূল নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। আপনি ঋতু নন। বস্ত্রতপকে, আপনি সমস্ত চেতনের জ্ঞান বা পরমাত্মা। অতএব, আপনি পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা। হে ভগবান, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অহঙ্কার এবং এই জগতের অগ্নি, যথা এবং তা সবই আপনার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনি পরম সত্য, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর, তাই জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিতি প্রভৃতির পরিবর্তন আপনার মধ্যে সেই

জ্ঞানের চরম সত্য লাভের অভিজ্ঞানী এবং সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়সূর ভোগের জড় বসনা রহিত শুদ্ধ শুদ্ধ বা মহাভাষণ নিরস্তর আপনার শ্রীশ্যামপঙ্কজ প্রেমময়ী সেবার যুক্ত থাকেন।’

“হে প্রভু, আপনি পরমেশ্বর, সর্বতোভাবে পূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে চিত্তর হওয়ার ফলে আপনি নিত্য, জড়, প্রকৃতির সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণ আনন্দময়। প্রকৃতপক্ষে আপনার শোকের কোন প্রসঙ্গই ওঠে না। যেহেতু আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ, তাই আপনাকে জড় কেনা কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবুও আমরা কর্তব্য-কারণ সম্পর্কে আপনার থেকে ভিন্ন, কারণ এক নিক দিগে দেখতে গেলে কার্য এবং কারণ ভিন্ন। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের অগ্নি কারণ এবং আপনি সমস্ত জীবনের বর প্রদান করেন। সবলেই তার কর্তব্য ফলের জন্য আপনার উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি সর্বদাই স্বতন্ত্র। হে ভগবান, আপনি কার্য এবং কারণস্বরূপ। তাই, আপনি দুইরূপে প্রতীত হলেও

অশেষভাৱেৰে মথ্যে শ্ৰেষ্ঠ, তবুও আমি তাঁৰ গায়ৰ দ্বাৰা
মোহিত হৈছোঁ। অতএব যোগ সম্পূৰ্ণৰূপে মায়ৰ আশ্ৰিত,
তাপেৰে অৱ কি ফল। এক হাজাৰ বছৰ যোগ অনুষ্ঠান
কৰাৰ পাৰ আমি যখন নিবৃত্ত হৈছিলোঁ, তখন তুমি
আমাকে জিজ্ঞাসা কৰেছিলে, আমি ক'ৰ ধ্যান কৰিছিলোঁ।
ইনিই সেই পুৰাণ পুৰুষ, যাঁৰ মথ্যে কাল প্ৰবেশ কৰতে
পাৰে নৱ এবং যিকৈ বেদ জানতে পাৰে না।”

শ্ৰীল শুকদেব গোহাৰ্মী বলিলে—“হে ৰাজন,
কীৰ্ত্তনমুহুৰ্ত্তৰ সময় তিনি তাঁৰ পুটে বিলাস মন্দৰ
পৰ্বত হাৰণ কৰেছিলে, শাৰ্দ্ধংগা সেই ভগবানেৰে

পৰাক্ৰমেৰে কথা আমি তোমাৰ কাহে কৰ্ম্ম কৰিছোঁ।
কীৰ্ত্তনমুহুৰ্ত্তৰ এই বৰ্ণনা যিনি নিরন্তৰ শ্ৰবণ কৰেন
অথবা কীৰ্ত্তন কৰেন, তাঁৰ প্ৰচেষ্টা কখনও নিফল হয়
না। বস্তুতপক্ষে, ভগবানেৰে মহিমা কীৰ্ত্তনই এই ভল
ভগবত্ৰেৰে সমস্ত দুঃখ-দুৰ্দ্দৈৰ্য নিবৃত্তি সাধন কৰে। যিনি
দুৰ্দ্দৈৰ্যৰ ৰূপ গৱণপূৰ্বক অনুভৱেৰে মোহিত কৰে,
কীৰ্ত্তনমুহুৰ্ত্তৰ মন্ত্ৰেৰে ফলে উৎপন্ন অমৃত দেবতাদেৰে পান
কৰিয়েছিলে, তেওঁ বাসনাপূৰ্ণকাৰী সেই ভগবানকে আমি
আমাৰ সখ্যত প্ৰণতি নিবেদন কৰি।”



ত্ৰয়োদশ অধ্যায়

ভাবী মনুদেৰ বৰ্ণনা

শ্ৰীল শুকদেব গোহাৰ্মী বলিলে—“বৰ্ত্তমান মনু
হাছেলৈ সূৰ্যদেব বিবাহৰ পুত্ৰ জন্মলৈ। এই জন্মদেব
সন্তান মনু। আমি এখন তাঁৰ পুত্ৰদেৰে কথা কৰ্ম্ম কৰছি,
শ্ৰবণ কৰুন।”

“হে মহাৰাজ পৰীক্ষিৎ, মনুৰ দশ পুত্ৰ স্বাভাৱে
ইক্ষাকু, নভগ, ধৃতি, শৰ্ম্মতি, নৱিহাৰ, নাভাগ এবং সপ্তম
পুত্ৰ দিষ্ট নামে প্ৰসিদ্ধ। তদুপৰি তত্ৰুণ ও পৃথ্বী এবং
দশম পুত্ৰ বসুধন। হে ৰাজন, এই মন্ত্ৰেৰে আদিত্য,
বসু, ৰুদ্ৰ, বিশ্বদেব, মৰুৎ, অশ্বিনীকুমাৰদেব এবং ৰুদ্ৰগণ
দেবতা। পুৰুষৰ তাঁদেৰে ইন্দ্ৰ। ৰুদ্ৰগণ, অগ্নি, কসিষ্ট,
বিষ্ণুমিত্ৰ, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভৱদ্বাজ—এঁৰা সপ্তৰ্ষি
বলে কথিত। ভগবান এই মন্ত্ৰেৰে কণ্যাপ এবং ভৱদ্বাজেৰে
পুত্ৰৰূপে আদিত্যদেৰে মথ্যে কনিষ্ঠতম ৰামৰূপে আবিৰ্ভূত
হৈছেলৈ। আমি সংক্ষেপে আপনৰ কাহে সন্তান মন্ত্ৰেৰে
বিবৰণ কৰিছোঁ। এখন আমি বিমুগ্ধ অবতৰে মন্ত্ৰ তৰিহাৎ
মনুদেৰ কথা কৰি।”

“হে ৰাজন, আমি পূৰ্বে (বট্ৰ ৰাজ্য) সংজ্ঞা এবং স্তায়
নামক বিৰ্ভকৰ্ম্মৰ দুই কন্যাৰ কথা কৰিছোঁ। তাঁৰা ছিলে

বিবাহৰে প্ৰথম দুই পত্নী। কেউ কেউ বলেন, সূৰ্যেৰে
তৃতীয় পত্নীৰ নাম বড়না। এই তিনি পত্নীৰ মথ্যে
সংজ্ঞাৰ তিনিটি সন্তান—বাহু, যমী এবং ভাৰদেব। এখন
আমি ছায়াৰ সন্তানদেৰে কথা কৰ্ম্ম কৰিব। ছায়াৰ সাতৰ্ষি
নামে এক পুত্ৰ এবং তপতী নামে এক কন্যা হয়।
তপতী পৰে সৰ্বেশ্বৰ নামক ৰাজ্যৰ পত্নী হয়। ছায়াৰ
তৃতীয় সন্তান শনৈশ্চৰ (শনি)। বড়নাৰ গৰ্ভে
অশ্বিনীকুমাৰদেৰে জন্ম হয়।”

“হে ৰাজন, অষ্টম মন্ত্ৰেৰে আগত মনু হলে
সাধৰ্ণ। নিৰ্ম্মক, বিৰজত প্ৰভৃতি সেই সাতৰ্ষি মনুৰ পুত্ৰ
হলেন। অষ্টম মন্ত্ৰেৰে সূতপা, বিৰজ, অমৃতপা প্ৰভৃতি
দেবতা হলেন। বিৰোচনেৰে পুত্ৰ বলি মহাৰাজ দেবতাদেৰে
ৰাজ্য ইন্দ্ৰ হলেন। বলি মহাৰাজ ভগবান শ্ৰীবিষ্ণুকে
ত্ৰিপাণ তুমি পান কৰিয়েছিলে এবং তাৰ কলে তিনি
ত্ৰিভূবন হাৰিয়েছিলে। কিন্তু বলি মহাৰাজ তাঁকে সখ
কিছু দান কৰায় ভগবান শ্ৰীবিষ্ণু তাঁৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন
হৈছিলে বুলি, পৰে বলি মহাৰাজ জীৱনেৰে পৰম শিদ্ধি
প্ৰাপ্ত হলেন। ভগবান গভীৰ শ্ৰীতি সহজৰে বলিৰে বন্ধন

কৰে, স্বৰ্গলোকেৰে খেৰেও অধিক ঐশ্বৰ্য্য সম্ৰিষ্ট
সুতৰলোকে অধিষ্ঠিত কৰিয়েছিল। বলি মহাৰাজ এখন
সেখানে ইন্দ্ৰেৰে খেৰেও অধিক সুখে অনুভৱ কৰিলে।
হে ৰাজন, অষ্টম মন্ত্ৰেৰে পালৰ, দীপ্তিমান, পৰশুৰাম,
অশ্বখানা, কপাচাৰ্ঘ, ৰুদ্ৰাশ্ব এবং আমাদেৰে পিতা
মহাৰাজেৰে অবতৰ ব্যাসদেব এই সাতজন মহাৰাজ সপ্তৰ্ষি
হলেন। এখন তাঁৰা সকলেই তাঁদেৰে নিজ নিজ আশ্ৰমে
অবস্থান কৰিলে। অষ্টম মন্ত্ৰেৰে পৰম শক্তিমান ভগবান
সৰ্বভৌম দেবতাদেৰে পুত্ৰৰূপে সন্তানতৰে গৰ্ভে আবিৰ্ভূত
হলেন। তিনি পুৰুষদেৰে (দেবৰাজ ইন্দ্ৰেৰে) কাহে খেৰে
বৰ্ণ হৰণ কৰে বলিকে প্ৰদান কৰিলে।”

“হে ৰাজন, নবম মন্ত্ৰেৰে বৰ্ণদেৰে পুত্ৰ বৰ্ণদেৰে মনু
হলেন। ভূতকৰু, দীপ্তকৰু প্ৰভৃতি তাঁৰ পুত্ৰ হল। এই
নবম মন্ত্ৰেৰে পাৰা, মৰীচিগৰ্ভ প্ৰভৃতি দেবতা হলেন।
অমৃত হলেন দেবৰাজ ইন্দ্ৰ এবং দ্যুতিমান প্ৰভৃতি সপ্তৰ্ষি
হলেন। ভগবানেৰে অংশাবতৰ ৰম্যদেব আত্মজানেৰে
পুত্ৰৰূপে অশ্বখানাৰ গৰ্ভে আবিৰ্ভূত হলেন। তিনি অমৃত
নামক ইন্দ্ৰকে বিৰোচনেৰে ঐশ্বৰ্য্য ভোগ কৰিলে।”

“উপৰোক্তেৰে পুত্ৰ বৰ্ণদেৰে মনু হলেন।
ভূৰিৰূপ প্ৰভৃতি তাঁৰ পুত্ৰ এবং হবিমান প্ৰমুখ ৰামৰূপ
সপ্তৰ্ষি হলেন। হবিমান, সুকৃত, সন্ত, জয়, মূৰ্ত্তি প্ৰভৃতি
সপ্তৰ্ষি হলেন। সুবাসন, বিৰজ প্ৰভৃতি দেবতা এবং শত্ৰু
তাঁদেৰে ৰাজ্য ইন্দ্ৰ হলেন। বিৰজদেৰে মন্ত্ৰে বিষ্ণুৰ গৰ্ভে
ভগবানেৰে অংশাবতৰ বিৰুচনেৰে নামে অবতীৰ্ণ হলেন।
তিনি বস্ত্ৰৰ সন্তে সখ্য স্থাপন কৰিলে।”

“একাদশ মন্ত্ৰেৰে মনু হলেন আশ্বত্থক ধৰ্ম্মসাতৰ্ষি।
সত্যধৰ্ম্ম আদি তাঁৰ দশটি সন্তান হল। এই মন্ত্ৰেৰে
মিহসমপদ, কামগমপদ, নিৰ্ভাগৱতি প্ৰভৃতি দেবতা হলেন।
দেবৰাজ ইন্দ্ৰ হলেন বৈশ্বত এবং অৱল আদি সপ্তৰ্ষি

হলেন। আৰ্য্যদেৰে পুত্ৰ ধৰ্ম্মসেতু নামে ভগবানেৰে অংশাবতৰ
আৰ্য্যদেৰে পত্নী বৈশ্বতৰ গৰ্ভে আবিৰ্ভূত হলে এই মন্ত্ৰেৰে
ত্ৰিভূবন পানন কৰিলে।”

“হে ৰাজন, দ্বাদশ মন্ত্ৰ হলেন কল্পসাতৰ্ষি। দেবদান,
উপদেব, দেবৰাজ প্ৰভৃতি তাঁৰ পুত্ৰ হলেন। এই মন্ত্ৰেৰে
ইন্দ্ৰেৰে নাম হৰে ৰতধাৰা এবং হৰিত আদি দেবতা
হলেন। তপোমূৰ্ত্তি, তপতী, অৰ্দ্ধমিত্ৰ প্ৰভৃতি সপ্তৰ্ষি
হলেন। ভগবানেৰে অংশাবতৰ ৰম্যম সুকৃত নামক মাতা
এবং সন্তসহ নামক পিতাৰ পুত্ৰৰূপে আবিৰ্ভূত হলেন।
তিনি সেই মন্ত্ৰেৰে পানন কৰিলে।”

“আশ্বত্থক ধৰ্ম্মসাতৰ্ষি ৰম্যদেব মনু হলেন।
চিৰসেন, বিচিত্ৰ প্ৰভৃতি তাঁৰ পুত্ৰ হলেন। ৰম্যদেব
মন্ত্ৰেৰে সুকৃত, সুকৃত প্ৰভৃতি দেবতা হলেন। বিৰূপতি
হলেন স্বৰ্গৰ ৰাজা এবং নিৰ্ম্মক, অশ্বিনী আদি সপ্তৰ্ষি
হলেন। দেবৰাজেৰে পুত্ৰৰূপে যোগেশ্বৰ নামে ভগবানেৰে
অংশাবতৰ বৃহতীৰ গৰ্ভে আবিৰ্ভূত হলেন। তিনি
বিৰূপতিৰে কণ্যাপদৰ কাৰ্য্য সম্পাদন কৰিলে।”

“চতুৰ্দশ মন্ত্ৰ নাম হৰে ইন্দ্ৰসাতৰ্ষি। উক, গভীৰ,
বৃহ প্ৰভৃতি তাঁৰ সন্তান হলেন। পবিত্ৰ, চাকুৰ প্ৰভৃতি
দেবতা হলেন। ততি হলেন দেবৰাজ ইন্দ্ৰ। অহি, বাহু,
ওচি, ওচ, ৰামদ আদি মহাতপস্বীগণ সপ্তৰ্ষি হলেন। হে
মহাৰাজ পৰীক্ষিৎ, চতুৰ্দশ মন্ত্ৰেৰে ভগবান সত্যদেৰে
পুত্ৰৰূপে বিৰজদেৰে গৰ্ভে আবিৰ্ভূত হলেন। বৃহত্ৰাসু নামে
বিৰাজ হলে এই অবতৰ আধ্যাত্মিক কাৰ্য্যকলাপ অনুষ্ঠান
কৰিলে। হে ৰাজন, অতীত, কৰ্ত্তমান এবং ভৱিষ্যতেৰে
কালক্ৰমে আবিৰ্ভূত চতুৰ্দশ মন্ত্ৰৰ কৰ্ম্ম আমি আপনৰ
কাহে কৰিছোঁ। এই চতুৰ্দশ মন্ত্ৰৰ শাসনকাল এক সহস্ৰ
চতুৰ্ভুগ। তাকে বলা হয় বৰ্ষ বা ৰাজ্যৰ একদিন।”



চতুর্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—“হে ভগবান্, হে শুকদেব গোপালী, প্রতি মনুতরে মনু আদি ঋষি দ্বারা যে যে কর্মে যেভাবে নিযুক্ত হন, তা আমাকে বলুন।”

শ্রীল শুকদেব গোপালী বললেন—“হে রাজন্, সমস্ত মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ এবং সমস্ত দেবতারাই পরম পুত্র ভগবানের দ্বারা প্রভৃতি অবতারদের দ্বারা নিয়োজিত হন। হে রাজন্, আমি পূর্বেই বহু আদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের বর্ণনা করেছি। মনু এবং অন্যান্য এই অবতারদের দ্বারা মনোনিবেশ করে, তাঁদের নির্দেশনায় ব্রহ্মাণ্ডের আর্ককলাপ পরিচালনা করেন। প্রতি চতুর্ভুজের মধ্যে মহান ঋষিগণ কালক্রমে নবমতম ধর্ম লুপ্তপ্রায় হতে ঘেঁষে ঘেঁষে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হে রাজন্, তারপর মনুগণ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে পূর্ণরূপে নিযুক্ত হয়ে চতুর্ভুজ ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। যেকোনো বলা ভোগ করার জন্য প্রজাপালকগণ অর্থাৎ মনুর পুত্র এবং নৌদেরা মনুতরের অবসান পর্যন্ত ভগবানের নির্দেশ পালন করেন। দেখতারাও সেই সমস্ত কাজের ভাগ গ্রাণ্ট হন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের আশীর্বাদ গ্রাণ্ট

হয়ে এবং তার ফলে অসীম ঐশ্বর্য ভোগ করে সমস্ত লোকে যথেষ্ট ঋষি বর্ষণ করেন এবং ত্রিভুবনের সমস্ত জীবদের পালন করেন। প্রতিটি যুগে ভগবান শ্রীহরি সমকালি সিংহদের রূপ ধারণ করে দিব্যভাস প্রদান করেন, বাজবজ্র আদি অধিকরণ ধারণ করে কর্মের শিক্ষা দেন এবং সত্যের আদি মহাযোগীর রূপ ধারণ করে যোগ শিক্ষা দেন। প্রজাপতি মরীচিকরূপে ভগবান প্রজাসৃষ্টি করেন, বাজরূপে তিনি লম্বা-তলুরদের যথ বয়সে এবং কালক্রমে তিনি সব কিছু সংহার করেন। জড় রূপের সমস্ত গুণ ভগবানেরই গুণ বলে বুঝতে হবে। স্মারক দ্বারা বিমোহিত হয়ে জনসাধারণ বিভিন্ন প্রকার লবেষণা এবং দার্শনিক কল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবৎ-ভক্ত নিকলস করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে দেখতে পায় না। এক করে বা ব্রহ্মার একদিনে বা পরিবর্তন হয়, যেগুলিকে বলা হয় বিকল্প। হে রাজন্, সেগুলি আমি আপনাকে কাছে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে ব্রহ্মার একদিনে চোপকল মনুর আবির্ভাব হয়।”

পঞ্চদশ অধ্যায়

বলি মহারাজের স্বর্গলোক জয়

মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন—“ভগবান সব কিছুর অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও কেন এক দরিদ্র ব্যক্তির মতো বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাশ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন এবং সেই প্রার্থিত বস্তু গ্রাণ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন? সেই আপাতবিরোধী আচরণের স্রষ্টা জানতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে।”

শ্রীল শুকদেব গোপালী বললেন—“হে রাজন্, বলি মহারাজ বন্ধন যুক্ত তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য এবং প্রাণ হারিয়েছিলেন, তখন ভৃগুমুনির বংশধর ওজ্ঞচার্য তাঁকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। সেই জন্য মহারাজ বলি মহারাজ ওজ্ঞচার্যের শিষ্যত্ব স্বগ্রহণ করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে, তাঁর সব কিছু তাঁকে নিবেদন করে তাঁকে সেবা করতে শুরু করেছিলেন। ভৃগু মুনির বংশধর ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রলোক

জয়ের আশিকারী বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই, তাঁরা বলি মহারাজকে মহা অভ্যর্থকের দ্বারা যথাবিধি অভ্যর্থিত করে বিজয়-যাত্রা অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেছিলেন। যজ্ঞাধ্বরে বন্ধন যুক্ত জার্কিত দেওয়া হয়েছিল, তখন সেই অগ্নি থেকে স্বর্ণময় ও রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি লম্বা, ইন্দ্রের অশ্বের মতো গীতর্জ কতকগুলি অশ্ব এসে নিজে চিহ্নিত একটি মণ্ডলা উপস্থিত হয়েছিল। স্বর্ণচিহ্নিত একটি ধনুক, দুটি অক্ষয় তৃণীদ এবং দিব্য কলসও আবির্ভূত হয়েছিল। বলি মহারাজের পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতে এমন একটি পুষ্পের স্নান দিয়েছিলেন, যা কলসে রান হর না। ওজ্ঞচার্য তাঁকে একটি লম্বা দান করেছিলেন। বলি মহারাজ এইভাবে ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন এবং তাঁদের কৃপায় যুদ্ধের সাতসরস্রাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজকে সন্তোষপূর্বক প্রণাম করেছিলেন। তারপর বলি মহারাজ ওজ্ঞচার্য প্রসন্ন দীপ্য রথে আগ্রহপূর্বক, সুন্দর মাল্যায় ভূষিত হয়ে, কবচের দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করে ধনুক, খড়্গ, তুণ ধারণ করেছিলেন। স্বর্ণবস্ত্র এবং মরকত মণির কুণ্ডলে শোভিত হয়ে তিনি বন্ধন রথে উপবেশন করেছিলেন, তখন তিনি আত্মীয় অগ্নির মতো শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি বন্ধন বলা, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে তাঁরই সমান তাঁর সৈন্য এবং সৈন্য বৃষপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিল যেসে তারা আকাশকে গ্রাস করছিল এবং দৃষ্টির দ্বারা দিকসমূহ সঙ্কর ছিল। এইভাবে অসুর সৈন্যদের সমবেত করে বলি মহারাজ পৃথিবী কল্পিত করতে করতে সমুদ্রিয়ারী ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করেছিলেন। সেই ইন্দ্রপুরী পর, পুষ্প ও ফলের গুরুত্বাৎ অবনত দেববৃক্ষসমূহে পূর্ণ মণনকলনের মতো অতীত মনোরম উপবন এবং উদ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রমণীয়। সেই সমস্ত উদ্যানগুলি কুন্দ-পর্যায় বিহঙ্গ-মিথুন এবং ওজ্ঞচর্য সমস্ত পূর্ণ। সেই পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয়। হংস, সারস, কৈবর্ত, কলকবসমূহে সমাকীর্ণ পদ্মসরোবর সমবিত সেই সমস্ত উদ্যানে দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত সুন্দরী রমণীরা খেলা করেন। সেই পুরী পরিখারূপ

আবলম্বকর দ্বারা এবং আশ্রয় উচ্চ গাছাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই গাছাগুলির উপর যুদ্ধস্থানসমূহ বিস্তৃত ছিল। সেখানকার দরজাগুলি স্বর্ণপাত্রের দ্বারা নির্মিত এবং পুরোপুরি অশ্রু সুন্দর স্মৃতির দ্বারা নির্মিত। সেগুলি বিভিন্ন রাক্ষসের দ্বারা যুক্ত। সেই সমস্ত পুরীটি নির্মাণ করেছিলেন বিষ্ণুচর্য। সেই নগর অসন, বিস্তৃত পথ, সভাগৃহ এবং কোটি কোটি বিমানে পূর্ণ ছিল। সেখানকার চতুষ্কপগুলি ছিল অধময় এক সেখানে হীরক ও প্রভাল নির্মিত উপবেশনের স্থান ছিল। নিত্য রূপ এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়, নির্মল বসন, রূপসী রমণীগণ আশ্রয়িতার মধ্যে দীপ্তিশালী হয়ে সেই নগরীতে বিরাজ করতেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্যামাঙ্গন সমধিতা। সেখানে বহু দেবদেবদের বেশ খেতে নিপতিত ফুলের সৌরভ বহন করে পথে প্রবাহিত হত। সেখানে অপরূপ কর্মর গন্ধ থেকে নির্গত অগুরু গন্ধবুত্ত নিত্য গুহ্যে আচ্ছাদিত পথে পরিভ্রমণ করেন। সেই পুরী বুত্তা গোপিত চক্রতর্জের দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং সেখানকার প্রাসাদের গুচ্ছগুলি মণি ও সুবর্ণের নভোভা শোভিত ছিল। সেই পুরী সর্বদা মধুর, কম্পাত এবং মধুস্বাদের গুণে নিমগ্ন এবং সেখানে বিমানচালিনী সুন্দরী রমণীরা নিরন্তর বে বসন্তের সঙ্গীত গাইতেন তা ছিল অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। সেই পুরী মৃদঙ্গ, লম্বা, আনকমুখি, বেণু, বীণা আদি সমস্ত বায়বন একত্রে বাজিত হওয়ার শব্দে পূর্ণ ছিল। পঞ্চর্বসের সঙ্গীতে সেখানে নিবস্তর নৃত্য হত। ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য সাক্ষাৎ প্রভাসবীকে পরাভূত করেছিল। দ্বারা পানী, বল, জীবদৈনিক, শঠ, মাতিক, কামুক এবং দোষী তারা সেই পুরীতে প্রবেশ করতে পারে না। এই সমস্ত দোষবহিত ব্যক্তিবাই সেখানে হাস করে। অন্যান্য সৈনিকদের সেনাপতি বলি মহারাজ তাঁর সৈনিকদের দ্বারা সেই ইন্দ্রপুরীর হাঁসে চতুর্দিকে অবলোকন করে আক্রমণ করেছিলেন এবং ইন্দ্রপত্নীদের গুরু উপাসন করে ওজ্ঞচার্য প্রদত্ত লম্বা যাজিয়েছিলেন। বলি মহারাজের বিপুল উদ্যম দর্শন করে, দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন সব তাঁর গুরু বৃষপতির কাছে গিয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

“হে প্রভু, আমাদের পূর্বকৃত বলি মহারাজ এখন নতুন উদ্যম এবং এমন আশ্চর্যজনক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে যে,

আমাদের মনে হয় তার সেই ভেল হবত আমরা প্রতিহত করতে পারব না। বলির এই সাময়িক আয়োজন কেউই কোথাও প্রতিহত করতে পারবে না। মনে হচ্ছে যেন সে তাঁর মুখের দ্বারা সমগ্র জগৎ পান করছে, জিহ্বার দ্বারা লব্ধিক লেহন করছে এবং চক্ষুর দ্বারা সর্বাঙ্গিক দর্শন করছে। সে যেন সংবর্তক নামক প্রলয়ধ্বনি মতো উচ্চৈঃস্বরে বলেছে। মরা করে আমাকে বন্ধন, বলি মহারাজের পক্ষি, প্রমাদ, প্রভাব এবং বিজয়ের কারণ কি? তাঁর এই উদ্যম এল কোথা থেকে?”

দেবতার বৃহস্পতি বললেন—“হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু কিভাবে এত শক্তিশালী হয়েছে ও আমি জানি। ভূতবংশীর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের শিব বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে এই গুপ্তাচার্য্য পত্তি প্রদান করেছেন। তুমি অশঙ্ক তোমার নিজ জানেবা কেউই পরম শক্তিমান বলিতে পার করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, ভাবান হুড়া কেউই তাকে জয় করতে পারবে না, কারণ সে এখন হস্তক্ষেপ সমর্থিত হয়েছে। যেইই বেদম বসরাজের সম্মুখে অবস্থান করতে পারে না, যেমনই কেউই এখন বলি মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না। অতএব, বর্তমান পর্যন্ত না তোমাদের এই শত্রুর বিপর্যয় না হয়, ততক্ষণ তোমরা সকলে স্বর্গলোক ত্যাগ

করে অন্য কোথাও গিয়ে থাক, যেখানে তোমাদের কেউ সেখানে পাবে না। সম্মতি বলি মহারাজ ব্রাহ্মণের অধীশ্বরের ফলে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে, কিন্তু পরে সে যখন সেই ব্রাহ্মণদের অপমান করবে, তখন সে সকলে বিনষ্ট হবে।”

জীল শুকদেব গোবাহী বললেন—“দেবতারা সংকলণ বৃহস্পতির সেই কল্যাণকর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করে, সৈন্যদের অলঙ্কার স্বর্গলোক ত্যাগ করেছিলেন। দেবতারা অধিষ্ঠিত হয়ে, বিরোধের পূর্বে বলি মহারাজ ইন্দ্রপুত্রীতে অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রিভুবন বশীভূত করেছিলেন। ভূতবংশীর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বিশ্ববিজয়ী শিখের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তাঁর দ্বারা শত্রু অধমেষ বন্ধ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। সেই সমস্ত বন্ধ অনুষ্ঠান করার ফলে বলি মহারাজের বীর্য ত্রিভুবনে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল। তার ফলে তিনি তাঁর নাম চন্দ্রের মতো উজ্জ্বলভাবে গোড়া পাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে মহাশয় বলি মহারাজ নিজেকে কৃতাৰ্থ মনে করেছিলেন এবং অত্যন্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য লাভ করে রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।”



ষোড়শ অধ্যায়

পয়োব্রত

শ্রীল শুকদেব গোবাহী বললেন—“হে রাজন, অধিষ্ঠিত পুত্র দেবতারা স্বর্গলোক থেকে অনুগ্রহ হলে সৈন্যেরা যখন তাঁদের পদ অধিকার করেছিল, তখন অধিষ্ঠিত জনাধিনীর মতো শোক করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল পর সমগ্রি থেকে নিবৃত্ত হয়ে মনঃ শক্তিমান মহর্ষি কল্যাণ পুত্র প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে, অধিষ্ঠিত আশ্রম নিরালস্যের এক উল্লেখ রহিত।”

“হে কৃষ্ণদেব, কল্যাণ মুনি যথার্থভাবে সম্বৃত হয়ে আসেন গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শোকাতুরা পত্নী অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ‘হে ভায়ে, এখন কি জগতে ধর্মের ব্রাহ্মণদের অথবা বৃদ্ধের বংশবর্তী মানুষদের কোন অমঙ্গল হয়েছে? হে গৃহমেষ্ট্রী, গৃহস্থ-আশ্রমে যদি ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিধি যথার্থভাবে পালন করা হয়, তা হলে গৃহস্থ-আশ্রমেও তাঁর কার্যকর্য্য একজন যোগী

মতো। এই যোগীর অনুপ্রাণনে তেনে কষ্ট হয়নি তো? অথবা তুমি অত্যন্ত কুটিখাসক্ত হওয়ার ফলে অতিথিকে যথাযথভাবে সমানর না করায় তাঁরা গৃহ থেকে চলে যাবেনি তো? হে গৃহ থেকে অতিথি কেবল একটু জলের দ্বারাও সংকৃত না হয়ে চলে যায়, সেই গৃহ পুণ্যলের বিরহ নশ্ব। হে সতী ভায়ে, আমি বন্ধ গৃহ থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছিলাম, তখন কি তুমি অত্যন্ত উদ্ভিগ হওয়ার ফলে অধিষ্ঠিত পুত্র অধিষ্ঠিত হয়ে করনি? আমি এবং ব্রাহ্মণদের পুত্র কল্যাণ দ্বারা গৃহস্থ তাঁর উল্লিখিত উল্লেখ্যক লাভ করতে পারেন, কারণ হুড়াটি এবং ব্রাহ্মণ সমস্ত দেবতাদের আশ্রয় ঈশ্বরীকৃত সুবসরাল। হে মহর্ষি, তোমার পুত্রেরা কল্যাণে আছে তো? তোমার তবু সুখময় নন্দন করে আমি বুঝতে পারছি যে তোমার চিত্ত অনাশ্রয় হয়েছে। তার কারণ কি?”

অধিষ্ঠিত বললেন—“হে পরম পুত্র্য ব্রাহ্মণাধী পতিশেখর। ব্রাহ্মণ, পাণ্ডী, ধর্ম এবং অন্য মানুষেরা সকলেই কল্যাণে আছে। হে গৃহবাহী, সৌভাগ্যে পূর্ণ হওয়ার ফলে গৃহ ঐশ্বর্য্যিকভাবেই ধর্ম, অর্থ এবং কামের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। হে প্রভু, অগ্নি, অতিথি, ভূত, ভিক্ষুক সকলেই আমার দ্বারা যথাযথভাবে সংকৃত হয়েছে। যেহেতু আমি সর্বদা আপনাদের গমন করি, তাই বর্মের অহেলোক কোন সন্তান নেই। হে প্রভু, যেহেতু আপনি প্রজাপতি এবং আমার ধর্ম উপদেশ, তাই আমার কেন্দ্র বাসনা অশূন্য থাকতে পারে। হে মহর্ষি পুত্র, যেহেতু আপনি একজন মনঃপুঙ্খ, তাই আপনার বেহ এবং মন থেকে উদ্ভূত এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত সৈন্য এবং দেবতাদের প্রতি আপনি সমদলী। কিন্তু ভগবান যদিও পরম ইন্দ্র এবং সমস্ত ধর্মের প্রতি সমদলী, তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। অতএব, হে সূর্য, মরা করে আপনি আপনার সেবিকাকে অনুগ্রহ করুন। আমাদের প্রতিবন্দী সৈন্যেরা আমাদের ধন, সম্পদ এবং রাজ্য অগহরণ করেছে। মরা করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু সৈন্যেরা আমাদের ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, ফল এবং বাসস্থান সব কিছুই অগহরণ করেছে। তাদের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে আমি কল্যাণ-নাগের মনঃ হাবি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, আপনি কল্যাণকারী

ব্যক্তির মতো সর্বশ্রেষ্ঠ, মরা করে আমাদের অবস্থ্য বিবেচনা করে আমার পুত্রদের প্রতি আপনি কৃপা করুন, যাতে তারা তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পেতে পারে।”

শ্রীল শুকদেব গোবাহী বললেন—“অধিষ্ঠিত বন্ধ এইভাবে কল্যাণ মুনির কাছে অনুগ্রহ করছিলেন, তখন তিনি বৃহৎ মেলে বলেছিলেন, ‘আহা, বিষ্ণু আমার স্বী পতি, যার দ্বারা এই জগৎ মেহের বন্ধনে আবদ্ধ।’”

কল্যাণ মুনি বললেন—“পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এই জড় মেহটি কি? এটি আত্ম থেকে ভিন্ন। বস্ত্তপক্ষে যে জড় উপাদানগুলি দিয়ে দেহটি গঠিত হয়েছে, তা থেকে আত্ম সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। কিন্তু মেহের প্রতি আসক্তির ফলে মানুষ কাউকে তার পতি, কাউকে তার পুত্র, ইত্যাদি বলে মনে করে। এই সমস্ত দার্শনিক সম্পর্কের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা। হে অধিষ্ঠিত, তুমি ভগবদকে ভজনা কর। তিনি সকলের প্রভু, তিনি সকলের শত্রুসমনকারী এবং তিনি সকলের হস্তে বিরাজমান। পরম পুঙ্খ শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবই সত্যসক সর্ববিশ্বের অধীশ্বর প্রদান করতে পারেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন সমগ্র ভগবতের গুরু। সেই বীনবকল ভগবান তোমার অতিলাব পূর্ণ করবেন। কারণ ভগবদুক্তি অকর্ষ। ভগবদুক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত পাইই শিফল। সেটিই আমার অতিমত।”

শ্রীমতী অধিষ্ঠিত বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, কেন বিধি অনুসারে আমি সেই জগৎপতির আরাধনা করতে পারি, যার ফলে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। হে বিজ্ঞবেষ্ঠ, মরা করে আমাকে ভগবতের আরাধনা করার বিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন, যাতে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, পাইই এই ভগবতের পরিব্রিতি থেকে আমার পুত্রগণ লব আমাকে রক্ষা করেন।”

শ্রীকল্যাণ মুনি বললেন—“আগ্নি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়ে পদযোমি ব্রাহ্মণকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি কোমরে সন্ততি বিধনের জন্য বে ব্রত আমাকে বলেছিলেন, তা আমি তোমাকে কব।”

“কাদুর দ্বারের গুরুপক্ষে অশ্বিনী পর্যন্ত কেবল বাগে দিন দুই পানপূর্ণ পয়োব্রত আচরণ করে, পরম ভক্তি সহকারে কল্যাণের ভগবতের অর্চনা করবে। যদি ব্রাহ্ম

ত্রিপুরার মূর্তিকা পাওয়া যায়, তা হলে তার দ্বারা অমলস্যার দিন অঙ্গলোপন করে মন্দির ভলে মান করতে এবং মান করতে সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে। হে মাতা কল্কর! তুমি ধর্মবাহু হলে অতিশয় করেছিলেন বলে বরাহরূপী ভগবান আপনাকে ভগবান থেকে উত্তোলন করেছিলেন। বরাহ করে আপনাকে আবার সমস্ত পাপ বিমল করল। আমি আপনাকে আমার সমস্ত কপটি নিবেদন করি। তারপর, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য সম্পন্ন করে, একত্র চিত্তে ভগবানের অর্চনাবিহু, বেদি, সূর্য, জল, অগ্নি এবং উচ্চসেবাকে পূজা করবে। হে ভগবান, যতদূর, সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান, সকলের আশ্রয়, হে সব কিছুই সাক্ষী, হে কাসুসেব, সর্বব্যাপ্ত পরম পুত্র, আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম পুত্র, আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। আপনি অত্যন্ত সুস্থ হওয়ার ফলে জড় চকুর অংশের। আপনি চতুর্বিংশতি উচ্চের জ্ঞান এবং আপনি সাংখ্যবোধ পদ্ধতির প্রবর্তক। আমি সেই ভগবানকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি, যার দুইটি মন্তক (প্রায়শীত এবং উল্লাসহীন), তিনটি পা (সংসার), চারটি শ্রু (চতুর্বেদ) এবং সপ্তহস্ত (গায়ত্রী অগ্নি মন্ত্র)। আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি, যার আত্মা ত্রীবিদ্যা (কর্তব্য, জ্ঞানকণ্ড এবং উপাসনাকণ্ড) এবং ইচ্ছাগ্রাণে যিনি এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিস্তার করেন। শিব অথবা ব্রহ্মরূপে যিনি সমস্ত শক্তি ও সমস্ত জ্ঞানের অধার এবং সর্বভূতের অধিপতি, সেই আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হিরণ্যগর্ভ, প্রাণের উৎস, সমস্ত জীবের পরমাত্মরূপে অবস্থিত আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। সমস্ত যোগেশ্বরের উৎস যীশু শরীর, সেই আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। অদ্বৈত, সর্বজ্ঞের হৃদয়ে সাক্ষীবর্তন আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। আপনি নর-নারায়ণ স্বরূপে অবতরণ করেছেন। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। পিতার, মরুত মণির মতো আশ্রয় দেহবাহী, সন্তানদের নিরন্তর এবং তেজোবান আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। হে যত্নশীল! হে কামদেব! আপনি

জীনের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন এবং তাই যীশু যীশ, তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছেন জ্ঞান আপনাকে জীনাগ্নির ধূলিকণা সেবা করেন, সমস্ত দেবতা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর জীনাগ্নির সেবার দাস। চকুতপকে তাঁর তাঁর জীনাগ্নির সৌরভের স্মৃতি অত্যন্ত আসক্ত। সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।”

কশ্যপ ব্রহ্ম বললেন—“এই মন্ত্রগুলি জপের দ্বারা প্রত্যেক ভগবানকে আশ্রয় করে (পাশ, অর্ঘ্য, অর্ঘ্য) পূজার উপকরণের দ্বারা সেই ভগবান কেবল, হাবীকেশ অর্ঘ্য জীবাণুকে আশ্রয় করে। প্রত্যেক জপের মন্ত্র জপ করে তুলে মাল্য, ধূপ ইত্যাদির দ্বারা অর্চনপূর্বক ভগবান জীবাণুকে দুই দিগে মান করা হবে। তারপর মন্ত্র, উপনীত, অলঙ্কার, পাশ্য এবং ধূপকণ্ড আদির দ্বারা পুনরায় তাঁর পূজা করবে। সন্ধ্যা হলে পারস, যুগ ও গুড়ের সঙ্গে লালি অন্ন নিবেদন করে, মূল মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে অর্ঘ্য প্রদান করবে। সেই প্রসাদ ভক্ত বৈকুণ্ঠকে প্রদান করবে অথবা সেই প্রসাদের কিছু অংশ বৈকুণ্ঠকে প্রদান করে তারপর ব্রহ্ম গ্রহণ করবে। জপের জীবাণুকে অচ্ছিন্ন করিয়ে তাড়ুল প্রদান করবে এবং তারপর পুনরায় পূজা করবে। তারপর, একল পাশ্য বার মন্ত্র জপ করে প্রচুর মতিমা গুণ করবে এবং তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে হৃদয়ের সঙ্গে দুহিতে দত্তব্য প্রণতি নিবেদন করবে। নীচগ্রহকে নিবেদিত কুল এবং জল মন্তকে করণ করে, তারপর অর্ঘ্য পবিত্র হানে নিবেদন করবে। তারপর অস্ত্র মন্ত্র জপ করে পাশ্য ভোজন করাবে। সেই ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর পর বধ্যযজ্ঞের তাঁদের সন্তান প্রদর্শন করবে, তারপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে বন্ধুত্ব এবং স্বর্গীয়-বন্ধনসহ সহ প্রসাদ গ্রহণ করবে। সেই রাতে ব্রাহ্মচার্য পালন করবে এবং তার পরের দিন পুনরায় মান করে পবিত্র হারে জীবাণুকে একপ্রস্তা সহকারে দুই দিগে মান করবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করবে। পতীর এক ও ভক্তি সহকারে জীবাণু পূজা করে এবং কেবলমাত্র দুই পান করে এই ব্রত পালন করবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে অর্ঘ্য প্রদান করবে এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে। প্রতিদিন

ভগবানের পূজা, নৈমিত্তিক কর্ম, যোগ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করবে, এইভাবে ব্রাহ্মণ দিন পর্যন্ত এই পরোক্ষ পালন করবে। প্রতিদিন থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশী পর্যন্ত পূর্ণিমা ব্রাহ্মচার্য পালন করে, দুহিতে পূর্বপূর্বক ত্রিসংখ্যায় মান করে এই ব্রত পালন করবে। এই সময় জল বিদ্য এবং ইন্দ্রিয়পূর্ণ ভোজের অন্তর্গত জ্যোতিষা করবে না এবং সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা রাহত হারে ভগবান কসুমেতে তরু ভক্ত হবে। তারপর, শাস্ত্রের ব্রাহ্মণদের সহায়তায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্রয়োদশী দিন পক্ষান্তের দ্বারা (মুখ, মৈ, বি, চিদি এক মন্ত্র) জীবাণুকে মান করবে। নিত্যপাত্রা তর্জন করে, মন্ত্র জপ করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান জীবাণু পূজা করবে। বি, দুধ এবং নন্দা দিগে চকু প্রদত্ত করে, সন্ধ্যাত চিত্তে পুত্রসুত বস্ত্রের দ্বারা ভগবানের আশ্রয় করবে এবং বিবিধ স্বাদবৃত্ত নৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করবে। এইভাবে ভগবানের আশ্রয় করবে। বৈকি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য্যক এবং (যোজ, উৎপাতা, অধর্ষ এবং ব্রাহ্ম নামক) তাঁর সহকারী পুরোহিতদের বহু, অলঙ্কার এবং গাভী মান করে সন্তুষ্ট করবে। এটিই বিদ্যার আশ্রয় পদ্ধতি বলে জানবে।”

“হে পরম পুত্র, তৎক্ষণাৎ আচার্য্যের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করবে এবং আচার্য্য ও পুরোহিতদের সন্তুষ্টিসাধন করবে। প্রসাদ বিতরণের সময় সেখানে সমাগত ব্রাহ্মণ এবং অন্য সমস্ত প্রাণীদের সন্তুষ্টিসাধন করবে। জীবাণু এবং সহকারী পুরোহিতদের (অধিকার) বহু, অলঙ্কার, গাভী এক অর্ঘ্য

সকল প্রদান করার দ্বারা সন্তুষ্টিসাধন করবে এবং প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমাগত চতুর্দশের পর্যন্ত সন্তুষ্টিসাধন করবে। পরিষ্কৃত, অন্ন, কণ্ঠ প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বিতরণ করবে। সকলকে বিদ্যুৎ প্রসাদ ভোজন করলে ভগবান জীবাণু অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই কলা কদম্বের মতো ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ড এবং আত্মব্রহ্ম সহ ব্রহ্ম প্রসাদ গ্রহণ করবেন। প্রতিদিন থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য বা ভক্তিপাঠ, বস্ত্রিভোজন এবং জীবাণুপূর্বক পঠের দ্বারা ভগবানের অর্চনা করবে। পরোক্ষ নামে প্রসিদ্ধ এই ব্রতের দ্বারা ভগবানের আশ্রয় করা যায়। আমার পিতামহ ব্রাহ্মণ কহে আমি এই ব্রত প্রাপ্ত হয়েছিলাম, একদা আমি তা সন্ধিত্যে কর্তব্য করলাম।”

“হে পরম সৌভাগ্যবর্তী, তুমি যেসব মন্তকে শুদ্ধ চেতনায় স্থির করে, এই পরোক্ষ অনুষ্ঠানের দ্বারা অল্প বয়সে ভগবান কেবলমাত্র ভজন কর। এই পরোক্ষকে সর্বজনকর্ম ব্রহ্ম। অর্ঘ্য এই ব্রহ্ম অনুষ্ঠানের ফলে আপনা থেকেই অন্য সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে যায়। এটি সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠানের অর্থ্য সর্বজনকর্ম। হে ভগ্নে, এটি সমস্ত ভগবান সার, এটিই মান এবং এটিই ভগবানের প্রসন্নতা সাধনের উপায়। যার দ্বারা অলঙ্কার ভগবান ভূষ্ট হন, তাই যেই নিরন্তর, শ্রেষ্ঠ ভগবান, শ্রেষ্ঠ মান, শ্রেষ্ঠ ব্রত ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। অতএব, হে কল্যাণী, তুমি এই নিরন্তর সন্তুষ্টি সাধন করে ব্রত করণ কর। তার ফলে ভগবান খীড়ই তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার অন্তর পূর্ণ করবেন।”

১১ ১১ ১১

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবানের অদিতির পুত্র স্বীকার

শ্রীশ শুকদেব গোদামী বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, এইভাবে যীশ পতি ভগবান দ্বারা উপলব্ধি হয়ে, অদিতি পালন পণ্ডিত্য করে ব্রহ্মণ নিম্ন আত্ম নিম্ন সহকারে

এই ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। পূর্ব ব্রাহ্মণের সহকারে অদিতি ভগবানের চিত্ত করে, বুদ্ধিমান সারথীর সাহায্যে মননশীল হন। ইন্দ্রিয়বান দুই অঙ্গের সংযত

করেছিলেন। তিনি একপ্র চিন্তে ভগবান বাসুদেবে ঘন
স্থির করে পরোহিত আচরণ কবেছিলেন। হে বাসুদেব,
তখন অমিত্যির সমুদ্রে চতুর্ভুজ পীতবাস, লঙ্ঘ-চক্র-গদা-
লঙ্ঘহারী আদিপুরুষ ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন।
ভগবান যখন অমিত্যির মোক্ষের গোরুরীভূত হয়েছিলেন,
অমিত্যি তখন নিবা অলম্বে অভিভূত হয়ে সহস্র উন্মিত
হয়েছিলেন এবং অরণ্য দত্তবৎ ভূপতিত হয়ে ভগবানকে
ঐশ্বর্য সম্বন্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। অমিত্যি
ভগবানের স্তব করতে সমর্থ না হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নীরবে
নীড়িয়ে রয়েছেন। ঐশ্বর্য নন্দনবৃন্দ তখন অলম্প্রসন্ন
হয়েছিল, তারা সেহে মোক্ষের সফল হতে লাগল এবং
ভগবানের কর্ণমন্ডিত গভীর অমল্যে ঐশ্বর্য বর্ণিত
হতে লাগল। হে মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত, অরণ্য সেই দেবী
অমিত্যি গভীর মেঘে স্থাপিত করে ভগবানের স্তব করতে
লাগলেন। তখন ব্রহ্মে হস্তিগণ তিনি কোন ব্রহ্মপতি
হস্তেব্রহ্মের ব্রহ্মপতিকে ঐশ্বর্য চক্র দ্বারা পান করছিলেন।”

দেবী অসিদ্ধি বলগেন—“হে বজ্রেশ্বর। হে
বজ্রপুরুষ। হে অমৃত। হে পুণ্যকীর্তি। হে ব্রহ্মমঙ্গল
নামধারী। হে ভগবান। হে পরমেশ্বর। হে তীর্থপন।
বিগ্নর জ্ঞানপথের দুঃখ উপশমের জন্য আকীর্ণত বীনময়
আগনি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। হে ভগবান,
তপনি সর্বব্যাপক বিহ্বল এবং এই বিহ্বল পূর্ণ স্বতন্ত্র
জট্টা, পালক ও সংহারক। যদিও আগনি জড় তবে
আগনের শক্তি নিবৃত্ত করেন, তবুও আগনি সর্বদা
অগ্নির আদি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন এবং কখনও সেই
স্থিতি থেকে বিচ্যুত হন না। কারণ আগনের জ্ঞান অচ্যুত
এবং আগনি সর্বদাই যে কোন পরিস্থিতির উপযুক্ত।
আগনি কখনও মায়ার দ্বারা মোহিত হন না। হে ভগবান,
আগি আগনকে আমায় সহজ প্রপত্তি নিবেদন করি। হে
অনন্ত। আগনি সন্তুষ্ট হলে ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ জায়, স্বা,
মর্ত্য; অথবা পাতালে ইচ্ছানুগুণ বেহ, অতুলনীর ঐশ্বর্য,
দূর-দূর-তায় এই ত্রিবর্গ, পূর্ণ দিবা জ্ঞান এবং জট
বোধানিহি অনায়াসে লাভ হতে পারে। অতএব
শ্রদ্ধার মতো তুমি লাভের কি আর কজ।”

শ্রীল ওকসেব গোদার্মী বলগেন—“হে মহারাজ
মরীচিক! হে ভরত! সর্বভূতের পরমাত্মা কমলগোচন
ভগবান জগদিতর দ্বারা এইভাবে স্তুত হইতে বলগিলেন,

‘হে দেবমাতা! শত্রুদের দ্বারা হতসম্পন্ন এবং দাসত্বান্বিত থেকে বিচ্যুত তোমার পুত্রসেবক মঙ্গলের জন্য দীর্ঘকাল ধরে বে বাসনা তুমি তোমার মনের মধ্যে গোপন করছে অথবা আমি? হে দেবী! আমি কৃপাক্ষে পারছি যে, তুমি মনোহরত অঙ্গুর্যেষ্ঠতম বুদ্ধে ভর্য করে তোমার দাসত্বান্বিত এবং ঐশ্বর্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে তোমার পুত্রগণ সহ আমার পুত্র করিতে ইচ্ছা করছে। ইহা বীসের জ্যেষ্ঠ সেই পুত্রদের দ্বারা বুদ্ধে নিহত শত্রুদের পত্নীমণ্ডকে তাঁদের মৃত পতির সামনে এসে ক্লিাপ্য করিতে দেখায় বাসনা করছে। তোমার যে পুত্রেরা বর্ষ এবং বী হারিয়েছে, সেই পুত্রেরা সুসমুদ্র হয়ে স্বর্গমোকে পুনরায় বাস করুক—জ তুমি দেখতে ইচ্ছা করছে।’ ”

“হে দেবমাতা! আমার মনে হয় যে, সমস্ত অসুর
রূপভিত্তিই প্রায় অজ্ঞান, কারণ, জগদান হাঁদের সর্বদা
অনুগ্রহ করেন সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাঁরা সুপ্রসিদ্ধ। তাই
তাঁদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা এখন সুখের কারণ হবে
না। হে দেবী! অসিদ্ধি। তবুও যেহেতু আমি তোমার
কৃত অনুগ্রহে সন্তুষ্ট হয়েছি, তাই তোমাকে অনুগ্রহ করার
জন্য আমাকে কোন উপায় অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।
কারণ আমার অর্চনা কখনই বিফল হয় না—এ অক্ষয়ই
অনুষ্ঠানকারীর অসানানুগ্রহে ফল প্রদান করে। তোমার
পুত্রদের রক্ষা করার জন্য আমি প্রয়োজন পালন করে
যথায়যথায় আমায় পূজা করেছে এবং জীব করেছে।
অতএব আমি কন্যা দুনির তপস্যায় হিত হয়ে স্বাংগে
তোমার পুত্র প্রদান করব এবং তোমার অন্য পুত্রদের
রক্ষা করব। আমি তোমার পতি কন্যাপের শরীতে
অবস্থিত আছি, এইভাবে সর্বদা আমাকে চিন্তা করে
তোমার পতির সন্ধান কর, যিনি তাঁর তপস্যায় প্রাণে
গচ্ছ হয়েছেন। হে দেবী! খেঁড় সিন্ধুস্যা করলেও এই
সিধিরাটী করণে কাঁছে প্রকাশ করে না। অত্যন্ত গোপনীয়
বিদ্য গোপন রাখলেই তা সফল হয়।”

শ্রীল কুমারসেব গোখরাবী বললেন—“এই কথা বলে ভগবান লোকান থেকে অবস্থিত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর পুরস্কারে আবিস্কৃত হবেন, এই দুর্ভাগ্যের লাভ করে অদ্বিতীয় কৃতার্থ হয়েছিলেন এবং পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছিলেন। অব্যর্থদৃষ্টি কণাশ মুনি সমাধিবোধে দর্শন করেছিলেন যে, ভগবানের আশে তাঁর

স্বাধা প্রতিষ্টা হয়েছিল। কায় হেমন দুটি কাঁকড়া গুঁড়ি নিয়ে
 দর্শন করিতে আসিল উৎসাহান করে, তেমনই ভগবানের
 চিত্তের সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ কণাল মূলি অধিতের গর্ভে ঐক্য
 তেজ সংস্থাপন করেছিলেন। ইচ্ছা স্বকন বৃদ্ধিতে
 পোষিতছিলেন যে, ভগবান অদিতির গর্ভে অধিতিত
 হরেক্ষেপ, প্রকন তিনি ভগবানের নিবন্ধান উজ্জ্বল করে
 ঐক্য প্রব কনতে গুঁড়ি করেছিলেন।”

ব্রাহ্মা জ্ঞানসম—“হে ভক্তবান, আশ্রয় কর হোক।
আপনার কার্যকলাপ অসাধারণ এবং সকলোই শুধুনার
মহিমা কীর্তন করে। হে ব্রাহ্মণ্যমেব, হে ত্রিগুণাবীণ,
আপনাকে আমি বার বার আমার সমস্ত প্রপত্তি নিবেদন
করি। সমস্ত জীবের হৃদয়ে যিনি অভূতাবীকরণে প্রথিত
হয়েছেন, সেই সর্বব্যাপ্ত ভগবান ত্রীবিবৃকে আমি আমার
সমস্ত প্রপত্তি নিবেদন করি। ত্রিগুণের ওঁর মাতিতে যিহা





ଅষ্টାଦଶ ଅধ্যାୟ

বামনদেবরূপে ভগবানের অবতরণ

শ্রীল গুরুদেব দ্বোদশী বল্লভেন—“ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানের কর্ম এবং বীর সম্বন্ধে কথ্য করলে, কথ্য-মৃত্যু রহিত ভগবান অস্তিত্বের পক্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঈশ চতুর্ভূজ নখ, পদ, পদ্ম এবং চক্র শোভিত, তাঁর পরনে লীলবসন এবং তাঁর হোথ দুটি যেন নৃপবিকশিত কমলপত্রের মতো। ভগবানের সেই শ্যামবর্ণ এবং সর্ষভাশ্রবে মায়াক্রান্ত। যবনকুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখপদ্ম অশূর্ব বৌদর্ভমণ্ডিত হরে শোভা পাচ্ছিল। তাঁর কণ্ঠে শ্রীধ্বস চিহ্ন, হাতে বলয়, ব্যক্তে অঙ্গন, মাথার মুকুট, কটিদেশে মেখলা, কক্কে যজ্ঞসূত্র এবং পায়ে নুপুর শোভা পাচ্ছিল। ভগবানের গলদেশে এক অসাধারণ বৌদর্ভমণ্ডিত কুলমালায় সুশোভিত ছিল এবং সেই ফুলগুলি অত্যন্ত সুবাসিত হওয়ার ফলে, যধুতরকুল যদুলোকে গন্ধন করাত কমাতে তাঁয় চতুর্দিকে উড়ছিল।

করে, তবুও তিনি ত্রিভুবনের অর্চ্য। পূর্বে আপনি
পৃথিবী পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে পরম বশী,
যাঁকে কেবল বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যয়ণেই ক্রমবদ্ধ করা যায়,
সেই আপনাকে আমি আমার সমস্ত প্রাণে নিবেদন করি।
হে ভগবান, আপনি ত্রিভুবনের আদি, মধ্য এবং অন্ত।
বেদে আপনি অমর শক্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানরূপে
পূজিত। হে প্রভু, পৃথিবী স্রোত যেমন তৃণ, পান্য আদি
আকর্ষণ করে, তেমনি আপনি কালরূপে এই জগতের
সকলকে আকর্ষণ করেন। হে ভগবান, আপনি স্বাক্ষর
অথবা জগৎ সমস্ত জীবের আদি জনক। আপনি
প্রজাপতিদের জনক। হে প্রভু, মৌর্য যেমন রাজমহা
ব্যক্তির একমাত্র ভবসা, তেমনই আপনি স্বর্ণজট
মেঘাস্রবের একমাত্র অস্ত্র।”

কষ্টে কৌতুক যশি ধারণ করে ভগবান যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ঐরূপ ক্রান্তি প্রজাপতি কণ্ঠ্যের ধূহের অঙ্কুরের দূর করেছিল। তখন সর্বমিক, নদী, সাগর প্রাচী কলাপের এবং সকলের হৃদয় নির্ভল হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ভাসের নিজ নিজ তপ প্রদর্শন করেছিল এবং খর্ষ, অস্বীকৃত ও পৃথিবীর সমস্ত জীবেরা হতবিস্ত হয়েছিল। দেবতা, বাড়ী, ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত গিরিপর্বত আনন্দে মগ্ন হয়েছিল। প্রথম দ্বাদশীর দিন (ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী) কখন চন্দ্র অবগত হয়েছিল, অজিভিৎ নক্ষত্রে পূরম শুভলগ্নে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবানের আবির্ভল অত্যন্ত মননজনক বলে মনে করে, সূর্য থেকে মনি পর্যন্ত সমস্ত নক্ষত্র এবং প্রহ অত্যন্ত উল্লস ও মননপ্রদ হয়েছিল।”

“ହେ ପ୍ରାଜ୍ଞ! ଆଜ୍ଞା ତିମିତେ ଜନ୍ମବଳ ଯଦନ ଅବିର୍ଭୁତ

হয়েছিলেন, সর্ব তখন মধ্য গগনে ছিল। পণ্ডিতেরা তা জানেন। এই দ্বাদশী বিজয়া নামে ঠাণ্ডা। তখন শব্দ, শব্দভি, ফুল, গন্ধ, আনন্দ প্রভৃতির একাতন জনিত হয়েছিল। এই সমস্ত বাসাব্যবহার এবং অন্যান্য বিবিধ খদ্যোতের তুলন শব্দ উদ্ভিত হয়েছিল। তখন অজস্ররূপ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ দান প্রেরণে এসে যুগি, সেবতা, যমু, পিতৃ ও অগ্নিদেবতার ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য ক্রম করেছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিশোর, কিম্বর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুশর্ন, বেষ্ট ভূতর এবং দেবতার অনুচরণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করে নৃত্য করতে করতে গুণিতের আশ্রয় পুষ্পবর্ষে সমাকীর্ণ করেছিল। অদ্বিতীয় যখন দেখলেন যে, ভগবান তাঁর যোগ্যতার দ্বারা চিরন্তন ধর্মের ধারণ করে তাঁর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। প্রজ্ঞাপতি কণ্ঠ্য তাঁকে দেখে বিস্ময়ে এবং অমল্যে অভিভূত হয়ে অরুণি করেছিলেন। ভগবান অলঙ্কার এবং অমূল্য তাঁর আমি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই নিত্য রূপ জড় জগতে প্রকাশিত নয়, তবুও তিনি এই রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর, তাঁর পিতৃ-মাতার সমক্ষেই একজন নতুন মতো তিনি বামন ব্রাহ্মণকুমার হয়েছিলেন। মহাবীরা সেই বামন ব্রাহ্মণকুমারকে মর্শন করে অজস্র ব্রীত হয়েছিলেন। তখন তাঁরা প্রজ্ঞাপতি কণ্ঠ্য মুনিকে অগ্রবর্তী করে তাঁর জাতকর্ম প্রকৃতি স্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। সেই বামনদেবের উপনয়নের সময় স্বয়ং সূর্যদেব গায়ত্রী যন্ত্র উপদেশ করেছিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র দান করেছিলেন এবং কণ্ঠ্য মুনি মেখলা প্রদান করেছিলেন। পৃথিবী তাঁকে কৃষ্ণজিন দান করেছিলেন, কম্পতি চন্দ্রদেব তাঁকে ব্রহ্মসত্তা (ব্রহ্মচারীর দণ্ড) দান করেছিলেন, তাঁর স্বা অদ্বিত্য তাঁকে কৌশলী দান করেছিলেন এবং স্বর্গ তাঁকে ছত্র দান করেছিলেন।

“হে রাক্ষস, তুমি সেই অমূল্য পদম পুরুষকে কমতল দান করেছিলেন, সপ্তবিংশত কণ দান করেছিলেন এবং সবস্তু দেবী ব্রহ্মাণ্ডের মালা দান করেছিলেন। এইভাবে বামনদেবের উপনয়ন হলে, যজ্ঞরাজ কৃষ্ণের ঠাকুর ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেছিলেন এবং সাক্ষাৎ ভগবতী

ভগবতী ভবানী দেবী তাঁকে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এইভাবে সত্বের দ্বারা সমাপ্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মচারী ভগবান বামনদেব তাঁর ব্রাহ্মচার্য্য প্রদর্শন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সৌন্দর্য্য ব্রাহ্মস্বয় সমাপ্ত সেই সত্যের সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করেছিল। ভগবান ব্রীহদ্রথদেব সম্রাট প্রকৃতি করে অর্চনা করেছিলেন এবং তাতে সমিধের দ্বারা হোম নিবেদন করে যজ্ঞ করেছিলেন।”

“ভগবান যখন ওনলেন, ভূতবংশীয় ব্রাহ্মণদেব তদ্ব্যবধানে বলি মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, তখন বলি মহারাজের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ ভগবান তাঁর গুরুত্বের প্রতি পনবিক্রমে পৃথিবীকে অবনত করতে করতে সেখানে গমন করেছিলেন। মর্শদা নদীর উত্তর তটে ভূতকল্হ নামক স্থানে ভূতবংশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিকটে উদ্ভিত সূর্যের মধ্যে বামনদেবকে মর্শন করেছিলেন। হে রাক্ষস, তখন বামনদেবের ভোজের প্রভাবে হতপ্রভ অভিভূত, বলমান বলি এবং সত্বসত্তার পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, কল্হ মর্শন করার বামনের স্বয়ং সূর্যদেব, মনস্কুমার অথবা অগ্নিদেব মধ্যমত হয়েছেন কি না। ভূতবংশীয় পুরোহিতেরা এবং তাঁদের শিষ্যেরা যখন এইভাবে নানা প্রকার চর্চাবিচর্চ করছিলেন, তখন ভগবান বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং জলপূর্ণ কমতল হাতে নিয়ে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞমত্রে প্রবেশ করেছিলেন। বৌদ্ধী মেখলা, যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণজিনের উত্তরীর ধারণ করে এবং অট্টধারী ব্রাহ্মণ বালকরূপে ভগবান বামনদেব সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর ভোজের প্রভাবে সমস্ত পুরোহিত এবং তাঁদের শিষ্যগণ হতপ্রভ হয়েছিলেন। তাঁরা তখন তাঁদের আসন থেকে উদ্ভিত হয়ে প্রণতি নিবেদন করে যথাবৎভাবে অভিনন্দন করেছিলেন। স্বয়ং দেহের প্রতিটি অঙ্গ তাঁর দেহের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ, সেই ভগবান বামনদেবকে মর্শন করে বলি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আসন প্রদান করেছিলেন। তারপর বলি মহারাজ মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিতে যিনি পবন সুন্দর সেই ভগবানকে আগত বাচনে অভিনন্দিত করে, তাঁর পায়ের প্রাকালনপূর্বক তাঁর অর্চনা করেছিলেন। দেবদেবের চন্দ্রবৈলি মহাদেব পরম চর্চ

সত্বদেব ভগবান ব্রীহদ্রথ ব্রীহদ্রথ উদ্ভূত দ্বারা মনস্কুমার প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ বলি মহারাজ ও মহাদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবান পাপপ্রকাশনের জন্য তাঁর যজ্ঞে যোগ করেছিলেন।”

বলি মহারাজ তখন বামনদেবকে বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে আমার আশ্রিত স্থাপ্তে জানাই এবং সত্ব প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি আমারে কল্হ, অমল্য আপনাকে জান্য কি করতে পারি। আমারে মনে হয়, আপনি ব্রাহ্মস্বয়ের সাক্ষাৎ ব্রীহদ্রথ ভগবান। হে ভগবান, যেহেতু আপনি কৃপা করে আমারে গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমারে পূর্বপুরুষেরা পরিতুষ্ট হয়েছেন, আমারে বশ পথি

হয়েছে এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদিভাবে সম্পন্ন হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! অশ্ব যজ্ঞটি শাস্ত্রে নির্দেশ অনুসারে প্রকৃতি হয়েছে এবং আমি আপনার পদাঙ্কিত ভোজের দ্বারা সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়েছি। তে প্রভু, আপনার কৃত চরণ-ভ্রমের স্পর্শের দ্বারা সার পৃথিবী পবিত্র হয়েছে। হে ব্রাহ্মণকুমার! মনে হয়, আপনি কোন কোন চিত্র প্রদী হতে এখানে এসেছেন। অতএব, আপনি বা নিত চান তাই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হে পুরুষ, আপনি আমার কাছ থেকে গাভী, স্বর্গ, সুসজ্জিত গৃহ, সুখ্যু আহার্য এবং পানীয়, ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব, হস্তী, রথ অথবা জাতি আপনি চান, তাই গ্রহণ করুন।”



উনবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের কাছে বামনদেবের দানভিক্ষা

ব্রীহদ্রথ ওকদেব গোহাতী বললেন—“বলি মহারাজের এই প্রকার মনোবুদ্ধির বাক্য শ্রবণ করে ভগবান বামনদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ বলি মহারাজ যখন ভিত্তিতে সেই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই ভগবান তখন তাঁর প্রবল্য করেছিলেন।”

ভগবান বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আপনি যখনই মহান, কারণ ঐহিক বিষয়ে ভূতবংশীয় ব্রাহ্মণেরা আপনার উপবেষ্টা এবং পরলৌকিক ধর্ম আপনার শব্দ প্রকৃতির নিত্যমহ কৃপণ্য মহাদেব মহারাজ আপনার উপবেষ্টা। আপনার কাক্য অতি সত্য এবং তা ধর্মীতির অনুকূল। আপনার এই আচরণ আপনার বশের উপযুক্ত এবং তা আপনার বশ বৃদ্ধি করবে। আমি অবগত আছি যে, এখনও পর্যন্ত আপনার বশে কোন সর্কীর্ণমণা অথবা কৃপণ ব্যক্তি জয়গ্রহণ করেননি, যিনি লাভক ব্রাহ্মণদের প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা প্রতিপ্রতি লিয়ে দান করেননি। হে বলি মহারাজ! আপনার বশে কখনও এমন কোন

সর্কীর্ণমণর জগতের জন্ম হয়নি যিনি তীর্থযানে ব্রাহ্মণদের প্রার্থিত বস্তু দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন অথবা বৃদ্ধমতে বৃদ্ধাচারী ক্রিয়াকে বৃদ্ধ দান করতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনার বশে বিশেষভাবে বশবী হয়েছেন, প্রমুদ মহারাজের উপস্থিতির ফলে, যিনি আকাশে চন্দ্রের মতো শোভা পান। আপনার বশে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছে, যিনি কাচও মহারাজা ব্যতীতই একান্তী কেবল তাঁর গদা নিয়ে সমস্ত নিক জয় করার জন্য সার পৃথিবী পর্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু তা শব্দও তিনি কোন প্রতিপ্রদী পুড়ে পাননি। পৃথিবীকে পড়োদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার সময় বরাক্ষণধারী বিষ্ণু তাঁর সমক্ষে অগত হিরণ্যাক্ষকে কষ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়েছিল এবং বিষ্ণু অতি কষ্টে হিরণ্যাক্ষকে কষ করে তাঁর অসামান্য বীর্য্য শ্রবণ করতে করতে নিজেই যথাযথ মিত্রী বশে মনে করেছিলেন। জাতক মৃত্যুসংগত শ্রবণ করে হিরণ্যকশিণু মহারাজে তাঁর জাত্যাতী

বিশুদ্ধ হওয়া কল্পনা তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপুকে মূল হস্তে কৃতান্তের মতো আসতে দেখে, মহাবীরের প্রধান এবং কালোচিত কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বৎ এইভাবে চিত্তে করেছিলেন। আমি যেখানে যেখানে যাব, এই হিরণ্যকশিপুও জীবনের মৃত্যুর ম্যায় সেইখানেই আমার অনুসরণ করবে। অতএব আমি তাঁর হস্তের প্রবেশ করব, কারণ সে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার কালে আমাকে দেখতে পাবে না।"

ভগবান বামনদেব বললেন—“হে দৈত্যরাজ! ভগবান বিষ্ণু এইভাবে নির্ণয় করে তাঁরবেগে তাঁর প্রতি ধারমান শত্রু হিরণ্যকশিপুকে শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। উদ্বিগ্নচিত্ত ভগবান বিষ্ণু অচিন্ত্য এক সুক্লম শরীর ধারণ করে, হিরণ্যকশিপুকে বাস আবুর মাধ্যমে তাঁর নানারক্য দ্বিধে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নিবাসস্থান মূল্য সেবে সর্বত্র তাঁর আবেশ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে বুঝে না গেলে হিরণ্যকশিপু মহাযোগে পর্জনম করতে করতে পৃথিবী, বর্ষ, মনুষ্য, আকাশ, পর্বত-গহ্বর এবং সমুদ্রের মাঝে তাঁর আবেশ করতে লাগলেন। কিন্তু মহাবীর হিরণ্যকশিপু কোথাও বিষ্ণুকে দেখতে পেলেন না। বিষ্ণুকে না দেখতে পেলে হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন, “আমি সমস্ত জগৎ অন্বেষণ করেও কোথাও আমার সাত্ব্যাতী বিষ্ণুকে দেখতে পেলো না। অতএব সে নিশ্চয়ই সেখানে বসন করেছে যেখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে)।” ভগবান বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। দেহাত্মক শরীরে তাঁর ব্যক্তির দ্রোহ কেবল অহঙ্কার এবং অজ্ঞানের কলোই হয়ে থাকে। প্রভুদের পুত্র, আপনায় লিপ্ত বিরোচন ছিলেন অত্যন্ত ব্রাহ্মণবংশল। যদিও তিনি জানতেন যে, দেবতারা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তাঁর কাছে এসেছেন, তবুও তাঁদের অনুযোগে তিনি তাঁর জায় তাঁদের দান করেছিলেন। গৃহস্থ-আশ্রমে অপরিত্র মহাত্মা ব্রাহ্মকেন্দ্র, আপনায় পূর্বপুরুষেরা এবং মহাবীরেরা, বীরা তাঁদের অতি উন্নত কার্যকলাপের জন্য লিপ্সু কীর্তি অর্জন করেছেন, তাপনিও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। হে দৈত্যরাজ! এমন বংশে গীর

জন্ম হয়েছে এবং যিনি উদারভাবে দান করতে সমর্থ, তাঁর কাছে আমি কেবল আমার নিজের পাত্রমিত ব্রাহ্মণ ভূমি প্রার্থনা করি। হে রাজন, হে জগৎপতি, আপনায় যদিও অত্যন্ত উদার এবং আমি বড় ইচ্ছা ভূমি আপনায় কাছে প্রার্থনা করতে পারি, তবুও আমি প্রয়োজনেও প্রতিবন্ধ কিছুই চাই না। কিয়ান ব্রাহ্মণ যদি কেবল তাঁর প্রয়োজন অনুসারেই অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর পাপ হয় না।”

যদি মহারাজ বললেন—“হে ব্রাহ্মণকুমার, তোমার উপবেশ বিজ্ঞ এবং বৃদ্ধদের মতো। কিন্তু তুমি বলক এবং তোমার বুদ্ধি অপরিণত। তাই তুমি তোমার স্বার্থ সঞ্চয়ে বদ্ধতাই অজ্ঞান। আমি শ্রিত্ববনের একমাত্র অধীশ্বর এবং তাই আমি তোমাকে একটি সমগ্র বীপ দান করতে পারি। আমার কাছে কিছু চাইতে এসে এবং মধুর বাক্যের দ্বারা আমাকে ভীত করে তুমি কেবল ত্রিগাণ ভূমি প্রার্থনা করছ, সেই জন্য তুমি নিতান্তই বুদ্ধিহীন। হে বলক, আমার কাছে যে ভিক্ষা করতে আসে, তাকে আর অন্য কোথাও ভিক্ষা করতে হত না। তাই, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তা হলে তুমি তোমার জীবিকা নির্বাহের যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ কর।”

ভগবান বললেন—“হে রাজন, ত্রিত্ববনের মধ্যে ইন্দ্রিয়কৃতি সাধনের বড় বড় রয়েছে, সেই সমস্ত বড় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে না। আমি যদি ত্রিগাণ ভূমি লাভ করে সন্তুষ্ট না হই, তা হলে নব্বটি বর্ষ সমন্বিত একটি বীপ লাভ করেও আমি সন্তুষ্ট হব না, তখন আমার সন্তুষ্ট লান্তের ইচ্ছা হবে। আমার ওনেছি যে মহারাজ পুণ্ড্র, মহারাজ নয় প্রভৃতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজারা সন্তুষ্টলৈক অবিপত্য লাভ করেও সন্তুষ্ট হননি অথবা তাঁদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হননি। প্রাক্তন কর্মের হলে বা লাভ হয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ অসংখ্যের কলঙ্কও সুখ প্রদান করতে পারে না। যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়, সে ত্রিত্বক লাভ করেও সুখী হতে পারে না। কামবাসনা এবং অর্থলিপ্সাই অসংখ্যের কারণ এবং এই অসংখ্যই সংসার জর্বার জগৎ-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু যদুজ্যেষ্ঠেরা না লাভ হয় তা নিয়েই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি এই সংসার থেকে মুক্ত

হওয়ার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ যদুজ্যেষ্ঠের লব্ধ বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট, তার তেজ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়, ঠিক যেমন জল ঢালায় কালে অধিক তেজ ক্রমশ হ্রাস পায়। অতএব, হে রাজন, লাভের মতো, শ্রেষ্ঠ আপনায় কাছে আমি কেবল ত্রিগাণ ভূমি প্রার্থনা করছি। সেই মনের কলোই আমি সন্তুষ্ট হব, কারণ প্রয়োজনের অনুকূল বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করে।”

শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দী বললেন—“যদি মহারাজকে ভগবান এই কথা বললে, যদি মহারাজ হেসে বলেছিলেন, “কেল, তোমার যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ কর।” তারপর বামনদেবকে ভূমি দান করার জন্য সতর্ক করতে তিনি জ্ঞানপাত্র গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ গুরুদেব তখন বিষ্ণুর অভিত্যাক্ষ কৃষ্ণে পেরে, ভগবান বামনদেবকে সব কিছু দান করতে উদাত তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন—“হে বিরোচন-নন্দন, বামনদেব এই ব্রাহ্মচারী অব্যাক্ষর্য সাধক ভগবান বিষ্ণু। কল্যাণ ভূমি এবং অদ্বিতীয় পুরুষ ইনি দেবতাদের কার্যসংস্থান করার জন্য অবিরূপ হয়েছেন। তাঁকে ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কালে, তুমি যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি স্রাস্ত হতেছ, তা তুমি জান না। এই প্রতিশ্রুতি তোমার পক্ষে হিতকর বলে আমি মনে করি না। তার কালে দৈত্যদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হবে। এই কপট ব্রাহ্মচারী কোথায় ব্যক্তিটি হচ্ছেন ভগবান প্রীহরি, যিনি তোমার রাজ্য, ঐশ্বর্য, শ্রী, তেজ, বশ এবং জ্ঞান সমস্ত হরণ করার জন্য এখানে এসেছেন। তোমার সর্বস্ব অপহরণ করে তিনি তা তোমার শত্রু ইন্দ্রকে দান করবেন। তুমি তাঁকে ত্রিগাণ ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। কিন্তু তুমি যখন তাঁকে তা দান করবে, তখন তিনি ত্রিত্বক অধিকার করবেন। হে মূঢ়। তুমি যে কি মহা ভুল করছ তা তুমি জান না। বিষ্ণুকে সব কিছু দান করলে তুমি জীবিকা নির্বাহ করবে কিভাবে? বামনদেব তাঁর এক পদবিক্ষেপের দ্বারা পৃথিবী, জলপথ, জিহীয়া পদবিক্ষেপের দ্বারা স্বর্গ এবং তারপর বিদ্যুৎ শরীরের দ্বারা অস্ত্রীয় অধিকার করবেন। তখন তাঁর তৃতীয় পদবিক্ষেপের দ্বারা কোথায় হবে? তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালনে নিশ্চয়ই অসমর্থ হবে এবং আমি মনে করি যে, তোমার এই ব্রাহ্মণতার কালে নিশ্চয়ই তোমার

শরকে স্থিতি হবে। যে দানে নিজের জীবিকা পর্যন্ত নিগর হয়, প্রতিভেরা সেই প্রকার দানের প্রশংসা করেন না। দান, বস্ত্র, উপহার এবং তর্ক অনুষ্ঠান করা কেবল তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, বীরা যদুজ্যেষ্ঠেরা তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন। (যারা নিজেদের ভবন-পোষক করতে পারে না, তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।) অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি ধর্ম, বশ, অর্থ, কাম এবং স্বাস্থ্য পালনের জন্য তাঁর বিত্তকে পাটভাগে বিভক্ত করে ইহলোকে একা পরলোকে সুখী হন। যদি কল যে তুমি ইতিমধ্যেই প্রতিজ্ঞা করেছ, সুতরাং তুমি তা প্রত্যয়ান করবে কি করে? হে অনুপ্রবেষ্ট, এই বিষয়ে বক্তৃতা-ক্রটিও দানী আমার কাছে প্রবণ নয়। ঐ শব্দে দানী যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তা সত্য এবং ঐ শব্দ না থাকলে তা মিথ্যা। যেসে বলা হয়েছে সে, সত্যই এই দেহক্লম বৃক্ষের মূল এবং কলব্রহ্মণ। কিন্তু দেহক্লম বৃক্ষই যদি না থাকে, তা হলে তাতে সত্যরূপ মূল এবং কলের সত্যতা থাকে না। মিথ্যা যদি সেই দেহক্লম বৃক্ষের মূল হয়, তা হলে প্রায় সাত্যক্য ব্যতীত সত্যরূপ মূল এবং কল লাভ করা যায় না। বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হলে যেমন প্রাণ উৎপাটিত হয় এবং প্রাণ হতে প্রাণ করে, তেমনিই যে ব্যক্তি তার গেকের বস্ত্র নেয় না, তা মিথ্যা বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ মিথ্যাকে যদি উৎপাটিত করা হয়, তা হলে সেই প্রাণ হতে যায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঐ শব্দের উচ্চারণ মানুষের কল-সম্পদের বিয়োগের সূচক, অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণের কালে মানুষ কল-সম্পদের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, কারণ তা তার কল-সম্পত্তিকে দূরে নিয়ে যায়। ধন মূল হওয়া অতুপ্তিক, কারণ তখন মানুষ তার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে না। পক্ষাঘাতের কল যাও যে, ঐ শব্দের ব্যবহারের কালে মানুষ পরিত্রস্ত হয়। বিশেষ করে কেউ কল দরিদ্র ব্যক্তি বা ভিক্ষুককে ঐ শব্দ উচ্চারণ করে দান করে, তখন তার আত্ম উৎপাতি এবং ইন্দ্রিয়কৃতি অপূর্ণ থাকে। অতএব যা কলই নিগরক। সেটি মিথ্যা হলেও তা সর্বভোজ্যে রসক করে, তা অন্যের অনুকম্পার আকর্ষণ করে এবং অন্যের কাছ থেকে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার পূর্ব সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু সে ব্যক্তি সব সময় বলে যে, তার কাছে কিছু নেই, সে নিশ্চিন্ত এবং জীবিত

অবস্থায়ও মৃত অথবা সে শাস গ্রহণ করলেও তাকে বধ করা উচিত। শ্রীলোককে বশীভূত করতে, পরিহাস, বিবাহ, জীবিলা অর্জনে, জীবন বিপন্ন হলে, গাভী এবং

হাস্যাত্মক হিয়ার্থে অথবা শত্রুর চাত খেতে কাট্টেও লক্ষ্য করার সময় মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ নয়।”



বিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের সর্বস্ব সমর্পণ

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে রাজন, কুলগুরু তন্ত্রচর্চায় দ্বারা এইভাবে উপদ্রষ্ট হয়ে, বলি মহারাজ অশকল মৌনভাষে নিচর করে তাঁর গুরুসেবকে বলাতে লাগলেন।”

বলি মহারাজ বললেন—“অগনি বলেছেন, যে ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, যশ এবং জীবিলায় প্রতিবন্ধক নয়, তাই গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম। আমিও সেই কথা সত্য বলে মনে করি। আমি প্রভু মহারাজের পৌত্র। আমি ভূমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আর্থের শালসায় বিভায়ে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি। আমি বিভায়ে একজন সাধারণ প্রবন্ধকের মতো আচরণ করতে পারি, বিশেষ করে একজন ব্রাহ্মণের প্রতি। প্রসঙ্গ থেকে গুরুতর অর্থ জার কিছুই নেই। সেই জন্যই অত্যা কষ্টকর বলেছিলেন, “আমি মিথ্যাবাদী মানুষ ব্যতীত অন্য যে কোন জার বহন করতে পারি।” আমি ব্রাহ্মণকে বধিত করতে খেড়াই ভয় করি, মরক, পরিদ্রা, দুঃখের সমুদ্র, পদচ্যুতি ভিক্ষা মৃত্যু থেকেও আমি ততটা ভীত নই।”

“হে প্রভু, সেখান, এই জনপদের সমস্ত সম্পদ মৃত পুরুষকে পরিত্যাগ করে। অতএব, যে সম্পদ মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যাবে, সেই সম্পদ দিয়ে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করা চোক না কেন? ধর্মীতি, নির্বি প্রভৃতি মহাখাদ্য জনসাধারণের উপকারের জন্য তাঁদের জীল পর্যন্ত উপহার করতে প্রস্তুত ছিলেন। এটিই ঐতিহাসিক প্রমাণ। অতএব এই সাধন্য ভূমি পরিত্যাগে বিবেচনা করার কি আছে?”

“হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে অপর্যাপ্ত যে সমস্ত মহান সৈন্য ব্রাহ্মণ এই পৃথিবী ভোগ করেছিলেন, কাল তাঁদের সব কিছু হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের সঞ্চিত ঋণোয়শি হরণ করতে পারেনি। অর্থাৎ কেবল যশ লাভ করানই চেষ্টা করা উচিত। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, কে মানুষ যুদ্ধে ভীত না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু তীর্থস্থান সৃষ্টি করেন যে মহাত্মা তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত ধন দান করার সৌভাগ্য বুঝ কম মানুষকেই হয়। দান করার ফলে উন্নয়ন কার্যকর ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আরও যজ্ঞলজ্জক হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে আত্মার মতো ব্যক্তিকে বহন দান করা হয়। অতএব এই কৃষ্ণ ব্রাহ্মণী আমার কাছে যা চাইবেন, আমি তাই তাঁকে দান করব।”

“হে মুনিবর, বেদবিহিত যজ্ঞকর্মে নিপুণ আপনাদের মতো মহাবীর্য সর্ব অবস্থাতেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। তাই সেই বিষ্ণু আমাদের সমস্ত ধন দান করার জন্যই আসুন অথবা স্বতন্ত্ররূপে দত্তদান করার জন্যই আসুন। আমার কর্তব্য তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর অনুবোধ অনুসারে তাঁকে তাঁর প্রদত্ত ভূমি দান করা। তিনি স্বয়ং বিষ্ণু হলেও ভরবশত ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে আমাদের কাছে ভিক্ষা করতে এসেছেন। অতএব যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণরূপে এসেছেন, তাই তিনি যদি অর্থ সহকারে আমাদের বহন করেন অথবা হত্যাও করেন, তবুও আমি এই শত্রুদেরও হিংসা করব না। যদি ইনি উত্তমলোক বিষ্ণুই হন, তা হলে তিনি তাঁর কীর্তি

পরিত্যাগ করবেন না। হয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বধ করে এই ভূমি গ্রহণ করবেন, নয়তো আমার দ্বারা নিহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই নষ্ট হবেন।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“তাঁরপর গুরু গুরুচার্য ভগবানের শ্রেণ্যাবলম্বিত উল্লসিত, সত্যপ্রিয়, তাঁর যাকো অশ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাঁর আদেশ লঙ্ঘনকারী দ্বিধা বর্জন মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। যদিও তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবুও ভূমি মিলেছে মৃত বড় পাণ্ডিত বলে মনে করছ এবং তাই তুমি এতই উত্তম হয়েছ যে, আমার আদেশ লঙ্ঘন করছ। আমাদের এইভাবে উপেক্ষা করার কাল ভূমি অতিরেই তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য নষ্ট হবে।”

“তাঁর গুরু দ্বারা অভিশাপ ইত্যাদি সত্যও মহাপুরুষ বলি মহারাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে কলিত হননি। তাই, প্রথা অনুসারে তিনি বাঘনদেবকে প্রথমে জলদান করেছিলেন, তারপর প্রতিজ্ঞিত ভূমি দান করেছিলেন। যুক্তযালায় শোভিতা বলি মহারাজের পত্নী বিজয়বলি তখন ভগবানের পাদপ্রাক্ষণের জন্য ভ্রমপূর্ণ বর্ণকলস নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। হজয়ান বলি তখন হর্ষভরে ভগবান কমনসেবের শ্রীপদপদ্ম প্রক্ষালন করেছিলেন এবং তাঁরপর বিজয়বলি সেই চক্ৰামৃত তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন। তখন স্বগৃহিত দেবতা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারপোরা বলি মহারাজের নিতগতিতার অভ্যন্তর প্রসন্ন হয়ে, তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করে তাঁর ইন্দ্র গুণ বর্ণন করতে লাগলেন। তখন গন্ধর্ব, কিন্নর এবং কিন্নরেরা হাজার হাজার মৃদুভি বরকোর নিমিত্ত করে মন্ত আনন্দে কোথো করতে লাগলেন—“এই বলি মহারাজ কত মহান এবং তিনি কি সুন্দর কর্ম অনুষ্ঠান করেছেন। যদিও তিনি জানতেন যে, বিষ্ণু তাঁর মস্তকের পক্ষপাতী, তবুও তিনি তাঁকে দ্বিলোক দান করেছেন।”

“তখন অনন্ত ভগবানের বামনরূপ বর্ণিত হতে লাগল। পৃথিবী, আকাশ, বিকসমুদ্র, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন রজ, সমুদ্র, পণ্ড, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা এবং অনিগণ সেই বিগ্রহে অবস্থিত ছিল। বলি মহারাজ তখন সমস্ত অধিক, আচার্য এবং সমস্তগণ সহ ভগবানের ঐশ্বর্য সম্বন্ধিত বিরাট শরীর বর্ণন করেছিলেন। সেই শরীরে সমস্ত কুল উপাশল, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিবর, স্না, বুদ্ধি, অহঙ্কার,

বিভিন্ন প্রকার জীব এবং প্রিওলের জিয়া ভিত্তিকিয়া জিনি ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ছিল। তারপর, ইন্দ্রপুত্র অধিষ্ঠিত বলি মহারাজ ভগবানের সেই নিখুঁতরূপের পদতলে রসাতল প্রকৃতি অথলোক, পদযুগলে পৃথিবী, জলধার পর্বতসমূহ, স্বামুতে পক্ষীসমূহ এবং তাঁর উকতে বহুগণতে দর্শন করলেন। বলি মহারাজ দেখলেন ভগবান উত্তরমুখ বসনে সঙ্কাসদেবী, ওহ্যনেশে প্রজাপতিগণ, কটির সমুদ্রভাগে অস্ত্রদেব পার্শ্বদেব সহ নিজেকে, সন্তিমণ্ডলে অক্ষাণ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সমুদ্র এবং বক্ষে নক্ষত্রগতি। হে রাজন, তিনি দেখলেন বুরগির হলরে ধর্ম, জনক্রে প্রিয় ও সত্য বাক্য, মনে চক্র, বাক্য পঞ্চহস্তা গজদেবী, তর্ক সমস্ত বেদ এবং সমস্ত শম্বাতি, স্মৃতি ইন্দ্ৰ প্রমুখ দেবতাসম, কর্ণধরে সিন্দুমুখ, মস্তকে স্বর্ষ, কোল রেখমালা, নাসিকায় বায়ু, নেত্রযে সূর্য, বদনে অগ্নিদেব। তাঁর বাহ্যে সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ, ক্রিয়াক্ষমত্ব, ক্রিয়ুগলে বিনি-নিবেদ, চোখে পলকো উদ্ভীলন এবং নিমীলনে বিধা ও রাত্রি, লক্ষ্যে ক্রোধ, অধরে মোহ। হে রাজন, তাঁর স্পর্শে কায়, তাঁর বীর্বে সলিল, পৃষ্ঠে সর্ঘ্য, পাণ্ডিকোপে বজ্র, ছোয়ার মৃত্যু, হামিতে কামা এবং শরীরের চোমরাজিতে গুববিসমুহ। তাঁর নাড়ীসমূহে নদী, নখে শিলাচাশি, কুক্ষিতে ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিগণ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং সমস্ত শরীরে কুল ও জন্ম সমস্ত জীব। এইভাবে বলি মহারাজ ভগবানের বিরাট শরীরে সব কিছু বর্ণন করেছিলেন।”

“হে রাজন, বলি মহারাজের অনুগামী অনুবোদা বন্ধ ভগবানের ক্রিষ্টরূপে নির্ঝল কুল, সুন্দর চক্র, অসমুদ্রে ভ্রমসম্পন্ন মেঘের মতো শঙ্খাঙ্গী শাখ ধনুর্ বর্ণন করেছিল, তখন তারা সকলে তাদের হৃদয়ে খেদ অনুভব করেছিল। তখন মেঘের মতো গভীর বাদ্যুত পাকজন্ম শব্দ, অত্যন্ত কোবতী কৌমোদী মাত্রক পদা, নিদ্যধর নামক অগ্নি, শত শত চক্রাকৃতি কলকবুত ঢাল এবং অক্ষরসারক নামক শ্রেষ্ঠ কুল—তারা সমস্তই একত্রে ভগবানের গুণ করতে লাগলেন। সমস্ত সৌন্দর্য্যলক্ষণ সহ সূন্য আদি প্রথম পার্শ্বের উল্লসিত ক্রিষ্টা, জন্ম, মৃত্যু আকৃতি কুল শোভিত ভগবানের গুণ করতে লাগলেন। ভগবানের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং কৌমুদ হনি ছিল। তাঁর পরনে নীতবস্ত্র, মেঘলা এবং তিনি

যদিও বেঁচেই ছিলেন। হে রাজন, এইভাবে নিজেদের প্রকাশ করে ভগবান ত্রিবিষ্ণু তাঁর এক পাশের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী, তাঁর পরীক্ষার দ্বারা আকাশ এবং হস্তের দ্বারা বিভিন্ন নিক আচ্ছাদিত করেছিলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁর দ্বিতীয় পদদ্বয়কে

দ্বারা স্বর্গলোক আচ্ছাদিত করেছিলেন, তখন তখন তাঁর পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা অগ্নির দ্বারা জ্বলন্ত করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা জল দ্বারা ভাসিয়ে দেন। তাঁর চতুর্থ পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা পৃথিবী দ্বারা ভাসিয়ে দেন। তাঁর পঞ্চম পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা পৃথিবী দ্বারা ভাসিয়ে দেন। তাঁর ষষ্ঠ পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা পৃথিবী দ্বারা ভাসিয়ে দেন। তাঁর সপ্তম পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা পৃথিবী দ্বারা ভাসিয়ে দেন। তাঁর অষ্টম পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা পৃথিবী দ্বারা ভাসিয়ে দেন। তাঁর নবম পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা পৃথিবী দ্বারা ভাসিয়ে দেন। তাঁর দশম পদদ্বয়কে তাঁর দ্বারা পৃথিবী দ্বারা ভাসিয়ে দেন।

* * *

একবিংশতি অধ্যায়

ভগবান কর্তৃক বলি মহারাজের বন্ধন

শ্রীলোকেশ্বর গোপালী কহিলেন—“পূর্বে বলি মহারাজের পুত্র হইয়াছিল সেই ব্রহ্মা যখন দেখিলেন, ভগবান বামনদেবের পদ-সংস্পর্শের ক্ষমতা তাঁর ধর্ম ব্রহ্মলোকের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তিনি ভগবানের সমীপকর্তী হইয়াছিলেন। অতীতি প্রমুখ কবিগণ এবং কনকন প্রমুখ মহাশয় যোগীরাও তখন ব্রহ্মা সবে ছিলেন। হে রাজন, তখন পার্বতী সবে ব্রহ্মাকে নিত্যতত্ত্ব বুঝে কলে মনে হইয়াছিল। তখন যম, নিরম, ন্যার শত্রু, ইতিহাস, বিজ্ঞ, কব প্রকৃতি প্রভৃ, পুরাণ, সাহিত্য, বেদ, আত্মবোধন উপদেশে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ মহাভাগবৎ এবং তাঁরা যোগবোধন দ্বারা প্রকৃতি জ্ঞানপ্রিয় বলে কর্মকলা নন্দ করেছেন, সেই সমস্ত পুরুষগণ, অন্যান্য সত্যলোকবাসীগণ ব্রহ্মা সীহরিষ সেই পাদপদ্মের স্পর্শ করায় কলে কর্মকলার দ্বারা প্রভা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁরা সকলেই সীহরিষ পাদপদ্ম কলার কলে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তারপর ব্রহ্মা উর্ধ্বদিকে প্রসারিত বিষ্ণুর পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পাদ্যার্থ প্রদান করিলেন এবং ভগবানের নতিপদ্য থেকে বীর ভক্ত হইয়াছিল সেই ব্রহ্মা ভক্তির দ্বারা বিষ্ণুর আর্চনা করে কলে কলে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে রাজন, ব্রহ্মা কনকন প্রমুখ বীর উৎকর্ষ বামনদেবের পাদপদ্ম যোগ করে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ার স্বর্ণরূপে পরিণত হইয়াছিল সেই নবী আকাশে প্রবাহিত হয়ে ভগবানের বিমল কীর্তির মধ্যে প্রিলোক পবিত্র করিতে। ব্রহ্মা এবং বিভিন্ন লোকের

সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের পরম প্রভু বামনদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন, যিনি তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপকে ছোট করে তাঁর আদি রূপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁর পূজার জন্য সমস্ত উপচার সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা সূর্য্য, চন্দ্র, জল, পানি, অর্ঘ্য, অগ্নি-চন্দ্রকল অলংকরণ, ধূপ, গন্ধ, বহি, অক্ষত শস্য, ফল, অমৃত, ভগবানের মহাভাগ্যসূচক গুণ, জয়ধ্বনি, নৃত্য, কাদা, গীত, গায়ত্রী এবং নৃত্যের দ্বারা সর্বত্র ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। ব্রহ্মাও জয়ধ্বনি তখন সেই উৎসবে সমাগত হইয়া ভৈরব শব্দে সর্বত্র ভগবান বামনদেবের বিস্তার ঘোষণা করেছিলেন। বলি মহারাজের অনুগামী অসুরেরা যখন দেখল, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে গৃহস্থেরা তাদের প্রভুর সর্বত্র প্রিয়তা তুমি ভিকার অহিলার বামনদেব অলংকরণ করেছেন, তখন তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগল।”

“এই বামন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নহে, এ মায়াবীলোক বিষ্ণু। ব্রাহ্মণবর্গে তার অকল গোপন করে সে সেকল্যের স্বার্থপরতা চেষ্টা করছে। আমাদের প্রভু বলি মহারাজ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁর দণ্ডবানের সমস্ত পরিজ্ঞান করেছেন। সেই সুযোগে আমাদের চিরন্তন বিষ্ণু ব্রহ্মচারী ভিকারবর্গে তাঁর সর্বত্র হরণ করেছে। আমাদের প্রভু বলি মহারাজ সর্বদাই সত্যব্রত, বিশেষ করে এখন, যেহেতু তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বীজিত হইয়াছেন। তিনি সর্বদাই ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং মহাবান, তিনি কখনই

মিত্রা কথা বলতে পারেন না। ‘তাঁর আমাদের কর্তব্য এই বামনরূপী বিষ্ণুর নন্দ করা। এটিই আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রভুর সেবা করার উপায়।’ এইভাবে সর্বত্র বলি মহারাজের অনুষ্ঠান অনুসরণ বামনদেবকে ধর্ম করার উদ্দেশ্যে আত্মধারণ করেছিল।”

“হে রাজন, স্বভাবত ক্রুদ্ধ অসুরেরা উদ্বেজিত হইয়া তাদের পুত্র, ভ্রাতা আদি অন্য ছাড়া নিজে বলি মহারাজের অনুষ্ঠান সবে ও ভগবান বামনদেবকে নন্দ করার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। হে রাজন, হিংসা-পর্যাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবসৈন্যের আসিতে দেখে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুষ্ঠান হইয়াছিলেন। তাঁদের অস্ত্র উল্লংঘন করে তাঁরা সৈন্যদের নিরস্ত করতে লাগলেন। অশ্রুত হস্তীত্বা কলশালী ভগবৎ-পার্বতী নন্দ, সুন্দর, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কৃষ্ণ, কৃষ্ণাঙ্গ, বিষ্ণুসেন, পত্নিরহি (পত্নী), অমৃত, ক্রতুসেন, পূর্ণরূপ এবং সত্যত অসুর-সৈন্যদের নিশা করেছিলেন। বলি মহারাজ যখন দেখলেন, তাঁর সৈন্যেরা বিষ্ণুর পার্বতীর দ্বারা নিহত হইয়াছে, তখন তিনি ভগবানের অস্ত্রাশ্রয় স্বরণ করে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। হে বিষ্ণুচক্রি, হে ব্রহ্ম, হে মেঘি, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। এক্ষণি যুদ্ধ বন্ধ কর, কারণ কর্তব্য কল আমাদের অনুষ্ঠান নয়। হে বৈষ্ণবগণ, যিনি সমস্ত জীবে সুখ এবং দুঃখ প্রদানকারী সেই ভগবানকে কেউই পৌরুষের দ্বারা পরাস্ত করতে পারে না। ভগবানের প্রতিনিধি কাল, যিনি পূর্বে আমাদের অনুষ্ঠান ছিলেন এবং সেকল্যের প্রতিকূল ছিলেন, সেই কাল এখন আমাদের বিপরীত হইয়াছেন। কোন জীবই বল, মস্তীসের পরামর্শ, বুদ্ধি, স্বর্গনাতি, দুর্গ, হস্ত, ঠোঁট অথবা অন্য কোন উপায়ে দ্বারা ভগবানের প্রতিনিধি কালকে অতিক্রম করতে পারে না। পূর্বে সৈন্যকে বীজিত হইয়া যেমত বহুবার বিষ্ণুর এই সমস্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা পরাজিত করেছি, আজ তারাই দ্বারা আমাদের পরাজিত করে সিংহাসন করছে। ঠোঁট বলি আমাদের অনুষ্ঠান হয়, তা হলে আমরা আবার তাদের পরাজিত করতে পারব। অতএব সেই অনুষ্ঠান কালের জন্য প্রতীক্ষা করা কর্তব্য।”

শ্রীলোকেশ্বর গোপালী কহিলেন—“হে রাজন, বিষ্ণুর অনুষ্ঠানের দ্বারা বিভাজিত সৈন্যসমূহের পতন তাদের প্রভুর দ্বারা শ্রবণ করে রূপান্তর প্রবেশ করেছিল। তাঁরা যজ্ঞক্ষেত্রে সোমরস পানের দিন পক্ষীরাজ গজকর্তার প্রভুর অভিলেখ বুঝতে পেরে, বরুণ পাশের দ্বারা বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন। সর্বোত্তম প্রভাবালী ভগবান বিষ্ণু যখন এইভাবে বলি মহারাজকে বন্ধন করলেন, তখন উর্ধ্ব এবং অধঃলোকের সমস্ত নিকে এক মহা হাহাকার দ্বারা উদ্বেজিত হইয়াছিল।”

“হে রাজন, ভগবান বামনদেব যখন বরুণপাশে আবদ্ধ নষ্টীল অস্ত্র বিষ্ণু, উদার এবং বশী বলি মহারাজকে বন্ধন করেছিলেন। হে বৈষ্ণবগণ, তুমি আনাকে ত্রিশাধু তুমি দান করার প্রতিশ্রুতি নিষেধ, কিন্তু আমি দুই পদেই সমস্ত ব্রহ্মাও আবৃত করেছি। এখন আমার তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করব যা তুমি স্থির কর। নন্দরূপ সহ সূর্য ও চন্দ্র যতদূর বিস্তার বিস্তার করে এবং যতদূর যেন বারি বর্ষণ করে, ব্রহ্মাও সেই সমস্ত তুমি যেমত অধিকারে রয়েছে। যেমত অধিকৃত তুমি যোগে আমি এক পদদ্বয়ানের দ্বারা তুর্লভ অধিকার করেছি এবং আমার পরীক্ষার দ্বারা সমস্ত আকাশ ও সমস্ত নিক অধিকার করেছি এবং যেমত উপস্থিতিতে আমার দ্বিতীয় পদদ্বয়ানের দ্বারা আমি স্বর্গলোক অধিকার করেছি। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে দান না করতে পারায়, যেমত পাতালে কাসই শাস্তসম্মত। অতএব, তোমার এক ব্রহ্মচারীর নির্দেশ অনুসারে তুমি পাতালে গিয়ে বস কর। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত বন্ধ প্রদান না করে অচক্রে বঞ্চিত করে, তার স্বর্গে উন্নীত হওয়ার অকল্য মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া প্রভৃ প্রভৃ কথা, সে মহাকে অধ্যবসিত হয়। তুমি তোমার ঐশ্বর্য্যার্থে পবিত্র হইয়া আনাকে তুমি দান করার প্রতিশ্রুতি করেছিলেন, কিন্তু যেমত সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারনি। তাই এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গরূপ দ্বারা বাসের বলে তুমি কর্তব্য বহু মরক ভোগ কর।”



দাবিংশতি অধ্যায়

বলি মহারাজের আত্মসমর্পণ

শ্রীল ওকসেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজান, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, ভগবান বামনদেব এইভাবে বলির অর্নিট সাক্ষ্য করেছিলেন, তবুও বলি মহারাজ তাঁর সমস্ত অবিচলিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি বলে মনে করে, এই কথাগুলি বলেছিলেন।”

বলি মহারাজ বললেন—“হে উত্তমমোক্ষ, হে দেবপুত্র, আপনি যদি মনে করেন যে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়েছে, তা হলে আমি তা অস্বীকার করে সত্যে পরিণত করব। আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভুল হতে দিতে পারি না। তাই, ব্রহ্মা করে আপনি আমার সমস্তকে আপনার তৃতীয় পদ প্রদান করুন। আমি অপরাধকে যেভাবে ভয় করি, সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, অর্থহীনতা, বহুপাশ অথবা আপনার প্রদত্ত দত্ত থেকেও আমি সেই প্রকার ভীত নই। মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধু যদিও কখনও কখনও শুভাকাঙ্ক্ষীভাবে মতামত করেন, তবুও তাঁরা তাঁদের আশ্রিতজনকে কখনও এইভাবে মতামত করেন না। কিন্তু আপনি যেহেতু পরম আরাধ্য ভগবান, তাই আমি আপনার প্রদত্ত এই দত্তকে সব চাইতে প্রশংসনীয় বলে মনে করি। যেহেতু আপনি পরোক্ষভাবে আমাদের মতো অসুরদের পরম হিতকরী, তাই আপনি শত্রু ভূমিকা অবলম্বন করে আমাদের পরম হিত সাধন করেন। যেহেতু আমাদের মতো অসুরেরা সর্বদাই প্রতিষ্ঠা অক্ষাঙ্ক করে, সেই হেতু আপনি আমাদের হতদান করে প্রকৃত সংপদ দর্শন করার ক্ষমতা দান করেন। বহু অসুরেরা আপনার প্রতি নিজের কৈরীভাবপূর্ণ হয়ে অবশেষে মহান যোগীদের লজ্জা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি এক কার্কেয় দ্বারা অনেক উল্লেখ্য সাধন করতে পারেন এবং তার কলে যদিও আপনি আমাদের নানাভাবে মতামত করেছেন এবং বহুপাশে অধঃপতন করেছেন, তবুও আমি একটুও লজ্জা বা কণ্ঠা অনুভব করছি না। আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ

আপনার সমস্ত ভক্তদের পূজনীয়। যদিও তিনি তাঁর নিজস্ব হিতাশ্রয়ী কঠোর নান্যভাবে নির্বাহিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি আপনার লক্ষণগত হস্তে আপনার প্রতি প্রত্যাশারূপে ছিলেন। এই জড় দেহের কি প্রয়োজন, যা জীবনান্তে আপনাকে থেকেই তার মলিককে পরিত্যাগ করে? আত্মীয়-বন্ধনের কি প্রয়োজন যারা প্রকৃতপক্ষে কখনও অপহরণ করে, যা ভগবানের চিত্তের সেবার ব্যবহার করা ছেড়ে? পত্নীর কি প্রয়োজন যে কেবল সংসার-বন্ধন বৃদ্ধির কারণ সত্ত্বে এবং পরিবার-পরিজন, গৃহ, বেশ এবং জরুরি কি প্রয়োজন? তাদের প্রতি আসক্তি কেবল মূল্যবান আত্মার অপচয় মাত্র। অসীম জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় আমার পিতামহ প্রহ্লাদ মহারাজ সংসারী ব্যক্তিদের সজ থেকে উদ্ধার তাঁত ছিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব এবং বহুবান্ধবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসুর সাহসিকারী আপনার শ্রীপাদসম্মুখে একমাত্র আত্মার জেনে, আপনার অধিনায়ক এবং অভয় পাদপদ্মের লক্ষণগত হয়েছিলেন। দৈববশত আমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়ে, কলপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে নীত হয়েছি। অনিত্য ঐশ্বর্যজনিত ক্ষেত্রবশত মরণশীল জীব বুঝতে পারে না যে, তার জীবন নশ্বর। আমি দৈববশত সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার প্যাত করছি।”

শ্রীল ওকসেব গোস্বামী বললেন—“হে ভূতপ্রেষ্ঠ, বলি মহারাজ যখন এইভাবে তাঁর সৌভাগ্যের প্রশংসা করছিলেন, তখন ভগবতীর প্রহ্লাদ মহারাজ উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের মতো সেখানে আনন্দিত হয়েছিলেন। তখন বলি মহারাজ পরম সৌভাগ্যবান, অল্পের মতো কৃষ্ণকর্ণ, উন্নত কলেশ, পীতবসনধারী, লম্বিতকৃষ্ণ, পদ্মলোচন, পরম শোভাসম্পন্ন তাঁর পিতামহকে দর্শন করেছিলেন। বহুপাশে অধঃপতনকারী বলি মহারাজ পূর্বের মতো তাঁর পিতামহকে বখাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পারেননি। পশ্চাৎ তিনি অশ্রুসিক্ত নরনে কেবল মৃত্যুর দ্বারা শ্রমায় করে লজ্জায় অধোমুখ হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ

মহারাজ পুনরায় আদি অনুচরদ্বয়ের দ্বারা আহবিত ভগবানকে সেখানে উপস্থিত দর্শন করে অনেক বিদুল হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর নয়নদুগল আনন্দপ্রসূত চারিত হয়েছিল। ভগবানের কাছে এসে ভূগতিত হয়ে, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।”

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—“হে প্রভু, আপনি এই বলিকে মহা সম্পদশালী ইন্দ্র পদ প্রদান করেছিলেন এবং আজ আপনি তা হরণ করলেন। আমার মনে হয় আপনার এই দেওয়া এবং নেওয়া দুটোই সমান সুখ। কারণ এই খতি উক্ত ইন্দ্রপদ তাকে ভগবানের অত্যাচারে আচ্ছন্ন করেছিল, অতএব আপনি তার সমস্ত ঐশ্বর্য অপহরণ করে তাকে বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। জড় ঐশ্বর্য এমনই মোহজনক যে, তা বিতান এবং আত্মসংযত ব্যক্তিকেও আত্মভ্রমের লক্ষ্য থেকে দ্রষ্ট করে। কিন্তু জগদীশ্বর ভগবান নারায়ণ তাঁর ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু দর্শন করতে পারেন। অতএব আমি আপনাকে আমার সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করি।”

শ্রীল ওকসেব গোস্বামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত, তখন ব্রহ্মা কৃতান্তলিপুটে অদূরে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজের ক্রটিগোচরেই ভগবানকে বলতে লাগলেন। বলি মহারাজের স্বামী পত্নী তাঁর পতিকে পাশক দর্শন করে ভীত এবং ব্যাকুলিত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভগবান বামনদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং কৃতান্তলিপুটে অবনত কানে এই কথাগুলি বলেছিলেন।”

শ্রীমতী বিদ্যাবলি বললেন—“হে প্রভু, আপনি আপনার লীলা-বিলাসের আনন্দ আবাদনের জন্য এই লগ্ন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিত্ব তাদের ভ্রাস্থমিতপত এই জগতের উপর প্রভুত্ব আরোপ করে। তারা নিশ্চিতভাবে নির্লজ্জ সংসারবাদী। মিথ্যা প্রভুত্ব দর্শন করে তারা মনে করে যে, তারা দান করতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। এই অবস্থার, জগতের স্বভাব সঠি, পালনকর্তা এবং সাহসিকতা আপনার প্রীতি সাধনের জন্য তারা কি করতে পারে?”

শ্রীমদ্রা বললেন—“হে ভূতভক্ষক, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগদ্রা, আপনি বলির বখাসবর্ষ হরণ

করেছেন, এখন আপনি একে ফুট করুন। তিনি আর ইচ্ছাশূন্য নন। বলি মহারাজ ইতিমধ্যেই সব কিছু আপনাকে দান করেছেন। অতঃপরে তিনি তাঁর ভূমি, লোক এবং তাঁর পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি যা কিছু অর্জন করেছিলেন সেই সব, এমন কি তাঁর দেহ পর্যন্ত আপনাকে দান করেছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভল, পূর্বা অথবা কুলের কলি নিবেদন করে, নিতপট ব্যক্তি চিৎ-কণ্ঠে উত্তম গতি লাভ করেন। এই বলি মহারাজ শ্রিত্ববশত সব কিছুই আপনাকে অত্যাচার চিন্তে দান করেছেন। তা হলে কেন তিনি কদী হওয়ার স্ট্র ভোগ করেন?”

ভগবান বললেন—“হে ব্রহ্মা, জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে মূর্খ ব্যক্তি ভুলবুদ্ধি এবং উদ্বৃত্ত হয়। তার ফলে সে এই শ্রিত্ববশে কাউকে সম্মান করে না, এমন কি আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে। আমি এই প্রকার ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণ করে তার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করি। পরন্তু জীব তার কর্মফলে সঙ্গের-চক্রে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম করতে করতে ভাগ্যক্রমে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। কোন মানুষ যদি সত্য পরিবারে বা উচ্চকুলে জন্ম, অমৃত কর্ম, বৌদ্ধ, দেহের সৌন্দর্য, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য বা মনের পূর্বে নর্ভিত না হয়, তা হলে কুশতে হবে যে, সে ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছে। যদিও সত্য পরিবারে জন্ম আমি ঐশ্বর্য ভরবৃত্তিতে উন্নতি সাধনের প্রতিবন্ধক যেহেতু সেওলি অতিমাম এবং মনের মূল কারণ, তবুও এই সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের গুহ্য ভক্তকে বিলিভ করে না। বলি মহারাজ বৈদ্য এবং দানবদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত হয়েছে, কারণ সে তার সমস্ত ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার ভক্তিতে অবিচলিত ছিল। বলি মহারাজ যদিও তার ধন-সম্পদ হারিয়েছে, তার উত্তম থেকে অধঃপতিত হয়েছে, শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছে, আত্মীয়-বন্ধনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে, বন্ধনের দ্বারা পীড়িত হয়েছে এবং তরঙ্গ দ্বারা তির্যকৃত ও অভিগত হয়েছে, তবুও সে তার প্রতিজ্ঞার অবিচলিত ছিল এবং সত্যব্রষ্ট হয়নি। আমি কপটতাপূর্বক ধর্মতত্ত্ব বলেছিলাম, তবুও সে ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, কারণ সে সত্যপ্রতিজ্ঞ।”

“তার মহান সন্তানশক্তি ফলে আমি তাকে সেই স্থান প্রদান করেছি যা দেবতাদেরও পূর্ণ। সানর্ষি স্বরূপে সে দেবলোকের রাজা ইহা হবে। সেই ইন্দ্রপুত্র প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বলি মহারাজ বিশ্বকর্মা বিচিতি সূতললোকে বাস করবে। সেই স্থান যেহেতু আমার দ্বারা বিশেষভাবে সংরক্ষিত, তাই সেখানে মনসিক ক্রেশ, দৈহিক ক্রেশ, ক্রান্তি, ভয়, লজ্জার প্রভৃতি উপস্থিত নেই। বলি মহারাজ, এখন তুমি সেখানে গিয়ে শান্তিতে বাস কর। হে বলি মহারাজ (ইন্দ্রসেন), এখন তুমি দেবতাদেরও ব্যাহিত সূতললোকে যেতে পার। সেখানে তোমার আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব পরিবৃত্ত হয়ে তুমি শান্তিতে

বসবাস কর। তোমার কন্যাদেবী। সূতললোকে মাধারণ মনুষ্যদের কি কথা, লোকপালগণও তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না। আর দৈত্যেরা যদি তোমার শাসন লঙ্ঘন করে, তা হলে আমার চক্র তাদের সন্হার করবে। হে মহাবীর, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকব এবং তোমার পারদর্শন ও উপকরণ সহ তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করব। অধিকন্তু, সেখানে তুমি আমাকে সর্বদা দর্শন করতে পাবে। সেখানে আমার পরম প্রভাব দর্শন করার ফলে, দানব এবং দৈত্যদের সঙ্গ প্রভাবে তোমার যে জড় ধারণা এবং উৎকর্ষের উদয় হয়েছে, তা শুৎকলাৎ ফিনষ্ট হয়ে যাবে।”



ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবতাদের পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি

শ্রীল শুকদেব গোহাঙ্গী বললেন—“সনাতন পুরুষ ভগবান এইভাবে বললেন, সমস্ত সাধুদের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তরূপে স্বীকৃত মহামতি বলি মহারাজের নমন অক্ষপূর্ণ হয়েছিল। তিনি ভক্তিব্যাকুল হিঁটে কৃতান্তনি সহকারে গঙ্গাদ্বারকে বগতে লাগলেন।”

বলি মহারাজ বললেন—“আপনার প্রতি প্রণামেরও কী আশ্চর্য মহিমা। আমি কেবল আপনাকে প্রণাম করার প্রায় করেছিলাম, কিন্তু সেই প্রয়াসই শুদ্ধ ভক্তির পরম সিদ্ধি প্রদান করেছে। এই অসংখ্যত দৈত্যের প্রতি আপনি যে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তা সেবতা এবং লোকপালগণও কখনও লাভ করতে পারেননি।”

শ্রীল শুকদেব গোহাঙ্গী বললেন—“এই কথা বলে বলি মহারাজ প্রথমে ভগবান শ্রীহরিকে এক তরুণ ব্রহ্মা ও শিবকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এইভাবে নগলাশ (বকশাশ) থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পূর্ণরূপে এসমস্ত সহকারে তাঁর অসুত অনুচরণ সহ সূতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। এইভাবে ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গের

অধিকার প্রদান করে এবং দেবমাতা অদিতির কামনা পূর্ণ করে, ভগবান সমস্ত জগৎ শাসন করতে লাগলেন। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ বখন বললেন যে, তাঁর পৌত্র বলি মহারাজ তাঁর স্বকন্য মুক্ত হয়ে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তখন তিনি ভক্তির আনন্দে উল্লসিত হয়ে বলতে লাগলেন—হে ভগবান, আপনি সারা জগতের পূজ্য, এমন কি ব্রহ্মা, শিব আমি মহাপুরুষেরাও আপনার শ্রীপাদপঙ্খের পূজ্য করব। তবুও আপনি আমাদের অর্থাৎ অসুরদের দল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীও লাভ করতে পারেননি, অতএব অন্যান্য দেবতা অথবা সাধারণ মানুষদের কথা কি আর বলার আছে। হে পরম অজ্ঞার। ব্রহ্মা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা আপনার শ্রীপাদপঙ্খের সেবারূপী মণ্ড পান করার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু কুব্ধ অসুরকূলে উদ্ভূত নৃপতি অমঙ্গল কিতাবে আপনার কৃপা লাভ করলেন। তা কেবল আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলেই সম্ভব হয়েছে। হে

ভগবান। আপনার অচিন্ত্য চিৎশক্তির দ্বারা আপনার দীপ্য প্রত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সম্পাদিত হয়। সেই অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তির চ্যাতাচলিতী মহাপ্রতিভার দ্বারা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মরূপ আপনি সব কিছু জানেন এবং তাই আপনি সকলের প্রতি হৃদয়ঙ্গমী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আপনার ভক্তদের অনুগ্রহ করেন। পেটি আপনার লক্ষপাতি নর, অরণ আপনি ককবৃক্ষের মতো সকলের বাসনা পূর্ণ করেন।”

ভগবান বললেন—“হে বখস প্রহ্লাদ তোমার মঙ্গল হোক। এখন তুমি সূতললোকে প্রদান কর, ও সেখানে তোমার পৌত্র এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ আনন্দ উপভোগ কর।”

ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে আশ্বাস দিবে বলেছিলেন—“সেখানে তুমি শম্ব, চক্র, গলা এবং পদ্ম হস্তে সর্পা আমাকে দর্শন করবে। নিরস্তর আমাকে দর্শন করার আনন্দে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।”

শ্রীল শুকদেব গোহাঙ্গী বললেন—“হে পরীক্ষিত মহারাজ, বলি মহারাজ সহ সমস্ত অসুমন্যকামের অধিপতি বিজয়মতি প্রহ্লাদ মহারাজ কৃতান্তনিপুটে ভগবানের আদেশ নিরোধার্য করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে এবং সমস্ত প্রণতি সিক্কান করে সূতললোকে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর দিকটে স্বর্ধিকারের (ব্রহ্ম, হোতা, উদ্গাথ্য এবং অধ্বর্য) সত্তার উপনিষ্ট শুকচাৰ্যকে সম্বোধন করে ভগবান শ্রীহরির আনাগরণ এই কথাগুলি বলেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত! এই সমস্ত পুরোহিতেরা সকলেই ছিলেন ইন্দ্রবংশী, অর্থাৎ কল অশুভান করার জন্য বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুকচাৰ্য, আপনার বক্স অনুষ্ঠানকারী শিব্য বলি মহারাজের বক্স অনুষ্ঠানে যে গোধ-ক্রটি হয়েছে তা আপনি দূর করে বর্জন করুন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের উপস্থিতিতে যদি তা বিচার করা হয়, তা হলে সেই ক্রটি স্বতন হবে যাবে।”

শুকচাৰ্য বললেন—“হে ভগবান, আপনি সমস্ত কর্মের প্রবর্তক এবং সমস্ত অজ্ঞের ভোক্তা। আপনি বজ্রপুরুষ, আপনার উদ্দেশ্যেই সমস্ত বজ্র অনুষ্ঠিত হয়। কেউ যদি সর্বস্বত্বভাবে আপনার প্রসন্নতা বিধান করে, তা হলে তার বক্স অনুষ্ঠানে কোন দ্রব ক্রটি থাকবে না।

স্বত্বাবনা তোষাৎ। সমস্ত উচ্চারণ এবং বিধিবিধান অনুষ্ঠানে ক্রটি থাকতে পারে এবং দেশ, কাল, পাত্র এবং উপকরণের বিচারও ক্রটি হতে পারে, কিন্তু আপনার নাম সর্বকর্তার প্রভাবে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়। হে বিষ্ণু, তবুও আপনার আদেশ আমি পালন করব, কারণ আপনার আদেশ পালনই সকলের লক্ষ্য পরম কল্যাণজনক।”

শ্রীল শুকদেব গোহাঙ্গী বললেন—“এইভাবে মহা পতিশালী শুকচাৰ্য সনাতনে ভগবানের আদেশ গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ ভক্তিগণ সহ বলি মহারাজের স্বকেন্দ্র ভক্তি সমাধান করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত! এইভাবে বলি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত তুমি ভিক্ষা করে, ভগবান বামনদেব তাঁর দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে শত্রু কর্তৃক অপরূপ স্বর্গ প্রদান করেছিলেন। সমস্ত দেবতা, ঋষি, গির্জ, মনুষ্য, মুনিগণ, দল, ভূত, অস্তিত্ব প্রমুখ নেতাগণ এবং অধিকার ও মহাদেব সহ দল আমি সমস্ত প্রজাপতিদের অধিপতি ব্রহ্মা ভগবান বামনদেবকে সকলের পালকরূপে করণ করেছিলেন। কন্যাপ মুনি এবং তাঁর পত্নী অদিতির অমল্য বিধানের জন্য এবং লোকপালগণ সহ ব্রাহ্মণদের সমস্ত সুধিবাসীদের কল্যাণের জন্য তিনি তা করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত! ইন্দ্রকে বশীকৃত সমস্ত ব্রাহ্মণের রাজ্য বক্স মনে করা হয়, তবুও ব্রহ্মা আপনি সমস্ত দেবতার উপস্থিত আ বামনদেবকে বক্স, স্বর্ঘ, কল, ঐশ্বর্য, দ্রব, দ্রব, স্বর্ঘ এবং অপরূপের পালকরূপে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর উপস্থিত আ বামনদেবকে সব কিছু পরম প্রভু বলে করণ করেছিলেন। তার ফলে সমস্ত জীবের অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। তারপর ইন্দ্র ব্রহ্মা কর্তৃক অসিদ্ধি হয়ে স্বর্গলোকের নেতাদের সঙ্গে ভগবান বামনদেবকে অপ্রবর্তী করে দিব্য বিমানে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান বামনদেবের বাহর দ্বারা বশীকৃত হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের অধিপত্য লাভ করেছিলেন এবং নির্ভর ও পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত গণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা, মহাদেব, অধিকার, ভূত প্রভৃতি মুনিগণ, নিম্নগণ, সমস্ত ভূতগণ, সিদ্ধগণ এবং যে সমস্ত বিদ্যালচর সেখানে

উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলে ভগবান খামনদেবের অসাধারণ কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। হে রাজন্, ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁরা সকলে অসিদ্ধি দেবীরও প্রশংসা করেছিলেন।”

“হে কুলমণ্ডন মহারাজ পরীক্ষিৎ! আমি ভগবান খামনদেবের অস্তুত সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করলাম। তা শ্রবণ করার কালে প্রোক্তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। মনুষ্যীল মানুষের পক্ষে ভগবান ত্রিবিধ বিধুস মহিমার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন তার পক্ষে সারা পৃথিবীর সমস্ত পরমাণুর সংখ্যা গণনা করা সম্ভব

নয়। যাদের ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছে কখনো ভবিষ্যতে যাদের জন্ম হবে, তাদের কনিষ্ঠ পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সেই কথা মর্মেই বাক্য কীর্তন করেছেন। কেউ যদি ভগবানের বিভিন্ন অবতারের অস্তুত কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই উচ্চতর লোকে উন্নীত হন অথবা ভগবদ্ভ্যায় ক্রিয়ে যান। দেবতাদের, পিতৃদের প্রথমা মানুষদের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে (অর্থাৎ পূজা, ব্রাহ্ম বা বিবাহ) যেখানে যেখানে খামনদেবের কার্যকলাপ কীর্তিত হয়, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান গরম মঙ্গলজনক বলে বুঝতে হবে।”



চতুর্বিংশতি অধ্যায়

ভগবানের মৎস্যাবতার

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—“ভগবান প্রীহরি নিত্যকাল তাঁর চিন্তায় পনে অবস্থিত, তবুও তিনি বিভিন্ন অবতারে এই ভূত ভগতে অবতীর্ণ হন। প্রথমে তিনি এক মহামৎস্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হে প্রথম শক্তিমূল তুমিই গোহামী, আমি আপনাদের কাছে সেই মৎস্যাবতারের বিবরণ শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। সাধারণ গ্রীষ্ম বেদন করতলের অধীন হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনই কি উদ্দেশ্যে ভগবান লোকনিষিদ্ধ মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন? মৎস্যরূপ নিশ্চিতরূপে গর্হিত এবং দুঃসহ বেদনাপূর্ণ। হে ভগবন্, এই অবতারের কি উদ্দেশ্য ছিল? দয়া করে আমাদের কাছে সেই কথা বর্ণনা করুন, কারণ ভগবানের লীলাবিলাস শ্রবণ করা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক।”

দুঃ গোহামী বললেন—“পরীক্ষিৎ মহারাজ তুমিই গোহামীকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সেই পরম শক্তিমূল মহারাজ ভগবানের মৎস্যাবতারের লীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।”

শ্রীল তুমের গোহামী বললেন—“হে রাজন্! স্রোতস্রাশ, দৈবত, ভক্ত, বৈদিক শাস্ত্র, ধর্ম এবং কীর্তনামণ্ডলের নীতি রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতারমুখি ধারণ করেন। বায়ু যেমন বিভিন্ন প্রকার পথিবিশেষে মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই ভগবানও কখনও মনুষ্যরূপে এবং কখনও নিকৃষ্ট ভরের পশুরূপে আবির্ভূত হলেও সর্বদাই গুণাভীত। যেহেতু তিনি জ্ঞাত প্রকৃতির গুণের অতীত, তাই তিনি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্ব কালের অবসানে, ব্রহ্মার সিন্ধিতে তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন, তখন প্রলয় হয়েছিল এবং হিলোক তখন সমুদ্রের জলে নিমগ্ন হয়েছিল। ব্রহ্মার সিন্ধিতে ব্রহ্মার ঘুম গেলে, তিনি তখন শয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তাঁর মূখ-নিঃসৃত বেদসমূহ হৃদয়ীল নদীক এক প্রস্থান দানই প্রস্থান করেছিল। সেই নানব্রহ্মে হৃদয়ীলের আচরণ অবগত হয়ে, সর্বেকর্ষপূর্ণ ভগবান প্রীহরি সেই নদীকে সংহার করে বেদ উদ্ধার করার জন্য একটি মৎস্যের রূপ ধারণ করেছিলেন।”

শ্রীমৎস্য মৎস্যের সত্তরত নামক এক মহান ভগবদ্ভূত রাজর্ষি ছিলেন, তিনি কেবলমাত্র জলপানপূর্বক প্রীক দরশন করে কঠোর উপাস্যা করছিলেন। এই (বর্তমান) কালে রাজা সত্তরত ব্রাহ্মদেব নামে সূর্যসেব বিদ্যাবানের পুত্ররূপে বিখ্যাত হয়েছেন। ভগবানের কৃপায় তিনি মমুর পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। একদিন ভগবানরাজ রাজা সত্তরত যখন কৃতমালা নদীতে উপর্ণ করছিলেন, তখন তাঁর অন্তর্লিখিত জলে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিল।”

“হে ভবতক্সতিকর মহারাজ পরীক্ষিৎ! যবিড় দেশের রাজা সত্তরত তখন তাঁর অন্তর্লিখিত জল সহ সেই মৎস্যটিকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন সেই মৎস্যটি অত্যন্ত দলীয়ান রাজা সত্তরতের কাছে কাতর হয়ে বলতে লাগলেন—‘হে দীনবৎস! রাজন্! কেন আপনি আমাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করছেন, যেখানে অন্য জলজন্তুরা আমাকে হত্যা করতে পারে। আমি তাদের ভয়ে অশ্রুত ভীত। সেই মৎস্যটি যে বরং ভগবান সেই কথা না জেনেই, রাজা সত্তরত নিজেকে অনুপীত করার জন্য মৎস্য আদর্শে সেই মৎস্যটির বক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই দয়ালু রাজা সেই মৎস্যের সত্যতর মাক্য শ্রবণ করে, তাঁকে একটি তলপের জলে রেখে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেই মৎস্যটি এক রাতেই এত কর্কট হয়েছিলেন যে, সেই কমণ্ডলুতে তিনি আর স্থানে পিচরণ করতে পারছিলেন না। তিনি তখন রাজাকে এইভাবে বলেছিলেন। হে রাজন্! আমি এই কমণ্ডলুতে কঠোর সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করি না, অতএব যেখানে আমি স্থানে বাস করতে পারব, সেই প্রকার একটি বৃহৎ জলাশয়ের অন্বেষণ করুন। তখন রাজা সে মৎস্যটিকে কমণ্ডলু থেকে বার করে নিয়ে একটি বিশাল কুপে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু কুহুর্ডের মধ্যে সেই মৎস্যটি তিন হস্ত পরিমাণ বর্ধিত হয়েছিলেন।”

মৎস্যটি তখন বলেছিলেন—“হে রাজন্, এই জলাশয়টি আমার সুখে বাস করার উপযুক্ত নয়, দয়া করে আপনি আমাকে আরও বিস্তৃত একটি জলাশয়ের প্রদান করুন, কারণ আমি আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে কুপ থেকে উত্তোলন করে একটি সরোবরে নিক্ষেপ

করেছিলেন, কিন্তু মৎস্যটি তৎক্ষণাৎ সেই জলের সীমা অতিক্রম করে বর্ধিত হয়েছিলেন।”

“হে রাজন্! আমি এক বিশাল জলাশয়, তাই এই জলাশয়ের আমার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। এখন দয়া করে আপনি আমাকে বক্ষা করাত কোন উপায় উদ্ধারন করুন। আপনি আমাকে কোন অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করুন।”

“মৎস্যটি এইভাবে অনুরোধ করলে, রাজা সত্তরত তখন তাঁকে সব চাইতে ক্ষুদ্র জলাশয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র জলাশয় পক্ষে পর্যাপ্ত না হওয়ায়, রাজা তখন এই মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন।”

সমুদ্রে নিক্ষেপকালে সেই মৎস্য রাজা সত্তরতকে বলেছিলেন—“হে বীর, এই জলে অত্যন্ত বঙ্গবান মকর আমি প্রলম্বত্বেরা আমাকে তলপ করবে, অতএব আমাকে এই স্থানে ত্যাগ করা আপনাদের উচিত নয়।”

“মৎস্যজননী ভগবানের এই প্রবণ মদুর মাক্য শ্রবণ করে নিমোহিত রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—‘আপনি কে? আপনি কেবল আমাদেরই মোহিত করছেন।’ হে ভগবান, একদিনই আপনি ক্ষুদ্র জেতন পরিমিত বিস্তৃত হয়ে নদী এবং সমুদ্রের জল আচ্ছাদিত করেছেন। পূর্বে আমি কখনও এই প্রকার জলচরকে দেখিনি অথবা শ্রবণও করিনি। আপনি নিকটই সাক্ষাৎ ভগবান অব্যয় নরায়ণ প্রীহরি। সমস্ত ভীতির প্রতি আপনাদের কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি এখন জলচর রূপ ধারণ করেছেন। হে সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের ইন্দ্র! হে পুণ্যযোগ্য! হে বিষ্ণু! আপনি আমাদের যতো উত্তরের একমাত্র নারক এবং গতি। তাই আমি আপনাকে আমার সন্তত শ্রুতি দিবেন করি। আপনার সমস্ত লীলা এবং অকর্তব্যীয় হস্ত প্রীতের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হয়। তাই হে ভগবান, কি উদ্দেশ্যে আপনি এই মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন, তা আমি জানতে চাই। হে পদ্ম-পল্লবলোচন প্রভু! দেহাশ্ববুধি-সম্পন্ন দেবতাদের আরাধনা সর্বতোভাবে কার্য হয়। কিন্তু যেহেতু আপনি সকলের পরম সুহৃদ, পরম শ্রিয় এবং পরমাত্মা তাই আপনার প্রীতাদর্শের আরাধনা কখনও কার্য হয় না। সেই জন্য আপনি এই বিচিত্র মৎস্য রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।”

শ্রীল শুকসেব গোখারী বললেন—“বাক্য সত্যত্ব বন্ধন এই কথা বললেন, তখন শুভ্রের মঙ্গল বিধানের জন্য এবং প্রলম্বকরিতে সীল উপদেশ করার জন্য সুপারসনে মীন রূপধারী ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন, ‘হে শত্রু লম্বকরী রাজন! আজ থেকে সপ্তম নিমেষে তুং, তুং এবং স্বা—এই ত্রিলোক প্রলয় সমুদ্রে নিমগ্ন হবে। ত্রিকূল বন্ধন সেই প্রলয় ফলে নিম্ন হইবে, তখন আমার প্রেরিত একটি বিশাল নৌকা তোমার কাছে উপস্থিত হবে। তারপর হে রাজন, তুমি সমস্ত ওষধি এবং বিবিধ বীজবাণি সেই বিশাল নৌকায় সংগ্রহ করবে। তারপর সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বপ্রকার জন্তু পরিবেষ্টিত হয়ে, তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করে অকাতরে এবং অনায়াসে মহাবিসের তেজের প্রভাবে আন্দোলিত প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করবে। তারপর প্রবল বাতবেগে সেই নৌকা বন্ধন আন্দোলিত হবে, তখন তাকে বাসুকি সর্পের দ্বারা ‘আমার শূন্যে বন্ধন করবে, কারণ আমি তখন তোমার পাশেই উপস্থিত থাকব।’”

“হে রাজন! তুমি এবং অবিগম সহ সেই নৌকাকে অতর্কিত করে হ্রস্ব নিম্নকালীন ব্রাহ্মি পর্যন্ত আমি প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করব। তখন তুমি আমার বস উপনিষ্ট এবং অনুগৃহীত হবে। পরমেশ্বর নামক আমার মহিমা সম্বন্ধে তোমার সমস্ত প্রথের উত্তর তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। এইভাবে তুমি আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবে। এইভাবে রাজাকে আদেশ দিয়ে ভরকান তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সত্যত্ব ভগবানের আদিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রাজর্ষি তখন পূর্বমুখী কূল বিস্তৃত করে ঈশান কোণ অভিমুখী হয়ে মৎস্যরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন। তারপর, মহা মেঘের নিরন্তর ব্রাহ্মি বর্ষণে সমুদ্র বর্ধিত হতে হতে তীব্রতম লভন করে সারা পৃথিবীকে দ্রাবিত করতে লাগল। সত্যত্ব বন্ধন ভগবানের আদেশ স্বরূপ করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, একটি নৌকা তাঁর নিকটে আসছে। তখন তিনি সমস্ত ওষধি এবং লতা সংগ্রহ করে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ সহ সেই নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।”

ব্রাহ্মণ অবিগম রাজার প্রতি অত্যন্ত প্রশংসা করে তাঁকে বললেন—“হে রাজন, দ্রা করে ভগবান কেশবের যান

করুন। তিনি আনন্দে এই সপ্তম গেয়ে উচ্চার করলেন এবং আমাদের মঙ্গল বিধান করলেন। তখন রাজা নিকট ভগবানের ধ্যান করতে থাকলেন, সেই প্রলয় সমুদ্রে একটি বিশাল নিম্নত স্রোতন গর্ভমিত একশতধারী স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের পূর্ব প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে, রাজা সেই মৎস্যের শূন্যে বস্তুকল বাসুকি সর্পের দ্বারা নৌকা নিকট করে, প্রলয় চিহ্নে ভগবানের কব করতে লাগলেন।”

রাজা বললেন—“যাঁরা জননি কাল থেকে আশ্রয়ান বিশ্বিত হয়েছেন এবং অবিগম ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-সুখাময় কল জীবনে আনন্দ হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের কৃপায় ভগবত্বের সঙ্গ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। আমি সেই ভগবানকে পরম গুরুরূপে বরণ করি। এই জড় জগতে সুখী হওয়ার কল্যায় মূর্খ বদ্ধ কীভাবে কর্ম করে যায় ফলে তাদের কেবল দুঃখই ভোগ হয়। কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে সুখভোগের সাত অধিলাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমার গুরুসেব আমার সেই অসং মতিরূপ চরমমুখি ছিল করুন। যে ব্যক্তি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চান, তাঁর কর্তব্য ভগবানের সেবা করা এবং তমোভোগে কলুষ পরিত্যাগ করা, যে তমো প্রভাবে পাপ এবং পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্ণ অথবা ত্রৈণ্য যেমন অগ্নির সংস্পর্শে সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, স্বীকৃত তেমনি ভগবানের সেবার প্রভাবে নির্মল হয়ে তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অখর ভগবান আমাদের গুরু হোন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুরু গুরু। সমস্ত দেবতা, তথাকথিত গুরু এবং অন্য সমস্ত মোকেরা স্বতন্ত্রভাবে অথবা সমবেতভাবে আপনার কৃপার দ্বা পশ্চতভোগের এক ভাগও প্রদান করতে পারে না। তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি। মর্শনে অকল এক অল বেদন অল অলকে নেতরূপে বরণ করে, তেমনি অল ব্যক্তিরাই অন্য আর একজন অল ব্যক্তিকে তাদের গুরুরূপে বরণ করে। কিন্তু আমরা আশ্রয় লাভের অধিলাবী। তাই, আমরা পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমাদের গুরুরূপে বরণ করি, কল আপনি সবদিকে মর্শন করতে সক্ষম এবং আপনি সূর্যের মতো সর্বজ। প্রাকৃত গুরু তার প্রাকৃত শিষ্যকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিত্ত ভোগের শিক্ষা প্রদান করে

এই তার ফলে মূর্খ শিষ্য জড় জগতের অজ্ঞানকে আত্মরূপে। কিন্তু আপনি শাস্ত্র জ্ঞান দান করেন এবং সেই জ্ঞান লাগু হয়ে বুদ্ধিমান মানুষেরা অতি শীঘ্রই তাঁদের করুণ অধিষ্ঠিত হন। হে প্রভু! আপনি সকলের পরম সুকল, প্রিয়, মিত্রতা, পরমাত্মা, পরম উপদেষ্টা, পরম জ্ঞান প্রদাতা এবং সমস্ত যাসনা গুরুপকারী। কিন্তু, আপনি যদিও হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও সূর্যেরা তাদের কাম-কামনার ফলে আপনাকে জানতে পারে না হে ভগবান, আমি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য মেঘতানের বশেষ এবং পরম ঈশ্বর আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনার উপদেশের দ্বারা জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, আপনি আমার হৃদয়গ্রাহী হোন করুন এবং আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ করুন।”

শ্রীল শুকসেব গোখারী বললেন—“ভগবানকে এইভাবে প্রার্থনা জানালে, প্রলয় সাগরে বিচরণশীল মৎস্যরূপী অদিপুত্র ভগবান তাঁকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বলছিলেন। ভগবান এইভাবে রাজা সত্যত্বকে সাংখ্যযোগ নামক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, যে বিজ্ঞানের দ্বারা জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিকৃষ্ট করা যায় (অর্থাৎ ভক্তিরূপ), সেই সঙ্গে তিনি পুরাণ (প্রাচীন ইতিহাস) এবং সংহিতা তাঁর কাছে নিঃশেষে বর্ণনা করেছিলেন। ভগবান বহু তাঁকে এই সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা

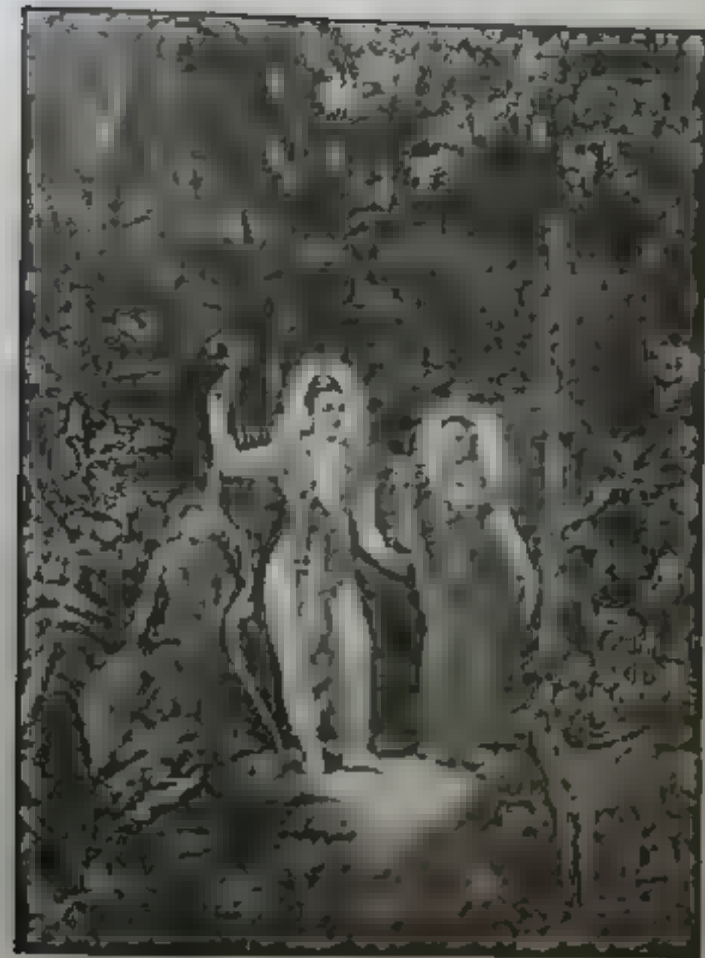
দিয়েছিলেন। নৌকার উপনিষ্ট অবিগম সহ রাজা সত্যত্ব ভগবান কর্তৃক বর্ণিত জ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন। এই সমস্ত উপদেশ স্নাতনে বৈদিক শাস্ত্রের (ব্রহ্ম) বাণী। তাই রাজা এবং অবিগম পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। প্রলয়ের অবসানে (আরম্ভের মধ্যভাগে) ভগবান হাতীস জলরূপে বিদ্যমান বস্তু নিম্ন থেকে উল্লিখিত ভাবে কে প্রদান করেছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় রাজা সত্যত্ব সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এই কালে তিনি সূর্যমুখের পূর্ব কৈবর্ত মনুরূপে কামগ্রহণ করেছেন। রাজর্ষি সত্যত্ব এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মনস্যবতারের এই মহৎ নিম্ন আশ্রয় ভবন করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মনস্যবতার এবং রাজা সত্যত্বের এই আশ্রয়টি কীর্তন করেন, তাঁর সমস্ত সমস্ত নিম্ন হয় এবং তিনি নিঃশেষে ভগবানকে বিদ্যে যান।”

“তিনি প্রলয় সিন্ধু বিচরণ করতে করতে নিম্নভিত্তিত ব্রহ্মের মুখ থেকে অপহৃত বেদগানি পুনরায় ব্রহ্মকে অর্পণ করেছিলেন এবং মহারাজ সত্যত্ব ও মহাবিসের বেদের সারমর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন সেই বিশাল মীনরূপে আবির্ভূত ভগবানকে আমি আমার সমস্ত শ্রুতি দিয়েদন করি।”

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত

নবম স্কন্ধ

(মতি)



রাজা সুদ্যুম্নের স্ত্রী প্রাপ্তি

মহাৰাজ পরীক্ষিৎ বললেন—“হে শত্রু, যে শুকদেব গোস্বামী, আপনি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন মনুর পাসন্দকান একে সেই শাসনকালে অনন্তবীৰ্য ভগবানের অসুত কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। আরি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আপনার কাছে এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করতে পেরেছি। প্রতিদ্বন্দ্বের ঋণীরা রাজা সত্যব্রত, যিনি পূৰ্ব কল্যাণে ভগবানের কৃপায় ফলে নিবৃত্তমান লাভ করেছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে নিবৃত্তানের পুত্র কৈবৰ্ত মনু হয়েছিলেন। আমি এই জ্ঞান আপনার কাছে থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। ইক্ষুক পুত্রটি নৃপতির্য্য তাঁর পুত্র ছিলেন তাও আমি আপনার কাছে জানতে পেরেছি। হে মহা সৌভাগ্যবান শুকদেব গোস্বামী, হে মহানু ক্রাণ। দয়া করে আপনি আমাদের কাছে সেই সমস্ত রাজাদের বংশ এবং গুণাবলী পৃথকভাবে বর্ণনা করুন, কারণ আমরা সর্বদা সেই কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। এই কৈবৰ্ত মনুর বংশে যে সমস্ত বিখ্যাত রাজাদের আবির্ভাব হয়েছিল, যারা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবেন এক বীর্য এখন বর্তমান রয়েছে, তাঁদের সকলের বিক্রয় আপনি আমাদের কাছে করুন।”

শ্রীসুত গোস্বামী বললেন—“ব্রাহ্মণ্যীদের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরম ধর্ম-তত্ত্ববোধী শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলতে শুরু করেছিলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে শত্রুজয়ী মহারাজ! এখন আমার কাছে বিস্তারিতভাবে মনু বংশের বর্ণনা প্রকাশ করুন। যতদূর বিস্তারিতভাবে সম্ভব আমি তা বর্ণনা করব, কারণ তাঁদের সমস্ত কার্যকলাপ একশ বছর ধরে বর্ণনা করলেও শেষ হবে না। উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত প্রাণীদের পরমাঙ্গা সেই পরম পুরুষই কেন্দ্র কল্যাণে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছাড়া এই পরিদৃষ্টমান বিশ্ব বা অন্য কিছু ছিল না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই পরম পুরুষ ভগবানের ন্যায় থেকে একটি স্বর্ণময় পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল, সেই পদ্মে চতুর্ভুজ ব্রহ্মার জন্ম

হয়েছিল। ব্রহ্মার মন থেকে হর্বাতির ভঙ্গ হতছিল এবং হর্বাতির ঔরসে দ্ব্যাকারবীর্য পর্তে কণ্যার জন্ম হয়েছিল। কণ্যাপ থেকে অদিতির পর্তে শিবদান চন্দ্রপ্রহর করেন। হে অরত! শিবদান থেকে সত্যের পর্তে সত্যদেব মনু চন্দ্রপ্রহর করেছিলেন। ত্রিভুবতির স্রাজসেব তাঁর পত্নী প্রজার পর্তে ইক্ষুক, নৃপ, শর্বাঙ্গি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, কল্কক, নরিন্যাক, পৃথম, নকশ এবং কবি নামক দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। প্রথমে মনু অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর পুত্র লাভের নিমিত্ত মিত্র এবং বন্ধু দেবতার ন্যায়-বিধানের জন্য তত্ত্বজ্ঞানী এবং অত্যন্ত নক্ষিতম মহর্ষি বসিষ্ঠ একটি বজ্র অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই বজ্র পয়োরত-পর্যায় মনুর পত্নী শ্রদ্ধা হোতার কাছে গিয়ে, প্রণতি নিবেদন করে একটি কন্যা লাভের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। “এখন আশুতি নিকেশ কর,” প্রধান পুরোহিতের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে হোতা ব্রত আশুতি দিয়েছিলেন। তিনি তখন মনুপত্নীর প্রার্থন শ্রবণ করে ‘বহু’ শব্দসহ মন্ত্র উচ্চারণ করে বজ্র অনুষ্ঠান করেছিলেন। মনু পুত্র লাভের জন্য সেই বজ্র করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু পুরোহিত মনুপত্নীর অনুরোধে কন্যা লাভের সঙ্কল্প করেছিলেন, তাঁর ফলে ইলা নামক একটি কন্যা জন্ম হয়েছিল। সেই কন্যা দর্শন করে মনু অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর গুরু বসিষ্ঠকে বলেছিলেন। হে শত্রু! আপনার সকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অত্যন্ত পারদর্শী। তা হলে আপনার ক্রিয়ার ফল বিপরীত হল কেন? এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বৈদিক মন্ত্রের এই প্রকার বিপরীত ফল হওয়া উচিত নয়। আপনার সকলে সংহতচিত্ত এবং একমুখ। তপস্যায় প্রত্যয়ে আপনার সমস্ত জড় কলুষ নষ্ট হয়েছে। দেবতাদের মতো আপনার বাক্যও কখনও মিথ্যা হয় না। তা হলে কেন সঙ্কলিত কার্যের এই প্রকার বিপরীত ফল হল? মনু সেই কথা শুনে, হোতার কার্যে যে ব্যতিক্রম হয়েছিল পরম নক্ষিতম প্রসিতামহ বসিষ্ঠ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তখন সূর্যপুত্রকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

হোতার হোতা সঙ্কল্পে বিপরীতমত ব্যতিক্রম হয়েছিল। সে যাই হোক, আমার বীর্য হোতার দ্বারা আমি তোমাকে একটি সুপুত্র প্রদান করব।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পরম বসবী এক পরম নক্ষিতম পুত্র এইভাবে স্থির করে, ইলার পুত্রবৎ কল্যাণে পরম পুরুষ শ্রীনিবৃত্ত কল্যাণে প্রার্থনা করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বসিষ্ঠের প্রার্থনার প্রসন্ন হতে ইক্ষুক বহুত যত্ন প্রদান করেছিলেন। অব কলে ইলা সুদ্যুম্ন নামক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই বীর সুদ্যুম্ন একদিন কয়েকজন অমাত্য পরিবৃত্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বরী অশ্ব আরাধন করে, যুগ্ময়র উৎসে বনে ক্রীড়া করছিলেন। তিনি কয়েক কক্ষ করণ করে এবং হস্তে অস্তি সূক্ষ্ম ধনু ও বিভিন্ন শর গ্রহণপূর্বক পাতনের পিছনে থাকিত হতে হতে অরণ্যের উত্তর দিকে উপনীত হয়েছিলেন। উত্তর দিকে যেক পর্বতের নিম্নভাগে সুকুমার নামক একটি বন আছে, যেখানে শুগবান শিব উয়াসহ সর্বদা আনন্দ উপভোগ করেন। সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শত্রু দমনকারী সুদ্যুম্ন সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই নিজেকে ক্রীড়ার এবং তাঁর খেটুককে খেটুকী রূপে দর্শন করলেন। তাঁর অনুসরণে বন দেখলেন যে তাঁদের পিছের পরিবর্তন হয়েছে, তখন তাঁর অত্যন্ত বিস্ময় হয়ে পরম্পরকে অবলোকন করতে লগলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—“হে মহা নক্ষিতম ব্রাহ্মণ! সেই স্থানটি কেন এই প্রকার প্রভাবসম্পন্ন ছিল? কোন ব্যক্তি তা এইভাবে প্রভাবসম্পন্ন করেছিলেন? দয়া করে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, কারণ তা জানতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—“একদিন ব্রতপরায়ণ ঋষিরা তাঁদের নিজস্বের ভেজে সমস্ত অন্ধকার দূর করে, সর্বাঙ্গিক আলোকিত করে মহাদেবকে দর্শন করতে সেই বনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অধিকাংশই তখন বিকল ছিলেন, তাই তিনি ঋষিদের মধ্যে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পতির কোল

থেকে উঠে শীঘ্রই তাঁর স্ত্রী আশ্রয় করেছিলেন। হস্ত-পার্বতীকে রত্নক্রিয়ায় রত দেখে, বসিষ্ঠও সেনান থেকে নিবৃত্ত হয়ে মর-নারায়ণের আশ্রয়ে গমন করেছিলেন। সেই সময় মহাদেব তাঁর পত্নীর স্ত্রীত বিধানের জন্য বলেছিলেন, “যে পুরুষ একানে প্রবেশ করবে, সে স্ত্রী হয়ে যাবে।” সেই সময় থেকে কোন পুরুষ আর ঐ বনে প্রবেশ করে না। কিন্তু এখন রাজা সুদ্যুম্ন তাঁর অনুচরগণ সহ স্ত্রীরূপে বনে বনে ক্রীড়া করতে লগলেন। সুদ্যুম্ন কামতান উকীপনকারী এক পরমা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি অন্য রমণীগণ পরিবৃত্তা ছিলেন। উত্তর পুত্র দুঃখ তাঁর আশ্রয়ের সমীপে এই সুন্দরী চর্চনটিকে বিচরণ করতে দেখে, তাঁকে উপভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সেই সুন্দরীও সোমরাজের পুত্র বৃধকে পতিত্ব কামনা করেছিলেন। তার ফলে বৃধ তাঁর গর্ভে পুরুষ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। আমি নিরীক্ষণে সূত্র থেকে ওনেছি যে, মনুর পুত্র রাজা সুদ্যুম্ন এইভাবে স্ত্রীত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কুলোত্তম বসিষ্ঠকে দর্শন করেছিলেন। সুদ্যুম্নের সেই পোচনীর অবস্থা দর্শন করে বসিষ্ঠ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সুদ্যুম্নের পুত্রবৎ হিরে পাত্যার কামনার বসিষ্ঠ তখন শত্রুর আরাধন করতে শুরু করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাদেব বসিষ্ঠের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর স্ত্রীবিধানের জন্য এবং পার্বতীর কাছে তাঁর বর্ণীর সত্যতা রক্ষণ জন্য সেই মহর্ষিকে বলেছিলেন, “তোমার শিষ্য সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী থাকবে। এইভাবে সে তার ইচ্ছা অনুসারে পৃথিবী শাসন করবে।” এইভাবে সুদ্যুম্ন তাঁর গুরুর কৃপায় মহাদেবের বাক্য অনুসারে এক মাস তখন পুরুষ প্রাপ্ত হয়ে রাজা শাসন করছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রজারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। হে ব্রাহ্মণ, সুদ্যুম্নের উৎকল, বয় ও বিঘল নামে তিনটি অস্তি ধার্মিক পুত্র ছিলেন, যারা দক্ষিণাধর্মের অধিনাতি হয়েছিলেন। তারপর বার্ষক্য উপনীত হলে, পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন তাঁর পুত্র পুরুষকে রাজা প্রদান করে বনে গমন করেছিলেন।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুপুত্রদের বংশ

শ্রীমৎ শঙ্কর গোস্বামী বললেন—“তারপর, পুত্র সূদাম যখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করার জন্য গমন করেন, তখন বৈবস্বত মনু (ব্রাহ্মদেব) আরও পুত্র্যভিলাষী হয়ে যদুনার তীরে শত বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তারপর, শ্রীমৎদেব পুত্র লাভের বাঞ্ছার প্ৰবলত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর নিজের মতো মনু পুত্র লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ছিলেন জ্যেষ্ঠ। এই পুত্রদের অন্যতম পুত্র তাঁর গুরু আদেশে গৌরবস্বরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কত্রিকেশব নামে হস্তে ধৃতমান থেকে গাভীসের রক্ষা করতেন। একদিন রাতে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন একটি ঘাঘ মোটে প্রবেশ করে। সেই কাষটিকে দেখে সমস্ত শয়ান গাভীরা ভয় পেয়ে গোষ্ঠে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগল। সেই প্রতি বজবান ব্যাঘ্রটি যখন একটি গাভীকে আক্রমণ করছিল, তখন গাভীটি ভয়ানক হয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেছিল। সেই আর্তনাদ শুনে পুত্র্য ব্রহ্মদেব সেই শব্দ অনুসরণ করে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন নক্ষত্রসমূহ মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার পুত্র্য গাভীটিকে ব্যাঘ্র হুল মনে করে তাঁর স্বপ্নের দ্বারা গাভীটির মৃত্যু হেদন করেছিলেন। বংশের ক্ষতভাগের আঘাতে ব্যাঘ্রটির কণ্ঠ ছিন্ন হয়েছিল, তার ফলে অত্যন্ত তীব্র হয়ে গর্ভে রক্ত নিঃসৃত করতে করতে সেই ব্যাঘ্রটিও সেবান থেকে পলায়ন করেছিল। শত্রুদমনকণী পুত্র্য মনে করেছিলেন যে, ব্যাঘ্রটি নিহত হওয়ায়, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর দ্বারা গাভীটি নিহত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। পুত্র্য যদিও না জেনে সেই অপরাধ করেছিলেন, তবুও তাঁর কুলওক বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন: ‘তোমার পরবর্তী জন্মে তুমি কত্রিক হস্তে পারবে না। পক্ষান্তরে, এই গোবধজ্ঞানিত অপরাধের ফলে তোমাকে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে।’ তাঁর গুরু কর্তৃক এইভাবে অভিশাপ হয়ে বীর পুত্র্য কৃতান্তসিপুটে সেই অভিশাপ

বীকার করেছিলেন। তারপর ত্রিতোত্র হস্তে তিনি মহাবিশ্ব অনুমোদিত ব্রাহ্মচর্য তত্ত্ব অবলম্বন করেছিলেন।”

“এইভাবে, পুত্র্য সমস্ত সংসর্গ থেকে মুক্ত হয়ে শান্তচিত্ত ও সত্যভক্তির হয়েছিলেন এবং নিম্পুত্রভাবে ভগবানের কৃপার প্রভাবে লক্ষ বস্তুর ধারা কীটিকা নির্বাহ করতে করতে তিনি ভক্তিরূপের প্রভাবে সন্তোষীভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি ভক্তিরূপের প্রভাবে সন্তোষীভূত হয়েছিলেন এবং ভক্তিরূপে পুত্র্য পুত্র্য ভগবান কামদেবের প্রতি পূর্ণ ঐকান্তিকতা লাভ করেছিলেন। এইভাবে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে সর্বভোগ্যে পরিতপ্ত হয়ে এবং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করে, পুত্র্য ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছিলেন এবং জড় অজ্ঞ ও বশিরের মতো জড় কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিম্পুত্র হয়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন। এইরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পুত্র্য একজন মহান অধি হয়েছিলেন এবং যখন গমন করে তিনি যখন প্রকল্পিত দাব্যি দর্শন করেছিলেন, তখন তাকে তাঁর সেই বন্ধ করে তিনি চিখালাল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”

“মনু কনিষ্ঠ পুত্র কবি কৈশোর বয়সেই জড় মুখভোগের প্রতি নিম্পুত্র হয়েছিলেন এবং তিনি রাজ্য পবিত্রাণ করে তাঁর বন্ধুগণ সহ যখন গমন করেছিলেন এবং স্বতন্ত্র পুত্র্য ভগবানকে তাঁর হস্তে অভ্যস্ত চিত্ত করে পরম গতি লাভ করেছিলেন। মনু তার এক পুত্র করক থেকে কাকর নামক এক কত্রিক জাতি উৎপন্ন হয়। কাকর কত্রিকেরা ছিলেন উত্তর দিকের রাজা। তাঁরা ধর্মনিষ্ঠ এবং ব্রাহ্ম্য সংকল্পের ব্রাহ্মরূপে বিখ্যাত ছিলেন। ধৃষ্ট নামক মনুপুত্র থেকে ধর্ষ নামক কত্রিক জাতির উৎপত্তি হয়, বীর্য পৃথিবীতে ব্রাহ্মরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মনু পুত্র দুগ থেকে পুত্র্য জন্ম হয়। দুমতি থেকে ভূভোগ্যতি এবং ভূভোগ্যতি থেকে বসু জন্মগ্রহণ করেন। বসু পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওদবান। ওদবানের পুত্রের নামও ওদবান এবং তাঁর কন্যার নাম ওদবতী। সুদর্শন সেই কন্যাকে বিবাহ

করেন। মনিক্যত থেকে চিত্রসেন নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে কক নামক পুত্রের জন্ম হয়। কক থেকে শ্রীদান শ্রীদান থেকে পূর্ণ এবং পূর্ণ থেকে ইন্দ্রসেনের জন্ম হয়। ইন্দ্রসেন থেকে বীতিহোত্র, বীতিহোত্র থেকে সত্যজ্ঞান, সত্যজ্ঞান থেকে উত্তরবা এবং উত্তরবা থেকে বৈদ্যবন্তের জন্ম হয়। বৈদ্যবন্ত থেকে কত্রিকেশব জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন বহু অধিনেব। এই পুত্রটি কানীন ও জাতকর্ণ্য কত্রিকেশব নামক।

“হে রাজন, অধিবশ্য থেকে কত্রিকেশবের নামক ব্রাহ্মপুত্র উৎপন্ন হয়েছে। নরিত্যবৎ বংশ থাকি তোমার কাছে কনিষ্ঠ করলাম, এখন শিষ্টের কল কনিষ্ঠ করছি, প্রবণ কর। শিষ্টের মাতঙ্গ মধ্যে এক পুত্র ছিল। এর পরে যে নরিত্যবৎ কথা বর্ণ্য করা হয়ে তার থেকে এই নরিত্যবৎ ভিন্ন। এই শিষ্টপুত্র নরিত্যবৎ কর্মের দ্বারা বৈদ্যবৎ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নরিত্যবৎ পুত্র ভলম্বন, ভলম্বনের পুত্র বৎসব্রীতি এবং তাঁর পুত্র প্রাপ্ত। প্রাপ্তের পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র বশির, বশিরের পুত্র চাকুর এবং তাঁর পুত্র বিবিশতি। বিবিশতির পুত্র রক্ত, রক্তের পুত্র পরম ধারিক খনীনেত্র। হে রাজন, এই খনীনেত্রের পুত্র রাজ্য করকর্ম। করকর্ম থেকে কনিষ্ঠ নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং অধিবশ্যের পুত্র মনু, যিনি রাজ্যজ্ঞানব্রী হয়েছিলেন। অধিবশ্য পুত্র মহাকেশী মনুকে মনুতাক দিয়ে এক বন্ধু করিয়েছিলেন। রাজ্য মনুতাকের মতো আর কোন বন্ধু হয়নি। তাঁর বন্ধুর সমস্ত সামগ্রী ছিল সুবর্ণময়, সুতরঙ্গ অ অত্যন্ত

সুন্দর ছিল। সেই বন্ধু ইন্দ্র প্রসূর পরিমাপে সেমেরস পান করে মত্ত হয়েছিলেন। জন্মের প্রসূর দক্ষিণ প্রাপ্ত হয়ে মত্ত হয়েছিলেন। সেই বন্ধু লম্বন দেবতাপন কামা পরিবেশন করেছিলেন এবং বিধবদেবগণ মনুসম ছিলেন। মনুতাকের পুত্র মনু, মনুতাকের পুত্র রাজ্যবর্জন, রাজ্যবর্জনের পুত্র সুমতি এবং তাঁর পুত্র মনু। মনুতাকের পুত্র মনু এবং তাঁর পুত্র বৃদ্ধমান, বৃদ্ধমানের পুত্র বৈগবান, বৈগবানের পুত্র বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধের পুত্র তৃণবিন্দু। এই তৃণবিন্দু পৃথিবীর অধিনেব হয়েছিলেন। অত্যন্ত গুণগতি অলম্ব্যকোঁ অলম্ব্যক অলম্ব্যক কল অলম্ব্যক তৃণবিন্দুকে পতিয়ে বন্ধু করেছিলেন। তাঁর মতে কত্রিকটি পুত্র এবং ইলিলি নামক একটি কন্যার জন্ম হয়। মহাকেশী কবি বিবরা তাঁর পিতার কাছ থেকে তৃণবিন্দুর লাভ করে, ইলিলির মতে কনিষ্ঠপতি কত্রিক নামক পুত্র উৎপন্ন করেন। তৃণবিন্দুর বিশাল, শূন্যক এক ধূমকেতু নামক তিনটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে বিশাল বংশ সৃষ্টি করেন এবং কৈশলী নামক পুত্রী নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেভজ, তাঁর পুত্র ধূমক, ধূমকের পুত্র লম্বন এবং লম্বনের পুত্র দেবজ ও কৃশা। কৃশার পুত্র সোমদেব, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা বিবৃৎ আগাধনা করে মহাকেশীসের সপ্য অতি উত্তম গতি লাভ করেছিলেন। সোমদেবের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র কনমজর। বিশাল রাজ্যের বংশোদ্ভূত রাজারা তৃণবিন্দুর কীর্তি বন্ধু করেছিলেন।”



তৃতীয় অধ্যায়

সুকন্যা এবং চ্যবন মুনির বিবাহ

শ্রীমৎ শঙ্কর গোস্বামী বললেন—“হে রাজন! মনু আর এক পুত্র শর্যতি ছিলেন। শর্যতাকে বৈদিক ভবজ্ঞান সমাধিত রাজা। তিনি অধিবশ্য বংশধরদের মধ্যে দ্বিতীয়

বিবসের কর্তব্য কর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন। শর্যতির সুকন্যা নামক এক অতি সুন্দরী কামলচন্দ্রা কন্যা ছিল। সেই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যখন গমন করে, রাজা শর্যতি

চাকর মূনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সূক্ষ্মা যখন সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টিত হয়ে বনে গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন, তখন তিনি একটি বন্দীকর গর্তে জেনারির মধ্যে দুটি জোড়ি দেখতে পেলেন। দৈবের প্রেরণাক্রমেই যেন সেই কন্যা মুখ্য হয়ে একটি কীটের দ্বারা সেই জোড়ির পদার্থ দুটি বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই সেখান থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগল। উৎসাহে শর্যতির সৈন্যদের মন-মুগ্ধ নিঃশব্দ হয়েছিল। তা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে শর্যতি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন। কি আশ্চর্য! আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ভূত-দানব চাকর মূনির কোন ক্রটি করেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন এই আশ্রমকে কলুষিত করেছে। সূক্ষ্মা তখন ভয়ে কান্দুল হয়ে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'আমি কিছু অন্যায় করেছি, কারণ আমি না জানে একটি কষ্টকের দ্বারা দুটি জোড়ি বিমর্ষ করেছি।' তাঁর কন্যার সেই উক্তি শ্রবণ করে রাজা শর্যতি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন এবং তিনি নানাতাবে ক্রুদ্ধত্বের দ্বারা কন্যার মধ্যে অবস্থিত চাকর মূনিকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। সংঘত চিন্তা শর্যতি চাকর মূনির অস্তিত্ব বুঝতে পেরে, তাঁকে তাঁর কন্যা সমর্পণ করেছিলেন এবং অতি কষ্টে বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মূনির অনুমতি গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অত্যন্ত উগ্র স্বভাব চাকর মূনিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার সূক্ষ্মা তাঁর স্বাম্যগত ভাব অবগত হয়ে, অত্যন্ত সাবধানে সেই অনুসারে কার্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। তারপর, কিছুকাল পর হলে, স্বর্গের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারের চাকর মূনির আশ্রমে এসেছিলেন। চাকর মূনি প্রজ্ঞা সহকারে তাঁদের পূজা করে, তাঁদের কাছে অনুগ্রহ করেছিলেন তাঁকে যৌবন প্রদান করতে, কারণ তাঁরা যৌবন দানে সমর্থ ছিলেন।"

চাকর মূনি বললেন—“যদিও আপনারা যজ্ঞে সোমরস পান্যে বঞ্চিত, আমি আপনাদের সোমরসপূর্ণ পাত্র প্রদান করব। মদ্য করে আপনারা আমাকে রূপ এবং যৌবন সম্পাদন করে দিন, কারণ তা বুঝতেই রমণীদের আকৃষ্ট করে। চিকিৎসকগণের অশ্বিনীকুমারের অত্যন্ত আশ্রমের সঙ্গে চাকর মূনির প্রভাব অসীম করেছিলেন। তাঁরা সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, “এই সিদ্ধ সন্ন্যাসের আগনি

নিমগ্ন হোন।” (এই সন্ন্যাসের যে রান করে তার বাসনা পূর্ণ হয়)। এই কথা বলে অশ্বিনীকুমারের জরাজীর্ণ শরীর কলীপলিত সেই অতি বৃদ্ধ চাকর মূনিকে নিয়ে যুগে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর, সেই বৃদ্ধ থেকে অতি সুন্দর তিনজন পুত্র উঠে এলেন। তাঁরা পদম সুন্দর পদ্মফলা, কুণ্ডল এবং সুন্দর বসনে ভূষিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন সন্মান সৌন্দর্য বিহীন। সেই পতিব্রতা সূক্ষ্মা সূক্ষ্মরূপে যে অশ্বিনীকুমার এবং কে তাঁর পতি তা বুঝতে পারলেন না, কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন সমান সুন্দর। কে তাঁর পতি তা বুঝতে না পেরে, তিনি অশ্বিনীকুমারদের পরাগায় হয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারের সূক্ষ্মার পাণ্ডিত্য-ধর্ম বর্ণন করে তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীতি হয়েছিলেন এবং তাঁর পতিকে দেখিয়ে নিয়ে ও চাকর মূনির অনুমতি নিয়ে তাঁরা তাঁদের বিবাহে বর্ণগোষ্ঠে যিত্তে গিয়েছিলেন। তারপর, রাজা শর্যতি, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে অভিজারী হয়ে চাকর মূনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কন্যার পাশে সুবর্ণের মতো তেজস্বী এক অতি সুন্দর বৃদ্ধকে বর্ণন করেছিলেন। তাঁর কন্যা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করলেও, রাজা শর্যতি তাঁকে আশীর্বাদ না করে অসন্তুষ্ট হিঙে কলতে লাগলেন। হে অসন্তী! তুমি কি করতে অভিজারী হয়েছ? তুমি সর্বজনপূজ্য পরম ভাঙ্কের পতিকে প্রভাষণ করেছ, যেহেতু তিনি বৃদ্ধ এবং জরাজীর্ণ, তাই তুমি অশ্রির পতিকে পরিগ্রহণ করে এই বৃদ্ধটিকে উপপতিরূপে বস করেছ, যে ঠিক একটি পথের ভিকৃতির মতো। হে কন্যা, তুমি এক সংকুলে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার মতি এইভাবে অযোগ্য হলে কিভাবে? তুমি কিভাবে নির্লজ্জের মতো এক উপপতির ভজনা করছ? তার কলে তুমি তোমার পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয় কুলকেই যের নরকে পতিত করলে। সূক্ষ্মা কিন্তু তাঁর সন্তীহের দর্পে পবিত্র হয়ে হোসে এই প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগকারী পিতাকে বললেন, “হে পিতাঃ! আমার পাণ্ডিত্য এই ব্যক্তিটি অশ্বিনীকুমারই জন্মাতা ভূতদানব চাকর মূনি।” এই বলে সূক্ষ্মা তাঁর পিতাকে চাকর মূনির রূপ এবং যৌবন প্রাপ্তির কারণ বর্ণনা করেছিলেন। তা শুনে শর্যতি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হয়ে কন্যাকে কোলে আলিঙ্গন করেছিলেন।”

“চাকর মূনি তাঁর শক্তিবলে রাজা শর্যতিতে বিহ্বল সোমরস অন্তর্ধান করিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারদের যদিও সোমরস পান্যে আধিকার ছিল না, তবুও মূনি তাঁদের সোমরসের পূর্ণপাত্র প্রদান করেছিলেন। ইহু জরাজীর্ণ নির্দোষ এক বৃদ্ধ হয়ে চাকর মূনিকে ব্রহ্মা করে কন্যা তাঁর বহু গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চাকর মূনি উহু নক্তির বলে বহুসংখ্য ইন্দ্রের হস্ত নিষ্কৃত করে রেখেছিলেন। যদিও অশ্বিনীকুমারের চিকিৎসক বলে রাজা সোমরস পান্যের আধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও সেই সময় থেকে যেরতারা তাঁদের সোমরস পান করতে নিতে সম্মত হয়েছিলেন। রাজা শর্যতির উত্তমবর্ষি, অনন্ত এবং ভূরিবেশ নামক তিনটি পুত্র ছিল। অনন্ত থেকে রেবতের জন্ম হয়।”

“হে শূন্যশন মহাবাহু পরীক্ষিত! এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশল্লী নামক একটি নগরী নির্মাণপূর্বক সেখানে বস করে অনন্ত প্রভৃতি দেশ পালন করতেন। তাঁর একমাত্র অতি উত্তম পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ককুদী। ককুদী তাঁর কন্যা রেবতীকে নিয়ে তাঁর কন্যার পতি কে হবে তা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রকৃতির তিমিরের অতীত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ককুদী বদন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মা গর্ভবৎ নীতবাস্য প্রকাশ করছিলেন এবং তাই জনতার জন্যও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় হইল। সেই বৃদ্ধ ককুদী প্রতীক্ষা করেছিলেন এবং নীতবাস্যের অবনানে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে নিজের অভিপ্রায় নিজের

করেছিলেন। তাঁর কথা শুনে পরম শক্তিময় ব্রহ্মা উচ্চহাস্য সহকারে ককুদীকে বলেছিলেন, “হে রাজন, তুমি মনে মনে কাদের তোমার জন্মাতারূপে বিব্র করেছিল, তারা সকলেই কালের প্রভাবে মৃত হয়েছেন।” সপ্তবিশতি চতুর্ভুজ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। যাদের তুমি মনে মনে বিব্র করেছিলে তারা এখন মৃত হয়েছে, এমন কি তাদের পুত্র, পৌত্র এবং গোত্রাদির নাম পর্যন্ত তুমি জ্ঞাতে পারো না।”

“হে রাজন, তুমি যদিও, সেরসের বিকৃতির মধ্যে সেই মহাবলী কলমে এক সেখানে বিরাজ করছেন, তোমার এই কন্যারূপেই সেই পুত্রকন্যাকে সমর্পণ কর। শ্রীকলমেই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের কলে মানুষ পবিত্র হয়। তিনি যেহেতু সমস্ত জীবের পরম ভজনভক্ত, তাই তিনি এখন ভূতের রূপে করার জন্য তাঁর অংশসহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।”

“ব্রহ্মার দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, ককুদী তাঁকে প্রণাম করে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তাঁর পুরী শূন্য, অসংখ্য তাঁর ভায়ের এবং অন্যান্য আত্মীক-ভজনের বাক আদি উচ্চত্তর মীম্বের ভয়ে পুরী পরিত্যক্ত করে চতুর্ভুজে অবস্থান করছিলেন। তারপর রাজা তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকে পরম শক্তিশালী শ্রীকলমেবকে সমর্পণ করে, নর-নরায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যা করতে বন্দীকাজেরে গিয়েছিলেন।”



চতুর্থ অধ্যায়

অশ্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্বাসা মূনির অপরাধ

শ্রীল শুকদেব গোহাত্মী বললেন—“নভঃের পুত্র নাজগৎ ধীরকাল গুরুগৃহে বাস করেছিলেন। তাই তাঁর ডাইয়েরা মনে করেছিলেন যে, তিনি গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ

অবলম্বন করার জন্য আর বিয়ে করতেন না। অতএব তাঁরা তাঁর জন্য তাঁদের পিতার সম্মতির কোন অংশ না রেখেই নিজের মধ্যে তা কটন করে নিয়েছিলেন।

নভাগ যখন তাঁর গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের নিজেকে তাঁর সম্পত্তির অংশ বলে নির্দেশ করেছিলেন। নভাগ জিজ্ঞাস্য করেছিলেন, 'হে শ্রাতাণ্ড, আমার জন্য আপনাকে নিজের সম্পত্তির অংশবস্তু কি রেখেছেন?' ছোট শ্রাতারা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা তোমার অংশবস্তু আমাদের নিজেকে রেখেছি।' কিন্তু নভাগ যখন তাঁর নিজেকে জিজ্ঞাস্য করেছিলেন, 'নিভুদেব, আমার ছোট শ্রাতারা আপনাকে আমার সম্পত্তির অংশবস্তু প্রদান করেছেন।' তখন তাঁর নিজ উত্তর দিয়েছিলেন, 'হে বৎস! তাদের সেই উক্তি প্রত্যক্ষাবলম্বক, তাদের সেই কথো কথাগুলো কখনো না। আমি তোমার সম্পত্তির অংশ নই!'

নাভাগের পিতা বলেছিলেন—“অসিরোগোত্তীর অধিরা এক মহাবীর অনুষ্ঠান করছেন। কিন্তু যদিও তাঁর অস্তিত্ব বুদ্ধিমান, তবুও তাঁরা বড় নিবংসে বলা অনুষ্ঠান করতে মোহমাগ্ন হারে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে তুল করবেন। তুমি সেই মহাবীরের কাছে যাও এবং কৈশবের সম্বন্ধীয় দুটি বৈদিক যজ্ঞ কর্ণনা করো। সেই মহাবীর বলা সমাপ্ত হলে যখন অর্গলোকে থাকেন, তখন তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে প্রদান করবেন। অতএব তুমি সেখানে যাও। নাভাগ তাঁর পিতার আদেশ বাধ্যবদ্ধভাবে পালন করেছিলেন এবং অসিরোগোত্তীর অধিরা তাঁকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করে অর্পণ হমন করেছিলেন। তারপর, নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ উত্তর দিক থেকে এসে তাঁকে বলেছিলেন, ‘এই যজ্ঞভূমির সমস্ত ধন আমার।’ নাভাগ তখন বলেছিলেন, ‘এই ধন আমার অধিরা আমাকে এওলি লান করেছেন।’ নাভাগ সেই কথা বললে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটি বললেন, ‘চালা, আমরা তোমার পিতার কাছে যাই এক তাঁকে আমাদের এই মন্তবিরোধের মীমাংসা করতে বলি।’ সেই বাক্য অনুসারে নাভাগ তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাস্য করেছিলেন।”

নাভাগ্যের পিতা বলেছিলেন—“কবিরা নকসবো সব
বিদ্যু জ্বলের জ্বল বলে দিকেনা করে তাঁকে আ দিকেন
করাইলেন, তাই বসন্তমিশ্র সমস্ত বসন্তই নিমেষ।”

ଉତ୍ତମ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ନିରବଚନ କରା ଯାଉଅଛି ।
 କଳାକାରମାନେ—“ହେ ମହାମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ! ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ସବୁ

কিছুই অসম্ভব। আমিই গিরা সেটি কপাই আমায়
 বলেছেন। এখন আমি অনন্ত উত্তরে আপনায় কণা
 প্রার্থনা করছি।”

কহে কলসেন—“তোমার পিতা যা বলেছেন তা মত
এবং তুষ্টিও সত্য কথাই বলেছে। স্বতঃপ্ৰাপ্ত আমি হয়েছে,
তোমাকে সমস্ত প্রকারণ দান করব। এখন তুমি এই
বহুবার্ষিক সমস্ত দান গ্রহণ কর, কারণ আমি তোমাকে
অন দান করছি।” সেই কথা বলে ধর্মাদ্যক্ষী লিঙ্গ সেই
স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

“এই আখ্যানটি যিনি মনোযোগ সহকারে সকালে ও
 সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি
 নিশ্চিতভাবে বিদ্বান ও মহাত্মা অভিন্ন হয়ে আত্মরান
 লাভ করেন। লাভার্ণ থেকে মহারাজ অক্ষরীয়েব জন্ম
 হয়েছিল। মহারাজ অক্ষরীয ছিলেন একজন মহাত্ম্যবত
 এবং সুকৃতিমান পুত্র। যদিও তিনি এক মহা তেজস্বী
 ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তবুও সেই ব্রাহ্মণ
 তাঁকে স্মরণ কর্তব্য করতে পারেনি।”

মহারাজ নবীক্ষিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“হে মহাশয়, মহাশয় অশ্রুপূর্ণ নিশ্চয়ই ছিলেন অতি উন্নত চরিত্র এবং সুবুদ্ধিমান। আমি তাঁর কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মণের অদ্যতীত অধিনাপও তাঁর মনোমুগ্ধতা করতে পারেনি।”

শ্রীল তত্বেসেব গোস্বামী বললেন—“পরম
মৌজাগ্যবন মহাকাব্য অমরীর সন্তুর্দীপ সমন্বিত পৃথিবীর
আধিপত্য একে তাকর ঐশ্বর্য ও অতুর্দীপ সন্নিবি
করেছিলেন। যদিও এই প্রকার পদ লাভ করা অসম্ভব
দুর্লভ, তবুও মহারাজ অমরীর তাত্ত্বিক ও অসম্ভব
হিসেব না। কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, এই
প্রকার সমস্ত ঐশ্বর্যই জড়-জাগতিক। স্বর্গের মধ্যে
অলীক এই ঐশ্বর্য চরণে কিন্তই হয়ে যাবে। প্রজা
ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, কোন অদিক যখন এই
প্রকার ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়, তখন সে তমোগণের গভীর
থেকে গভীরতর অন্ধকারে অধঃপতিত হয়। মহারাজ
অমরীর ছিলেন ভগবান শ্রীবাসুদেব এবং ভগবতক
মহাশ্বাদের এক পরম কৃত। তাঁর এই ভক্তির প্রভাবে
তিনি পরম অদিক জাগতিক একটি মাত্র ফেলার মধ্যে তুলে

হয়ে যান কর্তৃত্বলেন। মহারাজ অখরীর বর্গে তাঁর
মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপঙ্কজ ধ্যানের, তাঁর দ্বারী
সুপালানের অধিষ্ঠা করিয়া, তাঁর চক্ৰবর্ত্ত মন্দির স্বর্গলেন,
তাঁর কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠা অবধে, তাঁর চক্ৰবর্ত্ত
শ্রীকৃষ্ণের সিংহ এবং অঙ্গনা-শূলদের অধিষ্ঠা হইলে শ্রীকৃষ্ণের
মন্দির কর্ণলেন, তাঁর অংশোপ্রিয় ভগবদ্ভক্তের জগৎপার্শ্বলেন,
তাঁর অংশোপ্রিয় ভগবানের শ্রীপাদপঙ্কজ নিবেদিত কুলমণ্ডি
রূপ গ্রহণে, তাঁর রসনা কৃতপ্রসাদ আশ্বাসনে, তাঁর চক্ৰবর্ত্ত
স্বর্গবর্ত্তার এবং ভগবানের মন্দিরে গমনে, তাঁর চক্ৰবর্ত্ত
ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর জামনাতে সর্বকণ
ভগবানের সেবা সম্পাদনে, নিবৃত্ত করেছিলেন।
প্রকৃতপক্ষে মহারাজ অখরীর তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ
ভোগের জন্য কোন কিছু কাম্য করেননি। তিনি তাঁর
সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের বিচিত্র সেবার দ্বন্দ্ব
করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আসক্তি লাগু হইলে সমস্ত
জড় হাসনা থেকে সর্বত্রোভাবে মুক্ত হওয়ার এটিই
পথ।”

“মহারাজ অমরীষ সর্বদা তাঁর রাজকীয় কার্যকলাপের সমস্ত কল পরিত্যক্ত, পরম তেজসা অধোকল্প ভঙ্গদান প্রীত্যুৎকর্ষে সমর্পণ করে, ভগবদুক্ত ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুসারে অন্যায়সে পৃথিবী শাসন করতেন। সন্ত্রস্তসেবে যেখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে অমরীষ বহুসংখ্য অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর ভগবানের নমস্টি-বিধান করেছিলেন। এই প্রকার বহু মহা ঐশ্বর্য, উপযুক্ত উপকরণ এবং ব্রাহ্মণদের দক্ষিণ দান করার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। কলৌষ বজ্রমান রাজার প্রতিনিধিত্ব করে বর্ষিত, অগ্নিত, সৌতম্য প্রমুখ মহাকাল এই সমস্ত যজ্ঞের উদ্বোধন করেছিলেন। মহারাজ অমরীষের যজ্ঞে সুন্দর করে বিবৃতিত সদস্যবর্ষ এবং পুরোহিতদের বিশেষ করে হোতা, উপহাতা, ব্রহ্মা এবং অধ্বর্যুদের ঠিক দেবতাদের মতে সেবাভ। তাঁরা গর্ভীর ঔৎসুক্য সহকারে নিম্নমর্ষীন দৃষ্টিতে বন্ধ বর্শন করতেন। অমরীষ মহারাজের রাজ্যের নাগরিকেরা ভগবানের লীলালক্শা লবণ এবং কীর্তন করতেন। তাই তাঁরা দেবতাদেরও অত্যন্ত মিত্র স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার কামনা করতেন না। যারা ভগবানের সেবাঅনুষ্ঠিত চিন্তায় আনন্দে যথ, তাঁরা নিকৃষ্টকর্মদেরও যা পরম প্রাপ্তি সেই সমস্ত বিষয়েও

আমরাই নহি, কারণ আমরা মিলিত হইকৃতকর কথা চিন্তা করার কালে যে লিঙ্গ আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা কহিলে সিদ্ধান্তবাক্যের সিদ্ধিও বিতালই হইত। এই পুণির্দীপ্ত রাজ্য অবধারিত এইভাবে উন্নয়নপ্রাপ্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টার কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সর্বদা তাঁর স্বরূপে উন্নয়নের প্রসন্নতা বিদ্যমান রহে, তিনি ক্রমশঃ সর্বপ্রকার জড় বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন। অধরীষে মহারাজ তাঁর পুত্র, পুত্রী, সন্তানসম্প্রতি, বন্ধুবান্ধব, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সুন্দর কন্যা, জ্ঞান, আশ্রয় প্রভৃতি, অলংকার, বস্ত্র এবং অল্পবয়স্ক সন্তানসমূহের প্রতি সমস্ত আশঙ্কি পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি সেগুলি বিতালই করিতেন এবং তুমি জড় বিষয় বলে মনে করেছিলেন।”

“অধরীষ মহারাজের একমুখিতা তত্ত্বিতে সন্তুষ্ট হয়ে
তখনই তাঁকে তাঁর সুদর্শন চক্ৰ প্রদান করেছিলেন, যা
তত্ত্বের সত্যত্ব এবং যা শব্দভাষার ব্যক্তির পক্ষে
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য
অধরীষ মহারাজ তাঁরই মতো গুণবর্তী অধরীষ সহ এক
বৎসর কাল জানং একাদশী এবং দ্বাদশীতে পূজন
করেছিলেন। এক বছর ধরে প্রত্যয় ধারণ করার পর,
কার্তিক মাসে ত্রিপুর উপাস্য করে এবং তারপর কন্যার
দান করে, মহারাজ অধরীষ মধুরে ভগবান শ্রীহরির
অর্চনা করেছিলেন। মহারাজ অধরীষ মহা অভিষেকের
বিধি অনুসারে সর্বপ্রথম উপকরণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
বিগ্রহের অভিষেক করেছিলেন এবং তারপর সুন্দর বস্ত্র,
জলভাণ্ড, সুগন্ধি মূল্যবান এবং পুষ্পের অন্যান্য
উপকরণের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।
ঐকান্তিক তত্ত্বি সহকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং জড়
বাসনাবূন মতাত্মকত্বের প্রাকগণের পূজা করেছিলেন।
তারপর অধরীষ মহারাজ তাঁর পুত্র সম্রাট অভিষেকের,
বিশেষ করে প্রাকগণের সন্তুষ্ট করেছিলেন। তিনি তাঁদের
যদি কোটি গাভী দান করেছিলেন, যাদের পুত্র স্বর্ণমণ্ডিত
ছিল এবং যাদের কুর বৌদ্ধমণ্ডিত ছিল। সেই গাভীগুলি
সুন্দর বলে বুনোভিষ এবং মুক্ত পূর্ণ ছিল। তারা ছিল
সুন্দর বহন, যৌবন, রূপ এবং স্বপ্ন সমৃদ্ধ। সেই
সমস্ত গাভী দান করার পর রাজা প্রাকগণের প্রত্যেক
পরিমাণে অত্যন্ত সুখী আহার্য ভোজন করিয়েছিলেন
এবং বহন তাঁর সম্পূর্ণত্ব উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি

তাদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁর উপবাস ভঙ্গ করে একাদশীতে সমাপ্ত করার উপক্রম করেছিলেন। ঠিক তখন মহানন্দ্রিমান দুর্গাঙ্গী মুনি সেখানে অতিথিভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। অপরীক্ষিত মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে দুর্গাঙ্গী মুনিকে স্বাগত জানিয়ে আসন প্রদান করেছিলেন এবং পূজার উপক্রমের দ্বারা পূজা করেছিলেন। তদনন্তর তাঁর পাশ সমীপে উপবিষ্ট হয়ে রাজা সেই মহাবিক্রে ভোজন করতে অনুমোদন করেছিলেন। দুর্গাঙ্গী মুনি শমনবে অপরীক্ষিত মহারাজের অনুমোদন অস্বীকার করে, মহাদেবকালীন বিধি অনুষ্ঠান করার জন্য বসুন্ধর নদীতে গমন করেছিলেন। সেখানে বসুন্ধর নদীর জলে সিঁচ হয়ে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেছিলেন। ছাদনীত উপবাস পারের বন্ধন আর মাত্র অর্ধ মূর্ত্ত বাকি ছিল, অর্থাৎ তৎকালীন উপবাস ভঙ্গ করা আবশ্যিক হয়েছিল, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রাজা তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণদের সহিত তখন কি করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে বিচার করতে শুরু করেছিলেন।

রাজা বললেন, “ব্রাহ্মণকে অত্যাচার করা হলে মহা অপরাধ হয়। অতঃপর ছাদনীতে উপবাস ভঙ্গ না করলে ব্রহ্মপালনে ঋণী হয়। অতঃপর, হে ব্রাহ্মণগণ, আপনার যদি মনে করেন যে, জলপান করে উপবাস ভঙ্গ করলে মঙ্গল হবে এবং অপর হবে না, তা হলে আমি তাই করব।” এইভাবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণদের মতে জলপান করা, ভক্ষণ এবং অত্যাচার উভয়ই।

“হে কুরুকুলজ্যেষ্ঠ! রাজর্ষি এইভাবে বিচার করে, তাঁর হৃদয়ে ভগবান অচ্যুতের ধ্যানপূর্বক একটি জলপান করে, তিনি মহাবোগী দুর্গাঙ্গী মুনির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মহাদেবকালীন কর্তব্য সমাপ্ত করে দুর্গাঙ্গী মুনি বসুন্ধর নদী থেকে ফিরে এসে, রাজা তাঁকে পূজা করে স্বাগত জানালেন, কিন্তু দুর্গাঙ্গী মুনি তাঁর বোলশব্দের বশে বুকেতে পেরেছিলেন যে, মহারাজ অপরীক্ষিত তাঁর অনুমতি না নিয়ে জলপান করেছেন। কেনো দুর্গাঙ্গী মুনির সেই কলিঙ্গ হস্তে লাগল, তাঁর মুখ ক্রকটের দ্বারা কুটিল ভাব ধারণ করল এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রুদ্ধভাবে তিনি কৃতান্তলি সহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অপরীক্ষিতকে বলতে লাগলেন। অহা! এই নির্ভর প্রকৃতি

সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখে, সে বিমুগ্ধ হয়। তাঁর গা এবং পশমবীড়ার গর্বে গর্ভিত হয়ে সে নিরপেক্ষ ভগবান বলে মনে করছে। দেখে কিতাবে সে ধর্মনিষ্ঠ লোকের করেছে। মহারাজ অপরীক্ষিত, তুমি আমাকে তোমার অতিথিভাবে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করছে, কিন্তু আমাকে ভোজন না করিয়ে তুমি সিক্তই প্রথমে ভোজন করছে। তোমার এই অন্যায় আচরণের ফল এখনই আমি তোমাকে দেখাব। এইভাবে বলতে বলতে দুর্গাঙ্গী মুখ ক্রোড়ে উদ্ভীর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর হস্তকে থেকে জটা ছিন্ন করে, অপরীক্ষিত মহারাজকে বশমান করার জন্য তাঁর দ্বারা কালোচুলা এক অসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্থলভ কৃত্য তাঁর হাতে আমি নিয়ে পদমিস্রণের দ্বারা পৃথিবী কর্দমপূর্ণ করতে করতে তাঁর বিকে আসছে যেখান থেকে মহারাজ অপরীক্ষিত তাঁর স্থান থেকে বিচলিত হলেন না। দাক্ষল্যে যেভাবে স্কন্ধ সর্পকে বন্ধ করে, তত্বকে বন্ধা করার জন্য পূর্ব থেকেই ভগবানের আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শন চক্র সেইভাবে দুর্গাঙ্গী মুনির হাতে বন্ধ করেছিল। দুর্গাঙ্গী বন্ধন দেখলে যে, তাঁর প্রহাস ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই চক্র ভ্রমকালে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি ভীত হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য চতুর্দিক ঘনিত হতে লাগলেন। দাক্ষল্যের প্রকৃতি লিখি যেভাবে সর্পকে অনুসরণ করে, ভগবানের চক্র সেইভাবে দুর্গাঙ্গী মুনিকে অনুসরণ করতে লাগল। দুর্গাঙ্গী মুনি দেখেছিলেন যে, সেই চক্র প্রায় তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করছে এবং তাঁর কলে তিনি সুদ্রেক পর্বতের ওহাট প্রবেশ করার বাসনায় অত্যন্ত ঋতবেগে খণ্ডিত হয়েছিলেন। দুর্গাঙ্গী মুনি আশ্চর্যের জন্য সর্বদিকে, আকাশে, পৃথিবীতে, ওহাট, সমুদ্রে, ত্রিভুবনের লোকপালদের লোকে এবং স্বর্গে গমন করেছিলেন। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি দেখেছিলেন যে, অসম্ভব ভেজোমায় সুদর্শন চক্র তাঁকে অনুসরণ করছে। ভীত চিত্তে দুর্গাঙ্গী মুনির অধিকার অধিকার করতে করতে সর্বত্র গমন করেছিলেন, কিন্তু কোথাও তিনি অস্ত্র পাননি। অতঃপর তিনি একবার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, ‘হে বিধাতা! হে ব্রহ্মা! দয়া করে আপনি ‘ভগবানের স্থলভ সুদর্শন চক্র’ থেকে আমাকে রক্ষা করুন।’

অনুগ্রহ করুন।—‘চিন্তার কালেই অসম্ভব ভগবানের কীল্লা যখন সমুদ্র হয়, তখন ভগবান ত্রিবিধ তাঁর জড়তির দ্বারা আমাদের বাসস্থান সহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। আমি, শিব, ব্রহ্ম, তত্ত্ব প্রভৃতি অতিশয়, প্রজাপতি, মানব-সমাজের শাসকবর্গ এবং দেবতাদের শাসকবর্গ—আমরা সকলই ভগবান ত্রিবিধের শরণাগত এবং সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য আমরা অতঃপর সন্তোষে তাঁর আদেশ পালন করি। সুদর্শন চক্রের প্রাণের দ্বারা অস্ত্রের সত্ত্ব দুর্গাঙ্গী এইভাবে ব্রহ্মার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৈলাসাদারী শিবের শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।’

শ্রীশঙ্কর বললেন—“হে বৎস! আমি, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যারা আমাদের মহত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করি, ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি প্রদর্শন করার কোন কথায় আমাদের নেই, কারণ জীবগণ সহ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং বিলুপ্ত হয় ত্রিকলম্ভ আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরম পুত্রা ব্রহ্মা, কলিঙ্গ (সেবুতি পুত্র), অশ্বাশ্বত্থ (ব্যাসদেব), দেবল, যক্ষরাজ, আসুরি, মর্ষাতি প্রভৃতি অবিগণ এবং অন্য বহু নিক্রেমপণ সর্বত্র হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের মায়ায় দ্বারা আবৃত হওয়ার কালে, তাঁর প্রায় প্রভাব যে কি প্রকার তা জানতে পারি না। তাঁর সুদর্শন চক্র আমাদেরও পূর্বস্ব, সূত্রায় তুমি সেই বিধুর কাছ দিয়ে তাঁর শরণাগত হও। তিনি অবশ্যই তোমার প্রতি সদয় হয়ে তোমার কল্যাণ বিধান করবেন।”

“তদনন্তর, শিবের কাছেও নিবাস হয়ে দুর্গাঙ্গী মুনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছিলেন, যেখানে ভগবান ত্রীনারায়ণ লক্ষ্মীদেবী সহ অবস্থান করেন। মহাবোগী দুর্গাঙ্গী মুনি সুদর্শন চক্রের অধির দ্বারা বন্ধ হয়ে, নারায়ণের শ্রীপাদপদে পতিত হয়েছিলেন। কলিঙ্গ কলেবরে তিনি বলেছিলেন—হে অচ্যুত! হে অমৃত! হে নিম্পাপক! আপনি সমস্ত ভক্তদের একমাত্র ইলিঙ্গ বস্তু। হে প্রভো! আমি বহু অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার অমৃত শক্তির সন্ধা না হলে আমি আপনার ভক্তি পির ভক্তের প্রতি অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনি সব কিছুই করতে

পারেন। নরকে হস্তায় উপস্থিত ব্যক্তিকেও আপনি কেবল তাঁর হস্তে আপনার পবিত্র নর জাগবিষ্ট করার মাধ্যমে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন।”

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে বললেন—“অনি সম্পূর্ণভাবে আমার ভক্তের অধীন। উক্তপক্ষে আমার কোনই বাতস্ত নেই। বেহেতু আমার ভক্তের সর্বপ্রকারে জন্ম বাসনা থেকে মুক্ত, তাই আমি তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করি। আমার ভক্তের কি কথা, যারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁরাও আমার অভ্যন্তর প্রিয়। হে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ, যে সমস্ত মহাব্রাহ্মণের আমিই একমাত্র আশ্রয়, তাঁদের দ্বারা আমি আমার চিন্তার আশ্রয় এবং পশম ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চাই না। শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু তাঁর গৃহ, পত্নী, সন্তানসমৃদ্ধি, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পদ এমন কি তাঁদের স্বীকৃত পবিত্র্যাপ করে—তাঁদের ইচ্ছাকে এবং পরলোকে কোন প্রকার জন্ম-জাগতিক উন্নতি সাধনের বাসনা তাঁদের থাকে না, সেই প্রকার ভক্তদের আমি কিতাবে পরিত্যাগ করব? সতী স্ত্রী যেভাবে দেবদেব মাধ্যমে সংস্পর্শকে কলীভূত করে, সর্বভোক্তার আমায় প্রতি আসক্ত সমুদ্রসম্পন্ন শুদ্ধ ভক্তেরাও সেইভাবে তাঁদের ভক্তির প্রভাবে আমাকে কলীভূত করেন। আমার ভক্তরা আমার প্রেমদরী সেরায় বৃত্ত থাকার কালে সর্বদা পবিত্র, তাই তাঁরা চার পশম তুষ্টি (সেবুত্ব, মানস, সর্বাঙ্গ এবং সাত্ত্ব), দ্বারা উপস্থিত হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না। অতঃপর কলীলোকে উন্নতি আমি ঘনিষ্ঠ ভক্ত সুকোপ কি আর কথা? শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা আমার হৃদয়ে থাকেন এবং আমিও সর্বদা শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বাকি। ভক্তেরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও জানেন না, আমিও তাঁদের দ্বারা আর কিছুই জানি না।”

“হে ব্রাহ্মণ! তোমার আত্মত্যাগ উপায় আমি তোমাকে বলছি, এখন কর। অপরীক্ষিত মহারাজের সঙ্গে অপরাধ করার কালে তুমি আত্মহিংসা করেছ। তাই একুশি তুমি তাঁর কাছে যও, বিলম্ব করো না। কারও প্রত্যক্ষাধীন শক্তি বন্ধন ভক্তের বিরুদ্ধে প্রদুত হয়, তখন প্রয়োগকারীই ঘনিষ্ঠ হয়। যার উপর প্রয়োগ করা হয় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না, লক্ষ্যেরে, যে প্রয়োগ করে তাঁরই ক্ষতি হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে ওপশা এবং বিদ্যা অবশ্যই অসম্ভব, কিন্তু যে ব্যক্তির স্বভাব মনঃময়,

তার পক্ষে এই উপসর্গ এবং বিনা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়, হে ব্রাহ্মণগণ! তাই তুমি এতদূর মহারাজ্য ব্যতীত পুত্র অধরীক মহারাজ্যের কাছে যাও। আমি তোমার

মঙ্গল কামনা করি। তুমি যদি মহারাজ্য অধরীক পুত্র করতে পার, তা হলে তোমার শান্তি হবে।"



পঞ্চম অধ্যায়

দুর্বারা মূনির জীবন রক্ষা

শ্রীল শুকদেব মোক্ষমী বললেন—“এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আসনে, সুদর্শন চক্রের দ্বারা সমস্ত দুর্বারা মূনি ভগবান অধরীক মহারাজ্যের কাছে গিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিনি তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁর চরণযুগল ধারণ করেছিলেন। দুর্বারা মূনি তাঁর চরণ স্পর্শ করে অধরীক মহারাজ্য অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন এবং তিনি যখন দেখলেন দুর্বারা মূনি তাঁর ক্রব করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি কৃপাবশত অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি ভগবানের সেই মহা জঙ্ঘর উল্লেখে ক্রব করতে শুরু করেছিলেন।”

মহারাজ্য অধরীক বললেন—“হে সুদর্শন চক্র! আপনি অগ্নি, আপনি পম্ব নভিমান সূর্য, আপনি সমস্ত জ্যোতিষের পতি চক্র, আপনি জল, স্নিগ্ধ, আকাশ, যব, পঞ্চতম্রা (শল, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এবং আপনি ইন্দ্রিয়সমূহ। হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি সহস্র অর সমর্থিত। হে জড় জগতের পতি, সর্ব জড় বিন্যাস, ভগবানের আদি ইক্ষণ, আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি। দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণকে আমার দান করুন এবং তাঁর মঙ্গল বিধান করুন। হে সুদর্শন চক্র! আপনি ধর্ম, আপনি সত্য, আপনি অনুপ্রেরণাদায়ক বাণী, আপনি যজ্ঞ এবং আপনি সমস্ত যজ্ঞকলের ভোক্তা। আপনিই সমগ্র জগতের পালনকর্তা এবং আপনিই ভগবানের হস্তে তাঁর পবন প্রভাব। আপনি ভগবানের মূল ইক্ষণ এবং তাই আপনি সুদর্শন

নামে পরিচিত। আপনারই কার্যের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই আপনি সর্বব্যাপ্ত। হে সুদর্শন, আপনি অত্যন্ত মঙ্গলময় বস্তু সমর্থিত এবং তাই আপনি সমস্ত ধর্মের দায়ক ও রহক। অধর্ম-পরায়াণ অসুখের পক্ষে আপনি অন্তত ধুমকেতুর মতো। বস্তুতঃ, আপনি ত্রিভুবনের পালনকর্তা। আপনি চিত্রের জ্যোতি সমর্থিত, আপনি মনের মতো প্রত্যক্ষমী এবং আপনি অন্ততকর্তা। আমি কেবল ‘সক’ শব্দটি উচ্চারণ করার দ্বারা আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। হে বাণীর পতি। আপনার ধর্মময় ভোক্তার দ্বারা এই জগতের অক্ষয়্য দুর্বারা হতে এবং মহাজনদের জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ কেউই আপনার জ্যোতি অতিক্রম করতে পারে না, কারণ প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত, স্থল এবং সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সব কিছু আপনারই জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত রূপ। হে অজিত! আপনি যখন ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হন, তখন দৈত্য ও দানব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বধ, উদ্বাস, উর, পল এবং ভক্ত নিরস্তর ছিন্ন করতে করতে মুচ্ছকণ্ঠে শিখর করেন। হে জগৎপ্রভা! ভগবানের সর্বশক্তিমান অজ্ঞরূপে বল অসুরের বিনাশ করার জন্য আপনি নিযুক্ত হয়েছেন। আমাদের কুলের মঙ্গলের জন্য দয়া করে আপনি এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান করুন। তা হলে নিশ্চিতভাবে আমাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। আমাদের ধন যদি সংলগ্নে দান করে থাকে, সংকর্ম

এ বস্তু অনুষ্ঠান করে থাকে, সন্তোষে অধর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে এবং তবুও ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তা হলে আমি কামনা করি যে, তার বিনাময়ে এই ব্রাহ্মণ যেন সুদর্শন চক্রের সমস্ত পক্ষে সন্তোষিত হন। অধিষ্ঠার পরমেশ্বর স্বরূপে তিনি সমস্ত চিত্রের ওপরে আধার এবং তিনি সমস্ত জীবের আত্মা, তিনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে আমরা কামনা করি যে, এই ব্রাহ্মণ দুর্বারা মূনি যেন সমস্ত সমস্ত থেকে মুক্ত হন।”

শ্রীল শুকদেব মোক্ষমী বললেন—“যাঁরা যখন এইভাবে সুদর্শন চক্র এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ক্রব করেছিলেন, তখন তাঁর প্রার্থনার সুদর্শন চক্র লাভ হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দুর্বারা মূনিকে মনন করা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। মহাশক্তিমানী গোপী দুর্বারা মূনি সুদর্শন চক্রের আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেছিলেন। তখন তিনি মহারাজ্য অধরীকের ওপরে প্রণাম করেছিলেন এবং তাঁকে পরম আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।”

দুর্বারা মূনি বললেন—“হে রাজন! আর আমি ভগবন্তের মহাদ্বারা মর্শন করলাম, কাম্য যদিও আমি ঘণন্য করেছি, তবুও আপনি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যাঁরা তবুও ভক্তদের প্রতি ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছেন, তাঁদের পক্ষে অসম্ভব এবং দুস্তা কি আছে? যার পবিত্র নাম শ্রবণ করা মাত্রই বীজ নির্মল হয়, সেই তীর্থলগ্ন ভগবানের ভক্তদের পক্ষে কি-ই বা অসম্ভব হতে পারে। হে রাজন, আপনি আমার মঙ্গলময় মর্শন না করে আমার জীবন রক্ষা করেছেন। তাই অত্যন্ত কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগ্রহীত হলম। দুর্বারা মূনির প্রত্যাবর্তনের আশায় রাজা কিছুই আহ্বার করেননি। তাই দুর্বারা মূনি কিন্তু এলে, রাজা তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁকে সর্বজগতের সমস্ত করেছিলেন এক চুপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছিলেন। রাজা এইভাবে দুর্বারাকে স্নান করে আলময় করেছিলেন। দুর্বারা বিভিন্ন প্রকার সুখাদ্য আহ্বার ভোজন করে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে রাজাকে বলেছিলেন, “দয়া করে আপনিও ভোজন করুন।”

“হে রাজন, আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। প্রথমে আমি আপনাকে একজন সাধবান মানুষ

বলে মনে করে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু পরে আমি আমার বুড়ির দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আপনি একজন মহাত্ম্যবত। তাই কেবল আপনাকে মর্শনের দ্বারা, আপনার চরণ স্পর্শের দ্বারা এবং আপনার সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা আমি অনুগ্রহীত ও প্রীত হয়েছি। মেবারুণাল জ্ঞানদার নির্ভর্য কীর্তি অনুকল কীর্তন করবে এবং এই পৃথিবীর মানুষেরাও আপনার পরম পবিত্র চরিত্র পান করবে।”

শ্রীল শুকদেব মোক্ষমী বললেন—“মহাযোগী দুর্বারা সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়ে রাজার অনুমতি গ্রহণ করে, রাজ্যের মহিমা কীর্তন করতে করতে আকস্মিকভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করেছিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে কোন নাস্তিক এবং শুদ্ধ মনোবৈদ্য মর্শনিক নেই। মহারাজ অধরীকের পক্ষ থেকে দুর্বারা মূনির চরণে যাওয়ার পর থেকে দ্বিগুণ আশা পূর্বক এক বছর অতীত হয়েছিল। রাজ্যে ততদিন কেবলমাত্র জলপান করে উপভোগ করেছিলেন। এক বছর পরে দুর্বারা মূনি যখন গিরে এসেছিলেন, তখন মহারাজ অধরীক তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র নন্দ্যিথ যয় প্রেরণ করেছিলেন এবং তাৎপর্য বহন ভোজন করেছিলেন। রাজা যখন দেখলেন ব্রাহ্মণ দুর্বারা বস্তু হস্তগত মহাবিশ্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন ভগবানের কৃপায় তিনি ক্রমশঃ পেরেছিলেন যে, তিনিও অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তিনি সেই জন্য কোন কৃতিত্ব গ্রহণ করেননি। তিনি যেন করেছিলেন সব কিছু ভগবানই করেছেন। এইভাবে ভগবন্তের প্রভাবে বিবিধ চিত্র ও সমর্থিত মহারাজ অধরীক পূর্বরূপে হস্ত, পরমাত্ম এবং ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার বলে তিনি পূর্বরূপে ভগবন্তের সম্প্রদায় করেছিলেন। তাঁর ভক্তির প্রভাবে তিনি এই জড় জগতের ব্রহ্মলোককে পর্বত নরকস্থল্য মনে করেছিলেন।”

“ভগবান, ভগবন্তের অতি উচ্চতরে উন্নীত হস্তগত বলে যার ভোগসমনা ক্রিষ্ট হয়েছিল, সেই অধরীক মহারাজ পূর্ব-জীবন থেকে অকস্মে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁরই মতো ওদম্প্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর রাজ্য বিভাগ করে দ্বিগুণ বান্ধব অন্বেষণ করে, তাঁর মনকে সর্বতোভাবে ভগবান বাসুদেবে একত্র করার জন্য বর প্রবেশ করেছিলেন। মহারাজ অধরীকের এই পবিত্র

কার্যকর্য্যের কথা যিনি সংশীর্ষ করেন অথবা অনুশীল
চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হবেন
যাঁরা মহান ভক্ত জম্বীরীষ মহারাজের চরিত্র ভক্তি

সহকারে প্রবণ করেন, তাঁরা অর্চনাই যুক্ত জন অথবা
ভগবানের ভক্ত হন।”



ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌভরি মূনির অধঃপতন

শ্রীল গুরুদেব গোহাটী বললেন—“হে মহারাজ
পরীক্ষিত! অম্বরীষের তিন পুত্র—বিক্রম, কেতুমান ও
শঙ্ক। বিক্রম থেকে পৃথক নামক পুত্রের জন্ম এবং
পৃথক পুত্র বহীতর। রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন, তাই
তিনি মহর্ষি অগ্নিরাকে তাঁর জন্য সন্তান উৎপাদন করতে
প্রার্থনা করেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় অগ্নি রথীতরের
পত্নীর গর্ভে কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। সেই
পুত্রেরা সকলেই ব্রহ্মভেদক সম্পন্ন ছিলেন। রথীতরের
পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার ফলে তাঁরা রথীতর গোত্র,
কিন্তু বেহেতু তাঁরা অগ্নিরার বীর্য থেকে উৎপন্ন
হয়েছিলেন, তাই তাঁরা অগ্নির গোত্রও। রথীতরের সমস্ত
সন্তানদের মধ্যে এরাই শ্রেষ্ঠ, কারণ জন্মসূত্রে তাঁরা ছিলেন
ব্রাহ্মণ।”

“মন্দ্র পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু যখন ঠাটি (কুৎ)
নিরেছিলেন, তখন মন্দ্র মাসারত্ন থেকে ইক্ষ্বাকুর জন্ম
হয়েছিল। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকৃকি, নিমি
এবং মণ্ডক ছিলেন মুখ্য। তাঁর একশত পুত্রের মধ্যে
পঁচিশজন হিমালয় এবং বিজয় পর্বতের অধিবাসী
আর্য্যবর্তের পশ্চিম দিকের রাজা হয়েছিলেন। অন্য
পঁচিশজন পুত্র আর্য্যবর্তের পূর্ব দিকের রাজা হয়েছিলেন
এবং তিনজন ছোট পুত্র অধ্যবর্তী স্থানের রাজা
হয়েছিলেন। অন্যান্য পুত্রেরা অন্য স্থানের রাজা
হয়েছিলেন। পৌষ, মাস এবং যাদুর্ন মাসের কৃষ্ণপক্ষে
অষ্টমী তিথিতে নিম্নপুত্রদের উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্ম নিবেদন
করা হয়, তাকে বলা হয় অষ্টক-ব্রাহ্ম। মহারাজ ইক্ষ্বাকু

যখন এই ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র
বিকৃকিকে শীঘ্র বনে গিয়ে পবিত্র মাংস আনয়ন করতে
বলেছিলেন। তারপর ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকৃকি বনে গিয়ে
ব্রাহ্মে নিবেদন করার উপযুক্ত বস্তু গণ্ড বস্তু করেছিলেন।
কিন্তু যখন তিনি পবিত্রান্ত এবং কুপার্ত হয়েছিলেন, তখন
তাঁর বিবেক লুপ্ত হয়েছিল এবং তিনি একটি নিহত শব্দ
ভক্ষণ করেছিলেন। বিকৃকি অবশিষ্ট মাংস রাজা
ইক্ষ্বাকুকে নিয়েছিলেন এবং ইক্ষ্বাকু সেগুলি পরিভোজন
জন্য বশিষ্ঠকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ
বৃক্ষের গায়ে গিয়েছিলেন যে, সেই মাংসের এক অংশ বিকৃকি
ইতিমধ্যে ভক্ষণ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন সেই
মাংস ব্রাহ্মের উপযুক্ত নয়। রাজা ইক্ষ্বাকু যখন বশিষ্ঠের
কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্র বিকৃকি কি
করেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে
বিধি লঙ্ঘন করার ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে দেশ থেকে
নির্বাসন দিয়েছিলেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকু মহাপুত্রজনী
ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ আলোচনা করে বৈরাগ্য প্রাপ্ত
হয়েছিলেন। যোগবলে তিনি তাঁর সেই ভ্রমকে পরম
সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর নিজের তিরোভাবের পর
বিকৃকি রাজ্যে ফিরে এসে, রাজ্য হয়ে এই পৃথিবী শাসন
করেছিলেন এবং বিবিধ ব্রহ্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের
প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। বিকৃকি পরে শশাঙ্গ নামে
বিখ্যাত হয়েছিলেন।”

“শশাঙ্গের পুত্র পুরঞ্জয় যিনি ইন্দ্রবাহু এবং কক্ষণ-
বা ককুৎস নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি যে যে কর্মের

দ্বারা এই সমস্ত নান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা আমার কাছে
প্রবণ করুন। পূর্বে দেবতা এবং দৈত্যদের মধ্যে এক
তরফর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে
দেবতার পুরস্কারকে তাঁদের সহায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন
দৈত্যদের পুত্রী রক্ত করেছিলেন বলে এই যুদ্ধের নাম
রক্তাঙ্গ পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয় বলেছিলেন যে, ইন্দ্র যদি তাঁর
রক্ত গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি সমস্ত দৈত্যদের বিনাশ করবেন,
কিন্তু বর্ষাক্ত ইন্দ্র এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হননি। তবে পরে
জগদানন্দীবিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র রাজ্যী হয়েছিলেন এবং
এক মহাপুত্রজন প্রদান করে পুরঞ্জয়ের বাহন হয়েছিলেন।
বর্মান্ত হারে যুদ্ধ করতে অসিলাবী পুরঞ্জয় একটি সিংহ
ধনু এবং অতি তীক্ষ্ণ বাণ প্রদান করেছিলেন এবং
দেবতার দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তিনি কুবের (ইন্দ্রের)
পুত্র আরোহণ করে তাঁর ককুৎস উপবিশ হয়েছিলেন।
তাই তাঁর নাম হয়েছিল ককুৎস এবং ইন্দ্র তাঁর বাহন
হয়েছিল বলে তিনি ইন্দ্রবাহু নামেও পরিচিত হয়েছিলেন।
পুরস্কার পরে পুত্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তিতে আবিষ্ট
ইন্দ্রবাহু দেবদান পরিত্যক্ত হয়ে পশ্চিম দিকে সৈত্যপুত্রী
আক্রমণ করেছিলেন। দৈত্যদের সঙ্গে পুত্রবাহুর যুদ্ধ
বৃদ্ধ হয়েছিল। স্যামহর্ষকজনক সেই ভরমর যুদ্ধে যে
সমস্ত সৈত্য তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল, পুরঞ্জয় তাঁর তীরের
দ্বারা তাদের বহাগরে প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধের
প্রসারিণী সন্ধান ইন্দ্রবাহুর দ্বারা বাণ থেকে আশ্রয়
করা জন্য যে সমস্ত সৈত্য অশিষ্ট ছিল, তারা প্রত্যহ
তাদের নিজ আলয়ে পলায়ন করেছিল।”

“শত্রুদের জয় করে রাজর্ষি পুরঞ্জয় শত্রুদের
ধনসম্পদ, স্ত্রী ইত্যাদি সব কিছু বহুপাণি ইন্দ্রকে দান
করেছিলেন। সেই জন্য তিনি পুরঞ্জয় নামে বিখ্যাত হন।
এইভাবে পুরঞ্জয় তাঁর বিভিন্ন কর্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে
খ্যাতিমান হয়েছিলেন। পুরঞ্জয়ের পুত্র অজেনা, অজেনার
পুত্র পুণ্ড্র এবং পুণ্ড্রের পুত্র বিধগাঙ্গ। বিধগাঙ্গের পুত্র চন্দ্র
এবং চন্দ্রের পুত্র যুগমাঙ্গ। যুগমাঙ্গের পুত্র প্রাক্ত, যিনি
অবশী পুত্রী নির্মাণ করেছিলেন। প্রাক্তের পুত্র বৃহদাঙ্গ
এবং তাঁর পুত্র কুবল্যঙ্গ। এইভাবে সেই বংশ বর্ধিত
হয়েছিল। মহর্ষি উত্তরের সন্ততি বিধানের জন্য, অত্যন্ত
শক্তিশালী কুবল্যঙ্গ যুদ্ধ নামক অসুরকে বধ করেছিলেন।

তিনি তাঁর একাধিক সন্তান পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে
সেই কার্য সম্পাদন করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত! সেই কারণে যুগল্যঙ্গ
যুদ্ধনার ('যুদ্ধবল্লভ') নামে বিখ্যাত হন। যুগল্যঙ্গ, কপিলাঙ্গ
এবং ভদ্রাঙ্গ, এই তিনজন ব্যক্তিত্ব তাঁর সমস্ত পুত্রই যুদ্ধে
মুখ্যের দ্বারা ভদ্রীভূত হন। যুগল্যঙ্গের পুত্র হর্ষাঙ্গ, হর্ষাঙ্গের
পুত্র নিকুঞ্জ নামে বিখ্যাত। নিকুঞ্জের পুত্র বহলাঙ্গ
বহলাঙ্গের পুত্র কৃশাঙ্গ, কৃশাঙ্গের পুত্র সেনজিৎ এবং
সেনজিৎের পুত্র যুগল্যঙ্গ। যুগল্যঙ্গ অপুত্রক ছিলেন এবং
তাই তিনি যুগল্যঙ্গের থেকে ভ্রমসত্ত্ব গ্রহণ করে হয়ে
গমন করেছিলেন। যুগল্যঙ্গ তাঁর একশত পুত্রসহ গমন
করলেও তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন।
কিন্তু যখন অগ্নিরাজ্যের প্রতি অত্যন্ত কুপনয়ন হয়ে,
সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রবাহু অনুষ্ঠান করতে শুরু করেছিলেন,
যাতে রাজা একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন।
একদিন রাতে রাজা ভ্রমসত্ত্ব হয়ে ব্রহ্মভেদক প্রবেশ করে
দেখলেন যে, ব্রাহ্মপুত্রা শরন করে রয়েছে, তখন তিনি
তাঁর পত্নীর পানের নিমিত্ত রক্তিত মস্তপুত্ৰ জল নিয়েই
পান করে ফেললেন। ব্রাহ্মপুত্রা শব্দ থেকে উজ্জ্বল হয়ে
যখন দেখলেন যে, সেই জলের কলস পূর্ণ, তখন তাঁরা
জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুত্রোৎপত্তির কারণকরণ এই জল
কে পান করেছে? ব্রাহ্মপুত্রা যখন জানতে পাললেন যে,
দৈব কর্তৃক অনুপ্রানিত হয়ে রাজা সেই জল পান
করেছেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন, “আহা! দৈব কলই
প্রকৃত কল। পরমেশ্বরের শক্তি কেউ বশে করতে পারে
না।” এই বলে তাঁরা ভগবানকে তাঁদের সমস্ত প্রণতি
নিবেদন করেছিলেন।”

“তারপর ব্রহ্মসময় যুগল্যঙ্গের দ্বিগুন কৃষ্ণি ভোগ করে
সমস্ত ব্রাহ্মলোক সমাহিত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
শিশুটি যখন কুবল্যঙ্গ পান করার জন্য ব্রহ্মলোক করতে
লাগল, তখন সমস্ত ব্রাহ্মদেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হতে
বলেছিলেন, ‘কে এই শিশুটিকে পালন করবে?’ তখন
যেই আরামিত ইন্দ্র সেই শিশুটিকে সাহসনা দিয়ে
বলেছিলেন, ‘হে বরন! তখন করো না। তুমি আমাকে
পান কর।’ এই বলে ইন্দ্র তাঁর ভদ্রমী শিশুটিকে প্রদান
করেছিলেন। সেই শিশুর পিতা যুগল্যঙ্গ ব্রাহ্মলোকের

আশীর্বাদে মৃত্যুশুভে পতিত হননি। সেই ঘটনার পর তিনি তপস্যার প্রভাবে সেই স্থানেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যুবরাজের পুত্র মাজাডা রাজ্য এবং অন্যান্য মনুষ্য-তরুণদের ভয়ের কাল হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। যেহেতু তারা তাঁর করে ভাঙা ভীত ছিল, তাই ইহা তাঁকে ব্রহ্মদেব নাম দিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপায় যুবরাজের পুত্র এতই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তিনি সপ্তদ্বীপ সমবিত্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র সত্তা হয়ে পৃথিবী পালন করেছিলেন। বর্জ্য হব্য, বস্ত্র, বিধি, যজ্ঞমান, কবিতা, ব্রহ্মকল, যজ্ঞভূমি এবং যজ্ঞের কাল থেকে ভগবান অভিত। সেই অতীন্দ্রিয়, সর্বাঙ্গাঙ্গী, সর্ববৈষম্য বক্ষপুরুষ বিবৃকে আশ্বত্থক মাধাতা আরাধ্য করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের প্রচুর মজিমা ধানপূর্বক বজ্র অনুষ্ঠান করে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়, উজ্জলভাবে কিরণ বিতরণ করে এবং যেখানে অস্তমিত হয়, সেই সমস্ত স্থান যুবরাজের পুত্র মাজাডার স্থান বলে কবিত হত। মাজাডা শশবিন্দুর কন্য বিদুমতীর গর্ভে পুরুষসু, অক্ষরীষ এবং মহাযোগী মুকুন্দ এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। এই তিন ভ্রাতার পঞ্চাশটি ভগ্নী মহর্ষি সৌভরিকে পতিতে বরণ করেন। সৌভরি ঋষি যখন যমুনার জলে নিমগ্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করছিলেন, তখন তিনি এক মনুষ্য-মিথুনের মৈথুনজনিত জলক মর্শন করে মৈথুনাসক্ত হন এবং রাজা মাজাডার কাছে গিয়ে তাঁর একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। তাঁর এই অনুগ্রহে রাজা তাঁকে হলুদিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আমার যেকোন কন্যা আপনাকে স্বয়ংবরে পতিতে বরণ করতে পারে।'

সৌভরি মুনি মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—'আমি বার্ষিকের কলে জরাগ্রস্ত, আমার বেশ পলিত, আমার দেহের চর্ম রূষ হয়েছে এবং আমার হস্তক সর্বঙ্গ কম্পিত হয়, তার উপর আমি একজন যোগী। তাই আমি ব্রহ্মপীঠের অধির। রাজা যেহেতু আমাকে এইভাবে সন্তোষান করেছেন, আমি এমন রূপ ধারণ করব যে, রাজকন্যাদের কি কথা, দেবাকন্যারও আমাকে কামনা করবে। তারপর সৌভরি মুনি এক অতি সুন্দর যুগে পরিণত হয়েছিলেন। শাসনের প্রতিহারী তাঁকে

রাজকন্যাদের সম্বন্ধিগণী খণ্ডপূর্ব দিয়ে নিবেদিত পঞ্চাশজন রাজকন্যাই তখন তাঁকে তাদের পুত্র হতে করেছিল। তারপর রাজকন্যারা সৌভরি মুনির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, পরস্পরের প্রতি ভগ্নীবৎ প্রেমের সম্পর্ক ত্যক্ত করে কলহ করতে শুরু করেছিল। অমল প্রত্যেকেই মর্শন করেছিল, 'এই পুত্র আমারই উপযুক্ত, তোমার নয়।' এইভাবে তাদের মধ্যে মহাকলহ উপস্থিত হয়েছিল। সৌভরি মুনি যেহেতু ইহা উদ্ভাবণে অসম্মত ছিলেন, তাই তাঁর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি অমল্য পরিচ্ছেদ, অলঙ্কার, সুন্দর বসনে সজ্জিত বাস-মালী, নানাবিধ উপকর, নির্মল জল বিশিষ্ট সরোবর এবং উল্লস সমবিত্ত অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী পুত্র প্রসূত করেছিলেন। সেই সমস্ত উল্লস নানাবিধ ফুলের সৌরভে পূর্ণ ছিল এবং পাণ্ডুর কৃষ্ণ, ক্রমের গুগুন এবং বদিকের সর্গোত্তর দ্বারা মুগ্ধিত ছিল। সৌভরি মুনির তখন শয্যা, আসন, অলঙ্কার, রানের উপকরণ, চন্দন আদি অনুপেপন, ফুলের মালা এবং সুবাসু ভোজ্যাদ্যে পূর্ণ ছিল। এইভাবে মহাবল্য হব্যে সুশোভিত হয়ে সৌভরি ঋষি তাঁর পত্নীপ সহ সঙ্গের সুখে মগ্ন হয়েছিলেন। সপ্তদ্বীপ সমবিত্ত পৃথিবীর অধিপতি রাজা মাজাডা সৌভরি মুনির গৃহস্থান্তর ঐশ্বর্য মর্শন করে আশ্চর্যবিত্ত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সারা পৃথিবীর সত্তা হওয়ার পর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন। সৌভরি মুনি এইভাবে জড় ইন্দ্রিয়সু উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু অবিরাম বৃত্তিবিশুর দ্বারা বেভাবে আতন কখনও শান্ত হয় না, সৌভরিও তেমনি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তারপর একদিন মহাচার্য সৌভরি মুনি যখন নির্জনে বসেছিলেন, তখন তিনি ভিড় করেছিলেন যে, মৈথুনরত মথুরার সংসর্গের কালে তাঁর অধঃপতন হয়েছে। হায়! সাধুজনেচিত সমস্ত বিধি-নিবেদ পালন করে গর্ভীর জলে তপস্যা করার সময় মৈথুনরত মথুরার সঙ্গ প্রভাবে আমার শীর্ণকালের তপস্যার ফল কিষ্ট হয়েছে। সকলেরই কর্তব্য আমার এই অধঃপতন মর্শন করে লিঙ্গ লাভ করা। জড়-জগতের যখন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যতির অংশ্য কর্তব্য হচ্ছে মৈথুন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিবরে (মর্শন, প্রবণে

বৈদিক বিবরে আলোচনার, বিচরণ ইত্যাদিতে) নিযুক্ত না করা। নির্জন স্থানে বাস করে মনকে সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ব ভ্রমণের ইচ্ছাপূর্বক নিযুক্ত করা উচিত। আর যদি সঙ্গ করতে হয়, তা হলে সেই আশ্রমে অধঃপতিত ব্যক্তিদেরই কেবল সঙ্গ করা চাইত। প্রথমে আমি একা বৌদ্ধিক তপস্যা অনুষ্ঠান করছিলাম, কিন্তু পরে মৈথুনরত মথুরার সঙ্গ প্রভাবে আমার বিবাহ করার বাসনা হয়েছিল। তারপর আমি পঞ্চাশজন পত্নীর পতি হয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করেছিলাম এবং তার ফলে আমার পাঁচ হাজার পুত্র হয়েছে। জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে আমি অধঃপতিত হয়েছি এবং মনে করছি যে, এই জড় জনতে আমি সুখী হব। এইভাবে ইহলোকে এবং পরলোকে আমার জড়সুখ ভোগ বাসনার অন্ত নেই।



সপ্তম অধ্যায়

মাজাডার বংশধরগণ

শ্রীল ভগবদেব গোপাধ্যায়ী বললেন—'যিনি অক্ষরীষ নামে বিখ্যাত, তিনি মাজাডার পুত্রদের মধ্যে প্রথম। এই অক্ষরীষ নিজামহ যুবরাজ কর্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। অক্ষরীষের পুত্র যৌতনাথ এবং যৌতনাথের পুত্র হারীত। মাজাডার বংশে অক্ষরীষ, হারীত এবং যৌতনাথ প্রথম। নর্মদার ভ্রাতা সর্গপাণ নর্মদাকে পুরুষসুগের হস্তে সম্বাদন করেন। বাসুকি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নর্মদা পুরুষসুগকে পাতালে নিয়ে যান। রণাঙ্গলে পুরুষসুগ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তির দ্বারা অধিষ্ট হয়ে বর্ষা পঞ্চবর্ষের সংহার করেছিলেন। পুরুষসুগ নর্মদের কাছে থেকে এই বব লাভ করেছিলেন যে, এই ইতিবৃত্ত অরুণকাকীসের সর্গভর থাকবে না। পুরুষসুগের পুত্র ব্রহ্মদেব, যিনি ছিলেন অনুরোধের পিতা, অনুরোধের পুত্র বর্ষা প্রাজ্ঞের পিতা। প্রাজ্ঞ ছিলেন ত্রিবন্ধনের

এইভাবে তিনি পুত্রসু-আশ্রমে কিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তারপর তিনি জড়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়েছিলেন। জড়-সাগতিক সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে যমে গমন করেছিলেন। তাঁর পতিততা পত্নীপন তাঁর অনুগমন করেছিলেন, কারণ পতি ব্যাধীত হলে তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না। আশ্ববিৎ, সৌভরি মুনি মনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে বৃদ্ধার সময় তিনি অগ্নিসহ আত্মকে পরমাত্মার সেবার নিযুক্ত করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। তাদের পতির আধ্যাত্মিক উন্নতি মর্শন করে, সৌভরি মুনির পত্নীরাও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, অগ্নিশিখা যেমন নির্বাপনাত অগ্নির সঙ্গে মিলীন হয়, সেইভাবে তারাও তিৎ-জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।'

পিতা। ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যদ্রত, যিনি ত্রিশঙ্ক নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একে ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহের সময় তাঁকে ত্রিশঙ্ক হরণ করেছিলেন বলে, তাঁর পিতা তাঁকে চতুলক প্রাপ্ত হওয়ার অভিলাষ মেনে। পরে, বিদ্যামিত্রের প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করে দেবতাদের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যামিত্রের তপোবলের প্রভাবে তিনি অধঃপতিত হননি, আজও তাঁকে নতলিরে আকাশে কুলতে দেখা যায়।'

'ত্রিশঙ্ক পুত্র ইরিশ্চত্র। এই ইরিশ্চত্রের বিবিত্ত বিদ্যামিত্র এবং বদিকের মধ্যে বহু বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ হয়। তাঁরা পরস্পরে রূপান্তরিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ইরিশ্চত্র নিম্নোক্ত ছিলেন বলে সর্বদা অত্যন্ত বিব্রত থাকতেন। তাই একদিন নারদেব উপদেশে তিনি বক্রের পরগণত হয়ে তাঁকে বসেছিলেন, 'হে

জনা প্রার্থনা করেছিলেন, তখন মহামেশ 'ভাখা' বলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদের স্পর্শে পবিত্র গঙ্গার জল একাগ্রচিত্তে তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ পতিতপত্নী সাক্ষিকে যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের সেই ভাখীভূত হয়ে পড়েছিল, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভগীরথ অত্যন্ত ক্রতগামী রথে আরোহণ করে যা গঙ্গার আগ্র গমন করতে লাগলেন এবং গঙ্গাদেবী তাঁর পিছনে দ্বিগত হয়ে বহু দেশ পবিত্র করতে করতে ভগীরথের পূর্বপুরুষ সগরপুত্রদের ভাখ অতিবিশিষ্ট করেছিলেন। মহারাজ সগরের পুত্রেরা একজন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করেছিলেন বলে, তাঁদের দেহের ভাখ বর্ষিত হয়েছিল এবং সেই আত্মাে তাঁরা ভাখীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গার জলের স্পর্শে তাঁরা স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। তা হলে বীরা প্রজা সহকারে যা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি আর কলার আছে? কেবলমাত্র গঙ্গার জলস্পর্শে ভাখীভূত সগরপুত্রেরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। অতএব, যে ভক্ত ভ্রত ধারণ করে প্রজা সহকারে যা গঙ্গার পূজা করেন তাঁর কথা কি আর কলার আছে? সেই ভক্তের যে মহান লাভ হয়, তা কেবল কল্পনাই করা যায়। যা পদা উপবাস অনন্তমেষের পাদপদ থেকে নির্গত হয়েছেন বলে, তিনি জীবনের সমস্ত-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। অতএব এখানে তাঁর সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মহর্ষিগণ গোপবাসনা পরিত্যাগ করে তাঁদের চিত্ত সর্বভেদভায়ে ভগবানের সেবার সঙ্গিবিষ্ট করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অন্যায়সে চণ্ড বঞ্চন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের চিত্তর ওপক্ষী লাভ করে চিত্তর স্তরে অবস্থিত হন। এটিই উপবাসের মহিমা।

“ভগীরথের সূত নামক এক পুত্র ছিল, বীর পুত্র ছিলেন নাভ। এই নাভ পূর্ববর্ণিত নাভ থেকে ভিন্ন। নাভের সিদ্ধরীপ নামক একটি পুত্র ছিল এবং সিদ্ধরীপ থেকে অবুতাসুর জন্ম হয়। অবুতাসুর পুত্র অতুপর্ণ, যিনি নল রাজ্যে বশু হয়েছিলেন। অতুপর্ণ নলরাজকে দারবিন্যর রহস্য শিখা দেন এবং নলরাজ অতুপর্ণকে অশ্ব পরিচালনার বিদ্যা প্রদান করেন। অতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম। সর্বকামের পুত্র সুদাস এবং সুদাসের পুত্র

সৌদাস ছিলেন মন্যাতীর পতি। সৌদাস মিত্রসহ অশ্বপা কন্যাবধন নামেও পরিচিত। মিত্রসহ তাঁর কার্যসম্পাদে অশ্বপূজক ছিলেন এবং বশিষ্ঠের শাপে রাজস হইয়াছিলেন।”

মহারাজ পর্যাগত করলেন—“হে গুণবান গোবর্মা! মহারাজ সৌদাসের শুকনোর বশিষ্ঠ মুনি কোথ তাঁকে অভিলাপ দিয়েছিলেন? আমি তা জানতে চাই। আমি যদি সৌদাসের না হয়, তা হলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।”

শ্রীম গুণবান গোবর্মা করলেন—“একসময় সৌদাস মৃগয়া করতে গিয়ে এক ব্রাহ্মসককে বধ করেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মসের ভাত্যকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। সেই ব্রাহ্মসের ভাত্য প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়, রাজ্যের অনিষ্টসাধন করার চিন্তা করে, রাজ্যের পৃথ পৃথক পৃথক ভাগ করিতে থাকে। একদিন রাজ্যের শুক বশিষ্ঠ মুনি যখন রাজ্যগৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মস পাচকটি তাঁকে নরমালে রন্ধন করে প্রদান করেছিল। তাঁকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তা পানীলা করার সময় বশিষ্ঠ মুনি যোগবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে অভ্যাক্য নরমালে পরিবেশন করা হয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সৌদাসকে ব্রাহ্মস হওয়ার অভিলাপ দিয়েছিলেন।”

“বশিষ্ঠ বঞ্চন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই নরমালে রাজা তাঁকে খেদনি, বিরোধিতা সেই ব্রাহ্মস, তখন তিনি নিরপরাধ ব্রাহ্মসকে অভিলাপ দেওয়ার দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মস কর্তব্যানী হত করেছিলেন। ইতিমধ্যে রাজা সৌদাস অজ্ঞানি-পূর্ণ জল গ্রহণ করে বশিষ্ঠকে অভিলাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী মদনমতী তাঁকে নিবারণ করেন। তখন মন্দিক, আকাশ এবং পৃথিবী সর্বত্রই স্তম্ভিত পর্ণ করে সেই জল তাঁর নিজের পানে নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে সৌদাস ব্রাহ্মস-ভাবাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর পায়ে কৃষ্ণকর্ণা প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল কন্যাবধন। একসময় এই কন্যাবধন বলে রত্নীকীকৃত এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তখন ব্রাহ্মস-ভাবাপন্ন সৌদাস কুমার্ত হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত ধীনভাবে ব্রাহ্মসকে বলেছিলেন—হে বীর, আপনি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মস নন,

আপনি মহারাজ ইন্দ্রকুমার বংশধর। আপনি এক মহাবীর এবং মন্যাতীর পতি। আপনার পক্ষে এই প্রকার অশ্বর্ষ আচরণ করা উচিত নয়। আমি সন্তান জাতের ব্রাহ্মণবী। দয়া করে আমার পতিকে কিরিত্তে দিন, তাঁর রত্নীকীকৃত একমণ্ড সমাপ্ত হয়নি। হে রাজ্য, হে বীর, এই মন্যবোধে কীকের সর্বপুরুষার্থত। আপনি যদি এই দেহ অকালে বধ করেন, তা হলে আপনি সর্বপুরুষার্থ হিন্দু করবেন। এই ব্রাহ্মণ বিধান, অত্যন্ত গুণবান, তপস্বী-পরায়ণ এবং সমস্ত কীকের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের আবাসনা স্বরূপ ভক্তিবী। হে প্রজা! আপনি ধর্মভক্তব্রতা। পুত্র বেদ্য কখনও নিত্যর বর্ষা হতে পাড়ে না, তখনই এই ব্রাহ্মণও আপনার পাগা। ইনি কিভাবে আপনার মতো একজন ব্রাহ্মণের বধযোগ্য হতে পারে? আপনি সাধুসম্মত পুত্রিত। তাই এই সাধু, নিম্মগ, বৈদ্য ব্রাহ্মণকে আপনি কেন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? কীক হত্যা করা অশ্রদ্ধা অথবা গোহত্যারই মতো পাপ হবে। আমার পতি ব্যতীত আমি কলকালের জন্যও জীবন ধারণ করতে পারব না। আপনি যদি আমার পতিকে ভক্ষণ করতে চান, তা হলে প্রথমে আমাকে ভক্ষণ করুন, কারণ আমার পতির বিরুদ্ধে আমি মৃত্যুশ্রী।”

“ব্রাহ্মণের পত্নী যদিও কলকালের জন্য মৃত্যু হত্যা করছিলেন, তবুও তাঁর সেই বস্ত্র বধকে বিলিত না হয়ে, বশিষ্ঠের শাপে মোহিত রাজা সৌদাস বাধ বেঁধে পণ্ড ভক্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেছিল। সতী ব্রাহ্মণী যখন দেখলেন যে, গর্ভাবস্থ উদ্যত তাঁর পতিকে সেই ব্রাহ্মস ভক্ষণ করছে, তখন তিনি শোকে অভিভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তখন সেই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম হয়ে অভিলাপ দিয়েছিলেন। হে বৃক্ষ! হে পানিষ্ট। আমি যখন কামর্শীভিত্ত হয়ে আমার পতির বীর্য ধারণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন বেহেতু তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করেছ তাই আমি তোমাকে অভিলাপ দিলাম, তুমি যখন তোমার পতীর গর্ভে বীর্যধারন করবে, তখন তোমার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ, যখনই তুমি মৈথুনবৃত্ত হবে, তখনই তোমার মৃত্যু হবে। সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী মিত্রসহ নামক

রাজা সৌদাসকে এইভাবে ভক্তিবান দিয়েছিলেন। অতঃপর, পতির সহপাতিরা হওঁতাম কান্যকর তিনি তাঁর পতির অধি প্রদর্শিত অধিভেদ ভূপানপূর্বক সেই আত্মাে থরং প্রবেশ করে তাঁর পতির পতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”

“বাক্যে বদ্ধ পর রাজা সৌদাস বশিষ্ঠের শাপ থেকে মুক্ত হয়ে যখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে মৈথুনে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন তাঁর পত্নী তাঁকে ব্রাহ্মণের অভিলাপ মনে করিয়ে দিয়ে রত্নীকীকৃত থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এইভাবে উপনিষ্ট হয়ে রাজা সৌদাসসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কর্মকল্যণত নিঃসন্তান হয়েছিলেন। পরে রাজ্যের অনুমতিক্রমে, মহর্ষি বশিষ্ঠ মন্যাতীর গর্ভে একটি সন্তান উপলব্ধ করেন। মদনমতী সাত বছর বয়স পর্যন্ত ধারণ করেছিলেন এবং তা সন্তান পুত্র প্রসূত হয়নি। তাই বশিষ্ঠ তাঁর উদ্যে একটি প্রভুরের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং গুণবান পুত্রের জন্ম হয়। সেই জন এই পুত্র অশ্রুত (‘অশ্রুত বা পাবনের আঘাতে উপপন্ন’) নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। অতঃপর থেকে বালিকের জন্ম হয় বালিক স্ত্রীমত রাজা পরিবেষ্টিত হয়ে পরমব্রাহ্মের জ্ঞান থেকে ব্রাহ্ম পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় নারীমত (‘যিনি নারীদের দ্বারা রক্ষিত হয়েছিলেন’)। পরকালে যখন পৃথিবী নিষ্করিত্ত করছিলেন, তখন বালিক স্ত্রীমত বংশের মূল হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় মূলমত। বালিক থেকে মন্যবধ মামক পুত্রের জন্ম হয়, মদনমত থেকে ঐক্যবিত্ত নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং ঐক্যবিত্ত থেকে রাজা বিশ্বমহের জন্ম হয়। রাজা বিশ্বমহের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত মহাব্রাহ্ম বৃদ্ধ।”

“রাজা বৃদ্ধ বুদ্ধ হয়েছিলেন। অশ্রুতের সঙ্গে বুদ্ধ করার জন্য সেবতারের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন এবং সেবতার। তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁর আর কতকাল আয়ু বাকি রয়েছে এবং সেবতার। তাঁকে তখন জানান যে, তাঁর আয়ু আর এক বৃহত্ত মাত্র বাকি রয়েছে। তখন তিনি তাঁর রাজ্যধারীতে চিরে এসে ভগবানের শ্রীপাদপদে তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেন। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়া করেছিলেন—আমার কনের দ্বারা পুত্রিত ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদিত আমার শাপ থেকেও অতিক্রিয়।

অতএব আমার রাজ্য, পৃথিবী পট্টা, সমুদ্র এবং ঐশ্বর্যের কথা কি আমার কথার আছে? কোন কিছুই আমার কাছে ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক প্রিয় নয়। আমি আমার শৈশবেও তেমনও কৃষ্ণ কল্প অথবা অধর্ম আসক্ত হইনি আমি অন্য কোন বস্তুকে উত্তমতরোক ভগবান থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রহণ করিনি। ত্রিভুবনের অধিপতি দেবতারা আমাকে বাসনা অনুকূল কর প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই বর গ্রহণ করতে চাইনি, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুর যিনি ঐশ্বর্য, আমি কেবল সেই ভগবানের প্রতি আসক্ত। আমি এই জড় জগতের সমস্ত যত্নের থেকে ভগবানের প্রতি অধিক আসক্ত। দেবতারা যদিও অত্যন্ত উন্নত চেতনাসম্পন্ন এবং উচ্চতর সোকে অবস্থিত, প্রবৃত্ত তাঁদের ধন, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি জড়-আগতিক প্রভাবে বিক্লিপ্ত। তাই তাঁরা অন্তর্ভাবীকরণে তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন না। অতএব সার্বজন্য মানুষদের

আর কি কথা? শুভি আমি এখন ভগবানের মায়া বঁচিও সমস্ত বস্তু প্রতি আসক্ত ভাগ করব। আমি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর শীলদপনের পরগণত হব। ভগবানের মায়া বিবচিত এই জড় সৃষ্টি পঞ্চপুত্রের মধ্যে অলৌকিক। প্রতিটি বস্তু জীবের জড় বিশ্বের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শীলদপনে পরগণত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ যুগ্ম তাঁর ভক্তি-পরায়ণ বুদ্ধির দ্বারা এই প্রকার ছিন্ন করে মোহাঙ্কবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান পবিত্র্যায় করেছিলেন এবং ভগবানের নিত্য দাসত্বে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ভগবানের সেবার মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবান কাসুমেয় ত্রিকুটকে যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা নিবাস করে অথবা শূন্য বলে মনে করে, তাদের থেকে তাঁকে জ্ঞান অসম্ভব, কারণ তিনি জানেন। তাই ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী ওহ ভক্তব্রহ্ম কেবল তাঁকে জানতে পারেন।"



দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা

শ্রীল ওকসেব পোতামী বললেন—“মহারাজ যুগ্মের পুত্র ধীর্ঘায় এবং তাঁর পুত্র মহাবলদ্বী মহারাজ রত্ন। রত্ন থেকে গুপ্ত এবং অজ্ঞ থেকে মহারাজ লম্বাঘের জন্ম হয়। দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ ভগবান শ্রীহরি তাঁর অংশ এবং অংশের অংশসহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভবত এবং শত্রুঘ্ন। এইভাবে ভগবান চার মূর্তিতে মহারাজ দমরুণের পুরস্কে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য কর্তব্যগত তবুদনী অধিনের দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেহেতু আপনি বার বার সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র জ্ঞান করছেন, তাই আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব, দ্রষ্টা করে শ্রবণ

করুন। যিনি লিঙ্গসত্য পালনের জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে, শ্রিয় পট্টী সীতাদেবীর সুকোমল করম্পর্শ সহনে অসমর্থ চরণকমলের দ্বারা বনে বনে বিচরণ করেছিলেন, বানররাজ হনুমান (অথবা সুগ্রীব) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যার কন্যমণ্ডের প্রাণি অপলসন করেছিলেন, যিনি শূর্ণপথার নাক এবং কান কেটে তাকে বিকৃতরূপ করেছিলেন, সীতাদেবীর বিরহভূমিত ক্রোধে দ্বারা যার জ্ঞাননির্গম করে সমুদ্র তীতে হয়ে ভগবানকে সমুদ্রের উপর সেন্বেবন্ধন করতে দিয়েছিলেন। তারপর রাবণের রাজ্যে প্রবেশ করে, আতন যেভাবে বন্ধে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে রাবণকে সংহার করেছিলেন সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের ব্রহ্মা করুন।

বিশ্বামিত্র মূর্তির ঘরে আত্মপথার রাজ্য শ্রীরামচন্দ্র মারিচ প্রাণি ও রাবণস এবং শিশুচরিত্রের সংহার করেছিলেন। লক্ষ্মণের সময়ে তিনি এই সমস্ত অসুরদের সংহার করেছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের কৃপাপূর্বক রক্ষা করুন।"

*হে রাজন, শ্রীরামচন্দ্রের সীতা হস্তীপথকের মধ্যে আবৃত। তিনি সীতার ব্যবহার সজ্ঞায় পৃথিবীর সমস্ত বীরদের দ্বারা হরণ শুধু করেছিলেন। সেই ধনুত এক ভাবী ছিল যে, তিন শত মনুষ্যকে তা বধন করতে হত, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুকে জ্যা আরোপণ করে তা ভঙ্গ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একটি হস্তীপাক্ষক ইক্ষুদণ্ড ভঙ্গ করে। এইভাবে ভগবান সীতাদেবীর পাবিত্র্যায় করেছিলেন, যিনি আকৃতি, সৌন্দর্য, গুণ, বয়স এবং স্বভাবের দ্বারা সমতুল্য ছিলেন। বস্ত্রতপস্ক, তিনি ছিলেন প্রব্রহ্ম বান্ধিলসিনী নিত্য সংহতী লক্ষ্মীদেবী। বরং সত্যের তঁকে জয় করে শ্রীরামচন্দ্র যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর সাজ পরওয়ারের সাক্ষাৎ হয়। পৃথিবীকে এককর কর্তৃত্বশূন্য করার কালে পরওয়ার অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কিন্তু কর্তার রাজকূলে আবির্ভূত হয়ে ভগবান তাঁর দর্শন করছিলেন। পট্টীর কাছে প্রতিজ্ঞার পালন অকৃত লিঙ্গের আদেশ পালন করে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজ্য, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাসস্থান এবং অন্য সব কিছু ত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন যুক্ত পুরুষ সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে তাঁর প্রাণ ত্যাগ করেন। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টময় জীবন খাঁকার করে তিনি বনে বিচরণ করেছিলেন। অনুর্বণ হতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হস্তবুদ্ধি রাবণের শুভী শূর্ণপথার নাক এবং কান ছিন্ন করে তার শব্দ বিকৃত করেছিলেন। তিনি কন, গ্রিগির, হৃদয় গুপ্ত শূর্ণপথার চোদ হাজার রাবণস বহুদেব সংহার করেছিলেন।"

*হে মহারাজ পরীক্ষিত, দশামন দ্বাধন যখন সীতাদেবীর সৌন্দর্যের কথা শুনেছিল, তখন তার চিত্তে কমল উদ্বীণ হয়েছিল। সে তখন সীতাদেবীকে হরণ করার বাসনায় শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রয় থেকে দূরে নিয়ে যওয়ার উদ্দেশ্যে একটি স্বর্ণমুগের রূপধারী মারিচকে বেথানে পাঠিয়েছিল এবং রামচন্দ্র সেই আবৃত যুগটিকে

দর্শন করে তার দ্বারা আত্মপথার ঠান্ডা আশ্রয় থেকে দূরে নীত হয়েছিলেন এবং মহানন্দ যেভাবে লক্ষ্যে বধ করেছিলেন, সেইভাবে তিনি শবের দ্বারা সেই হস্তীপাক্ষক বধ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন সেই হস্তীপাক্ষক বস্ত্রে আবৃত হয়ে বনে গমনের পথে গবেশ করেছিলেন এবং লক্ষ্মণও যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন রাবণসাক্ষ্য রাবণ বধ যেভাবে মেঘপালকের অনুপস্থিতিতে মেঘ অপহরণ করে, ঠিক সেইভাবে বিশেষ রাজ্যের কন্যা সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। তখন দ্বারা লক্ষ্মণ সহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পট্টীর বিচারে বনে অত্যন্ত কাঠর হয়ে যান বনে বিচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের দ্বারা শ্রীমন্দের দুঃখময় পরিণতি প্রদর্শন করেছিলেন। ব্রহ্মা, শিব, যার শ্রীপাদপদের পূজন করেন, মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জটায়ুর আশ্রয়িত্রিরা সম্পাদন করেছিলেন। জটায়ুর ভগবান করত পক্ষ অসুরকে হত্যা করেন এবং বানরসৈন্যের সঙ্গে সব স্থান করে বালি নিলাপে পর, সীতাদেবীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে গমন করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের তট্টে তিন দিন উপবাস করে মূর্তিমান সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্র না আসায় ভগবান তাঁর ত্রেমধনীর প্রদর্শন করেছিলেন এবং কেবল সমুদ্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে কৃত্রিম, অস্তর প্রভৃতি সমস্ত জলজন্তু করে চিলিত হয়েছিল। তখন মূর্তিমান সমুদ্র তীতে হয়ে পূজার সমস্ত উপকরণ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদে পতিত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন।"

*হে সর্বব্যাপ্ত পদম পুরুষ! জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন আমারা আপনাকে জানতে পারিনি, কিন্তু এখন আমার কৃপার পেরেছি যে, আপনি পদম পুরুষ, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, নির্বিকার আদিপুরুষ। সমুদ্র থেকে দেবতাদের আবির্ভব হয়েছে, রাজগুণ থেকে প্রজাপতিদের আবির্ভব হয়েছে এবং অসমাপ্ত থেকে রূহদের আবির্ভব হয়েছে, কিন্তু আপনি এই সমস্ত গুণের একমাত্র অধীশ্বর। হে ভগবান, আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমার রক্ত বধনের করুন। এই রক্ত অতিক্রম করে আপনি ত্রিভুবনের ক্রেশনারক রাবণের পুত্রী লক্ষ্মণ গমন করুন। সে

বিশ্রবের মূত্রসদৃশ পুত্র কল্প করে আপনি তাকে নিশান করে আপনার পত্নী সীতাদেবীকে পুনঃপ্রাপ্ত হোন। হে মহাদেব, যদিও অসুরের জ্ঞান আপনার লঙ্কাধ্বংসে কোন বাক্য ব্যর্থ প্রদান করবে না, তবুও আপনি আপনার কীর্তি বিস্তার করার জন্য একটি সেতু কল্পন করুন। আপনার এই অসাধারণ কর্ম যদি করে তবিত্যক্তের সমস্ত বীর এবং রাজারা আপনার মহিমা কীর্তন করবেন।”

শ্রীম শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“বানরসৈন্যের হস্তের দ্বারা কপিগণ কৃষ্ণতীরে পরিপূর্ণ বিবিধ গিরিশৃঙ্গের দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে, বিত্তীর্ণদের পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্যব, নীল, হনুমান প্রমুখ সৈন্যগণ সহ রাক্ষসের রাজধানী লঙ্কায় প্রবেশ করেছিলেন, যা পূর্বে হনুমানের দ্বারা বন্ধ হয়েছিল। লঙ্কায় প্রবেশ করার পর সূর্য্যব, নীল, হনুমান প্রমুখ বানরসৈন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কনক-সৈন্যারা সেখানেকার বিলাস ভবন, কসাগার, কোষাগার, গৃহদাম, পুষ্কায় সত্যগৃহ, প্রাসাদের পুরোভাগ এবং অশ্বশালা পর্যন্ত অবলোকন করেছিল। যখন তারা নন্দীর চতুর্দশ, বৌদী পতঙ্গ, প্রাসাদের চত্বর কক্ষসম প্রভৃতি ভেদে ভেদে লাগল, তখন হস্তীকুলের দ্বারা মণী বেলায়ে বিচলিত হয়, লঙ্কায় অবস্থাত ঠিক সেই রকম হতেছিল। রাক্ষসপতি রাবণ বানর সৈন্যদের উৎপাত করি করে নিকৃত, কৃত, হুম্বাক, পূর্ণ, সূর্য্যক, নবান্নক প্রভৃতি রাক্ষসদের এবং তাঁর নিজের পুত্র ইন্দ্রজিতকেও হুস্তে প্রেরণ করেছিল। তারপর সে প্রহৃত, অতিশয় বিকম্পিত এবং অবশেষে কৃতকর্তৃক হুস্ত করতে আসেন গিয়েছিল। তারপর সে তাঁর সমস্ত অনুচরদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেছিল। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় এবং সূর্য্যব, হনুমান, গঙ্গামান, নীল, অঙ্গম, জাম্ববান, পনস আদি বানর-সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে আদি, শূল, ধনুক, প্রাস, ঝটি, শক্তি, কণা, তোমর আদি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত পূর্ণ রাক্ষস-সৈন্যদের আক্রমণ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গম প্রভৃতি সেনাপতিরা সকলেই রাক্ষসের হস্তী, পদাতিক, অশ্ব ও রথের দ্বারা গঠিত সৈন্যদের সমুখীন হয়ে বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ, গুহা এবং বাগ নির্যাস করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যদের রাক্ষসের সৈন্যদের বিলাস কন্যে লাগলেন, যার তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়েছিল, কারণ সীতাদেবীর

ক্রোধজনিত অগ্নিপ্রাণন রাক্ষস সৈন্যদের সর্ব্বক ধ্বংস হয়েছিল। তারপর রাক্ষসরাজ রাক্ষস এবং সৈন্য সিন্ধু হয়েছে দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুণ্ডর বাসে আগ্রহণ করে শ্রীরামচন্দ্রের অগ্নিহুস্তে গতিত হতেছিল এবং ইন্দ্রের দ্বারস্থি মাতলি কর্তৃক আনীত সীতাদেবীকে প্রাণে পিতৃকাম শ্রীরামচন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করেছিল। শ্রীরামচন্দ্র বাণকে কহেছিলেন, তুমি বাণসদেব যথেষ্ট সহ চাইতে নিকৃত। প্রকৃতপক্ষে তুমি তাদের বিক্রমশূন্য, কুতুর যেমন গৃহবাসীর অনুপস্থিতিতে গৃহ থেকে আত্মা অপহরণ করে পলায়ন করে, তুমিও তেমন আত্মা অনুপস্থিতিতে আমার পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করে। তাই হস্তাক্ষ বেভাবে পাণীয়েত মণ্ডলন করে, অতিও সেইভাবে তোমাকে মণ্ডলন করব। তুমি অত্যন্ত কৃপা, শালী এবং নির্জ্ঞ। তাই আজ অমলভবীর্ষ আমি তোমাকে তোমার দুঃখের কল প্রদান করব। এইভাবে বাণকে ভৎসনাপূর্ণক শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধনুকে শব ফোকার করে রাক্ষসের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিলেন এবং রক্তের মতো সেই কল রক্তের হস্তের সিদ্ধ করেছিল। তা দেখে রাক্ষসের অনুগামী জনেরা হাহাকার করতে লাগল এবং রাক্ষস তার লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ন করতে করতে পুণ্ডরন যতি যেভাবে পুণ্ডরকে করি থেকে অগ্নিগঠিত হয়, সেইভাবে বিঘল থেকে গঠিত হয়েছিল। তারপর রাক্ষস পত্নী অমলভবীর্ষ আদি রাক্ষসীরা, তাদের পতিগণ হুস্তকে নিহত হয়েছিল, তারা লঙ্কা থেকে নির্গত হয়ে কল করতে করতে রাবণ এবং অন্যান্য রাক্ষসদের মৃত্যুদের সমীপে আগমন করেছিল। লোকসর্গ রাক্ষসী লঙ্কায়ের বাণে নিহত তাদের পতিদের আলিঙ্গন করে, তাদের কক্ষমূলে আঘাত করতে করতে কতকগুলি রোমন্বল করেছিল। হে প্রভু, হে বাব! তুমি জনসমূহের কটোর করণহীন ছিল এবং তাই তোমার নাম ছিল রাক্ষ। কিন্তু এখন তুমি পরাজিত হতেই বলে আমরাত পরাজিত হয়েছি, কারণ তোমার লঙ্কাপুত্রী এখন শত্রুদের দ্বারা বিজিত হয়েছে। এখন তা কল পরাগত হবে? হে মহাভগবান! আপনি কামের জবীন হয়ে সীতাদেবীকে প্রত্যাবলম্বতে সমর্থ হননি। এখন, তাঁর অভিযোগের কলে আপনি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হয়ে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। হে রাক্ষসকুলধন! আপনাই কারণ

লঙ্কা একে অমল ভীষ্মেরা হস্তে আপনার করের দ্বারা আপনি আপনার দেহ শত্রুদের তল্য এক নিক্ষেপে একতরঙ্গী করলেন।”

শ্রীম শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“তোলমহাশ্রী রামচন্দ্রের সমর্পণক্রম, রাক্ষসের পুণ্ডরন প্রাপ্ত এবং তখন শ্রীরামচন্দ্রের তল্য বিত্তীর্ণ তাঁর অসীমের কল কল থেকে কল্য করার জন্য অত্যাধিকার নিয়ম অনুসারে ঐশ্বর্য্যবৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর তখন শ্রীরামচন্দ্র অশোক যনে লিঙ্গা কৃষ্ণের কুলে তাঁর বিরহে কতক এক আতাত কীর্ণ সীতাদেবীকে করি করেছিলেন। তাঁর পত্নীকে সেই অবস্থায় করি করে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত মধ্যস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে করি করে সীতাদেবীর কনকতল্য তখন আমল্যে বিকশিত হয়েছিল। বিত্তীর্ণকে কল্য পরন্ত লঙ্কায় রাক্ষসের উপর আধিপত্য প্রদান করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে পুণ্ডর রথ লক্ষ্যপূর্ণক স্বয়ং সেই বিঘনে আগ্রহণ করে কনকস সমাপনাত হনুমান, সূর্য্যব ও আত্ম লক্ষ্য সহ আবেগের প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

“শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁর রাজধানী অমলভাব্য ফিরে এসেন, তখন পুণ্ডর লোকপালগণ তাঁর উপর সুগতি পুণ্ডর বর্ষণ করে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং রাক্ষস আদি মেবতারা তখন মহা আমল্যে তাঁর চরিত্র কীর্তন করেছিলেন। অমলভাব্য নৌছে রাক্ষস চর্মেছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রাপ্ত তল্য কেবল গোমুস্তে সিদ্ধ ফি আহন করেছিলেন এবং কল্যের দ্বারা তাঁর সেই আচ্ছাদন করে, জটাকারী হয়ে কুশাসন শব্দপূর্ণক দিনাতিপাত করেছিলেন। সেই কথা শুনে পরম ভয়ানক ভগবান অত্যন্ত অনুভূত করেছিলেন। তরন্ত যখন কানতে গেরেছিলেন যে, তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজধানী অমলভাব্য ফিরে আসছেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পাদুক মস্তকে রাখ করে মলিন্যে তাঁর শিকি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারতের সঙ্গে তখন তাঁর মন্ত্রীরা, পুরোহিতেরা এবং সমস্ত লোকসর্গেরা শ্রীরামচন্দ্রকে সমর্থন জানাতে গিয়েছিলেন। ককীরা তখন মধুর সংগীত সহকারে ভগবানের হস্তি কীর্তন করেছিলেন এবং রাক্ষসেরা উত্তমের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ

করেছিলেন। সুস্ব স্বয়ং এবং সুস্ব কতি সমর্থিত মন্ত্র রথ সেই শোভাবাহ্যকে অনুসরণ করেছিল। সেই সমস্ত রথ স্বর্ণপ্রাপ্ত সমর্থিত পতাকা এবং বিভিন্ন প্রকার ভেকায় শোভিত ছিল স্বর্ণকলকটী সৈন্য, তাড়নিক এবং বহু সুন্দরী কল্যকল সেই শোভাবাহ্যের সঙ্গে চলছিলেন। বহু পলকারী কৃত্য ছত্র, চাকর, ললা প্রকার কল্যকল মলিন্য এবং শোভাবাহ্যের উপরিত অন্যান্য সামগ্রী বহন করেছিল। এইভাবে তরন্ত তাঁর কোট অতঃ শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে নির্গত হয়েছিলেন। তাঁর হস্তর তল্য ব্রহ্মকৃত হয়েছিল এবং আমল্যে তাঁর নয়ন অতঃপূর্ণ হয়েছিল। তরন্ত শ্রীরামচন্দ্র যত্নে তাঁর পাদুক দুটি সমর্থন করে অতঃপূর্ণ নয়নে কৃত্যকলি হয়ে কীর্তিয়েছিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অতঃকলে উত্তমকে রান করিতে কল্যন ধরে আলিঙ্গন করেছিলেন। সীতাদেবী এবং লক্ষ্য সহ শ্রীরামচন্দ্র বিজ রাক্ষস ও পুণ্ডরীর কলকল্যের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং অমলভাব্য প্রত্যাবর্তন তখন উত্তমকে তাঁর সমস্ত প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। অমলভাব্য নারিতকর কীর্ণ অনুপস্থিতির পর তাঁদের রাজাকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে তাঁকে মল্য প্রদান করেছিলেন এবং তাঁদের তিত্তবীর বনন আশ্বলম্ব করে আমল্যে নৃত্য করেছিলেন।”

“হে রাক্ষস! তরন্ত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকায়, সূর্য্যব এবং বিত্তীর্ণ চাকর ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তন, হনুমান শেতচ্ছত্র, শত্রু স্বক এবং দুটি তপ, সীতাদেবী তাঁরকলে পূর্ণ কল্যকল, অমল বন এবং কল্যকল কল্যকল করি করেছিলেন। হে মহাশত্রু পরীক্ষিত! পুণ্ডর রথ উপরিত ভগবানকে পুণ্ডরবীর প্রার্থন নিবেদন করেছিলেন এবং ককীরা তাঁর চরিত্রগাথ কীর্তন করেছিলেন। তখন তিনি প্রহ-কল্যের মাঞ্চবনে চত্রের মতো শোভা পাছিলেন। তারপর হস্তা তরন্ত কর্তৃক অলিঙ্গিত হয়ে তখন শ্রীরামচন্দ্র উপর সুবর্তিত অমলভাব্য নন্দীরে প্রবেশ করেছিলেন। প্রাথমে প্রবেশকালে তিনি কৈকরী প্রভৃতি মহাশত্রু লক্ষ্যের অন্যান্য পত্নী অর্থাৎ তাঁর বিঘাতায়ে এবং তাঁর নিজের রাজ কৌশলাকে প্রদায় করেছিলেন। তিনি বলিত আমি শুকসদেবের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁর সমস্তক কল্য এবং কলিষ্ঠরা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং তিনিও তাঁদের

প্রত্যাবাসন করেছিলেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীও সেইভাবে সকলকে অভিবাধন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। মুহূর্ত সেহে চোতনার নক্ষত্র হলে খেতাবে সেই সহসা উষিত হয়, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের মতগণ তাঁদের পুত্রদের দর্শন করে সেইভাবে সহসা উষিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে নিয়ে নয়নজলে অভিষিক্ত করে দীর্ঘ বিরহজনিত শোক থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কুলতর বশিত শ্রীশ্রামচন্দ্রের অটোমোচন করে তাঁর মস্তক মূণ্ডন করিয়েছিলেন এবং তাঁরপর কুলস্বয়ংসে সঙ্গে মিলিত হয়ে চার সমুদ্রের কল দিগে দেবরাজ ইন্দের মতো শ্রীশ্রামচন্দ্রের অভিবেশ করেছিলেন। ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র এইভাবে মস্তক মূণ্ডনপূর্বক জান করে সুন্দর কন্য পরিধান করেছিলেন এবং সান্য ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে সুন্দর বসন ও অলঙ্কারে বিভূষিত স্নাতাগণ ও সীতাদেবী সহ শোভা পেতে লাগলেন। ভরতের প্রপতি এবং শরণাগতিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র তখন রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন। নিজা বেঞ্চ সন্নেহে পুত্রকে পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তিনি স্বধর্মনিরত বর্ষ ও অগ্রমোচিত গুণবৃত্ত প্রজাদের পালন করেছিলেন এবং প্রজাজ্ঞ ও তাঁকে ঠিক তাঁদের নিজের মতো মনে করেছিলেন। শ্রীশ্রামচন্দ্র রাজা হয়েছিলেন ত্রেতাযুগে, কিন্তু যেহেতু তাঁর শাসন-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুন্দর, তাই

তখনকার অবস্থা হয়েছিল ঠিক সভ্যযুগের মতো দেখানে সকলেই ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং সর্বতোজ্ঞের সূরী।”

“হে ভরত-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্রের রাজত্বকালে বন, নদী, পাহাড়-পর্বত, বর্ষ, সপ্তদীপ এবং সপ্তসমুদ্র—সবই তখন প্রজাবর্ণের সর্বসামান্যক হয়েছিল। ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র যখন এই পৃথিবীতে রাজত্ব করছিলেন, তখন সমস্ত দৈহিক এবং মানসিক ক্রোধ, খ্যাতি, ভাণ্ডা, সজ্ঞা, দুঃখ, শোক, ভয় ও ত্রাণ্ডি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। এমন কি ইচ্ছা না করলে মৃত্যুও কারও কাছে উপস্থিত হত না। শ্রীশ্রামচন্দ্র কেবল একজন মাত্র পত্নী গ্রহণ করায় এবং অন্য কোন রমণীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখায় ব্রত গ্রহণ করেছিলেন; তিনি ছিলেন একজন রাজর্ষি এবং তাঁর চকিত ছিল রাগ, ঘেব আদি কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি সকলকে সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, বিশেষ করে গৃহস্থদের আচরণীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম। এইভাবে তিনি স্বয়ং আচরণ করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সীতাদেবী ছিলেন অত্যন্ত কিন্নর, শ্রদ্ধাশীল, লজ্জাবতী এবং পতিব্রতা। তিনি সর্বদা তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন। এইভাবে তাঁর চরিত্র, শ্রেয় এবং সেবার দ্বারা তিনি ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্রের চিত্ত সর্বতোভাবে আকর্ষণ করেছিলেন।”



একাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রামচন্দ্রের পৃথিবী শাসন

শ্রীল চক্কেষ গোদামী বললেন—“তাঁরপর ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র আচার্যবান হয়ে শ্রেষ্ঠ উপকরণ সমন্বিত যজ্ঞের দ্বারা নিজেই নিজের আরাধনা করেছিলেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা। ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র হোতারূপে সমগ্র পূর্বদিক, দ্রাক্ষা পুরোহিতকে

সমগ্র দক্ষিণদিক, অক্ষর্য পুরোহিতকে সমগ্র পশ্চিমদিক এবং সামবেদ গানকারী উদ্গাতার পুরোহিতকে সমগ্র উত্তরদিক প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমগ্র রাজ্য তিনি প্রদান করেছিলেন। তাঁরপর, দ্রাক্ষণদের যেহেতু কোন জড় বাসনা নেই, তাই তাঁরাই সারা পৃথিবী গ্রহণ

করাই যোগ্য, এইভাবে বিচার করে ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যে যে ভূমি অপরিস্রু ছিল, তা আচার্যকে দান করেছিলেন। এইভাবে দ্রাক্ষণদের সব কিছু দান করার পর, ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্রের কেবল পরিস্রুত বস্ত্র এবং অলঙ্কার মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তেমনই রাক্ষসদ্বিধা সীতাদেবীরও কেবল সান্যাকরণ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নান্যভাবে নিযুক্ত সমস্ত দ্রাক্ষণেরা দ্রাক্ষণদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল এবং শ্রেয়পরায়ণ শ্রীশ্রামচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। এইভাবে প্রবীকৃত হওয়ার তাঁরা তাঁর কাছে থেকে দানক্রমে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সব ফিরিয়ে দিগে বলেছিলেন, ‘হে ভগবান! হে জগদীশ্বর! আপনি আমাদের কি না দিয়েছেন? আপনি আমাদের হৃদয় অজ্ঞানতায় প্রবেশ করে আপনার জ্যোতির দ্বারা আমাদের জ্ঞান অধিকার দূর করেছেন। যেটাই চরম উপহার। জড়জাগতিক কোন দান আর আমাদের প্রয়োজন নেই। হে ভগবান, আপনি দ্রাক্ষণদের আপনার অমায়িক সেবায় বলে বীকার করেছেন। আপনার জ্ঞান এবং স্মৃতি কখনও কৃষ্ণার দ্বারা বিচলিত হয় না। আপনি এই জগতের সমস্ত কলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে মুখ্য এবং আপনার শ্রীপাদপদ্ম দত্তদানের অযোগ্য মূনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হন। হে ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র! আমরা আপনাকে আমাদের সমস্ত প্রণতি নিবেদন করি।”

শ্রীল চক্কেষ গোদামী বললেন—“কোন একসময় শ্রীশ্রামচন্দ্র যখন তাঁর সম্বন্ধে মামুদের মনোভাব জানার জন্য ছাবোশে আন্যের অসজ্জিতভাবে স্নাত্রে নগরীর মধ্যে ভিক্ষা করছিলেন, তখন তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর পত্নী সীতাদেবীর সম্বন্ধে প্রতিবুল প্রস্তাব করতে জবাব করেছিলেন। (সেই ব্যক্তি তাঁর অসতী বীকে বলেছিল) ভূমি পরপুরুষের গৃহে গমন কর এবং তাই ভূমি জনতী ও ষ্ট্রী। আমি আর তোমার ভরণপোষণ কর না। শ্রীশ্রামচন্দ্রের মতো দ্বৈশ পরব্রহ্মজ্ঞা সীতাকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর মধ্যে দ্রোণ নই, তাই আমি আর তোমাকে গ্রহণ করব না।”

“অজ্ঞ এবং দুট যভাবসম্পন্ন মানুষেরা কটুভাবী। সেই সমস্ত দুটদের ভরে ভীত হয়ে শ্রীশ্রামচন্দ্র তাঁর গর্তবতী পত্নী সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

সীতাদেবী তখন বান্দীকি ভূমির আশ্রমে গমন করেছিলেন। যথাসময়ে গর্তবতী সীতাদেবী দুটি বয়স্ক পুত্র প্রসব করেন। তাঁরা কল এবং কুশ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বান্দীকি ভূমি তাঁদের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত! লক্ষণের অসদ ও চিত্রকেতু নামক দুই পুত্র এবং ভরতের তরু ও পুতল নামক দুই পুত্র ছিল। লক্ষণের সুবাহ এবং কণ্ডুসেন নামক দুটি পুত্র ছিল। ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে কোটি কোটি গর্ভবতীর কিনা করেছিলেন এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে এসে ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। শত্রুঘ্নও মধুর পুত্র লবণ নামক রাক্ষসকে কিনা করে মধুঘ্নে মধুরাপুত্রী নির্মল করেছিলেন। পতি কর্তৃত্ব নির্মসিত হয়ে সীতাদেবী তাঁর দুই পুত্রকে স্বর্গীকি মূনির হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁরপর তাঁর পতি শ্রীশ্রামচন্দ্রের পাদপদ্মবৃন্দা ধ্যান কবোতে করতে তিনি পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান অত্যন্ত শোকাক্লান্ত হয়েছিলেন। যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সীতার গুণসমূহ শ্রবণ করে, অগ্রাকৃত প্রেমে তিনি তাঁর শোক সঞ্চরণ করতে পারেননি। শ্রী এবং শূকরের পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ সর্বদাই ভয়প্রদ। এই প্রকার অনুভূতি দ্রাক্ষা, শিব আদি ঈশ্বরদের মধ্যেও বর্তমান এবং তাঁদের পক্ষেও উত্তীর্ণ, জড়এর এই জড় জগতের গৃহ-জীবনের প্রতি আসক্ত অন্য ব্যক্তিরের আর কি কথা।”

“সীতার পাতাল প্রবেশের পর ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র হৃদযর্চ অকলঙ্কন করে নিবন্ধিতভাবে তেলে স্তম্ভর বস্ত্র ধরে অগ্নিহোত্র বজ্র করেছিলেন। সেই বজ্র সমাপন করে ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র বায়ু শ্রীপাদপদ্ম দত্তকারণে কবাসের সময় কখনও কখনও কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল, সেই শ্রীপাদপদ্ম নিরন্তর তাঁকে স্রবণ করেন যে সমস্ত ভক্তগণ তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করে তিনি দ্রাক্ষজ্যোতির অতীত তাঁর বায়ু ধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেছিলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় বাল বর্ষের দ্বারা রাক্ষ বধ এবং সমুদ্রে নেতুবন্ধন নিজা শ্রীপাদপদ্ম ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্রের প্রকৃত বশ মন। ভগবান শ্রীশ্রামচন্দ্র অসম্বোধ প্রভর সম্পন্ন এবং তাই রাক্ষ বধের জন্য তাঁর

কাননসের সহায়তার কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল পাণহারী যশ সিংগজদেব আবেশকরী অলঙ্কারযুক্ত বস্ত্রের মতো সর্বদিক বিখ্যাত। সাত্ত্বিক যশির মতো মহাতাপন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো মহান সম্রাটের সত্য শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করেন। তেমনই, সমস্ত রাজর্ষিগণ এবং নিম্ন, ব্রহ্মা আমি দেবভগণ তাঁদের দুকূট সহ যত্নক অবনত করে তাঁর পূজা করেন। তাঁর শ্রীপাদপদে আমি আমার সপ্রভ প্রণতি নিবেদন করি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধ্যে কিত্তে গিরেছিলেন, যেখানে ভক্তিবোধগীরা উন্নীত হন। সমগ্র অযোধ্যাবাসীরা শ্রীরামচন্দ্রের প্রকট লীলায় তাঁকে প্রণতি নিবেদন, তাঁর শ্রীপাদপদ স্পর্শন, তাঁকে পিতৃভুল্য রাজ্যরূপে দর্শন, সন্নী বা সন্মতভাবে তাঁর সঙ্গে একত্রে উপবেশন, শয়ন অথবা কৃত্যরূপে তাঁর অনুগমন আদির দ্বারা সর্বতোভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে সেই স্থানে গমন করেছিলেন।” “হে মহারাজ পরীক্ষিত। যে ব্যক্তি অবপেত্রিরের দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র শ্রবণ করবেন, তিনি যাবৎ যোগ থেকে মুক্ত হয়ে সাক্ষ্য কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেব গোবামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—“ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে আচরণ করতেন এবং তাঁরই অংশে তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি তিনি কিভাবে ব্যবহার করতেন? তাঁর ভায়েরা এবং অযোধ্যাবাসীরাই ঐ তাঁর প্রতি কিভাবে আচরণ করতেন?”

শ্রীশ শুকদেব গোবামী উত্তর দিয়েছিলেন—“ভগবান ঐকান্তিক অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণ করার পর, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের আদেশ নিয়েছিলেন সারা পৃথিবী জুজ করতে এবং তিনি যথং পুত্রবাসী ও প্রজাদের দর্শনদান করার জন্য এবং সহকরীদের সঙ্গে রাজকর্ম পর্ববেশন করার জন্য সেখানে ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজধানী অযোধ্যায় পঞ্চগুলি হাতিদের গুড়ের দ্বারা সিন্ধিগু সুগন্ধি ফল এবং সুবসিত মন্দের দ্বারা সজ্জিত হত। নাগবিক্রেরা স্বনং লেখত বে, রাজা স্বরং এই প্রকার ঐশ্বর্য সহকারে রাজধানীর তত্ত্বাবধান করতেন, তখন জঙ্গ সেই ঐশ্বর্যের সর্ম উপলব্ধি করেছিল। প্রাসাদ, পুণ্ডার, সত্যগুহ, ত্রিভনমক, মন্দির

প্রভৃতি স্থান সুবর্ণ কলসের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার পতাকার দ্বারা সজ্জিত ছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানেই তাঁকে বাগত জলবার জল ফুল এবং কলের তরক সমন্বিত কন্দলী ও সুপারি বৃক্ষের দ্বারা ভোরণ নির্মাণ করা হত। সেই সমস্ত ভোরণ নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র বস্ত্রের পতাকার, দর্পণ এবং মাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেখানেই যেতেন, সেখানেকার মানুষেরা পূজার উপকরণ নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলতেন, “হে ভগবান। নূর্যে যেমন আপনি বরাহ জগতেরে পৃথিবীকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সেইভাবে আপনি আমাদের পালন করুন। আমরা আপনার কাছে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।” তারপর দীর্ঘকাল ভগবানকে দর্শন না করার কলে, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত প্রজারাই অত্যন্ত উৎসুক হয়ে তাঁদের আবাস ত্যাগ করে প্রাসাদের দ্বারে আরোহণ করে অতুণ নরনে পঞ্চলানলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে করতে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। তারপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুত্রদের প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। সেই প্রাসাদে বিবিধ বস্ত্রকোষে সমৃদ্ধিশালী এবং অমূল্য পরিচ্ছদের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। গৃহদ্বারের উভয় দিকের কক্ষের স্থানগুলি ছিল প্রবালের দ্বারা নির্মিত, সেখানকার স্তম্ভগুলি বৈদূর্য মণির দ্বারা নির্মিত, গৃহতল অতি স্বচ্ছ মরকত মণির দ্বারা নির্মিত এবং ভিত্তি স্ফটিক নির্মিত। সেই প্রাসাদে বিভিন্ন পতাকার, দল্য, বস্ত্র এবং কলসযুগ্মে সজ্জিত হতে নিম্ন জ্যোতিষে বীণাময় ছিল। সেই প্রাসাদে যুগ্মের ফল দ্বারা শোভিত এবং মৃণ ও বীণের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সেই প্রাসাদে স্ত্রী-পুরুষেরা ছিলেন সেবতদের মতো সুন্দর এবং বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত, কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁদের সৌন্দর্য বের অলঙ্কারেরও অলঙ্কার-বরণ। আশ্চর্যম পণ্ডিতদের অপ্রমদ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আনন্দময়িনী শক্তি সীতামেবীর সঙ্গে সেই প্রাসাদে বাস করেছিলেন এবং পূর্ণ শক্তি উপভোগ করেছিলেন। ভগবান তাঁর শ্রীপাদপদে আরাম্য করেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ধর্মের নীতি উন্নতমান সা করে বহু বর্ষ চিহ্ন উপবরণসহু ভোগ করেছিলেন।”

শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশাবলী

শ্রীশ শুকদেব গোবামী বললেন—“শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিবধ এবং নিবধের পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধরা। ক্ষেমধরার পুত্র দেবাদীক, দেবাদীকের পুত্র অদীহ, অদীহের পুত্র পারিবার এবং পারিবারের পুত্র কলহন। সূর্যদেবের পুত্রসহুত কলহনও কলহনও পুত্র। যক্ষ্মনভের পুত্র সঙ্গ এবং তাঁর পুত্র বিধতি। বিধতির পুত্র হিরণ্যনাভ, যিনি ভৈরবির সিংহাসন করতছিলেন এবং এক মহান যোগচার্য হয়েছিলেন। এই হিরণ্যনাভ থেকেই কবি বাজকন্ডা অধ্যাত্মযোগ নামক যোগের অত্যন্ত মহান পন্থা শিক্ষালাভ করেছিলেন, যা জড় আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রস্থি খুলতে পারে। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প এবং পুষ্পের পুত্র ধনসিদ্ধি। ধনসিদ্ধির পুত্র সুন্দর, তাঁর পুত্র অম্বিকর্ণ। অম্বিকর্ণের পুত্র শীঘ্র এবং তাঁর পুত্র মল। এই মল বোদ্যমার্গে সিদ্ধিলাভ করে কলাগায়ে একদণ্ড অবস্থান করতেন। কলিযুগের শেষে তিনি এক পুত্র উৎপাদন করে পুনরায় সূর্যবংশের প্রবর্তন করলেন। মলও পুত্র প্রসূকন্ত, প্রসূকন্তের পুত্র সন্ধি, সন্ধি থেকে অমর্ষণ এবং অমর্ষণের পুত্র মহেশ্বন। মহেশ্বন থেকে বিশ্ববাস জন্ম হয়। বিশ্ববাস থেকে প্রসেনজিৎ জন্ম হয়। প্রসেনজিৎ থেকে তক্ষক এবং তক্ষক থেকে বৃহদ্রথের জন্ম হয়, যিনি বৃহদ্রথ আপনায় পিতা কর্তৃক নিহত হন।”

“ইন্দ্রাদু বংশের এই সমস্ত রাজারা গত হইতেন। এখন ভবিষ্যতে বীশের জন্ম হবে, তাঁদের কথা বলছি হতে।”

কলি করন। বৃহদ্রথের বৃহদ্রথ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। বৃহদ্রথের পুত্র হলেন উরুগ্রন্থ, তাঁর বংশসূত্র নামক এক পুত্র হবে। বংশসূত্রের প্রতিব্রাহ্ম নামক এক পুত্র হবে এবং প্রতিব্রাহ্মের তনু নামক এক পুত্র হবে, তাঁর থেকে বিক্রম নামক এক মহান সেনাপতির জন্ম হবে। বিক্রমের নিবধ থেকে সহস্রের নামক এক পুত্রের জন্ম হবে এবং সহস্রের থেকে বৃহদ্রথ নামক এক মহাবীরের জন্ম হবে। বৃহদ্রথ থেকে তানুসনের জন্ম হবে এবং তানুসন থেকে প্রতীকশের জন্ম হবে। প্রতীকশের পুত্র হবে সুপ্রতীক। তারপর সুপ্রতীক থেকে মরুদেবের জন্ম হবে, মরুদেব থেকে সুনকর, সুনকর থেকে পুন্ডর এবং পুন্ডর থেকে অম্বিকর্ণ। অম্বিকর্ণের পুত্র সুভদ্রা এবং তাঁর পুত্র হলেন অনিগ্রাক্ষ। অনিগ্রাক্ষ থেকে বৃহদ্রাক নামক পুত্রের জন্ম হবে। বৃহদ্রাক থেকে বর্হি এবং বর্হি থেকে কৃতক্লের জন্ম হবে। কৃতক্লের পুত্র হলেন রাক্ষস এবং তাঁর থেকে সঙ্ঘর নামক পুত্রের জন্ম হবে। সঙ্ঘর থেকে শাক্য, শাক্য থেকে তক্ষক এবং তক্ষক থেকে শালক্যের জন্ম হবে। শালক্য থেকে প্রাসেনজিৎ এবং প্রাসেনজিৎ থেকে কুন্তক জন্মগ্রহণ করলেন। কুন্তক থেকে রুক, রুক থেকে সুবধ এবং সুবধ থেকে সুমিদের জন্ম হবে। এই সুমিই এই কণের শেষ রাজা। এটিই বৃহদ্রথের বংশের কনিষ্ঠ। ইন্দ্রাদু বংশের শেষ রাজা হলেন সুমি। তারপর সূর্যবংশে আর কোন বংশধর থাকবে না। এইভাবে এই কণের সর্বাঙ্গি হতে।”



মহারাজ নিমির বংশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“ইন্দ্রকূট পুত্র মহারাজ নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতে অনুমোদন করেন। তখন বশিষ্ঠ উপস্থিত হন, ‘হে মহারাজ নিমি, আমি ইতিমধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেছি। ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে আমি ফিরে আসব। দয়া করে তত্ত্বক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর।’ মহারাজ নিমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে নীরব ছিলেন এবং বশিষ্ঠ ইন্দ্রের আশ্রয় করেছিলেন। অত্যাশঙ্কিত মহারাজ নিমি বিবেচনা করেছিলেন যে, এই জীবন অস্থি। তাই, বশিষ্ঠের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, তিনি অন্য পুরোহিতদের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে গুরু বশিষ্ঠ ফিরে এসে যখন দেখেছিলেন যে, তাঁর শিষ্য মহারাজ নিমি তাঁর আদেশ অমান্য করেছেন, তখন বশিষ্ঠ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে অসেছিলেন, ‘পতিভাভিমানী নিমির জড় দেহে নিপাত হোক।’ মহারাজ নিমি বেশ অপরোধ না করলেও অসহ্যে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে, তিনিও তাঁর গুরুকে প্রত্যভিশাপ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে দক্ষিণ লাভ করার লোভে আপনার ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং আপনার দেহেরও পতন হোক।’ এই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী নিমি তাঁর দেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রণিত্যমহ বশিষ্ঠও বেহত্যাগ করে পুনরায় মিত্র-বরুণের বীর্ষে উর্ধ্বীণ গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময় মহারাজ নিমি দেহভ্যাগ করলে মহর্ষিগণ তাঁর দেহ গন্ধবস্ত্র মণো সংরক্ষণ করেছিলেন এবং সত্যাগ সমাপনান্তে তাঁরা সেখানে সমাগত দেবতাদের অনুরোধ করে বলেছিলেন।”

“আপনারা যদি এই যজ্ঞে প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং সত্য সত্যই সন্তুষ্ট হন, তা হলে দয়া করে মহারাজ নিমির এই দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করুন।” ঋষিদের এই

অনুরোধে দেবতারা সন্মত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ নিমি তখন বলেছিলেন, ‘দয়া করে আমাকে পুনরায় এই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন না।’

মহারাজ নিমি বললেন—“মায়াবাদীরা সাধারণত জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, কারণ তারা পুনরায় দেহ জ্ঞাপের ভয়ে ভীত। কিন্তু ঋষিদের মেধা সর্বদা ভগবানের সেবার মন, তাঁরা কখনও ভীত হন না। বস্ত্রতপস্কে, তাঁরা ভগবানের শ্রেয়সী সেবা সম্পাদন করার জন্য বেহত্যাগ সব্যবহার করেন। আমি জড় দেহ ধারণ করতে ইচ্ছা করি না, কারণ তা এই জগতের সর্বত্রই সুখ শোক এবং উন্মেষ কারণ। জলে মগ্ন যেমন সর্বদা মৃত্যুর আশঙ্কা করে, তেমনই দেহধারী জীবদেরও সর্বত্রই মৃত্যুভয় হয়ে থাকে।”

দেবতারা বললেন—“মহারাজ নিমি জড় শরীর স্বাভাবিকই জীবিত থাকুন। তিনি চিত্রা শরীরে ভগবানের পার্শ্বদরশন বিলাস করুন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি জড় দেহধারী সাধারণ মানুষদের কাছে প্রকট ও অপ্রকট থাকুন। তরুণের অস্বাস্থ্যকর সময় থেকে মানুষদের রক্ষা করার জন্য অতিগণ মহারাজ নিমির দেহ মহন করেছিলেন, তার কলে তাঁর দেহ থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। অসাধারণভাবে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে সেই পুত্রের নাম হয়েছিল জমক এবং প্রাথমিক দেহ থেকে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম বৈদেহ। তাঁর পিতার দেহ মহনের কলে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে তিনি মিথিল নামেও অভিহিত হয়েছিলেন এবং তিনি যে পুরী নির্মাণ করেছিলেন তার নাম হয়েছিল মিথিলা।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, মিথিলের পুত্রের নাম উদাবস্তু উদাবস্তু থেকে নলিবর্ধন, নলিবর্ধন থেকে সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র দেবরাজ। দেবরাজ থেকে বৃহদ্রথ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং বৃহদ্রথের পুত্র যজ্ঞবীর্ষ, যিনি স্থিগ্ন সুশ্রুতির পিতা। সুশ্রুতির পুত্রের নাম ধৃষ্টকেশু এবং ধৃষ্টকেশু থেকে হর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। হর্ষ থেকে মক

নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। মকর পুত্র প্রতীপক এবং প্রতীপকের পুত্র কুন্তরথ। কুন্তরথ থেকে দেবমীচ জন্মগ্রহণ করেন। দেবমীচের পুত্র বিজয় এবং বিজয়ের পুত্র মহাপ্রতি। মহাপ্রতি থেকে কুতিরাজ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। কুতিরাজের পুত্র মহারোমা, মহারোমা থেকে বর্ণরোমা নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং বর্ণরোমা থেকে হুহরোমার জন্ম হয়। হুহরোমার পুত্র শীরধ্বজ (যিনি জমক নামেও পরিচিত)। শীরধ্বজ যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে সীতাদেবী নামক এক কন্যা অবিরূতা হন, যিনি পরে ভগবান শ্রীরাঘবের পত্নী হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি শীরধ্বজ নামে বিখ্যাত হন। শীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ এবং কুশধ্বজের পুত্র রাজা ধর্মধ্বজ, যার কুন্তরথ ও মিতধ্বজ নামক দুই পুত্র ছিল।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত। কুন্তরথের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র ঋষিক। কুন্তরথের পুত্র ছিলেন আশ্বত্থবিন এবং মিতধ্বজের পুত্র ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে সুনিপুণ। কেশিধ্বজের ভয়ে ঋষিক গলায়ন করেছিলেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমন্ এবং ভানুমনের পুত্র ছিলেন শতদ্রুম। শতদ্রুমের চচি

নামে এক পুত্র ছিল, তাঁর থেকে সনদ্বাজ নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সনদ্বাজ থেকে উর্জকেতুর জন্ম হয়। উর্জকেতুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিৎের পুত্র অরিশ্টনেমি এবং তাঁর পুত্র ক্রতাস্তু। ক্রতাস্তুর সুপার্বক নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং সুপার্বক থেকে চিত্রবর্ধের জন্ম হয়। চিত্রবর্ধের পুত্র ছিলেন কেমারি, যিনি মিথিলার রাজা হয়েছিলেন। কেমারির পুত্র সময়থ, সময়থের পুত্র সত্যরথ, সত্যরথ থেকে উপগুরু এবং উপগুরু থেকে অধির অংশ উপগুরু জন্ম হয়। উপগুরুর পুত্র বনবজ, তাঁর পুত্র বৃহথ, বৃহথের পুত্র সুভাষণ এবং সুভাষণের পুত্র প্রত। প্রতের পুত্র চক এবং চক থেকে বিজয় জন্মগ্রহণ করেন। এই বিজয়ের পুত্র কট। কটের পুত্র তনক, তনকের পুত্র বীতহস্ত, বীতহস্তের পুত্র ধৃতি এবং ধৃতির পুত্র কলাশ। কলাশের পুত্র কুতি এবং তাঁর পুত্র মনবদী।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত। মিথিল রাজবংশে সমস্ত রাজ্যরাই ছিলেন আশ্ব-তদ্বিৎ। তাই গৃহে অবস্থান করলেও তাঁরা জড় জগতের বশভাব থেকে মুক্ত ছিলেন।”

* * *

চতুর্দশ অধ্যায়

উর্বশীর দ্বারা মোহিত রাজা পুরুরবা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—“হে রাজন, আপলি সূর্যবংশের বিবরণ শ্রবণ করলেন, এখন পরম পবিত্র চন্দ্রবংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। এই চন্দ্রবংশে পুণ্যকীর্তি ঐল (পুরুরবা) প্রভৃতি রাজাদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। মহেশীর্বা পুরুষ নামক পরোক্ষকণারী বিচুর নাভিসংগেহর হতে উদ্ভূত পদ থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, যিনি তাঁর পিতার

মতোই গুণবান ছিলেন। অত্রির আনন্দ্র থেকে দ্বিধ্ব কিশল সনর্ধিত সোম বা চন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ঔষধি এবং নক্ষত্রদের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাললোক) জয় করে সোম রাজসূর যজ্ঞ করেছিলেন। অত্যাশু মর্গের কলে তিনি বৃহস্পতির পত্নী তারাকে অঙ্গপূর্বক হরণ করেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র

পুনঃ অপুরোধ সাধুও সোম গর্ভাশ্রয় ত্যাক্যে ফিরিয়ে
ছেননি। তার কলে সেবতা এবং দানবদের মধ্যে যুদ্ধ
শুরু হয়। বৃহস্পতির প্রতি ওস্তব্ধ লজ্জাভাষিত ওস্তব্ধ
অসুরগণ সহ চন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু
নিম্ন তাঁর ওস্তব্ধ পুত্রের প্রতি মেহবলত সমস্ত কৃত-সম্মত
পরিবৃত হয়ে বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।
সমস্ত সেবতাগণ সহ ইন্দ্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন
করেছিলেন। এইভাবে বৃহস্পতির পক্ষীয় ত্যাক্য নিমিত্ত
দেবতা এবং অসুর বিনাশকারী এক অশাশ্বত শুরু
হয়েছিল। অস্তিত্ব প্রকার কাছে সমস্ত বৃহস্পতি নিবেদন
করলে, প্রজা চন্দ্রের শোষণে কঠোরভাবে তিরস্কার
করেছিলেন এবং ত্যাক্যে তাঁর পতিত হস্তে প্রদান
করেছিলেন। বৃহস্পতি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে,
তারা গর্ভবতী।”

বৃহস্পতি বললেন—“ওরে মুখ রমণী! আমার
আধান যোগ্য ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা গর্ভ স্থাপিত হয়েছে।
একুনি তুমি সেই সন্তান প্রসব কর। আমি তোমাকে
আধান দিচ্ছি, সেই সন্তান প্রসব করলে আমি তোমাকে
তস্মীভূত করব না। আমি জানি যদিও তুমি অগতী,
তবুও তুমি সন্তানবধী। তাই, আমি তোমাকে কণ্ঠদান
করব না।”

শ্রীল ওকসেব গোহামী বললেন—“বৃহস্পতির
আদেশে তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তখন স্বর্ণকাকি-
বিশিষ্ট একটি কুমার প্রসব করেছিলেন। বৃহস্পতি এবং
চন্দ্রের উভয়েরই সেই সুন্দর শিশুর প্রতি স্পৃহা
জন্মেছিল। বৃহস্পতি এবং চন্দ্র উভয়েই দাবি করেছিলেন,
“এই পুত্র আমার, তোমার নয়” এবং তাঁর কলে তাঁদের
মাথো বিবাদ শুরু হয়েছিল। সেখানে সহবাসে সমস্ত অবি
এবং স্বেচ্ছায় ত্যাক্যে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই লজ্জাত
শিশুটি কার, কিন্তু লজ্জায় তারা কোন উত্তর দিতে
পারেননি। কুমার তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার মাথো
হলেছিল, “হে অসতী রমণী! বুঝা লজ্জায় কি প্রয়োজন?
তুমি কেন তোমার গোপ বীকার করছ না? শ্রীল তুমি
আমাকে তোমার সোমের কথা বল।” প্রজা তখন ত্যাক্যে
একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে সাধুকে দিয়েছিলেন এবং
জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই পুত্রটি প্রকৃতপক্ষে কার? তিনি
বীরে বীরে উত্তর দিয়েছিলেন, “এই পুত্র সোমের।”

সোমদেব তৎক্ষণাৎ সেই শিশুটিকে প্রথম অঙ্গভিক্ষা -

“হে মহারাজ পর্বাশ্রয়! প্রজা সেই কুমারের পুত্র
বুদ্ধি দেখে তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘কুম’। সক্ষরপতি চন্দ্র
সেই পুত্রের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
তারপর যুব থেকে ইঙ্গার গর্ভে পুরস্কৃত নন্দক এক পুত্রের
জন্ম হয়। এই পুরস্কৃতের কথা নবম স্বর্গের প্রথম
অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একদিন দেবী মায়ন যখন
স্বেরাজ ইন্দ্রের সভায় পুরস্কৃতের রূপ, গুণ, উপাধি, বসন,
সম্পদ এবং পিতৃদেবের কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন দেবী
উর্বশী তা শ্রবণ করে কামদায়ে পীড়িত হয়ে তাঁর কাছে
গিয়েছিলেন। শ্রীল এবং স্বর্গের অভিশাপে দেবী উর্বশী
মমুষ্য-রূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই মূর্তিমান কার্যকর-
স্বর্গ পুরস্কৃতের পুরস্কৃতকে মর্শন করে উর্বশী খেঁচ
অবলম্বনপূর্বক তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। উর্বশীকে মর্শন
করে রাজা পুরস্কৃতের নাম আনন্দে উৎসব হয়েছিল এবং
তাঁর মেহ রোমকিত হয়েছিল। তিনি সুমধুর বাক্যে
উর্বশীকে বলেছিলেন—“হে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা! তোমার
ভক্তগণন হোক। দয়া করে তুমি আসন গ্রহণ কর এবং
কল আমি তোমার জন্য কি করতে পারি। তুমি আমার
সক বতদিন ইচ্ছা উপভোগ করতে পার। রমণ্যুণে
আমাদের স্বীকৃত অভিবাহিত হোক।”

উর্বশী উত্তর দিয়েছিলেন—“হে গরম রূপবান।
কেন শ্রীল চিত্ত ও দৃষ্টি আপনায় প্রতি আকৃষ্ট না হয়?
আপনার বক্ষস্থল প্রাপ্ত হয়ে কোন রমণী আপনার সঙ্গে
রতিসুখ ভোগের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না। হে
মহারাজ পুরস্কৃত। এই মেঘ দুটি আমার সঙ্গে পতিত
হয়েছে, আপনি এদের রক্ষা করুন। যদিও আমি
কর্ণলোকের এবং আপনি পৃথিবীর অধিবাসী, তবুও আমি
আপনার সঙ্গে মৈথুনসুখ উপভোগ করব। আপনাকে
পতিক্রমে বলা করতে আমার কোন আপত্তি নেই, কারণ
আপনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।”

“হে বীর! মৃত্যু প্রস্তুত করছি কেবল আমার ভোক্তা
হবে এবং মৈথুনের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আমি
আপনাকে নিবৃত্ত দেখব না।” মহামা পুরস্কৃত উর্বশীর
সেই প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন

পুরস্কৃত উত্তর দিলেন—“হে সুন্দরী! তোমার রূপ
আশ্চর্যজনক এবং তোমার ভাবভঙ্গিও আশ্চর্যজনক।

তুমি সমস্ত মানব-সমাজের বনোমুক্তকর। অতএব,
কর্ণলোক থেকে বরং আশ্রয় নেবী তোমার সেবা কেন
মমুষ্য না করবে।”

শ্রীল ওকসেব গোহামী বললেন—“পুরস্কৃতের
পুরস্কৃত চৈত্ররথ এবং মননকানন প্রভৃতি দেবতাদের
উপভোগ্য স্থলে রমণ্যুণে উর্বশীর সঙ্গে তাঁর বাসনা
অনুসারে বতিসুখ উপভোগ করতে লাগলেন,
লজ্জাক্ষমণী দেবী উর্বশীর যুব এবং সেহের সৌরভে
অনুপ্রাণিত হয়ে পুরস্কৃত কর্তব্য পত্র আনন্দে তাঁর
সরসুপ উপভোগ করেছিলেন।”

“উর্বশীকে সভায় না দেখে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন,
শ্রীল বিনা আমার এই সন্তান অল্প সুন্দর বলে মনে হচ্ছে
না।” সেই কথা বিবেচনা করে তিনি গর্ভবতের নির্দেশ
নিয়েছিলেন উর্বশীকে স্বর্ণলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে।
মহাবাহুরে যখন সব কিছু গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন
হয়েছিল, তখন গর্ভবতী পুরস্কৃত গৃহে এসে রাজ্য
কাছে তাঁর পত্নী উর্বশীর দ্বারা গমিত মেঘ দুটিকে ব্রহ্ম
করেছিলেন। উর্বশী সেই মেঘ দুটিকে পুত্রভূত্যা মেঘ
করলেন। তাই, গর্ভবতী যখন তাদের অপরূপ করে
নিয়ে বাহিল, তখন তাদের ক্রন্দন শ্রবণ করে উর্বশী তাঁর
পতিক্রমে তিরস্কার করে বলেছিলেন, “আমি হত হলম।
এই কাপড় এবং মণ্ডসক স্বামী আমাকে ব্রহ্ম করতে
অক্ষম অথচ তিনি মিথ্যেকে একজন বীর বলে মনে
করেন। আমি তাঁর উপর নির্ভর করেছিলাম বলে, মমুষ্য
আমার পুত্র মেঘ দুটি অপরূপ করেছে এবং তাই আমি
কিনষ্ট হলম। আমার পতি রাত্রিকোলায় গুরে গুরে
রয়েছেন, ঠিক যেমন স্বীলোকেরা তীক্ষ্ণ হয়ে শরন করে,
যদিও দিনের বেলা তাঁকে পুত্রবের মতো বলে মনে
হয়।”

“যদি বেতাবে অমৃশের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, পুরস্কৃতও
তোমাই উর্বশীর স্বাক্ষরকে নিবৃত্ত হয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হয়েছিলেন এবং ব্রহ্ম পরিধান না করেই রাত্রিতে স্বর্ণ
ধারণ করে মেঘ অপরূপকারী গর্ভবতের শিশুকে দাবি
করেছিলেন। গর্ভবতী মেঘ দুটি পরিধান করে কিন্নরের
মতো মূর্তিমান হয়ে পুরস্কৃতের গৃহ আলোকিত
করেছিলেন। উর্বশী তখন তাঁর পতিক্রমে নয় অবস্থায়
মেঘ দুটি নিয়ে ক্রুর আসতে দেখতে পেলেন এবং তার

ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে থেকে অতর্কিত হালন।
উর্বশীকে তাঁর শরীরে লেগে না গেলে পুরস্কৃত অত্যন্ত
বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর অসতির কলে
তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়েছিলেন এবং তাঁর কলে শোক
কবিত্ত করতে তিনি উপভোগ মতো পুত্রবী পশ্চিম অশ্রুতে
লাগলেন। এইভাবে পুত্রবী পশ্চিম করতে করতে
পুরস্কৃত একজনর সরসতী নদীর তীরে ক্রুদ্ধকোরে
পক্ষমণী সহ উর্বশীকে দেখতে পেলেন। প্রসন্ন মনে
তিনি তখন তাঁকে মমুষ্য কাকের এই কথাগুলি ফাটলেন।
হে প্রিয়পত্নী! হে নিদুর! লজ্জা করে পীড়িত, একদু
পীড়িত। আমি জানি যে এখনও পর্বাশ্রয় আমি তোমাকে
সুখী করতে পারিনি, কিন্তু সেই জন্য আমাকে ত্যাগ করা
তোমার উচিত নয়। তুমি যদি আমার সন্তান ত্যাগ করতে
চান্না করে থাক, তা হলে এস, অন্তত অক্ষরবের জন্য
আমরা কিছু কথা বলি হে সৌক্য! তুমি প্রজাখান
করার আমার সুন্দর মেহ এখানে পতিত হবে এবং
যেহেতু তুমি তোমার স্বামীর বিব্রতের উপবৃত্ত নয়, তাই
তা শৃগাল ও শকুনিদের আহার হবে।”

উর্বশী বললেন—“হে রাজন! আপনি একজন
পুত্র, একজন বীর। সুন্দর অর্ধেক হয়ে প্রাণত্যাগ
করবেন না। খেঁচ অবলম্বন করুন। ইন্দ্রিয়জন ব্রহ্মল
বেন আপনাকে ভ্রমণ না করে। অর্ধেক, ইন্দ্রিয়জন
বলীভূত হবেন না। পক্ষমণী, আপনাকে জেনে রাখা
উচিত যে, রমণীর হস্ত ব্রহ্মের মতো। সুন্দর তাঁদের
সঙ্গে সর্বা স্থাপন করা অনুচিত। স্বীলোকের নির্ভর এবং
কৃষ্ণ তারা সামান্য লেহনও মধ্য করতে পারে না।
তাদের নিজেদের সুখের জন্য তারা যে কোন প্রকার
আচরণ করতে পারে, এমন কি তাদের বিব্রত পতি এবং
বাতাকেও হত্যা করতে ভয় পায় না। স্বীলোকেরা
সহজেই পুত্রবের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়। তাই কুমার রমণী
ওস্তব্ধত্বী ব্যক্তির মধ্য ত্যাগ করে অজ্ঞ ব্যক্তির
মাথো মিথ্যা প্রসন্ন স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, তবুও একে
পর এক মনুষ্য নতুন প্রেমিকের অবেশন করে। হে
রাজন! বৎসরান্তে কেবল এক ব্রতী আপনি আমার
পতিক্রমে আমার সরসুপ উপভোগ করতে পারবেন।
তবুও আপনি একটি একটি করে সন্তান উৎপাদন
হবে। উর্বশীকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে পুরস্কৃত

তার প্রাসাদে ফিরে গিয়েছিলেন। এক বছর পর আবার তিনি কুরুক্ষেত্রে বীর-প্রসাদিনী উর্বশীর সমসভা করেছিলেন। বংশসম্মত পুত্রের উর্বশীকে প্রাপ্ত হয়ে রাজা পুরুষোত্তম অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং এক রাত্রি তাঁর সমসুখ উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু তারপর বিচ্ছেদের চিন্তার রাজার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হলে উর্বশী তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন—“হে রাজন! আপনি গর্ভবতীর শরণ গ্রহণ করুন, তা হলে তারা আবার আপনার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দেবে।” তাঁর সেই উপদেশ অনুসারে রাজা গর্ভবতীর দ্বারা গর্ভবতীর সন্ততি-বিধান করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে গর্ভবতী তাঁকে ঠিক উর্বশীর মতো দেখতে অধিহীনকে প্রদান করেছিলেন। তাঁকে উর্বশী বলে মনে করে রাজা বনে ক্রীড়া করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রমণীটি উর্বশী নয়, তিনি হচ্ছেন অধিহীনী। রাজা পুরুষোত্তম তখন অধিহীনীকে পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে এসেছিলেন এবং সেখানে তিনি সারায়ত উর্বশীর ধ্যান করেছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময় ত্রেতাযুগ শুরু হয়েছিল এবং তাই সন্ধ্যা কর্মবাসনা পূর্ণকারী স্বয়ং সমরিত বেদব্রতের তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন পুরুষোত্তম হৃদয়ে কর্মকাণ্ডের বজ্রের বিধি প্রকট হয়েছিল, তখন তিনি যেখানে অধিহীনীকে ভ্যাগ করেছিলেন সেই স্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে একটি শবীকৃষ্ণের গর্ভ থেকে একটি অশ্বখ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে। তিনি তখন সেই বৃক্ষ থেকে একটি কাঠ নিয়ে তা থেকে দুটি অরবি তৈরি

করেছিলেন। তারপর উর্বশী সেই লোক স্বয়ং সেখানে যাওয়ার বাসনায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করে মিরভাগের অরবিকে উর্বশী, উপরের অরবিকে তিনি বুরু এবং মধ্যবর্তী অরবিকে পুত্ররূপে চিত্র করিতে করিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। পুরুষোত্তম অরবি ময়নের ফলে অগ্নি প্রকাশিত হয়েছিল। এই অগ্নি থেকে সমস্ত জড় ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শৌক্যরূপ, সর্বিদীক্ষা এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পবিত্র হওয়া যায়, যা অ-ঐ এবং য এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে আবৃত্ত করা হয় এইভাবে সেই অগ্নিকে রাজা পুরুষোত্তম পুত্র বলে মনে করা হয়েছিল। উর্বশী যে লোকে বাস করেন সেই লোক প্রাপ্ত হওয়ার বাসনায় পুরুষোত্তম সেই অগ্নির দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি অজ্ঞেয় ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বসেবময় অধোজ্ঞ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

“সত্যযুগে সমস্ত বৈদিক যজ্ঞ বীজভূত প্রণবে নিহিত ছিল। অর্থাৎ অশ্বখ বৃক্ষই কেবল সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উৎস ছিল। ভগবান শ্রীনারায়ণ ছিলেন একমাত্র আরাধ্য, তখন দেব-দেবীদের পূজা করার কোন নির্দেশ ছিল না। অগ্নি ছিল কেবল একটি এবং মানব-সমাজে একমাত্র বর্ষ ছিল হন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ত্রেতাযুগের শুরুতে রাজা পুরুষোত্তম কর্মকাণ্ডের বজ্রের সূত্রপাত করেছিলেন। এইভাবে পুরুষোত্তম, যিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর পুত্র বলে মনে করেছিলেন, তাঁর বাসনা অনুসারে তিনি গর্ভবতীকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”

* * *

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবানের যোদ্ধা অবতার পরশুরাম

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! উর্বশীর গর্ভে পুরুষোত্তমের দুটি পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁদের নাম আম্র, শ-গ্রন্থ, সত্যায়, রয়, বিজয়

এবং জয়। সত্যায়ের পুত্র বসুমন্ত, সত্যায়ের পুত্র ক্রতুর্জয়, সত্যায়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক এবং

হোত্রকের পুত্র জটু, যিনি এক বধূকে গজের সমস্ত চক্ষু পান করেছিলেন। জটুর পুত্র পুত্র, পুত্রের পুত্র কল্য, কল্যের পুত্র অজিত এবং অজিতের পুত্র কুশ। কুশের কুশাবু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ নামক চার পুত্র। কুশাবুর পুত্র গাথি। মহারাজ গাথির সত্যাবতী নামে এক কন্যা ছিল। অর্চক নামক এক ব্রাহ্মণ তখন সেই কন্যাকে মহারাজ গাথির কাছে প্রার্থনা করেন। কিন্তু গাথি মনে করেছিলেন যে, অর্চক তাঁর কন্যার পতি হওয়ার জন্য নয় এবং তাই তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, ‘হে ব্রহ্মবর! আমার কুশিক বাসজাত সন্ততি অর্চক, তাই আমার কন্যার গণস্বরূপ সর্বিদ ও বাস অর্চক মনে একটি শ্যামবর্ণ কর্ণ বিশিষ্ট এবং চতুস্তর মতো উজ্জ্বল সহস্র জন্ম প্রদান করুন।’ রাজা গাথি যখন এই প্রস্তাব করেছিলেন, তখন অর্চক মুনি তাঁর মনোস্তাব বুঝতে পেরে কুরুক্ষেত্রের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে গাথির শর্ত অনুসারে এক হাজার অশ্ব নিয়ে এসেছিলেন। সেই অশ্বগুলি গাথিকে দান করে তিনি রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর অর্চক মুনির পত্নী এবং শাওড়ি উভয়েই পুত্রাধিনি হয়ে অর্চককে চক্র প্রস্তুত করতে প্রার্থনা করেছিলেন। তার ফলে অর্চক মুনি তাঁর পত্নীর জন্য ব্রাহ্মণমন্ত্র এবং তাঁর শাওড়ির জন্য কত্রিয়মন্ত্রে দুটি চক্র প্রস্তুত করে দান করতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে, সত্যাবতীর মাতা মনে করেছিলেন যে, সত্যাবতীর জন্য নির্মিত চক্র স্বকণ্ঠই হোষ্ট হবে, এই মনে করে তিনি তাঁর কন্যার কাছে সেই চক্র প্রার্থনা করেছিলেন। সত্যাবতী তাই তাঁর চক্র তাঁর মাঝে প্রদান করে, তাঁর মায়ের জন্য নির্মিত চক্র নিজে চক্ষণ করেছিলেন। দান করে গৃহে ফিরে এসে অর্চক মুনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কি হয়েছে, তখন তিনি তাঁর পত্নী সত্যাবতীকে বলেছিলেন, ‘তুমি এক অত্যন্ত অনায়াস কার্য করেছ। তোমার পুত্র মোর হৃদয় কত্রিয় স্বভাবসম্পন্ন হবে এবং তোমার ব্রাহ্মণ স্বভাববিশিষ্ট হবে।’ সত্যাবতী অর্চক মুনিকে ক্রিয়াক্ষমতা বাক্যের দ্বারা প্রশংসা করে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র যেন কত্রিয়ের মতো উগ্র স্বভাবসম্পন্ন না হয়। অর্চক মুনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘তা হলে তোমার পৌত্র কত্রিয়ভাবাপন্ন হবে।’ তার ফলে সত্যাবতীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্যাবতী পরে অত্যন্ত

পুণ্যবতী জন্ম পূর্বকর্তব্যেই শৌচিক; নদী হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র কুরুক্ষেত্র (পুত্র কন্যা) দেবুতাকে বিবাহ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র বীর থেকে দেবুতর গর্ভে বসুমন্ত, যিনি বহু পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র হন বা পরশুরাম নামে বিখ্যাত। পরশুরাম এই পরশুরামকে কার্তবীর্জকুল বিনাশকারী এবং ভগবান বাসুদেবের প্রাণ বলে কীর্তন করেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একমিশ্রিতরূপে মিশ্রিত করেছিলেন। হস্ত এবং ভ্রমোত্তপের দ্বারা প্রভাবিত কত্রিয়রা অত্যন্ত গর্ভিত হয়ে অধঃপতন হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রদর্শিত ধর্মীতির অদমন্য কবতে চক্র করেছিল। পৃথিবীর ভার অপনোদন করার জন্য পরশুরাম তখনই ভগবান গর্ভিত না হলেও তাদের সংহার করেছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোবিন্দীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“অজিতোক্ত কত্রিয়রা ভগবান পরশুরামের কাছে এমন কি অপরাধ করেছিল, যার ফলে তিনি কত্রিয়কুলকে বার বার বিনাশ করেছিলেন?”

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বললেন—“বৈষ্ণবের রাজা কত্রিয়গণের কার্তবীর্জকুল ভগবান শ্রীনারায়ণের অশ্বের অংশ ব্রহ্মাণ্ডের আরাধনা করে এক হাজার বাহু, শতদন্তের অশ্ব দুর্দমনীয় এবং অত্যাশ্রিত ইন্দ্রির বল, সৌন্দর্য, তেজ, বীর্য, যশ এবং অগ্নি-সুখাদি অগ্নি যোগসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এইভাবে অত্যন্ত ঐশ্বর্য লাভ করে, তিনি বাসুর মতো অত্যাশ্রিত গতিবিশিষ্ট হয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতেন। একসময় গর্ভেভূত কার্তবীর্জকুল বৈষ্ণবরা মন্ত্র ব্যর্থ করে তাঁর পশ্চিম হয়ে নর্মদা নদীর ফলে অশ্ব উপভোগ করতে করতে তাঁর বাসুর দ্বারা সেই নদীর স্রোত অকরণ্য করেছিলেন। কার্তবীর্জকুলের বাসুর দ্বারা অকরণ্য হওয়ার ফলে নর্মদা প্রবাহ বিপরীত মিকে প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা নর্মদার নিচটে নর্মদার তটে স্থাপিত দলান্ন রাবণের শিবির মলিত হইল। কার্তবীর্জকুল এই প্রভাব বীজকর্মী রাজ্যে সন্তুষ্ট করতে পারল না। বাসুর দ্বারা তাঁদের সমস্ত কার্তবীর্জকুলকে গুণহীন কবতে চেয়েছিল, তখন কার্তবীর্জকুল অন্যতমকে তাকে বধী করে মাহিষাতী নদীতে একটি কানরের মতো অকরণ্য করে বোঝ, তারপর অকরণ্য করে তাকে মেরে দিয়েছিলেন। একসময় কার্তবীর্জকুল যুগয়ার্থে নিরান বনে বিচরণ করতে করতে

মৃত্যুক্রমে জয়ধ্বজ আশ্রয় প্রার্থী হইতেছেন।
তৎপৰ্য্য-পরাগণ জয়ধ্বজ মূৰ্তি সন্মুখে সৈন্য, অমাত্য এবং
বাহিকগণ সহ রাজাকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন এবং তাঁর
কাষেধনুর দ্বারা অতিথি-সংস্কারের সমস্ত সামগ্রী সরবরাহ
করেছিলেন। কাঠবীৰ্য্যধ্বজ মনে করেছিলেন, কাষধেনু
রত্নের অবিদ্যায়ী হওনাম্বল কালে জয়ধ্বজ ঐশ্বর্য এবং শক্তি
তাঁর থেকে হেঁচ। তাই তাঁর তদুপর হৈহয়গণ সহ তিনি
জয়ধ্বজের আড়িথে সম্বন্ধ ইননি। পক্ষান্তরে তাঁরা
অগ্নিহোত্রীর কাষধেনুটি অধিকার করায় অভিলাষ
করেছিলেন। জড় শক্তির পৰ্বে পৰ্বিত হইতে কাঠবীৰ্য্যধ্বজ
তাঁর লোকদের জয়ধ্বজের কাষধেনুটি হরণ করতে
প্ররোচিত করেছিলেন এবং তখন তারা কলপসূৰ্য্য কলে সহ
বোলম্বাধনা কাষধেনুটিকে কাঠবীৰ্য্যধ্বজের রক্তধানী
মাহিষতীতে নিতে এসেছিল। তারপর কাঠবীৰ্য্যধ্বজ
কাষধেনু নিষ্ক চলে গেলে, জয়ধ্বজের তনিক পুত্র
পরতরাম আশ্রয়ে ফিরে এসে কাঠবীৰ্য্যধ্বজের দৌরাক্ষ
বরণ করে আহত সর্পের মতো ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।
সত্যাত্ত ক্রুদ্ধ পরতরাম তাঁর ভয়ঙ্কর কুঠাব, বর্ম, ধনুক
এবং তুণ গ্রহণ করে হস্তির পিছনে সিংহ ঘোষাবে ধাবিত
হয়, সেইভাবে কাঠবীৰ্য্যধ্বজের গিছনে ধাবিত হইয়াছিলেন।
রাজা কাঠবীৰ্য্যধ্বজের স্বপ্নে রাজধানী মাহিষতী পূরীতে
প্রবেশ করছিলেন, তখন তিনি ভূতবৃন্দাভিলক পরতরামকে
কুঠাব, বর্ম, ধনুক এবং বাণ নিয়ে তাঁর দিকে ক্রান্তবশে
আসতে দেখতে পেয়েছিলেন। পরশ্বামের পরনে ছিল
কুবজিন চৰ্ম এবং তাঁর জড় ঠিক সূর্যের মতো দ্যুতিমান
প্রতিভাও ছিল। পরতরামকে দেখে কাঠবীৰ্য্যধ্বজ ভীত
হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হস্তী, রথ, কব, পদাটিক,
গদা, কপ, বাণ, কষ্টি, নটকি এবং শক্তিসহ সমুদয়
অকৌহিণী সৈন্য ঘেড়ণ করেছিলেন, কিন্তু ভঙ্গবান
পরতরাম একাকীই সেই সমস্ত সৈন্য সাহসে ধরেছিলেন।
শত্রুসমূহদের ক্রিয়ণ সাহসে অত্যন্ত লক্ষ ভঙ্গবান পরতরাম
মন এবং বায়ুর যোগে ধাবিত হয়ে তাঁর কুঠাবের আহতে
শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করতে লগাফেন। তিনি যে দিকেই
যত্ন করছিলেন, সেখানেই বিপক্ষ সৈন্যেরা ছিল ব্যাধ, ছিল
উপ এবং ছিল কবজ হয়ে ভূপাতিত হইল, তা হইয়া
তামের সারথিও, হস্তী ও কবজ বহনাম্বল নিহত হইছিল।
ভঙ্গবান পরতরামে তাঁর কুঠাব এবং বাণের দ্বারা

কাওঁরীবাৰ্জুনের সৈনিকদের দাঁ, ফজল, গনুজ এবং সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং তাদের রক্তে লুক্কায়িত করতামাত্র হয়ে উঠেছিল। এই পরাজয় কখন কবে কাওঁরীবাৰ্জুন প্রত্যাহ এতদূর থেকে আসতেন যে বাণুহিমে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন তৎকালীন পরশুরামকে বহু করার কামনার কাওঁরীবাৰ্জুন তাঁর এক চাকরকে কাম দ্বারা একসঙ্গে পাঁচল ধনকে রাশ ঘোড়না করেছিলেন। কিন্তু সেটা ফেঁদা ভগবান পরশুরাম ফেলল একটি ভুলক থেকে এক যান নিজে করেছিলেন যে, সেগুলি হতভাগ্য কাওঁরীবাৰ্জুনের কষ্টপূর্ণ সমস্ত ভুলক এবং দল ছিন্নিত করেছিল। কাওঁরীবাৰ্জুনের বাণ ছিন্নিত হয়েছিল কিন্তু বহুকে বহু পর্বত ও বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করে, পরশুরামকে হতর করার কাম হতভাগ্যে তাঁর প্রতি লক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরশুরাম তখন বলশূন্য তাঁর কুঠারের দ্বারা কাওঁরীবাৰ্জুনের সাগর করার মতো সব ক'টা হাত কেটে ফেলেছিলেন। তারপর, পরশুরাম ছিন্নিত কাওঁরীবাৰ্জুনের মস্তক পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে ফেলন করেছিলেন। কাওঁরীবাৰ্জুনের দল হাজার পুত্র তাদের পিতাকে নিহত হতে দেখে ভয়ে পলাতন করেছিল। তারপর শত্রুনিধন করে পরশুরাম অভ্যন্তর ফেনপ্রাপ্ত কামধেনুদিকে মুক্ত করে বৎস বহু আশ্রমে কীরিয়ে নিয়ে এসে তাঁর পিতা কামদয়িকে সন্মান কতেছিলেন। পরশুরাম তাঁক সিঁতা এবং জাতদেব কাহে কাওঁরীবাৰ্জুনকে নিশা করার যুদ্ধেত কর্তা করেছিলেন। সেই কথা শুনে কামদয়ি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে মহাবীর পরশুরাম! তুমি সর্বদেবতার রাজ্যকে অধিকার বহু করে পাণ করেছ, হে বৎস! কামদয়া ব্রাহ্মণ, জামদেব কহতেশ্বর বলে জাতের সকলের পূজা হুয়তি। এই কামদয়ির ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণের ওক ব্রাহ্ম এই ব্রাহ্মণের সবশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। একদো কৰ্ত্তা সূর্যের মতো বাঁশিগাঙ্গী কামদয়ির অনুশীলন কমা কামদয়ী পুত্রদের প্রতি ভগবান শ্রীহরি প্রসন্ন হন। হে বৎস! সার্বভৌম রাজ্যকে বহু করা ব্রাহ্মণবহু থেকেও ওকতর। কিন্তু তুমি যদি কামদয়ীকামদয় হও এবং কাওঁরীবাৰ্জুনের দোকা কর, তা হলে তুমি সেই মহাপাণ থেকে মুক্ত হতে পার।' "

মোড়ক অধ্যায়

ভগবান পরশুরামের পৃথিবীকে নিষ্কলিতকরণ

শ্রীল তত্ত্বদেব গোষাধ্যী তললেন—“হে কুলদেব
জয়সিংহ নর্তকিণি। নিজা কর্ণক এইভাবে আঁদিত হয়ে,
পরতরঙ্গ সেই আদেশ অঙ্গীকারপূর্বক এক বছর
ঐক্যবর্তন করে অঙ্গরে ফিরে এসেছিলেন। একপল
জয়সিংহ পাঠী বেণুকা গঙ্গায় জল অলগে গিয়ে
পরকুলের মাঝার শোভিত পদ্মদলকে অকল্যাণের সঙ্গে
খেল করতে দেখেছিলেন। গঙ্গায় জল অলগে গিয়ে
জলরাশির সঙ্গে ঐক্যবর্তন গর্ভবরাহকে বর্জন করে
বেণুকা তাঁর প্রতি স্নেহ স্পৃহাবর্তী হয়েছিলেন এবং
সেই সময় যে অতিবাহিত হচ্ছিল, সেই কথা তাঁর
মনে হল না। অতঃপর, যজ্ঞের সময় অতিবাহিত হয়ে
যেবে বেণুকা তাঁর পতির অতিশাণের ভয়ে স্বীকা
হয়েছিলেন এবং গৃহে ফিরে এসে জলের কলসি তাঁর
সারসে রেখে কড়াঙ্কলিপুটে বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়েছিলেন।
জয়সিংহ তাঁর পত্নীর এই ব্যতিক্রম অবগত হয়েছিলেন
তাই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন,
‘‘হে পুত্রগণ, এই পার্ণায়ণী রমণীকে হত্যা কর।’’ কিন্তু
তাঁর পুত্ররা তাঁর আদেশ পালন করেননি। জয়সিংহ তখন
তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরতরঙ্গকে তাঁর আদেশ অমান্যকারী
পুত্রদের এবং অলসে ব্যতিক্রমী মাতাকে বধ করতে
কহেছিলেন। নিজার সমাধি এবং তপস্যার প্রভাব
অবগত ছিলেন বলে পরতরঙ্গ তৎক্ষণে তাঁর মাতা এবং
মাতামহের বধ করেছিলেন। সত্যবর্তীর পুত্র জয়সিংহ
পরতরঙ্গের প্রতি অত্যন্ত রসিয়া হয়ে তাঁকে তাঁর ইচ্ছা
অনুসারে বধ প্রার্থন করতে বলেছিলেন। পরতরঙ্গ তখন
বলেছিলেন, ‘‘আমার মাতা এবং মাতাতা পুত্রস্বার্থবিত
মোক এবং আমি যে তাঁদের হত্যা করেছি সেই কথা
তোমার কখনও ‘হরণ না হয়। আমি এই বধ প্রার্থন
করি।’’ তারপর, জয়সিংহের বরে পরতরঙ্গের মাতা এক
মাতার স্বীকৃতি হয়েছিলেন, যেম নিবাসসহ তাঁর পুত্র
জোছে উঠেছিলেন। পরতরঙ্গ তাঁর নিজার অরোহণ
কখন বধ করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিজার তপস্যার
ফল এবং বীর্য অলগত ছিলেন।’’

“হে মহারাজা নরীক্ষক! কার্তবীৰ্য্যকৃৎনের যে সমস্ত পুরস্কার পরশ্রামের ইচ্ছা ১৭৫২-৫৩-৫৪, তথা তখনকার শিতার কবের সর্বদা স্বত্ব কর্তার ফলে, অধমও শাস্তি লাভ করতে পারেনি। একসময় পরশ্রামের যখন সমুদ্রময় প্রভৃতি জাহাজের সঙ্গে আশ্রয় থেকে বনে গিয়েছিলেন, তখন কার্তবীৰ্য্যকৃৎনের পুরস্কার সেই সুযোগে পূৰ্বস্বত্বভার প্রতিলোভ দেওতার জন্য জয়দায়ক আশ্রয়ে এসেছিল। কার্তবীৰ্য্যকৃৎনের পুরস্কার পাপকৰ্ম করতে দৃঢ়স্বৰূপ ছিল। তাই তারা বহু অনুষ্ঠান করার জন্য বজাধির সমুদ্রে উপনিষ্ট উপমল্লোক্ত জগন্নাথের ধ্যানে মগ্ন জয়দায়কে দেখতে পেয়ে উঁকে হত্যা করেছিল। পরশ্রামের জাহাজ অর্থাৎ জয়দায়ক পত্নী কেলুস জাহাজে কলকাতায় তাঁর পত্নির প্রাপ্তিক্রম করেছিলেন, কিন্তু কার্তবীৰ্য্যকৃৎনের অহিংসায় পুরস্কার এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, তাঁর আসল আবেদনে কর্পণে না করে তথা বলপূৰ্বক জয়দায়ক সজ্ঞা ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল। পত্নির মৃত্যুতে আতঙ্কিত শোকার্তা হয়ে পতিভ্রাতা রেণুরা তাঁর নিজের পরীয়ে নিজেরই কল্যাণত করতে করতে ‘হে রাম! হে মির পুত্র রাম!’ বলে বিলাপ করেছিলেন। পরশ্রাম সহ জয়দায়ক পুরস্কার বহু দূর থেকে ‘হা রাম, হা পুত্র!’ কেলুসের এই আবেদন স্বত্ব করে প্রত্যক্ষ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং তাঁদের শিতা জয়দায়ক যে নিহত হয়েছেন তা লেখছিলেন। দুঃখ, ক্রোধ, অমৰ্ষ, আশ্রি এবং গোপের বেগে জাহাজ বিমোহিত হয়ে জয়দায়ক পুরস্কার উভয়ই লক্ষ্য করতে করতে বয়েছিলেন, ‘হে শিতা, হে শিশু, হে সমস্ত ধর্মিক, জ্ঞাননি আশ্রমের পরিত্যগ করে বর্ষে চলে গেছেন।’ এইভাবে বিলাপ করতে করতে পরশ্রাম তাঁর শিতার মৃতদেহ জাহাজের হাতে লক্ষ্য করে, তাঁর কুঠার নিয়ে পৃথিবী থেকে সমস্ত অহিংসায় সহ্যই করতে কলকাতা করেছিলেন।”

“হে রাজ্য! অরণ্যে গড়রাম ঠাকুরতারা লাগে
হুত্বী মহিষটী নকসিঁত গিরে, সেই নগরীর মাঝখানে

করতীরাওঁদের পুত্রদের মতেরে ধারণ এক দিনেই কর্ত্তি নির্মাণ করেছিলেন। কর্ত্তিরাওঁদের এই সমস্ত পুত্রদের মধ্যে একজন পুত্রের নাম কর্ত্তি-বিদ্যেবী রাজাদের চর্যাবহ এক নী সৃষ্টি করেছিলেন। কর্ত্তিরাওঁ যেহেতু পাপাচরণ করতেন তত্ব করেছিল, তাই পরওয়ার তাঁর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধের অহিলার পৃথিবীকে একুশবার বিকল্পিত করেছিলেন এবং সমস্তশককে তাদের রক্তে তিনি নীট্র মন নির্মাণ করেছিলেন। তারপর, পরওয়ার তাঁর পিতার মৃত্যু তাঁর মেহে সংবেদিত করে কুশবাসের উপর তা স্থাপন করেছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতা এবং জীবনের অন্তর্ভুক্তি সর্বব্যাপ্ত পন্থা দ্বারা বাসুদেবের পূজা করতে শুরু করেছিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করে পরওয়ার হোতাকে পূর্বদিক, ব্রাহ্মকে দক্ষিণ দিক, অগ্নিকে পশ্চিম দিক, উদ্ভাতাকে উত্তর দিক এবং ইন্দ্র, অগ্নি, নৈরব্বত এবং বায়ু এই চারটি দিক অব্যাহা পুরোহিতদের দক্ষিণাধিকার প্রদান করেছিলেন। তিনি মহাভাগ কনুপকে, আরাবর্ত উপত্যকায় এবং অগ্নিষ্ট স্থান সমস্তব্যবসকে প্রদান করেছিলেন। তারপর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করে পরওয়ার অমল্যব্রহ্ম প্রদান করেছিলেন। সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত হয়ে, পরওয়ার মরুভূমী নদীর তীরে বেহুন্স নির্মাণ আকাশে সূর্যের মতো বিরাট করতে লাগলেন। এইভাবে পরওয়ারের দ্বারা পুজিত হয়ে ভয়ময়ী পূর্ণমুতিসহ, পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন এবং সপ্তবিংশতের সন্তান গুণি হয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পরবর্তী মরণেরে জন্মদায়ক পুত্র কলমসায়ন জগদ্বাস পরওয়ার বৈদিক জ্ঞানের মন প্রবর্তক হবেন। অর্থাৎ, তিনি সন্তর্জনের অন্তরে হবেন। ভগবান পরওয়ার একমুখ একজন দ্বিতীয় ব্রাহ্মগুরু মনোহর নরীতে কর্ত্তমল অছেন। কর্ত্তিদের অত্র পরিচয় করে তিনি পূর্বরূপে প্রকাশ হয়েছেন। সিংহ, চাক্র ও গজবো তাঁর উন্নত চরিত্র ও কার্যকলাপের জন্য সর্বদা তাঁর পূজা করেন এবং বন্দনা করেন। এইভাবে বিদ্যায়, ভগবান, ইন্দ্র, ক্রীতি ভূতবশে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর জন্মরূপে অবস্থিত নৃপতিদের বন্দনা ধর করেছিলেন। মহারাজ পানির পুত্র বিদ্যামিত্র ছিলেন প্রবীণ গুণের মধ্যে তেজস্বী। তিনি ভগবান প্রভাবের কর্ত্তিদের পদ থেকে তেজস্বী ব্রাহ্মদের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিদ্যামিত্রের এ-নরী প্রাপ্ত পুত্র ছিল, তাদের মধ্যে মনো পুত্রের নাম মনুজ্ঞান। তার সম্পর্কে অন্য সমস্ত পুরাণও মনুজ্ঞান নামে অভিহিত হত। বিদ্যামিত্র ভূতবশোক্ত অস্ত্রপণের পুত্র মনুজ্ঞানকে নামাঙ্করে তেজস্বীকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যামিত্র তাঁর পুত্রদের আদেশ দিয়েছিলেন ওনশেতক তাঁদের জ্যেষ্ঠাধিকার প্রদান করতে। ওনশেতকের পিতা ওনশেতকে মহারাজ মনুজ্ঞানেরই হলে যদি দেওয়া করা বিচার অবশ্যই হত। ওনশেতকে মনুজ্ঞানের পিতা আশা হলে, তিনি বেহতাদের তত্ব করে তাঁদের পূজার পালনকে থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভূতবশে মনু হলেও ওনশেত ছিলেন আধ্যাতিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত এবং তাই সেই মনে দেবতারা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তার ফলে তিনি গাধিকশে দেবরাত্তর মনু প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মনুজ্ঞান নামক পূজাপালন জ্যেষ্ঠ পুত্র ওনশেতকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ প্রাত্যহিক প্রদান করতে অধীকার করেছিলেন। তার ফলে বিদ্যামিত্র তাঁদের প্রতি কৃত্ব হয়ে অভিমান হয়েছিলেন, ‘তোমরা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী প্রের হও।’ জ্যেষ্ঠ মনুজ্ঞানের এইভাবে অধিকার হলে, পূজাপালন কর্ত্তি প্রাত্যহিক মনুজ্ঞান হই তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, ‘হে পিতা! আপনি যা ভাল মনে করেন, আমরা তাই পালন করব।’ এইভাবে কর্ত্তি মনুজ্ঞান ওনশেতকে তাঁদের জ্যেষ্ঠ প্রাত্যহিক প্রদান করে বলেছিলেন, ‘আমরা আপনার আদেশ পালন করব।’ বিদ্যামিত্র তখন তাঁর অনুগত পুত্রদের বলেছিলেন, ‘যেহেতু তোমরা ওনশেতকে তোমাদের জ্যেষ্ঠ প্রাত্যহিক প্রদান করেছ, তাই আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত ভ্রম হইছি। আমার আদেশ পালন করে তোমরা আমাকে মনু পুত্রদের পিতা বলিয়েছ এবং তাই আমি তোমাদের অপসীর্ণ করি তোমাদের পুত্রের হই।’ বিদ্যামিত্র বলেছেন, ‘হে কুসিকপ! এই বেকরাত্তর আমার পুত্র এবং তোমাদেরই একজন। তোমরা তাঁর আদেশ পালন কর।’ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিদ্যামিত্রের অষ্টক, হারীজ, জর ও কনুপায়ন আদি অন্য বহু পুত্র ছিল। বিদ্যামিত্র তাঁর কিছু পুত্রকে অভিধান দিয়েছিলেন এবং অন্যদের বন্দন করেছিলেন। তার ফলে কৌশিক গোত্র নামক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রবর প্রাপ্ত হই। কিন্তু সমস্ত পুত্রের মধ্যে দেবরাত্তকেই জ্যেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হই।”

সপ্তদশ অধ্যায়

পুরুবর পুত্রদের বংশ বিবরণ

দ্বীপ ওকদের গোত্রমী বললেন—“পুরুবর আত্ম নামক এক পুত্র ছিলেন, তাঁর সন্তান, কর্ত্তক, রত্নী, রত্ন এক জনের নামক অত্যন্ত বীরত্বশালী পুত্র ছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, একজন আপনি কর্ত্তকের বংশবৃত্তান্ত বলুন করুন। কর্ত্তকের পুত্র সূর্য্যেরে মনু, কুশ এবং কুশের নামক তিনজন পুত্র ছিলেন। কুশের থেকে ওকদের জন্ম হয় এবং তাঁর থেকে কপিলেশ্বরের মনে প্রেরিত হইল পৌরুষের জন্ম হয়। কপিলের পুত্র জনি এক তাঁর পুত্র বসু ছিলেন বীরত্বের পিতা। বীরত্বের পুত্র বসুজি, তিনি ছিলেন বজ্রভাগ ভোক্তা ভগবান নৃপত্বের অবতার এবং আত্মের শাক্তের প্রবর্তক। এই বসুজিকে স্মরণ করলে সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বসুজির পুত্র কেতুমল এবং তাঁর পুত্র কীমর। কীমরের পুত্র গিরেশ্বর এবং বিবেকেশ্বর পুত্র দ্যুমস, তিনি প্রচুর নামে পরিচিত। দ্যুমস শত্রুজিৎ, কলে, জগদ্বাস এবং কুলদায়ক নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর থেকে অলক আদি পুত্রের জন্ম হয়। দ্যুমসের পুত্র অলক ছেদ্দি হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তিনি স্বতীত অন্য কেট বৃক্করূপে এত বল করে পৃথিবী শাসন করেননি। অলক থেকে সন্ততি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র সূদীপ। সূদীপের পুত্র নিকেশ্বর, নিকেশ্বরের পুত্র বর্ষকেশু এবং বর্ষকেশুর পুত্র সত্যকেশু।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্যকেশুর পুত্র বৃষ্টকেশু এক বৃষ্টকেশুর পুত্র সূর্য্যায়, তিনি সমস্ত পৃথিবীর সন্ততি ছিলেন। সূর্য্যায় থেকে বীতিহোত্র নামক পুত্রের জন্ম হয়, বীতিহোত্র থেকে ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভার্গভূমির জন্ম হয়। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সমস্ত রাজারা ছিলেন কনিষ্ঠবংশের এবং তাঁদের অস্ত্রকৃষ্ণ বংশেরও বলা যায়। রাজের পুত্র রত্নস, রত্নস থেকে গরীর এবং

গরীর থেকে অকির নামক পুত্রের জন্ম হয়। অকিরের পুত্র ওকবিৎ। হে রাজন্য! একজন আপনি ওকনের বংশবৃত্তান্ত বলুন করুন। ওকনের পুত্র ওক এবং ওকের পুত্র ওক। ওকির পুত্র বর্ষকেশু, তিনি চিত্রকুৎ নামেও পরিচিত ছিলেন। চিত্রকুৎ থেকে শান্তবজ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তিনি আত্ম-ভবিত্ব ছিলেন এবং অবতীর কর্ত্তি অনুষ্ঠান করার ফলে সমস্ত উৎপাদনে বন্দন হননি। রত্নীর পাঁচ পুত্র ছিল এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। দেবতাদের অনুগ্রহে রত্নী মৈতাসের কন্যাকে ইন্দ্রকে বর্ষলোক প্রদান করেছিলেন। কিন্তু প্রভু অগ্নি শত্রুরের ভয়ে তাঁত হয়ে ইন্দ্র রত্নীকে বর্ষলোক প্রত্যর্পণ করেন এবং রত্নীর চরণে নিকেকে সর্পণ করেন। রত্নীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্রদের কাছে ইন্দ্র বর্ষলোক দিগিরে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইন্দ্রের বজ্রভাগ চিরিতে নিতে সম্মত হলেও তাঁকে বর্ষলোক দিগিরে দিতে অধীকার করেছিলেন। তখন দেবতারা বৃহস্পতি ভয়িত্তে অগ্নি প্রদান করেছিলেন যাতে রত্নীর পুত্রের নীতিমান থেকে ব্রত হয়। এইভাবে অগ্নিভিত্ত হলে, ইন্দ্র তাঁদের অনুরোধ ধর করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিলেন না। অস্ত্রকৃষ্ণের পৌত্র কুশ থেকে প্রতি নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। প্রতির পুত্র সন্তর এবং সন্তরের পুত্র জর। জর থেকে কুতের জন্ম হয় এবং কুত থেকে রাজা হর্ষকেশের জন্ম হয়। হর্ষক থেকে সহস্র নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং সহস্র থেকে হীন জন্মগ্রহণ করেন। হীনের পুত্র জরসেন এবং জরসেন থেকে সন্ততির জন্ম হয়। সন্ততির পুত্র ছিলেন কর্ত্তি বর্ষকেশব মহাবল জর। এই সমস্ত রাজারা ছিলেন অস্ত্রকৃষ্ণ বংশের। একজন আপনি মনুকের বংশবৃত্তান্ত বলুন করুন।”

রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি

রীল চক্রেব গোবামী কলেন—“হে মহারাজ
পরীক্ষিত! মেহধারী রীলের ছাউ ইন্ডিয়েস মতো রাজ্য
নকলের যতি, যমতি, সংযতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি
নামক ছয় পুত্র ছিলেন। কেউ এখন রাজ্যে না রাষ্ট্রপতির
পক্ষ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পাঁচক আশ্র-উপলব্ধির অর্থ
ছয়পত্রের কল্যাণ লভ্য হইত না। সেই কথা জেনে নকলের
জ্যেষ্ঠপুত্র যতি তাঁর পিতৃমন্ত রাজ্যে গ্রহণ করেননি।
যমতির পিছে নব্বই ইন্দ্রপাতী শতীর প্রতি বৃষ্ট অক্ষর
কল্যাণ শতী এখন অগন্ত্য আদি ব্রাহ্মণদের কাছে অভিযোগ
করেছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণেরা কহকে প্রতিশাপ
দিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে ঐ হুই অক্ষরপত্র প্রাপ্ত হওয়ার
কল্যাণ। তাঁর কল্যে যমতি রাজ্যে হয়েছিলেন। রাজ্যে
যমতি তাঁর চারজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের চতুর্নিক আশ্র
করতে দিয়েছিলেন। যমতি স্বয়ং পুত্রাচার্যের কল্যাণ
মেহধারী এবং বৃন্দাবর কল্যাণ শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করে সন্তা
পুত্রিষ্ঠী আশ্রন করেছিলেন।”

মহারাজ পটীক্ষিত ফললেন—“শুভাচার্য ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি। তার মহারাজে কথোক্তি ছিলেন কঠোর। তা হলে কঠিন এবং স্বাভাবিক মতে এই প্রতিজ্ঞার বিরূপ দৃষ্টান্তে হয়েছিল।”

প্রিয় কনকদত্ত গোবিন্দী কল্যাণ—“এখনি বৃষপাক্ষী
তনয়া শরিতা, সহস্র হওয়া সত্ত্বেও যিনি ছিলেন
কোণকনকদত্ত, তিনি সহস্র সখী শব্দবৃত্ত করে প্রজ্ঞাকার্যের
তনয়া মেঘবাণী সহ প্রাসাদের উদ্যানে বিহার করছিলেন।
সেই উদ্যান পুষ্প-শোভিত কুঞ্জে পূর্ণ ছিল। সেখানকার
সহোবরতুলি লতাকুলে পূর্ণ ছিল এবং অলি-কুল ও
পাঁকসবুহ সেখানে এসে মধুর স্বরে গান করছিল। সেই
কমলনয়না কুন্তী কন্যাকা জ্ঞানালয়ের তীরে এসে তাদের
বহু রোষে, পরাম্পরের প্রতি কল সিদ্ধন করতে করতে
জলজ্বাড়া করতে লাগল। জলতেলি করতে করতে সেই
কন্যাকা সহস্র মচামেচকে বৃষের ঔণব আগ্রহে গমে
এবং পক্ষী লাবণ্যী সহ জাপন্ন করতে দেখতে গেল।

নয় হওয়ার ফলে লজ্জিত হয়ে, তারা শীঘ্র জল খেতে উঠে এসে তাদের বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। শর্মিষ্ঠা মা ছোটো মেঘদাঁতীর বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তখন ফলে মেঘদাঁতী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। হায়, আমার শাসী এই পরিত্যক্ত আচরণ দেখ! কুবুজ যেমন যজ্ঞের ঘি হরণ করে, তিক সেইভাবে সে সমস্ত শিষ্টাচারের অবহেলা করে আমার বস্ত্র পরিধান করেছে, যাঁরা পরমপুরুষের সুখ স্বজন, যাঁরা তপস্যার দ্বারা এই জনম সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা সর্বদা পরমভ্রাতাকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, যাঁরা মঙ্গলময় পন্থায় অর্থাৎ বেদমাগের প্রদর্শক, যাঁরা এই ভগতে একমাত্র উপাস্য হওয়ার ফলে মহান সেবতা, লোকপাল, এমন কি পরমপুরুষ, পরমজ্ঞা, পরম লক্ষ্য শ্রীনিবাসও যাদের পূজা করেন, অতীত সেই সূত্রানুগ। আমরা বিশেষভাবে পূজা করণ আমরা কৃতবল্লী। যদিও এই রমণীর অসুর পিতা আমাদের লিবা, তবুও সে শূদ্রের বৈদিক জ্ঞান ধারণ করার মতোই আমরা পরিধের বস্ত্র ধারণ করেছে।

শ্রীল শ্রুতমেব গোষ্ঠাসী কলেনে—”এই প্রকার নিষ্ঠুর
বাক্যে ঠিরকৃত হইবে শর্মিতা। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়েছিলেন।
সম্মিলিত মতো যুদ্ধার্থে নিঃশাসন পরিত্যাগ করিতে করিতে
অধঃপতন ঘটিল। তিনি তুলসীচাকের কন্যাকে স্বপক্ষে
লাগলেন। অতঃপর তিস্তাকি। নিঃশেষ হ্রিষ্টি না জেনে এক
কথা বলছিল কেন? তোরা তি কাকের মতো আশ্রমের
গৃহে তোমের স্বামীকি নির্বাহের জন্য প্রতীক্ষা করিস না।
শর্মিতা। এইভাবে কঠোর বাক্যের দ্বারা তুলসীচাকের কন্যা
মেঘনানীকে তিস্তাকের পূর্বক প্রোথিত হইয়া পড়ি
তাকে কুপের মধ্যে নিঃক্ষেপ করেছিলেন। মেঘনানীকে
কুপের মধ্যে নিঃক্ষেপ করে শর্মিতা। পুছে কির
নিঃক্ষেপিত। ইতিমধ্যে সুগন্ধা করিতে ক্রোধে রাজা
যযাতি ঘটনাক্রমে তুলসীচাক হইয়া সেই কুপে জলপান
করিতে এসে মেঘনানীকে দেখিতে পেয়েছিলেন
মেঘনানীকে কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে রাজা যযাতি

দুঃখের সঙ্গে বীম উদ্যোগী বাবু তাঁকে প্রধান করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি লক্ষ্যশব্দকণ হয়ে তিনি নিজের হাত দিয়ে দেবদায়ীর হাত ধরে তাঁকে মৃণাল মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলেন।”

সেব্যানী (শ্রমশূণ্য) থাকে। মধ্যবিত্ত বহুভিৎক
হলেন—“হে বীর! হে নরপুত্র! করকারী ত্যক্ত।
আপনি আমার হস্ত ধারণ করে আমাকে আপনাব
পট্টীরূপে গ্রহণ করেছেন। আমাকে কেন অন্ন অন্ন কেউ
স্বপ্ন সা করে, কর্তব্য আমারের এই পতি-পট্টীর সমস্ত
সৈবকৃত, অনুযুক্ত নয়। কুপে পতিত হওয়ার করে
আমার সঙ্গে আমার সাংকটিক হল। এই মিলন
অবশ্যই সৈব কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে। আমি স্বয়ং
বৃহস্পতির পুত্র কচকে আভিষাণ নিয়েছিলেন, তখন
তিনিও আমাকে এই বলে অভিষাণ নিয়েছিলেন যে,
আমার পতি দ্বাধাণ হবেন না। অতএব হে মহাত্মা
আমার দ্বাধাণের পট্টী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।
বেহেতু এই প্রকার বিবাহ শত্ৰুর দ্বারা অনুসন্ধানিত হয়,
তাই রাজা যথার্থই তা চাননি, কিন্তু বেহেতু তা সৈবের
দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল এবং বেহেতু তিনি সেব্যানীর
সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁর অনুসন্ধান
অসীকার করেছিলেন। তারপর, বিজ্ঞ রাজা তাঁর দ্বাধাণ
ফিরে গেলে, সেব্যানী জন্মের করতে করতে কুহে ভিত্তি
মিত্রে তাঁর পিতা গুরুচাৰ্যের কাছে স্মৃতিভার কারণে গি
হটেছিল তা সব বর্ণনা করেছিলেন। সেব্যানী তাঁকে
বলেছিলেন কিভাবে স্মৃতিগত ঠাঁকে কুপে নিবেদন
করেছিলেন এবং কিভাবে রাজা তাঁকে উদ্ধার
করেছিলেন।”

“সেবাকারী কি হয়েছিল ও প্রথম করে গুরুচারণা
অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়েছিলেন। পুরোহিতের কৃষ্টির নিষেধ
করে এবং উদ্ধৃতির (কেত থেকে শস্য সংগ্রহ করে
জীবন ধারণ করার কৃষ্টির) প্রশংসা করে তিনি তাঁর
কন্যাসহ গৃহত্যাগ করেছিলেন। রাজার সুবর্ণা কুখ্যে
পেয়েছিলেন যে, গুরুচার্য তাঁকে অভিযান দিয়ে
আসছেন। তাই গুরুচার্য তাঁর গৃহে আসার পূর্বে
সুবর্ণা পথের মধ্যে গুরুচার্যের পদতলে পড়িত হয়ে
তাঁর ভ্রোণের উপশয় করে তাঁর প্রসন্নতা বিধান
করেছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই গুরুচার্যের জেদ

প্রচারিত হয়েছিল, তখন কৃষ্ণবর্ষীয় প্রতি প্রসঙ্গ হইতে তিনি বলেছিলেন—যে রাজকন্যা সেসময়ের কন্যা পূর্ণ কন্যা, কারণ সে আমার কন্যা এবং এই সংসারে আমি থাকে আশ করিতে পারিব না অথবা উপেক্ষা করিতেও পারিব না। শুভ্রচাক্ষুর্ষের জন্য ক্ষণ, করে কৃষ্ণবর্ষী দেববর্মার বাসন পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁর বাসনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেববর্মী তখন তাঁর আশিত্যের ব্যস্ত করে বলেছিলেন—“আমার নিজের আমোদে আমি বন্ধ পতিগৃহে গমন করিব, তখন সবী পবিত্রতাও তাঁর সহচরীগণ সহ আমার নানীকরণ আমার অনুগামিনী হইবে।”

“ব্যবসায়ী কিছুকাল করেছিলেন যে, ওজস্কার্য অগ্রসর
হলে সচিব হতে এবং প্রসন্ন হলে জাণ্ডিক লাভ হবে।
তাই তিনি ওজস্কার্যের অংশে পালন করে কয়েক হস্তে
ওঁর সেবা করেছিলেন। তিনি ওঁর কন্যা শ্রমিককে
সেবায়নীর হতে সম্পর্ক করেছিলেন এবং শ্রমিকী সন্ত
সর্বাঙ্গ সহ শ্রমীর হস্তে সেবায়নীর পরিচর্যা করেছিলেন।
ওজস্কার্য কখন দেবদায়ীকে বহাতির হস্তে সম্প্রদান
করেছিলেন, তখন শ্রমিকীও ওঁদের সঙ্গে নিয়েছিলেন।
কিন্তু ওজস্কার্য রাজাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘হে রাজন!
শ্রমিককে কখনও তোমার শব্দ প্রহর করে না।’ ”

“যে মহাশয়ল পরীক্ষিত! শরিত্তা দেবদানীকে
সুপুত্রবতী কর্ণন করে, একসময় কতকাল উপস্থিত হলে
ঐর সবী দেবদানীত পতি ব্যক্তিবে এক নিজন স্থানে
পূব উপস্থানের সময় অনুপ্রাণ করেছিলেন। রাজকন্যা
শরিত্তা স্বয়ং রাজা ব্যক্তির কাছে পুত্রসন্তান তিষ্ঠা
করেছিলেন, তখন স্বামী রাজা তার কামের পূর্ণ করতে
সম্মত হয়েছিলেন। তৎকাল্যের সারথীদানী তাঁর শ্রম
হলেও তিনি এই মিলন ভগ্নবনের ইচ্ছা হলে যনে করে
শরিত্তাকে সন্তান করেছিলেন। দেবদানী পুত্র বদু ও
তুর্বসুর কন্য হয় এবং শরিত্তার গর্ভে ২৫, ৩০ ও পুনর
জন্ম হয়। অতিমিলিতী দেবদানী স্বয়ং জ্ঞাততে পারেন
যে, তাঁর পতির ব্যক্তি শরিত্তার গর্ভে পুত্র হয়ে, তখন
তিনি বেশে মুহুর্তময় হয়ে পিতৃসুখে গমন করেছিলেন।
রাজা ব্যক্তি অত্যন্ত কামুক ছিলেন, তিনি পরীক্ষা অনুসরণ
করে স্থিতিব্যাকার ব্যক্তি এমন কি পাসস্বাহনের ব্যক্তি
তাকে লক্ষ্য করায় চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি

তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি না। ওজস্কার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে স্বাভাবিক বলেছিলেন, “ওরে মিথ্যাচারী সুৰ, শ্রীকান্তী! তুমি মহা অন্যায় করেছ। তাই আমি অভিলাষ লিখি, তুমি জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা অক্রান্ত হয়ে বিকৃত রূপ হও।”

রাজা যথার্থ বললেন, “হে পরমপূজ্য বিষ্ণু ব্রাহ্মণ! আপনার কন্যার সাথে আমি এখনও আমার কামবাসনা তৃপ্ত করতে পারিনি।” ওজস্কার তখন উত্তর দিয়েছিলেন, “হে তোমার জরা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে, তুমি তার বৈশ্বক্সের সঙ্গে তোমার জরা বিনিময় করতে পার।”

ওজস্কারের কথ শুনে এই বর প্রাপ্ত হয়ে যথার্থ উন্নত জ্যোত পুরকে বলেছিলেন—“হে ঠিক! সন্ধ্যা করে তুমি আমার জরা গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তোমার চৌকন আমাকে দান কর। হে বসু! আমি এখনও বিবরভোমে তৃপ্ত হতে পারিনি। কিন্তু তুমি যদি তোমার মাতামহ প্রসন্ন আমার জরা গ্রহণ কর, তা হলে আমি তোমার বৌকন নিয়ে কয়েক বছর জীবন উপভোগ করতে পারি।”

সু উত্তর দিলেন—“হে নিজ! আপনি ক্রুদ্ধ হলেও বার্ষিক প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি আপনার এই কৰ্ম্ম এক জরা গ্রহণ করতে উৎসুক নই, কারণ জড় সুখভোগ না করলে বৈরাগ্য লাভ করা যায় না। হে মহারাজ পরীক্ষিত! যথার্থ এইভাবে তাঁর জন্য পূজা তুষ্ট, ত্র্যম্বক এবং অন্তরে তাঁর বার্ধক্যের সঙ্গে তাদের বৌকন বিনিময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তারা ধর্মজন্মক হওয়ার ফলে অস্তির বৌকনকে নিজা বলে মান করেছিল এবং তাই তারা তাদের নিজের আবেশ প্রত্যক্ষ করেছিল। রাজা যথার্থ তখন তাঁর তিন পুত্র থেকে যাকে কনিষ্ঠ কিন্তু ওয়ে প্রথম পুত্রকে বলেছিলেন, “হে বসু! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদের মতো আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তোমার উচিত নয়।”

পুত্র উত্তর দিয়েছিলেন—“হে নরেশ! এই পৃথিবীতে কে তার নিজের স্বপ্ন দেখ করতে পারে? নিজের কৃপার অনুধ্য-জীবন প্রাপ্ত হওয়া হার এবং সেই জীবনে ভাগ্যবানের পার্যন্ত পণ্ডিত লভ্য করা হয়, যে পুত্র

নিজের ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করেন তিনি উত্তর, যিনি পিতা আবেশ করলে সেই আবেশ দমন করেন তিনি মধ্যম এবং যে অমর্য্যের সঙ্গে নিজের আবেশ পালন করে সে অধম। কিন্তু যে পিতার আবেশ দমন করে না, সে নিজের বিলাসবশ।”

শ্রীল ওজস্কার গোহারী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত! এইভাবে অত্যন্ত আনন্ধিত চিত্তে পুত্র তাঁর নিজ যথার্থ জ্ঞান গ্রহণ করেছিলেন। যথার্থ তখন তাঁর পুত্রের বৌকন প্রাপ্ত হয়ে তাঁর আবশ্যক অনুযায়ী এই জড় জন্ম উপভোগ করেছিলেন। তখনপর রাজা যথার্থ সপ্তর্ষীপ সমন্বিত সারা পৃথিবীর অধিপতি হয়ে পিতা যেভাবে তাঁর পুত্রদের পালন করেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। যেহেতু তিনি তাঁর পুত্রের বৌকন গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিলম্বিত প্রাপ্ত হলেন এবং তিনি তাঁর বাসনা অনুসারে জড় সুখভোগ করতে লাগলেন। মহারাজ যথার্থের ত্রিভুজা পত্নী দেবযানী সর্বদা নির্জন স্থানে তাঁর মন, বাস, দেখ এবং অন্যান্য বস্তুর দ্বারা তাঁর পতির পরম আনন্দবিধান করেছিলেন। মহারাজ যথার্থ বিবিধ কল্প অনুষ্ঠান করে, সমস্ত মেঘভরে উৎস এবং সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পরম পুণ্য ভগবান শ্রীহরির প্রসন্নতা বিধানের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীহরীকে যিনি এই লক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি মেঘ ধারণকারী অক্ষরেশ্বরের মতো তাঁর সর্বব্যাপক রূপ প্রকাশ করেন। জড় সৃষ্টি তখন লভ্য হয়ে যায়, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরীকে সব কিছু প্রার্থিত হয় এবং তখন আর এই জড়ের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা হার না। যিনি নারায়ণ রূপে সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান এবং সর্বত্র বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও জড় দৃষ্টির অখোচর, জড় লগ্ননারহিত হয়ে মহারাজ হজাতি সেই পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গরক্ষণ করেছিলেন। মহারাজ যথার্থ যদিও ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা এবং যদিও তিনি এক হাজার বছর ধরে তাঁর মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জড় বিবরভোমে নিমুক্ত করেছিলেন, তবুও তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেননি।”

উনবিংশতি অধ্যায়

রাজা যথার্থের মুক্তিনাভ

শ্রীল ওজস্কার গোহারী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত! যথার্থ ছিলেন অত্যন্ত শ্রেন কিন্তু অকারণে ভাবভোগের প্রতি বিকৃত হয়ে এবং তাঁর কৃষ্ণ পুত্রকে পেয়ে তিনি সেই জীবন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতৃরা পত্নীকে এই কর্ম্মচর্চা গঠিত করেছিলেন।”

“হে প্রিয়তমা পত্নী, ওজস্কারের কন্যা। এই পৃথিবীতে আমার মতো অচিরকালীন এক ব্যক্তি ছিল। তার জীবনকালীন আমি বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ কর। এই প্রকার গৃহস্থান্ত্র ব্যক্তির জীবনকালীন জ্ঞান করে অপ্রতীক্ষিত সর্বদা অনুশোচনা করেন। একটি যুগ যুগের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভূতি স্বপনের জন্য আহবর্ষের অধিকার করতে করতে দৈবক্রমে একটি কৃপার মধ্যে নিজ কর্ম্মফলে পতিতা একটি ছাগীকে দেখতে পেল। সেই ছাগীর উচ্চারণে উপায় পরিকল্পনা করে, সেই কামুক জগ তার নিজের অগ্রভাগের দ্বারা কৃপার ভেতর মুক্তির অপসারিত করে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করেছিল। সুখের নিভীতিনী সেই ছাগী কৃপ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, অত্যন্ত সুখের মর্শন ছাগীকে মর্শন করে তাকে পতিভাগে বরণ করতে বসিনা করেছিল। ছাগী সেই ছাগীকে পতিভাগে বরণ করলে, অন্য অনেক ছাগী তার সুখের পরীক্ষা, সুখের স্বক, বীর্ষবলনে দক্ষতা এবং মৈথুন্যের অভিজ্ঞতা মর্শন করে সেই ছাগীকে পতিভাগে বরণ করতে অভিজ্ঞতাবিনী হয়েছিল। নিশাচরী তার করলে মনুষ্য যেমন উৎসাহ হয়ে যায়, তেমনি সেই ছাগীকে বরণ ছাগীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে কামজীভার লিপ্ত হয়েছিল এবং তার ফলে আশ-উপলব্ধিরূপ তার প্রকৃত কর্ম্মতা বিকৃত হয়েছিল। যে ছাগী কৃপে পতিছিল, সে তার প্রিয়তমা ছাগীকে অন্য এক ছাগীর সঙ্গে মৈথুন্যের মর্শন করে, সেই ছাগীর কর্ম্ম সহ্য করতে পারল না। অন্য ছাগীর সঙ্গে তার পতির আচরণ মর্শনে মুগ্ধিত হয়ে সেই ছাগী ভিড় করেছিল যে, সেই ছাগী প্রকৃতপক্ষে তার সুখ নয়, সে অত্যন্ত নিম্নতর হৃদয় এবং কলহভোগের জন্য কেবল সে সুখের মতো আচরণ

করে। তাই সেই কামুক পতিভাগে পতিতায় করে সে তার পূর্বপালকের কাছে গিয়ে গিয়েছিল। সেই ছাগী ছাগী অত্যন্ত মুগ্ধিত হয়ে সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মধ্যমধ্যে ভোগভোগ করতে করতে তার পিছনে পিছনে গমন করেছিল, কিন্তু তবুও সে তাকে প্রসন্ন করতে পারল না। সেই ছাগী তখন অন্য এক ছাগীর পালনকর্তা এক ব্রাহ্মণের বাসস্থানে গিয়েছিল এবং সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগীর লব্ধরূপ অত্যন্ত ছিন্ন করেছিল। কিন্তু সেই ছাগীর অনুক্রমে ব্রাহ্মণ তাঁর রোগশক্তির প্রত্যর্থে তার অগুণ্য পুত্রের সংযোজিত করেছিল। হে ত্রিপুর! যখন সেই ছাগীর অগুণ্য পুত্রের সন্তুষ্ট করা হল, তখন সেই ছাগী কৃপে সন্তুষ্ট ছাগীর সঙ্গে কলহ বিবরভোগ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত পর্যন্ত তার কামবাসনা তৃপ্ত হয়নি।”

“হে সুভ! আমিও প্রীত ছাগীর মতো, কারণ আমি এতই মনুষ্যিকি যে, তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে আমার কলহ উপলব্ধি প্রদূত করে, নিম্নতর হয়েছি। ধন, ঘর আদি বাদ্যাস্য, স্বর্গ, পণ্ড, স্ত্রী আদি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু খান্য সত্ত্বেও কামুক ব্যক্তির মন প্রসন্ন হয় না। কোন কিছুই তার প্রীতি উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকন্তু যে জন্মের ফলে যেমন সেই অগুণ্য কলহে নেতৃত্বের দ্বারা না, পক্ষাকর অ ক্রমণ বহির্ভূত হতে পারে, ঠিক তেমনি কামবস্তুর উপভোগের দ্বারা কলহে কামবস্তুর নিবৃত্তিসাধন করা যায় না। (প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হয়)। মানুষ যখন নির্বিশেষ হয় এবং কামও অমঙ্গল জন্মা করেন না, তখন তিনি সন্তুষ্টিসম্পন্ন হয়। এই প্রকার ব্যক্তির কাছে সর্বদিকই সুখের হয়ে ওঠে। যারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি বার্ধক্যের ফলে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই, বীরা প্রকৃতই মুখাভিলাষী, তাঁদের অলস্য কর্ম্মতা সমস্ত সুখ-মুগ্ধতার কামবস্তুর এই সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা ত্যাগ করা। মহা

ভরী অথবা কন্যার সঙ্গে এক আশ্রমে উপবেশন করা উচিত নয়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই প্রকল যে, তা বিদান ব্যক্তিকেও বৈশম্যবশত আকৃষ্ট করতে পারে। আমি পূর্ব এক হাজার বছর ধরে ইন্দ্রিয়সূত্র ভোগ করেছি, শুধুও প্রতিদিন জগতের ভোগবাসনা বর্ধিত হয়েছে। অতএব আমি এখন এই সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে ভববানের ধ্যানে মনোনিবেশ করব। অনেক রাজা সূত্র বন্দনায় থেকে মুক্ত এবং নিরহঙ্কার হয়ে, আমি বনের নতুনায় গিয়ে বসে বসে বিচল করব। যে ব্যক্তি জানেন যে, জড় সুখ ভাল অথবা কল, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ও এই লোকের অথবা স্বর্গে আমি লোকেরই হোক না কেন তা অনিষ্ট এবং নিরর্থক এবং যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই কথা জানে তা উপভোগ করার চেষ্টা করেন না, এমন কি তার চিত্ত পরিত্যক্ত নয়, তিনিই আত্মপশী। এই প্রকার আত্ম-তত্ত্ব ব্যক্তি ভাগ্যভাগ্যে আসেন যে, জড় সুখই সলোম-বন্ধন এবং স্বরাজ বিশ্ববিশ্বের একমাত্র কাল।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“সমস্ত জড় কলস থেকে মুক্ত হয়ে রাজা বসতি তাঁর পত্নী দেবদামীকে ছাই কথা বলার পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুত্রকে তাঁর হোম প্রজ্ঞাপন করে পুত্রর কল থেকে নিজেও কল গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ বসতি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রস্থান, দক্ষিণ দিকে বস্তুকে, পশ্চিম দিকে তুর্ভসুকে এবং উত্তর দিকে তাঁর পুত্র অনুকে অধীকার করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর রাজ্য বিভাগ করে গিয়েছিলেন। বসতি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুত্রকে সার্ব পৃথিবীর সমষ্টি এবং সমস্ত ধন সম্পদের আধিপত্যে অভিষিক্ত করে এবং অপ্রজ্ঞাত পুত্রদের পুত্রর অধীনে স্থাপনপূর্বক বসে গিয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত। রাজা বসতি কল বস্তু হয়ে

ইন্দ্রিয়সূত্র ভোগ করেছিলেন, কিন্তু পাশা দ্বারা পক্ষীশাবক বেড়াবে ঠিক পরিত্যাগ করে, তেমনিই বসতিও কলবিশ্বের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়সূত্র পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজ বসতি বেহেতু সর্বভোগ্যে কলসি বাসুদেবের অঙ্গাঙ্গত হয়েছিলেন, তাই তিনি জড় প্রকৃতির চণ্ডাজে সমস্ত কলস থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফলে তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর বাসুদেবে স্থির করতে পেরেছিলেন এবং এইভাবে তিনি পরিশেষে ভগবানের পার্শ্ববর্তী লাভ করেছিলেন। মহারাজ বসতির কাছে রাজ্য এবং রাজ্যের কাহিনী লক্ষ্য করে দেবদামী বৃকজে পেরেছিলেন যে, পতি-পত্নীর মনোমগ্ননয়ী জন্ম পরিগ্রহকালে তা বর্ণিত হয়েছে, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্বরাজ সম্বন্ধে তাঁর চেষ্টাতে আগ্রহিত করা। তারপর চক্রচর্যের কন্যা দেবদামী বৃকজে পেরেছিলেন যে, পতি, পুত্র, বহুবাক্য এবং আত্মীয়স্বজনদের সল পানীশাপনায় পথিকদের মিলনে যত্নে। সমাজ, সুখ এবং যেকোন এই সম্পর্ক গ্রীক একটি স্বদেশে যত্নে ভগবানের মহারাজ দ্বারা নিরচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপার দেবদামী এই জড় জগতে তাঁর কারনিক স্থিতি পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মনকে সর্বভোগ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্থির করে, তিনি তাঁর মূল এক সূত্র দেহের বন্ধন থেকে মুক্তলাভ করেছিলেন। যে ভগবান বাসুদেব। আপনি সমস্ত কলগতের প্রজ্ঞা। পরমাত্মরূপে আপনি সকলের কলয়ে বিরাজ করেন এবং আপনি অগুর থেকে অগুর, তসুও আপনি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর এবং সর্বব্যাপ্ত। আপনার কোন কিছু করণী নেই বলে মনে হয় কেন আপনি সর্বভোগ্যে লভ্য। তার কারণ আপনি সর্বকাল এবং সর্ব-ঐশ্বর্য সমন্বিত। আমি তাই আপনাকে আমার সমস্ত প্রাণটি নিবেদন করি।”



বিশিষ্ট অধ্যায়

পুত্রর বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে ভরত। যে হলে আপনি জগৎগ্রহণ করেছেন, যে কালে কল রাজর্ষি ও ব্রাহ্মণ হলের আধিপত্য হয়েছে, আমি এখন সেই পুত্র-বংশের বর্ণনা করব। এই পুত্রর বংশে মহারাজ ক্রমস্বরের আধিপত্য হয়েছিলেন। কলস্বরের পুত্র প্রতিবান এবং তাঁর পুত্র প্রবীর। তারপর, প্রবীর থেকে মনুষ্য এবং মনুষ্য থেকে চক্রপদেব জন্ম হয়। চক্রপদের পুত্র সূর্য এবং সূর্যর পুত্র বরহম। বরহমের পুত্র নক্যতি এবং নক্যতি থেকে অহংকৃতি নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। অহংকৃতির পুত্র দৌহাধ। দৌহাধের পুত্র, কলক, হুতিলেহ, কুন্তেব, কলস, সন্তেহ, বর্হেহ, সন্তেহ, কন্তেহ এবং কলস নামক পুত্র ছিল। এই বংশ পুত্রের মধ্যে বসন্তু ছিলেন কনিষ্ঠ। জগদাম্বা থেকে উৎপন্ন পুত্রটি ইন্দ্রির খেল প্রাণের অধীনে কার্য করে, গ্রীক ভেমনই এই বংশ পুত্র দৌহাধের পূর্ব নিম্নস্বাধীনে কার্য করেছেন। তাঁর সন্তসেই বৃহতী নামক কন্যা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কন্তেহর রতিনাম নামক এক পুত্র ছিল এবং রতিনামের সূর্যতি, কল এক অপ্রতিদ্বন্দ্ব নামক তিনটি পুত্র ছিল। অপ্রতিদ্বন্দ্বের কল একটিমাত্র পুত্র ছিল, যার নাম ছিল কল। কলস পুত্র মেধাতিথি। প্রস্থান আদি মেধাতিথির সমস্ত পুত্ররাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। রতিনামের পুত্র সূর্যতির ত্রেতি নামক এক পুত্র ছিলেন। এই ত্রেতির পুত্র মহারাজ বৃহত্ত বিখ্যাত ছিলেন।”

“একসময় রাজা বৃহত্ত যখন বসন্তু দ্বারা কলতে গিয়ে অপ্রজ্ঞাত হয়ে কল যুগ্মির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীদেবীর দত্তা সুন্দরী এক রমণীকে তাঁর প্রথম দ্বারা সমস্ত আশ্রমকে আলোকিত করে থাকতে দেখেছিলেন। রাজা বৃহত্তই তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কলকল সৈন্য পরিত্যক্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বসেছিলেন। সেই পরমা সুন্দরী রমণীকে কল করে রাজা অপ্রজ্ঞাত আনখিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মূরখকনিত

প্রাণি মূর হয়েছিল। তিনি কলস্বরের হস্তে হস্তে হস্তে তাঁকে বসন্তু কলো কলস্বা করেছিলেন। হে কলস্বরের সুন্দরী। তুমি কো? তুমি কার কন্যা? কি উদ্দেশ্যে তুমি এই নির্জন মনে অবস্থান করছ? যে পরমা সুন্দরী। আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি নিশ্চয়ই কোন কলস্বরের কন্যা। অহংকৃতি আমি পুত্রবংশীর, তাই অহংকৃতি কলস্বরের অধর্ম প্রবৃত্তি হয় না।”

শুকদেব বললেন—“আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা। আমার মা খেলন অহংকৃতি মনে পরিত্যাগ করে চলে যান। হে বীর। পরম পতিময় কল যুগ্মি এই সমস্ত বিষয় জগতে অহংকৃতি। আমি আপনাকে কি সোনা করতে পারি বসন্তু? হে কলস্বরের রাজা। দ্বারা করে এখানে উপবেশন করুন এবং আমার আশ্রমে প্রাণ গ্রহণ করুন। আমার মনের নীলর জল রয়েছে, তা আপনি গ্রহণ করুন। আমি যদি আপনি চান, তা হলে নিঃসঙ্কোচে এখানে অবস্থান করতে পারেন।”

রাজা বৃহত্ত তাঁর বিয়েছিলেন—“হে সুন্দর জ-সম্বিতা লক্ষ্মণা। তুমি বহুর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার আশ্রমেই তোমার বংশের উপস্থিত। আর তা দ্বারা, রাজকন্যারা তাঁদের পতিকে বরণ করন করেন। লক্ষ্মণর বংশ যৌন থেকে মহারাজ বৃহত্তের প্রাণ অধীকার করেছিলেন, তখন দিগাহ-অধিনি, রাজা লৈনিক প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণ করে লাক্ষ্মণি অমৃতের তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। অমৃতধর্মী রাজা বৃহত্ত মহিষী লক্ষ্মণার পর্বে বীর্যধান করেছিলেন এবং প্রত্যয়ে তাঁর প্রাণের প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপর বহুসময়ে লক্ষ্মণা একটি পুত্র প্রসব করেছিলেন। কল যুগ্মি বসে মহারাজ বিদ্যাপীর সমস্ত মহোদয় সম্পাদন করেছিলেন। পরে, সেই বংশকটি এত সন্তিশালী হয়েছিল যে, সে বংশপূর্বক সিংহকে ধরে কল সঙ্গে খেল করত। রমণীখোঁতা লক্ষ্মণা ভগবানের অঙ্গে অবতরণ এবং দুর্দম্যবীর বিক্রমশালী পুত্রকে নিজে তাঁর পতি

দুঃখের কাছে উপনীত হয়েছিলেন। রাজা যখন তাঁর নির্দেশে শঙ্কী এবং পুত্রকে প্রহর করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এক অ্যাকালব্যবী হয়েছিল এবং সেখানে উপস্থিত সকলে তা শুনেও পেরেছিলেন।”

সেই দৈবতাবী বলেছিল—“হে মহাবাজ দুঃখ! পুত্র প্রকৃতপক্ষে পিতারই, রাজা কেবল হৃদয়ের চর্মের খাতা অধার মাত্র। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, তোমার পুত্রকে পালন কর এবং শিশুত্বলব্ধে অবমাননা করো না। হে মহাবাজ দুঃখ! যে ব্যক্তি বীর প্রদান করেন তিনিই পিতা এবং তাঁর পুত্র তাঁকে সমরাজের দ্যুত থেকে রক্ষা করে। তুমিই এই বালকের প্রকৃত পিতা। শশুলা সত্য কণাই বলে।”

শ্রীল শুকসেব গোষামী বললেন—“মহারাজ দুঃখের নৃত্যর পয় মহাবশবী এই পুত্র সন্তুষ্টীপের অধিপতি হয়েছিলেন। ভাঙ্গানোর অংশাংশসকল বলে তাঁর মহিমা পৃথিবীতে কীর্তিত হয়েছিল। দুঃখের পুত্র মহারাজ কলকের ডান হাতে চক্ৰ চিহ্ন এবং বায়ে পক্ষাকোষের চিহ্ন বর্তমান ছিল। মহা অভিব্যক্তি বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করে তিনি সারা পৃথিবীর একত্রে সম্রাট হয়েছিলেন। ভাবপন্ন মহাপুত্র কৃণ্ড মুনির শৌর্যবাহিত্যে তিনি গঙ্গার মোহন থেকে শুরু করে উৎস পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশে পঞ্চাশটি অধ্যমেষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং প্রহরগের সন্ধ্যা থেকে ঐশ্বর্য পর্যন্ত বহুনার তীরে অট্টালিকা অধ্যমেষ বস্ত্র করেছিলেন। তিনি সর্বোত্তম স্থানে যজ্ঞগি স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করেছিলেন। বহুতপস্কে তিনি এত পাণ্ডী দান করেছিলেন যে, হাজার হাজার ব্রাহ্মণের প্রত্যেকেই তাঁর ভাগে এক বস (১৩.০৮৪) ঘাতী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাবাজ দুঃখের পুত্র ভরত সেই যজ্ঞে তিন হাজার তিন লাখ বক্স করে অমান্য ব্রাহ্মণের বিনষ্ট করেছিলেন। তিনি দেবতাদেরও বৈভব অভিজ্ঞত্ব করেছিলেন, কারণ তিনি পরম শুভ ভগবান শ্রীহরিকে দ্রাণ্ড হয়েছিলেন। মহাবাজ ভরত যখন মঙ্গর নামক যজ্ঞ (অথবা মঙ্গর নামক স্থানে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) অনুষ্ঠান করেছিলেন, তখন তিনি চোদ্দ লাখ পুত্র সম্ভবিস্তি বৃহস্পতি থেকে ব্রহ্মী বর্ণ প্রদান করে অধ্যাপিত করে দান

করেছিলেন। কেউ যেমন প্রাণ লভ্যেবল বস্তু প্রাপ্ত করে না। (অথবা এক জন ভাট দিত তা প্রাপ্ত ল্পর্শ করতে পারেন), তেমনই মহাবাজ ভরত প্রাণ লভ্যেবল কেউই অনুগ্রহণ করতে পারেন না। তাই পুত্র কেউ এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা করতে পারেন না। মহাবাজ ভরত যখন শিখর করিতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি চিত্রাঙ্গ, বৃহ, যবন, শৌক্য, কঙ্ক, খল, লক এবং সৈনিক নীতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধী সমস্ত রাজ্যসমূহ পরাজিত করেছিলেন অথবা বধ করেছিলেন। পুশতালে তসুরেরা বেতাদেয়ে পরাজিত করে রসাতলে প্রাণ্য গ্রহণ করেছিল এবং দেবতাদের স্ত্রী এবং কন্যাদেরও সেখানে নিয়ে নিয়েছিলেন। মহারাজ ভরত সেই সমস্ত সর্দীশসমূহ স্ত্রীদের অসুরদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং দেবতাদের কাছে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজ ভরত সাতশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে এবং বর্গলোকে তাঁর প্রজাদের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি সবলিবে তাঁর অ্যালেপ এবং সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। সারা বিশ্বের শাসনকর্তারূপে সম্রাট ভরতের রাজ্যালম্বী এবং অপ্রতিহত সৈনিকের ঔর্ধ্ব ছিল। তাঁর পুত্র এবং পরিবার তাঁর কাছে প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু প্রবশে সেই সবই আধ্যাত্মিক উন্নতি সমনের প্রতিবন্ধকরূপে উপলব্ধি করতে পেয়ে, তিনি বিবয়ভেষ থেকে বিমত হয়েছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত! মহারাজ ভরতের তিনজন মহোমুখকর পত্নী ছিলেন, যারা ছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা। তাঁরা তিন জনই যখন পুত্র প্রসব করেছিলেন এবং সেই পুত্রগণ বয়স্ক অনুগ্রহ না হওয়ায় তাঁরা মনে করেছিলেন যে, রাজার তাঁদের ব্যক্তিকর্ষী বলে মনে করে তাঁদের ত্যাগ করতে পারেন, সেই আশঙ্কায় তাঁরা তাঁদের পুত্রদের ঘরে ফেরে ফেলেছিলেন। এইভাবে সমস্ত উৎপাদনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায়, মহারাজ ভরত পুত্রল্যভের জন্য মন্তঃস্তোম নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তার কালে মরু নামক দেবতাপুত্র তাঁর প্রতি গন্তি হয়ে, তাঁকে ভরতের নামক এক পুত্র প্রদান করেন। বৃহস্পতি নামক দেবতা যখন তাঁর ভ্রাতার গর্ভবতী পত্নী মমতায় সঙ্গে মৈথুনে লিপ্ত হওয়ার আসন্ন করেছিলেন,

তখন গর্ভস্থ পুত্রটি তাঁকে নির্গত করে, কিন্তু বৃহস্পতি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্রহ্মপুত্রক মহামে গর্ভে সার্ব্য স্থাপন করেন। অতীত পুত্র উৎপাদন করার কালে তাঁর পতি তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন, এই ভয়ে অসন্ত তাঁকে হৃদয় হস্তে সেই শিশুটিকে স্থাপন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু দেবতারা শিশুটির নাম নির্ধারণ করে সেই শরস্যার সমাধান করেছিলেন।”

বৃহস্পতি মহমতাকে বলেছিলেন, “হে মূর্ণ রুম্বী! যদিও এই বালক এক ব্যক্তির পত্নীর গর্ভে জন্ম ব্যক্তির দ্বারা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, তবুও একে তোমার পালন করা উচিত।” সেই কথা শুনে মহমতা উত্তর দিয়েছিলেন,



একবিংশতি অধ্যায়

ভরতের বংশ বিবরণ

শ্রীল শুকসেব গোষামী বললেন—“মহাপুত্র কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ার ভরতের নাম হই বিবরণ। বিবরণের পুত্র মন্য এবং মন্য থেকে বৃহৎকর, কঙ্ক, মহাবীর, লয় এবং পর্ণ, এই পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্রের অন্যতর মন্ত্রের পুত্র সম্ভূতি।”

“হে পাণ্ডু বংশোদ্ভূত মহারাজ পরীক্ষিত! সম্ভূতির পুত্র শুক এবং রত্নসেব। রত্নসেবের মহিমা কেবল ইহলোকে অনুগ্রহের দ্বারাই নয়, পরলোকে দেবতাদের দ্বারাও কীর্তিত হয়। রত্নসেব কখনও কিছু উপার্জন করেন চেষ্টা করেন না। বৈবরুয়ে তিনি ঐ প্রাপ্ত হস্তে অই কেবল তিনি গ্রহণ করতেন এক অতিথি এলে তিনি সব কিছুই তাঁদের দান করতেন। তার কলে তাঁকে তাঁর আশীষ-অভ্যর্থনায় সঙ্গে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য এক তুষার তাঁর নিজের এবং আশীষবন্ধনদের শরীর কম্পমান হত, তবুও রত্নসেব সর্বদাই অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং বীর ছিলেন। একসময় অষ্টোচরশ দিন উপবাস করার পর, রত্নসেব সপ্তলকোণের

“হে বৃহস্পতি, তুমি একে পালন কর!” এই বলে বৃহস্পতি এবং মহমতা উভয়েই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মবর্ষি নাম হয়েছিল ভরতের। দেবতারা যদিও সেই শিশুটিকে পালন করতে মহমতাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তবুও মহমতা ব্যক্তিত্বের ফলে ভরত সেই পুত্রটিকে নির্বাক বলে মনে করে পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন হস্তঃ নামক দেবতাপুত্র সেই বালকটিকে পালন করেন এবং মহমতাকে ভরত যখন সন্তানের অভাবে নিরাশ হয়েছিলেন, তখন তাঁরা সেই শিশুটিকে পুত্ররূপে তাঁকে প্রদান করেন।”

এইটুকু জ্ঞান এবং দুঃখ ক বি দিয়ে তৈরি কিছু অল্প প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর পরিব্রবর্ণের সঙ্গে প্রাণে ভোজন করতে যান, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে উপস্থিত হন। রত্নসেব সর্বত্র এবং সর্বকৃতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাই তিনি সেই অতিথিকে সমাদর করে প্রহর সহকারে তাঁকে সেই চরণে একতাল প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অতিথিটি সেই ভরত আহ্বার করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। ভাবপন্ন রত্নসেব অবশিষ্ট ব্যয় স্বজনসঙ্গে সঙ্গে বিভাগ করে দিয়ে ফল হরণে ভোজন করতে যান, তখন এক পুত্র অতিথি এসে উপস্থিত হন। সেই পুত্রকে ভগবৎ-সম্বন্ধে দর্শন করে রাজা রত্নসেব তাঁকেও অমের ভাগ প্রদান করেছিলেন। সেই পুত্র চলে গেলে, আত্ম একতর অতিথি কুসুর পবিত্রীকৃত হয়ে সেখানে এসে বলেছিল, “হে রাজন! আমি এবং এই কুসুরও লি সূর্য্য অত্যন্ত কাউর। নর্য্য করে আমাদের কিছু আহ্বার প্রদান করুন।” রাজা রত্নসেব পরম আসরে অবশিষ্ট ভরত কুসুর এবং

কুব্জের দ্বারী অভিধিক কে সমান সহকারে প্রদান করেছিলেন এবং তাদের সমকার করেছিলেন। তারপর, কেবল পানীর জল অবশিষ্ট ছিল, তাও কেবলমাত্র একজনের তৃপ্তি সাধনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাজা বন্ধা সেই জল পান করতে বাসেন, তখন এক চতাল সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেছিল, 'হে রাজন্! যদিও আমি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত, ব্যা করে আমাকে কিছু পানীর জল দান করুন।' সেই পরিপ্রাণে চতালের সৈন্যদুহুত ব্যক্তি প্রবণ করে মহারাজ রক্তিসেব অত্যন্ত সুবিস্তৃত হয়েছিলেন এবং অমৃতের মতো মধুর এই কণ্ডলি বলেছিলেন। আমি ভগবানের কাছে অষ্ট যোগসিদ্ধি কামনা করি না এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করি না। আমি যেন কেবল সমস্ত জীবের সঙ্গে থেকে তাদের সমস্ত দুঃখভোগ করতে পারি, যাতে তারা তাদের দুঃখ-সুখের থেকে মুক্ত হতে পারে। জীবন ধারণেই এই নীচ চতালের জীবন বন্ধন জন্য জল দানের দ্বারা আমার জুখা, ভুগা, ক্লান্তি, মেহের কাম্পন, বিধাদ, দুঃখ, শোক, মোহ সব কিছুই নিবৃত্ত হয়েছে। এই বলে, জল নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিরমাল হওয়া স্বত্বেও রাজা রক্তিসেব তাঁর জল সেই চতালকে দান করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন বহুবলতই অত্যন্ত কৃপালু এক দীর্ঘ। কলাকালকালী ব্যক্তিরে বাসনা অনুসারে ফল প্রদানে সক্ষম ব্রহ্মা, শিব আদি দেবভোগ্য তখন রক্তিসেবের মনুষ্যে তাঁদের স্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, কারণ তাঁরাই ব্রাহ্মণ, সূত্র, চতাল ইত্যাদিরূপে তাঁর কাছে এসেছিলেন। দেবভোগ্যের কাছ থেকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাজা রক্তিসেবের ছিল না। তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান বাসুদেবে অনুবক্ত ছিলেন, তাই তিনি ভক্তি সহজত্রে শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাদপদে তাঁর চিত্ত সঙ্গ্রহিত করেছিলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিত! রাজা রক্তিসেব যেহেতু কলজানসামর নিম্নর গুণ ভক্ত ছিলেন, তাই ভগবানের মায়া তাঁর কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেননি। লক্ষ্যপূরে, তাঁর কাছে তারা একটি স্বপ্নের মতো প্রতিভূত হত। দীর্ঘ মহারাজ রক্তিসেবের আশ্রয় অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর কৃপার প্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ

ও গুণ ভক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে দীর্ঘ জৈষ্ঠ যোগীচর পরিণত হয়েছিলেন।

"গর্গ থেকে শিনি এবং শিনি থেকে গার্গা ভগবান করেন। গার্গা কত্রিয় হলেও তাঁর থেকে এক ব্রহ্মণ-বংশের উদ্ভব হয়। মহাবীর্য থেকে ব্রহ্মভক্তের নামক পুত্রের জন্ম হয়, যার পুত্রদের নাম ব্রহ্মদেব, কবি এবং পুত্ররাগণি। যদিও ব্রহ্মভক্তের এই পুত্রেরা অর্ধভ্রমণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণ্য লাভ করেছিলেন। বৃহৎকর্মের হস্তী নামক পুত্র ইন্দিরাপুত্র নবরী (বর্তমান দিল্লী) স্থাপন করেন। হস্তীর অজমীড়, তিমীড় এবং পুরমীড়, এই তিন পুত্র। প্রথমমে আমি অজমীড়ের বংশধরগণ সকলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। অজমীড় থেকে বৃহদ্বিষ্ণু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদ্বিষ্ণুর পুত্র বৃহৎকর্ম, বৃহৎকর্ম থেকে বৃহৎকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়ব্রহ্ম। জয়ব্রহ্মের পুত্র বিশম এক তাঁর পুত্র সোমব্রহ্ম। সোমব্রহ্মের কচিরাম, দাম্বল, কাশ এবং কংস নামক চার পুত্র ছিলেন। কচিরামের পুত্র নার এবং নারের পুত্র সুপ্রসেন ও নীপ। নীপের একমাত্র পুত্র ছিলেন। রাজা নীপ ওকের কন্যা কৃতীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মদত্ত, যিনি ছিলেন একজন মহান যোগী, তিনি তাঁর পত্নী সরস্বতীর পার্শ্বে বিশ্বক্সেন নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন। মহাবীর্য জৈগীষক্যের উপদেশে বিশ্বক্সেন যোগেশ্বর হস্তা করেছিলেন। বিশ্বক্সেন থেকে উমক্সেনের জন্ম হয় এবং উমক্সেন থেকে ভরমার জন্ম হয়। ঐরা সকলেই বৃহদ্বিষ্ণুর বংশধর। তিমীড়ের পুত্র যবীনর এবং তাঁর পুত্র কৃতিমান। কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সত্যধৃতি থেকে দূরনেমি নামক পুত্রের জন্ম হয়। দূরনেমি সুপার্কের পিতা। সুপার্ক থেকে সুমতি, সুমতির পুত্র সত্যকিয়ান, সত্যকিয়ান থেকে কৃতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মার কাছে থেকে যোগপত্তি লাভ করে সামবেদের প্রাচ্যসামের হুতি সাহিত্য লিখন করেন। কৃতীর পুত্র নীপ, নীপ থেকে উগ্রাযুগ, উগ্রাযুগের পুত্র কেম্য, কেম্যর পুত্র সুবীর এবং সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়। রিপুঞ্জয় থেকে বহুতথ নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পুত্রমীড় নিঃসন্তান ছিলেন অজমীড়ের নলিনী মারী ভাষার গর্ভে নীলোর জন্ম হয়। নীলের পুত্র শক্তি।

শক্তির পুত্র সুপাতি, সুপাতির পুত্র পুস্তক এবং পুস্তকের পুত্র অর্ক। অর্ক থেকে ভর্ম্যাণ এবং ভর্ম্যাণ থেকে সুপার্ক, যবীনর, বৃহদ্বিষ্ণু, কাম্পিয়ার এবং নবর নামক পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। ভর্ম্যাণ তাঁর পুত্রদের কলঙ্কিতেন, "হে পুত্রবধ! তোমরা আমার পাঁচটি রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, কারণ তোমরা সেই কার্য সম্পাদনে সক্ষম।" এই কারণে তাঁর পঞ্চপুত্র পঞ্চাল নামে অভিহিত হন। সুপাল থেকে মৌগল্য ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয়। ভর্ম্যাণের পুত্র সুপালের কন্যা পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রটির নাম দিমোলা এবং কন্যার নাম অমল্যা। অমল্যার

পার্স পতি নৌতমের ঠিকমে স্বতন্ত্রক নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। নতালমের পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বিদ্যার অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শতবানু। উর্বশীকে দর্শন করে তাঁর বীর্য স্থলিত হয়ে কার্যসেব তাকে পতিত হয়। সেই বীর্য থেকে সর্বমঙ্গলময় একটি পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়। মহারাজ শতবানু দুগরা করতে গিয়ে সেই বনর পুত্র এবং কন্যাটিকে দর্শন করে কৃপা-পূর্বক তাদের তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। তাঁর ফলে বালকটিকে নাম হয় কৃপা এবং বালিকার নাম হয় কৃনী। কৃনী পরবর্তীকালে দ্রোণচ্যবের পত্নী হয়েছিলেন।

সত্যধৃতি সত্যধৃতি সত্যধৃতি

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

অজমীড়ের বংশ বিবরণ

দীর্ঘ ত্রতমেধ গোষ্ঠ্যমী বলছেন—"হে রাজন্! দিমোলাসের পুত্র মিত্রায় এবং মিত্রায়ের চকন, সুদাস, সহসেব ও সোমক এই চার পুত্র। সোমক ছিলেন অষ্টর পিতা। সোমকের একমাত্র পুত্র ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পুত্র ছিলেন কনিষ্ঠ। পুত্র থেকে মহারাজ ঋণসেব জন্ম হয়। ঋণসেব ছিলেন সর্বসম্পদ সম্বিষ্ট। মহারাজ ঋণসেব থেকে হৌপদীর জন্ম হয়। মহারাজ ঋণসেব কুটুম্যর আদি বংশ পুত্র ছিলেন। কুটুম্যর থেকে কুটুম্যর জন্ম হয়। ঐরা সকলে ভর্ম্যাণের বংশধর বা পাঞ্চাল-বংশীর নামে পরিচিত। অজমীড়ের জন্ম পুত্র কক নামে বিখ্যাত ছিলেন। কক থেকে সবেসন নামক পুত্রের জন্ম হয়। সবেসন থেকে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুন্তলেশ্বরপতি কুন্ত জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তর পরীক্ষি, নৃপ, লবু, নিবব—এই চার পুত্র দয়। সুপুত্র পুত্র সুধোর, তাঁর পুত্র চাকন। চাকন থেকে কৃতীর জন্ম হয়। কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু এবং বৃহদ্ব, কৃশাধ, ঋষ্য, শতগ্র, চৈমি প্রভৃতি তাঁর পুত্র ছিলেন। ঐরা সকলে চৈমি রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। বৃহদ্ব থেকে

কৃশাধের জন্ম হয়। কৃশাধ থেকে কৃশাধ এবং কবত থেকে সত্যহিত। সত্যহিতের পুত্র শূন্যকান এবং শূন্যকানের পুত্র জব। বৃহদ্বের অন্য এক পত্নীর গর্ভে দুই বৎ সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই দুই বৎ দর্শন করে তাদের রাজ্য তাদের পরিচাল্য করে, পরে তারা নারী নামকী 'জীবিত হও, জীবিত হও।' এই বলে তাদের নিয়ে বেলা ধরতে করতে সেই বৎ দুটি একত্রে সংযোজিত করে। তবে কলে জরসঙ্ক নামক পুত্রের জন্ম হয়। জরসঙ্ক থেকে সংসারের জন্ম হয়। সংসার থেকে সোমশি এবং সোমশি থেকে ক্ষতব্রহ্মার জন্ম হয়। কুন্তর পুত্র পরীক্ষি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু কুন্তর অন্য নামক পুত্রের সুবধ নামক এক পুত্র ছিল। সুবধের পুত্র বিদ্রব এবং তাঁর পুত্র সার্বভৌম। সার্বভৌম থেকে জরসেন, জরসেন থেকে ব্রাহ্মিক এবং ব্রাহ্মিক থেকে অমৃতায়ুর জন্ম হয়। অমৃতায়ু থেকে অমৃতায়ন নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র ছিল সোমভিধি। সোমভিধির পুত্র কক, যজ্ঞের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের পুত্র দেবশি, শাকনু এবং কট্টীক।

সেবাশি শিকড়াক্ষা পরিচালনা করে বনে গমন করেন একা
তাই শাক্ত শাস্ত্রা হল। শাক্ত পূর্বজন্মে ছিলেন মহাভব
এক বে কোন অব্যক্ত ব্যক্তিকে তাঁর হৃদয়ের স্পর্শ দ্বারা
বৌদ্ধ প্রদান করতে পারতেন। রাজা যোগেশ্বর তাঁর
হৃদয়ের স্পর্শের দ্বারা সবসময়ে ইতিমুখের দ্বারা শান্তি
প্রদান করতে পারতেন, তাই তাঁর নাম ছিল শাক্ত।
একসময় রাজা ছিল বর্ষাকালী বৃষ্টি হয়নি, তখন রাজা
শাক্ত জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ উপদেশদাতার সঙ্গে আলোচনা
করেন, এবং তাঁরা কথোপকথন, “আপনি আপনাকে কোঁট
আঁড়ার সম্পত্তি উপভোগ করার সোবে দেখি। আপনাকে
রাজা এবং বুকের উন্নতি সাধনের জন্য শীতলী আপনাকে
কোঁট হাওয়াতে রাখতে প্রদান করেন।” ব্রাহ্মণেরা
এইভাবে উপদেশ লিখে, শাক্ত বনে গিয়ে তাঁর কোঁট
আঁড়ার মেরুগিকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অনুমোদন করেন
এবং তাঁকে বলেন যে, রাজ্যশাসনই রাজার পরম ধর্ম।
ইতিপূর্বেই কিন্তু শাক্তের মন্ত্রী অম্বার দেবানিকে মৈত্রিক
মার্গ থেকে ঠেক করে রাজ্য হওয়ার অনুপবৃত্ত প্রতিপন্ন
করাই তারা ভয়েকজন প্রাচীরকে তাঁর কাছে
পাঠিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা দেবানিকে বৈদ্যার্জ থেকে ভাই
করেছিলেন এবং তাই শাক্ত বনে তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ
করতে অনুমোদন করেন, তখন তিনি তাতে সম্মত হন।
পক্ষান্তরে, তিনি বেদের নিন্দা করে অধঃপতিত হন।
তখন শাক্ত পুনরায় রাজ্য হল এবং বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র
তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে বর্ষাবর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে
সেবাশি মন এবং ইতিমুখকে সংযুক্ত করার জন্য বোগের
পক্ষা অঙ্গলক্ষ্য করে কল্যাণ নামক গ্রামে গমন করেন।
তিনি এখনও সেখানে অবস্থান করছেন। কলিমুখে
চক্রবর্তন বিনষ্ট হলে, পরবর্তী সত্যযুগের শুরুতে সেবাশি
এই পৃথিবীতে সোমবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেন।
(শাক্তের রাজ্য) বাহ্যিক থেকে সোমবংশ নামক এক
পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর তিন পুত্র ছুরি, ছুরিকা এবং
শাল। শাক্ত থেকে নামের গর্ভে আত্ম-ভববিৎ সর্বধর্মে
অভিজ্ঞ, পদাভ্যাস এবং মহাজ্ঞানী ভীষ্মের জন্ম হয়।
‘ইন্দ্রের দ্বন্দ্ব’ সমস্ত দেবদেবীর অগ্রগণ্য। তিনি যখন
বৃদ্ধ পবিত্রতাকে পরিত্যক্ত করেন তখন ভগবান
পরশুরাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শাক্তের
উপরে সীমন্তনৈর সত্যবর্তী গর্ভে চিত্রাক্ষের জন্ম হয়।

চিত্রাক্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচক্ষণ। চিত্রাক্ষ চিত্রাক্ষ
নামক এক গর্ভবর্ত্ত কর্তৃক নিহত হন। শাক্তের সঙ্গে বিবাহ
হওয়ার পূর্বে সত্যবর্তীর গর্ভে পরশুরাম বৃষ্টির উপরে
ভগবানের অংশস্বত বৈশ্বকর্তৃক কথোপকথন নামক
বেদব্যাস আবির্ভূত হন। এই ব্যাসদেব থেকে আমি
(ওকমবে গোবর্ষী) অম্বারজ্ঞ করেছি এবং তাঁর কাছে
আমি মহান বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করি।
ভগবানের অবতার ব্যাসদেব পৈল আমি বিদ্যার
পরিচালক করে আত্মকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ
দিয়েছিলেন, কারণ আমি সমস্ত জড় বস্তু থেকে মুক্ত
ছিলাম। কাশী রাজের দুই কন্যা অধিকা এবং
অধিকারকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিচিত্রবীর্য বিবাহ
করেন, কিন্তু তাঁর এই দুই পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত
হওয়ার ফলে, বস্তুভোগে আত্মগত হয়ে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু
হয়। বাসগর্ভে শ্রীব্যাসদেব তাঁর ছাড়া সত্যবর্তীর
আদেশে কাশী বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অধিকা এবং
অধিকার গর্ভে দুই পুত্র এবং বিচিত্রবীর্যের সান্নিধ্য গর্ভে
এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁদের নাম বহাদুর
বৃহদাষ্ট, পাণ্ডু এবং বিদুর।

“হে রাজন! বৃহদাষ্টের পত্নী গাছারী একমত পুত্র
এক একটি জন প্রসব করেন। পুত্রদের মধ্যে দুর্গাক্ষ
ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং কন্যাটির নাম ছিল দুঃশলা। এক
অধির অতিশয়ের কালে পাণ্ডু মৈথুন থেকে নিহত
হয়েছিলেন এবং তাই তাঁর পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্মাক্ষ,
পদ্মদেব এবং ইন্দ্র থেকে বহাদুরে বৃষ্টিভি, ভীম,
অর্জুন এই তিন মহারথ পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর দ্বিতীয়
পত্নী মদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার থেকে নকুল এবং
সহদেবের জন্ম হয়। বৃষ্টিভির প্রভুর পত্নীপত্ন থেকে
দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন
তোমার পিতৃব্য। বৃষ্টিভির থেকে প্রতিবিক্র, ভীম থেকে
ক্রতসেন, অর্জুন থেকে ক্রতবীর্তি জন্মগ্রহণ করেন
নকুলের পুত্রের নাম ছিল শতানীক।”

“হে রাজন, সহদেবের পুত্র ক্রতকর্ম। ওর ছাড়া
বৃষ্টিভির এবং তাঁর ক্রতসেনের অন্যান্য ভ্রাতার গর্ভে অনেক
পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৃষ্টিভির থেকে পৌন্দরীর
গর্ভে দেবক, ভীমসেন থেকে হিড়িম্বার গর্ভে ভট্টাচক
এক অন্য ব্যার এক পত্নী কালীর গর্ভে সর্বগত নামক

পুত্রের জন্ম হয়। তেমনই পর্বতদেবের কন্যা বিজয়ার
গর্ভে মহামেধ থেকে সুহোত্র নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।
কলিমুখের নামক পত্নীর গর্ভে নকুলের সন্তান নামক
এক পুত্র হয়। তেমনই, নামকমর উল্লসীর গর্ভে ভট্টসেন
উৎপন্ন নামক এক পুত্র হয় এবং মণিপুত্রের রাজকন্যার
গর্ভে ব্রহ্মসেন নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। মণিপুত্রের
রাজ্য ব্রহ্মসেনকে সন্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।”

“হে মহারাজ পর্বতসেন! অর্জুন থেকে সুভদ্রার গর্ভে
জন্মদার পিতা ভটিমদ্যুর জন্ম হয়। তিনি সমস্ত
অস্ত্রধর্মের (যা এক হাজার রথীন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে
পর্যাপ্ত) বিজ্ঞতা মহাবীর ছিলেন। তাঁর থেকে
বিষ্ণুদেবের কন্যা উত্তরার গর্ভে আপনাকে জন্ম হয়েছে।
কুরাক্ষের দুই কন্যাবংশ বিনষ্ট হলে আপনিও
শ্রোতব্যের পুত্র অঙ্গলক্ষ্য হওয়ার ভয়ে বিনষ্টপ্রায়
হয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার আপনি মুক্ত
হাত থেকে পরিচালন পেয়েছেন।”

“হে রাজন! আপনাকে চার পুত্র—জনমেজয়,
ক্রতসেন, ভীমসেন এবং উগ্রসেন অত্যন্ত পশ্চিমপাণী।
তাদের মধ্যে জনমেজয় জ্যেষ্ঠ। তৎকালে ধর্ম আপনাকে
বৃত্তা হওয়ার ফলে, আপনাকে পুত্র জনমেজয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হয়ে সপ্নমিথ্য বজ্রবিতে এই পৃথিবীর সমস্ত সর্পদের
লিঙ্গল করতেন। কলিমুখ পুত্র তুরকে পুরোহিতরূপে
সম্পূর্ণক সাগা পৃথিবী জয় করে জনমেজয় অধমের হস্ত
অনুষ্ঠান করতেন। সেই জন্য তিনি কুরু-মেঘবর্ত্ত নামে
প্রসিদ্ধ হন। জনমেজয়ের পুত্র শতানীক রাজ্যভার
করে তিনি বেশ এবং সিন্ধুভার লাভ করতেন। তিনি
কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা এবং বৌদ্ধিক অধির কাছে
আত্ম-তত্ত্বভার লাভ করতেন। শতানীকের পুত্র হলেন
মহানীক এবং তাঁর থেকে অম্বদেবের জন্ম হবে
অম্বদেব থেকে অসীমকৃষ্ণ এবং তাঁর পুত্র হলেন
মেঘিক্র। হস্তিনপুর (বর্তমান দিল্লী) বন অধির কন্যার
প্রসিদ্ধ হবে, তখন বৈমিত্র্য কৌশলী নামক স্থানে যল

করতেন। ঐ পুত্র ১৮৫৫ নামে বিখ্যাত হন এবং
চিত্রাক্ষ থেকে প্রসব নামক পুত্রের জন্ম হয়। ওর
করে বৃষ্টিভির উৎপন্ন হন এবং তাঁর পুত্র সুসেন দ্বারা
পৃথিবীর সমস্ত হন। সুসেনের পুত্র সুনীক, তাঁর পুত্র
কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ থেকে সুবীন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হয়।
সুবীন্দ্রের পুত্র হন পদিশ্রব এবং তাঁর পুত্র হলেন
সুনর। সুনর থেকে মেঘবী নামক পুত্রের জন্ম হবে।
মেঘবী থেকে সুপদ্র, তাঁর থেকে দুর্ভ এবং দুর্ভ থেকে
তিনি জন্মগ্রহণ করতেন। তিনি থেকে বৃহদেবের জন্ম
হবে, বৃহদেব থেকে সুদাস এবং সুদাস থেকে শতানীকের
জন্ম হবে। শতানীক থেকে দুর্ময় উৎপন্ন হন।
দুর্ময়ের পুত্র হলেন মহীনর। মহীনরের পুত্র হলেন
সতপাণি এবং তাঁর পুত্র হলেন নিধি, যার থেকে রাজা
কুমারের জন্ম হবে। আমি আপনাকে কাছে ব্রাহ্মণ ও
অস্ত্রবিদ্যার উৎস এবং মেঘবী ও অধিরের পুত্র
চক্রবর্ত্তের বৃত্তান্ত করি করত। এই কলিমুখে তৎকালে
হলেন লোক রাজা। এখন আমি তবিত্যং নামক রাজাদের
কল্প বলব। তারা করে আপনি তা গ্রহণ করুন।
কলিমুখের পুত্র সহদেবের ভ্রাতার নামক এক পুত্র হবে।
ভ্রাতার থেকে ক্রতবীর্য, ক্রতবীর্য থেকে বৃহদাষ্ট এবং
বৃহদাষ্ট থেকে নিধির জন্মগ্রহণ করতেন। নিধির পুত্র
হলেন সুনকর, সুনকর থেকে বৃহদেব এবং বৃহদেব
থেকে কর্মজিতের জন্ম হবে। কর্মজিতের পুত্র হলেন
সুভদ্র এবং সুভদ্রের পুত্র নিত এবং তাঁর পুত্র হলেন
ওটি। ওটির পুত্র হলেন ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের পুত্র সুভদ্র,
সুভদ্রের পুত্র হলেন ধর্মসুভ। ধর্মসুভ থেকে সন, সন
থেকে সুনবসেন, সুনবসেন থেকে সুমতি এবং সুমতি
থেকে সুবগের জন্ম হবে। সুনব থেকে সুনীক, সুনীক
থেকে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ থেকে শিবজিৎ এবং শিবজিৎ
থেকে শিপুজয়ের জন্ম হবে। এরা সবাইই বৃহদেব-
কালীক। বৃহদেব-কালীক রাজ্যের এক হাজার বছর ধরে
পৃথিবী শাসন করতেন।”

যথাতির পুত্রদের বংশ বিবরণ

ঐশে চক্রেব গোবামী বসলেন—“বলতির চতুর্থ
পুত্র অসুর সত্যনর, চতুর্থ এবং পরের নামক ছিল পুত্র
ছিল। হে রাজা! সত্যনর থেকে কালনর নামক এক
পুত্রের জন্ম হয় এবং কালনরের পুত্র সুজর। সুজর
থেকে কনহেহর নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।
কনহেহরের পুত্র মহাপাল, মহাপালের পুত্র মহামলি এবং
মহামলির ঔষীনর ৩ তিতিকু নামক দুই পুত্র ছিল।
ঔষীনরের শিখি, বর, কুখি এবং বক—এই চার পুত্র।
শিখির চার পুত্র—বৃহাভর, সুধীর, মন্থ এবং আঙ্ক-ভরুণি
(কেশর)। তিতিকুর পুত্র কনহর। কনহর থেকে হোয়,
হোব থেকে সুতপ্প এবং সুতপ্প থেকে হলি কনহর
কনহর। মহাপতি বলির পত্নীর গর্ভে বীৰতহার ভরসে
গম, বর, কলিন, সুখ, পুত্র এবং শুভ নামক চার পুত্রের
জন্ম হয়। অসু আদি এই ছয় পুত্র পরবর্তীকালে
কলতবর্গের পূর্বভাগে হাটী প্রাচ্যের রাজ্যে হুগুজিলন এবং
সেই রাজ্যগুলি সেবানকর রাজাদের নাম অনুসারে
বিখ্যাত হয়েছিল। অস থেকে কালান নামক এক পুত্রের
জন্ম হয় এবং কালানদের পুত্র লিখবো। লিখবো থেকে
ধর্মবর নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র
চিত্রবর, তিনি রোমপাথ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।
রোমপাথ নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাই তাঁর সখা মহারাজ
অনুর তাঁকে তাঁর শাস্ত্র নারী কন্যাকে দান করেন।
রোমপাথ তাঁকে তাঁর কন্যারূপে গ্রহণ করেন। পরবর্তী
কালে শাস্ত্রর সঙ্গে কন্যাপুত্রের বিবাহ হয়। সেকতার
অনিবারণ না করার কারণেবধু নৃত্য, সঙ্গীত, অভিনয়,
আলিঙ্গন এবং পূজার দ্বারা কন্যাপুত্রকে মোহিত করে কন
থেকে নিজে আসেন এবং তখন তাঁকে পৌরোহিত্যে কল
করা হয়। কন্যাপুত্র আসুর পর বৃষ্টি হয়। তারপর
কন্যাপুত্র নিঃসন্তান মহারাজ অনুরের পুত্র উৎপালনের
জন্ম এক কন্য কনহর এবং তার কন্যে অনুভব মহারাজ
অনুরের পুত্র হয়। কন্যাপুত্রের কপাল রোমপাথ থেকে
চতুর্ভুজের জন্ম হয় এবং চতুর্ভুজ থেকে পুণ্ড্রপাথের জন্ম

হয়। পুতুলানোভের পুত্র বৃত্তরথ, দুঃসংকর্মা, দৃষ্টান্ত। জোড়
বৃহস্পতি থেকে বৃহস্পতি নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং
বৃহস্পতির পুত্র জরাসন্ধ। জরাসন্ধের পত্নী সন্ধুতির গর্ভে
বিজয়ের জন্ম হয়। বিজয় থেকে দৃতি, দৃতি থেকে
দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্ত থেকে সংকর্মা এবং সংকর্মা থেকে
অধিরথের জন্ম হয়। গঙ্গার তীরে খেলা করার সময়
অধিরথ একটি পেটিকার মধ্যে এক শিশু প্রাপ্ত হয়।
কুমারী অবস্থায় সেই শিশুটির জন্ম হওয়ার কালে কুণ্ড
তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন
যদিও সেই শিশুটিকে তাঁর পুত্ররূপে গণ্য করেন।
(পরবর্তীকালে এই পুত্রটি কর্ণ নামে বিখ্যাত হয়)।”

“হে রাজন। কর্ণের একমাত্র পুত্র বৃষসেন। স্বর্গাতির
কৃত্যের পুত্র ঐক্যের পুত্র বক্র এবং বক্রের পুত্র সেকু।
সেকুর পুত্র আদক, আদকের পুত্র পাণ্ডার এবং পাণ্ডারের
পুত্র ধর্ম। বর্মের পুত্র কুর, কুরের পুত্র কূর্মি এবং কূর্মির
পুত্র প্রত্যেক প্রত্যেকের একমাত্র পুত্র ছিল। প্রত্যেকের
পুত্রগণ ক্ষাত্রভবর্গের ক্রিত্যে বিধে বৈদিক সভ্যতাবিধি
মুখ্যতঃ অধিকার করেছিলেন এবং সেকানকর রাজা
বর্মেছিলেন। স্বর্গাতির দ্বিতীয় পুত্র কুর্বসু, তাঁর পুত্র কঁহি,
বহির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গ থেকে ভাসুমানি জন্মগ্রহণ
করেন। ভাসুমানের পুত্র ব্রিহস্মি এবং তাঁর পুত্র উলারচিত্ত
কবচম। কবচমের পুত্র মলত। মলত অশ্বপুত্র হওয়ার
পুরুষগণ্যাত ব্রহ্মব্যাক বৃষভকে তাঁর পুত্রকাশ প্রদান
করেছিলেন। স্বর্গরাজ বৃষসু রাজসিংহাসনের অভিল্যাবী
হওয়ার, অশ্বভকে তাঁর পিতাকরণ অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও
তাঁর প্রকৃত বংশে (পুরুষবংশে) জিরে গিয়েছিলেন। হে
মহারাাজ পরীক্ষিৎ। এখন আমি মহাবীর স্বর্গাতির স্নেহে
পুত্র হনুর বংশ বর্ণনা করব। এই বর্ণনা পবন পবিত্র
এক মানুষের সর্ব-পাগলজনক। কেবল এই বর্ণনা এক
করার ফলে হনুধ তার সমস্ত পাণ থেকে মুক্ত হয়।”
“সমস্ত জীবের অন্তর্গামী স্বপদম শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ
স্বভাবের মহাকৃতি প্রকটপূর্বক বসু বংশে অবতীর্ণ

ইতিহাসে। বড়র চার পুত্র - সর্বাঙ্গ, জ্যোতি, নল এবং চিশু। এই চার পুত্রের মধ্যে জ্যোতি সহস্রাব্দের পুত্র পরাজিত। পরাজিতের মহাহয়, জৈনপুত্র এবং বৈহয় নামক ছিল পুত্র ছিল। বৈহয়ের পুত্র ধর্ম এবং ধর্মের পুত্র নেত্র। ইনি কুটির পিতা। কুটি থেকে সোহজির জন হয়। সোহজির থেকে মহিধানু এবং ভদ্রসেনক জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রসেনের পুত্র কুর্গ এবং ধনক। ধনক কুতবীর্ষের জনক। কুতর্মি, কুতর্মী, কুটৌজ— এই তিনজনও ধনকের পুত্র। কুতবীর্ষের পুত্র জর্জুন। তিনি (কার্তবীর্জুন) সংগীত সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবীর সর্বাঙ্গ হস্তেছিলেন এবং ভগবানের অবতার মতস্যের থেকে যোগপতি প্রাপ্ত হয়ে অষ্টমিদি লাভ করেছিলেন। এই পৃথিবীর জন্য কোন রাজারি বজ, বন, ভগবান, যোগপতি, বিদ্যা, বীর অথবা ধর্মের দ্বারা কার্তবীর্জুনের নবকর্ম হতে পারেনি না। কার্তবীর্জুন পঞ্চমি হাজার বছর ধরে পূর্ব শারীরিক বল এবং অধ্যাত্ম কৃতিপতি নিজে জড় ঐশ্বর উপভোগ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অত্যন্ত জড় ঐশ্বর্যময় ভোগ করেছিলেন। পরন্তুতমের সঙ্গে যুদ্ধে কার্তবীর্জুনের এক যাকার পুত্রের মধ্যে কেবল পাঁচজন জীবিত ছিলেন। তাঁদের মায় বধাতমে জয়লাভ, শূন্য, বৃক, মধু এবং উর্জিত। জয়লাভের তালকতম নামক পুত্রের একমাত্র পুত্র ছিল। জয়লাভের মর্যক সেই বংশের সমস্ত ক্রিয়ের তাঁর পুত্র পুত্রের প্রত্যয়ে পতিমান মহাত্মা সদর কর্তৃত্ব করে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জয়লাভের পুত্রের মধ্যে বীতিহয়ের ছিলেন জ্যোতি। বীতিহয়ের পুত্র মধুর কৃষ্ণ নামক এক বিখ্যাত পুত্র ছিল। মধুর একমাত্র পুত্রের হয়ে কৃষ্ণ ছিলেন জ্যোতি। মধু, মধু ও কৃষ্ণ থেকে যাক, যাক এবং কৃষ্ণবংশের উদ্ভব হয়।

“হে মহাবাহু পরীক্ষিত! যদু, যদু এবং বৃষ্ণ
প্রতিষ্ঠিত কল যাকব, যাকব এবং বৃষ্ণকল-এক পরিষ্ঠিত
কদু পুত্র কোট্যার বৃষ্ণকল-নামক এক পুত্র ছিল

[illegible]

“জাম্বা অশ্রুতক ছিলেন, তবুও তাঁর পত্নী শৈব্যা
 করে তিনি অন্য কোন জাতি গ্রহণ করতে পারেননি।
 জাম্বা একসময় তাঁর শত্রুপুত্র বোকে উপক্লেষের জন্য
 একটি কন্যাকে নিজে আসনিয়েছেন, কিন্তু শৈব্যা তাঁর
 সৈথে জড়িয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর গতিতে মনোনিবেশ করে,
 “হে বন্ধক! তুমি আমার উপক্লেষে আসে উপবিষ্ট এই
 কন্যাটি কে?” জাম্বা তখন উত্তর দিয়েছিলেন, “এই
 কন্যাটি আমার পুত্রবধূ হবে।” সেই পরিবাস কাল গ্রহণ
 করে শৈব্যা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি বন্ধ্য এবং
 আমার কোন সঙ্গিনীও নেই। অতএব এই কন্যা আমার
 পুত্রবধূ হবে কি করে? বল তুমি?” জাম্বা উত্তর
 দিয়েছিলেন, “হে রাজা! তুমি যে পুত্র প্রসব করবে,
 এই কন্যা সেই পুত্রের পুত্রবধূ হবে।” জাম্বা কথাতল
 পূর্বে যেকোন এক নিমিত্তে জাম্বাকর করে তাঁদের প্রসন্নতা
 বিধান করেছিলেন। এখন তাঁদের কৃপায় জাম্বাকর কাল
 সত্যে পরিণত হয়েছিল। শৈব্যা বন্ধ্য হওয়াও সেকতাসের
 কৃপায় তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং যন্ত্রণাসহ্যে নিমিত্ত
 বাসক এক পুত্র প্রসব করেছিলেন। সেই শিশুটির নাম
 পূর্বে যে কন্যাসৈতক পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকার করা হয়েছিল,
 সেই সংকল্পের কন্যাটিকে বিবাহ করেছিলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

“যে পদতল মহাবাজ সন্তীর্ণিৎ। গিরি পুত্র সুনীল
এবং বুধজিৎ। সুমতিং, থেকে লিনি এবং জয়মিত্র
জন্ম হয় এবং জয়মিত্র থেকে নিম্ন নামক পুত্রের জন্ম
হয়। মিত্রের দুই পুত্র সত্যজিৎ এবং শ্রমেন। জয়মিত্রের
মিনি নামক যে অন্য এক পুত্র ছিল, তাঁর পুত্র সত্যজিৎ।
সত্যজিৎ পুত্র বৃন্দাল এবং বৃন্দালের পুত্র জয়। জয়
থেকে কুবি নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং কুবির পুত্র
বৃন্দাল। জয়মিত্রের অন্য এক পুত্র বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে
বৃষ্টি এবং চিত্রবর্ষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।
বৃষ্টিবর্ষের পুত্রী গাশ্বিনীর গর্ভে অকুরের জন্ম হয়।
অকুর ছিলেন জ্যেষ্ঠ, তা ছাড়া আরও ষাটজন নিম্নোক্ত
পুত্রের জন্ম হয়। এই ষাটজন পুত্রের নাম আসন,
সারমেব, মনু, মনুবিৎ, গিরি, বর্মবন্ধ, সুকর্মা,
কোত্রোপক, অগ্নিবর্ষ, শত্রু, গুহমান এবং প্রবোহ।
এই ষাট পুত্রের সূচক্য নারী এক ভনী ছিল। অকুরের
দেবদান এবং উপদেব এই দুই পুত্র। চিত্রবর্ষের পুত্র
বিদুৎ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই
কৃষিকুলসম্মান নামে বিখ্যাত হন। অকুরের চার পুত্র—
কুতুর, ভজমান, গুহি এবং কয়লবর্ষিৎ। কুতুরের পুত্র
খর্কি এবং বর্কির পুত্র বিলোম। বিলোমের পুত্র
কপোতবোমী এবং তাঁর পুত্র অনু। কুতুর এই অনুর
স্বা ছিলেন। অনু থেকে অকুরের জন্ম হয়; অকুর
থেকে কুমুতি এবং কুমুতি থেকে অবিদ্যোভের জন্ম হয়।
অবিদ্যোভের পুত্র পূর্বসু। পূর্বসুর আত্মক এবং আত্মকী
নামক একটি পুত্র ও কন্য ছিল। অকুরের দুই পুত্র
দেবক ও উপদেব। দেবকের চারপুত্র—দেবদান,
উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ষন। তাঁর পাঁচদেবা,
উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবজিত্তা, সুদেবা, দেবকী এবং
বৃন্দদেবা নামক সাতটি কন্যাও ছিল। তাঁদের মধ্যে
বৃন্দদেবা ছিলেন জ্যেষ্ঠা। ব্রীকৃষ্ণের নিজা কন্যসেব সেই
ভনীধের বিবাহ করেছিলেন। কলে, সুনাম, নরোহ, কল,
শত্রু, সুহ স্রষ্টাপাল, ধৃষ্টি এবং ভূটিমান উপদেবের পুত্র।

সূর্যদেব বললেন—“হে সুন্দরী পুথ্য! সেবাবর্ণ
কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই আমি তোমার গর্ভে আমার
বীৰ্য জ্ঞাপন করব এবং তার ফলে তোমার এক পুত্র
হবে। তুমি অবিরহিতা, তাই হাতে তোমার বেশি
অকত থাকে, সেই স্ববহা আমি করব। এই কথা বলে
সূর্যদেব পুত্রের গর্ভে বীৰ্য জ্ঞাপন করেছিলেন এবং উপর
অর্ণ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অবশ্য, তৎকালে কুটীর
যত্নে দ্বিতীয় সূর্যদেবের মতো একটি শিশু জন্ম
হয়েছিল। কুব্জী লোকগণবাদের ভয়ে বহু কষ্টে পুত্রকে

পরিচয়্যাপ করে, অমিত্র সন্তোষ সেই শিশুটিকে একটি
 পেটিকাবন্ধ করে নদীর তীরে ছাড়িয়া দিয়েছিলেন। ইহে
 মহারাজা পরীক্ষিত। জ্ঞানবীর খরাত পুন্যাবান এবং
 পরায়-শ্রমালী গ্রীষ্মপ্রায় মহারাজা পাণ্ডু পাত্র কুর্ভাগে
 বিবাহ করেছিলেন। কতকের রাজা নৃপসিংহ কুর্ভাগ ভর্তী
 কন্যাসেবকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভে সন্তান
 জন্ম হয়। সন্তান জন্মের অভিযোগে সমস্ত পুত্র
 দিগির পুত্র হিরণ্যাক্ষশাপে জগদ্রহণ করেছিলেন।
 কতকের রাজা পুত্রকে কুর্ভাগ আর এক ভর্তী
 প্রভুত্বার্থকে বিবাহ করেছিলেন। প্রভুত্বার্থের গর্ভে
 সন্তান জন্ম নাট্য পুত্রের জন্ম হয়। কুর্ভাগ আর এক
 ভর্তী নারায়ণের গর্ভে কন্যাসেবের শিশু এবং অনুশিল
 নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। চেমিরাজ পদ্মসেব
 প্রভুত্বার্থকে বিবাহ করেন। প্রভুত্বার্থের পুত্র শিশুপাল,
 আর কন্য কৃত্যক ইতিমধ্যেই (সন্তান হইতে) বর্ণিত হয়েছে।
 বসুদেবের রাজ্য সেকলসের পত্নী কন্যার গর্ভে চিত্রাকট
 এবং কৃত্যক নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের
 রাজ্য সেকলস কন্যসতীকে বিবাহ করে এবং তাঁর গর্ভে
 নৃদীর ও ইন্দ্রনামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। কক থেকে
 তাঁর পত্নী কক্যার গর্ভে কক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ—এই
 তিন পুত্রের জন্ম হয়। রাজা সুহ্মর থেকে তাঁর পত্নী
 রত্নপলিয়ার গর্ভে বৃষ, পূর্ববর্গ আদি পুত্রসেব জন্ম হয়।
 রাজা শ্যামক থেকে তাঁর পত্নী শ্রুতুমির গর্ভে হরিকেল
 এবং হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। ভারগব
 কন্যক হিরণ্যকালী নারী জগন্নাথ পত্নীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি
 পুত্র উৎপাদন করেন। বৃক পূর্ববর্গী নারী পত্নী থেকে
 ভক, পুরুষ, শল আদি পুত্রসেব উৎপাদন করেন। সর্ষক
 থেকে তাঁর কন্য পুন্যসীর গর্ভে সূত্রি, জর্জরপাল
 প্রভৃতি পুত্রসেব জন্ম হয়। রাজা আমক তাঁর পত্নী
 কলিল নারী ভর্তী থেকে কল্যাক্ষ এবং আর নামক দুটি
 পুত্র উৎপাদন করেন। সেকী, পৌরবী, মোহিনী, ভর
 হিন্দ্রা, প্রোচল, ইন্দ্র আদি জনকসুভিত্তির (বসুদেবের)
 পত্নী। তাঁদের মধ্যে সেকী ছিলেন সুখ্যা। বসুদেব তাঁর
 পত্নী মোহিনীর গর্ভে কল, কল, সজল, পূর্বল, বিশুল, প্রব
 বৃক আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। পৌরবীর গর্ভে
 কুহু, সুভর, ভল্যাক্ষ, পূর্বল, ভর আদি ছয়জন পুত্রের জন্ম
 হয়। প্রব, উৎপাল, কৃত্যক, পুত্র আদি পুত্রসেব হিন্দ্রার

গর্ভে জন্ম হয়। ভ্রাতা (কৌশল্য) বেশী নামক এক পুত্র প্রসব করেন। বসুদেব তাঁর স্নেহে নারী পট্টোতে বস্ত্র, হোমালয় আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন এবং ইলা নারী পট্টীর গর্ভে উৎসব প্রভৃতি বসুদেব পুত্রদের উৎপাদন করেছিলেন। অমলকপুত্রির (বসুদেবের) পুত্রদের নারী পট্টীর গর্ভে বিপুল নামক পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের শাস্ত্রিনী নারী পট্টীর গর্ভে প্রথম, প্রসিত প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের উপসেবা নারী পট্টীর গর্ভে ব্রাহ্মণ, কল, বর্ষ প্রভৃতি কলটি পুত্র হয় এবং শ্রীমেধা নারী পট্টীর গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি হয় পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের ঔরসে মেঘরাক্ষসের গর্ভে পদা প্রভৃতি পদাটি পুত্রের জন্ম হয়। সাক্ষাৎ ধর্মরূপ বসুদেবের সহস্রের নারী পট্টীর গর্ভে প্রভ, প্রবর প্রমুখ আট পুত্রের জন্ম হয়। প্রবর, প্রভ আদি সহস্রের আটটি পুত্র সাক্ষাৎ অষ্টমসূর জন্মের ছিলেন। সেবকীর গর্ভেও বসুদেবের আটটি অতি যোগ্য পুত্র হয়। তাঁরা ছিলেন ঋতিমান, সুবেশ, উগ্রসেন, অজ, সমর্থন, ভদ্র এবং শেখানবের অধিকার সর্বধর্ম। অষ্টম পুত্র সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অভ্যন্তরীণ সৌভাগ্যশালিনী পিতামহী সূতরাং বসুদেবের কন্যা ছিলেন। যখন ধর্মের জন্ম এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন পরম নিরস্ত্র ভগবান শ্রীহরি সোম্যপূর্বক অবতরণ করেন।”

“হে মহাবীর পট্টকিং! ভগবানের ইচ্ছা স্মরণে তাঁর অবির্ভাব, তিরোভাব, অক্ষয় কার্যকলাপের প্রায় কোন কারণ নেই। পরমাত্মারূপে তিনি সব কিছুই জানেন। তাই এমন কোন কারণ নেই যা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কি সত্যের ভয়ও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃপায় আরা জীবনের উদ্ধার এবং তাদের জন্ম, মৃত্যু ও বৈবাহিক জীবনের আনন্দকে নিশ্চিত করে তাঁর মায়ামতির মাধ্যমে এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে তিনি জীবনের ভগবদ্ধারে তিরে যেতে সক্ষম করছেন। অসুরেরা ব্রহ্মপুত্রের বেগে হাতের কমলা নকল করে, কিন্তু রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তার কালে ভগবানের বাতহানার বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী এই সমস্ত অসুরেরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তার কালে

পৃথিবীতে অসুরদের প্রাচীর লালক হয়। ভগবানের ইচ্ছায় অসুরেরা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কমে যায় এবং ভক্তের কৃপাক্রমে তাদের উন্নতি সত্তম করার সুযোগ পায়। সত্যের এই কল্যাণ সহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শিব আদি দেবতাদের কল্যাণও অর্জিত করবেন। সত্যের কল্যাণ বহু অসুরদের সংহার করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকরে যুদ্ধে আয়োজন করেছিলেন।) অবশ্যই এই ভবিষ্যৎ যে সমস্ত জড় অন্তর্ভুক্ত করবেন, তাঁদের প্রতি অধৈর্য্যতা বৃদ্ধি প্রদর্শন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ আচরণ করেছিলেন যে, কেবল তুমি অধম করার কালে মানুষ সত্যের সমস্ত শ্রেণি এবং যুদ্ধ থেকে মুক্ত হতে পাবেন। (অর্থাৎ তিনি এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যার ফলে অবশ্যের সমস্ত ভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকলাপের উৎসাহ গ্রহণ করে সত্যের সমস্ত যুদ্ধ থেকে মুক্ত হতে পারবেন)। শুধু এক দিক কর্তে হাতী ভগবানের মহিমা গ্রহণ করার ফলেই ভক্তরা ভগবান সত্য কর্তে প্রবল বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভোজ, বৃষ্টি, অন্ন, মধু, শ্রুত, ধর্ম, সত্য এবং পাণ্ডবদের সহায়তার বিবিধ কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর বধুর হারা, মেহনত, আচরণ, উৎসাহ এবং গোবর্ধন-ধারণ আদি অলৌকিক লীলা এবং সর্বত্র সুন্দর মূর্তির প্রায় সমস্ত মানব-সামাজিক আনন্দ প্রদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুঃখমূলক মনোবৃত্তি কর্তৃকুল আদি অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত। তাঁর কর্তব্যের অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর গুণগুলি নীলাম্বর এবং তাঁর হাসি সন্তানের মতো সুন্দর। তাঁর মর্দনে উৎসাহের আনন্দ অনুভূত হয়। তাঁর দুঃখমূলক এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সত্যের পূর্ণাঙ্গের দৃশ্য হয়, কিন্তু ভক্তের চেতনার পলক পলক নিবেদনের জন্য তাঁর মর্দন আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কালে, অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করেন। লীলা পুরুষাতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে অবিরূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি তাঁর জন্মের পরই তাঁর নিজস্ব ত্যাগ করে কৃষ্ণরূপে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপে ভগবান যখন

কৃষ্ণরূপে কৃষ্ণরূপে এই প্রকার বহুতর ভিত্তি করেছিলেন। ভগবান তাঁর সন্তানদের দ্বারা তিনি কৃষ্ণকরের হৃদয়ের সমস্ত আনন্দিক প্রাণের বিশেষ সাধন করেছিলেন এবং অর্জুনের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। জগতের তিনি উৎসবে পরতঃ এক ভক্তি সমস্ত উপদেশ প্রদান করে তাঁর ধর্মের বহুতর প্রচারের করেছিলেন।”

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত

দশম স্কন্ধ

(আশ্রয়)



460

হৃদয় বীহেরা তোমার তপস্বিনীর প্রশংসা করে। তোমার মতো একজন তপস্বান ব্যক্তি কিভাবে বিবাহ উৎসব বাসরে তার ভগ্নী এক অনুরাগীকে হরণ করতে পারে? হে মহাবীর, যার জন্ম হয়েছে, তার দেহের সঙ্গে মৃত্যুরও উৎসাহিত হয়েছে। অজ্ঞ হোক অথবা একশ করে পরেই হোক, দেহধারী জীবের মৃত্যু অপোহ্যবতী। শর্তহীন পদাঙ্গন পঞ্চভূত হলে অখণ্ড মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে লীন হয়ে গেলে, সেই বা জীব তার কর্মফল অনুসারে বিনা যত্নেই তার একটি দেহ গ্রাণ্ড হয়। পরবর্তী শরীর গ্রাণ্ড হয়ে সে বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। মানুষ যেমন পঞ্চ চলায় সময় এক পা মাটিতে রেখে তারপর অন্য পা উত্তোলন করে, অথবা বীট বেগম এক তুল আয়ের করে পূর্ণাঙ্গত তুল ত্যাগ করে তেমনি বৃদ্ধ জীব এক বেহ প্রহল করে তার পূর্ববর্তী দেহ ত্যাগ করে। কোন পরিস্থিতি বর্ণন করে অথবা সেই সম্বন্ধে প্রহল করে মানুষ যেমন সেই পরিস্থিতির চিত্র করে এবং অনুমান করে এবং তার বর্তমান শরীরের কথা বিবেচনা করে সেই অবস্থার কলীকৃত হয়ে পড়ে, অক্ষয়লভ্যে মনের ধারা প্রভাবিত হয়ে সে রাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বেহে অবস্থান করার স্বপ্ন দেখে তার বর্তমান স্থিতি নিশ্চয় হয়। তেমনি জীব তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে আর একটি শরীর গ্রহণ করে (তথা মেহাভয়প্রাপ্তি)। মৃত্যুকালে সন্মম কর্তে লিপ্ত মনের চিত্র, অনুভূতি এবং ইচ্ছা অনুসারে জীব এক বিশেষ শরীর গ্রাণ্ড হয়। অখণ্ড মনের বৃষ্টি অনুসারে বেহ গঠিত হয়। মনের চঞ্চলতার কলে দেহের পরিবর্তন হয়, কারণ তা ন হলে আত্মা তার চিত্রের পরীয়ে অবস্থান করত। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আমি জ্যোতিষ বন্ধন জল অথবা তৈল আমি তরল পরার্থে প্রতিবর্তিত হয়, তখন বায়ুকে জনিত কাম্পনের কলে তাদের বিভিন্ন অবস্থানে প্রতিষ্ঠাত হই—এককণ্ড গোল, কখনও গীর্ষ ইত্যাদি। তেমনি, জীবাত্মা বন্ধন ছাড় বিবাহের চিত্রের মত থাকে, তখন অজ্ঞানের ফলে বিভিন্ন রূপকে সে তার প্রকৃত পঙ্কির বলে মনে করে অখণ্ড জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হওয়ার ফলে সে মনোভাবের দ্বারা মোহিত হয়। অতএব, হিসাবক পালকবী বন্ধন পরবর্তী জীবনের প্রশংসক দেহের কারণ, তা হলে মানুষ কেন অসং কর্ম আচরণ করবে?

নিজের মনোভাব কথা বিবেচনা করে কখনও অপরাধ প্রতি হিসাব করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে এই জীবাত্মা অথবা পরবর্তী জীবাত্মা সর্বদা শরীর দ্বারা আর্দ্র সাধনের ভয় থাকে। এই ধীমান শাসিক। দেবকী তোমার কন্যাভূষণ, মেহপাত্রী, কলিঙ্গ ভগ্নী। তুমি জীবনসঙ্গ, অতএব একে বধ করা তোমার যোগ্য নয়। বহুতই সে তোমার মেহেব পাট্রী।”

শ্রীল চক্রমেব গোখারী বললেন—“হে কৃতকল শ্রেষ্ঠ! কংস ছিল অত্যন্ত নৃপসে এবং কাকসমেত অনুবর্তী। তাই বসুদেবের সং উপদেশের দ্বারা তাকে লাভ কর্তে হারানি অথবা তার প্রদর্শন কর্তে হারানি। সে ইহলোকে অথবা পরলোকে পালকবীর জলাফলের কোন ক্ষিয়ার করেনি। বসুদেব বন্ধন দেবেছেন যে, কংস তার ভগ্নী দেবকীকে হরণ করতে বহুশরিকর, তখন তিনি অজ্ঞাত বর্তীতভাবে চিত্র করে কংসকে নিরস্ত করার আর একটি উপায় স্থির করেছিলেন। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হতকল পর্তে বুদ্ধি এবং কল রয়েছে, ততকাল পর্তে মৃত্যু থেকে পরিদ্রব লাভের চেষ্টা করা। এটি প্রতিটি দেহধারী ব্যক্তির কর্তব্য। এইভাবে চেষ্টা করা সম্বন্ধে যদি মৃত্যুকে এজন্য না মার, তা হলে তার কোন গুণকাজ হয় না।”

“বসুদেব বিবেচনা করেছিলেন—মৃত্যুরূপ কংসকে আমার সব কটি পুত্র বধ করে আমি দেবকীর প্রাণ রক্ষা করতে পারি। আমার পুত্রের জন্মের পূর্বে যদি কংসের মৃত্যু হয়, অথবা আমার পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে কল বিপর্যয় বন্ধন বান্ধা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের মধ্যে কোন এক পুত্র তাকে হত্যা করবে। অতএব অজ্ঞাতও আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, আমার পুত্রদের আমি তাকে বধ করব, তা হলে কংস আশঙ্কিত হবে, আর তারপর যদি বধ্যাসময়ে কংসের মৃত্যু হয়, তখন আর আমারদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। আমি যেমন কখনও কখনও মরীচিকা কাট পরিচাল্য করে মুরহিত কাট বহন করে, তখন বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে অদৃষ্ট বা মৈব। তেমনি, জীব বন্ধন এক প্রকার শরীর পরিচাল্য করে আর এক প্রকার শরীর গ্রহণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, অদৃষ্ট ব্যতীত তার আর অন্য কোন কারণ নেই। বসুদেব তাঁর

জ্ঞান অনুসারে এতভাবে বিবেচনা করে, পাণ্ডবরা কংসকে বধ সন্ধান প্রদর্শনপূর্বক তার কাছে এই প্রস্তাব প্রেরণ করেন। বসুদেবের মন তাঁর পত্নীর এই বিপদে ক্রোড়ায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর, নির্মল, লগ্নী কংসকে প্রস্তাব করার জন্য কংসে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “হে নৌয়া, তুমি মৈবকলী থেকে যা গ্রহণ করবে, তাতে তোমার ভগ্নী দেবকী থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তাঁর পুত্ররা। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমার ভয়ের কারণবন্ধন দেবকীর পুত্রদের জন্ম হওয়া হইবে আমি জেনে তোমার হস্তে সমর্পণ করব।”

শ্রীল চক্রমেব গোখারী বললেন—“কংস বসুদেবের বুদ্ধিতে লম্বত হয়েছিল এবং বসুদেবের কথার পূর্ণরূপে নিশাস করে ভয়বোধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। বসুদেব কংসের প্রতি প্রস্তাব দিয়ে এবং তাকে আরও প্রস্তাব দিয়ে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর সমস্ত দেবতা এবং ভগবানের মতো দেবকী বধ্যাসময়ে একটি সন্ধান প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রতি বংসের একজন পর এক ঘণ্টা পুত্র এবং সুভদ্রা ভগ্নী একটি কল প্রদান করেছিলেন। বসুদেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-রূপ অস্ত্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি বীর্জমানে নামত তাঁর প্রথম পুত্রটিকে শরীর মনোবেদন সম্বন্ধে কংসের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠ সধুদের কাছে কোন কার্য দুসহ? বীর্য ভগবানকে এতমাত্র জড়ব বস্তু বলে জানেন, তাঁদের জন্মের কোন বিষয়ের অপেক্ষা আছে? জন্মের বন্ধন নিশ্চিত, তাদের জন্মের কি প্রকৃতি পারে? আর বীর্য ভগবান প্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বভোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা কি না পরিচাল্য করতে পারেন?”

“হে মহারাজ বীর্যবীর্ষ, কংস বন্ধন দেবেল যে, বসুদেব সত্যনিষ্ঠাপূর্বক সমস্ত গ্রাণ্ড হয়ে তার হস্তে তাঁর পুত্রটিকে সমর্পণ করেছেন, তখন সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল এবং হাসিমুখে সে এই কথাগুলি বলেছিল। হে

বসুদেব, তোমার এই নিষ্ঠাটুকু নিয়ে তুমি আর কি হবে যাও তোমার প্রথম পুত্র থেকে আমার কোন ভয় নেই। তোমার এক দেবকীর অস্ত্র পুত্রের দ্বারা আমার মৃত্যু নির্ণীত হয়েছে। বসুদেব “এই মেহ” বলে তাঁর নিষ্ঠা-পতনটিকে নিয়ে গৃহে গিয়ে গিরহিগিরন, কিন্তু কংস যেহেতু ছিল চরিত্রহীন এবং অভিজ্ঞাতর, তাই বসুদেব ভয়ভয়ে বে, কংসকে কাকে নিশাস স্থাপন করা হয় না।”

“হে সত্যনিষ্ঠাত্মক মহারাজ বীর্যবীর্ষ, কংস মহারাজ আমি যোগদান, সেই সময় যোগদানের পরীক্ষা, বসুদেব প্রদত্ত বুদ্ধিবলীভবন, দেবকী প্রকৃতি অনুকূল-সামান্য, কংস মহারাজ ও বসুদেবের জাতি, বস্তু ও সুভাবন, এমন কি বাস্তবস্থিতি বীরা ছিলেন কংসের অনুপত্ত জ্ঞান, তাঁরা সন্মমসেই ছিলেন মেহভাতুল্য। এসময় তত্বেপ্রকৃত মারক কংসের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, নিষ্ঠাবে পুত্রবীর্য ধরবন্ধন দৈত্যের নিহত হবে। তার কলে কলে অত্যন্ত ভীত এবং সন্দেহাচ্ছ হয়েছিল। দেবর্ষি জ্ঞান চলে হাওদার পর, কংস সমস্ত অস্ত্রের দেবতা এবং দেবকীর সর্বসম্বৃত সন্মমদের তার মৃত্যুর কারণ বিকৃ বলে মনে করে, দেবকী এবং বসুদেবকে বধী করে পৃথলানবধ করেছিল। বিকৃ তাকে হত্যা করলে সেই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে, কংস দেবকীর প্রতিটি পুত্রকে বিকৃ বলে মনে করে তাদের একের পর এক হত্যা করেছিল। এই পৃথিবীতে প্রজার প্রাণই ত্রিবসুভ জোশের লোভে নিষ্ঠিতে তাদের শরদের হত্যা করে। তার তাদের শরদা-পুনিবর্তে যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে, এমন কি তাদের হত্যা, নিজ, দাতা অথবা বহুবন্ধন। পূর্বজন্মে কংস ছিল কালনেমি নামক এক মন্ত্র অসুর এবং বিকৃ তাকে সংহার করেছিলেন। তারই মুনির কাছে সেই কথা জানতে গেলে কংস কালকবের সঙ্গে সিন্ধুভাষণ করতে গয় করেছিল। উত্তরোত্তর অত্যন্ত কলহান পুত্র কল কল, ভোজ এবং অজ্ঞানের অধিপতি এবং নিজ নিষ্ঠা উপদেশকে কাহাণারে নিবেদন করে পুত্রদের নামক দেশসমূহ বধিকার করেছিল।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবতাদের দ্বারা গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা

শ্রীল গুণকেশব গোস্বামী বললেন—“মুগ্ধ রাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে এক প্রলাপ, বক, চাপু, ভূগবর্জ, অঘাসুর, যুটিক, অরিত, দ্বিবিদ, পুতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, মনকাসুর এবং অন্যান্য অসুর ভূপতিদের সহায়তায় পরাক্রমশালী কংস, কুবেরীয়া রাজাদের উৎসীড়ন করতে আবৃত্ত করেছিল। আসুতিক রাজাদের দ্বারা উৎসীড়িত হয়ে বাববেরী তাঁদের রাজ্য পরিভ্রমণ করে কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্য, বিদর্ভ, নিমখ, বিম্বিহ এবং কেকয়ল আদি রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কংসের কয়েকজন আত্মীয় কিন্তু কংসের নীতি এবং অচরণ অনুসরণ করতে লাগল। উগ্রসেনের পুত্র কংস দেবকীর ছটি পুত্র কিনল করলে, শ্রীকৃষ্ণের অংশ দেবকীর সন্তান পুত্ররূপে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে তাঁর হৃৎ এবং শৈশব বর্ধন করেছিলেন। মহান ঋষিগণ এই অংশকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় চতুর্ভূহ সন্ধান বা অনন্ত বলে সাধাধন করেন।

বিষাঙ্গ ভগবান তাঁর অনুগত ভক্ত যামবদের কংসের আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা করার জন্য বোণমায়াকে এইভাবে আদেশ দিয়েছিলেন—‘যে সমগ্র জগতের পুণ্ডরীক এবং সমস্ত জীবের মঙ্গল বিধানকারিণী, তুমি রাজা যাত, যেখানে বহু গোপ এবং গোপীগণ বাস করেন। সেই অতি মনোহর স্থানে, যেখানে বহু গাভী বাস করে, সেখানে কনুসেবের পত্নী বোহিণী নন্দ মহারাজের গৃহে অবস্থান করছেন। তাই কনুসেবের অন্য পত্নীগণও কংসের ভয়ে অশান্তিতে সেখানে বাস করছেন। তুমি সেখানে যাও। দেবকীর গর্ভে সন্ধান বা শেষ নামক আমার অংশ বিরাজ করছেন, অত্রিশে তাঁকে বোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত কর। যে সর্বমঙ্গলময়ী বোণমায়া। আমি তখন আমার পূর্ণ বৈভব সহ দেবকীর পুত্ররূপে অবিরূত হব এবং তুমিও নন্দ মহারাজের মহারানী যা বর্ণেশ্বর কন্যারূপে অবিরূত হবে। সকলের ঋণ কংসের পূর্ণ করতে তোমার ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সাধারণ মানুষ পণ্ডিতের দ্বারা এবং বিবিধ

উপকরণের দ্বারা মহাসমারোহে ভোজ্য পূজা করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াদেবীকে এই বাক্যে আশীর্বাদ করেছিলেন—‘পৃথিবীতে মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে তোমার পূজা, ভজনা, বিজয়া, বৈকলী, কুম্ভা, চণ্ডিকা, কুম্ভ, মাধবী, কন্যক, ময়ূ, নারায়ণী, মৈশরী, শ্যামা, অম্বিক প্রভৃতি সন্ধান করবে। দেবকীর গর্ভ থেকে বোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হওয়ার কালে বোহিণীসম্মত সন্ধান মায়ে অভিহিত হবেন। বোণমায়া লোকসমূহের আনন্দবিধান করার জন্য রাখ এবং তাঁর অমিত কলের জন্য তিনি কলভক্ত নামে কীর্তিত হবেন।’

‘ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে বোণমায়া ভবনগারে সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন। এই উচ্চারণের দ্বারা তিনি যে তাঁর সেই আদেশ পালন করবেন তা প্রতিশ্রুত করেছিলেন। তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পৃথিবীতে নন্দসোকল নামক স্থানে গমন করেছিলেন এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করেছিলেন। বোণমায়া দ্বারা দেবকীর সন্তান বন্ধন বোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখন দেবকীর মনে হয়েছিল যে, তাঁর গর্ভপাত হয়েছে এবং তার কলে সমস্ত পুত্রবাসীরা ‘মায়, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হল।’ এই বলে উচ্চারণে ক্রিগণ করতে লাগলেন। এইভাবে সমস্ত জীবের পরমাঙ্গ এবং ভক্তদের সমস্ত ভয় বিনশকারী ভগবান তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সহ কনুসেবের চিত্তে অবিরূত হয়েছিলেন। কনুসেব তাঁর হস্তে ভগবানকে ধারণ করে, ভগবানের চিত্তে জ্যোতির প্রভবে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী হয়েছিলেন। তাই ইন্দ্রি অমৃত্যুর দ্বারা তাঁকে সন্ধান করা অথবা তাঁর সঙ্গীপত্বী হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। ভক্তগণকে, তাঁর সেই ভক্ত কংস আদি কীর্তনকারী দুঃসহ হয়েছিল। তারপর পরম ঐশ্বর্যমণ্ডিত, সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধানকারী ভগবান তাঁর অংশ সহ কনুসেবের চিত্ত থেকে দেবকীর চিত্তে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এইভাবে কনুসেবের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে, দেবকী সমস্ত চৈতন্য

দ্বারা সর্বকারণের পদম কংস, সমস্ত জগতের আত্ম ভগবানকে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু কংসের গুণে কার্যকর হওয়ার কালে তাঁর সেই চিত্তের বৈশিষ্ট্য কেউ সন্ধান করতে পারেনি, তিক যেমন পাত্রের দ্বারা আক্রান্ত আশ্রয় লিখা ভেঙে পড়ে পায় না, অথবা জল থাকে সত্ত্বেও তা বিতরণ না করা হলে যেমন মানুষের হাতে কোন লাভ হয় না। দেবকীর হস্তে ভগবান বিরাজমান থাকায় তাঁর প্রভাব দ্বারা কারাগুর আক্রান্ত হয়েছিল। তাঁকে অসম্মত তত্ত্ব এবং হাস্যাত্মক সন্ধান করে কংস মনে মনে ক্ষোভ করতেন, ‘আমার প্রাপন্যক ভগবান ত্রৈলোক্য নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছে, কারণ পূর্বে দেবকী কখনও এই রকম আনন্দময় এবং প্রভাবশালী ছিল না।’ কংস ভেবেছিল, এমন আমার কি করা কর্তব্য? ভগবান, যিনি তাঁর জামাতা জ্ঞানেন (পরিভ্রমণ সাধনায় চিগাণ ৫ বৃক্কা), তিনি তাঁর বিক্রম পরিভ্রমণ করেন না। দেবকী একটী স্ত্রী, সে আমার ভগ্নী এবং অধিকন্তু সে গর্ভপতী। আর যদি তাকে বধ করি, তা হলে আমার যশ, ঐশ্বর্য, ধন্য নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হবে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত্যু, কারণ জীবিত অবস্থায় এবং তার মৃত্যুর পর সকলেই তাকে অভিশাপ প্রদান করতে থাকে। আর মৃত্যুর পর সেই দেহাভ্যন্তরীণ বর্জিত নিঃশব্দে অসম্মত নামক নরকে প্রবেশ করে।’

শ্রীল গুণকেশব গোস্বামী কললেন—‘এইভাবে বিচল হয়ে কংস ভগবানের প্রতি বৈবাহিক গোষণ করতে কল্পবিরক হওয়া সত্ত্বেও ভবীষ্যরূপ জ্ঞান্য কার্য থেকে বিরত হয়েছিল। সে স্থির করেছিল যে, ভগবানের ভক্ত হওয়া পর্বত সে অপেক্ষা করবে এবং তারপর যা করণীয় তা করবে, কংস সিংহাসনে অথবা তার দ্বারা উপবেশন করার সময়, পদ্যায় লয়ন করার সময়, কোন স্থানে অবস্থান করার সময়, ভোজন করার সময় অথবা বিচরণ করার সময় সর্বদাই তাঁর পত্র ভগবান হৃদীকেশকে কেবল সন্ধান করেছিল। অর্থাৎ তাঁর সর্বাপেক্ষা পত্রক কথা চিন্তা করে কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণভক্ততার ভাবিত

হয়েছিল। নারদ, মেঘন, বাস প্রভৃতি কল্পিত এবং উগ্র, চন্দ্র, বক্র প্রভৃতি দেহভঙ্গন সব কৃষ্ণ এবং বিব চন্দ্রাচার দেবকীর দ্বারা আশ্রয় করে, সত্যক এবং সর্ব কীর্তন প্রদানকারী ভগবানের প্রভাব দ্বারা বিধানের জন্য কৃপ করতে লাগলেন।’

‘সেইভাবে প্রার্থনা করেছিলেন—“ও ভগবান! আপনি মহাসমর, অর্থাৎ আপনি যা সমস্ত করেন, তাই সত্যতা সংরক্ষণ করেন এবং কেউই তা বোধ করতে পারে না। তাই আপনি সত্যব্রত। সৃষ্টি, চিত্রিত এবং তার এই বিবিধ কালে আপনি সমানভাবে সর্বত্র প্রভাব রাখেন বলে আপনি ব্রিসতা, সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ না হলে আপনার অসুখ প্রভাব করা যায় না। তাই বিধাতারী ব্যক্তির কলনও আপনাকে ক্ষতি করতে পারে না। আপনি সৃষ্টি সমস্ত উপাদান সক্রিয় তত্ত্ব পদ্য সত্য এবং তাই আপনি বসুধাঈ। আপনি সকলের প্রতি সন্ধানী এবং আপনার উপদেশ সর্বত্র প্রভাব, সর্বত্র প্রভাব উৎসাহী। আপনি সমস্ত সত্ত্বের আদি। তাই ভগবান আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে আপনার পদ্য গ্রহণ করি, পদ্য করে আপনি আমারে রক্ষা করুন। এই চেহ (সমষ্টি এবং ব্যক্তি) যদি কৃষ্ণরূপ প্রণতি তার অগ্র এবং পূর্ব ও পূর্ব তার সৃষ্টি ফল। সম্ভ, তত্ত্ব ও ভব—এই ত্রিটি তত্ত্ব তার ফল। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ভুত তত্ত্ব, যা হাফলন হয় পঞ্চটি স্তোত্রের মাধ্যমে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, কুম্ভা ও নিগালা—এই ছটি পলিভিত্তিতে। এই কৃষ্ণের সত্যটি আবরণ হচ্ছে—বক, কপিত, মাংস, মেন, অন্ধি, মজা ও গুরু এবং এই কৃষ্ণের অটীত শব্দ হচ্ছে পাঁচটি বুল ও তিনটি মুখ উপাদান—রাগি, জল, ভাওন, বাহু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি এবং অমৃত্যু। এই কৃষ্ণরূপ মেহের নতি চিত্র—মুটি চক্ষু, মুটি কর্ণ, মুটি নাসিকা, মুখ, পদ্য এবং উপর এবং তার সন্ধান পত্র হচ্ছে মোহর হৃদয়িত মন প্রভাব বাহু। এই সর্বত্রকারী কৃষ্ণ মুটি পাত্রী রয়েছে—সীমাহা এবং পরমাঙ্গ।’

‘ও ভগবান! এই সম্পর্কিত আমি কৃষ্ণের আপনিই একমাত্র উপাদান হাফল। আপনিই তার একমাত্র পালনকারী এবং প্রভাবের পর আপনার মধ্যেই সব কিছু সংরক্ষণ হয়। যাবা আপনার মাঝে ছাড়া অশ্রয়, তাক এই ভগবতের পিছনে যে আপনি হয়েছেন তা দেখতে

করে তিনি নির্ভর হয়েছিলেন এবং জবনন্ত শরীরে কৃত্যগুলি হয়ে একাধিগেষ্ঠে বাজাবিক কাঁড়ির দ্বারা সৃষ্টিকণ্ঠ উজ্জ্বলকারী সেই বালিকাকে ছব করতে লাগলেন।”

বসুদেব কললেন—“হে ভগবান। আপনি এই জড় জগতের অতীত পবন পূর্বক এবং পরমাখ্যা। চিত্রর কামের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমি এখন পূর্ণরূপে আপনার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। হে ভগবান। আপনি সেই পূর্বক যিনি প্রথমে তাঁর বহিঃস্থ শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করে আপনি যেন তাতে প্রবেশ করেছেন বলে প্রতীত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনি প্রবিশ্ট হননি। মহতত্ত্ব অবিজ্ঞাত্য, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের বলে যা ঘটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে বিভক্ত বলে মনে হয়। জীবাণুতির ফলে (জীবজড়), এই সমস্ত বিভক্ত শক্তিগুলি মিলিত হয়ে মূঢ় ভগবৎকে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতের সৃষ্টির পূর্বেও মহতত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই, মহতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কখনই সৃষ্টিতে প্রবেশ করে না। তেমনই, আপনি যদিও আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন, তবুও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা আপনাকে অনুভব করা যায় না (অব্যাক্ষয়গোচর)। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কোন কোন বস্তু দর্শন করতে পারি, সব কিছু দর্শন করতে পারি না। যেমন, আমাদের চক্ষুর দ্বারা আমরা দর্শন করতে পারি, কিন্তু রস আনন্দন করতে পারি না। তেমনই, আপনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে হয়েছেন, তবুও আপনি প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নন। আপনি সব তিস্তুর মূল কারণ, সর্বব্যাপ্ত, অবিচ্ছিন্ন পরমাখ্যা। তাই আপনি কহ্য ও অকরণ্য। আপনি কখনও মেরকীর গর্ভে প্রবেশ করেননি পক্ষান্তরে আপনি পূর্বেই দেখানে বিদ্যমান ছিলেন। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উৎপন্ন সেই আমি দৃশ্য বস্তুকে আত্মা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, সে তার অস্তিত্বের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে ভ্রমপত নয় এবং তাই সে একটি মূর্খ। যাঁচ বিশ্ব, তাঁরা এই প্রকার মনোভ্রম বর্জন করেছেন, কারণ পূর্ণরূপে

প্রিয়তম করে তাঁরা ভগবতঃ কহ্য ও পেরেছেন। যে, আত্মা খিনা সেই এবং ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অব্যক্ত। মূর্খদের সিদ্ধান্ত যদিও পরিভাগ করা হয়েছে, তবুও মূর্খেরা তাঁকেই বাস্তব বলে মনে করে। হে ভগবান, কেনই পতিভেদা বলেন যে, বিদ্যায়, নিরূপ এবং নির্বিকার আপনার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সাংগে কার্য হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ আপনারাতে কোন বিগ্রহ নেই। যেহেতু জড়া প্রকৃতির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম আপনার নিরূপাধীন, তাই সব কিছু আপনা হাতেই সম্পাদিত হয়। হে প্রভু! আপনার জরাল জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত, তবুও ত্রিলোক পালনের জন্য আপনি সমুদণে ত্রীবিধুর গুরুরূপ ধারণ করেন: সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মোপনবংশ স্বত্ববর্ণ ইন এবং প্রলয়ের সময় ভ্রমোপনবল কল্কর্ণ ধারণ করেন। হে ভগবান, আপনি সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর, আপনি এখন এই রূপে রক্ষা করার জন্য আমার গৃহে আবিস্কৃত হয়েছেন। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, সাবা পৃথিবী জুড়ে কল্পিত রাজার বেশধারী অসুরদের যে সেনাবাহিনী কিসল করছে, তাদের আপনি সংহার করছেন। নিরীহ জনসাধারণদের রক্ষা করার জন্য আপনি অবশ্যই তাদের সংহার করবেন। হে সুভেদ। আপনি আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করছেন এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রথন করে, অমল্য কংস আপনার অগ্রজদের হত্যা করেছে। তার সেনানায়কদের কাছে আপনার আবির্ভাবকে কথা প্রল করা হাটাই, আপনাকে হত্যা করতে সে ছত্র নিয়ে এখানে আসবে।”

শ্রীল গুণসেব গোবামী কললেন—“তারপর কংসের ভ্রম ভীতা দেবকী মহাপুরুষের লক্ষণবৃত্ত পুরকে দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁর লব করতে লাগলেন।”

দেবকী কললেন—“হে ভগবান। বেশ অনেক। তাদের মধ্যে কয়েকটি আপনাকে স্নান এবং যাকের অংগের বলে বর্ণনা করে। তবুও আপনি সমগ্র জগতের আমি উৎস। আপনি ব্রহ্ম—সর্ববৃহৎ, সূর্যের মধ্যে জ্যোতির্ময়। আপনার কেন জড় কারণ নেই, আপনি নির্বিকার ও নির্বিশেষ এবং আপনার কোন জড় বস্তু নেই। এইভাবে কেন আপনাকে বাস্তব বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, হে ভগবান, আপনি প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত বৈদিক বাণীর উৎস এবং আপনাকে জ্ঞান হলে

জন্ম সব কিছু জানা হয়ে যায়। আপনি ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা থেকে চৈত, তবুও আপনি তাঁদের থেকে জড়। সব কিছুই আপনা থেকে উদ্ভূত হয়। নিসেন্দেহে আপনি সর্বকারণের কারণ ভগবান ত্রীবিধুর, অর্থাৎ সমস্ত স্রষ্টা জগতের আত্মক। কোটি কোটি বছর পর প্রলয়ের সময় যখন বাত এবং অব্যক্ত সব কিছুই অলংকারিত দ্বার কানে হয়ে যায়, তখন পক্ষমহীকৃত সত্ত্ব তত্ত্বের প্রবেশ করে এবং বাত পদার্থসমূহ অব্যক্তকে লীন হয়ে যায়। তখন অলংকারিত নামক আপনিই বর্তমান থাকেন। হে প্রকৃতির প্রবর্তক! এই অব্যক্ত সৃষ্টি যে কালের নিরূপাধীনে কার্য করছে, নিমেষ থেকে শুরু করে বছর পর্যন্ত সেই মহাকাল বিকৃতরূপে আপনারই অর একটি রূপ। আপনার সীলা-বিন্যাসের জন্য আপনি কালের দ্বিগুণরূপে কার্য করেন, কিন্তু আপনি সমস্ত সৌভাগ্যের প্রধার। আমি সর্বসমুদয়ে আপনার পরমপত ইই। এই জড় জগতে কেউই বিভিন্ন প্রলোকে পলায়ন করেও লব-বৃত্ত-করা ব্যক্তির কল থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু, হে ভগবান, আপনি এখন আবিস্কৃত হয়েছেন বলে মৃত্যু আপনার ভয়ে পলায়ন করছে এবং জীবের আপনার কৃপায় আপনার ত্রীপদপদের আশ্রয় লাভ করে পরম শান্তিতে অবস্থান করছে। হে ভগবান। আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত ভব দূর করেন, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি অত্যন্ত ভরদর কংসের ভব থেকে আমাদের রক্ষা করুন। যোগীরা যখন আপনার বিকৃতরূপ দর্শন করে। যারা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, তাদের নিকট মদ্য করে আপনি এই রূপ ঘোচরীকৃত করছেন না। হে মধুসূদন। আপনার আবির্ভাবের ফলে আমি কংসের ভয়ে অধিক থেকে অধিকতর উদ্ভিন্ন হয়েছি। তাই কংস যাতে বুঝতে না পারে যে, আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, কৃশাশ্রব আপনি তার উপায় কন। হে ভগবান। আপনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর এবং কন, চক, কন এবং পদ সুপ্রোভিত আপনার দ্বিগু চক্ষুরূপ এই জগতের পক্ষে অব্যাক্ষয়িক। দয়া করে আপনি আপনার এই রূপ সংকল্প করুন (এক একটি সাধারণ মনশিষ্ট রূপ ধারণ করুন, যাতে আমি আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারি)। প্রলয়ের সময় সমগ্র জগতের সৃষ্টি আপনার চিত্তের পরীয়ে

প্রবেশ করে এক অপর অপরায়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। কিন্তু এখন সেই চিত্ত রূপ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। মধু বা বিকল করতে পাবেন না এবং তাই আমি কংসের উপহাসস্পদ হব।”

ভগবান বললেন—“হে সতী, বাতব্রব মনুজের তেনার পূর্বভবে তুমি পূর্ণি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বসুদেব ছিল অতি পুণ্যবান প্রজাপতি সূতপা। তাৎপর্য তোমরা তব্বার অমোশে প্রজাপতির জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিল। হে পিতা! হে মাতা! জোমরা বিভিন্ন ক্ষত্রে কর্মী, বান্ধ, বৌদ্ধ, প্রবল ভাগ এবং প্রচল নীত সহ্য করেছিলেন। বৌদ্ধিক প্রাণাধারের দ্বারা যেহেতু অভ্যন্তর শাস জোম করে এক পাছের চক পাড়া ও বায়ুমাত্র সেতন করে জোমরা জোমাদের ইনর কলুষযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে আমার কাছ থেকে বর লাভের প্রার্থার জোমরা শান্তিতে আমার কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন। এইভাবে জোমরা আমার চেতনার (কমলভাবের) মধ্য হয়ে জোম হাঙ্গার দ্বারা কলুষ করে অস্তর তপস্যা করেছিলেন। হে নিপাণ মাতা দেবকী, নিরন্তর ব্রহ্ম এবং ভক্তি সহকারে ফলতে আমার কথা চিন্তা করে কঠোর তপস্যায় সেই ব্যারো হাজল সিন্ত কংসের অতিক্রান্ত হলে, আমি জোমনের প্রতি অভ্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলাম। যেহেতু আমি জেট বরনাত্র, তাই এই কৃচ্ছরণে জোমাদের সমুদে আবিস্কৃত হয়ে জোমাদের রঙ্গল অনুসারে আমার চক থেকে বর প্রার্থনা করতে বলেছিলাম। জোমরা তখন টিক আমার হাতো পুর লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। জোমরা নিসেন্দন সম্প্রতি বৈশ্বনরমর্মে আকৃষ্ট হয়ে দেবমায়ার প্রভাবে আমার প্রতি চিত্ত প্রেমবশত আত্মকে জোমাদের পুত্ররূপে আকর্ষণ করেছিলেন। তাই জোমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করনি। আমি চলে যাওয়ার পর, সেই বর প্রাপ্ত হয়ে জোমরা আমার হাতো পুর লাভের জন্য যৈশ্বনরমর্মে আচরণ করেছিলেন এবং আমি জোমাদের রঙ্গল পূর্ণ করেছিলাম। ইহলোকে জোমাদের মতো সচ্চরিত্র এবং সনাতন প্রভৃতি গুণ সম্বিষ্ট অন্য কাউকে না পেয়ে, আমি পুষ্টিগর্ভ নামে জোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তী যুগে যখন জোমরা পুনরায় জন্মিতি এবং কল্যাণরূপে আবিস্কৃত

হয়েছিল, তখন আমি তোমাদের পূত্ৰরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র এবং স্বর্গকর্তা হওনের ফলে আমি বামন নামেও বিখ্যাত হয়েছিলাম। হে গভী! সেই আমিই এখন তৃতীয়বার তোমাদের পুত্ৰরূপে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার এই বাক্য সত্য বলে জানবে। আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করবার জন্যই আমি তোমাদের এই বিমূৰ্খরূপ প্রদর্শন করিয়েছি। তা না হলে, আমি যদি একটি সাধারণ নরশিশুরূপে আবর্তিত হতাম, তবে তোমরা বিশ্বাস করতে না যে, শ্রীবিষ্ণুই তোমাদের পুত্ৰরূপে আবর্তিত হয়েছেন। তোমরা উভয়েই তোমাদের পুত্ৰরূপে আমার কথা চিন্তা কর, কিন্তু তোমরা জান যে, আমি ভগবান। এইভাবে রেশপূর্বক নিঃসৃত আমার চিন্তা করে তোমরা পরম সিদ্ধি লাভ করবে, অর্থাৎ ভগবত্বায়ে ফিরে যাবে।”

শ্রীল শুকদেব গোপাশী বললেন—“এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীরব হয়েছিলেন। তাঁদের সমক্ষেই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তির দ্বারা নিজেদের একটি প্রাকৃত শিশুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। (অর্থাৎ, তিনি নিজেকে তাঁর আদি স্বরূপে রূপান্তরিত করেছিলেন—কৃষ্ণরূপে ভগবান স্বয়ং)। তারপর, ভগবানের অনুপ্রেরণায় বসুদেব যখন নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে সূতিকাগৃহ থেকে বাইরে নিয়ে বাসিয়েলেন, ঠিক সেই সময় ভগবানের চিরন্তন শক্তি যোগমায়া নন্দ মহারাজের পত্নীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত দ্বারবন্ধেরা ইন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত

হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিল এবং অন্যান্য পুরবাসীরাও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। সুদেব উঠয়ে যেমন অক্ষরের আশ্রয় থেকেই পূর হয়ে যায়, তেমনি, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেব সমাপ্ত হওয়া মাত্রই লৌহ খিলকযুক্ত শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ কিলোপ কপাটগুলি আশ্রয় থেকেই উন্মুক্ত হয়েছিল। তখন মেঘ মধ্য মন্দির গভীর সহকারে বারি বর্ষণ করছিল বলে, ভগবানের অংশ অনন্তসময়নাগ করতা থেকেই বসুদেব এবং তাঁর চিন্তিত শিশুটিকে সেই বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর কথা বিচার করে বসুদেবের অনুগমন করেছিলেন। নিরন্তর ইচ্ছাশব্দের বর্ষণে যমুনা নদী গভীর জলরাশির বেগজাত তরঙ্গে কেবলি এবং ভবনকে অকণ্ঠসমূহে আকুল হয়েছিল। কিন্তু সমুদ্র যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেতুবন্ধন করতে দিয়ে পথ প্রদান করেছিল, যমুনা নদীও সেইভাবে বসুদেবকে নদী পার হওয়ার পথ প্রদান করল। নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছে বসুদেব দেখলেন যে, সমস্ত গোপেরা গভীর নিদ্রায় নিমিত্ত। তিনি তখন তাঁর পুত্রটিকে কাশোদরার কন্যায় স্থাপন করে যোগমায়াসিদ্ধি তাঁর কন্যাকে গ্রহণপূর্বক পুনরায় কংসের কারাগারে ফিরে এসেছিলেন। বসুদেব সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় স্থাপনপূর্বক তাঁর পায়ে লৌহপৃঙ্খল বন্ধন করে পূর্বের মতো আবদ্ধভাবে অবস্থান করলেন। প্রসবকাল পরিচ্যাপ্ত যশোদাদেবী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর পুত্র হয়েছিল, না কন্যা হয়েছিল।”



চতুর্থ অধ্যায়

কংসের অত্যাচার

শ্রীল শুকদেব গোপাশী বললেন—“হে মহাবীর প্রবীক্ষক, তখন পুত্রের আশ্রয়ভঞ্জন এবং বাইরের দ্বারসমূহ পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন গৃহবাশীরা, বিশেষ করে দ্বারবন্ধকরা, নবজাত শিশুর জন্মন শুনে

শয্যা থেকে জেগে উঠেছিল। তারপর, সমস্ত প্রহরীরা শীঘ্রই ডোজরাগ কংসের কাছে গিয়ে দেবকীর সম্ভবনের কথা সংবাদ প্রদান করছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত সহকারে এই সংবাদের প্রতীক্ষারত কংস শুৎকলাৎ তাঁর কার্য

সম্পাদনের তদপূর্ব হয়েছিল। কংস তখন অতি শীঘ্র তাঁর কন্যা থেকে উপিত হয়ে চিন্তা করেছিলেন, ‘এটি হচ্ছে তখন, যে আমাকে কখনও কখনও জন্মগ্রহণ করেছিল।’ এইভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে কংস মুক্তকেশে শীঘ্রই সূতিকাগৃহে উপস্থিত হয়েছিল।”

কংসের দেবকী কাতরভাবে কংসের কাছে আবেদন করেছিলেন—“হে প্রভু, তোমার কল্যাণ হোক। এই কন্যাটিকে হত্যা করো না। সে ভবিষ্যতে তোমার পুত্ৰবৎ হবে। গ্রীহত্যা করা তোমার উচিত নয়। হে প্রভু, তুমি প্রেরণায় তুমি অধির মতো উজ্জ্বল এবং সুন্দর আমার পুত্রদের হত্যা করেছ। এই কন্যাটিকে দয়া করে তুমি হত্যা করো না। একে উপভোগ্যরূপে আমাতে প্রদান কর। হে প্রভু, হে প্রভু, সন্তানবিহীন হওয়ার কলে আমি অত্যন্ত বীন, কিন্তু তবুও আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নী এবং তাই আমার এই শেষ সন্তানটিকে তোমার উপভোগ্যরূপে প্রদান করা উচিত।”

শ্রীল শুকদেব গোপাশী বললেন—“এইভাবে কন্যাটিকে আলিঙ্গন করে কাতরভাবে ক্রন্দন করতে করতে দেবকী কংসের কাছে সেই শিশুটির জন্য প্রার্থনা করলেও দুঃখের কংস তাঁকে ভবিসন্ম করে তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল। বিকট স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কংস তার গর্ভীর সঙ্গে সমস্ত ঘাসীয়াতর সম্পর্ক সমূলে উৎপাটিত করেছিল। সে তখন সন্ধ্যোজ্ঞাতা ডাকিনীকে চরণদ্বয় দ্বারা ধরে সবলে লিপাণ্টে নিক্ষেপ করেছিল। সেই কন্যাটি অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠা ভগ্নী যোগমায়া দেবী কংসের হাত থেকে উদ্ধার উৎকলিত হয়ে আকাশে আবৃত্তি অষ্টমহাবত্মা দুর্গাদেবীরূপে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। দুর্গাদেবী ফুলের মাল্য, চন্দন, সুগন্ধ বসন এবং বহুমূল্য বয়লঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি তাঁর হাতে ধনু, ত্রিশূল, বাণ, ঢাল, খণ্ড, লম্বা, চক্র ও পদা ধারণ করেছিলেন এবং অকরা, ক্রন্দন, উত্তাপ, সিদ্ধি, চারণ, স্বর্গ আদি অর্ঘ্যলোকবাসীরা তাঁর পূজার জন্য বিবিধ উপকরণ প্রদান করে তাঁর বন্দনা করেছিলেন। তিনি তখন এই কথাগুলি বলেছিলেন—‘ওরে মহামুখ কংস! আমাকে কখনও তোর কি লাভ হবে? তোর চিরন্তন ভগবান আমি অবশ্যই তোকে কখনও কখনও, তিনি ইতিমধ্যেই

যন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। অতএব নির্ভরক দাঁত শিশুর হত্যা করিস না।’ কংসকে এই কথা বলে দুর্গাদেবী বা যোগমায়া বন্দনালী প্রকৃতি বিভিন্ন স্থানে জগদগুণী, দুর্গা, কালী, ভদ্রা আদি বিবিধ নামে সিদ্ধতা হয়েছিলেন।”

“দুর্গাদেবীর সেই মালী বন্দন করে কংস অত্যন্ত নির্ভর হয়েছিল। সে তখন তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করে অত্যন্ত নির্মিতভাবে বলেছিল—‘হার ভগ্নিনী! হার ভগ্নীপতি! আমি এতই পানী যে, বাসনসহা যেমন লোভনের সন্তান ভক্ষণ করে, আমিও তোমার ভোগ্যের নত সন্তানকে হত্যা করেছি। আমি অত্যন্ত নির্মম এবং নিকৃষ্ট, তাই আমি আমার সন্তান আত্মবৈরতন এবং বহুদ্বন্দ্ববন্ধের পরিচয় করেছি। অতএব, আমি জানি না, ব্রহ্মবাতীর সঙ্গে মৃত্যুর পথ অথবা জীবিত অবস্থায় আমি কোন্ লোকে গমন করব। হার, কেবল মানুষেরাই ত্রিগুণ কলা করে না, এমন কি দৈবও ত্রিগুণ কলা করে। আমি এতই পাপাশ্রা যে, আমি মৈবগামীতে বিশ্বাস করে আমার ভগ্নীর সন্তানদের কখনও করেছি।”

“হে মহাত্মা সম্পতি, তোমাদের সন্তানদের ডানের অদৃষ্টে অক্লপ কলঙ্ক ভোগ করেছে। অতএব তাদের জন্য শোক করো না। দৈবের নিয়ন্ত্রণমণীনে সমস্ত জীবেরা সর্বদা একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এই পৃথিবীতে মৃত্যুকালকৃত বঁট, পুতুল আদি বস্তু যেমন প্রকট এবং তাঁদের ভেঙ্গে গিয়ে মজিত মিশ্রিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি, বহু জীবের শরীর মিশ্রিত হয়ে যায়, কিন্তু স্বীকৃতি থাকি মনে অপরিবর্তিত থাকে এবং তার কখনও ভিলাপ হয় না (ন হনতে কন্যামনে শরীরে)। যে ব্যক্তি দেহ এবং আহার প্রকৃতি সমূহে অবগত নয়, তাঁর দেহাভবুদ্ধি অত্যন্ত প্রকল হয়। দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি অসংজ্ঞার কলে সে তার পরিবার, সমস্ত এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ এবং বিচ্ছেদের দ্বারা দ্বীকভাবে প্রভাবিত হয়। বস্তুকল পর্যন্ত এই আসক্তি থাকে, ততকণ তার সংসার-বন্ধন নিঃশূন্য হয় না। (অন্যথা সে মুক্ত!) হে অন্ধ, হে ভগ্নী দেবকী! সকলেই দৈবের বিশ্বাস অনুসারে তার কর্মফল ভোগ করে। তাই, যদিও তোমার পুত্রেরা দুর্ভাগ্যবশত আমার

বসনে শঙ্খিতা ছিল। তার কেশবন্ধন মর্ম্মবদ ফুলের মালায় ভরা অলঙ্কৃত ছিল। একা তর কণ্ঠস্থলের দীপ্তিতে উল্লাসিত তার মুখমণ্ডল কেশবাধারিত চারা সুশোভিত হয়েছিল। সে মনোহর হাস্য সচক্রে কটকট নিকেশের দ্বারা সমস্ত ব্রজবাসীকে, বিশেষ করে পুরুষদের মন হরণ করেছিল। গোপীরা তাকে দেখে মনে করেছিল, কেন মুর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী পক্ষ হাতে তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। বালদাতিনী পুতনা শিশু অধেষণ করতে করতে ভগবানের লীলালভের দ্বারা প্রেরিত হয়ে, কিনা বাণীর নব মহারাজের গৃহে প্রবেশ করেছিল। অসম্ভব ক্ষমতি না নিয়ে সে নব মহারাজের গৃহে প্রবেশ করে পথায় পথিত, ভাষাভাষিত বহির মধ্যে অসম্ভব শক্তি সমন্বিত শিশুকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, সেই শিশুটি কেন সখ্যবশ শিশু ছিল না, সে ছিল সমস্ত অসুরদের সংহারক। পথায় পথিত, সর্বস্বার্থী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বালদাতিনী পুতনা তাঁকে হত্যা করতে এসেছে। তাই কেন ভয়ভীত হয়ে তিনি তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। পুতনা তখন তম্ব অশুভকল্প শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে ধারণ করেছিল, ঠিক যেমন মূর্খ ব্যক্তি নিশ্চিত সর্পকে রক্ষা বলে মনে করে তাকে তার কোলে ধারণ করে। পুতনা রাক্ষসীর হনন ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কেন একজন অতিশয় রোহিনীতা মাতার মতো। তাই সে ছিল ঠিক একটি কোমল কোরমহাশয় তাঁকৃষ্ণের চরবারির মতো। তাকে গৃহের মধ্যে দর্শন করত মা যশোদা এবং রোহিনী তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে, তাকে বাগা বা নিয়ে নীরবে সেখানে অবস্থান করছিলেন, কারণ সে শিশুটির প্রতি মাতৃবৎ প্রেম প্রদর্শন করেছিল। সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে কোলে গ্রহণ করে তাঁর মুখে তার স্তন প্রদান করেছিল। তার সেই স্তনপ্র অত্যন্ত তাঁর বিবে শিশু ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি অত্যন্ত কৃপা হয়ে তাঁর দুই হস্তের দ্বারা স্তনভায়ে তার স্তন নির্দোষ করেছিলেন এবং তার চাম সহ সেই বিধ পান করেছিলেন। জীবনের সমস্ত মর্ম্মভায়ে অসহ্যভাবে পীড়িত হয়ে, পুতনা “আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও। আর আমার স্তন্যপান করো না।” এই

বলে চিৎকার করতে করতে খর্ষিত হয়ে সেখানে বিস্ফারিত করে এক চরণ ও বাস্তব তার বদন হস্তে বিকল্প করতে করতে উড় হয়ে ভগবান কণ্ঠে পদাঙ্গ পুতনার প্রতি পতীর আত্মনামে পর্বত সহ পুণ্ড্রী এবং প্রাণ সহ আকাশ কপিপত হয়েছিল। পাতালদেশে ও মিতসকল প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং মানুসের গহন্যাত হচ্ছে বলে মনে করে ভয়ে কুপিত হয়েছিল। এইভাবে কৃষ্ণ কর্তৃক স্তনভায়ে আক্রান্ত হয়ে পুতনা অসহ্য কোমর আর প্রাণত্যাগ করেছিল। হে মহারাজ পর্বতকিং, সে তার মুখ ন্যাসন এবং কেশবাধি ও হাত-পা প্রসারণপূর্বক তার রাক্ষসীরূপ গ্রহণ করে, ইন্দ্রের ব্যস্ত অবাতে নিহত বৃষ্টিসূতের মতো ম্রগ হারিয়ে পোটে পতিত হয়েছিল।”

“হে মহারাজ পর্বতকিং, পুতনার বিশাল নষ্টন নখন কুপিত হয়েছিল, তখন বারো মাইল পরিধিত স্থানের সমস্ত বৃক্ষ বিধ্বংস হয়েছিল। তার সেই বিশাল শরীর অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। সেই রাক্ষসীর দুই লম্বায়ের অগ্রভাগের মধ্যে তাঁক দন্তবিশিষ্ট ছিল, ন্যাসন পর্বতের ওহার মধ্যে পতীর, স্তন্য পর্বত শিখরদ্বারা প্রত্যহস্তের মতো বিশাল এবং কেশবাধি বিকল্প ও ভাষার্থ ছিল। তার অকিকোটর অঙ্গবৃণের মধ্যে পতীর অঙ্গনবৃত্ত নদীতটের মতো ভীষণ, তার বাহু, উরু ও পদবৃণ বিশাল সেতুর মতো এবং উরুটি অলঙ্কৃত হস্তের মতো ছিল। ইতিমধ্যেই সেই রাক্ষসীর চিববাসে খোদ এবং গোপীদের হস্ত, তর্প ও মস্তক কপিপত হয়েছিল। পুনরায় তাঁরা বহন তার ভয়ঙ্কর শরীর দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা আরও ভীত হয়েছিলেন। শিশু কৃষ্ণক নির্ভয়ে পুতনা রাক্ষসীর বক্ষস্থলে খেলা করতে গেল, গোপীরা অত্যন্ত বিস্ময়বিত হয়ে মহা আনন্দে তাঁকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তাবশন অন্য গোপীগণ সহ মা যশোদা এবং রোহিনী গোপজ প্রমথ প্রভৃতি ক্রিয়ায় দ্বারা সমস্ত বিশ্ব থেকে শিশু শ্রীকৃষ্ণের সম্যকভাবে রক্ষা বিধান করেছিলেন। শিশুটিকে গোদুর্গ দ্বারা রান ববিরে গোদুর্গে লিপ্ত করা হয়েছিল। ওরপর গোময় দ্বারা লম্বাটি আদি দ্বারা আরো ভগবানের বিভিন্ন নাম লিখে তিলক আঁকন করা হয়েছিল। এইভাবে শিশুটির রক্ষা বিধান করা হয়েছিল। গোপীরা প্রত্যহ

অসম্ভবপূর্বক তাঁদের মনে এবং কবিরে বীজনাশ করে, তারপর পদাঙ্গের মতো সেই মন প্রাণে তরুণসেন।”

“শ্রীল ওকাদেব গোদাদী মহারাজ পর্বতকিং, ব্রজবাসিন যে, গোপীরা বধ্যাধি বিধি অনুসারে এই প্রকারে দ্বারা তাঁদের শিশুপূর কৃষ্ণকে রক্ষা করেছিলেন।) তার তোমার পদবৃণ রক্ষা করল, হরিদান কানুট রক্ষা করল, বক্ষ উরুদর, অচ্যুত কনিষ্ঠ, হস্তপা ভয়ঙ্কর, কেশব হস্ত, চাম বক্ষস্থল, সূর্য ভয়ঙ্কর, বিষ্ণু নব, উরুদর মুখমণ্ডল, চামর মস্তক, চরী সন্ধ্যভাগ, গোপারী শ্রীধরি পদ্যভাগ, দ্বন্দ্বী মুরিগু ও অশিধারী রক্তন তোমার উত্তর পাখ এবং লক্ষ্যারী উত্তর পাশে পদ্যবৃণ, উপরে উপরিভাগে, গরুড় কৃতলে এবং হস্তের পুরুষ চতুর্দিকে তোমাকে রক্ষা করল। দ্বন্দ্বীভেদ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করল, ব্রজরাজ তোমার প্রাণ রক্ষা করল, শেতবীপ অশিধারী তোমার হস্ত রক্ষা করল এবং ভগবান বোধেশ্বর তোমার মনকে রক্ষা করল। পূর্ণিয়ার তোমার বৃদ্ধি রক্ষা করল এবং পরমেশ্বর তোমার বাহ্যকে রক্ষা করল। খেলা করার সময় পৌত্তিল তোমাকে রক্ষা করল এবং পরনকালে দ্বন্দ্বী তোমাকে রক্ষা করল। পদ্যকালে বৈকুণ্ঠ তোমাকে রক্ষা করল এবং উপনেক্ষকালে লক্ষ্মীপতি দ্বন্দ্বী তোমাকে রক্ষা করল। তোমার সমস্ত গুণবৃদ্ধির ভয়ঙ্কর শত্রু বক্ষভূত তোমার উপভোগের সময় সর্বদা তোমাকে রক্ষা করল। জড়িনী, বাতুপদী ও কৃষ্ণা নামক দুই জড়িনী শিশুরে সব চাইতে বড় শত্রু। আর ভূত, প্রেত, শিশু, বক্ষ, রাক্ষস, ক্রিয়াক, কোটর, কেবলী দ্বন্দ্বী, পুতনা, মাতৃকা আদি প্রেতাদ্বারা বিস্মৃতি, উল্লাস এবং কৃষ্ণের উপাসন করে দেহ, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বদা কষ্ট দেয়। বৃহৎসহর মতো দ্বন্দ্বী মহা উপাঙ্গ ৮টি করে, বিশেষ করে শিশুদের, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু নাম উচ্চারণের বলে তাদের বিনাশ করা যায়, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম কনিত হলেই তারা সবকো ভীত হয়ে মূর্খ পশিলে যায়।”

শ্রীল ওকাদেব গোদাদী কলসেন—“মা যশোদা আদি গোপীরা মাতৃসহরে বহুদে অলঙ্কৃত ছিলেন। এইভাবে মন উল্লাস করে শিশুটির রক্তক্রিয়া সম্পাদন করে, মা যশোদা তাঁকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন এবং তবৎক তাঁকে পথায় বহন করিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে নব মহারাজ আদি

সমস্ত গোপরা মনুস থেকে দূরে তিরে এসে, পুতনার বিশাল মৃত শরীর পড়ে রয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।”

নব মহারাজ এবং অন্য গোপরা শুধন লোকসকল—“হে কৃষ্ণ! অসম্ভবশক্তি বা মনুসের নিশ্চয়ই একজন বহন করি অথবা যোগেশ্বর হয়েছেন। তা না হলে তাঁর নাক এই ভবিষ্যদ্বাণী করা পত্র বলা কি করে? ব্রজবাসীরা পুতনার দেহ কৃত্যে বহন বত বত করে কোট ঘুরে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং প্রত্যেক অন্তর্য পুরুষ পুরুষকে কাটবেশিত করে মন করেছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুতনা রাক্ষসীকে বন করার সময় তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই সে সমস্ত বড় কদম্ব থেকে মুক্ত হয়েছিল। তার সমস্ত পাণ আপন থেকেই বিধৃত হয়েছিল এবং তাই বহন তার বিশাল শরীর মনুস করা হচ্ছিল, তখন তা থেকে অশ্রু মতো সুগন্ধবৃক্ষ দুই উদ্ভিত হয়েছিল। রক্তপাদিনী শিশুদাতিনী রাক্ষসী পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানকে তার স্তন্যপান করেছিল, তাই সে সম্পত্তি লাভ করেছিল। আর বীরা ষাণ্ডাবিক বিশ্বাস ও ভক্তি সহজাত হইবে, তেরে কৃষ্ণকে তাঁদের স্তন্যপান করেন অথবা প্রি বস্ত্র প্রদান করেন, তাঁদের আর কি কথা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর শুভ ভক্তদের হৃদয়ে বিনাশ করেন, তিনি সর্বদা রক্ষা, শিব আদি লক্ষ্যপুত্র্যে কৃতিদের দ্বারা বশিত। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পুতনা দেহ জালিন অসহ্যসুখে তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই ব্রজবাসী হান ও পুতনা চিব-ভায়ে মাতৃদুর্গ পদ লগে করে পরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। তা হলে মাতৃসুখে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত পাতীদের স্তন্যপান পান করেছিলেন এবং মাতৃবৎ প্রেম বাক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের বৃক্ষ হনন করেছিলেন, তাঁদের আর কি কথা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত (কবলা) ওকাদা ব্রজবাসীরা আদি নব বহন মাতৃ সেই ভগবানের প্রতি গোপীরা সর্বদা মাতৃবৎ প্রেম অঙ্গুল করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ কৃষ্ণ সহজারে তাঁদের স্তন পান করেন। তাই তাঁদের মাতৃ-পুত্রের সম্পর্কই আদ্যন্ত, গোপীরা নানা প্রকার পারিবারিক কার্যকলাপে বাই থাকলেও, অকলম মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা তাঁদের দেহ প্রাণের পর পুনরায় এই ভগবত দ্বিবে অসহন

পুত্নার দেহ বহনের ফলে নির্গত ধূমের সৌরভ অগ্রদূত
কর দূরগত ব্রহ্মবাসীরা অত্যন্ত আশ্চর্যচিত হইয়া জিজ্ঞাসা
করেছিলেন, “এই সৌরভ আসছে কোথা থেকে?”
এইভাবে বহুগুণ কলতে উঠা পুত্নার দেহ দেখানে দমন
করা হইল, দেখানে গিয়েছিলেন। দূরগত ব্রহ্মবাসীরা
যখন পুত্নার আগমন কৃতান্ত এক কক্ষ কর্তৃক উন্নত
হওয়ার বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত
আশ্চর্যচিত হইয়া শিওটিকে আশীর্বাদ করেছিলেন।
বসুদেব সেই ঘটনার কথা পূর্বের অকমল হইয়েছিলেন

বলে, নন্দ মহারাজ বসুদেবের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা
অনুভব করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

“হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পূর্ণাঙ্কিঃ! নন্দ মহারাজ
হিঃসম অত্যন্ত উদার এবং সরল। তিনি ব্যতীত
প্রত্যাপ্ত তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাঁর মন্তক
অগ্রদূত করে শত্রু আনন্দ লাভ করেছিলেন। যে ব্যক্তি
প্রজ্ঞা সহকারে পুত্নী মোক্ষপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই অমূল্য
লৈলবলীলা শ্রবণ করেন, তিনি আদিশূরর ভগবান
শ্রীগোবিন্দের প্রতি পরম আসক্তি লাভ করেন।”



সপ্তম অধ্যায়

তৃণাবর্তাসুর বধ

মহারাজ পূর্ণাঙ্কিঃ বললেন—“হে প্রভো, হে শ্রীল
ওকদেব গোবর্ধী! ভগবান তাঁর বিভিন্ন অবতারে যে
সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই অবগতির এবং
মনের ভূমিকেন্দ্র। এই সমস্ত লীলা-কিলাসের কথা শ্রবণ
করার ফলেই কেবল মনের সমস্ত কলুষ উৎসর্গাৎ দূর
হয়ে যায়। সত্যদগত ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা
শ্রবণে আমাদের রুচি নেই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণীল
একই অকলঙ্কীয় যে, আপনা থেকেই মন এবং কণ্ঠের
আনন্দ বিধান করে। তাঁর কলম সংসার-বন্ধনের মূল
কারণস্বরূপ লড় বিহরের সহস্র প্রবণে সমস্ত আশ্রয়
উৎসর্গাৎ দূর হয়ে যায় এবং ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ
হয়, ভগবানের প্রতি আসক্তির উদয় হয় এবং ভক্তের
প্রতি মৈত্রী হয়। আপনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা
হলে দয়া করে ভগবানের সেই সমস্ত লীলা বর্ণনা
করুন। এই পূর্ববর্তে অনন্তরপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
লীলাতর অনুভব করে পুত্না-বধ আদি যে সমস্ত অমূল্য
লীলা-বিলাস করেছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত লীলা দয়া
করে বর্ণনা করুন।”

শ্রীল ওকদেব গোবর্ধী বললেন—“শিওর

ভিক্তভাবে শরম করার চেটাকে উত্থান করা হয়। সেই
সময় শিও প্রথম গৃহ থেকে নির্গত হয়। এই উপলক্ষে
শিওকে অতিথিক সহকারে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।
শ্রীকৃষ্ণের তিন মাস পূর্ণ হলে, মা যশোদা প্রতিবেদী
রমণীসের নিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। সেই
দিন চন্দ্র এবং বোহিনী নক্ষত্রের যোগ হয়েছিল।
ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং গায়ত্রী
মন্ত্রসহ সহস্রগুণে গায় করেছিলেন। শিওটির অভিসেক
উৎসব সম্পাদন হলে, মা যশোদা ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট
খাদ্যপান্য এবং আহার্য প্রদানপূর্বক বস্ত্র, ধেনু এবং মালা
দান করে প্রজ্ঞা সহকারে পূজা করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা
সেই গুহ অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেছিলেন এবং
তাঁদের মন্ত্র পাঠ শেষ হলে মা যশোদা যখন দেখলেন
যে, শিওটির ঘুম পেয়েছে, তখন তিনি তাঁকে ধীরে ধীরে
শয়ান শরম করিয়েছিলেন, যাতে সে সুখে নিদ্রা ঘোরে
পারে। উদার হওয়া মা যশোদা উত্থান উৎসব অনুষ্ঠানে
মগ্ন হয়ে অতিথিদের বস্ত্র, গাভী, অঙ্গা, শস্য ইত্যাদি দান
করে তাঁদের সন্মানকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি
শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দনের শব্দ শুনে পাননি। তখন শিও

কৃষ্ণ তাঁর মাদরদ শ্রম পান করার জন্য প্রচেষ্টা করতে
করত তাঁর চরমকৃষ্ণ ক্রোধে উদ্ভাসিত মিত্রের করতে
মাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ একটি শব্দটির মাঝে পাশ্চাত্য ছিলেন
এক তাঁর পা দুটি যদিও ছিল পায়ের মধ্যে জোলা,
তবুও তাঁর পায়ের আঘাতে শব্দটির প্রচণ্ড শব্দ উঠে
গিয়ে গেলো গেল। তার চাকা দুটি অক্ষ থেকে বিপর্যস্ত
হল, জোলায় তপ্ত হল এবং নির্ভর্য হাড় নির্মিত সমস্ত
কামরগত শব্দ থেকে ইতস্তত বিকল্প হারে পড়ল।”

“মা যশোদা এবং ঔষধিক উৎসবে সমাগত
ব্রহ্মবাসীরা এক মন মহারাজ প্রমুখ ব্রহ্মবাসীর যখন সেই
অমূল্য কর্ম শরম করেছিলেন, তখন তাঁর অত্যন্ত আশ্চর্য
হয়ে ভাবতে লাগলেন—সেই শব্দটি কিভাবে আপনা
থেকেই ভেসে গেল। তাঁরা ইতস্তত তার কারণ
অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেও তা খুঁজে পেলেন না।
কিভাবে তা ঘটেছে সেই সম্বন্ধে সমবেত গোপ এবং
গোপীরা চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা
করেছিলেন, “এটি কি কোন সৈন্য বা দুষ্ট প্রহর কর?”

তখন সেখানে উপস্থিত শিওরা বলেছিল যে, শিও-কৃষ্ণই
ক্রন্দন করতে শুরু করে শব্দটির চাকায় নদাঘাত
করেছিল এবং তাঁর কলে শব্দটি উর্ধ্ব নির্গত হারে
বিকল্প হইয়েছে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।
সেখানে সমবেত গোপ এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত
পতি সম্বন্ধে অলগত ছিলেন না, তাই তাঁরা বিশ্বাস করতে
নাতেমনি যে, শিও-কৃষ্ণের এই প্রকার অচিন্ত্য শক্তি
বয়েছে। তাঁর বাসকদের উক্তি বিশ্বাস করতে পাবলেন
না এবং তাই সেটি বাসকদের উক্তি হলে তাঁরা তা
অবজ্ঞা করেছিলেন। কোন দুষ্ট গৃহ কৃষ্ণকে আক্রমণ
করেছে বলে মনে করে, মা যশোদা ক্রন্দনরত শিওটিকে
তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর কন্যাপান
করিয়েছিলেন। তারপর তিনি অতিজ ব্রাহ্মণদের ডেকে
এনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা স্বস্তরন কর্ম সম্পাদন
করিয়েছিলেন। তারপর কল্যান গোবর্ধী কামরগত এক
সাক্ষ-সরঞ্জাম সহ সেই শব্দটির পূর্বের হাত্যা স্থাপন
কমলে, ব্রাহ্মণেরা প্রহসিতের জন্য প্রথমে হোমজিহ্বা
সম্পাদন করেছিলেন এবং তারপর হান, কৃষ্ণ, জল এবং
দধির দ্বারা ভগবানের পূজা করেছিলেন। যে সমস্ত
ব্রাহ্মণ অঙ্গা, অমতা, দধি, ইন্দ্রা, হিলো, অভিন্ন প্রভৃতি

হোমজিহ্বা, তাঁদের আশীর্বাদ কামরগত নিম্মল হই না।
সেই কথা বিবেচনা করে নন্দ মহারাজ স্থির চিন্তে
শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে এই প্রকার সৎসীল
ব্রাহ্মণদের সমবেত, অগ্গ্রে এবং যত্নবর্ধনের জন্য
অনুসারে পবিত্র তর্ক অনুষ্ঠান করার জন্য নিমন্ত্রণ
করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত মন্ত্র পায়ের পাতা তিনি
পূর্ণাঙ্কিঃ বস্ত্র লগ্নে শিওটিকে শরম করিয়েছিলেন এবং
তারপর হোমজিহ্বা সম্পাদন করে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি
উত্তম আশীর্বাদ জ্ঞান করিয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ তাঁর
পুত্র কৃষ্ণের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি জন্য বস্ত্র, কুলমালা এবং
বর্ণদ্বারে বিভূষিত ঘাটীসহ ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।
এই সমস্ত গাভীর প্রচুর পরিমাণে দুধ প্রদান করার ফলে
সর্বগুণে গুণাবিজ্ঞ ছিল এবং ব্রাহ্মণের সেই দান গ্রহণ
করে সমস্ত পরিচর্য্যে, বিশেষ করে কৃষ্ণকে আশীর্বাদ
করেছিলেন। সেই সমস্ত মন্ত্র ব্রাহ্মণেরা ছিলেন
সিদ্ধগাণী। তাঁদের আশীর্বাদ কামরগত নিম্মল হই না।”

“একদিন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এক বছর পর, মা
যশোদা যখন তাঁর পুত্রকে কোলে নিয়ে আসার করতিলেন,
তখন হঠাৎ তিনি অনুভব করেছিলেন যেন শিওটি
পর্বতপুঞ্জ থেকে গভীর হয়ে গেছে এবং ফল ফলে তিনি
আর তাঁর ভর বহন করতে সক্ষম হইলেন না। শিওটিকে
সমস্ত ব্রাহ্মণের মন্ত্রে ভাস্তা করে অনুভব করে মা যশোদা
মনে করেছিলেন যে, ইহত শিওটি কোন প্রেতাছা বা
বসুন্দের দ্বারা আক্রমণ হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যচিত হইয়া
মা যশোদা শিওটিকে ভূমিত স্থাপন করে নারায়ণকে
শ্রবণ করতে শুরু করেছিলেন। বিপদের আগমন করে
তিনি এই ভয় প্রদর্শনের জন্য ব্রাহ্মণদের ডেকেছিলেন
এক তারপর তিনি গৃহস্থালির কার্যে ব্যাপ্ত হইয়েছিলেন।
নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম শ্রবণ করা ছাড়া আর কোন উপায়
তাঁর জ্ঞান ছিল না। কারণ তিনি বুঝতে নাতেমনি যে,
শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সব কিছুর জারি উৎস।”

“শিওটি বস্তু ভূমিতে উপলব্ধ ছিলেন, তখন কৃষ্ণের
অনুর তৃণাবর্ত নামক অসুর কংসের দ্বারা প্রেরিত হইয়া
দুর্ভিক্রমণে সেখানে এসে, অনন্তর শিওটিকে আক্রমণ
উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেই অসুরটি দুর্ভিক্রমণ দ্বারা
সমস্ত গোবুলমণ্ডল আক্রমণপূর্বক সকলের দৃষ্টিশক্তি
অপহরণ করে প্রচণ্ড দুর্ভিক্রমণ রূপে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর

করে প্রস্তুত হয়েছেন (অন্য খাপের যুগে ইনি (ঐক্যচক্র
করণ) চক্ৰপাঠীর মতো বর্ষ খাপের করে আবির্ভূত হন।
এই সমস্ত অবস্থাবোধ। এখন শীকৃষ্ণতে সমবেত
হয়েছেন।) কোন কারণে, তোমার এই পক্ষ যুগের পুত্রটি
পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাই
অভিজ্ঞ কতিরা একে বাসুদেব বলে থাকেন। তোমার
এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং কণ
আছে, তা আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না।
গোপ এবং গোপালের অনন্যবর্ষ এই শিখটি তোমাদের
মঙ্গল সাধন করবে এবং এর কৃপায় তোমরা অন্যায়সে
সমস্ত গ্লান অতিক্রম করতে পারবে।”

“হে নন্দ মহারাজ! ইতিহাসে বর্ণিত করা হয়েছে
যে, পুরাকালে অসম্ভবভাৱে সমস্ত, ইন্দ্র বর্ষন সিংহাসন
চ্যুত হয়েছিলেন এবং যাদুযোদ্ধা নন্দ-তত্ত্ববোধের দ্বারা
উৎপাদিত হয়েছিল, তখন এই শিখটি আবির্ভূত হয়ে
নন্দ-তত্ত্ববোধের পরিত্রিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন
এবং সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অসুরেরা ভগবান
শ্রীকৃষ্ণের শক্ত অবলম্বনকারী মেন্তাদের কখনও পরাভূত
করতে পারেন না। তেমনই যে ব্যক্তি বা নন্দাদায়
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্ষুরিত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অজান্তে প্রতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা
কখনও কসের অনুচরসদৃশ অনুচরের দ্বারা (অথবা
অন্তরের দ্বারা ইন্দ্রের দ্বারা) পরাভূত হন না। অতএব,
হে নন্দ মহারাজ, তোমার এই পুত্রটি গুণ, ঐশ্বর্য, কীর্তি
এবং গভাবে মায়াবশেরই সমতুল্য। তুমি অত্যন্ত
সাবধানতা সহকারে এই শিখটিকে পালন কর।”

শ্রীল গুণেশ্বর গোহায়া কলেন—“গর্গমুনি নন্দ
মহাদেয়কে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে
যখন তাঁর গৃহের উল্লেখে প্রস্থান করেছিলেন, তখন নন্দ
মহারাজ নিম্নোক্ত আত্ম ভাগ্যবান বলে মনে করে
অত্যন্ত অসম্মিত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মকায় পরেই রাম
এবং কৃষ্ণ দুজনেই হাত এবং জন্ম অবলম্বন করে ব্রজে
হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা শিশুর
মতো বেলা করাও আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। যখন
কৃষ্ণ এবং বলদেব তাঁদের জন্মতে ভর দিয়ে ব্রজভূমিতে
গোময় এবং গোমূত্র থেকে উৎপন্ন কর্মসম্বন্ধে তুমিতে
সদীপ্তগের মতো বক্তৃতিতে বিচরণ করতেন, তখন

তাঁদের তির্যকীর ধনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধতার সোনা।
অন্যদের কিঞ্চিপূর্ণ দানি অলপ করে অত্যন্ত ইচ্ছা
তাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতেন, যেন তাঁরা তাঁদের মায়ে
কাছে থাকেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখতেন যে, তাঁরা পক্ষ
ব্যক্তি, তখন যেন তাঁরা ভীত হয়ে তাঁদের মাতা যশোদা
এবং রোহিণীর কাছে গিয়ে আসতেন। পক্ষরূপ অঙ্গবাহন
সজ্জিত সুন্দর শিশু দুটি যখন তাঁদের মায়েদের কাছে
হেতেন, তখন যশোদা এবং রোহিণী সতীক প্রহরার
তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভ্রমরু পান
করতেন। তাঁরা যখন পান করতেন, তখন শিশু
দুটি ইচ্ছা হাততেন এবং তখন তাঁদের মুখে ছোট ছোট
দাঁতগুলি দেখা যেত। তাঁদের সেই অঙ্গ সন্তুষ্ট কন
মিরীকল করে তাঁদের মায়েরা অত্যন্ত অসম্মিত হতেন
নন্দ মহারাজের অন্তঃপুরে গোপবন্দীরা শিশু কৃষ্ণ এবং
কলরামের সীলবিলাস বর্ণনের আনন্দ উপভোগ করতেন
শিশু দুটি গোবৎসদের পুত্র ধারণ করতেন এবং সেই
বৎসগুলি তাঁদের আকর্ষণ করে ইতস্ততঃ ঘণ্ডিত হত।
তখন ব্রজবন্দীরা তাঁদের গৃহকর্ম পরিচাল্য করে সেই
সমস্ত সীলা বর্নন করে হাসতেন এবং পরম আনন্দ
উপভোগ করতেন। যা যশোদা এবং রোহিণী মঙ্গ
নৃসংখ্যারী পাতী, অমি, কুকুর, বিড়াল, বন্য প্রভৃতি
সংস্টিপন এবং কষ্টক, অসি ও তুমিতে অসম্মিত অঙ্গ
প্রভৃতি থেকে রক্ষা করতে পারতেন না এবং অত্যন্ত
উৎকণ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁদের গৃহকর্ম ক্ষতি হত, তখন
তাঁরা বাৎসল্য রস গোবৎস ভাগল্য নামক সঙ্গারি ভাব
প্রাপ্ত হতেন।”

“হে মহারাজ পবীকিং, অল্প সময়ের মধ্যেই রাম
এবং কৃষ্ণ জন্মবর্ষণ ব্যতীত তাঁদের চরণের দ্বারা
অন্যায়সে গোবুলে বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন।
তারপর, বলদেব সহ ব্রজের অন্যান্য গোপবানসদের সঙ্গে
শ্রীকৃষ্ণ খেলতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা
গোপবন্দীদের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের
অত্যন্ত আকর্ষণীয় শিশুসুলভ চাপল্য বর্নন করে, সমস্ত
গোপীয়া শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বহু বার শোনার জন্য যা
যশোদার কাছে এসে এইভাবে বলতেন। ‘হে সখী
যশোদা, তোমার শিশু কখনও গোমোহনের পুত্রের
আলসের পুত্র এসে গোবৎসদের বন্ধন মুক্ত করে দেয়

এক রকম কল পুত্ররূপে’ যখন হলে সে তাহলে পাতে
বন্দে কখনও সে চুরি করার নন্দ উপায় উদ্ভাবন করে
বুঝে নেই, যখন তখন পুত্র চুরি করে চক্রব করে।
সেনসে পানদেব সমান্তরালে হলে, সে তাহলেও তা চাপ
করে দেয় এবং উৎসর্গাভিষেক করেও দক্ষ হলে সেহে
চার না, তখন সে ভাঙতালি ভেঙে ফেলে। কখনও
কখনও সে যদি কোন গৃহে যখন এবং পুত্র চুরি করার
সুযোগ না পায়, তা হলে সে গৃহবাসীর প্রতি কৃষ্ণ চরে
নিরন্তর শিখের চিহ্নটি কেটে ফাটায় দেয়; যদ্যপন
শিশুরা যখন রূপন করতে শুরু করে, তখন কৃষ্ণ
পানিয়ে দায়। ‘সখি এবং পুত্র প্রভৃতি স্বয়ং বন্ধন কৃষ্ণ
ও কলরামের হাতের নাগালের বাহিরে অনেক উচ্চত
শিখের মূল্যবান থাকত, তখন তারা শিখের উপর উঠে
অবল উদ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে তা লাভ করার উপায়
কল্পন করে থাকে। আর তা সত্ত্বেও যদি তা জয়ের
প্রস্তর নাগালের বাহিরে থাকে, তখন তারা পাতের মধ্যস্থ
হব অবলম্বন করে, সেই পাতটি কুটে করে নেয়। যখন
গোপীয়া পুত্রকার্য ব্যস্ত থাকেন, তখন কৃষ্ণ-কলরাম
কলরাম পুত্র প্রবেশপূর্বক তখনই মেয়ের মূল্যবান মনি
আলোকে সে স্থান অলোকিত করে, কঠোর স্বার্থের সন্ত
প্রদীপকরণ কখনও করে থাকে। ‘কৃষ্ণের দুইটি দ্বা পড়ে
গোপে গৃহবাসী যখন তাকে কলতেন, ‘ওরে চোর!’ এক
কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণের প্রতি কোণ প্রকাশ করতেন, তখন
কৃষ্ণ প্রমত্তভাবে প্রকাশ করে বলতেন, ‘আমি চোর নই,
তুমিই চোর।’ কখনও কখনও কৃষ্ণ কৃষ্ণ হতে আমরেন
গৃহের পরিচাল্য স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, কিন্তু সখী
যশোদা, দেখ, এই পক্ষ চোরটি তোমার সামনে একটি
দুর্নীল বালকের মতো আসে রয়েছে।’ গোপীয়া যখন
শ্রীকৃষ্ণের সন্তর নন্দনমুগ্ধ মুখের দিকে মুগ্ধিত হত
অন্যায়সে তাই চাপল্যের কথা প্রকাশ করতেন, তখন
যা যশোদা সেই মজার কথা হলে শুধু হাসতেন এবং
তাঁর চিহ্ন শিখটিকে বিবক্ষ্য করতে পারতেন না।”

“একদিন শ্রীকৃষ্ণ যখন কলরাম প্রভৃতি গোপবানসদের
সঙ্গে বেলা করছিলেন, তখন তাঁর সাথীরা এসে যা
যশোদার কাছে নিবেদন করেছিলেন, ‘হাতত, কৃষ্ণ যাটি
খেয়েছে।’ কৃষ্ণের খেলার সাথীদের কাছে সেই কথা
খন, শিখিগণী যা যশোদা কৃষ্ণের হাত ধরে উরচলিত

করে তাই মুখের তিহ্নে লেখ তাঁর ভক্তিমুগ্ধ এই
ভক্তগুলি অলোকিত। হে অশান্তরূপ কৃষ্ণ তুমি কোন
নিজের স্থানে নাটি গেছো? তোমার জোড় প্রাণ নন্দ
সহ তোমার গোপের সাথীরা সেই কথা বলছে, তুমি
কেন এই কথা করেছ? কৃষ্ণ তখন কলেন—‘আ যদি
কখনও হাট্টি লাইনি এবং মতল দিপাতট’ তুমি
যদি মনে কর যে একা কষ্টক কথা বলছে, তা হলে তুমি
নিজেই আমার মুখের মধ্যে নেবে।’ যা যশোদা কৃষ্ণকে
বলেছিলেন, ‘যদি তুমি নাটি না ধরে পায়, তা হলে
তোমার পুত্র শোলা।’ এইভাবে মাতা তর্কিত তর্কিত করে
এক মজার এবং যশোদার পুত্র কৃষ্ণ একটি মর্ষপ্রবল
তাঁর সীলা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর মূল্যবান
কর্ণেছিলেন। তখনই শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ, তবুও
তাঁর সেই ঐশ্বর্য যা কলরামের কাৎসল্য রেহে বিস্মিত
করেনি। তাঁর ঐশ্বর্য স্বাভাবিকভাবেই প্রদর্শিত হয়েছিল,
কলরাম তখন ত্রিভুতেই তাঁর ঐশ্বর্যের অভ্যাস হত না
উপযুক্ত সময়ে তা প্রকাশিত হয়।”

“কৃষ্ণ যখন তাঁর মায়ের আসনে তাঁর মূল্যবান
করেছিলেন, তখন যা যশোদা তাঁর মাথা সুন্দর, জন্ম,
অন্তরীক, দিক, নবত, স্বীপ, মনুত, কৃতক, প্রভৃতি-দ্বা,
অমি, চক্র, তারকা, জোড়শুক, জল, তেজ, পদ,
মজাশ, অহম্বারের বিস্তার থেকে দুই সমস্ত বন্ধ,
ইন্দ্রবন্দুহ, মন, উদ্ভব, সর্গ, বহু এবং অনেতন, মীনের
দ্বা, বজ্র, কর্মবন্দন এবং বিভিন্ন প্রকার সর্গের বর্নন
করেছিলেন। তিনি কখনও-কখনও সহ সমস্ত জগৎ এবং
সেই সঙ্গে নিজেও বর্নন করে তাঁর পুত্রের দ্বিটি
আলম্বন তাঁর হয়েছিলেন। (যা যশোদা মনে মনে
বিতর্কিত করতে লাগলেন—) এটি কি স্বা, অথবা বহুবল
শক্তির মোহনীয় দ্বিটি। এটি কি আমন নিজের কৃষ্ণ
দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, অথবা এটি আমন এই শিশুই
কোন বৈশিষ্ট্য? অতএব, যিনি চিত্র, মন, কণ, বালী
এবং তর্কিত সতীক, যিনি সমস্ত জগতের মূল কারণ,
যিনি সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং তাঁর দ্বারা এই
জগতের দ্বিটি অনুভব করা যায়, আমি সেই ভগবানের
নন্দনাম হই এবং তাঁর শ্রীপালককে আমার প্রণতি
নিবেদন করি। কারণ তিনি সমস্ত চিত্র, অনুভব এবং
ধ্যানের সতীক। তিনি আমার জড় কাৎসল্যপ

অতীত। ভগবানের মাজর প্রভাবে আমি দ্বিগুণে মনে করছি যে, নব মহারাজ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র এবং মেহেতু আমি নব মহারাজের মহিষী, তাই সমস্ত গোপন সহ সোণ এবং গোপীরা আমার প্রজা। প্রকৃতপক্ষে, আমি ভগবানের নিজ দাসী এবং তিনিই আমার পরম আশ্রয়।”

“ভগবানের কৃপায় মা যশোদা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত ভব কন্যাসম করিতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার পরেই ভগবান তাঁর অন্তরক শক্তি যোগমায়ায় দ্বারা তাঁকে পুনরায় বাৎসল্য প্রায় মোহিত করে ফেলেন। ভগবান যোগমায়া প্রভাবে কৃষ্ণের মুখে বিকরণ কর্তৃক যোগ্যর বিধৃত হয়ে, মা যশোদা পূর্বের মতো তাঁর পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তখন তাঁর সেই চিরক পুত্রটির প্রতি তাঁর স্নেহ অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। ভগবানের মহিষা বৈদ্য, উপনিষদ, সাংখ্যযোগ এবং অন্যান্য বৈদ্য শাস্ত্রে কীর্তিত হয়, তবুও মা যশোদা সেই ভগবানকে তাঁর শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন।”

“মা যশোদার পরম সৌভাগ্যের কথা শুনে, পরীক্ষিত মহাবাক্য ওকনের গোষ্ঠীকে ভিজ্ঞাস করছিলেন—হে ব্রহ্মন, ভগবান বীর কন্যা পান করেছিলেন, সেই যশোদামেয়ী এক নব মহারাজ পূর্বে এমন কি ওৎসব করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা সেই প্রেমময়ী সিঁচি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও বসুন্দের এবং দেবকীর প্রতি এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁদের পুত্ররূপে অকর্তীর্ণ হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উদয় কাল্যালীলা

উপলোপ করতে পারেননি, যা এতই মহান যে, কেবল ত্রীর্ভুজ কর্তৃক ফলে ভক্ত ভগবতের শরত কলুষ দূর হয়ে যায়। নব মহারাজ এবং মা যশোদা কিন্তু পূর্বরূপে সেই সমস্ত কাল উপভোগ করেছিলেন এবং তাই তাঁদের স্থিতি বসুন্দের এবং দেবকীর থেকে শ্রেষ্ঠ।”

শ্রীমৎ কৃষ্ণের গোষ্ঠায়ী বললেন—“বসুন্দেরে শ্রোণ তাঁর পত্নী দ্বন্দ্বের যখন ব্রাহ্মণ আসেন পালক করছিলেন, তখন তাঁর ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন—দ্বন্দ্ব করে আমায় পুত্রবীতে কলুষিত করার অনুমতি দিন, যাতে পরমপুত্রকে বিধেয় ভগবানের প্রতি কেন আমায় পরম ভক্তি জড় হয়, যে ভক্তির বলে তাঁর জড় জগতের শরত মুখ-দূর্দশা থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে। ব্রহ্মা তখন বলেছিলেন ‘তদাত্ম’, তখন ভগবানেরই সমতুল্য পরম সৌভাগ্যবান শ্রোণ ব্রহ্মপুত্র বৃন্দাবনে পরম প্রসিদ্ধ নব মহারাজরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী দ্বন্দ্ব মা যশোদারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হে ভগবানপ্রিয় মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান ভগবান যখন নব মহারাজ এবং যশোদামেয়ীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁদের অবিচলিত বাৎসল্য প্রায় নিরন্তর বর্তমান ছিল এবং তাদের সান্নিধ্যে কৃষ্ণদাসী সমস্ত সোণ এবং গোপীরাও কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ বর সকল করার জন্য কৃষ্ণ কল্যাণ সহ ব্রাহ্মভূমি বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। তাঁর বিবিধ কাল্যালীলা প্রদর্শন করে, তিনি নব মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণসীলের আনন্দ বর্ধন করেছিলেন।”



নবম অধ্যায়

মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন

শ্রীমৎ কৃষ্ণের গোষ্ঠায়ী বললেন—“একদিন গৃহের সবুজ পরিচালিকা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধি ময়ন করতে শুরু করেছিলেন। দধি

ময়ন করার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাল্যালীলা স্মরণপূর্বক তাঁর সেই সবুজ কার্যকলাপ কর্তৃক গান করছিলেন। যশোদামেয়ী কোল-পীত বর্ণের শাড়ি পরিধান করে, তাঁর

লিপাল নিঃস্বাসে কোলরূপে বেঁধে দধিময়ন রঙের রক্ত প্রদর্শন করছিলেন। তখন তাঁর হাতের বন্ধন হে তাঁর কুণ্ডল সেতুল্যমান ও শল্যায়মান হয়েছিল এবং তাঁর সর্বত্র ক্রমিত হাঁসল। পুত্ররূপে তাঁর ভগবান দ্বন্দ্বের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর সুন্দর কণ্ঠস্বর সর্বত্র কুণ্ডল হাঁসল হয়েছিল এবং তাঁর কবরী থেকে মালতী কুল করে পড়ছিল। মা যশোদা যখন দধিময়ন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কন্যদুঃ পান করার অভিলাষী হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর অন্নক উৎপাদন করে কল্য ময়নও ধারণ করে তাঁর দধিময়ন কার্যে বাধা দিয়েছিলেন। মা যশোদা তখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর কন্যদুঃ পান করতে দিয়ে শিত হলে তাঁর কন্যদুঃ নষ্ট করছিলেন। গভীর রোহে আশ্রয় থেকেই তাঁর কন থেকে মুখ করিত হামিল। কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, চুনার উপরে রাখা মুখে পাত্র থেকে দুধ উঠলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দুঃখপান অতঃপু তাঁর পুত্রকে পরিচাল্য করে ভ্রাতৃগণে প্রহরন করেছিলেন। কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর অন্নকণ ওতঃসেনে গাঁত দিয়ে দংশনপূর্বক, কপট অক্ষপাত করে একটি পাখরের টুকরো দিয়ে দধিময়নের পাত্র ভেঙেছিলেন। ভগবান তিনি যথের ভিতর দিয়ে নির্জনে সদ্যবধিত নদী বেড়ে গুরু করেছিলেন। মা যশোদা চুনা থেকে সরব দুধ নামিয়ে রেখে, দধিময়ন স্থানে দিয়ে এসে দেখলেন যে, বধিতাও ভগ্ন হয়েছিল এবং সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি কৃষ্ণই কার্য। কৃষ্ণ তখন উপলভ্যে রাখা একটি উদ্ভূলের উপর বসে তাঁর ইচ্ছামতো বই, নদী আদি দুঃখাত হবা কানরমের বিতরণ করছিলেন। চুরি করার ফলে তাঁর মা তাঁকে তিরস্কৃত করতে পারেন বলে মনে করে, শঙ্কিতভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করছিলেন। মা যশোদা তখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে বীরে বীরে তাঁর পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাতে ছড়ি চড়ে সেখানে উপস্থিত হলে, তখন তিনি অতঃপু উপস্থলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে পলায়ন করেছিলেন, যেন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছেন। বাক্যে বোকাগীরা কঠোর ভগবানকে বলে পরমাধারূপে তাঁর ধ্যান কবদ্য দ্বারা হকে লীন হওয়ার

চেষ্টা করেও তাঁর তপ্ত হৃদয় মা যশোদা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে তাঁকে করার জন্য তাঁর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবনকারীরা সুখামা যশোদামেয়ীর পতি তাঁর নিঃস্বতর ময়ন হয়েছিল। ভ্রাতৃগণে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ধাবিত হওয়ার ফলে তাঁর কবরী নির্দিষ্ট হওয়ার তা থেকে কুলওলি খসিত হয়ে তাঁর কন্যদুঃ পান করছিল। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলেছিলেন। মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেলেন, কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। মা যশোদা তখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁর হাত দিয়ে কন্যদুঃ পান করত বলে, তাঁর সারা মুখে কলঙ্ক দেখে গেল। মা যশোদা তখন তাঁর সুন্দর পুত্রটিকে হস্ত দিয়ে ধরে মুখ ওৎসব করতে লাগলেন। মা যশোদা সর্বদা কৃষ্ণের প্রতি স্নেহময়ী ছিলেন এবং তাই তিনি জানতেন না শ্রীকৃষ্ণ কে এবং তাঁর প্রভাব কি রকম? কৃষ্ণের প্রতি স্নেহময়ীত্ব তিনি কখনও জানতেন যে, তিনি কে ছিলেন? তাই তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে তাঁকে বেঁধে জানতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি তার কোন দুঃখিনী না করতে পারেন।”

“ভগবানের অমি-শব্দ সেই, বাহ্য-অবস্থা সেই, পূর্ব-পশ্চৎ সেই। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপ্ত। মেহেতু তিনি জলের নিবৃত্তাবধীন নন, তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর চিরক কল্যাপে নিজ বর্তমান। চৈতন্যবাহুর অতীত পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, যদিও তিনি সব কিছুই কার্য এবং কাল, তবুও তিনি স্বয়ং এবং কার্যের চৈতন্য থেকে মুক্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তিনি এখন একটি নরশিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে একটি উদ্ভূলে বেঁধে রেখেছেন। মা যশোদা যখন অপরাধী বাৎসল্যকে কীধর চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, কল্য রক্তটী নদী অঙ্গুলি পরিচাল্য ছেঁট। তাই তিনি তখন সেই রক্তটী সসে আশ্রয় একটি রক্ত দৃক করেছিলেন। সেই রক্ত রক্তটীও নদী আঙ্গুল ছেঁট

হয়েছিল। তখন তার সঙ্গে আর একটি রত্ন যোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুই অঙ্গুল ছোট হয়েছিল। এইভাবে মা যশোদা কত রত্ন জুড়েছিলেন, সেই সময়ে দুই অঙ্গুল ছোট হতে লাগল। এইভাবে মা যশোদা তাঁর গুণের সমস্ত রত্ন একের পর এক হারিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না। মা যশোদার সখী প্রিয়ম্বদী গোপীরা সেই ক্ষতর ব্যাপারটি দর্শন করে হাসছিলেন। মা যশোদাও পরিভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে বিস্মিত হয়েছিলেন। মা যশোদা পরিভ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর করেছিলেন এবং তাঁর কবরীস্থিত মালা স্থলিত হয়েছিল। বালকৃষ্ণ তাঁর মাকে এইভাবে পরিশ্রান্ত দেখে, তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে বকনগর হরেছিলেন।

“হে মহারাজ পরীক্ষিত! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি মহান দেবতারা সহ এই নিমিত্ত বিশ্ব বীর বন্দীভূত, সেই

যত্নে গুপ্তবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর ভক্তের ক্ষমতা পরীক্ষা করেছেন। মা যশোদা জগৎব্যবস্থার মুক্তিকাজী শ্রীকৃষ্ণের কাছে থেকে যে অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, সেই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, মাতৃশ্বর এমন কি জগদীশ্বরও লাভ করেন। মা যশোদার প্রাপ্ত তর্ক। যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে প্রেমময়ী সেবার হৃৎ তন্তুরের পাশে যে রত্ন সুলভ, মনোহরী জালী, অক্ষ-উল্লসিত প্রসাদী, জগৎ অম্বা দেহাঙ্গুণি পদারবণ বসিতার পরে তখন সুলভ মন। মা যশোদা যখন পুণ্যবর্ষে যাক্ত ছিলেন, তখন গুপ্তবান শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি দর্শন করেছিলেন, যাঁরা পূর্ব কালে দৈবভাণ্ডের কোমল কুণ্ডলের পুত্র ছিলেন। পূর্বজন্মে মলকুব এবং মদিগ্রী নামে বিখ্যাত পুত্র দুজন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং সৌভাগ্যবান ছিলেন। কিন্তু পূর্ব এবং অতীতের ফলে তাঁরা নারদ মুনির অভিযোগে বৃক্ষ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।”



দশম অধ্যায়

যমলার্জুন বৃক্ষ উদ্ধার

মহারাজ পরীক্ষিত একদেব গোপাধীকে জিজ্ঞাসা করেছেন—“হে পরমাত্মা মুনিবর, কি কারণে নারদ মুনি মলকুব এবং মদিগ্রীকে অভিযোগ দিয়েছিলেন? তাঁরা কি এমন মিলনীয় কর্ম করেছিলেন, যার ফলে সেখানি নারদও বৃক্ষ হয়েছিলেন? কী করে আপনি আমার কাছে তা কহা করুন।”

শ্রীল গুপ্তবান গোপাধী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত, কুণ্ডলের সেই দুটি পুত্র শিবের পার্শ্বস্থ লাভ করেছিলেন এবং সেই পার্শ্বের অভাব পূর্তি করে তাঁরা তৈলাস পর্বতে মলকুবীর তাঁর সুর্য্য ঔপনয়ে বালকৃষ্ণ নাম্নী মালিকা পান করে, অতঃপর গোপাধী নারদের সঙ্গে পুণ্যভারত হন বিচল করতেন। তখন তাঁরা পান করলে নারদও সঙ্গে সঙ্গে পান করতেন। তাঁরা পক্ষর

মুগোভিত মলার প্রবেশ করে, মশ হতী খেতাবে হস্তিনীসের সঙ্গে ক্রীড়া করে, সেইভাবে কুণ্ডলীসের সঙ্গে বিহার করছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, তখন সেই কুণ্ডলীসের সৌভাগ্যের ফলে ঘটনাত্মক নারদ মুনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মলকুবিত নেত্র দর্শন করে তিনি তাঁদের অবস্থা বুঝতে পারছিলেন। নারদ মুনিকে দেখে নথ্য দেবকন্যাগণ লজ্জিত হয়েছিলেন এবং অভিযোগের ভরে তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের বসন পরিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু কুণ্ডলের দুই পুত্র তা করেননি। পক্ষান্তরে, নারদ মুনিকে উপেক্ষা করে তাঁরা বন অবস্থাতেই রইলেন। সেই দেবপুত্রদ্বয়কে বন্য এবং ঐশ্বর্যময় ও সুরাপানে যত্ন দেখে, দেবর্ষি নারদ তাঁদের

পুত্রি অনুগ্রহ করার জন্য বিশেষ অভিযোগ প্রকাশ করেন। বালকৃষ্ণ বলেছিলেন—“সমস্ত উপাভাষা বিহারের মধ্যে ঐশ্বর্যের বর্ষ যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করে থাকে, সেইসব সৌন্দর্য, উচ্চকূলে জন্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির পূর্ব সেইভাবে বৃদ্ধি লাভ করে না। অনিশ্চিত কৃষ্ণ বৃক্ষ কলমে বন্য হয়, তখন সে স্বীকৃত্যে, পুত্রকৃত্যে এবং যদ্যপানে শিশু হয়। অন্যমনে যত বা সন্তান পরিবারে ক্রমব্রহ্মণ করার পূর্বে পবিত্র অজ্ঞাতোদিত নির্মল যদুবেত্র তাদের নথর সেহটিকে জগৎ-মৃত্যু বহিত বলে মনে করে নিরীহ পতনের দ্বারা করে। কলমে ও কলমে তার কেবল কলম উপভোগের জন্য অথবা চিত্ত বিস্ময়নের জন্য পতনের হত্যা করে। জীবিতকালে নিজেকে একজন প্রভাক্ষণী বড় মানুষ, মহী, জটপতি অথবা সেবক মনে করে কেউ তার সেহের জন্য পবিত্র হতে পারে। কিন্তু সে যে-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর তার সেহ কৃষ্ণি, বিষ্ঠা অথবা ভগ্ন পরিণত হবে। যদি কেউ তার শরীরের তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হিংসা করে, পরবর্তী ভাবে সেই জন্য তাকে কটোযোগ করতে হবে, সেই কথা না জানলেও এই প্রকার দুঃখের জন্য সেই মুক্তকরীকে নিঃশব্দেই ন্যাক প্রবেশ করে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। জীবিত অবস্থায় শরীরটি কি অরুণাতার, শিতার, পর্জধারিনী মাভার, মাভামহেব, কলপূর্বক গ্রহণকারী, মূল্যের দ্বারা ক্রমবর্ধী, না কি পুণ্যের দ্বারা অধিষ্ঠিত তা মনে করে। অথবা, দেহটি যদি লোহ না করা হয়, তা হলে যে কুপুণ্ড্র তা তপস করে, দেহটি কি তাপের? এই সমস্ত বন্য সন্তান্য পরিবারের মধ্যে প্রকৃত দাবি করা। তা দ্বি না করে পাণ্ডবের দ্বারা দেহটির পালন করা ঠিক নয়। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে এই দেহের উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রকৃতিতেই তার লয় হয়। তাই এটি নরকপথে সম্পত্তি। এই প্রকার সাধারণের ভোগ এই জড় সেহটিকে নিজের বলে দাবি করে তার প্রীতি সাধনের জন্য পণহত্যা আদি পাপকার্য পুণ্ডর কটীত জন্য কেউ তা করতে পারে না। অন্যমনে যত মূর্খ নাতিক এবং দুর্বলো যদ্যব ধর্মে অকৃত। তাই তাদের পক্ষে দরিদ্র হয়ে যাওয়াই বখাখা। দুটি জাতের পক্ষে প্রকৃতি অল্পবয়স্ক। দরিদ্র ব্যক্তি জড় বৃক্ষ হতে পারে দরিদ্র কত দুঃখদায়ক এবং তাই সে

অপময় চায় না যে, ধনী ব্যক্তিও চায় না যে, দুঃখের দ্বিতীয় দ্ব্যকৃত। যদ্যব মনোহর ও কটীত বিজ হয়ে, সেই ব্যক্তি জন্য অত্যাধিক লাভের দুঃখ মনে তার কেনা উপলব্ধি করতে পারে। সন্তান্যের দ্বারা যে সমান সেই কথা বুঝতে পারে সে চায় যে, কেউই মনে এইভাবে কষ্ট না পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কলমে ও কটীতবিজ হয়নি, সে কলমে সেই কেনা পুণ্ড্র হতে পারে না। দরিদ্র ব্যক্তি বহাদরই উপলব্ধি করে। কাবণ তার কাছে ফল না থাকতে সে সন্তান্যই অত্যাধিক। তার ফলে তার অহঙ্কার দূর হয়ে যায়। সর্বদা জ্ঞান, যত্ন উদ্যমি অত্যাধিক ফলে, দৈনন্দিনে বা লাভ হয় তা নিয়ে তাতে সন্তান্য থাকতে হয়। এই প্রকার ক্রমাত্মিকতা উপলব্ধি তার পক্ষে মঙ্গলজনক, কাবণ তা তাকে সন্তান্যেই অহঙ্কার থেকে মুক্ত করে। সর্বদা কৃপার, জ্ঞানভিলাষী দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশ পূর্ণ হতে যায়। অতিরিক্ত জ্ঞান না থাকলে ফলে তার ইন্দ্রিয়গুলি জাপনা থেকেই দ্বি হয়ে যায়। দরিদ্র ব্যক্তি তাই কটিকারক, হিংসাত্মক কার্যকলাপ করতে পারে না। অর্থাৎ, সন্তান্য অত্যাধিক হয়ে যে উপলব্ধি করেন, তার ফলে এই প্রকার ব্যক্তি জাপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়। সমানী সাধুরা দরিদ্রদেরই মন করেন, ধর্মীদের মন করেন না। দরিদ্র ব্যক্তি সন্তান্যের প্রভাবে অত্যাধিক জড় শিরের প্রতি উপাসন হয় এবং তার ফলে সমস্ত কলম থেকে মুক্ত হয়। সাধুরা মিলন মনে চরিত্র লটাই শ্রীকৃষ্ণের চিত্রিত রূপ থাকেন। তাঁদের দ্বারা অন্য কোন অভিলাষ নেই। এই প্রকার যদ্যবদের মন উপেক্ষা করে মনুষ্য কেন অত্যাধিক পণহত্যা হয়ে দারিদ্র কলমে বিদ্যাসক্ত ব্যক্তির মন জড় হবে? তাই, এই দুটি অভিজ্ঞেয় ব্যক্তি কলমী অথবা মালী নাতিক মালী পানে মস্ত হয়ে এবং স্বর্গীয় ঐশ্বর্য লাভের পূর্বে মস্ত হয়ে স্বীকৃত্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিল। আমি এদের অজ্ঞানজনিত মত্ততা দূর করি। মলকুব এবং মদিগ্রী—এই দুটি বৃক্ষ ভাগ্যক্রমে মহান দেবতা কুণ্ডলের পুত্র, কিন্তু মিথ্যা অহঙ্কার এবং সুরাপানে উচ্চ হওয়ার ফলে তারা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, তারা মশ হওয়া সত্ত্বেও বৃক্ষ হতে পারছে না যে, তারা মশ। যেহেতু তারা কৃষ্ণ মনে পিচ্ছা করছে (কালক বৃক্ষ নয় কিন্তু ঠাণ্ড কোন ফল নেই), তাই এই বৃক্ষ দুটি

কৃষ্ণের শরীর প্রাপ্ত হইবে। এটিই এগারত উপযুক্ত দ্রব্য হইবে। কিন্তু বৃক্ষ হওয়ার পর এবং মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত আমার কৃপার তোদের পৃথকতাপানকর্মের কথা এগারত মনে থাকবে। অধিকন্তু, আমার বিশেষ কৃপার এক লাভ দিয়া বংশবৈর পর তোরা ভগবান বাসুদেবকে প্রত্যক্ষভাবে মর্শন করবে এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হবে।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“এইভাবে বলে দেবর্ষি নারদ নারায়ণ-জন্মন নামক তাঁর আশ্রমে গমন করেছিলেন এবং সনাক্ষর ও মণিপ্রীত বমজ অর্জুন বৃক্ষ হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নেহ ভক্ত মঙ্গল মুনির যাকোর সভাপতি সম্পাদনের জন্য যেখানে বসন্ত অর্জুন বৃক্ষ ছিল, ঐখানে ঐখানে সেখানে গমন করলেন। “যদিও এরা দুজন মহাকর্মবান কুবেরের পুত্র এবং তাদের সম্পর্কে আমার কবীর কিছুই নেই, তবুও নরক মুনি আমার অতি প্রিয় ভক্ত এবং যথেষ্ট সে চেয়েছে যে, আমি তাদের সম্মুখে আসি এবং তাদের উদ্ধার করি, তাই আমি তা করব।” এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষ দুটির মাঝখানে প্রবেশ করেছিলেন এবং যে উদ্ভলটির সঙ্গে তাঁতে ঝাঁক হয়েছিল, তা বহুভাষে বৃক্ষ দুটির মধ্যে আটকে গিয়েছিল। তাঁর উত্তরে ঝাঁক উদ্ভলটিকে কলম্বুর্ক জাকর্ষণ করে বালক শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ দুটিকে উপাধিত করেছিলেন। পরম পুরুষের বিক্রমে কাণ্ড, পক্ষম এবং শাখাসহ বৃক্ষ দুটি প্রকলম্ববে কম্পিত হতে হতে প্রচলনক সহকরণে ভূমিতে পতিত হয়েছিল। কারণ, যেখানে অর্জুন বৃক্ষ দুটি জুগতিত হয়েছিল, সেখানে বৃক্ষ দুটির মধ্যে থেকে মর্তিমান অধির মতো দুই মহাপুরুষ নির্গত হয়েছিলেন। তাঁদের সৌন্দর্যের হস্তের সর্বাঙ্গ আনন্দিত হয়েছিল এবং তাঁরা অশ্রুত মন্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করে কৃতাঞ্জলি সহকরণে বলেছিলেন, “হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার যোগেশ্বর্য অসীম। আপনি পরম পুত্র, জগতের নিহিত এবং উপাধান অরণ এবং আপনি এই জন্ত সৃষ্টির অধীত। ব্রহ্মজগদীশ্বর (সর্বং খলিদং ব্রহ্ম) আমি যৌগিক উত্তির ভিত্তিতে) জ্ঞানেন যে, স্থল এবং সুক্করণ এই জগৎ আপনারই প্রকাশ। আপনিই সব কিছুর নিয়ন্তা ভগবান। আপনিই প্রতিটি জীবের দেহ, প্রাণ, অস্থির এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। আপনি পরম-পুত্র, বিদ্য, অকর ঈশ্বর। আপনি কাল, নিহিত করণ

এবং ঐতপাতিতা সৃষ্টি। আপনি এই জগৎ-এর আদি কারণ। অশ্রুত পদমায়া এক ত্রুটি আপন পাত্র জীবের ইন্দ্রিয়ের মন্তক নিয়ন্ত্রণের জ্ঞাত। যে ভগবান, আপনি সৃষ্টির পূর্বে বিগতমান ছিলেন। তাই, এই জন্ত জগতে শুণময় দেহে প্রবেশ কোন্ জীব আপনাকে জ্ঞানিত পারে? হে ভগবান, আপনাকে মতিয়া আপনাকে শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত। আপনি সৃষ্টির মূল সাক্ষর এবং চতুর্ভাষের আদি বাসুদেব। যথেষ্ট আপনি সব কিছু এবং তাই আপনি পরমপুত্র, অমল আপনাকে অশ্রুতের সন্তক প্রণতি নিবেদন করি। মনসা, কূর্ম, বরাহ আমি নরীর আকর্ষিত হয়ে, এই সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে অসঙ্কট—যা অসঙ্কট, অতুলনীয় অমীম নীতি সমাধিত, সেই দিয়া কাকিলাপ আপনি প্রমর্শন করেন। অতএব আপনার এই শরীর জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়, শাক্ষর্যের তা আপনার অবতার। আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতের সমস্ত জীবনের মঙ্গল সাধনের জন্য পূর্ণ শক্তিময় আকর্ষিত হয়েছেন। হে পরম কল্যাণকর, অমল আপনাকে আশ্রয়ের সন্তক প্রণতি নিবেদন করি। হে পরম মঙ্গল, আপনাকে প্রশাস করি। হে বদন্তি বাসুদেব এবং শান্তকরণ, আপনাকে প্রণাম করি। হে বিশ্বকলম্ব, অমল আপনাকে অনুভব নারদ মুনির ভৃত্য। এখন আপনি আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিন। নারক মুনির কৃপার অমল আপনকে শাক্ষর্যের লাভ করেছি। এখন থেকে আমাদের বাক্য আপনার লীলা কীর্তনে প্রবণ যুগল আপনার মহিমা প্রবণ, হাত-পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় আপনার প্রীতিজনক করবে, যম আপনকে শাপন করবে, মন্তক এই নির্মল প্রকাশের প্রকাশ (করণ সমস্ত বস্তুরই আপনারই বিভিন্ন বস) এবং চকু আপনার থেকে অভিন্ন বৈকল্যের মর্শনে রত থাকুক।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“এইভাবে সেই দুজন দেবতা ভগবানের শুণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্গসাক্ষরহস্ত, নিবেদন করে গোপালেশ্বর ভগবান তবুও যা যাশোন তাঁকে উপস্থলে বৈবে দেখেছিলেন এবং তাই হাসতে হাসতে তিনি কুবেরের পুত্র দুজনকে বলেছিলেন, “দেবর্ষি নারদ আশ্রিত কৃপায়। কলম্বের প্রাণ তোমাদের পুজনকে অভিশাপ দিয়ে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর বহু কৃপা প্রদর্শন করেছেন। যদিও তোমরা ভগবানকে থেকে

প্রাণটিতে হস্ত কলম্বেরি শুণ করেছিলে, তবুও তোমরা তাঁর দ্বারা অনুধৃত হইয়া। যদিও এই সমস্ত বিষয়ে প্রথম থেকেই ভগবান ছিলেন। সুদর্শি মর্শন দেখলে চকুও ভগবান দুর্ভুত হয়। যেমনই ঐতপিত্তভাবে তোমার মনোগত এবং আমার সেবার কৃতসঙ্কল ভক্তের সাক্ষর্যের দ্বারা, কলম্ব দ্বারা জড় বস্তু থাকতে পারে না। সনাক্ষর এবং মণিপ্রীত, তোমরা দুজনে এখন গৃহে ফিরে যেতে পার। তোমরা যথেষ্ট সর্বল জ্ঞাত ভক্তিত

ময় হাতে চেয়েছিল, তাই ভগবান প্রতি চেয়েছিল, তোমাদের কলম্বেরি শুণ করে এবং এগারত সেই শুণ থেকে তোমাদের কলম্বেরি শুণ করে না।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“ভগবান সেই দুজন দেবতাকে এইভাবে বললে, তাঁর উদ্ভবের বস্তু ভগবানকে চাক্ষর্যপূর্ণ বস দ্বারা প্রকাশ করে, সনাক্ষর্যের অনুভূতি নিয়ে তাঁদের গৃহে প্রদান করেছিলেন।”



একাদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত, বাল্যকর্ষন বৃক্ষ দুটি পতিত হলে, নর মহারাজ আমি গোপেরা সেই ভয়ঙ্কর নর শুনে বহুলাত হইয়া হল আশঙ্ক্য করে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁরা গোপেরা এসে ছুতলে পতিত অর্জুন বৃক্ষ দুটি দেখতে গেলেন। বর্ষগ তাঁরা দেখতে পেরেছিলেন যে, বৃক্ষ দুটি নিহিত হইয়াছে, কিন্তু বিস্তারিত হওয়ার বলে, তাঁরা বৃক্ষ দুটির পতনের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বহুলাত দ্বারা আবদ্ধ হয়ে উদ্ভল আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু সে বৃক্ষ দুটি উপাধিত করল কি করে? প্রকৃতপক্ষে সে সেটি করেছিল? এই ঘটনার সূত্রটি দেখায। এই সমস্ত আকর্ষণকর বিষয় চিন্তা করে গোপেরা উদ্বিগ্ন এবং বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তখন সমস্ত গোপবালকরা বলেছিল—কৃষ্ণই তা করেছে। সে যখন দুটি বৃক্ষের মাঝখানে যায়, তখন উদ্ভলটি বহুলাতের জন্মের মাঝখানে আটকে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উদ্ভলটি আকর্ষণ করার বৃক্ষ দুটি পতিত হয়। তারপর দুজন ব্যক্তি সুন্দর পুত্র সেই বৃক্ষ দুটি থেকে বেরিয়ে আসে। অমল্য কলম্ব জা কর্তন করেছি।”

“গভীর বাৎসর্য প্রেমের বলে, মল্য মনোভা প্রমুখ

গোপেরা নিশাস করতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ এক আশ্চর্যজনকভাবে বৃক্ষ দুটি উপাধিত করেছিলেন। তাই তাঁরা কলম্বেরি শুণ করে নিশাস করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কারও কারও মনে কিন্তু সন্দেহ হইয়াছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, “যথেষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে হইতে যে, কৃষ্ণ নরায়ণের সনাক্ষর্য হইবে, তাই সে এই ভাবে করেও থাকতে পারে।” নর মহারাজ তাঁর পুত্রকে বহুলাত জন্মের উদ্ভল আকর্ষণ করতে দেখে হাসি মুখে তাঁকে বাল্য মৃত্যু করেছিলেন। গোপেরা বলতেন, “কৃষ্ণ, তুমি যদি নাও, তা হলে আমরা তোমাকে এই লাভ্যটি দেব। এই প্রকার ব্যাক্যের দ্বারা অবদ্য করেছিলেন দ্বারা তবুও নরায়ণকে কৃষ্ণকে উপাধিত করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান হইয়া সন্তক হইয়াতে হইয়াতে তাঁদের হিংস্রতা হইতে, কেন তিনি ছিলেন তাঁদের হাতের পুত্র। তখনও তখনও তাঁদের অনুভবে তিনি উদ্ভবের পান করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ সর্গজগতের গোপেশ্বর কণীভূত ছিলেন। তখনও তখনও যা যাশোন এবং তাঁর সর্বাঙ্গ কলম্বেরি শুণ করে, ‘এটা নিয়ে এস’ অথবা ‘ওটা নিয়ে এস।’ কখনও কখনও তাঁরা তাঁকে বস্তের স্তি, পাতুল প্রকা দান প্রকার কাঠের পাত্র নিয়ে আসতে বলতেন।

মাথের দ্বারা এইভাবে আঁদাট হইতে কৃষ্ণ তা অমার চোখ
কমড়েন। কখনও কখনও তিনি ঘে ডা ওঠাতে অক্ষম
এইভাবে তিনি ডা হুইয়ে সেখানে পড়িয়ে থাকতেন।
কখনও আবার তাঁর দাবীদাবীর হই উৎপাদন করার
জন্য তাঁর হাত তুলে বিক্রম প্রকাশ করতেন। তখন
দীক্ষিত তাঁর কৃত্যের দ্বারা নিজেকে কণীভূত হই, তা
তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়সময়ে সফল জগতে তাঁর গুণ
ভক্তদের নিকট প্রদর্শন করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর
বালকোচিত কার্যকলাপের দ্বারা ব্রজবাসীদের আনন্দ বর্ধন
করেছিলেন।”

“একসময় এক জন বিক্রয়িনী ‘হে ব্রজবাসীগণ,
তোমরা যদি কল কিনতে চাও, তা হলে এখানে এস’
হলে কল বিক্রয় করছিল, তখন সর্বমূল প্রদত্ত ক্রীকৃষ্ণ
কল লাভের উদ্দেশ্যে কিছু দান নিয়ে কল সিনিময়ে কল
গ্রহণের আশায় সেখানে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্যে দুটে
বাওরার সময় ক্রীকৃষ্ণের হাত থেকে প্রায় সমস্ত দান
পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই কল বিক্রয়িনী
কৃষ্ণের দ্বা হাত করে কল দিয়েছিল এবং তখন কল তার
কনের মুড়িটি গুণকলাং মণি-মাণিকে পূর্ণ হয়েছিল।”

“হয়লাজ্ঞান কৃষ্ণ উৎপাতের পর, একদিন
গোহিনীদেরই নদীর তীরে অত্যন্ত মনোবেগ সহকারে
অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত কৃষ্ণ এবং কলরামকে
ডাকতে গিয়েছিলেন। অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলায়
অত্যন্ত আগ্রহ হওয়ার ফলে, গোহিনীদের আশ্রয়ে কৃষ্ণ
এবং কলরাম ঘরে ফিরে এলেন না। তাই গোহিনীদের
মা বশোলাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের ডেকে আনতে,
কারণ মা বশোলা কৃষ্ণ-কলরামের প্রতি অধিক রোহীণী
ছিলেন। কৃষ্ণ এবং কলরাম তাঁদের খেলায় এত অসক্ত
ছিলেন যে, অনেক বেলা হয়ে গেলেও তাঁরা তাঁদের
খেলার সাথীদের সঙ্গে ফেরতলেন। তাই মা বশোলা
তাঁদের খাওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। কৃষ্ণ এবং কলরামের
প্রতি তাঁর কাশল্য প্রেমকণ্ড তাঁর জন্য থেকে দৃঢ় কর্তৃত্ব
হাছিল। মা বশোলা বললেন—‘হে কল কৃষ্ণ, হে
কলরাম, তুমি এখন আমার কাছে এসে কল পান কর।
হে বৎস, তুমি নিশ্চয়ই এখন কৃষ্ণ অত্যন্ত কঠোর হয়েছ
এবং এতলম্ব হতে খেলতে কল লাভ হয়েছ। তখন এখন
খেলার প্রয়োজন নেই। হে কলরাম, বৎস বলসে,

তোমার ছোট ভাই কৃষ্ণকে শীঘ্র এখানে এস। তোমরা
সেই সকালবেলায় ভোজন করেছ, অতএব এখন
তোমাদের ভোজন করা উচিত। হে বৎস বলরাম, নম
মহাবাক্ত ভোজন অভিব্যক্তি হয়ে তোমাদের জন্য প্রার্থনা
করেছেন। অতএব আমাদের অনেক বিদ্যানে জন্য এখানে
এস। কৃষ্ণ এবং তোমার সঙ্গে যে সমস্ত ছেলেরা খেলা
করেছে, তাদেরও এখন তাদের ঘরে ফিরে যাক।”

“মা বশোলা কৃষ্ণকে বললেন—‘হে বৎস, মনোনি
খেলা করার ফলে তোমার শরীর ধ্বংস মনন হয়েছ,
অতএব এখন এস, দান করে পরিহার হবে। কল
তোমার অক্ষমতা। তাই পণ্য হইয়ে দ্রাব্যদের দ্বারা
দান কর। তেব দেখ, তোমাদের সমবয়সী খেলার
সাথীদের তাদের মায়েদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়ে সুন্দর
কলকলতে শিক্ত হইয়েছে। তোমারও এখন কল এবং
আহার করে অলম্বের দ্বারা ভূষিত হও। তারপর
তোমরা আবার তোমাদের কৃষ্ণের সঙ্গে খেলতে পার
হে মহাবাক্ত পরীক্ষিত, মা বশোলা পতীর প্রেমে কল
সমস্ত ঐশ্বর্যের চূড়ামণি ক্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে
করেছিলেন। তাঁর কল তিনি কলরাম সহ তাঁর হাত
থরে তাঁকে গৃহে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর তাঁদের
প্রান, প্রসাদন এবং ভোজন করিয়েছিলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোবতী বললেন—“তখনও একসময়
বৃন্দনে মধ্য উৎপাত হইলে সেবে নন্দ মহারাজ প্রমুখ কৃষ্ণ
গোপগণ সকলে মিলিত হইয়ে বিকেন করছিলেন, ব্রজে
যে বার বার উপদ্রব হইলে তা বন্ধ করার জন্য কি করা
কর্তব্য। গোবতীর সেই সভার বেশ কাল ও অর্থতবে
অভিজ্ঞ এবং জানে ও ব্যসে সব চাহিতে শবীল উপদ্রব
নামক গোপ নাম এবং কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য এই প্রকারটি
করেছিলেন—‘হে গোপগণ, গোবতীর হিতসাধন করার
জন্য আমাদের এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। কারণ রাম,
কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকদের প্রাণ বিলাসক লনা প্রকার মহা
উৎপাত এখানে সর্বদা ঘটছে। বলক কৃষ্ণ কেবল
ভগবানেরই কৃপায়, তাকে হত্যা করতে বন্ধপরিকর পুত্র
মাকসীর হাত থেকে কোন না কোনভাবে রক্ষা
পেয়েছিল। তারপর, পুনরায় ভগবানেরই কৃপায় শকটটি
তাঁর উপর পড়েছিল। অপর দুর্ভাগ্যবানী তুণবর্ত নামক
দৈত্য তাকে হত্যা করার জন্য ভয়ঙ্করভাবে আবেগে

ক্রোধে দিয়ে রাক্ষস, কিন্তু সেখানে থেকে পলায়িত পিলার
তাদের পতিত হয়, সেই ক্ষেত্রেও কলরাম ক্রীকৃষ্ণ তা তাঁর
পর্যায়ের নিশ্চয়িক রক্ষা করেছিলেন। সেদিনও, কৃষ্ণ
হুটি পতন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ মথরা তার খেলার
স্বাধীনতা কৃষ্ণ হানি, যদিও তখন কৃষ্ণ দুটি খতি নিভটি
কখনো মনোবলে ছিল। সেটিও ভগবানেরই কৃপা বলে
জান করতে হবে। এই সমস্ত উপদ্রব কোন অজ্ঞাত
ভয়নের দ্বারা হইলে, অন্য কোন উৎপাত হইতে আমাদের
পুত্রের আশ্রয়ের কর্তব্য এই সমস্ত বালকদের নিয়ে অন্য
যেখানে চলে যাবার, যেখানে এই ধর্মের কোন উৎপাত
হইবে না। মথীরার এত মহাবাহন মনোবলে কৃষ্ণ-কল
সমক একটি স্থান রয়েছে। এই স্থানটি অত্যন্ত উপযুক্ত,
কারণ সেখানে গাভী আদি পশুদের জন্য সুন্দর সবুজ
জল, লতা এবং গাছ রয়েছে। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর
কান্না এবং উষ্ণ পর্বত রয়েছে এবং সেই স্থানটি গোপ,
গোবী এবং আমাদের পশুদের সুন্দরায়ক সমস্ত সুযোগ
সুবিধার পূর্ণ। অতএব চল, আমরা আজই একই
সেখানে যাই। আর কলরাম কলরাম প্রয়োজন নেই।
সেইরূপ যদি আমরা এই প্রত্যয়ে সম্মত হই, তা হলে
একই সমস্ত শকট প্রস্তুত করে গাভীদের পুরোভাষে
নিয়ে চল এবং আমরা সেখানে গমন করি।”

উপদ্রবের সেই উপদেশ দান করে সমস্ত গোপদের
একমুখে হইয়ে ‘সাগু সাগু’ বলে তা স্বত্ব করছিলেন এবং
তাঁদের পুত্রপুত্র সমস্ত উপকরণ, পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য
সমস্ত সামগ্রী শকটে স্থাপন করে, অতিথিই কলরামের
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। হে মহাবাক্ত পরীক্ষিত, তখন
কৃষ্ণ, কলরাম, রামণী এবং পুত্রপুত্র সমস্ত উপকরণ শকটে
স্থাপন করে এবং গাভীদের মাঝে মধ্যে গোপেরা অতি
যত্নে ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক ভেড়ী এবং শূনের লম্বা চতুর্ভুজ
দৃষ্টিভঙ্গ করে তাঁদের পুত্রপুত্রগণ সহ যাত্রা শুরু
করেছিলেন। গোপ রমণীরা সুন্দর রমণে সজ্জিত হইয়ে
নব স্তম্ভকমের দ্বারা তাঁদের কন্যগণ সজ্জিত করে,
কখনো পদক ধারণপূর্বক শকটে আরোহণ করেছিলেন
এবং যখনকালে তাঁরা ক্রীড়াকলা লীলা গান করছিলেন
কৃষ্ণ এবং কলরামের বিবাহ সতনে অলম্ব না বশোলা এবং
গোহিনী দেবী কৃষ্ণ এবং কলরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের
লীলা প্রবল করতে করতে শকটে আরোহণ করেছিলেন।

এই অবস্থার তখন তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দৈর্ঘ্য
এইভাবে তাঁর সমস্ত কৃত্যে সমস্ত সুন্দরায়ক কৃষ্ণের
দ্বারা প্রবেশ করে, শকটসমূহে দ্বারা অর্জুনকর্তৃক তাঁদের
সামরিক নিয়ন্ত্রণ রচনা করছিলেন।”

“হে মহাবাক্ত পরীক্ষিত, রাম এবং কৃষ্ণ কলরাম
সেখানে এবং তখন নদীর ঘাট কর্তব্য করেছিলেন, তখন
তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত অসক্ত হইয়েছিলেন। এই সত্ত্বেও
কৃষ্ণ এবং কলরাম হুটি বালকের দ্বারা আবেগে
হইয়ে কল বলে সমস্ত ব্রজবাসীদের দ্বারা অদম্য প্রদান
করছিলেন। হইয়ামতে তাঁরা গেমবৎসব কৃষ্ণকলরাম
কলরাম উপযুক্ত বহুসে গণপণ্য করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং
কলরাম তাঁদের পুত্রের অত্যন্ত মনোনিবেশ খেলার উপকরণ
নিয়ে, অন্য গোপগণদের সঙ্গে খেলা করেছিলেন এবং
গোবৎসে চরণ করছিলেন। কখনও কখনও কৃষ্ণ এবং
কলরাম তাঁরা পশি ব্যক্ততেন, কখনও কখনও তাঁর দ্বারা
দেখে কল পাভার জন্য সূতার পাখর বেঁধে তা
বুড়াতেন, কখনও কখনও তাঁরা খেলার পাখরই বুড়াতেন
এবং কখনও আবার তাঁদের পাখর পুত্র পাভাতে কল
অকল আনলকী আদি কল নিয়ে পা দিয়ে তা খসাত
করে খেলতেন। কখনও কখনও তাঁরা কখনো মিতে
নিজদের থেকে ক্রিয় রক্ষী এবং কৃষ্ণের দ্বারা করে
উদ্দেশ্যে কল করে পশুপদের সঙ্গে কৃষ্ণ ভরতেন এবং
কখনও আবার তাঁরা অন্যান্য পশুদের দান অনুকরণ
করতেন। এইভাবে তাঁরা দুটি সারসন নরসিঙ হইয়ে
বিহার করেছিলেন।”

“একদিন রাম এবং কৃষ্ণ কলরাম তাঁদের খেলার
সাথীদের সঙ্গে কলরাম তাঁর গোবৎসে চরণ করছিলেন
তখন তাঁদের কল করার জন্য একটি অসুখ সেখানে
থানে। ভয়ানক বনন দেখলেন যে, একটি অসুখ
গোবৎসের দ্বারা দ্বারা করে গোবৎসের মধ্যে প্রবেশ
করেছে, তখন তিনি কলরামকে সেই অসুখটি দেখিয়ে
কলরাম, আর এতটী অসুখ এখানে এসেছে। কলরাম
তিনি হীতে হীতে সেই অসুখটি কলরামে গিয়েছিলেন, বনে
তিনি অসুখটির অতিপ্রাণ কিছুই বুঝতে পারেননি।
তারপর ক্রীকৃষ্ণ সেই অসুখটির নিয়ন্ত্রণ পা এবং সেহুটি
হইয়ে প্রত্য বনে অসুখটি দেখতাম না করা পর্বত তা
যেভাবে বনন এবং তারপর তা একটি কলি দ্বারা

উপর ফুটে বেরলেন। তখন সেই বিশালকার্য সৈন্যের
সেহের জারে কনিষ্ঠ কৃষ্ণটি ভেঙ্গে পড়ে, তখন সেই
অসুরটি দেহটিও ভুলে গেল। অসুরের মৃত দেহটি
বর্জন করে সমস্ত গোপবালকেরা উজ্জ্বলভাবে বলে
উঠেছিলেন, 'কৃষ্ণ। খুব ভাল হয়েছে। খুব ভাল
হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ।' অর্ধের সৈন্যসমূহ অত্যন্ত
হাস্য করেছিলেন এবং তাই তাঁরা ভলবানের উপর পুষ্প
বর্ষণ করেছিলেন। সেই অসুরটিকে সাহস্য করার পর
কৃষ্ণ এবং কলরায় তাঁদের প্রত্যক্ষ সন্মুখ করেছিলেন
এক গোপবালকের হাঙ্গর করতে করতে উজ্জ্বল বিক্রম
করেছিলেন। কৃষ্ণ এবং কলরায় সমস্ত অসুরের নশক,
কিন্তু এখন তাঁরা গোপালক রূপে গোপবালকের পালন
করেছিলেন।"

"একদিন কৃষ্ণ-কলরায় সহ সমস্ত বালকের তাঁদের
নিজ নিজ গোপবালকের ভাল পান করাবার জন্য
জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাদের জল পান
করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁরা নিজেদের জল পান
করেছিলেন। বালকেরা সেই জলাশয়ের নিকটে
যাত্রাভাঙে ভয় গিরিকৃষ্ণ সন্মুখ একটি বিশাল শরীর বর্জন
করেছিলেন। এই প্রকার এক বিশাল প্রাণী বর্জন করে
তাঁরা তাঁত হয়েছিলেন। সেই বিশালকার্য অসুরটি ছিল
কলসুর। সে এক তাঁততরু বকের রূপ ধারণ করেছিল।
সেখানে এসে সে সহসা শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছিল।
কলরায় এবং অন্যান্য বালকেরা যখন দেখলেন যে,
বিশাল ককটি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করেছে, তখন তাঁরা প্রাণহীন
ইন্দ্রিয়ের মতো প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। ব্রহ্মরও
নিজ গোপাল-বালকজনী শ্রীকৃষ্ণ আঁধার মতো উল্লস
হয়ে সেই অসুরের তালমূল দহন করেছিলেন এবং তার
কলে সেই কলসুর ভংগ করে তাঁকে উদ্দীর্ণ করেছিল।
কৃষ্ণকে গ্রাস করা সত্ত্বেও অক্ষত মেখে, সে পুন্ডর্য ভরে
তাঁত চক্ৰ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল।
বৈকুণ্ঠের পতি শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, কলসুর নক্ষ
কলসুর পুনরায় তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে,
তখন তিনি তাঁর হাত নিয়ে সেই অসুরের চক্ৰের ধাক্কা
করে সমস্ত গোপবালকের সন্মুখে বীণা বাজের মতো
ভাঙে বিধা বিস্তৃত কার্যকর। এইভাবে অসুরটিকে
বধ করে শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যদেরও আনন্দ বিধান করেছিলেন।

তখন হঠাৎ সৈন্যেরা কলসুরের শত্রু শ্রীকৃষ্ণের উপর
সম্মুখীন হতে তাঁরা পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং
কৃষ্ণটি ও শত্রু বাকিয়ে তাঁর কব করে তাঁকে জড়িয়ে
জানিয়েছিলেন। তা দেখে গোপবালকেরা বিস্ময়
হয়েছিলেন। প্রাণ কিলে এসে যেমন ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষত
হয়, তেমনি এই বিপদ থেকে কৃষ্ণ মুক্ত হলে, কলরায়
প্রকৃতি বালকেরা যেন তাঁদের প্রাণ কিলে পেয়েছিলেন।
তাঁরা সুস্থ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং
তারপর তাঁদের নিজ নিজ গোপবালকের একত্র করে তাঁর
ব্রহ্মভূমিতে নিয়ে গিয়ে, উজ্জ্বলভাবে সেই ঘটনাটি বর্ণনা
করেছিলেন।"

"যে কলসুর যার ঘটনা অবশ্য করে গোপ এবং
গোপীরা অত্যন্ত আশ্চর্যবিশিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে
বর্জন করে এবং সেই ঘটনা বর্জন করে তাঁদের হাতে
হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বালকেরা যেন
মৃত্যুমুখ থেকে কিলে এসেছেন। তাই তাঁরা বীণা নবর
শ্রীকৃষ্ণ এবং বালকেরা বর্জন করতে লাগলেন এবং
তাঁদের নিদ্রাণ দেখে তাঁদের থেকে চোখ ফেরাতে
পারলেন না।"

"নন্দ মহারাজ আঁধি গোপেরা কলকে লাগলেন—এটি
অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এই কলক শ্রীকৃষ্ণের অনেক
প্রকার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তববানের
কৃপায় সেই সমস্ত ভয়ের কারণেরই মৃত্যু হয়েছে। এই
সমস্ত সৈন্যেরা ছিল অত্যন্ত ভয়বান এবং তাঁর মৃত্যুর
কারণ হলেও এই কলক কৃষ্ণকে হত্যা করতে পারেনি।
নন্দরও, যেহেতু তারা একটি অসহায় বালককে হত্যা
করতে এসেছিল, তাই তার কাছে আসাম্যাই তারা
অধিকতর পতনের মতো নিহত হয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান
বাপী কখনও বিধা হয় না। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের
বিষয়, গর্ভমুনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা এখন
আমরা সন্নিহিত অনুভব করছি। এইভাবে নন্দ মহারাজ
প্রমুখ গোপেরা পবন আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলরায়ের
লীলা সম্বন্ধীয় কথা আনন্দে করেছিলেন এবং তার কলে
তাঁরা সংসার-বৃক্ষ অনুভব করেছেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ
এবং কলরায় সুকোচুরি বেলা, সৌন্দর্য্য এবং হালকের
মতো লক্ষণ প্রকৃতি নিওসুলভ বেলায় হত থেকে
ব্রহ্মভূমিতে তাদের শৈশব আঁতবাহিত করেছিলেন।"

অঘাসুর বধ

শ্রীমৎ ওকবেদ গোপায়ী বললেন—"যে রাজন,
একদিন শ্রীকৃষ্ণ যেন প্রাতঃতোজব করাত হন
করেছিলেন। খুব সকালে খুব থেকে উঠে তিনি তাঁর
পুণ্ডর্যের দ্বারা সমস্ত গোপবালক এবং গোপবালকের
কিডন করেছিলেন। তারপর কৃষ্ণ এবং গোপবালকের
তাঁদের বংশদের সামনে গিয়ে ব্রহ্মভূমি থেকে অনেক
উদ্দেশ্যে হাত্য করেছিলেন। তখন শত-সহস্র
গোপবালকেরা তাঁদের শত-সহস্র গোপবালকের সামনে
গিয়ে ব্রহ্মভূমিতে তাঁদের পূহ থেকে ব্রহ্মনন্দে বেঁচে
এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সেই কালের
হিন্দু অত্যন্ত সুখ এবং তাঁরা সকলেই স্বাধীন বেলা,
নিষ্ঠা, বেশ এবং পোশাক সত্যমের বস্তু ধারণ
করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক এবং তাঁদের সৈন্যসকল
সহ বেঁচে এসেছিলেন এবং তখন অসংখ্য সৈন্যস
একত্রিত হয়েছিল। তারপর সমস্ত গোপবালকেরা
জানলে যত্ন হতে সেই বনে বেলা করতে ওক
করেছিলেন। যদিও সেই সমস্ত বালকেরা যারেরা
তাঁদের কচ, ওজা, মুক্তা এবং বর্ণ অলঙ্কারের দ্বারা
সজ্জিত হয়েছিলেন, তবুও তাঁরা বন হতে গিয়েছিলেন,
তখন তাঁরা কল, সবুজ পাখ, ফুলের তরু, মৃতপুষ্ক
এক লেমল রক্তিন ঘাটের দ্বারা নিজেদের আরও অলঙ্কৃত
করেছিলেন। গোপবালকদের পরস্পরের খবরের বোকা
চুরি করতেন। কোন বালক যখন বুঝতে পারতেন যে,
তাঁর খোলাটি কেউ চুরি করে নিয়েছে, তখন অন্য
বালকেরা সেটি খুঁজে ফুঁড়ে দিতেন এবং সেখানে যে সমস্ত
যলেকের ছিল, তাঁরা তা নিয়ে আরও দূরে ফুঁড়ে দিতেন।
বীর খোলা তিনি যখন কাঁদতেন, তখন অন্য বালকেরা
হাসতে হাসতে তাঁকে তা কিরিয়ে দিতেন। কৃষ্ণ যদি
কখনও বনের শোভা বর্জন করার জন্য খুঁজে যেতেন,
যখন বালকেরা আঁধি খুঁটে গিয়ে প্রথমে কৃষ্ণকে স্পর্শ
কর। আঁধি কৃষ্ণকে প্রথমে স্পর্শ করবে? বলে খুঁটে
গিয়ে কৃষ্ণকে স্পর্শ করে আনন্দ লাভ করতেন। এই

সমস্ত বালকেরা বিভিন্নভাবে বেলা করেছিলেন। তাঁদের
হাতে কেউ বীণা বাজাতেন, কেউ শিখাধারি করতেন,
কেউ হনরের ওজনের অনুকরণ করতেন, অন্য কেউ
কোরিনের কৃষ্ণের অনুকরণ করতেন। কেউ কটিলে
উজ্জ্বল পার্শ্বের জ্বলন্ত পিছনে ধরিত হয়ে পার্শ্বের ওজার
অনুকরণ করতেন, কেউ হালের মতোই পঁতা অনুকরণ
করতেন। কেউ বকের অনুকরণে তাঁদের সঙ্গে চুপচাপ
হলে থাকতেন এবং অন্য কেউ মৃত্যুর নৃপের অনুকরণ
করতেন। কোন কোন বালক কৃষ্ণ বানর-শিত্রের
আকর্ষণ করতেন, কেউ-কিছু তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণ আভ্যেপ
করে মৃদভক্তি করতেন এবং অন্য কেউ এক শব্দ থেকে
অন্য শব্দে লাভ দিতেন। কোন বালক কলসুরের গিলে
বাক্যের সত্ত্ব লভ নিয়ে জলসেবার লঙ্কন করতেন এবং
জলে তাঁদের প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস করতেন। তাঁরা
তাঁদের প্রতিবিম্বের প্রতি ভর্ৎসনাও করতেন। এইভাবে
সমস্ত গোপবালকেরা ব্রহ্মভূমিতে লীলা হতে বাওয়ার
আকাঙ্ক্ষা জনীদের কাছে ব্রহ্মনন্দে উৎসবলন
হাস্যভাষণ উভয়ের পরে প্রকৃ এবং মায়ামিত
যক্তির কাছে এক সাধারণ ব্রহ্মভূমিতে প্রতীক্ষমান
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বেলা করতেন। সেই সমস্ত
গোপবালকেরা তাঁদের জল-জলভূমির পুণ্ডর্য
পুণ্ডর্যের কলে এইভাবে তববানের সন্মুখত করার
যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য যে
নিদ্রাণ করতে পারেন? কোলীরা বহু জল-জলভূমির ধরে
অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বস, নিদ্রা, আসন, প্রাণাচার ইত্যাদি
অনুশীলনের দ্বারা কষ্টের তপস্যা করে, উল্লেখ্য ভিত্তি হির
করা সত্ত্বেও যে তববানের চক্রান্তে লিপ্ত করতে পারেন
না, তিনি বহু ব্রহ্মভূমির নেত্রদোষের ধরে তাঁদের সঙ্গে
অবস্থান করেছেন। সেই ব্রহ্মভূমির মস্তশৌভাগ্যের কথা
যে বর্ণন করতে পারেন?"

"যে মহারাজ পরিশিষ্ট, তারপর সেখানে অঘাসুর
নামক এক মহাশক্তি আবির্ভূত হয়েছিল, সেতমরা যার

শ্রীল সূত্র গোপালী কহিলেন—“হে ভক্তব্রত, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁর হাতগর্ভে অবস্থান কালে যিনি তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের এই সন্তোষ লীলা প্রকাশ করে পরীক্ষিত মহারাজের চিত্ত স্থির হয়েছিল এবং তিনি পুনরায় গুরুদেব গোপালীর কাছে সেই সমস্ত পুণ্য লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন—“হে মহর্ষি, আতীতে যা ঘটেছিল তা বর্তমানে ঘটেছে বলে বর্ণনা করা হল কেন? শ্রীকৃষ্ণ কৌশল অবস্থায় অবাস্তব বোধের লীলাবিন্যাস করেছিলেন। তা হলে তাঁর গোপন অবস্থায় সেই ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছে বলে বাস্তবেরা কণা করলেন কেন? হে মহাযোগী, গুরুদেব, আপনি দয়া

করে কলন কেন তা হয়েছিল? আমি তা জানতে অত্যন্ত উৎসুক। আমার মনে হয় এটি শ্রীকৃষ্ণের অন্য আর একটি মারা যাতীত আর কিছু নয়। হে গুরুদেব, আমরা যদিও নিকৃষ্টতম জীবিত, তবুও আমরা ধন্য, কারণ আমরা আপনার কাছে ভগবানের পায় পবিত্র কথামৃত সর্বদা লাভ করার সুযোগ লাভ করেছি।”

শ্রীল সূত্র গোপালী কহিলেন—“হে ভক্তব্রত, গুরুদেব, মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীল গুরুদেব গোপালীকে এইভাবে প্রশ্ন করলে, গুরুদেব গোপালীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর সমস্ত বাহ্যেস্থিরের বৃত্তি অশক্ত হয়েছিল। তিনি অতি কষ্টে বহুক্ষণ লাভ করে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কথঞ্চিৎ কলমে গুরু করলেন।”

৬১৬ ৬১৬ ৬১৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক গোপবালক এবং গোবৎস হরণ

শ্রীল গুরুদেব গোপালী কহিলেন—“হে ভক্তব্রত, পরম ভাগ্যবান পরীক্ষিত, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু নিরন্তর ভগবানের লীলা প্রকাশ করা সন্তোষ আপনি তা নিত্য নতুন বলে অনুভব করছেন। জীবনের সার গ্রহণকারী পরমহংস ভক্তদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত এবং তিনিই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। সর্বজন শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব আলোচনা করাই তাঁদের স্বভাব, কেন সেই নিয়মগুলি নিত্য নতুন। বিবরাসক্ত ব্যক্তির যেমন মন্ত্রী এবং যৌন বিবরের প্রতি অসক্ত, তাঁরও তেমনই কৃষ্ণকথার প্রতি আসক্ত। হে ভক্তব্রত, গভীর মনোযোগ সহস্রগুণে অংশ করুন। ভগবানের লীলা যদিও অত্যন্ত গোপনীয় এবং সাধারণ মানুষেরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও আমি আপনার কাছে সেই বিবরণ বলব, কারণ গুরুদেব অনুগত শ্রিয় শিবের জগৎ অত্যন্ত শুভাত্মক বলে থাকেন। মৃত্যুবল

অবাস্তবের মূখ থেকে গোপবালক এবং গোবৎসদের রক্ষা করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নদীর তীরে নিয়ে এসে করেছিলেন, ‘হে বৃদ্ধগণ, দেখ এই নদীর তীর মনোহর পল্লিরেখার প্রভাবে কি অপূর্ব সুন্দর রূপ প্রকাশ করেছে। আর দেখ বিকলিত লক্ষ্যগুলি কিভাবে তাদের সৌরভের দ্বারা ভ্রমর এবং পাখিরেখা আকর্ষণ করেছে। তময়ের গুণন এবং পাখিরেখার কলহর বনবাণীতে প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানকার বায়ুও অত্যন্ত নির্মল এবং কোমল। তাই এটিই আমাদের খেলার সর্বোত্তম স্থান। আমরা অজস্র কুখ্যতি এবং অনেক বেলাও হয়ে গেছে। তাই আমরা মনে হয়, এখানেই আমাদের ভোজন করা উচিত। গোবৎসরা এখানে জলপান করে কাছেরী ধীরে ধীরে ডুব ভোজন করুক। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ মনে নিয়ে, গোপবালকেরা গোবৎসদের নদী থেকে জলপান করতে গিয়েছিলেন এবং তারপর সবুজ কোমল ভূময় ক্ষেত্রে

তারপর পাঁচ বেঁচে রেখেছিলেন। তারপর বাগ্গেরা তাঁদের শাব্যর জোলা খুলে মহা আনন্দে কৃষ্ণের সঙ্গে ভোজন করতে শুরু করেছিলেন। পয়স্বলের কর্ণিকার চন্দ্রমিৎ যেমন পাগড়ি এবং পাখা শোভা পায়, তেমনই বনের মধ্যে ব্রহ্মবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্যকে বহু পদ্ধতিতে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং মনে করছিলেন কৃষ্ণ হরত তাঁর দিকে তাকানো। এইভাবে ওয়া বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। গোপবালকদের মধ্যে কেউ ফুল, কেউ পাতা, কেউ পান, কেউ অম্বু, কেউ কল, কেউ শিক, কেউ গাছের বাকল এবং কেউ বা পাপরকে তাঁদের ভোজন পাত্র বলে বন্ধনা করে তার উপর তাঁদের শাব্যর রেখেছিলেন। কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা নিজ নিজ পুঙ্খ থেকে নিত্য আসা বিভিন্ন প্রকার অন্ন-ব্যাঞ্জনের স্বাদ পুঙ্খ পুঙ্খ দর্শন করিয়ে এবং পরস্পরকে তা আনন্দান করিয়ে, তাঁরা হ্রসতে হাসতে এবং অন্যদের হাসতে হাসতে ভোজন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তভুক্ত—অর্থাৎ, তিনি কেবল হস্তের নৈবেদ্যই ভোজন করেন—কিন্তু তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করার জন্য তিনি তাঁর উন্নয় ও বস্ত্রের মধ্যে ভ্রমরকে বন্দী এবং বায়ুকে লুপ্ত ও বহু, হাতে যদি মিলিত অন্নগ্রাস এবং আঙ্গুরের মধ্যে উপভুক্ত করে টুকরা খরশ করে পথের কর্ণিকার মতো অর্কহৃত হয়ে তাঁর সখাদের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের সঙ্গে পরিহাসপূর্বক তাঁদের আনন্দ উপভোগ করে ভোজন করছিলেন। তখন ঘর্গের অধিবাসীরা যজ্ঞভুক্ত ভগবানকে তাঁর সখাদের সঙ্গে এইভাবে বনভোজন করতে দেখে, আশ্চর্যবিত্ত হয়ে সেই অপূর্ব লীলা দর্শন করছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, কৃষ্ণগুণপ্রাপ্ত গোপবালকেরা যখন এইভাবে বনভোজন করছিলেন, তখন গোবৎসগণ সবুজ ঘাসের লোভে কূপে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধন দেখলেন যে, তাঁর সখা গোপবালকেরা তাঁত হয়েছেন, তখন দ্রুত ভয়েম ও ভয়ঙ্কর নিরন্তর তাঁদের ভয় দূর করার জন্য হস্তাভিলম্ব—‘হে সখাগণ! তোমাদের ভোজনের আনন্দ থেকে নিবৃত্ত হয়ো না। আমি গিয়ে তোমাদের গোবৎসদের এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।’ তারপর, দধিমিলিত অন্ন হাতে নিয়ে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পর্বত, পর্বত-কন্দারে, কূড়ে এবং নকৌর্ধ স্থানে, সর্বত্র তাঁর সখাদের গোবৎসদের আশ্রয় করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, ব্রহ্মা, যিনি পূর্বে আকাশে অবস্থানপূর্বক পরম শক্তিযশে শ্রীকৃষ্ণের অবাস্তব বহু এবং তাঁর উদ্ধারকর্ম দর্শন করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, এখন তিনি তাঁর নিজের ঐশ্বর্য প্রকট করে, একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিন্যাসকারী বাল্য-লীলাপ্রদেয় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করতে চেষ্টাছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মা সমস্ত গোপবালকদের এবং গোবৎসদের সেখানে থেকে অন্যত্র নিতে বান। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার জড়িয়ে পড়েছিলেন, কারণ অচিরেই তিনি দেখতে পাবেন শ্রীকৃষ্ণ কত শক্তিশালী। তারপর, শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসদের দেখতে না পেয়ে নদীর তীরে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি গোপবালকদের দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সর্বত্র সন্ধান এবং গোপবালকদের অবস্থান করতে লাগলেন, তখন তিনি বুঝতে পারেননি কি হয়েছে। কৃষ্ণ যখন গোবৎস এবং তারপর কৃষ্ণ গোপবালকদের বলে কোথাও বুকে পেলেন না, তখন তিনি সহসা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল ব্রহ্মার কার্য। তারপর ব্রহ্মা এবং গোবৎস ও গোপবালকদের মাতাদের সন্তোষ উপলব্ধির জন্য সমস্ত জগতের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোবৎস এবং গোপবালক রূপে বিস্তার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাসুসেব রূপের দ্বারা নিজেকে অগ্নহাত গোপবালক এবং গোবৎসের সাংখ্য অনুযায়ী সুকোমল তাজ, বস্ত্র-পাখি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিতান, বেশু, শিক, তাঁদের ভূষণ এবং অলঙ্কার, মাঘ, বহন এবং রূপ এবং তাঁদের কার্যকলাপ এবং স্বভাব অনুসারে নিজেকে সুগুণ বিস্তার করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে বিস্তার করে পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ‘সমগ্র জগৎ বিজয়ন’ এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালক রূপে অবিকলভাবে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন এবং স্বয়ং তাঁদের নেতৃত্বাধীন পৃথিবীমান হারে, অলম্ব্য দিলের মতো তাঁদের সমস্ত উপভোগ করতে করতে তাঁর পিতা নন্দ মহারাজের হৃদয় হৃদ্ধমিতিতে প্রবেশ করেছিলেন।”

“হে মহারাজ পটীকিং, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিজের সেনাপতি এবং গোপবান্ধব রূপে বিতরণ করে যথানির্দিষ্ট গোপাঙ্গার গোপবান্ধব এবং বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন বালক রূপে প্রবেশ করেছিলেন। গোপবান্ধবের কান্দীপন তাঁদের পুত্রদের বাণী এবং বিবাকের দ্বারা প্রবল করে, তৎক্ষণাত্ তাঁদের পুত্রগুলির কার্য থেকে উবিভ হয়ে তাঁদের পুত্রদের জেগে উঠে নিঃশব্দে এবং বুড়াত গিয়ে আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমে করিত তুলসী পান করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই সব কিছু, কিন্তু তখন গভীর প্রেমে এবং মেহ কাঁচ করে তাঁরা পরস্পর শ্রীকৃষ্ণকে দুই পান করাবার বিশেষ আনন্দ অনুভব করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাতায়ের গুনগুণ পান করেছিলেন যে তা ছিল অমৃত। হে মহারাজ পটীকিং, তাঁরপর যে যে সময় যে যে নীলা ত্রয় সমাধানপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ সম্মানকোম হাজে প্রত্যাবর্তন করে, প্রতিটি গোপবান্ধবের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন এবং দিক পূর্বের বালকটি মতো আচরণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের মাতুলদের আনন্দ প্রদান করেছিলেন। মায়ের তৈলমর্দন, হানি, হানি হানি লেপন, জলছায়া, বন্ধন, উচ্চারণ, তিলক, ভোজন প্রভৃতি দ্বারা তাঁদের সান্নিধ্য করেছিলেন। এইভাবে মায়েরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। তাঁরপর সমস্ত গাভীপন গোপাঙ্গার উপনীত হয়ে উচ্চ হাস্য রসে তাঁদের নিজ নিজ বৎসকে আহ্বান করত। বৎসপন তাদের কাছে এসে, তাদের মায়েরা বস করে তাদের দেহ সোহন করত এবং তাদের কন থেকে করিত দুই প্রহর পরিমাণে তাঁদের পান করাত।”

“পূর্বে, তবু যেভাবে গোপীসেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মাতুলের বর্ধমান ছিল। বহুতলকে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের মেহ তাঁদের নিজেকে পুত্রদের থেকেও অধিক ছিল। এইভাবে তাঁদের মেহ প্রদর্শনে কৃষ্ণ এবং তাঁদের পুত্রদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু এখন সেই পার্থক্য দূর হয়ে গেছে। ব্রজবাসী গোপ ও গোপীসেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্বের তাঁদের নিজেকে পুত্রদের থেকেও অধিক মেহ ছিল, কিন্তু এখন, এক বছর হয়ে তাঁদের নিজেকে পুত্রদের প্রতি তাঁদের মেহ ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁদের পুত্র হয়েছেন। তাঁদের পুত্রস্বীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের মেহ অপরিমিতভাবে বৃদ্ধিলাভ

করেছিল। প্রতিদিন তাঁদের পুত্রদের প্রতি তাঁরা এক এক মেহেব অনুভব করত কখনো দিক হওয়া হওয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবান্ধব এবং গোপবান্ধবের নিজেকে নিজের পুত্র নিজেই নিজেকে সান্নিধ্য করেছিলেন। এইভাবে তিনি কৃষ্ণকেই বৎস এবং গোপেই এক বছর হয়ে নীলাঙ্গিন্য করেছিলেন।”

“এইভাবে বছর পূর্ণ হওয়ার পরে ১০ প্রতি পূর্ণ, একদিন অমল সহ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গার করতে করতে বনে প্রবেশ করেছিলেন। তাৎপর্য, গোপাঙ্গার পর্বতের উপর তুলসীপান করতে করতে গাভীপন সন্ধ্যা কালে আহবানে বন্য নীচের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তারা হাজের অনতিদূরে বিচকণীল বৎসদের দেখতে পেয়েছিল। গাভীপন বন্য গোপাঙ্গার পর্বতের উপর থেকে তাদের বৎসদের কান্না করেছিল, তখন বৎসদের প্রতি বর্ধিত প্রেমকলিত তারা আশ্চর্যবৃত্ত হয়েছিল এবং তাদের পালকদের অতিক্রম করে সেই পথ অতিক্রম পূর্ণ হওয়া পল্লবগুলি একত্র করে ছায়া করতে করতে তাদের বৎসদের প্রতি করিত হৃদয়িত। তাদের কন থেকে তখন দুই করিত হৃদয়িত, তাদের অন্ধক এবং পূর্ণ উত্তর হয়েছিল এবং তাদের শ্রীকৃষ্ণ সবে কক্ষ আদর্শিত হচ্ছিল। এইভাবে তারা অতি বেগে তাদের বৎসকে দুইপান করাবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। গাভীপন যদিও পুনরায় সন্ধ্যা প্রদশ করেছিল, তবুও পূর্ণ বৎসদের প্রতি প্রেমসিকলিত গোপবান্ধব পর্বত থেকে ছুটে এসে তারা কন থেকে করিত দুই তাদের পান করিয়েছিল এবং এমনভাবে তাদের সেই লেহন করছিল, যে রসে হৃদয় যে তারা তাদের গিলে ফেলতে চাইছে। গোপবান্ধব গোপবান্ধবের কাছে বাতায়ের সমস্ত গাভীসেবী গতি প্রেমে করতে বন্ধন হওয়ার কালে সজ্জিত এবং বৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁরা কতিকটে সেই পূর্ণ পথ অতিক্রম করে, সেখানে শীঘ্রই গোপবান্ধবের মতো তাঁদের পুত্রদের দেখতে পেরেছিলেন এবং গাভীপন মেহে অতিক্রম হয়েছিলেন। তখন গোপবান্ধব তাদের পুত্রদের সান্নিধ্য করে বৎসরা প্রেমে আতুত হয়েছিলেন। তাদের প্রতি আনন্দ অনুভব করার, তখন তাঁদের প্রেম সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা তাঁদের পুত্রদের কোলে তুলে নিয়ে,

একই সঙ্গে জাগ্রতপূর্ণিত মস্তক আশ্রয় করে পদে আনন্দ লাভ করেছিলেন। বন্য গোপবান্ধব তাঁদের পুত্রদের আলিঙ্গন করে গভীর আনন্দ অনুভব করার পর, প্রতি ছুটে ক্রমশ আলিঙ্গন থেকে নিবৃত্ত হয়ে গোপাঙ্গার দিক দিয়ে চলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পুত্রদের কথা স্বপ্ন তত্তে তাঁদের নবন অন্ধপূর্ণ হয়েছিল। বৎসবান্ধবের কলে ক্রমপান থেকে নিবৃত্ত বৎসদের প্রতি গাভীসেবী এই প্রকার নিবৃত্ত প্রেমদিকার সান্নিধ্য করে, কলারায় তার কলে জলতে যা পেরে, এইভাবে চিত্ত করতে পদলেন। কি আনন্দার্থে বিবর্ত? এই সমস্ত গোপবান্ধব এবং গোপবান্ধব প্রতি সন্ধ্যা ব্রজবাসীসেবী, এমনকি জামাতও অনুভব অনুভব করে করিত হাজে, তিক বেগন সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের পরমাত্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আনন্দের প্রেম বর্ধিত হয়। এই মাতা কি প্রকার? তা কি শ্রীকৃষ্ণ, মানবী বা জাদুরী? যা কোথা থেকেই যা এল। তা নিশ্চয়ই আমার প্রভু কৃষ্ণই বলা। তা না হলে তা আমাকে মোহিত করল কি করে। এইভাবে চিত্ত করে বন্যরায় অনন্তকুর দ্বারা দেখতে পেলেন যে, সমস্ত গোপবান্ধব এবং কৃষ্ণের সখারা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কার, ‘হে পরমেশ্বর। আমি পূর্বে মনে করেছিলাম যে, এই সমস্ত বন্যকর্যে যেই সেনাপতি এবং এই সমস্ত সেনাপতির কারণ আমি হই, কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, প্রকৃতপক্ষে আমার সেই ধারণা ভুল নয়। পরন্তু পৃথকভাবে গভীরতম প্রেমের মধ্যে হোমকেই প্রকাশিত দেখছি। এক এবং অবিচীর হওয়া সত্ত্বেও তুমিই গোপবান্ধব এবং বালকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরাজমান। এ বিষয়ে বিবেচনা করে সমস্ত কথা তুমি আমার কাছে সত্যকালে প্রকাশ কর।’ কলবেই এইভাবে অনুভব করলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তে তাঁকে ফেরাছিলেন এবং কলবে তখন যা কৃষ্ণে পেরেছিলেন।”

“তখন বন্য (তাঁর বন্য অনুভবে) এক ক্রটিমাত্র কলে পেরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, যদিও মানুষের বন্য অনুভবে এক বছর অতিক্রম হয়েছে, তবুও তখন শ্রীকৃষ্ণ তিক পূর্বের মতো তাঁর আশ্রয়ী বালক ও গোপবান্ধবের সঙ্গে খেলা করছেন। তখন চিত্ত করতে লাগলেন—গোপবান্ধব বহু বালক এবং গোপবান্ধব ছিল, আমি তাদের আমার হস্তানুগত করিত রেখেছি এবং

তাঁরা আমাকে পূর্বের মতো গুণে। সবসময় বালক এবং গোপবান্ধব এক বন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেছে, তবুও তখন আমার হাতের মেহিত বালকদের থেকে ভিন্ন। তারা কখন? তারা এল কোথা থেকে? এইভাবে তখন নির্ভর্য হয়ে চিত্ত করেই চিত্ত করে বর্ধমান দুই বন্য বালকের পার্থক্য সিকলন করতে পারলেন না, তিনি জেনতে চেষ্টা করেছিলেন তারা আসল এবং কাল নকল, কিন্তু তিনি তা কখনও পেরেন না। এইভাবে তখন বন্য সর্ববালী, যেতবুত তখন শিখর মোহনকর বন্যবান শ্রীকৃষ্ণকে মেহিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন তখন স্বয়ং তাঁর নিজেরই মায়ের দ্বারা মেহিত হয়েছিলেন। বিবর্তিত অন্ধকাল যেভাবে জামাতী করিত অন্ধকার মিলন করতে পারে না এবং সিন্ধু বেল জেলসিকি আলোর যেমন তেমন মুকুটী থাকে না, তেমনই বন্যপুত্রদের প্রতি প্রকৃত সিন্ধু করিত মাতা সিন্ধু করতে পারে না, পল্লবের, সেই সিন্ধু বালক সামর্থ্যই কেবল নষ্ট হয়।”

“তখন বন্য এইভাবে লেখছিলেন, তখন তাঁর সখ্যপদী সমস্ত গোপবান্ধব এবং গোপবান্ধবের চক্রেই পদার্থের এবং নীচকর জেগের বহু পরিহিতকলে নষ্ট হালেন। তাঁরা সবলেই চক্রে, তাঁদের চক্রে হাজ পদ, চক্রে, বন্য এবং পদ। তাঁদের মাথার মুকুট, তখন হুগল, বন্যবান্ধব হাজ এবং গলবেগ বন্যবান্ধব মাথা। তাঁদের গলি কলকে উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত, বন্যত অন্ধক, প্রিৎপাচিত কক্ষকে কৌতুহল মনি এবং হাজ কল। তাঁদের পায়ে পল্লবক এবং অতিক্রম পদে সূত্র। এইভাবে তাঁরা পোতা পাইলেন। প্রবল, কীর্তন অতি পদে পদে কার্যকলাপের মাধ্যমে কলকালে হাজবান্ধব হত তক্তবান্ধব দ্বারা নির্ভেদ সুকলকল, সান্নিধ্য তুলসী-পত্রের মতলয় হাজ তাঁদের পা থেকে হাজ পর্বত সেনের প্রতিটি অম পূর্ণকালে সজ্জিত ছিল। সেই বিকৃষ্ণিগল জোবান্ধব মতো নির্ভল হাজির দ্বারা এক অন্ধকাল নেতের কৃতিপাতের দ্বারা, তেন সন্ধ এবং হাজবান্ধব মাথার তাঁদের চক্রেব বন্যন দুই কর্তৃকল এবং পল্লব কাছিলেন। তবুও তখন সেনেই মূর্তিমান হয়ে, পূর্ণ-নীচ হাজ এবং তখন সন্যেই মূর্তিমান হয়ে, পূর্ণ-নীচ প্রকৃত হিৎব উপকালে হাজ তাঁদের কলক অনুভবে

নৃপক পুণ্ডরীকমণ্ডে সেই সমস্ত বিকৃতিগুলির আরাধনা করেছিলেন। সেই সমস্ত বিকৃতিগুলি অসিদ্ধি আনি দিচ্ছিল, অসিদ্ধি প্রকৃতি শক্তি এবং যথেষ্ট প্রকৃতি চতুর্বিধিও অসিদ্ধি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তখন ব্রহ্ম দেখলেন কাল, স্বভাব, সংসার, কাম, কর্ম এবং তখন প্রকৃতি সর্বতোভাবে অসিদ্ধি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তখন ব্রহ্ম দেখলেন কাল, স্বভাব, সংসার, কাম, কর্ম এবং তখন প্রকৃতি সর্বতোভাবে অসিদ্ধি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। সেই সমস্ত বিকৃতিগুলি সত্য, জ্ঞান, অমৃত ও আনন্দময় এবং তাঁরা জ্ঞানের প্রভাবের অধীনে। উপনিষদ অনুসারেও জানিবার উপায় আছে। স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেন না। এইভাবে ব্রহ্ম পরমেশ্বরে কর্তব্য করেছেন, তাঁর পক্ষের দ্বারা চরিত্রের সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তখন সমস্ত গোপন্য এবং গোপন্যকর্মেরও চরিত্রের বিস্তারিত কর্তব্য করেছিলেন। তারপর সেই সমস্ত বিকৃতিগুলির জ্যোতির প্রভবে ব্রহ্মের একাদেশ ইন্দ্রিয় বিশেষে আলোকিত হয়েছিল এবং চিত্রের আনন্দে ভুক্তি হয়েছিল। তিনি তখন কল লোকের পুণীর মায়াবৈচিত্র্য সন্মুখে নিত্যর খেলার পুতুলের মতো মৌলভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

“পরমেশ্বর তর্কের আগোচর, তিনি স্বয়ং প্রকাশ, আনন্দময় এবং জড় প্রকৃতির অধীনে। বেগানের দ্বারা অসিদ্ধির জ্ঞান নিরুপ্ত হলে তাঁকে জানা যায়। যে ভাস্কর্যের মতো সমস্ত চতুর্ভুজ বিকৃতিগুলি প্রকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার দ্বারা সর্ববর্তী ইন্দ্রিয় ব্রহ্মা মোহিত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, “এটি কি?” এবং তারপর তিনি অপর কর্তব্য পর্যন্ত করতে পারেননি। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অবস্থা বুঝতে পেরে যোগমায়ার অবস্থান উদ্ঘাটন করেছিলেন। তখন ব্রহ্মা

বাহ্যেচেনা লাভ করে, মৃত ব্যক্তির বেগে তাঁর মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, তিনি নিজেকে পছন্দ এই ব্রহ্মাও মর্শন করেছিলেন। তারপর, চতুর্ভুজ পৃষ্টিপাঠ করে ব্রহ্মা তাঁর সন্মুখে সোমকাল অধিবাসীমতে জীবিতের উপভোগ্যতা বুঝে পরিপূর্ণ সর্ব স্বভূতে সমস্ত সুখময়ক ব্রহ্মাও মর্শন করেছেন। ব্রহ্মকল ভগবানের চিত্রের দ্বারা, বেগানে মৃত্যু, তখন অসিদ্ধি মর্শন দেই। সেখানে স্বাভাবিক স্বভাববাপ্ত মানুষ এবং হিন্দে পতঙ্গ পরমেশ্বরের পৃষ্টি চিত্রের কল্পে সহকারে একত্রে বাস করে। তারপর ব্রহ্মা দেখলেন যে, অধিত্য, পূর্ণ আনন্দ, অসীম পরমেশ্বর সৌন্দর্যে একটি শিশুর ভূমির অবলম্বন করে এককী, তাঁর হাতে অস্ত্রাশ্রয় ধারণ করে, তিক পূর্বের দ্বারা সর্ব গোপন্য এবং তাঁর সত্য গোপন্যকর্মের অবলম্বন করেছেন। তা মর্শন করে ব্রহ্মা তখন তাঁর হস্তেবাহন থেকে নেমে এসে, স্বর্গমন্ডলের মতো ভূমিতে পতিত হয়ে তাঁর মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রণতি নিবেদন করে, তিনি তাঁর অসম্প্রদায় জ্ঞানে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অধিবাসী করেছিলেন। বীর্ষকাল আর জড় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে এবং তাঁর পৃষ্টি চিত্রে প্রণতি নিবেদন করে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র বা তিনি পূর্ণ মর্শন করেছিলেন, তা আর বাস স্বরূপ করতে লাগলেন। তখন বীর্য বীর্যে উঠে তাঁর চোখ দুটি মুখে ব্রহ্মা মুকুটকে মর্শন করেছিলেন। তারপর অসম্প্রদায় মস্তকে, একপ্রান্তে, অস্পষ্ট অংশের, পদ্যক করে এবং অত্যন্ত স্নিগ্ধভাবে ব্রহ্মা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কন্যা করতে শুরু করেছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব

ব্রহ্মা বললেন—“হে প্রভু, আপনিই পরম আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবান, জড়ি আপনার সখ্যবিশ্বাসের জন্য আমি আপনাকে আমার সমস্ত প্রাণ ও মতি নিবেদন করছি। হে নন্দনন্দন, আপনার দ্বিবা দেব না ফল্যাদর্শ দেবের মতো, আপনার পবিত্র বস্তু বিকৃতি মতো ব্রহ্মময় এবং কৃষ্ণময় বিরচিত আপনার কর্তৃত্ব ও স্বভাবের শিখিপুঞ্জের দ্বারা আপনার সুখময় সৌন্দর্য বৃষ্টিপ্রণ হই। বিবিধ কন্যুলের মালা ধারণ করে এবং পাচনবক্তি, বিকাশ ও পেশুর দ্বারা ভূষিত হয়ে, আপনার হাতে এক প্রাণ আর নিজে আপনি সুখময় পৃষ্টিতে থাকেন। হে প্রভু, কৃপা করে আপনার যে বিষ্ণু তনু জাহ্নবী পূর্ণময় করেছেন, যা কেবল আপনার ওই ভক্তসুকের মনোবাহ্য পূর্ণময় অন্যই প্রকৃতি হয়ে থাকে, আপনার সেই বিষ্ণু স্বরূপ-শক্তির পরিমাণ করতে আমি পারি না যা অন্য কেউ পারে না। যদিও আরও মন সম্পূর্ণভাবে জড় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়েই তনুও আমি আপনার স্বরূপ ফলস্বরূপ করতে অসমর্থ। তা হলে যে সুখ আপনি আপনার মধ্যে অনুভব করেন, তা আমি কিভাবে ফলস্বরূপ করতে সক্ষম হব? মনোবাহ্যসুখ জ্ঞানের প্রকাশ সর্বতোভাবে পরিচয় করে বীর্য তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক পথে বিস্তৃত হয়ে, কার-জন-অন্যে ব্রহ্মা সহকারে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করেন এবং আপনি ও আপনার ওই ভক্তদের সুখনিষ্পত্ত হরিকথা শ্রবণ করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আপনাকে জয় করেন, যদিও ভ্রমোত্তর মধ্য কেউই আপনাকে জয় করতে পারে না। হে ভগবান, আপনার প্রতি ভক্তিই আত্ম-উপলব্ধির স্রেষ্ঠ পথ। যদি কেউ সেই পথ পরিচয় করে মনোবাহ্যসুখ জ্ঞানের অনুশীলনে বৃত্ত হয়, সে কেবল ব্রহ্মের পাইই বীর্য করে এবং আর আত্মলব্ধি জ্ঞান লাভ করতে পারে না। শূন্য ভূমি প্রহার করে কেউ যেমন দণ্ড লাভ করতে পারে না, তেমনি অজ্ঞান-করময় স্বাধীন অত্ম-উপলব্ধি লাভ হয়

না। সে একমাত্র ব্রহ্মই লাভ করে। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, পূর্ণময় ইহলোকে যে যোগীপুত্রই তাঁদের সন্ত প্রাণের আপনার প্রতি কর্তব্য করে এবং নিমিত্তভাবে তাঁদের মিত্র মিত্র কর্তব্য পাচন করে ভগবান-কর্তার স্তব প্রাণ হয়েছিলেন। হে অত্যন্ত, এই প্রকার ভগবান-কর্তার স্বাধীন আপনার স্বভাব মন ও বীর্যের পৃষ্টিতে ঘটা পূর্ণতা অর্জন করে তাঁরা আপনাকে ভগবান করিতে শেখিয়েছেন এবং অন্যায়েরে আপনার পরমেশ্বর হই আপনার পক্ষি বীর্য প্রাণ হয়েছিলেন। কিন্তু অতন্তপন আপনার পূর্ণ ব্যক্তিবস্তুপের স্বরূপে আপনাকে ফলস্বরূপ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, ফলস্বরূপ অত্যাচারে পরমেশ্বর প্রত্যন্ত অনুভূতির অনুশীলনের দ্বারা নির্বিশেষে ব্রহ্মময় আপনার প্রকাশ তনুকে পক্ষে উপলব্ধি করা সত্য হইতে পারে। কিন্তু অত্যাচারিত বিত্তের সমস্ত স্বরূপ ধারণ এবং জড় ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সমস্ত আসক্তি থেকে তাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ওই স্বরূপের দ্বারা থেকে তাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ওই স্বরূপের দ্বারা থেকে সেটি সত্য। কেবলমাত্র এভাবেই আপনার নির্বিশেষে জ্ঞান তাদের কাছে বহু প্রকাশিত হয়ে। কালক্রমে বিষ্ণু মার্মিক বা বৈজ্ঞানিক হইতে পৃথিবীর সমস্ত পরমেশ্বর, হিমবতা, এমন কি সূর্য ও অন্যান্য জ্ঞানকর্মের প্রতিটি রশ্মিও পলা করাতে সত্য হইতে। কিন্তু তাঁদের মনোবাহ্য অন্য বিনি জ্ঞানে অবলম্বিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান আপনার তনু অগ্রভাগ ওলাকী পলা করা এই সব বিষ্ণু লোকেরের মধ্যে কার পক্ষে সত্য? বিনি আপনার অনুশীলন লাভের আপন তাঁর পূর্ণময় হই কর্তব্যের কল পূর্ণ সহকারে ভোগ করতে করতে তাঁর স্বরূপ, বাস ও বীর্যের দ্বারা আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে জীক আপন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের স্বরূপ, অসম্প্রদায় তিনি উপলব্ধি উপলব্ধিকরী।”

“হে প্রভু, আমার আত্মাত্মিক পৃষ্টি মেকুন। কাজে আমি মনোবাহ্যসুখ মোহনকর জ্ঞান এবং জ্ঞানপুত্র আমি মনোবাহ্যসুখ মোহনকর জ্ঞান এবং জ্ঞানপুত্র পরমেশ্বরজননী আপনার প্রতি নিজ মনোবাহ্য বিত্তকে করে

আপনার কর্মের দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছিল। আমি থেকে উদ্ধৃত শব্দের যেমন অর্থ উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম, আপনার থেকে উদ্ধৃত আমিও তেমন আপনার উপর প্রভাব বিস্তারে কিছুমাত্র সমর্থ নই। অতএব, যে অচ্যুত, দয়াকর আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি রাজ্যত্যাগে জগদ্রহণ করেছি, তাই সভ্যতাই আমি আজ, কারণ আমি নিজেকে আপনার থেকে একজন স্বতন্ত্র নিরস্ত্র বলে অভিমান করেছি। আমার চক্ষু অজ্ঞানের অন্ধকারে আবদ্ধ, যা আমাকে অন্ধতের অন্ধার বশীত করে মগন করে। কিন্তু দয়া করে বিবেচনা করুন যে, আমি আপনার সূত্র এবং তাই আপনার অনুসরণ করে। শুষ্ক, মৃদু, অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধ, অন্ধ, অন্ধ ও ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডের গভীর অন্ধকারে আমার নিজ হাতের সাত বিঘত পরিঘট শরীরের অন্ধকারে বা কোথায়, আর বীর প্রেমকল্পে গভীর অন্ধকারে এমন অন্ধকারে ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণতার ম্যার বিচরণশীল, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়! যে অন্ধকারে ভগবান, গভীরে সত্যের স্বপ্ন তার পা দুটি উর্ধ্বে নিষ্কাশন করে, জননী ও অপরাধের গণ্য করেন কি? আর এমন কিছু অস্তিত্ব আছে কি—যা বিভিন্ন দার্শনিকদের দ্বারা সত্য বা মিথ্যাকল্পে ভূষিত হয়েছে—যা প্রকৃতপক্ষে আপনার উপরে কাঁড়ে রয়েছে? যে ভগবান, কথিত আছে যে, প্রলয়কালে স্বপ্নে ত্রিলোক জলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন আপনার অংশ ন্যায় সেই জলে লয়ন করেন, বীরা বীরা তাঁর নাতি থেকে একটি পদ প্রকাশিত হয় এবং সেই পদে ব্রহ্মের রূপ হয়। এই কথাগুলি শ্রদ্ধা মিথ্যা নয়। তাই আপনার থেকেই আমি উদ্ধৃত নই কি?”

“হে পরম সিন্ধু, যেহেতু আপনি সকল দেহধারী বীরাের আত্মা এবং সকল সৃষ্ট প্রলোভনের মিত্য সাক্ষী, তাই আপনি কি মূল ন্যায়ের মন? বাস্তবিকপক্ষে, ভগবান ন্যায়ের হস্তে আপনার সম্প্রদায় এবং তাই তাঁকে বলা হয় ন্যায়ের, যেহেতু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের আদি জলের মূল উৎস। তিনি পরম সত্য, আপনার ম্যারপত্তি জ্ঞাত মন। যে ভগবান, সমগ্র জগতের আত্মস্বরূপ আপনার অপ্রকৃত শরীর প্রকৃতপক্ষে জলের উপর পড়িত থাকে, তা হলে আমি স্বপ্নে অধোমুখ করেছিলাম, তখন

আপনার দর্শন করিনি কেন? এটি যদিও বা সম্ভব হলেও মধ্যে আপনার সঠিকভাবে দর্শন করতে পারিনি, তবে কি আমি নিজেকে হঠাৎ প্রকাশ করেছিলাম? হে ভগবান, এই অবস্থাতে আপনি প্রমাণ করেছেন যে আপনিই আমার অন্তর। আপনি যদিও এখন এই জগতের মধ্যে রয়েছেন, তবুও সমগ্র বিশ্ববাসী সৃষ্টি আপনার অপ্রাকৃত শরীরের মধ্যে বিরাজমান—আপনার জননী ব্রহ্মাণ্ডে আপনার উদ্ভবের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়ে এই সত্য আপনি প্রমাণ করেছেন। ঠিক যেমন আপনি সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার উদ্ভবের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি এখানে বাইরেও বহু সেই একই রূপ প্রকাশিত হয়েছে আপনার অস্তিত্ব শক্তি স্বর্গীয় সিন্ধুরে এবং যখন সত্য হতে পারে? আপনি কি আজ আমাকে আপনার থেকে ভিন্ন এই সৃষ্টির অভ্যন্তরের সব কিছু যে আপনার অস্তিত্ব শক্তির প্রকাশ তা দর্শন করলেন না? প্রথমে আপনি একা অবিভূত হয়েছিলেন, তারপর আপনি বৃন্দাবনে সমগ্র লোকের ও আপনার সখা সন্ত ব্রহ্মবানস্ক রূপে প্রকাশিত হলেন। তারপর আপনি আমার পক্ষে বিভিন্ন জীব দ্বারা আরাধিত সমসংখ্যক চক্রবর্তী বিষ্ণুসৃষ্টিরূপে অবিভূত হন এবং তার পরে সমসংখ্যক পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবিভূত হন। সর্বশেষে, এখন আপনি আপনার অস্বীকার্য পরমতত্ত্ব স্বরূপে বিদ্যমান। আপনার বর্ষা অপ্রাকৃত পদ সহজে অন্ধ বাস্তবের প্রতি আপনার অস্তিত্ব শক্তির বিকাশকল্পে নিজেকে প্রকাশ করে জড় জগতের অংশরূপে আপনি অবিভূত হন। এভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির জন্য আপনি আমার (ব্রহ্মার) দ্বারা অবিভূত হন, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালনের জন্য আপনি আপনার (বিষ্ণুর) দ্বারা অবিভূত হন এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের জন্য আপনি ত্রিনেত্রের (শিবের) দ্বারা অবিভূত হন। হে ভগবান, হে পরম স্রষ্টা ও প্রভু, আপনার পার্থক্য নেই, তবুও অবিধারী অসুরগণের মিথ্যার পর্বে বিভল করতে এবং আপনার দায়ু ভক্তগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে আপনি দেবতা, অবি, নর, পশু, এমন কি জলচরের মধ্যেও জগদ্রহণ করেন।

“হে পরম মহান! হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান! হে ব্রহ্মপঞ্চ পরমাত্মা! ত্রিলোকে অনবদ্য আপনার সাক্ষ্য

স্বাক্ষরিত হয়ে চলেছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনি কোথায়, কিভাবে ও কখন এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে সম্পাদন করছেন তা কে জানে করে পারে? আপনার ব্রহ্মাণ্ডে কিভাবে কার্য করে তার অক্ষর কেউই জানতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নের এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য, তা সত্যের সত্যের মধ্যে প্রতীকমান হয় এবং এভাবেই সেটি সত্যের চেতনা অজ্ঞান কর্তৃক এবং কখনো ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা সত্য প্রদর্শিত করে। এই ব্রহ্মাণ্ডটি সত্য বলে মনে হয়, কারণ বীর অপ্রাকৃত স্বাধীনতা মিত্য আনন্দের ও জ্ঞানময়, সেই আপনার থেকে উদ্ধৃত ম্যারপত্তির দ্বারা সেটি প্রকাশিত। আপনি একবার পরমাত্মা, আপনি পরম পুরুষ, পরমতত্ত্ব—ব্রহ্ম প্রকাশ, অনন্ত ও অবিধারী। আপনি সত্যের ও অচ্যুত, তবুও পূর্ণ অবিধারী এবং সমগ্র জড় উপাধি থেকে মুক্ত। আপনার আনন্দ কখনও বিঘ্নিত হতে পারে না এবং জড় কল্পের সত্যের আপনার কেনও সম্পর্ক নেই। বাস্তবিকপক্ষে, আপনি অন্ধ অসুতব্রহ্মণ। দ্বারা সর্বদায় সত্যের থেকে তবুও জ্ঞানচক্র প্রাপ্ত হয়েছেন, এটি আপনার সমগ্র আত্মা এবং আত্মস্বরূপ পরমাত্মকল্পে দর্শন করতে পারেন। এভাবেই আপনার মূল ব্যক্তিত্ব স্বরূপের করে, দ্বারা ম্যারপত্তি ভবসদৃশ অস্তিত্ব করতে সক্ষম হন। যে ব্যক্তি রক্তকে সর্প মনে করে ভীত হয়, কিন্তু সেই সর্পের অস্তিত্ব নেই তা হসবসম্বল হলে তার ভয় পরিত্যাগ করে। তেমনি, তার সমগ্র আত্মার পরমাত্মকল্পে আপনাকে চিন্তে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে সম্প্রসারিত ম্যারপত্তি জড় অস্তিত্বের উদ্ভব হয়ে থাকে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে জ্ঞানোন্মত্ত হলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞান অর্জিত হয়। ভগবান ও মোক্ষ এই দুটি ধারণাই অজ্ঞানতার প্রকাশ, তাই সত্য জ্ঞান থেকে তা ভিন্ন। কেউ যখন সঠিকভাবে বিচার করেন যে, তবুও অজ্ঞান জড় থেকে ভিন্ন এবং সর্বদা সম্পূর্ণ চেতনাময়, তখন তাদের জ্ঞান কেনও অস্তিত্ব থাকে না। যেমন সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দিন ও রাত্রির কোনও তত্ত্ব থাকে না, তেমনি এই ব্রহ্মণ্ড ও মোক্ষ এখন উভয়ই অপ্রাথমিক। অজ্ঞান বাস্তবের মূর্ত্ত প্রদর্শন করুন, দ্বারা আপনাকে ম্যারপত্তির প্রকাশ এবং আপনার প্রকৃত স্বরূপ আত্মকে অন্য কিছু অর্থাৎ জড় দেহ জ্ঞান করে।

একজন দুর্বল সিংহাসন করে যে পরমাত্মা আপনার পরম ব্যক্তিত্বের স্রষ্টা অন্যায় হয়েছিল। হে প্রভু, আপনার থেকে ভিন্ন সত্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করে সাদৃশ্যকল্পে তাঁদের সিংহাসনের পেরাঙ্করে আপনার অধোমুখ করে থাকেন। কাউকেই, পূর্ণাঙ্গ বিচার করে সত্যের অস্তিত্ব হস্তগত না সর্প এবং ব্রহ্মণ্ডের, তবুও তাঁরা পদবিভক্ত রক্তের স্বার্থে প্রকৃতি ভিত্তিতে উপলব্ধি করতে পারেন? হে ভগবান, কেউ যদি আপনাকে প্রাপদপঙ্ক বৃন্দাবনের কৃপার লোভময় ও লভ্য করে থাকে, তা হলে তিনি আপনার মহিমা ভগবান করতে পারেন। কিন্তু যখন আপনার মহিমা সত্যের চক্র-চক্র করে, তারা দীর্ঘকাল ধরে জগদ্রহণ করেও আপনাকে জানতে পারে না। হে বহু, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, এই প্রকাশ করেই হোক অথবা অন্য কোনও ভাবেই হোক, যেখানেই আমি জগদ্রহণ করি, আপনি যেন আপনার অস্তিত্বের একজন হতে পারি। আমি প্রার্থনা করি, যেখানেই যেক, এমন কি পণ্ডিতের মধ্যে হলেও, আমি যেন আপনার প্রাপদপঙ্কয়ের সেরা মুক্ত হওঁজন সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। হে সর্বপতিসম প্রভু, বৃন্দাবনের গাভী ও গোপীজন কত মহা সৌভাগ্যবর্তী যে, আপনি গোবৎস ও গোপবানস্ক রূপে আসেন তাঁদের তনু-মুখ পদ করেছেন। অন্যরা জ্ঞান থেকে আত্ম পর্যন্ত স্বত বৈদিক হজ্ঞান অসুত হলেও তাও আপনাকে ঐচ্ছিক ভক্তি করে সমর্থ হয়নি। অজ্ঞান। নর মহারাজ, গোপবানস্ক ও ব্রহ্মবাসীরা কী মহা ভাগ্যবান! তাঁদের সৌভাগ্যের সীমা নেই, যেহেতু পরমতত্ত্ব-স্বরূপ সত্যের পূর্ণাঙ্গ তাঁদের সাক্ষ্য হয়েছেন। হে অচ্যুত, যদিও এই ব্রহ্মবাসীরা সৌভাগ্যের সীমা অসীম, নিম্নেই আমি একজন ইন্দ্রবীর অসুত তৎক্ষণাৎ মহা ভাগ্যবান, কারণ বৃন্দাবনের এই স্বতন্ত্রের ইন্দ্রবীর পাশ্চাত্য আমরা নিরস্ত্র আপনার পাশ্চাত্যের মূর্ত্তরূপে অনুভব সূচ্য পান করছি। যে কোনও গোবৎসবাসী পাশ্চাত্যের দ্বারা অভিহিত হবে গোবৎসবাসী যে কোন জগদ্রহণ জ্ঞান মহা সৌভাগ্যবান হতে। বৈদিক মহাবীরী বীর পাশ্চাত্যের বুলি এখনও অধোমুখ করে, সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান বৃন্দাবন তাঁদের প্রদর্শন।

“হে পরমেশ্বর ভগবান, স্বপ্নে আপনি সত্যের আত্ম

পারিতোষিক অনুরূপে বুঝে পাওয়া যায়, তা বিচার করে আমরা চির মোহগ্রস্ত হই। আপনি সমস্ত জগৎপিতৃ যুগ প্রদান, যা আপনি বৃন্দাবনের গোপ-সন্তানদের জীবনাদেশে প্রদান করেন। ভক্ত-রূপে হৃদয়েশ্বর দ্বারা সন্তান নিজেই গোপন কথার বিনিময়ে আপনি ইতিমধ্যেই নিজেকে পুত্র ও জন পরিবারের সদস্যদের পারিতোষিকরূপে প্রদান করার বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু বীণের কুণ্ড, ধন, সুখ, প্রিয়জন, মেহ, পুত্র, গ্রাম ও মন সমস্ত কিছুই কেবলমাত্র আপনাকে সমর্পিত, কৃপাক্রমে সমস্ত ভক্তদের প্রবানের জন্য আপনি কি রেখেছেন?"

"হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বহুতর মানস আপনাকে ভক্ত না হয়, ততকাল জীবের জড় আসক্তি ও বাসনা হয়ে থাকে তদন্তরূপ, তাদের পুংসি অসংখ্য পরল এবং তাদের পারিবারিক আসক্তি-জনিত মোহ পাণ্ডের শূন্যস্বরূপ হয়ে থাকে। হে প্রভু, যদিও জড় অস্তিত্বের সঙ্গে আপনাকে কোনই সম্পর্ক নেই, তবুও আপনার শরৎগত ভক্তগণের জন্য বহুদিন অমনদ্রাশি বিস্তার করায় উদ্দেশ্যে আপনি এই পৃথিবীতে এসে জড়জালটিক জীবনের অনুকরণ করেন। তারা বলে, "আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে মন কিছু জানি," তারা সেভাবেই চিন্তা করুক। এই বিবরে আমি বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। হে প্রভু, এইমাত্র বলি যে, আপনার ঐশ্বর্যসমূহ আমার মন, মেহ ও কাকের অপোচন। হে কৃষ্ণ, আমি এখন স্থান ত্যাগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করছি। প্রকৃতপক্ষে আপনি সর্বত্র ও সর্বকালী। অতশাই আপনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তবুও এই একটি ব্রহ্মাণ্ড আমি আপনাকে অর্পণ করলাম। হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি পদ্মসদৃশ বুদ্ধিবিশেষের অলঙ্কার প্রদান করেন এবং আমি, সেবতা, ব্রাহ্মণ ও গাভীদশ দ্বারা গঠিত মহাসমুদ্রকে বিভাগ করেন। আপনি অধর্মের পাত্র অস্ত্রবল দান করেন এবং পৃথিবীতে আবির্ভূত অসুরদের বিরোধিতা করেন। হে পরমেশ্বর ভগবান, বহুকাল পরেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকবে এবং বহুকাল পরেই সূর্য নিরুপস্থান হয়ে, ততকাল পর্যন্ত আপনাকে প্রতি আমি চাপা নিবেদন করব।"

শ্রীল প্রহলাদ গোপাধী পুনরেন। "এতাব্যে ইদং
স্থিতিং নিবেদন করে, তথা তাঁর পবন আরাধ্য, জ্ঞান
পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁরবার প্রদর্শন করলেন এবং
নতজানু হয়ে তাঁর পাদপদ্মে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।
ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে মিত্রোচিত সূতিকারী ভগবান তাঁর নিজ
ধর্মে ফিরে গেলেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্র
ব্রহ্মাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের পর এক বছর
পূর্বে গোবৎসরা দেখেন ছিল, সেজন্য থেকে তাদের মন
তট্টা যেখানে তিনি ভোজন করছিলেন এবং পূর্বেই যখন
তাঁর গোপসখারা অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে
এলেন। হে ভগবান, যদিও বালকের ভীষণ প্রাক্কর
বিহনে পুরো এক বছর অতিবাহিত করে শ্রীকৃষ্ণ
মহাপ্রতিভা অক্ষয়িত ছিলেন, তবুও তাঁর সেই এক
বৎসরকে কেবল অধীশ্বর বলে মনে করেছিলেন।
ভগবানের মনঃ-শক্তি দ্বারা বাসের মন মোহগ্রস্ত, বহুত
অন্য কি-ই না বিস্মিত হতে পারে? সেই মহাপ্রতিভা
দ্বারা সমস্ত জগৎ অবিরত মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং এই
বিস্মৃতির পরিণামে কেউই তাঁর আশ্চর্য্যরূপ হসয়কর
করতে পারে না।"

গোপসখারা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"তুমি এত
অভ্যাত্যক্তি করে এসেছ। তোমার অনুপ্রস্থিতিতে আমরা
এমন কি এক গ্রাসিত ভোজন করিনি। অনুগ্রহ করে
এখানে এসে এবং নিশ্চিন্তে ভোজন কর। অতঃপর
ভগবান করীকেশ দত্ত সহস্রের তাঁর গোপসখাদের সঙ্গে
ভোজন সমাপন করলেন। তাঁরা যখন মন থেকে তাঁদের
আলস ব্রজে প্রত্যাহরন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ
গোপবালকদের দৃঢ় সর্প অঙ্গুরের চামড়াটি বেঁধলেন
শ্রীকৃষ্ণের অগ্রাঙ্গুত সেই মহুরপুঙ্খ ও পুণ্ডর দ্বারা
সুশোভিত ছিল এবং বনজ ধাতুর দ্বারা রঞ্জিত ছিল, আর
তাঁর বীণের বংশী উচ্চস্বরে ও উৎসব সুশ্রুতি হয়ে যনি
করছিল। সবমই তিনি তাঁর গোবৎসদের নাম করে
ডাকছিলেন, তখনই তাঁর গোপসখারা তাঁর স্বীয় কীর্তি
করে সমস্ত জগৎ পরিচয় করছিলেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ
তাঁর নিজ মন জগৎজয়ের গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন এবং
তাঁর সৌন্দর্যের মর্নি তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোপীসখাদের মন
উৎসব-করন হয়েছিল। যেইমাত্র গোপবালকরা ব্রজে
প্রায়ে পৌঁছলেন, তখনই তাঁরা কীর্তন করছিলেন, "আমি

এই প্রতি কীর্তন সর্গকে সবার করে আমাদের রক্ত
মোহ। পরমেশ্বর ভগবানকে দেখেই আমরা মোহ
মোহ মনঃপ্রাণ করে বলা করি।"

পারিতোষিক প্রদানের পরে—"হে ভগবান (গোপ
কৃষ্ণ) ইতি পুত্রের হৃদয়ে যে প্রেম ভগবান কখনও
প্রদান করেননি, সেই অতীতপূর্ব প্রেম পদপুত্র শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি কিভাবে লিপিত হইল? মহা কর্তা তা কর্তা
করেন।"

শ্রীল ভক্তদের গোপাধী কালেন—"হে ভগবান, সমস্ত
জগৎ কাছে অত্যন্ত দূর অতশাই তাঁর নিজের আশ্রয়।
পুত্রের, ভগবান ইত্যাদি সেই অত্যন্ত দূর হবার কারণে
জ প্রিয়ভাজন হয়। হে প্রহলাদ, এই কারণে মেহময়ী
কীর্তন আশ্চর্য্যকর হয়—আর অসংখ্য গিবহিই যেমন
পুত্র, ধন ও গৃহ অপেক্ষা নিজের মেহ ও আশ্রয়
জটিলতর অনুভব হয়। হে প্রহলাদ, বাস্তবিকই, যে
সমস্ত ব্যক্তি মনে করে যেহ আশ্রয়, তাদের কাছে সে
বেতন জতি প্রিয় হয়, সেতবেই সেই সম্পর্কিত বহু
ভক্ত প্রিয় হয় না। যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর মেহটিক
"আমি" পরিবর্তে "আমার" জ্ঞান করার করে আসেন,
তিনি নিশ্চয়ভাবে তাঁর মেহটিক নিজের আশ্রয় প্রায়
প্রিয় জ্ঞান করেন না। শেষ পর্যন্ত, মেহটি ক্রমশ ক্রম
ও ক্রমবাহুর অযোগ্য হয়ে পেলো, ক্রমশঃ কীর্তি
খাওয়া আকাল্পে তাঁর সূদৃঢ় থাকে। অতঃপর সমস্ত
মেহময়ী জীবের কাছে নিজের আশ্রয় অত্যন্ত প্রিয়তম
হয় এবং কেবলমাত্র এই আশ্রয় সন্তুষ্টির জন্যই হৃদয়ে
ও অঙ্গম জীব সমর্পিত এই নিমিত্ত জগৎ অর্জিতবীর।
তোমার জানা উচিত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের মূল আশ্রয়।
তাঁর আশ্রয়তী কৃপাশ্রয়, সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মের জন্য

তিনি সবার মনঃপ্রাণে অবিদ্যুৎ হয়েছেন। তাঁর
অন্তর্য্যাত্মিক প্রকাশে তিনি এই ব্রহ্মরূপ এই ভগবতে
বীরা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়েশ্বর করেছেন, তাঁরা কৃষ্ণ ও
জগৎ সমস্ত জগৎ পরে পুত্রোক্ত ভগবানকে প্রদর্শিত
বিক্রম করণের মতো মর্নি করেন। সংসার ভুক্ত এই
ভক্তের ব্যক্তিগত পদমুখের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইল। অন্য
কোন ব্রহ্মওই বীতস্ত্য করেন না। জ্ঞান প্রদর্শিত জ্ঞান
অত্যন্ত কমই সমস্ত জড় বস্তুই ইংস এবং পরম
পুত্রোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মূল ভক্ত প্রদর্শিত
উৎস। তা হলে তাঁর থেকে দূর কী নিবন্ধিত হতে
পারে? যিনি জড় ভগবতের আশ্রয়ভাজন এবং মূল
দামের মূল দুর্বারিমাণে ব্যাক, সেই ভগবানের
পদপদ্মের নীলায় বীরা ভক্ত প্রদান করেছেন, তাঁদের
কাছে এই ভক্ত-সমুদ্র গোপদল্লু। পরমেশ্বর কেবলমাত্র
তাঁদের দান। পরে পরে বিপদ-সমুদ্র এই ভক্ত ভগবৎ
তাঁদের জন্য হয়। যেহেতু আপনি জ্ঞানাত তাহে যা
জানত চেষ্টা করেন, তাই আমি তাঁদের পক্ষন ঘর্ষে কৃত
সকল কার্যকলাপ যা পৌন্দ্র্যে কীর্তিত হয়েছিল, তা
সম্পূর্ণরূপে আপনাকে নিষিদ্ধ করি করলেন। অতঃপর বহু
কাল কৃষ্ণের উপর ভোজন, ভগবানের চিত্তের উপর
প্রকাশ এবং ব্রহ্মার বদ্য বিবেচিত অসুখ কৃষ্ণ—
গোপসখাদের মতে অদ্বিষ্ট ভগবান মুরারির এই সমস্ত
কীর্তনা যে ব্যক্তি ভ্রম ও কীর্তন করেন, তিনি সমস্ত
ব্যক্তিগত বহু লাভ করেন। এভাবেই বালকেরা পুত্রোক্ত
মোহ, যেমন সেই নিমিত্ত, ক্রমবাহুর ভক্তা দান প্রদান
ইত্যাদি কীর্তন দ্বারা কৃপাক্রমে ভূমিতে তাঁদের
কৌশলভাজন অতিবাহিত করছিলেন।"



ধেনুকাসুর বধ

শ্রীশ শুকদেব গোস্বামী বললেন—“বৃন্দাবনে বসবাসকালে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন পৌণ্ড্র কর (হর থেকে মন্ড) প্রাপ্ত হলেন, তখন বৃন্দাবনের গোপগণ তাঁদের গোপালদের কার্য গ্রহণ করতে অনুমতি দিলেন। তাঁদের সখাদের সঙ্গে এভাবেই নিয়োজিত হয়ে বালক দুটি বৃন্দাবনের তুমিক তাঁদের পালন্য চিত্তের দ্বারা অতীব পবিত্র করে তুললেন। তার পর লীলা উপভোগের কামনা করে, শ্রীমাধব তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, কলসে সহ বীণা বাজাতে বাজাতে গাভীপথকে সম্মুখে রেখে, পুষ্পশোভিত ও পণ্ডরপের জন্য পুষ্টিকর হয়ে প্রবেশ করলেন। পরম পুণ্যবাস্তব ভগবান সেই কন্যা নিরীকশ করলেন। সেই কন্যা হরম, পত ও পবিত্র মনোবৃত্তির ধনিত্তে নিশানিত হচ্ছিল। সেখানে ছিল একটি সরোবর, তার কলরসি ছিল মহাশ্যদের মনের মধ্যে বহু এবং সেই বনে পত পাণ্ডিত্যে কলসের সৌরভ মৃদুস্ব স্বাদুতে প্রস্রাবিত হচ্ছিল। এই সমস্ত ধর্ম করে, শ্রীকৃষ্ণ সেই পবিত্র পরিবেশ উপভোগ করতে অভিলষ করতলেন। আদি পুরুষ ভগবান দেখলেন যে, সৌন্দর্যমণ্ডিত রক্তবর্ণযুক্ত স্বন্দর্যভিগম ত্রয়ের কল ও পুষ্পে গুরুত্বাৎ অকলিত হয়ে, তাদের শাখার অগ্রভাগ দ্বারা তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করছে। তাই তিনি মৃদু হাস্য সহকারে তাঁর অগ্রভাগে উদ্দেশ্য করে বললেন—‘হে দেবদেউ, দেখুন এই বৃকশি কিভাবে আমার দেবগণের দ্বারা পুজিত আপনার পাদপদ্মে তাদের শির অকমত করছে। তাদের বৃকশ্যের কারণরূপ অমলপত্রে অকসর পুষ্টি করত এবং বৃকশকল আপনাকে তাদের ফুল ও ফল নিবেদন করছে। হে আদিপুরুষ, এই ভয়তেরা অবশ্যই মহান স্বামী এবং আপনার অত্যন্ত উন্নত ভক্ত হবে, কারণ আপনার পথ অনুসরণ করে এবং আপনার মহিমা কীর্তন করে, তারা আপনার উপাসনা করছে, যা নির্দিষ্ট আগন্তুর কীর্তনরূপ। যদিও এই বনে আপনি

নিজেকে গুরু রেখেছেন, হে অগাধবিক্র, তবুও তাদের আরাধ্যবাবুরে তারা পরিভ্রাম্য করছে না। হে অত্যাশু পুরুষপ্রেম, এই মৃদুপুষ্টি আপনাকে সম্মুখে তুলে নৃত্য করছে, এই হর্ষাঙ্গণ গোপীদের মতো মেহময়ী নৃষ্টি দ্বারা আপনাকে প্রদক্ষিণ দান করছে এবং এই কোকিলের বৈদিক প্রার্থনা দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করছে। এই বনের সকল অধিবাসীরা অত্যন্ত ভাগ্যবান এবং আপনার প্রতি তাদের এই স্বাবস্থার অবশ্যই গৃহে আগত মহাকর প্রতি অন্য মহাশ্যদের অভ্যর্থনার মতোই স্বাভাবিক। পৃথিবী একম অতীব সৌভাগ্যবতী হয়েছে, কলস আপনি তার কল ও গুণমণিকে আপনার চরণ দ্বারা ও তার লতগুলিকে আপনার হাতের নখের দ্বারা স্পর্শ করেছেন এবং আপনি তার মদী, পর্বত, পাখি ও পণ্ডুলিকে আপনার কৃপাপূর্ণ নৃষ্টিপাতের দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু সর্বোপরি, আপনি গোপীপথকে আপনার দুই বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করেছেন—‘হা স্বয়ং ভাগ্যদেবীরও কাম্য।’

শ্রীশ শুকদেব গোস্বামী বললেন—“বৃন্দাবনের সৌন্দর্যমণ্ডিত বন ও তার অধিবাসীদের প্রতি পরিভ্রাম্য প্রকাশ করে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের নীচে বহুনা নদীর তীরে তাঁর সহচরদের সঙ্গে গাভী চরিত্রে আসন অনুভব করেন। কখনও কখনও বৃন্দাবনের স্বময়ের উচ্চাসে এতই মত্ত হত যে, তারা চৌক বহু করে গুন গাইতে শুরু করত। গোপবালকগণ ও বলসেব সহ কলসে নেড়ে ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণের দান অনুকরণ করে গাইতেন আর তখন তাঁর সখারা তাঁর নীলপানু কীর্তন করতেন কখনও শ্রীকৃষ্ণ গুরু পবিত্র ডাক, কখনও মৃদু স্বরে কোকিলের ডাক এবং কখনও রক্তহংসের ডাক অনুকরণ করতেন। কখনও তিনি গোপবালকদের হস্ত উৎপাদন করে উসোহের সঙ্গে মৃদের মতো অনুকরণ করতেন। কখনও গাভী ও গোপবালকদের আদ্য দান করে, যেকোনো স্বরে, পণ্ডপাল থেকে মূরে চলে যাওয়া পণ্ডদের নাম ধরে তিনি শ্রীতি সহকারে ডাকতেন।

তখনও তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রা, ভাংকাজ ও বন্যের অনুকরণে চিকর করতেন এবং কখনও তিনি বাদ ও সিংহের কঠিন তরঙ্গ ছোট ছোট ভাংকাজের সঙ্গে বৌদ্ধ পাল্যতেন। বরন তাঁর কোষ্ঠে দ্বারা ক্রীড়া করতে করতে পরিভ্রাম্য হয়ে, কখনও গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পাদমাবলন ও অন্যান্য সেবার দ্বারা তাঁর ক্রান্তি লাভের জন্য তাঁকে সাহায্য করতেন। কখনও কখনও গোপবালকের বরন মৃত্যু, গীত, উল্লসন এবং কোলাহলে পরস্পর মৃদু করতেন, তখন কৃষ্ণ ও বলসার হাত ধরাধরি করে নিকট বীড়িয়ে, তাঁদের সখাদের কার্যকরীর মহিমা কীর্তন করতেন আর হাসতেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও মস্তকীড়ার পরিভ্রাম্য হয়ে বৃকশুলে আশ্রয় গ্রহণ করে, পদম রচিত ময়রা কখনও গোপবালকের কোমরে ব্যালিনের মতো ব্যবহার করে পঠন করতেন। বীর ছিলেন মহাকরূপ, সেই রক্ত কতিপয় গোপবালকেরা তখন তাঁর পাদপদ স্পর্শ করে মিতেন এবং সর্বপথ থেকে মুক্ত অবস্থা বাক্যের সঙ্গে পরস্পর ভগবানকে বাতাস করতেন। হে মহাশয়, অন্যান্য বালকেরা সহযোগবানী বনোদর সঙ্গীত গান করতেন এবং তাঁদের হৃদয় ভগবানের জন্য প্রেমমত্ত নিগদিত হত। বীর কোমল পদিন্দ্রের স্বয়ং সৌভাগ্যের খেঁচী কর্তৃক সেবিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবান এভাবেই তাঁর অগ্রস্বা শক্তির দ্বারা তাঁর অগ্রকৃত ঐক্য গোপন করে গোপের পুত্রসন্তানরূপে লীলাভিগম করছিলেন। যদিও অন্যান্য গ্রাম্য অধিবাসীদের শারদর্বে ধামাবলকের মতো স্বয়ং তিনি আদ্য উপভোগ করছিলেন, তখনও তিনি মাঝে মাঝে অসাধারণ কার্য প্রদর্শন করতেন, যা এতমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব।

“একদিন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সখা শ্রীদামা, সেই সঙ্গে সুকল, ভোককৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকজন গোপবালকেরা প্রেম সহকারে এই কথাগুলি কলসে—‘হে মহাবাহো রাম। হে দুই বনমঙ্গলী কৃষ্ণ। এখানে থেকে অমলদ্বারে সারি সারি তাল বৃকে গুণ একটি বৃহৎ বন হয়েছে। সেই ভালবাসে গাছ থেকে অনেক ফল পতিত হয় এবং ইতিমধ্যেই অনেক ফল ভূমিতে পতিত হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত ফলই দুরাশা ধেনুক কর্তৃক রক্ষিত হচ্ছে। হে রাম, হে কৃষ্ণ! ধেনুক অত্যন্ত

শক্তিশালী অসুর এবং সে একটি পর্বতের রূপ ধারণ করেছে। সে অনেক সঙ্গীত দ্বারা পরিবেষ্টিত, দান্য প্রাণ মতোই একই আকার-বিশিষ্ট ও শক্তিশালী। ধেনুকাসুর জীবন্ত মানবগুলিকে তখন করছে এবং সেই জন্য সমস্ত মানুষ ও প্রাণীরা সেই ভালবাসে যেতে চাইতে হয়। হে পরমেশ্বর, পৃথিবীও সেখানে উড়তে শুরু পায়। সেই ভগবানে অত্যন্ত সুরক্তি কলগুলি রয়েছে যা আপন কখনও কেউ আক্রমণ করেনি। স্বাভাবিকই, সর্বত্র পরিভ্রাম্য সেই তাল কলের সুগন্ধ এখনও আশ্রয় অনুভব করতে পারি। হে কৃষ্ণ! দুরা করে আমাদের এই সমস্ত ফল প্রদান কর। সেগুলির পক্ষে আমাদের মল অত্যন্ত আকর্ষ হয়েছে। প্রিয় কলবাস, সেই কলগুলি লাগের জন্য আমাদের খুসি আকল্প হচ্ছে। যদি তুমি এই ব্যাপারটি ভাল বলে মনে কর, তা হলে সেই ভালবাসে চল।”

“তাঁদের সহচরদের কণ্ঠ একে করে, কৃষ্ণ ও কলবাস হাসলেন এবং তাঁদের আনন্দ প্রদানের ইচ্ছা করে, গোপবালক স্বাগত পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরা তাল বনের ইচ্ছাশ্রেণী যাত্রা করলেন। শ্রীকলস প্রথমে সেই ভগবানে প্রবেশ করলেন। ভগবান হস্ত কঠীর মধ্যে বলা নিয়ে নিজ বহুগুণ দিয়ে গাছগুলিকে কীভাবে ওর করে তাল কলগুলি ভূপতিত করতে লাগলেন। ফল পড়লে বন একম করে, সেই পর্বতবানী ধেনুকাসুর ছুটল ও বৃকশসুহ কলিত করে আক্রমণের জন্য কলিত হয়ে এল। সেই বলবান অসুরটি হস্তবলে শ্রীকলসের কাছ থেকে তার পেছনের পায়ের দূর দিয়ে ভগবানের মূর্তে আঘাত করল। তার পর ধেনুক উচ্চস্বরে পর্বতের মতো কঠিন লব্ধ করে চড়কিৎ ঘণিত হচ্ছিল। পুনরায় শ্রীকলসের দিকে ঘণিত হয়ে, হে কলস, সেই ক্রোধোন্মত্ত পর্বতটি ভগবানের প্রতি লিঙ্গ দিক করে অবস্থান করল। তার পর, ত্রৈলোক্য চিত্তের করে, অসুরটি তাঁর দিকে তার পেছনের পা দুটি নিক্ষেপ করল। শ্রীকলসের ধেনুকের বুকের ধরে, এক হাতে তাকে মধ্যে দুটিয়ে একটি তাল গাছের ছড়ার নিক্ষেপ করলেন। সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিসঙ্গে অসুরটির মৃত্যু হল। শ্রীকলসের ধেনুকাসুরের মৃত দেহটিকে অনেক সর্বোচ্চ তাল গাছের নিক্ষেপ করলেন এবং বরন মৃত অসুরটি গাছের অগ্রাঘ দিয়ে পড়ল, গাছটি

কম্পিত হতে শুরু করল। সেই বিশাল তাল গাছটি পার্শ্ববর্তী তাল গাছটিকে কম্পিত করতে করতে অসুরের ভায়ে ভেঙে পড়ল। পার্শ্ববর্তী গাছটি তখন একটি গাছকে কম্পিত করে আঘাত করল এবং সেটিও আর একটি গাছকে কম্পিত করল। এভাবেই যেনের অনেক গাছই কম্পিত হয়ে ভাঙে হল। সর্বোচ্চ তাল গাছের মাথাও গর্দভস্রাবী অসুরের দেহে নিক্ষেপ ঘেহেতু শ্রীকলরামের লীলাবিন্যাস, তাই সমস্ত গাছগুলি কম্পিত হয়েছিল এবং পরস্পরকে আঘাত করেছিল, কেন প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা চালিত হয়েছিল।”

“প্রিয় পরীক্ষিত, সমগ্র জগতের নিয়ন্তা কলরাম অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেটি বিবেচনা করে তাঁর পক্ষে এই ধেনুকাসুর বধ তেমন একটি বিষয়ের নয়। বাস্তবিকই, একটি বোলা কাপড় যেমন তার নিজের সূত্রের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনই সমগ্র জগৎ তাঁর মধ্যেই বিস্তৃত করে। তার পর ধেনুকাসুরের মৃত্যু ঘনন করে, তখন অনন্ত কলরাম গর্দভস্রাবী অসুরের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং তাই তাকে সকলে মিলে কৃষ্ণ ও কলরামকে আক্রমণ করার জন্য তৎক্ষণাৎ যাবিত হল। হে রাজন, অসুরের আক্রমণ করলে, কৃষ্ণ ও বলরাম অবলীলাক্রমে একের পর এক তাদের শত্রুরের পা দুটি ধরে তাদের সকলকে তাল গাছগুলির মাথায় নিক্ষেপ করলেন। রশ্মি রশ্মি ফলের দ্বারা এবং তাল গাছগুলির ভাঙা অংশে পড়তে পড়তে অসুরের প্রাণইন দেহগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত পৃথিবী ও বন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিকই, যেমতলায় সুশোভিত আকাশের মধ্যে পৃথিবী উজ্জ্বল হয়েছিল। দুই ভাইয়ের এই সুমহৎ কীর্তি প্রকাশ করে, দেবতা ও অন্যান্য উন্নত জীবসকল পুষ্পবৃষ্টি, বায়ুগুণি ও স্তুতি নিবেদন করলেন। যে বলে ধেনুক বধ হয়েছিল মানুষেরা এখন সেখানে ফিরে যেতে সক্ষম অনুভব করছে এবং নির্ভয়ে তারা তাল গাছগুলির ফলসমূহ ভক্ষণ করছে। পাড়ীজ ও এল সেখানে ঘাসের উপরে স্বাধীনভাবে চরতে পারে।”

“তার পর তাঁর মহিমাশ্রবণ শ্রবণ ও কীর্তন করা পরম পুণ্যকর্ম, সেই কমলগোচর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজ কলরামের সঙ্গে লঙ্গে গৃহে ফিরে এলেন। সমগ্র পথে তাঁর বিখ্যাত অনুগামী গোপবালকেরা তাঁর মহিমা কীর্তন

করেছিলেন। পাড়ীজের পার্শ্ববর্তী পুষ্পবিন্যাসে পশ্চিম শ্রীকৃষ্ণের কেশদাম অমরপুষ্প ও বন্য পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ছিল। যখন তাঁর সমস্তেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁর বাঁশ বাড়িয়ে মনোহরভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং মনোরমভাবে মধুহাস্য করেছিলেন। গোপীরা একসঙ্গে সকলেই তাঁর স্নায় সন্ধ্যা করতে চলে এসেছিলেন এবং তাঁদের চোখগুলি তাঁকে দর্শন করতে বিশেষ আকুল হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্মজনাগণ তাঁদের ব্রহ্মরূপ বহনের দ্বারা ভগবান মধুশ্যের সুন্দর মুখমণ্ডলের মধু পান করে সমস্ত দিনের বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যক্ত করলেন। গোপীনাথ ভগবানের প্রতি সন্তোষ হৃদয় ও ক্রিয়ামুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই সচ্ছন্দে সম্পূর্ণরূপে প্রদণ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। পুরুষসেনা বা বশোদা ও মা রোহিণী তাঁদের দুই পুত্রের প্রতিটি ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি যথাসময়ে নিবেদন করেছিলেন। জ্ঞান ও মর্মান্বিত দ্বারা সেই দুই ব্রহ্ম ভগবান পঞ্চম থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তার পর তাঁরা মনোরম বস্ত্রাদি পরিধান করে দ্বিবা হাল্য ও গজাদিতে ভূষিত হলেন। তাঁদের মায়েদের প্রদত্ত সুদামু অন্ন ভোজনের পর অন্নও নানাতাবে উপলব্ধিত হয়ে, সেই দুই ভাই তাঁদের মনোরম শয্যা শয়ন করে স্বস্তি সুখে শ্রিতা গিয়েছিলেন।”

“হে রাজন, এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণদেবে তাঁর লীলাবিন্যাস করে বিস্তার করেছিলেন। এক সময়ে, তাঁর সখাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কলরাম ব্যতীত তিনি বহুনাথ গেলেন। সেই সময়ে পাড়ী ও গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের আশ্রয় থেকে তাঁর ক্রোধ অনুভব করেছিলেন। তখনই তারা পীড়িত হয়ে, ওলা যমুনার জল পান করেছিলেন। কিন্তু সেই জল বিবের জ্বালা কলুষিত ছিল। সেই বিবাক্ত জল স্পর্শ করা স্নায়, সমস্ত পাড়ী ও বালকের ভগবানের মৈত্র পতির দ্বারা তাঁদের চেতনা হারালেন এবং প্রাণহীন হয়ে সেই জলশয় কানরায় পতিত হলেন। হে কুরুবীর, তাঁদের এই অবস্থার দর্শন করে, যিনি ছাড়া তাঁদের আর কেমনও প্রভু নেই, সেই যোগেশ্বরপণেরও ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। এভাবেই

তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর অমৃতময় কৃপাবৃষ্টি পর্যায়ের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন। তাঁদের পূর্ণ চেতনা ফিরে পেয়ে, পাড়ী ও বালকেরা জল থেকে ক্রুদ্ধ হালেন এবং অত্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে একে অপরের দিকে তাকাত লাগলেন। হে রাজন, গোপবালকেরা

তখন বিবেচনা করেছিলেন যে, যদিও তাঁরা বিধ পান করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, কেবলমাত্র গোপদেবের কৃপাদৃষ্টির দ্বারা তাঁদের ফিরে পেয়ে তাঁরা তাঁদের নিজস্বের শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।”



ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমন

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালো সর্প কালির দ্বারা যমুনা নদী দূষিত হয়েছিল দর্শন করে, নদীর তটিকস্থলের কলরাম কালিয়কে সেখানে থেকে নির্বাসিত করলেন।”

রাজা পরীক্ষিত বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান কালির নামকে কিভাবে অতল যমুনার জলের মধ্যে নিপুণীত করেছিলেন, আর কিভাবেই বা কালির সেখানে বধ হুগ পরে বসবাস করছিল, দয়া করে তা কলি করুন। হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত ও বেঙ্গমুকুতী। কলিওনে গোপবালক রূপে অমৃতভূমি তাঁর উপর লীলা প্রবণে কেই বা তুল্য হতে পারে?”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“কালিনী [যমুনা] নদীর মধ্যে একটি হুমে কালির নাম বসে করত, যার বিমোহিত তার জল নিরন্তর উত্তপ্ত হয়ে ফুটে থাকত। বস্ত্রত, এর ফলে উৎপন্ন বাষ্প এত বিবাক্ত ছিল যে, সেই দূষিত হুমেও উপর দিয়ে উড়ন্ত পাখিরা সেখানে পতিত হত। সেই মারাত্মক হুমেও জলতপস্বীরাই বায়ু তাঁরে প্রবাহিত হত। কেতনমাত্র সেই বিবাক্ত বায়ুর সংস্পর্শেই তাঁরবর্তী উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের মৃত্যু হত। কালিদেব তার ভয়ঙ্কর শক্তিসম্পন্ন বিবে কিভাবে যমুনা নদীকে দূষিত করেছিল শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান অবলম্বন করেছিলেন। যেহেতু বিশেষতঃ জল অসুযোগকে দমন করার জন্য ভিন্নরূপে জগৎ থেকে কৃষ্ণ অবতরণ করেছিলেন, তাই ভগবান

অবিশেষে একটি সুউচ্চ কদম্ব বৃক্ষের শীর্ষে আরোহণ করে নিজেকে হুমেওর জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁর কোমর বন্ধনীকে দৃঢ় করলেন, তাঁর কাঁধে চাপড় মারলেন এবং তারপর সেই বিবাক্ত জলে নিপতিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান যখন সেই সর্প-হুমে নিপতিত হলেন, সেখানকার সর্পেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সকলেরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলে, প্রবল বিবে তা আরও দূষিত হয়ে উঠল। হুমে ভগবানের প্রবেশ-বেগে তা চতুর্বিতে স্তব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং বিবাক্ত, ভয়ঙ্কর তরঙ্গরাশি চারদিকের শতধনু পরিমিত ভূমি প্রাবিত করেছিল। অনন্ত শক্তিদ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে তা হোটেই বিশ্বাস্য নয়। তাঁর বাজসত্তাকে ঘুরিয়ে এবং জাগ্র ও নানাতাবে জলে লগ্ন করে কৃষ্ণ রাজকীর্তি হস্তীর মধ্যে কালির হুমে ক্রীড়া শুরু করলেন। কালির সেই লগ্ন প্রকাশ করে কৃষ্ণের পদমল সেই তার হুমে অন্ধকার প্রবেশ করেছে। নাম তা সহ্য করতে না পেয়ে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল।”

“পীড়িতগণ পরিহিত, মনোহর, জগদগুরু উজ্জ্বলকান্তি আকর্ষণীয় দেহ সমন্বিত কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ চিহ্নিত, সহ্যাস ও কমল-ভূষা সুকোমল চরণাবলিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে কালির নির্ভয়ে জলের মধ্যে ক্রীড়া করতে দেখলেন। তাঁর এই অশূর্য সুন্দর রূপ সত্ত্বেও, কালির তাঁর হৃদয়ে প্রচণ্ডভাবে দর্শন করল এবং তৎক্ষণাৎ তার কুতলীর মধ্যে কৃষ্ণকে

সম্পূর্ণরূপে বেটন করল। কালের দ্বিগুণ সঙ্গ গোপগণ
শ্রীকৃষ্ণকে কালির সর্পের কুণ্ডলীতে বেঁধেই অমল নিশ্চেষ্ট
দর্শন করে অত্যন্ত নীড়িত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীকৃষ্ণকে
তাঁদের আত্মা, তাঁদের পরিবার, তাঁদের অর্থ, স্ত্রীসন্তান ও
সকল কামনা—সবই অর্পণ করেছিলেন। তাই ভগবানের
কালির সর্পের কবলে যেটিও সেয়ে তাঁরা মুগ্ধ শোক ও
ভয় দ্বারা হতবুদ্ধি হয়ে ছুড়লে পতিত হয়েছেন। গাভী,
বৃষ ও স্ত্রী গোবৎসগণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কঁকর জন্ম
ক্রন্দন করতে লাগল। তাঁর উপর দ্বিগুণ দুঃখিত অন্ধিয়ে,
জীত হয়ে তারা জোনপরাহরণে হঠাৎ নীড়িয়ে পড়ল।
সেই সময় কৃষ্ণবাসে আসার বিশেষ সূচনা করে ছুঁনি,
আকাশ ও জীব-লবীণের ত্রিবিধ অমলজনক লক্ষণ
প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব অশুভ লক্ষণ রূপে, নন্দ
মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ ভীত হয়েছিলেন, কারণ
তাঁরা ভাবতে পেরেছিলেন যে, কলরামকে সঙ্গে না
নিতেই কৃষ্ণ গোচারে গমন করেছে। যেহেতু তাঁরা
ছিলেন কৃষ্ণগত-গ্রাণ, কৃষ্ণগত-চিহ্ন, তাই তাঁর পরম শক্তি
ও ঐশ্বর্য দ্বিগুণে তাঁরা অবগত ছিলেন না। কলে অশুভ
লক্ষণসমূহ তাঁর নিম্নসূচক মনে করে তাঁরা মুগ্ধ, শোক
ও ভয়ে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। অসহায় বৎসের জন্য
একটি গাভীর যেমন ব্যবহার তেমনই কালের প্রতি
বৎসল্য ভাববিশিষ্ট শিশু, কৃষ্ণ ও বনিতা সকল অধিবাসীরা
তাঁকে বুকে পাওল্য উদ্দেশ্যে নীলডারে গ্রাম হতে নির্গত
হলেন।”

“সমস্ত অস্টাদ্বিগুণ জ্বলের অধীশ্বর ভগবান বলরাম
তাঁর অনুজ্ঞিত প্রস্তাব অবগত ছিলেন বলে,
কৃষ্ণসম্বাদীশ্বরের প্রকাশ ভাবতরঙ্গ দর্শন করে ইবং
হাসলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। পরমেশ্বর ভগবানের
লক্ষণবৃত্ত পদচিহ্নিত পৃথক অনুসরণ করে তাঁদের প্রিয়তম
কৃষ্ণের অধিবাসী অধিবাসীগণ অতি ক্রম বন্ধুরা তাঁর
গমন করলেন। সমস্ত গোপ-সম্প্রদায়ের অধীশ্বর
শ্রীকৃষ্ণের সপরিবার পত্ন, বর্ষ, অশ্বশূ, বস্ত্র ও সাজ চিহ্নিত
ছিল। যে প্রিয় রাজন্ পরীক্ষিত, পথে গাভীসের কুপের
চিকের মধ্যে তাঁর পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে, কৃষ্ণবাসের
অধিবাসীগণ অতি ক্রম গমন করতে লাগলেন। বন্ধুনা
মর্দীর তীরের পাশে ক্রম বেতে যেতে কৃষ্ণবাসের
অধিবাসীগণ মূর থেকে হ্রদের মধ্যে সর্পশরীর বেষ্টিত

নিশ্চেষ্ট কৃষ্ণকে পক্ষা ধরে এবং ভগবানের ইচ্ছা
অনুযায়ী গোপবাসক আর চতুর্দিকে ক্রন্দন ও অশ্রুপাত
দেখে অত্যন্ত নীড়িত ও দুঃখমান হলেন। কৃষ্ণসম্বাদীশ্বরা
গোপীগণ চন্দন ভগবান আশ্রমে গতে সম্প্রদায় দর্শন
করলেন, তাঁরা তাঁর প্রেমময়ী সখাভ্য, তাঁর হাসান
অবলোকন এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ শ্রবণ
করতে করতে অত্যন্ত মুগ্ধে নীড়িত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মবাত্ত
সুনারূপে দর্শন করলেন। যদিও জ্যোতা গোপীগণ কৃষ্ণ-
জননীর সমুদ্রবিশিষ্টা ছিলেন এবং শোভাঙ্ক-ত্যাগ
করছিলেন, তবুও পুত্রের প্রতি পূর্ণ চেতনাময় কৃষ্ণ-
জননীকে তাঁরা সবলে ধরে রেখেছিলেন। যতদূর
নীড়িয়ে, তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, এই সকল
গোপীরা প্রত্যেককে হৃদয়ের প্রিয়তমের নীলামসমূহ স্মরণ
করতে লাগলেন।”

“ভগবান বলরাম দেখলেন যে, নন্দ মহাবীর এবং
অন্যান্য কৃষ্ণগত প্রাণ গোপগণ সেই সর্প হয়ে প্রবেশ
উদ্ভূত। পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণের
প্রকৃত শক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশিত ছিলেন, আর তাই তিনি
তাঁদের নিবাসিত করলেন। একজন সাধারণ মানুষের
ব্যবহার অনুসরণে ভগবান আর কিছু সময় সেই সর্প-
কুণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। কিন্তু কখন তিনি বুঝতে পারলেন
যে, তাঁর প্রতি প্রেমজনিত তাঁর প্রায় ধোঁকালের স্ত্রী, শিশু
ও অন্যান্য অধিবাসীগণ অতীত মুগ্ধের ক্ষণ আছে, এবং
তিনিই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ও একমাত্র আশ্রয়স্থল,
তাই তখন তিনি তৎক্ষণাৎ কালির নাগের বন্ধন থেকে
উদ্ধৃত হলেন। ভগবানের বর্ণিত শরীর দ্বারা তার সেই
নীড়িত হয়ে, কালির তাঁকে পরিচালন করে। অত্যন্ত
ক্লান্ত হয়ে সেই সর্প তখন তার কণা উন্নত করে জোরে
খোঁজ খান নিলেন। তার দুই বাসের দ্বিগুণ গাভীর
জন্ম দুটি গাভীর মতো মনে হচ্ছিল এবং তার মুখের
দ্বিগুণ চকু দুটি ছিল অঙ্গরসমূহ। এভাবেই সেই সর্প
ভগবানকে দেখল। অবতার তার বিবর্তিত জিহ্বা দ্বারা
এক লেহনকারী কালির ভরতর নিম্নলবৃত্ত দ্বিগুণ-মুষ্টিতে
কৃষ্ণকে দেখলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ঠিক যেভাবে গরুড় একটি
সর্পের সঙ্গে বেলা করে, সেভাবেই ক্রীড়াচ্ছিলে তার
চতুর্দিকে ভ্রমণ করছিলেন। প্রত্যুত্তরে, কালিরও
ভগবানকে দর্শন করার সুযোগের প্রদেয় প্রকাশ

করলেন। তাঁর অস্তিত্ব পরিচয়নের দ্বারা সর্পের শক্তিকে
সুদৃঢ়ভাৱে নিরোপিত করে, সব কিছু আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ
কালিরে তাঁর হৃদয়কে অদ্বিত করে তাঁর মুগ্ধ মনকে
উপরে আত্মরূপ করলেন। এভাবেই সমস্ত শিবকাল
অদ্বিত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝ করতে শুরু করলেন এবং
সর্পের শিরোপরি অসংখ্য রক্তের স্পর্শে তাঁর চরণ-কমল
রুদ্ধ হয়ে উঠল। ভগবানকে নৃত্যরত দেখে—সর্প,
শিক, মুনি, চারণ ও দেবতী—তাঁর সর্পের কৃতাগণ
প্রকাশ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন। মহামুগ্ধে তাঁরা
ভগবানের নৃত্যের তাল বৃন্দ, পশু, কানক প্রভৃতি বলা
ব্যকৃতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গীত, পুশ, উল্লাস এবং
কৃপা নিম্নেনও করেছিলেন।”

“হে রাজন, কালিরের এক লত একটি প্রধান মন্ত
ছিল এবং যখন তাঁদের কোন একটি অকল হচ্ছিল না,
তখন কলগত-বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণের আশ্রিত দ্বারা
সেই উন্নত মনকে দলিত করছিলেন। তারপর কালির
যোত্র তাঁর মৃত্যুশয্যা প্রবেশ করল, সে তখন তার
মৃত্যুশয্যা চতুর্দিকে ঘোরায়ে লাগল এবং মুগ্ধ ও
নাগবৎ দ্বিগুণ ভয়ানক রক্ত বর্ষণ করতে করতে তাঁর
হস্তা ও দুর্দশায় পড়ল। কালির রক্তাশ্রিত হস্ত হস্ত
দীর্ঘকাল তেলে, চোখ দিয়ে বিষ উৎসারণ করলেন।
ভগবান তখন তার রক্তাশ্রিত মাথায় নৃত্য করে,
নদ্যাবতে অবনত করে দমন করছিলেন। সেজন্য এই
পৌর্য প্রদেশে অর্ধপুত্র ভগবানকে পূর্ণবর্ষের দ্বারা
অদ্যক্ষন কালির সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। হে প্রিয়
রাজন্ পরীক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিত্য জীবন নৃত্যে কালিরের
মহত যশস্বী সর্বশক্তি দলিত ও চূর্ণ হয়েছিল। তখন সেই
সর্প মুগ্ধ দিয়ে প্রচুর রক্ত বর্ষণ করতে করতে অকস্মে
শ্রীকৃষ্ণকে নিত। পৃক্ণোত্তম মঙ্গলান, চতুর্দিক
শ্রীনারায়ণ রূপে অবগত হয়ে মনে মনে তাঁর পরমপত্ন
হয়েছিল। কালিরের পত্নীগণ যখন দেখল তাঁর সমস্ত
হৃদয় ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের দ্বিগুণে সে
অঙ্গর হয়ে পড়েছে এবং কৃষ্ণের পদ-প্রাচীরে তার হস্তের
ময়্য কণাগুলি চূর্ণ হয়েছে, তখন তারা অত্যন্ত দুঃখিত
হয়ে অধিত বন্দন, কৃষ্ণ, কেশবন্ধন সহ আদিপুত্র
ভগবানের কাছে উপস্থিত হল। সেই সকল উদ্বিগুণ
সাক্ষী সম্মীরা তাঁদের দ্বিগুণের সম্মানে রেখে ছুড়লে

যতদূর চলত হয়ে ছুড়-পতিতে প্রাণ নিবেদন করল
তাঁদের পানী স্রাবের মুষ্টি এবং পরম আশ্রয়দাতা
পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় কামনায় ক্রীড়াভাবে হস্ত
জোড় করে তাঁর দিকটে তারা গমন করেছিল।”

কালিরের পত্নীগণ বলল—“এই কৃষ্ণসম্বাদীকে যে
সব নিরোপিত অকলই মাতা হয়েছে। কারণ, বল
ও নিরুপিত অকলই মাতার জন্য আপনি এই পৃথিবীতে
অবতরণ করেছেন। আপনি এতই নিরোপিত যে, বন্ধ
জীবকে তার পরম মননের জন্য মনন করেন, তখন
শত্রু ও পুত্রের প্রতি সঙ্গতি প্রদান করেন। যেহেতু
আপনার প্রমত্ত সত্তা নিশ্চিতভাবে অমল জনের লাগ লাগ
করে, তাই আসলে আপনি এখানে আমাদের কৃপাই
করেছেন। বাস্তবিকই, এই বন্ধ জীব জামাদের স্বামী
এতই পানী যে, তার কলে সে এই সর্পের প্রাপ্ত হয়েছে
এবং তার প্রতি আপনার ক্রোধ স্পষ্টতই আপনার
কৃপারূপে প্রকাশিত করতে হবে। আমাদের স্বামী
পূর্বজন্মে নিজে মন রহিত হয়ে এবং আপনাকে সন্তান
প্রদান করে বহু সহকারে কোনও তপস্যা করেছেন কি?
এই জন্যই কি আপনি তার প্রতি নবুত? অকল পূর্বজন্মে
সর্বশক্তির প্রতি অনুতাপ সহকারে কোনও ধর্মীয় কর্তব্য
পালন করেছিল কি, অথবা তাই কি সর্পজীবের উদ্দেশ্যপাল
আপনি তার প্রতি এখন সন্তুষ্ট। হে প্রভু, আমরা জানি
না আর কল ভাগ্যদেবী আর সকল কামের পরিচালক করে
হস্তপরিচালনা করে লত লাগ বন্ধের তপস্যা করেছিলেন,
আপনার সেই পাদপদমূল প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা কখনও
হর্গলোক, সর্ববৈদ্য, ব্রহ্মপদ ও পৃথিবীর অধিপত্য
আকাল্পন করেন না। তাঁরা এমন কি যোগসিদ্ধি বা
মোক্ষও বাঞ্ছা করেন না। হে প্রভু, এই মাল্যকার কালির
যদিও তমোতপে জগদ্রহণ করেছে এবং ক্রোধের দ্বারা
নিরহিত, তবুও আমাদের পক্ষে বা লাভ করা কঠিন সে
তাই লাভ করেছে। কেবলমাত্র আপনার পাদপদমূল লাভ
করা আরই অক্ষ-মৃত্যুর রক্তে অধিত্য এবং দ্বন্দ্বের
পরিপূর্ণ মেঘদারী শ্রীকৃষ্ণের চকুর সম্মুখে সকল মঙ্গল
প্রকাশিত হয়। অত্যাধীন্যে সমস্ত জীবের হৃদয়ে
নিরুদ্ধরান, সর্বব্যাপক পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আশ্রয়

সপ্তদশ অধ্যায়

কালিয়ের ইতিহাস

[শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কালিয় ধ্বংস করেছিলেন তা বর্ণন করে।] বহুবাক্য পরীক্ষিত লিখ্যাসা করলেন—“কালিয় কোন বাগালয় রমণক স্থাপ পরিচাল্য করেছিল এবং গুরুত্বই বা কেন তার প্রতি এত শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিলেন?”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“গুরুত্বের দ্বারা ভক্ষণ থেকে নিবৃত্তির জন্য সর্পগণ পূর্বেই তাঁর সঙ্গে একটি বন্ধোবন্ধ করেছিল যে, তারা প্রত্যেকে মাসে মাসে এক বৃক্ষমূলে উপহার নিবেদন করবে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট দিনে, যে মতাজ্ঞানী যাক্য পরীক্ষিত প্রতিটি সর্প আশ্রয়কার বিনিময়ে সেই শক্তিশালী বিশ্ববাহন গুরুত্বের উৎসর্গে বধাসময়ে তাঁর উপহার প্রদান করত, যদিও অন্য সকল সর্প কর্তব্যবোধে গুরুত্বের নৈবেদ্য নিবেদন করছিল, কিন্তু—গুরুত্ব তা স্মৃতি করার আগেই একটি সর্প—কুরুপুত্র উদ্ধত কালিয় সমস্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করে ফেলত। এভাবেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গুরুত্বকে কালিয় প্রত্যাক্ষভাবে অশ্রান্ত করেছিল। যে রাজান, এই কথা শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবানের অভ্যন্তরিত্রি মহা শক্তির গুরুত্ব কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন। কালিয়কে বধের কামনা করে, মহাবেদে তিনি সেই সর্পের দিকে ধাবিত হলেন। যেই রাত্রি গুরুত্ব ভ্রাতৃবেগে তার উপর পতিত হল, তখনই বিবের অস্ত্রধারী কালিয় প্রতি-আক্রমণের জন্য তার কসঙ্গে মল্লত উদ্ভিত করল। তার ভ্রাতৃকৃত্তি ভিত্তিগুলি প্রদর্শন করে এবং তার উপর চক্ষুগুলি বিস্তার করে, কালিয় তৎক্ষণাৎ তার বিপরীতক্রম অস্ত্রের দ্বারা গুরুত্বকে ধ্বংস করতে লাগল। কালিয়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কৃষ্ণ অর্কপুত্র প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হলেন। ভগবান রমণমূলের সেই তীব্র শক্তিশালী যখন সূর্যবেগে মস্তে উজ্জ্বল তাঁর বাম চক্ষুর দ্বারা কুরুপুত্রকে আঘাত করলেন। গুরুত্বের পক্ষপাতে কালিয় অত্যন্ত বিবুল হয়ে হতুনা নীরে মাসের একটি হুদে আশ্রয় গ্রহণ করল। গুরুত্ব সেই হুদে প্রবেশ করতে পারত না।

করত, সেই দিকে অগ্রসর হতেও সে পারত না।”

“একবার সেই হুদে গুরুত্ব তাঁর স্বাভাবিক ক্রমাৎ বহু-ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেখানে ভ্রাতৃকৃত্তি অভ্যন্তরে খানক সৌভরি ধূনি জ্বালা নির্বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সাহস করে গুরুত্ব গুরুত্ব হুদে কলপূর্বক মধ্যমাটি হুল করেছিলেন। তৎক্ষণে নেতার সূর্যতে সেই হুদে হতুলায় মধ্যগণ কি রকম গুরুত্ব হয়েছিল তা বর্ণন করে, কুরুপুত্র হয়ে সেই হুদের আশ্রয়ালীর কল্যাণের জন্য আচরণ করছে এই মনোভাব নিয়ে, সৌভরি নিম্নোক্ত অভিশাপ উচ্চারণ করলেন। গুরুত্ব যদি আরও কখনও এই হুদে প্রবেশ করে এখানে বহু-ভক্ষণ করে, সে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ হারাবে। এই আমি সত্যই বলছি। সকল সর্পের মধ্যে কেবলমাত্র কালিয় এই ঘটনা জানত এবং গুরুত্বের ভয়ে সেই হুদে হুদে তার নিকট সে নিম্নে এসেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিতাড়িত করেন।”

[“কৃষ্ণের কালিয় ধ্বংসের বর্ণনা পুনরায় আরম্ভ করে শুকদেব গোবামী বলতে লাগলেন—] বিষ্ণু মাল্য, গুরু ও বধ ধারণ করে, অনেক সূর্যের মস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণের দ্বারা সুশোভিত হয়ে কৃষ্ণ হুদের ভিতর থেকে নির্গত হলেন। গোপগণ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন অচেতন কালির ইন্দ্রিয়গুলি যেমন জীকি তিরে পার, ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা সকলে তৎক্ষণাৎ তাঁর দাঁড়ালেন মহানন্দে পূর্ণ হয়ে তাঁরা তাঁকে সীতিপূর্ণভাবে আশ্রয় করলেন। তাঁদের প্রাণশক্তিকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অন্যান্য সকল গোপরমণী ও গোপেয়ী কৃষ্ণের কাছে গেলেন। যে কৌরব, এমন কি এক বৃক্ষগুলিও জীকি কীরে গিয়েছিল। কৃষ্ণের শক্তির প্রভাব ভাগ্যবশে অবগত হয়ে, শ্রীবলরাম তাঁর অচ্যুত ভ্রাতাকে আশ্রয় করে হাসলেন। গর্ভীর মেহবন্ধে বলরাম কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বাগবের তাঁর দিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। গাভী, গৃধ ও শ্রী-বৎসরাও পরম আনন্দ লাভ করেছিল। লক্ষ্যগণ সহ সকল প্রাণের

প্রাণগণের নন্দ মহারাষ্ট্রকে আশ্রয় করে তাঁর কাছ এগিয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, “তোমার পুত্র কালিয় দ্বারা কলিত হতেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে একমুখ্য।” তার পর প্রাণগণের নন্দ মহারাষ্ট্রকে উপদেশ দান করলেন, “তোমার সন্তান কৃষ্ণের সকল সময়েই সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্রাহ্মণসেব প্রোথস দান করা উচিত।” যে রাজান, নন্দ মহারাষ্ট্র তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে গাভী ও গৃধ উপহার দিলেন। মহা ভগবতী মাল্য যশোদা তখন তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে প্রাণে তাঁর কোলে বসালেন। সেই রাত্রে মাঝি তাঁকে গুরুত্বের আশ্রয় করে নিরস্তর অস্ত্রধারা প্রেরণ করতে করতে ক্রন্দন করছিলেন।

“হে রাজকোষ [পরিব্রজক], কৃষ্ণদেবসীরি যেহেতু কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণিত্তে অভ্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তাই কৃষ্ণ ও গাভীরা তেখানে ছিলেন, সেই কর্তৃপক্ষীরা তাঁরাই রাগি প্রতিবাহিত করলেন। রাগিতে যখন সকল কৃষ্ণদেবসীরি ঘৃষিত ছিল, তখন প্রাণকালীন গুরু বলে

মহানন্দ হয়ে উঠল। সেই রাজান প্রাণদেবসীরি হৃদয়িত্তে পরিবেষ্টিত করে তাঁদের নন্দ করত ভক্ত করণ। কৃষ্ণদেবসীরিগণ তখন তাঁর দ্বারা কালিয়ের দ্বন্দ্ব হওয়ার আশঙ্কায় সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় প্রদান করলেন যিনি তাঁর চিত্তের লগ্নে দ্বারা সম্বন্ধ এক অনুভবের আশ্রিত হয়েছেন। [কৃষ্ণদেবসীরি বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি। হে অনন্ত বিক্রমশালী রাম! এই অস্ত্রভক্তের অস্ত্র আশ্রয় ভক্ত আশ্রয়ের প্রায় প্রদান করতে চান। হে হুদে, যখন তোমার সূর্য ও গুরুত্ব। মহা করে এই দুর্গমসীরি কালিয় থেকে আশ্রয় রক্ষা কর। আমরা কখনই তোমার পাশপাশ পরিচাল্য করতে পারব না, যা সমস্ত তার সুর করে। তাঁর তত্ত্বের অস্ত্র সন্তুষ্ট করণ করে, অনন্ত কৃষ্ণদেব ও অনন্ত শক্তির শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই অস্ত্রের দ্বন্দ্বল পদন করলেন।”



অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীবলরামের প্রলম্বাসুর বধ

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“নিরস্তর তাঁর মহিম্ম কীর্তনকারী তাঁর অমলমগ্ন সহচরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ তখন গোচারণভূমির দ্বারা সুশোভিত ব্রহ্মে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন সাধারণ গোপবালকের দ্বারা বহু-ভক্ষণে এতদেই জীকি উপভোগ করছিলেন, তখন ধীরে ধীরে প্রাণ স্বরূপ আবির্ভাব হল। সেইদিনের পক্ষে এই স্বরূপ অভ্যন্ত দুর্গমায়ক নয়, প্রাণ স্বরূপে, যেহেতু কালিয়ের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান যথং কল্যাণে বাস করছিলেন, তাই প্রাণ ও কল্যাণের গুণাবলীতে প্রকাশিত ছিল। কৃষ্ণদেবসীরি চুমি এমনই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কৃষ্ণদেব করণের উচ্চ

গমিত্তি যিতির নন্দ আচ্ছন্ন হয়ে যেত এবং সেই অস্ত্র থেকে উদ্ভিত কলকণ দ্বারা নিরস্ত্র সন্ত কৃষ্ণদেব সমস্ত অক্ষলকে সুশোভিত করত। বিভিন্ন ধরনের পদ ও কলকণ কৃষ্ণের ত্রেণু যখনকারী বাতাস স্রোতের ও প্রবাহন নীরতলির চেউয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত কৃষ্ণদেবকে শীতল করে দিত। তার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা প্রাণের প্রবণ সূর্য ও স্বরূপালীন শব্দলকে থেকে উৎপন্ন উত্তপ্ত ভোগ ভোগ না। কলকণগণে কৃষ্ণদেব সন্তুষ্ট হওয়ার প্রচুর ছিল। তাদের প্রবাহিত চেউয়ের দ্বারা পৃথিবী নীরতলি তাদের শ্রীকৃষ্ণদেবসীরি সন্ত করে তাদেরকে আর্ষ ও কর্মমুক্ত করে তুলত।

৩টি বিহতলা প্রভৃতি সুশীতল তৃণের গণপত্রকে বাস্পীভূত করিতে এবং তার সবুজ হাসকে লব্ধ করিতে পারেনি। পুষ্পসমূহের দ্বারা কৃষ্ণবনের কন সুন্দরভারে সুশোভিত হয়েছিল এবং অনেক বক্স পত্র ও পাতীর শব্দে পূর্ণ ছিল। ময়ূর ও ত্রমেরো গান করছিল, আর ফেরিক ও মারসেরা কুজন করছিল। লীলা করবেন বলে যমহ করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গাভীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গ্রীষ্মকালের সঙ্গে কীৰ্তি বাজাতে বাজাতে কৃষ্ণবনের বনে প্রবেশ করলেন। ময়ূরপুচ্ছ, মালা, ফুলের গন্ধ ও কৰ্ম্মের অনিচ্ছা সহ কচি পাতার দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করে বলরাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা পরস্পর নৃত্য, যুদ্ধ ও খান করেছিলেন। যখন কৃষ্ণ মৃত্যু করছিলেন, তখন কোলও কোনও গোপবালক গান করে এবং কেউ কেউ বাঁশি, করতাল ও শিঙা বাজিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছিলেন, আর অন্যেরা সকলে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করছিলেন।

“হে রামেন, নটগণ যেমন অন্য নটের স্তুতি করে, তিক তেমনই দেবতারা গোপ-সম্প্রদায়ভূক্ত ভূষণ হরশেখর দ্বারা নিজেদেরকে গোপন করেছিলেন এবং গোপবালক রূপে আবিস্কৃত কৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের গোপবালক সখ্যার সনে ঘুরপাক খাওয়া, লঙ্ঘ প্রদান, নিষেধ, চড় মারা, হেঁচড়ে টেনে নেওয়া ও বুকের দ্বারা খেলা করেছেন। কখনও কখনও কৃষ্ণ ও বলরাম বালকদের মধ্যর চুল ধরে টানতেন। হে মহারাজ, অন্য বালকরা যখন নৃত্য করছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও গান ও খানবন্দে দ্বারা তাঁদের হৃদয় সঙ্গত করতেন এবং কখনও কখনও দুই প্রভু বালকদের ‘বুঁ ডাল! বুঁ ডাল!’ বলে প্রাশংসা করতেন। কখনও কখনও গোপবালকরা বিদ্য অথবা কুণ্ড ফলের দ্বারা এবং কখনও বা হাতভর্তি আমলকি ফলের দ্বারা খেলা করতেন। অন্য সময়ে তাঁরা পরস্পরকে ভৈরবদ্বি অথবা কলমাহি জামি খেলা করতেন এবং কখনও তাঁরা পত-পক্ষীকে অনুকরণ করতেন। তাঁরা কখনও ব্যাচের মতো চুতুর্দিকে লম্ফ প্রদান করতেন, কখনও সামাবিধ উপহাসের দ্বারা ক্রীড়া করতেন, কখনও সেজন্য চড়তেন এবং কখনও বা রাজ্য অনুকরণ করতেন। এভাবেই

কৃষ্ণ ও বলরাম কৃষ্ণবনের নদী, পর্বত, উপত্যকা, উপলব্ধ, কুঞ্জবন ও সরোবরে ভ্রমণ করে সমস্ত রকমের সৌন্দর্য ক্রীড়ামুহুে খেলা করতেন।

“রাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা যখন এভাবেই কৃষ্ণবনের সেই বনে গেম্ভাষণ করছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রলম্বাসুত্র প্রবেশ করল। কৃষ্ণ ও বলরামকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে সে এক গোপবালকের রূপ ধারণ করল। সেহেতু মশাই বংশে আবিস্কৃত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজনীন, তাই তিনি জন্মগত পেরেছিলেন যে, অসুরটি কে ছিল। তবুও, তাকে বিভ্রান্ত হওয়া বলা যায় সেই কথা শুধু সহকারে চিন্তা করে, ভগবান অসুরকে সখ্যাবে প্রাণ করার ডান করলেন। ক্রীড়াসময় কৃষ্ণ তখন গোপবালকরূপে একত্রে আহ্বান করে বললেন—‘হে গোপবালকগণ! চল, এখন আমরা নিজেদের দুটি সমান দলে ভাগ করে নিয়ে খেলা করি।’ গোপবালকগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে দুটি দলের নেতা নির্বাচিত করলেন, বালকগণের কেউ কেউ কৃষ্ণের পক্ষে এবং অন্যেরা বলরামের পক্ষে যোগদান করলেন। বালকগণ বহনকারী ও আরোহী সম্পর্কিত নানাবিধ ক্রীড়া করতেন। এই সমস্ত ক্রীড়ার বিজয়ীরা পবিত্রতমঃ নিষ্ঠে আরোহণ করতেন এবং পরাজিতরা বিজয়ীদেরকে বহন করতেন। এভাবেই একে অপরেরে বহন করে ও বাহিত হয়ে এবং সেই সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বালকগণ কৃষ্ণকে অনুসরণ করে ভারতীয় নামক বী বুকের দিকে গমন করলেন।

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, যখন বলরামের পক্ষীয় গ্রীষ্ম, বৃষ্ণ ও অন্যের এই সমস্ত খেলার জয়ী হতেন, তখন কৃষ্ণ ও তাঁর পক্ষের বালকরা তাঁদের বহন করতেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরাক্রান্ত হয়ে গ্রীষ্মমুখে বহন করেছিলেন, উঠলেন বৃষ্ণকে বহন করেছিলেন এবং প্রলম্ব রোহিনীলক্ষ্মণ বলরামকে বহন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণকে অপহরণের বিবেচনা করে, সেই মানবদ্রোহ (প্রলম্ব) বলরামকে বহন করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে যেখানে তার আরোহীকে অপহরণ করার কথা ছিল তার থেকে দূরে প্রস্থান করল। সেই দ্রুত অসুর বলরামকে বহন করতে থাকলে, তিনি প্রকাণ্ড সূর্যের পর্বতের মতো স্তম্ভী হয়ে উঠলেন, আর প্রলম্ব গতিবদ্ধ

হতে লাগল। তার পর সে তার আসল মুঠি ধারণ করে পক্ষীরা হালকা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার, সেই উপলক্ষে সেটি চক্রে বহনকারী ও পিতৃ-ভ্রমকালো জেহর হতে বলে বলে হাসিল। বলরাম গ্রীষ্মকাল যখন প্রদীপ্ত মন, কলহ কেশ, প্রকৃষ্টিত সংলগ্ন উক্ত বস্তুসমূহ এবং ক্রীড়া, ক্রীড়া, কৃষ্ণ প্রভার বিচিত্র ও-অ্যাক্সচরী সেই দ্রুতবেগে বিশাল দেহ দর্শন করলেন, তখন কখনও টক ও-টক হয়েছিলেন বলে বলে হাসিল। প্রকৃত অবস্থা জ্ঞান করে, নীতীক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, সেই অসুরটি তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টা করে তাঁকে তাঁর সর্দারের থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। ভগবান তখন জেহরখণ্ড হুহু কেবলই হয়ে যেমন তাঁর বহু দায় পর্বতকে আঘাত করে, তেমনভাবে তাঁর দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা অসুরের মস্তকে আঘাত করলেন। এভাবেই বলরামের মুষ্টি দ্বারা অসুর

প্রান্ত হয়ে, প্রলম্বের মস্তক তৎক্ষণাৎ নিঃশীর্ণ হল। অসুরটি বুধ দিগে রক্ত বহন করে তার মস্তক ছেদনা হয়েছিল এবং তাই পর ইচ্ছা বহুদূর দূর দিকান্ত কোনও পর্বতের মতো বিচলিত পদ করতে করতে সে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। বিভ্রমে কল্যাণী বলরাম প্রলম্বসুরকে বধ করেছিলেন তা সেহে গোপবালকগণ মতাবি অলংকারিত হয়ে ‘সাদু! সাদু!’ রব করলেন সকল প্রলম্বের যোগ্য সেই বলরামকে তাঁরা প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁর প্রশংসা করলেন। যেমন দ্বারা ত্যাগ চিত্ত অভিভূত, তাই তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছেন। পাণী প্রলম্বসুর মিতত হল, দেবতাপ্রাণ অত্যন্ত সুখ অনুভব করে শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্পমালা বর্ষণ করলেন এবং ‘সাদু! সাদু!’ বলে তাঁর কার্যের প্রশংসা করলেন।



উনবিংশতি অধ্যায়

দাবানল গ্রাস

শ্রীল ওকমঃ গোপামী বললেন—“গোপবালকরা যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ক্রীড়ার নিমগ্ন ছিলেন, তাঁদের গাভীরা অনেক দূরে বিচরণ করছিল। কায় আরও তুচ্ছ অন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে এবং তাদের মস্তকে বাণীর কেউ ন থাকায় তারা এক গভীর বনে প্রবেশ করল। গভীর যখন এক জাশ থেকে আর এক জাশে বিচরণ পথতে করতে ছাফল, গাভী ও মহিষেরা তীক্ষ্ণ বেতের দ্বারা অধিক বেড়ে ওঠে। একটি অঞ্চলে প্রবেশ করল। নির্দোষী দাবানলের ডাল তাদের কুখ্যাত করে তুলল। এক জাশ কাতর হয়ে জন্মন করতে লাগল। কৃষ্ণ, রাম ও তাঁদের গোপসখারা সহসা তাঁদের সম্মুখে গাভীদের দেখতে না পেয়ে, তাদের উপেক্ষা করার জন্য অমৃতও বোধ করলেন। আলকেরা চারদিকে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তারা কোপের নিরেখে তাঁর সন্ধান তাঁর পোচ্ছ

না। তখন বালকেরা গাভীদের পায়ের পুরের দ্বারা এবং তাদের পুর ও মস্তক দ্বারা ছিন্ন তুল লক্ষ্য করে গাভীদের পথ বুঝে বেগ করতে শুরু করলেন। সমস্ত গোপবালকেরা অত্যন্ত উদ্ভিগ হয়ে উঠেছিলেন কারণ তাঁদের ক্রীড়ার উৎসে তাঁরা হারিয়ে যেতেছেন। মৃত্যু অরণের মধ্যে অবশেষে গোপবালকেরা তাঁদের মূল্যবান গাভীদের বুঁজে পেয়ে, যারা তাদের পথ হারিয়ে জন্মন করছিল। তারপর কুখ্যাত ও পরিপাক্ত বালকেরা গুহে ফেরার পথের দিকে গাভীদের চারণ করলেন। পরমেশ্বর ভগবান জন্মনপক্ষীর খবর পড়বার আহ্বান করলেন। তাদের নিজ নিজ নামের মল জল করে, গাভীরা অত্যন্ত জন্মনিত হয়ে উত্তর করে ভগবানকে সাড়া দিয়েছিল। যখন সকল গাভীদের ক্রীড়ার ইচ্ছা দিয়ে সহসা এক প্রবল দাবানল চতুর্দিক থেকে প্রাদুর্ভূত হল। দাবানল

নার্য বায়ু অগ্নিকে বেগে চালিত করছিল এবং ভয়ানক অধিকণা চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছিল। বালুবিপ্লবকে সকল স্থানের ও জঙ্গম জীবের দিকে প্রচণ্ড অগ্নি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করেছিল। যেই মাত্র গাভী ও গোপবালকেরা চতুর্দিক থেকে অগ্রমুখে উদ্যত দাবানল ছিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা ভীতপ্রস্ত হইলেন। মৃত্যুর ভয়ে কাঁদার মানুষেরা যেমন পরমেশ্বর ভগবানের শরণাপত্ত হয়, তেমনই বালকেরা তখন আম্রেশ্বর জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের সমীপবর্তী হলেন। তখন বালকেরা তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—‘হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবীর! হে রাম! আম্রেশ্বর! বার! এই দশনলে দগ্ধ হতে চলছে এবং তোমাদের অমর গ্রহণ করতে এসেছে, দগ্ধ করে তোমরা সেই সমস্ত ভক্তদের রক্ষা কর। কৃষ্ণ! তোমার নিজের সম্বন্ধে অকণ্ঠস্বরে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। হে সর্ব ভরম, আমরা তোমাকে আমাদের প্রভুস্বপ্নে গ্রহণ করেছি এবং আমরা তোমার প্রতি আস্থা-সমর্পিত।’

দীর্ঘ শুকনো গোবাহী বললেন—‘তাঁরা সম্বন্ধে কাছ থেকে এতদূর করণ দাক্ষ্য প্রদান করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করেন, ‘কেবল তোমাদের চোখ

দুটি বন্ধ করে এবং ভয় পোয়ে না।’ ‘তাই হোক’ উত্তর দিয়ে বালকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের নেত্রের মূর্তি বন্ধ করেন। তখন সমস্ত যোগেশ্বরীরা জীবনের পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মুখ দিয়ে ভয়ভর অগ্নিকে পান করে সফট থেকে তাঁর সন্ধানের রক্ষা করলেন। গোপবালকেরা তাঁদের চক্ষু উন্মীলিত করে এবং বিগমিত হয়ে দেখলেন, তাঁরা ও গাভীরা যে শুধু ভয়ভর দাবানল থেকেই রক্ষা পেয়েছেন তাই নয়, তাঁদের সবলকেই পুনরায় সেই ভাঙার যুদ্ধের নিকট নিয়ে আসা হয়েছে। গোপবালকেরা তখন দেখলেন যে, ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তির দ্বারা প্রতর্নিত তাঁর যোগেশ্বরীর দ্বারা তাঁরা দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে, কৃষ্ণ অক্ষয় একজন দেবতা। সাদ্যকে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গাভীসের নিয়ে গৃহের দিকে ফিরে চললেন। তাঁর বীণটি বিশেষভাবে বাজাতে বাজাতে, কৃষ্ণ তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপসম্বাদের সঙ্গে গোষ্ঠে ফিরে এলেন। যেহেতু গোপীদের নিকট গোবিশেষের সর্ব ব্যতীত অশক্যতাও শত যুগের মধ্যে মনে হত, তাই তাঁকে গৃহে আসতে দেখে সুবর্তী গোপীপণ পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।’



বিশতি অব্যায়

বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতু

দীর্ঘ শুকনো গোবাহী বললেন—‘তাঁরা গৌপবালকের বৃন্দাবনের জীবনের নিকট দাবানল থেকে তাঁদের উদ্ধার এবং প্রসন্নাসুর বধরূপ কৃষ্ণ ও বলরামের অস্তুত কর্ম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। বৃদ্ধ গোপ ও বৃদ্ধা গোপীগণ এই বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম অসল্যই মহান কোনও দেবতা হবেন যাঁরা বৃন্দাবনে আবর্তিত হয়েছেন। শুভ নয় সমস্ত প্রাণীর

জীবন ও দাদ্য প্রধানকারী বর্ষা ঋতু শুরু হল। আগস্বে শুভশুভ মেঘগর্জন আর নিগন্তে বিদ্যুৎ চমকিত হতে লাগল। আকাশে তখন বিদ্যুৎ ও গর্জন সহ ঘন নীল মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। আত্মা যেমন জড় শক্তির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সেভাবেই আকাশ ও তার স্বাভাবিক জ্যোতি আচ্ছাদিত ছিল। সূর্য তার রশ্মি দ্বারা আট মাস ধরে পৃথিবীর জলজগৎ ধন পোষণ করেছিল। এখন উল্লসিত সমুদ্র এসেছে, সূর্য তার সেই

মজ্জিত ধন মোচন করতে শুরু করল। বিদ্যুতের দ্বারা চমকিত হয়ে বিশাল মেঘরাশি কাম্পিত এবং প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা চালিত হচ্ছিল। ঠিক কৃষ্ণায়র ব্যক্তির মতো মেঘরাশি এই পৃথিবীর সূর্যের জন্য তাদের জীবন দান করছিল। গ্রীষ্মের তাপে পৃথিবী নীর্ণ হয়ে যান, কিন্তু বৃষ্টির দেবতার দ্বারা যখন সিত হন, তখন তিনি পূর্ণরূপে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। এভাবেই পৃথিবী এক ব্যক্তির মতো ধীরে ধীরে এক জাগতিক উদ্দেশ্যে উপসার দ্বারা কুল হয়ে, কিন্তু তিনি তাঁর উপসার ফল লাভ করার পর পুনরায় পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট হয়ে ওঠেন। এই কলিযুগে লোকের প্রাধান্য হেতু নাতিক মতবাদগুলি যেভাবে বেলে প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক সেভাবেই বর্ষাকালে সজ্জার সময়ে অন্ধকারে নক্ষত্রসকল দীপ্তি পায় সেয়ে জেনাকি পোকরা দীপ্তি পেতে পারে। ব্যাভের সর্বজন নীরবে শান্তি ছিল, কিন্তু বর্ষার মেঘমণি রূপ করে হঠাৎই তারা ডাকতে শুরু করল, ঠিক যেভাবে ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ নিঃশব্দে তাঁদের প্রাতঃকালীন কর্তব্য সম্পাদন করার পর শিক্ষকের আদেশ শেন্নে মাইই তাঁদের পাঠ আবৃত্তি করতে শুরু করেন। যে সমস্ত ক্ষুদ্র নদীগুলি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, বর্ষা ঋতুর আগমনের সঙ্গে সেগুলি স্ফীত হতে শুরু করল এবং তার পরে ঠিক যেমন ইন্দ্রিয়ের কলিকৃত মানুষের দেহ, সম্পত্তি ও অর্থ বিপদগ্রামী হয়ে থাকে, তেমনই তাদের নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে বিপদগ্রামী হয়েছিল। নবীন সন্তোষ হাস পৃথিবীকে পান্যর মধ্যে সন্নিবেশ করে তুলেছিল, ইন্দ্রগোপ কীটেরা তাতে প্রায় পাঁচ বর্ষ যোগ করেছিল এবং সাদা ব্যাভের ছাতাগুলি আরও বর্ষ ও ছাতাচক্র সংযুক্ত করেছিল। এভাবেই পৃথিবীকে ঘন হঠাৎ খলি হয়ে ওঠা বস্তির মতো মনে হচ্ছিল। বসন্ত-সম্পদের দ্বারা মাঠগুলি কৃষকদের আনন্দ দান করেছিল। কিন্তু তারা কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতে অত্যন্ত অতিমাত্রা ছিল এবং ক্রিডাবে সমস্ত কিছুই পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন জ্ঞানসদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সমস্ত মাঠগুলি তাদের হৃদয়ে অনুভবের সৃষ্টি করেছে। তবু যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সেবার নিযুক্ত হবার মাধ্যমে সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনই জল ও ইন্দ্রের সমস্ত প্রাণীরা বর্ষার নতুন পতিত জলের সুযোগ গ্রহণ করার ফলে তাদের রূপ প্রাক্ষণীয় ও মনোহর হয়ে

ওঠে। কাম্বার দ্বারা কলুষিত এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়ের প্রতি আসক্তচিত্ত অপরিপক্ক যোগীর মন যেমন কলুষ হয়, ঠিক তেমনই নদীগুলি যখন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষুদ্র হয়, তখন তার তরঙ্গগুলি বায়ুবেগে প্রবাহিত হতে থাকে। ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানে মগ্নচিত্ত ভক্তগণ সমস্ত রক্ষা বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও শান্ত থাকেন, তেমনই বর্ষাকালে পর্বতগুলি করংবার দানস মেঘের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মোটেও বিচলিত হন না। বর্ষা ঋতুতে, পরিবৃত্ত না হবার ফলে নবগুলি হাস ও জল্পনে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং পথ খুঁজে যায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই নবগুলি ধর্মীর শাস্ত্রশ্রবের মতো, যেগুলি ব্রাহ্মণের অব্যয়ন না করার ফলে দূষিত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেক আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। মেঘেরা যদিও সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বস্তু, যদিও সম্পর্কের প্রতি অস্থিরতার কারণে বিদ্যুৎ এক দল মেঘ থেকে আর এক দলে স্থানান্তরিত হত, ঠিক যেমন কামাধ রমণীরা গুণমান পুরুষদের প্রতিও অবিশ্বাসী হয়। ইন্দ্রের অন্ধ ধনুক (প্রায়শ্চ) যখন নক্ষত্রগুলির গুণযুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তা সাধারণ ধনুকগুলির মতো ছিল না কারণ তা দ্বারা উপর স্থাপিত ছিল না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান জড় গুণের পারম্পরিক ক্রিয়াজাত এই জগতে প্রকাশিত হলেও তিনি সাধারণ মানুষের মতো নয়, কারণ তিনি সর্বত্র জড় গুণ থেকে মুক্ত থাকেন এবং সমস্ত জড় অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। বর্ষা ঋতুতে মেঘরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার ফলে চন্দ্র সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ মেঘেরা নিজেরাই চন্দ্রের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। তেমনই, অহঙ্কারে আচ্ছাদিত জ্ঞানর ফলে জড় জগতে জীবিকা সরাসরিভাবে প্রকাশিত হতে পারে না, অথচ অহঙ্কার নিজেই শুদ্ধ আত্মার চেতনার দ্বারা আলোকিত হয়। মেঘসমাগম দর্শন করে ময়ূরেরা উৎসব-মুখরিত হয়ে আনন্দে অভিলষন করতে করতে চিংকার করতে লাগল, ঠিক যেমন সংসার জীবনে দুর্দশাপ্রকৃত মানুষেরা তাদের গৃহে ক্ষুণ্ণত পরমেশ্বর ভগবানের শুভ ভক্তের আগমনে আনন্দ অনুভব করে। বৃক্ষসকল ক্ষীণ ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের পাতের মাধ্যমে নতুনভাবে পতিত বর্ষার জল পান করার

পর, তাদের কথা সেইপন্থে রূপ প্রস্তুতি হল। তেমনই, ভগবৎকর্তৃক যার দ্বারা দেহ জগৎ ও দুর্বল হয়েছে, সেই ভগবৎকর্তৃক মাধ্যমে প্রাপ্ত জগৎ বিশ্ববস্তুর উপভোগের পর সে পুনরায় তার স্বাস্থ্যকর মৈত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি প্রদর্শন করে। কনুযচিত্ত জড়বাদী মানুষেরা যেমন অনেক অশান্তি সহ্যও করতেনই গৃহে বাস করে, তেমনই কথাকালে তাঁরও গুলি অশান্ত থাকে। সত্যের সাবাসের সাবাসের তীরে নিশ্চয়ই আস করতে লাগল। কনুযগুণে নারিকেলের হাত মস্তকমণ্ডলি যেমন বৈদিক বিধি-নির্বাহের সীমা চক্রে করে, তেমনই ইহা যখন বর্ষণ করেন, তখন কন্যার জল কৃষিকরের জলসেচনের বীধও গুলি চক্রে করে দেয়। নরপতিগণ যেমন তাঁদের প্রাণের পুরোহিতদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে নাগরিকদের জন্য দান প্রদান করেন, তেমনই ব্যতীত দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের অদ্ভুতময় জলধারা মুক্ত করতে লাগল।”

“কন্যাবনের কন যখন এভাবেই সুশক খেলুর ও জল ফলের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে সমুদ্র হয়ে উঠেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন গাভী ও গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীকলরামের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করবার জন্য সেই বনে প্রবেশ করলেন। গাভীগণ তাদের সামগ্রিক ভ্রমভারে ধীরে গমন করছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের আহ্বান মর্মেই তারা অকস্মেৎ তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁর প্রতি প্রীতির নিমিত্ত তাদের কনসমূহ ভিজে উঠেছিল। আমলপূর্ণ কনের আদিত্যসী রমণীগণ, কৃষ্ণসমূহ থেকে মধু করণ এবং পর্বতের জলপ্রপাতগুলি জ্ঞানান নির্দীক্ষন করলেন। সেই জলপ্রপাতগুলির উচ্চস্রসি ইচ্ছিত করছিল যে, নিকটেই ওয়া রয়েছে। কখন কুটি মায়া, তখন ভগবান হ্রীদা করণ জল এবং কন-মূল ভোজন করার জন্য কখনও কখনও ওয়া অথবা একটি মুক্তের কেটে প্রবেশ করতেন।”

“শ্রীমদ্বর্ষণ এবং নিবৃত্তি প্রোজনকারী গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গৃহ থেকে প্রেরিত দ্বি নিবৃত্তি অগ্র ভোজন করলেন। তাঁরা সকলে ভোজনের জন্য জলের সঙ্গিত একটি বড় শিলায় উপর বসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ বৃষ, গোবৎস ও গাভীদের সন্তান তাদের উপর বসে চকু মূলিত করে তাদের কাটতে

দেখলেন এবং তিনি দেখলেন যে গাভীরা তাদের কনসমূহে ক্রান্ত। এভাবেই সর্বকালের সুশক্তির কনসমূহ বর্ষাক্তর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য লক্ষ্য করে, ভগবান সেই ক্ষতকে অভিন্নমিত্ত করলেন, যা তাঁর নিজের অভিন্ন। নিক্ত থেকে বিস্তার লাভ করেছিল।”

“শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকেশব যখন এভাবেই কন্যাবনে বাস করছিলেন, তখন নর ও জড় সমাগত হল, কখন কখন মেঘমুখ জল বহু ও ঐশ্বর্য কনসমূহ ছিল। ভগবৎ-ভক্তি পূজার দ্বারা যেমন প্রত্যেকজনকারী পতিত যোগীদের জল শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই শরৎকালে গর যখন পুনরায় উৎপত্তি হতে বিচিত্র জলরাশিও তাদের মূল শুদ্ধ করে দায়। শরৎকালে যেমন মেঘের আকাশ পরিষ্কার করে, প্রাণীদের সর্বাঙ্গ জীবনযাত্রার অবস্থা পূর করে, পৃথিবীর পলিতা মুক্ত করে এবং তাদের কন্যাবতা নির্মল করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পাদিত প্রেমময়ী সেবা চতুঃপ্রদীপের কৃতিগত সমস্ত অশুভ থেকে মুক্ত করে। মেঘরাশি তাদের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে শুদ্ধ উজ্জল হয়ে নিবৃত্তি পাচ্ছিল, ঠিক কেন সমস্ত জাগতিক বাসনা ভাগ্যী শাস্ত্র মুনিগণ সমস্ত পাপের প্রলয় থেকে মুক্ত হয়েছেন। অপ্রাকৃত বিজ্ঞানে অতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেমন কখনও অপ্রাকৃত জ্ঞানমুখ প্রদান করেন এবং কখনও করেন না, তেমনই এই ক্ষতের পর্বতসকল কখনও তাদের শুদ্ধ জলধারা মোচন করছিল এবং কখনও করছিল না। মুক্ত সংসারী মানুষের অধিক্রম দিনগুলির সঙ্গে কিভাবে তাদের জায় কয় হচ্ছে তা যেমন দেখতে পারে না, তেমনই ক্রমশ জীবনমাগ জলে সন্তবনরত মৎস্যরা জলের জীবনমাত্রার কথা একেবারেই জানতে পারে না। কৃপণ ও মৎস্য-জীবনে অতিষ্ঠ নিম্ন পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি যেমন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে না পারার জন্য কষ্টভোগ করে, তেমনই অগভীর জলে সন্তবনরত মৎস্যগুলিকেও শরৎকালীন সূর্যের তাপের দ্বারা কষ্টভোগ করতে হয়। বীর মুনিগণ যেমন প্রকৃত জ্ঞান থেকে ভিন্ন জড় দেহ ও তার থেকে উপলব্ধি অহং ও মমত্ববুদ্ধি পরিভ্রমণ করেন, তেমনই বিভিন্ন বৃদ্ধি বীরে বীরে তাদের পলিতা অবস্থা পরিভ্রমণ করেছিল এবং জ্ঞান-ওজসমূহ তাদের অগত অবস্থা থেকে শুদ্ধ বুদ্ধি পাচ্ছিল। সমস্ত জড় কার্যকলাপ

থেকে বিরত এবং বৈদিক সন্তের উচ্চারণ পরিভ্রমণকারী তেমনও মুনির মতোই শরৎের আশ্রয়নে সন্ত ও সন্তোষবর্তী শরৎের এবং তাদের জল স্থির হয়ে যায়। যোগ অনুশীলনকারীরা যেভাবে নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যমে তাঁদের স্বস্থিতি চেতনাকে দমন করার জন্য ঐশ্বর্য ইন্দ্রিয়গুলিকে দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনেন, ঠিক তেমনই কন্যাবনে কন্যাবনের কন্যার মতোই নারীরা যা যা করে রাখার জন্য মাটি দিয়ে দৃঢ় আল নির্মাণ করেছিল। আশ্রয়নে যেমন তেমনও ব্যক্তির জড় দেহের নর জল মিথ্যা পরিভ্রমণ দ্বারা উৎপন্ন কন্যাবতা উপলব্ধ করে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন কন্যাবনের নারীগণের বিরত জলিত ক্রম পূর করেন, ঠিক তেমনই শরৎকালের চন্দ্রও সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তৃক দৃঢ়তাগুলির উপলব্ধ করে। প্রত্যেকভাবে বৈদিক সন্তের আশ্রয় অনুভবকারী মানুষের চিত্তের চেতনায় মতো মেঘমুখ ও পলিতা প্রভৃতির মতো তৎকালীন দ্বারা পরিপূর্ণ শরৎের আকাশ উজ্জলভাবে শোভা পাচ্ছিল।”

“কন্যাবনের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন কন্যাবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পৃথিবীতে উজ্জলরূপে শোভিত হন, ঠিক তেমনই নক্ষত্রবালির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভিত হচ্ছিল। পূর্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ কন থেকে অগত নিক্তীভোগ বায়ুর আদিত্যের দ্বারা কন্যাবনের সূর্যকট বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারা বীরের

জল অগত হতেছে, সেই গোপীগণ তা খবর না। শরৎকালের প্রভাবে গাভী, হরিণী, সারী ও শূন্যকাল কন্যাবতা হয়ে উঠেছে যৌনসজ্জা লাভের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ পতিগাভরী হটেছিল, ঠিক যেমন শরৎকালে ভগবানের সেবার অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের দ্বারা আগনা হতেই সমস্ত মঙ্গলময় ফল লাভ হয়।”

“যে মহারাজ পণ্ডিত, সূর্য শাসকের উপস্থিতিতে দণ্ড ব্যতীত আর সকলেই যেমন নির্ভর হয়, ঠিক তেমনই শরৎকালীন সূর্যের উত্তরে কাল রাত্র প্রস্তুতি কন্যাবতা ব্যতীত আর সকল পক্ষ কন্যাবতা সূর্য প্রস্তুতি হয়েছিল। সমস্ত শরৎ ও গ্রামে নতুন ফসলের প্রথম পুষ্পের সন্ধান ও ফল প্রাপ্তির জন্য বৈদিক যজ্ঞ এবং সেই সঙ্গে কন্যাবতা বীজনিষ্ঠ ও ঐতিহ্য মনে অনুষ্ঠান উৎসব সম্পাদন করে জনসাধারণ মহোৎসবে অনুষ্ঠান করেছিলেন। এভাবেই নবীন শবের দ্বারা সমুদ্রবালিনী হয়ে এক বিশেষ করে কন্যাবতার উপস্থিতির দ্বারা প্রমত্তিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আশ-প্রকাশকরণে পৃথিবী শোভিত হচ্ছিলেন। কৃষ্ণের আশ্রয় দ্বিগুণ, মুনি, নৃপতি ও ব্রহ্মচারী স্বতন্ত্র অবশেষে বেরিয়ে এসে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি সংগ্রহ করেন, ঠিক যেমন এই জীবন যাত্রা সিদ্ধি লাভ করেছেন, সঠিক সময় এলে জড় দেহ জাগ্রত করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ জল লাভ করেন।”



একবিংশতি অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমা কীর্তন

শ্রীল ওকমেব গোপাবতী বললেন—“এভাবেই কন্যাবনের অগত শরৎকালীন বহু জলে পরিপূর্ণ ছিল এবং নির্মল সন্তোষের উৎপন্ন পক্ষ কন্যাবতা সূর্যকট বায়ুর দ্বারা সূর্যকট হয়েছিল। অগত ভগবান তাঁর গাভী ও গোপবালক সন্তদের সঙ্গে সেই কন্যাবনের অগত প্রবেশ

করলেন। কন্যাবনের সন্তোষ, বীর ও পর্বতসকল মস্ত ক্রম এবং পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণে মিত্রবালী পক্ষগুলির ধর্মিতে নির্মিত ছিল। গোপবালকগণ ও শ্রীকলরামের সঙ্গে মধুগতি (শ্রীকৃষ্ণ) সেই বনে প্রবেশ করলেন এবং গোচারণকালে তাঁর কন্যাবতা রাজ্যে গুরু করলেন।

অজস্ররূপে ব্রজনাটীগণ যখন কৃষ্ণের বংশীর গীতে শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রভাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। খোলাখল কথা সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যবলী তাঁরা শ্রবণ করছিলেন, হে রাজন, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ার তাঁরা আর বলতে পারলেন না। মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণ, কর্ণদ্বারে নীল কশিকার পুষ্প, স্বর্গের মতো উজ্জ্বল পীত বসন এবং বৈষ্ণবস্ত্রীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিত্তের নটরূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা লোভিত বৃন্দাদের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বৈষ্ণবস্ত্রসমূহ তাঁর অধরাযুক্ত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকেরা তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। হে রাজন, ব্রজের অরবিন্দ মারীণ যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।”

গোপিকারা বললেন—“হে সখীগণ, যে সমস্ত চক্ষু মন মহারাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃশব্দে ধম্য। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাভীর চাশনা করে মনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগবৃত্ত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাদের চক্ষু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে শ্রেষ্ঠতর দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই। যার উপর তাঁদের পুষ্পমালা বসেছিল, সেই মনের মতো বসন পরিধান করে এবং ময়ূরপুচ্ছ, উৎপল, পদ্ম, নবীন অজগন্ধ ও পুষ্প-মুকুলভূষণে দ্বারা নিজেকে ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম যোগবালকদের সত্যের মধ্যে অতুল্যকৃষ্টিমাণে শোভা পান। তাঁদের দেখতে ঠিক ব্রহ্মরূপে অবস্থিত দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন। হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরাযুক্ত উপভোগ করার জন্য এই বংশী এমন কী স্বপ্নজনক কর্তব্যে অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অমৃত যাদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিতাদের জন্য, কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট রেখেছে। এই

বংশীর পূর্বপুরুষ বীণ পাচগুলি আলাদে ভাঙ্গাধারা বর্ণন করেছে। যার তীরে বীণ প্রত্যহরণ করেছে, তার মাতা সেই নদী অনলোচ্ছ্বাস অনুভব করে এবং তাই সে তিক্তমিত পান্ডা কুলের দ্বারা রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হে সখি, দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পানপত্র সম্পন্ন লাভ করে, বৃন্দাবন পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করেছে। গোবিন্দেয় তেণ্ড শ্রবণ করে ময়ূরেরা যখন মত্ত হয়ে নৃত্য করে, তখন পাখীদের চুড়ী থেকে অম্ল প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই নির্বোধ হরিণীরাই কল কারণ তারা নন্দ মহারাজের পুত্রের সঙ্গীপবতী হয়েছে, তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর সানি বাজায়ছেন। কস্তুরিকী, কৃষ্ণসার মৃগ ও মৃগীকণ উভয়েই প্রদর্শনপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও স্বভাব রমণীসমূহের নিকট উৎসব-স্বপ্ন। কস্তুরিকী, দেবপত্নীগণ তাঁদের গতিপথের সঙ্গে বিদ্রোহে লরিত্রময়কালে যখন তাঁকে এক পক্ষ দর্শন করেন এবং তাঁর নিম্নমিত বংশীগীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কল্পিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাজ্ঞান হন যে, তাঁদের বৈপীকর থেকে কুলগুলি ধরে পড়ে এবং তাঁদের কটিকস্ত শিথিল হয়ে যায়। তাদের উদ্বেগিত কানগুলিকে পাতের মতো ব্যবহার করে, গাভীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীগীতের সুগম্যত পান করেছে। গোবৎসরা তাদের মাথের ত্বন থেকে করিত নৃত্ত মুখে পূর্ণ করে ছিঁচভাবে অকহন করেছে বেন অক্ষপূর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করেছে।”

“হে মাতা, এই কল সকল পক্ষী কৃষ্ণকে ধর্ষনের জন্য অগুরু বৃন্দাবনে আরম্ভ করেছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র নিঃশব্দে তাঁর ময়ূর বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে এবং অন্য কোনও পক্ষীই তাঁর আকৃষ্ট হয়ে না। এই সমস্ত পক্ষী নিশ্চিতরূপে মহান মুনিগণের সমান হয়ে রয়েছে। নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকর্ষণ করতে শুরু করে এবং এভাবেই তাদের ঘোড়ের বেগ ভঙ্গ হতে মৃগযজ্ঞক্ষেত্রে জল বিক্ষোভিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের তরঙ্গরূপে জল ছাড়া নদীগুলি সুরারিত চরকমল অঙ্গবিনয় করে এবং তা ধারণ করে পান্ডা কুলের উপহার নিবেদন

করে। প্রথম বৌদ্ধের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট, কলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনলবৃত্ত তাঁর বংশীধ্বনি করেছে। তা দর্শন করে, কলরামের মধ্যে প্রবেশিত নিকটকে নিতর করে। সে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে নিজ দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলধি দ্বারা তাঁর সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করেছে। কলরাম অজলের শব্দ রমণীরা যখন ইহং পান কর্পে কৃষ্ণমূলের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা কামে নর্তিত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পানপত্রের বর্ণে চমকিত এই কৃষ্ণকুমার যখন তাঁর চিত্তধারণের দ্বারা জুলন্ত ছিল, আর শব্দ রমণীরা যখন তাদের মুখে ও জল তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত মূর্ত্তিমা তারা পরিত্যাগ করে।”

“তত্ত্বগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত শ্রেষ্ঠ। হে সখীগণ, এই পর্বত গোবৎস, গাভী ও শ্বেগধ্বজের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীর জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস,

গুহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি—সমস্ত স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয় ভবন সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত স্বপ্নবশত প্রজা নিবেদন করেছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎসাহ মনে হচ্ছে। প্রিয় সখীগণ, গাভীসমূহ অগ্রে চরণ করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে যনের চিত্তের দ্বারা পান করেন, তখন তাঁরা দুই মোহন্য সময় গাভীদের শিষ্টদের পা বন্ধনকারী রজত বন্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী বাজান, তখন সেই ময়ূর ধ্বনিতে গতিশীল প্রাণীসকল মুহূর্ত্ত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃকসকল ভাবোচ্ছ্বাসে কম্পিত হতে থাকে। এই বিবহতল নিঃশব্দে অতি বিচিত্র। এভাবেই কলরামের বনে বিচরণকারী, পরশ্বরের ভগবানের মৌড়ায় লীলাসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তাঁর চিত্তের সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।”



দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীল কলমেব গোদানী বললেন—“হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোবৃন্দের কুমারী কন্যাগণ দেবী কাভ্যায়নীর জটনয়ত্র পালন করলেন। সারা মাস তারা কেবলমাত্র র্জবায় চোজন করেছিলেন। হে রাজন, সূর্যের কলে ময়ূর জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী মৃগার একটি কৃত্তিকময়ী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তারা কল চন্দনের মতো সুগন্ধযুক্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে দীপ, ফল, সুগন্ধি, নব-পত্র, সুগন্ধ-মালা ও ধূপসহ মনো প্রকার উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন। ‘হে দেবী কাভ্যায়নী, হে ভগবতের মহাপতি, হে মহা যোগশক্তি ধারিনী এবং পশ্চিমালিনী সর্বনিরাক্ষ, অনুগ্রহ করে নন্দ মহারাজের পুত্রকে আমার পতি করে দি।

আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।’—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করেছিলেন। এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের হৃত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং ‘নন্দ মহারাজের পুত্র আমার পতি হোক’ এই ভবনায় ব্যস্ত হতে বধ্যবস্ত্রভাষে দেবী জটকলীর পূজা করেছিলেন। প্রতিদিন তারা ভোরবেলায় উঠেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তারা হাত ধরাধরি করেতেন এবং স্বান করার জন্য কলিনীতে গম্যকালে উচ্চস্বরে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।”

“একদিন তারা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশ রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান

অন্যবস্ত্র। প্রজ্ঞাবোধীরাও যখন কৃষ্ণের বন্যার গীত শ্রবণ করলেন, যা কামদেবের প্রস্তাব উদয় করে, তখন তাঁদের কেউ কেউ গোপনে তাঁদের অন্তরঙ্গ সখীদের কাছে কৃষ্ণের গুণসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। গোপীরাও কৃষ্ণ সবক্ষেপে বলতে শুরু করলেন, কিন্তু যখন তাঁর কার্যবলী তাঁরা শ্রবণ করছিলেন, হে রাজন, তখন কামদেবের বেগে তাঁদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁরা আর বলতে পারলেন না। মস্তকে মদুরপুষ্প-ভূষণ, কর্ণকণ্ঠে নীল কপিকার পুষ্প, কর্ণের মতো উজ্জ্বল গীত বসন এবং বৈজ্ঞান্যময়ীমালা পরিধান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিত্তের স্তব্ধ রূপ প্রদর্শন করে তাঁরই পদচিহ্নের দ্বারা শোভিত যুবকদের অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর বৈশ্ব-মস্তকসমূহ তাঁর অধরাঙ্কিত দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন, আর গোপবালকদের তখন তাঁর মহিমা কীর্তন করছিল। হে রাজন, ব্রজের অল্পবয়স্ক নারীরা যখন সমস্ত প্রাণীর মন হরণকারী কৃষ্ণের বশীভূত প্রাণ করলেন, তখন তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।”

গোপিকারা বললেন—“হে সখিগণ, যে সমস্ত চকু নন্দ মহাবাজের দুই পুত্রের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে ধনা। কারণ এই দুই পুত্র তাঁদের সখাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং তাঁদের সম্মুখে গাড়ীদের চলনা করে বনে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুখে বংশী ধারণ করেন ও ব্রজবাসীদের প্রতি অনুরাগভূত হয়ে কটাক্ষপাত করেন। তাই যাদের চকু আছে, আমরা মনে করি তাঁদের কাছে এর থেকে দ্বিগুণের দর্শনীর বস্তু আর কিছু নেই। যার উপর তাঁদের পুষ্পমালা সজ্জা ছিল, সেই মনেরম বিচিত্র রস পরিধান করে এবং মদুরপুষ্প, উৎপল, পদ্ম, নবীন আশ্রয়ণ ও পুষ্প-মুকুলগুচ্ছের দ্বারা নিজেরে ভূষিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম গোপবালকদের সতীর মধ্যে অত্যাধিকৃতরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তাঁদের দেহতে ঠিক হৃদয়কে আবর্তিত দুই শ্রেষ্ঠ নর্তকের মতো মনে হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে তাঁরা গান করছিলেন। হে গোপীগণ, স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণের অধরাঙ্কিত উপভোগ্য করার জন্য এই বংশী এমন কী মঙ্গলজনক কার্যের অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐ অনুষ্ঠান তাঁদের উপভোগ্য, সেই আমাদের গোপিকাদের জন্য, কেবলমাত্র রস অর্গশিষ্ট ব্রোহ্মে! এই

বংশীর পূর্বপুরুষ যাঁচ পাছতলি আনন্দে অশ্রুপাতা বর্ণন করেছে, যার তাঁরে বীণ দ্ব্যপ্রকণ করেছে, তাই মাতা সেই নদী আনন্দোচ্ছাস অনুভব করে এবং তাই সে বিকলিত সমুদ্রের দ্বারা রোমাঞ্চিত হয়েছে। হে সখি, সেবকীনন্দন কৃষ্ণের পাদপদ্ম সম্পন্ন লাভ করে, কৃষ্ণের পৃথিবীর মহিমা বিস্তার করেছে। গোবিন্দের বৈশ্ব প্রকণ করে মমুজেরা যখন মগ্ন হয়ে নৃত্য করে, তখন পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য প্রাণীরা তাদের দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই নির্বোধ বহির্দীর্ঘি ধনা কারণ তারা নন্দ মহাবাজের পুত্রের সঙ্গীতবতী হয়েছি, যিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁর বংশী বাজাচ্ছেন; যান্ত্রিকই, কৃষ্ণসার মৃগ ও মৃগীগণ উভয়েই প্রায়শপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের পূজা করছিল। কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও স্বকায় রমণীগণের নিকট উৎসব-সমাপ্ত। বাস্তবিকই, দেবপত্নীগণ তাঁদের প্রতিগণের সঙ্গে বিদ্যানে পরিভ্রমণকালে যখন তাঁকে এক পলক দর্শন করেন এবং তাঁর নিম্নলিখিত বংশীসীত শ্রবণ করেন, তখন কামদেবের দ্বারা তাঁদের হৃদয় কল্লিত হয়, আর তাঁরা এতই মোহাচ্ছন্ন হন যে, তাঁদের বেনীবন্ধন থেকে ফুলগুলি খসে পড়ে এবং তাঁদের কটিকল্প শিথিল হয়ে যার তাদের উত্তোলিত কানগুলিকে পায়ে মতো ব্যবহার করে, গাড়ীরা কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বংশীসীতের মৃগমুগ পান করেছে। গোবিন্দসরা তাঁদের হৃদয়ের স্তন থেকে স্রবিত মুগ্ধ মুখে পূর্ণ করে হিরণ্যবে অবস্থান করেছে যেন অপ্রকৃর্ণ নয়নে তারা গোবিন্দকে তাদের অন্তরে গ্রহণ করে তাঁকে আলিঙ্গন করেছে।”

“হে মাতা, এই বনে সকল পক্ষী কৃষ্ণকে কর্ণনের অন্য অপূর্ব কৃষ্ণাখ্যায় আকৃষ্ট হয়েছে। চোখ বন্ধ করে তারা কেবলমাত্র মিলেছে তাঁর মদুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে এবং অন্য কোনও শব্দেই তারা আকৃষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্ত পক্ষী নিশ্চিতরূপে মরন মূল্যগণের সমান স্তরে রয়েছে। নদীগুলি যখন কৃষ্ণের বংশীসীত শ্রবণ করে, তখন তাদের হৃদয় তাঁকে আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে এবং এভাবেই প্রাণে প্রোত্তের বেগ ভর হয়ে কর্ণাবর্তরূপে জল বিকলিত হয়ে ওঠে। তখন তাদের ভরসরূপ বাস্তব দ্বারা নদীগুলি মুকুরি চরুকবল আলিঙ্গন করে এবং তা ধারণ করে পদ্ম ফুলের উপহার নিবেদন

করে। প্রথম বৈশ্বের উদ্যোগের মধ্যেও, বলরাম ও গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের পশুগুলিকে চরাতে চরাতে অনবরত তাঁর বংশীধ্বনি করছেন। তা দর্শন করে, আকাশের মেঘ প্রেমবশত নিজেকে দিল্লির করেছে। সে উচ্চতে উঠে গিয়ে নিজ দেহের অসংখ্য পুষ্পসদৃশ জলবিশ্ব দ্বারা তার সখার জন্য একটি ছত্র নির্মাণ করেছে। কৃষ্ণের আকর্ষণের শব্দ রমণীরা যখন ইহাং লাল বর্ণের কুমকুমের দ্বারা চিহ্নিত তৃণ দর্শন করে, তখন তারা করে নীতিত হয়ে বিচলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদপায়ের বর্ষে ওপরিষত এই কুমকুম প্রথমে তাঁর প্রিয়াগণের স্তনে জলিলিও ছিল, আর শব্দ রমণীরা যখন তাদের মুখে ও ভ্রুতে তা লেপন করে, তখন তাদের সমস্ত মূর্ত্তি তারা নবিত্যাগ করে।”

“ভক্তগণের মধ্যে এই গোবর্ধন পর্বত দ্বিষ্ট। হে সখীগণ, এই পর্বত গোবর্ধন, গাড়ী ও গোপগণের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামকে পানীর জল, অত্যন্ত কোমল ঘাস,

ওহা, ফল, ফুল ও শাক-সবজি—সমস্ত ব্রজের প্রয়োজনীয় প্রায়ই সরবরাহ করে। এভাবেই এই পর্বত ভগবানকে প্রভা নিবেদন করেছে। কৃষ্ণ ও বলরামের চরণস্পর্শ লাভ করার জন্য গোবর্ধন পর্বতকে অত্যন্ত উৎকর্ষ মনে হচ্ছে। প্রিয় সখীগণ, গাড়ীদের অগ্রে চারণা করে, কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাঁদের গোপবালক সখাদের সঙ্গে বনের ভিতর দিয়ে গমন করেন, তখন তাঁরা দুই সোহনের সমস্ত গাড়ীদের পিছনের পা বন্ধনকারী বন্ধন বহন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বংশী লজ্জান, তখন সেই বন্ধন ধ্বনিত গতিশীল প্রাণীসকল মুগ্ধিত হয়ে পড়ে এবং গতিহীন বৃক্ষসকল ভাবোচ্ছ্বাসে কল্লিত হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অতি বিচিত্র। এভাবেই কৃষ্ণদের জন্য বিচরণকারী পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীভাষ্যর শীল্যসমূহ পরস্পরের প্রতি বর্ণনা করতে করতে কহতে গোপীগণ তাঁর চিত্তের সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়েছিলেন।”



দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের কুমারী গোপীদের বস্ত্রহরণ

শ্রীল ভক্তসেব গোবামী বললেন—“হেমন্তকালের প্রথম মাসে গোপুলের কুমারী কন্যাগণ দেবী কন্যাসমীর ঘনিষ্ঠত পালন করলেন। সারা মাস তাঁরা কেবলমাত্র ফাঁদায় ভোজন করেছিলেন। হে রাজন, সূর্যোদয় কালে যখনই জলে স্নান করে, গোপীগণ নদীর তীরে দেবী দুর্গার একটি মূর্ত্তিকামরী প্রতিমা নির্মাণ করলেন। তার পর তাঁরা হসা চন্দনের মতো সুগন্ধবৃন্ত দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে মীণ, ফল, সুপারি, নব-পারম্ব, সুগন্ধ-মল্ল ও ধূপসহ নান প্রকার উপহারের দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন। ‘হে দেবী কাত্যাবনী, হে ভগবানের মহাশক্তি, হে মহা যোগশক্তি ধারিণী এবং শক্তিশালিনী সর্বনিষ্পন্ন, অনুগ্রহ করে নন্দ মহাবাজের পুত্রকে আমার পতি করে দিন।

আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।’—এই মন্ত্র জপ করতে করতে কুমারী কন্যাগণের প্রত্যেকে তাঁর পূজা করছিলেন। এভাবেই একমাসব্যাপী কন্যাগণ তাঁদের ব্রত পালন করেন এবং তাঁদের মন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে নিমগ্ন করে এবং ‘নন্দ মহাবাজের পুত্র আমার পতি হোক’ এই ভক্তিময় ধ্যানমু হতে হৃদয়ধন্যভাবে দেবী ভক্তকালীর পূজা করেছিলেন। প্রতিদিন তাঁরা ভোজবেলায় উঠতেন। পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে, তাঁরা হাত ধরাধরি করতেন এবং স্নান করার জন্য কলিশীতে গমনকালে উচ্চ হয়ে কৃষ্ণের গুণগান করতেন।”

“একদিন তাঁরা নদীর তীরে এসে, পূর্বের মতোই তাঁদের বসন একপাশে রেখে দিয়ে, কৃষ্ণের মহিমা গান

করতে করতে অমলে জলক্রীড়া করতে লাগলেন। যোগেশ্বরগণেশও ইশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীনাথ কি করছিলেন সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, আর তাই তাঁদের প্রচেষ্টার পূর্ণতার ফল দানের উদ্দেশ্যে তাঁর অঙ্গবরঞ্চ সন্নীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সেখানে আগমন করলেন। কুমারীগণের বসনসমূহ নিয়ে তিনি জড়াজড়ি একটি কলস কুন্দের মাথায় আরোহণ করলেন। তার পর, তিনি উচ্চস্বরে হাসতে থাকলেন, তাঁর সন্নীগণও উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন, তখন তিনি পরিহাসচ্ছলে কুমারীগণের উদ্দেশ্যে বললেন—“হে কুমারীগণ, তোমরা প্রত্যেকে এখানে এসে ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের বসন ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু আমি দেখতে পাই কঠোর দ্রুত অনুষ্ঠানের বলে তোমরা রুদ্ধ, তাই আমি তোমাদের সন্তোষ করছি, পরিচালন করছি না। আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি এবং এই বালকেরা তা জানে। অতএব, হে সুমধ্যমা কুমারীগণ, অনুগ্রহ করে হর একে একে অথবা সকলে একত্রে এগিয়ে এসে তোমাদের বস্ত্রগুলি তুলে নাও।”

“কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কিভাবে পরিহাস করছেন তা লক্ষ্য করে, গোপীগণ পূর্ণরূপে তাঁর প্রেমে নিমগ্না হলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবেশন করে, তাঁরা সন্তোষভাবে হাসতে হাসতে নিজেদের দ্রব্য পরিহাস করতে লাগলেন। কিন্তু তবুও তাঁরা জল থেকে নির্গত হলেন না। শ্রীগোবিন্দ এভাবেই গোপীদের বলতে থাকলেন, তাঁর পরিহাস কখন সম্পূর্ণভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করেছিল। নীতল জলে আকষ্ট নিমজ্জিত হয়ে তাঁরা কীপতে শুরু করলেন। এভাবেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা বললেন—“হে কৃষ্ণ, অন্যত্র সরো না! আমরা জানি যে, তুমি নরকের মানবীর পুত্র এবং ব্রহ্মের সহস্রগুণে তোমাকে লক্ষ্যন করে। তুমি আমাদেরও অত্যন্ত প্রিয়। অনুগ্রহ করে আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই নীতল জলে আমরা কণ্ঠিত হচ্ছি। হে শ্যামসুন্দর, আমাদের তোমার দাসী এবং তুমি যা বলবে তা অবশ্যই করব। কিন্তু আমাদের বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে দাও। বর্মের নীতিগুলি কি তা তুমি অবগত এবং যদি তুমি বস্ত্রগুলি আমাদের ফিরিয়ে না দাও, তা হলে আমরা তোমাকে বলে ‘সব’ অনুগ্রহ কর।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“তোমরা কুমারীগণ যদি প্রকৃতই আমার দাসী হয়ে থাক এবং আমি যা বলব তা যদি তোমরা মানেই কর, তা হলে তোমাদের সরণ হুসি নিয়ে এখানে এসে আর প্রত্যেক কুমারী তার নিজস্ব বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি যা বলছি তা যদি তোমরা না কর, তা হলে তোমাদের আমি তা কেবল দেখি। আর রাজা যদি ক্রুদ্ধ হন, তিনি কি করতে পারেন?”

“তারপর, ক্রোশদায়ক নীতে কীপতে কীপতে কুমারীগণ তাঁদের হাত নিয়ে তাঁদের গোপন-অঙ্গ আচ্ছাদিত করে জল থেকে উঠে এলেন। পরমেশ্বর ভগবান বসন লক্ষ্যরত গোপীগণকে লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি তাঁদের শুভ প্রেমভাষণের দ্বারা সন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বস্ত্রসমূহ নিজের কাছে স্থাপন করে, ভগবান যুগু হেসে প্রতিটি সহকারে তাঁদের বললেন—“তোমরা কুমারীগণ দ্রুতগমন কালে নয় হয়ে রান করেছ এবং সেটি নিম্নদেশে সেবতদের প্রতি একটি অপরাধ। তোমাদের পাণের প্রতিশ্রুতির জন্য তোমাদের বস্ত্রের উপরে হাত জোড় করে তোমাদের প্রশংসা নিবেশন করা উচিত। তারপর তোমরা তোমাদের অধোবসন ফিরিয়ে নাও।”

“এভাবেই বৃন্দাবনের অঙ্গবরঞ্চ কুমারীগণ ভগবান অগ্ন্যক তাঁদের যা বললেন তা নিবেশন করে বীকর করলেন যে, নীতে নয় হয়ে রান করার বলে তাঁদের দ্রুত রান হয়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের দ্রুত বাল্যলক্ষণ ভাবে শেখ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অসংসৃত পুণ্যকর্মের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ, তাই তাঁদের সমস্ত গুণ পরিমার্জনের জন্য তাঁকে প্রাণে নিবেশন করলেন। তাঁদের ঐক্যে শ্রবত হতে দেখে, পরমেশ্বর ভগবান সেবতীক্ষণ তাঁদের প্রতি কল্পন অনুভব করে এবং তাঁদের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁদের বস্ত্রগুলি ফিরিয়ে দিলেন।”

“যদিও গোপীরা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা হয়েছিলেন, তাঁদের লজ্জা থেকে বঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং বেগম পুতুলের মতো আচরণ করেছিলেন এবং যদিও তাঁদের বস্ত্রগুলি অপহৃত হয়েছিল, তবুও তাঁরা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগভাষণ হননি। যখন, তাঁদের প্রিয়ভাষ্য সঙ্গে মিলিত হবার এই সুযোগ লাভ করে তাঁরা কেবল অমলিত হয়েছিলেন। গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের

সঙ্গে কখন কখন আসিত হয়ে পড়েছিলেন এবং এভাবেই তাঁর দ্বারা তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের বস্ত্রসমূহ পরিহাস করার পথের উপর চলতে লাগলেন না। তাঁর প্রতি সন্তোষ দৃষ্টিপাত করে, তাঁর বেগমের ছিলেন সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।”

“গোপীদের কাণের দ্রুত পায়নের সমস্ত পরমেশ্বর ভগবান অবগত ছিলেন। ভগবান আরও অবগত ছিলেন যে, কুমারীরা তাঁর পায়নের স্পর্শ করার জন্য কখনো করেন, আর তাই ভগবান ভায়োমন্ত কৃষ্ণ তাঁদের বললেন—“হে বাল্যী কুমারীগণ, এই উত্তর প্রকৃত উপদেশ যে আমাকে অর্চনা করা, সেটি তাহি জানি। তোমাদের সেই উদ্দেশ্যটি আমার দ্বারা অনুমোদিত এবং অবশ্যই সেটি সত্য হবে। বীকর চিত্ত আমাতে নির্বিশ্রিত তাঁদের বাসনা ইন্দ্রিয়-ভূমির জন্য জগতিক কামের দিকে চালিত হয় না, ঠিক যেমন তাজা ও দায়া করা স্বপ্নের লনগুলি থেকে আর নতুন ছদ্ম উপলব্ধি হয় না হে কুমারীগণ, এখন তোমরা দ্রুত ফিরে যাও। তোমাদের কখনো পূর্ণ হয়েছ, কারণ আমার সঙ্গে মাথায় তোমরা গোপদাসী রক্তনীতলি উপভোগ করলে। হে সন্নীগণ, মোটের উপর তোমাদের দেবী কাত্যাবতীর পুত্রদ্রুত পায়নের এই উদ্দেশ্য ছিল।”

শ্রীল শুকদেব গোপদাসী বললেন—“পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, পূর্ণকারী কুমারীগণ সর্বজন তাঁর পায়নদ্বারা ধ্যান করতে করতে যদি কষ্টে নিজেরা দ্রুত ফিরে গেলেন। কিছুকাল পরে সেক্টর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসদাশের দ্বারা পবিত্র হতে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কন্যাদেব সঙ্গে গোচরণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে বেশ দূরে গমন করলেন।

দূর্বর উত্তাপ বর্ষন তীব্র হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে কৃষ্ণগুলি তাঁকে দ্রুত প্রবল করে ছত্রের মতো অচরণ করছে এবং তাই তিনি তাঁর বালকসদাশের একাধে বললেন—“হে ভোকৃষ্ণ ও জ্যেষ্ঠ, হে ভ্রাপসা, সুন্দর ও ছদ্ম হে দূর্বর, ওচরী ভেদক ও কলংক, এই মত। সৌভাগ্যবান কৃষ্ণসমূহ লক্ষ্যন কর, হৃদয়ই জীবন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্য হকলেন জন্য উৎসাহিত। এমন কি বায়ু, বর্ষা, তাপ ও তৃপ্ত সন্ত করলেও তারা এই সমস্ত উপায়ের থেকে আমাদের রক্ষা করছে। দেখ, কিভাবে এই কৃষ্ণগুলি প্রতিটি জীবকে গোবল করছে। তাদের কল্প সমস্ত। তাদের আচরণ ঠিক ব্রহ্মপুত্রের মতো, কারণ তাদের কাছে কোনও কিছু প্রার্থনা করে সেই নিধান হয়ে ফিরে যাব না। এই কৃষ্ণগুলি তাদের পর, পুষ্ণ ও কলংক দ্বারা, তাদের দ্বারা, মূল, বহুদল ও কঠোর দ্বারা এবং তা দ্রুত তাদের লক্ষ্য, নির্ঘাস, তন্ত্র, রক্ত ও অল্প দ্বারা সকলেরই কামনা পূর্ণ করে। জীপন, -২, তর্ক, বুদ্ধি ও বাণেশ্বর দ্বারা অপরের উপকারের জন্য কল্যায়কর করে অনুষ্ঠান করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। এভাবেই নবপ্রব, কল, পুষ্ণ ও পজনমূহের প্রচুরে দ্রুত অসমত লাভান্বিত কৃষ্ণবর্জিত মধ্য দিয়ে নির্বিশ্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন উপস্থিত হলেন। গোপদেবেরা বৃন্দাবন থেকে নীতল ও বাহ্যিক জল বাতীর পান করলেন। হে ব্রহ্মরাজ পরীক্ষা, গোপদেবেরা নিজেরাও পূর্ণ ভূমি সহকারে সেই সুখদ্রুত জল পান করলেন। তার পর হে রাজন, বৃন্দাবন সন্নীগণের উপরে গোপদেবেরা যেমন ইচ্ছা পশ্চাৎগত করতে চক করলেন। কিন্তু নীরয়ী তাঁরা কুমার নীতিত হলেন এক কৃষ্ণ ও কলংকের কাছে এসে তাই বলেছিলেন।”

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি অনুগ্রহ

গোপবালকেরা বললেন—“হে স্বামী, স্বামী, মহাবাহো! হে দুই মনসকারী কৃষ্ণ! আমরা সুগায় পীড়িত এবং এর জন্য তোমাদের কিছু করা উচিত।”

শ্রীল গুরুদেব গোবর্ধী বললেন—“গোপবালকদের যখন এভাবেই প্রবর্তিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান স্বেচ্ছীসুত তাঁর কতিপয় ভক্ত ব্রাহ্মণপত্নীদের সন্তুষ্ট করতে ইচ্ছা করে এভাবে বললেন—‘কেন ব্রাহ্মণপত্নী স্বর্গে উন্নীত হবার কামনায় বেখানে এখন আসিয়াস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন, অনুগ্রহ করে তোমরা সেই যজ্ঞস্থলে যাও। হে প্রিয় গোপবালকগণ, তোমরা যখন সন্ধ্যায় গমন করবে, তখন কিছু আর প্রার্থনা করবে মাতা। তাঁদের কাছে গিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমেশ্বর ভগবান কলরায় এবং আমারও নাম জ্ঞাপন করে কর্ণা করবে যে, তোমরা আমাদের কাছে যেতেই গিয়েছ।’ পরমেশ্বর ভগবান যখন এভাবেই নির্দেশিত হয়ে, গোপবালকেরা সেখানে গমন করে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের সামনে বিনীতভাবে করেজোড়ে নমস্কারমূল্য হলেন এবং তাঁর পর ভূমিতে পতিত হয়ে সন্ধ্যায় জ্ঞানলেন।”

“হে ভূদেবগণ, আমাদের কথা শ্রবণ করুন। আমরা গোপবালকেরা কৃষ্ণের নির্দেশ পালন করছি এবং আমরা এখানে বল্যামেত খাব্য প্রেরিত হয়েছি। আমরা আপনাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। অনুগ্রহ করে আমাদের উপস্থিতি স্বীকার করুন। অদূরেই শ্রীরাম ও শ্রীঅন্যত তাঁদের গোচারণ করছেন। তাঁরা কুণ্ডার্ত এবং চাইছেন যে, আপনারা তাঁদের কিছু আর দান করুন। অতএব, হে ব্রাহ্মণগণ, হে শ্রেষ্ঠ ধর্মজগণ, আপনাদের যদি প্রজ্ঞা থাকে, তা হলে তাঁদের কিছু আর দান করুন। যখন অনুষ্ঠানের বীজাভরণ ও প্রকৃত লতকণিত হৃদয়বর্তী সময় স্তব্ধ, হে শুভ্রতম ব্রাহ্মণগণ, অত্যন্ত সৌভাগ্যে ভূক্ত খাদ্যাদ্য যজ্ঞে বীজ্য গ্রহণকারীর অঙ্গপ্রস্থলও কুণ্ডার্ত নহে।”

“ব্রাহ্মণেরা পরমেশ্বর ভগবানের থেকে এই বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তবু তাঁরা চাতে কর্ণপাত করলেন

না। অতঃপর, তাঁরা কৃষ্ণ বাসনামুক্ত ছিলেন এবং ব্রহ্মস্বামী আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ ছিলেন। যদিও তাঁরা নিজস্বের বৈদিক জ্ঞানে উন্নত মান করতেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন অনতিজ্ঞ মূর্খ। যদিও যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত উপাঙ্গ—হান, কাল, চন্দ্র, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জন্তু, মানুষ, পুরোহিত, অগ্নি, দেবতা, ইক্ষমল, বজ্র, চৈবেল্য এবং অদৃশ্য লাভজনক বস্তু—সমস্ত কিছুই যার ঐচ্ছিক রূপ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের বিকৃত বুদ্ধির কারণে একজন সাধারণ মানুষেরাণেই কর্ণন করলেন। তিনি যে পরমেশ্বর, প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবান, যাকে জড় ইন্দ্রের দ্বারা স্যদগত উপলব্ধি করা যায় না, তা ভ্রমরকর করতে তাঁরা সার্ব হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁদের দেহভিত্তিক দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা তাঁকে যথার্থভাবে সন্ধান প্রদর্শন করেনি। ব্রাহ্মণগণ তখন সহস্র উত্তর হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না, হে পরমেশ্বরকারী [পর্বতিন্দ্র], তখন গোপবালকেরা নিরাশ হয়ে কৃষ্ণ ও রামের কাছে গিয়ে এলেন এবং তাঁদের কাছে সমস্ত কিছু কর্ণন করলেন। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর কেবল হাসলেন। তাঁর পর তিনি পুনরায় গোপবালকদের উদ্দেশ্য করে এই ভাষ্যে মানুষদের করণীয় পন্থা তাঁদের প্রদর্শন করে বললেন।”

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“ব্রাহ্মণ-পত্নীদের বলবে যে, শ্রীসকর্ষণের সঙ্গে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। তাঁরা অংশাই তোমরা যত চাও তত আর তোমাদের প্রেরণ করবো, কারণ তাঁরা আমার প্রতি অত্যন্ত বৈহঙ্গারাক্ষ এবং কাতকিপক্ষ, তাঁদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাঁরা কেবল আরাতে অবস্থান করছে।” ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ যেখানে অবস্থান করছিলেন, গোপবালকগণ তখন সেই গৃহে গমন করলেন। সেখানে বালকেরা সুন্দর স্নানভায়ে পোষিত হয়ে সেই সান্দ্রী স্ত্রীগণকে বসে থাকতে দেখলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি প্রগতি নিবেদন করে, বালকেরা বিনীতভাবে তাঁদের বললেন ‘হে সান্দ্রী ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ,

আপনাদের প্রতি অর্পিত নিবেদন করি। দয়া করে আমাদের কথা শ্রবণ করুন। অনতিদূরে বিচরণরত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আমরা এখানে প্রেরিত হয়েছি। গোচারণ করতে তিনি গোপবালকগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছেন। এখন তিনি কুণ্ডার্ত, তাই তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য কিছু আর প্রদান করুন।”

“ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ কৃষ্ণকে কর্ণন করতে সর্বদা অস্বীকার করেন, কারণ তাঁর বিশ্বাসের দ্বারা তাঁদের মন উদ্ভাসিত হয়েছিল। এভাবেই তাঁর আশ্বাসের কথা শ্রবণ করা হয়েই তাঁরা অত্যন্ত অস্বস্তি হয়ে পড়লেন। সঙ্গীতগুলি যেমন সমস্তের দিকে প্রবাহিত হয়, সেভাবেই বৃহৎ প্রোজন পরচলিতও সুবাসু ও সুগন্ধযুক্ত চতুর্বিধ বাদ্যসামগ্রী সঙ্গে দিয়ে, মঙ্গল স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে সন্ধ্যায়ের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। বীর্ষকল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণবলী অবশ্যের সঙ্গে তাঁদের চিত্ত আসক্ত হওয়ায়, তাঁদের পতি, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য স্বজনদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের কৃষ্ণ-সম্পর্কের খালি ভরী হয়েছিল। যখন নবীর সংলগ্ন অগ্ন্যেক মুষ্ণের নবগায়ক সুশোভিত উপবনে গোপবালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলরায় সহ বিচরণশীল তাঁকে তাঁরা কর্ণন করলেন। তাঁর গায়ক ছিল শ্যাম এবং কল ছিল পীত। বিবিশুজ, কর্ণময় হাত, পদম এবং অমল্য ও পরমকল ধারণ করে তিনি ঐক্যের মতো সজ্জিত ছিলেন। তিনি এক হাত তাঁর সন্ধান জুড়ে ধরেন করে, অন্য হাত দিয়ে একটি পদ সন্ধান করছিলেন। তাঁর কর্ণারে উপলব্ধি লোভা পানিল, তাঁর কপালে কেশবাস কুশলিল এবং তাঁর সুন্দর মুখ হাস্যমুখ ছিল। হে সরোজ, বীর্ষকল যখন সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা তাঁদের কর্ণারের ভ্রমররূপ হয়েছিল। কতকিই তাঁদের মন সর্বদাই তাঁর প্রতি নিহত থাকত। তাঁদের নয়নের চক্রেপথে এখন তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের স্বভাবতঃ তাঁকে প্রবেশ করিয়ে বীর্ষকল আশ্রয়ন করেছিলেন। অবশ্যেই এভাবেই তাঁদের বিবাহের সম্ভাব তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন, ঠিক কেন্দ্র মূনিগণ তাঁদের স্বভাবতঃই আশ্রয়নের দ্বারা বিধা অস্বস্তির উৎকর্ষা পরিচাল্য করেন।”

“কিভাবে সমস্ত জাগতিক আশা পরিচাল্য করে কেবল তাঁকে কর্ণনের জন্য সেই স্ত্রীগণ সেখানে এসেছিলেন, সমস্ত শ্রমীর চিত্তপ্রবলার সান্দ্রীকরণ শ্রীকৃষ্ণ তা কলকে পেরেছিলেন। তাই তিনি সহস্য বসনে তাঁদের এভাবে বললেন—‘হে সৌভাগ্যবর্তী স্ত্রীগণ, স্বাস্থ্য। উপবেশন করে তোমরা বিজ্ঞান গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি? আমারও কর্ণন করতে তোমরা যে এখানে এসেছ তা উপযুক্তই হয়েছে। যদি নিজস্বের প্রকৃষ্ট কর্ণ কর্ণন করতে পারেন, নিঃসন্দেহে সেই মল ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে আমার প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিজ্ঞতা ভক্তি সম্পাদন করে থাকেন, কারণ আমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। কেবলমাত্র আমার সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই কারও প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বজন, দেহ, স্ত্রী, সন্তান, ধন ইত্যাদি প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব কারও নিজের আশ্রয় চেষ্টা আর কি যত্ন সত্যত অসম্ভবের প্রিয় হতে পারে? তাই তোমাদের স্বাস্থ্যের তিরে বাওয়া উচিত, কারণ তোমাদের সান্দ্রী সন্ধান পতিগণ বৃহৎ এক তাঁদের নিজ নিজ বস্ত্র সন্ধানের জন্য তোমাদের সহায়তা প্রদেয়।”

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ উত্তর করলেন—“হে সর্বপতিস্বামী, অনুগ্রহ করে একজন নিষ্ঠুর বাক্য বলবেন না। এবং, জানি যে সর্বদাই দয়া করে আপনার ভক্তকৃষ্ণের সঙ্গে অব্যবহিত করে থাকে, সেই প্রতিজ্ঞা আপনার পূরণ করা উচিত। এখন আমরা আপনার পাদপথে উপস্থিত হয়েছি, আমরা কেবলমাত্র এখানে এই অল্পমাত্র অবস্থান করতে ইচ্ছা করি যাতে আমরা আমাদের মৃত্যুতে আপনার পাদপথে প্রবর্তিতের প্রাপ্ত তুলনীমাল্যটি বহন করতে পারি। আমরা সমস্ত বৃক্ষ জাগতিক সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমাদের পতি, ভ্রাতা, সন্তান, স্বজন, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও যজ্ঞগণ আমাদের আর কিছুই নেই না, তা হলে অন্য কে আর আমাদের আশ্রয় দিত ইচ্ছুক হবে। অতএব, হে কর্ণন, যেহেতু আমরা আপনার চৈতন্যে পতিত হয়েছি এবং আমাদের অন্য আর কোনও বস্তু নেই, দয়া করে আমাদের বাসনা অনুমোদন করুন।”

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—“তোমাদের পতিগণ এমন কি তোমাদের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও অন্যান্য

আত্মীয়স্বজন বা সাধারণ মানুষজন তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভাবাপন্ন হবে না, নিশ্চিত খেত। আমি নিজেই এই অবস্থাটি সম্বন্ধে তোমাদের উপদেশ প্রদান করব। অকণ্ঠ, মেঘভাষা তাঁদের অনুমোদন ব্যতীত করবেন। আমার দৈনিক সাহচর্যে তোমাদের মর্যাদা অবশ্যই এই জগতের মানুষদের সন্তুষ্টি করবে না, আমার প্রতি প্রেম বিকশিত করার জন্য তোমাদের গণ্য এটি শ্রেষ্ঠ পন্থাও নয়। বরং আমার প্রতি তোমাদের মন নিবদ্ধ কর, তা হলে অতি নীচুই তোমরা আমাকে লাভ করবে। আমার সম্বন্ধে শ্রবণ, আমার বিবরণে মর্শন, আমাকে ধ্যান ও আমার নম ও গুণমহিমা কীর্তনের ফলে আমার প্রতি যে প্রেম বিকশিত হয়, তা আমার সমীকটে অবস্থানের দ্বারা হয় না। ‘অন্তঃপ্রাণ তোমাদের গৃহে ঘিরে থাকে।’

শ্রীল ওকমের গোদামী বললেন—“এভাবেই অবশিষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ-পট্টীগণ বস্তুতঃ ঘিরে গেলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের স্ত্রীদের কোমলকণ গায় দেখতে পেলেন না এবং পট্টীদের সঙ্গে তাঁরা যত সম্পূর্ণ করলেন। সেখানে একজন স্ত্রী তাঁর পতির দ্বারা বলপূর্বক অবহৃত হয়েছিলেন। তিনি যখন অন্যদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ণা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আলিসন করে জাগতিক কার্যকলাপের চকন-চকন তাঁর জড় দেহটি পরিভ্রমণ করলেন। পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সেই চতুর্বিংশ অঙ্গের দ্বারা গোপবালকদের ভোজন করালেন। তার পর সর্বশক্তিমান ভগবান যখন সেই অন্ন ভোজন করলেন। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর লীলাবিলাস সম্পাদনের জন্য মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে মানব-সমাজের আচরণ অনুকরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্য, বচন ও কার্যকলাপের দ্বারা তাঁর প্রাণী, গোপমণ্ডা ও গোপবালিকাদের সন্তুষ্টি করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।”

“তার পর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের চেতনা ঘিরে পেয়ে অনুভব হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, ‘আমরা গুণ করছি, কারণ আমরা ভগবানের দুই ইন্দ্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করছি, যারা গুণ করছে সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের পট্টীদের গুরু, অগ্রসৃত ভক্তি দান করে এবং

নিজেদের ভক্তিহীন মর্শন করে, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অসুখের মধ্যে পড়লেন। নিজেদের নিশা করতে লাগলেন। আমাদেও যিবিধ জন্ম, আমাদের প্রবচনের রূপ ও আমাদের বিবৃত জানে দিক। কিন্তু আমাদের সন্তান বংশ-পরিচয় এবং যজ্ঞের আচরণ-অনুষ্ঠান দলভার। এই সমস্ত কিছুই দিক ধারণ আমরা অগোচর ভগবানের প্রতি বিমূষ ছিলাম, পরমেশ্বর ভগবানের মায়ামতি নিশ্চিতভাবে ঘোড়াদেরও ঘোষিত করে, তা হলে আমাদের আর কি করার আছে ব্রাহ্মণগণ! আমাদের সকল শ্রেণীর মানুষের পারমার্থিক আচার্য বলে মনে করা হবে, তবুও আমাদের নিজস্বের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধেই আমরা ঘোষিত হয়েছি। সেহ, এই ব্রাহ্মণগণ সমগ্র জগতের গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অসীম প্রেম বিকশিত করেছেন। এই প্রেম তাঁদের সেই মৃত্যুবন্ধন—পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁদের আসক্তি ছিন্ন করেছে। এই শরীরগণের কখনও উপনয়নমি সংস্কার হয়নি, তারা ব্রাহ্মচারীরাপে গুরু আশ্রমে বাস করেনি, তারা কোনও তপশ্চার্য অনুষ্ঠান করেনি, তারা আশ্রম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিচার-বিবেচন করেনি, পৌচন্দ্রিক অথবা পূণ্য ধর্মীর আচার অনুষ্ঠানেও যুক্ত নয়, তবুও উত্তমোত্তম ও যোগেশ্বরেরও ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের দৃঢ় ভক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সমস্ত প্রতিভার অনুষ্ঠান করেও ভগবানের প্রতি আমাদের একমুখ ভক্তি নেই। বাস্তবিকই আমরা গৃহ সংক্রান্ত বিষয়ে ঘোষিত থাকার ফলে, আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েছি। কিন্তু এখন দেখুন এই সরল গোপবালকদের বাক্যের মাধ্যমে কিভাবে ভগবান প্রকৃত সচ্ছন্দগণের নরম গতি আমাদের শ্রবণ করিয়েছেন। অন্যথায়, যখন প্রতিটি বাসনা ইতিপূর্বেই পূর্ণ হয় এবং যিনি মুক্তি ও অব্যবসায়ী সমস্ত আশীর্বাদসমূহের বিধাতা সেই পরম নিয়ন্তা কেন তাঁর দ্বারা সর্বত্র সময়ে নিরন্তর আমাদের সঙ্গে হুলা করবেন? তাঁর গানদ্বারা ‘পূর্ণের অঙ্গার, অন্য সকলকে পরিভ্রমণ করে এবং তাঁর গর্ব ও চাকল্য পরিহার করে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর কেবল তাঁরই উপাসনা করেন। আর সেই তিনি প্রার্থনা করছেন তা প্রত্যেকের কাছে নিঃসংশয়ে বিস্তারক।”

“পবিত্র স্থান, জল, বিবিধ দ্রব্য, বৈদিক যজ্ঞ, নিরপিত আচারসমূহ, পুরোহিত, বজ্রাধি, দেবতা, যজ্ঞমান, যজ্ঞের

নৈবেদ্য ও প্রাপ্ত পূণ্য বলসমূহ—যজ্ঞের সমস্ত কিছুই কেবল তাঁর ইচ্ছারই মতানুযায়ী। যদিও আমরা প্রবণ করছি যে, সমস্ত যোগেশ্বরগণেরও ইন্দ্রের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুপলে উদ্ভব হন করেছেন, তবু আমরা এতই মূঢ় ছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণই যে যখন তিনি তা আমরা চিন্তে পারিনি।”

“আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম নিবেদন করি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা কখনই মোহপ্রসূত হয় না, বরং আমরাই তাঁর মায়ামতিতে বিভ্রান্ত হয়ে, কেবলমাত্র সন্মম

কর্তব্যেই হস্ত প্রবর্তি। আমরা শ্রীকৃষ্ণের মায়ামতিতে দ্বারা মোহিত ছিলাম, তাই আনিন্দুর ভগবানগণের তাঁর প্রভাব হৃদয়ময় করতে পারিনি। এখন আমরা আশা করি, ভূগা করে তিনি আমাদের অনুরোধ মার্জনা করবেন। এভাবেই কৃষ্ণকে অবহেলায় দ্বারা কৃত পাপ ক্ষমণ করে, তাঁকে মর্শনের জন্য তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী হলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কংসের দ্বারা তাঁরা ব্রহ্মে গমন করতে সাহস করলেন না।”



চতুর্বিংশতি অধ্যায়

গিরি-গোবর্ধন পূজা

শ্রীল ওকমের গোদামী বললেন—“তাঁর দ্বারা বলসমূহের সঙ্গে সেই স্থানে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, গোপগণ ব্যস্তভাবে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করছেন। সর্বত্র পরমেশ্বর হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই পরিস্থিতি বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর নিজ নম মহাবল প্রমুখ কৃষ্ণ গোপদের কাছে ক্রিয়ভাবে প্রবৃত্ত করলেন। হে লিখ, এই যে ভগবানের বিশাল উদ্যোগ কিসের জন্য তা দয়া করে আমার নিকট কর্তব্য করুন। কি উদ্দেশ্যে তা সঞ্চিত হচ্ছে? এটি যদি একটি ধর্মীর বস্তু হয়, তা হলে পর সমস্ত বিধানের লক্ষ্য এবং কি উপায়ে তা সম্পন্ন হতে চলেছে? হে লিখ, দয়া করে আমাকে এই বিষয়ে বলুন। তা জানার জন্য আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তা শুনতে প্রস্তুত। সাধারণ ধর্মী অন্য সকলকে নিজেদের সমস্ত মর্শন করেন, যাদের ‘আমার’ বা ‘অন্যের’ এরূপ ধারণা নেই এবং ধর্মী কে মিত্র, কে শত্রু আর কে উদাসীন তা বিবেচনা করেন না, তাঁরা নিঃসংশয়ে কোনও কিছুই গোপন রাখেন না। যে নিঃশঙ্ক, তাকে শত্রুর মতো বর্জন করা যেতে পারে।

কিন্তু নিঃশঙ্কতাকে মিথ্যারূপে বিবেচনা করা উচিত। এই জগতের মানুষেরা যখন কর্মসূচীত করেন, তখন কখনও কখনও ভগ্না জানে যে, তখন কি করছে এবং কখনও-না তা জানে না। বরং জানে যে, তারা কি করছে, তারা কর্মের সাফল্য লাভ করে, কিন্তু অন্য মানুষেরা তা পায় না। আপনাদের এই ধর্মীর আচরণত উদ্যোগ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আমার কাছে কর্তব্য করা উচিত। এই অনুষ্ঠানটি কি পার্থীর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা সাধারণ সমাজের একটি প্রথা মাত্র?”

নম মহাবল বললেন—“ভগবান ইতি বৃষ্টির নিয়ন্তা। মেঘসমূহ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টির জন্য সর্বব্যয় করে, তা সমস্ত প্রাণীর প্রতি কৃপা ও স্নেহদায়ী শক্তি প্রদান করে থাকে। হে বৎস, কেবল আমরাই নই, অন্যান্য বহু মানুষও বৃষ্টি প্রদানকারী দেবদের পতি ও উপদেষ্টা হয়ে তাঁকে পূজা করে থাকে। আমরা তাঁরই বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা উপলব্ধি পায় ও অন্যান্য পূজার দ্বারা তাঁকে নিবেদন করে থাকি। ইন্দ্রের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ গ্রহণের দ্বারা মানুষ তাদের জীবন ধারণ করে এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিকার

সম্পাদন করে। এভাবেই ভগবান ইন্দ্রই উপায়ী মানুষের সমস্ত কর্মকর্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিদান। এই ধর্মীয় নীতি নিত্যযোগের পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা ঋণ, ঘেহ, ভয় অথবা লোভবশত তা পবিত্র করে, তারা নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য লাভে ব্যর্থ হবে।”

শ্রীল শুকদেব গোয়ামী বললেন—“ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) যখন তাঁর পিতা নন্দ ও অন্যান্য বহুত্ব ব্রহ্মসীপাণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপন্ন করার জন্য তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বললেন।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“জীব কর্ম প্রভাবেই চঞ্চল হয়। এবং কর্মের দ্বারা ই কেবল সে তার ফলশেষের সম্মুখীন হয়। তার সুখ, দুঃখ, ভয় এবং নিরাপত্তা-বোঝ সব কিছুই কর্মের ফলরূপে উৎপন্ন হয়। জগতের কর্মকর্তা প্রত্যেক কোনও পুরুষ নিরন্তর যদি থাকেন (অনুমান হয়), তা হলে তাঁকেও অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর কর্মের উপর নির্ভর করতে হয়। যাই হোক, কর্ম অনুষ্ঠিত না হলে কর্মফল প্রদান করার কোনও প্রশংসা থাকে না। এই জগতে জীবেরা তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট প্রাকৃত কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। যেহেতু মানুষের বচাবজ্ঞাত ভাষা ইন্দ্র কোনভাবেই পরিবর্তন করতে পারেন না, তা হলে মানুষ কেন তাঁকে পূজা করবে? প্রত্যেকেই তার নিজ স্বভাবের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমস্ত দেবতা, মনুষ্য ও মানুষ সহ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত। যেহেতু কর্মই বহু জীবের বিভিন্ন উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর জড় দেহসমূহ গ্রহণ ও তারদের কারণ, তাই এই কর্মই ভ্রম শত্রু, মিত্র, উপায়ী সাক্ষী, তার গুরু ও নিরপেক্ষসঙ্গী ইন্দ্র। সুতরাং আত্মবিকভাবে কর্মেরই পূজা করা উচিত। মানুষের উচিত তার স্বভাবগত অগতির অবস্থান করে তার নিজের কর্তব্য অনুষ্ঠান করা। বাস্তবিকই, যার দ্বারা আমরা কালভাবে জীবন ধারণ করতে পারি, সেটিই আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। যদি কোনও বস্তু কার্যকরই আমাদের জীবন প্রতিপালন করে, কিন্তু আমরা যদি অন্য বস্তুকে অগ্রাধিকার দিই, তা হলে আমরা কিভাবে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব? আমরা তখন এক অসম্পূর্ণ ব্রাহ্মণের মতো হয়ে যাব, যে তার উপলব্ধি ব্যতীত থেকে কখনও কোনও প্রকৃত

কল্যাণ লাভ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ তাঁর উচ্চ দেহ অগায়ন ও অগায়নতার দ্বারা, অর্থাৎ পুণ্ড্রীক মুণ্ডের দ্বারা, বৈশ্য বাণসার দ্বারা এবং শূত্র উচ্চ, কিন্তু শ্রেণীভেদে সেবার দ্বারা জীবন ধারণ করেন। পর্বত, বাণিজ্য, গোপগণ ও সুদের ব্যবসার—এই চারটি বৈশ্যদের উপলব্ধি ব্যতীত তার মধ্যে একটি সম্প্রদায়রূপে আমরা সর্বদাই গোরকণ্ঠেই নিয়োজিত থাকি।”

“সদ্য ব্রহ্ম ও ভূমি—প্রকৃতির এই দুটি গুণই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয়ের কারণ। বিশেষত, ব্রহ্মেণ এই জগৎ সৃষ্টি করে এবং স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের মাধ্যমে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। ব্রহ্মেণের দ্বারা চালিত হয় ফেনাংশে সর্বত্র তাদের ব্যক্তি বর্ণণ করে এবং এই বৃষ্টির দ্বারা সমস্ত জীব তাদের জীবনধারণ করে। এই ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ইন্দ্রের আশ্রয় কিই বা করার আছে?”

“হে পিতা, আমাদের বাসস্থান নগরে, জনপদে বা গ্রামে নয়। কন্যাসী হবার ফলে, আমরা সর্বদাই ঘরে ও পাহাড়েই বাস করি। সুতরাং গো, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধনের সন্ততির জন্য একটি বহু শুক করা যেতে পারে। ইন্দ্রের পূজার জন্য সাংস্কৃত উপকরণসমূহের দ্বারা এই বহু অনুষ্ঠিত হোক। পাবসার থেকে শুক করে সর্ষপের সুগন্ধ পুষ্প বিভিন্ন ধরনের ভক্ষণ সামগ্রীসকল খাওয়া হোক। নানা রকমের ভাজা ও সেকা উত্তমরূপে পাক করা ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করান এবং গাভী ও অন্যান্য উপহারসম্পন্নী তাঁদের সন্ধিগ্ধরূপে গান করুন। সুবুধ ও চতালের মতো পণ্ডিত জনসহ প্রত্যেককে কথাময় ভক্ষ্য সামগ্রী প্রদান করার পর, আপনি গাভীদের তৃণ দান করুন এবং তার পর গিরি-গোবর্ধনকে আপনার শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করুন। প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার পর, আপনারা সকলে সুন্দরভাবে অলঙ্কার ও বস্ত্র সজ্জিত হয়ে, মেহকে চন্দন দিয়ে অনুলিপ্ত করুন এবং তার পর গাভী, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞমি ও গিরি-গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করুন। হে পিতা, এটিই আমার মত এবং যদি তা আপনার চরিত্র হয়, তা হলে

তখনই এই সন্তান প্রসন্ন হবেন। এই প্রকার বহু গাভী, ব্রাহ্মণ ও গিরি গোবর্ধন এক সময়েও অতি চির।”

এই শুকনো গোয়ামী বললেন—“হয় লীলাঙ্গনী কল্যাণের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের মিথ্যা গর্ব তৃপ্ত করার ইচ্ছা করেছিলেন। যখন নন্দ ও কল্যাণের অন্যান্য ছোট গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তারা তা গাঢ়মুগ্ধরূপে গ্রহণ করলেন। গোপ-সম্প্রদায় তখন মনুষ্যদের প্রকৃত অনুমারী সমস্ত কিছুই করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের দিগে মনুষ্যের বৈদিক মন্ত্র পাঠ করলেন এবং ইন্দ্রের ক্রোধের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করলেন। তাঁরা গাভীতলিক ও তৃণ দান করেছিলেন। তার পর গাভী, বল্লভ ও গোবৎসদের তাঁদের সম্মুখে স্থাপন করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করলেন। সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত গোপীগণ যখন ব্যবহৃত শব্দটি আয়োজন করে অনুগমন করছিলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও পরমহংস গান করছিলেন এবং তাঁদের গান ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা মিথিত হয়েছিল। গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণ তখন এক অচ্যুতপূর্ব বিশাল রূপ ধারণ করলেন। ‘আমিই গিরি-গোবর্ধন’ ঘোষণা করে, তিনি তখন পূর্ণাঙ্গী তাক করলেন। ব্রহ্মাণ্ড-গোপের সঙ্গে একত্রে ভগবান গিরি-গোবর্ধন এই কণ্ঠে প্রতি শব্দত হলে, এভাবেই বহুত্ব নিজেদেরই প্রশংসা নিবেদন করলেন। তার পর তিনি বললেন, ‘সেই, তিভাবে এই পর্বত মুর্ছিতলে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করছেন।’ এই গোবর্ধন পর্বত ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও রূপ ধারণ করে তাঁকে অবজ্ঞাকর্ষী যে কোনও কন্যাসীপাণ্ডে হত্যা করবে। অতএব আমাদের ও আমাদের গাভীদের সুবক্তার জন্য তাঁকে অত্যাচার প্রদান নিবেদন করি।” ভগবান বাসুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এভাবেই গিরি-গোবর্ধন, গাভী ও ব্রাহ্মণদের বহু স্বধামবচনে সম্পাদন করে, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের গান শুনে ফিরে গেলেন।”



পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন

শ্রীল শুকদেব গোয়ামী বললেন—“হে মহারাজ পরীক্ষিত, ইন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর বহু সিন্ধু হয়েছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধকে তাঁদের সঙ্গসমন্বয় প্রহসকারী মন মহারাজ ও অন্য গোপগণের উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র সাংস্কৃত নামক বিশ্ব অসংহারী মেঘরাশিকে প্রেরণ করলেন। নিজেদের পরম নিরস্ত্র বনে বাস করে কিভাবে তাদের ঐশ্বর্যের দ্বারা যত্নও গ্রহণ হয়ে উঠেছে। তারা একটি সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের পবনগত হয়েছে এবং এভাবেই তারা দেবতাদের প্রতি অপরোধ করেছে। তাদের কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ ঠিক কেন

মানুষদের মূর্খ প্রচেষ্টার মতো তারা আত্ম সঙ্কটের নিম্নে জল পবিত্র্যাপ করে এবং তার পরিবারে সৌখ্য সন্ধান সন্ধান, ধর্মীয় আচারপূর্ণ যজ্ঞের দ্বাধানে উদ্ভাসিত পার হবার চেষ্টা করে। যে নিজেদের অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু যে কেবলমাত্র একটি মূর্খ, উদ্ধত ও বাচাল শিশু, সেই সাধারণ মানুষ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে এই গোপগণ আমার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপরোধ করেছে।”

“[কন্যাসঙ্গী মেঘরাশিকে রাজা ইন্দ্র বললেন—] এই মানুষদের ঐশ্বর্য গবের দ্বারা তাদের মস্ত কণ্ঠে তুলেছে এবং তাদের এই ঐশ্বর্য কৃষ্ণের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। একদা যাক, তাদের অহঙ্কার দূর করে এবং তাদের

সত্ত্বগুণিত হিমাশ কব। নন্দ মহারাজের ঘোড়া কবস করিতে জনা আশ্রিত আমার ঐক্যবন্ত হইতে অলোহন করে মহা বেলাপাী ফলসম্পন্ন সন্তান তোমাদের অনুগমন করব।"

শ্রীমৎ প্রভাসের গোপালী বললেন—“ইহের আদেশে জগৎ জগৎকারী মেঘরাশি অসংখ্য তাদের বহন থেকে মুক্ত হয়ে নন্দ মহারাজের ঘোড়া গমন করল। সেখানে তারা লক্ষ্যবানী প্রচণ্ড অধিবর্ষন দ্বারা অধিবর্ষনের উপর উৎসাহিত করতে শুরু করল। বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত ও বজ্রের দ্বারা গর্জনবান মেঘরাশি অসংখ্য বহনসম্পন্ন দ্বারা সমুদ্র চাপিত হয়ে, সজোরে শিলাস্তুপে নিক্ষেপ করতে লাগল। বৃহস্পতি তবের ন্যায় স্থলচারণ মেঘরাশি করিবার বর্ষন করতে থাকলে, পৃথিবী প্রাচীন জলময় হইল একা নিম্নস্থান থেকে উচ্চস্থানে আর পৃথক করা গেল না। অত্যধিক বর্ষন ও বজ্র দ্বারা কপিত হয়ে গাভী ও ঘনানী পতন এবং বীভৎসতার পীড়িত হইল গোপ ও গোপীসমূহ সকলে অসংখ্যের জন্য শ্রীমৎপ্রভাসের নিকটে গমন করলেন। অত্যধিক বর্ষনবর্ষনে দ্বারা পীড়িত ও কপিত হয়ে এবং তাদের নিজের মেহ দ্বারা তাদের মৃত্যু ও বংশের আচ্ছাদিত করে, গাভীসমূহ পান্থের ভগবানের পাশপাশে উপনীত হল।"

গোপ ও গোপীসমূহ ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বললেন—“কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহা সৌভাগ্যবান, অনুগ্রহ করে ইহের প্রোথ থেকে গাভীসমূহ রক্ষা করুন। যে প্রকৃ, আপনি ভক্তবৎসল। বহু করে আমাদেরও রক্ষা করুন।"

“তঁরা গোপসমূহ অধিবর্ষনকৃত শিলাস্তুপে ও প্রকা দ্বারা প্রচণ্ড অলোহন করতেনই অত্যন্ত নন্দ করে, পরাম্পর ভগবান হরি হসরসর করতেন যে, এটি কৃষ্ণ ইহের কাজ। যেহেতু আমরা তাঁর সন্তান করছি, প্রবল বাবু ও শিশু মহারাজে ইহ অস্বাভাবিকভাবে প্রবল এই অকাল হাতিবর্ষন করলেন। আমাদের যোগাধিকার দ্বারা আমি সম্পূর্ণরূপে ইহ কর্তৃক সৃষ্ট এই উপভোগ্য প্রতিপদ করব। ইহের মধ্যে দেবতারা তাঁদের ঐক্যের জন্য গর্জিত এবং মৃত্যুবন্ত তাঁরা মিথ্যাজবে নিজেদের অধীকর বিবেচনা করছে। আমি এখন এই প্রকার অজ্ঞতা বিনাশ করব। যেহেতু দেবতারা

সত্ত্বগুণিত, নিজেদের ঐক্যবৎসল অভিমান করা ইহের অলপাই সমস্ত নয়। আমি এখন সত্ত্বগুণিত ইহের মিথ্যা সম্মান ভঙ্গ করি, তখন আমার উদ্দেশ্যটি তাকে তাঁদের শান্তি প্রদান করা। যেহেতু আমি তাদের অজ্ঞান আমি তাদের দাব এবং সত্ত্ব হারা আমার নিজেই পরিহার-বর্জন, সূতরাং আমি অবশ্যই আমার অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা কোণ-সম্প্রদায়কে রক্ষা করব। যাঁরা কোণ, আমি আমার সত্ত্বকে রক্ষা করল এত মহন করছি। এই কথা বলে, অসংখ্য বহনসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গোপবর্ষন পর্বতকে উত্তোলন করে, একটি বালক যেভাবে অনুরাগে স্বতন্ত্র মনে গাছ ধাককা করে, ঠিক সেভাবেই তাকে উর্ধ্বে ধারণ করলেন।"

ভগবান তখন গোপসমূহকে বললেন—“হে মহা, হে শিশু, হে ব্রহ্মসীমণ, জেমন বনি ইহের কর তব এখন তোমাদের গাভীগুলি নিয়ে এই পর্বতের নীচে আসতে পার। এই পর্বত আমার হাত থেকে পড়িত হবে জেমনের এই রকম ভর করা উচিত নয়। আর বাবু ও বর্ষনের জন্যও ভীত হওয়া নয়, কারণ ইতিবোধেই এই সমস্ত উৎসাহন থেকে তোমাদের পরিত্রাণের অবোজন করা হয়েছে। কৃষ্ণের দ্বারা তাঁদের মন এতদবধি আকর্ষ হইবে, তাঁরা সকলে পাহাড়ের নীচে প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁরা নিজেদের জন্য এবং তাঁদের গাভীসমূহ, সত্ত্বসমূহ, ভৃত্য ও পুরোহিতগণ এবং সেই সঙ্গে গোপ-সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলের জন্য যথেষ্ট জায়গা পেলেন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ বিদ্যুত হয়ে এক সমস্ত ব্যক্তিগত সূত্রবাক্য্য সরিতে রেখে, শ্রীকৃষ্ণ সাতদিন ধরে পর্বতকে ধারণ করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন আর ব্রহ্মবাসীরা তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন।"

“ইহ যখন শ্রীকৃষ্ণের এই কোণশক্তির প্রদর্শন পর্বতকণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁর মিথ্যা পর্বের ভর থেকে চ্যুত হয়ে এবং তাঁর সত্ত্ব থেকে সষ্ট হয়ে, তিনি তাঁর মেঘরাশিকে নিরস্ত হতে নির্বল দিলেন। প্রচণ্ড বাবু ও বৃষ্টি একমুখিত হয়েছিল, আকাশ মেঘমূলা হয়েছিল এবং সূর্য উদিত হয়েছিল নন্দ করে, গিরি-গোবর্ধন উত্তোলনকারী শ্রীকৃষ্ণ গোপ-সম্প্রদায়কে বললেন—হে গোপগণ, তোমাদের শ্রী, সত্ত্ব ও সম্পত্তি নিয়ে বহির্গত হও। তব ত্যাগ কর।

যে ও বৃষ্টি যেহেতু গোপ এবং তাঁর ভালের উচ্চতাও করে গেছে। তাঁদের নিজ নিজ গাভীসমূহ সাশ্রয় এবং কৃষ্ণের দ্বারা তাঁদের শরটে কোথাও করার পর, গোপসমূহ নিরস্ত হলেন। শ্রী, শিশু এবং বৃষ্টিও ধীরে ধীরে তাঁদের অনুসরণ করলেন। বহন সমস্ত প্রাণীসমূহ নিরীক্ষণ করছিলেন, তখন পরাম্পর ভগবান পর্বতকে তার স্বাক্ষরে স্থাপন করলেন, ঠিক যেন সেটি আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে।"

“সমস্ত কৃষ্ণসমূহসীমা প্রোথ আশ্রয়িত হয়ে অভিভূত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুভবী—তবে তাঁকে আশ্রয়ন করে, অনুরাগ অবশ্যই হইল প্রোথ আশ্রয়িত শ্রীকৃষ্ণকে অভিধর্মিত করত তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। গোপীসমূহ সম্মান, মিলন-ব্রহ্মণ পরিচরিত ভল ও হব উপস্থাপন করলেন এবং তাঁরা তাঁর উপর গুণত আশীর্বাদ বর্ষন করলেন। মহা বাসো,

মহা বেলাপাী, এক ব্রহ্মসীমা ও মহা ব্রহ্মসীমা করলেন সকলে কৃষ্ণকে অভিধর্মিত করলেন। জেহে অভিভূত হইবে, তাঁরা তাঁকে তাঁদের অধীকর প্রোথ করলেন। যে রাত্রে, শিশু, সাত্য, গর্জন ও চরমগণ সহ বর্ষনের প্রোথগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের ভব গমন করলেন এবং পরে সত্ত্বই সহকারে পূর্ণা বর্ষন করলেন। যে পর্বতটি, বর্ষন প্রোথগণ তাঁদের সত্ত্ব ও কৃষ্ণিত ধর্ম সহকারে ব্যক্তি অভিধর্মিত এক কৃষ্ণ প্রদ্ব প্রোথ গর্জনগণ গমন করত এক করেছিলেন। তাঁর প্রিব গোপসমূহগণ ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, কৃষ্ণ প্রবল সেখানে তাঁর গাভীসমূহ পরিচরী করতেন সেই ভাবে গমন করলেন। গোপসমূহ অত্যন্ত বর্ষনবর্ষনে তাঁদের হস্ত সম্পর্কবী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুদিত গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন ও অন্যান্য মহিমাময় কাব্যসকল জেহে সহকারে গমন করতে করতে তাঁদের পূর্বে গিয়ে গেলেন।"



ষড়বিংশতি অধ্যায়

অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমৎ প্রভাসের গোপালী বললেন—“গোপগণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলনকরণ কৃষ্ণের কার্যবানী প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর দ্বারা শক্তি স্থলচারণ করতে অসমর্থ হয়ে তাঁরা মন মহারাজের সন্ন্যাসবতী হয়ে বললেন—যেহেতু এই বালক অস্বাভাব্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, কিভাবে তিনি আমাদের মতো জাগতিক অনুপ্রাণের দ্বারা খাঁর নিখাপসন জন্য গ্রহণ করতে পারেন? এই সমস্ত বর্ষার রক্ষক কিভাবে মহাগর্জের সত্ত্ববল ধরন করার মতো অস্বাভাব্য একহাতে গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করলেন? কল মেমন শ্রীকৃষ্ণের আবু শোষণ করেন নিত্য এক প্রায়-মুদিত-কৃষ্ণ নিত্যরূপে তিনি মহাবল পূর্ণা ব্রহ্মসীমা গমন পান করে তাঁর প্রাণ-অবু শোষণ করেছিলেন। একবার তিনমাস বংশের সময়

এক বিশাল শরটে বীঠে ব্রহ্মসীমা অবস্থান পরিচত প্রবল সময় উর্ধ্বে গন মিলন করেছিলেন। তখন তাঁর পদাঙ্গ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইল সমস্ত কারণে শরটটি উল্টোভাবে পড়িত হইছিল। এক কবের বংশের সময় তিনি বহন শরটকণে করছিলেন, কৃষ্ণবর্ষন প্রোথ এসে তাঁকে অপছন্দ করে আকর্ষণে নিতে দার। শিশু শিশু কৃষ্ণ মৈত্রেয় কল্য ঠিগে তাকে প্রচণ্ড হস্তা গিরে বন করলেন। একবার তাঁর ঐ তাকে সন্তান হুরি করতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রহ্মসীমা। অতঃপর তাঁর বাক্যের দ্বারা হস্তাঙ্গি গিরে সে উদ্বিগ্নকৃত কৃষ্ণ কৃষ্ণের মধ্যে টেনে নিজে নিজে তাদের স্থাপিত করলেন। আশ্রয়দার, কৃষ্ণ বহন ব্রহ্মসীমা ও গোপবালকদের সঙ্গে বনে গোবর্ধন-চারণ করছিলেন, কৃষ্ণকে হস্তার উদ্দেশ্য নিয়ে

বকসুরের আগমন হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সেই শত্রুর ঘৃণ থেকে চতুর্ভুজ করে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করেছিলেন। কৃষ্ণকে হত্যার কামনার বংশাসুর গোবৎসের হৃদয়ে ক্রোধের পোকাসাক্ষর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই অসুরকে হত্যা করে, তার মেয়েকে ব্যবহার করে, বৃক হতে কশিক ফল তৃপাতিত করার ঐচ্ছা উপভোগ করেন।”

“শ্রীকলরামের সঙ্গে একত্রে কৃষ্ণ বেনুকাশুর ও তার সমস্ত মিত্রদের হত্যা করে, শত্রুর মূণ্ড তাল ফলে পূর্ণ তালবনের সুন্দর্য নিশ্চিত করেছিলেন। বলাঙ্গী শ্রীকলরামের দ্বারা তরুণের প্লেথাসুরকে বধ করানোর পর কৃষ্ণ, ব্রহ্মের গোপবাসক ও তামের পণ্ডিতের দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলেন। অতঃপর বিবধর মর্দন করিয়েছে যখন করার পর কৃষ্ণ তার গর্ভদান করে কলপূর্বক তাতে যমুনার হুম থেকে নির্বাসিত করেন। এইভাবে ভগবান নদীর জন্যে সর্পের তাঁর বিধ থেকে মুক্ত করেছিলেন।”

“হে নন্দ, আমরা এবং অন্যান্য সমস্ত ব্রহ্মবাদীরা তোমার পুত্রের প্রতি আশাশ্রয় অবৈধ অনুমান পতিতায় করতে পারছি না, এটি কিভাবে হচ্ছে? কিভাবে সেও স্বতন্ত্রভাবে আমাদের আকর্ষণ করছে? কোথায় এই সত্য সংসার ব্যাসের বাসক আর কোথায় তাঁর গিরি গোবর্ধন উদ্ভোজন, যা আমরা মর্শন করলাম। অতঃপর, হে ব্রহ্ম-নাথ, তোমার এই পুত্র সবকে আমাদের মধ্যে সংশোধনের উদ্যম হচ্ছে।”

নন্দ মহাশয় উত্তর করলেন—“হে গোপনাথ, আমরা কথা প্রবল করে আমার পুত্র সবকে তোমাদের সকল শত্রু হতে রক্ষা।”

“তোমার পুত্র কৃষ্ণ প্রতি যুগে তাঁর শ্রীমুর্তি প্রকাশ করেন। পূর্বে তিনি গুরু, ব্রহ্ম ও নীতিকর্ষ প্রকাশ করে প্রকাশিত হয়েছিলেন, সম্প্রতি কৃষ্ণার্ণ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। কেন করলে, তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে বনুসেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হয়েছিলেন, তাই অপ্রীতি ব্যক্তির একে বাসুদেব বলে থাকেন। তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম এবং রূপ আছে, যে আমি জানি। সাধারণ লোকেরা তা জানে না গোপ এবং গোপুলের অলংকারক এই শিখটি তোমাদের

মঙ্গল সাধন করবে, এবং তাঁর কৃপায় তুমিরা অনার্যদের সমস্ত নির্যাতন কবোঁতে পাবোঁ। হে নন্দ মহাশয়, ইতিহাসে কনিষ্ঠ করা হয়েছে যে, পুরাণসমূহে অরাককতাব সময়, ইন্দ্র বধন সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, এবং মানুষেরা দস্যু-ভ্রমরদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল, তখন এই শিখটি আবির্ভূত হয়ে দস্যু ও ভ্রমরদের পরাজিত করে সকলকে রক্ষা করেছিলেন এবং সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। অসুরেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বনকারী দেবতাদের কখনও পরাভূত করতে পারেন না। তেমনই যে কালি বা সম্ভবদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত শ্রীতি যুক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা কখনও কখনও অনুচরসদৃশ অসুরদের দ্বারা (অথবা অসুরের শত্রু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) পরাভূত হন না। অতঃপর, হে নন্দ মহাশয়, তোমার এই শিখটি গুণ, বৈশ্বর্ষ, কীর্তি এবং প্রভাবে নারায়ণেরই সমতুল্য। অতঃপর তাঁর কার্যকলাপে তোমার বিদিত হওয়া উচিত নয়।”

[নন্দমহাশয় বলে চললেন।] অতঃপর এই সমস্ত কথা বলায় পর পরমুনি গৃহে ফিরে গেলে আমাদের মুখকারী কৃষ্ণকে আমি প্রকৃতলক্ষে ভগবান নারায়ণের সঙ্গে প্রকাশরূপে ধিবেচনা করেছিলাম।”

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধনী বললেন—“নন্দ মহাশয়ের যুগে নন্দমুনির বাক্যসমূহ শ্রবণ করে ব্রহ্মবাদীগণ অনিশ্চিত হলেন। তাঁরা নিশ্চয়শূন্য হয়ে পড়লেন এবং সন্তোষে নন্দ মহাশয় ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। তাঁর বাক্য ভাব হওয়াতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বহু ও প্রবল বাহু সহযোগে গোপুলে যাত্রি ও শিল্প বর্ষণ করতে লাগলেন। কাল সেবানকার গোপ, পণ্ড ও শ্রীপণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবান হয়েছিলেন। পরম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বধন নিজ আশ্রিতজনদের এই অবস্থার মর্শন করলেন, তিনি শিখ হেলে এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে ধরলেন, ঠিক যেন কোন বাসক ঠাঁড়িছলে একটি ছত্রাককে তুলে ধরল। এইভাবে গোপ সম্ভ্রম্যকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ইন্দ্রের পর্ব তুর্পকারী শ্রীগোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রীত হোন।”

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্র ও মাতা সুরতির প্রার্থনা

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধনী বললেন—“গোবর্ধন পর্বত উত্তোলিত করে কৃষ্ণ ব্রহ্মবাদীগণকে প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে রক্ষা করার পরে, গোমাতা সুরতি তাঁর গোলাক থেকে ইন্দ্রকে পকে নিয়ে কৃষ্ণ সম্পর্কে আশ্রয় কবলেন। ভগবানকে অবজ্ঞা করার জন্য ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হন। নির্ভয়ে কৃষ্ণ-সমীপে গিয়ে সূর্যের মধ্যে উজ্জ্বল তাঁর ক্রীড়াগানি কৃষ্ণের পদতলে স্থাপন করে ইন্দ্র নিতের তাঁর লালগায়ে পড়িত হয়ে পানপুগল পলপ করলেন। সর্বশ্রম্য শ্রীকৃষ্ণের সিন্ধু তেজ সব্বদে ইন্দ্র ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন এবং তিনি, তা মর্শন করার ফলে ব্রহ্মগণের দ্বন্দ্ব হতে ও তাঁর মিথ্যা অহংকার তাঁর মর্শিত হয়েছিল। করজোড়ে ক্রীড়াভাবে তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন—‘আপনার দিব্য স্বরূপ ও ভবন প্রকাশিত, প্রদীপ্তবীর, শীতলজল উদ্ভাসিত, এবং রক্ত ও তাম্রোপশূন্য। মাতা এবং অজ্ঞানভাজনিত প্রবল ভাগ্যবান ও গুণপ্রবাহ আপনার মধ্যে নেই। তাহলে, জড়ভাগ্যবান অস্তিত্বের মাঝে প্রবল সব্বদে ফলে আশ্রয় করার মধ্যে কাম, ক্রোধ, মোহ, এবং মাদসর্কে যে সব লক্ষণগুলির সৃষ্টি হয়, এবং যেগুলি মানুষকে জড়ভাগ্যবান অস্তিত্বের জটিলতায় মাঝে আরও ভিত্তি করে রাখে, সেই লক্ষণগুলি কেন করে আপনারই মধ্যে বিরাজ করছে? আর তা সব্বদে পরমেশ্বর ভগবান হয়ে আপনি ধর্মীতি রক্ষার জন্য শান্তিবিধান করেন এবং দুইটের মর্শন করেন। আপনিই এই সমস্ত ব্রহ্মগণের শিখ, গুরুদেব এবং পরম নিয়ন্তা। আপনিই অলম্বনীয় কালরূপে পানীনের মঙ্গলার্থে দণ্ড বিধান করেন। ব্রহ্মগণ আপনার স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত আপনার বিভিন্ন লীলাবতীরে নিজেদের জগদীশ্বর-ভিম্যামিত্য মিথ্যা অহংকার আপনি নিশ্চিতভাবে দূরীভূত করেন। আমার মতো মূঢ়পণ্ড, ব্রাহ্ম পর্বতের নিজেদের জগদীশ্বর মনে করে, তৎকাল ও ভবন সম্বন্ধে আপনাকে নির্ভর মেখে শীঘ্রই তাদের মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে

পারমার্থিক উন্নতি কৃষ্ণ-মার্গ গ্রহণ করে। এইভাবে আপনি বলবর্তিত্যে শিল্প প্রদানের জন্য বহুসম কাশন। আমার শাসন ক্ষমতার গর্বে নিমগ্ন হয়ে, আপনার শ্রুত সঙ্গর্কে অজ্ঞ অপ্রি আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা করোঁ। হে শুক, আপনি আমার ক্ষমা করুন। আমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু আর কখনও যেন আমার এরূপ অসৎ মতি না হয়।”

“হে অমোক্ষ, পৃথিবীর ভারবরণ এবং বহু ভাষার ভূভোগ্যসৃষ্টিকারী সেদাপতিয়ে বিনামের জন্য আপনি এই ভগবতে অবতরণ করেন। হে ভগবান, একই সঙ্গে আপনার পালনায়ের বিধিত সেবকদের মর্শনের জন্যও আপনি কাজ করে থাকেন। আপনি পরমেশ্বর ভগবান, অমর্ত্যবীর, মহাশয় ও সর্বব্যাপক, আপনাকে প্রথম নিবেদন করি। আপনি বহুসংলপিত কৃষ্ণ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যিনি নিজ ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে তাঁর দিব্য দেহসমূহ ধারণ করেন, যিনি বিতচ্ছ জ্ঞানময়, যিনি সর্ব-রূপ, সকলের বীজ ও সর্বভূতের আশ্রয়-রূপ, তাঁকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।”

“হে ভগবান, আমার বক্ত বধন নষ্ট হয়েছিল, তখন আমার পর্ব হেতু আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এইভাবে প্রচণ্ড বর্ষণ ও বাতুর দ্বারা আমি আপনার গোষ্ঠী ভিম্যামিত্য তেজ করেছিলাম। হে ইন্দ্র, আমার গর্ব চূর্ণ করে এবং (কৃষ্ণকে আমার শান্তি প্রদানের শুভেচ্ছা) ব্যর্থ করে আপনি আমার কৃপা প্রদর্শন করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান, গুরুদেব ও পরমাত্মা স্বরূপ আপনার কাছে আমি এখন জ্ঞানহরণের জন্য এসেছি।”

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধনী বললেন—এইভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বধিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিখ হেলে মেঘগর্ভীর স্বরে তাঁকে বললেন—“হে ইন্দ্র, কৃপাকণ্ডে আমি তোমার বক্ত বধ করেছিলাম। স্বর্গের রাজ্যরূপে তোমার ঐশ্বর্যের জন্য তুমি অত্যন্ত পর্বিত হয়ে উঠেছিলে আর আমি চোখেছিলাম তুমি সর্বদা আমার শত্রু বধ।

মানুষ তার শক্তি ও ঐশ্বর্যগর্বে অন্ধ হয়ে হতশ্রুতি হয়েছিলে নিকটে মর্শন করতে পারে না। আমি যদি তার প্রকৃত কল্যাণ কামনা করি, তবে তার জাগতিক সৌভাগ্যের অবলম্বন থেকে তাকে আমি বিচ্যুত করি। হে ইন্দ্র, এখন তুমি যেতে পারো। বর্গের রাজ্যরূপে তোমাদের নিরোক্তিত মঙ্গল হিত হয়ে লভ্যতাবে, অহংকোপনা হয়ে আমার নির্দেশ পালন করবে।”

অতঃপর, যাত্রা সূর্য্যোদিত হইল গো-সন্তান সমূহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রপতি নিবেদন করলেন। গোপবালকরূপে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত পরমেশ্বর ভক্তমনকে সন্তোষভরে সোধান করে প্রশান্তচিত্তা সৃষ্টি মান্তা বললেন—“হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী! হে বিশ্বের অম্বা ও উৎপত্তি। আপনি জগৎ-পতি এবং আপনায় কৃপায়, হে অকৃত, আমরা আমাদের প্রভুরূপে আপনাকে পেয়েছি। আপনি আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ। সূতরাং হে জগৎপতি, গৌ, জ্ঞানপ, দেবতাপণ এবং লক্শ সাধুগুণের মঙ্গলক জনা, দয়া করে আমাদের ইচ্ছা হও। ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আমরা ইচ্ছারূপে আপনায় অভিব্যক্ত উৎসব অনুষ্ঠিত করব। হে বিশ্বেশ্বর, আপনি এই ভ্রমভরে হুঁ হুঁ মৌচন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তোষ করে যাত্রা সূর্য্যোদিত তাঁর আপন দুঃ

স্বাস্থ্য, এবং অর্দ্রিত ও অন্যান্য দেবমাতৃগণের নির্দেশে দেবতা ও গ্রহান ঋষিগণের সঙ্গে ইচ্ছা, তার হস্তী বাক্যে ব্রহ্মবতের গুণে দ্বারা বাহিত অর্গের গঙ্গা জল দ্বারা মঙ্গল বংশক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্ত করলেন এবং তাঁকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করলেন। তুষ্ণক, নাবন এবং অন্যান্য গর্ভবগণ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, এবং চমৎকার সহযোগী শ্রীহরির জগৎ লবিপ্রকারী মহিমা পান করবার জন্য সমাগত হয়েছিলেন। দেব-পত্নীগণ আমবে পূর্ণ হয়ে ভগবানের সন্মানে একত্রে নৃত্য করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণ ভগবানের স্তুতি কীর্তন করে তাঁর চতুর্দিকে জপ পূর্ণ করণ করেছিলেন। ত্রিলোক পরম সন্তোষ লাভ করেছিল এবং গাভীরা তাদের দুগ্ধ দ্বারা পৃথীতলাকে পিত্ত করেছিল। নদীগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সুবাসু রস প্রবাহিত হয়েছিল, ককতলি থেকে মধুক্ষরণ হচ্ছিল, কর্ণ ব্যতীতই ভোজ্য উদ্ভিদগুলি পরিণত হয়েছিল এবং পর্বতগুলি তাদের অভ্যন্তরের রত্নরাজি বাইরে বিচ্ছিন্ন করেছিল। হে কুরুক্ষম পরীক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণ অভিহিত হলে সমস্ত জীব, এমন কি যারা বতাবে নৃ, অরণ্য সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যমুগ্ধ হয়েছিল। গো ও গোপগণের পতি ভগবান গোবিন্দের অভিব্যক্ত উৎসব শেষ হবার পর, দেবরাজ ইচ্ছা ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করে, দেবতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে স্বর্গে গিয়ে গেলেন।”

৐ ৐ ৐

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

বরুণালয় থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার

শ্রীকামদেব বললেন—“একদাশীর দিন উপায় ও শ্রীকামদেবের পূজা করে হস্তাশীর দিন পান করার জন্য নন্দ মহারাজে কালিন্দীর তলে নামলেন। যেহেতু অশুভ সময় অবলম্বন করে রাজিকালে নন্দ মহারাজ তলে নেমেছিলেন, তাই বরুণের এক আশুভিক সেতু তাঁকে ধরে তার প্রভুর কাছে নিয়ে গেল।”

*হে রাজন, নন্দ মহারাজকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ, “হে কৃষ্ণ! হে রাম!” বলে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করেছিলেন। তাঁদের চিৎকার শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন যে তাঁর পিতাকে বরণ অপহরণ করেছেন। অতঃপর তত্বতে অতঃসমনকারী সর্বশক্তিমান ভগবান বরুণদেবের সভায় পক্ষন করলেন।”

ভগবান হস্তীকেশকে সমাগত দেখে বরুণ দেবতা বিকৃত উপচাদ্রে তাঁর পূজা করলেন। ভগবানকে দর্শন করে বরুণদেব পরমানন্দিত হয়ে ছিলেন এবং তিনি কহলেন—এখন আমার মেহবাতন স্বার্থক হল। প্রকৃতপক্ষে, হে প্রভু, এখন আমার জীবনের উপদেশ আমি বুঝলাম। হে ভগবান, যার আপনার পদপঙ্কজের গ্রহণ করেন, তাঁরা জড় অস্তিত্বের পথ অতিক্রম করতে পারেন। হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমব্রহ্ম, পরমাশ্রা, জগৎ সৃষ্টি সমস্ত সাধনকারী মাত্রা-শক্তির চিহ্ন মাত্র যার মধ্যে পাওয়া যায় না, সেই আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনার পিতা যিনি এখানে বসে আছেন, তাঁকে আমার এক মূখ্য অনভিষেক সেবক হথাকর্তব্য না বুঝে নিয়ে এসেছে। তাই কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করুন। হে কৃষ্ণ, হে সর্বদর্শী, নদ্য করে আপনি আমাদেরও কৃপা করুন। হে গোবিন্দ, আপনি অত্যন্ত পিতৃবৎসল। তাঁকে পুত্র নিয়ে যান।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বরুণদেবের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পিতাকে নিয়ে গৃহে গিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁদের দর্শন করে তাঁদের আশ্রয়গ্ধ আনন্দিত হয়েছিলেন। সাগর-রাজ বরুণের আশ্রয়গ্ধ মহাঐশ্বর্য এবং বরুণ ও তাঁর দেবকন্যা বিভাবে কৃষ্ণের প্রতি বিনীত প্রাঙ্গ নিবেদন করেছিলেন, তা দর্শন করে নন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়েছিলেন। নন্দ তাঁর সখী বেগমণিকে এই সমস্ত কিছু কর্তব্য করেছিলেন।”

৐ ৐ ৐

উনবিংশতি অধ্যায়

রাস নৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন

শ্রীকামদেব বললেন—“ষট্ঠীশ্বর্ষপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুতিতে মল্লিক কুমুমরাশি সুরভিত সেই শরৎকালীন রজনী অবলোকন করে তাঁর যোগমায়া

“(বরুণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সীমা প্রবণ করে) হে রাজন, গোপগণ অত্যন্ত আশ্রয়পূর্ণ চিত্তে বিবেচনা করলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান তাঁরা ভাবলেন, ‘পরমেশ্বর ভগবান কি তাঁর চিন্তা দ্বারা আমাদের প্রদান করবেন?’ সর্বদর্শী পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপগণের অনুমান অনুগত হয়ে তাঁদের অতীত পুরণের জন্য তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে চেয়ে একদা ভাবলেন—এই জনগণে মানুষ অবশ্যই অকিন্দ্র এবং কায় কর্ম দ্বারা উচ্চ এবং মীচ পতি প্রাপ্ত হয়ে ভ্রমণ করে। তাই লোকের তাদের প্রকৃত গন্তব্য-লক্ষ্য জানে না।”

“গভীরভাবে পরিত্রিতি বিবেচনা করে পরম কৃপাকর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি, জাগতিক ধন্যকারের অতীত তাঁর ধামকে গোপগণের নিকটে প্রকাশিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবিদ্যাপী চিন্তায় জ্যোতি প্রকাশিত করলেন যা অসৌম্য, জ্ঞানময় ও নিত্য। অকিঞ্চ, তাঁদের চেতন জড়-প্রকৃতির গুণ মুগ্ধ হলে সমাধিবদ্ধ অবস্থায় এই চিন্তায় সন্তা দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপদের ব্রহ্ম-রূপে এনে তাঁদের জগন্ময় করলেন এবং তারপর তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। সেই একই স্থান থেকে, যেখানে অকৃত চিত্তজগৎ দর্শন করেছিলেন, গোপগণও ব্রহ্মলোক দর্শন করলেন। সেই চিন্তায় ধাম দর্শন করে নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁর কৃষ্ণ-রস মূর্তিমান বেদগুণ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে উপস্থিত দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।”

মজিত করে, চম্পু ও তেমনি তার সুখসায়ক অরুণবর্ণের
কিনয় দ্বারা পূর্ণাঙ্গনের মুখমণ্ডল লেখন করতে করতে
ও তার উদয় স্নানকরীণের সঙ্গীত হরণ করতে করতে
উদিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবীন কুঙ্কুমের ন্যায়
অরুণবর্ণ, লক্ষ্মীদেবীর কমনকমল সন্দূপ, কুমুদসিকমণীল,
অরুণমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও তার দিক্ত কিরণে স্ফীত কনকমি
লিনীকল করে সুশ্রবনহনা গোপীপদের মনোহর ও মধুর
বেণুগীত বাদন করতে লাগলেন।”

“কৃষ্ণের সেই প্রথম উল্লীসক বংশী-গীত শ্রবণ করে,
কৃষ্ণ-বিমুগ্ধচিত্ত। কৃষ্ণাবতারের গোপীগণ পরস্পরের
অঙ্গেগত্রে যেখানে তাঁদের শিত্তম অঙ্গপঙ্কজে সেখানে
গম্মন করলেন। প্রত্য গম্মন করায় তাদের কর্ণ-কুণ্ডল
দুলতে লাগল। কোন কোন গোপী কৃষ্ণের বংশী
শ্রবণকালে গাড়ীর দুই মোহন করছিলেন। তাঁরা মোহন
কর করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে গম্মন করলেন। কেউ
কেউ চুম্বীর উপর দুই হাত দিয়ে বসিয়ে এবং অন্যান্যের
চুম্বীতে পিঠা-চাপাটি সৈকতে দিয়ে গম্মন করলেন।
কোন কোন গোপী পোশাক পরিধান করছিলেন, কেউ
তাঁদের শিত্তকে দুই পদে করায়ছিলেন বা তাঁদের পতনের
একাত্ত সেবা করছিলেন, কেউ ভোজন করছিলেন, কেউ
কেউ আর মার্জন, অঙ্গস্নান দেবার বা নয়নে কাজল
দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই এই সকল কর্তব্যাকর্ম
মুহূর্তের মধ্যে পরিত্যাগ বা বন্ধ করে বিপর্যস্তভাবে শব্দ-
কুবর্ণাদি নিয়ে কৃষ্ণ সমিধানে গম্মন করলেন। তাঁদের
পতি, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের তাঁদের
নিকট করতে চেয়ে অবলোকন, কিন্তু উত্তিমধ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক
অপহৃতচিত্ত। গোপীগণ, তাঁর বংশী ধ্বনি দ্বারা মোহিত
হয়ে অসম নিবৃত্ত হলেন না। কোন কোন গোপী তাঁদের
গৃহ হতে নির্বৃত্ত হতে না পেয়ে, তাঁরা গৃহেই অবস্থান
করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুভ প্রেমে নরন মূর্তিত করে ধ্যানস্থ
হলেন। কৃষ্ণ দর্শনে নয়নে অগাধর সকল গোপীগণের
হৃৎসহ প্রিয়জনবিহীনমিত তাঁরতালে তাঁদের সকল জড়ত
কর্ম নষ্টীকৃত হল। তাঁর ধ্যান দ্বারা তাঁর আদিকন
অনুভূত হওয়ার আশয়ে তাঁদের জাগতিক দুঃখও ক্ষীণ
হল। পরমাশ্রয় কৃষ্ণকে তাঁদের উপপতি ভাস্কর দ্বারা তাঁর
অনুভব ভাবের সঙ্গ করান ফলে তাঁদের অশেষ কর্ত-
বন্ধন নষ্ট হওয়ার তাঁরা তাঁদের গুণময় সেই পরিত্যাগ
করলেন।”

শ্রীমদভীষতঃ মহাবাক্য বললেন—“হে ধর্মসিংহ, গোপীগণ
কৃষ্ণকে পরম প্রেমকালে না কেনকার্যে তাঁদের শিত্ত
কর্ণেই অবগত ছিলেন। তা হলে জিজ্ঞাস্যে গুণময় বিস্ময়
আসক্ত-চিত্ত। গোপীগণা জড়সক্তি হতে মুক্তিলাভ
করেছিলেন?”

শ্রীমদভীষতঃ মহাবাক্য বললেন—“এই ব্যাপারটি
তোমার কাছে আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। শিত্তপান
কৃষ্ণবিদ্যেবী হওয়ার সত্ত্বেও যখন সিদ্ধি লাভ করেছিল,
তখন ভগবানের প্রিয় ভক্তগণের কথা আর কি বলবার
আছে। হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান অবিমানী,
অপরিমিত, নির্ভয় ও গুণনিয়ত। ক্রমবশত পরম মনোহর
জনাই এই জগতে তিনি স্বয়ং আবর্তিত হন। বীর
অবিরত তাঁদের কাম, ক্রোধ, ভয়, মেহ, ঈর্ষা বা সৌহার্দ্য
ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেন, তাঁরা
অবশ্যই তাঁর তত্ত্বাবধা লাভ করেন। অশ্রবহিত
যোমেশবন্ধের পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে
তোমার বিস্তারিত হওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত এই
ভগবানই জগতকে মুক্তি প্রদান করেন। ভ্রমনারীক্ষের
উপস্থিত দর্শন করে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাক্যে
তাঁদের সঙ্গাঙ্গ করলে তাঁদের ক্রয় বিমোহিত হল।”

ভগবান কৃষ্ণ বললেন—“হে পরম সৌভাগ্যবতী
রমণীগণ, স্বপ্নতর। আমি তোমাদের প্রীতির জন্য কি
করব? ভ্রমের সকল কুণাল জে? তোমাদের আপনাদের
করণ কি বলা? এই রাত্রি অতি চরমর এবং ভয়মর
প্রাণীরা চরিত্রিক ওভ পেতে আছে। প্রভে কিরে বাও,
হে সুমধ্যম, সুন্দরীগণ। এই স্থানটি নারীদের জন্য
উপযুক্ত নয়। তোমাদের গৃহে না পেয়ে, তোমাদের
মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ অবশ্যই তোমাদের
অধেষণ করবে। তোমাদের পরিবারের সহস্রাব্দ
উদ্বেগের কারণ হয়ে না। এখন তোমরা চক্ৰকিরণে
রঞ্জিত, কৃষ্ণবনের পূর্ণপূর্ণ কন দর্শন করেছ। তোমরা
যমুনা থেকে আগত লাভ গত্যয়ে সম্প্রদান পরম-কৃত
বৃক্ষের শোভা দর্শন করেছ। এখন তাই গোটে ফিরে
যাও। কিন্তু কর না। হে সতী নারীগণ, তোমাদের
পতিদের সেবা কর এবং ক্রমবশত শিত্ত ও গোবৎসদের
দুখ পান কর। তা ছাড়া, সন্তবত আমার প্রতি প্রকল
প্রেমবশত তোমাদের চিত্ত বন্দীকৃত হওয়াতে তোমরা

তোমার প্রাপ্তান করেছ। তোমাদের জন্য এটি যতশী
মহাপ্রাপ্তসমীর, কারণ যতদূর সকল প্রাণীই আমার
প্রতি প্রীতিভাবযুক্ত হয়ে থাকে।”

“নারীরা প্রথম ধর্ম—ঐকান্তিকভাবে তাঁর স্বামীকে সেবা
করা, স্বামীর পরিবারের প্রতি সুবাহুর করা এবং তাঁর
সন্তানদের লালন-পালন করা। যে সকল নারী পরম্পরে
সঙ্গতি লাভ করতে চান, তাঁদের স্বামী ধর্মচরণ থেকে
পতিত হলে, তদুপায় বিরক্তিকর, ভাগ্যহীন, অরোদ্ধ,
বুদ্ধিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত বা কনহীন হলেই তাঁকে ভয়গ করা
কখনই উচিত নয়। কুলনারীর উপপতি সংক্রান্ত তদা
সুখ অপরিসীম, কল্যাণকর, সুখস্বাপদক, তদাৎ এবং
সকল সময়েরই তা নির্মিত হয়ে থাকে। আমার কথা
শ্রবণ, আমার বিগ্রহ দর্শন, আমার ধ্যান এবং আমার
চরিত্রা কীর্তন দ্বারা আমায় জন্য যেমন অপ্রাকৃত প্রেমের
ভরন হয়, নিকটে অবস্থানের দ্বারা তেমন হয় না। তাই
তোমাদের পূর্বে তোমরা কিরে যাও।”

শ্রীমদভীষতঃ মহাবাক্য বললেন—“এইভাবে গোবিন্দ
কথিত অগ্রির বাক্য শ্রবণ করে, গোপীগণ বিস্ময়গ্রস্ত ও
বিকল মনোবহ হয়ে অগার উদ্বেগ অনুভব করলেন।
পুণ্ডিত বীরশিখারসে তাঁদের বিশ্বাসের প্রভ হলো তাঁরা
অনন্ত মন্তকে তাঁদের কৃষ্ণকৃত নিরে ভূমিতে আঁতড়
কাটছিলেন। তাঁদের দুঃখের দিগে কাকলযুক্ত অকলমার
তলে শিত্ত কৃষ্ণম বৌত হয়েছিল। এইভাবে দুঃ
কভারাক্রান্ত হয়ে তাঁরা নীরবে বঁড়িয়ে রইলেন। কৃষ্ণ
আঁদের প্রিয়তম হওয়ার সত্ত্বেও এবং তাঁর জন্য তাঁরা সকল
কামনা পরিত্যাগ করলেও, তিনি তাঁদের প্রতি অগ্রির কল
কলছিলেন। তৎ সত্ত্বেও তাঁরা দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণের প্রতি
অসন্তোষিত রইলেন। প্রোদন বন্ধ করে চোখ মার্জন করে
তাঁরা ঈতৎ কোণের সঙ্গে মদগদ হয়ে বলতে
লাগলেন—হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান পুরুষ, আপনাব
অভাবে নির্ভর কথা বলা উচিত নয়। আমরা দ্বারা
আপনাব পাদপদ্মমূলে সমস্ত উগ্রির পরিত্যক্তি বিস্ময়াদি
পরিত্যাগ করেছি, তাঁদের বর্জন করবেন না। হে
কৃপাণরম্য, যেমন অসিপুরুষ মদগদ যমুক মুক্তিলাভী
ভক্তদের সাথে বিনিময় করেন, সেইভাবে আমাদের সাথে
এম বিনিময় করুন। হে প্রিয় কৃষ্ণ, ধর্মপ্রাপ্ত আপনি
আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন যে, পতি, পুত্র ও

স্বামীকে বহুগুণের সেবা করাই শ্রীমদগের ধর্ম। আমরা
তা মান্য করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাব প্রতি এই
সেবা করা উচিত, কারণ আপনিই সকল প্রাণীর পরম
বহুগুণ, আপনিই তাঁদের স্বামী, পতি ও স্বামী। দক্ষ
অর্থাৎইতরীণ, নিগ্রাণির, দ্যাকবী আপনাব প্রতিই
সর্বক উপায় ভক্তি চালিত করেন। আমাদের পতি, পুত্র
ও স্বামী-বহুনের দ্বারা কি লাভ হয়, বীর তোমল পীড়া
হন করেন? অতএব, হে পরমেশ্বর, আমাদের কৃপা
করুন। হে কমলময়ন, আপনাব সঙ্গ লাভের জন্য
আমাদের চিত্তকালের অশা দ্বারা করে ছিন্ন করবেন না।
আমাদের যে মন ও জ্ঞাত এতদেব কল গৃহকর্মে মগ্ন ছিল,
তা আপনি সহজেই অপহরণ করেছেন। এখন আমাদের
শা কৃপা এক পাণ্ডে আপনাব পাদপদ্মমূলে থেকে চালিত
হতে চান না। আমরা জিজ্ঞাস্যে প্রভে কিরে বাব? আর
সেখানে গিরেই বা আমবা কি করব? হে শ্রীকৃষ্ণ,
আপনাব সহস্রা অবলোকন ও স্বামীর সুমধুর সঙ্গীতে
আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে,
সেখানে আপনাব অবরামৃত সিক্তন করুন। তা যদি না
করেন, হে সাধ, আপনাব ক্রিয়ামলে আমাদের মেহকে
নষ্ট করে ধ্যান বোগে গোপীর ন্যায় আপনাব চরণকলে
লাভ করব। হে কমলগোচর, আপনাব পদতলের স্পর্শ
লক্ষী দেবীর কাছেও উৎসব বরণ। অরুণাবাসীকন-
প্রিয় আপনাব এ লালনদ্বারা আমরাও স্পর্শ করব।
যতক্ষণ না আমরা আপনাব দ্বারা পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইছি,
ততক্ষণ আমরা অন্য কোন মানুষের সমানে অবস্থান
করতেই অক্ষম হয়ে থাকব। লক্ষ্মীদেবী, বীর কটাক
লাভের জন্য যেবতারাও প্রবল প্রয়াস করেন, যিনি
ভগবান নন্দবংশে বর্জকালিনী, সেই তিনিও তুলসীদেবী
ও ভগবানের অন্যান্য ভূতাবতারের সঙ্গে একত্রে সেই
পরমুগলের বেদুলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তেমনি
আমরাও আপনাব চরণ কমলদ্বয়ের রেণুর আশ্রয় গ্রহণের
পর্যাপন্ন হয়েছি। অতএব, হে মুখোহরিন, দ্বারা পুত্র ও
পরিবার পরিত্যাগ করে শুণু আপনাব উপাসনায় অশাধ
আপনাব পাদমূলে আগমন করেছ, সেই আমাদের প্রতি
দ্রবন হোন। আপনাব সুখর হাস্যরস কটাকপাতে
আমাদের চিত্ত গর্তির কামবদ বন্ধ হচ্ছে। হে পুরুষরত্ন,
না করে আমাদের আপনাব দাস্য প্রদান করুন।

আপনার অলঙ্কৃত মুখমণ্ডল, আপনার কর্ণকুণ্ডলের নৌকর্ষ-মণ্ডিত গণ্ডস্থল, আপনার অধরের সুখা, ইষৎ হাস্যমুখ অলংকার, অভয়পদমতাবী বাহুগল এবং লক্ষীদেবীর আনন্দের একমাত্র উৎস স্বরূপ আপনার বক্ষস্থল দর্শন করে আমরা আপনার দাসী হয়েছি। হে কৃষ্ণ, আপনার মধুর বশীকরণি প্রবলে সম্মোহিত হয়ে ত্রিভুগণ্ডের কেন্দ্র নাবী না তার ধর্মীর আচরণ হতে বিচলিত হয়েছি? আপনার নৌকর্ষ সমগ্র ত্রিভুবনকে পরিভ্রম করে। এমন কি, আপনার রূপ দর্শন করে গাভীরা, পক্ষীরা, বৃক্ষগুলি ও বৃগনলও পুলকিত হয়। অদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান যেমন দেবলোক রক্ষা করেন, তেমনি হ্রজবাসীগণের ভয় ও দুঃখ নিবারণের জন্য আপনিও অবিরত হয়েছেন। অতএব হে আর্তবন্ত, দয়া করে আপনার এই দাসীগণের উত্তম স্তনে ও শিরে আপনার কর-পদ স্থাপন করুন।

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“গোপীদের এই সকল বিলাসব্যাক্য শ্রবণ করে মহাবোদীগণেরও অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং নিভ্র-ভৃগু হয়েও সহস্রাঙ্গ গোপীগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ্য কবলেন। সেই সময়ে তাঁর ত্রিমূল্যশে এবং উদারহাস্য কুন্দ-কুসুমবৎ দণ্ডের কতি

শোভিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিপাতে উৎফুল্লানুভূতী, সম্মিলিত সেই গোপীগণের মাঝে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো শোভা পাইলেন। গোপীগণ তাঁর স্তম্ভিগার করলে, সেই শতরমণীমুখপতি তদুপরে উচ্চৈঃস্বরে গান করলেন। তিনি তাঁর বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, বৃক্ষধন অরণ্যকে শোভিত করে তাঁদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে খীতল হালুকার ও নদীর তরঙ্গে উৎফুল্লিত কুমুদের সূক্ষ্মবাহী কায়ুতে পূর্ণ বসুনার তাঁরে গমন করলেন। সেখানে কৃষ্ণ গোপীদের দিকে বাহ প্রসারিত করে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের হাত, মেখ, উরু, নীবি, ক্তন স্পর্শের দ্বারা হ্রীভাষলে তাঁর মধ্যস্থ দ্বারা অর্চিত কেটে এবং তাঁদের সঙ্গে কৌতুক, দৃষ্টিপাত ও হাস্যের মাধ্যমে হ্রজের সুন্দরী গোপীগণের কামভাব উদ্দীপিত করে ভগবান তাঁর গীষণ উৎকোচ করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিবেক মনোযোগ লাভ করে গোপীরা প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী মনে করে গর্বিত হলেন। ভগবান কোথায় গোপীগণের নৌজয়ন্তীমণ্ডিত অত্যন্ত গর্বভাব দর্শন করে, তাঁদের সেই গর্ব প্রশমনের জন্য, তাঁদের প্রতি আরও কৃপাবশত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন।”



ত্রিংশ অধ্যায়

গোপীগণের কৃষ্ণ অন্বেষণ

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“সহস্রা ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে বুধপতির অমর্শনে ইন্দিরীদের মতো গোপীরাও তাঁর অদর্শনে অত্যন্ত সজাগরূপে হলেন। গোপীরা বিস্তার হনরে শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গী, অনুরাগ হাস্য, সিকিঙ্গ দৃষ্টিপাত, মনোরম আলো ও তাঁদের সঙ্গে আরও অন্যান্য লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ করছিলেন। এইভাবে রম্যপতি কৃষ্ণের আকার মগ্ন হয়ে গোপীরা তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন।

যেহেতু কৃষ্ণশ্রী গোপীগণ তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের আকার মগ্ন ছিলেন, তাঁদের দেহ তাঁর গমন, হাস্য, অলংকার, আলো ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সমূহের অনুকরণ করছিল। কৃষ্ণদ্বিতীয় রাগে লীলাবিলাসালিনী তাঁরা একে অপরকে ‘আমি কৃষ্ণ’ বলে জ্ঞান করছিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণের গান করতে করতে সমগ্র কৃষ্ণাবলম্ব অরণ্য জুড়ে মলবদ্ধ উদ্রত নাবীদের মতো তাঁরা তাঁকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। এমন কি তাঁরা বৃক্ষগুলির

কাছেও সকল জীবের পরমাত্মসম অন্তরে ও বাহ্যে প্রকাশবৎ উপস্থিত তাঁর (শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধে চিন্তালা করছিলেন।”

গোপীরা বললেন—“হে অকল, হে চন্দ্র, হে নারায়ণ, তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ? নন্দ মহাবাহুর ঐ পুত্র তাঁর প্রেমমগ্ন দৃষ্টি ও হাস্য দ্বারা আমাদের মন হরণ করে প্রভূত করেছেন। হে কুসুমক বৃক্ষ, হে অশোক, হে নীল, পুরাণ ও চন্দ্রক, যীর হস্তে সকল মল্লিনীগণের হর্ষ হরণ করে, কলবামের সেই কলিত কাড়াকে এই পথ দিয়ে বেতে দেখেছ কি? হে শরম কল্যাপপ্রভ, গোবিন্দের চেনকমলের অভ্যন্ত প্রিয় তুলসী, তোমাকে পলার ধারণ করে শ্রমরের মলের সঙ্গে তুমি কি অচ্যুতকে বেতে দেখেছ? হে মালভী, হে মলিন, হে জাতি আর মুখিকা, তাঁর কর-স্পর্শ দিয়ে তোমাদের আনন্দ দিতে দিতে মাগর কি এই পথ দিয়ে গিয়েছে? হে চূড়, হে প্রিয়াল, হে পনস, আসন ও কোবিন্দর, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিন্দু, কুন্ডল ও আর, হে কদম্ব ও নীল এবং বসুনার উপকূলবাসী পরার্থে জীবন ধারণকারী অন্যান্য বৃক্ষগণ, আমরা গোপীরা আমাদের হৃদয় হারিয়েছি, তাই দয়া করে আমাদের বল, কৃষ্ণ কোথায় গিয়েছেন। হে পৃথ্বী মাতা, ভগবান কেশবের পাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করার জন্য তুমি কেন তপস্চর্যা করেছিলে ও পরমানন্দ আনন্দ করে তোমার রোমরাজি দ্বারা শরীরকে পুলকিত করে শোভা প্রাপ্ত করেছ? তুমি কি ভগবানের কর্তমান অবির্ভাবই এই আনন্দ ভাব লব্ধ হয়েছ না কি আরো পূর্বে যখন তিনি কামদেবকানে তোমাতে প্রাঙ্গম্পর্শ করেছিলেন, কিম্বা তারও পূর্বে, যখন তিনি বরাহ অবতাররূপে তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তখন? হে সখী, ইন্দিরী, তোমাদের নয়নের পরমানন্দ আনন্দকারী শ্রীকৃষ্ণকে কি তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে এখানে রয়েছেন? কদম্ব, তাঁর সখীকে আলিঙ্গনের সময়ে তাঁর সখীর স্বক্কে কৃষ্ণমে রঞ্জিত তাঁর কুন্দমূলের হালার নৌকত এই পথে প্রবাহিত হচ্ছে। হে ভরগণ, আমরা দেখছি তোমরা শ্রবত হয়ে রয়েছ। তুলসী হ্রজ্বীর মালায় সুশোভিত এবং চারদ্বারে শুভ্রবিত মগ্ন শ্রমরেরা যীর পক্ষ্যমানুগামী, সেই রামানুজ যখন একম দ্বিত্রে গমন করতেন, তিনি কি তাঁর প্রীতিময় দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রশায় গ্রহণ করেছেন? তিনি

নিশ্চয়ই তাঁর বাহ তাঁর প্রিয়তমের কাছে স্থাপন করে অন্য হাতে পটকুল ধারণ করে রয়েছেন। কৃষ্ণের বিস্তার এই লতাগুলিকে চিন্তালা করা যাক। তারা নিঃশব্দ এই বৃক্ষটির বাহ আলিঙ্গন করে থাকলেও, নিশ্চয়ই তারা কৃষ্ণের নখস্পর্শিত হয়েছ, কারণ আনন্দে তাদের গারে রোমাঞ্চ ভাব প্রকাশ করেছে।”

“এই সকল কথা বলার পর কৃষ্ণ মাঝেমাঝে কাতর গোপীগণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার মগ্ন হয়ে তাঁর বিভিন্ন লীলাসমূহের অনুকরণ করতে শুরু করলেন। পুতনার অনুকরণে একজন গোপী, শিত কৃষ্ণের মতো অভিনয়কারী অন্য এক গোপীকে তাঁর ক্তন পান করানোর কদম করলেন। আরেকজন গোপী ক্তনমগ্ন শিত কৃষ্ণের অনুকরণে শকটাসুরের অভিনয়কারী এক গোপীকে পদাঘাত করলেন। তৃত্যবর্জ্য ভূমিকা গ্রহণ করে একজন গোপী শিতকৃষ্ণের অভিনয়কারী অন্য একজনকে অপহরণ করলেন, তখন আর একজন গোপী হানাতড়ি দিতে লাগলেন আর তাঁর পাদুখানি আকর্ষণ করার সমস্ত তাঁর কিঞ্চিৎ ধ্বনিত হতে লাগল। গোপবালকদের ভূমিকা পালনকারী কয়েকজনের মধ্যে দু’জন গোপী রাম ও কৃষ্ণের অভিনয় করলেন। কৃষ্ণ রাগে এক গোপী বৎসাসুরজনী আরেক গোপীকে হত্যার অভিনয় করলেন এবং দু’জন গোপী বকাসুর বধের অভিনয় করলেন। দু’রে বিচরণকারী গাভীদের কৃষ্ণ বেতাবে আহ্বান করেন, বেতাবে তিনি বশীকরণি করেন এবং বেতাবে তিনি বিভিন্ন হ্রীড়া করেন, একজন গোপী অধিকলভাবে জা অনুকরণ করলে, অন্য গোপীগণ ‘সাদু! সাদু!’ বলে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। আরেকজন গোপী কৃষ্ণগতচিন্তা হয়ে অন্য এক সখীর কাঁধে হাত রেখে শ্রমণ করতে করতে ঘোষণা করলেন, ‘আমিই কৃষ্ণ! কত মনোহরভাবে আমি চলছি তা দেখ।’ একজন গোপী বললেন ‘কড়বৃষ্টিতে তোমরা কেউ ভয় নেগো না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।’ এই বলে সেই গোপী তাঁর উত্তরীচবাণি তাঁর মাথায় উপরে তুলে ধরলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বলে চকলেন—“হে রাজন, একজন গোপী অন্য একজন গোপীর কাঁধে উঠে তাঁর চরণে অপর গোপীর মাথায় বেবে কললেন, ‘হে পুত্র নাপ, এখন থেকে চলে যাও। তোমার জ্ঞান উচ্চিৎ বে,

মতোদের দণ্ড লাগেনে তবু আমি এই ভগ্নেত ভগ্ন প্রাণে
করেছি। তখন তখন একজন গোপী বলে উঠিলেন—
হে গোপীদলকরো, এই ভগ্নের ভগ্নাভাসে দিবে সাক্ষ্য
কর। শিল্পী তোমাদের চোখ বন্ধ কর, আমি অন্যভাবে
তোমাদের বন্ধ করব। একজন গোপী তাঁর এক ভবী
সঙ্গীকে ফুলমালা দিয়ে বন্ধ করে কহিলেন—“এখন আমি
এই ভাঙাভগ্নপ্রাণী স্বপ্ন-চোর কলকটিকে ধরিব।” থিতান
গোপী তখন তাঁর হবার ভান করে তাঁর স্বপ্নের নয়নদুটি
ও মুখ আচ্ছাদিত করলেন।”

“এইভাবে গোপীরা যখন কৃষ্ণদীপ্য অনুকরণ
করছিলেন এবং পরমাঙ্গ কৃষ্ণ কোথায় থাকতে পারেন
বলে কৃষ্ণবনের কৃষ্ণভাসের প্রশ্ন করছিলেন, তখন সৈবৎ
তাঁরা বনের একটি কোণে তাঁর পদচিহ্ন লক্ষ্য করলেন।
এই সকল পদচিহ্নে কক্ষ, পদ, হস্ত, আকৃষ্ট, সব প্রভৃতি
চিহ্নগুলি পরিভ্রমণভাবে নির্ণয় করেছে যে, সেগুলি সেই
যথাক্রমে, নন্দ-মহারাঙ্গের পুত্রেরই পদচিহ্ন। তাঁর পদচিহ্নের
প্রসঙ্গিত পথে গোপীরা কৃষ্ণের পথ অনুসরণ করতে
লাগলেন, কিন্তু যখন দেখলেন সেই পদচিহ্ন তাঁর
অন্যতর প্রিয়তমার পদচিহ্নের সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত হয়েছে,
তখন তাঁরা আকুল হয়ে এইভাবে কণ্ঠে লাগলেন।
এখানে আমরা কোন গোপীর পদচিহ্ন লেখছি, যে
নিশ্চয়ই নন্দ-মহারাঙ্গের পুত্রের সঙ্গে গমন করেছে। ঠিক
যেমন কোন হস্তী তার সঙ্গী হস্তীর ধ্বংস উপর তার
চাঁদ স্থাপন করে, কৃষ্ণও নিশ্চয়ই তাঁর যাব তাঁর হৃদয়ে
স্থাপন করেছিলেন। এই বিশেষ গোপী নিশ্চয়ই
যথার্থভাবে সর্বজনীন ভগবান গোবিন্দের আরাধনা
করেছিলেন, তাই তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তিনি
প্রসঙ্গি আমাদের পরিভ্রমণ করে তাঁকে নির্জন স্থানে
নিতে দিয়েছেন।”

“হে গোপীগণ। গোবিন্দের পাদপদ্মেরে এতই পবিত্র
যে, একটা শিব ও রাম মৌখীও পাদপদ্মের জন্য সেই
রৌপ্য তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন। সেই বিশেষ গোপীর
পদচিহ্নগুলি আমাদের অতিশয় স্মৃতি করছে। সমস্ত
গোপীদের মধ্যে সে একা নির্জনে অপহৃত হয়ে
শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মুখ পান করছে। সেখ, এখানে আমরা
হাস্য তার পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না! নিশ্চয়ই কৃষ্ণের
প্রাণ সূক্ষ্মতম পদতল স্পর্শিত করছিল, তাই তার প্রিয়তম

তার প্রিয়তমের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে। হে গোপীগণ, কৃষ্ণ
কর, তার প্রিয়তমের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে। হে গোপীগণ,
হয়েছিল আর তাই এই স্থানে কামনীয়। হে গোপীগণ,
পদচিহ্নগুলি ভূমিতে কণ্ঠস্থান পড়ায় হয়েছে। আর
এখানে, পূর্ণচন্দ্রের জন সেই মহাশয় চন্দ্রের পদচিহ্ন
নিশ্চয়ই তাঁর প্রেমসীতে নামিয়ে ছিলেন। সেখ, পূর্ণচন্দ্র
কৃষ্ণ এই স্থান বিভাগে তাঁর প্রিয়তমার জন্য পূর্ণচন্দ্র
করেছেন। এখানে তিনি কেবলমাত্র তাঁর পদচিহ্নে
সম্মুখভাগের চিহ্ন দেখে গেছেন, কামন ফুলের ন্যায়
পাখি জন্ম তিনি তাঁর পায়েত আশ্রয়লব্ধ উপায়
লভিয়েছিলেন। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এইখানে তাঁর প্রেমসীকে
কেশ প্রসাধনের জন্য উপবেশন করেছিলেন। তাঁর চরন
করা পুষ্পে সেই কামী স্বপ্নক নিশ্চয়ই সেই কাঞ্চীকে
চূড়া নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।”

“ভগবান কৃষ্ণ স্ব-কীড়, আত্মরায় ও স্বহাস্যপূর্ণ
হস্তে সবেও সাধারণ কামুক মানুষের দুর্গম ও নন্দীদের
সুখাভ্যাস প্রদর্শনের জন্য সেই গোপীর সঙ্গে বিহার
করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তমণ্ডা গোপীরা বিচরণ
করতে করতে কৃষ্ণের বিবিধ লীলাসমূহের চিহ্ন
দেখছিলেন। অন্য সকল গোপীদের পরিভ্রমণ করে যে
বিশেষ গোপীকে কৃষ্ণ নির্জন বনে নিয়ে গিয়েছিলেন,
তিনি নিজেকে অন্যায় নারীর মধ্যে প্রেরণা বিবেচনা করে
ভাবতে লাগলেন, “অন্যান্য গোপীরা কামবেশে সমাগতা
হলেও আমার প্রিয়তম অন্য গোপীদের পরিভ্রমণ করে
কেবলমাত্র আমাকেই গ্রহণ করেছেন।” কৃষ্ণবন অরণ্যের
এক অংশ দিয়ে প্রপরীকাল যখন গমন করছিলেন, তখন
সেই বিশেষ গোপী নিজের জন্য পদ অনুভব করে
ভগবান কেশবকে কহলেন, “আমি আর হঠাৎ লায় না।
যেখানে তুমি যেতে চাও, আমাকে বন্ধ করে নিয়ে চল।”
এইভাবে তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, “আমার কাঁধে
আরোহণ কর।” কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি
অগ্রহিত হলেন। তাঁর প্রিয়তমা তখনই অনুভব করতে
লাগলেন। তিনি ক্রন্দন করলেন—হে নাথ! হে রমণ!
হে প্রিয়তম। তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে
মহাবাহো! হে সখা, তোমার দীন লসীকে দয়া করে
তোমার গর্ভন দান কর।”

শ্রীল একদশম গোবর্ধী কললেন—“শ্রীকৃষ্ণের গমন

না হৃদয়লব্ধ করতে করতে যদুর তাঁদের প্রিয়-বিবাহ-
যেতিহ-বৃষ্টিতে সঙ্গীতে তাঁকে দেখতে পেলেন। হৃদয়
দিক্কায়ে তাঁকে সম্মান প্রদান করেছিলেন কিন্তু তাঁর
শৌচাভ্যাসের দিক্কায়ে তখন তিনি অবহাননা ভোগ
করেন, তিনি তাঁদের সেই সব কথা কললেন। এই
সমস্ত কথা প্রকাশ করে গোপীরা অত্যন্ত বিস্মিত
হয়েছিলেন। অতঃপর চন্দ্রালোকে যদুর দেখা যাব
ততদূর পর্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণের অবস্থান অনেক পরীক্ষা

পালন করলেন। কিন্তু তাঁরা যখন অত্যাশ্রয় নিরাজিত
হলেন, তখন তাঁরা নিদ্রিত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন
অশ্রাব্যবস্থা এবং তাঁর লীলা অনুকরণে স্বাধীনতা
গোপীগণ উচ্চাশ্রয় করে পূর্ণ-গমন করতে করতে তাঁদের
নিজ নিজ গৃহের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন। গোপীগণ
পুনরায় কামিনী-ভাটে জাগরন করে কৃষ্ণকে ভাবতে
ভাবতে তাঁর জাগরন অত্যাশ্রয় একত্র উৎসবধন করে
তাঁর গান করতে লাগলেন।”

একত্রিংশতি অধ্যায় গোপীগণের বিরহ গীতি

গোপীরা কললেন—“হে মণ্ডিত, তোমার জন্ম
ব্রহ্মদুর্ভিক্ষে অত্যন্ত মহিমাময় করে তুলেছে, আর তাই
তাপ্যদেবী ইন্দ্রিরা এখানে সর্বদা বিভ্রাজ করেন।
কেবলমাত্র তোমারই জন্য, আমরা, তোমার অনুগত
দাসীরা, আমাদের জীবন ধারণ করছি। আমরা তোমাকে
সর্বত্র অবস্থান করছি, দয়া করে আমাদের তুমি নির্জন
নাও। হে পুরতনাত, তোমার দুইদেব সৌন্দর্য পরধকলীন
সম্মোহের সূক্ষ্মতম বিকলিত কলগর্ভের সৌন্দর্যকেও
অতিক্রম করে। হে অতীতকাল, নিজেদের বার ক্রিয়ালো
তোমার কাছে সমর্পণ করেছে সেই দাসীদের তুমি বধ
করছ এটা কি বধ নয়? হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমরা
বারবার আমাদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা
করেছেন—বিবাহে ভুল থেকে, ভয়ভর মরখাদক অঘ
থেকে, প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে, ভগ্নবর্তাসুর থেকে, ইন্দ্রের
ভয়ঙ্কর বজ্র থেকে, কৃষ্ণাসুর থেকে এবং ময় দমনের
পুত্র থেকে। হে সখ্য, তুমি কেবল গোপী বনোদারই
পূত্র নও, পরন্তু সকল প্রাণীর অন্তর্গামী সাক্ষী স্বরূপ।
বিস্তৃত ব্রহ্মা তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড স্বকর্মে অবতীর্ণ হতে
আবশ্য কর্তৃকলেন, তুমি তাই এমন সত্যত বংশে অবতীর্ণ
হয়েছ। হে বৃষ্টিশ্রেষ্ঠ, তোমার গদ্যদৃশ হুঁত হা

সম্মীনেবীর করছ প্রাণ করেছে, যা সংসার ভরে তাঁর
তোমার পাদপদ্মের শরণগতদের অতঃপদ করে থাকে,
হে কাম, সেই আত্মপল্ল-পূর্ণকরী করণ্য আমাদের
মস্তকে স্থাপন কর। হে ব্রহ্মজনের দুঃখ-বিনাশক, হে
নারীজাতির বীরপুরুষ, তোমার হাস্য ভগ্নগণের পদ দান
করে। হে সখ্য, দয়া করে তোমার দাসীকণ্ঠে আমাদের
গ্রহণ করে তোমার স্বপ্নের স্বপ্ন কহল গর্ভন কর।
তোমার পাদপদ্মের শরণগত সকল প্রার্থীর পাপ বিবরণ
করে। সেই পদতল তৃণচর গাভীর অনুগমন করে এবং
তা সম্মীনেবীর নিত্য আবাস। তুমি একবার জলির
নাগের ফণার সেই পদতল স্থাপন করেছিলেন, দয়া করে
সেই পদতল আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করে আমাদের
হৃদয়ের কামি ফেলন কর। হে পদালোচন, তোমার সুখের
কণ্ঠক ও মনোহর পদতলী হা বিশালভয়ের মন আকর্ষণ
করে, তা আমাদের ক্রমণ বিমোহিত করেছে। হে
আমাদের প্রিয় বীর, দয়া করে তোমার দাসীগণকে
তোমার অধারমুখে সর্গলিত কর।”

“হে প্রভু, বই কবির বই সুধিকারী অনুভব
ভগতে এসে, তোমার প্রেমের প্রাণভিনের জীবনকল,
কবির সঙ্গীত, কলকালী, শ্রবণকল, সর্বপ্রাণী, সর্ব-

ব্যাপক তোমার কথাবৃত্ত শব্দে জগৎ জুড়ে প্রচার করেন। তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তোমার হাস্য, তোমার মধুর প্রীতিময় দৃষ্টি, অজস্র কীলসমূহ, তোমার সঙ্গে উপভোগ করা ব্যক্তিগত কথাগুলি—এই সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট চিত্রে সন্নিবেশ করা মঙ্গলজনক আর তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু একই সঙ্গে যে কণ্ট, তা আমাদের মন অত্যন্ত ক্লান্ত করে। হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন গোষ্ঠে ত্যাগ করে ঘোড়ার গমন কর, তখন কালের চেহেড়া মনে হয় তোমার পাদদ্বয় তীক্ষ্ণ শব্দের শিখ ও কঁকড় কঁকড়, অন্ধুরে ক্রিষ্ট হাতে পারে, এই ভাবনার আশ্রয়ে মন বিচলিত থাকে। দিনের শেষে ধূলিসংবিত্ত ঘন-নীল কুন্তলাবৃত্ত তোমার বদন-কমলবাণী পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রদর্শন করে, হে বীর, তুমি আমাদের মনে স্মৃতির বেলা উৎসাহ কর। ব্রহ্মার আরাধিত তোমার পাদপদ্ম সকল প্রণতজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী। গৃহিণীর ভূষণস্বরূপ পরম সুখদায়ক তাঁরা আপৎকালে গ্যানের যথার্থ বিদায়। হে রমণ, হে পুংখ্যাবী, দয়া করে সেই পাবনময় আমাদের গুণে অর্পণ কর। হে বীর, দয়া করে তোমার মাধুর্য সুখস্বর্ষক ও শোকবিমোহক অধরামৃত আমাদের বিতরণ কর। সেই অমৃত মানুষের অন্য আসক্তির বিস্তরণ ঘটায় এবং তোমার পবিত্র নেপথ্যে দ্বারা সুস্টুভাবে তা আত্মদান করা যায়। দিব্যভাষার তুমি যখন ধনে গমন কর, তোমাকে দেখতে না পেলে স্পন্দকালও আমাদের জন্য এক যুগ হয়ে পড়ে। এমন কি যখন তোমার সুন্দর কুজিত কুন্তলায়ুগ মুখমণ্ডল আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করি,



দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়

পুনর্মিলন

শ্রীশ তৎকালে গোপীময়ী বললেন—“হে রাজন, এইভাবে নানা মধুর উপায়ে তাঁদের হৃদয় হতে উৎসাহিত গান ও প্রদান করতে করতে গোপীরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন

মন বিধাতার সৃষ্ট আমাদের চোখের পাখার ভাঙ্গা, আমাদের আনন্দ বিধ্বস্ত হয়।”

“হে অচ্যুত, তুমি ভাল করেই জান—কেন আমরা এখানে এসেছি। তোমার মতো না ছাড়া আর কেউ বা তাঁর বাঁশির উচ্চ-নীচে মোহিত হয়ে মধ্যরাত্রে আপত্তি ঘূণতী নারীদের পরিত্যাগ করবে? কেবল তোমাকে দর্শন করার জন্যই আমাদের গতি, পুত্র, গুরুজন, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সম্পূর্ণরূপে আমরা অগ্রাহ্য করেছি। আমরা যখন তোমার সঙ্গে একত্রে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের কথাগুলি মনে করি, তখন আমাদের মন ঝাঁক ঝাঁক মোহিত হতে থাকে, আমাদের হৃদয়ে কালের উনয় অনুভব করি আর জেমলা হাস্য শূন্য, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি, ও লক্ষ্মীদেবীর বিলম্বকূল তোমার বিশাল বক্ষকে মনে করি। এইভাবে তোমার প্রতি আমাদের অতিশয় স্নেহ জন্মায়। হে ত্রিা, তোমার সর্ব মঙ্গলময় আবির্ভাব রক্তবাসীদের দুঃখনিবাহক। আমাদের মন তোমার সল সাগরে আকর্ষণ করে। দয়া করে আমাদের কিঞ্চিৎ সেই ঔষধ প্রদান কর যা জেনার জ্বরের হৃদয়ের ব্যথার প্রতিকার করে। হে ত্রিা, তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কার জা আমরা আমাদের কঠিন গুণে অত্যাশ্রিত সন্তপণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরণ, তাই অচ্যুতের সময় পাথরগুলি অঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কার আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।”

ওক করলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সহস্রাবলনে গোপীদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। হালা ও গীতকন

অধিষ্ঠিত, সাধারণ মানবের মন-ইষ্টপন্যবী স্বয়ং কামদেবেরও মনোমোহন রূপে তিনি আবির্ভূত হলেন। গোপীগণ যখন বৈশ্বকোষে যে, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁদের কাছ দিয়ে এসেছেন, তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঈর্ষিরে পড়লেন আর তাঁর প্রতি প্রীতিকণ্ঠ তাঁদের নেত্রের উৎফুরিত হয়ে উঠল। কেন তাঁদের জীবনে প্রানবায়ু ফিরে এল। একজন গোপী আনন্দে কৃষ্ণের হাত তাঁর অঙ্গলিবন্ধ হাতে গ্রহণ করলেন এবং আরেকজন কৃষ্ণের চক্ষুচর্চিত বাহু তাঁর উত্তরে ধারণ করলেন। এক তৃতী গোপী অঙ্গলিবন্ধ হাতে প্রদ্বাপকভাবে কৃষ্ণজর্জিত আত্মা গ্রহণ করলেন আর অন্য একজন বিত্তহ সন্তপ্ত গোপী তাঁর পাদপদ্মের তাঁর কুন্তলায়ুগে স্থাপন করলেন। প্রেমময় ক্রোধে বিহ্বল একজন গোপী ওষ্ঠ ধ্বংস করে ত্রুটিযুক্ত কটাচপাত দ্বারা কৃষ্ণকে যেন আড়িত করতে লাগলেন। ঠিক যেমন যোগীগণ তাঁর চরণে মনোনিবেশ করেও কখনও তৃপ্ত হন না, তেমনি অন্য একজন গোপী কৃষ্ণের কল-কল কলকল করলে অবলোকন করে তাঁর মাধুর্য গভীরভাবে আকর্ষণ করেও যেন তৃপ্ত হতে পারলেন না। একজন গোপী বীর নেত্র-রক্তের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করলেন। তারপর চক্ষু মুদ্রিত করে পুঙ্খিত নরীরে তাঁকে অনবরত আলিঙ্গনে তিনি ভগবানের দানরত এক যোগীর মতো হয়ে উঠলেন।”

“তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণকে পুনরায় সন্নিবেশ করে সকল গোপীগণ পরমাশ্রমে মগ্ন হয়ে উঠলেন। সসারতত্ত্ব ব্যক্তিগণ কোনও পরম ভাগবতকে প্রাপ্ত হলে যেমন তাঁদের দুর্ভা নিশ্চুত হয়, ঠিক তেমনি তাঁরা বিরহ-যন্ত্রণা পরিত্যাগ করেছিলেন। সর্বসজ্ঞানমুগ্ধ গোপীগণ দ্বারা পরিকৃত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত গীতিময়রূপে বিগল্য করছিলেন। হে রাজন, ঔষধাসিমরী স্বকপণভি দ্বারা পরিকৃত হয়ে পরমাত্মা যেভাবে শোভা পান, শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে গীপ্যময় হয়ে ছিলেন। সর্বগীতিময় ভগবান অতঃপর গোপীদের তাঁর সঙ্গে কলিঙ্গীর হস্তদল উল্লস দ্বারা ব্যাপ্ত, কোমল স্নানকায়্য তটে নিরে গেলেন। সেই পরিচয় স্থানের প্রস্তুতিত কল ও মল্লার কুলের সৌন্দর্য অধিষ্ঠিত বাতাস সমরদের আকর্ষিত করেছিল আর শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণ প্রচুর্য রাহির অভ্যাকার দূর

করেছিল। কৃষ্ণ সন্নিবেশ মুক্তিমান বৈশ্বকোষ যেমন পূর্ণ মনোহর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি কৃষ্ণ-সন্নিবেশের ফলশ্রমে গোপীগণের হৃদয়ের ব্যাক্ত ও দুর্ভাভূত হল। তাঁদের ভ্রাতের কৃষ্ণ-রঞ্জিত উত্তরীত দ্বারা, তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের জন্য তাঁরা আসন রচনা করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যার জন্য যোগেশ্বরগণও তাঁদের প্রথম মধ্যে আসন রচনা করেন, তিনি গোপীগণের সজ্জাযো তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। গোপীগণ তাঁর অর্চনা করলে, ত্রি-লোকে লক্ষ্মীর একমাত্র আবাসমূল রূপে তাঁর চিহ্নের নরীর বীণাময় শোভায় প্রকাশিত হয়েছিল। গোপীগণ তাঁদের কোলে অনবরত কৃষ্ণের হস্ত ও পাদদ্বয় স্থাপন করে, কটাক্ষ, হাস্যলীলা ও সুবিন্যাসবিগ্রহ মাধ্যমে তাঁকে সন্মানিত করলেন। এমন কি যখন তাঁরা অর্চনা করেছিলেন, কিঞ্চিৎ ক্রোধ অনুভবের মাধ্যমে, তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—“তিন্তু মানুষ কেবল তাঁদেরই ভালবাসে, যারা তাঁদের ভালবাসে, যখন অন্যান্যরা সেই সব জনদেরও ভালবাসে যারা তাঁদের ভালবাসে না বা বিরোধীভাবপন্ন। এরপরেও আরো কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কারও প্রতিই ভালবাসা প্রদর্শন করে না। শ্রি কৃষ্ণ, দয়া করে এই কাপড়টি আমাদের যথোপযোজ্যে বর্ণনা কর।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“উৎকণ্ঠিত সূত্রশ্রবণ দ্বারা নিজেদের লাভের আশায় পরস্পরকে ভালবাসা প্রদর্শন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর। তাদের মধ্যে সত্যিকারের সৌহার্দ্য নেই, ধর্মও নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা যদি নিজেদের লাভের প্রত্যাশা না করত, তবে তারা পারস্পরিক ভালবাসাও বিনিময় করত না। হে সুমহামগণ, কিন্তু মানুষ রক্তোচ্ছল দ্বারা প্রকৃত অর্থেই বরজনিও, যেমন শিষ্টা মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই মেহপ্রবণ। এই ধরনের মানুষেরা যারা প্রতিমানে বার্ষ মানুষদেরও একনিষ্ঠভাবে সেবা করে, তবুই স্বর্গের প্রকৃত নির্ভল পথ অনুসরণ করে, আর তাই সত্যিকারের শুভাকাংক্ষী। এরপর সেই ধরনের মানুষেরাও রয়েছে যারা স্নানাসুধী, আশ্রয়, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। এই ধরনের মানুষেরা তাঁদের ভালবাসা প্রদানকারীকেও ভালবাসে না। স্বভাববিশেষের কথা আর কী বলার আছে। স্বীকৃত যখন আমাদের ভালবাসে, এমন কি তারা যখন আমাদের পূজাও করে, আমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিই না, তার কারণ হে

গোপীগণ, আমি তাদের প্রেমময় চিত্তকে উপভোগ করতে চাই। লক্ষ্য হল নষ্ট হওয়া নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেমন সেই ধর্মের চিত্রাটাই উদ্ভব থাকে, অন্য কোন কিছুই চিত্র কবতে পারে না, তখন তাঁরা তেমনি হয়ে ওঠে। যে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা সোকাচার, বৈদিক নির্দেশ এবং অন্যান্যকর্মের পরিত্যাগ করেছে, তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বর্ধিত হবে বলে আমি তোমাদের দৃষ্টির আগোচর হয়েছিলাম। যে শিষ্যগণ, আমি

তোমাদের দ্বিগুণ সাধনে প্রবৃত্ত, আমার প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ে না। যে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের নির্মল সেবার ক্ষণ আমি প্রকার আনন্দের মধ্যেও পরিশোধ করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিম্নলিখিত, তোমরা মুগ্ধতা, মনোহর বন্ধন ছিন্ন করে আমার আরাধনা করেছে। তাই তোমাদের মহিমামিত কাণ্ডই তোমাদের প্রতিশোধ হোক।"



ত্রয়ত্রিংশতি অধ্যায়

রাসনৃত্য

শ্রীমৎ শঙ্কর গোস্বামী বললেন—“গোপীগণ ভগবানের একমাত্র মনোহর বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর চিত্তের অসমুদ্র স্পর্শ করে তাঁদের মনোভাঙ্গা পূর্ণ হল। অতঃপর যখনই তাঁরা মাতৃগণের মতো রত্নসদৃশ, আনন্দে পল্লববৎ বাহ্যগোপ্যে আচ্ছাদিত, বিখ্যাত গোপীগণের সঙ্গে ভগবান গোবিন্দ রাসনৃত্য আরম্ভ করলেন। গোপীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাসনৃত্য উৎসব শুরু হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে প্রত্যেক দুঃখন গোপীর মাঝখানে প্রবেশ করে তাঁদের কাছে তাঁর হস্ত স্থাপন করলে, প্রত্যেক গোপীই ভাবলেন যে, তিনি একমাত্র তাঁর কাছেই অবস্থান করছেন। সর্বাঙ্গ অতিক্রান্ত স্বেচ্ছাপূর্ণ সেই রাসনৃত্য স্পর্শের আশ্রয় নীচাই তাঁদের লজ্জা পত বিমানে আকাশ পানিবাণ্ড করেছিলেন। তখন আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি স্রবতে দৃষ্ট হলে এবং সঙ্গীত গজবর্ণনগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল মহিমা পান করতে লাগলেন। রাসমণ্ডলে তির্যক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত গোপীগণের নৃপুত্র, কন্যা ও কিশোরী তুলসী লজ্জা হতে লাগল। নৃত্যরত গোপীগণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বর্গলঙ্কারের মধ্যে উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তমান ছিলেন।

গোপীগণ যখন কৃষ্ণের গুণগান করছিলেন, তখন তাঁদের নৃত্যরত পদচয়, কব সঞ্চালন, সুমধুর হাস্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ও বেমালের উজ্জ্বল দ্বারা তাঁদের মুখমণ্ডল স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিল। চকল তুলসী, পদ্মকল, লোমুগায়ন কুণ্ডল, শিকলি কবরী ও কাপড়ী সমাধিত কৃষ্ণ গোপীগণ দেখেচেন বিম্বালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

“কৃষ্ণের উপভোগে আত্মীয় নানা রূপে রঞ্জিত-কর্তী গোপীগণ কৃষ্ণ-স্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে উঠেছেন। নর্তীত ও নৃত্য করেছিলেন আর তাঁদের সেই ধামে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কেন এক গোপী ভগবান যুগ্মের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোরেও উদীত বয়ালগে অমিত্রিত বজ্রজাতি করে গান গেয়েছিলেন। কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে ‘সাদু’ ‘সাদু’ বলে তাঁর গানের প্রশংসা করলেন। তখন অন্য একজন গোপী এই বয়ালগেই ব্রহ্মতালে পবিত্র করে গান করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁরও প্রশংসা করলেন। কোন এক গোপী রাসনৃত্যে পরিচরিত হয়ে পার্শ্বস্থিত গদাধরী কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বাহু দ্বারা আঁকড়ে ধরলেন। নৃত্যের ফলে তাঁর হাতের ফল ও চুলের ফুলগুলি ঝব হয়ে গিয়েছিল। একজন গোপী তাঁর কাঁধের উপরে কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত

শ্রীমৎ শঙ্কর গোস্বামী বললেন—“গোপীগণ ভগবানের একমাত্র মনোহর বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর চিত্তের অসমুদ্র স্পর্শ করে তাঁদের মনোভাঙ্গা পূর্ণ হল। অতঃপর যখনই তাঁরা মাতৃগণের মতো রত্নসদৃশ, আনন্দে পল্লববৎ বাহ্যগোপ্যে আচ্ছাদিত, বিখ্যাত গোপীগণের সঙ্গে ভগবান গোবিন্দ রাসনৃত্য আরম্ভ করলেন। গোপীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাসনৃত্য উৎসব শুরু হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে প্রত্যেক দুঃখন গোপীর মাঝখানে প্রবেশ করে তাঁদের কাছে তাঁর হস্ত স্থাপন করলে, প্রত্যেক গোপীই ভাবলেন যে, তিনি একমাত্র তাঁর কাছেই অবস্থান করছেন। সর্বাঙ্গ অতিক্রান্ত স্বেচ্ছাপূর্ণ সেই রাসনৃত্য স্পর্শের আশ্রয় নীচাই তাঁদের লজ্জা পত বিমানে আকাশ পানিবাণ্ড করেছিলেন। তখন আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি স্রবতে দৃষ্ট হলে এবং সঙ্গীত গজবর্ণনগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল মহিমা পান করতে লাগলেন। রাসমণ্ডলে তির্যক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত গোপীগণের নৃপুত্র, কন্যা ও কিশোরী তুলসী লজ্জা হতে লাগল। নৃত্যরত গোপীগণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বর্গলঙ্কারের মধ্যে উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তমান ছিলেন।

“হে রাজন, জগন্মধ্যে কৃষ্ণ দেখাছেন যে, হাস্যময় গোপীকৃষ্ণ চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে জল স্পর্শপণ করতে করতে তাঁর প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিপাত করেছে। আত্মবাহু ভগবান যখন গজেন্দ্রভূক্ত বিহারে আসেন লজ্জা কলঙ্কিত, লেখ্যগণ তাঁদের বিদ্যন থেকে তখন পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে তাঁর আঁচন করেছিলেন। অতঃপর মদনাবী মাতৃগণ যখন হস্তিনীগণ সহ বনে বিচরণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি জল ও ফুলজাত কুসুমের সৌন্দর্য্য বাহিত লক্ষ্যমুগ্ধ যমুনা তীরবর্তী উপবনে অনুগামী ভ্রমর ও প্রমদগণের বৃত্ত হয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। সংক্রিয়মানসে কামনার আশ্রয় পুরুষ হইলেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট অকলা নারীদের নিয়ে স্বরূপ এইভাবে পরমকারী চন্দ্রকিরণশোভিত রত্নচর্চিত সর্বত্র মধুরসঙ্গিত সব রকমের কাব্যত্যাগ বর্ণনা করেন।”

পরীক্ষিত মহাবাহু বললেন—“হে শ্রীশরণ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর, ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের নিবারণের জন্য বীর অংশুপ্রকাশ সহ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সমাজধর্মের মূল হস্তা, কর্তা ও সংরক্ষক, তিনি তা হলে কিভাবে পরমেশ্বর স্পর্শ করে প্রাকৃতিক আনন্দ করতেন? হে নিষ্ঠানন ব্রাহ্মণী, আনন্দিত যদুপতি কি উপাশ্রয় এই

করে, কৃষ্ণের কৃষ্ণ তাঁর পদে মৃগস্র হাত দিয়ে ক্রীড়ার সঙ্গে তাঁদের মুখমণ্ডল স্পর্শ করে নিলেন। গোপীগণ তাঁদের উজ্জ্বল বর্ণকুণ্ডল ও কুণ্ডলসজ্জিত দৃষ্টিতে দীপ্তমান পদ্মহলের শোভা দ্বারা, সুধাময় হাস্য ও অহংসাকন দ্বারা তাঁদের পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। তাঁর লক্ষ্যস্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে তাঁর মঙ্গলময় শিক নীলার মহিমা তাঁরা কীর্তন করেছিলেন। গোপীদের সঙ্গে হাস্যময় শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হলেন এবং তাঁদের অন্ধর কৃষ্ণদর্শনে মগ্নিত হয়ে তাঁর মালা রঞ্জিত হয়ে উঠল। তখন গোপীদের ভ্রুটি পুত করার জন্য তিনি গজরাজের মতো যেন হস্তিনীদের নিয়ে যমুনা জলে নামলেন এবং পঙ্কজস্র মতো সঙ্গীত সহস্রাঙ্গ মৌনধ্বনি তাঁকে হস্ত অনুসরণ করল। অক্লান্ত গজরাজ যেভাবে জমির সব বাঁধ ভেঙে ফেলতে পারে, তেমনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন সবত্র আনন্দিক সামাজিক নীতিবোধ এইভাবে উল্ল করলেন।”

“হে কৃষ্ণদর্শনগোপী মহাবাহু পরীক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সর্ব আনন্দে অতিক্রান্ত গোপীগণের ইন্দ্রিয়সমূহ বিধ্ব হওয়ার তাঁদের কেদার, তাঁদের পরিধের কল, কাঁচলি, মল্য ও অলঙ্কারি স্তম্ভিত হয়ে পড়লে আর তাদের মতো তাঁরা তা অনুরাগে ধরন করতে পারলেন না। দেবশর্মাগণও তাঁদের বিদ্যন থেকে শ্রীকৃষ্ণের অংশু ক্রীড়া লক্ষন করে মোহিত হয়ে কামপীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি চন্দ্রের পার্শ্ববর্তী সঞ্চালনও নিশ্চিত হয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান আত্মরাম হইও সেখানে বহুসংখ্যক গোপী ছিলেন ততসংখ্যকপক্ষে নিজেকে প্রকাশ করে তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করে ক্রীড়া করেছিলেন।”

“হে রাজন, প্রথম উপভোগে গোপীদের ক্রান্ত লক্ষন

“হে রাজন, জগন্মধ্যে কৃষ্ণ দেখাছেন যে, হাস্যময় গোপীকৃষ্ণ চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে জল স্পর্শপণ করতে করতে তাঁর প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিপাত করেছে। আত্মবাহু ভগবান যখন গজেন্দ্রভূক্ত বিহারে আসেন লজ্জা কলঙ্কিত, লেখ্যগণ তাঁদের বিদ্যন থেকে তখন পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে তাঁর আঁচন করেছিলেন। অতঃপর মদনাবী মাতৃগণ যখন হস্তিনীগণ সহ বনে বিচরণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি জল ও ফুলজাত কুসুমের সৌন্দর্য্য বাহিত লক্ষ্যমুগ্ধ যমুনা তীরবর্তী উপবনে অনুগামী ভ্রমর ও প্রমদগণের বৃত্ত হয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। সংক্রিয়মানসে কামনার আশ্রয় পুরুষ হইলেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট অকলা নারীদের নিয়ে স্বরূপ এইভাবে পরমকারী চন্দ্রকিরণশোভিত রত্নচর্চিত সর্বত্র মধুরসঙ্গিত সব রকমের কাব্যত্যাগ বর্ণনা করেন।”

পরীক্ষিত মহাবাহু বললেন—“হে শ্রীশরণ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর, ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের নিবারণের জন্য বীর অংশুপ্রকাশ সহ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সমাজধর্মের মূল হস্তা, কর্তা ও সংরক্ষক, তিনি তা হলে কিভাবে পরমেশ্বর স্পর্শ করে প্রাকৃতিক আনন্দ করতেন? হে নিষ্ঠানন ব্রাহ্মণী, আনন্দিত যদুপতি কি উপাশ্রয় এই

ধরনের নিষিদ্ধ আচরণ করেন, যদ্বা করে তা কর্তব্য করে
আমাদের জ্ঞানই উন্নত করুন।”

শ্রীল ভক্তদেব গোখারী বললেন—“ঐশ্বরিক শক্তিময়
নিরুপদেব কার্যকলাপের মাধ্যমে আমরা আপাতদৃষ্টিতে
সমাজনীতির দুঃসাহসিক ঐতিহ্য রক্ষা করলেও, তাতে
তাদের স্বর্বাঙ্গ ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁরা আপনাদের মধ্যেই
সর্বদুঃস্থ হলেও নির্দোষ হয়ে থাকেন। যে ঈশ্বর মন,
তার স্বর্গময় মনে মনেও ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করা
উচিত নয়। যদি মৃত্যুভয়ত কোনও সাধারণ মানুষ এই
ধরনের আচরণের অনুকরণ করে, তা হলে সে নিজেকেই
কেন্দ্র ধ্বংস করবে, যেমন রহস্যদেব না হয়েই রহস্যের
মধ্যে সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করার চেঁচান কালে মানুষ
নিজেকেই ধ্বংস করে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিপ্রদত্ত
সেবকদের কথা সকল সময়ই সত্য আর সেই কথার
সঙ্গে সাময়িকপূর্ণ তাঁদের আচরণ অনুকরণযোগ্য।
অতএব তাঁদের নির্দেশ পাশ্চাৎ করা যুক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের
উচিত। যে প্রভু, এই সকল নিরুপদেবীর বিরূপ পুরুষের
বন্ধন এই জগতে পুষ্ট কর্তব্য করেন, তাঁদের কোন স্বার্থ
পূরণের উদ্দেশ্য থাকে না এবং এমন কি স্বর্গ তাঁরা
ধর্মচরণের বিপরীত কোন অঙ্গ আচরণ করেন, তাঁদের
কোন অনর্থ হয় না। তাঁর নিরুপদেবী জীবনমুহুর্তে
প্রভাবিতকারী ধর্মচরণ ও অধর্মচরণের সঙ্গে তা হলে
কিভাবে প্রাণী, মানুষ ও নিম্ন জীবের অধীশ্বরের

কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? পরমেশ্বর ভগবানের
পাদপদ্ম রেণুর সেবা দ্বারা পূর্ণ-ভূত তাঁর ভক্তগণ কখনও
জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। এমন কি যোগপ্রভাও
সকল কর্মবন্ধন হতে মুক্ত যুনিপণও জড়কর্ম বন্ধনে
আবদ্ধ নন। তা হলে যিনি খেদাপূর্বক অপ্রাকৃত শরীর
ধারণ করেছেন স্বয়ং সেই ভগবানের বন্ধনের প্রভা
কিভাবে হতে পারে? যিনি সর্বসাক্ষীরূপে গোপীদল, তাঁদের
পতিপথ এবং প্রকৃতপক্ষে সকল প্রাণীর অন্তরে বাস
করেন, তিনিই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য এই জগতে
দেহ ধারণ করেছেন। তাঁর ভক্তকে কৃপা করবার জন্য
ভগবান যখন কনুয দেহ ধারণ করেন, তখন তিনি একদল
লীলাবিল্যেতে বৃত্ত হন যা সেই লীলাবিল্যেতে ভগবানকে
আকর্ষিত করে তাঁর প্রতি সেবাগ্গায়ণ করে তোলে।
কৃষ্ণের মারাত্মক দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে গোপগণ
ভেবেছিলেন তাঁদের পত্নীরা গৃহে, তাঁদের কাছেই রয়েছে।
তাই তাঁরা তাঁদের প্রতি কেনরূপ অসূয়া প্রকাশ করেনি,
কিন্তু একটি রাত্রি আত্মবাহিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে
গৃহে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও
ভগবৎপ্রিয়গণ তাঁর আদেশ মেনে নিলেন। যিনি
অপ্রাকৃত প্রকাশিত হয়ে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ের ব্রজবৃন্দার
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ঈশ্বরী বর্ণনা প্রকাশ করেন বা
কর্তব্য করেন, সেই বীর পুংস্ব ভগবানের বধেই পরাভূতি
লাভ করে হৃদয়োগ রূপ জড় কনকে শীতলী বুর করেন।”



চতুষ্টিংশতি অধ্যায়

নন্দ মহারাজ উদ্ধার ও শঙ্খচূড় বধ

শ্রীল ভক্তদেব গোখারী বললেন—“একদিন গোপগণ
নিমগ্নভাব জন্মা আত্মবাহিত হয়ে বৃষ-বাহিত শকটে
আরোহণ করে অধিকা বনে যাত্রা করেছিলেন। যে
রাজন, সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁরা সত্বতী নদীতে
স্নান করলেন এবং ভক্তিসম্পন্ন বান উপহারে পতিবান

পতপতিদের ও তাঁর পত্নী সৌম্য অধিকার পূজা করলেন।
গোপগণ রাজগণের গভী, স্বর্গ, বহু ও অধুমিত্রিত আর
উপহার প্রদান করলেন। অতঃপর তাঁরা “মহাদেব
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন” বলে প্রার্থনা করলেন। নন্দ
সমল ও অন্যান্য মহাত্মগণের গোপগণ সেই রাত্রিটি

হঠাৎভাবে তাঁদের ব্রত পাশন করে পরস্বতী তাঁরে
স্ববহন করলেন। তাঁরা মাল যাত্র পান করে উপবাসী
ছিলেন। সেই রাত্রিতে অত্যন্ত কুখ্যাত এক মহাসর্প সেই
দল যনে অকস্মাৎ উপস্থিত হল। উদরে তার দিয়ে
নিখিল গতিতে এগিয়ে এসে সেই সর্প নন্দ-মহারাজকে
গ্রাস করতে শুরু করল। সর্পপ্রভু নন্দ মহারাজ টিকতে
করলেন, “হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে ভাত, এই মহাসর্প
আমাকে গ্রাস করছে। আমি তোমার প্রতি শরণাগত—
আমাকে রক্ষা কর।” নন্দের আত্মনাম শ্রবণ করে
গোপগণ তৎক্ষণাৎ গাভ্রোধান করে নন্দ মহারাজকে
সর্পপ্রভু সর্পন করে উদ্ধার করে ছলন্ত মল্লার দ্বারা সর্পকে
গ্রহণ করলেন। কলন্ত কাঠখণ্ড দ্বারা বধ হতেও সর্প
নন্দ মহারাজকে পরিত্যাগ করল না। তখন
ভক্তগণপাশকে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ ঘটনাবলে আগমন
করে সর্পটিকে তাঁর পাদ দ্বারা স্পর্শ করলেন। সেই সর্প
শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে, তৎক্ষণাৎ তার জীবনের সমস্ত
পাপ থেকে মুক্ত হল। এইভাবে সেই সর্পটি তার দেহ
ত্যাগ করে, সুন্দর সিংহাসন সেবতার দেহ প্রাপ্ত হল।
অতঃপর পরমেশ্বর ভগবান স্ববীতেশ্ব তাঁর সমুদ্রে
প্রভুত্বপূর্ণ সত্যময় সেই সুবর্ণমালা অলঙ্কৃত সমুদ্রল
মেধারী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রিয় মহাপ্রাণ, পরম
সৌন্দর্যে শোভমান, অস্পর্শ-দর্শন আপনি কে? আর কে
আপনাকে এই ভয়ঙ্কর সর্পসিংহ দ্বারাণে বধ করল?”

সর্প বললেন—“আমি সুবর্ণন নামে সুপরিচিত
একজন বিদ্যাধর। কৃষ্ণ-ঐশ্বর্য বিধিত আমি, আমার
বিমানযোগে চতুর্দিকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতাম।
একবার আমি অসিরা মুনিগণ গোত্র জাত করেকজন
বিকৃতরূপ স্ববিশেষ দর্শন করে নিজ-স্বপ-গর্বে বন্দ
উপস্থান করেছিলেন আর আমার সেই লাগের জন্য তাঁরা
আমাকে এই মৌচ দেহ ধারণ করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে
সেই পরম কল্যাণের অধিগণ আমার মঙ্গলের জন্যই
আমাকে অভিপাল প্রদান করেছিলেন, কারণ এখন আমি
সমস্ত জগতের পরম গুরুদেবের পাদস্পর্শে সকল পাপ
হতে মুক্ত হয়েছি। যে প্রভু, আপনি আপনার
শরণাগতজনের ভবতীতির ভয়নাশন। আপনার
পাদস্পর্শে দ্বারা আমি এখন অধিগণের অভিপালমুখ।
হে সুভক্ত, আমাকে আমার এহে ধিরে যেতে অনুমতি

দেও। হে মহাযোগি, হে মহাপুংস্ব, হে নন্দ-পুংস্ব,
আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। হে সর্বলোকেশ্বরের
পরমেশ্বর ভগবান, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। হে
ভক্ত, আমি আপনাকে দর্শন করা মহাই গ্রাম্যগণের
মত হতে মুক্ত হয়েছি। যিনি আপনার মন কীর্তন
করেন, তিনি নিজেকে ও সেই সঙ্গে সেই কীর্তন
স্ববর্ণভাষীতেও পবিত্র করেন। তা হলে আপনার
পাদপদ্মের স্পর্শ আরো কত মঙ্গলময়? এইভাবে
শ্রীকৃষ্ণ অনুমতি প্রদান করে সেই সেবক সুবর্ণন তাঁকে
প্রদক্ষিণ করলেন, অকলন্ত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন
আর তারপর তাঁর বর্ণের আলয়ে ফিরে গেলেন। নন্দ
মহারাজ ও তাঁর বৈপদ থেকে উদ্ধার পেলেন।
ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের আত্ম বৈভব দর্শন করে দিগ্বিত
হলেন। হে রাজন, তাঁরা তখন তাঁদের শিব আরোহণ
সম্পূর্ণ করে সামরে কৃষ্ণ বৈভব দর্শন করতে করতে
গলে ফিরে গেলেন।”

কোন একদিন অজুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকল্যান
ব্রজবাসীরা সঙ্গে রাত্রিকালে বনে বিহার করছিলেন। কৃষ্ণ
ও কল্যান ফুলের মালা ও নিমল বসন পরিধান
করেছিলেন এবং তাঁদের আর সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ও
চন্দন ছাড়া লিপ্ত ছিল। গোপীগণ তাঁদের প্রতি
প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মধুরভাবে তাঁদের মহিমা পান
করছিলেন। সেই দুই প্রভু, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের উল্লসের
দ্বারা প্রারম্ভিত বসন্তীয়, পঞ্চপঞ্চমর বায়ু ও মল্লিকা
ফুলের সঙ্গে প্রমত্ত অলিকুলের সমান করলেন। কৃষ্ণ
ও কল্যান সকল ধীরের মন ও প্রবলের সুখানন্দ মুগ্ধপং
সমস্ত স্বয়ং সুখা সৃষ্টি করে দান করলেন। গোপীগণ
সেই পান শ্রবণ করে অভিভূত হয়েছিলেন। হে রাজন,
তাঁরা লক্ষ্যও করেননি যে, তাঁদের সুন্দর বসনসমূহ
স্বলিত ও তাঁদের বেশ ও মালাসমূহ অলিন্দ হয়েছিল।
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকল্যান বধন এইভাবে তাঁদের খাপন মধুর
ইচ্ছার বেলা করছিলেন এক প্রমত্ত হয়ে গান করছিলেন,
তখন শঙ্খচূড় নামক কুবেরের এক ভৃত্য সেখানে উপস্থিত
হয়েছিল। হে রাজন, এমন কি প্রভুদ্বয় তাকে লক্ষ্য করা
সত্ত্বেও লক্ষ্যে ধৃষ্টতার সঙ্গে নারীসদৃশকে উত্তর দিকে
পরিচালিত করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও কল্যানের আশ্রিত
সেই অজস্র তখন উচ্চস্বরে তাঁদের উদ্দেশ্যে গান

করছিলেন। তাঁদের হস্তগতের 'হে কৃষ্ণ' 'হে রাম' ক্রন্দন শ্রবণ করে এবং চোর যেভাবে মাড়ীয়ে অপহরণ করে, তাদের সেই অবস্থা দেখে, কৃষ্ণ ও বলরাম সেই মনোভাৱে পলায়ন করেন। উত্তর দশন করে ভগবান বললেন, 'ভয় পেয়ো না।' এরপর তাঁরা শাল বৃক্ষের ওড়ি তুলে নিয়ে ক্ষুণ্ণ পল্লবপত্রের গুহ্যকাণ্ডের পশ্চাতে মহাবোধে ধাক্কা দিলেন। পশ্চাদ্ভ্রমণ দেখে, তাঁরা দুজন তার দিকে কালমুখ মূর্তার মতো আসলেন, তখন সে উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠল। বিভ্রান্ত হয়ে সে মহিলাদের পরিত্যাগ করে তার প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করল। দলবটি যেখানে যেখানে ধাবমান হচ্ছিল, শ্রীগোবিন্দ তার

বিরোধভাৱে গ্রহণ করে উদ্দেশ্যে সেখানেই তার পশ্চাদ্ভ্রমণ করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মনোভাৱে রক্ষার জন্য সেখানেই অবস্থান করলেন। হে রাজন, কিছু ভগবান অনেক দূর থেকেই শব্দভুক্ত করে দেখলেন, যেন মনে হল কাছ থেকেই বসেছেন আর তখন তাঁর মূর্তির আঘাতে ভগবান সেই অসং দলবের হস্তক তার শিরোদেশে সহ ছেলন করলেন। গোপীপুত্র দর্শন করলেন যে, এইভাবে দলব শব্দভুক্ত করে করে ও তার পীড়িত্যে মগ্ন গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁর অগ্রভুক্ত তা প্রদান করলেন।"

পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহগীতি

শ্রীল শুকদেব গোষ্ঠ্যামী বললেন—“কৃষ্ণ যখন বনে গমন করতেন, তখন কৃষ্ণনগরভিত্তি গোপীপুত্র তাঁর লীলা গান করে ধূমধ্বজের সঙ্গে তাঁদের দল অতিবাহিত করতেন।” গোপীপুত্র বললেন—“সুদৃশ যখন তাঁর কায় কপোল বায় বাহুতুলে ক্রান্ত করে ওঠে বংশী স্থাপন ও কোমল অঙ্গুলি দ্বারা হিঙ্গসকল ধারণ করে, ত্রয়ুগল বজ্রালিত করে তা ধ্বনিত করেন, তখন নিজ নিজ পতিদের সঙ্গে পঙ্গবিরহিণী সিদ্ধ বসিতাশ্রয় ও বিশিষ্ট হয়ে বসে। তঁরা তা শ্রবণ করে কায়পরকণ্ঠিত হয়ে নিজেদের কাটিবস্ত্র স্থলিত হলো ও তা অবগত না হওয়াতে লজ্জিত হলেন। হে অবলাপুত্র, আরও আশ্রয়ের বিষয় প্রকাশ কর। এই নন্দনগণ হিনি স্বাভাবিকের আনন্দদায়ক, তাঁর বক্ষস্থলে হির-বিদ্যুৎকে বহন করেন আর তাঁর হাস্য রহস্য তুল্য। হিনি যখন ধেনু কলন করেন ব্রজের বৃষ, হরিণ ও ধেনুগণের বিভিন্ন দল বহু দূর হতে সেই বংশী ধ্বনি শ্রবণে মোহিত হয়ে, কর্ণ উত্তোলিত করে, তাদের মুখের ঋণ চর্চণ বন্ধ করে যেন নির্ভীত ক্রিয়া চিত্রবৎ অবস্থান

করতে থাকে। হে মণি, কখনও যুকুন মনুরপুত্র, গৈরিকাদি খাতৃ ও পদ্মব ছান্ন শোভিত হয়ে মল্লমণ্ডে অনুকরণ করে বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকের সঙ্গে যেনুবাদন করে ধেনুগণকে আহ্বান করেন, তখন নদীতুলিও অতিচূড় হয়ে পঙ্গবাহিত তাঁর চরণকল জেলু লাভের আকম্পের সাগরে নিবৃত্তগতি হয়ে অবস্থান করে। কিন্তু আমাদের মতো ভাব্যও অল্পপুণ্য আর তাই কলিতকরে অপেক্ষা করে। নিরন্তর তাঁর বীর্ষবতার মাংমা কীর্তনকারী সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ বনে ভ্রমণ করেন। আর এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আবির্ভূত হয়ে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যসমূহ প্রকাশ করেন। ধেনুগণ যখন গিরিতটে বিচরণ করে, তাঁর বংশী-ধ্বনির মাধ্যমে তিনি তাদের আহ্বান করেন, তখন পুণ্ডরীকপূর্ণ ভারদত্ত শাখা যুক্ত বনগতা ও তরুসকল নিজেদের মধ্যে যেন প্রকাশমান প্রীতিবৃত্তকে ব্যক্ত করে প্রেমপুলকিত গানে মধুমাস বর্ষণ করে। সুদর্শন পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কৃষ্ণ যখন কন্যাসাহিত্য দ্বিগুণ তুলসীর মধুমত

ভ্রমরমুহুরে অনুকূল উচ্চরীত মানসে গ্রহণ করে বীণ্য প্রদরে বংশী সযুক্ত করে তা বাদন করেন, তখন ঐ সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে হতচিহ্ন হয়ে সরোবরবহিত সারল, হংস প্রভৃতি বিহঙ্গমল সেখানে আগমন করে একান্তচিহ্ন, নির্দীপিত নয়ন ও মৌনভাব অবলম্বন করে তাঁর নিকটে উপবেশন করে।”

“হে কৃষ্ণদেবীপুত্র, কৃষ্ণ যখন ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর চূড়ায় একটি ফুলমালা পরিধান করে বলদেবের সঙ্গে পর্বতের তটভাগে লীলালীলাস করেন, তখন তাঁর বংশীর সকল নাম ধ্বনিত করতে করতে সমগ্র জগৎকে তিনি আনন্দময় করে তোলে। সেই সময় নিকটস্থ মেঘরাশি মহান-ব্যক্তিত্বকে অতিক্রমণ শস্যায় ততি মৃদুভাবে গর্জন বস্ত্র সজত করতে থাকে, মেঘরাশি তাদের প্রিয় সুহৃদ কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করতে থাকে আর ছত্রের মতো ছায়া দান করে। হে পুণ্যমতী মা যশোদা, বিভিন্ন গোপক্রীড়ায় নিপুণ তেমনর তনয় যেনুবাদের অনেক নতুন স্বরলাপের উদ্ভাসন করে। সে যখন জবাবিধে বংশী সংযোগ করে নৈটিয়ামর সুস্বাদের ঐক্যজন প্রকাশ করে, তখন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ দেবদেবগণও সেই ধ্বনি শ্রবণ করে বিহ্বল হয়ে পড়েন। যদিও তাঁরা বিভ্রান্ত কিছু তাঁরা সেই স্বরলাপের তথ্য নির্ণয় করতে পারেন না আর তাই তাঁরা তাঁদের হস্তক ও হৃদয় অকমত করেন। কৃষ্ণ যখন বস্ত্র, অঙ্কুর ও পদ্মচিহ্নযুক্ত নিজ পাদপদ্ম দ্বারা মাড়ীদের শ্রুতক্রমণ জনিত ব্রজভূমির বেদনার উপশম করে, যেনুবাদন সহকারে গজেন্দ্র মহুরভাবে গমন করেন, তখন তাঁর স-লীলাস দৃষ্টিপাতে আত্মা সর্বীয় কাম দ্বারা ভাঙিত হওয়ার কৃষ্ণের মতো ক্ষুদ্র মণা প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানভেদে পারি না যে, আমাদের কেশ ও বসন স্থলিত হয়েছে। কৃষ্ণ এখন ভোগ্য ও পীড়িয়ে প্রবিত্ত মণিমালার তাঁর মাড়ীদের পূজনা করছেন। তিনি তাঁর অতিশয় প্রিয় গজমুক্ত তুলসী মল্লবীর মালা পরিধান করে তাঁর কোন প্রিয় গোপবালকের সঙ্গে

তুলসীর অর্পণ করে বেগদান করলে তা কৃষ্ণদেব হৃদয়-পট্টীদের আকর্ষণ করে, আর তারা গোপীপুত্র মতোই পূর্নভাবা পরিত্যাগ করে গুণমগ্নার শ্রীকৃষ্ণ সন্নীপে উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে।”

“হে শুকদেব, যশোদা, তেমনর প্রিয় কন্য, নন্দনগণ কৃষ্ণ-কুসুম-মাংসে তাঁর আনন্দময় শোভাবর্ণন করে গোপ ও গোপনসমূহ মনে প্রনয়ীগণের হৃদয় উৎসাদন করতে করতে বমুন তটে বিহার করছে। সুদৃশ্য বায়ু চপন সৌন্দর্য দ্বারা তাঁকে সন্ধান জ্ঞাপন করছে আর বিভিন্ন উপসেবতাগণ চতুর্দিকে নৃত্যায়মান হয়ে তাদের গীত বাদ্য ও শ্রদ্ধার্থে তাঁর ভূতি নিবেদন করছে। ব্রজের গোসমুহুরে প্রতি পরম প্রীতিবন্ধু কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন। যিনিব শেষে তাঁর গোসমুহুরে একত্রিত করে তিনি যেনুবাদন করেন আর যখন পথের ধারে নৃত্যায়মান উন্নত দেবদল তাঁর পাদপদ্মের আরাধনা করেন, তাঁর সহচর গোপবালকগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করে থাকেন। গোপুর ভূপিত মূলিকপার তাঁর মালা হৃদয়িত হস্ত আর তাঁর পরিদ্রাব্যজনিত বর্ধিত সৌন্দর্য সকলের কাছই হয় নয়নের উৎসব স্বরূপ। মা যশোদার জ্ঞান হতে উদ্ভিত কৃষ্ণদেব তাঁর সুকল্যানে বসনা পূরণে বিশেষ আগ্রহী। সুহৃদগণের সন্ধান প্রদত্তা ইন্দ্র ও অন বিদূর্ণিত নয়ন বীর, তিনি ফুলমালা পরিহিত এবং তাঁর সুবর্ণ কুণ্ডল পোড়ার সুকোমল গণ্ডেশে বিভূষিত করে বলর-কল-তুল্য পাদুবর্ণ মুহুরতলে, রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্রের মতো প্রসন্ন বদনে ও গজেন্দ্র পতিতে দিনের তাপ হতে ব্রজের গাভীদের উদ্ধার করে তিনি, কৃষ্ণ সাংকালে প্রত্যাবর্তন করেন।”

শ্রীল শুকদেব গোষ্ঠ্যামী বললেন—“হে রাজন, এইভাবে যুগাবনের রমণীশ দিবসকালে অবিরাট কৃষ্ণ-লীলা গান করে আনন্দ লাভ করতেন আর তাঁদের চেতনা ও মন তাঁর প্রতি মগ্ন হয়ে মহোৎসবে পূর্ণ থাকত।”



অরিষ্টাসুর বধ

শ্রীশ শুকদেব গোহাত্মী বললেন—“সেই সময় অরিষ্টাসুর গোটে অগমন করতেন। বিশাল কৃষ্ণ বিশিষ্ট কৃষ্ণকণ্ঠ ধারণ করে তার খুর নিয়ে সে ভূমিতাণ কলিত ও বিদীর্ণ করতেন। অরিষ্টাসুর তারতর কৃষ্ণ-গর্ভন করিতে করতে ভূমিতলকে বিদীর্ণ করতেন। উর্ধ্ব পৃষ্ঠ ও তার বিশ্ফারিত চক্রে, সে তার শূন্যপ্রভার দ্বারা তটদেশ উৎকীর্ণ করতেন আর মধ্যে মধ্যে গুহা পথ বিট্টা ও ঘুর পরিভ্রমণ করতেন। যে রাজন, তীক্ষ্ণ-শূল অরিষ্টাসুরের কৃষ্ণকে পর্বতভ্রমে সেখানে মেরুশি কিলান করতেন, আর সেই অসুরকে দেখে গোধ ও গোদীপণ আতঙ্কিত হইলেন। কতকিট, তার তীক্ষ্ণ প্রতিদানিত গর্ভন এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, গর্ভবতী ভেদ ও নরীদামের গর্ভভারে ভ্রম নষ্ট হইতেন। যে রাজন, পৃথলিত পশুপদ ভীত হয়ে গোট পরিভ্রমণ করতেন আর সক্ষম অধিবাসীসম ‘হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ’ বলে চিৎকার করে শ্রীগোবিন্দের শরণাগত হইতেন।”

“পরমেশ্বর ভগবান গোমুখকে ডায়িহল দর্শন করে ‘তোমরা তত পেরো না’ এই বলে তাদের আতঙ্ক করে নৃদাসুরকে আহ্বান করলেন। ওরে মূঢ়! অসত্য! গোধ ও তাম্রের পতনের ভীত করে তুই কি করছিস বলে ভেবেছিল, যেখানে তের মতো অসংখ্য পুরাণদেবের শক্তি দেওয়ার জন্য আমি উপস্থিত রয়েছি। এই কথা বলে ভগবান অচ্যুত করতল দ্বারা তাঁর দল অসংখ্যক করে উচ্চ বল দ্বারা অরিষ্টাসুরকে আরো ক্রুদ্ধ করে তুললেন। অতঃপর ভগবান জীহরি এক সবার স্বর্গে তাঁর সর্পসেহরণ শীর্ষ ভূমি প্রসারিত করে অসুরটির নিকে খুব করে পতায়মান হলেন। এইভাবে কলিত হয়ে অরিষ্টাসুর একটি খুর নিয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে, উল্লত পৃষ্ঠ নিয়ে মেঘশিখকে ঘূর্ণিত করে ক্রুদ্ধভাবে কক্ষের দিকে ধাবিত হল। অরিষ্টাসুর শূল মুটির অঘাতের সম্মুখে কিলক করে, তার প্রতর্কণ দুই চোখ নিয়ে বক্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভীতি-প্রদর্শনকারী মুষ্টিপাত করে ইহা নিশ্চিহ্ন

বক্রের মতো পূর্ণগতিতে কক্ষের দিকে বৌড়ে এল। পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরের শূলমুটি ধারণ করে তাকে অস্টমণ পদক্ষেপ পশ্চাতে নিবেশন করলেন। ঠিক যেমন একটি হাতী প্রতিপক্ষ হাতীর সঙ্গে লাড়াইয়ের সময় করে থাকে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়ে কুবজাসুর উখিত হয়ে নিম্নাঙ্গে নিতে নিতে ধর্মপ্ত কলবরে পুনরায় তাঁকে ত্রোমে আত্মশূল্য হয়ে আক্রমণ করল। অরিষ্টাসুর আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ তার শূলদ্বারা ধারণ করে তাকে কৃষ্ণাভিত করে পদাঘাত করলেন। সিক্ত বহু ভূমিতে নিবেশন করার মতো ভগবান তাকে প্রহার করলেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি দানবের একটি শূল উৎপাটন করে, বক্রপদ না সে ভূমিতে শাণিত হয়, তা নিয়ে তাকে আঘাত করছিলেন। রক্তবমন ও প্রচুর মলমূত্র ত্যাগ করে, বিকিণ্ড নেড়ে লাগতি ইতস্তত বিবেশন করতে করতে অরিষ্টাসুর অত্যন্ত কষ্টকরভাবে মৃত্যুলোকে মগ্ন করল। দেবভগ্ন ভগবান কৃষ্ণের উপর পূজ্যবর্ণণ করে তাঁর ভব করলেন। এইভাবে কুবজাসুর অরিষ্টাসুরকে বধ করে গোদীপণের নয়নের উৎসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোটে প্রবেশ করলেন।”

“অনুভবকর্তা কৃষ্ণ দ্বারা অরিষ্টাসুর নিহত হলে নারদ মুনি রাজা কংসকে তা বলার জন্য গম্ব করলেন। মিত্যদর্শন সেই ভগবান নারদ রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—“যতদূরকে যশোদার সন্তান ছিল একটি কন্যা আর কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। রামও রোহিণীর পুত্র। কংসের ভীত হয়ে তাঁর মিল মল অধ্যাক্ষের কাছে কৃষ্ণ ও বলরামকে সর্পণ করেছিলেন আর এই দুই বলকই তোমার লোকদের বধ করেছে। এই কথা শ্রবণ করে ভোজপতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কংসকে হত্যার জন্য একটি শাণিত তরবারি হাতে তুলে নিল। কিন্তু কংসের দুই পুত্রই তার সূত্রর কলস, একথা তাকে শ্রবণ করিয়ে নব

৩৭৩ নিশ্চিত করলেন। অতঃপর কংস কংসকে হত্যা করে পুত্রকে হত্যা করে।”

“নারদ প্রবল করলে, রাজা কংস বেশীতে আহ্বান করে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল, ‘যাও, কংস! তার কৃষ্ণকে হত্যা কর।’ ভোজপতি অতঃপর মুষ্টি, চাপু, শূল ও তোল প্রবল তার মর্দীপণ ও তার হত্যাগমনকর আহ্বান করল। রাজা কংসের উদ্দেশ্য কলিত—প্রিয় বীর চাপু ও মুষ্টি, আমার কথা শোনো। আমকুমুটির (কংসের) পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ মঞ্চের প্রবেশ বাস করছে। তদ্বিষয়ী হয়েছি যে, এই দুটি দালক আমার মৃত্যুর কারণ হবে। তাদের ইচ্ছা একমুখে নিয়ে আসা হবে, তখনই মর্যাদীভার হলে তোমরা তাদের হত্যা করবে। চতুরিকে বিন্ধি লক্ষ মঞ্চ বিশিষ্ট একটি মর্যাদে নির্দেশ কর এবং সবল পুরবাসী ও কলমবাসীকে এই দূত প্রতিবেশিতা দর্শন করার জন্য নিয়ে এস। তুমি, হত্যাগমনক, যে ভাবে, কুবজাদীর্ঘ হত্যাতে অসংখ্যের প্রবেশ পথে রাখবে আর তার দ্বারা আমার দুই শত্রুকে হত্যা করবে। যথার্থ বৈদিক নির্দেশ অনুসারে চতুর্দশী তিথিতে কৃষ্ণ ও কংস হত্যা করা হোক। মহানুভব শিবের উদ্দেশ্যে উপবৃত্ত পণ্ড বিন্ধন করা হোক।”

“তার মর্দীপণ একমুখে নির্দেশ প্রদান করে কংস অতঃপর কংসকে আহ্বান করল। কতিপয় মুষ্টি অর্জনে পারদর্শী কংস অজ্ঞের হাত নিঃসৃত করে তাকে কলতে লাগল—প্রিয় অজ্ঞ, দমনপতি, মিত্যকলত আমার জন্য সাবরে কিছু কর। ভোজ ও কৃষ্ণের মধ্যে তোমার মতো আত্মতার প্রতি দয়ালু আর কেউ নেই। সৌম্য অজ্ঞ, তুমি সর্বদা শাস্তভাবে তর্কব্যপন কর, আর তাই আমি তোমার উপর নির্ভর করছি, ঠিক যেভাবে শক্তিশালী ইহা তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। যেখানে আমকুমুটির দুই পুত্র বাস করছে সেই বলের প্রায়ে তুমি গমন কর আর বিলম্ব না করে এই রণে করে তাদের নিয়ে এসো। বিকুর আশ্রিত দেবভগ্ন এই দুই

বালককে আমার কৃপারূপে প্রেরণ করেছে। তাদের এখানে নিয়ে এস আর লক্ষ ও অন্যান্য গোপগণও অর্জাবসহ এখানে আসুক। কৃষ্ণ ও বলরামকে এখানে আনবার পরে আমি স্বয়ং বসন্তো আমার হত্যা দ্বারা তাদের হত্যা করব আর দৈবত যদি তারা তা থেকে নিষ্কৃতি পায়, তখন আমি বক্রপদ আমার মর্যাদাক্রমের দ্বারা তাদের বধ করব। এই দুজন মিহত হলে আমি কংসকে একা কৃষ্ণ, ভোজ ও কংসই বক্রপদ তাদের সকল লোকসমুদয় দ্বারা বধ করব। অতঃপর রাজ্যসোপী বৃদ্ধ পিতা উগ্রদেব, তার দ্বারা দেবক ও আমার অন্যান্য সন্তান পত্রমেরও আমি হত্যা করব। যে মিত্র, অতঃপর এই পৃথিবী কটকটলা হবে। আমার গুরুজন অরাসহ ও প্রিয় সবা বিন্ধির মতোই লক্ষ্য, মঞ্চ ও কাণ আমার দূত হত্যাকারী। দেবভগ্নের পক্ষ গ্রহণকারী রাজাদের হত্যা করতে আমি এসেই বাবহার করব আর তারপর আমি পৃথিবী লাসন করব। একমুখে আমি আমার উদ্দেশ্য ফলস্বরূপ করেছে, সত্তর বাও, পুত্রের ও বসুপুত্রীর ঐশ্বর্য দর্শন করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে এস।”

শ্রীঅজ্ঞ বললেন—“হে রাজন, আপনার দূর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হবার কৃপা পূর্ণা অপনি রচনা করেছেন। তবুও, শক্তি ও অসিদ্ধি বিচার সমান জ্ঞান করা উচিত, কারণ নিশ্চিতভাবে সেই মানুষের কার্যের বলা প্রদান করে থাকে। মানুষের আত্মলক্ষণসমূহ সেই প্রতিহত করা সত্ত্বও সধারণ মানুষ তার আত্মলক্ষণ অনুযায়ী কর্ম করতে লুপ্তভিগ্ন থাকে। তাই সে হর্ষ ও শোক উভয়েরই সঙ্গীতীন হয়। যদিও এটাই বাক্যব সত্য, তবু আমি আপনার নির্দেশ মানন করব।”

শ্রীশ শুকদেব গোহাত্মী বললেন—“এই ভাবে অজ্ঞকে নির্দেশ প্রদান করে রাজা কংস তার মর্দীপণের নিদার নিয়ে পুছে প্রবেশ করলে অজ্ঞেরও পুছে ফিরে গেলেন।”

সপ্তদ্বিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর বধ

ঈশ তখনে গোকাশী বললেন—“কংস কর্তৃক প্রেরিত কেশী নামক বৃহদাকার অশ্বক্ষেপে একে উপস্থিত হল। মনের পতিতে ধাবিত হয়ে সে তার পুত্র নিয়ে পৃথিবীতে বিচীর্ণ করছিল। আকাশব্যাপী দেহভাঙ্গার বিনয় ও মেঘরাশিকে তার কোমর দ্বারা গিঁড়িত করে তার উক্ত হ্রোদকনি দ্বারা উপস্থিত নবহিতে সে আতঙ্কিত করছিল।”

“পরমেশ্বর ভগবান যখন দেখলেন যে, কিছুমাত্র ভয়বাহ হ্রোদাধিনি ও তার পুত্র দ্বারা মেঘরাশিকে সম্বলিত করে দমন তার নিজ গোকুলকে ভীত করে তুলেছে, তখন তিনি তার সপুত্রীন হওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ করার জন্য কেশী ক্রোধে অসুস্থ হয়ে পড়ল, তাই ফলান যখন তার সম্মুখে বতাহমান হয়ে তাকে এগিয়ে আসতে জন্য আহ্বান করলেন, তখন অশ্বটি নিঃস্বের মধ্যে পর্বত করে সাড়া দিল। ‘তখন সপুত্রে ভাবনাকে ইচ্ছাময় কর্ম করে আকাশকে গলমাক্ষরদের সঙ্গে সন্ধ্যাবন করে অস্ত্রের ক্রন্দনে কেশী তাঁর নিকে ধাবিত হল। প্রত্য পতিতে পুত্রিক্রম্য এবং কারও কাছে পলায়নের আশঙ্কা অসুস্থ তার সামনের পা দুটি দিয়ে কমলময় ভগবানকে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেশীর আঘাত এড়িয়ে গিয়ে, ক্রুদ্ধভাবে তার হাত নিয়ে দমনের পা দুখানি ধরে চতুর্দিকে শূন্যে ফুঁলি করে পাত ধনুক হুবহু হেলায় নিক্ষেপ করলেন, ঠিক যেমন গরুড় কোনও সাপকে নিক্ষেপ করে। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ সেখানে পতিয়ে পাকালেন। তেঁদের ফিরে গেলে ক্রুদ্ধভাবে উৎখত হয়ে কৃষ্ণ কামল করে সে পুন্সর শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য ধাবিত হল। কিন্তু ভগবান হালতে হালতে তাঁর বাম হা অস্ত্রের মুখা ভিতর ঢলে করালেন কেন অতি সহজেই একটি দর্শ পর্বতকে প্রলেপ করল। পরমেশ্বর ভগবানের কং সম্পন্ন কন্যা মাত্র কেশীই পরমেশ্বর ভগবান পতিত হল যেন সেই বাহুটি দমনের কাছে ভয় পৌঁছের ন্যায় মনে হচ্ছিল। কেশীর তেঁতে

মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের বাহু তখন উপেক্ষিত উদরভীতি যোগের দ্বারা বিকটভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান বাহু সম্পূর্ণরূপে কেশীর স্বাস্থ্যে করলে, সে ইতস্তত পদনিক্ষেপ করে, ঘর্মিত কপোত, বিকলিত নরনে, পৃথিবী তরণ করতে করতে প্রপন্ন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। মহাবীর কৃষ্ণ তখন কেশীর দেহমধ্য হতে দীর্ঘ ককটিকা কলের ন্যায় তার হা অকর্ষণ করে নিলেন। অন্যভাবে তাঁর পদেও বধ করা সম্ভব গর্বশূন্য হয়ে ভগবান উপর থেকে হেনতানের পুন্স-কৃষ্ণরূপে পূজ্য গ্রহণ করেছিলেন।”

“হে রাজন, অতঃপর ভগবতুর্ভাষে দেবর্ষি নারদ মুনি খ্রিষ্টোত্তর শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন করে একান্তে তাঁকে বলতে লাগলেন। হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, অজ্ঞেয় স্বরূপ, গোপন, জগদ্রাঘ। হে কসুম, সর্বভীষার, ক্ষমপ্রভু। হে প্রভু, আপনি কাটমধ্যে শুভ বহির মতো কন্যর অভ্যন্তরে অসুখভাবে আসীন সর্বভীষের পরমাত্ম। আপনি সর্বসাক্ষী, মহাপুরুষ ও পরম নিয়ন্ত্রক স্বরূপ। আপনি সর্ব আত্মার আশ্রয় এবং পরম নিয়ন্ত্রক। কেবলমাত্র আপনাই ইচ্ছার দ্বারা আপনি আপনার আত্মা পূর্ণ করেন। আপনার মায়াক্রি দ্বারা আপনি আপনি জ্ঞাত প্রকৃতির তপসমুহ প্রকাশ করেছেন এবং ভাসের মাধ্যমেই আপনি এই প্রকৃতির সৃষ্টি, পালন ও পরে বিলয় সাধন করে থাকেন। অসংখ্যকাল, দৈত্য, প্রমথ ও ব্রাক্ষস রূপে বিরাজমান বিভিন্ন অসুরদের সংহার করে সাধুগণের স্বাক্ষর জন্মই আপনি সেই একই মাত্র এখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অজ্ঞানী অসুর এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার হ্রোদকনিতে ভীত হয়ে দেবতারা তাঁদের স্বাক্ষর পরিচয় করছিলেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনি তাকে নিশাণের ক্রীড়া উপভোগ করেছেন। আর পৃথিবীর মধ্যেই, হে সর্বপাক্ষয় ভগবান, চাপুর, মুষ্টি ও অন্যান্য অস্ত্রাশ্রয়কে সেই কুবলয়ানীড় হস্তী ও রাজা কংস সহ আপনার হাতে

নিহত হতে দেখে। এতদূর আমি আপনাকে কাম্যবন, যুগলক এত অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, একে একে আমি প্রায়শঃ ইচ্ছাকৃত নবহিতে ওতে পাকিত হওয়া হতে চেষ্টা করছি। অতঃপর আমি ভরম করব যে, শ্রীকৃষ্ণ ওঁদের নিম্নরে বীর রাজাদের কন্যাগণকে আপনাকে বিবাহ করলেন। তারপর, আপনি যুদ্ধের রাজা পুণ্ড্রকে অতিক্রম থেকে উদ্ধার করলেন এবং আপনার জন্য আশ্রয় এক পত্নী (জাহবর্তী) সহ স্যবক রূপে গ্রহণ করেছেন। আপনার সেবেক বনরাজের দ্বারা থেকে আপনি এক ব্রাক্ষণের বৃত্ত পুণ্ড্রকে ফিরিয়ে আনলেন আর তারপর আপনি পৌণ্ড্রকে বধ করলেন, কেশী পত্নী বধ করলেন, কুবলয়ের বিনাশ করলেন ও বিনাশ রাজসূর যজ্ঞের সময় তেঁরা-রাজকে বধ করলেন। আপনার যজ্ঞের ব্যপের সমর অন্যান্য আরও কর্ম যা আপনি সম্পাদন করলেন সেই সময়ে এই সমস্ত বীর-ক-লীলাসমূহও আমি কর্ম করব। দিব্য কহিগণের গানে এই সকল লীলা পৃথিবীতে কীর্তিত হতে থাকে বহুবীকল। কৃত্য হবনের জন্য অর্জুনের সার্বভিক্ষে সমস্ত অকৌহিনী সেনা বিনাশক কাঙ্গরনী আপনাকে আমি কর্ম করব।”

“হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার আশ্রয়ের জন্য আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনি বিত্ত নিয়ন্ত্রক পূর্ণ পরমেশ্বর স্বরূপে সর্বদা অবস্থান করেন, যেহেতু আপনার ইচ্ছা অপ্রতিষেদ তাই সকল অর্ভাট নিঃশ প্রাপ্ত হন এবং আপনাকে চিহ্ন নভিল প্রভাবে মায়ার তপসবাহ থেকে আপনি নিত্য পুণ্ড্র অবস্থান করেন। আপনি পরম নিয়ন্ত্রক, স্বাক্ষর, আপনাকে আমার প্রদান নিক্ষেপ করি। আপনার নিজ পতি দ্বারা এই প্রপঞ্চের অশ্রিত পরিকল্পনা বিলম্ব রচনা করেন। এখন আপনি মনবিক যুদ্ধবিগ্রহে অবগ্রহণে ফল করে যু, বৃষ্টি ও সাহুতালের মধ্যে প্রেক্ষিত বীধকণে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।”

ঈশ তখনে গোকাশী বললেন—“এইভাবে যদুপতি ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশে শুভ নিবেদন করে নারদ অবনত হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর ভগবতঃই দেবর্ষি নারদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে কর্ম করার পরামর্শ অনুভব করতে করতে, ভগবানের অনুকৃত্যে

তখনে আসলেন। কেশী সমস্তের দ্বন্দ্ব হা কন্যার পর পরমেশ্বর ভগবান এই প্রকৃতির গোপনভব সমস্তের সঙ্গে পতি ও অন্যান্য পতনের পালন করে লাগলেন। এইভাবে তিনি সকল কুবলয়ানীড় জন্য সুখ ভরসা করেছেন।”

“একদিন গোপনভবের বহর পর্বতের তটভাগে তাঁদের পতঙ্গর চারণ করছিলেন, তখন চোর ও পতঙ্গরাজের ক্রিয়াকার অভিন্ন করে তাঁরা চুক্তি করে লুণ্ঠনের খেলা খেলতে শুরু করলেন। হে রাজন, এই কোয় কেউ চোর, কেউ মেঘপালক এবং অন্যান্য মেঘ রূপে অস্তিত্ব করছিলেন। তাঁরা আনন্দ ও নিঃস্বের তাঁদের খেলা খেলছিলেন। যোগ্য নামক মহা পদবের এক মহা মায়াবী পুত্র তখন গোপনভবের হ্রদেবে লেগে অবতীর্ণ হল। চোর রূপে খেলায় যোগদান করার জন্য ফলে সে মেঘরূপে অভিন্নকারী অধিকার গোপনভবকে চুক্তি করতে লাগল। যীতে দীর্ঘে সেই মহাদান্য জ্ঞাত ও ক গোপনভবকে কন্যহরণ করে এক পর্বতের ওপর নিক্ষেপ করে যা প্রকরণে দিয়ে বধ করে নিচ্ছিল। শেষ পর্বত মেঘ রূপে অভিন্নকারী আর তার-গীতজন দ্বারা গায়ক খেলায় অবশিষ্ট ছিলেন। সাধু কৃষ্ণের আশ্রয় প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ, ব্যোমাসুর যা করছিল তা সম্পূর্ণত অবগত হয়ে, যে সময়ে সে আতঙ্ক গোপনভবকে নিয়ে আসিল তখন, সিন্ধে বেরনিক্রমে নেতড়ে বাঘকে বাধন করে, তেঁরনিভাবে বলপূর্বক ভরসে হরলেন। দমন তখন তার বিলাস পর্বতমুখ দিগন্ত ও কল্যাণী নিজ রূপে পরিণত হল। কিন্তু নিজেতে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও ভগবানের পুত্র মুষ্টির ধারণে পূর্ণ হয়ে পড়ে, সে তা করতে সমর্থ হল না। ভগবান সমুদ্র ব্যোমাসুরকে তাঁর অমরণ কুলেপ বাল করে জড়ালে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর কর্মভরী স্বাক্ষর দেবভাসের সময়ে কৃষ্ণ তাকে, যজ্ঞের পতকে বেতাবে বধ করা হয়, তেঁরনিভাবে বধ করলেন। কৃষ্ণ তখন ওঁহর প্রবেশপথে প্রকরণের অবস্থায় চূর্ণ করে অসি গোপনভবকে নিবারণে নিঃসর্বিও করলেন অতঃপর দেবর্ষী ও গোপনভবগণ তাঁর মহিমা গান করলে তিনি তাঁর গোকুলে প্রত্যাবর্তন করলেন।”

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অকুরের বৃন্দাবনে আগমন

শ্রীল গুণেশ্বর গোহাত্মী বললেন—সেই ব্যাটটি মধুর নগরীতে অবস্থান করায় পর মহা-মতি অকুর তাঁর সাথে আয়োজন করে নন্দ মহারাজের গোচরলব উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে মহাশয় অকুর কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পরম ভক্তি অনুভব করে এইভাবে ভাবতে লাগলেন। আমি কেন পুণ্যকর্ম করেছি, কি এমন কঠিন তপস্যা করেছি, এমন কি আরাধন বা দান করেছি যে, আজ আমি শ্রীকেশবকে দর্শন করব। যেহেতু আমি একজন বিষয়মগ্ন জড়বান্ধী ব্যক্তি, তাই শূন্য-কুল-জাত কারণে পক্ষে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার মতোই, ভগবান উত্তমশ্রোতাকে দর্শন করার এই সুযোগকে আমার মূলতঃ হলে মনে হচ্ছে। এরকম ভাবটা অনেক হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার মতো একজন পতিত আত্মাও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পেতে পারে, কারণ কখনও কোন বক্তাবীও কলমসীতে সাহিত্য হয়ে উঠে পৌছে যায়। আজ আমার সকল অন্তরঙ্গ নষ্ট হল এবং আমার জন্মও সার্থক হল, কারণ যোগেশ্বরেরও ধ্যেয় পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মায় আমি আমার প্রণাম নিবেদন করব। অবশ্যই রাজা কনসে আজ আমাকে, এখন এই জগতে অবতীর্ণ ভগবান হরির চরণকমল দর্শন করতে প্রেরণ করে, অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছে। কেবলমাত্র তাঁর লবনধের কিরণ প্রভাবেই অতীতে অনেক আত্মা মৃত্যুর সংসারাকার উত্তীর্ণ হয়ে মুক্তি লাভ করেছেন। সেই পাদপদ্ম ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য সকল দেবতা দ্বারা, লক্ষ্মীদেবী দ্বারা, এবং মহান মূনি ও বৈষ্ণবগণ দ্বারা অর্চিত হয় এক ভগবান তাঁর সহচরণগণের গোচরণকমলে সেই চরণকমল দ্বারা বনে বিচরণ করেন, আর সেই চরণায় গোপীপদের কুট-কুটুবে গঞ্জিত হয়ে থাকে। আমি নিশ্চয়ই ভগবান মৃত্যুশের মুখমণ্ডল দর্শন করব কারণ হরিশেরা এখন আমার দক্ষিণ দিকে বিচরণ করছে। তাঁর কৃষ্ণিত কেশ দ্বারা আবৃত সেই মুখমণ্ডল, তাঁর সুন্দর কণ্ঠ ও

নাসিকা, তাঁর শিথহাস্যের দৃষ্টিপাত ও তাঁর হস্তকমলতুল্য নমন্যয়ে বিভূষিত। যিনি তাঁর আপন মাধুর্যে এখন পৃথিবীর উত্তর লম্বকের জন্য মনোহর গায়ন করেছেন, সকল সৌন্দর্যের আধার সেই পরমেশ্বর ভগবান নিম্নকে আমি দর্শন করতে চলেছি। তাই এই ভাবনাকার্য যে, আমার নয়নদুটি তাঁদের অতিশয়ের সার্থকতা লাভ করবে। তিনি জাগতিক কার্য ও কর্মের সাক্ষী হয়েও সর্বদা অহঙ্কারমুক্ত। তাঁর অন্তরঙ্গ শক্তির দ্বারা তিনি ভেদ ও প্রেমের অঙ্কুর দূরীকৃত করেন। তাঁর দ্বারা শক্তির উপর দৃষ্টিপাত করে তিনি এই জগতে বহন জীবের প্রকাশ ঘটান, তখন তাদের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতে অসংজ্ঞভাবে তিনিও অনুকৃত হন। পরমেশ্বর ভগবানের গুণ, কর্ম ও আদির্ভাব সকল পাণ্ডু সিন্ধু করে সকল সৌভাগ্য সৃষ্টি করে এবং ঐ তিনিই বিশ্ব বর্ণনাকারী বাক্যকল পৃথিবীকে প্রাণবন্ত, শোভিত ও পবিত্র করে অনাদিকে তাঁর মহিমান্বিত বাক্যগণি শব্দমহের অলঙ্কারতুল্য। নিজ গুণ ধর্মময়াদার পালনকারী সেই একই পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দেবদেবের আনন্দ বিধানের জন্য সাহস করে অবতীর্ণ হয়েছেন। বৃন্দাবনে বস করে তিনি তাঁর বন বিভার করছেন, সর্বমঙ্গলপ্রদ সেই বন দেবতারা গান করে থাকেন। মহাশয়দের গতি ও গুণ, জুনমধ্যে অবিভীত কর্মীর, চক্ৰচালনের মনোহরায়ক, প্রকৃতলব্ধে লক্ষ্মীদেবীরও অভিলষিত আশ্রয়স্থল তাঁর সেই নিজ রূপ আজ আমি নিশ্চয়ই দর্শন করব। এখন আমার জীবনের সকল প্রভাভই হয়ে উঠছে মঙ্গলময়। অতঃপর আমি তৎক্ষণাৎ রূপ থেকে অবতরণ করে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ ও বলরামের চরণকমলে প্রণাম নিবেদন করব। আত্মশালঙ্কি জাভের কঠোর চেষ্টায় মহা-গোবিন্দ তাঁদের সেই চরণই চিত্তে ধারণ করে থাকেন। আমি ভগবানের গোপবালক সঙ্কল্প ও সকল কৃদাকমবাসীদেরও প্রথম নিবেদন করব। আমি যখন তাঁর চরণে পতিত হব, তখন সর্বশক্তিমান ভগবান আমার

হস্তের উপর কদমল স্থাপন করবেন। বলরামী সর্পের দ্বারা মহাকাল দ্বারা অত্যন্ত উদ্ভিগ হয়ে বীর তাঁর অস্ত্রের প্রদর্শন করেন, এই হাত তাঁদের সকল ভয় দূর করে। সেই কদমল প্রদর্শন করবে পুস্কর ও বসি কর্তার রূপ ইন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং রাসমুখের জননয়ন শীলার ভগবান যখন গোপীপদের দেববিশ্ব দ্বারা মিত্রে তাঁদের ক্রান্তি দূর করলেন, তাঁদের মুখমণ্ডলের স্পর্শজনিত সেই হাত সৃষ্টি ফুলের মতোই সুবাসিত হয়েছিল। বসিও কংস তাঁর দৃঢ় রূপ আমাকে এখানে প্রেরণ করেছে, তথাপি ভগবান অচ্যুত আমাকে শত্রুরূপে গ্রহণে করেছেন না। স্বরূপ শেষ পর্যন্ত সর্বত্র ভগবানই এই লেহ রূপ ক্ষেত্রের প্রকৃত জাত্য এবং তাঁর নির্মল গুণিতে জীবের হৃদয়ের ভিতর ও বাহির সকল প্রাণেরই তিনি সাক্ষী। আমি যখন সংযতভাবে কলজোড়ে তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদনের জন্য পতিত হব, তখন তিনি আমার প্রতি কৃপাসিক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করবেন যখন আমার সকল পাপ তৎক্ষণাৎ দূরীকৃত হবে অথচ আমি তখন শম্মমুগ্ন হয়ে পরম গভীর আনন্দ অনুভব করব। আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়রূপে হৃদয়গত করে কৃষ্ণ তাঁর বলরামী বংশধারি নিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করবেন আর তৎক্ষণাৎ আমার সেই পবিত্র হস্তে কর্ম জন্মিত সকল জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হব। মহাশয় ভগবান কৃষ্ণের আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে আমি তাঁর সামনে করজোড়ে নত হস্তকে ধাঁড়িয়ে থাকব আর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, “হে প্রিয় অকুর।” সেই মুহূর্তে আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবানের কাছে বার জীবন আদৃত না হয়, তার জীবন নিষ্ফল। পরমেশ্বর ভগবানের তেল স্রির ও পরম সুখ নেই, এমন কি তিনি কাউকে অস্বস্তিত, বেদযোগ্য বা উপেক্ষীয়ও মনে করেন না। তাঁর তত্ত্বময় যে জোড়াবে তাঁর ভজন করে, প্রেমায় তিনি সেইভাবেই তল প্রদান করেন, দিক বেদন স্বর্গের করবৃক্ষের কাছে প্রাণিত সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়। অতঃপর আমি যখন আমার হস্তক অমনত করে সওয়ায়মান থাকব, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ মাতা, যদুশ্রেষ্ঠ আমাকে আদিশুন্য করায় পর আমার অপ্রতিবদ্ধ হস্ত ধারণ করে তাঁর গৃহে নিয়ে যাবেন। সেখানে তিনি আমাকে সকল উপচারে আপ্যায়িত সন্তান জানাবেন এবং

ইং পদব্যাধের সন্তানদের প্রতি কল বিতরন আচরণ করছে, আমার কাছে তা ভজনতে চাইবেন।”

শ্রীল গুণেশ্বর গোহাত্মী আরও বললেন—“হে রাজন, স্বকল্পপুত্র যখন পথে যাত্রা করছিলেন, তখন এইভাবে গভীরভাবে ঈকৃষ্ণ-চিত্তের মধ্য হয়ে, সূর্য অস্ত্রাচল প্রান্তরে তিনি গোচরল উপনীত হলেন। নিম্নলি লোকপালগণ তাঁদের নিদ্রীটে বীর পবিত্র চরণকমল দর্শন করেন, তাঁর সেই পদচিহ্ন অকুর পোটে দর্শন করলেন। পর, কব ও অকুর চিহ্নিত ভগবানের স্বতন্ত্র সেই পদচিহ্ন ভূমিতলাকে জপূর্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল। ভগবানের পদচিহ্ন দর্শনের আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওষাশ্রমগত তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং তাঁর নয়নদুটি অকুর-পূর্ণ হয়ে উঠল। অকুর তাঁর রূপ থেকে লাফ দিয়ে নেমে ‘আহা, এই আমার প্রভুর পদদ্বয়ের মূলিকণ’ বলে চিৎকার করে ঐ পদচিহ্নের মধ্যে গড়াতে গড়া করলেন। সকল জীবের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আনন্দ, বা কংসের নির্দেশ পাওয়ার পর, সকল মন্ত্র, ভয়, অনুভাণ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, ভজন ও স্তুতি বর্ণনার মধ্য হয়ে অকুর ভর্জন করেছিলেন। অকুর কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রভুর গোহাত্মন দ্বানে দর্শন করলেন। কৃষ্ণ নীত ও বলরাম নীল বসন পরিধান করেছিলেন আর তাঁদের নয়নদুটি ছিল পরবর্তমান কমলের মতো। বলরামী বার সেই দুই হালকের শ্যামবর্ণের একজন ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর অস্ত্ররক্ষক আর অন্য জন ছিলেন ছেতঃধর। তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডলের জন্য তাঁরা ছিলেন পরম সুখের পুস্কর। তাঁরা যখন সপ্ত হাস্যমুগ্ন দৃষ্টিপাতে হস্তী শিত্তর মতো বিচরণ করেন, তখন সেই দুই প্রধান পুস্করের কলস, বহু, অকুর ও পর চিহ্নিত চরণচিহ্নে, ব্রজভূমি সূশোভিত হয়ে ওঠে। সেই দুই উপর ও মনোরম শীলাপুস্কর রত্নহার ও কন্যার অলঙ্কৃত, পবিত্র, গন্ধ-ম্রো অদুলিগ্ন, সত্যদাত, এবং নিঃসঙ্গ বেশভূষার সজ্জিত ছিলেন। জগৎ পতি রূপ এই দুই আদিপুস্কর ভগবতের কণাণের জন্য, কেশ ও বগবাম, তাঁদের দুই পৃথক রূপে এখন অবতীর্ণ হয়েছেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, তাঁরা কল গুটি সূর্য পর্যন্তের মতো, একজন মন্ত্র জন্মমণ্ডিত এবং অন্যজন রত্নতত্ত্ব রূপজটায় সকল দিকে আকাশের তমসা দূর করেছে। দেহবিহীন অকুর তাঁর রূপ থেকে

সত্তর লাফ দিয়ে অবতরণ করে কৃষ্ণ ও বলরামের চরণপ্রান্তে পড়বে পতিত হবেন। পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনেষ আনন্দে অকুরের নয়নদ্বয় অশ্রু-প্রসবিত হয়েছিল এবং তাঁর অঙ্গ পুণ্ড্রকে শোভিত হয়েছিল। হে রাজন, উৎকণ্ঠাবশত তিনি নিজের পরিচয় দিতেও সমর্থ হলেন না। অকুরকে চিনতে পেতে, ভগবান কৃষ্ণ তাঁর রূপচক্র চিহ্নিত হস্ত দ্বারা তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ সাতোড় অশ্রুভর করেছিলেন কারণ তিনি সর্বদাই তাঁর শরণাগত ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রসন্ন মনোভাবাপন্ন। শ্রীসম্বর্ধন (বলরাম) প্রণতভাবে দণ্ডায়মান অকুরের যুক্তকর ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে এলেন। অকুরের ব্যভারি কুশল জিজ্ঞাসা করার পর বলরাম তাঁকে উৎকণ্ঠে আসন্ন প্রদান করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁর পাদপ্রক্ষালন করিয়ে সম্মান সহকারে মধুপক প্রদান করলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান বলরাম অকুরকে গাভী দান করলেন, তাঁর শ্রান্তি দূর

করবার জন্য পাদসহায়ন করলেন আর তারপর অত্যন্ত লজ্জা ও সন্তানের সঙ্গে উপযুক্তভাৱে প্রস্তুত বিভিন্ন সুখাদ্য আর পরিকেশন করলেন। অকুর তাঁর ভ্রাতৃ সহকারে ভোজন করার পর ধর্মজ্ঞ শ্রীবলরাম তাঁকে যুগবাস, গন্ধ ও মাণ্য প্রদান করলেন। এইভাবে অকুর পুনরায় পরম আনন্দ লাভ করলেন।”

নন্দ মহারাজ অকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে দাম্পত্য, তুমি কবে জীবিত থাকতে তোমরা বিভ্রমে জীবনধারণ করছ? তোমরা ঠিক যেন পশুপাতকের বদ্বারীন মেঘের মতো। তুমি, আত্মতৃপ্তপরাশর কবে তার নিজের ভাগিনীর উপস্থিতিতেই রোক্তদামান সেই ভাগিনীর সন্তানের হত্যা করেছে। তাই আমরা কেনই বা আর তার প্রজাদের কুশল জিজ্ঞাসা করব? এরূপ সত্য ও মধুর বচনের প্রবল দ্বারা নন্দ মহারাজ কর্তৃক সন্তোষিত হয়ে অকুর তাঁর পথপ্রদর্শন বিশ্বস্ত হয়েছিলেন।”



একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

অকুরের বিষুলোক দর্শন

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“বলরাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হয়ে পালকে সুখে উপবিষ্ট হয়ে অকুর অনুভব করলেন পরমার্থে তিনি যে সকল আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা সবই পূর্ণ হয়েছে। হে রাজন, লক্ষ্মীসেবীর আশ্রয়বরণ পরমেশ্বর ভগবানকে যে সন্তুষ্ট করেছে, তার আর কিই বা অগ্রাণু থাকতে পারে? তবুও তাঁর ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। সাক্ষ্য ভোজনের পর দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, কবে তাঁর আশ্রয় বন্ধুদের প্রতি বিরক্ত আচরণ করেছে এবং রাজা আর কি করার পরিকল্পনা করেছে, সেই বিষয়ে অকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন।”

ভগবান বললেন—“হে ভাত, হে সৌম্য অকুর, তোমার সুখে আগমন হয়েছে তো? তোমার মঙ্গল হউক। আমাদের নিকট ও দূরসম্পর্কের আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর সুখে ও সুবাস্ত্যে রয়েছে তো? কিন্তু, হে শ্রিয় অকুর, যখন আমাদের পরিবারের ব্যাবিধরণ মাতুল নামধারী রাজা কবে বৃদ্ধিশীল রয়েছে, তখন আমাদের পরিবারের সদস্য ও তার অন্যান্য প্রজাগণের সম্পর্কে আমরা আর কিই বা জিজ্ঞাসা করা উচিত? দেখ, আমি কতখানি আমার নিরপরাধ পিতা-মাতার দুঃখের কাক্ষ হয়েছি। আমার জন্যই তাঁদের পুত্রগণ বধ হয়েছেন এবং তাঁরা নিজেরা কারাকন্ড হয়েছেন।

শৌভাগ্যবশত, আমাদের জাতি, তোমাকে দর্শন করার প্রতীক্ আঙ্গ পূর্ণ হল। হে সৌম্য ভাত, বরা করে তোমার আগমনের কারণ আমাদের বর্ণনা করা।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“ভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে মধুবংশজাত অকুর, রাজা কংসের কৃপণের প্রতি শত্রুতাচরণ এবং, বসুদেবকে তার হত্যার চেষ্টা সহ সকল পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করলেন। যে সংবাদ প্রদান করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন, অকুর তা নিবেদন করলেন। তিনি কংসের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কৃষ্ণ যে কসুমবপুত্র রূপে জন্ম নিয়েছেন, নারদ কর্তৃক কংসকে প্রাণদান করার কথাও বর্ণনা করলেন। মহাবল শত্রুনিবাসন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অকুরের কথাগুলি শ্রবণ করে হেসে উঠলেন। উভয়েই তখন তাঁদের নিজের নন্দ মহারাজের কাছে রাজ্য কংসের নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন। নন্দ মহারাজ শুধু প্রারম্ভিক দ্বারা বসে নন্দ্রের এলাকা জুড়ে নিরক্ষর ঘোষণা করে গোপসমূহের প্রতি নির্দেশ জরী করলেন, “সকল প্রাপ্য দুঃখজাত প্রবাসগ্রহ করে, মুরাবান উপস্থার আনয়ন করে শব্দট ঘোষণা করা। আগামীকাল আমরা মথুরা গমন করে আমাদের দুঃখজাত প্রবাসি রাজ্যকে প্রদান করব এবং এক অত্যন্ত বিলাস উৎসব দর্শন করব। সকল জনপদবাসিনীরাও গমন করছে।”

“গোপীগণ যখন প্রবণ করলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরা নগরীতে নিয়ে যাবার জন্য অকুর ব্রজে আগমন করেছেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন। কেমন কোন গোপীর হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তান অনুভবকর্মিত কষ্টের মিথ্যাসেব কলে তাঁদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠেছিল। নিরক্ষর মনস্তাপে অন্যান্য গোপীদের বসন, কায় ও বেশভূষা লিখিত হয়ে পড়ল। অন্য গোপীগণ কৃষ্ণানুধ্যানে স্থির হয়ে বাওড়াই তাঁদের ইঞ্জিরেব কার্যকলাপ সম্পূর্ণত নিরুদ্ধ হয়েছিল। আশ্চর্যজনক ভাবে উপনীত ধানুসের মতো বাহাজগৎ বিধে তাঁদের সকল চেতনা লুপ্ত হয়েছিল। অপর প্রজ্ঞাশীল কেবলমাত্র ভগবান শৌরির (কৃষ্ণ) কাকাসমূহ স্রবণ করতে করতে মুহুর্তি হলেন। অনুমানব্যতীত দিবং হাস্যময় উচ্চারণিত বিচিত্র পঞ্চশোভিত এই সমস্ত বাক্য তাঁদের হৃদয় পটীতভাবে স্পর্শ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ হাতে স্বপ্ন-বিহব

সহাকন্য ভয়েও ভীত গোপীগণ এখন তাঁর সুললিত গতি, তাঁর লীলা, তাঁর অনুরাগ, হাস্য, তাঁর বীরত্ববাহক-আচরণ এবং তাঁদের লোক-বিশেষক তাঁর পরিহাস বাক্য শ্রবণ করতে করতে সন্তান মহা-বিবহ জ্ঞানায় উদ্বিগ্ন হয়ে পরস্পর সমবেত হলেন। অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডলে ও পূর্ণভাবে ভগবান অচ্যুত ময়চিত্র হয়ে তাঁরা দলবদ্ধভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন।”

গোপীগণ বললেন—“হায় বিধাতা, তোমার কোন বলা দেই। তুমি দেহীপনকে মৈত্রী ও প্রেমে সংযুক্ত কর আর তারপর তবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার আগেই তুমি নিরর্থক কংসের বিধির কর। তোমার এই অস্থিরচিত্ত লীলা ঠিক নিতর খেলার মতো। কুজিত কৃষ্ণ-কেশরানি দ্বারা আবৃত, সুন্দর গাল, উন্নত নাক ও সর্বমঙ্গলহারী শব্দ হাস্যময় মুকুশের সেই মুখমণ্ডল আমাদের দর্শন করিয়ে তুমি এখন তা অদৃশ্য করছ। তোমার এই আচরণ মোটেই ভাল নয়। হে বিধাতা, যদিও তুমি এখন অকুর নাম নিয়ে এসেছ, প্রকৃতপক্ষে তুমি তুমি। একবার বা আমাদের প্রদান করেছিলে—সেই চাকু দ্বারা তোমার সমস্ত সৃষ্টির পূর্ণতা, এমন কি শ্রীমদৃষ্টির রূপের একদশ দর্শন করছিলেন—যুর্বেব মতো তুমি তা হরণ করছ। হায়, নন্দপুত্রের সৌহার্দ্য এত ক্ষণতদুর যে আমাদের বিকে ফিরেও আসেন না। জোর করে তাঁর বলে অকুরই আমরা কেবলমাত্র তাঁকে সেবা করার জন্য গৃহ, স্বজন, পুত্র ও পতি পরিত্যাপ করেছে, কিন্তু তিনি সর্বদা মৃত্যু প্রিয়তমার সন্ধান করছেন। এই রাত্রির পবিত্রী প্রভাত মথুরার রমণীগণের জন্য অবশ্যই শুভ। তাঁদের সকল আশা এখন পূর্ণ হবে, কারণ ব্রহ্মেশ্বর তাঁদের নগরীতে প্রবেশ করলে তাঁর মূণ হতে তাঁর রেত্রপ্রান্ত দ্বারা প্রকাশিত হাস্যের অমৃত পান করতে তাঁরা সমর্থ হবেন।”

“হে অবলম্ব্য, যদিও নৃকুল ধীর স্বভাবসম্পন্ন এবং নিতান্ততার অত্যন্ত অসুগত, তথাপি একবার সে মধুর মতো মিষ্টভাবী মথুরার ঐ রমণীদের কলীভূত হলে এবং তাঁদের মনোমুগ্ধকর সঙ্গজ্ঞ হাস্যে বিভ্রান্ত হলে, কিভাবে সে আবার আমাদের মতো গ্রাম্যনারীদের কাছে ফিরে আসবে? দাম্পত্য ভোজ, অক্ষক, বৃদ্ধি ও সন্ততগণ যখন মধুরার সকল দিব্য গুণের আধার লক্ষ্মীরমণ

সেবর্তীশব্দকে দর্শন করবেন এরা সেই সঙ্গে যারা তাঁকে নগরীতে গমনের সময় পরিচারণা দর্শন করতেন, তাদের নয়নের অবশ্যই হতোঃঃঃঃঃ হবে। যে এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করছে, তার নাম অত্যাচার হওয়া উচিত নয়। সে এতই নিষ্ঠুর যে, প্রজের দুঃখিতাজনদের আশ্বাস প্রদানে চেষ্টা না করেই সে আমাদের প্রাণধিক প্রিয় কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে। কঠিন ক্রোধের শীকৃৎ ইতিমধ্যেই রথে সমারলত হয়েছেন এবং মুখ গোপনপণ তাঁর পেছনে গোপনকণ্ট ঘন করছেন। এমন কি জ্যোৎস্নপণও তাঁকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য কিছুই বলছেন না। আজ ভাগ্য আমাদের বিরুদ্ধ কাজ করছে। চল, আমরা সন্ধ্যারি যাহকের কাছে গিয়ে তাঁকে যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করি। আমাদের পরিবারের বৃদ্ধরা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আমাদের কি করতে পারেন? এখন ভাগ্য আমাদের যুদ্ধের কাছে থেকে বিচির করে ইতিমধ্যেই আমাদের হৃদয়কে ধীর করেছে, কারণ অশতালের জন্যও আমরা কৃষ্ণের পরিচায়ক সহ্য করতে পারি না। তিনি যখন রাসকৃত সত্যর আমাদের উদয়ন করবেন, তখন তাঁর অনুবাহ ও মধুর হাস্য, তাঁর মনোহর গোপন সলোপ, তাঁর লীলামর বৃষ্টিপাত ও তাঁর আলিসন উপভোগ করে আমরা অসংখ্য ব্যক্তিকে অশমার কাল কলন অতিবাহিত করতাম। হে গোপীগণ, আমরা কিভাবে তাঁর অশুলস্থিতির দুন্দার অককর অতিক্রম করব? যিনি সঙ্ঘার গোপবাণক সহযোগে রাজে ফিরে আসেন, বীর বেশ ও ফল্য গো-ধূব উল্লিত ধ্বনির রঞ্জিত, অনন্তপথ সেই কৃষ্ণ বিনা আমরা কিভাবে বঁচব? তিনি যখন বেপুবানন করেন, তাঁর সন্নিহিত কটাকবলোকক আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে।”

ঈশ্বর শ্রবণ গোবিন্দী কললেন—“এইসব কথাগুলি
 যখনই পর কৃষ্ণভক্তিপ্রদা ব্রহ্ম-রমণীগণ তাঁদের আসন্ন
 কৃষ্ণ-বিষয়ে কৃত্য্য কথিতব্য অনুভব করলেন। তাঁরা
 সতল লজ্জা বিহীন হয়ে ‘হে গোবিন্দ, হে মামোদর, হে
 মাধব’ বলে তাঁকে-বরে প্রদান করতে লাগলেন। কিন্তু
 এইভাবে গোবিন্দের সন্ধান মধ্যেও অজ্ঞান সূর্যোদয় হলে
 তাঁর প্রভাতের শূন্য ও অনান্য কর্মসমূহ সম্পাদন করে
 দশ পরিচালনা শুরু করলেন। দশ বহরাজের নেতৃত্বে
 গোবিন্দ তাঁদের একটি করে শ্রীকৃষ্ণের পঙ্কজের অনুগমন
 করলেন। তাঁরা বাজার ‘দ্বন্দ্ব কলসপূর্ণ যি ও অন্যান্য

দুঃখভাগ্য প্রত্যাহা সহ প্রায় ষোল্লক্ষ্যসংখ্যক নির্যাসিতেন। (তার দৃষ্টিলাভ দ্বারা) ক্রীড়নশীল গোপীশেখর কিছুটা শাস্ত করলেন এবং তাঁরও কিছুকাল তাঁর অনুগমন করালেন। অতঃপর, তাঁর প্রত্যাদেশ আকাঙ্ক্ষা করে তাঁরা গৃহিতক রহিলেন। তাঁর ব্রহ্মদে গোপীশেখর ক্রিড়াসে সন্তোষ প্রিয়ের জ্ঞা হর্ষন করে, “আমি কিরে আসব” এই প্রেমপূর্ণ প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হৃদয়ে প্রেরণ করে তিনি তাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করলেন। যতক্ষণ ব্রহ্ম-চূড়ার ধ্বজা দেখা গেল এবং হৃদয়ন রত্নের চক্রে দ্বারা উপিত ধূল্য দেখা যাইল ততক্ষণ কুম্বনুগতচিত্ত গোপীশেখর গতিহীন ক্রিড়ানিত্ত অবসারক হতো অবস্থান করাইলেন। অতঃপর গোপীশেখর গোপীশেখর প্রত্যবর্তন বিষয়ে নিরাশ হয়ে কিরে চললেন। দুঃখে তাঁদের শ্রিয়ভয়ে লীলাসমূহ কীর্তন করতে করতে তাঁরা নিবারণ অতিবাহিত করতে লাগলেন।”

“হে রাজন, অক্ষর ও শ্রীবলরামের সঙ্গে বায়ুবোম
সেই রথে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান কৃষ্ণ শাপনানিনী
কাম্বোজী নদীর সমীপে উপস্থিত হলেন। উজ্জল হবির
চেয়েও সেই নদীর জল অধিক যত্ন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ
আচমন করে নিজ হস্তে স্নান করলেন। অতঃপর
তিনি রথটিকে নিয়ে বৃন্দাবনের কাছে গিরে বলরামের
সাথে আবার রথে আরোহণ করলেন। অক্ষর তাঁদের
মুখকে রবে আসন গ্রহণ করতে করলেন। অতঃপর
তাঁদের অনুমতি প্রহর করে, বম্বনার এক হাথে গমন করে
শাস্ত্রার্থি অনুসারে দান করলেন। তিনি জলে নিমজ্জিত
হয়ে স্নানান্তে বৈদিক মন্ত্র জপ করতে করতে সহস্রা
কলরান ও কুঙ্করে তাঁর সম্মুখে দর্শন করলেন। অক্ষর
ভাবলেন, ‘কিভাবে রথে সমাসীন জনকমুণ্ডির দুই পুত্র
এখানে জলস্রোত দণ্ডায়মান হতে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই
রথ থেকে নেমে এসেছেন।’ কিন্তু যখন তিনি নদী
থেকে উঠে এলেন পূর্ববৎ তাঁদের রথেই দর্শন করলেন।
‘তবে আমি যে তাঁর জলস্রোত দর্শন করলাম, তা কি
মিথ্যা?’ জ্ঞান হল ঐরূপ করতে করতে অক্ষর পুনরায়
হুদে প্রবেশ করলেন। সেখানে অক্ষর এখন সিংহ, চারণ,
গর্ভ ও অনুরাগের দ্বারা অকন্যাসুতকে সুর্য্যান, সর্গরাজ
অনন্তশেখরকে দর্শন করলেন। অক্ষর দর্শন করলেন যে,
সহস্রাচারী, সহস্রকলা ও সহস্র শিল্পের সমন্বিত যুগলকলা
শ্বেতবর্ণ, নীলবসন ভগবান কৈলাস পর্বতের মতো

স্বদেশবাসী হইতে অসংখ্য উপহার, অর্থের অংশপত্র
এবং মেঘের উপলক্ষ্যে অসংখ্য লোকের হৈস্রতে লাগু হইয়া
হাজির হইলেন। সেই সময় পুস্তকস্বরূপে বর্ণনামূলক
তিনি লিখিত বসন্ত পণ্ডিত, চতুর্ভুজ এবং নবীনমূলক
কবিতাগুলিও প্রকাশিত। তাঁর মানবের মূর্তি, প্রসন্ন
মুখপাত্র, সুস্বাদু ভাষা ও অসংখ্য মাসের চিত্র। তাঁর উন্নত
নৈসর্গিক, সুগঠিত কর্ণবর্ণ এবং অসংখ্য চিত্রিত মূর্তি
কপাল। তাঁর মূর্তি উন্নত স্বাক্ষর ও পুস্তক বাক্য, বসন্ত
আজ্ঞামূলক ও সুখ। তাঁর কবিতাগুলি অসংখ্য, নতি
সুগঠিত এবং তাঁর অসংখ্য মূর্তি প্রকাশিত। তাঁর
আমি ও কবিতাগুলি বিশাল, উন্নত হস্তী-চতুর্ভুজ এবং
জানু ও জগদীশ সুগঠিত। তাঁর মূর্তিগুলি অসংখ্য
হতে প্রকাশিত উন্নত চিত্র তাঁর উন্নত ও স্ফূর্ত
প্রতিফলিত করে তাঁর চরণকমল শোভিত করে। বসন্ত
মূর্তিগুলি মধ্যে বিস্তৃত সিন্দূর, কলর, অঙ্গ, কোমলসিন্দূরী
কলর-সূত্র, কলর, মূর্তি ও কলর সুগঠিত উন্নত
মূর্তিগুলিতে বিস্তৃত করছিলেন। তিনি এক হাতে পত্র
বাক্য অসংখ্য, অঙ্গ অঙ্গ হাতে সিন্দূর, চিত্র, গদ্য। তাঁর
বাক্য সিন্দূর চিত্র, কৌমল্যমূলক ও অসংখ্য শোভ

[illegible]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অক্লান্ত প্রার্থনা

শ্রীমদ্রূপ কালেন—“সর্বকারণের কারণ পরম আদি
অক্ষয় পুরুষ নাগরাজ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন
করি। আপনার মাতিজ্যাত পক্ষের জেব হতে রূপা
অবির্ভূত হয়েছিলেন আর তাঁর বারাই এই জগৎ সৃষ্ট
হয়েছে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও অক্ষের উপর
অহঙ্কার, মহত্ব, প্রকৃতি ও তার উৎস উদ্ভবের পুরুষ
প্রকাশ, যন, ইন্দ্রিয়সকল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ও
অধীশ্বরগণ—জগৎ সৃষ্টির এই সকল কারণসমূহ
আপনার শ্রীঅঙ্গরূপে। জ্ঞাত প্রকৃতি ও সৃষ্টির অবস্থা

সবস্ত উপাদানসমূহে অন্যতরূপে ইচ্ছায় আপনায় প্রকৃত
রূপে জানতে পারে না। যেহেতু আপনি প্রকৃতিতে, তাই
ইচ্ছাও এই রূপে ওজনসমূহে আবদ্ধ হওয়ার আপনায় প্রকৃত
রূপে অবগত নয়। শুদ্ধ বোধীগণ আপনায় প্রত্যক্ষ
(জীবাশ্মরূপ), অধিকৃত (জীবে রূপে উপাদানরূপ), এবং
আধীন (প্রত্যক্ষগাণ্ডিক উপাদানগুলির নিয়ন্ত্রণকারী
দেহতন্ত্ররূপ) — এই ত্রিবিধিক রূপের বহনকারে মাধ্যমে,
পরমেশ্বর ভগবান, আপনাকেই আরাধনা করেন। ব্রাহ্মগণ
তিনটি-বেশ হতে যত উর্ধ্বের কবে ত্রি-যজ্ঞের বিশিসমূহ

অনুসরণ করে আপনার আরাধনা করেন এবং বহু রূপ ও নামের বিভিন্ন দেবতাদের বিপুলভাবে যত্ন সম্পাদন করেন। নিকট জ্ঞান লাভের জন্য কেউ কেউ সকল জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে জ্ঞান যত্ন সম্পাদন করে জ্ঞান-বিতরণ স্বরূপ আপনাকে আরাধনা করেন। শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিগণ আপনার ঘোষিত বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রীয় বিধিসমূহ অনুসরণ করেন। তাঁদের হাতে আপনার ভক্ত্যের মধ্য করে তাঁরা বহু রূপে প্রকাশিত একই ভগবান, আপনাকে আরাধনা করেন। আরও অন্যান্যরা রয়েছে, যারা ভগবান শিব রূপে আপনার উপাসনা করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ সৃষ্টির ফলেই তাঁরা শিব বর্ণিত ও বহু আচার্য দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। হে গুরু, কিন্তু এই সমস্ত মনুষ্যেরা, যারা আপনার থেকে অন্যত্র মনোনিবেশ করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করছেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে, সর্বদেবতায় একমাত্র আপনারই উপাসনা করছেন। পর্বত হতে উৎপন্ন নদী যেমন বৃষ্টির জলে পতিপূর্ণ হয়ে চতুর্দিক হতে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, তেমনি এই সমস্ত মার্গ অবশেষে, হে গুরু, আপনাকে প্রবিশ্ত হয়। সব, রজঃ ও তমঃ, আপনার জড় প্রকৃতির গুণাবলী দ্বারা হতে গুরু করে স্বাবর প্রাপ্ত পর্বত সকল বহু জীবকে আবদ্ধ করে। আপনি সমস্ত জীবের পরমাধারূপে নির্লিপ্ত সৃষ্টিতে সকলের বৃদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ, আমি আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। অবিদ্যার বেগপ্রসূত আপনার জড়-গুণ-প্রবাহ (দেবতা, মানুষ ও প্রাণীরূপ মেহান্তিমাত্রীস্বরূপ) মধ্যে প্রবাহিত হয়। আমি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য আপনার চক্ষু এবং আকাশ আপনার নাভি। নিকটবর্তী আপনার অবপেক্ষিত ও দেবশ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহ্যিক এবং সমুদ্র আপনার উদর। স্বর্গ আপনার মস্তক, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল। বৃক্ষ ও গৃহাদিসমূহ আপনার শরীরের রোমরাশি, মেঘ আপনার মস্তকের কেশরাশি এবং পর্বত আপনার, পরম পুরুষের অঙ্গ ও মণ্ড। রাত্রি ও দিন আপনার চক্ষুর নিমেষ মাত্র, প্রজাপতি দ্বারা আপনার প্রজলন-অঙ্গস্বরূপ ও বৃষ্টি আপনার ধীর।”

“হে অকৃত্রিম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, বহুজীবসমূহ নিখিল জীবন সবই আপনার নিজ নিজ পালকগণ সহ

আপনার মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ঠিক যেমন অকৃত্রিম জীবেরা সাগরে সঞ্চার করে বা ক্ষুদ্র কীটগুলি উদ্ভব ফলের মধ্যে বাস করে, তেমনি মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের আধার স্বরূপ আপনারই মধ্যে এই সকল ভূতবস্তু সঞ্চারশীল। আপনার সীমা উপভোগ্যার্থে এই জগতে আপনি নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকট করেন আর যারা আনন্দে আপনার মহিমা কীর্তন করেন, এই সকল অবতারগণ তাঁদের সমস্ত শোক মার্জন করেন। সৃষ্টির কারণ আপনি, প্রলয় সমুদ্রে সঞ্চারশীল মৎস্যরূপী আনন্দকে, আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। হয়তীকরণে বহু কৈটভ ক্লেশক, বৃহৎ কুর্মরূপে মন্দ্র পর্বতধারী এবং বরাহ অবতারে তিনি পৃথিবীকে নানন্দে উদ্ধৃত করেন, সেই আপনাকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। অদ্ভুতসিংহরূপী (নৃসিংহদেব) সাধু ভক্তগণের ভয় বিনাশকারী ও বামনরূপী ত্রিভুবনে পদকিন্দারকারী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ভূগুপ্তি রূপধারী ক্রান্তিজনকোদরী ও রাবণাভকারী রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে প্রভু, কন্দুদেব, সখর্বব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপী বামনাধিপতি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। দৈত্যনাশক-মোহনকারী তদ্ব বুদ্ধরূপী ও শ্রেষ্ঠতুল্য রাজাধিপতির বিনাশকারী কঙ্কিরূপী আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।”

“হে ভগবান, এই জগতে আপনার সন্না শক্তি দ্বারা মোহিত জীব ‘আমি’ ও ‘আমার’ রূপ মিথ্যা অভিমানে বৃত্ত হয়ে কর্মমার্গে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়। হে প্রভো, আমিও এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে মুখের মতো আমার দেহ, মস্তক, গৃহ, পত্নী, সর্ষ ও স্বজনবৃন্দকে সত্য বলে মনে করছি, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে কালকৃত্রিম ভস্ম। এইভাবে অনিষ্টকে নিষ্ঠ, আমার দেহকে আমার অঙ্গ এবং দুঃখের উৎস-সমূহকে সুখের উৎসরূপে ভুল করে, আমি জাগতিক জীবের মধ্যেই অলস অনুভবের চেষ্টা করছি। এইভাবে তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদরূপে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। মূর্খ যেমন জলোৎপন্ন তুল দ্বারা আচ্ছাদিত জলকে লক্ষ্য না করে মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, আমিও তেমনি আপনার কান্দ থেকে অন্য দিকে ধাবিত হয়েছি। আমার বুদ্ধি এতটাই অকম যে, জড়জাগতিক কামনা ও কর্ম

দ্বারা মোহিত ও এসে ক্রমাগত আমার বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আবৃত্তমানে আমার ফাকে মিশ্রিত করার শক্তি লাভ করতে সক্ষম হই। যদিও অসাধুজনরা কখনই আপনার পদের গ্রাস্ত হতে পারে না, তবুও পৃথক রূপে আমি যে আপনার চরণের শরণাগত হয়েছি, আপনার কৃপা দ্বারা তা কখনই সম্ভব নয় বলে আমি কন করি। একমাত্র তখন জীবের জাগতিক জীবনের অবসান হয়, হে গগনভি, তখনই আপনার গুরু ভক্তের সেবার দ্বারা



একচত্বারিংশ অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরায় প্রবেশ

শ্রীমদভ্যুত গোপাচারী বললেন—“অতীত বহু কাল হতে নিবেদন করছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলদ্বীপে প্রকাশিত তাঁর স্বীয় রূপ যজ্ঞাহার করে নিলেন ঠিক যেভাবে কোনও অভিনেতা তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তি করে। অতীত সেই দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে মল থেকে উঠে সদর তাঁর বিনয় অবস্থা কর্তব্য কর্ম সকল সমাপন করে আশ্চর্যচিত হয়ে বসে প্রত্যাবর্তন করলেন।”

শ্রীকৃষ্ণ অতীতকে স্মরণ করলেন—“ভূমি, আকাশ বা জলে তুমি অদ্ভুত কিছু মর্শন করেছ কি? তোমাকে দেখে আমাদের তেমনই মনে হচ্ছে।”

শ্রীঅতীত বললেন—“ভূমি, আকাশ বা জলে যত অদ্ভুত কিছুই থাক, তার সকলই আপনারই নিয়ন্ত্রণ। যেহেতু সমস্ত কিছুই আপনার মধ্যে নিহিত রয়েছে, তাই আমি বহন আপনাকে মর্শন করি, তখন আমার আর মর্শনের কিই বা অবশিষ্ট থাকে? হে পরমরূপী, ভূমি, আকাশ ও জলের, সকল অদ্ভুত বস্তুই ধীর মধ্যে বর্তনন, আমি এখন সেই আপনাকে মর্শন করছি, এই ক্ষণে আর কি অদ্ভুত বস্তু আমি মর্শন করতে পারি। এই কথা বলে পাণ্ডবীপুত্র অতীত ব্রথ চালনা শুরু করলেন। অপরূহে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি মথুরায়

উপস্থিত হলেন। তাঁরা যে সকল পথ দ্বিষ্টে গমন করছিলেন, হে রাজন, সেখানেই প্রায়বাসীরা কাছে এসে অভ্যস্ত আনন্দ সহকারে বসুদেবনন্দন দুজনকে মর্শন করছিল। প্রকৃতপক্ষে, প্রায়বাসীরা তাঁদের দ্বিষ্টে চোখ ফেরাতে পারছিল না। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্য কৃষ্ণবনবাসীগণ ব্রথ পৌত্তনের পূর্বেই মথুরায় এসে নদীর উপকণ্ঠের একটি বাগানে কৃষ্ণ ও বলরামের অপেক্ষার অবস্থান করছিলেন। নন্দ মহারাজ ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হবার পর জনপদীশ্বর, ভগবান কৃষ্ণ বিনীতভাবে অতীতের হাত তাঁর নিম্নে হাতে গ্রহণ করে হৃদয়ে হৃদয়ে বললেন ‘আমাদের আগেই ব্রথ নিজে তুমি নগরীতে প্রবেশ কর। অতীতের গৃহে গমন কর। আমরা এখনে কিছুক্ষণ বিগ্রাম গ্রহণ করে নগর দর্শনে গমন করব।’

শ্রীঅতীত বললেন—“হে প্রভু, আপনার দুজনকে ছাড়া আমি মথুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ, আমি আপনার ভক্ত আর যেহেতু আপনি ভক্তবৎসল তাই আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নয়। চলুন, আপনার দ্বিষ্ট জ্ঞান, গোপগণ ও আপনার সূতনন্দ সহ আমরা আমরা গৃহে যাই হে সুহৃদব, হে অধোক্ষর,

এইভাবে আমার পুত্রের প্রভুগণে গৌরবে কৃপা করুন। আমি এক সামান্য গৃহমেধী, তাই কৃপা করে আপনার পাশপাশে গুলি দিয়ে আমার গৃহস্থিক লিপি করুন। এই পবিত্রকরণের ফলে আমার লিপিপুস্তকযো, স্বর্গাধি ও দেবগণসহ সকলেই ভুগ্ন হবেন। আপনার পানপ্রক্ষালন করে যজ্ঞমতি যদি যজ্ঞাচ্ছ কেবলমাত্র গুণার্থীর্থে ও অতুল ঐশ্বর্যই প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই নয়—যিনি শুভ ভক্তের পরমমতিও লাভ করেছেন। আপনার চরণদ্বিত্ত প্রস্রাবত গঙ্গা নদীর জল ত্রিকুবনকে পবিত্র করেছে। যখন শিব তাঁর মন্ত্রে সেই জল ধারণ করেছেন এবং সেই জলের কৃপার সদয় স্নান করে পুত্রগণ স্বর্গ লাভ করেছিলেন। হে দেবদেব। হে জগদ্রাধ। হে পুণ্য-স্বত্ব-কীর্তন। হে কদম্বক। হে উত্তমজ্যোত্ব-বসিত। হে পরমেশ্বর ভগবান নাত্যগণ, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“আমি আমার ছোট ভাতার সঙ্গে তোমার পুত্রের আশ্রয় করব, কিন্তু প্রথমে আমি অবশ্যই যদু-বংশের লব্ধক হওয়া করে আমার সুখসম্পদকে অমল প্রদান করব।”

ঈশ শুকসেব গোন্ধবী বললেন—“ভগবান এইভাবে বললে, অমূল্য ভগবানস্বয় হস্তে নন্দীতে প্রবেশ করলেন। তিনি রাজ্য কলসকে নিজ কর্মের সফলতা বিবরণে অবহিত করে গৃহে গমন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথুয়া নন্দন বানচায় অপরাহুে শ্রীবল্লভ ও গোপবালকসঙ্গে তাঁর সঙ্গে নিয়ে নন্দীতে প্রবেশ করলেন। যথুয়ার ভগবান স্মৃতিক নির্মিত সুউচ্চ গোপুত ও গৃহধার নন্দন করলেন যার তেজস ও প্রধান ফটিকগুলি স্বর্গ নির্মিত, বন্যগায় ও অন্যান্য সাগরজলসমূহ ওয়া ও পিতল নির্মিত এবং যাত পরিগাতিগী অতি দুর্গম। মনোরম সুস্প্রধান ও স্বলভবান বাগান দ্বারা নগরীটি সুশোভিত। প্রধান চতুস্পাতি স্বর্গ সজ্জিত এবং সেখানে শিখোত্মিগণের উপবেশন স্থান ও অন্যান্য অট্টালিকা সহ ব্যক্তিগত অঙ্গারের জন্য উদ্যানও রয়েছে। হস্ত ও গোবা পয়সার কনিতে হস্তা দুর্গরিত, যারা গলাফের রক্তপথে, স্নিগ্ধ হোত্রে, গৃহ সন্ধ্যা বৈরাতে এবং গুচাপ্রভাণের কারণে রক্ত অঙ্গারগণে বসে থাকত। এই সমস্ত দেবী ও ক্যাসের বক্ত আশ্রয়ন সমূহ বৈদূর্ঘ্য, হীরক, স্মৃতি,

মৌল্যবাস্তব দ্বারা বিভূষিত, দুর্গা ও নন্দীসমূহ বন্য অলঙ্কৃত ছিল। সকল লজ্জল ও গঙ্গা নন্দীসমূহের তল সিত্ত খাওয়া এবং পাথর দ্বারা ও অঙ্গারসমূহ সজ্জিত গুলি মালা, আত্ম, লাজ ও তবুল বিন্যস্ত ছিল। গৃহের প্রবেশাধারমুখ আসনপথে সজ্জিত, চকন চিহ্নে স্নিগ্ধ অনুলোপত জলপূর্ণ কলসে দিগ্বিদিকেরে সোভিত ছিল এবং কুমল ও পট্টিকা দ্বারা বোঝিত ছিল। কলসীদ নিকটেই লতাকা, শীপমালা, ফলশুষ্ক সমাধিত ওন্দী ও সুগাধী বৃক্ষ ছিল। তাঁদের গোপ-বালক সহচরগণ সজ্জিত হয়ে তাঁরা নগরীর রাজপথে প্রবেশ করলেন যথুয়ার নন্দীপণ সফর সম্বন্ধে হয়ে বসুধেবের দুই পুত্রকে দর্শন করার জন্য নির্গত হলেন। হে রাজন, কোন কোন নন্দী তাঁদের দর্শন করার জন্য অতি উৎসুক হয়ে তাঁদের গৃহের উপরে প্রয়োজন করেছিলেন। কোন কোন নন্দী তাঁদের বস্ত্র ও আভরণ বিলম্বিতভাবে পরিধান করেছিলেন, অন্যরা তাঁদের একটি করে স্বর্ণকুণ্ডল ও মুণ্ডর ধারণ করতে বিম্বিত হয়েছিলেন যাত্র অপর নন্দীগণ একটি মোহে জড়ন চারক কলসে কিছু অন্যটিতে কলসেন না। যাত্র ভোজন করছিলেন তাঁরা অা পরিভোজ কলসেন, কেউ কেউ তাঁদের ঘান বা তৈলসর্জন অসমাপ্ত রেখেই নির্গত হলেন, যে সকল নন্দীরা নিব্রিত ছিলেন, সহসা জন কোলাহল প্রবল করে উদ্ভিত হলেন এবং মায়েরা যাত্র নিতনের জন্য দান করছিলেন, তাঁরা শিতনের একেবারেই শরিয়ে রাখলেন। নিজ প্রসজ্জিত লীলা শ্রবণ করে হাস্যযুক্ত কমল-লোচন ভগবানের অবলোকনের দ্বারা সেই সব নন্দীদের মন মুগ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্মীদেবীর আদর্শের উৎস তাঁর দিবা মেঘ হস্ত মন্ত পজেক্ততুল্য বিরমশালী লম্বাচরণ করে তিনি তাঁদের মধ্যমোৎসবের সৃষ্টি করেছিলেন। যথুয়ার নন্দীগণ কল কল কুম্ব সম্বন্ধে কল করেছিলেন প্রাচ্য তাই তাঁকে দর্শন করা যাত্র তাঁদের হস্ত শ্রবীকৃত হয়েছিল। তিনি তাঁদের উপর তাঁর উদগত স্থান ও দৃষ্টিপাতের অমৃত সিক্তন করার তাঁরা সম্মানিত দেখ করেছিলেন। নরনের মাধ্যমে তাঁকে তাঁদের হস্তে গ্রহণ করে আনন্দময় বিগ্রহ বরণ তাঁকে তাঁরা আশ্রয়ন করে প্রোমজিত হলেন। হে পুরুষসেনকীর্তী, এইভাবে তাঁর অনুপস্থিতিজনিত অনন্ত মনোব্যথা তাঁরা বিম্বিত হয়েছিলেন। আসার লিখরে আগোহকরী প্রীতি

দুর্গাশ্রীঃ সনাতন যুগে বসুধাধিপতি হইলেন ও ইন্দ্রকোপে কৃপা কলস বর্ষে স্বর্গাধিপতি পতিত হইলেন। হস্তমের প্রবেশন হইল, তাহা হইল জলপূর্ণ হইল। হস্ত হস্ত হস্তে চকন ও পুত্রের অন্যান্য উপভোগ প্রদানের উপায় করিয়া গেলেন। যথুয়ার নন্দীগণ প্রকোষেরে করলেন—জায়া, গোপীগণ কি মহাভাগ্য্যাই এ দর্শন করেছিলেন যার ফলে নরলোকের পরমাত্মক হুসেজগল কুম্ব ও কলসমকে নিবন্ত স্বর্গ করল।”

“যথুয়ার এক বক্তকে আসিতে গেলে কুম্ব তাঁর কলসে দীপ্ত উপভোগ বস্ত্র প্রার্থনা করে কলসেন—‘যথুয়ার যোগ্য লাভ আমারের হুজুরকে উপভোগ বস্ত্র লস কর। কুম্ব যদি এই দান কর, তা হলে মিসকোহে তোমার পুত্র রক্ষণ হবে।’ এইভাবে পূর্ণব্রত ভগবান কুম্ব প্রার্থিত হয়ে সেই উক্ত ব্রতকৃত্য ব্রত হস্তে ভগবান করে উত্তর দিল—‘তোমরা নির্ভীক বালক। তোমরা পাহাড়ে বসে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত আর তোমরা কি না এই ধরনের বস্ত্র পরিধানের মৃত্যু কর। এই সবকু রাজস্ব্য তোমরা প্রার্থনা কর। হে স্বর্গপণ, সস্ত্র এখন থেকে চলে যাও। যদি তোমাদের নীচের আকল্য থাকে, তা হলে এভাবে প্রার্থনা কর না। এখন কেউ অত্যন্ত উচ্চ হয়ে ওঠে, রাজপুত্রের তাকে কল করে কল করে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি হস্ত করে।’ রাজসেব একল আভ্যাস্যপারায়ণ কথার দেবকীন্দল কুম্ব হয়ে শুধুয়ার তাঁর করপ্র দ্বারা তিনি তার মন্তক সেই হস্তে বিল্লি করলেন। রাজকের অনুষ্ঠানবিশ্ব প্রায়ের সকল বস্ত্রের পৈতিকগুলি পথে কলসে দিয়ে চতুর্দিকে ধলায় করল। এখন ভগবান কুম্ব বস্ত্রগুলি গ্রহণ করলেন। কুম্ব ও কলসায় তাদের বিল্লি পল্লবের দুটি বস্ত্র পরিধান করলেন এবং অঙ্গার কতকগুলি ভূমিতে নিক্ষেপ করে অবশিষ্ট বস্ত্র গোপবালকদের মধ্যে বিতরণ করলেন।”

“অতঃপর এক ভক্তব্যার তাঁদের দুজনের প্রতি মেঘ অনুভব করে অগ্রসর হয়ে বিচিত্র বর্ণের চেলবস্ত্রবৃণ দিয়ে তাঁদের পোশাক সুন্দরভাবে সজ্জিত করল। বিচিত্র বৃষ সমাধিত তাঁদের ঈজ নিজ অনুশয় বসনে কুম্ব ও কলসমকে সন্মুখল দেখছিলেন। তাঁদের কেন উৎসব উপলক্ষে সূসজ্জিত খেত ও কুম্ব বর্ণের দুটি বস্ত্রাধারের মতো মনে হছিল। ভক্তব্যার প্রতি সন্তু

হস্ত ভগবান কুম্ব তাঁকে দুজনের পর সন্দল্য দ্বিত ও ইন্দ্রকোপে পরম ঈর্ষা, বল, প্রভা, স্বর্গ ও ইন্দ্র পুত্রের অর্জন প্রদান করলেন। তাঁর দুজনে বস্ত্রাধার নন্দীকে সুন্দর পুত্র প্রদান করলেন। ইন্দ্রের দর্শন করে তাঁর সুন্দর ঈর্ষা প্রীতি এবং পরে কুম্বের ব্রত অত্যন্ত করে প্রচার বিবেচন করল। তাঁদের ঘাসন নিবেদন করে ও তাঁদের লাজ-পুত্রকর করত পর সুন্দর অর্থা, মালা, আত্ম, অনুলোপন ও অন্যান্য উপভোগে তাঁদের ও তাঁদের সহচরগণের অর্জন করল। ‘ও প্রভু, এখন আমারে কুম্ব সর্ঘের প্রার্থনা এবং জাতক কল পবিত্র হয়েছে। এখন আমারের হুজুরকে এখনে আপনায় অতুল্য আমার সকল পিতৃপুত্রগণ, দেবপ্রাণ ও পবিত্র আবার প্রতি সন্তু হইলেন। আপনায় হুজুর সমস্ত প্রার্থনের লব্ধি কল করল। এই উপভোগে উচ্চ ও মল প্রদানের জন্য আপনায় আপনায় আপনায় সই অবলোকন করেছেন। যথেষ্ট আপনায় সমস্ত প্রার্থনের লব্ধি ও সুন্দর, সকলের প্রতিই আপনায়ের দৃষ্টি সমভাবকর। অতঃপর, যদিও আপনায় আপনায়ের প্রভু প্রেমময়ী ভক্তব্রত প্রতি-ভক্তন করেন, আপনায়ের সকল সমুদেই কল তাঁদের প্রতি বৈবাহিকবর্তন। যাত্র করে ভ্রমারে, আপনায়ের এই ভক্তকে আপনায় অ পুণি নির্দেশ করল। আপনায়ের দ্বারা যে কোন কর্ম নিবৃত্ত হওয়া নিশ্চিতভাবে যে কোন কাঙ্ক্ষা পক্ষে মহা-ভার্মার স্বত্ব।’ হে রাজসেব, এই কথা বলে সুন্দর কুম্ব ও কলসের অতিপ্রাণ হস্তময় করে অতঃপর অমলসেব মনে তাঁদের হুজুরকে প্রসন্ন, সুগতি কুম্বের দ্বারা নিবেদন করলেন। সেই হস্তময় কুম্বের দ্বারা বিব্রিত হয়ে তাঁদের সহচরগণ সহ কুম্ব ও কলসের অত্যন্ত প্রীতি হলেন। তাঁরা দুজনে শরণাগত ও তাঁদের সমুদে প্রসন্ন হস্তময়কে তার বাহিত বয় প্রদান করলেন। সুন্দর, অবিলাসী ভগবান কুম্বের প্রতি অচল-ভক্তি, তাঁর ভক্তব্রতের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সন্তু হস্তে অগ্রসর কল প্রার্থনা করলেন। ইন্দ্রক সুন্দরকে কলসে এই সকল বস্ত্রই অনুমোদন করলেন, তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি তাঁকে বঙ্গবাস্যব্রতেরে কুর্জিত ঐশ্বর্য, বল, আত্ম, কল, কাটি প্রদান করলেন। অতঃপর কুম্ব ও তাঁর অগ্রসর সহ, প্রদান করলেন।”

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়
কুবলয়াপীড় বধ

শ্রীল চক্ৰবেদ গোবামী সন্মেলন “হে শব্দভ, কৃষ্ণ ও বলরাম সকল প্রয়োজনীয় পৌত্র সন্তানাদন করে, যন্ত্রাশ্রয়ের সুসুখি নির্মাণ শ্রবণ করে, কী হচ্ছে তা বর্ণন করার জন্য সেখানে গমন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রতুমির প্রবেশথ্যারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, যন্ত্রভেদ প্রয়োচনার কুবলরাণীড় সাময়িক হস্তী তাঁর গণ রূপ করছে। তাঁর পরিধেয় যন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে এবং কৃত্তিত অলকরাণীকে পশ্চাতে একত্রে আবদ্ধ করে শ্রীকৃষ্ণ হস্ততকে উদ্দেশ্য করে মেঘগঙ্গীর বাক্যে বললেন—হে যন্ত্রভ, যন্ত্রভ, এখনই সরে যাও এবং আমাদের যেতে দাও। যদি তা না কর, আজই, আমি তোমাকে এবং তোমার হাতী, উভয়কেই বহুদায় প্রেরণ করব। এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে কুব যন্ত্র তাঁর কল্যাতক বহনদ্বন্দ্ব কুব হাতীকে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য পবিত্রাশিত করল। সেই হস্তীরাড কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে তার গুড় দিয়ে তাঁকে ধারণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ স্থলিত হয়ে তাকে আঘাত করে তার দৃষ্টির বাহিরে তার পাতলির মাখে অপ্রতীক হলেন। ভগবান কেশবকে বর্ণনে অসমর্থ হয়ে কুব হাতীটি তার দ্ব্যপেত্তিত কার। তাঁকে আবেষণ করতে লাগল। কুবলরাণীড় ভগবানকে পুনরায় তার গুড় দিয়ে ধারণ করলে ভগবান নিজেই বহুপূর্বক মুক্ত করলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গজদ্ব যেমন সর্পকে আকর্ষণ করে তেমনি শক্তিমানী কুবলরাণীড়কে তার পুচ্ছ ধরে পঙ্ককিশ্রিত ধনু-ধৈর্য পরিমাপ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। ভগবান অচ্যুত স্বপন হস্তীটির পুচ্ছ ধারণ করলেন, তখন পশুটি তাঁকে ধরবার জন্য ডানদিকে কিবলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বাম দিকে ঘোরালেন এবং স্বপন সে বাম দিকে ফিলল, কৃষ্ণ তাকে ডান দিকে ঘোরালেন। ঠিক যেমন কোন বালক কোন দোহংসের পুচ্ছ ধরে তাকে আকর্ষণ করে নন্দাদিকে ফেবাড়। কৃষ্ণ তখন হাতীটির মুখোমুখি হয়ে তাকে চাপড় মেরে ধাবিত হলেন। কুবলরাণীড়

ভগবানের পদাভ্যন্তরে ধাবিত হয়ে তার দ্বারা প্রতি পদক্ষেপে
 তাঁকে স্পর্শ করছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কৌশলে তাকে হেঁচট
 খাইয়ে ছুতলে নিশাচিত করলেন। কৃষ্ণও সরে গিয়ে
 ক্রীড়াচ্ছলে ভূমিতে পতিত হয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে
 পড়লেন। কিন্তু ক্রোধোদগত হাতী কৃষ্ণকে পতিত মনে
 করে তার গাও গিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করল,
 কিন্তু তার পরিবর্তে সে ভূমিকে আঘাত করল। তার
 বিক্রম ব্যর্থ হওয়ার সেই হাতীরাজ কুম্ভারপাঁড় অসহিষ্ণু
 হয়ে উঠল। মারত দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে পুনরায়
 কৃষ্ণের দিকে ক্রুদ্ধভাবে ধাবিত হল। ভগবান মধুসূদন
 আক্রমণোদগত হাতীর সম্মুখীন হলেন। এক হাতে তার
 ঠক ধারণ করে কৃষ্ণ তাকে ভূপাতিত করলেন। অতঃপর
 ভগবান শ্রীহরি শক্তিশালী সিংহের মতো সেই হাতীটিকে
 আক্রমণ করে তার একটি পাও উৎপাটন করে সেটি
 দিয়েই সেই পণ্ডিত তার পাদককে বধ করলেন। যুগ
 হাতীটিকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ হাতীর দাঁতটি ধারণ
 করে অঙ্গ-স্থলে প্রবেশ করলেন। তার দ্বন্দ্ব হাতীর
 দাঁতটি স্থানিত, হাতীর মস্ত ও হেদবিন্দু সমূহ তার সমস্ত
 শরীরে ছড়ান এবং তার পদ-সমূহ মুদ্রবশে আপনি
 উদ্গত হেদবিন্দু, একপা পরম সৌন্দর্যে ভগবান তখন
 শোভিত ছিলেন।”

“হে রাজন, শীঘ্রমেই ও শ্রীজানার্ন প্রত্যেকই একটি
নবদন্ত রূপ অত্র হৃদয় কঠিনায় গৌণবাক্য পরিবেষ্টিত
হয়ে ময়ত্রীজ্ঞা স্থলে প্রবেশ করলেন। ময়ত্রীজ্ঞা স্থানে
শ্রীকৃষ্ণ বকন তাঁর অগ্রহ সহ প্রবেশ করলেন, তখন জি
তিয় শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে
প্রকাশিত হলেন। ময়ত্রীজ্ঞাপন তাঁকে যজ্ঞের যজ্ঞে,
ময়ত্রীজ্ঞা জনসাধারণ তাঁকে নরশ্রেষ্ঠ রূপে, সমসীপন তাঁকে
মুর্তিমান কামরূপে, গোপগণ তাঁকে স্বজন রূপে, অধর্মিক,
রাজার্য তাঁকে মণ্ডলাভা রূপে, তাঁর নিজ-স্বাতা তাঁকে
ভীষ্মের সন্তান রূপে, ভোগরাজ্য কামের কাছে মৃত্যু রূপে,
অজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মনবাদের কাছে ভগবানের বিরাট মুর্তি

কাল, হোমিওপ্যাথির কাছে পরম ব্রাহ্মণ্যে এবং দুর্ভাগ্যে
প্রাপ্ত পদম পূজা পিণ্ডই তাপে তাঁকে কর্ণন করিল। হে
ভাঙ্কন, কুম্ভভাট্টা তাঁকে মৃত এবং সেই দুই ভাইকে
জলপাথের নর্কন করে কলসে মর্দন করিয়া উড়িয়া গেলেন।
নিচির আভরণ, মালা ও বসনে সজ্জিত হয়ে দ্রিক যেন
হরোহর বেশধারী অভিলেখের মতো মহাদাশ হ্রিক্ত ও
প্রীতলাভ্যম মল্লকীকৃত্যুলে নীতিমান রূপে শোভিত
হইলেন। প্রকটলাগ, তাঁদের প্রভার নর্কক মল্লকীকৃত্যুলে
বিকিণ্ড হইল। হে ভাঙ্কন, নগরবাসী ও
জনগদবাসীগণ নর্কক মল্লক হতে সেই দুই পরম-
পুরুষদ্বয়কে অপলক নয়নে কর্ণন করিল। অল্পমোক্ষাসে
বিশ্ফারিত মননে ও উৎফুল্ল বশনে তারা তুষ্টিহীন ভাবে
ভগবানদ্বয়ের মূখসুগ পান করিল। জনসাধারণ তাদের
নয়ন দ্বিগে যেন কৃষ্ণ ও বলরামকে পান করিল, তাদের
জিহ্বা দ্বিগে তাঁদের লেহন করিল, নাসিকা দ্বিগে তাঁদের
চাপ গ্রহণ করিল এবং দুই বাহু দ্বিগে তাঁদের আলিঙ্গন
করিল। ভগবানদ্বয়ের ক্রম, গুণ, মাধুর্য ও বীরত্ব সমূহ
স্বপ্ন করে, তারা বা কর্ণন করেছিল এবং তপ্তা বা শ্রবণ
করেছিল, সেইসব একে অপরকে বর্ণনা করিল—এই
দুই বাসক নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণের অংশভকাল রূপে
এই ভগবতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি
(কৃষ্ণ) মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে
গোবৃন্দে আনয়ন করা হয়, যেখানে এতাবৎকাল তিনি
গুপ্তভাবে আবস্থান করে নন্দ-মহারাজের গৃহে বর্ধিত
হইলেন। তিনি পুতনা ও ভৃগুবর্ত দানবকে সংহার
করেছেন, বমলাকুর্ন বৃক মুসিক ভূপাতিত করেছেন এবং
শঙ্খদুর্ভ, কেশী, খেনুক ও অন্যান্য অসুরদের বধ
করেছেন। তিনি দাবানল হতে গন্ধ ও শোণগণকে রক্ষা
করেছেন এবং কালির নামকে ময়ন করেছেন। তিনি
সমগ্রকাল এক হস্তে পর্বত-প্রগলভে দণ্ডন করে কঙ্কা,
কর্ণ ও বহুপাত হতে মোকুলের আধিবাসীগণকে রক্ষা
করে ইন্দ্রের অহঙ্কার ধূর করেছেন। গোপীগণ তাঁর
চিরপ্রিয় হৃদয় ও কটাক্ষবৃত্ত মুখমণ্ডল অথলোকন করে
অক্লেপে সকল সন্তপ্ত আভিভ্রম করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।
কলা হয় যে, তাঁর পূর্ণ সুরক্ষাবীনে যদবংশে ভর্তি বিদ্যাত

জায়গা, কল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। তাঁর কোঠা ভাড়া এই কর্মকর্তারই। এলবার্ট সফল প্রাপ্ত হইয়া ইংল্যান্ডে অধিকারী তিনি প্রলাপ, মনঃ, বস্তু প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়াছেন।”

“জানকীধারক যখন এইভাবে কথা বলছিল এবং
বান্দ্যপুত্রি ব্যক্তিরে হতিল, তখন লোক ও বলরামকে
উৎকণ্ঠ করে ত্রাসবোধে চাপুত এই কথাগুলি বলতে
লাগিল—হে নন্দপুত্র, হে রাম, তোমরা দুজনে বীরগণ
দ্বারা হস্তযুদ্ধে সুনিপুণ বলে সম্মানিত তোমাদের শক্তির
কথা প্রদশ করে রাজা স্বয়ং তা শ্রবণ করিতে চেয়ে
এখানে তোমাদের আহ্বান করেছেন। প্রজাপণ, যা
তাদের মঙ্গল, কর্ম ও ব্যক্তির দ্বারা রাজ্যের অদম্য বিধানের
চেষ্টা করে, তাহা নিশ্চিতরূপে মঙ্গল লাভ করে, কিন্তু
যারা তা করিতে ব্যর্থ, তাহা বিপরীত ফল ভোগ করে,
এটা সঙ্গীত যে, গোপশালকেরা সর্বদা অসম্মিত কাণে
আদের গোবৎস পালন করে এবং বিভিন্ন বনে বন্ধন
ভাসির পত্নী চারণ করে, তখন কলকেরা ক্রীড়াচ্ছলে
এতে অগরের সঙ্গে মনোহর করে। সুতরাং রাজা যা
চাইছেন তা করা যাক। যেহেতু রাজাই সর্বভূত স্বরূপ,
তাই প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি নকট হব। এই কথা
বল করে মনোহর লড়িতে ইচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণ স্থান ও
কালের উপযুক্ত বাক্যে উত্তর প্রদান করে প্রতিশ্রুতিভাও
কণ্ঠে জ্ঞানলেন। অনাবদী হলেও আমরা তোম
রাজ্যবই প্রজা। আমরা অবশ্যই ত্বর আকাশস্থ সত্ত্ব
কর, কল তা আত্মদের জ্ঞান প্রদান প্রাপ্ত স্বরূপ।
আমরা বালক মাত্র এবং সমালম্বিত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই
ক্রীড়া করা উচিত। হস্তযুদ্ধের ক্রীড়া ন্যায়শক্তি হস্ত
উচিত যাতে মাননীয় কর্মসম্প্রদায়ের অর্থ “স্পর্শ না করে।”
চাপুত বলল—“মহাবলশালী তুমি ও বলরাম শিশুও
নও অথবা এমন কি কিশোরও নও। শেষ পর্যন্ত সহস্র
হস্তীর কল সম এক হস্তীকে তুমি ক্রীড়াচ্ছলে বধ করলে
অন্তএব তোমাদের দুজনেরই উচিত বলশালী যোদ্ধাদের
সঙ্গে যুদ্ধ করা। হে বক্রবংশজ, যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে
তোমার শক্তির প্রদর্শন কর এবং বলরাম মুন্সিকের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে, সেখানে অবশ্যই কোন অর্থ হবে না।”

চতুঃষড়বিংশ অধ্যায়

কংস বধ

শ্রীমৎ শকুনিঃ গোপাশী বললেন—“এই ভাবে সঙ্ঘবিশিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করার জন্য মন স্থির করলেন। তিনি চাপুসকে এবং শ্রীকলরাম মুষ্টিকে আচল করলেন। পরস্পর পরস্পরের হস্ত ও পদে পদচাপে আঘাত করে বিজয়ান্তিকারে সবলে একে অপরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর সকলেই নিজ মুষ্টি দ্বারা অপরের মুষ্টিকে, নিজ জামু দ্বারা প্রতিপক্ষের জামুকে, মস্তকের বিরুদ্ধে মস্তক এবং বক্ষস্থলের দ্বারা বক্ষস্থলকে আঘাত করছিলেন। প্রত্যেক বোঝাই তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পবিত্রায়ণ, বিকোণ, পরিঘন্ত্রল, অধ্যক্ষেপ, উৎসর্গ ও অপসর্গন ত্রিঙ্গ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। জরী হওয়ার অভ্যন্ত অগ্রহে তাঁরা, বোঝার বলপূর্বক উত্থাপন, উত্তরান, চালন এবং স্থাপন দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ মেহেরও ভক্তি করছিলেন।”

“হে রাজন, উপস্থিত সকল রমণীগণ, ঐ মন্ত্রযুদ্ধে সকল ও দুর্বলের অনৈতিক যুদ্ধ বিবেচনা করে অভ্যন্ত উদ্বিগ্ন অনুভব করলেন। তাঁরা মন্ত্রযুদ্ধের চাবদিকে মলবদ্ধভাবে সমবেত ছিলেন এবং একে অপরকে কলতে লাগলেন—আহা! কী মহা অধর্মের কর্ম এই রাজ সত্যনামেরা করছে! যেহেতু রাজা এই দুর্বল ও সবলের মধ্যে লাড়াই মর্শ্ব করছে, তাই তারাও তা মেখেতে চাইছে। দুই পেশদার মন্ত্রযোদ্ধা, যাদের বহুসম কঠিন ছিল এবং প্রকাণ্ড পর্বতভূমি দেখে তাদের সঙ্গে এই দুই অপবিত্র অভ্যন্ত সুকোমল অস্ত্রের বাস্তবের কি তুলনা করা যেতে পারে? এই সমাবেশে ধর্ম নীতি নিশ্চয়ই ভঙ্গ করা হয়েছে। যেখানে অধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, তেমন স্থানে কলরও এক মুহূর্তও স্থায় উচিত নয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি যদি জানতে পারেন যে, সদস্যগণ সেখানে অনৈতিক কর্ম করছে, তবে তেমন সমাবেশে তিনি প্রবেশ করবেন না আর যদি প্রবেশও করেন, যদি তিনি সভ্য-ভাষণে বার্তা হন, মিথ্যা কথা অথবা সেই সংক্ষেপে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তবে তিনি অবশ্যই পান-ভাগী হন।

চারদিকে তাঁর সত্যাবিষ্ট কণ্ঠের মুখপত্রখানি দেখা; প্রসঙ্গা বুঝে বাবা সেই মুখমণ্ডল বেশ বিম্বতে আচ্ছন্ন হয়েছে, যেন লিখিত আজ্ঞাদিত একটি পত্র। জেমনা কি মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধবশত ভাষ্যভাষণে মনমুগ্ধ সমবেত শোভাবর্ণনকারী বলরামের হান্যের মুখমণ্ডল ও তাঁর মুকুমারতা বর্ণন করছে না? ব্রজভূমি কত না ধনা, কারণ সেখানে মানব দেহের হস্তবেশে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বিচরণ করেন, তাঁর বহু লীলাধির প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি অপূর্ব কন্যামাল্য শোভিত হন এবং তাঁর গম্বীর সেবাসিমেব শিব ও দেবী রম্যদ্বারা পূজিত হয়। সেখানে তিনি বলরাম সহযোগে গো-চারণ করতে করতে তাঁর বেশ-বাসন করেন।”

“আহা! ব্রজগোপিকারা কী ভদ্রা কবেছেন। শ্রী, ঐশ্বর্য ও বশসমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোক্ষ সমস্ত সৌন্দর্যের সারস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের মুকুমারের অমৃত তাঁরা তাঁদের নমন দ্বারা নিরন্তর পান করেন। নারীগণের মধ্যে ব্রজনারীগণ অভ্যন্ত সৌভাগ্যসম্পন্ন, কারণ তাঁরা সকল সময়েই কৃষ্ণমুখচিহ্ন আশ্রয় মুক-লোহন, শস্য মাড়ই, মাখন মখন, জ্বালানির জন্য গোবর সংগ্রহ, দোলাকোলন, কন্দময় ও শিতর যত্ন, মাঠে জলসেচন, গৃহমার্জন ইত্যাদি সর্বকর্মে অক্লান্তি কষ্টে অমবসত্ত শ্রীকৃষ্ণের পান করে থাকেন। তাঁদের এই গরম কৃষ্ণভাবনা হেতু তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সকল কালিকৃত বস্ত্র প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। প্রজাত্তে তাঁর গাভীসহ ব্রজ হতে নির্গমন কালে এবং সূর্যোদয়ে ব্রজে প্রত্যাবর্তন সময়ে কৃষ্ণ বর্ষন বেশবাসন করেন, গোশীপণ আ ক্রল করে সত্তর তাঁকে মর্শ্বন করার জন্য তাঁদের গৃহ হতে বের হয়ে আসেন। গরম বিচরণকালে তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের সহাস্য কৃপাময় দৃষ্টিপাতযুক্ত মুখমণ্ডল মর্শ্বন করতে সমর্থ এই গোশীপণ নিশ্চয়ই অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন।”

“হে ভরতকুলোত্তম, রমণীগণ এইভাবে বলতে

কংসের যোদ্ধার ঐ ব্রজ উপ শত্রুর এই ভাবে চিহ্নিত করলেন। ঐশ্বর্য পিতৃ মাতা (দেবকী ও বসুদেব) বলরামের সত্য বাক্য শ্রবণ করে পুত্র হোলে শোকাকুর হারে উঠলেন। তাঁরা শোকাকু হরিছিলেন, অসহ তাঁদের পুত্রদ্বয়ের শক্তি সংক্ষেপে তাঁরা অবগত ছিলেন না। শ্রীকলরাম ও মুষ্টি ও সুনিপুণভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিপক্ষের মতোই এইভাবে অসংখ্য মন্ত্রযুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করে পরস্পর যুদ্ধ করেছিলেন। ভগবানের অঙ্গ দ্বারা বস্ত্রপাতের ন্যায় কঠোর প্রহারে চাপুসের শরীরে প্রতিটি অংশ যেন চূর্ণ হতে লাগল এবং ক্রমশ অধিকতর ক্ষুণ্ণ কাতর হয়ে সে ক্রান্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর চাপুস ভগবান কংসকে শোণ পক্ষীর ন্যায় সবেগে আক্রমণ করে তার দুই মুষ্টি দিয়ে ভগবানের কক্ষস্থলে আঘাত করল। বলরাম শক্তিশালী আঘাতেও ভগবান মাল্য দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হতীর ন্যায় অবচলিত ভাবে চাপুসের বাক্যর শব্দ শুনে বেশ করেবাব চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইয়ে দললে ভূতলে আছাড় দিয়ে ফেললেন। স্থলিত কল্প, কেল ও মাল্য সমবেত মন্ত্রযোদ্ধা চাপুস ইন্দ্র-বজ্রের ন্যায় ভূপতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। তেমনই মুষ্টি ও শ্রীকলরামের তার মুষ্টি দ্বারা আঘাত করার পর বহু হয়েছিল। শক্তিশালী ভগবানের করতল দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সেই মানব মর্শ্ব শরীরে ক্ষুণ্ণ কাতর হয়ে রক্ত বমন করতে করতে প্রাণত্যাগ করে কল্লাহত কৃষ্ণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।”

“হে রাজন, এরপর যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বলরাম যুদ্ধার্থে সঙ্গাণ্ড কুট নামক মন্ত্রযোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে অবজার সঙ্গে তাঁর বাম মুষ্টির দ্বারা বধ করেছিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ বোঝা শলকে তার হস্তকে তাঁর পরাশ্রয় দ্বারা আঘাত করে বিখ্যাত করলেন। ভগবান এতইভাবে হেফলভেও আঘাত করলে উভয় মন্ত্রযোদ্ধাই প্রাণত্যাগ হয়ে পতিত হল। চাপুস, মুষ্টি, কুট, শল এবং তোপল নিবৃত্ত হলে অবশিষ্ট মন্ত্রযোদ্ধারা সকলেই তাদের জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করল। অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম সমগ্র ব্রজগোপালক সন্তানের আহান করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নৃত্য ও ধাঁড়া করলেন, আর তখন তাঁদের নৃপুণ বাদিত স্বাদবস্ত্রের মতো মনোহর হইল। কংস গাভী আর সকলেই কৃষ্ণ ও বলরামের এই অপূর্ব কর্ম

দর্শন করে অমলিষ্ট হয়েছিলেন। সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও মধু মহাযাগে ‘সাদু’ ‘সাদু’ বলে চিহ্নিত করছিলেন।”

“ভোক্তারাজ তার সকল শ্রেষ্ঠ মন্ত্রযোদ্ধার হস্ত অথবা পদাঙ্গুল হস্তেরে মর্শ্বন করে, তার আশ্রয়র জন্য বান্যবত সজ্জাগুলি বধ কবাপ নির্দেশ প্রদান করে এই কথাগুলি কলতে লাগল। কংসের দুই দুর্বল পুত্রকে নগরী থেকে বহিস্কার কর। গোপগণের সম্পত্তি কলোয়ান্ত কর এবং দুর্ভিক্ষ মল্লকে প্রেক্ষার কর। ঐ দুর্ভিক্ষসম্পন্ন দুর্ভিক্ষ কংসকে হস্তা কর। তার শত্রুর পক্ষাঘাতী অমায় পিত্র উগ্রসেনকেও তার অনুগামীসহ হস্তা কর। কংস এইভাবে দ্বাধা প্রকাশ করতে থাকলে অত্যন্ত ভয়বান কৃষ্ণ ভক্ত্যত কৃষ্ণ হয়ে উঠে এবং সহজেই উক্ত রাজযোদ্ধার লোক দিয়ে আরোহণ করলেন। মুষ্টিমান যুদ্ধাঙ্গাণে শ্রীকৃষ্ণকে অগমন করতে দেখে, বুদ্ধিমান কংস তার অঙ্গর থেকে উঠে তার অববাহি ও চাল প্রত্যা করল। অববাহি হাতে কংস আকাশে উড়র শ্রেন পক্ষীর ন্যায় উড় একদিক থেকে অন্যদিক ভ্রম করতে থাকলে কংসই উড় ভোজালী ভগবান কৃষ্ণ ভার্গবপুত্র (গজত) যেভাবে মর্শ্বন করল করে সেইভাবে কলপূর্বক সেই অঙ্গুরকে ধারণ করলেন। তার বৃত্তটি ফেলে দিয়ে বেশ আকর্ষণ করে ভগবান পদনাত তাকে উচ্চ মল্ল থেকে মন্ত্রগীড়া মল্লে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বহুতপসুধ, নির্ভল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক স্বরং তার উপরে পতিত হলেন। যেভাবে এক সিংহ মৃত-হতীকে আতর্ষণ করে, উপস্থিত প্রত্যেক মর্শ্বকের সমক্ষে ভগবানও কংসের মৃতসেহকে সেইভাবে ভূতলে আকর্ষণ করলেন। হে রাজন, মন্ত্রহস্তের সকল মানুষেরা তখন ভূমল উদ্ভেদে হা হা কল করে উঠল। ভগবান তাকে বধ করলেন এই ভাষ্যের বংস সর্বদা বিবৃত থাকত। তাই পান, জেমন, ভ্রমণ, বশ বা কেবলমাত্র শাসনগ্রহণ সময়েও রাজা নিরন্ত চতুর্ধারী ভগবানকে তার সম্মুখে মর্শ্বন করত। আর এইভাবে কংস ভগবানের ঋণবৎ ঋণ লাভের দুর্লভ আশীর্বাদ অর্জন করেছিল। কল ও ন্যায়ধর্মের নেতৃত্বে কংসের আট কমিষ্ট ভ্রাতা তখন অত্যন্ত কৃষ্ণ হয়ে তাদের আতর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভগবানদ্বয়কে আক্রমণ করল। ভগবানদ্বয়ের প্রতি অতিবেশে সমাগত, আঘাতোন্মত্ত তাদের, রোহিণীশখন তাঁর গদা দ্বারা, সিক

কেন্দ্র কেন্দ্র সিংহ সহকর্মেই অন্যান্য প্রাণীকে হত্যা করে সেইভাবে বধ করলেন। তখন অকারণে দৃশ্যভিত্তিক ধর্মিতা হল। ভগবানের অংশগ্রহণে ভ্রম, শিথ ও অন্যান্য দেবতাদের আনন্দে তাঁর উপর পুষ্প বর্ষণ করতে করতে তাঁর স্ততি কীর্তন করছিলেন এবং তাঁদের পত্নীগণ নৃত্য করছিলেন।”

“হে রাজন, তখন কংস ও তার প্রকৃষ্ণের পত্নীগণ তাদের ভক্তগোষ্ঠী স্বামীদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাদের মৃত্যুকে আঘাত করতে করতে সেখানে আগমন করল। বীরের অস্তিত্ব শব্দায় খ্যাত তাদের স্বামীদের আলিঙ্গন করে স্ত্রীগণ অশ্রুবর্ষিত অস্ত্র বিসর্জন সহকারে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগল—হায়, হে প্রভু, হে প্রিয়, হে ধর্মজ্ঞ, হে করুণাশীল, তুমি নিহত হওয়ার, আমরাও গৃহ ও সন্তানাদি সহ একত্রে নিহত হলাম। হে পুরুষেশ্বর, আমাদের মতো এই নন্দীও গুহা পতির বিরহে উৎসব-বঙ্গল-শ্লোকেণে শোভাইল হইছে

হে প্রিয়, তুমি নিরপরাধ প্রাণীদের উপর তুমি অত্যাচার করেছ বলেই আজ তোমার এই শপা হল। অপরাধে অধিষ্ঠাকারীরা কিভাবে মুখ লাভ হতে পারে? জীকৃষ্ণই এই জগতের সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও স্রষ্টার কারণ এবং তিনিই সকলের পালক। যে তাঁকে অবজ্ঞা করে, সে কখনই মঙ্গল লাভ করতে পারে না।”

শ্রীল শুকদেব গোষাঠী বললেন—“বাজপত্নীগণকে সাত্বত প্রদান করে নিম্নলিখিত লোকপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত অশ্রোষ্ট্রিক্রিয়া সম্পাদনের আয়োজন করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের মাতা ও পিতাকে বন্ধনমুক্ত করে তাঁদের চরণে মস্তক স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁদের প্রণতি নিবেদনকারী দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে এখন জগদীশ্বর রূপে অকাত হইতে দেবকী ও বসুদেব কর্তৃকোক্ত মনোমোহন হইলেন। শত্বিত হইতে আলিঙ্গন করতে পায়লেন না।”

† † †

পঞ্চচত্বরিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন

শ্রীল শুকদেব গোষাঠী বললেন—“তাঁর চিহ্নে ঐশ্বর্য সহজে তাঁর পিতা-মাতা সচেতন হয়েছেন হৃদয়ঙ্গম করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান ভাবলেন, এটি হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তাঁর ভক্তদের মোহিত করে তাঁর যে বোণমায়া তিনি তাঁরই বিস্তার করলেন। সাবভ্রষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে একত্রে তাঁর পিতা-মাতার কাছে গেলেন। দিনমুহুর্তে মাঝে নিচু করে তাঁদের ‘হে মাতা’, হে পিতা’ বলে সম্রাট সন্তানদের মাঝে কৃষ্ণ বলতে লাগলেন—হে পিতা, আপনি ও মাতা দেবকী সকল সময়েই আপনারা দুই পুত্র, আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন আর তাই কখনও আমাদের বাণ্য, পৌণ্ড্র ও বৈশোম উৎসাহ করতে

পারেননি। অধিকাংশ শিশু তাদের পিতা-মাতার গৃহে বা উপভোগ করে, সেব বিড়ম্বনার ফলে আমরা আপনার সঙ্গে বাস করতে না পেরে সেই অঙ্গর ও মুখ উপভোগ করতে পারিনি। জীবনের সকল উদ্দেশ্য সাধক এই মেহমিত্রে পিতা-মাতাই রূপ দেন ও লাগন করেন। তাই, শত-বর্ষ পরমর্ষ গর্ভে তাঁদের সেবা করলেও মানুষ তাঁদের রূপ শোধ করতে পারে না। সমর্থ হইতে যে পুত্র সেই ও ধন ছাড়া তাঁর পিতা-মাতার জীবিকা প্রদান করে না, তাঁর মৃত্যুর পর পরলোকে যমদূতের তাঁর নিজ মাংস ভক্ষণে সক্ষম করে। হে সমর্থ মানুষ তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতা, মাতার স্ত্রী, শিশু সন্তান ও গুরুদেবকে পালন করে না, অথবা ব্রাহ্মণ ও অপ্রিতজনকে অবজ্ঞা করে,

সে তাঁরিত হলেও মৃত্যু বিবেচিত হয়। আমাদের হন করসেও তাঁর সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকার জন্য আপনারা সেরা যথাযোগ্যভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে আমাদের অসমর্থ হইলে আর এইভাবে আমাদের এই সমস্ত দিনগুলি যাপন নষ্ট করেছি। হে পিতা, হে মাতা, আপনারাও তজ্ঞা করতে যা পারার জন্য মন্য করে আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পরায়ম হইতে চাইছি এবং পুরাতা কংসের দ্বারা জড়িত উৎপীড়িত।”

শ্রীল শুকদেব গোষাঠী বললেন—“এইভাবে নিজ হস্তরী শক্তি দ্বারা মনস্করূপে আবির্ভূত, বিষ-পরমাত্মা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথায় মোহিত তাঁর পিতা-মাতা আনন্দে তাঁকে জেগে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। ভগবানের উপর অকৃত্যারা বর্ষণ করতে করতে মেহপাশে আবদ্ধ তাঁর পিতা-মাতা কক্ষ বলতে পায়লেন না। হে রাজন, বাজপত্নী বর্ষে তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। দেবকীমন্ডন রূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে তাঁর পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে তাঁর মাতামহ উদ্দেশ্যে বদুগের রাজ্য করলেন।”

ভগবান তাঁকে বললেন—“হে মহারাজ, আমরা আপনার রজা, তাই আমাদের আশ্রয় করুন। প্রকৃতপক্ষে, বহুতির অভিপায়ে কলে কেন যদুই রাজ সিংহাসনে উপবেশন করতে পারেন না। আপনার পার্শ্বগণের মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত সৈবক রূপে আমি উপস্থিত থাকলে, সকল দেবতা ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিরও অবনত হস্তকে আগমন করে আপনাকে উপহার প্রদান করবে। নরপতিনগের কথা আর বলার কি আছে? ভগবান অতঃপর কংসের পলায়নকারী তাঁর নিকট জাতি ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরিয়ে আনলেন। প্রবাস পীড়িত বনু, বৃদ্ধি, তক্ষক, মনু, দামোদ্র, কুতুর ও অন্যান্য বংশজগণকে সসন্মানে গ্রহণ করে আশ্বস্ত করলেন। মহামূল্যবান উপহার প্রদান করে তাঁদের প্রীতি উৎসাহ করে বিশ্বকর্তা ভগবান কৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ গৃহে পুনর্বাসিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও জীসংকর্ষণের বহু দ্বারা পতিমুক্তিত এইসকল বংশের সমস্তের অনুভব করলেন যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়েছে এইভাবে তাঁদের পরিবার সহ গৃহে বাস করার সময়ে তাঁরা পূর্ণস্ব উপভোগ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের

উপস্থিতির ফলে তাঁরা কখনও কার্পটিক সন্তান দ্বারা পীড়িত হননি। প্রতিদিনই এই মহান প্রেমময়ী ভক্তগণ বৃকৃষ্ণের সুন্দর কপালক জীবৎ হাস্য শোভিত চির অমলময় মুখপদ্ম দর্শন করতেন। নন্দীর বৃদ্ধ আশ্রয়সীরাও তাঁদের শূচোষ ভ্রম অশ্রিত ভগবান বৃকৃষ্ণের মুখপদ্ম সূখা পান করে হল ও গল্পশ্রাব্যী ভক্তগণের লাভ করেছিলেন। এরপর, হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিত, দেবকীমন্ডন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নন্দ মহারাজের কাছে গেলেন। ভগবানরূপে তাঁকে আলিঙ্গন করে, তাঁর উপদেশে বললেন—হে পিতা, আপনি ও জননী কণোদ্য রেহ দিয়ে আমাদের অনেক ব্যস্ত লাগন পালন করেছেন। বাস্তবিকই মাতা-পিতা তাঁকে নিজ জীবনের চেয়েও তাঁদের সন্তানকে বেশি ভালবাসেন। ভবন শোভনে অসমর্থ হয়ে আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত শিশুকে ধার্য নিয়ে সন্তানদের মতো প্রতিপালন করেন, তাঁরাই প্রকৃত পিতা-মাতা। হে পিতা, এখন আপনারাও সকলের দ্বারা ক্রিয়ে যাওয়া উচিত। আপনার সন্তানবর্গের কিছু সূখ বিধান করার পর বড় ঋতু সহর আমাদের বিচ্ছেদে উদ্বিগ্ন আমাদের আত্মবিস্ময়, আপনারাও বর্ষন করতে আমরা আসব। এইভাবে নন্দ মহারাজ ও রাজের অন্যান্য মানুষের সাক্ষাৎ হনন করে পরমেশ্বর ভগবান অকৃত্য তাঁদের বক্তৃতা, অলঙ্কার, গৃহস্থালী বাসনপত্রাদি উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। কৃষ্ণের ব্যাক্যসমূহ শ্রবণ করে নন্দ মহারাজ ভেদে অতিভূক্ত হয়ে উঠলেন আর ভগবানরূপকে আলিঙ্গন করার সময় তাঁর নেত্রের অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর গোপগণ সহ তিনি দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষিত করলেন।”

“হে রাজন, তখন বসুদেবের পুত্র বসুদেব, একজন পুরোহিত ও অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারা তাঁর দুই পুত্রের উপলব্ধি সংস্কার সম্পাদনের আয়োজন করলেন। সেই সকল প্রাণীদের, সুন্দর অলঙ্কার এবং সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত বসুদেব গাভীর প্রদান ও গুজা করার মাধ্যমে বসুদেব তাদের সম্মান প্রদর্শন করলেন। এই সমস্ত গাভীরা সেনার কর্তব্যের এবং দেশীয় বর্ষ পরিধান করেছিল। কৃষ্ণ ও বলরামের রূপ উপলক্ষ্যে মহামতি বসুদেব মনে মনে যে ক্ষত্রীদের প্রদান করেছিলেন, কংস সেই সমস্ত গাভী অন্যভাবে হরণ করেছিল। সেই

কলা অরূপ করে বসুদেব এখন তাদের উদ্ধার করে দান করলেন। সংস্কারের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রাপ্ত হবার পর একান্তিক ব্রতধারী ভগবানধর, যদুকল্যাণের পূর্ণমূর্তির কাছে থেকে কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করলেন।”

“সকল জ্ঞানের উৎস-স্বরূপ সেই সর্বজন উপদেষ্টার মনুষ্যোচিত অংকবর্ণের দ্বারা তাঁদের সহজাত পূর্ণজ্ঞান গোপন করে এরপর শুকনুকে দাসের আকাঙ্ক্ষা করে অধবীপূরহাসী, কাশীদেশজাত সাধীনামি মুনির কাছে গমন করলেন। অত্যন্ত আকর্ষিতভাবে প্রাপ্ত এই দুই অমল-সংযমী শিষ্য সম্পর্কে সাধীনামি মুনি অত্যন্ত উচ্চ-ভাব পোষণ করলেন। স্বয়ং ভগবানকে ভক্তিসহকারে সেবা করার মতো গুরুদেবের সেবা করে, গুরুদেবকে কিতাবে সেবা করতে হয়, এই বিষয়ে তাঁরা অন্যদের কাছে অনিশ্চিন্তের সূত্র প্রদর্শন করলেন। সেই দ্বিতীয় তরু সাধীনামি তাঁদের অনুগত আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সমস্ত ধর্ম, বেদশাস্ত্র ও উপনিষদ সমুহ উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি তাঁদের অত্যন্ত গুণে অংশ সহ ধনুর্ধর, ধর্মশাস্ত্র, যীমানস প্রণালী, কনিগত সর্গবিদ্যা ও ছয় প্রকার রাক্ষসীতির ও শিক্ষা প্রদান করলেন। যে রাজ্য, সেই পুরুষ স্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও কল্যায়, তাঁরা স্বয়ং সকল প্রকার জ্ঞানের আবির্ভূত হওয়ার প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা একবার মাত্র শ্রবণ করেই তৎক্ষণাৎ সেই বিবরণসমূহ আয়ত্ত করছিলেন। এইভাবে চৌষটি অহোরাত্র তাঁরা একাগ্রচিত্তে চৌষটি প্রকার কলা-বিদ্যা শিক্ষা করলেন। এরপর যে রাজ্য, তাঁদের গুরুদেবকে গুরু-দক্ষিণা নিবেদনের দ্বারা তাঁরা সন্তুষ্ট করলেন। যে রাজ্য, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধীনামি ভগবানধরের হৃদিম্মা ও অদ্ভুত গুণাবলী এবং তাঁদের অতি-জ্ঞানবীর বুদ্ধি-মত্তা বিবেচনা করলেন। ততপর তাঁর পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর দক্ষিণা স্বরূপ প্রভাস সমুদ্রে মৃত তাঁর নিজ পুত্রকে দিলেন পেতে মনস্থ করলেন। সেই দুই ভ্রাতার পরাজয়শালী মহারথী ‘তথাস্ত’ উত্তর প্রদান করে গুরুদেব তাঁদের হাথে আরোহণ করে প্রভাসের উদ্দেশে গমন করলেন। অশা হস্ত সেই স্থানে উপস্থিত হলেন তখন তারা সমুদ্রতটে বিবেচন করে উপবেশন করলেন। সমুদ্র-বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পেরে স্তম্ভাঙ্গি হয়ে নিজে তাঁদের কাছে এসে।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে অধিপতির ভাবে বললেন—

“যাকে তুমি তোমার মহা-গুরু দ্বারা অসংলগ্ন করছ, আমার গুরুর সেই পুত্রকে এখনি উপস্থাপিত কর।”

সমুদ্র উত্তর দিল—“যে ভগবান কৃষ্ণ, আমি তাকে অসংলগ্ন করিনি, একটি শব্দের রূপ ধারণকারী সমুদ্র নামে দ্বিতীয় সংস্কার এক কল্যাণী বৈদ্য হৃদয়ে উপস্থাপন করেছে। নিশ্চয়ই সমুদ্র বলল, সেই বৈদ্য তাকে অসংলগ্ন করেছে। এই কথা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে পেয়ে তাকে খুঁজলেন। কিন্তু সৈন্তের উদ্দেশে মধ্যে বাসগতিকে ভগবান পেয়ে না। ভগবান জনার্ম সৈন্তের সেই মধ্যে কাত শব্দ শ্রবণ করে রণে ধীরে এগেলেন। তারপর তিনি যুদ্ধীদের যমরাজের প্রিয় রাজধানী সংযমীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঐকমত্য সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর শব্দে জোরে কৃৎকার করলেন এবং যমরাজ, যিনি বহুকীর্ষকে নিরুদ্বেগ রাখেন, তিনি সেই ভরসাবিশিষ্ট ধনি ক্রমশ ক্রম মারই আগমন করলেন। যমরাজ, বিতৃষ্ণভাবে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সেই দুই ভগবানকে পূজা করলেন এবং তারপর তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে বিদ্যমান ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশে বললেন—‘হে ভগবান বিষ্ণু, সাধারণ মনুষ্যকণ্ঠে কীভাবে আনন্দের ও শ্রীকল্যাণের জন্য প্রার্থনা কি করতে পারি?’”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“পূর্ব কর্মের দ্বারদ্বন্দ্বিতা ভোগ করার জন্য আমার গুরুদেবের পুত্রকে এখানে তোমার কাছে আনি হয়েছে। যে যমরাজ, আমার আদেশ পালন কর এবং অনাবিলম্বে সেই কলককে আমার কাছে নিয়ে এস।”

যমরাজ বললেন, “‘তথাস্ত’, এবং গুরুর পুত্রকে নিয়ে এলেন। তখন সেই দুই পরম উন্নত যদু ঠাণ্ডের গুরুদেবের কাছে সেই বালককে উপস্থিত করলেন এবং তাঁকে বললেন, “দয়া করে অন্য আর একটি বর নির্বচন করুন।”

গুরুদেব বললেন—“হে বৎস, তোমরা দুজনে গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞতাভাজিত দক্ষিণা প্রদান সম্পূর্ণ করেছে। বক্তৃত প্রেমামের হতো শিষ্য তার, সেই গুরুর আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? যে বীরের, এখন গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের কীর্তি পৃথিবীতে

পরিণীত করবে এবং এই জগৎ ও পদ জগৎ ‘সংসার’ে ফলস্বরূপে দৈবিত মত সকল দ্বিতীয় মনুষ্য প্রাপ্ত। এই পুত্র প্রত্যাপনীর জন্য গুরুর অনুমতি লাভ ও গুরু ভগবানধর হৃদয়ে মেঘগতীর ধর্ম সমুদ্র ও বসুদেবের দ্বারা গুরু আশ্রয়ণ করে তাঁদের নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তিনি ‘সংসার’ের পদ কৃষ্ণ ও বৎসরমতে দর্শন করলেন। সেই সকল দ্বিতীয় আশ্রিত হল। মত সম্পদ গুরুদেবের পদ করার পর যেরকম অনুভব হয়, জনগণ তিত তেমনই অনুভব করেছিল।”



ষট্চছারিংশ অধ্যায়

উদ্ধাবের বৃন্দাবনে আগমন

শ্রীল গুরুদেব গোপালী বললেন—পরম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন উদ্ধাব ছিলেন বুদ্ধিবংশের স্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গী এবং বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য দিত। ভগবান হরি, তিনি তাঁর সকল শরণাগতজনের সুখ দুঃ কষ্টের, তিনি একবার তাঁর পূর্ণভক্ত ও প্রিয়তম বন্ধু উদ্ধাবের হাত ধরল করে তাঁকে বলতে লাগলেন—‘হে সৌম্য উদ্ধাব, ব্রজে গমন করে আমাদের পিতৃ-মাতাকে আনন্দ প্রদান কর, এবং আমার বিরহে কাতর গোপীগণকেও আমার বর্তা প্রদান করে তাদের কল্যাণ নিয়ম কর। এই সকল গোপীগণের মন সর্বদা আমারে হস্ত এবং তাদের কীংকর অন্তরে চির-উৎসাহীকৃত। আমার জন্য তাদের এই কীংকর সৈনিক, ঐহিক সকল সুখই, এমনকি পরবর্তী জীবনে একল সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় কীর্তি কর্তব্যও তারা পরিত্যাগ করেছে। আমিই একমাত্র তাদের প্রিয়তম প্রিয় এবং নিঃসংশয়ে তাদের আশ্রয়করণ। সুতরাং সকল অবস্থায় তাদের ভরণ পোষণের ভার আমিই গ্রহণ করি। হে প্রিয় উদ্ধাব গোপালের এই রমণীমণ্ডলের কাছে আমি পরম প্রেমাস্পদ। জই তাঁরা যখন দূরে অবস্থিত অমাকে স্বরণ করে, তখন কিরূপে উৎকণ্ঠায় তাঁরা বিহ্বল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র আমি তাদের কাছে প্রত্যাপনময়ের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম বলেই, আমার প্রতি পূর্ণনিঃশয় উৎসাহীকৃত গোপীগণ কোমলকণ্ঠে তাদের কীংকর স্বরণ করার কথা সংগ্রাহ করেছে।’

শ্রীল গুরুদেব গোপালী বললেন—“হে রাজন, ভগবান এইভাবে বললে উদ্ধাব সাদরে তাঁর প্রভুর বর্তা গ্রহণ করে তাঁর রণে আরোহণ করলেন এবং নন্দ এবং জোরে গোপালদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঠিক যখন সূর্য অস্ত হচ্ছিল, ভাগ্যবান উদ্ধাব তখন নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে পৌঁছলেন এবং পদাধি পতনের প্রত্যাপনময়ে ভাটায় খুঁজতে উদ্বিগ্ন হুঁত্রে, তাঁর রণ অলপে অতিক্রান্ত হয়েছিল। কতমতী গাভীর জন্য বৃন্দাবনের পরম্পরিত গড়হীরে শব্দ, নিজ নিজ বৎসদের পেছনে তনুভারে ধাবমান গাভীর দ্বারা হাওয়া হবে, তত বৎসদের ইতস্তত লক্ষ্যপ্রদান ও গো সাহসের শব্দে, তাদের অপূর্ণ অলক্ষ্যত কষ্টসহ্যে প্রাণধারী যাত্রা সুশোভিত করেছিল, সেই গোল ও গোপীগণের কৃষ্ণ ও বলবামের পবিত্র কীর্তিগান সহ বেণুবানদের উচ্চ নিদানে, গোপালের চতুর্দিক অনুপ্রাণিত হচ্ছিল। গোপালে গোপগণের সুহৃৎসি কামি, সূর্য, অতিথি, গাভী, বিপ্র, পূর্বপুরুষ ও সেকতার পূজার উপচারের প্রাচুর্যে আত্ম মনোরম ছিল। চতুর্দিকের পুণ্ডিত বন পানির মত ও ক্রমবৃত্তি হৃৎক মিতানি ও এবং হৃদয়মুখ হলে, কান্ডেও কীংকর ও পায় সুশোভিত ছিল। উদ্ধাব নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছলেন মাত্র, মত তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অতঃপর হলেন। গোপরাজ কীর্তিভাজে তাঁকে আশ্রিত করলেন এবং তাঁকে অতিথি ভগবান কপুদেব-জ্ঞানে অর্চনা করলেন। উদ্ধাবকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও জল ও বিদ্যে শস্যের সুখদীন করে এবং পানদর্শন

ভাবা তাঁর মূর্তি পূজা করার পর লক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—হে প্রিয় মহামুখ, এখন রাজা শূরের পুত্র কসুনের স্বকীয়তা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তানসি এবং স্বজনবর্গের সাথে পুনর্মিলিত হয়ে তাল আছেন তো? সৌভাগ্যক্রমে তার খাঁয় পাণের জন্য, পাণস্বাধা এবং তাল সকল প্রাপ্তসহ মিহত হয়েছে। সকল সময়েই সাধু ও ধর্মশীল যদুপুত্রের প্রতি সে নিঃস্বপ্নময় ছিল। কৃষ্ণ কি আমাদের স্মরণ করেন? তিনি কি তাঁর রাজ্য, তাঁর সখা ও সুজনসকল স্মরণ করেন? স্বপ্ন তিনি তার নাম সেই প্রজামুখ ও তার গোপপনকে তিনি কি স্মরণ করেন? তিনি কি গাভীদেহ, কৃষ্ণকল অরপ্ত এবং গিবি গোবর্ধনকে স্মরণ করেন? তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দর্শন করার জন্য মোবিশ্ব কি একবারের জন্যও ফিরে আসবেন? যদি তিনি কখনও আস করেন, আমরা তখন তাঁর মনোরম নয়ন যুগল, লাসিক ও হাস্য সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারব। আমরা দাবানল, প্রবল বায়ু ও বর্ষা, বৃষ ও সর্প দানবসমূহ—এককম সকল অশান্তিকরক মৃত্যুভয় থেকে—সেই পরম মহাশক্তি কৃষ্ণের দ্বারা মুক্তকৃত হয়েছিলাম, আমরা যখন কৃষ্ণের অপূর্ণ কর্মসমূহ, তাঁর কটিকাণ্ড, তাঁর হাসি এবং তাঁর কক্য স্মরণ করি, হে উভয়, তখন আমাদের সকল জড় বস্তু নিশ্চুত হয়। যেখানে মুকুন্দ তাঁর ক্রীড়া-লীলা উপভোগ করেছিলেন, তাঁর পদচিহ্নসম্বোধিত সেই নদী, পর্বত এবং প্রদেশসমূহ আমরা যখন দর্শন করি, তখন আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিত্তের ময় হয়ে ওঠে। আমার মতে, কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয়ই দুই উন্নত সেবক হবেন, তারা দেবতাদের কোন মতঃ প্রত পূর্ণ করার জন্য এই গ্রহে এসেছেন। গর্গ ঋষির দ্বারাও এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত লক্ষ সহস্র হস্তীর মধ্যে বল্লালী কংসকে, সেই সঙ্গে সমস্তোচ্চা চাপুর ও মুণ্ডিককে, এবং কুসাগ্রাঙ্গীড় হস্তীকে কৃষ্ণ ও বলরাম হত্যা করেছিলেন। নিজে যেমন সহস্রেরই স্তম্ভ প্রার্থীকে হত্যা করে, তাঁরাও তেমনই অবলীল্যক্রমে গাণেশ হত্যা করেছিলেন। গজপাণ্ড যেমন একটি যথিকে সহস্রেরই ভয় করে, কৃষ্ণও তেমনই তাল পাদ্রর মধ্যে তাঁর বিশাল, সুদৃঢ় ধনুক ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এক হাতে একটি পর্বত মতঃ দিল ধারণ করেছিলেন। এখানে কৃষ্ণকৃষ্ণ কৃষ্ণ ও

বলরাম আমাদেরই প্রসঙ্গ, খোদা, প্রাণী, পুণ্যপট এবং বকেও মতো সুবাসু বিজয়। অসুরদের সংহা করেছিলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বললেন—এই ভাবে গভীরভাবে কৃষ্ণকে ব্যাখ্যার স্মরণ করতে করতে তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হলে, লক্ষ মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত যেন করায় মৌন হয়ে তাঁর প্রেমের শক্তি দ্বারা সেই উৎকণ্ঠা জয় করলেন। তাঁর পুত্রের চরিত্রাবলীর বর্ণনা শ্রবণ করা মাত্র যা যোগেশ্বর কৃষ্ণ বর্ণন করতে লাগলেন এবং যেরূপভাবে তাঁর উদ্ভব হতে দৃষ্ট করিত হতে লাগল। পরম পুণ্যকোত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনুভূত লক্ষ ও বশেষের পরম অনুভব সম্প্রতিভাবে দর্শন করে উদ্ভব মাননে লক্ষ মহারাজকে বললেন—“হে প্রভু নন্দ, সমগ্র জগতের মধ্যে আপনি ও মা যোগেশ্বর নিশ্চিন্তভাবে পরম প্রভু হয়ে বসি, কারণ সকল জীবের গুরুদেব স্বরূপ ভগবান নাথ্যবর্গের প্রতি আপনারা এমন প্রেমময়ী মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়েছেন। মুকুন্দ ও বলরাম, এই দুই ভগবান, প্রত্যেকেই বিশ্বের বীজ ও গর্ভ বরণ, বীজ ও তাঁর সৃষ্টি-শক্তি। তাঁরা জীবের হৃদয়ে প্রবিশ্ত হয়ে তাদের বহু চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর পরম পুরাণ পুত্র। অবিচ্ছিন্ন ক্রমের কোনও ক্রান্তিও, যদি প্রমাণবলে তাঁর মনকে কেবল এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি নির্বিশেষ করে, তবে সে ভগবানকে সকল পাপ কর্মফলের সকল চির দণ্ড করে সূর্যসম দ্যুতিময় শুভ চিত্তের স্বরূপে পরম অপ্রাকৃত গতি লাভ করে। আপনারা দুজনে সকল স্থিতির কারণ, সততের পরমাত্মাবরূপ সর্বকারণের মূল কারণ হওয়া সত্ত্বেও যার অনুধ্যাদেশ রূপ রয়েছে, সেই ভগবান নারায়ণের প্রতি নিরন্তর অতুলনীর প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করছেন। আর কোন পুণ্য কর্ম আপনারা প্রয়োজন। ভক্তবৃন্দের নাথ, অদ্যত কৃষ্ণ, তাঁর পিতা-মাতার প্রীতি বিধান করার জন্য খীয়েই রয়ে ফিরে আসবেন। সমস্ত যদুপুত্রের পক্ষ কংসকে মর্দনক্রমে হত্যা করার পর, ফিরে এসে আপনারা প্রতি প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণ এখন নিশ্চয়ই পলম করবেন। হে মহাভাগে, বিলাপ করবেন না, খুব খীয়েই আপনারা কৃষ্ণকে দর্শন করবেন। কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি সূপ্ত থাকে, সেইভাবে তিনিও সকল জীবের

বিশ্বের উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর কাছে যেটাই বিলাপ প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, উত্তম বা অদম নয় এবং তিনি কারও প্রতি অসম্মানীও নয়। তিনি অমরী, কিন্তু অমর্যাদা সঙ্গরূপে মান দান করেন। তাঁর মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র বা অন্যের আত্মার নেই। কেউই তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর কোন জড় দেহ নেই এবং কন্ড নেই। এই জগতে তাঁর এমন কোন কর্ম নেই যা তাঁকে শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা মিত্র প্রভৃতির স্বীকারে লজ লাভ করতে বাধ্য করবে। তবু তাঁর লীলা উপভোগার্থে এবং তাঁর সাধু ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি বর্ষাও জড়া প্রকৃতির সখ, রক্ত ও তম—এই তিনটি গুণের অর্জিত, তবু চিত্তের ভগবান তাঁর ক্রীড়ারূপে আসার সম্ভব করেন। এইভাবে অজ্ঞ ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য জড়া প্রকৃতির গণসমূহকে ব্যবহার করেন। ঠিক যেমন ঘূর্ণনরত কোন ব্যক্তি মনে করে যে ঘূর্ণিতলও ঘুরছে, তেমনই অহঙ্কার দ্বারা প্রচলিত কেউও মনে করে যে, সে নিজেই কর্তা, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার মনই কেবলমাত্র কার্য করছে। পরমেশ্বর ভগবান ইহা একমাত্র আপনাদেরই পুত্র নন। পত্নী, ঈশ্বর রূপে, তিনি সকলের পুত্র, জায়া, পিতা এবং মাতা। জন্ম বা মৃত্যু, অর্জিত, কর্মমানে বা ভবিষ্যতে, স্থিতিশীল বা গতিশীল, বৃষ বা ক্ষুদ্র কোন কিছুই ভগবান অদ্যত ব্যর্থত বহুসংখ্যে অতিশয় লাভ করতে পারে না। যেহেতু তিনি পটন-আত্মা, তাই তিনিই সমস্ত কিছু।”

“হে রাজন, কৃষ্ণের দৃষ্ট মনোরম সন্তে প্রমাণিত কথ্য বলতে বলতে, হস্তি শেষ হয়ে এসে। গোষ্ঠের সম্মীপল শব্দ্য হতে পাশ্চাত্য করলেন এক প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে তাঁদের বাস্তবিত্বের স্বীকৃতি করলেন। ভাবপূর্ণ তাঁরা দ্বিধিক্রমে পলিত করার জন্য তা হুম করতে শুরু করলেন। প্রজ্জ্বলিত তাঁদের কক্ষপূর্ণ দুই বাহু দিয়ে যখন যদুপুত্রের আকর্ষণ করছিলেন, তখন প্রদীপের আলোতে প্রতিফলিত তাঁদের বহুদিকের উজ্জ্বলতার তাঁরা পোভারিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিতম্ব, শুভ এবং কষ্টগতগুলি চকল হয়ে উঠেছিল এবং অজ্ঞান স্বর্গের কৃষ্ণকে রঞ্জিত তাঁদের মুখমণ্ডল কপোলাবলীর কুণ্ডল প্রভাষ উজ্জ্বলিত হয়েছিল। প্রভু সম্মীপল যখন উজ্জ্বল হয়ে কল-নয়ন কৃষ্ণের মহিমা গান করছিলেন, তখন তাঁদের গান তাঁদের মনোরম স্বর্গের মধ্যে মিলিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছিল এবং সমস্ত দিকের সর্ব-অঙ্গল দ্বীভূত করেছিল। যখন ভগবানদ্বারা সূর্য উদিত হলেন, তখন প্রজ্জ্বলিত লক্ষ মহারাজের দ্বয়ের সম্মুখে স্বর্ণ রথটি লক্ষ্য করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, ‘এই রথটি কার?’ কমলনয়ন কৃষ্ণকে নম্রায় নিয়ে গিয়ে কংসের আকাশল যে পূর্ণ করেছিল—সেই অজ্ঞান সন্তত ফিরে এসেছেন। ‘সে কি আমাদের আসে নিয়ে তার সেবার অত্যন্ত সন্তুষ্ট তাঁর প্রভু দিতবল করবে?’ শ্রীপল যখন এইভাবে কলাবলি করছিলেন, উদ্ভব তাঁর প্রাতঃকালীন কঠব্য সামান্য করে উপস্থিত হলেন।”

সপ্তচত্বিংশ অধ্যায়

ভ্রমর সঙ্গীত

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বললেন “প্রভুর যুবর্তীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুচরকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন, যার দুটি কান দীর্ঘ, যার নয়নদুটি প্রস্ফুটিত নবীন পদ্মের

মতো, যিনি পীত বসন এবং একটি লক্ষ্যপ্রায় মালা পরিধান করেছেন এবং যার পাদ্রর মধ্যে যদুপুত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মর্জিত দুই কুণ্ডলের দ্বারা। ‘কে

এই সুন্দর পুরুষ! গোপীরা প্রশংসা করে। 'সে কেমন থেকে এসেছে এবং সে কার সেবা করে? সে কৃষ্ণের বন্ধু ও 'অমল' নামের যাক্ষের কন্যা' এই কথা বলতে বলতে গোপীরা আশ্রিত হয়ে তখন উত্তমপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণের পানপত্র খাব অন্নরস, সেই উত্তমের চতুর্দিকে ভিড় কবলেন। সবিস্ময়ে তাঁদের মস্তক অকস্মত তরে, তাঁদের লজ্জা, সহস্য দৃষ্টিগত এবং মধুর বচনে গোপীরা উদ্ভবকে সম্মান জানালেন। তাঁকে লক্ষ্যপতি কৃষ্ণের হস্তাবধিভাবে চিনতে পেরে তাঁকে একটি নির্জন স্থানে 'ঠাণ্ডা নিয়ে গেলেন, তাঁকে সুখাসনে উপবেশন করালেন এবং স্নিগ্ধাঙ্গা করতে শুরু করলেন—আমরা জানি, আপনি বদুপতি কৃষ্ণের একান্ত সেবক এবং আপনার প্রভু নির্দেশে আপনি এখানে এসেছেন, যিনি তাঁর গিত-মাতাকে সন্তোষ প্রদান করতে ইচ্ছুক। এ ছাড়াও আরও এই সমস্ত গোচারণত্বের কোনকিছুই তিনি সন্তোষোপাধি বিবেচনা করেন বলে আমরা মনে করি না। স্বাক্ষরিকই, কেনও মূল্যবোধের গণ্যও পরিবারের সদস্যদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা বুঝি কঠিন। পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্যদের প্রতি নবুদ প্রদর্শন ব্যক্তিগত স্বার্থে চালিত হয়, এবং স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। এ ককম বন্ধুত্ব নারীর প্রতি পুরুষের বা কৃষ্ণের প্রতি প্রমত্তের আশঙ্কিত যত্নো। নির্ধন মানুষকে গণিকারা পরিত্যাগ করে, অহোঙ্ক সত্যকে প্রজারা পরিত্যাগ করে, শিক্ষা সমাপ্তের পর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকের পরিত্যাগ করে এবং ঘরের জন্য দক্ষিণা প্রদানকারীকে পুরোহিতের পরিত্যাগ করে থাকে। একটি ঘাঘের ফল শেষ হয়ে গেলে পাখিরা সেটি পরিত্যাগ করে ভোজন করার পর অর্জিতরা গৃহ পরিত্যাগ করে, বন্ধু অসুস্থকে প্রাণীরা পরিত্যাগ করে এবং প্রেমিকের প্রতি অসন্তুত থাকে সন্তোষ প্রদান উপভোগ্য রূপীকে প্রেমিক পরিত্যাগ করে।' এইভাবে বলতে বলতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামদাম্যবাক্যে সম্পূর্ণ নিবেদিতপ্রাণ গোপীরা তাঁদের সমস্ত সৈন্যবিন ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে রাখলেন, যাহেতু এখন সেই কৃষ্ণেরই মৃত শ্রীভক্তের তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণ তাঁর শৈশবে ও বৈশেষ্য দেব ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেইগুলি তাঁর অনবদ্য স্মরণ করে লক্ষ্যশরম ছেড়ে তাঁর নিয়ে

গান গায়ে গায়ে কাটতে থাকলেন। গোপীরা মনে একজন যখন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পূর্বে কৃত স্নান যাক্ষ করছিলেন, তখন তাঁর সম্মানে একটি স্নানও দেওয়া পেলেন এবং সেই সময়টিতে তাঁর প্রিয়তমের পাঠ্যের দৃষ্ট বলে মনে করলেন। তাই তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন—'হে ভ্রমর, যে ঘূর্তীবেদ্য, তোমার সেই কৃষ্ণ বিলম্বিত করে ছাড়া আমায় পানপত্র স্পর্শ কোর না, যা এক বিপক প্রেমিকের কুচ্যুতন দ্বারা কৃষ্ণের মালায় স্থাপিত হয়েছিল। কৃষ্ণ মধুর রস গোপীগণের সমস্ত বিধান করল। যিনি তোমার মতো এক মৃতকে প্রেরণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই যাক্ষ মজার উপহাস্যাপন করেন। একবার যাক্ষ তাঁর মোহিনী অধর সুখা আশ্রয়ের পান করাবার পর, কৃষ্ণ সহস্রা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন তুমি কিছু কুলেদের পরিত্যাগ কর। তা হলে, কিভাবে সেই দেবী পদ্মা ছোড়ার তাঁর পানপত্রের সেবা করছে? হায় উত্তরটি নিশ্চয়ই এই হবে যে, তার মন তাঁর প্রবচনাপূর্ণ কন দ্বারা অগম্য হয়েছিল। হে ভ্রমর, কেন তুমি এখানে গৃহহীন মানুষদের সামনে মদুপতি সম্বন্ধে এত গান করছ? এই সকল প্রসঙ্গ আমাদের কাছে পুরাতন সর্বোৎসাহ। ভাল হয়, তুমি তাঁর নতুন মধুপত্রের সামনে সেই অভূম-বাক্য বিবরণে গান কর, যাঁদের কুলদের উত্তম বসনার এখন তিনি উপভোগ করছেন। সেই সমস্ত রমণীগণ নিশ্চয়ই তোমার অর্জিত ভোজ্যকে প্রদান করবে। স্বর্গ, মর্ত্য, কিংবা পাতালের, কোন রমণী তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য? তিনি কেবলমাত্র তাঁর জ্ঞানীজন এবং কপট মধুরের দ্বারা করেন, আর তার সকলে তাঁর হয়ে যায়। পরমেশ্বরী স্বতঃ তাঁর চরণদ্বয়ের ধূসির উপাসনা করেন, সেই তুলনায় আমাদের হৃদয়টি কোথায়? কিন্তু যারা বীণজ্ঞ, তারা অন্তত তাঁর উত্তমপ্রসাদ লাভ কীর্জন করতে পারে। আমরা পানপত্র থেকে তোমার মস্তক সরাও। আমি জানি তুমি কি করছ। তুমি মস্তক সরাও তোমার বাক্যসব তাঁর মৃত রূপে এসেছে। কিন্তু তাঁর জন্য যাক্ষ তাদের পতি, পুত্র ও অন্যান্য সকল সর্বাভ ত্যাগ করেছে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন। তিনি একজন অকৃতজ্ঞ মাত্র। আমি কেন এখন তাঁর সঙ্গে সন্ধি করি? একজন স্বার্থের মধ্যে তিনি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর

দ্বারা কলিতাকে হত্যা করেছিলেন। যাহেতু তিনি এত নারীর দ্বারা নিষ্ঠুর ছিলেন, তিনি তাঁর কাছে কাম হাকাকাত করে 'আমত আরেকজন নারীকে বিসমল করেছিলেন। আর বসি মহারাজের নৈবেদ্য ডাকের পরেও তিনি তাঁকে একটি রক্ত দ্বারা বহন করেছিলেন, তখন তিনি একটি কাক। তাই এই কৃষ্ণ কর্তৃক বাক্যের সঙ্গে আমাদের সকল মনোহা পরিভাষ্য হোক, যদিও তাঁর বিষয়ে কথা আমরা পরিত্যাগ করতে পারছি না। কৃষ্ণ নিয়মিত যে গীতা সম্পাদন করতেন, তা এখন কাম কর্তৃক অসুস্থ-ব্রজ। যে একবারের জন্যও সেই অনুভবের এক বিশৃঙ্খলিত আশ্রয়ন করেছিল, তাই জগদীশ্বরের প্রতি আসক্তি দ্রষ্ট হয়। একমুখ বাক্যে সহস্রা তাদের মীন গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করেছে এবং নিজেরা বীণ হয়ে তাদের জীবন নির্বাহের জন্য তিকা করতে করতে এখানে বৃন্দাবনে পানির মতো উল্লেখ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর প্রত্যক্ষাপূর্ণ কণাগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করে আমরা ঠিক তখন মূর্খ কৃষ্ণের হৃদয়ের পত্নীরের মতো হয়ে গিয়েছিলম যাক্ষ নিকর ব্যর্থের গান শ্রবণ করে থাকে। এইভাবে আমরা যাক্ষের তাঁর বন্ধ-স্পর্শ জনিত তাঁর কামনার পীড়া অনুভব করতাম। হে মৃত, মরা করে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু গিবরে কথা বল। হে আমরা প্রিয়তমের সখা, আমরা প্রিয়তম কি তোমাকে আবার এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা তোমাকে সম্মান করা উচিত, সখা, হত্যা করে, তুমি কি বর চাও তা তুমি পক্ষ কর। কিন্তু কেন তুমি তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যেতে কিং এসেছ, বীর দাম্পত্য প্রেম ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন? হে সৌম্য ভ্রমর, শেষ পর্যন্ত তাঁর যু হচ্চেন লক্ষ্মীদেবী এবং তিনি সর্বদা তাঁর কল্যাণের বাস করেন। হে উদ্ভব! অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, কৃষ্ণ এখন মধুরের বাস করছেন। তিনি কি তাঁর নিষ্ঠুরত্বের কথা, তাঁর বন্ধুদের কথা, গোপবল্লভের কথা শব্দ করেন? হে মহাত্মন! তিনি কখনও আমাদের কথা, এই বিকরীদের কথা বলেন? তবে তিনি অগত্যা সুগন্ধুত তাঁর হস্ত আমাদের হস্তকে ধারণ করবেন?"

শ্রীল শুভদেব গোয়ারী কলেন—'এই সকল কথা শব্দ করে, উদ্ভব তখন, ভগবান কৃষ্ণকে লক্ষ্যের জন্য

চতুর্থ পদ গোপীগণের সাক্ষা প্রদানের চেষ্টা করলেন। এইভাবে তিনি প্রান্তে প্রিয়তমের বাঁধা বন্ধি করতে শুরু করলেন।"

শ্রীভক্ত বলালেন—'নিশ্চিতরূপে আমাদের গোপীগণ সর্বাধর্মসিদ্ধি এবং লোকপুঞ্জিত্য, কাহন আপনাকে এইভাবে আপনাদের মন পরমেশ্বর ভগবান কামদেবের প্রতি সমর্পণ করেছেন। দান, হস্ত, তপস্যা, দোষ, ভগ্ন, বেগ, রক্ষা, সযোয পান্ডব এবং অবশ্যই অন্যান্য অনেক ওকসাত্তিক বিবিধ সাধনার মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি লাভ হয়ে থাকে। আপনাদের মহাভাগের দ্বারা আপনাকে অতি শ্রেষ্ঠ মানের ওকসাত্তিক ভগবান উত্তমপ্রসাদের উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন—মুনিগণের পক্ষেও যে মান অর্জন করা কঠিন। আপনারা মহাভাগ্যক্রমে আপনাদের পতি, পুত্র, দৈবিক স্বাস্থ্য, আত্মীয়স্বজন ও গৃহ সংসার, সবই কৃষ্ণ নামক পন্থ পুরুষের জন্য ত্যাগ করেছেন। হে পরম মহিমাম্বিত গোপীদল, আপনারা যখনই অধোস্তম ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের অধিকার দাবি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণবিবর্তে, তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম উন্নতচরিত্রের মাধ্যমে আপনারা আমাকে পরম কৃপা করলেন। হে ভগবান, এখন আপনাদের প্রিয়তমের বাঁধা প্রবল করুন, বা আমি আমার প্রভুর একান্ত সেবকরূপে, আপনাদের কাছে উপস্থিত করার জন্য এখানে এসেছি।"

ভগবান বললেন—'প্রকৃতপক্ষে তোমরা তখনই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হও, করণ আমিই সকল সৃষ্টির আত্মা। ঠিক যেমন অকোশ, বায়ু, আগুন, জল ও মাটি—প্রকৃতির এই উপাদানগুলি সৃষ্টিভাত প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে বর্তমান, তেমনই আমি প্রত্যেকের মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের মাঝে এবং ভৌত উপাদানগুলি ও জড় প্রকৃতির তথ্যবলীর মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছি। ভৌত উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রকৃতির গুণনি যাক্ষ জড়ভূক্ত, আমার সেই আত্ম শক্তি-বলে নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যেই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, পান্ডব তর্কি এবং প্রজাহার করি। ওক প্রত্যেকের তথ্য জানায় হৃদয়ব রস, স্বাস্থ্য জাগতি সমস্ত কিছু থেকে পৃথক এবং প্রকৃতির গুণসমূহের বন্ধন অসম্পূর্ণ। আমরা জাগতিভাত স্বপ্ন ও সৃষ্টি নামে জড় প্রকৃতির ত্রিবিধ কার্যবলীর মাধ্যমে

আমাকে উপলব্ধি করতে পারি। ঘুম থেকে উঠে মানুষ যেমন অনবরত কোনও ব্যথার চিন্তা করতে থাকে, সেই স্বপ্ন মাথাঘষ হতেও পারে—ঠিক তেমনই মনের ক্রিয়াকলাপের ফলে মানুষ ইন্দ্রিয়ের উপকোষা বিষয়াদি নিয়েই ধ্যান করে, যাতে ইন্দ্রিয়গুলি ভা ভোগ করতে পারে। তাই, এভাবে আমাদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকা এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। সমস্ত সর্বীর পরম পবিত্র যেমন সমুদ্র, তেমনই মনীষীদের মতে, সমস্ত বেদশাস্ত্রাদি এবং সর্বত্রকার যোগাচ্যাস, সাংখ্য চর্চা, মর্যাদা জীবন, তপস্যা, ইন্দ্রিয় স্বয়ং ও সত্যতা অনুশীলনের এটাই চরম নিষ্পত্তি। কেন আমি তোমাদের দৃষ্টিপাতের পরম প্রিয় বিষয় হয়ে তোমাদের কাছ থেকে কত দূরে রয়েছি, তার প্রকৃত কারণ আমার প্রতি তোমাদের অনুরোধযোগ্য আদর ও ভীতি করতে চাই এবং এইভাবে তোমাদের মন আমার আরও কাছে আকর্ষণ করতে চাই। স্বপ্নে প্রিয়তম অনেক দূরে থাকে, তখন নারী তাকে সামনে উপস্থিত থাকার চেষ্টাও বেশি চিন্তা করে। যেহেতু তোমাদের মন সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন এবং অন্য সকল বিষয় হতে মুক্ত হয়ে তোমরা সর্বদা আমাকে স্মরণ করছ, তাই অতি শীঘ্রই তোমাদের মাকে আমার আশ্রমে লাভ করবে। যদিও কয়েকজন গোপীকে ব্রহ্ম থাকতে হতেনি আর তাই রহিষ্ণে অরণ্যে আমার সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও তারা ছিল ভাগ্যবতী। প্রকৃতপক্ষে, তারা লক্ষ্যের শৌর্যমালী লীলাওলি ভবনের মাধ্যমেই আমাকে লাভ করেছিল।”

শ্রীল চক্রেব গোহাতী বললেন—“ব্রহ্মের প্রমণীর তাঁদের প্রিয়তম কৃষ্ণের কাছ থেকে এই কাণ্ড প্রকাশ করে প্রীত হলেন। তাঁর কথাগুলি তাঁদের মৃতি জাগরুক করলে, তাঁরা উদ্ধতকে উদ্দেশ্য করে বললেন—এটা অপ্রত্যুত যে, অনুপদের নির্ভরতাকারী এবং শত্রু কং সু, তার অনুগামী সহ একমু নিহত হয়েছে। অপর এটিও অপ্রত্যুত যে, ভগবান অদ্বৈত তাঁর ওতাকালী আশ্রয়কাম বন্ধু ও অস্বীকৃতবজনের সঙ্গে কৃশলে বাস করছেন। যে গোপা উদ্ধব, পদের কোট মাত্রা কি একম পুত্র রমণীসের আনন্দ প্রদান করছেন, যে-আনন্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই প্রাণ। আমাদের মনে হয় সেই

রমণীরা তাঁদের উদার দৃষ্টি দিতে নিম্ন মগজ্ঞ হানো তাঁক অর্চনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রকার সম্পদ, বিষয়ে দক্ষ এবং পুত্র রমণীসের প্রিয়তম। একম যেহেতু তিনি তাঁদের মোহিত বালা ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবিদিত বহিত হতেন, তাই কিতাবে তিনি আবদ্ধ না হয়ে পাবেন?”

“হে ধর্মপ্রাণ, পুত্র রমণীসের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা সমস্ত গোপিক কখনও আমাদের শ্রবণ করেন কি? তিনি কখন তাঁদের সঙ্গে স্বতন্ত্রে কথা বলেন, তিনি কখনও আমাদের, প্রমা কন্যাদের উদ্দেশ্য করেন কি? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ও উদ্ধব চলে পোড়িত কৃষ্ণকম অনপের সেই রহিষ্ণে তিনি মনে করেন কি? তাঁর প্রিয়তম সর্বাঙ্গ, আমরা স্বপ্নে তাঁর মধুর মধিয়া ভব করেছিলাম, চন্দ্রের নৃপতির সর্বাঙ্গে নিমিষিত হাসনুভোর মতলীর মধ্যে তিনি আমাদের স্নেহ উপভোগ করেছিলেন। তাঁরই অন্য বাক্য একম সমস্ত, তাঁরই অধরে স্পর্শ দিয়ে তাদের সর্গীকিত করতে দর্শাই কনের সেই পুরুষ এখানে ফিরে আসছেন কি? যেভাবে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সমস্ত দেবকানি দিয়ে অরণ্যকে সর্গীকিত করেন, তিনি কি আমাদের সেইভাবে রক্ষা করবেন? কিন্তু তাঁর শত্রুদের নিহত করে রাক্ষাস করায় পর এবং রাজকন্যাদের বিবাহ করায় পর কৃষ্ণ কেন এখানে আসছেন? তিনি সেখানে তাঁর সকল বন্ধু ও ওতাকালীসের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভুট হয়েছেন। মন্তব্য কৃষ্ণ লক্ষ্মীসের অধীশ্বর এবং তিনি বা অকল্পন করেন, আগল থেকেই তা অর্জন করেন। তিনি স্বপ্নে ইতিমধ্যেই স্বরসম্পূর্ণ, তখন কিতাবে আমরা কন্যাসীরা বা অন্য রমণীরা তাঁর উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করতে পারি? বাসনাটী পিজলাও জেবণা করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সকল আশা ত্যাগ করাই পরম সুখের। আমরা তা জানা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য আমাদের আশা ত্যাগ করতে পারছি না। ভগবান উত্তমযোগের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কাব্যলাপ পরিভাষণ যে সেইতে পারে? তিনি লক্ষ্মীসের প্রতি কোন আশ্রয় প্রদর্শন না করলেও, লক্ষ্মীসেরী কখনও ভগবানের কণ্ঠের উপরে তাঁর হৃদ থেকে বিদ্যুত হন না।”

“প্রিয় উদ্ধব, কৃষ্ণ স্বপ্নে এখানে সর্বত্রের সাহচর্যে ছিলেন, তখন তিনি এই সমস্ত নরী, পর্বত, কন, ধবনি

এই রমণী সর্গী উপভোগ করেছেন। এই সমস্ত কিছুই নিঃস্বপ্নে আমাদের মনের লক্ষ্যে রাখা হয়ে কবিতা। লক্ষ্মীসেরী, আমাদের যেহেতু তাঁকালক মিলা লক্ষ্মীসেরী পার্শ্বিক স্পর্শ করি, তাই তাঁকে কখনও কুলতে পারি না। যে উদ্ধব, তাঁর মধুর স্নেহভক্তি, তাঁর উদার হাস্য ও মীমাংসার দৃষ্টিভাট এবং তাঁর মধুর কাকের দ্বারা স্বপ্নে আমাদের কামর অনন্ত হয়ে রয়েছে, তখন আমরা কিতাবে তাঁকে কুলতে পারি? যে প্রকৃ, যে রমণীস, যে ব্রহ্মদেব। যে সকল মুখ তৈলকম, গোবিন্দ, মগ্ন রক্তে মুখের সাগরে নিমগ্ন অঙ্গনার গোবিন্দকে উদ্ধব করন।”

শ্রীল চক্রেব গোহাতী বললেন—“শ্রীকৃষ্ণের মর্দা তাঁদের বিষয়ের স্বপ্নে মূর্তীকৃত করার পরে, গোপীরা অপ্রত্যুত উদ্ধবকে তাঁদের ভগবান, কৃষ্ণের থেকে অতিরিক্ত মর্যাদা করে, তাঁর পূজা কলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলবিবরক তাঁদের করার মাধ্যমে গোপীসের মুখ নিমগ্ন করে উদ্ধব সেখানে করেছিলেন থাকলেন। এইভাবে তিনি গোপীসের সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে অকল্প বিধান করছিলেন। মনুষ্য হলে উদ্ধব স্বপ্নে মন করেছিলেন, ব্রহ্মসর্গীসের কাছ তা কলকাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ উদ্ধব সকল সময়ে কৃষ্ণকে নিয়ে আনোচনা করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরির সেই হাস ব্রহ্মের নরী, কন, পর্বত, উপত্যকা এবং পুষ্পশোভিত বৃক্ষরাশি স্পর্শ করে, বৃক্ষাশ্রয়সীমার শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে আনন্দ লাভ করতেন। এইভাবে গোপীসের সর্বকল কৃষ্ণ নিমগ্নতার ফলে অক্লান্ত স্পর্শ করে উদ্ধব বিশেষ প্রীত হলেন। তাঁদের প্রতি সকল ব্রহ্মা নিবেদনের মাধ্যমে তিনি এইভাবে গাল করলেন। পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে এই গোপীরা ব্যতিক্রম তাঁদের বৈদ্যগী সীকন সার্থক করেছে, কারণ তাঁরা ভগবান গোবিন্দের জন্য অবিমিশ্র যেমন পূর্ণতা অর্জন করেছেন। মগ্ন জড় ভক্তিবে মীত সমস্ত, তারা যাতেও মহান মুনিগণ এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও মধ্যে গোপীসের হতে শুদ্ধ প্রেম আত্মলতা করা হয়ে থাকে। বীর্য অনন্ত সন্তানস্ব ভগবানের লীলাকর্মের স্বপ্ন গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরাপে জন্ম কিংবা স্বপ্ন ব্রহ্মাকলপ করেই বা কি প্রয়োজন থাকে? কতখানি বিশ্বাসের বিষয় যে, এই সমস্ত কন্যারী, ব্যক্তিচার সেবে দুই মনে

হওয়া, সাধারণ রমণীরা পরমাধা কৃষ্ণের জন্য অবিমিশ্র প্রেমের পূর্ণতা অর্জন করেছেন। তা হলেও, এ কথা সত্যি যে, ভগবান স্বপ্নে তাঁর ব্রহ্ম পূজারীকেও জ্ঞানীকর করে, যেমন উত্তম ঐশ্বরের উপাসনগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ মনুষ্য না জ্ঞান গ্রহণ করলেও, তা কলতঃ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে সমস্তলীর গোপীসের সঙ্গে মূর্ত্য করছিলেন, তখন গোপীরা ভগবানের দুই হাততে আলিঙ্গিত হয়েছিলেন। লক্ষ্মীসেরী বা চিত্রর ভগবতের অন্যান্য স্ত্রীগণকেও এই অপ্রত্যুত অনুগ্রহ কখনও প্রদান করা হয়নি। এমনকি পরমসুখ মেধোশ্রীত ও কবি বিশিষ্ট স্বর্গের অকল্যাপও এমন ঘটনা কখনও কলকাল করে না। জড় ভাগ্যতিক কিতাবে অতি সুন্দরী রমণীসের কথা আর কি কলর আছে? মুকুল বা কৃষ্ণ বীকে বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা অবেলণ করা হয়, তাঁর লক্ষ্যপথে আলম গ্রহণ করার জন্য, ব্রহ্মের গোপিকারা তাঁদের পতি, পুত্র ও পতিবার পবিত্রককে—বীসের ত্যাগ করা অত্যাধ তর্কসম্মা, তাঁদের পবিত্রাঙ্গ করেছেন। এমনকি তাঁরা তাঁদের চরিত্রের সীমাপ্রসঙ্গও পবিত্রাঙ্গ করেছেন। তারা। কল আমায় সেই ভাগ্য হই, যেদিন আমি কলকাল ওস্ত, লতা ও ঐশ্বরি বৃক্ষ হয়ে ভগবৎহল করব এবং গোপিকারা তাদের পল্লবিত করে তাদের পদমূলির কুল লাগত কলা করবে। ব্রহ্মা ও সকল যোগেশ্বর দেবতাপ্রসঙ্গই স্বপ্নে লক্ষ্মীসেরীও তাঁর কামরে কেবল কৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চনা করতে পারেন। কিন্তু রাস নাড়ার সময়ে ভাবিল কৃষ্ণ এইসকল গোপীসের স্তনে তাঁর চরণ স্থাপন করেছিলেন এবং সেই পাদম্বর আলিঙ্গন করে গোপীরা সকল সমস্ত পবিত্রাঙ্গ করেছিলেন। আমি এক মহাপ্রভাব ব্রহ্মের বর্মণীসের পদমূলির নিরন্তর স্পর্শ করি। এই গোপীরা স্বপ্নে উচ্চশ্রেণীর শ্রীকৃষ্ণের মধিয়া সীকন করত, তখন তার ধনি ক্রিড়ককে পবিত্র করে।”

শ্রীল চক্রেব গোহাতী বললেন—“লক্ষ্মীসের বসন্তর উদ্ধব তারপর লক্ষ মহারাজ, যা বলেলা এবং গোপীসের কাছ থেকে বিদ্যার অনুমতি গ্রহণ করলেন। তিনি সকল গোপসের বিদায় জানলেন এবং হাতের জন্য তাঁর সাথে আরোহণ করলেন। উদ্ধব স্বপ্নে দ্বারা উপস্থ, তখন লক্ষ এবং অন্যান্য সবকল বিভিন্ন পূজার সামগ্রী ধারণ করে তাঁর নিকে অগ্রসর হলেন। তাঁদের অকল্পন নরনে

তাতে উল্লেখ করে তাঁরা বললেন—আমাদের সমগ্র মানসিক গ্রন্থকোলাপ ফেন সর্বদা কৃষ্ণের পাদপঙ্খের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমাদের যাকা সর্বদা ফেন তাঁর নাম ধারণ করে একে আমাদের হেই যেম সর্বদা তাঁর প্রতি প্রণত থাকে এবং তাঁর সেবা করে। আমাদের কর্মফল অনুযায়ী, ভগবানের ইচ্ছায় এই জগতের যেখানেই আমরা হ্রমণ করি, আমাদের গুণ কর্ম ও দান ফেন সর্বদা আমাদের কৃষ্ণের জন্য প্রেম প্রদান করে।”

“হে মনোমুগ্ধ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁর পদাঙ্ক সহ গোপন্য জায়া এইভাবে সম্বোধিত হয়ে উচ্চর উচ্চর কৃষ্ণের সুরক্ষাধীন মনুজা নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণতি নিবেদনের পর উচ্চর ব্রজবাসীদের গভীর ভক্তির কথা শ্রীকৃষ্ণের কাছে কর্তব্য করলেন। উচ্চর বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণরাম এবং রাজা উগ্রসেনকেও তাঁর সর্বদা করলেন ও তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা ব্রজবাসীরা তাঁদের প্রণাম করলেন।”



অষ্টচত্বরিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন

শ্রীল গুণকেশ গোপাধী বললেন—“তারপর, উচ্চর সর্বদা অবগত হওয়ার পর, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা সর্বদা, কাম জায়া সন্তুষ্টি ব্রিজঙ্গা ধারীকে সন্তুষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তাঁর গৃহে গমন করলেন। ব্রিজঙ্গা গৃহ কাম্য গৃহোপকরণ এবং কাম বাসনা উচ্চর করার সম্ভার পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে ছিল পতঙ্গ, সার সার মৃত্তার মালা, চন্দ্রাতপ, সুন্দর শব্দা, উপবেশন স্থান এবং সেই সঙ্গে সুগন্ধি ধূপ, মীষ, কুলের মালা ও সুগন্ধি চন্দন অনুশোণ। ব্রিজঙ্গা বসন তাঁকে তাঁর গৃহে সমাগত করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর আসন হতে সমস্তই উঠে পড়লেন। তাঁর সমীপে নিজে অরসর হয়ে তিনি গুণবান কৃত্যতকে প্রচার সঙ্গে একটি উত্তম আসন ও অন্যান্য পুস্তার সাহায্যে নিবেদন করে অর্চনা করলেন। উচ্চরও একটি সম্মানের আসন পেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন সাধুপুত্র তাই তিনি কৈকল্যের জা স্পর্শ করে ভূমিতে আসন গ্রহণ করলেন। তখন ভগবান কৃষ্ণ, মানব সমাজের আচারসমূহ অনুসরণ করে, শীঘ্রই একটি বহুলা শয্যা নিজেই সুসজ্জিত করলেন। ব্রিজঙ্গা রান করে, সেদে পঙ্ক অনুশোণ ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে, অলঙ্কার, মালা ও সুগন্ধি ধারণ করে, একে ত্যাগল চর্চণ,

সুগন্ধি পানীয় গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তারপর তিনি ভগবান মাধবের দিকে সলঙ্ক হাস্যবিলাস ও কটাক্ষ সম্বিষ্ট ভাব সহকারে অগ্রসর হলেন। এই সব সংস্পর্শের সম্ভাবনাজনিত লজ্জা ও শরাসুত তাঁকে ভগবান তাঁর কক্ষপোষিত হাত দুটি ধরে শয্যা আকর্ষণ করলেন। এইভাবে তিনি সেই সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আশ্রয় উপভোগ করলেন—যে-কন্যা কৈকল্যের ভগবানকে অনুশোণ অর্পণ করেই লোভমাত্র পূণ্য সম্ভার করেছিল। কৈকল্যের কৃষ্ণের পাদপঙ্খের দ্বারা গ্রহণ করেই ব্রিজঙ্গা তাঁর কল্যাণ, বন্ধ ও নরনয়নলেন উদ্যত কামবীজ পুত্রীভূত করেছিল। তাঁর দুই বাহু দ্বারা তাঁর দুই স্তনের মধ্যে তাঁর প্রিয়তম, আনন্দমুর্তিপুত্রক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন এবং এইভাবে তাঁর বর্ষহাযী সন্তান তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। দুর্ভাগ ভগবানকে সামান্য অঙ্গাঙ্গ অর্পণের মাধ্যমে লাভ করেও দুর্ভাগ্য ব্রিজঙ্গা সেই কৈকল্যনাথের কাছে নিঃশ্রান্ত প্রার্থনাই নিবেদন করেছিলেন—“হে প্রিয়তম, দয়া করে এখানে আমার সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান করুন এবং আশ্রয় উপভোগ করুন। হে কামলয়ন, অগ্নি আপনার সম পরিত্যাগ করা সহ্য করতে পারব না। তাঁকে এই

কামলয়ন হস্তাঙ্গের পূর্বধরে প্রতিষ্ঠিত দান করে, সুনিবেদিত সর্বোচ্চ কৃষ্ণ ব্রিজঙ্গাকে তাঁর সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং তাৎপৰ্য উচ্চরই তাঁর পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রণাম জ্ঞাপন প্রত্যাবর্তন করলেন। ইশ্বরগণের পরম কৃষ্ণর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর সমীপবর্তী হওয়া সাধারণত করিন। যে হাতে যথাযথভাবে অর্চনা করে অবশেষে ভক্তজন্যতিক ইতিহাসের তৃষ্টির জন্য বর পঞ্চক করে, সে প্রকাশ্যই শ্রীকৃষ্ণসম্পন্ন, কারণ সে একটি তুচ্ছ ফল লাভেই সন্তুষ্ট থাকে।”

অতঃপর ভগবান কৃষ্ণ, কিছু কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কলরাম ও উচ্চর সহ অগ্রসর গৃহে গমন করলেন। ভগবান, অগ্রসর প্রীতি সাধনের আত্মলক্ষ্যও করেছিলেন। অগ্রসর যখন তাঁদের, তাঁর আপন বাক্য ও পরম উদ্যত ব্যক্তিত্বের দূর থেকে অসন্তে দেখলেন, তখন তিনি মহানন্দে উত্তিত হলেন। তাঁদের আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করে, অগ্রসর কৃষ্ণ ও কলরামকে প্রণতি নিবেদন করলেন এবং প্রভুসত্তরে তাঁদের দ্বারাও অভিনন্দিত হলেন। তারপর, তাঁর আতিথিগণ আসন গ্রহণ করলে, লাগু বিনী অনুসারে তিনি তাদের অর্চনা করলেন। হে রাজন, অগ্রসর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পাদ প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই হাতে রক্ত তাঁর নিজ মস্তকে ঢাললেন। তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্র, সুগন্ধি চন্দন পিষ্টক, পুষ্পমালা এবং অমূল্য অলঙ্কার যুক্ত উপহার প্রদান করলেন। এইভাবে সেই দুই ভগবানকে অর্চনা করার পর, তিনি ভূমিতে তাঁর মস্তক অরসত করলেন। এরপর তিনি তাঁর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্খ স্থাপন করে যর্জন করতে লাগলেন এবং কিন্নরের সঙ্গে তাঁর মস্তক অরসত করে কৃষ্ণ ও কলরামের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—এটি আমাদের নৌভাগ্য যে, আপনার দুই ভগবান পানী কং ব ও তাঁর গুণবানদের হস্তা করেছেন, এইভাবে আপনারদের কৃষ্ণকে অগ্রসর কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন। আপনারা উভয়েই পরম পুত্রদোষ, জগৎ ও তাঁর সৃষ্টিসমূহের কারণ। আপনারদের ছাড়া সামান্যতম কারণ বা সৃষ্টির প্রকাশিত পদার্থ অস্তিত্বহীন।”

“হে পরম ব্রহ্মণ, আপনার আপন শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেখানে

প্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে পাত্র হতে প্রস্তুত হয়ে বা প্রস্তুত অস্তিত্বের দ্বারা কেউ কর্তব্যকরণে আপনাকে অনুশোণ করতে পারে। ঠিক যেমন সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলি—ভূমি প্রভৃতি—হৃদয়, জগৎরূপ তাঁরনের সকল জীবের মধ্যে প্রভূত বৈচিত্র্যে নিজেকে প্রকাশিত করে, তেমনই আপনি, বস্ত্র পরমাছা, আপনার সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নামাকরণ প্রকাশিত হন। সহ, বন্ধ ও ভয়গুণ—আপনার বীম শক্তিসমূহ দ্বারা আপনি এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও নিরাসন করেন—তবুও আপনি সেই গুণসমূহ দ্বারা বা তাদের উৎপত্তি কার্যবর্গীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না। যেহেতু আপনি সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, তাই কীসের কর্মফলই বা আপনি দ্বারা বন্ধ হতে পারেন? যেহেতু কখনও সৃষ্টিসহকারে প্রমাণিত হয় নি যে, আপনি কোন ভক্তজন্যতিক লেহনরী নামে আচ্ছাদিত হয়েছেন, তাই অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, আপনার ক্ষেত্রে আত্মবিক্রম অর্থে কোন লজ্জাও নেই, কলপিত; লজ্জাও নেই। সুতরাং আপনি কখনই যখন বা সৃষ্টিব অর্চনায় হন না এবং আপনি তেমনভাবে প্রতিভাত হলেও, নেটি একাধুই আপনার অচিন্ত্যের ফলে, অথবা নিচাভুই আমাদের বিচার-বিবেচনার অভাবে, আমরা সেইভাবে আপনাকে সর্জন করে দাতি। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকের জন্য বোদের সূত্রাচীন বর্মীর পথ আপনিই প্রথমে উদ্ভাসিত করেছেন। বর্ষনই সেই পথ নির্দীপ্তবাদের পথ অনুসরণকারী অসং ব্যক্তির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আপনি ক্রমাকৃত গুণসমূহে আপনার কোনও এক অবতার রূপ ধারণ করেন।”

“হে প্রভু, আপনিই সেই ভগবান, এখন বসুদেবের গৃহে আপনার অংশককাশসহ আবির্ভূত হয়েছেন, আপনি, দেবতাদের বক্তাদের স্বাক্ষরপ্রকাশ রাজাদের নেতৃবর্গীর বক্ত নত সৈন্যদের হস্তা করে ভূ-ভার দূর করার জন্য এবং আমাদের বংশের বশ প্রচারের জন্যও, এখন অবতরণ করেছেন। হে প্রভু, আজ আমার গৃহ অত্যন্ত ধনা হতেছে, কারণ আপনি এখানে প্রবেশ করেছেন। পরম সত্যকথ, আপনি পিতৃপুত্র, ভ্রাতৃ, মনুষ্য ও দেবতা-মূর্তি, এবং আপনার পাশ্চাত্য জল ব্রীকৃষ্ণকে পবিত্র করছে। প্রভুতপক্ষে, হে অধোভক্ত,

আপনি জগদগুরু। আপনার অকৃতবৃত্তির প্রতি আপনি
স্নেহস্রব। কৃতজ্ঞ ও বধ্য ও ভক্তগুণী, তাই, আপনাকে
জন্ম কন্য করে কল্যাণে আশ্রয়ের জন্য কোনও পণ্ডিত
বাঁধে হারা। বীরা এইমতের সত্যতার আপনার অর্চনা
করেন, আপনি তাঁদের কামিত সমস্ত কিছুই, এমন কি
আপনার আপন সজ্ঞাকেও প্রবান করেন, যদিও আপনি
কখনই বুদ্ধি ধান না বা হ্রাসও পান না। হে জনার্দন,
আমাদের মহা সৌভাগ্যের দ্বারা এখন আপনি আমাদের
দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, কারণ যোগেশ্বরগণ এবং
দেবেশ্বরগণও অতি কষ্টের দ্বারা কেবল এই লক্ষ্য অর্জন
করতে পারেন। হে প্রভু, কৃপা করে আমাদের শ্রী-পুত্র,
হন, স্বজন ও পুত্র-দেহমির মোহবন্ধন সত্তর ছেলন করুন।
এই সকল আশক্তি আপনারই মায়ামতি জাত। এইভাবে
তাঁর ভক্ত হারা অর্চিত এবং সম্যকভাবে বসিত হয়ে,
ভগবান শ্রীহরি তাঁর বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ মোহিত করে
অকৃতকে মহাসে কল্যেন—“আপনি আমাদের গুরু,
নিষ্ঠুর ও প্রশংসনীয় বন্ধু, এবং আপনার পুত্রের মতোই
আমরা সকল আপনার সুরক্ষা, পালন ও অনুকম্পার উপর
নির্ভরশীল। আপনার মতো সুমহান মানুষেরাই প্রকৃত
সেবা এবং জীবনের মহানাক্ষরীদের পরম পূজনীয়।
সাধারণ দেবতারা তাঁদের আপন স্বার্থ হুচেন, কিন্তু
সাধুসুলভ ভক্তেরা কখনও ভেদন নন। কেউ অস্বীকার

করাত পারে না যে, পবিত্র নদ নদী সন্যস্ত
তীর্থস্থলগুলি রয়েছে, অমরা যুক্তি ও লিঙ্গা নির্দিষ্ট
বিভিন্নরূপে সেবিতব্য আবির্ভূত হন। কিন্তু এই সমস্তকিছু
কেবলমাত্র ধর্মকাল পরে আত্মকে পবিত্র করে, অপর
সাধু ব্যক্তিদের কেবল মর্শন কল্যেই পবিত্র হওয়া যায়
অমনি অকল্যেই আমাদের সুহৃদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই
দয়া করে হস্তিনাপুর গমন করুন এবং পাণ্ডবগণের
ওভাবকক্ষীকরণে, তাঁরা কেমন আছেন, অনুসন্ধান করুন।
আমরা ওনেছি যে, তাঁদের পিতা বন্ধন পরলোক গমন
করেন। তখন দ্বারা বয়সে পাণ্ডবদের তাঁদের লোকান্তর
মায়ের সঙ্গে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজধানী নগরীতে এনেছেন
এবং তাঁরা এখন সেখানে বাস করছেন। ব্যস্তপিতাই, দুর্ভা
মনের অধিবাসপুত্র ধৃতরাষ্ট্র তাঁর দুটি পুত্রদের নিয়ন্ত্রণবীম
হরে গড়েছেন এবং তাই সেই অন্ধ রাজা তাঁর
রাজপুত্রদের সঙ্গে ন্যায়া আচরণ করছেন না। সেখানে
গিয়ে দেখুন—ধৃতরাষ্ট্র যথাবধি আচরণ করছেন কি না
আমরা জানতে পারলে, আমাদের সুহৃদগণের সাহায্যের
জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আয়োজন করব। এইভাবে
অকৃতকে সম্পূর্ণ নির্দেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান
শ্রীহরি অতঃপর শ্রীস্বর্ধন ও উদয়ের সাথে তাঁর পুত্র
প্রত্যাবর্তন করলেন।”



একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অকৃতের হস্তিনাপুর গমন

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“পৌরব রাজগণের
কীর্তি খ্যাত প্রসিদ্ধ নগরী হস্তিনাপুরে অকৃতের গমন
করলেন। সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর এবং
অষ্টক ও তাঁর পুত্র সোমবন্ত সহ কুন্তীকে মর্শন করলেন।
তিনি প্রোগাচর্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোগ, অশ্বখামা,
পাণ্ডবপণ ও অন্যান্য ধর্মী সূহৃদগণকেও মর্শন করলেন।

দাক্ষিণীন্দ্রন অকৃত যখন নিয়মে তাঁর সকল আত্মীয় ও
বন্ধুগণকে অভিনন্দিত করার পর, তাঁদের পরিবারের
মদস্যদের সংবাদ তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং
তিনিও তাঁদের কুশল বিবরে জিজ্ঞাসা করলেন। দুটকরী
পুত্রাদির পিতা এবং গুণবান মানুষদের ইচ্ছাযীন দুর্ভাগ্যমতি
রাজার আচার-আচরণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে তিনি

হস্তিনাপুরে কয়েকমাস থাকলেন। কুন্তী ও বিদুর
অকৃতকে মন্ত্রিত্রে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অসং উদ্দেশ্যগুলি
বর্ণন করলেন—যদি কুন্তীপুত্রদের মহৎ গুণসমূহ—
বেদন, তাদের দৃঢ় শ্রবণ, সাময়িক লক্ষ্য, শারীরিক বল,
সাহস ও মিনর—অথবা তাদের জন্য প্রজামের নভীর
অনুরাগ—সম্মত করতে পারত না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের
পুত্ররা পাণ্ডবদের বিব্রতমানের চেষ্টা করেছিল এবং এই
ধরনের অন্যান্য ঘটন্য করেছিল, কুন্তী ও বিদুর অকৃতকে
ভাও বলেছিলেন। কুন্তীদেবী তাঁর শ্রান্তর আগমনের
সুযোগ গ্রহণ করে, সন্ধ্যাপনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।
তখন তাঁর আশঙ্কাকে শ্রবণ করে, অকৃতপুত্র নরকে তিনি
হললেন—“হে সৌম্য, আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতৃগণ,
ভগ্নমীণ, ব্যাভূষপুত্ররা, কুলদ্রোণ ও সর্বাগণ আমাদের
কি এখনও শ্রবণ করেন? আমার ভ্রাতৃপুত্র ভ্রমর
শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর উত্তমগণের ককাময় অধর স্বরণ,
তিনি এখনও তাঁর পিসীর পুত্রদের শ্রবণ করেন কি?
আর কমলনয়ন বলরামও কি তাঁদের শ্রবণ করেন?
নেকড়েদের মতো এক হরিণীর মতো আমার শত্রুদের
মধ্যে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, এখন কৃষ্ণ আমাকে
ও আমার পিতৃহীন পুত্রদের তাঁর বাক্য দ্বারা সাহুনা
প্রদানের জন্য আসবেন কি? কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হে পরম
যোগী। হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও তত্ত্বক। হে
গোবিন্দ! দয়া করে আপনার পরগণত আমাকে রক্ষা
করুন। আমি এবং আমার পুত্ররা দুর্ভাগ্য সম্পূর্ণ
নির্মল্লিত চছি। পুনর্জন্ম ও মৃত্যুতে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের
জন্য, আপনার স্নেহপ্রদ পাদপদ্ম ব্যতীত আমি আর
কোনও আশ্রয় সেবি না, কারণ আপনিই পরমেশ্বর
ভগবান। পরম শুক, পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, যোগেশ্বর
ও সকল জ্ঞানের উৎস স্বরূপ হে কৃষ্ণ, আমি আপনাকে
প্রণাম নিবেদন করি। আপনার কাছে আজ্ঞার জন্য
আমি উপস্থিত হয়েছি।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“হে রাজন,
এইভাবে তাঁর পরিবারকণের ও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের
শ্রবণে আপনার প্রাণতামহী কুন্তীদেবী শোকে কান্দতে
থাকলেন। যে অসাধারণ উপায়ে রাণী কুন্তীর পুত্ররা
অশ্রুহীন হয়েছিলেন, সেই কথা তাঁকে শ্রবণ করিয়ে
দিয়ে, কুন্তীদেবীর সুখ ও দুঃখভাগী অকৃত এবং

মহাশয়শ্রী বিদুর দুজনই, তাঁকে সাহুনা দিলেন। রাজা
ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের প্রতি একান্ত স্নেহ অনুভব করার
কলে পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন। অকৃত
বিদারের ঠিক আগে, যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বন্ধুবর্গ
এবং সমর্থকদের নিয়ে বসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে
গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীধনরাম তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি
সৌজন্যবশত যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তা বর্ণনা
করলেন।”

অকৃত বললেন—“হে আমার প্রিয় নিচিবীরের পুত্র,
হে কুরুধর্মের কীর্তি বর্ধনকারী, আপনার শ্রান্তা পাণ্ডু
পরলোক গমন করলে, আপনি এখন রাজ সিংহাসনে
আরোহণ করেছেন। ধর্মমুখ্যে পৃথিবীকে পালন, সং
চরিত্র দ্বারা আপনার প্রজাগণের অমঙ্গল বিধান এবং সকল
আত্মীয়বর্গের প্রতি সমভাবে আচরণ করার মাধ্যমে
আপনি নিশ্চিতভাবে সফল ও কীর্তি অর্জন করবেন।
আপনি যদি এর অন্যথা করেন, তাহলে অকল্যেই এই
কগলের মানুষ আপনাকে লিপ্ত করবে এবং পরবর্তী
জীবনে আপনি দরকের অন্ধকারে প্রবেশ করবেন।
সুতরাং আপনার নিজের এবং পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি
সমদর্শী হউন।”

“হে রাজন, এই মগতে কারও সঙ্গে কারও চিরস্থায়ী
সম্পর্ক নেই। এমন কি আমাদের দেহটিকে নিজেও
আমরা চিরদিন থাকতে পারি না, আমাদের শ্রী, পুত্র ও
অন্যান্যদের কথা আর বলার কী আছে। প্রতিটি জীবই
একাকী অকৃত্রিয় কালে আর একাকীই মৃত্যু করণ করে,
এবং মানুষ নিজেই তাঁর সকল সং ও অসং কর্মের
ফলাফল ভোগ করে। যে-কল মাছকে বাঁচিয়ে রাখে,
সেই জলই যেমন মালের সন্তানেরা পান করে, তেমনই
অকৃত্রিয়সম্পন্ন মানুষও অধর্মের পাশে বা কিছু অর্জন
করে, সেই সমস্ত সম্পদই প্রিয় পোষণগণের হস্তগলে
নবগতেরাই হরণ করে নেয়। মূর্খ মানুষ তাঁর জীবন,
সম্পদ, সন্তানাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পালন করার
জন্য প্যাপের প্রবল দেহ, কারণ সে মনে করে, “এই
সমস্ত কিছুই আমার।” পরিশেষে, অকল্য, সেই সবই
তাঁকে হতাশ করে চলে যায়। আপাতদৃষ্ট পোষণের
কাছে পরিত্যক্ত হয়ে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে
অন্ধ, স্বার্থ কর্তৃক বিমূঢ় এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ মূর্খ

শ্রীকৃষ্ণ তার পাপময় কর্মফলের বোঝা নিয়ে মরকের অঙ্কুশে প্রবেশ করে। সুতরাং, হে রাজন, এই অঙ্কুশকে স্বপ্ন, মারা বা অস্তির হস্তেরে কখনো ছান করে বুড়ির দ্বারা আপনার ঘনকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং হে প্রভু, শাক ও সমসনী হউন।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—"হে অক্রুর, আপনি যেভাবে মঙ্গলময় কথা বলছেন, মানুষ অসুত লড়ে যেমন কখনই তৃপ্তির মীমাংসা অতিক্রম করতে পারে না, তেমনই আমিও আপনার কথার সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারছি না। হে সৌম্য অক্রুর, আপনার এই সমস্ত সুমধুর বাণ্য খুবই কণ্ঠস্বরূপক হলেও, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন স্থির থাকতে পারে না, তেমনই পূরস্বেদনশীল বিষমভাবাপন্ন আমার চক্ষুর হৃদয়ে এই সব উপদেশ স্থির হয়ে থাকতে পারে না। যিনি ভূতাত্ত্বিক হরপের জন্য এখন ঋকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিধান কে

ভংগন করতে পারে? যিনি ঠাঁর অচিহ্নিতায় মারা শক্তির ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং পাবে সেই সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলী বিতরণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। তাঁর লীলায় অর্ধ দুর্জয়, তাঁর কাছ থেকেই, জ্ঞান ও মৃত্যু চক্রের বন্ধন ও তা থেকে মুক্তির পথ, উভয়ই আমাদের লাভ হয়ে থাকে।"

শ্রীল শুকদেব গোখামী বললেন—"এইভাবে তিনি নিজে রাজার মনোভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে যাবেন অক্রুর, তাঁর শুভাশঙ্কী আশীর্বাদ ও স্বজনস্বর্গের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে স্বপ্নবর্ণের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র বিরুদ্ধে আচরণ করছিলেন শ্রীকল্যায় ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অক্রুর আ বর্ণনা করলেন। হে কুরুবংশজ, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল এইভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন।"



পঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রতিষ্ঠা করলেন

শ্রীল শুকদেব গোখামী বললেন—"হে ভবভুললগ্নেষ্ঠ, কল বন্ধন নিহত হল, তার দুই রানী অস্তি ও দ্রাণ্ডি শোভার্ত হয়ে তাদের পিতৃগৃহে গমন করেছিল। শোভাভরা দুই রানী তাদের পিতা স্বপ্নধরাজ অরাসঙ্কর কাছে গিয়ে তাঁর কিতাবে বিবাহ হয়ে গেল, সেই সঙ্কল্পে সমস্তই বর্ণনা করল। হে রাজন, সেই অস্তির সর্বোপ প্রণয় করে, অরাসঙ্ক শোক ও ক্রোধে পূর্ণ পৃথিবীকে ক্ষয়ব শূন্য করার সব রকম সজ্জা চূড়ান্ত উদ্যোগ শুরু করল। আরোহিণী অকৌহিলী বাহিনী নিয়ে সে চতুর্দিক থেকে বসু-রাজধানী মথুরা অবরোধ করল।"

"শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান, এই অগতির অগতি করল হলেও তিনি যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন মানুষের চরিত্রের লীলা করেন। তাই যখন তিনি

অরাসঙ্ককে তাঁর মগরীক চারদিকে ফেল এক উল্লসিত মহাসমুদ্রে মতোই সৈন্য সমাবেশ করতে দেখলেন এবং দেখলেন কিতাবে এই সৈন্য বাহিনী তাঁর প্রজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করছে, তখন স্থান, কাল ও তাঁর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি তাঁর উপযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণ করলেন। যেহেতু অরাসঙ্কের পদাতিক সৈন্য, অশ্ব, রথ, ও হস্তীমূল সমন্বিত অকৌহিলী সমুদ্রের সৈন্যবাহিনী হরে উঠেছে পৃথিবীর ভাবগুরু, বা মগধরাজ সমস্ত অনুগত রাজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এখানে সমবেত করেছে, তা আমি বিনষ্টই করব। কিন্তু একমাত্র অরাসঙ্ককেই হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরও এক সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। সু-ভার হরণ, সাধুগণের সংরক্ষণ এবং অসদ্ব্যবহার ক্রিয়—এই আমার বর্তমান অবতারের উদ্দেশ্য। যখন

ক্রোধে সময়ে আমার বিচার লাভ করে, তা নিবারণের জন্য এক ধর্মের রক্ষার জন্য আমি অন্যান্য শরীরও ধারণ করি।"

"এইভাবে যখন ভগবান গোপীক চিত্র করছিলেন, তখন সূর্যের মতো দীপ্তিসম্পন্ন দুটি রথ সহস্র আকাশ থেকে সেয়ে এল। সেগুলি সারথি ও উপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। ভগবানের নিত্য নিকট অঙ্গসঙ্গীও আপনা থেকে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল। সেইসব লক্ষ্য করে, হৃদয়বিহীন অধীশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসদ্বর্ষকে বললেন—"আমার প্রভেদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনার দুখলক্ষী বদ্যগণকে অবরুদ্ধ করেছি যে বিশব, তা লক্ষ্য করুন। হে প্রভু, আপনার নিজস্ব রথ ও শ্রীর অঙ্গসঙ্গী আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের ভক্তবৃন্দের কমাণ সুনিশ্চিত করার জন্যই আমরা অঙ্গগ্রহণ করেছি। কৃপা করে এখন এই আরোহিণী অকৌহিলীর ভাব পৃথিবী থেকে ধূর করুন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাকে এইভাবে আশ্বস্ত করার পর, সেই দুই লক্ষ্য, কৃষ্ণ ও কল্যায়, বর্ষ পরিধান করে এবং তাঁদের সুশোভিত অঙ্গসঙ্গী প্রদর্শন করতে করতে তাঁদের রথ চালনা করে নগরী হতে নির্গত হলেন। অস্তি অঙ্গসংখ্যক সৈন্য তাঁদের সঙ্গে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে নগরী থেকে নির্গত হয়ে শঙ্খধ্বনি করলেন এবং শত্রু সৈন্যগণের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হতে লাগল।"

অরাসঙ্ক তাঁদের দুজনকে ঘেঁষে বলল—"হে কৃষ্ণ, নরাদম! একজন বাগকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যেহেতু লজ্জাজনক, আমি তাই এইভাবে একাকী তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি যুদ্ধ তাই লুকিয়ে থাকো—ওহে স্বজন হত্যাকারী, চলো বাও। আমি তোমায় সঙ্গে যুদ্ধ করব না। তুমি, কল্যায়, যদি মনে কর যে, তুমি লড়তে পারবে, তা হলে সাহস এবং বৈর্য ধারণ কর এবং আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণ দ্বারা ছিন্ন-বিছিন্ন তোমার দেহ ত্যাগ করে তুমি স্বর্গে যেতে পার, নতুবা আমাকে বধ কর।"

শ্রীভগবান বললেন—"প্রকৃত বীরগণ কেবলমাত্র মস্ত প্রকাশ করে না, বরং কার্যকরে তাদের বিহীন প্রদর্শন করে। আমরা কোনও আতঙ্কপ্রাপ্ত সুমূর্খজনের কথা গুরুত্ব দিয়ে মনে নিতে পারি না।"

শ্রীল শুকদেব গোখামী বললেন—"যাহু যেমন

মেঘাশি ক্রম সূর্যকে অধঃস্থ শূলিকা দ্বারা অগ্নিকে আবৃত করে, দ্ব্যাপুত্রও সেই মধুবংশে দুজনের দিকে অগ্রসর হল এবং তার বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাঁদের সৈন্য, রথ, জাহাজ, অশ্ব ও সারথীদের সকলকেই বেঁটন করেছিল। রমণীগণ সুউচ্চ পুষ্ক, প্রাসাদ ও নগরীর সিংহদ্বারগুলিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা যখন গরুড় ও তাল বৃক্ষের প্রতীক সমন্বিত ধ্বজা দ্বারা চিহ্নিত কৃষ্ণ ও কল্যায়ের রথ দুটি আর সেখানে পেলেন না, তখন তাঁরা শোকাহত হয়ে বৃহিত হয়ে পড়লেন। তাঁকে ঘিরে সমবেত মেঘসদৃশ বিশাল শত্রু সৈন্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ও ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণে তাঁর সৈন্যদের নীড়িত হতে শব্দ করে, শ্রীহরি তাঁর শাশ্ব নামক সর্বোত্তম ধনুকে টংকার ধ্বনি করলেন, যে-ধনুটিকে মেন্ডা ও অসুরের উভয়েই পূজা করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তুল্য থেকে তীরগুলি গ্রহণ করলেন, সেগুলি ধনুর্ভাণে সংযোজিত করলেন, আকর্ষণ করলেন এবং অগণিত লাগিত বাণগুলি নিক্ষেপ করলেন, যা শত্রুর রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যদের আঘাত করল। ভগবান তাঁর বাণবাহিনীকে স্বল্পস্থ অগ্নিবলয়ের মতো নিক্ষেপ করছিলেন। হাতিগুলির কপাল বিক্ষত হতে ভূমিতে পতিত হল, সৈন্যবাহিনীর অঙ্গগুলি ছিন্ন হওয়া হয়ে পতিত হল, রথগুলির অশ্ব, জাহাজ, সারথি ও রণীগণ সহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হল এবং পদাতিক সৈন্যদের বাহ, উর ও স্বস্ত্র ছিন্নবিছিন্ন হয়ে বিক্ষত হল। যুদ্ধক্ষেত্রে মনুবা, হস্তী ও অশ্বের অঙ্গসমূহ, যা বহু বহু হয়েছিল, তা থেকে রক্তের শত শত নদী প্রবাহিত হয়েছিল। এই সমস্ত নদীগুলিতে ধৃতরাষ্ট্র সাগরের মতো, মানুষের মাথাগুলি স্বচ্ছের মতো; মৃত হাতিগুলিকে বীণের মতো এবং মৃত অশ্বগুলিকে কুমীরের মতো মনে হচ্ছিল। হাত এবং উরুগুলি মাছের মতো, মানুষের চুলের রশ্মিকে শৈবালের মতো, ধনুতুলিকে ঢেউয়ের মতো এবং বিভিন্ন অঙ্গগুলিকে শুশুমের মতো মনে হচ্ছিল। রক্তের নদীগুলি এই সমস্ত কিছুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রক্তের চাকাকে ভয়ঙ্কর শূণ্য মতো দেখাচ্ছিল এবং মূল্যবান রত্ন ও অলঙ্কারগুলিকে তাঁর বেগে প্রবাহিত রক্তের নদীতে পাথর ও কাঁচের মতো মনে হচ্ছিল যা তীরসেব মনে ভর আর মনবিদের অমনস উল্লেখ করেছিল। অপরিসংখ্য শক্তিধর শ্রীকল্যায় তাঁর

মুখল অস্ত্রের আঘাতের দ্বারা মগধের সৈন্য বাহিনীকে বিনাশ করেছিলেন এবং যদিও এই বাহিনী ছিল অসাধারণ ও দুপ্পার সমুদ্রের মতো ভাঙার, কিন্তু জগৎপুত্র ইন্দ্রবর, যুদ্ধের দুই পুত্রের কাছে এই যুদ্ধ ছিল কেবল খেলা মাত্র। তিনি জিতুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রকার রচনা করেন এবং তিনি অনন্ত চিন্তার ওপাকসীমাপ্রসার, তাঁর কাছে মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, তিনি একটি বিশাল দলকে বিনাশ করছেন। তবুও, ভগবান যখন মনুষ্যের আচরণ অনুকরণ করে সেটি করেন, তখন কাহিন্যের তাঁর সেই আচরণের কন্যা করেন। রথহীন ও হস্তশস্ত্র জরাসন্ধের কেবলমাত্র নিঃশাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। সেই সময়ে শ্রীকল্যাণ কলপূর্বক সেই শক্তিশালী যোদ্ধাকে কন্দী করলেন, ঠিক যেমন কোনও শিঙে আরেকটি শিংকে কলপূর্বক ধরশায়ী করে। কল্যাণের নিষ্ঠা পাপকল ও অন্যান্য জাগতিক রক্তমাংস, কলরাম সেই কল শত্রু হস্ত জরাসন্ধকে বন্ধন করতে শুরু করলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দের তখনও জরাসন্ধের মাথামে একটি উদেগ পূর্ণ করা যাকি ছিল এবং তাই তিনি কলরামকে ধামতে চললেন। কোচ্চাদের কাছে উত্তমস্থানিত জরাসন্ধ দুই জগদীশ্বরের কাছে থেকে মুক্তি লাভ করে লজ্জা পেয়েছিল এবং তাই সে ভগবতীর জন্য সন্তপ্ত করল। পথে, বিভিন্ন রাজারা তাকে সানাতনে পারমার্থিক জ্ঞান ও লৌকিক যুক্তি দ্বারা বুঝিয়েছিল যে, তার পক্ষে অস্বাভাবিকের ধারণা ত্যাগ করা উচিত। তারা তাকে বলেছিল, 'তোমার অসীম কর্মের অনিবার্য ফলস্বরূপ যুদ্ধের কাছে তোমার পরাজয় হয়েছে মাত্র।' তার সঙ্গ সৈন্য নিহত হলে এবং নিজেও পরামের ভগবানের কাছে উপেক্ষিত হয়ে, বৃহদ্রথপুর রাজ্য জরাসন্ধ তখন মনের দুখে মগধ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল।"

"ভগবান যুদ্ধের তাঁর নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ অকৃতভাবে তাঁর শত্রুর সৈন্যের সমুদ্র উত্তীর্ণ হলেন। তিনি বর্ণের অধিবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন এবং তাঁর ওপরে তাঁর পূর্ণসমর্পণ করলেন। মথুরাবাসী তাঁদের প্রচণ্ড আশঙ্কার উদ্ভাব থেকে মুক্ত হতে অমনো পরিপূর্ণ হলেন, যার চরমফল, গোবক এবং জগৎকোরা তাঁর বিজয়ের প্রতি গান করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বেঁচেই এলেন। ভগবান তাঁর নগরীতে প্রবেশ করলে,

শত্রু ও দুশ্চরিত ধনিত হল এবং অনেক ঢোল, শিঙা, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের ঐকতান বেজে উঠল। রাজপুত্রগণি জলে সিক্ত করা হয়েছিল, সর্বত্র লতাকা উড়ছিল এবং তোরণগুলি উৎসবের জন্য আলংকৃত করা হয়েছিল। মগধবাসীরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল এবং বৈদিক মন্ত্রের কীর্তনে নগরী নিদানিত হচ্ছিল। পূর রমণীরা যখন সন্মুখে ভগবানকে কর্ণন করছিলেন তখন ঐতিহ্যবাহী তাঁদের নয়ন ব্যাকুলিত হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁর উপর পূর্ণ মাল্য, ধনি, অকৃত ততুল ও অমৃত ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত সকল সম্পদ—প্রাণহত, মৃত যোদ্ধাদের অসংখ্য ভূষণসমূহ, যদুরাজকে উপহার প্রদান করলেন। এই একইভাবে সন্তোষের মগধরাজকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও এতবার পরাজয় সাহেব শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত, যদুরাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর অকৌতুকী বাহিনী নিয়ে সে যুদ্ধ করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি দ্বারা, বুদ্ধিগণ নিশ্চিতরূপে জরাসন্ধের সকল বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন এবং যখন তার সকল সৈন্য নিহত হল, তখন রাজ্য তাঁর শত্রুর দ্বারা যুক্ত হয়ে আবার গিরে গিয়েছিল।"

"ঠিক যখন অষ্টাদশবারের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, তখন নরম পুন্নির প্রেরিত কালযক্ষ নামে এক বর্ষের মেচ্ছা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। মথুরার এসে এই যক্ষ তিন কোটি বর্ষের সৈন্য নিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। সে কখনই যুদ্ধ করার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ খুঁজে পায়নি, কিন্তু সে শুনেছিল যে, বুদ্ধি ছিল তার সমকক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসকর্ষণ যখন কালযক্ষকে দেখলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে ডাকলেন এবং বললেন, "আহা, দুর্দিক থেকেই মহাবিপদ এখন আমাদের কপের কারণ হয়ে উঠেছে।" এই বকন ইতিমধ্যে আমাদের অবলম্বন করেছে এবং মগধের পরাক্রমী রাজাও শীঘ্রই এখানে আসে না হলেও কাল যক্ষবা পরণ এসে উপস্থিত হবে। "আমরা যখন কালযক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকব, তখন যদি কলবান জরাসন্ধ আসে, তা হলে জরাসন্ধ আমাদের আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করতে পারে অথবা তাঁর রাজধানীতে তাদের নিয়ে চলে যেতে পারে। "সুতরাং আমরা একই একমুখী দুর্গ নির্মাণ করব, যাতে কোন

মহানলিতই মগধযোগ করে প্রবেশ করতে পারবে না। আমরা আমাদের পরিবারের সকলকে সেখানে রেখে আসি এবং তারপর সেই বর্ষের রাজাকে ধর করি।" এইভাবে বলরামের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার পর পরাজয় ভগবান সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত একটি দুর্গ প্রস্তুত করলেন। সেই দুর্গের ভিতরে সকল রকম অস্ত্রত বস্ত্র সমন্বিত একটি নগর নির্মাণ করলেন। সেই নগর নির্মাণে বিশ্বতর্ময় বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণ জ্ঞান ও স্থাপত্য দক্ষতা পরিলক্ষিত হত। সেখানে বিস্তীর্ণ বীথি পথ, শানিভা পথ ও প্রশস্ত চত্বরের উপরে নির্মিত চত্বর থাকত আর ছিল বিচিত্র উপবন এবং স্বর্ণীয় তরলভা নিয়ে সজ্জানো বাগান। সুউচ্চ ভৈরবদ্বারগুলিতে থাকত বর্ণশিল্প এবং সেগুলির উপবিভাগে শৃঙ্গিক দিয়ে সূক্ষ্মীকৃত হত। সুবর্ণমণ্ডিত বাড়িগুলির নামে সেনার কন্যাস এবং শিখরে রত্নচিহ্নিত ছাদ থাকত এবং সেগুলির যেকোনো মূল্যবান মনকতমনি পাঁখা লক্ষ্যত। বাড়িগুলি ছাড়াও কোবাধার, শুদাম ও সুন্দর জলসেব জন্য অক্ষালা সমস্ত কিছুই রূপ ও শিল্পে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক আবাসনেই একটি নীলকক থাকত এবং সেখানকার গৃহবৈবতার জন্য একটি মন্দিরও থাকত।



একপঞ্চাশ অধ্যায়

মুচুকুন্দের উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোবাসী বললেন—"কালযক্ষ দেখল, ভগবান মথুরা থেকে উদ্বীতমান চন্দ্রের মহা নিগত হলেন। শ্রীকল্যাণের অনন্যতম ও শীত প্রেমমত্তবারা তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর হৃদয়ের তিনি শ্রীকৃষ্ণ চিহ্ন ধারণ করেছেন এবং তাঁর কণ্ঠে কৌন্তভমনি শোভা পাচ্ছিল। তাঁর চারিবাধ ছিল বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ। তিনি, পদ্মসম অরুণবর্ণের দুইনেত্র, মনোরম দ্যুতিময় গণ্ডেশ, শুভদাস্য ও উজ্জ্বল মস্তকাকৃতি সুওলম্ব নম্রিত তাঁর চির অচন্দ্রময় কমলসদৃশ মুখমণ্ডল প্রদর্শন

সমাজের সকল প্রকার চানি বর্ণের মানুষের পরিপূর্ণ সেই মগরী মধুপুত্রের মাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদটিকে নিয়ে বিশেষভাবে লোভা পেত। সেবাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুধর্মী সভাগৃহ নিয়ে এসেছিলেন—যার ভেতরে দাঁড়ালে মানুষ মর্ত্যলোকের কোনও বিধানের অধীন থাকত না। ইন্দ্র পরিপূর্ণ বৃক্ষও এসে দিয়েছিলেন। বরুণদেব মনের গতিসম্পন্ন অশ্বগুলি অর্পণ করেছিলেন, সেই অশ্বগুলির কার্যকরী ছিল শুদ্ধ শ্যাম বর্ণের, অন্যগুলি খেওতম। সেবজাদের কোবাধার কুদের তাঁর অটটি গুঢ় সম্পদ প্রদান করেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রাণের অমিলিত প্রত্যেক তাঁদের আপন ঐশ্বর্যগুলি অর্পণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে, যে রাজ্য, ইতিপূর্বে সেবজাদের দ্বিগুণ কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য তিনি যে সকল আদিপুত্র তাঁদের প্রদান করেছিলেন, এখন তারা সবই তাঁকে প্রত্যর্পণ করলেন। তাঁর যোগমায়াবলে তাঁর সকল আত্মীয়দের নতুন নগরীতে স্থানান্তরিত করে, মথুরাকে রক্ষা করার জন্য সেখানে অবস্থানরত শ্রীকল্যাণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পরামর্শ করলেন। তারপর একটি পদ্মসদৃশ ধারণ করে, কোন অস্ত্র না নিয়ে, মথুরার প্রধান তোরণ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে বেরলেন।"

করছিলেন। সেই যক্ষ শুকল, 'এই পুরুষ অকণ্ঠই বাসুদেব হবেন, কারণ তিনি নারদ উদ্ভেদিত বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করছেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ চিহ্নিত, তাঁর চারটি কণ্ঠ, তাঁর কমলসদৃশ মন, তিনি একটি কমলা পরিধান করেছেন, এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দর। তিনি অন্য কেউ হতেই পারেন না। বেহেতু তিনি পদ্মজ্ঞে গমন করছেন এবং নিরস্ত্র, আমি তাঁর সঙ্গে কিনা অস্ত্রেই যুদ্ধ করব।' এইভাবে সৎকর প্রহণ করে শিখর দিয়ে পলায়মান শ্রীভগবানের দিকে সে দাবিত হল। কালযক্ষ ভগবান

পত্নী, সম্পদ ও ভূমির প্রতি আসক্ত হয়ে আমি অসুস্থ হই।
উদ্বেগ ভোগ করছি। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে একটি ঘট
অথবা একটি সেওজালের মতো জড় বস্তুকে দেখলে
আমি নিজেকে মনে করেছিলাম। নিজেকে সমস্ত
মানুষের মধ্যে স্বর্গ মনে করে রথ, হাতী, অশ্বারোহী,
পদাতিক সৈন্য ও সেনাপতি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, আমার
বিপক্ষে চালিত অহংকার নিয়ে আপনাকে প্রদ্বাদ্য করে,
আমি পৃথিবী পর্যটন করেছিলাম। ইতিকর্তব্য চিন্তায়
আজ্ঞে হয়ে গভীরভাবে শোণী এবং ইন্দ্রিয় উপভোগে
আনন্দিত কোনও মানুষ সহসা নিত্য প্রবৃত্ত আপনায়
সম্মুখীন হয়। কুমার্ত সাগ যেমন ইন্দ্রের সামনে তার
বিবর্ণতা লেহন করে, তেমনই আপনি মানুষের সামনে
মৃত্যু রূপে আবির্ভূত হন। বে দেহ প্রথমে বিশাল
হস্তীতে অথবা সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করে 'রাজা'
নাম দ্বারা পরিচিত হয়, পরে আপনার মৃত্যুতরঙ্গীর কাল
শক্তি দ্বারা 'বিষ্ঠা', 'কুমি' বা 'ভব' নামে অভিহিত
হয়। সমগ্র দিগ্ভ্রমণ বিহিত করে এবং এইভাবে সা
প্রাণশূন্য হয়ে, একলা তার সম্মতিসম্পন্ন ছিল এমন
রাজ্যনাগের গুপ্তি লাভ করে, হৃদয় বরষীর নিঃশব্দনে
উপবেশন করে। কিন্তু বন্ধন সে মৈথুনসুখ লাভ
কীলোকনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, হে ভগবান, তখন সে
পুংপাকিত পতুর মতোই পরিচালিত হতে থাকে।
ইতিমধ্যেই শক্তিময় কোনও রাজা যদি অধিকতর শক্তি
অর্জন করতে অক্ষমতা করেন, তা হলে তিনি স্বয়ং
ভগবত্যা পাপন করেন এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ পরিহারের
দ্বারা নিষ্ঠাত্রে তাঁর কর্তব্য সাধন করে থাকেন। কিন্তু
আমি "সাবীন এবং সর্বময় কর্তা" এমন চিন্তা করে যার
লালসা অতীত উদ্ভব হয়ে ওঠে, তিনি সুখলাভ করতে
পারেন না। যখন পরিত্রমণীয় আহার সংসার জীবন
সমাপ্ত হয়, হে অদ্যত, তখন সে আপনার ভক্তগণের
সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। যখন সে তাঁদের সঙ্গ লাভ
করে, তখন ভক্তগণের লক্ষ্যবস্তু এবং সকল
কার্যকারণের কলস্রুণ, হে ইন্দ্র, আপনার প্রতি তার
ভক্তি জাগ্রত হয়।"

"হে ভগবান, আমি মনে করি আপনি আমাকে কৃপা
প্রদর্শন করেছেন, কারণ নিজ রাজ্যের প্রতি আমার
আসক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিবৃত্ত হয়েছে। বিশাল

সম্রাজ্যের সাধু মনোভাবাপন্ন শাসকগণ নির্ভয়ে তাঁকে
বাগ্মনের উদ্দেশ্যে বনে গমনাভিলাষী হয়ে এই পরম
স্বাধীনতা প্রার্থনা করেন। হে বিভো, অধিকখনগণ যে
হ্র অত্যন্ত আশ্রয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করে থাকেন, আপনাকে
সেই পাদদ্বয়ের সেবা স্বাভীত অন্য কোনও, বর আমি
প্রার্থনা করি না। হে হরি, যে উন্নত পুত্রের মুক্তি প্রদাতা
আপনার আরাধ্য করেন, তিনি কি তাঁর আপন বন্ধনের
করণ অঙ্গণ অন্য কোনও বর প্রার্থন করতেন? সুতরাং
, হে প্রভো, রাজ, তম ও সমস্তগণবলীর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত
জড় বাসনার সমগ্র বিষয় পরিত্যাগ করে, আশ্রয়ের জন্য
হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনার শরণাগত হচ্ছি।
আপনি জড় উপাধিসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন মন, আপনি পবন
দ্রব্য, পূর্ণজলময় ও নির্ভর। কীর্তিকল যাবৎ এই জগতে
আমি দুঃখ পীড়িত এবং অনুভব করছি হইয়া আছি।
আমার হৃদয় শক্ত কখনই তৃপ্ত হয় না এবং তাই, আমি
কেনও শান্তি পাই না। সুতরাং, হে আমার প্রদাতা,
হে পরমাত্মা, কৃপা করে আমাকে রক্ষা করুন। হে
ভগবান, বিপদগ্রস্ত আমি, পৌত্তাধ্য বলে আপনার
চরণকমলের শরণাগত হয়েছি, যা সত্ত্ব এবং যা অনন্তক
নির্ভর ও লোকমুগ্ধ করে।"

শ্রীভগবান বললেন—"হে সার্বভৌম, মহারাজ,
তোমার চিন্তা নির্মল ও বলকর্তী। যদিও আমি কা দ্বারা
তোমাকে প্রলোভিত করেছি, কিন্তু তোমার মন জড়
বাসনাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি। তুমি বলাভে নিয়োজিত
নও, তা প্রমাণিত করার জন্যই, আমি বর প্রদানের
মাধ্যমে তোমাকে প্রবৃত্ত করেছি। আমার ঐকান্তিক
ভক্তগণের বুদ্ধি কখনই জড় আলীবাণ দ্বারা বিচলিত হয়
না। প্রাণাধারের মতো অভ্যাসান্বিত হৃদয় ভক্তগণের
মন সম্পূর্ণভাবে জড় বাসনা মর্জিত হয় না। তাই, হে
রাজন, তাঁদের মনে জড় বাসনাগুলি আহার জেগে ওঠে,
দেখা গেছে। আমাতে জেয়ার মন স্থির করে ইচ্ছামতো
এই পৃথিবী ভ্রমণ কর। আমার প্রতি তোমার একগু
অক্ষর ভক্তি সর্বদা বিরাজ করুক। যেহেতু তুমি
অধিরের নীতি অনুসরণ করেছিলে, তাই সুগা ও অন্যান্য
কর্তব্য সম্পাদনের সমগ্র ভূমি প্রাপী হত্যা করেছ।
এইভাবে আমাতে শরণাগত হয়ে থেকে হৃদয় সহকারে
ভগবান পালনের দ্বারা সর্ঘিত পাপরাশি পরাকৃত করা

ভুক্ত। হে রাজন, তেমন পরমশ্রী তাঁরনেই দুই সকল হাবে এবং নিশ্চিতভাবে একমাত্র আহার কাছ আশ্রয়
কীরবর পরম ভক্তাঙ্গী বরূপ একজন প্রেয়স্বী গ্রাহক করায়।"



দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর বার্তা

শ্রীল কৃষ্ণদেব গোদারী বললেন—"হে রাজন,
এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করে যুদ্ধকাল তাঁকে
প্রদর্শন করে প্রথম নিবেদন করলেন। অতঃপর, ইক্ষব্রু
দেহের বংশধর যুদ্ধকাল ওহামুখ থেকে নির্গত হলেন।
সকল মানুষ, পণ্ডাশি, বৃক্ষলতাদির অক্ষর সাক্ষ্যভায়ে
হাসপ্রাপ্ত হয়েছে লাল্য করে, যুদ্ধকাল কলিযুগ সমাপ্ত
হয়েছে ইন্দ্রজয় করে উত্তর দিকে দ্বারা করলেন।
জনপতিক সঙ্গের অতীত ও মুক্ত-সংসার সেই বীরবির
রাজা ভগবত্যাগ মূল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর
মনকে শ্রীকৃষ্ণ মগ্ন করে, তিনি গঙ্গারান পরবর্তে আগমন
করলেন। তিনি ভগবান নয় নারায়ণের নিবাসভূমি
বদিকান্ত্রে পৌছিয়ে সেখানে সকল বিধবৃন্দের প্রতি
সহনশীল হয়ে থেকে কঠোর ভগবত্যা সম্পাদনের
মাধ্যমে তিনি শান্তভাবে ভগবান শ্রীহরির আরাধ্যনা
করেছিলেন। শ্রীভগবান মধুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, যা
তখনও যখন সৈন্য দ্বারা পরিকল্পিত হয়েই ছিল। তখন
তিনি স্নেহ সৈন্যদের বিলাপ করলেন এবং তাদের
ধনসম্পদগুলি ধারকায় নিয়ে যেতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের
নির্দেশাবলীতে জনমানুষ ও কল দ্বারা সেই ধনসম্পদ বন্ধন
বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ত্রয়োবিংশতি
সৈন্যবাহিনীর নেতা হয়ে জরাসন্ধ উপস্থিত হল।"

"হে রাজন, শত্রুসৈন্যের স্তরস্তর বেগ দর্শন করে, দুই
মাধব, মানুষের মতোই আচরণ অনুকরণ করে, চন্দ
ধাবমান হলেন। প্রচুর ধনসম্পদ পরিচাল্য করে, ত্রয়ো
কিন্তু ভয়ের ভান করে, তাঁদের পদসদৃশ পদব্রজে তাঁরা
বহু মৌলন দূরে গমন করলেন। যখন কলীরান জরাসন্ধ

তাঁদের পলায়ন করতে দেখল, তখন সে উত্তেজিত
হাসল এবং তারপর রথ ও পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে
তাঁদের পশ্চাৎগমন করল। সে দুই ভগবানের পরমোন্নত
মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। বীর্য ধুরন্ধ গারিত
হওপ্রায় পর যেন পরিত্রাভ হয়ে দুই ভগবান প্রবর্ষণ নামে
এক সুউচ্চ পর্বতে আরোহণ করলেন, যার উপরে
ইন্দ্রদেব অধিরাম বর্ষণ করে থাকেন। যদিও জরাসন্ধ
জানত যে, তাঁরা পর্বতে লুক্কিরে আছেন, কিন্তু তাদের
কোন সন্ধান সে পেল না। সুতরাং, হে রাজন, সে
চতুর্দিকে কাটবৎ রেখে পর্বতে আগুন ধরিয়ে দিল।
তাঁরা উভয়ে তখন হৃদয় প্রদ্বলিত একাদশ যোদ্ধা উচ্চ
পর্বত থেকে ঝাঁপ দিলেন, এবং ভূমিতে এসে পড়লেন।
তাঁদের প্রতিপক্ষ অথবা তাঁর অনুচরদের আনন্দিত, হে
রাজন, সেই দুই পরম উন্নত বদু, সুগন্ধিত পরিবার মতে
সমুদ্র পরিবেষ্টিত তাঁদের দ্বারকার পুরীতে প্রত্যাবর্তন
করলেন। জরাসন্ধও ফলে মনে করল যে, অগ্নিপঙ্ক হয়ে
কলীরাম ও কেশবের মৃত্যু হয়েছে। তাই তার বিশাল
সৈন্যবাহিনী সে প্রত্যাহার করে নিল এবং বগদ রাক্ষো
কিরে গেল। শ্রীকৃষ্ণ আসেন, আনন্দের ঐবর্ষণালী
পাসক, রৈবত, শ্রীকল্যায়ের সঙ্গে তাঁর কনয় রৈবতীর
বিবাহ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গ আলোচিত
হয়েছে। হে কুলশ্রেষ্ঠ, ভগবান গোবিন্দ স্বয়ং, শ্রীকৃষ্ণের
কন্যা, লাক্ষ্মীদেবীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রকাশ কৈবর্তীকে বিনয়
করেছিলেন। রুক্মিণীর ইচ্ছানুসারেই ভগবান তা
করেছিলেন এবং তা করতে নিজে তিনি শিশুপালের পক্ষ
অবলম্বনকারী শাল্য ও অন্যান্য রাজাদের পরাজিত

করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, পঞ্চাঙ্গ বেডারে স্বর্ণ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে অমৃত হরণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই, সর্বসমক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে গ্রহণ করেছিলেন।”

রাজা পরীক্ষিত বললেন—“তীক্ষ্ণাক্ষের সুমুখতী সর্বাধিক কন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণবান রাবস পহার বিবাহ করলেন, অন্তত সেই ক্রমেই আমি শুনেছি। হে প্রভু, কিভাবে অমিতভেদজ্ঞা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাধব ও শাস্ত্রের মতো রাজাদের পরাজিত করে তাঁর বধূকে হরণ করেছিলেন, আমি তা শুনেই ইচ্ছা করি। হে ব্রাহ্মণ, জগতের কলুষ হরণকারী, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময়, মধুর ও নিত্যনতুন বিবরণি শ্রবণ করে অতিজ্ঞানোজ্ঞা কি কখনও তৃপ্ত হতে পারে?”

শ্রীধামরাধি বললেন—“বিদর্ভের লক্ষ্মীশালী শাসক, তীক্ষ্ণ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র এবং সুমুখতী এক কন্যা ছিল। রুক্মী ছিলেন প্রথম পুত্র, তাঁর পর ক্রমশঃ রত্নবধ, রত্নবাহ, রত্নকেশ এবং রত্নমালী। রাহিমারিত রুক্মিণী ছিলেন তাঁদের ভগ্নী। প্রসঙ্গে অভ্যাসে মুকুলের প্রশংসা গীতকারী অতিথিদের কাছে থেকে তাঁর রূপ, শক্তি, চিত্তের বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে শ্রবণ করে রুক্মিণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনিই তাঁর উপযুক্ত পতি হবেন। শ্রীকৃষ্ণ জানলেন যে, রুক্মিণী বুদ্ধিমতী, মনঃকল্মস, সুকণ্ঠ, সুশীলা এবং অমল্য সর্বদা শুভচরিত্রসম্পন্ন নারী। রুক্মিণী তাঁর আদর্শ পত্নী হবেন, এই সিদ্ধান্ত করে তিনি তাঁকে বিবাহ করার জন্য ঋণ দ্বিগুণ করলেন।”

“রুক্মী যেহেতু ভগবানের প্রতি বিশেষপরায়ণ ছিল, হে রাজন, তাই তাঁর পরিবারের সদস্যরা অভিজাতী হলেও, শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর ভগ্নীকে প্রদান করতে সে তাদের নিরন্তর করল। তাঁর পরিবারে রুক্মী রুক্মিণীকে শিশুপালের কাছে প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল। সুশীল কটাক্ষশালিনী বৈদহী এই পবিত্রকন্যার সহজে সচেতন ছিলেন এবং তাঁকে তা পত্নীভাবে দূরে নিয়েছিল। অবশ্য বিবেচনা করে, তিনি সম্ভব একজন বিদ্বৎ ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠালেন। হারদ্যক পৌষে, ধারবর্কীরা ব্রাহ্মণকে চিত্তের নিম্ন গেলে, তিনি আদি পুরুষ ভগবানকে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলেন। ব্রাহ্মণকে সর্জন করে, ব্রাহ্মণদের অধিষ্ঠিত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিংহাসন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁকে উপবেশন

করালেন। অতঃপর দেবতাপন ঠিক সেভাবে ব্যাং তাঁকে পূজা করে থাকেন, ঠিক সেইভাবে ভগবান তাঁর অর্চনা করলেন। ব্রাহ্মণ আহার ও বিব্রাহ কন্যার পরে, সপ্ত ভক্তবধের পরম গতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁর নিজ হাতে ব্রাহ্মণের দুই পা স্পর্শ করতে করতে, তিনি বৈবর্ষ সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘হে দ্বিজবরোত্তম, মহাজনবর্গের অনুমোদিত ধর্মচরণগুলি সহজভাবে আপনার সম্পন্ন হচ্ছে তো? আপনার মন সর্বদা সন্তুষ্ট আছে তো? বৈবর্ষও ব্রাহ্মণ বা পান তাতেই যখন সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁর ধর্মচরণ থেকে বিচ্যুত হন না, তখন সেই সকল ধর্মচরণগুলিই তাঁর সর্বকামনা পূরণকারী কামধেনু হয়ে ওঠে। কোনও অতৃপ্ত ব্রাহ্মণ স্বর্ণের রাজা হলেও, গ্রহ-প্রহারাণ্ডের অস্তিত্বের বিচলন করে থাকেন। কিন্তু কোনও পরম তৃপ্ত ব্রাহ্মণ, নির্ধন হলেও, তাঁর সকল অঙ্গে সন্তাপ মুক্ত হয়ে শান্তিতে বিরাজ করেন। সেই সকল ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধায় বারম্বার আমার মাথা নত হয়ে আসে কারণ তাঁরা নিজ প্রতিযোগেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। সংজ্ঞাপন্ন, নিরহকারী এবং প্রশান্ত হয়ে তাঁর সকল জীবের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হন। হে ব্রাহ্মণ, আপনার রাজা কি আপনারদের কল্যাণে মনোযোগী? প্রকৃতপক্ষে, হে রাজার দেশের মানুষ সুখী ও সুরক্ষিত, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। দুর্ভাগ্য সমুদ্র অতিক্রম করে কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে আপনি আগমন করেছেন? যদি তা গোপনীয় না হয় তা হলে আমাদের এই সমস্ত কিছু বর্ণনা করুন এবং আমাদের বলুন আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি। এইভাবে, তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের প্রণের উত্তরে ব্রাহ্মণ তাঁকে সব কিছু বর্ণনা করলেন।”

রুক্মিণী বললেন (ব্রাহ্মণ চার পঠিত, তাঁর চিঠিতে)—“হে ভুবনসুন্দর, আপনার যে সব গুণাবলীর কথা শ্রোতার প্রতিগোচর হয় এবং তাদের দেহ ক্রম দূর করে, তা শ্রবণ করে এবং আপনার যে রূপটি সর্বজনকারী সকল দর্শন আকর্ষণ পূর্ণ করে, তাঁর কথাও শ্রবণ করে, হে কৃষ্ণ, আমার নির্ভর্য মন আমি আপনাকেই নিবদ্ধ করেছি। হে মুকুল, বংশ, চরিত্র, রূপ, বিদ্যা, যশস্ব ধন ও প্রভাবে আপনি কেবল আপনারই ভুলসীল। হে

নরসিংহ, আপনি সকল মানবের মনোভিরাম। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে কেন, সন্তোষবংশীরা, স্বীকৃতমোক্ষদানপন এবং সহ পরিবারের বিবাহযোগ্য কন্যা আপনাকে স্বামীরূপে পছন্দ করবে না? সুতরাং, হে প্রিয় প্রভু, আপনাকে আমার স্বামীরূপে আশ্রি পছন্দ করেছি এবং আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি। দয়া করে সত্বর আগমন করুন এবং আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমললোচন ভগবান, সিংহের সম্পদ হরণে লুপ্তদের চৌকির মধ্যে শিশুপাল এসে কোমরীপের জাল বন্ধনও না স্পর্শ করে। আমি যদি পুণ্য কর্ম, বজ্র, মান, আচার অনুষ্ঠান ও ব্রত দ্বারা এবং সেবায়, ব্রাহ্মণ ও গুরুদেবের অর্চনা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের স্বর্বেষ্ট আরাধন করে থাকি, তা হলে ধর্মযোদের পুর বা অন্য কোউ নয়, যেন গদাধর এসেই আমার পাণ্ডিত্য করেন। হে অজিত, আগামীকাল যখন আমার বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হতে পারে, আপনি গোপনে আপনার সেনা অধিনায়কদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নির্ভে আগমন করুন। অতঃপর চৈত্র্য ও মঘাষ্মের বাহিনীকে পরাশ্রিত করে, আপনার পৌর্য দ্বারা আমাকে জয় লাভ করে রাক্ষস বিধান নতে আমাকে

বিবাহ করুন। যেহেতু আমি প্রাসাদের অগ্ন্যুপরে বাস করে, তাই আপনি বিধিত হতে পারেন, “আমি কিভাবে তোমার আশ্রয়গণকে হত্যা স্বাধীন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে পারব?” কিন্তু আমি আপনাকে একটি উপায় কল্পে—বিবাহের পূর্বম্ন রাজ পরিবারের বিগ্রহের সম্মানে এক মহা শোভাযাত্রা হবে এবং দেবী গিরিজাকে সর্জন করার জন্য সেই শোভাযাত্রার নবমু দ্বারীর বাহিরে গমন করে থাকে। হে পঞ্চদেব, ভগবান শিবের মতো মহারাজপণ্ডে আপনার পামপতের রেণুতে জানের বহু করেন এবং এইভাবে তাদের তমোতপ ক্রিয়া করেন। আমি যদি আপনার অনুগ্রহ লাভ না করি, তবে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত পাশানে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আমার প্রাণ ত্যাগ করব মরি। তা হলে, শত জীবনের প্রচেষ্টার পর, আমি হয়ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।”

ব্রাহ্মণ বললেন—“হে মহাদেব, আমি এই গোপন বাক্য আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এমন অবস্থায় দয়া করে যথ কর্তব্য বিবেচনা করুন এবং এখনই তা সমাধা করুন।”



ত্রিংশোধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“এইভাবে বৈদহী রাজকন্যার গোপন বাক্য শ্রবণ করে ভগবান যদুসুন্দর ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করলেন এবং সহস্রোক্ত তাঁকে বললেন, ‘ঠিক যেমন রুক্মিণীর মন আমাতে স্থির হয়ে আছে, আমার মনও তাঁর প্রতি স্থি। এমনকি আমি যারে সুযোতে পর্যন্ত পারি না, আমি জামি বিশেষবশতঃ রুক্মী আমাদের বিবাহে নিবেদন করছে। সে নিজেই সর্বতোভাবে আমার প্রতি সমর্পণ করেছে এবং তাঁর সৌন্দর্য নিভলভ। যে ভাষে বলতে কাউ থেকে মানুষ

আমি শিখ নিয়ে আসে, সেইভাবে দুই অকর্মণ্য সকল রাজাদের চূর্ণ করার পর আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“ভগবান যদুসুন্দর রুক্মিণীর বিবাহের সঠিক চাপ্ত মুহূর্ত উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর সাক্ষিকে বললেন, ‘শাসক, পবন আহারে যথ প্রস্তুত কর।’ শৈব, সুশীল, মেঘপূর্ণ ও বলাহক নামে অষ্টগুলিকে যুক্ত করে শ্রীভগবানের রথ দক্ষক নিয়ে এল। সে তখন কৃতান্ত্রি সহকারে ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে ধাঁড়াল। ভগবান শৌরি রথে আরোহণ করলেন এবং ব্রাহ্মণকেও রথে আরোহণ করালেন। অতঃপর ভগবানের ঠাণ্ডামণী অঙ্গুষ্ঠটি এক রক্তের মধ্যে তাঁদের আনর্ত অঙ্গুল থেকে বিদর্ভে নিয়ে গেল।”

“কুণ্ডিনপতি রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্রের জন্য রেহুপত শিতপালকে তাঁর কন্যা সম্ভ্রমণে সম্মত হলেন এবং সকল প্রয়োজনীয় আয়োজন করলেন। রাজা, প্রধান সড়ক, বারিষা পথ ও রাস্তার চৌমাথাগুলি ভালভাবে মার্জন করালেন ও তারপর জল নিয়ে ধোয়া হলেন এবং নিজরতোরণ ও ধন্য সত্ত্বলিতে বিভিন্ন রত্নের পতাকা লাগিয়ে সগৰী সাজিয়েছিলেন। সগরীর স্ত্রী ও পুত্রবধূ পরিহার পরিচার বসনে সজ্জিত হয়ে সুগন্ধি চন্দন শিটক অনুলিপন করে মূল্যবান কণ্টহার, মূল্যবান ও রত্নবর্জিত অলঙ্কারাদি পরিধান করেছিল এবং তাদের ঐশ্বর্যময় গৃহগুলি অতুল্য সুগন্ধে ভরে উঠেছিল। হে রাজন, মহারাজ ভীষ্মক পূর্বপুরুষ, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে সম্যকভাবে ভোজন করিয়ে বিধিবিধি তাদের পূজা করালেন। অতঃপর তিনি বহু কল্যাণেই জন্য পরম্পরায়ত্ত মন্ত্রবলী কীর্তন করেছিলেন। বহু তাঁর দত্ত মার্জন করালেন এবং গ্নন করলেন, এরপর তিনি মঙ্গলমুখ পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি মনোহর পরিধান করে অতি উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিত হলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যথার মুরকার জন্য কুক, সাম ও ঘূ: বেধ থেকে মস্তোদ্ধরণ কালেন এবং অর্ঘ্যভোজন পুরোহিত প্রহাণির জন্য হোম করলেন। শ্রেষ্ঠ বিধি রাজা ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিলরশ্মি এবং পাণ্ডীসমূহ দান করেছিলেন। চৌদিকে রাজা কন্যাবোহ ও তাঁর পুত্রের শিশু সঙ্গীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল আচার সম্পাদন করার জন্য মন্ত্র উচ্চারণে দক্ষ ব্রাহ্মণদের নিয়োজিত করেছিলেন। রাজা কন্যাবোহ মঙ্গলাবিত্ত হস্তীবাহিনী, সুবর্ণমণ্ডিত রথসমূহ এবং অসংখ্য অশ্বারোহী সেনা ও পদাটিক সৈন্য সমন্বিত হয়ে কুণ্ডিনের উদ্দেশে রাস্তা করালেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক নগর হতে নির্গত হয়ে রাজা কন্যাবোহকে প্রহার নানা প্রতীক নিবেদন করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ভীষ্মক তখন এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি কাসগৃহে কন্যাবোহকে থাকতে

দিলেন। সেখানে শিতপালের পক্ষতুচ্চ দাম্ব, জবান্দ, নস্তব্রজ, বিদূষক ও পৌত্রক সহ অসংখ্য সহস্র রাজসেনা সকলেই এসেছিলেন। শিতপালের জন্য যথেষ্ট নিশ্চিত করতে কুক ও কন্যারের প্রতি নিবেদনপ্রদান রাজারা নিজেদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, “যদি কুক কন্যার ও কন্যার বদুগলের সঙ্গে যথেষ্ট হরণ করতে আসে তবে আমরা সকলে সন্ধিলিপনভাবে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব।” এইভাবে সেই সময় নিবেদনপ্রদান রাজগণ তাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী ও সমরসজ্জা নিয়ে বিবাহ হলে গেলেন। বহু শ্রীকালার পরম্পরাগত সাজানের এই সকল প্রকৃতি ও শ্রীকৃষ্ণ ক্রিয়ারে একল কুক হরণ করার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তা প্রবণ করলেন, তখন তিনি নিশ্চিত একটি যুদ্ধের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন। তাঁর স্বাভাব্য জন্য মেয়ে আশ্রুত তিনি সত্তর সজ্জারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাটিক বাহিনী সমন্বিত এক বদলসী সৈন্যবাহিনী সহ কুণ্ডিনে গমন করলেন।”

“ভীষ্মকের সূপদী কন্যা উদ্বিগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু তখন তিনি ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে দেখলেন না, তখন তিনি এইভাবে ভাবলেন। হায়, রাত্রি শেষ হলে আমার বিলাহ হবে। আমি তত জাগারি। কল্লমরন কুক আগমন করলেন না। আমি জানি না কেন। এমনকি ব্রাহ্মণ বার্তাবহও এখনও ফিরে এলেন না। সত্তরত অসংখ্য ভগবন, এখানে আগমনের প্রকৃতি গ্রহণ করেও আমার মধ্যে কোন ধুটতা নর্ন করেছেন আর তাই আমার পানি গ্রহণ করতে পারছেন না। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগিনী, কখন প্রীত ব্রাহ্মণ কিংবা দেবদেবের লিখ আমার প্রতি ক্ষমকুল নহ। অথবা সত্তরত শিবের পত্নী দেবী, যিনি দৌলী, কালনী, সিদ্ধিকা এবং সতী নামেও পরিচিত, তিনি কন্যার প্রতি বিমুখ হয়েছেন। এইভাবে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের রাজ্য হস্তচিহ্ন সেই কালিন, ‘এখনও সময় রয়ছে’ মনে করে, তাঁর অশ্রুপূর্ণ নয়ন ধুপারি মুদিত করলেন।”

“হে রাজন, বহু এইভাবে গোবিন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করলে, তিনি তাঁর বাহ উল্ল, বাহ ও মেয়ে সম্পন্ন অনুভব করলেন। অকস্মিকত কিছু ঘটল। এটি ছিল একটি লক্ষণ। ঠিক তখন মিঃ জামর সেই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতো, প্রাসাদের অন্তঃপুরুষ হও

নিও রাজকন্যার ক্রিষ্টপীকে নর্নন করার জন্য এলেন। ব্রাহ্মণের প্রকৃম মুখ ও শাখা বর্তি লক্ষ্য করে এরকম লক্ষণসমূহের আভাষ বর্ণনাকারী সতী ক্রিষ্টবী ওহু হাস্য মহকারে তাকে চিহ্নিত করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে জনগণ হরণকালের আগমনে কথা যোগদন করলেন এবং তাঁকে বিবাহ করার জন্য উপকনের প্রতিশ্রুতি বর্ণন করলেন।”

“শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা অবগত হয়ে রাজকন্যা বৈদ্যী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হৃড়ের কাছে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করার মতো উপবৃত্ত কিছু না পেয়ে, তিনি কেবলমাত্র তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। কুক ও কন্যার আগমন করেছেন এবং তাঁর কন্যার বিবাহ প্রত্যক করতে উৎসুক হয়েছেন, তা জ্ঞান করে রাজা প্রায় অর্ঘ্য ও নিশ্চিত কন্যার তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অনুপর্ত, নবরত্ন ও অন্যান্য অর্ঘ্যটি উপহার সমগ্রী নিবেদন করে বখাযোগ্য বিধি অনুসারে তিনি তাঁদের অর্চন করলেন। মহামতি রাজা ভীষ্মক মুই জনবনের জন্য এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও পার্শ্বগণের জন্য ঐশ্বর্যময় আসহাদের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের স্বখাবধ আতিথ্য প্রদান করেছিলেন। এইভাবে রাজা ভীষ্মক সেই অনুষ্ঠানে সমবেত রাজাদের সকল প্রকার কার্য বস্ত্র প্রদান করে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব, কায়, বৈদিক কল ও বিপ অনুসারে সম্মানিত করলেন। বহু নিবর্তনপূরের বাসিন্দাগণ ওমলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আগমন করেছেন, তাঁরা তখন সকলে তাঁকে নর্ননের জন্য গমন করলেন। তাঁদের নেত্রাঙ্গি দ্বারা ওয়া তাঁর মূলপায়ের মধু পান করেছিলেন।”

নগরবাসীরা কালেন—“ক্রিষ্টবী হুতা অন্য কেউই তাঁর পত্নী হওয়ার যোগ্য নয় এবং এজন্য নির্মল সৌন্দর্যের অধিকারী তিনিও রাজকন্যা ভৈদ্যীর জন্য এককম উপবৃত্ত পতি। আমরা যা পুণ্য কর্ম করেছি ব্রাহ্মণদের মত অত্যন্ত বেশ তাঁর জন্য সন্তুষ্ট হন এক কৈষ্ঠীর পানিগ্রহণ করে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রেমভাবে আকৃত হয়ে নগরবাসীগণ এইভাবে কলতে লাগলেন। ক্রীষ্ট দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অধিকার মর্নন করলেন অন্য তখন বহু অস্ত্রপূর ভাগ করলেন। ক্রিষ্টবী হৌনভাবে নগরকে ভাবনী বিগ্রহে

মুই ঠগণকমল নর্ননের জন্য গমন করলেন। তাঁর মাধুহীনীরা ও সর্বাঙ্গনের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে এবং উদাত অস্ত্রধারী সনাসতর্ক, সাহসী সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি কেবলমাত্র তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণ পাণপয়ে মগ্ন রাখলেন এবং তখন মূলক, পক্ষ, পক্ষ, জেবী ও অন্যান্য বাল্যব্রত স্থানিত হতে লাগল। সহস্র প্রধান ব্যাকসনা বিভিন্ন অর্ঘ্য ও উপহার তখন করে অলঙ্কারে বিভূষিত। ব্রাহ্মণপত্নীদের সঙ্গে গান করতে করতে, ভুতি করতে করতে এক পুণ্যমালা, পক্ষ, বস্ত্র ও জনহীন উপহার সমগ্রী বহন করে বহু পশ্চাতে অনুগমন করেছিলেন। সেখানে পেশাদার গায়ক, সর্গীতজ্ঞ, চাউন, ধারদ্যাকরণ ও খোবকাও ছিলেন। দেবী মন্দিরে নৌছে, ক্রিষ্টবী প্রথমে তাঁর হাত ও পা ধোত করলেন এবং পরে অচমন করলেন। এইভাবে ওহু ও শান্ত হয়ে তিনি স্তান অধিকার কছে গমন করলেন। ব্রাহ্মণগণের আচার-অন-নিপুণ বহুত পত্নীরা বালিন ক্রিষ্টবীতে পতি ভ্রমণে সহ অবিহৃত বৈবী ভক্তবীর প্রতি প্রজা নিবেদন করলেন।”

রাজকন্যা ক্রিষ্টবী প্রার্থনা করলেন—“হে দেবদেব শিবের পত্নী রাজা অখিলা, আমি নিবর্তন আপনায় সন্তানসহ আপনায় প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করছি। তখন কুক কেন আমার পতি হন। বহু করে তা অনুমোদন করুন। একপার ক্রিষ্টবী, দেবী অধিকারক জল, পক্ষ, তপুল, ধূল, বস্ত্র, পুণ্যমালা, রত্নমালা, অলঙ্কার ও অন্যান্য বিধিবিধি অর্ঘ্য ও উপহারসামগ্রী এবং সান্নিধ্য প্রদীপ দ্বারা পূজা করলেন। নিবাহিত ব্রাহ্মণ রমণীপণও প্রত্যেকে কৃপণ একই জন্য দ্বারা কলন, কপটিটক, জাম্বু, বস্ত্রপুত্র, কল ও ইস্কুবন অর্ঘ্য দান করে দেবীর পূজা করেছিলেন। রমণীপণ যথেষ্ট নির্মলা প্রদান করলেন এবং অতঃপর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। তিনিও তাঁদের ও বিগ্রহকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং প্রসাদরূপে নির্মলা গ্রহণ করলেন। রাজকন্যা অতঃপর তাঁর মৌদ্রত পবিত্র্যাব করে তাঁর রত্নবর্জিত অঙ্গুষ্ঠীর শোভিত হাত দিয়ে এক দাসীকে ধারণ করে অখিলা রমণি ত্যাগ করলেন।”

“ভগবানের মায়াশক্তি নাত্র যোহিনীরূপে ক্রিষ্টবী উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি বীর ও শান্ত মানুষদেরও

মোহিত করেছিলেন। রাজারা এইভাবে তাঁর কুমারী সৈন্যবর্, তাঁর সুপরিচিত কোমর ও তাঁর কুণ্ডল শোভিত মনোহর মুখমণ্ডল অবলোকন করলেন। তাঁর নিত্য ছিল বড়বড়িত মেখলায় শোভিত, তাঁর কনক ছিল স্নায়ু মুকুট, এবং তাঁর দুই চোখ কেন ছিল তাঁর কেশরাশিতে শক্তিত। তিনি ক্ষুরভাবে হাসছিলেন, তাঁর সুন্দর-কোমরকে মতো মন্তব্যগুলি তাঁর বিশ্বক্ৰিয় অধরের দাঁড়িকে প্রতিফলিত করছিল। তিনি যখন রাজহংসীর মতো গতিতে পদচারণা করছিলেন তখন তাঁর শব্দায়মান সুগুণের প্রভা তাঁর পদযুগল শোভিত করছিল। তাঁকে দর্শন করে সমবেগ বীকণ সম্পূর্ণ মোহিত হয়েছিলেন। তাঁদের হৃদয় কামনার বিদীর্ণ হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাজারা যখন তাঁর উদার হাস্য ও সমস্ত দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করলেন, তখনই তারা হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, তাঁদের অঙ্গ পরিত্যক্ত করে, তাঁদের হস্তী, রথ ও সশস্ত্র থেকে সংজ্ঞাহীনভাবে তারা ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। শোভাযাত্রার ছলে রক্তিমী কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাঁর সৈন্যবর্ প্রদর্শন করছিলেন। ভগবানের আগমন

প্রতীকার, ধীরে ধীরে তিনি তাঁর পদ্ম-ভোরক সাদৃশ্য দুই পা পরিচালনা করছিলেন। তাঁর বাহু হাতের জালকের মধ্য দ্বারা তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কেশরাশি অপসারণ করলেন এবং সলজ্জভাবে কটাক্ষপাত করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজাদের অবলোকন করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তখন, তাঁর শরঙ্গাঘের সম্মুখে, তাঁর ব্রহ্মোহরণে আত্মীয় রাজকন্যাকে ভগবান হরণ করলেন। গরুড় চিহ্নিত ধনুসবাহী তাঁর রথে রাজকন্যাকে উত্তোলন করে, তখনই মাঝে রাজাদের চক্রকে পরাজিত করলেন। যেভাবে কোনও সিংহ শৃগালদের মধ্য থেকে তার শিকার নিয়ে চলে যায়, সেইভাবে কনকাসের নেতৃত্বে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। জরাসন্ধ প্রমুখ ভগবানের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন রাজারা এই অবমাননাকর পদাঙ্ক সত্য করতে পারেননি। তাঁরা বিম্বিত হয়ে কললেন, "ওহ, আমাদের শিক! যদিও আমরা বলশালী ধনুর্ধারী, তবুও ঠিক যেন ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা সিংহের সম্মান অপহরণ করার মতো, সামান্য গোপপথ আমাদের সম্মান অপহরণ করল।"



চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ

শ্রীল ওকসেব গোদামী বললেন—“এইভাবে কথা বলে, সেই সমস্ত কৃষ্ণ রাজারা তাদের বর্ষ পরিধান করল এবং তাদের নিজ নিজ ঘানে আয়োজন করল। ধনুর্ধারী প্রত্যেক রাজা নিজ সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎগমন করল। যে রাজন, বাসব সৈন্যদের সেনাপতিরা যখন দেখল শত্রুসৈন্যের আক্রমণ করতে ছুটে আসছে, তখন তারা ধনুকে টিকার দিখে তাদের দিকে সিরে পাড়াল। ঘোড়ার পিঠে, হাতীর কাঁধে ও রথের আসনে আয়োজন করে অস্ত্রকুশলী শত্রুরাজারা পর্বতের উপরে মেঘের বর্ষাধার মতো বসুণের উপর

তীর বর্ষণ করতে লাগল। কীপকটি রুক্মিণী, তাঁর পতির সৈন্যবাহিনীকে প্রবল ধরায় বর্ষিত তীরের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে দেখে ভয়বিহীন মননে সলজ্জভাবে তাঁর মুখের দিকে অলোকলেন। উপরে ভগবান হাসলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, “ভয় পেরো না, হে সুন্দরজন। তোমার সৈন্যদের কাছে এই শত্রু সৈন্যবাহিনী একই বিনষ্ট হবে।” গদ ও শরবর্ষণের নেতৃত্বে ভগবানের সৈন্যবাহিনীর বীরগণ বিপদের রাজাদের আক্রমণ মধ্য করতে পারলেন না। তাই লৌহ শর দ্বারা তাঁরা শরীর ওষ, হস্তী ও রথসমূহ ধ্বংস করতে শুরু করলেন।

নৃকরত অশ্ব, গজ ও রথারোহী কোটি কোটি সৈন্যদের মুগ্ধ ভূমিতে পতিত হল, কোন কোন মুখে কুণ্ডল ও নিবন্ধাণ, কোনওটিতে পাগড়ি পরা ছিল। চতুর্দিকে ভরবারি, গদা ও ধনুক ধরা হাতের সঙ্গে উজ, পা ও প্রাচুর্যবান হাত এবং ঘোড়া, গদা, হাতী, উট, খর ও মনুষ্যের মুগ্ধও পড়েছিল। জরাসন্ধের নেতৃত্বাধীন রাজারা তাদের সৈন্যবাহিনীগুলিকে জারোয়রী কৃষ্ণদের দ্বারা বিনষ্ট হতে দেখে নিঃশব্দ হস্তিত হল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। পত্নীহারা মনুষ্যের মতো ব্যতুর শিশুশাশুর কাছে সেই রাজারা উপস্থিত হল। তার শব্দ নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিল, তার উৎসাহ চলে গিয়েছিল এবং তার মুখ শুষ্ক দেখাচ্ছিল। রাজারা তখন ভাব করল—“হে নন্দশালী, শিশুপাল, শেন, তোমার বিম্বর্ততা ত্যাগ কর, হে রাজন, প্রকৃতপক্ষে দেবীপদের সুখ ও দুঃখ তখনই দ্বিগুণে থাকতে দেখা যায় না। কেনও নবী শাস্তের কারণে পুতুল যেমন পুতুল-বাঁচিরে ইচ্ছায় নৃত্য করে, তেমনি ভগবানের নিয়ন্ত্রিত এই কণ্ঠ সুখ ও দুঃখ উভয়ের মাঝেই সংগ্রাম করছে। যুদ্ধে কৃষ্ণের সার আমাকে এবং আমার ভেইশটি সৈন্যবাহিনীতে সতেরকর পরাজয় বাধ কথতে হয়েছিল, কেবলমাত্র একবার আমি তাঁকে পরাজিত করেছিলাম। কিন্তু তবুও আমি কখনও পোষক বা আনন্দ্য করিনি, কারণ, আমি জানি এই জগৎ পালচক্রে এবং অনুষ্ঠের প্রভাবে চালিত হয়ে থাকে। আর এখন আমরা সকলে, সেনাপতিদের মহাধাক্কেরা কৃষ্ণের দ্বার সুরক্ষিত যদুবাহিনী ও শুভদের সামান্য ক’জন অনুগামীদের কাছে পরাজিত হয়েছি আমাদের পরের জয়ী হয়েছি কখনও কখনও তাদের অনুকূলে ভয়েছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন বল আমাদের পাশে মঙ্গলজনক হবে, তখন আমরাই বিজয়ী হব।”

শ্রীল ওকসেব গোদামী বললেন—“এইভাবে তার মিথসের পরামর্শ মেনে, শিশুপাল তার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে রাজবাহিনীতে ফিরে গেল। অবশিষ্ট হোজারাও তাদের নিজ নিজ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করল। অধিকন্তু, যদবান রুক্মী কৃষ্ণের প্রতি বিশেষভাবে বিবেক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই কৃষ্ণ রাজস মতে বিবাহ করার জন্য তার কপিনীকে নিয়ে চলে থাকে, এই ঘটনা সে সত্য করতে পারেনি। তাই সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে

ভগবানের পশ্চাৎগমন করল। হস্তাশ ও কৃষ্ণ, মহাবাহু রুক্মী, বর্ষে সজ্জিত ও তার ধনুক চিহ্নকুল করতে করতে সকল রাজাদের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, “আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে হত্যা না করে এবং রুক্মিণীকে আমার সঙ্গে ফিরিয়ে না এনে কৃষ্ণের প্রবেশ করব না। আমি তোমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলাম।” এই কথা বলে সে তার রথে আয়োজন করল এবং তাঁর সাপথিত করল, “যদিও কৃষ্ণ রয়েছে সোমিতে সত্তর অশ্বারোহী চলল কর। অবশ্যই তাঁর ও আমার যুদ্ধ হবে। ‘এই দুই মনোভাবাপন্ন গোপনাগক তাঁর লৌহ দ্বারা মোহপ্রভ হয়ে অপূর্বক আমার ভগিনীকে অপহরণ করেছে। কিন্তু আজ আমি আমার তাঁর তাঁর দ্বারা তাঁর অহংকার দূর করব।’ এইভাবে সমস্ত কনতে বলতে, ভগবানের প্রসূত কমলার দ্বারা অজ সুব রুক্মী, তার একমাত্র রথে শ্রীগোবিন্দের সমীপবর্তী হল এবং ‘পাঁড়ো এবং যুদ্ধ কর’ বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতিস্বরূপ আহ্বান করল। রুক্মী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তার ধনুক আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার আঘাত করল। তারপর সে কলল, ‘ওহে যদুবল্লব, অকপাল এখানে পাঁড়ো! যজ্ঞের হবি চুরি করে পালানো কাতের মতো তুমি আমার ভগিনীকে অপহরণ করে যেখানেই নিয়ে যাও, আমি নিশ্চয় যাব। আজই আমি তোমার অহংকার দূর করব, তুমি নিবোধ, তুমি প্রত্যারক, তুমি যুদ্ধকণ্ঠ! আমার তীরগুলির আঘাতে নিহত হয়ে ওয়ে পড়বার আগেই কন্যাটিকে মুক্ত করে নাও।”

“এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং ছ’টি তীর নিক্ষেপের দ্বারা তিনি রুক্মীকে আঘাত করলেন এবং তার ধনুকটি ভেঙে দিলেন। রুক্মীর চাবটি অশ্বকে একটি তীর দ্বারা এবং তাঁর সারথিকে দুটি দ্বারা এবং রথের গজকে তিনটি তীর দ্বারা ভগবান বিদ্ধ করলেন। রুক্মী অন্য ধনুকটি গ্রহণ করে পাঁচটি তীর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করল। এই সমস্ত অনেক তীরের আঘাত পেলেও, ভগবান অচ্যুত অব্যাহত রুক্মীর ধনুক ভেঙে দিলেন। রুক্মী তবু অন্য ধনুক গ্রহণ করল, কিন্তু অচ্যুত ভগবান সেটিকেও মধ্য মধ্য করে ভঙ্গ করলেন। পরিশেষে, পশ্চিম, ভরবারি ও চর্ম, লুপ, তোমর—যে যে তার রুক্মী ধারণ করেছিল, সমস্তই শ্রীহরি আঘাতের দ্বারা চূর্ণ করলেন। তারপর রুক্মী তার রথ থেকে লাফ দিয়ে

মাথল এবং কৃষ্ণ হস্তে কপাল হাতে, কুম্বকে হত্যা করার জন্য পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনভাবে তাঁর দিকে ধাবিত হল। রুক্মী তাকে আক্রমণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ তীর নিক্ষেপ করলেন যা রুক্মীর তরবারি ও ঢাল তিল তিল খণ্ডে ছেঁদে করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর তাঁর নিজ তীর তরবারি হেঁদে করলেন এবং রুক্মীকে হত্যার জন্য শক্ত হইলেন। সতী রুক্মিনী তাঁর স্রাতোকে বধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ভাও হতে দেখে বিহ্বল হলেন। তাঁর পতির চরণে পতিত হয়ে কাঁদতেকাঁদতে তিনি বলতে লাগলেন—“হে যোগেশ্বর, হে অপরিমেয়, হে দেবদেব, হে জগন্নাথ! হে সর্ব-মঙ্গলময় ও মহাভূজ, কৃপা করে আমার স্রাতোকে হত্যা করবেন না।”

শ্রীল ওকমেব গোদামী বললেন—“চব্বিশ ভায়ে রুক্মিনীর সকল অঙ্গ বন্ধন কীপতে থাকল এবং তাঁর মুখ শুষ্ক হল, অযোগ্যকে তখন তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর কাঁদতেকাঁদে তাঁর সুবর্ণ কণ্ঠহার স্ফলিত হয়েছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নুই চরণ ধারণ করলে স্তম্ভমান ভরুণা অনুভব করে, নিবৃত্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই নুইতীকে একটি শব্দও দিয়ে বেঁধেছিলেন। ততঃপর স্থানে স্থানে তার গৌরব ও চুল জগতে অবশিষ্ট রেখে মৃত্যু করে তিনি রুক্মীকে বিকৃতরূপ করতে লাগলেন। সেই সময় হাতী যেমন পক্ষি বিদলিত করে, যদুবীরগণ তেমনভাবে তাদের বিশেষের অনায়াসে সৈন্যবল দমন করেছিলেন।”

“বন্ধন যদুগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপহিত হল, তখন তারা রুক্মীকে এমন কাতর অবস্থায় লক্ষ্যায় মৃতপ্রায় দেবতে পেল। সর্বশক্তিমান কলরাম এইভাবে রুক্মীকে দেখে তিনি কণ্ঠশব্দে তাকে মুক্ত করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ফালালেন—প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি অস্বপ্ন আচরণ করেছ! এমন কাজ আমায় পক্ষে লক্ষ্যজনক, কাবল কোনও নিকট-আত্মীয়ের ক্ষতি ও বেশ মৃত্যু করে দিতে বিকৃতরূপ করা তাকে হত্যা করারই সমান। সাব্বী, তোমার স্রাতার বিকৃতরূপ হওয়ার কল উদ্ভিন্ন হয়ে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে না। নিজের সুখ ও দুঃখের জন্য অন্য কেউই দায়ী হই না, কারণ মানুষ তার আপন কর্মফলই ভোগ করে।”

পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলরাম ফালালেন—“কোনও ভাষায়কল্পের নিজের মধ্যে তার মৃত্যু দত্ত প্রাপ্য

হলে তাকে হত্যা করা উচিত নয়। তবে পবিত্র প্রাণ তাকে ত্যাগ করা উচিত। কারণ ঈতিহাসেই তার পাণের ফলে সে নিহত হয়েছে, কেন তাকে আবার চত্যা করবো?”

রুক্মিনীর দিকে ফিরে, বলরাম বলতে লাগলেন—“রুক্মী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্রটিয়ের ধর্ম নির্দেশ করেছে যে, কোনও মানুষ তার নিজের স্রাতোকেও হত্যা করতে পারে। সেটি বাস্তবিকই অত্যন্ত নিদারুণ বিধি।”

পুনরায় বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—“আপন ঐশ্বর্যের দর্শন অল্প হয়ে অহংকারী মানুষ রজ্যপাট, ভূমি, সম্পদ, নদী, মানমর্যাদা শক্তি সাধারণ মতো অনেক কিছুই জন্য অন্য সকলকে ব্যথিত করে থাকে।”

রুক্মিনীকে বলরাম ফালালেন—“তোমার মনোভাব বর্জ্য নয়, কারণ তোমার প্রকৃত ওভাকাম্পকীর প্রতি যারা অনিষ্টকারী এবং সকল জীবের প্রতি যারা বৈরীভাবাপন্ন, তুমি অল্প মানুষের মতোই তাদের মনোভাবাপন্ন করে। তপস্যার দ্বারা মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ তুলিয়ে রাখে এবং তাই দেহকে আত্মকরণ গ্রহণ করে তারা অন্যান্যদের বন্ধু, শত্রু, বা নিরপেক্ষ মনে করে থাকে। মানুষ যেমন আকাশের জ্যোতি, কিংবা শুষ্কমাত্র আকাশকেই দুটি ভিন্ন সত্তা বলে মনে করে, তেমনি রাজা মোহপ্রসূ, তারার সনাত দেহদারী সত্তার মধ্যে অধিকৃত একই পরমাত্মার নানা রূপে অনুধাবন করে থাকে। এই অল্প দেহ, যেটির সৃষ্টি এবং বিলম্ব হয়ে থাকে, সেটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান, ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রকৃতির ওপাবনী দ্বারা গঠিত হয়েছে। অল্প জাগতিক অবস্থার ফলেই আরোপিত এই দেহটি জীৱের জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে থাকে।”

“হে সতি, অল্পর অল্প জাগতিক ক্ষুদ্র সত্তা আবার কখনও সংযোগ কিংবা বিচ্ছেদ হয় না, কারণ আত্মা সেই সব কিছুইই মূল সত্তা ও প্রকলম্বক। আত্মা তাই সূর্যেরই মতো বিরাজমান এবং তার সঙ্গে লক্ষ্যপ্রিয়ের বাস্তবিকই সংযোগ কিংবা বিচ্ছেদ ঘটে না। জন্ম ও অন্যান্য রূপান্তর দেখেই হয়, কিন্তু আত্মার কখনও তা হয় না, ঠিক যেমন চন্দ্রকলার পরিবর্তন হয়, কিন্তু কখনই চন্দ্রের পরিবর্তন হয় না, যদিও অমাবস্যার দিনটিকে চন্দ্রের ‘মৃত্যু’

বলা হতে পারে। কোনও মুমুক্ষু মানুষ যেমন ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়াদি ও তার কর্মের ফল স্বপ্নের মতো মধ্যে স্বপ্ন উপলব্ধি করে, তেমনভাবে কোনও মৃত ব্যক্তিও সংসার দশা ভোগ করতে থাকে। মৃতপ্রায় তোমার মনকে যে সব শোক দুঃখ দুর্বল ও বিকৃত করেছে, তুমি সেগুলি অপ্রাকৃত বিদ্যা জ্ঞানের সাহায্যে পূরীভূত কর। হে শুচিচিন্তে, তোমার স্রাতাবিত্ত দ্বানসিকতা আবার ফিরে পাবে।”

শ্রীল ওকমেব গোদামী বললেন—“এইভাবে শ্রীকলরামের কাছ থেকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে, রুক্মিনী তাঁর বিষমত্তা বিস্মৃত হলেন এবং দিবা অপ্রাকৃত বুদ্ধি সহকারে তাঁর মন হির করলেন। রুক্মী তার শরীরের কাছে বিজিত হয়ে কেবলমাত্র তার প্রাপ্তিক নিয়ে বেঁচে থাকলেও এবং তার পতি ও দেহপ্রভা বিনষ্ট হলেও, বিভাৱে তাকে বিকৃতরূপ দেওয়া হয়েছিল, তা সে ভুলতে পারল না। ইত্যান্য, তার কসবাসের জন্য ভোজ্যকট নাম দিবে একটি বৃহৎ নদরী সে নির্মাণ করেছিল। খেবেত্ব সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, “বতকল না আমি দুমতি কৃষ্ণকে হত্যা করছি এবং আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে ফিরিয়ে আনছি, ততদিন আমি কৃষ্ণের পুনরায় প্রবেশ করব না,” কৃষ্ণ হতলায় রুক্মী সেই স্থানেই থাক করতে থাকল।”

“হে কুব্জবংশেরক্ষক, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিশ্বেশ্বর সত্য রাজ্যের পরাবিত্ত করে ভীষক কন্যাকে তাঁর রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং বৈবিক বিধি

অনুসারে তাকে বিবাহ করলেন। সেই সময়, হে রাজন, যদুপুরীর মার্গরিকগণ তৎকালমত ইন্দুপতি শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাসত, তাই সেখানকার সত্যক পুত্র মহোৎসব উদযাপিত করেছিল। সমস্ত নদরী-পুত্র মহানন্দে উৎসব মণ্ডিরাদি ও কুণ্ডলে বিভূষিত হয়ে বিবাহের উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছিল এবং সেইগুলি তারা ব্রহ্মর সঙ্গে বিচিত্র রসনে কুস্থিত কর ও বহুকে নিবেদন করেছিল। বৃষ্ণের নদরী অতি সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সুউজ টংলব গুহ এবং সুন্দরলা, কাপড়ের পতাক ও মূল্যবান বস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত তেঁতল গজ হয়েছিল। মাসিক জলপূর্ণ কুন্ড, সুমতি অশ্বক, ধূপ ও ধীপের আয়োজনে প্রতিটি গৃহদ্বার সুশোভিত হয়ে উঠেছিল। বিবাহে আমন্ত্রিত অতিথিগণের দ্বিগুণ রাজ্যের প্রমত্ত হাতীগুলি নদরীর পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং এই হাতীগুলি দ্বারে দ্বারে কদলী ও গুজক বৃক্ষ ফালন করে নদরীর সৌন্দর্য আরো বর্ধিত করেছিল। যারা কুপ, সুজয়, কৈকেয়, বিমর্ভ, বদু ও কুবি বর্নোত রাজ পরিবারগুলি থেকে এসেছিলেন, তারা মহানন্দে ইতস্তত ধাবমান মানুষের তাঁড়ের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে আনন্দে মিলিত হয়েছিলেন। সর্বত্র মাইনা কীর্তিত রুক্মিনী ছতনের কথ প্রবল করে রাজা ও তাঁদের রাজকন্যাপুত্র সম্পূর্ণরূপে বিম্বিত হয়েছিলেন। সকল ঐশ্বর্যধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মীদেবী শ্রীমতী রুক্মিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে দর্শন করে দাক্ষিণ্য নগরবাসীরা মহা-অনন্দিত হয়েছিল।”



পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের ইতিকথা

শ্রীল ওকমেব গোদামী বললেন—“রসুদেবের এক অংশপ্রকাশ কামদেব পুরাকালে রসুদেব গোদা উপভূত হয়েছিলেন। একদা, একটি নতুন লেহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য,

তিনি পুনরায় ভগবান বাসুদেবের দেহের অংশরূপে ফিরে এলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বীর্য হতে বৈদ্যুতিক গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রদ্যুম্ন নাম লাভ করেন। কোন

বিষয়েই তিনি তাঁর শিষ্যের তুলনার মূর্খ ছিলেন না। কামর শব্দ, যে নিজের ইচ্ছামুযায়ী যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত, শিষ্যটিকে তার মশ দিন বয়স হওয়ার আগেই অপহরণ করেছিল। প্রদ্যুম্নকে তার শত্রুরূপে বিবেচনা করে, শব্দর তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল এবং তারপরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। এক ফলশালী মৎস্য প্রদ্যুম্নকে গলাধঃকরণ করল এবং মৎস্যটি অন্যান্য মৎস্যের সঙ্গে এক বিশাল জালে ধীরেধীরে ছারা আনত হল। তারপর ধীরে ধীরে শব্দকে ঐ মৎস্য উপহার প্রদান করলে তার পাচকগণ ঐ অদ্ভুত মৎস্যকে পাকপুত্রে আনয়ন করে অগ্নিহারা ছেদন করেছিল। একটি শিশুপুত্রকে মাছের উদরের মধ্যে দেখে, পাচকরা শিষ্যটিকে বিস্মিত ক্রমশঃ তাঁকে প্রদান করেছিল। তখন নারদ মুনি সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তার কাছে শিষ্যটির জন্ম ও মাছের উদরে তাঁর প্রবেশ সব্বদে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

“প্রকৃতপক্ষে মায়ারতী ছিলেন কামদেবের বিধাত ব্রী, রতি। তাঁর স্বামীকে পূর্বসেই ভদ্রীভূত হল—তিনি যখন তাঁর নতুন দেহ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন—তিনি শব্দর কর্তৃক জন্ম ও ব্যয়ন প্রস্তুতের জন্ম নিবৃত্তা হলেন। মায়ারতী বুঝতে পারলেন যে, এই শিষ্যটি প্রকৃতপক্ষে কামদেব ছিলেন এবং তাই তাঁর প্রতি তিনি স্নেহ ভ্রমজ অনুভব করতে শুরু করলেন। স্বপ্নকাল পরে, শ্রীকৃষ্ণর এই পুত্র—প্রদ্যুম্ন—তাঁর বৈবন প্রাপ্ত হলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেছিল যে সকল রমণী, তাদের তিনি মোহিত করলেন। হে প্রিয় রাজন, সপক্ষ হান্য ও উৎকীর্ণ ক সহযোগে মায়ারতী দাম্পত্য জন্মকালে বিভিন্ন ইশারা করলেন যেন তিনি ঐতিপূর্ণভাবে তাঁর পতির সমীপবর্তী হয়েছেন, আর নরন দুটি পদবুলের পাপড়ির মতো আকর্ষণ, তাঁর বাহ্যস্থানি আকর্ষণবৃত্ত এবং পুরুষের মধ্যে যিনি পতির সুন্দর। ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁকে বললেন—হে মায়া, আপনার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। আপনি একজন মায়ের স্বার্থ অনুভূতিগুলি উল্লভন করছেন এবং একজন প্রেমিকার মতো আচরণ করছেন।”

রতি বললেন—“আপনি ভগবান মায়ারের পুত্র এবং আপনার শিষ্যগৃহ হতে শব্দর দ্বারা অপহৃত হয়েছিলেন। আমি, রতি, আশার বৈশ পত্নী, হে স্বামী, কারণ আপনি

কামদেব। সেই অসুর, শব্দর, আপনার দর্শন বয়স যা হতেই আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল এবং একটি মৎস্য আপনাকে গলাধঃকরণ করেছিল। তারপর হে স্বামী, এই স্থানে আমরা মৎস্যের উদর থেকে আপনাকে পুনরায় পেয়েছি। আপনার শত্রু এই ভরতর শব্দকে এখন হত্যা করল। যদিও সে শত শত মাতা চাচুরী জানে, তবুও মোহন মাতা ও অন্তর্য কৌশল দ্বারা আপনি তাকে পরাজিত করতে পারলেন। আপনার মীন মাতা, তাঁর পুত্রকে হারিয়ে, আপনার জন্য কুরী শাবির মতো রোজন করলেন। ঠিক যেন কংসহীন পাণ্ডুর মধ্যে তিনি তাঁর সন্তান রেখে আকুল।”

শ্রীল কামদেব গোপস্বামী আরও বললেন—“এইভাবে বংশ, আয়াবতী মহোদয় প্রদ্যুম্নকে মহামারা নামক বৌদ্ধিক লিঙ্গ প্রদান করলেন, যা অন্য সকল বিমোহনকে বিনাশ করে। প্রদ্যুম্ন শব্দরের সমীপবর্তী হলেন এবং স্বপ্নে প্ররোচিত করার জন্য তার প্রতি অসহ্য ভক্তিতে নিক্ষেপ করে তাকে বুকে আত্মন করলেন। এই সন্তান কটু ব্যাক্যে বিরক্ত হবে, শব্দর পলাহত সাপের মতো জিহ্বা হয়ে উঠল। সে বেরিয়ে এল, হাতে গলা দিয়ে আঘাত করে সেটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর, হে রাজন, প্রদ্যুম্ন ক্রুদ্ধভাবে শব্দর দিকে তাঁর গলা নিক্ষেপ করলেন। ময়ামনর দ্বারা তাকে প্রদর্শিত মৈত্রেয়র দ্বারা অতলবন করে শব্দর সহসা আকাশে আবির্ভূত হল এবং শ্রীকৃষ্ণর পুত্রের উপরে অস্ত্রের বর্ষণ করতে থাকল। এই অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা পীড়িত মহামালালী যোদ্ধা ভগবান রৌদ্রিণের, সব্বদে হতে সৃষ্ট এবং সকল মাতা বিনাশকারী মহামারা নামক বিদ্যার প্রয়োগ করলেন। অসুর তখন গুরুত্ব, পদব, শিলাচ, উরুগ এবং রাক্ষসের শত শত গুলি অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল, কিন্তু ভগবান কার্দ্ধি, প্রদ্যুম্ন, তাদের সকলই বিনষ্ট করলেন। প্রদ্যুম্ন সবলে তাঁর শিপিত ভরবরি আকর্ষণ করে লাগল স্বাক্ষ বিসিষ্ট, কীরীট, কুণ্ডলমুক্ত, শব্দরের হতুক ছেদন করলেন। স্বর্গের বাসিন্দাগণ প্রদ্যুম্নের উপর

পুষ্পবর্ষণ ও তাঁর স্তুতি নিবেদন করলে, তাঁর পত্নী আকাশে আবির্ভূত হলেন এবং স্বর্গের মধ্য দিয়ে দারকা নদীতে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।”

“হে রাজন, ভগবান প্রদ্যুম্ন তাঁর পত্নীকে নিয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণর শ্রেষ্ঠ প্রাসাদের মধ্যে ললনা পরিবৃত্ত অশ্বর মহলে অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁদের স্নেহ মেঘের সাথে বিদ্যুতের ত্রিলন বলেই মনে হচ্ছিল। প্রাসাদের রমণীর দ্বন্দ্ব তাঁর অনশ্যামল, তাঁর নীত কৌশলে বসন, তাঁর আকর্ষণবৃত্তি বাক্য এবং অরুণবর্ণের নরনদী, তাঁর মধুর হাস্যভূষিত মনোবস মৃদুভাবল, তাঁর সুন্দর মলকাররাজি এবং তাঁর সুনীল কুটিল জলজ বর্ণন করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন। তাই রমণীর সলম্ব হতে এখানে সেখানে সুকিরে পড়ছিলেন। বীরে বীরে শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে তাঁর চেহারা সামান্য পার্থক্য হতে রমণীরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ মন। অদমিত ও বিস্মিত হয়ে তাঁরা প্রদ্যুম্ন ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন। প্রদ্যুম্নকে দর্শন করে মধুব-বর্তী, কৃষ্ণাঙ্গী ভক্তিগী তাঁর হারানো সন্তানকে শ্রবণ করলেন এবং রেহবশত তাঁর স্তনদুটি করিত হতে থাকল।”

শ্রীমতী ভক্তিগীদেবী বললেন—“এই কমলনয়ন অনুহারটিকে কে? ইনি কার পুত্র এবং কোন্ নদী তাঁকে জইরে ধারণ করেছিলেন? এবং ইনি বাক্যে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই নদীই কে? যদি আমার সেই হৃদয়ানো পুত্রটি, যে সুভিষগগৃহ হতে অপহৃত হয়েছিল, এখনও কোথাও জীবিত থাকে, তা হলে সে এই বুকেরই ধারণ ও রূপের তুল্য হত। কিন্তু কিভাবে এই বুকা, আমার নিজ প্রভু, শার্দ্ধ-ধন কৃষ্ণর, তাঁর আকৃতি ও তাঁর অবয়বে, তাঁর গতি ও তাঁর স্বর এবং তাঁর হাস্যমুখ দৃষ্টিপাতে এতখানি সাদৃশ্যবৃত্ত হল? হ্যা, সে নিশ্চয়ই সেই একই পুত্র হবে যাকে আমার গর্ভে

আমি ধারণ করেছিলাম, কারণ আমি তাঁর জন্য বিশেষ স্নেহ অনুভব করছি এবং আমার কাম যত কাম্পিত হয়ে। এইভাবে রানী ভক্তিগী স্বপ্ন চিত্তভঙ্গনা করছিলেন, তখন দেবতাপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকীসই সেইখানে উপস্থিত হলেন। যদিও কি হঠাৎই ভগবান ভগবান তা ভাগ্যভায়েই জানতেন, কিন্তু তিনি নীরব হয়েছিলেন। বাই হোক, নারদমুনি, শব্দরের দ্বারা শিশুপুত্রের অপহরণ করা থেকে গুরু করে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।”

“শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের নদীরা যখন এই পদম বিশ্বয়কর কৃতান্ত শুনলেন, তখন, তাঁরা কহ কংসর ধন্য হারিয়ে দিয়ে এখন স্নেহ বৃত্তা থেকে পুনরাগমন করেছেন যে প্রদ্যুম্ন, তাঁকে বিশাল আনন্দে অভিনন্দিত করলেন। দেবকী, বসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা, বিশেষত রানী ভক্তিগী, নবীন দাম্পত্যকে আলিঙ্গন করলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন। হারানো প্রদ্যুম্ন গৃহে আগমন করেছে লবণ করে, দারকার অধিবাসীরা কল, “আহা, আগ্য স্নেহ এই পুত্রকে মৃত্যু হতে ফিরিয়ে দিয়েছে।” কিছুই বিশ্বাসের ব্যাপার নয় যে, প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রাসাদের যে সকল রমণীর মাতৃভাব অনুভব করা উচিত ছিল, তাঁরা একান্তে তাঁর জন্য ভাবাকুল আকর্ষণ অনুভব করতেন, যেন তিনি তাঁদের আপন পুত্র। বাই হোক, পুত্র ছিল অবিকল শিষ্যই মতো। প্রকৃতপক্ষে প্রদ্যুম্ন ছিলেন লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের অবিকল প্রতিমূর্তি এবং তাঁদের সামনে স্বয়ং কামদেবরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন তাঁর মাতৃকুলীয়া রমণীরাও তাঁর প্রতি দাম্পত্য প্রেম অনুভব করেছিলেন, তখন প্রদ্যুম্নকে কোথাও পেরে অন্য রমণীকে কেন অনুভূতি হয়েছিল, তা নিয়ে আর কী কথা বার?”



মটপকাশ অধ্যায়

সামন্তক মনি

শ্রীল ওকসেব গোখামী বললেন—“তৎকাল শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করার পর তাঁকে সত্রাজিৎ তাঁর কন্যাসহ সামন্তক মনি অর্পণের দ্বারা তাঁর সাক্ষ্য মতো প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করলেন।”

মহাবাজ পট্টকিং বিজ্ঞাসা করলেন—“হে রাজা, রাজা সত্রাজিৎ তৎকাল শ্রীকৃষ্ণের কাছে কি অপরাধ করেছিলেন? তিনি সামন্তক মনি জেথা থেকে গেল এবং কেনই বা তাঁর কন্যাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণবানের কাছে প্রদান করেছিলেন?”

শ্রীল ওকসেব সোবারী বললেন—“সূর্যসেব তাঁর তত সত্রাজিৎের জন্য পরম প্রীতি অনুভব করেছিলেন। তাঁর পরম সুকৃত্যরূপে, তাঁর সন্ততির চিকিৎসায়, সূর্যসেব তাঁকে সামন্তক নামে মণিটি প্রদান করেছিলেন। সত্রাজিৎ তাঁর কণ্ঠে মণিটি ধারণ করে ব্যরকার প্রবেশ করলেন। হে রাজা, তিনি স্বয়ং সূর্যের মতোই উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছিলেন আর তাই মণিটির জ্যোতিষ ফলে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। সাধারণ মানুষেরা বহন কিছু দূর থেকে সত্রাজিৎকে দেখে, তখন, তাঁর উজ্জ্বলতা তাঁদের চোখ ঘেঁষে অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই তারা ধরে করল যে, তিনি কৃষ্ণ সূর্যসেব এবং সেই সময়ে অক্ষরীভারত তৎকাল শ্রীকৃষ্ণের কাছে জ্ঞানবানর জন্য নিয়েছিল।”

দ্বারকার অভিযানীপন কাল—“হে রাজা, হে নন্দ-চন্দ্র-বদাধারী, হে পদ্মসেব মাসেলর, হে গোবিন্দ, হে মনুসন্দন, আপনাকে প্রভেদে নিবেদন করি। হে জগদ্রাথ, তৎকাল সবিতা আপনাকে বর্নন করতে আপসন হয়েছেন। তাঁর জ্যোতিষ তাঁর রূপি জন্ম তিনি সন্তানের দুটি অঙ্ক করেছেন। হে প্রভু, মিলোকেব পরম শ্রেষ্ঠ বেবতারা নিশ্চয়ই আপনাকে অধেষণের জন্য তাঁর প্রহর্যে, লগল একন আপনি সিন্ধুকে বসু ধন্যের মধ্যে মুকিত রেখেছেন। তাই জগদ্রাথ সূর্যসেব এখানে আপনাকে বর্নন করতে এসেছেন।”

শ্রীল ওকসেব গোখামী আরও বললেন—“তাদের এই সমস্ত বালসুলভ কল্যানে পদ্মসেব শ্রীকৃষ্ণকে

সহস্রো বললেন, “এ সূর্যসেব নর, কল সত্রাজিৎ, তাঁর মণির জন্য সে প্রথম প্রীতিমান হয়েছেন।” রাজা সত্রাজিৎ উৎসব সহস্রোকে মনসময় অচ্যুত পালন করে তাঁর সুখ্য পূর্বে প্রবেশ করলেন। তাঁর পতিত রাজ্যবন্দ্য পূর্বে মনিয়ে সামন্তক মণিটিকে সংস্থাপিত করলেন।”

“হে প্রভু, প্রতিদিন মণিটি আট ফার অর্প উৎসব করত আর যে হাদে এটি স্থাপন করা হয় এবং যথাব্যবহারে পূজা-অর্চনা করা হয়, সেই মণিটি কৃষ্ণক বা অক্ষরাত্তম অঙ্গে সূর্যোৎসব এবং সর্পদংশন, মনসিক ও পারীক্ষিক ব্যাধি আর প্রবলক ব্যতির প্রাদুর্ভাবের মধ্যে অমল থেকে মুক্ত হয়। কেন এক সময় তৎকাল শ্রীকৃষ্ণ মণিটি বদ্রাক, উপসেনকে প্রদান করার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ এত লোভী ছিলেন যে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ফলে তৎকাল প্রহর্যের প্রতি তিনি ভেবে দেখেননি। একদিন সত্রাজিৎের ছাই, প্রসেন, তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল মণিটি কুশিয়ে, অধরোৎসব করলেন এক নিকর করার জন্য গমন করলেন। একটি দিনে প্রসেন ও তার অধকে হত্যার করণ এবং মণিটি গ্রহণ করল। কিন্তু সিন্ধুটি বহন একটি পর্বত ওয়ার প্রবেশ করল, তখন মনি-অভিলাষী জাফবানের হাতে সে নিহত হল। ওয়ারমধ্যে জাফবান তার বালক পুত্রের জন্য সামন্তক মণিটি খেলার রূপে প্রীতি করতে বিল। ইতিমধ্যে, সত্রাজিৎ তাঁর ভাইকে ক্রিষ্টে না বেখে, সতীরভাবে অনুভব হলেন। তিনি বললেন, “আমার ভাই কণ্ঠে মণি ধারণ করে বসে নিয়েছিল, তাই কৃষ্ণ সন্তবত তাকে হত্যা করেছে।” সাধারণ মানুষ এই অভিযোগ শুনে গোপনে কল্যাকসি করতে শুরু করল। তৎকাল শ্রীকৃষ্ণ বহন এই গুণ্য ওললেন, তখন তিনি তাঁর দণ্ডে লিপ্ত কলিম্য মেঠন করতে চাইলেন। তাই তিনি দ্বারকার কিছু মাগরিকদের সাথে নিয়ে প্রসেনের পথ অনুসরণ করে বদ্রা করলেন।

যদ্যোচনা তাঁরা প্রসেন ও তার অধ, উভয়কেই সিংহ দ্বারা নিহত দেখলেন। পর্বতপূর্বে তাঁরা সিংহটিকেও কল (জাফবান) দ্বারা হত দেখতে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পূজারের তৎকাল রাজ্যের নিশিদ্ধ অঙ্গরাজ্যের ওয়ার হইরে রেখে তারপর তিনি একাকী প্রবেশ করলেন। সেখানে তৎকাল শ্রীকৃষ্ণ সেই মহামূল্যবান মণিটি একটি নিচের খেলনা করা হয়েছে দেখতে পেলেন। সেটি তুলে নিয়ে আসার সত্ব্য করে, তিনি নিচটির কাছে গেলেন। সেই অঙ্গরাজ্য শ্রীকৃষ্ণকে আস্তে সামনে সঁড়িয়ে ধাক্কাতে দেখে নিচটির ধরী করে চিবকার করে উঠল। অসিত মলমালী জাফবান তার কান্না শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দিকে ছুটে এল। তাঁর প্রকৃত বর্নাক সত্ব্যে চক্কর হয়ে এবং তাঁকে অত্যাচারিত একজন সাধারণ মানুষ ধরে করে, জাফবান ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রভু পরসেবের ভাবনার সঙ্গে ক্রুদ্ধ শুরু করল। বিরোধে দুজনেই চক্করভাবে ধাক্কাধাক্কি করেছিল। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে লড়াই হাছিল এবং তারপর পাথর, পাথর গুড়ি ও শেষ পর্যন্ত হাত নিয়ে, এক টুকরো মাংসের জন্য ক্রুদ্ধত দুই বালকপাথর মধ্যে তারা ক্রুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় বারি অসিতভাবে অটলমি এই ক্রুদ্ধ চলছিল এবং দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরকে তারস্র মুঠি নিয়ে বস্ত্রের মতো আঘাত করছিল। তৎকাল শ্রীকৃষ্ণ মুঠির আঘাতে তার স্মৃতিভার পেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তার পতি করে অসছিল, এবং তার বর্মীত জন্ম নিয়ে জাফবান অতিশয় বিস্মিত হয়ে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—একন আমি অবশ্যই হল্য যে, আপনি সকল জীবের প্রাণস্বরূপ এক ইন্ড্রিয়, জন্ ও সেহগত বল। সকল জীবের আপনি আধিপুত্ব, সর্বপ্রতিমান পরম নিরন্তর প্রীতিপুত্র। আপনি সকল জগৎ মটপকাশ পরম ঐশ্বর্য এবং আপনার দ্ব্যবতীর সৃষ্ট বস্ত্র আপনিই নিহিত সন্তবত। আপনি সকল মহোৎকর্ষক ও মহোৎকর্ষ পরসেবের ভাবন ও সকল আশ্রয় পরমাত্মা। আপনিই তিনি, যিনি মানুষকে লখ প্রবানের জন্য চালিত করেছিলেন, যার কটাকপাতে, যার ইন্দ্র্য জোথ প্রকাশে কলের গভীরতার মধ্যে কুহীর ও ভিহিহিল মংসা জোড়িত হয়ে উঠছিল। আপনিই তিনি, যিনি তাঁর কীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশাল সেতু নির্মাণ করেছিলেন,

যিনি লক্ষপুত্রী মনন করেছিলেন এবং যার বলে তারপের মন্তকগুলি বিস্মিত হয়ে কৃতলে পতিত হয়েছিল।”

শ্রীল ওকসেব গোখামী আরও বললেন—“হে রাজা, তৎকাল শ্রীকৃষ্ণ তখন সত্য হলহলমকরী কল্যাককে সাধন করলেন। পদ্মসেব সেবতীসুত শ্রীকৃষ্ণবান তাঁর জাদীর্ঘ্য প্রদায়ী হত দ্বারা জাফবানকে স্পর্শ করে মহিমায় কৃপা সহস্রের মেঘলতীর হয়ে তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন—হে কল্যাকপতি, এই মণির জন্য আমল জোয়ার ওয়ার এসেছি। অমল বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পতন করার জন্য আমি এই মণিটি ব্যবহার করার জন্য করেছি। এইভাবে সন্তোষিত হয়ে, জাফবান সামনে মণিটির সঙ্গে একত্রে তার দুহিতা কুমারী জাফবতীকে, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে, তাঁকে সামান্য জ্ঞাপন করল। তৎকাল শৌরি ওয়ার প্রবেশ করত পর, দ্ব্যবহার জমল্য, দ্বারা তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তারা তাঁকে বেরিয়ে আসতে না দেখে ব্যায়ে লিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তারা বহন জাফ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁদের নগরীতে ফিরে যায়। বহন শেবকী, জলিনীশেবী, কসুসেব এবং শ্রীকৃষ্ণবানের অমল্য আদীর ও বদ্রা ওললেন যে, তিনি ওয়া থেকে বার হননি, তখন তাঁরা সকলে লোক করতে লাগলেন। সত্রাজিৎকে অভিলাপ নিতে নিতে দ্বারকার অধিবাসীর চত্ৰভাঙ্গা হয়ে দুর্গ বিগ্রহের কাছে বিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করল। বহন নন্দকরীর সৌন্দর্য-পূজা শেষ করল, তখন তাদের প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেবী তমের উত্তরে আদীর্ঘ্য প্রদান করলেন। ঠিক শুকনই তৎকাল শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর উৎসব সাধন করে, তাদের সকলকে অমল্যে পূর্ণ করে, তাঁর সংপতীসহ, তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। সঙ্গে তাঁর নতুন পত্নী ও কণ্ঠে সামন্তক মণি ধারণ করে তাদের হাবীকেশকে ঘেঁষে মৃত্যু হতে ফিরে আসতে দেখে সমস্ত জনসাধারণ আনন্দোৎসবে যেতে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে রাজসভার আহ্বান করলেন। সেখানে, রাজা উৎসবের উপলক্ষিতে, মণিটি পূজারের কল্য জোষণ করলেন এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে তা সত্রাজিৎকে প্রদান করলেন। অত্যন্ত লজ্জার তাঁর সন্তক অবনত করে, সত্রাজিৎ মণিটি গ্রহণ করলেন এবং সর্বজন তার পাগপূর্ণ আচরণের জন্য অনুভব অনুভব করতে করতে

গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই শোচনীয় অপরাধ চিহ্ন করতে করতে এবং শ্রীভগবানের কলশালী ভক্তগণের সঙ্গে বিরোধের সঙ্ঘাত সাধায়ে আকুল হয়ে রাজা সত্রাজিৎ ডাবলেন। “কিভাবে হয়? আমি আমার কসুমতা মার্জন করতে পারব এবং কিভাবে ভগবান অচ্যুত আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন? আমার সৌভাগ্য আমার কিরে লাওয়ার জন্য এবং এমন অদৃশ্য, কৃপা, মৃত ও লোভী হওয়ার জন্য মানুষের অভিলাষ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমি কি করতে পারি? আমি শ্রীভগবানকে স্যামন্তক মণির সঙ্গে, সকল নারীর রত্নকরাণা আমার কন্যাকে প্রদান করব। প্রকৃতপক্ষে, সেটিই তাঁকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র সঠিক উপায়।”



সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

সত্রাজিৎ হত্যা, মণি প্রত্যর্পণ

শ্রীবাদব্যাসনি বললেন—“যদিও ভগবান শ্রীগোবিন্দ প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তবু এখন তিনি সংকল্প তুললেন যে পাণ্ডবেরা এবং রাণী কুন্তী দ্বন্দ্ব হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কুলাচারসম্মত প্রথা মান্য করার জন্য শ্রীবলরামকে নিয়ে তিনি কুরুসের রাজ্যে গিয়েছিলেন। দুই ভগবান তখন তীর্থ, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও শ্রোণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মতোই সমানভাবে দুঃখে প্রকাশ করে তাঁরা বলে উঠেছিলেন, ‘হায়, এ যে, কী বেদনাশায়ক!’ এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে, হে রাজন, অকুর ও কৃতবর্মা, শতধরার কাছে গিয়ে বললেন, “স্যামন্তক মণিটি কেন গ্রহণ করছ না? সত্রাজিৎ তাঁর রত্নসদৃশ কন্যা আমার প্রদানের জন্য প্রতিক্ষা করেছিল, কিন্তু তারপর আমাদের অবজ্ঞাপূর্ণভাবে অবহেলা করে তার পরবর্তে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাকে প্রদান করেছে। তাই কেন সত্রাজিৎ তার স্নাতার পথ অনুসরণ করেছে

“এইভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর মন স্থির করে, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রভাসকলা কন্যা এবং স্যামন্তক মণিটি উপহার প্রদান করার জন্য স্বয়ং আয়োজন করলেন। কণাধর ধর্মীর আচারে শ্রীভগবান সত্যতামাকে বিবাহ করলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে চমৎকার স্বভাব, ঐশ্বর্য এবং অন্য সকল গুণ গুণাকরীর অধিকারী তিনি কপূর দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান সত্রাজিৎকে বললেন: “হে রাজন, আমরা এই মণিটি তিরে পেতে ইচ্ছা করি না। আপনি সূর্যদেবের তরু, তাই এটি আপনার অধিকারেই থাকুক। এইভাবে, আমরাও এর ফল উপভোগ করব।”

না?” শতধরার মন তাদের উপদেশে এইভাবে প্রভাবিত হওয়ার, সে নিভান্ত লোভের বশে সত্রাজিৎকে তাঁর ঘরের মাঝে হত্যা করেছিল। পানী শতধরা এইভাবে তার নিজেরই আত্ম হ্রাস করেছিল। সত্রাজিৎের প্রাসাদের মহিলায় বহন অসহায়ভাবে বিলাপ ও ক্রন্দন করছিলেন, তখন শতধরা মণিটি নিয়ে ঠিক যেভাবে পত্নহত্যা করে যেমনও কসাই চলে যায়, সেইভাবেই নির্বিবাসে চলে গেল। সত্যভামা যখন তাঁর মৃত পিতাকে দেখতে গেলেন, তখন তিনি শোকে অভিভূত হলেন। “পিতা, পিতা! হায়, আমি মারা পড়লাম!” বলে বিলাপ করতে করতে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। রাণী সত্যভামা তাঁর পিতার মৃতদেহটি একটি বিশাল তেলের পাত্রে রাখলেন এবং হস্তিনাপুরে চলে গিয়ে, ইতিমধ্যেই খাঁটা সম্বন্ধে অবহিত শ্রীকৃষ্ণকে দূরত্বের সঙ্গে তাঁর পিতার হত্যার ব্যাপার বললেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকলরাম বহন এই সংবাদ তুললেন, হে রাজন, তাঁর তখন চিৎকার করে

বলে উঠলেন, “হায়! আমাদের চরম বিপদ্য ঘটল!” এইভাবে মানব সমাজের মতো অনুভব করে তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন, তাঁদের দুঃখের জলে ভরে উঠল। শ্রীভগবান তাঁর পত্নী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। আরকার আসার পরে তিনি শতধরাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে মণিটি নুনকলারের জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তা জানতে পেরে, শতধরা সন্ত্রস্ত হল। তার প্রাণ রক্ষার জন্য সে কৃতবর্মার কাছে টানতুলি হল এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল, কিন্তু কৃতবর্মী উত্তর দিয়েছিল—আমি কৃষ্ণ ও অঙ্গরাম, দুই ভগবানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করি না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের বিরুদ্ধ করলে কেউ কি কোনও সৌভাগ্য প্রত্যাশা করতে পারে? কসে এবং তাদের সকল অনুগামী তাঁদের প্রতি শত্রুতায় জন্য তাদের ধন ও প্রাণ সবই হারিয়েছিল এবং সন্তেরবার তাঁদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করে জরাসন্ধ একটি মাত্র রথ নিয়েও ফিরতে পারেনি। শতধরার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সে অকুরের কাছে গিয়েছিল এবং তার সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করল। কিন্তু অকুর একইভাবে তাকে উত্তর দিলেন, “তাঁদের শক্তির কথা যে জানে, সে পরমেশ্বর দুই ভগবানের বিরোধিতা কেন করবে?” পরমেশ্বর ভগবানই কেবল তাঁর লীলা রূপে এই ভগ্ন সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তাঁর চরম বিক্রম হয়ে, রাজ্যেও অষ্টারাও তাঁর উদ্দেশ্য হাবহাব করতে পারেন না। “সাত বছরের এক শিকড়পে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ একটি পর্বতকে উৎপাটন করেছিলেন এবং নিতান্ত কালকের মতো সহজেই হত্যাক তুলে ধরার লীলার সেটি উচুতে ধারণ করেছিলেন। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি, বীর প্রতিষ্ঠা কর্মই বিশ্বকর। তিনি সকল অস্তিত্বের অমূল উৎস এবং অবিসংখ্যিত কেন্দ্র।” এইভাবে তার প্রার্থনা অকুরও প্রত্যাহ্বান করলে, শতধরা মূল্যবান মণিটি অকুরের কাছে ব্যত রেখে শত যোজন (অটপত হাইল) দূরে যেতে পারে, এমন একটি খেঁচে আরোহণ করে পাশিয়ে গেল।

“হে রাজন, অত্যন্ত দ্রুতগামী অধঃগতিকে সংযোজিত করে এবং উজ্জীরমান গরুড়কল সম্বিত শ্রীকৃষ্ণের রথে

আরোহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকলরাম তাঁদের গুরুজনের ইত্যাকারী পশ্চাৎদান করলেন। শতধরা যে খেঁচে আরোহণ করে বাড়িল, সেটি ভাঙ হয়ে মিথিলার উপকণ্ঠে এক উপবনে, শড়ে গিয়ে মারা গেল। তখন সন্তুষ্ট হয়ে সেই গুপ্তটি পরিহাস্য করে সে পনডরে পালাতে শুরু করলে, সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধভায়ে পশ্চাৎদান করলেন। যখন শতধরা পনডরে পলায়ন করছিল, তখন শ্রীভগবানও পনডরে গমন করে তাঁর উপস্থিতি চক্র দিয়ে তার মস্তক ছেদন করলেন। অবশেষে শ্রীভগবান স্যামন্তক মণির জন্য শতধরার উর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্রটির মধ্যে আবদ্ধ করলেন। মণিটি না পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কাছে নিয়ে বললেন, “আমরা শতধরাকে অনর্থক বধ করেছি। মণিটি তার কাছে নেই।” যখন শ্রীকলরাম উত্তর দিলেন, “তা হলে, শতধরা নিশ্চয়ই, তারও কাছে মণিটি পছিত রেখেছে। তুমি, আমাদের নগরীতে কিরে যাও এবং সেই লোকটিতে খুঁজে বার কর। “আমার অভ্যন্তরিত্রি বিবেকরাজের সঙ্গে আমি দেখ করতে ইচ্ছা করি।” হে রাজন, এই কথা বলে, যদুর পুত্র বংশধর শ্রীবলরাম, মিথিলা নগরীতে প্রবেশ করলেন। মিথিলায় রাজা বহন শ্রীবলরামকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর আসন থেকে উঠে গড়ালেন। পরম প্রীতি সহকারে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিধিমাতে ঘষাবিহিত অর্চনামি নিবেদন করে পবন পূজনারী শ্রীভগবানকে স্বাক্ষা প্রক্ষা জানালেন। সর্বশক্তিমান শ্রীবলরাম মিথিলায় উপস্থিত হতে জনক মহারাজের কাছে সন্মানিত অতিথি হয়ে কয়েক বৎসর থাকলেন। সেই সময় বৃতরাষ্ট্রপুরে দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছ থেকে গদা দিয়ে বুদ্ধ করার কৌশল শিখেছিলেন। ভগবান কেশব দ্বারকার এসে শতধরার মৃত্যু এবং স্যামন্তক মণি লাভে তাঁর নিজের ব্যর্থতার কথা কর্পন করলেন। তিনি এমনভাবে কথা বললেন যা তাঁর প্রিয়তম সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর মৃত আত্মীয়, সত্রাজিৎের ঔৎকেশ্যে বিবিধ পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর পরিবারের সত্যভামার স্নেহে সেই পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। যখন অকুর ও কৃতবর্মী, বীর মূলত শতধরাকে অপরাধ করার জন্য প্রহরটিত

কবেছিলেন, তাঁরা তখনো যে লতগণা নিহত হয়েছে, তাঁরা তখন করে দানকা থেকে পলায়ন করলেন এবং অন্য কোথাও বাস করতে লাগলেন। অতঃপর অনুপস্থিতিতে দানকার অশুভ লক্ষ্যমি দেখা গেল এবং নগরবাসীরা ক্রমাগত দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ এবং আবেগিক ও আধিত্যিক উপদ্রব ভোগ করতে শুরু করল। যে সব মানুষ অতিমত প্রকাশ করেছিলেন [যে, উপদ্রবগুলি সবই অতঃপর অনুপস্থিতির জন্যই ঘটছে], তাঁরা কিন্তু নিজেরাই মাঝে মাঝে বলতেন যে, তাঁরা শ্রীভগবানের মহিম্য বিশ্বস্ত হয়েছিলেন। যতবিস্তরই, সমস্ত মুনি-ঋষিদের নিবাস স্থান যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান বহু বস করেন, সেখানে কিভাবে সুর্য্যোদয় হইতে পারে।”

প্রবীণরা বললেন—“অতীতে যখন ইন্দ্রদেব কাশীতে (আরাণসীতে) বর্ষ প্রদান করতে চান নি, তখন সেই নগরীর রাজা সেখানে আগত স্বকণ্ঠকে তাঁর কন্যা দাক্ষিনীকে সমর্পণ করেছিলেন। তখন অচিরেই কাশীরাজ্যে বর্ষ হইত। তাঁর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন পুত্র অকুর কেখানেই অবস্থান করেন, সেখানেই ইন্দ্রদেব হইতে বর্ষ প্রদান করেন। কিন্তু বিস্তরিত, তাঁর ফলে সেই স্থানটি দুর্গা ও অকলম্বুতর কল থেকে মুক্ত থাকে। প্রবীণদের কাছ থেকে এই সমস্ত কথা শুনে, ভগবান জ্ঞানার্জন, বসিও অবস্থিত ছিলেন যে, অকুরের অনুপস্থিতি অশুভ লক্ষণের একমাত্র কারণ ছিল না, তবু তাঁকে ভগবান কিরিয়ে আনলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। শ্রীকৃষ্ণ অকুরকে একান্তভাবে সম্বোধন করে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মধুর বাক্য কথ্য করলেন। তিনি সর্বত্র হওয়ার কল অকুরের মনের কথা সম্পূর্ণ জানেও ভগবান তখন হাসলেন এবং তাঁকে

উদ্দেশ্য করে বললেন—“হে দাম্পত্য, শতশতা তোমার কাছে নিশ্চয়ই স্তম্ভক মণি ঐশ্বর্যটি পাঠিত হয়েছে একে। সেটি এখনও তোমার কাছে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত কিছুই আমরা করবই জানি। যেহেতু সত্যজিহের কোনও পুত্র ছিল না, তাই তার কন্যার পুত্রগণের প্রভ উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত। তাদের জ্ঞান ও শিষ্ট প্রদান ও মাতামহের কল মেচন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অবশিষ্ট বা কিছু, তা নিজেরের জন্য গ্রহণ করা উচিত।”

“তা হলেও, হে স্তম্ভকধারী অকুর, মণিটি তোমার কাছেই থাকুক। কারণ অন্য কেউই এটিকে নিরাপত্তে রাখার যোগ্য নয়। কিন্তু তুমি একবার মণিটিকে দেখাও, কারণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই বিষয়ে যা বলেছি, তা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে না। হে পরম সৌভাগ্যবান, এইভাবে তুমি আমার আশীর্বাদে শান্ত কর। [প্রত্যেকেই জানে, তোমার কাছে মণিটি রয়েছে, আর অন্য] তুমি এখন অনবরত বর্ষ দেসীতে যজ্ঞ সম্পাদন করছ।”

“এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৌহর্দ্যমূলক বাক্যে লজ্জিত হয়ে স্বকণ্ঠে তাঁর বস্ত্রে লুকানো মণিটি নিয়ে এসে তা শ্রীভগবানকে প্রদান করলেন। উদ্ভল মণিটি সূর্যের মতো প্রজা বিকিরণ করছিল। সর্বশক্তিমান ভগবান স্তম্ভক মণিটি তাঁর আশীর্বাদকে দেখানোর পরে, তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগকে এইভাবে দল্যাৎ করে, তিনি মণিটি অকুরকে কিরিয়ে দিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৌদ্ধের বর্ণনাময় এই আখ্যান সকল পাপ কর্মফল দূর করে এবং সর্বপ্রকার মজল বিধান করে। তিনি তা পাঠ করেন, শ্রবণ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তাঁর আশল অশকল ও পাপ দূরীভূত হয় এবং তিনি শান্তি লাভ করেন।”

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন

ঈশ্বর ওতদেব গোদামী বললেন—“একদা পরম ঈশ্বরের শ্রীভগবান আমার জনসমক্ষে উপস্থিত পাণ্ডবদের দেখার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করলেন। যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পার্শ্বগণ শ্রীভগবানের দর্শী হয়েছিলেন। যখন পাণ্ডবেরা দেখলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন, তখন পুথান বীর পুত্রগণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন যেন প্রাণবায়ু ফিরে আসার ফলে তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। বীরগণ এসে ভগবান অচ্যুতকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দেহের স্পর্শে তাঁদের পাশ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর অনুরাগপূর্ণ সহ্যায় মুগ্ধমণ্ডল দর্শন করে, তাঁরা আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। বৃষ্টিতির ও তাঁদের চরণে শ্রীভগবান প্রণাম নিবেদন করে অর্জুনকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং তিনি হৃদয় ভাই, নন্দন ও সহমহেবের প্রণাম গ্রহণ করলেন। পাণ্ডবদের নক-বিবাহিতা পত্নী অনিন্দা সুলতী দ্রৌপদী বীরে এবং ইবৎ ভীকৃতভাবে উত্তম আসনে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। পাণ্ডবদের কাছে বাসত মহান এবং অর্চনা গ্রহণ করার পরে, সাতাশটি একটি মর্দাবা আসন গ্রহণ করলেন এবং শ্রীভগবানের অনন্ত্য বর্ষীরাও অভিনন্দিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট হলেন। শ্রীভগবান যতঃপর তাঁর নিসি, রাণী কুন্তীকে দর্শনের জন্য পেলেন। তিনি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর রেহতরে কুন্তীদেবী তাঁকে অভিনন্দিত মননে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর ও তাঁর পুত্রবধু, দ্রৌপদীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কুশল প্রদান করলেন এবং তাঁরাও দানকার তাঁর আশীর্বাদজন্য সমস্ত তাঁকে দিশা প্রদান করলেন। রাণী কুন্তী এমনই প্রেমবিহ্বল হয়ে ছিলেন যে, তিনি অকৃত্রিম কষ্ট ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রবণ করছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর পুত্রেরা কিভাবে বহু ক্লেশ উল্লসভাবে সহ্য করেছেন। এইভাবে, ভক্তগণের সতল ক্লেশ দূরীভূত করার জন্য তিনি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, সেই ভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, যখন তুমি তোমার আশীর্বাদ-বজ্র বলে আমাদের শ্রবণ কব এবং আমাদের দেখার জন্য আমার ভ্রাতাকে পাঠিয়ে তোমার সুরক্ষা প্রদান কর, তখনই আমাদের কুশল সুনিশ্চিত হয়। তুমি জগতের সুপ্রভ ও পরমাত্মা, তোমার কোনও ‘অপন’ এবং ‘নর’ মোহ নেই। তবুও, তুমি সকলের অন্তরে বস করে, তোমাকে নিহত শ্রবণকারীর ক্লেশ সমূলে বিনাশ কর।”

রাজা যুষ্টিতির বললেন—“হে অধীশ্বর, আমি জানি না, আমরা দুর্ব্বের কোন পুণ্যকর্ম করেছি আর কলে যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভদর্শন আপনাকে আমদ্য দর্শন করতে পারছি। রাজার অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল থাকার চার্টনয় সর্বশক্তিমান ভগবান নগরবাসীদের নয়নে আনন্দ প্রদান করে বর্ষার কয়েক বাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে অবস্থান করলেন।”

“একদিন মহাবল শত্রু কিনাশন অর্জুন, তাঁর বর্ষ পরিধান করে, হনুমানের লতকণ বাহী তাঁর রথে আরোহণ করে, তাঁর ধনুক ও তাঁর অনিগ্রহের দুটি তুল্য গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারের জন্য হিংসে প্রার্থীসমূহ এক বিশেষ বনে গমন করলেন। অর্জুন তাঁর বাণ নিয়ে সেই বনে ধরগোশ, শরভ, শবর, বণ্ডার, কালো হরিণ, ক্রক এবং শজাক সহ ব্যাঘ্র, শূকর এবং কন মহিষাদি বিদ্ধ করেছিলেন। যাকে নিবেদনের উপযোগী নিহত পশুগুলি রাজা যুষ্টিতির কাছে এক লগ ডুডা বহন করে নিয়ে গেল। এরপর, তৃষ্ণার্ত ও পরিভ্রান্ত যোধ করে অর্জুন যমুনার তীরে গিয়েছিলেন। দুই কৃষ্ণ সেখানে স্থান করার পর, তাঁরা নদীর নির্মল জল পান করলেন। মহান দুই যোদ্ধা তখন এক মনোরম কন্যাকে কাছে বিচরণ কবতে দেখলেন।

তাঁর সঞ্চর কথার অর্জুন সেই সুনিষ্ঠা, সু-মহত্বক এবং সুরম্য কন্যা অনন্যা কুন্তী রমণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণ করলেন। কে তুমি, হে সুশ্রেণী রমণী? তুমি কার

কন্যা এবং তুমি কোথা হতে এসেছ। তুমি এখানে কি বসেছ? আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই একজন পতিত আশ্রয় করছ? হে সুন্দরী, মমতায় সমস্ত কিছু বর্ণন কর।”

শ্রীকালিন্দী বললেন—“আমি সূর্যদেবের কন্যা। আমি পরম সুন্দর ও মহাদানবী। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতিরূপে জানতে আশঙ্কিত করি এবং সেইজন্য আমি কঠিন তপস্যা করছি। লক্ষ্মীপতি ব্যতীত আমি অন্য কোনও পতি গ্রহণ করব না। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অন্যের আশ্রয়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি কালিন্দী নামে পরিচিতা এবং যমুনার জল মধ্যে আমার জ্ঞান আমার পিতার দ্বারা নির্মিত এক বৃহৎ ভবনে রাখি বাস করি। ভগবান অচ্যুতের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব।”

শ্রীল ওকদেব গোবামী জারও বললেন—অর্জুন, ভগবান বাসুদেবের কাছে এই সমস্তই আমার বর্ণনা করলেন, যদিও ইতিমধ্যেই তিনি সবই জানতেন। শ্রীভগবান তখন কালিন্দীকে তাঁর রথে গ্রহণ করে রাজ্য বুদ্ধিরূপে লক্ষণ করায় জন্ম প্রত্যাপন করলেন।

পূর্ববর্তী একটি ঘটনা বর্ণনা করে, ওকদেব গোবামী বললেন—“পাতবদের অনুযোযে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর্ভূত হয়ে এক পবিত্র বিচার এবং অদ্ভুত মগরী তাঁদের জন্য নির্মাণ করিয়ে দিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুকাল সেই নদীতে অবস্থান করলেন। কোনও এক সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈত উপহার প্রদান পাণ্ডব বন প্রবাস করতে চাইলেন এবং শ্রীভগবান তাই অর্জুনের সারথি হলেন। হে রাজন, অগ্নির সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে একটি ক্ষুদ্র, এক বল ক্ষেত্র দান, একটি রথ, এক জোড়া অনিরলেশী তুণ এবং কোনও যোদ্ধা অস্ত্র দ্বারা ভেদ করতে পারবে না এমন বর্ষ উপহার প্রদান করলেন। যখন বন দান তার সম্মত অর্জুনের সাহায্যে আশ্রয় থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তখন সে তাঁকে এক সন্তান উপহার দিয়েছিল, যেখানে পাণ্ডব দুর্ভেদন জলতে স্থল বাসে বিভ্রান্ত হয়েছিল। অতঃপর অর্জুন এবং অন্যান্য গুডাকার্মী অশ্বীঠ-রাজন ও সুজমদার্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাতানী ও তাঁর অর্বাণ্ট অনুগামীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে প্রত্যাবর্তন করলেন।”

“একদিন যখন ওকু, চান্দ্র নন্দ্র এবং রসিচন্দ্র ও ওক সম্পদসমূহ সকলই অনুভব হল, ওকন পরম মঙ্গলময় ভগবান কালিন্দীকে বিবাহ করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তগণের মধ্যে পবনময় সঞ্চার করেছিলেন। বিদ্যা ও অনুবিশ্বা, তারা অবন্তীর সিংহাসন ভাঙ করে নিয়েছিল, তারা ছিল দুর্ভেদনের অনুগামী। যখন বহু বর অনুষ্ঠানে তাদের ভগিনীর (মিত্রবিশ্বা) পতি নির্বাচনের সময় এল, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুবক্তা হয়ে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকে পছন্দ করতে তারা তাকে নিবেদন করল। হে রাজন, যিশ্বের সকল রাজাদের চোখের সামনে, তাঁর পিসী রাজাধিদেবীর তনয়া রাজকন্যা মিত্রবিশ্বাকে শ্রীকৃষ্ণ বলাপূর্বক অগ্রহরণ করলেন।”

“হে রাজন, কৌশল্যের অত্যন্ত ধার্মিক রাজা নগজিতের সত্যা স্ব নামজিতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সাতটি তীক্ষ্ণশূল বৃষকে দমন করতে না পারলে, কোনও প্রাণিয়ারী রাজা তাকে বিবাহ করবার অনুমোদনযোগ্য ছিল না। এই বৃষগুলি ছিল অত্যন্ত দুষ্ট এবং দুর্ধর্ষ, আর তারা যোদ্ধাদের গর্ভটুকুও সহ্য করতে পারত না। যখন বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবান বৃষ বিজয়ের মাধ্যমে রাজকন্যাকে লাভ করতে হবে, তখন—তখন, তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৌশল্যের রাজধানীতে গেলেন। কোশলরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষণ করে প্রীত হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁর অর্চনা করলেন এবং তাঁকে মহার্ষি উপহার সমগ্রী ও মর্মান্বার আসন নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণও রাজাকে দ্বন্দ্বের সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন। রাজকন্যা যখন দেখলেন যে, পরম স্বামীটি বর সমাগত হয়েছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মপতিতে লাগেব বাসনা করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, “তিনি আমার পতি হউন। যদি আমি আমার ব্রত পালন করে থাকি, পবিত্র অগ্নি তা হলে আমার আশ্রয় পূর্ণ করুন। লক্ষ্মীদেবী, তুমি, শিব এবং অন্যান্য গ্রহের শাসকেরা তাঁর পানপত্রের গুলি তাদের মন্তকে স্থাপন করুন এবং তাঁর দ্বারা সূঁচ ধর্মসূত্র রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে লীলাবিগ্রহ সমূহ ধারণ করেন। নিম্নাং সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।” রাজা নগজিত প্রথমে যথাযথরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন এবং তাঁকে

সংস্থাপন করে বললেন—“হে নবাতন, হে লক্ষ্মীদেব, ভগবান নিজ চিত্তের আনন্দে আপন পবিত্র। সুতরাং এই নগণ্য ব্যক্তি আপনার জন্য কি করতে পারে।”

শ্রীল ওকদেব গোবামী বললেন—“হে শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হলেন এবং একটি সুশাসন গ্রহণ করার পর তিনি স্মিত হাসলেন ও শ্রেয়গতির দ্বারে রাজার উদ্দেশ্যে বললেন—“হে নবাতন, পূর্বা পালনকারী কোনও রাজ্য ব্যক্তির অন্যের কাছে প্রার্থনা তত্ত্ববিশ্ব পতিতের লিপা করে থাকেন। তবুও তোমার সৌহার্দ্য কামন্য করে, আমি তোমার কন্যাকে দান করছি, যদিও বিনিময়ে আমরা কোনও উপহার প্রদান করি না।”

রাজা বললেন—“হে নাথ, সকল চিত্ত ও গণবর্গীর একমুখে আলর আপনার চেয়ে কেউ বর আমার কন্যাকে দান আর কে হতে পারেন? আপনার দেহে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, কখনও কোন কারণেই আপনাকে তিনি ত্যাগ করেন না। কিন্তু আমার কন্যার জন্য যোগ্য বর নিশ্চিত করতে, হে সাহসব্রত, তাঁর পানিয়ারীদের পতি পরীক্ষার জন্য আমরা পূর্বে একটি মর্ত স্থাপন করেছি হে বীর, এই সত্যটি কন্য বৃষকে দমন করা অসম্ভব তারা বহু রাজপুত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত করে তাদের পরাজিত করেছে। হে যমুনকন, হে লীপতি, আপনি যদি আমার দমন করতে পারেন, তবে আপনি অবশ্যই আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হবেন। এই সমস্ত মর্ত প্রবণ করে, শ্রীভগবান তাঁর বহু পরিচয় সূচক করলেন, নিজেকে সাতটি রূপে বিভ্রান্ত করলেন এবং সহজেই বৃষগুলিকে দমন করলেন। ভগবান পৌরী বৃষগুলিকে বেঁধে ফেললেন, কারণ তাদের মর্গ ও পতি এখন চূর্ণ হয়েছে এবং রক্ষা দিয়ে তাদের টেনে আনলেন, ঠিক যেভাবে কোনও শিশু ক্রীড়াচ্ছিল কাঠের খেলনার বৃষদের আকর্ষণ করে থাকে। সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হয়ে রাজা নগজিত তখন তাঁর কন্যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করলেন। যথাযথ বৈদিক প্রথায় পরমেশ্বর ভগবান এই সুযোগ্য বৃষকে গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজকন্যার প্রিয় পতি রূপে লাভ করে রাজার পত্নীগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন এবং এক পরম

মহোৎসবের ভাব প্রসূত হল। রাজ্যগণের আশীর্বাদ প্রার্থনার ধ্বনি এবং কষ্ট ও দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লক্ষ্য, ভেদী ও ঢোল বিনাদিত হয়েছিল। উৎসব নন্দনারীগণ সুন্দর বস্ত্র ও মাল্যে শোভিত হয়েছিলেন। মহা প্রতাপশালী রাজা নগজিত বহু সহস্র গাভী, সুন্দর বস্ত্র শোভিত ও কষ্টে বর্ণ অলঙ্কার পরিহিত তিন সহস্র যুবতী লাক্ষী, নয় সহস্র হাতী, হাতীর চোখেও স্তম্ভেও অধিক রত্ন, রত্নের চোখেও স্তম্ভেও অধিক অশ্ব এবং অশ্বের চোখেও স্তম্ভেও অধিক দাস বৌদ্ধক রূপে প্রদান করলেন। বর ও কন্যা তাঁদের রথে আসন গ্রহণ করলে, কোশলরাজ মেহারে চিত্তে, তাঁদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত করে তাঁদের পথে যাত্রা করিয়েছিলেন। যখন বিপক্ষীয় অসহিষ্ণু পাণিয়ারী রাজারা যা ঘটছিল তা জব্দ করল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বৃষকে পূর্বে নিয়ে হাতওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁকে তারা ধাক্কাধাক্কি দেওয়া করল। কিন্তু বৃষগুলি যেমন পূর্বে রাজ্যের পতি ভয় করেছিল, সেভাবেই বদু-বোদ্ধারা এখন ভয়ে ভয়ে ভয়ে চললেন। রাত্রেই ধনুকের অধিকারী অর্জুন সকল সময়েই তাঁর বদু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি শ্রীভগবানের প্রতি তাঁদের বর্ষণ নিষেধকারী সেইসব বিপক্ষের রাজাদের বিভ্রান্তিত করলেন। ঠিক যেমন সিংহ শূর প্রাণীদের বিভ্রান্তিত করে, তিনি সেভাবে তা করেছিলেন। যদুধনের প্রধান ভগবান বেবকীসূত তখন তাঁর বৌদ্ধক ও সজাকে দ্বারকার নিয়ে গেলেন এবং সেখানে সুখে বাস করতে লাগলেন। ভ্রাতা ছিলেন কৈকেয় রাজার রাজকন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিসী ক্রতকীর্তির কন্যা। সন্তর্জন প্রমুখ তাঁর ভ্রাতৃসংগ বহু তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করলেন, ভগবান তখন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান, মদ্ররাজের কন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একাধী তাঁর বরষর সত্তার উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গর্ভে বেভাবে সেবতারে অমৃত হরণ করে, সেইভাবে তাঁকে হরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভৌমাসুকে হত্যা করলেন এবং তাঁর কলীশা থেকে চরকলক্ষণ রমণীময় মুক্ত করলেন তখন এইরকম অন্য সহস্র পত্নী আহরণ করেছিলেন।”



একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়

নরকাসুর বধ

হাজা পটীক্ষিত বললেন—“অসংখ্য রত্নবীকে অপহরণকারী ভৌমাসুর বিভ্রাণে শ্রীভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল। পরা করে ভগবান পার্শ্বদ্বার এই বিক্রম কর্তব্য করল।”

শ্রীল চক্রেব গোপালী বললেন—“বক্রেশ্বর ছত্র ও মন্ডর পর্বতের চূড়ার বেবতানের শ্রীভগবান সহ ইন্দ্রের মাতার কুণ্ডল ভৌম অপহরণ করার পর, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে গমন করে, এই সকল দুর্ব্যবহার উল্লেখ অবহিত করলেন। শ্রীভগবান, তাঁর পটী সত্যভামাকে নিয়ে সরুড়ে আরোহণ করে চতুর্বিধে নিমিত্তপর্বতানি। অতঃপর অশ্বপুত্র, কল্যেভে, অশ্বিনপুত্র ও কুরধারণ খারুগেণ এবং মুরপাশ নামক জালেশ আবরণে সুবিক্রিত প্রাগজ্যোতিষপুত্র গমন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর গদা দ্বারা গিরি দুর্গ তল করলেন; তাঁর তাঁর দ্বারা অস্ত্র দুর্গ, তাঁর চক্র দ্বারা অগ্নি, জল এবং বায়ু দুর্গ; এবং তাঁর অগ্নি দ্বারা মুরপাশ ছিন্ন করলেন। ভগবান কপালের তখন তাঁর শঙ্খধ্বনির দ্বারা দুর্গের অলৌকিক আবছাড়া ও তাঁর প্রতিজ্ঞাফলস্বরূপ বীরদের হস্ত চূর্ণ করলেন এবং পরিকল্পিত প্রাকরণগুলি তাঁর প্রকৃত গদা দ্বারা তিনি ধ্বংস করলেন। বৃন্দাবনের সমগ্র বস্তুর ভয়ঙ্কর শব্দে হতে শ্রীকৃষ্ণের পাকত্বাৎ পঞ্চদশ ধ্বনি যখন নন্দীর পরিচার্য গভীরে নিমিত্ত পাকশিল্পে নিমিত্ত মুরপাশ তল করল, তখন সে জেবে উঠল। যুগের সমাপ্তিকালে দুর্গের আগুনের হতে চোখ আঁধার-করা ভয়ঙ্কর জ্যোতিতে বীভূতমান মুর কেন তর পাকমুখে স্ফীকরণে ঘাস করছিল। আগ্রাসী এক সর্পের মতো ত্রিশূল উদ্যত করে তার্ক্ষ পুত্র পকড়কে সে আক্রমণ করল। মুর তার ত্রিশূলটি ঘোরাতে লগল এবং তারপর তার পাকমুখে গর্জন করে ভয়ঙ্করভাবে তা গরুড়ের দিকে নিক্ষেপ করল। সেই পক মর্ত্য এবং আকাশের সর্বদিকে পূর্ণ হতে মহাকাশের সীমায় হ্রস্বকটাহে প্রতিফলিত হল। গরুড়ের দিকে ধাবিত ত্রিশূলটিকে তখন দুটি তাঁর দিকে আঘাত করে ভগবান শ্রীধর তিনটি খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান

করকটি তাঁর দিকে মুরের মুখে আঘাত করলেন এবং দাম্বাটীও কুণ্ড হলে শ্রীভগবানের দিকে গদা নিক্ষেপ করল। কুণ্ডকে মুরের গদা শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে, ভগবান শ্রীগদাপ্রভা তাঁর নিজ গদা দিয়ে তার গদাকে আঘাত করে সহস্র খণ্ডে ভঙ্গ করলেন। মুর তখন তার মাথগুলি উপরে তুলে অজিত শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হলে তিনি সহজেই তাঁর চক্র দিয়ে তার মাথাগুলি ছিন্ন করলেন। ইন্দ্রের স্বর্গাঘাতে বিচিন্ন পর্বতশৃঙ্গেরই মতো প্রাণহীন মুরের ছিন্নমস্তক মেহাটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। অসুরের সাত পুত্র তাদের পিতার মৃত্যুতে কুণ্ড হলে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হল। ভৌমাসুরের নির্দেশে মুরের সাত পুত্র—তান, অন্তরিক, জবন, বিভাবসু, বসু, নভবান এবং অরুণ—তাদের সেনাপতি পীঠকে অনুসরণ করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খুড়কেন্দ্রে অগ্রসর হল। সেই সমস্ত হিংস্র যোদ্ধারা ক্রুদ্ধভাবে অপরাজয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর, তরবারি, গদা, বর্শা, চক্র ও ত্রিশূল নিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু অমোঘবীর ভগবান এই সকল অস্ত্রের পর্বতরাসিকে তাঁর বান দিয়ে ভিল ভিল খণ্ডে ছেদন করলেন। পীঠ দ্বারা পরিকল্পিত এই সকল বিপক্ষের শ্রীভগবান মস্তক, উরু, বাহু, পদ, ও বর্শা ছেদন করলেন এবং তাদের সকলকে হাঙ্গারে প্রেরণ করলেন। ভূমির পুত্র, মরকাসুর, যখন তার সেনাপতির মৃগতি লক্ষ্য করল, তখন সে আর ক্রোধ সহ্য করতে পারল না। তাই সে দুঃ সমুদ্রে জাত মনস্বী হুতীতে আরোহণ করে দুর্গ হতে নির্গত হল। গরুড়ের আরোহণকারী শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পটীকে মুরের উপরে আর্সীল বিদ্যুত বৃক মেঘের মতো দেখাছিল। ভগবানকে বর্ণন করে তাঁর প্রতি ভৌম তার শত্রুগী অস্ত্র প্রয়োগ করল এবং একই সাথে ভৌমের সকল সৈন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল। সেই মুহূর্তে ভগবান পদপ্রভ তাঁর তাঁক বানগুলি ভৌমের সৈন্যবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করলেন। রক্তিন পালক পাল্যনো এই কনগুলি শীঘ্রই সেই সৈন্যবাহিনীকে বাধ, উরু ও মস্তক বিচ্ছিন্ন

মেঘের দ্বিগুণ পরিণত করল। শ্রীভগবান একইভাবে বিপক্ষের আশ্রয় হাতিগুলিকেও নিহত করেছিলেন। ভগবান শ্রীধর দিকে যত অস্ত্রশস্ত্র নতসৈন্যেরা নিক্ষেপ করেছিল, হে কুণ্ডপ্রভ, তার প্রতিটিকে তিনিই মাত্র তাঁক জন দিয়ে তিনি কিন্ট করেছিলেন। উত্তমধ্যে গরুড় যখন শ্রীভগবানকে বহন করছিলেন, তখন তাঁর পাখা দ্বারা শত্রুর হাতিদের তিনি আঘাত করছিলেন। গরুড়ের পাল, চক্রে ও নবের দ্বারা প্রহসিত হয়ে আহত হাতিগুলি, খুড়কেন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করার জন্য নরকাসুরকে এককী তেলে রেখে সগরীতে পালিয়ে দিয়েছিল। ভৌম তার সৈন্যবাহিনীকে লিঙ্ক হটতে এবং গরুড়ের কাছে বিধ্বস্ত হতে দেখে একদা ইন্দ্রের বক্রকে পরাজিত করেছিল খে-ভন, তাই দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু সেই মরা অস্ত্রের আঘাতেও গরুড় কিছুমাত্র কম্পিত হলেন না। বক্রত, মুরের মালার আঘাতে অবিচল এক হাতীর মতো তিনি অবিচল রইলেন। তার সকল প্রচেষ্টার হতাশ হয়ে ভৌম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার জন্য তার ত্রিশূল গ্রহণ করল। কিন্তু সেটি সে নিক্ষেপ করার আগেই হাতির উপরে উপনিষ্ট হানবানি মাথা শ্রীভগবান তাঁর কুরধারণ চক্র দিয়ে ছেদন করলেন। কুণ্ডল ও কন্যারম পিতৃস্নেহে বিচলিত ভৌমাসুরের মাথাটি পৃথিবীর মাটিতে পড়ে উল্ফল শোভা বিস্তার করছিল। তখন ‘হাহ, হাহ!’ এবং ‘সমু সমু’ রব জেগে উঠলে মুনি-কবিরা এবং প্রধান দেবতারা ভগবান মুরকে পুষ্পবাল্য বর্ষণ করে তাঁর পূজা করলেন। ভূমিদেবী তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে হলেন এবং তাঁকে উল্ফল করে সমরিত বীভূতমান বর্ণে নিমিত্ত অবিভিন্ন কুণ্ডল দুটি অর্পণ করলেন। তিনি তাঁকে একটি কৈশোরী পুষ্পের মাল্য, বক্রেশ্বর ছত্র এবং মন্ডর পর্বতের চূড়ার প্রদান করেছিলেন। হে রাজন, অতঃপর দেবী দেবদেউগণ তার আর্চিত জগদীশ্বরকে প্রণাম নিবেদন করে কন্যাতোড়ে ভক্তিপূর্ণচিত্তে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর ভব করতে শুরু করলেন।”

ভূমিদেবী বললেন—“হে কেশবদেব, হে লম্ব-চক্র-গদাধারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে পঞ্চমুখ, আপনার ভক্তদের আকাশকণা পূরণের জন্য আপনি আপনার বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। আপনাকে প্রণাম

নিবেদন করি। হে পঞ্চমুখ, আপনার উদয়-কেন্দ্রের নাভিকেন্দ্রে পঞ্চমুখ আঘাতে চিহ্নিত, গলদেশে পত্রেব মালা নিহত শোভিত, আপনার দৃষ্টিপাত পথের মতো স্নিগ্ধ এবং পালম্বর পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, আপনাকে আমার সন্তোষ প্রণতি নিবেদন করি। হে ভগবান বাসুদেব, বিকৃত, আদিপুত্র, আদি বীজ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে সর্বজ্ঞ, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনি অনন্তশক্তি, এই জগতের অন্তর্নিহিত জনক, পরম ব্রহ্ম, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে উৎকৃষ্ট ও নিরুপ্ত শ্রীমঙ্গলের আশ্রয়, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। হে অজ প্রভু, সৃষ্টির ইচ্ছায় আপনি রজোতপের বিস্তার ও ধারণ করেন। তেমনি যখন আপনি জগতের বিনাশ ইচ্ছা করেন, তখন আপনি তমোতপ ধারণ করেন এবং পালন করার ইচ্ছায় সন্তোষ ধারণ করেন। তবশি আপনি এই সকল গুণ দ্বারা প্রজাবিত হন না। আপনি কাল, প্রকৃতি ও পুরুষ, হে জগদীশ্বর, তবুও আপনি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়ের বিবরণি, দেহতা, মন, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার এবং মহত্ত্ব আপনার থেকে স্বতন্ত্র—তা বহু মাত্র। হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে সেই সবই অদ্বিতীয় আপনাকে হিত। এই হচ্ছে ভৌমাসুরের পুত্র। ভরতীক হয়ে সে আপনার পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছে, কারণ আপনার শরণার্থীদের সকল ক্রোধ আপনি দূরীভূত করেন। কৃপা করে তাকে আপনি স্বাক্ষা করলেন। সকল পাপনশকারী আপনার শরকমল তার মস্তকে স্থাপন করলেন।”

শ্রীল চক্রেব গোপালী বললেন—“এই ভাবে ভক্তিক্রিয় বচনে ভূমিদেবীর প্রার্থনায় তার পৌত্রকে শ্রীভগবান অস্ত্র দিলেন এবং তারপর ভৌমাসুরের সকল প্রকার ঐশ্বর্যে পূর্ণ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে বিভিন্ন রাজাদের কাছ থেকে ভৌম কলপূর্ণ যে বোল হুজুর রাজকন্যাদের ধরে নিয়ে এসেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাদের দেখতে পেলেন। পরম নরসেটকে প্রবেশ করতে দেখে রমণীগণ বিমোহিত হয়েছিলেন। দৈব ক্রমে উপনীত তাঁদের পতিবাপে মনে মনে তাঁর প্রত্যেকে তাঁকে কল্য করেছিলেন। “এই পুরুষকে দৈব কেন আমার পতিরূপে অনুমোদন করেন” এই ভাবনার প্রত্যেক রাজকন্যা

শ্রীকৃষ্ণের পতীর চিত্তস্থ মগ্ন হলেন। সুপরিচ্ছন্ন নির্মল কপন পরিবর্তিত রাজকন্যাদের শ্রীভগবান গ্রহণ করলেন এক তাঁদের যথাক্রমে রথ, অশ্ব ও জন্যান্য সম্পদ সহ নিকিষাযোগে ছাড়িয়ে প্রেরণ করলেন। চারটি দাঁত বিশিষ্ট ঐরাবত বংশজ চৌহাট্টটি কোকিল খেত হতীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করেছিলেন। এরপর শ্রীভগবান পেশবাজ ইন্দ্রের জায়গাে গেলেন এবং মাতা অনিতিকে তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রদান করলেন, সেখানে ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তমা অর্থাৎ সত্যভামাকে অর্চনা করলেন। অতঃপর সত্যভামার অনুরোধে শ্রীভগবান স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে ত্য গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখলেন। ইন্দ্র ও জন্যান্য সকল দেবজনের পরাক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মথুরীতে পারিজাত নিয়ে এসেছিলেন। রোশিত হওয়ারময়ই পারিজাত বৃক্ষটি রাণী সত্যভামার প্রাসাদের বাসন শোভিত করেছিল। তার গন্ধ ও মধু আশ্বাদনের মোড়ে স্বর্গের সকল দিক হতে ভ্রমরেরা বৃক্ষটির নিকে ছুটে ছিল। ইন্দ্র তাঁর মুকুটের নীর্বজ্রাগ দ্বারা ভগবান অচ্যুতের লাদম্পর্শ করে তাঁর প্রথম নিবেদন করলেন ও এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আশঙ্কা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেনও, সেই দেবশ্রেষ্ঠ তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই মনস্থ করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে এ কী অজ্ঞতা! তাঁদের ঐশ্বর্যকে বিক।”

“অতঃপর অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীভগবান, প্রতিটি বধুর কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিজ রূপ প্রকাশ করে, একই সময়ে

সকল রাজকন্যাকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাসাদে, যথাবিস্তৃত বিবাহ করলেন। অচিৎকারিত শ্রীভগবান তাঁর মহিষীদের প্রাসাদগুলির প্রত্যেকটিতেই বিয়ত নিবাস করছিলেন, আর সেই প্রাসাদগুলি ছিল অন্য যে কোনও যাসভবনের চেয়ে অকুলমীর এবং অতি শ্রেষ্ঠ। আপন সন্তান সদাসর্বদা পূর্ণতৃপ্ত হলেও, তিনি সেখানে তাঁর রমণীয়া পত্নীদের সাথে যথামুখভাবেই কুন্তি উপভোগ করেছিলেন, এবং একজন সাধারণ স্বামীর মতোই তিনি তাঁর পার্হৃদ্য কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন। যদিও প্রকার মতো মহান দেবতারাও কিতাবে লক্ষ্মীপতির কাছে যাবেন, ত্য জাবেন না, তবু সেই রমণীগণ লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে এইভাবেই পেয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান অবস্থার সঙ্গে তাঁর তাঁর প্রতি অনুরাগ, তাঁর সঙ্গে সহস্রা দুটি বিনিময়, এক তাঁর সঙ্গে পারম্পরিক সান্নিধ্য-সঙ্গম, হান্না-পরিহাস ও রমণীসুলভ লাজলক্ষ্মা উপভোগ করেছিলেন। যদিও শ্রীভগবানের রাণীদের প্রত্যেকেরই শত শত দাসী রয়েছে, তবু তাঁরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আসন প্রদান করে, উত্তম উপচার সমগ্রী দিয়ে তাঁর পূজা করে, তাঁর গানপ্রকাশন ও পানসম্বাহন করে, তাঁকে পান চূর্ণ করতে দিয়ে, তাঁকে ব্যাসন করে, তাঁকে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, ফুল মলয়া তাঁকে বিভূষিত করে, তাঁর বেশপ্রদান করে দিয়ে, তাঁর শয্যা রচনা করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে, নিজ চ্যুতে শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।”



যুগ্মিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উদ্যুক্ত করলেন

শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হলেন—“কেন এক সময়ে রাণী রুক্মিণীর পতি, জগদ্বৈর, যখন তাঁর শয্যা বিজ্ঞান গ্রহণ অবস্থিত, তখন তাঁর দাসীগণের সঙ্গে রাণী রুক্মিণীও

নিজে তাঁকে ব্যাসন করে তাঁর সেবা করছিলেন অশ্রুবিহীন শ্রীভগবান, পরম নিরস্ত্র, বিনি তাঁর সামান্য ক্রীড়াক্রমে এই অগ্নয় সৃষ্টি, পালন এবং অতঃপর সংহার

করেন তাঁর বিধানগুলি মালকণ্ডে ভ্রমাই যদুগণের মধ্যে তিনি জ্ঞানগ্রহণ করেছেন। উজ্জ্বল মুক্তামালা বৃত্তে ঘোমনো চন্দ্রাতল এবং দেবীপায়ন রশ্মিময় নীলমল্য শোভিত রাণী রুক্মিণী মহলগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। ওজনরত ভ্রমরদের আকর্ষণকারী মল্লিকা ও অনান্য ফুলের মালাগুলি এখানে ওখানে ঘোমনো ধাতত এবং প্রবালকেশ বহুপথে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিকীরণ করত। অগ্নয় ধূপের সুগন্ধ বেগুন গন্ধের রক্তপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই যে রাজন, পারিজাত ফুলের সুগন্ধি ব্যাসন দ্বারা যখন কোন একটি উদ্ভাবনের পরিবেশ করে নিয়ে আসত। সেখানে দুঃখজনিত ওষধবর্ণ শয্যা প্রার্থনার বালিশে দেহভঙ্গ্য ন্যস্ত করে বিশ্রামরত তাঁর পতি জগদীশ্বরকে রাণী সেবা করছিলেন। তাঁর দাসীর হাত থেকে দেবী রুক্মিণী বস্ত্রদণ্ড বৃত্ত একটি চামর গ্রহণ করলেন এবং তারপর তিনি তাঁর পতিকে ব্যাসন করতে করতে পূজা করতে শুরু করলেন। হাতে অঙ্গুরীয়ক, কলর ও চামর পাখার সুশোভিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দণ্ডায়মান রাণী রুক্মিণীকে অতি উজ্জ্বল দেখাছিল। তাঁর রত্নবৃত্ত নুপুর অশ্রিত হচ্ছিল এবং তাঁর শাড়ীর বীচলে অজ্ঞানিত স্তনের কুক্ষি দ্বারা রঞ্জিত তাঁর কণ্ঠহার স্বকমক করছিল। তাঁর নিতম্বে তিনি একটি মূল্যবান কাষ্ঠী পরিধান করেছিলেন।”

“শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, স্বয়ং সৃষ্টিময়ী লক্ষ্মীদেবী কেবলমাত্র তাঁকেই আকর্ষণ করে রয়েছেন, তখন তিনি হাসলেন। শ্রীভগবান তাঁর লীলাসমূহ প্রকট করতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্মীদেবী যে রূপ ধারণ করেছিলেন, সেটি তাঁর পত্নীভাবে সেবা করার জন্য ছিল যথার্থ রূপ। তাঁর মধুর মুখমণ্ডল অলক, কুণ্ডল, নিক ও তাঁর উজ্জ্বল সাদনসমর দ্বারা সুধার সুশোভিত ছিল। শ্রীভগবান অতঃ পর তাঁকে এইভাবে বললেন—“হে রাজনমণি, লোকপালসদৃশ কমলমণি কহ রাজাদের দ্বারা তুমি আকর্ষণিত ছিলে। জগা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাসময় ধনাত, ঐশ্বর্য, মৌল্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন। যেহেতু তোমার ভ্রাতা ও পিতা তামেব সঙ্গে তোমাকে নিবেদন করেছিল, কেন তুমি কার দ্বারা উদ্যত হয়ে তোমার সমুখে দণ্ডায়মান চেদিরাজ ও

অন্যান্য সকল পার্শ্বপাশ্বিনের প্রভাসমান করেছিল? কেন তাদের পরিবর্তে তুমি আমাকে ধরণ করলে, যে মোটেই তোমার সমকক্ষ নয়? সেই সকল রাজাদের ভয়ে তাঁর হত্রে, হে সুভ, আমরা সবুধে ভ্রাতার গ্রহণ করেছিলাম। আমরা নিক্সিলালী মাদুরদের শত্রু হয়েছি এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাজসিংহাসন আমরা ত্যাগ করেছি। হে মনোরম ক্রসমণি, মাদুর যখন সমাজের অনুমোদিত পথের অনুসারী অনিশ্চিত অচরণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে তখন সাধারণত তাদের ভাগ্যে দুঃখ ভোগই হয়। আমরা অধিকার এবং তাই নিজে মাদুরদের কাছে আমরা প্রিয়। তাই, হে রুক্মিণী নারী, ধনবানেরা কুচিং কখনও আমার পূজা করে থাকে। দ্বারা তাদের সম্পদে, জন্মে, শুভাবে, চেহারার এবং বংশ মর্যাদার সমান, তাদের পরম্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী যথায় হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোমল অধর্মের মধ্যে কখনই তা হয় না। কোনও ভাল গুণাবলী না থাকলেও এবং কেবলমাত্র বিজ্ঞান তিক্রবদের কাছে প্রশংসিত হলেও, হে বৈদলী, কুবলী না হওয়ার জন্য তুমি তা ক্রমে পাত্রে নি বলে আমাকে তোমার পতিরূপে বধন করেছ। এখন নির্দিষ্টরূপে একজন অধিক বোঙ্গা পতি গ্রহণ করা তোমার উচিত, একজন শ্রেষ্ঠ স্বামীর, যিনি ইহ ও পরবর্তী উভয় জীবনেই তুমি যা চাও ত্য লাভ করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। হে উত্তমশ্রেষ্ঠা রমণী, শিশুপাল, শ্যাম, জরাসন্ধ এবং দ্রুপদকেশ মতো রাজারা সকলে আমাকে ধৃণা করে, এবং তোমার খেলত প্রাজ্ঞা রুক্মীও তাই করে। হে ভগ্নে, এই সকল রাজাদের উদ্যত মূর করার জন্যই কেবল আমি তোমাকে হরণ করেছিলাম, কারণ তারা নিক্সিমদ্য হারে উঠেছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসামুদ্রের শক্তিকে হমন করা। আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন। সর্বদা আত্মসন্তুষ্টি, আমার দেহ ও গৃহের জন্য কাঁদে না কিন্তু আলোকের ন্যায় আমরা কেবল স্বামী থাকি মাত্র।”

শ্রীল ওকমেব গোমায়ী বললেন—“যেহেতু শ্রীভগবান কখনও রুক্মিণীর সহ ত্যাগ করেননি, রুক্মিণী তাই নিজেকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়তমা বলে মনে করতেন। তাঁকে এই সকল কথা বলার মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁর মণ চূর্ণ করলেন ও তারপর তিনি

শ্রীকৃষ্ণের গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। দুর্গারিষ্য নির্জন কান পরিহিতা রাজকন্যাকে শ্রীভগবান গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের মহাকোষ হস্ত অথ ও অন্যান্য সম্পদ সহ বিকিক্রোশে ছাড়িয়ে তেবন করলেন। চারটি দাঁত বিশিষ্ট ঐকান্তিক কলসী চৌকিটি বেগবান খেত চক্কীও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করেছিলেন। এরপর শ্রীভগবান ভেৎসক ইন্দ্রের আলয়ে গেলেন এবং মাত্রে অসিতিকে তাঁর কুণ্ডল দুটি প্রদান করলেন, সেখানে ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয়তম অর্জু সত্যভামাকে অর্চনা করলেন। অতঃপর সত্যভামার অনুরোধে শ্রীভগবান স্বর্গের পাবিত্র্যত বৃক্ষ উপস্থাপন করে ও গজবের পৃষ্ঠে রাখলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য সকল দেবতাদের পরাক্রিয় করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নন্দীমতে পরিভ্রমণ নিয়ে এসেছিলেন। কোপিত হওয়ারমতই পরিভ্রমণ বৃক্ষটি রাণী সত্যভামার প্রাসাদের বাগানে পোড়িত করেছিল। তাঁর গর্ভ ও মধু ভ্রমণানন্দের লোভে স্বর্গের সকল দিক হতে প্রমত্তরা বৃক্ষটির দিকে ছুটে ছিল। ইন্দ্র তাঁর মুকুটের নীর্বভাগ দ্বারা ভগবান গজবের পাদস্পর্শ করে তাঁর প্রাণ নিবেদন করলেও এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেও, সেই দেবদেব তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর শ্রীভগবানের সঙ্গে বৃদ্ধ কবাই মনস্থ করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে এ কী অজ্ঞতা! তাঁদের ঐকান্তিক যিক।"

"অতঃপর অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীভগবান, প্রতিটি বধুর কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিজ রূপ প্রকাশ করে, একই সময়ে

সকল রাজকন্যাকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ আসনে হস্তবাহিত বিবাহ করলেন। আচম্ব্যচরিত শ্রীভগবান শ্রীমহাবীরদের প্রাসাদগুলির প্রত্যেকটিতেই নিরন্তর বিবাহ করছিলেন, আর সেই প্রাসাদগুলি ছিল অন্য যে কোনও কামভবনের চেয়ে অতুলনীয় এবং অতি শ্রেষ্ঠ। অপর সত্য্য সত্যসর্বদা পূর্ণভূত হলেও, তিনি সেখানে তাঁর রমণীরা পত্নীদের সাথে যথাব্যবহারেই ভূগু উপভোগ করেছিলেন এবং একজন সাধারণ রমণীর মতোই তিনি তাঁর পার্শ্ব কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন। যদিও ব্রাহ্মার মতো মহান দেবতারাও কিতাবে লক্ষ্মীপতির কাছে থাকে, তবু জ্ঞানেন না, তবু সেই রমণীরা লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিরূপে এইভাবেই পেয়েছিলেন। ক্রমবর্ধমান জনদের সঙ্গে তাঁর উন্নত প্রতি অনুমান, তাঁর সঙ্গে সহস্রা দুটি বিনিময়, এবং তাঁর সঙ্গে পারস্পরিক সান্নিধ্য সময়, হাস্য-পরিহাস ও রমণীমূলক লাক্ষ্যলক্ষ্য উপভোগ করেছিলেন। যদিও শ্রীভগবানের রমণীদের প্রত্যেকেরই লব লব দাসী রয়েছে, তবু তাঁরা বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আসন প্রদান করে, উত্তম উপচার সামগ্রী দিয়ে তাঁর পূজা করে, তাঁর পাদস্পর্শ ও পাদমসাহন করে, তাঁকে পান চর্চন করতে দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, ফুল মালার তাঁকে বিভূষিত করে, তাঁর কোমপ্রসাধন করে দিয়ে, তাঁর পদ্য রচনা করে, তাঁকে হাস করিয়ে এবং তাঁকে নানাবিধ উপহার প্রদান করে, নিজ হাতে শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।"



যত্নিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উত্ত্যক্ত করলেন

শ্রীভগবানরাণি বললেন—“কোন এক সময়ে রাণী রুক্মিণীর পতি, জগদগুরু, স্বপ্ন তাঁর শয্যা বিজ্ঞান গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর দাসীগণের সঙ্গে রাণী রুক্মিণীও

নিজে তাঁকে বাতাস করে তাঁর সেবা করছিলেন। অপরদিষ্ট শ্রীভগবান, পরম নিরন্তর, যিনি তাঁর সামান্য ক্রীড়াক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং অতঃপর সংহার

করেন, তাঁর নিয়ন্ত্রণে সবসময়ের জন্যই যজ্ঞের মধ্যে তিনি জগদগ্রহণ করেছেন। উজ্জ্বল মুক্তামালা যুক্ত কোলানো চন্দ্রাঙ্গণ এবং দেবীপ্যমান মলিনা নীপমালা শোভিত রাণী রুক্মিণীর মহলগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। চন্দ্রকান্ত ভ্রমরদের আকর্ষণকারী মলিনা ও অন্যান্য ফুলের মালাগুলি এগারন ওখানে কোলানো দ্যকত এবং গজকের রক্তপথে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিকীর্ণ করত। প্রত্যেক ধূপের সুবাস যেমন গজকের রক্তপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিই হে রাজেন, পরিভ্রমণ ফুলের সুগন্ধি বাতাস ঘরের মধ্যে যেন একটি উদ্ভাসের পরিবেশ করে নিয়ে আসত। সেখানে দুঃখকেন্দ্রিত চন্দ্রবর্ণের শয্যার ঐকান্তিক বসিমে দেহভার নাড় করে বিমারমত তাঁর পতি রুক্মিণীরকে রাণী সেবা করছিলেন। তাঁর দাসীর হাত থেকে দেবী রুক্মিণী রক্তদণ্ড বৃত্ত একটি চামর গ্রহণ করলেন এবং তারপর তিনি তাঁর পতিকের বাতাস করতে করতে পূজা করতে শুরু করলেন। হাতে অঙ্গুষ্ঠীয়ক, কলর ও চামর পাখার সুশোভিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দণ্ডায়মান রাণী রুক্মিণীকে অতি উজ্জ্বল দেখাছিল। তাঁর রক্তদণ্ড শূণ্য ধনিত হচ্ছিল এবং তাঁর শাড়ীর আঁচল আচ্ছাদিত জনের কুকুম দ্বারা রঞ্জিত তাঁর কণ্ঠের স্বকমত করছিল। তাঁর নিত্যবে তিনি একটি মূল্যবান কাঞ্চী পরিধান করেছিলেন।"

"শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, স্বয়ং মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কোমলার তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে রয়েছে, তখন তিনি হাসলেন। শ্রীভগবান তাঁর নীপাসমূহ চকট করতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্মীদেবী যে রূপ ধারণ করেছিলেন, সেটি তাঁর পত্নীভাবে সেবা করার জন্য ছিল বস্তুতঃ রূপ। তাঁর বধুর মুখমণ্ডল অলক, কুণ্ডল, চিহ্ন ও তাঁর উজ্জ্বল সন্মানের রূপ সুখায় সুশোভিত ছিল। শ্রীভগবান অত্যন্ত পর উৎসে এইভাবে বললেন—হে রাজনকিনী, লোকপালসমূহ কমতাপালী বহু রাজাদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত ছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাববহু ফনাড়, ঐকান্তিক, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন। যেহেতু তোমার দ্বারা ও নিজ তামের কাছে তোমাকে নিবেদন করেছিল, কেন তুমি কার দ্বারা উত্তম হয়ে তোমার সমুদ্রে দণ্ডায়মান তেমিরাজ ও

অন্যান্য সকল পালিপালিত প্রত্যক্ষান করেছেন? কেন তোমার পরিবারে তুমি জানাতে করণ করলে, যে মোটেই তোমার সমস্তক নয়? সেই সকল রাজাদের তরে তাঁর চায়ে, হে সূত্র, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা পতিশালী মদ্যব্রমের লব্ধ চাকরি এবং প্রত্যক্ষপক্ষে আমাদের রাজসিংহাসন আমরা ত্যাগ করেছি। হে মনোময় কামমহিতা, নারীরা যখন সমাজের অননুদেয়িত গর্ভের অনুসারী আনিষ্ঠিত আচরণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে তখন সাধারণত তাদের ভাগ্যে দুঃখ ভোগাই হয়। আমরা অতিজন এবং তাই নিত্য রানুব্রমের কাছে আমরা প্রিয়। তাই, হে স্বীকৃতি নারী, কাম্যনরা কতিং কজনও আমার পূজা করে থাকে। হারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভায়ে, চেহাওয়ার এবং বংশ মর্যাদার সমান, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রেয় বধ্যবধ হই, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না। কোনও ভাল ওলাবলী না থাকলেও এবং ফেলমাত্র বিদ্রুপ চিকুনের কাছে প্রণসিত হলেও, হে কৈলী, দূরদলী না হওয়ার জন্য তুমি আ কুবতে পড়েনি বলে আমাকে তোমার পতিরূপে গ্রহণ করেছ। এমন নিশ্চিতরূপে একজন অতিক্রম যোগ্য পতি গ্রহণ করা তোমার উচিত, একজন শ্রেষ্ঠ কত্রিহ, যিনি ইহ ও পরমতী উভয় ধীর্বেই তুমি যা গাও যা লাভ করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। হে উল্লস্টা মননী, শিশুপাল, শাস্ত্র, জরাসন্ধ এবং দন্তব্রজের মতো রাজারা সকলে আমাকে বৃণ্য করে, এবং তোমার ছোট ভাতা কলীও তাই করে। হে ভ্রম, এই সকল রাজাদের ঐকান্তিক দূর করার জন্যই কেবল আমি তোমাকে হরণ করেছিলাম, কারণ তারা শক্তিমদ্যক হয়ে উঠেছিল। আমরা উদ্দেশ্য ছিল অসামুদ্রিক শক্তিকে ধ্বংস করা। আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন। সর্বদা অক্ষয়সত্তা, আমরা দেহ ও গৃহের জন্য কার্য করি না কিন্তু আলোকের দ্বারা আমরা কেবল সাক্ষী থাকি মাত্র।"

শ্রীম ওকমেব গোত্রায়ী বললেন—“বেহেতু শ্রীভগবান কখনও রুক্মিণীর মত ত্যাগ করেননি, রুক্মিণী তাই নিজেকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়তমা বলে মনে করতেন। তাঁকে এই সকল কথা বলার মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁর মন চূর্ণ করলেন ও তারপর তিনি

ধামলেন। চক্ৰিণীদেবী পূর্বে কখনও জগতের শাসকগণেরও অধীশ্বর, তাঁর প্রিয়তমের কাছে থেকে এই ধরনের অপ্রিয় কথা শ্রবণ করেননি এবং তাই তিনি ভীত হইতেন। তাঁর হৃদয় ক্রমশঃ হতে লাগল এবং মূরত্ব উৎপন্ন তিনি রোদন করতে শুরু করলেন। তাঁর কোমল পল হার, অঙ্গুলি বর্ণের প্রভাবশিষ্ট নখ দ্বারা তিনি ভূমিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞ ও ভক্তবৃত্ত অঙ্গদ্বারা তাঁর কুণ্ডল রঞ্জিত জন সিদ্ধ হয়ে উঠল। সেখানে তিনি অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, অত্যন্ত দুঃখ তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। চক্ৰিণীর মন দুঃখ, ভয় ও শোকে বিহীন হয়েছিল। তাঁর হাত থেকে বলর বলে পড়ল এবং তাঁর পাখাটি ছুঁতলে পতিত হল। তাঁর মোহহস্ততায় তিনি সহসা মুগ্ধ হইলেন, আলুলাসিত কোশে কাহ্নবিকল্প কদলী কুঙ্কর মতো তিনি ছুঁতলে পতিত হয়েছিলেন।

“তাঁর প্রিয়তমা তাঁর প্রতি এমনই প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ যে, সে তাঁর উত্তমত্তার স্নানক ভাব হৃদয়বন করতে পারেননি, জল লক্ষ্য করে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অনুকম্পা অনুভব করতেন। শ্রীভগবান সত্তর তাঁর শয্যা হতে নেমে এলেন। চতুর্ভুজ প্রকাশ করে, তিনি তাঁকে উদ্দেশ্যন করলেন, তাঁর বেশ বন্ধন করলেন এবং তাঁর পদ হতে দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডলে হাত বোলালেন। হে রাজন, ভক্তগণের প্রতি শ্রীভগবান তাঁর পত্নীর অঙ্গপূর্ণ দুটি নয়ন এবং শোকাভ্রতে সিক্ত ক্রনন মার্জন করে, তাঁর সে নিঃসঙ্গ পত্নী, তাঁকে জড় অঙ্গ কিছুই অকলঙ্ক করেন না, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সাবুনা প্রদানে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিহাস চাতুর্ভে বিভ্রান্ত এবং অনুজল বিপর্যয়ের অযোগ্য বীনা কল্পিণীকে সাবুনা প্রদান করলেন।”

শ্রীভগবান বললেন—“হে বৈদর্ভি, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে না। আমি জানি, তুমি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত। হে সুন্দরী, আমি কেবলমাত্র পরিহাস ছাড়া কথা বলিলাম, কারণ তুমি কি বলবে, আমি তা শুনেও চেয়েছিলাম। আমি তোমার সুন্দর চক্ৰটিকে ও কটাক্ষবিক্ষেপ সমেত অঙ্গলবর্ণের মেত্রপ্রাস্তর সহ প্রদানকালে ক্রমশঃ অঙ্গর এবং মুখমণ্ডলও দেবতে চেয়েছিলাম। হে ভীক ও ভামিনি, গৃহমধিকা গৃহে

তোমার প্রিয়তমা পত্নীসের সঙ্গে পরিহাস করে সমস্ত অভিব্যক্তি করে পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারে।”

শ্রীমন্তনুসেব গোপালমী বললেন—“হে রাজন, রাধী বৈদর্ভী শ্রীভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে সাবুনা লাভ করলেন এবং জানতে পারলেন যে, তাঁর কথাতুলি পরিহাসে ছলেই কথা হয়েছিল। তাঁর প্রিয়তম তাঁকে পরিত্যাগ করবেন, এই ভয় তিনি এইভাবে পরিত্যাগ করলেন। হে ভক্তবৃত্তকলিন, চক্ৰিণী সলজ্জ হাসিতে পুরুষপ্রের্ত শ্রীভগবানের মুখমণ্ডলে মনোহরম, স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে বললেন—হে কমলনয়ন, প্রকৃতপক্ষে আপনি যা বলেছেন, তা সত্য। আমি অবশ্যই সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের জন্য অযোগ্য। যিনি তিন প্রধান বিশ্বের অধীশ্বর, যিনি আপন মহিমায় আনন্ডিত সেই ভগবানের সঙ্গে আমার মতো জড়পদাবলী সম্পন্ন কোনও মারী যাকে কেবল মূর্খরাই পাদবন্দনা করে থাকে, তার কী ভুলনা চলে? হে উক্করম, ঠ্যা, যেন আপত্তিক ওপাকর্ষীর ভয়ে ভীত হয়ে আপনি সমুদ্রমধ্যে লয়ন করে থাকেন এবং এইভাবে শুদ্ধ চেতনায় আপনি হৃদয় হৃদয় পরমাঙ্গুরেণ আবিকৃষ্ট হন। আপনি সর্বদা মৃত্যু জাগতিক ইঞ্জিরাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আপনার সেবকেরাও অজ্ঞানতার অন্ধকারের নিকে অকর্ষণকারী সমস্ত রাজকীর অধিপত্যের অধিকার পরিত্যাগ করেন। আপনার পাদপঙ্খের মধু আলাদনকারী অধিশ্বরের তাহেও দুর্ভেদ্য, আপনার গতিবিধি পত্তর মস্তে অচরণকারী মানুষের কাছে তো দুর্ভেদ্য হবেই। আর যেহেতু আপনার কার্যাবলী চিন্তার, তাই হে ভূমন্ত, আপনার অনুবর্তনকারীগণের কার্যাবলীও তেমন হয়ে থাকে। আপনি নিদ্রিজন, কারণ আপনার অতীত আর কিছুই নেই। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাস্থা বীরা পূজা অর্চনামিত্র গ্রহং ভোক্তা, আপনাকে পূজা নিবেদন করে থাকেন। তারা তাদের সম্পদ ষেতবে অঙ্গ এবং তাদের ইঞ্জির পরিতৃপ্তি করতেই মগ্ন থাকে, তারা মৃত্যুরূপী আপনাকে হৃদয়গ্রম করে না। কিন্তু পূজার ভোক্তা দেবতাদের কাছে, আপনি যেমন প্রিয়, তেমনই ভীতও আপনার কাছে প্রিয়। আপনি সকল পুরুষার্থের এবং আপনিই জীবনের চরম লক্ষ্য। আপনাকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, বুদ্ধিমান মানুষেরা

সহস্র বিধু পরিত্যাগ করে। তাইই আপনার সঙ্গ লাভের যোগ্য হয়—পারম্পরিক কামনা থেকে উৎপন্ন শোক ও জ্ঞানকে মগ্ন নারী ও পুরুষেরা তাঁর যোগ্য হয় না। আপনার মহিমা ঘোষণার জন্য মহান মুনিগণ পরমাসীরা বণ্ড পরিত্যাগ করেছেন, আপনি সমস্ত জগতের পরমাত্মা এবং আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনি নিজেকে লব্ধি দান করেন, তা অবগত হয়ে আপনার ঠ-জাত অঙ্গলবণ দ্বারা কিন্তি আপনি ব্রহ্ম, শিব ও স্বর্গের শাসকগণকে পরিত্যাগ করে আমার পতিতাপে আমি আপনাকে কল্য করছি। অন্য কোনও ব্যক্তি আমার আর কি আশ্রয় দিতে পারে?”

“হে ইশ, সিংহ যেমন ইতর প্রাণীদের দূর করে দিলে তার বখাৰ্ভ ভোক্তা গ্রহণ করে, তেমনই আপনার পার্শ্ব ধনুর জ্যা নিবাসিত করে সমবেত রাজাদের আপনি দূর করে দিচ্ছেলেন এবং তারপর আপনার বখাৰ্ভ অঙ্গ, আমারে দাবী করেছিলেন। হে গমস্তজ, তাই আপনার পক্ষে হল্য নিত্যতাই অসম্ভব যে, আপনি সেই সব সজ্ঞাদের ভয়ে সমুদ্রে অশ্রয় নিয়েছিলেন। আপনার সঙ্গ কামনা করে, অঙ্গ, বৈশ্য, জায়জ, নায়ক, গর এবং অন্যান্য স্রেষ্ঠ রাজারা—তাঁদের একত্রে রাজা পরিত্যাগ করেন ও আপনাকে অধেবণের জন্য বলে প্রবেশ করেন। হে কমলনয়ন, কিন্তবে সেই রাজারা এই ক্ষমতে অবসাদপ্রস্ত হতে পড়তে পারলেন? মহান অধিশ্বরের বসিত, জগৎপণের মোক্ষপ্রদাতা আপনার পাদপঙ্খের সৌরভ লক্ষীদেবীর আলর স্বরণ। সেই সৌরভের জ্ঞান গ্রহণের পরে কেন নারী অন্য কোনও মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করবে? যেহেতু আপনি অশ্রুত ওপকর্ষীর আলর, তাই কেন পার্শ্বিক নারী নিজের বখাৰ্ভ কল্যাণ নির্ধারণের অঙ্গটি নিয়ে সেই সৌরভের অনান্দ করে তার পরিবারে সর্গ্য ভরসার ভয়ে ভীত হয়ে আছে এমন কল্য ও ওপরে নির্ভর করবে? যেহেতু আপনি আমার উপবৃত্ত, যিনি ইহজীবনে এবং পরবর্তী জীবনে আমাকে সকল আকল্যা পূর্ণ করেন, সকল জগতের পরমাত্মা ও প্রভু, সেই আপনাকে আমি বরণ করেছি। আপনার যে চরণপঙ্খের অর্চনাকারীরা সারাসুত হন, সেই চরণপঙ্খের প্রদান করে বিভিন্ন জড়জাগতিক পরিস্থিতির মাঝে পরিশ্রমশ্রান্ত আমাকে কৃপা করুন।”

“হে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ, শিব ও ব্রহ্মার সত্য্য কীড়িত আপনার মহিমা যে সকল নারীর কানে কখনও প্রবেশ করেনি, আপনি যে সমস্ত রাজাদের নাম উল্লেখ করলেন, তারা প্রত্যেকে তাদের পতি হোক। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এই ধরনের নারীদের গৃহেই এইসব রাজারা গাথা, গর, কুকু, বিভ্রান্ত এবং ক্রীতদাসের মতোই বাস করে থাকে। যে নারী আপনার পাদপঙ্খমধু অশ্রোণ করতে কার্য, সে নিতান্তই বিদূষা এবং তাই তার পতি বা প্রেমিক রূপে সে ভক্ত, শ্রদ্ধ, রোম, মগ্ন, বেশ দ্বারা আবৃত এবং ঘাস, অহি, রক্ত, কৃষি, মল, কল, নিব্র ও বাহু দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জীবিত শব্দকেই গ্রহণ করে।”

“হে কমলনয়ন, যদিও আপনি আকৃত্ত ও এবং তাই কদাচিৎ আমার প্রতি আপনার মনোযোগ প্রদান করেন, তবু কৃপা করে আপনার পদপঙ্খের অঙ্গল গ্রহণ নিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন। যখন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আপনি রজোভণের প্রাধান্য নিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে আপনার পরম অনুকম্পা আমার প্রতি প্রদর্শিত হয়। হে হৃদয়সুন্দর, প্রকৃতপক্ষে আপনার কথা আমি মিথ্যা মনে করি না। কখনও অবিবাহিত কন্যাও কেনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, যেমন অঙ্গার ক্ষেত্রে হয়েছিল। দূশ্চারিণী নারী বিবাহিত হলেও তার মন নিত্য নতুন প্রেমিকের জন্য লালসিত হয়। বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এমন অসন্তী পত্নীকে পোষণ করা উচিত নয়, কারণ তা হলে ইহজীবনে ও পরজীবনে উভয়ক্ষেত্রেই সে সৌভাগ্য হ্যাত হবে।”

শ্রীভগবান বললেন—“হে সর্গধর, হে রাজকন্যা, আমার ভোমার এই ধরনের কথা শুনেও চেয়েছিলাম বলেই তোমাকে প্রবন্ধন করেছিলাম মাত্র। ব্যক্তিকিতই, আমার কথার উত্তরে তুমি যা কিছু বলেছ, তা অতি অবশ্যই সত্য। হে সুন্দরী ও কল্যাণী, যেহেতু তুমি আমার ঐকান্তিক ভক্ত, তাই আপত্তিক কামনা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যা কিছু আশীর্বাদ তুমি আশা কর, তা সব নিত্যই তোমার লাভ হয়েছে। হে ওপদীসে, আমি একদা তোমার পতিপ্রেম ও পারিত্র্যতা বর্ষ প্রত্যাক করেছি। আমার কথার বিচলিত হলেও আমার লক্ষ থেকে তোমার মন বিচ্যুত করা কার্যনি। পারমার্থিক মুক্তি প্রদানের

কমলা অমল থাকলেও কামসক্ত এবং বিদ্রাভ অনুভব। তাদের স্বভাব জাগতিক পাইন্থা জীবনের জন্যই আমার আশীর্বাদ পাওয়ার আশায়, দ্রুত ও তপস্চর্যার মাধ্যমে আমার উদ্ধার করে থাকে। এই ধরনের মানুষেরা আমার মারা-শক্তিভেত আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। হে প্রেমের আধার, মুক্তি ও জাগতিক সম্পদ উভয়েই ইন্দ্র আমারে লাভ করেও যার কেবল জাগতিক সম্পদের জন্য লালসিত হয়, তাকে মনস্তপঃ। ঐ সময় জড় জাগতিক লাভ প্রেরণকেও পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু এই ধরনের পুরুষেরা ইন্দ্রের তুলি সঞ্চে আবিষ্ট হয়ে থাকে, তাই নরকই তাঁদের উপযুক্ত স্থান হয়। সৌভাগ্যক্রমে, হে গৃহেশ্বর, তুমি সকল সময় আমার প্রতি বিশ্বস্ত, ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করো। জীবনপরাণের পক্ষে, বিশেষত যে নারীর উপেক্ষা অসং, যে কেবলমাত্র তার শরীরিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য জীবন ধারণ করে এবং যে ছন্দার প্রসন্ন সেয়ে, এই ধরনের সেবা নিবেদন করে তাদের পক্ষে দুঃখ। হে আমি, আমার সকল প্রাসাদে অন্য কোন পত্নীকে আমি তোমার মধ্যে এমন প্রেমময়ী দেবি না। তোমার বিবাহের সময়ে তোমার পানিপ্রাণী উপকৃত সকল রাজাদের তুমি উপেক্ষা করেছিলে এবং যেহেতু কেবলমাত্র আমার সম্বন্ধে বধ্যর্থ বৃত্তান্ত তুমি শুনেছিলে, তাই তোমার গোপন বার্তা দিয়ে এক

ব্রাহ্মণকে তুমি পরিচয় দিয়ে। যুদ্ধে শর্যাজিত হোয়ার ব্রাহ্মণকে যখন বিকৃতরূপ করা হয়েছিল এবং পান্থ অনিচ্ছের বিবাহের দিন পুত্রেজীভার সময়ে তাকে ইত্যা করা হয়েছিল, তখন তুমি অসহনীয় বেগে অনুভব করেছিলে, তবুও আমাকে হারানোর আশঙ্কায় তুমি একটি তপাও বলেমি। এই নীরবতার মাধ্যমেই তুমি আমাকে জয় করেছ। তোমার জ্যেষ্ঠ গোপনীয় পবিত্রতা জানিয়ে আমার কাছে দূত পাঠানো সত্ত্বেও আমি স্বপ্ন তোমার কাছে যেতে নিবন্ধ করছিলাম, তখন তুমি শত্রু জগতকে শূন্য মনে করতে শুরু করেছিলে এবং তোমার যে সেই আমাকে ছাড়া কখনও অন্য কারও সেবায় মেগ্না হত না, তাও তুমি ভাগ করতে চেয়েছিলে। তোমার এই মহত চিরকাল তোমারই থাকুক, তোমার ভক্তির জন্য তোমাকে বহনশে অভিনন্দন জানানো ছাড়া এর প্রতিদানের আমি অন্য কিছু করতে পারি না।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“আত্মানন্দী জগদীশ্বর এইভাবেই লক্ষ্মীদেবীকে প্রেমিক-প্রেমিকার বাক্যলিপে নিয়োজিত করে মানব সমাজের জীবনচর্য অনুকরণ করে তাঁর সঙ্গে অদ্বৈত উপভোগ করেছিলেন। সর্গশক্তিমান হরি, সমস্ত জগতের পরম গুরু, তাঁর অন্যান্য দ্বারীর প্রাসাদগুলিতে চিত্রাচিত্রিত গৃহস্থের মতোই একইভাবে গৃহীর ধর্ম পালন করেছিলেন।"

ঐ ঐ ঐ

একষষ্ঠিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম রুক্মীকে বধ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“ভাবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীসংগে প্রত্যেকে মন জ্ঞান পুত্রের জন্য দান করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পিতার সকল নিষ্পত্তি ঐশ্বর্য সম্বন্ধিত হওয়ার, তাঁদের পিতার থেকে তাঁরা কেউ হীনত্ব হয়নি। যেহেতু এই সমস্ত রাজকন্যারা প্রত্যেকেই ভগবান অনুগ্রহে কখনই তাঁর প্রাসাদ থেকে বেরতে

দেখতেন না, তাই তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রীভগবানের প্রিয়তমা বলে ভাবতেন। এই রমণীরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণ সত্য বুঝতেই পারেননি। শ্রীভগবানের পত্নীরা তাঁর মনোহর পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডল, তাঁর সুবিস্তৃত দুই বাহ ও নন্দ, তাঁর হাস্যময় প্রেমময়ী দৃষ্টি এবং তাঁদের সঙ্গ তাঁর মনোরম বঙ্গাঙ্গলপে সম্পূর্ণরূপে মোহিত হয়েই ছিলেন।

কিন্তু তাঁদের সকল বিনুততা সত্ত্বেও এই সকল রমণীরা সর্গশক্তিমান ভগবানের মন জয় করতে পারেননি। এই সকল বোড়শ মহত দ্বারীর ক্রমতঃল কাজুক হাস্যমুখ ভট্টাকপাতের সাহায্যে তাঁদের গোপন প্রতিপ্রায়গুলি মনোমুগ্ধকরভাবে ব্যক্ত করত। এইভাবে তাঁদের ক্রমশঃশন সুস্পষ্টভাবেই দাম্পত্য দার্তা আভ্যন্তরীণ করত, তবুও কামদেবের এই ধরনের বাণে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য উপায়েও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ানিকে মোহিত করতে পারতেন না। যদিও ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারও কিভাবে তাঁর কাছে যেতে হয়, তা জানেন না, তবুও সেই সকল রমণীরা লক্ষ্মীপতিকে তাঁদের পতিক্রমে পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে হাস্যমুখ দৃষ্টি বিলম্ব করে, তাঁর সঙ্গে মন-সঙ্গম বিষয়ে ঐক্যবুদ্ধি ও ললাভের আনন্দ উপভোগ করে নিত্য বিকশিত আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রতি তাঁরা অনুরাগ অনুভব করতেন। যদিও শ্রীভগবানের দ্বারীদের প্রত্যেকের শত শত দাসী ছিল, তবুও তাঁরা নিজেরা, তাঁকে কিভাবেই অভ্যর্থনা করে, তাঁকে আসন প্রদান করে, খেঁচ সামগ্রী দিয়ে তাঁর অর্চনা করে, তাঁর পান্থসংসদ ও মর্দন করে, চিবানোর জন্য তাঁকে পান সুপারি দিয়ে, তাঁকে বাতাস করে, তাঁকে সুপ্ত ভট্টা-চন্দন অনুলেপন করে, তাঁকে ফুলমালার পোষিত করে, তাঁর বেশ প্রসাধন করে, তাঁর শয্যা প্রস্তুত করে, তাঁকে স্নান করিয়ে এবং তাঁকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করে, অথচ শ্রীভগবানের সেবা করতে পছন্দ করতেন।"

"শ্রীকৃষ্ণের দ্বারীদের মধ্যে ইতিপূর্বে আমি জটিল প্রথম মহিষীর উল্লেখ করেছি যাদের প্রত্যেকের কন্যজন করে পুত্র ছিল। আমি এখন আপনাকে ঐ জটিল মহিষীর প্রদ্যুত প্রদ্যুত পুত্রদের নাম বলব। রানী কৃষ্ণদেবীর প্রথম পুত্র ছিলেন প্রদ্যুত, এছাড়াও চাক্রদেব, সুদেব এবং সুচার সহ অসংখ্য চাক্রদেব, চাক্রগুপ্ত, ভক্তচক, চাক্রচক, কাক এবং নন্দ পুত্র চাক্র তাঁর গর্ভে জাত হয়েছিলেন। এইগুলি এই সকল পুত্রের কেউই তাঁর পিতার তুলনায় বীর ছিলেন না। সত্যভামার দশ পুত্র হলেন ভানু, সুভানু, বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহৎভানু, ক্ষতিভানু (অটম), শ্রীভানু এবং প্রতিভানু। শাশ, সুমিত্র, পুরজিৎ, শর্তজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রভেদ, বসুমান, ব্রিহৎ ও ক্রতু ছিলেন জাহবতীর পুত্র। শাশ প্রমুখ এই

দশজন ছিলেন তাঁদের পিতার প্রতি প্রিয়জন। নার্মজিৎও পুত্রোত্তম ছিলেন বীর, চক্ৰ, অশ্বপদ, চিত্রভ, বেণবান, বৃহৎ, আম, নন্দ, বসু এবং জীসম্পদ কৃষ্ণ। কট, কবি, বৃহৎ, বীর, সুবহু, ভদ্র, শান্তি, সর্গ এবং পূর্ণমান এরা ছিলেন কালিনীর পুত্র। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন সোমক। মাত্রার পুত্রজন ছিলেন প্রচোদ, গাত্রবদন, সিংহ, বসু, প্রবল, উর্ধ্ব, মহাপতি, সহু ওজ এবং অশ্বজিৎ। মিত্রবিনার পুত্রজন ছিলেন বৃক, হর্ষ, ভলিল, গুহ, বর্ধন, উদ্যাদ, মহাস, পাবন, বহি এবং কৃষি। কাম, প্রমু এবং সত্যকৈ সঙ্গে একত্রে সাত্যাক্ষিৎ, বৃহৎসেন, শুর, প্রভল, অরিক্ষিৎ, ময় এবং সুভদ্র ছিলেন ভদ্রার পুত্র। দীপ্তিমান, ভাস্কর এবং অন্যান্যরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও মৌজীস বীর। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুতের ওরসে, কক্ষীর কন্যার কন্যবতীর গর্ভে মহাবলশালী তনিকরু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হে রাজন, যখন তাঁরা ভোজকোট নগরীতে বাস করছিলেন, তখনই এই সমস্ত ঘটেছিল। হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের সহস্রকোটি পুত্র ও পৌত্র ছিল। বোড়শ মহত জননী এই বংশের সৃষ্টি করেছিলেন।"

রাজা পরীক্ষিত বললেন—“কিভাবে রুক্মী তাঁর শত্রুর পুত্রকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করতে পারলেন? শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ধারা রুক্মী পরাজিত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের হত্যা করতে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। হে সর্গ—কিভাবে এই দুই বৈরী মল বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, দয়া করে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন। যা এখনও ঘটেনি, এবং অতীতের কিংবা কর্তমানের বা কিছু ব্যাপার, তা ইন্দ্রিয়াতীত, স্বদৃশকর্তী, কিংবা প্রাকৃতিক বাধ্যবশতির মধ্যে হলেও, যোগীরা কখনই স্বাধাযত্নে অনুধাবন করতে পারেন।"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“রুক্মবতী তাঁর স্বয়ম্বর সভার কামদেবের মূর্ত্তপ্রকাশ প্রদ্যুতকে স্বয়ং স্বরণ করেছিলেন। অতঃপর, প্রদ্যুত একদিনের মধ্যে একাকী বৃহৎ করেও সমবেত সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে কন্যবতীকে নিয়ে চলে যান। যদিও রুক্মী তাঁর অপমানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বৈরীভাব সর্বদা মরশ করতেন, কিন্তু তাঁর গুণিনীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তাঁর জনিনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেছিলেন। হে রাজন, কৃতবর্মান পুত্র বনী, কনিষ্ঠবীর

কনিষ্ঠা কন্যা, বিবৃত নয়না চাকরমডীকে বিবাহ করলেন।
তখনই শ্রীহরির সঙ্গে কন্যার আবির্ভাব পড়ত, থাকা
সময়ও কন্যা তাঁর দৌরী রোচনাকে তাঁর দৌহিত্র
অনিরুদ্ধের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। যদিও, কন্যা
এই বিবাহকে ঈর্ষান্বিত বিবেচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি
স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে তাঁর ভগিনীকে সন্তুষ্ট করতে
চেষ্টা করেছিলেন। যে রাজন, সেই বিবাহের আনন্দময়
উৎসবে রাণী কনিষ্ঠা, শ্রীকলরাম, শ্রীকল এবং সাব ও
প্রমুখ প্রমুখ শ্রীভক্তদের বিভিন্ন পুত্রপণ ভোজকট নগরে
সিঁয়েছিলেন।”

“বিবাহের পর কলিঙ্গরাজ প্রমুখ একদল উচ্চতর রাজা
কন্যাকে ফল, “তোমার কলরামকে অক্ষতীড়ার পরিত্রিত
কর উচিত। হে রাজন, তিনি অক্ষতীড়ার অতিষ্ঠ মন,
কিন্তু তবুও তিনি এর প্রতি যথেষ্ট আসক্ত।” এইভাবে
পরামর্শ পেয়ে কন্যা কলরামকে আহ্বান করে তাঁর সঙ্গে
দ্যুতশ্রীড়া শুরু করল। সেই শ্রীড়ার শ্রীকলরাম প্রথমে
একদণ্ড, তারপর এক সহস্র, তারপর দশ সহস্র মুদ্রা পণ
বীকার করলেন। প্রথম পর্য্যয়ে কন্যা জয়লাভ করলে
কলিঙ্গের রাজা কলরামের দিকে তার সমস্ত দত্ত প্রদর্শন
করে উচ্চহরে হেসে উঠল। শ্রীকলরাম তা সহ্য করতে
পারলেন না। অতঃপর কন্যা এক লক্ষ মুদ্রার সাক্ষি
বীকার করল যা শ্রীকলরাম জিতলেন। কিন্তু কন্যা
“আমিই বিজয়ী!” ঘোষণা করে কপটতা করার চেষ্টা
করল। পূর্ণিমার দিনের সন্ধ্যার মধ্যে ক্রোধে ক্ষোভিত
হয়ে সুবর্ণ শ্রীকলরাম, তাঁর ষাণ্ডাবিক অরুণবর্ণের দুই
নেত্র ক্রোধে অঙ্গুষ্ঠ রক্তবর্ণ করে দশ কোটি বর্ষ মুদ্রা
পণ বীকার করলেন। শ্রীকলরাম যথার্থই এই গণটিও
জিতলেন, কিন্তু কন্যা পুনরায় ফলনার আশ্রয় গ্রহণ করে
ঘোষণা করল, “আমি জিতেছি; প্রত্যক্ষসাক্ষীরা এখানে

বসুন তাঁরা কি দেখেছিলেন।” ঐক্য তখনই আকাশ হস্ত
এক করবার ঘোষণা করল, “যমুতঃ কলরাম এই পণ
জিতেছেন। কন্যা নিশ্চিতরূপে প্রিয়ার কথা বলছেন।”
অসং রাজাদের প্ররোচনার কন্যা দৈববাণী অবজ্ঞা করল।
প্রকৃতপক্ষে, অদৃষ্ট বহু কন্যাকে প্ররোচিত করছিল এবং
তাই সে শ্রীকলরামকে এইভাবে উপহাস করতে থাকল।
তোমরা গোপবালকরা যখন স্বপ্নে নিচরণ কর, অক্ষতীড়া
সম্বন্ধে কিছুই জানো না। অক্ষতীড়া এবং বাণ দ্বারা
শ্রীড়ার কল কলরামের রাজ্যের কন্যা, তোমাদের মধ্যে
মানুষদের জন্য নয়। এইভাবে কন্যার কাছে অপমানিত
হয়ে এক রাজাদের দ্বারা উপহাসিত হয়ে শ্রীকলরাম ক্রুদ্ধ
হয়ে উঠেছিলেন। সেই পবিত্র বিবাহ সন্ধ্যা যথো তিনি
তাঁর গাভী উপভুক্ত করে কন্যাকে আশ্বাসিত করে বধ করলেন।
শ্রীকলরামের দিকে তাকিয়ে তার দত্ত প্রদর্শন করে যে
কলিঙ্গের রাজা উপহাস করেছিল, সে এখানে গালাগালে
চেষ্টা করল, কিন্তু ক্রুদ্ধ তখনই শীঘ্রই তাঁর দলকে
পাশে পেয়ে তারে ধরে ফেললেন এবং তার সবকিছু দাঁত
উৎপালন করলেন।”

“শ্রীকলরামের পক্ষীয় বিপর্যিত হয়ে অন্যান্য রাজারা
ভরে পলায়ন করল, তাদের বাণ, উরু ও মস্তক বিবীর্ণ
হয়েছিল এবং তাদের মেহ রক্তে ভিজে উঠেছিল। হে
রাজন, যখন শ্রীকলরাম শ্যালক কন্যা নিহত হয়েছিল,
তখন তিনি তা সমর্থনও করলেন না কিম্বা বিরোধিতাও
করলেন না, কারণ তিনি কনিষ্ঠা অথবা কলরাম উভয়ের
নাথ্যে স্নেহবন্ধন ভব হওয়ার ভয়ে ভীত ছিলেন। অতঃ
পর শ্রীকলরাম প্রমুখ দর্পার বশেষরূপে অনিরুদ্ধ ও তাঁর
বধূকে একটি সুন্দর রথে উপবেশন করিয়ে ভোজকট
থেকে দূরকার দাড়া করলেন। শ্রীমদুপদেশের আশ্রয় গ্রহণ
করে তারা ভ্রমের সকল উদ্দেশ্য সাধন করেছিল।”

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

উষা ও অনিরুদ্ধের মিলন

রাজ্য পরীক্ষা বললেন—“কন্যাসূরের কন্যা উষাকে
হৃদয়েই অনিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন এবং তার কলে
ভগবান শ্রীহরি ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে ষষ্ঠ
মহাবুদ্ধ হয়েছিল। হে মহারাজাণী, এই ঘটনা সম্বন্ধে
সমস্ত কিছু কৃপা করে বর্ণনা করুন।”

শ্রীমদুপদেশের গোষ্ঠী বললেন—“যখনদেবরূপে
অবির্ভূত ভগবান শ্রীহরিকে যিনি সমগ্র পৃথিবী দান
করেছিলেন, সেই মহাশয় বলি মহারাজের পত্ন পুত্রের
মধ্যে ঘোঁসে ছিল বাণ। বলির ঈর্ষান্বিত কন্যাসূর,
দেবাদিদেব শিবের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ছিল
সর্বদা মান আচরণ, এবং সে ছিল মহানুভব, বুদ্ধিমান,
সত্যনিষ্ঠ এবং মৃদুভব। সানোরম শৌখিনপুত্র সন্ন্যাসী ছিল
তার স্নেহের অধীন। যথেষ্ট দেবাদিদেব শিব তাকে
অনুগ্রহ করেছিলেন। তাই দেবতারও তৃপ্তির মধ্যে
কন্যাসূরের কাছে আত্মবাহ হতে থাকত। একবার, শিব
যখন তার তপস্ব-মুদ্রা করছিলেন, তখন বাণ তার এক
সহস্র হাত দিয়ে বাণ দ্বারা সন্ন্যাসীর মাথায় শিবকে
বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করেছিল। সর্বভূতেশ্বর, বল্য ভক্ত
কন্যাসূর মহাদেব কন্যাসূরকে তার পছন্দমতো বর প্রার্থনা
করতে বলে সন্তুষ্ট করলেন। বাণ যখনদেব তার হস্তের
নগরশালক হস্তের প্রার্থনা জানাল। কন্যাসূর তার
সন্তুষ্টে উত্তর দিয়ে উঠেছিল। একদিন দেবাদিদেব শিব
যখন তার পাশে বসেছিলেন, তখন বাণসূর তার
সুখসম উচ্চল মুকুটখানি দেবাদিদেব শিবের পাদপদ্ম
স্পর্শ করে তাঁকে বলতে লাগল—“হে দেবাদিদেব
মহাদেব, জগতের নিরন্তর ও গুরুতর, আপনাকে আমি
প্রশংসা নিবেদন করি। যারা অসুখকায়, তাদের কামনা
পূরণকারী আপনি কখনওকর মধ্যে। আমাকে আপনার
সেওয়া এই এক সহস্র বার একটি অস্ত্রের বোকা হয়ে
উঠেছে মত। আপনি ছাড়া ভিত্তিহীন বুদ্ধ ভাব (যেণ)
আমি কান্ডকে আমি পেলাম না। হে আদিত্য, আমার
সব কণ্ঠ্যন চকল বুদ্ধ বার দিয়ে পবিত্রগুলি চূর্ণ করে

শিব-গুরুগণের সঙ্গে বৃদ্ধ অগ্রহী হয়ে আমি এগিয়ে
গেলে সেই সমস্ত বৃদ্ধ মণ্ডলীও ভয়ে পলায়ন করেছিল।
দেবাদিদেব শিব তা প্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর
দিয়েছিলেন, “ওহে সূর্য, যখন তুমি আমার সমস্তক করও
সঙ্গে বৃদ্ধ ভাব, তখন তোমার স্নেহের কণ্ঠাই ভয় হবে।
সেই বৃদ্ধ তোমার দর্প ক্রিষ্ট করবে।” এইভাবে উপদেশ
লাভ করে, নির্বোধ বাণসূর শূন্য হয়েছিল। হে রাজন
তখন দেবাদিদেব শিব সেই মুর্খের শক্তি ক্রিয়াক্ষেপে
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রতীক্ষা করার জন্য গৃহে
গমন করল।”

“একটি বধের মধ্যে বধের কন্যা উষার সঙ্গে
প্রমুখের পুত্রের এক প্রণয়োচ্ছলক সাক্ষাৎ হয়েছিল,
যদিও উষা তার প্রেমিককে ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি বা
তাঁর কথা শোনেনি। উষা তাঁর বধের যাকে তাঁর কায়
পুত্রের দর্প থেকে বঞ্চিত হয়ে সমস্ত তাঁর সন্ন্যাসীর
মাক্ষানে জেগে উঠে ‘হে কায়, আপনি কোথায়?’ বলে
ক্রন্দন করে অভ্যস্ত বিদ্রোহ ও লক্ষিত হতেছিলেন।
কৃত্যও নামে বাণসূরের এক মহী ছিল, যার কন্যা
চিরসেবা ছিল উষার সখী। সে গর্ভের কৌতূহলের সঙ্গে
তার সখীকে জিজ্ঞাসা করল—‘হে সখীর ভ্রমসম্পন্ন
সুন্দরী, তুমি কাকে অন্বেষণ করছ? তুমি কোন্ কামনা
অনুভব করছ? এখনও পর্যন্ত, হে রাজকন্যা, কোনও
পুত্রকে তোমার পানিপ্ৰসঙ্গ করতে দেখে দেখিনি।’

উষা . . . বলল—‘বধে আমি একজন ন্যায়বর্ণ,
কমলদল, কী . . . বসন পরিহিত ও বাল্যলীলা সহ সমস্ত
পুত্রকে দর্প করেছিল, তিনি কোন্ ঐক্য রমণী-স্নেহ
স্পর্শ করেছিলেন? আমি সেই প্রেমিককে অন্বেষণ
করছি। আমার . . . তাঁর স্নেহের অধু পান করিয়ে, সে
কোথাও চলে গেছে এবং এইভাবে সে গুপ্ত কন্যা প্রচণ্ড
লালায়িত করে নিয়ে আমাকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জ
করে দেবে।’

চিত্রলেখা বলিল—“আমি তোমার মুখ দূর করব। যদি ত্রিভুবনে তাঁকে কোথাও পাওয়া যায়, তবে তোমার হৃদয় হরণকারী সেই ভাবী স্বামীকে আমি এনে দেব। আমাকে দেখিয়ে দাও সে কে। এই কথা বলে, চিত্রলেখা বেবতা, গজব, সিদ্ধ, চারণ, পরম, লৈল্য, বিদ্যাধর, স্বপ্ন ও নানা মানুষের ছবি যথাযথভাবে আঁকতে শুরু করল। হে রাজন, মানুষের মধ্যে থেকে শুবসেন, আনন্দমুখি, কল্কাস ও কৃষ্ণ সহ কৃষ্ণদের ছবি চিত্রলেখা অঙ্কন করেছিল। উষা যখন প্রদ্যুম্নের ছবি দেখল, তখন সে অস্বস্তি হয়ে উঠল এবং যখন সে অনিষ্টের ছবি দেখল তখন সে লজ্জায় তার মস্তক অবনত করল। হাসতে হাসতে সে বলে উঠল, “ইনিই সেই! ইনিই তিনি!” বৌদিক শক্তি সম্বিতা চিত্রলেখা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র (অনিষ্টক) রূপে চিনতে পারল। হে রাজন, সে তখন বৌদিক আকাশপথ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষাধীন স্থানকর চলে গেল। সেখানে সে প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিষ্টককে একটি সুন্দর লম্বায় নিষ্পত্তি দেখতে পেল। তার বৌদিক ক্ষমতার সাহায্যে সে তাঁকে ঘুরে নিয়ে শোণিতপুরে চলে গেল, যেখানে সে তার সখী উষার কাছে তার প্রিয়তমকে উপস্থিত করল।”

“উষা যখন মানুষের মধ্যে পরম সুন্দর তাঁকে দর্শন করল, তার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পুত্রকে পক্ষে দুর্লভ অস্ত্রপুত্র সে প্রদ্যুম্ন-পুত্রকে নিয়ে গেল এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করল। উষা অনিষ্টককে মল্ল, গজ, ধূপ, দীপ, আসন ইত্যাদির সঙ্গে অমূল্য বসন দিয়েমন করে বিকৃত সেবার সঙ্গে তাঁর পূজা করেছিলেন। তিনি তাঁকে বিবিধ গানীয়, সবল ধবনের বাদ্য ও সুমিষ্ট বাক্য নিবেদন করলেন। এইভাবে তিনি তখন কুমারীসেব অব্যাসে গৃহস্থে অবস্থান করছিলেন তখন অনিষ্টক নিজের পর তিন অতিবাহিত হওয়া লক্ষ্যই করেন নি, কারণ তাঁর জন্য নিরন্তর বিকশিত উষার অনুগমে তাঁর ইন্দ্রিয়নি জবিস্ট হয়েছিল। শ্রী-রক্ষীরা ঘটনাক্রমে সপোহিতভাবে প্রায়সম্বন্ধ লাভের লক্ষণাদি উষার মুখে দেখেছিল, তিনি তাঁর কুমারীভূত লক্ষ্যে কাজে যথু বীরের কাছে উপভূক্ত হয়ে সম্প্রত্য শুবের সকল চিত্র যখন করেছিলেন। রক্ষীরা বাণসুরের

কাছে গিয়ে তাঁকে ধরেছিল, “হে রাজা, আমরা আপনাকে কন্যার মধ্যে কুলদোষযুক্ত, অনুগত আচরণতরী লক্ষ্য করেছি।”

“কখনও আমাদের ছান ত্যাগ না করে আমরা যত্ন সহকারে তার উপর লক্ষ্য রাখছিলাম, হে রাজা, তবু আমরা বুঝতে পারছি না, কিভাবে সেই কন্যা, যাকে কোন পুত্র দর্শন করতে সমর্থ নয়, সে প্রাসাদের মধ্যেই পুষ্টিত হলেন।”

“তার কন্যার কলুষতা সম্পর্কে জ্ঞান করে অত্যন্ত উদ্বেজিত, বাণাসুর সমস্ত কন্যার আবাসে গৌল। সেখানে সে যদুপুত্র অনিষ্টককে দেখতে পেল। বাণাসুর তার সামনে ঘনশ্যাম বর্ণ, নীলবসনধারী, কমলনয়ন ও বলশালী বাক্যসম্বিত কামদেবের পুত্রকে দেখতে পেল। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল বীতিশ্রাম কুণ্ডল ও কেশরাশি এবং ইবং হাস্য যুক্ত দৃষ্টিপাতে বিভূষিত। তিনি যখন তাঁর পরম মলময় শ্রিয়র সম্প্রদায় উপবেশন করে অক্ষত্রীভূত করছিলেন, তখন তাঁর দুই বাহুর মধ্যে খুলছিল বসন্তকালীন স্নিকাকুলের মালা যা তিনি বন্ধন তাঁকে আনিজন করেছিলেন তখন তার তনের কুণ্ডলে অনুলিত হয়েছিল। বাণাসুর এই সব লক্ষ্য করে বিস্মিত হল। বাণাসুরকে বধ সপত্র প্রহরী নিয়ে প্রবেশ করতে দেখে, অনিষ্টক তাঁর লৌহ গদা উত্তোলন করলেন এবং যে তাঁকে আক্রমণ করবে তাকে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে লগুয়ারী স্বয়ং স্বয়ং মতো মনে হচ্ছিল। চতুর্দিক থেকে প্রহরীরা যখন তাঁকে ধরবার চেষ্টার অগ্রসর হল, তখন কোনও পুত্র মলের নেতা যেমন কুকুরদের গাড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে অনিষ্টক তাদের আক্রমণ করলেন। তাঁর আঘাতে প্রহরীরা তাদের ভাঙা মাথা আর হাত-পা নিয়ে তাদের প্রাণ ভরে নৌড়তে থাকল এবং প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু অনিষ্টক বাণের সৈন্যবাহিনীকে আঘাতে বিনষ্ট করা সত্ত্বেও বর্ষীয় সেই বলশালী পুত্র কৃষ্ণ হয়ে তাঁকে তার বৌদিক মাগপাশে আবদ্ধ করল। উষা যখন অনিষ্টকের কন্যা হওয়ার কথা শুনলেন, তখন তিনি শোকে ও বিষাদে বিহ্বল হলেন; তাঁর দৃঢ়তা অক্ষপূর্ণ হল এবং তিনি কাঁদছিলেন।”

ত্রিযুগ্তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন

শ্রীম শকুনের গোহারী বললেন—হে ভবভর বৎসর, অনিষ্টকর আচীর স্বজন তাঁকে কিভাবে না দেখে বর্ষায় তার মাস শোকে-মুখে অতিবাহিত করলেন। নারদের কাছে থেকে অনিষ্টকের আচরণ ও তাঁর কন্যা হওয়ার বার্তা শোনার পরে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের মিত্র অধীশ্বর বিগ্রহ রূপে অর্চনাকরী, কৃষ্ণাঙ্গ শোণিতপুরে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেত্বে প্রদ্যুম্ন, সাজকি, গদা, সাই, সারিগ, মল, উপলক্ষ, ছত্র এবং সাত্তত বংশের অন্যান্য প্রধানগণ ছাড়া সৈন্যবাহিনী নিয়ে চতুর্দিক হতে বাণাসুরের রাজধানী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত করে তা অবরোধ করলেন। বাণাসুর তার নগরীর উপান, প্রাচীর, বনকক্ষ ও প্রবেশ তোরণগুলি ধ্বংস হতে দেখে ক্রোধে পূর্ণ হয়ে সম সাত্তত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সমুদীন হওয়ার জন্য খার হল। দেবাদিদেব শিব, তাঁর বৃষ-বাহন নন্দির উপরে আরোহণ করে প্রায়গণ ও তাঁর পুত্র জাতিকের সহ কলরাম ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধ বাণের লক্ষে যুদ্ধ করার জন্য এলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শব্বরের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও জাতিকের মধ্যে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, তুমুল আলোড়নপূর্ণ ও রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কুরাত ও কৃপকর্ণের সঙ্গে, সাই বাণ-পুত্রের সঙ্গে এবং সাজকি বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। সিদ্ধ, চারণ ও মহান মুনিগণ, গজব, অলরা ও যক্ষগণ সহ ব্রাহ্মা এবং অন্যান্য দেবেশ্রগণ সকলে তা দর্শন করার জন্য তাঁদের সিংহ বিমান যোগে আগমন করলেন। তাঁর পার্শ্ব নামে ধনুক থেকে তাঁরা প্রায়শই নিষ্ক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণ শিবের বিভিন্ন অনুগ্রহ ভূত, প্রমথ, গুহাক, ভাকিনী, বড়গন, বেতলা, বিনায়ক, ধ্রুত, মাতা, শিলাচ, কৃষ্ণাও এবং ব্রাহ্ম-রাক্ষসদের সকলকে বিভাড়িত করলেন। বিনুলধারী দেবাদিদেব শিব শারঙ্গধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিবিধ অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিছুমাত্র কিলিত হলেন না—তিনি যথার্থ প্রতি অস্ত্র ধারা সেই

সকল অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক একটি ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে একটি বায়বাস্ত্রকে পর্বতাস্ত্র দিয়ে, অগ্নিব্রহ্মাস্ত্রকে বায়বাস্ত্র দিয়ে এবং দেবাদিদেব শিবের পাণ্ডপাস্ত্রকে তাঁর নিজস্ব নারায়ণাস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করেছিলেন। ভূতগাস্ত্র দিয়ে শিবকে মোহিত করে ঠাক্রে হাই চুলতে বাধ্য করার পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসি, গদা ও বাণ দিয়ে বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীকে আঘাত করতে অগ্রসর হলেন। চতুর্দিক হতে অবিরাম বর্ষিত প্রদ্যুম্নের তীরের আঘাতে জাতিকের বিপর্কিত হয়েছিলেন আর তাই তাঁর অঙ্গ হতে রক্ত ঝরতে করতে তাঁর বাহন ময়ূব পুটে উঠে বৃক্ষক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিলেন। কৃষ্ণাও ও কৃপকর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গদায় নীভনে নিপতিত হল। যখন এই দুই অসুরের সৈন্যবাহিনী দেখল যে, তাদের নেতারা নিহত হয়েছে, তখন তারা চতুর্দিকে পলায়ন করল। বাণাসুর তার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে কৃষ্ণ হয়ে উঠল। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ ত্যাগ করে তার রথারোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল। যুদ্ধের জন্য ধর্পোন্মত্ত অশ্ব একই সঙ্গে তার পাঁচপদ ঘনুকের সমস্ত জ্যা আকর্ষণ করল এবং প্রত্যেক জ্যাতে দুটি করে তীর যোজনা করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের প্রতিটি ধনুক একসঙ্গে ধ্বংস করলেন এবং তার রথ, রথের সারথি ও অশ্বগুলিকেও সম বিনাশ করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর শঙ্খধ্বনি করলেন। ঠিক তখনই বাণাসুরের মাতা, কোঁঠা, তার পুত্রের প্রাণ রক্ষার বাসনার অপূরণীয়তাকে বেশে নথ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হল। ভগবান গদ্যপ্রভ নথ নদী কর্ণ পরিহার করার জন্য তাঁর মুখ ফেরালেন এবং তখনই বাণাসুর রথধীন হয়ে প্তি ধনু নিয়ে তার মগরীতে পক্ষ্যমন্দের জন্য সুযোগ প্রদান করল।

“শিবের অনুগ্রহে বিতাড়িত হওয়ার পর, শিব-কুর, যার ছিল তিনটি মাথা এবং তিনটি না, সে শ্রীকৃষ্ণকে



অগ্রসর করার জন্য শবিত হল। শিব-স্বর অগ্রসর হলে মনে হয়েছিল যে, সে যেন মন বিকের সমস্ত কিছু ধর করে। সেই মুটিমান অনুকূল অগ্রসর হতে লাগল করে, ভগবান নামায় তখন তাঁর আপন মুটিমান স্বর-অগ্র, বিষ্ণু-স্বরকে যুক্ত করলেন। এইভাবে শিব-স্বর ও বিষ্ণু-স্বর পরস্পরের বিচ্ছেদ যুক্ত করেছিল। বিষ্ণু স্বরের বলে প্রতিভূত হয়ে যন্ত্রায় শিব-স্বর প্রসঙ্গ করে উঠল। কিন্তু কোনও আশ্রয় না পেয়ে, ভয়ভীত শিব-স্বর তখন হঠাৎকেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর আশ্রয় লাভের আশায় প্রার্থনা করল। তাই কৃতান্তলিপুটে সে শ্রীভগবানের প্রতি করতে শুরু করল।”

শিব-স্বর বলেছিল—“সকল জীবের পরমাশ্রয়, ভগবান, অনন্তশক্তি-সম্পন্ন আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনি শুধু এবং পূর্ণ জ্ঞানের ধারক এবং প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আপনিই যেক-প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম, পূর্ণরূপে প্রকাশ। কাল, সৈব, কর্ম, জীব ও তার স্বভাব, সৃষ্টি উপাদান, বেদ, প্রাণবায়ু, অহঙ্কার, ইন্দ্రిয় ইন্দ্రిয়াদি এবং এই সর্বকিছু সামগ্রিকভাবে যা জীবসমূহে প্রতিফলিত হয়, এই সমস্ত কিছুই আপনার মায়, বীজ ও অঙ্কুরের মতো এক নিরন্তর প্রবাহ। আমি প্রায় নিবৃত্তকর্মী আপনার এই সত্তার শরণ গ্রহণ করি। সেবন, সাধুগণ এবং এই জগতের ধর্মসূত্রগুলি পালন পোষণের উদ্দেশ্যে আপনি বিভিন্নভাবে আপনার লীলা সম্পন্ন করেন। এই সমস্ত লীলার মাধ্যমে আপনি উদ্ধারগামী হিংসাপরায়ণ সকলকে বধ করেন। প্রকৃৎপক্ষে, আপনার বর্তমান অবতরণের উদ্দেশ্যই চূড়ার হরণ। আপনার ভয়ঙ্কর স্বর-অন্ত্রের প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা আমি পীড়িত হয়েছি, যে-প্রান্ত শীতল অথচ সজ্জর। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল প্রাণী জাগতিক আত্মাঙ্কার বদ্ধ হয়ে থাকে এবং এইভাবে আপনার চরণ সেবার বিমূষ হয়ে থাকে, ততক্ষণ তারা অবশ্যই মূঃঃ ভোগ করে।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে ত্রিবিয়, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার স্বর অত্র থেকে তোমার ভয় দূর হোক। যে আমাদের এই কাণোপকণ শ্রবণ করবে, তাহাও তোমাকে কোনও ভয়ের কারণ থাকবে না।”

“এইসব কথা শুনে, মাহেশ্বর স্বর অত্যন্ত ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান করল। কিন্তু ভগ্ন বাণাসুর তার রথে আরোহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য হাজির হল। তার সহস্র হাতে নানা অস্ত্র ধারণ করে, হে বাহন, সেই ভয়ঙ্কর ক্রোধ অসুর চর্যাদী শ্রীকৃষ্ণের নিকে অস্ত্র বাণ নিক্ষেপ করল। বাণ প্রমাণত তাঁর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে শ্রীভগবান তাঁর ক্রুরতার চক্ষু ব্যবহার করে বাণাসুরের বাণগুলি যেন বৃক্ষ শাখার মতো ছেঁদন করতে লাগলেন। দেবাদিদেব শিবের তত্ত্ব বাণাসুরের হাতগুলি কেটে নড়ে যাবে বেধে শিব তার প্রতি অনুকম্পা অনুভব করে ভগবান চর্যাদেবের (শ্রীকৃষ্ণ) কাছে উপস্থিত হয়ে এইভাবে বললেন—আপনিই একমাত্র পরম ব্রহ্ম, পরম কোটিধর্মপ, সমস্তকে পূত্বে অধিষ্ঠিত পরম ভব। যাদের দ্বন্দ্ব নির্মল, তারাই আকাশের মতো শুদ্ধ স্বরূপ আপনাকে ধর্ষন করতে পারে। অকাশ আপনার মাতি, অগ্নি আপনার দুঃ, জল আপনার বীর্ষ, এবং বর্গ আপনার মস্তক। সিন্ধুমুহ আপনার প্রবলেন্দ্রিয়, ভেকর চক্ৰাঙ্গ আপনার দেহের রোমরাজি, এবং জলধি মেঘ আপনার মস্তকোত্র কেশ। পৃথিবী আপনার লব, চক্ৰ আপনার মন, এবং সূর্য আপনার দৃষ্টি এবং আমি আপনার অহঙ্কার। সমুদ্র আপনার উদর, ইন্দ্র আপনার বাহ, ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার বুদ্ধি স্বরূপ মানব সৃষ্টির জনেন্দ্রিয়ার মতো এবং বর্ম আপনার হৃদয়। প্রকৃৎপক্ষে আপনি আমি পুরুষ, জগতের ঐশ্বর্য। হে অকৃত শক্তিমান, জড় জগতে ধর্ম রক্ষ ও সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার এই অবতরণ। আমরা যেরূপে প্রত্যেকে আপনার কৃপা ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে সব ভূতনকে পালন করছি। আপনি আমি পুরুষ, অধিতীয়, তুর্বীয়, ও ত্র-প্রকাশ। কারণ রহিত আপনি সর্বকালের কারণ এবং আপনি পরম শ্রিত্ত। তথ্যনি আপনার মায়াশক্তি দ্বারা প্রভাবিত বস্তুর বিকার সমূহে আপনি প্রতীয়মান হন—আপনি বিকরে অনুমেয়ন করেন যাতে বিভিন্ন জড়ত্ব সত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারে। হে ভূমন, সূর্য যেমন, মেঘের মাঝে গুপ্ত থেকেও, যেহ ও অন্যান্য সকল দর্শনীয় রূপকেও আলোকিত করে, তেমনি আপনি জড় গুণাবলীতে গুপ্ত

হলেও আত্ম দীপ্তমান রূপে অবস্থান করেন এবং এইভাবে সেই সকল গুণাবলীর অধিকারী জীবদের সঙ্গে সেইগুলি প্রকাশ করেন। আপনার মায়ায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হলে, পুত্র, পত্নী, গৃহ সঙ্গারে পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ায় হলে, মানুষ জড় মূঃঃের সমুদ্রে নির্মজ্জিত হয়ে কখনও তেমে ওঠে এবং কখনও ডুবে যায়। যে ভগবানের কাছে থেকে এই মানব জীবন উপহার স্বরূপ অর্জন করেও তার ইতিমধ্যে নিমন্ত্রণ এবং আপনার শ্রীচরণে সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়, সে নিশ্চিতরূপে অনুশোচনার সোণ্য, কারণ সে কেবল নিজেকেই প্রদক্ষনা করেছে। যে মানুষ দ্বিতীয় বিনবীত স্বভাবের ইন্দ্రిয়-বিবয়ের জন্য তার স্বার্থ আশা, প্রিয়তম সুহৃৎ এবং সৈব হলেও আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবারে বিব ভক্ষণ করে। আমি, ব্রহ্মা, অন্যান্য দেবতামণ এবং চক্চির মূনিগণ সকলে সর্বভোক্তা আমাদের প্রিয়তম পরমাশ্রয় এবং ভগবান আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি। সঙ্গার মুক্তির নিমিত্ত, হে ভগবান, আমরা আপনাকে ভজনা করি। আপনি প্রকৃতির পালক এবং সৃষ্টি ও নিঃপের কারণ। সমস্তবাপর এবং প্রশান্তচিত্ত আপনি প্রকৃত সুহৃৎ, পরমাশ্রয় এবং পূজ্যীয় ভগবান। আপনি অধিতীয়, সকল জগতের ও সকল আকার আশ্রয়। এই বাণাসুর আমার প্রিয় ও বিব অনুগামী এবং আমি তাকে হৃদয়ন্ত করেছি। সুতরাং হে ভগবান, অনুগ্রহ করে তাকে কৃপা করুন, যেমন আপনি অসুরাধীশ প্রহ্লাদকে কৃপা করেছিলেন।”

শ্রীভগবান বললেন—“হে ভগবান, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা অবশ্যই, তুমি আমাদের কাছে যা প্রার্থনা করবে, তা করব। আমি তোমার সিংহাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণ

একমত। আমি বৈরোচনীর এই অনুগতকে হত্যা করব না, কারণ আমি প্রহ্লাদ ব্রহ্মরাজকে বড় প্রদান করেছিলাম যে, আমি তাঁর কোন বংশধরকে হত্যা করব না। আমি বাণাসুরের কথগুলি ছেঁদন করেছিলাম তার অহঙ্কার দমন করার জন্য। আর আমি তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিধন করেছিলাম কারণ তা পৃথিবীর ভয় হয়ে উঠেছিল। এই অসুর, যার একশও চারটি বাহ রয়েছে, সে জ্ঞান ও মরণ রহিত হবে এবং সে তোমার প্রধান পার্বদগণের একজন হয়ে সেবা করবে। এইভাবে তার আর কোনও বিবের কোনও ভয় থাকবে না। এইভাবে অস্ত্র লাভ করে বাণাসুর ভূমিতে তার মাথা স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর অদিক্র ও তাঁর কণ্ঠে তাঁদের রথে উপবেশন করিতে বধ তাঁদের ভগবানের সামনে নিয়ে এসেছিল। সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিত অদিক্র ও তাঁর কণ্ঠ উভয়কে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলের সামনে রেখে এক অশ্বোঁহিনী পেনা দ্বারা পরিবৃত্ত করলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবাদিদেব শিবের কাছে নিবন নিয়ে যাত্রা করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। প্রচুর পরিমাণে পতাকা ও বিজয় তোরণ দিয়ে নগরীকে সাজানো হয়েছিল এবং রাজপথ ও চত্বরগুলি জল সিক্ত করা হয়েছিল। শব্দ, আনন্দমুদ্রি ফলিত হলে শ্রীভগবানের আদ্বীয়-বজ্র, ব্রাহ্মণ এবং জনসাধারণ সকলে এগিরে এসে তাঁকে প্রস্তুত সহকারে অভিনন্দিত করেছিল। প্রত্যেকালে উঠে দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুক্ত বিজয় কাহিনী যে শ্রবণ করে, তার কখনও পরাভয় হবে না।”

৬৬

৬৬

৬৬

চতুষ্টিম অধ্যায়

রাজা নৃগ উদ্ধার

শ্রীমদ্রাঘনি বললেন—“হে রাজন, একদিন সাত, প্রত্যঙ্গ, চাক, তানু, পদ এবং কপু বংশের অন্যান্য স্বজনগণা খেলা করার জন্য একটি উপবনে গিয়েছিল। অঙ্গকঞ্চল খেলা করে, তারা তৃপ্ত হইয়া উঠেছিল। তারা যখন জলের খোঁজ করছিল। তখন একটি ওকলো কুরোর ভিতরে আঁকরে একটি অদ্ভুত প্রাণী দেখতে পেল। পাছাড়ের মতো এই গিরগিটিটাকে দেখে ছেলেরা অস্বস্তি হইয়া গিয়েছিল। তার জন্য তাদের দুঃখ হল এবং তাকে কুটো থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল। তারা চামড়ার ফিতা ও তারপর পাকানো মজাদারি দিয়ে আটকে লজা গিরগিটাকে বাঁধল, কিন্তু তবুও তাকে তুলতে পারল না। তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে তারা গেল এবং উত্তেজিত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাকে সব কথা বলল। অগত্যা শালক কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের কুরোরের কাছে গেলেন এবং গিরগিটিটাকে দেখলেন। তারপর তাঁর বাম হাত দিয়ে অস্তি সহজই তিনি সেটিকে তুলে আনলেন। মহিমাম্বিত শ্রীকৃষ্ণের হাতের স্পর্শলাভে সেই প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ তার নির্দিষ্ট রূপ ত্যাগ করে এক স্বর্গবাসীর রূপ ধারণ করল। তার দেহ বর্ণ তপ্ত সুবর্ণের মতো এবং বিচিত্র অলঙ্কারিণী, বদন ভূষণ এবং পুষ্পমালায় সে শোভিত ছিল।”

“তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি সবই জানতেন, তবু জনসাধারণকে তা জানানোর জন্যই তিনি এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে মহাভাগ্যবান, আপনি কে? আপনার মহাবাহুর রূপ চর্চন করে আমি মনে করি যে, আপনি অবশ্যই কোন মহান দেবতা হবেন। কোন অর্জুণ কর্তৃক মাধ্যমে আপনি এই অবস্থায় উপনীত হয়েছেন? হে সুভদ্র, মনে হয় আপনি এমন মূর্ত্যুগোব যোগ্য নন। আমরা আপনাকে লিখে জানতে আশ্রয়ী,— যদি, ‘তা আমাদের কল্যাণের জন্য কল-কল আপনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তা হলে মর্য্য করে আপনার সম্বন্ধে আমাদের অন্তরঃ কখন।”

শ্রীমদ্রাঘনি গোখারী বললেন—“এইভাবে জনপ্রমুখী শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে সূর্যের মতো দীপ্তমান নির্মলিয়ারী রাজা জগদানন্দ মাধবকে প্রণাম নিবেদন করে এইভাবে উত্তর প্রদান করলেন।”

নৃগ রাজা বললেন—“ইন্দ্রকূলের পুত্র আমি নৃগ নামে পরিচিত এক রাজা। হে প্রভু, দানবীল যমুসুদের তালিকা ঘোষণার সময়ে সত্ত্বকত আপনি আমার কথা শুনেছিলেন হে নাথ, আপনাকে কাছে কিছু অকামা থাকতে পারে কি? কালের প্রভাব সত্ত্বেও আপনার অব্যাহত পুষ্টির মাধ্যমে আপনি সকল জীবের হৃদয়ের সাক্ষী হয়ে আছেন। তথাপি আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি সবই বলব। পৃথিবীতে যত বানুকল আছে, আকাশে যত নক্ষত্র আছে, অথবা বর্ষা ধারায় যত জলবিধি থাকে, আমি ততগুলি গাভী দান করেছি। তক্ষশী, কপিল, দৃকবতী গাভী, যারা সং-বভাব, সুকলা ও মৃদুগন্ধবর্ণী হুতা, যারা সদ্ভাবে উপাধিভা, এবং যারা স্বর্গবন্ধ শূন্যবিলিষ্টা, রৌপ্যবন্ধ খুর এবং সুন্দর অলঙ্কৃত খড়্গ ও হালো শোভিত এই ধরনের সকল গাভীগুলি আমি দান করেছিলাম। আমি প্রথমে আমার দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত করার মাধ্যমে সম্মানিত করতাম। সেইসব অত্যন্ত উত্তম ব্রাহ্মণগণ ছিলেন তরুণ, মজলিত ও বিবিধ গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ ছিল অসংখ্য। তাঁরা ছিলেন সত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত, তাঁদের তপস্বীতার জন্য সুপরিচিত, বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তাঁদের আচরণে সামুভাবাপন্ন। আমি তাঁদের গাভী, ভূমি, বর্ণ এবং কসগৃহের সঙ্গে অশ্ব, হস্তী, ও দাসীসহ বিবাহযোগ্য কন্যা এবং ভিন্ন, রৌপ্য, সুন্দর লম্বা, কল ভূষণ, স্তম্ভ সামগ্রী, আসবাব পত্র এবং অনেক রথও দান করতাম। অধিকন্তু, আমি বৈদিক বজ্রাদি সম্পাদন করেছি এবং বিবিধ প্রকার ধর্মীয় কল্যাণকর কাঙ্ক্ষণও করেছি।”

“একবার কোনও এক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি

গাভী পদ তুলে আমার গোষ্ঠে প্রবেশ করল, তাই আমি তাকে দান করেছিলাম। সপ্ত গাভীটির প্রথম ত্রিভুজ তপস্বী মিত্র হোত দেখলেন, তখন তিনি বললেন, ‘এটি আমার?’ জিহ্বার দ্বারা তিনি উপহার স্বল্প গাভীটিকে দ্রুত করেছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, ‘না, এ আমার। নৃগ তাকে আমার দান করেছেন।’ দুই ব্রাহ্মণ যখন তর্ক করছিলেন, তখন তাঁদের মিত্র উদ্দেশ্যে সাধনের তেজস্বী আদর্শ কাছে এলেন। তাঁদের একজন বললেন, ‘আপনি আমাকে এই গাভী দান করেছিলেন’, এবং অন্যজন বললেন, ‘কিন্তু আপনি তাকে আমার কাছে থেকে অপহরণ করেছেন।’ এই তর্কে আমি বিভ্রান্ত হইয়া গেলাম। এই অবস্থায় আমার কঠিন মনে এক ভয়ানক সঙ্কটে পড়েছি বুঝতে পারি, আমি সন্নিহিত দুই ব্রাহ্মণের কাছে অনুন্নত ওরোধ, ‘আমি এই গাভীটির পরিবার, অঙ্গদাদের এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ গাভী দান করে। মর্য্য করে তাকে আমার ফিরিয়ে দিন। আপনার মেরুদেশে আমাকে আপনারা কণা করুন। আমি কি করছি, তা বুঝতে পারিনি। এই কঠিন অবস্থা থেকে মর্য্য করে আমাকে রক্ষা করুন, মর্য্য আমি নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইয়া অধঃপতিত হব। গাভীটির এমন যিনি দাতিক, তিনি বললেন, ‘হে রাজন, এই গাভীর বিনিময়ে আমি অন্য কোন কিছু চাই না’, এবং চলে গেলেন। অন্য ব্রাহ্মণও বলে দিলেন, ‘আপনি যা নিচ্ছেন, তার চেয়ে আরও লক্ষ হাজার বেশি গাভীও আমি চাই না বলে তিনিও চলে গেলেন। হে দেবেন্দ্র, হে ভগবান, এইভাবে সুবোধ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশে যম মৃতেরা আমাকে সমালোচনা নিয়ে গেল। সেখানে বহুদল যম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে রাজন, তুমি কি প্রথমে তোমার পাণের মল ভোগ করতে চাও, কিংবা তোমার সমস্ত বর্মকর্মের মল ভোগ করবে? বাড়বিকই, তোমার কর্তব্যনিষ্ঠ মানের তথ্য ফলস্বরূপ অলঙ্কৃত স্বর্গসুখ ভোগের কোনই আশ্ব দেখছি না। আমি উত্তর দিলাম, প্রথমে, হে প্রভু, আমাকে পান কর্মফল ভোগ করতে দিন, এবং বর্মভোগ হইলেন, ‘তা হলে পতন হোক।’ উৎসাহে আমার পতন হল, এবং হে প্রভু, পতন কালে আমি নিজেই একটি গিরগিটি হইয়া যেতে দেখলাম।”

“হে দেব, আপনার দান লাগে আমি ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রতিপত্তা এবং তাঁদের অকাতুর মল কবচাম এবং আমি নিজেই আপনার মর্গলাভের উৎসুক হইয়া থাকতাম। তাই, এখনও আমার অর্জিত গাভী আমি বিস্মৃত হইনি। হে সর্বপতিমান এখানে আমার সমানে আমার সুমহান অঙ্গদকে চর্চন করছে, এটা কিভাবে সম্ভব হল? আপনি পবনরূপ হয়ে মর্য্য হোত দেখলেন গাভী ওরোধ অস্থির তেজস্বী চিত্র বেনবনের মাধ্যমেই ধান করেন। তা হলে, হে অধঃপতন, জাগতিক জীবনের সুসংহত বিনিময়ে আমার দুষ্টি অক্ষম হইয়া পড়লেও বিভাবে আপনি প্রত্যক্ষরূপে আমার দুষ্টি গোচর হইলেন। যিনি এই পৃথিবীতে তাঁর জড় জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করেছেন, তেজস্বী তিনিই হোত আপনার মর্গে সমর্থ হন। হে দেবেন্দ্র, ভগবান, গৌরব, পুণ্যযোগ্য ন্যায়, দীর্ঘজীবন, পুণ্যভোগ, ত্যাগ, অস্বাদ। হে কৃষ্ণ, মর্য্য করে আমার স্নেহভোগে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আমি যেখানেই কস কবি, হে প্রভু, আমার মন যেন সর্বদা আপনার শ্রীচরণে অস্তর প্রদান করে কসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে আমি কল্যায় আমার প্রার্থনা নিবেদন করি। আপনি সকল জীবের উৎস, পূর্ব প্রাণ, অমৃত পণ্ডিতবিন অধিকারী, যোগের সকল পন্থা অধীশ্বর। এই রাজ, নৃগরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শন করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে তাঁর মূর্ত্তি স্পর্শ করলেন। বিদ্যার প্রভাব অনুমতি লাভ করে নৃগরাজ হাতের সমবেত সকলের সান্নিধ্যে একটি অপরূপ নিব্য বিদ্যায় আরোহণ করলেন।”

“পরামর্শের ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ, দেবতীন্দ্র—যিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুব্রত এবং যিনি ধর্ম্মের, তিনি তখন তাঁর পরিচর্য্যের বর্ণনায় এবং এইভাবে সাধারণভাবে রাজন্যবর্গকে উপদেশ প্রদান করলেন। অগ্রিম চেয়েও তেজস্বী কোনও মানুষ যদি ব্রাহ্মণের সম্পদ ভোগ করে, তবে তা সামান্য পরিমাণে হলেও, অসংখ্য করা কত দুঃসংঘ হইয়া। তা হলে যে সব রাজারা নিজেদের সর্বদা প্রভু বলে মনে করে, তারা এই সব ব্রাহ্মণের মন ভোগ করার চেষ্টা করলে কি হইতে পারে, তা নিয়ে আর কথার কী আছে। হানাহানকে আমি প্রকৃত বিদ্য বলে মনে করি না, জরায় এর প্রতিবিধান

স্বার্থে। কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণের সম্পদ অপহৃত হলে, তাকে বাস্তবিকই বিধি বলা বেড়ে পারে, কারণ জগতে এর কোন প্রতিবিধান নাই। বিধি যে ভঙ্গ্য করে, তেবল তাকেই নাল করে, এবং সাধারণ জ্ঞান দিয়েই যেতানো যেতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পদ-সম্পত্তি অপহৃত হলে তা জ্ঞানানী কাঠ থেকে উৎপন্ন অস্তির মতো অপহরণকারীর সমগ্র পরিবারকে সমূলো ধ্বংস করে। যথাযথ অনুমতি গ্রহণ না করে যদি কেউ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ভোগ করে, তবে সেই সম্পত্তি তার পরিবারের তিন পুরুষ রূপে বিলুপ্ত করে। কিন্তু যদি সে তা বলপূর্বক গ্রহণ করে অথবা সরকার বা অন্য বহিরাগতের সহায়তায় তাকে অপহরণ করে, তা হলে তার দশ পূর্বপুরুষ ও দশ উত্তর পুরুষ সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রাজন্যবর্গ তাদের রাজকীয় ঔশর্বে অতঃ পরে নিজের অধঃপতন আগে থেকে বুঝতে পারে না। দুর্ভাগ্যে ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি উপভোগের জন্য লালায়িত হয়ে, তারা প্রকৃতপক্ষে নরক গমনেরই অভিলষিত করে। যাদের সম্পত্তি অপহৃত হয়েছে এবং যারা পরিবারভঙ্গপ্রকৃত, সেই সকল উন্নত ব্রাহ্মণগণের অন্তরে সম্পদলাভ করে যত ধূলিকণা, তত বহুরের জন্য ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অপহরণকারী, অসংলত রাজন্য তাদের রাজপরিবার সহ

কুটীপাক মায়ে নরকে পাক হবে। নিজের উপহাসই হোক অথবা অন্য কারও উপহাসই হোক, যে ব্যক্তি কোনও ব্রাহ্মণের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করে, সে বিচার মধ্যে কৃমি রূপে বাট হাজির হবার জন্য নিম্নে পাকে। আমি ব্রাহ্মণের ধন কামনা করি না। যক্ষা তা কামনা করে, তারা বন্ধন্য এক পরাভূত হয়। তারা তাদের রাজ্য হারান এবং অন্যের কাছে উন্নত সৃষ্টিকারী সর্বে পরিত্যক্ত হয়। আমার অনুগামীগণ, কোনও অপরাধ করলেও জ্ঞানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে কঠোর আচরণ করবে না। এমন কি তিনি যদি তোমাকে শাখীক তাতে আক্রমণও করেন তখনও কারহার তোমাকে অভিযাশ্য প্রদান করে, তবুও সর্বদা তাঁকে প্রণাম নিকেন্স করবে। আমি যেমন সত্যে ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করি, তেমনি জৈমিন্যও তাঁদের প্রণাম নিবেদন করবে। যে তার অন্যথা করবে, আমি তাদের বশমান করব। কোনও ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অজ্ঞানিতভাবে অপহৃত হলে, তা অপহর্তার পতনের নিশ্চিত কারণ হয়, ঠিক যেমন, ব্রাহ্মণের গাভী অপহরণ করে নৃগের পরিশ্রুতি হয়েছিল। এইভাবে দারকার অধিবাসীদের নির্দেশ প্রদান করে, সকল জগতের পবিত্রকারী ভগবান মুকুন্দ তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।”



পঞ্চাষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে কুরুজ্ঞেষ্ঠ, একবার শ্রীবলরাম তাঁর সূক্তবর্ণার সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে, তাঁর কাছে আরোহণ করে নন্দ গোবুলে গমন করলেন। বীর্ষ বিদ্রোহের উদ্ভিগতর পরে গোপগণ এবং তাঁদের পত্নীরা শ্রীলজ্ঞামকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর পিতা-মাতাকে শুদ্ধা নিবেদন করলেন এবং তাঁরা আনন্দিত হয়ে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।”

নন্দ ও হাশোদ্য প্রার্থনা করলেন—“হে দশর্ষ বংশজ, হে জগদীশ্বর, কৃমি এবং ভোমর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃক যেন চিরকাল আমাদের রক্ষা করো।” এই বলে, তাঁরা শ্রীবলরামকে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের চোখের জলে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন। শ্রীবলরাম অতঃপর বৃদ্ধ গোপগণকে যথাযথ একা আনালেন এবং সকল কনিষ্ঠজনেরা তাঁকে

প্রকার সঙ্গে অভিনন্দিত করল। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সখ্যতার ভ্রু ও পারিবারিক সম্পর্ক অনুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে শ্রিত হান্য, কর্মমর্শ ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর, ক্রিষ্ণম গ্রহণের পর, শ্রীভগবান একটি আরামদায়ক আসন গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হলেন। তাঁর জন্ম প্রেমাপ্রসূত কম্পিত কণ্ঠে, সেই সকল গোপগণ, বীরা তাঁদের সর্ব্ব কক্ষমায়ন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেছেন, তাঁরা [ভারকায়] তাঁদের শ্রিতজনের কৃপাল জিজ্ঞাস্য করলেন এবং তাঁর পরিবারে শ্রীবলরামও গোপবংশের সঙ্গে কৃপাল বিনিময় করলেন।”

গোপগণ বললেন—“হে ভান, আমাদের সকল আত্মীয়-বন্ধন কৃপলে আছেন ভো? এবং ক্রম, ভোমরা সকলে তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রসহ এখনও কি আমাদের স্বরণ কর? এটি আমাদের মহাসৌভাগ্য যে পানী কং স নিহত হয়েছে এবং আমাদের শ্রিত আত্মীয়-বন্ধন মৃত হয়েছে এবং আমাদের আরও সৌভাগ্য যে আমাদের আত্মীয়-বন্ধন তাঁদের শত্রুদের নিহত ও পরাহিত করেছেন এবং এক মহা দুর্গে সম্পূর্ণ সুরক্ষা লাভ করেছেন।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী আরও বললেন—“শ্রীবলরামের সাক্ষাৎ দর্শনে সন্মানিত্য বোধ করে গোপীরা হাসলেন এবং তাঁকে প্রণ করলেন, ‘পুত্র-শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ মুখে আছেন ভো? তিনি কি তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্বরণ করেন, বিশেষত তাঁর পিতা ও মাতাকে? আপনি কি মনে করেন যে, তিনি কখনও তাঁর মাতাকে এককায়ের জন্যও দর্শন করতে আসলেন? এবং মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁর জন্য আমাদের নিজস্তর সেবার কথা স্বরণ করেন? শ্রীকৃষ্ণের জন্য, হে দশর্ষ বংশজ, আমরা আমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র এবং ভগিনীদের পরিচাল্য করেছি, যদিও এই সকল পারিবারিক সম্পর্ক ভাগ্য বরা অভ্যুত কঠিন। কিন্তু এখন, হে প্রভু, সেই কৃক সহসা আমাদের জাগ করে, আমাদের সঙ্গে সকল স্ত্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন। তবুও কোনও নরী কেন্স করে তাঁর প্রতিশ্রুতি বিধান করতে না পারে? কিভাবে বুদ্ধিমান পুত্র-রমণীরা একজন অধিরিষ্ঠ ও অকৃতজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করতে

পারে? তাবা অশশাই তাঁকে বিশ্বাস করবে, কারণ তিনি এতে বিচিহ্নভাবে কথা বলেন এবং তাঁর সূক্তর সহায়্য সৃষ্টিপাত তাঁদের কাম্য জাগরিত হয়। হে গোপীগণ, কেন তাঁর সম্বন্ধে কথা বলে বিবর্ত করছ? দয়া করে অন্য কোন কথা বল। তিনি যদি আমাদের ছাড়াই তাঁর সময় কাটাতে চান, তা হলে আমরাও একইভাবে [তাঁকে ছাড়াই] আমাদের দিন কাটাতে পারব।’ এই সকল কথা বলতে বলতে গোপীরা ভগবান শৌকির হাস্য, তাঁদের সঙ্গে তাঁর মধুর কথোপকথন, তাঁর আকর্ষণীয় সৃষ্টিপাত, তাঁর বিচরণভঙ্গী এবং তাঁর প্রেমালিঙ্গন শ্রবণ করছিলেন। এইভাবে তাঁরা রোদন করতে শুরু করলেন।”

“বিভিন্ন ধরনের অনুভবে নন্দ, সকল জীবের আকর্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর, তাঁর সঙ্গে পাঠানো শ্রীকৃষ্ণের গোপন বর্তা গোপীদের কাছে কনিষ্ঠ করে তাঁদের সাক্ষাৎ দিলেন। এই সমস্ত বর্তা গভীরভাবে গোপীদের হৃদয় স্পর্শ করল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম সেখানে শ্রু ও রাখব এই দুই মাস বিজ্ঞান গ্রহণ করলেন এবং রাতিকালে তিনি তাঁর গৌলসবীর্ণগণকে প্রণাম সুখ প্রদান করলেন। বর রমণীর সঙ্গে ধমুনা নরীর স্ত্রীর একটি উদ্যানে শ্রীকৃষ্ণর আনন্দ উপভোগ করলেন। সেই উদ্যান পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার দ্বারা ছিল ও বাস্তুবাহিত স্নাত্রে প্রস্তুতিত পদ্মের সৌন্দর্যের সেহাগ স্পর্শিত ছিল। বরমদেবের পাঠানো, দিক্য বাসনী গানীর একটি কৃক তেটির হাতে প্রবাহিত হয়ে তার মধুর গন্ধে সমগ্র জন আরও সুবাসিত করেছিল। বায়ু সেই মিষ্ট পানীর ধারার সৌরভ কলরামের কাছে বয়ে আনল এবং তিনি তার দ্বাপ গ্রহণ করে সেই কৃষ্ণের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সর্ষগণ ভা পান করলেন। গন্ধর্ব্বা যখন শ্রীবলরামের মহিমা গান করছিলেন, তখন তিনি যুবতী রমণীদের উজ্জল পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁকে হস্তিনী সম মধ্যে উপভোগরত ইন্দের হস্তী, রাজকীয় ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছিল। সেই সময় আকাশে দৃশ্যুভি বসিত হচ্ছিল, গন্ধর্ব্বগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন এবং মহান অবিগণ শ্রীবলরামের বীরত্বসূচক কর্মের ত্রুতি করছিলেন। তাঁর আচরণ যখন মীত হচ্ছিল, তখন শ্রীহামুধ তাঁর সখীদের সঙ্গে বিভিন্ন বনের মধ্যে মত্ত হয়ে বিচরণ করছিলেন। পানীদের

প্রভায়ে তাঁর দু'চোখ বিদুলিত হইল। অমনাথে প্রহর হইলে, শ্রীভগবান বিখ্যাত বৈজয়ন্তী সহ মূলের মালা নিয়ে খেলা করলেন। তিনি একটি মাত্র কুণ্ডল পরিধান করেছিলেন এবং যেনবিশু তাঁর লম্ব-সদৃশ হাসাময় মুখে হিমকণার ন্যায় শোভিত করেছিল। শ্রীভগবান এখন যমুনাকে আদান করলেন বাতে তিনি তাব জলে খেলা করতে পারেন, তাঁকে মৃত মনে করে, যমুনা তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। তা কলরামকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং তিনি তাঁর জাভলের কলা দিয়ে নদীকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন।

শ্রীভগবান বললেন—“হে পাপী, আমাকে অবজ্ঞাকারী, আমি যখন তোমাকে আদান করেছিলাম, তুমি আমায় কখনি বরাং তোমার নিজ ইচ্ছায় তুমি চলেছ। তাই আমার জাভলের কলা দ্বারা তোমাকে শতধা বিভক্ত করে এখানে নিয়ে আসব।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী খসে বললেন—“হে রাজন, এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে ভবিস্যত হয়ে ভীত নদী-দেবী যমুনা এসেছিলেন এবং যমু নন্দন শ্রীভগবানের চরণে প্রণত হলেন। কল্পিতভাবে তিনি তাঁকে বললেন—হে মহাত্মজ রাম, রাম! আমি আপনার প্রভাক্তে কিছুই অবগত নই। আপনার এক অংশের দ্বারা, হে ভগবান, আপনি পৃথিবীকে ধারণ করেন। হে প্রভু,

দয়া করে আমার মৃত বচন। হে বিপাক্ষা, ভগবান কালে আপনার অবস্থান আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে শ্রবণপ্ৰাপ্ত হয়েছি এবং আপনি সর্বদা আপনার ভক্তবৃন্দদের প্রতি দয়ালু।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বলে চললেন—“অতঃপর শ্রীভগবান যমুনাকে মৃত্ত করলেন এবং হস্তিনীদের সঙ্গে হস্তীরাজের মতো তাঁর সর্বাঙ্গের নিয়ে তিনি নদীর জলে নামলেন। শ্রীভগবান তাঁর পূর্ণ ভূষ্টি নিয়ে জলে ক্রীড়া করলেন এবং যখন তিনি উঠে এলেন, তখন দেবী কষ্টি তাঁকে নীলবস্ত্র, মূল্যবান অলঙ্কার ও একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার উপহার প্রদান করলেন। শ্রীভগবান স্বয়ং নীল বস্ত্র পরিধান করলেন এবং সোনার কণ্ঠহার ধারণ করলেন। সুসজ্জিত হয়ে সুন্দরভাবে শোভিত তিনি ইন্দ্রের রাজকীর ইন্দ্রীর মতো উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হলেন। আরও, হে রাজন, কেউ লক্ষ্য করতে পারেন কিভাবে শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সৃষ্ট যমুনা নদী কহ শাখার মাধ্যমে প্রবাহিতা হচ্ছেন। এইভাবে ইন্দ্রের যুবতী রমণীদের মাধুর্যে মুগ্ধচিত্ত শ্রীভগবান যখন ব্রজে অচল উপভোগ করছিলেন তখন সমস্ত ব্যক্তিগণ যেন একটি রাত্রির মতো অতিবাহিত হয়ে গেল।”

যটবস্তিতম অধ্যায়

নকল বাসুদেবরূপী পৌণ্ড্রক

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“হে রাজন, শ্রীভগবান যখন ব্রজে নন্দের গ্রামে দেবী-সাক্ষ্য করতে গিয়েছিলেন। তখন কলকবের শাসক নিজেকে সুবর্ণের মতো, ‘আমিই ভগবান বাসুদেব’ মনে করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে মৃত পাঠিয়েছিল। পৌণ্ড্রক চন্দ্র মনুষ্যদের ভগবতায় উৎসাহিত হইছিল, দ্বারা তাঁকে বলেছিল,

“তুমিই ভগবান বাসুদেব এবং ভগবতের ইন্দ্র, এখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ।” এইভাবে সে পরমেশ্বর ভগবান অদ্ব্যত রূপে নিজেকে বর্ণনা করেছিল। এইভাবে অধম রাজা পৌণ্ড্রক দ্বারকায় অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে একজন মৃত পাঠিয়েছিল। কোনও নির্বোধ লিওকে যেমন অন্যান্য শিকারী রাজা বলে মনে নেয়, তেমনি নির্বোধের

রাজা পৌণ্ড্রক আত্মগোপন করত। মৃত দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কলকবের শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দাক্ষন্যের দেখতে পেল এবং সেই সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা কর্তা গৌরব দিল।

পৌণ্ড্রকের পক্ষে মৃত বলেছিল—“অন্য কেউ নয়, আমিই একমাত্র ভগবান বাসুদেব। আমিই কীর্তির প্রতি রূপা প্রদর্শনের জন্য এই ভগবতে অবতীর্ণ হয়েছি। অতঃপর তোমার বিখ্যা উপাধি ত্যাগ কর। হে সাহুত, আমার ব্যক্তিগত লক্ষণগুলি, যা তুমি এখন মৃতভাবগতঃ ধারণ করেছ, সেগুলি ত্যাগ কর এবং আমার জন্য আমার কাছে এস। যদি তুমি তা না কর, তা হলে তুমি অবশ্যই আমাকে মৃত্তই করাবে।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“অতঃপর পৌণ্ড্রকের এই অশ্রম দত্তোক্তি তার রাজা উদ্দেশ্যে এক অন্যান্য সভাসদগণ উভয়দিকে হেসে উঠলেন। পরমেশ্বর ভগবান, সভার পরিহাস সমূহ উপভোগ করার পরে মৃত্তক করলেন [তার প্রভুকে বার্তা পৌছে দেওয়ার জন্য] ‘তুমি মৃত্ত, যে অস্ত্রগুলি নিয়ে তুমি এত দত্ত করছ, অবশ্যই আমি সেগুলি ফুঁড়ে দেব। হে মৃত্ত, যখন তুমি মৃত্তা ধারণ করে শয়ন করবে, তখন তোমার মুখ শকুন, কক ও বট পাখিতে ঢাকা পড়ে যাবে, তোমাকে যেমন-কৃত্যে থাকবে।’ এইভাবে শ্রীভগবান যা বলেছিলেন, মৃত তাঁর অপমানকর উত্তর তার প্রভুকে সব কিছু জানিয়ে দিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে আরোহণ করলেন এবং কাশীর দিকে চলে গেলেন। যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি লক্ষ্য করে, কলশালী বোঝা পৌণ্ড্রক মৃত্ত দুটি পূর্ণ সেনাবাহিনী নিয়ে নগরীর বাইরে যেমিরে এল।”

“হে রাজন, পৌণ্ড্রকের সুহৃদ, কাশীরাজ্য তিন অশ্বোহিনী সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাৎ বাহিনীকে পরিচালনা করে পেছনে অনুসরণ করল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, পৌণ্ড্রক ভগবানের নিজস্ব প্রতীকগুলি ধারণ করেছে, যেমন শঙ্খ, চক্র, অসি, গদা এবং এমনকি একটি মকল শার্ক ধনু ও শ্রীকৃষ্ণ চিত্রক। সে কলমালয় শোভিত হয়ে একটি কৃত্রিম কৌণ্ডক মণি ধারণ করেছিল এবং সুন্দর পীঠ কৌশল বেশে সজ্জিত হয়েছিল। তার পতাকা গজদেহ প্রতীক বহন করছিল এবং সে একটি মূল্যবান মুকুট ও প্রস্তুত হস্তকরমুখিত কুণ্ডল ধারণ করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন রাজ্য বিভাগে,

যাকে অভিনেতার মতোই তাঁর আপন রূপের অনুকরণ বেশ ধারণ করেছে, তখন তিনি প্রাণ ভরে হাসলেন। শ্রীকৃষ্ণ শত্রুরা তাঁকে ক্রিশূল, গদা, পবিত্র, ব্রহ্ম, অশি, প্রাস, তোমর, অসি, কুঠার এবং তাঁর নিয়ে অত্যাশংকর করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজকে হতী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী সমন্বিত সেনাবাহিনীকে ভয়ঙ্করভাবে প্রত্যাঘাত করলেন। শ্রীভগবান তাঁর গদা, অসি, সুদর্শন চক্র এবং তীরগুলি দ্বারা যেভাবে মহাজাগতিক যুদ্ধের আশ্রমে লিঙ্কসী আঁধ নির্ভর যন্ত্রের স্ত্রীকে শীড়িত করে, সেভাবে তাঁর শত্রুদের পীড়ন করেছিলেন। শ্রীভগবানের চক্র দ্বারা অণুবিশ্রিত রথ, অশ্ব, হতী, যমুনা, গর্ভক ও উটের বিচ্ছিন্ন ভাগ প্রত্যেকে পরিব্যক্ত সেই যুদ্ধক্ষেত্র ভগবান ভূতপতির ভয়ঙ্কর ক্রীড়াক্ষেত্রের মতো জ্ঞানবান মানুষদের মনে অশঙ্ক জাগিয়েছিল।”

শ্রীকৃষ্ণ তখন পৌণ্ড্রকের উদ্দেশ্যে বললেন—“দ্রিঃ পৌণ্ড্রক, তোমার মৃত্তের মাধ্যমে তুমি যে সমস্ত অস্ত্রের কথা বলে পাঠিয়েছিল, আমি এখন সেগুলিই তোমার দিকে উৎক্ষেপ করছি। হে মৃত্ত, তুমি যে আমার নাম কুখাই ধারণ করেছ, আমি সেটিও তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করব। আর আমি যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না করি তা হলে আমি অবশ্যই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করব। এইভাবে পৌণ্ড্রকে উপহাস করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁর রথটিকে ধ্বংস করলেন। অতঃপর যেমন ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে পর্বত চূড়া ছেদন করেন, সেইভাবে সুদর্শন চক্র দিয়ে শ্রীভগবান তার মৃত্তক ছেদন করলেন। তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাণ দ্বারা কানীরাঙ্গের মৃত্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পঞ্চ ফুল যেমন বাতুতে লিকিত হয়, সেইভাবে তা উড়িয়ে কাশী নগরে প্রেরণ করেছিলেন। এইভাবে বিভেদপরায়ণ পৌণ্ড্রক ও তার সঙ্গীকে কহ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি যখন নগরীতে প্রবেশ করছিলেন, বর্ণের সিদ্ধগণ তাঁর অধিনায়ক, অমৃতসময় মহিষকলী কীর্তন করছিলেন।”

“নিরস্ত্র শ্রীভগবানের দ্বারের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক তার মকল জড় বন্ধন ফিন্ট করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের রূপ অনুকরণের মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত সে কৃষ্ণভক্তনামের

হয়ে উঠেছিল। সুশীল শেখিত একটি মাথা রাজস্বারে এসে পড়তে দেখে উপহিত জনসাধারণ বিত্রাৎ হয়ে গেল। তারপর কেন্দ্র কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি?' এবং জনের বলল, 'এটা একটা মাথা, কিন্তু 'কর'!' হে রাজন, যখন তারা এটিকে তাদের রাজ্যের মাথা বলে চিনতে পেরেছিল—তখন কানীর অধিপতির দাবী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, নগরীর সকল অধিবাসীর সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে ক্রন্দন করতে শুরু করল—'হায়, আমরা যারা পড়লাম—আমার নাথ, আমার নাথ!' তার পিতার আত্মনিক পরলৌকিক স্রিষ্টা সম্পাদন করার পর রাজার পুত্র সুদক্ষিণ মনে মনে সবেক গ্রহণ করল—'একমাত্র আমার পিতার ইচ্ছাকরীকে হত্যা করে আমি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারি।' তাই পলশীল সুদক্ষিণ তার পুরোহিতের সঙ্গে একত্রে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা শুরু করল। তার আরাধনার সন্তুষ্ট হয়ে শক্তিমান দেবদেব শিব অবিমুগ্ধব বজ্রহস্তে অবিরত হনেন এবং সুদক্ষিণকে তার পতন হতে প্রার্থনা করতে বললেন। রাজপুত্র বহু স্বরূপ ভঙ্গি নিয়ে ইচ্ছাকরীকে হত্যার একটি উপায় প্রার্থনা করল।

দেবদেব শিব তাকে বললেন—'তুমি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে একত্রে অভিচার আচায়ে বিধিযুগ অনুসরণ করে—মূল পুরোহিত—মন্দিরগিরি পরিচর্য কর। তখন মন্দিরগিরি, বহু প্রমথদের সঙ্গে একত্রে তোমার আরাধনা পূরণ করবে, যদি তুমি ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাভাবের কান্ড বিস্ময়ে তা পরিচালিত কর।' এইভাবে নির্দেশিত হয়ে সুদক্ষিণ কঠোরভাবে আচারপত্র ত্রুতসমূহ পালন করল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিচার আহ্বান করল। তখন সেই যজ্ঞস্থল থেকে অতীব ভয়ঙ্কর লগ্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে অগ্নি উদ্ভিত হল। সেই অগ্নিময় জীবে শত্রু ও শিখা ছিল তপ্ত তপ্তের মতো, এবং তার চক্ষু জ্বলন্ত অগ্নির উদ্ভীকণ করছিল। তার দন্ত ও উগ্র ত্রুটি দন্ত দ্বারা তার মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কিন্তু দ্বারা তার মুখে দুই প্রস্ত লেহন করতে করতে মানবটি তার জ্বলন্ত ত্রিগুণকে কলিঙ করছিল। তার গায়ে হাতের দীর্ঘ দুটি গায়ে কুমি কলিঙে এবং জনগণের সকল দিক দক্ষ করতে করতে সেই অভিকার মানব

ভূতগণের সঙ্গে দারকা অভিমুখে ধাবিত হল। অভিচার প্রচার দ্বারা সৃষ্ট অগ্নিময় দানবের আগমন লক্ষ্য করে, দারকার অধিবাসীরা সকলে দাবানলে ভীত শ্রাবীদের মতো ভয়ানক হয়েছিল। শুধু উদ্বৃত হয়ে মানুষের গাছগাছের তলতলভিত্তিক পরিত্যক্ত ভগবানের কাছে ক্রন্দন করতে লাগল, 'হে ত্রিভুবনেশ্বর, এই নগর দক্ষকারী অগ্নি হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের রক্ষা করুন।' "

"শ্রীকৃষ্ণ বহন জনসাধারণের উত্তেজনা ক্রম কমান এবং তাঁর আপন মনুষ্যেরও শান্ত হতে দেখলেন, পরম বেঁট আশ্রয় প্রদাতা কেবলমাত্র হাসলেন এবং তাদের কললেন "তার ভয় না, আমি তোমাদের রক্ষা করব।" সর্বশক্তিমান ভগবান, সকলের অন্তরের ও বাহিরের সাক্ষী, হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, মানবটি শিবের দ্বারা বজ্রাঘি হতে সৃষ্ট হয়েছিল। দানবকে পরাজিত করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাশে অপেক্ষারত তাঁর চক্রকে ধারণ করলেন, সেই সুবর্ণ, ভগবান মনুষ্যের চক্ষু, কোটি সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হল। তাঁর প্রজ্ঞা প্রলয়কালীন অগ্নির মতো প্রজ্বলিত হল এবং তার তাপ দ্বারা সে আকাশ, সকল বিকাশমূহ, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং অগ্নিময় দানবকেও পীড়িত করল।

"হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রের ক্রম দ্বারা প্রতিহত হয়ে অভিচার দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিময় জীব পরাক্রম হয়ে পলম্পলম্পন করল। হিংস্রতার জন্য সৃষ্ট দানবটি তখন বারানসীতে প্রত্যাবর্তন করে, সুদক্ষিণ তার বগ্নি হত্যা সঙ্কেত, নগরীকে পরিবেষ্টন করে সুদক্ষিণ ও তার পুরোহিতদের সে দক্ষ করল। অগ্নিময় দানবের পেছনে শ্রীবিষ্ণুর চক্রও বারানসীতে প্রবেশ করল এবং সকল সভাগৃহ, উত্তোলিত বারানসীতে আবাসিক প্রাসাদসমূহ, অসংখ্য পলাশালা, পুন্ডার, আটালক, ওদাম ও কোথালার এবং হস্তীশালা, জামশালা, রথশালা ও অশশালা সকল সহ নগরীকে দক্ষ করতে শুরু করল। সমস্ত বারানসী নগরীকে দক্ষ করার পর ভগবান বিষ্ণুর সুবর্ণ চক্র অস্ত্রতলবর্ষ শ্রীকৃষ্ণের পাশে প্রত্যাবর্তন করল। যে মানব ভগবান উত্তমশ্রোতের এই বীরত্বপূর্ণ শীলা স্বরূপ অগ্নির অধর যে মনোযোগের সঙ্গে কেবল তা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হতে মুক্ত হয়।"

সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায়

শ্রীবলরাম দ্বিবিদ মহাবানরকে বধ করলেন

মহিমামিত রাজা পরীক্ষিত বললেন—'অগ্নি অমল ও অপরিমেয় ভগবান শ্রীবলরামের বিশ্বয়কর কাজকর্মের কথা আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। তিনি আর কি করেছিলেন?'

শ্রীল ওৎসবের গোখামী বললেন—'দ্বিবিদ নামে এক ব্রহ্মাকর নরকাসুরের বধ ছিল। মৈশ্বেও প্রাত্য, এই বলশালী দ্বিবিদ রাজা সূর্য্যবীর মন্ত্রণা লাভ করেছিলেন। তার বধ নরকের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, যান্ন দ্বিবিদ নারী, গ্রাম, খনি ও যোগদেব বরকতিতে আতন জালিয়ে দিয়ে বেশটি বিধ্বস্ত করল। একদিন দ্বিবিদ একাধিক পর্বত উৎপাটন করল এবং নিকটবর্তী সমস্ত রাজ্যগুলি বিশেষত আনন্ড প্রদেশ, যেখানে তার বধুর ইচ্ছাকরী, ভগবান শ্রীহরি বাস করতেন। সেগুলি ধ্বংস করার জন্য সেগুলি কামে লাগায়। আরেকবার, সে সমুদ্রে নেমে দশ হাজার হাজার শক্তি দিয়ে তার দু'হাতে জল মন করতে থাকে এবং এইভাবে উপকূলভর্তী সমস্ত প্রদেশ নিমজ্জিত করে। দুই বানবটি মহর্ষিদের আশ্রমে গাছগাছা উৎপাটন করে দেয় এবং তাঁদের যত্নের অন্তরে তার মল ও মূত্র ধার সব কলুষিত করল। ঠিক যেমন কোলতা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গমত বনী করে রাখে, তেমনিভাবে উদ্ভত হয়ে সে মেঘ-পুত্ব সকলকে পর্বত উপত্যকার গুহামধ্যে নিক্ষেপ করত এবং শিলাপত্ন দিয়ে ওহাটি বধ করে দিত।"

"একবার দ্বিবিদ বহন এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে উৎপাটন ও সমস্ত পরিবারের রমণীদের কলুষিত করছিল, সেই সময়ে সে বৈবতক পর্বত থেকে অগ্নি সুমধুর গান গুনতে পায়। তাই সে সেখানে গিয়েছিল। সেখানে সে পদমূল্যের দান্য পোড়িত ও প্রতিটি অশ্রুপ্রত্যয়ে অতীব মনোহর রূপ ধারণ করে প্রকাশিত যদুপতি শ্রীবলরামকে দেখতে পায়। তিনি একমুখ বুঝে নারীর মতো গান করছিলেন এবং যেহেতু তিনি বানশী রস পান করেছিলেন, তাই যেন তিনি মত্ত

হয়ে উঠেছিলেন এবং তাই তাঁর চোখ দুটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল। তিনি বহন মত্ত হৃতির মতো আচরণ করছিলেন, তখন তাঁর দেহ উজ্জ্বল দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল। দুই বানবটি একটি পাহাড় ভাঙে উঠে বসল এবং তারপর গাছগুলি নাড়াতে নাড়াতে ফিলফিলা ধ্বনি করে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিল। শ্রীবলরামের সাধুবশে বহন বানবটির মৃত্যু লাভ করলেন, তখন তাঁরা হাসতে শুরু করলেন। যাই হোক, তাঁরা তো ছিলেন পরিহাসপ্রিয় ও চপলচ্যব্রণ ভক্তবী। এমনকি শ্রীবলরাম লক্ষ্য করা সত্ত্বেও, দ্বিবিদ তার ক্র নাচিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করে, তাদের সামনে এসে তার মলময় প্রদর্শন করে তরুণীদের অপমান করেছিল। যোদ্ধাদের মধ্যে ষেট, ক্রুদ্ধ, শ্রীবলরাম তাকে একটি পাথর টুংগে মারলেন, কিন্তু তরুণ বানর পাথরটিকে এড়িয়ে গেল এবং শ্রীকৃষ্ণবানের পক্ষীয় রসের পাত্রটি দখল করল। শ্রীবলরামকে পরিহাস করে হাসতে হাসতে সে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলে দুই দ্বিবিদ তখন পাথর ডেকে ফেলে এবং তরুণদেরও বধ আকর্ষণ করে শ্রীভগবানকে আরও উত্তাপ্ত করল। এইভাবে সেই বলশালী বানবটি বিখ্যা অহংকার দেখিয়ে উদ্ভত হয়ে শ্রীবলরামকে ক্রমাগত অপমান করতে থাকে। শ্রীবলরাম বানরের অভব্য আচরণ এবং চতুর্দিকের সারা দেশে তার উপদ্রব সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করলেন। এইভাবে শ্রীভগবান তাঁর শত্রুকে বধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রুদ্ধভাবে তাঁর গদা ও লাঙ্গল অস্ত্র গ্রহণ করলেন। শক্তিশালী দ্বিবিদও বুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এল। একহাতে একটি শাল গাছ উৎপাটন করে নিয়ে সে শ্রীবলরামের নিকে ধাবিত হল এবং গাছের গুড়িটি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল। কিন্তু ভগবান সতর্ক পাহাড়ের মতো অবিচলিত থাকলেন এবং তাঁর মস্তক উপরে পতনোন্মুখ গাছের গুড়িটিকে বাণ করলেন মাত্র। অন্তর্গত তিনি সুস্থ ন্যয়ে তাঁর গদা দিকে দ্বিবিদকে আঘাত করলেন। শ্রীভগবানের গদা দিয়ে মাথায় আঘাত

পেয়ে রক্তধারায় বিবিস রক্তিম হয়ে উঠল—যেন পৈরিক রক্তিত এক পর্বত। আঘাত উপেক্ষা করে, বিবিদ আরেকটি গাছ উপাট্য করে পাশবিক শক্তি দ্বারা সেটি পরিশূন্য করল এবং শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। একম ক্রুদ্ধ শ্রীকলরায় পাছটিকে শত শত ঝেও ছিঁকিঝিঁকি করলে পর বিবিদ আরও একটি গাছ তুলে নিয়ে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে শ্রীভগবানকে আবার আঘাত করল। এই পাছটিকেও শ্রীভগবান শত শত ঝেও চূর্ণ করলেন। এইভাবে অজ্ঞান হয়ে যিনি করে করে গাছগুলিকে চূর্ণ করছিলেন, ভগবাতের সঙ্গে যুদ্ধরত বিবিদ সেই কণ্ঠি বৃক্ষশূন্য না হওয়া পর্যন্ত চতুর্দিক থেকে বৃক্ষ উপাট্য করতেন। ক্রুদ্ধ বানর গুলন শ্রীকলরায়ের উপর শিলা বর্ষণ করতে থাকল, কিন্তু মুকলায়ুধ্যারী সহজেই সেই সমস্তই চূর্ণ করলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী বানর বিবিদ এখন তার তালগাছের সঙ্গে যন্ত্র মুষ্টিতে বদ্ধ করে শ্রীকলরায়ের

সামনে এসে এবং তার মুষ্টি দিয়ে শ্রীভগবানের দেহে আঘাত করল। ক্রুদ্ধ যাদবগণগতি তখন তাঁর ধন ও লাঞ্জন নিজেগ করে তাঁর খালি হাত মুষ্টি দিয়ে বিবিদের কাছে আঘাত করলেন। বানরটি রক্তবমন করতে করতে পড়ে গেল। যখন সে তুলুতিত হল, হে কুরুবার্দুল তখন রৈবতক পর্বত তার জলযুক্ত বিবর ও বনস্পতি নিয়ে, যেন সমুদ্রে বায়ু তড়িত নৌকার মতো কেঁপে উঠেছিল। স্বর্গের দেবতা, সিদ্ধ ও মহান অধিগণ উচ্চৈঃ স্বরে বলে উঠলেন, “আপনার জ্বর হোক। আপনাকে নমস্কার। দারুণ। বেশ করেছেন।” এবং শ্রীভগবানের উপরে, তাঁরা পূর্ণ বর্ষণ করলেন। এইভাবে সমস্ত জগতে উপস্থবকারী বিবিদকে বধ করে, জনগণের দ্বারা সমস্ত লখে তাঁর মহিমা-কীর্তিত হয়ে, শ্রীভগবান তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।”

* * *

অষ্টবস্তিতম অধ্যায়

সাম্বের বিবাহ

শ্রীল শুকদেব গেমারী বললেন—“হে রাজন, যুদ্ধে চির বিজয়ী, জাঘবতীর পুত্র সাধ, দুর্বোধনের কন্যা লঙ্কণাকে তার স্বত্বস্ব-অনুষ্ঠান হতে অপহরণ করেছিলেন।”

ক্রুদ্ধ কুরুগণ বললেন—“এই দুর্বিনীত বালক আমাদেরই অবিবাহিত কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরূক অপহরণ করে আমাদের অপমান করেছে। এই দুর্বিনীত সাধকে বধী কর। বৃষ্টিরা কি করবে? আমাদের অনুগ্রহে আমাদের অনুমোদিত রাজ্য তারা শাসন করেছে। তাদের পুত্র বধী হয়েছে শুনে যদি বৃষ্টিরা একালে আসে, তা হলে আমরা তাদের মর্গ চূর্ণ করব। এইভাবে বর্ষারের ইন্দিগামি কঠোর নিয়ন্ত্রণে, রাখার মতোই, তাঁরা অবদমিত হয়ে থাকবে। এই কথা

বলার পর এবং কুরুগণের বরিত সদস্যগণ তাঁদের পরিকল্পনা অনুমোদন করলে, কর্ণ, শল, ভূমি, বজ্রকেলু ও সুবোধন সাধকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করলেন। দুর্বোধন ও তার সঙ্গীদের তাঁর দিকে ধাবিত হতে দেখে, মহারথ সাধ তাঁর সুরমা ধনুঃ গ্রহণ করলেন এবং সিং হের মতো একাকী পড়িয়ে রইলেন। তাকে বধী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ প্রবুধ ক্রুদ্ধ ধনুঃধারিণ চিংকর করে সাধকে বললেন, “ধাঁড়াও, যুদ্ধ কর। গাঁড়াও, যুদ্ধ কর।” তাঁরা তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর প্রতি তাঁর বর্ষণ করতে লাগলেন। হে কুরুব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সত্ব কুরুগণের দ্বারা অনার্যভাবে বিবৃত হয়ে, সিংহ যেমন পুত্র প্রাণীদের আক্রমণও সহ্য করতে পারে না, তেমনি সেই যদুনন্দনও তাঁদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না।

দাঁত সাধ তাঁর সুরমা ধনুকে টক্কর করে কর্ণ প্রবুধ ছয়জন যোদ্ধাকে তাঁর দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তিনি ছয়টি রথকে ছয়টি তাঁর দ্বারা, প্রতি দলের চারটি অথকে চারটি তাঁর দ্বারা এবং প্রত্যেক সারথিকে একটি তাঁর দ্বারা বিদ্ধ করলেন আর তেমনিভাবে রথগুলির অধিনায়ক শ্রেষ্ঠ ধনুঃধারগণকেও আহত করলেন। শত্রু যোদ্ধাগণ সাম্বের এই শৌর্য প্রদর্শনের জন্য তাঁকে অস্তিনমিত করলেন। তিন্ত তাঁরা তাঁকে রথচ্যুত হতে বধ্য করার পরে তাঁদের চারজন তাঁর চারটি অথকে আঘাত করলেন, তাঁদের একজন তাঁর সারথিকে নিহত করলেন এবং অন্যজন তাঁর ধনুঃধারী ভেঙে দিলেন। যুদ্ধে সাধকে তাঁর রথ থেকে নামিয়ে কুর যোদ্ধাগণ অতিক্রমে তাঁকে বন্ধন করলেন এবং তারপর সেই বালক ও তাদের রাজকন্যাকে নিয়ে বিজয়ী হয়ে তাদের নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন।”

“হে রাজন, যখন শ্রীকলরায়ের কাছ থেকে যাদবগণ এই সবোদ গুনলেন তখন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রাজা উগ্রসেনের প্ররোচনার তাঁরা কুরুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যেই বর্মপরিহিত বৃক্ষী বীরদের শ্রীকলরায় তবুও শান্ত করলেন। তিনি, কলিযুগ শুদ্ধকারী কুর ও বৃক্ষীগণের মধ্যে কলহ চাননি। তাই ব্রাহ্মণ্য ও পরিবারের বহিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিমান তাঁর রথে তিনি ইন্দিগামুরে গেলেন। তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে যেন প্রথম প্রহমণ্ডলী পরিকৃত চক্রের মধ্যে মনে হচ্ছিল। ইন্দিগামুরে উপস্থিত হয়ে, শ্রীকলরায় নগরীর বাইরে একটি উদ্যানে অবস্থান করলেন এবং রাজা ধৃতবাস্তুর অতিথ্যার অঙ্গুষ্ঠান করবার জন্য উদ্ভবকে আগে প্রেরণ করলেন। অধিকার পূত্রকে (দত্তরাষ্ট্র) এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, ব্যাটিক ও দুর্বোধনকে বধ্যবধ প্রাচ্য নিবেদন করার পর উদ্ভব তাঁদের জানালেন যে, শ্রীকলরায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রিয়তম সখা বলরাম আপনমন করেছেন শ্রবণ করে আনন্দে, তাঁরা প্রথমে উদ্ভবকে সম্মানিত করলেন এবং তারপর তাঁদের হাতে মাসলিক অর্ঘ্য বহন করে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁরা শ্রীকলরায়ের সমীপবর্তী হয়ে অর্ঘ্য ও গাড়ীসমূহ উপহার দ্বারা ধন্যযোগ্য রূপে তাঁর অর্চনা করলেন। কুরুগণের মধ্যে যীশা তাঁর প্রকৃত প্রভাব প্রকাশিত হলেন, তাঁরা ভূমিতে

তাঁদের বস্ত্রক স্পর্শ করার মাধ্যমে তাঁতে প্রণাম নিবেদন করলেন। উত্তর লক্ষ্মী তাঁদের আত্মীয়বর্গ কুশলে রয়েছে শ্রবণ করার পর এবং উভয়ে পরস্পরের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করার পরে, শ্রীকলরায় স্পষ্টভাবে কুরুগণকে বললেন—রাজা উগ্রসেন আমাদের শত্রু এবং রাজন্যবর্গের শাসক। আপনাদের যা করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন, স্থিৎ মনোযোগের সঙ্গে আপনাদের তা শ্রবণ করা উচিত এবং তারপর শুৎক্ষণে আপনাদের তা পালন করা উচিত।”

রাজা উগ্রসেন বললেন—“যদিও অধ্যাতিক উপায়ে আপনাদের কষ্টকরজন এক ধর্মপ্রাণ বিপক্ষকে পরাজিত করেছেন, তবুও পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে ঐক্যের স্বার্থে আমি তা সহ্য করছি। শ্রীকলরায়ের চিন্ময় শক্তির উপযোগী এই সকল শৌর্য, বীর্য ও ভেৎসবী কথা শ্রবণ করে কৌরবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন—আহা, কী আশ্চর্য ব্যাপার। কালের গতি ব্যাক্তিকই অলঙ্ঘনীয়—নিরস্ত্রের পাদুক এখন রাজমুকুটধারী মন্তকে আবোহণ করতে চায়। যেহেতু এইসকল বৃক্ষিগণ আমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাই আমাদের শয্যায়, আসনে ও ভোজনে অংশগ্রহণের অনুমতি দান করে, আমরা তাদের সমমর্যাদা প্রদান করেছি। প্রকৃতপক্ষে, আমরাই তাদের রাজ্য সিংহাসন প্রদান করেছি। আমরা প্রাচ্য না করার কলেই তারা চামর বাজন এবং শব্দ, খেত, ছত্র, সিংহাসন ও সাক্ষশয্যা উপভোগ করতে পারছে। বিবধর সঙ্গকে দুখ স্বপ্নরালে যেমন উপায়ের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনই এখন হয়ে উঠেছে বলে, বদুগণকে আব রাজতীর লঙ্কণাদি কবচবস্ত্রের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। আমাদের অনুগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ লাভ করে এই সমস্ত যাদবগণ এখন নির্লঙ্কাভাবে আমাদেরই নির্দেশ প্রদানের শৃটতা মেখাচ্ছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন অথবা অন্যান্য কুরুগণ কোন কিছু প্রদান না করলে ইন্দ্রও তা অধিকার করার সাহস কিতাবে করবে? তা যেন সিংহের শিকারে একটা মেহশাবকের ভাগ বসানোই মতো।”

শ্রীকলরায়ণি বললেন—“হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, তাদের উচ্চ জ্ঞান ও সম্পর্কের ঐশ্বর্যবাল্য সম্পূর্ণরূপে গর্বেচ্ছত হয়ে কুরুবর্গ শ্রীকলরায়কে এই সকল কর্কশ কথা বলে,

তাদের নগরীতে প্রত্যগমন করলেন। কুরুগণের ঋরাণ স্বভাব ও তাদের নোবো কথা শুনে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান পূর্ণ হলেন। তাঁর দুঃখজনকীয় মুখভাষে তিনি হাসতে হাসতে বললেন—“পণ্ডিত এইসকল অসামান্যের বব আসক্তি, তাদের এত পবিত্র করেছে যে, তারা শক্তি চায় না। অতএব, পণ্ডদের যেমন লাঠির দ্বারা শাস্ত করতে হয়, তেমনই নৈহিক দণ্ডের দ্বারা এদের শাস্ত করা যায়। অতএব, আমি ত্রেমধারিত বদুর্গ ও ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে শাস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই কৌরবদের জন্য শক্তি কামনা করে আমি এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তারা এতই মনবুদ্ধি, কলহপ্রিয় ও স্বভাবত দুই যে, তারা বারবার আমাকে অবজ্ঞা করেছে। দত্তকণ্ড তারা আমাকে দুর্বল্য বলতেও সাহস পাচ্ছে। ইতি ও অন্যান্য গ্রহের পালকমণ বীর নিষ্ঠুর মান্য করেন, সেই ভোজ, বুদ্ধি ও অন্ধকণ্ডের অধীশ্বর রাজা উগ্রসেন কি আদেশ করার উপযুক্ত মন? সেই একই কৃষ্ণ যিনি সুধর্মী সভাপণ্ড অধিকার করেন এবং তাঁর উপভোগের জন্য অমর দেবতাগণের থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে আসেন—সেই কৃষ্ণ কি বাস্তবিকই রাজসিংহাসনে উপবেশন করার উপযুক্ত মন? সমস্ত জগতের পালক মঙ্গলদেবী সহস্র তাঁর চরণদ্বয়ের আরাধনা করেন, এবং সেই লক্ষ্মীপতি কি কোনও জাপতিক প্রাক্তর লক্ষ্যাদি ধারণের বোধ্য নন? সকল তীর্থস্থানের পরিভ্রমণ উৎস শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্খের ধুলি, সকল মহান দেবতা দ্বারা পূজিত হন। সকল গ্রহের প্রধান বিগ্রহাঙ্গ তাঁর সেবার যুক্ত রয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্খের ধুলি তাঁদের মুকুটে গ্রহণ করার জন্য তাঁরা নিজের পদম ডাঙলানি মনে করেন। ব্রহ্মা ও বিবেক মতো মহান দেবতাগণ এবং এমনকি লক্ষ্মীদেবী এবং আমিও তাঁর চিন্ময় অভিন্নতার অংশে মাত্র, আর আমরাও আমাদের মাথায় সযত্নে সেই ধুলি ধারণ করি। তবুও কি শ্রীকৃষ্ণ রাজকীয় লাক্ষণগুলি ব্যবহারের কিম্বা রাজসিংহাসনে বসার উপযুক্ত মন? আমরা কৃষ্ণপণ, কোমলময় যৌকু দগ্ন বণ্ডের ভূমি কুরুগণ আমাদের প্রদান করেছেন, তাই ভোগ করছি? এবং আমরা হলাম পাদুকে তার কুরুগণ মন্তক? সেখ, সাধারণ মহমন্ত ব্যক্তির মতো এইসকল দান্তিক কুরুগণ তাদের উজ্জলবিত্ত ক্ষমতা নিয়ে ভিত্তাবে মন্ত

রয়েছেন। পাদম ক্ষমতার অধিকারী কোন মন্তক পাদম তাদের এই মুখবৎ কণ্ঠ কথাবোধী মন্ত কণ্ঠ? আর আমি পৃথিবী কৌরবশূন্য কনবা।” ব্রহ্ম বঙ্গরায় ঘোষণা করলেন। এই বলে তিনি তাঁর লাক্ষণ অত্র গ্রহণ করলেন এবং দ্বিত্বকন দত্ত কর'র জন্য বৃষ্টি উঠে দাঁড়াগেল। শ্রীভগবান ব্রহ্মভাবে তাঁর লাক্ষণের অগ্রভাগে দ্বিত্ব হস্তিনাপুরকে ফল করলেন এবং সমস্ত লাক্ষণকে লক্ষ্য নিষ্কণ করার উদ্দেশ্যে তাকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। তাঁদের মনর যখন আকর্ষিত হচ্ছিল, তাকে সমুদ্রের একটি ত্রৈলোক্য মতো আন্দোলিত ও গঙ্গা পতনোদুঃ হতে লক্ষ্য করে কৌরবগণ ভরাস্ত হতে উঠলেন। তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁদের সনে তাঁদের পরিকল্পনাকে নিয়ে আক্রমের জন্য শ্রীভগবানের কাছে এলেন। সাব ও লক্ষ্যগণকে সামনে রেখে তাঁরা কৃতান্তলিখিত হলেন।”

কৌরবগণ বললেন—“হে রাম, রাম, অবিলম্বে। আমরা আপনার প্রভাবের কিছুই জানি না। যেহেতু আমরা লক্ষ ও বিপক্ষে চালিত, দয়া করে আমাদের অপরূপ মর্জনা করুন। আপনিই একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, হিতি ও লয়ের কারণ এবং সেখানে আপনার কোন পূর্ব কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে, হে ঈশ্বর, শুভবিশদগণ বলেন যে, আপনি বহন আপনায় লীলা সম্পাদন করেন তখন জগৎ ব্রহ্মাও আপনার শ্রীভাবস্ত মাত্র। হে সহবমন্তক ওলন্ত, আপনার লীলাসূত্রে এই ভূমন্তককে আপনার মন্তকগুলির একটিতে আপনি বহন করেন। প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আপনি আপনার নিজ দেহে প্রত্যাহার করেন এবং অদ্বিতীয় রূপে শেষ শয্যা শয়ন করে অবস্থান করেন। আপনার ত্রেম সকলকে লিপ্ত প্রদানের জন্য, এটি মাসের বা দেহের প্রকাশ নয়। হে ভগবান, আপনি শুভ-সুখপের ধারক এবং জগতের হিতি ও পালনের জন্যই কেবল আপনি ব্রহ্ম হন। হে সর্বজীবাঙ্গ, হে সকল শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রক, হে জগতের অত্রান্ত দণ্ডী, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনাকে প্রণাম নিবেদন করে আমরা আপনার অত্রান্ত গ্রহণ করলাম।”

শ্রীম শুকদেব গোষ্ঠ্যমী বললেন—“দানের মগরী কাম্যমান এবং যারা অত্রান্ত পীড়িত হয়ে তাঁর অত্রান্ত

পূর্ণ ভাবে, এটাই সেই কুরুগণের দ্বারা অত্রান্ত পূর্ণিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্রান্ত শাস্ত ও ক্ষমালীকরণ তাদের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, ‘ভীত হলে না,’ এবং তাদের ভয় অপহরণ করলেন। দুর্যোধন তাঁর কন্যার প্রতি অত্রান্ত হেহবলন্ত যৌতুকস্বরূপ ছয় বৎসর বয়স ১,২০০ হস্তী, ১০,০০০ গজ, ৬,০০০ সূর্যের মতো সীতামান সুবর্ণ বস্ত্র এবং তাদের কাছে বস্ত্রবচিত্ত পদক বিংশতি ১,০০০ হস্তী প্রদান করলেন। দাদবঙ্গের প্রধান, শ্রীভগবান, এই সকল উপহার লাক্ষী গ্রহণ করলেন এবং তারপর তাঁর

শ্রীভগবান তাঁতে বিহার অভিন্নমন জানালে, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ প্রস্থান করলেন। অত্রান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নগরীতে (দ্বারকা) প্রবেশ করলেন এবং তাঁর আত্মীয়বর্গ, তাদের সহস্র তাঁর প্রতি প্রেমাসক্তিতে সর্বপ্রকারে আবদ্ধ ছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাজসভায় বসু দেউকর্গের কুরুগণের সঙ্গে তাঁর আচরণ বিহার সমস্ত কিছু তিনি জ্ঞাপন করলেন। এমনকি অত্রান্ত ভগবান বল্লভারের বিক্রমের চিকানি প্রদর্শন করে হস্তিনাপুর নগরী গঙ্গা বরাবর এত দাঁকশ নিকে উন্নত দেখা যায়।”

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

নারদ মুনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদগুলি দেখলেন

শ্রীম শুকদেব গোষ্ঠ্যমী বললেন—“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাসুরকে বধ করেছেন এবং অত্রান্ত বধুরে একা বিহার করেছেন বল্য করে নাকলমুনি এই অবস্থার শ্রীভগবানকে দর্শনের অভিলাষে করলেন। তিনি ভাবলেন, ‘এতো মহাশক্তি বিস্তারের ব্যাপার যে, একক দেহে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দপং বোল সহস্র রমণীকে, প্রত্যেককে এক-একটি পৃথক প্রাসাদে, বিবাহ করলেন।’ তাই বেরবি আগ্রহ করে দ্বারকার গমন করলেন।”

“নগরীটি পাকির কুঞ্জে পূর্ণ ছিল এবং উপবন ও সুবর্ণর উদ্যানগুলিতে ভ্রমরকুল উড়ছিল, আর তখন হংস ও স্যারনের ডাকে নিম্নাশিত সরোবরগুলি ব্রহ্মকৃষ্ণিত ইন্দীবর, অত্রাজ, কহুর, কুমুদ ও ষ্টংগল পয় দ্বারা অলীর্ণ ছিল। দ্বারকার মহাভরত দ্বারা সমুদ্রকুলে পোড়িত এবং শকটিক ও রৌপ্যদ্বারা নির্মিত নয় লক্ষ রাজপ্রাসাদ ছিল। এইসকল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগের পরিচ্ছদগুলি রত্ন ও স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত পথের রাজপথ, পথ, চত্বর, ও বাজারের মধ্যে পরিবহন চলাচল করছিল এবং বহু সভাপণ্ড ও দেবদায়

মনোরম নগরীটির শোভা বৃদ্ধি করছিল। পথঘাট, অত্রান্ত চত্বর, রাজপথ ও গৃহদ্বারের মাঝে কল দিগে বোতলা ছিল এবং কলদণ্ড হতে উড়ন্ত পতাকা দ্বারা স্বর্ভাণ নিবারণিত হচ্ছিল। দ্বারকাপুরীতে সকল লোকপালকমণ দ্বারা পূর্ণিত একটি সুলার অত্রাপুর ছিল। এই ক্ষেত্রটি, যেখানে বিশ্বকর্মা তাঁর সকল দ্বিবা দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা শ্রীহরির আবাসস্থল ছিল এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের বোডশ সহস্র রাণীগণের প্রাসাদদ্বারা প্রোচ্ছলরণে বিভূষিত ছিল। নারদমুনি এইসকল বিশাল প্রাসাদের একটিতে প্রবেশ করলেন।”

“প্রাসাদের ভিত্তি ছিল বৈদূর্মমণি বচিত্ত সুশ্লেষিত প্রবল স্তম্ভ। দেওয়াল ইন্দ্রনীলমণির এবং মেঝে ছিল নিরন্তর প্রভার দীপ্তিময়। সেই প্রাসাদে বিশ্বকর্মা মুক্তমালা হেমিসম্বিত চত্বারতপের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে হাতীর ঘাঁত ও বহুমূল্য রত্নে সজ্জিত আসন ও শয্যাসমূহও ছিল। সুরমা বসন পরিহিত, কণ্ঠে পদক ধারণিত বহু সাদী ছিল এবং উজ্জীব বৃত্ত বর্ষ, সুবল ও বস্ত্রবচিত্ত কুণ্ডল বৃত্ত রক্ষীগণও ছিল। অত্রান্ত রত্নবচিত্ত

দ্বীপের নীতি প্রাসাদের সকল অঙ্গের দূর করত। হে রাজন, ছাদের চালে উঠা-যত্নে নিম্নবর্ত্ত মূর্ত্তের নৃত্য করত, যাহা গদ্যক পাত্রে নির্ভর সুগন্ধী গুণের ধূপকে দেখে দেখে ফুল ফুল করত। সেই প্রসঙ্গে তবুও ব্রাহ্মণ সাদৃত পতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে, তিনি স্বর্ণ-কণ-মুক্ত চামর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বাক্য করছিলেন, তাঁকে এমনতরো বর্ণন করলেন; যদিও তাঁর পত্নীর সমান স্বভাব, মন, যৌবন ও সুবসন বিপ্লব সহস্র নারী অবস্থায় তাঁর পত্নীর সেবার নিয়োজিত রয়েছে, তবুও তিনি (পত্নী) এইভাবে নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। ভগবান ধর্মীর নীতিসমূহের পরম ধারক। তাই তিনি কখন নারসকে লজ্জা করলেন, তিনি তখন ভগবান সাক্ষীদেবীর শব্দ থেকে উঠে তাঁর মুণ্ডমুখ মস্তক নারসের দুই চরণে অক্ষত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং কৃতজ্ঞতা বৃত্ত হয়ে তাঁর নিজ আলসে মুনিকে উপবেশন করলেন। শ্রীভগবান নারসের দুই চরণ প্রক্ষালন করলেন এবং তারপর সেই কল তাঁর মস্তকে ধারণ করলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরম জগৎগুরু এবং তাঁর তত্ত্ববুদ্ধির পতি, তবু এইভাবে তাঁর আচরণ বখাবৎ ছিল কারণ তাঁর নাম ভগবানসেবী শ্রীভগবান, তিনি ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করেন। এমনকি শ্রীভগবানের নিজ চরিত্রাবৃত্তি জলও পরম তাঁর স্বভাব গঙ্গা হয়ে ওঠে, তবু এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নারস মুনিকে তাঁর দুই চরণ ধৌত করার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। বৈদিক বিধি অনুসারে পূর্ণকলে দেবীর অর্চনা করে, শ্রীকৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং আমি যদি—নারায়ণ, নরেন্দ্র সঙ্ক—মন্ত্রের সঙ্গে কথা বললেন এবং শ্রীভগবানের পরিত্রিত উক্তি ছিল অমৃতের মতো মধুর। অবশ্যেই শ্রীভগবান নারসকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?’

ঈশ্বর বললেন—“হে সর্জনশীল ভগবান, আপনি যে সকল ভগবতের দাসক, সকল জনের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করেন এবং দুঃস্থদেরও সন্মান করেন, তা বিশ্বাসের নয়। আমরা ভাগ্যবান জানি, আপনার মধুর ইচ্ছাক্রমে এই জগতের স্রষ্টি, পালন ও পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আপনি জগৎবিশ্ব করেন। এইভাবে আপনার মহিমাভাবি সর্বত্র গীত হয়। এখন আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, যা আপনার ভক্তবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করে,

এমনকি ব্রহ্মা ও অন্যান্য গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্র-কান্তিগণও তাঁদের হৃদয় মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর চিত্ত করেন এবং বিনি সংসারের কল মধ্যে পতিত জনের উদ্ধারের অবলম্বন স্বরূপ। কৃপা করে আমরা অনুগ্রহ করন যাতে আমি অবিরত আপনার চিত্ত করে হ্রস্ব করতে পারি। অনুগ্রহ করে আপনার অরপণ শক্তি আমাকে প্রদান করুন।”

“হে রাজন, অতঃপর নরেন্দ্র যোগেশ্বরগণেরও অধীকার শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত শক্তি প্রত্যাক করার জন্য আত্মী হয়ে তাঁর অন্য এক পত্নীর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি শ্রীভগবানকে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ও তাঁর সখা উদ্ভবের সঙ্গে অকল্যাণভারত দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যময় হয়ে নারসকে আসন প্রতুতি প্রদান করে তাঁর পূজা করলেন এবং তারপর কেন তিনি জানতেন না এইভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কখন এসেছেন? আমাদের মতো অপূর্ণকামগণ, বীরা পূর্ণকাম, তাঁদের জন্য কি করতে পারে? তথ্যনি, হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে সার্বক করুন।’ এইভাবে স্বেচ্ছিত হয়ে নারস বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি কেবল নিঃশব্দে সত্যময় রইলেন এবং অন্য প্রাসাদে গমন করলেন।”

“এইবার শ্রীনারস দর্শন করলেন যে, মেঘময় নিতান্ন মতো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিতপুত্রকে লালনে বৃত্ত হয়েছেন। সেখান থেকে তিনি অন্য একটি প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্নানের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। একটি প্রাসাদে শ্রীভগবান যাকে আত্মা নিবেদন করছিলেন, আরেকটিতে পক্ষ মহাবল দ্বারা আরাধন করছিলেন, অন্য আরেকটিতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করছিলেন এবং অন্য কোম একটিতে ব্রাহ্মণগণের উজ্জীৱণ ভোজন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে সূর্যোত্তর উপাসনার আচার বিধি পালন করছিলেন এবং শান্তভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করছিলেন আর অন্য কোথাও বা তরবারি ও ঢাল নিয়ে অসিচালন ক্রিয়ার আভ্যাস করছিলেন। একস্থানে শ্রীভগবান লম্বাক কণ্ঠ, গজ ও রথে আরোহণ করছিলেন এবং অন্য একটি স্থানে তিনি বখন তাঁর সখ্যার বিদায় করছিলেন, ভগ্ন চরণপা তাঁর মহিমার কীর্তন করছিল। কোথাও বা উদ্ধবের মতো ব্রাহ্মমুনিদের সঙ্গে তিনি মন্তব্য করছিলেন এবং অন্য

কোথাও হে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য যুগ্মী পরিবৃত্ত হয়ে জনের মধ্যে অমল উপভোগ করছিলেন। কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সুন্দরভাবে বিতুষিতা গভীর প্রদান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি মহাকাব্যিক ইতিহাস ও পুরাণাবির মঙ্গলজনক বর্ণনা শ্রবণ করছিলেন। কোথাও কোনও একজন পত্নীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে রসিকতাপূর্ণ বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও বা তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে বর্মীত আচার অনুষ্ঠানে রত দেখতে গেলেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণের পাওয়া গেল অপরিসীম উদয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত এবং কোথাও বা শান্তীর বিধিনিষেধ অনুসারে তাঁকে পারিবারিক কীর্তন উপভোগ করতে দেখা গেল। কোথাও তিনি একাকী উপবেশন করে জড়-প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করছিলেন এবং কোথাও বা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠগণকে ভাষা বস্তু নিবেদন ও সনক পূজা দ্বারা তৃপ্তা করছিলেন। একস্থানে তাঁর কর্তব্যজন উপন্যাসের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি শান্তি স্থাপন করছিলেন। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীলঙ্কায় একত্রে সপুত্রপের কল্যাণ চিন্তা করছিলেন। নারস শ্রীকৃষ্ণকে উপযুক্ত বসু ও বরের সঙ্গে বখার্ব সমস্তে তাঁর পুত্র ও কন্যাদের বিবাহ প্রদানে নিয়োজিত দেখতে গেলেন এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানও বিধি-জীকর্মের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। নারস লজ্জা করলেন কিতাবে সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কন্যা ও জামাতাদের পাঠ্যে এবং মহামহোৎসবের সময়ে অক্ষর ভাস্কর পুত্র আশ্রয়ম জামানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসকল উৎসবদি দেখে পুরবাসীরা বিস্মিত হয়েছিল। কোথাও তিনি বিশদভাবে বক্তাবির মাধ্যমে দেবতাদের পূজা করছিলেন এবং অন্যত্র তিনি ধূপ, জন উদ্যান, ও মঠাদি নির্মাণ করে জনকল্যাণমূলক কার্যে তাঁর ধর্মীর কর্তব্য পূর্ণ করছিলেন। অন্য একটি স্থানে তিনি মৃগয়ারত ছিলেন। তাঁর সিন্ধী জন্তু আরোহণ করে এবং শ্রেষ্ঠ বসু বীরবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি যাকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে পণ্ডক করছিলেন। কোথাও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বর্মীৱণ ও পুরবাসীরা ভি ভাষাছেন, তা হ্রস্বময় করার

জন্য ভাস্কর বাড়িতে হস্তদেশে ভ্রমণ করছিলেন। এইভাবে শ্রীভগবানের এই যোগদায়ার অভিযান্ত্রিক দর্শন করে নারস মুগ্ধ হাললেন এবং তারপর মানুষী আচরণে লীলাবত ভগবান শ্রীহরীকে শ্রদ্ধা বললেন—‘হে পরমাত্মনে, হে যোগেশ্বর, এখন আমরা মাহাত্ম্যাদেশকও দুর্জয় আপনার মাধ্যমতিকে হ্রস্বময় করছি। কেবলমাত্র আপনার শ্রীচরণদ্বারের সেবার দ্বারা আমি আপনার শক্তিব্যক্তি উৎকর্ষিত করতে সক্ষম হয়েছি। হে দেব, আমাকে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করুন। জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলাসমূহ উদ্ভেদন করে গমন করতে করতে আমি আপনার যশে অসুত ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করে।’

পশ্চিমের ভগবান বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আমিই ধর্মের যক্ষ, কর্তা ও অনুমোদনকারী। জগতে ধর্ম-নীতি নিজে প্রদানের জন্য আমি তা আচরণ করি, হে পুত্র, তাই বিদ্রোহ হওয়া না।”

শ্রীল ওকমের গোবর্দী বললেন—“এইভাবে প্রতিটি প্রাসাদে নারস শ্রীভগবানকে তাঁর একটি স্বরূপ গৃহস্থদের পবিত্রকারী ধর্মীর পারমার্থিক আচরণবিধি পালন করতে লজ্জা করেন। অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহা-যোগদায়ার প্রকাশ বরষার দর্শন করে মুনি বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়েছিলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম সম্পর্কিত উপহার সামগ্রী আন্তরিকভাবে নারসকে প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ সনকরূপেই তাঁকে সম্মানিত করলেন। এইভাবে পরিত্রিত হয়ে মুনিক শ্রীভগবানকে নিরন্তর সন্মান করতে করতে প্রস্থান করলেন। এইভাবে ভগবান নারায়ণ সাধারণ মানুষের পক্ষ অনুকরণ করে সকল জীবের কল্যাণের জন্য তাঁর নিজ শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে বাক্য ভাস্কর সনকভা, সৌহার্দ্যময় বৃষ্টিপাত ও হৃদয় দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেছিলেন, তাঁর সেই যোগেশ্বর সহস্র শ্রেষ্ঠ পত্নীর সঙ্গে, তিনি অমল উপভোগ করেছিলেন। ভগবান শ্রীহরী বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পরম কারণ। হে রাজন, যিনি তাঁর সম্পদিত অনুকরণীয় অমল আচরণ কীর্তন করেন, প্রকাশ করেন বা কেবলমাত্র অনুমোদন করেন, তিনি নিশ্চিতকালে মোক্ষদায়ক ভগবানের জন্য ভক্তি লাভ করেন।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন কার্যকলাপ

শ্রীমৎ শ্রীমদেব গোবিন্দী বললেন, “উষাকাল নিকটে উপস্থিত হলে শ্রীমাদেবের মহাবীণা প্রত্যেকে তাঁদের পতির কণ্ঠস্বর হয়ে কলরবরত মোহনগানের অভিশাপ দিতে লাগলেন। রমণীগণ যে এখন পতিবিরহ ভোগ করছেন, তা ভেবে তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। পরিজ্ঞাত উদ্যান থেকে আগত সুবাসের প্রভাবে ভ্রমরের গুঞ্জে পাখিরা নিজা থেকে জেগে উঠেছিল এবং তারা এখন সভা কবিরের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তনের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে গান করতে শুরু করল, তখনই তারা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞানিয়ে দিল। যেহেতু এখন তিনি তাঁর আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হন, তাই তাঁর প্রিয়তমের দুই বাহুর মধ্যে শায়িত রাবী বৈদ্য এই পরম পবিত্র সময়টিকে পছন্দ করছিলেন না। শ্রীমাদেব ব্রাহ্ম-সুহৃৎে প্রয়োজন করে জল স্পর্শ করতেন। অতঃপর তিনি, যার আপন প্রকৃতি দ্বারা সকল কলুষ চিত্ত-সূরীভূত হয় এবং যিনি তাঁর এই প্রহ্লাদভক্ত সৃষ্টি ও বিনাশের কারণকরণ নিজ শক্তির দ্বারা তাঁর আপন সচিদানন্দরূপ প্রকাশ করেন, সেই অমল, অমর, অব্যয় স্বভাবের নিজ স্বরূপে বিমল চিত্তে প্রানবদ্য হতেন। সেই সমুদ্রজন শিরোমণি অতঃপর তত্ত্ব জপে রতন করলেন। স্বয়ং উর্ধ্ব ও নিম্ন বস্ত্র দু’খণ্ড পরিধান করলেন এবং প্রান্তকোণীন পূজা থেকে শুরু করে সাময়িক পর্যায়ক্রমে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট যমীর আচারসমূহ সম্পাদন করলেন। পবিত্র অগ্নিতে আর্ঘ্য উৎসর্গ করার পর শ্রীকৃষ্ণ যৌনভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলেন। প্রতিদিন শ্রীভগবান উদিত সূর্যের পূজা করতেন এবং তাঁর অলঙ্কৃত দেহভা, কবি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করতেন। বিবেকী শ্রীভগবান তারপর যত্নসহকারে তাঁর কোট ধরীর ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করতেন। সুবন্ধে নিরুপিত ব্রাহ্মণকে তিনি স্ববিশ্ব-শুভ ও মুক্তা-কণ্ঠের যুক্ত একদল শাস্ত্র ও গৃহপাঠিত গাভী প্রদান করতেন। এই সমস্ত গাভীরাও সুবন্ধে সজ্জিত থাকত এবং তাদের খুঁরের অশ্রুতাপ ব্রীণ্য দ্বারা অধিক থাকত। প্রচুর মুক্ত

প্রদায়ী তারা ছিল প্রথম প্রসূতা এবং সবৎসা। শ্রীভগবান প্রতিদিন ১৩,০৮৪টি গাভীর বহু দলকে কৌম-বস্ত্র, মুখ-চর্ম ও তিল সহ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করতেন। গাভী, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের প্রতি, জ্যেষ্ঠবর্ষ ও প্রেরণের প্রতি এবং তারা পরমেশ্বরের অংশভোগ—সেই সকল জীবনকে শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার নিবেদন করতেন। অতঃপর তিনি মাসলিক শ্রব স্পর্শ করতেন। মনুষ্য সমাজের বিভ্রমলক্ষণ, তাঁর নিজস্ব বিশেষ বসন, অলঙ্কার, দিব্য পুষ্পমালা ও অনুলেপন দ্বারা তিনি তাঁর সেহটি লোভিত করতেন। অতঃপর তিনি বি, জয়ন্তা, গাভী, বৃষ, ব্রাহ্মণ ও দেবতা দর্শন করতেন এবং প্রাসাদে ও সারা নগরে বাসকারী সমাজের সকল শ্রেণীর সদস্যগণ যাতে উপহার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, তার প্রতি মন্ত্র রক্ষা করতেন। অবশেষে সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রীসের অভিনন্দিত করতেন। প্রথমে ব্রাহ্মণদের পুষ্পমালা, পান ও চন্দন বিতরণ করার পর তিনি এই সকল উপহার তাঁর বাহুব, মন্ত্রী ও পত্নীদেরও প্রদান করতেন এবং অবশেষে তিনি স্বয়ং এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতেন। সেই সময় সূর্য্যি সহ, তাঁর অন্যান্য অঙ্গ যুক্ত শ্রীভগবানের পরম বিচিত্র রতনটি তাঁর সারথি নিয়ে আসত। তাঁর সারথি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। ঠিক যেমন পূর্বের পর্বতে সূর্য উদিত হয়, তেমনিভাবে তাঁর সারথির হস্ত ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যিকি ও উজ্জ্বলের সঙ্গে রথে আরোহণ করতেন। প্রাসাদের রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সলঙ্ঘ প্রেমময়ী দৃষ্টিপাতের দ্বারা নিরীক্ষণ করতেন আর তাই তিনি তাদের কাছ থেকে অতি কষ্টে মুক্ত হতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হানাময় মুখমণ্ডল দ্বারা তাদের মনকে মুগ্ধ করে চলে যেতেন।

“হে রাজন, শ্রীভগবান সকল বৃকিগণ পরিপূর্ণ হয়ে সুধর্ম্য নামে যে সভাগৃহে প্রবেশ করতেন, সেখানে প্রবেশকারী সকলেই জড় জীবনের ছয়টি তরঙ্গ থেকে রক্ষা পেত। সেখানে সেই সভাগৃহে সর্বশক্তিমান

শ্রীভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করলে, তিনি তাঁর অমল্য বীণাতে নিঃসৃতল আঙ্গা বিকীর্ণ করে শ্রীগয়ান হয়ে দিরাঙ্গ করছিলেন। রাত্তিরে মধ্যে সিংহে মন্ত্রে যদুগণ পরিপূর্ণ হয়ে সেই যদুশ্রেষ্ঠ অসংখ্য মন্ত্র মধ্যে চাক্ষুর মন্ত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। আর সেখানে, হে রাজন, বিদুবকেরা মানা পরিহাসের ভাব প্রদর্শন করে শ্রীভগবানের মানোন্নয়ন করতেন, দক্ষ চিত্তবিনোদনকারীরা তাঁর জন্য অনুষ্ঠান করতেন এবং নর্তকীরা উৎসাহের সঙ্গে নৃত্য করতেন। এই সকল লীলীগণ যুদ্ধ, বীণা, মুরজ, কেলু, কবচান ও শঙ্খজনির সঙ্গে যুদ্ধ-বীণা করতেন এবং পেশাবার কবি, ইতিহাস কথক ও জ্ঞান-পাঠকগণ শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করতেন। কোল কোল ব্রাহ্মণ সেই সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে অমল্যভাবে বৈদিক মন্ত্রবলী উচ্চারণ করতেন এবং অন্যান্য অতীতের পুণ্যবান রাজাদের কণা সর্বিশেষ কর্তা করতেন।”

“হে রাজন, একবার কোন এক অপূর্বদর্শন পুরুষ সভায় উপস্থিত হয়েছিল। যার রক্তক ডার কথা শ্রীভগবানকে জ্ঞাপন করার পর তাঁকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। সেই পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করল এবং কিতাবে অসংখ্য রাজাদের জবানবন্দী করে স্বাক্ষর ওয়া কষ্ট ভোগ করছিলেন, কৃতান্তলিপুটে শ্রীভগবানকে তা বর্ণনা করল। কুড়ি সহস্র রাজা বাগা জরাসন্ধের বিশ্ব বিজয়ের সময় তাঁর প্রতি পূর্ণ অনুগত্য স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা গিরিপ্রক নামক দুর্গে জরাসন্ধ দ্বারা বলপূর্বক বন্দী হয়ে জাহে।”

রাজারা বললেন [তাঁদের মুতের মাধ্যমে যেমন বর্ণিত হয়েছিল]—“হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে অশ্রমের-আত্মা, হে নরনাগতজনের ভয় বিনাশক। আমাদের ভিন্ন মনোভাব সত্ত্বেও আমরা সনাতনের তরবণত আপনায় পরগণত হয়েছি। এই জগতের মানুষেরা সর্বদা পাপকর্মে রত এবং এইভাবে তারা আপনায় নির্দেশ অনুসারে আপনায় অর্চনা করার তাদের প্রকৃত কর্তব্য সব্বদে বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই আচরণের মাধ্যমেই তাদের বৌভাগ্য লাভ হবে। আমরা সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি যিনি কালকালে

আবির্ভূত হন এবং এই জগতে কারও দীর্ঘ জীবনের জন্য দুর্দৈব জগাকে সহসা ছেদন করেন। আপনি জগতের অধীশ্বর এবং মানুষকে রক্ষা ও দুর্ভিক্ষের দমন করার জন্য আপনায় নিজস্ব শক্তিসহ আপনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে ভগবান, আমরা কৃতান্তে পরাধীন কিতাবে অন্য কেউ আপনায় বিধান লক্ষণ করেও অবিরত তাঁর কর্মফলের আনন্দ ভোগ করতে পারে। হে ভগবান, সর্বদা তব পূর্ণ, সুতবৎ এই দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নবৎ, বিষয়লাগা রাজসূত্রে বোঝা বহন করি। এইভাবে আমরা আত্মায় প্রকৃত সুখ পরিত্যাগ করেছি, যা আপনায় প্রতি নিষ্কাম সেবার দ্বারা লাভ করা যায়। অজাত বীনহীন হওয়ার কলে, আমরা এই জীবনে আপনায় মগ্না পতির অধীনে তেবলই ক্রেশ ভোগ করছি, সুতরাং যেহেতু আপনায় পদযুগল পরগণতের শোক দূর করে, তাই মনয় ব্রাহ্ম-রূপ কর্মের শৃঙ্খলের বন্দী হতে আমাদের মুক্ত করুন। দল সহস্র মত হস্তীর বিক্রম একাকী ধারণ করে, ঠিক যেভাবে ভোক্তা সিংহ মেঘদের আবদ্ধ করে, সেভাবে সে আমাদের তার গৃহে বন্দী করে রেখেছে। হে চক্রধারী! আপনায় শক্তি অর্নিম, অতঃ তাই সমুদ্রস্রাবের জলপিত্তে জীবনকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তখন, অনুযাজনোচিত কার্য সম্পূর্ণরূপে অতিনিবীড় হয়ে আপনি তাকে একবার আপনাকে পরাজিত করতে সুযোগ প্রদান করেছিলেন। এখন তাই সে এতটাই অহঙ্কারে পূর্ণ যে, আপনায় প্রজ্ঞাভোগ সে আমাদের উৎপীড়ন করার সাহস করছে। হে অজিত, কৃপা করে এই অবস্থার প্রতিকার করুন।”

দুত আরও বলল—“এই সকল জরাসন্ধের কাছে বন্দী রাজাদের এই হল মার্জী, তাঁরা আপনায় চরণযুগলের পরগণত হয়ে, সব্বদাই আপনায় সর্বাভিলাষী। এই সকল বীনজনে কৃপা করে বৌভাগ্য প্রদান করুন।”

শ্রীমৎ শ্রীমদেব গোবিন্দী বললেন—“রাজাদের হৃত বধন এইভাবে করছিল, তখন দেবতাদের কবির শ্রীমদেব সহসা আবির্ভূত হলেন। স্বাক্ষর শিল্প জটানুটধারী পরম জ্যোতির্ময় সেই কবি উজ্জ্বল সূর্যের মতো প্রবেশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্ম ও শিবের মতো ব্রাহ্ম-পালকদেরও কাছে অর্চনীর ঈশ্বর, ভবুও নরপ যুগিকে উপস্থিত হতে লক্ষ্য করা যায় তিনি তাঁর মন্ত্রী ও

সচিবদের দ্বারা মাহারাজকে অভ্যর্থনার জন্য আনন্দিত হয়ে সতায়মান হলেন এবং তাঁর মন্তব্য ক্রমেতে করে তাঁর প্রজ্ঞা নিবেদন করলেন। শ্রাবণ মূনি তাঁকে নিবেদিত আসন গ্রহণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রীর বিধান অনুসারে মুনিকে সম্মানিত করলেন এবং ব্রহ্মা সহকারে তাঁকে সজ্জিত করে সত্যনিষ্ঠ ও মধুর বাক্য বললেন—“যেহেতু জগৎপরিভ্রমণকারী আপনার মধ্যে একজন মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ত্রিত্বের আভা অংশই সফল হয় হতে মুক্ত হল, শ্রীভগবানের সৃষ্টি বিবরে কিছুই আপনার কাছে অজ্ঞান নয়। সুতরাং আমাদের কৃপা করে বলুন—পাণ্ডবরা কি করতে চান।”

শ্রীনারদ বললেন—“আমি বহুবার আপনার মায়ার মূল্যবোধ শক্তি লাভ করেছি, হে সর্বশক্তিমান, যার দ্বারা আপনি বিশ্বস্তপ্রিয় ব্রহ্মাভ্যন্তরে মোহিত করেন। হে সর্বব্যাপক ভগবান, তাই আমার কাছে অশ্রবণ নর বে, ধুম দ্বারা অগ্নি যেমন নিজের আলো আচ্ছন্ন রাখে, তেমন সর্বভূতে বিচরণশীল আপনিও আপনার নিজ শক্তিরূপি দিয়ে নিজেকে গোপন করে রাখেন। আপনার উদ্দেশ্য কে সত্যমুখভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে? আপনার জড় শক্তি দ্বারা আপনি এই সৃষ্টিকে ক্রিয়াকর করেন এবং প্রত্যাহারও করেন, যা এইভাবে প্রকৃত বিন্যাস হয়ে থাকে। যার চিন্ময় অবস্থান অচিহ্নীয়, সেই আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। জগৎ-মুদ্রা চক্রে গুপ্ত জীব জামে না কিভাবে সে অত্যন্ত ক্রেশনারক এই জড় দেহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে। কিন্তু আপনি শ্রীভগবান, আপনার বিভিন্ন নিজস্ব রূপে এই জগতে অবতরণ করে আপনার লীলা সম্পাদন করার মাধ্যমে আপনার যোগেশ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ দিয়ে আশ্রয় পথ আলোকিত করেন। তাই, আমি আপনার শরণাগত হলুম। তথাপি, হে পরম ব্রহ্ম, আপনার পিসিমার পুত্র, আপনার শুভ বুদ্ধির মহারাজ মানবরূপে লীলারত

আপনাকে কি করতে চান, আমি আপনাকে তা বলব।”

“একজনে রাজাজ্যের অভিলাষী রাজা বুদ্ধিগত রাজসূর্য মহাবাজ দ্বারা আপনার পূজা করতে চান। মন্তা করে তাঁর উদ্যমকে আশীর্বাদ করুন। হে ভগবান, আপনাকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী সকল শ্রেষ্ঠ দেবতা ও হনুসী রাজারা সেই মহাবাজে আপনমন করবেন। হে ভগবান, পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আপনার দ্বান এবং আপনার মহিমারূপি কীর্তন ও প্রবণের মাধ্যমে অজ্ঞান জাতিরাও পবিত্র হয়। তাহলে যারা আপনাকে দর্শন করে ও স্পর্শ করে, তাদের কণা আর কি কল্যাণ আছে। হে ভগবান, আপনি সকল সৌভাগ্যের প্রতীক। আপনার দিব্য নাম ও কল, স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর একটি চরোতপের মতো বিস্তৃত রয়েছে। অপ্রাকৃত যে জল আপনার চরণ-ধূসল সৌভাগ্য করে, তা স্বর্গে মল্যাকিনী নদী, পাতালে জেগবতী এক এই মর্ত্যে গঙ্গা নামে পরিচিত। এই পবিত্র দ্বিতীয় জল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী প্রবাহিত হয়ে সেই সমস্ত জগতে পবিত্র করেছে।”

শ্রীল ওকদেব গোদামী বললেন—“যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমর্থক বাহকের জরাসন্ধকে পরাজিত করার আশ্রয়লভ এই প্রজ্ঞার বিরোধিতা করলেন, তখন তিনি তাঁর অনুগত উদ্ধার দিকে তাকালেন এবং সহাস্যে সুমধুর বচনে তাঁকে বললেন—“যেহেতু তুমি বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনের আশেখিক মূল্য স্বার্থপরভাবে লাভ, তাই প্রকৃতপক্ষে তুমি আমাদের যেট চক্ষু স্বরূপ ও খনিষ্ট বন্ধু। তাই অনুগ্রহ করে আমাদের বল—এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। আমরা তোমার বিচরণকে প্রজ্ঞা করি এবং তুমি যা বলবে, তাই আমরা করব।”

“সর্বজ্ঞ হয়েও, যেন মুক্ত এমন ভাব অকলঙ্ক করে তাঁর প্রভুর দ্বারা এইভাবে অনুসৃত হয়ে উদ্ধার এই নির্দেশ তাঁর শিরোধার করে উত্তর প্রদান করলেন।”

একোদশোত্তম অধ্যায়

শ্রীভগবানের ইঙ্গপ্রস্থে গমন

শ্রীল ওকদেব গোদামী বললেন—“এইভাবে সেবার্ষি নরদের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং সজ্ঞ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের সত্যমত হৃদয়ঙ্গম করে মহামতি উদ্ধার বললেন—হে প্রভু, সুনিবর যেমন উল্লেখ প্রদান করেছেন, সেইমতো আপনার আশীর্ষকে তার রাজসূর্য হস্ত সম্পাদনের পরিকল্পনা পূরণের জন্য আপনার সহায় করা উচিত এবং যে সব রাজারা আপনার আশ্রয় প্রার্থী আপনার তাঁদেরও রক্ষা করা উচিত। হে সর্বশক্তিমান, তিনিই কেবলমাত্র রাজসূর্য হস্ত সম্পাদন করতে পারেন যিনি সিদ্ধগুণের সতল বিশপকে জয় করেছেন। এইভাবে জরাসন্ধকে জয় করলে, আমার মতে, উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের হস্ত লাভ হবে এবং আপনি রাজাদের রক্ষা করবেন, এইভাবে, হে গোবিন্দ, আপনার মহিমা কীর্তিত হবে। অপরাজেয় রাজা জরাসন্ধ দশ হাজার হাতির সমান শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য শক্তিশালী যোদ্ধারা তাকে পরাজিত করতে পারে না। কেবলমাত্র ভীম তার শক্তির সমান। যখন সে তার অকৌহিনী সেনার সঙ্গে থাকবে, তখন তাকে পরাজিত করা যাবে না, সে একক রথের ক্রীড়ার পরাজিত হবে। একই জরাসন্ধ ব্রাহ্মণ সংকৃতির প্রতি এতটাই অনুরক্ত যে, সে কখনও ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা প্রজ্ঞাখ্যান করবে না। এক ব্রাহ্মণের হৃদয়েশ ভীম তার কাছে যাবেন এবং তিনটি প্রার্থনা করবেন। এইভাবে তিনি জরাসন্ধের সঙ্গে একক যুদ্ধের সুযোগ পাবেন এবং আপনার উল্লিখিত ভীম নিঃসন্দেহে তাকে বধ করবেন।”

“ব্রহ্মা এবং শিবও জগৎ সৃষ্টি ও সংহারে আপনার যত্ন রূপে কাজ করেন মাত্র, হে ভগবান, শেখপর্বত অ আপনার কালরূপ অরূপতা দ্বারা সাধিত হয়। কিভাবে আপনি বর্ণী রাজাদের দেবী সুলভ পত্নীদের সমস্ত পতিদের শত্রুকে বধ করে তাদের উদ্ধার করবেন, আপনার সেই মহৎ কর্ম বিবরে তাদের বধে ধরে যান

করবে। গোপীরাও আপনার মহিমা কীর্তন করবে—কিভাবে আপনি গজেন্দ্রের শত্রুকে, জনক কন্যা সীতার শত্রুকে, এবং আপনার নিজ মতা-পিতার শত্রুকেও নিধন করেছিলেন। তেমনভাবে আপনার আশ্রয়লভ শ্রীকৃষ্ণও আপনার মহিমা কীর্তন করবে, যেমন আমরা করছি। হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধের নিধন, যা নিশ্চিতভাবে তার অতীত পাশতর্মেয় ফল, তা গভীর মজল সাধন ফলবে। প্রকৃতপক্ষে, আপনার ইচ্ছা, এই বজানুষ্ঠানকে সত্ত্ব করে তুলবে।”

শ্রীল ওকদেব গোদামী বললেন—“হে রাজন, সেবার্ষি নরদ, বৃদ্ধ ধামবপণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সকলেই উদ্ধারের সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক ও যুক্তিযুক্ত প্রজ্ঞাবাটিকে বাণত জ্ঞানালেন। সর্বশক্তিমান ভগবান দেবকী-লক্ষ্মণ যাত্রার জন্য তাঁর গুরুগুনদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি দ্বাক্ষ ও কৈত্র প্রমুখ তাঁর ভৃত্যদের প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। হে পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের এবং গোশাক পরিচ্ছদের দ্বারা আরোহণ করে এবং সজ্জা ও রাজা উপস্থানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁর সারথির দ্বারা আসন্ন রথে আরোহণ করলেন। সেখানে গজেন্দ্রের প্রতীক চিহ্নিত পতাকা উড়ছিল। আকাশের সমস্ত দিক বৃষ্ণ, ভেট্টী, যুগুতি, শঙ্খ ও গোমুখের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বাক্ষর নির্গত হলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর রথ, হস্তী, পদাটিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং তাঁর পূর্বব ব্রহ্মী স্বাক্ষর চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন। ভগবান অচ্যুতের বিশ্বস্ত অধিবীরা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে শক্তিশাল বাহক বাহিত স্বর্গ শিবিকার শ্রীভগবানের অনুগমন করলেন। স্বর্গীরা সুন্দর বস্ত্রাঙ্গি, অলঙ্কার, সুগন্ধী তেল ও ফুলের মালায় সুসজ্জিত হয়েছিলেন এবং তাল-তরোয়ালধারী সৈন্যগণ তাঁদের পরিবেষ্টন করেছিল। সকল বিধের সুন্দরভাবে সজ্জিত রথবীরা—রাজকীয়



পুত্রস্বর্গীর পরিচরিকা এবং ব্যবহিত্যাকাণ্ড সঙ্গে বাঁচিল। তার পালকি, উট, গেষু, মহিষ, গর্পত, কাখাঘোড়া, শবট ও হাতিতে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের হনওলি সম্পূর্ণরূপে ভস্ম, কবল, বস্ত্র ও ব্যাঘ্র কন্য আনন্দা সবভাবে বোকাই ছিল।”

“শ্রীভগবানের সৈন্যবাহিনী রাজ-ছত্র, চামর ও প্রচুর উজ্জীৱমান পতাকাসহ পতাকা খণ্ডে সজ্জিত হইল। সৈন্যদের কুব্ধার অস্ত্র শস্ত্র, অলঙ্কার, পিরিত্রাণ ও বর্মের উজ্জ্বলরূপে সূর্য তিরস্ গতিফলিত হইল। এইভাবে তুমুল কোলাহলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনীকে কৃষ্ণ ভরত ও ভীমসিংহ মৎস্যধর এক সমুদ্রের মধ্যে ধনে হইল। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বায় সম্মানিত নারদ মুনি শ্রীভগবানকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্মুখনে নারদের সকল ইঞ্জির ভূত হইল। এইভাবে, শ্রীভগবানের সিদ্ধান্ত রক্ষণ করে এবং তাঁর ধারা পুত্রিত হয়ে নারদ ভূতভাবে তাঁকে হৃদয়ে স্থান করে আকাশ মার্গে প্রস্থান করলেন। রাজাদের পাঠানো দূতকে যদুর কনে সন্মোদন করে শ্রীভগবান বললেন—‘হে দূত, তোমার মঙ্গল হউক। আমি মগধরাজকে সিধনের আয়োজন করব। ত্বর করো না।’ এইভাবে সন্মোদিত হয়ে দূত প্রস্থান করল এবং শ্রীভগবানের বার্তা। যদুবলভাবে রাজ্যের কাছে বর্ণা করল। মুক্তির জন্য আগ্রহী হয়ে তারা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সন্মুখনের আশার প্রতীক্ষা করতে থাকল। আনন্দ, সৌখীন, মরুদেশ ও কিশন রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান শ্রীহরি নদী, পর্বত, নদ, গ্রাম, ব্রহ্ম ও বনিওলি পেরিয়ে গেলেন। দুষ্যন্তী ও সবকতী নদী দুটি পার হওয়ার পর, তিনি পল্লাব ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করে অশ্বপেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করলেন।”

“যদুব্য সমাজের দুর্গত দর্শন শ্রীভগবান এখন উপস্থিত হয়েছেন শুনে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর পুরোহিত ও প্রিয় পার্শ্বগণ নিয়ে রাজা নির্গত হলেন। ইঞ্জিরগুলি যেমন প্রাণের সঙ্গে মিশ্রনের জন্য আকুল হয়, তেমনই উজ্জ্বল বৈদিক স্রষ্ট্রবর্ষের সঙ্গে বীত ও মাদ্যসমূহ সহকারে অভ্যস্ত ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবান হৃদীকোণের সঙ্গে রাজা মিলিত হবার জন্য গমন

করলেন। যখন তিনি তার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দর্শন করলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় হেহে বিগলিত হয়েছিল এবং তিনি শ্রীভগবানকে দ্বার করে আলিঙ্গন করতে লগলেন। শ্রীভগবানের মিত্র কল লক্ষীদেবীর নিজ আসন। যে মুহূর্তে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তখনই তিনি সমোদরে সকল কলুষ থেকে মুক্ত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ত্রিময় অন্নাম অনুভব করে সুখ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। বিহ্বলতার অস্ত্রপূর্ণ নয়নে তাঁর মেহ কম্পিত হইল। তিনি যে এই জড় জগতে বাস করছিলেন, তা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন। অতঃপর অক্ষপূর্ণ সোচনে অন্নদে হাসতে হাসতে তাঁর তাঁর বামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন এবং ইয়জ্ঞ—নকুল ও সহদেবও প্রকৃত ক্রন্দন করে আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রিয়তম স্বথাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। অর্জুন তাঁকে আরও একবার আলিঙ্গন করার পর নকুল ও সহদেব তাঁকে তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন; শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও বহুজাতিদের প্রণাম নিবেদন করে মনসীত কৃষ্ণ, সুজয় ও কৈকটবলী সকলকে যথায় যথায় নিবেদন করলেন। ‘সুত, যোগ্য, গজব, বনি, বিদ্যক ও ব্রাহ্মণসকলে কামলময় শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করলেন—মুদঙ্গ, লম্বা, দুন্দুভি, বীণা, লম্বা ও গোমুখ প্রতিধ্বনিত হল—কেউ প্রার্থন আকৃতি করেছিলেন, কেউ নৃত্য ও গীত করেছিলেন। এইভাবে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে এবং সবদিক হাত জড় হয়ে পুষ্পাশ্রয় শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত নগরীতে প্রবেশ করলেন।”

“ইন্দ্রপ্রস্থের পল্লবলি হাতিদের সুগন্ধি স্রব্জস-বর্ষনে লিপ্ত হয়েছিল এবং রঙীন পতাকা, সুবর্ণ তোরণ ও জলপূর্ণ কলসগুলি দিয়ে নগরীর শোভা বৃদ্ধি হয়েছিল। পুত্র ও যুবতী রমণীরা উত্তম নবীন বস্ত্র, পুষ্প মালা ও অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে ও সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত হয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়েছিল। প্রতিটি গৃহ প্রস্তুত দীপ ও পূজার উপকরণাদি প্রদর্শন করছিল এবং গলাফ লম্বা দিয়ে ধূপের গন্ধ নির্গত হয়ে নগরীতে আরও মনোরম করে ঢুকেছিল। ছাদগুলি ইতস্তত পতাক ও বৃহৎ দ্রৌপ্য পরিসরের মধ্যে স্বর্ণকুণ্ড ছাড়া

সাজানো হয়েছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কৃত রাজ্য রাজকীর নগরী দর্শন করেছিলেন। যখন নগরী যুবতী রমণীরা কনলেন যে, মনন নয়নের সুখের আধার ভ্রমণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। তখন তাঁরা স্বয়ং তাঁকে দর্শনের জন্য রাজপথে গেলেন। তারা তাদের পুত্রস্বর্গী সকল কর্তব্য এবং শয্যার তাদের পতিদেরও ছেড়ে চলে এসেছিল এবং তাদের আগ্রহবশে তাদের চুল ও বস্ত্রের বাধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। হাতি, ঘোড়া, গধ ও পদাতিক সৈন্য রাজপথে খুব ভিড় হাফলি, মহিলারা তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন এবং লেখন থেকে তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পত্নীদের দেখছিলেন। পুত্র-রমণীরা শ্রীভগবানের উপর কুল ছড়িয়ে মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন ও উদার হাস্যবৃত্ত নয়নে তাদের আরবিক স্বামত সজ্জা ভ্রমণ করেছিলেন। ভগবান মুদুকের সাথে ঠিক চম্পের সহচরী তারকাদের মধ্যে তাঁর পত্নীদের গমন পরিমাণে দর্শন করে রমণীরা বিস্মিতভাবে করলেন, ‘এই নারীদের কেন কর্মের ফলে এই পুরুষেরে তাঁর লীলামত কটাক্ষ পৃতিপাত ও উদার হাস্যের অন্নম তাঁদের নয়নে প্রদান করছেন?’

“বিভিন্ন স্থানে নগরবাসীরা মাসলিক অর্থ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিম্পাশ শিরী সখ্যদারের প্রধানগণ শ্রীভগবানের পূজা নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন। বিস্ময়িত নেত্র রাজ অস্ত্রপুত্রের সদস্যগণ ভগবান মুকুন্ডকে প্রীতিপূর্ণভাবে অভিনন্দিত করার জন্য সমগ্রমে এগিয়ে এসেন আর এইভাবে ভগবান রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। রাণী লক্ষা যখন তাঁর সাতপুত্র, ক্রিষ্টকন্যের শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর

পালক থেকে উত্তিত হয়ে তাঁর পুত্রপুত্র সঙ্গে একত্রে, তিনি শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাপূর্ণভাবে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দকে তাঁর নিজ আদ্যে নিয়ে এসেছিলেন। রাজা আনন্দে এতই অতিকৃত হয়েছিলেন যে, তিনি পুত্রের সকল অচার মনে করতে পারছিলেন না।”

“হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গিগি ও তাঁর জ্যেষ্ঠগণের পত্নীদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর দ্রৌপদী ও শ্রীভগবানের ভগ্নী উৎক প্রণাম করলেন। দ্রৌপদী তাঁর শাশুভী কুন্তীদেবীর পরামর্শে ক্রিষ্টাণী, সন্তাভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শিবির কন্যের মিত্রবিন্দা, সতী নাথজিতী সহ উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল পত্নীদের অর্চন করলেন। তিনি তাঁদের সকলকে বস্ত্র, পুষ্পমালা ও রত্নালঙ্কার উপহার প্রদান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ের আয়োজন করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বীরা এসেছেন প্রধানত তাঁর ভাবীরা, সৈন্যগণ, মন্ত্রীবর্গ ও সচিববর্গ হাতে স্বাক্ষরে অবস্থান করেন, তাঁর তদ্ব্যবধান করছিলেন। পাতকদের অতিবিজ্ঞে বাস করত সহরে তাঁরা হাতে প্রতিদিন আত্মার্থনার সব নব বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞ লাভ করেন তিনি তার আয়োজন করেছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছার ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস বাস করলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি অর্জুনের সাহায্যে শাওব বন নিবেদনের মাধ্যমে অগ্নিবেশকে সন্তুষ্ট করলেন এবং ব্রহ্মদানকে রক্ষা করলেন, যে অতঃপর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এক নিত্য সন্তাপ্ত হস্ত করে দিয়েছিল। এই সুযোগে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান তাঁর রথে আরোহণ করে, এক দল সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রমণে বেরিয়েছিলেন।”



দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

জরাসন্ধ বধ

শ্রীল শুকসেব গোবর্ধী বললেন—“একদিন রাজা যুধিষ্ঠির যখন বিশিষ্ট স্ববিকর্ণ, ব্রাহ্মণ, কবির ও বৈশ্যগণ দ্বারা এবং তাঁর দ্বাতৃবর্গ, গুরুসেব, পরিবারের বরকম্প, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভার উপবিষ্ট ছিলেন, তখন প্রত্যেকে প্রবল করেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন—‘হে গোবিন্দ, আমরা বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজসূর বহু দ্বারা আপনার মঙ্গলময় ঐশ্বর্য প্রকাশসমূহের আরাধনা করতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে প্রভু, হ্যাঁ করে আমাদের উপায় সকল করুন। হে পশ্চাদ্ধি বিত্ত পুরুষ, দ্বারা নিরন্তর সকল অমঙ্গল বিনাশী আপনার পাদুকে ভূগলের সেবা করেন, খাদ্য করেন ও মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চিতরূপে সসৈন্য থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। হে ভগবান, যদি তাঁরা এই জগতের কিছু অভিলাষ করেন, তাঁরা তা লাভ করেন। যেখানে অন্যান্যরা—দ্বারা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে না—তাঁরা কখনই সন্তুষ্ট হই না। সুতরাং, হে দেবসেব, আপনার চরণকমলে নিবেদিত ভক্তিপূর্ণ সেবার প্রতি এই জগতের জনগণ দর্শন করুন। হে সর্বশক্তিমান, হ্যাঁ করে কৃষ্ণ ও সৃষ্টিগণের দ্বারা আপনাকে ভজন্য করে, তাদের অবস্থান এবং তারা আপনাকে ভজন্য করে না তাদের অবস্থান, কৃষ্ণ ও সৃষ্টিগণকে প্রদর্শন করুন। আপনার মনে মধ্যে ‘এটা আমার, এটা অন্যের’ এমন কোন চেষ্টা নেই। কারণ আপনি পয়স বন্ধ, সকল জীবকে আত্মা, সর্বদা সামান্যস্থার বিধাজমান ও আত্মানন্দী। ঠিক করতরসর মধ্যে, আপনাকে দ্বারা যথাযথভাবে অর্চনা করে, আপনার প্রতি তাদের সেবার অনুগত অনুসারে আপনি তাদের আত্মনিষ্ঠ কল অনুমোদন করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এই বিষয়ে কেনও ভুল হয় না।”

পরমেশ্বর উদ্ভাষন বললেন—“হে রাজন, আপনার সিদ্ধান্ত বর্ষা এবং হে শত্রুক্রিয়ণ, এইভাবে আপনার মহৎ কীর্তি সমগ্র জগতে পরিচ্যাপ্ত হবে। হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে মহান ভবিষ্যৎ, নিতুপুরুষ, দেবভোগ ও

আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সুধমগণের জন্য এবং নিঃসন্দেহে সকল জীবের জন্য, বৈদিক যজ্ঞসমূহের রাজা, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বাহনীয়। প্রথমে সমগ্র রাজাদের ভর্য করুন, পৃথিবীকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করুন এবং সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করুন, অতঃপর এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন। হে রাজন, আপনার এই স্নাতানগ লোকপাল দেবভোগের স্বয়ং-প্রকাশরূপে জগৎস্থল কবেই এবং আপনি এতটাই আশ্বসংহরী যে, অজিগ্রেভিষ্টিগণের অপরাধের ক্ষমাক্রমে ভর্য করছেন। এই ভগতের কেউই, একজন দেবভোগ—আমার ভর্যকে ভর্য শক্তি, সৌন্দর্য, বশ ও সম্পদ দ্বারা পরাধীন করতে পারে না—পৃথিবীর কোনও রাজার কথা আর কী বলায় থাকে।”

শ্রীল শুকসেব গোবর্ধী বললেন—“ভগবান দ্বারা গীত এই সকল কথা শ্রবণ করে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে উঠলে তাঁর মুখমণ্ডল পদ্মের মধ্যে প্রস্ফুটিত হল। অতঃপর তিনি ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত তাঁর স্নাতানগকে দিগিজরে প্রেরণ করলেন। তিনি সৃষ্টিগণ সহ সহস্রেক দক্ষিণ দিকে, রত্নমণ্ডপ সহ নকুলকে পশ্চিম দিকে, কেশরগণ সহ অর্জুনকে উত্তর দিকে এবং ময়ূরগণ সহ ভীমকে পূর্ব দিকে প্রেরণ করলেন।”

“হে রাজন, তাঁদের শক্তি দ্বারা বহু রাজাকে পরাজিত করার পর এই বীর স্নাতানগ প্রভুর সম্পদ আনয়ন করে যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্ঠির মহাবাহুর কাছে তা প্রদান করলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যখন শুনেলেন যে জরাসন্ধ অপরাধিত হয়ে গেছে, তিনি চিন্তামগ্ন হলে আদিপুরুষ ভগবান হরি জরাসন্ধের পরাজয়ের জন্য উদ্ভব হে উপায় বর্ণনা করেছিলেন তা তাঁকে বললেন। হে রাজন, এইভাবে ভীমসেন, অর্জুন ও কৃষ্ণ, নিজেরা ব্রাহ্মণের দ্ব্যবেশ ধারণ করে যেখানে বৃহদ্রথের পুত্রকে পাওয়া যাবে, সেই গিরিভঞ্জে গমন করলেন। ব্রাহ্মণগণের দ্ব্যবেশে রাজকীয় ক্রিয়গণ অতিথ্য বেলায় জরাসন্ধের গৃহে আগমন করলেন। যে বিশেষত ব্রাহ্মণ স্রেনীর প্রতি

প্রদানীয়, সেই কর্তব্যপরায়ণ গৃহেবীর কাছে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন, হে রাজন, বহুদর থেকে জ্ঞানত আমাদের আপনার দ্বিতীয় অতিথি বলে জানুন। আমরা আপনার সকল মঙ্গল কামনা করি। দ্বারা করে আমাদের যা আকাঙ্ক্ষা তা অনুমোদন করুন। সহিবু কি না সত্য করতে পারেন? বল কি না করতে পারে? জাননীয় কি না জান করতে পারেন? সমগ্রী কখনও কাউকে অন্যর্থাচার বলে কলন করেন কি? যে সমর্থ হয়েও তার অনিত্য সেহ দ্বারা হ্রাস সাধুগণের কীর্তনীয় যল অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সে নিশ্চ ও অনুশোচনার যোগ্য। হরিশ্চন্দ্র, বশিষ্ঠ, উরুবৃষ্টি মুদগল, শিবি, বলি, পুরাণের ব্যাধ ও কপোত এবং আরও অনেক অনিত্য সেহ দ্বারা নিত্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন।”

শ্রীল শুকসেব গোবর্ধী বললেন—“তাঁদের কঠোরতর ধর্ম, তাঁদের দৈনিক গঠন এবং তাঁদের হস্ততাবে ধনুর্ভার চিত্র হতে জরাসন্ধ সূর্যতে পালে যে, তার অভিধিরা ছিলেন কবির। সে চিত্র করতে লাগল, ইতিপূর্বে সে তাদের কোথাও ঘে দেখেছিল এরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের লেখারী কবির, কিন্তু তবুও আমি পরহিতমর্থে তাদের প্রার্থনা পূরণ করব, যদি তারা আমার নিজ সেহও ভিক্ষা করে, তবুও। বস্তত বলি মহারাজের নির্মল মহিমারানি সমগ্র জগৎ জুড়ে পোদা যায়। ভগবান নিষ্ক ইন্দ্রের ঐশ্বর্যরাশি বলির কাছ থেকে উদ্ধারের ইচ্ছার এক ব্রাহ্মণের দ্ব্যবেশে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদ থেকে চ্যুত করেছিলেন। যদিও হলনা সত্যকে সচেতন ছিলেন এবং তার গুরুসেবের নিবেদ আত্মা গিয়েছিলেন, দৈত্তরাজ বলি তবুও বিষ্ণুকে সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন। ব্রাহ্মণগণের মহলের জন্য তার পতনশীল সেহ দ্বারা কর্ত করে যদি বিপুল ধন প্রাপ্ত না হয় তবে সেই জীবিত এক অযোগ্য ক্রিয়ের কি প্রয়োজন?”

শ্রীল শুকসেব গোবর্ধী আরও বললেন—“এইভাবে তার মনকে প্রস্তুত করে উদার জরাসন্ধ কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে সন্ধান করে বলল ‘হে জানী ব্রাহ্মণগণ, আপনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করুন। যদি সেটি আমার মস্তকও হয়, আমি তা আপনার প্রদান করব।’

ভগবান বললেন—“হে রাজেন্দ্র, আমরা কবির এবং যুদ্ধ প্রার্থনা করতে এসেছি। তাতাড়া তোমার কাছে আমাদের আর অন্য কোন প্রার্থনা নেই। যদি তুমি তা যথাযথ মনে কর তাহলে আমাদের কৃকৃদ প্রদান কর। এখানে ইনি হচ্ছেন পুত্র পুত্র স্ত্রীম, এবং এইজন্য তার জ্ঞাতি অর্জুন। আমাকে তাদের মামাতো ভাই, তোমার শত্রু কৃষ্ণ বলে জানিয়ে।”

শ্রীল শুকসেব গোবর্ধী বলে চললেন—“এইভাবে প্রতিশুদ্ধিতর আমন্ত্রিত হয়ে মগধরাজ উচ্চৈঃস্বরে হাসল এবং অবজ্ঞাভরে বলল, ‘ওহে যুগপ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।’

“কিন্তু কৃষ্ণ আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, কারণ তুমি একজন স্ত্রী। যুদ্ধের মাঝে তোমার শক্তি সেরায়ে পরিত্যাপ করেছিল এবং সমুদ্রে আত্মর গ্রহণের জন্য তোমার নিজ মধুরাশ্রয়ী থেকে তুমি পলায়ন করেছিলে। আর এই অর্জুন, সে বরেন আমার সমান নয় এবং সে খুব শক্তিশালীও নয়। যেহেতু সে আমার সমতুল্য নয়, সে আমার প্রতিদ্বন্দী হতে পারে না। কিন্তু, স্ত্রীম শক্তিতে আমায়ই হতো। এই কথা বলে, জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল গদা অর্পণ করল, আর একটি নিজে গ্রহণ করল এবং নগরীর বাইরে গমন করল। এইভাবে নগরীর বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব পদস্পর্শ যুদ্ধ করতে শুরু করল। কৃষ্ণদেব প্রচণ্ড উদ্বৃত্ততার দ্বারা একে অপনকে তাদের বহুতুল্য গদা দ্বারা গ্রহণ করতে লাগল। মঞ্চের অভিসেকতার সূত্রের মধ্যে তারা যখন লক্ষ্যতার সঙ্গে বামে ও ডানে মণ্ডল রচনা করেছিল তখন যুদ্ধ এক চমককার প্রদর্শন উপস্থাপন করেছিল। যখন জরাসন্ধ ও ভীমসেনের পদার উচ্চনানে সংঘর্ষ হচ্ছিল, হে রাজন, সেই শব্দ যুদ্ধবত দুটি হাতীর বড় পাতেদের দ্ব্যভায়ে মতো অথবা ঝড়ো-বিদ্যুতালোকে বজ্রনাদের মতো শোনাচ্ছিল। এমন ক্ষিপ্ততা ও বেগে তারা তাদের পদকে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করছিল যে গদা তাদের ঘুঁড়, কটি, গা, হস্ত, উরু ও জক্রদেশে আঘাত করে চূর্ণ হচ্ছিল এবং অর্ক বৃক্ষের শাখার মতো ভগ্ন হচ্ছিল, যার দ্বারা কৃষ্ণ হস্তীত্ব একে অপনকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। এইভাবে তাদের গদা দুটি ক্রিষ্ট হলে অনুদ্যাপন মধ্যে সেই মহাবীরত্ব ক্রুদ্ধভাবে তাদের

সৌন্দর্যের দৃষ্টি দ্বারা একে অপসারণ করে মারতে লাগল। তারা পরস্পরকে করতল দ্বারা আঘাত করলে দুটি হাতীর সংঘর্ষ জনিত শব্দের মধ্যে ঝ ঝগগাত তুল্য কর্ণকণ শব্দ হচ্ছিল। এইভাবে তারা বন্ধন মুক্ত করছিল। দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম দিক, শক্তি ও ক্ষমতার ফলে তারা কোন জয় পরাজয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছছিল না। আর তাই, হে রাজন, ক্রান্তিহীনভাবে তারা যুদ্ধ করে ব্যয়ছিল।”

“তার শত্রু জরাসন্ধের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য এবং তাকে জরা ব্রাহ্মণী ছাঁকন দান করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তা জানতেন। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে তাঁর বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করলেন। কিতাবে শত্রুকে বধ করতে হবে সেই বিক্রে ফির করে অমোঘ-দর্শন ভগবান একটি বৃক্ষের ছোট শাখাকে মাঝখান দিয়ে চিরে ভীমকে সঙ্কেত দিলেন। সেই সঙ্কেত হৃদয়ঙ্গম করে যোদ্ধা রেষ্ঠ হলবান ভীম তার প্রতিপক্ষের পদদ্বয়

ধারণ করে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। জরাসন্ধের একটি পায়ে ভীম তাঁর পা নিয়ে চেপে ধরে আর একটি পা তাঁর হাত দিয়ে আকর্ষণ করে একটি বৃহৎ হস্তী যেভাবে একটি বৃক্ষের শাখাকে ভগ্ন করে সেভাবে ভীম জরাসন্ধকে পা দুই থেকে তুলে করে উর্বমুখে ছিন্ন করলেন। তখন রাজার প্রজাগণ তার একটি পা, উরু, অঙ্কুর, কটি, হৃদয়, কণ্ঠ, নেত্র, কণ, কর্ণ, পৃষ্ঠদেশ ও বাক্যদেয় বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন খণ্ডে তাকে শাস্তিত দর্শন করল। মগধের অধীশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, এক মহা শোকার্ত ক্রন্দন উদ্ভূত হল, তখন অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে আনিগমের দ্বারা অভিসম্পিত করলেন। সকল জীবের পালক ও শুভাকাঙ্ক্ষী অশ্রুমেয় পরমেশ্বর ভগবান জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের নতুন শাসকরূপে অভিষিক্ত করলেন। ভগবান অতঃপর জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী সকল রাজাদের মুক্ত করে দিলেন।”



ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মুক্ত রাজাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

শ্রীল শকদেব গোস্বামী বললেন—“জরাসন্ধ ২০, ৮০০ রাজাকে বৃদ্ধে পরাজিত করে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। এই সকল রাজারা বন্ধন পরিহার্য্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে, তারা মলিন ও জীর্ণ পোশাকে উপস্থিত হল। তারা ক্ষুধার কণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়েছিল, এবং তাদের দীর্ঘ কণীদশার জন্য তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাজার অতঃপর তাদের সম্মুখে ভগবানকে দর্শন করল। তাঁর বর্ণ ছিল অশ্রুমেয় এবং তিনি একটি শীত ক্রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর বস্ত্রের শ্রীবৎস চিহ্ন দ্বারা তাঁর পার্শ্বক নিরুপিত হচ্ছিল, তিনি চতুর্ভুজ, তাঁর নরনয়ন অকর্ণবর্ণের, যা পদ্মকোষ সদৃশ, তাঁর মনোরম প্রসন্ন বদন, তাঁর ছিল

উজ্জ্বল মস্তকবৃত্তি কুণ্ডল এবং তাঁর হাতসমূহে তিনি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেছিলেন। একটি মুকুট, একটি হস্তহার, একটি সেমার তেজস্ব বস্ত্রী, বর্ণ বলর ও অসংখ্য তাঁর রূপকে বিভূষিত করেছিল এবং তাঁর পলায় তিনি বহুমূল্যবান উজ্জ্বল কৌন্তুভ মণি ও বনমালা উভয়ই ধারণ করেছিলেন। রাজাগণ যেন তাদের চক্ষু দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য পান করছিল, তাদের জিহ্বা দ্বারা তাঁকে লেহন করছিল, তাদের নাসিকা দ্বারা তাঁর স্রাব আনন্দন করছিল, এবং তাদের বাক্য দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করছিল। তাদের অতীতের পাপ এখন বিনষ্ট হয়েছে, সকল রাজাগণ তাদের নৃত্যক তাঁর পাদদ্বয়ে স্থাপন করে ভগবান হঠক প্রণাম নিবেদন করল। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের অনন্ত ভাসে

কৃতীত্বের দ্রাবিড়ে দূরীভূত করলে, রাজাগণ কৃতজ্ঞানি মহাকর দণ্ডায়মান হলেন এবং হৃদীকেশকে স্তুতি বাক্য নিবেদন করলেন।”

রাজাগণ হললেন—“হে শেখদেবেশ, হে আপনার পরাগণত ভক্তের দুঃখবিনাশকারী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। যেহেতু আমরা আপনার পরাগণত হয়েছি, হে অব্যয় অক্ষয় কৃষ্ণ, দয়া করে এই ভয়ঙ্কর সংসার জীবন থেকে, যা আমাদের এত বিষম করছে, রক্ষা করুন। হে প্রভু, মধুসূদন, আমরা এই মগধের রাজাকে দোষারোপ করি না, যেহেতু, হে সর্বশক্তিমান, প্রকৃতপক্ষে আপনার অনুগ্রহ দ্বারাই রাজারা তাদের রাজত্ব থেকে পরিত্যক্ত হয়েছেন। তার ঐশ্বর্য ও শাসন ক্ষমতার মোহিত হয়ে একজন রাজা তার সকল আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং তার প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। তাই আপনার দ্বারা শক্তি দ্বারা বিচ্যুত হয়ে সে তার অনিত্য সম্পদকে নিষ্ঠা বলে মনে করে। শিশুসুলভ কৃষ্ণিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা যেমন মস্তকুমিতে একটি মরীচিকাকে এক জলধর রূপে বিবেচনা করে, তেমনি অবিবেকীণ মানুষ বিকাবকে প্রকৃত বস্তু রূপে দর্শন করে। অতীতে সম্পদের মেশার অন্ধ হয়ে আমরা এই পৃথিবীকে জয় করতে চেয়েছিলাম এবং এইভাবে বিজয় অর্জনের জন্য আমরা আপন প্রজাদের নির্ধরভাবে পীড়িত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনাকে, হে ভগবান, আমরা উদ্ধতভাবে উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন, হে কৃষ্ণ, দুর্দয় ও কৌশলী, এই কাল নামক আপনার শক্তিশালী রূপ দ্বারা আমরা আমাদের ঐশ্বর্যসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এখন কৃপা করে আপনি আমাদের অহংকারকে বিনষ্ট করেছেন, আমরা কেবল আপনার পাদদ্বয়ের স্বরণ প্রার্থনা করছি। আমরা আর কখনও মরীচিকারূপে রাজ্যের জন্য লালসিত হব না—যে রাজাকে এই মলিনীল, ব্যাধির আকন-বস্ত্রণ এবং প্রতিপক্ষে অসিত ও পীড়িত সেই দ্বারা ক্রীতদাস সুলভভাবে সেবা করতে হয়। হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আমরা পরজন্মে জীবনে পুণ্য কর্মের ফল স্বরূপ স্বর্গ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাও করব না, কারণ এরূপ পুণ্যভারের সংকল্প বর্ণনায়ের জন্য কীদাম প্রলোভন মাত্র। এই ক্ষণে আমরা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়েও কিতাবে

নিরন্তর আপনার পাদদ্বয়ের স্বরণ করতে পারি, দয়া করে তা বর্ণনা করুন। আমরা বসুদেব পুত্র, হরি, শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার আমাদের গুণান নিবেদন করি। পরমাত্মা, গোবিন্দ, তাঁর পরাগণতজন্মের সকল ক্রোশকে বিনশ করেন।”

শ্রীল শকদেব গোস্বামী বললেন—“এইভাবে এখন বন্ধন থেকে মুক্ত রাজাগণ ভগবানের স্তুতি করেছিলেন। অতঃপর, হে প্রিয় পরীক্ষিত, কৃপাময় পরাগণত-বৎসল মধুর বচনে তাদের বললেন—এখন থেকে, হে প্রিয় রাজাগণ, সকলের ঈশ্বর ও পরমাত্মা স্বরূপ আমার প্রতি তোমাদের অচর ভক্তি হবে। আমি তোমাদের নিশ্চিত করলাম, তোমরা যেকোন ইচ্ছা করেছ সেসকলই ঘটবে।”

“হে রাজাগণ, সৌভাগ্যক্রমে আপনারা শঠিক সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং আপনারা যা বলেছেন তা সত্য। আমি দেখতে পারছি যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতি মানুষের মাদকতা হতে উদ্ভূত তাদের আত্মসংযমের অভাবের জন্যই তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হৈহয়, নহয়, বেগ, রাসন, নরক ও দেবতা, দৈত্য ও মানবদের বহু শাসকও ঈর্ষা ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের আসক্তি জন্ম তাদের উন্নত অবস্থান থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। এই জড় দেহের এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তকিছুর গুরু ও শের আছে ইন্দ্রিয়ময় কার বৈশিক যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা কর এবং ঐশ্বর্য কৃষ্ণিমত্তার সঙ্গে ধর্মনীতি অনুসারে তোমার প্রজাদের রক্ষা কর। সন্তান উৎপাদন পূর্বক এবং সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে সর্বদা আমাতে তোমাদের মন স্থির রাখবে। দেহ ও তৎসম্পর্কিত সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত হও, আত্ম-সন্তুষ্ট হয়ে, আমাতে তোমাদের মনকে নিক্ষেপ করে, সূচভাবে তোমাদের ব্রত সম্পাদন কর। এইভাবে অবশেষে তোমরা পরম ব্রহ্ম স্বরূপ আমাকে লাভ করবে।”

শ্রীল শকদেব গোস্বামী বললেন—“এইভাবে রাজাদের নির্দেশ প্রদান করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পুষ্কর ও শ্রী ভূভাসেবকে তাদের প্রান ও পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করলেন। হে ভরতকুণ্ডলন, ভগবান শুখন রাজা সহদেবকে দিলে রাজার পক্ষে উপযুক্ত সকল বস্ত্র, অলংকার, পুষ্পমালা ও চন্দন শিষ্টক অর্পণ দ্বারা তাদের সম্বাহিত করলেন। তারা হৃদয়বৎভাবে স্নাত ও শোধিত

হওয়ার পর, তারা যাতে উত্তম ভোজ্য সহকারে ভোজন করে শ্রীকৃষ্ণ তা দর্শন করলেন। তিনি রাজাদের সুযোগ্যযোগ্য বিভিন্ন দ্রব্যও, যেমন তাড়ুল ইত্যাদি প্রদান করলেন। ভগবান মুকুন্দ দ্বারা সম্মানিত এবং কঠোর পূর্ণা হতে মুক্ত রাজাগণ বীজিমান রূপে শোভা পাচ্ছিল, তাদের কুণ্ডলসমূহ চকচক করছিল, ঠিক যেমন চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহসমূহ স্বর্গা কক্ষের শেষে আকাশে বীজিমান রূপে শোভিত হয়।”

“অতঃপর ভগবান রাজাদের উত্তম অর্থ দ্বারা আকর্ষিত এবং রত্ন ও স্বর্ণে বিভূষিত রথ উপবেশনের আয়োজন করে, তিনি তাদের যার যার নিজ রাজ্যে প্রেরণ করলেন। এইভাবে কৃষ্ণ দ্বারা সকল কষ্ট থেকে মুক্ত পরম যথাস্থা রাজাগণ গমন করলে, ভ্রমের কাঠামো দ্বারা কেন্দ্র জগদীশ্বর ও তাঁর আচরণসমূহের জ্ঞানার নিমগ্ন ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান যা করেছিলেন রাজাগণ তাদের মন্ত্রী ও অন্যান্য পার্শ্বসময় তা কর্তা করলেন এবং তিনি তাদের যা নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তারা তা

অধ্যবসায়ের সঙ্গে তা পালন করেছিল। তাঁমসেন দ্বারা করাসঙ্কটে নিহত করার আয়োজনের পর, ভগবান কেশব রাজা সহস্রেকের কাছ থেকে পূজা গ্রহণ করে পুথার দুই পুত্র সহ প্রস্থান করলেন। বিজয়ী বীরগণ ইচ্ছাপূর্বে আগমন করে, তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের আশঙ্ক ও তাদের শত্রুদের দুঃখ আনন্দনকারী লক্ষ্যধারী করলেন। সেই ধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দ্রাজিৎ অধিবাসীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে এখন মগধের রাজা নিহত হয়েছে। রাজা যুধিষ্ঠির অনুভব করেছিলেন যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হল। তাঁর, অর্জুন ও অন্যান্য, রাজাকে তাঁদের স্বাস্থ্য নিবেদন পূর্বক তাঁরা যা করেছিলেন তার বৃত্তান্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁকে বর্ণনা করলেন। তাঁকে কৃপাপূর্বক প্রদর্শিত ভগবান কেশবের মহানুভবিত্ব তাদের বর্ণনা শ্রবণ করে ধর্মরাজ আমলপত্র মোচন করলেন। তিনি এমনই প্রেম অনুভব করলেন যে তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না।”

ঐ ঐ ঐ

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল উদ্ধার

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“এইভাবে জয়সঙ্কর ও নরবল্লভসম কৃষ্ণের অপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করে, রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভগবানকে বললেন—ত্রিলোকের সকল জ্যেষ্ঠ পারমার্থিক গুরুগণসহ বিভিন্ন রাজের অধিবাসীগণ ও লোকপালগণ মূলত লজ্জা আপনায় নির্দেশ তাদের যত্নকে বহন করেন। হে কুন্ডল, সেই আপনি, কামললোচন ভগবান, যাত্রা নিষেধের শাসকসঙ্গে মনে করে সেই দীন, স্বর্ধগণের আবেশ বীভৎস করেন যা আপনায় পক্ষে এক পরম হল মাত্র। বিস্তৃত অবগাই অধীতীর পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মের শাণ্ডর, তার কার্যের দ্বারা কোন দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি হয় না, ঠিক যেমন

সূর্যের প্রতিবেশ দ্বারা তার শক্তির কোন তারতম্য হয় না। হে অজিত, হে মাধব, আপনায় ভক্তবৃন্দও ‘আমি’ ও ‘আমায়’, ‘আপনি’ ও ‘আপনায়’ এই ধরনের ভেদ করেন না, কারণ এটি গুণের বিকৃত মানসিকতা।”

“এইভাবে বলে রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য হাতে থাকা স্বার্থ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর ভগবান কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য দক্ষ বেদ-ভক্তবিশ্ব সকলকে তিনি যোগ্য পুরোহিতরূপে নির্বাচিত করলেন। তিনি কৃষ্ণ-ঔপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অদিত সহ বশিষ্ঠ, চ্যবন, কথ, মৈত্রেয়, কবিশ্ব, দ্বিজকে মনোনীত করলেন। তিনি শিখামিজ, বামদেব,

সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, গৈল ও পরাশর, সেই সঙ্গে পর্ণ, বৈশম্পায়ন, অম্বর্ষ, কণ্যপ, ধৌম্য, ভার্গবগণের রাজ, জাম্বুজি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন এবং অকৃতপ্রণয়েরও মনোনীত করলেন।”

“হে রাজন, অন্যান্য দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তারা হলেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ভার পুত্রগণসহ বুতরাষ্ট্র, জারী কিসুর এবং অন্যান্য কব ব্রাহ্মণ, কবির, কৈশী এবং শ্রুতগণ, যারা সকলেই যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সকল রাজারা তাদের অনুগামীগণ সহ এসেছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ অতঃপর স্বর্ণ লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞস্থলকে কর্ণন করে যজ্ঞের বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে নীকিত করলেন। পুরাকালে যজ্ঞের রাজসূর মন্ত্র সম্পাদনের মতোই যজ্ঞের ব্যবহৃত উপকরণসমূহ স্বর্ণ নির্মিত ছিল। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্য অনেক লোকপালগণ, তাদের প্রজ্ঞানগণ সহ সিদ্ধ ও পঞ্চবর্গগণ, বিদ্যাধরগণ, মহামাণ্ডল, মুনিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষস, সিদ্ধ পক্ষীসমূহ, কিন্নরগণ, চারুগণ, এবং মর্ত্যের রাজারা—সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং বসন্ত তারা সকল দিক থেকে পান্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূর যজ্ঞে আগমন করেছিলেন। তারা যজ্ঞের ঐশ্বর্য দর্শন করে এতটুকু বিস্মিত হননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তের জন্য তা সু-উপযুক্ত ছিল। দেবতুল্য শক্তিশালী পুরোহিতগণ বৈদিক বিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য রাজসূর যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, ঠিক যেমন অতীতে দেবতাপুত্র যজ্ঞের জন্য তা সম্পাদন করেছিলেন। সোমরস নির্গত করার যিন, রাজা যুধিষ্ঠির ইখামবজ্ঞে এক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে, পুরোহিত ও সত্যার পথমোহিত ব্যক্তিগণকে পূজা করলেন। তাদের মধ্যে কে অস্ত্রপুত্র যোগ্য তখন সত্যার সহস্রগণ জ্ঞা বিচার করতে লাগলেন, কিন্তু বেহেতু সেখানে এই সম্মানের লোভাতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি ছিলেন, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত না।”

পেছ পর্যন্ত সহস্রাব্দ হললেন—“নিশ্চিতকরল হালব প্রধান পরমেশ্বর ভগবান প্রচুত এই সর্বোচ্চ পদের যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, তিনি স্বয়ং দেন, কল ও স্বয়ামি স্বরূপ যজ্ঞে পূজিত সকল দেবতার মূল। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডও তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন এই ব্রহ্ম বহু অনুষ্ঠান,

তাদের পবিত্র অগ্নি, আশ্রিত ও মন্ত্র দ্বারা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত। সংস্কৃত ও যোগ উভয়েরই লক্ষ্য অধিষ্ঠার তিনি। হে সত্যানন্দগণ, সেই অজ্ঞ, অপ্রতিষ্ঠ ভগবান তাঁর নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন আর এইভাবে একমাত্র তাঁর উপরেই এই রাজাদের অধিষ্ঠা নির্ভর করছে। তিনি এই জগতের কব কার্যকারী সৃষ্টি করেন এবং এইভাবে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা সমস্ত জগৎ ধর্মের শুভফল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ইন্দ্রিয়ভূক্তি ও মুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুতরাং আমাদের ভগবান কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা উচিত। আমরা যদি তা করি, তাহলে আমরা সমস্ত জীবকে এবং আমাদের নিজেদেরও সম্মান প্রদর্শন করব। যে কেউই, যিনি কামনা করেন যে তার প্রদত্ত সম্মান অক্ষত হবে, তার উচিত পূর্বরূপে শাস্ত, সত্যল জীবের পরম আস্থা এবং অনন্যদর্শি ভগবান কৃষ্ণকে সম্মান জ্ঞাপন করা।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বলে চললেন—“এই বলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব হৃদয়ঙ্গমকারী সহস্রাব্দ শান্ত হলেন এবং তার কথা শ্রবণ করার পর উপস্থিত সকল সম্ভ্রম ব্যক্তিগণ ‘মাধু! মাধু! ধ্বনিত্তে তাকে অতিনন্দন প্রদান করলেন। রাজা ব্রাহ্মণদের এই যোগ্যতা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন, যার থেকে তিনি সমস্ত সত্যের ভাব বহনরসম করলেন। শ্রেষে অধিকৃত হতে তিনি সর্বভোজ্যে প্রবীকেন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্ম প্রসঙ্গল করার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিতভাবে তার যজ্ঞকে সেই জল ছিটালেন এবং অতঃপর তার পত্নী, ভ্রাতৃগণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও নন্দীগণের মন্ত্রকে তা ছিটিয়ে দিলেন। সেই জল সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী। যখন তিনি ভগবানকে নীত রেশমী বস্ত্র ও মহামূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সম্মানিত করছিলেন, তার মেত্রবর অস্ত্রপূর্ণ হতে উঠে তাকে সরাসরি ভগবানকে দর্শন করার থেকে বাধা দিচ্ছিল। তারা যখন এইভাবে ভগবান কৃষ্ণকে সম্মানিত হতে দর্শন করলেন, উপস্থিত প্রায় সকলেই তাদের কৃতান্তলিপুটে ‘আপনাকে নমস্কার করি। আপনায় জয় হোক!’ বাক্য দিলেন এবং অতঃপর তাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। স্বা হতে পুষ্প বর্ষণ হল।”

শ্রীকৃষ্ণের চিত্রায় ওপাকবীর্য মহিমা কীর্তন শ্রবণ করে মহাশোকের অসহিষ্ণু পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে তার আসন থেকে উঠে ক্রুদ্ধভাবে তার বাহ্যের উত্তোলিত করে নির্ভয়ে সভাস্থলে ভগবানের বিরুদ্ধে এইসব কর্কশ কথা বলতে লাগল, সমস্ত হচ্ছে সকলের দুর্লভ্য নিয়ন্তা, কোনের এই বস্তুস্ত নিঃসন্দেহে সভা প্রমাণিত হল, কারণ জ্ঞানী বুদ্ধদের বুদ্ধি এখন বালক মাত্রের যাক্য দ্বারা বিচলিত হয়ে উঠল। হে সভাপতিগণ, আপনারা প্রোচ্যঃ অবগত যে কে সম্মানিত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী। সুতরাং একটি শিত বসন দাবী করছে যে কৃষ্ণ পুজিত হওয়ার বেগা, তার কণা আপনার কর্ণপাত করা উচিত নয়। এই সভার পরমোন্নত সদস্য ভগবৎচর্যের কমতা সম্পন্ন, দিব্য দৃষ্টি ও ব্রতনিষ্ঠ, জ্ঞান দ্বারা নষ্টপাণ, শোকপালগণ দ্বারাও পুজিত পরমাত্মে উৎসর্গীকৃত পরম অধিবশকে আপনি কিভাবে অতিক্রম করতে পারেন? কিভাবে এই কুলদ্বন্দ্ব গোপবানক একটি স্বাকের পবিত্র পুরোডাশ যাওয়ার যোগ্যতার মতো আপনারদের পূজা পাওয়ার যোগ্য? কিভাবে একজন, যে সমাজ ও পারমার্থিক আশ্রমের অথবা পারিবারিক নৈতিকতার কোন সূত্রই অনুসরণ করে না, যে সকল ধর্মীয় কর্তব্য বিবর্জিত, যে তার ইচ্ছামত আচরণ করে এবং যার কোন ভাল ওণ নেই—সে পূজার যোগ্য হবে? এই সকল যামকণের বশ্যকে যথাযথ অভিশাপ দিয়েছিল এবং সেই থেকে তারা শঙ্কনগণ দ্বারা সমাজ পরিত্যক্ত এবং পন্যাসক্ত। তাহলে, কিভাবে এই কৃষ্ণ পূজার যোগ্য হতে পারে? এই সকল যাদবগণ সাধু অধিবশের পবিত্র অধিবাসস্থল পরিত্যাগ করেছিল এবং পরিকর্তে সমুদ্রের মধ্যে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যে স্থানে কোন প্রাণশোভিত নীতিসমূহ পালিত হয় না। সেখানে ঠিক দস্যুর মতো তারা তাদের প্রজাদের পীড়ন করেছিল।”

শ্রীল শুকদেব গোমাহী বলে চললেন—“সকল সৌভাগ্য বঞ্চিত শিতপাল এই সমস্ত এবং আরও অপমানজনক কথা বলেছিল। কিন্তু ঠিক যেমন একটি সিংহ একটি শূন্যলের রক্তনকে উপেক্ষা করে সেইভাবে ভগবান কিছু বললেন না। একশ অসংখ্য ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ করে সভার কিছু সংখ্যক সদস্য তাদের কর্ণধর আচ্ছাদন করে ক্রুদ্ধভাবে চেদি-রাষ্ট্রকে অভিশাপ দিতে

দিতে বেরিয়ে এলেন। যে কেউই অপবা তাঁর বিধৃত ভক্ত, যে ভগবৎ নিন্দা শ্রবণ করেও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতে বার্ষ হয়, অবশ্যই তার পুণ্য ফল থাকে সংশ্লিষ্ট সে পাতিত হবে। তখন পাণ্ডুর পুত্রগণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং হংসা, কৈকয় এবং সূর্যর বংশজগণের যোদ্ধাদের সঙ্গে উপযুক্ত অস্ত্র নিয়ে তাদের আসন থেকে উখিত হয়ে শিতপালকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন। হে ভরত, অবিচলিত, শিতপাল তখন সমবেত সকল রাজার মধ্যে তার ভববারি ও বর্ম গ্রহণ করল এবং কৃষ্ণপঙ্কীয়গণকে অপমান করতে লাগল। সেই সময় ভগবান উঠে তাঁর ভক্তবৃন্দকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি তখন তাঁর শ্রীকৃষ্ণের সম্পন্ন চতুর্কে ক্রুদ্ধভাবে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর আক্রমণোদ্যত শত্রুর মস্তক ছেদন করলেন। এইভাবে শিতপাল বকন নিহত হল, তাঁড়ের মধ্য থেকে এক মহা কোলাহল উঠল। সেই গোবর্গোলের সুযোগ গ্রহণ করে শিতপালের সমর্থক কতিপয় রাজা বহুত তাদের জীবনের ভরে সভা ত্যাগ করল। এক জ্যোতির্ময় আলো শিতপালের দেহ থেকে উখিত হল এবং সর্বসমক্ষে তা আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি উজ্জ্বর পতিত হওয়ার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করল। তিন জন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভাবাপন্ন হয়ে শিতপাল ভগবানের চিত্রায় ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চেতন হারাই জীবের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয়। সভাট খুঁটিটির স্বজের পুরোহিত ও সভাসদদের বেদ নির্দিষ্টভাবে সম্মান জ্ঞাপন করে উদয়ভাবে উপহার প্রদান করলেন। অন্তঃপর তিনি অবতৃষ দান করলেন।”

“এইভাবে যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের হয়ে এই মহাবজ্রের সকল সম্পাদন করিয়েছিলেন। অন্তঃপর তাদের বিনীত প্রার্থনার ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদগণের সঙ্গে সেখানে করেকমাস অবস্থান করলেন। অন্তঃপর ভগবান মেবকী-পুত্র, রাজার অনিচ্ছাপ্রাপ্ত অনুমোদন গ্রহণ করে তাঁর মহিবী ও মন্ত্রীপদমহ তাঁর নখরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।”

“আমি ইতিমধ্যে আপনাকে বিব্রাধিতভাবে বৈকুণ্ঠের দুই অধিবাসীর ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জড় জগতে বাস্তবায়ন জন্মগ্রহণ করার ইতিহাস বর্ণনা করেছি। সফলতার সঙ্গে রাজসূর স্বজের সমাপ্ত হওয়া বা চিহ্নিত

করে সেই চূড়ান্ত অবস্থায় অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সভার সমবেত ব্রাহ্মণ ও কঠোরগণের মধ্যে বসন্ত মেবজ্ঞের মতো শোভা পাচ্ছিলেন। সেবজ, রত্নব এবং খেচরগণ সকলে রাজা দ্বারা যথাযথভাবে সম্মানিত হয়ে মহা যজ্ঞ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি গান গাইতে গাইতে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে সুখে গমন করলেন। কপিল অংশসম্বৃত

ও কুরুবংশের ব্যাধি স্বরূপ পানিষ্ট দুর্ঘোষন ব্যতীত সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। সে পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্ব্যের সমৃদ্ধি শ্রবণ করে সন্তুষ্ট হয়ে পালন কর। যিনি শিতপাল বধ, রাজাদের উজ্জ্বর এবং রাজসূর স্বজের অনুষ্ঠান সহ ভগবান বিদুর এই সমস্ত কার্যাবলী কীর্তন করেন তিনি সর্বপাণ থেকে মুক্ত হন।”



পঞ্চসপ্ততম অধ্যায়

দুর্ঘোষন অপমানিত বোধ করলেন

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনার কাছ থেকে যা শ্রবণ করেছি সেই অনুসারে একমাত্র দুর্ঘোষন ব্যতীত সমবেত সকল রাজা, কবি ও মেবজ্ঞারা অজ্ঞাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের রাজসূর স্বজের অপূর্ব উৎসবময়ত্ব শ্রবণ করে আনন্দিত হয়েছিলেন। হে প্রভু, যদ্য করে আমরা বলুন, কেন এমন হয়েছিল।”

শ্রীবাদ্রায়ণি বললেন—“আপনার মহাত্মা পিতামহের রাজসূর স্বজের তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর প্রেম বশনে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে তাঁর বিনীত সেবার নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর রম্যবস্ত্রের অধ্যক্ষ করতেন, দুর্ঘোষন কোকাগার দেখাশোনা করতেন এবং সহদেব প্রজ্ঞার সঙ্গে সমাগত অতিথিগণকে আভ্যর্থনা করতেন। নবুল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন। অকুল প্রয়োজনের যত্ন গ্রহণ করতেন এবং কৃষ্ণ প্রত্যেকের পানদ্রব প্রস্তুত করতেন আর শ্রৌণদী খাদ্য পরিবেশন করতেন ও দাতা কর্তৃক উপহার প্রদান করতেন। আরও অনেক যোজন যুধিষ্ঠির, বিক্রম, হার্মিকা, বিদুর, তুরিষ্কবা ও বাহ্লীকের অন্যান্য পুত্ররা এবং সন্তান প্রকইভাবে মহাবজ্রের সময় যেসব বিভিন্ন কর্তব্য করেছিলেন। হে রাজেন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করার আশ্রয়ে জনাই তারা তা করেছিলেন। পুরোহিতরা, বিশিষ্ট প্রতিশিখিরা, পাণ্ডুর সাধুরা এবং রাজার পশম অন্তরঙ্গ ওভাকপকীরা

সকলে মনুষ্য ফল, পবিত্র নৈবেদ্য ও পারিষদিকরূপে বিভিন্ন উপহাসাদি দ্বারা যথাযথরূপে সম্মানিত হলে এবং সাত্বত্বের প্রভুর পানদ্রবের চেদিরাজ প্রবেশ করলে পরে দিবা নদী যমুনার অবতৃষ দান অনুষ্ঠিত হয়েছিল।”

“অবতৃষ উৎসবের সময় মৃদঙ্গ, নখ, পশব, ধুতুরী, আনক ও গোমুখ শিঙা সহ নানা ধরনের বাস্যযন্ত্রের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল। নর্তকীরা অনন্য নৃত্য করতেন এবং পায়কেরা দলবদ্ধভাবে গান করতেন আর বীণা, বেণু ও ককতালের উচ্চ ধ্বনি বর্ণরাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। সকল রাজারা বর্ষ কঠোর পরিধান করে অস্ত্রের যমুনার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন স্বজের এক দত্ত ও দুই দত্তের লতাকা এবং তারা সুসজ্জিত রাজকীয় হস্তী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য আর পদাতিক বাহিনী সমন্বিত ছিলেন। হু, সূর্য, কানোজ, কৃষ্ণ, কেকয় ও কোশলদের সৈন্যরা পৃথিবী কম্পিত করে শোভাময়্যায় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠির মহারাজের অনুগমন করলেন। সভার পারিষদ, পুরোহিত ও অন্যান্য উত্তম ব্রাহ্মণেরা পুনঃ পুনঃ বৈদিক মন্ত্রসমূহ ধ্বনিত করছিলেন এবং মেবজ, নিব অধি, শিতপুত্র ও গর্ভবর স্তুতি গান করছিলেন ও পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। চন্দ্র, পুষ্প মাল্য, রত্নালঙ্কার ও সুবর্ণ বসনে সুশোভিত সকল নর-নারীরা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন রসে অভিষিক্ত ও অনুজিত

করে ঠাঁই দাড়া করেছিলেন। পুরুষেরা বারাক্ষরীদের হাথে টেনে, বহি, সুগন্ধী জল, হালুদ ও গুড়ো কুচুম সেপন করেছিলেন এবং স্বগন্ধময়ী ঠাঁই দাড়ায়ে সেই একই কুচুমই পুরুষদের সেপন করতেন। প্রহরী পরিবৃত হয়ে রাজ্যে যুগিটিয়ের রাণীরা উৎসব সন্নিব করার জন্য তাদের সঙ্গে আরোহণ করে নির্গত হলে, ঠিক যেভাবে দেবতাদের পত্নীরা বিবাহ আকাশবাসে আকাশে উপস্থিত হন। মাতুল পুত্র ও ভ্রাতৃর সখারা রাণীদের সঙ্গে অতিবিক্ত করলে পর সজ্জা হামবুজ প্রহর বদন, রাণীদের দীপ্তিমান সৌন্দর্যকে বর্নিত করছিল। রাণীরা পিচকরী দ্বারা তাদের দেহ ও অন্যান্য পুরুষ সঙ্গীদেরকে অতিবিক্ত করলে তাদের নিজ বদন তাদের বাচ্ছর, স্তনদ্বয়, উরু ও কোমরকে প্রকাশিত করে দিত হরে উঠল। উত্তেজনারসত্তে তাদের স্বলিখ বোঁশা থেকে ফুল পড়িত হন। এই সফল মধুর ঠাঁই দ্বারা তারা কলুব চেতনা সম্পন্নদের ক্ষোভিত করেছিলেন।”

“সম্রাট তার সুবর্ণ গলবন্ধনী পরিহিত শ্রেষ্ঠ জবাসমূহ দ্বারা আকর্ষিত রথে আরোহণ পূর্বক স্বীয় মহিষীদের সঙ্গে, ঠিক যেন বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা পবিত্র উজ্জল রাজসূর্য যজ্ঞের ন্যায় দীপ্তিমান রূপে শোভিত হয়েছিলেন। পুরোহিতের পত্নী সযোজ ও গবভূষা নামক শেষ ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে রাজাকে অতঃপর রাণী প্রৌপদী সহ আচমন ক্রিয়া ও প্রসাদ দান করালেন। মানুষের দুশুভের সঙ্গে দেবতাদের দুশুভিও ধনিত হল। দেবতা, বহি, পূর্বপুরুষ ও মানুষেরা সকলে পূর্ণা বৃষ্টি করলেন। স্বর্গাশ্রয়ের অন্তর্গত সকল পুরুষবীরা তারপর সেই স্থানে দান করলেন যেখানে দান করে চর পাণীও তৎকালে সকল পাণকর্মকাল থেকে মুক্ত হতে পারে। অতঃপর রাজা মুক্ত প্রেমী বস্ত্র পরিধান করলেন এবং নিজেকে সুন্দর রত্নদ্বারা বিভূষিত করলেন। তারপর তিনি পুরোহিত, সভাসদ, পতিত স্বাক্ষর ও অন্যান্য অতিবিক্তকে অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করে সম্মানিত করলেন। যিনি সর্বতোভাবে তার জীবন ভগবান নারায়ণকে উৎসর্গ করেছেন, সেই রাজা যুগিটির বিভিগভাবে অবিরত তার আত্মীয়, জাতি, অন্যান্য রাজা, তার মিত্র ও সুন্দর এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। সেখানকার সকল পুরুষদের

দেবতার মতো বেষাচ্ছিল তারা মণিময় কুণ্ডল, পুষ্পমালা, উজ্জীব, কঙ্কর, রেশমী বৃত্তি ও মূল্যবান মুক্তার কণ্ঠহারে শোভিত ছিলেন। নরীরা মানানসই কুণ্ডল ও অলঙ্কার দ্বারা তাদের সুন্দর মুখমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করে তুলেছিলেন এবং তারা সকলেই স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন।”

“হে রাজন, তখন উচ্চ-কৃতিসম্পন্ন পুরোহিতের, যখন বৈদিক তত্ত্ববিশেষা যারা যজ্ঞের সাক্ষীরূপে সেবা করছিলেন, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত রাজারা, ব্রাহ্মণ, কবি, কৈশ, দেবতা, বহি, পূর্বপুরুষ ও ভূতেরা এবং ব্রহ্মসমূহের প্রধান শাসকগণ ও তাদের অনুচরেরা—রাজা যুগিটির দ্বারা গুপ্তিত সকলেই তার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাদের নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করলেন। তৎকাল হরিষ শিবক ও পরম মহাবান রাজা দ্বারা সম্পাদিত অপূর্ব রাজসূর্য যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করে ও তাদের তৃপ্তি করিল না, ঠিক যেন একজন সাধারণ মানুষ অমৃত পান করে কখনও তৃপ্ত হন না। সেই সময় রাজা যুগিটির ভগবান কৃষ্ণসহ তার কিছু সংখ্যক সুহৃৎ, জাতি ও অন্যান্য আত্মীয়দেরকে প্রস্থান থেকে বিরত করলেন। প্রেমবশত যুগিটির তাদের যেতে দিতে পারছিলেন না কারণ তিনি আসন্ন বিবাহ বেনের অনুচর করছিলেন। বৎস পরীক্ষিত, প্রথমে সাধ ও অন্যান্য সদুপায়ের দ্বারা তার প্রেরণ করার পর রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভগবান সেখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করলেন। এইভাবে ধর্মপুত্র রাজা যুগিটির অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার বিশাল ও ভরতব কামনার সমুদ্র সফলতার সঙ্গে পার হয়ে তার কলত আকাশকে থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।”

“একদিন দুর্বোধন রাজা যুগিটিরের প্রাসাদের ঐশ্বর্যসমূহ নিরীক্ষণ করতে করতে রাজসূর্য বজ ও তার অনুষ্ঠানকারী অচ্যুত-আত্মন রাজা, উজ্জয়েরই মহিমা দ্বারা অত্যন্ত সন্তান অনুভব করেছিলেন। সেই প্রাসাদে বিধ্বস্ত ময়দান দ্বারা আনীত দানব, দানব ও দেবতাদের রাজাদের সকল সংগৃহীত ঐশ্বর্যসমূহ উজ্জলভাবে বিরাজ করছিল। সেই সকল ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রৌপদী তার পতিদের সেবা করছিলেন এবং বেহেতু কৃষ্ণক দুর্বোধন তার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তিনি সন্তুষ্টপন্ন হলেন। ভগবান মধুপতির সহিত রাণীরাও সেই প্রাসাদে অবস্থান

করছিলেন। তাদের নিতম্বভারে তাদের চরণের ঝাঁবে সম্মানিত হচ্ছিল আর মধুভারে চরণের নুপুর ধনিত হচ্ছিল। তাদের মধ্যভাগ ছিল সুন্দর, তাদের ক্রমের কুচুম থেকে তাদের মুক্তার কণ্ঠহার বর্জিত হয়েছিল এবং তাদের সোদালমান কুণ্ডল ও উজ্জ্বল অলঙ্কারি তাদের মুখমণ্ডলের অসামান্য সৌন্দর্যকে বর্নিত করছিল।”

“একদিন এমন ঘটল যে ধর্মপুত্র সম্রাট যুগিটির মরদানব নির্মিত সভাপথে ঠিক ইজের মধ্যে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তার সঙ্গে তার অনুচরেরা, তার পরিবর্তে সমস্তেরা এবং তার বিশেষ চকু স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ করে রাজা যুগিটির সভা কবিরের দ্বারা স্তব হচ্ছিল। হে রাজন, অহংকারী দুর্বোধন তার হাতে একটি তরবারি ধারণ করে এবং একটি মুকুট ও কণ্ঠহার পরিধান করে তার হাতের সঙ্গে কৃষ্ণভারে স্বর-রাক্ষসের অপমান করতে করতে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করলেন। ময়দানের জাদুর মাধ্যমে স্তম্ভ মারা দ্বারা বিমোহিত দুর্বোধন শক্ত

মোহকে জল বলে ভ্রম করেছিলেন এবং তার বস্ত্রের প্রান্তভাগ উল্লোখন করেছিলেন এবং অন্য এক স্থানে তিনি জনকে শক্ত মোহে মনে করে ভুল করে জলের মধ্যে পতিত হলেন। বৎস পরীক্ষিত, তা দেশে তাঁর হেলে উঠেছিলেন এবং রমণীবা, রাজারা ও অন্যান্যরাও হেলে উঠেছিলেন। রাজা যুগিটির তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুমোদন প্রদর্শন করলেন। অপমানিত হয়ে ক্রোধে কলতে কলতে দুর্বোধন তার মুখ নীচু করে, কোন লক্ষ উল্লেখ না করে নির্গত হলেন এবং হস্তিনাপুরে গিয়ে গেলেন। উপস্থিত সাধু ব্যক্তিগণ উঠেখেরে “হাম! হাম!” করে উঠলেন এবং রাজা যুগিটিরও যেন বিমর্ষ হলেন। কিন্তু ভগবান, শীর দৃষ্টিপাত দুর্বোধনকে বিদ্রোহ করেছিল মাত্র, তাঁর ঘৃণার ইঙ্গিত উদ্দেশ্যের জন্য নিশ্চুপ হইলেন। হে রাজন, কোন দুর্বোধন মহান রাজ্যে যত অনুষ্ঠানে অপরূপ ছিলেন সেই নিবরে তুমি বা জিহ্বাশা করেছিলে, আমি তার উত্তর প্রদান করলাম।”



যটসপ্ততম অধ্যায়

শাল্ব ও বৃষ্টিগণের মধ্যে যুদ্ধ

শ্রীল শকলি গোবামী বললেন—“হে রাজন, চিরকাল শীলা উপভোগের জন্য যিনি তাঁর অনুভূতুল্য দেহে আকর্ষিত হয়েছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদিত অন্য একটি কল্পিত কর্মের কথা এখন শ্রবণ কর। শোন, কিভাবে তিনি শৌভপতিকে নিহত করেছিলেন।”

“শাল্ব ছিল শিতগালের বন্ধু। সে যখন কলিঙ্গীর বিবাহে উপস্থিত হয়েছিল তখন জরাসন্ধ ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তাকেও যদু বোদ্ধারা পরাজিত করেছিলেন। শাল্ব সকল রাজাদের উপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করেছিল—‘আমি যুগিটিকে যাদবশূন্য করব। আগনাবা কেবল আমার শৌর্য প্রত্যক্ষ করুন।’ এইভাবে তার

প্রতিজ্ঞা করে সেই যুধি রাজা প্রতিদিন একমুষ্টি ধূলি দ্বারা অন্য কিছু না ভাবন করে দেবদেবের পত্নপতিতে (শিব) তার ঈশ্বররূপে পূজা করতেন শুরু করল। মহাসেব উমাপতি ‘আত্মভের’ রূপে পরিচিত, তদুও এক বৎসরের শেষে তাঁর শরণাগত শাল্বকে একটি বর প্রার্থনা করতে বলে তিনি তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শাল্ব একটি বান প্রার্থনা করল যা দেবতা, দানব, ময়দব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসদের দ্বারাও অকিন্দী, সে যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে সেখানেই তা ভ্রমণ করতে পারবে এবং যা বৃষ্টিদের আতঙ্কিত করবে। দেবদেবের শিব বললেন, ‘তাই হোক।’ তাঁর নির্দেশে ময়দানব, যিনি তাঁর শহর

নগরীগুলি জয় করেছেন, সৌভ নামক একটি উড়ন্ত লৌহনগরী নির্মাণ করলেন এবং তা শাল্বকে প্রদান করলেন।”

“এই দুর্গর যানটি অঙ্ককারে পূর্ণ ছিল এবং যেকোন স্থানে যেতে পারত। সেটি গেলে তার প্রতি বৃক্ষদের শত্রুতা স্বরণ করতে করতে শাল্ব দারবাস গিয়েছিল যে ভরতশ্রেষ্ঠ, প্রান্তিক উপদান ও উন্মাদ, নিরীক্ষণ কেশবলহ প্রাসাদ, অট্টালিকা, পুরোহ এবং চতুর্দিকের প্রাচীর ও জনগণের হ্রীদ্রাক্ষেত্রও কিন্ট করে শাল্ব এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরী অবরোধ করেছিল। তার অনবদ্য অক্ষরবান থেকে সে মীচ প্রভু, বৃক্ষভূড়ি, বহু, সর্প ও শিলাবৃষ্টি সহ অনেক বর্ষণ করেছিল। একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়টি ঠেঠে সমস্ত দিক ধুলিতে আচ্ছন্ন করেছিল। এইভাবে সৌভ বিমান দ্বারা ভরতরূপে বিপর্যিত হওয়ার ফলে হে রাজন, ঠিক যেমন পৃথিবী এখন ত্রিপুরাসুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নগরীতে কোন ক্ষতি প্রকাশ না। প্রজাদের অত্যন্ত উৎসাহিত হতে দেখে মহিমামিত বীর ভগবান প্রদ্যুম্ন তাদের বললেন, “ভর পেয়ে না” এবং তাঁর রথে তিনি আরোহণ করলেন।”

“সাত্যকি, চাক্রসেত্র, সাধ, অরুণ ও ডাব কলিত্রাতাপন হার্মিকা, ভানুবিধ, গদ, গুহ ও সরণ সহ রথযোদ্ধার প্রধান নির্দেশকগণ, অন্যান্য অসংখ্য ধনুর্ধারী সহ, কর্ম ও রথযুক্ত সৈন্যসংলগ্নী, গজ, অশ্ব ও নদাতিক বাহিনী দ্বারা সুবক্ষিত হয়ে নগরী থেকে পেরে হলেন। তখন শাল্বের বাহিনী ও যদুগণের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যোয্যেবর্ষক যুদ্ধ শুরু হল। সেটি ছিল দানব ও দেবজনের মধ্যে মহাবীরের সম্মান। সূর্যের উত্তর ফিরণাশি যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর করে, ঠিক সেইভাবে তাঁর শিব্য অস্ত্র দ্বারা প্রদ্যুম্ন ওৎকণ্ণাৎ শাল্বের সকল মায়াজাল কিন্ট করলেন। ভগবান প্রদ্যুম্নের তীরগুলি লক্ষ্যই ছিল স্বর্ণমিত্র, লৌহ স্তম্ভ এবং মঙ্গল গ্রহি বিশিষ্ট। সেইগুলির পাঁচটি দিয়ে তিনি শাল্বের প্রধান সেনাপতি দ্যুম্নকে এবং একশত বাণ দিয়ে তিনি স্বহস্ত শাল্বকে বিদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি এক-একটি তীর দিয়ে শাল্বের সৈন্যদের, দশ দশটি তীর দিয়ে তার সারথীদের এবং

তিনি তিনটি তীর দিয়ে তার অশ্ব ও অন্যান্য বাহনদের বিদ্ধ করলেন।”

“উড়ন্ত পক্ষের সমস্ত সৈন্যেরা এখন মহিমামিত্র প্রদ্যুম্নের সেই জড়িত ও কলশালী বীরত্ব লক্ষ্য করল, তারা তখন তার প্রশংসা করেছিল। মুহূর্তের মধ্যে ময়ূরদামের তৈরি সেই জাদুবিমান কক্ষপে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং পর মুহূর্তে তা পুনরায় একরূপে মাত্র প্রকাশিত হল। কখনও কখনও তা দৃশ্যমান ছিল এবং কখনও কখনও তা ছিল অদৃশ্য। এইভাবে শাল্বের প্রতিগন্ধরা কখনও নিশ্চিত হতে পারেনি যে, সেটি ঠিক কোথায় ছিল। মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সৌভ বিমানটি ভূরি, আকাশ, পর্বতভূড়া বা ভলে প্রকাশিত হচ্ছিল। আশ্চর্যের ন্যায় তা কখনও ছিন্নভাবে এক জায়গায় অবস্থান করছিল না। যেখানে যেখানে শাল্ব তার সৈন্যদের ও সৌভযান নিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল, যদুসেনাপতিরা সেখানেই তাদের তীর নিষ্ক্ষেপ করছিলেন তার সৈন্যবাহিনী ও আকাশ নগরীকে এইভাবে শত্রু অস্ত্র ও সূর্যভূলা এবং সর্পবিহের দ্বারা দুঃসহ তীর দ্বারা নীড়িত হতে দেখে শাল্ব বিব্রত হয়ে গেল। বেহেতু বৃষ্টিবর্ষণের বীররা এইকি ও পারত্রিক জগৎ বিজয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন, তাই শাল্বের সেনাপতিদের মিশ্রিত অস্ত্র বর্ষণ তাদের বিপর্যিত করে এবং তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট বিজয় অন্ধকারে পবিত্রাণ করেননি। ইতিপূর্বে শ্রীপ্রদ্যুম্ন দ্বারা আহত হয়ে শাল্বের মন্ত্রী দ্যুম্ন একই তীর দিকে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে করতে চেয়ে এসে তাঁকে তার কৃষ্ণলৌহের গদা দ্বারা আঘাত করল। দারুকের পুত্র প্রদ্যুম্নের সারথি ভেবেছিলেন যে, তার সাহসী প্রভুস বক্ষণ বদন দ্বারা বিদীর্ণ হয়েছিল। তাঁর ধর্মীর কর্তব্য বিষয়ে ভাবভাবে অবগত ছিলেন বলে তিনি তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রদ্যুম্নকে সরিয়ে দিলেন।”

“সীল সংজ্ঞা লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, ‘হে সারথি, আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনা অসম্ভব কাজ হয়েছে।’ যুদ্ধক্ষেত্র পরিভ্রমণ করেছে এমন কেউ যদুবংশে আমি ছাড়া কল্পনা করেছি বলে কখনও জানা যায়নি, একজন সারথির স্ত্রীকে মতো চিত্তার ফলে এমন আঘাত ঘন কলকিত হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেবলমাত্র পলায়ন করে যখন আমি তাঁদের কাছে ফিরে যাব তখন আমার পিতা, মাতা ও কৃষ্ণের কাছে আমি কি করব? আমার মর্যাদার উপযোগী কোন কথা তাঁদের আমি আর বলতে পারি? অবশ্যই আমার জ্যেষ্ঠপুত্র আমার দিকে চেয়ে হাসবে অস্ত্র বলবে, ‘হে বীর, জগতে কিভাবে তোমার শত্রুর যুদ্ধ তোমাকে এমন এক কাপুরুষে পরিণত করল আশ্চর্যের তা বল।’”

সারথি উত্তর করল—“হে চিরজীবিন্, আমার সিঁদুটি

কর্তব্য ভাবভাবে অবগত হয়ে আমি তা করছি। হে প্রভু, সারথি অবশ্যই বিনামূল্যে স্বপ্নের রথীকে রক্ষা করবে এবং রথীও অবশ্যই তার সারথিকে রক্ষা করবে। এই বিধি মনে রেখে, যেহেতু আপনি আপনার শত্রুর পদার আঘাতে অচেতন হয়েছিলেন, তাই আপনি ওস্তদের সহিত হয়েছেন মনে করে আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনাকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।”



সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দানব শাল্বকে বধ করলেন

শ্রীল ওকসেব গোবামী বললেন—“জান কতর পর তাঁর বর্ম পরিধান করে এবং তাঁর ধনুক গ্রহণ করে শ্রীপ্রদ্যুম্ন তাঁর সারথিকে বললেন, ‘যেখানে বীর দ্যুম্নান নাড়িয়ে রয়েছে, আমাকে সেখানে কিভাবে নিয়ে চল।’ প্রদ্যুম্নের অনুপস্থিতিতে দ্যুম্নান তাঁর সৈন্যদের ধ্বংস করছিল, কিন্তু এখন প্রদ্যুম্ন দ্যুম্নানকে প্রতি আক্রমণ করে হামতে হাসতে তাকে অটটি নারাচ বাণ দিয়ে বিদ্ধ করলেন। এই সকল তাঁরের চারটি দ্বারা তিনি দ্যুম্নানের চারটি অস্ত্রকে, একটি তীর দ্বারা তার সারথিকে আঘাত দুটি তীর দিয়ে তার ধনুক ও রথের ধ্বংসক এবং শেষ তীরটি দিয়ে তিনি দ্যুম্নানের মস্তকে আঘাত করলেন। গদ, সাত্যকি, সাধ ও অন্যান্যরা শাল্বের সৈন্যদের হত্যা করতে শুরু করল এবং এইভাবে বিমানের শিত্তিরের সকল সৈন্যেরা তাদের কষ্ট ছিন্ন হয়ে সমুদ্রে পতিত হতে লাগল। এইভাবে দানব এবং শাল্বের অনুগামীদের মধ্যে একে অপনাকে আক্রমণ করে তুমুল, ভয়ঙ্কর যুদ্ধটি সাতাল মিন ও রাত্রি ধরে চলেছিল। ধর্মপুত্র বৃষ্টিভিত্তের আয়ত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ ইজমত্রে নিম্নেছিলেন। এখন সেই রাজসূর্য্য ভজ সমাপ্ত হয়েছে এক শিতপাল হত হয়েছে। শ্রীভগবান অশুভ লক্ষণার লক্ষ্য করতে লাগলেন, তাই

তিনি কুরুকৃষ্ণাণ, মহাদুর্নিকা ও পুণ্ড্র এবং তাঁর পুত্রগণের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে দ্বারকা প্রত্যাবর্তন করলেন।”

শ্রীভগবান স্বয়ং বললেন—“যেহেতু আমার শত্রুরে ছোট ছাড়াই সঙ্গে আমি এখানে এসেছি, তাই শিতপালের পক্ষের রাজারা হতস্ত আমার রাজধানী আক্রমণ করে থাকবে।”

শ্রীল ওকসেব গোবামী আরও বললেন—“দারকার উপস্থিত হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কিভাবে ধ্বংস দেখে তাঁর জনগণ ভরত হয়েছিল এবং শাল্ব ও তার সৌভ বিমানকেও লক্ষ্য করলেন। নগরীর সুদক্ষর আয়োজন করার পর শ্রীকৃষ্ণ দারুকে বললেন, ‘হে সারথি, সত্বর আমার রথকে শাল্বের নিকটে নিয়ে চল। এই সৌভপতি এক শক্তিশালী জাদুকর, তবে তোমাকে নিমোহিত করতে দিও না। এইভাবে অনিষ্ট হয়ে দারুকে শ্রীভগবানের রথে উঠে আসা চাননা করলেন। রথটি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করছিল তখন সেখানে উপস্থিত প্রহরীরা, বহু ও শত্রু উভয়েই গরুড়ের প্রতীক চিহ্নটি দেখতে পেরেছিল। হতপ্রায় সৈন্যদের অধীক্ষর শাল্ব যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করতে দেখল, তখন সে

তার ভয়টুকু শ্রীভগবানের সারথির দিকে নিক্ষেপ করল। যুদ্ধক্ষেত্রে উপর দিয়ে উড়ে আসতে আসতে ভয়টুকু ভয়ানকভাবে গজল করছিল। শাম্বর নিকশিত ভয় সমগ্র আকাশকে এক শক্তিশালী ঊষ্মার মতো আন্দোলিত করল, কিন্তু শ্রীভগবান শৌরি সেই মহা অতুকে তাঁর বাণ দ্বারা শত শত খণ্ডে ছিন্ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন শাম্বকে খোলসি তাঁর দ্বারা বিদ্ধ করলেন এবং আকাশে বিচরণশীল সৌভ বিমানকে অজ্ঞত কীরের দ্বাবনে বিদ্ধ করলেন। তাঁর নিক্ষেপের শ্রীভগবান ফল তার ক্রিয় দিয়ে আকাশ প্রাণিতকারী সূর্যের মতো প্রকাশিত হলেন। শাম্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের শার্ক ধনুক ধারণকারী রাম বাহকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হল এবং অতুতভাবে তাঁর হাত থেকে শার্ক পতিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলে হাহাবর করে উঠলেন। তখন সৌভপতি উচ্চৈঃস্বরে নিদাহ করে ভগবান জনার্দনকে বললেন, তুমি মূর্খ—করণ আমাদের সামনে তুমি আমাদের বন্ধু, তোমার নিজ হাতা, শিশুপালের বধকে অপহরণ করেছিল এবং যেহেতু তুমি পরে তার অপ্রকৃত অবস্থার তাকে পবিত্র সজ্জার মধ্যে হত্যা করেছ, আজকে আমার তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে আমি তোমাকে বহালদে পাঠাব। যদিও তুমি নিজেই অপরাধের বলে মনে কর, কিন্তু তুমি যদি আমার সামনে এখন পাঁজার সাহস কর, তা হলে আমি তোমাকে হত্যা করবই।”

শ্রীভগবান বললেন—“হে যুত, তুমি বৃথা বন্ধ করছ, কারণ তোমার কাছে পাঁজারো মৃত্যুকে তুমি দেখতে পাছ না। বার্থ বীরেরা বেশি কথা বলে না, কর তাগের ক্ষতের মধ্যেই পৌঁছন প্রদর্শন করে।”

“এই কথা বলে ক্রুদ্ধ শ্রীভগবান তাঁর গদাটি ভয়ঙ্কর শক্তি ও বেগে সঞ্চালিত করে শাম্বের স্তনদেশে আঘাত করলেন যার ফলে শাম্বের রক্ত বমন হয়ে সর্বশরীর প্রকম্পিত করেছিল। কিন্তু ভগবান অচ্যুত তাঁর গদা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে শাম্ব অস্তিত্ব হইল এবং এক মুহূর্ত পরে একটি লোক শ্রীভগবানের কাছে এল। তার মাথা নত করে তাকে প্রণতি নিবেদন করে সে ঘোষণা করল, ‘দেবর্ষী আমারক পাঠিয়েছেন’ এবং যোদন করতে করতে পালকী রূপগুলি সে কলতে লাগল—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে মহানাদো, হে পিতৃ-মাতৃবৎসল। কথাই যেমন

পশুরে হত্যা করার জন্য নিয়ে যায়, সেভাবে শাম্ব আপনায় পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। যখন তিনি এই অগ্রিম সংবাদ শুনলেন, তখন নন্দর অনুকের ভূমিকায় লীলা অভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণ দুঃখ ও দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর পিতৃনাভার জন্য প্রেমবশত সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মার মতো তিনি কথাগুলি বলেছিলেন—কলগ্রাম চিরসতর্ক এবং কোন দেবতা যা মানবই তাঁকে পরাক্রান্ত করতে পারে না। তা হলে কিভাবে এই তুচ্ছ শাম্ব তাঁকে পরাক্রান্ত করে আমার পিতাকে অপহরণ করল? নিঃসন্দেহে, ভাগ্যই সর্বশক্তিমান। গোবিন্দ এই সকল কথা বলার পর, দৃশ্যত বসুদেবকে শ্রীভগবানের সামনে অগ্রসর করে, সৌভপতি আবার আবির্ভূত হল। শাম্ব তখন বলতে লাগল—এই হচ্ছে তোমার পিতা, যে তোমাকে জন্ম দিয়েছে এবং যার জন্য তুমি এই জগতে জীবন ব্যয় করছ। তোমার চোখের সামনে আমি একমাত্র তাকে হত্যা করব। ওহে দুর্বল, যদি পার তাকে রক্ষা কর। শ্রীভগবানকে এইভাবে ভর্ৎসনা করার পর, আনুসঙ্গ শাম্ব যেন তার ভয়ঙ্কর দ্বারা বসুদেবের মস্তক ছিন্ন করল। মস্তকটি তার সঙ্গে গ্রহণ করে আকাশে পরিভ্রমণের শৌভমানে সে প্রবেশ করল।”

“চকুতিপতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানমান এবং মহানুভব। তবুও এক মুহূর্তের জন্য, তাঁর প্রিয়জনের প্রতি পরম স্নেহবশত, তিনি এক সাধারণ মানুষের দ্বাবে নিমগ্ন হয়ে অবস্থান করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি শ্রবণ করলেন যে, এই সমস্ত কিছুই মহানন্দ বাবা নির্মিত ও শাম্ব দ্বারা প্ররোচিত এক আত্মরিক মারা। এখন প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন ভগবান অচ্যুত যুদ্ধক্ষেত্রে তার সামনে না দূত, না তার নিত্যর শরীর কিছুই লক্ষ্য করলেন না। এটি যেন ছিল তাঁর দৃঢ় থেকে জেগে ওঠার মতো। উর্ধ্বে তাঁর নরকে সৌভবিমানে উড়ন্তরমান লক্ষ্য করে, শ্রীভগবান তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রকৃত হলেন।”

“হে রাজর্ষি, কতিপয় ফবি এমনই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বীরা নিজেরা এমন অসৌভিকভাবে পরস্পরবিরোধী কথা বলেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পূর্বের কতক বিস্মৃত হয়েই থাকেন। অথও জ্ঞান বিজ্ঞান-ঐশ্বর্যশালী পূর্বজ্ঞ শ্রীভগবানের উপর কিভাবে

অগ্র্যভাবত জ্ঞাত সকল শোক, মোহ, প্রেহ বা ভয় আবেগিত হতে পারে? তাঁর পাদদ্বয়ের সেবা প্রদানের জন্য উৎকর্ষিত আবেগপন্থির শক্তি দ্বারা, শ্রীভগবানের চকুপন অনাদিকাল হতে আত্মাকে বিশ্বজগতী জীবনের স্বেচ্ছত ভরনগুলি সুরীভূত করেন। এইভাবে তাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সঙ্গেই মহিমা অর্জন করেন। তা হলে, কিভাবে, সকল প্রকৃত সাধুগণের প্রতি সেই পরম ব্রহ্ম, মায়ার বিষয় হতে পারেন?”

“শাম্ব বধম ক্রমগত তাঁর প্রতি বিশাল বাহিনী দ্বারা স্রোতের মতো অস্ত্র নিক্ষেপ করছিল, তখন অসৌভবিক্রম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাম্বের প্রতি তাঁর তীরসমূহ নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে, তার বর্ম, ধনুক ও শিরোপরি মনি চূর্ণ করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর গদা দিয়ে তাঁর শত্রুর সৌভবিমানটি ধ্বংস করলেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আঘাতে সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ হয়ে সৌভ বিমানটি জলের মধ্যে পড়ে গেল। শাম্ব সেটি ছেড়ে স্বয়ং ভূমিতে মেমে তার গদা গ্রহণ করল এবং ভগবান



অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

দত্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজন, পরলোকগত শিশুপাল, শাম্ব ও শৌভ্রকের জন্য বাক্যবোধিত আচরণ পূর্বক মুখতি দত্তবক্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। সম্পূর্ণরূপে একা, পদক্ষেপে এবং তার হাতে একটি গদা ধারণ করে সেই বলশালী যোদ্ধা তার পদক্ষেপ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল। দত্তবক্রকে সমাপত্ত ধর্ম করে শ্রীকৃষ্ণ সত্তর তাঁর গদা ভুলে নিয়ে তাঁর রথ থেকে লাফ দিয়ে মেমে সমুদ্রতট বেডাবে সমুদ্রকে বাণ প্রদান করে সেভাবে তাঁর অগ্রসরমান প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করলেন। তার গদা উখিত করে করুণের সেই বেগেরোয়া রাজা ভগবান

অচ্যুতের দিকে ধোরে এল। শাম্ব বধম তাঁর দিকে ধাবিত হল তখন শ্রীভগবান একটি ছত্র নিক্ষেপ করে যে হাতে গদা ধারণ করেছিল সেটি ছেদন করলেন। অবশেষে শাম্বকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ সলরকালীন সূর্যের মতো তাঁর সুদর্শন চক্রে ধারণ করলেন। উজ্জলরূপে শোভিত শ্রীভগবান উদয়াচলের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক যেমন বৃহাস্পতির মস্তক ছেদনের জন্য পুত্রশবর তার বস্ত্রকে ব্যবহার করেছিল, তেমনি তাঁর চক্রে নিগূত করে শ্রীহরি কুন্তল ও মুকুটসহ সেই মহা-আত্মার মস্তক ছেদন করলেন। তা দেখে শাম্বের সতল অনুগামী ‘হার, হার!’ করে কেঁদে উঠল। পাপিষ্ঠ শাম্ব এখন মৃত, এবং তার সৌভবিমান ধ্বংস হয়েছে, দেবতারা বর্ণে দ্রুতি নিদানিত করলেন। তখন দত্তবক্র, তার বন্ধু মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মভাবে শ্রীভগবানকে আক্রমণ করল।”

দুঃস্বপ্নে কল, ‘কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!—আজ তুমি আমার সামনে এসেছ। কৃষ্ণ, তুমি আমার মামতো ভাই, কিন্তু তুমি আমার বন্ধুদের বিদ্ধ করে দিতে আচরণ করেছিলে এবং এখন তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও। অতঃপর, হে মূর্খ, আমার বহুতুল্য গদা দ্বারা আমি তোমাকে বধ করব। হে অজ্ঞ, অতঃপর বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, আমার মেহের এক ব্যাধির ন্যায়, এক ছয়বেশী আত্মীয়জনী আমার শত্রু তোমাকে হত্যার দ্বারা তাদের রক্ষণ শোষণ করব।’ এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কক্শ বাকের মাধ্যমে বিরক্ত করার চেষ্টা করে তাঁর অধুশ দিয়ে হাতীকে বিদ্ধ করার মতো নরবক্র শ্রীভগবানের

মন্তকে তার গলা দিয়ে আঘাত করেছিল এবং নিঃশব্দে মৃত্যু পর্যন্ত করেছিল। দত্তবন্ধুর গদ্যর আঘাত পেলেও বদুকুলোদ্ধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রে স্থান থেকে একটুকুও বিচলিত হননি। বরং শ্রীভগবান তাঁর গুরুতর কৌমোদকী গদ্য দ্বারা দত্তবন্ধুর বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। গদ্যর আঘাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে দত্তবন্ধু রক্ত বমন করল এবং অবিনাশ চুল আর বিকিষ্ট কণ্ঠ ও নুই পা নিয়ে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল। এক অতি সুন্দর ও অসুত আলোর ছটা তখন (দানবের দেহ থেকে বেরিয়ে) সর্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রবেশ করল, যে রক্তজন, ঠিক যেমন শিশুপাল নিহত হওয়ার সময় হয়েছিল। কিন্তু তখন দত্তবন্ধুর জ্ঞাতা বিদুরথ, তার জ্ঞাতার মৃত্যুতে শোকে নিমগ্ন হয়ে, জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে অসি ও বর্ষ হাতে উপস্থিত হল। সে ভগবানকে বধ করতে চেয়েছিল।”

“হে মাজেদ, বিদুরথ তাঁকে আক্রমণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ক্ষুরধার সুস্পর্শ চক্র ব্যবহার করে কিসিটি ও কুণ্ডল সহ তার মস্তক ছেদন করলেন। সকল বিপক্ষগণের কাছে যারা অপরাধের ছিল সেই লক্ষ্যও তার সৌভ বিমান সহ দত্তবন্ধু ও তার কনিষ্ঠভ্রাতা এইভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হলে, দেব, মানব, অসুর, সিদ্ধ, পক্ষ, ক্রিয়াদর, মহাদান, অগ্নি, পিতৃপুরুষ, বাক, জিহ্বা ও চারুগণ সকলেই শ্রীভগবানের স্তুতিগান করলেন। তাঁরা বহন ঔষধ মহিমা কীর্তন ও তাঁর উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন, তখন বুদ্ধপ্রবরগণের সঙ্গে শ্রীভগবান তাঁর সুসজ্জিত উৎসবময় রাজধানী নগরীতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চির-বিক্রমী। কেবলমাত্র যারা পুণ্ডরীকসম্পন্ন, কেবলমাত্র তাঁরাই মনে করে যে, তিনি কখনও কখনও পরাজিত হন।”

“শ্রীভগবান তখন প্রবণ করলেন যে, কুরুগণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধের প্রকৃতি নিজে। নিরপেক্ষ হয়ে, তিনি তীর্থস্থানসমূহে জন করতে যাওয়ার ছলে প্রস্থান করলেন। প্রত্যয়ে ভ্রম, দেব, অসুর, পিতৃপুরুষ ও বিশিষ্ট মানবদের তর্পণ করার পর তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পশ্চিমার্ঘ্যের সমুদ্রে প্রবাহিত সরস্বতীর অংশে গমন করলেন। শ্রীভগবান বৃহৎ কিল্ব সয়োবর, ত্রিতকুপ, সুস্পর্শ, বিশাল, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্বদিকে

প্রবাহিত সরস্বতীতে গমন করলেন। হে ভাস্কর, তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীর কবির সকল পবিত্র স্থানগুলিতেও গিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নৈমিষারণ্যে এলেন যেখানে ব্রহ্মান কাবিগণ এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন।”

“শ্রীভগবানের আগমনে তাঁকে চিনতে পেয়ে, দীর্ঘ দিকের জন্য তাঁদের রাজপালনে নিয়োজিত মুনিগণ উঠে এসে প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে যথাযথভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন ও তাঁর পূজা করলেন। এইভাবে তাঁর অনুগামীদের পূজা পাওয়ার পরে, শ্রীভগবান সম্মানিত আসন গ্রহণ করলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ আসনে বসে আছে। যেভাবে এই সুভাষিতার সদস্য উদ্বিগ্ন হতে এবং প্রণাম নিবেদন করতে কিংবা যুক্ত কর হতে অর্থ হয়েছিল এবং যেভাবে সে সকল বিদ্বৎ ব্রাহ্মণগণের উচ্চ উপবিস্তি ছিল তা লক্ষ্য করে ভগবান বললেন—“যেহেতু প্রতিশোধমাত্র এই দুর্মতি এই সকল ব্রাহ্মণগণের এবং বর্মপালক জন্মারও উচ্চ উপেক্ষণ করেছে, তাই সে বধযোগ্য। যদিও সে ব্যাসদেবের একজন শিষ্য এবং তাঁর কাছে থেকে পুণ্যানুপুঙ্খরূপে ধর্মবীতি, পৌরাণিক ইতিহাস ও পুণ্য সহ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু এই সকল অধ্যয়ন তার মধ্যে সদ্ গুণাবলী উৎপন্ন করেনি। বরং তার শাস্ত্র অধ্যয়ন একজন অভিনেতার পাঠ অধ্যয়নের মতো, কারণ সে জিতেন্দ্রিয় বা বিনীত নয়। সে তার নিজের মনকে জয় করতে ব্যর্থ হয়েও বৃথাই নিজেকে পতিত মনে করেছে। এই কারণে আমার অবতরণের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে এই ধরনের ধার্মিকতার ভ্রমকারী ভণ্ডার বধ করা। প্রকৃতপক্ষে তারা অত্যন্ত পাতকী।”

শ্রীল শুকদেব গোম্বামী আরও বললেন—“যদিও ভগবান বলরাম লাক্ষ্মীরে ইত্যাদি নিবৃত্তা ছিলেন কিন্তু রোমহর্ষণের মৃত্যু অবশ্যকারী ছিল। তাই, এইভাবে বলে, শ্রীভগবান একটি কুল ভুলে নিয়ে তার অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে তাকে বধ করলেন। সকল মুনিগণ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ‘হায়, হায়’ করে উঠলেন। তাঁরা ভগবান সজ্জবন্ধকে বললেন, ‘হে প্রভু, আপনি একটি অধর্মোচিত আচরণ করলেন!’”

শ্রীল শুকদেব গোম্বামী আরও বললেন—“যদিও ভগবান বলরাম লাক্ষ্মীরে ইত্যাদি নিবৃত্তা ছিলেন কিন্তু রোমহর্ষণের মৃত্যু অবশ্যকারী ছিল। তাই, এইভাবে বলে, শ্রীভগবান একটি কুল ভুলে নিয়ে তার অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করে তাকে বধ করলেন। সকল মুনিগণ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ‘হায়, হায়’ করে উঠলেন। তাঁরা ভগবান সজ্জবন্ধকে বললেন, ‘হে প্রভু, আপনি একটি অধর্মোচিত আচরণ করলেন!’”

“হে যদুনন্দন, ভগবান তাকে শুকদেবের আসন প্রদান করেছিলেন এবং রতদিন এই বধ চলাবে ততদিন পর্যন্ত তাকে দীর্ঘ জীবন ও দৈহিক পীড়া হতে মুক্তি প্রদান করেছিলেন। আপনি না জানেন এক ব্রাহ্মণকে ইত্যা করেছেন। অবশ্যই, শাস্ত্রের বিধিসমূহও যোগেশ্বর আপনার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না। তা সত্ত্বেও যদি কেহ এই এক ব্রাহ্মণ বধের জন্য নির্দিষ্ট প্রারম্ভিক পালন করেন, হে জগৎপালন, আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা লাক্ষ্মণ প্রানু ব পরম কল্যাণ লাভ করবে।”

ভগবান বললেন—“যেহেতু আমি সাধারণ মানুষকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার বাসনা করি, তাই আমি অবশ্যই এই হত্যার জন্য প্রারম্ভিক সম্পাদন করব। অতঃপ, প্রথমে যা যা আচার পালন করতে হবে আমাকে তা বিধান করুন। হে মুনিগণ, আপনারা তার কাছে যা সং কল্প করেছিলেন—দীর্ঘ আয়ু, মল ও ইন্দ্রিয় পটুতা—আমাকে কেবল তা বলুন, আমার যৌন শক্তি দ্বারা সমস্ত কিছুই আমি পুনরুদ্ধার করব।”

অধিগণ বললেন—“হে রাম, মল করে সেখান যাতে আপনার শক্তি ও আপনার কুল অস্ত্র এবং সেই সঙ্গে

আমাদের সংকল্প ও রোমহর্ষণের মৃত্যু, সকলই অসম্ভব থাকে।”

ভগবান বললেন—“যেদ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কারণে আঘাত পুনরায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। তাই রোমহর্ষণের পুত্র পূর্ণাঙ্গ বক্তা হলেন এবং তিনি দীর্ঘ জীবন, দৃঢ় ইন্দ্রিয়সমূহ ও শক্তি প্রাপ্ত হলেন। হে মুনিগণগণ, আপনাদের অভিজ্ঞতা আমাকে বলুন, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব। হে জ্ঞানী আত্মাগণ, যেহেতু আমি সঠিক জ্ঞানি বা তাই ব্রহ্মসংসারে আমার বধ্যবধ প্রারম্ভিক বিধান করুন।”

অধিগণ বললেন—“ইন্দ্রিয়ের পুত্র বন্দল নামক এক ভরস্বেদ দানব এখানে প্রতি পর্বতের আগমন করে এবং আমাদের বধ দৃষ্টি করে। হে দশর্ষ হনুজ, মল করে আমাদের উপর পূজা, রক্ত, মল, মূত্র, মদ ও মাংস বর্ষণকারী সেই শাপিত দানবকে বধ করুন। এটি শ্রেষ্ঠ সেরা বা আপনি আমাদের জন্য করতে পারেন। অতঃ পর, ছদ্মসংসার জন্ম আপনি সমাহিত ভিত্তে ভরস্বেদ ভূমি পরিক্রমা করে কুন্তাসান করবেন ও বিভিন্ন পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করবেন। এইভাবে, আপনি বিতর্ক হবেন।”

একেনাশীতিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের তীর্থে গমন

শ্রীল শুকদেব গোম্বামী বললেন—“অতঃপর, পর্বতিনে, হে রাজন, সর্বত্র ধূলি বিকিষ্ট করে ও পুণ্ডরীক গঙ্গা ছড়িয়ে এক প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর ঝড় উদ্ভূত হল। অতঃপর, বজ্রহুলে বক্ষল দ্বারা প্রেরিত কৃত বজ্র সমূহের এক বর্ষণ আগমন করল, এরপরে দানব স্বয়ং ত্রিশূল হাতে অবিরুদ্ধ হল। সেই বিশাল দানবটি ছিল বন অশ্রম সুদূর কাণ্ডো। তার শিখা ও শরঙ্গ ছিল তপ্ত জমার মতো এবং তার মুখে ছিল ভয়ানক বিকীরণ ও ঝড়বৃষ্টি হা। তাকে দর্শন করে ভগবান বলরাম তাঁর

মস্তকসমূহের বণ্ড বণ্ড করে বিদীর্ণকারী তাঁর গদ্য এবং দানবদের শাস্তিদানকারী তাঁর পালন অস্ত্রের স্মরণ করলেন। এইভাবে আহুত হয়ে তাঁর জলধর তৎকাল্য তাঁর সমুদ্রে উপস্থিত হল। শ্রীভগবান তাঁর দানবদের অগ্রভাগ দিয়ে আকাশচাঙ্গী দানব বন্দনকে আঘাত করলেন এবং তাঁর গদ্য দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে সেই ব্রাহ্মণদের উপনীড়কারীর হস্তকে আঘাত করলেন। মৃত্যু ঘটায় বন্দল ক্রন্দন করে উঠে ভূপাতিত হল, তার কণাল বিদীর্ণ হয়েছিল এবং প্রচুর রক্ত বমন হচ্ছিল তাকে

বহুহাত অরুণবার্ষিক পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল। মূর্নিবেশগণ আন্তরিক স্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অতঃপর তারা তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান করলেন, ঠিক যেমন ব্রহ্মসূর্যকে যথেষ্ট পর দেবতারা অনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ত্রের অভিষেক করেছিলেন। যেখানে লক্ষ্মীদেবী আস করেন সেই অস্ত্র-পাথর এক বৈজয়ন্তীমালা তাঁর শ্রীকলসকে প্রদান করলেন এবং তারা তাঁকে এক জোড়া লিঙ্গ কল ও আভরণও প্রদান করলেন।

“অতঃপর, অবিগল দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, ভগবান ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কৌশিকী নদীতে গমন করে স্নান করলেন। সেখান থেকে তিনি সেই সরোবরে গমন করলেন যেখান থেকে সরযু নদী প্রবাহিত হয়েছে। ভগবান সরযু নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে প্রয়াগে এলেন, সেখানে তিনি স্নান করলেন এবং তারপর দেবতা ও অন্যান্য জীবের তর্পণ সম্পাদন করলেন। এতপর তিনি পুলহ অবির প্রাচ্যে গমন করলেন। ভগবান কলরায় গোমতী, নওদী ও বিগালা নদীসমূহে স্নান করলেন এবং তিনি শোণ নদীতেও স্নান করেছিলেন। তিনি গয়ায় গমন করে সেখানে তাঁর পূর্বপুরুষগণের পূজা করলেন এবং গঙ্গায় সন্ধ্যা হলে তিনি গুপ্ত স্নান সম্পাদন করলেন। অহোহ পর্বতে তিনি শ্রীপরশুরামকে দর্শন করলেন এবং তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি গোদাবরী নদীর সাতটি শাখায় স্নান করলেন এবং কোণা, পাম্পা ও ভীমরখী নদীসমূহেও তিনি স্নান করলেন। এরপর ভগবান কলরায় সন্দ্রদেশের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং ভগবান গিরিশের বাসী শ্রীশৈল দর্শন করলেন। হাবিক দেশ নামে পরিচিত দক্ষিণ অঞ্চলে ভগবান পবিত্র বেট্ট পর্বত এবং কাম্যকোষী ও কাফী নগরী, নদীশ্রেষ্ঠা কাবেবী ও ভগবান ঈর্ষ্য যেখানে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন সেই পরম পবিত্র ক্ষেত্র শ্রীলঙ্গ দর্শন করলেন। সেখান থেকে তিনি পবিত্র পর্বত ও ভগবান কৃষ্ণের ক্ষেত্র, দক্ষিণ মধুরায় গমন করলেন। অতঃপর তিনি সেতুবন্ধে আগমন করলেন, যেখানে অত্যন্ত কঠিন পাণ্ডসমূহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সেতুবন্ধে [ব্রাহ্মসমূহ] ভগবান হস্তাঙ্ঘ্র্য ব্রাহ্মণগণকে সন্মত গাভী দান করলেন। তিনি অতঃপর কৃষ্ণালা ও ভাবপর্ণী নদী

ও বিশাল মলয় পর্বতে গমন করেছিলেন। মলয় পর্বতমালায় ভগবান বসরাম অগস্ত্য অধিবাসে থাকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলেন। অধিক প্রণাম নিবেদন করার পর, ভগবান তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন এবং তারপর তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। অগস্ত্যের অনুজ্ঞাক্রমে, তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে তিনি লৌহগুর্গাকে তাঁর কল্যাকুমারী রূপে দর্শন করলেন।

“তারপর তিনি কাবুন তীরে গমন করলেন এবং পবিত্র পঞ্চালয়া সরোবরে অবগাহন করলেন, যেখানে ভগবান বিষ্ণু প্রভাক্রমে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেই স্থানে তিনি আরও দশ সন্ত গাভী দান করেছিলেন। ভগবান অতঃপর কেরল ও ত্রিগুর্ভ দেশ ভ্রমণ করে যেখানে ভগবান ধূজিটি (শিব) সরাসরিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, ভগবান শিবের সেই পবিত্র গোবর্ধন নগরী গমন করলেন। ধীপবাসিনী দেবী পার্বতীকেও দর্শন করার পর, শ্রীকলরায় পবিত্র জেলা শূর্ণায়ে গমন করলেন এবং জঙ্গী, পুন্ড্রাঙ্গী ও নির্বিক্যা নদীসমূহে স্নান করলেন। অতঃপর তিনি বগুচ অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাহিরাঙ্গী প্রতিষ্ঠিত নগরী সব, রেবা নদীতে স্নান করলেন। তারপর তিনি মনু-তীরে স্নান করলেন এবং অহোহে প্রভাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিতাবে বৃদ্ধ ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধে বৃদ্ধ সকল রাজাগণ হত হয়েছিল কবেকজন ব্রাহ্মণের কাছে ভগবান জা দ্বন্দ্ব করলেন। তা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে পৃথিবী এখন তার ভয় মুক্ত হয়েছে। তখন শ্রীকলরায় যুদ্ধক্ষেত্রে বৃদ্ধরত তাঁর ও দুর্বোধনের গদাযুদ্ধকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলেন। তখন যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল ও সহদেব শ্রীকলরায়কে দর্শন করলেন তারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, তাবলেন ‘তিনি এখানে আমাদের কি কাজে এসেছেন?’ শ্রীকলরায় দুর্বোধ ও ভীমকে, তাদের হাতে গদা সহ দেখলেন এবং তারা উভয়ে ক্রুদ্ধভাবে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য সংগ্রামরত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধাবিধি পরিচালনা করছিলেন। তখন ভগবান তাদের বললেন—রাজা দুর্বোধন! এবং ভীম! শ্রবণ কর! যুদ্ধের বিরামে তোমরা দুই যোদ্ধাই সন্মত। আমি জানি

যে তোমাদের মধ্যে একজন চৈত্রিকভাবে মৃত্যুবরণশালী, আর অন্যজন প্রয়োগিকোপলগত শিকার শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এতটাই সমানভাবে তুল্য, তাই আমি দেখতে পাবছি না যে, কিতাবে তোমাদের দুইজনের একজন জয়ী বা পরাজিত হবে। সুতরাং এই নিষ্পত্তি বৃদ্ধ বন্ধ কর।”

শ্রীল গুর্গমে গোধাতী বলে চললেন—“হে রাজন, যদিও শ্রীকলরায়ের অনুরোধটি ছিল যুক্তিযুক্ত, কিন্তু তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ছিল অপরিহার্য, তাই তারা তা গ্রহণ করল না। উভয়ের প্রত্যেকে নিজের একে অপরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অশ্রম ও অভিযানের কথা স্মরণ করতে লাগল। বৃদ্ধটি ছিল ভাগ্যের আহ্বাজন, এই সিদ্ধান্ত করে, শ্রীকলরায় তারদের প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাকে দর্শনে গ্রীক উত্তরেন ও তাঁর অন্যান্য আশীর্বাদ দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হলে অবিগল

অধিবাসীরা বিব্রত হতে নিবৃত্তি এবং যজ্ঞদুর্ভিক্ষকণ কলদেবের দ্বারা মল্ল সমুহের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান বসরাম অবিগলকে বিশেষ পরমার্থিক জ্ঞান প্রদান করলেন, যার দ্বারা তাঁরা সন্ত বিধকে তাঁর মধ্যে এবং তাঁকেও সমস্তকিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত দর্শন করতে পারলেন। তাঁর পত্নী সহ অবতুর্ভ প্রান সম্পাদনের পর সুখরূপে বসন পরিহিত ও অলঙ্কৃত শ্রীকলরায় তাঁর পরিবারের নিব্বি আত্মীয় ও বন্ধুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নিজ জ্যোতির্ময় রশ্মি পরিবৃত্ত চক্রে মতো মীমসিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অনন্ত ও অশ্রমের ভগবান, যার মারগতিক তাঁকে এক অনুভবরূপে প্রকাশিত করেছে, সেই কলশালী কলরায় দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য অসংখ্য লীলা সম্পাদিত হয়েছিল। অনন্ত ভগবান কলরায়ের সকল কার্যকলাপই অদ্ভুত। যিনি নিঃশিষ্ট প্রভাতে ও সারাকালে তা স্মরণ করেন, তিনি পবনেশ্বর ভগবান শ্রীকলরায়ের অত্যন্ত প্রিয় হন।”

অশীতিতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ সুদামার দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ পরিদর্শন

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—“হে প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান যুদ্ধে, যার পৌর্য অনন্ত, আমি তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য বীরত্বপূর্ণ কর্ম স্মরণ করতে ইচ্ছুক। হে ব্রাহ্মণ, কিতাবে কেউ, যিনি জীবনের সার অংগত ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে করতে বিব্রত, পুনঃ পুনঃ ভগবান উত্তমরোক্তের চিন্তা কথাসমূহ স্মরণ করার পর তা পরিত্যাগ করতে পারেন? প্রকৃত বাক্য হচ্ছে যে, যা ভগবানের গুণসমূহ দর্শন করে, প্রকৃত বৃত্ত হচ্ছে যে, যা তাঁর জন্য কর্ম করে, একটি প্রকৃত মন হল সেই, যা সর্বদা স্বাক্ষর জন্ম সমস্ত কিছুর মধ্যে কাসকরী তাঁকে স্মরণ করে, এবং সেই সকল কথই হচ্ছে প্রকৃত কথ বা তাঁর বিবরণে পূর্ণা কথাসমূহ স্মরণ করে। প্রকৃত বৃত্তক

হচ্ছে সেটি যা ভগবানকে, স্বাক্ষর জন্ম জীবনের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে প্রণাম নিবেদন করে, প্রকৃত বৃত্ত হচ্ছে তা, যা কেবল ভগবানকে দর্শন করে এবং সেই সমস্ত অর্থই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান বা নিঃশিষ্ট ভগবান কিতা তাঁর ভক্তবৃন্দের পাদদ্বীপে স্নানকে সন্মান করে।”

সূত গোবাতী বললেন—“এইভাবে রাজা বিকুরাত দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিঃশিষ্ট গতিশালী অবি কলরায়ণি উত্তর প্রদান করলেন।”

শ্রীল গুর্গমে গোধাতী বলে চললেন—“শ্রীকৃষ্ণের কোন এক ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন (সুদামা নামক), যিনি বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত পণ্ডিত এক সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে

দীক্ষাসক্ত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন প্রশান্ত চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। গৃহস্থরূপে জীবন কাটানকারী তিনি অনায়াসলব্ধ বস্ত্র দ্বারা নিজেকে প্রতিপালন করতেন। সেই জীর্ণ বসন পরিহিত ব্রাহ্মণের পত্নীও তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ ভোজ্য হেতু কৃশকারী ছিলেন। দরিদ্রা পীড়িত ব্রাহ্মণের পত্নিও পত্নী একদিন তাঁর ক্রেশজনিত মলিন মুখে তাঁর কাছে আগমন করে ভয়ে কম্পিত হয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এটা কি সত্য নয় যে লক্ষ্মীপতি হচ্ছেন আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু? সেই স্বাম্যশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তাদেরকে তাঁর আশ্রয় প্রদান করতে অস্বস্তি ইচ্ছুক। হে মহাভাগে, দয়া করে সকল সাধুদের প্রকৃত আশ্রয় তাঁর কাছে থামন করুন। তিনি নিশ্চিতরূপে আপনার মতো এমন এক পীড়িত গৃহস্থকে প্রচুর ধন প্রদান করবেন। ভগবান কৃষ্ণ এখন ভোজ্য, বৃক্ষ ও অশ্বকণ্ঠের শাসক এবং তিনি দ্বারকার অবস্থান করছেন। যোগেতু কেবলমাত্র তাঁর পাদপঙ্খের স্পর্শকারীকে তিনি নিজেকে পবিত্র ধন করেন অর্থাৎ তাঁর ঐকান্তিক ভক্ত্যনুকরণীকে, অগাধতর তিনি যে সৌভাগ্য ও অনন্তীক জাগতিক সুখ প্রদান করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?'

শ্রীম গুরুদেব পেরদায়ী বলে চললেন—“এইভাবে তাঁর পত্নী যখন বারবার তাঁকে বিভিন্ন ভাবে প্রার্থনা করছিলেন, ব্রাহ্মণ বরং ভাবলেন, ‘ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করে প্রকৃতগণকে জীবনের স্বেচ্ছা প্রাপ্তি।’ এইভাবে তিনি যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন, ‘কল্যাণী, উপহার রূপে নিজে গুরুগায় মতো গৃহে যদি কিছু থাকে আমাকে জ্ঞ প্রদান কর।’ সুদামার পত্নী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের থেকে চার মুষ্টি চিত্রা ভিক্ষা করলেন এবং জ্ঞ একটি জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডে বন্ধন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রূপে তার পতিকে প্রদান করলেন। চিত্রা গ্রহণ করে সেই সাদু ব্রাহ্মণ সর্বশক্তি ক্রিয়ায় আমি কৃষ্ণের দর্শন লাভে সর্বস্ব হব।’ চিত্রা করতে করতে দ্বারকার উৎকণ্ঠে খাতা করলেন। কয়েকজন স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তিনটি রাকী স্থান ও তিনটি চন্দ্র অভিজ্ঞত করলেন এবং তারপর সাধারণের অসহ্য ভগবান কৃষ্ণের বিস্তৃত ভক্তগণ স্বাক্ষর ও নৃত্যীগণের গৃহের মধ্যে নিয়ে

হেঁটে, এরপর শ্রীহরির হোড়ল সহরে রাণীর প্রাসাদসমূহের মধ্যে এক ঐশ্বর্যময় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন আর তখন তিনি যেন মুক্তির আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছেন অনুভব করলেন।”

“সেই সময় ভগবান অচ্যুত তাঁর শিষ্যের শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। কিছুটা দূর থেকে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে, ভগবান তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়ে মহামাঝে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর শিষ্য বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেই স্পর্শ করে কহননয়ন ভগবান অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন আর তাই তিনি প্রেমাক্ষ বর্ষণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু সুদামাকে পর্বতে উপবেশন করালেন। অতঃপর সমগ্র জগৎ পবিত্রকারী ভগবান, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে বিভিন্ন স্বাক্ষর নিবেদন করলেন ও তাঁর পাদপঙ্খ ঘেঁষে বসলেন, হে রাজন, তারপর তিনি তাঁর নিজ মস্তকে সেই জল গুটিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে দিয়া সুগন্ধী, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম লেপন করলেন এবং আনন্দিতভাবে সুগন্ধী দূপ ও সারিবদ্ধ দীপ দ্বারা পূজা করলেন। অবশেষে তাঁকে সুপুত্রি নিবেদন ও একটি গাভী উপহার প্রদান করার পর, তিনি মধুর স্বাদে তাঁকে ভোগ্যত করালেন। তাঁর চামর দিয়ে তাঁকে বাতাস করে লক্ষ্মীদেবী স্নায়, জীর্ণ ও মলিন বসন পরিহিত, অত্যন্ত কৃশকার ও শিরাজালবাসুদেহ বরিষ ব্রাহ্মণকে সেরা করলেন। মলিন বসন পরিহিত এই ব্রাহ্মণকে নির্মল কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণভাবে পূজিত হতে দেখে ব্রাহ্মণসামান্যের মানুষের বিস্মিত হয়েছিল।”

প্রাসাদের অধিবাসীরা বললেন—“এই মলিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পুণ্যকর্ম করেছেন? জনসাধারণ তাকে অর্থ ও নিশ্চিত বিবেচনা করলেও ত্রিভুবনওক, শ্রীনিবাস তাকে অক্লান্ত সঙ্গে সেবা করছেন। তার পর্বতে উপবিষ্ট লক্ষ্মীদেবীকে ভ্যাস করে ভগবান এই ব্রাহ্মণকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হে রাজন, কৃষ্ণ ও সুদামা পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্বক তাঁদের গুরুকূলে এক সময় তাঁরা কিভাবে একসাথে বাস করতেন সেই বিষয়ে অনেকে সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।”

ভগবান বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, ধর্মের উপায় সকল তুমি জানোভাবে অসংগত। আমাদের গুরুদেবকে গুরুদর্শন্যে নিবেদনের পর গুরুকূলে থেকে গৃহে গিয়ে এসে তুমি এক সুযোগ্য পত্নীকে বিবাহ করবে কি না? যদিও তোমাকে গৃহস্থ কর্মে প্রায়ই যুক্ত থাকতে হয়, কিন্তু তোমার মন জাগতিক আনন্দলাভ দ্বারা প্রভাবিত নয়। হে বিদ্বান, জড় সম্পদ বিবরণে তুমি খুব একটা সুখ লাভ কর না। এটা আমি ভালভাবে জানি। ভগবানের দ্বারা পুত্র থেকে উদ্ধৃত সকল জাগতিক প্রবৃত্তি পবিত্রাথ পূর্বক, জড়কামনা দ্বারা অবিচলিত চিত্ত কোন কোন মানুষ তাদের কর্তব্যসমূহ পালন করেন। সাধারণ মানুষের শিক্ষার নিমিত্ত আমি যেভাবে আচরণ করি, তাঁরা সেইভাবে আচরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ, আমরা কিভাবে গুরুকূলে একসাথে বাস করতাম তুমি জ্ঞ শ্রবণ কর কি? যখন কোন বিধি ছাড়া তত্ত্ব গুরু কাছ থেকে সকল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করে, সে সকল অজ্ঞতার অতীত পারমার্থিক জীবন উপভোগ করতে পারে। হে শ্রীর সবা, আমি কোন ব্যক্তিকে সৈনিক রূপে প্রদান করেন তিনি তার প্রথম গুরুদেব এবং আমি তাকে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপে বীক্ষিত করে তাকে ধর্মীয় কর্তব্যে যুক্ত করেন, তিনি আরো সাক্ষ্যরূপে তার গুরুদেব। কিন্তু আমি সকল আত্মহীনগকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি হৃদয় গুরুদেব। প্রকৃতগণকে তিনি আমার আপন স্বজন। হে ব্রাহ্মণ, বর্ষাব্রম পন্থার সকল অনুসারীদের মধ্যে যারা গুরুরূপে কবিত্ত আমার বাক্যসমূহের সুবোধ গ্রহণ করেন নিশ্চিতরূপে তারাই তাদের নিজ প্রকৃত কল্যাণ হাদয়করকারী এবং এইভাবে সবচেয়ে তারা সং সার সমুদ্র অতিক্রম করেন। আমি, সমস্ত জীবের আত্মা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগত পূজা, উপনয়ন, ভগবৎস্বী বা অরসংগম দ্বারা ভরসা সন্তুষ্ট হই না বরং আরো গুরুদেবের প্রতি বিস্তৃত সেবা জ্ঞানের দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই।”

“হে ব্রাহ্মণ, আমরা যখন আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে বাস করতাম, তখন আমাদের কি ঘটেছিল তোমার ও মনে পড়ে কি? একদিন আমাদের গুরুপত্নী আমাদের ছালালী কাঠ সংগ্রহের জন্য শ্রেণী করেছিলেন এবং আমরা বিশাল জরণে প্রবেশ করার পর, হে বিজ্ঞর,

প্রচুর বহুপ্রসাদ, বর্ষণ ও কষ্টের মেঘাধার সহ কষ্টা উত্তিত হল। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হলে অরুণের সমস্ত দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল এবং শত্রু কিছু দলময় বওয়ার আমর উচ্চ নীচু হানের পার্থক্য করতে পারিনি। অবিরাম শক্তিশালী স্বক্টা ও বর্ষণে অবরুদ্ধ হয়ে জলপ্রাচীরের মধ্যে আমরা আমাদের দিক হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা কেবল পরস্পরের হাত ধরে ছিলাম এবং অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে কনের মধ্যে পতিতমান করছিলাম। আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি, আমাদের সংকটবস্থা হ্রাসপন্ন করে, সূর্যোদয়ের পর, তার শিষ্য, আমাদের আবেগের জন্য ঘামন করলেন ও আমাদের পীড়িত অবস্থার প্রাপ্ত হলেন।”

সান্দীপনি মুনি বললেন—“হে পুত্রগণ, তোমরা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছ। দেব হচ্ছে সকল জীবের অত্যন্ত প্রিয় কিন্তু তোমরা আমার প্রতি এতই অনুরক্ত যে তোমরা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের আপন স্বাক্ষরকে অগ্রাহ্য করেছ। বিগত চিত্তে তাদের সম্পদ এমন কি স্বীকৃতিও গুরুদেবকে অর্পণ করার মাধ্যমে তাদের গুরুদেবের প্রত্যক্ষগায় সাক্ষ্য করা নিঃসন্দেহে সকল প্রকৃত শিষ্যের কর্তব্য। তোমরা বাক্যের প্রথম স্রোতী ব্রাহ্মণ এবং আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হোক এবং তোমাদের অধীত বৈদিক মন্ত্রসমূহের অর্থ যেন তোমাদের জন্য ইহকাল বা পরকালেও অটুট থাকে।”

শ্রীকৃষ্ণ বলে চললেন—“আমাদের গুরুদেবের গৃহে থাকাকালীন আমাদের এমন অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। গুরুদেবের কৃপার দ্বারা হেঁচল একজন পুত্রব জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে এবং নিজ শক্তি লাভ হয়।”

ব্রাহ্মণ বললেন—“হে দেবদেব, হে জগদগুরু, যোগেতু আমি আমাদের গুরু-গৃহে ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ মনোরথ তোমার সঙ্গে বাস করতে সমর্থ হয়েছিলাম, আমরা অপ্রাপ্তির আর কি রয়েছি? হে সর্বশক্তিমান ভগবান জীবনের সকল চঞ্চলতার উদ্দেশ্যে উৎস তোমার দেহ, যেদ রূপে পরম ব্রহ্মকে ধারণ করছে। সেই তুমি গুরুকূলে বাস করেছিলে এটি তোমার মনুসংগে অভিনয়কারী একটি লীলা মাত্র।”

একাদশীতিম অধ্যায়

সুদামা ব্রাহ্মণকে ভগবান আশীর্বাদ করলেন

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“ভগবান হরি, কৃষ্ণ, স্বাক্ষরগণে সকল জীবের হৃদয়কে জ্বলেন এবং তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুরক্ত। সর্বকল হৃদয়মুখ ও তাকে প্রীতির সঙ্গে নিরীকণ করে সকল সাধুগণের গতি ভগবান যখন এইভাবে বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে কথা কহছিলেন, তিনি হাসতে হাসতে তাঁর সেই প্রিয় সখা ব্রাহ্মণকে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, গৃহ থেকে তুমি আমার জন্য তি উপহার এনেছ। তবু প্রেমে আমার তত্ত্ব প্রসন্ন হৃদয় উপহারও আমি বড় বলে সম্মান করি, কিন্তু অভ্যস্তের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ বিবেচনও আমাকে সন্তুষ্ট করে না। যে বিতণ্ডা চিত্ত নিষ্কার তত্ত্ব আমাকে তত্ত্বপূর্বক পত্র, পুষ্প, কল ও জল অর্পণ করে, আমি তার সেই ভক্তিমূলক উপহার প্রীতি সহজাত প্রহণ করি।”

“হে রাজন, এইভাবে সন্মোদিত হয়েও, সেই ব্রাহ্মণ তাঁর মুষ্টিপূর্ণ চিড়া লক্ষ্মীপতিকে নিবেদন করতে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করছিলেন। লজ্জায় তিনি কেবল তাঁর মস্তক অবনত রাখলেন। সকল জীবের হৃদয়ের প্রজ্যক্ষণী হওয়ার সুদামা কেন তাঁকে বর্জন করতে এসেছেন, ভগবান তা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাই তিনি ভাবলেন, অতীতে আমার সখা যখনও জাগতিক ঐশ্বর্যের অভিলষিত বলত আমার পূজা করে, কিন্তু এখন সে তাঁর পতিভ্রষ্ট পত্নীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কাছে এসেছে। আমি তাকে দেবতাদেরও দুর্লভ সম্পদ প্রদান করব। এইরকম চিন্তা করে একটি জীর্ণ বস্ত্র বন্ধন করা চিড়ের পট্টনীটি ব্রাহ্মণের পরিধেয় হতে কেড়ে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এটি কি? হে সখা, তুমি কি আমার জন্য এটি এনেছ? আমাকে তা অত্যন্ত আনন্দ দিল। প্রকৃতপক্ষে, এই সাধনা চিড়া কেবলমাত্র আমাকেই সন্তুষ্ট করল না, তা সমস্ত জগৎকেও সন্তুষ্ট করল। এই কথা কবার পর, ভগবান তা একমুষ্টি ভক্ষণ করলেন এবং বশন তিনি দ্বিতীয় মুষ্টি প্রায় ভক্ষণ করতে

থাকেন সেই সময় ভক্তি পরায়ণা রুক্মিণীদেবী তাঁর হস্ত ধারণ করলেন।”

রানী রুক্মিণী বললেন—“হে বিখ্যাতা, এই জগৎ ও পর জগতে সকল ধর্মের প্রচুর সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এটি যথেষ্টের চেয়েও বেশী। প্রকৃতপক্ষে কালের সমৃদ্ধি কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বলে চললেন—“তাঁর পূর্ণ সন্তুষ্টি মতো ভোজন ও পানীয়ের পর ব্রাহ্মণ সেই রাত্রিটি ভগবান জ্যোতের প্রসাদে অতিবাহিত করলেন। তিনি অনুভব করলেন যে তিনি চিন্ময় জগতে পৌঁছেছিলেন। পরদিন আত্ম-সন্তুষ্ট বিশ্ব গাণক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হয়ে সুদামা গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। হে রাজন, পথে ইটতে ইটতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অসুস্থ অনুভব করেছিলেন। যদিও তিনি দৃশ্যত ভগবান কৃষ্ণের কাছে থেকে কোন সম্পদ গ্রহণ করেননি। সুদামা তার নিজের জন্য প্রার্থনা করতে অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের মর্শন লাভ করে, সম্পূর্ণরূপে সন্তোষ অনুভব করে, তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।”

সুদামা ভাবলেন “ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুরক্তকে শ্রীকৃষ্ণ পতিচিহ্ন এবং এখন আমি এই ভক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে মর্শন করলাম। প্রকৃতপক্ষে, যিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর যত্নে বন্ধন করেন, তিনি এই মনোহর ভিখারীকে আলিঙ্গন করেছিলেন। কোথায় আমি অতি পবিত্র চরিত্র ও যোগ্যতাইম ব্রাহ্মণ সন্তান, আর কোথায় প্রীতিকর কৃষ্ণ। আযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন, এটি অতি আশ্চর্যের বিষয়। আমাকে তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর শয্যার উপবিষ্ট কবিরে তিনি আমার সঙ্গে ঠিক কেন তাঁর এক ভাইয়ের মতো কবহার করলেন। বোধহু আমি দ্রাবিড় হিলাম, তাঁর রানী নিজেকে আমাকে চামর দিয়ে লণ্ডন করলেন। যদিও তিনি সকল দেবতাদের ঈশ্বর এবং সকল ব্রাহ্মণদের আরাধ্য,

কিন্তু তিনি আমার পদসংস্পর্ক ও অন্যান্য সীমিত সেবা পূর্বক আমার পূজা করলেন তেনে আমি বড় একজন কেদার। তাঁর পাদপদ্মের ভক্তিপূর্ণ সেবাই হচ্ছে একজন পুরুষের স্বর্ণ, মর্ডে, পাতালে ও মুক্তিলাভে প্রাপ্ত সকল সিদ্ধির মূল কারণ। “যদি এই নিম্নে সবিস্তর সদস্য ধনী হয়ে ওঠে, তাহলে তাঁর সুখ মহত্বের সে আমাকে ফুলে যাবে” এই মনে করে কার্পণিক ভদ্রকাল আমাকে ভিক্ষা দ্বারা প্রদান করেন না।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বলে চললেন—“নিজের মনে এইভাবে ভাবতে ভাবতে সুদামা অবশেষে সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন যেখানে তাঁর গৃহ ন্যায়মান। কিন্তু সেই স্থান এখন চতুর্দিকে সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রের তুলনামূলক মিশ্র উজ্জলতায় সুউচ্চ দিবা প্রাসাদসমূহে পূর্ণ। সেখানে ছিল দীপ্তিমান চন্দ্র ও উদ্যানসমূহ, বা পল্লীকুলের কুসুম পূর্ণ এবং কলার সকল কুসুম, অত্রোক্ষ, কলুর ও প্রস্তুত উৎসব পদ্যসমূহে শোভিত। সুদামা ভুলে বিচলিত পুরুষ ও হর্ষিতাক্ষ রমণীসকল দ্বারা দত্তারমান। সুদামা বিস্মিত হলেন, ‘এসব কি? এ কার সম্পত্তি? এই সমস্ত কিছু কিভাবে এল?’ এইভাবে তিনি বহন চিত্তা করছিলেন, সেবতাদের দ্বারা জ্যোতিসম্পন্ন সুন্দর দাস দাসীর এগিরে এসে উচ্চ গীত ও বাণ্য দ্বারা তাদের মহাভাগ্যবান প্রভুকে অভিনন্দিত করল। যখন তিনি শুনলেন যে তাঁর পতি আগমন করেছেন, ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সস্তর গৃহ হতে নির্গত হলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কেন বহন লক্ষ্মীদেবী তাঁর দিবা আলম থেকে নির্গত হলেন। পতিভ্রষ্ট রমণী যখন তাঁর পতিকের মর্শন করলেন তাঁর নেত্রের প্রেম ও উৎকর্ষ অপ্রভে পূর্ণ হল। তিনি নিখিলিত নেত্রে প্রজ্ঞা সহকারে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন ও অস্তুর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সুদামা তাঁর পত্নীকে মর্শন করে বিস্মিত হলেন। রত্নবস্ত্রিত পক্ষ দ্বারা শোভিত দাসীদের মধ্যে তাঁকে দিবা বিমনাকারিণী এক সৌর মতো জ্যোতির্ময় দেখাছিল। আনন্দের মধ্যে তিনি তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান মহেশ্বরের প্রাসাদের ন্যায় শত শত মণ্ডিতভূত তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন। সুদামার গৃহের পদ্যসমূহ ছিল দুধের ফেনার মতো নরম ও স্নেহ, পরিচ্ছন্নসমূহ ছিল হাতীর পীতের এবং স্বর্ণ চন্দ্রা

অলঙ্কৃত। সেবার পাশ্চাত্য চৌপায়ে, রাজকীর চন্দ্র, স্বর্ণ সিংহাসন, নরম আসন ও কুলক মুক্তাশাল্যভূত উজ্জল চন্দ্রাভরণ ছিল। সেওয়ালনমূহে ছিল মূল্যবান মস্তকতরঙ্গি বচিত্ত বিস্মৃতিত আলোর স্ফটিক, উজ্জল রত্নবস্ত্রিত বীণ এবং প্রাসাদের সকল রমণীরা ছিলেন মূল্যবান মণিতে বিভূষিত। এই বিলাসবল্য ঐশ্বর্যের বিচিত্রতা চর্মর করে ব্রাহ্মণ স্বয়ং শাস্তভাবে এই অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।”

সুদামা ভাবলেন—“আমি সর্বদাই চরিত্র। আমার মতো একজন দুর্ভাগ্যবান রমণী ধনী হওয়ার একমাত্র নিশ্চিত কারণ এই যে, মহাবিকৃতিশালী, বহুদল প্রধান ভগবান কৃষ্ণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। শেষ পর্যন্ত, দ্বাধাইগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ এবং অসীম সম্পদের ভোক্তা আমার সখা কৃষ্ণ লক্ষ্য করেছিলেন যে আমি গোপনে তাঁর কাছে থেকে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। তাই যদিও যখন আমি তাঁর সম্মুখে দত্তারমান ছিলাম তিনি সে সম্বন্ধে কিছু বলেননি তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে পরম প্রচুর্যের সম্পদ দান করলেন। এইভাবে তিনি এক অনুগ্রহীল বর্বার মেয়ের মতো আচরণ করেছিলেন। ভগবান, তাঁর পরম আলীর্ণদকেও তুচ্ছ বলে মনে করেন, অথচ তাঁর প্রতি তাঁর শুভাকালী ভক্তের পূজ সেবা প্রদানকেও তিনি প্রচুর মনে করেন। তাই তাঁর জন্য অল্প আমার এক মুষ্টি চিড়া, পরমদ্বা প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান হলেন সকল চিন্ময় গণকালীর পরম অনুগ্রহের আধার স্বরূপ। জন্মে জন্মে আমি কেন প্রেম, সখ্যতা ও মৈত্ৰী দ্বারা তাঁর সেবা করতে পারি এবং তাঁর সন্তকৃষ্ণের মূল্যবান সন্তের দ্বারা তাঁর জন্য এক দৃঢ় আশক্তির অনুশীলন করতে পারি। তার পাবমার্থিক অনুরূপী কম এমন ভক্তকে ভগবান এই জগতের বিচিত্র ঐশ্বর্যসমূহ—রাজকীর কমতা ও জাগতিক সম্পদ অনুমোদন করেন না। প্রকৃতপক্ষে অল্প ভগবান তাঁর অসীম জ্ঞান দ্বারা ভাসভাবে অবগত যে বিভ্রান্ত ধর্মদে ধনীদে পতন হয়।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বলে চললেন—“এইভাবে তাঁর পারমার্থিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে সুদামা সকল জীবের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে অবিচল পাকলেন। সর্বদা ব্রহ্মণ সকল ইন্দির তৃপ্তি

পরিভ্রাণ করার ভাব দ্বারা আর্দ্রতা শূন্য হয়ে তাঁকে প্রদত্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিষয়সমূহ তিনি তাঁর পত্নী সহযোগে ভোগ করছিলেন। ভগবান হরি সকল ইন্দ্রিয়েরও ঈশ্বর, সকল হাজার পতি ও পরম প্রভু। কিন্তু তিনি সাধু ব্রাহ্মণগণকে তাঁর প্রভু রূপে গ্রহণ করেন আর তাই তাদের চেয়ে কোন পরম দেবতা বিদ্যমান নেই। অপরাধের হওয়া সত্ত্বেও কিতাবে ভগবান তাঁর নিজ ভৃত্যদের দ্বারা বিজিত হন তা দর্শন করে ভগবানের প্রিয় ব্রাহ্মণসম্প্রদায় নিরন্তর

ভক্তবানের ধ্যানবলে দ্বারা তাঁর হৃদয় মধুর জড়া আনন্দের অবশিষ্ট বন্ধনসমূহ ছিন্ন করতে সক্ষম করলেন। অতীতেই তিনি মহান সাধুগণের গতি, ভগবান কৃষ্ণের পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান সর্বদা ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, ভগবানের প্রতি তার প্রেম বৃদ্ধি পাবে এবং এইভাবে তিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।”



দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনবাসীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

শ্রীল গুণসেব গোদামী বললেন—কোন এক সময়ে, বলরাম ও কৃষ্ণ স্বপ্নে স্বাক্ষর বাস করছিলেন ঠিক যেন ভগবান ব্রহ্মার একদিনের অবসানের মতো এক মহান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ব হতে এই গ্রহণের কথা অবগত হয়ে, হে রাজন, পুণ্য অর্জনের জন্য বহু মানুষ স্যামন্ত-পঞ্চক নামক পবিত্র স্থানে গমন করেছিলেন, শ্রেষ্ঠযোদ্ধা ভগবান পরশুরাম পৃথিবীকে অগ্নির শূন্য করার পর রাজাদের রক্ত থেকে স্যামন্ত-পঞ্চকে এক বিশাল দুগের সৃষ্টি করেছিলেন। যদিও তিনি কখনও কর্মকাল ছাড়া কলুষিত হন না, সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দানের জন্য ভগবান পরশুরাম সেখানে বহু সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে নিজেকে পাপমুক্ত করার চেষ্টারত একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি আচরণ করেছিলেন। ভাগ্যবশত সকল অংশ থেকে এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণ এখন তাঁরই জন্য সেই স্যামন্ত পঞ্চকে সমাগত হলেন। হে ভরতের কণ্ঠধর, তাদের পাপ মুক্ত হওয়ার আশায় সেই পবিত্র তাঁর আশ্রয়কারীগণের মধ্যে অনেক বৃদ্ধিগণও ছিলেন, যেমন গন্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সাহ, অক্রুর, বসুদেব, অ্যাক ও অ্যোদ্য। রাজারাও সেখানে গমন করেছিলেন। তাদের সেনাপতি কৃতবর্মার

সঙ্গে নগরীকে রক্ষা কন্য সূতস্র, তক ও সাহসের সঙ্গে অনিরুদ্ধ দ্বারকার অবস্থান করেছিলেন।”

“শক্তিশালী বাঘেরা পরম অর্থদার সঙ্গে পথ অতিক্রম করেছিলেন। মেঘের মতো বিশাল কৃষ্ণেরও গজ, এক স্বপ্নের চলন ভঙ্গিমা গতিশীল অশ্ব ও স্বর্ণের বিষয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী রথসমূহে আরোহণকারী তাদের সৈন্যদ্বারা তারা গ্রহণারত ছিলেন। স্বর্ণের বিদ্যারণ্যের মতো দ্যুতিসম্পন্ন বহু পলাতক সৈন্যও তাদের সঙ্গে ছিলেন। বাঘবর্ণ কর্ণ কঠোর, ফুলমালা দ্বারা শোভিত হয়ে এবং সুন্দর বর্ম পরিধান করে অস্ত্র দিবাভাবে সজ্জিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা স্বপ্নে তাঁদের পত্নীগণসহ পথে গমন করছিলেন তাঁদেরকে আকাশে বিচরণশীল দেবতাদের মতো যেন হচ্ছিল। সাধুভাবগণ বাঘের স্যামন্ত-পঞ্চকে জান করলেন এবং তারপর সবচেয়ে উপবাস পালন করলেন। এরপর তাঁরা ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, ফুলমালা ও স্বর্ণ কঠোর দ্বারা শোভিত পাতী প্রদান করলেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বৃদ্ধি বংশীয়গণ অতঃপর আরেকবার ভগবান পরশুরামের হৃদে গমন করলেন এবং উত্তম ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করালেন। তাঁরা সকলেই প্রার্থনা করলেন, “কৃষ্ণের প্রতি যেন

আমাদের ভক্তি হয়।” অতঃপর, তাঁদের পরম আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণের আরাধনায় বৃদ্ধিগণ উপবাস ভক্ত করে ভোজন করলেন এবং সূর্যাস্তে ছায়া প্রদায়ী বৃক্ষসমূহের মূল উপবেশন করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। যাদবগণ দেখলেন যে উপস্থিত বহু রাজারা ছিলেন তাদের পুরানো কর্ণ ও আকীর, যেমন—মৎস্য, উর্দ্বার, কৌশল্য, বিবর্ত, কুরু, সূর্য, কাশ্যাক, কৈকয়, ময়, কুন্তী, অনন্ত ও তেরলব্রাহ্মণ। তারা তাদের পক্ষ ও প্রতিপক্ষ, উভয়পক্ষের প্রমোদ্য বহু রাজাদের দেখতে পেলেন। অধিকন্তু, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারা তাদের প্রিয় সব নন্দ মহারাজ ও দীর্ঘকাল দাবৎ উৎকণ্ঠিত গোপ-গোপীসেবও দেখতে পেলেন। একে অপরেরে দর্শন করার মহা-আনন্দ তাদের হৃদয় ও হৃৎ-নয়নকে নব-সৌন্দর্যে বিকশিত করল। পুরুষেরা একে অপরেরে উৎসাহভরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নরন থেকে অস্ত্র-বর্ষণ করতে করতে পূলকিত গায়ে ও রক্ত কণ্ঠে তাঁরা সকলে গভীর আনন্দ অনুভব করেছিলেন। রমণীরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিময় বস্তুদের নির্মল হাস্যমুখ দৃষ্টিপাত করলেন। আর বহু তাঁরা পশুপতকে আলিঙ্গন করলেন তাঁদের কুঙ্কুমজ্বলিত জনসমূহ পীড়িত হয়েছিল ও তাঁদের মন প্রেমাত্মকে পূর্ণ হয়েছিল। তারপর তাঁরা তাঁদের জ্যেষ্ঠবর্গকে প্রণাম নিক্ষেপ করলেন এবং পরিকর্ত তাঁদের কনিষ্ঠ আত্মীয়দের থেকে প্রশ্রয় গ্রহণ করলেন। একে অপরের কাছ থেকে তাঁদের স্বাক্ষর স্বাক্ষর্য ও কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন। রাণী কুন্তী তাঁর দ্বারা ভগিনী ও তাদের পুত্রদের সঙ্গে, তাঁর পিতৃমাতা, তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং ভগবান যুবকদের সঙ্গেও মিলিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি তাঁর শোক বিন্দুত হয়েছিলেন।”

রাণী কুন্তী বললেন—“হে স্বপ্নের ভ্রাতা, আমি মনে করি যে আমার আকাঙ্ক্ষাসমূহ অসম্পূর্ণ ভরসা যদিও তোমরা সকলে অতি সজ্ঞান কিন্তু আমার বিপদকালে তোমরা আমার বিন্দুত হয়েছিলে। বার মৈব আর অনুকূল নয় এমন স্বপ্নকে তারা বন্ধুগণ ও পরিবারের সমসাগণ—এমন কি পুত্র, ভ্রাতা ও পিতা-মাতাগণও বিন্দুত হন।”

শ্রীবসুদেব বললেন—“প্রিয় ভগিনী, আমাদের উপর

ভ্রাণ কর না। আমরা সাধারণ মানুষ মাত্র, ভাগ্যের ক্রীড়ার লামগ্রী। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তার নিজের মতো করেই কার্য করুক অথবা অন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়েই কার্য করুক, সে সর্বদাই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। হে ভগিনী, কান দ্বারা পীড়িত হয়ে আমরা সকলেই বিভিন্ন বিকে পলায়ন করেছিলাম, কিন্তু দৈবানুগ্রহে অবশেষে এখন আমরা আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়েছি।”

শ্রীল গুণসেব গোদামী বললেন—“বসুদেব, উপসেন ও অন্যান্য যদুগণ, ভগবান অত্যাধিক দর্শন করে পরমোদয় ও শান্তি লাভকারী বিভিন্ন রাজাদের সম্মানিত করেছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রাক্ষারী ও তার পুত্রগণ, পাতকাল ও তাদের পত্নীগণ, কুন্তী, সজয়, বিশ্ব, কপাচার্য, কুন্তীভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, মহান নৃজিৎ, পুরুজিৎ, জগদ, শল্য, ধৃষ্টকেশু, কালীরাজ, দম্যোধন, বিশাল্যাক, মৈথিল, ময়, কৈকয়, বুধামন্যু, সূর্যম, তার পার্শ্ববর্তী ও তাদের পুত্রগণ সহ ব্যক্তিক এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত অন্যান্য রাজগণ সহ উপস্থিত সকল রাজগণ, হে রাজেন্দ্র, তারা সকলেই, তাঁর মহিষীগণ সহ তাদের সম্মুখে সন্তোষমান সকল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আলয় ভগবান কৃষ্ণের চিত্রায় স্বপ্ন দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উদারভাবে তাঁদের সম্মানিত করার পর অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এই সকল রাজারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ পার্শ্ব, বৃদ্ধিগণের সনসদের প্রশংসা করতে তক করলেন।”

রাজারা বললেন—“হে ভোজরাজ, অনুভবগণের মধ্যে আপনি একমাত্র এক প্রকৃত উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, কারণ আপনি মনন যোগিপণেরও মূলভ দর্শন ভগবান কৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন। বেল দ্বারা কীর্ণিত তাঁর বন, তাঁর চরণদ্বয় দৌত জল এবং শাস্ত্ররূপে কথিত তাঁর স্বপ্ন—এই সমস্তকিছু পবিত্রপূর্ণাঙ্গ এই জগতকে পবিত্র করে। যদিও কাল দ্বারা পৃথিবীর সৌভাগ্য দূর হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পাদপঙ্খের স্পর্শ জা পুরুষজীবিত করেছে এবং তাই ধরিত্রী আমাদের উপর আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা বর্ষণ করেছে। সেই একই ভগবান বিষ্ণু যিনি কাউকে স্বর্ণ ও মুক্তির উদ্দেশ্যে বিন্দুত করান, যিনি অন্যভাবে পারিবারিক জীবনের মারকীর পরে বিচরণ করেন, এমন আপনাদের সঙ্গে রক্ত ও বৈবাহিক সম্বন্ধে

কৃত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত সম্পর্কে আপনারা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে মর্শন ও স্পর্শ করেন, তাঁর অনুগমন করেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং বিজ্ঞানের জন্য তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে গমন করেন, সহজেই উপদেশন করেন এবং আপনাদের ভোজন গ্রহণ করেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্থায়ী বললেন—“নন্দ মহারাজ যখন অবসৃত হলেন যে কৃষ্ণ প্রমুখ যুগল উপস্থিত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের মর্শনের জন্য গমন করলেন। তাদের বিভিন্ন সম্পত্তি তাদের একটো চশ্মিরে গোপনগণ্ডে তাঁর সঙ্গী হলেন। নন্দ মহারাজকে মর্শন করে বৃষ্ণিগণ জলশিত হয়েছিলেন এবং মৃতদেহে প্রাণ ফিরে পাওয়ার মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁকে মর্শন না করার অভ্যাস কাতর অনুভব হেতু তাঁরা তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধারণ করলেন। বসুদেব অভ্যস্ত আনন্দের সঙ্গে নন্দ মহারাজকে আলিঙ্গন করলেন। প্রেমাম্বল বিহ্বল হয়ে, তাঁর প্রতি কংস কৃত উৎসাহিত হেতু তিনি যে তার পূর্বের সুরক্ষার জন্য তাদের গোকুলে ছেড়ে যেতে লাজ হয়েছিলেন, বসুদেব তা গ্রহণ করলেন।”

“হে কুশশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ ও অঙ্গারাম তাঁদের পালক পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাদের প্রণাম নিবেদন করলেন, কিন্তু তাদের কণ্ঠ প্রেমাত্মক দ্বারা এতটা রুদ্ধ ছিল যে, সেই ভগবানদ্বয় কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁদের দুই পুত্রকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে তাঁদের বার মাথো তাঁদের ধারণ করে নন্দ ও সাধবী রাজা বশোদা তাঁদের শোক বিমুক্ত হলেন। তারপর রোহিণী ও সেকরী উভয়ে ব্রহ্মের রাণীকে আলিঙ্গন করে তাদের প্রতি প্রদর্শিত তার বিখ্যাত সত্যতার কথা শ্রবণ করলেন। তাঁদের অস্ত্ররুদ্ধ কণ্ঠে তাঁরা তাঁকে বলতে লাগলেন, হে ব্রহ্মেশ্বরী, জগন্নি ও নন্দ মহারাজ যে অধিরাম মৈত্রী আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন কোন রমণী তা বিমুক্ত হতে পারে। এমন কি ইন্দ্রের সম্পদ স্বাক্ষরও ইহ জগতে তা পরিণামের পথ নেই। এই দুই বালক তাদের প্রকৃত পিতা-মাতাকে মর্শন করার পূর্বে আপনারা তাদের পিতা-মাতা রূপে আচরণ করেছেন এবং তাদের সকল শ্রীতিপূর্ণ যত্ন, শিক্ষা, পোষণ ও সুরক্ষা প্রদান করেছেন। যে সূত্রে, তাঁরা ছিল অকৃতোদয়, কারণ ঠিক যেভাবে নেত্রোন্মোহ চকুতে রক্ত করে সেভাবে আপনারা তাদের

রক্ষা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের মাঠে সম্ভবতঃ আপনি পারের মধ্যে ভেদ করেন না।”

শ্রীল শুকদেব গোস্থায়ী বললেন—“তাদের প্রিয়তম কৃষ্ণকে মর্শন করার সময় ধোণীগণ তাদের মেহরোমের (যা মূর্তিতে মূর্তিতে তাঁকে মর্শন করতে তাদের বাধা দিচ্ছিল) প্রটাকে দোষারোপ করতেন। এখন, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে আবার মর্শন করে তাদের নন্দ দ্বারা তারা তাঁকে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং সেখানে তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি পর্যন্ত তারা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে তারা সম্পূর্ণত তাঁর কাছে ভাসত হয়েছিলেন, বসিও একদল সমগ্রতা বোণীগণেরও দুর্ভাগ্য। তাঁদের ভাবাবিষ্ট অবস্থার গোপনীগণ যখন নৃত্যায়মান ছিলেন ভগবান এক নির্জন স্থানে তাঁদের সর্বাঙ্গবন্দী হলেন। তাঁদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করার পর তাঁদের কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, হে প্রিয় সর্বাঙ্গ, তোমরা কি এখনও আমাকে স্মরণ কর? আমার আত্মীয়বর্গের জন্য, আমার শত্রুদের বিনাশ করার দৃঢ়সঙ্কল্পে আমি দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছিলাম। তোমরা কি সন্তুষ্ট মনে করছ যে, আমি অকৃতজ্ঞ এবং তাই আমাকে অবজ্ঞা করছ? বস্তুতঃ ভগবানই জীবকে একত্রিত করেন এবং তারপর তাদের বিচ্ছিন্ন করেন। ঠিক যেমন বায়ু মেঘমাশি, তৃণ, তৃণা এবং ধূলিকণাকে পুনরায় জড়িয়ে দেবার জন্যই একত্রিত করে, ঠিক তেমনি বসিও তাঁর সৃষ্ট জীবের সঙ্গে একইভাবে আচ্ছন্ন করেন। আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই জীব অমৃতত্বের যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু তোমাদের সৌভাগ্য তারা তোমরা আমার প্রতি এক বিশেষ প্রেমময়ী স্নানোন্মুখ জাত করার ফলে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছ। হে রমণী, ঠিক যেমন মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সকল ভৌতিক পদার্থের আদি ও অন্ত এবং তাদের ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রে বর্তমান, আমিও তেমনি সমস্ত সৃষ্ট জীবের আদি ও অন্ত এবং তাদের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান। এইভাবে আত্মাসমূহ যখন তাদের আপন বরূপে অবস্থান করে সৃষ্টিকে পরিচালিত করে, সকল সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টির মূল উপাদানসমূহের মধ্যে বাস করে। জড় সৃষ্টি ও অজ্ঞা উভয়েই অবিনশ্বর পরম ব্রহ্ম আমার থেকে প্রকাশিত হয়, তোমরা তা মর্শন কর।”

শ্রীল শুকদেব গোস্থায়ী বললেন—“এইভাবে কৃষ্ণের দ্বারা শাবমার্থিক বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে তাঁর প্রতি তাদের নিঃসঙ্গ ধ্যানের ফলে মিশ্র অহংকারের সকল চিহ্ন থেকে গোপীগণ মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি তাদের গভীর নিমগ্নতা দ্বারা তারা তাঁকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করলেন।”

গোপিকারা বললেন, “হে কমলনাভ! সংসাররূপে পতিত মানুষদের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ তোমার শ্রীপাদপদ্ম বা অসীম জ্ঞান সম্পন্ন মহান যোগীর সর্বদাই তাদের হৃদয়ে ধ্যান করেন, তা গৃহ সেবার রত আমাদের সঙ্গে উদিত হোক।”



ত্রাণীতিতম অধ্যায়

দ্রৌপদী কৃষ্ণমহিষীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্থায়ী বললেন—“এইভাবে গোপীদের শুকদেব ও তাদের জীবনের গতি ভগবান কৃষ্ণ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর তিনি বৃষ্ণিষ্ঠির ও তাঁর সকল আত্মীয়বর্গের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাদের কাছে তাদের কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন। অত্যন্ত সন্মানিত বোধ করে রাজা বৃষ্ণিষ্ঠির ও অন্যান্যরা জগদীশ্বরের পাদদ্বয় মর্শনের দ্বারা সকল পাপ কর্মকল মুক্ত হয়ে আনন্দিতভাবে তাঁর প্রদর্শনমূহের উত্তর প্রদান করলেন।”

ভগবান কৃষ্ণের আত্মীয়ারা বললেন—“হে প্রভু, যিনি একবারও আপনার চরণপদ থেকে নির্গত মধু পান করেছেন তার কি করে দুর্ভাগ্যের উদয় হতে পারে? হ্রদয় ভক্তদের হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়ে তাঁদের মুখ নিঃসৃত এই মধু তাঁদের কর্ণপুটে বর্ষিত হয়। সেইরূপ মেহগত অস্তিত্বের বস্তুকে বিস্মরণকে তা সিন্ধু করে। আপনাদের নিজ স্বরূপের প্রত্যক্ষদীপ্তি জড় চেতনার ত্রিবিধ প্রভাব বৃত্তীভূত করে এবং আপনাদের কৃপায় আমরা পূর্ণ আনন্দে নিমগ্নিত হই। আপনাদের জ্ঞান অবিজাত্য ও অব্যবহিত। কালের প্রভাবে ভীত বৈদগ্ধ্যকে হ্রস্বরূপে জ্ঞান আপনাদের যোগমাত্রা পক্ষি দ্বারা আপনি এই মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেছেন। হে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের পরম গতি, আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।”

মহর্ষি শুকদেব গোস্থায়ী বললেন—“বৃষ্ণিষ্ঠির ও অন্যান্যরা এইভাবে উত্তমজ্ঞান-চূড়ামণি ভগবান কৃষ্ণের স্তুতি করতে থাকলে ঋতুক ও যৌবন বংশের রমণীরা পরস্পর মিলিত হয়ে গোবিন্দ বিহরক ত্রিলোক কীর্তিত কপা আলোচনা করতে শুরু করলেন। সেই সকল কথা আমি আপনাকে বর্ণনা করছি, দয়া করে শ্রবণ করুন।”

দ্রৌপদী বললেন—“হে বৈদ্য, তুমি ও জাম্ববতী, হে কৌশল্য, সত্যভামা ও কলিন্দী, হে শৈব্যা, রোহিণী, লক্ষ্মণা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীরা, কিভাবে ভগবান অচ্যুত তাঁর যোগপতি দ্বারা এই জগতের পদ্ম অনুবরণ করে আপনাদের প্রত্যেককে বিবাহ করতে আপনমন করেছিলেন, দয়া করে আমাকে তা বর্ণনা করুন।”

কলিন্দী বললেন—“শিশুপালের কাছে অর্পিত হব তা নিশ্চিত করার জন্য সকল রাজারা যখন তাদের অনুক ধারণ করে প্রস্তুত হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর পদদ্বয়ের ধূলি অপরাঞ্জিত বোদ্ধারাও তাদের মস্তকে ধারণ করে, তিনি ঠিক যেভাবে একটি সিংহ কলপূর্বক দ্বাগল ও ভেড়াগের মধ্য থেকে তার ভগ্ন গ্রহণ করে, ঠিক সেভাবে তাদের মধ্য থেকে আমাকে গ্রহণ করলেন। আমি যেন সকল সময়ে শ্রীনিবাসের সেই চরণদ্বয় পূজা করার অনুমোদন প্রাপ্ত হই।”

সত্যভামা বললেন—“সিংহের দ্বারা কন্যাকে আমার পিতৃব্য নিহত হলে মাতৃবধেতু নীড়িত হবার আমার

শিতা সেই হত্যার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করেছিলেন। ভগবান তাঁর সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য ভগ্নকরাক্ষকে পরাজিত করে সামন্তরূপে মণিটি ফিরিয়ে আনলেন, যা অশ্বপতির ভিঁষি আমায় পিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তার অনুরোধের ফলাফলের জন্য তাঁর হাতে আমার পিতা আমাকে ভগবানের কাছে নিবেদন করলেন, যদিও আমি ইতিমধ্যে অমল্যাসের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম।”

অশ্বপতি বললেন—“শ্রীকৃষ্ণ যে তার নিজ প্রভু ও অমল্যাস বিগ্রহে সীতাপতি ছাড়া আর কেউ নয়, তা জানতে যা পেরে আমার পিতা তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন যাবৎ যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সর্বাঙ্গ লাভ করলেন এবং ভগবানকে চিনতে পারলেন। তিনি তাঁর পাদদ্বয় জড়িয়ে ধরলেন এবং সামন্তরূপে মণিসহ আমাকে তাঁর প্রচার প্রতীক রূপে তাঁকে উপহার প্রদান করলেন। আমি ভগবানকে দায়ী রাখ।”

কালিন্দী বললেন—“ভগবান জানতেন, একদিন তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করব এই আশায় আমি কঠোর তপস্চর্যা পালন করেছিলাম। তাই তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে আমার কাছে আগমন করে আমার পানিগ্রহণ করলেন। এখন আমি তাঁর প্রাসাদে একজন মার্জিতবাসিনী রূপে বস্তু হয়েছি।”

মিত্রাবিশ্ব বললেন—“আমার বরষর সন্ধ্যায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁকে অপহরণ করার স্পর্ধাসম্পন্ন আমার হাত বই উপস্থিত সমস্ত রাজাদের পরাজিত করে, ঠিক যেমন একটি সিংহ একদল কুকুরের মধ্য থেকে তার শিকার হরণ করে, সেইভাবে তিনি আমাদের হরণ করলেন। এইভাবে দ্বন্দ্ববীর আশ্রয় ভগবান কৃষ্ণ আমাকে তাঁর রাজধানীতে আনয়ন করেছিলেন। আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁর চরণদ্বয় প্রসঙ্গাননের দ্বারা তাঁর সেনার অনুমোদন লাভ করি।”

সত্য বললেন—“অত্যন্ত বয়স ও বীর্য সম্পন্ন ভগবান তাঁর শত্রু নির্দিষ্ট সাতটি বৃষকে আমার পানিগ্রহণী রাজাদের বিরুদ্ধে পরীক্ষার জন্য আমার পিতা এনেছিলেন। যদিও এই সকল বৃষসমূহ বয়সী বৃষের বর্ণনা করেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্যায়ের তাদের দমন করে, শিশু যেমন ক্রীড়াচ্ছলে ছাগ শিশুকে বন্ধন করে সেইভাবে তাদের বন্ধন করলেন। এইভাবে তাঁর বীরত্বের মূল্যে তিনি

আমাকে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি আমার দায়ীগণ ও চতুর্বাছিনীর এক পূর্ণ সেনাবাহিনীসহ আমাকে নিয়ে কাণ্ডার সময় পশ্চিমার্ঘ্যে তাঁর বিরোধী সকল রাজাদের পরাজিত করলেন। আমি যেন সেই ভগবানের সেনার সুযোগ লাভ করি।”

ভদ্রা বললেন—“হে দ্রৌপদী, তার নিজ দায়ী ইচ্ছায় আমার পিতা তার ভাগীনেত্র কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলেন, যাকে আমি ইতিমধ্যেই আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলাম। আমার পিতা এক অকৌতূহলী সেনাপতি এবং আমার অনুগামী দায়ীগণ সহ আমাকে ভগবানের কাছে পদান করলেন। আমি কর্মফল বশত জন্মে জন্মে ভ্রমণ করলেও সর্বদা যেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করার অনুমোদন লাভ করি, এই আমার পরম প্রার্থনা।”

লক্ষ্মণা বললেন—“হে রাণী, আমি মায়দমুনিকে বারবার অচ্যুতের আবির্ভাব ও আচরণসমূহ বীর্জন করতে প্রবণ করেছিলাম, তার ফলে আমার হৃদয়ও সেই ভগবান মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দেবী নন্দহস্তাও বিভিন্ন প্রহাশাসনকারী মহান দেবতাদের পরিত্যাগ করে, সমস্ত বিবেচনাপূর্বক তাঁকে তার পতি রূপে বরণ করেছিলেন। হে সাধি, কন্যাবৎসল আমার পিতা বৃহৎসেন আমার মনোভাব জানতে পেরে, আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। হে রাণী ঠিক যেমন আপনায় স্বরস্বর সভার অর্জুনকে আপনায় পতিরূপে নিশ্চিত করতে একটি মৎস্য ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি আমার অনুভূতিকে একটি মৎস্য ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে, তা চতুর্দিক থেকে গোপন ছিল এবং কেবলমাত্র নীচে একটি পায়ের জলের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। এই কথা বলব করে অবশেষে দক্ষ সহস্র সহস্র রাজারা তাঁদের সেনা-আচার্যগণ সহ সকল দিক থেকে আমার পিতার নগরীতে আগমন করলেন। আমার নিজ প্রত্যেক রাজাকে তাদের পতি ও বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে যথাযথভাবে সম্মান করলেন। অতঃপর আমাদের নিবন্ধ সময় রাজার ধর্মীগ্রহণ করলেন এবং একে একে সতর্কভাবে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করলেন। তাদের কেউ কেউ ধনুক গ্রহণ করেও তাতে জা রোপণ করতে পারলেন না এবং তাই দংশন্য দ্বারা তা নিক্ষেপ করেছিলেন। কেউ কেউ ধনুকের

অস্ত্রের পর্ষদ ধনুকের দিককে আকর্ষণ করতে পারলেনও, সেই ধনুকের দিগা দিগে এসে তাঁদের আঘাত করে ভূপতিত করল। কয়েকজন বীর—প্রধানত ক্রাসন, নিম্পাল, তাঁর, দুর্ভোজন, কর্ণ এবং অম্বাষ্টের রাজা ধনুকে জয় রোপণ করতে সক্ষম হলেন, কিন্তু তাঁদের কেউই লক্ষ্যের অবস্থান জানতে পারেননি। তারপর অর্জুন জলে হস্তসের আভাস লক্ষি করে তার অবস্থান নির্ণয় করলেন। তিনি তখন সবচেয়ে সেখানে তাঁর তাঁর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুরে বিদ্ধ করতে পারলেন না, সেটি স্পর্শ করেছিলেন মাত্র। সতল গর্ভিত রাজারা হতবর্ষ হয়ে নিবৃত্ত হওয়ার পর পরস্পরের ভগবান ধনুক তুলে নিয়ে অন্যায়ের তাতে জা আরোপ করলেন এবং তারপর লক্ষ্যের দিকে তাঁর তাঁর নিক্ষেপ করলেন। সূর্য হস্ত অভিজিৎ নক্ষত্রে অবস্থান করছিল, তিনি একবার যাত্র জলের মধ্যে হাতের দিকে অবলোকন করে, তাঁর দিগে সেটি বিদ্ধ করে ভূপতিত করলেন। আকাশে দৃশ্যভি-ব্রনিত হল এবং পৃথিবীর মানুষেরা “জব! জব!” ধ্বনি দিল। আনন্দে অভিজিৎ দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করলেন। ঠিক তখন আমি আমার পায়ের ধূর নৃপার ধর্মি সহ সেই স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করলাম। আমি কোমর বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ সুন্দর নতুন বেশী বস্ত্র পরিধান করেছিলাম এবং কর্ণ ও রথের নির্মিত একটি উজ্জ্বল কঠোর বহন করেছিলাম। আমার মুখমণ্ডলে ছিল সলজ হাস্য এবং আমার চুলে ছিল কুলের মাগা। আমি আমার মুখ উত্তোলন করলাম, যা আমার কন্য কোল রাশি দ্বারা আবৃত ছিল এবং আমার উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ের দীপ্তি আমার গণ্ডল হাতে প্রতিফলিত হল। সূর্যোদয় হাশে আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। তারপর সতল রাজাকে নির্দীক্ষন করতে করতে আমি ধীরে ধীরে আমার হৃদয় হরণকারী মুরারীর পলকোপ কঠোরটি অর্পণ করলাম। ঠিক তখন সেখানে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, গট্ট, ভেরী, অলঙ্ক প্রভৃতি বায়বস্ত্র ব্রনিত হয়েছিল। সন্ন্যাসীর নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন এবং গায়কেরা গান গাইতে শুরু করলেন।”

“হে দ্রৌপদী, সেখানে মুখা রাজারা আমার পরস্পরের ভগবানকে বরণ করা সহ্য করতে পারল না। কায় দ্বারা ছলতে ছলতে তারা কলহপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

ভগবান তখন আমাকে তাঁর উত্তর অশ্চর্যত্বের দ্বারা আকর্ষিত রূপে আরাহণ করলেন। তাঁর বর্ষ পরিধান করে এবং তাঁর শার্ভ ধনুক প্রবৃত্ত করে তিনি রূপে সন্তোষমান হইলেন। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপকে প্রকাশ করেছিলেন। হে রাণী, কৃষ্ণ পত্নী হেতুয়ে অসহায়ভাবে একটি সিংহকে ব্রনন করে, দরক চলিত ভগবানের সুবর্ণ পরিচ্ছদ-কুচিত বস্ত্র রক্তের সেইভাবে ব্রনন করেছিল। প্রাচীর কুতুজা যেমন একটি সিংহের পক্ষাতে বাবিত হয়, সেভাবে রাজারা ভগবানের পক্ষাতে বাবিত হল। কোন কোন রাজা তাদের ধনুকসমূহ উদ্যত করে, তাঁর পায়ন পাথে তাঁকে দাবা প্রদানের জন্য পশ্চিমার্ঘ্যে নিস্তেবা অবস্থান করতেন। এই সকল বোদ্ধারা ভগবানের শার্ভ ধনুক থেকে নিস্তেজিত তীরের কণ্ডে প্রাবিত হয়েছিল। রাজাদের কেউ কেউ বাক্স পল ও অস্ত্র বিক্রি করে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়েছিল, অবশিষ্ট রাজারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল। বদুপতি অতঃপর স্বর্গে ও মর্ত্যে ব্রনিত তাঁর রাজধানী কুণ্ডলীতে প্রবেশ করলেন। সেই মগরী ধ্বজ পট ও বিচিত্র ভোরণ দ্বারা মূর্ধকে আচ্ছাদিত করে বিকৃতভাবে শোভিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধন প্রবেশ করলেন, তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব তাঁর আশ্রয়ে প্রবেশ করেছেন। আমার পিতা মুগ্ধবান বনু, অলঙ্কার, রাজতীর শচা, সিংহাসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র দ্বারা তার বন্ধু, পরিচারকের সন্ধ্যা ও ব্রনিত আত্মীয়দের শূভা করেছিলেন যথার্থরূপে পবিত্র ভগবানকে ভক্তি সহকারে তিনি মহামূল্যবান অলঙ্কারে শোভিত দায়ীদুল প্রদান করলেন। এইসকল দায়ীদুলের সঙ্গে ছিল পদাটিক, গজারোহী, রথারোহী ও অম্বারোহী প্রহরীগণ। তিনি ভগবানকে অত্যন্ত মূল্যবান অস্ত্রসমূহও প্রদান করেছিলেন। এইভাবে, সতল জাগতিক সমস্ত পরিত্যাগ করে এক তপস্চর্যা পালন করে, আমরা দ্বন্দ্বীরা সতলে আচ্যাত্রম ভগবানের নিজ দায়ী হয়েছি।”

অন্যান্য মহাবীরদের পাশে বসতে গিয়ে দ্রৌপদীদেবী বললেন—“ভৌমাসুর ও তার অনুচরদের নিবৃত্ত করার পর ভগবান, অসুখের কল্যাণের আমাদের প্রাপ্ত হলেন এবং হৃদয়গ্রন্থ করতে পারলেন যে, আমরা ছিলাম ভৌমাসুরের পৃথিবী বিজয়ের সময় তখন দ্বারা পরাজিত রাজাদের কন্যা। ভগবান আমাদের যুক্ত করে দিলেন

এবং যেহেতু আমরা নিরন্তর জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তির উৎসাহকণ তাঁর পাদপদ্মের ধ্যান করছিলাম, তাই আশ্চর্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের বিবাহ করতে সম্মত হলেন। হে সাক্ষি রমণী, আমরা সার্বভৌম পদ, ইন্দ্র পদ, তমুভর ভোগ্য পদ, অনিমিত্তি সিদ্ধি, শ্রীরাঙ্গার পদ, মুক্তিপদ বা জগৎ প্রজ্ঞার প্রাপ্তিও চাই না। আমরা

কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর কণের কৃষ্ণ গন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের মহিমাময় ধূলি আমাদের মস্তকে বহন করতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্ম রমণীরা, গোপবানকেশ, এমন কি অলিবাঁসী গুলিঙ্গ রমণীরা তাঁর গোচারণের সময় তৃণলতায় পরিত্যক্ত যে ধূলি সমূহের স্পর্শের বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই একই স্পর্শ বাঞ্ছা করি।”



চতুরশীতিতম অধ্যায়

কুরঙ্গক্ষেত্রে ঋষিদের শিক্ষা

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“অধিনাথ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বর্ণীনের গভীর প্রশংসার কথা শ্রবণ করে পৃথা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজাদের পত্নীরা এবং গোপীরা বিম্বিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে সার্বাঙ্গ বন্ধন নারীর সঙ্গে এবং পুরুষেরা পুরুষের সঙ্গে নিজের মতো কথা বলছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকলরামকে দর্শনে আগ্রহী বেশ কয়েকজন মহান কবি সেখানে আগমন করলেন। তাঁরা হলেন বৈশাম্বয়ন, নারদ, চ্যবন, দেবল অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভগবান পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যগণ, যশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অগ্নি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, বিত, ত্রিত, একত কুমার চণ্ডীক, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, শঙ্কর, বাহুবল্য ও বাহুদেব। ঋষিদের আগমন করতে দর্শন করা মাত্র পাণ্ডব ভ্রাতারা, কৃষ্ণ-বলরাম সহ উপবিত্ত রাজারা ও অন্যান্য ভরমহোদয়েরা শুৎকলায় উন্মিত হলেন। তাঁরা সকলে তখন বিম্ববদিত সেই ঋষিদেরকে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকলরাম এবং অন্যান্য রাজা ও নেতারা স্বাগত বচন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্পমালা, ধূপ ও বাটা চন্দন নিবেদনের মাধ্যমে যথায়তয়ানে ঋষিদের পূজা করলেন। ধর্মীয় নীতিসমূহকে যঁচা চিন্তা, সেই রক্ষা করে সেই ভগবান কৃষ্ণ, ঋষিরা সুখে উপবিত্ত হওয়ার

পর সেই মহাসভা মধ্যে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন। প্রত্যেকেই তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীরবে শ্রবণ করছিলেন।”

ভগবান বললেন—“যেহেতু আমরা জীবনময় পরম উদ্দেশ্য, দেব-দুর্লভ, মহান যোগেশ্বরদের দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে এখন আমাদের জীবন সার্থক হল। অতঃপর পরায়ণ সেইসব মানুষেরা যারা ভগবানকে কেবল মন্দিরের বিগ্রহেই চিনতে পারে, তারা এখন কিভাবে আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, প্রসন্ন, প্রসাদ, পাদ্যসেবা ও অন্যভাবে আপনাদের সেবা করবে? জলময় ক্ষেত্রসমূহ প্রকৃত পবিত্র তীর্থ নয়, মৃদয় ও শিলাময় বিগ্রহ সকলও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। এইসমস্ত কিছু কাউকে কেবলমাত্র দীর্ঘ সময় পরে শুদ্ধ করে তিন সাত-অধিরা দর্শন মাত্র একজনকে শুদ্ধ করে। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মাটি, জল, আকাশ, বায়ু, বায়ু ও মনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতারা, তাদের ভেদবুদ্ধিকারী উপাসকদের পাণসমূহ দূর করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানী ঋষিদের প্রতি মুহূর্তের সতর্ক সেবাও কারোর নাপ বিনাশ করে। যে ব্যক্তি কক, পিঙ্গ ও বায়ু—এই ত্রিধাতু-বিশিষ্ট দেহরূপ খলিতিকে আশ্রয় বলে মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্বজন বলে মনে করে, জন্মভূমিকে পূজা বলে মনে করে, তীর্থে গিয়ে তীর্থের জলকেই তীর্থ বলে মনে করে তাতে রান

করে অথচ চাঁদোয়াই মর্ত্যের সাধুদের সঙ্গ করে না, সে একটি গন্ধ বা গন্ধ থেকে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—অসীম জ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে এতদূর পূর্ণোদ্য বাতাসমূহ শ্রবণ করে তাঁরা বিব্রত চিত্ত হয়ে নীরব রইলেন। বহু ক্রীড়ার মতো ভগবানের ব্যবহারে ঋষিরা কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য তিনি এভাবে আচরণ করেছিলেন। তাই তাঁরা হাসলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—আপনার মায়ামতি প্রজ্ঞাপতির অধীশ্বর ও তত্ত্ববিশেষের মধ্যে ব্রহ্ম আমাদেরও সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত করেছে। অহে, পরমেশ্বরের আচরণ কি অদ্ভুত! আপনি নিজেকে আপনার মনুষ্যত্বের আচরণ দ্বারা আবৃত রাখেন এবং পরম নিয়ন্ত্রণের বিষয় হওয়ার ভয় করেন। ভূমি স্বরূপও এক হলোও ঘট প্রভৃতি বিচারভেদে বেলাপ বিবিধ নাম ও আকৃতি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি স্বরূপও এক এবং অজিত হয়েও নিজ স্বরূপ দ্বারা বহুরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও লোপ করে থাকেন, অথচ নিজ কর্মফলে বদ্ধ হন না। সেইরকম পরিপূর্ণ স্বরূপ আপনার জন্ম-চরিত্র আদি অনুকরণ দ্বারা, বস্তুর সজ্ঞা নয়। তথাপি, উপযুক্ত সময়ে আপনার ভক্তদের সুরক্ষা ও দুঃস্থের সময়ে জন্য আপনি শুকস্বম্বর রূপ ধারণ করেন। এইভাবে আপনি, স্বর্গাশ্রম ধর্মের আশ্রা, পরমেশ্বর ভগবান, আপনার অমিত্যমর সীলসমূহ উপভোগের মাধ্যমে যেমন নিজ পথটিকে পালন করেন। বেশসমূহ হচ্ছে আপনার অমলিন হলর এবং তাদের মাধ্যমে তপস্কারী, অধ্যয়ন ও আত্ম-সংযম দ্বারা কেউ ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং উভয়ের মধ্যেই চিন্তার অস্তিত্বের শুদ্ধতা অনুভব করতে পারেন। অতএব, হে পরম ব্রহ্ম, আপনি ব্রাহ্মণকুলের সদস্যদের সম্মান জ্ঞাপন করেন করণ তাঁরাই বোধ্য প্রতিনিধি যাদের মাধ্যমে বেশসমূহের প্রমাণের দ্বারা কেউ আপনাকে কনয়সম করতে পারে। সেই কারণে আপনি ব্রাহ্মণদের অগ্রণী পূজক। আজ আমরা সাধুজনের পরম গতি আপনার সম্মান করে বিদ্যা, ভগ্নস্যা, চকু এবং জন্মের সাধন্য প্রাপ্ত হয়েছি। যেহেতু আপনি নিখিল মঙ্গলসমূহের পরাকাষ্ঠাভূত। আমরা অকৃত্ত বুদ্ধি পরমাত্মাবরূপ পরমেশ্বর ভগবান

কৃষ্ণকে নমস্কার করি, যিনি তাঁর আর্হতির যোগদ্বারা দ্বারা তাঁর মহিমাকে আচ্ছন্ন করেছেন। এই সকল রাজারা অথবা আপনায় অন্তরঙ্গ সম উপভোগ্যত বুদ্ধিগাও আপনাকে সর্বাধ্বরী, কল্যাণ ও পরম নিয়ন্ত্রককে জানতে পারে না। তাদের কাছে আগনি মায়ার ববনিক দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছেন। একজন চিত্তিত ব্যক্তি, কখন থেকে পৃথক তাঁর ভাগ্য পরিচয় তুলে গিয়ে, নিজেকে বিভিন্ন নাম ও রূপে দর্শন করে এক পরিবর্তিত বস্তুভায়ে নিজেকে ভুলনা করে। একইভাবে, দ্বারা দ্বারা যার চেতনা বিভ্রান্ত সে কেবল জাগতিক বিষয়সমূহের নাম ও রূপসমূহ ধারণ করতে পারে। এইভাবে একজন ব্যক্তি তাঁর স্মৃতি হাবিয়ে আপনাকে জানতে পারে না। আজ আমরা সর্বশাপ দৌতকারী পবিত্র গন্ধব উৎস আপনার চরণধূলিকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছি। সিদ্ধ যোগীরা বহু জোর তাদের হৃদয় অভ্যন্তরে আপনার চরণধূলিরে ধ্যান করতে পারে। কিন্তু দ্বারা সর্বভোগ্যে আপনাকে ভক্তি প্রদান করে কেবলমাত্র তারাই এইভাবে আবার আচ্ছন্ন—জাগতিক মনকে—পরজিত করে এবং তাদের পরম গতি রূপে আপনাকে প্রাপ্ত হয়। তাই দ্বারা করে আপনার ভক্ত, আমাদের উপর কৃপা প্রদর্শন করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজর্ষি, এইভাবে বলবার পর মুনিরাজ ভরদ্বাজ ভগবান দামোদর, ভৃগুরাষ্ট্র ও বৃষিধিরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং তাদের আশ্রমসমূহে প্রস্থান করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাদের প্রস্থানোদ্যত দর্শন করে মহামায়া কনুসেব মুনিদের সমীপেই হলেন। তাঁদের নান্দ্রের স্পর্শ করে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করার পর বহুসংস্কারে নির্বাচিত লক দ্বারা তিনি তাঁদের বললেন—হে ঋষিগণ, সকল দেবতার আশ্রয় স্বরূপ আপনাদের নমস্কার করি। আপনারা দ্বারা করে আবার কথা শ্রবণ করুন। কর্ম দ্বারা কিভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়, দ্বারা করে আমাদের জ্ঞা বলুন।”

ত্রিনারদ মুনি বললেন—“হে ব্রাহ্মণেরা, এটি তেমন বিচিত্র কিছু নয় যে, যেহেতু বসুদেব কৃষ্ণকে একটি বালক মাত্র বিবেচনা করেছেন, তাই তাঁর জ্ঞানবীর আশ্রয় বলত তিনি তাঁর পরম মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করেছেন। এই জগতে মানুষেরা মহান বস্তুর নিচটে অবস্থান করলেই

তাব অনানব কণ্ঠে থাক। উদাহরণ স্বরূপ, যিনি সবার
উপরে বস করেন তিনি লোকতান্ত্র জ্ঞান অল্প কোন তাঁর
সম্মিলে বস্তু করেন। পরমেশ্বরের অনুভূতি কাল দ্বারা,
জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় দ্বারা, অগতের তথ্য সমূহের
লব্ধবর্তনের দ্বারা অথবা আত্ম-উদ্ভূত বা ষাটিক অন্য
কোন কিছু দ্বারা কখনও উপস্থিত নয়। কিন্তু যদিও
অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবানের চেতনা জাগতিক ক্রম
দ্বারা, জাগতিক কর্মের প্রতিফলিত দ্বারা অথবা প্রকৃতির
গুণসমূহের অনন্যতম প্রকাশ দ্বারা কখনও প্রভাবিত হয়
না, তবু সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে ভগবান তাঁর
সৃষ্টি, প্রাণ ও অন্যান্য গুণ উপাদান দ্বারা আচ্ছাদিত, ঠিক
যেমন কেউ মনে করতে পারে যে সূর্য মেঘ, হিম বা
প্রহর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।”

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বলতে লাগলেন—“হে
রাজন, অতঃপর মুনিরা পুনরায় বসুদেবকে সন্তোষন করে
বলতে লাগলেন, যা শ্রীঅচ্যুত ও জীরাম সহ সকল
রাজগণ শ্রবণ করেছিলেন।”

মুনিরা বললেন—“এটি সঠিকভাবে নিকলিত হয়েছে
যে কর্মের দ্বারা কর্ম বন্ধন নষ্ট হয় তখনই বন্ধন কেউ
সর্বশেষের বিমুক্ত পূজার জ্ঞান যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে
বৈদিক ব্রহ্মসমূহ সম্পাদন করে। তবুও পণ্ডিতেরা শাস্ত্র
চকু দ্বারা সমগ্ররূপে হিতাহিত নিরীক্ষণপূর্বক প্রদর্শন
করেছেন যে চকল মনকে মনন করার ও মোক্ষ প্রাপ্ত
হবার এটিই সহজতম পন্থা। এটিই পবিত্র কর্তব্য যা
মনের আনন্দ আনয়ন করে। সংজ্ঞা প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা
নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করাই ধার্মিক
বিল্লি পূণ্যের জন্য পবিত্রতম পন্থা।”

“হে বসুদেব, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যত্ন সম্পাদন,
পানের দ্বারা সম্পদের আকাশিকা, গৃহস্থ জীবন প্রাপ্ত
হওয়ার মাধ্যমে তার পত্নী ও পুত্র লাভের কামনা এবং
সমগ্র প্রকর অধ্যয়ন দ্বারা পরবর্তী জীবনে এক উচ্চতর
গ্রে উন্নীত হবার আশঙ্কায় ত্যাগ করার শিক্ষা করা
উচিত। আত্মসংযত দ্বারা যখন এইভাবে তাদের গৃহস্থ
জীবনের প্রতি আশঙ্কিত পরিচোষ করেছেন, তখনকার
সম্পাদনের জন্য তারা যখন মনন করেছেন। হে প্রভু,
একজন দ্বিজ যিনি পরমের কণ নিয়ে ভক্তগুণ করেন।
সেতলো হস্ত দেবতাদের কাছে কণ, অগ্নির কাছে কণ

এবং তার পিতৃপুত্রদের কাছে কণ যদি সে যত্ন
সম্পাদন, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা প্রথমে
কল্যাণের পথে তখন সেহে ত্যাগ করে, সে এক ন্যূনতম
অবস্থার পতিত হবে। কিন্তু আপন, হে মতামতে,
ইতিমধ্যে তবলা ও পিতৃপুত্রদের প্রতি, আপনায় দুটি
কণ থেকে মুক্ত। এখন বৈদিক ব্রহ্মসমূহ সম্পাদন করার
মাধ্যমে দেবতাদের প্রতি কণ থেকে নিজেই মুক্ত করেন
এবং এইভাবে নিজেই সম্পূর্ণরূপে কল্যাণ ও গ্রে সন্তান
জাগতিক আশ্রয় ত্যাগ করেন হে বসুদেব, নিম্নোক্ত
অবস্থাই আপন জীবনে সমগ্র জগতের অধীশ্বর, শ্রীবৈদিক
আশ্রয়না করেছিলেন। আপন ও আপনায় পত্নী উভয়ে
নিশ্চয়ই বধ্যবৎসবে পরম ভক্তির সঙ্গে তাঁর আরাধনা
করেছিলেন, সেইহেতু তিনি আপনাদের পুত্রের ভূমিকা
গ্রহণ করেছেন।”

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বললেন—অধিদেব এই সকল
কথা শ্রবণ করার পর মথুরায় বসুদেব ভূমিতে তাঁর হস্ত
অনন্ত করে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তাঁদের স্তুতি
পূর্বক তাঁদেরকে পুরোহিত হওবার জন্য অনুরোধ
করলেন। হে রাজন, এইভাবে তাঁর দ্বারা অনুমত হয়ে
অবিগল পবিত্রভূমি তুলাক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে
সর্বোচ্চতম ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ধার্মিক বসুদেবকে
আশ্রয় সম্পাদনে নিয়োজিত করলেন। হে রাজন,
মহারাজ বসুদেব যখন হস্তে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত
ছিলেন, তখন বৃষ্ণিরা তাদের পর সূন্য বস্ত্র ও পল্লী দ্বারা
পরিধান করে সেই বীজ্য মতল উপাশ্রয় করলেন।
অন্যান্য সু-অলঙ্কৃত রাজারাও সূন্য হস্তে শোভিত ও
কঠে নিচ্চ ধারিত তাঁদের আননিত সকল শ্রমবীরা সহ
আগমন করেছিলেন। রাণীরা চন্দন জলসেপন
করেছিলেন এবং পূজার জন্য পবিত্র প্রসাদসমূহ বহন
করছিলেন। মুদক পট্ট, শঙ্খ, ভেড়ী, অলক ও অন্যান্য
বাদ্যযন্ত্র ধানিত হল, নটক ও নর্তকীরা নৃত্য করলেন
এবং সূত্র ও আপদেয়া স্তুতি পাঠ করলেন। তাঁদের
পতিগণসহ মধুর কণী লজ্জব রামবীরা গান গাইলেন।
বসুদেবের মননতম অঙ্গন দিয়ে শোভিত ও দেহ
নবনীলিগু করার পর পুরোহিতেরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে
তাতে ও তাঁর অষ্টাদশ পত্নীকে পবিত্র জল সিঞ্জন করে
দীক্ষিত করলেন। তাঁর পত্নীদের দ্বারা পরিবৃত্ত তাঁকে

নৃত্যমণ্ডলী পরিবেষ্টিত রাজকীয় চক্রের মধ্যে বসে
ছিলেন। বসুদেব তাঁর পত্নীগণসহ বীজ্য প্রদান করলেন,
রাণী রেশমী শাড়ী পরিধান করেছিলেন এবং বস্ত্র,
কপড়, নুপুর ও কণ্ডল দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। বৃদ্ধার
দ্বারা আনুত দেহে বসুদেব লীলিতময়নে শোভিত
ছিলেন।”

“হে মতামতে পরীক্ষা, রেশমী স্তুতি ও রত্নখচিত
জলদ্বারা সজ্জিত বসুদেবের পুরোহিত এক সভাসদদের
এতই জ্যোতির্ভর সেনাছিল যেন তাঁরা ব্রহ্মসুন্দরী
উত্তর দিকদ্বারা স্তম্ভমান ছিলেন। সেই সময় সকল
জীবের ঈশ্বর বল্যাম ও কৃষ্ণ তাঁদের ঈশ্বরের প্রকাশরূপ
নিজ নিজ পুত্র, পত্নী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের
সঙ্গে রাজকীয় বীজ্যেতে বিরাজ করছিলেন। বধ্যবৎস বিধি
অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বৈদিক ব্রহ্মসমূহ সম্পাদন করে
বসুদেব সকল বস্ত্র উপকরণ, মন্ত্র ও স্তোত্র অধীশ্বরে
পূজা করলেন। আধিহোত ও হজরাদ্বারা অন্যান্য
বিবাহসমূহ সম্পাদন করে তিনি প্রাকৃত ও বৈকুণ্ঠ উভয়
ব্রহ্মই সম্পাদন করলেন। তারপর, বসিও পুরোহিতরা
সু-অলঙ্কৃত ছিলেন, তবু যথাসময়ে এক শাস্ত্র অনুসারে
বসুদেব পুরোহিতদের মূল্যবান জলদ্বারা স্ফুট
করলেন এবং বহুল্য কাড়ী, ভূমি ও কল্যা উপহার দিয়ে
দক্ষিণা প্রদান করলেন। পত্নী সংযত ও অবতৃণ্য কর্ম
সম্পাদন করার পর সেই মহান দ্বাক্ষর তবলা ব্রহ্মমান
বসুদেবকে অগ্রহেতী করে ভগবান পরমেশ্বরের হুণে ভ্রম
করলেন। পবিত্র রস সম্পূর্ণ হলে বসুদেব তাঁর পত্নীদের
সঙ্গে পেশাদার স্তুতিপাঠকদের পরিবেশ ও বসন প্রদান
করলেন। অতঃপর বসুদেব নব-বস্ত্র পরিধান করলেন।
তারপর তিনি সকল শ্রেণীর মানুষদের, এমনকি
গুরুবৈদিক ও সন্ন্যাসের সঙ্গে ভোজন করলেন। তাদের
সকল স্ত্রী-পুত্র সহ তাঁর আত্মীয়বর্গদের বিদর্ভ, কোমল,
কুক, কানি, কেকর ও স্ত্রী দ্বারা রাজাদের, সন্তান
প্রতিনিধিকরী সদস্যদের এবং পুরোহিত, প্রত্যাশদ্বী
সেবতা, মানুস, সূত্র, নিত ও চারপদের তিনি ঈশ্বর্যের
উপহার প্রদান করে সম্মানিত করলেন। অতঃপর
লক্ষীসেবীর আলয় ভগবান কৃষ্ণের কাছে থেকে অনুমতি
গ্রহণ করে বসুদেবের হস্তের স্তুতি কীর্তন করতে করতে
বিভিন্ন অভিজিরা প্রদান করলেন। সকল বসুগণ, তত্বেব

সুজন, সখী, কুটুম্ব ও ঈশ্বর কলিত দ্বারা স্ত্রী, পুত্র
ও তার পুত্রগণ, তাঁর, কোমল, বসন্ত নন্দন ও মহাদেব,
নবর ও ভগবান বেদব্যাস সহ অন্যান্য আত্মীয়গণ দ্বারা
আদর্শিত হয়েছিলেন। বেহে তাঁদের হস্তের অর্ধ
হয়েছিল, তাই তাঁরা এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ বিবাহ
মহুগার দ্বারে দ্বারে বদেলে প্রদান করলেন। তাঁর
সোপান সহ নন্দ মহারাজ অল্প কিছুকাল বেকী তাঁর
আত্মীয়বর্গ, বসুদের সঙ্গে অবস্থান করার মাধ্যমে তাদের
প্রতি তাঁর অনুগত প্রদর্শন করলেন। তাঁর অবেদনকালে
কৃষ্ণ, বলরাম, উগ্রসেন ও অন্যান্যরা তাঁকে বিশেষ
ঈশ্বর্যের পূজার মাধ্যমে সম্মানিত করলেন। অতি
সহজেই তাঁর উচ্চাঙ্গল্যের মহাসুগর উত্তীর্ণ হয়ে বসুদেব
সম্পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করলেন। তাঁর নব গুণকল্যাণের
সাহচর্যে জগো তিনি তাঁর হাত নিয়ে নন্দের হাত গ্রহণ
করে তাঁকে বললেন—আমার প্রিত প্রাত্য, ভগবান স্বরা
দেহ নামক বন্ধন রচনা করেছেন যা মানুষদের একত্রে
সুস্থভাবে আবদ্ধ করেছে। আমার মনে হত যে মহাবীরেরা
ও মহাবোধ্যেরাও নিজেদের এর থেকে মুক্ত করতে
অত্যন্ত দুঃসাহায্য প্রাপ্ত হন। নিঃসন্দেহে, ভগবান
অবশ্যই প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, কারণ আপনাদের
মতো সন্তান প্রবরণ কখনও বধ্যবৎসরূপ প্রত্যাশকার
প্রাপ্ত ন হলেও অকৃতজ্ঞ আমদের প্রতি কখনও অনুপম
মৈত্রী প্রদর্শনে নিবৃত্ত হননি। হে রাজা, আমার ইতিপূর্বে
আপনাদের মঙ্গলের জন্য কিছু করিনি। কারণ আমরা
অসমর্থ ছিলাম, এমনকি এখনও এই যে আপনারা
আমাদের সন্তুখে উপস্থিত, কিন্তু আমাদের চকু জাগতিক
সৌভাগ্যের দ্বারা এতই মদ্য যে আমরা এখনও
আপনাদের উপেক্ষা করছি। হে মানব, যিনি জীবনে
পরম কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর যেন কখনও রাজকীয়
ঈশ্বর্য লাভ না হয়, কারণ তা তাঁকে তাঁর আপন বন্ধ
ও পরিবারের প্রয়োজন বিবরণে অন্ধ করে তোলে।”

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বললেন—“আত্মিক
সমবেদনা দ্বারা তাঁর হস্ত কোমল হলে, বসুদেব দোমন
করেছিলেন। তাঁর প্রতি প্রদর্শিত মন্তের মিত্রতা তিনি
বন্ধন স্বরণ করছিলেন, তাঁর চকুতর অন্ধ্রপূর্ণ হয়ে
উঠেছিল। মনও তাঁর পক্ষ থেকে বন্ধ বসুদেবের জন্য
পূর্ণ ঐতিপদায়ন ছিলেন। তাই দিনের পর দিন নন্দ

বসুদেব ঘোষণা করেছিলেন, “আমি আজ পরে গমন করব” এবং “আমি আগামীকাল গমন করব”। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতি প্রেমবশত তিনি সেখানে সকল যদুগণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে তিন মাস অবস্থান করলেন। তারপর বসুদেব, উপসেন, কৃষ্ণ, উদ্ধব, বলরাম ও অন্যান্যরা তাঁর আকাশকাসমূহ পূর্ণ করলে এবং তাঁকে মূল্যবান অলঙ্কার, শৌখিনবস্ত্র ও বিভিন্ন অমূল্য পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করলে নন্দ মহাব্যক্তি সেই সকল উপহার গ্রহণ করে তাঁর বিদায় গ্রহণ করলেন। সকল যদুগণের দ্বারা বিদায় গ্রহণ করে তিনি তাঁর পরিবার ও ব্রজবাসীগণ সহ প্রস্থান করলেন। যেখানে তাঁরা তাঁদের সমর্থন

করেছিলেন, শ্রীগোবিন্দের সেই চরণকমল থেকে তাঁদের হৃদয়ে প্রত্যাহার করতে অসমর্থ নন্দ এবং গোপ ও গোপীরা মধুরার প্রজাবর্জন করলেন। তাঁদের আশীর্ব্বদ এইভাবে প্রস্থান করলে এবং কথোপকথন সমাপ্ত করে, কৃষ্ণই যাদের একমাত্র ভগবান সেই বৃন্দগণ দ্বারকায় প্রজাবর্জন করলেন। যদুপতি বসুদেব দ্বারা সম্মানিত উৎসবের যজ্ঞসমূহ সম্বন্ধে, তাঁদের তীর্থযাত্রার সময়ে যা যা ঘটেছিল তার সমস্তকিছু বিষয়ে, বিশেষত কিতাবে তাঁরা তাঁদের সকল শ্রিয়ক্ষণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেই সব তাঁরা মগরীর জন্মসাধারণের কাছে বর্ণনা করলেন।”



পঞ্চশীতিতম অধ্যায়

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার

শ্রীকৃষ্ণদেবগণি বললেন—“একদিন বসুদেবের দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম তাঁর পাদদ্বয়ে প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে ব্রজা জগন্নের জন্য আগমন করলেন। বসুদেব তাঁদের অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁদের বললেন, তাঁর দুই পুত্রের শক্তি সম্বন্ধে মহান সুনিদের বাক্য প্রণয়ন করে এবং তাঁদের দৌর্ভিক্ষসমূহ দূর করে বসুদেব তাঁদের ইচ্ছার বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাই তাঁদের নাম সন্ধ্যাক্ষণপূর্বক তিনি তাঁদের বললেন, হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী, হে সনাতন-স্বরূপ সত্ত্বর্ষ, আমি জানি যে আপনারা দুজন হচ্ছেন ব্রজাণ্ডের সৃষ্টি ও সৃষ্টির উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ। আপনি পরমেশ্বর ভগবান যিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির ঐষ্টা (মহাবিশ্ব) উভয়ের অধীশ্বররূপে প্রকাশিত হন। যা কিছু বর্তমান, যেভাবে এং যখনই তা উৎপন্ন হয়, তা আপনার মধ্যে, আপনার দ্বারা, আপনার থেকে, আপনার

উদ্দেশ্যে এবং আপনার সম্বন্ধে সৃষ্ট হয়। হে অগোচ্ছ, আপনার থেকে আপনি এই সমগ্র বিচিত্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আপনার পরমাত্ম স্বরূপে তার মধ্যে আপনি প্রবেশ করেছেন। হে জগদ্রহিত পরমাত্মা, এইভাবে সকলের প্রাণ ও জ্ঞানরূপে আপনি সৃষ্টিকে পালন করছেন। প্রাণ ও বিশ্বসৃষ্টির অন্যান্য পদার্থসমূহ যে শক্তিতে প্রদর্শন করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা সকলই পরমেশ্বর ভগবানের নিজ শক্তি কারণ প্রাণ ও বস্তু উভয়ই তাঁর অধীন ও তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং পরম্পর হতে ভিন্নও। এইভাবে, জড়জগতে সক্রিয় সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। চন্দ্রের দীপ্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, নক্ষত্রসমূহের ত্বিকিমিত্তি, বিদ্যুতের বলকানি, পর্বতের ছিব্বৎ এবং ভূমির আগার শক্তি ও গন্ধ—এই সমস্ত কিছু প্রকৃতপক্ষে আপনি।”

“হে প্রভু, আপনি জল ও জলের স্বাদ এবং চুকর

পুণ্ড্রজনক শক্তি ও জীবন প্রদাতা। আপনি বাবুর ওজ, জল, চেষ্টা ও পটিকরণে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নিজের শক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন। আপনি নিকসমূহ ও তাদের সমগ্রাকর্ষী শক্তি, সর্বব্যাপ্ত আকাশ ও তদাত্তর শব্দ-তন্দ্রা। আপনি আদি নান, কল, ওষ এবং জীব্য জায়া যে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট বিহয়সমূহ বাক্যরূপে প্রাপ্ত হয়। আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের বিহব প্রকাশক শক্তি, তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং এই সকল দেবতাদের অধিষ্ঠান শক্তি। আপনি বুদ্ধির মীমাংসা শক্তি এবং জীবের কথার্থ প্রতিসন্ধান শক্তি। আপনি জড় উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ জ্যমিক অহঙ্কার, আপনি দেহের ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ-স্বরূপ রাজসিক অহঙ্কার, আপনি সকল দেহতাদের করণস্বরূপ সাত্বিক অহঙ্কার এবং আপনি সমস্ত কিছুর ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত সামগ্রিক জড়শক্তি। মূল বস্তু থেকে প্রস্তুত রূপান্তরিত হওয়ার উপাদানসমূহ যেমন অনিয়মিত দৃশ্যমান হয়, তেমনই আপনিও এই জগতের সকল নন্দন বস্তুর মধ্যে একমাত্র অবিনশ্বর সত্তা। সত্ত্ব, রজ, তম নামক জড় প্রকৃতির গুণসমূহ তাদের সামগ্রিক কার্যসমূহ সহ আপনার যোগসদ্বার সূচিনাক্ততা দ্বারা পরমতত্ত্বস্বরূপ আপনার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রকাশিত। এইভাবে এইসকল সৃষ্টি বস্তু, জড়প্রকৃতির রূপান্তর সমূহ, একমাত্র যখন জড়প্রকৃতি তাদেরকে আপনার মধ্যে প্রকাশ করে তখন ছাড়া বিদ্যমান থাকে না, সেই সময় আপনিও তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সৃষ্টির একান্ত সময় বাতীত, আপনিই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ রূপে বিরাজিত থাকেন। এই জগতের জাগতিক গুণাবলীর অনবরত প্রবাহ মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তারা আপনাকে, সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, তাদের পরম শ্রেষ্ঠ গতিরূপে জানতে ব্যর্থ হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞতার জন্য জাগতিক কর্মফল একল অহঙ্কারের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করতে বাধ্য করে। দৌর্ভাগ্যবশে তারা এক মুহূর্ত মানব জীবন প্রাপ্ত হবার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পক্ষে কোনটি শ্রেয় সেই বিষয়ে যদি সে বিচলিত হয়, হে ভগবান, আপনার মোহিনী যারা তার সমগ্র জীবন নষ্ট করায় অন্য তাকে প্রভাবিত করবে। আপনি এই সমগ্র জগতকে দেহ বস্তু দ্বারা বন্ধন করেন আর মানুষ যখন তাদের জড়

দেহ বিষয়ে বিবেচনা করে, তারা মনে করে যে “এই আমি” এবং যখন তারা তাদের সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিবেচনা করে তারা মনে করে “এই সকলই আমার”। আপনারা দুইজন বস্তুত আমাদের পুত্র নন, পরন্তু ভূভারভূত ক্ষত্রিয়দের সিন্ধাশাণ্ড আপনারা প্রকৃতি পুণ্ড্রের ঈশ্বর হরো মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, যা আপনি জন্মসময়ে বলেছিলেন। অতএব, হে বীনবন্ধু, এখন আমি আপনার পাদপাশ্বর শরণাগত হয়েছি—যে পাচনশক্তি সকল শরণাগতজনের সংসারভর দূরীকৃত করে। যদেই ইন্দ্রিয় উপভোগের লালসা, যা অন্যকে এই মর্ত্যপর্ষীরে আবদ্ধকৃত করে। তাই হে ভগবান, আপনাকে আমার পূর বশে মনে করেছি। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকাপ্ত্রে অবস্থানের সময়ে আপনি আমাদের বলেছিলেন যে, আপনি জগদ্রহিত ভগবান, পূর্ববর্তী বৃন্দেও কথোপকথন আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনার নিজ স্বার্থ প্রসংগে এই সকল দিক দেহসমূহ প্রকাশের পর আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, এইভাবে আপনি মেঘের মতো প্রকাশিত ও অন্তর্ভুক্ত হন। হে পরম-বল্লিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান, আপনার ঐশ্বর্যময় সিন্ধাশাণ্ড অতীতের মোহিনী-শক্তিকে কে হৃদয়সম কবতে পারে?”

শ্রীল কৃষ্ণদেব গোদামী বললেন—“তাঁর পিতার কথা যখন করে সাড়ত শ্রেষ্ঠ ভগবান বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক ঝকত করে এবং লাগে কঠে হাস্য সহকারে প্রত্যাপ্তে বললেন, হে পিতা, যেহেতু আপনি আপনার পুত্র, আমাদের উদ্দেশ্যে এই ভক্তসমূহ কর্তন করেছেন তাই আপনার বক্তব্যকে আমি যথার্থ বলে মনে করি। হে বদুশ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র আমি নই, কিন্তু আমার শ্রদ্ধের ভ্রাতা ও এই সকল দারুণবাসীগণ সহ আপনিও এই একই লক্ষ্যের আশোকে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে, সচল জ্ঞান উভয়রূপে যা কিছু বর্তমান সমস্ত কিছুকেই যুক্ত করা উচিত। পরমাত্ম প্রকৃতপক্ষে এক। তিনি স্বপ্রকাশ, নিত্য, চিদ্র এবং জড়তত্ত্বসমীপন্য। কিন্তু তার সৃষ্টি সেই গ্যাবলীর মাধ্যমে পরমতত্ত্ব সেই সকল গুণাবলীর প্রকাশের মাধ্যমে বহুরূপে প্রকাশিত হন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটির পদার্থসমূহ যেমন তাদের বিভিন্ন বস্তুতে প্রকাশ অনুসারে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, কৃত্র অথবা

বহুৎ হইল, তেমনই পরমায়া যদিও এক, বহুতলে প্রতীয়মান হন।"

শ্রীল ওকদেব গোহাঙ্গী বললেন—"হে রাজন, তাঁকে কথিত ভগবানের এই সকল নির্দেশসমূহ গ্রহণ করে বসুন্দের ভেদবুদ্ধির সকল বারণা পৃথকে মুক্ত হইলেন। সতীত্ব হারয়ে তিনি নীরব থাকলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সেই সময় সর্বজন পূজনীয়া দেবকী তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরামের উদ্দেশ্যে বলবর সুবোধ গ্রহণ করলেন। তিনি ইতিপূর্বে বিব্রিত হয়ে এনেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের পুত্রকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এখন কংস দ্বারা নিহত নিজ পুত্রদের কথা শ্রবণ করে তিনি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেন, আর তাই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি সর্নির্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন।"

দেবকী বললেন—"হে রাম, মাতা, অগ্রমের পরমায়া! হে কৃষ্ণ, সকল যোগেশ্বরদের ইন্দ্র। আমি জানি যে আপনাই হচ্ছেন সকল জগৎ স্রষ্টার পরম নিরাক্ষর, আমি পুরুষোত্তম। কালের প্রভাবে সবুগাবলী বিনষ্ট ও এইভাবে শাস্ত্রের কর্তৃক অবীক্ষর করে পৃথিবীর ভয় হয়ে ওঠে রাজাদের হত্যার জন্য আপনায় এখন আমার কাছ থেকে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে বিশ্ব আত্মন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সকলই আপনার অংশেরও অংশের অংশপ্রকাশ দ্বারা সম্পাদিত হয়। হে ভগবান, আজ আমি আপনার শরণাগত হলাম। আপনারদের তরুণ বয়স বীর্ষকাল পূর্বে মৃত্যু তার পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপনাদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তরুণকিণা অরণ্য আপনারা পিতৃলোক থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। হে যোগেশ্বরপতি, দয়া করে একইভাবে আমার আত্মরক্ষাও পূর্ণ করুন। দয়া করে ভোকুরাজ দ্বারা নিহত আমার পুত্রদের ফিরিয়ে আনুন, যাতে আমি পুনরায় তাদের দর্শন করতে পারি।"

শ্রীল ওকদেব গোহাঙ্গী বললেন—"হে ভাষ্যত, এইভাবে তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ কৃষ্ণ-বলরাম তাদের যোগদ্বারা বস্ত্র প্রয়োগ করে সুতল লোকে প্রবেশ করলেন। যখন সৈতরাজ বলি মহারাজ ভগবানদের আগমন দর্শন করলেন, বোহেতু তিনি তাঁদের পরমায়া ও সমগ্র জগতের বিশেষত্ব তার নিজের পরম আরাধ্য

বলে জানলেন, তাই তার হৃদয় আনন্দে উপরে উঠল তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে তার সমগ্র অনুগামীগণসহ সত্রয় প্রণাম নিবেদন করলেন। বর্ষা আনন্দের সঙ্গে তাদের শ্রেষ্ঠ আসন নিবেদন করলেন। তাঁরা উপবিষ্ট হলে তিনি তাঁদের পালক্য ধৌত করলেন। তারপর তিনি সেই জগৎ পবিত্রকারী জল গ্রহণ করে নিজেকে ও তাঁর অনুগামীদের স্নিকিত করলেন। তার অধীনস্থ সকল সম্পদ দ্বারা—মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধী চন্দন, ভাঙ্গুল, মীন, সুবাসু স্নান ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাদের পূজা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের তার পরিবারের সমস্ত সম্পদ এবং নিজেকেও নিবেদন করলেন। ভগবানের পদপদ্ম করহার ধারণ করে ইন্দ্রসেনাবিক্রমী বলি গভীর প্রেমবশত বিব্রিত হৃদয়ে কথা বলছিলেন। হে রাজন, আনন্দাত্মপূর্ণ নয়নে, পুলকিত আস্তে ও গদগদ হয়ে তিনি বলতে লাগলেন—আমি মহান ভগবান অমলকে প্রণাম নিবেদন করি। জগৎ স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ যিনি সাংখ্যযোগের দর্শন বিজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মপরমাচার্যরূপে আবির্ভূত হন, তাকে প্রণাম নিবেদন করি। অবিকল কীভাবে কাছে অঙ্গনাতে দর্শন করে এক দুর্দভ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মতো রাজ ও ভ্রমণে অবস্থানরত ব্যক্তিরাও সহজেই আপনাকে দর্শন করতে পারে যখন আপনার নিজ মনুষ্য ইচ্ছাক্রমে আপনি নিজেতে প্রকাশ করেন। অনেকেই যারা আপনার প্রতি ক্রমাগত বৈরীতাব্যক্ত অবশেষে তারা সাক্ষাৎ বিগুহ সত্ত্বার এবং শাস্ত্রোক্ত সন্তানসম্বন্ধের করীণধারী আপনার প্রতি আসক্ত হন। এই সকল সাংগোষ্ঠিত শত্রুদর্শ হলে দৈত্য, দানব, রক্ষস, সিদ্ধ, বিন্যাস, চারণ, যক্ষ, রাকস, পিশাচ, চুত, প্রমথ, নাগক এবং অগ্নি ও আর আমাদের মধ্যে অনেকে আমাদের কেউ কেউ ব্যতিক্রমী বৈরীতার জন্য আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, যখন অন্যায়রা আসক্ত হয়েছেন তাদের কামনা নির্ভর উত্তীর্ণতার জন্য। কিন্তু দেবতা ও সবুগের দ্বারা আবিষ্ট অন্যান্যরা আপনার জন্য এখন কোন আকর্ষণ অনুভব করে না।"

"হে সকল গুরুযোগীদের ইন্দ্র, আপনার চিত্তের মোহিনী শক্তিটি কি এবং তা কিভাবে ক্রিয়া করে সেটি মহাযোগীরাও জানে না, তা আমাদের আর কি কথা। দয়া করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন যাতে আমি পরিবার

দ্রষ্টাদের অকল্প, আমার মিত্রা পুত্র থেকে নির্গত হতে পারি এক নিঃস্বার্থ কাহিনী সন্দেহ বা আতঙ্ক করেন আপনার সেই পদপদ্যের প্রকৃত আভার প্রাপ্ত হই। এরপর একা কিতা সর্বজন বহু মহান কাহিনীর সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত প্রয়োজনসমূহ জগৎ হিতৈষী কৃষ্ণমূলে প্রাপ্ত হয়ে আমি কেন মুক্তকায় প্রমথ করতে পারি। হে কীলেশ, দয়া করে বলুন আমাদের কি কর্তব্য যাতে সকল পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। হে প্রভু, জ্ঞান সহকারে যে আপনার নির্দেশ পালন করে, সে আর কখনও সর্বজন নির্ভর জটায়সমূহ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না।"

ভগবান বললেন—"প্রথম মনুর সময়কালে কবি স্রীষ্টি ও তার লক্ষী উপহার স্বয়ম্বল পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন উন্নত দেবতা, কিন্তু একবার তাঁরা ব্রহ্মাকে ঈদ নিজ কন্যার সঙ্গে বৈদ্যন সবে উদাত্ত হতে দর্শন করে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে হেসে উঠেছিলেন। তাঁদের সেই অনুচিত আচরণের জন্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ অসুরিক ভীষনে প্রবেশ করলেন এবং এইভাবে তাঁরা হিরণ্যকশিপু পুত্ররূপে লব্ধপ্রাপ্ত করলেন। যোগদ্বারা ভবন তাঁদের হিরণ্যকশিপু কাছ থেকে আসন্ন করলেন এবং তাঁরা পুনরায় দেবকীর গর্ভে জাত হলেন। হে রাজন, এরপর কংস তাঁদের হত্যা করল। দেবকী তাঁদেরকে নিজ পুত্র মনে করে এখনও তাঁদের জন্য শোক করছেন। স্রীষ্টির সেই সকল পুত্রেরা এখন এখানে আপনার সঙ্গে বাস করছেন। যাদের শোক দূর করার জন্য তাদের আমরা এই স্থান থেকে নিয়ে বেতে চাই। তারপর, তাদের অজ্ঞানতা এবং সকল সত্ত্বা থেকে মুক্ত হয়ে তারা তাদের স্বর্গের আলয়ে ফিরে যাবে। আমাদের অনুগ্রহ দ্বারা 'মহা, উদ্গীত, পরিভূত, পতন, কৃষ্ণকৃৎ ও সুগী এই চরজন বিগুহ সাধুদের আলয়ে ফিরে যাবেন।"

শ্রীল ওকদেব গোহাঙ্গী বলে চললেন—একথা বলার

পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বলি মহাবলী দ্বারা পুঞ্জিত হয়ে সেই দ্বায় পুত্রদের নিয়ে ছানাকার প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের আরের কাছে আর্পণ করলেন। দেবকী স্বয়ম্বল তাঁর হারানো পুত্রদের দর্শন করলেন, তিনি তাদের জন্য এমন ব্রহ্ম অনুভব করলেন যে, তাঁর ভ্রম থেকে মুক্ত করিত হতে লাগল। তিনি তাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর কোলে গ্রহণ করে পুনঃপুনঃ তাদের মৃত্যু আশ্রয় করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের তিনি তার পুত্রদের তখন পান করলেন, যা ভগবান তাদের স্পর্শ দ্বারা মুক্তে নিত হয়ে উঠেছিল। হে জগতের সৃষ্টিকে প্রবর্তিত করে ভগবান বিষ্ণু সেই একই দ্বায় পতি দ্বারা তিনি মোহিত ছিলেন। ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পান করা দেবকীর অমৃত-দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করার কালে এবং ভগবান নারায়ণের চিত্তের সেই স্পর্শ করার কালে তারা তাদের মূল পরিচয় অবগত হলেন। তাঁরা গোবিন্দকে, দেবকীকে, তাঁদের পিতাকে এবং বলরামকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং এরপর সকলের সম্মুখে তারা দেবলোকে গমন করলেন। হে রাজন, তাঁর পুত্রদের মৃত্যু থেকে প্রত্যাবর্তন করতে ও পরে পুনরায় প্রস্থান করতে দর্শন করে দেবী দেবকী অত্যন্ত বিব্রিত হয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে এই সকলই ছিল কৃষ্ণ দ্বারা স্রষ্ট এক দ্বায় মাত্র। হে ভরতকুলস্বজন, অসীম শৌর্ষের অধীশ্বর, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, এই কর্মের অসংখ্য লীলা সম্পাদন করেছেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত গোহাঙ্গী বললেন—"ভগবান মুরারি কৃত এই অক্ষয়-কীর্তি লীলা সম্পূর্ণরূপে জগতের পান বিনাশ করে এবং তাঁর ভক্তদের কর্মের কৃপা রূপে পরিবেশিত হয়। যিনি ব্রহ্মসহস্রকে ব্যাসের শ্রদ্ধেয় পুত্র দ্বারা কথিত এই লীলা গ্রহণ বা বর্ণনা করেন তিনি ভগবানের চিত্তের তার মনকে স্থির করতে সক্ষম হবেন এবং পরম যশস্বত্ব ভগবদ্বার প্রাপ্ত হবেন।"



অর্জুনের সুভদ্রা হরণ ও তাঁর ভক্তবৃন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রদান

রাজা পরীক্ষিত কালেন—“হে ব্রাহ্মণ, কিভাবে অর্জুন আমার নিজমেই, শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নিতিকে বিবাহ করেছিলেন আমরা তা জানতে ইচ্ছা করি।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বললেন—“বিভিন্ন পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে এক সময় অর্জুন প্রভাসে আগমন করলেন। সেখানে তিনি শুনে পেলেন যে, তাঁর স্নাতক কন্যা সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছে ইচ্ছুক, কিন্তু অন্য কেউই এই পরিকল্পনার সম্মত নন। অর্জুন স্বয়ং তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি এক ত্রিগুণ সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করে আরও গম্বন করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য বর্ষা মাসেই তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের একজন অন্যান্য দায়বাহীরা তাকে চিনতে যা গেলে, তাকে সকল আতিথেয়তা ও সম্মান নিবেদন করেছিলেন। একদিন নিমন্ত্রিত অতিথি রূপে শ্রীকৃষ্ণের তাকে তাঁর গৃহে আনয়ন করলেন। প্রকৃত সবে তাকে নিবেদিত জল অর্জুন ভক্ষণ করলেন। সেখানে তিনি বীরের মতোই অর্জুন-কন্যা কন্যা সুভদ্রাকে দর্শন করলেন। তাঁর চক্ষুয় অমল বিস্ময়িত হল, তাঁর চিত্ত বিকৃত হয়ে উঠল এবং তিনি তাঁর চিত্ত হত্ন হলেন। অর্জুন ছিলেন রমণী মনোহর এবং তাকে দর্শনমাত্র সুভদ্রা তাকে পতিরূপে লাভ করতে চাইলেন। কতক দৃষ্টিপাতে সত্য হওয়াপূর্বক তিনি তাঁর চক্ষু ও হৃদয় তাকে সমর্পণ করলেন। কেবলমাত্র তাকে চিত্ত করতে করতে এবং তাকে হরণ করার সুযোগের অপেক্ষা করতে করতে অর্জুন কোন শক্তি পাচ্ছিলেন না। প্রবল ক্রমায় তাঁর চিত্ত কল্লিত হচ্ছিল। একবার কোন দৈব উপদেশ উপলব্ধি। সুভদ্রা দুর্গম প্রাসাদ থেকে গর্ভে আগ্রহণ করে কইরে এলে মহারথী অর্জুন সেই সময়ে তাকে অপহরণ করতে সুযোগ গ্রহণ করলেন। সুভদ্রার পিতা-মাতা এবং কৃষ্ণ জ্ঞান অনুধোদন করেছিলেন। তাঁর

স্বয়ং নগরময় হয়ে অর্জুন তাঁর শত্রু গ্রহণ করে তাকে অকল্পিত সচেতন দ্রুত যোদ্ধা ও প্রাসাদ রক্ষকের পদাধীশ করলেন। সুভদ্রার আত্মীয়বর্গ যখন কোথায় চিৎকার করছিলেন, তখন ঠিক বেলাবে গিয়ে অন্যান্য পশুদের মতো থেকে তাঁর শিকার গ্রহণ করে সেইভয়ে তিনি সুভদ্রাকে হরণ করলেন। সুভদ্রার অপহরণের কথা তিনি যখন শুনে পেলেন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণিমার দ্বক মহানগরের মধ্যে দ্রুত হয়ে উঠলেন, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ প্রভার সঙ্গে তাঁর চরণ ধারণ করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে, বিবাহটি সাক্ষাৎ বর্ণনা করে তাকে শান্ত করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের সঙ্গে বর-বহুকে হাটী, রথ, ঘোড়া ও মাল দ্বারা সম্বিত মহাদুর্ভাগ্য বিবাহ উপহারসমূহ প্রেরণ করলেন।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বলতে লাগলেন—“কতক দিনের পরে এক প্রেত ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যাচ্ছক্তি দ্বারা পূর্ণ সন্তুষ্ট তিনি ছিলেন শান্ত, জ্ঞানী এবং হৃদয় ভূক্তিতে অসামান্য। তিনি বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরীতে বার্ষিক গৃহহরণে বাস করে অন্যান্যসকল দ্বারা দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। মৈব ইচ্ছায় তিনি প্রতিদিন ঠিক তার জীবিকা-নির্বাহের প্রয়োজনটুকু মাত্র গ্রহণ হতেন, এর চেয়ে বেশী নয়। সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট তিনি যথার্থভাবে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতেন।”

“হে পরীক্ষিত, ঋতুদেবের মতো একইভাবে অহরহরণ মিথিলা রাজ্যের বংশধর বংশধর নামক সেই রাজ্যের এক শাসক ছিলেন। এই উভয় ভক্তই ছিলেন ভগবান অচ্যুতের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁদের উভয়ের প্রতি প্রসন্ন পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষ্য দ্বারা জ্ঞানীত তাঁর বধে আরোহণ করে মুনিগণ সহ বিদেহ রাজ্যে অতিবৃত্তে যাত্রা করলেন। এই সকল মুনিগণের মধ্যে ছিলেন বাল্ম, বাসদেব, অত্রি, কৃষ্ণদৈপায়ন দ্ব্যস, পরশুরাম, অসিত,

প্রহর, অত্রি, নিজ, বৃহস্পতি, বর, মৈত্রেয় ও চাকন। হে রাজন, প্রতিটি নগর ও শহরের লোক ভগবান যখন অতিশয় কষ্টভোগ, তখন এই দ্বারা যেটি উচিত সুখের পূজার যাত্রা জনসংগঠন হাতে নিবেদনের দ্বারা পূর্ণ অর্ঘ্য সহ তাঁর পূজা তদাৎ জন এতদেব এসেছিলেন। জনক, ধর্ম, কৃষ্ণ-কাল, কল, মৎস্য, পাশাল, কুটী, ঋতু, কৈবর, কোশল, অর্ঘ এবং আরও অন্যান্য অনেক রাজ্যের নরী ও পুত্রহরণ তাদের নরন দ্বারা উদার হৃদয় ও প্রীতিময় দৃষ্টিতে নিচুনিচু ভগবান কৃষ্ণের পদসমূহ যুগ্মপদের সৌন্দর্য সুখ পান করেছিলেন। তাঁর দর্শনে আগ্রহের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিপাত করেই ত্রিলোকপুত্র ভগবান জড়বাদের অকারণ থেকে তাদের উদ্ধার করলেন। তাদের অত্যাচার ও নিষেধ দৃষ্টি প্রদান করলে পর তিনি দেবতা ও মনুষ্যগণ গীত জগৎ পরিবর্তারী ও সকল পাপ বিনাশক তাঁর মহিমা কীর্তন শুনে পেলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি বিদেহে পৌঁছলেন।”

“হে রাজন, ভগবান অচ্যুতের আগমন জল করে নিচের নর ও গ্রামবাসীর তাদের হাতে অর্ঘ্য নিয়ে অমলয়ের সঙ্গে তাঁকে আগত জানাতে উপস্থিত হল। ভগবান উত্তমরূপে দর্শনমাত্র তাঁদের মুখ ও হৃদয় প্রীতি প্রকৃষিত হয়ে উঠল। মহাকোপের তাঁদের হাত দুটি দৃঢ় করে তাঁর ভগবানকে ও পূর্বে যাদের কথা বলণ করেছিলেন মাত্র, ভগবানের সঙ্গে আগত সেইসব মুনিগণকে প্রণাম নিবেদন করলেন। অগত্যা এখানে কেবলমাত্র তাকে কৃপা প্রদানের জন্য আগমন করেছেন, উভয়েই এই কথা চিন্তা করে মিথিলার রাজা ও ঋতুদেব ভগবানের চরণে পতিত হলেন। ঠিক একই সময়ে রাজা মৈথিল ও ঋতুদেব প্রত্যেকে পৃষ্ঠ করে গমন করে ব্রাহ্মণ মুনিগণ সহ দলবাহিনীর অধিপতিতে নিজ অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তাদের উভয়েই সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা, ভগবান তাদের উভয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এইভাবে তিনি যুগ্মপৎ একইসঙ্গে উভয়ের গৃহে গমন করলেন কিন্তু উভয়ের কেউই তাকে আগের গৃহে প্রবেশ করতে দেবে পারল না। যখন জনক বংশোদ্ভূত বংশ বন্দ্য দূর থেকে বাহ্যিক মুনিগণ সহ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গৃহে আগত দর্শন করলেন, তিনি ভৎসনা করে তাদের জন্য সম্মানজনক আসন আনয়নের কবলা করলেন। তাঁর

সকলে সুখে উপস্থিত হওয়ার পর, বিজ্ঞ রাজা, অমল উদ্ভূত হলে ও তাঁর আরও সকল মহানে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর ভাণ্ডের সাথে তাদের চরণ ধৌত করলেন। সমস্ত জগৎ পরিবর্তারী সেই বৌত জন গ্রহণ করে তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃতকে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর সুপত্নী চন্দন, কুলমালা, সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার, ধূপ, গাঁপ, অর্ঘ্য, গাভী ও কুব নিবেদন করে তিনি সকল প্রভুদের পূজা করলেন। পূর্ণ পরিভূতি সহকারে তাঁর ভোজন করার পর তাঁদের আরও সন্তুষ্টির জন্য ভগবান বিষ্ণুর পাদদ্বয় তার কোঁড়ে গরুণ করে তাদের সুখে মালিন করতে করতে রাজা মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—“হে সর্জনশীল ভগবান, আপনি সঙ্গে সৃষ্ট জীবের আত্মা, তাদের স্ব-প্রকাশ সাক্ষীকরণ এবং এখন নিরন্তর আপনার পাদদ্বয় চিত্তমুগ্ধ আমায়ের আপনি দর্শন প্রদান করছেন। আপনি বলেছিলেন, “আমরা একত্রে তরুণের চোরে ভগবান অমল, সাক্ষীসহী কথা ব্রহ্মাও প্রিয়তম নর।” আপনার নিকট বাক্যকে সত্য প্রমাণ করতে আপনি এখন নিজেই আমায়ের দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন। আপনি যখন নিজেইও নিষিদ্ধ শান্ত মুনিগণকে প্রদান করতে সন্তুষ্ট তখন এই সত্য জ্ঞাত কেন পুরুষ কখনও আপনার পাদদ্বয় পরিত্যাগ করবে? জন্মমৃত্যুর আবর্তে আবর্তগণকে উদ্ধারের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে আপনি আপনার বল বিস্তার করেছেন, যা ত্রিভুবনের সমস্ত পাপ দূরীভূত করতে পারে। আপনি চির-অকৃত জ্ঞান সম্পন্ন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার করি। সর্বদা পূর্ণাঙ্গিতে ভগবানকে কবি নর-নারীগণকে নমস্কার করি। হে ভূমণ, এই সকল ব্রাহ্মণগণ সহ দ্বারা করে আমায়ের গৃহে কতকদিন অবস্থান করুন এবং আপনার পাদদ্বয়ের ভূমি দ্বারা এই মিথি কুলকে পবিত্র করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোদামী বলে চললেন—“এইভাবে রাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে জনপদ পালক ভগবান মিথিলার নর-নারীদের সৌভাগ্য প্রদানার্থে কিছু সময় সেখানে অবস্থান করতে সম্মত হলেন। রাজা কল্যাণের মতো প্রত্যেকের ভগবান অচ্যুতকে অত্যন্ত উপহারের সাথে তাঁর গৃহে স্বাগত জানালেন। ভগবান ও মুনিগণকে প্রণাম

নিবেদনের পর প্রত্যেকের তাঁর উত্তরীয় সম্মানিত করে মন্ত্র অর্চনায় মৃত্যু করতে লাগলেন। তাদের মাদুর ও কুশাসন জানায়নের পর তাকে তাঁর অতিথিদের উপবেশন করিয়ে স্বাগত স্বতন দ্বারা তিনি তাঁদের অভিনন্দিত করলেন। তারপর তিনি তাঁর পত্নীসহ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁদের চরণ বৌত করলেন। সেই বৌত ছল দ্বারা কামিক প্রত্যেকের হৃৎকোষে নিজেই তাঁর গৃহ ও পরিবারকে অভিষিক্ত করলেন। আমন্যে উচ্চসিত হয়ে তিনি অনুভব করলেন তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হয়েছে। জনায়ানলক পবিত্র প্রবাসমন্দির অর্থাৎ দ্বারা তিনি তাঁদের পূজা করলেন, বেহা কল, উদীয় মূল, বিওঙ্ক অমৃতভূলা জল, সুগন্ধী মৃত্তিকা, ভূলসী পাতা, কুশ ও পদ্মবুল। তারপর তিনি তাঁদের সবুজ বুদ্ধিকারী আর প্রদান করলেন। তিনি বিন্মিত হলেন—কিভাবে পারিবারিক জীবনের অস্থকুণে পতিত এই আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হলাম? এক কিভাবে ভগবানকে সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে বহনকারী এই সকল মহান ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হতেও আমি অনুমোদিত হলাম? প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের চরণের ধূলি সকল তাঁর হৃদয়ের আশ্রয় স্বরূপ। তাঁর অতিথিগণ প্রত্যেকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা গ্রহণ করে সুখে উপবিষ্ট হলেন পর প্রত্যেকের তাঁর পত্নী, পুত্র ও অন্যান্য গোহ্যগণ সহ তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে নিকটে উপবেশন করলেন। তারপর ভগবানের পাদদ্বয় স্পর্শ করতে করতে তিনি কৃত্ত ও স্বর্গের উল্লেখে বললেন—এমন নয় যে কেবলমাত্র আজ আমরা পরমেশ্বর ভগবানের স্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছি, প্রকৃতপক্ষে তাঁর শক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ভগ্নপার তার মধ্যে তাঁর চিহ্নের মাঝে সর্ববিধ হওয়ার সময় থেকেই আমরা তাঁর সঙ্গ করছি। ভগবান কেন এক নিখিঁত ব্যক্তির মতো, গিলি তাঁর কন্যার এক পৃথক জগৎ সৃষ্টি করেন এবং পরপর তাঁর নিজ স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নিজেই তাঁর মধ্যে বর্জন করেন। যে সকল বিওঙ্ক চেতন ব্যক্তিগণ, যাঁরা নিজের আপনায় কথা বলল করে, আপনায় বিষয়ে কীর্তন করে, আপনাকে অর্চনা করে, আপনায় বর্ণনা করে এবং একে অন্যের সঙ্গে আপনায় বিষয়ে কথা বলে, আপনি তাঁদের অকরে নিজেই প্রকাশ করেন। আপনি যদিও ভগ্নের অভ্যন্তরে

বাস করেন কিন্তু যাদের মন তাদের জড় কর্মের আবদ্ধতা দ্বারা উপকৃত, তাদের কাছে থেকে দূরে বাস করেন। নতুন কেউই তার জাগতিক শব্দ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হতে পারে না, কারণ যাঁরা আপনায় চিহ্নের গুণাবলী হৃদয়গ্রহণ করার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁদের কাছেই আপনি নিজেই প্রকাশ করেন। আপনাকে আমার প্রশ্নে নিবেদন করি পরম ব্রাহ্মজগৎ দ্বারা আপনি পরমাত্মারূপে উপলব্ধ এবং কালক্রমে আপনি বিশ্বকৃত আত্মার উপর মৃত্যু আরোপ করেন। কুশপং একই সঙ্গে আপনি আপনার ভক্তের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করে এবং অভক্তদের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে আপনার অহৈতুকী চিহ্নের রূপ ও এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট রূপ, উভয়রূপেই আপনি প্রকাশিত হন। হে দেব, আপনি পরম আত্মা এবং আমরা আপনায় ভূত। আমরা কিভাবে আপনার সেবা করব? হে প্রভু, কেবলমাত্র আপনাকে স্পর্শ করে মানব জীবনের সকল ক্রেশের সমাপ্তি হয়।”

শ্রীল কৃষ্ণদেব গোস্বামী বললেন—“প্রত্যেকের কথিত এই সকল কথা শ্রবণ করার পর, শরণাগতজনের হৃদয়ে মোচনকারী পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হাতটি তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করে হাসতে হাসতে তাঁকে বলতে লাগলেন—হে ব্রাহ্মণ, তোমার জানা উচিত যে, এই সকল মহান মুনীরা কেবলমাত্র তোমাকে আশীর্বাদ প্রদানের জন্য এখানে আপনায় করেছেন। তাঁদের চরণের ধূলি দ্বারা সমস্ত জগতকে পবিত্র করে তারা আমার সঙ্গে সমস্ত জগতে হামণ করলেন। মন্বিরের বিগ্রহ, তীর্থস্থান ও পবিত্র নদীসমূহ আরোপণ করে, স্পর্শ করে ও স্পর্শ করে কেউ ধীরে ধীরে শুদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু কেউ কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ঋষিদের দৃষ্টিপাত গ্রহণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ একই ফল প্রাপ্ত হতে পারেন। জনহৃদয়ভাবে একজন ব্রাহ্মণ এই জগতের সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যখন তপস্যা, বিদ্যা ও আত্মসংকীর্ণিত হন, তিনি আরও উন্নত হয়ে ওঠেন, আমার প্রতি ভক্তির জয় কি কথা। এমনকি আমার আপন চতুর্ভূজ রূপও একজন ব্রাহ্মণের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ সকল কোণে তাঁর মধ্যে ধারণ করেন, ঠিক যেমন সকল দেবতাদের আদি আমার মধ্যে ধারণ করি। এই সত্যে অজ, মূর্খ মানুষেরা আমা থেকে অভিন্ন, তাদের

চেতনের ও নিজ আত্মা স্বরূপ বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করে ও উদীয়ারূপেই অবস্থিত করে। তারা কেবল আমার বিগ্রহরূপকে একমাত্র দিব্য প্রকাশরূপে পূজা বিবেচনা করে। যেহেতু তিনি আমাকে হৃদয়গ্রহণ করেছেন, একজন ব্রাহ্মণ তাই এই জামে দৃঢ়রূপে স্থিত যে এই চরিত্রের জগৎ এবং এর সৃষ্টির মূখ্য উপলক্ষসমূহ সমস্ত কিছুই আমার থেকে বিস্তারিত রূপের প্রকাশ। অতএব হে ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস রয়েছে সেই একই বিশ্বাস সহকারে এই সকল ব্রাহ্মণ ঋষিদেরকে তোমার পূজা করা উচিত। তুমি যদি তা কর তাহলে সাক্ষাৎ আমার পূজা করা হবে, যা অন্য

কোনভাবে, এমনকি প্রভু সম্প্রদায় অর্থাৎ দ্বারাও সম্ভব নয়।”

শ্রীল কৃষ্ণদেব গোস্বামী বললেন—“তাঁর প্রভুর কাছে থেকে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁর সঙ্গী পরমোন্নত ব্রাহ্মণদেরকে পূজা করলেন এবং রাজা বলদেবও তা করেছিলেন। এইভাবে প্রত্যেকের ও রাজা উভয়েই সঙ্গতি লাভ করেছিলেন। হে ব্রাহ্মণ, এইভাবে ভক্ত-ভক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুই মহান ভক্ত প্রত্যেকের ও বলদেবের সঙ্গে কিছু সময় অবস্থান করে তাদের গুণ-সাধনের আচরণ শিক্ষা প্রদান করলেন। তারপর ভগবান দ্বারকায় ফিরে গেলেন।”



সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

মূর্তিমান বেদসমূহের প্রার্থনা

পরীক্ষিত বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, যাকে যাকে প্রতাপ করা যায় না সেই পরম ব্রাহ্মকে বেদসমূহ প্রত্যক্ষভাবে কিন্নরবে বর্ণনা করতে পারে। বেদসমূহ ভাঙা প্রকৃতির লেখ্যকে বর্ণনা করার জন্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরম-ব্রহ্ম সকল জাগতিক প্রকাশ ও তাদের কারণসমূহের অতীত হওয়ার, তিনি হচ্ছেন নির্ভল।”

শ্রীল কৃষ্ণদেব গোস্বামী বললেন—“ভগবান জাগতিক বুদ্ধিমত্তা, ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও জীবের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কামনাসমূহ চরিতার্থ করতে পারে, কর্মফলে মুক্ত হয়ে পুনঃ পুনঃ স্বপ্নগ্রহণ করতে পারে, ভবিষ্যৎ জীবনে আরো উন্নত হতে পারে এবং চরণে মুক্তি লাভ করতে পারে। যাঁরা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদেরও পূর্বে আগমন করেছিলেন তাঁরাও পরম ব্রহ্মের এই গুণ-জ্ঞানের ধ্যান করতেন, প্রকৃতপক্ষে, যাঁরা ব্রহ্মের সঙ্গে এই জ্ঞানের ধ্যান করেন তাঁরা জড় আসক্তিসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের পবন গতি প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে আমি ভগবান নারায়ণ বিষয়ক একটি কাহিনী আপনায় লেখি বর্ণনা করব। এটি একটি

কথোপকথন যা একবার শ্রীনারায়ণ ঋষি ও নারায়ণ মুনীর মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। একবার ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহসমূহে ভ্রমণ করতে করতে ভগবানের প্রিয় ভক্ত নরদ মনোভন ঋষি নারায়ণকে স্পর্শ করার জন্য তাঁর আশ্রয়ে গমন করলেন। ব্রহ্মার প্রথম দিনটির শুরু থেকে ভগবান নারায়ণ ঋষি এই জগৎ ও পর জগতে সকল অনুশরণের কল্যাণের নিমিত্ত বরাহব্রহ্মে বর্ষাধান, পারমাণবিক জ্ঞান ও আত্মসংহতির উপলক্ষ প্রদর্শন পূর্বক এই ভগ্নতটুমিতে ভগ্নস্বায়ত রয়েছে। সেখানে কল্যাণ প্রায়ের ঋষিগণ মধ্যে উপবিষ্ট ভগবান নারায়ণ ঋষির কাছে মারদ গমন করলেন। হে কুশনায়ক, ভগবানকে প্রণাম নিবেদনের পর এই একই প্রাণ নরদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রাণ আপনি আমাকে কবেছেন। ঋষিগণ শ্রবণ করেছিলেন যে জনপোকবাসীদের মধ্যে সংঘটিত পরম ব্রহ্ম বিষয়ক একটি প্রাচীন আলোচনা ভগবান নারায়ণ ঋষি নারায়ণকে বর্ণনা করলেন।”

ভগবান বললেন—“হে ব্রহ্ম ব্রহ্মার পুত্র, অনেকেদিন আগে একবার জনলোকনিবাসী ঋষিগণ চিহ্নের কলিসমূহ

নির্মানিত করে পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। ব্রহ্মার মনসপুত্র এই সকল অধিগণ সকলেই ছিলেন শুদ্ধ ব্রহ্মচারী। প্রায়কালে বীর কাছে বেদসমূহ অবস্থান করেন, সেই ভগবানকে দর্শন করবে জন্য কৃষি বখন শ্রেষ্ঠতরীণে গমন করেছিলে, সেইসময় জনলোকবাসীগণের মধ্যে পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি বিষয়ে একটি সুকর আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এখন আমাকে যে প্রশ্ন করছে সেই একই প্রশ্ন তখন উদ্ভূত হয়েছিল। যদিও এই সকল অধিগণ বেশ অধারন ও ভগবত্বার নিবিধে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভুল্য ছিলেন এবং শত্রু মিত্র নিরপেক্ষজন বিশেষে সকলকেই সমভাবে দর্শন করতেন, তাঁরা তাদের একজনকে বস্তুত্বপে নির্বাচিত করে অবশিষ্টগণ অস্ট্রী হোতা হলেন।”

সন্ধ্যা উত্তর প্রদান করলেন—“ইতিপূর্বে তিনি যে জ্ঞপৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা প্রত্যাহার করার পর ভগবান যেন নিঃশব্দত রূপে কিছু সময় শয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত শক্তিই তাঁর মধ্যে সুপ্ত হল। যখন পরবর্তী সৃষ্টির সময় হল, ঠিক বেলাবে অধিগণ প্রত্যয়ে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তার বিক্রমসমূহ আকৃষ্টির মাধ্যমে রাজাকে জাগরিত করে রাজ্যের সেবা করে, সেইভাবে সৃষ্টিমান জেসকল ভগবানের মহিমা বীর্ভনের দ্বারা তাঁকে জাগ্রত করলেন।”

অভিগণ বললেন—“হে অভিজ্ঞ, আপনার জ্ঞান থেকে, জ্ঞান হোক। আপনার অরূপে আপনি সকল ঐশ্বর্য দ্বারা যথাধরণে পূর্ণ, তাই দ্বারা করে আমার নিজ শক্তিকে পরাজিত করুন। তিনি বহুতরীণে অসুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশে প্রকৃতির ওষেদসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। হে স্বপ্নের ভগবান সকল দেহীর শক্তিসমূহ জাগ্রতকারী, তখনও ভগবৎ আপনার জাগ্রত ও অজাগ্রত শক্তিসমূহের সঙ্গে যখন আপনি ঐক্য করেন বেদসমূহ আপনাকে হৃদয়সম করলে পারে। হে প্রভে, ষট্টিম বিকৃত পদার্থের যেমন মাটিতেই উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে, তেমনই যে অবিদিত ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে নির্বিল বিদ্যের উৎপত্তি-প্রলয়াদি সাধিত হয়েছে সেই ব্রহ্মবস্তুর (আপনি) একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন- তাৎপরে অনুভূত অধিগণ আপনার প্রতিই যবতীর মনোবাচ্য চরিত্র অর্থাৎ মন্তব্যাক্তর তাৎপর্ষ এবং

অভিগণসমূহ নির্ণয় করেছেন, কিন্তু নির্ভর নিত্য অনুভূত উদ্দেশে তা নির্ণয় করেননি। যেহেতু মানুষেরা খাটি, পাথর ইট ইত্যাদি যে জানেই সদর্শন করে সে সমস্ত যেমন ভূমিতেই নির্মিত হয়, তেমনই বেদমধ্যে কোন স্থলে বিকারি শেবগণের সাহায্যে বর্ণিত থাকলেও তা বস্তুত স্বকারণের কারণত্বপে আপনাই প্রতিশ্রুত হয়ে থাকে। অতএব, হে ত্রিভুবনপতি, জানীগণ, জগতের সকল কলুষ দূরকারী আপনার বিষয়ক কথামৃত সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে সকল ধুংস থেকে মুক্ত হন। হে ভগবান, তাহলে যারা পারমার্থিক শক্তির দ্বারা তাদের মনের কু-অভ্যাস দূরীভূত করে ও নিজস্বেরকে জাল মুক্ত করে, এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হয়ে আপনার সঙ্গে প্রকৃতিকে আলাদা করতে সমর্থ হয়, তাদের সম্বন্ধে তখন কি কলার আছে? যারা জীবিত প্রাণীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-প্রকাশ গ্রহণ করে তথু মনে তারাই আপনার অনুগামী হয়, তা মহলে তাদের দ্বন্দ্ব-প্রকাশ ক্রমাবধি হানবের ন্যায় হয়ে থাকে। তথু আপনার কৃপা বলেই মহৎ-তথু ও বিখ্যাত অহংকারজাত উপাসনাসমূহ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে। অসমর্যদিকপে পরিচিত, জ্ঞানের সঙ্গে জীবের মতোই জড় সেই দাতব্যকারী অবিদিত সকলের মধ্যে আপনিই পরম পূরক। কুল ও সূত্র পদার্থ থেকে বস্তু আপনিই প্রকৃত সত্য-পদার্থ বলে আখ্যাত। মহান অধিগণের দ্বারা স্থাপিত পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে কুলদ্বিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উন্নতরূপে ব্রহ্মের উপাসন করে থাকেন, কিন্তু আপনি সম্প্রদায় যাবতীয় ন্যাড়ীসমূহের উৎসবরণ হলয়ে অর্জহৃত সূত্র বস্তুরই উপাসন করেন। হে অনন্ত ব্রহ্ম, এই সকল উপাসক সেই হৃদয় থেকে পরম জ্যোতির্ময় মস্তকে তাদের বিবেককে জাগ্রত করে, যেখানে তারা আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তারপর ব্রহ্মরক্তের ভিতর দিয়ে চরম লক্ষ্যহলের দিকে গিয়ে সেই স্থলে পৌঁছার যেখান থেকে তারা আর মড়াযুগে পতিত হয় না। আপনার সৃষ্টি উচ্চ ও নিম্নযোনি সজ্জত বিভিন্ন প্রজাতির জীবসঙ্গে প্রবেশ করে তাদের মস্তকে করে আপনি নিজেকে প্রকাশ করে তাদের কার্যে উৎসাহ দান করেন, ঠিক জগ্নি যেরূপ দাহকর আগুন অনুসারে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই নিম্নলব্ধ বুদ্ধি সম্পূর্ণ জড় আসক্তি মুক্ত জীবেরা সকল

এখর জীবের মধ্যে আপনার অতির, অপরিতর্কীয় সত্যকে জায়ী সত্য বলে উপলব্ধি করেন। প্রত্যেক জীব বিভিন্ন শরীরে অবস্থান করে বস্তুত কুল বা সূত্র পদার্থের দ্বারা আবরণপূর্ণ হয়ে নিজ কর্ম বলে সেই সৃষ্টি করেছে। বেদসমূহের বর্ণনা মতে এর কারণ হল জীব সর্বসংকীর্ণতম আপনার অবিদ্যেয় অংশ। এমতে নতুন পদার্থেরা রূপে নির্ণয় করে অনুপ্রাণিত মনীষিগণ বিদ্যাস বহুকারে এই পৃথিবীতে যাবতীয় দৈনিক কর্মসমূহের তর্পণ-কুল ও মুক্তির উৎসবরণ আপনার শ্রীপাদপঙ্খের উপাসনা করে থাকেন।”

“হে ঈশ্বর, দীর্ঘ জীবকালকে দুর্বোধ্য আত্ম-তথু-জ্ঞান দানের জন্য আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে আপনার শ্রীমন্তরূপে বিশাল অমৃত-সমূহে অবস্থানের দ্বারা জড় জীবদের স্রাতি পূর করেছেন এবং আপনার শ্রীপাদপঙ্খ হৃৎসকলের দ্বারা বিচরণশীল ভক্তগণের সঙ্গে গৃহসুখ ভোগ করছেন। তেমন মহাভাগ্য মুক্তিপনও কামনা করেন না। হে প্রভে, এই মানব বেহ যখন আপনার সেবার ব্যবহৃত হয়, তখন এই মনস্কর সেই আত্মা, সূত্র এক প্রিয়ভনের দ্বারা আচরণ করে। কিন্তু দূর্ভাগ্যবন্ত, যদিও আপনি বহু আত্মাদের প্রতি সর্বদা কৃপা প্রদর্শন করেন, ত্রেহকলও তাদের সকল দিক দিয়েই সাহায্য করেন এবং আপনি তাদের প্রকৃত আত্মা হলেও সাধারণ লোকেরা আপনাকে জানন পায় না। পরিবর্তে তারা আমার উপাসনা করে আত্মঘাতী হয়। হাব, যেহেতু তারা অসত্যের উপাসনায় আসক্ত হয়ে কৃতকার্য লাভের আশা করে, তাই তারা বিভিন্ন রূকম নীচসেহ ধারণ করে মহাভয়সঙ্কল সঙ্গারে মগন করে। সুনিম্ন তাঁদের প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে কৃত্যোপযুক্ত হয়ে হৃদয়ে যে পরম তত্ত্বের উপাসন করেন, ভগবানের শরঙ্গপণ্ড তথু আপনাকে শ্রবণ করেই সেই একই তথু লাভ করেছে। তেমনই, অমর্য্য ঈর্ষ্যগণও, যারা সাধারণভাবে আপনাকে সর্বহাণ্ড দেখি, আপনার চরণ কমল থেকে একই অমিত্র সুখ লাভ করবে। আপনার শর্নসমূহ বায়লতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রজকালগণ সেই সুখ উপভোগে সক্ষম, কারণ আপনি আমাদের ও ব্রহ্মচারীদের প্রতি একইভাবে দৃষ্টিকোণ করেন। এই বিধে সম্প্রতি তাদের জ্ঞান হয়েছে, নীচাই তারা মৃত্যুকাল করবে। গ্রহবি

জ্ঞা যদি জনালা কৃত-বৃহৎ শ্রেণণ ও সত্য প্রাণীর পূর্ব থেকেই তিনি বিদ্যমান সেই পূর্ববিন্দ পুরুষোত্তম আপনাকে কোন ব্যক্তি জানতে পারবে? তিনি যখন যাবতীয় সৃষ্টি পদার্থ সত্যের মধ্যে যোগদানের মত থাকেন, তখন কুল ও সূত্র পদার্থের সৃষ্টি কুল নদীর, কালবেশ অথবা প্রকাশিত দ্বন্দ্ব-জড়ই অবশিষ্ট থাকে না। ভক্ত অধিকারিকগণ দোষণ করেন যে, পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি, আত্মার নিত্যত্ব বিনাশীল, ব্যক্তিত্ব হল আত্মা ও পদার্থের পৃথক বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ, যা জড় কর্মদিই ব্যক্তব সত্যতা। সৃষ্টি করে—এই রূপ সকল আধিকারিকগণেরই উপদেশাবলী। কুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা নাকি সত্যকে গোপন করে। বৈতন্যদীনের ধারণা ত্রিওপময়ী প্রকৃতিজাত জীব তুম্যাত্ম আত্মতার তপ। আপনার ভিতর একদম ধারণার কোন প্রকৃত ভিত্তি নেই, কেননা আপনি সকল স্রাতির অর্ন্তীত এবং সর্বদাই সম্পূর্ণ সচেতন। সকল ইন্দ্রিয়গোচর তখন বস্তু থেকে জড়িল মানব সেই পর্যন্ত এই ত্রিওপময়ী জড় প্রকৃতির সমসই এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল অসব বস্তু সৎ বলে প্রতীত হলেও, আপনার ওপর মনস্ক প্রবল প্রভাব বলত এতদী সৎ বিদ্য সত্যের মিলন প্রতিকল্পন হয়। তথুও, পরমাত্মাত্মক ব্যক্তিগণ সমস্ত জড় সৃষ্টিকে পরমাত্ম রূপ সদৃশতার কার্য বলেই মনে করেন। যেমন, সোনার তৈরি বস্তুকে নিশ্চই পরিচয়ন করা হয় না। কারণ তার ভিতরের দুল বস্তুও প্রকৃত সোনা। সুতরাং আপনার সৃষ্টি ও তার ভিতর এই অনুভবিত্তি বিকৃত নিঃ সন্দেহে আপনার থেকে পৃথক নয়। দীর্ঘ আপনাকে নির্বিল জীবের আভরণপে সেবা করেন, তাঁরাই সূত্রে অবস্থা করে তার নিজে পদচারণপূর্বক সহজেই তাকে অভিক্রম করেন। যারা ভক্তিপূর্ণ, তারা পতিত হলেও যেম কালের দ্বারা গত্তর ন্যায় আপনি তাদের এই কর্মযোগেই আবদ্ধ করে থাকেন। দীর্ঘ আপনার প্রতি প্রেমভাবপন্ন, তাঁরাই নিজেকে এবং অন্যকে পবিত্র করে থাকেন। আপনার বিরোধী অন্য কেউ একমাত্র সক্ষম হয় না।”

“হে প্রভে, আপনি জড়বুদ্ধিরহিত হলেও সকলের যাবতীয় ইন্দ্রিয় শক্তিও পরিচালক স্বতঃস্ফূর্ত অধিপতিরা যেকল তাঁদের অধীকরণকে কর প্রদান করেন

এক নিম্ন নিম্ন প্রজাতির প্রদত্ত উপহার ভোগ করেন, তেমনই দেবতারও কাজ। প্রকৃতি যখন আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করেন। এইভাবে সকল সেবগণ বিশ্বসৃষ্টিকর্তা আপনায় ভরে ভীত হয়ে নিজের ওপর আয়োজন কর সম্পাদন করছেন। যে নিত্যযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভগবান, আপনার দৃষ্টিকোণে মাত্র তারা যখন মাত্রার সঙ্গে আপনার লীলাবিজ্ঞান হয় তখন আপনার কাজ নতির দ্বারা চর্যচর্যাক বিভিন্ন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব হয়। পরমকারণিক আপনি আকাশের মতো সর্বত্র সমানভাবে অবস্থিত বলে কাউকে আপনি খনিষ্ঠ বন্ধ এবং কাউকে অজ্ঞান ভিন্ন সৌর্য্য প্রাণীরূপে দেখেন না। এই অর্থে আপনি শূন্যমর্ত সঙ্গ। যে নিত্যস্বজন, অনন্ত জীব যদি সর্বব্যাপ্ত হয় এবং নিত্য রূপের অধিকারী হয় আপনি তবে সত্ত্বত তাদের চূড়ান্ত শাসক হতে পারেন না। কিন্তু বেহেতু তারা আপনার নির্দিষ্ট ভাষা থেকে জাত, এবং তাদের রূপ পরিবর্তনশীল বলে আপনার দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। নিশ্চয়ই কোন বংশের উপদান স্ববরাহকারী অপরিহার্যভাবে তার নিয়মক, কারণ উপদান ব্যতিরেকে উপদান সম্ভব নয়। যে মনে করে যে সে জানে ভগবানের সকলকণের মাঝেই তিনি সমস্তই বর্তমান তার কাছে একটি শুধুই মাত্রা, কেননা জাগতিক উপায়ে যে জানই সে লাভ করক সেটি অকণ্টই অসম্পূর্ণ। শুধু প্রকৃতি বা পুরুষের দ্বারা জীবের সৃষ্টি হয় না। কল ও বায়ুর মিশ্রণে যেমন কুণ্ডলকে সৃষ্টি হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নদীসকল যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়। অবশ্য বিভিন্ন কুলের রস মিশ্রিত হয়ে যেমন মধুর সৃষ্টি হয়, তেমনই সকল বন্ধ জাত তাদের বিভিন্ন রস ও গুণ সহ পরম পুত্র আপনাত্তে লীন হয়। কিভাবে আপনার মনোপাতি জীবগণকে ফুল পাখে চর্চিত করে, জানিগণ সেটা বুঝতে পেরে আপনার প্রতি প্রীতিপূর্ণ সেবা বান করেন, অঙ্গ-মুদ্র-চক্রে থেকে মুক্তির উৎস আপনি। কিভাবেই বা সংসার জীবনের তীতি আপনাই বিশ্বস্ত সেবকসেই চুতি কার্যকরী হয়? অপরপক্ষে আপনার জড়টি—সময়ের ত্রিতর কেড়ুত চক্রে—যাত্রা আপনার লগ্ন প্রহণে অমীহা প্রকাশ করে তাদের সত্ত্ব ব্যয় তার সেবার। কল হল কেননা যোড়ার

মতে। যারা তাঁদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জর করেছেন, তাঁরাও অনন্তর যোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তাঁরা ওকচর্যের আশ্রয় ছাড়া এই অনন্তর মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, তাঁরা বিভিন্ন রকম পুণ্যের মাঝে পড় পড় বাধার সম্মুখীন হন। যে অজ্ঞ, তাঁরা সমুদ্রমাঝে কণ্ডিত বিহীন নৌকায় বণিকদের মতো। আপনার শত্রুগণ ব্যক্তিদের কাছে আপনি পরমানন্দময় পরমাত্মক প্রকাশিত। এরূপ ভক্তদের কাছে বজ্র, সূত, মেঘ, বী, কল, পুষ্, চুমি, প্রাণ এবং যানবাহনাদির কী প্রয়োজন? আপনার পরমার্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ ইঞ্জির তর্পণ মুখে দিচ্ছেন হাবিত, এই স্বভাবত কিশোর ও অন্তঃসারমূলা সা সাতে কোন কিছুই তাদের আনন্দ দিতে পারে কি? যিহ্ন বহুমুখ মুনিগণ বহু তীর্থক্ষেত্র ও লীলায় পরম পুণ্যে লীলাগতসমূহের সেবা করেন। এরূপ ভক্তগণ আপনার লীলাপনয় হস্তে বারংহেতু তাঁদের পাদসেক সর্বদা নিশা করে। কেউ যদি একবার মাত্র তার মন আপনার প্রতি উল্লুখ করে, তবে নিত্যসুখের পরমপুত্রের দ্বারা তাকে তার সংসার জীবনে নিমগ্ন হতে মেন না, কেননা সেই জীবন শুধু মানুষের সঙ্গোপাক্ষী হয়ণ করে। উৎসাহের কথা যেতে পারে যে, এই বিশ্ব নিত্য বহু কেননা, এটি নিত্য সত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এরূপ মুক্তি তর্কপাত্রে দ্বারা বিচার্য। কখনও কখনও কর-করণের জগতে অতিমাত্র সত্ত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয়, আবার অন্য সময়ে কোন প্রকৃত সত্যের ফলও লাভ হয়। এছাড়াও এই বিশ্বজগৎ নিত্য সত্ত্ব হতে পারে না, কেননা এটি শুধু পরম সত্যের প্রকৃতিই গ্রহণ করে না, সত্য-আবৃতকারী মিথ্যাকেও গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই জগতের দৃশ্যকণ কেবল অঙ্গপরাঙ্গর্য্য কলিত নিয়োগ মাত্র; বস্তুত কোন বৈচিত্র্য নেই। এসের বিবিধ অর্থ ও তার প্রয়োণের দ্বারা, আপনার বোধ জালী যদি-সত্ত্বলত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জাদুবিদ্যার কথা শুনে শুনে বাসের কল অসাড় হয়ে গেছে, তাদের সকলকে হস্তধ্বজি করে দিচ্ছে এই জগৎ যেহেতু সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান ছিল না, মিনাকের পরেও থাকবে না, সূতরাং জাখরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে মধ্যবর্তী সমস্তও বার চিন্তন কখনও পরিবর্তিত হয় না সেই আপনার মধ্যে ভ্রমব্রজিত মিথ্যারূপে এটি এই জগতের প্রকাশ যদি আর কিছু নয়। এই বিভিন্ন জট

কল্পের নির্দিষ্ট রূপে রূপান্তরিত বিধকে আমরা পছন্দ করি। এই কর্তব্য মিথ্যাবক্তকে সত্যরূপে ব্যাখ্যা করার জন্য যথার্থই বহু চিন্তার লোক। এই মায়াময় জগৎ প্রকৃতি শুধু জীবকে তাকে জাগরিত করতে আকৃষ্ট করে, এবং জীব তাই প্রকৃতির ওপরে দ্বারা সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। পরে সে-তার সমস্ত দ্বিবা লক্ষি হারিয়ে বারংবার মৃত্যু ভোগ করে। সাপের খোলস কলয়ের মতো একইভাবে জীবদ্ব্যকে ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ প্রকার বিহীনবৃত্ত পরম ঐশ্বর্যপথে আসীন হয়ে আপনি অপর্যয়ের ঐশ্বর্য ভোগ করবেন।

“হে ভগবান। যে ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি কামের মূল অর্থৎ বাসনাগুলিকে যদি উৎপাটিত না করে তবে সেই অসমুদ্রের তলদেশেই হলেও আপনি তাদের মুখ্যাত্ম হন। কোন ব্যক্তির কষ্টে মণি থাকলেও সেকথা তার বিশ্বরণ হওয়ার তার পক্ষে সেই মণি মুখ্যাত্ম হয়। সেইরকম আপনি তাদের মায়াময় অনুভূত হন না। ইঞ্জির ভোগ-পরায়ণ যোগীদের ইহকাল ও পরকাল এই উভয়কালেই অসুখ অর্থৎ ইহকালে মৃত্যু ভয় ও পরকালে আনন্ডকে অপ্রাপ্তি জন্য ভয় হয়ে থাকে। হে ঐশ্বর্যবালি, আপনার সম্বন্ধে উপলব্ধি হলে অতীতের শাপ ও পুণ্য কর্মের ফলে উদ্ভূত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা থাকে না, কেননা আপনিই স্বতন এই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সাধারণ জীব তার নিজের সম্বন্ধে বা বলে থাকে এইজন্য বোদ্ধান্তকৃত তার অবস্থাননা করেন না। মনুষ্য উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা যুগে যুগে আপনার গুণ কীর্তনকারী ব্যক্তিগণের কাছে থেকে আপনার মহিমা রূপ করার ফলে আপনি তাদের অস্তিম আশ্রয় হন বা মুক্তিরূপে পরিণত হন। যেহেতু আপনি অসীম, তাই স্বর্গের সেবগণ বা আপনি স্বয়ং কেউ আপনার মহিমায় অস্ত পন্ন না। আশ্রয়ণ জাবৃত অনন্ত ব্রহ্মাও আপনাকে ধৃতিকল্পের মাধ্যমে কলচক্রের দ্বারা আপনার মধ্যে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভগবান ভিন্ন সব কিছুই আপনার মধ্যে লয় লাগায় গড়তি অনুসরণ করে প্রতিরূপ তাঁদের লেব লিচ্ছাক্রমে আপনার প্রকাশে সক্ষম হয়।

ভগবান জীনারায়ণ যদি বলেন—“পরম পুত্র পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই সকল নির্দেশ প্রদান করে

ঈশ্বার পুত্রগণ তাঁদের পরম লক্ষ্য উপলব্ধি করলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ ভূষ্ট হয়ে জনগণকে প্রজ্ঞা সহকারে গৃহীত করলেন। এইরূপে আকাশচারী প্রাচীন মুনিগণ নিখিল বেদ ও পুণ্যার্থসমূহের গোপন রহস্যের তাৎপর্যবৃত্ত আশঙ্কন সংগ্রহ করেছেন। হে ভগবান শ্রিত পুত্র নারদ, তুমিও ভক্তির সঙ্গে মানুষকে বিষয় বিলাস নিশাণকারী এই পরমায় উপদেশ ধারণপূর্বক হেতু পৃথিবীতে ক্রিয়ালব্ধ।

ঈশ পুত্রগণ গোহাতী বললেন—“এইভাবে যখন জীনারায়ণ যদি তাঁকে আশ্রয় করলেন, তখন সেই অস্ব-অবলাত, বীরহস্ত নারদমুনি দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর আদেশ গ্রহণ করলেন। হে রাজন, সকল বিষয়ে কৃৎজা মুনি তখন তাঁর ভ্রাতৃ বিষয়ে চিন্তা করে উত্তর করলেন—যিনি সর্ভুতের সঙ্গের মুক্তির জন্য সর্বকর্তব্য রূপসমূহ গ্রহণ করেন, সেই নিতলক পুণ্যত্রাক ভগবান ঈশ্বরকে প্রণাম করি।”

ঈশ তখনম গোহাতী বলতে ধন্যলেন—“এই কথা বললে পর, নারদ জীনারায়ণ যদি এবং তাঁর সাধুত্বা শিষ্যগণকে প্রণাম করলেন। তারপর তিনি আত্ম গিহ্নে ঈশ্বরের দ্বারদেশে আশ্রয় দিয়ে গেলেন। পরমেশ্বর ভগবানের অধস্তার জীবাসদেব প্রজ্ঞা সহকারে তাদের মুনিকে সর্বেশ্বর জানিয়ে হস্তার আসন দিলে মুনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর একমুনি জীনারায়ণ যদি মুখ থেকে যা শুনেছিলেন দ্বারদেশকে প্রা করণ করলেন।”

“হে রাজন, এইরূপে জাগতিক ভাবের অবশেষ নির্ণয় রূপে কি রূপে মন প্রবেশ করে, এ বিষয়ে তুমি যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর আমি দিয়েছি। যিনি এই বিশ্বকে নিত্য পর্যবেক্ষণ করেন, যিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত বর্তমান ছিলেন, তিনিই সর্বব্যাপী ভগবান। তিনি জড়াল্পতি ও চিন্তাচার প্রকৃ, তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেছেন। সেখানে তিনি জড় মেহসমূহের সৃষ্টি করে তাদের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অবস্থান করলেন। নিখিত ব্যক্তি যেমন তার নিষ্ঠ শরীরের কথা ফুলে বাত, তেমনই কেউ তাঁর পরমাগত হলে মায়ার কল মুক্ত হতে পারে। জড়-মুক্তিকারী ব্যক্তির অবিরাম উপবাস ইতির ধ্যান করা উচিত, কেননা যদি সর্বদা পূর্ণতার ভাবে অবস্থান করলেন এবং তাঁর কখনও জড় জগতে জন্ম হয় না।”



অষ্টাঙ্গীতম অধ্যায়

বৃকাসুরের কাছ থেকে দেবাদিদেব শিব রক্ষা পেলেন

মাতা পরীক্ষিত বললেন—“বে সকল দেবতা, দানব ও মানুষেরা কঠোর ভোগবিহীন দেবাদিদেব শিবের অর্চনা করেন, তাঁরা সাধারণত ধন ও ইন্দ্রিয়-ভৃষ্টি উপভোগ করেন, অন্যদিকে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীহরির অর্চনাকারীরা তা করেন না। অত্যাধ বিবাহিত এই বিবাহটি সম্পর্কে আমরা কথামতোভাবে কথ্যকর্ম করতে ইচ্ছা করি। বস্তুত শ্রীভগবানের এই দুই বিপরীত স্বভাবের অর্চনাকারীদের যন প্রাপ্তি আশীর্বাদভাবেই অন্য ধর্মের হয়ে থাকে।”

শ্রীল শুকদেব গোপালী বললেন—“দেবাদিদেব শিব সর্বদা তাঁর নিজ শক্তি, জ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। জ্ঞান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে তিনি নিজেকে তিনটি রূপে প্রকাশ করে সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিবিধ জড় অহঙ্কারের মূল উৎসকে মুক্ত করেন। সেই অহঙ্কার হতে বোলটি বিকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে। যখন দেবাদিদেব শিবের কোনও সত্ত্ব এই সকল পদার্থের যে কোনও একটির মধ্যে তাঁর প্রকাশকে প্রাপ্ত করেন, তখন সেই সত্ত্ব অনুকূল সকল প্রকার উপযোগ্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীহরির জড় গুণসমূহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জড় প্রকৃতির অতীত, সর্বশক্তি নিত্য সাক্ষী স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান। যিনি তাঁকে আরাধনা করেন, তিনিও জড় গুণসমূহ থেকে একইভাবে মুক্ত হন। আপনাতঃ পিতামহ ব্রাহ্মা বুদ্ধিষ্টির তাঁর অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপ্তির পর শ্রীভগবানের কাছ থেকে ধর্মনির্ভাসমূহের আখ্যা গ্রহণ করার সময়ে শ্রীঅদ্যাত্মকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসে করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মানসগণের পরম কল্যাণের নিমিত্ত যত্নবলে অশ্রীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি রাজ্যের এই প্রশ্নে শ্রীত হলেন। অশ্রীতপ্রণে প্রকাশিত ব্রাহ্মকে শ্রীভগবান এই উত্তর প্রদান করলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“যদি আমি কাউকে বিশেষ অনুগ্রহ করি, তখন ধীরে ধীরে আমি তাঁর ধন

হরণ করি। তখন এরপর এক পরিভ্রাণীভিত্তি মানুষের অঙ্গীর বন্ধুগণ তাকে পরিভ্রাণ করে। এইভাবে সে একের পর এক দুর্দশা ভোগ করে। যখন সে তার অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় হতাশ হয় এবং পরিশেষে আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে, আমি তাকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করি। এইভাবে একজন ধীর ব্যক্তি পরম-ব্রহ্মকে পরম সত্য, পরম সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য বিপুল প্রকাশ, অনন্ত চিন্ময় অস্তিত্ব রূপে সম্পূর্ণতঃ হনুত্বম্ব করেন। এইভাবে পরম-ব্রহ্মকে তাঁর আপন জড়িত্বের ভিত্তিক্রমে হনুত্বম্ব করার মাধ্যমে তিনি সত্যের চক্র হতে মুক্ত হন। যেহেতু আমরা আরাধনা করা কঠিন, সাধারণত মানুষ তাই আমাদের পরিভ্রাণ করে পরিশেষে অর্থেই সন্তুষ্ট অ্যান্ড সেবতাদের পূজা করে। যখন এই সকল সেবতাদের কাছ থেকে মানুষ রাজসৌন্দর্য ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন তারা উদ্ধত, অহঙ্কারে মগ্ন হয় এবং তাদের কর্তব্যে উৎসাহকারী হয়ে ওঠে। তারা তাদের যথোপযুক্ত সেবতাদেরও অগম্যন করতে শুরু পায় না।”

শ্রীল শুকদেব গোপালী বললেন—“শ্রীকৃষ্ণা, শ্রীবিষ্ণু, দেবাদিদেব শিব ও অন্যান্যরা কাউকে অভিলাষ বা আশীর্বাদ প্রদানে সমর্থ। যে প্রশ্ন রক্ষন, দেবাদিদেব শিব ও শ্রীকৃষ্ণা জড়াতঃ পদার্থ লাগু বা বর প্রদান করেন, কিন্তু ভগবান জড়াতঃ তেমন নন। এই প্রসঙ্গে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা, যিভাবে বৃকাসুরকে তার পছন্দ যত বর নিবেদন করে কৈলাসধিপতি সন্তুষ্ট পড়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। একবার পশ্চিমোত্তা শকুনির পুত্র বৃক নামক এক অসুর নারদের সঙ্গে মিলিত হল। সেই দুয়টি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল প্রদান তিন দেবতাদের মধ্যে কাঁকে অস্তি শীঘ্রই সন্তুষ্ট করা যায়। নারদ তাকে বললেন—দেবাদিদেব শিবের পূজা কর, তা হলে তুমি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হতে পারবে। তিনি তাঁর আরাধনাকারীর সামান্য তপ ধর্মের কলমেই শীঘ্র সন্তুষ্ট হন এবং সামান্য দোষ ধর্মের দ্বারা শীঘ্রই ক্রুদ্ধ হন। যদিও দেবতারা তাঁর প্রত্যেকে যখন তাঁর মহিমা কীর্তন করেছিল, তখন

তিনি লল মস্তক নির্দিষ্ট রূপে ও বাণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দেবাদিদেব শিব অতঃপর তাঁকে প্রত্যেককে জড়াতঃ ক্রমতা প্রদান করেছিলেন এবং উভয়কেইই সন্তুষ্ট করে তাঁকে মহাসন্তুষ্ট পণ্ডিত হয়েছিল।”

শ্রীল শুকদেব গোপালী আরও বললেন—“এইভাবে শুকদেব লাভ করে অসুর তার নিজ দেহ থেকে মাংস সংগ্রহ করে তা দেবাদিদেব শিবের মূখ খরচন অধিতে জারিত নিবেদন করে তাঁর পূজা শুরু করল। দেবাদিদেব শিবের সর্পন লাভে জড় হতে বৃকাসুর হতাশ হল। অবশেষে সপ্তম দিনে কৈলাসধর্মের পরিচয় জ্ঞান তার কেশরশি অস্তিত্ব করার পর সে একটি বড় প্রহল করে তার মস্তক ছিন্ন করতে উদ্যত হল। কিন্তু ঐক সেই মুহূর্তে পরম কারুণিক দেবাদিদেব শিব বজ্রাতি থেকে বহু অগ্নিদেবের মতোই উদ্ভূত হয়ে, দ্রিক যেমন জ্বলন্ত কাউকে নিক্ত করি, সেইভাবে অসুরকে জ্বলন্ত থেকে নিক্ত করার জন্য তার হাত দুটি ধারণ করলেন। দেবাদিদেব শিবের স্পর্শে বৃকাসুর পুনরায় পরিপূর্ণ জলময় হয়ে উঠল।”

দেবাদিদেব শিব তাকে বললেন—“হে বর, পীড়াও, কামো। আমার কাছ থেকে তুমি যা ইচ্ছা প্রার্থন কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করব। হায়, তুমি জন্মতা তোমার দেহকে অত্যন্ত পীড়ন করছে, কারণ আমার পরমগতজনের সমান্য জল মিলেমেই আমি সন্তুষ্ট হই।”

শ্রীল শুকদেব গোপালী আরও বললেন—“দেবাদিদেবের কাছ থেকে পানাস্তা বৃক যে বর প্রার্থনা করেছিল, সে সকল জীবকে পশিত করল। বৃক বলল, ‘আমার হাত দিয়ে আমি যার মস্তকে স্পর্শ করব তার ফল সূক্ষ্ম হয়।’ তা গ্রহণ করে, দেবাদিদেব তাকে ফল কিছুটা বিচলিত করে হল। তবুও, যে ভরতবৃন্দননন, তিনি কেন একটি বিবাহ সাপাকে বৃদ্ধ প্রদান করেছেন এইভাবে অষ্টোদ্যম সহ বৃককে বরটি অনুমোদন করে তাঁর সন্ততিসূচক তম্ কনি করলেন। দেবাদিদেব শিব প্রদত্ত বরটি পরীক্ষার জন্য অসুরটি শুক দেবাদিদেব শিবের মস্তকেই তার হাত স্থাপনের চেষ্টা করল। ফলে, শিব তাঁর নিজ কৃতকর্ম হেতু তীত হলেন। অসুর তাঁর পশাৎ থাকন করলে শিব সন্তুষ্ট হতে তাঁর ধর্ম থেকে শঙ্কর

কাম্পিত হতে উদ্বলিত পলাতন করলেন। বৃকসুর পর্যন্ত পৃথিবী, আকাশ ও জগতের সিন্দূরমূহের সীমা, তিনি ততদূর হাবিত হলেন। এই ধর্মের প্রতিভার জ্ঞান না থাকার স্বেচ্ছা সেবতাদেরও নীতব রইলেন। অতঃপর শিব সকল অহঙ্কারের অতীত বৈকুণ্ঠের সমুদ্রান রাজ্যে উপস্থিত হলেন, যেখানে ভগবান নারদগণ অবস্থান করলেন। সেই রাজ্যে অন্যান্য জীবের প্রতি রাগের পরিভ্রাণী, শব্দ, সাদৃশ্যের পত্তব্যস্থল। সেখানে গমন করলে, কেউ আর কিরে আসে না। তত সন্তানকারী ভগবান দূর থেকে শিবকে সন্তানির সর্পন করলেন। সেই উপা অতীতের বোধমাত্রাবলে তিনি মেথলা, অস্তিন, মত, জপমালা সমাধিত এক ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করে বৃকাসুরের সন্তুষ্টে আগমন করলেন। ভগবানের জ্যোতি অধিত্য উদ্ভলতার দীপ্তিমান ছিল। তাঁর হাতে বৃক ধারণ করে তিনি অসুরকে শ্রীভগবানে অভিনন্দিত করলেন।”

ভগবান বললেন—“হে শকুনি নন্দন, আপনাকে প্রান্ত মণে হচ্ছে। আপনি কেন এত দূরে আগমন করেছেন? বরা করে অশ্লিষ্ট বিব্রাহ করুন। লেখ পর্যন্ত এই দেহই সকল জিজ্ঞাসার পূরণ করে। হে শক্তিমান, আমরা যদি আপনি কি করতে চান তা শুনবার যোগ্য হই, দয়া করে আমাদের তা কনুন। সাধারণতঃ কেউ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেই তার জিজ্ঞাসাসমূহ সাধন করে।”

শ্রীল শুকদেব গোপালী বললেন—“এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অমৃত বরবকারী ধন জ্ঞান জিজ্ঞাসিত হয়ে, বৃক নিজেকে ক্রান্তিসূক্ত অনুভব করল। সে ভগবানের কাছে তার কৃত কর্মের সমস্ত কিছুই বর্ণনা করল।”

শ্রীভগবান বললেন—“এই যদি হয়ে থাকে তাহলে শিবের কথা আমবা বিশ্বাস করতে পারি না। মল্ল থাকে নিশাচ হওয়ার অভিলাষ দিয়েছিল, সেই শিব হচ্ছে শোভ ও নিশাচদের অধীশ্বর। হে মননবোধ, যেহেতু তিনি জগদগুরু, তাই তোমার যদি তাঁর উপর কোন বিশ্বাস থাকে, তা হলে আর বেরী ম করে তোমার হাত তোমার মস্তকে স্থাপন করে দেব কী হয়। যদি দেবাদিদেব শিবের বাস্ত কোন প্রকারে বিশ্বাস প্রদানিত হয়, হে দানব স্বেচ্ছা, তা হলে সেই বিশ্বাসবোধীকে হত্যা কর যাতে সে পুনরায় বিশ্বাস ফলতে না পারে।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—“এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মনোমুগ্ধ কথাবিশীলী দ্বারা মোহিত হয়ে মূৰ্খ বৃত্তি পে কি করতে তা হ্রস্বসময় না করে, তার নিজ মৃত্যুকে তার হাত স্থাপন করল। তৎক্ষণাৎ তার মস্তক খেল বজ্রাঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিচূর্ণ হল এবং ধানস্ব নিহত হয়ে ভূপতিভ হল। ‘আকাশ হতে ‘জয়!’ ‘প্রণাম!’ ও ‘সমুদ্র!’ শব্দসমূহ শোনা যাচ্ছিল। পাণ্ডবরা কৃৎসুস্তে নিহত হওয়ায় উদ্ভাবন করতে সেব-অধিবংশ, শিশু-পুরুষগণ ও গুরুবর্গ পূন্যবর্ষণ করলেন। এখন দেবাদিদেব-শিব তার মুক্তি হলেন।”

“পরম পুরুষোত্তম ভগবান অত্যন্তের সন্তুষ্টমুখ

দেবাদিদেব গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন—“হে মহাদেব, আমার প্রভু, কিভাবে এই দুঃস্থ লোকটি তার আপন পুণ্য কর্মের দ্বারা নিহত হয়েছে তা মর্শন করুন। প্রকৃতপক্ষে, কোন জীব তার সৌভাগ্যের আশা করতে পারে যদি সে কোন মহাভার প্রাপ্তি অপরাধ করে। জগৎকর ভগবানের প্রতি অপরাধের আর কি কথা?” ভগবান হরি, হঠাৎ সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও অচিন্তনীয় শক্তিসমূহের অনন্ত সাগর স্বরূপ। তিনি নিবর্তে রক্ত কঁদার ঠার এই লীলা প্রবর্ত করেন বা কীর্তন করেন তিনি সকল শত্রু ও ভয়-মুহুর পুনরুজ্জ্বলিত থেকে মুক্ত হন।”



একোনবতীতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে উদ্ধার করলেন

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, একবার সরস্বতী নদীর তীরে বজ্র সম্পাদনরত একদল অধির ঋগা একটি বিতর্ক উপস্থিত হল যে, প্রধান ভিন্দ অধীশ্বরগণের দ্বারা কে ঘেট। এই প্রণের সমাপনের আগ্রহে, হে ব্রাহ্মণ, অধিবংশ ব্রাহ্মণ পুত্র ভূতকে বধার্থ উত্তর অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করলে প্রথমে তিনি তাঁর নিজের সন্তান গমন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ কতখানি সন্তুষ্টে অধিষ্ঠিত প্রা পরীক্ষার জন্য ভূত তাকে প্রণাম বা তাঁর উদ্দেশ্যে শুভ নিবেদন করলেন না। ব্রাহ্মণ বীর তেজে প্রকৃতিত হয়ে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যদিও তাঁর পুত্রের প্রতি ক্রোধ তাঁর হ্রস্ব হতেই উদ্ভিত হয়েছিল, ব্রাহ্মণ তাঁর বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা তৎ সংবরণ করতে সক্ষম হলেন, ঠিক যেভাবে অগ্নি তার নিজ উৎপাদন, জল দ্বারা নির্বাপিত হয়।”

“এরপর ভূত কৈলাস পর্বতে গমন করলেন। সেখানে ভগবান শিব আনন্দের সঙ্গে উদ্ভিত হয়ে তাঁর আত্মকে আশীর্বাদ করতে এগিয়ে এসেন। কিন্তু ‘তুমি

উদ্বারগামী’ তাঁকে এই বলে ভূত তাঁর আশীর্বাদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এর কলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ভয়ঙ্করভাবে তাঁর নলন জ্বলতে লাগল। তিনি তাঁর ত্রিশূল উত্তোলন করে ভূতকে বন্ধন হস্তা করতে উদ্যত হলেন, তখন দেবী পার্বতী তাঁর পদদ্বয়ে পতিত হয়ে তাকে শান্ত করার জন্য কিছু কথা বললেন। ভূত তখন সেই স্থান ত্যাগ করে ভগবান জনার্দনের নিবাস বৈকুণ্ঠে গমন করলেন।”

“ভগবান যেখানে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবীর কোলে দ্রাব্য রেখে শায়িত ছিলেন, ভূত মুনি সেখানে গিয়ে ভগবানের বকে পদাঘাত করলেন। ভগবান তখন লক্ষ্মীদেবী সহ প্রহ্লাদ সঙ্গে উদ্ভিত হলেন। তাঁর শব্দা হতে অবতরণ করে সকল ব্রহ্মভক্তের পন্থ গতি, ভূমিতে মস্তক অঙ্গত করে মুনিকে প্রণামপূর্বক বললেন, “হাগতম ব্রাহ্মণ। দায় করে এই আনন্দ উপবেশন করুন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। হে প্রভু, আপনার আগমন লক্ষ্য না করার জন্য দয়া করে আমাদের মার্জনা করুন।”

পদ্মা করে আপনার পাদপৌত্ত জল দ্বারা আমাকে, দ্বারায় স্বপ্নাপত্ত জগৎ পালকদের এবং আমার রাজ্যকে পরিচরিত করুন। এই পবিত্র জল নিঃসরণেই সমস্ত তীর্থস্থানকে পবিত্র করে। হে প্রভু, আজ আমি লক্ষ্মীদেবীর একান্ত আশ্রয় লগাম, কারণ আপনার পদ জামার যন্ত্রের পাগসমূহ ফিট করেছেন, তাই তিনি আমার বকে জম করতে সম্মত হবেন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“বৈকুণ্ঠনাথ দ্বারা কথিত পত্নীর বাক্যসমূহ গ্রহণ করে ভূত আনন্দ ও সন্তোষ অনুভব করলেন। ভক্তিতাবে বিহল হয়ে তিনি যৌন রইলেন, তাঁর মনন অকর্ণূর্ণ হয়ে উঠল। হে ব্রাহ্মণ, ভূত এরপর জান্নী বৈদিক তত্ত্ববেত্তাগণের বজ্র কূলে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর সমস্ত অভিভায়ে বর্ণনা করলেন। ভূতের বর্ণনা শ্রবণ করে বিস্মিত মুনিগণ সকল সংশয় হতে মুক্ত হয়ে নিশ্চিত হলেন যে, বিকুই শ্রেষ্ঠ অধীশ্বর। তাঁর থেকেই শান্তি, অভয়, ধর্ম, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও অষ্টবিধ বোল-ঐশ্বর্যের উদ্ভব হয়েছে এবং তাঁর মহিমা কীর্তন যাদের সকল অনবিরততা মার্জন করে। শান্ত ও সমভাবগণ নিরোর্থ, রাগদ্রব্ধকূল, জান্নী সাধুগণের পরমগতিরূপে তিনি পরিচিত। বিতর্ক সমুদয় মেহ তাঁর আত্মত প্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁর অলম্ব্য সিংহ। পরমার্থিক শান্তি প্রাপ্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিরোর্থভাবে তাঁর অর্চনা করেন। রাক্ষস, অসুর ও মুর, এই ত্রিবিধ মূর্তিতে ভগবান প্রকাশিত হন—যারা সকলেই ভগবানের শ্রিতগম্যী সায়া শক্তি দ্বারা মুক্তি। এই ত্রিটি গুণের মধ্যে সমুদগই জীবনের চরম সফলতা প্রাপ্তির উপায়। সরস্বতী নদীর তীরবাসী পবিত্র ব্রাহ্মণগণ সকল মনুষ্যের সংশয় দূরীভূত করার জন্য এই সিদ্ধান্তে এলেন। তারপর তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করে তাঁর আশ্রয় প্রাপ্ত হলেন।”

শ্রীমুখ গোস্বামী বললেন—“এইভাবে ঋষি যাগদেব পুত্র শুকদেব গোস্বামীর মুখপদ্ম থেকে এই সুশক্তি অমৃত নির্গত হয়েছিল। পরম পুরুষের এই অপূর্ব মহিমা কীর্তন শ্রবণের সমস্ত ভয় ভিনাশ করে। হে পবিত্র জীব কর্ণ গইয়ের মাধ্যমে এই অমৃত নিরন্তর পান করেন, তিনি আশুগতিক জীবন পথের ভ্রমণভ্রমিত ক্রান্তি বিমুক্ত হন।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“কোনও এক

সময়ে, দ্বারকার এক ব্রাহ্মণের পত্নী একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু হে ভরত, মনজাত শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মৃত্যু হল। ব্রাহ্মণ সেই মৃতদেহটি নিয়ে এসে রাজা উত্তরসেনের রাজ সভার দ্বারে স্থাপন করলেন। তারপর পীড়িত ও দুঃখিতভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি কলতে লাগলেন—এই সকল পটতাপূর্ণ, সোভী, ব্রাহ্মণদের শত্রু, বিব্রাহ্মণত আযোগ্য পাসকের কর্তব্য সম্পাদনের কিছু মোহের জন্য আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। হিংসার আনন্দ জাত করে এবং নিজের ইজিরকে সংযত করতে পারে না, এমন বল রাজার অপ্রিত প্রজাগণের নিজের মৃত্যু ও সবিশ্র ভোগ করাই নিরতি। আমি ব্রাহ্মণ তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই দুঃস্বাদক ঘটনা ভোগ করলেন। প্রত্যেকবার তিনি তাঁর মৃত পুত্রকে রাজদ্বারে পলিত্যাগ করে সেই একই বিলাপ সম্বীত গাইলেন। যখন মনম শিশুটির মৃত্যু হল, তখন ভগবান কেশবের কাছে উপস্থিত অর্জুন ব্রাহ্মণের বিলাপ শুনেতে পেলেন। তাই অর্জুন ব্রাহ্মণকে বললেন, “হে ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে? কোনও অধম ক্রিয়াক্রম কি কেউ নেই যে অস্ত্রত আপনার গৃহের সামনে ধুক হতে পীড়িতে পারে? এই সকল ক্রিয়াক্রম এমন আচরণ করছেন যেম তাঁরা নিতান্তই দোষে নিবৃত্ত অলস ব্রাহ্মণ। যে সকল রাজ্য শাসকের কাছে ব্রাহ্মণগণ ধন পত্নী পুত্র হারিয়ে বিলাপ করে, তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাজার ভূমিকার অভিনয় করা শুভ ব্যাপ্ত। হে প্রভু, এরূপ দুঃখ ভোগরত আপনার সন্তান ও পত্নীকে আমি রক্ষা করব। আর, যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা পালনে কর্ণ হই, তবে আমার পাপের প্রযুক্তিভ করার জন্য আমি অগ্নিতে প্রলেপ করব।”

ব্রাহ্মণ বললেন—“সম্বর্ধ, বাসুদেব, প্রমুখ, শ্রেষ্ঠ কনুর্ধগণ কেউই অথবা অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা অনিচ্ছ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করতে পারেনি। তা হলে কেন তুমি মূর্খের মতো এই হীরকপূর্ণ কার্ণের চেষ্টা করছ বা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর করতে পারেন নি? তাই আমার তোমার হৃদয়ে ভরসা করতে পারছি না।”

অর্জুন বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আমি শ্রীকৃষ্ণায় নই কিংবা শ্রীকৃষ্ণ নই, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রও নই। বরং আমি গাওঁর মনুষ্যের পরিচালক অর্জুন। হে ব্রাহ্মণ,

ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট, আমার সামর্থ্যের অধিকার করবেন না। হে প্রভু, যদি যুদ্ধে অরুণ মৃত্যুকেও আমার পরাজিত করতে হয়, তবু আমি আপনার পুত্রদের ফিরিয়ে আনব। হে শত্রুসংগ্রামকর, এইভাবে অঙ্গুনের কাছে ভরসা পেয়ে, নিজ বিরুদ্ধ বিপকে অঙ্গুনের যোষণা অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ হুঁহে গমন করলেন। তখন অত্যন্ত সহ সেই ব্রাহ্মণের পত্নীর পুনরায় সন্তান প্রসবের সময় হল, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত উত্তীর্ণ চিত্তে অঙ্গুনের কাছে গমন করে প্রার্থনা করলেন, 'মহা করে আমার সন্তানকে যুদ্ধের হাড় থেকে রক্ষা কর।' তখন অঙ্গুণ অঙ্গুণ করে ভগবান মহেশ্বরের প্রণাম নিবেদন করে তাঁর দিবা অস্ত্রের মধ্যবর্তী অবস্থ করে তাঁর গাওঁখ মনুকে জায়া সংযোগ করলেন। অঙ্গুণ বিভিন্ন কৈশিকসমূহ বাস নিরুপক করে সুউজ্জ্বল-পুহকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললেন। পুণ্যপুত্র পুত্রের নিরুপক, উর্ধ্বমুখ ও পাশ্বিকসমূহ অজ্ঞাতকিত করে তাঁরই একটি সুরক্ষিত ঘাঁটা নির্মাণ করলেন। ব্রাহ্মণ পত্নী তারপর জন্ম দান করলেন কিন্তু নবজাত শিশুটি কিছুক্ষণ জন্মের পর সহসা সে সম্বন্ধে অকারণে অস্থির হল। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অঙ্গুণকে তৎসঙ্গা করলেন, 'আমার মূর্খতা মর্শন করুন, আমি এক ক্রীকের দস্তোভিতে বিশ্বাস করেছিলাম। যখন প্রসূয়, অনিচ্ছা, রাম কিবা কেশব কেউই একজনকে রক্ষা করতে পারেন না, তখন অন্য কে তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হতে পারেন? সেই মিথ্যাবাদী অঙ্গুণকে বিক। তার সেই ধনুকে দস্তোভিকে বিক। সে এতই মূর্খ যে, মোহবশত সে ভাবছিল— 'মৈব যাকে নিয়ে গেছে, তাকে সে ফিরিয়ে আনতে পারবে।' কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন তাঁর উপর অপমান পূর্ণীকৃত করছিলেন, তখন অঙ্গুণ ভগবান যমরাজের নিকট দিবা নগরী সংবন্দীতে তৎক্ষণাৎ যাত্রার জন্য এক অর্ধাঙ্গিহ বিদ্যার প্ররোপ করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রকে সেখানে দেখতে না পেয়ে অঙ্গুণ অধি, নির্ভীক, সোম, বায়ু ও যক্ষের ন্যায়ী ওলিতেও গিয়েছিলেন। উদ্যত অস্ত্র নিয়ে শাতাল থেকে মর্শ পর্বত ব্রাহ্মণের সকল গ্রহলোক জুড়ে তিনি অনুসন্ধান করলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে কোথাও না পেয়ে, অঙ্গুণ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে, পবিত্র অগ্নিতে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি যখন তা করতে বাকেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত

করে বললেন— 'আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের পুত্রদের প্রদর্শন করাব, জাই তুমি এইভাবে নিজেকে অবজ্ঞা করো না। বরাবর এখন আমাদের সমালোচনা করছে, নীত্বই তোমাই আমাদের নিবৃত্ত হাণ প্রতিষ্ঠা করবে। অঙ্গুণকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে পরমেশ্বর ভগবান অঙ্গুণ সহ তাঁর দিবা রথে অরোহণ করে, তাঁরা একত্রে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। ভগবানের রথ ব্রাহ্মণের সন্তু সান্না ও সাতটি প্রথম পর্বত সহ সন্তু ধীপকে অতিক্রম করলেন। তারপর তাঁ পোকালোকের সীমান্ত অতিক্রম করে ঘোর অন্ধকারের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সেই অন্ধকারে শৈব, সূর্য, মেঘপুঞ্জ ও কলহক নামক যক্ষের অংশলি পঞ্চমুখ হল। তাদের এই অংশলি দেখে, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, যোগেশ্বরের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহস্র সূর্যস উজ্জ্বল সুমর্শন চক্রকে রথের সম্মুখভাগে প্রেরণ করলেন। শ্রীভগবানের সুমর্শন চক্র তাঁর প্রদর্শিত জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার ভেদ করতে লাগল। অনেক গতিবোধের মতোই সে সূর্যের আদি যক্ষ থেকে প্রকাশিত সেই গভীর, ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে ছেদন করতে লাগল, যেন শ্রীরমচন্দ্রের ধনুক থেকে নিকষিত তীর তাঁর শত্রু সৈন্যদের ছেদন করছিল।'

"সুমর্শন চক্রকে অনুসরণ করে রথ অন্ধকারের অতীত অস্ত্র দিবা আলোকময় সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে উপস্থিত হল। এই অত্যাশ্চর্য জ্যোতি মর্শন করা যায় অঙ্গুণের চক্ষু আহত হল, আর তিনি চোখ বন্ধ করলেন। সেখানে থেকে তাঁরা প্রকল বায়ু খেপে সকালিত মহান্তরঙ্গালী জলমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই সাগরমধ্যে অঙ্গুণ তাঁর ইতিপূর্বে মর্শন করে যে কোন কিছুই চেয়েও অধিকতর উত্তম দ্যুতি বিশিষ্ট এক অদ্ভুত প্রাসাদ মর্শন করলেন। দীপ্তিময় অগ্নিমাণিক্য খচিত সহস্র শোভন স্তম্ভ দ্বারা তাঁর সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছিল। সেই প্রাসাদের মধ্যে ছিলেন সত্তম জাগজ্জক বিপল অস্ত্র পোষ নাগ। তাঁর সহস্র কণায় অবস্থিত মণিসমূহ ও তাঁর বিসম্বত ভয়ঙ্কর নয়নের প্রতিফলন থেকে প্রকাশিত দ্যুতি দ্বারা তিনি উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছিলেন। তাঁকে ওই কৈলাস পর্বতের মতো মনে হচ্ছিল এবং তাঁর কণ ও জিহ্বা ছিল ঘন নীল বর্ণের। অঙ্গুণ তখন মর্শনযায়ী সুবাসনে উপবিষ্ট সর্বব্যাপ্ত ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর

ভগবান মহাবিক্রম মর্শন করলেন। তাঁর মীলান্ত মর্শ ছিল বর্ষাধ কন মেঘের মতো, তিনি পীত বসন পরিধান করেছিলেন, তাঁর প্রসন্ন কক্ষ, অরুণ নয়ন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তিনি সুরম্য অটবাহ সমাধিত ছিলেন। তাঁর অপরিমিত কেশ-কুণ্ডলে তাঁর মুকুট ও কুণ্ডলের সুশোভিত মহামুলাগম ব্রতবাহিনী প্রভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। তিনি কৌশল মণি, শ্রীবৎস চিত্র ও কনকচন্দ্র মালা পরিধান করেছিলেন। সুন্দর ও মন্দ প্রমুখ তাঁর নিজ পার্শ্বমণ, মূর্তমান তাঁর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ, পুষ্টি, শ্রী, কীর্তি ও অজ্ঞ নামক তাঁর বিকৃতিসকল এবং তাঁর অন্যান্য বিভিন্ন অতীত্রি শক্তিসমূহ সেই পরমেশ্বর তাঁর সেবা করছিলেন। এই অমৃতরসী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং অঙ্গুণও ভগবান মহা-বিক্রম মর্শনে বিন্মিত হতে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর জগতের সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান মহাবিক্রম সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান তাঁদের উদ্দেশে তিনি হাসলেন এবং গভীর কণ্ঠে বললেন— 'আমি ব্রাহ্মণ পুত্রদের এখানে এনেছি, কখন মর্শ ব্রহ্মার্থে পৃথিবীতে অকর্তৃপ আমায় অংশপ্রকাশ তোমাদের দুজনকে আমি মর্শন করতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীর ভয় অস্ত্র অসুরদের হত্যা করা মাত্র সত্তর এখানে আমার কাছে দিবে এস। যদিও তোমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পূর্ণ হয়েছে, হে সর্বলোকোত্তম, সাধারণ মনুষ্যের কল্যাণের জন্য ধর্ম্যচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে মর ও নারায়ণ অধি রূপে তোমরা আচরণ কর।'

"সর্বলোকোত্তম পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ এইভাবে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অঙ্গুণ 'ওম' কীর্তন দ্বারা সমাধিত প্রাসাদের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ভগবান মহা-বিক্রমকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণের তাঁদের মর্শে গ্রহণ করে তাঁরা যে পথ ধরে আগমন করেছিলেন সেই পথ ধরে অত্যন্ত অন্ধকার সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাঁর ব্রাহ্মণের পুত্রদের চিত্র চিত্রকর্ম শিশু মেয়ে তারা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই ক্ষতম অবস্থার ব্রাহ্মণকে প্রদান করলেন।"

"ভগবান বিক্রম রাজ্য মর্শন করে অঙ্গুণ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যা কিছু অসাধারণ শক্তি কোনও মানুষ প্রদর্শন করতে পারে, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই কল্যাণ প্রকাশ মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন অন্যান্য বহু বীরব্রহ্মক লীলা এই জগতে প্রদর্শন করেছেন। তিনি স্পষ্টতঃ সাধারণ মনুষ্য জীবনের সুখ উপভোগ করেছেন এবং তিনি মহাসমৃদ্ধ যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করেছেন। ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে যবাসমরে ব্রাহ্মণগণ ও তাঁর অন্যান্য প্রজাবর্গের উপর, ঠিক যেমন ইন্দ্র ব্যক্তি বর্ষণ করেন, সেভাবে সকল অব্যাপ্তিত মনুষ্য বর্ষণ করেন। এখন সেই তিনি বহু বহু রাজাদের হত্যা করেছেন এবং অঙ্গুণের মতো ভক্তদের অন্যান্যদের হত্যা করার জন্য নিবৃত্ত করেছেন, আর সহজেই কৃষ্ণিতের মতো পুণ্যবান শাসকগণের দ্বারা মর্শ সম্পাদন নিশ্চিত করেছেন।"



নবতিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সমূহের সংক্ষিপ্তসার

শ্রীল ওকসের গোন্ধামী বললেন— "পশ্চীমপতি সকল ঐশ্বর্যে সজ্জ, শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপণ ও তাঁদের উত্তম কেশসম্পন্ন পত্নীদের দ্বারা বিদ্যমান, তাঁর রাজধানী নগরী দ্বারকায়

মুখে বাস করছিলেন। এই সকল প্রস্তুতিতে যৌবনা সুন্দরী রমণীরা যখন নগরীর প্রাসাদের উপর স্থানে বস ও অন্যান্য খেলনা সহ খেলা করতেন, তখন তাদের

নিদ্রাতের দৃষ্টির মধ্যে উজ্জ্বল মনে হত। নগরীর প্রধান পথ সর্বদা জনবাহী হাতী, অশ্বারোহী সৈন্য, সুভূষিত পদাতিক সেনা ও স্বর্ণবাহী উজ্জ্বলরূপে সুসজ্জিত রথারোহী সৈন্যদ্বারা আকর্ষণ প্রাপ্য। সুসজ্জিত বৃক্ষরাশি যুক্ত নগরীর সৌন্দর্য স্বর্নকারী বহু উদ্যান ও উপকূল ছিল, যেখানে ঘোঁরাছি ও পাখির সমবেত হয়ে চতুর্দিকে তাদের গানে সুখর করে তুলত। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর বোল হাজার পতীর একমাত্র প্রিয়তম। নিজেকে বোল হাজার বিশ্ব রূপে বিস্তার করে তিনি তাঁর প্রত্যেক রাণীর সঙ্গে তাদের নিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পুত্রীতে আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সকল প্রাণের অন্তরে ছিল প্রস্তুতিত উৎসাহ, ক্রোধ, ক্রন্দন ও অত্যন্ত পক্ষসমূহের সৌরভে সুসজ্জিত এবং ক্রন্দনরত পক্ষী কুলে পূর্ণ স্বাস্থ্য মূল। সর্বশক্তিমান ভগবান সেই সকল হৃদে ও বিভিন্ন নদীতে প্রবেশ করে জলক্রীড়া উপভোগ করতেন এবং তাঁর পতীরা স্বয়ং তাঁকে আলিঙ্গন করতেন, তখন তাঁর যেহ তাদের স্তনের কুঞ্জে দ্বারা লিপ্ত হত। পক্ষবর্গের স্বয়ং আনন্দের সঙ্গে সুন্দর, পবন ও আনন্দ বাদ্য সহ তাঁর স্তবগমন করত এবং সূত, মগধ ও বসি নামক পেশাদার কবিরাজগণ বীণা বাদন সহ তাঁর উৎসাহে কবিতা আবৃত্তি করত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পতীদের সঙ্গে জলে ক্রীড়া করতেন। হ্রসতে হাসতে তাঁর রাণীরা নিচকারি দিয়ে তাঁর গায়ে জল সিক্ত করতেন এবং তিনিও তাদের প্রতি প্রতিসিক্ত করতেন। বৃক্ষরাজ ফেভারে বাকীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেইভাবে তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন। রাণীদের দিক বসনের অভ্যন্তর থেকে তাঁদের উত্ত ও জন স্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁরা স্বয়ং তাঁদের প্রিয়তমকে জল সিক্ত করতেন, তাঁদের বৃহৎ কবরীতে আবদ্ধ ফুলগুলি স্নিগ্ধ হত এবং তাঁর নিচকারিটি অপরূপের জন্য তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলে তাঁর স্পর্শে তাঁদের কান্ডার বর্ধিত হওয়ায় তাঁদের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হত। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা বীণাধার সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুলমালা তাঁদের স্তনের কুঞ্জে লিপ্ত হয়ে উঠত এবং তাঁর কুলমালা ক্রীড়াভিনিয়োগ হেতু আনন্দিত হয়ে পড়ত। ইতিরাজ যেমন তাঁর হস্তিনী দংশন সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে, তেমনিভাবে

শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর যুগতী পতীদের প্রতি জল সিক্ত করে এবং তাঁরাও শ্রীভগবানের দিকে জলসিক্ত করে আনন্দ উপভোগ করতেন। পরে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পতীরা তাঁদের জলক্রীড়া কালীন পরিবেশে অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ খান করে শু বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দ্বারা জীর্ণিকা নির্বাহ করেন, সেইসব নদী ও নদীসে প্রদান করতেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাণীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে তাঁর ইশারা, স্বপ্নাঙ্গন, দৃষ্টিগাত এবং হাস্য পরিহাসযুক্ত ক্রীড়া ও আলিঙ্গনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে তাঁদের চিত্তকে মোহিত করতেন। কুলপতিত্ব রাণীরা জর্জরিতুল্য হস্তবুদ্ধি হয়ে যেতেন। তখন, তাঁদের পক্ষশোচন প্রভুকে চিত্ত করত করত তাঁর উদ্যতের মধ্যে কথা বলতেন: “আমি তাঁদের সেই সকল কথা বর্ণনা করছি, দ্বারা করে প্রবণ করুন।”

রাণীরা বললেন—“হে কুবেরী গাণি, তুমি বিলাপ করছ। এখন রাতিকাল এবং পৃথিবীর কোমল এক গুণ স্থানে ভগবান নিদ্রা যাচ্ছেন। কিন্তু হে সখি, নিদ্রার অন্তর্গত হয়ে তুমি জেগে আছ। কমলনয়ন ভগবানের উদার, শীতল হাস্যযুক্ত দৃষ্টিগাতের দ্বারা আমাদের মধ্যে, তোমার ফলও কি বিদ্ধ হয়েছে? পৃথিবী চক্রাঙ্গী, তোমার চোখ বন্ধ করার পরও তুমি সারা রাত্রি ধরে তোমার অদর্শিত পতির জন্য কলশভাবে ক্রন্দন করছ। অথবা এটা কি ঠিক যে তুমি আমাদের মধ্যে অসুখের দাবী হয়েছে এবং তাঁর পাদ-স্পর্শে অন্য মূল মলাকে তোমার খোঁপায় পরিধান করার জন্য লালায়িত হয়েছে? হে সাগর, তুমি সর্বদা রাগে না ঘুমিয়ে ফর্জন করছ। তুমি কি অমিষ্টায় ভুগছ? অথবা আমাদের সঙ্গে, মুকুল তোমারও চিত্ত সকল অপহরণ করেছে কি এবং তুমি তাদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নিরাশ কি? হে চন্দ্র, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আক্রান্ত হয়ে তুমি এতটাই কীর্ণ হয়েছে যে, তোমার কিরণ দ্বারা অন্ধকার দূর করতে পারছ না। অথবা আমাদের মধ্যে কোন এক সময় তোমার প্রতি মুকুলকৃত উৎসাহজনক সম্বন্ধসমূহ তুমি স্তব্ধ করতে পারছ না বলে আমাদের কাছে তুমি স্তব্ধবাক রূপে প্রতীয়মান হচ্ছ কি? হে মলয় পর্বত, তোমাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কি এমন করেছি যে, গোবিন্দের কটাক্ষ দৃষ্টিগাত দ্বারা ইতিমধ্যে কিসীপ আমাদের হৃদয়ে

কি কামকে প্রেরণ করছ? হে শ্রীমদ্র মেঘ, তুমি নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণ চিত্তধারী বাসব প্রধানের অতি প্রিয়। আমাদের মধ্যে তুমি প্রেম দ্বারা তাঁর প্রতি আবদ্ধ হয়ে তাঁকে স্তব্ধ করছ। তোমার হৃদয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত উৎকর্ষের পীড়িত এবং পুনঃ পুনঃ তাঁকে স্তব্ধ করতে করতে তুমি অশ্রুধারা বর্ষণ করছ। কৃষ্ণ সন্ন এমনিই পূর্ণ হয়ে আসে। হে মধুর কষ্টী জেতিকা, মুক্তস্বরীণী হয়ে তুমি সেই একই শব্দ ধ্বনিত করছ যা আমরা একসময় পরম রমণীয় বক্তা, আমাদের প্রিয়তমের কাছে থেকে প্রবণ করেছিলাম। দয় করে বল, তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা আমি কি করতে পারি। হে উদার পর্বত, তুমি শচলও নও এবং কখনও কখনও না। তুমি নিশ্চয়ই মহান ওজস্বীর্ণ কিছু বিষয়ে পতীরত্নাব চিত্ত করছ। অথবা, তুমি কি আমাদের মধ্যে বসুন্দের প্রিয় পুত্রের পানবর তোমার স্তনে ধারণ করতে আসক্ত করছ? হে সত্যসত্তী নদীগাণ, তোমাদের হৃদ এমনি পূর্ণ হয়েছে। হ্যাঁ, তোমরা জল স্নানরূপে কুল হয়েছে এবং তোমাদের পুত্রের সম্পদ অদৃশ্য হয়েছে। তা হলে কি তোমরা আমাদেরই মতো, যে আমরা আমাদের হৃদয় প্রবক্ষ্যাকাব্যী, মধুপতি, আমাদের প্রিয়তম বর্মীর প্রেমায় দৃষ্টিগাতের অভাবে কুল হয়ে আছি? হে হৃদয়, কান্ডম। এখানে উপদেশন কর এবং কিছু দূষ পান কর। পূর বংশজ আমাদের প্রিয়তমের কিছু সংবাদ প্রদান কর। আমরা জানি তুমি তাঁর দূত। সেই অদৃশ্য ইন্দর ডাল আছেন জে এবং আমাদের সেই অবিশ্রুত সখা দীর্ঘদিন পূর্বে আমাদের বলা তাঁর কথামূলি এখনও স্তব্ধ করেন কি? আমরা কেন তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর পূজা করব? ওহে কুল প্রভুর সেকক, যাও, লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত তাঁকে এখানে এসে আমাদের আকাক্ষ্য পূজা করতে বল। লক্ষ্মীদেবীই কি তাঁর প্রতি একমিষ্টচিত্ত একমাত্র রমণী।”

শ্রীল ওজসেব গোবাহী বললেন—“এইভাবে গোপেশ্বরজ্ঞের শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেমময়ী ডাব দ্বারা আকর্ষণ করে এবং কথা বলে তাঁর প্রিয়তমা পতীর জীবনের পরম পতি লাভ হয়েছিলেন। অসংখ্য সঙ্গীত অসংখ্যভাবে শ্রীভগবানকে স্তুতি করেছেন, যার কথা প্রবণ করা আমাদের সকল রমণীদের হৃদয় কলপূর্বক আকর্ষিত হয়। তাহলে

যে রমণীরা তাঁকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করেন তাদের আর কি কথা? যে সকল রমণীরা শুধু পরহাস্যরূপে প্রেমের সঙ্গে সেই অগদ্যওরকে উপবক্তারূপে সেবা করেছেন, তাদের সেই পরম ভগবতীর বর্ণনা করা কারও পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তাঁকে তাঁরা স্বামীজ্ঞানে তাঁর পক্ষায় বর্ণনের মধ্যে অগ্রসর সেবা করেছিলেন। এভাবে বেলে উদ্বেষিত কর্তৃকের সূত্রসমূহ পর্বদেখন করে সাধু ভক্তদের পতি শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধাবে কেউ পূর্বে অবস্থান করেনও ধর্মের উপদেশসমূহ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সংস্কার কার্য অর্জন করতে পারে, তা কখনো প্রদর্শন করেছেন। ধর্মিক পূর্বে জীবনের পরম মান পূর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ বোল হাজার এক পতামিক পতীকে প্রতিশালন করেছিলেন। এই সকল বৃত্তসদৃশ রমণীদের মধ্যে কনিষ্ঠী প্রমুখ আছেন ছিলেন প্রধান। হে রাজকন, আমি ইতিপূর্বে তাঁর পুত্রগণসহ পর্যায়ক্রমে তাদের বর্ণনা প্রদান করেছি। যার প্রত্যেক কখনও স্বার্থ হয় না সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু পতীর প্রত্যেকের গর্ভে বশটি করে পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এইসকল পুত্রগণের মধ্যে সকলেই ছিলেন অনন্ত দিক্‌মের অধিকারী, তার মধ্যে আঠারোজন ছিলেন মহার্কির্জিগী মহাপ্রভু। একই আমার কাছ থেকে তাঁদের নাম প্রবণ করুন। তাঁরা হলেন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বীতমাস, ভল্লু, শ্যাম, মধু, বৃহৎসল, চিত্রভদ্র, বৃক, অরুণ, পুঙ্কর, বেদভদ্র, ক্রতমেধ, মুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরাগ, কবি ও ন্যাত্রাণ।”

“হে রাজকন, মধুবিধ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কনিষ্ঠীর পুত্র প্রদ্যুম্ন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো। মহাভোক্তা প্রদ্যুম্ন কনিষ্ঠ কন্যাকে (কলকতী) বিবাহ করেছিলেন, যিনি লল সহস্র হস্তীর ন্যায় কলশালী অনিরুদ্ধের জন্মদান করেন। কনিষ্ঠ দৌহিত্র অনিরুদ্ধ কনিষ্ঠ পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর থেকে বজ্রের জন্ম হল, যিনি বদুগের পদা যুদ্ধের পর জীবিত অজ কতকজনের মধ্যে একজন ছিলেন। বজ্র থেকে প্রতিবাহুর জন্ম হয়েছিল, যার পুত্র ছিলেন সুবাহ। সুবাহর পুত্র শান্তসেন, যার থেকে শতসেনের জন্ম হয়েছিল। এই কুলে কোন হরিদ্র বা অজ সন্তানযুক্ত, স্বভাব্য, দুর্বল এবং হৃৎকণ্ঠ সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন এমন কেউই জন্মগ্রহণ করেন নি।”

যদুবংশের প্রতি অভিলাষ

শ্রীল শুকদেব ভেৎসারী বললেন—“যাদবংশ পরিবৃত্ত হয়ে, শ্রীধনরামের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্য বহু করেছিলেন। তাৎপরে, পৃথিবীর ভার আরও লাঘবের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের মধ্যে অকস্মাৎ যে প্রকল হিংস্র কলহের উৎপত্তি হইল, তা থেকে শ্রীভগবান কৃষ্ণকেই মহাপুরুষের অরোহণ করেন। যুদ্ধের প্রকৃতি স্বভাবের কণ্ঠি ব্যুৎক্রীড়া, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাতির ব্যবহার, শ্রীপদীর বেশ আকর্ষণ, এবং অন্যান্য মনোহর নিকৃষ্ট দুর্ব্যবহারে পাণ্ডুপুরেরা বিশেষভাবে কৃষ্ণ হয়েছিলেন ফলেই পরমেশ্বর ভগবান পাণ্ডুপুরের নিবাসিত করে তাঁর অভিলাষ কার্যকরী করতে উদ্যত হন। কৃষ্ণকেই বুদ্ধাঙ্ক উপলক্ষ্য করেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রাজারা পৃথিবীর ভার আনন্দ্যক বৃদ্ধি করতেন, তাদের সকলকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে বুদ্ধাঙ্কের মাঝে পবনপরবিবোধী শক্তিবরণ উপলব্ধি করেন, এবং শ্রীভগবান যখন সেই বুদ্ধাঙ্ক উপলক্ষ্য করে তাদের বিনাশ করতেন, তখন পৃথিবী ভারমুক্ত হন। যে সমস্ত রাজারা তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই পৃথিবীর ভারবরণ হয়ে উঠেছিল, তাদের নিশিচয় করার উদ্দেশ্যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর নিজ ব্যবসায় সুরক্ষিত কনুপকে উপযোগ করেছিলেন। তখন অগ্রমেরস্বরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিত্ত করেন, ‘অনেকে যদিও কলহে যে, এখন পৃথিবী ভারমুক্ত হয়েছে, কিন্তু দুর্ধর্ষ যাদবকুল এখনও রয়ে গেছে বলেই, আমার মতে, এখনও তা সম্পূর্ণ নিরাসন হয়নি। নিরস্তর আমার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আশ্রয়নির্ভর এবং তাঁদের বীর জৈব বৈভবমির ফলে উজ্জ্বল এই যদুবংশের সদস্যদের শরীরের কোনও শক্তি পরাভূত করতে কখনই পারবে না। তবে যদি এই বংশের মধ্যে বলহীন-বিদার সৃষ্টি করে দিই, তা হলে বীরবরের মধ্যে বীৰ্যবলির পরস্পর সংঘর্ষের ফলে যেমন আতন সৃষ্টি হয়, তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত ঠিক সেইভাবে যদুবংশ ধ্বংস করতে পারবে, এবং তখনই

আমার বথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে আর আমি নিজখানে কিয়ে যাব।”

“হে পরীক্ষিত মহারাজ, পরম নিয়ন্তা সত্যসত্ত্ব শ্রীভগবান যখন এইভাবে জনহিত করলেন, তখন তিনি কোনও এক ব্রাহ্মণসঙ্গীর অভিলাষের ফলস্বরূপ তাঁর নিজ যাদবকুল বিলুপ্ত করেছিলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। যিনি কিছু মনোরম, তা সবই তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়, এবং তাঁর অসংখ্য এমনই সূক্ষর যে, অন্য সকল বিষয় থেকে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে সব কিছুই তাঁর সৌন্দর্যের তুলনায় হতশ্রী হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্ত্যলোকে বিরাটমান ছিলেন, তখন তিনি সকল মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ কল্য কল্যে, তখন তাঁর শরীরমুখ সকল মানুষেরই মন আত্ম আকৃষ্ট হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন নর্শন করে তাঁর প্রতি তারা প্রভাবিত হইত কবড, এবং তার ফলে তাঁর অনুগামী হয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের সকল ক্রিয়াকর্মসি সমর্পণ করতে অভিলাষী হত। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্যসংখ্য তাঁর পুণ্যকীর্তি ক্রিয়াকর্ম মাধ্যমে অতি মনোরম এবং অপরিসীম বৈদিক কাব্যগাথা সৃষ্টি করে বিশ্ববিস্তৃত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বহুজীবকুল এই সকল মহাশয় শুভমাত্র জ্ঞান এবং কীর্তনের মাধ্যমেই অজন্মের আত্মকারময় পঙ্গুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই আশ্রয়নে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর অর্চনায় যখন তিনি চলে গেলেন—

মহারাজ পরীক্ষিত জানতে চেয়েছিলেন—“হে মুনিয়! ব্রাহ্মণভক্ত, বদন্ত, বৃদ্ধকন্যসমরত, কৃষ্ণগণের যাদবদের উপরও ব্রাহ্মণ্য কি কন্য সংঘটিত হয়েছিল, তা অনুগ্রহ করে কনি করুন। এই অভিলাষের উদ্দেশ্য কী ছিল? হে বিজয়, এই অভিলাষে কী বলা হয়েছিল? আর, শ্রীবনের একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যাদবরা একত্রিত হওয়া সবও কিভাবে ঐ করতেন

মহাজন সৃষ্টি হতে পেরেছিল? কৃষ্ণ করে আমাকে এই সব বিষয়ে বলুন।”

শ্রীল শুকদেব দ্বোকাশী বললেন—“শ্রীভগবান নিখিলবিশ্বের সর্বত্র কিছু সুন্দর বিষয়বস্তুর সমাবেশিত তাঁর কন্যায় সেহিহিত হইল করে পৃথিবীতে অর্চন্য প্রেষ্ঠ সূক্ষমায় ক্রিয়াকর্ম নিষ্ঠাত্রে সম্পন্ন করে যাক সবও এবং তাঁর সকল অভিলাষ পূরণ হলেও, তাঁর মাতে জবজবকালে এবং কীর্তনায় উপভোগ্য করতে থাকলেনও, শ্রীভগবান, বীর মহিমা বতঃ উজ্জ্বলিত, এবং তাঁর কর্তব্যকর্ম তখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে বিবেচনা করে তাঁর নিজবশে সংহারের সঙ্কল্প করেন।”

“নিরামিহ, অশিত, কং, দুর্ধর্ষ, ভূত, অশিত, কণ্ঠ, কামদেব, অশি এবং বর্গিষ্ট, একলা শ্রীনারায়ণি এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায়, কল্যাণী কিছু ব্রহ্মকর্মসি অনুষ্ঠান করেন, এবং এগুলির মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয় এবং পুণ্যময় অর্জন করা যায়। পরে, এগুলি কলিযুগে পাণ্ডাবি হরণ করে সার্বক জীবনধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিণত হত। ভবিষ্যৎ যথাব্যবহারে বিবিধ পান্থিক ক্রিয়াকর্ম অনুসারে যদুবংশের প্রধান বংশের তথা শ্রীকৃষ্ণের জনকের কল্যাণার্থে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুম্ভেরে গৃহে অবস্থানের পরে ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠানাদির শেষে মুনিবর্গ বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা নিগারকর্তীর্থে গমন করেন। সেই পুণ্যভূমিতে, যদুবংশের কুমার বলকো জাহকীর পুত্র সার্বক ব্রীহেলে সজ্জিত করে নিয়ে এসেছিল। সেখানে সমস্ত যজ্ঞ অধিবর্গের সামনে ক্রীড়াহলে উপস্থিত হয়ে উজ্জ্বলভাবে হলেও বালকো মুনিবর্গের পাদস্পর্শ করে কণ্ঠি কন্য সহকরে জিজ্ঞাসা করেছিল, “হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, এই সুনীলবর্ণের নর্তকী নারী আগন্তকের কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লজ্জিতা হইলেন। তিনি আসন্নসঙ্গ এবং পুত্রসন্তান লাভে বিশেষভাবে ইচ্ছুক। যেহেতু আগন্তার সকলই অথর্ষ দৃষ্টিস্পন্দ মহামুনি, তাই কৃষ্ণ করে বলুন—ইনি পুত্র বা কন্যা কী প্রসঙ্গ করতেন।”

“হে মহারাজ, এইভাবে জনময় মাধ্যমে উপহাস-ব্যাক্যে কুপিত হয়ে মুনিবর্গ বললেন, “ওরে নির্বোধেরা! এই রমণী তোমাদের জন্য একটি লোহার মুদ্রা প্রসঙ্গ করবে, আর সেটাই তোমাদের সম্পূর্ণ বংশটিকে ধ্বংস করে দেবে।” অধিবর্গের অভিলাষ তখন, কীর্তনসত্ত্ব বলকোশি চাক্ষুস্যাঙ্কি মাঝের উত্তরের আশ্রয় উদ্দেশ্যে করল, এবং ব্যভিকই তারা সেইখানে একটি লোহার মুদ্রা লেখতে গেল। যদুবংশের কুমারগণ বলল, “অবশ্য, আমরা কী করলাম? আমরা কী হতভাগ্য। আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের কী করবে?” এইভাবে বলতে বলতে কারল বিচলিত হয়ে, তারা মূলসিদ্ধি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সম্পূর্ণ জানমুখে যদুবালকের মুদ্রাটিকে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল, এবং সমস্ত যাদবদের সামনে তারা রাজা উগ্রসেনকে বলল—“কী বিনা ঘটেছিল।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, রাজকাণ্ডসীরা এখন অথর্ষ ব্রাহ্মণ্যের কথা তুলে এবং মুদ্রাটি দেখতে গেল, তখন তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং বিস্মিত হয়ে উঠল। যদুবংশের রাজা অজিত (উগ্রসেন) অগ্র সেই মুদ্রাটিকে চূর্ণ-কীর্ণ করে সমস্ত লৌহখণ্ডগুলি সমেত সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। কেনও একটি মাত্র তখন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লোহার খণ্ডটিকে প্রাস করেছিল এবং লোহার চূর্ণগুলি সমুদ্র তললে বিক্ষিপ্ত হয়ে তীরে এসে একক নামে এক প্রকাণ্ড নলবাগড়। কাঠির কোণ সৃষ্টি করল। সংস্কৃত-বীরের জালে অন্যান্য মাছের সঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে সেই মাছটি ধরা পড়েছিল। মাছটির পেটের মধ্যে সে লোহার খণ্ডটি ছিল, সেটি নিয়ে তারা নামে একজন ব্যাঘ্র তার কপের অগ্রভাগে তাঁর কলহ ছতো ছোটকিরে নিয়ে ছিল। পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত এবং তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া সবও, তিনি ব্রাহ্মণ্য নিবারণ করতে সমর্থ হলেও, কিছু করতে চাইলেন না। বতঃ, শ্রীভগবান তাঁর মহাকালকণী অভিপ্রকাশের মাধ্যমে সানন্দে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অনুমোদন করেছিলেন।”

নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, “হে কুরুক্ষেত্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্যলাভের সাপেক্ষে নিমি শ্রীনারায়ণ নিমিত্ত শ্রীযোগেন্দ্রের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত স্বাক্ষরপুত্রীতে নিমিত্তের বাণ করতেন।” হে রাজন! জড় ভগবৎ নিমিত্তের বাণ করতেন। হে জীবাণু! যুদ্ধের সঙ্গুর্ভব জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বহু জীবাণু যুদ্ধের সঙ্গুর্ভব হচ্ছে। তাই, মহান যুদ্ধের তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপও উপায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদাবলিই কেন প্রাণী আরাধনা না করে অকড়ে পারে? একটা দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের কাছে আসতে পারেন। শ্রীনারদ মুনির বাক্যবলভাবে প্রজ্ঞা-অর্জন জানিয়ে, তাঁকে সুখে উপবেশন করিয়ে, ক্রীতজ্ঞার প্রণাম নিবেদনের পর কৃষ্ণের উত্তরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে প্রভু, সন্তানদের কাছে নিত্য প্রদত্ত পুণ্যের মতো আপনি এই পরিদর্শন সকল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত। ভগবান উত্তরে বলেন, মাগধী উত্তম ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে মহা। কৃষ্ণগণকেও আপনি বিশেষরূপে সহায়তা প্রদান করেন। দেবতাদের আচরণে প্রাণীর জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়ই ঘটে থাকে, কিন্তু আপনার মতো মহাবীরের কার্যকলাপের ফলে সকল জীবেরই সুখ উৎপাদন হয়, কারণ আপনার চিত্ত অপ্রাণী জীবকেই আপনারই একাক্ষরপ্রাণ স্বীকার করেছেন মানুষ যেভাবে দেবতাদের আরাধনা করে, দেবতারাও সেইভাবে অনুগ্রহ রূপ প্রদান করে থাকেন। মানুষের দ্বারা যেভাবে, সেদ্বারাও কর্মের তারতম্য অনুসারে কৃপা করেন, কিন্তু সাধারণ বাস্তবিকই সকল ক্ষেত্রেই পতিত নীলজনের প্রতি কৃপাময় থাকেন। হে রাজন, যদিও শুদ্ধাত্ম আপনাকে দর্শন করেই আমি কৃতজ্ঞ হয়েছি, তা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে যে সকল কঠোরকর্ম আছে, সেইগুলি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। যে কোনও হর্ষাভীষ প্রজ্ঞা-বিশ্বাস সহকারে ঐ সকল বিষয়ে প্রবণ করলে সকল প্রকার ভয় হতে পরিত্রাণ লাভ করে। এই পৃথিবীতে আমার বিগত এক ভ্রমে আমি পরমেশ্বর

ভগবান শ্রীভগবানের আরাধনা করেছিলাম, কারণ তিনি একমাত্র মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তবে যেহেতু আমি একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তাই মুক্তি লাভের জন্য তাঁকে আরাধনা করতে পারিনি। ঐভাবে শ্রীভগবানের দ্বারা আমি বিজ্ঞাত হয়েছিলাম। হে পরম প্রিয় সূর্যধারী, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে আপনি সর্বদাই অচিহ্ন থাকেন। কৃপা করে সম্প্রতিভাবে আপনি আমাকে পরামর্শ প্রদান করেন যাতে নানাবিধ বিপদমূলক এবং বিবিধ প্রকার ভয়াবহ জাগতিক পরিবেশ থেকে আপনার কৃপায় আমি মুক্তি লাভ করে অন্যায়ে আপনার সন্মানে বিচ্যুত না হই।”

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—“হে রাজা, বিশেষভাবে বৃহদ্রথ কন্যার প্রণয়নি ওনে দেবর্ষি নারদ মুনি হয়েছিলেন। কারণ সেই কথোত্তর মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দিব্য গুণাবলীর কল্যাণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেইগুলির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্ন শ্রীনারদমুনির স্বরূপে এসেছিল। তাই শ্রীনারদমুনি তখন কন্যাকে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—হে সত্য প্রেমা, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের নিত্য কঠোর বিবরে আপনি বথার্থ প্রবর্তী করেছেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসেবকা নিবেদনের মূল্য এতই গভীর যে, তা অনুশীলনের ফলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গৃহ ভক্তিমূলক সেবা অনুষ্ঠান এমনই আধ্যাতিক গুণসম্পন্ন যে, ঐ ধরনের অপ্রাকৃত পারমার্থিক সেবায়ের বিরুদ্ধে শুদ্ধাত্ম ভ্রমের মাধ্যমেই, সেই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে, সেই প্রসঙ্গে মনোনিবেশের মাধ্যমে, সেই সকল ভ্রমাকর্ষী প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস সহকারে শ্রীভগবানের মাধ্যমে, কিংবা অন্যসকলের ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণের মাধ্যমে, এমন কি যারা দেবতাদের ধ্বংস করে, প্রসঙ্গের মাধ্যমে, এমন কি যারা দেবতাদের ধ্বংস করে, তাই এবং অন্য সমস্ত জীবও অচিরে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। কাজে আপনি পরমাত্মময় পুরুষোত্তম

শ্রীভগবানের কথা আমাকে শ্রবণ করিয়ে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান এমনই তত্ত্বময় কল্যাণপ্রদ যে, তাঁর প্রসন্ন যে কেউ ভ্রমণ এবং যশোবীর্ষের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে গুণাশ্রিত হয়ে ওঠে। ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মুনি মহিলা মহারা হিসেবকাল জনক এবং স্বভবপুত্রদের মাঝে যে কাথোপকাথনের প্রাচীন চর্চাভাস বর্ণন করেছেন, তা আপনি শ্রবণ করুন।”

“সারস্বত সূর্য এক পুত্রের নাম মহারাজ প্রিয়দত্ত, এক প্রিয়দত্তের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন আর্ষীন্দ্র। আর্ষীন্দ্রের পুত্র ছিলেন ন্যাকি, ন্যাকির পুত্র কবচসেন নামে পরিচিত ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান কন্যার কন্যার আশ্রয়প্রাপ্ত শ্রীভগবতদেবকে গণ্য করা হয়ে থাকে। যে সব পাত্র হর্ষসম্মত বিধিবিধিমাফি সকল জীবের মুক্তির পথ সুগম করে থাকে, সেই শাস্ত্রবিধিগুলি এই ভগবৎ প্রভাবের উদ্দেশ্যেই তিনি আবিষ্কৃত করেছিলেন। তাঁর পুত্র পুত্র ছিল, তাঁরা সকলেই বৈদিক শাস্ত্রে বথার্থ জ্ঞানবান ছিলেন। স্বভবসেনের পুত্রপুত্রের মধ্যে সর্বোচ্চ ভরত শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। ভরতের নাম কন্যার অনুসারেই এখন এই গ্রহের প্রসিদ্ধি হয়েছে ভরতবর্ষ নামে। রাজা ভরত এই জড় ভগবৎের সকল প্রকার ভোগসুখই অস্বীকার এবং অনর্থক বিবেচনা করেন। তাঁর শ্রী-পুত্র-পরিবারসহ এই সমস্তের সব কিছু পরিত্যাগ করে, তিনি কঠোর কষ্টের সহকারে ভগবানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে থাকেন এবং তিন বছরের পরে ভগবদ্ভাস প্রাপ্ত হন। স্বভবসেনের পুত্র মদনন পুত্র ভরতবর্ষের ন্যাকি বীরের অধিপতি হয়েছিলেন, এবং তাঁরা এই পৃথিবী প্রাচীর সম্পূর্ণ শাসনাধিকার চোখ করতেন। একাধী জন পুত্র ছিল রাজন হয়েছিলেন এবং বৈদিক যজ্ঞযজ্ঞের কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। স্বভবসেনের অকলিঙ্গ মনোজন পুত্র মহাপুণ্ডর, এক পরম ভক্তবিরক জ্ঞান বিভাগে ভগবৎ ছিলেন। তাঁরা দ্বিগুণ হয়ে নির্বাসনে ভ্রমণ করতেন এবং পারমার্থিক বিভাগে অর্ন্তীম সুপতিত ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল কনি, হনি, অকলিঙ্গ, ধনু, শিলায়ান, আবির্ভোজ, ক্রমিল, চরম এবং করভাজন। এই মুনিগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক সামগ্রী সমস্ত পরম

পুরুষোত্তম ভগবানেরই স্বাক্ষর-বিশ্বাস এবং নিজ সত্য থেকে তত্ত্ব উল্লেখ করে, পৃথিবী পর্যন্ত করতেন। নব যোগেন্দ্রপুত্র যুদ্ধ পুত্র ছিলেন, তাই তাঁরা অব্যাহত কোথাও আসতে না হয়ে সূর, চন্দ্র, সাধা, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, ক্রমর, মগ, মুনি, চরম, ভূতাদিগণ, বিদ্যাদর, দ্বিজ এবং পাণ্ডীনের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহলোকগুলিতে বোঝামতো পরিভ্রমণ করতেন। একটা তাঁরা ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে এই ভরতবর্ষে (পূর্বে ‘অকলিঙ্গ’ নামে পরিচিত) যে স্থানে কনিগণ মহারা নিমি বহু সম্পাদন করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হন।”

“হে রাজন, তখন সূর্যের মতো অতি তেজস্বী ঐ সকল মহাত্মগণদের দর্শন করে, হাকাক, হাকসেন, এমন কি রাজার অতিও নসন্তরে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিশেষরূপে [নিমি] জানতেন যে, ঐ ন’জন কনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্তসুখ। তাই, তাঁদের আগমনে পরম প্রীতিসহকারে তিনি তাঁদের স্বাক্ষরভাবে আসন প্রদান করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বেজনে কন্য পূজা করে থাকে, সেইভাবেই স্বাক্ষর পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের পূজা অর্চনা করলেন। মহারাজ নিমি অপ্রাকৃত দিব্য চান্দ্রে উৎসব হয়ে মতলিবে নিরাক্ষর হয়ে ঐ ন’জন মুনিকে প্রদান করতে আগ্রহী হলেন। এই ন’জন মহারা তাঁদের মেহকাতি নিয়ে পোভারমান হয়েছিলেন এবং সনকসুতার প্রভৃতি দ্বারা পুত্রদেরই মতো প্রতিভাত ছিলেন।”

বিশেষরূপে নিমি বললেন—“মধু-মানবের নিমিত্তকারী প্রখ্যাত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বাক্ষর পার্যদ্রুপে নিমিত্তই আমি আপনাদের চিন্তে পেরেছি। অকলিঙ্গ, শ্রীবিষ্ণু ওহ ভক্তগণ এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আপন স্বার্থবিন, অন্য সকল বহু জীবকুলের নিত্যই সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পবিত্র করে থাকেন। বহু জীবগণের পক্ষে মনন দেহ লাভ করা অর্ন্তীম কঠিন, এবং তা যে কোনও যুদ্ধে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে, মানব জীব লাভ করেছে যারা, তাদের পক্ষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রিতভাজন ওহ বৈকলভক্তগণের সাহচর্যও অতিশয় দুর্লভ। স্বভব, হে পূর্ণ নিলান মহাপুরুষগণ, আমি প্রদান করছি—কৃপা করে পরম মঙ্গল বিবরে আমাকে কিছু বলুন। বাস্তবিকই, কন্য এবং দৃঢ়তার এই ভগবৎের

মাঝে ফলার্ণবালের জন্যও কোন তত্ত্ব ভগবত্বের সংস্কৃত লাভ করা গেলে, যে কোনও মানুষের জীবনেই তা পবিত্রমিহি লাভ করণ অসম্ভবজনক হয়। এই সকল বিধের যথাযথভাবে প্রবণের জন্য যদি আমাদের আগন্তারা যোগ্য বিবেচনা করেন, তা হলে কৃপা করে আমাদের কলম পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবাকর্মে ক্রিভাবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে স্বধর্ম কোনও জীব উন্মোচী হয়, তখন অচিরেই শ্রীভগবান প্রীতিলাভ করেন, এবং তার বিনিময়ে নরনাগত জীবকে নিজ স্বরূপ পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন।”

শ্রীমদ্রাধ দুনি বললেন—“হে বসুসেব, যখন মহারাজ নিমি এইভাবে মন্ত্রজ্ঞান বোগোপ্তা স্ববিবর্গের কাছে ভগবত্বস্তি সেবা সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভাকর্ষণী মুনিগণ প্রীতিসহকারে রাজাকে অভিনন্দিত করলেন এবং স্বল্পে স্ববর্ণে স্বত্বসম্বলী ও স্বাঙ্গল্য স্বত্বিকগণকে কলমে লাগলেন।”

শ্রীকবি বললেন—“হে রাজন। এই জগৎ-সংসারে সোহাদি অসং বিবর্তে নিবস্তুর আত্মবুদ্ধি স্বরূপ বিব্রাতির জন্যই মানুষের কল্যাণার্থে আমি মনে করি যে, মানুষ শুধুমাত্র অচ্যুত অক্ষর পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পালনায়ের আরাধনা করলেই সর্বকাল তার জীতির কল থেকে স্বার্থ মুক্তি অর্জন করতে পারে। এই ধরনের ভগবত্বস্তি সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই সকল তার সম্পূর্ণ পূর হয়। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বে সকল পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন, তা অনুসরণ করলে অজ্ঞ জনও পরমেশ্বর ভগবানকে অনাগ্রাসে উপলব্ধি করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তাকে ভাগবত-ধর্ম অর্থাৎ, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রেমভক্তি নিবেদনে উপায় স্বরূপ স্বীকার করতে হয়।”

“হে রাজা, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতির মাধ্যমে যে-মানুষ আশ্রয় পৌছে, এই পৃথিবীতে সে কখনই তার গভাবাপথে বিভ্রান্ত হবে না। এমন কি, চোখ বন্ধ করে পথ চললেও তার কখনই পদস্থলন হবে না। বহু জীবনধারণের মাঝে নিম্ন নিম্ন বিশেষ প্রকৃতি অনুগ্রহী, মানুষ তার সেহ, ধন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা শুভ চেতনার দ্বারা বা কিছু করে,

তা সবই “ভগবান শ্রীমদ্রাধের প্রীতি সাধনের উপদেশ করছি”, এই ভাবনায় উপসর্গ করা উচিত। শ্রীভগবানের স্বহিরসা দ্বায়াবলে আশ্রয় হয়ে যখন জীব দেহাব্যবস্থিত কলে জড় জাগতিক সোহটিকে স্বরূপ সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার আগে। যখন এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ে বিমুগ্ধ হয়, তখন শ্রীভগবানের সেবকরূপে তার স্বরূপসংকট বিহীন হয়। মাতা নামে অভিহিত বিভ্রান্তির প্রভাবেরই এমন বিপর্যয়মূলক ভয়ানক পরিণতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং, বিবেকবুদ্ধিকল্পে মানুষ মাঝেই শ্রীভগবানকে আরাধনা-সেবতা এবং একটি প্রিয়তম জ্ঞানে অনন্য ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন। জড়জগতে ঐতত্ত্বাব যদিও শেষ পর্যন্ত থাকে না, তা সত্ত্বেও বহু জীব তার নিজের স্বর্গীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে সেই ঐত সত্ত্বাকেই প্রকৃত সত্য বলে মনে করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্ত্ব থেকে পৃথক বলে প্রতিপাত এই জগতটির কলমাক্রিও অভিজ্ঞতাকে স্বয়ংসর্গ এবং কালনিক অভিজ্ঞতাদির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বহু জীব যখন রাগে কোনও অবস্থিত ক্রিয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতে থাকে, কিংবা যখন সে নিরাক্ষর দেখতে থাকে যে, কোন বিবরণি সে পেতে চায় অথবা কর্তন করতে চায়, তখন সে এমন একটি স্বাভাবিক সৃষ্টি করতে থাকে, যেটি তার নিজের কলমার বাইরে একেবারেই অস্তিত্বহীন। মনের প্রবণতাই এমন যে, ইন্দ্রিয় পরিচয়িত অনুকূলে নানা বিধের প্রহস ক্রিয়ে বর্জনের চিন্তা চলতে থাকে। সুতরাং মন বাতে শ্রীকৃষ্ণবিহীন কোনও কিছু চিন্তা ভাবনা দর্শনের মোহমায়া থেকে নিরাসিত হতে পারে, বুদ্ধিমান মানুষ সেইভাবেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যখন মন এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন মানুষ যথার্থ ভয়লুপ্ততার আনন্দ আবাদন করতে পারে। হিতবুদ্ধি নির্ভীক মানুষ শ্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন এবং দেশ-জাতি স্বরূপ সমস্ত জড় জাগতিক বাসস্তি বর্জন করে যোগ্যপাশি শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্বরূপ কীর্তনে নিয়োজিত হয়ে অনাসক্ত এবং অচকলভাবে সর্বত্র বিচরণ করলেন। পবিত্র কৃষ্ণনাম সুমঙ্গলময়, কারণ বহু জীবকুলের বুদ্ধির উদ্দেশ্যে এই জগতে তিনি জগৎ-কর্ম ও বিবিধ লীলা বিলাসে যেভাবে প্রকটিত করেন, তা সবই মায় কীর্তনের মাধ্যমে বর্ণিত

করা হয়ে থাকে। এইভাবেই সারা পৃথিবীতে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন প্রচার করা হচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের কলে মানুষ ভগবৎ প্রেমের পথেরে উন্নীত হয়। তখন মানুষ ভগবত্ব হতে ভাটে, শ্রীভগবানের নিত্যসেবক রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, এবং ক্রমশ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশেষ নাম ও কণের চিন্তা অনুশীলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে তার হৃদয় হতেই প্রেমের ভাবোন্মাদে বিগলিত হতে থাকে, ততই উন্মাদের মধ্যে উচ্ছ্রাস্য ক্রিয়ে কোমল ভাবা চিন্তার করে শ্রীভগবানকে স্বরূপ করতে থাকে। কখনও বা এইভাবে বিচোর হয়ে পাগলের মতো মানুষ লোকনিকার অবিকল থেকে নৃত্যপীত করতে থাকে। ভগবত্বস্তি কোনও কিছুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন মনে করেন না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সকল প্রাণী, নিম্নমণ্ডল, বৃক্ষতৃণাদি, নদী এবং সমুদ্রাদি—বা কিছুই ভক্ত সেবতে পান, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব-প্রকাশ বলেই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে সৃষ্টির মাঝে বা কিছু বিদ্যমান তা লক্ষ্য করে সেগুলিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীররূপে স্বীকার করে, শ্রীভগবানের সমগ্র শরীর প্রকাশকে তার অন্তরের ভক্তিকর নিবেদন করেই ভগবত্বস্তির কর্তব্য। ভোজনকারী মানুষের প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গেই যেমন তুষ্টি, উদবৃন্দন এবং কৃষ্ণনিবৃত্তি একই সাথে সমন্বিত হতে থাকে, তেমনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপগত মানুষও ভগবৎ-ভজনার সময়ে একই সঙ্গে প্রেমলাবন্যবৃত্ত ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির স্মৃতি এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট বিবরণি থেকে বিধর বৈরাগ্যের ভাব উপলব্ধি করতে থাকে। যে রাজক, পরমেশ্বর অচ্যুত অক্ষর শ্রীভগবানের চরকমল যে ভক্ত নিজ প্রয়াসে আরাধনা করতে থাকে, তার কলেই তিনি নিরন্তর ভক্তিতাব, অনাসক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানের শুভজন অর্জন করেন। এইভাবে ভজনশীল ভগবত্বস্তি পরম নিত্য শান্তি লাভ করতে পারেন।”

মহারাজ নিমি বললেন—“পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের সম্পর্কে বিশদভাবে এখন আমাদের কৃপা করে সব বলুন। ক্রিভাবে আমি উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি, সেই

সকল স্বাভাবিক লক্ষণাদি বিষয়ে আমাদের বলুন। বৈকুণ্ঠগণের বিশেষ ধরনের ধর্মচরণাদি কি প্রকার হয় এবং তিনি ক্রিভাবে যাকাল্যাপন করে থাকেন? বিশেষত, সবর পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে ক্রিভাবে বৈকুণ্ঠেরা প্রিয়জন হয়ে ওঠেন, সেই লক্ষণাদি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের কলম করুন।”

শ্রীহবি দুনি বললেন—“প্রতি উত্তম শ্রেণীর ভক্ত সকল বক্তর মধ্যেই সকল আচার পরমোদ্যমকল পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গবস্থান স্বর্গন করতে থাকেন। তবে কলে, তিনি সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কবৃত্ত বলে বিচার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, বা কিছু স্বর্গময়, সবই শ্রীভগবানেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে। যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে থাকেন, সকল ভগবত্বস্তির প্রতি মৈত্রিভরণ হয়, নিরীহ প্রকৃতির অজ্ঞজনকে কৃপা প্রদর্শন করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিধেবী সকলকে উপলব্ধি করেন, তাঁকে মধ্যম অধিকারী ভাগবত ব্যক্তিরূপে মধ্যম ভাবা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্ত বলা হয়ে থাকে। যে ভক্ত প্রজ্ঞা সহকারে মনিয়ে শ্রীমদ্রাধগ্রন্থের পূজার নিয়ন্ত্রিত থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী কিংবা জনসাধারণের প্রতি যথাযথ আচরণ করেন না, তাঁকে প্রাকৃত ভক্ত ভাবা নিম্নাধিকারী বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেও, যিনি এই সমগ্র জগতটিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়শক্তির অভিপ্রকাশরূপে স্বর্গন করে থাকেন, তিনি কোনও কিছুতেই তেব বা স্বর্গবৃত্ত হন না। তিনি অকণাই ভক্ত সমাজে উত্তম ভাগবত ব্যক্তি। জড় ভগবতের মাঝে মানুষের সেহ নিতাই জগৎ এবং ভরাব্যাধির নিরাময়ীন হয়ে চলে। তেমনিই, প্রাণশক্তিও কৃপা ও কৃষ্ণার বিস্তৃত হয়, মন নিরন্তর উদ্বিগ্ন হয়, মূলত বিবরণি অর্জনে বুদ্ধি আকলঙ্ক গোচর করতে থাকে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি জড় প্রকৃতির মাঝে অবিরাম সন্তোষের মধ্যে নিহে অবশেষে হতোদয় হয়ে পড়ে। যে মানুষ জড়জাগতিক অভিভেদে অসিদ্ধার্থ সুখকটে বিভ্রান্ত না হয়, এবং শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বীচরণকমল স্বরূপের মাধ্যমে ঐ সবকিছু থেকে নিম্পূহ থাকে, তাকেই ভাগবতপ্রাণ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভগবত্বস্তি বলে মান্য করা উচিত। যিনি

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি জড়জাগতিক কামনা-বাসনাদির উপর নির্ভরশীল সন্তানপ্রকার ফলাশ্রমী ক্রিয়াকর্মের প্রবলতা থেকে মুক্ত থাকেন। বস্তুত, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকেও মুক্তিলাভ করে থাকেন। বৈদ্যুতিক্তিত্তিক কীর্তনগান, সামাজিক মান-মর্যাদা এবং অর্থ লাভের কোনও পরিকল্পনাও তাঁর মনে জাগে না। তাই, তাঁকে ভাগবতোক্ত, অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সত্যাপ্ত পরিকরণগোষ্ঠীতে শুভজন্য এবং পবিত্র শুদ্ধ ধর্মোচ্চারণের কালে মানুষের মনে অবশ্যই গর্ববোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনই যদি করণ পিতা-মাতা বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অসীম উচ্চত্বের সন্ধানিত ব্যক্তিকর্ষ হওয়ার কালে সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে থাকে, তা হলে তার পক্ষে বিশেষ অক্লান্তিকর্ম সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের বিশেষ জড়জাগতিক বৈশিষ্ট্য থাকলে সত্ত্বেও যদি কেউ বিন্দুমাত্রও অহমিকা বোধ না করে, তা হলে তাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম প্রীতিভাজন রূপে বলা করতে হবে। যে সমস্ত স্বার্থচিন্তার মাধ্যমে মানুষ মনে করে “এটা আমার সম্পত্তি, আর ওটা তার”, সেই সমস্ত ভাবনা বন্ধন কোনও ভগবদ্ভক্ত বর্জন করেন, এবং বন্ধন তিনি তাঁর নিজের পার্থিব দেহটির সুখ-খাজ্ঞা-আনন্দ বিধানের ব্যাপারে আর আশ্রয়ী হন না কিংবা অন্যেরও অস্বাস্থ্যের বিষয়ে বিমুখ থাকেন না, তখন তিনি পরিপূর্ণ পার্শ্বিকর এবং সুখময় হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অবিরোধ্য বিভিন্নরূপে অন্য সকল জীবেরই সমান মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন। এমনই চূর্ণিময় বৈকল্যকে ভগবদ্ভক্তির পরম উৎকর্ষভার নিবর্শন বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পরম পুরুষোত্তম

ভগবানকে নিজেরই কীর্ত্যজ্ঞানরূপ ধরন করে ব্রহ্মা এবং শিব প্রমুখ মহান দেবতাসহ সেই পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল অভিলাস করে থাকেন। সেই চরণকমল যেমনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কোনও অন্তর্যায় কখনই বিস্মৃত হতে পারে না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অধিকার এবং উপভোগের আশীর্বাদ লাভেরও বিনিময়ে কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলসম্মত ত্যাগ করবে না। তেমন ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে গণ্য হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁর হৃদয়মাঝে জড় জাগতিক সন্তাপ বস্ত্রা থাকতে পারে কেমন করে? শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অগণিত মহাবিক্রমপূর্ণ কার্য সমাধা করেছেন, এবং তাঁর শ্রীচরণের সুন্দর নখগুলি মহার্ঘ্য মণিরূপে। এই নখত্র থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সূর্যতল চক্রালোকেরই মতো, তত্বভক্তের হৃদয়-সন্তাপ অচিরেই দূর করে, যেমন চক্রেয় সূর্যতল কিরণে সূর্যের প্রচণ্ড তাপবস্ত্রা প্রশমিত হয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান বহু জীবগণের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের মাধ্যমে যদি তাঁকে অনিচ্ছায় কিংবা অনবধানের আশ্রয় দান হয়, তা হলে তাদের অন্তরের অগণিত পাপময় কর্মকল কিনাশে তিনি উদ্যোগী হন। সুতরাং, যখনই কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলসম্মত স্বীকার করেন এবং স্বার্থ প্রেমভক্তিসহকারে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন, তখন পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই তেমন ভক্তজনের হৃদয়দ্বারান পরিভ্রাণ করে চলে যেতে পারেন না। এইভাবে অন্যায়সে যিনি তাঁর হৃদয়মাঝে পরমেশ্বর ভগবানকে ধারণ করে রেখেছেন, তাঁকেই ভাগবতপ্রকান, তথা শ্রীভগবানের মহত্তম ভক্তরূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে।”

তৃতীয় অধ্যায়

মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ

নিমিরাঙ্ক বললেন—“প্রবল মায়াশক্তির অধিকারী যোগীদেরও বিভ্রান্ত করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সে মায়া, সেই বিষয়ে এখন আমরা কিছু জান লাভ করতে অভিলারী হয়েছি। হে মুনিবর্ষ, সেই বিষয়ে আমাদের কৃপা করে কিছু বলুন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা বিষয়ে আপনার অমৃতবানী আমি যদিও পান করছি, তবু আমার তৃষ্ণা এখনও তৃপ্তিলাভ করেনি। শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলী সম্পর্কিত এই ধরনের অমৃতময় বিবরণী আমার মতো যারা জড়জাগতিক সৃষ্টির ত্রৈলোক্যজনিত দুঃখ-দুর্দশার স্বর্জিত, সেই সকল বহু জীবদের হৃদয় ঐহিকি বরন।”

শ্রীঅঙ্গীক বললেন—“হে মহাবংশধারী রাজা, পার্শ্ব উপাদায়গুলিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে, সকল সৃষ্টির পরমাঙ্গ সমস্ত জীবকে উচ্চ এবং নীচ প্রজন্মগুলিতে প্রেরণ করেছেন, যাতে এই বহু জীবগণ তাদের অভিলাস অনুসারে ইন্দ্রিয় উপভোগ অথবা পরম মুক্তিলাভের অনুশীলন করতে পারে। এইভাবে সৃষ্ট জীবের পার্শ্ব শরীরগুলির মধ্যে পরমাঙ্গ প্রবেশ করেন, তাতে মন এবং ইন্দ্রিয় সক্রিয় করেন, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের জন্য জড়জাগতিক প্রকৃতি ব্রহ্মিণ গুণবৈশিষ্ট্যের প্রতি বহু জীবকে অগ্রসর হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে থাকেন। পরমাঙ্গের দ্বারা উজ্জীবিত পার্শ্ব ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পার্শ্ব শরীরের প্রভু হয়ে জীব ভক্ত প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়-উপভোগ বস্তুগুলি ভোগ করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকৃতির সৃষ্ট পার্শ্ব শরীরটিকে সে জন্মবহিত নিজ ‘কাল’ দাপ্তি বোধ করে এবং শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কবলে আবদ্ধ হয়ে থাকে। উত্তরোত্তর পার্শ্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার কলবর্তী হয়ে, শরীরধারী জীব নানা ধরনের ফলাশ্রমী কাজকর্মে তার সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলি নিয়োজিত করে, তখন সে সুখ এবং দুঃখ ভোগে বা বেদনায়, তেমন অনুভূতি নিয়ে সারা জগতে বিচরণ করতে করতে তার পার্শ্বিক ক্রিয়াকর্মের ফল ভোগ করতে থাকে। এইভাবেই

বহু জীব বাত্রে বাত্রে জন্ম একা নৃত্যর অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য হয়। তার নিকটেই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সে বাধ্য হয়ে এক অন্তত পরিস্থিতি থেকে অন্য এক অন্তত পরিবেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে থাকে—সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে বিধ প্রলয়ের সময় পর্যন্ত দুর্দশা ভোগ সে করতেই থাকে। পার্শ্ব উপাদায়গুলির ভিন্ন সন্ধান হয়, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর জনাদি কল্ল মহাত্মাদের গর্ভে সর্বপ্রকার অভিব্যক্ত সৃষ্টি রূপই স্থূল এবং সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাদিসহ আকৃষ্ট করে থাকেন এবং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হয়ে যায়। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীতে একলগবৈষ্ণবী অমৃত্যুর প্রকোপ হয়। একলগ বর্ষ সূর্যের তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তার অগ্নির তাপে দ্রিষ্টকন দহ হতে শুরু করে। পাতাল লোক থেকে শুরু করে, সেই আগুন ভগবান শ্রীসদ্বর্গের দ্বাৰা থেকে উদগীরণ হতে থাকে। উৎকর্ষবী সেই আশ্রয়শা প্রবলবেগে বায়ুতাক্ত হয়ে সর্বদিকে দহ প্রবাহ বিস্তার করতে থাকে। সর্বত্রক নামে প্রলয়কর মেঘরাশি একলগ বর্ষবায়ু বৃষ্টি ধাবা বর্ষণ করতে থাকে। হৃতির তড়ের মধ্যে সূর্য এক-একটি বৃষ্টিবিন্দু ভয়বহ প্রকল ধারায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলময় হয়ে যায়।”

“হে নিমিরাঙ্ক, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপের জড়ব্রহ্মা শ্রীকোজ ব্রহ্ম তাঁর ব্রহ্মাকল্পী শরীর ত্যাগ করেন, এবং আগুনের ইন্ধন নিশেষিত হওয়ার ফলে যেমন হয়, সেইভাবেই তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত ‘প্রধান’ প্রকৃতির মাঝে অনুপ্রবেশ করে থাকেন। বায়ুর দ্বারা জ্বিতের সুগন্ধি গুণ অপহৃত হলে, তা জলে পরিণত হয়, এবং সেই বায়ুর দ্বারা জলের রসায়ন অপহৃত হলে, তা অগ্নিতে পরিণত হয়; অকালের দ্বারা অগ্নির স্বরূপ অপহৃত হলে তা বায়ুতে পরিণত হয়। মহাপ্রলয়ের প্রভাবে বায়ু তখন তার স্পর্শবৃত্তি হারিয়ে ফেলে, তখন তা মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়ে যায়। যখন মহাপ্রলয়ের স্বার্থ গুণাত্মী পরমাঙ্গ

অপহরণ করে নেন, তখন মহাকাশের প্রভাবে সেই মহাশূন্য তামস অহঙ্কারে পরিণত হয়।”

“হে মহাবাজ, তোমাদের প্রভাবে উৎপন্ন মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে সকল প্রকার পার্থক্য অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিলীন হয়ে যায়, এবং দেহভ্রমের সঙ্গে মনও সঙ্গতশের মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে সমগ্র মিথ্য অহম্ বোধ তার সামন্ত বৈশিষ্ট্যাদি সমেত মহৎ-অক্ষর মাঝে বিলুপ্ত হয়। এখন আমি পবন পুরুষোত্তম ক্রীড়নবাসনেয় সাদৃশ্যতির বর্ণনা করছি। জড় প্রকৃতির ক্রিয় প্রকার গুণ সমন্বিত হবার এই প্রকার প্রদর্শন ক্রীড়নবাসনের ঘরাই তাঁর জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় লীলা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তেজোবাস্পর কথা হয়ে থাকে। এখন, আপনি আগ্রহে বেশি কী গুনতে অভিলাষ করেন?”

নিম্নোক্ত কলমে—“হে মহর্ষি, যারা জ্ঞানসংকল্পে
ময়, হৃদয়ের পক্ষে সর্বদাই অনতিক্রম্য পরমেশ্বর ভক্তদের
হে সত্যজ্ঞান, তা কিতাবে কোনও নির্বোধ জড়বাদী
মানুষও অন্যথাসে অতিক্রম করতে পারে, কৃপা করে তা
কলন।”

শীতলবুদ্ধ বললেন—“মানুষের সমাজে নারী ও পুরুষদের কৃত্রিম অনুভবেই বহু জীবগণ ত্রিযুগ সম্পর্কে আশঙ্ক হতে থাকে। তাই তারা অনবরতই জাগতিক প্রাচীরের অধ্যক্ষে তাদের দুঃখ-অশান্তি বৃদ্ধ করতে চায় এবং তাদের সুখ অসুস্থ করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, অনিবার্যভাবেই তারা ঠিক বিপরীত ফলই লাভ করে থাকে। পক্ষান্তরে, অনিবার্য কারণেই তাদের সুখ অস্বহিষ্ট হয়, এবং তারা যতই কড় হতে থাকে, ততই তাদের জাগতিক অস্বস্তি বেড়ে চলে। জনসম্মান নিত্য দুঃখের কারণ, সেই সম্পদ আহরণ করা খুব কঠিন, এবং তা আশঙ্কিতাম খটায়। মানুষ তার জনসম্মান থেকে কী সুখ বস্বার্থভাবে পায়? তেমনই, মানুষ তার কষ্টোপার্জিত অর্থ দিয়ে যে সমস্ত ঘরবাড়ি, সজ্জাদি, আর্কট-বস্ত্র এবং গৃহপালিত পশুপাখিদের প্রতিপালন করে, তা থেকে তেমন করে উন্নত উত্থা চিত্তবাহী সুখ ভোগ করতে পারে? স্বাস্থ্য-ক্লিয়াকর্মণির তলে পরজন্মে কেউ যদি স্বর্গলাভও করে, তবুও সেখানে চিরন্তন দুঃখান্বিত সে পেতে পারে না।

এমনকি স্বর্গলোকেও যে সকল জীব বাস করে, তাদের
কল্যাণকর বস্তু বিদ্যোত্তর মাঝে এবং বারইনের প্রতি স্বর্গীয়
পরিণামে বিচলিত বোধ করে আর যেহেতু তাদের
পুণ্যফল কম হতে থাকে, তখন স্বর্গবাসের সুযোগ হ্রাস
পায় এবং তার ফলে স্বর্গবাসীরা তাদের স্বর্গীয় জীবন
থানায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।
তাই সাধারণ ন্যায়িকদের কাছে প্রশংসিত রাজাদের
মতোই তারা নিজ পত্রস্বত্বপন্ন রাজাদের কাছে নিপুণীত
হয় এবং তখন ফলে তারা কখনই শান্তি পায় না।”

“সুতরাং স্বার্থ সুবিশিষ্ট এবং কল্যাণ আহরণে পরমপ্রীতি যে কোনও মানুষকেই সন্তুষ্কর করার অশ্বিনী গ্রহণ করতে হবে এবং শীতপ্রহরের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেশন করা প্রয়োজন।” সন্তুষ্কর কোষাঙ্গ হল এই যে, গভীরভাবে অনুশানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাধি-
নিষ্ঠাভাবী উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যারা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই স্বার্থ পাবমার্গিক সন্তুষ্করণে বিবেচনা করা উচিত। পারমার্থিক সন্তুষ্কৃত আগম জীবনের পরম আশ্রয় এবং অস্বাধ্য শ্রীশিখর বরুণ স্বীকার করার মাধ্যমে, তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতি প্রক্রিয়ামি শিক্ষা লাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি সকল জীবাত্মার পরমাত্মরূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে নিজেকে বিকলিত করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। অতএব, কোনও রকম হুলচাতুর্য বর্জন করে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে পাবমার্গিক সন্তুষ্কর কাছ থেকে পদ্ধতি প্রক্রিয়ামি শিক্ষালাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য এবং সেইভাবে নিষ্ঠাভরে পরম আনুকূল্য সহকারে ভগবদ্ভক্তি সেবা চর্চা করলে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতি লাভ করেন এবং তখন তিনি নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে থাকা সেন। নিষ্ঠাবান শিষ্য সমস্ত পৃথিবী বিষয় থেকে মুক্ত-সংকোপ ছিন্ন করতে অশ্বিনীই শিষ্যে এবং তব পারমার্থিক ওরুচব আর অনান্য ওচ্ছ্রাবাপন্ন ভক্তদের সর অনুশীলন করতে দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট হবে। তার চেয়ে নিরন্তর স্বর্বাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি ডাকে ভগবান হতে

হবে, সম্মানার্থসম্পন্ন সকলের প্রতি সম্যক পদে তুলিতে হবে এবং উচ্চতর পারমার্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি কিংবা সেবা মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। এইভাবেই সকল জীবের সঙ্গে ওষাৎস্বভাবে আচরণ করতে ফল পেয়া উচিত। পারমার্থিক গুরু সেবার উদ্দেশ্যে নিত্যকে অবশ্যই লীভ তাপ, সুখ-দুঃখের মতো ভাগতিক বিধা-বন্দের পরিবেশের মাঝে শুষ্কতা, তপস্কার্য, ধৈর্য-তিড়িঙ্গা, কেম অধ্যয়ন, সজ্ঞতা, প্রাকচর্ষ, অধিসায়, এবং সমস্তান চর্চা করতে হবে। নিজেকে নিত্যস্বরূপ বিশিষ্ট ছিন্নর আকাঙ্ক্ষণে বিরক্তনা করে সর্বদা চিন্তার মাধ্যমে এবং পরম পুকবোধায় অভিব্যক্তির দাবিদানের অবিদ্রব্যনিত নিয়ন্ত্রণরূপ স্বীকার করে ব্যানযয় হওয়ার অনুশীলন করা উচিত। ধ্যানচর্চা, বুদ্ধির উদ্দেশ্যে, নির্জন স্থানে বসবাস করা উচিত এবং নিজগৃহ তথা গৃহস্থালীর ক্লান্তাকর্মে অনাবলাক আসক্তি বর্জন করতে হবে। অনন্ত অস্বাতী পার্থিব শরীরটিকে সামঞ্জস্যপায়ে ডুবিত করা পরিভ্যাগ করে, মানুষের উচিত জনশূন্য স্থান থেকে পরিভ্যক্ত স্বল্পতথ এনে তাই দিয়েই নিজের শরীর আক্রমণ করা কিংবা পাচ্ছে খল বিবে দেহ অক্ষত রাখা। এইভাবেই যে কোনও পার্থিব অবস্থার মাঝে সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষা লাভ করা মানুষের উচিত।”

শ্রীভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষ সকল প্রকার
 পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যান, তপস্যা এবং ব্রত-প্রার্থনায় সম্মতি
 নিবেদন করবে। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম
 শ্রীভগবানেরই শুদ্ধাত্ম হৃদয় প্রচারণার জন্য হৃদয়
 মনুষ্য উচ্চারণ করবে। তার মনুষ্যের সমস্ত কর্মচারণ
 সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য
 সাধন করবে। মানুষ যা কিছু সুখের কিংবা উপভোগ
 মনে করবে, তা অবশ্যই স্মৃতিবিমল পুরুষোত্তম
 ভগবানকে নিবেদন করবে, এবং পরম পুরুষোত্তম
 শ্রীভগবানের পাদপাশে এমনকি তার স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সম্পদ
 এবং প্রাণবাতুও সমর্পণ করে চলবে। তিনি তার চরম
 স্বার্থ সিদ্ধি করতে অভিসারী, তাঁকে অবশ্যই এমন
 অনুভবের সাথে সত্যতা পড়ে তুলতে হবে, যে সব মানুষ
 শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের জীবনের প্রভু রূপে স্বীকার করেছেন।
 অত্যাচার ও অন্যায়কে সকল জীবের প্রতি সেবার মনোভাব
 গড়ে তুলতে হবে। নিষেধ করে কাজা গ্রহণ জীবন লাভ
 করেছে আর জ্ঞানেরও মধ্যে তার ধর্মচরণের নীতি গ্রহণ
 করেছে, তাদের বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে
 প্রসারী হওয়া মানুষমাত্রেরই উচিত। ধার্মিক মানুষদের
 মধ্যেও বিশেষত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
 গুণভক্তদের প্রতি সেবা নিবেদন করা প্রত্যেক মানুষেরই
 উচিত। শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে
 গুণভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে কিতবে জ্ঞানের সমাগত
 করতে হত, তা মানুষ মাত্রেরই সেবা উচিত। এই
 ধর্মের সমাগত প্রক্রিয়া বিশেষভাবে গুরুত্ব সৃষ্টি করতে
 পারে। এইভাবে ভগবত্বত্বগণ তাঁদের মধ্যে প্রেমের
 সত্যতা গড়ে তুলতে থাকবে, তাঁরা পরস্পরিক সুখ এবং
 সন্তোষ বোধ করতে থাকেন। আর এইভাবেই
 পরস্পরকে উদ্ধৃত করার মাধ্যমে তাঁরা মুখ-মুগ্ধতার কারণ
 রূপে জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অভ্যাস বন্ধ করতে
 সক্ষম হন। ভগবত্বত্বগণ সদাসর্বদাই নিজেদের মধ্যে
 পরস্পর ভগবানের মহিমা আলোচনা করে থাকেন।
 এইভাবেই তাঁরা নিরন্তর শ্রীভগবানকে স্মরণ করেন এবং
 পরস্পরকে তাঁর গুণাবলী ও লীলামহাকাব্য শ্রবণ করিয়ে
 নেন। এইভাবেই, ভক্তিবোধ অনুশীলনের প্রতি তাঁদের
 নিষ্ঠার বলে, ভক্তগণ পরস্পর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে
 পারেন এবং তার বলে, শ্রীভগবান তাঁদের জীবন থেকে

সর্বপ্রকার অসত্য বিষয়াদি হরণ করে থাকেন। সকল প্রকার বিষয় থেকে শুদ্ধ হয়ে, তত্ত্ববুদ্ধি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন, এক এই জগতের মাঝেও, তাঁদের চিন্তা ভাবনাগত শরীরে যোমাঞ্চ প্রভৃতি অপ্রাকৃত গায়েবান্না লক্ষ্য করা হয়ে।”

“শ্রীভগবানের প্রেমোৎসর্গ লাভ করার ফলে, তত্ত্বগণ অনেক সময়ে অচ্যুত অক্ষয় ভগবানের চিত্তের বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে উন্মোচনের কাম্পল করে উঠেন। কখনও তাঁর হাঙ্গামে, মহোদাস ঘোষ করেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চসরে কথা বলেন, নৃত্য বা গীত করেন। এই ধরনের তত্ত্ববৃক্ষ জগৎতিকে বহু জীবনধারণের উর্ধ্বে অবস্থানের মাধ্যমে কখনও-বা অচ্যুত অক্ষয়বিস্তৃত শ্রীভগবানের ত্রিঘাঙ্কলাগের অনুকরণে অভিনয় করে থাকেন। আর কখনও-হ, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে, তাঁরা শান্ত ও নীরব হয়ে থাকেন। এইভাবে ভাববুদ্ধি সেবা অনুশীলনের বিশেষ প্রকার জ্ঞান আহরণ করে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টিমূলক সেবা নিবেদনে সন্তুষ্টিবিকই অবগনিযোগ করে, তত্ত্ব মাঝেই ভাববৎ-প্রেমের নর্যারে উপনীত হন। আর পরম পুত্রবৎসব ভগবান শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে পূর্ণভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে, তত্ত্ব অতি অনায়াসেই পুরতিফল মায়ার বিভ্রান্তিকর শক্তির জাল অতিক্রম করে।”

মহারাজা নিম্নি কপালেন—“কৃপা করে পরমেশ্বর
কপালেনে নিব্ব অবস্থান সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে দিন,
বিশি পরমতত্ত্ব এবং প্রত্যেক জীবের পরমাত্ম স্বরূপ
আপন্যরই এই বিলম্বটি অত্যাধিক বুঝিয়ে দিতে পারেন,
করুন এই দিবা জ্ঞানে আপন্যরই সর্বাধিক অভিজ্ঞ।”

শ্রীনিবাসায়ন কহিলেন—“পরম পুরুষোত্তর ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ হইয়াছেন। তাঁর আনুসঙ্গিক কোনও কারণ ছিল না। তিনি জ্ঞানরূপ, স্বপ্ন এবং সুস্থতির বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে কালক্ষেপ করে থাকেন অথচ সেই সকল পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। পরমাত্মা রূপে তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রবেশ করে দেহ, প্রাণবায়ু, ইঞ্জিয়াদি ও মনসিক ক্রিয়াকলাপ সম্বলিত করেন এবং ঐভাবেই বেহেরে সকল সৃষ্টি আর স্থল অলম্প্রভাৱাদি সেগুলির কলি প্রভু করে। হে রাজা, সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই

পরমতত্ত্ব বলে জানবেন। মূল অর্থাৎ থেকে যে সমস্ত
কৃত্ত অধিকরণ সৃষ্টি হয়, তা যেমন অগ্নির উৎসবালিনীয়ে
সম্মিলন হয়ে উঠতে পারে, তেমনই মন, বাক্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি,
প্রাপবায়ু কিংবা কোনও ইন্দ্রিয়ই পরম তত্ত্ব অনুপ্রবেশ
করতে সক্ষম নয়। এমনকি বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য চাফাও
পরম তত্ত্বের বধ্যকণ বর্ণনা দিতে পারে না, যেহেতু
বেদশাস্ত্রেরও মধ্যেই পরমতত্ত্বের অতিবাচ্যতা প্রকাশ
সম্পর্কে বেদেরই ভাষার অসমততা স্বীকার করা হয়েছে।
কিন্তু বৈদিক শব্দ সম্পদের প্রত্যেক প্রভাবে পরমতত্ত্বের
প্রমাণ সম্পর্কে অপ্রভাস দেখা সত্ত্বেও হয়েছে, যেহেতু
পরমতত্ত্বের অতিথি ব্যতীত কোনপ্রকারকারের মধ্যে বিবিধ
অনুশাসনের কোনই চরম উদ্দেশ্য থাকত না। সৃষ্টির
আদিতে একমাত্র পরমতত্ত্বের ত্রিবিধরূপে জড়া প্রকৃতির
তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তমসে নামে আপনাকে
প্রকটিত করেন, ব্রহ্ম আরও নানাভাবে আপনায় শক্তি
প্রসারিত করেন, এবং এইভাবে কর্মশক্তি ও চেতনশক্তি
প্রকটিত হয় আর সেই সঙ্গে মিথ্যা অহঙ্কার বহু ভীষণরূপে
ব্রহ্মণ আকৃত করে রাখে। এইভাবেই, পরম ব্রহ্মের কথ্যা
শক্তির প্রসার হওয়ার মাধ্যমে দেবতাপণ জ্ঞানের
আধাররূপে, জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি সহ সেইগুলির লক্ষ্য
এবং জড়জাগতিক ত্রিবিধকর্মের ফলাফল—যক্ষা, সুখ ও
দুঃখ সমেত অনির্বৃত্ত হন। এইভাবে সৃষ্ট কালকরণে
এক কুল জড় জাগতিক সমগ্রীয় রূপ নিয়ে জড়জাগতিক
চাক্ষুঃ কারণরূপে জড় জগতের প্রকাশ ঘটে। সমস্ত
সৃষ্ট এবং মূল সৃষ্টি প্রত্যক্ষের উৎস ব্রহ্ম একই সাথে
পরম সত্ত্বা রূপে এই সব কিছুতেই অর্জিত। ব্রহ্মরূপে
শাশ্বত আত্মার কখনই জন্ম হয়নি এবং কখনই মৃত্যু হবে
না, এবং তদর বুদ্ধি তিরো কয় হয় না। সেই চিদ্র
আত্মাই প্রকৃতপক্ষে জড় জাগতিক পরীরের পরিবর্তনশীল
বৌদ্ধ, প্রৌঢ়তা এবং মৃত্যুর তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত।
তাই আত্মাকেই শুদ্ধ চেতন স্বরূপে সর্বত্র সর্বকালের
জন্যই বিদ্যমান এবং অক্ষয় সত্ত্বা বলে জানতে হয়।
পরীরের স্বকো প্রাপবায়ু একটি হলোও তা যেমন বিভিন্ন
জড়োদ্রিগাদির সম্পর্কে বধ্যকরণে অতিবাচ্য হয়ে থাকে,
তেমনই একটি আত্মা জড় বোহের সম্পর্কে এসে বিবিধ
জড় জাগতিক অতিথি গ্রহণ করে থাকে। পার্থক্য রূপে
চিদ্রের আত্মা বিভিন্ন পরীরের শরীর গুণগতির মাঝে রূপ

গ্রহণ করে থাকে। কতকগুলি প্রজাতি ভিঝারি থেকে চক্ষুপ্রাণ করে, অন্যগুলি জল থেকে, আরও অনেকগুলি ভূতলতার বীজ থেকে, এবং বাকি সব স্বর্ষকণা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। তবে ক্রী-প্রজাতির সকল ক্ষেত্রেই প্রাণবায়ু অপরিবর্তিতই থাকে এবং এক শরীর থেকে অন্য এক শরীরে চিন্তার আকার অনুসরণ করতে থাকে। সেইভাবেই, চিন্তার আকার জড়ভাগতিক জীবনধারার মধ্যে থাকে। সবেকও নিত্যকাল নির্বিকার অপরিবর্তনীয় ভাবেই বিরাজিত থাকে। এই সম্পর্কে আমাদের কান্তব প্রত্যাক অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যখন আমরা স্বপ্ন বা সোপেই পড়ীর ক্ষুদ্র ময় হয়ে থাকি, তখন জড়ভাগতিক ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, এবং মন ও অহঙ্কারও সুস্থিতি অবস্থায় প্রাধিক্য অঙ্গীকরণ করতে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং মিত্যা অহঙ্কার বোধ যদিও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তবুও জড়তা হয়ে মানুষ নিত্রা থেকে উত্থানের পরে মনে করতে পারে যে, আত্মরূপে সে শান্তিতে নিয়মগত ছিল। যখন মানুষ ক্রীকনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে তার হৃদয়ের মাঝে প্রীতপবানের সৌচরণকমল চিত্তের প্রবানিবেশ করে, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে দৃঢ়ভাবে আত্মনিরোপণ করে থাকে, তখন জড়ভাগত্বের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তার অন্তরে পূর্বকৃত কল্যাণীয় কর্মের পরিণাম স্বরূপ সর্গিক অসংখ্য অশুভ ফলনাদি সে বিনষ্ট করতে পারে। যখন এইভাবে অশুভ পরিণাম হয়, তখন মানুষ প্রত্যাকভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে এবং নিজের স্বরূপকে দিবা সন্তা রূপে উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবেই মানুষ যেমন সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যাকভাবে সুবিক্রমের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, ঠিক তেমনই প্রত্যাক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিন্তার দিবা উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সার্বক সাধন্য অর্জন করে।”

নিবিরাজ বললেন—“হে মহামুনিগণ, কৃপা করে
কর্মযোগের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের অবহিত
করুন। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে বাস্তব জীবনের সকল
ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া
ইহজীবনের সকল কল্যাণকর পরিণতি করে তোলে এবং
তার ফলে মানুষ দিব্যভূতে গুহ্যজীবন উপভোগ করে।
অতীতকালে আমার নিজ ইচ্ছাকৃত মহারাজার সমক্ষে
বন্দার চারপাশে মহাবিরূপের কাছে এমনই এক প্রাণ আমি

উৎপাদন করেছিলেন। তবে তাঁরা আমার প্রহের উত্তর
 দেননি। কৃপা করে আপনি তার কারণ বর্ণনা করুন।”

ঈশ্বারবিরক্তির উত্তর দিলেন—“নির্ধারিত কর্তব্যাকর্ম
পালন এবং সেই বিষয়ে ব্যর্থতা ও নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে
নিবোধিত থাকার বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে প্রামাণ্য
পাঠ চর্চার মাধ্যমে মানুষ যথাযথভাবে সবকিছু জানতে
পারে। কোনও প্রকার জাগতিক কলনের মাধ্যমে এই
মুহুর্ত তথ্য কখনই উপলব্ধি করা যায় না। প্রমাণ্য বৈদিক
শাস্ত্রসমূহের অরং পরমেশ্বর ভগবানেরই বাণী-অবতার
স্বরূপ, এবং সেই স্বরূপেই বৈদিক জ্ঞান অপ্রাপ্ত। মহা
সিদ্ধার পণ্ডিতেরাও বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা অবহেলা
করলে কর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির প্রচেষ্টা
বিলম্বিত হয়ে থাকে। শিশুসুলভ এবং মুখ্য মানুষেরা
জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই অসবৃত হয়ে
থাকে, যদিও এই ধরনের সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে
মুক্ত হওয়াই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। সুতরাং, বৈদিক
অনুশাসনাদি পরোক্ষভাবে প্রথমে ফলাশ্রয়ী ধর্মোচ্চারণের
বিধান দেওয়ার অধ্যম মানুষকে পরম মুক্তির পথে
অগ্রসর হতে উৎসাহ করে থাকে, ঠিক যেভাবে শিশু তাঁর
শিশুসম্মানকে মিষ্টত্ব দেওয়ার প্রতিষ্ঠতির মাধ্যমে
শিশুকে ঠিক গ্রহণে অগ্রহাঙ্কিত করে আসেন। যদি
কোনও অজ্ঞিতেন্দ্রির অজ্ঞ মানুষ বৈদিক অনুশাসনগুলি
পালন না করে, তাহলে অবশ্যই সে নাপকর্ষ এবং
অধর্মোচিত কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। এইভাবেই জ্ঞান ও
মুক্তার আবর্তে পতিত হওয়াই তাঁর পরিণাম হবে।
নিরাসক্তভাবে বৈদিক অনুশাসন অনুসারে বিধিবদ্ধ
কাজকর্ম সম্পন্ন করে, তাঁর ফলাফল পরমেশ্বর
ভগবানেরই প্রীতিবিশেষে উদ্দেশ্যে সর্পণ করলে, মানুষ
জগতব্যাপ্তিক ক্রিয়াকলাপের বন্ধন থেকে মুক্তির পথে
স্বর্ধকতা অর্জন করে। দিব্য শাস্ত্রাদির মাধ্যমে সকল
জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে,
সেগুলি বৈদিক জ্ঞানসম্পদের যথার্থ লক্ষ্য নয়, অরং
সেইগুলির মাধ্যমে কর্মরত মানুষের আত্মই সফলতার
উদ্দেশ্যই সাধিত হয়ে থাকে। ভিন্নতর আত্মাকে স্বতন্ত্র
আবদ্ধ রাখে যে মিথ্যা অহম্ বোধ, সেই বন্ধন হস্ত ছিন্ন
করতে যে ব্যক্তি অগ্রহী হন, তিনি ভ্রান্তির মাঝে বৈদিক
শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত বিধিনিয়মাদি অকলম্বনে পরোক্ষতঃ

বাসনা, জিহ্বা ও মৌলিকের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তা সবই অতিক্রম করার জন্য কিছু মানুষ কঠোর কৃষ্ণতা সাধন করে থাকে। তা সত্ত্বেও, কঠোর সাধনার মাধ্যমে এইভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগের সমুদ্র অতিক্রম করলেও, নির্বোধের মতো ঐ মানুষেরা অকথা জ্ঞেয়ত্ব ধনীভূত হয়ে সামান্য গোম্পদের মতো দৈবদুর্ভাগ্যকে নিমজ্জমান হয়। এইভাবে অসম্মত কঠোর সাধনার সুফল তারা বুঝা অগত্যা করে থাকে। এইভাবে স্বপ্ন দেবতার পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞাতিক্রমে নিয়োজিত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাঁদের চোখের সামনে বহু নারীর সৃষ্টি প্রকাশ করলেন, বীরা সুসজ্জিত, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, সকলে শ্রীভগবানের সেবার পরম বিজ্ঞতাতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। দেবতার অনুচরবৃন্দ স্বপ্ন শ্রীনরনারায়ণ অবির স্টু নারীদের অপরূপ সৌন্দর্যে এবং তাদের শরীরের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হলেন, তখন তাঁদের মন বিচলিত হয়ে উঠল। অবশ্যই, ঐ সকল রূপসী নারীদের দর্শন করে দেবতার অনুচরবৃন্দ তাঁদের রূপের মহিমায় একেবারেই হতসৌন্দর্য হয়ে পড়লেন। তখন সকল দেবতাবর্গের পরমেশ্বর শ্রীভগবান ইচ্ছা হাসলেন এবং তাঁর সামনে রূপত স্বর্ণের প্রতিমিথিদের বললেন, আপনাদের মনোমত্ত একজন নারীকে আপনারা এই সকল নারীদের মধ্যে থেকে অনুগ্রহ করে নির্বাচন করে নিন। তিনি স্বারিষ্যের ক্রয়ণ হয়ে থাকবে। পূণ্য লব ও উচ্চারণ করে, দেবতাদের অনুচরবৃন্দ অলঙ্কারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপলীকে মনোমত্ত করলেন। প্রজ্ঞা সহকারে তাঁকে তাঁদের সামনে রেখে, তাঁরা কর্ণধারে কিত্তে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবতাদের অনুচরবৃন্দ পৌঁছলেন, এবং তখন, সেখানে সমবেত ত্রিভুবনের সকলের সামনে ওলিয়ে, তাঁরা ইচ্ছাকে শ্রীনারায়ণের পরম শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা করে শোনালেন। স্বপ্ন ইচ্ছা এইভাবে শ্রীনরনারায়ণ অবির বিহরে অকণ্ঠ হলেন এবং তাঁর বিরক্তির কথা শুনলেন, তখন তিনি বিস্মিত হলেন।

‘অত্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই পৃথিবীতে তাঁর বিবিধ অংশব্যতির, যথা—শ্রীসিংহদেব, শ্রীভজ্যত্রয়, চতুষ্কুমার এবং আমাদের নিজ পিতা মহাপ্রতিমান

শ্রীকৃষ্ণদেব রূপে। এই সকল অবতারসমূহের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আশ্বত্থ উপলব্ধি দিচ্চেন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর শ্রীহৃদগীত অবতাররূপে তিনি মধুদানকে বধ করেন এবং নরকালয় পাতাললোক থেকে বেদপ্রস্রাবলী উদ্ধার করে আনেন। শ্রীভগবান তাঁর মৎস্য-অবতাররূপে সত্যব্রত মনু, পৃথিবী গ্রহ এবং তাঁর যাকর্ষীয় ঔষধি সামগ্রী রক্ষা করেছিলেন। মহাভেন্ডের জলরাশি থেকে তিনি ঐশ্বর রক্ষা করেন। ববাহ অবতাররূপে শ্রীভগবান, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষকে বধ করে প্রাণ্য সমুদ্র থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। আর কূর্ম অবতাররূপে তিনি মথার পর্বতটিকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেছিলেন যাতে সমুদ্র মধুদান করে অমৃত উল্লেখন করা যায়। হস্তিরাজ রজেন্দ্র স্বপ্ন কুমিরের গ্রাসে ভীষণ কষ্ট পাইল, তখন শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করেন। স্বপ্ন বলহিন্য নামে অতি ক্ষুদ্রকৃষ্টি বামন অবিকর্ণ গোক্ষুরের পর্ভের জলে পড়ে গেলে ইন্দ্র পরিহাস করছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। তারপরে ইন্দ্র স্বপ্ন বৃত্তাসুরকে বধ করে পাণের কলে তমসার মধ্যে প্রবর্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। স্বপ্ন কোপদ্বীপ নিবাসিতরূপে অসুরদের গ্রাসাণে বন্দি হয়েছিলেন। শ্রীভগবানই তখন তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীসিংহ অবতারের মাধ্যমে শ্রীভগবান মৈত্রেয়্যাক্ষ হিতব্যাকশিপুকে বধ করে মাধুভক্তকৃষ্ণকে ভয় থেকে মুক্ত করেন।

‘পরমেশ্বর শ্রীভগবান অসুরদের নেতাগণকে বধ করার উদ্দেশ্যে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বৃদ্ধ বিগ্রহের সুবাদ সর্বদাই গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে শ্রীভগবান প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে তাঁর বিবিধ অবতাররূপের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করে দেবতাদের উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। শ্রীভগবান বামন রূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ পরিমল ভূমি ভিক্ষার ইচ্ছার পৃথিবী অধিকার করেন। জরপথে শ্রীভগবান সমগ্র পৃথিবী অদিতির পুত্রগণকে সতর্পণ করেন। ভগবান শ্রীপরশুরাম অস্ত্রিকরণ শ্রীভূতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে হৈহয় বংশ ভনীভূত করেন। এইভাবে শ্রীপরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে সকল ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই ভগবানই

শ্রীভগবানরূপে সীতাবতীর স্বামী হয়ে মণ্যনন রাক্ষসকে শ্রীমহার সমস্ত সৈন্যসমেত নিহত করেন। পৃথিবীর কলুষ হরণকারী শ্রীভগবানের জয় হোক। পৃথিবীর ভয় হরণ করার জন্য, অসম্মত শ্রীভগবান বনুবংশে জন্মগ্রহণ করলেন এবং দেবতাদেরও অসামান্য কীর্তি সাধন করলেন। মন্য অসুরদের অপভারণার মাধ্যমে শ্রীভগবান বুদ্ধলোকে তিনি বৈদিক বজ্রকর্তাদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে তাদের

বিসোধিত করলেন। আর কথি অবতাররূপে শ্রীভগবান শূন্যশ্রেণীর শাশকবর্গকে কলিযুগের অবসানে নিহত করলেন। হে মহাবলশালী মহারাজ, যেভাবে আমি বর্ণনা করলাম, সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগণিত আশীর্বাদ ও শীলা প্রকরণ আছে, যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি। কার্ত্তিকই, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের মহিমা অনন্ত।’



পঞ্চম অধ্যায়

বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেবাংশ

নিবিরাজ আরও জানতে চাইলেন—‘হে প্রিয় যোগেশ্বরবর্গ, আপনারা সকলেই আশ্বত্থ বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তাই, যারা শ্রীকৃষ্ণের অবিকার্য সমবেদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করেনি এবং যারা তাদের জাগতিক কার্য-কর্মের তুল্য মেটাক্তে সক্ষম হয়নি এবং যারা তাদের আত্মসংযম করতে শেখেনি, তাদের পতি কি হবে, সেই বিষয়ে আমাদের কৃপা করে অবহিত করুন।’

শ্রীচমস মুনি বললেন—‘পরমেশ্বর ভগবানের বিক্ষাপের মাধ্যমে তাঁর সুখ, হৃদয়, উরু এবং পদযুগল থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সামগ্রিক স্টু লক্ষণ প্রদূষ বিভিন্ন সামাজিক চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল। সেইভাবেই চার প্রকার পারমার্থিক সমাজ চতুরাশ্রম ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিল। চাতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কোনও মানুষ যদি তাদের সৃষ্টি মূল লক্ষ্যরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা-আরাধনা জানাতে ব্যর্থ হয় কিংবা ইচ্ছাপূর্বক অবমাননা করে, তবে তার স্বীয় স্বর্বাদার অগত্যা থেকে পতন হয়ে নরকীয় জীবন গ্রাপন করে। বহু লোক আছেন বীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সম্পর্কে আলোচনার অংশ গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাই শ্রীভগবানের অক্ষর কীর্তি গাথা উচ্চারণ তাঁদের

পক্ষে দুঃসম্ভব হয়। সেই কমনের নারী, শূন্য এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের সর্বদাই আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তিদের কৃপা অভিনাষী হয়ে থাকে। অন্যদিকে, ব্রাহ্মণেরা, রাজকর্ক এবং বৈদিক দীক্ষানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজত্ব গ্রহণের পথেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে অঙ্গের গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে পরশেও, বিবাহ হয়ে নানা প্রকার জড়জাগতিক কর্মাদির পন্থা অবলম্বন করতে পারে। কল্যাণী কাক্ষ্যর্মের বিবরে অন্যভিন্ন এই ধরনের পর্বোক্ত মূললোকের বেদসম্রাজের মধুমর থাকে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের মহাপ্রতিভা মনে করে আত্মবিরক্ত দেবার এবং দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে চাতুর্কর্তী প্রার্থনাদি নিবেদন করে থাকে। রজোগুণের প্রভাবে, বৈদিক শাস্ত্রের জড়জাগতিক অনুসারীদের মধ্যে উগ্র মানসিকতা জারে এবং তারা অত্যন্ত কামপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের ক্রোধ শাপের মধ্যে উগ্র হয়। গণকক, অহঙ্কারী এবং নাপাচারী এই সব মানুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তদের পরিহাস করে থাকে। বৈদিক বাগবদ্ভাষ্যের জড়জাগতিক অনুসরণকারীরা শ্রীভগবানের উপাসনা বর্জন করে, তার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে যাবত শ্রীকৃষ্ণে তাদের স্বীকৃতির ভজনা করতে থাকে, এবং তার কলে তাদের পৃথকীকরণ

একবারেই মৈথুনাস্তিময় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই ধরনের জড়জাগতিক পৃথক পরিবারবর্গ পরস্পরকে একই স্বকর্মের অবিনাশ জীকনধারায় অভ্যস্ত হতে প্ররোচনা দিতে থাকে। যাপনজীবনের অনুষ্ঠানাদি সবই দৈহিক প্রতিপালনের জন্যই এখনও প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম মনে করার ফলে, এই সব গৃহস্থের এমন ধরনের অকৈবল্য উপস্থিত অনুষ্ঠানাদি পালন করতে থাকে, যেখানে ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য কিংবা দান বিতরণের কোনই ব্যবস্থা থাকে না। তার পরিবর্তে, তারা নিষ্ঠুরভাবে ছাগ ইত্যাদি নিরীহ পশু হত্যা করে থাকে এবং তাদের সেই ধরনের কলঙ্ককর্মের বিষময় প্রতিফলনের কথা কোনওভাবেই বুঝতে পারে না। বিপুল সম্পদ, ঐশ্বর্য, পারিবারিক অতিজ্ঞাতা, শিক্ষাদীক্ষা, ভ্রাণ, রূপ-সৌন্দর্য, দেহকলা এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মে সকল সার্থক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মিথ্যা অহমিকার খল চরিত্রের মানুষদের বুদ্ধি লোপ পায়। এইরকম কৃপা পূর্ববোধের ফলে, খলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর সন্তানগুলির নিপাতন করতে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক দেহধারী জীবের অন্তরে নিত্য বিরাজমান থাকেন, তা সত্ত্বেও ভগবান পৃথকভাবেও বিদ্যমান রয়েছেন, ঠিক যেমন আকাশ সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও, কোনও বিশেষ জড় বস্তুতে সত্ত্ব একেবারে বিশেষ হয় না। এইভাবেই শ্রীভগবান পরম আরাধ্য এবং সব কিছুই পবিত্র। বৈদিক শাস্ত্রসত্ত্বেও তাঁকে বিশেষভাবে গণ্যকৃত করা হয়েছে, কিন্তু যারা বুদ্ধিভ্রষ্ট, তারা শ্রীভগবান সম্পর্কিত এই সব গুণাবলী গুলতেই চায় না। তাদের নিজেদের মানসিক কল্যাণসূত্রে আলোচনার প্রসঙ্গাদি বা অবধারিতভাবেই মৈথুনচ্যাব এবং অমিত্যাহারের হতে বৃদ্ধ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিত্যক্তি সংক্রান্ত কথাবার্তা, সেইগুলি নিয়েই তাদের সময়ের অপব্যয় করা তারা পছন্দ করে। এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে বহু জীব সর্বদাই মৈথুন অভ্যাস, অমিত্য আহার এবং নেপাভ্যাস বিষয়ে প্রবণতা লাভ করে থাকে। অতএব ধর্মশাস্ত্রাদিতে কখনই বস্তুত এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের উৎসাহ দেওয়া হয় না। হবিও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদির দ্বারা পবিত্র বিবাহ রীতির মাধ্যমে মৈথুনচ্যাবের সুযোগ, যজ্ঞার্থিতর মাধ্যমে নিবেদিত

পশুমাংসের আহারের রীতি, এবং যজ্ঞশেষে শাস্ত্রসম্মত সোমরস পানের রীতি অনুমোদিত হয়েছে, তবে এই সকল অনুষ্ঠানাদি কোনও ক্ষেত্রেই নিরাসক্ত কৈরাণ্য সাধনের চেষ্টা উৎসাহ সাধনে সহায়করূপে অনুমোদিত হয় না। যে ধর্ম হতে বিজ্ঞান ও মেধাসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্মকৃত্য সম্পাদনোপযোগী ধর্মকে তারা কেবলমাত্র আশ্বেত্তির কৃতিসাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দূর্বৃত্তবীর্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।

“বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, যখন যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎসবানিতে সুরা নিবেদন করা হয়, তা যজ্ঞের পরে জ্ঞানের মাধ্যমে আশ্বাদন করতে হয়, পান করা হয় না। সেইভাবেই, পশুকে আত্মত্যাগ নিবেদন করার বিষয় দেওয়া আছে, কিন্তু নির্বিচারে ব্যাপকভাবে প্রাণিহত্যার কোনও ব্যবস্থা নেই। ধর্মচরণের মাধ্যমে মৈথুন জীকনধারনেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র বিবাহ ব্যবহার মাধ্যমে সন্তানাদির লাভেরই জন্য এবং দৈহিক সুখভূক্তি উপভোগের জন্য অনুমোদিত হয়নি। দূর্ভাগ্যবশত, অবশ্য স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, শুদ্ধভাবে পারমার্থিক জ্ঞানেই তাদের জীকনধারা পরিচালনা করাই উচিত। সেই সময় পাণচাত্রী মানুষ বর্ষা ধর্মনীতি বিষয়ে অজ্ঞ হলেও নিজেদের সম্পূর্ণ ধর্মিক মনে করে, তাই নির্বিচারে এই সব নিরীহ পশু তারা তাদের উপরে পূর্ব বিশ্বাস নিয়ে থাকে, তাদের উপর হিংসাক্ষক আচরণ করে থাকে। তাদের পরজ্ঞা, এই সময় পাণচাত্রী মানুষগুলিকে এই পশুগুলিই আহার হত্যা করে ভক্ষণ করে থাকে। বহুজীবগণ সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনে তাদের নিজেদেরই মৃতদেহের জড় শরীরটির সাথে এবং তাদের আত্মীয়বন্ধন ও পরিবারবর্গের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের মহামলময় এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থায়, বহু জীবগণ অন্য সকল জীব, এমন কি সকল জীবের অন্তর্গামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। তার ফলে ঈর্ষাবশে সকলকে মনোহস্ত দেওয়ার ফলে, বহুজীবগণ ক্রমশই নবকে অধঃপতিত হতে থাকে।”

“যারা পরম ভক্তজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়নি, অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অন্ধকার অভিভূত করেছে, তারা সাধারণত ধর্ম, অর্থ ও কাম নামে অভিহিত পণ্য পবিত্র

জড়জাগতিক জীকনধারনের বিভিন্ন মার্গ অনুসরণ করে থাকে। অন্য কোনও প্রকার উচ্চ পর্যায়ের উৎসাহ সাধনে ভাবনাচিন্তা করার হতে সময় তারা পায় না বলেই আপনাদের আত্মার শুদ্ধতা হানকারী জীব হয়ে যায়। আত্মহননকারী জীব কখনই সুখী হয় না, কারণ তারা মনে করে যে জড়জাগতিক জীকনধারা প্রসারিত করার উৎসাহেই মূলত মানুষের বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়। তাই বর্ষা চিন্তায় পারমার্থিক কর্তব্যগুলিকে অগ্রসরা করে তারা সর্বদা দুঃখভোগ করতেই থাকে। বিপুল অর্থ এবং স্বল্পে তারা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত নিজেই এই সব কিছুই কালের দুর্গমনীর পদক্ষেপে হারিয়ে হারিয়ে যায়। শ্রীভগবানের মায়ামতির প্রভাবশ্রিত হয়ে তারা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি বিশ্বাস হয়ে রয়েছে, তার পবিত্রতায় তারা বিশ্বাস করে তাদের স্বরাজ্য, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, শ্রী-প্রেমিক কলতে যা কিছু রেজার, পরমেশ্বর ভগবানের মায়ামতির মাধ্যমে সৃষ্ট সেই সব কিছুই তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এবং বিশ্বজ্ঞাতের সত্যের তমসায় প্রদেশে তারা ইচ্ছার বিক্ষেপেই প্রবর্তিত হয়ে থাকে।”

“নিম্নরাজ্য প্রদ্ব করলেন, বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বর ভগবান কি কি বর্ণে এবং কোন কোন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, এবং কি কি নামে ও কি ধরনের বিধিনিয়মাদি সহকারে মানব সমাজে শ্রীভগবান পূজিত হন।”

শ্রীকরভাজন উত্তর দিলেন—“সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই প্রত্যেক যুগে ভগবান শ্রীকেশব মানববর্ণে, সত্ত্ব এবং আকর্ষণে আবির্ভূত হন এবং সেইভাবে বিবিধ প্রক্রিয়ায় আরাধ্য হয়ে থাকেন। সত্যযুগে ভগবান বেতর্ক ও চতুর্ভুজরূপে জটাদারী বহুবলবিহিত হন। তিনি কৃষ্ণবর্ণের চর্ম, পবিত্র উপবীত, জপমালা, দণ্ড ও ব্রহ্মচারীর কপট বহন করেন। সত্যযুগে মানুষ শান্ত প্রকৃতিসম্পন্ন, ঈর্ষাবর্জিত, সর্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন এবং সর্ব বিষয়ে সুস্থির থাকে। তখন তপস্যা এবং বহিঃপ্রিয়াদি ও অন্তঃপ্রিয়াদি সংহতির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। শ্রীভগবান সত্যযুগে হংস, সূনর্প, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, বোমেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরশাক্ষ নামে মহিমান্বিত হন। ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান

হস্ত দেহবর্ষণে আবির্ভূত হন। তাঁর চতুর্ভুজ, স্বর্ণবর্ণ কেশরাশি থাকে এবং তিনি বৈদ্যরূপে প্রত্যেকজনেই দীক্ষিত হওয়ার লক্ষণ স্বরূপ তিনি মেঘলা পরিধার করেন। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের উপাসনা সম্বলিত কর, সাধ ও যজ্ঞ বৈদ্যরূপগুলির প্রতীকস্বরূপ যজ্ঞ উপকরণাদি রূপে বৃক্ক, দ্রুপ এবং অন্যান্য সামগ্রী তিনি ধারণ করে থাকেন। ত্রেতাযুগে যে সকল মানুষ ধর্মচরণে অভ্যস্ত হয় এবং আত্মরিক্তভাবে পরমতত্ত্বজ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয়, তারা যে ভগবান শ্রীহরির দ্বারা সকল দেবতা অববহিত থাকেন, তাঁকেই পূজা করে। তিনি বৈদ্যরূপে শ্রীভগবানকে বিষ্ণু, বজ্র, পৃথিবী, সর্বমহৎ, উৎকর্ষ, ব্রহ্মকণি, জয়ন্ত এবং উল্ল্যাপ নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।”

“দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান লীল বস্ত্র পরিধান করে শ্যাম বর্ণে অবতরণ করেন। এই অবতরণে ভগবানের দেহ জীলস ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যমূলক অঙ্গগুলি দ্বারা চিহ্নিত থাকে এবং তিনি তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহের প্রকাশ ঘটান। যে রাজকন্যা, পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দ্বাপর যুগের যে সকল মানুষ অবগত হতে অভিলষী হতেন, তারা বৈদিক শাস্ত্রাদি এবং তত্ত্বমতাদি উত্তরের বিধানাদি অনুসরণে পবিত্র ভোক্তার মর্যাদার ভগবানকে মহারাজের সম্মান জন্মিয়ে পূজা করে থাকেন।

“যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমদুদেব, আশ্বিনকে প্রস্তুতি জ্ঞানাই, এবং আপনাদের অস্তিত্বপ্রকাশ-রূপ শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপ্রহ্লাদ এবং শ্রীঅনিষ্টকর উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞানাই। যে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনাদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারে প্রস্তুতি জ্ঞানাই। যে শ্রীনারায়ণ স্ববি, যে বিশ্বজ্ঞাতের সত্য, পরম পুরুষোত্তম, বিশ্বজ্ঞাতের প্রভু, এবং স্বার্থ বিহীন বিবেচক, যে সর্বভূতপা, আপনাকে সর্বপ্রকারে নমস্কার জ্ঞানাই।” যে রাজকন্যা, এইভাবে দ্বাপরযুগের মানুষেরা বিশ্বজ্ঞাতের অধিপতির কন্যা করতেন। কলিযুগেও মানুষ দ্বিগুণ শাস্ত্রমিত্ত বিবিধ বিধিনিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। এখন কৃপা করে আমার কাছে এই বিষয়ে প্রবণ করুন।”

“কলিযুগে কেনও বৃদ্ধিমান মানুষেরা ভগবৎ-আরাধনার উদ্দেশ্যে শরীরের বজ্রমুঠান করেন, তাঁরা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের লীলাধারের মাধ্যমে ভগবৎ-অবতারের আরাধনা করে থাকেন। যদিও তাঁর সেই কৃষ্ণকর্ণ নয়, তা হলেও তিনিই স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পারদরূপে রয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ সখীরা, বৈষ্ণবগণ, অগ্র এবং সহযোগীবৃন্দ। যে প্রভু, আপনি যতপ্রকার, পদ্ম পূর্ববোতম শ্রীভগবান, এবং ধ্যানমগ্ন হওয়ার একমাত্র মিত্র বিরহরূপে আপনার শ্রীভগবান আদি করেন। এই রূপে দু'খানি জড়ভাগবতের জীবনের ঐতিহাসিক পরিচিতির অবসর ঘটবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বোচ্চ কল্যাণ শুদ্ধ ভগবত্বের অধিকার পূর্ণ করে। প্রিয় প্রভু, আপনার শ্রীচরণভঙ্গম সকল তীর্থ এবং ভগবত্বের সকল তীর্থকে ও সকল মহাপুরুষের ভক্তিসেবার আশ্রয় প্রদান করে এবং সের্বসেবক নিঃ ৩ প্রকার মতো প্রতিফল দেবতারও প্রভা অর্জন করে থাকে। যে প্রভু, আপনি এখনই কৃপাময় হন, যে সকল মনুষ্য প্রভুত্বের আপনার কাছে প্রগট হন, তাদের সকলকেই আপনি সমস্তে সুবঞ্চিত করেন, এবং আপনার সেবকের সকল মুখমুগ্ধ আপনি প্রশমন করে থাকেন। পরিশেষে, যে প্রভু, জন্মমৃত্যুর ভ্রমসাগর লাড়ি মিত্র হলে আপনার শ্রীচরণকমলই স্বার্থ প্রদায়ক। তাই সের্বসেবক নিঃ এবং প্রভাও আপনার শ্রীচরণ কমলের আশ্রয় অধিকার করে থাকেন। যে মহাপুরুষ, আপনার শ্রীচরণবিশিষ্ট আদি করেন। যে রাজানন্দীর সম এবং তাঁর সকল প্রার্থনা ত্যাগ করা অতীত কঠিন কাজ এবং বেদভাষ্যও বা অজ্ঞান করতে আগ্রহী, আপনি সেই সকলই কর্তন করেছেন। ধর্মপথের প্রকৃষ্ট অনুসারী হয়ে আপনি তাই স্বাক্ষরের অভিলাষ অনুসরণী জনমানব করেছেন। একান্ত কৃপাবশে আপনি মাহাত্ম্য সম অগণিত বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অনুধামন করে চলেছেন, এবং সেই সঙ্গে আপনার দ্বিগত লক্ষ ভগবান শ্রীমাদমুখ্যের অনুসন্ধান নিয়োজিত করেছেন এইভাবেই, যে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জীবনের সকল অজ্ঞানিত ভ্রমপ্রসঙ্গ। বিভিন্ন যুগে শ্রীভগবান যে সকল বিশেষ রূপ এবং নামের মাধ্যমে প্রকাশিত হন, বৃদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর আরাধনা করেন। স্বার্থ জ্ঞানবান উন্নত প্রেমীর মানুষেরা এই কলিযুগের স্বার্থ মূল্য

উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই ধরনের আনন্দ মানুষেরা কলিযুগের প্রশংসাই করে থাকেন। যেহেতু এই অধঃপতনের যুগে নারী সর্বাধিকারের মাধ্যমে অন্যায়সই জীবনের সকল বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়। অতএব, এই জড় ভগবতের সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ থাকতে বাধ্য হন জীবাত্মাদের পক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সর্বাধিকার আশ্রয়নের মাধ্যমে নিজের পরম শান্তি লাভ এবং ভ্রম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারার চেয়ে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নেই।”

“হে রাজন, সত্যযুগ এবং অন্যান্য যুগের মানুষেরা পরম্পরে এই কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করতে চায়, যেহেতু এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের অনেক ভক্ত হবেন। বিভিন্ন যুগে এই সকল ভক্তগণ আবির্ভূত হবেন, কিন্তু বিশেষভাবে মন্দির ভরতেই অপরিণত ভক্ত থাকবে। যে মনঃপতি, কলিযুগে যে সকল মনুষ্য তত্ত্বপন্থী কৃতজ্ঞতা, পরিশ্রমী, অতীত পবিত্র কাহেরী এবং প্রতীচী মহানীর কল পান করেন, তাঁরা অধিকাংশই পরম পূর্ববোতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্মলভঙ্গম ভক্ত হবেন। যে রাজন, যিনি সকল প্রকার জড়ভাগবত কঠোরকর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং সকলের আশ্রয়ভাষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি কোনও দৈব-মেঘে, মুনিমণি, সাধারণ জীব, লোকজন, আত্মীয়জন, বন্ধুবান্ধব, মানবজাতি কিংবা পরলোকগত পিতৃপুরুষের কাছেও কোনওভাবে কলী হয়ে থাকেন না। যেহেতু এই সমস্ত জৈবী জীবগণই পরমেশ্বর ভগবানের অতিশ্রদ্ধা বিতরণের মাধ্যমে, তাই শ্রীভগবানের সেবার আত্মবৈবিক মানুষেরা আর এই সমস্ত মানুষের পূর্ববোতম সেবা করবার প্রয়োজন থাকে না। এইভাবে যিনি অন্য সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম বর্জন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি চরণকমলে পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ভগবানকে অতীত প্রিয়জন। তবে, যদি এই ধরনের কোনও আত্মসমর্পিত জীব ঘটনাক্রমে কোনও পাপকর্ম করে থাকে, তা হলে সকলের হৃদয়মানে বিরাজিত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই সেই ধরনের পাপের কর্তব্য হন করে নিয়ে থাকেন।”

শ্রীমদ্রাম মুনি বলেন—“এইভাবে ভগবত্বের সকল বিজ্ঞান কথা জ্ঞান করে বিখ্যাত রাজা শ্রীমতি

বিপুলভাবে প্রীতলাভ করেন, এবং যাদের পুণ্যোচিতসম্বন্ধে নিয়ে নিয়ে, তিনি বহু প্রভা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের কৃতিত্ব পুত্রদের প্রতি পূজা নিবেদন করেছেন। তখন উপলব্ধি সকলের চোখের সামনে থেকে সিন্ধুপুত্রসম্প্রদায় উদ্ভূত হবেন। তাঁদের কল থেকে নিমিত্ত পরমার্থিক জীবনধারার যে সকল নীতি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা নিষ্ঠা সহকারে পালনের মাধ্যমে তিনি জীবনের পরম লক্ষ্য উপনীত হতে পেরেছিলেন। যে পদ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, আপনি ভগবত্বের সেবামূলক নীতিকথা জানি ও নেন, তা বিস্তারিত ভাবে অনুগ্রহ করুন এবং তা হলেই, জড়ভাগবত সম মুক্ত হবে আপনি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে গমন করবেন। অতএব, সমস্ত জ্ঞান আপনার এবং আপনার শরীর মহিমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ পরম পূর্ববোতম ভগবান শ্রীহরি আপনার পূর্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। যে প্রিয় বসুদেব, আপনার পুত্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করার কালে, আপনি এবং আপনার পত্নী দেবকী অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিপুলভাবে বিদ্য প্রেমভাষা অভিলষিত করেছেন। বাস্তবিকই, আপনারা সকল সময়ে শ্রীভগবানকে দেখেছেন, তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন, তাঁর সাথে বিজ্ঞান গ্রহণ করেছেন, তাঁর সাথে উপবেশন করেছেন এবং তাঁর সাথে আহার ভোজন করেছেন। এই শ্রীভগবানের সাথে মেহমান নিবিদ্য সকলের কলে নিঃসন্দেহে আপনারা উত্তরে আপনারদের হৃদয়গতী সম্পূর্ণভাবেই গুহ্য করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে কলী চলে, আপনারা ইতিমধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছেন। পিতৃপুত্র, পৌত্রক এবং দাম্পত্য প্রমুখ শত্রুভাষ্যের রাজ্যে সকল সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

করত। এমনকি যখন তারা পড়েন, উপবেশনে কিংবা অন্য কোনও ব্যক্তিগত নিয়োজিত থাকত, তখনও শ্রীভগবানের পার্শ্বগত পার্শ্বগত, তাঁর ক্রীড়া বিলোম্বন, তাঁর ভক্তগণের প্রতি প্রেমময় বৃষ্টিপাত, এবং অন্যান্য অতঃপর ভগবানদের প্রতি মন উর্ধ্বতরে আনুষ্ঠান এবং মন হত। এইভাবে সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তাদের মন মগ্ন থাকতে চলে, তারা ভগবানকে বিদ্য মুক্তি অর্জন করেছিল। তা হলে তারা অনুকূলভাবে প্রেমময় স্বপ্নসংসার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিত্তের তাদের মন সকল সময়ে মগ্ন রাখবে, সেই সকল অনুসারী ভক্তদের কথা অন্য কী বলার আছে? শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণে পিতৃ মনে করবেন না, কারণ তিনি পরম পূর্ববোতম শ্রীভগবান, অব্যত অচ্যুত, সর্বজনীনই পরমাত্মবাক্য। শ্রীভগবান অতিক্রম্য প্রার্থনা শ্রোণে দেখে, সাধারণ মানুষের মধ্যেই আবির্ভূত হয়ে আসেন। পৃথিবীর ভাষা বৃদ্ধিমানী আনুষ্ঠানিক রাজাদের বধ করে কলিযুগে ভক্তদের জন্য পরম পূর্ববোতম শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। অবশ্য, অসুখ এবং ভক্তদ্বন্দ্ব উভয়কেই শ্রীভগবৎ-কৃপায় মুক্তি প্রদান করা হয়। এইভাবেই, তাঁর দ্বিত্ব বধ বিস্তারিতের সর্বত্র প্রসারলাভ করে থাকে।”

শ্রীমদ্রাম মুনি আরও বলেন—“এই বর্ণনা মনে, মহাভাগ্যবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সম্পূর্ণ হতবাক্য হলেন। এইভাবে তিনি এবং তাঁর মহাভাগ্যবতী শ্রী দেবকী সমস্ত উত্তর ও বিস্তারিত বর্জন করে তাঁদের হৃদয় লাভ করেন। এই পুণ্য পবিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যানে যিনি একাধ মনে ধ্যানমগ্ন হন, তিনি ইহজীবনের সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং পরম পারমার্থিক শক্তি লাভ করতে থাকেন।”

১০৮৩

১০৮৩

১০৮৩

যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান

শ্রীল গুরুদেব গোলামী বললেন—“তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আপন পুত্রদের নিয়ে দেবভাগণ ও মহান ঈশ্বরগণদের সঙ্গে হারক অভিমুখে রাজ্য করলেন। সকল জীবের প্রতি শুভপ্রদায়ী দেবদেবের শিবও বহু ভূতভেদাধি পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরম শক্তিমান দেবরাজ ইন্দ্র তখন মন্ত্রবল, আদিভাঙ্গল, কল্মষবল, অগ্নিশক্তি, অমিত্রাশি বিশ্বদেবগণ, সাক্ষীগণ, গন্ধর্বগণ, অশ্বরগণ, বায়ুগণ, সিদ্ধগণ, চারুগণ, গুহ্যকণ, মহাবিশ্ব, শিতপুষ্করগণ এবং বিদ্যাধরগণ ও কিষ্কিন্ধ্য সমন্তিগাহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্তির আশায় হারক নগরীতে উপস্থিত হলেন। পরাম্ভব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্যরূপে সকলকে বিমুগ্ধ করলেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজ বশ ঘোষণা করলেন। শ্রীভগবানের গৌরবগাথার মহিমা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই কমুজ্য হরণ করে থাকে। সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যমণ্ডিত অতি সমৃদ্ধিশালী সেই হারক নগরীতে, দেবভাগণ তাঁদের অতুল নরনে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাগ অবলোকন করলেন। হারক উদ্যানগুলি থেকে জানা পুষ্পমালাদিতে দেবভাগণ পরস্পর ভগবানকে আচ্ছাদিত করেন। তারপরে তাঁরা তাঁর গুণগান করেন, কলুষের শ্রেষ্ঠ পুত্ররূপে বিভিন্ন মনোবর রাজা এবং ভাবসংমিশ্রণের সাহায্যে।”

দেবভাগণ বলত লাগলেন—“আমাদের শ্রিয় ভগবান, কঠোর জড়জগতিক কর্মকান্ড থেকে মুক্তির প্রদানে উন্নত হোণীরা তাঁদের অন্তরে আপনাদেব গভীর ভক্তি নিয়েছেন সহকারে ধ্যান করে থাকেন। আমরা, দেবভাগ আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণাধি, মন ও বাক্যের দ্বারা আপনাদেব শ্রীচরণকমলে প্রণতি জ্ঞাপন করি। হে অক্লেশ প্রভু, যখন আপনাদেব যখন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি মার্যগতিক মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রূপে প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনি সৃষ্টি, রক্ষা এবং বিলুপ্ত করে থাকেন। মার্যগতিক পরম আধিকার্য্যকালে সেই জড় প্রকৃতির গুণাধি পারম্পরিক ক্রিয়াকর্মের মাঝে আপনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন

বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে। তবে, কখনই আপনি জড়জগতিক ক্রিয়াকর্মের মাঝে জড়িত হয়ে পড়েন না। বস্তুত, আপনি বিনাধায়ায় সদাসর্বদা আপনাদেব নিজ সচ্চিদানন্দ সুখে নিমগ্ন থাকেন এবং তাই হে অভ্যন্তরীণ শ্রীভগবান, কোনও প্রকার জড়জগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফলে আপনি কখনই সংশ্লিষ্ট হন না। হে পুণ্ডরীক শ্রেষ্ঠপুত্র, যাদের চেতনা মায়ার দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তাঁরা কেবলমাত্র সাধারণ পূজা-আরাধনার মাধ্যমেই নিজেকে পরিভ্রম করে ভুলতে পারে না, কিংবা কল্যাণপ্রাপ্তি পাঠ-অধ্যয়ন, মানধ্যান, কল্মষ সাধন এবং যাবজ্জীবন করেও তাঁরা মুক্ত হয়ে উঠতে পারে না। হে ভগবান, যে সকল গুরুত্বাপুত্র আপনাদেব গুণমহিমায় সুদৃঢ় দিক্ আস্থা পোষণ করতে নিচ্ছে, তারাই ব্রহ্ম বিলাস সহকারে জল প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে আপনাদেব শুদ্ধ মস্তার অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় মহান অধিকার্য্য সদাসর্বদাই তাঁদের ভগবৎ-প্রেমার্ঘ্য অন্তরে আপনাদেব শ্রীচরণকমলের বন্দনা করে থাকেন। তেমনই আপনাদেব গুণমহিমায়ী ভক্তপুত্র আপনাদেব সমপর্জায়ের বিদ্যুতি লাভের জন্য বর্গের জড়জগতিক রাজ্য অতিক্রম করে স্বাভাবিক আপনাদেব প্রতিমি প্রাপ্তকালে, ত্রিপুরে এবং অগ্নরাশুর ঈশ্বর্য্য আপনাদেব শ্রীচরণকমলে বন্দনা করে থাকেন। ঐভাবে আপনাদেব চতুর্ভুজ অস্ত্রপ্রকাশের রূপের মাধ্যমে আপনাদেব প্রকৃতির চেতনার ধ্যানমগ্ন পূজা আরাধনা করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার অশুভ ধ্যান ত্যাগীভূত করে যে জলন্ত অগ্নি, আপনাদেব শ্রীচরণকমলে গুরাই বসে। যক্ষ, যাদব এবং বজ্রবৈদ অনুসারে হাজার অস্ত্রিও যারা আশ্রিত প্রলানে উদ্যত হন, তাঁরা আপনাদেব শ্রীচরণকমলের ধ্যান করে থাকেন। তেমনই, অসংখ্য যোগাভ্যাসকারীগণও আপনাদেব পিতৃ যোগালক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আশায় আপনাদেব শ্রীচরণকমলে ধ্যানমগ্ন হন, এবং অতি উত্তম গুরু ভক্তগণ

আপনাদেব মায়ার বন্ধন অতিক্রমের অভিলাষে কণাযন্ত্রণায় আপনাদেব শ্রীচরণকমলের আরাধনা করে থাকেন।”

“হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনি আমাদের হাতা ভুলানের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, আপনাদেব যত আশ্রয় যে প্রবর্তীর্ণ পুষ্পমালা জ্ঞাপন করেছি, তাই আপনি গ্রহণ করেছেন। যেহেতু লক্ষ্মীদেবী আপনাদেব শিব বংশধরী ঈশ্বর অধিষ্ঠান সুসজ্জিত করে দিয়েছেন, তাই তিনি নিঃসন্দেহে প্রবর্তীর্ণ উপপদ্যায় হাতাই সেই হাতা আমাদের নিবেদনের অঙ্গরূপে লক্ষ্য করে চাক্ষু্য বোধ করছেন। তা সত্ত্বেও আপনি এমনই কৃপাময় যে, আপনাদেব নিত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকেও অকলুষ করছেন এবং আমাদের বৈবেশ্য পুষ্পমালা অতীত চমৎকার পুষ্পার অর্ঘ্যবরূপ গ্রহণ করেছেন। হে ভগবান প্রভু, আপনাদেব শ্রীচরণকমলে যেন নিত্যকাল জলন্ত ব্রহ্মভক্তের হাতাই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রসুত কাম্য-কামনা প্রাস করতে থাকে। হে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান, আপনাদেব শ্রীত্রিবিজয় অবতাররূপে, আপনি পতাকারূপে যতো আপনাদেব পাদপদ্ম উত্তোলন করে ব্রহ্মভক্তের আবরণ ডেল করেছিলেন, যাতে পবিত্র গঙ্গানদীর জলধারা বিজয়গত্যকার হাতা সমগ্র ত্রিভুবনের সর্বত্র ত্রিধাতা প্রবাহিত হতে পারে। আপনাদেব পাদপদ্মের তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা আপনি যদি মহাজগতের ব্রহ্মভক্তগণী রাজ্য লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন। আপনাদেব পাদপদ্ম বৈভবানন্দময়ের মনে ব্রহ্মের সন্ধান করে এক ভাবের নরকে প্রেরণ করে, আপনাদেব ভক্তভক্তগণকে স্বর্গীয় স্বীকৃতিদ্বারা সার্থকতা উপার্জন করে এক নির্ভর সৃষ্টি করে। হে ভগবান, আমরা আপনাদেব বন্দনা করে আশ্রয় প্রদান করে থাকি, সুতরাং আপনাদেব শ্রীচরণকমলে যেন আমাদের সকল পানকর্মফল থেকে মুক্ত করে। আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনি জড় প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ভোগকারী জীবগণেরও শ্রেষ্ঠ দিক্ সত্তা। আপনাদেব শ্রীচরণকমলে শিব আপনাদেব আমাদের উত্তর বিত্তল করুন। ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত মহান দেবভাগ সকলেই স্বীকৃতি। আপনাদেব কালের গতিতে কালের নিয়ন্ত্রণবীনে তারা যেন নাসময়ে যজ্ঞমিব কলমে হতেই আকৃষ্ট হয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, বিত্তি এবং প্রলয়ের কারণ। মহাজগতরূপে, জড়

প্রকৃতির সৃষ্টি ও অধিষ্ঠাতা অবস্থা এবং প্রত্যেক জীবের আচরণ আপনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মহাকালের ত্রিধাতা বৃত্ত চক্ররূপে আপনাদেব অধিষ্ঠাতা ত্রিধাতারূপে যথার্থে সকল কল্মষ ত্রিধাতা সাধন করে থাকেন এবং তাই আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।”

“হে প্রভু, আপনি পুণ্ডরীকায় মহাবিশ্ব আপনাদেব সৃষ্টিপতি থেকে কাম্য প্রাপ্ত হন। এইভাবে অক্লেশ শক্তির সাহায্যে তিনি জড় প্রকৃতিতে স্বীকৃতি করেন এবং তাতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়। তারপরে মহাবিশ্ব অর্থাৎ সম্মিলিত জড়প্রকৃতি ভগবানের শক্তি সম্পন্ন হয়ে, ব্রহ্মভক্তের স্বর্গময় আদি স্বপ্নকোষ উপহার করেন, যা থেকে জড় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের আবরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হতে থাকে। হে ভগবান, আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম সত্তা এবং সকল জীবের ও জগত প্রাণীর পরম নিয়ন্তা। আপনি সকল ইন্দ্রিয় প্রক্রিয়ার পরম নিয়ন্তা শ্রীমহাবিশ্ব। তাই, জড় সৃষ্টির অভ্যন্তরে এসে যা ইন্দ্রিয়ব্রহ্ম ত্রিধাতারূপে মাঝে আপনাদেব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আপনি কখনই কোনও প্রকারেই কলুষিত কিংবা সংশ্লিষ্ট হন না। লক্ষ্যভেদে, অন্যান্য জীবগণ, যথা যোগীগণ এবং দানবিকগণও তাঁদের জানায়েবশেষ সময়ে পবিত্রাত্ম জাগতিক বিবর্তগুলি শুধুমাত্র স্রবণের ফলেই তাঁর এবং সজ্জ হতে থাকেন। হে ভগবান, আপনি কোল রাজার অনিন্দ্যসুন্দরী মনোহরী মহাবীলের সঙ্গে বান করছেন। তাঁদের মনোহরী অশ্রুগী, শিখহাসা, অপ্রতিরোধ্য আহ্বানের মাধ্যমে তাঁদের ঐকান্তিক মধুর হস আহ্বানের আকুলতা জাদিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের নিষ্কিন্দ্র অমঙ্গলগণের আঘাতে আপনাদেব মন এক ইন্দ্রিয়াদি ত্রিধাতা করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে থাকেন। আপনাদেব সম্পর্কিত অশ্রুভক্তার কলুষতা, এক আপনাদেব শ্রীচরণকমলে স্নাত হয়ে উদ্ভাবিত পবিত্র নদীধারাগুলিতে, ত্রিভুবনের সকল কলুষতা বান করতে পারে। বীরা শুভ্রজ অর্জনের জন্য সজ্জ হন, তাঁরা স্রবণের মাধ্যমে আপনাদেব গুণমহিমায় পুষ্প বন্দনার সাথে পবিত্র লাভের দ্বারা মানসিক গুরুত লাভ করেন, তাঁরা আপনাদেব শ্রীচরণকমলে থেকে প্রবাহিত পবিত্র নদীগুলিতে অঙ্গস্নানব্রহ্মের মাধ্যমে পার্শ্বমিক গতিতা অর্জন করে থাকেন।”

শ্রীল তুকেব গোখামী ভাবেন—“ব্রহ্মা সহ দেবদেবঃ শিবঃ এবং অন্যান্য দেবতাসমূহ এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর পরে, ব্রহ্মা স্বয়ং আকাশমার্গে অবস্থিত হলেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন—‘হে ভগবান, পূর্বে আমরা আপনাকে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য অনুৰোধ করেছিলাম। হে অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেই অনুৰোধ সুনিশ্চিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। হে ভগবান, নিরন্তর সত্যসঙ্গী যে সকল ধর্মীরা মানুষ, তন্তের মধ্যে আপনি ধর্মীরা পুনরুৎপাদন করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে আপনার মহিমাও আপনি প্রচার করেছেন, এবং তাই এখন সমগ্র জগৎ আপনার বিবর জয়গানের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠতে পারবে। অপরূপের বশে অবতরণ করে, আপনার অতুলনীয় নিয়ন্ত্রণ আপনি প্রকাশ করেন, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আপনি মহিমাযুক্ত দিব্য ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেছিলেন।”

“হে ভগবান, কলিযুগের যে সকল সাধু সজ্জন ব্যক্তি আপনার দিব্য ক্রিয়াকলাপের কথা শোনেন এবং সেই সকল বিবরের মাধ্যমে প্রচার করেন, তাঁরা অন্যায়সেই কলিযুগের অন্ধকারের অজ্ঞানতা অতিক্রম করে যান। হে পরম পুত্রোত্তম শ্রীভগবান, হে আমার প্রভু, আপনি যদুবংশে অবতরণ করেছেন, এবং তাই এইভাবে আপনার শুভকৃষ্ণের সাথে একতর পট্টাটি শরৎকাল অতিবাহিত করেছেন। হে ভগবান, এই মুহূর্তে ভগবানের অনুকূলে আপনার পক্ষে আর কিছুই করার নেই। আপনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণদের অভিলাষে আপনার বেশ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সব কিছু মূল তত্ত্ব, এবং যদি আপনি তেমন অভিলাষ করেন, কৃপা করে চিৎকরণে আপনার নিজ ধামে এখন আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। সেই সঙ্গে, আমরা ক্রীতজন্মে প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন। আমরা আপনার কিশোর সেবকবৃন্দ, এবং আপনার প্রতিভূরূপ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিহিত্তি সমাল দিয়ে থাকি। আমাদের প্রহলোকসমূহ এবং অনুগামীদের নিয়ে আমরা নিজ আপনার সুরক্ষা প্রার্থনা করে থাকি।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে মেঘাবধি নিয়ন্ত্র ব্রহ্মা, আমি আপনার প্রার্থনা এবং অনুগোষ উপলব্ধি

করেছি। পৃথিবীর ভার লাঘবের পরে, আপনার পক্ষে বা কিছু প্রয়োজন ছিল, তা সবই আমি সম্পন্ন করেছি। যে যদুবংশে আমি আবর্তিত হয়েছিলাম, সেটাই এখনই সকল বিবরে, বিশেষতঃ এইখানে, শৌর্যে এবং বীর্যে বিশাল্যাকার ধারণ করেছিল যে, তারা সমগ্র জগৎ আশ্রমের ঐক্যতা প্রকাশ করেছিল। সুতরাং যেভাবে তাঁরভূমিতে মহাসমুদ্র স্রব হতে থাকে, সেইভাবেই আমি তাদের শুদ্ধ করে নিয়েছি। যদুবংশের অতিশয় উন্নত সদস্যদের সংহত না করে যদি আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করতাম, তা হলে তাদের বাক্যে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। এখন ব্রাহ্মণদের অভিলাষের ফলে, আমার যশস্বে বিনাশ শুরু হয়ে নিয়েছে। হে নিম্পাপ ব্রহ্মা, যখন এই ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং শ্রীবেকুব্রহ্মের অভিযুগে আমি চলে যাব, তখন আমি আপনার আলয়ে গিয়ে কণ্ঠকের জন্য সাফল্য করব।”

শ্রীল তুকেব গোখামী বললেন—“যদুব্রহ্মা এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিশক্তি লোকনাথের কন্যা অবতারের পরে ভগবানের শ্রীচরণকমলে বসন্ত প্রসিদ্ধি জানালেন। অপরূপে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি পরিকৃত হয়ে মহান ব্রহ্মা তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তন করলেন। অভ্যন্তর, পরমেশ্বর ভগবান পবিত্র ধারক নগরীর মধ্যে বিপুল উপগ্রহ সৃষ্টি হতে দেখলেন। তাই ভগবান যদুবংশের সমবেত বহুবৃন্দ অধিকারীদের বললেন—ব্রাহ্মণদের দ্বারা আমাদের রাক্ষসে অভিলাষ হয়েছে। এই ধ্বংসের অভিলাষ অপ্রতিলোভ। তাই আমাদের চতুর্দিকেই বিপুল উপগ্রহ উপস্থিত হচ্ছে। হে ব্রাহ্মণ্য বরোবৃন্দ ব্যক্তিগণ, যদি আমরা বেঁচে থাকতে আগ্রহী থাকি, তা হলে এই আরগায় আর আমাদের বাস করা উচিত নয়। চলুন, আজই আমরা প্রজ্ঞাসীর্ণের মতো পুণ্য পবিত্র ধামে চলে যাই। আর সেখানে আমরা উচিত নয়। একদা ব্রহ্মার অভিলাষে চলে যাক্ষাযোগে আশ্রয় হয়েছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাসকালে অকস্মাত তাদের ফলেই চলে গেলেন তাঁর লাগকর্মসমূহ থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং পুনরায় তাঁর বিভিন্ন রূপলব্ধি ফিরে পেয়েছিলেন। প্রভাসকালে ‘ব্রাস’ করে, সেখানে পিতৃপিতামহ এক দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভূর্ণ প্রদানে সুখী হয়ে, আরোহণ ব্রাহ্মণগণকে দিব্য প্রকার উপায়ে

সুচরিত্র খাদ্যসামগ্রী ভোজনে পরিতৃপ্ত করে এবং তাঁদেরই পানীয়ের যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে ঐশ্বর্যবর্ত্তিত জনসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে, আমরা ঐ ধরনের পুণ্যকর্মের ফলে, সুনিশ্চিতভাবে এই সকল নিপাশনই অতিক্রম করব, ঠিক যেভাবে যথোপযুক্ত মৌকর সাহায্যে মানুষ মহাসাগর অতিক্রম করে থাকে।

শ্রীল তুকেব গোখামী বললেন—“হে কৃতজ্ঞ, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লাভ করার পরে, স্বাক্ষর পুণ্যতীর্থ প্রভাসকালে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছিল, এবং তাই তাদের রথগুলিতে তত্ত্ব সোজনা করল। হে প্রিয় রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজা বিকৃত অনুগামী ছিলেন শ্রীউদ্ধব। রাক্ষসগণ প্রবৃত্ত আসন্ন লক্ষ্য করে, তাদের কাছে ভগবানের নির্দেশটির কথা রবণ করে এবং অত্যন্ত লক্ষ্যনি অনুধাম করে, তিনি সঙ্গেগনে পরমেশ্বর ভগবানের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্ত্রণ শ্রীচরণকমলে নতমস্তকে করজোড়ে প্রণত হয়ে তিনি কৃতজ্ঞলিপিতে তাঁকে বললেন—‘হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান, দেবদেব, কেবলমাত্র আপনার দিব্য মহিমা মরণ ও কীর্তনের মাধ্যমেই যথার্থ ধর্মীরা জাগ্রত হয়ে থাকে। হে ভগবান, মনে হয় যে, এখন আপনার রাজ্য আপনি সংবরণ করে নেবেন, এবং সেইভাবেই আপনি অবশেষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার লীলাসিদ্ধির পরিত্যাগ করবেন। আপনি পরম নিয়ন্ত্র এবং সকল বৌদ্ধিক শক্তির অধিশক্তি। কিন্তু আপনার রাজ্যবংশের বিলুপ্তি ব্রাহ্মণগণের অভিলাষের প্রতিবিধান করতে আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম হলেও, আপনি তা করেন না, এবং তাই আপনার জন্মনি আসন্ন হয়েছে। হে ভগবান কেশব, আমরা প্রিয় প্রভু, এক মুহূর্তের জন্যও আমি আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করে থাকি সত্য করতে পারি না। আমি প্রার্থনা করি, কৃপা করে আপনি আমাদের আপনার নিজ ধামে নিয়ে চলুন। হে প্রিয় কৃষ্ণ, আপনার লীলাবৈচিত্র্য মানুষের পক্ষে একান্ত শুভপ্রদ এবং জয়গানের পক্ষে পরম

বল্যাপন্নর তত্ত্ব। ঐশ্বর্যলীলার আশ্রয়নের মাধ্যমে, অন্য সকল বিবরে তাদের যাবনাদি বর্জন করে। হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছাড়ি এক সুদূরত বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা পরম, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হতে, নামে, বিশ্রামে, জাহায়ে, কিংবা যে কোনও কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সলা সর্বদাই আপনারই সেবার নিয়োজিত রয়েছি। আপনি যে সকল পুণ্যমালা, সুগন্ধি তৈল, বস্ত্রাদি, এবং অলংকারাদি ইতিপূর্বে উপভোগ করেছেন, শুধুমাত্র সেইগুলিই বলা আমাদের সজ্জিত করে, এবং আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশে আহার করে, আমরা আপনার সঙ্গে সুনিশ্চিতভাবেই আপনার ময়লাপত্রকে ভর্য করব। যে সকল দিগন্তের সম্যাসীরা পারমার্থিক অনুশীলনে কঠোর প্রচেষ্টা করেন, যারা তাঁদের বীর্য উৎসর্গামী করেন, যারা সন্ন্যাস আশ্রমের শাস্ত্র এক নিম্পাপ, তাঁরা ব্রহ্মলোক লাভ করে থাকেন। হে যোগীশ্রেষ্ঠ, যদিও আমরা কল্যাণী কর্মের পক্ষে ককীকীর মতোই বিচরণ করছি, তবুও জানি আপনার শুভমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুধুমাত্র আপনার লীলাকথা জয়গানের মাধ্যমেই এই জড় জগতের অন্ধকার আমর অবলম্বি উত্তীর্ণ হবে। তাই আমরা সর্বদাই আপনার লীলাকথা ও বিশ্বতর ব্যাপী শ্রবণ এবং মহিমা প্রচারের মাধ্যমে দিনতিপাত করে থাকি। আমরা পরমোন্মাদে আপনার শ্রেমের লীলালীলাস শ্রবণ করে থাকি এবং আপনার শুভকৃষ্ণের সাথে তা আলোচনা করি। হে ভগবান, আপনার সুমধুর লীলা এই জড়জগতেরই সাধারণ মানুষদের কার্যকলাপের মতোই আশ্চর্যভাবে সমান বলে মনে হতে থাকে।”

শ্রীল তুকেব গোখামী বললেন—“হে মহারাজ পরিত্রিক, এইভাবে শোনার পরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সেবকীপুত্র, তাঁর শুভ সেবক প্রিয় শ্রীউদ্ধবকে একান্ত উত্তর দিতে লাগলেন।”

উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে মহাত্মা, উদ্ধব, পৃথিবী থেকে বহুবংশ উৎপত্ত করে বৈকুণ্ঠধামে আমার নিজধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অভিলাষের কথা তুমি বলাই বাহুল্য। তাই ব্রাহ্মা, দেবগণদের শিব এবং অন্য সকল প্রহ্মগুণীর অধিপতিরা এখন বৈকুণ্ঠে আমার নিজধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছেন। প্রকার প্রার্থনানুসারে, আমি এই পৃথিবীতে অবতরণকালে আমার অংশপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণরূপে সবে অবতরণ করেছিলাম, এবং দেবতাদের পক্ষে বিধি ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করি। এখানে আমার নির্দিষ্ট কাজ এখন শেষ হয়েছে। এখন ব্রাহ্মণদের আভিলাষে বহুবংশ অবশ্যই নিজেরদের মধ্যে কলহের ফলে কলস হয়ে যাবে, এবং আজ থেকে সপ্তম দিনে সমুদ্রের জল উত্তীর্ণ হবে এবং এই হাবকা নগরী প্রাকৃত হয়ে যাবে। হে সজ্জন উদ্ধব, অদূর ভবিষ্যতে আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করব। তখন, কলিযুগের প্রভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পৃথিবী সকল প্রকার সংগণাবলী বর্জিত হুন হয়ে উঠবে।”

“হে প্রিয় উদ্ধব, আমি এই জগৎ পরিত্যাগ করলে তোমার পক্ষে আর এইখানে থাকা উচিত হবে না। হে প্রিয় ভক্ত, তুমি নিশ্চাপ, তিস্ত কলিযুগে মানুষ সকল প্রকার পাপকর্মে আসক্ত হবে, অতএব এখানে থেকে না। এখন তোমার সকল ধর্মযাজন ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সকল প্রকার শ্রেয়-ভালবাসার আসক্তি বর্জন করা উচিত এবং আমার প্রতি মন সমর্পণ করা প্রয়োজন। এইভাবে তুমি আমার প্রতি নিত্য আবিষ্ট হয়ে তুমি সব কিছু সমুদ্রগুণে দর্শন করতে থাকবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। হে প্রিয় উদ্ধব, তোমার মন, বাক্য, চক্ষু, কণ্ঠ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যে জড়জাগতিক বিষয়সমূহ লক্ষ্য করবে তা নিত্যই মায়াময় সৃষ্টি, যাকে মানুষ মায়ার প্রভাবের সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার জ্ঞান উচিত যে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে জ্ঞাত সত্যকিছুই অশুদ্ধ অস্থায়ী। যে জ্ঞানের চেতনা

মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার কাছে সব কিছু মূল্যহীন এবং ব্যর্থ। নন্দনভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। তার ফলে সে জাগতিক ভ্রাম-মন্দের চিত্তের মধ্য হয়ে পড়ে এবং সেই প্রকার ধারণার আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই ধরনের জাগতিক উত্তর প্রকার ভ্রামনাচিন্তার ফলে মানুষ বিম্বিত করে অবহেলা (অকর্ম), নিব্বিত করে অগ্রহ (বিকর্ম) এবং কর্ম (অকর্ম্য কর্মব্য) সম্পাদনেরও চেষ্টা করে চলে। অতঃপর, তোমার সকল ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং সেইভাবে মনকে অবদমিত করে, তুমি সমগ্র পৃথিবীকে তোমার নিজ আশ্রয় মধ্যে বিস্তারিত রয়েছে দেখতে পাবে, সেই আশ্রয় সর্বত্র বিদ্যমান, এবং এই মৃত্তিকাল আশ্রয়কে পরম পুরুষোত্তম ভগবান আমার মনোও দেখতে পাবে। বৈদিক জ্ঞানের সাহচর্য আইরণ করে এবং জ্ঞানের উচ্চৈশ্বর্য সম্পর্কে কৃত্রিম উপলব্ধি অর্জন করে, তারপরে আশ্রয় সাক্ষ্য অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হবে, এবং এইভাবে মন সমুদ্র হয়ে থাকে। তখন তুমি সকল দেবতাপ্রমুখ জীবেরই প্রিয়ভাজন হবে, এবং জীবনের কোনও বাধাবিগতি তোমার প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। জড়জাগতিক ভ্রাম-মন্দের উত্তর যে উত্তীর্ণ হয়েছে, বচনতই সে ধর্মচরণের অনুশাসনাদি মতো কাজ করে থাকে এবং নির্দিষ্ট কর্ম পরিহার করে। নিশ্চাপ শিওর হতেই অতঃকালসম্পন্ন অনুব সত্যসুদৃষ্টভাবে এই ধরনের কাজ করতে থাকে, এবং জড়জাগতিক ভ্রাম-মন্দের বিচারণের মাধ্যমে সে এইভাবে কাজ করে, তা নয়। যিনি সর্বজীবের প্রতি সহস্র গুণাক্ষরী, যিনি জ্ঞানে এবং আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে পূর্ণনিশ্চিত, তিনি আমাকে সর্বব্যাপ্ত লক্ষ্য করে থাকেন। তিনি কখনই অন্ধ এবং মৃত্যুর আবের্থে আর পতিত হন না।”

শ্রীল চক্রেব গোবামী বললেন—“হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুভ ভক্ত উদ্ধব ভগবৎ-তর সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হলে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উদ্ধব তখন ভগবানকে দণ্ডবৎ

প্রণিপাত জানিয়ে বললেন—হে ভগবান, একমাত্র আপনিই যোগচর্চার সুকল প্রদান করেন, এবং আপনিই কৃপা করে আপনার কৃপাভাবের দোষ অনুশীলনের সার্বকর্ম আপনায় ভক্তকে অর্পণ করেন। সুতরাং আপনি যোগের মাধ্যমে উপলব্ধ পরমাত্মা, এবং আপনিই সকল যোগ শক্তির উৎস। আমার পরম কল্যাণার্থে, সম্যক জ্ঞানের গ্রহণের মাধ্যমে জড়জাগতিক পৃথিবী পরিত্যাগ করে বাণেশ্বর পদ্মভক্তি আপনি ব্যাখ্যা করেছেন। হে ভগবান, হে পরমাত্মা, যাদের মন ইন্দ্রিয় উপভোগে আসক্ত, এবং বিশেষতঃ আর আপনার প্রতি ভক্তিকলঙ্ক, তাদের নব্বইভাবে জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করা জটীল কঠিনসাধ্য। এটাই আমার অভিযন্ত। হে ভগবান, আমি নিজেই জটীল নির্বোধ, কারণ আমার জড়জাগতিক দেহ এবং দেহসম্পর্কিত বিষয়সমূহকে আমি আপনার মাত্রাবলে মন হয়ে রয়েছি। তাই, আমি মনে করছি, “এই দেহটি আমি, এবং এই সমগ্র মানুষই আমার আত্মীয় স্বজন।” অতএব, হে ভগবান, আপনার দাসকে কৃপা করে উপদেশ প্রদান করুন। কৃপা করে আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন যাতে অন্যভাবে আপনার নির্দেশ পালন করতে পারি। হে ভগবান, আপনি পরমভক্ত, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আপনার ভক্তমণ্ডলীর কাছে আপনাকে প্রকাশিত করে থাকেন। আপনার ভগবৎ স্বাভাবিক জ্ঞান কোনও বিষয়ে আমি বলাবলি জান যথেষ্ট মনে করি না—অন্য কেউ আমাকে বলাই জ্ঞান বোঝাতে পারে না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মাঝে কোনও বলাই শিক্ষক লক্ষ্য করা যাবে না। কতকিই, ব্রাহ্মপ্রমুখ দেবতাদের সকলেই আপনার মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। তাঁরাও বহু জীবের মতো নিজেরদের জড়দেহ ধারণ করেন এবং তাঁদের মৈত্রিক অংশপ্রকাশই সর্বাধিক বলে মনে করে। সুতরাং, হে ভগবান, জড়জাগতিক জীবনে নিমগ্ন হয়ে এবং তার মাঝে মূঢ়কণ্ঠে জড়জিত হয়ে, এখন আমি আপনার কাছে অংশসমর্পণ করছি। আপনি বলাই প্রভু, আপনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সকল দুঃখকষ্ট থেকে বিবর্তিত বৈকুণ্ঠধামে আপনার চিত্ত আশ্রয়। বক্তৃত, আপনি শ্রীনারায়ণ রূপে সকল জীবের বলাই মিত্ররূপে সুবিদিত।”

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—“সত্তরাত্তর যে সব মানুষ দণ্ডবৎ সবে জড় ভগবৎ বলাই পরমসুখি বিচরণ বিচরণ করতে পারে, তারা তুমি জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগের অশুভ জীবনদায়ের উত্তর নিজেদের উত্তীর্ণ করে তুলতে সক্ষম হন। কোনও বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর চাটুরিত্রের জগৎ পর্যবেক্ষণে দক্ষ হলে এবং বলাই বিচরণবুদ্ধি প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে, তাঁর নিজ বুদ্ধিবলে বলাই উপকার লাভ করতে পারেন। এইভাবেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও মানুষ নিজেই নিজের পারমার্থিক শিক্ষাভোগে জীবনচর্য সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন। মানব জীবনে যাঁরা আত্মসংযমী এবং সাংখ্যযোগে অভিজ্ঞ, তাঁরা প্রত্যেকভাবে আমার সকল শক্তির মাধ্যমে আমাকে কর্তন করতে পারেন। এই জগতে নান ধরনের শরীর সৃষ্টি হয়েছে—কোনটি একপদ, অন্যেরা দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ কিংবা বহুপদবিশিষ্ট, আবার আরও অনেকের কোন পা থাকে না—তবে এই সকলের মধ্যে, মানব রূপই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদিও পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতির মাধ্যমে কখনই বিভূত করা যায় না, তবু ব্রহ্মবর্জিত লাভে সৌভাগ্যবান জীবগণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতির অদ্ব্যন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রত্যেকভাবে আমাকে কর্তন করতে এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন লক্ষণাদির মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করে থাকে। এই প্রসঙ্গে, দুর্নিত্যবিশিষ্ট মনোবলবলী বদুরাক এবং এক অবদুতের কলোপকল্প বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেন। একবার মহারাজ বদু এক অতি উত্তম এবং জ্ঞানবান, নির্ভীকভাবে ত্রয়শীল ব্রাহ্মণ অবদুত সম্রাটকে দেখেছিলেন। রাজা খুব অধ্যাবিষ্টভাবে পারদর্শী ছিলেন বলে এই ভরমের কাছে নিমগ্ন প্রাণ উদ্বাগনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।”

শ্রীমদু বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আমি লক্ষ্য করছি যে, আপনি কোনও প্রকার ব্যবহারিক ধর্মচরণে নিয়োজিত নন, এবং তা সত্ত্বেও এই জগতের মন কিছু এবং মন মানুষের সম্পর্কেই আপনি অতি উত্তম জ্ঞান আহরণ করেছেন। মহাপ্রাণ, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন—কেন করে এমন অসাধারণ বুদ্ধি আপনি লাভ করেছেন এবং ঠিক একজন শিওর হতে সত্য পৃথিবীময় হয়ে

পরিচয় করছেন কেন? সাধারণত মানুষ ধর্মচরিত্রের জন্য, আর্থিক প্রগতির উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনায় এবং পারমার্থিক আনন্দতত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনায় কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। আর, তাদের সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে আত্ম বৃদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি এবং জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি তথা সেইগুলির পরিপূর্ণ উপভোগ। অকণ্ঠ্য, আপনি যদিও কর্মকর্মী, সুশিক্ষিত, সুদী এবং সুবক্তা, তবু আপনি কোনও কাজেই নিয়োজিত নেই, কোনও কিছুই বাসনা করেন না; বরং আপনাকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, উপায় বলে মনে হয়, কেন আপনি ভূত লিপাচের মতো প্রাণী ছিলেন। যদিও জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার মহা সাগরমধ্যে ডুবেছে, তখন আপনি মৃত্যুভায়ে বিভ্রাণ করছেন এবং অসিদ্ধলাভে নষ্ট হচ্ছেন না। আপনি কেন ঠিক ধারণা থেকে বেঁচে এসে গরমদীর মতো ঝড়িয়ে থেকে আহার গ্রহণ করছেন। যে রান্ধন, আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি জড়জাগতিক কোনও প্রকার জোলা-উপভোগের সম্পর্কশূন্য এবং আপনি নিঃসজ্জভাবে কোনও সাথী-সহযোগী কিংবা পরিবার-পরিজন কর্তন করেই ভ্রমণ করছেন। তাই, আমরা যেহেতু আকুলভাবে আপনার কাছে অনুসন্ধান করছি, সেই কারণে আপনার মধ্যে যে নগ্ন জীবোদাস আপনি উপভোগ করছেন, কৃপা করে আপনি সেই বিষয়ে তার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।”

তখনই তীক্ষ্ণক আরও বললেন—“বুদ্ধিমান মহারাজ যদু ব্রাহ্মণদের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে, নতুনত্বকে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং মহারাজের আচরণে সন্দেহ হয়ে, সেই রান্ধন কলপে গুরু বললেন—‘যে দ্রিৎ মহারাজ, আমার বুদ্ধি প্রত্যেকের মাধ্যমে বহু পারমার্থিক ওকবর্ণের আশ্রয় আর প্রদান করেছি। তাঁদের কাছ থেকে পারমার্থিক নিক্ত জ্ঞানের উপলব্ধি অর্জন করে, এখন আমি বৃত্তভাবে জগতে বিচরণ করছি। আমি বেলার সেই সব কথা বর্ণনা করছি, কৃপা করে তা অবলম্বন।’”

“যে মহারাজ, আমি চরিত্রজন তরুণ আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাঁরা হলেন—পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, জল, আগুন, ঠান্ডা, সূর্য, পান্ডুরা এবং অন্ধকার সাদা; সপ্তরশ, মৌসুমি, হাতি এবং মনুষ্যেরা; হরিণ, হাং, লিঙ্গলা

বাকরী, কুবর পাখি এবং শিশু; এবং বাগিচা, তীব্রমাজ, সাপ, হাতডাঙ্গা ও প্রমর। যে রাজা, তাদের কামকর্ম লক্ষ্য করে আমি আনন্দতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি। যে মহারাজ হযাতি, যে যাত্রাসম পূজক, এই সকল গুরু কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি, তা আপনাকে বর্ণনা করছি।”

“কখনই কোনও হীরকজিহ্বা যুক্ত অন্যান্য জীবের দ্বারা অক্লান্ত হয়, তখন তার বোঝা উচিত যে, অক্ষয়কর্মীরা ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণ অসহায়ভাবে ভর্য করছে, তাই তার পক্ষে উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। পৃথিবী থেকে এই শিক্ষা আমি লাভ করেছি। অন্যের সেবার নিজের সকল প্রচেষ্টা উপসর্গ করা এবং নিজের অস্তিত্ব হাকের মূল উদ্দেশ্যধারণ অন্য সকলের কল্যাণ সাধন করার আদর্শ পর্বতের কাছ থেকেই সাধুপুরুষের শিক্ষালাভ করা উচিত। তেমনই, কুম্ভের লিখা অগ্নিও, অন্য সকলেরই সেবার নিজেকে উপসর্গ করা তাঁকে নিষেধে হবে। কোনও জ্ঞানবান মূনি সরলভাবে জীবন-বাপনে সন্তুষ্ট থাকেন এবং জড়ভেদ-গুণিতক সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তৃপ্তি সুখ পেতে চান না। পরোক্ষভাবে, জড়-জাগতিক শরীরটিকে এমনভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে হর্ষাধ উচ্চজ্ঞানচর্চা বিপর্যস্ত না হতে পারে এবং জ্ঞান ও বাক্য কখনই আনন্দজ্ঞান উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটতে পারে। পরমর্ষ বিষয়ে জানী এক আত্মসংযমী ব্যক্তিরও চতুর্মুখে অগণিত ভাষা এবং মন জড় বিষয়াদি পরিবেষ্টন করেই থাকে। অকণ্ঠ্যই, যিনি জাগতিক ভাষা এবং মন বিষয়াদির প্রভাব অভিভূত করেছেন, তিনি কোনও হতেই জড়বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হন না; বরং তিনি কেন কতকগুলো হতেই নির্মিত হয়ে চলেছেন। যদিও আনন্দজ্ঞানসম্পন্ন জীবাত্ম এই জগতে বিভিন্ন জড়জাগতিক শরীরের মধ্যে অবস্থিত হয়ে, সেগুলির বিভিন্ন গুণাবলী ও কার্যকরতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে, তা সত্ত্বেও সে কখনও তাতে অভিভূত হয়ে পড়ে না, ঠিক যেভাবে বাতাস বিবিধ পত্র বহন করলেও বস্তুর তাড়নের সাথে মিশে যায় না। মননশীল মুনিব্রি জড়জাগতিক দৈহিকত্বী হলেও নিজেকে শুদ্ধ চিন্তার আশ্রয় রূপেই তাঁর উপলব্ধি করা উচিত। সেইজন্যই, প্রত্যেক মানুষেরই বোঝা উচিত যে, চিন্তার আশ্রয় সত্য এক

নিম্নলিখ সকল প্রকার জীবাত্মের মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং প্রত্যেক আত্মাই এই ভাবে সর্বব্যাপী। মুনিব্রিদের পক্ষে জীবও উপলব্ধি করা উচিত যে, সবমাত্রারূপে পরমেশ্বর ভগবান একই সাথে সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। জীবাত্মা এবং পরমাশ্রয় উভয়েই মধ্যে ভূমদা করা যেতে পারে আকাশের প্রকৃতির সঙ্গে—যদিও আকাশ সর্বব্যাপী এবং সব কিছুই আকাশের মধ্যে বিদ্যমান করে আছে, তবু আকাশ কোনও কিছুই সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা কোনও কিছু দ্বারা তাকে বিভক্ত করাও সম্ভব হয় না। যদিও প্রচণ্ড বাতাসে মেঘ এবং জড় আকাশে প্রাণে উড়ে যায়, তবু এই সব ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আকাশ কখনও ভাঙাচুরা কিংবা ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে না। তেমনই, চিন্তার আশ্রয় জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে ব্যক্তিকই পরিবর্তিত কিংবা প্রভাবিত হয় না। যদিও জীব জিহ্বা, অঙ্গ ও তেজ দ্বারা গঠিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, এবং মহাকালের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃতির ত্রৈলোক্যের মাধ্যমে তা প্রভাবিত হয়, তা হলেও তার নিজ লাভ চিন্তার প্রকৃতি ব্যক্তিকই কখনও কলুষিত হয় না।”

“যে মহারাজ, কোনও মুনিব্রি ঠিক ভুলের মধ্যে, কারণ তিনি সকল প্রকার কলুষভ্রমকে, শব্দমধুর প্রকৃতির মানুষ, এবং মিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে জল প্রবাহের মতো ঘনোদ্রম ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করেন। এই ধরনের সাধু পুরুষকে লক্ষ্য, স্পর্শ কিংবা ভ্রমের মাধ্যমেই জীব গুহ্য হয়ে ওঠে, ঠিক যেভাবে পবিত্র জলসংস্পর্শে মানুষ গুহ্য অর্জন করে থাকে। তাই ঠিক কোনও তীর্থস্থানের হতেই, কোনও স্রষ্টাপুরুষ তাঁর সঙ্গে যারই সম্পর্ক লাভ হয়, তাদের সকলকেই পবিত্র করে তোলে, কারণ তিনি নিয়তই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন।”

“সাধুপুরুষেরা তপস্যার মাধ্যমে ভেদজাতীও হয়ে উঠেন। তাঁদের চেতনা অবিভক্ত থাকে, কখনও তাঁর জড়জগতের কিছুই উপভোগের প্রয়াসী হন না। এই ধরনের স্বভাবসিদ্ধ মুক্ত অবিশ্রাম ভগবানে বসন্তকু তাঁদের কাছে উপলব্ধি হতে থাকে, সেইজন্য অত্যাশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, এবং যদি ঘটনাক্রমে কলুষিত দ্বারা তাঁদের গ্রহণ করতেও হয় তাঁদের কোনই ক্ষতি হয় না, কেন তাঁর আত্মনের হতেই সমস্ত কলুষিত সামগ্রী বহন করে কেলেস। সাধু পুরুষ, কেন ঠিক আত্মনের মধ্যে, কখনও

প্রজন্মভাবে আত্মপ্রকাশ করেন আত্মর ভগবানও নিজেই গোপন করে রাখেন। যথার্থ সুকলাতির অভিনয়ী বহু জীবাত্মের কল্যাণে, সাধু পুরুষ পারমার্থিক সদ্গুণের পূজারী হর্ষদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন, এবং সেইভাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনকারীদের অর্থা স্বীকার করে তাদের সকল প্রকার অতীত এবং ভবিষ্যতের পাপময় কর্মফল আত্মনের মতো ভস্মীভূত করেন। বিভিন্ন আকারের ও প্রকৃতির জালানী কাঠের চুড়োর মতো আত্মন যেমন বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনই সর্বগতিময় পরমাত্মও উত্তম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন জীবাত্মের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর নিজ পতিতবলে, প্রত্যেকের বহু পরিচিতি ধারণ করে থাকেন।”

“জল থেকে গুরু করে মৃত্যুতে বিশাল পর্যন্ত এই জড় জীবনের বিভিন্ন অবস্থান্তরের সবই মেঘের বিকার মাত্র আর তা আত্মাকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। ঠিক যেমন আপাত প্রতীকময় চন্দ্রের দ্বারা বৃদ্ধি বরং চন্দ্রকে কখনই প্রভাবিত করে না। কালের অস্বস্ত পতীর দ্বারা এই পরিবর্তন সকল ঘটে থাকে। অমিশ্রিত প্রতিমুহুর্তে জলে এবং নেচে, তবু এই সৃষ্টির আর বিশেষ কাণ্ড সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় না। তেমনই, মহাকালের পতিশালী ভরসতলি নর্টার হোলের মধ্যেই নিজ প্রবহমান রয়েছে, এবং সকলের অজ্ঞানত্ব অগণিত জড় মেঘের জ্বর, বৃদ্ধি এবং সৃষ্টির কারণ সৃষ্টি করে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও, আত্মা প্রতিনিয়ত তার অবস্থান মর্যাদা পরিবর্তনের জন্য বাধ্য হয়ে থাকলেও, কালের পতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। ঠিক যেভাবে সূর্য তার প্রচণ্ড জ্যোতিঃপ্রভা প্রদূর পবিত্রাণে জনবানি কলুষীভূত করে দেয় এবং পরে বৃষ্টিধারার আকর্ষণে সেই জল পৃথিবীকে ফিলিয়ে দেয়, তেমনই কবিতুল্য মানুষ তাঁর জড়ভেদবিষয় মাধ্যমে সকল প্রকার জড়জাগতিক বিষয়াদির সারমর্ম গ্রহণ করে থাকেন, এবং হৃদয়মগ্নে, বোধোপযুক্ত মানুষ তাঁর কাছে এসে বসেই সেই সকল বিষয়ে প্রার্থনা জানায়, তখন তিনি সেই সকল সারসংক্ষেপ আকারে তাকে প্রত্যর্পণ করে থাকেন। এইভাবে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড়জাগতিক বিষয়াদি গ্রহণ এবং প্রত্যর্পণের সময়ে তিনি কোনও বিষয়ে আসক্ত হন না। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সূর্য প্রতিনিয়ত হলেও, তা

কখনই বিভ্রান্ত হয় না কিংবা প্রতিবন্ধের মধ্যে ডু মিলে যায় না। তাদের স্থূলবুদ্ধি, ততাই সূর্যকে এইভাবে ধাক্কা করে থাকে। ঠিক তেমনি, বিভিন্ন জড়দেহের মাধ্যমে জগদ্রূপ প্রতিবিম্বিত হলেও, আমরা সর্বদাই অবিভক্ত এবং জড়সত্তাবিহীন হয়ে থাকে। কোনও কিছু বা কারও জন্য অত্যধিক গ্রেহ বা আসক্তি পোষণ করা আরও উচিত নয়, না হলে বুদ্ধিহীন কপোতের মতো অনেক দুঃখ পেতে হয়।”

“একটি কপোত তার কপোতীর সঙ্গে বনে বাস করত। একটি গাছে সে বাসা বেঁধেছিল এবং কয়েক বছর স্বাধীন কপোতীর সঙ্গে সেখানে থাকত। দুই কপোত-কপোতী তাদের গার্হস্থ্য কালকর্মে খুবই আসক্ত হয়ে উঠেছিল। মন ও বুদ্ধি দিয়ে তারা পরস্পরকে দৃষ্টি বিনিময়ে, শরীর ও মনের আদানপ্রদানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। এইভাবে, তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরকে প্রীতিকরনে আবদ্ধ করেছিল। সরল মনে ভবিষ্যতের বিষয়ে নিয়ে, স্বপ্নের গাছপালায় প্রথমতঃ দম্পতির মতো তারা বিশ্রাম, অলস-বিহার, চলাফেরা, কথাবার্তা, খেলাধুলি এবং সব কিছু করত। হে মহারাজ, কপোতী যখনই কোনও কিছু বাসনা করত, তখন অনুকম্পার মাধ্যমে কপোতকে সন্তুষ্ট করার ফলে, বহু কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও সব কিছুই কপোত তাকে এসে দিত। তার ফলে, কপোতীর সন্তর্পণে কপোত তার ইচ্ছাগুলি সবেমাত্র করতে পারত না। তারপরে কপোতী তার প্রথম শাবক সন্তানকে জন্ম দিত। যখন সময় হল, তখন সাধবী স্বীর মতোই কতগুলি ডিম তার পতির উপস্থিতিতে বাসার মধ্যে প্রসব করেছিল। স্বামীর পরামর্শের উপস্থিতিতে অচিন্তনীয় শক্তির মাধ্যমে সেই ডিমগুলি থেকে কোমল খসড়া এবং পালক সমেত কপোত শাবকদের জন্মলাভ করত। দুই কপোত-কপোতী তাদের শাবকদের নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কলরব শুনে আনন্দপ্রাপ্ত করত। তাই ভালবাসার মাধ্যমে তাদের নবজাতক ছোট পাখিগুলিকে নিয়ে যত্ন করে তুলতে লাগল। কপোত-কপোতী নিঃশব্দে তাদের শাবকদের কোমল ডানাগুলি দেখে, তাদের কলরব শুনে, বাসার মধ্যে চারদিকে তাদের সুশব্দভাবে সরল অকৃত্রিম আর লাগিয়ে উঠে উড়ে চলার চেষ্টা লক্ষ্য করে খুবই উৎকৃষ্ট

হয়ে উঠল। তাদের শাবকদের প্রকৃষ্ট দেখে পিতামাতাও প্রকৃষ্টাচ্ছিন্ন হল। মূর্খ পাখিগুলি তাদের অস্তিত্বের স্নেহবন্ধনে ভগবান বিষ্ণুর মায়ামতিবলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের প্রকৃতি স্বরূপ নবজাত শাবকগুলিকে সমস্তে পালন-পোষণ করতে লাগল। একদিন কপোত-দম্পতি শাবকদের আহা-অহেবধে দুজনে মিলে বেরিয়েছিল। তাদের শাবকদের ভালভাবে আহা-অহেবধের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে, তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনের সর্বত্র বিচরণ করছিল। সেই সময়ে বনের মধ্যে বিচরণশীল কোনও এক শিকারী সেই কপোত শাবকগুলিকে তাদের কান্নার কাছে বোরাফেরা করতে দেখল। তার জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সকলকে সে ধরে নিয়েছিল। কপোত এবং তার কপোতী তাদের বাচ্চাদের পালন পোষণের জন্য নিত্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত, এবং সেই উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াত। স্বাভাবিক স্বাদুগন্ধি গন্ধে, তারা তখন তাদের বাসার ঘিরে আসত। যখন কপোতী শিকারী জালের মধ্যে তার নিজ শাবকদের কদী অবস্থার দেখতে পেল, তখন সে দুঃখে কাঁদার হয়ে তাদের দিকে ছুটে গেল, এবং শাবকরাও চিৎকার করতে লাগল। কপোতী নিরন্তর গভীর জাগতিক মায়াময় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাইত, এবং তাই তার মন ক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হল। ভগবানের মায়াবলে আবদ্ধ হয়ে, সে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তার অসহায় শাবকদের দিকে উড়ে গেল আর অচিরেই শিকারীর জালে সেও আবদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রাথমিক শ্রীর শাবকদের সঙ্গে শ্রিতম্ভা কপোতীকে শিকারীর জালে মরণাশ্রয় হয়ে আবদ্ধ থাকতে দেখে, হতভাগ্য কপোত দুঃখের সঙ্গে আক্ষেপ করতে থাকল।”

কপোত বলল—“হাহ, আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল! আমি অবশ্যই মহামূর্খ, কারণ আমি স্বার্থ পূর্ণকর্ম পালন করি নি। আমি নিজেকে সন্তুষ্ট করতেও পারিনি এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতেও পারলাম না। আমার জীবনের ধর্ম, অর্থ এবং কাম চরিতার্থের ভিত্তিধরূপ গার্হস্থ্য পরিবারই আমার সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। আমার স্ত্রী এবং আমি আদর্শ যুগল ছিলাম। সে সদাসর্বদা আমাকে মান্য করে চলত এবং ব্যক্তিকিই আমাকে তার অরাধ্য দেবতার মতোই মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু এখন, তার শাবকদের হারিয়ে এবং তার বাসা ধ্বংস হয়ে যেতে দেখে, আমাকে সে কেলে গেল এবং আমাদের সাধুসম শাবকদের নিয়ে হর্ষে চলে গেল। পুন্য বাসায় আমি এখন বীণহীনতার মতো রয়েছি। আমার কপোতী মারা গেছে, আমার শাবকরা মৃত। তবে আমি জীবন ধারণ করে থাকতে চাইব কেন? আমাদের পরিবারবর্গের বিচ্ছেদ ব্যথার আমার হৃদয় এমনই বেমনাময় করেছে যে, জীবনটাই নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। জালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থার কষ্টপূর্ণভাবে মৃত্যুভাঙের চেষ্টার সংগ্রামের হতভাগ্য শাবকদের হতভাগ্য লক্ষ্য করে পিতা কপোতের মন উদ্ভাস হয়ে গেল, এবং তাই সে নিজেও শিকারীর জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিরুপ শিকারী সেই কপোত-কপোতী, তার কপোতী-স্ত্রী এবং সব কয়টি শাবককে কদী

করে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেতে, তার গৃহ অতিমুখে দ্বাড়া করল। এইভাবেই, গার্হস্থ্য জীবনে যে অত্যধিক আসক্ত হয়, তারই সে অসন্তোষ বোধ করতে থাকে। পায়চারি হতেই, তুচ্ছ মৈথুন সুখের আকর্ষণে সে আনন্দভূক্তির আবেশন করে। অতি সঙ্করী মানুষ তার নিজ আত্মপরিচয়নের প্রতিপালনে নিয়োজিত থাকার ফলে, তার সকল পরিবারকালকে নিয়েই নিদ্রাক্রম কষ্ট ভোগ করতেই থাকে। মনের জগৎ যে লাভ করেছে, তার জন্য মুক্তির সকল দার অবাবিষ্ট মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীর মূর্খ পাখির মতো যদি কোনও মানুষ শুধুমাত্র তার গার্হস্থ্য জীবনেই আত্মনিয়োগ করে থাকে, তা হলে মনে করতে হবে যে, কেবলই পদস্থানিত হয়ে অধঃপতিত হওয়ার জন্যই এক অতি উচ্চস্থানে সে জারোহণ করেছে।”



অষ্টম অধ্যায়

পিঙ্গলা কাহিনী

অবস্থিত ব্রাহ্মণ বললেন—“হে মহারাজ, দেহধারী জীব মাত্রই স্বর্গ বা নরকে আপনা হতেই দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তেমনি, কেউ না চাইলেও, সুখের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষ এই ধরনের জাগতিক সুখ লাভের কোনও প্রচেষ্টাই করে না। অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে, জড়জাগতিক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং অনায়াসে যতটুকু গ্রাসাচ্ছাদন লক্ষ্য হয়, তা গ্রহণ করা উচিত, সেই বাসা সুখাদু বা বিদ্বান বাই হোক, কম কিংবা বেশি যেমনই হোক। কখনও যদি আহা-অহেবধে, তা হলে সাধু পুরুষ কেমনও চেষ্টা না করেই কতদিন অনাহারে থাকেন। তাঁর বোকা উচিত যে, ভগবানেরই ব্যবস্থা ক্রমে তাঁকে স্বকলি উপকরন করতে হবে। তাই অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে তাঁর পক্ষে শাস্ত হয়ে থাকেই

উচিত। সাধুর পক্ষে শাস্ত এবং জাগতিক ক্রিয়াকর্মে রহিত হয়ে থাকা উচিত, তার শরীর অত্যধিক প্রচেষ্টা ছড়াই প্রতিপালন করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের ক্ষমতা থাকলেও, জড়জাগতিক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধুর কখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়, কেবল সর্বদাই স্বার্থভাবে নিজ পারমার্থিক স্বার্থে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।”

“অবিতুল্য মানুষ তাঁর ব্যক্তিক আচরণে সুখী এবং সন্তুষ্ট ভাবে প্রকাশ করে থাকেন, তবে অন্তরে তিনি বিশেষ গভীর ভাবনাম্পন্ন এবং চিন্তাশীল হন। যেহেতু তাঁর জ্ঞান অপরিমিত এবং অনন্ত, তাই তিনি কখনই বিচলিত হন না, এবং সকল বিষয়ে তিনি অতলানু এবং অকুল সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশির মতোই ধীর স্থির হয়ে থাকেন। বর্ষাকালে উজ্জ্বলিত নদীগুলি সমুদ্র অতিমুখে ধাবিত হয়ে

থাকে, এবং প্রীতকালে শীপকার নদীতীরে জলধারা খজাত হ্রাস পায়; তা সত্ত্বেও বর্ষাকালে সমুদ্র স্রোত হুয়ে ওঠে না কিংবা প্রীতকালে শুষ্ক হয়ে যায় না। সেইভাবেই, শুষ্কসঞ্চিত ভগবন্তের তাঁর জীবনে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে পরম সত্য রূপে শীকার করেছেন বলেই কখনও ভগবৎ কৃপার বিপুল জড়জাগতিক ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন, এবং কখনও জাগতিক সম্পদশূন্য হয়ে যেতেও পারেন। তবে এই ধরনের শুষ্ক ভগবন্তের কখনই ঐশ্বর্যবান হলেও উৎসুর হন না, তেমনই দারিদ্র্যনির্ভীত হলেও নির্ভর হন না।

“যে মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী ধন্য করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পরমেশ্বর ভগবানের মায়াবলে সৃষ্ট নারীরূপে মেঘাময়ই তৎকালীন অকর্ষক বোধ করে। অবশ্যই বন্ধন নদী হনোলেভ্য কদ্য বলে, হুলায়মরী হাসি হাসে এবং তার ক্রমোন্নয়নকারী পরীর সজ্জান করে, তখনই তার মন প্রসূর হয়, এবং অগ্নিশিখার নিকে অকৃত্রিম পতঙ্গ যেমন উল্লসের মতো ধাবিত হয়, সেই ভাবেই সেই মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের স্বচ্ছতারে অতীত হতেই পড়ত হয়।”

“যে কোনও অবিবেচক নির্বোধ মানুষ বর্ণালঙ্কার শোভিতা, সুখী বস্ত্র পরিহিত্য এবং অন্যান্য প্রসাধনে হনোয়মভাবে সুসজ্জিত্য কোনও লাস্যমরী রমণীকে দেখলেই তৎকালীন উদ্ভীষ্ট বোধ করে। ইন্দ্রিয় পরিতপ্তির আশ্রয় নিয়ে, এই ধরনের নির্বোধ মানুষ সমস্ত বুদ্ধি হারায় এবং জ্বলন্ত অগ্নি অভিযুগে ধাবমান পতঙ্গের মতোই ধ্বংস হয়ে যায়। পরীর এবং আত্মা সর্বদা রাখার উদ্দেশ্যে বৎ সামান্য অসহ্য গ্রহণ করাই মানুষের কর্তব্য। গৃহস্থদের দ্বারা ধারে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে সংসামন্য আহার সংগ্রহ করাই তাঁর উচিত। এইভাবে মৌমাছি মতো জীবিকা চর্চকের অভ্যাস করা তাঁর কর্তব্য। মৌমাছি কেভাবে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত ফুল থেকেই মধু আহরণ করে থাকে, বুদ্ধিমান মানুষেরও তেমনই সকল ধর্ম শাস্ত্রাদি থেকে সাপেক্ষ সংগ্রহ করা উচিত। সাধুভক্তির চিত্ত করা অনুচিত, ‘এই খাল্য আমি রাতে খাওয়ার জন্য রেখে দেব এবং এই জন্য খাবারটি আমি আগামী কাল খাওয়ার জন্য সঞ্চয় করে রাখব।’ লক্ষ্যপূরে সাধুভক্তি কখনই ভিক্ষালব্ধ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখেন না। অরং তাঁর নিজের হাতগুলি কষ্টে লাগিয়ে

ভাতেরই যতটুকু করা যায়, ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তাঁর একমাত্র ভাতের হওয়া উচিত তাঁর উদর, এবং ততটুকু খাদ্যে তাঁর উদরে স্থান পেতে পারে, ততটুকুই তাঁর সঞ্চয় করা উচিত। তাই যে লোকটি মৌমাছি পরমাশ্রমে কেবলই আরও বেশি মধু সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে থাকে, তাকে অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে অনুচিত কার্য হবে। কোনও পরিব্রাজক সাধুর পক্ষে দিনের শেষে কিংবা পরের দিনে খাওয়ার উদ্দেশ্যে অহার্য সংগ্রহ করাও অনুচিত। তিনি যদি এই অনুশাসন অমান্য করেন এবং মৌমাছি মতো কেবলই বেশি বেশি সুখলা খাদ্য সংগ্রহ করতেনই থাকেন, তাহলে সেই সংগ্রহ তথা সঞ্চয়ের ফলে তার জীবনে ধ্বংস ঘটে আসবে।”

“কোনও সাধু সঞ্চয় মানুষেরই তরুণী বালিকাকে স্পর্শ করাও উচিত নয়। এমন কি, নারীরূপের কোনও ফঠের পুতুলেও যেন তাঁর চরণ পর্যন্ত স্পর্শ না করে। নারীর শরীর স্পর্শের ফলে অবশ্যই তিনি মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন, ঠিক যেভাবে ইন্দ্রিয়ার শরীর স্পর্শের অকালঙ্কার ফলে হস্তি বৃন্দিলয় বলে কহতে বাধ্য হয়। বুদ্ধি বিচার সম্পন্ন মানুষ কখনই তার ইন্দ্রিয় পরিতপ্তির উদ্দেশ্যে নারীর মনোরম রূপ উপভোগ করতে চেষ্টা করে না। কোনও হস্তি বন্ধন কোনও ইন্দ্রিয়ারে উপভোগ করতে চেষ্টা করে, তখন অন্যান্য যে সকল হস্তি সেই ইন্দ্রিয়ারকে সঙ্গিনী রূপে পেতে চায়, তখন যে কোনও মুহূর্তে হাতিটিকে হত্যা করতে পারে। তেমনই, কোনও মানুষ বন্ধন নদী সল লাভ করতে চায়, তখন সেই নারীর প্রতি আসক্ত অন্যান্য অধিকতর বলবান পুরুষেরা তাকে হত্যা করতেও পারে।”

“লোকটি মানুষ বিপুল সংগ্রাম এবং কষ্ট শীকারের মাধ্যমে কিংবা পরিমাপ অর্থ সঞ্চয় করে থাকে, কিন্তু এই সম্পন্ন আহরণের জন্য যে মানুষ এক সংগ্রাম করে, সে সব সময়ে তা নিয়ে ভোগ করতে পারে না কিংবা অন্যকে দান দান করতেও পারে না। লোকটি মানুষ ঠিক মৌমাছিরই মতো। যেন বিপুল পরিমাণে মধু সংগ্রহ করতেই থাকে, তবু পরের তা এমন কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, যে নিজে ভোগ করে কিংবা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। যেভাবেই মধু সহকরে মানুষ তার কষ্টার্জিত ধনসম্পদ প্রকৃতির রাখতে কিংবা সঞ্চিত করতে চেষ্টা

করত, তেমনই আরও কিছু চতুর মানুষ তার সঞ্চয় পোরে চিত্ত সেতলি অশেষণ করে নেয়। মৌমাছিরের পরিব্রাজক ভৈরি মধু যেমন শিকারী নিয়ে চলে যায়, তেমনই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মতোই সাধু পরিব্রাজকেরাও পুহমেধী পুহবুদের কষ্টার্জিত সম্পদ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করেন।”

“কোনও সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে জাগতিক আনন্দ বিধানের উপযোগী গান স্বাক্ষর পোনা অনুচিত। অবশ্যই সাধু ব্যক্তি আরেরই মনোযোগ সহকরে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিত অনুসরণের প্রয়াস করা উচিত, কারণ শিকারীর শিকার লব ওমে বিহাণ হয় এবং তাই খরা পড়ে প্রাণ হারায়। সুন্দরী স্ত্রীলোকদের জাগতিক গান, নাচ এবং বাজনার অনুষ্ঠানে যাকুট হয়ে স্বর্গীয়নির পুত্র মহর্ষি অব্যপসও পালিত পতঙ্গ মতো তাদের কণীভূত হয়ে পড়েছিলেন।”

“মধু যেভাবে তার জিহবার আশ্রয়নের লোভে শীঘ্রের বীড়নিত্তে মরাঞ্চকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনই মূর্খ লোকেরও জিহ্বা অতি লোভময় আকাঙ্ক্ষার বিচলিত হয়ে কীট হয়। উপাস্যের স্বধারে জানী মানুষ অতি শীঘ্র জিহ্বা ছড়ে অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সঞ্চয় করতে পারে কাল্য আহারাদি সংগ্রহের মাধ্যমে ঐ ধরনের মানুষ রসমেন্দ্রির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার বিচলিত হয়ে থাকে। যদিও মানুষ তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে পারে, তবু যতক্ষণ না তার জিহ্বাকে জয় করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে জিহ্বান্তরিত করা চলে না। অবশ্যই জিহ্বা সংবরণ করতে যে সক্ষম হয় তখনই মুক্ত হতে সক্ষম ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ সংযমী সে হয়েছে।”

“যে রাজপুত্র, পুরাকালে বিদেহ নগরে শিকলার মাঝে এক বারনারী বাস করত। এমন কৃপা করে শুভুন, সেই নারীর কাছ থেকে আমি কি শিকল লাভ করেছি। একলা সেই বারনারী তার ঘরে গ্রাহককে নিয়ে আসার জন্য রাত্রি জালে তার মনোহারী রূপ সৌন্দর্য নিয়ে দরকার বাইরে বীড়িয়েছিল। হে পুরুষেরা, এই বারনারী খুবই অর্থলোভী ছিল, এবং বন্ধন সে রাত্রিকোলা পকে বীড়িয়ে থাকত, তখন লব্ধ দিয়ে হত মানুষ যেত, তাদের সকলকেই সেবত আর মনে করত, ‘আজ, এই লোকটির নিশ্চয়ই টাকা আছে।’ জানি, ঐ লোকটি পরসা ধরত করতে পারে, আর আমার নিশ্চিত মনে হয় আমার সঙ্গে

থাকলে ওর পুণ অলস হবে।” এই ভাবে পথের সব মানুষের নিয়ে চিত্ত করত। বারনারী শিকলার পৃথক্যের দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে কল লোক তার বাড়ির কাছে নিজে আসত যেত। তার একমাত্র জীবিকা ছিল কেশ্যাবৃত্তি, এবং তাই সে উদ্বিগ্ন হয়ে মনে কবত, ‘এখন যে লোকটি আসছে, ওর নিশ্চয় অনেক টাকা পরসা আছে, আচ্ছা, ও-তো গামল না, কিন্তু জন্ম কেউ নিশ্চয়ই আসবে। এই যে লোকটা আসছে, এখন সে আমার আসার ভালসাঙ্গর ফলে নিশ্চয়ই অনেক টাকাপতসা দেবে।’ এইভাবে বৃদ্ধ আশা নিয়ে দরকার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকত, তার কাজ হত না এবং দুমানোও হত না। উদ্বিগ্ন উৎকর্ষের কলনও সে রাত্রেই নিকে বেতত আবার কখনো তার ঘরের মাঝে ঢুকে যেত। এই ভাবেই, কামল স্বধারাত এসে পড়ত। রাত্রি পড়ার হলে অর্থলোভী বারনারী বিব্রত হত্যা ভোগ করতে লাগল এবং তার মুখ ওড়িয়ে গেল। এইভাবে অর্থের আশার তার মনে পড়ীর উৎকর্ষা জাগল এবং সেই অবস্থা থেকে তার মনে বিপুল নিরাসক্তির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে তার মনে লাভি জাগে। সেই বারনারী তার জীবনের জড়জাগতিক সুবেদ্যের বিমুক্ত হতে বিশেষভাবে নিরাসক্ত বোধ করতে লাগল। কান্তবিকই, নিরাসক্তি যেন তরকারির মতোই জড়জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষার জাল ছির করে দেয়। সেই অবস্থায় বারনারী যে গানটি গেয়েছিল আমার কাছে তা প্রবণ করুন।”

“হে রাজা, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বর্জিত মানুষ যেমন তার কল জাগতিক বিষয়াদির মিত্যা অধিকতার বর্জন করতে চায় না, তেমনই, যে মানুষের নিরাসক্তির হনোভাব জাগেনি, সে কখনই জড় দেহের বন্ধন পরিত্যাগ করতে চায় না।”

বারনারী শিকলার বন্ধন—“যেখুন, আমি কতখানি বিব্রত হয়ে আছি। যেহেতু আমি ধন সংবর্ত করতে পারিনি, তাই আমি সামান্য মানুষের কাছ থেকে মূর্খের মতো কামলুখ আশা করে থাকি। আমি এতই নির্বোধ যে, আমার স্বধার্য প্রিয় যে পুরুষ আমার অন্তরে নিজা বিব্রাজ করছেন, তার সেবার আমি অবহেলা করেছি। সেই প্রথম প্রিয় পুরুষ বিব্রজগতের অগ্নিপতি, যিনি স্বধার্য সুখ ও শান্তির প্রদাতা এবং সকল সমৃদ্ধির উৎস। যদিও

তিনি আমার ভাবের বিকাশ করছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। তার পরিবর্তে যে সমস্ত নগণ্য মানুষগুলি কোনও দিনই আমার বর্ষাৰ্থ বাসনা পরিত্যক্ত করতে পারবে না এবং যার কেবলই আমারকে কল্যাণ, ভর, আতঙ্ক, দুঃখ আর বিলাসিতা এনে দিয়েছে, আমি অজান্তেই মাথায় তুলেই সেবা পরিত্যক্ত প্রদান করেছি। আহা, আমার আত্মাকে আমি কতই না অনর্থক বাধা দিয়েছি। আমার সোতী মানুষ যারা কল্যাণ পায়, তাইব কাছের আমার শরীর আমি কিংকি করেছি। এইভাবে অতি দুর্ভাগ্যজনক বহনকারী বৃত্তি অবলম্বন করে আমি অর্থ এবং মৈত্বে সুখ লাভের আশা করেছিলাম। এই জড়জাগতিক দেহটি একটি দুঃখের মতো, যা সত্ত্বে আমি কল্য করছি। আমার মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং পাণ্ডলি গুলের কড়ি, বসন্ত ও আমেরই মতো, এবং মল ও মূত্র পরিপূর্ণ সমস্ত অববাকি চর্চ, চুল ও নখ দ্বারা আবৃত রয়েছে। এই দেহের ময়ূতি ভাঙ খেতে নিরত দূষিত পদার্থ নিঃসারণ করে। আমি ছাড়া কেন্দ্র মারী এমনই দুঃখ, যে এই জড় শরীরটিকে এত দূষণ বর্ষণ আরোপ করে, কারণ সে মনে করে যে, এই কলাকৌশল থেকেই অমল ও প্রেমভাববাসা পাওয়া যায়।”

“অবশ্যই এই বিশেষ ক্ষণের মধ্যে আমিই সম্পূর্ণ নির্বোধ। যিনি আমারে সব কিছু, এমনকি আমারে বর্ষাৰ্থ চিন্তার রূপটিও প্রদান করেছেন, সেই পরম পুরুষোত্তম ব্রীজনাথকেই আমি অবহেলা করেছি, এবং তার পরিবর্তে যত পুরুষের সঙ্গে ইঞ্জির উপভোগ বাক্য করেছি। পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পূর্ণভাবেই সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র, কারণ তিনি প্রত্যেকেই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রভু। তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ের অধিষ্ঠিত পরমাত্মা। সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মূল্য প্রদান করব, এবং এই ভাবে ভগবানকে যেন জ্ঞান করে নিজে আমি তাঁর সঙ্গে লক্ষীদেবীর মতোই অমল উপভোগ করব। পুরুষের নারীদের ইঞ্জির সুখ প্রদান করে থাকে, কিন্তু এই সকল পুরুষদেরও এক স্বর্ণের দেবতাদেরও গুরু এবং শেষ আছে। তারা সকলেই অস্বাভী শূদ্র, যারা সমস্তের সোতে ছড়িয়ে যাবে। সুতরাং তাদের জীবের চিরকাল যথাযথ সুখ লাভি কখন হতে পারে?”

“যদি জড় জগতটিকে উপভোগের জন্য আমি দুঃখ আশা করেছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকারে আমার হৃদয়ে অনাসক্তি জেগেছে, আর তাতে আমি খুব সুখী হয়েছি। অতএব, পরমেশ্বর ভগবান দ্বিতীয় অবশ্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আশা করলেও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কিছু করতেই হবে। অনাসক্তি আমারে মানুষ জড়জাগতিক সমাজ, বন্ধু এবং ভগবানকে সম্বন্ধ করতে পারে, এবং বিপুল সুখ ভোগের পরে মনুষ্য ক্রমশ হতাশাভর হয়ে জড়জাগতিক বিকল্যের থেকে বিরক্ত এবং নির্বিকার হয়ে পড়ে। তাই, আমার বিবাহ দুঃখ ভোগের ফলে, তেমনি নিরাসক্তি আমার হৃদয়ে জেগেছে। তা সত্ত্বেও বাস্তবিকই আমি হবি দুর্ভাগ্যী হতাম, তা হলে কেন কৃপায় আমাকে দুঃখভর ভোগ করালে? সুতরাং, বাস্তবিকই আমি ভাগ্যবতী এবং ভগবৎকৃপা লাভ করেছি। কোনও ভাবে নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভগবান আমার প্রতি যে মনো কৃপা প্রদর্শন করেছেন, তত্ত্ব সহকারে তা আমি গ্রহণ করেছি। অতি দুঃখ ইঞ্জির উপভোগের পান্থর সকল ইচ্ছা বর্জনের ফলে আমি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এখন আমি সম্পূর্ণ ভূত এবং সুখী, এবং ভগবানের কৃপায় আমার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। সুতরাং সহজভাবে যা কিছু হটে, আমি তার দ্বারা জীবন ধারণ করে থাকব। শুধুমাত্র ভগবানকে দিয়েই আমি জীবন বাপন করব, কারণ তিনিই সকল প্রেম ভাববাস এক সুখ সন্নিধির বর্ষাৰ্থ উপস। ইঞ্জির উপভোগের মধ্যমে জীবের বৃত্তি অপহৃত হয়ে যায়, এবং তার ফলে সে জড়জাগতিক অভ্যুৎপত্তি পতিত হয়। সেই কৃপার মধ্যে মহাকাল সর্ব ভাবে গ্রাস করে থাকে। এই হতাশাভর পরিহিত থেকে দুর্ভাগ্য জীবকে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর কে কল্য করতে পারেন? যখন জীব লক্ষ্য করে যে সমস্ত বিধ ভ্রমণ মহাকাল সর্বদা বহন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তখন সেই উপলব্ধির ফলে, সে সকল প্রকার ইঞ্জির পরিত্যক্তির দ্বারা থেকে নিরাসক্ত হয়ে শান্তিলাভ করে। সেই পরিস্থিতিতে জীব নিজের দ্বারা রূপে যোগ্যতা অর্জন করে।”

অবশ্যই হ্যাক্সন বললেন—“এইভাবে, নিজস্ব সম্পূর্ণভাবে তার ফলগ্রহণ করে নিজে, তার প্রেমিকদের

সঙ্গে যৌথন সুখ উপভোগের সকল প্রকার পাণ্ডায় ইচ্ছা জেগেছিল এবং সে বর্ষাৰ্থ সুখের পরিবেশে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। তখন তার দ্বারা সে উপভোগ করতেন। জড়জাগতিক বাসনা নিঃসঙ্গ হয়ে বিপুল

দুঃখের কারণ হয়, এবং সেই বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পাবলেই বিপুল সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং নিজস্ব তার প্রেমিকদের সঙ্গে সকল প্রকার উপভোগের বাসনা বর্জন করে সুখে নিজ উপভোগ করেছিল।”



নবম অধ্যায়

জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি

সধু হ্যাক্সন বললেন—“প্রত্যেকেই এই জড়জাগতিক মাঝে কোনও কোনও ভিন্নভাবে তার দুঃখ চির করে মনে করে থাকে, এবং এসব ভিন্নতায় প্রতি আসক্তির ফলে, পরিণামে মনুষ্য দুঃখ পায়। এই বিষয়টি যে কখনও পারে, সে জড়জাগতিক সব অধিকারের পরিত্যক্ত করে একা একা প্রকার আসক্তি বর্জনের ফলে সে অনেক সুখ লাভের অধিকারী হয়। একলা এক কীক বড় বড় ব্যক্তিগণ শিকার খুঁজে যা গেলে অন্য একটি দুর্বল ব্যক্তিগণ আছে কিছুমানে রয়েছে দেখতে পেরে, তাকে আক্রমণ করেছিল। তখন সেই ব্যক্তিগণটি তার জীবন বিপন্ন হয়েছে বৃক্ক তার ফলেই টুকরোটি বর্জন করেছিল এবং তখন সে বর্ষাৰ্থ সুখ অনুভব করেছিল। বর্ষাৰ্থ জীবনে, নিজস্বাত্মা সর্বদা তাঁদের গৃহ, সন্তানাদি এবং মল বর্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। কিন্তু এই সব ক্ষাপাত্রে আমার কিছুই চিন্তা নেই। কোনও পরিবারের চিন্তা আমার মোটেই নেই, এবং আমি যান সম্বন্ধেও প্রাণ্য করি না। আমি শুধুমাত্র আমার জীবনব্যয় উপভোগ করে থাকি, এবং চিন্তা তাকে করে আমি প্রেমের বর্ষাৰ্থ অভিজ্ঞতা অনুভব করে থাকি। এইভাবেই পৃথিবীতে আমি শিবে মতো বিচরণ করে থাকি। এই ক্ষণেই দুঃখের মনুষ্য সর্বপ্রকার ইচ্ছা-উৎসাহ থেকে মুক্ত হয়ে পরম আনন্দে মগ্ন থাকে—যে জড়বৃত্তি লিপ্ত হতে নির্বোধ এবং জড়জাগতিক বৈরাগ্যের অতীত পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যে হনন প্রদর্শন করেছেন।”

“একলা কোনও এক বিরাটজাগা কুমারী কলিঙ্গ তার বাড়িতে একা ছিল, কাছের তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনরা সেইদিন অসা কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কেরকল্লন লোক বাড়িতে এসে বিশেষ করে তাকে সিন্ধ কর্তে ইচ্ছা জানিয়েছিল। সে সকল প্রকার আত্মীয় সহকারে তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিল। বালিকাটি অল্পময়ালে গিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল যাতে অন্যন্ত অতিথিরা কিছু আহ্বার করতে পারেন। সে যখন চাল কাঁড়ছিল, তখন তার হাতের শীখ চড়িতুলি পরস্পর পড়ার খুব শব্দ হচ্ছিল। বালিকাটি আশঙ্ক করেছিল যে, লোকগণি হস্ত তালের পরিবারবর্গকে ঘরির মনে করতে পারে যেহেতু কল্যাণি চাল কাড়ার মধ্যে লক্ষ্যত কাঁচের কড় হয়েছে। তাই খুব যুক্তিযুক্তী করেই, লক্ষিত হয়ে বালিকাটি তার হাতের শীখগুলি ভেঙে ফেলল, শুধুমাত্র প্রত্যেক হাতে দুটি করে শীখ রেখে নিল যাতে আর কোনও শব্দ না হয়। অতঃপর, কুমারী ধান কুটতে থাকলে তার উত্তর হাতের দুটি করে কল্লের ক্রমাগত ঘর্ষণে শব্দ হতে লাগলো। তাই সে উত্তর হাত থেকে একটি করে কল্ল খুলে রাখলে পর উত্তর হাতের একটি মাত্র কল্ল হতে আর কোন শব্দ উৎপন্ন হল না। হে পরমস্বয়ংকারী, এই জগৎ প্রকৃতি সম্পর্কে নিজ নিজ লাভের দ্বারা আমি সারা জগৎ পরিদ্রবণ করে চলেছি, এবং তাই আমি যতই এই বালিকাটির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করছি। যখন বর লোক এক জাগরণ বাস

করে, তখন সেখানে নিঃসন্দেহে কলহ-বিবাদ হবে। আর যদি দু'জন মাত্র লোকও একসাথে বাস করে, তা হলে চটুল ব্যক্তিগণ এবং মতভেদ হবে। অতএব, সংঘাত বর্জনীয় নয়, একাকী বসবাস করা উচিত, যা আমরা তরুণী কালিকার শাখার দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে পারি।”

“যোগাসন প্রতিম্বয় স্বাব্যবভাবে অভ্যাসের মাধ্যমে এবং স্বাস্থ্যক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে, বিবিধ প্রক্রিয়ার যোগচর্চায় কলে অনসন্নিহিত সাহায্যে জন স্থির করতে পারা যায়। এইভাবেই সমস্ত যোগাভ্যাসের একমাত্র লক্ষ্য মনোনিবেশ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মন নিবদ্ধ হলে তখন তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুস্থির অবস্থা লাভ করার কলে, জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কলুষিত কাসনাদি থেকে মন মুক্তিসাধ করে; এইভাবে সত্ত্বগুণের প্রভাব শক্তিশালী হলে তখন রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে, এবং ত্র্যম্বক সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে থাকে। যখন মন জড়প্রকৃতির ইচ্ছা থেকে মুক্তিসাধ করে, তখন তার জড়জাগতিক অস্তিত্বের অংশ নিতে পারে। তখন মানুষ তার ধানের মূল লক্ষ্য বরণ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভের নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এইভাবে, যখনই পরমতত্ত্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের দ্বায়ে সম্পূর্ণভাবে মানুষ অভিনিবিষ্ট হয়, তখন সে আর কোনও ভাবেই অস্তিত্ব কিংবা অস্তিত্ব কিছুমাত্র যৌতড়ায় বা কোনও বিধা অনুভব করে না। তাই এখানে একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই মানুষটি একটি তীক্ষ্ণ স্বাব্যব সাহায্যে তেজি করার কাজে এমনই অভিনিবিষ্ট হয়ে কাজ করছিল যে, স্বয়ং রাজাও তখন রিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে কিংবা অনুভব করতে পারেনি।”

“কোনও অবিভূতা মানুষ অকণ্ঠেই একাকী দিনযাপন করেন এবং সর্বদাই নির্দিষ্ট কসবাস না রেখেই নিরত পবিত্রমণ করতে থাকেন। সনাসতর্ক হয়ে তিনি নিঃসর দিনযাপন করেন এবং সকলের অলোচ্যে কাজ করে থাকেন। সর্বাধীন হয়ে ত্রম্বক করেন বলেই, তাঁকে প্রয়োজনের বেশি কথা বলতে হয় না। যখন কোনও মানুষ একটা অস্বাভাবিক অর্থাৎ জড় দেহের মধ্যে বাস করে সত্ত্বেও একটা পৃথকী গৃহকোণ তৈরী করতে চায়, তখন

তা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখ-দুর্দশারই সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সাধু অন্য কারও তৈরী বাড়িতে ঢুকে সুখেই দিনযাপন করতে থাকে।”

“কিছু ব্রহ্মাণ্ডের অধিনিষ্ঠা শ্রীনাথসহ সকল জীবেরই আবাস্য দেবতা। কোনও প্রকার সাহায্য ছাড়াই, তাঁর নিজ শক্তি বলে তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রলয়কালে তাঁর স্বপ্রকাশরূপ মহাকাশের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশেষ সাক্ষর করেন এবং তিনি যখন সকল জীবগণসহ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিজ মাথেরই আবাস বিলীন করেন। এই কারণেই, তাঁরই অন্যতম সত্তা সকল শক্তির উৎস এবং অগ্রগণ্য স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তা বরণ সূত্র প্রধান শক্তি ভগবানের মাঝেই সুরক্ষিত থাকে এবং এইভাবেই তাঁর সত্তা হতে এই শক্তি ভিন্ন সত্তা নয়। প্রলয়পর্বের শেষে ভগবান একমাত্র সত্তা রূপে বিরাজিত থাকেন। যখন পরমেশ্বর ভগবান মহাকাশের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর আপন শক্তির অভ্যন্তরীণ করেন এবং সত্ত্বগুণাদির মতো তাঁর জড়জাগতিক শক্তিসমূহ পবিত্রাঙ্গিত করেন, তখন তিনি প্রকৃতির নির্বিকার ‘প্রথম’ রূপ নহয় অস্তিত্ব শক্তির ন্যায় নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকেন। তদ্ব্যতীত সমস্ত যুক্ত পুরুষ, মেঘভাগণ ও সাধারণ জীবগণসহ সকল সত্তারই তিনি পরমারাধা লক্ষ্য হতে থাকেন। ভগবান সর্ব প্রকার জড়জাগতিক উপাধি থেকে নিত্য বিবর্তিত সত্তা রূপে বিরাজ করেন, এবং চিদানন্দের পূর্ণতা নিয়েই তাঁর সেই সত্তা, যার দর্শনের উদ্দেশ্যে মানুষ তাঁর নিবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাতের অনুশীলন করে। এইভাবেই ভগবান ‘মুক্তি’ শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ঘাটিত করে থাকেন।”

“হে অমলম, সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিবাসনিক মহাকাশ রূপে প্রসারিত করেন, এবং জড় প্রকৃতির ত্রৈলোক্য দ্বারা রচিত তাঁর জড় শক্তিতে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মহত্ত্ব সৃষ্টি করেন। মহাবিশ্বের মতনুসারে, জড় প্রকৃতির ত্রৈলোক্যের যা ভিত্তি, এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা থেকে অস্তিত্ব হই, তাঁকে কণা হই সূত্র কিংবা মহত্ত্ব। সত্যবিকট, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মহত্ত্বের উপরেই নির্ভর করে রয়েছে, এবং এর শক্তিবলেই জীব জড়জাগতিক অস্তিত্ব উপভোগ করে থাকে। যেভাবে অকল্পে তাঁর নিজের মঙ্গল থেকে তার

মুখ দিয়ে জালের সূতা বিস্তার করে, বিকৃকাল তাই নিত্য ছেঁকা করে এবং অবশেষে তা প্রাস করে নেয়, তেমনি, পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর নিজ সত্তার ভিতর থেকে তাঁর আপন শক্তি বিস্তার করে থাকেন। সেইভাবেই ভগবান মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নিত্য সৃষ্টিকাল বিস্তার করেন, তাঁর উদ্দেশ্য বিধানের তার উপযোগ করেন এবং অস্তিত্বকালে সম্পূর্ণভাবে তা তিনি আপনায় যথ্য প্রজাহার করে নেয়।”

“যদি শ্রেয়, যুগা কিংবা ভয়ের মধ্যে কোনও বন্ধজীর তার মন ও বুদ্ধি সহকারে কোনও বিশেষ শারীরিক অবস্থার ধারণের বাসনায় মনোনিবেশ করে থাকে, তা হলে যেমন রূপ লাভের জন্য সে অভিনিবিষ্ট হয়েছে, অকণ্ঠে সেই রূপটি সে অর্জন করে থাকে। হে রাজা, একটা একটা সময় বলপূর্বক একটি দুর্বল কীটকে তার বাসার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল এক সেখানে তাকে কবী করে রেখেছিল। নিদ্রাকাল ভয়ে দুর্বল কীটটি নিবৃত্তি তার কবীরের জন্য ভয়স্রাবি কথ্য গভীর ভাবে চিন্তা করত, এবং তার শরীরটি তাল বা করা সত্ত্বেও, সে ত্রম্বক সেই ভয়স্রাবি মতোই জীবজগতের অস্তিত্ব হয়ে গিয়েছি। এইভাবে মানুষ যে ভাবধারা নিয়ে নিবৃত্তি চিন্তা করতে থাকে, ত্রম্বক সেই রকম জীবই সে লাভ করে।”

“হে রাজা, এই সকল গুরুবর্ষের কাছ থেকে আমি বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছি। এখন কৃপা করে তুমি, আমার নিজ শরীর থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা বর্ণনা করে বোঝাই। জড় দেহটিও আমার পারমাণবিক গুরু কারণ এই মাধ্যমে আমি অনাসক্তি শিক্ষালাভ করে থাকি। সৃষ্টি এবং বিনাশের অধীনস্থ বলেই, এই দেহটি শেষ পর্যন্ত নিরতই কষ্টভোগ করতে থাকে। তাই, শিক্ষার্থীরা লাভের জন্য আমার শরীর নিয়োজিত করা হলেও, আমি সর্বদা স্মরণে রাখি যে, এই দেহটিকে শেষ পর্যন্ত অন্য সকল উপাদানেই আবহাওয়া করে নেবে এবং তাই নিরাসক্ত হয়ে, আমি এই জগতে ত্রম্বক করতে থাকি। দেহের প্রতি আসক্ত মানুষ বিপুল সংশয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যাতে তার স্ত্রী, পুত্রজন্য, সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু, দাস দাসী, বাসগৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য সব কিছু

মর্যাদা রাখা যায়। এই সমস্তই সে নিজের শরীরটির প্রীতিসাধনের জন্যই করে থাকে। কৃষ্ণ যেভাবে যুদ্ধের পূর্বে ভবিষ্যতের বুদ্ধির জন্য বীজ সৃষ্টি করে, তেমনি মৃত্যুপূর্বে দেহটিও নিজের সাক্ষর কর্মকালের মাধ্যমে পরজন্মের জড় দেহটির বীজ সৃষ্টি করে থাকে। এইভাবে জড়জাগতিক অস্তিত্ব সূচিকৃত করার মাধ্যমে জড় দেহটি অবলা হয়ে মৃত্যু বরণ করে। বলাচী একলে মানুষকে তারের জন্য নিত্য বিবৃত্ত হতে হয়। তারের গুরুত্ব-পোষণের জন্য তাকে মাতী প্রস্তুত হই, এবং সমস্ত পদার্থ তাকে বিভিন্ন সিকে নিত্য বিবৃত্ত করতে থাকে, নিজ নিজ বর্ষে বিলাসে রত হয়। ঠিক সেইভাবেই জড়োত্তরগুণিও একই সঙ্গে বন্ধজীবটিকে বিভিন্ন সিকে আকর্ষণ বিকর্ষণের মাধ্যমে বিবৃত্ত করতে থাকে। একসিকে সিদ্ধা সুখানু আহালাসিত আয়োজনের জন্য তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে, তারনয় ডুকা তাকে মনের মতো পারীর প্রহরণে অন্য টোনে নিয়ে যায়। একই সাথে বৌদ্যগুণি তৃপ্তিসুখের জন্য বিবৃত্ত করতে থাকে, আর স্পর্শের দ্বারা চায় কোমল, ইন্দ্রিয় সুখের বিবরণের সন্ধান। উদর ইত্যকম পূর্ণ না হই, ততক্ষণ তাকে বিচলিত করতে থাকে, কনতলি মনোমুগ্ধকর ধনি স্রবণের দাবি জানাতে থাকে, স্পর্শের শূন্য হই স্পর্শ তৃপ্তির সুখের প্রতি, আর চকল চোখগুলি লালারিত হই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের জন্য। এইভাবেই ইন্দ্রিয়াদি, এবং অসংখ্যগুণি সকলেই তৃপ্তিসুখের বাসনার জীবকে চতুর্দিকে টোনে নিয়ে যায়।”

“বদ্ধ জীবাত্মা সকলের বসবাসের জন্য পবন পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর আপন মায়ায় শক্তি বিভাজন মাধ্যমে অসংখ্য জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। কৃকাদি, সর্পাস্থপুল, পশু পাখি, সাপ ইত্যাদি মনো রূপ সৃষ্টি করার পরেও ভগবান তাঁর অস্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। তখন তিনি মানবজীবন সৃষ্টি করেন, যার মাধ্যমে বন্ধজীব যথার্থ বুদ্ধি অর্জনের কলে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে। বন্ধ জীব ও যুদ্ধার পরে কোনও জীব অতি দুর্লভ মানব রূপ লাভ করতে পারে, আর যদিও এই মানব জীব অস্বাভাবিক, তা হলেও এই মানব জীবের মাধ্যমেই জীব তার জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে

থাকে। তাই যে কোনও স্থিরবৃত্তি মানুষেরই যথাসীল সত্ত্ব উদ্যোগী হয়ে এই অনিত্য অস্থায়ী মেহটির পতন এবং সূত্রর পূর্বেই জীবনের পরম সার্থকতা অর্জনের জন্য দ্রুত চেষ্টা করা উচিত। কান্তবিক্রম, অতি কখনো জীবন প্রজ্ঞাও ইন্দ্রিয় উপভোগের সুযোগ থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামূলের অস্বাদন একমাত্র মানবজাতির পক্ষেই সম্ভব হয়। আমার পারমার্থিক গুরুগুরের কাছে থেকে শিক্ষালাভের মাধ্যমে, আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি এবং পারমার্থিক আদ্যাত্মজ্ঞান উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত অর্জন করে, নিরসনভাবে নিরহঙ্কার হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি। পরমতত্ত্ব যদিও এক এবং

অবিচীর্ণ, তা সত্ত্বেও ঋষিদিগ সেই পরমতত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণেই কোনও একজন মাত্র গুরুব কাছে থেকে সুদৃঢ় অর্থাৎ সুসম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা কার্যত পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“এইভাবে যদুপ্রজ্ঞাকে বলার পরে, জ্ঞানবান দ্বাঞ্চল সেই রাজার প্রশংসা ও কল্যাণ প্রহ্লাদ করে, শ্রীভিলাস করলেন। তারপরে বিদ্যা জ্ঞানের তিনি যেভাবে এসেছিলেন, সেইভাবেই চলে গেলেন। হে উদ্ধব, অবশুতের কথাগুলি শুনে, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রণিতামহ কবিতুল্য বদুবাণী সকল প্রকার জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন, এবং তাই তাঁর মন পারমার্থিক স্তরে যথাব্যবভাবে স্থিত হল।”



দশম অধ্যায়

সকাম কর্মের প্রকৃতি

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“আমার কাছে পূর্ণ আশ্রয় নিয়ে, আমি যেভাবে বলেছি সেইভাবে ভক্তিমূলক সেবার সময়ে মনোনিবেশের মাধ্যমে, বর্ণাশ্রম প্রথা নামে অভিহিত সামাজিক ও বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যক্তিগত বাসনা বর্জন করে মানুষকে জীবনযাপন করতে হবে। শুদ্ধাঙ্গা পুরুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, বদ্ধ জীবনগণ যেহেতু ইন্দ্রিয় উপভোগের নিষেধ জীবন উপসর্গ করে, তাই তারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সব কিছুকেই অনর্থক সত্যরূপে স্বীকার করে থাকে, বার কালে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাই জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বার্বত্য পর্বতসিদ্ধ হতে ব্যর্থ। যুগ্ম মানুষ অগের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহু জিনিস দেহতে পারে, কিন্তু এসকল সুখের সব কিছুই নিত্যান্ত মানসিক কলহের মাত্র এবং তাই শেষপর্যন্ত অহেতুক। সেইভাবেই, জীবনমাত্রই তার চিরন্তন পারমার্থিক সত্তা সম্পর্কে নিঃসাম্য হতে থাকে, তার দৃষ্টান্তও বহু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদি আসে, কিন্তু এসকল অস্থায়ী

উপভোগের অগণিত বিষয়বস্তু নিত্যান্তই ভগবানের মায়াবলে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির কোনই স্থায়ী সত্তা নেই। এগুলি নিয়ে যে মানুষ অনসংযোগ করে থাকে, ইন্দ্রিয়াদির ভাঙনোর সে অনর্থক তার বুদ্ধি বৃত্তির অপব্যয় করতে থাকে। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে আমাদের সুদৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে যে স্থান নিতে পেরেছে, তার পক্ষে ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল কাজকর্ম কর্তব্য উচিত এবং তার পরিবর্তে বিধিবদ্ধ নিয়মশীল অনুসারে উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করা কর্তব্য। অবশ্য যখন আশ্রম পরমতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ যথার্থ অনুসন্ধিসু হয়, তখন তাকে সকাম কর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি আর পালন করবার প্রয়োজন হয় না। জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে আমাদের যে স্বীকার করেছে, তার পক্ষে সাপেক্ষাদি পরিহার সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি অবশ্যই নিষ্ঠাভরে পালন করা উচিত এবং বশাস্তব ওচিত রক্ষার মতো সামান্য বিধিনিষেধগুলিও প্রতিপালন

করা প্রয়োজন। অবশেষে, মানুষকে অবশ্যই কোনও পারমার্থিক সদ্গুরুর সমীপবর্তী হতে হবে, যিনি আমার মতোই সর্বজ্ঞানে গুণাবিত, যিনি প্রশান্ত এবং যিনি পারমার্থিক দিবা চেতনার মাধ্যমে আম হতে অভিন্ন। পারমার্থিক সদ্গুরুর সেবক অর্থাৎ শিষ্যকে অবশ্যই নিখ্যা অহমিকাসূক্ত হতে হবে এবং কখনই নিজেকে সকল কর্মের কর্তা বিবেচনা করা চলবে না। তৎক সকল সময়ে কর্মস্বক এবং নিরলস হতে হবে আর তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহ ও সমগ্র সকল বিষয়ে মহত্যাশ্রয় ও প্রত্যুদ্বোধহীন হওয়া প্রয়োজন। তার পারমার্থিক গুরুর প্রতি প্রেমময় সত্যভাসনায় হতে হবে এবং কখনই বিবাহ বা বিপণ্যগ্রামী হলে চলবে না। সেবক তথা শিষ্যরূপে তাকে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে, কারণ প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে চলে যে না এবং অকল্যাণ হওয়া প্রয়োজন। জীবনের সকল পরিবেশের মধ্যেই মানুষকে আপন বস্তুত্ব ও সত্যের প্রতি যত্নশীল হতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্ত্রীপুত্র, পরিবার পরিকল্পনা, ধনসংগ্রহ, জমিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বস্তুবাঞ্ছন, ধনসম্পদ এবং নবকিছু থেকেই অনাগত ঝাকা উচিত।”

“আশ্রম যেমন বহনের মাধ্যমে আলোক প্রদান করে, তদ্বৎ তা দ্বারা কাঠ থেকে ভিন্ন, তবু কাঠ মহনের মাধ্যমে উজ্জ্বল্য প্রদান করে, তেমনি শরীরের মধ্যে যে দর্শক রয়েছে, তা আকর্ষণসম্পন্ন চিন্ময় অঙ্গা এবং তা জড় শরীর থেকে ভিন্ন হলেও চেতনার দ্বারা সজীবিত হয়ে রয়েছে। তাই চিন্ময় আত্মা এবং শরীর ভিন্ন সত্যাবিশিষ্ট এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যেমন আশ্রম বিভিন্নভাবে সূর্য, উগ্র, জীব, উজ্জ্বল এবং আরও নানাভাবে নান্য পলার্ঘের অবস্থাতে প্রকাশ পোতে পারে, তেমনি, চিন্ময় আত্মা বেগনও জড় দেহের মধ্যে প্রকাশ করে এবং বিশেষ মৈত্রিক গুণবলী যুক্ত করে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে বিস্তারিত জড়া প্রকৃতির ত্রৈলোক্যের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থেকে সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণ জড় দেহগুলি। যখন জীব জুল এবং সূক্ষ্ম দেহগুলিকে তার নিজেরই ব্যক্ত প্রকৃতি সম্মত বলে দ্রাস্ত দারণা করে তখনই জড়জাগতিক অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। কথার জ্ঞানের মাধ্যমে অবশ্যই এই মায়ায় পবিত্রিত্ব বিলাস ঘটানো যেতে পারে। সুতরাং, জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে তার অন্তরে

নিরাভয়ান পত্র পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। ভগবানের শুদ্ধ পারমার্থিক দিবা সত্তা উপলব্ধির মাধ্যমে জড় জগতটিকে স্বতন্ত্র কান্তব সত্তা রূপে দ্রাস্তদারণা ক্রমশ বর্জনের চেষ্টা করা উচিত।”

“পারমার্থিক গুরুদেবের হস্তাগ্রিতে ব্যবহৃত অরপি কাষ্ঠের আদি কাঠ খরুপ মনে করা উচিত, শিষ্যকে সর্বোপরি জ্ঞানানী কাঠ এবং গুরুদেবের উপদেশাবলীকে এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত তৃতীয় সন্ধিকার্য রূপে বিবেচনা করা চলে। শ্রীগুরুদেবের কাছে থেকে প্রদত্ত পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যের কাছে আসে যেন ঘরের উপর নিচে কাষ্ঠের সার্বজনীন আওতায় হতে। যে আশ্রম অজ্ঞানতার অন্ধকার পৃষ্ঠেরে ছাড়াই করে দেয়, কলে গুরু ও শিষ্য অপার অলস লাভ করেন। সুদক্ষ পারমার্থিক গুরুদেবের কাছে থেকে বিনীতভাবে শ্রবণের মাধ্যমে, সুদক্ষ শিষ্য শুদ্ধ জ্ঞান বিকশিত হওয়ার কলে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈলোক্য থেকে উৎপন্ন জড়জাগতিক মানসের আচ্ছন্ন প্রতিরোধ করতে পারে। অবশেষে এই শুদ্ধ জ্ঞান আসনা হতেই নিঃশেষিত হয়ে বায়, যেভাবে জ্ঞানানী কাঠ শেষ হয়ে গেলে আশ্রমও নিঃশেষ হয়ে যায়।”

“হে উদ্ধব, এইভাবেই তোমার কাছে আমি শুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞান্য করেছি। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যারা আমার শিক্ষান্তের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, সকাম কাজকর্ম নিয়োজিত থাকাই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং তার জীবকে তার নিজের কর্ম থেকে উপলব্ধ সুখ ও দুঃখের ভোগ্য বলে মনে করে থাকেন। এই জড়জাগতিক দর্শন অনুসারে, পৃথিবী, সমুদ্র, দিবা শাস্ত্রাবি এবং আত্মা সবই বৈচিত্র্যময় এবং নিত্যস্থিত সত্তা, যেগুলি অবিরাম পরিবর্তনের ধারায় অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া, জ্ঞান কখনই একমাত্র বিষয় কিংবা নিত্যস্থিত হতে পারে না, কারণ তা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয়বস্তু থেকে উৎপন্নিত হয়ে থাকে, তাই জ্ঞান মাত্রই নিত্য পরিবর্তন সমগক হয়। যদিও তুমি এই ধরনের দার্শনিক মতবাদ স্বীকার কর, হে উদ্ধব, তা হলেও নিত্যকালের জ্ঞান, সূত্র, জ্ঞান এবং ব্যাধি থাকবেই, যেহেতু কালের প্রভাব হতে জড় দেহ অবশ্যই সকল জীবকে স্বীকার করেই হবে। যদিও সকাম কর্মী অনন্ত সুখের বাসনা করে, তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে,

জড়জাগতিক কর্মীরা প্রায় অসুখী হয়ে থাকে এবং কেবল মাঝে মাঝেই সন্তোষলাভ করে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তারা স্বার্থীম বৃত্তি নয় কিংবা পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করতেও অক্ষম। যখন কোনও মানুষ অন্য কারও প্রভুত্বের নিয়ন্ত্রণে সর্বদা চলতে থাকে, তবে সে কেমন ভাবে তার নিজের সকল ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে কোনও মনুষ্যবান সুখল আলাপ করতে পারে? জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক সময়ে বৃত্তিমান মানুষও সুখী হয় না। যেমনই, কখনও এক মহামুর্খও সুখী হয়। জড়জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনের দক্ষতার মাধ্যমেই সুখী হয়ে ওঠার ধারণা নিত্যন্তই মিথ্যা অহমিকার অনর্থক অভিপ্রকাশ মাত্র। যদিও মানুষ জানে কিভাবে সুখ অর্জন করতে হয় এবং শৃংখ পরিহার করতে হয়, তবু তারা জানে না কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যু অঙ্গের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। মৃত্যু কখনই সুখকর নয়, এবং যেহেতু প্রত্যেক মানুষকেই ঠিক যেন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মতোই তথ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলি থেকে বা সুখভূমি ভোগ করা যেতে পারে, তা থেকে কতখানি সুখই বা মানুষ পেতে পারে? যে জড়জাগতিক সুখের কথা শোনা যায়, যেমন, কার্ণালোকে সুখভোগ, তা সবই আমরা যে সকল জড়জাগতিক সুখের পরিচয় পেয়েছি, তাইই বোঝে। সবই স্বর্গ, দেব, জরা এবং মৃত্যুর দ্বারা কলুষিত। অতএব তেমনই লস্য আহরণ করাও বৃথা হয়, যদি শেষের ব্যাধি, কীটের আক্রমণ কিংবা অনাবৃষ্টির মতো বহু সময় থাকে, আর সেই সকলই পৃথিবীতে কিংবা কার্ণালোকে যেখানেই হোক, অশ্লিষ্ট বাগ্যবিশিষ্ট কল্পণেই সর্বদাই কোনওখানেই জড়জাগতিক সুখ আহরণের চেষ্টা স্বার্থতার পর্ববসিত হয়ে থাকে।”

“যদি কেউ বৈদিক অনুশাসনাদি মতো বিধিবিধি ভাবে যাগযজ্ঞাদি পালন করে, তা হলে পরজন্মে তার স্বর্গসুখ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এমন সুখল লাভ সত্ত্বেও, সমগ্র যাগযজ্ঞাদি সূচকভাবে সম্পন্ন করা হলেও, কালের প্রভাবে তা সবই বিলীন হয়ে যায়। এই বিষয়ে ধ্রুব কল্প। যদি কেউ এই পৃথিবীতে দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তা হলে কার্ণালোকে

গমন করে, সেখানে, দেবতাদের মতোই, তার যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত স্বর্গসুখ ভোগের সৌভাগ্য উপভোগ করতে থাকে। স্বর্গলোক লাভ করার পরে, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পৃথিবীতে তার পুণ্য কর্মের ফলে প্রাপ্ত সমৃদ্ধল বিমানে ভ্রমণ করতে থাকে। গর্ভবর্ণণের দ্বারা যদি গীতের মাধ্যমে অভিযুক্ত হয়ে, এবং মনোরম কোমল পরিধান করে, সে স্বর্গের দেবীগণ পবিত্র হয়ে জীবন সুখ উপভোগ করতে থাকে। যজ্ঞফলের জ্যোতা কণ্টা মলার সূচোভিত ইচ্ছার গমনবর্ত বিমানে স্বর্গের নারীগণের সাথে প্রমোদ কাননগুলিতে আবুদিত, বিজ্ঞানরত এবং মহামুখে অতিবাহিত করার সময়ে, তারা বিবেচনা করেনা যে, তার পুণ্যফল সে ব্যয় করে ফেলছে এবং অনতিবিলম্বে জড় জগতে সে অতঃপতিত হবে। যজ্ঞকর্তার পুণ্যফল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, স্বর্গলোকে সে জীবন উপভোগ করতে থাকে। অবশ্য যখন পুণ্যফল কীশ হয়ে যায়, তখন সে স্বর্গের প্রমোদ কাননগুলি থেকে অতঃপতিত হয়, এবং অনন্ত কালের প্রভাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে পরিত্যক্ত হতে হয়।”

“যদি কোনও মানুষ পাপময়, ধর্মবিরোধী কাজকর্ম লিপ্ত থাকে, অসৎস্ব কিংবা ইন্দ্রিয়মগ্নে অক্ষমতার জন্য, তাহলে তাকে স্বর্গেই জড়জাগতিক কামনা বাসনার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতে হয়। তার ফলে অন্য সকলের প্রতি তার অচঞ্চল হর অশালীন লোভময় এবং সর্বদাই নারীসেহ সন্তোষে উদ্গীর হয়ে থাকে। মন কলুষিত হলে মানুষ হিংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে আর বৈদিক অনুশাসন কৃতিত্বকেই ইঙ্গিত তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে। ভূতাপ্রেতাদির পূজা করার ফলে, বিজ্ঞান মানুষ অনুমোদিত কাজকর্মে পটুত্বলাভ করে এবং তার ফলে তার নরকগতি হয়, যেখানে সে তমোওগাথিত জড়জাগতিক শরীর লাভ করে। তেমন নিমন্তরের শরীর নিয়ে সে দুর্ভাগ্যবশত অশুভ ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে থাকে যার ফলে ভবিষ্যতের অশান্তি ভ্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তাই সে আবার একটি জন্মরূপ শরীর অর্জন করে। এই ধরনের যেসব কাজকর্মের মাধ্যমে অবদারিতভাবে মৃত্যুর মাঝে ইহজীবনে পর্যবসিত হবে, তার মধ্যে তি করেন

সুখের আশা করা সম্ভব হতে পারে। সমগ্র গ্রন্থলোকে স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত, এবং সমগ্র বহুর দেবতামণ স্বর্গ এক হাজার যুগকল্পকাল ভীর্ণিত থাকেন, তাঁদের মনে জন্মের মহাকাল সম্পর্কে বিলম্বল ভ্রমভীতি রয়েছে। বহুং ব্রহ্মাও স্বীয় পরম আবুদ্যল ৬,১১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বছর, তিনিও আমাকে তর করেন জড়েশ্বরগুলি পাপ অথবা পুণ্যময় জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের উদ্ভব ঘটায় এবং জড়প্রকৃতির ত্রৈলোক্য ধারায় জড়েশ্বরগুলি সক্রিয় হয়ে থাকে। জড়েশ্বরগুলি এবং জড়প্রকৃতির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে জীব স্কায ক্রিয়াকলাপের বিবিধ ফলের অভিজ্ঞতা ভোগ করতে থাকে। যতক্ষণ জীব মনে করে যে, জড়প্রকৃতির ওপাবর্গীর প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, ততদিন তাকে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং বিবিধ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা সে অর্জন করবে। তাই প্রকৃতির ওপাবর্গীর অধীনস্থ হয়ে স্কায ক্রিয়াকলাপের উপরেই জীবকে সম্পূর্ণ ভরসা করে চলতে হয়। জড়প্রকৃতির ত্রৈলোক্যের অধীন স্কায কর্ম সম্পাদনে যে বহুজীব নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তার পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপ আমাকে সমীহ করতে থাকবেই, যেহেতু আমিই সকল জীবের স্কায ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্জন করে থাকি। যারা প্রকৃতির ত্রৈলোক্যের বৈচিত্র্যময়তাকে বাস্তবরূপে জ্ঞান করে, জড়জাগতিক জীবনধারার স্বীকার করে নেয়, তারা জড়জাগতিক ভোগ উপভোগের মাঝে আত্মত্যাগ করে

থাকে বলেই সর্বদাই দুঃখ-দুর্ভাগ্যের মাঝে মগ্ন হতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির জড়প্রকৃতির প্রভাবে এবং ক্রিয়াকর্মের ফলে জীব আমাকে নানাভাবে বর্ণনা করতে থাকে, কখনও মহাকাল, জন্ম, বৈদ, ব্রহ্মাও, স্বর্গ, ধর্মভীতি এবং আরও নানাতাবে।”

শ্রীশঙ্কর বললেন—“হে ভগবান, জড় দেহের মাঝে অবস্থিত জীবকে যিহে থাকে জড়প্রকৃতির ওপাবর্গী এবং এই সকল ওপাবর্গীর দ্বারা সৃষ্ট কর্মফলের সুখ ও দুঃখ। তাহলে এই জড়জাগতিক আবেশের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না, তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আরও বলা যেতে পারে যে, জীব কখনই নিত্য সত্য এবং জড় জন্মের মাঝে তার করণীর কিছুই নেই। তবে কেন সে চিরকাল জড় প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে? হে ভগবান অচ্যুত, একই জীবকে কখনও নিত্যবদ্ধ এবং কখনও নিত্যমুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই, জীবের স্বার্থ অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পারি না। হে ভগবান, দর্শনিক প্রদানিত উত্তর প্রদানে আপনিই সর্বপ্রথম পুরুষ। নিত্যমুক্ত জীব এক নিত্যবদ্ধ জীবের মাঝে পার্থক্য উপলব্ধির লক্ষণগুলি কৃপা করে আমাকে বুঝিয়ে দিন। তারা কি কি বিভিন্ন উপায়ে জীবন উপভোগ করে, জন্মের গ্রহণ করে, মল বর্জন করে, শয়ন করে, উপবেশন করে কিংবা ক্ষিরণ করে, তা সবই বর্ণনা করুন।”



একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে শ্রীশঙ্কর, আমার নিয়ন্ত্রণধীন জড়প্রকৃতির ওপাবর্গীর প্রভাবে জীব কখনও বদ্ধ এবং কখনও মুক্ত আত্মা পায়। বদ্ধত, আত্মা কখনই বদ্ধ কিংবা মুক্ত হয় না, এবং জড়প্রকৃতির

ওপাবর্গীর মূল কারণবশত মায়াশক্তির আমিই যেহেতু পরমেশ্বর, তাই আমাকেও কখনই মুক্ত কিংবা বদ্ধ বলে মনে করা চলে না। স্বয়ং যেমন মানুষের নিত্যত বৃদ্ধি প্রসূত সৃষ্টি, কিন্তু যত্নে তার কোনই সত্যতা নেই,

তেমনই, জড়জাগতিক পোষকতায়, মায়ামোহ, সুখ, বিবাহ এবং মায়ার অধীনে জড়মোহ ধারণও সবই আমার স্বাভাবিকই সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা চলে, মায়াময় অস্তিত্বের কোনই ব্যতীত উপযোগিতা নেই। হে উচ্চ, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই মায়ার সৃষ্টি, তা আমারই শক্তির অতিপ্রকাশ। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই অনাদি অনন্ত স্বর্গ এবং মেহধারী স্বীকরণকে তা নিত্যকাল মুক্তি এবং বন্ধন দশা ভোগ করায়। হে মহাবুদ্ধিমান উচ্চ, স্বীকৃত আমারই অবিচ্ছেদ্য বিভিষ্টাংশ, কিন্তু অজ্ঞানতার প্রভাবে তাকে অনাদিকাল যাবৎ জড়জাগতিক বন্ধনময় কঠোর করে রেখে। অবশ্য জ্ঞানের সাহায্যে সে মুক্তিকাল করতে পারে।”

“হে প্রিয় উচ্চ, এইভাবেই একই জড়মোহের মধ্যে আমরা বিপুল সুখ এবং দুঃখ দুর্গমায় হতো বিপরীতবর্গী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি। তার কারণ এই যে, পরম পুরুষোত্তম জীভগবান যিনি নিত্যমুক্ত পিতা সত্য, আর সেই সঙ্গে বহু জীবজন্তু উভয়েই মেহের মধ্যে রতেরে। এখন আমি তোমার কাছে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমির কথা বলব। ঘটনাক্রমে দুটি পানি একই পাত্রে একসঙ্গে বাসা করেছে। দুটি পানিই বহু আর সমপ্রকৃতি। অবশ্য, তাদের মধ্যে একজন পানির কল খসে, অন্যদিকে অন্য পানিটি যে কল খসে না, সে নিজ শক্তির বলে উত্তম মর্যাদায় গর্বিত হয়েছে। যে পানিটি কলটির কল তখন করে না, সেটি পরম পুরুষোত্তম জীভগবান, যিনি তাঁর সর্বজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর আপন স্বর্গীয় সমাকভাবে উপলব্ধি করেন এবং তখন ভক্তকরী পানিটির হতো বন্ধনকে পরও উপলব্ধি করেন। অন্য দিকে ঐ জীব নিজেই উপলব্ধি করে না কিংবা ভগবানকেও অনুভব করে না। সে অজ্ঞানতার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে এবং তাই তাকে নিজ কল করা হয়ে থাকে, আর পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন বলেই তিনি নিজ মুক্ত পুরুষ রূপে বিরাজমান থাকেন। জড় দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেও, জড়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দেহের বাইরেও নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক যেমন ইথ থেকে উড়ন্ত মানুষ বসে দেখা শরীরের সাথে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে বর্জন করতে পারে। অবশ্য, নির্বেণ মানুষ তার জড় দেহের সাথে একত্র হলেও, তা থেকে অতীত

মুখ্য হওয়া সত্ত্বেও, মনে করে সে শরীরটির মধ্যেই রয়েছে, ঠিক যেমন স্বপ্নমগ্ন মানুষ নিজেকেই একটা কাল্পনিক শরীরের মধ্যে লেগে পায়। জড়জাগতিক বন্ধনকে কলুষতা থেকে মুক্ত যে কোনও বিদ্বান ব্যক্তি দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কর্মীরাপে নিজেকে মনে করেন না; বরং সে জানে যে, ঐ ধরনের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই শুধুমাত্র জড়প্রকৃতির ওপাবলী থেকে উদ্ধৃত ইন্দ্রিয়গুলিই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে। প্রায়ই কর্মকালের পরিণামে মেহমধ্যে আবদ্ধ বুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে, “আমি সকল কাজের কর্তা।” অহমিকার বিভ্রান্তি তেমন নির্বোধ মানুষ তাই সকল ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতির প্রকৃতির ওপাবলীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে থাকে।”

“বিদ্বান জ্ঞানবান মানুষ অন্যসত্ত্বির অভ্যাসে দৃঢ়চিত্ত হলে তাঁর শরীরটিকে শেয়া, বসা, চলাকেনা, স্নান করা, খেদা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, আহার করা, শোনা এবং এই ধরনের সব কাজেই উপযোগ করেন, কিন্তু কখনই সেই ধরনের কাজকর্মের আসক্ত হয়ে পড়েন না। অবশ্য, সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকলেও তিনি সেই সকল কাজের বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে তিনি শুধুমাত্র তাঁর শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলিকেই নিয়োজিত রাখেন এবং বুদ্ধিহীন মানুষদের মতো সেই সকল কাজের মধ্যে বিকল্পিত হয়ে পড়েন না। যদিও আকাশ, অর্থাৎ মহাশূন্য সব কিছুইই অপ্রস্বল, তা হলেও আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়ে না। তেমনই, অসংখ্য জলাশয়ের মধ্যে সূর্য প্রতিফলিত হলেও তা তাদের মধ্যে মোটেই আসক্ত হয় না, শক্তিশালী বাতাস সর্বত্র করে চলতে থাকলেও অগণিত প্রকার গছের দ্বারা তা বিকৃত হয় না, বা যে সব পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে যায়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেইভাবেই অজ্ঞানজনক মানুষও জড়মোহ থেকে এবং চারপাশের জড় অর্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত থাকেন। তিনি কোন প্রভাবিত মানুষের মতোই থাকেন। অন্যসত্ত্বির দ্বারা সৃষ্টিক সুদক্ষ মর্শ পতীর সাহায্যে আচ্ছন্নবন্ধনী মানুষ আচ্ছন্নবন্ধনের সাহায্যে সকল প্রকার বিবাহাশ্রিত

জড়ের এক জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের প্রসারকে থেকে তাঁর চেতনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে থাকেন। বন্ধন কোনও মানুষের কোনও প্রকার জড়জাগতিক কামনা বাসনা ছাড়াই তাঁর প্রাপ্তি, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কাজ চলতে থাকে, তখন তাকে মূল ও মূল্য জড়জাগতিক পরীক্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেই বরেন্দ্র মানুষ শরীরের মধ্যে আবদ্ধিত থাকলেও, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও অপায় কখনও কঠিনকেই হিমে মানুষ কিংবা পদে ঘর কারও শরীর আক্রান্ত হয়ে থাকে। অন্য কোনও সময়ে বা অন্যভাবে, অকস্মাৎ মানুষ বিপুল সম্মান কিংবা কখনো ভূমিত হতে পারে। যে মানুষ আক্রান্ত হলেও ক্ষুব্ধ হয় না কিংবা কখনো লাভ করলেও উৎসাহিত হয় না, তাকেই বর্ষা বুদ্ধিমান মানুষ বলা চলে।”

“কোনও মুনিগণি সমুদ্ভূতসম্পন্ন হন এবং তাই জড়জাগতিক বিচারে বা ভাল বা মন্দ, তাতে বিচলিত হন না। অবশ্য, অন্যের ভাল মন্দ কাজ করেছে, এবং তরা অবস্থা ও বর্ষা অকাল্যাপ করেছে, তা তিনি লক্ষ্য করলেও অবিকৃত্য মানুষ কাউকেই প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন না। মুক্ত পুরুষ অবিকৃত্য মানুষের পক্ষে তাঁর শরীর প্রকার প্রয়োজনে, জড় জাগতিক ভোগ কিংবা জ্ঞান জ্ঞানের মাধ্যমে কোনও কাজ করা, কথা বলা কিংবা চিন্তা ভাবনা করা অনুচিত। করা অবশ্যই তাঁকে সকল প্রকার জড়জাগতিক পরিবেশ থেকে অনাসক্ত থাকতে হবে এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রভাবে অজ্ঞানসূচক অনুভবের মাধ্যমে তাঁকে এই ধরনের মুক্ত স্বীকরণদ্বারা হৃদয় আকর্ষণ করে পরিমল করে চলতে হবে, যেন তিনি জড়বুদ্ধি মানুষের মতো অন্য সকলের কাছে প্রতীয়মান হতে থাকেন। সবসময় বেন শান্তি অধারনের মাধ্যমে যদি কেউ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় অনান্বিত না করে, তা হলে যে গাভী দুধ দান করে না, তার রক্ষণাবেক্ষণ কঠোর পরিদর্শী মানুষের মতোই তাঁর অবস্থা হয়। অন্যভাবে বলা চলে যে, বৈদিক জ্ঞান প্রজ্ঞানের জন্য কঠোর পরিদর্শনসাধ্য অধ্যয়ন করলে তা শুধুই পণ্ডিত হয়। তা থেকে অন্য কোনও কার্যকরী ফলাফল হয় না।”

“হে প্রিয় উচ্চ, যে মানুষ এমন এক গাভীর মতো করে, যে দুধ দেয় না, এমন গাভীর ভরণপোষণ করে, যে অসতী, এবং অন্যের উপরে নির্ভরশীল, অকর্মণ্য সন্তানদি জন্ম দিয়ে ভরণপোষণ করে কিংবা যথাযোগ্য সেবার ধনসম্পদ কাছে লাগায় না, তেমন মানুষ অবশ্যই অতি দুর্ভাগ্য। তেমনই, আমার মহাশয় বর্ণিত বৈদিক জ্ঞানের চর্চা যে করে সেও অতি দুর্ভাগ্য। হে প্রিয় উচ্চ, আমার যে সকল ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা সমগ্র বিদ্বানসত্ত্বকে পরিত্যক্ত করে তোলে, সেইগুলির বর্ণনা যে সব শাস্ত্রদ্বিতে নেই, সেইগুলি বুদ্ধিমান মানুষ কখনই সমর্থন করে না। আমিই তো সমগ্র জড়জাগতিক অস্তিত্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংস সাধন করে থাকি। আমার সকল লীলাকারণগুলির মধ্যে সর্বজনপ্রিয় হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। আমার এই সকল ক্রিয়াকলাপ যে জ্ঞানসম্পদের মধ্যে প্রমুখ হয়নি, তা নিজস্বই আমার এবং বর্ষা বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে তা প্রশংসনীয় হবে না। সকল জ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের যে জ্ঞান ধারণা মানুষ আত্মার উপরে প্রয়োগ করে, তা বর্জন করা উচিত এবং সেইভাবেই তাঁর জড়জাগতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তখন আমাতে মনোনিবেশ করা উচিত কারণ আমিই সর্বব্যাপ্ত সত্য। হে প্রিয় উচ্চ, যদি তুমি সকল প্রকার জড়জাগতিক বিপত্তির থেকে তেমনই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে না পার এবং পরমার্থিক চিন্তাকর্মের পর্যায়ে মগ্ন হতে না পার, তা হলে তোমার সকল ক্রিয়াকলাপ আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করো এবং তাঁর কল ভোগের চেষ্টা করো না।”

“হে প্রিয় উচ্চ, আমার লীলাবিন্যাস ও গুণবৈশিষ্ট্যের বর্ণনা অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তা পরিত্যক্ত করে তোলে। তখনবর্তমানে বিশ্বাসী যে মানুষ সত্যসর্বদা সেই সকল অপ্রাকৃত দিব্য লীলাকর্মিনী প্রবণ করে, অহিমা কীর্তন করে এবং শ্রবণ করে থাকে, ও মটকীর অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে আমার লীলা-বিন্যাসের জীবন্ত রূপ পরিবেশন করে, আমার আবির্ভাবের সূচনা দিয়ে যে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা হয় এবং যে তার সমস্ত ধর্মবিষয়ক, ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং বুদ্ধিদলক কাজকর্মের কল আমারই প্রীতিবিধানে উৎসর্গ করে থাকে, সে অবশ্যই নিত্য তত্ত্ব ভরণ পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমার প্রতি

শেখরী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের সামর্থ্য লাভ করে আমার ভক্তচরিত্রের সাক্ষিগো তত্ত্ব ভগবত্ত্বি সেবা অনুশীলন করে মানুষ আমার উপাসনার নিজ মুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে আমার ভক্তচরিত্রের দ্বারা অভিযুক্ত আমার পত্র খামে সে অনুরাগে গম্বন করে।

শ্রীভক্ত বলালেশ—“হে ভগবান, হে পরম পুরুষোত্তম, কি ধরনের মানুষকে আপনি যথার্থ ভক্তরূপে বিবেচনা করেন, এবং মহান গুণভক্তগণ হতে পারেন কোন ধরনের মানুষ ও কি ধরনের ভগবত্ত্বি সেবামূলক আচরণ আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে বলে গুণভক্তগণ বিবেচনা করে থাকেন? হে বৈকুণ্ঠেশ্বর, হে বিশ্বরাজাওর অধ্যক্ষ, আমি আপনার ভক্ত, এবং শ্রেয়সক, তাই আপনি ব্যতীত অন্য কোথাও আমার আশ্রয় নেই। তাই কৃপা করে এই বিষয়ে আমাকে বলুন। হে ভগবান, পরমতত্ত্ব স্বরূপ আপনি জ্ঞাত প্রকৃতির সত্যকে অতীত, এবং আকাশের মতো আপনি কোনও কিছু সাথে কোনও ভাবেই সম্পৃক্ত হন না। তা সত্ত্বেও, আপনার ভক্তবৃন্দের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, আপনার ভক্তবৃন্দের কান্দনমতে পথ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে উত্তর, সাধুযুক্তি কৃপায় হন এবং অন্যকে মর্মান্বিত করেন না। অন্যেরা উপব্রতী হলেও, তিনি সহনশীল হন এবং সর্বজীবকে কৃপা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর জীবনের শক্তি ও সামর্থ্য অংশে পরম সত্য থেকে, তিনি সকল জীবের মুক্ত হন, এবং তাঁর মন সুখে-দুখে সমতাযুক্ত থাকে। তাই, তিনি অন্য সকলের কল্যাণে কাজ করেন অন্য সময় উপযোগ করেন। ভক্তগণগতির কামনা-বাসনার তাঁর মন ও বুদ্ধি কখনও বিরক্ত হয় না, এবং তিনি তাঁর ইচ্ছামার্গে হমন করতে পেরেছেন। তাঁর আচরণ সদা শান্ত, শ্রীতিপূর্ণ, কখনও কলঙ্ক হয় না এবং সর্বদা অনুসরণযোগ্য, তিনি লোভ-বিকৃত হন। তিনি ভক্তগণগতির সাধারণ কাজকর্ম কখনও উদ্যোগী হন না, এক কঠোরভাবে তিনি আবাসিত সংযম করে থাকেন। তাই তিনি সদাসর্বদাই শান্ত এবং ধীরস্থির হয়ে থাকেন। সাধুযুক্তি চিত্তশীল হন এবং আমাকেই তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে স্বীকার করে থাকেন। এই ধরনের মানুষ

সদাসর্বদাই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বিশেষ সতর্ক হন এবং কখনও সংকীর্ণমনা হয় যনোভাব পারিত্রিক করেন না, কখন তিনি ঘৃণিত এবং উপর অন্যোভাবগণ মানুষের মতোই জটিল পরিস্থিতিতেও সক্রিয় থাকেন। তিনি ক্ষমা, তৃপ্তি, দুঃখ, মোহ, জর ও মৃত্যুর মতো খড় মনে বিচলিত হন না। তিনি যান সম্প্রদায়ের সকল হাসনা থেকে মুক্ত থাকেন এবং অন্য সকলকে সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি অন্য সকলের মধ্যে কৃপাভাবনামুক্ত পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ এবং তাই কখনও কোন মানুষকে প্রবঞ্চনা করেন না। বরং, তিনি সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী যত্ন হন এবং কৃপাণরায় হন। এই ধরনের সজ্ঞান মানুষকে কখনও জানী পুরুষ বলেই মনে করা উচিত। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাঙ্গির মধ্যে আমার দ্বারা অনুমোদিত সাধারণ ধর্মচরণগুলির মাধ্যমে যে সকল সন্তোষাবলীর অভ্যাগাস নির্দিষ্ট হয়েছে, সেইগুলি মানুষকে পরিচালিত করে তোলে এবং তিনি জানেন যে, সেই কর্তব্যকর্মগুলিতে অবহেলা প্রদর্শন করলে মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে থাকে। অবশ্য অগ্রার শ্রীচরণগণের সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে সাধু সজ্ঞানগণ অবশেষে এই সমস্ত সাধারণ ধর্মচরণগুলি বর্জন করে এবং আমাকেই শুধুমাত্র ভজনা করে থাকে। এইভাবেই সকল জীবকালের মধ্যে থাকে শেষ্ঠ জীবনরূপ গণ্য করা হয়। আমার ভক্তবৃন্দ হরত জানতে পারে কিংবা যথার্থভাবে না জানতেও পারে—আমি কি, আমি কে এবং আমি কিভাবে বিরাজ করি, কিন্তু তবু যদি তারা অনন্য প্রেমভক্তি সহবসরে আমার ভজন করে, তখন আমি তাদের ভক্তকর্তৃকরণে মনে করে থাকি।”

“হে উত্তর, নিরুপাণ ভক্তি সেবামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষ তার মিথ্যা অহমিকা ও মর্মান্বোধ পরিচ্যাপ্ত করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে আমার রূপের প্রতি এবং আমার তত্ত্ব ভক্তমতশীল প্রতি বর্ণন, প্ৰাণ, মন, সেবা এবং গুণকীর্তন ও প্রণিপাতের মাধ্যমে নিজে থেকে তত্ত্ব করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, আমার দ্বিগুণাবলী এবং ক্রিয়াকলাপের মহিমা কীর্তন করা, আমার গুণগাণা প্রেম ও বিশ্বাস সহকারে প্রবণ করা এবং আমার চিত্তের নিত্য মন্থা থাকা উচিত। যা কিছু

অর্জন করা যায়, তা সবই আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত এবং নিজেকে আমার নিত্য সেবকরণে স্বীকার করা কর্তব্য, যাতে আমার উদ্দেশ্যেই নিজের সবকিছু উৎসর্গ করা যেতে পারে। আমার জ্ঞান ও কর্ম বিবরে সদাসর্বদা আলোচনা ও ধ্যান করা এবং লক্ষ্যশীল প্রভৃতি যে সকল উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা আমার লীলা পরিচয়ের মাধ্যমে প্রচারিত হয়, সেইগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করা উচিত। আমার মন্দির ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের মধ্যে সম্মিলিতভাবে আমার বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এবং দ্ব্যুত বীত বাসনাক্ষি সহকারে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করাও উচিত। উৎসব-অনুষ্ঠান, তীর্থভ্রমণ এবং পূজা নিরন্তরনির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বার্ষিক জনসমাবেশের উদ্ভাপন করা উচিত। একাদশী তিথি উদ্ভাপনের মতো ধর্মমুদ্রানগুলিও পালন করা প্রয়োজন এবং বৈদিক শাস্ত্রাঙ্গি, পঞ্চরত্ন তথা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণগণি অনুষ্ঠান পালন করা উচিত। বিশ্বাস করে, এবং প্রেমসহকারে আমার শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠার সমর্থন জানানো উচিত, এবং আমার লীলাবিন্যাস উদ্ভাপনের উদ্দেশ্যে এককভাবে কিংবা অন্য সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষ্ণচন্দ্র-ময় মন্দির গঠনের কাজে উদ্যোগী হওয়া এবং পুষ্পকান্দন, ফলের বাগান ও আমার লীলাবিন্যাস উদ্ভাপনের উদ্যোগী বিশেষ অঙ্গণ গঠন করা উচিত। কোনও প্রকার বিচারিতা ব্যতিরেকে, আমার কীর্তিত সেবকরণে নিজেকে চিত্ত করতে দেখা উচিত, এবং সেইভাবে আমার গৃহকল মন্দির মার্জনার সহযোগিতা করাও কর্তব্য। প্রথমে সন্মর্শন ও ধূলি পানিকার করা উচিত এবং তার পরে দোমর ও জল দিয়ে আরও পানিকার করা উচিত। মন্দির তল করার পরে, মন্দিরে সুগন্ধি জল সিক্ত করা উচিত এবং সন্তোষিত তথা, আলপনা অঙ্কনের দ্বারা মন্দির শোভিত করা প্রয়োজন। এইভাবেই আমার সেবকরণে কাজ করা উচিত। কোনও ভগবত্ত্বি কখনই তার ভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রচার বিজ্ঞপিত করবে না, সেইভাবেই তার সেবা কার্য থেকে হিগ্যা অহমিকা সৃষ্টি হবে না। আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপগুলি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হবে

না, সেইভাবেই অন্য ব্যক্তিকে নিবেদিত বা অন্য কারো ব্যবহৃত কোনও সামগ্রী কখনই আমাকে নিবেদন করা উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে যা কিছু নিজের কাছে সবচেয়ে অপ্রাণিকৃত, এবং যা কিছু সবচেয়ে প্রিয়, তা সবই আমাকে নিবেদন করা উচিত। সেই ধরনের উৎসর্গের ফলেই মানুষ নিত্য শান্ত ও জীবন লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।”

“হে সজ্ঞান উত্তর, তুমি জেনে রাখো যে, সূর্য, অগ্নি, ব্রহ্মপুংগ, গাভীকৃষ্ণ, বৈষ্ণবকন, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, জীবাণু এবং সকল জীবগণের মাধ্যমে তুমি আমাকে আরাধনা করতে পার। হে প্রিয় উত্তর, নির্দিষ্ট বৈদিক যজ্ঞবলী উচ্চারণের মাধ্যমে এবং পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন সহকারে সূর্যের আলোকের মধ্যে আমার বন্দনা করা উচিত। অগ্নির মধ্যে ভূতলভি অর্পণের মাধ্যমেও আমাকে পূজা করা যায়, এবং ব্রহ্মপুংগের অন্তর্গত হলেও অতিথির মতোই তাঁদের দ্বারা সহকারে অর্পণ করা জানিয়ে তাঁদের মাঝেও আমাকে পূজা করা চলে। গাভীদের তুল এবং অন্যান্য শস্যাদি সহ তাদের সন্ততি ও সুকল্যাণ উদ্দেশ্যে উপকরণাদি প্রদানের মাধ্যমে তাদের মাঝেও আমার পূজা অর্চনা করা চলে, এবং বৈষ্ণবদের প্রতি শ্রোমতর সংগঠা জানিয়ে এবং পূর্ণচন্দ্র দ্বিগুণবাক্যে তাঁদের মন্যতা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে বন্দনা করতে পারা যায়। নিষ্ঠাতরে অচলভাবে ধ্যান জপের মাধ্যমে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার অর্চনা করা চলে, এবং প্রাণ বায়ু সকল উপাঙ্গের মধ্যে অভ্যন্তর গুণভূত তা বিবেচনা করে যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে দায়ু মনোভব আমার বন্দনা করা যায়। জলের মাঝেও আমাকে শুধুমাত্র জল এবং ফুল-ফুলসী নিবেদনের সাহায্যেও পূজা করা চলে, এবং মন্দির মধ্যেও বাগানযুক্ত বীজময় উচ্চারণের মাধ্যমে আমাকে অর্চনা করতে পারে। খাগ সামগ্রী ও ভোধ্য বিষয়াদি অর্পণের মাধ্যমে যে কোনও জীবের মধ্যেও পরমাত্ম স্বরূপ আমাকে বন্দনা করা যায়, এবং সকল জীবের মধ্যে সমস্তটি সম্পন্ন হবে, তাদের সকলের মধ্যে পরমাত্ম অবস্থান উপলব্ধির মাধ্যমে সকল জীবের মধ্যেই আমার পূজা করা উচিত। এইভাবে পূর্বে উল্লিখিত অর্চনাকর্তৃকগুলিতে এবং আমার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, আমার লক্ষ, চর, পদা, পরমহরী প্রাপ্ত রূপের

ধ্যানে মগ্ন থাকা উচিত। এইভাবেই, একমুখ মনোযোগে আমার পূজা অর্চনা করে বিধেয়। আমার প্রীতিবিধানের উল্লেখ্যে বাগবন্ধ পুজোপার্জনাদি এবং পুণ্যকর্ম সাধন বিনি করেন এবং সেইভাবে অনন্যচিত্তে আমাকে আরাধনা করে থাকেন, তিনি আমার প্রতি অবিকল ভক্তি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত এইভাবে তাঁর সেবার অনন্য গুণাবলীর কলে আমার সম্পর্কে আশ্রয়স্থল উপলব্ধি করেন। হে উদ্ধব, আমিই হইয়া সাধুভাবাপন্ন মুক্তাঙ্গ পুরুষপণের পরম আশ্রয় এবং জীবনের পথি এবং তাই যদি আমার

প্রতি তারা প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত না হয়, আমার ভক্তবৃন্দের সাথে সম্বন্ধভেদ মাধ্যমে যদি তাঁর অনুশীলন না করা হয়, তা হলে বাস্তবক্ষেত্রে, জড়জাগতিক জীবনধারার অস্তিত্ব থেকে মুক্তিলাভের কোনই সম্ভাব্য পন্থা তার জন্ম থাকে না। হে শ্রিয় উদ্ধব, হে যদুনন্দন, যোহেতু তুমি আমার সেবক, শুভাকাংক্ষী এবং সুহৃৎ, তাই এখন আমি তোমাকে অতীত গুণ ভক্তজ্ঞান প্রদান করব। এই সকল মহা মহারহস্যাদি সম্পর্কে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা শোনাব।”



দ্বাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের উদ্বেগ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে শ্রিয় উদ্ধব, আমার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গসান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্তি ক্রিয় করা যায়। এইভাবে শুদ্ধ সঙ্গলাভের মাধ্যমে আমাকে আমার ভক্তের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ প্রক্রিয়া অভ্যাস, জড়প্রকৃতির উপাদান সমূহের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের চর্চায় আত্মনিয়োগ, অহিংসাত্মক উদ্ভাষন এবং মনোবাহ্যের অন্যান্য সাধারণ নীতিনিয়মাদি উদ্ভাষন, বেশশাস্ত্রাদি উচ্চারণ, প্রাজ্ঞাদি উদ্ভাষন, সন্ন্যাস আশ্রমে জীবন যাপন, যজ্ঞাদিপালন এবং কুণ্ডলিন, বৃক্ষরোপণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানাদি উদ্ভাষন, ধর্মচরিত্র, কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন, দেবতাদের পূজা অর্চনা, গুপ্তমন্ত্রাদি উচ্চারণ, তীর্থস্থান দর্শন কিংবা ভক্তপূর্ণ এবং সাধারণ নিয়মনিষ্ঠাদি বিষয়ক অনুশাসনাদি পালন, ইত্যাদি নানা বিধে হানুয অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে, কিন্তু ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও কেউ আমাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারে না। প্রত্যেক মুণ্ডেই হজ্ঞা এবং তমোগুণপ্রিয় বস জীব আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করে থাকে। সেইভাবে,

দৈত্যগণ, ব্যাক্ষসেরা, গণ্ডপাখি, গন্ধর্ব, অকরা, সর্পেরা সিংহগণ, চারণেরা, গুহ্যকরা এবং বিদ্যাকরগণ, অছাড়া, বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাও আমার পরমধাম লাভ করে থাকে। ব্রহ্মাসুর, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং তাঁদের মতো অন্যান্য আমার ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়েছে, অ ছাড়া বৃষপর্বা, বলি মহারাজ, শাণাসুর, মরদানব, বিভীকশ, দূর্য্যোধন, হনুমান, জায়বান, পঞ্চেন্দ্র, জটাবু, তুলাধার, ধর্মব্যাহ, কুজা, বৃন্দাবনের গোপীগণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের পত্নীগণও সেইভাবে উদ্ধার লাভ করেছে। যে সকল মানুষদের বিধে আমি উল্লেখ করেছি, তারা মনোযোগ সহকারে বৈদিক শাস্ত্রাদি চর্চা করেনি, তারা মহা মুনিঋষিদেরও আরাধনা করেনি, কিংবা নিষ্ঠাতরে ভ্রত সাধনাদিও করেনি। শুধুমাত্র আমার সঙ্গে এবং আমার ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের মাধ্যমে তারা আমাকে লাভ করেছিল।”

“শ্রীকৃন্দাবনধামের গোপীগণ, গাভীগণ, ধমল অর্জুন কৃন্দাবির মতো হ্রদের নিম্নল প্রাণীগণ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লতাগন্ধসকল, এবং কালির প্রভৃতি সর্পেরা সকলেই

আমার প্রতি অনন্য প্রেমের মাধ্যমে জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে তারা অস্তিত্ব সহজে আমাকে লাভ করতে পেরেছিল। যদি কেউ প্রচুর জ্ঞানবাস্য সহকারে জলৌকিক যোগচর্চা, দার্শনিক চিন্তাভাবনা, দানদ্যান, ব্রতাদি পালন, কুস্ত্র সাধন, যোগমন্ত্রাদি অনুষ্ঠান, সকলকে বৈদিক শাস্ত্রাবলী শিক্ষাদান, বৈদিক শাস্ত্রাদি সাধারণ চর্চা, কিংবা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা অনুশীলনও করে, তবুও আমাকে লাভ করতে পারে না। গোপীগণ সমূহ কৃন্দাবনবাসীরা গভীর প্রেমবন্ধনে আমার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়েছিলেন। তাই, যখন আমার নিতুবা অস্তুর আমার তাই বলরাম এবং আমাকে মথুরা নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন কৃন্দাবনবাসীরা আমার বিরহে গভীর মনোবল পেয়েছিলেন এবং জন্য কোনও ভাবে শাস্তিসুখ উপভোগ করতে পারেননি। হে শ্রিয় উদ্ধব, শ্রীকৃন্দাবন ধামে গোপিকাগণ তাদের পরম প্রিয়তমরূপে আমাকে পেয়ে যে রাত্রিগুলি অতিবাহিত করেছিল, সেইগুলি সবই তাদের কাছে কণাধের মতোই মনে হইতছিল। অবশ্যই, আমার সঙ্গবিধে গোপিকাগণ ঐ রাত্রিগুলিকেই ব্রহ্মার এক-একটি দিনের মতোই সুপীর্ষকাল মনে কবেছিল। হে উদ্ধব, মহামুনিগণ যেভাবে যোগমগ্ন হয়ে, গম্ভীর সমস্ত নদীর মিলিত হওয়ার মতো একাকার হয়ে আসবতর উপলব্ধি করতে থাকেন, এবং জড়জাগতিক নাম ও রূপাদি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না, তেমনভাবেই, কৃন্দাবনের গোপিকাগণও তাঁদের মনঃসংযোগের মাধ্যমে আমার প্রতি এমনই একমুখতারে আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা এই জগতের সম্পর্কে এমনই নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের শরীরের কথা, কিংবা এই জগতের কল, কিংবা তাঁদের পরকালের কথাও চিন্তা করতে পারেননি। তাঁদের সমগ্র চেতনা একমুখভাবেই আমার মাকে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সমস্ত শতসহস্র গোপীরা আমাকে তাঁদের পরম রমণীয় ত্রেমিকরূপে অবলম্বন করার কলে আমার স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম হইতছিলেন। তবুও আমার সাথে একমুখভাবে সঙ্গলাভের মাধ্যমেই গোপিকাগণ আমাকে পরমতত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সুতরাং, হে শ্রিয় উদ্ধব, বৈদিক শাস্ত্রাবলী শুধু বৈদিক শাস্ত্রাদির

অনুদর্শিত নতুও সেগুলির অতীত নেতিবাচক ও ইতিবাচক অনুশাসনাদি সবই বর্তন কর। যা কিছু শ্রবণযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণ করেই, সবই পবিত্রাঙ্গ কর। শুধুমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ সকল বস্তু জীবের অন্তরে অবস্থিত আমিই পবন পুরুষোত্তম শ্রীভাবন। সর্বাত্মক ভক্তিতত্ত্ব আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, এবং আমারই কৃন্দাবলে সর্ববিধের নির্ভর লাভ কর।”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“হে সর্বল যোগপথের পরমেশ্বর, আপনার যাবত আমি ভজন করেছি, কিন্তু আমার অন্তরে যে বিরাগি এখনও মূঢ় হইনি, তাই আমি এখনও সন্তোষবুদ্বল হয়ে রয়েছি।”

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন—“হে শ্রিয় উদ্ধব, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবকে প্রাণ মেন এবং প্রত্যেকের অন্তরে প্রাণবায়ু ও লব্ধকাম্পন সহকারে অবস্থান করে থাকেন। মনের সাহায্যে প্রত্যেকেই অন্তরে ভগবানকে তাঁর সূক্ষ্ম রূপে উপলব্ধি করা যায়, যোহেতু দেহাদিদের শিবের মতো মহান দেবতাদেরও মনের মধ্যে এবং সকলের মনের মধ্যে অবস্থান করে তিনি নিরন্তর করে থাকেন; বৈদিক শাস্ত্রাদির বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বরূপ ও ব্যক্তনবর্ণের বিভিন্ন স্বরূপের পরমেশ্বর ভগবান রূপ লাভ করে থাকেন। যখন ঋগ্বেদী কঠোর বস্তুগুলি প্রবলভাবে ঘর্ষণ করা হয়, তখন বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আগু সৃষ্টি হয়, এবং একটি অগ্নিশ্রুতি দেখা দেয়। একবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেই, তাতে যি দিতে হয় এবং তখন আগুন ছলে ওঠে। ঠিক সেইভাবেই, বৈদিক শাস্ত্রাদির শব্দভর্যের মাঝে আমি অভিব্যক্ত হয়ে থাকি। কমেদ্রিরগুলি—কল, ইন্দ্রিয়, হাত, পা, উপহৃৎ ও পাতুর ক্রিয়াকলাপ—এক জানেন্দ্রিয়গুলি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও হৃৎকের ক্রিয়াকলাপ—তার সাথে মন, বুদ্ধি, চিন্তা এবং অহঙ্কার স্বরূপ মনের সূক্ষ্ম চেতনার ক্রিয়াকলাপ, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রধান অর্থাৎ জড় প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ ও ত্রেমোত্তর প্রভাব—এই সবকিছুই আমার জড়জাগতিক অতিবাস্ত রূপ বলে জানতে হবে। যখন বস্তু বীজ একটি কৃষিক্ষেত্রে বপন করা হয়, তখন ঐ একটি উৎস, জ্ঞান থেকেই অসংখ্য গাছফলা, ফোপকাড়, শাক সবজি, এবং কত কিছুর উদ্ভব ঘটে থাকে। সেইভাবেই, পরম

পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি সকলকে জীবন প্রদান করেন এবং তিনি নিজ বিরাটমূল, মূলত তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকালের আয়ত্তের বাইরে অবস্থান করে থাকেন। কালের প্রত্যয়ে, অবশ্য ভাবনা জড় প্রকৃতির ত্রৈলোক্যের আদার এবং মহাবিশ্বের পদবৃন্দের উৎস, তার মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্বকাল হয়েছে তিনি তাঁর জড়ভাগটিকে শক্তিকে বিভাজিত করেন, এবং তিনি একই সমগ্র অধিকারী হলেও অগণিত রূপে অস্তিত্বকাল হয়ে থাকেন। কেভাবে পটাবস্থায় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ টান-গোড়ান দুইয়ের সাহায্যে তৈরি হয়ে থাকে, তেমনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও পরমেশ্বর ভবনবস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থব্যাপী সুপ্রসারিত শক্তির উপরে বিভাজিত হয়ে রয়েছে এবং তা সবই তাঁরই মহা বিরাট করছে। স্বভাবগত কাল থেকেই বহু জীব জড়ভাগটিকে শরীরাদি ধারণ করে উঠছে, এবং এই শরীরগুলি ঠিক যেন বিশাল যুদ্ধাধির মতোই জড়ভাগটিকে অস্তিত্ব বহন করে থাকে। ঠিক যেভাবে কোনও বৃক্ষ প্রথমে পুষ্পোৎপত্তি হয় এবং পরে ফল সৃষ্টি করে, তেমনি জড়ভাগটিকে অস্তিত্বের বৃক্ষবর্ণন প্রত্যেক জীবের জড়ভাগটিকে শরীরাদি জড়ভাগটিকে

অস্তিত্বের বিবিধ বর্ণ সৃষ্টি করে থাকে। জড়ভাগটিকে জীবনধারণ এই বৃক্ষটির দুটি বীজ, সাত সাত শিকড়, চিনটি গুটি ও কণ্ড এবং পাঁচটি শাখা আছে। এই বৃক্ষ পাঁচটি সুগন্ধ সৃষ্টি হয় এবং তার এগারটি প্রাণা আছে এবং দুটি পাখির তৈরি একটি বাস আছে। বৃক্ষটি চির ফরনের বহলে আবৃত আছে, দুটি বাল প্রদান করে এবং সূর্য্যোজ্জ্বল অস্তিত্বের প্রসারিত হয়ে থাকে। হারা জড়ভাগটিকে জেগ-উপজাগে লোভী এবং পার্হা জীব উপভোগে বৃক্ষটির ফলগুলির একটি ফল আহরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং সমগ্র জীবনে অত্যন্ত পরমহংসহৃদয় অনুভব অন্য ফলটির আহরণ করে। পারমার্থিক কৃত্তবর্ণের সহায়তা নিয়ে যে ব্যক্তি এই বৃক্ষটিকে বিভিন্ন রূপ নিয়ে অস্তিত্বকাল একমাত্র পরমহংসেরই শক্তির অস্তিত্বকাল বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই স্বার্থভাবে বৈদিক দ্বারাদির অর্থ বুঝেছেন। পারমার্থিক সপ্তরূপ একমিষ্ট উপাসনার মাধ্যমে এবং বীরহির বৃত্তির প্রয়োশে, বিক জ্ঞানের কৃষ্ণের নিয়ে আদার সূক্ষ্ম জড় বহন দ্বিগ্ন করতে হবে। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উপলব্ধির মাধ্যমে, তখন সেই সকল অল্প পরিচয়্যাপ করে উচিত।"



ত্রয়োদশ অধ্যায়

হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“সব, রাজ এবং তম জড় প্রকৃতির এই চিনটি তম জড় বৃত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা আদার প্রতি নয়। আত্মিক সত্ত্বের বর্ণনের হারা আদার রহস্যগুণ এবং ভ্রমোত্তপকে জড় করতে পারি। শুভ সত্ত্বগুণে আদার করার মাধ্যমে আদার জড় সত্ত্বগুণ থেকেও মুক্ত হয়ে পারি। জীব বহন বৃত্তভাবে সত্ত্বগুণে অধিকৃত হয়, তখন বর্ণের নিরামলী, যা আমার প্রতি সেবার মাধ্যমে জেগে উঠে, তা সুন্দর হয়ে ওঠে। সত্ত্বগুণে অধিকৃত আদারগুলি অনুশীলন করার মাধ্যমে

আদার সত্ত্বগুণ বর্ন করতে পারি। এইভাবে ধর্মীর নিরামলীর উন্নতি সাধিত হয়। ধর্মীর নিরামলী, সত্ত্বগুণে ধারা শক্তি প্রাপ্ত হয়ে, রাজ ও ভ্রমোত্তপের প্রত্যয়ে বিনাশ করে। যখন রাজ এবং ভ্রমোত্তপ পরিত্যক্ত হয়, তখন আদার মূল কারণ, অর্থাৎ, পুণ সত্ত্বের সিন্দূরিত হয়। ধর্মপাত্র, জল, নিজ সম্ভানাদির সত্ত্ব বা জনসাধারণের সত্ত্ব, বিশেষ জল, কাল, কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, যজ্ঞোৎসব এক শুভতম পাত্রে প্রসিদ্ধ অনুশীলনে প্রকৃতির তমগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। যে কর্মটি

বিষয় সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলেছি সেগুলির মধ্যে যে সমস্ত অধিরা বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন তাঁরা, সাধিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশ্নের ও অনুশীলন করেছেন, ত্র্যাসিক নিরামলীকে উপহাস ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং রাজসিক বস্ত্রগুলিকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। যতক্ষণ না আদার প্রত্যক্ষ আনন্দের লাভ করে জড় প্রকৃতির ত্রিংশ সূত্র জড়মহে আর অন্যরা বিহার পতির সিন্দূরিত করতে পারি ততক্ষণই আমাদের সত্ত্বগুণের সমস্ত কিছু অনুশীলন করতে হবে। সত্ত্বগুণ বর্নিত করে লাম্বা আপনা থেকেই ধর্মের উপলব্ধি এবং অনুশীলন করতে পারি। এইরূপ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরামলী লাভ হয়। বীর্ণবস্ত্রে জড় প্রত্যয়ের কলে সমগ্র সমগ্র বীর্ণগুলি একত্রিত হয়ে যাব পাশে। এই কালের বর্ণনের কলে লাম্বার সৃষ্টি করে, যা তার টেনে বীর্ণবস্ত্রেই লাম্বা করে। এইভাবে আমি তত্ত্ব করের কলে আপনা থেকেই প্রসিদ্ধ হয়। তেমনি, জড় প্রকৃতির গুণের প্রতিভা এক প্রতিবিশিষ্ট কলে সূক্ষ্ম ও মূল জড় সেই উপলব্ধি হয়। কেউ বহন তাঁর জড় সেই ও সমস্ত জ্ঞান অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করেন, তখন তাঁর বেহের টেনে প্রকৃতির গুণের প্রত্যয়কে এই জ্ঞান বিনাশ করে। এইভাবে আদারের সত্ত্ব এই সেই ও সমস্ত তত্ত্বের প্রতিভাফল কলে জ্ঞানের উপলব্ধি জেগে উঠে যায়।"

শ্রীউত্তর বললেন—“প্রিয় বৃক্ষ, হানুস সাধারণত আসে, ভৌতিক জীবন গুলিযুক্ত হয় যুব জ্ঞানকে করে, তবুও তার ভৌতিক জীবন উপভোগ করতে চায়। যে প্রভু, জ্ঞানী ব্যক্তি কীভাবে ফুল, পাত বা ফলদের সঙ্গে আচরণ করতে পারে?"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“প্রিয় উত্তর, বৃত্তিহীন যুব প্রথমেই অনর্থক নিজেকে সেই আর জন কল মনে করে। যখন তার চেতনার এইরূপ অজ্ঞানতার উৎস হয় তখন যাব পুত্রের কলে জ্ঞান জাগতিক রহস্যগুণ জড় আদার করে। বর্ণিত জড়বস্ত্র জন সত্ত্বগুণে থাকার কথা। আরপর রহস্যগুণ ধারা অনুশীলিত জন জাগতিক উন্নতির জন্য ও পরিত্রাণ করে আর তা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। এইভাবে প্রতিনিরত জড় প্রকৃতির গুণের জ্ঞান চিত্র করতে করতে বৃক্ষ হানুস অসহ্য জাগতিক কালার দ্বারা অভিভূত হয়। যে ব্যক্তি জড় ইঞ্জির সংবন করে

যে, সে তার জ্ঞানের পবীকৃত হয় আর প্রবল রহস্যগুণের ভাঙনার সিমেন্টিত হয়। এই কালের সোপানের অস্তিত্ব কল পুত্রবস্ত্র হয়ে জেগেও জড় কর্ম করে ফলে। রাজ ও ভ্রমোত্তপ ধারা বৃত্তি বিমোহিত হলেও বিদ্যান ব্যক্তির কর্তব্য সামান্যতার সঙ্গে জ্ঞানকে সংবন করা। প্রকৃতির গুণের কল স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করে, তিনি আশঙ্ক হন না। তাঁকে হতে হবে অন্তঃকরণী ও পরীক্ষার আর তিনি কখনও জ্ঞান বা বিহার হবেন না। জিত্ব দ্বান ও জিত্ব জ্ঞান হলে যোগ-পদ্ধতির মাধ্যমে সাক্ষ্য, পুণ্য ও সমগ্র বস্ত্র জ্ঞানকে প্রসিদ্ধ হতে আদার করতে হবে। এইভাবে বীরে বীরে মনকে সম্পূর্ণরূপে আদারত মিম্র করতে হবে। সন্দর্ভি আদার তত্ত্বের যে বৈদ্য পদ্ধতি নিশা প্রদান করেছে তা হয়ে শুষ্ক মাত্র জ্ঞান সমগ্র বিষয় থেকে জ্ঞানকে বিহার করে প্রত্যেক এবং যোগবস্ত্র ভাবে আদারত নিবদ্ধ করা।"

শ্রীউত্তর বললেন—“প্রিয় কেশব, কখন এবং কী রূপে তুমি সনকসি ভ্রাতৃপনকে যোগ পদ্ধতির বিদ্যান উপদেশ করেছিলে? এই সমস্ত বিষয় আমি এখন জানতে আগ্রহী।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—“একদা ঐত্রিয়াজ মনসপুর কাকসি ভবিনব, তাদের নিজস্ব নিকট যোগ পদ্ধতির পরে গতি বিষয়ক কঠিন প্রশ্ন করে।"

সনকসি ভবিপণ বললেন—“যে প্রভু, যানুয়ের জন যজ্ঞবিক্রমকেই ইঞ্জির জেগে উত্তর প্রতি আকৃষ্ট, আর সেইভাবে ইঞ্জির জেগে উত্তর জ্ঞানকে জ্ঞান রূপে জ্ঞানের মাঝে প্রবল করে। পুত্রবস্ত্র যে ব্যক্তি সুক্ষ্মবাহী, যিনি ইঞ্জিরতগুণের জিহ্না-কলপ থেকে মুক্ত হতে চান, তিনি কীভাবে ইঞ্জিরতগুণ বহু আদার জ্ঞানের মধ্যে যে পারমার্থিক সম্পর্ক রয়েছে তা জানে করবেন। কৃপা করে এ বিষয়ে আমাদের নিকট কথায় করুন।"

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—“প্রিয় উত্তর, বহু ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের সেই থেকে সরাসরিভাবে উপলব্ধি হয়েছেন এবং যিনি এই জড় জ্ঞানের সমস্ত জীবের তত্ত্ব, দেবশ্রেষ্ঠ, তিনি তাঁর সন্দর্ভি পুত্রগুণের গুণ নিয়ে গাঠিতভাবে বিচার-বিবেচনা করলেন। তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিকার্যের দ্বারা তখন ঐত্রিয়াজ বৃত্তি প্রত্যয়িত হয়েছিল, আর এইভাবে তিনি এই প্রবল স্বার্থ উত্তর নির্ণয় করতে

পারেননি। খ্রীষ্টানরা জানতে চেয়েছিলেন, যে প্রকৃতিগত ঠান্ডা মনকে বিবর্তিত করতে তারা উত্তর, তাই তিনি তাঁর মন আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানে নির্বিশেষ করতেন। সেই সময়ে খ্রীষ্টানদের নিকট আমি হংসরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলাম। এইভাবে আমাকে বর্ণনা করে, প্রত্যেকে অপ্রত্যক্ষ নিজে কবিরূপ আমার নিকট এসে আমার পদপঙ্কজ কল্পনা করে। অবশ্যই তখন সরলভাবে প্রশ্ন করে, “আপনি কে?” প্রিয় উদ্ভব, যোগপদ্ধতির পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে, কবিরূপ আমার কাছে এইভাবে জিজ্ঞাসা করে। কবিরূপের কাছে যা বলেছিলাম, আমি তা ব্যাখ্যা করছি এখন তুমি তা শ্রবণ কর।”

“তঁার ব্রাহ্মণত্ব, আত্মার স্বকন জিজ্ঞাসা করে আমি কে, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিও জীবাত্মা, আর সর্বোপরি আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—যেহেতু সমস্ত জগতই সর্বোপরি পৃথক সত্য বিহীন। তাহলে তোমাদের প্রশ্ন করা কীভাবে সম্ভব যা ব্যাখ্যাপূর্ণ? সর্বোপরি, তোমাদের এবং আমার উভয়েরই প্রকৃত পরিচিতি বা পরিচয় ছিল কী? ‘আপনি কে?’ আমাকে এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে তোমরা যদি জড় মেটেটিকে বোঝাত, তাহলে আমি বলব যে, সমস্ত জড় মেটেই তুমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি উপাদানে তৈরী। তাহলে, তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল ‘এই পাঁচটি উপাদান কে?’ তোমরা যদি মনে কর সমস্ত জড় পর্বীর সর্বোপরি এক, বস্তুতঃ একই উপাদানে গঠিত, তা হলেও তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। কেননা একটি দেহ থেকে অন্যটিকে ভিন্ন দেখার কোনও পদ্ধতি উপলব্ধি থাকে না। এইভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করার মনে হচ্ছে, তোমাদের কথায় কোনও প্রকৃত অর্থ বা উপলব্ধি নেই। এই জগতে মন, বাক্য, চক্ষু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভূত হয় তা সবই আমি। আমি জড় কিছুরই নেই। তোমরা সকলে খসিয়াবলীর প্রত্যক্ষ নিরূপণের দ্বারা উপলব্ধি কর। প্রিয় পূর্ণাঙ্গ, মনের একটি স্বাভাবিক প্রকাশ্য রয়েছে জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে প্রবেশ করার, আর সেইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সমূহ প্রবেশ করে মনে। কিন্তু জগতকে আনন্দকরী জড় মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু উভয়ই আমাকে অংশ আকার উপলব্ধিত। এইভাবে আমি

উপলব্ধি করেছিলাম যে, তিনি আমার থেকে অধিক এবং এইভাবে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি যোগেন যে, জড় মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যেই রয়েছে, এবং কালময় হচ্ছে আবির্ভূত ইন্দ্রিয়ভূক্তি, আর জড়ভোগ্য বস্তুগুলি জড় মনের মধ্যে মূঢ়মূল হয়ে রয়েছে। আমার দ্বিতীয় স্বভাব উপলব্ধি করে তিনি জড় মন এবং এর ভোগ্য বস্তু উভয়কেই ত্যাগ করেন। বুদ্ধির তিনটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুদৃশ্য। এগুলি সংযুক্তি হর জড় প্রকৃতির গণ্যযোগ্য। এসবের সাক্ষীকরণ অবস্থানকারী সেই মধ্যস্থিত জীবাত্মা এই তিনটি অবস্থা থেকে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন স্বভাবের। জড় বুদ্ধির বস্তুই জীবাত্মা আনন্দ, যা তাকে মাঝামাঝ প্রকৃতির গুণে প্রতিনিয়ত থাকে রাখে, কিন্তু আমি হুঁচি চেতনার চতুর্থ পর্যায়, যা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুদৃশ্যের উর্ধ্বে। আমাতে অবস্থিত মূল জীব জড় চেতনার বস্তু ত্যাগ করতে পারে। তখন, জীব জ্ঞানকে থেকেই জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু এবং জড় মন পরিত্যাগ করবে। যিথায় অবস্থার জীবকে আবদ্ধ করে আর সে যা বাসনা করে ঠিক তার বিনবীভূতি তাকে উপহার দেয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত প্রতিনিয়ত জড় জীব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে এবং জড়চেতনার জিজ্ঞাসাকাল্পের অধীত ভগবানের চিন্তার স্থিত হওয়া। জীবের গুণিত, আমার নির্দেশ অনুসারে কেবল আমাতে মনোনিবেশ করা। আমার মধ্যে সব কিছু কর্মই না করে, কেউ যদি জীবনের বিভিন্ন মূল্য এবং বিভিন্ন লক্ষ্য দেখতে পায়, তাহলে, ঠিক যেমন কেউ যখন দেখতে পারে, সে জেগে উঠেছে, তেমনই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভগবানজন আপনগুণিত হুঁচি জাগ্রত বলে মনে হয় বাস্তবে সে স্বপ্নই দেখছে। পরমেশ্বর ভগবান থেকে দূরত্বাবে রয়েছে বলে যে সমস্ত অবস্থা আমার ধারণা বহি, বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। ঠিক যেমন কেউ যখন বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং তার পুরস্কার লাভ করা লক্ষ্য করতে পারে, তেমনই ভগবান থেকে দূরত্বাবে অবস্থানের ধারণা হেতু জীব অবস্থা লক্ষ্য কর্তৃক চলে। সে মনে করে সেগুলি হবে তার ভবিষ্যতের পুরস্কার এবং অস্তিত্ব বহির কাণ্ড। জাগ্রত অবস্থায় জীব তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জড় মেটে মনে মনের সমস্ত কলহরী বৃত্তিগুলি উপলব্ধি করে। যথার্থভাবে সে মনে

মনে তেমনই অস্তিত্ব অনুভব করে। আর বস্তুবিশীল বৃত্তীর নিজস্ব এই ধরনের সমস্ত অস্তিত্বতা অজ্ঞানে পরবিস্তৃত হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুদৃশ্য বৃত্তিগুলি পরস্পরকালে পূর্ণাঙ্গ এবং মনন ভোগ্য জীব বৃত্তান্ত পাবে যে, তার চেতনা তিনটি পর্যায়ের কাছ কখনও সে ওঠেই ক্ষুদ্র, সে চিন্তায়। এইভাবে সে গোমারী হতে পারে তেবে শব্দ, কৃত্রিমভাবে কীভাবে কখনও করা হয়েছে যে, আমার মায়ার শক্তির প্রভাবে, মনের এই তিনটি পর্যায়, প্রকৃতির গুণ থেকে সৃষ্ট হয়ে, সেগুলি আমাতে রয়েছে। সুনিশ্চিতরূপে আনন্দতত্ত্ব নির্ধারণ করে, তোমরা ধারণা জ্ঞানের তলোভাত ব্যবহার করে, বৌদ্ধিক বিচারের মাধ্যমে এবং ধর্মগণ ও বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ মতো মিথ্যা অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, কেননা সেটিই হচ্ছে সমস্ত সাক্ষ্যের উপলব্ধি। তারপর তোমাদের উচিত হনুসাত্মকভাবে অবস্থিত আমারে ভজনা করা। আমাদের দেখা উচিত জড়জনগণি হচ্ছে মনের মধ্যে উদ্ভিত একটি স্পষ্ট মর্যাদা। কেননা জড় বস্তুর প্রকৃতি অচ্যুত কলহরী, আজ আছে কাল নেই। একটিকে অধিগৃহীত লক্ষ্যকে ঘোরালে যেমন লাল বেঞ্চর সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জীবাত্মা স্বভাবতঃ একটি পর্যায়ের জড় চেতনায় থাকে। তবে সে এ জগতে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন অবস্থায় আবির্ভূত হয়। প্রকৃতির গুণগুলি আমায় চেতনাকে সাধারণ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্বপ্নবিশীল দ্বিতীয় লক্ষ্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিভক্ত করে। এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় অনুভূতি বস্তুতঃ মায়ার। এদের অধিগৃহীত জ্ঞানের সঙ্গে। জড়বস্তুত কলহরী মায়ার স্বভাব জেনে কায় থেকে মুক্তি কিরিয়ে নিয়ে আমাদের জড় বাসনা পূর্ণা হওয়া উচিত। অস্বাভাবিক অনুভব করে আমাদের উচিত জড় কার্যকলাপ ও মিত্রা-কলাপ ত্যাগ করা। যদি জড় লক্ষ্য লক্ষ্য করতেই হয় তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এটি সর্বোপরি স্বাভাবিক নয়, তাই তা ত্যাগ করেছি। অমৃত্যু এইমূল সর্বত্র সর্বত্র থাকলে আমরা অমর মায়ার পড়ব না। একজন মরণ যেমন বস্তুর দ্বারা সঞ্চিত কি না নিজে লক্ষ্য রাখে না। শুধুমাত্র যিনি অস্বাভাবিক মায়ার সিদ্ধ হয়ে বস্তুতে অধিগৃহীত হয়েছেন, তিনি লক্ষ্য

করেন না তাঁর জড় মেটেটি মনে রয়েছে না সীড়িয়ে। বাস্তবে ভগবানের ইচ্ছায় সেই যদি শেষ হয়ে যায় অথবা উপলব্ধির ইচ্ছায় তিনি যদি মৃত্যু মেটে লাভ করেন, আনন্দাশ্রয় ব্যক্তি তা লক্ষ্য করেন না, ঠিক যেমন একজন মরণের বাস্তব অবস্থার চেতনা থাকে না তেমনই। পরম নিরন্তর অধীনে জড় দেহ কায় কায় সূতরাং বস্তুতঃ তার কর্ম শেষ না হয় বস্তুতঃই তাকে ইন্দ্রিয় ও লক্ষ্যসমূহ সহ জীবিত থাকতে হবে। অকল্য আনন্দাশ্রয় ব্যক্তি যিনি পরম সঙ্গে উপলব্ধি হয়েছেন, এবং কোণের সর্বোচ্চ স্তরে অধিগৃহীত হয়েছেন, তিনি জড় দেহের প্রতি বা তার বিভিন্ন প্রকাশের নিকট পুনরাব্র জ্ঞানসম্পন্ন করেন না। কেননা তিনি জানেন এটি স্বভাব দেখা পরীরের মধ্যে।”

“তঁার ব্রাহ্মণত্ব, আমি তোমাদের নিকট জড় ও চিত্রর বস্তুর পার্থক্য নিরূপণকারী সংযোগ্য, এবং অস্তিত্ব বোধ, যা তাকে পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বলনা করলাম। তোমরা যোগার চেতনা কর আমি পরমেশ্বর ভগবান যিহু, স্বার্থার্থ ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তোমাদের নিকট আনির্ভূত হয়েছি। যে ভিজ্ঞপ্রেমগণ জেনে বেঁচে যে, আমিই হুঁচি যোগপদ্ধতির, সাংক্য লক্ষ্যের, ধর্মকর্মের, সত্য ধর্মের, তেজ, সৌন্দর্য, ব্যক্তি এবং স্বাভাবিক সংস্কারের পরম আনন্দ। সমস্ত উগ্রত দ্বিতীয় ওপানকী যেমন, ওপানকী, কনাসক, তজাকালী, দিবতর, পরমাত্মা, সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, জড় বস্তু থেকে মুক্ত এবং জড় ওপানকীর পরিবর্তন থেকেও মুক্ত—এই সমস্তই আমার মধ্যে তাকে আশ্রয় এবং পূজনার বস্তু পুঁজি পায়। প্রিয় উদ্ভব এইভাবে আমার কথায় সনাক্তি অধিগৃহণের সমস্ত মনোবৈ বিদূরীত হয়েছিল। দিক প্রেম ও ভক্তি সহকারে তারা আমার পূজা করে, আমার বহিমা সম্বন্ধিত অনেক সুন্দর সুন্দর গুণ পাঠ করেছিল। এইভাবে সনাক্তি গ্রহণগণ বধ্যাবস্ভাবে আমার পূজা ও কৃত্য-কৃতি করল, প্রমাণ কেবল লক্ষ্য করতে থাকল, আর আমি আমার স্বভাব প্রত্যয়বর্তন করলাম।”

শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগপদ্ধতি বর্ণন

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—“প্রিয় কৃষ্ণ, বৈদিক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী বিহীন অবিস্মরণীয় সার্থক করার জন্য কবিগণ পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন। হে প্রভু, এই সমস্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমাদের কল্যাণ, এই পদ্ধতিগুলির সবই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কি তাদের মধ্যে কোনও একটি সর্বশ্রেষ্ঠ। হে ভগবান, তুমি হতে তাঁর জীবনের সমস্ত জ্ঞান সমগ্রিত হয়ে, আপনাকে তাঁর মনোনিবেশ করতে পারেন, সেই ঐকান্তিক উদ্ভিযোগের পদ্ধতি আপনি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“কালের প্রভাবে, চলচ্চলিত বৈদিক জ্ঞানের দিক বাকী হারিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এখন পরমার্থী সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমি ব্রহ্মার নিকট থেকে জ্ঞান প্রদান করি, কেননা আমিই হলে যেমিত ধর্মীতি। শ্রীকৃষ্ণ কেবল এই জ্ঞান প্রদানে তাঁর কোর্ট পুর মূকে করেন, এবং তুমি আমি সন্ত মর্ষিগণ সেই একই জ্ঞান মনুষ্য নিকট থেকে গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পুর তুমি আমি পিতৃপুরুষগণ এবং অন্যান্য সন্তানগণ থেকে বহু বসেধার আবির্ভূত হন। তাঁরা দেবতা, মানব, মনুষ্য, গৃহ্যক, সিদ্ধ, ব্রহ্ম, বিদ্যাধর, চারুণ, ক্রিষক, তিরস, জ্ঞান, ক্রিষক—প্রকৃতি বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেন। এই সমস্ত মহাজাগতিক প্রকৃতি ও তাঁদের লেখক, জড় প্রকৃতির ওপর অনুসারে বিভিন্ন স্বরূপ এক জননা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মাওঁর মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব থাকার বহু প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান, সন্ত এবং তাঁর ফলও রয়েছে। এইভাবে মানুষের কবিগণ হানরা ও স্বভাব থাকার ফলে কবিগণ আত্মিক জীবন বর্ণন করেছে। সেগুলি ঐতিহ্য হিসাবে, নিরাম অনুসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ধারার ফলে আসছে। অন্যান্য লিখনগণ রয়েছে, তাঁরা মস্তিষ্কবোধে বর্ণনকেই প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেন।”

“হে পুরুষোত্তম, আমার মধ্য শক্তিগণ দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিবাহিত হলে তাদের নিজেদের কার্যকলাপ এক

খোলা মতো জনকল্যাণের জন্য তার কল্যাণে সন্ত কৃত করে। কেউ কেউ বলেন যে, ধর্মীয় পুণ্যকার্যের মাধ্যমে মানুষ সুখী হবে। অন্যত্রা বলেন, যশ, ইন্দ্রিয়কৃষ্টি, সন্তানপিত্ত, আত্ম-সেবন, শাস্তি, স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থবৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, উপভোগ, যশ, তপস্যা, দান, হ্রদ, নিয়মিত কর্তব্য বা কঠোর শ্রমনিরম পালন করলে সুখ লাভ হয়। প্রতিটি পদ্ধতির প্রকৃতি রয়েছে। যে সমস্ত লোকের কথা আমি এইমাত্র বললাম, তারা তাদের জাগতিক কর্মের অনুসারী বল লাভ করে। বাড়বে, তুমি যে কৃষ্ণ এক দুঃখবাহক অবস্থা লাভ করে, তা কল্যাণে তাদের আরও দুঃখ উপপালন করে, এ সবই হচ্ছে অজ্ঞতার ফল। প্রথমকি, তারা যখন তাদের কর্মের ফল উপভোগ করে, তখনও তাদের জীবন অনুশোচনার পূর্ণ থাকে।”

“হে বিদ্যমান উদ্ধব, সমস্ত জ্ঞান বাসনা পরিভ্রমণ করে তারা তাদের চেতনা আমাদের নিকট করে, তখন আমরা সবে এমন এক জ্ঞান উপভোগ করে, যা জড় ইন্দ্রিয়ভোগীরা কখনও অনুভব করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এই জ্ঞানভোগ কোন কিছুই জানার করেন না, তিনি সবেমাত্র হওয়ার ফলে শাস্তি, তিনি সর্ববিষয়ে সন্তোষ এবং যার মনে আমাদের সম্পূর্ণ সন্ত, তিনি সর্ববিষয়ে সুখ অনুভব করেন। যার চিত্ত আমাদের নিকট হারিয়ে সে ব্রহ্মের পণ বা ধাম, ইন্দ্রিয়, বিশ্বসত্তা, নির লোক মনুষ্যের উপর আধিপত্য, অট্টমিতি বা জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি, এসবের কোনটিই চায় না। এইরূপ ব্যক্তি কেবল আমাদেরই চায়।”

“প্রিয় উদ্ধব, আমার নিকট শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরিশ্রী, শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপদ্মী, এমনকি আমি নিজেও তোমার সন্ধান প্রিয় নই। আমার মধ্যে অবস্থিত জড় জগৎসমূহকে আমি আমার ভক্তগণের দ্বারা পবিত্র করতে চাই। এইভাবে ব্যক্তিগত বাসনা রহিত, সর্বদা আমার লীলা স্মরণে মগ্ন, শাস্তি, নির্ভর এবং সর্বদা সন্তান

গুরুভক্তের পদাঙ্ক আমি সর্বদা অনুসরণ করি। যারা ইন্দ্রিয় কৃষ্টির ইচ্ছা রহিত, তাদের মনে আমাদের সর্বদা আসক্ত, তারা শাস্তি, মিথ্যা অহংকারমূল্য, সমস্ত কীর্ষের প্রতি কৃপাণধারণ, তাদের মনে ইন্দ্রিয় কৃষ্টির সুযোগের দ্বারা প্রভাবিত মন—এইরূপ ব্যক্তি আমার মধ্যে যে জ্ঞান অনুভব করে থাকে, তা জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা জ্ঞান বা লাভ করা সম্ভব নয়।”

“প্রিয় উদ্ধব, আমার তুমি যদি পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জড় করতে সক্ষম না হয়, সে ইচ্ছা জড় বাসনার দ্বারা উভুক্ত হবে। কিন্তু আমার প্রতি আমার ঐকান্তিক চিত্তের প্রভাবে সে ইন্দ্রিয়কৃষ্টির দ্বারা পরাক্রম হবে না। প্রিয় উদ্ধব, ঠিক যেমন জলন্ত অগ্নি স্থানান্তরী কঠোর জ্বলন্ত রূপে পরিণত করে, তেমনি তুমি, আমার ভক্তের কৃত পণ সমূহকে সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত পরিণত করে। প্রিয় উদ্ধব, আমার প্রতি আমার ঐকান্তিক চিত্তের অর্পিত সেবা আমাদের তাদের বশীভূত করে। অষ্টাদশোদয় মধ্য, স্নান, স্নান, পুণ্য কর্ম, বৈরাগ্য, তপস্যা বা বৈরাগ্য এসবের কোনটিই দ্বারা আমি তেমন কীভূত হই না। পূর্ণ বিজ্ঞান সহকারে ঐকান্তিক প্রেমময়ী ভাবনা-সেবার মাধ্যমেই কেবল আমাদের লাভ করা যায়। আমি আমার ভক্তের নিকট ব্যক্তিকল্যাণেই প্রিয়। তাই তারা আমাদেরই তাদের প্রেমময়ী সেবার একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইরূপ শুদ্ধ ভাবনা-সেবার বৃত্ত হয়ে, এমনকি তপস্যাও তার নীচকূলে জগতের কল্যাণ থেকে তড় হতে পারে। আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা কতিপয়ে, সন্তান ও দত্তা সমন্বিত কর্ম-কর্মই হোক বা কঠোর তপস্যার দ্বারা লাভ জ্ঞানই হোক, কোনটিই মানুষের চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে পারে না। যদি রোগাক না জানে, তবে হানর কীভাবে নির্মলিত হবে? আর হানর যদি নির্মলিত না হয়, তবে কীভাবে প্রোথাক ধাম বইবে? নির জ্ঞানে যদি কেউ জ্ঞান না করে, তবে সে কীভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করবে? আর এইরূপ সেবা না করলে কীভাবে তার চেতনা পবিত্র হবে? যে ভক্তের দ্বারা সন্তান দ্বারা নির্মিত হয়, তার হানর নির্মলিত হয়, যে রোগাক করেই চলে, তাদের কখনও কখনও হলে, যে লক্ষ্য বোধ করে, যে উদ্ভোগের পান করে এবং মৃত্যু করে—এইভাবে

জ্ঞানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার বৃত্ত ভক্ত দ্বারা ব্রহ্মাওঁকে পরিণত করে। সেনাকে আওসে গলানোর ফলে যেমন তার অস্তিত্ব নষ্ট হয় এবং শুদ্ধ উদ্ভলতা ফিরে পায়, ঠিক তেমনি ভক্তিদ্বারা আওসে নির্মলিত আত্মা, পূর্বের সন্তান কর্মের কল্যাণ থেকে মুক্ত হয় এবং চিত্তের জগতে আমার সেবার স্বার্থ অবস্থার পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। ব্যক্তিগত চকু বন্ধন জ্ঞান দ্বারা চিহ্নিত হয়, সেই চকু তখন দীর্ঘ দীর্ঘ তার কর্ম কল্যাণ ফিরে পায়। তখন, জীব জগৎ আমার ওপর মহিমা প্রদান কীর্ষনের মাধ্যমে জড় কল্যাণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে আমার নির রূপ সমন্বিত পায় সত্তাকে বর্ণন করার ক্ষমতা ফিরে পায়। আর মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বন্ধন চিত্তের মধ্য সেই মনে অবশ্যই এই সমস্ত বন্ধন মাধ্যমে জড়িত, কিন্তু কেউ যদি প্রতিনিরত আমার স্মরণ করে, তা হলে তার মনে অন্যতে নিমগ্ন হয়। সুতরাং ব্রহ্মপুত্র স্বকপোল-কবিত উন্নয়নের সমস্ত প্রকার জড় পদ্ধতি পরিভ্রমণ করে মানুষের উচিত সম্পূর্ণরূপে আমার চমকায় ভাবিত হওয়া। প্রতিনিরত আমার চিত্ত কর্তব্য মাধ্যমে সে শুদ্ধ হয়। আর সচেতন ব্যক্তির উচিত শ্রীসন বা শ্রীসনীর সন্ত ত্যাগ করা। নির্জন স্থানে নির্ভয়ে উপবেশন করে পরম বৃত্ত সহকারে মনকে আমাদের নিবিষ্ট করা উচিত। বিভিন্ন প্রকার আসক্তির ফলে সে সমস্ত দুঃখ এবং বন্ধন উপপন্ন হয়, তাদের কোনটিই শ্রীলোকের প্রতি আসক্তি এক শ্রীসনীর প্রতি আসক্তির ফলে যেমন দুঃখ ও বন্ধন উপপন্ন হয়, তদুপেক্ষা অধিক নয়।”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“প্রিয় অরবিন্দ কৃষ্ণ, মুক্তিকামী ব্যক্তি কী পদ্ধতিতে আপনার ধ্যান করবেন। তাঁর ধ্যান বিশেষ কী করবেন হওয়া উচিত, এবং কোন রূপের ধ্যান তিনি করবেন? অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের এই দ্ব্যয়ের বিষয়ে বর্ণনা করুন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“অতিমিত উচ্চ বা নীচ নয়, সমস্তল বিশিষ্ট একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে, শরীরটিকে আরামদায়ক এবং লম্বভাবে উপবেশন করিয়ে হাত দুটিকে কোলের উপর স্থাপন করে এবং দান্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পুরু, কৃষ্ণ ও জেজের মাধ্যমে আসনের পঞ্চাশি শুদ্ধ করতে হয়, তারপর ঐ পদ্ধতি বিপরীতভাবে অভ্যাস করতে হবে (বেচক, কৃষ্ণ,

পূর্বক)। ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বলে এনে, পর্যায়ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। মূলধার চক্র থেকে শুরু করে, হৃদয়ের যে স্থানে ঘণ্টা ধ্বনির মতো পবিত্র ও অবস্থিত রয়েছে, সেখান পর্যন্ত, পদের নালের চক্রের মতো প্রাণবায়ুকে ক্রমাগত উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে পবিত্র ওজারকে আরও ছাদশ আঙ্গুল উর্ধ্ব উপনীত করলে, তা সেখানে অবস্থিত অনুপ্রাণের পদেরটি ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়। ওজারে নির্দিষ্ট হয়ে, সূর্যোদয়ে, দুপুরে এবং সূর্যাস্তে লক্ষ্য করে যত্ন সহকারে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। এইভাবে একমাস পরে তিনি প্রাণবায়ুকে বলে আনতে পারবেন। আমাদের উচিত অধিনিয়মিত নেত্র নস্যায়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, উজ্জীবিত ও সচেতনভাবে হৃৎপদের ধ্যান করা। এই পদের অটমটি পাগড়ি রয়েছে এবং এটি একটি স্বভাবময় পদের নালের ওপর অবস্থিত। এই পদের কর্ণিকার ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিকে একের পর এক অধিষ্ঠিত করে, তাদের ধ্যান করতে হবে। আমার দিব্য রূপকে অগ্নির মধ্যে স্থাপন করে, সমস্ত ধ্যানের মঙ্গলময় লক্ষ্য হিসাবে ধ্যান করবে। সেই রূপ হচ্ছে সম্পূর্ণ সমানুপাতিক, তরু এবং আনন্দময়। তাঁর থাকবে সুন্দর, দীর্ঘ চতুর্ভুজ, একটি হৃদয়বম, সুন্দর ত্রীবা, সুন্দর ললাটি, ওজ দুই হাস্যযুগল, উজ্জল মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণধরকে বিভূষিত করবে। সেই সুন্দর রূপ হবে কল্যাণম কর্ণের এবং তাঁর পরিধানে থাকবে স্বর্ণাভ হলুদ রঙের বেশম বস্ত্র। সেই রূপের বক্ষদেশে হচ্ছে শ্রীকংস এবং লাক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, আর সেই রূপ থাকবে শম্ব, চক্র,

গদা, পদ্ম এবং কনমালা দ্বারা বিভূষিত। উজ্জল পাদপদ্মদ্বয় দুপুর ও কল্যাণ শোভিত, আর তা হবে কৌন্তর মণি ও জ্যোতির্ময় চূড়া সমাধিত। কোমরে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণ নির্মিত কোমরবন্ধ, এবং তত্বয় মূল্যবান বলরসমূহ দ্বারা শোভিত। তাঁর সুন্দর অঙ্গসমূহ হলুদকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর সুখমণ্ডল সুন্দর কৃপাদৃষ্টি সমাধিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিবর্ত করে, পট্টীর ও আনন্দসংগত হয়ে কৃতিমতার দ্বারা মনকে পূজভাবে আমার দিব্যরূপের অঙ্গসমূহের প্রতি নির্দিষ্ট করতে হবে। এইভাবে আমার পরম কর্মীর দিব্যরূপের ধ্যান করা উচিত।”

“ভগবানের দিব্যরূপের অঙ্গসমূহ থেকে তার চেতনাকে তিরিয়ে নিয়ে, তখন তার উচিত ভগবানের অলুপ্ত হাস্যযুগল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা। ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হলে, তার চেতনাকে প্রজ্ঞাহার করে, অন্ধাশে নির্বিষ্ট করতে হবে। তারপর এইরূপ ধ্যান পরিত্যাগ করে, আমাতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সমস্ত প্রকার ধ্যানই ত্যাগ করতে হবে। যে তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নির্বিষ্ট করেছে, তার উচিত নিজের আশ্রয় মধ্যে আমাকে দেখা, এবং পরমপুরুষ ভগবানের মধ্যে তার নিজের আশ্রয়কে দেখা। এইভাবে সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, তেমনি সে দেখবে অশ্রয় পরম আশ্রয় সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। বোণী যখন এইরূপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ধ্যানস্থ হয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তার জড় হৃদয় জ্ঞান এবং ক্রিয়াক্ষক মিথ্যা পরিচিতি খুব সত্ত্ব তিরোহিত হয়।”

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—“প্রিয় উজ্জ্ব, যে বোণী ইন্দ্রিয় রমন, মন সখ্যম এবং শাস্ত্রপাশ নিঃস্থল করে ঐশ্বর্য মনকে আমাতে নির্বিষ্ট করেছে, সেই যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারে।”

শ্রীউজ্জ্ব বললেন—“হে ভগবান অচ্যুত, কী পদ্ধতিতে যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়, সেই সিদ্ধিগুলি কী রূপ? কত প্রকার অলৌকিক সিদ্ধি রয়েছে? একসি আমাকে বর্ণনা করুন। কল্পতং, আপনিই হচ্ছেন সকল যোগসিদ্ধির প্রদাতা।”

পরম পুরুষ ভগবান কল্যেন—“যোগপাশের কদম্ব যোগ্য করেছে যে, অষ্টাঙ্গের প্রকারের যোগসিদ্ধি ও ধ্যান রয়েছে। তার মধ্যে আমাকে আশ্রয় করার ফলে আটটি হচ্ছে মুখ্য। আর দশটি হচ্ছে গৌণ, যেগুলি জাগতিক সম্বৎসর থেকে উৎপন্ন। আট প্রকারের মুখ্য সিদ্ধির মধ্যে, তিনটির দ্বারা নিজের শরীরকে পরিত্যাগ করা যায়, যেমন, অগ্নি বা ক্ষুদ্রতিক্ষুত হওয়া, মহিমা বা বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া, আর লঘিমা বা সর্বাপেক্ষা হালকা অপেক্ষা হালকা হওয়া। প্রাপ্তি সিদ্ধির মাধ্যমে বা ইচ্ছা তাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর প্রাকাম সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি যে কোন ভোগ্য বস্তুর অতিক্রম লাভ করতে পারেন। ইশিভা সিদ্ধির মাধ্যমে মাদার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছা মতো প্রয়োগ করা যায়, আর নিরস্ত্র করার শক্তি, যাকে বলে বশিতা-সিদ্ধি, তার দ্বারা তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা বিচ্যুত হন না। যিনি কামাধমারিতা সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি সজ্জা বা কিছুই, যে কোনও স্থান থেকে লাভ করতে পারেন। প্রিয় ভক্ত উজ্জ্ব, এই অষ্ট সিদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই এখানে রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এগুলি এই বিশ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জড়া প্রকৃতির গুণজাত দশটি গৌণ অলৌকিক সিদ্ধি হচ্ছে, নিজেকে কুখা, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য মৈত্রিক উপদ্রব থেকে মুক্ত করা, বৎ পূর্বের বস্তু দর্শন করার ক্ষমতা, সুদূরবর্তী কেন্দ্রও কথা শ্রবণ করার

ক্ষমতা, মনের কোন শরীরকে চালিত করা, ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করা, অন্যদের শরীরে প্রবেশ করা, ইচ্ছানুযায়ী, সেবতা এবং স্বর্গীয় সুবর্তী অঙ্গরূপের সীলা দর্শন করা, নিজের সমস্ত সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করা এবং চন্দ্র আদেশ নির্দেশে পূর্ণরূপে পালিত হওয়া। অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে জ্ঞানার ক্ষমতা; নীতি, উজ্জ এবং অন্যান্য হস্তগুলি সহ্য করার ক্ষমতা; অন্যদের মনের কথা জানতে পারা; অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বিব ইত্যাদির প্রভাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা, এবং অন্যদের দ্বারা অপরাধিত থাকা—এই পাঁচটি হচ্ছে যোগ এবং ধ্যানের সিদ্ধি। আমি শুধুমাত্র এগুলির সাময়িক এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে তালিকার প্রদান করলাম। নির্দিষ্ট ধ্যানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধি তীব্রভাবে লাভ হয় আর তার শক্তিই বা কী, এই সকল বিষয় এখন আমার নিকট থেকে কেনে মও।”

“যে আমার সমস্ত মুখ্য উপাদানের উপর ব্যাপ্ত আনন্দিক রূপের উপাসনা করে এবং তাতেই কেবল মনোনিবেশ করে, সে অগ্নিমা সিদ্ধি লাভ করে। যে তার মনকে বহৎ তত্ত্বের নির্দিষ্ট রূপে মগ্ন করে এবং সমস্ত জড় অস্তিত্বের পরমাচ্ছা রূপে আমার ধ্যান করে, সে মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এর পরেও আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ইত্যাদি জড় উপাদানের পরিস্থিতির উপর পৃথক পৃথকভাবে মনকে নির্বিষ্ট করার মাধ্যমে সেই সেই জড় উপাদানের উপর একাদিক্রমে প্রাধান্য লাভ করে। আমি সব কিছুই মধ্যে বর্তমান, তাই আমি ইচ্ছা জড় উপাদানের আনন্দিক সারস্বরূপ। অন্যের আমার এই রূপে সংযুক্ত করে, বোণী লঘিমা সিদ্ধি লাভ করতে পারে, আর তার মাধ্যমে সে কাশের সূক্ষ্ম আনন্দিক সারস্বতকে উপলব্ধি করে। সম্বৎসরজাত অহংকারের উপাদানের মাধ্যমে আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করে বোণী প্রাপ্তি সিদ্ধি লাভ করে। এর দ্বারা বোণী সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়। যেহেতু তার মন আমাতে মগ্ন থাকে, তাই

সে এইজন সিদ্ধি লাভ করে। মহত্বের যে আসে সফল কর্মের লুপ্ত প্রকাশিত হয়, আমাকে তার পরমাত্মরূপে জেনে যখন যোগী তার সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপকে সেই আমাতে বিলিষ্ট করে, অসাত্ত্বিক অগ্নি তখন সেই যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণরূপ সিদ্ধি প্রদান করি। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, পরম চাকর, হিতবাদিক বাহিরের শক্তির অধীকৃত, প্রীতিযুক্ত তার চেতনাকে নিবিলিষ্ট করে, সে এমন এক অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার দ্বারা অন্য বহু জীবদের, তাদের জড় শরীর এবং তাদের দৈহিক উপাধিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। যে যোগী আমার সর্ববর্ষপূর্ণ, তুরীর নামে খ্যাত, নারায়ণ রূপে মনকে নিবিলিষ্ট করে, সে আমার স্বতন্ত্র প্রাপ্ত হয়, আর এইভাবে বসিতা সিদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি তার শুদ্ধ মনকে আমার নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ প্রকাশে নিবিলিষ্ট করে, সে পরমাত্ম লাভ করে, তখন তার সমস্ত বাসনা সফলরূপে পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি আমাকে ধর্মের রক্ষক, শুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক এবং খেতবীপাখিপতি রূপে জেনে তার মনকে আমাতে নিবিলিষ্ট করে, সে খুশা, কৃষ্ণ, অশ্বত্থ, মৃত্যু, শোক এবং মোহরূপ বড় উর্মি অর্থাৎ ছয় প্রকার জাগতিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত শুদ্ধ জীব তাদের মনকে মুচিমান আকাশ এবং সম্পূর্ণ প্রাণবায়ু রূপে, আমার মধ্যে সংযোজিত অসাধারণ শক্তি বিনিবেশিত করেনিকেন করে, তারা আকাশের মধ্যে সমস্ত জীবের কথা অনুভব করতে পারে। নিজের প্রতিপত্তিকে সূর্যলোকে সংযোগ করে এবং সূর্যকে জেতে সংযোগ করে, উদ্ভট সংযোগের মধ্যে আমি রয়েছি জেনে তার উচ্চিত আমার ধ্যান করা। এইভাবে সে বহু দূরের জিনিস বর্ণন করার শক্তি লাভ করে। যে যোগী তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে গম্ব করে, জড় শরীরকে আমাতে বন্ধ করতে মনকে অনুসরণকারী বস্তুকে ব্যবহার করে, সে আমার প্রতি ধ্যানের কমতা বলে একটি অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার ফলে তার মন যেখানেই যায় তার শরীর শুৎকলাৎ জেতে অনুসরণ করে। যোগী বহু তার মনকে কোনও নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করে, কোনও একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে ইচ্ছা করে, সেই রূপ শুৎকলাৎ উপস্থিত হয়। আমার অচিহ্ন অলৌকিক শক্তির আশ্রয়ে মনকে গম্ব করে

এইজন সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব, এই শক্তির দ্বারা আমি অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করি। কোনও সিদ্ধিযোগী বহু অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, তার উচ্চিত অন্যের শরীরে নিজের আত্মার ধ্যান করা। তারপর মৌমাছি বেমন খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যায়, তেমনি নিজের মূল সেহ ত্যাগ করে, বায়ুপথে সে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। যেহেতু নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত যোগী তার শুৎকলাৎ পায়ের গোড়ালী দিয়ে চলে করে, তারপর চলতে থেকে আত্মাকে হেঁকে আনয়ন করে, তারপর কঠে এবং শেষে মনকে উপনীত করে। ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হয়ে যোগী তার বেহ ত্যাগ করে এবং বাহ্যিক লোকের আত্মাকে চাপিত করে। যে যোগী সেবতাসের প্রমোদ উপায়ে উপভোগ করতে চায়, তার উচ্চিত আমাতে অবস্থিত শুদ্ধ সাত্ত্বিক ধ্যান করা। তা হলে সত্ত্বগুণজাত স্বর্গীয় রমণীসহ বিমানে গুপে তার নিকট উপস্থিত হবে। যে যোগীর আশ্রয়ে বিদ্যাস আছে, আমাতে মনোনিবেশ করেছে এবং আমাকে সত্য সত্য বলে জানে, সে পূর্ণ অনুসরণ করতে সে সক্ষম করেছে, তার দ্বারা তার উদ্দেশ্য সর্বদা সিদ্ধি হবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মবৎভাবে আমার ধ্যান করে, সে আমার মতোই পরম পাসক এবং নিয়ামকের ভাব প্রাপ্ত হয়। আমার হস্তে তার আদেশও কখনই বিফল হয় না। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি করায় মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বিদ্রুত করেছে, যে ধ্যানের পদ্ধতি সবচেয়ে নিপুণ, সে জটীক, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তাই সে তার নিজের এবং অন্যের জন্ম এবং মৃত্যু বর্ণন করতে পারে। জলজ প্রাণীর দেহকে যেমন জল দ্বারা অহত করা যায় না, ঠিক তেমনি যে যোগী প্রচুর আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে শান্ত, বোধ বিজ্ঞানে যে প্রকৃত উদ্ভট, তার শরীরকে আশ্রয়, সূর্য, জল, বিদ্য ইত্যাদির দ্বারা অতিগ্রস্ত করা যায় না। শ্রীবৎস, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রাদি এক পতাক, রাজকীর ছত্র ও ব্যক্তাদি রাজকীর উপলক্ষ্যে সজ্জিত আমার ঐশ্বর্যমতিত অবতারদের ধ্যান করে, আমার ভক্তরা অচেতন হয়।”

“যে বিদ্বান শুদ্ধ বোধধ্যানের মাধ্যমে আমার উপাসনা করে, সে নিশ্চিতরূপে আমি যে সব ধোনে সিদ্ধির কথা বললাম সে সমস্তই লাভ করে। যে যুগি

তার ইঞ্জির, শ্বাসপ্রশ্বাস ও মনকে জয় করেছে, তারসংঘত একই পর্বদা আমার ধ্যানে বসে, তার কাছে কি কোন সিদ্ধি দুর্লভ হতে পারে? ভক্তিরূপে নিপুণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেন যে, আমি যে সমস্ত যোগশক্তির কথা বললাম, এ সবই বস্তুতঃ প্রতিবন্ধক, আর তা সমস্তের অপচয় মাত্র। কেননা ভক্তিবোধ অনুশীলনকারী আমার কাছে থেকে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ করতে পারে। ভাল জন্ম, ঔষধি, ভগন্যা এবং যন্ত্রে দ্বারা বা কিছু অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা যায়,



ষোড়শ অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য

প্রীতিভব বললেন—“যে ভগবান, আপনার আদিও সেই এক অক্ষত সেই, আপনি যখন পরম সত্য, কোনও কিছু দ্বারা পীড়িত নন। আপনিই সত্য এবং প্রশান্ত। আপনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি এবং প্রণয়। যে ভগবান, আপনি যে উৎকৃষ্ট এবং নিকট সমস্ত সৃষ্টিতে অবস্থিত, সে কথা অব্যর্থিকদের পক্ষে বেদ্য কঠিন হলেও, বৈদিক সিদ্ধান্তে নিপুণ বথার্থ জানী ব্রাহ্মণগণ বাস্তবে আপনার আরাধ্য করেন। মহান ঐশ্বর্য ভক্তিব্যক্তভাবে আপনার সেবা করে যে সিদ্ধি লাভ করেন তা অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। আপনার বিভিন্ন রূপের কোনটি ঐশ্বর্য উপাসন করেন তাও বর্ণনা করুন। যে ভগবান, যে কৃতজ্ঞতা, সমস্ত জীবের পরমাত্মরূপে আপনি গুরুত্বপূর্ণ থাকেন। এইভাবে আপনার দ্বারা বিমোহিত হয়ে, জীবের আপনারকে সেবতে পার না, যদিও আপনি তাদের বর্ণন করছেন। যে পরম প্রতিমান ভগবান, পৃথিবী, বর্ণ, নরক এবং স্বর্গের সমস্ত সিকে প্রকাশিত আপনার অসংখ্য শক্তি সবচেয়ে অনুগ্রহ করে আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন। সমস্ত ভীতের আশ্রয়দরূপে আপনার পালন্য আমি আমার কীর্তি প্রশংসা জানাই।”

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—“যে শ্রেষ্ঠ প্রথ কর্তা, তুমি এখন যে প্রশংসা করছ, সেই একই প্রথ কৃতজ্ঞতার রূপে ব্রহ্মত্বাধী অর্জুন আমার নিকট উপস্থাপন করেছিল। কৃতজ্ঞতার রূপে অর্জুন ভেবেছিল যে, তাঁর আত্মীয় ব্রহ্মরূপে নিহত হলে, তা হবে এক যুগ্য, লাভকর, যা কেবলই রাজ্য লাভের দুরাশার ফল। তাই সে বুকে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে ভেবেছিল, “আমি আমার আত্মীয় ব্রহ্মরূপে হত্যার কারণ ছি। ওরা নিদান হবে।” এইভাবে অর্জুন জাগতিক চেতনার দ্বারা অন্ধবুদ্ধি হয়েছিল। সেই সময় নরব্যায় অর্জুনকে যুক্তি ভক্তের দ্বারা প্রবেশিত করেছিলাম, আর তখনই সেই রূপে অর্জুন আমাকে অনুলাপ প্রথ করেছিল, যেমনটি তুমি এখন করছ।”

“প্রিয় উদ্ভব, আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমি তাদের শুভাকাংক্ষী এবং পরম নিয়ামক। সমস্ত জীবের প্রপিতা, পালন কর্তা এবং প্রণয় কর্তা হওয়ার ফলে আমি তাদের থেকে অভিন্ন। আমিই হরি প্রণতিকামীদের অভিন্ন লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে আমি কাল। জ্ঞান প্রকৃতির গুণসমূহের সাত্মা আমিই

এবং পুণ্যবানদের মধ্যে আমিই স্বাভাবিক সমৃদ্ধ।
গণসম্মতি কল্পসমূহের মধ্যে আমি প্রকৃতির মুখ্য প্রকাশ,
এবং মহান কল্পসমূহের মধ্যে আমি সমগ্র জড় সৃষ্টি।
সৃষ্টিবস্তুর মধ্যে আমি আত্মা, এবং সৃষ্টির বস্তু
সমূহের মধ্যে আমি মন। বৈদ্যসমূহের মধ্যে, আমি হৃদয়
তাদের আদি শিক্ত ব্রহ্মা, এবং সমস্ত মস্তকের মধ্যে আমি
ত্রি-অক্ষর সম্বিষ্ট ঐক্য। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি
প্রথম অক্ষর, “অ,” এবং পবিত্র হৃদের মধ্যে আমি
পায়ত্রী মন্ত্র। দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, এবং বসুগণের
মধ্যে আমি অগ্নি। অদ্বিতিপুত্রগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু,
এবং কল্পগণের মধ্যে আমি শিব। ব্রহ্মবর্গগণের মধ্যে
আমি ভূত এবং ব্রহ্মবর্গগণের মধ্যে আমি মনু।
দেববর্গগণের মধ্যে আমি নারদ এবং ঋতীগণের মধ্যে
আমি কামধেনু। সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কলিঙ্গদেব, এবং
পত্নীগণের মধ্যে গরুড়। মানুষের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে
আমি দক্ষ, এবং পিতৃপুত্রগণের মধ্যে আমি অর্ঘ্য।”

“প্রিয় উদ্ভব, দৈত্যদের মধ্যে আমাকে প্রচুদ্র বলে
জানবে, যিনি হচ্ছেন অসুরদেরও পিতৃ। মক্ষর এবং
ওষধি সমূহের মধ্যে আমি তাদের প্রভু চন্দ্রদেব, এবং
যক্ষ ও দ্বাক্ষসদের মধ্যে আমি হচ্ছি যমেশ্বর কুবের।
শ্রেষ্ঠ হস্তীগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, এবং জলজ
প্রাণীসকলের মধ্যে আমি সমুদ্রের দেবতা বসুগণের।
ভগ্ন এবং আলেপ্য প্রদানকারী বস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি
সূর্য, আর অনুবাসনের মধ্যে আমি ব্রাহ্মা। অশ্বগণের
মধ্যে আমি উজ্জৈশ্রব এবং বাতাসমূহের মধ্যে আমি স্বর্ষ।
সংযমকারী ও শক্তি প্রদানকারীদের মধ্যে আমি যমরাজ
এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি নাপ।”

“হে সম্পূর্ণ উদ্ভব, শ্রেষ্ঠ সর্পগণের মধ্যে আমি
অনন্তদেব, এবং ধারালো শিং এবং দাঁতবিশিষ্ট পতঙ্গদের
মধ্যে আমি সিংহ। অশ্রমের মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং
বর্ণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ। পবিত্র এবং প্রবহমান
বস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র গজাননী এবং স্থির
জলরাশির মধ্যে আমি সমুদ্র। অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি
শূল এবং অশুশারীগণের মধ্যে আমি শিব। নিরাসস্থান
সমূহের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত এবং দুর্ভেদ্য
কন্দাসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। কল্পসমূহের মধ্যে আমি
পবিত্র বটবৃক্ষ এবং উদ্ভিদসমূহের মধ্যে আমি যব।

পূর্বেহিতগণের মধ্যে আমি বসন্তমূর্খ এবং বৈদিক সংকৃতির
সর্বোচ্চ করে অধিষ্ঠিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি। মহান
কেন্দ্রপতিগণের মধ্যে আমি কাণ্ডিতের এবং জীবনে যাবা
শ্রেষ্ঠতর পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি
ব্রহ্মা। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি হচ্ছি কেশবদেব এবং
সমস্ত রত্নের মধ্যে আমি অহিংসা। বিশোধকসমূহের
মধ্যে আমি হচ্ছি বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল এবং বাতাস।
যোগের আটটি ক্রমপর্যায়ের মধ্যে আমি সমাধি, যে
অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণরূপে মায় মুক্ত হয়। জয়েচ্ছগণের
মধ্যে আমি হচ্ছি পরিণামদর্শী রাজনৈতিক উপদেশ এবং
নিগূণ বিচারবোধের লক্ষ্য সমূহের মধ্যে আমি
আত্মবিস্তার, আর দ্বারা জড় থেকে ট্রিভক্ত পৃথক্য
নিকলন করা যায়। সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিকগণের মধ্যে
আমি হচ্ছি বিসম্মল অনুভূতি। নারীদের মধ্যে আমি
শতরূপা এবং পুরুষদের মধ্যে তার স্বামী, স্বাম্যুব মনু।
ঋষিদের মধ্যে আমি নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারীদের মধ্যে
আমি সনৎকুমার। ধর্মীর নিয়মাবলীর মধ্যে আমি সন্ন্যাস
এবং সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার মধ্যে আমি হচ্ছি হনুস্বস্থ
নিজ আত্মকেন্দ্র। গোপনীয়তার মধ্যে আমি মনোরথ
যক্ষা ও মৌন এবং মিত্রগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।
সতর্ক কালচক্রসমূহের মধ্যে আমি বৎসর, কল্পগণের
মধ্যে আমি বসন্ত। মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং
নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি মঙ্গলমর অভিজিৎ। যুগের
মধ্যে আমি সত্যযুগ, এবং ধীর ঋষিগণের মধ্যে আমি
সেকল ও অনিত্য। বেসের বিভাজনকারীদের মধ্যে আমি
কৃষ্ণদৈপায়ন কেশবাস এবং বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে
আমি পারমার্থিক বিজ্ঞানের জ্ঞাতা শুক্লচার্য। বীরা
ভদ্রকন্যে মামে আখ্যায়িক, তাঁদের মধ্যে আমি বাসুদেব
এবং ভক্তদের মধ্যে উদ্ভব ভূমিই হচ্ছি আমার প্রতিমিথি।
কিন্দ্রপুত্রগণের মধ্যে আমি হনুমন্ত এবং বিদ্যাধকগণের
মধ্যে আমি সুন্দরী। রত্নসমূহের মধ্যে আমি পদ্মরাস বা
চুনি এবং সুন্দর বস্ত্রসকলের মধ্যে আমি পদ্মকোণ।
সমস্ত ঘাসের মধ্যে আমি পবিত্র কুল এবং সমস্ত আর্দ্রতর
মধ্যে আমি ক্ষুদ্র এবং গাভী থেকে প্রস্তুত সমস্ত উপকরণ।
ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আমি সৌভাগ্য এবং প্রাণরক্ষকের
মধ্যে আমি দ্যুতর্জীভা। সহিবৃগণের মধ্যে আমি কমা
এবং সান্ত্বিকগণের মধ্যে আমি সন্তোষাবতী।

ভেদবীর্ণগণের মধ্যে আমি দৈহিক এবং মানসিক বল এবং
আমার ভক্তদের ভক্তিযুক্তকর্ম আমি। আমার ভক্তবা
আমার নয়টি বিভিন্ন রূপে উপাসনা করে থাকে, তবে
মধ্যে আমি প্রথম বাসুদেব। গর্ভবর্গগণের মধ্যে আমি
বিষ্ণু এবং স্বর্গীয় অপরাগণের মধ্যে আমি পৃথিবী।
পর্বতসমূহের মধ্যে হৈর্ষ, আর পৃথিবীর সুগন্ধ আমি।
জলের স্রিষ্ট স্বাদ আমি এবং উদ্ভূত বস্ত্রসমূহের মধ্যে
আমি সূর্য। সূর্য, চন্দ্র এবং প্রারকার জ্যোতি আমি এবং
আকাশের ধর্মীর মধ্যে দিয়া শব্দ আমি। বৈদিক সংকৃতির
প্রতি উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি বিদ্যোচনপুত্র
হলি এবং বীরগণের মধ্যে আমি অর্জুন। বস্ত্রঃ সমস্ত
জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও নশ আমিই।”

“আমি পমন, সত্যবান, উৎসর্গ, গ্রহণ, অসদক্রিয়া,
—সর্প, দর্পন, আবাদন, প্রবণ এবং আত্মসংকল। যে
শক্তির দ্বারা প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার বিশেষ ভোগ্য বস্তুর
অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই শক্তিও আমি। আমি কল,
রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, অহংকার, মহত্ত্ব, ভূমি, জল,
অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, একাদশ ইন্দ্রিয়, জীব, জড়া
প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ এবং ভগবান। এই
উপাদানগুলি, তাদের নিজ নিজ লক্ষণের জ্ঞানসহ সূত্র
নিষ্কাশ্য—এই সমস্তই এই কালের ফল, আমার প্রতীক।
পরমেশ্বর ভগবান রূপে জীব, প্রকৃতির গুণ এবং
মহত্ত্বের ভিত্তি আমি। এইভাবে আমিই সর্বকিছু এবং

আমি ছাড়া কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।
যদিও বেশ কিছুকাল চেষ্টা করলে হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত
অপুতালিকে গুণতে পারব, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে
প্রকাশিত আমার বিকৃতি সমূহ আমি গণনা করতে পারব
না। বেবানেই তেজ, সৌন্দর্য, ব্যাতি, ঐশ্বর্য, বিনয়,
বৈরাগ্য, মানসিক আনন্দ, সৌভাগ্য, বল, সহিবৃত্তি বা
পারমার্থিক জ্ঞান লক্ষিত হবে, তা আমারই ঐশ্বর্যের
প্রকাশ। আমার সমস্ত চিন্তার ঐশ্বর্য এবং আমার সৃষ্টির
অসংখ্যরূপ জড় রূপ, যাকে মন দিয়ে অনুভব করা যায়
এবং পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন সংজ্ঞার সংজ্ঞিত করা
যায়, তা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।
সুতরাং, বাতাস, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর,
এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বাভাবিক প্রবেশতাগুলিকে
নিয়ন্ত্রণ কর। এইভাবে তুমি আর কখনও জড় জাগতিক
জীবন পথে পতিত হবে না। যে পরমার্থবাদী উন্নত
বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তার ব্যক্তি ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত
না করে, তার পারমার্থিক ব্রত, তপস্যা এবং দান সমস্তই
না-পোড়ানো মাটির পাথ্রে রক্ষিত জলের মতো নির্গত
হবে যাবে। আমার নিকট শ্রদ্ধাগত হও, তব্বৎ উচিত
বাক্য, মন এবং প্রাণব্যয়কে সংযত কর। এইভাবে
শ্রেয়ময়ী ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সে তার জীবনের
উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পারবে।”



সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন

শ্রীউদ্ভব বললেন—“হে প্রভু, পূর্বে আপনি বর্ণাশ্রম
দর্শের অনুগামীদের, এবং এমনকি সাধারণ
নিরামশ্রমলাবিহীন মানুষদের জ্ঞান ও অনুশীলনীয়
ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। হে অরবিন্দাক্ষ,
সমগ্র অনুবাসমাজ, তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন

করে, কীভাবে আপনার শ্রেয়ময়ী সেবার নিয়োজিত হতে
পারে সে সম্বন্ধে এখন আমার কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।
হে প্রভু, হে মহাবাহো, পূর্বে আপনি আপনার হংসবতার-
রূপে শ্রীকৃষ্ণার নিকট পরম সুখ প্রদানকারী ধর্মের কথা
বলেছিলেন। হে মাধব, হে শত্রু নিধনকারী, কলকাল

অতীত হয়ে গিয়েছে, পূর্বে আপনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা অতি সস্তর স্তব্ধতাই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। যে ভগবান অচ্যুত, এই পৃথিবীতেই হোক অথবা কোন্ সমুদ্রে নিত্যস্থল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গত্বল হোক না কেন, প্রভু আপনি ব্যতীত পরম ধর্মের প্রবর্তা, স্রষ্টা এবং রক্ষক কেউ নেই। প্রিয় মনুষ্যসন, এইভাবে যখন পারমার্থিক জ্ঞানের প্রবর্তা, রক্ষক এবং সফল ব্রতী আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে যাবেন, তখন পুনরায় যে এই বিশাল প্রাপ্ত জ্ঞানের কথা কলবে! অতএব, যে প্রভু, আপনিই যেহেতু ধর্মের জ্ঞাত, অনুগ্ৰহণ যাতে আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারে, আর তা কীভাবে সম্পাদিত হবে, তা আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন।”

শ্রীশ গুরুদেব গোবিন্দী বললেন—“এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্ত শ্রীউদ্ভব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রীতি সহকারে সমস্ত বস্তুর জীবনের কল্যাণের জন্য সেই সনাতন ধর্মের বর্ণনা করলেন।”

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—“প্রিয় উদ্ভব, স্বার্থের বর্ষ অনুসারেই তুমি প্রশ্ন করছ, যা সাধারণ মানুষ এবং কর্তব্যের ধর্মের অনুগামীদের শুভচিন্তার সোপান এবং তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। এখন অনুগ্রহ করে আমার কাছে সেই পরম ধর্ম কথা প্রবণ কর।”

“তদন্তে, সত্যমূলে সমস্ত মানুষের জন্য একমুখি ধর্ম ছিল, যাতে বলে গেল। সেই যুগের মানুষ অজগতভাবেই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত, তাই বিদ্বান পণ্ডিতগণ এই প্রথম যুগকে বলেন কৃতদুঃখ, যা যে যুগে ধর্মীর আচরণগুলি স্বাভাবিকরূপে পালিত হয়। সত্যযুগে ঐক্যের মাধ্যমে অবিভক্ত যেন প্রকাশিত হয়, এবং তখন আমিই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপের একমাত্র লক্ষ্য। আমি বৃক্ষলী চতুষ্পাদ ধর্ম রূপে প্রকাশিত হই। এইভাবে সত্যযুগের ভগবানটি নিম্নলিখিত মানুষেরা হলে রূপে আমার আশ্রয়না করে।”

“যে মহাভাষ্যবান, ব্রহ্মযুগের শুরুতে প্রাণবায়ুর নিবাসস্থল, আমার চরম থেকে কন্দ, সানু, এবং বক্ষুরূপে তিনটি বিভাগে বোনের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তারপর সেই জ্ঞান থেকে আমি ত্রিবিধ বক্তারূপে আবির্ভূত হই। ব্রহ্মযুগে ভগবানের বিদ্যে রূপ থেকে চতুর্বিধ প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণের ভগবানের মুখমণ্ডল থেকে, কত্রিয়ের

ভগবানের বাক্য থেকে, বৈশ্যের ভগবানের উরু থেকে এবং শূদ্রের ভগবানের চরণ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ দায়িত্ব এবং ব্যবহারের মাধ্যমে যজ্ঞের বর্ষ নির্ধারিত হয়। গৃহস্থ আশ্রম অগ্রমম বিরাট রূপের জন্মদেয় থেকে প্রকাশিত, এবং ব্রাহ্মচারীর এসেছে আমার হৃদয় থেকে। কন্যাসী অবসর প্রাপ্ত জীবন এসেছে আমার বক্ষস্থল থেকে এবং সন্ন্যাস জীবনটি অবস্থিত আমার বিরাট রূপের সত্ত্বকে।”

“প্রত্যেকের জন্মের পরিধিটি অনুসারে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্বভাব প্রকাশিত হয় আর সেই অনুসারেই মানুষ সমাজে বর্ষ এবং আশ্রম প্রকাশিত হয়েছে। শান্তি, জ্ঞান-সংযম, তপস্যা, পরিশ্রমতা, সত্যতা, সহনশীলতা, সরলতা এবং সত্যতা, আমার প্রতি ভক্তি, দয়া এবং সন্তোষনিত্য—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক গুণাবলী। কৈর, পৈথিক শক্তি, সূচনিষ্ঠা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, পূর্ণ উদ্যম, হৈর্ষ, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি এবং নেতৃত্ব, এগুলি হচ্ছে কত্রিয়দের স্বাভাবিক গুণাবলী। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস, দানপরায়ণতা, দক্ষপূজা, ব্রাহ্মণ সেবা এবং অধিক ধন সংগ্রহের বাসনা, এইগুলি হচ্ছে বৈশ্যদের স্বাভাবিক গুণাবলী। ব্রাহ্মণ, গাভী, শেখতা এবং অন্যান্য পুণ্য ব্যক্তিদের প্রতি অকৃত্রিম সেবা এবং এই সমস্ত সেবার দ্বারা যা কিছু অর্থ লাভ হয় তাতেই পূর্ণসন্তুষ্টি হচ্ছে শূদ্রদের স্বাভাবিক গুণাবলী। অশুচিতা, অসত্যতা, চৌর্য, অবিদ্যাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ এবং আকলঙ্ক, এগুলি হচ্ছে কর্তব্যের বহির্ভূত অশুভের জন্য স্বাভাবিক। অহিন্দা, সত্যবাদিতা, সত্যতা, সুখেন্দ্র, আর সকলের কল্যাণ, কাম-ক্রোধ এবং লোভশূন্যতা, এই সমস্ত গুণাবলী সনাতনের সমস্ত সদস্যদের স্বাক্ষর উচিত। ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধিকরণ সংস্কারের পর্বাক্রমে শায়িতী গীকার মাধ্যমে বিজ্ঞান লাভ করে। শ্রীকুরুদেবের দ্বারা আদৃত হয়ে, সে তার আশ্রমে অবস্থান করে ধন ও আত্মসংযম করে বহুসংখ্যক বৈদিকশাস্ত্র চর্চা করবে।”

“ব্রাহ্মচারী নিরমিতভাবে যুগচর্মের রসম এবং কুশধাসের কেমরবন্ধ পরিধান করবে। তার জট ধাকবে, হাতে থাকবে পণ্ড এবং কমণ্ডলু, গলায় অক্ষমল এবং উপবীত ধারণ করবে। হাতে কুশ ধারণ করে, সে কখনও বিলাসবহুল ও অসামান্যক আসন গ্রহণ করবে না। সে

অনর্থক ধাঁড় মসকবে না বা বস্ত্রকে বেশি উজ্জ্বল বা ইন্দ্রি করবে না। ব্রাহ্মচারীদের দান, আহার, যজ্ঞ সম্পাদন, জপ বা মন্ত্রমুত্র ত্যাগের সময় মৌন অবলম্বন করা উচিত। তার নথ কাপড় এবং বগল ও উপর সহ কোনও স্থানের লোম বা চুল কাটা উচিত নয়। যে ব্রাহ্মচারী ব্রত প্রজ্ঞাখন করেছে, তার কখনও বীর্যপাত করা উচিত নয়। যদি হঠাৎ আপনা থেকেই বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে তার তৎক্ষণাৎ জলে স্নান করে, প্রাণচ্যামের মাধ্যমে খান নিয়ন্ত্রণ এবং পায়তী যন্ত্র জপ করা উচিত। শুষ্ক এবং নিবিষ্ট চিন্তে ব্রাহ্মচারীর অগ্নি, সূর্য, আচার্য, গাভী, ব্রাহ্মণ, গুরু, বরষ প্রভৃতির কৃতি এবং শেখতারের পূজা করা উচিত। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে উচ্চারণ না করে, বৌদভাবে বা হু হু করে স্বধাধব যন্ত্র জপ করা উচিত।”

“আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনভাবে তাকে অস্বস্তি করা উচিত নয়। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তার প্রতি ইর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা সে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধিত্বকণ। সকালে ও সন্ধ্যায় কলসেহা এবং অন্য যা কিছু ভিক্ষা করে এনে তার উচিত তার গুরুদেবের নিকট অর্পণ করা। তারপর, আত্মসংযম হয়ে আচার্যের নিকট থেকে নিজের জন্য অনুমোদিত রসাই গ্রহণ করা উচিত। গুরুদেবের সেবার সময় আমাদের বিনীত সেবক রূপে থাকার উচিত, গুরুদেব যখন গমন করেন, নিষেধ উচিত বিনীতভাবে তাঁর অনুগমন করা। গুরুদেব যখন বিদ্রোহের জন্য শয়ন করেন, তখন নিষেধ উচিত নিকটেই শয়ন করে, তাঁর পাদসংস্পর্শসি সেবা করা। গুরুদেব যখন তাঁর আসনে উপবেশন করেন, শিখ তখন গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষার তাঁর নিকটেই কনকোড় দণ্ডহস্তান থাকবে। আমাদের উচিত এইভাবে সর্বদা গুরুদেবের অর্চন করা। স্বতন্ত্র না বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, স্বাক্ষর উচিত গুরুদেবের আশ্রমে নিয়োজিত থাকা। তাকে অবশ্যই (প্রশাসক) ব্রত ভরা না করে, জড় ইন্দ্রিয়তর্পণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। কখনও ব্রাহ্মচারী যদি হৃদয়কে বা ব্রহ্মলোকে উপনীত হতে চায়, তবে তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ গুরুদেবের নিকট অর্পণ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে হবে। তাকে অশব্দ ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে উন্নততর বৈদিক শিক্ষা

অনুশীলনে ত্রুতী হতে হবে। এইভাবে বৈদিক জ্ঞানে উদ্বাসিত হয়ে, গুরুদেবের সেবা করার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার শাপ এবং দণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে, তাকে অগ্নিও মধ্যে গুরুদেবের মধ্যে, তার নিজের মধ্যে এবং সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাচ্ছা রূপে অবস্থিত আমার উপাসনা করতে হবে। যীর্ষা বিবাহিত নয়—সন্ন্যাসী, বনপ্রস্থ এবং ব্রাহ্মচারীদের—কখনও স্ত্রীলোকদের প্রতি দ্রিষ্টিকোণ করে, স্পর্শ করে, বার্তালাপ, পরিহাস বা খেলাধুলা করে সঙ্গ করা উচিত নয়। আবার মৈথুনরত কোনও প্রাণীর সঙ্গ করাও তাদের উচিত নয়।”

“প্রিয় উদ্ভব, শুচিতা, আচমন, স্নান, সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে এবং সূর্যাস্তে করণীয় ধর্মকর্ম, আমার অর্চন, তীর্থধর্ম, জপ করা, অঙ্গশূন্য, অখাদ্য এবং অবাস্য বর্জন করা ও পরমাচ্ছা রূপে সর্বজীবে আমার অস্তিত্ব শ্রবণ করা—এইগুলি সমাজের সমস্ত সদস্যের কার্যমনোবাঞ্ছা পালন করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মচর্যের মহত্ত্ব পালন করে, সে অগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়, আর তাঁর ভগন্যা জড় কর্ম সম্পাদনের প্রবণতাকে তদ্রীকৃত করে। জড় বাসনার কলুষ মুক্ত হয়ে সে আমার ভক্ত হয়।”

“ব্রাহ্মচারী বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা করলে, গুরুদেবকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করে, রান, শৌর্যকর্ম, ও স্বধাধব বসনাদি পরিধান করবে। তারপর গুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। জড় বাসনা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক ব্রাহ্মচারীর উচিত পরিবারের সঙ্গে গৃহে বাস করা, যে গৃহস্থ তার চেতনাকে শুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সে বনে গমন করবে, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণের উচিত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা। যে আমার প্রতি শরণাগত নয়, তার উচিত পর্বার ক্রমে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে উন্নীত হওয়া, কখনও অন্যত্র আচরণ করা উচিত নয়। যে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে চায়, তার উচিত সর্বদা এবং তার অপেক্ষা বরেনে কর্তব্য, অনিশ্চয়ীয়া কন্যাকে বিবাহ করা। কেউ যদি বহু স্ত্রী বিবাহ করতে চায়, তবে তার প্রথমা স্ত্রীর পরবর্তী স্ত্রী হলে ক্রমাগত নিরতর বর্ণের।”

“ব্রাহ্মণ, কত্রিয় এবং বৈশ্য—সমস্ত বিজগণ—অবশ্যই যজ্ঞ সম্পাদন করবে, বৈদিক শাস্ত্র চর্চা এবং দান করবে। কেবল ব্রাহ্মণের, দান গ্রহণ করবে, বৈদিক জ্ঞান

লিঙ্গ দেবে এবং অন্যদের হতে যজ্ঞ সম্পাদন করবে। যে ব্রাহ্মণ মনে করে যে, অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করলে তার তপস্যা, ব্রহ্মভেদ এবং যজ্ঞ বিঘ্নিত হবে, তার উল্লিখিত কাজের জন্য দুটি পেশা অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞান প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করে জীবিক নির্বাহ করা। যদি সেই ব্রাহ্মণ মনে করে যে, এই দুটি পেশাও তার পরমার্থিক লভের পক্ষে আপস করার মতো, তবে তার জন্য কান্ড উপর নির্ভর না করে ক্ষেত্রে পবিত্রত্ব শাস্য সংগ্রহ করে জীবিক নির্বাহ করা উচিত। ব্রাহ্মণের শরীর নক্ষত্র জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়, বরং তার জীবনে কঠিন তপস্যা গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দেহ ভাগ করার পর অসীম আনন্দ উপভোগ করবে। কৃষিক্ষেত্রে বা বাজারে পরিত্যক্ত শস্য দানা সংগ্রহ করে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট লাকা উচিত। ব্যক্তিগত বসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে, উদার ধর্মনীতি অনুশীলন করে আমাতে তার চেতনা নির্দিষ্ট রাখা উচিত। এইভাবে গৃহস্থ রূপে ব্রাহ্মণ অত্যধিক আসক্ত না হলে গৃহে থেকে সে মুক্তি লাভ করে।”

“জাহ্নবী যেমন সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, তেমনি দাব্রিষ্ট্রিষ্ট অথবা থেকে কেমনও ব্রাহ্মণ বা ভক্তকে যশা উদ্ধার করে, তাদেরকে আমি সমস্ত বিনয়র খেতে অচিরেই উদ্ধার করি। প্রধান পুরুষ হুতি যেমন চলার জন্য সমস্ত হুতিদের রক্ষা করে, এবং নিজেকেও বীভাষ, তেমনিই, নির্ভয় রাজা, পিতার মতো, বিনয় থেকে সমস্ত প্রজাসকলকে রক্ষা করবে এবং নিজেকেও সুরক্ষিত রাখবে। এইভাবে যে রাজা প্রজাসকলকে এবং নিজেকে তার রাজ্য থেকে সমস্ত পাপ মুক্ত করে সুরক্ষিত রাখে, সে অল্পশ্রী সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রসদৃশ সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। যদি কেমনও ব্রাহ্মণ তার হতাশনিক কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে, এবং কষ্ট পায়, তবে সে বাদসা করে, জড় বস্তুর জয়-বিজয় করে এই দুঃসহ্য থেকে উদ্ধার হতে পারে। ব্যবসায়ী হলেও যদি সে প্রচণ্ড দাব্রিষ্ট্রা ভুগতে থাকে, তবে সে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষত্রিয়ের কৃতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে কোনও অবস্থাতেই একজন সাধারণ প্রভু গ্রহণ করে, কৃকরের মতো হতে পারে না।”

“সাজা বা গ্রাফ কর্তব্যের লোক, তার সাধারণ গুণি কাল জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ না হলে, ব্রহ্মণ হতে পারে, শিক্ষার করে জীবিকা নির্বাহ করতে, পাত্য, অন্নাদি ব্রাহ্মণের মতো অন্যদের বৈদিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে। কিন্তু সে যেন কোনও অবস্থাতেই শূন্য নৃতি অলম্বন না করে।”

“যে বৈশ্য, অর্থীষ ব্যবসায়ী, নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, সে শূন্যের কৃতি অবলম্বন করতে পারে, আবার যে শূন্য মালিক পায় না, সে কুড়ি বালানো বা মানুষ তৈরির মতো কোনও সাধারণ কার্য করতে পারে। তবে, যে সমস্ত মানুষ বিনয়িত হরে পড়ার ফলে নিকৃষ্ট একটি ক্রিয়াক পেশা গ্রহণ করে, তাদের উচিত বিপর্যয় অতিক্রম হলেই তা ত্যাগ করা।”

“গৃহস্থ জীবনে মানুষের উচিত প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করে অধিদেব, ইশা যন্ত্র অর্পণ করে পিতৃপুরুষদের, স্বাভা মন্ত্র অর্পণ করে দেবতাদের, নিজের আহ্বারের কিছু অংশ অর্পণ করে সমস্ত জীবদেব, শস্য এবং জল অর্পণ করে মানুষের পূজা করা। এইভাবে দেবপূজা, ঋষিপূজা, পিতৃপুরুষপূজা, জীবদেব এবং মনুষ্যপূজা করে তার বিভিন্ন প্রকাশ রূপে ভেদে, তার প্রতিদিন এই পাঞ্চবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত। গৃহস্থ তার অনার্যাস লব্ধ বা সদৃশারে অর্জিত অর্থের দ্বারা পরিবার পরিজনকে ভালভাবে পালন করবে। কর্মতা অনুসারে, তার যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা উচিত। যে গৃহস্থ অনেক পোষা পরিবার পরিজনের পালন করেছে, সে যেন তাদের প্রতি জাগতিক ভাবে আসক্ত হয়ে না পড়ে, স্বাকার নিজেকে আলিঙ্গন মনে করেও সে দেন অসমিক ভাবসারা হারিয়ে না ফেলে। বুদ্ধিমান গৃহস্থ দেখবে যে, সে যে সমস্ত সুখ ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে যা লাভ হবে, এ সমস্তই হচ্ছে অপসারী। সন্তানাদি, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সজ্জা হলে একটি পথিকের কণিক সঙ্গলাভের মতো। স্বপ্ন শেষ হলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত কিছুই হাবিরে যায়, তেমনিই দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সজ্জা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। প্রকৃত পরিস্থিতির সফলতা রতীরভাবে মনন করে, মৃত্যুস্থির উচিত ঠিক একজন অতিথির মতো মমত্ববুদ্ধিশূন্য এবং নিরহংকার

হয়ে গৃহে বাস করা। এইভাবে সে পারিবারিক ব্যাপারে বন্ধ হতে বা জড়িয়ে পড়বে না। যে গৃহস্থভক্ত তার পরিবারের দায়িত্ব পালন করে আমার আরাধন্য করে সে গৃহেই থাকতে পারে, তীর্থস্থান যেতে পারে, অথবা তার যদি দায়িত্বকান পুর থাকে, তাহলে সে সম্যক গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যে গৃহস্থের মন তার গৃহের প্রতি আসক্ত, টাকা পরস্যা এবং সন্তানাদি নিয়ে উপভোগ করার জন্য উৎসাহ, কামাসক্ত, কৃপণ মনোভাব সম্পন্ন, আর যে মূর্খের মতো চিন্তা করে, “সবই আমার আর আমিই সবকিছু”, সে সুনির্দিষ্টরূপে আমার দ্বারা বদ্ধ। অহা,



অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চায়, তার উচিত স্ত্রীকে যোগ্য পুত্রদের হাতে ন্যস্ত করে অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই লভ মনে ব্রহ্ম প্রবেশ করা। বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে মানুষ কল, সূন ও কান্না কল আহ্বার করে জীবন ধারণ করবে। সে পরিধান করবে ঘাছের খকল, ঘাস, পাতা অথবা পত্র-চর্ম। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তার চুল, দাড়ি, লোম এবং নব কাটিবে না, অসময়ে পায়খানা ও প্রবাস করবে না ও রীতের পরিচর্যার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করবে না। মিনে তিন বার জলে স্নান করে শুলি থাকবে, আর ছুঁতে লজ্জা করবে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে চতুর্দশার্ধে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে প্রথম সূর্যের তাপে জলস্নান করবে, বর্ষাকালে প্রচণ্ড ধর্মের সময় বাইরে থাকবে, আর শীতকালের প্রচণ্ড শীতে নিজেই শীতলাজলে অতট নিমজ্জিত রাখবে। বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ এইভাবে উপস্য করবে। সে আগুনে রাধা করা শস্য অথবা যথা সময়ে পাক করা আহ্বার করতে পারে। সেই খাদ্য সে কোনও কিছু দিয়ে সেবাই করে অথবা নিজের দাঁত দিয়ে

সেবাই করেও খেতে পারে। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারীর উচিত, যত্র সহকারে দেশ, কাল এবং নিজের ক্ষমতা অনুসারে তার শরীর নির্বাহের জন্য নিজেই সবকিছু সংগ্রহ করা। ভবিষ্যতের জন্য তার কোনও কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছে, সে সন্তান শস্য এক চাল মিনে পিষ্টক বানিয়ে, চক্ষু সহ কত অনুসারে হলে আর্থি প্রদান করবে। সেই ব্যক্তি কখনও আনাচে পতনয় অর্পণ করবে না, এমনকি তা যদি বেধেও উল্লেখ থাকে। বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী অগ্নিহোত্র, বর্ষ এবং পৌর্ণমাস বজ্ঞ সম্পাদন করবে, যেমনটি সে গৃহস্থ আশ্রমে করত। সে চাতুর্মাস্য ব্রত সম্পাদন করবে, যেহেতু এগুলি সজ্জা বেদজ্ঞদের দ্বারা বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এইভাবে কঠোর তপস্বী বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী, সীমিত ধার্মণ্যের জন্য অতি সামান্যই কেমনও কিছু গ্রহণ করে। সে এত পীর্ণকার হয়ে যায় যে, তাকে কেবল অগ্নি চর্মসার বলে মনে হয়। এইভাবে কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার আরাধনা করে, সে

মহালোকে গমন করে আর তারপর সরাসরি আমাকে প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মঙ্গল ইচ্ছায় তুমি লাভের জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অস্তিত্ব মুক্তিপ্রাপ্ত এই কষ্টসাধ্য ভিত্তি উৎকৃষ্ট ভগবান সাধন করে, সে একটি মহামুখ। সেই বানপ্রস্থী যদি বার্ষিকের দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং তার শরীরে কাম্পন হেতু তার দারিদ্র্য সম্প্রদায় অসমর্থ হয়, তার উচিত ধ্যানের মাধ্যমে যজ্ঞায়িত করে হৃদয়ে স্থাপন করা। তারপর তার মনকে আশ্রিতে নিবিষ্ট করে, সেই অশ্রিতে প্রবেশ করে দেহভোগ করবে।”

“সেই বানপ্রস্থী যদি বুঝতে পারে যে, এমনকি ব্রহ্মলোকে উপনীত হলেও কষ্টসাধ্য পরিস্থিতি বজায় থাকে, তখন সে তার সমস্ত সত্ত্বা স্বাধীন কর্মের ফল থেকে অনাসক্ত হয়, তখনই তার সন্ন্যাস আশ্রয় অবলম্বন করা উচিত। শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার পূজা করে, সমস্ত সম্পদ ধরপুত্রোচিতত্বের দান করে, তার উচিত যজ্ঞায়িতক নিজেই মনোস্থাপন করা। এইভাবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত মনে তার সন্ন্যাস আশ্রয়ে প্রবেশ করা উচিত। “সন্ন্যাস অকল্যাণকারী এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিক্রম করে ভগবানকে গোপনীয় বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে।” এইরূপ চিন্তা করে, দেবতারা সেই সম্যাসীর সামনে তাঁর পূর্বের স্বামী বা অন্য কোন স্ত্রীলোক এবং আকর্ষণীয় বস্তুরূপে উপস্থিত হয়ে গির সৃষ্টি করে। দেবতা এবং তাদের সৃষ্ট কোনও কিছুই প্রতি সেই সম্যাসীর স্পর্শে না করা উচিত। সম্যাসী যদি শুধু কৌশলী ছাড়া কোন কিছু পরিধান করতে চায়, তবে কৌশলীকে আকৃষ্ট করার জন্য একশত বস্ত্র দ্বারা সে তার কোমর এবং নিতম্ব আবৃত করবে। অন্যথায়, কেনও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে বস্ত্র আর কমণ্ডলু ছাড়া সে আর কিছুই গ্রহণে না। সাধু ব্যক্তি ভূমিতে পদক্ষেপ করার পূর্বে তার চক্ষু দ্বারা সুনিশ্চিত হবে, বাতাসে সেখানে কোনও পোক-মাকড় না থাকে, অন্যথায় তারা কতিপয় হবে। তার বস্ত্রাচ্ছাদন দ্বারা পরিচ্ছন্ন করেই কেবল সে জল পান করবে, কেবল সত্য পুত্র কথাই বলবে। তজপ, তার মন দ্বারা বস্ত্র সহকারে সুনিশ্চিত শুদ্ধ আচরণই তার করণীয়। অনর্থক বার্তাব্যাপন করণ, অনর্থক কার্যকলাপ করণ এবং প্রাণবায়ু নিঃসরণ, এই তিন প্রকারে আত্মসংযম না করে কেবল কখনও বহন কনুলেই কেউ

যথার্থ সম্যাসী বলে স্বীকৃত হয় না। কলুষিত এবং অসম্পূর্ণ বৃহৎকি কর্তন করে, পূর্ণ সংকল্প না করেই সে সাতটি পুত্র যাবে এবং সেখানে ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ হবে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। প্রয়োজন অনুসারে সে সমাজের চারটি বর্ণের প্রতি বৃহৎ ঋণে পড়ে, ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু সঙ্গে নিয়ে সে জনবহুল এলাকায় আসে করে একটি নির্জন জলাশয়ের নিকট গমন করবে। সেখানে স্নান করে, ভালভাবে হাত ধুয়ে কেউ অনুজ্ঞা করলে সেই খাদ্যের কিছু অংশ তার নিকট বিতরণ করবে। সে এসব করবে মৌনাবলম্বন করে। তারপর অবশিষ্টাংশ ভালভাবে ধুয়ে ভবিষ্যতে আহার করার জন্য কিছুই না রেখে তার খাদ্যের সম্পূর্ণটিই আহার করবে। জড় অসক্তিশূন্য সংঘর্ষে প্রবৃত্তি হয়ে, উৎসাহের সঙ্গে ভগবৎ উপলব্ধি এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে, সাধু ব্যক্তি পৃথিবীতে একা ক্রিয়াকর্ম করবে। সর্বত্র সম্যাসী হয়ে সে চিন্তায় ভুগে অবিচল থাকবে। নিরাপন্ন এক নির্জন স্থানে অবস্থান করে, নিরন্তর আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে শুদ্ধ মনে, মূনি কেবল আর্চনাই হবে, এবং উপলব্ধি করবে যে, আত্ম আত্ম থেকে ভিন্ন নয়। অকিঞ্চিৎ জানের দ্বারা মূনি আত্মার বন্ধন এবং মুক্তির বন্ধন সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করবে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয় চর্চণের দিকে যাবত হয়, তখন আত্মার শব্দ, এবং সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সবেম হলে বৃত্তি। অতএব মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে কৃষ্ণভাবনার দ্বারা সমাক্রমণে নিবৃত্তপের মাধ্যমে, মূনি অস্ত্রে নিষ্ঠ আনন্দ অনুভব করে নান্দ জড় ইন্দ্রিয়ভুক্তি থেকে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করবে। সাধু পবিত্র স্থান, প্রবহমান নদী, পর্বত এবং অন্তর নির্জন স্থানে ক্রমণ করবে। তার একান্ত শরীর নির্বিশেষে অন্য সে শব্দ, গ্রাম ও চারণভূমিতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে।”

“কন্যাপ্রাপ্তিকের সর্বদা আমাদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করা অভ্যাস করতে হবে, কেননা তার দ্বারা সে মোহ থেকে মুক্ত হয় এবং সত্ত্বের পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে যে এইরূপ বিনীত উপায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে, সে শুদ্ধতা লাভ করে বিনাশপর্যন্ত জড় বস্তুরূপে আমাদের কখনই পরম বাস্তব রূপে দেখা উচিত নয়। জড় অসক্তিশূন্য চেতনার দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে জাগতিক উন্নতির সকল

কার্যকলাপ থেকে আমাদের বিরত হওয়া উচিত। বৃত্তি তরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের চিন্তার করা উচিত ভগবানে অবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং মন, বাক্য এবং প্রাণবায়ু সমন্বিত নিজের জড় দেহ, সবই হচ্ছে সর্বোপরি ভগবানের আরাধিত সত্ত্ব, এইভাবে অবস্থান হয়ে এই সমস্ত বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করা এবং এইসব বস্তুকে পুনরায় কখনও আমাদের থেকে বাদে মনে করা উচিত নয়।”

“জ্ঞানদূর্নীলন রত এবং বাহ্যিক উপাসনার প্রতি ক্রমশঃ বিদূষ পরমার্থবাদী, এবং মুক্তি কাম্যমুদ্রিত জ্ঞানের ভিত্তি—এরা উভয়েই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অবলম্বন সামগ্রী ভিত্তিক কঠোরতমিক অবলম্বন করে। এইভাবে জ্ঞানের সমস্ত আচরণই বিধিনিষেধের উদ্ভা। পরমহংস, পরম জ্ঞানী হয়েও মান-অপমান বোধশূন্য হয়ে নিতর্য যাত্রা জীবন উপভোগ করেন, পরম বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জড় এবং অকর্মের সঙ্গে আচরণ করেন, অত্যন্ত লিঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অজ্ঞের সঙ্গে কথা বলবেন, এবং বৈদিক বিধি-বিধান সত্ত্বেও লিঙ্কিত পণ্ডিত হয়েও, তিনি অবাধ আচরণ করতে থাকবেন। ভূতের শব্দও বেদে বর্ণিত কর্মকর্তার সকল আনুষ্ঠানিকতার রত হওয়া, বা মাত্তিক হওয়া, অথবা বেদের সিক্ত দ্বিতীয় কার্য করা, এমনকি তথা কলাও উচিত নয়। তজপ, তার নিতর্য জার্মিক অথবা সন্তোষবাদী, কিংবা কোনও অনর্থক তর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা কখনও উচিত নয়। সাধু ব্যক্তির কারণে নিকট থেকে তখনও ভীত বা বিরত হওয়া উচিত নয়, তেমনই অন্য লোকদের ভীত বা বিরত করাও তার উচিত নয়। সে অন্যদের দ্বারা অপমানিত হলে তা সহ্য করবে এবং কাউকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। নিজের জড় শরীরের জন্য সে কখনও সঙ্গে বিরোধিতা করবে না যেহেতু সেটি পশুর আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই হবে না। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জড় দেহে এবং প্রত্যেকের আত্মায় অবস্থিত। একই চর্য যেমন অসংখ্য জলের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি এক পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে উপস্থিত। এইভাবে প্রতিটি জড় দেহই নির্মিত হয়েছে সর্বোপরি পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারা। কখনও কখনও সে যদি উপযুক্ত বাদ্য না পায়, বিষয় হবে না, এবং উপাসনের বাদ্য গেলেও সে উৎফুল্ল হবে না। দূর্নিষ্ট হয়ে সে উপলব্ধি করবে,

উভয় পরিস্থিতিই ভগবানের নিয়ন্ত্রণে। প্রয়োজনবোধে যখনই বাদ্য বস্ত্র ভাঙের চেষ্টা করা উচিত, কেননা তা আমাদের স্বাধীন বজায় রাখতে সর্বদা প্রয়োজন। যখন আমাদের ইচ্ছা, মন এবং প্রাণবায়ু সুস্থ থাকে, তখন আমরা পারমার্থিক সত্যের হনন করতে পারি, এবং এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা মুক্তি লাভ করি। সাধু ব্যক্তির পক্ষে বাদ্য, বস্ত্র এবং শয্যা উৎকৃষ্টই হোক অথবা নিকটই মানের হোক, বা অনাসক্ত লাভ করে, তাই গ্রহণ করা উচিত। পরমেশ্বর হয়েও আমি যেমন বেহাওয়ার আহার নিত্যকৃত্য সম্পাদন করি, তজপ যে আমাকে উপলব্ধি করেছে তারও সাধারণ পরিচরিতা, অচমন, স্নান এবং অন্যান্য নিত্যকৃত্যগুলি রতনমুদ্রিতভাবে সম্পাদন করা উচিত। আত্ম উপলব্ধি ব্যক্তি আর আমার থেকে নিজেই ভিন্ন জগৎ দেখে না। কেননা আমার সত্ত্বের তার উপলব্ধি জ্ঞানের দ্বারা তার এইরূপ মাত্তিক অনুভূতি বিনষ্ট হয়েছে। জড় দেহ এবং মন পূর্বে যেহেতু এইরূপ অনুভূতিতে অভ্যস্ত ছিল, সমস্ত সময় তা পুনরায় লিঙ্কিত হতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সময় আত্ম উপলব্ধি ব্যক্তি আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।”

“যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির এক দুঃখজনক কোন, তা থেকে অনাসক্ত হয়েছে, এবং যে পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছুক, কিন্তু আমাকে লাভ করার পদ্ধতি সত্ত্বেও অজ্ঞ, তার উচিত জ্ঞানী এবং যথার্থ গুরুদেবের নিকট গমন করা। ভক্ত বতসল না সম্পূর্ণরূপে নির্যাস জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে ততক্ষণই তার উচিত পরম বিশ্বাস এবং প্রভা সহকারে, সম্পূর্ণ অহিংস হয়ে আসা হতে অভিন্ন শ্রীভক্তদেহকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা। যে ব্যক্তি তার বড়বিশ ময়া (কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ এবং মাসেব), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জেতা বুদ্ধিকে সংযত করেনি, জড় বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, জ্ঞান ও বৈরাগ্যবাহিত হওয়া সত্ত্বেও জীবন নির্বাহের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে, পূজা দেবতা, নিজ আত্ম, এবং তার মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে অস্বীকার করে, ধর্মের বিধাংস ডেকে আসে এবং জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, সে পণ্ডিত এবং তার ইহলোকে ও পরলোকে উভয়েই বিনষ্ট হয়। সন্ন্যাসীর মূল ধর্মীর কর্তব্য হচ্ছে সত্ত্বা এবং অহিংসা, আহার খনপ্রস্থীর প্রণয় ধর্ম হচ্ছে তপস্যা এবং

দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী দার্শনিক জ্ঞান আহরণ করা। গৃহস্থদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করা এবং বহু সম্পাদন করা, আর ব্রহ্মচারীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানত শ্রীওরুক্ষের সেবার ব্রতী হওয়া।”

“গৃহস্থ ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনের জন্যই কেবল অনুমোদিত সত্ত্বের তরঙ্গ প্রীর নিবর্তী বৌদ্র সপেক্ষ জ্ঞান গমন করবে। অন্যথায় সেই গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মচার্য পালন, তপস্যা, দেহ ও মনের শুদ্ধতা বজায় রাখা, সাধারণ অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুত্বাভিলাষ থাকা। বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উচিত আমার আরাধনা করা। যে ব্যক্তি তার কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে আমার চক্কন করে, তার জন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি সর্বজীবের উপস্থিতি জেনে আমার সহস্র সন্তোষ থাকে, সে আমার প্রতি অনন্ত ভক্তি লাভ করে।”



উনবিংশতি অধ্যায়

পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা

পরম পুরুষাত্মক ভগবান বললেন—“যে আশ্র-উপলব্ধ ব্যক্তি, জানে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র অনুশীলন করেছে এবং নির্বিশেষবাদের জ্ঞানা কল্পনা পরিত্যাগ করে উপলব্ধি করেছে যে, জড় ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে কেবলই মায়ী, তার উচিত তার সেই জ্ঞান এবং জ্ঞানলাভের পন্থাসহ আমার নিকট আত্মসমর্পণ করা। বিদ্যান আশ্র-উপলব্ধ দার্শনিকের একমাত্র উপাস্য, তাদের জীবনের ঈলিত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এবং সমস্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হচ্ছি আমি। বস্তুত আমি যেহেতু তাদের সুখ এবং দুঃখ মুক্তির কারণ, তাই এরূপ বিদ্যান ব্যক্তির জীবনে আমি ছাড়া আর কোনও কার্যকরী উদ্দেশ্য বা প্রিয় বস্তু নেই। যারা

“প্রিয় উদ্ধব, আমি সর্বলোকের পরম ঈশ্বর এবং আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, লয়ের আত্মক ভাষক। এইভাবে আমিই হচ্ছি পরম সত্য আর যে ব্যক্তি অন্যভাবে আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে, সে আমার নিকট আগমন করে। এইভাবে, যে তার স্বর্গ পালনের দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে শুদ্ধ করেছে, যে সম্পূর্ণরূপে আমার পরমপদ উপলব্ধি করেছে এবং দার্শনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জন করেছে, সে অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীরা ধর্মকে যথাযথ ব্যবহারের অনুমোদিত চিরচরিত ব্যক্তি রূপে গ্রহণ করে। যখন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা রূপে উপলব্ধি হই, তখন তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। প্রিয় ভক্ত উদ্ধব, তোমার প্রণবুদ্বায় আমার ভক্ত, যে পদ্ধতির দ্বারা তার স্বধর্ম নিযুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারে তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করলাম।”

দার্শনিক এবং উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে তার আমার পাদপদ্মকে পরম দিব্যবস্তুরূপে উপলব্ধি করে। এইভাবে বিদ্যান পারমার্থবাদী আমার নিকট পরম প্রিয় এবং সিদ্ধজ্ঞানের মাধ্যমে আমার প্রীতিবিধান করে থাকে। পারমার্থিক জ্ঞানের স্বরমাত্র অনুশীলনের দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তা তপস্চর্যা, পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ, নিশ্চেষ্ট জ্ঞান, দান অথবা পুণ্যকর্মের ফলও তার সমকক্ষ নয়। অতএব প্রিয় উদ্ধব, জ্ঞানের মাধ্যমে স্বার্থ আশ্র-উপলব্ধি লাভ করে তোমার উচিত বৈদিক জ্ঞানের স্মৃতি উপলব্ধির মাধ্যমে প্রেমভক্তি সহকারে আমার চক্কন করা। পূর্বে মুনিগণ বৈদিক জ্ঞান বহু এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে সমস্ত

মন্ত্রের ভোক্তা এবং প্রভোক্তার রসময় পরমাত্মা রূপে জেনে, তাদের অন্তরে তারা আমার উপাসনা করেছে। এইভাবে আমার নিকট উপনীত হয়ে, এই সমস্ত মুনিগণ পরম সিদ্ধি লাভ করেছে। প্রিয় উদ্ধব, জড় প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত জড় দেহ ও মন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, কিন্তু এরা যেহেতু কেবল স্বর্গমানে আবর্তিত হয়, এদের গুণ বা শেবে কোনও অস্তিত্ব নেই, তাই বাস্তবে এসবই মায়ী। তা হলে জ্ঞান, বুদ্ধি, সন্তোষানি উৎপাদন, স্থিতি, ক্ষয় এবং মৃত্যু দেহের বিভিন্ন পর্যায় বিভাজনে তোমার নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তা বিভাজনে সত্ত্ব। এই সমস্ত পর্যায় কেবল তোমার জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত, এরা পূর্বে ছিল না এবং অতীতেও থাকবে না। সেই কেবল কর্মমানেই থাকে।”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“হে বিবেচক। হে বিশ্বমূর্ত্তে! অনুগ্রহ করে সেই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করুন, যা আপনা হতেই বৈরাগ্য এবং সন্তোষ প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রদান করে, যা শিবা, এবং যা পারমার্থিক মহান দার্শনিকগণের নিকট চিরাচরিত। আপনার প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিসূক্ত সেবামূলক এই জ্ঞান মহান ব্যক্তিগণ অধিবশ করে থাকেন। প্রিয় প্রভু, যে ব্যক্তি জগৎমুখ্য চক্রে ভরসার ভাবে নির্বাচিত হয়ে ব্রিহদ্রা দ্বারা প্রতিনিয়ত বিহীন হয়ে পড়ছে, তাদের জন্য উপাদেয় অমৃত বর্ণনাকারী ছাত্রের ন্যায় শান্তিপ্রদ আপনার চরণমুগল ব্যতীত আর কোন আশ্রয় লক্ষিত হয় না। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, অনুগ্রহ পূর্বক এই জড় অস্তিত্বের অন্ধকার গর্ভে পতিত কালরূপ সর্পের দ্বারা দগ্ধিত হওয়া জীবকে কৃপাপূর্বক উদ্ধার করুন। তার এরূপ বৃণ্ড অবস্থা সর্বোত্তম, এই হতভাগ্য জীব নগ্নতায় জড় সুখ আবাদন করার জন্য অত্যধিক আগ্রহী। হে প্রভু, আপনায় চিন্ময় মুক্তি প্রদানকারী উপদেশমূলক বর্ণন করে অনুগ্রহ পূর্বক আমার রক্ষা করুন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“প্রিয় উদ্ধব, তুমি যেমন এখন আমার নিকট প্রণব করছ, পূর্বকালে অজ্ঞাতশত্রু মহাবাজ্য বুদ্ধিতির ঠিক সেইভাবে ধর্মের মহান রক্ষক তীর্থদেবের কাছে এইরূপ প্রণব করেছিলেন। তখন আমার সন্তোষ মনোনিবেশ সহকারে তা শ্রবণ করেছিলেন। ইস্রায়েলের মহাবীরের শেবে, তখন বুদ্ধিতির মহাবাজ্য তাঁর অনেক ব্রোহ্ম পুতাকাশীদেব মৃত্যুতে বিহীন হয়ে

পড়েছিলেন, তখন ধর্মীতি সত্ত্বের বহু উপদেশ শ্রবণ করার পর, অবশেষে তিনি মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তীর্থদেবের শ্রীমুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে বৈদিক জ্ঞানের ধর্মীতি, বৈরাগ্য, জ্ঞান উপলব্ধি, বিদ্যান, এবং ভক্তিমোহের কথা শ্রবণ করেছিলেন আমি এখন তোমাকে তা বর্ণনা করব।”

“যে জ্ঞানের দ্বারা নয়, এগারো, পাঁচ এবং তিনটি উপাদানের সমন্বয় এবং এই আঠাশটির মধ্যে সর্বোপরি একটির উপস্থিতি সমস্ত জীবের জড় বর্ণন করা হয় তা আমি স্বয়ং অনুমোদন করি। যখন কেউ একটি মাত্র কারণ থেকে উদ্ধৃত আঠাশটি জড় উপাদানকে ভিন্নভাবে আর বর্ণন করে না, বরং সেই কারণটিকেই অর্ধাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে বর্ণন করে, তখন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাকে বলে বিজ্ঞান, অথবা আশ্র-উপলব্ধি। সৃষ্টি, লয় এবং পালনের বিভিন্ন গুণ হচ্ছে জড় কারণ-সত্ত্ব। এক সৃষ্টির সময় থেকে অপর সৃষ্টির সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জড় পর্যায়গুলিতে বা অবিলম্বিতভাবে সঙ্গে থাকে এবং এই সমস্ত জড় অবস্থাগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখনও অবশিষ্ট থাকে, সেটিই হচ্ছে নিত্য। বৈদিক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং তাত্ত্বিক অনুমান—এই চার প্রকার প্রমাণ থেকে মানুষ জড় জগতের কণস্থলীতা এবং অসারত্ব উপলব্ধি করতে পারে, আর তার দ্বারা সে এই জগতের দ্বন্দ্ব থেকে অন্যস্ত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির দেখা উচিত, যে কোন জড় কর্মই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এমনকি ব্রহ্মলোকেও এইভাবে দুঃখ বর্তমান। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে দেখেছে, সে সবই যেমন কণস্থলী, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডই সব কিছুই গুণ এবং শেষ আছে।”

“হে নিপাণ উদ্ধব, তুমি যেহেতু আমারে ভাগবান, পূর্বে আমি তোমার নিকট ভক্তিমোহের পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলাম। এখন আমি তোমার নিকট পুনরায় আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা লাভ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বর্ণনা করব। আমার অনন্দময় লীলা বর্ণনে দৃঢ় বিশ্বাস, নিরন্তর আমার মহিম্ম কীর্তন, উপচার সহকারে আমার অর্চনে অপ্রতিহত আসক্তি, সুখের মন্ত্রের মাধ্যমে আমার প্রণবনা করা, আমার ভক্তিমোহের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, সর্বত্র দ্বারা

প্রণাম জ্ঞাপন, পরম শ্রদ্ধা সংকারে আমার ভক্তের অর্চনা করা, সর্বভাবে আমার চেতনা লক্ষ্য করা, সাধারণ দৈনন্দিক কার্যকলাপ আমার সেবায় অর্পণ করা, থাকের দ্বারা আমার গুণকীর্তন করা, আমাতে মন অর্পণ করা, সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করা, আমার তত্ত্বযুক্ত সেবার জন্য অর্থ দান করা, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং সুখ বর্জন করা, হ্রত, দান, ইচ্ছা, জপাদি, এবং তপস্যা-আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত কাম্যকর্ম সম্পাদন হচ্ছে বর্থাৎ বর্জিত। এই সমস্ত আচরণের দ্বারা যাত্রা আমার প্রতি শ্রদ্ধাগত হয়, তারা স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি ভালবাসা অর্জন করে। আমার তত্ত্বের ও দ্বারা আর কী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে পারে? যখন কারও শান্তি চেতনা, সত্ত্বগুণ দ্বারা বনীয়মান হয়ে পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তখন সে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য লাভ করে। যখন আমাদের চেতনা জড় দেহ, গৃহ এবং এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য অন্যান্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়, তখন আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ার সহায়তায়, জড় বস্তুর পিছনে ধাপসা করে জীবন কাটাই। রাজ্যত্বের দ্বারা প্রকলভাবে প্রভাবিত হয়ে আমাদের চেতনা তখন লক্ষ্যহীনী বস্তুর জন্যই উৎসর্গিত হয়। এইভাবে অর্থ, অজ্ঞান, আসক্তি এবং মূর্ত্তাগুণ উপলব্ধি হয়। প্রকৃত ধর্ম বলতে, যা আমার তত্ত্বযুক্ত সেবার উপনীত করে তাকেই বোঝায়। যে চেতনা আমার সর্বকাল উপস্থিতি প্রকাশ করে তাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। আনাসক্তি হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা, এবং ঐশ্বর্য বলতে বোঝায়, অবিদ্যা-আদি অষ্টসিদ্ধি।”

শ্রীউদ্ধব বলেন—“প্রিয় কৃষ্ণ, হে পরমেশ্বর, আমার অনুগ্রহপূর্বক বলুন কত প্রকার সংসারের বিধান এবং নিত্যকর্তব্য রয়েছে। হে প্রভু, এ ছাড়াও আমার বলুন, মানসিক সাম্য কী, আশ্বাসংযম কী, সহিষ্ণুতা এবং সত্যের প্রকৃত অর্থ কী, দান কী, তপস্যা, বীর্য, ঋতুতা এবং সত্যকে কীভাবে কর্তব্য করা যাবে? বৈরাগ্য কী এবং ঐশ্বর্য কী? কাম্য কী, বজ্র কী, এবং ধর্মীয় পারিতোষিক কী? প্রিয় কেশব, হে পরম সৌভাগ্যবান, বল, ঐশ্বর্য এবং কোন বিশেষ কাক্সির লাভ আমি কীভাবে কৃষ্ণ? শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী, বর্থাৎ ক্রিয় কী, প্রকৃত সৌন্দর্য কী? সুখ এবং দুঃখ কী, পতিত কে, মূর্খ কে?”

জীবনের ঠিক এবং ভুল পথ কী, স্বর্গ এবং নরক কী? প্রকৃত বন্ধু কে, এবং প্রকৃত গৃহ কী? ধনাত্মক কে, দরিদ্র কে? মূর্ত্তাগুণ কে, এবং প্রকৃত ঐশ্বর্য কে? হে ভক্তগণের পতি, এই সমস্ত বিষয় এবং এক বিপরীত বিষয়গুলিও অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন।”

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—“অহিংসা, সত্যবাদিতা, অন্যের সম্পদ অপহরণ বা চুরি না করা, অন্যসক্তি, বিনয়, কর্তৃত্ব বোধ থেকে মুক্ত, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্বেচ্ছা, ক্ষমা, এবং নির্ভয়তা—এই বারোটি হচ্ছে সংসারের মুখ্য বিধান। আন্তরিক শুদ্ধতা, বাহ্যিক শুদ্ধতা, ভগবদ্ব্যায় জপ করা, তপস্যা, ইচ্ছা, ব্রহ্মা, অতিথিপরায়ণতা, আমার উপাসনা, জীর্নস্থান দর্শন, ভগবানের প্রার্থেই কেবল আচরণ এবং বাসনা করা, সন্তুষ্টি, এবং শুদ্ধদেহের সেবা—এই বারোটি হচ্ছে নিয়মিত অনুমোদিত কর্তব্য। এই চব্বিশটি বিষয় যাক্স সর্বাত্মকরণে পালন করে, ভ্যাদের গুণের সমস্ত কাম্য আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।”

“মানসিক সাম্য এবং সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযম করে বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে আশ্বাসংযম। সহিষ্ণুতার অর্থ হচ্ছে দুঃখ সত্ত্ব করা, এবং যখন কেউ ক্ষিপ্ত এবং উল্লঙ্ঘন জড় করতে পারে তখনই তাকে বলা হয় মূর্খ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে অন্যদের উপর আশ্রয় দান করা, এবং কাম্যবাসনা পরিত্যাগ করাকেই প্রকৃত তপস্যা বলে। প্রকৃত বীর্য হচ্ছে সাধারণ জড়জীবন উপভোগের প্রবণতাকে জয় করা, এবং বাস্তবতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করা। সত্যবাদিতার অর্থ হচ্ছে সন্তোষজনক ভাবে সত্য কথা বলা, মুনিগণ এইরূপই বলেছেন। পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে সর্বময় কর্মের প্রতি আনাসক্তি, আশ্রয় বৈরাগ্য হচ্ছে সন্ন্যাস জীবন। মানুষের জন্ম বর্থাৎ কাম্য সম্পদ হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা এবং পরম পুরুষ ভগবান, আমিই হচ্ছি। শিক্ষা হচ্ছে আচার্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত পারমার্থিক উপদেশ অন্যদের প্রদান করা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হচ্ছে ত্রাণার্থের মাধ্যমে শাস নিয়ন্ত্রণ।”

“প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে অসীম মাত্রায় বৈদ্যুতিক প্রদর্শনকারী, পরমেশ্বর ভগবানজন্য আমার নিজের যত্ন। জীবনের পরম আশ্রয় হচ্ছে আমার প্রতি

ভক্তিবোধ, এবং প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে জীবনের স্বন্দায় শিক্ষা অনুভূতি বিদ্যুতীভ করা। প্রকৃত শালীনতা হচ্ছে অসং কার্য থেকে পৃথক থাকা, এবং সৌন্দর্য হচ্ছে, বৈরাগ্যাদি সন্তোষজনকী সম্পদে হওয়া। প্রকৃত সুখ হচ্ছে জড় সুখ এবং দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া, এবং প্রকৃত কষ্ট হচ্ছে যৌন সুখস্বপ্নে ডুবিতে পড়া। যখন মৃত্তির পদ্ধতি সর্বত্র অবগত ব্যক্তিই পতিত, তার যে জড় দেহ আর যখন নিজেই পরিচয় বলে মনে করে, সেই মূর্খ। আমার নিকট উপনীত হওয়ার পদ্ধতিই প্রকৃত জীবনপথ, আর ইন্দ্রিয়তর্পণ হচ্ছে তুলপথ, কেননা তার দ্বারা চেতনা বিভ্রান্ত হয়। সত্ত্বত্বের প্রাধান্য হচ্ছে প্রকৃত স্বর্গ, এবং তমোগুণের প্রাধান্য হচ্ছে নরক। সার্ব জগতের শুদ্ধতানে আচরণ করে আমিই হচ্ছি প্রত্যেকের বর্থাৎ বন্ধু, এবং

মানব দেহই হচ্ছে নিজালয়। প্রিয় সখা উদ্ধব, যে সন্তোষজনকী দ্বারা ভূষিত, তাকেই বলা হয় প্রকৃত ধনী, আর যে জীবনে সন্তুষ্ট নয়, সেই প্রকৃত দরিদ্র। যে নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে হতভাগ্য, পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি আসক্ত নয়, তিনিই প্রকৃত ঐশ্বর্য। যে নিজেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যুক্ত রাখে, সে তার বিপরীত, ক্রীতদাস। হে উদ্ধব, এইভাবে তুমি যে সব বিষয়ে প্রশ্ন করছ তার নিশা ব্যাখ্যা করলাম। এই সমস্ত ভাষা এবং মন গুণাকর্ষীর আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন নেই, কেননা সর্বদা ভাল আর মন গুণ দর্শন করাটাই একটি স্বাভাবিক গুণ। শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে জড় ভাষা-মন থেকে উত্তীর্ণ হওয়া।”

বিংশতি অধ্যায়

শুদ্ধভক্তি : জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

শ্রীউদ্ধব বললেন—“হে অরবিন্দাক কৃষ্ণ, আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর, বিধি এবং নিষেধাত্মক আপনার বিধান বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কর্মের সং এবং অসং তপাবলীর ওপর আলোকপাত করে। বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বর্ণপ্রায় নামক মনুষ্য সমাজে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপ বৈচিত্র্য পাণ এবং পুণ্যজনিত পরিবার পরিকল্পনা প্রসূত। জড় উপাসনা, হান, বরন, সময় ইত্যাদি সমন্বিত একটি পরিস্থিতির ব্যাপারে বৈদিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, পাণ এবং পুণ্য হচ্ছে সর্বকালের আশ্রয় বিবরণ। বাস্তবে বেদই স্বর্গ এবং মরকের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন, যা হচ্ছে অব্যাহতভাবে পাণ-পুণ্যভিত্তিক। বেদে পুণ্যকর্ম করার বিধান এবং পাণকর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। পুণ্য এবং পাণের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে, মানুষ কীভাবে

তোমার নিজের বেদজন্য নির্দেশ বুঝতে পারবে, যা পাণকর্ম থেকে বিরত এবং পুণ্যকর্মে রত করবে? এছাড়াও, সর্বোপরি মুক্তিপ্রদ এইরূপ অনুমোদিত বৈদিক সাহিত্য ব্যতিরেকে কীভাবে মনুষ্য জীবন সার্থক হবে?”

“হে প্রভু, প্রত্যেক অভিজ্ঞতার অর্জিত মুক্তি অবস্থা স্বর্ণলাভ এবং জড় ভোগ, এ সমস্ত উপলব্ধি করা হচ্ছে আমাদের বর্তমান ক্ষমতার বাইরে—আর সাধারণ ভাবেও সব কিছুই অভিধেয় এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করতে নিতুপকর, স্বেচ্ছা এবং মনুষ্যপন্যকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে, কেননা সেগুলি আপনার নিজস্ব বিধান, আর জ হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রমাণ এবং প্রকাশ সমন্বিত। হে প্রভু, আপনার প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পাণ এবং পুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়, সেগুলি আপনাকে থেকে আসেনি। একই বৈদিক শাস্ত্র যদি পাণ

এ পুণ্যের মাধো পার্বণকে বর্ণন করে, তা হলে অবশ্যই বিভাতির সৃষ্টি হবে।”

পবনেশ্বর ভগবান বললেন—“প্রিয় উত্তর, আমি মানুষের মঙ্গল লাভের সুবিধার্থে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ এই তিনটি পন্থা প্রদর্শন করেছি। এই তিনটি পন্থা ব্যতিরেকে অগ্রগতি লাভের আর অন্য কোনও উপায় নেই। এই তিনটি মার্গের মধ্যে তার জড়জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সাধারণ সক্ষম কর্মের প্রতি অনাসক্ত, তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ অনুমোদিত হয়েছে। যারা জড় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হননি, এখনও যত্ন বাসনা অশূন্য রয়েছে, তাঁদের উচিত কর্মযোগের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করা। কোন না কোন সৌভাগ্যের ফলে কেউ যদি আমার গুণ-মহিমা শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে জড় জীবনের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ বা অনাসক্ত হয়, তাদের উচিত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা। হতশ্রম না কেউ সতীকর্ম থেকে বিরত হয়ে আমার কথ্য শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবার কৃতি অর্জন করতে পারছে, ততক্ষণই তাকে বৈদিক নিয়মানুসারে বিধি-বিধান পালন করতে হবে।”

“প্রিয় উত্তর, যে ব্যক্তি স্বার্থে অবস্থিত হয়ে বৈদিক ক্রতের মাধ্যমে উপাসনা করছেন কিন্তু এইরূপ পূজার কোনও ফল আশা করেন না, তিনি স্বর্গে গমন করছেন না; তদ্রূপ, নিবিদ্ধ কর্ম না করার ফলে তিনি নরকোত্তর যাবেন না। যে ব্যক্তি স্বার্থে অবস্থিত হয়ে নিষ্কাশ এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত, সে এই জগোই নিবাসিত লাভ করে অথবা সৌভাগ্যবলে আমার প্রতি ভক্তিযোগ লাভ করে। স্বর্গাসীদগ এবং নরকাসীদগ উভয়েই ফুলোকে মনুষ্য জন্ম কামনা করে। কেননা মনুষ্য জীবন নিবাসিত এবং চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি সজ্জায় করে, পশুপক্ষীর স্বর্গীয় অথবা নরকীর কোন বেই কার্যকরীভাবে এরূপ সুযোগ প্রদান করে না। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির স্বর্গ অথবা নরকবাসের বাসনা করা উচিত নয়। এই পৃথিবীর স্বর্গীয় বাসিন্দা হতেও কখনও বাসনা করা উচিত নয়, কেননা এইভাবে জড়মোহে মগ্ন হওয়ার ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বার্থের প্রতি মূর্খের মতো অবহেলা প্রদর্শন করবে। জড় মোহে নিমগ্ন হওয়া হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের জীবনের সিদ্ধি প্রদান সক্ষম কেনে, জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয় পূর্বেই

এই সুকোণের সদ্যবহার করার ব্যাপারে, মূর্খের মতো অবহেলা করা উচিত নয়। যতদূর নিষ্ঠুর মনুষ্য কোনও বৃত্তকে ছেদন করলে, যে সমস্ত পক্ষী তাতে বাসা বেঁধেছিল তারা অনাসক্তভাবে তা ত্যাগ করে অন্যত্র সুখ লাভ করে। একইভাবে মিন এবং ত্রি অতিশয় হৃদয়ঙ্গম করে সবে আমাদের জীবনের আনন্দলাভ করা হবে, এই ব্যাপারে অবগত হয়ে আমাদের জীত-কল্পিত হওয়া উচিত। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি এবং বাসনা ত্যাগ করে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি।”

“জীবনের সর্ব কল্যাণপ্রদ অত্যন্ত মূল্যবান দেহ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আপনা থেকেই লাভ হয়ে থাকে। এই মনুষ্যদেহকে অত্যন্ত সুকৃষ্ণে নির্মিত একধাবি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণদেব রয়েছেন কাণ্ডারীরাণে এবং পবনেশ্বর ভগবানের উপদেশকরূপে বায়ু তাকে চক্রে সহায়তা করেছে, এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার মনুষ্য জীবনকে ভবসমুদ্রে থেকে উত্তীর্ণ হতে উপযোগ না করে, তাকে অবশ্যই আকস্মিকী বলে মনে করতে হবে। জাগতিক সুখের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি বিরত এবং হতশ্রম হয়ে, পরমার্থবাদী সম্পূর্ণরূপে সংযতপ্রিয় এবং অনাসক্ত হন। পরমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে তার মনকে দিব্য ভ্রম থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য নিবিষ্ট করা উচিত। মনকে পারমার্থিক ভ্রমে নিবিষ্ট করার সময়, যখনই তা অকল্পিত দিব্যভ্রম থেকে বিশৃঙ্খলী হয়, তখন বিধি-বিধান অনুসারে যত্ন সহকারে তাকে যথেষ্ট আনা উচিত। মনের কার্যকলাপের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে কখনই দৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং প্রাক্কায় এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে, সমস্ত দ্বারা শোধিত বুদ্ধিমত্তার উপযোগ করে, মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। দক্ষ অশ্বারোহী দুর্গত অথকে বলে আনতে কিছুকণের জন্য যত্নটিকে তার যেমন ইচ্ছা চপতে দেয়, আর তারপর লাগাম টেনে ধীরে ধীরে তাকে অতীত পথে আনে। তদ্রূপ, শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি তাকেই বলে যার দ্বারা যোগী তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি এবং বাসনা যত্নসহকারে লক্ষ্য করে ক্রমে তাকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। যতদূর না মন পারমার্থিক বিবরে নিমগ্নতা লাভ করবে,

ততক্ষণই মহাজাগতিক জাগতিক অথবা পারমাণবিক, সমস্ত জড় বস্তুর অশ্বারোহী বস্তুর বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সাধারণ প্রগতিশীল কার্যের মাধ্যমে সৃষ্টির পদ্ধতি এবং পশ্চাৎগামী কার্যের দ্বারা প্রত্যয়ের পদ্ধতি প্রতিনিয়ত অনুধাবন করা উচিত। যখন কোন ব্যক্তি এই জগতের অশ্বারোহী দ্বারার স্বভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তা থেকে দূরাসক্ত হয় এবং তার মন শ্রীকৃষ্ণদেবের উপদেশ মতো পরিত্যক্ত করে, তখন সে এই জগতের স্বভাব সত্ত্বেও বার বার চিন্তা করে, অবশেষে তার জড় পরিচিতি ত্যাগ করে। যোগ পদ্ধতির বিভিন্ন স্বয়-নিয়মাদি এবং পূর্বকরণের মাধ্যমে শরীর এবং পারমাণবিক লিঙ্গের তত্ত্ব আমার প্রতি উপাসনা এবং প্রকৃতি দ্বারা তার উচিত পরম পূজ্য ভগবানের স্মরণে মনকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখা। এই উদ্দেশ্যে অন্য কোনও পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়। সাময়িক অনবধানতাহেতু যোগী যদি আকস্মিকভাবে গর্হিত কর্ম করে, তবে সেই পাপের প্রতিক্রিয়াকে যোগভ্যাসের দ্বারাই ভঙ্গীকৃত করা উচিত। কখনও কখনও কোনও পন্থা অবলম্বন করা তার উচিত নয়। সূতরার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে যে, পরমার্থবাদীদের নিজ নিজ পারমার্থিক পদে অবিলম্বিতভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই যথার্থ পুণ্য, আর যখন পরমার্থবাদী তার অনুমোদিত কর্তব্যে অবহেলা করে সেটিই হচ্ছে পাপ। আন্তরিকতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়কৃত্তিকায়ক সমস্ত সর্ব ত্যাগ করার মনসে যে ব্যক্তি পাপ এবং গুণের এই মানকে গ্রহণ করে, সে স্বভাবতই অশুদ্ধ জড় কর্ম মগ্ন করতে সক্ষম হয়।”

“আমার গুণকীর্তনের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করে, সমস্ত জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি বিরত হয়ে, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল সুখজনক জেনেও সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ ত্যাগে অসমর্থ হলে, আমার ভক্তের উচিত পরম বিশ্বাস ও প্রভুর সহকারে আমার ভক্তনা করে সুখী থাকা। সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় ভোগে রত আমার ভক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল সুখজনক জেনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে,

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন আমার মত অনুসারে সর্বদা ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, তখন তার হৃদয় আমাতে মূঢ়বদ্ধ হয়। এইভাবে তার হৃদয়ই জাগতিক বাসনার কিন্নর হয়। পবনেশ্বর ভগবান রূপে আমি যখন দৃষ্ট হই, তখন হৃদয়গ্রহিণী নির্লিপ্ত হয়, সমস্ত সন্তের হির তির হয়, এবং সকাম ভক্তের কলম খণ্ডিত হয়। সূতরায় যে ভক্ত নিবিষ্ট চিত্তে আমার প্রেমময়ী সেবার রত হয়েছে, ইহলোকের সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণত জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলনের পন্থা তার জন্য নয়। সকাম কর্ম, তপস্যা, জ্ঞানচর্চা, বৈরাগ্য অনুশীলন, যোগভ্যাস, ধ্যান, ধর্মকর্ম এবং জীবনে সিদ্ধি লাভের আর বতসল পন্থার মাধ্যমে বা কিছু লাভ করা যায়, তা আমার হৃদয় আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সহজেই প্রাপ্য হতে পারেন। কোনও ভাবে আমার ভক্ত যদি স্বর্গলাভ, মুক্তি অথবা আমার ঘরে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সহজেই এইরূপ আশীর্বাদ লাভ করেন। আমার ভক্তরা সাধু ব্যবহার সম্পন্ন এবং তারা গভীর ভাবে বুদ্ধিমান, তারা সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট সমর্পিত প্রাণ, আর আমাকে ছাড়া তারা কোন কিছুই কামনা করে না। সেইজন্য আমি তাদেরকে জড়-মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করলেও, তারা তা গ্রহণ করে না। বলা হয় যে, পূর্ণ বৈরাগ্য হচ্ছে মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়। সূতরায় বার ব্যক্তিগত বাসনা নেই, এবং ব্যক্তিগত পুরস্কারের বাসনাও করে না, সে আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত প্রেমময়ী সেবা লাভ করে। আমার চক্ষু ভক্তের মধ্যে এই জগতের ভঙ্গ এবং মল থেকে উদ্ধৃত জড় পুণ্য এবং পাপ থাকতে পারে না, কেননা সে জড় আকাঙ্ক্ষা রহিত, সর্বদা দিব্য চেতনার অধিষ্ঠিত। এক কথায়, এই সমস্ত ভক্তরা জড় বুদ্ধিগত সমস্ত নিষ্ঠুর অতীত পরমেশ্বর আমাতে প্রাপ্য হয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি আমাকে লাভ করার পদ্ধতি স্বয়ং আমার নিকট থেকে শিখেছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করে, তারা মাঝ থেকে মুক্ত হয় এবং আমার নিজদ্বারা উপনীত হয়ে পরম সত্যকে স্বয়ংপ্রদর্শনে উপলব্ধি করে।”



একবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“যাত্রা আমাদের প্রাপ্ত হওয়ার পথ, যেমন ভক্তিবোগ, বিশ্লেষণাত্মক ধর্মান এবং নিয়মিতভাবে নিজ ধর্ম পালন—এই সবই ভ্রমণ করে, আর তার পরিবর্তে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়ভূমিতেই ত্রুতী হয়, সে নিশ্চয় একান্তই ব্রহ্ম জাগতিক জীবনকে চলেতে থাকবে। নিজ অধিকারের প্রতি নিয়ন্ত্রণরূপেই বধ্যার্থ পূর্ণ নামে খ্যাত। পক্ষান্তরে নিজ অধিকার থেকে ক্ষুধাতিই হচ্ছে পাপ। এই দুটি বিষয় এই ভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়।”

“হে নিম্মাণ উদ্ধব, জীবনে কোনটি বধ্যার্থ, তা উপলব্ধি করতে প্রদত্ত সমান বস্তুর মধ্যেও মূল্যায়ন করতে হবে। এইভাবে ধর্মীতি বিরোধে তত্ত্ব-অভিচার বিচার থাকবে। তেমনই, আমাদের সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিজস্ব করা, এবং সেখানকার নির্বাহের জন্য শুভ অন্তত বিচার করতেই হবে। বাক্য জাগতিক ধর্মীতির যোগ্য বহন করছে, তাদের জন্য আমি এই জীবন পথ প্রদর্শন করেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্বাক্ষর জীব পর্যন্ত সমস্ত বস্তু জীবের সেই হচ্ছে চুই, জল, অগ্নি, বায়ু এবং অবকাশ, এই পাঁচটি পার্থক্য উপাদান সমন্বিত। এই সমস্ত উপাদানই এসেছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে।”

“প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জড় সেই একই পঞ্চ উপাদানে গঠিত আর এইভাবে সবই এক হওয়া সত্ত্বেও সেহের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র তাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপের কল্পনা করেছেন, যার মাধ্যমে জীব তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হবে। হে মহাত্মা উদ্ধব, জড় কার্যকলাপ সংবৎ করার জন্য সমস্ত জড় বস্তু, কাল, লেশ এবং সমস্ত ভৌতিক উপাদানের মধ্যে আমিই তরল ও মন্দের বিধান স্থাপন করেছি। স্থানের মধ্যে, কৃষ্ণসার মূল বিহীন, দ্রাক্ষণের প্রতি ভক্তিশূন্য, আবার যেখানে কৃষ্ণসার মূল রয়েছে, কিন্তু প্রভুর ব্যক্তি সেই, কীকটের মতো রাজা এবং সেখানে শুভ্রতা ও শুদ্ধিবল পদ্ধতি

অবহেলিত হয়, মাসোহারা অধুবিক্ত অথবা যে দেশের জমি ধন্য, এ সবই কল্পবিত্ত স্থান বলে পরিগণিত। নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই হোক অথবা উপযুক্ত সামগ্রী লাভ করার মাধ্যমেই হোক, যে নির্দিষ্ট সময় যথোপযুক্ত, তাকেই শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। যে সময় নিজ কর্তব্য সম্পাদনে বিশ্ব বর্জিত থাকেই মনে করা হয় শুদ্ধ। কোন প্রবোধ শুদ্ধতা অথবা অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয় ব্যক্তের দ্বারা, অনুষ্ঠানের দ্বারা, কালের প্রভাবের দ্বারা অথবা আপেক্ষিক মহত্ত্ব অনুসারে অন্য একটি প্রবোধের প্রয়োগের মাধ্যমে। কোন ব্যক্তির কর্মের ও দুর্বলতা, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ, স্থান এবং বৈদিক অবস্থা অনুসারে কোন অশুদ্ধ বস্তু তার ওপর পায়ের প্রতিক্রিয়া আরোপ করতে পারে, আবার না করতেও পারে। শস্য, কাষ্ঠনির্মিত বাসনাদি, অগ্নি নির্মিত বস্তু, সুতে, তরল পদার্থ, অস্ত্রজাত দ্রব্য, চর্ম এবং মুগ্ধবল্যাত দ্রব্য, এই সমস্ত বিভিন্ন দ্রব্য, কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা ভিন্নভাবে অথবা সংমিশ্রণের দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। কোন প্রাণীরক উপাদানের প্রয়োগে যখন কোন অশুদ্ধ বস্তুর দুর্গন্ধ ঘূর্ণ হয়, অথবা নোহো বস্তুর আবরণ ঘূর্ণ করে তার আদি স্বরূপ পুনঃপ্রকাশ করে, তখনই তাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। পান, দান, তপস্যা, ব্রহ্ম, ব্যক্তিগত ক্ষমতা, শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, অনুমোদিত কর্তব্য এবং সর্বোপরি আমার স্বরূপের মাধ্যমে আশুগুণ লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পূর্বে বধ্যবিধি শুদ্ধ হওয়া উচিত। বধ্যবধ জ্ঞান সহকারে উচ্চারিত মন্ত্রই শুদ্ধ, এবং আমাতে অন্তর্ভুক্ত হলে কর্ম শুদ্ধ হয়। এইভাবে স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্মের শুদ্ধিকরণের দ্বারা মানুষ ধর্মপরাগত হয়, এবং এই ছাটি বিষয়ে অবহেলা পরায়ণ ব্যক্তিকে অধ্যাত্মিক দলা হয়।”

“কখনও কখনও পূণ্য পাপ হয়ে যার আবার সাধারণভাবে বা পাপ, তা বৈদিক বিধানবলে পূণ্য রূপে

পরিণামিত হয়। এইরূপ বিশেষ বিধান কার্যকরী হলে তা পাপ এবং পুণ্যের স্পষ্ট পার্থক্য সুসীদ্রুত হবে। উন্নত করে অধিকৃত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ, সেই কার্য পতিত ব্যক্তির জন্য তা নয়। বস্তুবে, যে মাটিতে শাসিত, তার আরও নীচে বাওয়ার সম্ভাবনা থেকে না। তার কেন্দ্রে নিজের স্বভাবজাত জাগতিক স্রবকেই সম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। বিশেষ কোন পাপকর্ম অথবা জাগতিক অব্যবসায় থেকে বিরত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার বহন থেকে মুক্ত হয়। এইরূপ বৈরাগ্য সম্পন্ন জীবন পথ হচ্ছে মানুষের ধর্মিক এবং ব্রহ্মলয়ের জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, আর তা সমস্ত প্রকার ক্রম, মোহ এবং ভ্রম দূর করে।”

“যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীকে কাজ বলে মনে করে, সে নিশ্চয় তার প্রতি আসক্ত হবে। এইরূপ আসক্তি থেকে কামের উদ্ভব হয়, আর এই কাম মানুষের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। কলহ থেকে অসহ্য ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তার পরেই আসে অজ্ঞতার বন্ধকার। মানুষের শুদ্ধ বুদ্ধিকে এই অজ্ঞতা অতি নীচ গ্রাস করে।”

“হে মহাত্মা উদ্ধব, প্রকৃত জ্ঞান বহিঃত ব্যক্তিকে সর্বদারা বলে মনে করা হয়। তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সে ঠিক যুগ ব্যক্তির মতো জড় হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন থাকার জন্য, জীব নিজেকে অথবা অন্য জাটিকে ভ্রমেতে পারে না। সে কৃষ্ণের মতো ওজস্বপূর্ণ স্বার্থ জীবন যাপন করে, তার হৃদয়ের মতো খাস-প্রকাশ গ্রহণ করে। শাস্ত্রে সন্ধ্যা কর্মের বে সমস্ত কলভ্রুতি প্রধান করা হয়েছে, তাতে মানুষের পরম কল্যাণের কথা বলা হয়নি, বরং সেগুলি হচ্ছে শিশুরে ভাল ওষুধ খাওয়াতে মিশ্রি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মতোই কল্যাণজনক ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রলোভন প্রদর্শন মাত্র। কেবল জাগতিক জন্ম লাভ করে মানুষ মনে মনে নিজের ইন্দ্রিয়ভূমি, দীর্ঘাঙ্গ, ইন্দ্রিয় কর্ম, বৈদিক বস, বৌদ্র ক্ষমতা এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি আসক্ত হয়। যা কিছু জীবনের প্রকৃত স্বার্থকে প্রতিহত করে, সেই সর্বের প্রতি তখন তাদের মন মগ্ন হয়ে থাকে। যাত্রা প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা জড় জীবন পাথে ভ্রমণ করে, ক্রমশ অশুদ্ধতার দিকে এগোচ্ছে। মূর্খ হলেও, তারা যদি বেদের বিধানগুলি

বিনীতভাবে লক্ষ্য করে, তবে কোলাহল বেশ তাদেরকে পুনরায় ইন্দ্রিয়ভূমির জন্য উৎসাহিত করবে। বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে না, তারা প্রচুর করে যে, জড় ফল লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী পুণ্যিত বস্তুই হচ্ছে বেদের সর্বোচ্চ জ্ঞান। প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্যক্তির কখনও এই ধরনের কথা বলে না। যাত্রা কাম বাসনা, ধনলীলা এবং লোভে পূর্ণ, তারা কেবল কৃষ্ণকেই জীবনের স্বার্থ বলে মনে করে ফুল করে। অগ্নির তেজে মিত্র হলে এবং তার ধোয়োর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমে তারা তাদের নিজের প্রকৃত পরিচিতিই বুঝে ওঠে না।”

“প্রিয় উদ্ধব, বৈদিক আনুষ্ঠানিকতা লব্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণে বর্তী অনুবোধ বৃদ্ধিতে পাতে না যে, আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমা থেকে অস্তিত্ব এবং আমা হতে উৎপন্ন। বস্তুবে, যাদের দুটি কুরাপার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, এরা হচ্ছে তাদের মতো। তারা ইন্দ্রিয়ভূমির জন্য উৎসর্গিত প্রাপ, তারা আমার দ্বারা বর্ণিত বৈদিক জ্ঞানের গোপনীর সিদ্ধান্ত বৃদ্ধিতে পাতে না। হিংস্রতার প্রভাবে আমাশ নেতে নিজেদের ইন্দ্রিয়ভূমির জন্য ক্ষিণভাবে নির্বীহ পত্রকে যজ্ঞে বান্ধে দেয়। আর এইভাবে তারা দেবতা, পিতৃপুত্র, এবং ভূতপ্রভেদের নেতাদের পূজা করে। বৈদিক বন্ধ পদ্ধতিতে এইরূপ হিংস্রতার জন্য রজোতপকে কখনই উৎসাহিত করা হয়নি। মূর্খ ব্যবসায়ী যেমন জনস্বার্থ মনগড়া ব্যবসায়ের তার আসল স্বার্থ ব্যর করে, তেমনই মূর্খ লোকেরা জীবনের স্বার্থ মূল্যবান সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে স্বর্গে উপনীত হতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধে ভ্রমণ করতে খুব সুন্দর হলেও বাস্তবে তা অসত্য, ব্রহ্মের মতো। এইরূপ বিভ্রান্ত মানুষ তাদের হৃদয়ে সন্ধান করে যে, তারা সমস্ত প্রকার জড় আশীর্বাদ লাভ করবে। যাত্রা জাগতিক সন্ত, বন্ধ এবং তথোপশে অধিকৃত, তারা সন্ত, বন্ধ এবং তথোপশে প্রকাশকারী ইজ্ঞানি দেবগণ এবং অন্যান্য বিশেষ বিগ্রহের উপাসনা করে থাকে। তবে, সূর্যকণে আমার উপাসনা করতে কিছু ওরা স্বার্থ হয়। দেবতা উপাসকরা তাতে, “আমরা এই জীবনে দেবতা পূজা করব, আর আমাদের সম্পাদিত যজ্ঞের ফলে আমরা স্বর্গে গমন করে সেখানে উপভোগ করব। বহন

ভোগ শেষ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে কি হবে এসে
সম্রাট যবে মহান গৃহস্থ কবে জন্ম গ্রহণ করবে।”
অত্যন্ত গর্বিত এবং সোভী হওয়ার জন্য এই সমস্ত
লোকেরা বেদের পুণ্ডিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়।
পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে আমার বিশ্বাসে তারা অকুণ্ট
নয়। তিনভাবে বিভক্ত বেদ প্রকাশ করে যে, স্বীয় হচ্ছে
ওক্টিয়র আখ্যা। বেদ- তত্ত্বদ্রষ্টব্য এবং মন, কিন্তু
এই বিষয়ে পরোক্ষভাবে আলোচনা করে, আর এইরূপ
গোপনীয় বর্ণনার আমিও খুশি। বেদের দিব্য শব্দ
উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুর্লভ এবং তা গ্রহণ, ইন্দ্রিয় এবং
মনের বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়। বেদের এই শব্দ
অসীম, অত্যাশ্চর্য্য গভীর এবং ঠিক সমুদ্রের মতো
অপরিমেয়। অসীম, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বশক্তিমান
পরমেশ্বর ভগবান রূপে সর্বাঙ্গীণের হৃদয়ে নিবাস করে,
বাহ্যিকভাবে আমি সমস্ত জীবের মধ্যে ঐক্যের রূপী
বৈদিক শব্দধ্বনি প্রতিষ্ঠিত করি। পঞ্চমালের তত্ত্বের সূত্রের
মতো, সূক্ষ্মরূপে একে অনুভব করা যায়। ঠিক একটি
মাকড়সা বেমন তার হৃদয়েখিত লাল দ্বারা মুকুর
মাধ্যমে জাল বিস্তার করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান
দিবা আনন্দপূর্ণ এবং সমস্ত বৈদিক ছন্দ সমন্বিত আদি
প্রাণবায়ুর অনুরণন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।
এইভাবে ভগবান তাঁর হৃদয় আকাশ থেকে মনের মাধ্যমে
মহান এবং অসীম বৈদিক শব্দ সৃষ্টি করেন, যা হচ্ছে
স্পর্শাদি দিব্য শব্দ সমন্বিত। ঐক্যের থেকে ব্যক্তন, স্বয়ং

ঐক্য এবং অর্থবহ কর্মমালা সমন্বিত বৈদিক শব্দ সমস্ত
শাখায় বিস্তৃত। তারপর বেদকে অনেক বিভিন্ন শাখা
দিয়ে বিভাজিত করা হয়েছে, তা আবার বিভিন্ন ছন্দে,
প্রত্যেকটি পূর্বেরটির অপেক্ষা চারটি করে আরও
বর্ধমান্বিত। অবশেষে ভগবান তাঁর নিজের মধ্যে বৈদিক
শব্দের প্রকাশকে পুনরায় সংকলন করে নেন। বৈদিক
ছন্দসমূহ হচ্ছে গায়ত্রী, উষিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি,
ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিছন্দ, অত্যাতি, অতিজগতী এবং
অতিবিরটি। সারা বিশ্বে একমাত্র আমি ছাড়া বৈদিক
জ্ঞানের শুণ্ড উৎকল্যা বাস্তবে কেউ বোঝে না।
কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক বিধানের বেদে প্রকৃতপক্ষে কী বল
হয়েছে, যা উপাসনা কাণ্ডে যে পূজা পদ্ধতি পাওয়া
গিয়েছে তাতে কী বস্তুকে আসলে সৃষ্টিত করছে, অথবা
বেদের জ্ঞানকাণ্ডে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন
বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মানুষ তা
জানে না। আমিই বেদ কর্তৃক আদিত্য ব্রহ্মানুষ্ঠান, এবং
আমিই উপাস্য বিষয়। বিভিন্ন দার্শনিক অনুমান রূপে
আমাকেই উপস্থাপন করা হয়, এবং আমিই দার্শনিক
বিষয়বস্তুর দ্বারা বস্তুত হই। দিব্য শব্দভর, এইভাবে
সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সমাধা রূপে আমাকেই প্রতিষ্ঠিত
করে। কেসমুহ, সমস্ত জড় স্বপ্নকে আমার মায়াশক্তি
ছাড়া কিছুই নয়, এইরূপে বিভাজিত বিশ্লেষণ করে,
অবশেষে এই সমস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহ্বান করে
তাঁদের নিজ নিজ সত্যটি লাভ করেন।”



দ্বাবিংশতি অধ্যায়

জড় সৃষ্টির উপাদান

উক্ত প্রশ্ন করাগেল—“হে ভগবান, হে জগৎপতি,
অবিগণ সৃষ্টির কতগুলি বিভিন্ন উপাদান গণনা করেছেন?
আমি স্বয়ং আপনাকে কল্যাণ করতে ওনেতি সেগুলি হচ্ছে
সর্বশ্রেষ্ঠ আঠাশটি—ঐশ্বর্য, জীবাশ্মা মনস্তত্ত্ব মিথ্যা অহংকার,

পাঁচটি কুল উপাদান, মশটি ইন্দ্রিয়, মন, অনুভূতির পাঁচটি
সূক্ষ্ম উপাদান, এবং প্রকৃতির তিনটি ওণ। কোন কোন
মহাজনগণ বলেন যে, ছাব্বিশটি উপাদান রয়েছে, কেউ
বলেন পঁচিশটি, নয়টি, ছয়টি, চারটি অথবা এগারোটি,

আবার কেউ কেউ বলেন, সত্তেরো, ষোল, অথবা
তেরোটি। অবিগণ যখন এত ভিন্নভাবে সৃষ্টির
উপাদানগুলির হিসাব করেছেন, তখন তাঁদের নিজ নিজ
মনে কী ছিল? যে পরম নিত্য, অনুরূপ করে এটি
জ্ঞান রাখা করুন।”

ভগবান ত্রীকূট উত্তর দিলেন—“জড় উপাদানগুলি
সর্বত্র বর্তমান থাকার জন্য, বিভিন্ন বিদ্যমান ব্রাহ্মণদের
বিভিন্নভাবে তার বিশ্লেষণ করাও যুক্তিযুক্ত। এইরূপ
সমস্ত দার্শনিকরা আমার অলৌকিক শক্তির দ্বারা
কেইকথা বলেন, তাই তাঁরা সত্যের বিরোধ না করে
যা কিছুই বলতে পারেন। দার্শনিকরা যখন তর্ক করে,
“তুমি যেভাবে করে থাকে, সেইভাবে আমি এই বিশ্বে
কেইকথা বিশ্লেষণ কর পছন্দ করি না”; তেমনমাত্র আমার
দুরতিক্রমণীয় শক্তিসমূহ তাদেরকে বিরোধাত্মক বিরোধ
করতে প্ররোচিত করে। আমার শক্তির মিথুনিয়ার কলে
বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধি আমাতে
নিবদ্ধ, এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাদের মিকট থেকে পৃথক
অনুভূতি কিছুই হয় এবং তার কলে তর্কের কারণটিই
তিরোহিত হয়। হে নবজ্যেষ্ঠ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল
উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করার বলে,
দার্শনিকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে প্রাথমিক জড়
উপাদানগুলির সংখ্যা বিভিন্ন ভাবে হিসাব করতে পারেন।
জড় সৃষ্টির সূচনা হয় ক্রমাগত সূক্ষ্ম থেকে স্থূল
উপাদানের প্রকাশের মাধ্যমে, তাই সমস্ত সূক্ষ্ম জড়
উপাদান কার্ভত তাদের স্থূল কার্ভের মধ্যে বর্তমান, আর
সমস্ত স্থূল উপাদান তাদের সূক্ষ্ম কার্ভের মধ্যেই রয়েছে।
এইভাবে যে কোন একক উপাদানের মধ্যে সমস্ত জড়
উপাদান আমরা পেতে পারি। অতএব এই সমস্ত
চিত্তবিন্দুর খাঁরই বলুন, আর তাঁদের হিসাবের মধ্যে
জড় উপাদানকে পূর্বের সূক্ষ্ম কার্ভের মধ্যে অথবা তাঁদের
পদবতী প্রকাশের উৎপাদনের মধ্যেই সমন্বিত রাখুন না
কেন, তাঁদের সিদ্ধান্তকে আমি যথার্থ বলে মনে করি,
কেননা প্রতিটি বিভিন্ন স্তরের জন্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সর্বদাই
প্রদান করা হয়। যে বৃষ্টি আদ্যিকাল থেকে অজ্ঞাতার
দ্বারা আবৃত রয়েছে তার পরে আত্মোপলব্ধি লাভ করা
সম্ভব হয় না, অন্য কোন তত্ত্বদ্রষ্টা পৃথক তাকে পরম
সত্যের জ্ঞান প্রদান করে থাকে। জাগতিক সত্ত্বগুণের

জ্ঞান অনুসারে জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে কোন গুণগত
পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের কারণ
হচ্ছে অনর্থক কল্পনা মাত্র। জড় ত্রিগুণের সাময়িক গুণ
থেকেই প্রকৃতি বর্তমান, যা কেবল প্রকৃতির জ্ঞানই
প্রয়োজ্য, চিগ্রয় জীবদ্বার জ্ঞান নয়। সন্ধ, রজ, এবং
তম—এই গুণগুলি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের
জন্য কার্যকরী কারণ। এই জগতে সত্ত্বগুণকে জ্ঞানরূপে,
রজোগুণকে সক্রিয় কর্মরূপে এবং তমোগুণকে
অজ্ঞতরূপে বোঝা যায়। কাল অনুভূত হয় প্রকৃতির
গুণগুলির বিস্তৃত মিথুনিয়া রূপে, এবং সমস্ত কার্যকরী
প্রকৃতি তুলি হচ্ছে আদিসূত্র অথবা মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত।
আমি নয়টি প্রাথমিক উপাদানের বর্ণনা করেছি, সেগুলি
হচ্ছে ভোক্তারূপী আত্মা, প্রকৃতি, প্রকৃতির আদি প্রকাশ
মহত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি।”

“হে প্রিয় উক্তব। চন্দ্র, কপ, নাসিক, জিহ্বা এবং স্বক,
এই পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর শব্দ, পাণি, উপস্থ, গায়ু
এবং গন্ধবৃণ, এই পাঁচটি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়। মন উভর
বিভাগেই রয়েছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ
এগুলি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়, এবং গতি, বাক্য,
মলমূত্র গুণ, এবং নির্বাণ এগুলি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়ের
কার্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি সন্ধ, রজ এবং তমোগুণের
মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের
মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকাশের
মিথুনিয়ার মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল মাত্র প্রকৃতির
প্রতি ইচ্ছা করেন। মহৎ তত্ত্ব আদি জড় উপাদানগুলি
পরিবর্তিত হয়ে পরমেশ্বরের ইচ্ছা থেকে তারা বিশেষ
বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির শক্তির দ্বারা মিশ্রিত
হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে।”

“কোন কোন দার্শনিকের মতে সাতটি উপাদান
রয়েছে, যেমন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ,
তার সঙ্গে রয়েছে ষেডন জীবাশ্মা এবং পরমাশ্মা, যিনি
হচ্ছেন জড় উপাদান সমূহ এবং সাধারণ জীবাশ্মা
উভয়েই ভিত্তি স্বরূপ। এই তত্ত্ব অনুসারে সেহ, ইন্দ্রিয়,
প্রাণ বায়ু এবং সমস্ত জড় প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়েছে এই
সাতটি উপাদান থেকে। জ্ঞানী দার্শনিকগণ বলেন যে,
‘ছয়টি উপাদান রয়েছে—পাঁচটি ভৌতিক উপাদান (ভূমি,
জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ) এবং বট উপাদান হচ্ছেন

পরমেশ্বর ভগবান। উপানয়নসময় সমগ্রিত সেই পরমেশ্বর নিজের শরীর থেকে উপানয়নগুলিকে প্রকাশ করে, এই জ্ঞানাত্মক সৃষ্টি করেন এবং তারপর তিনি স্বয়ং তার মধ্যে প্রবেশ করেন। কোন কোন দার্শনিক চারটি প্রাথমিক উপানয়নকে অস্তিত্বের প্রকৃতি নিয়ে ধাক্কা, যার তিনটি হচ্ছে—অগ্নি, জল এবং ভূমি—সেগুলি চতুর্থ অর্থাৎ স্বয়ং থেকে প্রকাশিত। এই উপানয়নগুলির অস্তিত্বের ফলেই প্রপঞ্চের প্রকাশ সাধন করে থাকেন, যার মধ্যে সমস্ত জড় সৃষ্টি সংঘটিত হয়। কেউ কেউ সত্তেটি প্রাথমিক উপানয়নের আন্তর্যের হিসাব করে থাকেন, যেমন পাঁচটি বুল উপানয়ন, পাঁচটি অনুভূতির উপানয়ন, পাঁচটি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা হচ্ছে সপ্তদশ উপানয়ন। বোলাটি উপানয়নের হিসাব অনুসারে, পূর্বের তত্ত্ব থেকে পার্থক্য হচ্ছে, কেবলমাত্র মনকে আত্মার সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। আমরা যদি পাঁচটি ভৌতিক উপানয়ন, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, একক আত্মা এবং পরমেশ্বর—এই অনুসারে চিন্তা করি তাহলে তেরোটি উপানয়ন পাওয়া যায়। এগারোটির গণনায়, রয়েছে আত্মা, বুল উপানয়ন এবং ইন্দ্রিয় সকল। আটটি সূক্ষ্ম এবং বুল উপানয়নের সঙ্গে পরমেশ্বরের যুক্ত হয়ে নয়টি হয়। এইভাবে মহান দার্শনিকগণ জড় উপানয়নকে ব্যবস্থাপনায় বিভাজন করেছেন। তাঁদের সমস্ত প্রত্যাবর্তী ন্যায়-সঙ্গত, কেননা সে সমস্তই যথেষ্ট দৃষ্টিসহকারে উপলব্ধিগত। বাস্তবে, যথার্থ বিধানগণের নিকট থেকে এই রূপ দার্শনিক বুদ্ধিমত্তাই কাম্য।”

শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—“হে কৃষ্ণ, প্রকৃতি এবং জীবজন্তু অসংখ্য পৃথক হলোও, মনে হয় উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা দেখা যায় যে, এরা একে অপরের মধ্যে অবস্থান করে। এইভাবে মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে আত্মা এবং আত্মার মধ্যে প্রকৃতি বর্তমান। হে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ। হে সর্বজ্ঞ ভগবান। আপনি অনুগ্রহ করে আমার চরণস্থ মস্ত শ্রবণে আপনাকে আমার কাছে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশক নিজ বাক্য দ্বারা ছেদন করুন। কেননা আপনার নিকট হতেই জীবের জ্ঞানের উৎস হয়, আবার আপনার শক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান অর্জন হয়। বাস্তবে, আপনিই কেবল আপনার দ্বারা শক্তির প্রকৃত স্বতন্ত্র বৃত্তান্তে সক্ষম।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে পুরুষোত্তম, জড় প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতির গুণের বিশেষভাবগত এই দৃশ্যমান ভগ্ন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রিয় উদ্ধব, আমার ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান শক্তি, গুণ সমূহের মাধ্যমে বহুবিধ সৃষ্টি, আর তা অনুভব করার জন্য বহুবিধ চেতনার প্রকাশ করে। জড় পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশিত ফলাফল অস্থায়িক, অধৈর্যিক এবং অধিতোষক—এই তিনভাবে বোঝা যায়। দৃষ্টি শক্তি, দৃশ্যমান রূপ, এবং চক্ষু রঙের মধ্যে প্রতিফলিত সূক্ষ্ম রূপ, এই সকলে একত্রে কাল কণ্ঠে একে অন্যরকম প্রকাশিত করে। কিন্তু যখন সূর্য অস্তকাল কালে আকাশে নিয়মান থাকে। তেমনই সমস্ত জীবের আদি কারণ, পরমাত্মা, যিনি সকলের থেকে ভিন্ন, তিনি তাঁর নিজের দ্বিত্ব অতিক্রমের আলোকে পরম্পর প্রকাশমান বস্তু সমূহের প্রকাশের অধিনায়ক। তেমনই, জ্ঞানেন্দ্রিয়, যেমন স্বকৃ, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, এবং নাসিকা—সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া, যেমন বস্তু চেতনা, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই সমস্তকেই ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেহ, এইরূপ ত্রিবিধ পার্থক্য অনুসারে বিবেচনা করা যায়। প্রকৃতির তিন গুণ বিকৃত হওয়ার ফলে, তা পরিবর্তন হয়ে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিবিধ পর্যায়ে অহংকার নামক উপানয়ন উৎপন্ন হয়। অপ্রকাশিত প্রধান থেকে যখন তত্ত্ব, আর এই মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রকার জড় ময়্যা এবং জীবের সৃষ্টি করে। দার্শনিকদের মনোভাষ্য বুদ্ধি-উর্ধ্ব—‘এই জগৎ সত্য,’ ‘না, এটি সত্য নয়’—হচ্ছে পরমাত্মা সবচেয়ে অপূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক, আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বস্তুকে উপলব্ধি করা। এইরূপ তর্ক অর্থহীন হলোও, যারা আমার প্রতি বিশ্বাস করে আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে, তারা তা ত্যাগ করতে অক্ষম।”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“হে পরম প্রভু, যাদের বুদ্ধি সকল কর্মের প্রতি উৎসর্গিত, তারা নিশ্চয় আপনার প্রতি বিশ্বাস হয়েছিল। এইরূপ ব্যক্তিরা তাদের জড়বস্তুর জন্য কীভাবে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করে এবং সেই সমস্ত দেহ ত্যাগ করে তা আমার নিকট অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন। হে গোবিন্দ, মুখ লোকের জন্য এই সমস্ত বিষয় কেমন অত্যন্ত কঠিন। ইহলোকের মায়ার

দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তারা সাধারণত এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হয় না।”

ভগবান ক্রীকৃষ্ণ বললেন—“মানুষের জড় মন তৈরি হয় সকল কর্মের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। পক্ষেতির সহ সে এক জড় দেহ থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করে। চিত্তর আত্মা, এই মন থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করে। সকল কর্মের প্রতিক্রিয়ার বস্তু মন সর্বদা যেখানে এ জগতে দেখা যায় এবং বোধবিগমের নিকট থেকে প্রকৃত, উভয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিষয়েরই ধ্যান করে। তার ফলে মন তার অনুভূতির বিষয় সহ সৃষ্টি হয় এবং বিন্যাসের ক্রম ভোগ করে বলে মনে হয়, আর এইভাবে তখন জড়ীভূত এবং ভবিষ্যতের পার্থক্য নিকটবর্তনের ক্ষমতা অর্জন করে। জীব বস্তু বর্তমান শরীর থেকে নিজ কর্ম সৃষ্ট পরবর্তী শরীরের গমন করে, তখন সে নতুন দেহের আনন্দময় এবং দুঃখপ্রদ অনুভূতিতে মগ্ন হয় এবং পূর্ব দেহের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। কোন ন কোন কারণ সংঘটিত পূর্বের জড় পরিচিতির সার্বিক বিস্মৃতিকে কখন হয় মৃত্যু।”

“হে শ্রেষ্ঠ যাতা উদ্ধব, নতুন দেহের সঙ্গে জীবের সখ্যিক পরিচিতিরকেই কেবল জ্ঞান বলে। স্বপ্ন বা উদ্ভূত ব্যাপারকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে গ্রহণ করার মতো জীব নতুন দেহ গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে থাকে। কোন ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন বা দিবসের অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্বের স্বপ্ন বা দিবসের কোন কিছুই মনে রাখে না, তেমনই বর্তমান দেহে অবস্থিত ব্যক্তির পূর্ব অস্তিত্ব থাকে সত্ত্বেও সে মনে করে যে, তার অবিচল অস্তিত্ব সাংপ্রতিক। ইন্দ্রিয় সমূহের বিশ্রাম বুল মন একটি নতুন দেহের সঙ্গে পরিচিতির সৃষ্টি করেছে, যা হচ্ছে ত্রিবিধ জড় বৈচিত্র্য যথা উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণী সমন্বিত, আর তা দেখে মনে হয়, আত্মার বস্তুবস্তুর মধ্যে তা উপস্থিত। এইভাবে তা সবই নিজ সৃষ্ট অসং পুরের জগৎ দান করার মতো, বাহ্যিক এবং আত্মাত্মীয় বস্তু।”

“প্রিয় উদ্ধব, কালের প্রবাহে জড়দেহের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়ে চলেছে, যার গতি অনুভবযোগ্য নয়। কিন্তু কালের সূক্ষ্মতা হেতু, কেউ তা দেখতে পার না। মোমবাতির শিখা, নদীর প্রবাহ অথবা বৃক্ষের কালের মতো সমস্ত জড় দেহের বিভিন্ন পর্বে পরিবর্তন সংঘটিত

হয়। নীপের আলোক অসংখ্য কিরণের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, পরিবর্তন এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মায়াজাত বুদ্ধি সম্পন্ন, আলোক দেখেই অনর্থক বলে উঠবে, ‘এই জে নীপের আলোক।’ চলমান নদীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিনিয়ত নতুন জল আসছে আর বহনুরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বোকা লোকেরা নদীর একটি জায়গা দেখে অনর্থক বলে উঠবে, ‘এই জে নদীর জল।’ তেমনই, মানুষের জড় দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকলেও, যারা তাদের জীবনকে অনর্থক অপচয় করছে, তারা ভাবে, আর বলে যে, মানুষের দেহের প্রতিটি অবস্থাই বস্তুব পরিচয় জ্ঞাপক। বাস্তবে মানুষ তার অতীত কর্মের বীজ থেকে জন্মায় না, আবার অমর হওয়া সত্ত্বেও মর্য্যে যায়, জন্ম-ও নয়। ঠিক যেমন জ্বালানী কাঠের সম্পর্কে আগুনকে দেখে মনে হয় তার গুণ হল তার তারপর গণ্য হতে দেন, তেমনই আমার দ্বারা জীব জন্মচ্ছে এবং যারা কাচ্ছে এইরূপ প্রতিভাত হয়। পর্ডসকরে, পর্ডবাকল কাল, কল্ম, শৈশব, কৌমার, বৈশ্ব, যুগ বয়স, বার্ধক্য এবং মৃত্যু এই নয়টি হচ্ছে দেহের পর্যায়। জড় দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন হলেও জড় সঙ্গ প্রত্যবে অভিজ্ঞতা হেতু জীব নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ বলে মনে করেন। সমগ্রিৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এইরূপ মনোবৃত্তি দূরীভূত ত্যাগ করতে সক্ষম হন। নিজের পিতার ন পিতামহের মৃত্যুর দ্বারা নিজের মৃত্যু সবচেয়ে অনুমান করা যায়, এবং নিজের পুত্র জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের নিজের জন্মের অথবা উপলব্ধি করতে পারি। যে ব্যক্তি জড়দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশ সবচেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি আর এই সমস্ত দ্বন্দ্ব প্রভাবিত হন না। যে ব্যক্তি বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম এবং অগ্নিশেখের পরিণত অথবা মৃত্যুর মৃত্যু পর্যন্ত বর্ণনা করতে পারেন, তিনি নিশ্চিতরূপে সেই বৃক্ষটি থেকে পৃথক এবং স্পষ্ট পর্যবেক্ষক হতে পারেন। একইভাবে যিনি জড়দেহের জন্ম এবং মৃত্যুর সাক্ষী হতে পারেন, তিনি তা থেকে পৃথক থাকেন। বুদ্ধিহীন মানুষ নিজেকে জড় প্রকৃতি থেকে ভিন্ন রূপে বুঝতে অক্ষম হয়ে ডাবে প্রকৃতিই বাস্তব। প্রকৃতির সম্পর্কে এসে সে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয় এক জাগতিক জীবন চক্রে প্রবেশ করে। সকল কর্মের জন্য বহুজীবকে বিভিন্ন ঘোষিতে

হয়ন করানো হয়, সবুওপের সংযোগে সে যদি বা দেবতাদের মধ্যে, রাজ্যতপের সংযোগে দেবতা অথবা মানুষকণে এবং তমোওপের সঙ্গ প্রভাবে সে ভূতপ্রেত অথবা পত্ন জগৎ লাভ করে। কাউকে মৃত্যু করতে বা গাইতে দেখে যেমন মানুষ অনুকরণ করতে পারে, তেমনই, আত্মা কখনই জড় কর্মের কর্তা নয়, তা সবেও সে জড় বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, সেই গুণগুলির অনুকরণ করতে বাধ্য হয়।”

“হে মশাই বশেখ, আশোষিত জলে প্রতিফলিত বৃক্ষের কল্পমান ছায়া, অথবা নিজে ঘুরতে থাকলে পৃথিবী ঘুরছে বলে মনে হওয়া, অথবা কলনা বা বধ জগতের মধ্যে আত্মার জড় জীবন এবং তার ইন্দ্রিয়তৃষ্ণার আভিজাত্য, এ সবই বাস্তবে মিথ্যা। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃষ্ণার ধ্যানে, জড় জীবনের চাকনার মধ্য, সেই ব্যাপারগুলির দৃষ্টিতে অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, ঠিক দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো অর্থাৎ তার মনে থেকে বিদূরীত হয় না। সুতরাং, হে উদ্ধব, জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা করতে চেষ্টা করো না। সেখা জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক

মায়ী কীভাবে আমাদের আত্মোপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অসং লোকেশের দ্বারা অবহেলিত, অপমানিত, উপহাসিত অথবা হিংসিত হলেও, অথবা অজ্ঞ লোকেশের দ্বারা বার বার প্রহারের দ্বারা ক্ষোভিত, বন্ধনগ্রস্ত হয়ে, অথবা নিজের পেণা থেকে বঞ্চিত হয়ে, ধু ধু বা প্রলোভনের দ্বারা কলুষিত হলেও, যিনি জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে বাসনা করেন, এই সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পারমার্থিক স্তরে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“হে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, অনুগ্রহ করে আমার বলুন, কীভাবে আমি এটি ব্যয়ব্যতাবে উপলব্ধি করতে পারব। হে বিদ্বান্না, জড় জীবনে ব্যক্তিগত স্বভাব অত্যন্ত কলবান, তাই অজ্ঞ ব্যক্তির তীব্র বিরুদ্ধে অপরাধ করলে, তা সহ্য করা, এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ হয়। কেবলমাত্র আপনার উক্তর যারা আপনার প্রেমময়ী সেবার মধ্য, এবং যারা আপনার পদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই এইরূপ অপরাধ সহ্য করতে সক্ষম।”

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত

শ্রীল শুকদেব গোবিন্দী বললেন—“মুখ্য মশাই, ভগবান মুকুন্দকে তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব, এইরূপ সপ্রভভাবে অনুরোধ করলে, তিনি তাঁর সেবকের বাকের বশবর্তী স্বীকার করেন। তখন ভগবান, তাঁর বীর গাথা শ্রেষ্ঠ প্রবণীয়ে, তিনি তাঁকে উত্তর দিতে শুরু করলেন।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“হে বৃহস্পতি শিষ্য, আত্মরিক অর্থে এ জগতে এমন কোন সাধু নেই, যিনি অসত্য লোকেশের অপমানজনক কণায় বিব্রত হওয়ার পর তাঁর মনকে পুনরায় সুস্থিত করতে সক্ষম। তাঁকে যখন বন্ধ ভেদ করে হস্তে প্রবেশ করলে যে যন্ত্রণার

সৃষ্টি হয় অসত্য লোকেশের অপমানজনক কণা বাক্যবান হলেই অনুভব করে তখনোপেক্ষা অতিক্রম করার কারণ হয়। প্রিয় উদ্ধব, এই ব্যাপারে একটি খুব মূল্যবান কাহিনী রয়েছে, আমি এখন তোমাকে সেটি বর্ণনা করব। তুমি অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।”

“একদা জৈনিক সন্ন্যাসী অসং লোকেশের দ্বারা বহুভাবে অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করছিলেন যে, তিনি অতীতের নিকটকর্তার ফল ভুগছেন। তিনি কী বললেন, তারই কাহিনী আমি এখন তোমার নিকট বলব। এক সময় অবন্তী নগরে

একজন সমস্ত ঐশ্বর্য সমৃদ্ধিত খুব ধনী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কৃপণ—কামুক, লোভী আর ক্রোধপ্রবণ। তাঁর ধর্মকর্ম এবং বৈধ ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা রহিত গৃহে, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও অতিথিরো কখনও, এমনকি বৈবিকভাবেও স্বাধাযক সন্তান লাভ করেনি। যথা সময়ে তাঁর নিজের দৈহিক পরিভূক্তিও তিনি অনুমোদন করতেন না। তিনি এত কঠোর হস্ত্য এবং কৃপণ ছিলেন যে, তাঁর পুত্রগণ, কটুশপণ, স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যরা তাঁর প্রতি ক্ষত্রভ্য বোধ করতে শুরু করেন। এইভাবে বিষয় হয়ে তারা কখনও তাঁর সঙ্গে মেহবৃত্ত করতে পারত না। এইভাবে সেই বৃক্ষের সম্পদ রক্ষার মধ্যে কৃপণ ব্রাহ্মণের উপর পারিবারিক পক্ষযজ্ঞের অধিব্যবস্থা ব্রহ্ম হন, তার ফলে সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক এবং পরলোকে কোনরূপ সঙ্গতি প্রাপ্ত না হয়ে ধর্মকর্ম এবং সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা বঞ্চিত হন। হে ব্রহ্মানুভব উদ্ধব, তাঁর এইরূপে দেবতাগণের প্রতি অবহেলার জন্য তিনি সমস্ত প্রকার পুণ্য এবং সম্পদ রহিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুণ্যপুণ্য তত্ত্বান্ত অস্তিত্ব হারা সঞ্চিত সমস্ত কিছুই বিনষ্ট হয়েছিল। হে উদ্ধব, সেই তৎকালবিত্ত ব্রাহ্মণের সম্পদের কিছু অংশ তাঁর আত্মীয় স্বজন সঞ্চল করেছিল, কিছু অংশ নিয়েছিল চোরেরা, কিছু অংশ সৈব-সুর্বিপাকে নষ্ট হয়েছিল, কিছুটা নষ্ট হয়েছিল কালের প্রভাবে, কিছু অংশ নিয়েছিল কনসাগরায় আর কিছু অংশ নিয়েছিল প্রাণসনিক কর্তা ব্যক্তির। অবশেষে সেই ধর্মকর্ম ও ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা রহিত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হলে, তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে দুঃসহ উদ্বেগে পড়িত হয়েছিলেন। সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি নিদারুণ ক্ষণা এবং অনুশোচনা বোধ করছিলেন। অশ্রুপ্রাণায় তাঁর কষ্ট বৃদ্ধ হয়ে, তিনি তাঁর ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করতে থাকেন। তখন তাঁর মাথা এক তীব্র কৈরাণের উপর হয়।”

সেই ব্রাহ্মণ বললেন—“হায়, কি মহাদুর্ভাগ্য আমার! অর্পের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে নিজেকে কেবল কৃপা কষ্ট প্রদান করেছি, আর সে অর্ধ কিন্তু আমার ধর্মকর্ম অথবা জাগতিক ভোগের জন্যও উদ্ভিষ্ট ছিল না। সাধাশ্রম, কৃপণের ধন কখনও তাকে সুখ প্রদান করে না। ইহজগতে তা আত্মকেন্দ্রের কারণ হয়, আর তারা

মারা গেলে সেই ধন তাদেরকে নরকে প্রেরণ করে। একটুখানি শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের কারণে যেমন মানুষের আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয়, তিক তেমনই ব্যাতিমান মানুষের ব্যবহার্য সুখ্যাতি এবং ধর্মপরাগণ ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু প্রাণসম্মার গুণাবলী দেখা যায়, তা সবই নষ্ট হয়ে যায় কেবল একটুখানি লোভের জন্য। সম্পদ উপার্জনে, তা লাভ করে, বর্জন করে, রক্ষা করতে, ব্যয় করতে, তার লোকসান হলে এবং তা ভোগ করতে গিয়ে, সমস্ত মানুষই প্রচণ্ড পরিশ্রম, ভয়, উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি অনুভব করে থাকে। সম্পদের লোভে মানুষ পালকটি অবাঞ্ছিত গুণের দ্বারা কলুষিত হয় যেমন, চৌর্য, হিংস্রতা, মিথ্যা কাক্ষ, কপটতা, স্বয়ং বাসনা, ক্রোধ, বিভ্রান্তি, পর্ব, কসহ, শত্রুতা, অবিদ্যা, হিংসা, এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা সংঘটিত বিপদসমূহ। এই সমস্ত গুণাবলী অব্যঞ্চিত হলেও মানুষ অনবর্তক সেতুলির প্রতি মূল্য আরোপ করে। সুতরাং যিনি জীবনের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অকালীনীয় জড় ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাকা। মানুষের জ্ঞান, ভাব, পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধব, যারা তার সঙ্গে মেহের সম্পর্কে আবদ্ধ, এমনকি তারাও একটি মুদ্রা নিয়ে ক্ষত্রভ্য করে শুংক্সাং তাদের মেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে। সামান্য কিছু অর্পের জন্যও এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অত্যন্ত ক্রিষ্ট হয়ে তাদের ক্রোধপ্রিয় জ্বলে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে খুব সফর তারা প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের জবাবদেয়, সব ত্যাগ করে যুদ্ধভ্রমণে একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে, ইত্যাদি পর্যন্ত করতে পারে।”

“যারা দেবগণের প্রার্থনীর মনুষ্য জীবন লাভ করে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তারা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের অবহেলা করেন, তবে তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রকৃত স্বার্থ বিনষ্ট করছেন, আর এইভাবে তাঁরা চরম দুর্ভাগ্য লাভ করেন। স্বর্গ এবং মুক্তির দ্বারদেশ, এই মনুষ্য জীবন লাভ করে কোন মরণশীল ব্যক্তি জড় সম্পদ রূপ, জন্মময় জগতের প্রতি বেজার আসক্ত হবেন? যে ব্যক্তি তার সম্পত্তির বৈধ অংশীদার, যেমন—দেবগণ, অধিগণ, পূর্বপুরুষগণ এবং সাধারণ জীবেরা, আর সেই সঙ্গে তার জাতিগোষ্ঠী, কুটুম্ব এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং—

তাদের নিকট সূচীভাবে বিতরণ করতে অসমর্থ হয়। সে তার সম্পত্তি কেবল বন্ধের মতো রক্ষা করতে তার ক্ষমতা পড়েন হবে। সুখে সাধারণ ব্যক্তির উত্তম অর্থ, হৌকন এবং সৈনিক শক্তি বিধি লাভের জন্য উপযোগ করতে সক্ষম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করে, আরও অর্থের জন্য প্রচেষ্টা করে এই সমস্তই বুঝা অপচয় করেছি। এখন আমি বুঝ, আর কী লাভ করতে পারব। সুখিমান ব্যক্তি অর্থ লাভের প্রচেষ্টায় কোন প্রতিনিয়ত বুঝা ক্রম ভোগ করবেন? বাস্তবে, সারা জীবনই করণে মাত্রা শক্তির ব্যাধি অত্যন্ত বিস্তারিত। যে ব্যক্তি সুখের দ্বারা কবলিত তার জন্য ধন অর্থবা ধন লাভের, ইতিমধ্যেই অর্থের ইতিমধ্যেই লাভ, অথবা সেই বন্ধ, যা কোন প্রকার সক্ষম কর্ম, যা তার এই জীবনে পুনরায় অন্য গ্রহণের কারণ মাত্র হয়, তার এই সমস্ত কিছু কী প্রয়োজন?"

"সর্বদেব সমাধিত পথ পূর্ব ভগবান শ্রীহরি নিত্য আমায় প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে এই ক্রোধান্বিত অবস্থার অন্তরন করেছেন এবং আমাকে বৈরাগ্য অনুভব করতে বাধ্য করেছেন, যে বৈরাগ্য হচ্ছে আমাকে ভবমানের থেকে উত্তীর্ণ করার জন্য দৌকাক্ষণ। জন্মের জীবনের যদি কোনও সময় ব্যক্তি থাকে তবে আমি তপস্যা করে জন্মপূর্বক একান্ত অনুরিহস্য সৈনিক প্রয়োজনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করব। আর বিস্তারিত না হয়ে আমি আমার জীবনের সর্বস্বত্ব আত্মকল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করে আত্মতুষ্টি থাকব। এইভাবে শ্রীভূবনের অধিষ্ঠাতাদেবতা কোন আবার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক কল্যাণ প্রদর্শন করেন। বাস্তবে, বড়ো মহাশয় মুহূর্তমধ্যে চিন্তার জগতে উপনীত হয়েছিলেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন—“এইভাবে ধৃঢ়চিত্ত হয়ে অপর্যায় নগরের সেই পথ পূর্ণাবান দ্বাশ্রম তাঁর হৃদয়গ্রহী নক্ষত্র উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তখন একজন শাস্ত্র মৌলী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ডুম্বিল অলঙ্কার করেছিলেন। তিনি তাঁর বুদ্ধি, ইতিমধ্যেই এবং প্রাপ্যবাহুকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করেছিলেন। তখন প্রহরের জন্য তিনি বিভিন্ন নগর ও গ্রাম এক ভ্রমণ করেছেন। তিনি তাঁর উন্নত পারমার্থিক পথের কোন প্রচার না করার জন্য, অন্যদের নিকট অধিজ্ঞাত ছিলেন।”

“হে কৃপালু উদ্ধব, তাঁকে বুঝ, অপর্যায় দ্বিগানি মেধে, অল্পম লোকের ডাকে নির্ভরভাবে অসম্পন্ন এক অপমান করত। এই সমস্ত লোকের কেউ তাঁর সন্ধ্যা দত্ত, আবার কেউ তাঁর ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কবলিত কবলিত অপহরণ করত। কেউ তাঁর অজ্ঞান জ্ঞান, কেউ জ্ঞান মালটি, আবার কেউ তাঁর বেঁটা কাপ-কল চুরি করত। তাঁকে এই সমস্ত দেখিয়ে আবার বিশ্বাসে দেখার চান করে, সেগুলো আবার লুকিয়ে রাখত। যখন তিনি তাঁর ভিক্ষালব্ধ খাদ্যকে আহারের জন্য নদীর তীরে উপবেশন করতেন, তখন সেই সমস্ত পাণ্ডিত্য মূখ্য এসে তাতে প্রহর করে নিত, আর একজনকি তাঁর মস্তকে তারা পুতু দিতেও বিধাবোধ করত না। তিনি মৌনরত অলঙ্কার করলেও, তারা তাঁকে কথা বলতে চেষ্টা করতো, তিনি কথা না বললে তারা তাঁকে লাঠি নিয়ে প্রহর করতো। অন্যেরা তাঁকে ‘এই লোকটি আসলে চোর’ বলে ভরসসা করতো। আবার অন্যেরা, ‘ওকে বাঁধ! ওকে বাঁধ!’ বলে টিকান্ন করে দড়ি দিয়ে বাঁধতো। এই লোকটি আসলে একটি তপ্ত এবং প্রত্যক্ষ। জন্ম-সম্পত্তি হারালে, তার পরিবারের লোকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করার, সে এখন কর্মের বৃত্তি অবলম্বন করেছে। এই সব বলে তারা তাঁকে উপহাস এবং অপমান করতো। দেখ তিনি একজন মহা তেজস্বী মুনি! হিমালয় পর্বতের মতো ধৈর্যশীল। স্বকর মতো প্রবল দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে মৌন অবলম্বন করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করছেন।—এইরূপ যখন তারা তাঁকে পরিহাস করতো। অন্যেরা তাঁর প্রতি অধাবায়ু ভাগ করতো। আবার কেউ কেউ সেই বিস্ত্র ভ্রাম্যপকে পানিত পত্র মতো তাঁকে লেপন দিয়ে বেঁধে রাখতো।”

“ভ্রাম্যপ বুঝেছিলেন যে, অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্রোধ, প্রকৃতির উত্তম শক্তি থেকে এবং তাঁর নিজ দেহ থেকে—যা কিছু ক্রোধ লাভ হচ্ছে, এ সবই অনিবার্য, কেননা এ সবই তাঁর ভাষার শিখন। যে সমস্ত নির শ্রেণীর লোকেরা তাঁর পতন ঘটানোর চেষ্টা করছিল, তাদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যে অবিচলিত ছিলেন। সত্ত্বগুণে তাঁর নিষ্ঠা স্থির করে তিনি এই পানটি গায়েছিলেন।”

ভ্রাম্যপ লোকেরা—“এই সমস্ত লোকেরা আমার সুখ এবং দুঃখের কারণ নয়। আমার সেবন আমার নিজস্ব, গ্রহ-নক্ষত্র, আমার অর্জিত কর্ম, অথবা কাল কেউই নয়। এবং, সুখ-দুঃখ উভয়েই এবং জড় জীবন উভয়েই একমাত্র কারণ হচ্ছে মন। শক্তিশালী মন প্রকৃতির গুণাবলীর কার্য সবেমাত্র করে, যা থেকে মন, হস্ত এবং প্রমোচনের বিভিন্ন ধরনের জড় কর্মের উৎপত্তি হয়। প্রতিটি গুণের প্রভাব হেতু সেই সেই প্রকার জীবন ধারার উৎপত্তি হয়। জড় দেহে সংগ্রামী মনের সঙ্গে উপস্থিত থাকলেও পরমাত্রা কিন্তু নিশ্চেষ্ট, কেননা তিনি ইতিমধ্যেই দ্বিবা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। আমার কিছু কারণ অচরণ করে, তিনি তাঁর দ্বিবা পথে থেকে কেউই বাধা থাকেন, আমি অর্জিত সূত্র চিন্তার ভাষা, পঞ্চাত্তর জড় জগতের রূপ প্রতিফলনকারী স্বর্গের মতো মনকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। এইভাবে আমি কামবস্ত্র ভোগে রত হয়ে প্রকৃতির গুণ সন্দর্ভে জড়িয়ে পড়েছি। মন করা, কর্তব্য সম্পাদন, বুঝ এবং বোধ বিধি বিধান পালন, শাস্ত্রব্রত, পুণ্য কর্ম এবং গুহি করণের জন্য ব্রত—এই সকলেরই ভিত্তি এবং চরম লক্ষ্য হচ্ছে মনকে মন করা। বাস্তবে, মনের পবনময় মিলিত করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ। মন যদি সুস্থভাবে নির্বিক এবং শান্ত থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক মন এবং অন্যান্য পুণ্য অনুষ্ঠানের কী প্রয়োজন রয়েছে? আর মন যদি অসংযতই থেকে যায়, অজ্ঞান অন্ধতায় মগ্ন থাকে, তবে তার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থান্য কী প্রয়োজন? অনাদিকাল থেকে সমস্ত ইতিমধ্যেই রয়েছে মনের অধীনে, আর মন নিজে কখনও করণ কর্তৃত্বাবলি হয় না। সে পথ শক্তিময় থেকেও শক্তিশালী, আর তার উপবৃত্তা শক্তি ভয়ঙ্কর। সুতরাং, যে ব্যক্তি মনকে মন আনতে পারেন, তিনি পোষ্যমী হতে পারেন। হৃদয় জিহবক, অসম্পূর্ণ কোষান, দুর্জয় শত্রু, মনকে যেন আনতে না পারে বহু লোক সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়ে অন্যদের সঙ্গে অনর্থক কলহ করে। এইভাবে তার সিদ্ধান্ত করে যে, অন্য লোকেরা হয় তাদের বন্ধ, নয়তো তাদের লক্ষ্য পক্ষা তাদের প্রতি উদাসীন। যে সকল ব্যক্তি জড় মন থেকে সূত্র দেখকে আমি বলে মনে করে, তাদের বুদ্ধি অন্ধ মতো, তারা কেবল “আমি” আর “আমায়”—

এই অনুসারেই চিন্তা করে। যাদের জন্য “এইটি আমি চিন্তা এটি অন্য কেউ” এই রূপে চিন্তা করার কল তখন অসীম অন্ধতায় ভ্রমণ করে।”

“যদি বল, এই লোকেরা আমার সুখ বা দুঃখের কারণ, তবে এই ধারণার আবার কল কোথায়? এই সুখ-দুঃখ অন্ধতাকে নিয়ে নয়, তা হস্ত জড় দেহে মনুহের মিথুনিয়র জন্য। কেউ যদি নিজের দাঁত নিয়ে নিজের সিঁদুর কামড় দেয়, তখন তার হস্তের জন্য তার উপর সে ক্রুদ্ধ হবে। যদি বল—ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠাতা দেবতা দুঃখের কারণ, তবে আবার উপর তা কিভাবে বর্তায়? এই ধরনের আচরণ করা এবং অচরিত হওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরিবর্তনশীল ইতিমধ্যেই তাদের অধিষ্ঠাতা দেবতার মিথুনিয়র কল। যখন দেহের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গকে আক্রমণ করে, তখন এ দেহ হিত ব্যক্তি তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন। আত্মা নিজেই যদি সুখ-দুঃখের কারণ হতে, তবে আমরা অন্যদের সেরা নিতে পারতাম না, যেহেতু তাতে সুখ দুঃখ হতো আত্মার বস্তাব। এই সূত্র অনুসারে, একমাত্র আত্মা জড় কোন কিছুই অস্তিত্ব নেই। আমরা যদি আত্মা জড় করে অনুভব করার চেষ্টা করি, তবে তা হবে মাত্র। সুতরাং, এই ধারণায় সুখ-দুঃখ যদি থাকেন না—এই থাকে, তবে আমরা একের উপর ও অন্যের উপর কেন ক্রুদ্ধ হবে? গ্রহগুলি হচ্ছে আমাদের সুখ এবং দুঃখের প্রারম্ভিক কারণ—এই অনুষ্ঠানের বিচার কমলে, তা হলো আমাদের নিত্য আবার সঙ্গ সম্পর্ক কোথায়? বাস্তবপক্ষে বা কিছু জগৎগ্রহণ করে, তার উপরেই তেমন প্রহর প্রভাব কার্যবলী হয়। এ জড়াত, অতিষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্যা বর্ণনা করেছেন, কীভাবে প্রচলিত এক অপর্যায় মনুহের কারণ হচ্ছে। সুতরাং, জীবাত্মা, গ্রহণ এবং জড় দেহ থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য, সে কার প্রতি ক্রোধ আরোপ করবে? আমরা যদি ধারণা করি যে, সক্ষম কর্মই সুখ এবং দুঃখের কারণ, তবুও তা আত্মা জড়ই বিচার করা হচ্ছে। যখন চিন্তার চোতন কর্তা এবং জড় দেহ এইরূপ কর্মের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখের দ্বারা পরিবর্তিত হতে থাকে, তখনই জড় কর্মের ধারণা উদ্ভব ঘটে। দেহের দেহেতু প্রাপ্ত নেই, দেহ সুখ-দুঃখের প্রকৃত গ্রাহক হতে পারে না, আবার জড় দেহ থেকে পৃথক, সর্বাঙ্গের সম্পূর্ণ চিন্তার

আত্মাও তা হতে পারে না। দেহে অথবা আত্মায় কর্মের সর্বোপরি কোন ভিত্তি না থাকায়, কার প্রতি তবে সে ক্রুদ্ধ হবে? কালকে যদি আমরা সুখ-দুঃখের কারণ হিসাবে গ্রহণ করি, সেই ধারণাও চিত্তের আত্মার প্রতি প্রযোজ্য নয়, কেননা কাল হচ্ছে ভগবানের চিত্তের শক্তির প্রকাশ, আবার জীবও হচ্ছে কালের মাধ্যমে প্রকাশিত ভগবানের চিত্তের শক্তি। অগ্নি নিশ্চয় তার নিজের শিখা অথবা স্ফুলিককে পোড়ায় না আবার লৈজ্য তার নিজের কোমল তুষার অথবা শিলা বৃষ্টির ক্ষতি সাধন করে না। বাস্তবে, জীব সত্তা হচ্ছে চিত্তের, আর তা হচ্ছে জড় সুখ-দুঃখের উৎস। তাহলে কার প্রতি সে ক্রুদ্ধ হবে? মিথ্যা অহংকার আমাদের বদ্ধ দশাকে বাস্তবায়িত করে, আর এইভাবে জাগতিক সুখ এবং দুঃখ অনুভূত হয়। জীব সত্তা অবশ্য অপ্রাকৃত, সে কখনই কোনও স্থানে, কোন অবস্থায় অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তবে জড় সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যিনি এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর আর জড় সৃষ্টিকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি শ্রীকৃষ্ণের শাসনাত্মক সেবায় দৃঢ়ভাবে নির্বিশেষে দুরতিক্রম্য অক্লিষ্টা সমুদ্র অতিক্রম করব। যে সমস্ত পূর্বচার্য পরমাত্মা, পরম পুরুষ

ভগবানের ভক্তিতে দৃঢ় নিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুমোদিত।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“সম্পদহারা হওয়ার পর অদাসক্ত হয়ে এই কবি তাঁর বিষয়তা পরিত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগ করে, সরাসর গ্রহণ করে তিনি পৃথিবী পর্ষদ কর্তৃক গুরু করেন। মূর্খ অসৎ লোকের দ্বারা অগমানিত হলেও তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচলিত থেকে এই গানটি গেয়েছিলেন। নিজের মনের বিরাগি বাজীত আর কোন শক্তিই জীবকে সুখ-দুঃখ অনুভব করায় না। তার বন্ধুত্ব, মিরপেক দল এবং শত্রু জাগতিক অনুভূতি ও তার অনুভূতি সৃষ্ট সমস্ত জড়বাদী জীবন হচ্ছে কেবলই অজ্ঞতা প্রসূত।"

"প্রিয় উদ্ভব, তোমার বুদ্ধিকে আমাদের সম্পূর্ণরূপে নির্বিশেষ করে, জনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন কর। এটিই হচ্ছে যোগ বিজ্ঞানের নির্কস। বিজ্ঞান সশ্রুত পরম জ্ঞান, এই ভিক্ষু পীত, যে কেউ নিজের প্রবণ করবেন, ব অন্যান্যের নিকট পাঠ করে শ্রবণ করবেন, এবং পূর্ণ মনোনিবেশে এর ধ্যান করবেন, তিনি কখনও পুনরায় জড় সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের বিমোহিত হবেন না।"

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সাংখ্য দর্শন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—“এখন পূর্বচার্যগণ কর্তৃক সূত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য বিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব। এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করে মনুষ্য ভৎসনীয় জড় দ্বন্দ্বের বিজ্ঞান ত্যাগ করতে পারে। আদিত্যে, কৃতঘ্নে, বন্ধ সমস্ত মানুষই পারমার্থিক পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ দক্ষ ছিল, এবং তার পূর্বে প্রলয়ের সময়ে, দৃশ্য বস্তু থেকে অভিন্ন, দর্শক একই বিদ্যমান ছিলেন। জড় দ্বন্দ্ব শূন্য এবং অব্যাক্তমানসগোচর সেই পরম সত্য

নিজেকে জড় প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশকে ভোগকর্তা জীবরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন। এই দুই প্রকার প্রকাশের, একটি হচ্ছে জড় প্রকৃতি, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং পদার্থের প্রকাশিত উৎপাদন সমন্বিত। অন্যটি হচ্ছে, চেতন জীব সত্তা, যাকে কলা হয় ভোক্তা। জড় প্রকৃতি যখন আমার ইচ্ছাধীন ক্ষেত্রিতা হয়েছিল, তখন বদ্ধ জীবদের অবশিষ্ট বাসনাগুলি পূর্ণ করার জন্য সর্ব, রক্ত এবং তম এই তিনটি জড়গুণ প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত গুণ থেকে মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত আমি সূত্র রূপে হয়। মহৎ তত্ত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবের বিবর্তিত কারণ, মিথ্যা অহংকার উৎপন্ন হয়েছিল। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ চিত্তের এবং জড় অহংকার, দৈহিক অনুভূতি, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের প্রকাশ ঘটায়। তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতি, তা থেকে উৎপন্ন হয় মূল উপাদানগুলি। রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ, এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ দেবগণের উৎপত্তি হয়। আমার দ্বারা ক্ষেত্রিত হয়ে এই সমস্ত উপাদান সন্নিবিষ্টভাবে সূত্ররূপে কার্য করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে, যেটি হচ্ছে আমার উত্তম নিবাস স্থল।"

"আমি স্বয়ং কারণ জলে ডাসমান সেই অগতির মধ্যে দ্রাবীকৃত হই, এবং আমার নাতি থেকে স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশিত বিকলময়ক গানের উৎপত্তি হয়। রাজোপ দ্বারা প্রভাবিত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মা আমার কৃপার কঠোর তপস্যা সম্পাদন করে ডু, ডুব এবং বঃ নামক ত্রিলোক এবং তাদের অধিদেবগণের সৃষ্টি করেন। স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবগণের নিবাসের জন্য, ভূবর্গোলক কৃত্যক্রমের জন্য, আর ভুলোক হচ্ছে মনুষ্য এবং অন্যান্য মর্ত্য জীবদের জন্য, মুমুক্শু এই ত্রিভুবনের উর্ধ্বে উপনীত হন। শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর নীচের অংশটি সৃষ্টি করেছেন অসুর এবং নাগগণের জন্য। এইভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কর্মের সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুসারে ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্থানে জীবের গতি নির্ধারিত হয়। যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারীদের গুণ গতি হয় মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকে। কিন্তু ভক্তিয়োগের দ্বারা তত্ত্ব আমার মিত্য ধামে উপনীত হয়। কালরূপে আচরণকারী, পরম কর্তা আমার দ্বারা এই জগতে সমস্ত সত্য কর্মের ফল ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এইভাবে জীব প্রকৃতির প্রবল গুণপ্রভাবের মনোতে, কখনও ভেদে ওঠে, আবার কখনও নিমজ্জিত হয়।"

"এ জগতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, কৃশ অথবা স্থূল, বা কিছু লক্ষিত হয়—সব কিছুই হচ্ছে জড় প্রকৃতি এবং তাই ভোক্তা জীবদ্বারা সমন্বিত। আদিত্যে স্বর্গ এবং মৃত্যিক উপাদান রূপে রয়েছে। স্বর্গ থেকে আমরা বাহু,

কর্ণকুণ্ডলানি স্বর্ণলঙ্কার নির্মাণ করতে পারি এবং মৃত্যিকা থেকে আমরা মৃৎ পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি তৈরী করতে পারি। আমি উপাদান স্বর্গ এবং মৃত্যিকা, আমার দ্বারা উৎপাদিত বস্তু পূর্বে থেকেই রয়েছে, আবার স্বর্গ উৎপাদনগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আমি উপাদান, স্বর্গ এবং মৃত্যিকা থেকে যাবে। এইভাবে আদিত্যে এবং অস্ত্রে স্বর্গ উপাদানগুলি কর্তমান থাকে, তার মধ্যেও অর্থাৎ, যে সময়ে তা থেকে বিশেষ কোন উৎপাদন, যাকে আমরা সুবিধামতো বাহু, কর্ণকুণ্ডল, পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি বিশেষ কোন নাম প্রদান করি, সেইরূপে নিকর থাকবে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, উৎপাদন সৃষ্টির পূর্বে এবং তার নিবাসের পরেও আমি উপাদান কারণ বর্তমান থাকে, তবে প্রকাশিত পর্যায়েও নিশ্চয় তা উৎপাদনটির প্রকৃত ভিত্তি রূপে উপস্থিত থাকবে। মূল উপাদানে নির্মিত একটি জড় বস্তু, কৃপাত্বের মাধ্যমে অন্য একটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সৃষ্ট বস্তু অন্য একটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ এবং ভিত্তি হয়ে থাকে। অদি-অন্ত সমন্বিত অন্য একটি বস্তুর মূল স্বভাবযুক্ত কোনও বিশেষ বস্তুকে বাস্তব কলা যায়। আমি উপাদান এবং অস্ত্র পর্যায়ের স্বভাব বিশিষ্ট জড় ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব মনে কবা যেতে পারে। কালশক্তির দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতির বিশ্রাম স্থল হচ্ছে ভগবান মহাবিশ্ব। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিশ্ব এবং কাল, পরম অবিমিশ্র সত্য, আত্মা হতে অভিন্ন।"

"পরম পুরুষ ভগবান বহুতল প্রকৃতির প্রতি ইচ্ছা করে চলেন। ততক্ষণই ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যময় জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ একাদিক্রমে প্রকাশ করার মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। বিভিন্ন লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করার মাধ্যমে, অসীম বৈচিত্র্য প্রদর্শনকারী, বিরটরূপের আশ্রয় হচ্ছে আমি। মূলতঃ সূও পর্যায়ের সমস্ত লোক সমন্বিত আমার বিরটরূপ, নক্ষ উপাদানের সমন্বয়ে সাক্ষর্য্য বিধান করে সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। প্রলয়ের সময় জীবের মর্ত্যদেহ অগ্নে বিলীন হয়। আর শস্যে বিলীন হয়, এবং লস্য ভূমিতে বিলীন হয়। ভূমি সূক্ষ্ম অনুভূতি গড়ে বিলীন হয়। সুগন্ধ জলে বিলীন হয়, এবং জল আবার তার নিজ গুণ, স্বসে বিলীন হয়। রস বিলীন

“যে উচ্চতর, সম্বৎসর বর্ধিত হওগাব সসে সসে
সেবাপের বল বৃদ্ধি হয়। যখন রজোতপ বর্ধিত হয় তখন
অসুরদের শক্তি বর্ধিত হয়। আর তমোতপের বৃদ্ধির সসে
সসে পাপিত লোকদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমাদের
বুঝতে হলে যে, সচেতন জাগ্রত অবস্থা আসে সম্বৎসর
থেকে, হর সহ নিদ্রা আসে রজোতপ থেকে, এবং পটীর
স্বপনীয় নিদ্রা আসে তমোতপ থেকে। চেতনার চতুর্থ
পর্যাট এই তিনটিকে ব্যাপ্ত করে এবং তা হচ্ছে সিক।
বৈদিক সম্বৃতির প্রতি নিবেদিত গ্রন্থ নিহন ব্যক্তিগণ
সম্বৎসর দ্বারা উক্ত থেকে উচ্চতর পর্যাে উপনীত হন।
পঞ্চমুর তমোতপ ভীবেক নিদ্র থেকে নিদ্রতর যোনিতে
পতিত হতে মাধ্য করে। আর রজোতপের দ্বারা সে
মনুষ্য দেহের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে। দ্বারা
সম্বৎসে ইহ জগৎ ত্যাগ করে, দ্বারা স্বর্গলোকে গমন
করে, দ্বারা রজোতপে দেহত্যাগ করে তারা মনুষ্য
জগতেই অবস্থান করে, এবং দ্বারা তমোতপে দেহ ত্যাগ
করে তারা অকালই মরতে গমন করে থাকে। কিন্তু দ্বারা
প্রকৃতির এই ত্রিতাপের প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা আমার
নিকট আগমন করে। যক্ষাকাল্পা না করে আমার
উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মকে সাত্বিক বলে বুঝতে হবে।
কল ভোগের বাসনা নিয়ে সম্পাদিত কার্য হচ্ছে
রজোতপী। আর হিংস্র এবং হিংসর দ্বারা আর্জিত হলে
সম্পাদিত কার্য সমিত হয় তমোতপে। অবিমিশ্র জ্ঞান
হচ্ছে সাত্বিক, দ্বন্দ্বভিত্তিক জ্ঞান হচ্ছে রজোতপ পঙ্কুত
এবং মূর্খ, জাগতিক জ্ঞান হচ্ছে তমোতপজাত। আমার
সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত বলে জানবে। কল বাস
করা সাত্বিক, লহরে বাসস্থান রজোতপ সম্পন্ন,
দুঃখভীতাসম তমোতপ প্রদর্শন করে, এবং আমি যে স্থানে
বাস করি সেখানে বাস করা হচ্ছে গুণাতীত। আসক্তি

মুক্ত কর্তব্য সাধিত, ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ কর্তব্য
রাজ্যোপাধী এবং যে কর্তব্য কীভাবে তুল্য থেকে ঠিকভাবে
করাতে হয় তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সে ততোধিক রয়েছে।
কিন্তু যে কর্তব্য আমার আশ্রয় প্রদান করেছে তাকে প্রকৃতির
ওপরে উর্ধ্ব বলে বুঝতে হবে। পারমার্থিক জীবনের
প্রতি পরিচালিত শ্রদ্ধা সঙ্কট সমন্বিত, সক্রিয় কর্ম
ভিত্তিক শ্রদ্ধা হচ্ছে রাজ্যোপাধী সম্পন্ন, অধ্যাত্মিক কর্মে রত
শ্রদ্ধা হচ্ছে ভ্রমোপাধী সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রতি
ভক্তিমোহে মুক্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে বিচলিত রূপে গুণাভীত।
স্বাধ্যায়, ওঙ্ক এবং অনার্যাস লব্ধ খাদ্য বস্তু সঙ্কট
সম্পন্ন, যে খাদ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যধিক সুখ প্রদান
করে তা হচ্ছে ভ্রমোপাধী সম্পন্ন, এবং অপরিচ্ছন্ন ও
মুঃখজনক খাদ্যবস্তু হচ্ছে ভ্রমোপাধী সম্পন্ন। খাদ্য
থেকে উৎপন্ন সুখ সঙ্কট সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিত্তিক
সুখ হচ্ছে রাজসিক, এবং মোহ ও অধঃপতন মূলক সুখ
হচ্ছে ভ্রমোপাধী সম্পন্ন। কিন্তু আমার মধ্যে যে সুখ লাভ
করা যায় তা হচ্ছে গুণাভীত। সুতরাং জড় শ্রদ্ধা, হীন,
কর্মের ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, স্বর্গ, শ্রদ্ধা, চেতনার স্বপ্ন,
জীবে প্রজ্ঞা এবং মৃত্যুর পর পতি—এ সমস্তই জড়
প্রকৃতির ত্রিগুণ ভিত্তিক।”

“হে পুরুষ হেঁট, জাগতিক সর্ব ভরই ভোগ্য আত্মা
এবং জড় প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত। দৃষ্ট, স্রুত
অথবা কেবলই মনে মনে অনুমিত, বাই হোক না কেন,

সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রকৃতির গুণ সমন্বিত। সে জড়
উদ্ভব, জড় প্রকৃতির গুণ সমন্বিত কর্ম থেকে বদ্ধ জীবনের
বিভিন্ন পর্যায় উৎপন্ন হয়। যে জীব ঘন সমন্বিত, এই
গুণাবলীকে জয় করতে পারবে, সে ভক্তিমোহের মাধ্যমে
নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করে, আমার জন্য গুণ
শ্রেয় অর্জন করতে পারে। সুতরাং, পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের
সুযোগ সমন্বিত এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বিচলিত
ব্যক্তির উচিত নিজেকে প্রকৃতির গুণগত সমস্ত কলুষ
থেকে মুক্ত করে ঐকান্তিকভাবে আমার প্রেমময়ী সেবার
নিয়োজিত হওয়া। অসিদ্ধ, সমস্ত জড় সমস্ত মুক্ত, জ্ঞানী
ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয় বন্ধ করে আমার উপাসনা
করা। নিজেকে কেবলমাত্র সার্বিক কর্মে নিয়োজিত করে
রাজ্যোপাধী এবং ভ্রমোপাধীকে জয় করা তার কর্তব্য।
তারপর, ভক্তিমোহে নিবিষ্ট হয়ে গুণাবলীর প্রতি উদাসীন
হওয়ার মাধ্যমে সাধু ব্যক্তির জাগতিক সঙ্কটগতও জয়
করা উচিত। এইভাবে শান্ত মনে প্রকৃতির গুণ থেকে
মুক্ত হয়ে জীবিত্য, তার বদ্ধ মনসে কারণটিকেই পরিত্যাগ
করে আমাকে প্রাপ্ত হয়। জড় চেতনা জাত মন এক
প্রকৃতির গুণাবলীর সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, জীব
আমার লিখ্য রূপ অনুভব করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ
করে। সে বহিঃপ্রাণ শক্তির মধ্যে আর ভ্রমের অনুসন্ধান
অথবা তার মনে মনেও এই রূপ ভ্রমের স্মরণ বা মন
করে না।”



ষড়বিংশতি অধ্যায়

ঐল গীত

পরমেশ্বর উপদেশ বললেন—“কেউ আমাকে উপলব্ধি
করার সুযোগ সম্পন্ন এই মনুষ্য জীবন লাভ করে, আমার
প্রতি ভক্তিমোহে অধিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত আনন্দের
আধার, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুই
পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয়। যিনি বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত

হয়েছেন, তিনি জড়প্রকৃতির গুণসম্বৃত মিথ্যা পরিচিতি
পরিত্যাগ করে বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হন। এই সমস্ত
উৎপাদনগুলিকে কেবল মাত্র মায়াসম্বৃত হিসাবে চর্চন
করে তিনি সে সমস্তের মধ্যে প্রতিনিরত অবস্থান করেও
প্রকৃতির গুণসম্বৃত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। প্রকৃতির

গুণাবলী এবং তা থেকে উৎপন্ন কোন কিছুই মোহের
অধীন নয়, তিনি সেগুলি স্বীকার করেন না। যারা তাদের
উপলব্ধি এবং উপলব্ধি তুল্য করতে উৎসাহিত, কখনও
সেই সমস্ত জড়বাসীর সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের
অনুসরণ করার একজন অন্ধের আর একজন অন্ধকে
অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার মধ্যে
পতিত হবে।”

“নিঃস্বর্ণিত নামটি বিখ্যাত সম্রাট পুণ্ডরিকা
প্রেরণাধীন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী উর্ধ্বীর সঙ্গে থেকে
বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোক
সংবরণ করে তিনি জনাসক্তি অনুভব করতে শুরু
করেছিলেন। উর্ধ্বী স্বপ্নে তাঁকে ত্যাগ করে চলে
যাছিলেন, তখন রাজা পুণ্ডরিকের মতো নগ্ন অবস্থায় তাঁর
পিছু পিছু খাওয়া করে তাঁকে গভীর আর্তি সহকারে, ‘হে
দেবী, হে ভগবতী রমণী! অনুগ্রহ করে বীজ্যে’ বলে
ছেলেছিলেন। কয় বৎসর ধরে রাজা পুণ্ডরিক সন্ধ্যা কালে
হৌম আদান উপভোগ করেও তিনি এই রূপ নগ্ন
ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর মন উর্ধ্বীর প্রতি
এতই আকৃষ্ট ছিল যে, কীভাবে রাত্রি আসছে এবং স্বাস্থ্য,
তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।”

রাজা ঐল বললেন—“হায়, আমি কত গভীর মোহে
আচ্ছন্ন হয়েছিলাম! এই দেবী আমার আনন্দ করে
আমার পরমেশ্বর তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয়
কামবাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে, কীভাবে
আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, সে সবই কোন
ধরনাই ছিল না। সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে
প্রভাবিত করেছে যে, আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তও জান
করিনি। হায়, কয় বছর ধরে, আমি আমার দিনগুলি বৃথা
অতিবাহিত করেছি। হায়, আমি একজন মহান সম্রাট,
কিছের সমস্ত রাজ্যের মুল্যটমি হাতেও মোহ আমাকে
কীভাবে রমণীর হাতের জীড়ামুখে পরিত্যক্ত করেছিল।
পরম ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই
রমণী আমাকে তৃণবৎ অপেক্ষা নগ্না জানে পরিত্যাগ
করেছে। তবুও আমি নির্ভীক হয়ে নগ্ন অবস্থায়
পাণ্ডুর মতো প্রদান করে তার অনুসরণ করছিলাম।
গর্ভাঙ্গী যেমন গর্ভের মুখে লাগি মারে, তেমনি সেই
রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেছেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন

করেছিলাম। আমার অধঃস্থিত রাজ্য, বিরাট প্রজ্ঞা,
এ সমস্ত নক্তি জোয়ার। উচ্চ শিক্ষা, তপস্বী, বৈরাগ্য,
শাস্ত্রচর্চা, নির্ভয়ে বাস, বৌদ্ধ ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও,
মন যদি রমণীর দ্বারা অগ্ৰহণ হয়, তবে এক সমস্ত
করাত কী প্রয়োজন? আমাকে কি? আমি এতই দুর্ভ
যে, কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ
নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম।
উপবাসের মধ্যে উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও কখন বা গৃহের
মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হতে রাজী
হয়েছি। অপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত দিয়ে যেমন অর্থাৎ
কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তেমনি উর্ধ্বীর অধর
নিসৃত অধঃস্থিত জন্ম, কয় বৎসর ধরে পান করেও,
আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বরষার জেবে উঠেছে, আর
তা কখনও সন্তুষ্ট হয়নি। বারবিনিময় দ্বারা অগ্ৰহণ
আমার চেতনাকে একমাত্র আনন্দের খনিগণের প্রভু, জড়
ইন্দ্রিয়ভীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা
করতে সক্ষম? আমি আমার বুদ্ধিকে বিপক্ষে চালিত
হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংগ্রামে অন্ধ
হওয়ার, উর্ধ্বী কয় আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী নবান্ব
প্রদান করা সত্ত্বেও, আমার মন থেকে মনো মোহ বিদূর্ত
হয়নি। আমিই যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব
সম্পর্কে অন্ধ, তখন আমার মুঃখের জন্য তাকে
(উর্ধ্বীকে) কীভাবে দেবারোপ করব? আমি আমার
ইন্দ্রিয় সংবরণ করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন, অহিংস
রক্ষকে সর্গরূপে চর্চনকারীর মতো হারছে।”

“এই কলুষিত পবিত্রটি বা কী—তীর্থন মোহো দ্বারা
দুর্গতময়, তাই না? আমি রমণীসেহের সূর্যকে আর
সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথ্যবিত্ত
মিকগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে মাতা সৃষ্ট সকল
আবরণ মাত্র। দেহটি বস্ত্রের কয় সম্পত্তি, তা কখনই
নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি স্তন্য দ্বারা নিঃসৃত
তার আদর্শ প্রদীপিত কীর অথবা তার মালিন্যের, যিনি
ইচ্ছামত দেহটিকে আদর্শ করেন? এটি কি চিত্রের
আঙুরের অথবা কুকুর ও শৃগালের, যারা শেষে সেটি
খোঁজে ফেলবে, তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্ধের
বসবাসকারী আবাস, যে তার সুখ-মুঃখের ভাগী হয়,
অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদানকারী

অনিষ্ট কল্পনের। নিশ্চিতভাবে সেহে অধিকারী নির্ধারণ না করেই, মানুষ এই মেহটি প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিয়মিত সম্পদ, কল্পিত ভৌতিক রূপ মাত্র। তবুও এখন কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে, “যেহেটি দেখতে কত সুন্দর! তার একটি কড়ই মনোহর, তার দেখে কত সুপার তার মন হাস্য।” যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, হাড়, চর্বি, মস্তিষ্ক, অস্থি, দাঁত, মূত্র এবং পুষ্টি সমন্বিত জড়দেহকে ফেল করতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?”

“কেন্দ্রে ইচ্ছা স্বতন্ত্র ভৌতিকভাবে উপলব্ধি করলেও, আমাদের কখনও ক্রীলোক অথবা ত্রৈলোক্যের সঙ্গে যেনা উচিত নয়। মোটের ওপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়। অস্টট বা অস্ত্রত কোন কিছুই দ্বারা মন যেহেতু কিস্তি হয় না, তাই যে ব্যক্তি তার জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন, তাঁর মন আপনাকেই জড়কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে। অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে কখনও অবাধে ক্রীলোক অথবা ত্রৈলোক্যের সাথে যুক্ত হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিব্যক্তি তাঁদের মনের স্বতন্ত্রতাকে বিচার করতে পারেন না, তবে আমাদের মতো মুর্থলোকেরের আর কি কথা।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“এইভাবে পানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরুরবা, তার উর্ধ্বলোকে লঙ্কায় পরিত্যক্ত করে। নিরাজ্যের দ্বারা তার মোহ বিধীত হলে সে তার কন্যাসুপরিমাণ রূপে আমাদের উপলব্ধি করে অকস্মেৎ শান্তি লাভ করে অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসং স্নান পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সহ পাণ্ড কন্যা, যাতে তাঁদের বাকের দ্বারা তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়। আমার ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে ভাগ্যবিত

কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তার, সর্বদা শান্ত, সচ্ছন্দ, আর তারা মনোহর, মিন্দ্র অহংকার, হৃদয় এবং লোভ থেকে মুক্ত।”

“হে মহাত্মাভগবান উদ্ভব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সঞ্চারনে সর্বদা আমার বিষয়ে আগ্রহীতা হয়, যারা আমার মর্মে প্রবল কীর্তনে অংশগ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে প্রবল ও কীর্তন করলে, সে প্রজ্ঞা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিব্যোগ প্রাপ্ত হয়। সর্ব জ্ঞানমুখি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিদিত সত্য, আমার প্রতি ভক্তিব্যোগ প্রাপ্ত হলে, আমার হৃদয়ের জন্য লাভ করার আর কী থাকে? হৃদয়ের অন্তরে নিকট উপনীত ব্যক্তির যেমন শীত, স্নান এবং অস্ত্রের বিদ্যুত হয়, তেমনই তারা ভগবদ্ভক্তদের সেবার রত ছন তাঁদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞাতা বিবর্ত হয়। ভাগ্যবিত্ত জীবনের ভরসার মনুষ্যে তারা বরবার পতিত এবং উন্মিত হয়ে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরমজ্ঞানমিষ্ট, পান্ড ভগবৎ ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ভুবন্ত মনুষ্যের উদ্ধার করতে আসা একগাছি শক্তিশালী নৌকায় মনোহর। খানিই যেমন সমস্ত জীবনের প্রাণ, আমিই যেমন আর্দ্রময় কন্যা অস্ত্রের অস্ত্র, এবং আমি যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনই আমার ভক্তরা হচ্ছে দুঃখজনক জীবনের পতিত হওয়ার ভয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জন্য একমাত্র আশ্রয়। আমার ভক্তগণ নিকট চন্দ্র প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য সঞ্চার করে। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন; তাইই সকলের আশ্রয়স্থল, এবং সর্বোপরি অশ্রা থেকে অভয়। এইভাবে উর্ধ্ব লোকে অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিঃস্পৃহ হয়ে মহারাষ্ট্র পুরুষের সমস্ত জড়ময় পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মত্যাগ হয়ে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন।”



সপ্তবিংশতি অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

শ্রীউদ্ভব বললেন—“হে প্রভু, হে ভক্তগণের ঈশ্বর, আপনি আমার নিকট আপনার শ্রীবিগ্রহ অর্চনের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণনা করুন। যারা শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করেন, তাঁদের কী যোগ্যতা বলা উচিত, কিসের উপর ভিত্তি করে এইরূপ আরাধনা করা হয় এবং এই আরাধনার বিশেষ পদ্ধতি কী? সমস্ত মহর্ষিগণ ব্যবহার ঘোষণা করেছেন যে, এইরূপ আরাধনা জ্ঞানী জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করে। এটিই হচ্ছে শ্রীনারায়ণ, মহর্ষি যাস্বেন এবং আমার গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণপতির অগ্রিমত। হে মহাশয় প্রভু, শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রথমে আপনার মুখগণ থেকে নিসৃত হয়েছে। তত্পর জা মহাপ্রভু হুয়া, কৃপা আমি তাঁর পুত্রগণকে এবং মহাসেবক তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে বলেন। এই পদ্ধতি সমাজের সমস্ত বর্গ এবং আরম্ভে মানুষের জন্য স্বীকৃত এবং উপযুক্ত। সুতরাং আমি মনে করি আপনার শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে কী এবং পুত্রগণসহ সকলের জন্য পরম কল্যাণের পরমোদিত অনুশীলন। হে পরমেশ্বর, হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, আপনার ভক্তসেবকগণের নিকট অনুগ্রহপূর্বক এই কর্মকলন থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করুন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“প্রিয় উদ্ভব, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের জন্য অসংখ্য বিধানের কোনও অস্ত্র নেই, তাই আমি তোমার নিকট এই বিক্রেত পর্যায়ত্বের সংক্ষেপে বর্ণনা করব। বৈদিক, তাত্ত্বিক ও ব্রহ্ম—এই ত্রিবিধ পদ্ধতির মধ্যে একটি বেছে নিয়ে, বহুসংখ্যক প্রজেক্টই আমার আরাধনা করা উচিত, যাতে সেই বহু আমি গ্রহণ করি। বিদ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি স্বতন্ত্র বৈদিক বিধান অনুসারে ভক্তিবৃত্ত হয়ে ঠিক কীভাবে আমার আরাধনা করবে, সে বিষয়ে আমি একম বর্ণনা করব, কৃমি বহু সহকারে জা অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর।”

“রাখাণের উচিত নিয়মটি প্রথম ও ভক্তিবৃত্তভাবে উপযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে কুমিতে, অমিতে, সূর্বে,

জলে অথবা উপাসকের নিজ হৃদয়ে উদিত আমার শ্রীবিগ্রহকে ইষ্টদেব রূপে আরাধনা করা। প্রথমে তার দশমার্জন এবং স্নান করার মাধ্যমে সেই ওক্তি করা উচিত। তারপর সে তার দেহে বৈদিক এবং তাত্ত্বিক মন্ত্রণী উচ্চারণ করে, হৃদয় লেপন করে, তার দেহকে দ্বিতীয় দ্বার শুদ্ধ করবে। মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে দ্রিসম্মা পায়ত্ৰী মনু রূপণি করে বিভিন্ন অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা তার উচিত আরাধনা আরাধনা করা। একগ আরাধনা বেদবিহিত এবং জা সকার কণ্ডের প্রতিজ্ঞা নিরপন করে। শিলা, লজ, ধাতু, ভূমি, আলোখ, কলুকা, মন এবং মনি এই অষ্টপ্রকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অর্চিত হতে পারেন।”

“প্রিয় উদ্ভব, সমস্ত জীবের আশ্রয়, ভগবানের অর্চবিগ্রহ পুইতাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন—কস্মহাণী অথবা স্থায়ী। কিন্তু, স্থায়ী বিগ্রহকে আরাধন করে আনার পর তাঁকে আর নিসর্জন দেওয়া মত না। জনহাণী বিগ্রহগণকে আরাধন করার এবং বিসর্জন দেওয়ার পুত্রস থাকে, তবে কেবলমাত্র কুমিতে অর্চিত বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সে সমস্ত বাধ্য অনুষ্ঠান সর্বদা সম্পাদন করা সম্ভব। হৃদিকা মিহিত, আলোখ অথবা গলময়ী বিগ্রহ বাটীতে তাঁদেরকে জন জনা স্নান করানো উচিত, তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জন ছাড়াই তাঁদের সার্জন করার বিধান আছে। ভক্তের উচিত সর্বশেষ উপচার অর্পণের মাধ্যমে আখর শ্রীবিগ্রহের অর্চন করা। কিন্তু সর্ব প্রকার জ্ঞাতিক হুস্মা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভক্ত, সহজে যা কিছু পায়, তা দিয়ে আমার অর্চনা করে, এবং একমকি রানসিকভাবেও বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তার হনমাত্যত্রে আমার অর্চন করতে পারে।”

“প্রিয় উদ্ভব, মন্দিরের বিগ্রহ অর্চনে স্নান এবং পূজার করানো হচ্ছে সর্বপ্রথম সত্যজনক বৈধব্য। পবিত্র কুমিতে অর্চিত বিগ্রহের জন্য তর্পণসিঙ্গ পদ্ধতি হচ্ছে পরম প্রিয়। হজাধিতে কৃতসিক্ত তিল এবং বহু অর্চতি

হৃদয় করা উৎকৃষ্ট, লক্ষ্যভার, উপস্থান এবং অর্থা সম্বন্ধিত অর্চন সূর্যের জন্য উৎকৃষ্ট। জলরূপে আমাদের জল অর্পণ করেই অস্বাদন্য করা উচিত। শাস্ত্রে, আমাদের তত্ত্ব প্রকাশকভাবে যা কিছুই—এমনকি একটি জলও অর্পণ করলে—তা আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএবের দ্বারা অর্পিত ঐশ্বর্যবিশিষ্ট উপস্থানও আমাকে সন্তুষ্ট করে না। কিন্তু, আমার প্রেমেরী তত্ত্ব কর্তৃক অর্পিত মঙ্গল কোন কিছুই দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই, আর বস্তু সুন্দর সুগন্ধী তেল, মূল, পুষ্প, এবং উপাধের দ্বারা তত্ত্ব আমাকে ভালোভাবে অর্পণ করা হয় তখন আমি একলাই অত্যন্ত প্রীত হই। নিজেকে পরিষ্কৃত করে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে উপাসক কৃপাসময়ে উপবেশন করবে। সে আসন্নটি এমনভাবে স্থাপন করবে যাতে আসনিক কৃপের অগ্রভাগগুলি পূর্ণ দিকে থাকে। তারপর সে পূর্ব অথবা উত্তরদিকী হয়ে অস্বাদন্য, শ্রীবিগ্রহ একত্রানে স্থায়ী থাকবে। সরাসরি শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে উপবেশন করবে। তত্ত্ব তার নিজের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে, এবং সেই অনুসারে মনোভাষণ করে, দেহওঁড়ি করবে। আমার বিগ্রহের জন্যও তা করতে হবে, তারপর সে নিজে হাতে পূর্বের অর্চনার অংশটি মূল্য আমি অঙ্গসঙ্গ করে সঞ্চয় করবে। প্রোক্ষণের জন্য সে বর্ষাযজ্ঞভাবে মঙ্গল ঘণ্টে তাল রাখবে। তারপর বিগ্রহ-অর্চন হানে, নৈবেদ্য-স্থাপন, স্থাপন এবং তার নিজ অঙ্গে প্রোক্ষণীয় পাত্রে থেকে তাল নিয়ে তা সিঞ্জন করবে। তারপর সে বিভিন্ন মঙ্গলপ্রদ দ্বারা তিনটি পূর্ণঘণ্টা সজ্জিত করবে। তারপর উপাসক ঘণ্টা তিনটি শুভ করবে। 'হৃদয় মঙ্গল' মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের পাদ জলের ঘণ্টাগুলি, অর্থা জলের পাত্রটি 'স্বীকৃতি' মন্ত্রে, এবং আত্মনীর জলের পাত্রটি 'শিখারি বধি' মন্ত্রে শুভ করবে। এক্ষণে তিনটি ঘণ্টা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। এক বায়ু এবং অগ্নি দ্বারা শুভ হবে, অর্চনকারী নিজ দেহাত্মার অর্পিত সমস্ত কীর্তির উৎস রূপে আমার সুস্থ রূপের দ্বান করবে। ভগবানের এই রূপ পবিত্র ভঁতার উচ্চারণের শেষে আরোগ্যলব্ধি মূল্য কর্তৃক অনুকৃত হয়। নিজ উপলব্ধি অনুসারে তত্ত্ব পবিত্রতার স্মরণ করে তাঁর উপলব্ধিতে তখন হবে যার। এইভাবে তত্ত্ব সর্বপ্রকারে ভগবানের আরাধন্য করে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। উপযুক্ত

মন্ত্রোচ্চারণ এবং শ্রীবিগ্রহের অঙ্গনাগমনের মাধ্যমে পবিত্রভাবে বিগ্রহের মধ্যে আবৃত্তি করে ভক্তদের উচিত আমার আরাধন্য করা। অর্চনকারী প্রথমে আমার নবমিলা দ্বারা শক্তি সম্বন্ধিত ধর্ম, জ্ঞান, বৈদ্য ও ঐশ্বর্যের আধারবস্তু কর্তৃক সজ্জিত আমার অঙ্গন কখন করবে। সে কর্তৃক মধ্যস্থিত ঐশ্বর্যক কেশের জন্য জ্যোতিষ্মান, অষ্টমল সম্বন্ধিত পত্রের মধ্যে আমার আসনের চিত্র করবে। হাতপত্র, বেশ এবং তথ্যের বিধান অনুসারে আমাকে পান্য, উপাসন ও অর্চনাসহ অন্যান্য পূজা উপকরণ অর্পণ করবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সে জ্ঞানবিত্ত ভোগ এবং মুক্তি উভয়ই লাভ করবে।

"অতঃপর উচিত পরামর্শের ভগবানের সুধর্মের চক্র, তাঁর পাঞ্চজন্য শব্দ, গলা, চোখোয়ার, কনু, বাস এবং হৃদ, তাঁর মূল্য অঙ্গ, তার কৌন্তক হনি, তাঁর পুষ্পকল্যা এবং তাঁর বস্ত্র শ্রীবৎস নামক গেমকুণ্ডলীর অর্চন্য করা। ভগবানের পার্শ্ব মল ও সুন্দর, পত্র, প্রচ ও চন্দ্র, মহাকল ও কল, আর কুমুদ এবং কুমুদেবের পূজা করা উচিত। ভক্তের উচিত প্রোক্ষণাদি অর্পণ করে দুর্গা, বিদ্যাক, বাস, বিদ্যুৎসেন, শুকনো এবং বিভিন্ন দেবগণের পূজা করা। এই সমস্ত ব্যাপ্তি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে নিজ নিজ স্থান অধিষ্ঠিত হবেন। অর্চনকারী শ্রীবিগ্রহকে চন্দনের দ্বারা সজ্জিত তাল, উর্দার মূল, কর্ণ, কুমুদ ও অষ্টক সহস্রের বস্তু মাধ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে প্রতিদিন দান করবে। সে বিভিন্ন প্রকার বৈদিক মন্ত্র, যেমন-স্বর্গব্যব নামে পরিচিত অনুবাক, মহাপ্রভাবিকা, পূজাসূক্ত এবং সাম বেদোক্ত বিভিন্ন গীত, যেমন—রাজন এবং রোহিণী থেকে পাঠ এবং দান করবে। আমার তত্ত্ব আমাকে তারপর প্রেম সহস্রের যন্ত্র, উপবীত, বিভিন্ন ভস্মভার, তিলক চিহ্ন এবং মালা দ্বারা সজ্জিত করবে, আর হাথা বিধান, আমার অঙ্গে সুগন্ধী তেল স্বেদন করবে। অর্চনকারীর উচিত প্রভা সহস্রের আমাকে চন্দ্র এবং মুখ প্রসঙ্গের রত্ন, সুগন্ধী তেল, পুষ্প ও অশ্বত্থ পত্র, তার সঙ্গে মূল, মীণ এবং অন্যান্য নৈবেদ্য অর্পণ করা। নিজের কন্যাসহ মধ্যে তত্ত্ব আমার জন্য মিশ্রি, পায়ের, ঘি, শঙ্খলী (চালের প্রাচীর দিঠে), আপুশ (বিভিন্ন প্রকার মিশ্রি দিঠে), জোলক (চিনি দিঠে) দ্বারা করা পরকেন কোমলকে ভাণ্যনো চালের

হৃদয়র আরাধন্য দেওয়া এক প্রকার (সেই দিঠে), সর্বোদ (চিনি আর মশলা আবৃত্তি বি আর মুখ দিঠে) দিঠে দিঠে দিঠে দিঠে), ঘি, সন্ধ্যা-সুপ এবং অন্যান্য উপাধের প্রাচীরের ব্যবস্থা করবে। বিশেষ উপলক্ষ এবং সমস্ত হলে প্রতিদিন বিগ্রহকে অষ্টম দ্বারা সজ্জিত করে, মূল্য প্রদর্শন করে, মল থাকনের জন্য ইউকালিপ্টাসের কণ্ঠি প্রদর্শন করে, পান্যদ্রব্যে অভিষেক করায় সমস্ত প্রকারের উপাধের দ্বারা প্রায় অর্পণ করে তাঁর শ্রীসুখের জন্য এবং বীত করা উচিত। শাস্ত্র বিধান অনুসারে স্থান নির্মাণ করে, পবিত্র মেঘলা, স্বচ্ছের বৃত্ত এবং বেগীতে ভক্তের উচিত বস্তু সপাদন করা। নিজ হাতে কাঠ অর্পণ করে শুভ যজ্ঞাদি প্রদর্শিত করবে।

"প্রাপ্তি মূল দ্বান বিধি তার উপর জল সিঞ্জন করে দ্বিধন অনুসারে অস্বাদন্য সপাদন করা উচিত। তারপর আর্ঘ্যের দ্বারা সজ্জিত করে অতঃপর পাত্র থেকে জল সিঞ্জন করে সেগুলিকে শুভ করা উচিত। তারপর অর্চনকারী বজ্রাধার মধ্যে আমার দ্বান করবে। বুদ্ধিমত ভক্তদের উচিত ভক্তকাজন কর্তৃক নির্মিত শব্দ, চক্র, দণ্ড এবং পত্র বৃত্ত হস্তচক্র, শব্দ, পত্রকেশর কর্তৃক পরিহিত ভগবানের দ্বান করা। তাঁর মুণ্ডি, হস্তকল, কোমরবন্ধ এবং সুন্দর বস্ত্রের দ্বারাও উচ্চ। তাঁর বস্তু রয়েছে শ্রীবৎস চিহ্ন, তার সঙ্গে রয়েছে বীণামল কৌন্তক হনি এবং কুমুদার মালা। অতঃপর তত্ত্ব ভগবানকে দ্বত দিঠ কাঠকণ্ড যজ্ঞাদিতে সিঞ্জন করে পূজা করবে। তার উচিত দ্বত দিঠ আর্ঘ্যের বিভিন্ন দ্ব্য অধিতে অর্পণ করে, আমার অনুষ্ঠান সম্পাদন করা। তারপর যেন হস্তের পূজাসূক্ত এবং প্রতি বিগ্রহের মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, যন্ত্রাধারি যেন জন নেবজ্যকে দ্বিষ্ট-মূল নামক আর্ঘ্য প্রদান করা উচিত। পূজ্য সূক্তের এক এক ছত্র উচ্চারণ করে ও তার সঙ্গে এক একজন বিগ্রহের নবোচ্চারণের মাধ্যমে একবার করে বৃত্তান্তি প্রদান করবে। এইভাবে যজ্ঞাদিতে ভগবানের আরাধন্য করে, ভক্তের উচিত ভগবানের পার্শ্বমণ্ডকে সপ্তদশ প্রণতি স্পন্দন করে নৈবেদ্য অর্পণ করা। তারপর সে পরম সজ, পরমেশ্বর নারায়ণকে স্তব্ধ করে নিঃশব্দে ভগবৎ-নিগ্রহের মূলমন্ত্র স্তব করবে। পুনরায় সে শ্রীবিগ্রহকে আত্মনীর অর্পণ করে, ভগবৎ কৃত্যবশের বিদ্যুৎসেনকে

প্রদান করবে। তারপর সে পান্য-সুগন্ধী দিঠে শ্রীবিগ্রহে সুগন্ধী বস্ত্রের শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করবে।

"অন্যদের সঙ্গে দান করে, উচ্চারণের উচ্চারণ করে, নৃত্য করে, আমার লীলাভিত্ত করে, আমার কাছিনী স্তবন করে এবং অন্যদের প্রদান করে ভক্তের উচিত বিদ্যুৎসেনের জন্য এইকণ উৎসবে মগ্ন হওয়া। ভক্তের উচিত পুরাণ, অন্যান্য জাতীয় শাস্ত্র, এবং সাধারণ প্রাচীর থেকেও সমস্ত প্রকার শব্দ এবং প্রাচীর উচ্চারণ করে ভগবানকে স্তব্ধ জানানো। 'হে ভগবান, অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রতি কৃপাপরকাশ হোন।' বলে প্রার্থনা করে তার উচিত মন্ত্রের মতো সাধারণ প্রণতি নিবেদন করা। শ্রীবিগ্রহের চন্দ্রমণ্ডলে মন্ত্রক স্থাপন করে, সে তারপর কবাজোড় ভগবানের সন্মুখে মণ্ডরমল হাবে প্রার্থনা করবে, 'হে ভগবান, ভগবানের প্রতি শরণাগত আমাকে অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন। যুগ্মের মুখ পদে মণ্ডরমল আমি জন মন্ড্রে পতিত হয়ে অত্যন্ত ভীত বোধ করছি।' এইরূপে প্রার্থনা করে ভক্তের উচিত আমার দ্বারা প্রদত্ত নির্মাণ প্রভা সহস্রের তার মন্ত্রকে ধারণ করা। সেই বিশেষ বিশেষ অর্চনের শেষে তাঁকে বিসর্জন দেওয়ার কথা থাকলে, তত্ত্ব পুনরায় বিগ্রহের উপলব্ধি আলােককে তার নিজ হস্তকেশর আলোকের মধ্যে স্থাপন করে সেটি সম্পাদন করবে।"

"আমার শ্রীবিগ্রহ রূপে অথবা অন্যান্য স্বার্থ অভিযুক্তি মধ্যে—কোনই কেউ আমার প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে—তার উচিত আমাকে সেইরূপে আরাধন্য করা। আমি সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে আত্ম আমার অঙ্গিরূপ, ভিন্নভাবেও, অবশ্যই অবস্থিত, যেহেতু আমি হামি সকলের পরমাত্মা। বেশ এবং তথ্যের বিভিন্ন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে আমার অর্চন্য করলে সে আমার নিজটি থেকে এই জগৎ এবং পবিত্র তার দ্বান্য অনুসারে অর্চনা সিদ্ধি লাভ করবে। ভক্তের উচিত পূজ্য উপাসন সম্বন্ধিত পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল আরও মূল্যে নির্মাণ করে ভক্তের আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। এই উপাসনগুলিকে আত্মা আলােকভাবে নিয়মিত প্রাচীর পূজার জন্য, বিগ্রহ নিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রা, এবং পবিত্র দ্বিধি উদ্‌যাপনের জন্য যাতে মূল পাওয়া যায় তার জন্য নির্দিষ্ট প্রণতি হবে। যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের নিয়মিত

প্রতীক পূজা এবং বিশেষ উৎসব যাতে চিত্রকলা চলেতে থাকে তার জন্য বিশেষকৈ ভূমি, বাজার, শহর এবং গ্রাম উপহাররূপে অর্পণ করে, সে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে। বিশ্রাম প্রতিষ্ঠা করলে সারা বিশ্বে রাজ্য হতে পারে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করলে ত্রিভুবনের শাসক হতে পারে, বিশ্রামের সেবা-পূজা করলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর যে ব্যক্তি এই তিনটি কার্যই সম্পাদন করে সে আমার নিজের মতো বিদ্যা রূপ লাভ করে। কিন্তু যে সকল কর্মের ফলাফলকাল রহিত হয়ে কেবলই ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, সে আমাকেই লাভ করে

আমার দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে যে আমার আশ্রয় করবে অবশেষে সে আমার প্রতি ঐক্য ভক্তিযোগ লাভ করবে। নিজে অথবা অন্য করণে প্রসঙ্গ লেখত অথবা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি যদি কেউ অপহরণ করে, সে ব্যক্তি মন কোটি বৎসর বাপী বিষ্ঠার কীট রূপে বাস করবে। কেবলমাত্র সেই চৌর্যকর্মের কর্তাই নয়, যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে, সেই কুবর্ষ প্রকোচিত করবে, অথবা কেবল তার অনুমোদন করবে, পরবর্তী জীবনে তাকেও প্রতিক্রিয়ায় ভাগী হতে হবে। যে, যে পরিমাণে তাকে ক্ষতিত হবে, সে, সেই অনুসারে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে।”

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“অন্য ব্যক্তিদের বহু স্বভাব এবং কার্যকলাপের প্রশংসা অথবা উপহাস কোনটিই করা উচিত নয়। বরং, এই জগৎকে আমাদের কেবল এক পরম সত্যভিত্তিক জড়া প্রকৃতি এবং ভোগী আশ্রয় সমষ্টির হিসাবে দর্শন করা উচিত। যে কেউ অন্যের গুণাবলী এবং ব্যবহারের প্রশংসা অথবা নিন্দা করবে, মায়াময় ছন্দে জড়িয়ে পড়ার ফলে সে অবশ্যই খুব শীঘ্র নিজের পঞ্চম বার্ধ থেকে বিচ্যুত হবে। ইন্দ্রিয়গুলি স্বপ্নের মতো স্বাভাবিক পণ্ডীর নিদ্রাগ্রস্ত হলে দেখাবারী জীবাত্মা যেমন বাহ্য চেতনা হারায়, তেমনই জড়বশ্রে অভিভাবিকারী ব্যক্তি মায়ার প্রভাবে বুকের মতো অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জড় ব্যাকের দ্বারা যা উত্ত হয় বা জড় মনের দ্বারা যা চিন্ত করা হয়, তা পরম সত্য নয়। তা হলে এই চন্দ্রময় অবাস্তব জগতে কোনটি স্বার্থ ভাল বা মন্দ, আর এইগুলি কতটা ভাল বা মন্দ তা কীভাবে পরিমাপ করা যাবে? হ্যাঁ, প্রতিজনই এবং মরিতিকা প্রকৃত বস্তু মায়াময় প্রতিচ্ছবি হলেও এই অনুরূপ প্রতিচ্ছবি অর্থহীন এবং ধারণাযোগ্য

অনুভূতির সৃষ্টি করে। একইভাবে স্বপ্নজীব জড় দেখে, মন এক অহংকারের মাধ্যমে নিজের পরিচয় রূপন করার ফলে তা তার মধ্যে আমৃত্যু তরঙ্গ উত্থিত করে। পরমাত্মাই কেবল এই জগতের অন্তিম নিয়ামক এবং বস্তু, আর তিনি একাই সৃষ্ট। তেমনই, সর্বাঙ্গা স্বয়ং পালন করেন এবং পালিত হন, প্রত্যাহার করেন এবং প্রত্যাহত হন। পরমাত্মা, যিনি প্রতিটি বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে পৃথক, অন্য কেউ নিজেকে স্বাভাবিকরূপে পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। তাঁর মধ্যে ত্রিবিধ জড়া প্রকৃতির উদ্ভব রূপে বা অনুভূত হয় তা ভিত্তিহীন। বরং, জেমার যোগ্য উচিত যে, ত্রিগুণ সমন্বিত এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে কেবলই তাঁর মায়াময় সত্ত্ব। যে ক্ষতি এখানে আমার দ্বারা বর্ণিত শব্দে জ্ঞান এবং উপলব্ধি জ্ঞানে সূত্রপ্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবে ফলস্বরূপ করতে পেরেছে, সে জাগতিকভাবে কারও নিন্দা বা প্রশংসা কোনটিই করে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অবরোধ পন্থা, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে তাকে জ্ঞানতে হবে যে, এই জগতের আদি এবং অন্ত

স্বাভাবিক, আর তাই তা চরমে যত্নব নয়। তাই তাকে এই জগতে আসক্তি মুক্ত হয়ে চলতে হবে।”

ব্রাহ্মণ বললেন—“যে ভগবান, বর্ষক অথবা অথবা দৃশ্যবস্ত্র দেখে, কাঁচও পকেই এই জড় অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব নয়। এক দিকে আত্মা হচ্ছে সহজাতভাবে স্বার্থ জ্ঞান সন্ধান, আর অপরদিকে সেহাটি চেতনা নয় তাহলে জড় অস্তিত্বের অস্তিত্বতা করার উপর বর্তাবে? চিত্রের আত্মা হচ্ছে অধ্যায়, মিথ্যা, গুণ, স্বপ্রকাশ এবং জড়ের দ্বারা কখনও আবৃত নয়। সেটি আত্মার মতো। আর প্রাণহীন জড় দেখে হচ্ছে কালমী কালের মধ্যে অচেতন এবং অজ্ঞ। তা হলে এই জগতে প্রকৃতপক্ষে সংসার যাতনা কে ভোগ করে থাকে?”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“মূর্খ জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত তার জড় দেখে, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতি আবৃত থাকবে, চরমে অর্থহীন হলেও, ততদিনই তার সংসার-ক্রিয়ন বর্ণিত হতে থাকবে। বস্তুতে, জীব হচ্ছে জড় অস্তিত্বের উর্ধ্ব। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের মনোভাবহেঁ তার সংসারবন্ধ দশা নিবৃত্ত হয় না, আর বন্ধ দেখার মতো সে তখন সমস্ত একতারের অসুবিধার দ্বারা আবৃত হয়। স্বাভাবিক কোন ব্যক্তি বহু অবস্থিত পরিচিতি ভোগ করলেও, জেগে ওঠার পর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আর তাকে বিভ্রান্ত করে না। মিথ্যা অহংকার শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, বিদ্বেষ এবং আকাঙ্ক্ষা, তার জ্ঞান-মৃত্যুও অনুভব করে, গুণ আত্মা নয়। যে জীবাত্মা নিজেকে তার দেখে, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু এবং মনের সঙ্গে একীভূত করে সেই আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে বাস করে, সে তখন তার নিজের জড় বন্ধ গুণ এবং কর্ম অনুসারে রূপ পরিগ্রহ করে। সমস্ত জড়া শক্তির দ্বারা বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়ে সে এইভাবে সংসার চক্রে মহাকাশের ন্যায় নিরন্তরে ঘোমনে সেখানে স্থবির হতে বাধ্য হয়। মিথ্যা অহংকার ভিত্তিহীন হলেও তা মন, কল্যাণ, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিভ্রান্তভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু স্বার্থ গুরুত্বের সেবার মাধ্যমে কলীরূপ হয়ে, মিথ্যা জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা প্রক্ষালিত এই মিথ্যা পরিচিতি ছিন্ন করে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি মুক্ত হয়ে এই জগতে বিচরণ করেন।”

“স্বার্থ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে জড় এবং চিত্রবস্ত্র স্বার্থ পার্থক্য নিরূপণের উপর আধারিত, আর তা পার্থক্য প্রশংসা, তপস্যা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পূন্যের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং তাত্ত্বিক অনুমানের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরেও যিনি এক বর্তমান থাকেন, সেই পরম সত্য হচ্ছেন কাল এবং অস্তিত্ব স্বরূপ। এমনকি সৃষ্টির অস্তিত্বের মধ্য পর্যায়েও পরম সত্যই হচ্ছে স্বার্থ বস্তুর বস্তু। স্বর্ণ-নির্মিত বস্তু নির্মাণের পূর্বে স্বর্ণই থাকে, সেই নির্মিত বস্তুগুলি নষ্ট হয়ে গেলেও স্বর্ণ থেকে যায়; আবার বিভিন্ন নামের মাধ্যমে ব্যবহৃত হওয়ার সময়েও সেগুলি মুক্ত স্বর্ণই থাকে। তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে, তার ধ্বংসের পরে এবং বিতিকালেও একমাত্র আমি বর্তমান থাকি। জাগত, স্বপ্ন এবং সুবৃত্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরে জড় মনের অভিব্যক্তি ঘটে—বেশি হচ্ছে প্রকৃতির ত্রি-গুণ থেকে উৎপন্ন। মন পুনরায় তিনটি ভূমিকার প্রতিজ্ঞাত হয়—যিনি অনুভব করেন, অনুভূত এবং অনুভবের নিয়ামক রূপে। এইভাবে ত্রিবিধ উপাধির সর্বত্রই মন বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু চতুর্থ বিকটি এই সমস্ত থেকে চিন্নভাবে অবস্থিত, আর সেইটিই কেবল পরম সত্য সমন্বিত। যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, উন্নিবেশিত থাকবে না এবং এই দুটির মধ্যবর্তী সময়েও যার অস্তিত্ব থাকে না, তবে তার শুধুমাত্র বাহ্যিক উপাধিয়ার বর্তমান থাকে। আমার মতে অন্য কিছুই দ্বারা স্ব-কিছুই সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হয়, বস্তুতে সেটি হচ্ছে অন্য কিছুমাত্র। বস্তুতে অস্তিত্ব না থাকলেও রক্ষাওণ সৃষ্টি বিকলের প্রকরণকে কল্পন বলে মনে হয়, কেননা স্বপ্রকাশ, স্বত-উদ্ভাসিত পরম সত্য—ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভেদ্য বস্তু, মন এবং জড়া প্রকৃতির উপাধি-রূপী জড় বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শন করেন। এইভাবে বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিতর্কের মাধ্যমে, পরম সত্যের সর্বোৎকৃষ্ট পদ, স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে মানুষের উচিত জড়ের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি দম্বতার সঙ্গে যত্ন করে আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা। আত্মার স্বাভাবিক আনন্দে সন্তুষ্ট হয়ে, মানুষের জড় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আবরণ থেকে বিরত হওয়া উচিত।”

“যুটিকা নিৰ্মিত জড় দেহ ইন্দ্রিয়গুলি, তাদের
অধিদেহজ, প্রাণবায়ু, বাহ্যিক বায়ু, জল, আত্মন, অথবা
নিজের মন, কোনটিই বার্থ আশ্রয় নয়। এই সমস্তই
হচ্ছে জড়। তেমনই, নিজের বুদ্ধিমত্তা, জড় চেতনা,
অহংকার, আকাশ, ভূমি, তত্ত্বজ্ঞ, এমনকি প্রকৃতির আনি
অপ্রকাশিত পর্যায়কেও আশ্রয় বার্থে পরিচয় কলে মনে
করা যায় না। যে কৃতি পরমেশ্বর ভগবানকণে আমার
ব্যক্তিগত পরিচয় যথাক্রমে উপলব্ধি করেছে, তার
জড়গুণজাত ইন্দ্রিয়গুলি যদি সুসমাহিত হয়, তাতে
কৃতিত্বের কী অর্থ? আর পক্ষান্তরে তার ইন্দ্রিয়গুলি
যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তাতেই না তার দোষ কী? প্রকৃতপক্ষে
মেঘের ব্যাভাষ্যে কি সূর্যের কিছু দার আসে? আকাশ
থেকে বায়ু, আমি, জল এক ভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন গুণকণী
প্রকাশিত হয়ে, তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, সেই সঙ্গে
অল্প পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং উত্তপ্ত মতো
গুণকণী প্রতিনিয়ত আসে আর যায়। তবুও আকাশ এই
সমস্ত গুণকণীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। তেমনই,
মিথ্যা অহংকারের জড় পরিবর্তনকারী সত্ত্ব, রজ এবং
তমোগুণের কলুষ দ্বারা পরম অবিদিত সত্য কখনও
জড়িয়ে পড়েন না। তবুও, আমার প্রতি বৃত্তরূপে
ভুক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যতক্ষণ না তার মন
থেকে জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত
হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমার মঙ্গলশক্তি সম্বন্ধে জড়
গুণকণীর সত্ত্ব, অভ্যস্ত সাধনতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে
হবে। কোন ব্যক্তির ঠিকমত চিকিৎসা না হলে যেমন
পুনরায় তা প্রকাশিত হয় এবং রোগীকে বারবার কষ্ট
প্রদান করে, তেমনই যার মন বিকৃত প্রবণতা থেকে
সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়নি, সে জড় বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে
থাকবে এবং বারবার সেই অশুভ ভক্ত তার দ্বারা আক্রান্ত
হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি আসক্তি, শিবা-শিব্যা
অথবা অন্যান্য, যাদেরকে ঈর্ষণ্যরূপে দেবতার উদ্দেশ্যে
প্রণোদিতভাবে শ্রবণ করেন, তাদের দ্বারা অসিদ্ধ
পরমার্থবাদীদের অগ্রগতি কখনও কখনও বিঘ্নিত হতে
পারে। কিন্তু তাদের সঞ্চিত অপ্রগতিশীল বলে, এইরূপ
অসিদ্ধ পরমার্থবাদীরা পরবর্তী জীবনে পুনরায় তাদের
যোগভ্যাস শুরু করেন। তারা আর কখনও কর্মের
বন্ধনে আবদ্ধ হন না।”

“সাধারণ জীৱজন্তু জড় কর্ম সম্পাদন করে যা
প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সে চতুর
পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রমের দ্বারা আড়িত হয়ে, সক্রিয়
কর্ম করে চলে। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু নিজের অঙ্গপাশে
আত্মপ অনুভব করে সমস্ত জড় বাসন ত্যাগ করে এবং
সক্রিয় কর্মে নিয়োজিত হয় না। আত্মহ আত্মী ব্যক্তি
নিজের দৈহিক আর্থকল্যাণেরও চেয়ে বেশি চিন্তিত না। বাক
তিনি যতদূর সম্ভব থাকে, উপবেশন করেন, বিচরণ করেন,
খরন করেন, বৃত্তভ্রমণ করেন, আহার অথবা অন্যান্য
দৈহিক কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন
যে, সেই তার নিজ স্বভাব অনুসারে আচরণ করছে।
আত্মোপলব্ধি ব্যক্তি কখনও কখনও অশুদ্ধ বস্ত্র বা
কার্যকলাপ মর্শন করলেও সেটিকে বাস্তব বলে মনে
করেন না। নিজা থেকে ভেঙ্গে উঠে মানুষ তার অশুদ্ধ
বস্ত্রকে যেভাবে মর্শন করে, ঠিক সেইভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি
ভার্যিক জ্ঞানের মাধ্যমে অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে
মায়াময়, জড় বস্তু ভিত্তিক, বাস্তবতা থেকে ভিন্ন এবং
বিয়োদী রূপে মর্শন করে। প্রকৃতির গুণের মিশ্রকল্যাণের
দ্বারা বস্তুরূপে বিকৃত অবস্থাকে বজ্রজীবের ভুল ক্রমে
আশ্রয় মতোই ভেবে তা গ্রহণ করে। কিন্তু হে উদ্ধন,
পরমার্থিক জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে মুক্তির সময় সেই
একই আশ্রয় নাশপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, নিজ আশ্রয়
কখনও গৃহীত বা পরিত্যক্ত হয় না। সূর্য উদিত হয়ে
মানুষের চোখকে আবৃতকারী অন্ধকার বিদূরীত করে,
কিন্তু তাদের সম্মুখের দৃশ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করে না, বাস্তবে
সেগুলি আগে থেকেই ছিল। তেমনই, আমার সম্মুখে
সমর্থ এবং বাস্তব উপলব্ধি মানুষের বার্থ চেতনা
আত্মোপলব্ধি অন্ধকারকে বিকৃত করে।”

“পরমেশ্বর ভগবান হাটেনে দ্বয় উদ্ভাসিত, আত্ম এবং
অপরিমেয়। তিনি হঠাৎ পবিত্র দিবা চেতনা এবং সমস্ত
কিছু অনুভব করেন। তিনি অধিষ্ঠার, প্রজ্ঞা বন্ধ করার
পরই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর শক্তিতে
ব্যাকশক্তি এবং প্রাণবায়ু গতি প্রাপ্ত হয়। যা কিছু
আংশিক বস্তু নিজের মধ্যে অনুভূত হয়, তা কেবল
মনের বিকৃতি। বস্তুত এইরূপ সত্ত্বা বস্তু নিজের আশ্রয়
বাড়ীতে ভিত্তিহীন। কেবল নাম এবং রূপ অনুসারে
পাঁচটি জড় উপাদানের বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয়। যারা

বলে, এই বৈশিষ্ট্য বাস্তব, তারা হচ্ছে তথ্যভিত্তিক পণ্ডিত,
তারা কেবল বাস্তব ভিত্তিহীন, বৃথা ভাটনিক তত্ত্বের প্রস্তাব
করছে।”

“অনুশীলনে প্রচেষ্টাশীল অগত যোগীর ভৌতিক
শরীর কখনও কখনও বিভিন্নভাবে যোগাতির দ্বারা
এবাগত হতে পারে। সেইজন্য এই পদ্ধতি অনুমোদিত
হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কিছু কিছু সমস্যা
যোগিক ধ্যান বা আগনের দ্বারা শাস নিয়ন্ত্রণের উপর
দান অভ্যাসের মাধ্যমে, এবং অন্যান্যগুলিকে বিশেষ
বিশেষ উপস্যা, মন্ত্র অথবা ঔষধির দ্বারা দূরীভূত করা
যায়। প্রতিনিয়ত আমার শ্রবণ করে, আমার পবিত্র নাম
সংকীর্তন এবং শ্রবণ করার মাধ্যমে, অথবা মহান যোগ
শিক্ষকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অশুদ্ধ
প্রতিবন্ধকগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারণ করা যাবে।
কোন কোন যোগী বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের
মেহকে ব্যাধি এবং বার্ষিক ভুক্ত করে সর্বদাই যৌক

সম্পন্ন রাখে। এইভাবে তারা জগৎপ্রতি অলৌকিক সিদ্ধি
লাভের উদ্দেশ্যে যোগভ্যাসে রত হয়। যারা দিব্যজ্ঞানে
পণ্ডিত, তারা এইরূপ দৈহিক অলৌকিক সিদ্ধিকে
তত্ত্ববোধি মূল্য দেয় না। বাস্তবে, তারা এইরূপ সিদ্ধির
প্রচেষ্টাকে অনর্থক বলে মনে করে, কেননা আসন্ন হচ্ছে
বৃক্ষের মতো স্থায়ী, আর যেটি হচ্ছে সেই বৃক্ষের
নিশাশীল ফলের মতো। বিভিন্ন প্রকার যোগ পদ্ধতির
দ্বারা ভৌতিক দেহের উন্নতি হলেও আমার প্রতি
নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে
ভৌতিক দেহকে সিদ্ধ করার বিষয়ে কোনরূপ আস্থা
স্থাপন করে না, আর বাস্তবে, সে এই সমস্ত পদ্ধতি
পরিত্যাগ করে। আমার আশ্রয় গ্রহণ করে অকালক্রমে
যোগী অন্তরে আত্মসুখ অনুভব করে। এইভাবে যোগ
পদ্ধতি অনুশীলন কালে, অন্তরায়ের দ্বারা কখনও সে
পরাভূত হয় না।”

❖ ❖ ❖

উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভক্তিবোগ

শ্রীউদ্ধব বললেন—“হে ভগবান অচ্যুত, আমার তব
হচ্ছে যে, অশংখতম্না ব্যক্তিরের জন্য আগনের দ্বারা
বর্ণিত যোগ পদ্ধতি বড়ই দুঃসাধ্য। সেইজন্য মানুষ বাস্তবে
আরও সহজে পালন করতে পারে, এইরূপ সরল ভাবে
এই বিষয়ে আমায় নিকট বর্ণনা করুন। হে ভগবান
পুণ্ডরীকাক্ষ, যে সমস্ত যোগী মনঃসংবাদের চেষ্টা করেন
তাঁরা প্রায়ই সমাধিস্থ হতে পারেন না পেরে বতাল হন।
এইভাবে মনঃসংবাদের প্রচেষ্টায় তাঁরা ক্লান্তিগ্রস্ত হন।
অতএব, হে কমলকরন বিশেষণ, পরম হংসরূপ সমস্ত
দিব্য আসনের উৎস আপনার নামপঠে সানন্দে আশ্রয়
গ্রহণ করেন। কিন্তু যারা কর্ম এবং যোগানুশীলনে পর্ব
বোধ করে, তারা আপনার আশ্রয় গ্রহণে অসমর্থ হয়ে
অপনয়ন দ্বারাশক্তির নিকট পরাভূত হয়।”

“হে উপকন অচ্যুত, যে সমস্ত সেবক ঐকান্তিকভাবে
আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিকট আপনি
অত্যন্ত বনিষ্ঠভাবে গমন করেন, সেটি তেমন আশ্চর্যের
কিছু নয়। সর্বোপরি আপনি বহন ভগবান রামচন্দ্ররূপে
অবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ক্রমায় মতো মহান পেকাপ
অপনয়ন চরণ রাখার আগনে পর্যন্ত তাঁদের উজ্জ্বল মুখটি
সমুদ্রের প্রান্তদেশে স্পর্শ করতে সাহস পেতেন না। সেই
সময়ও আপনি আপনার একান্ত আশ্রিত হনুমানের মতো
বানরদের প্রতি বিশেষ প্রেম রূপন করেছেন। আশ্রিত
ভক্তগণের সর্বসিদ্ধিহালায়, সকলের পরম প্রভু, পরম
আদর্শী উপাস্য বস্তু এবং শরৎ আত্মরূপী আপনাকে
প্রত্যাখান করতে কার সাহস হবে? আপনার দ্বারা
অসিত কলাপ সবচেয়ে অগত হয়ও কে এমন অশুভ

হতে পারে? ভগবৎ-কিবৃতিপ্রম জড় ভোগের জন্য অপর্যায় প্রত্যাখ্যান করে অন্য কিছুকে কে গ্রহণ করবে? আর আমরা, যারা আপনার পাদপদ্মের সেবার দ্বারা হারায়েছি তাদের কি কোনও অভাব আছে? হে ভগবান! ব্রহ্মার যথো দীর্ঘ জীবন লাভ করলেও পারমার্থিক বিজ্ঞানে সম্প্রতিপন্ন এবং নিবৃত্তির কবিশূন্য আপনার মতি যে কতটা কণী, তা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেননি, কেননা আপনি বাইরে অপ্রাকৃত্য এবং অন্তরে, পরমাত্মরূপে এই সুইভয়ে আবির্ভূত হয়ে আপনার নিকট কীভাবে উপনীত হতে হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে নেহারী জীবনের উদ্ধার করেন।"

শ্রীল শুকদেব পোষাদী বললেন—“পরম আদর্শীর উদ্ভাবন দ্বারা এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণেরও ইন্দ্র, সমস্ত জগৎ যার নিকট ক্রীড়নকের মতো এবং যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই ত্রিমূর্তি ধারণ করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার চিত্তে তাঁর সর্বকর্তব্য যুগ হৃদয় প্রদর্শন করে উত্তর প্রদান করতে শুরু করলেন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হ্যা, আমি তোমার নিকট আমার প্রতি ভক্তির নিয়মকণী বর্ণনা করব, যা পালন করে মরুশীল মানুষ পূর্বের মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। অবশ্য প্রবণ না হয়ে সর্বদা আমাকে স্মরণ করে ভক্তের উচিত তার সমস্ত কর্তব্য আমার জন্য সম্পন্ন করা। মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করে, তার মনকে আমার প্রতি ভক্তিবোধের আকর্ষণে নিবিষ্ট করা উচিত। মেগাধ, অসুরগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমার ভক্তগণ আবির্ভূত হয়ে থাকে। মানুষের উচিত, সেই সমস্ত ভক্তগণ যে স্থানে বাস করে, সেই সমস্ত পবিত্র স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে উক্ত ভক্তগণের দৃষ্টান্তমূলক আচরণের দ্বারা পরিচালিত হওয়া। আমার আরাধনার জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত পবিত্র ভিবি, আমার অনুষ্ঠান এবং উৎসবগুলি, একাকী অথবা জনসমাগমের মধ্যে, কীর্তন করে, নৃত্য এবং অন্যান্য রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্ভাবনের ব্যবস্থা করা উচিত। ভক্তের উচিত শুদ্ধ হৃদয়ে অন্তরে এবং কহিলে সর্বদা গুণ আকাশের মতো, নিজের মধ্যে ও সমস্ত জীবনের মধ্যে বর্তমান জড়কম্পনকে পরমাত্মরূপে আমাকে দর্শন করা।"

“হে দ্যুতিমান উদ্ধব, যে ব্যক্তি প্রতিটি জীবনে আমার উপস্থিতি দর্শন করে, আর এই শিবা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যেককে প্রভা করে, তাকেই প্রকৃত জানী বলে মনে করা হয়। এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এবং পুত্রস, চোর ও ব্রাহ্মণ্য সংকুচিত পৃষ্ঠপোষক মাতা, পুত্র এবং কৃত্রিম-সুখের ভ্রম আর নিষ্ঠুর সকলের প্রতি সম্মত। যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করে প্রতিমিত্ত আমার স্মরণ-মনন করে, তার হৃদয় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা, ইর্ষা, ভিরসার করা আর সেইসঙ্গে মিথ্যা অহংকার খুব শক্ত বিনষ্ট হয়। নিজের সঙ্গী-সাবীদের উপহাস উপেক্ষা করে ভক্তের উচিত দেহাব্যবহাতি আর আনুসঙ্গিক সঙ্কোচবোধ পরিত্যাগ করা। সকলকে—এমনকি কুকুর, চণ্ডাল, পাতী এবং পর্বতকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে সকলের সামনে মণ্ডপ প্রণতি নিবেদন করা উচিত। সর্বজীবের মধ্যে আমার দর্শন যতক্ষণ না সম্ভব হয়, ততক্ষণই ভক্তের উচিত কার্যমোহাটো এই পদ্ধতিতে আমার উপাসনা চালিয়ে যাওয়া। সর্বদা শুভগতন সবচেয়ে এইরূপ শিবা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সর্বত্র পরম সত্যকে দর্শন করতে সক্ষম হয়। সমস্ত সৎস্ব স্বপ্ন হয়ে তার সকাম কর্ম ত্যাগ করা উচিত। যাকবে, আমি মনে করি—সর্বজীবের আমাকে উপাসনা করার জন্য কাম, মন ও যাকের বৃত্তিগুলি ব্যবহারের—এই পদ্ধতিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের সত্যক সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।"

“শ্রী উদ্ধব, ভক্তিবোধের এই পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিষ্ঠা করার বলে তা হচ্ছে শিবা এবং সমস্ত প্রকার জড় উদ্দেশ্য রহিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করার বলে শুদ্ধ নিঃসংশয়ে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, সাধারণ মানুষ বিশাখানক পরিস্থিতিতে ক্রন্দন করে, ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে—এই সমস্ত অনর্থক ভাবাবোধের ফলে পরিস্থিতির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ নিঃসংশয়ভাবে আমার প্রতি অর্পিত কার্য, ব্যতিক্রমে নির্বাক মনে হলেও, তা সর্গের ধর্মের সমতুল্য। এই পদ্ধতি হচ্ছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা এবং চতুর ব্যক্তিদের চাতুর্য, কেননা তা অনুসরণ করার ফলে জীব এই জীবনেই কম্পাদী এবং অবাক বস্ত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে শিবা বাস্তব বস্ত্র, আমাকে লাভ করতে পারে। এইভাবে আমি

তোমার নিকট সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে পরম সত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করলাম। এমনকি দেহতানের জন্যও এই বিজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ। অষ্টমুখি সহকারে বার বার আমি তোমার নিকট এই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করলাম। যে কেউ এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, সমস্ত সৎস্ব শূন্য হয়ে সে মুক্তি লাভ করবে। তোমার প্রণের এই সমস্ত সুস্পষ্ট উত্তরের প্রতি যে কেউ অনেনিবেশ করলে, সে সমস্তন বোনের গোপনীর উদ্দেশ্য—স্বয়ং অবিমিশ্র সত্যকে লাভ করবে। যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মজ্ঞান দ্রোণা, আর তার নিকট আমি নিজেই প্রদান করি। যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে এই পরম নির্দেশ, এবং শুভাত্মপ্রদ পরম জ্ঞান প্রচার করে, সে বিজ্ঞানের বর্তিকার দ্বারা অন্যের নিকট আমাকে প্রকাশ করার ফলে দিনে দিনে পবিত্র হয়। যে কেউ সর্বজন আমার শুদ্ধ ভক্তিতে নিয়োজিত হয়ে ব্রহ্ম এবং মনোযোগ সহকারে নিয়মিতভাবে এই জ্ঞান শ্রবণ করবে, সে কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হবে না।"

“শ্রী সখা উদ্ধব, তুমি কি এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ? তোমার মনে উদ্ভূত শোক এবং মোহ কি এখন বিদূরীত হয়েছে? দাত্তিক, নাক্তিক, অসং যত্নর যে ব্রহ্ম সহকারে শ্রবণ করবে না, অতত, অথবা বিনীত নয়, তোমার উচিত তাদের কারও নিকট এই উপদেশ প্রদান না করা। যে সমস্ত ব্যক্তি এই সকল অসংগতরহিত, ব্রাহ্মণ কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, কৃপালু, সাধু এবং শুদ্ধ, তাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করা উচিত। আর যদি সাধারণ কর্মী এবং স্ত্রীলোকেরা ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাদেরকেও যোগ্য শ্রোতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যখন কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য জাতব্য আর কিছুই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পরম উপাদেয় প্রদত্ত পান করে, সে আর তৃষ্ণার্ত থাকে না। সংখ্য যোগের জ্ঞান, বাহ্য আনুষ্ঠানিক কর্ম, অলৌকিক যোগ সাধন, ভাগ্যতিক ব্যবসা এবং রাজনৈতিক শাসন—এসবের মাধ্যমে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোহের পথে অগ্রগতি লাভ করতে চায়। কিন্তু তুমি যেহেতু আমার ভক্ত, মানুষ এই সমস্ত উপায়ে যা কিছু লাভ করে থাকে,

তুমি আমার মধ্যে খুব সহজে তা গ্রহণ হবে। যে ব্যক্তি আমার প্রতি সেবা সম্পাদনের বসন্ত সমস্ত সর্বস্ব কর্ম পরিত্যাগ করে নিজেই সম্পূর্ণরূপে আমাতে অর্পণ করে, সে কাম-মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করে আমার নিজের ঐশ্বরের অংশীদার হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়।"

শ্রীল শুকদেব পোষাদী বললেন—“সমস্ত সোপমাণ প্রদর্শনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করার পর প্রসন্ন জ্ঞানন করায় জনা উদ্ধব কৃতজ্ঞবোধ হতেছিলেন। কিন্তু প্রেমবশত তাঁর কণ্ঠস্থ হতে অস্তবিসর্জন হওয়ার কলে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। প্রেমবিহীন মনকে ফির করে বদবংশের বীষশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। শ্রী মহাবাহু পরীক্ষিত, উদ্ধব ভগবানের চরণাবধি তঁর মস্তক স্পর্শ করে সাত্ত্বিক প্রসন্নতা করার পর কৃতজ্ঞতা পুষ্টে বললেন—হে অজ, আমি প্রভু, আমি মহা মোহাক্ষকারে পতিত হলেও আপনার কৃপাময় সন্দের প্রভাবে এখন আমার অজ্ঞানতা বিদূরীত হয়েছে। বস্ত্র, যে ব্যক্তি উদ্ধব সূর্যের নিকট গমন করেন, তাঁর উপর শীত, অন্ধকার এবং ভয় কীভাবে তাদের ক্ষমতা আরোপ করবে? আমার নগ্ন শরীরটির প্রতিমানে, আপনি আপনার সেবক আমার উপর ককণা পর্বণ হয়ে নিত্যজ্ঞান রূপ প্রদীপ প্রদান করেছেন। সুতরাং, এতদুপেক্ষ কৃতজ্ঞতা বোধ সম্পন্ন আপনার এমন কোন ক্ষুদ্র থাকতে পারে, যে আপনার পদাবধি ত্যাগ করে অন্য কোন প্রভু আশ্রয় গ্রহণ করবে? আপনার সৃষ্টি বর্ধনের উদ্দেশ্যে আমি আসিতে আপনি আমার উপর আপনার মায়াক্রান্তি বিস্তার করে দাশার্হ, বৃষ্টি, অন্ধক এবং সাত্ত্বিক পরিবারগুলির প্রতি দৃঢ় রেহ-বন্ধনের বন্ধু দ্বারা আমাকে বন্ধ করেছেন। সেই বন্ধন এখন শিবা আত্মজ্ঞান রূপ জরবারি দ্বারা ছিন্ন হয়েছে। হে পরম যোগী, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। কীভাবে আপনার পাদপদ্ম আমি স্থায়ী রতি অর্জন করতে পারি, সে বিষয়ে আপনার এই পরগণত সেবককে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ প্রদান করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“শ্রী উদ্ধব, আমার আদেশ গ্রহণ করে তুমি বদরিকা নামক আমার আশ্রয়ে গমন কর। আমার পাদপদ্ম নিম্নত পবিত্র জলে মন এবং তা স্পর্শ করে তুমি নিজেকে পবিত্র কর। পবিত্র

অলকানন্দা নদী ঘর্ষন করে সমস্ত পাণের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হও। কঞ্চল পরিধান করে যেন অনার্যসে যা পাওয়া যায় তাই আহ্বার কর। এইভাবে তুমি বিবাহের ও উপলব্ধি সমন্বিত, শান্ত, আত্ম-সংযত, সুনীল, নির্ভয় এবং বাসনা মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাক। নিবিশিষ্ট চিত্ত হয়ে তোমার নিকট প্রদত্ত জন্মের নির্দেশাবলীর প্রতিনিয়ত রমন করে, সেগুলির বহির্ভূত তব উপলব্ধি কর। তোমার স্বাভাবিক এবং চিত্তবশীল কামাতে নিবিশিষ্ট করে, আমার মিল ও গাভলীর উপলব্ধি বর্ধন করতে সর্বদা চেষ্টা কর। এইভাবে তুমি প্রাকৃত প্রকৃতির গতি অতিক্রম করে, অবশেষে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।"

শ্রীল ওকদেব গোপালী বললেন—“ভবদুঃখহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এইভাবে উপদেষ্ট হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, ভগবানের চরণে যত্ন সহকারে প্রণাম করে প্রণীত করেন। ছাড়া যথেষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভবের হৃদয় নির্ভীক হচ্ছিল এবং তাঁর গমনের মুহূর্তে তিনি অস্ব স্বাক্ষর ভগবানের পাদপদ্ম সিন্ধু করেছিলেন। বীর জন্ম একজন অবিদ্যাপী যেই তিনি অনুভব করছিলেন তাঁর বিরহজনিত মহাভয়ে, উদ্ভব মানসিক কষ্টে উদ্ভব যার হবে ভগবানের সঙ্গে পরিচয়।”



ত্রিংশতি অধ্যায়

যদুবংশের অন্তর্ধান

পরীক্ষিত মহাবাহু বললেন—“মহাপ্রভু উদ্ভব বনে গমনের পর সর্বজীবের রক্ষক, পরমপুত্র ভগবান দ্বারকা নন্দীরূপে কী করেছিলেন? ব্রাহ্মণদের অভিলষণের ফলে তাঁর নিজস্ব বিধব হওয়ার পর সকলের মননমণি যদুবংশে কীভাবে অন্তর্ধান হলেন? ভগবানের দিব্যরূপে দুটি নিবন্ধ হল মরীচিকা ও প্রত্যাহার করতে সক্ষম হত না, অবিদ্যার কার্ণ সেইরূপ প্রবেশ করলে তাঁদের হৃদয়ে তা দুলে হত, তা কখনও পূর হত না। স্বাতি অর্জনের ক্ষণ কি কথা, যে সমস্ত মহান কবি ভগবানের রূপের

করতে পারেননি। অবশেষে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে তিনি ভগবানকে বার বার প্রণতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর প্রভুর পাদুকাঙ্কন মস্তকে ধারণ করে প্রস্থান করেন। তারপর ভগবানকে হৃদয়ভাৱে পরীক্ষা করে স্থাপন করে পরম ভাগবত উদ্ভব বদরিকান্দ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি ভগবান করে ভগবানের নিজস্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেই বাচ্চের কথন ভগবানের একমাত্র বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিকট বর্ণন করেছেন। সমস্ত মহাব্যোমেশ্বরগণ বীর পাদপদ্মের সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভক্তের নিকট সমস্ত দিব্য আনন্দসমুদ্র সমন্বিত এই অমৃতময় জ্ঞান প্রদান করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিনিহি পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই বর্ণনা শ্রবণ করুন, তিনি নিশ্চিতরূপে মুক্তিলাভ করবেন। সব জীবের মধ্যে আমি এবং মহত্তম, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রথম জ্ঞাপন করছি। তিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদের প্রণেতা। তাঁর ভক্তদের ভব ভব হরণ করার জগাই তিনি সমস্ত জ্ঞান এবং আত্মগলভির সার্বিক সমন্বিত এই অমৃত সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর কহ ভক্তকে আনন্দ সমুদ্রের অমৃত প্রদান করলে, তাঁর কৃপার ভগবতগণ তা পান করেছেন।”

বর্ণনা করেছেন, তাঁরা শ্রীভীষ্ম দিব্য আকর্ষণে মগ্ন হয়ে উপবৃত্ত শব্দ সংযোজন করেছেন। আর অর্জুনের রথায়ত্ন রূপ লক্ষন করে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত যোদ্ধারা সাক্ষ্য মুক্তিলাভ করেছিল।”

শ্রীল ওকদেব গোপালী বললেন—“প্রকালে, কুমিতে এবং মহাকাশে অনেক উৎপাত জনক লক্ষণ লক্ষন করে সুধর্মী সজাগুহে সমাগত যদুবংশীরগণের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বক্তব্য রাখলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে যদুবংশীগণ, অনুগ্রহ

করে লক্ষন কর, দ্বারকার মৃত্যুপতাকার হাতো উদ্ভবের লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমদের এখানে অবস্থান করা উচিত নয়। নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ এই শহর পরিত্যাগ করে লঙ্কোদ্ধারে গমন করুক। আমরা পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত শ্রবাসক্ষেত্রে গমন করব। সেখানে আমরা প্রভি জন্ম গ্রহণ করে, উপবাস করে, আমাদের কনকে সংবাহিত করব। তারপর আমরা দেবমূর্তিসমূহে স্নান করিয়ে, চন্দন লেপন করে, এবং বিভিন্ন নৈবেদ্য অর্পণ করে তাঁদের অর্চন করব। মহাতাপাবান ব্রাহ্মণদের সহায়তায় প্রার্থিত্বাদি কৃপা সম্পাদন করে আমরা গাভী, ঘূমি, বর্ষ, বস্ত্র, হতি, অশ্ব, রথ এবং নিবাসস্থলি অর্পণ করে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের পূজা করব। এইটাই হচ্ছে জামাদের আসন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বীকরণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, আর তা নিশ্চিত পরম দৌত্যগ্য আনন্দ করবে। এইরূপ মেঘ, বিজ এবং বাতীর আরাধনার ফলে সমস্ত জীব সর্বলোভ জন্ম লাভ করতে পারে।”

“মধু হস্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করে বহুত্ব কদুবাংশীরগণ ‘তা-ই হোক’ বলে সম্মতি জানিয়েছিলেন। নৌকা করে সমুদ্র পেরিয়ে রথে চাপে তাঁরা প্রভল অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো যাদবগণ পরম ভক্তি সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করেন। অন্যান্য মানসিক অনুষ্ঠানও তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন। তারপর, তাঁরা অদৃশ্য ঐশ্বরিক দক্ষিণ দ্বারা দৃষ্টবুদ্ধি হয়ে জনকে সম্পূর্ণরূপে নেপথ্য করতে পারে এমন মৈত্রেয় নামক মিষ্টি পানীর প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলেন। যদুবংশীর বীরগণ অভিযাত্রায় পানের চলে নেপথ্য হয়ে গর্ভোদ্ধত হয়ে ওঠেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বীর মারাত্মক দ্বারা বিজয় হয়ে তাঁদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কলহ সৃষ্টি হয়। কলহ হয়ে তাঁদের তীর ধনুক, তালোয়ার, ডগা, গদা, বরম, এবং বর্শা আদি উল্লোলন করে সেই সমুদ্রতীরে একে অপরকে আক্রমণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে এবং উচ্চতরম পতাকাযুক্ত রথে, আবার গর্ভ, টেট, বৃক, মহিষ, অশ্ব, এমনকি মানুষের উপর আক্রমণ করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ একত্রিত হয়ে কন

হতি যেমন তাদের দন্তের দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করে তেমনই একে অপরকে বাণসমূহের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছিলেন। সাধব বিরুদ্ধে প্রচুর ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করলেন, কুস্তিভাষের বিরুদ্ধে অকুশ, সাত্যকীর বিরুদ্ধে অমিরুদ্ধ, সংগ্রাম জিতের বিরুদ্ধে সুভদ্র, সুব্রতের বিরুদ্ধে সুমিত্র এবং সুজ্ঞান পদ, এদের বিরুদ্ধে অপরে পরস্পর পরিত্যাগ উৎপন্ন করেছিলেন। ইহা ভগবান মুকুন্দ কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে বিমোহিত এবং নৈশাৎ দ্বারা অন্ধ হয়ে, শিশু, উল্লুক, সহযজিৎ, শতজিৎ এবং ভানু, তাঁর লড়াই করে একে অপরকে হত্যা করে। দাশার্য, বৃকি এবং যজ্ঞগণ, ভোজগণ, সাংঘত, মধু এবং অর্জুণগণ, মাপু, শূরসেন, বিসর্জন, কুতুর এবং কুস্তিগণ—এই সমস্ত যদুবংশের গোষ্ঠীসম্মিলন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক দৌত্যগ্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে, সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন। এইভাবে বিজয় হয়ে পুত্রগণ পিতার সঙ্গে, ভাতৃগণ ভ্রাতাদের সঙ্গে, ভাতৃপুত্রগণ পিতৃব্যগণ এবং মাতুলগণের সঙ্গে এবং পৌত্রগণ পিতামহগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বন্ধুগণ বন্ধুগণের সঙ্গে এবং ভাতৃকাকাকীপণ ভাতৃকাকাকীপণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ এবং আত্মীয়বন্ধন সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন। তাঁদের সমস্ত যুদ্ধ তল হলে এবং বাণসমূহ ও অন্যান্য কেশপাশসমূহ শেষ হয়ে গেলে, তাঁরা বেজবস্ত্রসমূহ হুত করে উঠিয়ে নেন। এই সমস্ত একতাবও তাঁদের মৃষ্টিতে ধারণ করা হয়ই দত্তগুলি ক্রমের মধ্যে কঠোর লৌহসত্তে পরিবর্তিত হয়। সেই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা যোদ্ধাগণ পুনঃপুনঃ একে অপরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন, এবং যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে নিষেধ করেন, তখন তাঁরা তাঁরও আক্রমণ করেন।”

“হে রাজন, বিজয় অবস্থায় তাঁরা শ্রীকলরায়কেও একজন শত্রুরূপে ভেবে, অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তাঁর ঘিকে ধাবিত হন। হে কুরুনন্দন, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এক কলরায় ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন। এরকম দণ্ড হাতে নিয়ে বুকের মধ্যে বিচলিত করে তাঁরা এই সমস্ত এরকম দণ্ড রূপ গদার দ্বারা হত্যা করতে শুরু করেন। বাণবনের বাবনল যেমন সমস্তবনকে ধ্বংস করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মারাত্মক দ্বারা বিদ্রোহ

এবং ব্রাহ্মণ্যের ধারা অচিন্ত্যপ্রকৃত হয়ে এই সমস্ত যোগাণ্ড ভরানক জোড়ে তাঁদের নিজের নিজের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর নিজের বংশের সমস্ত সদস্যগণ বিনষ্ট হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন যে, অবশেষে পৃথিবীর ভাব বিদূরিত হয়েছে। তারপর ভগবান বলরাম সমুদ্রতটে উপবেশন করে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন করে তিনি এই মর জগৎ পরিত্যাগ করেন।

“ভগবান যামের অন্তর্ধান দর্শন করে দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় একটি অশ্বখ বৃক্ষের তলে ভূমিতে উপবেশন করেন। ভগবান তখন চতুর্ভুজ পদম উজ্জল রূপ প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর দেহ নির্গত দ্যুতি ছিল ঠিক ধোয়াইল অগ্নির মতো, আর তাতে সমস্ত দিকের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। তাঁর স্নানবর্ণ ছিল ঘন নীল মেঘের মতো, এবং তাঁর দেহ নির্গত স্ফোতি ছিল গলিতস্বর্ণের মতো, তাঁর সর্বমঙ্গলময় রূপ ছিল শ্রীবৎস সমন্বিত। মুখপদ সূন্দরমুখোন্মাদ সযলিত, হস্তক গাঢ় নীলকেশদাম শোভিত। তাঁর পদ্মনেত্রের অভ্যন্তর আকর্ষণীয় এবং তাঁর মকরকুণ্ডল অত্যন্ত উজ্জল। তাঁর পরিধানে রয়েছে একজোড়া রেশম বস্ত্র, অলঙ্কৃত কোমরবন্ধ, উপবীত, হস্তবলয় এবং কড়কড়। মস্তকে চূড়ন, বক্ষ কোমলভাষি, হার, নুপুর আর সেইসঙ্গে তাঁর পায়ে ছিল রাজকীয় চিহ্নসকল। তাঁর শরীর ছিল পূর্ণমঙ্গল পরিবৃত্ত এবং তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহ তাঁদের স্ব স্ব রূপে বিকস্মমান ছিল। তিনি তাঁর পদ্মলোহিত পদতল সমন্বিত বামচরণ, তাঁর দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করে উপবেশন করেছিলেন। ভগবানের শ্রীচরণকে হরিণের মূখ মনে করে ভ্রমবশত জরা নামক এক শিকারি, তখন সেই স্থানে উপনীত হয়। শিকার প্রাপ্ত হয়েছে ভেবে, সাব্বর মুখের অবশিষ্ট দৌহবৎ থেকে নির্মিত কাণটি ঐ শিকারি কর্তৃক ভগবানের চরণে বিদ্ধ হয়। তারপর, চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করে সেই শিকারিটি তার হাবা কৃত অপরাধের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে সে ভগবানের চরণে পতিত হই এবং অনুরাগের স্বতন্ত্র শ্রীপাদপদ্মে তার মস্তক স্থাপন করে।”

জরা বলল “হে ভগবান মনুষ্যদমন আমি এতকাল অপ্রাপ্ত নাপিত বাঁচ। অজানতাবশতঃ আমি এই কার্য করেছি। হে পরমপবিত্র ভগবান, হে উত্তমশ্রোত, অনুগ্রহপূর্ণক এই পাপটিকে ক্ষমা করুন। হে প্রভু, আমি আপনার নিকট অপরাধ করেছি। হে ভগবান বিদু, পতিত ব্যক্তিগণ বলেন হে, নিকটর আপনাব স্নানবাসী ব্যক্তির অজ্ঞান-অন্ধকার অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় অতএব, হে বৈকুণ্ঠপতি অনুগ্রহপূর্ণক এই পাপটিকে পশুশিকারিকে অবিলম্বে হত্যা করুন, যাতে সে পুনরায় মাদু ব্যক্তিদের বিকল্পে এইলগ অপরাধ না করে। শ্রীকৃষ্ণা, তাঁর রথসি পূর্ণাণ, যা কেন্দ্র বোমহাবিৎ মহর্ষি, কেউই আপনার অলৌকিক শক্তির কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনার মাহাত্ম্যপ্রতি তাঁদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখার কীভাবে আপনার অলৌকিক শক্তি কার্য করে, সে হচ্ছে তাঁরা অজ্ঞ থাকেন। সুতরাং, নিকটকুলজাত আমার মতো ব্যক্তি, কি আর বলতে পারে?”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“প্রিয় জরা, ভয় পেয়ো না। তুমি ওঠো। যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমারই অভিপ্রায়। আমার অনুমতিক্রমে তুমি এখন সূক্তগিণের ধাম বৈকুণ্ঠ জগতে গমন কর। নিজের ইচ্ছামতো দিব্য দেহধারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, সেই শিকারি ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে ভূমিষ্ট হয়ে শ্রুতি জ্ঞান কর। তারপর তার জন্য আগত বিমানে আরোহণ করে শিকারি বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করুন। সেই সময় দারুণ তার প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের অধোবন করছিল। যে স্থানে ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন তার নিকটবর্তী হতেই সেখান থেকে প্রবাহিত মৃদু বায়ুতে তুলসী মঞ্জরীর সুঘ্রাণ অনুভব করে দারুণ সেই দিকেই গমন করে। দারুণ তার প্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর উজ্জল অস্ত্র-শস্ত্র পরিবৃত্ত হয়ে অশ্বখ মূলে বিলম্বরত অবস্থার দর্শন করে, ভগবানের প্রতি তার হৃদয়ই মেঘ সংবরণ করতে পারেন না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীচ রথ থেকে অবতরণ করে সে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হল।”

দারুণ বলল—“চন্দ্রবিহীন রাত্রে তরকারে বিলীন হয়ে মানুষ যেমন রাস্তা খুঁজে পায় না, তেমনই আমি

এখন আপনার চরণদ্বারা দর্শন হারিয়ে হে প্রভু, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আমি অন্ধকারে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াছি। আমি কোথায় যাব জানি না, আমার পাপিত্ত পাপি মা।”

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“হে রাজেন্দ্র, সারথি কথা বলতে বলতেই, তার চোখের সামনে ভগবানের গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত, স্বজ্ঞ এবং অক্ষাণসহ রথটি আকাশে উড়িত হল। শ্রীধর্মসু সমস্ত দিব্য অস্ত্র উজ্জ্বল হয়ে রথের অনুগমন করল। এই সমস্ত দর্শন করে পরম আশ্চর্যবিশিত রথের সারথিকে তখন ভগবান জনার্দন বললেন—হে সারথি, তুমি যাকার গমন করে কীভাবে তুমি প্রিয়জনদের একে অপরকে বিনাশ করেছে, সেসব আমার আশ্রয়জনকে বলবে। সেই সঙ্গে তাদেরকে

শ্রীসংকর্ষণের অন্তর্ধান এবং আমার বর্তমান অবস্থা বলবে। কপুবোমপণের রাজধানী দারকার, তুমি এবং তোমার আশ্রয় বজনগণের থাকা উচিত নয়, কেননা আমি ঐ নথর পতিত্যাগ করলেই সমুদ্র তাকে প্রাবিত করবে। তোমরা তোমাদের পরিবার এবং আমার পিতামহ সহ, অশ্রুনের রক্ষণাবেক্ষণে ইন্দ্রতলে গমন করবে। দারুণ, তোমরা উচিত দিব্য জ্ঞানে নির্দিষ্ট এবং চক্ৰ বিচারের প্রতি ঘনাসক্ত থেকে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হওরা। এই সমস্ত সীল্যকে আমার মাহাত্ম্যের প্রদর্শন রূপে জেনে তোমরা শান্ত থাক উচিত। এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, দারুণ ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, বার বার তাঁকে প্রণাম করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার মস্তকে ধারণ করে দূরবর্ত হৃদয়ে পহরে প্রজাবর্জন করেছিল।”



একত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

শ্রীল শুকদেব গোবর্ধী বললেন—“তখন মহাসেব, তাঁর সঙ্গিনী ভবানী, অবিগণ, প্রজাপতিগণ এবং ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাসে উপনীত হল। পরমেশ্বর ভগবানের অন্তর্ধান-নীল দর্শনের অভিনাবে পরম আগ্রহী হয়ে নিকৃপকরণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যমর এবং মহাসর্প, আর সেই সঙ্গে চারণগণ, স্বকণ, রাক্ষসগণ, কিন্নরগণ অলরাগণ এবং গরুড়দেবের আশ্রীধরণ সেখানে এসে উপস্থিত হইতছিলেন। আগমনকালে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং কর্মের মহিমা কীর্তন করছিলেন। হে রাজন, তাঁরা বিমানসমূহে একত্রিত হয়ে পরম উত্তিসহকারে তাঁরা সেখানে আকাশ থেকে পুন্স বর্ষণ করছিলেন। তাঁর সমুখে ক্রমাক্রমে পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর নিজের ঐশ্বর্যময় প্রকাশ, অন্যান্য দেবগণকে দর্শন করে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান নিজের মধ্যে তাঁর

মনকে নির্মিত করে তাঁর পদ্মনেত্রের মুদ্রিত করেন। সর্ব জগতের সর্বকর্মক বিলম্ব হল এবং সমস্ত প্রকার ধ্যান এবং মননের বিঘ্ন, ভগবানের দিব্য শরীর, আশ্রয়ী নামক অলৌকিক ধ্যানের প্রয়োগে দৃঢ় না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় ধ্যানে প্রবেশ করলেন।”

“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ধর্ম, সিন্ধুজ্ঞ, খ্যাতি এবং সৌন্দর্য অবিলম্বে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। স্বর্ণে বুদ্ধি শক্তি এবং আকাশ থেকে পুন্স বর্ষিত হইছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধ্যানে প্রবেশ, অধিকাংশ স্বেপন এবং ব্রহ্মাধি অন্যান্য উচ্চতরের স্বীকরণ দর্শন করতে পারেননি, কেননা তিনি তাঁর গমন প্রকাশ করেনি। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ তা দর্শন করে অত্যন্ত চমকিত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ যেমন মেঘ নিসৃত বস্ত্রপাতের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধ্যানে প্রত্যাবর্তনের

গমনপথ দেবগণ নির্ণয় করতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণা এবং শ্রীমহাশেখর আদি কয়েকজন মাত্র ভগবানের অলৌকিক শক্তি কীভাবে কাজ করেছে, তা নির্ধারণ করতে পেরে আশ্চর্যবোধিত হয়েছিলেন। সমস্ত দেবগণ ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করে তাঁরা নিজ নিজ কোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।”

“প্রিয় রাজন, তোমার বোঝা উচিত যে, দেহধারী কঙ্কাজীবে মজে পরমেশ্বরের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হচ্ছে অভিনেতার অভিনয়ের মতো তাঁর যান্ত্রিকি কর্তৃক প্রদর্শিত একটি কৃপা। এই জগৎ সৃষ্টি করার পর, তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেন, কিছুকালের জন্য এটি নিয়ে ক্রীড়াবত থাকেন, এবং শেষে তা ওঠিয়ে নেন। ভাবপত্র ভগবান প্রাণধিক অতিব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত হয়ে তাঁর স্বীয় সিক মহিমার অধিষ্ঠিত থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে সেই দেহেই যমলোক থেকে বিদিয়ে এনেছিলেন, এবং তুমি যখন অবস্থাময় ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা দহ হচ্ছিলে তখন পরম রক্ষকরূপে তিনি তোমায় রক্ষা করেছিলেন। যমদূতগণের মৃত্যু স্বরূপ ভগবান শিবকেও তিনি মুছে জর করেছিলেন, এবং জরা নামক শিকারিকে তিনি মনুষ্য দেহেই বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন। তাহলে এইজন ব্যক্তি স্বয়ং কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম শক্তির অধিকারী, তিনি স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি এবং অসংখ্য জীৱের বিনাশের একমাত্র কারণ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কেবল এই জগতে আর দেহধারণ করে থাকতে চাননি। এইভাবে তিনি আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গতি প্রকাশ করেছিলেন এবং এই জড়জগৎ যে অত্যাশঙ্ক্যভাবে মূল্যবান কোন কিছু নয় তা প্রদর্শন করেছিলেন। যে ব্যক্তি প্রত্যেককালে গাত্ৰোখান করে নিয়মিতভাবে যত্ন ও ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অন্তর্ধান মহিমা এবং তাঁর বৈকুণ্ঠ ধামে প্রত্যাবর্তন লীলা পাঠ করবেন, তিনি অবশ্যই সেই পরম গতি লাভ করবেন। যারতায় পৌছানো মাত্রই সাক্ষর বসুদেব এবং উপ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গমের শোকে ত্রুণ্ডন করে অশ্রু দ্বারা তাঁদের চরণ সিক্ত করেছিল।”

“হে পরীক্ষক, সাক্ষর এইভাবে সমস্ত বুদ্ধিবশের পূর্ণ অবলম্বিত্তে কাপারে বিবরণ প্রদান করলে, তা প্রবণ করে

জন্মগণের হৃদয় গভীর মুগ্ধে উন্মত্ত প্রায় হয়ে যেমনার জড়বৎ হয়ে পড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহভূতাহত বিহ্বল হয়ে তাঁরা তাঁদের নিজস্বের দুখহওলে আশ্রয় নেন, যে স্থানে তাঁদের আত্মারসের শব্দগুলি শারিত ছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে অতি লীল গমন করতেন। দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব তাঁদের পুত্রবয় কৃষ্ণ ও বলরামের দর্শন না পেয়ে, মহামুগ্ধে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। ভগবানের বিরহে বিদীর্ণ হয়ে তাঁর নিজমাতা সেই স্থানেই তাঁদের প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রি় পরীক্ষক, স্বাধব রমণীগণ তাঁদের পতির ছলন্ত চিতার আরোহণ করে, নিজ নিজ মৃত পতিকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ভগবান বলরামের পত্নীগণও অধিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহ আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং বসুদেবের পত্নীগণ তাঁর অধিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহকে আলিঙ্গন করেন। ভগবান শ্রীহরির পুত্রকন্যাগণ এক এক করে প্রদ্যুম্ন আদি নিজ নিজ পতির চিতার অধিতে প্রবেশ করেন। এরপর কল্মষীদেবী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কন্যায়ী পত্নীগণ তাঁর অধিতে প্রবেশ করেন।”

“অর্জুন তাঁর পরম প্রিয় বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট ভগবান কর্তৃক গীতের মাধ্যমে প্রস্তুত দিব্য বাণী শ্রবণ করে নিজেকে সাত্বনা প্রদান করেছিলেন। তারপর অর্জুন, যে পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য অবশিষ্ট ছিল না, তাঁদের মৃত ব্যক্তিগণের অস্ত্রোপ্তিক্রিয়া বাতে স্তুতভাষে সম্পাদিত হয়, সেই বিঘরে তত্ত্বাবধান করলেন। তিনি একের পর এক প্রত্যেক যদুবংশীর সম্মোহন জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন।”

“হে রাজন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেই মাত্র স্বাক্ষর পরিচাপ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিবাসস্থান প্রাসাদটি স্বাতীত সমস্ত সিক সমুদ্রের জলে প্রাবিত হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন স্বাক্ষর নিত্য বর্তমান। সমস্ত মঙ্গলময় স্থানের মধ্যে এটি পরম মঙ্গলময়, এবং কেবলমাত্র তার শ্রবণ করলে সমস্ত কলুব বিনষ্ট হয়। নদী, শিশু এবং বৃক্ষগণ—যদুবংশের বীর তখনও জীবিত ছিলেন, অর্জুন তাঁদেরকে নিয়ে ইল্লপ্রহ্মে গমন করেন, সেখানে তিনি যদুবংশের শাসকরূপে রাজ্যকে অতিবিত্ত করেন।”

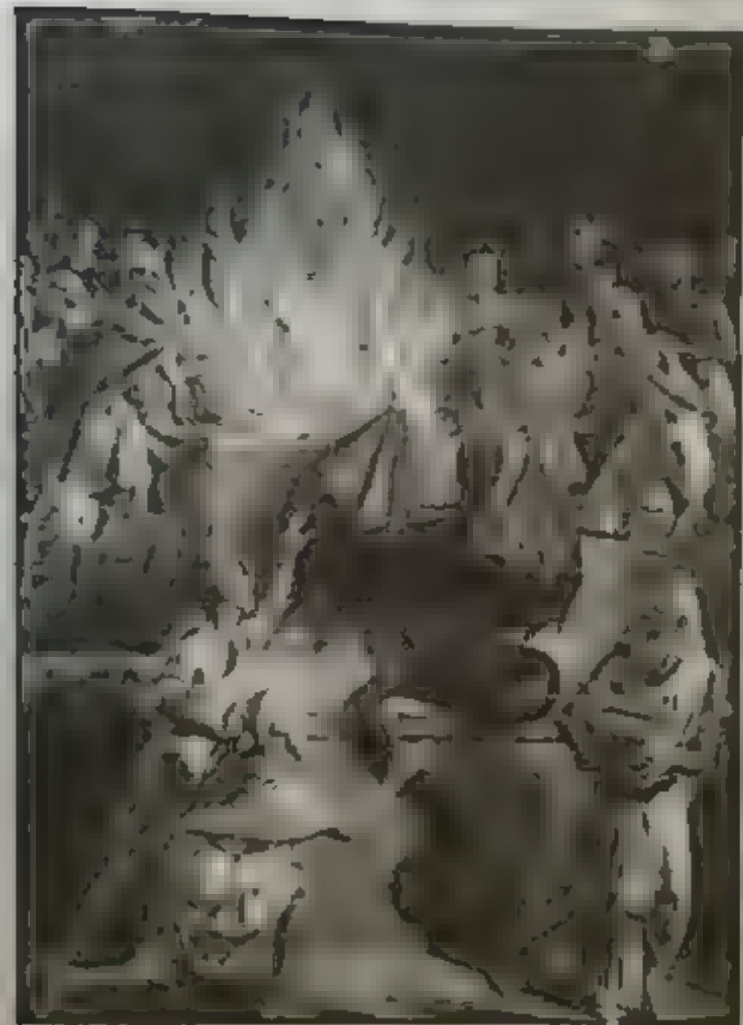
“হে প্রিয় রাজন, তোমার পিতামহগণ অর্জুনের নিকট থেকে তাঁদের নিজগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে তোমাকে কেশবরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করার জন্য গমন করেছিলেন। যে ব্যক্তি সমস্ত দেবগণেরও প্রভু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিত্তর লীলা এবং অবতারগণের মহিমা প্রকাশসহকারে কীর্তন করেন তিনি

সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বাত্মক অবতারগণের সর্বমঙ্গলময় দীর্ঘগাথা এবং তাঁর শৈশবলীলা শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। যে কেউ তাঁর লীলা কথা স্পষ্ট রূপে কীর্তন করবেন, তিনি পরমহংসগণের গতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমচর্চা লাভ করবেন।”

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

দ্বাদশ স্কন্ধ

(অধঃপতনের যুগ)



কলিযুগের অধঃপতিত রাজবংশ

শ্রীলঙ্কায় গোধারী বল্লভেন—“আমাদের পূর্বতী পশ্চিম উপদ্বীপে বাক্যে শেখ রাজা হিসেবে পুণ্ড্রের কথা বলা হয়েছিল, তিনি বৃহত্তর বংশে জন্মগ্রহণ করেন, পুণ্ড্রের মন্ত্রী ওনক তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজের পুত্র প্রদোত্তকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রদোত্তের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন পালক এবং পালকের পুত্র হবেন বিশাখ্যুগ, আর বিশাখ্যুগের পুত্র হবেন রাজক। রাজকের পুত্র হবেন নন্দিবর্ধন এবং এইভাবে প্রদোত্তন নামে পাঁচজন নৃপতি একশত আটত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করেন। শিওনাগ নামে নন্দিবর্ধনের একটি পুত্র হবে এবং শিওনাগের পুত্র কাকবর্ধ নামে পরিচিত হবেন। কাকবর্ধের পুত্র হবেন কেমধর্মা এবং কেমধর্মার পুত্র হবেন ক্ষেত্রজ। ক্ষেত্রজের পুত্র হবেন বিমিসার, এবং তাঁহার পুত্র হবেন অজ্ঞাতপুত্র। সর্বক নামে অজ্ঞাতপুত্রের একটি পুত্র হবে, এবং সর্বকের পুত্র হবেন অজয়। অজয় হবেন দ্বিতীয় নন্দিবর্ধনের পিতা, আর পুত্র হবেন মহানন্দ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কলিযুগে শিওনাগ বংশের এই দশজন নৃপতি তিনশত ষাট বছর যাবৎ রাজত্ব করবেন। হে পরীক্ষিৎ, এক শূদ্রাণীর গর্ভে রাজা মহানন্দের ঔরসে একটি বনবান পুত্র জন্ম নেবে। তিনি নন্দ নামে পরিচিত হবেন এবং তাঁর অবিধাতা প্রচুর ধনসম্পদ ও বৎসক সৈন্য থাকবে। তিনি ঋত্বিকের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাশালী হয়ে ওঠবে। সেই সময় থেকেই রাজ্যপাণ শূদ্রায় ও অধার্মিক হয়ে উঠবে। মহাপ্রজ্ঞের পতি নন্দ দ্বিতীয় পরচর্য্যমত হস্তে অপ্রতিহত প্রভাবে একান্তরূপে তাৎসম্য পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তাঁর ঔরসে সুমন্ত্য প্রভৃতি আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, যারা শক্তিশালী রাজা রূপে একশত বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। চাপক নামের এক ব্রাহ্মণ সমরাজ এবং তাঁর আট পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, এবং তাঁদের রাজ্য ধ্বংস করবেন। তাঁদের পতনের পর কলিযুগে ঘৌরী রাজত্ব করবেন। সেই ব্রাহ্মণ চাপকই চণ্ডগুপ্তকে রাজ্যপদে অর্থাধিকার করবেন। এরপর চণ্ডগুপ্তের পুত্র বারিসার ও বারিসারের পুত্র আলোকবর্ধন রাজা হবেন। আলোকবর্ধনের

পুত্র হবেন সুবলা, আর পুত্র হবেন সজ্ঞ। সজ্ঞের পুত্র হবেন শালিশুক, শালিশুকের পুত্র হবেন সোমধর্মী, এবং সোমধর্মীর পুত্র হবেন শতধর্মী। শতধর্মীর পুত্র হবেন বৃহত্তর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই দশজন ঘৌরী নৃপতি কলিযুগে একশত ষাটত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, অরুণর রাজা হবেন অধিষ্ঠিত এবং তারপরে সুজ্যোতি। সুজ্যোতির পর রাজা হবেন যথাক্রমে কসুমিত্র, তদ্রক এবং তদ্রকের পুত্র পুলিন্দ। তারপরে পুলিন্দের পুত্র খেব রাজা হবেন। খেবের পরবর্তী রাজারা হবেন যথাক্রমে বজ্রমিত্র, ভাগবত এবং দেবভূতি। এভাবে, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দশজন শুভ রাজা শত বছরের অধিক কাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। এরপর পৃথিবী অরুণে বিশিষ্ট কধ-বংশীর রাজ্যসমূহ হস্তগত হবে। পরবর্তীকাল মুখ শেখ শুভ রাজা দেবভূতিকে তাঁর কধবংশীর বুদ্ধিমান মন্ত্রী বসুদেব হত্যা করবেন এবং স্বয়ং রাজা হবেন। বসুদেবের পুত্র হবেন ভূমিত্র, এবং ভূমিত্রের পুত্র হবেন নারায়ণ। কধবংশীর এই সকল রাজারা কলিযুগে ৩৪৫ বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। শেখ কধ-নৃপতি সুখ্যাকে বলী নামে তাঁর এক অস্ত্র জাতীয় শূদ্রভৃত্য হত্যা করবে। এই মহাদুর্জনে বলী কিছুকাল পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। বলীর ভাই কধ পৃথিবীর পরবর্তী রাজা হবেন। তার পুত্র শ্রীশান্তকর্ণ এবং শ্রীশান্তকর্ণের পুত্র হবেন পৌর্ণমাস। পৌর্ণমাসের পুত্র লাবোদর, তার পুত্র চিলিক চিলিকের পুত্র মেঘমতি এবং মেঘমতির পুত্র হবেন অটমদন। অটমদনের পুত্র অনিষ্টকরী, তাঁর পুত্র হালেশ এবং হালেশের পুত্র হবেন তলক। তলকের পুত্র গুরীধর্মী এবং তাঁর পুত্র হবেন রাজা সুন্দর। সুন্দরের পুত্র চকোর। চকোরের পর অরুণ আটজন রাজা হবেন। তাদের মধ্যে শিবমতি হবেন প্রকল শত্রু ধর্মকালী রাজা। শিবমতির পুত্র হবেন গোমতী। তাঁর পুত্র পুরীমান, পুরীমানের পুত্র হবেন মেমসিরা। মেমসিরার পুত্র শিবকল, শিবকলের পুত্র যজ্ঞপ্রী, যজ্ঞপ্রীর পুত্র বিজয়। বিজয়ের দুইটি পুত্র হবে

শ্রীশান্ত ও গোমতী। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এই ত্রিশজন নৃপতি চতুশত ষাট বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তারপর অধুতি নগরীর সাত জন আত্মীয়জাতীয় নৃপতি রাজত্ব করবেন, এবং তারপর দশজন নৃপতি রাজা রাজত্ব করবেন। এরপরে বোলভন অতিশোভা কক রাজা রাজত্ব করবেন। অতিশন স্বকল্পপতি রাজত্ব করবেন। এরপর চৌদজন তুরঙ্গপতি, দশজন শুকন নৃপতি এবং এগারো জন মৌল বর্গীর মনপতি রাজত্ব করবেন। জাতীয, নন্দিত এবং কধ নৃপতিগণ একত্রিত হয়ে নিম্নলিখিত বস্ত্র পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন, এবং একজন মৌলরাজ তিনশ বছর রাজত্ব করবেন। তাদের অবসান হলে তুশনন্দ, বসিরি, শিওনন্দ, শিওনন্দর ভ্রাতা বশানন্দ, প্রবীরক—এরা কিলকিলা নগরীতে একশত ছয় বৎসর রাজত্ব করবেন। কিলকিলা নগরীতে এরপর রাজত্ব করবেন বাহিরের তেরজন পুত্র এবং তাদের পরে রাজা পুষ্কমিত্র, তাঁর পুত্র দুর্মিত্র, অরুণেশ্বর সাতজন রাজা, কৌশল দেশীয় সাতজন রাজা, তিব্ব দেশের অধিপতিগণ এবং নিম্ন দেশের অধিপতিগণ একই সময়ে পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বরাজ্য সমূহে রাজত্ব করবেন। তারপর বিশ্বমুখি নামে পুরজয়ের মতো মনন প্রদেশে এক রাজার আবির্ভাব হবে। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে উচ্চতরকে সোচ্চতলা পুলিন্দ, যমু, যত্রক আদি হীনজাতিরূপে পবিত্র করবেন। দুর্মিত্র রাজা বিশ্বমুখি বৎ অধার্মিক প্রজাদের প্রতিপালন এবং ক্রিয় নিরুপাধি তাঁর কথ্য

প্রদেয় করবেন। তিনি ঐশ্বর্য্যবান নগরীতে নগরীতে অবস্থান করে নগর টাঁক থেকে প্রত্যক্ষ পর্যন্ত নিজ চুজবস্ত্র রাজ্য ভোগ করবেন। সেইসময় মৌর্য্য, অধর্মী, জাতীয, শূদ্র, অর্জুন এবং মালবদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের সমস্ত গুণগুণ থেকে হ্রস্ট হবেন এবং এই সমস্ত হ্রাসের রাজ্য পুত্রহারা হয়ে যাবেন। সিংহনদের তাঁর সংলগ্ন যজ্ঞল, চন্দ্রভাগা, বৌদ্ধী ও কন্দীরমণল স্রোত, পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদের দ্বারা পবিত্র হবে। বৈদিক সভ্যতার পতনকে বর্জন করার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক পতি মূল হয়ে পড়বে।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এতই সময়ে নন্দাদ্বায়ে অনেক প্রজাবংশ রাজত্ব করবেন, এবং তারা সকলেই অধার্মিক, অসত্যপ্রায়শ, অরুণদর্শী ও প্রকৃত ব্রহ্মবৃত্ত ব্রহ্মবীর হবেন। ক্রিষ্টব্রাহ্মণগণ এই ব্রহ্মবৃত্ত প্রজাধীন করবেন, ব্রী, বালক, গাভী ও ব্রাহ্মণকে হত্যা করবেন এবং পবিত্র ও পরম ভোগ করবেন। স্বতন্ত্রসত্তা নিন্দিত এবং অধিক প্রকৃতির, চরিত্রিকভাবে অতি দুর্বল এবং অজ্ঞান হবেন। ব্রহ্মবৃত্তগণ, বৈদিক সংস্কৃতিবিরোধী নিন্দিতদের অনুশীলন বর্জিত হয়ে তারা সম্পূর্ণরূপে রক্ত এবং তনুতনুর দ্বারা আদৃত হয়ে পড়বে। এই ব্রহ্ম রাজাদের আশ্রিত প্রজাও তাদের চরিত্র, ব্যবহার ও চারবিশ্বের অভিজ্ঞ হবেন। এই সকল প্রজারা পরস্পর ও রাজাদের দ্বারা পবিত্র হয়ে উঠবে।”



দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিযুগের লক্ষণ

শ্রীলঙ্কায় গোধারী বল্লভেন—“হে রাজন, অরুণর থেকে কলির প্রবল প্রভাবে ধর্ম, সত্যমিত্য, গুণিতা, কমা, মহা, আয়ু, দৈহিক বল এবং শরৎশক্তি দিনে দিনে হ্রাস পাবে। কলিযুগে ধনদৌলভ্যই কেবল

মানুষের শুভ জন্ম, যথার্থ ব্যবহার এবং সমস্ত সুগুণবলীর চিহ্ন বলে বিবেচিত হবে। মানুষের দ্বারের জোরেব ভিত্তিতেই ধর্ম এবং আইন প্রয়োগ করা হবে। শুধু বাহ্য আকর্ষণের ফলেই নারী এবং পুরুষ একত্রে

বসবাস করবে। কাগিজো সামান্য মিউচর ভাবে প্রত্যক্ষণের উপর। যতজিয়ার মঞ্চের অনুসারে নারী ও পুরুষের বিচার হবে এবং শুধুমাত্র নৈমিত্তিক ধর্মের মাধ্যমে কোন মানুষ প্রকাশ পাবে পরিচিত হবে। শুধুমাত্র বাহ্য প্রতীক অনুসারে ব্যক্তির আশ্রয় নির্ধারণ করা হবে এবং এই ভিত্তিতেই মানুষ এক আশ্রয় থেকে পরবর্তী আশ্রয়ে স্থানান্তরিত হবে। যেখানে উপাধানে অল্প ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পর্কে গুরুতর সংশয় আরোপ করা হবে, এবং যিনি পূর্ব কৃষ্ণ প্রদর্শন করতে পারবে, তাকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে গণ্য করা হবে। কোন মানুষের হাতে যদি ঢাকা না থাকে, তাকে অসামান্য বলে গণ্য করা হবে। শুধুমাত্র গণ্য করে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। শুধুমাত্র যৌথিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং মানুষ মনে করবে যে শুধুমাত্র প্রাণ করলেই তিনি জনসমাজে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য হয়েছেন। ঘুরে অবস্থিত জলাশয়কেই পীঠস্থানে গণ্য করা হবে এবং মানুষের কোল ক্রিয়াসমূহকেই সৌন্দর্য বলে মনে করা হবে। উদয়পূর্তিই হবে জীবনের লক্ষ্য এবং ধর্ম ব্যক্তিকে সন্তানিত বলে স্বীকার করা হবে। পরিবার ভগ্নাবস্থায় সক্ষম ব্যক্তিকে সুন্দর বলে গণ্য করা হবে এবং শুধুমাত্র ব্যক্তি আশ্রয়ের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করা হবে। এইভাবে পৃথিবী যখন দুটি প্রজন্মের দ্বারা জনকীয় হয়ে উঠবে, তখন সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষের মধ্যে যিনিই নিজেদের সমাজের শক্তিশালী বলে প্রদর্শন করতে পারবেন, তিনিই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করবেন। এই সমস্ত লোভী, নিকৃষ্ট দস্যু স্বভাব রাজারা প্রজন্মের দ্বী ও সম্পত্তি অপহরণ করবে এবং প্রজন্মের পর্বত-কমলে পলায়ন করবে। অতিরিক্ত কর এবং দুর্য্যকের দ্বারা পীড়িত হবে মানুষ শাক পাত, কুমল, মাংস, কন্যাদুগ্ধ, ফল, ফুল এবং ফলের বীজ বেতে শুরু করবে। খরায় পীড়িত হয়ে তারা পূর্ণাঙ্গের খাওয়া হবে। দুঃস্বপ্ন, প্রবল বর্ষণ, প্রবল তাপ, বৃষ্টি এবং ঠান্ডার মানুষ আশ্রয় কষ্ট ভোগ করবে। অগ্নি, কুমল, কুমল, রোগ এবং প্রচণ্ড উত্তাপ উৎকর্ষের তারা আরও সন্তপ্ত হবে। কলিযুগে মানুষের সর্বোচ্চ পরমাণু হবে পলায়ন বহন।”

“কলিযুগ যখন শেষের পথে, তখন সমস্ত জীবের দৈহিক আকৃতি বিপুলভাবে করে আসবে এবং বর্ণাশ্রম

ধর্মের ধর্মীয় বিধিবিধিও সব ফাটল হবে। মানব সমাজে দৈনিক পন্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির অভ্যন্তরে উল্লিখিত হবে এবং শুধুমাত্র ধর্মগুরু হতে প্রকাশিত ন্যায়বিচার। রাজারা হতে বসন্তের প্রায়, চৌকি, বিদ্যাবাস এবং অনাবশ্যক হিংসা হতে মানুষের পেশা। সমস্ত বর্ণের মানুষ নিম্নতম শ্রেণীর অধঃপতিত হবে। অতীতকাল হতে প্রায় চারশত মতে, আশ্রম ভগ্নাবস্থায় সাক্ষ্য জড়বাসী বাড়ীঘরের কোন পার্থক্য থাকবে না, ভাংকলির বিবাহ বন্ধনই হবে পরিবারিক বন্ধন। অধিকাংশ কুমল হতে ক্ষুদ্র, সমস্ত গাছপালা দেখতে হবে বর্ষাকৃতি শব্দী গাছের মতো। মেঘে শুধু বিদ্যুৎ চমকানি দেখা যাবে, জড়বাসী হবে ধর্মীয় এবং সমস্ত মানুষ গাধার মতো হয়ে যাবে। সেই সময় পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। শুধু সমস্তের শক্তিতে কর্ম করে তিনি সমাজে ধর্মকে রক্ষা করবেন।”

“চরিত্র সমস্ত জীবের গুরু ও পরমেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান জীবিত কর্মরক্ষার জন্য এবং সাধু-ভক্তদের ভক্ত জাগতিক কর্মকরনে থেকে ভ্রম বদায় জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন। ভগবান কলি শত্রু প্রাণের সুখ প্রকাশ মহাদ্বা বিকৃতশর গৃহে আবির্ভূত হবেন। জগৎপতি ভগবান কলি তাঁর ভক্তগামী দেবদত্ত নামক ছেলের চড়ে, হাতে অসি নিয়ে তাঁর আট প্রকার যোগেশ্বর এবং আট প্রকার বিশেষ ভগবৎ-বৈশ্ব প্রকট করে পৃথিবীর উপর বিচরণ করবেন। তাঁর অপ্রতিম প্রজা প্রদর্শন করে এবং অস্তি ভ্রম বোগে ভ্রমণ করে তিনি কোটি কোটি রাজপোষক পরিহিত দস্যু ভক্তদের হত্যা করবেন। দস্যু রাজাপণ নিহত হলে পুরবাসী এবং জনপদ বাসীরা ভগবান বাসুদেবের অকরণ্য তথা চন্দন মেলনের অতি পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী যদুর গন্ধ অনুভব করবেন এবং এর ফলে তাদের মন দিব্যভাবে পবিত্র হয়ে উঠবে। ভগবান বাসুদেব যখন তাঁর শুদ্ধ সাধিক দিব্য চিহ্নরূপে তাঁদের হস্তে আবির্ভূত হবেন, অবশিষ্ট নারসিংগের তখন পুনরায় এই পৃথিবীতে বিপুলভাবে প্রজা সৃষ্টি করবেন। কলিরূপে ধর্মপতি পরমেশ্বর ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন তখন সত্য যুগের সূচনা হবে এবং জনব সমাজ তখন সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সন্তানদের জন্ম দান করবে। যখন চন্দ্র, সূর্য এবং পূর্ণাঙ্গিত যুগল কর্তৃক রানিতে

অবস্থান করবে এবং এই তিনটি একযোগে পূর্ণাঙ্গ নামক চন্দ্র নক্ষত্রে প্রবেশ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে সত্য তথা কৃতযুগের সূচনা হবে। এইভাবে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত রাজাদের সম্পর্কে আমি বর্ণনা করলাম, যারা ছিলেন চন্দ্র এবং সূর্য বংশীয়। আপনার কক্ষ থেকে নক্ষত্রগুলির অতিক্রম পর্বত ১,১৫০ কক্ষ অতিক্রম হবে। সপ্তর্ষির সাতটি নক্ষত্রের মধ্যে পূর্ব এবং ক্রতুই গ্রহের আকাশে প্রথম উপস্থিত হয়। তাদের বহাবিস্মৃত যদি উত্তরমুখী এবং দক্ষিণমুখী একটি রেখা টানা হয়, যে কোন চন্দ্র নক্ষত্র যখন এই রেখার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঐ নক্ষত্রকে সেই সময়ের তারাকালের জয়পতি বলে গণ্য করা হয়। সপ্তর্ষিগণ মানুষের একশত বৎসর সময় ঐ বিশেষ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন। অধুনা, আপনার জীবনশায়, তারা যখন নক্ষত্রে অবস্থান করছেন।”

“পরমেশ্বর ভগবান জীবিত সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং জীবনমায়ের পরিচিত। যখন তিনি চন্দ্রকালে প্রত্যাবর্তন করবেন, কলি তখন এ জগতে প্রবেশ করল এবং তখন থেকে জনগণ পাপকর্মে আনন্দ লাভ করতে শুরু করল। যতদিন পর্বত লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরমকাল নিয়ে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিলেন, ততদিন পর্বত কলি এই জগতে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। যখন সপ্তর্ষির নক্ষত্রগুলি এই মহা নক্ষত্র অতিক্রম করে, তখন কলিযুগের শুরু হয়। দেবতাদের দান লতাপি এর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তর্ষিগণের সাতজন মহান ঋষি যখন যখন থেকে পূর্ববারে নক্ষত্রে উপস্থিত হবে, তখন মহারাজ নক্ষত্র ও তাঁর হাণ্ড থেকে শুরু করে কলি তার পূর্ণপর্যায় লাভ করবে। পুরাবিদগণ বলেন যে যেদিন থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করবেন, সেই দিন থেকে কলিযুগের প্রভাব আরম্ভ হয়েছে। কলিযুগের এক চন্দ্রার দিব্য বংশের অতিক্রম হলে পুনরায় সত্যযুগের প্রবল হবে। ঐ সময় সমস্ত মানুষের মন খরং উদ্ভাসিত হবে। এইভাবে আমি পৃথিবীতে সত্য যুগের রাজবংশের বর্ণনা করলাম। অনুগ্রহপূর্ণে বিভিন্ন যুগে বসবাসকারী লোক, পুঁই এবং রাজ্যের ইতিহাসও পর্বলোচনা করা যেতে

পারে। এই সকল মহাভাগ্য এখন শুধু নামে মাত্র পরিচিত আছে। শুধু অতীতের ইতিহাসেই তাদের অবস্থান এবং এই পৃথিবীতে শুধু তাদের উপস্থিতি বর্তমান আছে। মহারাজ শত্রুগেই কেবলি এবং ইক্কুবংশজাত মন্ত—তারা দুজনেই মহা যোগবলে বর্জিত এবং এমনকি এখনও তারা কলাপগ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের শেষভাগে এই দুজন রাজা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দ্বারা উপস্থিত হয়ে মানব সমাজে ঘিরে আসবেন এবং পূর্ববৎ বর্ণাশ্রম সম্বন্ধিত সমাজে ধর্ম পুনঃপ্রবর্তন করবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগের চক্র সাধারণ ঘটনা প্রবাহের পুনরাবৃত্তি করে এই পৃথিবীর জীবনের মধ্যে অবিচল পতিতে চলতে থাকে।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিত, যে সমস্ত রাজা এবং অন্যান্য মানুষের কথা আমি কলি করলাম, তারা এই পৃথিবীতে আসেন এবং তাদের মালিকানা চিহ্নিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সকলকেই এই বিশ্ব অশ্রয়ই পরিত্যক্ত করতে হয় এবং নিম্নগতি লাভ করতে হয়। যদিও এখন কোন ব্যক্তির উপাধি ‘রাজা’ হতে পারে, পরিণামে এর নাম হবে ‘ক্রিমি’, ‘মল’ বা ‘ক্ষত’। যিনি তাঁর দেহের জন্য অন্য জীবকে আঘাত করেন, তিনি তাঁর স্বার্থ সম্পর্কে কী জানতে পারেন? কারণ তাঁর কর্মসমূহ তাঁকে শুধু নরকের অভিমুখেই দ্রবিত করছে। (ছত্রবাসী রাজা চিত্রা করেন) “এই অশ্রয় পৃথিবী আমার পূর্বপুরুষদের অধিকারে ছিল এবং এখন তা আমার অধিপত্যে আছে। এটি যাতে আমার পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য উত্তরসূরীদের হাতে থাকে কিলম্ব আমি সেই কবচ করতে পারি?” যদিও মূর্খতা ক্রিতি, গুণ এবং তেজ নির্মিত এই বৈহক ‘অমি’ এবং এই পৃথিবীকে ‘ভগবান’ বলে গ্রহণ করে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তামা পরিণামে তামের স্রো এবং পৃথিবী—উভয়কেই তামা করে বিশ্বতীর অভ্যন্তরে তলিয়ে গেছে। হে মহারাজ পরীক্ষিত, যে সমস্ত রাজারা তাঁদের শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীকে ভোগ করত চেষ্টা করেছিলেন, তাদের প্রভাবে তারা শুধু ইতিহাসের কথা মাত্রই হয়ে রইলেন।”



তৃতীয় অধ্যায় ভূমি গীতা

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“তাকে জয় করার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত পৃথিবীর এই রাজাদের দেখে কসুহরা নিজেই হেসেছিলেন, তিনি বললেন, ‘তুমি দেখ, বসন্ত মৃত্যুর হাতের ক্রীড়নক এই সমস্ত রাজাগণ কিভাবে আমাকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা করছে।’ মহান নৈরাজ্যগণ এমন কি পতিত হলেও জড় কাষের কবলতী হয়ে হতভম্ব এবং ব্যর্থভাবে করল করেন। কামরর দ্বারা অভিভূত হয়ে এই সমস্ত রাজাগণ দেহ নামক মৃত মাসেনিওরের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করেন, যদিও এই জড় শরীর জলের কেনার মতোই কপস্থায়ী। রাজা এবং রাজনীতিকগণ কর্তব্য করেন—‘প্রথমে আমি আমার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করব; তারপর আমি আমার প্রধান মন্ত্রীগণকে দমন করব এবং আমার উপদেষ্টাগণকে, প্রজা, বন্ধু ও আত্মীয়দের তথা হস্তীসৈন্যদের কণ্টক থেকে নিজেদের মুক্ত করব। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করব। যেহেতু এই সকল নেতাদের হৃদয় বিপুল প্রভাশার বন্ধনে আবদ্ধ, তাই তারা নিকটে আশঙ্কময় মৃত্যুকে দর্শন করতে ব্যর্থ হয়। আমার সমস্ত স্থলভাগ ভূমি জয় করার পর, এই সকল গর্বিত রাজারা সমুদ্র তটকেই জয় করার জন্য সবলে সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে আত্মসংযমের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক শোষণ, তাদের সেই আত্মসংযমের কী মূল্য আছে? আত্মসংযমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক মুক্তি।”

“হে কুশলশ্রেষ্ঠ, কসুহরা বলতে লাগলেন—“অতীতে যদিও মহান ব্যক্তি এবং তাঁদের উত্তরসূরীগণ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন অসহায়ভাবে তারা এই জগতে এসেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই তারা এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তবুও এমনকি আজও মূর্খ মনুষ্যেরা আমাকে জয় করার চেষ্টা করছে। আমাকে জয় করার জন্য জড়বানী মনুষ্যেরা পরস্পর বৃদ্ধ করে। লিভগণ তাঁদের পুরুষের সঙ্গে বিরোধিতা করেন, ভ্রাতৃগণ পরস্পর ভ্রাতৃ করেন, যেমনা তাঁদের হৃদয় রাজনৈতিক

কমতা বর্ধনের প্রতি বদ্ধ হয়ে আছে। রাজনৈতিক নেতাগণ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবদ্ধ করে—‘এই সব ভূমি আমার। হে মূর্খ, এটি আমার নয়।’ এইভাবে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে মৃত্যুকে করে। পুণ্ড, পুত্রাবা, গাধি, নবহ, ভরত, কার্তবীর্য অশ্বিন, মাক্যাজ, সগর, রাম, বসিহ, ধৃত্বাহ, রত্ন, তুণ্ডবিশু, যযাতি, শর্বাতি, শতদ্রু, গর, ভগীরথ, কুবলয়াধ, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃপ, হিরণ্যকশিপু, বৃহ, সমস্ত জগতে শোক সৃষ্টিকারী রাবণ, শবর, ভৌম, হিরণ্যাক এবং তারকেশ্বর মতো রাজাগণ এবং অন্যদের নিম্নোক্ত কাণ্ডে মহান কমতার অধিকারী অন্যান্য বহু মনুষ্য এবং রাজাগণ সকলেই ছিলেন সর্ববিধ বীর, সর্বজাতী এবং জাতিগত। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে সর্বশক্তিমান ভগবান, যদিও তারা আমাকে জয় করার জন্য সূত্রী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন, তবুও এই সকল রাজারা কাল প্রবাহের অধীন হয়েছিলেন, যে কাল তাদের সকলকেই ওপুহার ইতিহাসের কথার রূপান্তরিত করে দিয়েছে। তাঁদের কেউই স্বাধীনভাবে তাঁদের শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে শক্তিশালী পরীক্ষক, আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত মহান রাজাদের কথা বর্ণনা করেছি যারা জগৎ জুড়ে তাঁদের ব্যক্তির প্রচার করে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আমার মৃত্যু উদ্দেশ্য ছিল বিবাক্তান এবং বৈরাগ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। রাজ্যের কাহিনী এই সমস্ত বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু সেগুলি জ্ঞানের পরম বিঘ্ন নয়। যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পক্ষে উত্তমমাত্রায় ভগবানের গুণ মহিমার কথা শ্রবণ করা উচিত, যাঁর অবিরাম নাম সঙ্গীর্ভন সর্ব জগৎকে বিমগ্ন করে। ভক্তের কর্তব্য প্রত্যহ সাধুসঙ্গে নিয়মিত হরিকথা শ্রবণে নিযুক্ত থাকা এবং সারাদিনই এই শ্রবণ চালিয়ে যাওয়া।”

মহারাজ পরীক্ষক বললেন—“হে ভগবান, কলিযুগে কসুহরকারী মানুষেরা কিভাবে এই যুগের পুণ্ডিত কলুষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে? হে মূনিকর, অনুগ্রহ করে একথা আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন। অনুগ্রহ করে নিম্নোক্তাদের বিভিন্ন বৃণসমূহের ইতিহাস, প্রতিটি যুগের দ্বন্দ্বের গুণাবলী, ব্রহ্মাণ্ড পালনের ইতিহাস প্রচার এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রতিমিহি কাল প্রবাহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।”

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে রাজন, শুকদেব সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা অক্ষত ছিল এবং তৎকালীন মানুষ তা সমগ্র রক্ষা করেছিলেন। শক্তিশালী ধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে সত্য, দয়া, তপস্যা এবং গান। সত্যযুগের মানুষেরা প্রায়শই আত্মতৃপ্ত, দয়ালু, সর্বস্বের প্রতি কৃতজ্ঞাবান, প্রশান্ত, ধীর এবং সহিষ্ণু। তারা আত্মায়, সমাদর্শী এবং সর্বদাই পারমার্থিক পূর্ণতা লাভের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচেষ্টা করেন। ত্রেতাযুগে ধর্মের প্রতিটি পা অধর্মের চারটি কব্জের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এক চতুর্থাংশ করে কমে আসবে। অধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ এবং কলহ। ত্রেতাযুগে মানুষ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এবং তপস্যার প্রতি নিষ্ঠা পরাটন। ‘অন্ন অতি হিহে বা অতি লাম্ভি নম।’ তাদের কার্য মূলত ধর্ম, অর্থ এবং নিয়ন্ত্রিত কামের মধ্যেই নিহিত। তিনটি বেদের নির্দেশ অনুসরণ করে তারা সমৃদ্ধি লাভ করে। হে রাজন, এই ত্রেতাযুগের সমাজ যদিও চারটি পৃথক বর্ণে বিকশিত, তবুও অধিকাংশ মানুষই ব্রাহ্মণ। ছাপর যুগে তপস্যা, সত্য, দয়া এবং গান—এই সকল ধর্ম লক্ষণগুলি তাদের প্রতিপক্ষী অধর্ম লক্ষণ অসন্তোষ, মিথ্যা, হিংসা এবং বিবেকের দ্বারা অর্থের পরিমাণে হ্রাস পায়। ছাপরযুগের মানুষ কল লাভে উৎসাহী এবং অতি মহান প্রকৃতির। তারা বেশ অধ্যয়নে রত হয়, মহা সন্নিধানী, বহু কুটুম্বে পূর্ণ বিশাল পরিবারের ভরণপোষণে রত এবং প্রাপনত উৎকৃষ্ট জীবন উপভোগ করেন। চারটি বর্ণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ এবং কহিরদেরই প্রাধান্য থাকে। কলিযুগে ধর্মের এক চতুর্থাংশ তাগই শুধু অবশিষ্ট থাকে। নিত্য বর্ষমান অধর্মের প্রভাবে সেই অবশিষ্ট ভাগটিও অবিরাম হ্রাস পেতে থাকবে এবং অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কলিযুগে মানুষ

শোভপ্রবণ, দুঃখের ও নির্ভর এবং তারা যেন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। জড় বাসনার জড়বিত কলিযুগের বৃত্তাঙ্গা মনুষ্যদের অধিকাংশই লম্ব এবং কর্ণপ্রবণ।”

“সব, রক্ত এবং তম—এই জড় গুণগুলি, মানুষের মনের মধ্যে বাসের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়—কমের প্রভাবই পতিশীল হয়ে উঠে। স্বপ্ন, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দৃঢ়ভাবে লব্ধত্বে স্থিত হয়, সেই সময়কে সত্যযুগ বলে বুঝতে হবে। সেই সময় মানুষ জ্ঞান এবং তপস্যার আনন্দলাভ করে। হে বুদ্ধিমান, দেহবদ্ধ জীব স্বপ্ন ব্যক্তিগত কল লাভের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠা সহকারে তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে, তখন তাকে ত্রেতা যুগের পরিস্থিতি বলে বুঝতে হবে। এই যুগে ব্রহ্মাণ্ডের প্রভাবই প্রাধান্য পায়। স্বপ্ন শোভ, অসন্তোষ, অহংকার, কপটতা ও ইর্ষা প্রাধান্য পায় এবং সেই সঙ্গে স্বার্থপর কর্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, মিত্র তম ও রজোতপ প্রধান সেই যুগটিই হচ্ছে ছাপর যুগ। স্বপ্ন প্রভাষণ, মিথ্যাধর্ম, তন্ত্রা, মিত্র, হিংসা, বিদায়, শোক, মোহ, ভয় এবং দরিদ্র প্রাধান্য পায়, তমোতপ প্রধান সেই যুগটিই হচ্ছে কলিযুগ। কলিযুগের অসমগুণাবলীর জন্য মানুষ লুপ্তপ্ৰতিসম্পন্ন, দুর্বল, কুরিডোশী, কানুক এবং দরিদ্র হবে। শ্রীকৃষ্ণ অসতী হয়ে হেতুচািরী, ভাবে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গমন করবে। জনপদগুলি ধস্যুতকর অধুষিত হবে, নাস্তিকদের কাল্পনিক ব্যাখ্যায় যে দূষিত হবে, রাজনৈতিক নেতারা কলতলকে প্রজাদের তক্ষণ করবে, আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হবে শিরোমের পরাটন। ব্রহ্মচারীরা তাদের হ্রতপালনে অক্ষম হবে এবং তারা গুচিতা বর্জিত হবে। গৃহস্থরা ভিক্ষা করতে থাকবে। বানপ্রস্থীরা গ্রামে বাস করবে এবং সন্ন্যাসীরা অভিনয় অর্ধলোকলুপ্ত হবে। শ্রীমের দেহ হবে স্বর্বাঙ্গী, তারা অতিরিক্ত আহার করবে, লালন পালনে অক্ষম হলেও তারা বহু সন্তান লাভ করবে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্লক্ষ্য হবে। তারা সর্বদা কর্কশভাবে কথা বলবে এবং চৌর্যপ্রবণত, প্রভরণা এবং অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। ব্যবসায়ীরা খুব ব্যবসারে লিপ্ত হবে এবং প্রভরণার দ্বারা তাদের অর্থ উপার্জন করবে। এমন কি স্বপ্ন কেনও কর্মরী প্রয়োজন থাকবে না, তখনও মানুষ

যে কোন দৃশ্য কাজকে সম্পূর্ণ প্রণীত বলেই বিবেচনা করবে। যে প্রভু সম্পর্কহীন হয়ে পেলেন, তাকে পরিভ্রাণ করবে, এমন কি প্রভু যদি সাধু পুরুষও হন এবং উচ্ছল চারিত্রিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেন। প্রভুরাও অক্ষয় ভক্ত্যে পরিভ্রাণ করবে, সেই ভক্ত যদি বংশানুক্রমেও সেই পরিবারভুক্ত হয়। পাতীরা যখন মুখ দিতে প্রসন্ন হলে, মানুষ তাদের পরিভ্রাণ করবে কিংবা হত্যা করবে। কলিযুগে মানুষেরা হবে চরম দুর্ভাগ্যবান এবং রোপ। তারা তাদের নিত্যমাতা, ভাই ভগ্নি এবং বন্ধুদের পরিভ্রাণ করে শালিকা, নন্দ এবং শ্যালকদের সন্ম করবে। এইভাবে বহু সম্পর্কে তাদের ভ্রাণ সর্বতোভাবে বৈদ্য বন্ধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সংক্তিবিহীন ব্যক্তিরা ভগবানের পাশে দান গ্রহণ করবে। ভিক্ষু বেশ ধারণ করে এবং ভগবানের অভিনয় করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে। যারা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা উচ্চাসে বসে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করার স্পর্শ করবে। কলিযুগে মানুষের মন সর্বদাই উত্তেজিত থাকবে। হে মহারাজ, দূর্ভিক্ষ এবং কষ্ট পীড়িত হয়ে তারা ফরসাও হবে এবং সর্বদাই অন্যবৃত্তির ভয়ে উদ্ভিষ্ট হবে। পর্যাপ্ত অন্ন, বস্ত্র ও পানীয়ের অভাব হবে এবং তারা উপযুক্ত বিশ্রাম, কাম উপভোগ কিংবা স্নান করতে অক্ষম হবে। তাদের দেহকে সজ্জিত করার কোনও জলদ্রব্য থাকবে না। বস্ত্রতপকে ক্রমে ক্রমে কলিযুগের মানুষদের দেহতে পিঙ্গলের মতোই হবে। কলিযুগে মানুষ এমনকি কয়েক পরস্পর জনাও পরস্পরের প্রতি লজ্জিত করবে। সমস্ত প্রকার বহুতপস্বী সম্পর্ক পরিভ্রাণ করে তারা নিজস্বের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে এবং তারা এমনকি নিজস্বের আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করবে। মানুষ তাদের বহু নিত্যমাতাকে, সন্তান সন্ততি কিংবা সংকুলজাত পত্নীদের আর রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। সম্পূর্ণরূপে অহংপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তারা শুধু নিজস্বের উদর এবং উপজ্বকে চুষ্ট করতেই যত্নবান হবে।”

“হে মহারাজ, কলিযুগে মানুষের বুদ্ধি নষ্টিকবানের দ্বারা বিপথগামী হবে এবং তারা প্রায় কখনই পরম জগৎপুরু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু নিবেদন করবে না। যদিও ত্রিলোকের নিয়ন্ত্রণ মহান

দেবভগবৎ সকলেই পরমেশ্বরের চরণে প্রপত্ত হয়, তবুও এই যুগের ভুজ্ঞ এবং জ্ঞাত মর্ত্যবাসীরা ত্য করবে না। মৃত্যুপথকারী সন্তত ব্যক্তি তার শয্যার পতিত হয়। যদিও তার তষ্ঠ স্থলিত হয় এবং সে যা বলে সে সম্পর্কে প্রায় অচেতন, তবুও সে যদি পরমেশ্বর ভগবানের পরিচয় না উচ্চারণ করে, তাহলে তার সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং পরমশাস্ত্রে নৌদ্ধতে পারবে। কিন্তু তখন সেও কলিযুগের মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করবে না। কলিযুগে, মনোমুগ্ধ, স্থান এবং এমন কি মানুষের ব্যক্তিত্ব—সকলই কলুষিত। তা সত্ত্বেও যে মানুষ তাঁর চিত্ত ভগবানে স্থির করেছেন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জীবন থেকে এই প্রকার সমস্ত কলুষই বিদূরিত করে থাকেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, ধ্যান করেন, তাঁর আরাধনা করেন কিংবা শুধুমাত্র তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাহলে ভগবান তার সহস্র সহস্র জন্মের অজিহ্ব কলুষ বিদূরিত করেন। তিন যেমন অর্ণবের মধ্যে আশ্রয় প্রদান করে তখন ধাতুকে বর্ণের কলুষ বিদূরিত হয়, তিক তেজস্বী হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান জীবিত যোগীদের মন পরিষ্কার করেন। হৃদয়ে অনন্ত ভগবান আনির্ভূত হলে মনে যে পরম পরিভ্রাণ লাভ করা সম্ভব, তা কখনো দেবতা-উপাসনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থভ্রম, ব্রত, দান এবং নানাবিধ যজ্ঞ জপের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে না। সুতরাং, হে মহারাজ, পরমেশ্বর জীবেশবকে আপনায় হৃদয়ে ধারণ করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করুন। ভগবানে যখন এইভাবে নিবদ্ধ করুন এবং মৃত্যুর সময় আপনি নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করবেন।”

“হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিমজ। তিনিই পরম আত্মা এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়। ক্রিয়মান ব্যক্তিরা যখন তার ধ্যান করেন, তিনি তখন তাঁদের কাছে তাঁদের নিজ চিন্তার স্বরূপ বাস্তব করেন। হে রাজন, যদিও কলিযুগ হচ্ছে এক দোষের সাগর, তবুও তার একটি মহান গুণ আছে—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে মানুষ জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপথে উন্নীত হবেন। সত্যযুগে জীবিতদের ধ্যান করে,

যেই যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং ঋগ্বেদ যুগে ভগবানের চরণে পরিচর্যার মাধ্যমে যা কিছু ফল লাভ হয়, কলিযুগে

শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।”



চতুর্থ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিধ প্রলয়

শ্রীল শুকদেব গোবামী বললেন—“হে মহারাজ, একটি পরমাপুর পতির ভিত্তিতে পরিমিতি কালের ক্ষুদ্রতম ভাগকে থেকে শুরু করে ব্রহ্মার জীবনকাল পর্যন্ত সময়ের পরিমিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনায় কাছে বর্ণিত করেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন যুগের পরিমিতি সম্পর্কেও আপনাকে বলেছি। একম ব্রহ্মার দিবসকাল এবং প্রলয় সম্পর্কে এবার বলব। এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয় যা কল্প নামে পরিচিত। হে মহারাজ, সেই সময়ের মধ্যে চৌদ্দজন মনু পরমাপুরুষ করেন। ব্রহ্মার একদিবসের অবসানে একই রকম সময় সীমা বিশিষ্ট তাঁর জাতি কালেও প্রলয় সংঘটিত হয়। সেই সময় ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে যায়। যখন আদি প্রায় পরমেশ্বর নারায়ণ অনন্তশেষ-শয্যায় শয়ন করেন এবং সময় ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাথমিক করেন তখন একে বলা হয় নৈমিত্তিক প্রলয়। এই সময় ব্রহ্মা নিদ্রামগ্ন থাকেন। যখন পরমোন্মিত ব্রহ্মার দুই পরার্থ কাল জটিলভাৱে হয়, তখন সৃষ্টির সাতটি বৈশিষ্ট্য উপাদানের প্রলয় হয়। হে রাজন, জড় উপাদান সমূহের প্রলয় হলে পর, সৃষ্টির উপাদান সমূহের সংঘাত থেকে উদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের সম্মুখীন হয়।”

“হে মহারাজ, প্রলয় সমাগত হলে পরে এই পৃথিবীতে একশত বৎসর বৃষ্টি হবে না। অন্যবৃষ্টি থেকে দুর্ভিক্ষ হবে। ক্ষুধার্ত জনগণ আকস্মিক অর্থেই একে অপসারিত করবে। পৃথিবীর বাসিন্দাগণ কালের উদবেগে বিভ্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হবে। সূর্যদেব তাঁর প্রলয়কাল সাবর্তকরূপে তাঁর দোহনর রশ্মি দ্বারা

সমুদ্র, জীবদেহ এবং স্বর্গ ভূমির সমস্ত রস পান করবে। কিন্তু সেই ধ্বংসকাল সূর্য প্রতিদানে কোনও বৃষ্টি দান করবে না। তারপর ভগবান শ্রীসম্বর্ধনের মুখ থেকে মহা সম্বর্তক বহি উৎপত্ত হবে। প্রবল বায়ুর শক্তিতে প্রবাহিত হয়ে নিম্নাংশ ব্রহ্মাণ্ড কোষকে উত্তপ্ত করে সেই বহি সমস্ত বিশ্বজুড়ে প্রসঞ্চিত হবে। উপর দিক থেকে মহানবীল সূর্য এবং নিম্নদিক থেকে ভগবান শ্রীসম্বর্ধনের মুখ-নিঃসৃত আগুন—এইভাবে সমস্ত দিক থেকে লজ্জ হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড গোলক এক জ্বলন্ত গোয়াল নিত্যবৎ প্রতিভাত হবে। এক মহান ও প্রচণ্ড সাবর্তক বায়ু একশত বৎসরেরও অধিক সময় ধরে প্রবাহিত হতে শুরু করবে এবং ধূলির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আকাশ ধূসবর্ণ ধারণ করবে।”

“হে মহারাজ, তারপর প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ গর্জন করতে করতে বিচিত্রবর্ণের মেঘকুল পুঞ্জীভূত হবে এবং এক শত বৎসর ধরে জগতকে বর্ষণে প্রাবিত করবে। সেই সময়, একটি মাত্র মহাকালাতিক সমস্ত সৃষ্টি করে এই ব্রহ্মাণ্ডগোলক জলে নিমজ্জিত হবে। সমস্ত বিশ্ব যখন প্রাবিত হবে, সেই কাল তখন ক্ষিতির অনুশব্দ গন্ধ গুণটিকে গ্রাস করবে এবং গন্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই ক্ষিতিকণ উপাদানটি জল প্রাপ্ত হবে। তেজ তখন অগ্ন-এর রস গুণটিকে গ্রাস করে, যা তার বিশিষ্ট গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে তেজ বিলীন হয়। বায়ু তেজের অন্তর্ভুক্ত রূপ গুণটিকে গ্রাস করে এবং তেজ অভ্যন্তরীণ রূপ রহিত হয়ে বায়ুতে বিলীন হয়। ব্যোম বায়ুর গুণ তথা সম্পর্কে গ্রাস করে এক সেই বায়ু যোষে প্রবেশ করে। তারপর,

হে রাজন, অমোঘপ্রাপ্ত অহংকার কোমের গুণ শব্দকে
হরণ করে, বার পর কোম অহংকারে বিলীন হয়ে যায়।
সম্ভোগপ্রাপ্ত অহংকার ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করে এবং
সম্ভোগপ্রাপ্ত অহংকার দেবতাদের গ্রাস করে। তারপর
সমগ্র মহৎ তত্ত্ব তার বিচিত্র কার্যাবলী সহ অহংকারকে
গ্রাস করে এবং সেই মহৎ প্রকৃতির তিনটি মৌলিক গুণ
সত্ত্ব, রজ এবং তমের দ্বারা প্রভু হয়। হে মহারাজ
পরীক্ষিৎ, এই সকল গুণগুলি পুনরায় কাল প্রেরিত হয়ে
প্রকৃতির আদি এবং আকালকাল প্রধানের দ্বারা প্রভু হয়।
সেই অব্যক্ত প্রকৃতি কালের প্রভাবে সংঘটিত ছয় প্রকার
পরিবর্তনের অধীনস্থ হয় না। বরং এর কোন আদি বা
অন্ত নেই। এই হচ্ছে সৃষ্টির অব্যক্ত, নিজ এবং অবার
কারণ। জড় প্রকৃতির অব্যক্ত প্রধান রূপে কোন কার্যের
প্রকাশ হয় না, মহৎ তত্ত্ব আদি সূক্ষ্ম উপাদানসমূহের
প্রকাশ হয় না এবং মনের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে
সত্ত্ব, রজ, তম গুণেরও অস্তিত্ব নেই। সেখানে প্রাণবায়ু
বা বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব নেই, ইন্দ্রিয় সমূহ বা
দেবতাপ্রাণও নেই। গ্রহপুঞ্জের নিষ্টি কৈনও সন্নিবেশ
নেই এবং চেতনার নিম্না, জ্ঞাত ও সূর্যপুঞ্জ আদি স্তরও
নেই। যোম, অপ, কিস্তি, মরুৎ, তেজ অথবা সূর্যও
নেই। তা যেন ঠিক এক গভীর নিদ্রাময় বা শূন্যময়
অবস্থা। বহুতপস্কে তা অবশ্যই। পরমার্থ ভূতবিদগণ
ব্যাখ্যা করেন যে সেই প্রধানই বেহেতু আদি উপাদান,
তাই এটিই হচ্ছে জড় সৃষ্টির বাস্তব ভিত্তি। এই প্রলয়কে
প্রাকৃতিক প্রলয় বলে, যে সময় পরম পুরুষ ভগবানের
শক্তিসমূহ এবং তাঁর অব্যক্ত জড়া প্রকৃতি কাল প্রভাবে
বিশুদ্ধলিত হয়ে শক্তিরহিত অবস্থায় সামগ্রিকভাবে একত্রে
বিলীন হয়ে যায়। এই সেই পরম সত্য যিনি বুদ্ধি,
ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রকাশিত হন
এবং যিনি এই সকলের পরম ভিত্তি। সীমিত ইন্দ্রিয়ের
দ্বারা উপলব্ধি বিহীন হওয়ার ফলে এবং তাঁর স্বীয় কারণ
থেকে অতিরিক্ত হওয়ার ফলে বা কিছুই আদি এবং অন্তব্য,
তা-ই হচ্ছে অব্যক্ত। একটি প্রাণী, সেই প্রাণীদের
আলোকে দর্শন করে যে চক্ষু এবং দৃষ্ট বস্তুর যে রূপ—
এগুলি সবই তেজরূপ উপাদান থেকে মূলত অভিন্ন।
অনুসরণভাবে, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মূর্ত্তব—পরম সত্য
থেকে এগুলির পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই, যদিও সেই

পরম সত্য সম্পূর্ণরূপে এদের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন।
বুদ্ধির তিনটি স্তরকে জ্ঞাত, নিম্না এবং সূর্যপুঞ্জ বলা হয়।
কিন্তু হে রাজন, এই সকল বিভিন্ন স্তরের চেতনার দ্বারা
শুদ্ধ জীবাত্মা যে নানা রকমের অতিক্রান্ত লাভ করে
সেগুলি সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক যেমন
আকাশের মেঘপুঞ্জ তাদের স্বরূপগত উপাদান সমূহের
সংযোগ এবং বিয়োগের ফলে সৃষ্ট এবং অন্তর্ভুক্ত হয়,
তেমনি এই জড় প্রাণও তাব স্বরূপগত উপাদান সমূহের
অংশের সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা পরম সত্যের
মধ্যেই সৃষ্ট এবং ধ্বংস হয়।”

“হে রাজন, (বেদান্ত সূত্রে) বলা হয় যে এই প্রাণগত
উপাদান-কারণ বা কিছু স্বাভাবিক বস্তুর সৃষ্টি করে, তাকে
পৃথক সত্ত্বরূপেও অনুভব করা যেতে পারে, ঠিক যেমন
বস্তুর সৃষ্টি করে যে সূত্র, সেগুলিকে তাদের উৎপাদিত
বস্তু থেকে পৃথকরূপে অনুভব করা যায়। সাধারণ কারণ
এবং বিশেষ ফলবোধের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু উপলব্ধ হয়,
তা অবশ্যই হয়, কেননা এই কার্য এবং কারণ সমূহ
গুণমাত্র পরস্পর সাপেক্ষে বিদ্যমান। বহুতপস্কে যা
কিছু আদি এবং অন্ত আছে, তা-ই অব্যক্ত। রূপান্তরকে
পরিবেশন করা সম্ভব হলেও, পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কহীন
না হলে জড়া প্রকৃতির এমন কি একটিমাত্র পরমাণুর
রূপান্তরেরও কোন পরম সংজ্ঞা আসতে পারে না।
বাস্তবিক পক্ষে অস্তিত্বহীন বলে স্বীকার করতে হলে যে
কোন বস্তুকে অবশ্যই শুদ্ধ আত্মার মতোই নিত্য
অপরিবর্তিত চিৎসত্তাকে ধারণ করতে হবে। পরম সত্য
কোন জড়ীয় বৈতত্য নেই। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে
বৈতত্য দর্শন করে, তা হচ্ছে একটি শূন্যপাত্রে অবস্থিত
আকাশ এবং পাত্রের বাইরে অবস্থিত আকাশের পার্থক্যের
মতো, কিংবা জলে প্রতিফলিত সূর্য এবং আকাশে অবস্থিত
সূর্যের পার্থক্যের মতো, অথবা কোন জীবদেহের
অভ্যন্তরে স্থিত এবং অন্য সেহে স্থিত প্রাণবায়ুর পার্থক্যের
মতো। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অনুসারে মানুষ বিচিত্ররূপে
ধর্মের ব্যবহার করেন এবং তাই স্বর্ণকে বিভিন্নরূপে দর্শন
করা হয়। অনুসরণভাবে, জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত যে
পরমেশ্বর ভগবান, তাকেও বিভিন্ন প্রকার বেদান্ত এবং
সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেন।
যদিও মেঘ হচ্ছে সূর্যেরই সৃষ্টি এবং সূর্যের দ্বারা সৃষ্ট

হয়, তা সত্ত্বেও সূর্যেরই আরেকটি অংশ নিজের এই
দর্শনকারী চক্ষুর পক্ষে তা অস্বভাব সৃষ্টি করে।
অনুরূপভাবে, পরম সত্যেরই একটি বিশেষ সৃষ্টি এই জড়
এবং মিথ্যা অহংকার পরম সত্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়, এবং
পরম সত্যেরই আর একটি অংশ প্রকাশ জীবাত্মার পক্ষে
পরম সত্যের উপলব্ধির পথে তা বাধার সৃষ্টি করে।
মূলত সূর্য থেকেই সৃষ্ট মেঘ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চক্ষু
তখন সূর্যের প্রকৃত রূপকে দর্শন করতে পারে।
অনুরূপভাবে, জীবাত্মা যখন দিব্য বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার
মাধ্যমে তার মিথ্যা অহংকারের আবরণকে ধ্বংস করতে
পারে, তখন তিনি তার আদি স্বরূপ চেতনাকে অনুভব
করতে পারেন।”

“হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, বিবেক বিচারের জ্ঞানরূপ
হৃদিরস দিয়ে আত্মার বহন সৃষ্টিকারী প্রমাত্তক এই মিথ্যা
অহংকার বহন ছিল হয়, এবং মানুষ যখন পরমেশ্বর
ভগবান অচ্যুতের উপলব্ধি বিকশিত করেন, তখন তাকে
জড় জগতের আত্মাত্মিক প্রলয় বলে। হে পরমেশ্বর,
প্রকৃতির সূক্ষ্ম কার্যাবলী সম্পর্কে অস্তিত্ব ব্যক্তির যোগ্য
করোঁন যে জ্ঞানী আদি সমগ্র সৃষ্ট জীবই অবিদ্যায় সৃষ্টি
এবং প্রলয়ের অধীন হয়। সমগ্র জড়-জাগতিক বস্তু
রূপান্তরিত হয় এবং অবিদ্যায় ও স্মৃত প্রবল কাল-প্রবাহের
দ্বারা ক্রম প্রাপ্ত হয়। জড় বস্তু সমূহ তাদের অস্তিত্বের
যে সকল স্তর প্রকাশ করে, সেগুলি হচ্ছে তাদের সৃষ্টি
এবং প্রলয়ের নিত্যকারণ। পরমেশ্বর ভগবানের
নির্ব্যক্তিক প্রতিনিধি আদি অন্তরীণ কালের দ্বারা সৃষ্ট এই

অবস্থাগুলি দৃশ্য নয়, শ্রীক যোম বাহ্য আকাশে প্রহ
মন্তের অবস্থার অতিসূক্ষ্ম ভাষনিক পরিবর্তনকে
সত্যস্বরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এইভাবে কালের
গতিকে নিজ, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং আত্মাত্মিক—এই
চার প্রকার প্রলয়ের ভিত্তিতে কর্তব্য করা হল।”

“হে কুরুক্ষেত্র, আমি শুধু সংক্ষেপে তোমার কাছে
জগৎ তত্ত্ব এবং সমস্ত অস্তিত্বের পরম উৎস ভগবান
শ্রীমহাদেব এই সকল লীলাকথা কর্তব্য করলাম। এমন
কি জ্ঞানী বরং সম্পূর্ণরূপে এইসকল লীলা কর্তব্য করতে
অক্ষম। যে মানুষ অগণিত দুঃখে আত্মনে জর্জরিত
হচ্ছে এবং যিনি এই জড় অস্তিত্বের নৃবতীকৃত্য সঙ্গরকে
অতিক্রম করতে অপ্রস্তু, তাঁর পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের
লীলাকথার দিব্য রসের প্রতি ভক্তি অনুশীলন ছাড়া আর
কোন উপযুক্ত নৌকা নেই। বহুকাল পূর্বে সমস্ত পুরাণের
এই সার সংহিতা ক্ষুদ্র ভগবান শ্রীমহাদেব কবি
নারদমুনির বলাছিলেন, যিনি তা পদবর্তীকালে
কৃষ্ণেরাণের বেদব্যাসের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।
হে পরীক্ষিত মহারাজ, সেই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্রীল
ব্যাসদেব চারিধেরে সমান গুরুত্ব সম্পন্ন এই একই শাস্ত্র
তবা শ্রীমহাদেব আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। হে
কুরুক্ষেত্র, আমাদের সম্মুখে আসীন এই সেই সূত
গোবামী যিনি নৈমিষারণ্যের সুদীর্ঘ মহাধর্ম সমবেত
মুনিবিশেষের কাছে শ্রীমহাদেব কথা কর্তব্য করতেন।
পৌনিকাদি সভাবসের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি তা
কীর্তন করতেন।”



মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরম উপদেশ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কহিলেন—“এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবান বিদ্যাব্যাপী শ্রীহরির বিচিত্র লীলাকথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার দুটি থেকে ত্রাণ এবং ত্রৈলোক্য থেকে কল্যাণ জন্ম হয়। হে রাজন, “আমি মৃত্যুবরণ করতে বাছি”—এই পতঙ্গুলত মনোবৃত্তি ত্যাগ কর। সেহে বেরকম জন্ম হয়, তুমি সেরকম জন্মগ্রহণ করনি। যতীতে এমন কোন সময় ছিল না যখন তুমি ছিলে না, এবং তোমার কিলকও হবে না। বীজ থেকে যেমন অল্প উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তা নতুন বীজ উৎপন্ন করে সেই রকম তোমাকে পুনরায় তোমার পুত্রের পুরস্কারে কল্যাণ করতে হবে না। করং তুমি এই জড় সেই এবং তার অনুচরিক বিবর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঠিক যেমন অগ্নি তার জ্বালানী থেকে স্বতন্ত্র হয়। স্বপ্নে যদুশ দেখতে পাবে যে তার নিজেরই মতক ছির হয়ে গেছে এবং এইভাবে সে ঘুকেতে পারে যে তার প্রকৃত আত্মা এই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র। অনুসরণভাবে, জ্ঞাপ্রত অবস্থার মানুষ দেখতে পারে যে তার সেই হচ্ছে পাঁচটি জড় উপাদানে গঠিত। সুতরাং একথা হৃদয়সম কর। যার যে প্রকৃত আত্মা তার স্ট সেই থেকে স্বতন্ত্র এবং অজ ও অমর। একটি ঘট বহন ভেঙে যায়, যারি অস্তিত্বের অক্ষাণের অংশটি পূর্ববৎ ব্যোমরূপ উপাদানরূপেই থেকে যায়। অনুসরণভাবে, যখন ফুল এবং সুক্ক সেহের মৃত্যু হয়, দেহাভ্যন্তরে জীবাত্মা তার চিস্ময় স্বরূপে পুন প্রতীক্ষিত হয়। জীবাত্মার জড় সেই, গুণ এবং কার্যসমূহ জড় মনের দ্বারা সৃষ্ট হয়। সেই মন স্বয়ং সৃষ্ট হয় পরমেশ্বর ভগবানের মায়াক্রিয় দ্বারা এবং এইভাবে আত্মা জড় অস্তিত্বকে ধারণ করে। প্রদীপ প্রদীপকালে কাজ করে গুণমাত্র জ্বালানী, তৈলাধার, পলিপত্র এবং অগ্নির সংমিশ্রণে। অনুসরণভাবে, আত্মার দেহাভ্যন্তরে তীক্ষ্ণত প্রতীক্ষিত জড়জীবন, সেহের

উপাদান স্বরূপ জড় সত্তা, স্বাক ও তম গুণের কারণে জ্বরাই বিকলিত এবং বিনষ্ট হয়। সেহের অস্তিত্বই আত্মা স্বয়ং জ্যোতির্ময়। তা বাতু ফুলসেই এবং পল্যক সূক্ষ্ম সেই থেকে স্বতন্ত্র। আকাশ যেমন জড় পরিবর্তনের দ্বারা ভিত্তি, ঠিক তেমনি এই আত্মাও সেহগত পরিবর্তনের দ্বারা ভিত্তি। তাই আত্মা হচ্ছে অনন্ত এবং কোন জড় বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না।”

“হে রাজন, অবিরাম পরমেশ্বর বাসুদেবের কান করে এবং স্বাক ও বুদ্ধিসর্গ বুদ্ধি প্রয়োগ করে সত্ত্বভাবে তোমার প্রকৃত আত্মা সম্পর্কে এবং কিভাবে তা জড় সেহের মধ্যে অবস্থিত, সেই সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। ব্রাহ্মণের অভিলাষ প্রেরিত সেই নাগপক্ষী তরক তোমার প্রকৃত আত্মাকে দহন করতে পারবে না। তোমার মতো আত্মা নিয়ন্ত্রণকারী প্রকৃতি মৃত্যুর দূতেরা কখনই দহন করতে পারবে না, কেননা ভগবদ্ব্যমের জ্ঞাত্যবর্তনের পথে যাবতীয় বিপদকেই তুমি ইতিমধ্যেই জয় করবে। তোমার বিচার করা উচিত—আমি পরম সত্য এবং পরম ধর্ম থেকে অভিন্ন এবং সেই পরম সত্য তথা পরম ধর্ম আমার থেকে অভিন্ন।”

“এইভাবে সমস্ত প্রকার জড় উপাধি থেকে মুক্ত পরমাত্মার চরণে নিজেই সমর্পণ করে তুমি এমন কি লক্ষ্যও করতে পারবে না যে কখন সেই নাগপক্ষী তরক তোমার সম্মুখীন হয়ে তার বিবাক দাঁত দিয়ে তোমার পায়ে দংশন করবে। তুমি তোমার মরণলীল থেকে কিংবা তোমার চতুর্পাক্ষ জড় জগৎকেও দেখতে পাবে না, কেননা তুমি উপলব্ধি করে থাকবে যে তুমি ঐ সকল বিবর থেকে স্বতন্ত্র। হে হির মহারাজ পরীক্ষিত, তুমি বিদ্যাব্যাপী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির লীলাকথা সম্পর্কে প্রথমে আমাকে বা প্রথ্য করেছিলে, আমি তা তোমাকে বর্ণনা করে ওলাম। এখন তুমি আর কী বল করতে চাও?”

মহারাজ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ

শ্রীমত গোস্বামী কহিলেন—“শ্রীল ক্যান্দেবের সমালী এবং আত্মতত্ত্ব পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত বর্ণনা প্রবণ করার পর, মহারাজ পরীক্ষিত ক্রীতভাবে তাঁর চরণকমলের সমীপবর্তী হলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর চরণে অবনত মস্তকে মহারাজ বিক্লান্ত, সমগ্র জীবন যিনি শ্রীমদ্ভাগবত সুরক্ষিত করেছেন, তিনি অপ্রলি বদ্ধ অবস্থায় নিম্নোক্ত কথাগুলি কহিলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত কহিলেন—“আমি এখন আমার জীবনের লক্ষ্য লাভ করেছি, কেননা আপনায় মতো মহান করুণায় ব্যক্তি আমাকে এরকম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আমি অন্তরীণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির এই গুণকথা ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমাকে বলেছেন। পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের ধ্যানে সঙ্গা নিমগ্নচিত্ত আপনায় মতো মহাধ্বনি পক্ষে আমাদের মতো জড় জীবনের সমন্য পীড়িত মূর্খ দেহবদ্ধ জীবকে করুণা প্রদর্শন করাকে আমি অতি অমৃত কিছু বলে মনে করি না। আমি আপনায় কাছে এই শ্রীমদ্ভাগবত, যা পরমেশ্বর উত্তমমোক ভগবানকে সুচারুরূপে বর্ণনা করে এবং যা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের নিখুঁত সারকথা, তা প্রদান করলাম।”

“হে প্রভু, এখন আমার তরক বা অন্য যে কোন জীব, এমন কি পুনঃপুনঃ মৃত্যুবরণ করার প্রতিও গুহ সেই, কেননা সকল প্রকার তার নিয়ন্ত্রণকারী যে বিত্ত্ব চিন্ময় ব্রহ্মের কথা আপনি আমার কাছে প্রকাশ করেছেন আমি আমাকে সেই পরম সত্যে নিমগ্ন করেছি। হে ব্রাহ্মণ, অনুগ্রহপূর্বক আমার বাক্য এবং অন্যান্য সমস্ত ইঙ্গিমের কার্যাবলীকে ভগবান জ্যোত্বককে স্থাপন করার অনুমতি দিন। কাম্যবাসনা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে আমার মন ধেন তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হয় এবং এইভাবেই যেন প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, সেই অনুমতি দিন। আপনি আমার কাছে ভগবানের পবন কল্যাণময় পরম ব্যক্তিগত সম্পর্কিত বিজ্ঞান প্রকাশ করেছেন। আমি এখন

আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান হিত হয়েছি এবং আমার অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে।”

শ্রীমত গোস্বামী কহিলেন—“এইভাবে প্রার্থিত করে শ্রীল ক্যান্দেবের সাধু পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে তাঁর অনুমতি দান করলেন। তারপর রাজা এবং উপস্থিত অন্যান্য মুনি-ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। মহারাজ পরীক্ষিতও তখন বঙ্গ কুল, মর্ত্যলোকের বৈষ্ণব প্রান্তভাগ পূর্বদুবী কটে নির্মিত জঙ্গনে, স্বয়ং উত্তমদুবী হয়ে উপবিষ্ট হলেন। পূর্ণরূপে যোগসিদ্ধি লাভ করার পর, তিনি পূর্ণ ব্রহ্মভূত স্তর অনুভব করলেন এবং সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হলেন। রাজর্ষি পরীক্ষিত তাঁর বিত্ত্ব বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর মনকে আত্মার নিবন্ধ করলেন এবং পরম সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। তাঁর প্রাণবায়ু নিঃশ্বাস হল এবং তিনি একটি গাহের মতো ছিঁড়তা লাভ করলেন।”

“হে বিত্ত্ব ব্রাহ্মণসকল, তারপর ব্রহ্ম বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রেরিত তরক যখন রাজাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন পথে তার সঙ্গে কল্যাণ মুনির সাক্ষাৎ হয়েছিল। তরক মূল্যবান উপহার সামগ্রী দ্বারা বিব হরণে সুদন্ত কল্যাণ মুনির প্রোৎসাহিত করে, মহারাজ পরীক্ষিতের সুদন্ত দান করার কাপারে তাকে নিবৃত্ত করল। তারপর কামরূপী সেই নাগপক্ষী তরক, ব্রাহ্মণের দ্বাৰাবলে রাজার সমীপবর্তী হয়ে তাঁকে দংশন করল। সমস্ত ব্রহ্মাত্মের জীবগণ যখন দর্শন করছিলেন, সেই সমগ্র মহান আত্মতত্ত্ব রাজর্ষির সেইটি মুহূর্তের মধ্যে সাগের বিদ্যালে ভগ্নস্বয়ং হয়ে গেল। তখন পৃথিবী এবং বর্ণের সমস্ত দিকে এক মধ্য হাহাকার রব উঠিত হল এবং সমস্ত দেবতা, অসুর, যক্ষা এবং অন্যান্য জীবগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। দেব সমাজে বুদ্ধি থেকে উদ্বেগিল এবং স্বর্গীয় গর্ভ ও জগদাধিপতি গান গোয়েছিলেন। দেবতারা পূর্ণ বুদ্ধি করে সাধুগণ উচ্চারণ করেছিলেন। মহারাজ

জনমেজয় তাঁর পিতা মহারাজত্বাধি রাণ্যকী তত্বে
দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়েছেন, একথা শুনে প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ
হয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা এক মহাপ্রতিশোধ
হস্তের অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাতে তিনি জগতের সমস্ত
সম্পত্তি বস্ত্রের অধীনে আবৃত্তি প্রদান করেছিলেন।
তত্বে ইখন সেখান থেকে সবচেয়ে পবিত্রাঙ্গী সর্পও সেই
সম্পত্তির অঙ্গ হিসেবে উদ্ধৃত্ত হইল, তখন সে
ভয়ে ভীত হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল।
মহারাজ জনমেজয় ইখন সেখান থেকে তত্বে তাঁর
আগমনে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণদের প্রস্থ
করলেন, 'কেন উরগাধর তত্বে এই অধীনে দগ্ধ
হইছে না?' "

ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিলেন—“হে রাজেন্দ্র, তত্বে এখনো
যত্নের অধীনে পতিত হইনি কল্য আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের
শরণাগত হওয়ার ফলে সে এখন ইন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত
হয়েছে।”

এই সমস্ত কথা শুনে বুদ্ধিমান রাজা জনমেজয়
পূরোহিতদের উদ্দেশ্যে দিলেন—“হে ব্রাহ্মণগণ, তাহলে
তাঁর তত্বে ইন্দ্র সহ তত্বে অধীনে পতিত হইতে বাধ্য
করাইলে না কেন?”

এই কথা শুনে পূরোহিতগণ তখন ইন্দ্র সহ তত্বে
যজ্ঞপিত্তে আবৃত্তি প্রদান করার জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ
করলেন—“হে তত্বে, সমস্ত দেবতাকুল সমভিব্যাহারে
ইন্দ্র সহ শীঘ্রই তুমি এই যজ্ঞপিত্তে পতিত হও।
ব্রাহ্মণদের এই অপমানজনক ব্যবস্থা ইন্দ্র যখন তাঁর বিমান
এক তত্বে সহযোগে তাঁর পদ থেকে অকস্মাৎ নিষ্কিন্ত
হলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। অসিরা
মুনির পুত্র বৃহস্পতি যখন দেখলেন যে ইন্দ্র তাঁর বিমানে
তত্বে সহযোগে আকাশ থেকে পতিত হইলেন, তখন
তিনি মহারাজ জনমেজয়ের সঙ্গীপতী হয়ে নিরোক্ত
কথাগুলি বললেন। হে নরেন্দ্র, তোমার হাতে এই
সম্পত্তির যত্ন। ইওরা যথোচিত নয়, কেননা সে
দেবতাদের অমৃত পান করছে। ফলত, সে বার্ষিক এবং
মৃত্যুর সাধারণ লক্ষণগুলি অধীনস্থ নয়। জীবের জন্ম-
মৃত্যু, এবং তাঁর পবিত্রত্ব পতি সবই নির্ধারিত হয় তাঁর
ঈশ্বর কর্তৃক দ্বারা। অতএব হে রাজন, কেন জীবের
সুখ বা দুঃখ সৃষ্টির জন্য অন্য কেউ বস্ত্রপাত্রে দায়ী নয়।

দক্ষ যখন দেখলেন তাঁর সর্পাঘাত, তখন, অর্থাৎ, বিদ্যা-
কৃপাক্ষর, বাহি বা অন্য কোন কারণ থেকে মৃত্যুবরণ
করে, তখন সে তাঁর ঈশ্বর অতীত কর্মের ফল ভোগ
করে। অতএব, হে রাজন, জীবের কৃতি সম্পাদন করার
উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিত এই যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ করুন। ইতিমধ্যেই
কি নির্দোষ সর্প অধীনে উদ্ধৃত্ত হইতে। বস্ত্রপাত্রে
সকল জীবই তাদের অতীত কর্মের আশ্রয় ফল অকস্মি
ভোগ করবে।”

শ্রীসূত গোস্বামী বলতে লাগলেন—“এইভাবে
উপনিষ্ট হয়ে মহারাজ জনমেজয় উত্তর দিলেন, ‘তবে
তাই হোক।’ মহান সাধু বৃহস্পতির ব্যাকের স্বাধীন পান
করে তিনি সর্পযজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত হলেন এবং
ব্রাহ্মপতি বৃহস্পতির পূজা করলেন। বস্ত্রবিবর্তি জ হইলে
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অলঙ্কার এবং অপ্রতিরোধ্য
মহামায়া। যদিও বস্ত্র জীবের হইলে ভগবানেরই আ-
শ বিশেষ, তবু এই মহামায়ার প্রভাবে তাদের বিভিন্ন জড়
মোহাবোধের দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হইল। কিন্তু এক পবন
তখন রয়েছে যেখানে মায়াদেবী ‘আমি এই ব্যক্তিকে
নিয়ন্ত্রণ করতে পারব, কেননা সে কর্তৃক’—একই চিত্ত
করে নির্ভয়ে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে না।
সেই পবন তবু মোহজিহ্বা বিতর্ককল দর্শনের কোনও
স্থান নেই। বরং পারমার্থিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু যথার্থ
শিক্ষার্থীগণ সেখানে অবিরাম প্রামাণিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসার
নিযুক্ত হয়। সেই পবন তবু সংকল্প এবং বিকল্প ধর্মী
জড় মানের কোনও প্রকাশ নেই। সুই জড় বস্তু সমূহ
তাদের সূক্ষ্ম কারণ সমূহ এবং তাদের প্রয়োগে দৃষ্টি
ভোগকণ যে লক্ষ্য—সেগুলিও সেখানে নেই। অধিকন্তু
সেই পবন তবু অহংকার এক জড় প্রকৃতির তিন গুণ
আচ্ছাদিত বস্তু আচ্ছাদিত নেই। সেই পবন তবু সমস্ত
সীমিত বা সীমা নির্ধারণকারী বিবরণকে বর্জন করে।
বিজ্ঞানের কর্তব্য জড় জীবের প্রত্যেককে গ্রোধ করে সেই
পবন সত্যে রমণ করা। মূলত অব্যক্ত বিষয়কে
পরিচয়্যণ করতে আকাশকী কৃতিগণ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে
‘নেতি নেতি’ বিচারের দ্বারা বাহ্য বিষয় পরিচয়্যণ করে
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পবন পদে প্রাপ্তি করেন। তত্বে
জড়বাদ বর্জন করে, তাঁরা তাঁদের অন্তরে সেই পবন
সত্যের প্রতি তাদের প্রেম অর্পণ করেন এবং সমাহিত

চিত্তে সেই পবন সত্যকে আলিঙ্গন করেন। সেই প্রকার
তত্ত্বগণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ
উপলব্ধি করতে পারেন কারণ তাঁরা পূহ এবং সেই
জিহ্বিক ‘আমি’ ‘আমার’ বোধের দ্বারা আত্ম কলুষিত হন
না। মানুষের কর্তব্য সত্য অবমাননা সত্য করা এবং
হে কোন ব্যক্তিকে যথায়োগ্য সম্মান প্রদর্শনে করবেনই
কর্তব্য হইবে। এই জড় সেই আশ্রয় করে তত্বে সেই
বৈদিক সৃষ্টি করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞানের
শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার দণ্ডক প্রণাম নিবেদন করি।
তদুপাধ তাঁর চরণকমলের ধ্যান করেই আমি এই মহান
ভাগবতী সহিত অনুধ্যান করতে সক্ষম হয়েছি।”

শ্রীশৌনত ঋষি বললেন—“হে সৌম্য সূত গোস্বামী,
নৈল এবং শ্রীল ব্যাসদেবের অন্যান্য মহান শিষ্যগণ দ্বারা
বৈদিক জ্ঞানের আচার্য রূপে পরিচিত, তাঁরা কিভাবে কোন
কর্ম এবং সম্পাদন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের
বলুন।”

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, প্রবাস
পরমার্থিক উপলব্ধিতে পূর্ণরূপে সমাহিত হন পরমেশ্বর
ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ থেকে দ্বিতীয় শব্দ তবু উদ্ভিত
হয়েছিল। কোন মানুষ যখন বাহ্য ভ্রমকে গ্রোধ করে,
তখন সে সেই সূক্ষ্ম তবু অনুভব করতে পারে।”

“হে ব্রাহ্মণ, বেদের এই সূক্ষ্মরূপের আচ্ছাদন করে
যোগিগণ ব্রহ্ম, ক্রিয়া এবং কারণের কলুষ থেকে উদ্ধৃত্ত
তাদের হৃদয়ের সমস্ত ময়লা ধৌত করেন এবং এইভাবে
তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করেন।
সেই সূক্ষ্ম এক দ্বিতীয় শব্দ তবু থেকে তিনটি শব্দ বিনীষ্ট
ওঁকার উদ্ভিত হল। এই ওঁকারের অব্যক্ত শক্তি রয়েছে
এক তা বিদ্যুৎ হৃদয়ে বস্তুই প্রকাশিত হয়। এই ওঁকার
হইলে পবন সত্যের তিনটি স্তর—নিরাকার ব্রহ্ম, পরমাশ্রা
এবং পরমেশ্বর ভগবান—এই সকলেরই প্রতিভা। পবন
তবু অজড় এবং অব্যক্ত এই ওঁকার জড়কণ ও অন্যান্য
জড় ইন্দ্রিয় রহিত পরমাশ্রা কর্তৃক স্রষ্ট হয়। সমস্ত
বৈদিক জ্ঞানের বিস্তৃতিই হইলে হৃদয়াকাশে আচ্ছাদিত থেকে
প্রকাশিত এই ওঁকারেরই সম্প্রসারিত রূপ। এই হইলে
বস্তু উৎসারিত পবন সত্য তথা পরমাশ্রার প্রত্যক্ষ
উপাধি এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের গুহ্য সার এবং দ্বিতীয়
বীজ স্বরূপ। ওঁকার অ, উ এবং য এই তিনটি ঋষি

বর্ণের প্রকাশ করেছিল। হে ভগবন্ত, এই তিনটি বর্ণ
জড় প্রকৃতির তিনটি গুণসহ সমস্ত জড় আভ্যন্তর তিন
তিন তিনটি ভাব, জ্ঞান, বস্তু এবং সাম বেদের নামসমূহ,
জ্ঞান, বস্তু এবং সাম কালে পরিচিত সত্যসমূহ এবং
জ্ঞান, নিমিত্ত ও সুবৃত্তিরূপে জ্ঞানায় তিনটি পত্রের
রূপে প্রকাশ করে। সেই ওঁকার থেকে ব্রহ্মা স্বর, ব্যঞ্জন,
অন্তর্গত বর্ণ, উচ্চ বর্ণ এবং অন্যান্য সকল বর্ণসমূহ হ্রস্ব
ও দীর্ঘ ভেদে সৃষ্টি করেছিলেন। বিদ্যুৎ ব্রহ্মা এই সমস্ত
শব্দের সংযোগে তাঁর চারটি মূখ থেকে প্রকাশ সহ
চারটি বেল এবং সপ্ত বাহুহি আনাহন উৎপন্ন করলেন।
চারি বেদের পূরোহিতদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান
অনুসারে বৈদিক যজ্ঞের প্রবর্তন করাই ছিল তাঁর
অভিভাষ্য। ব্রহ্মা বৈদিক আচ্যুতি পাশ্বে পারদলী পূরণপক্ষে
এই বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে
তাঁরাই আচার্যের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের ঈশ্বর পূরণপক্ষে
এই বেল প্রদান করেছিলেন। এইভাবে, চক্রাকারে
আচ্ছাদিত চারটি মূখ করে পারমার্থিক জীবনে পূর্ণত
ব্যক্তিগণ ব্রহ্মানুষ্ঠান চক্রপরম্পরার দ্বারা এই সকল
বেদ লাভ করেছিলেন। প্রতিটি ছাপর যুগের শেষভাগে
মহান কবিগণ এই বেদকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে সম্পাদন
করেন। কালের প্রভাবে ঋগবল, ঋগবদ্যু এবং
ঋগবদ্যো সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে মহান ঋগবদ্যো তাঁদের
হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে,
সুসংযুক্তভাবে বেদকে বিভক্ত করেছিলেন।”

“হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান এই বৈবস্বত মন্বন্তরে, শিব, ব্রহ্মা
প্রমুখ ব্রহ্মাণ্ডের নেতৃবর্গ সমস্ত জগতের ব্রহ্মাকর্তা
পরমেশ্বর ভগবানকে ধর্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা
করিয়েছিলেন। হে মহাত্মা শৌনক, সর্বশক্তিমান ভগবান
তখন তাঁর অংশাংশ করার দ্বিতীয় শ্রুতিগণ প্রদর্শন করে
সত্যবর্তীর পক্ষে পরাশর মুনির পূরণপক্ষে আবির্ভূত
হয়েছিলেন। এই রূপে, কৃষ্ণদেবপ্রিয় যোগ আবির্ভূত হয়ে
একটি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। মানুষ
যেমন তত্ত্ব সত্যের থেকে বিভিন্ন বর্ণের রূপকে বাতাই করে
সুপীকৃত করে, তিক তেমনি শ্রীল ব্যাসদেব জ্ঞান, অর্থাৎ,
বস্তু এবং সামবেদের মন্ত্র সমূহকে চারভাগে বিভক্ত
করেছিলেন। এইভাবে তিনি চারটি স্বতন্ত্র বেদ রচনা
করেছিলেন।”

“হে ব্রাহ্মণ, মহান শক্তিধর মহামতি বাসুদেব তাঁর চারজন শিষ্যকে আহ্বান করে তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই চার সংহিতার একটি করে অর্পণ করেছিলেন। শ্রীকালসেব পৈল অধিকে প্রথম সংহিতা অধ্যবেশের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই সংগ্রহকে বহুত্ব নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বৈশম্পায়ন অধিকে তিনি নিগম নামক যজুর্বেদের মন্ত্রের সংহিতা সম্পর্কে উপদেশ করেছিলেন। তৈমিনিকে হুঙ্কাল সংহিতা নামক সামবেদের মন্ত্র সমূহের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সুমন্তকে অথর্ব বেদ বলেছিলেন। তাঁর সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাক্ক পৈল অধি ইন্দ্রপ্রমিতি এবং বাজলকে তা বলেছিলেন। হে ভার্গব, বাজল তাঁর সংহিতাকে আরও চারভাগে ভাগ করে সেগুলি তাঁর শিষ্য বোণা, যাজ্ঞক্য, পত্যালর এবং অগ্নিযিত্রকে উপদেশ করেছিলেন। অজ্ঞসংকট অধি ইন্দ্রপ্রমিতি বিরা কোণী মাধুকৈরকে তাঁর সংহিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সর্বতীকালে যার শিষ্য বেবায়ত অধ্যবেশের শাখা সমূহকে সৌভরি এবং অন্যান্যদের কাছে হস্তান্তরিত করেছিলেন। মাধুকৈর অধির পুত্র শাকল্য বীর সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এবং বাৎস্য, মুঙ্গল, শালীর, গৌরল্য এবং লিখির নামক শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি করে উপশাখা অর্পণ করেছিলেন। অধি জাতুকর্ণ্যও শাকল্যের শিষ্য ছিলেন এবং শাকল্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংহিতাকে তিনভাগে ভাগ করার পর, তিনি একটি চতুর্থ বিভাগ—একটি বৈদিক পরিভাষার অভিধান সংস্কৃত করেন। এই সকল অংশের প্রত্যেকটি অংশ তিনি—বলাক, দ্বিতীয় পৈল, জালাল এবং বিরজ—তাঁর এই চার শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাজলি জগৎবেদের সমস্ত লাভ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বাজলিলাসংহিতা রচনা করেছিলেন। বালামনি, গুহ্য এবং কাশ্যর এই সংহিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইরূপে এই সকল ব্রাহ্মর্ষিগণ গুরু পরম্পরায় ধারায় কালক্রমে এই সকল বিভিন্ন সংহিতাকে সংরক্ষিত করেছিলেন। গুণ বৈদিক মন্ত্রের এই বিভাজন সম্পর্কিত বর্ণনা প্রবণ করেই মানুষ সমস্ত পাণ থেকে মুক্ত হবে। কৈশম্পায়নের শিষ্যগণ অথর্ব বেদের আগ্র পুস্তকে পণিগত হয়েছিলেন। ব্রহ্ম-হতা জনিত লাভ থেকে তাঁদের গুরুকে মুক্ত করার জন্য কঠোর দ্রুত

সম্পাদন করেছিলেন বলে তাঁরা চব্বক নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। একদা বৈশম্পায়নের এক শিষ্য বাজলক্য বলেছিলেন—(যে গুরু, আপনার এই সকল দুর্বল শিষ্যদের অধি প্রচেষ্টা থেকে কড়কুত্ব সুমন্ত লাভ করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সুদৃঢ় ও উপকার্য অনুষ্ঠান করব। এইরূপে উক্ত হলে পর গুরু বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—এখান থেকে চলে যাও। হে বিপ্র-অবমাননাকারী শিষ্য। যথেষ্ট হয়েছে। অধিকতর আমার কাছ থেকে তুমি যা কিছু শিখে—এই মুহূর্তে সব পরিত্যাগ কর। দেবরাতের পুত্র যাজ্ঞক্য তখন যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ বর্ণি করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। সমবেত শিষ্যরা এই সকল যজুর্বেদীয় মন্ত্র গুলিকে প্রলুপ্ত চিত্তে স্মরণ করে তিস্তির পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে সেগুলি সবই ভুলে নিয়েছিলেন। তাই যজুঃ বেদের এই শাখাটি তিস্তির পাখী দ্বারা সংগৃহীত অতি সুন্দর তৈত্তিরীর সংহিতারূপে পরিচিতি লাভ করেছে। হে ব্রাহ্মণ শৌনক, যাজ্ঞক্য তখন এমন কি তাঁর গুরুও অজ্ঞাত নতুন যজুঃ মন্ত্রের পবেষণা করতে আত্মগল্ল করেছিলেন। যনের মধ্যে এই বাসনা নিয়ে তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন।”

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বললেন—“সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত পবেষণার ভগবানকে আমি আমার সন্তান প্রণাম নিবেদন করি। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তপ পর্যন্ত প্রসঙ্গিত চার প্রকার জীবের নিয়ন্ত্রণরূপে আপনি উপস্থিত আছেন। জাকল বেমন সমস্ত জীবের অন্তরে এবং কইরে নিসামল, ঠিক তেমনি পরমাঙ্কায়ণে আপনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে এবং কালরূপে বাহ্যত বিদ্যমান রয়েছেন। ঠিক যেমন আকাশে বিদ্যমান মেঘ আকাশকে আচ্ছাদিত করতে পারেন, ঠিক তেমনি কোনও জড় উপাধি কখনই আপনাকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। কালের কণ, লব এবং নিমেষরূপ ক্ষুদ্র ভ্রমণে দ্বারা গঠিত সর্ববস্তুর প্রবাহের মাধ্যমে জল শোষণ করে এবং বৃষ্টিরূপে তা প্রত্যর্পণ করে আপনি একাই এই জগতের ভরণ পোষণ করেন।”

“হে জ্যোতির্ময়, হে শক্তিশালী সূর্যদেব, আপনিই সমস্ত দেবতাদের প্রথম। আমি সতর্ক মনোযোগের সঙ্গে আপনার অগ্নিময় গোলকের ধ্যান করি, কারণ প্রামাণিক

গুরু-পরম্পরায় ধারায় অখণ্ডিত বৈদিক পন্থা অনুসারে বীরা প্রতিদিন তিনবার আপনার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবেন, আপনি তাদের সন্তান পাণ কর্ষ পরিণাম সুঃ এবং এমন কি বাসনার আমি ইচ্ছাকৃতও ফলন করবে। যারা সর্বভোক্তাধি আপনার আশ্রয়ে নির্ভরশীল, সেই সকল স্বাকর এবং ভ্রম জীবদের অন্তরে অজন্মী প্রভু রূপে আপনি স্বয়ং উপস্থিত আছেন। বস্তুগত, আপনিই তাদের জড় মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুকে কার্য পরিচালিত করেন। এই জন্য অজ্ঞকার নামক অজ্ঞদের ভ্রমের মুখগহ্বরের দ্বারা আক্রান্ত এবং দিলিত হয়ে মৃত্যবৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনুকম্পাবশত এই জগতের নির্মিত মানুষদের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেন করে আপনি তাদের বর্ণন শক্তি রান করে জাগ্রত করেন। এইভাবে আপনিই হচ্ছেন মহা বদন্য। প্রতিটি দিনের পবিত্র ত্রিসন্ধ্যায় আপনি পুণ্যবান ব্যক্তিদের ধর্মকর্মে পরিচালিত করে তাদেরকে পবন কল্যাণের পথে নিযুক্ত করেন যা তাঁদের চিহ্ন হিতি দান করে। ঠিক একজন পার্থিব রাজার মতো, অসামুদ্রের ভর উৎপাদন করে আপনি সর্বত্র পরিচরণ করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী দিকপালগণ অজ্ঞসিদ্ধ হয়ে আপনাকে পন্থ এবং অন্যান্য ঔপহার উৎসর্গ করেন। অন্তঃক আদি প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে ত্রিসন্ধ্যার গুরুবর্ষ কর্তৃক অভিনন্দিত আপনার চরণ কলস সমীপে সমাগত হলো, কেননা আমি আপনার কাছ থেকে যা অন্যের অজ্ঞাত যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছি।”

ঈশুত গোত্রামী বললেন—“এই রকম স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শক্তিশালী সূর্যদেব একটি ঘোড়ারূপ পরিগ্রহ করে,

পূর্বে মানব সমাজে অজ্ঞাত যজুঃ মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করেছিলেন। যজুর্বেদের এই সকল অগণিত শত শত মন্ত্র থেকে শক্তিশালী অধি বাজলক্য বৈদিক পাত্তের পনেরটি মন্ত্র শাখা গ্রহিত করলেন। ঘোড়ার কোষ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল বলে এগুলি বাজলনৈমী সংহিতা রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং কাব, যাজ্ঞকির এবং অন্যান্য অধি অনুগামীদের গুরু-পরম্পরায় এই সকল সংহিতা বীকৃত হয়েছিল। সমবেদের জাতুগুরু অধি তৈমিনির সুমন্ত নামে এক পুত্র ছিলেন এবং সুমন্তর পুত্র ছিলেন সুমন্ত। অধি তৈমিনি কালের প্রত্যেককে সামবেদ সংহিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলেছিলেন। তৈমিনির অপর শিষ্য সুকর্ষা ছিলেন এক মহান পাণ্ডিত। তিনি সামবেদগণী মহাপুরুষকে এক সহস্র সাহিত্যের বিস্তৃত করেছিলেন। তারপর, হে ব্রাহ্মণ, কৌশল পুত্র হিরণ্যনাভ, শৌনকি এবং পরম ব্রহ্মবিদ্ অজ্ঞাত নামে সুকর্ষা অধির এই তিনজন শিষ্য সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবণ করেছিলেন। শৌনকি এবং আবন্তোর পাঁচ শত শিষ্য সামবেদের উদ্ভীষ্ট গারুকরূপ পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের কেউ কেউ প্রাচ্য গারুকরূপও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শৌনকি, যাজলি, কল্য, কুশীল এবং কৃষ্ণি নামে শৌনকির অন্য পাঁচজন শিষ্যের প্রত্যেকেই এক শত করে সংহিতা লাভ করেছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত তাঁর বীর শিষ্যগণকে চতুর্গুটি সংহিতা বলেছিলেন এবং অবশিষ্ট সংহিতাগুলি আচ্ছদশী আবন্ত্য অধি কর্তৃক বাহিত হয়েছিল।”



সপ্তম অধ্যায়

পৌরাণিক গ্রন্থাবলী

শ্রীসূক্ত গোবামী বললেন—“অর্ধ বেসের প্রামাণিক তত্ত্ববিদ সূর্য্য কবি তাঁর শিষ্য কবজকে তার সংহিতা অধ্যাপন করিয়েছিলেন, তিনি পরে তা পঞ্চ এবং বেসদর্শকে করেছিলেন। শৌক্যরসি, ব্রহ্মবলি, মোদোব এবং পিরলারসি ছিলেন বেসদর্শের শিষ্য। পঞ্চের শিষ্যবর্গের নামও আমার কাছে প্রবল কর। হে ব্রাহ্মণ, তাঁরা হচ্ছেন কুমুদ, তনক এবং জাজলি বেসের সকলেই ছিলেন অর্ধ বেসের অত্যন্ত পারদর্শী তত্ত্ববিদ। তনকের শিষ্য বস এবং সৈক্যবরেন তাঁদের গুরুদেব কর্তৃক প্রথিত অর্ধ বেসের দুইটি ভাগ অধ্যয়ন করেছিলেন। সৈক্যবরেনের শিষ্য সাবর্ধ এবং অনন্যো মহর্ষিদের শিষ্যবর্গও অর্ধ বেসের এই সংস্করণটি অধ্যয়ন করেছিলেন। অর্ধবেসের আচার্যদের মধ্যে নকত্রকর, শান্তিকর, কশ্যপ, আশ্বিনস আদি অন্যান্য কবিরাও ছিলেন। এখন, হে মুনিবর, আমি পৌরাণিকদের নাম বলছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মাকর্ষি, কশ্যপ, সাবর্ধি, অকৃতবর্ধ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত—এই ছয় জন হলেন পৌরাণিক। এদের প্রত্যেকেই শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য এবং আমার শিষ্য রোমহর্ষের কাছে থেকে পুরাণের ছয়টি সংহিতার এক একটি করে অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি এই ছয় জন পৌরাণিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাদের পৌরাণিক জ্ঞানের সমগ্র সংগ্রহকে সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলাম। শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষ পুরাণকে চারটি মূল সংহিতায় বিভক্ত করেছিলেন। সাবর্ধি এবং রামের শিষ্য অকৃতবর্ধের সঙ্গে আমি কশ্যপ এবং আমি এই চার ভাগ সংহিতা শিকালান্ত করেছি।”

“হে শৌনক, বেদশাস্ত্র অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবর্গীয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পুরাণের লক্ষণসমূহ অনুগ্রহপূর্বক মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন।”

“হে ব্রাহ্মণ পৌরাণিক তত্ত্ববিদগণ পুরাণকে দশটি লক্ষণ সংযুক্ত বলে জানেন। সেগুলি হচ্ছে—এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি জীব এবং জগতের গৌণ সৃষ্টি, জীবের

পালন, রক্ষণ, মহত্তর, মহান রাজবংশ, উক্ত সংসীরা রাজাদের চরিত, প্রলয়, অস্তিত্ব এবং পরম আশ্রয় সম্পর্কিত বর্ণনা। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে মহাপুরাণ এই দশবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেখানে উপপুরাণগুলি পাঁচ প্রকার বিষয়ের আলোচন্য করতে পারে। অব্যক্ত প্রকৃতির মূল তপসমূহের বিক্ষোভ থেকে মহত্তর উদ্ভূত হয়। মহত্তর থেকে অহংকার নামক উপপালন সৃষ্টি হয় যা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই ত্রিধা বিভক্ত অহংকারই পরবর্তীকালে সৃষ্টি, ইন্দ্রিয় এবং মূল বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়। এই সকল বিষয়ের উৎপত্তিকে কলা হয় সৃষ্টি। ভগবানের অনুগ্রহীত গৌণ সৃষ্টি হচ্ছে জীবের বাসনায়ই ব্যক্ত সমাহার। বীজ থেকে যেমন মতুন বীজ উৎপন্ন হয়, ঠিক তেমনি অনুষ্ঠাতার জড় বাসনা বিকাশকারী কর্মমূহ স্বাক্ষর এবং জড়ম প্রাণীর উৎপাদন করে। বৃষ্টি কণাটির অর্ধ হচ্ছে পালন, নাম দ্বারা জড়ম জীবগণ স্বাক্ষর জীবদের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। মানুষের পক্ষে বৃষ্টি বলাতে বিশেষভাবে তার ব্যক্তিগত স্বভাবের অনুকূল জীবিকা অর্জনের কর্মকেই বুঝায়। সেইরূপ কর্ম স্বার্থকেন্দ্রিক কামনার দ্বারাও চালিত হতে পারে যা ইন্দ্রের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারেও চালিত হতে পারে।”

“প্রতিটি যুগে, অচ্যুত ভগবান এই জগতে পণ্ড, মনুষ্য, কবি এবং দেবতাদের মধ্যে অকর্ষী হল। এই সকল অবতারে তাঁর কার্যবলীর মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন এবং বেদ বিদ্যেবী সৈত্যদের হত্যা করেন। প্রতিটি মহত্তরে, ভগবান ব্রীহির প্রকাশরূপে হয় প্রকার ব্যক্তির প্রকাশ হয়। তাঁরা হচ্ছেন—শাসনকারী অনু, প্রধান দেবতাসমূহ, মনুষ্যসমূহ, ইন্দ্র, মহর্ষিগণ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অংশাবতারগণ। ব্রহ্মা থেকে প্রসূত রাজবংশের দ্বারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যথ্য দিয়ে অবিরাম প্রসারিত হচ্ছে। এই সকল ব্যপ্তির বিশেষত্ব মুখ্য সদস্যদের চরিত্র কথায় বংশ চরিত্রের

আলোচন বিষয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রলয় সংঘটিত হয়। সেগুলি হচ্ছে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যাত্মিক—হাদের সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিস্তৃত পণ্ডিতগণ এই বিষয়কে প্রলয় নামে আখ্যায়িত করেছেন। অজ্ঞতাবশতঃ জীব জড়কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং এইভাবে এক অর্ধে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ হয়। কোনও কোনও আশুপুত্র এই জীবকে সৃষ্টির নৈমিত্ত্য ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন আরও অন্য কেউ মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন অব্যক্ত স্বাক্ষর। পরম সত্য জ্ঞাত, নিত্য এবং সুস্থিতি—চৈতন্য এই তিনটি স্তরের মধ্যে, মাঝামাঝ এই জগতের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে, এবং সমস্ত জীবের কার্যবলীর মধ্যে উপস্থিত আছেন। এই সকলের উৎসেও তাঁর পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইরূপে তাঁর নিত্য স্তরে অবস্থিত হয়ে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর পরম এবং অনুরূপ আশ্রয়। যদিও জড় বস্তু বিভিন্ন নাম এবং রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, তবুও তার মূল উপাদান সর্বদাই তার সত্যার



অষ্টম অধ্যায়

নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা

শ্রীশৌনক বললেন—“হে সূক্ত গোবামী, আপনি চিরজীবী হোন! হে সাধু, হে শ্রেষ্ঠতম যাত্রী, অনুগ্রহ পূর্বক কথা বলে চলুন। বহুতপস্বী আপনিই কেবল অজ্ঞতার অন্ধকারে ভ্রমণশীল মানুষদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন। প্রামাণিক ব্যক্তিত্ব বলেন যে যুক্ত পুত্র মার্কণ্ডেয় কবি ছিলেন এক অসাধারণ দীর্ঘজীবী ঋষি। ব্রহ্মার দিকসন্ধে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বকন প্রসারিত হয়ে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাগবৎ সেই মার্কণ্ডেয় কবি বর্তমান ব্রহ্মার জীবনধারণ আহার বীজ পরিচায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ব্রহ্মার

ভিত্তিকানে বর্তমান থাকে। তেমনি বীজ সঙ্গার কাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্টি জড় সৌন্দর্য বিস্তৃত হয় জড়, যুক্ত এবং বিযুক্ত—এই উত্তররূপেই পরম সত্য সন বর্তমান জ্ঞান। নিজে নিজেই হোক বা নিয়ন্ত্রিত পরমার্থিক জ্ঞানসে মাধ্যমেই হোক—মানুষের মন জ্ঞাত, নিত্য এবং সুস্থিতির জড় জগতের কর্ম করা থেকে বিরত হতে পারে। তখন মানুষ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরে নিজেই জড় প্রচেষ্টা থেকে নিবর্তিত করে। সুদক্ষ পৌরাণিক কবিগণ যোগদা করেছেন যে, পুরাণগুলিকে তাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য অনুসারে আঠারোটি মুখ্য পুরাণ এবং আঠারোটি গৌণ পুরাণরূপে ভাগ করা যায়। আঠারটি মুখ্য পুরাণ হচ্ছে—ব্রহ্মা, পরম, বিষ্ণু, শিব, জিহ্ন, গরুড়, নরক, ভাস্কর, অগ্নি, সূর্য, উদয়া, ব্রহ্ম-বৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। হে ব্রাহ্মণ, মহামুনি ব্যাসদেবের এই বেদ-পুরাণ শাখাবিশুদ্ধি আপনাদের নিকট বর্ণনা করলাম। দ্বারা শিষ্য-প্রশিষ্যদের এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তাঁদের পরমার্থিক শক্তি বিবর্তিত হবে।”

এই বিষয়ে আমরা কোনও পূর্ণ প্রলয় দর্শন করিনি। একথাও সর্বজন বিদিত যে মার্কণ্ডেয় কবি যখন অসহায়ভাবে সেই মহা প্রলয় সমুদ্রে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি সেই ভরসার জালে বটপত্র সম্পূর্ণে একাকী শয়িত চমৎকার এক নবীন শিশুকে দর্শন করেছিলেন। হে সূক্ত গোবামী, এই মহা ঋষি মার্কণ্ডেয় সম্পর্কে আমি অত্যন্ত বিজ্ঞানি এবং কৌতুহল বোধ করছি। হে মহাযোগী, সমস্ত পুরাণের একজন প্রামাণিক পৌরাণিকরূপে আপনি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমার প্রশ্নের দূর করুন।”

শ্রীসূক্ত গোবামী বললেন—“হে মহা ঋষি শৌনক,

আপনার এই প্রকৃতি প্রত্যেকের মোহ বিদূরিত করতে সহায়ক হবে, কেননা তা এই কলিযুগের মলিনতা পোষককারী ভগবান শ্রীনারায়ণের কথ্যেই পর্যবসিত হয়। মার্কণ্ডের কবির ব্রাহ্মণ শীকার অনুকূলে, তাঁর পিতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত বিবিধ অচার দার পবির হওয়ার পর, তিনি বৈদিক মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তপোব্রতায় বিবিধ নিবেদ্য পালন করেছিলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তপস্যায় প্রগতি সাধন করেছিলেন এবং আত্মীকন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। ঋষি বনসে থাকলে, অতি প্রশান্তিতে প্রতিভাত হয়ে, তিস্তুর কন্যাসু, ঋত, উপবীত, ব্রহ্মচারী মেথলা, কৃষ্ণজিন, পদ্মবীজের জপমালা এবং কুণ্ডল সংযুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর পারমার্থিক প্রগতি সাধন করেছিলেন। দিনের পবির সন্ধিসময়তিনি তিনি পাঁচটিমুখে নিয়মিত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে—বজ্রাধি, সূর্যসেব, বীর গুরু, ব্রাহ্মণ এবং হনুকে অবস্থিত পরমাত্ম। সকাল সন্ধ্যায় তিনি তিকার ঘন্য নির্গত হতেন, এক ভিক্ষা থেকে কিলে আসন্ন পর তিনি তাঁর সংপূর্ণিত সমস্ত বাসু তাঁর গুরুসেবকে উৎসর্গ করতেন। বনি তার গুরুসেব তাঁকে আমন্ত্রণ করতেন, কেবল তখনই তিনি নিবেদ্য একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করতেন। অন্যথায় উপবাস করতেন। এইভাবে স্বাধ্যায় ও তপস্যায় নিরত হয়ে মার্কণ্ডের কবি অগণিত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হাবীকেশ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি অজয়ের মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা, ভৃগুমুনি, লিব, প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্মার মহান পুত্রগণ, দেবতা, পিতৃপুত্র, প্রেতাচ্ছা, এবং মদুৰামের মধ্যে অনেকেই মার্কণ্ডের কবির এই প্রতিভা অতি বিম্বিত হয়েছিলেন। এইরূপে ভক্তিবাদী মার্কণ্ডের কবি তার তপস্যায়, কৈ অধ্যয়ন এবং আত্ম সংযমের মাধ্যমে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এইভাবে সমস্ত ক্রেশ থেকে মুক্ত হয়ে, অশ্রুপূর্ণ হয়ে তিনি অধোকল্প পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেছিলেন। এই যোগিনীকৃষ্ণ বনসে তাঁর প্রবল যোগভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে স্থির করেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ মরুতের সূদীর্ঘ মহাকাল অতিক্রান্ত হয়েছিল।”

“হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান সময় তথা সত্তম মনস্তাত্ত্বিক ইন্দ্রদেব মার্কণ্ডের কবির তপস্যায় সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান যোগ শক্তিতে শক্তিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মার্কণ্ডের কবির তপস্যায় স্বাধ্যাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কণ্ডের কবির পারমার্থিক অনুশীলনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, ইন্দ্র গোধ এবং মদের মূর্তি বিগ্রহ সমভিযাচারে কামদেব, নর্দব, জলরা, বসন্ত ঋতু এবং মলর পর্বতের চন্দনের সুগন্ধ সংযুক্ত বায়ুকে ধারণ করেছিলেন। হে মহাপ্রতিশালী শৌনক, তারা হিমালয় পর্বতের উত্তর পার্শ্বে, যেখানে বিখ্যাত চিত্রা নামক পর্বতশৃঙ্গের পাশ দিগে পুষ্পভরা নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে মার্কণ্ডের কবির আশ্রমে উপনীত হয়েছিলেন। পুষ্পকেশর কুন্ডলসমূহ মার্কণ্ডের কবির পবির আশ্রমকে সজ্জিত করেছিল এবং বহু সংখ্যক পবির জলাশয় উপভোগ করে বহু ব্রাহ্মণ সন্তান সেখানে বাস করতেন। উৎকল মনুজনের নৃত্যের সময়, উন্নত অলিকুলের গুঞ্জে এবং উত্তেজিত কোকিলদের কুহ কুহ যবে আশ্রমস্থলী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বস্ত্রতপস্কে বহু উন্নত পক্ষিকুল সেই আশ্রমে সমবেত হয়েছিল। ইন্দ্র প্রেরিত বসন্ত বায়ু নিকটবর্তী নির্ঝরের শীতল জলকণ্য বহন করে সেখানে প্রবেশ করেছিল। জনপুঙ্গব আলিসন সজ্জাত সুগন্ধবায়ু সেই আশ্রমে প্রবেশ করে কামদেবের রতিবাসন জাগ্রত করতে আরম্ভ করেছিল। অতঃপর, মার্কণ্ডের কবির আশ্রমে বসন্ত ঋতুর সময়গম হল। বস্ত্রতপস্কে উন্নীতমান চন্দ্রের আলোকে উজ্জ্বলিত সাক্ষ্য আকাশ বসন্ত ঋতু মুখমণ্ডলসমূহে পরিণত হয়েছিল। নবাবুয় এবং পুষ্পমুদ্রল সমূহ বস্ত্রতপস্কেই বৃক্ষলতার জালকে আচ্ছাদিত করেছিল। বহু সংখ্যক স্বর্গীয় রমণীসের পতি কামদেব তখন তাঁর তীরধনুক ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গীত এবং বাসাবাদনে রত গজবের হল তাঁকে অনুসরণ করেছিল। ইন্দ্রদেবের ভূভাগ মার্কণ্ডের কবিকে কল্পদ্রিতে আবর্তিত নিবেদন করার পর ধ্যানে সমাধীন অবস্থায় কর্ণ করল। তাঁর চক্ষুর সম্মুখি নিম্নলিখিত হয়েছিল এবং তাঁকে দেখতে মূর্তিমান অগ্নিদেবের মতোই অজয়ের বলে মনে হচ্ছিল। সেই কবির সম্মুখে রমণীগণ নৃত্য করেছিল, পর্জবণ

মুদ্র, কপতাল এবং বীণার মনোহর স্বর সংযোগে গান গেয়েছিল। যখন রক্তগণের পুত্র গোধ (গোধের দুর্ভ বিগ্রহ), বসন্ত ঋতু, এবং ইন্দ্রের অন্যান্য ভূভাগ সমূহেই মার্কণ্ডের কবির মনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। কামদেব তখন তাঁর পঞ্চমুখী নর তাঁর ধনুক সংযুক্ত করে গুণ আকর্ষণ করেছিলেন। পুষ্কিকহুদী নামে অকল্প কতগুলি খেলার বল নিয়ে ক্রীড়া করার অভিনয় করতে লাগল। তার গুরু ভনভারে কটিদেশকে তরাকাল ও জননত বলে মনে হয়েছিল। তার বেশে বিনোদ পুষ্পমালা অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতস্তত সৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বহন বলের পেছনে ধাবিত হয়েছিল, তখন তার সুস্থ বসনের কটি বহন স্থলিত হয়েছিল এবং অকল্প বায়ু তার কনকে হরণ করেছিল। কামদেব সেই কবিকে জয় করেছেন বলে মনে করে তখন তাঁর তাঁর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ঠিক যেমন একজন বাড়িকের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তেমনি মার্কণ্ডের কবিকে ভট্ট করার এই সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। হে মুনির শৌনক, কামদেব এবং তাঁর অনুগামীগণ বহন কবির কতি কবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেরাই কবির ভেঙ্গে জীকৃত মাহামান হওয়ার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ঠিক যেমন শিশুর একটি খুমত সাপকে জাগিয়ে তোলে পরে মিরত হয়, তেমনি তারাও তাদের অপকর্ষ বন্ধ করেছিল।”

“হে ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রের অনুগামীগণ নির্জঙ্ঘভাবে মার্কণ্ডের কবিকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা অহংকারের প্রভাবে আদৌ কণীভূত হননি। হস্তাঙ্গের পক্ষে এইরকম সহিকৃত আশ্রয়ের কিছু নয়। পক্ষিশালী ইন্দ্র বহন মহান মার্কণ্ডের কবির যোগ শক্তি সম্পর্কে ভ্রমণ করলেন এবং দেখলেন যে কিস্তাবে তাঁর উপস্থিতিতে কামদেব এবং তার পার্শ্বমো মিত্তেজ হয়ে গেছে, তখন তিনি আতীর আশ্চর্যবিত্ত হয়েছিলেন। তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযম পালনের দ্বারা আত্মপল্লভিতে পূর্ণরূপে দ্বিবিভিত মার্কণ্ডের কবিকে কৃপা প্রদর্শন করার হাসনার পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কবির সম্মুখে নর-নারায়ণ কবিরূপে অবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন গুরুবর্ষ, তপস্কর কৃষ্ণবর্ষ, এবং উভয়েই ছিলেন চতুর্ভুজ। তাঁদের চক্ষু ছিল প্রস্ফুটিত

পদ্মদল, তাঁরা কৃষ্ণাভিন, বস্ত্র এবং তিন শূর্ণবর্ণিত উপবীত ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পরম পবিত্র হস্তে তাঁরা সন্ন্যাসীর কন্যাসু, বংশগণ, পদ্মবীজ নির্মিত জপমালা এবং সকল জীবের পরমহংসবী দর্শন যন্ত্র প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তারা ছিলেন সুদীর্ঘ এবং তাঁদের হলুদ বর্ণের অঙ্গজ্যোতি ছিল বিলিম্বলশীল ওড়িৎ বর্ণের মতো। তপস্যায় মূর্তি বিগ্রহরূপে আবর্ভূত হয়ে তাঁরা মুখ্য দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। নর এবং নারায়ণ এই দুজন কবি ছিলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের মূর্তরূপ। মার্কণ্ডের কবি বহন তাঁদের ঘোষণা করেন, তখন তিনি ভৎসনাৎ উক্তি করে পরম স্বরূপে তাঁদেরকে মণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের কর্ণ করার নিখ্য অলস পূর্ণরূপে মার্কণ্ডের কবির দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে ভুগু করেছিল, তার গৌম সমূহ রোনাক্রান্ত এবং চক্ষুস্বয় অন্ধ প্রলিত হয়েছিল। আনন্দে অভিভূত হয়ে মার্কণ্ডের কবি তাঁদের প্রতি সৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন অকল্পতা বোধ করেছিলেন। অস্ত্রলিঙ্গ অবস্থার উচিত হয়ে কিম্ব চিত্তে মস্তক অকনত করে মার্কণ্ডের কবি এমনই উৎসুকা অকনত করেছিলেন যে তিনি কল্পনার চোখে উত্তর ইন্দ্রবতেই আশ্রয়ন করেছিলেন। আনন্দে নঙ্গন হয়ে তিনি পুন পুন বলেছিলেন, ‘আমি আপনাদের ত্রীতভাবে প্রণাম করি।’ তিনি তাঁদেরকে আসন প্রদান করে তাঁদের চরণ দৌত করেছিলেন। তারপর অর্ঘ্য, চন্দনাদি উপলবনপ্রদ্য, সুগন্ধি তৈল, ধূপ এবং মাল্য সহকারে তাঁদের পূজা করেছিলেন। সুখে সন্ন্যাসী, বর প্রদানে উদাত্ত পরম পূজনীয়ে সেই দুজন কবির চরণ কমলে মার্কণ্ডের কবি পুনরায় প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে বললেন—হে সর্বপ্তিমান ভগবান, কী করে আপনার কর্ণ করব? আপনি প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিভিত করেন যা জীবের মন, ইন্দ্রিয় এবং বাকশক্তিকে স্পন্দিত করে। একথা সমস্ত মাধর্য বহু জীবের পক্ষে সত্য এবং এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো মহান দেবতাদের ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং আমার পক্ষে তা অবশ্যই সত্য। তা সত্ত্বেও, বীরা আপনার আরাধনা করেন, আপনি তাঁদের অন্তর বন্ধুতে পরিণত হন। হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার এই নিগ্রহরূপ জড় দুঃখের নিবৃত্তি এবং মৃত্যুকে

এক কক্ষের মাধ্যমে ত্রিলোকের পন্থা প্রকাশ্যে সন্ধান করার নিষিদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন। হে ভগবান, যদিও আপনি এই প্রকাশ্যে সৃষ্টি করেন এবং একে রক্ষণ করার জন্য বিবিধ নিয়ন্ত্রণ পরিগ্রহ করেন, তবুও ঠিক যেমন একটি প্রকৃতিস্বরূপ জল বুনার পর সেটি আকৃষ্ট করে থাকে, তদুপনিও সেইভাবে এই ভগবৎকে আকৃষ্ট করে থাকেন। যেহেতু আপনিই সমস্ত স্বাকার এবং ভ্রমের জীবনের পরম রক্ষক ও নিয়ন্তা, তাই যে কেউ আপনার চরণকমলে জাগ্রিত হলে কখনই ভয়, ক্রোধ ও কালের কলুষে কলুষিত হয় না। বেসময় মনোরম করেছেন যে সব মনোরম স্বপ্ন, তাঁরা আপনাকে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। আপনার সব লোকের জন্য তাঁরা সুখের পথেই আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন, অধিকার আপনার আরাধনা এবং ধ্যান করেন।”

“হে ভগবান, এমনকি ব্রহ্মা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আকৃষ্ট করে তার মহিমামিত পদ ভোগ করেন, তিনিও কাল প্রবাহকে ভয় করেন। তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্ট বস্তু জীবনের জ্ঞান কী কথা। তাঁরা তো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই নিপদের সমুদ্রীন হন। আমি অর্পণের মূর্তি বিহীনরূপে আপনার চরণ কমলের অগ্রের ছাড়া এই ভয় থেকে মুক্তির অন্য কোনও উপায় দেখি না। অতএব, ভয় দেখানো এবং প্রকৃত আশ্বাসে আত্মস্থানকারী সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করে আমি আপনার চরণকমলের আরাধনা করি। এই সকল অর্পণ, অসং এবং অসংখ্য আত্মস্থানকারীকে সর্বসত্তা ধারণকারী মনীষা সমন্বিত আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই গণ্য করা হয়। পরমেশ্বর ভগবান তথা জীবনের প্রভু আপনাকে লাভ করার দ্বারা মনুষ্য সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করতে পারে।”

“হে প্রভু, হে বস্তু জীবনের পরম সুহৃদ, যদিও এই ভগবৎকে সৃষ্টি, চিহ্নিত এবং প্রকাশের জন্য আপনি আপনার মায়াবী সত্তা, রূপ এবং ভাব চোখে বীক্ষণ করেন, তবুও আপনি বিশেষতঃ সত্ত্বগুণকেই বস্তু জীবনের মুক্তি প্রদানের

জন্য নিযুক্ত করেন। অন্য দুটি গুণ অমের সত্তা, রোহ এবং ভয়ই কেবল নিয়ে আসে। হে ভগবান, যেহেতু চক্ৰ সত্ত্বগুণের মাধ্যমে অভয়, চিদানন্দ, ভগবৎস্বয়ং সত্তা লাভ করা যায়, তাই আপনার ভক্তগণ এই গুণকেই আপনার সাক্ষ্য প্রদান পরমেশ্বর ভগবান বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু কখনই রূপ এবং ভাবগুণকে সেরকম বলে গণ্য করেন না। যুক্তিমান ব্যক্তিগণ তাই আপনার চক্ৰ ভক্তদের চিহ্নরূপের পাশাপাশি আপনার চক্ৰ সত্ত্বগুণপ্রতি প্রেমময় দিব্য রূপেরই আরাধনা করেন। আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আসক্ত বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপক এবং সর্বব্যাপক বিকল্প এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। অবিশ্রামে অবতীর্ণ পরম আরাধ্যের ভগবান শ্রীনারায়ণ স্বাক্ষর আমি প্রণাম করি এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রচারক, পূর্ণরূপে সংরক্ষক, চক্ৰ সত্ত্বগুণে আবিষ্ট, মহোত্তম সত্ত্বগুণের শ্রীমদেব স্বাক্ষর আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। কখনকারী ইন্দ্রিয়ের কর্ম দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি জড়বান্দী মনুষ্য আপনাকে সনাতন ভক্তিতে পড়ে না, যদিও আপনি সর্বদাই তাঁর বীর ইন্দ্ৰিয়, হৃদয়ে এবং তার অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত বস্তু সমূহের মধ্যেও উপস্থিত আছেন। তবে যদিও আপনার মায়াশক্তি মনুষ্যের উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তবুও পরম বিশুদ্ধ আপনার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করার ফলে, সেও আপনাকে সাক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারে। হে ভগবান, কেবল বৈদিক শাস্ত্রই আপনার ব্যক্তিরূপের নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করে এবং এইরূপে ব্রহ্মার মধ্যে মহান ভক্তবিশ্ব পুরুষগণও অভিজ্ঞতামূলক পন্থায় আপনাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় বিহীন হয়। প্রত্যেক বাসনিক তারের নিজ নিজ বিশিষ্ট কল্পনা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনাকে উপলব্ধি করে। আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করি বীর জ্ঞান বজ্রবীজের চিহ্নরূপে আত্মস্থানকারী বৈদিক উপাধির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আছি।”

মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়াশক্তি দর্শন করলেন

শ্রীসূত গোষ্ঠী বললেন—“এই সত্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ মহামতি যদি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রদত্ত মার্কণ্ডেয় প্রসঙ্গ হতোহিলেন। এইরূপে ভগবান ব্রহ্ম সাক্ষ্যকে সন্ধান করেছিলেন।”

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—“হে শ্রী মার্কণ্ডেয়, তুমি দ্রাক্ষিকগণকেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রেরিত। পরমেশ্বর দ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত দ্বারা এক আমর প্রতি প্রেমের অধিষ্ঠিত ভক্তিসেব, ভগবান, বাহ্যিক এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা তুমি তোমার জীবনকে সঞ্চাল করেছ। তোমার আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত অভ্যাসের প্রতি আমার পূর্ণরূপে প্রসঙ্গ। তুমি তোমার ইচ্ছামত বস প্রার্থনা কর। কেননা আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম। তুমি সমস্ত সৌভাগ্য উপভোগ কর।”

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বললেন—“হে দেব-লোকেশ, আপনার জ্ঞান হোক। হে ভগবান অমৃত, আপনি আপনার পরমগুণ ভক্তদের সমস্ত আর্তি গ্রহণ করেন। আপনি যে আমরকে আপনার দর্শন লাভের অধিকার দান করেছেন, এটিই হচ্ছে আমার কলিত সমস্ত কল। ব্রহ্মার দ্বারা দেবভোগ্য তাঁদের মন যোগাভ্যাসে পরিপক্ব লাভ করার পর শুধু আপনার সূক্ষ্ম চরণকমল দর্শন করার মাধ্যমে তাঁদের মহিমামিত পদ লাভ করেছিলেন। আর এখন, হে প্রভু, আপনি স্বয়ং আমার সমুদ্রে উপস্থিত হয়েছেন। হে কমললোচন, হে বসন্তী ব্যক্তির পিরোমণি, যদিও আমি শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই পরিতুষ্ট, তা সত্ত্বেও আমি আপনার প্রত্যক্ষভিকে দর্শন করার কামনা করি, যার প্রভাবে পানসকারী দেবভোগ্য সব সমস্ত জগৎ সত্যকে ভয় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বলে মনে করে।”

শ্রীসূত গোষ্ঠী বললেন—“হে শৌনক মুনি, এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা এবং পূজার প্রসঙ্গ হতে পরমেশ্বর ভগবান স্নিগ্ধহৃদে উত্তর দিলেন, “তবে তাই হোক” এবং তারপর তিনি কলিকাতার উদ্দেশ্যে দ্বারা

করলেন। ভগবানের প্রার্থনাত্মক দর্শন করবার বসন্তকাল সর্বদা চিত্ত করে, অধিরাম অধিষ্ঠে, সূর্য, চন্দ্র, জল, হৃদয়, বায়ুতে, বর্ষা প্রবাহে এবং ঐশ্বর্য স্বয়ং ভগবানকে ধ্যান করে এবং ভাব স্বয়ং সত্ত্বগুণে তাঁর আরাধনা করে কলিকাতা তাঁর আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কখনও কখনো ভগবৎ প্রেমের প্রভাৱে প্রাণিত হয়ে, মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর নিজ পূজা অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হয়ে যেতেন।”

“হে কৃতপ্রভ ব্রহ্মণ শৌনক, একদিন মার্কণ্ডেয় বসন্ত পূর্ণচন্দ্রা নদীর কিনারে তাঁর সাক্ষা পূজার অনুষ্ঠান করছিলেন, এমন সময় এক ভীষণ বায়ু অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েছিল। সেই বায়ু প্রবাহ প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করেছিল। এর অব্যবহিত পরেই তড়িৎ এবং বজ্রপাতের গর্জন সন্বিত ভবনর মেঘ জ্ঞানহীন করেছিল এবং সেই মেকপুঞ্জ সমস্ত দিকে জলপাতিত চাকর মতো ভূপল ধারে ঘুরি ঘুরি করেছিল। তারপর সর্ব দিক থেকে চারিদিক মহান সমুদ্র অনেক বায়ু ভাঙিত তারের দ্বারা ভূপল প্রসার করতে করতে আবির্ভূত হল। এই সকল সমুদ্রে উত্তম সামুদ্রিক বৈদ্যের ছিল, ভরসার বৃষ্টি আর ভরসার পর্বতের নির্ভর্য ওনা দিয়েছিল। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি দেখলেন যে তাঁর মনে সমস্ত জগৎবাসী তাঁর বায়ু প্রবাহ, তড়িৎপূর্ণ বজ্রপাত এবং অকস্মিক ভাঙিত্যম করে যে মহাভয়ক উপস্থিত হয়েছিল, তাকে তার অন্তরে বহিরে প্রচণ্ড হৃদয়ের নীড়িত হয়েছিলেন। বসন্ত সমস্ত পৃথিবী প্রাণিত হল, তিনি তখন বিমূঢ় এবং স্তম্ভ হয়ে পড়লেন। এমন কি মার্কণ্ডেয় বসন্ত এইসব দর্শন করেছিলেন, সেই সময় যেখান বর্ষা সেই মহাসমুদ্রকে অধিক থেকে অধিকতর পূর্ণ করেছিল, এর ফল বৃষ্টিভর দ্বারা ভরসার তারের তীব্র কলহিত করছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত বীজপুঞ্জ, পর্বত এবং ভূদেশ সমুদ্রে অস্বাভাবিক হয়েছিল। এই জন পৃথিবী, অসংখ্য, স্বর্গ এবং উপলোককে পরিপূর্ণ করেছিল। বস্ত্রপক্ষে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্বাঙ্গ থেকে

প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সমস্ত কামিনীদের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীমার্কণ্ডেয় অধিষ্ট অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁর কটাকট বিকল্প হইয়াছিল, এবং সেই মহামুনি সেই জলের মধ্যে জড় এবং অক্ষয় একাকী পরিত্রাণ করছিলেন। কুখার এবং ভুখার নীড়িত হয়ে, কনাকার মকর এবং তিমিলি মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং তরঙ্গ ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হয়ে অসীম অক্ষয়গরে পতিত সেই অবি লক্ষ্যহীনভাবে পরিত্রাণ করেছিলেন। যতই তিনি পরিশ্রমে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, ততই তিনি সিক্কর হয়ে পড়ছিলেন এবং পৃথিবী থেকে আকাশকে পৃথক করতে পারছিলেন না। কখনো কখনো তিনি প্রচণ্ড ঘূর্ণির কবলীভূত হইয়াছিলেন, কখনো আ ন্ত্রিশালী তরঙ্গে আহত হইয়াছিলেন, কখনো কখনো কনকর কলঙ্ক প্রার্থীর পরস্পরকে আক্রমণ করার সময় তাঁকে ভঙ্গন করবার ভয় দেখিয়েছিল। কখনো কখনো তিনি অনুভূত, বিহ্বল, দুঃখ, সুখ ও ভয় অনুভব করেছিলেন। আবার কখনো বা এমন ভয়ভর আঘাতপ্রাপ্ত অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মনে হইয়াছিল যে তিনি মৃত্যুবরণ করছেন।

“শ্রীমার্কণ্ডেয় অবি যখন সেই জল প্রাবনে জম্ব করছিলেন, তখন অদূত অদূত বংশের অতিপ্রবল হইয়াছিল এবং তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মোহময়ী মায়াক্রিয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। একবার, সেই জলে জম্ব করার সময় ব্রাহ্মণ মার্কণ্ডেয় একটি দীপ আবিষ্কার করেছিলেন তার উপর ফল পত্র সমৃদ্ধ এক নবীন কটক মণ্ডারমান ছিল। সেই কৃষ্ণ উত্তরপূর্বাংশের একটি শাখায় তিনি একটি শিশুকে পাতার অভ্যন্তরে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। সেই শিশুর অঙ্গভাঙ্গি অস্বভাবিক প্রাণ করেছিল। সেই শিশুর ফলশ্যাম বর্ণটি ছিল এক নিখাদ মরকত মণির মতো। তাঁর সুশপ্প মৌলব সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল এবং তাঁর কণ্ঠে ছিল শঙ্খের মতো বলিরেখা। তাঁর বক্ষ ছিল বিকৃত, নাসিক সুনির্মিত, ক্রুণাল সুন্দর। তাঁর মনোরম কর্ণকুল লড়িহ ফলনশূ, মর অভ্যন্তরে ছিল শঙ্খিল রেখা। তাঁর আঁখির প্রান্তভাগ পর গর্ভের মতো রক্তিম, তাঁর প্রকল লম্বল অক্সোষ্ঠের দুটি তাঁর শ্রীমুখের মসোরম অবতরণ দ্বিত হ্রাস্যকে ইন্দ্র রক্তিমাক্ত করে তুলেছিল। শ্বাস গ্রহণ করার সময় তাঁর উজ্জল কোমল কাম্পিত হইয়াছিল

এক তাঁর কলনীপত্র সদৃশ উদরে ভুকের চক্ষুর ভাঁজসমূহ তাঁর গভীর নভিদেশকে সন্নিবিষ্ট করেছিল। সেই শিশু যখন তাঁর কলনী অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা তাঁর একটি চরণকমল ধারণ করে, সেই চরণের কৃষ্ণাঙ্গ তাঁর মুখের অভ্যন্তরে স্থাপন করে চুষতে আরম্ভ করেছিল, সেই মহান ব্রাহ্মণ তখন বিস্মিত চক্রে সেই দৃশ্য দর্শন করেছিলেন। অবি মার্কণ্ডেয় যখন সেই বালকটিকে দর্শন করলেন, তখন তাঁর সমস্ত পরিশ্রম প্রশমিত হইয়াছিল। যতদূর চক্রে তাঁর অঙ্গল এতই তাঁর ছিল যে তাঁর হৃদয়পত্রের সঙ্গে পদ্মনেত্রও পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাঁর বোহের প্রোমপ্রাণি প্রোমজিত হইয়াছিল। সেই চমৎকার শিশুর স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে, সেই অবি তাঁর সমীপে সমাধত হলেন। ঠিক সেই সময় শিশুটি প্রখান গ্রহণ করেছিল এবং একটি মশকের মতো অবি মার্কণ্ডেয়কে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে আকর্ষণ করেছিল। সেখানে তিনি দেখলেন যে প্রলয়ের পূর্বে বিশ্বব্রাহ্মণের অবস্থা ঠিক যেরকম ছিল, সেখানেও সমস্ত ব্রাহ্মণ ঠিক সেইভাবেই বিন্যস্ত ছিল। তা দেখে অবি মার্কণ্ডেয় অতীত বিস্ময় এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন।

“মার্কণ্ডেয় অবি সেখানে সমগ্র ব্রাহ্মণ্যকে দেখতে পেলেন—অক্ষয়, স্বর্ষ এবং পৃথিবী, নক্ষত্র, পর্বত, সমুদ্র, মহান দীপসমূহ এবং মহাদেশসমূহ প্রতিটি নিখুঁত, সুর এবং অসুর, বনিনী, দেশ, নদী, নগর এবং জনসমূহ, কৃষিকেন্দ্রের প্রদামসমূহ গাভী বিচরণক্ষেত্র এবং সমাজের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা—সবই সেখানে উপস্থিত। তিনি সেখানে সমগ্র উৎপন্ন বস্তুর এসের মূল উপাদান সমূহকেও দেখতে পেলেন এবং স্বয়ং কাল, বা ব্রহ্মার দিবস সমূহে অগণিত বংশের গতিক নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেও দেখতে পেলেন। এই সকলই তিনি তাঁর সম্মুখে প্রকৃত সত্য বস্তুর মতোই যত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে হিমালয় পর্বতমালা, পূর্ণভদ্রা নদী, এবং তাঁর নিজের আশ্রম, যেখানে তিনি নর-নারায়ণ অবি দর্শন লাভ করেছিলেন, সবই দেখতে পেলেন। তারপর মার্কণ্ডেয় যখন এভাবে সমগ্র ব্রাহ্মণ্য দর্শন করছিলেন, শিশুটি তখন নিঃশব্দ শ্বাস করলেন এবং অবি তাকে তাঁর দেহ থেকে বহিষ্কার করে পুনরায় তাঁকে প্রদর সমূহে নিষ্ক্ষেপ করলেন। সেই মহাসমূহে তিনি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র বীণে

কটকটিক বিকসিত হাত দেখলেন এবং সেই শিশুটিকে পাতার মধ্যে শায়িত অবস্থায় দেখলেন। শিশুটি তাঁর প্রেমামৃত সিক্তিত দ্বিত হ্রাসে চোখের প্রান্তভাগে অবি প্রতি দুটি নিষ্ক্ষেপ করলেন এবং অবি মার্কণ্ডেয় তাঁর অক্লিপিত শিশুটিকে হৃদয়ে ধারণ করলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে অবির সেই নিখু পরমেশ্বর ভগবানকে জাগ্রত করতে ধাবিত হইয়াছিলেন। সেই মুহূর্তে, পরম কোমল, প্রতিটি জীবের জন্ম ওহার ওয় পরমেশ্বর

ভগবান সেই অবি কানে অকস্মৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, ঠিক যেন অজ্ঞেয় ব্যক্তির প্রাপ্ত বস্তু অকস্মৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। হে ব্রাহ্মণ, ভগবান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, সেই কটক, মহান জলরাশি এবং ব্রাহ্মণের প্রায় সকলই অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং দুহৃতকালের মধ্যে অবি মার্কণ্ডেয় নিজেকে পূর্ববৎ তাঁর বীর আশ্রমে উপস্থিত দেখতে পেলেন।”



দশম অধ্যায়

ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় অবির প্রশংসা

শ্রীমুখ গোম্বামী বললেন—“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর এই বৈভবশালী মোহময়ী মায়াক্রিয়া প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় অবি এই অতিজ্ঞাত লাভ করার পর ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।”

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—“হে ভগবান শ্রীহরি, প্রলয়ের অভয় প্রদানকারী আপনার শ্রীচরণকমল তলে আশ্রি শরণাগত হই। মহান দেবভাগবৎ তাঁদের কাছে জ্ঞান রূপে প্রতিভাত আপনার মোহময়ী মায়াক্রিয়া দ্বারা বিভ্রান্ত হন।”

শ্রীমুখ গোম্বামী বললেন—“অগণ পরিবেষ্টিত ভগবান শিব পার্বতীসহ বুঝে উপবিষ্ট হয়ে আকাশ মার্গে পবন করতে করতে শ্রীমার্কণ্ডেয় অবিকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। দেবী উমা সেই অবিকে দর্শন করে শিবকে সন্মোদন করে বললেন—“হে প্রভু, সমাধিতে নিস্তেজ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়বিপ্লব এই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তুমি দর্শন করল। বায়ুপ্রবাহ নিবৃত্ত হলে পরে সমুদ্রের কল এবং মৎস্যসমূহ যেমন শুভ হয়ে পড়ে, তিনিও সেইরকমই প্রশান্ত অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং হে প্রভু,

আগনি বেহেতু তপস্বীদের সিদ্ধি দান করেন, অনুগ্রহ করে এই অবিকেও সিদ্ধি দান করুন, যা স্পষ্টতই তাঁর প্রাপ্য।”

ভগবান শিব উত্তর দিলেন—“নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণ কোনও কল আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত, কেননা তিনি অবার পরম পূত্র শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযুক্ত সেবা লাভ করেছেন। তা সত্ত্বেও, হে ভবানী, চল, এই সাধুর সঙ্গে সংলাপ করি। সর্বোপরি, শাশু সন্তই হচ্ছে মনুষ্যের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।”

শ্রীমুখ গোম্বামী বললেন—“এইরকম কথা বলে, শুদ্ধ জীবের আশ্রয়, সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞানের জীবীর এবং সমস্ত দেহবদ্ধ জীবের নিবৃত্ত ভগবান শিব সেই অবির সম্মুখে সমাগত হলেন। বেহেতু শ্রীমার্কণ্ডেয় অবির জড় মনের বৃত্তি বদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই সেই অবি জানতেই পারেননি যে বিনিমিত্ত ভগবান শিব এবং তাঁর পত্নী স্বয়ং তাঁকে দেখতে এসেছেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় অবি এতই ধ্যানমগ্ন ছিলেন যে তিনি যেমন আত্মবিস্তৃত হইয়াছিলেন, তেমনি বহির্বিষয়েও বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

অধির অবস্থা খুব ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। তখনই শিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের হস্তের আশ্রয়ে গমন করিয়া উদ্ভাষ্য তাঁর যোগবল প্রয়োগ করিলেন, ঠিক যেমন ছিন্ন পথে বায়ু প্রবাহিত হয়। শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগবান শিবকে অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে আবর্তিত হইতে দেখিলেন। শিবের নিম্নলিখিত ভাড়া ডড়িতালোক সদৃশ, তাঁর তিনটি লোচন, দশটি বাহু, উল্লীক্ষমান সূর্যের মতো উজ্জ্বল সূর্যীর্ষ দেখা। তিনি ব্যাকচর্ম পরিধান করেছিলেন এবং জপমালা, চমক, কচোট এবং কুণ্ডল সহ একটি ত্রিশূল, তীরধনুক, তালোয়ার এবং বর্ম ধারণ করেছিলেন। নিশ্চিত হয়ে সেই অধি তাঁর সমাধি থেকে নির্গত হলেন এবং জ্ঞাপন, 'কে তিনি এবং কোথা থেকেই বা এসেছেন?' অধি তাঁর চক্ষু উদ্বীলিত করে, উমা এবং পশু সহ মিলোকে গুরু ভগবান শ্রীশিবকে দর্শন করলেন। অকস্মেৎ তখন নত মস্তকে তাঁকে তাঁর সজ্জা প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় স্বাভাবিকভাবে, আসন, পদ্ম, অর্ঘ্য, গন্ধ, মালা এবং প্রদীপ নিবেদন করে গগনসহ শিব এবং উমার পূজা করেছিলেন।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"হে বিতো, আপনার স্বীয় আশ্রয়ে পূর্ণরূপে আশ্রয় আপনাকে ভদ্র আমি কী-ই বা করতে পারি? যতদূরপক্ষে আপনার কৃপায় আপনি সমস্ত জগৎকে তৃপ্ত করেন। হে পরম বরুণায় দিব্য পুত্র, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণাম করি, সন্তোষের প্রত্যুত্তরে আপনি অল্প নন করেন, হস্তোত্তরে সম্পর্কে আপনি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হন এবং আপনি ভয়োত্তরেও সঙ্গারী।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"দেবগণের এক সাধুদের অস্ত্র ভগবান শ্রীশিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রার্থনায় পবিত্র হইয়াছিলেন। প্রসন্ন হইয়া, নিম্নোক্তাংশে তিনি অধিকে সোধন করলেন।"

ভগবান শ্রীশিব বললেন—"অনুগ্রহ করে আমার কাছে কিছু বর চাও। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি—এই তিন জন সমস্ত বস্তুমানকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমাদের মর্শন কর্তৃক বর্ষ বর্ষ না, কেননা শুধুমাত্র আমাদের মর্শন কর্তৃকই মরণশীল ব্যক্তি অমর হইতে পারে। সমস্ত লোকের বাসিন্দাগণ এবং জৈনগণগণ ৬৯৯, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রী এবং আমি

সহ সকলেই সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের কন্যা করি, অর্চনা করি এবং সহযোগিতা করি, যারা সমস্ত শ্রী, নির্বাসন, আমাদেব প্রতি গুরু ভক্তিপরায়ণ, সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু, কড় সঙ্গ থেকে মুক্ত, সশা প্রসাদ এবং সন্তোষাব নিলিষ্ট। এই সকল ভক্তগণ ভগবান শ্রীশ্রী, ব্রহ্মা এবং আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন না এবং নিজের মতোও অন্যান্য জীবদের পার্থক্য করেন না। সুতরাং, তুমি যেহেতু সেরকম সাধু ভক্ত, আমরা তোমার পূজা করি। শুধু ব্রহ্মাণ্য মাত্রই তীর্থ নয়, কিংবা শিবজন্মের প্রাপ্তন্য মূর্তিও নিও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। কেননা বাস্তব মূর্তি পবিত্র নদী এবং দেবতাদের উচ্চতর সার হৃদয়সহ কথ্য হয়। সূর্যীর্ষ কাল সেবা করার পরই এতলি মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু তোমার মতো ভক্তগণ শুধু মর্শন মাত্রই ভক্তগণ পবিত্র করে থাকেন। পরমাচার ধ্যানের মাধ্যমে, তপ অনুষ্ঠান করে, স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত হয়ে এবং সংবৎ পালনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণগণ নিজের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমার থেকে অভিন্ন তিন কোনও ধারণ করেন। তাই আমি ব্রাহ্মণদের প্রণাম করি। এমন কি মহাপাতকী এবং অজ্ঞান ব্যক্তিরাও শুধুমাত্র আপনার সম্পর্কে প্রবণ করে কিংবা আপনার মতো ব্যক্তিদের দর্শন করে পবিত্র হয়ে যায়। তাহলে কেননা কখন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বাদে তাঁরা কীরকম পবিত্র হবে।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"ধর্মগুরু নির্বাসন পরিপূর্ণ অমৃতময় কথা শিবের কাছ থেকে প্রবণ করে মার্কণ্ডেয় অধি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইতে পারেননি। শ্রীমার্কণ্ডেয় অধি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা দীর্ঘকাল প্রলয়বারিতে প্রবণ করতে বাধ্য হয়ে, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শিবের কথামৃত তাঁর সক্তিও ক্রমে নিরুল করেছিল। তিনি শিবকে সোধন করে বললেন—সেহবৎ জীবের পক্ষে কিনিয়ন্তদের লীলা অনুধাবন করা বাস্তবিকই অসম্ভব কঠিন, কেননা সেই নিরন্তর প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবদেরই প্রণাম এবং প্রণাম্য করে থাকেন। সাধারণত অন্যান্য বস্তু ব্যবহারে উৎসাহ দান এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধর্ম-প্রবর্তনগণ যে আদর্শ আচরণ প্রদর্শন করেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেহবৎ জীবকে ধর্মনিষ্ঠ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। এই আপাত

অসত্যতা শুধু তাঁদের কৃপারই প্রদর্শনী মাত্র। স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা সম্পাদিত ভগবান ও তাঁর অন্তর প্রবর্তনের এই যে আচরণ, তা কখনই তাঁর শক্তিকে নষ্ট করতে পারে না, ঠিক যেমন কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের ক্রমতা নষ্ট হয়ে যায় না। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি, যিনি শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছায় মাধ্যমে এই সমস্ত বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর পরমাচারগণের তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। জ্ঞাত প্রকৃতির গুণকে কার্যকর করার মাধ্যমে তিনি এই জগতের প্রত্যেক বস্তু বলে প্রতিভাত হন, ঠিক যেমন একজন ব্রহ্মচর্যকে তার স্বপ্নের মধ্যে নিক্ষেপ বলে মনে হয়। তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞাত প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীশ্বর এবং পরম নিজে, তা সত্ত্বেও তিনি একক এবং পবিত্র, কেবলদ্বিতীয়। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গুরু, পরম সত্যের আদি মূর্ত বিগ্রহ।"

"হে সর্বব্যাপক প্রভু, আমি যেহেতু আপনাকে দর্শন করার বর লাভ করেছি, অন্য আর কী বর আমি চাইতে পারি? শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই মানুষ পূর্ণতান হতে পারে এবং তার ইচ্ছিত যে কোন বিষয় লাভ করতে পারে। তা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যক্তি বিহীন বর্ষে লক্ষ্য এবং সর্বভোক্তা পূর্ণ আপনার কাছ থেকে একটি বর আমি প্রার্থনা করি। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তগণ ভক্তদের প্রতি, বিশেষত আপনার প্রতি আমি অবিচলিত ভক্তি লাভের বর প্রার্থনা করি।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"মার্কণ্ডেয় অধির সূর্য কাক্যের দ্বারা কীর্তিত এবং পূজিত হয়ে ভগবান পর্ব (শিব) তাঁর পত্নী শর্বার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তাঁকে (অধিকে) উত্তর নিলেন, হে মহর্ষি, তুমি যেহেতু ভগবান

অমরেশ্বর ভক্তি পরায়ণ, তাই তোমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হবে। কল্যাণ পর্বত তুমি পূর্ণরূপে এক অমরত্ব ও অমরত্ব ভোগ করবে। হে ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য সম্পাদে সমস্ত পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপলব্ধি সহ তোমার অসীম, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হোক। আদর্শ ব্রাহ্মণের সূত্র তোমার মধ্যে রয়েছে এবং এইরূপে তোমার পূর্ণাচারের পদ লাভ হোক।"

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—"এইভাবে মার্কণ্ডেয় অধিকে বর দান করলেন। তারপর দেবী পার্বতীকে অধির কর্মসমূহ ও ভগবানের আরাধনের যে সাক্ষাৎ প্রদর্শনী তিনি অনুভব করেছেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে করতে ভগবান শিব তাঁর পক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন। তৃত্ত বংশের উত্তম বংশধর শ্রীমার্কণ্ডেয় অধি তাঁর যোগ সন্ধান পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য মহিমামতিত হয়েছেন। এমন কি জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে বিত্ত ভক্তিতে নিমগ্ন হয়ে তিনি এই জগতে বিচরণ করেন। এইরূপে আমি আপনার কাছে ধীরে ধীরে শ্রীমার্কণ্ডেয় অধির কর্মসমূহ এবং বিশেষত কিতাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অমৃত মায়াশক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা বর্ণনা করলাম। যদিও এই ঘটনাটি ছিল অনুপম এবং অদ্ভুত, কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি একে বহু জীবের জন্য ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট আশ্রয় জড় সন্দের চক্র—বা অসম্প্রদীত কাল থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের আবর্তিত হইয়া, তার সঙ্গে তুলনা করেন। হে শ্রেষ্ঠতম জগৎ, শ্রীমার্কণ্ডেয় অধি সম্প্রদিত এই বর্ণনা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য শক্তিকে বাস্তব করে। যে কেউ বোধবদ্ধভাবে এই কাহিনী প্রবণ বা কীর্তন করেন, তাকে কখনই সকাহ কর্ম ভিত্তিক জড় সন্দের চক্রে আবর্তিত হতে হবে না।"

একাদশ অধ্যায়

বিরাট পুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শ্রীশৌনক বললেন—“হে সূত, আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ভাববিদ এবং পরমেশ্বর ভগবানের মহান ভক্ত। তাই আমরা এখন আপনার কাছে সমস্ত তত্ত্ব শাখার নীতিও শিক্ষার সম্পর্কে প্রশ্ন করছি। আপনার কল্যাণ হোক। লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বরের আরাধনার দ্বারা যে ক্রিয়াযোগের অনুশীলন করা হয়, অনুগ্রহ পূর্বক অনুগ্রহসহী শিক্ষাও আমাদের কাছে সেই পন্থা ব্যাখ্যা করুন। বিশেষ বিশেষ জড় প্রতিভূর পরিচয়কিতে ভগবানের ভক্তরা যেভাবে তাঁর অন্ন, পার্শ্ব, অস্ত্র এবং অলঙ্কার সম্পর্কে ধারণা করেন, তাও অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন। মন্ত্রতার সঙ্গে পরমেশ্বরের আরাধনা করে, মন্ত্রণীল জীবিত জমরত লাভ করতে পারে।”

শ্রীসূত গোহরী বললেন—“আমি আমার গুরুবর্গকে প্রণাম নিবেদন পূর্বক ইচ্ছা করি আচার্য্যবর্গ কর্তৃক কেন এবং তত্ত্বশাস্ত্রে প্রসঙ্গ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যের কীনা আপনার কাছে পুনরাবৃত্তি করুন। অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে শুরু করে ন্যটি মৌলিক উপাদান এবং তাদের পরবর্তী ধিকারসমূহ পরমেশ্বর ভগবানের বিরটরূপের অন্তর্ভুক্ত। এই বিরটরূপে একবার চেতনা অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর, তার মধ্যে ত্রিভুজন প্রকাশিত হয়। এই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিরটি রূপ যার মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে তাঁর চরণদুলা, অক্ষয় তাঁর নাভি, সূর্য তাঁর চক্ষু, বায়ু তাঁর নাসিকা গহ্বর, প্রজাপতিসহ তাঁর জননেত্রির, হৃদয় তাঁর গায়ু এবং চক্রে হচ্ছে তাঁর মন। স্বর্ণ তাঁর মস্তক, নিকসমূহ তাঁর কর্ণ, বিভিন্ন লোকপালগণ তাঁর বিভিন্ন বাহ। হমরাহ তাঁর হৃদয়দল, লজ্জা তাঁর অধর, লোক তাঁর গুহ, ব্রহ্ম তাঁর দ্বিতীয়স্ত, এবং চক্রাঙ্গ তাঁর হস্তগতি, যেখানে বৃক্ষ সমূহ তাঁর শ্রোত্র এবং মেঘপুঞ্জ তাঁর মস্তকের কোমরাণি। ঠিক যেমন মানুষ এই জগতের কোন সাধারণ ব্যক্তির অঙ্গ সাহায্যে পরিচয় করে তাঁর পরিচয় নির্ধারণ করতে পারে, ঠিক তেমন বিরটরূপের অন্তর্ভুক্ত প্রহসংহীন পরিচয় করে মহাপুরুষের অকল্পন

নির্ধারণ করা যেতে পারে। সর্বশক্তিমান অল্প পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অঙ্গ কৌশলও মণি ধারণ করেন, যা হচ্ছে তত্ত্ব জীবাত্মার প্রতিভা। তাঁর সঙ্গে ধারণ করেন শ্রীকৃষ্ণ চিত্র, যা হচ্ছে সেই মণিরই পরিচয়। জ্যোতির সংকল প্রকাশ। তাঁর পুষ্পমালাটি হচ্ছে তত্ত্ব সমূহের বিভিন্ন সমাহারে নির্মিত তাঁর জড় প্রকৃতি। তাঁর পীত বস্ত্র হচ্ছে বৈদিক রূপ এবং তাঁর পবিত্র উপবীত হচ্ছে দ্বি অক্ষর বিশিষ্ট ঐকর। তাঁর মন্ত্ররূপিত কর্তৃত্বভাজনে তিনি সংকল ও বোম যোগে ধারণ করেন এবং ত্রিভুজের অন্তর প্রদানকারী তাঁর মুকুট হচ্ছে ব্রহ্মলোকের পরম পদ। ভগবানের আসন অনন্ত হচ্ছে জড় প্রকৃতির অব্যক্ত তত্ত্ব এবং তাঁর পদ সমূহ মুকুট হচ্ছে ধর্ম জ্ঞান সমাহিত সঙ্কল। ভগবান যে গদা ধারণ করেন তা হচ্ছে নৈমিক, জননিক এবং ইন্দ্রিয় কল সমুদ্র যুদ্ধ তত্ত্ব প্রদ। তাঁর উৎকৃষ্ট শব্দ হচ্ছে অন্ন তত্ত্ব, তাঁর সুপর্ণ চক্র হচ্ছে তেজ তত্ত্ব, এবং অক্ষয়ের মধ্যে নির্মল তাঁর অঙ্গি হচ্ছে বেদ্য তত্ত্ব। তাঁর বর্ম হচ্ছে তামোতপের মূর্ত প্রকাশ তাঁর পার্শ্ব ধনু কালের প্রকাশ এবং তাঁর তীরসমূহে পরিপূর্ণ তুন্দর হচ্ছে কর্মজির তত্ত্ব। তাঁর তীর সমূহকে ইন্দ্রিয় কলা হয়। তাঁর রথ হচ্ছে সক্রিয় ও প্রকল মন। তাঁর হস্ত অতিব্যক্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্ম বিবর তথা ভগবৎ এবং তাঁর হস্তযুগ্ম হচ্ছে সমস্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সারাংশ। সূর্য বতল হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পরমেশ্বর পুজিত হয়, বীজ হচ্ছে জীবাত্মার তত্ত্বের উপায় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তিমূলক সেবা দান করা হচ্ছে মানুষের সমস্ত পাপের প্রতিফলকে নির্মূল করার উপায়। ভগবান যে নির্দেশিত বিভিন্ন ঐশ্বর্য্যের প্রতিভূরূপে একটি সীলকর্মক ধারণ করে পরমেশ্বর ভগবান ধর্ম এবং কল স্বরূপ চামর যুগলের সেবা গ্রহণ করে থাকেন।”

“হে ব্রাহ্মণগণ, ভগবানের ছত্র হচ্ছে তাঁর চিত্রর যথ তথা বৈকুণ্ঠ যেখানে কোন ভয় নেই এবং স্বল্পপুরুষের বাহন গরুড় হচ্ছে তিনি প্রকার বেদ। শৌভাগ্যের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যিনি কখনই ভগবানকে পরিত্যাগ করেন না, তিনি এই জগতে তাঁর অস্তিত্বসংশয়িত প্রতিভুরূপে তাঁর সঙ্গে অবিস্তৃত হন। তাঁর অস্তিত্ব পার্শ্বদানের প্রধান বিবৃতিসহ পাকরূপ এবং অন্যান্য তত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ রূপে পরিচিত। আর নল প্রমুখ ভগবানের জটিলন দ্বারা রক্ষিত হচ্ছেন তাঁর অগ্নিমণি যোগসিদ্ধি।”

“হে ব্রাহ্মণ শৌনক, বাসুদেব, সর্কের্গ, কল্যাণ এবং অনিষ্টক হচ্ছে ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ ব্যক্তিরূপের প্রত্যক্ষ মিতাকের নাম। যথাবিষয়, মন এবং জড়বুদ্ধির মাধ্যমে ক্রিয়ানীল জ্ঞানও চেতনা, বিদ্যা এবং সুবুদ্ধির পরিচয়কিতে এবং চেতনার চতুর্বিধ ভূত তত্ত্ব বিত্ত জ্ঞানসমূহ বিবৃতিসহ পরিচয়কিতেও ক্ষুদ্র পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান করাতে পারেন। এইরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি চতুর্বিধ সবিশেষ ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হন বীরের প্রত্যেক ভগবানের অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদর্শন করে থাকেন। এই সকল পৃথক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ভগবান এই অতিভীল জগতের চারটি তরকে পালন করেন।”

“হে ব্রাহ্মণ-সেত, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্ম-জ্যোতির্ময়, যেসব জগি উৎস, এবং তাঁর বীজ মহিমার পরিপূর্ণ। তাঁর জড় পতিত মাধ্যমে তিনি সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন এবং পালন করেন। যেহেতু তিনি বিভিন্ন জড় জাগতিক কার্য অনুষ্ঠান করেন, কখনও কখনও তাঁকে জড় জাগতিকভাবে বিভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদাই তিনি বিভক্ত জ্ঞানে চিত্রর তত্ত্বে স্থিত থাকেন। বীরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে তৎপর, তাঁরাই তাঁকে তাঁদের প্রকৃত পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারেন। হে কৃষ্ণ, হে অর্জুন-সর্গ, হে বৃষ্টি কবচ, হে সমস্ত রাজনৈতিক হল এই পৃথিবীর উপদ্রবধরণ, আপনি তাদের সত্ত্বের কর্তা। আপনার বীর্ষ কখনই কমপ্রাপ্ত হয় না। আপনিই দিব্য ধারের অধীশ্বর। কল্যাণের গোপনগোপী এবং তাদের কৃত্যবর্গ কর্তৃক নীত আপনার অতি পবিত্র মহিমা কীর্তন তপুমায় রূপ করলেই সর্বভোক্তাভাবে কল্যাণ হয়। হে ভগবান, অনুগ্রহ করে আপনার ভক্তদের রূপ করুন। যে কেউ ভোক্তা বোকার উচিত হয়ে বিভক্ত চিত্তে মহাপুরুষের ধ্যানে সমাহিত হয়ে শান্তভাবে তাঁর এই সমস্ত লক্ষণ

বর্ণনা কীর্তন করবেন, তিনি তাঁকে হৃদয়ে অবস্থানকারী পরম সত্যরূপে উপলব্ধি করতে পারবেন।”

শ্রীশৌনক বললেন—“আপনার বাক্যে প্রতীকীল আনন্দের কারণ অনুগ্রহ পূর্বক প্রতি মাসে প্রদর্শিত সূর্যমন্ডলের বিভিন্ন ব্যক্তিরূপ পার্শ্ব সত্ত্বকদের কথা তাঁদের নাম এবং কার্যকলাই সহ বর্ণন করুন। সূর্যমন্ডলের সেবত তথা পার্শ্বদান হচ্ছেন সূর্যের অধিবেশতারূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সবিশেষ ব্যক্তিরূপের বিস্তার।”

শ্রীসূত গোহরী বললেন—“সূর্য সমস্ত গ্রহের মধ্যে পরিচয় করেন এবং এইভাবে তাদের পতিত নিয়ন্ত্রণ করেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর অঙ্গি ভক্ত পতিত মাধ্যমে এই সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি থেকে অস্তির সূর্যের সমস্ত জগতের একমাত্র আত্মা এবং তিনিই তাদের আদি ঐশ্বর। তেঁকে নির্দেশিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারও উৎস হচ্ছেন তিনি এবং বৈদিক ঐশ্বর্য্য তাঁকে বলা নায়ে ভূমিত করেন। জড় পতিত উৎস হওয়ার কালে সূর্যমন্ডলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির বিস্তারকে বনবিধ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হে শৌনক, সেগুলি হচ্ছে—কাল, স্থান, প্রচেষ্টা, কর্তা, কতন, বিশেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, বাহু, আরাধনার দ্রব্য এবং লজ্জা কলা। সূর্যের রূপে তাঁর কালপতি প্রকাশ করে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত গ্রহপুঞ্জের পতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হনু আদি জাগণ মাসের প্রত্যেকটিতে পরিচয় করেন। এই বাল মাসের প্রত্যেকটিতে জড় পার্শ্ব নল সূর্যমন্ডলের সঙ্গে পরিচয় করেন।”

“হে মুনিবর, সূর্যের রূপে লজ্জা, অপরাক্রম কৃতকলী, জাগরণে হেতি, লজ্জাশে বাসুকি, বক্ষরণে বক্ষক, অধিভাশে পালক এবং পদব্রজে পুতুত বধূমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যের রূপে অর্ঘ্যমা, অধিভাশে পালক, বক্ষরণে অর্ঘ্যমা, জাগরণে পুতুতকলী, পদব্রজে লজ্জা, লজ্জাশে কল্লীর যদর মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যমন্ডলে মিত্র, অধিভাশে অধি, বক্ষরণে পৌতশে, জাগরণে বক্ষক, অপরাক্রম যেনকা, পদব্রজে হাফা এবং বক্ষরণে বক্ষক ওত্র মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অধিভাশে বশিষ্ঠ, সূর্যমন্ডলে বক্ষ, অপরাক্রমে রক্ত, জাগরণে সহকন,

গন্ধর্বরূপে হুতু, নগররূপে হুতু এবং যক্ষরূপে চিত্রাশ্বন
চতুর্দশমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে ইন্দ্র, গন্ধর্বরূপে
বিশ্বাবসু, যক্ষরূপে প্রোক্ত, নাগরূপে এলাপত্র, অধিরূপে
অগ্নিরা, অগ্নিরূপে প্রমোচা এবং রাক্ষসরূপে বর্ষ মন্তো
মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে বিবস্বান, গন্ধর্বরূপে
উগ্রসেন, রাক্ষসরূপে ব্যাঘ্র, যক্ষরূপে আশারিণ, অধিরূপে
ভূগু, অগ্নিরূপে অনুমোচা এবং নাগরূপে শঙ্খপাল
মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে পূষা, নাগরূপে
কনজয়, রাক্ষসরূপে বাত, গন্ধর্বরূপে সুবেশ, যক্ষরূপে
সূর্যুতি, অগ্নিরূপে দূতীচী এবং অধিরূপে
গৌতম মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। রাক্ষসরূপে ক্ষতু, রাক্ষসরূপে
বর্ষা, অধিরূপে ভবদ্বাজ, সূর্যদেবরূপে পর্জন্য, অগ্নিরূপে
সেনজিৎ, গন্ধর্বরূপে বিম্ব এবং নাগরূপে
ঐরমভ মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে
আতু, অধিরূপে কলাপ, যক্ষরূপে তাক্ষা, গন্ধর্বরূপে
অতসেন, অগ্নিরূপে উর্ধ্বী, রাক্ষসরূপে বিদ্যুৎকর এবং
নাগরূপে মহাশঙ্খ মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সূর্যদেবরূপে
ভগ্ন, রাক্ষসরূপে ক্ষুর্জ, গন্ধর্বরূপে
অরিস্টনেমি, যক্ষরূপে উর্ধ্ব, অধিরূপে আবু, নাগরূপে
কর্কোটক এবং অগ্নিরূপে পৃথিবী পূর্বমাসকে নিয়ন্ত্রণ
করেন। সূর্যদেবরূপে হুতু, অধিরূপে অর্ধীকপুত্র ভ্রমদয়ি, নাগরূপে
কম্বল, অগ্নিরূপে তিগোস্তমা, রাক্ষসরূপে
ব্রহ্মাপেত, যক্ষরূপে শতজিৎ এবং গন্ধর্বরূপে দূতরষ্ট্রি ইহ
মাসকে পালন করেন। সূর্যদেবরূপে বিবু, নাগরূপে

অম্বতর, অগ্নিরূপে রতা, গন্ধর্বরূপে সূর্যবর্ষা, যক্ষরূপে
সত্যজিৎ, অধিরূপে বিশ্বামিত্র এবং রাক্ষসরূপে মধ্যাপেত
উর্ধ্ব মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই সকল ব্যক্তিগণ হইলেন
সূর্যদেব রূপে পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যময় শিষ্টাব
যাত্রা ভের এবং সূর্যমন্ডলের সমগ্র এই সকল বিভাগের কথা
স্মরণ করেন, তাঁরা তাদের সমস্ত পাপপত্র ফল হরণ
করেন। এইভাবে দ্বাদশ মাস ধরে ইহ জীবন এবং পর
জীবনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের অন্তরে বিস্তৃত
চেতনার সঞ্চার করে সূর্যদেব তাঁর ছয় প্রকার পার্বণ সহ
সর্ব দিকে পরিচরিত করেন। অধিবংশ বহন সাম্রাজ্য, যক্ষ
এবং যক্ষুর্দেবীর মন্ত্র সহযোগে সূর্যদেবের স্বরূপ প্রকাশক
গুণমহিম্য কীর্তন করেন, সেই সময় গন্ধর্বগণও তাঁর ভূগু
কীর্তন করেন এবং অগ্নিরূপে তাঁর রথের অগ্রভাগে নৃত্য
করেন। নাগগণ রথের রক্ষা বহন করেন এবং যক্ষগণ
যোড়াতালিতে রথে সাযুক্ত করেন এবং সেই সময়
অধিবংশী রাক্ষস গণ সেই রথকে পেছন দিক থেকে
ধাক্কা দিয়ে থাকেন। সেই রথের অতিমুখে দাঁড়িয়ে
সম্মুখে ভ্রমণ করতে করতে কালকিলা নামে খ্যাত ঋত
হোজার ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সর্বশক্তিমান
সূর্যদেবের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করেন। সমস্ত জনগণ
রক্ষা করবে জন্ম অনানি অনন্ত এবং অজস্ররূপে পরমেশ্বর
ভগবান গ্রীহরি এইরূপে ব্রহ্মার প্রতিটি বিবসে তাঁর
ব্যক্তিগত প্রতিভুরূপে এই সকল বিশেষ বিশেষ নামে
নিজেকে বিভ্রাণ করেন।”



দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ

শ্রীমুখ গোদাম্বী বললেন—“পরম ধর্ম ভক্তিযুক্ত
সেবাকে, পরম ঐশ্বর্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এবং সমস্ত
ব্রাহ্মণদেরকে প্রণাম নিবেদন করে এখন আমি সনাতন
ধর্ম সম্পর্কে কথন করব। হে মহান অধিবংশ, আপনাদের

জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর
অদ্ভুত গৌলন্দক্য আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এই
হরিকথা শ্রবণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষের উপযুক্ত কর্ম।
এই গ্রন্থ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান গ্রীহরির গুণমহিমা

কীর্তন করে, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত পাপ হরণ করেন।
ভগবান গ্রীনারায়ণ, স্বর্গীকেশ এবং বসুপুত্ররূপে কীর্তিত
হয়ে থাকেন। এই গ্রন্থ পরম মহেশ্বর বৃহস্পতি, সৃষ্টির মূল
উৎস এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রণয় সম্পর্কে বর্ণনা করে। বিজ্ঞান
তথা মানুষের দিব্য উপলব্ধি সংযুক্ত ভগবৎ অবজ্ঞান এবং
তা অনুশীলনের পন্থাও এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।
নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও বর্ণিত হয়েছে—ভক্তিযুক্ত সেবা
এবং তাঁর আশ্রিত বৈরাগ্যলক্ষণ, মহারাষ্ট্র পরীক্ষিত এবং
গ্রীনারায়ণমুনির আখ্যান। সেখানে বিশ্রামে রাক্ষসি
পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, দ্বিজোত্তম শ্রীল ওকসেব
গোদাম্বী এবং পরীক্ষিত মহারাষ্ট্রের সংলাপও বর্ণিত
হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে যোগ
সম্মতির অভ্যাস করে মানুষ সৃষ্টির সময় সৃষ্টি লাভ
করতে পারে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মা ও নারদের সংলাপ,
পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তালিকা, ক্রমিক পর্বাণ্ডে
অব্যক্ত প্রথম থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথাও
বর্ণিত হয়েছে।”

“এই গ্রন্থ বিদুরের সঙ্গে উদ্ধব এবং মৈত্রেয়ের
কথোপকথন, এই পুরাণ সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন
প্রশ্নের সময় পরমেশ্বর ভগবানের দেহে সৃষ্টি সংবরণ
ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করে। জড় প্রকৃতির গুণের
বিশ্লেষণ থেকে মস্তান্ত সৃষ্টি, ভৌতিক বিকাশের দ্বারা
সত্যটি প্রণয় ক্রমবিকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ, যা থেকে
পরমেশ্বর ভগবানের বিরটরূপের প্রকাশ—এই সমস্ত
বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য দিকের
মধ্যে রয়েছে কালের সূক্ষ্ম এবং স্থূল গতির বর্ণনা,
মর্ত্যলোকবাসী বিষ্ণুর নাভি থেকে পদের উদ্ভব, পৃথিবীকে
মর্ত্যলোক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে হিরণ্যাক্ষের বর্ণনা।
দেবতা, পুত্র এবং অসুর প্রজাতির সৃষ্টি, ক্রমের জন্ম,
অর্ধনাবীশ্বর স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব—ইত্যাদি বিষয়েরও
বর্ণনা রয়েছে। প্রথম রমণী ওখা মনুর উত্তমা পত্নী
শতরূপার আবির্ভাব এবং প্রজাপতি কর্ণের ধর্মপত্নীদের
সন্তানদের সম্পর্কেও এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।”

“শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের অবতাররূপে
মহাত্মা কপিল মুনির অবতার সম্পর্কে এবং সেই ধীমান
মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মাতা দেবহূতির সংলাপ সম্পর্কেও
বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে নয়জন মহান ব্রাহ্মণের

বংশধরদের কথা, যক্ষ হস্ত বিদ্যুৎ, প্রব চরিত্র, মহারাষ্ট্র
পুণ্ড্র এবং প্রাচীনবর্ষ চরিত্র, গ্রীনারায়ণ এবং প্রাচীনবর্ষের
সংলাপ, মহারাষ্ট্র প্রিয়ভ্রাতার গ্রীহন হারিতাস ইত্যাদিও
বর্ণিত হয়েছে। তারপর, হে ব্রাহ্মণগণ, শ্রীমদ্ভাগবত
মহারাষ্ট্র নাভি, ভগবান অবতার এবং মহারাষ্ট্র চরিত্রের
চরিত্র কথাও বর্ণনা করে। পৃথিবীর মহাদেশসমূহ,
যক্ষল, সমুদ্র, পর্বত এবং মনী সম্পর্কেও শ্রীমদ্ভাগবত
বিস্তারিত বর্ণনা করে। মহাদেশের জ্যোতির্ময়তার সন্থিতি
সংক্রান্ত বর্ণনা, পাচাল এবং মরকের খবর, ইত্যাদি
বিষয়ের বর্ণনাও সেখানে রয়েছে। প্রচোতাদের পুত্ররূপে
দেবের পুত্রগণ, লক্ষন্যাদের সন্তান সন্ততি, দারা দেবতা,
অসুর, মর, পুত্র, সর্প, লক্ষী এবং অন্যান্য বংশধারার
সূত্রপাত করেছিলেন—এ সকলের কথাই তাতে বর্ণিত
হয়েছে।”

“হে ব্রাহ্মণগণ, বৃজাসুরের জন্ম ও মৃত্যুর কথা, দিতির
পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যাক্ষিপূর কথা এবং মৈত্রেয়
মহাত্মা প্রভৃতির চরিত্র কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।”

“প্রত্যেক জন্ম শাসনকাল, গজেন্দ্রমোক্ষন এবং প্রতিটি
মহত্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ অবতার, যেমন
হরিশর্ষাদি—ইত্যাদিও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।
শ্রীমদ্ভাগবত কুর্জ, মৎস্য, নরসিংহ এবং বামনরূপে
জগৎপতির আবির্ভাবের কথা এবং অমৃত নাভির
উদ্দেশ্যে দেবতারদের সমুদ্র মন্থনের কথাও বর্ণনা করে।
দেবাসুর মহাসংগ্রামের তাহিনী, বিভিন্ন ব্রাহ্মণবংশের
আনুকূল্যিক বর্ণনা, ইক্ষ্বাকুর জন্ম কথা, তাঁর বংশ এবং
মহাত্মা সুদ্যুম্নের বংশের কথা—এই সবই এই গ্রন্থে
উপস্থাপিত হয়েছে। ইলা এবং তারার উপাখ্যান, শশাঙ্গ
এবং নৃগতি রাজা সহ সূর্যবংশের বিভিন্ন রাজাদের কথাও
এখানে বর্ণিত হয়েছে। শূকন্যার উপাখ্যান, শর্বাতি,
ধীমান ককুৎস্থ, ষট্শাঙ্গ, মাধ্যাত্ম, নৌভরি মুনি এবং
সগরের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।”

“শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য কাহিনী,
কোশল রাজার কাহিনী এবং মহারাষ্ট্র নির্মিত ক্ষতসেন
ভাগের কাহিনীও বর্ণনা করে। কনক রাজবংশীয়
রাজাদের আবির্ভাব কাহিনীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।
শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে প্রকৃত ভগবৎ ভগবান
পরশুরাম কৃষ্ণের সমস্ত কার্যের স্মরণ করেছিলেন।

অবিকল্প এই প্রসঙ্গ চমকাবে অধিকৃত ঐশ, অমতি, নব, দুচকুর চরিত, শত্ৰু এবং কাঙ্গুপুত্র তীক্ষ্ণবোধে যথেষ্ট মহিমামণ্ডিত রাজ্যদানের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যথাতির যোষ্ঠপুত্র মহাকাজ যদুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল বংশের কথাও এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কিতাবে ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্যাণে অবতীর্ণ হলেন, কিতাবে তিনি কল্যাণবৃদ্ধে কল্যাণ করলেন, তারপর কিতাবে তিনি গোবিন্দে বর্ণিত হলেন—এ সব কথাই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুস্তকের ভূতপানের সঙ্গে তার প্রাণবাহকে শোষণ করা, পকটভ্রম, ভূপাওঁ হল, কল্যায়, কল্যায় এক অধ্যায় বহু, প্রাককর্তৃক গোপসহ এবং গোবৎসগণ অপহৃত হলে পর ভগবানের অনুষ্ঠিত লীলা—ইত্যাদি বাল্যলীলার সঙ্গে অসুরারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবান লীলাকথাও সেখানে কীর্ণিত হয়েছে।

“শ্রীমদ্ভগবত বর্ণনা করে কিতাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং কল্যায় প্রসঙ্গস্বরূপ ও তার সঙ্গীদের বহু করেছিলেন, কিতাবে প্রভু কল্যায় প্রসঙ্গস্বরূপে বহু করেছিলেন, এবং কিতাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দাবাদি পরিবেষ্টিত গোপসহায়ের স্বাক্ষর করেছিলেন। কালির নাগ বহন, মহাপর্শ থেকে নগ্ন মহাপ্রাণের উদ্ধার, গোপবালিকাদের কঠোর ভগবান—যার দ্বারা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরিচুত করেছিলেন, অনুভূত স্বাভাবিক স্বাক্ষরসহ পট্টাঙ্গের প্রতি ভগবানের কৃপাপ্রদর্শন, গোবর্ধন পর্বত হারণ এবং তারপর সুমতী গাভী এবং ইন্দ্র কর্তৃক ভগবানের পূজাভিষেক, গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৈত্রী, মূর্খ অসুর শঙ্কু, অরিস্ট এবং কোর্টার মিত্র—এই সমস্ত লীলাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অকুরের অগমন, তারপর কৃষ্ণ ও কল্যায়ের মধুরা প্রহর, গোপীদের বিলাপ এবং কৃষ্ণ-কল্যায়ের মধুরা ভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ ও কল্যায় কিতাবে কুলদাসীড় নামক চন্দ্রীকে, চালুর মুটিকাদি ময়বীরকে এবং কংসাদি অন্যান্য অসুরদের বহু করেছিলেন, এবং কিতাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুলমে সান্দীপনি মূনির মৃতপুত্রকে ক্রিরে এনেছিলেন—এ সকল কথাও বর্ণিত হয়েছে।

“হে প্রাণপাণ, তারপর উদ্ধব এবং কল্যায়ের সঙ্গে মধুরায় বান কতর সময়, ভগবান শ্রীহরি কিতাবে

মধু যংশের তুল্যবিধানের উৎকর্ষে লীলাবিলাস করেছিলেন, এই প্রসঙ্গ বর্ণনা দেয়। বহুবার ভগবান কর্তৃক আনীত সৈন্যসমূহের মিত্র, বর্ষা জাতির রাজ্য কালবহনের ইঙ্গা এবং স্বাক্ষরগরীর প্রতিষ্ঠার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করে যে কিতাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ষ থেকে পরিজাতকৃষ্ণ ও সুখ্য নামক শঙ্কুপুত্র আনয়ন করেছিলেন, এবং কিতাবে তিনি কৃষ্ণ তাঁর বিদেহী প্রতিশ্রুতদের পরাজিত করে কল্মীসেনীকে হরণ করেছিলেন। কল্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কিতাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুর প্রকল জুড়ান উপলব্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন, কিতাবে ভগবান কল্যায়ের বাহুগণি কর্তন করেছিলেন এবং কিতাবে তিনি প্রসঙ্গোতিপুত্রের অধিপত্যকে বহু করেছিলেন এবং তারপর তার নগরীতে আবদ্ধ রাজকন্যাদের উদ্ধার করেছিলেন, এই সমস্ত কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। চৈত্রায়ের পরাক্রম ও হৃদয় বর্ণনা, পৌড়ক, শাল, মুমতি মন্তব্য, শঙ্কর, মিলি, পীঠ, মূর্খ, পকজন এবং অন্যান্য অসুরের বর্ণনা, এবং ভগবান যারঙ্গী মদরী কিতাবে ভর্ষীভূত হয়ে ভূমিস্যাং হয়েছিল—এই সকল বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে কিতাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুলকেশর কৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিযুক্ত করে ভূতায় হরণ করেছিলেন। ভগবানের অভিষেকের সঙ্গে ভগবান কিতাবে নিজ স্বপ্নকে সংকল্প করলেন, নরদের সঙ্গে কল্যায়ের সঙ্গাণ, উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের অমৃত কথোপকথন বা পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং মনর সমাজের ধর্মীতি নির্ধারণ করে, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এবং তারপর কিতাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগবলে বরজসভে পরিভ্রমণ করলেন, সে সব কথাও শ্রীমদ্ভগবতে বর্ণিত হয়েছে।

“এই প্রসঙ্গ বিভিন্ন যুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার, কলিযুগের উপলব্ধ সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা, চতুর্বিধ প্রজাতি এবং তিন প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেও বর্ণনা করে। ধীমান রাজর্ষি বিক্রান্ত তর্ক পরীক্ষিতের সেহত্যাণ, শ্রীল ব্যাসমের কিতাবে কল শাখার ভগবান করলেন, তার ব্যাখ্যা, শ্রীমর্কণ্ডের অধির পুণ্ডকথা, বিদ্যায় স্বর্ষমেরূপে এবং বিরাট পুরুষরূপে

ভগবানের বিষ্ণুরূপের বিস্তারিত বিদ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাও সেখানে রয়েছে।”

“হে বিজ্ঞান, এইভাবে আপনার বিজ্ঞানিত প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা আমি এখানে উপস্থাপিত করলাম। এই প্রসঙ্গ ভগবানের লীলা অবতারের লীলার মহিমা পূর্ণরূপে কীর্ণ করে। পতিত, বলিত, কবিত হতে কিংবা ইতি দেওয়ার সময় কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে উদ্ধবের বলেন—‘ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম’, তাহলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমস্ত পাপের তল থেকে মুক্ত হবেন। মানুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ওপকীর্ণ করে কিংবা শুধুমাত্র তাঁর শক্তি সম্পর্কে প্রকাশ করে, ভগবান স্বয়ং তখন তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁদের মূর্খ ও মূর্খতার প্রতিটি চিন্তাকে ধৌত করে, ঠিক যেমন সূর্য অন্ধকার দূর করে কিংবা প্রবল বায়ু প্রসার দেবপুঞ্জকে তড়িত করে। যে সমস্ত কথা অকোঙ্ক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওপকীর্ণ কীর্ণ করে না, শুধু কল্যায়ী ভক্ত বিবর সম্পর্কে আলোচনা করে, সে সকল কথা কেবলই মিথ্যা এবং নিম্নোক্তজনীয়। যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর ভগবানের মিত্র ওপকীর্ণ করে দাত করে, শুধুমাত্র সে সকল কথাই সত্য, বস্তু এবং পুণ্যের। যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর ভগবানের ওপকীর্ণ কীর্ণ করে, সেই সমস্ত কথা হচ্ছে আত্মবীরা, আত্মবীর এবং নিত্য নব নবায়মান। স্বতন্ত্রপক্ষে সেই সমস্ত কথা মনর পক্ষে এক নিত্য উপসব স্বপ্ন এবং সেই সমস্ত কথা মানুষের মূর্খ সমূহকে শোষণ করতে পারে। একই সমস্ত ভগবতকে পবিত্র করতে সক্ষম যে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত কথা সেই ভগবানের ওপকীর্ণ কীর্ণ করে না, সেই সমস্ত কথাকে কাকের তীক্ষ্ণের মতো গলা কর হর এবং মিথ্যা জানে অবস্থিত সত্যাপ কখনই ঐ সমস্ত কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। অমল প্রকৃতির শাধু ভক্তগণ শুধুমাত্র অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের ওপকীর্ণ প্রকাশ কীর্ণই আশ্রয় বোধ করেন। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অলৌকিক পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, স্ব, লীলা আদির বর্ণনার পূর্ণ, তা নিব শব্দ ভরবে পরিপূর্ণ এক অদূর্ঘ সৃষ্টি, যা এই ভগবতের উদ্ধব জননাভরণের পাপপঙ্খি জীবনে এক বিপ্রকের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও

তা নব ও নির্মলচিত্ত সাধুরা শ্রবণ, কীর্ণ এবং গ্রহণ করেন। অতঃপরমিত্র জান সব রকমের ভক্ত সঙ্গীতই হলেও যা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে, তাহলে তা শোষণ পায় না। তেমনই অতি সূচ্যাবে সম্পাদিত হলেও, যে সকল কর্ম ওক্ত থেকেই প্রেমভারত ও অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমুগ্ধ সেবার উৎকর্ষে সাধিত না হয়, তাহলে তখন কি প্রয়োজন? বর্ণিত্য ব্যবহার সামাজিক এবং ধর্মী কর্তব্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, ভগবানের অনুপীর্ণে এক কো ভগবান মানুষ যে সকল প্রচেষ্টা করে থাকে, সেগুলি চরম ওধু ভক্ত জাগতিক স্বপ্ন এবং ঐশ্বর্যলভেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে এবং সাগরে সান্দীপতি পরমেশ্বর ভগবানের সিবাতপাকীর কথা শ্রবণ-কীর্ণ করে মানুষ তাঁর চরমকমলের কথা শ্রবণ করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরমকমলের সৃষ্টি সমস্ত ভক্তের মূর করে মানুষকে পরম পৌত্তল্যে পূরিত করে। এটি হৃদয়কে পবিত্র করে এবং পরমাত্মার প্রতি জান, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যসংযুক্ত ভক্তি দান করে।

“হে বিজ্ঞান, আপনার ভক্তবিকই পরম ভগবান, কেনে সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিম্ন, সমস্ত কীর্ণের পরমাত্মা, স্বয়ং উর্ধ্ব আর কোনও ইন্দ্র নেই—সেই শ্রীনারায়ণকে আপনার আপনার স্বয়ং স্বাপন করেছেন। তাঁর প্রতি আপনার প্রেম অপ্রতিহত এবং তাই তাঁর আরম্ভন করার জন্য আমি আপনার অনুগ্রহ করছি। সত্যটি আমিও ভগবৎ ভক্ত বিজ্ঞানের কথা পূর্ণরূপে অনুগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছি বা পূর্বে আমি পরম অধি শ্রীল ওকমেব গোবর্মীর ঐমুখ থেকে প্রকাশ করেছিলাম। মহারাজ পরীক্ষিত বহন আনুগ্ধ্য উপলক্ষে উপবিত্ত হয়েছিলেন, সেই সময় শ্রীল ওকমেব গোবর্মী তাঁকে হরিকথা প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই মহাবীরের সভায় আমিও উপস্থিত থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করেছিলাম।

“হে ভক্তগণ, আমি এইরূপে আপনার কাছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওপকীর্ণ বর্ণনা করলাম, স্বয়ং ভগবান লীলার কীর্ণিত হওয়ার সবচেয়ে উপকৃত বিবরণ। এই বর্ণনা সমস্ত ভক্তের দিশা করে। বিনি অমলচিত্তে অধিরায় প্রতি বস্তীর প্রতি মুহূর্তে এই প্রস

অবস্থি করেন এবং তিনি প্রায় সহস্রাব্দে এতদ্রূপে একটি জ্যোতি, কিংবা অধঃজ্যোতি, অথবা একটি পায়, এতদ্রূপে পানার্থও গ্রহণ করেন। নিশ্চিতরূপে তিনি বীর আত্মাকে পবিত্র করেন। তিনি একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত বল করেন, তিনি অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং তিনি উপবাসের সময় যজ্ঞ সহকারে তা প্রবল করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত অপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবেন। তিনি যম সংযত করে পুঙ্কর, মথুরা বা দ্বারকা রূপ পবিত্র তীর্থে উপবাস পূর্বক এই শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবেন। তিনি প্রবল এবং কীর্তনের মাধ্যমে এই পুরাণের গুণকীর্তন করেন, সেবতা, কবি, সিদ্ধ, পিতৃপুত্র, মনু এবং পৃথিবীর নৃপতিগণ তাদেরকে সমস্ত কাম্য বিষয় দান করেন। জড়, যজ্ঞ এবং সামবেদ পাঠ করে একজন ব্রাহ্মণ খেরকম যশু, বি এবং দুশের সরিং প্রবাহ আদান করে, এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও তিনি অনুরূপ আনন্দ আদান করতে পারেন, যে ব্রাহ্মণ আবাসস্থানের সঙ্গে সমস্ত পুরাণের সম্বাতিসার এই সংহিতা পাঠ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন, যা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এখানে বর্ণনা করেছেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি ভক্তিমূলক সেকার মৃত্যুক্ষি লাভ করেন, যে রাজা তা পঠ করেন, তিনি পৃথিবীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন, বৈশ্য মহা সম্পত্তি লাভ করেন এবং শূর সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হন। সমস্ত কীর্তির পরম

নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরির কলিযুগের পূর্ণাভূত পাপকে ক্ষম করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রন্থগুলি অবিলম্বে তাঁর গুণকীর্তন করে না। কিন্তু সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান অসংখ্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বিচিত্র কাহিনী জুড়ে অবিরাম এবং পর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছেন। আমি সেই অজ্ঞ অনন্ত পরমাত্মাকে প্রশংসা করি, যিনি বীর শক্তি জড় ভগবতের সূরি, প্রতি এবং প্রকারকে কার্যকর করে। এমনকি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শকর এবং অন্যান্য সূর্যপতিগণও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অজ্ঞ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রশংসা নিবেদন করি তিনি সনাতন ব্রহ্ম, অন্যান্য সমস্ত অধিদেবতাদের অধীশ্বর, তিনি তাঁর ন্যায় জড় শক্তিকে বিকলিত করে নিজের মধ্যে সমস্ত স্বাক্ষর ও জগত জীবনের বাসস্থান রচনা করেছেন এবং তিনি সর্বদাই দিব্য চন্দ্র চেতনায় অধিষ্ঠিত। শ্রীল বাসদেবের পুত্র শ্রীল ওকাদেব গোয়ামীকে আমি আমার প্রশংসা নিবেদন করি। তিনিই এই জগতের সমস্ত অন্তর্ভুক্ত পড়াভূত করেন। যদিও প্রথমে তিনি ব্রহ্মসূত্রে যত ছিলেন এবং অনন্যচেতা হয়ে নিভৃত্যে বাস করেছিলেন, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক পরম সুভাষা সীলায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাই কৃপাপূর্বক পরম সত্যের উচ্ছল জ্যোতির্ময় ভগবানের লীলা কল্যাকারী এই পরম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন।"



ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা

শ্রীমুখ গোয়ামী বলছেন—“বীকে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, ক্রত ও মরুৎগণ দিগ্ভ জ্বলিত মাধ্যমে এবং উপনিষদ, পুস্তক ও বেদে সত বেদধর্মী উচ্চারণের মাধ্যমে স্তব নিবেদন করেন, সামবেদের কীর্তনকাণ্ডগুলি বীর সংহতে

কীর্তন করেন, সিদ্ধবোধিগণ ধ্যানবহিত তদগত চিন্তে বীকে মর্শন করেন, সেকর এবং অসুরগণ বীর অস্ত্র পুঞ্জ পান না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আমার বিনম্র প্রণতি নিবেদন করছি।"

"পরমেশ্বর ভগবান যখন কৃষ্ণরূপ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন প্রচণ্ড ক্রোধে বৃষ্ণরূপে তার পরেই ভরদ্বাজ পাদপের অস্ত্রাঙ্গ দ্বারা তাঁর পৃষ্ঠদেশে কতগুলি ছত্রা হয়েছিল এবং সেই কথনে ভগবানকে নিস্তাপু করে তুলেছিল। তাঁর সেই নিস্তাচার অবস্থায় তিনি যে স্বাস্থ্যবাসের বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই প্রবাহ হের আপনাদের সকলকে রক্ষা করেন। সেই সময় থেকে এমন কি আজ পর্যন্ত সমুদ্রের তরঙ্গরাশি তাঁর পুণ্যময় গমনাগমনের মাধ্যমে ভগবানের সেই নিস্তাচ প্রস্থানেরই অনুবর্তন করে চলেছেন। একই অনুবর্তন প্রতিটি পুরাণের জ্যোতি সন্ধ্যার সমষ্টি সম্পর্কে প্রবল করেন। তারপর এই ভগবত পুরাণের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য, এটি দান করার বসার লক্ষ্য, সেই দানের মহিমা, এবং অবশেষে এই গ্রন্থ হল কীর্তনের মহিমা সম্পর্কে প্রবণ করেন। ব্রহ্মাপুরাণ দশ হাজার জ্যোতি রয়েছে, পঞ্চপুরাণে পঞ্চদশ হাজার, শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চদশ হাজার, শিব পুরাণে চব্বিশ হাজার এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আঠারো হাজার জ্যোতি রয়েছে। মরুদ পুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপু্রাণে পনেরো হাজার চার শত, ভবিষ্যপুরাণে চৌদ্দ হাজার পঁচ শত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার এবং লিঙ্গ পুরাণে এগারো হাজার জ্যোতি রয়েছে। বলাই পুরাণে চব্বিশ হাজার, স্বল্প পুরাণে একাশি হাজার একশত, বামন পুরাণে দশ হাজার, কুর্মপুরাণে সত্তরো হাজার, মহা পুরাণে চৌদ্দ হাজার, মরুদ পুরাণে উনিশ হাজার এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বারো হাজার জ্যোতি রয়েছে। এইরূপ সমস্ত পুরাণে সর্ব মোট চার লক্ষ জ্যোতি রয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করছি, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে আঠারো হাজার জ্যোতি রয়েছে। ব্রহ্মার কাছেই পরমেশ্বর ভগবান এই শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্ম জড় সংসারের ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের নতি সঙ্গীত পড়ার উপর উপস্থিত ছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সেই সমস্ত বর্ণনার পরিপূর্ণ বা মানুষকে জড় কীর্তনে বৈরাগ্য লাভে উৎসাহিত করে এবং সেখানে বর্ণিত ভগবান শ্রীহরির অমৃতময় দিব্য সীলারূপে সাধু ভক্ত এবং দেবতাদের দিব্য আনন্দ দান করে। এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে কোল দর্শনের সারাসিয়ার, কেননা এর

আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরম সত্য বা একটি সত্য চিন্তার অস্ত্র থেকে কীর্তন, পরম বাস্তব এবং অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থের লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরম সত্যের প্রতি কেবলা ভক্তিমূলক সেরা লাভ করা। কেননা মানুষ যদি ভক্ত মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব বিদ্যাসনে স্থাপন করে দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন। অন্যান্য পুরাণগুলি সাধু ভক্তদের সত্তা তর্কনির্ভর দীপ্তি বিকীরণ করে যতদিন পর্যন্ত অনুভূত মহাসাধক এই শ্রীমদ্ভাগবত তত না হয়, শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের সাহ বলে ঘোষণা করা হয়। তিনি এই শ্রীমদ্ভাগবতের রসামুতে তৃপ্তি লাভ করেছেন, তিনি কখনই আর অন্য কোনও গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না। ঠিক যেমন সমস্ত মনীর মধ্যে পদ্মা শ্রেষ্ঠতম, সমস্ত আত্মা বিগ্রহের মধ্যে অট্টাটাই পরম, বৈষ্ণবদের মধ্যে শিবই শ্রেষ্ঠতম, তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

"যে ব্রাহ্মণগণ, শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে কলী যেমন শ্রেষ্ঠতার অতিরিক্ত, ঠিক তেমনি সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল পুরাণ। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবদের হৃদি প্রিয় কেননা এতে পরমহংসের গ্রন্থ পরম অমল রস বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত দিব্য জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভক্তির সহিত জড় জগৎ থেকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করে। যে কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, ভক্তিবৃত্ত চিন্তে মধ্যমভাবে প্রবল কীর্তন করেন, তিনি পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করেন। আমি সেই নির্ভল বিত্ত পদম সত্যের ধ্যান করি তিনি বৃত্ত ও বৃক্ষে, লোক থেকে নির্মুক্ত এবং তিনি আদিত্যে স্বয়ং এই আত্মলীর নিলাসানের প্রকীর্ণ ব্রহ্মার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মা তারপর তা বরদহুদিকে বলেছিলেন এবং বরদহুদী তা কৃষ্ণরূপে বরদহুদীকে বলেছিলেন। শ্রীল বাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি শ্রীল ওকাদেব গোয়ামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং শ্রীল ওকাদেব গোয়ামী কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থ পুঁকিত মহারাজকে বলেছিলেন। আমার সেই পরমেশ্বর ভগবান সর্বসাক্ষী বাসুদেবকে আমার প্রশংসা নিবেদন করি, তিনি কৃপাপূর্বক এই ভবিষ্যত মৃত্যু ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি সেই বোধীলাভ

এক পবন সত্তোর দুই প্রকাশ প্রকাশ শ্রীম গুরুদেব
গোবিন্দকে আনন্দের বিনীত প্রণাম প্রদান করি। তিনি
সম্মত-সর্ব-ঐশ্বর্যবান মহাশয়কে মুক্তি দান
করেছিলেন।”

“ও শ্রীম, হে নাথ, অদ্বৈতপূর্ণ জগৎ-কল্যাণের ধার

আপনার চরণসম্মুখে আমাদের গুরু ভক্তিদুলক সেবা
করার অধিকার দান করুন আমি সেই পরমেশ্বর
ভগবান শ্রীমহর্ষিকে আমার সম্রাজ্ঞ প্রণতি নিবেদন করি যিনি
নাম সংকীৰ্ত্তন সর্বগুণ হিন্দুস্বয়ং এবং বাক্যে প্রদান
করলে সমস্ত জড় বুদ্ধি থেকে মুক্তি লাভ হয়।”

দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত

অমল পুরাণ মাহাত্ম্য

(স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত)



শান্তিল্য মুনিকর্তৃক ব্রজভূমির বর্ণনা

শ্রীমদ্ভাগবত কলমে—“ভগবৎ সেবার রসাবাসনের জন্য অমিয় কাল ও অমল পূর্ণ নিঃশব্দকণ ভগবান চীকৃতকে অবিরাম প্রস্তুতি নিবেশন করছি। তিনি নরম অকর্ষক ও সকল সৌন্দর্যের সার। তিনি সকল জীবকে তাঁর সৌন্দর্য ও মাদুর ত্বকের দ্বারা আকৃষ্ট করে তাবের ওপর সর্বদা অগার জনন কর্ষণ করেন। অসঙ্গল বিহীন সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কাল তিনিই।”

শৌনক কবির নেতৃত্বে নৈমিষারণ্যের মুনীগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অবতুতল্য বিবরণের রসাবাসনে নিগুন, সর্বজ্ঞানধার শ্রীমুত গোদাবীকে প্রণাম জানিয়ে প্রশ্ন করলেন—“হে মুনিস্রেষ্ঠ, মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রজভূমিতে (ব্রজের পৌত্র) মধুবীর সিংহাসনে এবং পরীক্ষিতকে (নিজ পৌত্র) হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে ভগবদ্ভাসে তিরে গেলেন, প্রাজ্ঞ ব্রজনাভ ও মহারাজ পরীক্ষিত তখন কি করলেন?”

শ্রীল মূত গোদাবী ফলেন—“অজ্ঞাতের উপায় বরুণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ কবি নর-নারায়ণ, বিদ্যার দেবী যা সবদ্বী এই প্রকৃতির শ্রীল শাসনকে সপ্রজ্ঞ প্রণাম জানাতে হবে। শৌনক অনুযায়ী হে মহা মুনীগণ, যুধিষ্ঠির মহারাজের ভগবদ্ভাসে তিরে যাবার পর মহারাজ পরীক্ষিত ব্রজনাভকে সেখানে ইচ্ছুক হয়ে একদিন মধুনা পান করলেন। ব্রজনাভ বন্ধ ওননের যে তাঁর নিতুময় মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন তখন তাঁর হৃদয় মেহস্বরূপে পরিপূর্ণিত হল। তিনি নরুরের কইরে এসে মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীচরণে পতিত হলেন এবং ভগবৎ তাঁর প্রাসনে নিরে গেলেন। সর্বদা ভগবৎ কৃষ্ণ-চিহ্নিত মত মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিত ব্রজনাভকে সমবেদে আশ্রিত করলেন। তাঁরা প্রাসনের অঙ্গরে প্রবেশ করে ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণের একপদে আঁটি মহিবীর প্রধার কোহিনীকে বীকে প্রণাম নিবেশন করলেন। প্রথমদুগে তিনি রাজাকে অভ্যর্থনা প্রদানলেন। মহারাজ পরীক্ষিত তখন সমবেদে অরামদায়ক আসনে উপবেশন করে কিছুকাল বিশ্রাম করার পর ব্রজনাভের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।”

মহারাজ পরীক্ষিত করলেন—“প্রিয় ব্রজনাভ! তোমার পিতা ও পিতামহ আমার পিতা ও পিতামহকে মহা কিরণ থেকে রক্ষা করেছেন। আমিও তোমার প্রাপ্তভামহ ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়েছি। আমি যদি তাঁদের দয়া কখনও পরিশোধ করতেও চাই, তবে কখনই তা করতে সমর্থ হব না। সুতরাং তোমার রাজ্যের বিষয়ে তোমার অধীনস্থ সকলকে নিবৃত্ত করতে আমি অনুরোধ করছি। তোমাকে তোমার সম্পদ সংরক্ষণ, সৈন্যসং রুদ্ধি বা তোমার শত্রুসমন সাহসে কখনও চিহ্নিত হতে হবে না। তুমি শুধু তোমার মাতৃপদের সেবার নিমিত্তে নিবৃত্ত রাখ। তোমার কৃষ্ণের কারণ কি দয়া করে আমাকে বল। আমি তোমাকে হির নিশ্চয়জা দিরে জানছি যে তোমার সব কষ্ট আমি দূর করব।”

মহারাজ পরীক্ষিতের কথা শুনে ব্রজনাভ পুইই বুনি হয়ে বললেন—“মহারাজ! যা কিছু আপনি কলেন সবই ঠিক। ধর্মসিদ্ধিতে নির্দেশ দান করে আপনার পিতা আমাকে অর্জুন বান্ধিত করেছেন। অতএব আমার নিমুমার মূলস্রুত্ব চাই। তাঁর কৃপা কলেই আমি পরিত্রের দায়িত্ব নিমানে লব হয়েছি। আমার ওবু একটা মাত্রই সমস্যা। অনুগ্রহ করে মনোযোগের সঙ্গে সেটা বিবেচনা করুন। মধুবীর সিংহাসনে রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হলেও আমার মনে হয় আমি নির্জন অবস্থে বাল ধবছি। রাজ্যে কন্যাসকলী কোকজনদের নিরেই রাজ্যের সুখ। কিন্তু এই স্থানের অধিকারীরা কোথায় চলে গেছে সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই।”

ব্রজনাভের কথা শুনে মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর সমবেদ দূর করার জন্য শান্তিল্য খবিকে ডেকে পাঠালেন। পূর্বে শান্তিল্য খবি নন্দ মহারাজ ও গোপালের পুরোহিতের কাজ করতেন। পরীক্ষিত মহারাজের ভগবৎ পেয়ে শান্তিল্য খবি আশ্রয় থেকে রাজ্যে সাহসে হাজির হলেন। যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্রজনাভ মুনী প্রবরকে দায়ত সভায় আনিয়ে তাঁর আসনে বসালেন। ব্রজনাভের সকল কথা পরীক্ষিত মহারাজ শান্তিল্য খবিকে অবগত করালেন। নিবেদ কথাগুলি দ্বারা মুনিস্র তাঁদের সবেদে লাগলেন।”

শান্তিল্য খবি কললেন—“প্রিয় পরীক্ষিত ও ব্রজনাভ! আমি ব্রজভূমির ব্রজসু অঙ্গনবাসের জন্য। মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন। ব্রজ শব্দের অর্থ সর্ব পরিতৃপ্তক প্রিয় প্রকাশ, যেমন ব্রজ অনুযায়ী এই ভূমতের নাম ব্রজ হওয়াই কলম, এটা সর্ব-সাপক। এই সর্ব-সাপক চিত্র ব্রজভূমি ব্রজ প্রসূতির হিন্দী হিন্দী বসির বই একে ব্রজ বলা হয়। এই স্থানটি সল আলমস্র, অমৃতম্ভল, অজিগধর এবং মূত জাহার জ্ঞানস্রল। প্রিয় কৃষ্ণপুণ, ব্রজধানের এই স্থানে তসমৎ-প্রোবাকলমস্রী অজ্ঞানস্র জাহা ও ভক্তপণ অবিরাম সচ্চিদানন্দর কৃষ্ণ-কর্ণন করেন। মহারাজ ব্রজসু সর্জনী শ্রীমতী হারিকা হলেন শ্রীমদ নন্দ ভগবান ইচ্ছুকের জাহা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিতুলীলা উপভোগ করেন এক সেই কারণে শ্রীল উপভোগে ব্রজ ভক্তরা একে কৃষ্ণ আশ্রয়ক বলেন। কাম শব্দের অর্থ হল কামরা। ব্রজে কৃষ্ণের একমাত্র কামরা হল গো এবং গোপবালক ও কলিকামের লীলার মত থাকা। কামর তিনি সর্বদা তাঁর এই কামর পরিপূর্ণ করেন, তাই তাঁকে আকৃষ্টকর করা হয়। ভগবানের এই সকল লীল্য ভক্ত প্রকৃতির খইরে। ভগবান বন্ধ এই বিশ্বে তাঁর লীলা উপভোগ করেন, তখন অতি সাধারণ লোকেরাও উপভুক্ত হয়। এই লবু সমবেদে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয় বধব্রহ্মের আবেদ, বদা ও বজ্রতার দ্বারা। এইভাবে দিব ও সাধারণ—গোবিন্দের এই দুই প্রকার লীলা প্রদর্শিত হয়। তাঁর দিল লীলা সপ্রসিদ্ধ। এর অর্থ হল প্রেম বিনিময়ের সের কৃপলী শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্রজে এই সকল লীলা আশ্রয়িত হয়। পতিত আহার উচ্চর ও ব্রজ, মধুনা ও দ্বাকসার পৃথিবীর বোলা হাঙ্কা করা এই সমস্ত হল সাধারণ লীলার অন্তর্ভুক্ত। নিতুলীলা ব্যতীত সাধারণ লীলা হতে পারে না। দিব লীলার সাধারণ লীলার প্রবেশাধিকার নেই। তোমাদের মূকনের দ্বারা উপভুক্ত লীলা হল সাধারণ লীলা। সাধারণ লীলার লীল হল এই প্র থেকে দিব প্র শর্ত, আর মধুনা-মতল এই প্রচের অভ্যন্তরবই অবস্থিত। বিখ্যাত ব্রজভূমিও এই অভ্যন্তরস্থিত এবং এখানেই ভগবানের গোপনলীলা বিধিষ্ট হয়। মধুর হারে এই লীলা ভক্তি পূর্ণ ভক্তের হৃদয়ে প্রদর্শিত হয়। অপ্রদিশেতি যুগ-চক্রের মধ্যে ধাপর ধাপের পথে ভগবানের প্রণয়

সম্পর্কে কৃপলী পদধারণ একত্র সমবেদ হয় এই দ্বারা অবদর্শন হয়, ঠিক যেমন সাম্প্রতিক কালে ভগবান এখানে লীলা করে গেছেন। সেই সময় সকল দেবতা ও অসুরা ততরা ভগবানের সার্ব সেবত্রয়ো মদির্ভূত হল।”

“এই সব লীলার হিম বদনের তত্ত বর্তমান ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই। এই হিম শ্রেষ্ঠ তত্বকে মধ্যে তথ্য শ্রেষ্ঠর তত্বরা হলেন ভগবানের ভক্তের নিজা সহচর, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠর তত্বরা হলেন দ্বীতা ভগবানের দ্বিতা সহচর হতে আকুল এবং তৃতীয় শ্রেষ্ঠর তত্বরা হলেন দেবতা ও ঈশ্বর দ্বিতার অসংখ্য তিনি পূর্ব দ্বাবকার পাঠিয়েছেন। দেবতার এক যানব হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীমদ-লীলার প্রাকসর অতিশয় কলে ভগবান নিখ-প্রবে শ্রীমদ-ভক্ত-কর্তে ফেরে পাঠিয়েছেন। দ্বিতা ভগবানের দ্বিতা সর্গী হাত অকুল সেইসব ভক্তদের ভগবান দ্বিতা রূপ দান করেন। ভগবান তখন এইসব ভক্তদের ইদা দ্বিত লীলার অকুল দ্বিতা পার্থক্য রূপে আদনে করেন এবং একপত্ন্যবই তাঁরা সাধারণ গোপকর দ্বিত থেকে লুপ্ত হয়ে যান। সুতরাং ব্যবহারিক লীলার মত থাকা সাধারণ লোকদের এগননের দ্বিতা লীলার প্রবেশ করার ও বাকলী লীলার দ্বিতা পার্থক্যের বশিনের বোধ্যতা চাই। সেইজন্য এই স্থানটি জনপূনা করে মনে হয়। কাজেই ব্রজনাভের বিশ্বনাচ দ্বিতিকার কারণ নেই। আনাত নির্দেশ মহা এখানে বরজলীল পতন করে আশ্রয় সকল অঙ্গল পূর্ণ করুন। যেখানে যেখানে ভগবান কৃষ্ণ লীলা করেছেন সেই বিশেষ স্থানে বিশেষ লীল অনুসারে নন্দ পতন করতে হবে। এইভাবে সেই অপর্যক ব্রজভূমির সুন্দর সেবা করতে পারেন। গোবর্দন, পার্থক্য (দীপ), অকুল, অশ্রবন, নন্দগ্রাম (নন্দগাঁও) ও ব্রজসুত্রে (বর্জনা) আপনার রাজ্য স্থাপন করুন। ভগবান কৃষ্ণের এই সকল লীলাকেই বাল করে ব্রজের নলী, পর্বত, কৃষ্ণ, স্রোতর ও কৃষ্ণের সেবার রত হোন। এতে আপনি ভূষ্ট হবেন আর আপনার রাজ্যবাসিনেরও উন্নতি হবে। ব্রজ এই নিজ অকাত আনন্দপূর্ণ শ্রমেত যথাসাধ্য সের করা উচিত। আমার আশীর্বাদে আপনি ভগবান কৃষ্ণের লীলাকে এতদ্বি সচ্চিদভাবে নির্ণয় করতে পারবেন। হে ব্রজনাভ,

এইভাবে রাজের অবিরাম সেবার ফলে একদিন আপনার শ্রীউদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ হবে। তখন তিনি আপনাকে ও আপনার মাতৃমণ্ডলীকে রাজের রহস্য ও ভগবানের নীলগুণ নির্দেশ পান করবেন।”

“এইরূপে বজ্রনাভ ও রাজা পরীক্ষিতকে নির্দেশ দেবার পর অবিশ্রান্ত শান্তিলগ্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে করে নিজ আগ্রহে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাজা পরীক্ষিত ও বজ্রনাভ তাঁর নির্দেশ শুনে মহানন্দ অনুভব করলেন।”



দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তনকারী পরীক্ষিত ও কৃষ্ণ-ভার্যাগণের উদ্ধবের সাক্ষাৎ লাভ

মুনিগণ বললেন—“হে সুত গোখারী, মহারাজ পরীক্ষিত ও রাজা বজ্রনাভ মুনিগণের শান্তিলগ্নে আগ্রহে প্রত্যাবর্তন করে কি করেছিলেন কৃপা করে আমাকে বলুন।”

শ্রীল সুত গোখারী বললেন—“মহারাজ পরীক্ষিত ইজ্ঞাপ্রহ থেকে হাজার হাজার বিলিট ব্রাহ্মণ ও কত্রিয় এনে মথুরা নগরীতে পুনরায় বসতি স্থাপন করলেন। মহারাজ পরীক্ষিত দেখেনে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ ও বানরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, কারণ তিনি কৃষ্ণের পারলেন যে তারা ভগবানের প্রিয় পাশ। মহারাজ পরীক্ষিতের সহায়তায় এবং শান্তিলগ্নে অবিরাম কৃপায় কৃষ্ণ যে যে স্থানে তাঁর প্রিয় রাখাল সখা ও সখীদের সঙ্গে লীলা করেছেন ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্থান খুঁজে পেলেন। লীলাস্থলগুলি সঠিকভাবে নির্দেশিত হবার পর যে স্থানে যে লীলা সংঘটিত হয়েছিল, সেই লীলা অনুসারে সেই স্থানের নামকরণ করা হল। এইরূপে তিনি বহু নগর, কুণ্ড, কুণ্ড, কুণ্ড ও উদ্যানের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ করলেন এবং বহু শিব মন্দির স্থাপন করলেন। তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ বধা, গোবিন্দগেহ ও হরিনেত্রে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর খোট্টা রাজ্য আনন্দে পরিপূর্ণিত হল কারণ, কৃষ্ণ-ভক্তি সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। ভগবান কৃষ্ণের পূজা কার্যে নাগরিকরা সঙ্গী মত্ত। এইভাবে তারা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে রাজা

বজ্রনাভের শাসনের প্রশংসা করেন। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহকাতরা কোড়ন সহস্র মহিষীগুলি অসুখা ক্ষুণ্ণ মনে তাঁদের সপত্নী কালিন্দীকে সুখী দেখে তাঁর কাছে এর কারণ জ্ঞানতে চাইলেন।”

কৃষ্ণের মহিষীগণ বললেন—“হে রূপকর্তী কালিন্দী! তোমার মতো অমরগো কৃষ্ণের দয়িতা। আমরা সকলেই অবিরাম বিরহমগ্নে বদ্ধ হচ্ছি। প্রাণ-সখার অনুপস্থিতিতে অমরদের কলরু নিরন্তর গীর্জিত। তোমার অবস্থা এমন নয়, তাই তুমি সুখী। কেন এমন হল? দয়া করে এর কারণটি আমাদের বল।”

তাঁর সপত্নীদের বিরহ-বেদনা অনুভব করে অতি সমবেদনায় সঙ্গে মৃদু হেসে কালিন্দী বললেন—“প্রীতিহীনা হলেন শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, যিনি আত্মারাম হিসাবে পরিচিত। আমি সখা তাঁর সেবার রত। এই সেবার প্রভাবে বিরহ-বেদনা আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কৃষ্ণের সকল সঙ্গিনীরাই প্রীতিহীনার সন্তোষসঞ্চিত রূপ, এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গী প্রীতিহীনার সঙ্গে আনন্দ উপভোগে রত, তাই কৃষ্ণের অপরাধের সঙ্গিনীরাও স্বভাবতই কৃষ্ণ কর্তৃক উপকৃত। শ্রীকৃষ্ণ ও প্রীতিহীনা অভিন্নরূপ এবং প্রীতিহীনাও শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী রূপে তাঁদের প্রেম প্রকাশিত। প্রীতিহীনার সখী শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রসদৃশ মণের প্রকাশ। রাগ-কৃষ্ণ সেবার অজস্র লোক হেতু চন্দ্রাবলী অন্য

কোন রূপ গ্রহণ করেননি। আমি কিন্তু প্রীতিহীনা এগা অন্য সখীদের প্রীতিহীনার হিতের অনুকূল দেখেই এবং তোমরাও কৃষ্ণ থেকে কখনও পৃথক হওনি। এই বহুসং তোমাদের আত্মা যাঁসে তোমরা অভিজ্ঞ। পূর্বে অকৃত্রিম স্বপ্নে কৃষ্ণবাসে এসেছিলেন, গোপীরা তখন একই রকম বিচ্ছেদের অগুণ্ঠিত উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সেটা প্রকৃত বিচ্ছেদ ছিল না। এটা ছিল শুধু বিচ্ছেদের প্রতিফলন মাত্র; কিন্তু উদ্ধব এসে স্বপ্নে তাঁদের সাক্ষ্য দিলেন, তাদের বিরহ-বেদনা তখন বিদূরিত হল। এখন তোমরা যদি উদ্ধবের সাহচর্য লাভে সক্ষম হও, তবে তোমরাও তোমাদের মরিত শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিত্য লীলার সুখ অর্জন করতে পারবে।”

শ্রীল সুত গোখারী বললেন—“হে মুনিগণ! কৃষ্ণের মহিষীগণ যখন এইভাবে নির্দেশিত হলেন, তখন তাঁরা আবার সঙ্গ-আনন্দময়ী কালিন্দীকে সন্ধান করলেন। সবসেই তখন যেকোনভাবে উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে অতিশয় লালসিত হলে, যাতে সকলেই তাঁদের প্রিয়তমের মিত্র সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।”

কৃষ্ণ-মহিষীগণ বললেন—“হে সখি, তোমার জীম্ম মহিমময়, কারণ তুমি তোমার জীবনে কখনও প্রভুর বিরহ-বেদনা উপলব্ধি করে নি। আমরা তোমার মতো রাগপ্রাণীরা পরিচরিতা হতে ইচ্ছা করি। কিন্তু, হে কালিন্দী, তুমি আমাদের বলবে যে উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হবে। সুতরাং দয়া করে বল কিভাবে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি।”

শ্রীল সুত গোখারী বললেন—“সপত্নীদের কথা শুনে কালিন্দী চৌবাটী গুপের পূর্ণ অধিকারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। ভগবান কৃষ্ণ সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে তিনি তাঁর সেবক উদ্ধবকে বললেন যে পরমার্থিক কাজে মগ্ন হওয়ার উপযুক্ত স্থান হল বারিকখোম। সেই নির্দেশানুসারে উদ্ধব সেখানে থেকে গেলেন এবং ভগবান উদ্ধবকে বে শিক্ষা দান করেছেন সেই একই শিক্ষা লাভের জন্য যারা সেখানে আসে তাদের নির্দেশ দিতে লাগলেন। যেখানে বিদ্য চর্চায় ফল লাভ করা যায় সেই এক্ষণের রহস্য স্বয়ং ভগবান উদ্ধবকে শিক্ষা দিলেন।

কিন্তু বিদ্য-চর্চায় ফলের মূর্ত রূপ পানের জন্য ভগবান কৃষ্ণ স্পষ্টতই এখানে তাগ করলেন। উদ্ধবকেও আর এখানে দেখা যাচ্ছে না। রাজের ধুলার সঙ্গে মিশিত হওয়ার অভিলাষী হতে তাঁর নিশ্চিতই লজ্জাজনক গোবর্ধনের কাছে সর্বাঙ্গীণে আস করলেন। ভগবান কৃষ্ণের উৎসবের মূর্ত রূপ হলেন উদ্ধব। তাই বজ্রনাভের সঙ্গে কুসুম সরোবরে গিয়ে সেখানে একটি উৎসবের আয়োজন কর। ভগবানের ভক্তদের লভ্য করে বীণা, মলী ও মৃদঙ্গ সহযোগে ভগবানের পবিত্র নাম ও লীলা কীর্তন করে এক বিরাট উৎসবের সূচনা কর। এইভাবে উৎসবের সম্প্রদায় হল উদ্ধব অবলম্বিত সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কৃপায় চোমাদের সকল বাসনা চরিতার্থ হবে। কালিন্দীর এই সকল কথা শোনার পর ভগবান কৃষ্ণের মহিষীগণ অতীত ভূত হলেন। কালিন্দীতে প্রজ্ঞা জন্মিয়ে তারা চলে গেলেন এবং তারা যা শুনেছেন সব বজ্রনাভ পরীক্ষিতকে বললেন।”

“তাদের বক্তব্য শোনার পর পরীক্ষিত মহারাজ মহা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে কুসুম-সরোবরে গিয়ে সেখানে এক উৎসব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করেন। গোবর্ধন থেকে অল্প দূরে সর্বাঙ্গীণে তারা নাম সংকীর্ণ উৎসব শুরু করেন। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ভগ্নচন্দ্রী বৃষভানু সঙ্গিনীর সঙ্গে যেখানে লীলা উপভোগ করেছেন সেখানে তারা ভগবানের পূজা করলে স্থানটি এক অস্বাভাবিক দৃশ্য রূপান্তরিত হল। ভগবান কৃষ্ণ আরাধনার তারা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হলেন। তখন কৃপ-ওষ্ম, দ্রাক্ষ ক্ষেত্র ও লতা-কুঞ্জের ভিতর থেকে সবার সামনে শ্রীউদ্ধব উপস্থিত হলেন। তাঁর গায়ত্রী বীলাভ এবং পরিধানে পীত বস্ত্র। কনকুল ও গুঞ্জর মালা দ্বারা তিনি সজ্জিত। তিনি বারংবার গোপী-বস্ত্রের পূজা করলেন। তারপর স্বাভিক গৃহের ওপর চক্ৰলোক পতিত হলে সংকীর্ণ উৎসবের সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। সেখানে তাঁর আগমনের ফলে প্রত্যেকেই অমল সাগরে ডুবে গেলেন, তারা কি করছিলেন তা ভুলে গেলেন। তাদের স্বর্গ-জ্ঞান ফিরে আসার পর তারা ভগবান কৃষ্ণ সঙ্গ উদ্ধবকে দেখতে গেলেন। তাঁর পূজা করে তারা তাদের সকল বাসনা পূর্ণ করলেন।”



তৃতীয় অধ্যায়

বক্তা ও শ্রোতার গোলোকধাম প্রাপ্তি

শ্রীম সূত গোস্বামী বললেন—“প্রত্যেককে কৃষ্ণ পূজায় রত দেখে শ্রীউদ্ধব ব্রহ্মা জ্ঞাপন করে তাদের অন্তরিত করে পরীক্ষা করতেন। মহাভারতের সঙ্গে কথা বলতেন।”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“হে ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চিতই মহান। আপনার চিত্ত এই সর্বকীর্তন উৎসবে নিবিষ্ট হওয়ায় ভগবান কৃষ্ণের প্রতি আগমনের অর্থও ভক্তিযোগের ফলে আপনার কামনা পূর্ণ হয়েছে। এটা আপনার মনুষ্য সৌভাগ্য যে বহুনাশ ও কৃষ্ণ-মহাবীরের প্রতি আপনার অন্তরীক্সের স্নেহ বর্তমান। এটি সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ ভগবান কৃষ্ণ আপনাকে এই তনু ও ভাস্কর দিয়েছেন। হারকবাসীদের মধ্যে তাঁরা সর্বাপেক্ষা মহান। এতে কোন সন্দেহ নেই। ভগবান কৃষ্ণ প্রকিয়মে সঙ্গে পিয়ে তাদের হৃদয়ে শৌছে দিতে অঙ্গুনকে আদেশ করছেন, কতে তাঁরা সেখানে বসবাস করতে পারেন। শ্রীমতী বাণোদারীও আননের অতুলন আলোর আলোকিত ভগবান কৃষ্ণের ইন্দু-সদৃশ চিত্র অবিরাম শ্রীবাধার ধীপাঙ্কুরে শ্রীকৃষ্ণকে আলোকিত করছে। শ্রীকৃষ্ণের নিভাগতভাবে পূর্ণ। হাজার হাজার টিং-কণা কৃষ্ণের চৌবদ্রি ওণ থেকে নির্গত হয়ে সকল দিকে আলোকিত হচ্ছে। চৌবদ্রিটি মুখ্য ওণের অধীশ্বর পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কৃষ্ণ অবিরাম এই ব্রহ্মভূমিকে আলোকিত করছেন। হে ব্রাহ্মণ, ভগবান কৃষ্ণের সন্নিপতি অধীশ্বর ভয় নান্দরী বহুনাশের বসন্ত। এই অবতারাে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ায় মাধ্যমে সকলকে বিভ্রান্ত করেছেন। মায়ায় প্রভাবে সকলে তাদের স্বাভাবিক অবস্থান তুলে শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। হনরে কৃষ্ণের প্রকাশ না হলে কেউ তার স্বাভাবিক অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে না। জীবের হনরে কৃষ্ণের প্রকাশ মায়ায় ধার অধৃত। হাপর যুগের শেষে অষ্ট-বিংশতিতম যুগ চক্রে ভগবান হরি যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মায়ায় আবদ্ধ উদ্ধার করেন, তখন তিনি প্রকাশিত হন। হে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা, সেই সব প্রকট-লীলা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। অতএব এখন আমি কালও

হনরে কৃষ্ণের প্রকাশের উপায় সম্বন্ধে আপনাকে বলব। শ্রীমদ্ভাগবত থেকেই ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। ভক্ত যখন একে দেখেনই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ-কীর্তন করেন, তখনই এবং সেখানেই ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হন। যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বা অর্ধ-প্রাকট পাঠ হয় ভগবান কৃষ্ণ তাঁর অতি প্রিয় গোপীদের সঙ্গে তথায় আবির্ভূত হন। ভারত-ভূমিতে মানব জন্ম লাভ করার পর যারা পানকলত শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণ করে না তারা আত্ম-হননের পথ নেয়। যে ব্যক্তি নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণ ও কীর্তন করে সে তার স্বী ও গিতা-মাতার পূর্বপুরুষদের মুক্তি পায়।”

“শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রবণের ফলে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানালোকিত হয়, কত্রিয়েক শত্রু-বিজয় করে, বৈশেষ্য ধর্মার্জন করে এবং শূদ্রেরা রোগমুক্ত হয়। নদী ও মীচ স্বর্ণের লোকসমূহ আশ্রয় পূর্ণ হয়। কাজেই কেন ভগবান ব্যক্তি নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণ ও কীর্তন করবে না? বহু জীৱন সন্মচার করার পর যখন কামও পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, তখন তার শ্রীমদ্ভাগবত লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ফলে ভগবৎ-অনুভূতি জাগরিত হয় এবং অস্তরের ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। বহু পূর্বে দেবগুরু বৃহস্পতি সাংখ্যাবদন অবির কৃষ্ণার শ্রীমদ্ভাগবত সকল করেছিলেন। বৃহস্পতি সেই একই বিষয় আমাদের বর্ণনা করেছেন, তাই আমি ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা হতে সক্ষম হয়েছি। হে মহারাজ পরীক্ষা, দেবগুরু আমাকে একটি কাহিনী বলেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে সেটি আমার কাছে শুুন। এই কাহিনী থেকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণের পদ্ধতি জানতে পারা যায়।”

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—“হে উদ্ধব, ভগবান কৃষ্ণ যখন পুরুষাবতার গ্রহণ করে সৃষ্টির অভিভায়ে জড় প্রকৃতির দিকে মুক্ণাত করলেন তখন তিন মহান ব্যক্তিত্ব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জড়া প্রকৃতির তিনটি ওণ—সদ্য, রজঃ ও তমঃ সহ আবির্ভূত হলেন। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ তখন ত্রিম শ্রীমদ্ভাগবতী দেবতায় মাহা সৃষ্টি রিতি ও মায় কার্যও ভার বণ্টন করেছিলেন। ব্রহ্মা ভগবানে বিষ্ণুর মাতিপত্র থেকে আবির্ভূত হলেন।”

ব্রহ্মা বললেন—“হে প্রভু, আপনার ত্রিটিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। ‘নার’ নামে দ্বিত্য বহিষ্ঠে স্মরিত হলে আপনি নারায়ণরূপে পরিচিত। আমার সকল কামনের মূল হলে আপনি দ্বিটি-পুত্র, হে ভগবান, আমি পানী এবং প্রচণ্ড ব্যাবেষ পূর্ণ, তবুও আপনি আমাকে সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করেছেন। তাই আপনার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম সম্বন্ধে আমার এই সৃষ্টির কাজ যেন বাধা হতে না পড়ে।”

দেবগুরু বললেন—“ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণু কাছে এই সকল প্রার্থনা করার পর ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণ করে তাঁকে জ্ঞাপন, ‘তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য সর্বদা এই শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা কর।’ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণানি গেয়ে ব্রহ্মা অর্জব সন্তুষ্ট হলেন। কৃষ্ণ প্রাপ্তি এবং সপ্ত লোক ভেদের আগার তিনি সাতদিন ধরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলেন। সাতদিন হোর-যজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবত-সেবার পর ব্রহ্মার সকল কামনা পূর্ণ হল। তখন থেকে তিনি সর্বল সৃষ্টির বিস্তার কার্যে রত হলেন এবং ব্যৱহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে থাকলেন। ব্রহ্মার মতো ভগবান বিষ্ণুও তাঁর কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করলেন, যাতে তিনি সৃষ্টি-পালন কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারেন।”

ভগবান বিষ্ণু বললেন—“হে প্রভু, কলপ্রসূ কাজ এর ধার্মিক জ্ঞানের জন্য আমি প্রকৃতি ও নিবৃতি-আর্গ প্রহণ করব। আপনার আদেশক্রমে আমি যথাযথভাবে জীবের পালন করব। কালক্রমে যখনই ধর্মের অবলম্বন ঘটবে, তখনই সেই ধর্ম সাংখ্যপনের জন্য রিতিররূপ অবতীর্ণ হবে। যারা জড় অপ্রতিভ উপভোগের প্রত্যাশী আমি অকলাই তাদের যজ্ঞের ফল দান করব এবং বাধা ত্যাগী ও মুক্তি প্রত্যাশী তাদের আমি সাধোব্যয় থেকে বঞ্চিত করে পাট প্রকারের মুক্তি দান করব। অনুগ্রহ করে আমাকে কলুণ কিভাবে আমার প্রেমময়ী লক্ষ্মী এবং পাট প্রকার মুক্তির প্রতি অনগ্রহীদের পালন করি।”

বিষ্ণুর প্রার্থনা শোনার পর বিষ্ণুর আসিত যুগের শুভ নারায়ণ তাঁকে বললেন—“তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে

জন্য কেবল ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ পাঠ কর। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং নারায়ণের কাজ থেকে এই নির্দেশ গেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে প্রতি মাসে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে মগ্ন হলেন। এইভাবে তিনি সৃষ্টি পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। যখনই ভগবান বিষ্ণু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, লক্ষ্মীদেবী প্রবণ করেন এতে পুরো এক মাস সময় লাগল। আবার যখন লক্ষ্মীদেবী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তখন বিষ্ণু শোনে। এতে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাধারনে সময় লাগে দুমাস। তখন সেই সব বিষয় খুবই রচিতর হয়ে ওঠে। এর কারণ হল বিষ্ণু সৃষ্টি পালনে নিযুক্ত হলে বহু ভাবনাই তাঁর থাকে। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর ক্ষেত্রে এমন হয় না। তিনি পরিপূর্ণ শান্ত। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় বিশদভাবে তাঁর অস্তরে বিকশিত হয়।”

“তারপর শ্রীনারায়ণ বিষ্ণুর কামনের কাজে নিযুক্ত করলেন। নিজের কামতা বিস্তারে শিবও শ্রীনারায়ণের কাছে প্রার্থনা করলেন।”

শ্রীকব বললেন—“হে শ্রবণের ঈশ্বর, চিবদ্ব্যটী, আকস্মিক ও আনন্দিক—এই তিন প্রকার ধর্মের কাজে নিয়োগের ব্যাপারে আমার কামত আছে। কিন্তু হে প্রভু, চরম ধর্মের কামতা আমার নেই। এই কারণে আমি খুবই অসুখী। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।”

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—“কলসেধের প্রার্থনা ওনে ভগবান নারায়ণও শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন। শ্রীকবের তখন শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে অজানতাকে জ্ঞান করলেন। তারপর সন্মাবির কৃত বৎসরাদিক কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এইভাবে তিনি চরম ধর্মের কামতা অর্জন করেন।”

শ্রীউদ্ধব বললেন—“আমার গুরু শ্রীবৃহস্পতির যুগে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য প্রবণ করেছি। তাঁকে আমার সত্রহ প্রণাম নিবেদন করছি, কারণ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশ ওনে সন্তুষ্ট হয়েছি। বৈষ্ণব ঐতিহ্য অনুসারে এক মাস শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করেছি। এই সেক-প্রভাবে আমি ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা হয়েছি, তাই তিনি তাঁর প্রিয় গোপীদের সেবার জন্য আমাকে কৃষ্ণাবনে পাঠালেন। কৃষ্ণাবনে কৃষ্ণ অবিরাম লীলা উপভোগ করলেও গোপীরা বিশেষ অপস্রাণ নিয়ন্ত্রণ

হয়না তেঁগ করেন। তাই তিনি আমাকে গোবীন্দের শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিতে একাধারে পাঠিয়েছেন। এইভাবে প্রভুর গোবীন্দ ত্যক্তের নিজ নিজ কৃতি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের বেদনা থেকে রেহাই পেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য আমি বুঝতে না পারলেও এই মহান সাহিত্যের অসৌন্দর্য্য ব্যাপার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা লাভ হল। তাকে মুখপাত্র করে দেবতার ইচ্ছা ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতেন যে তিনি যেন তাঁর নিজ ধামে ফিরে যান। সেই সময় এক বটবৃক্ষ তলে ভগবান আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য শিখিয়েছিলেন। সেই নির্দেশের ফলে আমার কৃতিবৃত্তি দৃঢ় নিশ্চল হল এবং আমি কারিকাক্ষেপে গিয়ে পূর্ণতা লাভ হলাম। তখন থেকে এই ব্রহ্মধামে আমি লতারূপে বাস করছি। হে পরীক্ষিত, আমি তাই এখানে সাধন-কুণ্ডে বাস করছি। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে ভক্তদের ভগবান কৃষ্ণের উপলব্ধি হবে। সুতরাং ভগবানের ভক্তদের মঙ্গলের জন্যই আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করব। শুধু আপনার সাহায্যেই এটা সম্ভব হবে।”

শ্রীল সূত গোবিন্দী বললেন—“এ কথা শোনার পর, মহারাজ পরীক্ষিত, উদ্ভবকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, ‘হে হরিসেবক উদ্ভব! আপনার অবশ্যই শ্রীমদ্ভাগবত কবিতা করা উচিত। এই বিষয়ে আমার কি করণীয় কৃপা করে আদেশ করুন।’”

পরীক্ষিত মহারাজের এই ধর্মের কথা উল্লেখ অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—“হে রাজন, ভগবান কৃষ্ণ এই ব্রহ্মধাম ত্যাগ করার পর কলিযুগের প্রভাব খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। যখনই কোন চন্দ্র মঙ্গলজনক কাজ করা হয় কলি তখনই বিপুলস্বর সৃষ্টি করে। সেইজন্য আপনাকে বেরিয়ে এসে সর্বত্র কলির প্রভাবকে দমন করতে হবে। আপনার কৃপা দ্বারা আমি একাধারে থেকে বৈকুণ্ঠীয় ধারনুসারে একমাস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করব। এইভাবে শ্রোতাগণ শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন করে ভগবানের নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।”

“শ্রীউদ্ভবের নির্দেশ শুনে পরীক্ষিত মহারাজ কলি যুগের ভাবনায় মুগ্ধ হলেন, আমার কিছুটা দৃষ্টিভ্রমের কথাও উদ্ভবকে বললেন।”

পরীক্ষিত মহারাজ বললেন—“হে প্রভু, আপনার

নির্দেশ মতো কলিযুগকে আমার বেশে আনতে আসব, কিন্তু তাহলে কিভাবে আমি শ্রীমদ্ভাগবত গুনব? আমি আপনার শ্রীমদ্ভাগবত শবণ নিতেও এসেছি, তাই আমার প্রতি আপনার কৃপাও হওয়াও উচিত।”

রাজার কথা শুনে, উদ্ভব বললেন—“হে রাজন, আপনার চিহ্নিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অর্থনিহি হলেন সবচেয়ে যোগ্য প্রাণী। এই ব্রহ্মধামে লোকেরা সর্বদা বিভিন্ন প্রকার ফলাশ্রী কর্মে নিমগ্ন। তারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের গুরুত্ব বোঝে না। হে রাজন, আপনার কৃপায় এই ভাবত-ভূমির অনেক লোক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে নিত্য সুখ লাভ করবে। সৎ-সুত ভগবান কৃষ্ণের প্রতিনিধি অহমুনি শ্রীল চক্রেব গোবিন্দী আপনার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে শোনাকেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। হে রাজন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে আপনি ব্রহ্মরাজ ভগবান কৃষ্ণের নিজধাম প্রাপ্ত হবেন এবং পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত হবে। অতএব, হে রাজন, কলিকে দমন করতে নিজে নিজে প্রস্তুত হন। এইভাবে উদ্ভবের কলার পর, মহারাজ পরীক্ষিত, উদ্ভবকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে প্রদর্শিত করে চতুর্দিকে কলির প্রভাব বিদূরিত করতে ছেঁড়িয়ে গেলেন।”

“বহুনাভ তখন পুত্র প্রতিবাহকে মণ্ডুরার সিংহাসনে বসালেন। আর তিনি শুভমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের উদ্দেশ্যেই নিজাধর্মীদের সঙ্গে থেকে গেলেন। তারপর সেইস্থানে গোবর্ধন সঙ্গিতটে শ্রীউদ্ভব একমাস কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ উপভোগের সময় শ্রোতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দিব্য-শীলা সহ সর্বত্র প্রকাশিত হতে ও নিজেদের সেই দিব্য-শীলার অংশ গ্রহণ করতে দেখল। বহুনাভ নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ শ্রীপাদপরে অবস্থিত দেখলেন। এইভাবে বিহ্বল বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেলেন এবং ঐ মৃণাল-সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত হলেন। যোহিনীকে অঙ্গী করে তাঁর সকল পিতামহীরাই নিজেদের রাস-নৃত্য প্রতির উদ্বোধক ইন্দু সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের দ্যুতি ও অংশরূপে অবস্থিত দেখে খুবই বিস্মিত হালেন। তাঁদের জীবে-সদৃশ প্রিয়তমের বিরহ রোগ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা তাঁদের পরম লক্ষ্যে প্রবেশ করেন। উপস্থিত অন্য

সকলেও অতৃপ্ত হয়ে ভগবানের দ্বিতীয়-শীলার প্রবেশ করেন। কৃষ্ণধানের গোচারণকৃতি গোবর্ধন কৃষ্ণে তারা সকলে কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীলাবিন্যাস করেন। দিব্য প্রেমাকান্তরী সোভাতুর ভক্তগণ সর্বদা এই শীলা দর্শন করতে পারে।”

শ্রীল সূত গোবিন্দী বললেন—“ভগবানের শ্রীপদপদ্য লাভের নীলকান্তরী যে কীর্তি ও প্রকাশ করে, নিশ্চিতই তার সেই চতুঃকমল প্রাপ্তি হবে এবং স্ববদন্তীত কাল থেকে সঞ্চিত তার সব দুঃখ-কষ্ট চিরদিনের মতো বিনষ্ট হবে।”



চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য, বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ এবং শ্রবণ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা

শৌনক ঋষির নেতৃত্বে মুনীগণ বললেন—“হে সূতমুনি, আপনি দীর্ঘজীবী হোন এবং আমাদের নির্দেশ দিতে থাকুন। আজ আমরা আপনার মুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের অপরূপ মহিমার কথা শুনার। হে সূতমুনি, কৃপা করে এখন এর বৈশিষ্ট্য, প্রামাণিকতা, ব্রহ্ম-পদ্ধতি এবং বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ কবিতা করুন।”

শ্রীল সূত গোবিন্দী বললেন—“শ্রীমদ্ভাগবত এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ের বৈশিষ্ট্যই শব্দত, জ্ঞান ও আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনারদের জ্ঞান থাকে উচিত যে কৃষ্ণের সঙ্গে যাদের মন-প্রাণ মূর্ত, তাদের মুখ থেকেই অপারিহ মধুর বুলি নির্গত হয়, আর এই সব বাক্যই শ্রীমদ্ভাগবত। আপনারদের জ্ঞানও জ্ঞান উচিত যে জ্ঞান, উপলব্ধি জ্ঞান এবং শ্রবণ-কীর্তি ইত্যাদির ন্যায় চতুঃক ভগবৎ সেবা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রীমদ্ভাগবতই মাত্রার প্রভাব, অর্থাৎ শক্তি হুব করাত সূক্ষ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতা কে বুঝতে পারে, যা কিনা ভগবানের অসীম শব্দ-প্রতিভা। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান হরি ব্রহ্মাকে চারটি শ্লোক বলেন। হে ব্রাহ্মণ, অন্য কেউ নয়, শুধু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কতিপয়ই শ্রীমদ্ভাগবতের অসীম সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম। শ্রীল বেদব্যাস

পরীক্ষিত মহারাজ ও চক্রেব গোবিন্দীর অংশবিশেষের মাধ্যমে যা কিছু কবিতা করেছেন সে সবই স্বকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির উপকারার্থে, আর সেটাই শ্রীমদ্ভাগবতরূপে পরিচিত। আরোও হাজার শ্লোক সম্বন্ধিত এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি কলির কৃমিরে বলা লোকদের একমাত্র আশ্রয়।”

“এখন আমি প্রকৃত শ্রোতাদের কাছেই শ্রীমদ্ভাগবত কবিতা করব। দুই প্রকারের শ্রোতা আছে—উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট শ্রোতা আরও চার প্রকার—হৃদয়, চাক্ষুশ, স্পর্শ, সৌণ্ডর্য্য, সৌখ্যপাণি এবং যৌন। অপকৃষ্ট শ্রোতাও আবার চার প্রকার—যেমন, নেকড়ে, ভুতপুত্র, পানি, বৃষ ও গুহ। চাক্ষুশ পানি যেমন বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য কোন জলাশয়ের জল পান করে না তেমনি ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন পাত্র বা যাই কীরা শ্রবণ করেন না, তাদের বলা হয় চাক্ষুশ-শ্রোতা। স্পর্শগত মুখ ও জ্ঞানের মিশ্রণ থেকে কেবল দুঃখই নিষ্কাশন করে, তেমনি যে শ্রোতা বিভিন্ন বিষয় থেকে ভগবান কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গাধার গ্রহণ করেন তাঁকে স্পর্শ-শ্রোতা বলা হয়। সৌণ্ডর্য্যপানি যেমন আর যান্ত্রিক এবং অন্যদের কাছে যা শব্দে তাই আকৃষ্ট করে, তেমনি যে কতিপয় শ্রোতা থেকে যা শুনেছে, তার গুণ বা অন্যদের কাছে

সুন্দরভাবে তারই যদি পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে বলে শ্রোতা-শ্রোতা। কীধ সমুদ্রে মাছ যেমন পলকহীন চোখে নীহারে মুখ পান করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি বক্তার দিকে নিম্পলক নেত্র তাকিয়ে নীরবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে তার রসাস্বাদন করে, তাকে মীন-শ্রোতা বলা হয়। কল্যাণে সুমিষ্ট সুবলী ফলিতে আকৃষ্ট মৃগ যেমন নেত্রের ভাঙে ভীতব্রত হয়, তেমনি মূর্খ শ্রোতার উচ্চারিত শব্দ যদি শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর বিহর শ্রবণে বস্তু ভক্তের হলে মর্যবেদনার সৃষ্টি করে, তবে সেই শ্রোতাকে নেত্রভেদ-শ্রোতা বলে। হিমালয়ে বাসকারী ভূরুণ পাখি যেমনটি নিম্পলকতা শোনে নিজে আচরণ না করে তেমন নির্দেশ বাক্য অশরকে বলে। যে ব্যক্তি নিজে যে সকল নির্দেশ যানে না, কিন্তু অন্যকে তাই শিক্ষা দেয়, তাকে ভূরুণ-শ্রোতা বলে। যতের কাছে সুমিষ্ট আঙ্গুর বা কটু গন্ধ বৃত্ত খোলের কোন পার্থক্য নেই; অন্ধেরও সকল রসত বিহরের মধ্যে ভাল ফল বিচার করার বুদ্ধি নেই বলে একজন শ্রোতাকে বণ্ড বা বৃষ শ্রোতা বলে। মিষ্ট ক্ষয় পান পরিত্যক্ত করে উষ্ট্র তিত্ত মিষ্ণ পত্র চর্ষণ করে, তেমনি ভগবান সম্বন্ধে মধুর স্বাদ বর্জন করে কাপটিক বিহর শ্রবণে আগ্রহী ব্যক্তিকে উষ্ট্র বা উট-শ্রোতা বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর শ্রোতা ছড়ান্ড অরও অনেক উপশ্রেণী আছে। যেমন, প্রহর ও গর্দভ—যাদের স্বাভাবিক আচরণের লক্ষণ ধারাই চেনা যায়। বড়ান্য বলেন যে তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রোতা, যিনি বক্তার সাহসে এসে তাঁকে তথ্যযোগ্য প্রণাম নিবেদন করেন এবং যিনি সব রকমের জাগতিক বিষয় বর্জন করে ভগবান হৃদিত লীলাকথা শ্রবণে আগ্রহী ও দক্ষ। তিনি ক্রীতভাবে শিখের ন্যায় ঘোড়হতে তগবৎকথা শ্রবণে নিজেকে বস্তু রাখেন। ভগবানে তার পূর্ণ আস্থা আছে। বিভিন্ন প্রস্ন করতে তার আসক্তি আছে এবং যা তিনি শোনেন গভীরভাবে তার চিন্তা করেন। ভগবানের তত্ত্বসেই তিনি একজন প্রিয় সখ্য। তারাই হলেন শ্রেষ্ঠ বক্তা, বৃনি-কসিরা যাদের প্রজ্ঞা করেন এবং তারা বাসনাশূন্য হলে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তারা সকলের মঙ্গলকামনাকী, পতিতের প্রতি কল্যাণর এবং বিভিন্ন বৃত্তিধারা সত্ত্ব অনগত হতে তারা দক্ষ।”

“যে ব্রাহ্মণমণ্ডলী, চরিত্র কৃপতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের

পদ্ধতি বুঝা করে প্রথম ওজন। এই সব নিয়মান্বিত শ্রবণ করলেই চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা যায়। চার প্রকারের ভাগবত সেবা আছে—সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক এবং নিষ্ঠূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার পুণ্যের উপকরণ ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জ্ঞাতজন্মকপূর্ণ যজ্ঞের ন্যায় সাতদিনে সামান্য সম্পাদিত স্বতঃস্ফূর্ত সেবাকে বলা হয় রাজসিক ভাগবত-সেবা। যে সেবা একমাস বা দুমাস ব্যাপী প্রসঙ্গ উপলব্ধি সহ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা হয় এবং এইভাবে কলক ও অলস বুদ্ধি পায়, তাকে বলে সাত্বিক ভাগবত-সেবা। এক বছর ধরে যে সেবা বীরে কিন্তু বিধবৃত্তার সঙ্গে চলতে থাকে, যে সেবা অলস নেত্র এবং যেখানে শ্রুতি ও বিশ্বাস উভয়ই বর্তমান, সেই সেবা হল তামসিক-সেবা। আর যে সেবায় সময়ের কোন হিসাব নেই—শ্রেম ও ভক্তিতে অবিদ্যার অনুবর্তিত হতে থাকে সেটা হল নিষ্ঠূর্ণ ভাগবত-সেবা। নিশ্চিত জেনে যে মহারাজ পরীক্ষিত ও শুক্রেব গোন্ধারী নিষ্ঠূর্ণ ভাগবত-সেবা করেছিলেন, যাতেই যদিও মহারাজ পরীক্ষিতের মত সাতদিন এই ভাগবত শ্রবণের সুযোগ হয়েছিল, কারণ তাঁর আত্ম ওই সাতদিন মজ্জাই অবলিষ্ট ছিল। যে জেন জানে যা ইচ্ছামতো যে কোন ক্ষেত্রে কেউ ভাগবত শ্রবণ করতে পারে—সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক বা নিষ্ঠূর্ণ যেভাবেই হোক না কেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাদের কাছেই একমাত্র সম্পদ যারা সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনাশূন্য এবং ভগবান কৃষ্ণের লীলা কীর্তন ও জ্ঞাপন রসাস্বাদনে লোভী। জড় অস্তিত্বের দুঃখ-কষ্ট ও দুষ্টির বাসনার প্রতি নির্লিপ্ততাই জাগতিক যোগাযোগের শুদ্ধ। কাজেই প্রত্যেককেই সতর্কতার সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত সেবা করতে হবে। কলি যুগে জড় উপভোগ ও জড় জাগতিক জীবনে উন্নতি-অভিলাষী কর্মীরা শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে তাদের কলিযুগে সকল বস্তুই লাভ করবে। শাখীক অক্ষমতা, সম্পদ ও জ্ঞানের অভাবে কলি-যুগে কর্মের পাথে পূর্ণতা প্রাপ্তি খুবই বিবল। সুতরাং যারা মঙ্গলকামনা প্রত্যাশী তাদের সর্বতোভাবে ভাগবত-সেবা করা উচিত। ভাগবত প্রসঙ্গ কণ্ডিকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, কলত্র, হস্তি, অশ্ব, ফল রাজপ্রসাদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন নিরুদ্বন্দ্ব সাক্ষ্য দানে সক্ষম। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা দ্বারা কেউ জড়বাসনা

নিষেই এই শিখে তার মঙ্গল বাসনা উপভোগ করতে পারে এবং সেইভাবেই পর পর পুণ্য ভগবতের লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয়নায় নিমিত্ত হয়ে কারনবোবাক্সে যাদের সেবা করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত নিমিত্ত ব্যক্তিকেই সেবা করেও শ্রীমদ্ভাগবত সেবার ফল লাভ করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দুই শ্রেণীর পাঠক ও শ্রোতা আছে। কেউ কৃষ্ণকে চায়, কেউ চায় জাগতিক উন্নতি। কৃষ্ণ-সম্পর্কহীন যে কোন প্রকার উন্নতিকল্পেই জাগতিক উন্নতি বলা হয়। সুতরাং পাঠক ও শ্রোতা যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে শ্রীমদ্ভাগবত-সেবার সুখ বেড়ে যায়। পাঠক ও শ্রোতা এতই শ্রেণীভুক্ত না হলে অসঙ্গতি দেখা দেয় এবং জেন ফল লাভ হয় না। এমন পরিস্থিতিতেই রসাতল বলে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তকী কাম ব্যক্তি-কল্পই হোক বা শ্রোতাই হোক—বিলম্বে ফলও সে নিশ্চিতই তার লাগে পৌছবে। নিয়মাবর্তিতা যেন কাজ করলে সম্পদ অভিলষী বক্তা এক শ্রোতা আসে ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌছবে। কিন্তু অপর্যবে বক্তা ও শ্রোতা ধরা কৃষ্ণকেই পেতে চান, তাঁরা নিয়ম-তানু না মানলেও তাদের লক্ষ্যহলে পৌছবেন, কারণ ভগবৎ প্রেমই তাঁদের কাছে একমাত্র নিয়ম। জড়-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সকল নিয়ম-কানুন অবশ্য খুব দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাকে প্রতিদিন সকালে নিয়মিত প্রাতঃস্থান করতে হবে এবং যোজ্যবর পূজা-পাঠ

সমাপনান্তে ভগবান শ্রীহরির চরণদুত্ত প্রদান করতে হবে। তাৎপর্য বক্তা ও শ্রোতাকে উপযুক্ত উপকরণদি দিয়ে তাদের গুরুত্ব এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করতে হবে। অলসপূর্ণ মর্যসিকতার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও কীর্তন করতে হবে। মৌনরত অবলম্বন করে শুধু মুখ অবলা মিষ্টার চোজন করা উচিত। তাকে ভূমিশবায় লম্বন করে, ক্রোধ ও লোভ পরিহার করে ব্রহ্মচার্য-হুত অনুশীলন করতে হবে।”

“শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শোনে অসিদ্ধায় ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে এবং শেষদিন তাকে পিনিত্ত রজনী স্বপ্ন করে প্রাণধনের চোজন ও মল-কল্মষের দ্বারা তুষ্ট করতে হবে। গুরুত্বকে পূজাচর্চা করে তাঁকে বস্তু, অলংকার ও খো-খান করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সকল বিধি-নিয়ম মেনে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করে নিশ্চিতই তার সকল বাসনা পূর্ণ হবে। জাগতিক বাসনাদুত্ত জেন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে সুন্দরী ভাড়া, সন্তান সন্ততি, রাজ্য বা সম্পদ পেতে পারে। কিন্তু এইকল বাসনা শ্রীমদ্ভাগবতে গণমানের কাছে উপহাসের সামিল। শ্রীমদ্ভাগবত হল নৈতিক সাহিত্যের বাসনা-বৃক্ষের সুপক্ক ফল। শ্রীমদ্ভাগবত গোন্ধারী কলিযুগে এই কলটি বিধকে অর্পণ করেছেন। তাঁর অঙ্গর স্পর্শে এটি সুগন্ধলা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার এটি হল শুভাঙ্গ উপায় এবং এটি নিত্য ভগবৎ প্রেম প্রদান করে থাকে।”



পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলাফল ও এই শ্রবণ-বিরোধীদের অবস্থার বর্ণনা

পরম পুণ্যযোগ্য ভগবান কল্যাণে—“হে বিভাষ্য ব্রাহ্মা, বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি শ্রবণ করা উচিত। নিশ্চয় জেনে যে একজন শ্রবণই আমাকে তুষ্ট করার একমাত্র পন্থা। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে যে

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে শিষ্যবর্গের গো-দানের ফল সে অক্ষরে অক্ষরে লাভ করে থাকে। যে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বা এক চতুর্থাংশ ছোক ও পাঠ বা শ্রবণ করে, এক সহস্র গো-দান জন্মিত ফল সে লাভ

করে। প্রিয় বৎস, যে সম্পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল তার লাভ হয়। প্রভুদেব মহারাজের দ্বারা বৈষ্ণব যেখানে ভাগবত শ্রবণের আলোচনা হয় সেখানে গিয়েই হাজির হন। শ্রীমদ্ভাগবত অর্জনকীর্তীরা কলির প্রতিযোগিতা বহির্ভূত। নিজ গৃহে বসে তারা বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে তারা সর্বপাশ মুক্ত হয়, এমন কি তারা দেবতাদেরও পূজাই হয়ে থাকে। এই কলিযুগে তারা নিজ গৃহে নিঃশ্রমিত শ্রীমদ্ভাগবত পূজা করে এক নিঃশেষ চিন্তে কৃত্য করে, তাদের প্রতি আমি অতীত তুষ্ট।”

“হে প্রিয় বৎস, যতদিন পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি কারও গৃহে থাকে, ততদিন পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষেরা দুঃখ, বি, মধু ও জল উপভোগ করে। ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত কোন বৈষ্ণবকে দান করে, লক্ষ লক্ষ কল সে আমার আলয়ে বাস করে। নিজ গৃহে যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রীমদ্ভাগবত অর্চন করে, এক কলকাল ধরে সে দেবতাদের তুষ্ট করে। তারও গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বা এক চতুর্থাংশ স্নোকেও যদি থাকে তবে সেটা গৌরবের। অন্য পার্শ্বতের হাজার হাজার গ্রন্থ সংগ্রহের কী প্রয়োজন? কলি-যুগে কেউ যদি তার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি না রাখে তবে সে কখনও যমরাজের কবল মুক্ত হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি যে নিজগৃহে রাখে না কলি-যুগে সে কি করে বৈষ্ণব বলে বিবেচিত হতে পারে? সে চতুল অপেক্ষাও কৃপা।”

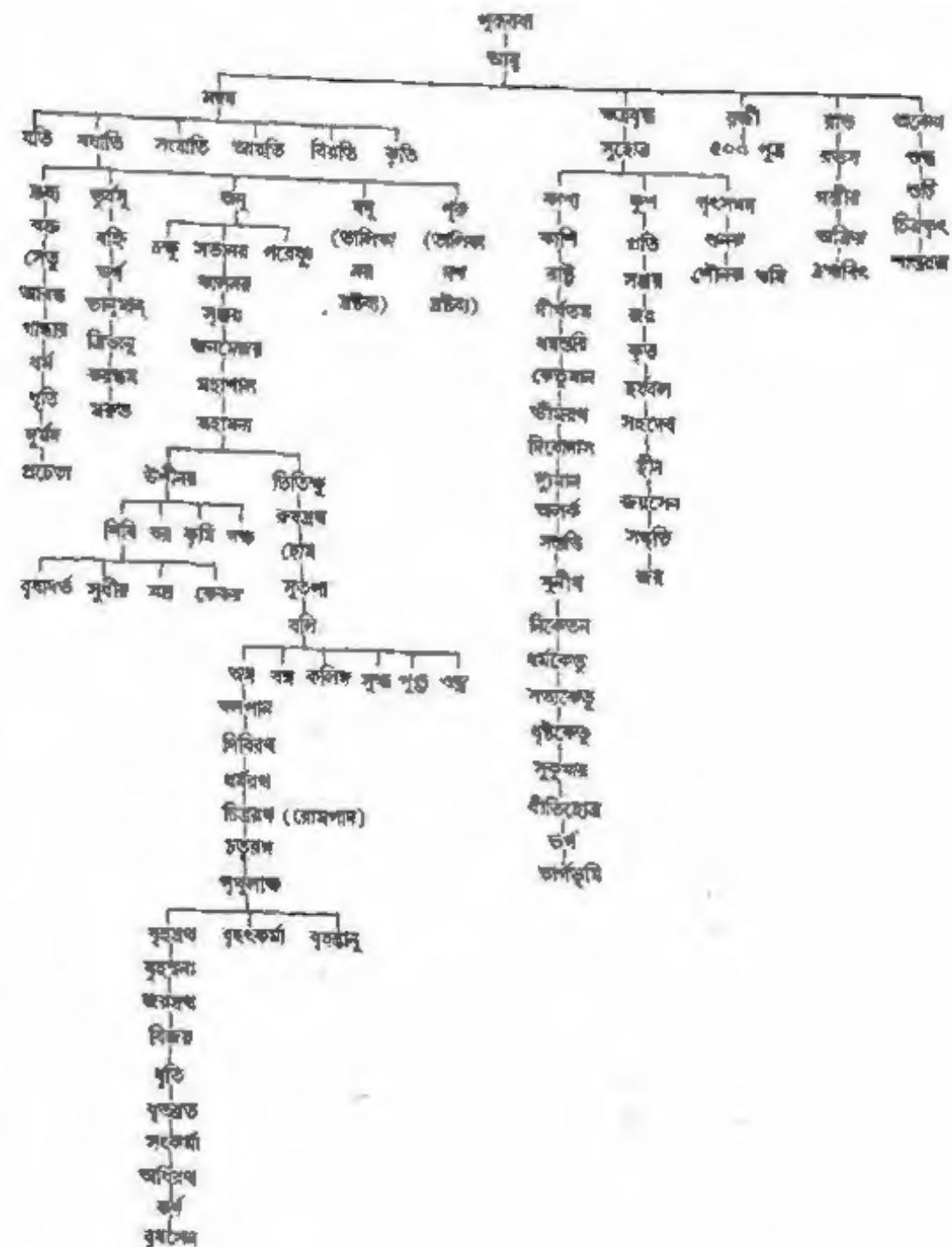
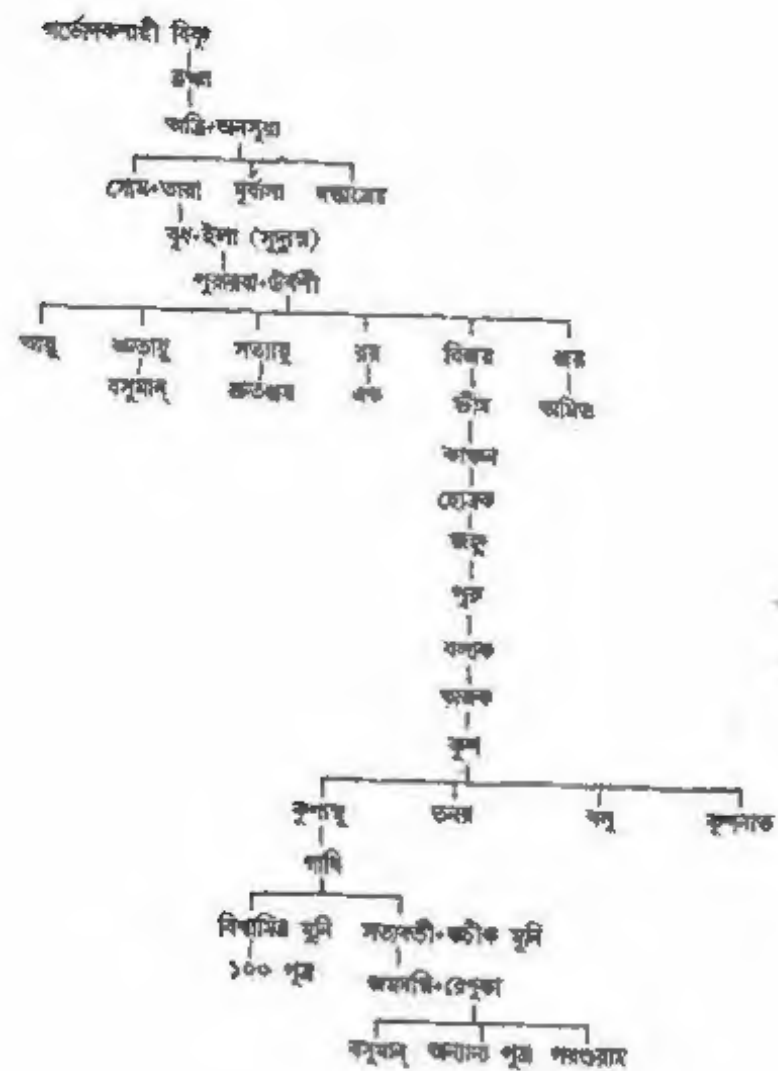
“প্রিয় বৎস, বিশ্বপতি, আমার ও বৈষ্ণবদের অঙ্গনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি ভক্তিসহকারে করণ সংরক্ষণ করা উচিত। কলি-যুগে যেখানেই পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, সেখানেই সকল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রী সমুদ্রাচারে আমি বাস করি। চিত্র বৎস, যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত কথা আলোচনা হয়, সেখানেই সকল পবিত্র নর-নারী, কুণ্ড, হৃদ, সকল বস্তু, সপ্ত তীর্থ ক্ষেত্র—অবেণ্যা, মধুরা, মায়ী (হরিকণ্ঠ), কাশী, কাকি, অম্বস্তী (উজ্জয়িনী) ও ধারবন—এক পবিত্র পর্বতসমূহ উপস্থিত থাকে। হে বিশ্বপতি, যশ, ধার্মিকতা, বিজ্ঞান, পাণদুষ্টির জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত। ভাগবত শ্রবণের ফলে ধার্মিক হয়

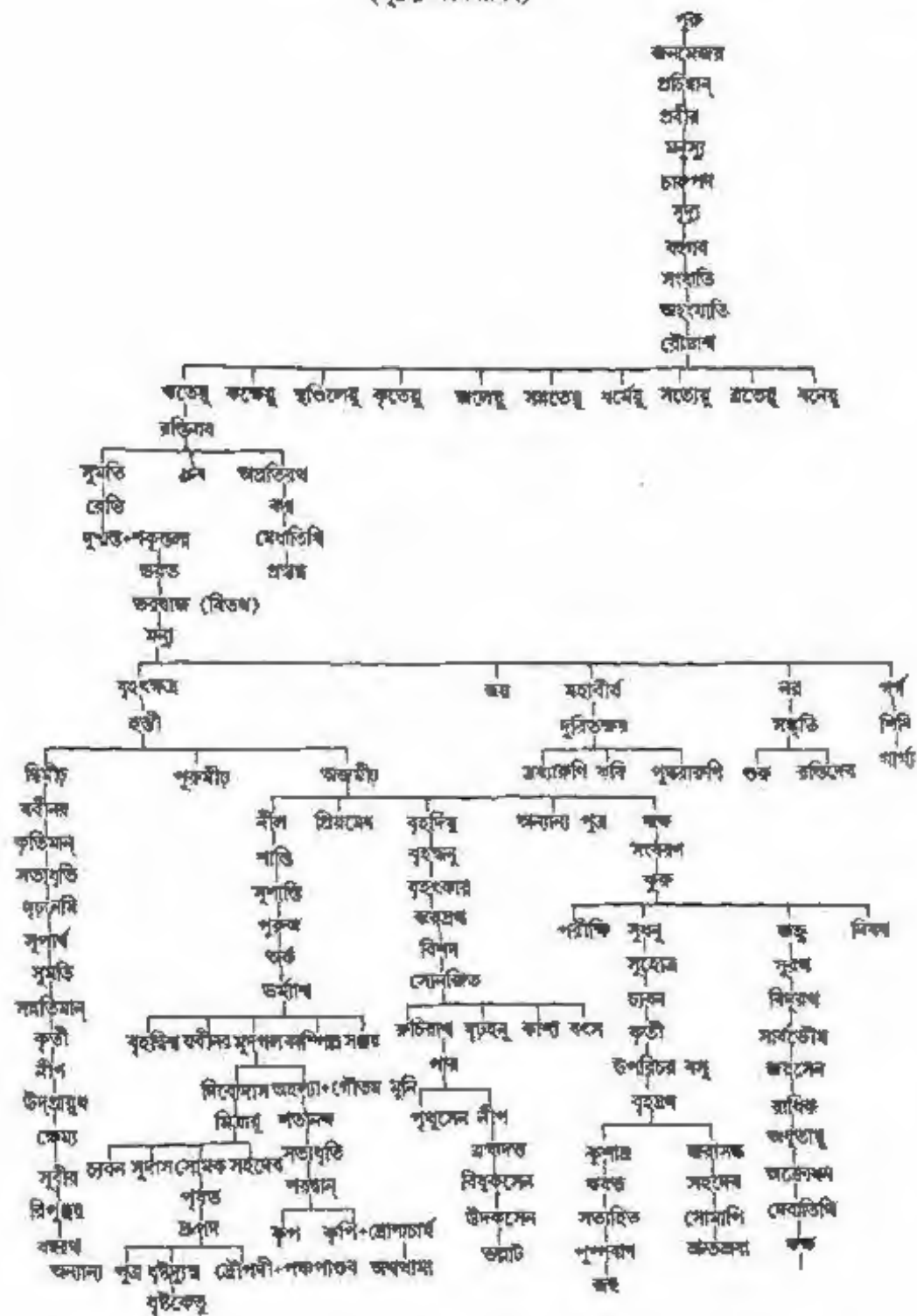
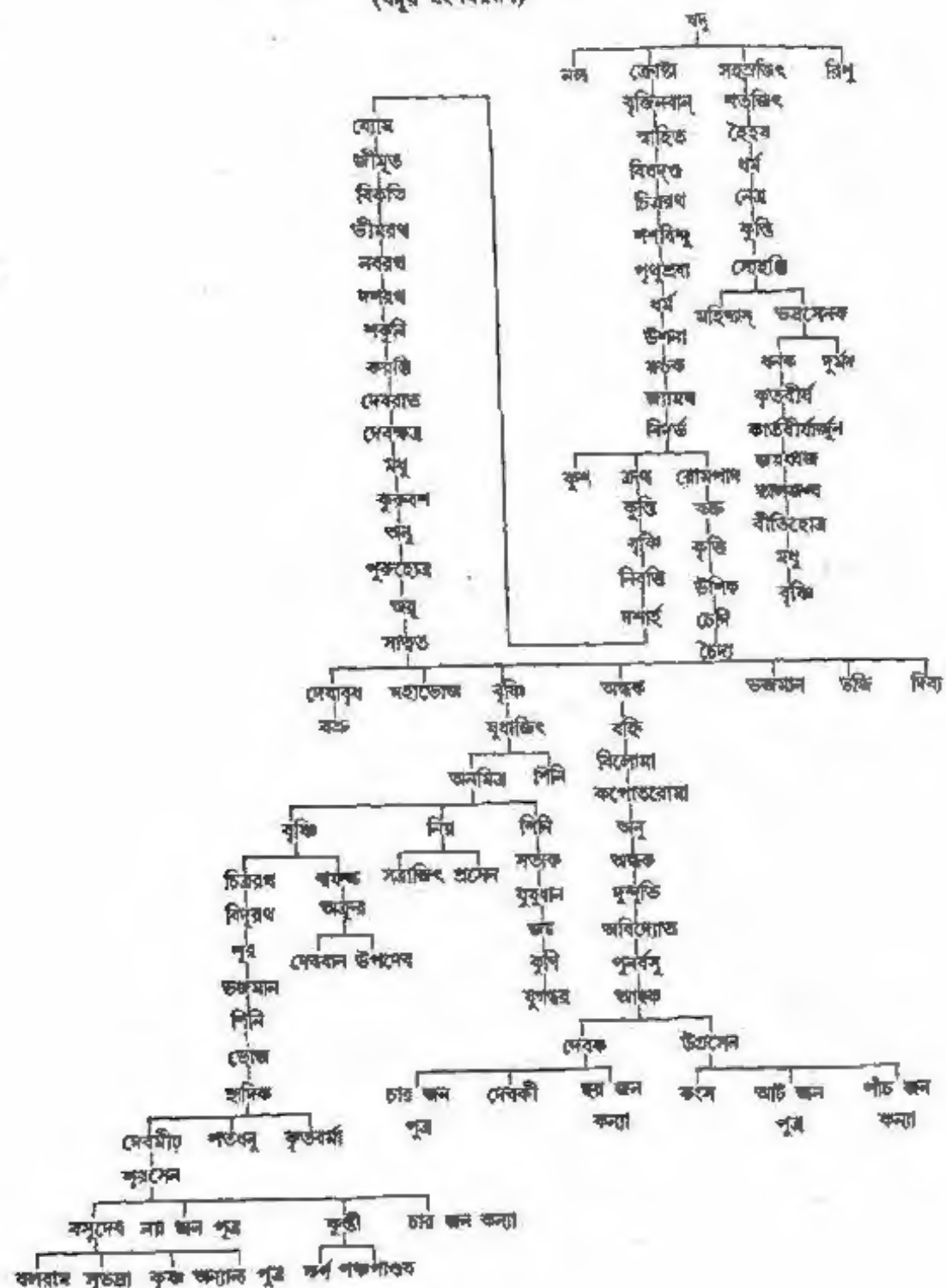
এবং সর্ব রোগ ও পাপ মুক্ত হয়ে দীর্ঘ-জীবন লাভ করে। হে বিশ্বপতি, আমি সত্য বলছি : যারা শ্রীমদ্ভাগবতের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য শ্রবণ করে না, অথবা এটি শ্রবণের পর সুখ প্রকাশ করে না, সে যমরাজের এতিয়ারে আবদ্ধ থাকে। হে প্রিয় বৎস, যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করতে বিশেষত একদম্পীর দিনে অন্য কোথাও যেতে না পারে তাই মতো পানী আর কেউ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি, অর্থ, বা এক চতুর্থাংশ স্নোকেও যার গৃহে আছে আমি সেখানেই বাস করি। ভাগবত শ্রবণে যে বিতৃষ্ণতা অর্জন করা যায়, বদভিকারম মর্শনে বা প্রয়াগ-সাগরে অবগাহন করলেও সেই শুদ্ধতা অর্জন করা যায় না।”

“হে চতুরঙ্গন ব্রহ্মা, গান্ধী যেমন স্বতন্ত্রভাবে তার বৎসকে অনুসরণ করে আমিও তেমনিই যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের আলোচনা হয় সেখানেই গমন করি। শ্রীমদ্ভাগবত কখন ও শ্রবণ উপভোগকারীকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না। পবিত্র ভাগবত গ্রন্থ দেখে যে তাঁকে প্রসন্ন করে না, তার অতীতের সঞ্চিত পুণ্য সে হারিয়ে ফেলে। ভাগবতের প্রতি সন্মান দেখিয়ে যে দাঁড়িয়ে এই গ্রন্থের প্রতি প্রশংসা নিবেদন করে অস্তিত্বে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে যে পাঠে হেঁটে পরিক্রমা করে, প্রতি পদক্ষেপে তার অধ্যয়ন যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এ-সময়ে কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি প্রকৃত দাঁড়িয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে প্রশংসা মিলেন করে, আমি তাকে জন-সম্পদ, ভার্য্যা, সন্তানাদি ও ভক্তিপূর্ণ সেবা দান করি।”

“প্রিয় বৎস, যারা বোদ্ধশোণিত্যে শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে ও ভক্তি সহকারে ভাগবত শ্রবণ করে তাদের দ্বারা আমি নিরুদ্বিগ্ন। হে ব্রহ্মা, হে সূর্য, সব রকম উৎসবের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা উৎসবই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার সন্তুষ্টির জন্য যারা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে ও ভক্তিসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে এক যারা বন, অলংকার, পুষ্প, প্রদীপ ও ধূপ-ধূনা ইত্যাদি সুগন্ধী দ্রব্য দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করে তারা সতীনারী তার পতিকে নিরুদ্বিগ্ন করার মতো আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করে থাকে।”

বংশপরম্পরা সারণী





১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অস্ত্রকট ইত্যাদি সৃষ্টির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, পূর্বে গ্রীক প্রভৃতি সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, পৌছে দেবার জন্য তাঁর বুদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য চোন্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচলিত জগতের সজ্ঞান লাভ করবে।